

স্কন্দ পুরାণম্ ।

প্রভাসখণ্ডম্ ।

(প্রভাসকেন্দ্রমাহাত্ম্য-বস্ত্রাপথকেন্দ্রমাহাত্ম্যাস্কন্দখণ্ড-
দ্বারকামাহাত্ম্যাস্কন্দম্ ।)

শ্রীমন্নহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্ ।

বঙ্গানুবাদসমেতম্ ।

কলিকাতা,

স্বা ২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইণ্ডেস্ট্রী-প্রেস"-প্রেসে

শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩১৮ সাল ।

স্কন্দ পুরাণম্।

প্রভাসখণ্ডঃ।

প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্।

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

বাস উবাচ। যশ্চাদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণ ইতি যঃ
সংস্কৃত্যতে সৰ্ব্বতঃ, সোমেশঃ সুরসংযুতঃ কিত্তিলে
যৈবীকিতো হীকপৈঃ। তে তাঁহা বিততাস্তরং
তবভয়ং ভূত্যাভিসমুদ্ভূতাঃ, স্বৰ্গঃ যানবতৈঃ প্রয়াস্তি
সুরতৈর্ষজৈর্ষথা যজিনঃ। ১। প্রসন্নহৃদ্বিন্দুনাশয়
শুদ্ধামৃতময়াননে। বড়ুবিংশতিবদেহায় নমস্কিন্নাত্ত-
মুৰ্ত্তয়ে। ২। অমৃতেনোদরস্থেন ত্রিয়স্তে সৰ্ব-
দেবতাঃ। কঠস্থিতবিবেণাপি যো জীবতি স পাতৃ

বঃ। ৩। সত্রান্তে স্তুতমনসঃ নৈমিষেয়া মহর্ষয়ঃ।
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং পপ্রচ্ছু রোমহর্ষণম্। ৪।
অয়া সূত মহাবুদ্ধে ভগবান ব্রহ্মবিস্তমঃ। ইতিহাস-
পুরাণার্থে ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ। ৫। তন্ত তে
সৰ্বরোমাণি বচনা হর্ষিতানি যৎ। বৈশ্যায়নস্তাহুতাবা-
স্ততোহভু রোমহর্ষণঃ। ৬। ভবন্তমেব প্রথমং
ব্যাঞ্জহার স্বয়ং প্রভুঃ। মুনীনাং সংহিতাঃ বকু-
ব্যাসঃ পৌরাণিকী কথাম্। ৭। স্বং হি স্বায়ম্ভুবে
যজ্ঞে সূত্যাহে বিততে হরিঃ। সন্তুতঃ সংহিতাং
কুং স্বাংশেন পুরুষোত্তমঃ। ৮। তস্মাভবন্তঃ

প্রথম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—যিনি আদ্য পুরাণ পুরুষ
সর্বত্রই সংস্কৃত হইয়া থাকেন; যিনি সোমেশ
ও ব্রহ্মপরিবৃত, বাহারা তাঁহাকে কিত্তিলে দর্শন
করেন, তাঁহারা বিশাল ভবভয় হইতে উদ্ধার পাইয়া
অপার ঐশ্বৰ্য্যে অধিত হন এবং যান্ত্রিকগণ যজ্ঞ
দ্বারা স্মৃতি সঞ্চয় করিয়া যেমন স্বর্গধামে প্রয়াণ
করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তেমন উত্তম যানা-
বাহুণে অস্ত্রে স্বর্গ গমন করেন। বাহা হইতে
বিন্দুনাশ প্রসারিত, যিনি শুদ্ধ অমৃতময় আত্মস্বরূপ,
এবং বিংশতিবদেহই বাহায় দেহ, আমি সেই
চিরায়ুর্মুৰ্ত্তি পরম দেবকে নমস্কার করি। অমৃত
দেহ হইলেও সৰ্বদেব মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকেন,
তু কঠে বিষ থাকিলেও যিনি চিরজীবী; সেই

শিব আপনাদিগকে পালনকরুন। নৈমিষেয় মহর্ষি-
গণ তাঁহাদের যজ্ঞবাসানে পুণ্ডরিক সূত রোম-
হর্ষণের নিকট পুণ্য পুরাণসংহিতা জিজ্ঞাসা করি-
লেন; কহিলেন,—হে সূত। হে মহাবুদ্ধে। ইতিহাস
ও পুরাণতত্ত্ব জানিবার জন্ত তুমি ব্রহ্মবিস্তম ভগবান
ব্যাসদেবের সম্যক উপাসনা করিয়াছ; সেই সকল
তত্ত্বকথায় তোমার রোমরাজি হর্ষিত হইয়াছিল,
এই জন্ত বৈশ্যায়নের অন্ত্রগ্রহে তুমি রোমহর্ষণ নাম
ধারণ করিয়াছ। প্রভু ব্যাস মুনিগণের নিকট
পুরাণসংহিতা বিবৃত করিবার জন্ত প্রথমে তোমাকেই
পৌরাণিকী কথা বলিয়াছিলেন। ১-৭। স্বায়ম্ভুব যজ্ঞে
সূত্যাহে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম হরিই স্বীয় অংশে
তোমার মূৰ্ত্তিতে সংহিতা প্রকাশের জন্ত আবির্ভূত

পুচ্ছামঃ পুরাণে স্বন্দকীর্তিতে । প্রভাসক্ষেত্র-
মহাঙ্কো ব্রাহ্মী যাত্রা ঋতা পুরা ॥ ১ ॥ অধুনা
বৈকবীঃ রোদ্রীঃ যাত্রাঃ সর্বার্থসংযুতাম্ । বন্ধু-
মহিস চান্মাকঃ পুরাণার্থবিশারদ ॥ ১০ ॥ মুনিনাং
বচনং ঋতা সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ । প্রণম্য শিরসা
প্রাঃ বাসং সত্যবতীশুভম্ ॥ ১১ ॥ রোমহর্ষণ
উবাচ । জীবৎসাক্ষং জগদ্যোনিং হরিমোক্ষারূপিণম্ ।
অপ্রমেদং শুকং দেবং নির্মলং নির্মলাশ্রয়ম্ ॥ ১২ ॥
হংসং শুচিষদং ব্যোম ব্যাপকং সর্বদং শিবম্ ।
উদাসীনং নিরায়াসং নিম্প্রপঞ্চং নিরঞ্জনম্ ॥
১৩ ॥ শূন্তং বিন্দুরূপং তু ধোয়ং ধ্যানবিবর্জিতম্ ।
অন্তি নাস্তীতি যং প্রাঃ সূদূরে চান্তিকে চ যৎ ॥
১৪ ॥ মনোগ্রাহং পরং ধাম পুরুষাখ্যং জগন্ময়ম্ ।
হৃৎপঙ্কজসমাসীনং তেজোরূপং নিরিন্দ্রিয়ম্ ॥ ১৫ ॥
এবংবিধং নমস্তুত্যা পরমাত্মানমীশ্বরম্ । কথাং
বদিস্যে দ্বিবিধাঃ দ্বিশরীরাং তথৈব তু ॥ ১৬ ॥
দিব্যভাষাসমোপেতাং বেদাধিষ্ঠানসংযুতাম্ । পঞ্চসঙ্ক-
সমাযুক্তাং সড়লঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ১৭ ॥ সপ্তসাধন-
সংযুক্তাং রসাত্তগুণরঞ্জিতাম্ । গুণৈর্নবভিরাকীর্ণাং

দশদোষবিবর্জিতাম্ ॥ ১৮ ॥ বিভাষাভূষিতাঃ
তদ্বদেকায়তাং মনোহরাম্ । পঞ্চকারণসংযুক্তাং
চতুষ্করণসম্বতাম্ ॥ ১৯ ॥ পুনশ্চ দ্বিবিধাঃ তদ্বজ-
জ্ঞানসন্দোহদায়িনীম্ । ব্যাসেন কথিতাং পুণ্যাং
শুপুঙ্খঃ পাপনাশিনীম্ ॥ ২০ ॥ যত্র ঋতা পাপ-
কর্ষ্যাপি গচ্ছেদ্ধি পরমাং গতিম্ । হৃৎখণ্ডয়বিনির্মুক্তঃ
সর্গাতঙ্কবিবর্জিতঃ ॥ ২১ ॥ ন নাস্তিকে কথাং
পুণ্যামিমাং ক্রয়াৎ কদাচন । শ্রদ্ধাধানায় শান্তায়
কীর্তনায় দ্বিজাতয়ে ॥ ২২ ॥ নিবেদাদিঃ শ্রবণানন্তো
মন্ত্রৈর্ব্যক্তোদিতো বিধিঃ । তন্ত শাস্ত্রেহধিকারোহস্তি
জ্যেয়ো নাস্তান্ত কথ্যচিৎ ॥ ২৩ ॥ চতুঃপঞ্চাবদাত্ত
বিগুহ্বিক্ষিপণত চ । ঐশ্বর্যস্তাধিকারোহস্তি শাস্ত্রে-
হস্মিন বেদসম্বতে ॥ ২৪ ॥ যথা সুরাণাং প্রবরো
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা বর্ণনাং
ব্রাহ্মণো যথা ॥ ২৫ ॥ অক্ষরাণাং তু সর্বোব্যমোক্ষারঃ
প্রথমো যথা । পুজ্যানাং তু যথা মাতা গুরুণাঞ্চ
যথা পিতা । তথৈব সর্ষাশ্রাণাং প্রধানং স্বন্দ-
কীর্তিতম্ ॥ ২৬ ॥ পুরা কৈলাসশিখরে ব্রহ্মাদীনাঞ্চ
সঙ্গিধৌ । স্বানন্দং পুরাণং কথিতং পার্শ্বভাগে

হইয়াছিলেন । এই জন্ত তোমারই নিকট জিজ্ঞাসা
করিতেছি । স্বন্দকথিত পুরাণে প্রভাসক্ষেত্র-
মহাঙ্কো পূর্বে আমরা কোন একটা কথাপ্রসঙ্গে
ব্রাহ্মী যাত্রা শ্রবণ করিয়াছি ; হে পুরাণার্থবিশারদ !
অধুনা সর্কার্শালিনী বৈকবী এবং রোদ্রী যাত্রা
আমাদের নিকট বর্ণন কর । মুনিগণের বাক্য
শুনিয়া পৌরাণিকপ্রবর সূত মন্তক দ্বারা সত্যবতী-
সূত ব্যাসকে প্রশ্নপাত করিয়া কহিলেন,—যিনি
জীবৎসলাহন, জগদ্যোনি, ওক্ষারূপী, হরি, অপ্র-
মেয়, শুক, নির্মলাশ্রয়, নির্মল দেব, হংস, শুচিষদ,
ব্যোম, ব্যাপক, সর্বদ, শিব, উদাসীন, নিরায়াস,
নিম্প্রপঞ্চ, নিরঞ্জন, শূন্ত, বিন্দুরূপ, ধোয়, ও ধ্যান-
বর্জিত ; পণ্ডিতগণ হাঁহাকে সদস্য বলিয়া নির্দেশ
করেন ; যিনি বহু দূরে আছেন এবং অতি
নিকটেও বিয়াজ করিতেছেন ; যিনি মনোগ্রাহ
পুরুষাখ্য জগন্ময় পরম ধাম ; যিনি নিরিন্দ্রিয়,
তেজোরূপী ও সর্গভূতের হৃৎপঙ্কজে সমাসীন ;
আমি এবিধ পরমাত্মাভিধেয় ঈশ্বরকে নমস্কার
করিয়া দ্বিবিধ কথা বর্ণন করিব । এই কথা দ্বিশরীরা,
দিব্যভাষাযুতা, বেদাধিষ্ঠান-সমোতা, পঞ্চসঙ্কযুতা,
সড়লঙ্কার-মণ্ডিতা, সপ্তসাধন-সম্পন্ন, অষ্টাবধ রস

ও নব গুণ-রঞ্জিতা, দশদোষ-বর্জিতা, বিভাষাবিতা,
মনোহরা, পঞ্চকারণযুতা, করণচতুষ্টয়-ভূষিতা,
জ্ঞানসন্দোহদায়িকা, ব্যাসবর্ণিতা, পাপহারিণী ও
পাবনী । এই পুণ্য কথা এক্ষণে আপনাতা শ্রবণ
করুন । ইহা শ্রবণ করিয়া পাপকর্ষ্য ব্যক্তিও পরম-
গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহার হৃৎখণ্ড দূরীভূত
হয় এবং সমস্ত আতঙ্ক নিরাকৃত হইয়া থাকে । এই
পুণ্যকাহিনী কদাচ নাস্তিকের নিকট কীর্তন করিবে
না ; পরন্তু শ্রদ্ধাবান শাস্ত্রচোতা দ্বিজাতির নিকটই
ইহা বর্ণন করিবে । যাহাদিগের গর্ভাধানাদি মৃত্যু-
কাল পর্যন্ত বৈধ ক্রিয়াসমূহ মন্ত্রাঙ্কুশারে বিহিত
হইয়াছে, এই শাস্ত্রে তাহাদিগেরই অধিকার ;
অপর কাহারও অধিকার নাই । যাহার পঞ্চ-
চতুষ্টয় সম্যক বিগুহ্ব এবং যিনি বিগুহ্ব ব্রাহ্মণবংশে
জন্মিয়া সদাচার-পালনপরায়ণ, এই বেদাঙ্কমোদিত
শাস্ত্রে তাঁহারই অধিকার ॥ ১৮—২৪ ॥ সমস্ত সুরগণ
মধ্যে যেমন দেবদেব মহেশ্বর, নদীসমূহ মধ্যে যেমন
গঙ্গা, বর্ণ সকলের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, অক্ষরনিকর
মধ্যে যেমন ওক্ষর, পুজ্য সমস্তের মধ্যে যেমন
মাতা, এবং গুরুগণের মধ্যে যেমন পিতা শ্রেষ্ঠ,
তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে এই স্বন্দ-কীর্তিত মহা-
পুরাণই বরিষ্ঠ । পূর্বে কৈলাসশিখরে ব্রহ্মাদির

পিনাকিনা ৷ ২৭ ৷ পার্শ্বত্যা যথার্থত্যাগ্রে তেন
অঙ্গিগণায় বৈ। নন্দিনা তু কুমারায় তেন বাসায়
ধীমতে ৷ ২৮ ৷ ব্যাসেন মে সমাধাতঃ ভবন্তোহহঃ
প্রকীর্তয়ে ৷ ২৯ ৷ যুগং সত্যবসংযুক্তা যতঃ সর্কে
ক্ষয়ঃ। তেন মে ভাবিতুঃ শ্রদ্ধা ভবতাঃ ক্ষন্দ-
সংহিতাম্ ৷ ৩০ ৷

ইতি শ্রীকাল্পে মহাপুরাণ একাংশিতীহাস্যাঃ সং-
হিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে প্রথমে প্রভাস-
ক্ষেত্রমাধ্যায়ে প্রাধিকায়বর্ণনং নাম
প্রথমোধ্যায়ঃ ৷ ১ ৷

বিতারোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ। কথায় লক্ষণং ব্রহ্মি গুণদোষান
সবিস্তরান্। আশ্রয়পৌরুষেয়াণাং কাব্যচিরপরী-
ক্ষণম্। কথং জ্ঞেয়ং মহাবুদ্ধে শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ৷
১ ৷ শূত উবাচ। অথ সঙ্ক্ষেপতো বক্ষ্যে পুরাণা-
নামনুক্রমম্। লক্ষণকৈব সংখ্যাঞ্চ উক্তভেদাংস্তথৈব
চ ৷ ২ ৷ পুরা তপস্চচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ।
আবির্ভূতাস্ততো বেদাঃ সযজ্ঞপদক্রমাঃ ৷ ৩ ৷ ততঃ

সমক্ষে ভগবান পিনাকপাণি পার্শ্বতীয় নিকট এই
ক্ষন্দপুরাণ কীর্তন করিয়াছিলেন। পার্শ্বতী দেবী
তাহা আবার যথার্থের নিকট বর্ণন করেন।
কুমার তাহা গণনাযক নন্দীর নিকট এবং নন্দী
তাহা আবার কুমারের নিকট কীর্তন করেন।
কুমার তাহা ব্যাসকে উপদেশ করেন। আমি
ব্যাসের নিকট তাহা শুনিয়াছি; এবং এক্ষণে
আপনাদের নিকট কীর্তন করিতেছি। আপনারা
সকলেই সদ্ভাবাপন্ন মহর্ষি; সেই জন্য আপনা-
দিগকে কল্পসংহিতা বলিতে আমার শ্রদ্ধা হই-
তেছে। ২৫—৩০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাবুদ্ধি শূত! আর
ও পৌরুষেয় কাব্যনিবহের লক্ষণপরীক্ষা কিপ্রকারে
করা যায়?—আমরা তাহাই জানিতে অভিলাষী
হইয়াছি। অতএব আপনি আমাদের নিকট
সবিস্তর লক্ষণ ও গুণ-দোষের বর্ণন করুন।
শূত কহিলেন,—মুনিগণ! আমি সংক্ষেপে পুরাণ-
লক্ষণের অনুক্রম, লক্ষণ, সংখ্যা ও অবাস্তব ভেদ
সকল বলিতেছি। পুরাকালে সুরপিতামহ ব্রহ্মা,

পুরাণমখিলং সর্কশাস্ত্রময়ং ক্রমম্। নিত্যশব্দময়ং
পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ৷ ৪০ ৷ নির্গতং ব্রহ্মণো
বজ্রদ্বাত্রাশং বৈষ্ণবম্বেব চ। শৈবং ভাগবতকৈব
ভবিষ্যং নারদীয়কম্ ৷ ৫ ৷ মার্কণ্ডেয়মধ্যায়েয়ং
ব্রহ্মবৈবর্তম্বেব চ। লৈঙ্গং তথা চ বারাহং কান্দং
বায়নম্বেব চ। ৬ ৷ কোর্মাং মাৎস্তং গারুড়ঞ্চ
বায়বীয়মনন্তরম্। অষ্টাদশং সমুদ্ভিষ্টং সর্কপাতক-
নাশনম্ ৷ ৭ ৷ একমেব পুরা হ্রীসৌব্রহ্মাণ্ডং শত-
কোটিখা ৷ ৮ ৷ ততোহষ্টাদশখা কৃষা বেদব্যাসো
যুগে যুগে। প্রখ্যাপয়তি লোকেহস্মিন সাক্ষাৎসার-
য়ণাংশজঃ ৷ ৯ ৷ অস্ত্রাষ্ট্রাপপুরাণানি মুনিরা কথি-
তানি তু। তানি বঃ কথয়িষ্যামি সঙ্ক্ষেপাদবধা-
তাম্ ৷ ১০ ৷ আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহ-
মতঃ পরম্। তৃতীয়ং ক্রী(না)ন্দমুদ্ভিষ্টং কুমারেশ্বর-
ভাষিতম্ ৷ ১১ ৷ চতুর্থং শিববর্ষাখ্যং সাক্ষাৎসার-
ভাষিতম্। দ্বীপাসোসক্তমাশ্রয়ং নারদোক্তমতঃ
পরম্ ৷ ১২ ৷ কাপিলং মানবকৈব তথৈবোশন-
সেবিতম্। ব্রহ্মাণ্ডং বারুণং চান্দ্রং কালিকাশ্রয়-

অত্যাগ্র তপস্তা করিয়াছিলেন; তাহাতে ব্রহ্মার
বদনকমল হইতে পদ-ক্রমাঙ্কিত যজ্ঞ বেদচতুর্দয়,
এবং নিত্য শব্দময় পুণ্যজনক শতকোটি-
শ্লোকাস্ত্রক, সর্কশাস্ত্রময় পুরাণ সকল প্রাভূর্ত্ত হইয়া
ব্রহ্মা, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, ভবিষ্য, নারদীয়,
মার্কণ্ডেয়, আয়েয়, ব্রহ্মবৈবর্ত, লৈঙ্গ, বারাহ
কান্দ, বায়ন, কোর্মা, মাৎস্ত, গারুড়, বায়বীয় ও
ব্রহ্মাণ্ড; এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ সর্কপাতক-নাশন।
পূর্বে একমাত্র শতকোটি-শ্লোকাস্ত্রক ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই
প্রাভূর্ত্ত হইয়াছিল, পরে সাক্ষাৎ নারায়ণাংশজ
বেদব্যাস যুগে যুগে তাহাকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত
করিয়া লোকে প্রকটিত করেন। অপরাপর মুনি-
গণ যে সকল পুরাণ কীর্তন করিয়াছেন, তৎসমস্ত
উপপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। আমি সংক্ষেপে তৎসমস্ত
আপনাদিগের নিকট বলিতেছি, আপনারা অবধান
করুন। ১—১০। প্রথম সনৎকুমার-বর্ণিত পুরাণ,
দ্বিতীয় নারসিংহপুরাণ, তৃতীয় কান্দ (নান্দ)
পুরাণ, ইহা কুমার-কথিত; চতুর্থ শিববর্ষ পুরাণ,
ইহা সাক্ষাৎ নন্দীশ্বর বলিয়াছেন। পঞ্চম পুরাণ
দ্রুপদায় বর্ণিত; ষষ্ঠ পুরাণ নারদোক্ত; সপ্তম
কাপিল; অষ্টম মানব; নবম পুরাণ উশনা কর্তৃক
বর্ণিত; দশম উপপুরাণ ব্রহ্মাণ্ড নামে প্রখ্যাত;
একাদশ বারুণ পুরাণ; দ্বাদশ কালিকাপুরাণ;

মেঘ চ ১০ ॥ বাহেব্রহ্ম তথা সাং সৌরঃ সর্গাধ-
সকয়ম্ । পরাশরোক্তং পরমং মারীচং ভার্গবাহ্র-
য়ম্ ॥ ১৪ ॥ এতদ্ব্যাপ্তপুৰাণানি কথিতানি ত্রিজো-
তমাঃ ॥ ১৫ ॥ অথহ উচুঃ ॥ পুরাণসম্বন্ধায়াচক্ষ-
স্বত বিস্তরশঃ ক্রমাৎ ॥ দানধর্মমশেষজ যথাবদহু-
পূর্বশঃ ॥ ১৬ ॥ স্বত উবাচ ॥ ইদমেব পুরাণে-
শ্বিন পুরাণপুরুষত্বদা ॥ যত্নবান্ স বিবাক্ষা
মনবে তদ্বিবোধত ॥ ১৭ ॥ পুরাণঃ সর্গশাস্ত্রাণাং
ব্রহ্মাণ্ডং প্রথমং স্মৃতম্ ॥ অনন্তরঞ্চ বজ্রেন্ত্যো
বেদান্তত্বমনির্গতঃ ॥ ১৮ ॥ পুরাণমেকমেবাদীত-
শ্বিন কল্পান্তরে ত্বথা ॥ ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শত-
কোটিপ্রবিশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥ বিনির্দেষ্য লোকেষু
কৃষ্ণেনানন্তরূপিণা ॥ সাংসারচ চতুরো বেদান পুরাণ-
স্তায়বিশ্বরম্ ॥ ২০ ॥ মৌমাংসাঃ ধর্মশাস্ত্রঞ্চ পরি-
গৃহ্যাসাংকৃতম্ ॥ মৎস্তরূপেণ চ পুনঃ কল্পাদা-
বুদ্ধকারণবে ॥ ২১ ॥ অশেষমেব কথিতং ব্রহ্মণে
দিব্যচক্ষুবে ॥ ব্রহ্মা জগাদ চ মুনীঃস্বকালজ্ঞান-

জয়োদশ মাহেশ্বর পুরাণ; চতুর্দশ সাংসারপুরাণ;
পঞ্চদশ সৌর পুরাণ, ইহাতে সর্ব বিষয়ই বর্ণিত
আছে। বোড়শ পুরাণ অত্যুত্তম, উহা পরাশ-
রোক্ত; সপ্তদশ মারীচ পুরাণ এবং অষ্টাদশ উপ-
পুরাণ ভার্গব নামে বিখ্যাত। হে ত্রিজোত্তমগণ!
এই অষ্টাদশ পুরাণ উপপুরাণ নামে কথিত।
অধিগণ করিলেন,—হে স্বত! আপনি আমাদিগের
নিকট পুরাণসমূহের সংখ্যা সবিস্তরে কীর্তন
করুন; আর হে অশেষজ! যথাক্রমে দানধর্মও
বর্ণন করুন। স্বত কহিলেন,—হে মুনীগণ! পূর্বে
বিবাক্ষা পুরাণপুরুষ এই পুরাণসম্বন্ধে মন্থকে যাঁহা
বলিয়াছিলেন; আপনারা তাহাই আমার নিকট
অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। সমস্ত শাস্ত্রের
মধ্যে সর্ব প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই বিধাতার মুখ-
হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তার পর তদীয় মুখ
চতুর্ভুজ হইতে চারি বেদ নির্গত হয়। সেই কল্পাদি-
কালে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই একমাত্র শতকোটি-শ্লোকাক্ষক
সুবিস্তৃত ধর্মার্থ-কামসাধক পুণ্য পুরাণ বলিয়া
গণ্য ছিল। কল্পান্তকালে লোক সকল দম্ব হইলে
পর, সেই পুরাণও বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন
অনন্তরূপী ভগবান্ ঐকম্ব, মৎস্তরূপ পরিগ্রহ করিয়া
ষড়ঙ্গ বেদচতুর্ভুজ, পুরাণ, ভায়, মৌমাংসা ও ধর্ম-
শাস্ত্র সকল আত্মসাৎ করেন। অনন্তর পরকল্পের
আদিকালে সেই একারণমধ্যে দ্বিপাদদৃষ্টিসম্পন্ন

দর্শনঃ ॥ ২২ ॥ প্রকৃতিঃ সর্গশাস্ত্রাণাং পুরাণস্তা-
ভবন্ততঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ কালক্রমেণাসৌ ব্যাস-
রূপধরো হরিঃ ॥ অষ্টাদশপুরাণানি সঙ্ক্ষেপাতি
যুগেযুগে ॥ ২৪ ॥ চতুর্লক্ষপ্রমাণানি দ্বাপরে দ্বাপরে
সদা ॥ তদষ্টাদশখা কৃত্য ভুলোকেহশ্বিন প্রভাবতে ॥
২৫ ॥ অদ্যাপি দেবলোকে তু শতকোটিপ্রবিশ্ব-
রম্ ॥ তদর্থোক্ত চতুর্লক্ষঃ সঙ্ক্ষেপেণ নিবেশিতঃ ॥
২৬ ॥ পুরাণানি দশাষ্টো চ সাম্প্রতং তদ্বিহো-
চ্যতে ॥ নামতজ্ঞানি বক্ষ্যামি সম্বন্ধাঞ্চ মুনিসন্তমাঃ ॥
২৭ ॥ ব্রহ্মণাভিহিতং পূর্বং যাবদ্ব্যাজঃ মরীচয়ে ॥
ব্রাহ্ম তদদশসাহস্রং পুরাণং তদ্বিহোচ্যতে ॥ ২৮ ॥
লিখিতী তচ্চ যো দদ্যাজ্জলধেহুসমম্বিতম্ ॥ বৈশাখ্যাং
পৌর্ণমাস্যঞ্চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৯ ॥ এতদেব
যদা পদ্মমভূদ্বৈরগয়ং জগৎ ॥ তদবুতান্তান্ত্রয়ান্তং
তৎপাদ্যামিত্যুচ্যতে বৃধৈঃ ॥ ৩০ ॥ পাদ্যং তৎপঞ্চ-
পঞ্চাশৎ সহস্রাণীক পঠ্যতে ॥ তৎপুরাণঞ্চ যো
দদ্যৎ সুবর্ণকমলাধিতম্ ॥ জ্যোষ্ঠে মাসি তিলৈ-
র্জুক্তং সৌম্যমেষকলং লভেৎ ॥ ৩১ ॥ বারাহ-

ব্রহ্মাকে তৎসমস্ত উপদেশ করেন। ত্রিকালজ্ঞ
ব্রহ্মা মুনিদিগকে তৎসমস্ত উপদেশ করিয়াছিলেন।
সেই হইতেই পুরাণাদি শাস্ত্রসকল পুনঃ প্রচারিত
হয়। ১১—২৩। কালক্রমে ভগবান্ হরি যুগে
যুগে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রতি দ্বাপরযুগে
সেই শতকোটিশ্লোকাক্ষক পুরাণ শাস্ত্র, সংক্ষেপে
চারি লক্ষ শ্লোকে অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রচারিত
করেন। এই ভুলোকে চতুর্লক্ষ শ্লোকে বিবর্তিত
উক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণ কীর্তিত হয়। কিন্তু দেব-
লোকে অদ্যাপি সেই শতকোটি শ্লোকাক্ষক পুরাণ
বর্ণিত হইয়া থাকে। হে মুনিবরগণ! সম্প্রতি সেই
অষ্টাদশ পুরাণের নামানুসারে শ্লোকসংখ্যা বলি-
তোছি। পূর্বে ব্রহ্মা যাঁহা মরীচিকে বলিয়াছিলেন,
তাঁহাই ব্রাহ্ম পুরাণ; উহার শ্লোকসংখ্যা দশ সহস্র।
বৈশাখী পূর্ণিমায় জলধেহু সহ এই ব্রাহ্মপুরাণ দান
করিলে মানব ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস করিতে
পারে। পাদ্য কল্পের প্রারম্ভকালে বিষ্ণু নাভি
হইতে একটুটুহিরণ্য পদ্ম প্রাহুর্ভূত হয়; সেই পদ্ম
হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সেই
পদ্মই এই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। সেই
বুদ্ধান্তাবলম্বনে রচিত পুরাণই পাদ্য নামে প্রখ্যাত।
উহা পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্র শ্লোকাক্ষক। যে ব্যক্তি জ্যোষ্ঠ
মাসে স্বর্ণকমলযুক্ত করিয়া তিলের সহিত উক্ত পাদ্য

কল্পবৃক্ষান্তমধিকৃত্য পরাংপরঃ । যজ্ঞাহংধর্মান-
খিলাংভুক্তং বৈকবং বিষ্ণুঃ ॥ ৩২ ॥ চরিতৈর-
কিতং বিষ্ণোক্তলোকে বৈকবং বিষ্ণুঃ । জ্যো-
বিশ্ণুশাস্ত্রং পুরাণং তৎপ্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৩৩ ॥
তদাভ্যাসে চ যো দদ্যাদ্ভুতধেহুসমধিতম্ । পৌৰ-
মাভ্যং বিভজ্যাঃ স পদং যতি বৈকবম্ ॥ ৩৪ ॥
জ্ঞাতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্মান বায়ুরধারবীৎ । যজ্ঞ-
তদ্বায়বীয়ং জ্ঞানদ্রুমমাহাশাসংযুতম্ ॥ ৩৫ ॥ চতু-
র্বিংশতিসাহস্রং নানারূপান্তসংযুতম্ । ধর্ম্মার্থকাম-
মৌলিকৈশ্চ সাধুরূপসমধিতম্ ॥ ৩৬ ॥ জীবণাং
জীবণে মাসি শুভধেহুসমধিতম্ । যো দদ্যাদধি-
সংযুক্তং ত্রাক্ষণ্যং কুটুম্বিনে । শিবলোকে স
পুত্ৰাশ্চ কল্পমেকং বসেরয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ পুনঃ সজায়তে
মর্ত্যে জ্ঞানো বেকবিন্দমঃ । বেকবিদ্যার্ণভবজ্ঞো
ব্যাখ্যাতবার্ণবিন্দমঃ ॥ ৩৮ ॥ যজ্ঞাদিকৃত্য গায়ত্রীঃ
বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিন্দয়ঃ । বৃক্ষানুরবধোপেতং তদ্ভাগ-
বত্মুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥ সারস্বতস্ত কল্পস্ত মধো যে
যে স্মার্য্যমায়ঃ । তদবৃক্ষান্তোভবং পুণ্যং পুণ্যো-

পুরাণ দান করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় ।
২৪—৩১ । পরাংপর হরি, বায়্যাহ কল্পের বৃক্ষান্তাব-
লম্বনে যে পুরাণে সমগ্র ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন,
তাহাই বৈকব নামে প্রসিদ্ধ । বিষ্ণুর চরিত দ্বারা
মণ্ডিত বলিয়াই উহাকে স্মৃধীগণ বৈকব নামে অভি-
হিত করিয়াছেন । উহার প্রৌণমাসী জ্যোবিশ্ণুশক্তি
সহস্র । যে জন আষাঢ় মাসে বিভক্ত পৌর্ণমাসীতে
যুতধেহুর সহিত উক্ত পুরাণ দান করে, সে বিষ্ণু-
পদ প্রাপ্ত হয় । ধীমানগণ এইরূপ কীৰ্ত্তন করেন ।
জ্ঞাত কল্পের প্রসঙ্গে ভগবান বায়ু, যাহাতে বিবিধ
ধর্ম্মের সহিত কল্পের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন,
উহা বায়বীয় নামে বিখ্যাত । ঐ পুরাণ, চতুর্বিংশতি
সহস্র প্রৌণমাসী এবং নানা বৃক্ষান্তসমধিত । উহাতে
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্শ-সাধক বিবিধ মন্ত্রবৃক্ষান্ত বর্ণিত ।
মানব, জীবণ মাসে পৌর্ণমাসীদিবসে শুভধেহু ও
দধির সহিত যদি বহুপরিবারাধিত ত্রাক্ষণকে
ঐ পুরাণ দান করে, তবে সে নিশ্চাপ হইয়া কল্প-
কাল যাবৎ শিবলোকে বাস করিয়া পরে
মর্ত্যলোকে বেকবিদ্যগণের বরণ্য ও ভবার্থব্যাখ্যা-
কুশল ত্রাক্ষণরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে । গায়ত্রীকে
জবলম্বন করিয়া বিবিধ ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও বৃক্ষানুর-বধো-
পাখ্যান যাহাতে বর্ণিত, তাহাই ভাগবত বলিয়া
উক্ত হয় । উহাতে সারস্বত ধর্ম্মীয় অমরনর-

বাহসমধিতম্ ॥ ৪০ ॥ লিখিতা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহ-
সমধিতম্ । পৌর্ণমাসীঃ প্রৌণমাসীঃ স যতি পরমা-
গতিম্ ॥ ৪১ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণাঃ তৎপ্রকী-
ৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪২ ॥ যজ্ঞাহ নারদো ধর্ম্মান বৃহৎকল্পাধার-
স্থিহ । পক্ষবিশংসহস্রাণি নারদীয়ঃ তদ্রূচ্যতে ॥
৪৩ ॥ তদ্বিধে পঞ্চদশাঙ্ক যো দদ্যাদ্ধেমসংযুতম্ ।
উত্তমং সিদ্ধিমাগ্নোতি ইহলোকে পরজ চ । সধীন
কামানবাগ্নোতি নাজ কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ৪৪ ॥
যজ্ঞাদিকৃত্য শকুনী ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারণম্ পুরাণং
নবসাহস্রং মার্কণ্ডেয়ং তদ্রূচ্যতে ॥ ৪৫ ॥ পরিলিখ্য
চ যো দদ্যাত সৌবর্ণকরিসংযুতম্ । কার্ত্তিক্যাং
শৌণ্ডরীকস্ত যজ্ঞস্ত ফলভাগুভবেৎ ॥ ৪৬ ॥ যজ্ঞ-
দীশানকল্পস্ত বৃক্ষান্তমধিকৃত্য চ । বশিষ্ঠামগ্নিনা
প্রোক্তমাগ্নেয়ং তৎপ্রচ্যতে ॥ ৪৭ ॥ লিখিতা তচ্চ
যো দদ্যাদ্ধেমসংযুতম্ । মার্কণ্ডেয়ং বিধানেন
তিলধেহুযুতং তথা । তচ্চ যোড়শসাহস্রং সর্ক-
কুতুলপ্রদম্ ॥ ৪৮ ॥ যজ্ঞাদিকৃত্য মাহাত্ম্যমাদি-
ত্যস্ত চতুর্থখণ্ডঃ । অঘোরকল্পবৃক্ষান্তপ্রসঙ্গেন জগৎ-

নিকরের বিবিধ উপাখ্যান ও পুণ্য উছাহবিধ
বর্ণিত । যে মানব উক্ত পুরাণ লিখিতা ভাস্রমাসে
পৌর্ণমাসীতে অগ্নিনির্ধিত সিংহের সহিত দান
করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয় । এই ভাগবত-
পুরাণ অষ্টাদশসহস্র-প্রৌণমাসী ১০২—৪২ । নারদ
মুনি, যাহাতে বৃহৎকল্পবিবরণ সহ বিবিধ ধর্ম্ম বর্ণন
করিয়াছেন, তাহা নারদীয় নামে প্রসিদ্ধ ; ইহা পক্ষ-
বিশ্ণুশক্তি-সহস্র-প্রৌণমাসী । যে ব্যক্তি আশ্বিন
মাসে পৌর্ণমাসীতে ধেহুর সহিত উক্ত নারদীয়
পুরাণ প্রদান করে, সে ইহলোকে সর্ককামভোগান্তে
পরলোকে উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে
কোনও বিচার করিবার আবশ্যক নাই । মার্কণ্ডেয়-
মুনি, পক্ষিগণের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম কীৰ্ত্তন করিয়া-
ছিলেন ;—সেই বৃক্ষান্ত যাহাতে বর্ণিত, তাহাই
মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়া উক্ত হয় । এই পুরাণ
লিখিতা যে ব্যক্তি অগ্নেয়ীর সহিত কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়
দান করে, সে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ।
আগ্নেয়, বশিষ্ঠের নিকট কেশানকল্পের বিবরণ
প্রসঙ্গে যাহাতে বিবিধ বৃক্ষান্ত বর্ণন করিয়াছেন,
তাহাই আগ্নেয় নামে প্রখ্যাত । এই পুরাণ লিখিত-
যে মানব অগ্রহায়ণ মাসে তিলধেহু ও অগ্নিগ্নের
সহিত যথাবিধি প্রদান করে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফল
প্রাপ্ত হয় । এই আগ্নেয় পুরাণ যোড়শসহস্র-প্রৌণ-
মাসী । জগৎপত্তি চতুর্থখণ্ড, মন্ত্রকে অঘোরকল্প-

পতিঃ। মনবে কথ্যমাস ভূতগ্রামস্ত লক্ষণম্ ।
 ৪৯ ॥ চতুর্দশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি চ । ভবিষ্য-
 চরিতপ্রাণ ভবিষ্য তদিশোচ্যতে ॥ ৫০ ॥ তৎ
 পৌষমাসি যো দদ্যাৎ পৌর্ণমাস্তাং বিমৎসরঃ ।
 শুভকুন্তসমায়ুক্তমগ্নিষ্টোমকলং লভেৎ ॥ ৫১ ॥ রথ-
 স্তরস্ত কল্পস্ত বৃতাঙ্কমধিকৃত্য চ । সাবর্ণিনা নারদায়
 কৃৎসমাংশস্যসংযুতম্ । প্রোক্তং ব্রহ্মবরাহস্ত চরিতং
 বর্ণ্যতেহহ ৫ ॥ ৫২ ॥ তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত-
 মুচ্যতে । পুরাণং ব্রহ্মবৈবর্তং যো দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো-
 ক্তমে । মাঘমাসে পৌর্ণমাস্তাং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
 ৫৩ ॥ যজ্ঞাগ্নিলিঙ্গমধ্যস্থঃ প্রাহ দেবো মহেশ্বরঃ ।
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থান্নায়েয়মধিকৃত্য চ ॥ ৫৪ ॥ কল্প-
 তলৈকমিত্যুক্তং পুরাণং ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥ ৫৫ ॥ তদেকা-
 দশসাহস্রং কান্তান্তাং যঃ প্রযচ্ছতি । তিলধেয়সমা-
 যুক্তং স যাতি শিবসান্নাতাম্ ॥ ৫৬ ॥ মহাবরাহস্ত
 পুনর্মাতাশ্রমমধিকৃত্য চ । বিষ্মনাভিহিতং কৌণ্টে
 তদ্বারাহমিহোচ্যতে ॥ ৫৭ ॥ মানবস্ত প্রসঙ্গেন

ধন্তস্ত মুনিসন্তমাঃ । চতুর্বিংশতিসহস্রাণি তৎপুরাণ-
 মিহোচ্যতে ॥ ৫৮ ॥ কাঞ্চনং গরুড়ং কৃষ্ণা তিলাধেয়-
 সমধিতম্ । পৌর্ণমাস্তামথো দদ্যাৎ ব্রাহ্মণায় কুটু-
 ধিনে । বারাহস্ত প্রসাদেন পদমাগ্নোতি বৈকবম্ ॥
 ৫৯ ॥ যত্র মাহেশ্বরান্ ধর্ম্মানধিকৃত্য চ যথুধম্ ।
 কল্পে তৎপুরুষে বৃন্তে চরিতৈকপবুংহিতম্ ॥
 ৬০ ॥ কান্দং নাম পুরাণং তদেকাশীতি নিগদ্যতে ।
 সহস্রাণি শতং চৈকমিতি মর্ত্যোযু পঠ্যতে ॥ ৬১ ॥
 পরিলেখ্য চ যো দদ্যাৎ কেমমূলসমধিতম্ । শৈবঃ স
 পদমাগ্নোতি মকরে পগমে রবেঃ ॥ ৬২ ॥ জিবি-
 ক্রমস্ত মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চতুর্খণ্ডঃ । জিবর্গমভ্যাহতন্তু
 বামনং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৬৩ ॥ পুরাণং দশসাহস্রং
 কোষকল্পাহুগং শিবম্ ॥ ৬৪ ॥ যঃ শরদ্বিমুবে
 দদ্যাৎ কেমবস্ত্রসমধিতম্ । কৌমারুতং যুতক্ষেবা
 স পদং যাতি বৈকবম্ ॥ ৬৫ ॥ যত্র ধর্ম্মার্থকামানাং
 মোক্ষস্ত চ রসাতলে । মাহাত্ম্যং কথ্যমাস কুর্য়রূপী
 জনাধিনঃ ॥ ৬৬ ॥ ইন্দ্রহ্যস্ত প্রসঙ্গেন ঋষীণাং শক্র-
 সন্নিধৌ । সপ্তদশসহস্রাণি লক্ষ্যকল্পাহুযজিকম্ ॥

বৃতাঙ্ক বর্ণনপ্রসঙ্গে স্বর্ঘ্যদেবের মাহাত্ম্য ও ভূতগ্রা-
 মের লক্ষণাদি উপদেশ করিয়াছিলেন ; যাহাতে সেই
 বৃতাঙ্ক বর্ণিত এবং যাহাতে ভবিষ্য বৃতাঙ্কই সমধিক
 রূপে কীর্তিত, আর যাহা পঞ্চশতাধিক-চতুর্দশ
 সহস্র-শ্লোকাস্থক, তাহাই ভবিষ্যপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ ।
 যে জন পৌষ মাসে পৌর্ণমাসীতে অমৎসর মানসে
 শুভকুন্তের সহিত ঐ পুরাণ দান করে, সে অগ্নি-
 ষ্টোম যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় । সাবর্ণি মন্ত্র, রথস্তর
 কল্পের বিবরণাবলম্বনে জীক্ককের মাহাত্ম্য ও ভগ-
 বানের বরাহাবতার-চরিত্র মাহাত্ম্য নারদকে উপদেশ
 করিয়াছিলেন । সেই বৃতাঙ্ক যাহাতে বর্ণিত, তাহাই
 ব্রহ্মবৈবর্ত নামে প্রসিদ্ধ পুরাণ । উহার শ্লোকসংখ্যা
 অষ্টাদশ সহস্র । মাঘমাসে পূর্ণিমাতে যে মানব
 সেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করে,
 সে ব্রহ্মলোকে সসজ্জানে বাস করিতে সমর্থ হয় ।
 অগ্নিলিঙ্গমধ্যবস্তী মহেশ্বর দেব, আগ্নেয়-বজ্রাঘলম্বনে
 ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষসাধক উপায়নিচয় বর্ণন করিয়াছেন,
 তদ্বৃতাঙ্ক ব্রহ্মা স্বয়ং যাহাতে নিবদ্ধ করিয়াছেন,
 তাহা লিঙ্গপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ । উহা একাদশ-
 সহস্র-শ্লোকাস্থক । যে মানব কান্তনী পূর্ণিমায়
 তিলধেয় সহিত উক্ত লিঙ্গপুরাণ দান করে, সে
 শিবসান্ন্য প্রাপ্ত হয় । ভগবান্ বিষ্ণু, ধন্ত মন্ত্র
 নন্দনের প্রসঙ্গে পৃথিবীর নিকট মুহাবরাহের

মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন ; হে মুনিসন্তমগণ !
 উহা চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকাস্থক । পৌর্ণমাসীতে
 কাঞ্চন-নির্ম্মিত গরুড় ও তিলধেয় সহিত কুটু-
 ধী ব্রাহ্মণকে উক্ত পুরাণ দান করিলে মানব, বরাহের
 প্রসাদে বৈকবপদ প্রাপ্ত হয় ৫৩—৫৯ । তৎপুরুষ-
 বস্ত্রপ্রসঙ্গে যদাননমুখে বিবিধোপাখ্যান সহ মাহেশ্বর
 ধর্ম্মসমূহ যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই কান্দ-
 পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ । উহা একাশীতি সহস্র ও
 একশত শ্লোকাস্থক । মর্ত্যলোকে উহা এইরূপই
 পঠিত হইয়া থাকে । যে মানব, উক্ত পুরাণ লিখিয়া
 হৈম শুলের সহিত মাঘ মাসে দান করে, সে শৈব
 পদ প্রাপ্ত হয় । ভগবান্ চতুরানন, জিবিক্রমের
 মাহাত্ম্যাবলম্বনে জিবর্গসাধনবিধান যে পুরাণে
 বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই বামনপুরাণ নামে কীর্তিত ।
 উহা কোষকল্প-বিবরণ-সমৃদ্ধ ও মঙ্গলবিধায়ক ।
 উহার শ্লোকসংখ্যা দশসহস্র । যে মানব শরৎ-
 কালে বিষুব সংক্রান্তিদিনে উক্ত পুরাণগ্রন্থ
 কৌমবসনে আবৃত করিয়া ধেয়, স্বর্ণ ও বস্ত্রের
 সহিত দান করে, সে বিহুলোক প্রাপ্ত হয় ।
 কুর্য়রূপী ভগবান্ পাতালে শক্রের সমীপে ঋষি-
 গণের নিকট লক্ষ্যকল্পের মাহাত্ম্য কীর্তনপ্রসঙ্গে
 ইন্দ্রহ্যস্ত রাজার চরিত বর্ণনোপলক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ,
 কাম ও মোক্ষের উপায় কীর্তন করিয়াছিলেন;

৬৭। যো দদ্যাদয়নে কৌশ্মঃ হেমকুর্ষসমবিতম্ ।
গোসহস্রপ্রদানস্ত স কলঃ প্রাপুয়াম্বরঃ ॥ ৬৮ ॥
জ্ঞানীনাং যত্র কল্পাদৌ প্রবৃত্তার্থঃ জনাধিনঃ । মৎস্ত-
রূপী চ মনবে নরসিংহোপবর্ণনম্ ॥ ৬৯ ॥ অধিকৃত্যা-
ত্রবীং সপ্তকল্পবৃত্তঃ মুনিব্রতাঃ । তয়াৎস্তমিতি
জানৌধঃ সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ৭০ ॥ বিযুবে হৈম-
মৎস্তেন ধো কোময়ুগাবিতম্ । যো দদ্যাৎ পৃথিবী
ভেন দত্তা ভবতি চাখিলা ॥ ৭১ ॥ যদা বা গারুড়ে
কল্পে বিখাণ্ডাকড়োহভবৎ । অধিকৃত্যত্রবীং
কৃষ্ণে গারুডঃ তাদিহোচ্যতে ॥ ৭২ ॥ তদষ্টাদশ
চৈকঞ্চ সহস্রাণীহ পঠ্যতে । স্বর্গহংসমযুক্তং যো
দদ্যাদয়নে পরে । স সিদ্ধিঃ লভতে মুখ্যাং শিব-
লোকে চ সংস্থিতম্ ॥ ৭৩ ॥ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডমাষ্টাঙ্গ্য-
মধিকৃত্যত্রবীং পুনঃ । তচ্চ ছাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং
দিশতাবিকম্ ॥ ৭৪ ॥ ভবিষ্যাণাঞ্চ কল্পানাং জ্ঞয়তে

সেই বৃত্তান্ত যে গ্রন্থে নিবদ্ধ, তাহা কুর্ষ পুরাণ
বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা সপ্তদশসহস্র শ্লোকাক্ষক।
যে মানব অয়নসংক্রান্তিদিনে হৈম কুর্ষের সহিত
উক্ত কুর্ষপুরাণ দান করে, সে সহস্র গোদা-
নের কল প্রাপ্ত হয়। কল্পাদিকালে ভগবান
জনাধিন বিলুপ্ত বেদসমূহের পুনঃপ্রচারকামনায়
মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া মহুর নিকট সপ্ত কল্পের
বৃত্তান্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে নরসিংহোপভারবৃত্তান্ত সবি-
স্তরে বর্ণন করিয়াছেন। হে মুনিব্রতাবলম্বি দ্বিজ-
গণ! সেই সমস্ত বৃত্তান্ত যাহাতে বর্ণিত,
তাহাই মৎস্তপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। উহা চতু-
র্দশসহস্রশ্লোকাক্ষক বলিয়া আপনারা অবগত
হউন। মানব বিশ্বসংক্রান্তিতে হৈম মৎস্ত,
ধেয় ও কোম বসনযুগলের সহিত উক্ত মৎস্ত
পুরাণ দান করিলে সমগ্র পৃথিবীদানের ফল
প্রাপ্ত হয়। ৬০—৭১। গারুড় কল্পে বিখাণ্ড হইতে
গারুড় প্রাক্তবৃত্ত হইয়াছিলেন; ভগবান কৃষ্ণ সেই
বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন। যে পুরাণে সেই
বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই গারুড় নামে
প্রসিদ্ধ; যে মানব স্বর্গহংসের সহিত উক্ত পুরাণ
সম্প্রদান করে, সে মুখা সিদ্ধি লাভ করিয়া
শিবলোকে বসতি করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড-
তত্ত্ব অবলম্বনে যে ভবিষ্য কল্প সকলের বর্ণন
করিয়াছেন; সেই বিবরণ যাহাতে নিবদ্ধ, তাহা
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মোক্ত সেই
[পুরাণ] দিশতাবিক-ছাদশ-সহস্র-শ্লোকাক্ষক। যে

যত্র বিস্তরঃ । তদব্রহ্মাণ্ডং পুরাণং তু ব্রহ্মণা সমুদা-
হৃতম্ ॥ ৭৫ ॥ যো দদ্যাঙ্কু ব্যাতীপাত উর্ধ্বযুগ-
সমবিতম্ । রাজস্বয়সহস্রস্ত কল্পমাপোতি মানবঃ ॥
৭৬ ॥ হৈমধোবা যুতঃ তচ্চ ব্রহ্মলোককলপ্রদম্ ।
চতুর্লক্ষমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনাঙ্কুতকর্ণণা ॥ ৭৭ ॥
ইদং লোকহিতার্থায় সর্গকৃষ্ণং ছাপরে দ্বিজাঃ ॥ ৭৮ ॥
ইদমদ্যাপি দেবেষু শতকোটিপ্রবিস্তরম্ । উপভেদান
প্রবক্ষ্যামি লোকে যে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৭৯ ॥ পাণ্ডে
পুরাণে যৎপ্রোক্তং নারসিংহোপবর্ণনম্ । তচ্চাষ্টাদশ
সাহস্রং নারসিংহমিহোচ্যতে ॥ ৮০ ॥ নন্দিনে যত্র
মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকেয়েন বর্ণিতম্ । লোকে নন্দি-
পুরাণং বৈ খ্যাতমেতদ্বিজোক্তম্যঃ ॥ ৮১ ॥ যত্র সাধঃ
পুষ্কৃত্য ভবিষ্যতি কথানকম্ । প্রোচ্যতে তৎ
পুনর্লোকে সাধমেব মুনিব্রতাঃ ॥ ৭২ ॥ এবমাদিত্য-
সংজ্ঞঃ তু তজ্জৈব পারপঠ্যতে । অষ্টাদশভ্যম্
পৃথক পুরাণং যচ্চ দৃষ্টতে । বিজানৌধঃ দ্বিজ-
জ্যোতিস্তদেতেভ্যো বিনর্গতম্ ॥ ৮৩ ॥ পঞ্চাঙ্গানি

মানব ব্যাতীপাত যোগে কোমবসনযুগলের সহিত
উক্ত পুরাণ দান করে, সে সহস্র রাজস্বয়
যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয়। আর যদি হৈমধেয়
সহিত উক্ত পুরাণ দান করে, তবে দাতার
ব্রহ্মলোক লাভ হয়। অঙ্কুতকর্ণা ব্যাস চতুর্লক্ষ-
শ্লোকাক্ষক এই মহাপুরাণশাস্ত্র রচনা করি-
য়াছেন; হে দ্বিজগণ! লোকহিতকামনায় ছাপর-
যুগেই পুরাণগ্রন্থ ঐরূপে সংকলিত হইয়াছে; নচেৎ
দেবলোকে অদ্যাপি ইহা শতকোটি-শ্লোকাক্ষক
স্মৃবৃত্ত আকারেই প্রচলিত আছে। অতঃপর
লোকে যে সকল পুরাণ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা-
দিগের বিবরণ বলিতেছি। পদ্মপুরাণে যে নার-
সিংহবিবরণ আছে, নারসিংহ পুরাণে অষ্টাদশ
সহস্র শ্লোকে সেই বৃত্তান্তই বর্ণিত। কার্ত্তিকেয়,
নন্দীর নিকটে যে ধর্ম্মমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন;
সেই বিবরণ যাহাতে নিবদ্ধ, হে দ্বিজোত্তমগণ!
লোকে তাহাই নন্দিপু্রাণ নামে প্রখ্যাত। সাহেব
প্রসঙ্গে যে পুরাণে বিবিধ কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে,
হে মুনিব্রত দ্বিজগণ! লোকে তাহা সাধপুরাণ
বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ আদিত্য নামক পুরাণও
উপপুরাণান্তর্গত। বস্তুতঃ হে দ্বিজোত্তমগণ! উক্ত
অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাতীত অপর যে সকল পুরাণ
আছে, তৎসমস্তও উক্ত অষ্টাদশ পুরাণাবলম্বনেই
বিবর্তিত। -বিবিধ আখ্যানসমবিত পুরাণ সকল

পুরাণস্তাচাখ্যানমিতরং স্মৃতম্। সর্গস্ত প্রতিসর্গস্ত
বংশো মনস্তরাণি চ। বংশাঙ্কবংশচরিতং পুরাণং
পঞ্চলক্ষণম্ ৷ ৮৪ ৷ ব্রহ্মবিক্রকক্রদাণাং মাহাভাষ্যং ভুবনস্ত
চ। সংহারস্ত প্রদৃষ্টেত পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ৷ ৮৫ ৷
ধর্মস্বার্থস্ত কামস্ত মোক্ষস্ত পরিকীর্ত্যতে। সর্বেষপি
পুরাণেষু তদ্বিক্রড়ে চ যৎকলম্ ৷ ৮৬ ৷ সাধিকেষু
চ কল্লেষু মাহাভাষ্যমধিকং হরেঃ। রাজসেসু চ
মাহাভাষ্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ ৷ ৮৭ ৷ তদ্বদগ্রে
চ মাহাভাষ্যং তামসেসু শিবস্ত হি। সঙ্কীর্ণে
চ সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং চ নিগদ্যতে ৷ ৮৮ ৷ চতুর্ভি-
র্ভগবান্ বিকৃদ্বাভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ। অষ্টাদশ-
পুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ শিবঃ ৷ ৮৯ ৷
বেদবর্নিতলং মন্ত্রে পুরাণং বৈ দ্বিজোক্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্কে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ৷ ৯০ ৷
বিভেত্যব্রহ্মতাভেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি। ইতিহাস-
পুরাণেণ নিশ্চলোহয়ং কৃতঃ পুরা ৷ ৯১ ৷ যন্ন দৃষ্টং
হি বেদেষু ন দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ। উভয়োর্বিন্ন
দৃষ্টং চ তৎপুরাণেষু গীয়তে ৷ ৯২ ৷ যো বেদ

পঞ্চ অক্ষযুক্ত। সৃষ্টি, প্রলয়, মনস্তর, বংশ ও বংশ-
জাত জনগণের বৃত্তান্ত,—এই পাঁচটা পুরাণের
লক্ষণ। উক্ত পঞ্চলক্ষণাধিত পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
কৃত্ত, সূর্য, ও গণপতির মাহাভাষ্য এবং জগতের
সৃষ্টি-সংহারবৃত্তান্ত বর্ণিত। ধর্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষ এবং তাহার ফল, সকল পুরাণেই বর্ণিত
থাকে। সাধিক পুরাণসমূহে প্রধানতঃ হরিমাহাভাষ্য,
রাজসপুরাণচয়ে প্রধানতঃ ব্রহ্মার মাহাভাষ্য এবং
তামসপুরাণনিকরে প্রধানতঃ শিবের মাহাভাষ্যই
পরিবর্ণিত। আর সঙ্কীর্ণ গুণময় পুরাণে প্রধানতঃ
সরস্বতী ও পিতৃলোকাদির মাহাভাষ্য সঙ্কীর্ণিত।
অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে চারিখানিতে ভগবান্
বিক্রু, তুইখানিতে ব্রহ্মার, তুইখানিতে রবির এবং
অপ্সরগুলিতে ভগবান্ শিবের প্রাণান্ত বর্ণিত। হে
দ্বিজোক্তমগণ! আমার বোধ হয় যে, পুরাণসকল
বেদবৎ নিশ্চল; কারণ বেদ সকল পুরাণেই প্রতি-
ষ্ঠিত; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭২—৯০। “এ
ব্যক্তি আমাকে বিচলিত করিবে” বেদ সকল অল্পজ
ব্যক্তি হইতে এইরূপ ভীতি সর্বদাই প্রাপ্ত হন।
পূর্বে ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদকে নিশ্চল করা
হইয়াছে। হে দ্বিজগণ! যাহা বেদে দেখা যায় নাই,
কিন্তু যাহা স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না, অথবা যাহা বেদ
বা স্মৃতি উভয়ই লক্ষিত হয় নাই; তাহাও

চতুরো বেদান্ সাক্ষৌপনিষদো বিজাঃ। পুরাণং
নৈব জানাতি ন চ স স্মাধিচক্ষণঃ ৷ ৯৩ ৷ অষ্টাদশ-
পুরাণানি কৃদ্বা সত্যবতীশ্রুতঃ। ভায়ভাখ্যান-
মকরোবেদার্থৈকপদংহিতম্ ৷ ৯৪ ৷ লক্ষণেকেন
তৎ প্রোক্তং দ্বাপরাস্তে মহাত্মনা। বাম্পৌকিনা চ
যৎ প্রোক্তং রামোপাখ্যানমুত্তমম্ ৷ ৯৫ ৷ ব্রহ্মণ
বিহিতং যচ্চ শতকোটিপ্রবিত্তরম্। আহ
ভন্নায়দায়ৈব তেন বাম্পৌকয়ে পুনঃ ৷ ৯৬ ৷
বাম্পৌকিনা চ লোকে তু ধর্মকামার্থসাধকম্ ৷ ৯৭ ৷
এবং সপাদাঃ পটঙ্কেত লক্ষাঃ পুণ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
পুরাতনস্ত কল্পস্ত পুরাণে তু বিহর্ষধাঃ ৷ ৯৮ ৷
ইতিহাসপুরাণানি ভিদ্যন্তে কালগৌরবাৎ। কালং
তথা চ ব্রহ্মাণ্ডং পুরাণং লৈঙ্গমেব চ ৷ ৯৯ ৷
বারাহকল্পে বিপ্রেন্দ্রান্তেযাঃ ভেদঃ প্রবর্ততে।
অষ্টাদশপ্রকারেণ ব্রহ্মাণ্ডং ভিন্নমেব হি ৷ ১০০ ৷
অষ্টাদশপুরাণানি ভেন জাতানি ভূতলে। লৈঙ্গ-
মেকাদশবিধং প্রতিভন্নং দ্বাপরে শুভম্ ৷ ১০১ ৷

পুরাণে পরিণীত হইয়াছে। যে দ্বিজ অক্ষ ও
উপনিষদের সহিত বেদাভ্যাস করিয়াছেন, কিন্তু
পুরাণ জানেন না, তিনি বিচক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে
পারেন না। সত্যবতীন্দন ব্যাস প্রথমে অষ্টাদশ
পুরাণ রচনা করিয়া পরে বেদাথঙ্কিত মহাভারত
নামক উপাখ্যানগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মহাভা
ব্যাস উহা একলক্ষ শ্লোকে রচনা করিয়াছেন, দ্বাপর
যুগের অন্তকালে উহা বিরচিত হইয়াছে। বাম্পৌকি
মুনি যে উত্তম রামোপাখ্যানাঙ্কক রামায়ণ রচনা
করিয়াছেন, পূর্বে ব্রহ্মা উহা শতকোটিশ্লোকে
রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনিও উহা নারদের
নিকট বর্ণন করেন। নারদের নিকট শুনিয়া
বাম্পৌক তাহা সংক্ষেপে চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকে
রামাথ্যকায়ে নিবদ্ধ করেন। ঐ রামায়ণ গ্রন্থ
ধর্মকামার্থসাধক। সমষ্টিতে সপাদ পঞ্চলক্ষ শ্লোকে
পুরাতন কল্পবিবরণাদি সহ পুণ্য পুরাণশাস্ত্র বর্ণিত
হইয়াছে। ইহাই স্মৃতিগণের অতিমত। কাল-
গৌরবে এই ইতিহাস-পুরাণাদির আবার বিবিধ
ভেদ ঘটিয়াছে। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! বরাহকল্পে কাল,
ব্রহ্মাণ্ড ও লিঙ্গ পুরাণ বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অষ্টাদশবিধ ভেদ হওয়ার উহা
হইতে ভূতলে অষ্টাদশ পুরাণ প্রাক্তরুত হইয়াছে।
দ্বাপর যুগে শুভদায়ক লিঙ্গ পুরাণের একাদশবিধ

কান্দঃ তু সপ্তথা ভিন্নঃ বেদব্যাঙ্গেন ধীমতা ।
 একাশীতিসহস্রাণি শতং চৈকং তু সংখ্যয়া ॥ ১০২ ॥
 তত্কাংক্ষ্যো যো বিভাগন্ত স্বন্দমাহাঙ্গ্যসংখ্যতঃ ।
 মাহেশ্বরঃ সমাখ্যাতো দ্বিতীয়ো বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৩ ॥
 তৃতীয়ো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তঃ সৃষ্টিসত্ত্বক্ষেপস্বচকঃ ।
 কানীমাহাঙ্গ্যসংযুক্তচতুর্থঃ পরিপঠ্যতে ॥ ১০৪ ॥
 রেবায় পঞ্চমো ভাগঃ সোজ্জয়িত্বাঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 যষ্ঠঃ কল্লো নাগরশ্চ তীর্থমাহাঙ্গ্যস্বচকঃ ॥ ১০৫ ॥
 সপ্তমো যো বিভাগোহয়ঃ স্মৃতঃ প্রাভাসিকো দ্বিজাঃ ।
 সর্বো দ্বাদশসাহস্রা বিভাগাঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১০৬ ॥
 অগ্নিন্ প্রাভাসিকঃ সর্বো বর্ণ্যতে ক্ষেত্রবিস্তরঃ ।
 তীর্থানাং চৈব মাহাঙ্গ্যং মাহাঙ্গ্যং শব্দরশ্চ চ ॥ ১০৭ ॥
 অস্তেযাং চৈব দেবানাং মাহাঙ্গ্যং চ প্রকীর্ত্যতে ।
 ইতি ভেদঃ পুরাণানাং সংক্ষেপাৎ কথিতো দ্বিজাঃ ॥
 ১০৮ ॥ ইমমষ্টাদশানাং তু পুরাণানামনুক্রমম্ ।
 যঃ পঠেদব্যাকবোযু স যাতি ভবনং হরয়ে ॥ ১০৯ ॥
 ইদং পবিত্রং হি যশোনিধানমিদং পিতৃণামপি বল্লভং
 চ । ইদং চ বেদেষুতায নিত্যমিদং মহাপাতক-
 হৃচ্চ পুণ্যম্ ॥ ১১০ ॥
 ইতি জীকান্দে সসম্ব্যাকাষ্টাদশমহাপুরাণোপপুরাণ-
 বর্ণনপূর্বকপুরাণপুস্তকদানকলবর্ণনং নাম
 দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

অথয় উচুঃ । কথিতো ভবতা সর্গঃ প্রতিসর্গন্ত-
 থৈব চ । বংশাঙ্কবংশচরিতং পুরাণানামনুক্রমঃ ॥ ১ ॥
 মনস্তরপ্রমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডশ্চ চ বিস্তরঃ । জ্যোতিষ্কক্ষ-
 রূপঞ্চ যথাবদনুবর্ণিতম্ । শ্রোতুমিচ্ছামহে স্বঃ
 সাম্প্রতং তীর্থবিস্তরম্ ॥ ২ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি
 পাশয়ানি শুভানি চ । তানি সূতজ কাংক্ষেন
 যথাবদনুবর্ণয়িষ্যমি ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ । ইদং পৃষ্টং
 পুরা দেব্যা কৈলাসশিখরোত্তমে । নানাধাতু-
 বিচিচ্ছাদে নানারত্নসমধিতে ॥ ৪ ॥ নানাঙ্গমলতা-
 কীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে । যক্ষবিদ্যাধর-
 কীর্ণে হৃৎপারোদগণসেবিতৈঃ ॥ ৫ ॥ তত্র ব্রহ্মা চ
 বিষ্ণুশ্চ স্বন্দনদিগণেশ্বরঃ । চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রৈঠৈঃ সাক্ষাৎ
 নক্ষত্রকবমণ্ডলম্ ॥ ৬ ॥ বায়ুশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরো
 ধনদন্তথা । ঈশানশ্চাগ্নিরিত্যশ্চ যমো নিষ্কান্তিরেব

পৈত্র্য-কার্থ্যে পুরাণবৃত্তান্ত ক্রমাহুসারে পাঠ করে,
 সে হরিমন্দির প্রাপ্ত হয় । এই পুরাণবিবরণ
 পবিত্র, যশস্বর ও পিতৃগণের জীতিকর; ইহা
 দেবগণের অমৃততুল্য তৃপ্তিবিধায়ক ও জনগণের
 নিয়ত মহাপাতকনাশক ॥ ১১—১১০ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

ভেদ জন্মিয়াছে । ধীমান বাস একশতাধিক
 একাশীতিসহস্রলোকান্তক স্বান্দ পুরাণকেও সপ্ত
 ভাগে বিভক্ত করেন । উহার প্রথম ভাগের নাম
 মাহেশ্বর খণ্ড; উহাতে প্রধানতঃ স্বন্দদেবের মাহাঙ্গ্য
 বর্ণিত । দ্বিতীয়ভাগের নাম বৈষ্ণব; উহাতে বিষ্ণু-
 মাহাঙ্গ্য, এবং ব্রাহ্মণ্ড নামক তৃতীয়ভাগে ব্রহ্মার
 মাহাঙ্গ্যসহ সৃষ্টিপ্রলয়বার্তা বর্ণিত । চতুর্থভাগের নাম
 কানীখণ্ড; উহাতে কানীমাহাঙ্গ্য বর্ণিত । পঞ্চম-
 ভাগের নাম আবন্ত্যখণ্ড, উহাতে রেবাও উজ্জয়িনী-
 মাহাঙ্গ্য বর্ণিত । যষ্ঠভাগের নাম নাগরখণ্ড । উহাতে
 বিবিধ তীর্থমাহাঙ্গ্য বর্ণিত । আর সপ্তমখণ্ডের
 নাম প্রভাসখণ্ড । হে দ্বিজগণ! স্বান্দ পুরাণের
 এই সপ্তভাগের প্রত্যেক ভাগ কিঙ্কর্যনাদিক
 দ্বাদশসহস্রলোকান্তক । উক্ত প্রভাসখণ্ডে প্রভাস-
 ক্ষেত্রের বিস্তার বিবরণ এবং ভৌ-মাহাঙ্গ্য,
 শব্দর মাহাঙ্গ্য ও অপরায় দেবগণের মাহাঙ্গ্য
 সম্যক পরিবর্ণিত । হে দ্বিজগণ! এই আমি
 আপনাদিগের নিকট সংক্ষেপে পুরাণ-সমূহের
 প্রভেদে কথন কহিলাম । যে ব্যক্তি দৈহ-

স্ববিগণ কহিলেন—আপনি আমাদিগের নিকট
 সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, বংশচরিত, পুরাণনিচয়ের
 অনুক্রম, মনস্তরপ্রমাণ, ব্রহ্মাণ্ডবিস্তার, জ্যোতি-
 ষ্কক্ষরূপ,—এতৎসমস্ত যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন;
 সম্প্রতি আমরা আপনার নিকট তীর্থবিবরণ শুনিতে
 অভিলাষী হইয়াছি । হে সূতনন্দন! কৃতলে যে
 সকল তীর্থ পাশয়ানক ও শুভসম্পাদক, আপনি
 তৎসমস্তের যথাযথ বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করুন ।
 সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! পূর্বে একদা নানা-
 ধাতুরাগে বিচিচ্ছ, নানারত্নাঘিভ, নানাতরুলতাকীর্ণ,
 নানা কুসুমশোভিত, যক্ষবিদ্যাধরযাগ, অপ্সরো-
 গণসেবিত কৈলাসশিখরে শব্দরের নিকট দেবী
 পার্বতীও এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তখন
 সেখান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্ত্তিকের, নন্দী, অপরায়
 গণেশগণ, চন্দ্র, সূর্য, অজাত গ্রহগণ, ঐব,
 নক্ষত্রমণ্ডল, বায়ু, বরুণ, ধনেশ্বর কুবের, ঈশান,

৫। ৭। সরিতঃ সাগরাঃ সর্কে পর্বতা উরগান্তথা ।
 ব্রাহ্মাণ্য মাভরশ্চৈব স্বয়ম্ভ তপোধনাঃ ৮ ।
 মূর্তিমন্তি চ তীর্থানি ক্ষেত্রাণ্যায়তনানি চ । দানবা-
 সুরদৈত্যাস্ত শিশাচা ভূতরাক্ষসাঃ ৯ । তত্র
 সিংহাসনং দিব্যং শতযোজনবিস্তৃতম্ । সূর্য-
 কোটিসমপ্রথ্যং মণিমৌক্তিকমণ্ডিতম্ ১০ ।
 পদ্মনীলোৎপলোপেতং সিদ্ধকিররসেবিতম্ ।
 যেতাপজকোটিভিঃ প্রচ্ছাদিতদ্বিগন্তরম্ ১১ ।
 লক্ষ্মীমুখমুখৈশ্চ রুদ্রকোটিভিরাতৃতম্ । তদ্বধ্যে
 সর্কতোভদ্রঃ সিংহদ্বারৈঃ সুতোরণৈঃ ১২ ।
 অচ্ছমৌক্তিকসঙ্কাশং প্রাকারশিখরাভূতম্ । নন্দী-
 শ্বরমালাকালহারপালগণৈর্গুতম্ ১৩ ।
 কিল্বিগী-
 জালমুখরৈঃ সৎপতাকৈরলঙ্কৃতম্ । বিতানচ্ছ-
 খৈশ্চ মুক্তাদামস্তালদ্বিভৈঃ ১৪ । ঘণ্টাচামর-
 শোভাচৌদ্দর্পণৈশ্চোপশোভিতম্ । কলসৈশ্চায়-
 বিস্তৃতরত্নপল্লবসংযুতৈঃ ১৫ । চিত্রিতং চিত্রশাস্ত্রজৈ-
 রত্নচূর্ণৈঃ সমুজ্জলৈঃ । স্বস্তিকৈঃ পত্রবল্যাদৈর্লিঙ্গো-
 ভবলভাদিভিঃ ১৬ । শতসিংহাসনাকীর্ণং বেদি-

অগ্নি, ইন্দ্র, যম, নিখাতি, সমস্ত সরিতঃ, সাগর, শৈল,
 ও সন্ন্যাস, ব্রাহ্মী-প্রমুখ মাভুগণ, তপোধন
 খবিগণ, মূর্তিমান ভীষ, ক্ষেত্র ও আয়তনসমূহ
 এবং বিবিধ দেবতা, অসুর, পিশাচ, ভূত, ও
 রাক্ষসগণ সমাসীন ছিলেন। সেখানে একখানি
 শতযোজনবিস্তৃত দিব্য সিংহাসন ছিল; তাহা
 কোটিসূর্য্যসম সমুজ্জল, বিবিধ মণিমুক্তায় যুগিত;
 বিবিধ কমল-নীলোৎপল দ্বারা ভূষিত, ও সিদ্ধ-
 কিররগণপরিবেষ্টিত। কোটি কোটি যেতচ্ছত্রে
 উহার চতুর্দিক সমাচ্ছাদিত; এবং উহা সহস্র সহস্র,
 অযুত অযুত, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি রুদ্র দ্বারা
 সম্যক সমাবৃত। তদ্বধ্যে একটি সর্কতোভদ্র মন্দির;
 উহা পুন্দর তোরণযুক্ত সিংহদ্বার-চতুষ্টয়ে প্রশোভিত
 এবং মুক্তাসম অচ্ছ সমুদ্রত প্রাকার দ্বারা পরি-
 বেষ্টিত। উহার প্রতি ধারে নন্দীশ্বর মহাকালাদি
 দ্বারপালগণ অবস্থিত। উহা কিল্বিগীজালমুখরিত
 যনোদ্রম পত্রিকা, উত্তম চন্দ্রোতপ। বিলম্বিত-মুক্তা-
 দাম-সমবিস্তৃত ছত্র, ঘণ্টা, চামর ও সুদৃশ্য আদর্শসমূহে
 সমলঙ্কৃত। দ্বারদেশ বিস্তৃত রত্ন-পল্লবযুক্ত কলস
 সকল দ্বারা শোভমান; চিত্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ শিল্পী জনগণ
 কঙ্ক সন্মুজ্জল রত্নচূর্ণ দ্বারা স্বস্তিক-পত্রাবলী-
 লিঙ্গোভব-লভাদি বিবিধ চিত্রে বিচিত্রিত; শত শত

কাভিশ্চ শোভিতম্ । আনীনৈ রুদ্রবৃন্দৈশ্চ রুদ্রবৃন্দ-
 কদম্বকৈঃ ১৭ । লক্ষপদ্মদলীচৌশ্চ শ্বেতপদ্মৈশ্চ
 ভূষিতম্ । অঙ্গরোভিঃ সমাকীর্ণং পুষ্পপ্রকরবিস্ত-
 তম্ ১৮ । ধূপিতং ধূপবন্তীভিঃ কুঙ্কমোদকসেচি-
 তম্ । বংশবীণায়ুদৈশ্চ গোমুখৈশ্চুখিবাদনৈঃ ১৯ ।
 শম্ভুভেরীনিবাদেরে হৃদুভিধ্বনিভেন চ । গর্জজি-
 র্গণবৃন্দৈশ্চ মেঘধ্বনিতনিবনৈঃ ২০ । গণানাং
 স্তোত্রশব্দেন সামবেদরবেণ চ । প্রেক্ষণীরৈর্গুহা-
 নাদৈর্গেয়জঙ্ঘারশোভিতম্ ২১ । ঘৃনদর্শিতশব্দেন
 গজবাজিরবেণ চ । কাঞ্চীনুপুরশব্দেন সমাকীর্ণ-
 দিগন্তরম্ ২২ । সর্বসম্পৎকরং শ্রীমচ্ছরশ্বেতব-
 মন্দিরম্ । বংশবীণায়ুদৈশ্চ নাদিতং তত্রতত্র হ ।
 স্বধেদো মূর্তিমাংসৈব শক্রনীলসমভূতি ২৩ ।
 দিব্যগন্ধাঙ্ঘ্রিলিঙাঙ্কো দিব্যাতরুণভূষিতঃ । সংস্থিতঃ
 পূর্বতন্তস্ত্র দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ২৪ । উত্তরেণ
 যজুর্বেদঃ শুদ্ধফটিকসম্মিতঃ । দিব্যকুণ্ডলধারী চ
 মহাকায়ে মহাভূজঃ ১৫ । স্থিতঃ পশ্চিমদিগ্ভাগে
 সামবেদঃ সনাতনঃ । রক্তাধরধরঃ শ্রীমান পদ্মরাগ-
 সমস্ত্রভঃ ২৬ । অঙ্গদামধারী চিত্রশ্চ গীতকুশল-
 ভূষিতঃ । অধর্কাজনবচ্ছাদ্যঃ স্থিতো দক্ষিণতন্ত্রথা ৷

সিংহাসন ও বেদিকা দ্বারা শোভিত; লক্ষ দলীষিত
 শ্বেতকমল সকলে ভূষিত; বিকীর্ণ পুষ্পসমূহে শোভা-
 সম্পন্ন; সমাসীন রুদ্রগণে; রুদ্র-কুমারীমিকরে ও
 অঙ্গরোদলে সমাকীর্ণ; ধূপবন্তীনিচয়ে ধূপিত; ও
 কুঙ্কমোদকে সম্যক সিক্ত। বংশ, বীণা, যুদঙ্গ,
 গোমুখ, শম্ভু, ভেরী, হৃদুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-
 ধ্বনি, মুখবাদ্য, গণগণোচ্চারিত স্ততিপাঠরব,
 সামবেদনির্বোধ, গণবৃন্দের মেঘঘোষ সদৃশ
 গর্জন, দর্শক ও গায়কগণের হুঙ্কাররব, ঘৃন-
 গজ বাজিগণের নদ্বিত এবং কাঞ্চীনুপুর-নিঃস্বনে
 উহার দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। ১—২২। শব্দের
 সেই সর্বসম্পৎকর শ্রীমন্দির স্থানে স্থানে বংশ-বীণা-
 যুদঙ্গাদি দ্বারা সবিশেষ নিনাদিত। উহার পূর্বদিকে
 দিব্যগন্ধাঙ্ঘ্রিলিঙ, দিব্যাতরুণমণ্ডিত, ইন্দ্রনীল-
 সমকান্তি, ঐয় তেজে দীপ্যমান, মূর্তিমান স্বধেদ-
 বিরাজমান। উত্তর দিকে শুদ্ধ ফটিককাষ্ঠ,
 দিব্যকুণ্ডলধারী, মহাকায়ে, মহাবাহু যজুর্বেদ বর্তমান।
 পশ্চিমদিকে পদ্মরাগসমভূতি, রক্তাধরধর, মাল্য-
 বান্, বিচিত্রাঙ্গ, সর্কতোচিতকুশলে বিকুশিত,
 শ্রীমান সামবেদ সমাসীন। দক্ষিণদিকে অঙ্গনসম-
 ভ্রামবর্ণ, পিকললোচন, লোহিতগ্রীব, কপিলকেশ,

২৭। শিক্কা লোহিতক্রীবে। হরিকেশো মহা-
তমঃ। ইতিহাসযজ্ঞানি পুরাণতথিলানি চ।
২৮। বেদোপনিষদহৃদ্যে মীমাংসারণ্যকং তথা।
স্বাধিকারবনট্কারো রহস্তানি তথৈব চ। ২৯।
এতৈঃ সমবিতৈষ্ঠৈব তত্র ত্র্যম্বকং স্থিতঃ। শক্তি-
রূপধর্মৈশ্চৈধৌগৈশ্চৈব সমবিতৈঃ। ৩০। সহস্র-
পত্রকমলৈরঙ্কিতৈঃ সুরপুঞ্জিতৈঃ। পুঞ্জিতৈর্গণ-
কন্দৈশ্চ ত্র্যম্বকৈশ্চৈব বিন্দিতৈঃ। ৩১। চামরাক্ষেপ-
ব্যাজনৈর্বীজিতৈশ্চ সমমুখতঃ। শোভিতশ্চ সদা
শ্রীমাংসং কোটিসমপ্রভঃ। ৩২। জ্ঞানায়ুত-
প্তাস্তা যোগৈশ্চৈব প্রসাদকঃ। যোগীন্দ্রমানসাতোজ-
রাজহংসো বিজ্যোতমাঃ। ৩৩। অজ্ঞানতিমিরধ্বংসী
যট্টজিহ্বাশব্দভূষণঃ। সর্বসৌখ্যপ্রদাতা চ তত্রাস্তে
চন্দ্রশেখরঃ। ৩৪। তস্তোৎসবগতা দেবী তপ্ত-
কাঞ্চনসমপ্রভা। পূজিতা যোগিনীপূজ্যৈঃ সাধকৈঃ
সুরকিন্নরৈঃ। ৩৫। সর্বলক্ষসম্পূর্ণা সর্বাভরণ-
ভূষিতা। যোগসিদ্ধিপ্রদা নিত্যং মোক্ষাত্ম্যদয়দা-
য়িনী। ৩৬। সৌভাগ্যকন্দলীকন্দমূলবীজঞ্চ
পার্কভী। দেবস্ত মুখমালোক্য বিস্মিতা চাক্র
লোচনা। ৩৭। আনন্দভাবং সংজায় আনন্দাশ্রা-
বিলেক্ষণম্। উবাচ দেবী মধুরং কৃতাজলিপুট।

মহাকায় অধর্মবেদ বিদ্যমান। ইতিহাস, শিক্কা,
কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও হুন্দ—এই ছয়
বেদাঙ্গ, পুরাণ সকল, উপনিষৎ, মীমাংসা, আরণ্যক,
স্বাধিকার, বনট্কার ও রহস্ততত্ত্ব সকলের সহিত
ত্র্যম্বক তথায় অবস্থিত। মহাশ্বলে ত্র্যম্বক বিষ্ণু
প্রভৃতি দেবগণের বসিত, রুদ্রগণ কর্তৃক সহস্রদল
কমল দ্বারা পূজ্যমান, চামরব্যজনে বীজ্যমান,
শক্তিরূপধর, মহাব্যোগ ও অগ্নিমাগ্নি অষ্ট সিদ্ধি দ্বারা
সদা সুশোভিত, কোটি-চন্দ্র-সমপ্রভ, জ্ঞানায়ুত-
প্তপ, যোগৈশ্চৈব প্রসাদকর্তা, ঐশ্বর্য যোগজনের
মানস-সরোজের রাজহংসসদৃশ, অজ্ঞানতিমির-
হারী, যট্টজিহ্বাশব্দভূষিত, সর্বসুখদাতা, শ্রীমান
চন্দ্রশেখর বিরাজিত। তদীয় উৎসঙ্গে তপ্তকাঞ্চন-
বর্ণা, সর্বাভরণ-ভূষিতা, সর্বলক্ষণবতী, যোগ-
সিদ্ধিদা, মোক্ষাত্ম্যদয়বিধায়িনী পার্কভী দেবী
বিরাজমানা। সুর কিন্নরাদি সাধক জনে ও
যোগিনীগণে পরিপূজিতা ও সৌভাগ্যরূপ কন্দলী-
কন্দের মূলবীজস্বরূপা, সত্যী শৈলহতা, পতি-
শত্রেয়র যুথের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আনন্দাশ্রাপ্লুত-
লোচন দর্শনে তদীয় আনন্দভাব বৃদ্ধিতে পারিয়া

সত্যী। ৩৮। দেব্যাবাচ। জন্মকোটিসংস্রাণি জন্ম-
কোটিশতানি চ। সেবিতস্তং জগন্নাথং মহা প্রাণন-
চিন্তয়া। ৩৯। অর্দ্ধলক্ষসংখ্যা বাপি স্বল্পকথ্য-
কাম্যয়া। তথাপি তে জগন্নাথ নাস্তে। লঙ্কায় মহে-
শ্বর। ৪০। অনন্তরূপেণ তুভ্যং দেবদেব নমো-
হস্ত তে। নমো বেদরহস্যায় নমো বেদৈঃ। সত্যায়
চ। ৪১। অশানরতিনিত্যায় নমো গগনচারিণে।
জ্যেষ্ঠসামরহস্যায় শতকুজপ্রিয়ায় চ। ৪২। নমো
বৃষকৃতাক্ষায় যজুর্কেন্দধরায় চ। ত্র্যম্বককোটিসংলগ্ন-
মালিনে গগনাত্মনে। ৪৩। মণিচিহ্নিতকণ্ঠায় নমঃ
সর্বাধিসিদ্ধয়ে। নমো দেবস্বরূপায় দ্বিজসিদ্ধি-
প্রিয়ায় চ। ৪৪। পুংস্ত্রীবিচাররূপায় নমঃ স্ত্রী-
ধারিণে। নমোহয়ংয়ে সহোমায় আদিত্যাবরূপায় চ।
৪৫। পৃথিব্যে চান্তরিক্ষায় বায়বে দৌক্ষিত্যায় চ।
সংযোগায় বিয়োগায় ধাত্রে কর্দ্ধেৎপহারিণে। ৪৬।
প্রদীপ্তশূলহস্তায় ব্রহ্মদণ্ডধরায় চ। নমঃ পতীনাং
পতয়ে মহতাং পতয়ে নমঃ। ৪৭। নমঃ কালায়িকায়
সমুলোকনিবাসিনে। ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং ভূতানাং

বিস্মিতচিত্তে কৃতাজলিকরে মধুরবচনে কহিলেন,—
হে জগন্নাথ। আমি শত-সহস্র-কোটি জন্ম মনে
প্রাণে আপনায় সেবা করিয়াছি; আপনায় বদন-
কমলের নিরন্তর ধ্যান-কামনায় আমি আপনায়
অর্দ্ধলক্ষভাগিনী হইয়াছি; পরন্তু হে মহেশ্বর। তথাপি
আপনায় অস্ত বৃদ্ধিতে পরিলাম না। ২৩—৪০। হে
দেবদেব! আপনি অনন্তরূপ; আপনাকে নমস্কার।
আপনি বেদরহস্য, আপনাকে নমস্কার। বেদস্তুত
আপনাকে নমস্কার। অশানক্রীড়ানরত আপ-
নাকে নমস্কার। গগনচারী আপনাকে নমস্কার।
জ্যেষ্ঠসামরহস্য আপনাকে নমস্কার। শতকুজ-
প্রিয় আপনাকে নমস্কার। বৃষলক্ষন আপনাকে
নমস্কার। যজুর্কেন্দধর আপনাকে নমস্কার। কোটি
ত্র্যম্বকসংলগ্ন মালাধারী গগনাত্মা আপনাকে
নমস্কার। মণিচিহ্নিতকণ্ঠ, সর্বাধিসিদ্ধি আপ-
নাকে নমস্কার। বেদস্বরূপ ও দ্বিজসিদ্ধিপ্রিয় আপ-
নাকে নমস্কার। বিচার দ্বারা স্ত্রী-পুরুষরূপী ও
চন্দ্রবণধর আপনাকে নমস্কার। আপনি উমা-
সহায় এবং আপনি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ,
পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, বায়ু, যজ্ঞমান, সংযোগ, বিয়োগ,
ধাতা, কর্তা, অপহর্তা, দৌণ্ড-শূলহস্ত ও ব্রহ্মদণ্ডধর;
আপনাকে নমস্কার। আপনি পতিসকলের পতি,
এবং মহৎসকলেরও পতি, আপনাকে নমস্কার।

পতয়ে নমঃ ৷ ৪৮ ৷ নমস্তে ভগবন্ ক্রুদ্র নমস্তে
ভগবন্তি। নমস্তে পরতঃ শ্রেষ্ঠ নমস্তে পরতঃ পর ৷
৪৯ ৷ জিহ্বাচাপল্যভাবেন খেদিতোহসি ময়া প্রভো।
তৎকর্তব্যং অবেশান জ্ঞানদীপ্য নমোহস্ত তে ৷ ৫০ ৷
ঈশ্বর উবাচ। মমোৎসাহস্থিতা দেবি কিং ত্বং
সাম্রাবিলেক্ষণা। অদ্যাপি কিমপূৰ্ণং তে তৎসৰ্বং
করবাধ্যাহ ৷ ৫১ ৷ বরং ত্রবীহি ভদ্রঃ তে স্তবে-
নামেন সুব্রতে। দদামি তে ন সন্দেহঃ শোকঃ তাজ
মহেশ্বরী ৷ ৫২ ৷ নিকলে সকলে দেবি স্থলে স্থলে
চরাচরে। ন তৎপশ্যামি দেবেশি যদ্বা রহিতং
ভবেৎ ৷ ৫৩ ৷ অহং তে হৃদয়ে গৌরি ত্বং চ মে
হৃদি সংস্থিতা। অহং ভ্রাতা চ পুত্রঃ বন্ধুর্ভর্তা ভূধেব
চ ৷ ৫৪ ৷ ত্বং তু মে ভগিনী ভাৰ্যা ত্রুহিতা বান্ধবী
সুখা। অহং বস্ত্রপতির্জ্ঞা ত্বং চ ব্রহ্মা সদক্ষিণা ৷
৫৫ ৷ ওঙ্কারোহহং বহুকারঃ সামাহুসগযজুস্তথা।
অহমগ্নিচ হোতা চ যজমানস্তথৈব চ ৷ ৫৬ ৷ অধর্গু-

আপনি সপ্তলোকনিবাসী ও কালাগ্নি ক্রুদ্র, আপ-
নাকে নমস্কার। আপনিই সর্বভূতের পতি ও
ভূতচরের পতি, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্
ক্রুদ্র! আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! শিব!
আপনাকে নমস্কার। আপনি পর সকলের পর
এবং শ্রেষ্ঠসমূহেরও শ্রেষ্ঠ। প্রভো! আমি
জিহ্বাচাপল্যবশে আপনাকে ক্রিষ্ট করিলাম; হে
মহেশান! আপনি তাহা ক্ষমা করুন; হে জ্ঞান-
নন্দ! আপনাকে নমস্কার ৷ ৪৯—৫০ ৷ ঈশ্বর কহি-
লেন,—দেবি। তুমি তো আমার অঙ্গে অবস্থিতা;
তবে কিজন্ত তোমার লোচনযুগল অশ্রাবিল হই-
য়াছে? অদ্যাপি তোমার কোন বাসনা অপূর্ণ রহি-
য়াছে?—আমি তাহা সমস্তই পূরণ করিয়া দিব।
অগ্নি সুব্রতে। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি বর
প্রার্থনা কর, তোমার এই স্তবে আমি সন্তুষ্ট হই-
য়াছি; মহেশ্বরী। তোমার প্রার্থিত বিষয় আমি
প্রদান করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি শোক
ত্যাগ কর। হে দেবেশি! এই নিকল-স-কল-বুল-
লুপ্ত-চরাচরমধ্যে এখন কিছু নাই, যাহাতে তুমি
নাই। গৌরি। আমি তোমার হৃদয়ে নিয়ত
অবস্থিত, আর তুমিও আমার হৃদয়ে অবস্থিতা।
আমি তোমার ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু ও ভর্তা; আর
তুমিও আমার ভগিনী, ভাৰ্যা, কন্যা, সুখা ও
সখী। আমি বস্ত্রপতি, তুমি দক্ষিণা, আমি যজ্ঞ
আর তুমি ব্রহ্মা। আমি ওঙ্কার, বহুকার, সাম,

রহস্যলগ্না ব্রহ্মাহং বন্ধবিস্তথা। ত্বং তু দেব্যরী
চৈব পত্নী তু পরিকীর্ত্যসে ৷ ৫৭ ৷ স্বাহা স্বাহা চ
সুশ্রোণি অগ্নি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্। অহমিত্যে মহাযজ্ঞঃ
পূৰ্বে। যজ্ঞসমুচ্চাসে ৷ ৫৮ ৷ পুরুষোহহং বরারোহে
প্রকৃতিত্বং নিগদাসে। অহং বিষ্ণুর্মহাবীৰ্য্যকঃ
লক্ষ্মীলোকভাবিনী ৷ ৫৯ ৷ অহমিত্যে মহাতেজা
প্রাচী ত্বং পরমেশ্বরী। প্রজাপতীনাং রূপেণ সৰ্ব-
মাহং ব্যবস্থিতঃ ৷ ৬০ ৷ তেথাং হা নারিকান্তাহং
রূপৈস্তৈশ্চৈরবস্থিতা। দিবসোহহং মহাদেবি রজনী
ত্বং নিগদাসে ৷ ৬১ ৷ নিমেষোহহং মুহূৰ্ত্তঃ ত্বং
কলা সিকিরেব চ। অহং তেজোহরিকঃ সূর্য্যত্বং তু
সম্ব্যাপ্রকীর্ত্যসে ৷ ৬২ ৷ অহং বীজধরঃ শ্রেষ্ঠত্বং তু
কেজঃ বরাননে। অহং বনস্পতিঃ প্রকৃত্বং বনস্পতি-
কচ্যসে ৷ ৬৩ ৷ শেষরূপধরো নিত্যো কণামণিবিভূ-
সিতঃ। রেবতী ত্বং বিশালাক্ষি মদবিভ্রমলোচনা ৷ ৬৪ ৷
মোক্ষোহহং সর্বভুখানাং ত্বং তু দেবি পরা গতিঃ।
অপাং পতিরহং ভদ্রে ত্বং তু দেবি সরিষরা ৷ ৬৫ ৷
বভ্রবাগ্নিরহং ভদ্রে ত্বং তু দীপ্তিঃ প্রকীর্তিতা। প্রজা-
পতিরহং কর্তা ত্বং প্রজা প্রকৃতিস্তথা ৷ ৬৬ ৷ নাগা-

ঋক্, যজুঃ, অগ্নি, হোতা, যজমান, অধর্গু, উদগাতা,
ব্রহ্মা ও ব্রহ্মবিৎ; আর তে দেবি! তুমি অরী,
পত্নী, স্বাহা ও স্বাহা। অগ্নি সুশ্রোণি! তোমাকে
এই সমস্তই প্রতিষ্ঠিত। আমিই অভীষ্ট মহাযজ্ঞ,
পরন্তু তুমি পূর্যযজ্ঞ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাক।
অগ্নি বরারোহে! আমি পুরুষ আর তুমিই প্রকৃতি
বলিয়া কথিত হও। আমিই মহাবীৰ্য্য বিষ্ণু, আর
তুমি লোকস্থিতিবিধায়িনী লক্ষ্মী। আমি মহাতেজা
ইন্দ্র, আর তুমি পরমেশ্বরী শশী। আমি সমস্ত
প্রজাপতিরূপী, আর তুমি তাঁহাদিগের পত্নীগণের
রূপে বর্তমানা। মহাদেবি! আমি দিবস, আর
তুমি রাত্রি। আমি নিমেষ, তুমি কলা; আমি মুহূৰ্ত্ত,
আর তুমি সিকি; আমি অতি তেজস্বী সূর্য্য, আর
তুমি সম্ব্যাপ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাক। অগ্নি
বরাননে! আমি শ্রেষ্ঠ বীজধর, আর তুমি কেজ;
আমি প্রকৃত্বরূপী, আর তুমি বনস্পতিরূপী।
অগ্নি নিত্যো। বিশালাক্ষি! আমি কণামণিবিভূ
শেষ নাগ, আর তুমি মদবিভ্রামলয়না রেবতী।
আমি সর্বভুখের মোক্ষধর, আর তুমি পরমগতি-
রূপিনী। ভদ্রে! আমি সমুদ্র, আর তুমি সরিষরা
গঙ্গা। স্তবে! আমি বাতবানল আর তুমি দীপ্তি
বলিয়া কীর্তিত। আমি প্রজাপতি ও কর্তা, আর

নামধিপশ্যাহং পাতালতলবাসিনাম্ । অং নাসী
নাগরাজোহং সচস্রকণভূষিতঃ ॥ ৬৭ ॥ নিশাকর-
ব শ্যাহং ত্রৈলোক্যে রজনীকরী । কামোহং কামদো
দেবি অং রতিঃ স্মৃতিরৈব চ ॥ ৬৮ ॥ হুঁসাসিচাপাহং
ভদ্রে অং কমা সমচারিণী । লোভমোহতপশ্যাহং
অং তুলা ভামসী স্মৃতা ॥ ৬৯ ॥ ককুদ্যান বৃষভশ্যাহং
যোগমাতা তপস্বিনী । বায়ুরপ্যহমব্যাক্তাং গতি-
র্মনস্বদনী ॥ ৭০ ॥ অহং মোচয়িতা লোভে নির্মমা
অং যশস্বিনী । নয়োহং সর্বকাৰ্য্যে নীতিং
কমলেক্ষণা ॥ ৭১ ॥ অহময়ং চ ভোক্তা চ ওষধী অং
নিগদ্যাসে । অহময়িচ্চ ধুমক জম্বুয়া জালমেব চ ॥
৭২ ॥ অহং সংবর্তকো মেঘশ্চ চ ধারা জনৈকশঃ ।
অহং মুনীনাম্ রূপেণ অং তৎপত্নী প্রকীর্তিতা ॥ ৭৩ ॥
অহং সংসারকর্তা বৈ অং তু সৃষ্টিবরাননে । অহং
জ্ঞানোহমায়োমায়ি অং মজ্জা বলমেব চ ॥ ৭৪ ॥
পৰ্জ্জলোহং মহাভাগে অং রুটিঃ পরমেশ্বরী । অহং
সংবৎসরো দেবি অমৃতঃ পরিকীর্তিতা ॥ ৭৫ ॥ অহং
রুতনুগো দেবি অং তু ত্রৈলোক্যে নিগদ্যাসে । যুগোহং
ঋপয়ঃ স্রীমাংসঃ কলিঃ পরমেশ্বরী ॥ ৭৬ ॥ আকাশ-

শ্যাপাহং ভদ্রে পৃথিবী তুমিহোচ্যাসে । অহমদ্যু-
মুর্তিশ্চ দৃষ্টমুর্তিষ্মদ্যুচ্যাসে ॥ ৭৭ ॥ বরদোহং বরা-
রোহে মন্থম্বমিতি চোচ্যাসে । অহং ত্রুটী চ ত্রোতা
চ অং দৃষ্টা ক্ষতিরৈব চ ॥ ৭৮ ॥ অহং বজ্রা সম্মিতা
অং বাচ্যা পরমেশ্বরী । অহং ত্রোতা চ গাতা চ অং
গীতির্গেয়মেব চ ॥ ৭৯ ॥ অহং ত্রাতা চ গচ্ছত্ব অং তু
নিদ্রাণমেব চ । অহং স্পর্শয়িতা কর্তা স্পর্শত্বং সৃষ্ট-
মেব চ ॥ ৮০ ॥ অহং সর্বাশ্রয়ঃ ভূতং অং তু দেবি ন
সংশয়ঃ । স্রষ্টাঃ তব দেবেশি অং স্বজন্যখিলং জগৎ ॥
৮১ ॥ অহা ময়া চ দেবেশি শুভমোভয়িতঃ জগৎ ॥
একধা দশধা চৈব তথা শতসহস্রধা ॥ ৮২ ॥ ঐশ্বর্য্যেণ
তু সংযুক্তো সর্বপ্রাণিব্যবস্থিতো । অহং অং চ
বিশালাক্ষি সততং সম্প্রতিষ্ঠিতো ॥ ৮৩ ॥ ক্রৌড়ামি
ক্রৌড়য়া দেবি অহা সাক্ষঃ বরাননে । অং ধৃতিধারিণী
লক্ষ্মীঃ কান্তা মৎপ্রকৃতির্জীবম্ ॥ ৮৪ ॥ রতিঃ স্মৃতিঃ
কামচারী মম চাক্ষুনিবাসিনী । দেবি কিং বহনোক্তেন
প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ॥ ৮৫ ॥ বরং বরয় দেবেশি

যুগরুপা । ভদ্রে পরমেশ্বরী ! আমি আকাশ আর
তুমি পৃথিবী ; আমি অদৃষ্টমুর্তি, আর তুমি দৃষ্ট-
মুর্তি । বরারোহে ! আমি বরদাতা ইষ্টদেব,
আর তুমি মন্থম্বরুপা । আমি ত্রুটী ও ত্রোতা ;
আর তুমি দৃষ্টা ও ক্ষতিরূপিণী । অগ্নি পরমেশ্বরী !
আমি ত্রীতিসাধক বজ্রা, আর তুমি বাচ্যা । আমি
ত্রোতা ও গাতা, আর তুমি গীতি ও গেয়রুপা ।
আমি ত্রাতা ও গচ্ছ, তুমি ত্রাণেন্দ্রিয় ; আমি
স্পর্শয়িতা, তুমি স্পৃশ্ত ; আমি সৃষ্টিকর্তা, তুমি
সৃষ্টপদার্থ ; হে দেবি ! এই চরাচর সমস্তই
আমি পরন্তু সেই আশ্রিত তুমিই । ইহাতে
সংশয় নাই । তুমিই এই অখিল জগৎ সৃষ্টি
কর, কিন্তু আমি তোমারও স্রষ্টা । অগ্নি
দেবেশি ! আমি ও তুমি—আমাদিগের হৃদয় ধারা
এই জগৎ একধা, দশধা, শতধা, সহস্রধা, ও শত-
প্রেত ; আমরা উভয়েই ঐশ্বর্য্যশালী ; ঐশ্বর্য্য-
প্রভাবে আমরা সর্ব-প্রাণীতেই বিরাজিত । অগ্নি
বিশালাক্ষি ! জগতে কেবল আমি ও তুমিই সতত
সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি । বরাননে ! আমি তোমারই
সহিত ক্রৌড়া করিয়া থাকি । তুমিই ধৃতি, ধারিণী,
লক্ষ্মী, এবং মদীয় চির বিরাজমানা কমলয়া প্রকৃতি ।
দেবি ! তুমিই রতি, স্মৃতি, ও মদনবাসিনী কাঞ্চ-
চারিণী । দেবি ! অধিক বলিয়া কল কিং—তুমি
আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা । অগ্নি দেবেশি !

তুমি প্রজা ও প্রকৃতি । আমি পাতালতলবাসী
নাগগণের অধিপতি সহস্রকণভূষিত নাগরাজ আর
তুমিই নাগপত্নী । আমি নিশাকরবর আর তুমি
ত্রৈলোক্যে নিশাকরী । অগ্নি দেবি ! আমি কাম ও কামদ,
আর তুমি রতি ও স্মৃতি । ভদ্রে ! আমি হুঁসাসি
আর তুমি সমচারিণী কমা । আমি লোভ-মোহজ
তপশ্চা আর তুমি ভামসী তুলা । আমি ককুদ্যান
বৃষভ, আর তুমি তপস্বিনী যোগমাতা । আমি বায়ু,
ও অব্যক্ত, তুমি গতি ও মনোনাশিনী । আমি
লোভবিমোচক আর তুমি যশস্বিনী নির্মলতা ।
আমি সর্বকাৰ্য্যে লয়রূপ আর তুমি কমলেক্ষণা
নীতি । আমি অম এবং আমিই ভোক্তা আর
তুমি ওষধি বলিয়া কীর্তিতা । আমি অগ্নি ও ধুম
আর তুমি উষ্মা ও শিখা । আমি সংবর্তক মেঘ
আর তুমি তাহার বহলা ধারা । আমি মুনীগণ-
রূপী আর তুমি ক্রৌড়াদিগের পত্নী । আমি সংসার-
কর্তা আর হে বরাননে ! তুমিই সৃষ্টি । আমি
জ্ঞান, অগ্নি ও রোম, আর তুমি মজ্জা ও বলম্বরুপা ।
অগ্নি মহাভাগে, পরমেশ্বরী ! আমি জলধর আর
তুমি সৃষ্টি । দেবি ! আমি সংবৎসর, আর তুমি
ঋতু বলিয়া পরিকীর্তিতা । আমি সত্যযুগ, তুমি
ত্রৈলোক্য ; আমি স্রীমান ঋপয়যুগ, আর তুমি কলি-

যৎকিঞ্চিদনসি হিতম্ । তন্তে দদামি তুষ্টোহং
যদ্যপি ত্বং অহং ভবম্ ॥ ৮৬ ॥ দেব্যাচ। ধৃত্যং
কৃতপুণ্যং তপঃ সূচয়িতং ময়া । স্বয়ং জগ-
রাথ হৃদয়ট্যাংবলোকিতা ॥ ৮৭ ॥ যদি তুষ্টোহসি
যে দেব বরং দাতুং মমচ্ছসি । তয়ে কথং দেবেশ
সাম্প্রতঃ তীর্থবিস্তরম্ ॥ ৮৮ ॥ পৃথিব্যাং যানি
তীর্থানি পাপহানি শিবানি চ । তানি দেবেশ
কর্ণেন যথাবচ্ছুমহসি ॥ ৮৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ।
শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তীর্থমাধার্যমুত্তমম্ । সৰ্বপাপ-
হরং পুণ্যং পুণ্যং দেববিসংকৃতম্ ॥ ৯০ ॥ তীর্থানাং
দর্শনং শ্রেষ্ঠং জ্ঞানং চৈব সুরেশ্বরী । অবশ্য চ প্রশং-
সন্তি সदैব ঋষিসত্তমঃ ॥ ৯১ ॥ পৃথিব্যাং নৈমিষঃ
তীর্থমন্তরিক্বে চ পুঙ্করম্ । কেদারঃ চ প্রয়াগঃ চ
বিপাশা চোর্মিলা তথা ॥ ৯২ ॥ কর্ণবেণা মহাদেবী
চন্দ্রভাগা সরস্বতী । গঙ্গাসাগরসম্ভেদস্তথা বারা-
ণসী শুভা ॥ ৯৩ ॥ অর্ধতীর্থঃ সমাখ্যাতঃ গঙ্গাধারঃ
তথৈব চ । হিমস্থানং মহাতীর্থং তথা মায়াপুরী
শুভা । শতভদ্রা মহাভাগা সিদ্ধুশ্চৈব মহানদী ।

ঐরাবতী চ কপিলা শোণশ্চৈব মহানদঃ ॥ ৯৫ ॥
পয়োধিঃ কৌশিকী ভবন্তথা গোদাবরী শুভা ।
দেবখাতঃ গয়া চৈব তথা দ্বারাবতী শুভা ॥ ৯৬ ॥
প্রভাসঃ চ মহাতীর্থং সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ৯৭ ॥
এবমাদানি তীর্থানি যানি সন্তি মহীতলে ।
তানি দৃষ্ট্বা চ দেবেশি পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৯৮ ॥
তিস্রঃ কোট্যোচ্ছকোটি চ তীর্থানামিহ কৃতলে ।
সঙ্গাতানি পবিত্রাণি সৰ্বপাপহরাণি চ ॥ ৯৯ ॥ গন্ত-
ব্যানি মহাদেবি স্বধর্ম্মস্ত বিবৃদ্ধয়ে । অশক্যানি
শিবাজেবং গন্তং চৈব সুরেশ্বরী । মনসা তানি
সর্বাণি গন্তব্যানি সমাহিতৈঃ ॥ ১০০ ॥ দেব্যাচ।
ভগবন্ প্রাণিনঃ সর্বে সর্বোপদ্রবসঙ্কলাঃ । অদ্রাঘবঃ
সদা বদ্ধা ব্যামোহৈর্মদ্বিরোক্তবৈঃ ॥ ১০১ ॥ ত্রেতায়াং
দ্বাপরে চৈব কিং হু বৈ দাক্ষণ্যে কলৌ । তন্মাত্রেয়াং
হিতার্থায় তন্তীর্থং ত্বং প্রকীর্তয় । যেন দৃষ্টেন
সর্বৈষাং তীর্থানাং লভ্যতে কলম্ ॥ ১০২ ॥ এব-
মুক্তস্ত পার্শ্বত্যা প্রংস্ত পরমেশ্বরঃ । উবাচ পরয়া
শ্রীত্যা বাচা মধুরয়া প্রভুঃ ॥ ১০৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ।

তুমি অভিলাষাক্রম বর প্রার্থনা কর, তাহা অতুর্লভ
হইলেও আমি পরিতৃপ্তমনে তাহাই প্রদান করিব ।
৫১—৮৬ ॥ দেবী কহিলেন, হে জগন্নাথ । আপনি যে
প্রসন্ন নয়নে আমাকে অবলোকন করিলেন, ইহাতে
আমি ধন্য হইলাম ; পূর্বে যে উত্তম তপস্চরণ ও
প্রভূত পুণ্যার্জন করিয়াছি, তাহা বখিলাম । হে
দেবেশ । আপনি যদি তুষ্ট হইয়া আমাকে বর-
দানে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে হে দেববর ।
সম্প্রতি আমার নিকট তীর্থসমূহের সবিস্তর বিবরণ
বলুন । কৃতলে যে সকল পাপহর ও শুভকর তীর্থ
আছে, হে দেবেশ্বর । যথাযথ সম্পূর্ণরূপে তৎ-
সমস্তের বর্ণন করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—নর-
গণের সৰ্বপাপহর, পুণ্যকর ও দেববিসমর্জিত
উত্তম তীর্থমাধার্য্য বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ।
অগ্নি সুরেশ্বরী । ঋষিসত্তমগণ বলেন যে,
তীর্থ সকলের দর্শন ও তাহাতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ;
আর তীর্থের মাধার্য্যবর্ণনও সর্বকালেই প্রশং-
সার্য্য । নৈমিষারণ্য পৃথিবীতেই পুণ্য তীর্থরূপে
গণ্য ; পরন্তু পুঙ্করতীর্থ তৎসমস্তজন্ম আকাশেও
পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য । এই দুই তীর্থ এবং
কেদার, প্রয়াগ, বিপাশা, উর্মিলা, কর্ণবেণা,
মহাদেবী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম,
শুভা বারাণসী, বিখ্যাত অর্ধতীর্থ, গঙ্গাধার, মহা-

তীর্থ হিমস্থান, শুভা মায়াপুরী, মহাভাগা শত-
ভদ্রা, মহানদী সিদ্ধ, ঐরাবতী, কপিলা, মহানদ
শোণ, সাগর, কৌশিকী, শুভা গোদাবরী, দেব-
খাত, গয়া, শুভা দ্বারাবতী, ও সৰ্বপাতকনাশক
মহাতীর্থ প্রভাসাদি যে সকল তীর্থ মহীতলে
বিরাজমান, হে দেবেশ । তৎসমস্তের দর্শনে
পুনর্জন্ম হয় না । এই কৃতলে সৰ্বপাপহর, পবিত্র,
সার্ব্ব জিকোটি তীর্থ জন্মিয়াছে, স্বধর্ম্মবুদ্ধি কাম-
নায় তৎসমস্ত তীর্থে যাওয়া কর্তব্য ; পরন্তু
অগ্নি সুরেশ্বরী । যে সমস্ত শুভকর তীর্থে যাওয়া
অসাধ্য, সমাহিতভাবে মনে মনেই তৎসমস্ত তীর্থ-
সেবা করিবে ৮৭-১০০ ॥ দেবী কহিলেন,—ভগবন্ ।
প্রাণিগণ সকলেইতো ত্রেতায়াং ও দ্বাপর যুগে
ক্রমে ক্রমে অদ্রাঘ, বিবাহ উপদ্রবে সমাক্রান্ত,
ও বিতয় মদব্যাকুল হইয়া সংসারে একান্ত
আবদ্ধ হইয়া পড়িবে । কলিকালে যে তাহা-
দিগের কি দশা ঘটিবে, তাহা আর কি বলিব ?
অতএব তাহাদিগের হিতবিধানার্থ আপনি
এমন একটী তীর্থের কীর্তন করুন,—যাহা
দেখিলে সর্ব তীর্থ দর্শনের কল লাভ হয় ।
পার্বতী এই কথা কহিলে প্রভু পরমেশ্বর
পরম শ্রীতিসহকারে মধুর বাক্যে কহিলেন,—

অমেব হি চরাঃ প্রাণাঃ সৰ্গস্ত জগতোহরণিঃ । অহা
বিরহিতো দেবি মুহূৰ্ত্তমপি নোৎসহে ॥ ১০৪ ॥
শিবস্ত চ তথা শক্তেরন্তরং নাস্তি পার্শ্বতি । ন
তদন্তি মহাদেবি যন্ন জানাসি শোভনে ॥ ১০৫ ॥
অহা বিনাহং ন কামি ন হং দেবি মগা বিনা । চন্দ্র-
চন্দ্রিকয়োৰ্বিদগ্নৈককণ্ঠমেব হি ॥ ১০৬ ॥ তব দেবি
মহাপীহ নাস্তি চৈবান্তরং প্রিয়ে । সৰ্গঃ চৈব সুরে-
শানি যথাবৎ কথয়াম্যহম্ ॥ ১০৭ ॥ রহস্তানাং
রহস্তং তু গোপনীয়ং প্রযতুতঃ । নাস্তিকায় ন
দাতব্যং ন চ পাপরতায় চ ॥ ১০৮ ॥ দাতব্যং
ভক্তিবৃক্তায় শশিষ্যায় স্তুতায় বা । পূৰ্বমেব ময়া-
খ্যাতং সারাৎ সারতরং প্রিয়ে ॥ ১০৯ ॥ তীর্থোপ-
নিষদঃ খ্যাতা লিঙ্গোপনিষদস্তথা । যোগোপনিষদো
দেবি পূৰ্বং বৈ কথিতাস্তব ॥ ১১০ ॥ পার্শ্বত্যাচ ।
ক্লেশেনাপি ন সিধ্যতি কাক্ষমাণাঃ পরং পদম্ ।
যোনিভ্রমন্তো দৃষ্টান্তে নরা নাস্তিকবৃত্তয়ঃ ॥ ১১১ ॥
তীর্থব্রতানি সেবন্তে প্রত্যয়ো নৈব জায়তে । মোহিতং
তু জগৎ পূৰ্বং মিথ্যাজ্ঞানেন শব্দয় ॥ ১১২ ॥ কিং

দেবি! তুমিই এই সমগ্র জগতের অরণিরূপিণী ;
তুমিই আমার বহিস্তর প্রাণ; তোমা ব্যতীত
আমি মুহূৰ্ত্তকালও জীবন ধারণে উৎসাহ করি
না। পার্শ্বতি! শিবে ও শক্তিতে কিছুমাত্র
ভেদ নাই; অগ্নি শোভনে মহাদেবি! এমন কিছু
নাই, যাহা তুমি জান না। তোমা ভিন্ন আমি
কোথায়ও নাই, আর আমি ভিন্নও তুমি কোথাপি
নাই। প্রিয়ে, মহাদেবি! চন্দ্রে ও চন্দ্রিকায়,
অগ্নিতে ও উন্মায় যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ
তোমাতে আমাতেও কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। সুরে-
শানি! আমি তোমার নিকট রহস্তেরও রহস্ত,
অতি গোপনীয় ভাবকথা প্রযত্নসহকারে যথাযথ
বলিতেছি। এই তব নাস্তিক, কিম্বা পাপরত
ব্যক্তিকে উপদেশ করা কর্তব্য নহে; পরন্তু ভক্তি-
মান শিষ্য বা পুত্রকেই ইহা উপদেশ করা বিধেয়।
প্রিয়ে! আমি তো পূর্বেই তোমাকে সারাৎসার-
তর তত্ত্ব বলিয়াছি; হে দেবি! তীর্থোপনিষদ,
লিঙ্গোপনিষদ, ও যোগোপনিষদ আমি তোমার
নিকট পূর্বেই কীর্তন করিয়াছি। পার্শ্বতী কহি-
লেন,—দেখিতে পাই, নাস্তিকাচার জনগণ, নান-
যোনিতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে; কিন্তু তাহারা
পরমপদাকাঙ্ক্ষী হইয়াও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও
সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। হে শব্দয়! সমগ্র

তে কলং সুরশ্রেষ্ঠ জগদ্ব্যমোহনে কৃতে ॥ ১১৩ ॥
সারাৎ সারতরং নাথ তব প্রাণপ্রিয়ং হি যৎ । তয়ে
কথয় দেবেশ প্রিয়াহং যদি তে প্রভো ॥ ১১৪ ॥
ইত্যুক্তঃ স তয়া দেব্যা ক্রীকণ্ঠঃ সুরনারকঃ । প্রহস্তো-
বাচ ভগবান্ গভীরার্থমিদং বচঃ ॥ ১১৫ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । শৃণুধাবহিতা ভূত্বা পৃষ্টোহহং যত্নযাধূনা ।
নিফলং তৎপ্রবক্ষ্যামি বহুতত্বং যথাহিতম্ ॥ ১১৬ ॥
পূৰ্ব্বমুক্তানি তীর্থানি যানি তে সুরসুন্দরি । ভিন্নঃ
কোট্যোহর্দ্ধকোটি চ ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে ॥ ১১৭ ॥
তেষাঞ্চ গোপিতং তীর্থং প্রভাসক্ষেত্রং সুরভূতে ।
১১৮ ॥ এবমুক্তঃ মহাদেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ।
দৃষ্টী সংস্কাররহিতাঃ কলৌ পাপেন মোহিতাঃ ॥ ১১৯ ॥
রাজসাস্তামসাত্শিব পাশোপহতচেতসঃ । পরদার-
পরদ্রব্যপরহিংসারতা নরাঃ ॥ ১২০ ॥ উদেগঞ্চ
পরং যান্তি প্রতপান্তি যতন্ততঃ । আত্মসন্তাবিতা
মূঢ়া মিথ্যাজ্ঞানেন মোহিতাঃ । বর্ণাশ্রমবিক্রান্ত তু
তীর্থে কুর্কণ্ঠি যেষধমাঃ ॥ ১২১ ॥ তীর্থযাত্রাঃ

জগৎই মিথ্যাজ্ঞানে মোহিত বলিয়া প্রাণিগণ, তীর্থ-
সেবন ব্রতচরণাদি কার্য্য করিলেও তৎসমস্তে
আত্ম স্থাপন করিতে পারে না। হে সুরবর!
জগতের এরূপ মোহোৎপাদনে আপনার কল কি?
হে নাথ! আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তবে
হে দেবেশ, প্রভো! যাহা সারাৎসারতর ও যাহা
আপনার প্রাণসম প্রিয়, তাহাই আমার নিকট
বলুন। সুরবর ভগবান্ শব্দর, পার্শ্বতী দেবীর
এই কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া এই গভীরার্থ
বাক্য কহিতে লাগিলেন। শব্দর কহিলেন,—অগ্নি
দেবি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সেই
নিফল বস্তুতত্ত্ব যথাযথ বলিতেছি; তুমি অবধান
সহকারে শ্রবণ কর। সুরসুন্দরি! আমি তোমার
নিকট পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে
সার্কজিকোটী তীর্থ আছে। অগ্নি সুরভূতে! সেই
সকল তীর্থের মধ্যে প্রভাসতীর্থই সুগোপিত।
হে মহাদেবি! সেই প্রভাসই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে
উত্তম। কলিকালে যে সকল পাপমোহিত, সংস্কার-
হীন, পাশোপহতচেতাঃ, রাজস ও তামস মনুষ্য,
তীর্থস্থানে যাইয়া স্থানে স্থানে পরদার পরদ্রব্যাদি
দর্শনে তত্তদ্বিবরঞ্চ প্রবল আসক্তিবশে পরমোষণ
প্রাপ্ত হয়; এবং পরহিংসাবৃত্তিতে ব্যাকুল হইয়া
পড়ে; যে সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানমোহিত, গরিত মুখ
অধম মামব হস্তবশে বা কপটতা করিয়া তীর্থযাত্রা

প্রকৃষ্টি দন্তেন কপটেন চ। তীর্থে মৃতান
সিধ্যন্তি তে নরা বরবর্ণিণি ॥ ১২২ ॥ এতদ্বৎ ময়া
দেবি তীর্থনি বিবিধানি চ। লিঙ্গানি চৈব স্ত্রোণি
গোপিতানি প্রবক্তব্যং। ন সিদ্ধিগানি দেবেশি
কলৌ কথ্যকারিণাম্ ॥ ১২৩ ॥ যে নরাস্ত জিত-
কোষা জিতলোভা জিতেন্দ্রিয়াঃ। ব্রাহ্মণাঃ কদ্রিয়া
বৈশ্ণাঃ শূদ্রাশ্চান্দ্রমৎসরাঃ ॥ ১২৪ ॥ মন্ডাবভাবিতা
দেবি তীর্থং সেরষ্মি স্তবতাঃ। তেষাঞ্চৈব হিতার্থায়
কথ্যামি যশস্বিনি ॥ ১২৫ ॥ প্রভাসমিতি বিখ্যাতং
ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যবন্দিতম্। তৎক্ষেত্রং নৈব জানন্তি
মম মাম্যবিমোহিতাঃ ॥ ১২৬ ॥ পরোহং হেক-
তিষ্ঠেচ্চ বহুজন্মভরজিতঃ। তে বিদন্তি পরং ক্ষেত্রং
প্রভাসং পাপনাশনম্ ॥ ১২৭ ॥ মন্ডাবভাবিতা
দেবি মম ব্রতনিষেধিণঃ। তেষাং প্রভাসিকং ক্ষেত্রং
বিদিতং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৮ ॥ যৈশ্চ নিয়মৈর্ভুক্তা
অহঙ্কারবিবর্জিতাঃ। তেষামর্গে বদিষ্যামি ভব
প্রায়ঃ সুদূরতম্। ব্রহ্মবিক্রমদেবানাং পুরাণং কথিতং
ময়া ॥ ১২৯ ॥ সোহহং দেবি বদিষ্যামি কণং দেহি

করে, কিম্বা তীর্থস্থানে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ আচরণ করে,
অগ্নি বরবর্ণিণি! তাহারা তীর্থস্থলে মৃত হইলেও
তীর্থমরণকল প্রাপ্ত হয় না ॥ ১০১—১২২ ॥ অগ্নি
স্ত্রোণি দেবি! কলিকালে পাপাচারগণের তীর্থাদি-
সেবায় সিদ্ধিলাভ হয় না বলিয়াই আমি যত্নসহকারে
বিবিধ তীর্থ ও লিঙ্গ গোপিত করিয়া রাখিয়াছি।
দেবেশি! ব্রাহ্মণ, কদ্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে জাতিই
হউক মা কেন, যাহারা মাৎসর্ঘ্যহীন, দন্তশূন্য,
অক্রোধ, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়, নিয়মবান ও আমাতে
ভক্তিসম্পন্ন হইয়া তীর্থসেবা করে, হে যশস্বিনি
দেবি! তাহাদিগের হিতবিধানার্থ এই গুপ্ততত্ত্ব
ব্যক্ত করিতেছি। প্রভাস নামে বিখ্যাত ক্ষেত্র
ত্রৈলোক্যেরই বন্দিত। কিন্তু মদীয় মাম্য বিমো-
হিত জনগণ সেই ক্ষেত্র পরিজ্ঞাত নহে। যাহারা
একাগ্রমনে বহু জন্ম যাবৎ আমার অর্চনা করে,
তাহারাই উক্ত পাপহর প্রভাসাখ্য পরম ক্ষেত্র
প্রাপ্ত হয়। দেবি! যাহারা আমাতে একান্ত
ভক্তিসম্পন্ন এবং মদীয় ব্রতচরণপরায়ণ, তাহা-
রাই উক্ত প্রভাস ক্ষেত্র বিদিত হইতে পারে; এ
বিষয়ে সংশয় নাই। যাহারা মম-নিয়মযুক্ত ও
অহঙ্কারহীন, তাহাদিগের জন্মই আমি তোমার
সুদূরপ্রান্তের সন্তর বলিতেছি। ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও
শক্তাদি দেবগণের নিমিত্ত আমি পূর্বে পুরাণব্রহ্ম

বরাননে। পৃথিব্যামপি সর্বৈধাং তীর্থানাং সূর্য-
সুন্দরি ॥ ১৩০ ॥ একং মে বলভং তত্র প্রভাসং ক্ষেত্র-
মুত্তমম্। তস্মিন্শৈব মহাক্ষেত্রে তীর্থে সোমেন
পূজিতঃ। বরাংস্তনৈ প্রদাম্যাহ সদৈকান্তে স্থিতো
হহম্ ॥ ১৩১ ॥ তেন শুভং কৃতং স্থানং তব দেবি
প্রকাশিতম্। তত্র মে যোগযুক্তস্ত দিব্যং লিঙ্গং
বভূব হ ॥ ১৩২ ॥ দিব্যতেজঃসমায়ুক্তং বহিঃশেখল-
মণ্ডিতম্। লক্ষ্মাভবিতং শান্তং হর্নিরীক্যং
তু মানবৈঃ ॥ ১৩৩ ॥ ইচ্ছাজানক্রিয়াখ্যাচ
তিশ্রো বৈ শক্তয়শ্চ য়াঃ। তস্মাৎপ্রদ্যং সমুৎপন্ন্য
জগৎকর্তৃত্বহেতবে ॥ ১৩৪ ॥ তস্মিন্ধিঙ্গে লয়ং
যাতি জগদেতচ্চরাচরম্। পুনর্যনৈব সন্তুতং
দৃশ্যতে সচরাচরম্ ॥ ১৩৫ ॥ শুভং চৈব তু সন্তুতং
ন কশ্চিদেদ তৎপরম্। জন্মাত্মাসেন তল্লিঙ্গং
জায়তে ভুবি মানবৈঃ ॥ ১৩৬ ॥ কেবং প্রভাসিকং
প্রোক্তং ক্ষেত্রজোহং ন সংশয়ঃ। তত্র সোমেশ-
নামাহমস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে ॥ ১৩৭ ॥ ময়াংশ-

বর্ণন করিয়াছি; এক্ষণে তোমার নিকট এই গুপ্ত
তত্ত্ব বলিতেছি; অগ্নি বরাননে! তুমি অবধান
সহকারে শ্রবণ কর। হে সুরসুন্দরি! পৃথিবীতে
যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তের মধ্যে একমাত্র প্রভাস
ক্ষেত্রই সর্বোত্তম এবং আমার প্রিয়। সেই মহা-
ক্ষেত্রে অপরাপর তীর্থগণের সহিত চন্দ্র কর্তৃক
পূজিত হইয়া আমি তাহাকে বিবিধ বর প্রদানান্তে
সেখানেই একান্তে যোগাবলম্বনে অবস্থান করিয়া-
ছিলাম; তজ্জন্মই ঐ স্থান গুপ্তস্থান হইয়াছিল;
এক্ষণে তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।
দেবি! আমি যখন যোগাবলম্বনে ছিলাম, তখন
সেখানে একটা দিব্য লিঙ্গ প্রাচুর্য্য হইয়াছিল।
সেই লিঙ্গ লক্ষ্যযোজন সমূহ ও দিব্যতেজোযুক্ত,
উহার মেখলাপ্রদেশ বহুমণ্ডিত। উহা শান্ত
হইলেও সাধারণ মনুষ্যগণের হর্নিরীক্য। জগ-
দ্রচনার হেতুভূতা ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়ানারী শক্তির
সেই লিঙ্গ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিল। এই
চরাচর জগৎ সেই লিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং
তাহা হইতেই পুনরায় আবির্ভূত হইয়া দৃশ্যমান
হইয়া থাকে। সেই প্রাচুর্য্য মদীয় শুভ লিঙ্গের
প্রকৃত তত্ত্ব কেহই সম্যক্ অবগত নহে। মানব-
গণের জন্মজন্মকৃত স্মৃতিকলেই ভুললে সেই
লিঙ্গ জ্ঞানগোচর হয়। সেই প্রভাস ক্ষেত্রে আমিই
ক্ষেত্রপ্ত, ইহাতে সংশয় নাই। অগ্নি বরাননে!

সম্ভবা যে চ অগ্নিঃ ক্ষেত্রে সমুদ্ভবাঃ । তেষাং তু ।
বিদিতং লিঙ্গং পূৰ্ণকরে তু ভৈরবম্ ॥ ১৮ ॥
অস্তুরপি যুগৈর্দেবি ইদং লিঙ্গং সুদুৰ্গভম্ । ঘোরৈ
কলিযুগে পাপে বিশেষেণ চ দুৰ্গভম্ ॥ ১৯ ॥
অন্তরিন্দ্রশং তত্র তৎ প্রবক্ষ্যামি পার্শ্বিতি ॥ ১৮০ ॥
কসৌ যুগে মহাঘোরে হেতুবাদপরতা নরাঃ । বদি-
শাস্তি মহাপাপাঃ সৰ্গে পায়ণসংস্থিতাঃ ॥ ১৮১ ॥
মিথ্যা চৈতৎ কৃতং সৰ্গং মূৰ্খৈশ্চাপি প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
ক ক্ষেত্রং ক প্রভাবশ্চ কৃত্রৈ বৈ সন্তি দেবতাঃ ॥ ১৮২ ॥
সৰ্গং চাপি তথালাকং মূঢ়ৈশ্চাপি প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৮৩ ॥
এবং মূৰ্খা বদিশাস্তি প্রহসিশাস্তি চাপরে । নারকা
নাস্তিকা লোকাঃ পাপোপহতচেতসাঃ । সিদ্ধিং নৈব
প্রাপ্তান্তি সন্ত্রাস্তে তু কলৌ যুগে ॥ ১৮৪ ॥
তীর্থে চৈব ব্রজা যে তু শিবনিন্দাপরায়ণাঃ । তিৰ্য্যগ্‌যোনি-
প্রস্থতাশ্চ দৃষ্টান্তে সৰ্গযোনিযু ॥ ১৮৫ ॥
এতন্মাতংকারণ-
ক্ষেত্রং তীর্থে চৈব সুদুঃখিতাঃ । দৃষ্টান্তে যুগমাহাত্ম্যাতং
সত্যশৌচবিবৰ্জিতাঃ ॥ ১৮৬ ॥
ইদং হি কারণং
প্রোক্তং ক্ষেত্রাগাধৈব গোপনে । এতন্তে কথিতং

সেই ক্ষেত্রে আমি সোমেশ নামে বিরাজমান রহি
য়াছি । সেই সুভীষণ লিঙ্গ—পূৰ্ণ করে যাহারা
এই ক্ষেত্রে আমার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,
তাঁহারা এই দর্শন করিয়াছিল; নতুবা হে দেবি!
অত্রাত যুগে সেই লিঙ্গ সুদুৰ্গভ । ঘোর কলিযুগে
হো উহা সবশেষ দুৰ্গভ । দেবি । সেখানে আর
একটি নিদর্শন আছে, বলিতেছি ॥ ১২০—১৪০ ॥
ঘোর কলিযুগে সকল লোকই হেতুবাদনিরত, পায়ণ
ধর্ম্মশাস্ত্র, মহাপাপাচারী হইবে । তাহারা বলিবে,
“এ সমস্তই মিথ্যা; মূৰ্খগণই এই সমস্ত মিথ্যা কথায়
বিশ্বাস করে; নহে তাঁহারা ক্ষেত্রই বা কোথায়?
আর দেবতাই বা কোথায়? বস্তুতঃ এতৎসমস্তই
অলৌকিক; মূঢ় লোকেরাই সেই সকল মিথ্যা
কথায় আত্মা স্বাপন করে।” মূৰ্খ পায়ণগণের
এবদ্বিধ উক্তিতে সাধু জনগণ উপহাস করিবে,
পরন্তু সেই সমস্ত পাপচেতা নাস্তিক নারকীরা এই-
রূপ বিশ্বাসহীন হইয়া কলিযুগে কোন প্রকারেই
সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না । কলতঃ দেখা
যায়, শিবনিন্দাপরায়ণ জনগণ যদি তীর্থেও প্রাণ-
ত্যাগ করে, তথাপি বিবিধ তিৰ্য্যাক্‌যোনিতে জন্ম-
গ্রহণ করিয়া থাকে । হে দেবি! এই জন্তই তীর্থ
ক্ষেত্রঃ যুগমাহাত্ম্যবশে সত্যশৌচবিরত সুদুঃখিত
জনগণ নরনগোচর হয় । ক্ষেত্রগোপন সম্বন্ধে

সর্গং সিদ্ধিধেন সুদুৰ্গভা ॥ ১৮৭ ॥ যুগে যুগে তু
তীর্থানি কীৰ্ত্তিতানি সুরেশ্বরী । তেষাং মে বরভং
দেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমেব চ ॥ ১৮৮ ॥
ইত্যেতৎ
কথিতং দেবি রহস্তং পাপনাশনম্ । ক্ষেত্রবীজং
মহাদেবি কিমন্তং পরিপূচ্ছসি ॥ ১৮৯ ॥
ইদং মহা-
পাতকনাশনং যে, শ্রোয়ান্তি বৈ ক্ষেত্রমহাপ্রভাবম্ ।
তে চাপি যান্তস্তি মম প্রভাবান্ধ্রিবিষ্টপং পুণ্যজনাধি-
বাসম্ ॥ ১৯০ ॥

ইতি ক্রীড়ানন্দ প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যো দেবোপ্রঃ-
বর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

হৃত উবাচ । এবং মুনীন্দ্ৰাঃ কথিতে প্রভাবে
শব্দয়েণ তু । পুনঃ পপ্রচ্ছ সা দেবী কৃতান্তলিপুটী
সভী ॥ ১ ॥ দেবীবাচ । দেবদেব জগন্নাথ
ক্ষেত্রতীর্থময় প্রভো । প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যং বিস্ত-
রাৎ কথয়স্ব মে ॥ ২ ॥ কথং তুব্যসি মর্ত্যানাং
ক্ষেত্রে তত্র বিচেতনাম্ । জপ্তং দন্তং হতং যষ্টং

ইহাই কারণ । তোমার নিকট এই আমি সুদুৰ্গভ
সিদ্ধির হেতুভূত সমস্ত রহস্তই বর্ণন করিলাম ।
অগ্নি সুরেশ্বরী । যুগে যুগে যত তীর্থই কীৰ্ত্তিত
হউক না, তন্মধ্যে প্রভাসক্ষেত্রই আমার প্রিয়তম ।
দেবি! আমি এই যে রহস্ত কীৰ্ত্তন করিলাম, উহা
পাপনাশক; অগ্নি মহাদেবি! অতঃপর তুমি আর
ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় কোন কথা জিজ্ঞাসিবে? যাহারা এই
পাপনাশক ও ক্ষেত্রপ্রভাবসূচক কথা শ্রবণ করিবে,
তাঁহারা আমার মহিমায় পুণ্যজন্যাবিষ্টিত জিবিষ্টপ-
থ্যমে যাইয়া বাস করিতে পারিবে । ১৪১—১৯০ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

হৃত কহিলেন,—হে মুনীন্দ্ৰগণ! তগদান
শব্দর এই ভাবে প্রভাসক্ষেত্রের প্রভাব বর্ণন
করিলে দেবী পুনরায় কৃতান্তলিপুটে জিজ্ঞাসা করি-
লেন । দেবী কহিলেন,—হে ক্ষেত্র-তীর্থময় প্রভু
দেবদেব জগন্নাথ! আমাকে প্রভাসক্ষেত্রের
মাহাত্ম্য; সবিস্তর বলুন । আপনি সেই ক্ষেত্রের
অজ্ঞান জনগণের প্রতিও বিজ্ঞত যত্নই হন?

তপস্তপঃ কৃতঞ্চ যৎ। প্রভাসে তু মহাক্ষেত্রে কক্ষা-
স্ত্রাক্ষয়ং ভবেৎ। ৩। জাতাস্তরসহশ্রেণী যৎপাপং
পূৰ্ণসকিতম্। তৎকথং ক্ষয়মাপ্নোতি তন্মাতৃক
শত্বরঃ। ৪। যদি প্রভাসং সর্বেষাং তীর্থানাং প্রবরং
যতম্। কিমন্তৈর্বহিত্তত্বং কর্তব্যং তীর্থবিস্তারঃ।
৫। একং যদি ভবেত্তীর্থং মনো নিঃসংশয়ঃ
ভবেৎ। বহুশ্চৈব সতি তীর্থানাং মনো বিচলতে
নৃণাম্। ৬। তস্মাৎ সৰ্বং পরিত্যজ্য তীর্থজ্ঞানং
সবিস্তরম্। প্রভাসস্তেব মাহাত্ম্যং কথয়ত্ব
সুরেশ্বরঃ। ৭। ক্ষেত্রপ্রমাণসীমাং চ ক্ষেত্রসারঃ
হি যৎপ্রভো। বজ্রমর্হসি তৎসৰ্বং পরং কোতুলং
হি মে। ৮। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি
ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্। সৰ্বক্ষেত্রেণ যৎক্ষেত্রং
প্রভাসং তু প্রিয়ং মম। ৯। প্রভাসে তু পরা
সিদ্ধিঃ প্রভাসে তু পরা গতিঃ। যত্র সন্নিহিতো
নিত্যমহং তজ্জৈ নিরন্তরম্। ১০। তস্ত প্রমাণং
বক্ষ্যামি সৰ্বসীমাসমযিতম্। ক্ষেত্রং তু ত্রিবিধং

প্রোক্তং তন্তে বক্ষ্যাম্যনুক্রমাৎ। ১১। ক্ষেত্রং
পীঠং গৰ্ভগৃহং প্রভাসস্ত প্রকীৰ্ত্ত্যতে। যথাক্রমং
কলং তস্ত কোটিকোটিগুণং স্মৃতম্। ১২। ক্ষেত্রং
তু প্রথমং প্রোক্তং উক্ত বাদশযোজনম্।
পঞ্চযোজনমানেন ক্ষেত্রপীঠং প্রকীৰ্ত্তিতম্। ১৩।
গৰ্ভগৃহং চ গব্যুতিঃ কণিকা সাময় প্রিয়া। ক্ষেত্র-
সীমাং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি যথাক্রমম্। ১৪।
আশ্বমবাস্যসতশ্চৈব আদিমধ্যান্তসংস্থিতম্। পূর্বে
তগ্নোদকঃ স্বামী পশ্চিমে মাধবঃ স্মৃতঃ। ১৫।
দক্ষিণে সাগরন্তবজ্রজা নমাস্তরে যতা। এবং
সীমাসমায়ুক্তং ক্ষেত্রং বাদশযোজনম্। ১৬।
এতৎ প্রাতঃসিকং ক্ষেত্রং সৰ্বপাতকনাশনম্।
তন্মধ্যে পীঠিকা প্রোক্তা পঞ্চযোজনবিস্তৃতা। ১৭।
স্তম্ভমস্তপরেণৈব বজ্রিণ্যং পূৰ্ণতস্তথা। মাহেশ্বর্যা
দক্ষিণতঃ সমুদ্রোত্তরতস্তথা। ১৮। আশ্বমবাস্য-
শ্চৈব পঞ্চযোজনবিস্তরম্। পীঠমেতৎ সমাখ্যাত-
মথো গৰ্ভগৃহং শৃণু। ১৯। দক্ষিণোত্তরতো যাবৎ
সমুদ্রাৎ কোরবেশ্বরী। পূৰ্ণপশ্চিমতো যাবৎ
গোমুখাচ্চাৰ্ঘ্যমধিকম্। এতদগৰ্ভগৃহং প্রোক্তং

সেই প্রভাস মহাক্ষেত্রে জপ হোম যাগ দান তপ-
তাদি কার্য্য কি নিমিত্ত অক্ষয় ফলজনক হয়? হে
শত্বর! সেই ক্ষেত্রে পূর্বে সহস্র সহস্র জন্মের
সকিত পাপরাশিও কিছন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়?
আমার নিকট তাহা বলুন। প্রভাসক্ষেত্রে যদি
সমস্ত তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়, তবে সেখানে যে
অপরাপর তীর্থ আছে, তৎসমস্তের সেবা করিবার
আর প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ তীর্থ—একটা হইলে
নরগণের মন তাহাতে সংশয়হীন হইয়া নিবিষ্ট
হইতে পারে, পরন্তু একস্থানে অনেক তীর্থ থাকিলে
মনের চাকলা হওয়াই সম্ভবপর। অতএব হে সুরে-
শ্বর! আপনি ইতর তীর্থসমূহ পরিহার করিয়া
সেই প্রভাসক্ষেত্রেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন।
প্রভো! সেই ক্ষেত্রের পরিমাণ, সীমা, এবং
সার পদার্থচয়ের বার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে বলুন; আমার
এবিষয়ে ভুলিবার জন্ত পরম কোতুল জন্মিয়াছে।
ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি দেবি! যাহা সমস্ত ক্ষেত্রের
মধ্যে উত্তম এবং যাহা সৰ্বক্ষেত্রাপেক্ষা আদ্য
প্রিয়, সেই প্রভাসক্ষেত্রের বিবরণ বলিতেছি, তুমি
শ্রবণ কর। ভজ্ঞে; যেখানে আমি নিয়ত নিরন্তর
সন্নিহিত থাকি সেই প্রভাস ক্ষেত্রেই পরমা সিদ্ধি ও
পরমা গতি লাভ হয়। সেই ক্ষেত্রের সমস্ত সীমার
লিখিত পরিমাণ বর্ণন করিতেছি। ক্ষেত্রমাত্রেই
তিন প্রকার বলিমা কীর্ত্তিত হয়। আমি অল্পকমে

তাড়া চোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ক্ষেত্র,
পীঠ, গৰ্ভগৃহ,—প্রভাস ক্ষেত্রের এই ত্রিবিধই
কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের কল যথাক্রমে
কোটিকোটিগুণ অধিক। প্রথমোল্লিখিত ক্ষেত্রের
পরিমাণ বাদশ যোজন। ক্ষেত্রপীঠের পরিমাণ
পঞ্চ যোজন। গৰ্ভগৃহের পরিমাণ এক গব্যুতি।
উহা কণিকাক্ষরূপ এবং আমার অতীব প্রিয়।
দেবি! এক্ষণে যথাক্রমে দৈর্ঘ্য-বিস্তারসহ ক্ষেত্র-
সীমা বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহার আদি-মধ্য-
প্রান্তভাগে যে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে, তাহাও
বলিতেছি। পূৰ্বদিকে তগ্নোদস্বামী, পশ্চিমে
মাধব দক্ষিণে সাগর আর উত্তরদিকে তজ্জাননী।
এই সীমায়ুক্ত প্রভাসক্ষেত্রের পরিমাণ বাদশ
যোজন। ১—১৬। এই প্রভাসক্ষেত্র সৰ্বপাতক
হারক। ইহার মধ্যে, যে পীঠিকা আছে, তাহার
বিস্তারপরিমাণ পঞ্চ যোজন। ন্যাক্ষত্রমণ্ডলের পশ্চিমে
বজ্রিণীর পূর্বে, মাহেশ্বরীর দক্ষিণে এবং সমুদ্রের
উত্তরে উক্ত পীঠিকা বিরাজমান। এই পীঠের
দৈর্ঘ্য-বিস্তারপরিমাণ পঞ্চ যোজন। পীঠের
বর্ণন করিলাম, এক্ষণে গৰ্ভগৃহ বলিতেছি,
শুন। দক্ষিণোত্তর সমুদ্রে হইতে কোরবেশ্বরী
পর্য্যন্ত এবং পূৰ্বপশ্চিমে গোমুখ হইতে অব-

কৈলাসায়ম্ বরভৃৎ ॥ ২০ ॥ অত্রান্তরে তু দেবেশি
হানি তীর্থানি কৃতলে । বাণীকুপতড়াগানি
দেবভায়তনানি চ ॥ ২১ ॥ সরাংসি সরিতশ্চৈব
পদ্মানি হ্রদান্তথা । তানি মেধ্যানি সর্বাণি সর্গ-
পাপহরাণি চ ॥ ২২ ॥ যত্র তত্র নয়ঃ স্নাত্বা স্বর্গলোকে
মহীয়তে । কেজ্ঞস্ত প্রথমো ভাগো মেধ্যো
মাহেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ দ্বিতীয়ো বৈকবো ভাগো
রজতভাগতৃতীয়কঃ । তীর্থানাং কোটিরেকা তু ব্রাহ্মে
ভাগে ব্যবস্থিতা ॥ ২৪ ॥ বৈকবে কোটিরেকা তু
তীর্থানাং বরবর্ষিনি । সার্কিকোটিষ্ঠ সস্ত্রোক্তা
রজতভাগে চ মধ্যতঃ ॥ ২৫ ॥ এবং দেবি সমাখ্যাতং
তৎকেজ্ঞঃ হি জিদ্দৈবতম্ । শুভাদ্ শুভতরঃ কেজ্ঞঃ
মম প্রিয়তরঃ শুভে ॥ ২৬ ॥ ত্রিশঃ কোট্যোহর্ক-
কোটিষ্ঠ কেজ্ঞে প্রোক্তা বিভাগতঃ । যাজ্ঞা তু
ত্রিবিধা জ্ঞেয়া তাং শৃণু বরাননে ॥ ২৭ ॥ রৌদ্রী
তু প্রথমা যাজ্ঞা বৈকবী চ দ্বিতীয়িকা । ব্রাহ্মী
তৃতীয়া সংখ্যাতা সর্গপাতকনাশিনী ॥ ২৮ ॥ ব্রাহ্মে
বিভাগে সস্ত্রোক্তা ইচ্ছাশক্তিকরাননে । ক্রিয়া চ
বৈকবে ভাগে দ্বিতীয়ে তু প্রকীর্তিতা ॥ ২৯ ॥
রৌদ্রে ভাগে তৃতীয়ে তু জ্ঞানশক্তিকরাননে ।
যদিপাপো যদি শঠো যদি নৈকৃতিকো নয়ঃ ॥ ৩০ ॥

মেধিক তীর্থ পর্যন্ত স্থান গর্ভগৃহ পদবাচ্য, ইহা
কৈলাস অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর । দেবি !
এই সৌম্যবদ্ধ স্থানের মধ্যে যে সকল বাণী, কুপ,
তড়াগ, সরিৎ, সরোবর, পদ্ম, হ্রদ, দেবায়-
তনাদি আছে, তৎসমস্তই সর্গপাপহর ও পরম
পবিত্র । মনুষ্য, এই সকলের যে কোন স্থলে
স্নান করিলে স্বর্গলোকে সসন্মানে বাস করিতে
পারে । সেই কেজ্ঞের পবিত্র প্রথম ভাগ মাহে-
শ্বর, দ্বিতীয় ভাগ বৈকব আর তৃতীয় ভাগ ব্রাহ্ম ।
অগ্নি বরবর্ষিনি । সেই ব্রাহ্মভাগে এককোটি,
বৈকবভাগে এককোটি এবং মাহেশ্বর ভাগে সার্কি-
কোটিসংখ্যক তীর্থ বিদ্যমান । শুভে দেবি ! এই
সেই মহীয় প্রিয়তর শুভাভিষ্ট জিদ্দৈবত কেজ্ঞের
বিবরণ বলা হইল । সেই প্রভাস কেজ্ঞে সন্মুখায়
সার্কিকোটি তীর্থ বিভাগানুসারে প্রতিষ্ঠিত আছে ।
উহার যাজ্ঞাও ত্রিবিধ; অগ্নি বরাননে । তাহার
বিধান বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । প্রথমা যাজ্ঞা—
রৌদ্রী, দ্বিতীয়া বৈকবী ও তৃতীয়া ব্রাহ্মী; ইহা
সর্গপাতকনাশিনী । অগ্নি বরাননা ! ব্রাহ্ম বিভাগে
ইচ্ছাশক্তি, বৈকবভাগে ক্রিয়াশক্তি, আর মাহেশ্বর

নির্গুণতঃ সর্গপাপেভ্যো মধ্যভাগে বসেদু যঃ ।
হিমবন্তঃ পরিত্যজ্য পর্বতঃ গম্ভ্যমাদনম্ ॥ ৩১ ॥
কৈলাসং নিবধৈকৈব মেকপৃষ্ঠং মহাহ্যতিম্ । রম্যং
জিশিখরৈকৈব মানসকং মহাগিরিম্ ॥ ৩২ ॥ দেবো-
দ্যানানি রম্যানি নন্দনং বনমোব চ । স্বর্গস্থানানি
রম্যানি তীর্থস্তায়তনানি চ । তানি সর্বাণি সন্ত্যজ্য
প্রভাসে তু ব্রতীর্মম ॥ ৩৩ ॥ যন্তত্র বসতে দেবি
সংযতাক্ষা সমাহিতঃ । ত্রিকালমপি ভুঞ্জানো বায়ু-
তক্ষসমো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ বিটুরালোভ্যমানোহপি
যঃ প্রভাসং ন মুঞ্চতি । স মুঞ্চতি জরাং মৃত্যুং
জন্মচক্রমশাশ্বতম্ ॥ ৩৫ ॥ জন্মান্তরশতৈর্দেবি যোগো
বা যদি লভ্যতে । মোক্ষস্ত চ সহস্রৈশ জন্মানং
লভ্যতে ন চ ॥ ৩৬ ॥ প্রভাসে তু মহাদেবি যে
দ্বিত্যঃ কৃতনিশ্চয়াঃ । একেন জন্মনা তেষাং মোক্ষো
নৈবাক্ষ্যং সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রভাসে তু দ্বিত্যঃ যে
ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ । মৃত্যুজয়েন সংযুক্তং জপন্তি
শতকদ্রিয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ কালায়িককুসারিণ্যো দক্ষিণাং
দিশমাব্রিতাঃ । জ্ঞানং চোৎপাদ্যতে তত্র যোগাসা-
ত্যন্তরেণ তু ॥ ৩৯ ॥ শিবস্ত প্রোচ্যতে বেদো নাম-

ভাগে জ্ঞানশক্তি প্রতিষ্ঠিতা । মানব যদি শঠ,
পাপী কিম্বা কৃতরও হয়, তথাপি উক্ত মধ্যভাগে
বাস করিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয় ।
হিমালয়, গম্ভ্যমাদন, কৈলাস, নিবধ, মহাহ্যতি মেক-
পৃষ্ঠ, রম্য জিশিখর, মহাগিরি মানস, রম্য দেবোদ্যান
সকল, নন্দনকানন, মনোরম স্বর্গস্থানসমূহ, এবং
অপর্যাপ্ত যে সকল তীর্থ ও আয়তন আছে, তৎ-
সমস্ত অপেক্ষাও আমার ব্রহ্ম প্রভাস কেজ্ঞেই সম-
বিক শ্রীতি ১৭—৩০ হে দেবি ! সেখানে যে ব্যক্তি
বাস করে, সে যদি ত্রিকালভোজীও হয়, তথাপি
বায়ুভোজী সমাহিত সংযমীর তুল্য গণ্য হয় । যদি
কেহ বিরসমূহে নিশীড়িত হইয়াও প্রভাসকেজ্ঞ
পরিত্যাগ না করে, তাহার জরা, মৃত্যু ও অনিত্য
সংসারচক্র নিবৃত্ত হইয়া যায় । দেবি ! যদি শত
শত জন্মান্তরে কোন প্রকারে যোগলাভও হয়,
তথাপি তদনন্তর সংশ্রয় সহস্র জন্মে মুক্তিলাভ হয়
কি না সন্দেহ; পরন্তু হে মহাদেবি ! প্রভাসকেজ্ঞে
যাহারা কৃতনিশ্চয় হইয়া বাস করে, তাহাদিগের এক
জন্মেই মুক্তি লাভ হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই । এই
প্রভাস কেজ্ঞে কালায়িকজন্মের সমীপে দক্ষিণদিকে
বাস করত যে সকল ব্রাহ্মণ কঠোর নিয়মানুযয়ে
মৃত্যুজয়প্রকরণের সহিত শতকদ্রিয় পাঠ করে,

পর্যায়বাচকৈঃ । তন্ত চাক্ষররূপস্ত শতকৃত্রং প্রকী-
ৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥ কল্পে বেদাশ্চ পুনঃপুনরাবর্তকাঃ
স্মৃতাঃ । মন্ত্রাশ্চৈব তথা দেবি মুক্তা তু শতকৃত্রিয়ম্ ॥
৪১ ॥ ঈডাঋব তু মন্ত্রেণ মামেব হি যজন্তি যে ।
প্রভাসকেত্রেয়াসাদ্য তে মুক্তা নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
সমজ্ঞোহমজ্ঞকো বাপি যন্তজ বসতে নরঃ । সোহপি
বাং গতিমাপ্নোতি যজ্ঞেদানৈর্ন সাধ্যতে ॥ ৪৩ ॥
অগ্নিন্ ক্বেত্রে স্বরভূত হিতঃ সাকাম্যহেবরঃ ।
কৃত্রাণি কোটিশ্চৈব প্রভাসে সংব্যবহিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
ধ্যায়মানান্তথোক্তারং হিতাঃ সোমেশদক্ষিণে ॥ ৪৫ ॥
লক্ষাণ্ডোদয়মধ্যে কু যানি তীর্থানি সূত্রতে ।
সোমেশ্বরং গমিষ্যন্তি বৈশাখস্ত চতুর্দশীম্ ॥ ৪৬ ॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারঃ কামক্ৰোধৌ তথাপরে । এতে
রক্ষন্তি সততঃ সোমেশং পাপনাশনম্ ॥ ৪৭ ॥ ন
সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাধারে ত্রিপুররে । যা
গতির্মিহিতা পুংসাঃ প্রভাসকেত্রেবাসিনাম্ ॥ ৪৮ ॥
তির্থাগ্ন্যোনিগতাঃ সবা যে প্রভাসে কৃতালয়াঃ ।
কালেন নিধনং জ্ঞাপ্তাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

হয় মাস মধ্যে তাহাদিগের মুক্তিসাধক তত্ত্বজ্ঞান
সমুৎপন্ন হয় । পর্যায়বাচক নামানুসারে বেদকেই
'শিব' বলা যায়, শতকৃত্রিয় ঠাঁহারই আত্মস্বরূপ
বলিয়া কীর্ত্তিত । অতিকল্পেই সেই বেদসকল
এবং শতকৃত্রিয় ব্যতীত মন্ত্র সকল আবর্ত্তিত
হইয়া থাকে । প্রভাসকেত্রে প্রাপ্ত হইয়া
যাহারা মন্ত্রদ্বারা ভক্তিযোগ্য মদীয় আরাধনা
করে, তাহারা মুক্ত হয়; ইহাতে কোনও সংশয়
নাই । দীক্ষিত বা অদীক্ষিত যে কোন মানব
সেই প্রভাসকেত্রে বাস করিয়া বৈরাগ্য গতি
জ্ঞাপ্ত হয়, যজ্ঞদানাদি দ্বারা তাদৃশী গতি লাভ
করা যায় না । এই প্রভাসকেত্রে স্বরভূত মন্-
ত্রের সাক্ষাৎ বিরাজমান; এতদ্বির কোটি কোটি
কল্পও ওকারধ্যানপরায়ণ হইয়া উক্ত ক্বেত্রে
সোমেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত আছেন ।
অগ্নি সূত্রতে । ব্রহ্মাণ্ডোদয় যাবতীয় তীর্থই
বৈশাখ মাসের চতুর্দশীতে উক্ত সোমেশ্বরের
সন্নিহিত হইয়া থাকে । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,
এবং কামক্ৰোধাদি রিপুগণ সতত সেই পাপহর
সোমেশ্বরকে রক্ষা করিয়া থাকে । কুরুক্ষেত্রে
বা প্রভাসকেত্রে বাস করিয়া যে গতি লাভ করা
যায়, গঙ্গাধারে, কিবা ত্রিপুরার তীর্থেও তাদৃশী
গতি লাভ হয় না । প্রভাসকেত্রেবাসী তির্থাঙ্ক

৪৯ ॥ তদ্ ভূতং দেবদেবস্ত ততীর্থং তন্তপোবনম্ ।
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা নারায়ণপুণ্ড্রগম্যঃ ॥ ৫০ ॥
যোগিনশ্চ তথা সাধ্যা ভগবন্তঃ সনাতনম্ । উপা-
সতে প্রভাসে তু মন্ত্রজা যৎপরায়ণাঃ ॥ ৫১ ॥ অষ্টৌ
মাসান বিহারঃ স্নাদ্যতীনাং সংযতান্যম্ । একে চ
চতুরো মাসানষ্টৌ বা নিয়ন্তঃ বসেৎ ॥ ৫২ ॥ প্রভাসে
তু প্রতিষ্ঠানাং বিহারস্ত ন বিদ্যাতে । অত্র যোগশ্চ
মোকশ্চ প্রাপ্যতে দূর্লভো নরৈঃ ॥ ৫৩ ॥ তন্মাং
প্রভাসং সন্ত্যজ্য নাত্ৰ কাঙ্ক্ষেতপোবনম্ । প্রভাসং
যে ন সেবন্তে মৃত্যুস্তে তমসা বুভুঃ ॥ ৫৪ ॥ বিগূহ-
রেতসাং মর্ধ্যো সন্তবন্তি পুনঃপুনঃ । কামঃ ক্রোধ-
স্তথা লোভো দম্বঃ স্তম্বোহথ মৎসরঃ ॥ ৫৫ ॥
নিদ্রা তন্ম্রা তথালস্যঃ পৈশ্চত্মমিতি তে দশ । এতে
রক্ষন্তি সততঃ সোমেশং তীর্থনায়কম্ ॥ ৫৬ ॥ ন
প্রভাসে মৃতঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিম্বহী । যাব-
জ্জীবং নরো যন্ত বসতে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ অগ্নি-
হোত্রেণ স প্রয়াসৈরান্নমৈশ্চ সুপালিতৈঃ । ত্রিদৈও-

জাতিরাও কালক্রমে দেহ ত্যাগ করিয়া পরম
গতি প্রাপ্ত হয় । এই প্রভাস ক্বেত্রেই দেবদেব
মহেশ্বরের ঐহ তীর্থ এবং গোপনীয় তপোবন ।
বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণ, যোগিনিচয় এবং সাংখ্য-
জ্ঞানিবর্গ সেই প্রভাসকেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক
আমাতে ভক্তিমান ও মৎপরায়ণ হইয়া মদীয়
ভাগবতী মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন ১৩৪—৫১।
সংযতান্য যতিগণের আটমাস কাল বিহার
বিহিত আছে; কেহ কেহ বলেন যে, আটমাস
এক স্থানে অবস্থান এবং চারি মাস মাত্র
বিহার কর্তব্য । পরন্তু প্রভাসপ্রতিষ্ঠা ব্যক্তির
বিহারে প্রয়োজন নাই; প্রভাসে নরগণের
পক্ষে সেই দূর্লভ যোগ ও মোক্ষ অনায়াসেই
লভ হয়; অতএব প্রভাসকেত্রে পরিহার করিয়া
অপর তপোবনে যাওয়া কর্তব্য নহে । যাহারা
প্রভাসকেত্রেই সেবা না করে, সেই সমস্ত তপো-
যুত মানব বারবার বলমুত্তরক্রমে জন্ম-
গ্রহণ করিয়া থাকে । কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ব,
স্তম্ব, মাৎসর্য, নিদ্রা, তন্ম্রা, আলস্য, ও পৈশ্চত্ম,—
এই দশটা দোষ সেই তীর্থনায়ক সোমেশ্বরকে
সতত রক্ষা করে । মানব ধর্মজীবন-সাধার
কৃতনিশ্চয় হইয়া যদি প্রভাসকেত্রে মন্ত্রপাশ হয়,
তবে সে যেমন পাতকীই হউক না, তদ্রূপে নরক-
গামী হয় না । অগ্নিহোত্রে, সন্ন্যাসী, অপরাধ

রেকদৈশ্চ শৈবঃ পাণ্ডপতৈরপি ॥ ৫৮ ॥ এতৈ-
রৈশ্চ যতিভিঃ প্রাপ্যতে যৎকলং শুভম্ । তৎ-
সৰ্বং লভ্যতে দেবি জীসোমেশ্বরযাজ্ঞা ॥ ৫৯ ॥
একো হর্ষয়তে লিংগং তপস্ততি তথাপরঃ । তয়ো-
র্ন্যো তু ত্রৈলোক্যং যঃ সোমেশং চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬০ ॥
যন্তুযোগে চ সাংখ্যে চ সিদ্ধান্তে পঞ্চরাত্নিকে ।
অষ্টৈশ্চ শাষ্ট্রবিজ্ঞেয়ং প্রভাসে সংবাবহিতম্ ॥ ৬১ ॥
লিংগে চৈব হিংস্রং সৰ্বং জগদেতচ্চরায়ম্ । তন্ম-
লিংগে সদা দেবঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬২ ॥ মধৈব
সাপরা মূর্তিঃ জীসোমেশাখ্যা হিতা । তেন চৈবান্ন-
নাশ্বানমারাদনপরো হৃদম্ ॥ ৬৩ ॥ অনেকজন্ম-
সংসারভ্রমমাশ্রয় জয়তিঃ । কস্তাং প্রাপ্নোতি বৈ
মুক্তিং বিনা সোমেশপূজনাং ॥ ৬৪ ॥ যৎকিঞ্চিদশুভং
কৰ্ম্ম কৃতং মাহুযবুদ্ধিনা । তৎসৰ্বং বিলয়ং যাতি
জীসোমেশ্বরপূজনাং ॥ ৬৫ ॥ অনেকজন্মকোটিভি-
র্জন্তুভির্বৎকৃতং হৃদম্ । তৎসৰ্বং নাশমায়াতি
জীসোমেশ্বরপূজনাং ॥ ৬৬ ॥ তীর্থানি যানি লোক-
হস্মিন্ সেব্যান্তে পাপমোক্ষতিঃ । তানি সৰ্বানি
শুদ্ধার্থং প্রভাসে সংবিশন্তি হি ॥ ৬৭ ॥ যোহসৌ

আশ্রমধর্মপালক, ত্রিদণ্ডী, শৈব, পাণ্ডপত ও যতি-
গণ যে যে কল লাভ করেন, হে দেবি! জীসোমে-
শ্বরের যাজ্ঞ্যও সেই কলই লাভ করা যায়।
একজনে তপস্তা করে, আর একজনে লিঙ্গার্চনা
করে; ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি সোমেশ্বরের অর্চনা
করে, সেই জেট। যোগ, সাংখ্য, সিদ্ধান্ত, পাঞ্চ-
রাত্নিক, ও অপরাপর শাস্ত্রে যে কল বিহিত, এই
প্রভাসক্ষেত্রেও তাহাই প্রতিষ্ঠিত। চরায়ম সমগ্র
জগৎ লিংগই প্রতিষ্ঠিত; এতদ্ভ্য সত্য প্রযত্ন সহ-
কারে লিংগই ভগবানের অর্চনা কর্তব্য। আমা-
রই মূর্ত্যন্তর উক্ত সোমেশ্বর নামে সেই প্রভাস-
ক্ষেত্রে বিরাটমান রহিয়াছে। আমি আত্মা স্বারা
সেই আশ্রমধর্মই আরাধনা করিয়া থাকি। সেই
সোমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত সহস্র সহস্র যোনি
পরিভ্রমণ করিলেও কোন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে
পারে? মাহুযবুদ্ধিবশে দ্বাধা কিছু অন্তত কৰ্ম্ম
করা যায়; জীসোমেশ্বরের অর্চনা করিলে তৎ-
সমস্ত বিঘ্ন লয় প্রাপ্ত হয়। প্রাণিগণ অনেককোটি
জন্মে যে পাপ সঞ্চয় করে, জীসোমেশ্বরের অর্চনা
করিলে তৎসমুদয় বিনষ্ট হয়। ইহলোকে পাপ
মোচনকারী জনগণ যে সকল কীর্ত্তির সেবা করে,
তৎসমস্ত তীর্থ, ব্রহ্মপঞ্চালনার্থ এই প্রভাস-

লিঙ্গিকরূপে প্রোচ্যতে বেদবাসিভিঃ । সোমেশ-
তৈরবনায়া তু প্রভাসে সংবাবহিতঃ ॥ ৬৮ ॥ জনানাং
হৃদতঃ সৰ্বং ক্ষেত্রমধ্যে ব্যবহিতঃ । তৈরবং
রূপমাশ্রায় নাশয়ামি সুরেশ্বরি ॥ ৬৯ ॥ জগৎসৰ্বং
চরিত্বা তু স্থিতোহহং সচরায়ম্ । তেন তৈরব-
নামাহং প্রভাসে সংবাবহিতঃ ॥ ৭০ ॥ অগ্নিনা যজ্ঞ
তপ্তং তু দিব্যান্ধানাং চতুর্ভুগম্ । মেঘবাহনকল্পে তু
তত্র লিংগং বভূব হ ॥ ৭১ ॥ অগ্নিমৌড়তি বেদোক্ত-
প্রভাবঃ সুরমূলধরি । কালাগ্নিকরুণা চ দেবৈঃ
সর্বৈরুদাহৃতম্ ॥ ৭২ ॥ অগ্নীশানেন্তি দেবেশি মাম
হিতয়মুচ্যতে । কল্পে কল্পে তু মামানি কথিতং নৈব
শকাতে । অসংখ্যানাক কল্পানাং ত্রয়্যাং চ বরা-
ননে ॥ ৭৩ ॥ এবং চৈব রহস্তং চ মহাকোপাং বরা-
ননে । স্নেহায়ত্যা তন্ত্যা চ ময়া তে পরিকীর্তিতম্ ।
৭৪ ॥ একতন্ত জগৎ সৰ্বং কৰ্ম্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
যজ্ঞদানতপোহোমৈঃ স্বাধ্যায়ৈঃ শিত্ততপণৈঃ ৭৫ ॥
উপবাসৈস্তৈতৈঃ কৃষ্ণৈশ্চাত্ত্যায়নশতৈস্তথা । বহু-

ক্ষেত্রেই আগমন করিয়া থাকে। বেদবাদিগণ
বাহাকে কালাগ্নি রূপ বলিয়া নির্দেশ করেন, তিনি
এই প্রভাসে আসিয়া 'তৈরব' নামে অবস্থান
করিতেছেন। অগ্নি সুরেশ্বর! আমি তৈরবরূপে
ক্ষেত্রমধ্যে অবস্থানপূর্বক জনগণের সমস্ত হৃদত
বিনাশ করিয়া থাকি। এই অভিপ্রায়েই আমি
সচরায়ম সমগ্র জগতে বিচরণ করিয়া করিয়া, পরে
সেই প্রভাসক্ষেত্রে তৈরবনামে অবস্থান করি-
য়াছি। ৫২—৭০। পূর্বে মেঘবাহন কল্পে অগ্নিদেব
যেখানে থাকিয়া দিব্য চতুর্ভুগকাল তপস্তা করিয়া-
ছিলেন, সেখানে তখন একটা লিঙ্গ প্রাকৃর্ভূত হইয়া-
ছিল; অগ্নি সুরমূলধরি! তাহার প্রভাব বেদে
উক্ত আছে। বেদমতে তাহার নাম "অগ্নিমৌড়"।
দেবগণ উহাকে "কালাগ্নি রূপ" নামে উল্লেখ
করেন। আর মর্ত্যলোকে উহা "অগ্নীশান" নামে
প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই লিংগের এই তিনটা নাম
বলিলাম। কল্পে কল্পেই উহার বিভিন্ন নামে
প্রসিদ্ধি হয়, পরন্তু তাহা আর বলিতে পারা যায়
না; কারণ কল্প ও ত্রয়্যা অসংখ্য। হে বরাননে!
এই রহস্ত অতীব গোপনীয়। স্বদীয়া যজ্ঞী
তক্তির ও মদীয় মেঘের বশেই আমি তোমার
নিকট ইহা প্রকাশ করিলাম। একদিকে কৰ্ম্মকাণ্ড-
প্রতিষ্ঠ সমগ্র জগৎ, যজ্ঞ, দান, তপস্তা, হোম,
স্বাধ্যায়, শিত্ততপণ; উপবাস, ব্রত, কৃষ্ণ, চাত্ত্যায়ন,

স্বয়ংক্রিয় জিয়ারতৈশ্চ তীর্থাদিগম্যৈঃ পটৈঃ । ৭৬ ।
 আশ্রমৈর্বিবিধাকারৈর্ধতিভিত্তিঃ স্ফটিকৈঃ । বান-
 প্রস্থৈর্হৃদৈশ্চ বেদকর্মপরায়ণৈঃ । ৭৭ । অতৈশ্চ
 বিবিধাকারৈর্লোকমার্গচিহ্নৈঃ স্তম্ভৈঃ । ন তৎপঞ্চ-
 পয়ঃ দেবি শক্যং বীক্ষয়িতুং কচিৎ । ৭৮ । যাবন্ন
 চারুয়েদেবি সোমেশঃ লিঙ্গমায়কম্ । লীলয়া বাপি
 তৈর্ভক্তৈঃ তৎপদং হৃদ্যতং পরম্ । ৭৯ । পুজিতে
 তৈর্জগন্নাথঃ সোমেশঃ কিম ভৈরবঃ । তির্থাগুমোনি-
 গতঃ যে তু পঞ্চপক্ষিপীলিকাঃ । ৮০ । অন্তর্জল-
 গতঃ যে তু কুম্বীকীটপতঙ্গকাঃ । স্বাবরা জলমাশ্রিত্যে
 মনুষ্যাঃ পশবঃ স্তিরঃ । ৮১ । বালা বৃদ্ধাস্তথা বণ্টাঃ
 স্বানগদিতবায়সঃ । চণ্ডালাঃ পুঙ্কসাঃ শূদ্রা রোচ্ছা-
 যেষন্তে বিকোমজাঃ । ৮২ । মূর্খাশ্চ পণ্ডিতাশ্চাপি যে
 চান্তে কুংসিতা ভুবি । তে সর্বে মুক্তিমায়াস্তি প্রভাসে
 যে মৃত্যুঃ স্তম্ভে । ৮৩ । কালানলন্ত রক্তস্ত কাল-
 স্বাজেন চারিণা । দম্যন্তে জন্তবঃ সর্বে প্রভাসে
 যে মৃত্যুঃ স্তম্ভে । ৮৪ । হৃদ্যতং তু মম কেজ্ঞঃ
 প্রভাসঃ দেবি পাপিনাম্ । ন তজ্জ লভতে মৃত্যুঃ
 পাপাত্মা লোকবন্দিতে । ৮৫ । ময়া দক্ষিণভাগে

চ বিয়েশঃ সম্প্রতিষ্ঠিতঃ । উত্তরে দণ্ডপাণি
 কেজ্ঞমেতচ্চ রক্ষতি । ৮৬ । তথাভ্যে গণপাঃ সর্বে
 মদাজাবশবর্তিনঃ । কেজ্ঞঃ রক্ষতি দেবেশি তেমাং
 নমানি মে শৃণু । ৮৭ । মহাবলন্ত চণ্ডীশো স্বর্গা-
 কর্ণন্ত গোমুখঃ । বিনায়কো মহানাদঃ কাকবক্রঃ
 স্তম্ভেকণঃ । একাক্ষো হৃদুভিষ্টওস্তালজজ্বন্তথৈব
 চ । ৮৮ । ভূমিদণ্ড চণ্ডচ শঙ্করপঞ্চ বৈধৃতিঃ ।
 তালচণ্ডো মহাতেজা বিকটাস্তো হয়াননঃ । ৮৯ ।
 হস্তিবক্রঃ শানবক্রো বিভালবদনস্তথা । সিংহ-
 ব্যাজমুখাশ্চান্তে বীরভজাদয়স্তথা । ৯০ । বিনায়কং
 পুরস্কৃত্য দেবদেবং কপর্দিনম্ । একাদশ তথা
 কোট্যো নিযুতানি ত্রয়োদশ । ৯১ । অর্কবৃন্দক
 গণানাঞ্চ প্রভাসঃ কেজ্ঞমাজিতাঃ । ষারিষারি
 প্রচণ্ডান্তে শূলমুগরপাণয়ঃ । ৯২ । প্রভাসকেজ্ঞঃ
 রক্ষতি দেবদেবন্ত বৈ গৃহম্ । ন কচ্চিদৃষ্টবুদ্ধ্যা তু
 প্রবিশেদিতি সংস্থিতিঃ । ৯৩ । শতকোটি-
 গণৈশ্চাপি পূর্বষারি তু সংবৃতঃ । অষ্টহালো
 গণো নাম প্রভাসং তজ্জ রক্ষতি । ৯৪ ।
 কালাক্ষো ভীষণচণ্ডো বৃতোহষ্টাদশকোটিভিঃ ।
 স্বর্গাকর্ণগণো নাম দক্ষিণঃ ষারমাজিতঃ ।

বজ্ররাজ, জিয়ারত, তীর্থযাত্রা, আশ্রমধর্মপালন,
 সন্ন্যাস, জলকর্ষ, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য ও বিবিধ বেদ-
 বিহিত কার্য,—আর অপর দিকে নানাবিধ লোক-
 হিতিকল্পে স্তম্ভাচার,—হে দেবি! এ সকলের
 কিছুতেই সেই পরমপদ দর্শন করিতে পারা যায়
 না। এই সমস্ত সদাগর পালন করিয়াও যাবৎ
 জিহ্নামায়ক সোমেশ্বরকে অর্চনা না করে, তাবৎ
 কোনরূপেই সেই হৃদ্যত পদদর্শন ঘটে না; পরন্তু
 যাক্ষিণী জগন্নাথ সোমেশ্বর তৈরবের অর্চনা করে,
 তালারা অবলীলাক্রমেই সেই পরমপদদর্শনে সমর্থ
 হয়। তির্থাক্ষাতি, পণ্ড, পক্ষী, পিলীকা, জল-
 বাসী, কুম্বী, কীট, পতঙ্গ, স্বাবর, জলম, মনুষ্য,
 পণ্ড, ব্রী, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, কুকুর, গদ্যভ, বায়স,
 চণ্ডাল, পুঙ্কস, শূদ্র, রোচ্ছা, অপর হীনজাতি,
 মূর্খ, পণ্ডিত এবং ভূমণ্ডলে অপরায়ণ যে সকল
 কুংসিত জীব আছে, হে স্তম্ভে! প্রভাসে মরণ-
 পন্ন হইলে তাহারা সকলেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। আমি
 স্তম্ভে! কালরাজ কালারিক্সের অতিক্রিয়া বদ্ধ
 হইয়া প্রভাসমুখ জাগিগণ পুত হইয়া থাকে। হে
 দেবি! আমার সেই প্রভাসকে প্রাপ্যাত্মা জন-
 গণের পক্ষে হৃদ্যত; হে লোকবন্দিতে! সেখানে
 পাপাত্মা ব্যক্তি দেহত্যাগ করিতে পারে না।

৭১—৮৫। আমি এই কেজ্ঞের দক্ষিণ দিকে বিয়ে-
 শকে ও উত্তরদিকে দণ্ডপাণিকে কেজ্ঞরক্ষার্থ প্রতি-
 ঠিত করিয়াছি। ইহারা এবং মদাজাবশবর্তী আরও
 অনেকানেক গণপতি সেই কেজ্ঞের রক্ষা বিধান
 করিতেছে। হে দেবেশি! তাহাদিগের নাম জবণ
 কর। মহাবল, চণ্ডীশ, স্বর্গাকর্ণ, গোমুখ, বিনায়ক,
 মহানাদ, কাকবক্র, স্তম্ভেকণ, একাক্ষ, হৃদুভি, চণ্ড,
 তালজজ্ব, ভূমিদণ্ড, চণ্ডান্ত, শঙ্করপঞ্চ, বৈধৃতি, তাল-
 চণ্ড, মহাতেজা, বিকটাস্ত, হয়ানন, হস্তিবক্র, শান-
 বক্র, বিভালবদন, সিংহমুখ, ব্যাজমুখ, ও বীরভজাদি
 একাদশ কোটি ত্রয়োদশ নিযুত একাধ্বন সংখ্যক
 গণ, দেবদেব কপর্দী বিনায়ককে পুরোবর্তী করিয়া
 প্রভাস কেজ্ঞে বাস করিতেছে। অসংখ্যপ্রাণ-
 দিত হইয়া কেহই সেই দেবদেবের মিত্রতন
 প্রভাসকেজ্ঞে বাস করিতে না পারে, এজন্য সেই
 প্রচণ্ডাকর গণগণ, শূল-মুগরাদি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র
 ধারণপূর্বক প্রতিধারে অবস্থান করিতেছে। পূর্ব
 ধারে অষ্টহাস নামক গণ, অপর শতকোটি গণে
 পরিবৃত হইয়া সেই প্রভাসকেজ্ঞকে রক্ষা করি-
 তেছে। —৯৩। ক্রকমেজ, ভীষণাকার, ঊর্ধ্বভূতি
 স্বর্গাকর্ণগণ, অষ্টাদশকোটি গণের সহিত দক্ষিণ-

৯৫। পশ্চিমদ্বারমাত্রিত্য হিতবান্ বিষ্টরো গণঃ ।
দণ্ডপাণিঃ হিতস্তত্র দেবদেবস্ত চোত্তরে ॥ ৯৬।
যোগক্ষেমঃ বহরিত্যঃ প্রভাসে ভাবিতাঙ্ক-
নাম্ । ভীষণাক্ষন্তৈষ্ঠাভ্যামাগ্রেযাং ছাগবজ্রকঃ ॥
৯৭। নৈঋত্যাং চণ্ডনাদন্ত বায়ব্যাং ভৈরবাননঃ ।
নন্দী চৈব মহাকালো দণ্ডপাণির্বিদায়কঃ ॥ ৯৮।
এতেহঙ্গরক্ষকা মধো শতকোটিগণৈর্হতাঃ । এবং
রক্ষন্তি বহুবো হ্রস্বখোদা গণেশ্বরঃ ॥ ৯৯। কলি-
কল্পবসন্তুভ্যাং যোবাং চোপহতা মতিঃ । ন তেবাং
ভক্তবেদগমাং স্থানমর্দ্ধেন্দুমৌলিনঃ ॥ ১০০। গম্ভীরৈঃ
কিররৈর্বিষ্কিরপ্সরোভিস্তধোরগৈঃ । সিতৈঃ সম্পূজ্য
দেবেশঃ সোমেশঃ পাপনাশনম্ ॥ ১০১। অন্তর্দ্বানং
গভৈর্নিত্যঃ প্রভাসঃ তু নিষেব্যতে । সপ্তলোকেষু
যে সন্তি সিদ্ধাঃ পাতালবাসিনঃ । প্রদক্ষিণস্তে
কৃষ্ণন্তি সোমেশঃ কালভৈরবম্ ॥ ১০২। পুৰিবাং
যানি ভীর্ধানি পুণ্যভায়তনানি চ । লাকুলিং ভার-
ভূতিকাং আব্যাঢ়িঃ দণ্ডমেব চ ॥ ১০৩। পুরুষঃ নৈমিষঃ
চৈব অমরেশঃ তথাপরম্ । ভৈরবঃ মধ্যমঃ
কালঃ কেলারঃ করবীরকম্ ॥ ১০৪। হরিশ্চন্দ্র
শৈলেশস্তথা বজ্রান্তিকেশ্বরঃ । অট্টহাসঃ মহেন্দ্রক

দ্বারে অবস্থান করিতেছে । পশ্চিমদ্বারে বিষ্ণু-
রাধ্য গণ অবস্থান করিতেছে । দেবদেবের উত্তর
দিকে দণ্ডপাণি গণ অবস্থিত । ইনি সেই
প্রভাস-ক্ষেত্রে শুদ্ধাশ্বা জনগণের যোগক্ষেম
সাধন করিয়া থাকেন । ভীষণাক্ষ ঈশানকোণে,
ছাগবজ্র অরিকোণে, চণ্ডনাদ নৈঋতকোণে, এবং
ভৈরবাননগণ বায়ুকোণে বর্তমান । নন্দী, মহা-
কাল, দণ্ডপাণি ও বিদায়ক,—ইহারা শতকোটি গণে
পরিবৃত্ত হইয়া মধ্যভাগে থাকিয়া অঙ্গরক্ষা কার্য
সাধন করিতেছে । এইভাবে অসংখ্য গণেশ্বর,
সেই ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে । কলিকলুবে যাহা-
দিগের মতি উপহৃত হইয়াছে, তাহারা অর্দ্ধেন্দু-
শেখরের সেই প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিতে পারে
না । গম্ভীর, যক্ষ, কিরর, অপ্সরা, উরগ, সিদ্ধ,—
ইহারা অন্তর্ভূতভাবে প্রতিদিন সেই প্রভাসক্ষেত্রে
পাপনাশন সোমেশ্বরকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া
থাকেন । সপ্ত পাতাল লোকে যে সকল সিদ্ধ
আছেন, তাঁহারাও কালভৈরব সোমেশ্বরকে প্রদ-
ক্ষিণ করিয়া থাকেন । লাকুলি, ভারভূতি, আব্যাঢ়ি
দণ্ডকর্ণা, পুরুষ, নৈমিষারণ্য, অমরেশ, ভৈরব,
মধ্যম, কাল, কেলার, করবীরক, হরিশ্চন্দ্র, শৈলেশ,

ঈশৈলঙ্ক গদা তথা ॥ ১০৫। এতানি সর্বভীর্ধানি
দেবঃ সোমেশ্বরঃ প্রভুয্ । প্রদক্ষিণঃ প্রকীর্ত্তিত তত্র
লিঙ্গং ভবন্তি চ ॥ ১০৬। ব্রহ্মা জনার্দ্রিন্ভাতে যে
দেবা জগতি স্থিতাঃ । অগ্নিলিঙ্গসমীপস্থাঃ সন্ধ্যা-
কালে ভবন্তি চ ॥ ১০৭। যটিকোটিসহস্রানি
যটিকোটিনতানি চ । সর্বৈ সোমেশ্বরঃ যন্তি মাধ-
কৃষ্ণচতুর্দশীম্ ॥ ১০৮। তস্মিন্ কালে চ যো দদ্যাৎ-
সোমেশে ব্রতকঞ্চলম্ ॥ ১০৯। ব্রতঃ ব্রসং
ভিলান্ হৃদং জলং চন্দ্রাধিবাঁসতম্ । একত্র কৃষ্ণা
কান্দীরমিত্যেতদব্রতকঞ্চলম্ ॥ ১১০। শিবরাত্র্যাং
তু কর্তব্যমেতদগোপ্যঃ মম প্রিয়ম্ । এবং কৃতে চ
যৎপুণ্যং গদিতুং তত্র শক্যতে ॥ ১১১। তত্র
দক্ষিণভাগে তু স্বয়ং ভূতবিনায়কম্ । প্রথমঃ পূজ-
য়েদেবি যদীচ্ছেৎ সিক্কিমাশ্রনঃ ॥ ১১২। উষরাণাং
চ সর্বৈবাং প্রভাসক্ষেত্রমুদয়ম্ । পীঠানটিকৈব
পীঠঞ্চ ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুদয়ম্ । সন্দেহানাং চ
সর্বৈবায়ং সন্দেহ উদয়ম্ ॥ ১১৩। যে কেচিৎ-
যোগিনঃ সন্তি শতকোটিপ্রবিস্তরাঃ । তেবাং ক্ষেত্রে

বজ্রান্তিকেশ্বর, অট্টহাস, মহেন্দ্র, ঈশৈল, গদা এ.
ভূতলে অপর্যাপ্ত যে সকল পুণ্য ভীর্ষ ও আয়তন
আছে, তৎসমস্ত ভীর্ষও সেই প্রভু সোমেশ্বরদেবকে
প্রদক্ষিণ ও ভক্তিবাদ করিয়া থাকেন । জগতে
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহা-
রাও সন্ধ্যাকালে অগ্নিলিঙ্গের সমীপস্থ হইয়া ভক্তি-
বাদ করিয়া থাকেন ॥ ১০৫-১০৭। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়
চতুর্দশীদিনে যটিকোটী-সহস্র ও যটিকোটী শত
ভীর্ষ সেই সোমেশ্বরের সমীপস্থ হইয়া থাকে । সেই
সময়ে সোমেশ্বরকে ব্রতকঞ্চল দান করিতে হয় ।
ব্রত ব্রস, ভিল, হৃদ, জল, কৃষ্ণ ও কর্পূর একত্র
মিলিত করিলেই ব্রতকঞ্চলপদব্যাচ হয় । শিব-
রাত্রিতে এই ব্রতকঞ্চল প্রস্তুত করিয়া প্রদান
করা কর্তব্য । ইহা আমার প্রীতিদায়ক এবং
নিভাত গোপনীয় । এরূপ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয়
হয়, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায়
না । হে দেবি ! মানব যদি সিক্কিকামনা করে,
তবে প্রথমতঃ ক্ষেত্রের দক্ষিণভাগস্থ বরভূত
বিনায়ক দেবের অর্চনা করা কর্তব্য । মূর্তিদায়ক
ক্ষেত্রনিচয়ের মধ্যে এই প্রভাসক্ষেত্রই সর্বোত্তম,
সদয় পীঠের মধ্যে এই পীঠই শ্রেষ্ঠ, ক্ষেত্রসমূহ
মধ্যে এই ক্ষেত্রই প্রধান এবং ঐহিক সুখসাধন
মসকলের মধ্যেও এই প্রভাসক্ষেত্রই সর্ব

প্রভালে তু রতিনীভক্ত কুহরিৎ ॥ ১১৪ ॥ লিঙ্গাদী-
শানভাগে তু সংহিতা পুরসুন্দরী ॥ ১১৫ ॥ যদা
বা কথিতা ভূতায়ুদা নম্য কলা শুভা । সা সতী
প্রোচ্যতে দেবি দক্ষত জুহিতা পুরা ॥ ১১৬ ॥ দক্ষ-
কোশাচ্ছরীরং তু সন্তান্য পরমা কলা । হিমবন্ত
গৃহে জাতা উমা নারী চ বিজ্ঞতা ॥ ১১৭ ॥ তেন
দেবি যদা সর্গঃ তজ্জা বরদাঃ স্মৃতাঃ । নবকোট্যন্ত
চামুণ্ডান্তনিন কেত্রে হিতাঃ পয়স্ব ॥ ১১৮ ॥ চৈত্রে
মাসি সিংহাসিত্যঃ তজ্জ বাৎ যদি পূজয়েৎ । এক-
বিশংস্তিক্রয়ানি দারিদ্র্যং তন্ত নো ভবেৎ ॥ ১১৯ ॥
অমা সোমেন সংযুক্তা কদাচিদযদি লভ্যতে । তস্তাঃ
ক্লেমেধরং দৃষ্ট্বা কোটিযজ্ঞকলঃ লভেৎ ॥ ১২০ ॥
এতৎকেত্রে মহাশঙ্কঃ সর্গপাতকনাশনম্ । কদ্রাণাং
কোটয়ো যত্র একাদশ সমাসতে ॥ ১২১ ॥ দাদশত্র
দিনেশানং বসবোহষ্টো সমাগতাঃ । গচ্ছর্য্যক-
রকার্শিঃ অসম্যক্তা গণেশ্বরঃ ॥ ১২২ ॥ উমাশি
ভক্ত পার্থস্ব্যঃ সর্বদেবন্ত সন্ততা । নন্দী চ গণ
নাথো যো দেবদেবন্ত শুলিনঃ ॥ ১২৩ ॥ মহাকালস্ত

বরিত । শত-সহস্রকোটি যোগী আছেন; পরন্ত
ঊর্ধ্বাদিগের এই প্রভাসক্ষেত্রেই সমধিক প্রীতি-
বিহারক; অপর ভূজাপি ঊর্ধ্বারা এতাদৃশী প্রীতি-
লাভ করেন না । অগ্নি পুরসুন্দরি ! উক্ত লিঙ্গের
ঈশানকোণে এক শক্তিমূর্ত্তি বিরাজমান । পূর্বে
দক্ষনিন্দী সতীদেবী দক্ষের দুর্গ্যবহারে ক্রুদ্ধ
হইয়া কেহ ভ্যাগ করিয়া হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ
করেন না । সেই পরমা কলা হৈমবতী তখন উমা
নামে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন । সে কুন্তান্ত আমি
পূর্বেই বর্ণন করিয়াছি । সেই উমা দেবীই আমার
সহিত সেই স্থানে বাস করিতেছেন । ঊর্ধ্বার সহিত
নবকোটিসংখ্যক চামুণ্ডাও অবস্থান করিতেছেন;
ঊর্ধ্বারা সকলেই বরদানোন্মুখী । চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে
অষ্টমীতে যদি সেখানে তোমাকে অর্চনা করে,
তবে জাহ্নব একবিশতি জন্ম যাবৎ দারিদ্র্যক্লেশ
হইবে না । যদি কখনও সোমবারে অমাবস্তার যোগ
হয়, তবে তখন সোমেশ্বরের অর্চনা করিলে
কোটিযজ্ঞকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ১১৮—১২০ । এই
কলাকেই সর্গপাতকধর । এখানে একাদশ কোটি
কল্প; দাদশ অবিভ্য, অষ্টবসু, এবং গচ্ছর্য্যক, যক্ষ,
শাকসগণ বর্তমান । এতত্তির সর্বদেবন্ততা উমা
দেবীও তজ্জা শক্তের পার্শ্বেই বিরাজিতা রহিয়া-
ছেন । শক্তের সর্গপাতক নন্দী, মহাকালের অহ-

যে চান্তে গণপাঃ সন্তি পার্শ্বগাঃ । গঙ্গা চ যমুনা
চৈব তথা দেবী সরস্বতী ॥ ১২৪ ॥ অজ্ঞান্চ সরিতঃ
পুণ্যা নদাশ্চৈব ব্রহ্মসুতা । সমুদ্রাঃ পরিতাঃ কৃপা বন-
শ্চতয় এব চ ॥ ১২৫ ॥ স্বাবরং জন্মং চৈব প্রভাসে
তু সমাগতম্ । অস্ত্রে চৈব গঙ্গাসুত্ৰ প্রভাসে
সংব্যবহিতাঃ ॥ ১২৬ ॥ ন যদা কথিতাঃ সর্ব উদ্দে-
শেন কচিৎ কচিৎ । ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো দেবদেবি
বিনায়কম্ । তৃতীয়ঃ পুণ্ড্রযেস্তত্র বাহুৎ কেতুকলং
যদি ॥ ১২৭ ॥ দ্বাপরেশবঃ তথা চার্টো চত্বারিংশচ্চ
কোটয়ঃ । নদীনামগ্নিতীর্থস্তাং ধারে তিষ্ঠন্তি তামিনি ।
১২৮ ॥ নিখ্যালালজন্মং কিঞ্চিদজ্ঞানাদ্যদি বৈ
কৃতম্ । তৎসর্বং বিলয়ং যতি অগ্নিতীর্থস্ত দর্শ-
নাৎ ॥ ১২৯ ॥ দেবি কিং বহুনোক্তেন কেত্রেমে-
তদ্ব্যাপ্রভম্ । ন তে বর্ণয়িতুং শক্যঃ কল্পকোটি-
শতৈরপি ॥ ১৩০ ॥ যে চান্তরীক্ষে ভূবি যে চ দেবা-
স্তীর্থানি বৈ যানি দিগন্তরেষু । কেত্রে প্রভাসং
প্রবয়ং হি যো যো সোমেশ্বরং দেবি তথা বরিতম্ ॥
১৩১ ॥ যে চাণ্ডালোচ্ছিন্নজাশ্চৈব জীবাঃ সংশ্বেদজা-
শ্চৈব জরায়ুজাশ্চ । দেবি প্রভাসে তু গন্তাসবোহথ
মুক্তিং পরাং যান্তি ন সংশয়োহত্র ॥ ১৩২ ॥ ইতি

চরবর্গ, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, অপরাপর পুণ্যা নদী,
বিবিধ ব্রহ্ম, নদ, সমুদ্র, পবিত্র, কৃপ, বনশ্চতি প্রভৃতি
স্বাবর জন্ম সকল উক্ত প্রভাসক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত
রহিয়াছেন । এতত্তির আরও অনেক গণ সেখানে
বর্তমান আছে; আমি তাহাদিগের সকলের
কথা বলি নাই; বিশেষ বিশেষ কতিপয় গণের
কথাই কহিয়াছি । যদি কেতুকলের কামনা থাকে,
তবে পরম ভক্তিসহকারে তজ্জা তৃতীয় বিনয়-
কের অর্চনা করা কর্তব্য । অগ্নি তামিনি ! তজ্জা
অগ্নিতীর্থের পুরোভাগে দাদশকোটি, অষ্টকোটি ও
চত্বারিংশৎ কোটি নদী বিদ্যমান আছে । অজ্ঞান-
বশে নিখ্যালালজন্ম করিলে যে পাপ হয়, অগ্নি-
তীর্থদর্শনে তৎসমস্ত দূরীকৃত হইয়া যায় । দেবি!
অধিক বলিয়া কি হইবে? বস্তুর এই মহাপ্রভ
ক্ষেত্রের মহিমা শতকোটিকল্পেও সন্ম্যক বর্ণন
করা যায় না । দেবি ! অন্তরীক্ষে, ভূতলে ও দিগন্ত
ভাগে যে সমস্ত তীর্থ বা দেবতা আছেন, কল্পাণ্যে
এই প্রভাসক্ষেত্র ও অজ্ঞাত সোমেশ্বর দেবই
সর্বদা শ্রেষ্ঠ । যে সমস্ত অগ্নি, বেদজ, উচ্চৈশ্ব
ও জরায়ুজ জীব আছে, তাহারা কোনরূপে এই
প্রভাস ক্ষেত্র গম্য হইলে পরমা মুক্তি লাভ

নিগদিতমেতদেবদেবস্তা চিত্রং চরিত মিতম-
চিত্র্যং দেবি তে শকরস্ত। কলিকলুববিদারং
সমলোকোহপি যামাদ্যদি পঠতি শৃণোতি জ্যোতি
নিত্যং য ইখম্ ৬। ১৩৩।

ইতি জীকান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ক্ষেত্রপ্রমাণ-
বর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ৪।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ । ইত্যেবমুক্তে বিপ্রেস্তা শকরেন
মহাস্থনা । পুনঃ পপ্রচ্ছ সা দেবী হর্বসম্পূর্ণমানসা ।
১। দেবুবাচ । দেবদেব জগন্নাথ সর্বপ্রাণহিতায়
বৈ । প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যং বিস্তরাধদ মে প্রভো ।
২। ঈশ্বর উবাচ । অন্তদৃষ্টান্তরূপং তে কথ্যামি
যশস্বিনি । যেন স্বষ্টং মহাদেবি ক্ষেত্রমেতন্ময়
প্রিয়ম্ ৩। যা গতির্ধ্যায়তাং নিত্যং নিঃসঙ্গানাক
যোগিনাম্ । শৈবঃ সন্ত্যজতাং প্রাণান প্রভাসে তু
পর্য গতিঃ ৪। অনেককল্পস্থায়ী চ মার্কণ্ডেয়ো

মহাতপাঃ । সোহপি দেবং বিরূপাক্ষং প্রভাসে তু
সদাৰ্জতি ৫। অটীত্বা সৰ্বভৌধানি প্রভাসং নৈব-
মুক্তি । দুৰ্বাসাচ মহাতেজা লিঙ্গস্তারাদিনোদ্যতাঃ ।
ন মুক্তি কথং দেবি তৎক্ষেত্রং শশিমৌলিনঃ ৬।
ভরদ্বাজো মরীচিচ মুনিচোদ্রালক-
স্তথা । ক্রতুশ্চৈব বশিষ্ঠচ কণ্ডপো ভৃগুরেব চ ৭।
দক্ষশ্চৈব তু সাবর্ণির্মশ্চাদ্বিরসস্তথা । শুকো
বিভাণ্ডকশ্চৈব ঋষ্যশৃঙ্খোহথ গোভিলঃ ৮। গৌত-
মশ্চ ঋটীকশ্চ অগস্ত্যঃ শৌনকো মহান । নারদো
জমদগ্নিশ্চ বিশ্বামিত্রোহথ লোমশঃ ৯। অস্ত্রে চ
ঋষ্যশ্চৈব দিব্য দেবর্ষয়স্তথা । ন মুক্তি মহাক্ষেত্রং
লিঙ্গস্তারাদিনোদ্যতাঃ ১০। অহং তত্ত্বেব তিষ্ঠামি
লিঙ্গারাবনতৎপরঃ । ন মুক্তামি মহাক্ষেত্রং সত্যঃ
সত্যং বরাননে ১১। সৰ্বভৌধানি দেবেশি ময়া
দৃষ্টানি ভূতলে । প্রভাসেন সমং ক্ষেত্রং নৈব দৃষ্টং
কদাচন ১২। দেবি যষ্টিসহস্রাণি যাজ্ঞবল্ক্যপুত্র-
স্তুতাঃ । জপং কুর্যন্তি কুদ্রাণাং চন্দ্রভাগাঃ ব্যব-
হিতাঃ ১৩। চহারিংশৎসহস্রাণি ঋষীগামুর্জরৈত-
সাম্ । দেবিকাতটমাত্ৰত্য জপন্তি শতকুদ্রিয়ম্ ১৪।

করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। দেবি !
এই আমি তোমার নিকট শকরদেবের অচিন্তনীয়
বিচিত্র চরিত্র কীর্তন করিলাম। এই উপাখ্যান
প্রতিদিন পাঠ, শ্রবণ বা ইহার প্রশংসা করিলে,
সকল ব্যক্তিরই কলি-কলুষ-ধ্বংস করিতে সম্যক
সমর্থ হইয়া থাকে। ১২১—১৩৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—হে বিপ্রেস্তগণ ! মহাত্মা শকর
এই প্রকার কহিলে পর দেবী গিরিজা হর্বপূর্ণ-
মানসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী কহি-
লেন,—হে দেবদেব, জগন্নাথ, প্রভো ! আপনি
প্রাণিগণের হিতবিধানার্থ পুনরায় সর্বস্তরে
প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য কীর্তন করুন। ঈশ্বর
কহিলেন,—অগ্নি যশস্বিনি । যে নিমিত্ত আমার
এই প্রিয় ক্ষেত্র স্বষ্ট হইয়াছে, তদ্বিশেষে দৃষ্টান্ত-
রূপে আরও কিছু বলিতেছি। নিয়ত নিঃসঙ্গ,
ধ্যানপরায়ণ যোগিগণ যে গতি লাভ করেন,
প্রভাসক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেও সেই গতি
লাভ হইয়া থাকে। মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি

অনেক কল্পজীবী ; তিনিও এই প্রভাসক্ষেত্রে
সতত বিরূপাক্ষের অর্চনা করিয়া থাকেন। মহা-
তেজা দুৰ্বাসা সৰ্বভৌগ পরিভ্রমণ করিয়াও এই
প্রভাসে থাকিয়াই লিঙ্গারাবনা করিতেছেন, কদাচ
এইস্থান পরিহার করেন না। ভরদ্বাজ, মরীচি,
উদ্রালকমুনি, ক্রতু, বশিষ্ঠ, কণ্ডপ, ভৃগু, দক্ষ,
সাবর্ণি, যম, বৃহস্পতি, শুক, বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্খ,
গোভিল, গৌতম, ঋটীক, অগস্ত্য, মহাত্মা
শৌনক, নারদ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, লোমশ, ও
অপর্যাপ্ত অনেকানেক দিব্য দেবর্ষিগণও
লিঙ্গারাবনতৎপর হইয়া এই ক্ষেত্রেই অবস্থান
করিতেছেন ; তাহারাও এই ক্ষেত্র পরিহার
করেন না। অগ্নি বরাননে ! আমিও লিঙ্গারাব-
নপরায়ণ হইয়া সেই ক্ষেত্রেই বাস করি ;
কদাচ সেই মহাক্ষেত্র পরিত্যাগ করি না। ইহা
তোমাকে সত্য সত্যই বলিলাম। আমি ভূতলে
সমস্ত ভৌতই দেখিয়াছি ; পরন্তু প্রভাসের
তুল্য উত্তম ক্ষেত্র আমি কদাচ কদাপি নয়ন-
গোচর করি নাই। হে দেবি ! যাজ্ঞবল্ক্য-
প্রমুখ যষ্টিসহস্র ঋষি চন্দ্রভাগার ভীরে থাকিয়া
কুদ্রজপ-সাধন করিয়া থাকেন। ১—১৩। চহা-
রিংশৎ সহস্র উর্জরৈত মুনি, দেবিকাতটে অবস্থান

১৪। কোটয়ৈশ্চৈব পঞ্চাশদ্বিনীনাংমূর্ধ্বৈরুতসাম্। জটৈশ্চৈবঃ মন্দির। পূর্ণঃ কৃতঃ তত্র মহাতপঃ। ২৪।
 উদ্যাপতিং সমাসাণ্য লিঙ্গং তজ্জৈব সংস্থিতম্। ১৫। তুষ্ঠঃ ক্রীষকরো দেবো লিঙ্গবাসবরেন তু। কোটি-
 কল্পাণাং কোটিলাপিঙ্গ কৃতং তজ্জৈব ঠৈঃ পুরা। যজ্ঞকলং স্নানে প্রাচ্যাং লিঙ্গস্ত পূজনে। ২৫। পিণ্ডে
 কোটিভুজৈব সংলিঙ্গাভিঃ লিঙ্গৈ ন সংশয়ঃ। ১৬। গয়াশতগুণমাসোমযুতে দিনে। কৃত্যয়াং পিণ্ডদন্তজ
 শতকৈব সহস্রাণাং দেবেশঃ শশিভূষণম্। পূজয়ন্তি কুলকোটিং সমুদ্রয়েৎ। ২৬। যে চাত্র মলনাশায়
 মহাসিদ্ধা মম ক্লেত্রনিবেশিণঃ। ১৭। বেদান্তেভু চ নিমজ্জ্যন্তি চ মানবাঃ। দশগোপানজং পুণ্যং তেযা-
 যৎ প্রোক্তং কলকৈব মহাবিভিঃ। তৎকলং সকলং মপি ভবিষ্যতি। ২৭। পাপেন বা ক্রৌড়মানা জলং
 তত্র চন্দ্রভূষণদর্শনাৎ। ১৮। অগ্নিতীর্থে স্বযীণাস্ত লিপ্তন্তি যে নরাঃ। তেযামপি শ্রাদ্ধকলং বিধিবৎ
 কোটিঃ সাগ্ৰা হিতা শুভে। কল্পেথরে স্মৃতং সন্তবিষ্যতি। তত্র লিঙ্গানি পূজ্যানি শূলভেদাধিকানি
 লক্ষ্যঃ কপদীপে তথৈব চ। ১৯। রত্নেথরে তু। ২৮। এবং বিকল্য লিঙ্গানি অবমেধকলানি
 সহস্রং তু স্বযীণামূর্ধ্বৈরুতসাম্। অর্কস্থলে মহাপুণ্যে তু। দর্শনেনাপি সর্বেষাঃ স্পর্শাদি দ্বিগুণং ফলম্।
 কোটিঃ সাগ্ৰা হিতা শুভে। ২০। যট্টৈশ্চৈব সহস্রাণি ২২। এবং তুষ্ঠো জগন্নাথঃ স্থিতঃ প্রাচীবনে শ্রবম্।
 তত্র সিদ্ধেথরে হিতাঃ। সপ্ত ঠৈব সহস্রাণি মার্কণ্ডেয়ে মনোহপি যে করিষ্যন্তি স্নানদানেষু কা কথ্য। ৩০।
 তু সংস্থিতাঃ। ২১। সরস্বত্যাং ব্রহ্মকুণ্ডেহংস- তেযাঃ তুষ্ঠো জগন্নাথঃ শব্দরো নীললোহিতঃ।
 প্যাভ্যাতা মুনয়ঃ স্মৃত্যঃ। দশার্জুনসহস্রাণি কোটিজিত্য- ত্রিঃশংকোটীগুণস্তত্র প্রাচীঃ রক্ষন্তি সর্বতঃ। ৩১।
 মেব চ। ২২। স্বয়ম্ভুতঃ তিষ্ঠন্তি যত্র প্রাচীঃ সর- মহাপাপসমাচারঃ পাপিষ্টো বাতিকিষ্মী। পুণাকর-
 যতী। ব্রহ্মহত্যা গতা যত্র শব্দরস্ত চ তৎকণাৎ।
 ২৩। কায়ঃ সুবর্ণভাঃ প্রাপ কপালঃ পতিতঃ করাৎ।

পূর্বক শতকল্পি জপ করিয়া থাকেন। পঞ্চাশৎ কোটি উর্দ্ধৈরুতা মূনি, উদ্যাপতি লিঙ্গের সমোপে অবস্থান করেন। তাঁহার পূর্বে সেখানে কোটি-কল্পজপ সাধন করিয়াছেন; এবং তাহাতে তাঁহার অতিমত সিদ্ধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবি! মদীয়-ক্লেত্রবাসী, মহাসিদ্ধ, শত-সহস্র স্ববি, দেব-দেব শশিভূষণের আরাধনা করিয়া থাকেন। বেদান্তজ্ঞান লাভ করিলে, মূনিগণ যে কল কীর্তন করেন, উক্ত ক্লেত্রে চন্দ্রভূষণের দর্শনেও অবিকল সেই কল লাভ হইয়া থাকে। অগ্নি শুভ! অগ্নি-তীর্থে একাকোটিরও অধিকসংখ্যক মূনি অবস্থান করিয়া থাকেন। কল্পেথরে এক লক্ষ, কপদী-থরে একলক্ষ, এবং রত্নেথরে একসহস্র উর্দ্ধৈরুতা মূনি বাস করেন। মঞ্চলে দেবি! মহাপুণ্য অর্ক-স্থলেও লক্ষাধিক মূনি বিরাজমান। সিদ্ধেথর তীর্থে যট্টসহস্র, মার্কণ্ডেকেহে সপ্ত সহস্র, এবং সরস্বতীতে ও ব্রহ্মকুণ্ডে অসংখ্য মূনি অবস্থান করিয়া থাকেন। প্রাচী সরস্বতীর তীরভূমে দশ-সহস্র অর্জুন ও তিনকোটি স্ববি বাস করেন। পূর্বে ভগবান্ শব্দর ব্রহ্মহত্যাক্রান্ত হইয়া ঐ স্থানে আগমন করিলে তৎকণাৎ সেই ব্রহ্মহত্যা বিলয় প্রাপ্ত হয়; হস্তস্থ কপালও স্থলিত হইয়া পড়ে

এবং তদীয় শরীরও সুবর্ণবর্ণ হয়। এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মন্দির নামক কোনও মূনি সেই স্থানেই একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া মহৎ তপস্তায় প্রবৃত্ত হন। তাহাতে মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। সোমবার অমাবস্তার যোগ হইলে প্রাচী সরস্বতীতে স্নান করিয়া তত্রত্য লিঙ্গের পূজা করিলে কোটি যজ্ঞের ফল এবং পিণ্ডদান করিলে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানাপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়। সোমবার চতু-র্দশীতে সেখানে পিণ্ড প্রদান করিলে মানব কুল-কোটির উদ্ধার সাধন করিতে পারে। ১৪—২৬। পাপকালনার্থ যাহারা সেই প্রাচীতে নিমজ্জিত হয়, তাহারা দশ-গোপানপুণ্য লাভ করিয়া থাকে। যাহারা ক্রৌড়াঙ্কলেও পদযাত্রাও সেই প্রাচীর জল স্পর্শ করে, তাহারাও যথাবিধি শ্রাদ্ধান্তানের কল প্রাপ্ত হয়। তত্রত্য শূলভেদাদি লিঙ্গনিচয়ের অর্চনা করা কর্তব্য। সেই সমস্ত লিঙ্গের দর্শনেও অবমেধের পুণ্য হয়, আর স্পর্শ করিলে নরগণ তাহার দ্বিগুণ ফল লাভ করিতে পারে। সেই প্রাচীসন্নিবিষ্ট বনে ভগবান্ মহেশ্বর সন্তুষ্ট মনে বাস করিতেছেন। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। উক্ত প্রাচী নদীতে স্নান-দানের কথা কি? যাহারী মনেও স্নান-দানের সঙ্কল্প করে, জগন্নাথ নীল-লোহিত শব্দর তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সেখানে মদীয় ত্রিঃশংকোটি গণ, সেই

মিব প্রাণান্ প্রাচ্যাং মুক্ষা শিবঃ ব্রজেৎ ॥ ৩২ ॥
দধিকবলদানং তু তত্র দেয়ং দ্বিজোক্তমে । কথিতং
পাপশমনং সারাং সারতরং ক্রবন্ ॥ ৩৩ ॥ অথুনা
সম্ভবক্ষ্যামি হিরণ্যাক্ষ মহোদয়ম্ । দুর্ধাসস্য তপ-
স্তপ্তং তত্র সূর্য্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৪ ॥ কোটিরেকা তু
তত্রৈব অধীশমুদ্বৈততাম্ । চতুর্ধিংশতিতস্থানাম-
ধিকো বলরূপধক ॥ ৩৫ ॥ যত্র তিষ্ঠতি দেবেশি
তুণ্ডকোটিসমবিতঃ । অস্তত্র ব্রাহ্মণানাং তু কোটি
যচ্চ কলং লভেৎ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মস্থানে তথৈকেন ভোজি-
তেন তু তৎফলম্ । এবং জাহ্নবা মহাদেবি তত্র
তিষ্ঠামি নির্বৃত্তঃ ॥ ৩৭ ॥ কোটিভির্দেবঋষিভির্দেবৈঃ
সহ সমাবৃত্তঃ । তীর্থানি তত্র তিষ্ঠন্তি অন্তর্ভূতানি বৈ
কলৌ ॥ ৩৮ ॥ তত্র ক্ষেত্রে মহারম্যো যত্র সোমেশ্বরঃ
স্থিতঃ । মম দেবি গণৌ হৌ তু বিভ্রমঃ সংভ্রমঃ পরঃ ॥
৩৯ ॥ তৌ চাত্র ক্ষেত্রপংস্থানাং লোকানাং ভ্রম-
বিভ্রমৈঃ । যোজয়ন্তি সদাচিত্তং বিকল্পানৈক্যসঙ্কুলম্ ॥

প্রাচীকে রক্ষা করিয়া থাকে। মানব মহাপাপী,
অতি পাপী বা যেরূপ পাপীই হউক, সেই প্রাচীতে
যদি ঘৃণাকর স্থায়েও প্রাণত্যাগ করে, তবে
শিবলোক প্রাপ্ত হয়। সেখানে উত্তম ব্রহ্মণকে
দধিকবল দান করা কর্তব্য। উহা পাপনাশক
এবং সারদানসমূহেরও সারস্বরূপ; চিরস্থায়ী
ফলদায়ক। ইহা আমি তোমাকে ইতিপূর্বে বলি-
য়াছি। অগ্নি দেবেশি! অতঃপর আমি সেই
হিরণ্যাতীর্থের মাংসাদ্য কৌর্জন করিতেছি
—যেখানে মুনিবর দুর্ধাসা তপস্তা করিয়া সূর্য্যের
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে এককোটি উর্দ্ধরেণু
মুনি অবস্থান করেন। অগ্নি দেবেশি! সেখানে
চতুর্ধিংশতি তরাভীত পরম পুরুষ বলদেবরূপে
তুণ্ডশ্রমূখ কোটি ব্রাহ্মণের সহিত বিরাজমান রহিয়া-
ছেন। স্থানান্তরে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনে যে ফল,
উক্ত ব্রহ্মক্ষেত্রে একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করা-
লেই সেই ফল লাভ হয়। হে মহাদেবি! আমি
এইরূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়াই হৃষ্টচিত্তে কোটি
কোটি ঋষি, দেবগণের সহিত সেই ক্ষেত্রে বাস
করিতেছি। সোমেশ্বরের আবাসভূত সেই মহা-
ক্ষেত্রে, কলিভীত তীর্থনিচয়ে লুকাইয়া রহিয়াছে।
দেবি। সন্ধ্যা ও বিভ্রম নামে আমার দুইটা গণ
আছে; তাহারা এই ক্ষেত্রস্থ জনগণের মনে সন্ধ্যা
ও বিভ্রম উৎপাদন করে, তাহাতে জনগণের চিত্ত
বিকল্পে ও অনৈক্যে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহারা

৪০। বিনায়কোপসর্গাশ্চ দশ দোষান্তথাপরে। এবং
ক্ষেত্রঃ তু রক্ষতি পাপিনাং হৃষ্টচেতসাম্ ॥ ৪১ ॥
দণ্ডপাণিঃ তু যে তক্ত্যা পশুভীহ নরোক্তমাঃ । ন
তেষাং জায়তে বিয়ং তত্র ক্ষেত্রনিবাসিনাম্ ॥ ৪২ ॥
ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈজ্ঞাঃ শূদ্রা বৈ বর্ণসঙ্করাঃ । অকামা
বা সকামা বা প্রভাসে যে মৃত্যুঃ শুভে ॥ ৪৩ ॥
চন্দ্রাধীশমৌলিনঃ সর্বে ললাটাক্ষা বুধধ্বজাঃ । শিবৈ
মম পুরে দিব্যে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ৪৪ ॥ যন্তত্র
বসতে বিপ্রঃ সংযতাত্মা সমাহিতঃ । ত্রিকালমপি
ভুঞ্জানো বায়ুতক্ষসমো ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ মেহেরাঃ
শক্যা গুণা বক্তুং স্বীপানাং চ গুণান্তথা । সমুদ্রাণাং
চ সর্বেষাং শক্যা বক্তুং গুণাঃ প্রিয়ে ॥ ৪৬ ॥ আদি-
দেবস্ত দেবেশি মহেশস্ত মহাপ্রভোঃ । শক্যা নৈব
গুণা বক্তুং বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ক্ষেত্রস্থির্দেব-
গণবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

এবং দশবিধ বিনায়কোপসর্গজ দোষ—হৃষ্টচেতা
পাপিগণের অভ্যাচার হইতে এই ক্ষেত্রকে রক্ষা
করিয়া থাকে। যে সকল নরোক্তম উক্ত ক্ষেত্রে
দণ্ডপাণিকে ভক্তি সহকারে দর্শন করে, ক্ষেত্রবাসী
সেই সকল জনের কোনরূপ বিয় হয় না। ব্রাহ্মণ,
কত্রিয়, বৈজ্ঞ, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর,—যে কোন প্রাণী,—
অকাম বা সকাম হইয়া এই প্রভাসক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ
করে, অগ্নি শুভে! তাহারা সকলেই জিনেত্র,
চন্দ্রাধীশেশ্বর, বুধধ্বজমূর্ত্তি পরিগ্রহপূরক মদীয় দিব্য
মঙ্গলময় পুরে ঘাইয়া বাস করে। প্রভাসবাসী
মানব সংযতাত্মা সমাহিতই হউক, আর ত্রিকাল-
ভোজীই হউক, তাহারা স্থানান্তরস্থ বায়ুতক্ষী
যোগীর তুল্য বলিয়া গণ্য। প্রিয়ে। মেকাগরি,
স্বীপনিচয়, সমুদ্র সকল,—ইহাদিগেরও গুণ বর্ণনা
করা বহুং সম্ভবপর, পরন্তু হে দেবেশি! সেই
আদিদেব, মহাপ্রভু, মহেশ্বরের গুণবর্ণনা শতকোটি
বর্ষেও সম্ভবপর নহে ॥ ২৭—৪৭ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

দেবীবাচ । অতীতকৃতং মহাদেব মাংসং
কথিতং মম । অপূৰ্ণং দেবদেবেশ কদাচিৎ কৃতং
মহা । ১ । ব্রহ্মাণ্ডে যানি লিঙ্গানি কীৰ্ত্তিতানি হ্য
মম । তেষাং প্রভাবৈর্গাঢ়িকং সোমেশে তৎকথং
বদ । ২ । কিং প্রভাবো মহাদেব ক্ষেত্রস্ত চ সুরে-
শ্বর । তস্মৈ ক্রুহি সুরশান যাতাতথ্যং মহাগ্রতঃ ।
৩ । ইশ্বর উবাচ । অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং
পরমং তব । প্রভাসক্ষেত্রমাংসং সোমেশস্ত
বরাননে । ৪ । তীর্থানাং পরমং তীর্থং ব্রহ্মানাং
পরমং ব্রতম্ । জাপ্যানাং পরমং জাপ্যং ধ্যানানাং
ধ্যানমুত্তমম্ । ৫ । যোগানাং পরমো যোগো
রহস্যং পরমং মহৎ । তত্ত্বৈহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু
হে কমনাঃ শ্রিয়ে । ৬ । সোমেশং পরমং স্থানং
পঞ্চবক্ষ্যসমবিতম্ । এতল্লিঙ্গং নম্যকামি সত্যং
সত্যং ময়োদিতম্ । ৭ । যচ্চ তৎপরমং দেবি ক্রব-
মক্ষ্যমব্যয়ম্ । সোমেশং তথিজানীতি মা বিকল্পমনা

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে দেবদেবেশ, মহাদেব !
আপনি অপূর্ণ অতীতকৃত মাংস কীৰ্ত্তন করিলেন ;
আমি ইহা কদাচ শুনি নাই । ব্রহ্মাণ্ডে যত লিঙ্গ
আছে, আমার নিকট তাহাতে আপনি কীৰ্ত্তন
করিয়াছেন ; সেই সকল লিঙ্গ অপেক্ষা সোমেশ্বর
লিঙ্গের প্রভাব অধিক হইল কি ক্ষত্র ?—আমার
নিকট ইহা বলুন । আর হে মহাদেব ! ঐ ক্ষেত্রের
প্রভাবই বা কি প্রকার ? হে সুরেশ্বর, মহেশ্বর !
আমার নিকট তাহা যথাযথ বলুন । ইশ্বর কহি-
লেন,—অয়ি বরাননে ! অতঃপর আমি তোমাকে
প্রভাসক্ষেত্রের ও তত্ত্বতা সোমেশ্বরের পরম
রহস্য মাংসং বলিতেছি । যাহা তীর্থের মধ্যে
পরম তীর্থ, ব্রতের মধ্যে পরম ব্রত, জাপ্যের
মধ্যে পরম জাপ্য, ধ্যানের মধ্যে উত্তম ধ্যান ও
যোগের মধ্যে পরম যোগ,—সেই পরম মহৎ রহস্য
আমি তোমাকে বলিতেছি ; হে শ্রিয়ে ! তুমি
একাক্ষরেন শ্রবণ কর । সেই সোমেশক্ষেত্র পরম
স্থান ; পঞ্চব্রথাবিত সেই সোমেশ্বর লিঙ্গ আমি
কদাচ পরিত্যাগ করিব না ; ইহা আমি তোমাকে
সত্যসত্যই বলিতেছি । দেবি ! যাহা পরম,
যাহা ক্রব, যাহা অক্ষয় ও অবয়ু,—তুমি সেই
সোমেশকে পরম পদার্থ বলিয়াই জ্ঞাত হও । এ

ভব চ । নির্ভয়ং নির্মলং নিত্যং নিরপেক্ষং নিরা-
শ্রয়ম্ । নিরঞ্জনং নিম্প্রপঞ্চং নিঃসঙ্গং নিকপজবম্ ।
১ । তল্লিঙ্গমিতি জানীহি প্রভাসে সংব্যবহিতম্ ।
অপবর্গমবিজ্ঞেয়ং মনোরম্যমনাময়ম্ । ১০ । নিত্যঞ্চ
কারণং দেবং মথরং সৰ্ব্বতোমুখম্ । পিণ্ডং সৰ্ব্বাঙ্ককং
স্বল্পমনাদ্যং যচ্চ দৈবতম্ । ১১ । আত্মো-
পলক্ষিবিজ্ঞেয়ং চিত্তচিন্তাবিবর্জিতম্ । গম্যগম্যনি-
শ্চিন্ত্যং বহিরন্তরং কেবলম্ । ১২ । আত্মোপলক্ষি-
বিষয়ং ভূতিগোচরবর্জিতম্ । নিকলং বিমলাত্মনং
প্রকটং জ্ঞানদীপকম্ । ১৩ । তল্লিঙ্গমিতি জানীহি
প্রভাসে সুরসুন্দরি নিরাবকাশরহিতং শব্দং শব্দাঙ্ক-
গোচরম্ । ১৪ । নিকলং বিমলং দেবং দেবদেবং
সুরাস্বকম্ । হেতুপ্রমাণরহিতং কল্পনাভাববর্জিতম্ ।
১৫ । চিত্তাবলোকবিষয়ং বহিরন্তরসংহিতম্ ।
প্রভাসে তং বিজানীহি প্রণবং লিঙ্গরূপিণম্ । ১৬ ।
অনিম্পন্দং মহাত্মনং নিরানন্দাবলোকনম্ ।
লোকাবলোকমার্গহঃ বিশুদ্ধজ্ঞানকেবলম্ । ১৭ ।
বিদ্যাবিশেষমার্গহমেনেকাকারসংজিতম্ । স্বভাব-
ভাবনাগ্রাহ্যং ভাবাতীতমলক্ষণম্ । ১৮ । বাক্-
প্রপঞ্চাদিরহিতং নিম্প্রপঞ্চাঙ্ককং শিবম্ । জ্ঞান-

বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ করিও না । প্রভাসস্থ
সোমেশ্বর লিঙ্গই নির্ভয়, নির্মল, নিত্য, নিরপেক্ষ,
নিরাশ্রয়, নিরঞ্জন, নিম্প্রপঞ্চ, নিঃসঙ্গ ও নিকপজব ;
তুমি ইহা সম্যক অবধারণ কর । অয়ি
সুরসুন্দরি ! তুমি প্রভাসস্থ সেই লিঙ্গকে
অবিজ্ঞেয়, অপবর্গ, অনাময়, মনোরম, নিত্য,
কারণ, মথর, সৰ্ব্বতোমুখ, সৰ্ব্বাঙ্কক, স্বল্প,
অনাদি, আত্মোপলক্ষি-বিজ্ঞেয়, মানসধানাতীত,
আয়-ব্যয়রহিত, অন্তরে বাহিরে একরূপে বিরাজ-
মান, ভূতাদি ব্যাপারের অগোচর, নিফল,
প্রকটজ্ঞানদীপস্বরূপ, আত্মোপলক্ষির বিষয়ীভূত
মঙ্গলময় দেব মহেশ্বর বলিয়া জানিও । প্রভাসস্থ
সেই লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে তুমি, নিরবকাশ, শব্দ-
স্বরূপ, শব্দাঙ্কগোচর, নিকল, বিমল, দেবদেব,
সুরাস্বক, অপ্রমাণ, অকারণ, ভাবনা কল্পনামুক্ত,
চিত্ত দ্বারাই অবলোকনের বিষয়, অন্তরে বাহিরে
অপ্রত্যক, প্রণব বলিয়া জ্ঞাত হও । তিনি অনি-
ম্পন্দ, মহাত্মা, নিরানন্দ জনের অবলোকনযোগ্য,
লোকের দর্শনযোগ্য পৃথক বর্তমান, বিশুদ্ধ, অসঙ্গ,
জ্ঞানস্বরূপ বিদ্যাবিশেষাঙ্কক পৃথক সুখলভ্য,
অনেকাকারে বিরাজিত, বহুনাথধারী, আত্ম-
ভাঙ্কক ভাবনা দ্বারা গ্রাহ্য, ভাবাতীত, লক্ষণহীন,

জ্যেষ্ঠাবলোকনং হেত্বাভাসবিবজ্জিতম্ ॥ ১৯ ॥ অনা-
হতং শব্দগতং শব্দাঙ্গিগণসম্ভবম্ । এবং সোমেশ্বরঃ
বিজ্জি প্রভাসে লিঙ্গরূপিনম্ ॥ ২০ ॥ শব্দরক্ষাগতঃ
শাস্ত্রঃ শব্দান্তগম্যাপাদম্ । সৰ্বাতিরিক্তবিষয়ঃ সৰ্ব-
ধানপদে স্থিতম্ ॥ ২১ ॥ অনাদিমুচ্যাতঃ দিব্যঃ
প্রমাণাতীতগোচরম্ । অধশ্চোক্তিঃ গতঃ নিত্যঃ
জীবাত্ম্যং দেহসংস্থিতম্ । হৃদাদিহৃদশাস্ত্রং প্রাণা-
পানোদয়াস্তগম্ । অগ্রাহ মিস্ত্রিয়াত্মানঃ নিকলঙ্কাঙ্কঃ
বিভুম্ ॥ ২৩ ॥ স্বরাদিবাঞ্ছনাতীতঃ বর্ণাদিপি-
বজ্জিতম্ । বাচ্যমবাচ্য বিষয়মহঙ্কারাদিরূপিনম্ ॥ ২৪ ॥
অপ্রতীক্যমলুচ্ছাধ্যঃ কলনাকালবজ্জিতম্ । নিঃশব্দঃ
নিশ্চলঃ সৌম্যঃ দেহাতীতঃ পরাংপরম্ ॥ ২৫ ॥
ভূতাবগ্রহরহিতঃ ভাবাভাববিবজ্জিতম্ । অবিজ্ঞেয়ঃ
পরঃ সূক্ষ্মঃ পঞ্চপঞ্চাদিসম্ভবম্ ॥ ২৬ ॥ অপ্রমেয়-
মনস্তাত্ম্যমক্ষয়ঃ কামরূপিনম্ । প্রভবঃ সৰ্বভূতানাং
বীজাজুরসমুদ্ভবম্ ॥ ২৭ ॥ ব্যাপকঃ সৰ্বকামাত্ম্যমক্ষয়ঃ
পরমঃ মহৎ । স্থলস্থলবিভাগস্থঃ ব্যক্তাব্যক্তঃ সনা-
তনম্ ॥ ২৮ ॥ কল্পকল্পান্তরহিতমনাদিনিধনঃ মহৎ ।

মহাভূতঃ মহাকায়ঃ শিবঃ নির্মাণভৈরবম্ ॥ ২৯ ॥ এবং
সদাশিবঃ বিজ্জি প্রভাসে লিঙ্গরূপিনম্ । যোগাক্রিয়া-
বিনিষ্টকং মৃত্যুজয়মাদিশৎ ॥ ৩০ ॥ সৰ্বোপসর্গ-
রহিতঃ সমতোষাপ্যাপকঃ শিবম্ । অব্যক্তঃ পরভো-
নিত্যঃ কেবলঃ বৈতবজ্জিতম্ ॥ ৩১ ॥ অনন্ত-
তেজসাক্রান্তঃ প্রভাসকেতুবাগিনাম্ । তুরিষ্মদ্যন্ত-
প্রথাঃ সৰ্বতেজোবহিকঃ হরম্ ॥ ৩২ ॥ শরণ্যঃ
দেবমীশানমোক্তারঃ শিবরূপিনম্ । দেবদেবঃ
মহাদেবঃ পঞ্চবজ্রঃ বৃক্ষধ্বজম্ ॥ ৩৩ ॥ নির্মলঃ
মানসাতীতঃ ভাবগ্রাহমনূপমম্ । সদা শাস্ত্রঃ
বিরূপাক্ষঃ শূলহস্তঃ জটাদরম্ ॥ ৩৪ ॥ হৃৎপদ্মকোশ-
মধ্যস্থঃ শূন্তরূপঃ নিরঞ্জনম্ । এবং সদাশিবঃ বিজ্জি
প্রভাসে লিঙ্গরূপিনম্ ॥ ৩৫ ॥ যোহনো পরাংপরো
দেবো হংসাখ্যে পারিকীর্তিতঃ । নাধাত্যঃ সূত্রতে
দেব সোহাশ্বন স্থানে স্থিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৬ ॥
এতদাদিশ্বরূপং চ ময়া যোগবলেন তু । বিজ্ঞাতং
দেব যুদিতং দিব্যমাত্মনামাত্মনাম্ ॥ ৩৭ ॥ স্বয়েদহস্ত
পুৰাণে মধ্যাহ্নে যজুৰ্বি স্থিতঃ । অপরাহ্নেতু
সামন্তো হৃৎকরো নিশাগমে ॥ ৩৮ ॥ বেদাহমেতং

বাক্ প্রপঞ্চাতীতঃ, নিষ্প্রপঞ্চ, জ্ঞানজ্যেষ্ঠ, ধ্যানলভ্য,
হেত্বাভাসরহিত, অনাহতশব্দান্তর্কতী ও শব্দ
স্পর্শাদির উৎপত্তিনিলয়; এবংভূত মহেশ্বরই
সোমেশ্বর লিঙ্গরূপী হইয়া প্রভাসে বিরাজমান
রহিয়াছেন ১—২০ । তিনি শব্দরক্ষাগত অগ্নি
ওঙ্কাররূপী, শাস্ত্র, শব্দান্তজ্ঞানের একমাত্র আশ্রয়,
সর্ববিষয়াক্তিরক্ত, সকল জীবের ধ্যানবিষয়ীভূত,
আদিরহিত, অক্ষয়, দিব্য, অপ্রমেয়, উদ্ধাধঃ সর্ব-
স্থানব্যাপী, দেহমধ্যে 'জীব' নামে প্রতিষ্ঠিত,
হৃদয়াদি হৃদয় স্থানে বিশেষরূপে অবস্থিত, প্রাণা-
পানাদি দৈহিক বায়ুর উদয়াস্তাশ্রয়, প্রত্যক্ষাতীত,
ইন্দ্রিয়াত্মা, দোষহীন, বিভূ স্বরবজ্ঞনাতীত, বর্ণ-
বিবজ্জিত, বাক্যের অবাচ্য, অর্ধাহঙ্কারাগ্নিষ্ট-রূপ-
ধারী, অতর্ক্য, অলুচ্ছাধ্য, কাল-কলনাহিত, নিঃশব্দ,
নিশ্চল, সৌম্য, দেহহীন, পরাংপর, পঞ্চভূতরূপ
সম্বর্ধরহিত, ভাবাভাবাতীত, অবিজ্ঞেয়, পরম
সূক্ষ্ম, পঞ্চীকৃত-পঞ্চভূতজ-দেহধারী, প্রমাণশূন্ত,
অনন্ত, অক্ষয়, কামরূপী, সৰ্বভূতের উৎপাদক,
বীজাজুরবৎ নিরন্তর উৎপাদ্যমান, ব্যাপক, অক্ষয়,
মহৎ, সর্বকামাকার, স্থল-স্থলাদি বিভাগসমূহে
প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, কল্প-কল্পান্তা-
দিপরিচ্ছেদহীন, অমর, মহৎ, মহাকায়, মহা-

ভূত, মহাকায়, শিবস্বরূপ, নির্মাণভৈরব । এবিধ
সদাশিবই সেই প্রভাসে লিঙ্গরূপে বিরাজমান
রহিয়াছেন । তিনি যোগাক্রিয়াতীত, মৃত্যুজয়,
অনাদি, সম্বোপসর্গশূন্ত, সর্বব্যাপী, শিব, অব্যক্ত,
পরবত্তী, নিত্য, কেবল, বৈতবজ্জিত, অনন্ত
তেজের অনাক্রম্য, সর্বাংক তেজঃসম্পন্ন, স্ব-
স্তাভ বলিগ্রা সুবিখ্যাত, সংহারকারী, শরণ্য,
শিবরূপী ও ওঙ্কারাত্ম্য ঈশান দেব । তিনি দেব-
দেব, মহাদেব, পঞ্চানন, বৃক্ষধ্বজ, নির্মল, মানসা-
তীত, নিরূপম, ভাবমাজ্জগ্রাহ্য, সতত শাস্ত্র, বিরূপাক্ষ,
শূলহস্ত, জটাদর ও হৃৎকমল কর্কটামধ্যগত শূঙ্ক-
কার নিরঞ্জন । সেই প্রভাসকেতুই লিঙ্গরূপী সদা-
শিবকে তুমি এইরূপ জানিও । যে পরাংপর দেব
হংস নামে কীর্তিত হন, যিনি নাদ নামে প্রসিদ্ধ,
অগ্নি সূত্রতে দেবি! তিনিই এইস্থানে স্বয়ং অব-
স্থান করিতেছেন । দেবি! আমার এই আদিম
স্বরূপ আমি যোগবলে জ্ঞাত হইয়াছি;
আমি আত্মা দ্বারা সেই আত্মাকেই তোমার নিকট
বর্ণন করিলাম । যে পরম পুরুষ পূর্বাংহে স্বপ্ন-
বেদে, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদে, অপরাহ্নে সামবেদে,
এবং রাজিকালে অথর্ববেদে অধিষ্ঠান করেন,

পুরুষঃ মহাস্তমাদিত্যবর্ণঃ তমসঃ পরস্তাৎ । তমেব
বিদিত্বা ন ভবেত্তু যত্যাশ্রিত্যঃ পশ্চাৎ বিদ্যাতে বৈ জনা-
নাম্ ॥ ইতীরিতস্তে তু মহাপ্রভাবঃ সোমেশলিঙ্গস্ত
কৃতৈকদেশঃ । যতঃ ন চাঈকৈরুচিভিঃ সহস্রৈরুচু-
চ কেনাপি যুথৈর্ন শক্যম্ ॥ ৪০ ॥ ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ে
বৈশ্বঃ শূদ্রোহশ্বীদং পঠেদ্যদি । নিখুক্তঃ দরু-
পাপেভ্যঃ সর্কান্ কামানবাণুয়াৎ ॥ ৪১ ॥

ইতি জীকান্দে জীসোমেশ্বরমহিমবর্ণনঃ নাম
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । এবং তত্র তদা দেবী শ্রুত্বা
মাহাত্ম্যব্রুতমম্ । হর্ষোৎকণ্ঠিতয়া বাচা পুনঃ পুপ্রচ্ছ
শব্দরম্ ॥ ১ ॥ দেব্যাবাচ । দেবদেব জগন্নাথ
ভক্তাঙ্কগ্রহকারক । সমস্তজানসম্পন্ন নহস্তেহস্ত
মহেশ্বর ॥ ২ ॥ নমোহস্ত তে বৈ ত্রিপুরপ্রহর্তে মহা-
জ্ঞানে তারকমর্দনায় । নমোহস্ত তে কীরসমুদ্রদায়িনে
শিশোগুনীন্দ্রস্ত সমাহিতস্ত ॥ ৩ ॥ নমোহস্ত তে

আমি সেই তমঃপারবস্তী, আদিত্যবর্ণ, মহৎ পুরুষকে
জানি ; একমাত্র তাঁহাকে জানিতে পারিলেই
যত্নকে অতিক্রম করিয়া চির অমরত্ব লাভ করা
 যায়, জনগণের সেই পরম ধামে যাইবার এতদ্ভিন্ন
অপর কোনও পথ নাই । এই আমি তোমার
নিকট সোমেশ লিঙ্গের স্মরণে মাহাত্ম্যের একাংশ
মাত্র বলিলাম, বহুসংখ্য মুখে বহুসংখ্য বর্ষও
কেহ ইহার সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে সক্ষম নহে ।
ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ব বা শূদ্র, যে কোন মানব এই
উপাখ্যান পাঠ করিলে সমস্ত পাতক হইতে বিমুক্ত
হইয়া সর্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ৷২১—৪১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—দেবী শব্দরী সেখানে শব্দরমুখে
এইরূপ মাহাত্ম্যবর্ণনপূর্বক তখন পুনরায় হর্ষগদগদ-
ধাক্যে শব্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ! দেবী কহি-
লেন,—হে সমস্তজানসম্পন্ন, ভক্তাঙ্কগ্রহকারক,
দেবদেব, জগন্নাথ, মহেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার
করি । আপনি তারকমর্দী, ত্রিপুরঘাতী, মহাশক্তি,

সর্বজগদ্বিধাত্রে সর্বত্র সর্কাস্ত্রক সর্বকর্ত্রে । নমো
ভবাশ্রিত্য নমোহস্তবায় নমোহস্ত তে সর্বগতায়
নিত্যম্ ॥ ঈশ্বর উবাচ । কিং দেবি পৃচ্ছসে-
হদ্যাপি সর্কং তে কথিতং ময়া । সন্দিগ্ধমস্তি
কিঞ্চিচ্চেৎ পুনঃ পৃচ্ছস্ব ভামিনি ॥ ৪ ॥ দেব্যাবাচ ।
সোমেশ্বরেতি যস্মান কস্মিন্ কালে বহুব
তৎ । কিংনামাগ্রেহস্তবল্লিঙ্গং নাম কিং ভবিতা-
ধুনা ॥ ৬ ॥ এবং যন্ত প্রভাবো বৈ নোক্তঃ পূর্কঃ
তয়া বিভো । অস্তেযাং তীর্থদেবানাং মাহাত্ম্যঃ
বার্ণতং তয়া । ন বীদ্যশং তু কথিতং জীসোমেশস্ত
যাদৃশম্ ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । পূর্কমেবাহমেবাসং
স্পর্শলিঙ্গস্বরূপবান্ । ন চ মাং তদ্বতো বেদ জনঃ
কশ্চিদহেৎসরি ॥ ৮ ॥ মহাকল্পে তু সজ্ঞাতে ব্রহ্মণঃ
প্রতিসংকরে । নামভাবং ভবেদস্তদেব লিঙ্গে পুনঃ-
পুনঃ ॥ ৯ ॥ অতাতং ব্রহ্মণাং ঘটকং সপ্তমোহয়ং
প্রজাপতিঃ । বর্ত্ততে যোহধুনা দেবি শতানন্দ ইতি

আপনাকে নমস্কার । আপনি সমাহিত শিশু মূনি-
বরকে কীরসাগর প্রদান করিয়াছিলেন ; আপ-
নাকে নমস্কার করি । হে সর্কাত্রে সর্কাস্ত্রক ! আপনি
সর্ককর্ত্তা, ও সর্কজগদ্বিধাতা ; আপনাকে নমস্কার ;
আপনি ভব, আপনাকে নমস্কার ; আপনি অস্তব,
আপনাকে নমস্কার ; আপনি নিয়ত সর্কভূতাস্তগত ;
আপনাকে নমস্কার । ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ।
তুমি এখন আবার কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিবে ?
আমি তো সমস্তই তোমাকে বলিয়াছি । অগ্নি
ভামিনি ! তবে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, জিজ্ঞাসা
কর । দেবী কহিলেন,—সেই সোমেশ্বর লিঙ্গের
‘সোমেশ্বর’ নাম কোন সময়ে হইয়াছে ? তৎপূর্বে
উহার কি নাম ছিল ? ভবিষ্যৎকালেই বা উহার
কি নাম হইবে ? বিভো ! যাহার প্রভাব
এইরূপ অদ্ভুত, আপনি তাঁহার কথা প্রথমে
বলেন নাই ; অপরপর তীর্থদেবতারই
মাহাত্ম্য বলিয়াছেন ; পরন্তু সোমেশ্বরের মাহাত্ম্য
যেদ্রুপ বর্ণন করিলেন, অপর কাহারও
এরূপ মাহাত্ম্য বলেন নাই । ঈশ্বর কহিলেন,—
ঈশ্বর, গৌরী ! পূর্বে আমি এখানে স্পর্শলিঙ্গরূপী
ছিলাম । তখন কেহই আমাকে যথার্থরূপে জানিতে
পারে নাই । যে প্রলয়ে ব্রহ্মারও লয় হয়, তাহাকে
মহাকল্প বলে । প্রত্যেক মহাকল্পেই লিঙ্গেরও পুনঃ
পুনঃ পৃথক পৃথক নাম কল্পিত হইয়া থাকে । ইতি-
পূর্বে ছয়জন ব্রহ্মা অতীত হইয়াছেন ; একগণে

ঋতঃ ১০। অশ্বিন ব্রহ্মণি দেবেশি সজ্জাতে হৃষ্ট-
বাধিকৈ। তদা কালো সমারভ্য সোমেশ ইতি
বিজ্ঞতঃ ১১। অতীতেষু চ দেবেশি ব্রহ্ম প্রলয়া-
দম্। বহুবৃণি নামানি তানি ত্বং শৃণু পার্শ্বতি ১২।
আদ্যো বিরঞ্চিতাসীদৃষদা ব্রহ্মা পিতামহঃ।
মৃত্যুঞ্জয়স্তদা নাম সোমনাথস্ত কীর্তিতম্ ১২।
দ্বিতীয়োহভূদৃষদা ব্রহ্মা পদ্মভূমিতি বিজ্ঞতঃ। তদা
কালারিক্রদেতি নাম প্রোক্তঃ শুভেহধিকে ১৪।
তৃতীয়োহভূদৃষদা ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূমিতি বিজ্ঞতঃ।
অমৃতেশেতি দেবস্ত তদা নাম প্রকীর্তিতম্।
চতুর্থোহভূদৃষদা ব্রহ্মা পরমেষ্ঠীতি বিজ্ঞতঃ। অনা-
ময়েতি দেবস্ত তদা নাম স্মৃতং শুভে ১৬। পঞ্চমো-
হভূদৃষদা ব্রহ্মা সুরজ্যোষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ। কুন্তিবাসেতি
দেবস্ত নাম প্রোক্তঃ তদাধিকে ১৭। ষষ্ঠ্যোহভূদৃ-
ষদা ব্রহ্মা হেমগর্ভ ইতি ঋতঃ। তদা ভৈরবনাথেতি
নাম দেবস্ত কীর্তিতম্ ১৮। অয়ং যো বর্জতে
ব্রহ্মা শতানন্দ ইতি স্মৃতঃ। সোমনাথেতি দেবস্ত
বর্জতে নাম সাশ্রুতম্ ১৯। অতঃ পরং চতুর্কিন্ত্রো
ব্রহ্মা যো ভবিষী যদা। প্রাণনাথেতি দেবস্ত তদা

সপ্তম ব্রহ্মা বিদ্যমান। ইহার নাম—শতানন্দ।
এই ব্রহ্মার অষ্টবর্ষ বয়সক্রমকালে উক্ত লিঙ্গ সোমে-
শ্বর নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। অগ্নি দেবেশি!
প্রলয়কালান্তরায় যে ছয়জন ব্রহ্মা অতীত হইয়া-
ছেন, এবং যে সপ্তম ব্রহ্মা এক্ষণে বিদ্যমান আছেন,
ঊর্ধ্বাদিগের নাম সকল আমি বলিতেছি; হে
পার্শ্বতি! তুমি তাহা শ্রবণ কর। প্রথম সৃষ্টিকালে
পিতামহ ব্রহ্মার নাম ছিল বিরঞ্চিত; তখন সোমনাথ
লিঙ্গ মৃত্যুঞ্জয়নামে কীর্তিত হইতেন। দ্বিতীয়
ব্রহ্মার নাম ছিল পদ্মভূ; অগ্নি শুভে, অধিকে!
তখন সোমনাথ লিঙ্গ, কালারিক্রদনামে উক্ত
হইতেন। তৃতীয় ব্রহ্মার নাম ছিল স্বয়ম্ভূ; তখন
সোমনাথ, ‘অমৃতেশ’ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।
১—১৫। শুভে! চতুর্থ ব্রহ্মার নাম ছিল—
পরমেষ্ঠী; তখন সোমেশ্বর ‘অনাময়’ নামে বিখ্যাত
হইয়াছিলেন। পঞ্চম ব্রহ্মার নাম ছিল সুরজ্যোষ্ঠ;
অগ্নি অধিকে! তখন সোমেশ্বর দেব কুন্তিবাস
নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ ব্রহ্মার নাম ছিল—
হেমগর্ভ; তখন সোমেশ্বর দেব ভৈরবনাথ নামে
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যে ব্রহ্মা আছেন,
ঊর্ধ্বার নাম শতানন্দ; আর সোমেশ্বর দেব ‘সোম-
নাথ’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার পর যিনি ব্রহ্মা

নাম ভবিষ্যতি ২০। অতীতা যে বিধাতারো
ভবিষ্যন্তি চ যেধনা। তাবন্তবর্জতে নাম যাব-
দন্তোহষ্টবার্ষিকঃ। সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশভেদেন বিকলন্ত-
সনাতনঃ ২১। এবং নামানি দেবস্ত সংক্ষেপাৎ
কীর্ত্তনানি মে। বিস্তরাৎ কথিতুং নৈব শক্যন্তে
কালগোরবাৎ ২২। দেববাচ। আশ্চর্য্যং দেব-
দেবেশ যদ্বা কথিতং প্রভো। পুরোক্তানি চ
নামানি ন স্মরন্তি চ মে কথম্ ২৩। এতদ্বিস্তরতো
ব্রাহ্মি কারণঞ্চ জগৎপতে। সর্বভূতহিতার্থায়
মমাহুগ্রহকাময়া। ঈশ্বর উবাচ। কল্পে কল্পে মহা-
দেবি অবতারং করোষি যৎ। তেন তে স্মরণং
নাস্তি প্রভাবাৎ প্রকৃতেঃ প্রিয়ে ২৫। তদ্বাবরণ-
মধ্যে তু তত্ত্রাদ্যা ত্বং প্রতিষ্ঠিতা। সাবতীর্থাণ্ড-
মধ্যে তু ময়া সার্কং বরাননে ২৬। অহুগ্রহার্থং
লোকানাং প্রাহুর্ভূতা পুনঃপুনঃ। আদ্যে কল্পে জগ-
ন্মাতা জগদ্ব্যোমিধিতীয়কে ২৭। তৃতীয়ে

হইবেন, ঊর্ধ্বার নাম হইবে চতুর্গুণ; আর সোমনাথ
দেবের নাম হইবে প্রাণনাথ। বর্তমান অষ্টবর্ষবয়স্ক
ব্রহ্মার পূর্বে ও পরে যে সমস্ত ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন
ও জন্মিবেন, ঊর্ধ্বাদিগের সহিত সোমনাথ দেবে-
রও নামের পরিবর্তন ঘটয়াছে ও ঘটবে। যুগ-
সকলের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশভেদে বিষ্ণু, অনন্ত,
সনাতন প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হন। এই আমি
তোমাকে সংক্ষেপে এই সোমনাথ দেবের বিষয়
কহিলাম। দীর্ঘকালসাধ্য বলিয়া সবিস্তরে কলা
সাধ্যায়ত্ত নহে। দেবী কহিলেন,—প্রভো দেব-
দেবেশ! আপনি তো আশ্চর্য্য ঘটনা কহিলেন।
পরন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জনগণ আমার
পূর্বপূর্বকল্পীয় নাম সকলের স্মরণ করে না কি
জন্ত? হে জগৎপতে! ইহার কারণ আপনি
সবিস্তরে বলুন, ইহা বলিলে আমার প্রতিও
অহুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে, আর সর্ব-
জীবেরও হিতবিধান করা হইবে ১৬—২৪। ঈশ্বর
কহিলেন,—দেবি! তুমি কল্পে কল্পেই অবতার
গ্রহণ করিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতির প্রভাবে জনগণ
তোমার সেই সমস্ত নামের স্মরণ করে না। প্রিয়ে!
চতুর্বিংশতিতদ্বাবরণ মধ্যে তুমিই আদ্যা প্রকৃতি-
রূপে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছ। অগ্নি বরাননে! তুমি
লোকসকলের প্রতি অহুগ্রহ প্রকটনার্থ আমার
সহিত পুনঃপুন অন্তমধ্যে প্রাহুর্ভূতা হইয়া থাক।
আদিকল্পে তোমার নাম ছিল, জগন্মাতা; দ্বিতীয়

শান্তবী নাম চতুর্থে বিশ্বরূপিনী। পঞ্চমে নন্দিনী নাম
ষষ্ঠে চৈব গণাধিকা। ১৮। বিভূতিঃ সপ্তমে কল্পে
মুভূতিশাষ্টমে তদা। ১৯। আনন্দা নবমে কল্পে দশমে
বামলোচনা। ২০। একাদশে বরারোহা দ্বাদশে চ
সুমঙ্গলা। কল্পে ত্রয়োদশে চৈব মহামায়া চতুর্দশে
৩০। তত্চতুর্দশে কল্পেহনস্তা নাম প্রকীর্তিতা।
ভূতমাতা পঞ্চদশে বোড়শে চোত্তমা স্মৃতা। ৩১।
ততঃ সপ্তদশে কল্পে পিতৃকল্পে তু বিজ্ঞতা। দক্ষশ
হুহিতা জাতা সতীমাত্রী মহাশক্তা। ৩২। অপ-
মানাতু দক্ষশ স্বাং তনুভ্যত্জংপুনঃ। উমাং কলাস্ত
চন্দ্রশ পুরাপূর্ণ্য চ সংস্থিতা। ৩৩। ততঃ প্রবৃত্তে
বারাহে কল্পে স্বঃ সুরসুন্দরি। পূর্নহিমবতারাদ্য
হুহিতাশ্রমতঃ কৃতা। ৩৪। ততো দেবাকৃতঃ
তপ্তা তপঃ পরমহুশ্রয়ম্। ভর্তারং মাং পুনঃ
প্রাপ্য পার্কীভতি নিগদ্যসে। ৩৫। কৈলাসনিলয়-
শাহং ত্বয়া সাক্ষং বরাননে। ক্রৌড়ামি তব দেবেশি
যাবৎকল্লাবসানকম্। ৩৬। ইদং চতুর্গুণং প্রাপ্য
দ্বাপরে বিবুনা সহ। মহিবশ্ব বধাধীয় উৎপরা
কৃকপিঙ্গলা। ৩৭। কাত্যায়নীতি হর্গেতি বিবি-

কল্পে জগদ্যোনি; ততোয়ে শান্তবী, চতুর্থে বিশ্ব-
রূপিনী, পঞ্চমে নন্দিনী, ষষ্ঠে গণাধিকা, সপ্তমে
বিভূতি, অষ্টমে মুভূতি, নবমে আনন্দা, দশমে
বামলোচনা, একাদশে বরারোহা, দ্বাদশে সুমঙ্গলা,
ত্রয়োদশে মহামায়া, চতুর্দশে অনন্তা, পঞ্চদশে ভূত-
মাতা, এবং বোড়শ কল্পে উত্তমা নামে তুমি খ্যাতি-
লাভ করিয়াছিলে। অতঃপর সপ্তদশ কল্পে তুমি
দক্ষহুহিতা অতি কাহিনমতী সতী নামে বিখ্যাতা
হইয়াছিলে। সেই সপ্তদশ কল্পের নাম পিতৃকল্প।
তখন দক্ষ তোমাকে অপমানিত করে বলিয়া তুমি
দেহত্যাগ করিয়া কলাধির উমানারী কলাকে
পরিপূরিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলে। হে
সুরসুন্দরি! তার পর বারাহ কল্প প্রবৃত্ত হইলে
হিমালয় পুনরায় আরাধনা করিয়া তোমাকে কল-
রূপে প্রাপ্ত হন। হে দেবি! অতঃপর তুমি পরম
হুশ্রয় অক্ষুত তপস্তা করিয়া আমাকে পতিরূপে
লাভ করিয়া পার্কীভী নামে কীৰ্ত্তিত হইতেছ। হে
বরাননে! আমিও কৈলাসবাসী হইয়া তোমার
সহিত ক্রৌড়া করিতেছি; কল্লাবসান পর্যন্ত এই-
ভাবেই জীবিত করিব। এই ভাবে চতুর্গুণ
চতুর্গুণ অতীত হইলে পর দ্বাপরযুগে তুমি আবাব
মহিবাসুরের সংহারার্থ বিষ্ণু সহিত প্রায়ুক্ত হইয়া

ধৈর্যমপব্যয়েঃ। নবকৌটিপ্রভেদেন জাতাসি বসু-
ধাতলে। ৩৮। যানি তে কল্পনামানি পূর্নমুক্তানি
সুন্দরি। তানি ত্রয়োদশাং কল্লাহুদক্ষাং কথিতানি
মে। ৩৯। অতীতানি ভবিষ্যাণি বর্তমানানি
সুন্দরি। এবং জ্ঞেয়ানি সর্বাণি ব্রহ্মকল্লাবধি শ্রিয়ে।
৪০। দেবুবাচ। সোমনাথেতি ব্রহ্মম ত্বয়া
পূর্নমুদাহৃতম্। তৎকথং নিশ্চলং নাম মন্ত্রে
ত্রিপুরাস্তক। ৪১। অসংখ্যদ্বাক চন্দ্রাণাং জগনাম-
প্রভেদতঃ। মনস্তরে তু সজ্ঞাতে যুগানামেক-
সপ্ততো। ৪২। চন্দ্রসূর্যাদয়ো দেবাঃ সংগ্রিস্তে
পুনঃপুনঃ। সপ্তবিধঃ সুরাঃ শক্ৰো মনুস্তপস্বনবো
নৃপাঃ। ৪৩। এককালঞ্চ সজ্ঞাস্তে সংগ্রিস্তে চ
পূর্নববৎ। এতন্মে সংশয়ং দেব যথাবশ্তুমর্হসি।
৪৪। ঈশ্বর উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেব রহস্তং
পাপনাশনম্। যন্ন কস্তচিৎপাশাতং তন্তে ব্রহ্মা-
ম্যশেষতঃ। ৪৫। অয়ং যো বর্ততে ব্রহ্মা শতানন্দ
ইতি ক্রতঃ। তন্ত চৈবাষ্টমে বর্ষে মনুজঃ প্রথমো
ভবেৎ। ৪৬। তন্নিয়মস্তরে দেবি যশ্চাদৌ

কৃকপিঙ্গলা, কাত্যায়নী, হর্গা প্রভৃতি বিবিধ নামে
খ্যাতি লাভ করিয়াছ। কলতঃ তুমি এই বসুধা-
তলে জন্মিয়া নবকৌটি বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছ।
হে সুন্দরি! পূর্বে যে তোমার কল্পনাম সকল
কীৰ্ত্তন করিয়াছি, তাহা ত্রয়োদশ কল্পের পর হইতেই
বুঝবে। হে সুন্দরি! অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,
—সমস্তই এই ভাবে ব্রহ্মকল্লাবধি জ্ঞাতব্য। ২৫—
৪০। দেবী কহিলেন,—হে ত্রিপুরাস্তক! আপনি
যে, পূর্বে ‘সোমনাথ’ নাম বলিলেন, ঐ নাম ‘চর-
শ্বর’ বলিয়া বুঝব কিরূপে? জন্ম ও নাম তেদে
‘সোম’ তো অসংখ্য; একসপ্ততিযুগান্তক মনস্তর
ঘটিলে তখন তো চন্দ্র-সূর্যাদ দেবতাসকলেরও
বিনাশ ঘটে; প্রাতঃ মনস্তরেই তো উদ্ভাসের পুনঃপুন
সংহারসাধন হয়। সপ্তবি, দেবতা, ইন্দ্র, মনু,
মনুপুত্র নৃপতিগণ,—ইহারা তো এক সময়েই সৃষ্ট
হন; আবাব এক সময়েই পূর্নবৎ সংহৃত হইয়া
থাকেন। হে দেব! আমার এই বিষয়ে সংশয়
ঘটিয়াছে; আপনি এ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট প্রদান করুন।
ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! তুমি উত্তম শ্রয় করি-
য়াছ; এই পাপনাশক রহস্ত বিষয় আমি অপর
কাহাকেও বলি নাই, এক্ষণে তোমাকে তাহা সম্পূর্ণ-
রূপে বলিতেছি। এক্ষণে যে শতানন্দ নামে ব্রহ্মা
আছেন, ইহার অষ্টমবর্ষ ব্রহ্মকল্লাবধি কালে যিনি প্রথম

রোহিণীপতিঃ । সমুদ্রগর্ভাৎ সজাতঃ সলক্ষ্মীকোন্ড-
জাদিতিঃ ॥ ৪৭ ॥ তেন চারাদিতঃ লিঙ্গং কাল-
ভৈরবনামতঃ । মহতা তপসা পূৰ্ণং যুগানি চ
চতুর্দশ ॥ ৪৮ ॥ তস্তাকুহঃ তপো দৃষ্টা তুটৌহং
তস্ত স্মরিত্ব । বরং কুশীয়েতি ময়া স চ প্রোক্তো
নিশাকরঃ ॥ ৪৯ ॥ স হোবাচ তদা দেবি ভক্ত্যা সংজাতা
মাং শুভে ॥ ৫০ ॥ চন্দ্র উবাচ । যদি প্রসন্নো দেবেশ
বরাহে । যদি বাপ্যহম্ । সোমনাথেতি তে নাম কুশা-
জ্ঞানাবধি প্রভো ॥ ৫১ ॥ যে কেচিত্তবিতারোহন্তে
মহন্তে শীতরশ্ময়ঃ । তেহাং ভবতু দেবেশ দেবো-
হয়ং কুলদেবতা ॥ ৫২ ॥ আরাধয়ন্ত তে সর্কে
ক্ষেত্রেহস্মিন সংস্থিতা বিভো । স্বকীয়ায়ুঃপ্রমাণেন
ব্রহ্মণঃ প্রলয়াদহ ॥ ৫৩ ॥ সোমনাথেতি তে নাম
ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে । খ্যাতিং প্রয়াতু দেবেশ তেজো-
লিঙ্গ নমোহস্ত তে ॥ ৫৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এবমব্ধি-
তাহং প্রোচ্য পুনর্লিঙ্গে লয়ং গতঃ । এতন্তে
কারণং দেবি প্রোক্তং সঙ্গমশেষতঃ ॥ ৫৫ ॥ নিঃসন্দ্বিগ্ধঃ

তু সন্তুক্ষেপাৎ পুরা পৃষ্টং যতশ্চয়া । উদ্দেশ্যমাত্রে
কথিতং ত্রীসোমেশজ্ঞানং প্রতি । সমুদ্রেভব
রত্নানামচিন্ত্যাত্মক বিস্তরঃ ॥ ৫৬ ॥ মোহনং তদ-
ভক্তানাং ভক্তানাং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্ । যুটান্তে নৈব
পশ্যন্তি স্বরূপং যম মোহিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ দেব্যাবাচ ।
ঈদৃশং যন্ত মাহাত্ম্যং তেজোলিঙ্গস্ত শব্দর । কুজ
তিষ্ঠতি তল্লিঙ্গং ক্ষেত্রে তস্মিন সুরেশ্বর ॥ ৫৮ ॥
ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রযত্নেন শ্রুত্বা চৈবাব-
ধারণ্য । প্রভাসঃ পরমং দেবি ক্ষেত্রেমতনম
প্রিয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ দেবানামপি সংস্থানং তচ্চ দাদশ-
যোজনম্ । পঞ্চযোজনমানেন পীঠং তত্র প্রকী-
র্তিতম্ ॥ ৬০ ॥ তন্মধ্যে মদগৃহং দেবি তচ্চ গব্যাতি-
যাত্রিকম্ । সমুদ্রেস্তান্তরে দেবি দেবিকামুখসংজিতম্ ॥
৬১ ॥ বজ্রিণ্যাঃ পূর্বতটৈব যাবদ্যজুমতী নদী ।
চতুর্দশকং বিস্তারাদায়ামাৎ পঞ্চযোজনম্ ॥ ৬২ ॥
ক্ষেত্রপীঠমিতি প্রোক্তমতো গর্ভগৃহং শৃণু । সমুদ্রাৎ
কৌরবী যাবদক্ষিণোত্তরমানতঃ । পূর্বপশ্চিমতো
স্ত্রেয়ং গোমুখাদাম্মেধকম্ ॥ ৬৩ ॥ এতন্ময় গৃহং

মহু হইয়াছিলেন, তাঁহার অধিকারকালে লক্ষ্মী ও
কোন্ডভাদির সহিত সমুদ্রগর্ভ হইতে যে চন্দ্র উথিত
হইয়াছিলেন, তিনি পূর্বে কালভৈরব নামক লিঙ্গের
আরাধনাপূর্বক স্নমহৎ তপস্তা দ্বারা চতুর্দশ কর
অতিবাহিত করেন । হে শুভে ! স্মরিত্ব ।
আমি তাঁহার তাদৃশ অদ্ভুত তপস্তায় তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি তখন
তত্ত্বপূর্বক আমাকে স্তব করিয়া কহিলেন,—হে
দেবেশ । আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর
আমি যদি বরদানের যোগ্য হইয়া থাকি, তবে হে
প্রভো ! অক্ষার স্বতিকাল পর্য্যন্ত আপনার এই
লিঙ্গ সোমনাথ নামে প্রখ্যাত হউক । আর মহুর
অবসান ঘটিলে পর অপরাপর যে সমস্ত চন্দ্র
জন্মিবেন, হে দেবেশ । এই সোমনাথই যেন
তাঁহাদিগের কুলদেবতা হন । হে প্রভো ! ব্রহ্মার
প্রলয়াস্তে তাঁহার যেন স্ব স্ব আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত এই
ক্ষেত্রে অবস্থানপূর্বক সোমনাথদেবের আরাধনা
করেন । হে দেবেশ । এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে
তবদায় এই লিঙ্গের ‘সোমনাথ’ নাম প্রখ্যাত
হউক । হে তেজোলিঙ্গ ! আপনাকে নমস্কার
করি । ঈশ্বর কহিলেন,—আমি তখন ‘তদাশ্রম’
বলিয়া পুনরায় সেই লিঙ্গে বলীন হইলাম । হে
দেবি ! এই আমি তোমার নিকট তোমার পূর্ব-
জিজ্ঞাসিত কারণ সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণরূপে কীর্তন

করিলাম । এখন অবশ্যই তুমি সন্দেহশূন্য হইয়াছ ।
হে দেবি ! সাগরের রত্নের স্তায় সেই সোমেশ্বরের
গুণ সুবিস্তার ও অচিন্তনীয় ; তাই আমি তাহা
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম । ইহা অভক্তমায়া-
বিমূঢ়গণের মোহোৎপাদক ; পরন্তু ভক্তগণের বুদ্ধি-
বর্দ্ধক । মূর্খগণ আমার এই স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয়
না । দেবী কহিলেন,—হে সুরেশ্বর শব্দর ! যে
তেজোলিঙ্গের এবদ্বিধ মাহাত্ম্য, সেই লিঙ্গ উক্ত
ক্ষেত্রে কোন স্থানে আছে ? ঈশ্বর কহিলেন,—হে
দেবি ! তুমি সযত্নে শুন ; শুনিয়া তাহা মনে ধারণা
কর । হে দেবি ! সেই প্রভাসক্ষেত্র আমার পরম
প্রিয় । ঐ ক্ষেত্রের পরিমাণ দাদশ যোজন ।
উহাতে অনেকানেক দেবতা বাস করেন । উহার
পীঠের পরিমাণ পঞ্চ যোজন বলিয়া কীর্তিত । হে
দেবি ! সেই পীঠমধ্যে আমার বাসভবন । উহার
পরিমাণ দুই কোশ । সমুদ্রের উত্তর দিক হইতে
দেবকানদীর মুখভাগ পর্য্যন্ত, আর বজ্রিণীর পূর্ব
দিক হইতে স্কজুমতী নদী পর্য্যন্ত ;—এই চতুর্সীমা-
বদ্ধ স্থানের বিস্তার চারি যোজন এবং দৈর্ঘ্য পঞ্চ
যোজন । ইহাই হইল ক্ষেত্রপীঠ । অতঃপর গর্ভ-
গৃহের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । উহার দক্ষিণো-
ত্তরসীমা সমুদ্র হইতে কৌরবী পর্য্যন্ত এবং
পূর্ব-পশ্চিম সীমা গোমুখ হইতে আম্মেধ ক্ষেত্র

দেবি ন ত্যজামি কদাচন। তন্ত্ৰ মধ্যে স্থিত
লিঙ্গং যত্র তন্ত্ৰে প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৬৪ ॥ বাসীণী
দিশমাস্ত্রিত্য সাগরস্ত ৫ সরিষৌ। কৃত-স্বরস্তাপরতো
ধ্বস্তরশতজয়ে ॥ ৬৫ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু স্বয়মুতঃ
ব্যবহিতম্। তত্র সন্নিহিতো দেবঃ শঙ্করঃ পরমে
শ্বরঃ ॥ ৬৬ ॥ এতদ্বিস্তৃত্যে দেবি সোমেশস্ত
সমীপতঃ। চতুর্দিশো বিভাগে তু ধনুর্বাৎ শতধরম্।
৬৭ ॥ সমস্তায়ণ্ডাকার্য কণিকা সা মম প্রিয়া।
তস্তাং যে প্রাণিনঃ সর্পে মৃত্যুঃ কালেন পার্শ্বতি।
৬৮ ॥ কুমিকৌটপতলাদ্যা জীবা উত্তমমধ্যমাঃ।
নির্দ্ধৃতকন্যাঃ সর্পে যান্তি লোকঃ ময়াপি তে ॥ ৬৯ ॥
উত্তরঃ দক্ষিণঃ চাপি অয়নং ন বিচারয়েৎ। সর্ব-
স্তেবাং শুভঃ কালো যে মৃত্যুঃ ক্ষেত্রমধ্যতঃ ॥ ৭০ ॥
আদিনাথেন শর্কণে সর্বপ্রাণিহিতায় বৈ। আদ্য
তস্মাস্ত্রাণীয়ে ক্ষেত্রেমতঃপ্রভম্। প্রভাসিত
মহাদেবি যত্র সিধ্যস্ত মানবাঃ ॥ ৭১ ॥ হস্তমাতো-
হপি যো বিদ্বান্ বসেব্রিশতৈরপি। কৃতপ্রতিজ্ঞে
দেবেশি যাবজ্জীবং সুরেশ্বরী ॥ ৭২ ॥ স গচ্ছেৎ

পর্যন্ত। হে দেবি! আমার এই গৃহ কদাচ পরি-
ত্যাগ করি না। এই গৃহমধ্যে যেখানে লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা হো তোমাকে পূর্বেই
বলিয়াছি। সাগরের সমীপে পশ্চিম দিকে,—কৃত-
স্বর-স্থানের পশ্চিম দিকে, ত্রিশত ধনু ব্যবধানে
একটী মহাপ্রভাবশালী স্বয়মু লিঙ্গ ব্যবস্থিত
আছেন। সেই লিঙ্গেই পরমেশ্বর শঙ্কর নিয়ত
সন্নিহিত রহিয়াছেন। হে দোব! সোমেশ লিঙ্গের
চতুর্দিকে চতুর্দশ ধনুঃপরিমাণ মণ্ডলাকার স্থান
কর্ণিকাপদবাচ্য। উহা আমার অতীব প্রিয়। হে
পার্কতি! সেখানে কুমি কৌটপতলাদি উত্তমাদম যে
কোন প্রাণীকালবশে প্রাণত্যাগ করে, সে নিম্পাপ
হইয়া মদীয় লোক প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে মৃত্যু
বিষয়ে উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের কোনও প্রভেদ
নাই। এই ক্ষেত্রে যাহারা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহাদের
সকল কালই শুভ বলিয়া জানিবে। ৪১—৭০।
আদিনাথ শঙ্কর সর্ব প্রাণীর হিতবিধানার্থ আদিত
সকল আহরণপূর্বক এই ক্ষেত্রে নিবেশিত করি-
য়াছেন; তজ্জন্ত এই ক্ষেত্র প্রভাসিত অর্থাৎ
দীপ্তিমুক্ত হইয়াছে। হে মহাদেবি! মানবগণ
সেখানে অকৌটসিদ্ধি প্রাপ্ত। হে দেবেশি! যে
বিদ্বান্ মানব শত শত বিয়ে অজ্ঞান হইয়াও প্রতিজ্ঞা
করিয়া যাবজ্জীবন উক্ত ক্ষেত্রে বাস করে, হে সুরে-

পরমঃ স্থানং যত্র গস্থান শোচতি। তন্ত্ৰ ক্ষেত্রে
মাহাত্ম্যায় স্থাপোশ্চকৃতকর্মণঃ ॥ ৭৩ ॥ কৃষ্ণা পাপ-
সহস্রাণি পশ্যাৎ সন্তাপমেতি বৈ। প্রভাসে তু
নিযুক্তো তন সোহন্তকপূরীঃ ত্রৈলোক্য ॥ ৭৪ ॥ জায়া
কলিযুগং ঘোরং হাহাকৃতমহেতনম্। নিযুক্তস্তত্র
দেবিশি রক্ষার্থং বিয়নায়কঃ ॥ ৭৫ ॥ যে তু ভ্রামণ
বিধিষ্টাঃ শিবভক্তিবিভষকাঃ। ত্রয়শ্চ কৃতদ্ব্যাক্ত তথা
নৈকভিক্তিকশ্চ যে ॥ ৭৬ ॥ লোকবিষ্টা গুরুবিষ্টা-
স্তীর্থায়তনকটকাঃ। সর্বপাপরতাস্চৈব যে চাচ্ছে
তু বিকুৎসিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ রক্ষার্থং হ বৈ তেবাং
নিযুক্তো বিয়নায়কঃ। কালান্নিক্রমপার্শ্বে তু ক্র-
তুলাপরাক্রমঃ ॥ ৭৮ ॥ ক্ষেত্রং রক্ষতি দেবেশি
পাপিষ্ঠানাং নিয়ামকঃ। ভ্রিয়ন্তে যদি ত্রয়শ্চাত্তথা
পাতকিনো নরাঃ ॥ ৭৯ ॥ ক্ষেত্রে চান্নিন্ বরা-
য়োহে তেবাং দেবি গতিং শৃণু। দশবর্ষসহ-
স্রপি দিব্যানি কমলেক্ষণে ॥ ৮০ ॥ দাসীপুত্রাশ্চ
জায়ন্তে তদন্তে ত্রয়শ্চাক্ষসঃ। ততঃ পাপকয়ে

শ্বরী! যেখানে যাইলে আর শোক করিতে হয় না;
সে সেই পরম স্থানে গমন করে। মানব, সহস্র
সহস্র পাপ করিয়া পশ্যাৎ সন্তাপমুক্ত হয়, কিন্তু
সেই ক্ষেত্রের ও অদ্ভুতকর্ম্মা শঙ্করের মহিমায়
তাদৃশ ব্যক্তিও সেই প্রভাসে প্রাণ পরিহার করিলে
সে কদাচ অন্তকপূরে গমন করে না। হে দেবি!
কলিযুগ অতি ঘোর; তখন জনগণ হুঃখে হাহাকার
করিতে থাকিবে। তাহাদের তখন কার্য্যাকার্য্য
জ্ঞান থাকিবে না। ইহা জানিয়া আমি উক্ত
ক্ষেত্রের রক্ষাবিধানার্থ বিয়নায়ককে নিযুক্ত করি-
য়াছি। যাহারা ভ্রামণধেয়ী, শিবভক্তের বিরুদ্ধ-
বাদী, ত্রয়শ্চাত্ত, কৃতদ্ব্যাক্ত, বঞ্চনপরায়ণ, লোকবিষেষ্টা
গুরুধেয়ী, তীর্থক্ষেত্রের কটকবৎ, উৎপীড়ক, কদা-
চারী ও সর্ব পাতকযুক্ত, তাহাদের নিকট হইতে
রক্ষা করিবার জন্তই বিয়নায়ককে নিযুক্ত করি-
য়াছি। সেই বিয়নায়ক, কালান্নিক্রমপার্শ্বে
অবস্থানপূর্বক সেই ক্ষেত্রে রক্ষা করেন। তিনি
কৃততুলা পরাক্রমশালী এবং পাপিষ্ঠগণের নিয়ামক।
হে দেবি! উক্ত ক্ষেত্রে যাহারা ব্রহ্মহত্যা
পাপাচরণ করে, সেই সকল পাতকীরও যদি উক্ত
ক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহাদের যে গতি
হয়, হে বরারোহে! তাহা অবগণ কর। হে কমল-
ক্ষেপে! তাহারা দিব্য দশ সহস্র বর্ষ বাবৎ দাসী-
পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে ত্রয়শ্চাক্ষস হইয়া

দেবি পুনর্দীপ্তি বিধোনিতাম্ । ৮১ । তস্মাৎ সৰ্ব-
প্রযত্নেন পাপং তত্র ন কারয়েৎ । অস্ত্রজাবর্তিতং
পাপং ক্ষেত্রে চাশ্বিন্ বিনষ্টতি । ৮২ । অশ্বিন
পুনঃ কৃতং পাপং পৈশাচেনরকাবহম্ । ভক্তানুকম্পী
ভগবাৎ তির্ধ্যগুণোনিগতেষুপি । ৮৩ । দদাতি পরমং
স্থানং ন তু ব্রহ্মধিবাং প্রিয়ে । যে চ ধ্যানং সমাসাদ্য
যুক্তাশ্বানঃ সমাহিতাঃ । ৮৪ । সন্নিয়মোস্ত্রিয়গ্রামঃ
জপস্তি শতকদ্রিয়ম্ । প্রভাসে তু স্থিতা দেবি তে
কৃতার্থা ন সংশয়ঃ । ৮৫ । যদি গচ্ছেন্নরঃ কচিং
প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ । তমুপায়ং প্রকুর্বাত নির্গ-
চ্ছেন্ন পুনর্বিধা । ৮৬ । এতদোপায়ং বরায়েহে ন
দেয়ং যন্ত কন্তচিং । গোপনীয়মিদং শাস্ত্রং যথা
প্রাণাঃ স্বকাঃ প্রিয়ে । ৮৭ । যেনেৎ বিহিতং শাস্ত্রং
প্রভাসক্ষেত্রদীপকম্ । স শিবৈশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো
যাশ্বযীঃ প্রকৃতিং স্থিতঃ । ৮৮ । তন্ত বিগ্রহসংস্থো-
হং সঙ্গা তিষ্ঠামি পার্শ্বতি । বন্দিতঃ পূজিতো

ভাবৎ কাল অতিবাহিত করে; ইহাতে তাহাদের
পাপক্ষয় হইলেও অতঃপর তাহারা হীন যোনিতেই
জন্মিয়া থাকে । অতএব সৰ্ব প্রযত্নে উক্তক্ষেত্রে
পাপাচরণ বর্জন করিবে । অস্ত্রজ পাপাচরণ করিয়া
এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই তৎসমস্ত পাপ
বিনষ্ট হয়, পরন্তু এই ক্ষেত্রে থাকিয়া যদি পাপা-
চরণ করা যায়, তবে তাহার কলে পৈশাচ মরক-
ভোগ করিতে হয় । ভক্তানুকম্পী ভগবান,
তির্ধ্যক জাতিকেও পরম স্থান দান করেন; কিন্তু
ব্রহ্মভাতীর প্রতি তাদৃশ রূপা করেন না । যাহারা
প্রভাসক্ষেত্রে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক সমাহিত
ভাবে যোগাহুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া ধ্যানাবলম্বন করত
শতকদ্রিয় জপ করে, হে দেবি! তাহারাই কৃতার্থ;
এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই । ৭১—৮৫ । যদি
কেহ সেই উত্তম প্রভাসক্ষেত্রে গমন করে, তবে
তাহার যাহাতে সেখান হইতে পুনরায় নির্গত
হইতে না হয়, এমন উপায় বিধান করা কর্তব্য ।
অগ্নি বরায়েহে! এই গোপ্য তত্ত্বকথা যাকে-
তাকে বলা উচিত নহে । হে প্রিয়ে! স্বীয়
প্রাণের জ্ঞায় এই শাস্ত্র সর্বথা গোপনীয় । প্রভাস-
ক্ষেত্রের মহামহিমোদীপক এই শাস্ত্র, যিনি রচনা
করিয়াছেন, তাঁহাকে মানুস ভাবাপন্ন শিব বলিয়াই
অবধারণ করা কর্তব্য । হে পার্শ্বতি! আমি সতত
তদীয়-দেহে অবস্থান করিয়া থাকি! সেই ব্যক্তি
আমারই মত ধ্যাত, পূজিত ও বন্দিত হইবার

ধ্যাতো যথাহং নাত্র সংশয়ঃ । ৮৯ । কলৌ চ
দুর্লভং দেবি প্রভাসক্ষেত্রমুত্তমম্ । ইদানীং তব
স্নেহেন বিশেষং কথয়ামি বৈ । সত্যং সত্যং পুনঃ
সত্যং ত্রিঃসত্যং সুরসুন্দরি । ৯০ । যানি লিঙ্গানি
ভূলোকে সোমেশস্তেযু যে প্রিয়ঃ । অশ্বিন্লিঙ্গে
গুণা যে তু তে দেবি বিদিতা মম । ৯১ । অহমেব
বিজ্ঞানামি নাত্তো বেদ কথংন! অস্তেযু
চৈব লিঙ্গেযু অহং পূজ্যঃ সুরাসুন্দরৈঃ । ৯২ । লিঙ্গং
চেমং পুনর্দেবি পূজ্যমামো বয়ং স্বয়ম্ । ৯৩ । যশ্বিন
কালে ন বৈ ব্রহ্মা ন ভূমিন্ দিবাকরঃ । সৰ্বকৈব
জগন্নাথং তশ্বিন্ কালে যশ্বিনি । ৯৪ । ইমং
লিঙ্গং পরকৈব ব্রহ্মণঃ প্রলয়ে তদা । ভাবিনীং
বুদ্ভিমাশ্বায় ইদং স্থানং তু রক্ষতি । ৯৫ । দশ-
কোট্যন্ত লিঙ্গানাং গঙ্গাদ্বারাবরাননে । আগত্য
তানি মধ্যাহ্নে লিঙ্গেহশ্বিন যান্তি সংলয়ম্ । ৯৬ ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি গগনস্থানি যানি তু ।
স্নানান্মন্ত লিঙ্গান্ত সমাগচ্ছন্তি সৰ্ব্বদা । ৯৭ । ধত্তা
খলু তে মর্ত্যাঃ প্রভাসে সংব্যবস্থিতাঃ । সোমে-
শ্বরং যে ব্রহ্ম্যন্তি সংসারভয়মোচনম্ । ৯৮ । দেবি

যোগ্যা; এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই । হে দেবি!
কলিকালে সেই উত্তম প্রভাসক্ষেত্র সাধারণের
পক্ষে দুর্লভ; ইদানীং তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ
তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বলিতেছি । হে সুর-
সুন্দরি! ইহা সত্য, সত্য, সত্য,—ত্রিঃসত্য করিয়া
বলিতেছি । এই ভূলোকে যে সমস্ত লিঙ্গ আছে,
তন্মধ্যে এই সোমেশ লিঙ্গই সৰ্ব্বাপেক্ষা আমার
প্রিয় । হে দেবি! আমি এই লিঙ্গের গুণসমূহ
জ্ঞাত আছি । উহা কেবল আমিই জানি, আর
কেহই কিছুমাত্র জানে না । অপরাপর যত লিঙ্গ
আছে, তাহাতে আমিই সুরাসুরগণ কর্তৃক পূজিত
হইয়া থাকি; কিন্তু হে দেবি! সেই সোমেশ লিঙ্গকে
স্বয়ং আমিই পূজা করি । অগ্নি যশ্বিনি, দেবি! ব্রহ্ম
প্রলয়ে যখন ব্রহ্মা, সূর্য্য, ভূমি প্রভৃতি সহ এই সমস্ত
জগৎ থাকে না, তখনও এই লিঙ্গ, ভাবস্বপ্তির জন্ত,
এই স্থানকে রক্ষা করেন । অগ্নি বরাননে! প্রতিদিন
মধ্যাহ্নকালে গঙ্গাদ্বার হইতে দশকোটি লিঙ্গ আগিয়া
ঐ লিঙ্গে বিলীন হইয়া থাকেন । পৃথিবীতে ও
গগনতলে যে সমস্ত তীর্থ আছে, প্রতিদিন উক্ত
লিঙ্গের স্নানবিধানার্থ তাঁহারা সকলেই যথারূপে
ঐ স্থানে আগমন করেন । যাহারা সংসারভয়-
মোচক সোমেশ্বর দেহকে ক্রাতিদীন দর্শন করে,

সোমেশ্বরঃ লিঙ্গং যে স্মরিষ্যন্তি ভাবিতাঃ । সৰ্ব-
পাপক্ষয়ন্তেযাঃ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ এতৎ
শ্রুতং প্রিয়তমঃ মম দেবি নিন্তাং ক্ষেত্রং পবিত্র-
মুখিসিদ্ধগণাভিরম্যম্ । অশ্বিনী সূতাঃ সকলজীব-
ভূতোহপি দেবি স্বর্গাৎ পরং সঙ্কীৰ্ণান্তি ন সংশয়ো-
হত্ ॥ ১০০ ॥ যদা দেবা ন বিজানন্তি ব্রহ্ম-
বিশ্বপুরোগমাঃ । ন সাংখ্যেন ন যোগেন নৈব
পাণ্ডপতেন চ ॥ ১০০ ॥ কৈবল্যং নিরুপং যত
দক্ষিণ্ণিকৈ তু লভ্যতে । তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে
দেবান্যন্ত যশস্বিনী ॥ ১০২ ॥ যাবৎ সোমেশ্বরং
দেবং ন বিদন্তি ত্রিলোচনম্ । ক্ষেত্রং প্রভাস-
মিত্যুক্তং ক্ষেত্রজ্যোত্সং ন সংশয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ এতৎ
তবোক্তং নহ বোধনায় সোমেশ্বরস্তেব মহাপ্রভা-
বম্ । যে বৈ পঠিষ্যন্তি নরা নিত্যন্তঃ যাত্নাত্ত তে
তৎপদমিন্দ্রমৌলেঃ ॥ ১০৪ ॥ সোমেশ্বরঃ দেববরঃ
মহুযা যে তজ্জিমন্তঃ শরণং প্রসরাঃ । তে ঘোর-
রূপে চ ভয়াবহে চ সংসারচক্রে ন পুনর্জন্মন্তি ॥
১০৫ ॥ যে দক্ষিণামূর্তিগুণাভিতাঃ সূর্য্যপতি

প্রভাসই সেই সমস্ত মানবই বৃত্ত । হে দেবি !
যাহারা ভক্তিসহকারে সোমেশ্বর লিঙ্গ স্মরণ করে,
তাহাদিগের সৰ্বপাপ বিনষ্ট হয়; ইহাতে সংশয়
নাই । হে দেবি ! ঋষিসিদ্ধগণাধীশ উক্ত নিত্য
পবিত্র রমণীয় ক্ষেত্র, আমার অতি প্রিয়তম
বলিয়া জানিও । হে দেবি ! এই স্থানে প্রাণ-
পরিহার করিয়া সবস্ত প্রাণীই স্বর্গলোক অতি-
ক্রম করিয়া গমন করিতে পারে; ইহাতে সংশয়
নাই । ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণও যাহা জ্ঞাত
নহেন, আর সাংখ্য যোগ ও পাণ্ডপত বিধা-
নেও যাহা লাভ করা যায় না, সেই নিরুপ কৈব-
ল্যও এই লিঙ্গের প্রসাদে লাভ করা যায় । অগ্নি
অশ্বিনী । দেবাদি প্রাণিগণ তাবৎ কালই সংসার-
চক্রে পরিভ্রমণ করে,—যাবৎ সেই ত্রিলোচন সোমে-
শ্বর দেবকে লাভ করিতে না পারে । ক্ষেত্রকে
প্রভাস বলা যায়, আর আমিই ক্ষেত্রজ; এ বিষয়ে
সংশয় নাই । অগ্নি শৈলজ । তোমাকে বুঝাই-
বার জন্য আমি সোমেশ্বর দেবের মহান প্রভাব
তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, যে সকল মানব
এই উপাখ্যান পাঠ করিবে; তাহার। নিশ্চয়ই সেই
চন্দ্রশেখরের পদ লাভ করিবে । যে সকল মহুযা,
ভক্তিসহকারে দেববর সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়,
তাহাদিগকে আর কখন ভয়াবহ ঘোর সংসারচক্রে

নিত্যং শতক্রুদ্রিয় বিজাঃ । ত্রেহস্মিন্ ভবে নৈব
পুনর্ভবন্তি সংসারশায়ঃ পরমং গতা বৈ ॥ ১০৬ ॥
উদ্দেশ্যমাত্মং কথিতো যদা তে জীসোমনাথস্ত
কৃতৈকদেশঃ । অশ্বিনেনৈকৈরহতিগুণৈরিণা ন শক্য-
মেকেন মুখেন বক্তুন্ ॥ ১০৭ ॥

ইতি জীকান্দে জীসোমনাথপ্রার্থনাবর্ণনং নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । পুনঃ কথয় দেবেশ মহাশ্বাঃ
লোকশঙ্কর । জীসোমেশ্বরদেবস্ত সৰ্বপাতকনাশ-
নম্ । ব্রহ্মবিদ্যাশদৈবত্যাং তথাহি ত্রিতয়াং বদ ॥
১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণুৈকমনা ভূষা মম
গোপ্যং পুরাতনম্ । তদ্বিজ্ঞে চ যদ্বত-
শাস্ত্রাণ্যং পরমং মহৎ ॥ ২ ॥ ষষ্টিকোটিসহস্রাণি
ঋষীণামুক্তরৈতসাম্ । তদ্বিজ্ঞে প্রবিত্তানি সূতা-
হতিবানলে ॥ ৩ ॥ সিদ্ধির্নিকিতা তুষ্টির্নিকি:

ভ্রমণ করিতে হয় না । যে সকল ব্রহ্ম, দক্ষিণামূর্তির
আশ্রয় গ্রহণপূর্বক নিয়ত শতক্রুদ্রিয় জপ করে,
তাহারা সংসারসাগর পার হইয়া সেই পরম পদ
প্রাপ্ত হয়; কদাচ পুনরাবর্তন করে না । জীসোম-
নাথ দেবের মহাশ্বা, আমি তোমার নিকট
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহিলাম; এক মুখে ইহা বহু
বহু যুগযুগান্তরেও বলিয়া উঠিতে পারা
যায় না ॥ ১৬—১০৭ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে লোকশঙ্কর দেবেশ !
আপনি পুনরায়, জীসোমেশ্বর দেবের সৰ্বপাপহর
মহাশ্বা কীর্তন করুন । আর ওখানে ব্রহ্মদৈবত্যা,
বিষ্ণুদৈবত্যা ও শিবদৈবত্যা যে সমস্ত আয়তন
আছে, তাহাও আমাকে বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—
অগ্নি দেবি । আবার সেই লিঙ্গস্বত্বে একটি পরম
আশ্চর্য্য মহৎ ষট্টকোটী ষষ্টিয়াছিল, সেই গোপনীয়
পুরাতন বৃত্তান্ত তুমি একাগ্রমনে অবগণ কর । হস্তা-
শনে হস্ত আয়ত্তির ভাষা ষষ্টিকোটী লক্ষ উর্দ্ধরেতা
খাষ সেই লিঙ্গে প্রবিত্ত হইয়াছেন । সিদ্ধি, মুক্তি,

পুষ্টি পঞ্চমী । কীর্তিঃ শান্তিস্তথা লক্ষ্মীতন্মিহ্লিকে
সমুখিতা ॥ ৪ ॥ সপ্তকোট্যশ্চ মন্ত্রাণাং সিদ্ধীনাং
চৈব সম্ভবঃ । দিব্যযোগরসাস্ত্রাভ্যে দিব্যৌষধি-
রসায়নাঃ ॥ ৫ ॥ গারুড়ঃ ভূতভয়ঃ চ খেচর্যো
ব্যস্তরীতি ॥ ৬ ॥ তে সর্বৈ সহ যোগেন তন্মাত্রিক্যাং
সমুখিতাঃ ॥ ৭ ॥ অস্ত্রাশ্চৈব তু যাঃ কশিৎসিদ্ধয়ো-
হস্তৌ প্রকীর্তিতাঃ । তাঃ সর্বাঃ সহ লিঙ্গেন
তন্মাত্রাহান্যং সমুখিতাঃ ॥ ৮ ॥ অন্তর্দেবি প্রবক্ষ্যামি
অত্র সিদ্ধিঃ গতাঃ য়ে । ময়াংশসম্ভবাঃ প্রাপ্তা
অস্মি লিঙ্গে লয়কতাঃ ॥ ৯ ॥ তেষাং চ বিক্রমান্ সর্বান
প্রবক্ষ্যাম্যহুর্পর্যন্তঃ । পুরাক্রমা গ্রহা যুগা শুভ-
কাশ্চ সংহতুকাঃ ॥ ১০ ॥ বিমলা দণ্ডিকাশ্চৈব সপ্তৈতে
কুৎসিকাঃ স্মৃতাঃ । অস্মি লিঙ্গে পুরা সিদ্ধা যোগাং
পাণ্ডপভায়ম্ ॥ ১১ ॥ কদ্রো বিপ্রস্তথা দানচন্দ্রো
মহোহবলোককঃ । সূর্য্যাবলোককশ্চৈতি গার্গেয়াঃ
সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥ ১২ ॥ সোমেশ্বরঃ চ তে সিদ্ধাঃ প্রভাসে
বরবর্ণিন । মুকম্ভঃ শিবশ্চৈব প্রকাশঃ কপিলস্তথা ॥
১৩ ॥ সংকুলঃ কর্ণিকারশ্চ পৌকষেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
সোমেশ্বরে পুরা সিদ্ধাঃ প্রভাসে পাপনাশনে ॥ ১৪ ॥

তুষ্টি, ঋদ্ধি, পুষ্টি, কীর্তি, শান্তি, ও লক্ষ্মী,—ইহারা
সেই লিঙ্গ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন । সপ্তকোটি
মন্ত্র এবং সিদ্ধিসমূহও সেই লিঙ্গ হইতেই প্রাভূত
হইয়াছেন । দিব্যযোগ, দিব্যরস, দিব্যৌষধি,
দিব্যরসায়ন, গারুড়বিদ্যা, ভূতভয়, খেচরীবিদ্যা,
ব্যস্তরীবিদ্যা, যোগ,—ইহারা সকলেও সেই লিঙ্গ
হইতেই প্রাভূত হইয়াছে । অপর যে অষ্টবিধ সিদ্ধি
আছে, তৎসমস্তও উক্ত লিঙ্গের সহিতই সেই স্থান
হইতে আবির্ভূত হইয়াছে । হে দেবি ! আরও
একটী বৃত্তান্ত বলিতেছি ; মদীয়াংশসমূহ : যে
সমস্ত ব্যক্তি এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়া এই
লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি যথাক্রমে তাঁহা-
দিগের বিক্রমের বর্ণন করিতেছি । পুরাক্রম, গ্রহ,
যুগ, শুভক, হেতুক, বিমল, ও দণ্ডিক, কুৎসবংশীয়
এই সপ্ত গণ, পূর্বকালে মদীয়া পাণ্ডপত যোগাব-
লম্বনে উক্ত লিঙ্গে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
কদ্র, বিপ্র, দান, চন্দ্র, মধু, অবলোকক, ও
সূর্য্যাবলোকক, এই সপ্ত সাধক, গার্গবংশীয় ;
অগ্নি বরবর্ণিন ! ইহারাও সেই প্রভাসে সোমে-
শ্বর দেবের নিকট সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । মুক-
ম্ভ, শিব, প্রকাশ, কপিল, সংকুল, কর্ণিকার,—
পৌকষের পদবাচ্য এই সমস্ত সাধক : পুরাকালে

যুগেযুগে পুরা সিদ্ধাস্তস্মিহ্লিকে প্রিয়ে মম । এতে
চাত্তে চ যে বিপ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ১৫ ॥ তত্র
সিদ্ধিঃ গমিষ্যন্তি হ্রস্বভাঃ ত্রিদশৈরপি । এতন্তে
সর্বমাখাতঃ তল্লিঙ্গং সিদ্ধিৎ পরম্ ॥ ১৬ ॥ হ্রস্বভঃ
সর্বমর্ভান্যান্ প্রভাস্যন্তু ব্যাবহৃতম্ । ন চ
কশিদ্ধিজানাতি অশুভৈঃ কস্মভির্ভূতঃ ॥ ১৭ ॥
গ্রহদোষাশ্চ যে কেচিদ্ধৃতদোষান্তথা পরে । ডাকিনী
প্রেতবেতলা রাক্ষসা গ্রহপুতনাঃ ॥ ১৮ ॥ পিশাচা
যাতুধানাশ্চ মাতরো জাতহারিকাঃ । বালগ্রহান্তথা চাত্তে
বৃদ্ধাশ্চৈব তু যে গ্রহাঃ ॥ ১৯ ॥ অরভূতগ্রহাশ্চাত্তে
হৃতিসারভগন্দরাঃ । অশ্বরী মূত্রকুঙ্কঃ চ যোগা-
শ্চান্যে সংশ্রবঃ ॥ ২০ ॥ কুর্মাশ্চান্তথা চাত্তে কুঠ-
যোগান্তথা পরে । ক্ষয়যোগান্তথা চাত্তে বাতশ্চন্দ্ৰা-
শ্চৈব চ । অস্ত্রে চৈব তু যে কেচিদ্ধ্যাধর্য
প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২১ ॥ সোমেশ্বরঃ সমাসাদ্য তত্
লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ । সর্প এব বিনশ্তি বহৌ ক্ষিপ্ত-
মিবেচ্ছনম্ ॥ ২২ ॥ উপসর্গাশ্চ চাত্তে সর্পঘোণপ-
রুচিকাঃ । সর্পে হত্র বিনশ্তি ত্রীসোমেশ্বর-
দর্শনাৎ ॥ ২৩ ॥ যোহসৌ সোমেশ্বরে নারায়
পশ্চিমো ভৈরবঃ স্মৃতঃ । কালাগ্নিক্রয়নাথৈতি

সেই পাপনাশন প্রভাসক্ষেত্রে সোমেশ্বরসমীপে
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । ইহারা পূর্বে যুগে যুগে
উক্ত লিঙ্গে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । প্রিয়ে ! এতদ্বিধ
আরও অনেকানেক বিপ্র ভবিষ্যৎকালে কলিযুগে
উক্ত লিঙ্গে দেবগণভূত সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন । হে
দেবি ! এই আমি তোমার নিকট, সেই সোমেশ্বর
লিঙ্গে যাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ও করিবেন,
তদ্বিবরণ সম্যক কীর্তন করিলাম । প্রভাসে প্রতি-
ষ্ঠিত সেই সোমেশ্বর লিঙ্গ, নরগণের ভূত ও পরম
সিদ্ধিপ্রদ । অন্ততকর্ষদোষে নরগণ, ইহার তত্ত্ব
জানিতে পারে না ১১—১৬ । গ্রহ, ভূত, ডাকিনী,
প্রেত, বেতাল, রাক্ষস, পুতনা, পিশাচ, যাতুধান,
জাতাপহারিণী প্রভৃতি মাতৃগণ, বালগ্রহ, বৃদ্ধগ্রহ,
অপরায়ণ গ্রহ, আর জর, অতিসার, ভগন্দর,
অশ্বরী, মূত্রকুঙ্ক, অর্শ, কুঠ, ক্ষয়, বাত, শল্য প্রভৃতি
রোগানিচয়, অরমধ্যে প্রক্ষিপ্ত ইচ্ছনের ভায় সেই
সোমেশ্বর ক্ষেত্রে সোমেশ্বর লিঙ্গের দর্শনে বিনষ্ট
হইয়া যায় । সর্প, ঘোণপ, রুচিকাদি উপসর্গ-
সমূহও সেই স্থানে সোমেশ্বর দর্শনে বিনষ্ট হয় ।
সেই সোমেশ্বর দেব,—পশ্চিম ভৈরব, কালাগ্নি,

পর্যায়ৈর্দামতিঃ ক্রতঃ । ৩৩ । তস্মিন্স্থিতামি
দেবেশি ভক্তাভ্যুগ্রহকারকঃ । সর্বং চ তুচ্ছতঃ নৃণাং
ভক্ত্যামি ন সংশয়ঃ । ২৪ । যোহসৌ প্রাণঃ
শরীরকো দেহিনাং । হৃদহসকরঃ । ব্রহ্মাণ্ডমন্ত-
যস্তান্তরেকো যশ্চাপ্যনেকধা । ২৫ । বেদাঃ সর্বেহপি
যং দেবঃ প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ । পরন্তু ব্রহ্মণো রূপং
যন্তু ধারণে লভ্যতে । ২৬ । সোমঃ দেবি মণি-
দেবঃ প্রভাসে সংব্যবহিতঃ । যথা শুভং গৃহং
রত্নং ন কশ্চিদ্ধিকতে নরঃ । ২৭ । প্রভাসে তু
স্থিতং তব্রতদুত্থং গৃহে মম । ততঃ লিঙ্গং পুরা
কল্পে সপ্তপাতালভেদকম্ । ২৮ । কথিতং
কোটিহৃদ্যন্ত প্রলয়ানলসন্নিভম্ । তেন কালারি-
ক্রেতি প্রোক্তং সোমেশ্বরঃ পুরা । ২৯ । ইতি
দেবি সমাসেন কথিতং তব পার্শ্বতি । সোমেশ্বরস্ত
মাষ্টাশ্চ সর্বপাতকনাশনম্ । ৩০ ।

ইতি জীকান্দে জীসোমেশ্বরৈরর্থব্যবর্ননঃ

নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ । ৮ ।

কুজনাথ প্রভৃতি পর্যায়বাচক নামে প্রসিদ্ধ । হে
দেবেশি ! আমি ভক্তগণের প্রতি অগ্রহে বাসনায়
সেই লিঙ্গে অবস্থানপূরক নরগণের যাবতীয় তুচ্ছতি
বিনাশ করিয়া থাকি । ইহাতে সংশয় নাই । অয়ি
দেবি ! এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঐহার অভ্যন্তরে বির-
জিত, যিনি এক হইয়াও অনেকাকারে পরিদৃষ্টমান,
বেদ সকল ও মহর্ষিগণ ঐহাকে নিরন্তর প্রশংসা
করেন, ঐহার সহায়তায় পরব্রহ্মের রূপ প্রত্যক্ষ
করা যায়, দেহিগণের দেহসংকারী সেই প্রাণ, ঐহার
রূপান্তর মাত্র, সেই মহাদেব প্রভাসে সোমেশ লিঙ্গ-
রূপে বিরাজমান । গৃহমধ্যে রত্ন যেমন শুভভাবে
রক্ষিত হইলে, সাধারণ মানব তাহা জানিতে পারে
না, প্রভাসে মদীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত উক্ত সোমেশ
লিঙ্গও তাহা রত্নরূপ । পূর্বে কল্পে উক্ত লিঙ্গ সপ্ত
পাতাল ভেদ করিয়া উখিত হইয়াছিল; উহার
জ্যোতিঃ কোটিহৃদ্যসম এবং উহা প্রলয়ানলতুল্য
সুদীপ্ত ছিল; তজ্জন্ত পুরাকালে সেই সোমেশ্বর
দেব কালোয়িক্রম নামে উক্ত হইয়াছেন । হে দেবি,
পার্শ্বতি ! এই আমি তোমার নিকট সোমেশ্বর
দেবের সর্বপাতকনাশক মাষ্টাশ্চ সংক্ষেপে কহি-
লাম । ১৭—৩০ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাবাচ । দিব্যং ভেজো নমস্তামি যস্মৈ দৃষ্টং
পুরাতনম্ । কালারিকুমধ্যস্থং প্রভাসে শঙ্করোক্ত-
বম্ । ১ । যো বেদসজ্জৈব বিভিঃ পুঞ্জৈর্কৈরদোক্ত-
ঘোগৈরপি ইজ্যমানঃ । তং দেবদেবং শরণং
ব্রহ্মামি সোমেশ্বরং পাপবিনাশহেতুং । ২ । দেবদেব
জগন্নাথ ভক্তাভ্যুগ্রহকারক । সংশয়ো হৃদি মে
কশ্চিত্তং ভবাক্ষেপ্তুমর্হতি । ৩ । ঐশ্বর উবাচ । কঃ
সংশয়ঃ সমুৎপন্নস্তব দেবি যশস্বিনি । তস্মৈ কথয়
কল্যাণি তৎসর্বং কথ্যমাহম্ । ৪ । দেব্যাবাচ ।
যদি ত্বং চ মহাদেবো যুগমালা কথং কৃত্য । অনাদি-
নিধনো ধাতা সৃষ্টিসংহারকারকঃ । ৫ । ততো
বিহস্ত দেবেশঃ শঙ্করো বাক্যমব্রবীৎ । অনেক-
যুগকোটিভির্থা মে মালা বিরাজতে । ৬ । নারায়ণ-
সহস্রাণাং ব্রহ্মণামযুতস্ত ৫ । কৃত্য শিরঃকরেণীতি-
রনাদিনিধনা ততঃ । ৭ । অস্তো বিফুচ্চ ভবতি
অস্তো ব্রহ্মা ভবত্যপি । কল্পে কল্পে মহা সৃষ্টিঃ

নবম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—আমি পুরাকালে প্রভাসকেই
কালারিক্রমের অভ্যন্তরে যে শঙ্করভেজ বিলোকন
করিয়াছিলাম, সেই দিব্য ভেজকে আমি নমস্কার
করি । মহর্ষিগণ ঐহাকে বেদচতুষ্টয়, বৈদিক
যোগনিচয়, ও পুরাণসমুদয় দ্বারা অর্চনা করেন,
আমি সেই পাপবিনাশকারণ দেবদেব সোমে-
শ্বরের শরণাপন্ন হইলাম । হে ভক্তাভ্যুগ্রহকারক,
দেবদেব, জগন্নাথ ! আমার হৃদয়ে একটা সন্দেহ
আছে, আপনি তাহা ছেদন করুন । ঐশ্বর
কহিলেন,—অয়ি যশস্বিনী দেবি ! তোমার কি
সংশয় জন্মিয়াছে ? অয়ি কল্যাণি ! আমাকে
তাহা বল, আমি তৎসমস্তের সহস্র প্রদান
করিবো । দেবী কহিলেন,—হে দেব ! আপনি
তো সৃষ্টি-সংহারকারক, আদ্যন্তবর্জিত, ধাতা,
মহাদেব; তবে আপনি সেই সৃষ্টির প্রাক-
কালে যুগমালা করিলেন কি প্রকারে ? দেবীর
এই কথা শুনিয়া দেবেশ্বর শঙ্কর সহস্র আশ্চর্য
কহিলেন,—হে দেবি । আমার সেই বহুকোটি-
যুগশোভিতা যুগমালা, সহস্র সহস্র নারায়ণ ও
অযুত অযুত ব্রহ্মার যুগ দ্বারা বিরচিত; সেই
কল্পই উহা আদ্যন্তবর্তিত । কল্পে কল্পেই পৃথক

কল্পে বিষ্ণু প্রজাপতিঃ ৮। অহমেবংবিধো দেবি
ক্ষেত্রে প্রভাসিকে স্থিতঃ। কালাগ্নিলিঙ্গমূলে তু
মুণ্ডমালাবিভূষিতঃ ৯। অক্ষশূভ্রধরঃ শান্ত আদি-
মধ্যান্তবর্জিতঃ। পদ্মাসনস্থো বরদো হিমকুন্দেন্দু-
সন্নিভঃ ১০। মমবামে স্থিতো বিষ্ণুর্দক্ষিণে চ পিতা-
মহঃ। জঠরে চতুরো বেদাঃ হৃদয়ে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
১১। অগ্নিঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ লোচনেষু ব্যবস্থিতাঃ।
১২। এবংবিধো মহাদেবি প্রভাসে সংব্যবস্থিতঃ।
আপ্যতস্থং সমানীতে মা তে কুং সংশয়ঃ ক্ৰিৎ ১৩।
১৪। এবমুক্তা তদা দেবী হর্ষগদগদয়া গিয়া।
তুষ্ঠাব দেবদেবেশঃ ভক্ত্যা পরময়া যুতা ১৫।
দেব্যুবাচ। জয় দেব মহাদেব সর্বভাবন ঈশ্বর।
নমস্তেহং সুরেশায় পরমেশায় বৈ নমঃ ১৬।
অনাদিসৃষ্টিকর্ত্রে চ নমঃ সর্বগতায় চ। সর্বস্থায়
নমস্তভ্যং ধায়াং ধায়ৈ নমোহং তে ১৭। যড়-
জায় নমস্তভ্যং ছাদশান্তায় তে নমঃ। হংসভেদ

পৃথক ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, মৎকর্জক সৃষ্ট হন; একত্ব
প্রতি করে পৃথক পৃথক ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জন্মিগা
ধাকেন। হে দেবি! আদ্যন্ত মধ্যরহিত আমি,
এই প্রভাসক্ষেত্রের কালাগ্নি লিঙ্গের মূল প্রদেশে
মুণ্ডমালাভূষিত, অক্ষশূভ্রধর, হিম-কুন্দ-চন্দ্রসম-
কান্তি, পদ্মাসনাসীন, বরদানোদ্যত, শান্তরূপে
অবস্থান করিতেছি। আমার বামভাগে বিষ্ণু,
দক্ষিণভাগে ব্রহ্মা, জঠরে বেদচতুষ্টয়, হৃদয়ে শাশ্বত
ব্রহ্ম, এবং লোচনে অগ্নি সোম ও সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত।
হে দেবি! জলতন্দের সারভাগ হইতে সমুৎ-
পাদিত প্রভাসক্ষেত্রে আমি এবমুতরূপে অবস্থান
করিতেছি। এ বিষয়ে তোমার যেন কোন সংশয়
না হয়। এই কথা শুনিয়া দেবী পার্শ্বতী তখন
পরম ভক্তিসহকারে হর্ষ-গদগদ বাক্যে সেই দেব-
দেবপুত্রমহেশ্বরকে স্তুব করিতে লাগিলেন। ১—১৪।
দেবী কহিলেন,—হে সর্বপালক ঈশ্বর মহাদেব!
আপনার জয় হউক। হে দেব! আপনি সুরে-
শ্বর, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পরমেশ্বর,
আপনাকে নমস্কার। আপনি অনাদি সৃষ্টিপ্রবা-
হের কর্তা, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্বব্যাপী,
আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্বভূতে প্রতিষ্ঠিত,
আপনাকে নমস্কার। আপনি তেজঃসমুৎস্রের ও
তেজঃস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি
স্থিতিবুদ্ধাদি যড়বিধ-বিকারবিনাশী, আপনাকে
নমস্কার। আপনিই দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি,—

নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং মোক্ষদ ১৭। ইতি ভক্ত-
স্তদা দেব্যা প্রচলচ্চন্দ্রশেখরঃ। ততস্তষ্টৈশ্চ ভগবানিদং
বচনমবরবীৎ ১৮। ঈশ্বর উবাচ। সাধুসাধু মহা-
প্রাজ্ঞে তুষ্ঠৌহং স্মিয়তাং বরঃ ১৯। দেব্যুবাচ।
যদি তুষ্ঠৌহসি দেবেশ বরার্থা যদি বাপ্যাহম্। প্রভাস-
ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং পুনর্বিস্তরতো বদ ২০। কুতেশ
ভগবান্ বিষ্ণুর্দৈত্যানামন্তকাগ্রীঃ। স কস্মাদ্ভারকাং
হিবা প্রভাসক্ষেত্রমাশ্রিতঃ ২১। যষ্টিতীর্থসহস্রাণি
যষ্টিকোটিশতানি চ। দ্বারকামধ্যসংস্থানি কথং
স্তকরুতবান্ হরিঃ ২২। অমরৈরাবুতাং পুণ্যাং
পুণ্যকৃতির্নিবেষিতাম্। এবং তাং দ্বারকাং ত্যক্তা
প্রভাসং কথমাগতঃ ২৩। দেবমাহুযয়োর্দেতা
দ্যোভুবোঃ প্রভবো হরিঃ। কিমর্থং দ্বারকাং
ত্যাক্তা প্রভাসে নিধনং গতঃ ২৪। যন্তকত্রং
বর্জয়ত্যেকো মাহুযাণাং মনোময়ম্। প্রভাসে স
কথং কালং চক্রে চক্রভূতাং বরঃ ২৫। গোপায়নং
যঃ কুরুতে জগতঃ সার্বলৌকিকম্। স কথং ভগ-
বান্ বিষ্ণুঃ প্রভাসক্ষেত্রমাশ্রিতঃ ২৬। যোহন্তকালে

এই ছাদশবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনাকে
নমস্কার। আপনিই হংস নামক প্রাণবায়ুর ভেদ
করেন, অর্থাৎ আপনার রূপাই ‘হংস’কে ‘সোহংস’
রূপে পরিণত করা যায়, আপনাকে নমস্কার।
আপনিই মোক্ষদাতা, আপনাকে নমস্কার। দেবী
কর্জক এইরূপে ভক্ত হইয়া ভগবান্ চন্দ্র-চন্দ্রশেখর
তখন সন্তুষ্ট হইলেন এবং দেবীকে এই কথা কহি-
লেন, অগ্নি মহাপ্রাজ্ঞে! সাধু সাধু! আমি সন্তুষ্ট হই-
য়াছি; তুমি বর গ্রহণ কর। দেবী কহিলেন,—হে
দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমি
যদি বরযোগ্য হইয়া থাকি, তবে পুনরায় সর্বিস্তার
সেই প্রভাসক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। দৈত্য-
স্তকবর সর্বভূতপতি ভগবান্ বিষ্ণু, দ্বারকা পরিহার
করিয়া কিজন্ত সেই প্রভাসক্ষেত্রের আশ্রয় লইয়া-
ছেন? দ্বারকায় যষ্টি শতকোটি-যষ্টি সহস্র তীর্থ
বিরাজমান; হরি তৎসমস্ত তীর্থে অবজ্ঞাপ্রদর্শন
করিলেন কিজন্ত? দ্বারকা—অমরনিকরসমাবৃত্তা ও
পুণ্যকারী জনগণে নিষেবিতা; সেই দ্বারকা
ছাড়িয়া তিনি প্রভাসে আসিয়াছিলেন কিজন্ত?
অমর-নরনেতা, দৈবমানব লোকবর্ষের পালক হরি,
কি নিমিত্ত দ্বারকা পরিহারপূর্ব্বক সেই প্রভাসে তহু-
ত্যাগ করিয়াছিলেন? যে অধিতীয় পুরুষ মনো-
ময় চক্রদ্বারা নরগণকে পারচালিত করেন, সেই

জলং পীত্বা কৃত্বা ভোয়ময়ং বপুঃ । লোকমেকাগবঃ
চক্রে দৃষ্ট্যা দৃষ্টেন চান্ধনা ॥ ২৭ ॥ স কথং
পঞ্চতাং প্রাপ প্রভাসে পার্বতীপতে । যঃ পুরাণে
পুরাণাশ্চা বরাহঃ বপুঃস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ উদ্ধার
মহীঃ কৃত্বা সশৈলবনকাননাং । স কথং ত্যক্তবান
গাজং প্রভাসে পাপনাশনে ॥ ২৯ ॥ যেন সৈ হং বপুঃ
কৃত্বা হিরণ্যকশিপুহৃতঃ । স কথং দেবদেবেশঃ
প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ ॥ ৩০ ॥ সহস্রচরণং দেবং
সহস্রাকং মহাপ্রভম্ । সহস্রশিরসং বেদা যমাহর্ষে
যুগেযুগে ॥ ৩১ ॥ তত্ভাজ স কথং দেবঃ প্রভাসে
যং কলেবরম্ । নাভ্যরপাং সমুদ্ভূতঃ যন্ত পৈতা-
মহং গৃহম্ ॥ ৩২ ॥ একাৰ্ণবগতে লোকে তৎপঙ্কজ-
মপঙ্কজম্ । যেনোদ্ধতঃ কণেনৈব প্রভাসস্থঃ স
কিং হরিঃ ॥ ৩৩ ॥ উত্তরাংশে সমুদ্রস্ত কীরোদস্তা-
নুতোদধেঃ । যঃ শেতে শাশ্বতঃ যোগমাস্থায়
পরবীরহা । স কথং ত্যক্তবান দেহঃ প্রভাসে

চক্রধারী জীহরি, কোন কারণে সেই প্রভাসক্ষেত্রে
কালের বস্তুতা স্বীকার করিয়াছিলেন? যিনি সর্প-
লোকের পালন করেন, সেই ভগবান বিষ্ণু উক্ত
প্রভাসক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়াছিলেন কেন? যিনি
কল্মাশকালে দৃষ্টমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক জলপান দ্বারা
স্বীয় কায় জলময় করিয়া দৃষ্টমায়ে লোক সকলকে
একাৰ্ণবাকারে পরিণত করেন, হে গিরিজাপতে!
তিনি কি কারণে প্রভাসক্ষেত্রে পঞ্চদ্রপ্রাপ্ত হই-
লেন? পুরাণে শুনিতে পাই, যে পুরাণ
পুরুষ, বরাহশরীর পরিগ্রহ করিয়া শৈলবন-
কাননবতী সমগ্রা বসুমতীকে উদ্ধার করিয়া-
ছিলেন, তিনি কিহেতু উক্ত পাপনাশন প্রভাস-
ক্ষেত্রে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন? যিনি
নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া হিংস্রকশিপুকে সংহার
করিয়াছিলেন, সেই দেবদেবেশ হরি কিজন্ত
প্রভাসক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়াছিলেন? দেব সকল
ঋষীকে যুগে যুগে সহস্রচরণ, সহস্রনয়ন, সহস্র-
শিরা, মহাজ্যোতির্ময় দেব বলিয়া বর্ণন করেন, সেই
দেব, প্রভাসে স্বীয় কলেবর পরিহার করিলেন
কিজন? জগৎ একাৰ্ণবীকৃত হইলে ঋষার নাভি-
ক্ষেত্রে পিতামহের বাসগৃহরূপ অপঙ্কজ পঙ্কজ সমু-
দ্ভূত হইয়াছিল, এবং যিনি কণমায়েই সেই পদ্ম-
লীকে একাৰ্ণব জলের উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন,
সেই হরি কিহেতু প্রভাসে যাইয়া বাস করিয়া-
ছিলেন? যে পরবীরসংহারী হরি, সেই একাৰ্ণব-

পারমেস্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ হব্যাদান যঃ সুরাশ্চক্রে
কব্যা দাশ পিতৃনপি । স কথং দেবদেবেশঃ প্রভাসং
ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ ॥ ৩৫ ॥ যুগোদ্ধরপং যঃ কৃত্বা রূপং লোক-
হিতায় বৈ । ধর্মমুক্তরতে দেবঃ স কথং ক্ষেত্র-
মাশ্রিতঃ ॥ ৩৬ ॥ ত্রয়ো বর্ণাস্থয়ো লোকোদগৈ-
বিদ্যাং পাঠকাম্বয়ঃ । ত্রৈকাল্যং ত্রীণি কৰ্ম্মাণি ত্রয়ো
দেবাস্থয়ো গুণাঃ ॥ ৩৭ ॥ যেন পুরা দেবঃ স কথং
ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ ॥ ৩৮ ॥ যা গতির্কর্ম্মযুক্তানামগতিঃ
পাপকর্ম্মিণাম্ । চাতুর্য্যস্ত প্রভবশ্চাতুর্য্যস্ত
রক্ষিতা ॥ ৩৯ ॥ চাতুর্য্যদ্যন্ত যো বেত্তা চাতুর্য্যম্য-
সংস্থিতিঃ । কাম্যং স দ্বারকাং হিহা প্রভাসে
পঞ্চতাং গতঃ ॥ ৪০ ॥ দিগন্তরঃ নভো
ভূমিপো বায়ুর্জৈতবনুঃ । চন্দ্রসূর্য্যদ্বয়ং জ্যোতি-
যুগেশঃ কণদাতৃঃ ॥ ৪১ ॥ যঃ পরং ক্ষয়তে
জ্যোতির্জৈতং পরং ক্ষয়তে তপঃ । যঃ পরং পরতঃ
প্রোক্তঃ পরং যঃ পরমাত্মবান ॥ ৪২ ॥ আদিত্যাদিচ
যো দিব্যো যশ্চ দৈত্যাত্মকো বিভূঃ । স কথং
দেবকীসুহৃৎ প্রভাসে সিদ্ধিমীম্বান ॥ ৪৩ ॥
যুগান্তে চাতুর্য্যকো যশ্চ যশ্চ লোকাঙ্ককাম্বয়ঃ ।

কালে, নিত্য-যোগবলে কীরাত্মসাগরের উত্ত-
রাংশে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বর কিজন্ত
উক্ত প্রভাসে তত্ত্বত্যাগ করিয়াছিলেন? ১৫-১৪ ।
যিনি দেবগণকে হব্যভোজী ও পিতৃগণকে কব্যা-
ভোজী করিয়াছেন সেই দেবদেবেশ হরীকেশ
কি নিমিত্ত প্রভাসক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়াছিলেন?
যে দেব, লোকহিতবিধানার্থে যুগোচিত মূর্তি-
পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করেন, তিনি
প্রভাসক্ষেত্রে আশ্রয় করিলেন কিজন? যিনি
ধার্ম্মিকদিগের গতি, পাপীদিগের দুর্গতি, বর্ণচতু-
ষ্টয়ের প্রবর্তক, চাতুর্য্য ধর্ম্মের রক্ষক, বিদ্যাচতু-
ষ্টয়ের বেত্তা, ও চতুর্বিধ আশ্রমধর্ম্মের প্রতিপালক,
সেই হরি কিজন দ্বারকা ছাড়িয়া প্রভাসে প্রাণত্যাগ
করিলেন? যিনি দিক, দিগন্তর, অন্তরীক্ষ, ভূমি,
বায়ু, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, জ্যোতি, যুগেশ্বর,
ও রাজমূর্তি; যিনি পরম জ্যোতি ও পরম তপস্তা
বলিয়া ক্ত হন, যিনি পরেরও পরবর্তী বলিয়া
উক্ত হন, যিনি জগৎপারবর্তী পরমাত্মা, যিনি
আদিত্যাদি দিব্যগ্রহরূপী, এবং যিনি দৈত্যগণের
অন্তকারী, সেই বিষ্ণু দেবকীনন্দন, কিজন প্রভাসে
পঞ্চতলাভ করিলেন? যিনি যুগান্ত কালে সমগ্র
জগতের অন্তকারী, যিনি লোকাঙ্ককেরও অন্তক,

সেতুর্ঘো লোকসন্তানাং মেধো যো মেধাকর্শুণাম্ ।
৪৩ বেতা বো বেদবিহ্বাং প্রভূর্ঘঃ প্রভবান্বনাম্ ।
সোমভূতস্ত ভূতানামগ্নিভূতোহগ্নিবর্ধনাম্ । ৪৪ ।
মহুঘাণাং মনোভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্ । বিনয়ো
নয়ভূতানাং তেজস্তেজস্বিনামপি । ৪৫ ।
বিগ্রহো বিগ্রহাণাং যো গতির্গতিমতামপি । স কথং পদ্মজ-
প্রাণঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাব্রিতঃ । ৪৬ ।
সূত উবাচ । ইতি প্রোক্তস্তদা দেব্যা শকরো লোকশকরঃ ।
উবাচ প্রহসন বাক্যং পার্শ্বতীং বিজসন্তমাঃ । ৪৮ ।
ঈশ্বর উবাচ । শূণ্ণং দেবি প্রবক্যামি প্রভাসক্ষেত্র-
বিস্তরম্ । রহস্যং সর্বপাপহরং দেবানামপি দুর্লভম্ ।
৪৯ ।
দেবি ক্ষেত্রাণ্যনেকানি পৃথিব্যাং সন্তি
ভামিনি । তীর্থান কোটিসংখ্যানি প্রভাবস্তেষু
সংখ্যায়া । ৫০ ।
অসংখ্যেয়প্রভাবং হি প্রভাসং
পরিকীর্তিতম্ । ব্রহ্মতত্ত্বং বিষ্ণুতত্ত্বং রোদ্ৰতত্ত্বং

লোকসকলের যিনি মর্যাদাসেতুস্বরূপ, পবিত্র
কর্শুণমুহুরও যিনি পবিত্র, বেদবিদগণের মধ্যে
যিনি প্রধান বেতা, প্রভাবশালীদিগেরও যিনি
প্রভু, সোম্য ভূতগণের মধ্যে যিনি সোমরূপী,
উষ প্রাণিগণমধ্যে যিনি অগ্নিস্বরূপ, মহুঘাগণের
যিনি মন, তপস্বীদিগের যিনি তপস্তা, নীতিবিদ-
গণের যিনি বিনয়, তেজস্বীদিগের যিনি
তেজ, শরীরীদিগের যিনি শরীর, এবং গতিমান-
দিগের যিনি গতি, সেই হ্রস্বি কি হেতু ব্যরকা
পর্যহার করিয়া প্রভাসক্ষেত্রের আশ্রয় লইয়া-
ছিলেন? আকাশ হইতে বায়ু জন্মে; এজন্ত বায়ুর
প্রাণ আকাশ, হতাশনের প্রাণ বায়ু এবং দেবগণের
প্রাণ হতাশন; ভগবান্ মহুঘদন সেই হতাশনের
প্রাণ-স্বরূপ, আর যিনি ব্রহ্মারও প্রাণরূপী; ঈদৃশ
মহাশক্তি হ্রস্বি কি হেতু প্রভাসক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া-
ছিলেন? ১১৫—৪৭। সূত কহিলেন, হে বিজসন্তমগণ!
দেবী এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, লোকশকর শকর
সহস্র আশ্রয়ে কহিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহি-
লেন,—হে দেবি! তুমি শ্রবণ কর, সেই প্রভাস-
ক্ষেত্রে দেবর্জ্যেয় সর্বপাপহর রহস্য আমি
সুবিস্তরে বলিতেছি। অগ্নি দেবি! এই পৃথিবীতে
অনেকানেক ক্ষেত্র ও কোটি কোটি তীর্থ আছে
বটে, পরন্তু তৎসমস্তের প্রভাবের সংখ্যা আছে;
কিন্তু প্রভাস ক্ষেত্রের প্রভাবের সংখ্যা নাই;
এইরূপই কীর্তিত হইয়া থাকে। অগ্নি পার্শ্বতি!
ব্রহ্মতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব,—এই তত্ত্বত্রয়ের একজ

তঃ পর চ ৫১ । তত্র ভূতঃ সমাযোগো দুর্লভো-
হস্তেব পার্শ্বতি । প্রভাসে দেবদেবেশি তত্ত্বানাং
ত্রিতয়ং স্থিতম্ । ৫২ ।
চতুর্বিংশতিতত্ত্বৈশ্চ ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । বালরূপী চ নারায়ণ তত্ত্বস্থানে স্থিতঃ
স্বয়ম্ । ৫৩ ।
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামধিপো দেবতাত্রয়ীঃ ।
তস্মিন স্থানে স্থিতঃ সাক্ষীদৈত্যানামন্তকঃ শুভে ।
৫৪ ।
অহং দেবি ত্রয়া সাক্ষিঃ ষট্‌ত্রিংশতত্বসংযুতঃ ।
নিবসামি মহাভাগে প্রভাসে পাপনাশনে । ৫৫ ।
এবং তত্ত্বময়ং ক্ষেত্রং সর্বতীর্থময়ং শুভম্ । প্রভাস-
মেব জানীহি মা কার্য্যঃ সংশয়ঃ কচিৎ । ৫৬ ।
অপি
কীটপতঙ্গা যো ব্রহ্মস্তু তত্র ঘেনরয়াঃ । তেহপি
যাস্তি পরং স্থানং ন ত্র কার্য্য্য বিচারণা । ৫৭ ।
ত্রিয়োম্নেক্ষাশ্চ শূদ্রশ্চ পশবঃ পক্ষিণো যুগাঃ ।
প্রভাসে তু মুক্তা দেবি শিবলোকং ব্রজন্তি তে । ৫৮ ।
কামক্রোধেন যে বদ্ধা লোভেন চ বশীকৃতাঃ ।
অজানতিমিহ ব্রাহ্মণা মায়াতবে চ সংস্থিতাঃ । ৫৯ ।
কালপাশেন যে বদ্ধা তৃকাঞ্জালেন মোহিতাঃ ।
অধর্ম্মনিরতা যো চ যে চ তিষ্ঠন্তি পাশিনঃ । ৬০ ।
ব্রহ্মরাক্ষস কুহরাক্ষস যো চাশ্চ গুরুতরগণাঃ । মহা-

সংযোগ অপর কোন স্থানেই নাই। হে দেব-
দেবেশি! প্রভাস ক্ষেত্রে উক্ত তত্ত্বত্রয়ই প্রতিষ্ঠিত
আছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা চতুর্বিংশতি তত্ত্বের
সহিত সেখানে বালরূপে বালনামে প্রখ্যাত হইয়া
স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন। অগ্নি শুভে! দৈত্য-
স্বকারী দেববর বিষ্ণুও পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত
সেখানে বিরাজমান রহিয়াছেন। হে মহাভাগে,
দেবি! আমিও ষট্‌ত্রিংশতত্বযুক্ত হইয়া তোমার
সহিত সেই পাপনাশন প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করি-
তেছি। তুমি সেই শুভ প্রভাস ক্ষেত্রে এইরূপ
সর্বতত্ত্বাশ্রয় ও সর্বতীর্থময় বলিয়া অবগত হও,
ইহাতে কোনও সংশয় করিও না। মহুঘের
কথা আর কি বলিব? সেখানে কীট-পতঙ্গাদি
প্রাণীও প্রাণ বিসর্জন করিলে পরম স্থান প্রাপ্ত
হয়। এ বিষয়ে কোনও বিচার করিবার প্রয়োজন
নাই। হে দেবি! স্ত্রী, শ্রেষ্ঠ, শূদ্র, পশু,
পক্ষী, যুগ,—ইহারাও সেই প্রভাসে মরণাপন্ন
হইলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা কাম-ক্রোধে
বদ্ধ, লোভের বশীকৃত, অজান-তিমিরে আক্রান্ত,
মায়ায় সমাবৃত, কালপাশে আবদ্ধ, তৃকাঞ্জালে
মোহিত, অধর্ম্মে নিরত, এবং উৎকট পাপে সংযুক্ত,
আর যাহারা ব্রহ্মঘাতী, কৃতঘ্ন, গুরুদারগামী এবং

পাতকিনশ্যাপি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৬১ ॥
 মাতৃহন্তা নরো যন্ত পিতৃহন্তা তথৈব চ । তে সর্বে
 মুক্তিমায়াস্তি কিং পুনঃ শুভকারিণঃ ॥ ৬২ ॥ ইতি
 জাহ্নবী মহাদেবী দৈত্যানামন্তকোহরিঃ । প্রভাস-
 ক্ষেত্রমাসাদ্য ত্যক্তবান্ স্বঃ কলেবরম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীকামে প্রভাসক্ষেত্রমাংশো প্রভাসক্ষেত্রে
 ঐহিরিহিতপ্রবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ

ঐশ্বর উবাচ । অস্তচ্চ কথয়িষ্যামি রহস্যং তব
 ভামিনি । যন্ন কন্তুচিদাখ্যাভং তত্তে বর্ণি বরা-
 ননে ॥ ১ ॥ পৃথীভাগে স্থিতো ব্রহ্মা অখাং ভাগে
 জনর্দনঃ । তেজোভাগস্থিতো রুদ্রো বায়ুভাগে
 তথৈবরঃ ॥ ২ ॥ আকাশভাগসংস্থানে স্থিতঃ
 সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ৩ ॥ যন্তযন্তৈব যোভাগ-
 স্তশ্মিত্তীর্থীনি যানি বৈ । তন্তুতন্তু ন সন্দেহঃ স
 স এবৈবরঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥ ছাগলগুং হ গুণ
 মাকোটং মণ্ডলৈবরম্ । কালিঙ্গরং বনকৈব শত্ৰু-

কর্ণং হুলৈবরম্ ॥ ৬ ॥ শুলৈবরং চ বিখ্যাতং পৃথী-
 তব্ধে চ সংস্থিতম্ । হরিশ্চন্দ্রঃ চ শ্রীশৈলং জলেশো-
 হ্মান্তিকৈবরম্ ॥ ৬ ॥ মহাকালং মধ্যমং চ কেশরং
 ভৈরবং তথা । পবিজ্ঞাষ্টকমেতন্নি জলসংস্থং বরা-
 ননে ॥ ৭ ॥ অমরেশং প্রভাসং চ নৈমিষং পুষ্করং
 তথা । আষাঢ়িঃ চৈব দণ্ডিঃ চ ভারভূতিঃ চ লাক্ষ-
 লম্ ॥ ৮ ॥ আদিগুহ্যষ্টকং হেতুং তেজস্বৈ প্রতী-
 ষ্টিতম্ । গয়া চৈব কুরুক্ষেত্রং তীর্থং কনখলং তথা ॥
 ৯ ॥ বিমলকাট্টহাসকং মাহেন্দ্রং ভৌমসংজ্ঞকম্ ।
 ষ্ণহাদগুহ্যতরং হেতুং প্রোক্তং বায়ুষ্টকং তব ॥ ১০ ॥
 বরাপথং রুদ্রকোটিক্ষোভৈবরং মহালয়ম্ । গৌকর্ণং
 রুদ্রকর্ণং চ কর্ণাখ্যং স্থাপসংজ্ঞকম্ ॥ ১১ ॥ পবিজ্ঞাষ্টক-
 মেতন্নি আকাশস্থং বরাননে । এতানি তত্ত্বতীর্থানি
 সন্নাগি কথিতানি বৈ ॥ ১২ ॥ যো যন্মিন দেবতা তস্মৈ
 সা তন্মাহাখ্যাহুচিকা । ঔৎকং চ মহাতত্ত্বং বিষ্ণো-
 ন্নাতিপ্রিয়ং প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥ জলশায়ী স্মৃতস্তেন নার-
 য়ণ ইতি ঋতিঃ । আপাতবৈ তু তীর্থানি যানি
 প্রোক্তানি তে যথা ॥ ১৪ ॥ তানি প্রিয়ানি দেবেশি
 ক্রবঃ নারায়ণত্ব বৈ । ঔৎকং চৈব যন্তবং তন্মিন
 প্রাতাসিকং স্মৃতম্ ॥ ১৫ ॥ তত্র দেবো লয়ং যাতি হরি

অপর্যাপন্ন মহাপাতকসমম্বিত, তাহারাত্ত উক্ত
 ক্ষেত্রের মাংশো পরমগতি প্রাপ্ত হয় । যাহারাত্ত
 মাতৃঘাতী বা পিতৃঘাতী, সেই সমস্ত ব্যক্তিও উক্ত
 ক্ষেত্রমাংশো মুক্তি প্রাপ্ত হয়; শুভকর্ম্মদিগের
 আর কথা কি? দৈত্যাস্তকারী ভগবান্ হরি, এই
 তত্ত্ব কথা জানিডেন বলিয়া সেই প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া
 স্বীয় কলেবর পরিহার করিয়াছিলেন ১৪৮—৬০ ।

নবম্যুহধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায় ।

ঐশ্বর-কহিলেন,—অয়ি ভামিনি! তোমায় আর
 অপর একটি রহস্যও বলিতেছি । অয়ি বরাননে !
 যাহা অয়ি অপর কাহারেও বলি নাই, তাহাই
 তোমার নিকট বলিতেছি । পৃথীভাগে ব্রহ্মা, জল-
 ভাগে বিষ্ণু তেজোভাগে রুদ্র বায়ুভাগে ঐশ্বর,
 এবং আকাশভাগে সাক্ষাৎ সদাশিব প্রতিষ্ঠিত ।
 ষাণ্ডার ষাণ্ডার ষাণ্ডা ভাগ, সেই সেই ভাগে যে
 যে তীর্থ প্রতিষ্ঠিত, সেই সেই তীর্থও সেই সেই
 দেবতাই অবস্থিত । ইহাতে সন্দেহ নাই । ছাগ-
 লগু, হুগু, মাকোট, মণ্ডলৈবর, কালিঙ্গবন,

শত্ৰুকর্ণ, হুলৈবর, এবং বিখ্যাত শুলৈবর, ইহার
 পৃথীতবে প্রতিষ্ঠিত । হরিশ্চন্দ্র, শ্রীশৈল, কালেশ,
 হ্মান্তিকৈবর, মহাকাল, মধ্যম, কেশর, ভৈরব,
 অয়ি বরাননে ! এই অষ্ট পবিজ্ঞক্ষেত্র, জন-০৭
 প্রতিষ্ঠিত । অমরেশ, প্রভাস, নৈমিষ, পুষ্কর,
 আষাঢ়ি, দণ্ডি, ভারভূতি, লাক্ষল,—আদি গুহ্য এই
 অষ্টক্ষেত্র তেজস্বৈ প্রতিষ্ঠিত । গয়া, কুরুক্ষেত্র,
 কনখল, বিমল, অট্টহাস, মাহেন্দ্র, ভৌম,—এই সকল
 গুহ্যতিগুহ্যক্ষেত্র বায়ুতবে প্রতিষ্ঠিত । বরাপথ,
 রুদ্রকোট, ক্ষোভৈবর, মহালয়, গৌকর্ণ, রুদ্রকর্ণ,
 বর্ণতীর্থ, স্থাপতীর্থ, অয়ি বরাননে ! এই পবিজ্ঞ
 অষ্টতীর্থ আকাশতবে প্রতিষ্ঠিত । এই আমি
 তোমার নিকট তত্ত্বতীর্থ সকলের বর্ণন করিলাম ।
 যে তবে যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত, সেই দেবতা উক্ত
 তব্ধেই মাংশাহুকে । অয়ি প্রিয়ে ! অতুল
 উদকতত্ত্ব বিষ্ণুর অতি প্রিয় ; এই জন্তই ঋতিতে
 নারায়ণকে জলশায়ী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ।
 হে দেবেশি ! জলতত্ত্বপ্রতিষ্ঠিত যে সকল তীর্থের
 কথা আমি তোমাকে কহিলাম, সেই সমস্ত তীর্থ
 নারায়ণের অভাব প্রিয় ; সন্দেহ নাই । প্রভাস
 ক্ষেত্রও জলতবে প্রতিষ্ঠিত । ভগবান্ হরি জয়ে

জন্মনিজন্মনি। স বাসুদেবঃ স্মৃত্বা পরাংপরতরে
স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥ স শিবঃ পরমং বোম অমানিনিধনে
বিভূঃ। তস্মাৎপরতরং নাস্তি সর্বশাস্ত্রাগমেষু চ
১৭ ॥ সিদ্ধান্তাগমবেদান্তদর্শনেষু বিশেষতঃ। হেঃ
চৈব ন ভিন্নম্ ময়া সাক্ষং যশস্বিনি ॥ ১৮ ॥ তস্মিন
স্থানে হরিঃ সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষেন তু সস্থিতঃ। গিজে-
শ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তো জায়তে ন চ কেনচিৎ ॥ ১৯ ॥
মোক্ষার্থং নৈষ্টিকৈর্কর্ণৈর্ব্রতৈশ্চৈব তু যৎকলম্। তৎ
কলং সমবাপ্নোতি ভদ্মকাতীর্থদর্শনং ॥ ২০ ॥
গোচর্যমাত্রং তৎস্থানং সমস্তাৎপরমগুণম্। ন হি
কশ্চিৎকিঞ্জনাস্তি বিনা শাস্ত্রেণ ভামিনি ॥ ২১ ॥
বিষুবং বহতে তত্র নৃণামন্যাপি পার্শ্বতি। পঞ্চলিঙ্গানি
ভক্ত্রেব পঞ্চবজ্রাণি কানিচিৎ ॥ ২২ ॥ কুরুটীগু-
প্তমানি মহাত্মানি কানিচিৎ। সর্পেণ বেষ্টিতাস্তেব
চিহ্নিতানি ত্রিশূলিভিঃ ॥ ২৩ ॥ তেবাং দর্শনমাত্রেন
কোটিলিঙ্গার্চনং ফলম্। তস্মাদিদং মহাশ্রেয়ঃ
ব্রহ্মদৈব্যঃ সেব্যতে সপা ॥ ২৪ ॥ ঋতিমস্তি

জন্মে সেই প্রভাস ক্ষেত্রে লব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন
সেই বাসুদেব স্মৃত্বা; তিনি পরাংপরতরে প্রতি-
ষ্ঠিত। সেই বিভূই শিব, পরম বোম ও জন্মমরণ-
হীন। তদপেক্ষা পরবর্তী অপর কিছুই নাই;
সর্বশাস্ত্রের ও সমস্ত আগমের ইহাই মত। অগ্নি
যশস্বিনি! বিশেষতঃ সিদ্ধান্তে, আগমে ও বেদান্ত
শাস্ত্রে আমার সহিত সেই বিষ্ণুর সর্বথা অভেদ
প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ১—১৮। সেই প্রভাস
ক্ষেত্রে হরি, অপর চারিটি লিঙ্গের সহিত মিলিত
হইয়া প্রত্যক্ষমূর্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন। এতদ্ব
কেহই জ্ঞাত নহে। মোক্ষার্থক নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্য
এবং অপরাপর বিবিধ ব্রতচরণে যে ফল, ভদ্মকা-
তীর্থদর্শনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। সেই
স্থানের পরিমাণ গোচর্যমাত্র। উহা সর্বথা মণ্ডলা-
কার। অগ্নি ভামিনি! শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে
কেহই সেই উত্তম স্থান পরিজ্ঞাত নহে। হে
পার্বতি! অদ্যাপি সেখানে বিষুবরেখা দর্শনগোচর
হয়; সেই জন্তই এই ক্ষেত্র, মানবগণের বিষুব-
সংক্রান্তিবৎ পূণ্যজনক। সেই স্থানে যে পাঁচটি
লিঙ্গ আছে, তাহার কোনটি পঞ্চমুখ, কোনটি
কুরুটীপ্ৰমাণ ও কোনটি অতিশয় স্থূল; সেই সকল
লিঙ্গ, সর্পবেষ্টিত ও ত্রিশূলচিহ্নে চিহ্নিত। সেই
সমস্ত লিঙ্গের দর্শনমাত্রই কোটি লিঙ্গার্চনের
ফললাভ হয়। সেই জন্তই উক্ত মহাক্ষেত্র,

বিপ্রেস্ত্রেঃ সংদীক্ষত তপস্বিভিঃ। প্রতিমাসং তথা-
ষ্টম্যাং প্রতিমাসং চতুর্দশীম্ ॥ ২৫ ॥ শশিতানুপরাগে
বা কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষতঃ। প্রভাসস্থানি লিঙ্গানি
প্রপূজ্যন্তে বরাননে ॥ ২৬ ॥ সরিহতী কুরুক্ষেত্রে
সর্বস্বতীর্থাযতঃ সহ। পুঙ্করং নৈমিষং চৈব প্রয়াগং
সপৃথুদকম্ ॥ ২৭ ॥ ষষ্টিতীর্থসংস্থানি ষষ্টিকোটী-
শতানি চ। মাঘ্যাং মাঘ্যাং সমেষান্তি সরস্বত্যাক্টি-
সঙ্গমে ॥ ২৮ ॥ অরুণাস্ত্রস্ত তীর্থস্ত নামসংকীর্ণনাদপি।
মৃত্যুকালভাব্যাপি পাপং ত্যাক্ষ্যন্তি সুরতে ॥ ২৯ ॥
আনর্ভসারং সৌম্যং চ তথা ভুবনভূষণম্। দিব্যং
পাকনদং পুণ্যমাদিগুহ্যং মলোদয়ম্ ॥ ৩০ ॥ সিদ্ধি-
রভ্যাকরং নাম সমুদ্রাবরণং তথা। ধর্ম্মাধারং কলা-
ধারং শিবগর্ভগৃহং তথা ॥ ৩১ ॥ সরদেবনিবেশং চ
সর্বপাতকনাশনম্। অস্ত্রক্ষেত্রস্ত নামানি কল্পে
কল্পে পৃথক প্রিয়ে ॥ ৩২ ॥ আয়ামাদীনী জানৌহি
গুহ্যানি সুরসুন্দরি। আদ্যে কল্পে পুরা দেবি
প্রমোদম্মিতি স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ নন্দনঃ পরিতস্তস্ত
তস্তাপি পরতঃ শিবম্। শিবাংপরতরং চোগ্রং

ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋতিমান প্রভৃতি সিদ্ধ
তপস্বী দ্বিজগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া থাকে।
প্রতিমাসের অষ্টমী, প্রতিমাসের চতুর্দশী, কার্ত্তিকী
পূর্ণিমা, চৈত্ৰমুখ্যগ্রহণ,—এই সমস্ত পুণ্য কালে,
হে বরাননে! প্রভাস ক্ষেত্রস্থ সেই সমস্ত
লিঙ্গের অর্চনা করা কর্তব্য। সরিহতী, কুরু-
ক্ষেত্র, পুঙ্কর, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, পৃথুদক
প্রভৃতি যত তীর্থ আছে,—সেই ষষ্টিকোটী ষষ্টি-
সংস্থ তীর্থ, প্রত্যবৎসর মাঘীপূর্ণিমায় সরস্বতী-
সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে। অগ্নি
সুত্রতে! মৃত্যুকালে উক্ত তীর্থের স্মরণ, বা নাম-
সঙ্কীর্ণন করিলে মানব তৎক্ষণাৎ নিম্পাপ হয়।
সেই প্রভাসস্থ পাকনদ তীর্থ অতীব পুণ্যজনক।
সেই দিব্য তীর্থ আনর্ভদেশের সারস্বরূপ, সৌম্য
কার ও ভুবনের ভূষণ; উহা মহাত্ম্যাদয়বিধায়ক,
সিদ্ধিরূপ রত্নের আকরজুত, সমুদ্রের আবরণনিভ,
ধর্ম্মের আধার, কলাসকলের আশ্রয়, সর্বদেবতার
আবাসস্থল, সর্বপাতকহর ও শিবের অস্তগৃহ-
স্বরূপ। প্রিয়ে! কল্পে কল্পেই এই ক্ষেত্র বিভিন্ন
নামে প্রখ্যাত হয়। উহার দৈর্ঘ্য-বিস্তারও অতীব
গুহ্য। হে সুরসুন্দরি! আদি কল্পে ইহার নাম
হইয়াছিল প্রমোদন। তার পর নন্দন, অতঃপর

ভদ্রিকঃ পরমঃ পুনঃ ৩৪। সমিদ্ধনঃ পরমঃ তস্মাৎ
কামদঃ চ ততঃ পরমঃ। সিদ্ধিদঃ চাপি ধর্ম্যজ্ঞঃ বৈধ-
রূপঃ চ মুক্তিদম্ ৩৫। তথা পদ্মনাভস্ত্রীবৎসঃ তু
মহাপ্রভম্। তথা চ পাপসংহারঃ সর্বকামপ্রদঃ
তথা ৩৬। মোক্ষমার্গঃ বরারোহে তথা দেবি
সুদর্শনম্। ৩৭। ধর্ম্যগর্ভঃ তু ধর্ম্যাণাং প্রভাসঃ পাপ-
নাশনম্। অতঃ পরমঃ ভবন্তীহ উৎপলাবর্তকাদি
চ ৩৮। ক্ষেত্রস্ত্রয়ো মধ্যো যদেবি মম গর্ভগৃহঃ
সুভম্। তন্ত্র নামানি তে দেবি কথিতান্ত্রপূর্ণাঃ।
৩৯। ক্রিয়া নামান্ত্রশেষাণি ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমেব চ।
তেষাং তু বাহিতা সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৪০।
এতৎ কীর্তয়মানস্ত্রীকালঃ তু মহোদয়ম্। সঙ্ঘা-
কালান্তরঃ পাপমহারাত্রঃ বিনশ্বতি ৪১। অপি
বৈ দাস্তিক্যৈশ্চ যে বসন্ত্যগ্নবৃক্ষয়ঃ। মূঢ়া জীবনিকা
বিশ্রান্তেহপি যান্তি মূঢ়া দিবম্ ৪২। অস্ত্রক্ষেত্রস্ত্রয়ো
মধ্যে তু রবিযোজনমধ্যাতঃ। উপক্ষেত্রাণি দেবেশি
সম্যক্তানি সহস্রশঃ ৪৩। কানিচিৎ পদ্মরূপাণি
মুখাকারানি কানিচিৎ। বৃহৎকোণানি ত্রিকোণানি
দণ্ডাকারানি কানিচিৎ ৪৪। চন্দ্রবিদ্যাক্ষেত্রদানি
চতুরঙ্গপ্রভেদতঃ। ব্রহ্মাদিদৈবতানীশে ক্ষেত্রমধ্যে

শিব, এইরূপ ক্রমে উগ্র, ভদ্রিক, সমিদ্ধন, কামদ,
সিদ্ধিদ, ধর্ম্যজ্ঞ, বৈধরূপ, মুক্তিদ, ঐশ্বর্যনাভ,
ঐবৎস, মহাপ্রভ, পাপসংহার, সর্বকামপ্রদ, মোক্ষ-
মার্গ, সুদর্শন, ধর্ম্যগর্ভ, ও উৎপলাবর্তকাদি নামে
সেই ধর্ম্যজ্ঞর পাপনাশক প্রভাসক্ষেত্র বিখ্যাত
হইয়াছিল। ১২—৩৭। হে বরারোহে দেবি! সেই
ক্ষেত্রমধ্যে আমার যে গর্ভগৃহ আছে, তাহার নাম
সকলই আমি তোমার নিকট আশ্রয়প্রার্থীকরে কহি-
লাম। যাহাও এই সকল নাম ও ক্ষেত্রমাহাত্ম্য
জ্ঞাবণ করে, তাহার অভিমতসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়;
সংশয় নাই। ত্রিকালে ইহা কীর্তন করিলে মানবের
মহান অমৃত্যুর হয়; সন্ধ্যাকালে ইহার কীর্তনে
অমৃত্যুরাত্রকৃত পাতক বিনষ্ট হয়। অন্নবৃদ্ধি মূঢ়
জনগণও যদি দস্তবশে কিংবা জীবিকাসাধনার্থও
এখানে বাস করে, তবে তাহারও এখানে প্রাণ-
ক্ষয় করিলে স্বর্গলাভ হইতে পারে। হে দেবেশি!
এই ক্ষেত্রের পরিমাণ আশ্রয় যোজন। ইহার
সহস্র সহস্র উপক্ষেত্রও বিস্তৃত আছে। সেই সকল
উপক্ষেত্রের কোন কোনটী পদ্মাকার, কতকগুলি
ষট্‌কোণ, এবং অপর কতকগুলি বৃহৎকোণ, ত্রিকোণ,
দণ্ডাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ও চতুরঙ্গাদি বিবিধাকারে

স্থিতানি তু ৪৪। কানিচিৎ যোজনানি তদর্দ্ধানি
কানিচিৎ। নিবর্তনপ্রমাণেন দণ্ডমানেন কানিচিৎ ৪৫।
গোচর্যমানমধ্যানি কানিচিৎ প্রভাসস্ত্রয়ো
যজ্ঞোপবীতমাত্রাণি প্রভাসে সন্তি কোটিশঃ ৪৬।
অঙ্গুলাষ্টমভাগোহপি নভোহস্তি ক্রমলেক্ষণে। ন
সন্তি যস্মিন্তীর্থানি দিব্যানি চ নভস্তলে ৪৭।
প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তিষ্ঠন্তি প্রলয়াদয়ঃ। কেদারে
চৈব যজ্ঞঃ যচ্চ দেবি মহালয়ে ৪৮। মধ্যমেশ্বর-
সংস্থঃ তথা পাপপতেশ্বরম্। শঙ্কুর্গণেশ্বরশ্চৈব
ভদ্রেশ্বরমথাপি চ ৪৯। সোমেশ্বরমথৈকাক্ষঃ
কালেশ্বরমজেশ্বরম্। ভৈরবেশ্বরমীশানঃ তথা
কায়াবরোহণম্ ৫০। চাপটেশ্বরকঃ পুণ্যঃ তথা
বদরিকাক্ষমম্। কদ্রকোটিন্থাকোটিন্থা ঐশ্বর্যতঃ
শুভম্ ৫১। কপালী চৈব দেবেশঃ করবীরঃ
তথা পুনঃ। ওঙ্কারঃ পরমঃ পুণ্যঃ বশিষ্ঠাশ্রমমেব
চ। যত্র কোটিঃ স্তুতা দেবি কল্পাণাং কামরূপিনাম্ ৫২।
যানি চাত্তানি স্থানানি পুণ্যানি মম ভূতলে।
প্রয়াগঃ পুরতঃ ক্রিয়া প্রভাসে নিবসন্তি চ ৫৩।

বিরাজিত। হে ঈশ্বর! সেই সকল উপক্ষেত্রে
ব্রহ্মাদি দেবতা সকলও প্রতিষ্ঠিত। সেই সকল
উপক্ষেত্রের কোন কোনটী অর্দ্ধযোজনপ্রমাণ,
কোন কোনটী তদর্দ্ধ এবং অপর কতকগুলি তদর্দ্ধ-
পরিমাণ বিশিষ্ট। আর অস্ত্রান্ত্রগুলি নিবর্তন,
দণ্ড, গোচর্য, ধর্ম্য, যজ্ঞোপবীত, ইত্যাদি বিবিধ
পরিমাণবিশিষ্ট। এইরূপ কোটি কোটি ক্ষেত্র
সেই প্রভাসমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অগ্নি
কমলেক্ষণে! সেই প্রভাসক্ষেত্রে গগনমণ্ডলের তল-
দেশে অঙ্গুলির অষ্টমভাগপরিমিত ঈদৃশ স্থান নাই,
যেখানে অনেক দিব্যতীর্থ নাই। প্রভাসে প্রলয়-
কাল পর্যন্ত বিবিধ তীর্থ ও নানা দেবতা অবস্থান
করিয়া থাকেন। হে দেবি! কেদারে যে লিঙ্গ
আছেন, মহালয়ে যে লিঙ্গ আছেন, মধ্যমেশ্বর
লিঙ্গ, পাপপতেশ্বর, শঙ্কুর্গণেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, সোম-
েশ্বর, একাক্ষকানন, কালেশ্বর, অজেশ্বর, ভৈরবেশ্বর,
ঈশান, কায়াবরোহণ, চাপটেশ্বর, পুণ্যবদরিকাক্ষম,
কদ্রকোটি, মহাকোটি, শুভ ঐশ্বর্যত, দেবেশ্বর,
কপালী, করবীরতীর্থ, পরমপুণ্য ওঙ্কারেশ্বর,
বশিষ্ঠাশ্রম, হে দেবি! যেখানে কোটিসংখ্যক কদ্র
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এবং এতদূর ভূতলে আমার
প্রিয় অপরাপর যে সমস্ত পুণ্য স্থান আছে, তৎ-
সমস্তই প্রয়াগক্ষেত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রভাসে

উত্তরে রবিপুত্রী তু দক্ষিণে সাগরঃ স্মৃতম্ ।
দক্ষিণোত্তরমানোহয়ঃ ক্ষেত্রস্তত্ত্ব প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫৪ ॥
কজ্জিগ্যাঃ পূৰ্ব্বতশ্চৈব তত্ত্বতোয়াচ্চ পশ্চিমে । পূৰ্ব্ব-
পশ্চিমমানোহয়ঃ প্রভাসস্ত প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫৫ ॥
এতদন্তরমাসাদ্যা তীৰ্ণানি সুরসুন্দরি । পাতালাদি-
কটাহস্তঃ তানি তত্র বসন্তি বৈ ॥ ৫৬ ॥ এবং
জাহ্নবা মহাদেবি সৰ্বদেবময়ো হরিঃ । প্রভাস-
ক্ষেত্রমাসাদ্যা তত্ৰাজ্ঞ স্বঃ কলেবরম্ ॥ ৫৭ ॥
দিব্যং মনোহরং চরিতং হি যোজ্ঞঃ শ্রোয়ন্তি যে
পৰ্বতু বা সনা বা । তে চাপি যান্তন্তি মম
প্রসাদাঙ্গিবিহীপং পুণ্যজনাধিবাসম্ ॥ ৫৮ ॥ ইতি
কথিতমশেষমেব চিত্রং চরিতমিদং তব দেবি পুণ্য-
যুক্তম্ । ইতরমপি তবাবিভবন্তঃ যদ্বদ কথয়ামি
মহোদয়ঃ মুনীনাং ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রভাসক্ষেত্রস্ত সৰ্বক্ষেত্রোত্তমত্ব-
বর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ইতি প্রোক্তা তদা দেবী বিশ্ব-
যোৎকুললোচনা । রোমাঞ্চককৃৎকাজ্জঃ পুনঃ
পপ্রচ্ছ কুসুমঃ ॥ ১ ॥ দেবীবাচ । ধৃতাং কৃত-
পুণ্যাহং তপঃ সুচরিতং ময়া । যদেব ক্ষেত্রমহিমা
মহাদেবারাধ্যাক্ষতঃ ॥ ২ ॥ ভগবন দেবদেবেশ
সংসারার্ণবতারক । পৃষ্টং তু যময়া পূৰ্ব্বং তৎসম্বৎ
কথিতং হর ॥ ৩ ॥ পুনশ্চ দেবদেবেশ ত্বাক্যামৃত-
রজ্জিতা । নতুশ্চিৎপরিগচ্ছামি দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৪ ॥
কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমনাশ্চামি প্রভাসক্ষেত্রবিস্তরম্ । তস্মৈ
কথয় কামেশ দয়া কৃপা জগৎপ্রভো ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । পৃথিব্যা মধ্যাগর্ত্তস্থং জম্বুদ্বীপমিতং স্মৃতম্ ।
তচ্চ বৈ নবধা ভিন্নং বর্ষভেদেন সুন্দরি ॥ ৬ ॥
তত্ৰাদ্যং ভারতং বর্ষং তচ্চাপি নবধা স্মৃতম্ ।

একাদশ অধ্যায়

আসিয়া বাস করিয়া থাকে । উত্তর দিকে রবি-
নন্দিনী আর দক্ষিণ দিকে সাগর,—ইহাই সেই
প্রভাসক্ষেত্রের দক্ষিণোত্তরপরিমাণ বলিয়া
কীৰ্ত্তিত । কজ্জিগীর পূৰ্ব্বদিক হইতে তত্ত্বতোয়া নদীর
পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত স্থানই প্রভাসাধা ; ইহা ঐ
ক্ষেত্রের পূৰ্ব্বপশ্চিমপরিমাণ বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত ।
হে সুরসুন্দরি । এতদ্ব্যবস্থার স্থানে পাতাল
অবধি অণুকটাহ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া সেই সমস্ত তীর্থ
বিরাজমান । হে মহাদেবি ! সৰ্বদেবময় হরি,
এই তব জানিতেন বলিয়াই সেই প্রভাসক্ষেত্রে
ঘাইয়া স্বীয় কলেবর পরিহার করিয়াছেন । যাহারা
পৰ্ব্বকালে বা সৰ্ব্বদা নদীর এই দিব্য সৌন্দর্য্য
দ্রবণ করিবে, তাহারি ও আমার প্রসাদে পুণ্যজনা-
ধারিত ত্রিদশাঙ্গে গমন করিবে । হে দেবি ! এই
আমি তোমার নিকট পুণ্যকর বিচিত্র চরিত্রকথা
সমস্তই কীৰ্ত্তন করিলাম ; অপর যাহা তোমার
প্রিয় জিজ্ঞাসা আছে, বল, আমি মুনিজনের অতুল-
দয়াদাক্ষ ভবিষ্যৎ বর্ণন করিতেছি । ৩৮—৫৯ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

স্মৃত করিলেন,—হে বিজগৎ ! এই কথা
শুনিয়া সূক্ত পার্শ্বতীদেবী বিশ্বযোৎকুললোচনে
রোমাঞ্চিতকায়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ।
দেবী করিলেন,—আমি যে মহাদেবের নিকট
এই ক্ষেত্রমাধ্যম্য শুনিতে পাইলাম, ইহাতে আমি
সন্তুষ্ট হইলাম এবং আমি যে পুণ্যার্জন করিয়াছিলাম,
আমার তপস্বী যে উত্তমরূপেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,
তাহাও বুঝিলাম । হে সংসারার্ণবতারক, দেব-
দেবেশ, ভগবন হর ! আমি পূৰ্ব্বে যাহা জিজ্ঞাসা-
করিয়াছিলাম, আপনি তৎসমস্তই বলিয়াছেন ।
কিন্তু হে দেবদেবেশ ! আপনার বচনামৃত আমি
এমন অনুরক্ত হইয়াছি যে, আমার তৃপ্তির সীমা
হইতেছে না ; হে দেবদেব, মহেশ্বর । সেই জন্ত
প্রভাসক্ষেত্রস্বর্গীয় সবিশেষ বিবরণ একটু
সবিস্তরে শুনিতে অভিলাষ করিতেছি ; হে কান্ত
জগদীশ্বর ! আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি
তাহা বলুন । ঈশ্বর করিলেন,—অগ্নি সুন্দরি !
পৃথিবীর মধ্যভাগে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত ; ইহা প্রসিদ্ধ
আছে । সেই দ্বীপ আবার নবধা বিভক্ত ;
প্রত্যেক ভাগ বর্ষ-সংক্রায় অভিহিত হইয়া থাকে ।
সেই সমস্ত বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ ; তাহাও
আবার নবধা বিভক্ত । উহার দক্ষিণোত্তর পশ্চি-
মাণ নবসংক্রায় যোজন ; আর পূৰ্ব্বপশ্চিমপরিমাণ
অশীতিসংক্রায় যোজন ; এইরূপ স্মৃত হইয়া থাকে

নবযোজনসাহস্রঃ দক্ষিণোত্তরমানভঃ ৷ ৭ ৷ অগ্নী-
তিষ্ঠ সত্ৰাণি পূৰ্ণপঞ্চায়তং স্মৃতম্ ৷ উত্তরে হিম-
বান্ধি কারোদো দক্ষিণে স্মৃতঃ ৷ ৮ ৷ এতশ্চিন্ন-
স্তরে দেবি ভারতঃ কেতুমুত্তমম্ ৷ কৃতঃ ত্রেতা
ধাপরঞ্চ ত্রিয্যং যুগচতুষ্টয়ম্ ৷ ৯ ৷ অত্রৈবৈবা
যুগাবস্থা চতুৰ্গুণ্য চ বৈ জনঃ ৷ চত্বারি জাণি চ হে চ
তথৈকৈকং শরচ্ছতম্ ৷ ১০ ৷ জীবন্ত্যত্র নরা দেবি
কৃতত্রেতাदिषু ক্রমাৎ ৷ যদেতৎ পার্থিবং পদ্মং
চতুপত্রং যদোদিতম্ ৷ ১১ ৷ বর্ধাণি ভারতাদানি
পত্রাণ্যস্ত চতুর্দিশম্ ৷ ভারতং কেতুমালঞ্চ কুরু
জ্ঞাধমেব চ ৷ ১২ ৷ ভারতঃ নাম যবং দাক্ষি-
ণাত্যং যদোদিতম্ ৷ দক্ষিণপরতো যন্ত পূর্বেণ
চ মহোদধিঃ ৷ হিমবাহুস্তরেনাত্ম কাশ্মুকন্ত যথা
গুণঃ ৷ ১৩ ৷ তদেতন্তারতং বর্ধং সর্ববীজং বর-
ননৈ ৷ তৎ কৰ্ম্মভূমিনীভ্য সন্তাণ্ডিঃ পুণ্যপাপয়োঃ ৷
১৪ ৷ দেবানামপি দেবেশি সদৈবৈব মনোরথঃ ৷
অপি মানুস্যামাপ্যামো ভারতে প্রভূত্য ক্ৰিতৌ ৷
১৫ ৷ ভদ্রাশ্বং বশিরা বিফুর্ভারতে কৰ্ম্মসংস্থিতঃ ৷
বরাহঃ কেতুমালে চ মৎসরুপস্তথোত্তরে ৷ ১৬ ৷

ভেদে নক্ষত্রবিভক্তাসংস্থিতাঃ সমবস্থিতাঃ ৷ চতুর্দশ
মহাদেবি বিগ্রহো নবপাদক ৷ ১৭ ৷ ভারতে যো
মদদেবি কৰ্ম্মরূপেণ সংস্থিতঃ ৷ নক্ষত্রগ্রহবিভক্তাঃ
তস্ত তে কথ্যামাহম্ ৷ ১৮ ৷ প্রাশুখো ভগবান্
দেবো কৰ্ম্মরূপী ব্যবস্থিতঃ ৷ আক্রম্য ভারতং বর্ধং
নবভেদমিদং প্রিয়ে ৷ ১৯ ৷ নবধা সংস্থিতস্তাত্ত
নক্ষত্রাণি নিবোধ মে ৷ কৃত্তিকা যোহগ্নী সৌম্যঃ
ভৃত্যঃ কৰ্ম্মপৃষ্টিগম্ ৷ ২০ ৷ যৌত্রঃ পুনর্কল্পঃ পুণ্যঃ
নক্ষত্রজিতঃ মুখে ৷ অশ্লেষা গং তথা গৈত্র্যং
কান্তনৌ প্রথমা প্রিয়ে ৷ ২১ ৷ নক্ষত্রজিতং পাদ-
মাস্ত্রিতং পূর্বেদক্ষিণম্ ৷ কান্তনৌ চোত্তরা হস্তং চিত্রা
চক্রত্ৰয়ং স্মৃতম্ ৷ ২২ ৷ কৰ্ম্মস্ত দক্ষিণে কৃকৌ চক্-
পাদং তথাপরম্ ৷ স্বাতী বিশাখা মৈত্র্য নৈঋতে
জিতং স্মৃতম্ ৷ ২৩ ৷ ঐশ্বে মূলং তথাষাঢ়া পূঠে
তু জিতং স্মৃতম্ ৷ আষাঢ়া শ্রবণং চৈব ধনিষ্ঠা চাত্র
শদিষ্ঠা ৷ ২৪ ৷ নক্ষত্রজিতং পাদে বায়বো তু
যশস্বিনি ৷ বারুণং চৈব নক্ষত্রং তথা শ্রোষ্ঠিপদা-
দয়ম্ ৷ ২৫ ৷ কৰ্ম্মস্ত বায়ুকৌ তু জিতং সংস্থিতঃ
প্রিয়ে ৷ রেবতী চাশ্বিন্দেবত্যং যাম্যং চক্ৰমিতি
জয়ম্ ৷ ঈশপাদে সমাখ্যাতং শুভান্তভফলং শৃণু ৷

উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে কারোদ সাগর ; হে
দেবি ! ইহার মধ্যভাগেই উত্তম ভারতক্ষেত্র
প্রতিষ্ঠিত । এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, ধাপর,
ও কলি—এই চতুর্বিধ যুগাবস্থা এবং বর্ণচতুষ্টয়
বিদ্যমান । হে দেবি ! এই ভারতবর্ষে জনগণ,
সত্য-ত্রেতাদি যুগানুসারে যথাক্রমে চারিশত, তিন-
শত, দুইশত, ও একশত বৎসর যাবৎ জীবিত
থাকে । আমি পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, এই
পৃথিবী একটা চতুর্দল পদ্মাকার । ভারতাদি
চারিটা বর্ধই সেই চতুর্দল পদ্মের এক একটা পত্র-
রূপ । বর্ধচতুষ্টয় যথা,—ভারত, কেতুমাল, কুরু
ও ভদ্রাশ্ব । ১—১২ । আমি যে ভারতবর্ষের কথা
কহিলাম, ঐ ভারতবর্ষ পৃথিবীর দক্ষিণভাগস্থ ;
উহার দক্ষিণ-পূর্বে ও পশ্চিমসীমায় সমুদ্র অবস্থিত ।
আর উত্তরদিকে ধনুকের ৩৭৭র জায়, পূর্বে পশ্চিম
সাগরব্যাপী হিমগিরি বিরাজিত । অগ্নি বরাননে !
এই ভারতবর্ষই সূর্য-দুঃখ হেতু কৰ্ম্মনিচয়ের বীজ-
রূপ । উহাই কৰ্ম্মভূমি ; অত্ৰ কোন ভূমিতেই
পাপপুণ্য লাভ হয় না । অগ্নি দেবেশি “আমরা
কি ক্রিত্তিলে ভারতবর্ষে মানুসরূপে জন্মিতে
পারিব ?” দেবগণও সত্য এইরূপ মনোরথ করিয়া
থাকেন । ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে স্বয়ম্ভাবরূপে,

ভারতবর্ষে কৰ্ম্মাকারে, কেতুমালবর্ষে বরাহমূর্তিতে
এবং কুরুবর্ষে মৎসাবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ-
মান রহিয়াছেন । উক্ত মূর্তিচতুষ্টয়ের প্রত্যেক-
টীতেই নব নব ভাগে বিভক্ত নক্ষত্রমণ্ডল প্রতি-
ষ্ঠিত ; সেই নক্ষত্র মণ্ডলানুসারেই বৈষয়িক ভোগ
নিচয় বর্তমান । হে মহাদেবি ! ভারতবর্ষে যে কৰ্ম্ম-
রূপী ভগবান্ রহিয়াছেন ; তদীয় দেহগত নক্ষত্র
গ্রহবিভক্তা আমি তোমার নিকট বলিতেছি । কৰ্ম্ম-
রূপী ভগবান্ এই নব ভেদাধিত ভারতবর্ষকে
আক্রমণ করিয়া পুরাতিমুখে অবস্থিত । হে প্রিয়ে !
নবধাবিভক্ত তদীয় দেহস্থ নক্ষত্র নিচয়ের কথা
তুমি আমার নিকট অবধান সহকারে শ্রবণ কর ।
সেই কৰ্ম্মের পৃষ্ঠদেশে কৃত্তিকা, যোহগ্নী ও যুগশিরা,
মুখে আর্জী, পুনর্কল্প ও পুষ্যা ; অগ্নিকোণস্থ পদে
অশ্লেষা, মঘা, ও পূর্বাষাঢ়া ; দক্ষিণ কৃকিতে
উত্তরকান্তনৌ, হস্তা, ও চিত্রা ; নৈঋতকোণস্থ পদে
স্বাতী, বিশাখা ও অশ্ররাধা ; পূঠে জ্যেষ্ঠা, মূল্য,
ও পূর্বাষাঢ়া ; বায়ুকোণস্থ পদে উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা
ও ধনিষ্ঠা, বায়ু কৃকিতে শতভিষা, পূর্বেভাদ্রপদ, ও
উত্তরভাদ্রপদ ; এবং ঈশানকোণস্থ পদে রেবতী,
অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত । অগ্নি যশস্বিনি

২৬। যন্তকন্ত পতিধৌ বৈ গ্রহন্তেদ্ধন্ততো
ভয়ম্। তদেদন্ত মহাদেবি তথোৎকর্ষে শুভাগমঃ।
২৭। এব কুর্খো ময়াখ্যাতো ভারতে, ভগবানিহ।
নারায়ণো হৃদিত্যাত্মা যত্র সর্বঃ প্রতিষ্ঠিতম্। ২৮।
মেঘবৃষৌ হৃদৌ মধৌ যুধে চ মিথুনাদিকম্। প্রাগ-
দক্ষিণে তথা পাদে কর্কসিংহৌ ব্যবহিতৌ। ২৯।
সিংহকচ্ছাতুলানৈশ্চব কুর্কৌ রাশিভয়ঃ স্মৃতম্।
ঘটৌহুধ রুচিকচ্ছোভৌ পাদে দক্ষিণপশ্চিমে। ৩০।
পুচ্ছে তু রুচিকচ্ছব সমুদ্রশ্চ ব্যবহিতঃ। বায়ব্যে
বামপাদে চ ধ্বজগ্রাহাদিকভয়ম্। ৩১। কুন্তমীনৌ
তথা চান্ত উত্তরায় কুক্ষিমাত্রিতৌ। মীনমেঘৌ মহা-
দেবি পাদে পূর্বোত্তরে স্থিতৌ। ৩২। কুর্খদেশাং-
তথর্কপি দেশেষেভ্যে বৈ প্রিয়ে। রাশয়শ্চ
তথর্কেষু গ্রহা রাশিব্যবাহৃতঃ। ৩৩। তস্মাদ্-
গ্রহকপীড়ানু দেশপীড়াং বিনির্দিশেৎ। তত্র স্থানং
প্রকুর্যন্ত দানং হোমানিকং তথা। ৩৪। স এষ
বৈক্যঃ পাদো দেবি মধ্য গ্রহোহন্ত যঃ। নারা-
য়ণাখ্যোহচিহ্নাত্মা কারণঃ জগতঃ প্রভুঃ। ৩৫।
সৌমশ্চক্রবৃন্দেধ্বকবৃন্দশ্চক্রমহীমুতাঃ। শুক্রমন্দানুরা-

মহাদেবি! এক্ষণে এই সমস্ত নক্ষত্রাঙ্কযায়ী
শুভাশুভকল শুভন। যে নক্ষত্রের যে গ্রহ অধি-
পতি, সেই গ্রহ হানাবস্থাপন্ন হইলে সেই দেশের
অশুভ হয়, আর উৎকর্ষযুক্ত হইলে সেই দেশেরও
শুভ হইয়া থাকে। অচিহ্নাত্মরূপ ভগবান্ নারা-
য়ণ এবাদ্বিধ কুর্খাকারে সেই ভারতবর্ষে বিরাজ-
মান রহিয়াছেন; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই এই
সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১৩—২৮। তাঁহার
হৃদয় মধ্য মেঘ ও বৃষ; যুধে মিথুন, অগ্নি-
কোণহ পদে কর্কট ও সিংহ, দক্ষিণ কুক্ষিতে
সিংহ, কচ্ছা ও তুলা, নৈঋতকোণহ পদে তুলা ও
রুচিক, পুচ্ছে রুচিক ও ধ্বজ, বায়ুকোণহ পদে ধ্বজ,
মকর ও কুন্ত, বাম কুক্ষিতে কুন্ত ও মীন; এবং
ঈশানকোণহ পদে মীন ও মেঘরাশি অবস্থিত।
হে মহাদেবি! কুর্খের অবয়বপ্রদেশসমূহে যে
সকল নক্ষত্র এবং সেই নক্ষত্রাঙ্কযায়ী যে সমস্ত
রাশি আছে, সেই সেই রাশি অঙ্কসারেই গ্রহগণ
অবস্থান করেন। এক্ষণে গ্রহনক্ষত্রপীড়ায় তন্ত-
দেশের পীড়া নির্দেশ করা কর্তব্য। তদবস্থায়
স্থান, দান, হোমাদি কার্য্য বিহিত। হে দেবি! এই
রাশিঃক্কেত্র মধ্যভাগে যে গ্রহ আছেন, উহাই জগৎ-
কারণ অচিহ্নাত্মা প্রভু নারায়ণাখ্য বিষ্ণুর পদ

চার্ঘ্যা মেঘাদীনামধীশ্বরঃ। ৩৬। এবংবিধো মহা-
দেবি কুর্খরূপী জনার্দনঃ। তন্ত নৈঋতপাদে তু
সৌরাষ্ট্র ইতি বিজ্ঞতঃ। ৩৭। স চৈব নবমো ভাগঃ
পূরভেদেন সুন্দরি। তন্ত যো নবমো ভাগঃ
সাগরশ্চ চ সন্নিধৌ। ৩৮। প্রভাস ইতি বিখ্যাতো
মম দেবি প্রিয়ঃ সদা। যোজনানাং দশ হে চ
বিস্তীর্ণঃ পরিমণ্ডলম্। ৩৯। মধ্যোহন্ত পীঠিকা প্রোক্তা
পঞ্চযোজনবিস্তৃতা। তন্মধ্যে মদগৃহং দেবি তিষ্ঠত্যা-
দধিসন্নিধৌ। ৪০। তন্ত মধ্য মহাদেবি লিঙ্গরূপো
বসাম্যহম্। ৪১। কৃতশ্মরায় পশ্চিমতো ধ্বজবাঞ্চ
শতভয়ে। বসামি তত্র দেবেশি ভয়্য সহ বরা-
ননে। ৪২। তয়ে স্থানং মহাদেবি কৈলাসা-
দপি বলভম্। গোচর্য্যমাত্রঃ তত্রাপি মহাগোপাঃ
বরাননে। ৪৩। অকথাং দেবদেবেশি তব
মেঘাং প্রকাশিতম্। এতৎ প্রাভাসিকং ক্কেত্রং
প্রভয়া দীপিতং মম। ৪৪। তেন প্রভাসমিত্যুক্ত-
মাদিক্কেত্রবরাননে। দ্বিতীয়ে তু প্রভা লকা সর্বৈ-

মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহ-
স্পতি, শনি, ও শুক্র,—ইহার যথাক্রমে মেবাদি
দ্বাদশ রাশির অধিপতি। অগ্নি মহাদেবি! কুর্খ-
রূপী জনার্দন এইভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহার
নৈঋতকোণহ পদে সৌরাষ্ট্র নামে বিখ্যাত দেশ
অবস্থিত। সেই সৌরাষ্ট্রও আবার নয় ভাগে নয়টা
নগরে বিভক্ত। তাহার নবম ভাগ সাগরের সন্নি-
হিত, এবং উহাই প্রভাস নামে প্রসিদ্ধ। হে দেবি!
সেই প্রভাসক্কেত্র আমার সতত অতীব প্রিয়।
উহার মণ্ডলপরিমাণ চতুর্দিকে দ্বাদশ যোজন।
তাহার মধ্যে পীঠিকা পঞ্চযোজনবিস্তৃতা; হে দেবি!
সেই পীঠিকার মধ্যে আমার বাসগৃহ বর্তমান;
সেই বাসগৃহ সাগরের সন্নিহিত। হে মহাদেবি!
আমি সেই গৃহমধ্যে লিঙ্গরূপে নিয়ত বাস করি-
তেছি। উহা কৃতশ্মর তীর্ধের পশ্চিম দিকে তিন-
শত ধ্বজ অন্তরে অবস্থিত। অগ্নি বরাননে! আমি
তোমার সহিত সেই গৃহে বাস করিতেছি।
হে মহাদেবি! সেই স্থান, কৈলাস অপেক্ষাও
আমার প্রিয়। অগ্নি বরাননে! তন্মধ্যেও আবার
গোচর্য্যমাত্র স্থান অতীব গোপনীয়; হে
দেবদেবেশি! উহা অকথা, তবে কেবল তোমার
প্রতি স্নেহবশতই প্রকাশ করিয়া কহিলাম।
অয় বরাননে! আদি কল্পে মদীয় প্রভায় ঐ
ক্কেত্রভাসিত অর্ধাং দীপিত হইয়াছিল, এক্ষণ

দেবৈঃ সবার্হৈঃ ॥ ৪৫ ॥ যম প্রভাসা দেবেশি
 তেন প্রভাসিকং স্মৃতম্ । প্রভাববস্তো দেবেশি
 যজ সন্তি মলানুরাঃ ॥ ৪৬ ॥ অথবা তেন লোকেষু
 প্রভাসমিতি কীৰ্ত্ত্যতে । প্রথমঃ ভাসতে দেবি
 সৰ্ব্বৈবাং ভূবি তেজসাম্ । তীর্থানামাদিতীর্থঃ
 যৎপ্রভাসং তেন কীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রকৃষ্টং ভাহ-
 রথবা ভাসিতো বিধকর্ম্মণা । যজ সা ক্যং প্রভা-
 পাতো জাতো প্রভাসিকং ততঃ ॥ ৪৮ ॥ অথবা
 দক্ষসংশ্লেষেনেতুনা নিম্প্রভেণ চ । তত্র দেবি প্রভা
 লভা তেন প্রভাসিকং স্মৃতম্ । প্রোদধে ভারতী
 দেবী তৌর্ধায়িং বভবানলম্ ॥ ৪৯ ॥ অথবা তেন
 দেবেশি প্রভাসমিতি কীৰ্ত্ত্যতে । প্রকৃষ্টা ভারতী
 ব্রাহ্মী বিশ্রোক্তা জয়তেৎধ্বমি । সদা যজ মহাদেবি
 প্রভাসং তেন কীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৫০ ॥ প্রোদধে ভারতী-
 র্ভাতি সৰ্ব্বদা সাগরঃ প্রিয়ে । তেন প্রভাসনামেতি

উহা প্রভাসনামে প্রখ্যাত হইয়াছে । দ্বিতীয়
 কল্পে সবার্হ সৰ্ব দেবগণ, মদীয় প্রকৃষ্ট ভাস
 অর্থাৎ দীপ্তি দ্বারা প্রভাশালী হইয়াছিলেন, এক্ষন্ত
 এই ক্ষেত্রে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।
 হে দেবেশি! প্রভাবশালী প্রধান প্রধান দেবগণ
 ওখানে বাস করেন বলিয়াও লোকে উহা প্রভাস
 নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে । ইহা সমস্ত ভীর্থের
 আদিকৃত এবং ভূতলগত তৈজস পদার্থসমূহের
 মধ্যে সৰ্ব্ব প্রথমে ইহাই ভাসিত অর্থাৎ প্রদীপ্ত
 হইয়াছিল বলিয়াও ইহা প্রভাস নামে কীৰ্ত্তিত হয় ।
 অথবা বিধকর্ম্ম এই স্থানে ভাস্তকে প্রকৃষ্টরূপে
 ভাসিত অর্থাৎ কান্তিসম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই
 স্থানেই ভারত প্রভাপাত হইয়াছিল, সেই জন্ত এই
 স্থান প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে । অথবা হে
 দেবি! চন্দ্র দক্ষশাশে নিম্প্রভ হইয়া সমুদ্রতটে
 এই স্থানে তপঃপ্রভাবে প্রভাসিত অর্থাৎ কান্তি-
 যুক্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্তও ইহা প্রভাস
 নামে খ্যাত হইয়াছে । অথবা হে দেবেশি!
 ভারতী দেবী এই স্থানে তৌর্ধায় উদ্ধার করিয়া-
 ছিলেন, সেই জন্তও ইহা প্রভাস নামে কীৰ্ত্তিত
 হয় । হে মহাদেবি! তথায় পথ হইতেও
 তত্রত্য বিশ্রাজনোচ্ছারিতা প্রকৃষ্টা ব্রাহ্মী ভারতী
 সদা জতিগোচর হয়, এ নিমিত্তও (প্রকৃষ্টার প্র,
 ভারতীর ভা, সঙ্গার স এই আদ্যকরজয়-যোগে)
 উহা প্রভাস নামে কীৰ্ত্তিত হয় । হে প্রিয়ে!
 সাগর সৰ্বদা প্রকৃষ্ট উদাসযুক্ত কীচিমালা দ্বারা

ত্রিযু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥ ৫১ ॥ প্রত্যকং ভাস্করো
 যজ সদা তিষ্ঠতি ভামিনি । তেন প্রভাসনামেতি
 প্রসিদ্ধিমগমৎ কিতৌ ॥ ৫২ ॥ প্রকৃষ্টং ভাবিনাং
 সৰ্বঃ কামঃ তত্র দদামাহম্ । তেন প্রভাসনামেতি
 ভীর্থঃ ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্ ॥ ৫৩ ॥ কল্পভেদেন
 নামানি তথৈব সুরসুন্দরি । নিকটভেদৈর্বহুধা
 ভিদ্যন্তে কারণৈঃ প্রিয়ে । প্রভাসমিতি ইদ্রাম
 দাতব্যং নিশ্চলং স্মৃতম্ ॥ ৫৪ ॥ অস্তবে সংহিতং
 দেবি বিকোরাধ্যকলেবরে । ইতি তে কথিতং
 দেবি সংকেপাৎ ক্ষেত্রকারণম্ ॥ ৫৫ ॥ পুনন্তে
 কথ্যাম্যদ্য যৎ পৃচ্ছসি বরাননে । তদক্রহি শীঘ্রং
 কল্যাণি যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ৫৬ ॥ দেব্যাঘাচ ।
 অশ্বিন্ কল্পে যথা জাতং ক্ষেত্রং প্রানাসিকং হয় ।
 তয়ে বিস্তরতো ক্রহি উৎপত্তিঃ কারণং তথা ॥ ৫৭ ॥
 দৈবর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ ক্ষেত্র-
 কারণম্ । যক্ষুঃমানবো ভক্ত্যা মুচ্যতে সৰ্ব-
 পাতকৈঃ ॥ ৫৮ ॥ আদিক্ষেত্রজা মাহাত্ম্যঃ রহস্যং

তা অর্থাৎ শোভা প্রাপ্ত হয়, এক্ষন্তও উহা (প্রকৃষ্টের
 প্র, ভা, সার স,—এই অকরজয়-যোগে) প্রভাস
 নামে লোকজয়ে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । অগ্নি ভামিনি!
 প্রত্যকরূপে ভাস্কর দেব এই স্থানে সদা অবস্থান
 করেন বলিয়া উহা কিতিতলে প্রভাস নামে প্রসিদ্ধি
 লাভ করিয়াছে । আর আমি সেখানে থাকিয়া
 ভাবযুক্ত অর্থাৎ ভক্তিমান জনগণকে সৰ্ব্ব কামনা
 প্রদান করি বলিয়াও ঐ ভীর্থ প্রভাস নামে
 ত্রৈলোক্যে বিখ্যাত হইয়াছে । অগ্নি সুরসুন্দরি!
 কল্পভেদ বশতঃ প্রভাস ক্ষেত্রের নাম নিকৃতি
 এরূপ বিভিন্ন হইয়াছে । পরন্তু 'প্রভাস' এ
 নামটির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । হে দেবি!
 এই প্রভাসক্ষেত্র বিষ্ণুর আদ্য কলেবর জলতবে
 প্রতিষ্ঠিত । হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট
 সংকেপে প্রভাসক্ষেত্রের নামনিকৃতি কীৰ্ত্তন করি-
 লাম; অগ্নি বরাননে! অতঃপর তোমার আর যাহা
 জিজ্ঞাস্ত থাকে, হে কল্যাণি! যাহা তোমার অন্তরে
 অভিলାষ,—বল, আমি তাহা কহিতেছি ॥ ৫৯—৬০ ॥
 দেবী কহিলেন,—হে হয়! এই বর্তমান কল্পে সেই
 প্রভাস ক্ষেত্র যেকূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, অগ্নিনি
 আমাকে সবিস্তরে সেই উৎপত্তি বৃত্তান্ত ও তাদৃশ
 প্রসিদ্ধির ছেতু বলুন । কহর কহিলেন,—হে দেবি!
 মানবগণ ভক্তিসম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত অবগত করিলে
 সৰ্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়, সেই প্রভাস-ক্ষেত্র-

পাপনাশনম্। কথয়িষ্যে বরারোহে তব স্নেহেন
ভামিনি। ৫২। অশ্বিন কল্পে তু যদেবি আদ্যবেব
বরাননে। স্বায়ত্ত্ববে মনৌ তত্র ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ
পুত্রা। ৬০। দক্ষিণান্নোচনাচ্ছাতঃ পূর্বঃ সূর্য ইতি
প্রিয়ে। ততঃ কালান্তরে তত্র ভার্যে যে চ
বভূবতুঃ। ৬১। তরোহে রাজ্ঞী দ্যৌর্জ্জ্বলা
নিকৃতা পৃথিবী স্মৃতা। সৌম্যাসক্ত সপ্তম্যাঃ
দ্যৌঃ সূর্যোণ চ যুক্ত্যতে। ৬২। মাঘমাসে তু
সপ্তম্যাঃ মধ্যাহ্নে ভবদ্রবিঃ। ভূতাদিত্যশ্চ ভগ-
বান্ গচ্ছতে সঙ্গমং তদা। ৬৩। ঋতুস্মাতা মহৌ
তত্র গর্ভং গৃহাতি ভাস্করাৎ। দ্যৌর্জ্জ্বলঃ সূর্যে
গর্ভঃ বর্ধাষাষিহ ভূতলে। ৬৪। ততঃ সৈলোক্য-
বৃত্তার্থঃ মহৌ শস্তানি সৃজতে। শস্তোপযোগাৎ
সংহৃষ্টা জুহুত্যা হতিভর্জিভাঃ। ৬৫। স্বাহাকার-
স্বধাকারৈর্ভজতি পিতৃদেবতাঃ। নিম্বেধঃ কুরুতে
স্বশ্রাদ্ধভোবিধিসুধাহুতৈঃ। ৬৬। মন্ত্যান পিতৃশ্চ

মহাত্ম্য আমি যথাবৎ কীৰ্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ
কর। আমি ভামিনি বরারোহে। আমি স্নেহের
বশীভূত হইয়া তোমার নিকট সেই আদিক্ষেত্রের
পাপনাশক গুপ্তমাহাত্ম্য কহিতেছি। হে দেবি!
এই কল্পের আদিকালে প্রথমতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে
প্রবৃত্ত হইলে স্বায়ত্ত্বব মনু প্রাজুর্ভূত হন। হে
বরাননে! সেই স্বায়ত্ত্বব মনুর অধিকার প্রবৃত্ত
হইলে ব্রহ্মার দক্ষিণ লোচন হইতে প্রথমতঃ সূর্য
সৃষ্ট হন। প্রিয়ে! অতঃপর কিয়ৎকালান্তে তিনি
দ্যৌ ও নিকৃতা নামে দুই পত্নী পরিগ্রহ করেন।
তন্মধ্যে দ্যৌ তাহার প্রধানা মহিষী হইলেন।
পৃথিবীরই নামান্তর ছিল—নিকৃতা। অপ্রহরণ
মাসের সপ্তমীতে সূর্য্যদেব দ্যৌর সহিত এবং মাঘ
মাসের সপ্তমীতে নিকৃতার সহিত সঙ্গত হইয়া
থাকেন। ঐ সময়ে নিকৃতা দেবী ঋতুস্মান করিয়া
থাকেন, তার পর সূর্য্যদেবের সহিত ঋতুস্মান সঙ্গম
হয় বলিয়া তিনি তখন সেই ভাস্কর হইতে গর্ভগ্রহণ
করিয়া থাকেন। দ্যৌদেবীও সূর্য্যসঙ্গমে গর্ভবতী
হইয়া বর্ধাকালে ভূতলে জলাশয় সন্ধান প্রসব
করেন। আর নিকৃতা দেবী সৈলোক্যের বৃদ্ধি
কর শস্তমিষ্টর প্রসব করিয়া থাকেন। বিজগণ
সেই শস্তভোজনে ভূষ্ট হইয়া স্বাহা-স্বধাযোগে
আহুতি দান দ্বারা দেবগণের ও স্বধাশব্দযোগে পিতৃ-
গণের কৃত্তসাধন করিয়া থাকেন। পৃথিবী দেবী
স্বকীয় গর্ভসমুদ্র তবধি, সূর্য ও অরুণ দ্বারা মনুষ্য

দেবাংশ্চ তেন ত্বর্নিস্কৃতা স্মৃতা। যথা রাজ্ঞী চ
সজাতা যন্ত চেয়ঃ সূতা মতা। ৬৭। অপত্যানি
চ যান্তস্তান্তানি বক্ষ্যাম্যদেষতঃ। মরীচিচরণঃ
পুত্রো মরীচঃ কণ্ঠপঃ স্মৃতঃ। ৬৮। তদ্ব্যক্তিগণ্য-
কশিপুঃ প্রহ্লাদস্তস্ত চান্ধজঃ। প্রহ্লাদস্ত পুত্রো
নারা বিরোচন ইতি স্মৃতঃ। ৬৯। বিরোচনস্ত
ভগিনী সংজয়া জননী তু সা। হিরণ্যকশিপোঃ
পৌত্রী দিতেঃ পুত্রস্ত সা স্মৃতা। ৭০। সা বিশ্ব-
কর্ম্মণঃ পত্নী প্রহ্লাদৌ প্রোচ্যতে বৃধৈঃ। ৭১।
অথ নামান্তিরূপেতি মরীচিহিহিতা শুভা। পত্নী
হৃদ্রিসঃ সা তু জননী চ বৃহস্পতেঃ। ৭২। বৃহ-
স্পতেস্ত ভগিনী বিশ্বতা ব্রহ্মবাদিনী। প্রভাসস্ত
তু সা পত্নী বহুমান্বষ্টমস্ত বৈ। ৭৩। প্রসূতা বিশ্ব-
কর্ম্মাণং সর্ব শল্লবতাং বরম্। স চৈব নামা শুষ্ঠা তু
পুনরুদিশবার্দ্ধিকিঃ। ৭৪। দেবার্ঢ্যাস্ত তন্ত্বেয়ঃ
হুহিতা বিশ্বকর্ম্মণঃ। সুর্য্যুরিতি বিখ্যাতা ত্রি-
লোক্যু ভামিনী। ৭৫। প্রহ্লাদপুত্রী যা প্রোচ্য-
তা বৃষ্টা সা স্মৃতা। তস্তাং স জনয়ামাস
পুত্রীস্তা লোকমাতরঃ। ৭৬। রাজ্ঞী সংজা চ
দ্যৌশ্চপ্তৌ প্রভা সৈব বিভাব্যতে। তস্তান্ত বলয়া

গণের, পিতৃলোকের ও দেবগণের কৃধাক্ষেপজ
ক্লোত নিবারণ করেন বলিয়া 'নিকৃতা' নামে প্রখ্যাত
হইয়াছেন। দ্যৌ দেবী ব্রহ্মপে রাজ্ঞী হইয়াছিলেন,
আর তিনি যাহার কণ্ঠা, এবং তাহার যাহা সন্তান-
সম্পত্তি, আমি তৎসমস্ত সম্পূর্ণরূপে কীৰ্ত্তন করিতেছি।
ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কণ্ঠপ, তৎপুত্র হিরণ্য-
কশিপু, তৎপুত্র প্রহ্লাদ, এবং তৎপুত্র বিরোচন।
বিরোচনের ভগিনী—সংজা দেবীর জননী, ও
দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুর পৌত্রী। এই প্রহ্লাদ-
নন্দিনী—বিশ্বকর্ম্মার পত্নী; বৃহগণ এইরূপ কীৰ্ত্তন
করিয়া থাকেন। ৫৭—৭২ মরীচির অতিরূপা নামে
এক শুভা কণ্ঠা ছিলেন। তিনি অদ্বিয়ার পত্নী,—
ও বৃহস্পতির জননী। বৃহস্পতির ভগিনী বিশ্বতা
ব্রহ্মবাদিনী অষ্টম বহু প্রভাসের পত্নী ছিলেন।
শিল্পবর বিশ্বকর্ম্মা ইষ্টারই পুত্র। বিশ্বকর্ম্মা—শুষ্ঠা
ও ত্রিদেশবার্দ্ধিক নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশ্ব-
কর্ম্মা দেবগণের আচার্য্য ছিলেন। ত্রিলোক-
বিখ্যাতা প্রহ্লাদনন্দিনীই শুষ্ঠার পত্নী। ইষ্টার
গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার কতিপয় কণ্ঠা জন্মগ্রহণ করে।
সেই কণ্ঠাগণ এই লোকের মাতৃস্বরূপিনী। সেই
শুষ্ঠানন্দিনীগণের নাম স্বজা, দ্যৌ, বলয়া

ছায়া নিম্নতা সা মহীয়সী । ৭৭ । সা তু ভাষা
ভগবতে মার্গতন্ত মহান্বনঃ । সান্বী পতিব্রতা
দেবী রূপযোবনশালিনী । ৭৮ । ন তু তাং নর-
রূপেণ ভাষ্যাং ভজতি বৈ পুরা । আদিত্যস্তোহ
তন্ত্বং মহতা শ্বেন ভেজসা । ৭৯ । গাজেবপ্রতি
রূপেণ নাতিকান্তমিবাভবৎ । সংজ্ঞা চ রবিণা দৃষ্টা
নিমীলয়তি লোচনে । যতন্ততঃ সরোবোহর্কঃ সংজ্ঞাং
বচনমব্রবীৎ । ৮০ । রবিকবাচ । ময়ি দৃষ্টে সঙ্গা
যস্মাৎ কুরুবে নেত্রসংক্ৰম্য । তস্মাচ্ছনিষ্যাসে
মূঢ়ে প্রজাসংযমনং যমম্ । ৮১ । ঈশ্বর উবাচ ।
ততঃ সা চপলাং দৃষ্টিং দেবী চক্রে ভয়াকুলা । বিলো-
লিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ । ৮২ । রবি-
কবাচ । যস্মাচ্ছিলোলিতা দৃষ্টির্ময়ি দৃষ্টে স্ময়া পুনঃ ।
তস্মাচ্ছিলোলাং তনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিবাসি । ৮৩ ।
ঈশ্বর উবাচ । ততস্তত্শাশ্ব সঞ্জজে ভর্তৃশাপেন
তেন বৈ । যমস্চ যমুনা চেয়ঃ প্রথ্যাতা স্মমহানদী ।
তৃতীয়ঞ্চ নুতং জজে শ্রাকদেবং মহং শুভকু । ৮৪ ।

ছায়া ও মহীয়সী নিম্নতা । সংজ্ঞাদেবী—মহান্বা
ভগবান্ মার্গতন্ত ভাষা । তিনি সান্বী, পতি-
ব্রতা, ও রূপযোবনশালিনী হইলেও পুর্বে মার্গত
নররূপে তাঁহার সহিত সঙ্গত হইতেন না । আদিত্য
দেব অতি ভেজস্বী, এবং তাঁহার ভেজ ও সন্তাপ-
জনক ; এজন্ত পরস্পর বিসদৃশমূর্ত্তি আদিত্য ও
সংজ্ঞার সঙ্গম ঘটিলে আদিত্যের ভেজে সংজ্ঞার
গাজে সন্তাপ জন্মাইত । আদিত্যদেব, সংজ্ঞা দেবীর
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সংজ্ঞাদেবী তদীয় ভেজ
সহিতে না পারিয়া তখন লোচন নিমীলন করিতেন ।
একদা সংজ্ঞাদেবী ঐরূপ নেত্রনিমীলন করিলে
আদিত্য দেব সরোবে তাঁহাকে কহিলেন,—অয়ি
মূঢ়ে ! আমি তোমার প্রতি যখনই দৃষ্টিপাত করি,
তুমি তখনই নয়ননিমীলন করিয়া থাক ; এজন্ত
তুমি প্রজাবর্ণের সংযমকর্তা যমকে প্রসব করিবে ।
৭৩—৮১ । ঈশ্বর কহিলেন,—রবির এই কথা
শুনিয়া সংজ্ঞা দেবী ভয়াকুলা হইয়া চঞ্চলনয়নে
ভাঙ্ককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । রবি
তাঁহাকে চঞ্চলনেত্রা দর্শনে পুনরায় কহিলেন,—
আমি দৃষ্টিপাত করিলে তুমি পুনরাপি তোমার
লোচনমুগল চঞ্চল করিয়াছ, এজন্ত তুমি চঞ্চলা
নদীরূপিনী একটী কজা প্রসব করিবে । ঈশ্বর কহি-
লেন,—অতঃপর পতিশাপ নিবন্ধন সংজ্ঞা দেবীর
পুত্র যম এবং কজা পুথিখাতা মহানদী যমুনা জন্ম-

সাপি সংজ্ঞা রবেন্তেজো গোলাকারং মহাপ্রভম্ ।
অসহস্রী চ সা চিত্তে চিত্তয়ামাস বৈ তদা । ৮৫ ।
কিং করোমি ক যাস্তামি ক গতয়াশ্চ নির্বৃতিঃ ।
ভবেয়ম কথং ভর্ত্তা কোপমর্কস্চ নেবাতি । ৮৬ ।
ইতি সঙ্কিত্য বহুধা প্রজাপতিমুতা তদা । বহু
যেনে মহাভাগা পিতৃসংখ্যমেব চ । ৮৭ । ততঃ
পিতৃগৃহং গন্ত্য কৃতবুদ্ধির্ধনশ্রিনী । ছায়াময়ীমা-
তনুং প্রত্যক্ষমিব নিশ্চিন্তাম্ । ৮৮ । সম্মুখং প্রেক্ষ্য
তাং দেবীং স্বাং ছায়াং বাক্যমব্রবীৎ । ৮৯ ।
সংজ্ঞোবাচ । অহং যাস্তামি ভদ্রং তে স্বকঞ্চ ভবনং
পিতুঃ । নিশ্চিকারং স্ময়া স্মত্র স্মেয়ং মচ্ছাসনা-
চ্চূভে । ৯০ । ইমৌ চ বালকৌ মহৎ কজা চ বর-
বর্ণিনী । সন্তাব্যা নৈব চাখ্যেয়মিদং ভগবতে স্ময়া ।
৯১ । পুষ্টয়্যাপি ন বাচ্যন্তে তথৈতদগমনং মম ।
ভেনাম্মি নাম সংজ্ঞেতি বাচ্যমে তৎপ্রতিষ্ঠয়া । ৯২ ।
ছায়োবাচ । আ কেশগ্রন্থাৎকৈবি আ শাপারৈব

গ্রহণ করিলেন । এতদ্বির সংজ্ঞাদেবী শ্রাকদেব
মহু নামে আর একটী পুত্র প্রসব করেন । সংজ্ঞা-
দেবী গোলাকার রবির অত্যাচ্ছল ভেজ সহ
করিতে পারিতেন না ; তিনি মনে মনে চিন্তা
করিতে লাগিলেন যে, কি করি ! কোথায় যাই !
কোথায় গেলে শাস্তি পাই ! আর ভর্ত্তা সূর্যের
কোপ হইতেই বা কি প্রকারে পরিজ্ঞান পাই ।
প্রজাপতিমুতা মহাভাগা সংজ্ঞাদেবী এইরূপ বহুধা
চিন্তা করিয়া তখন পিতৃগৃহে বাসই সঙ্গত মনে
করিলেন । যশাশ্রিনী সংজ্ঞাদেবী অতঃপর পিতৃ-
ভবন গমনে কৃতনিশ্চয়া হইয়া স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
হইতে ছায়াময়ী একটী নারীমূর্ত্তি নির্মাণ করি-
লেন ; এবং সেই ছায়ামূর্ত্তিকে সম্মুখবর্ত্তিনী দেখিয়া
কহিলেন,—অয়ি ভদ্রে ! তোমার মঙ্গল হউক,
আমি স্বীয় পিতৃভবনে গমন করিব, ওতে ! তুমি
আমার কথানুসারে নিশ্চিকারে এখানে অবস্থান
কর । আমার এই দুইটী বালক পুত্র এবং বর-
বর্ণিনী কজা রহিল, তুমি ইহাদিগকে প্রতিপালন
করিও । তুমি জিজ্ঞাসিতা হইলেও ভগবান্
ভাঙ্করের নিকট এ রহস্ত বা আমার গমন এ
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিও না । তাঁহার নিকট তুমি
আপনাকে সংজ্ঞা বলিয়াই পরিচিত করিবে ।
ছায়া কহিলেন,—অয়ি দেবি ! আদিত্যদেব
যাবৎ আমার কেশাকর্ষণ না করেন, এবং

কহিতিৎ। আখ্যাত্যামি মতং তুভ্যং গম্যতাং যত্র বাহিতম্ ॥ ১৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইতুজ্ঞা সা তদা দেবী জগাম তবনং পিতুঃ। দদর্শ তত্র যষ্টায়ং তপসা ধৃতকন্দম্বম্ ॥ ১৪ ॥ বহমানাচ্চ তেষাপি পূজিতা বিশ্বকর্মাণা। বর্ষাণাঞ্চ সহস্রশ্চ বসমানা পিতৃগৃহে। তত্স্থৌ পিতৃগৃহে সা তু কক্ষিং কালমনিদ্ভিতা ॥ ১৫ ॥ ততস্তাং প্রাহ চার্কদ্বীঃ পিতা নাভিচিরোষিতাম্। অত্বে তু তনয়াং প্রেমণা বহমানপুরঃসরম্ ॥ ১৬ ॥ বিশ্বকর্ম্মোবাচ। স্বামেব পত্ন্যভ্যো বৎসে দিনানি সুবহুজ্ঞাপি। মুহূর্ত্তাচ্চসমানি স্ম্যঃ কিন্তু ধর্ম্মৌ বিলুপ্যভে ॥ ১৭ ॥ বাহুবেষু চিরং বাসো নারীণাং ন যশস্করঃ। মনোরথা বাহুবান্যং নারীণাং ভর্তৃগৃহে স্থিতিঃ ॥ ১৮ ॥ সা ত্বং ত্রৈলোক্যানাথেন ভর্ত্তা স্বর্ঘ্যেণ সংযুতা। পিতৃগৃহে চিরং কালং বশ্চ নার্সি পুত্রিকে ॥ ১৯ ॥ তত্শ্চ ভর্তৃগৃহং গচ্ছ দৃষ্টোহহং পূজিতাসি মে। পুনরাগমনং কক্ষ্যং দর্শনায় শুচিস্মিতে ॥ ২০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইতুজ্ঞা সা তদা পিতা গচ্ছগচ্ছতি সা

যাবৎ আমায় অতিশাপ না দেন, তাবৎ আমি এ ঘটনা কোনমতেই প্রকাশ করিব না। আপনি যেখানে ইচ্ছা গমন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—সংজ্ঞাদেবী ছায়াকে এই কথা বলিয়া তখনই পিতৃভবনে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া তিনি তপঃপ্রভাবে নিরলুপ বিশ্বকর্ম্মাকে অবলোকন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মাও তাঁহাকে বহুপ্রকারে সম্মানিত করিলেন। অনিন্দিতা সংজ্ঞাদেবী সেই পিতৃভবনে প্রায় সহস্র বৎসর বাস করিলেন। অতঃপর পিতা, সেই সৌভবনে দীর্ঘপ্রবাসিনী মনোহর্যাকী তনয়াকে, স্ত্রীতিবশে বহুসম্মান-পুরঃসর কক্ষিৎ প্রশংসা সহকারে কহিলেন,—বৎসে! তোমাকে আমি যদি অতি দীর্ঘ দিন ধরিয়াও দেখি, তথাচ বাৎসল্যবশে ঐ সকল দিন যেন অঙ্ক-মুহূর্ত্তের স্তায় কাটিয়া যায়; পরন্তু এরূপ ব্যবহারে ধর্ম্মলোপ হইতেছে। যেহেতু নারীগণের পক্ষে বাহুব-ভবনে বাস যশস্কর নহে; নারীগণ যে পিতৃগৃহে বাস করে, ইহাই বাহুবগণ কামনা করেন। অতএব আমি পুত্রিকে! তোমার পতি ত্রৈলোক্যানাথ স্বর্ঘ্যদেবের সহিতই বাস করা তোমার কর্তব্য; কিন্তু দীর্ঘকাল পিতৃভবনে বাস করা যোগ্য নহে। তুমি আমাকে দর্শন করিয়াছ এবং আমার নিকট সংকারও প্রাপ্ত হইয়াছ, অতঃ-এব তুমি এখন পতিভবনে গমন কর; আমি শুচি-

পুনঃ। সম্পূজয়িষ্যামি পিতরং বহুবাকুপধারিণী ॥ ২১ ॥ মেরোকস্তরতস্তত্র বৎসং যক্ষহযাকৃতি ॥ উত্তরাঃ কুরবো লোকে প্রখ্যাতা যে যশস্বিনি ॥ ২২ ॥ তত্র তেপে তপঃ সাধ্বী নিরাহার্যধরুপিণী। এত-শ্মিরন্তরে দেবি তস্তাচ্ছায়া বিবশতঃ ॥ ২৩ ॥ সমীপস্থা তদা দেবী সংজ্ঞায়া বাক্যতৎপর। তস্তাঞ্চ ভগবান্ স্বর্ঘ্যো দ্বিতীয়ায়াং দিবস্পতিঃ ॥ ২৪ ॥ সংজ্ঞয়মিতি যথানো রূপৌদার্থ্যেণ মোহিতঃ তস্তাঞ্চ জনয়ামাস যৌ পুত্রৌ কস্তকং তথা ॥ ২৫ ॥ পুংসং যন্ত মনোভল্যঃ সার্বার্গন্তেন সোহভবৎ। যঃ স্বর্ঘ্যায় প্রথমং জাতঃ পুত্রয়োঃ সুরসুন্দরি ॥ ২৬ ॥ দ্বিতীয়ো যোহভবচ্চাত্তঃ স গ্রহোহভূচ্চনৈশ্চরঃ কস্তাভূতপতী যাতাং ব্রবে সংবরণো নৃপঃ ॥ ২৭ ॥ তাস্মৈ নাম নদী চেৎসং বিদ্যামূলধিনিঃসৃত। নিত্যং পুণ্যজলা জ্ঞানে পশ্চিমোদধিগামিনী ॥ ২৮ ॥ অত্বে চৈব তথা তদা জাতা পুত্রৌ মহাপ্রভা। সংজ্ঞা

স্মিতে। পুনরায় আমাকে দেখিতে আসিও ১৮২-১০০। পিতা বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে বারম্বার “যাও, যাও” বলিয়া পতিভবনগমনে প্রেরণা করিতে থাকিলে সংজ্ঞাদেবী তখন পিতাকে প্রশ্রয়াদি দ্বারা সংকৃত করিয়া অধিনী-রূপ ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অগ্নি যশস্বিনি! মেরু গিরির উত্তর-দিকে উত্তরকুরু নামে যে যক্ষহযাকৃতি লোকপ্রসিদ্ধ বর্ষ আছে, সাধ্বী সংজ্ঞা অধিনীরূপে সেখানে যাইয়া নিরাহারে তপস্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে ছায়াদেবীও সংজ্ঞার উপদেশানুসারে ভাস্করসমীপে সংজ্ঞাবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দিবস্পতি ভগবান্ স্বর্ঘ্যদেব সেই সংজ্ঞা-প্রতিভূতি ছায়াময়ী দ্বিতীয়া পত্নীকে সংজ্ঞা বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার রূপে ও ঔদার্য্যগুণে মোহিত হইয়া তাঁহার গর্ত্তেও দুইটী পুত্র ও একটি কস্তা উৎপাদন করেন। অগ্নি সুর-সুন্দরি! স্বর্ঘ্যের এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন পুত্র, মহুর তুল্যাকৃতি হইরাছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল—সার্বার্গ। দ্বিতীয় পুত্রের নাম হইল শনৈশ্চর। শনৈশ্চর গ্রহই প্রাপ্ত হন। আর সর্ব্বকনিষ্ঠা কস্তাটির নাম হইল তপতী। রাজা সধরণ ইহাকে পত্নীভে বরণ করিয়াছিলেন। এই তপতীই বিদ্যামূলনির্গতা তাপানারী সুপ্রসিদ্ধা নদী-রূপে পরিণতা হইয়াছিলেন। ইনি পশ্চিমসাগরে যাইয়া মিলিত হইয়াছেন। এই পুণ্যজলা তাপী-

তু পার্থিবী ছায়া আত্মজানাং যথাকথ্যোৎ ১০৯ ।
 স্নেহং ন পূৰ্ণজাতানাং তথা কৃতবতী সতী । লাল-
 নাহুপভোগেষু বিশেষমহুবাশয়ম্ ১১০ । যথা
 শ্বেতহবর্জত ন তথাভেষু ভামিনী । মনুজ কান্তবা-
 স্তস্তা ভবিষ্যো যো হি পার্শ্বতি ১১১ । মেয়ো তিষ্ঠতি
 সোহদ্যাপি তপঃ কুর্স্বন বয়াননে । সধং তৎকান্তবান
 মাতুর্মমস্তস্তা ন চকমে ১১২ । বহশো বাচমানস্ত
 ছায়য়াতীব কোপিতঃ । স বৈ কোপাচ্চ বাল্যাচ্চ
 ভাবিনোহর্ষশ্চ বৈ বলাৎ ১১৩ । তাড়নায় ততঃ
 কোপাংপাদন্তেন সমুদ্যতঃ । তথা পুনঃ কান্তিমতা
 ন তু দেহে নিপাতিতঃ ১১৪ । পদা সমুজ্জ্যামাস
 ছায়াং সংজ্ঞানুতো যমঃ ১১৫ । তং শশাপ ততঃ
 শ্চায়া ক্রুদ্ধা সা পার্থিবী ভৃশম্ । কিঞ্চিৎপ্রফুর-
 মাণোজী বিচলৎপাণিপন্নবা ১১৬ । ছায়োবাচ ।
 পিতৃঃ পত্নীমমর্যাদা যয়াং তজ্জয়সে পদা । ভুবি
 তন্মাদয়ঃ পাদস্তবান্দ্যোব পতিষ্যতি ১১৭ । ঈশ্বর

নদী নিতাই স্নানকার্যে প্রস্তুত। ছায়ার ইহা
 ব্যতীত আরও একটি কস্তা জন্মিয়াছিল, সেই
 মহপ্রভা কস্তার নাম—ভজা। সতী ভামিনী ছায়া
 দেবী স্বীয় সন্তানগণের প্রতি যেমন স্নেহ করি-
 তেন, সংজ্ঞার সন্তানগণের প্রতি তাদৃশ স্নেহ
 করিতেন না। তিনি সংজ্ঞাসন্তান অপেক্ষা আত্ম-
 তনয়গণকে সমধিক লালন-পালন আদর-যত্ন করি-
 তেন। অগ্নি পাকতি। ঘিন তাবী কালে অধিকার
 লাভ করিবেন, সেই মনু, ছায়ার এইরূপ অসম ব্যব-
 হার কন্ম করিতেন। অগ্নি বয়াননে। মনু অদ্যাপি
 মেক পরন্তে থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। তিনি
 মাতার এইরূপ অসম ব্যবহার সমস্তই উপেক্ষা
 করিলেন; কিন্তু যম তাহা কন্ম করিলেন না; একদা
 তিনি ভবিতব্যতাবশে বালকত্বপ্রযুক্ত ছায়ার
 নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়াও অভিমত প্রাপ্ত না
 হওয়ায় অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন। সংজ্ঞানন্দন যম,
 ক্রোধবশে ছায়াকে পদাঘাত করিবার জন্য উদ্যম
 করিলেন; পরন্তু পাদোদ্যম করিয়া ছায়াকে কেবল
 তর্জনই করিলেন, কমাগণে ছায়ার দেহে পদাঘাত
 করেন নাই। পার্থিবী ছায়াদেবী তাহাতে অতিমাত্র
 রূপিত হইয়া ক্রবৎ চকল-ওর্ডে চকল হস্তে যমকে
 এইরূপ অভিশাপ দিলেন। ছায়া করিলেন,—যে
 মর্যাদাজ্ঞানহীন যম! আমি তোমার পিতার পত্নী
 হইলেও তুমি আমাকে পাদবস্ত্রা সমুজ্জ্বল
 করিলি, অতএব অদ্যই তোমার ঐ পাদ স্তূলে

উবাচ। যমস্ত তেন শাপেন ভৃশং শীড়িতমানসঃ ।
 মনুনা সহ ধর্ম্মাচ্চা পিত্রে সন্ধং স্তবেদয়ৎ ১১৮ ।
 যম উবাচ। তাতৈতদ্রহদাশ্চর্য্যং ন দৃষ্টমিহ কেন-
 চিৎ ১১৯ । মাতা বাৎসল্যমুৎসাহ্য শাপঃ পুত্রো প্রম-
 ছতি ১২০ । স্নেহেন তুল্যমস্মান্ন মাতায়া মৈব
 বর্জতে। বিশ্বজা জায়সৌ যস্মাৎ কমীকঃ
 বৃজ্যতি ১২১ । তস্তা ময়োদ্যতঃ পাদো ন তু
 দেহে নিপাতিতঃ। বাল্যাধা যদি বা মোহান্তত্বানি
 কস্তমহত ১২২ । শতোহহং তাত কোপেন
 তয়া স্তূত ইতি ক্ষুটম্। অতো ন মনুঃ জননী সা
 তবেষদভাঃ বরঃ ১২৩ । নির্গুণেষপি পুত্রো ন
 মাতা নির্গুণা ভবেৎ। পাদস্তে পততাঃ পুত্র
 কথমেতত্তয়োদিতম্ ১২৪ । তব প্রসাদাচ্চরণো
 ন পতেত্তগবন যথা। মাতৃশাপাদয়ঃ মেহদ্য তথা
 চিত্তয় গোপতে ১২৫ । রবিক্রবাচ। অসংশয়ঃ
 মনুঃ পুত্র ভবিষ্যত্যত্র কারণম্। যেন তে হাবিশং

ধসিয়া পড়িবে ১০৯—১১৭। ঈশ্বর কহিলেন,—
 ছায়ার এইরূপ অভিশাপে ধর্ম্মাচ্চা যম অতীব
 মনঃপীড়া পাইলেন; তিনি মনু সহিত যাইয়া
 পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।
 যম কহিলেন,—হে তাত! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য!
 মাতা যে, পুত্রের প্রতি বাৎসল্য বিসর্জন করিয়া
 অভিশাপ প্রদান করেন ইহা কেহ কখন দেখে
 নাই। মাতা এখন আর আমাদের সকলের প্রতি
 সমব্যবহার করেন না; তিনি জ্যেষ্ঠগণকে উপেক্ষা
 করিয়া কনিষ্ঠগণকেই অধিক আদর-যত্ন করিয়া
 থাকেন। বালকত্ববশেই হউক অথবা মোহেই
 হউক, আমি তাঁহাকে পাদোদ্যম করিয়া তর্জন
 করিয়াছিলাম, পরন্তু তাঁহার দেহে পাত্তি করি
 নাই। আপনি আমার এই অপরাধ কন্ম করি-
 বেন। আমি পুত্র হইলেও সেই জননী কোপবশে
 আমাকে যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহাতে আমার
 মনে হয়—তিনি কখনই আমার জননী নহেন।
 হে বরকবর! পুত্রগণ নির্গুণ হইলেও মাতা
 কদাচ তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরবৎ ক্রব্যবহার করিতে
 পারে না; তবে ইনি কেনন করিয়া “পুত্র তোমার
 পা ধসিয়া পড়ুক” এমন কথা বলিলেন? হে ভগ-
 বন গোপতে! আপনাদের প্রসাদে মাতার সেই অভি-
 শাপে এখন হাতাতে আমার পদপতিত না হই, তাহার
 উপায় চিন্তা করুন। রবি কহিলেন,—পুত্র! তুমি
 ধর্ম্মজ এবং মহাত্মা হইলেও তোমার যে কোপবশে

কৌণ্ডো ধর্ম্যজ্ঞস্ত মহাত্মনঃ । ১২৫ । সর্বেষামেব
শাপানাম্ প্রতিঘাতোহপি বিদ্যতে । ন তু মাত্ৰা-
ভিশ্চানাম্ কচিচ্ছাপনিবর্তনম্ । ১২৬ । ন যুক্ত-
মেতরিখ্যা তু কর্তুঃ মাতুলচন্তব । কিঞ্চিন্তে সংবি-
ধাত্যমি পুত্রঃ শ্রেয়ান্নগ্রহম্ । ১২৭ । কুমরো মাংস-
মাদায় প্রয়াস্তন্তি মহীতলম্ । কৃতং তস্তা
বচঃ সত্যং স্বধৃ জাতো ভবিষ্যসি । ১২৮ ।
ঈশ্বর উবাচ । আদিত্যশ্রবীচ্ছায়াঃ কিমর্থং
তনয়েষু বৈ । তুল্যোদ্যপাধিকঃ শ্রেহ একত্র
ক্রিয়তে স্বয়ং । ১২৯ । নুনং ন চৈবাং জননী ত্বং
সংজ্ঞা কাপি সা গতা । বিকলেশ্যপত্যেযু
ন মাতা শাপদা ভবেৎ । ১৩০ । অপি দৌবসহ-
জ্ঞাপি যদি পুত্রঃ সম্যচরেৎ । প্রাণজ্যোহেহপি নিরতো
ন মাতা পাপম্যচরেৎ । তস্মাৎ সত্যং মম ক্রহি
মা শাপবশগা ভব । ১৩১ । ঈশ্বর উবাচ । তং
শপ্তমুদ্যতঃ দৃষ্টা ছায়াসংজ্ঞা দিনাধিপম্ । ভয়েন
কম্পতী দেবী যথাপুত্রং মহাসতী । ১৩২ । সা চাহ

তনয়া বহুৱহং সংজ্ঞা বিভাবসো । পত্নী তব স্বয়া
পত্যা পতিযুক্তা দিবাকর । ১৩৩ । ইধং বিবশ্বতঃ
সা তু বহুশঃ পৃচ্ছতেহন্তথা । ন বাচা ভাবতে
কৃৎসং শাপং দাতুং সমুদ্যতঃ । ১৩৪ । শাপোদ্যত-
করঃ দৃষ্টা স্বর্ধ্যং ছায়া বিবশ্বতঃ । কথ্যমাস তৎসকলং
সংজ্ঞায়াঃ সুবিচেষ্টিতম্ । ১৩৫ । তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্
স্বর্ধ্যো জগাম স্বষ্টুরালয়ম্ । ততঃ সম্পূজয়ামাস
তদা ত্রৈলোক্যপুঞ্জিতম্ । ১৩৬ । নির্দগ্ধকায়ং
রোমেষু সাঙ্খ্যমাস পার্শ্বতী । তাবস্তং নিজয়া
দীপ্ত্যা নিজগেহমুপাগতম্ । ক সংজ্ঞেতি চ
পৃচ্ছন্তঃ কথ্যমাস বিশ্বকৃৎ । ১৩৭ । বিশ্বকশ্মোবাচ ।
আগতৈব হি মে বৈশা ভবতা জ্ঞয়তাং বচঃ ।
বিখ্যাতং তেজসাঢ্যং ত ইদং রূপং সূক্ষ্মসহম্ ।
১৩৮ । অসহস্তু ততঃ সংজ্ঞা বনে চরতি বৈ তপঃ ।
জল্যসে তাং ভবানদ্যা স্বভাবীয়াং শুভচারিণীম্ ।
১৩৯ । রূপাং চরতেহরণ্যং চরন্তী সূমহন্তপঃ ।
মতং ে ব্রহ্মণো বাক্যাদ্যদি তে দেব যোচতে ।

হইয়াছিল, অবশ্যই ইহার কোন মহৎ হেতু আছে ।
সমস্ত অভিশাপেই প্রতিকারোপায় আছে ; কিন্তু
মাতুলশ্র জ্ঞানগণের শাপনিবৃত্তির কোনও উপায়
নাই । পুত্র ! তোমার মাতার বাক্য মিথ্যা করাও
কর্তব্য নহে ; তবে শ্রেহবশে আমি তোমার প্রতি
অল্পগ্রহ করিতেছি । কুমিগণ তোমার পদের মাংস
লইয়া ভূতলে পতিত হইবে ; ইহাতে তোমার
মাতার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করা হইবে, পরন্তু
তুমিও পরিজ্ঞান পাইবে । ১১৮—১২৮ । ঈশ্বর কহি-
লেন,—অতঃপর আদিত্যদেব ছায়াকে জিজ্ঞাসি-
লেন যে, সকল সন্তান সমান হইলেও তুমি কোন
কোন সন্তানের প্রতি আবেক শ্রেহ প্রকাশ কর
কি জন্য ? নিশ্চয়ই তুমি ইহাদের জননী সংজ্ঞা
নহ ; সে বোধ হয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে ।
নিভান্ত অসদ্ ব্যবহার করিলেও মাতা কদাচ
সন্তানকে অভিশাপ দেন না । পুত্র যদি সহস্র
সহস্র দোষও করে, যদি প্রাণহানি করিতেও
উদ্যত হয়, তথাপি মাতা তৎপ্রতি পাপাচরণ করেন
না । অতএব তুমি আমার নিকট সত্য করিয়া
বল ; শাপভাগিনী হইও না । ১২৯—১৩১ । ঈশ্বর
কহিলেন,—ছায়াসংজ্ঞাদেবী, তখন বিভাবল্লকে
অভিশাপদানে সমুদ্যতদর্শনে ভীত হইয়া কাপিতে
কাপিতে সমস্ত ধ্বংস প্রকাশ করিলেন । মহা-
সতী ছায়াদেবী কহিলেন,—হে বিভাবসো ! আমি

ঈশ্বর কস্তা সংজ্ঞা ; হে দিবাকর ! আমি আপ-
নার পত্নী, আপনার দ্বারাই পতিযুক্ত হইয়া রহি-
য়াছি । স্বর্ধ্যদেব, বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেও ছায়া-
দেবী যখন অস্ত প্রকার আত্মপরিচয় দিতে লাগি-
লেন, পরন্তু কোন মতেই প্রকৃত কথা কহিলেন না,
তখন স্বর্ধ্যদেব তাঁহাকে অভিশাপদানে উদ্যত
হইলেন । ছায়াদেবী স্বর্ধ্যকে হস্তে শাপদানার্থ জল
গ্রহণ করিতে দেখিয়া সংজ্ঞাকৃত সমস্ত ব্যাপারই
প্রকাশ করিয়া কহিলেন । ভগবান্ স্বর্ধ্যদেব তাহা
শুনিয়া স্বষ্টার ভবনে গমন করিলেন । অগ্নি পার্শ্বতী !
স্বর্ধ্যদেব তখন অতীব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ; তাঁহাকে
দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি যেন
স্বষ্টাকে দগ্ধ করিতেই সমুদ্যত । স্বষ্টা সেই
ত্রৈলোক্যপুঞ্জিত স্বর্ধ্যকে যথাযোগ্য অর্চনাস্তে
সাস্থনা করিতে লাগিলেন । স্বীয়তেজে দীপ্যমান
ভগবান্ স্বর্ধ্যদেব নিজভবনে আসিয়া “সংজ্ঞা
কোথায় ?” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে
কহিলেন,—সংজ্ঞা আমার গৃহে আসিয়াছিলেন
বটে, কিন্তু আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন ।
সংজ্ঞা আপনার এই বিখ্যাত তেজোবহুল সূক্ষ্মসহ
রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া, বনে যাইয়া তপশ্চরণ
করিতেছেন । সংজ্ঞা তেজোবহুল রূপ লাভ
করিবার জন্যই অরণ্য মধ্যে তপস্তা করিতেছেন ।
আপনি আজি সেই শুভচারিণী সৌর পত্নীকে

রূপং নির্কর্তব্যমাদ্য তব কাস্তং দিবস্পতে ॥ ১৪০ ॥
 ঈশ্বর উবাচ । যতো হি ভাষতো রূপং প্রাগাসীৎ-
 পরিমণ্ডলম্ । ততস্তথেষতি তং প্রাহ বৃষ্টারঃ ভগবান্
 हरिः ॥ ১৪১ ॥ বিশ্বকর্মা স্বহুজাতঃ শাকদ্বীপে
 বিবস্বত । ভ্রমিরোপ্য ততেজঃশাতনায়োপক্রমে ॥
 ১৪২ ॥ ভ্রমত্যাশেষজগতামিহুভূতেন ভাষত । সমুদ্রা-
 দ্রিবনোপেতাশ্চক্ষুঃ সমস্ততঃ ॥ ১৪৩ ॥ ভ্রমতা
 থলু দেবেশি সচন্দ্রগ্রহভারকম্ । অধোগতি মহা-
 ভাগে বক্ষুবাক্ষিপ্তমাকুলম্ ॥ ১৪৪ ॥ বিক্ষিপ্তসলিলাঃ
 সর্ষে বক্ষুঃ তথা নদাঃ । ব্যতিদ্যস্ত তথা শৈলাঃ
 স্পর্শগাহু নবন্ধনাঃ ॥ ১৪৫ ॥ ঐবাহারায়শেষাণি
 ধিক্যানি বরবর্ণিণি । ভ্রাম্যদ্রশ্মিনবন্ধানি অধো
 জমুঃ সহস্রশঃ ॥ ১৪৬ ॥ ব্যাশীৰ্যন্ত মহামেষা ঘোরা-
 রাবিরিরাবিণঃ । ভাষন্তভ্রমণবিভ্রান্তকুম্যাকাশমহী-
 তলম্ ॥ ১৪৭ ॥ জগদাকুলমত্যাঃ তদাসৌন্দর্যবর্ণিণি ।

দেখিতে পাইবেন । হে দেব, দিবস্পতে ! যদি
 আপনার মত হয়, তবে অদ্য আমি ব্রহ্মার
 বাক্যানুসারে আপনার মনোহররূপ সম্পাদন
 করিয়া দিতে পারি ১৩২—১৪০। ঈশ্বর কহিলেন,—
 পূর্বে সূর্য্যের রূপ সম্পূর্ণ মণ্ডলাকার ও আত
 হুঃসহ তেজোময় ছিল, এজন্ত তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে
 'তাঁহাই করুন' বলিয়া তেজঃশাতনে অনুমতি করি-
 লেন । বিশ্বকর্মা ভগবান্ বিবস্বান কর্ত্ত্বক অনু-
 জাত হইয়া শাকদ্বীপে বাইয়া ভ্রমিষত্বে তাঁহাকে
 আরোপণপূর্ব্বক তদীয় তেজঃশাতনে উপক্রম করি-
 লেন । সেই সমগ্র জগতের আধিভূতমূর্ত্তি ভগবান্
 বিবস্বান ভ্রমিষত্বে আরোপিত হইয়া ক্ষতবেগে
 ভ্রমণ করিতে থাকিলে গিরি-কানন সহ সাগর
 সকল ক্ষুভিত হইল । অগ্নি মহাভাগে দেবেশি ! সূর্য্য
 তাদৃশ ভাবে ভ্রমণ করিতে থাকিলে চন্দ্রাদি গ্রহ সহ
 নক্ষত্রমণ্ডলও ভ্রমণবেগে আকণ্ঠ হইয়া আকুল
 ভাবে ক্রমশ অধোগামী হইতে লাগিল ; নদনদীর
 জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । শৈল-
 সকলের সান্ন্যবন্ধন বিশীর্ণ ও নানাস্থান ভয় হইয়া
 পড়িতে লাগিল । অগ্নি বরবর্ণিণি ! গগনতলে
 একবে অবলম্বন করিয়াই নক্ষত্রলোক প্রতিষ্ঠিত ;
 ঐ সকল নক্ষত্রলোক, রশ্মিধারা একের সহিত
 নিবন্ধ, পরস্পর আদিত্যদেবের তাদৃশ প্রবল ভ্রমণ-
 বেগে আকণ্ঠ হইয়া সেই সহস্র সহস্র নক্ষত্রলোকও
 ক্রমে ক্রমে অধোগামী হইতে লাগিল । মেঘসমূহ
 মহাগজসহকারে বিশীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল ।

দ্বৈলোক্যে সকলে দেবি ভ্রমমাণে মহর্ষয়ঃ । দেবাশ্চ
 ব্রহ্মণা সার্কং ভাষন্তমভিতুঃ ॥ ১৪৮ ॥ দেবা
 উচুঃ । আদিদেবোহসি দেবানাং জাতমেতৎ স্বয়ং
 তব । সর্গস্থিত্যন্তকালেমু যিহা ভেদেন তিষ্ঠসি ।
 স্বস্তি তেহস্ত জগন্নাথ স্বর্গ্যবর্ষহিমাকর ॥ ১৪৯ ॥
 ইন্দ্র আগম্য তং দেবং লিখ্যমানমথাস্তবীৎ । জয়
 দেব জগৎস্বামিন্ জয় দেব জগৎপতে ॥ ১৫০ ॥
 স্বর্গ্যশ্চ ততঃ সপ্ত বসিষ্ঠাভিপুরোগমাঃ । তুষ্টিবু-
 ক্তিবিধেঃ স্তোত্রৈঃ স্বস্তি স্বস্তীতি বাদিনঃ ।
 বেদোক্তিভিরথ্যাভিষ্ঠীর্ষালখিল্যাস্ত তুষ্টিবুঃ ॥ ১৫১ ॥
 বালখিল্য উচুঃ । নমস্ত স্বকৃষ্ণরূপায় সামরূপায়
 তে নমঃ । যজুঃস্বরূপরূপায় সার্বাং ধামগ তে নমঃ ॥
 ১৫২ ॥ জ্ঞানৈকরূপদেহায় নিছুতমসে নমঃ ।

হে বরবর্ণিণি ! তখন সূর্য্যদেবের তাদৃশ প্রবল
 ভ্রমণবেগে পাতাল ভূতল গগনতল লোকত্রয়ই
 বিভ্রান্ত হইয়া নিভান্ত আকুল হইয়া পড়িল । হে
 দেবি ! এইরূপে সমগ্র লোকত্রয়, বিভ্রান্ত হইয়া
 পড়িলে তখন দেবগণ ও মহর্ষিসমূহ, ব্রহ্মার সহিত
 মিলিত হইয়া সেই বিবস্বানকে স্তব করিতে
 লাগিলেন । দেবগণ কহিলেন,—হে বিভো !
 আপনি দেবগণমধ্যে আদিদেব, আপনি স্বয়ং
 এই জগতের উৎপাদন করিয়াছেন । আপনিই
 সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাঙ্ক কার্য্যত্রয় সাধনকালে ত্রিবিধ
 মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত হন । হে তাপশ্রদ,
 হিমাকর জগন্নাথ । আপনার মঙ্গল হউক ।
 ১৪১—১৪২। এই সময়ে বৃষ্টা সূর্য্যদেবগাত্র তক্ষণ
 করিয়া (চাঁচিয়া) তদীয় তেজঃশাতন করিতেছিলেন,
 ইন্দ্রও আসিয়া তখন তাঁহাকে স্তব করিতে লাগি-
 লেন, হে দেব জগৎস্বামিন্ । আপনার জয় হউক,
 হে দেব ! জগৎপতে ! আপনার জয় হউক । ইন্দ্র
 এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন । বসিষ্ঠ, অত্রি প্রভৃতি
 সপ্তর্ষিগণও "স্বস্তি স্বস্তি" রবে বিবিধ স্তোত্র দ্বারা
 তাঁহায় স্তব করিতে লাগিলেন । তারপর বাল-
 খিল্যগণও উক্ত বেদোক্তি দ্বারা সেই সূর্য্যদেবের
 স্তব করিতে লাগিলেন । বালখিল্যগণ কহিলেন,—
 আপনি স্বকৃষ্ণরূপ, আপনাকে নমস্কার ; আপনি
 সামরূপী, আপনাকে নমস্কার । আপনি যজুঃ-
 স্বরূপ এবং সামবেদের তত্ত্ব দ্বারা জ্ঞেয় ; আপ-
 নাকে নমস্কার । আপনি একমাত্র জ্ঞানরূপ দেহ-
 দ্বারা ও তমঃসংসর্গরহিত ; আপনাকে নমস্কার ।

শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপায় ত্রিমূর্ত্যায়মান্বনে । ১৫৩ ।
বসিষ্ঠায় বরেন্যায় সর্বশ্রেণে পরমাত্মনে । নমোহখিল-
জগদ্ব্যাপিরূপায়ানন্তমূর্ত্তয়ে । ১৫৪ । সর্বকারণ-
কৃত্যয় নিষ্ঠায় জ্ঞানচেতনাম্ । নমঃ সূর্য্যাস্বরূপায়
প্রকাশালঙ্কারপিত্রে । ১৫৫ । ভাস্করায় নমস্তভ্যং
তথা দিনকৃতে নমঃ । সর্বশ্রেণে হেতবে চৈব সঙ্ঘ্যা-
জ্যোৎস্নাকৃতে নমঃ । ১৫৬ । অং সর্বমেতত্তগবন্জগচ্চ
ভ্রমতা ত্বয়া । ভ্রমত্যাণিষ্মখিলং ব্রহ্মাণ্ডং সচঃচরম্ ।
অদন্তভিরিদং সর্বং স্পৃষ্টং বৈ জায়তে শুচি । ১৫৭ ।
ক্রিয়তে ত্বৎকরস্পর্শৈর্জলাদানঃ পবিত্রতা । ১৫৮ ।
হোমদানাদিকো ধর্ম্মো নোপকারায় জায়তে । তাত
যাবন্ন সংযোগি জগদেতত্ত্বদন্তভিঃ । ১৫৯ । ঋচস্তে
সকলা হোতান্তথা যানি যজুঃষি চ । সকলানি চ
সামানি নিপতন্তি ত্বদ্রতঃ । ১৬০ । ঋষয়ন্তঃ জগ-
ব্রাথ ত্বমেব চ যজুর্নয়ঃ । যতঃ সামময়শ্চৈব ততো
নাথ জ্যেষ্ঠময়ঃ । ১৬১ । ত্বমেব ব্রহ্মণো রূপং
পরং চাপরমেব চ । মূর্ত্ত্যামূর্ত্তং তথা হৃদ্যং
স্থূলং রূপেণ সংস্থিতং । ১৬২ । নিমেষকাষ্ঠাদিময়ঃ

আপনি শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ, ত্রিমূর্ত্তিধর, অমলাক্সা,
গরিষ্ঠ, বরেন্য, সর্বস্বরূপ, পরমাত্মা, সমগ্ৰজগৎ-
ব্যাপী, অনন্তমূর্ত্তি সর্বজগতের কারণকৃত ও
জ্ঞানিগণের চরমাবলম্বন, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি স্বপ্রকাশ, সূর্য্যাস্বরূপ ও দুর্লভমূর্ত্তি, আপ-
নাকে নমস্কার । আপনি ভাস্কর, আপনাকে নম-
স্কার । আপনি দিনকর, আপনাকে নমস্কার । আপনি
সকলের কারণ, এবং সঙ্ঘ্যায় ও জ্যোৎস্নায়
প্রবর্ত্তক, আপনাকে নমস্কার । হে ভগবন! এই
সমগ্র জগৎই আপনি । আপনি ভ্রম করিতেছেন
বলিয়া লচরাচর ব্রহ্মাণ্ডও আপনার সহিত ভ্রান্ত
হইতেছে । আপনার করনিকরে স্পৃষ্ট হইয়া
সমস্ত বস্তুই পবিত্রতা প্রাপ্ত হয় । আপনার কয়-
লস্পর্শেই জলাদির পবিত্রতা স্বীকৃত হইয়া থাকে ।
হে তাত । এই জগৎ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত আপনার
কিরণজালে সম্পৃক্ত না হয়, তাবৎ জগতে গোম-
দানাদি ধর্ম্মকার্য্য লোকের উপকারসাধক হয় না ।
সমস্ত ঋক, সমস্ত যজুঃ ও সমস্ত সামমন্ত্র—আপ-
নার অঙ্গ হইতেই প্রাপ্তর্ভাব লাভ করিয়াছে ।
হে জগদ্বারী ! আপনি ঋষয়, আপনি যজুর্নয়, আর
আপনিই সামময়, হে নাথ ! এই জন্তই আপনি
জ্যেষ্ঠময় পদবাচ্য । ব্রহ্মার যে পর ও অপর নামে
মূর্ত্তি, তাহাও আপনিই । মুক্ত, অমুক্ত, স্থূল, হৃদ্য,—

কালরূপকর্ণাঙ্ককঃ । প্রসীদ শ্বেচ্ছয়া রূপং স্বং তেজঃ-
শমনং কুরু । অং দেব জগতাং হেতোঋত্বং সৃষ্টি
কৃতঃসহম্ । ১৬৩ । অং নাথ যোক্ষিণাং যোক্ষো
ধোয়ন্তঃ ধ্যায়তাং বরঃ । অং গতিঃ সর্বভূতানাং
কর্ম্মকাণ্ডনিবর্ত্তনাম্ । ১৬৪ । অং প্রজাব্যোমহু
দেবেশ শল্লোহন্ত জগতাংপতে । ১৬৫ । অং ধাতা
বিসৃজসি বিশ্বমেক এব অং পাতা স্থিতিকরণায়
সম্প্রবৃত্তঃ । অযান্তে লয়মখিলং প্রয়াতি চৈতন্তস্তো-
হন্তো ন হি তপনাস্তি সর্বদাতা । ১৬৬ । অং ব্রহ্মা
হরিহরসংজ্ঞিতম্বমিশ্রো বিস্তেশঃ পিতৃপতিরুপঃ
সমীরঃ । সোমোহগ্নির্গগনমহীধরাদিরূপঃ কিং ন ত্বা
সকলমনোরথপ্রদাতা । ১৬৭ । যজ্ঞৈহ্বামহুদিন-
মাত্মকর্ম্মসক্তান্তবস্তো বিবিধপদৈর্হিজা যজন্তি ।
ধ্যায়ন্তঃ সবিনয়চেতসো ভবন্তঃ যোগস্থাঃ পরমপদং
প্রয়ান্তি মর্ত্ত্যাঃ । ১৬৮ । তপসি পচসি বিশ্বং পাসি
ভস্মাকরোষি প্রকটয়সি ময়ৈখলোদয়ন্তঃশুগঠৈঃ ।

সকলরূপেই আপনি বিরাজমান । আপনি নিমেষ
কাষ্ঠা কণাদি বিভিন্ন কালস্বরূপ, আপনি প্রসন্ন
হউন, শ্বেচ্ছায় স্বীয় তেজ প্রদান করুন । হে
দেব ! আপনি জগতের হিতসাধনার্থ কৃতঃসহ কৃত
সহ কুরিয়া থাকেন । হে নাথ ! কেমাকাঙ্ক্ষী-
দিগের আপনিই যোক্ষ, এবং ধ্যাননিষ্ঠ-
গণের সর্বপ্রদান ধোয়স্বরূপ । আপনিই কর্ম্ম-
কাণ্ডরত সর্বভূতের গতি । হে দেবেশ !
প্রজাবর্গের মজল হউক, আর হে জগৎপতি !
আমাদিগেরও মজল হউক । আপনি একাকীই
এই জগতের সৃষ্টিকারণ বলিয়া ধাতা, স্থিতসাধনে
প্রবৃত্ত বলিয়া পাতা, এবং অন্তকালে অখিল জগৎ
আপনাতেই লয় পায় বলিয়া আপনি সংহর্ত্তা ; হে
তপন ! আপনি ব্যতীত অপর কেহই সর্বদাতা
নাই । অথো ! আপনিই ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্র,
কুবের, যম, বরুণ, সমীরণ, সোম, অগ্নি, গগন, ও
ধরাদি রূপে বিরাজমান । সুতরাং আপনি কি
সকল কামনাপূরণে সমর্থ নহেন ? আত্মনিষ্ঠ কর্ম্ম-
তৎপর হিজগণ, অহুদিন বিবিধ যজ্ঞদ্বারা
আপনারই যজন এবং নানাবিধ পদবিদ্ভাস-
বৃত্ত স্তোত্র-দ্বারা আপনারই ভক্তিবাদ করিয়া
থাকেন । আর যোগী মানবগণ বিনয়ন-
মানসে আপনার ভক্তি করিয়াই পরমপদ প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন । আপনি এই জগৎকে স্বীয় কয়-
লিকর দ্বারা সত্তাপিত করেন, পালন করেন, ভক্ষণ-

স্বজসি কমলজয়া পালয়চ্চাতাথাঃ কপয়সি চ
 যুগান্তে কদ্রুপস্থমেকঃ ॥ ১৬৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
 লিখমানস্ততো ভাঙ্গ্যং বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ । উদ্ধৃত-
 পুলকঃ স্তোত্রমিদং চক্রে বিবস্বতঃ ॥ ১৭০ ॥ বিবস্বতে
 প্রণতজ্ঞানাত্মকশ্মিনে মহাত্মনে সমজবসন্তসপ্তয়ে ।
 সচেজসেঃ কমলকুলালিবন্ধবে সদা তমঃপটলপটাব-
 পাটিনে ॥ ১৭১ ॥ পাবনাভিশয়সর্ষচ্চক্ষে নৈককাম-
 বিষয়প্রদায়িনে । ভাসুরামলময়ুখমালিনে সর্বভূত-
 হিতকারিণে নমঃ ॥ ১৭২ ॥ অজায় লোকত্রয়ভাবনায়
 ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায় । নমো মহাকারুণিকো-
 ত্মায় স্বর্ধায় বশুপ্রভবালায় ॥ ১৭৩ ॥ বিবস্বতে
 জ্ঞানভূতেহস্তরাশ্মিনে জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগদ্ধিতৈষিনে ।
 স্বয়ম্ভুবে নির্মললোকচক্ষুযে সুরোত্তমায়ামিত্তেজসে
 নমঃ ॥ ১৭৪ ॥ কণমুদয়াচলভালিভার্জিঃ সুরগণগীতি-
 গরিষ্ঠগীতাঃ । ত্রয়ত ময়ুখসহস্রবজ্জগতি বিকাসিত-

ভূত করেন, প্রকটিত করেন, আল্লাদিভূ করেন,
 এবং ইহার পাক-সাধন করিয়া থাকেন । একমাত্র
 আপনিই প্রজাপতি-রূপে জগতের স্বজন, বিষ্ণুরূপে
 পালন, ও যুগান্তকালে কদ্রুরূপে সংহারসাধন
 করিয়া থাকেন ॥ ১৫৭—১৬৯ ॥ ঈশ্বর কহিলেন,—
 প্রজাপতি বিশ্বকর্মাও সেই ভাঙ্ককে তদীয় তেজঃ-
 শাতন করিতে করিতে পুলকাঙ্কিত কায়ে এইরূপ
 ভূতাবাদ করিতে লাগিলেন । বিশ্বকর্মা কহি-
 লেন,—যিনি প্রণতজ্ঞানের প্রতি দয়ালু, ঐহার
 রথবাহী সপ্ত অশ্ব নিয়ত সমবেগশালী, কমলকুলের
 বিকাশক বলিয়া যিনি কমলমধুপায়ী অলিকুলের
 বাহুবু, সতত তমঃপটলরূপ পটের বিপাটনকারী,
 সকলের পবিত্র নেত্ররূপ, অনেক কাম্যবিষয়প্রদ,
 অমলোজ্জ্বল-ময়ুখমালী, ও সর্বভূতের হিত-বিধাতা,
 সেই তেজস্বী মহাত্মা বিবস্বতকে নমস্কার । যিনি
 অজ, লোকত্রয়ের স্বাতিবিধায়ক, ভূতনিচয়ের
 আশ্রয়রূপ, রক্ষাপতি, ধর্ম্মমূর্ত্ত, মহাকারুণিক, ও
 সর্বজীবের আকররূপ, সেই সর্বোত্তম স্বর্ধাকে
 নমস্কার । যিনি জ্ঞানভূৎ, অস্তরাশ্মা জগতের
 প্রতিষ্ঠা, জগতের হিতৈষী, লোকসকলের অমল-
 চক্ষুরূপ, সুরোত্তম ও অমিততেজা, সেই স্বয়ম্ভু
 বিবস্বতকে নমস্কার । হে দেব ! তোমার উদয়-
 কালে স্বর্ধীয় কিরণজাল দ্বারা উদয়াচলের শিরো-
 ভাগ উজ্জলীকৃত হয়, তখন সুরগণ স্বর্ধীয় যশো-
 গীতি দ্বারা তোমায়ই মহিমা ঘোষণা করিয়া
 থাকেন, জগতে তুমিই সর্বত্র কিরণমালী, আর

পদ্মনাভঃ ॥ ১৭৫ ॥ তব তিমিরাসবপানমদাভবতি
 বিলোহিতবিগ্রহতা । মিহির বিভাসতয়া সূতরাং
 ত্রিভুবনভাবনমাত্রপরঃ ॥ ১৭৬ ॥ স্বধমাক্ষঃ সমাবয়বং
 কচিরবিকলিতদিব্যাহয়ম্ । সততমস্রিবলে ভগবৎ-
 শরসি জগদ্ধিতবন্ধরসঃ ॥ ১৭৭ ॥ অমৃতময়েন
 রসেন সমং বিবুধপিতৃনপি তর্পয়সে । অগ্নিগণ্ধদন
 তেন তব প্রণতিমুপেত্য লিখামি বপুঃ ॥ ১৭৮ ॥
 শুভসমবর্ণময়ং রচিতং তব পদপাং শুপবিত্রতমম্ ।
 নহজনবৎসল মাং প্রণতং ত্রিভুবনপাবন পাহি
 যবে ॥ ১৭৯ ॥ ইতি সকলজগৎপ্রসূতভূতং ত্রিভূ-
 বনভাবনধামহেতুমেকম্ । রবিমখিলজগৎপ্রদীপ
 ভূতঃ ত্রিদশবরঃ প্রণতোহস্মি দেবদেবম্ ॥ ১৮০ ॥
 ঈশ্বর উবাচ । হা হা হুহুশ্চ গন্ধর্ব্বো নারদশুক্র-
 তথা । উপগাতুং সমারক্তা গান্ধর্ব্বকুশলা রবিম্ ।
 ১৮১ ॥ বড়জমধ্যমগান্ধারগ্রামত্রয়বিশারদাঃ । মুচ্ছ-
 নাভিচ্চ তানৈচ্চ সুপ্তয়োগৈঃ সুখপ্রদম্ ॥
 ১৮২ ॥ সপ্তশ্বরবিনির্ভুতঃ যতিত্রয়বিভূষিতম্ ।

নারায়ণের নাভিকমলরূপ জগৎ তোমা দ্বারা
 বিকাশিত হইয়া থাকে । তুমি, তিমির-রূপ
 আসব পান কর বলিয়াই তোমার মূর্ত্তি লোহিত
 হইয়া থাকে ; হে মিহির ! তুমি জগতের হিতসাধনে
 একান্ত রতচেষ্টা ; হে ভগবন ! তাই তুমি ত্রিভূব-
 নের হিতসাধন মানসে ঐরূপ সমুজ্জ্বল শরীরে,
 মনোহরাকার সপ্তাশ্ববাহিত সমাবয়ব রথে আচ্ছোহণ
 করিয়া নিয়ত রিপুদল মধ্যে বিচরণ করিয়া থাক ।
 হে অগ্নিবিশাশন ! তুমি অমৃতময় কিরণ দ্বারা দেব-
 পিতৃগণের তুল্যরূপে তর্পণ বিধান কর ; সেই
 জন্তই আমি তোমায় প্রণাম করিয়া তোমার শরীর
 তক্ষণ করিতেছি । তাহাতে তোমার শরীর
 এক্ষণে সমবর্ণময় মনোহরাকার হইয়াছে । হে
 নহজনবৎসল ! আমি তোমার পদধূলি দ্বারা
 পবিত্র হইয়াছি, হে ত্রিভুবনপাবন, রবিদেব ! আমি
 প্রণত ; আমাকে পরিভ্রাণ কর । যিনি সমগ্র
 জগতের প্রসূতিধরূপ, ত্রিভুবনের হিতাভিলাষী,
 তেজোবান, ও অখিল জগতের প্রদীপরূপ, আমি
 সেই অধিতায়, দেববর, দেবদেব, রবিকে প্রণাম
 করি ॥ ১৭০—১৮০ ॥ ঈশ্বর কহিলেন,—তখন গীত-
 বিদ্যাকুশল হা হা হুহু নারদ ও তুষ্করুৎ রবিদেবের
 ভক্তিগান করিতে লাগিলেন । বড়জ মধ্যম
 গান্ধার গ্রামত্রয়ে বিশারদ সেই গায়কগণ, মুচ্ছ-
 নার ও তানের উত্তম প্রয়োগদ্বারা পরমভূষিত,

সপ্তধাতুসমায়ুক্তঃ যত্ৰজ্ঞাতি ত্রিগুণাশ্রয়ম্ ।
 ১৮৩ । চতুর্গীতসমায়ুক্তঃ চতুর্বিধগুণিতম্ ।
 চতুর্বিধশ্রীতিকরঃ সপ্তালঙ্কারভূষিতম্ । ১৮৪ ।
 ত্রিহানগুণঃ ত্রিলয়ঃ সম্যকালব্যবস্থিতম্ । চিত্তে
 চিত্তে চ নৃত্যো চ রসেয় লয়সংযুতম্ । ১৮৫ ।
 চতুর্বিধশ্রীতৈর্গুণৈঃ জগত্গীতক গায়নাঃ । বিম্বাচী
 চ স্বচাচী চ উর্ধ্বাচী চিত্তোত্তমম্ । ১৮৬ । মেনকা
 সহজজ্ঞা চ রজ্জা চাপ্পরসাঃ বরা । চতুর্বিধপদঃ তালঃ
 ত্রিপ্রকারঃ লয়ত্রয়ম্ । ১৮৭ । যতিত্রয়ঃ তথাভোদ্যঃ
 নাট্যাঙ্কেব চতুর্বিধম্ । ননুভূজগতমীশে লিখ্যমানে
 বিভাবসৌ । ১৮৮ । ভাবান্ ভাববিশারদ্যঃ
 কুর্কন্তো বিধিবহুহন । দেবদুন্দুভয়ঃ শব্দাঃ শতশো-
 হধ সহস্রশঃ । ১৮৯ । অনাহতা মহাদেবি নেদিরে
 ঘননিবনঃ । গায়ত্ৰিশ্চেব গন্ধকৈনু ভ্যন্তিচাপ্পরো-
 গপৈঃ । ১৯০ । অবাদ্যস্ত ততস্তত্ত্ব বেণুবীণাদি-
 কবরাঃ । পণবাঃ পুঙ্করাশ্চৈব যুদঙ্গপটহানকাঃ । ১৯১ ।
 তুর্ধ্যাদিক্রবোবৈশ্চ সর্মঃ কোলাহলীকৃতম্ । ততঃ
 কৃতাজলিপুট । ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিঃ । ১৯২ । ততঃ

সপ্তধারাবিত, যতিত্রয়ভূষিত, সপ্তধাতুসমায়ুক্ত,
 যত্ৰবিধ জ্ঞাতিযুক্ত, গুণত্য়াশ্রয়, চতুর্বর্ণোখিত, চতু-
 গীতযুক্ত, চতুর্বিধ গুণে শ্রীতিকর, সপ্তালঙ্কার-
 ভূষিত, ত্রিহানগুণ, ত্রিলয়াধিত, কালব্যবস্থাসংযুক্ত,
 রসাল বলিয়া নৃত্যের অঙ্কুল, চতুর্বিধশ্রীতি গুণে
 গুণিত এবং শ্রোতৃবর্গের চিত্তের তৃপ্তিসাধক সঙ্গীত
 প্রবর্তিত করিলেন । বিম্বাচী, স্বচাচী, উর্ধ্বাচী,
 তিলোত্তমা, মেনকা, সহজজ্ঞা, ও অপ্পরোবরা
 রজ্জা, মিলিতভাবে চতুর্বিধ পদ, ত্রিবিধ তাল,
 ত্রিবিধ লয়, ত্রিবিধ যতি, চতুর্বিধ বাদ্য, ও চতুর্বিধ
 নাট্য সহকারে সেখানে নৃত্য করিতে লাগিল ।
 অয়ি জগদীশ্বর ! সেই বিভাবসুর তেজঃশাতন-
 কালে এই সকল ভাবনিপুণা অপ্পরার বিবিধ
 বিচিত্রে ভাব সকল প্রবর্তিত করিয়া তখন নৃত্য
 করিতে লাগিল । শত-সহস্র দেবদুন্দুভি, ও
 শব্দ তখন আহত না হইয়াও ঘনঘোররবে
 নিনাদিত হইতে লাগিল । গানপয়াণ গায়ক-
 গণ এবং নৃত্যতৎপর অপ্পরোগণও তখন
 বেণু বীণা কবর পণব পুঙ্কর পটহ তুর্ধ্যাদি
 বাদ্য বাজাইতে লাগিল । সেই সমস্ত শব্দে
 তখন সেখানে মহাকোলাহল সমুদ্ভূত হইল । সেই
 কোলাহলকালে সমস্ত দেবগণই উপস্থিত ছিলেন ;
 তাঁহারা কৃতাজলিপুটে ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিতে অব-

কলকলে তন্মিন্ন সর্বদেবসমাগমে । সংবৎসরঃ
 ভ্রমন্ত্য বিশ্বকর্ম্মা রবেত্ততঃ । ১৯৩ । তেজসঃ
 শাতনং চক্রে সূর্যমানস্ত দৈবভৈঃ । দেবং চক্রে
 সমারোণ্য ভ্রাময়াসাস সূর্যভূৎ । ১৯৪ । মৃৎপিণ্ডং
 কুলালস্ত সম্পূর্ণন কুরবারম্ । পতঙ্গস্ত
 স্তবং কুরিন বিশ্বকর্ম্মা দিবস্পতেঃ । ১৯৫ । তেজসঃ
 বোড়শং ভাগং মণ্ডলমধারয়ৎ । শান্তিতং তন্ত
 তন্তেজো যাবৎ পাদৌ বরাননে । ১৯৬ । যন্তস্ত
 ঋতুময়ঃ তেজস্তৎ প্রভাসেনহপতৎ প্রিয়ে । যজুর্ম্ময়েন
 দেবেশি ভাবিতা দ্যৌর্ম্মহাপ্রভোঃ । ১৯৭ । স্বর্গঃ
 সামময়েনাপি ভূত্বঃস্বরিতি স্থিতম্ । ততস্তেজোজসো
 ভাগৈর্দিশ্চিত্তিঃ পঞ্চতিস্তথা । ১৯৮ । তেন বৈ
 নির্ম্মিতং চক্রে বিকোঃ শূলং হরস্ত চ । মহাপ্রভঃ
 মহাকায়ঃ শিবিকা ধনদস্ত চ । ১৯৯ । দণ্ডঃ প্রেত-
 পতেঃ শক্তিদৈবসেনাপতেস্তথা । অস্ত্রবাঞ্চ পুরাণাঞ্চ
 অস্ত্রাণ্ডকানি যানি বৈ । ২০০ । যক্ষবিদ্যাধরাশাঞ্চ
 তানি চক্রে স বিশ্বকৃতং । ততঃ বোড়শমং ভাগং বিভক্তি

স্থান করিতেছিলেন । বিশ্বকর্ম্মার ভ্রাম্যম্বে সূর্য্য-
 দেবের এই ভাবে একবৎসর কাল অতিবাহিত
 হইয়া গেল । দেবগণ তখন সূর্য্যের স্তববাদ
 করিতেছিলেন । হৃদয় বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্যকে স্বীয়
 চক্রেয়সে আরোপণপূর্ব্বক ভ্রামিত করিয়া কুলাল-
 চক্রে মৃৎপিণ্ডের স্থায় সূর্য্যদেবের তেজঃশাতন
 করিলেন । বিশ্বকর্ম্মা তৎকালে সেই নভস্বর দিব-
 স্পতির স্ততিবাদ সহকারে তদীয় মণ্ডলগত তেজের
 বোড়শভাগ শাতন করিলেন । অয়ি বরাননে । সূর্য্য
 দেবের মস্তকাবধি পাদপর্ধ্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ হইতেই ঐ
 পরিমাণ তেজের তক্ষণ করিয়াছিলেন । ১৮১—১৯৬ ।
 অয়ি প্রিয়ে ! আদিত্যদেবের সেই শান্তিত
 তেজঃসমূহের যাহা ঋতুম্ভ, তাহা প্রভাসে পতিত
 হইয়াছিল । হে দেবেশি ! মহাপ্রভ সূর্য্যদেবের
 যজুর্ম্ময় তেজঃসমূহে ভুবলোক সমুজ্জলিত হইয়া
 গেল ; আর সামময় তেজোরাশি দ্বারা স্বর্গলোক
 প্রভাবান হইল । এইরূপে তদীয় তেজ ছু ভুবঃ
 স্বঃ এই লোকত্রয়েই প্রতিষ্ঠিত হইল । রবির
 তেজের শান্তিত পঞ্চদশভাগ দ্বারা দেবগণের
 বিবিধ অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল ; আর একভাগ
 রবি নিজেই ধারণ করিয়াছিলেন । বিশ্বকর্ম্মা সেই
 সূর্য্যতেজ দ্বারা বিষ্ণুর চক্রে, হরির শূল, ধর্ম্মপতির
 মহাপ্রভ সুবিশাল শিবিকা, যমের দণ্ড, দেবসেনা-
 পতি কার্ত্তিকেয়ের শক্তি, অপরাপর দেবতা ও

ভগবান্ রবিঃ। তন্তেজো রবিতাগম্য বহো
বিচরতি প্রিয়ে। ২০১। ইতি শাতিতৈজসঃ স
খণ্ডেরগতিশোভনম্। বপুর্দধার মার্কণ্ডঃ পুষ্পবাণ-
মনোরমম্। ২০২। ততঃ সুরপথগু ভানুকন্তরান-
গম্য কুরুন। দদুশে তত্র সংজ্ঞাঃ কুব্জবাক্যপরি-
ণীম্। ২০৩। অশাপাং সর্বকৃতানাং তপসা নিয়-
মেন চ। সা চ দৃষ্টা তমায়াস্তঃ পরপুংসো বিশঙ্কয়া।
জগাম সম্মুখং তস্ত অশ্বরূপধরস্ত চ। ২০৪। ততশ্চ
নাসিকাবোধে তয়েন্তত্বে সমেতয়োঃ। নাসত্যদ্রো
তনয়াবধবক্রো, বিনির্গতো। ২০৫। য়েতসোহস্তে চ
রেবন্তঃ খণ্ডা ছদ্রী তমুত্ৰভূৎ। পিতৃগৃহোত্তমঃ
সোহস্তঃ জাতমাত্রঃ পলায়ত। ২০৬। স তস্মিন
সকলারুচন্তমধ্বং নৈব মুকতি। ততোহর্কেণ সমা-
দিষ্টৌ দণ্ডনায়কপিজলৌ। ২০৭। অশ্বং প্রত্যানয়ধ-

মে মা বল্লাচ্ছিত্তোহস্ত তু। পার্শ্বয়ো তিষ্ঠন্তস্ত
অশ্বচ্ছদ্রাভিকাক্ষণৌ। ২০৮। ন চ ছিত্তং লভেতে
তৌ তস্তাদ্যপি মহাশ্বনঃ। অগ্রে গচ্ছতি রেবন্তঃ
পৃষ্ঠগৌ দণ্ডপিজলৌ। ২০৯। উত্তরেত্যঃ কুরুত্যা
নির্গতো বেগবন্তরৌ। দক্ষিণঃ ভারতঃ প্রান্তৌ
যত্র কেত্রঃ প্রভাসিকম্। ২১০। অত্যধং বেগথিরৌ
তৌ স চ রেবন্তকোহপি হি। প্রথিরগাজঃ
সোজ্জাসৌ রেবন্তস্তত্র সংস্থিতঃ। ২১১। মুহূর্তেন
সমাক্রান্তঃ লক্ষযোজনমণ্ডলম্। উত্তরাদক্ষিণং
দেবি রেবন্তেন মহাশ্বনা। ২১২। শিরগাত্তন্তৌ
দেবি প্রভাসে সমবস্থিতঃ। দণ্ডপিজলসংযুক্তৌ
হৃষাক্রুতঃ স তিষ্ঠতি। ২১৩। সাবিজ্যা নৈঋতে
ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ। রাজাপুত্রৌ যতৌ
দেবি রাজা ভট্টারকস্ততঃ। ২১৪। লোকে খ্যাতিং

যক্ষ বিদ্যাধরাদি দেবযোনিগণের অশ্বশল্পসমূহ
নির্মাণ করিলেন। এয়ে! ভগবান্ বি যে
ষোড়শ ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই তৈজোভাগ
আকাশে বিচরণ করিয়া থাকে। মার্কণ্ড দেব,
খণ্ডর কর্তৃক এইরূপে শাপযন্ত্রে উল্লিখিত হইয়া
কন্দর্পময় পরম সুন্দরমূর্তি হইলেন। ১৯৭—২০২।
সূর্য্যদেব এই প্রকারে উত্তম রূপবান হইয়া উত্তর
কুরুতে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে যাইয়া
তপোনিয়মভাষ্য সর্গভূতের হিতবিধায়িনী বড়বারূপ-
ধারিণী পাণধীনা সংজ্ঞাদেবীকে অবলোকন করি-
লেন। সূর্য্যদেব তখন অশ্বরূপধারণপূর্বেক তাঁহার
দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে, সংজ্ঞাদেবী পরপুরুষা-
শঙ্কায় সেই অশ্বের মুখের দিকে আত্মমুগ্ধতা পূর্ব্বক
অবস্থান করিলেন। পরে সেই অশ্বযয়ের পরস্পর
নাসিকার যোগ হইলে, কামুক অশ্ব, নাসিকা দ্বারাই
বীর্ঘ্য করণ করিল; সেই বীর্ঘ্য অশ্বিনীর নাসাছিড়ে
প্রবিষ্ট হইল; এবং তৎক্ষণাৎ নাসত্য ও দশ
নামে অশ্বমুখ পরম সুন্দর দুইটা সন্তান প্রাভূত
হইল; আর সেই বীর্ঘ্যের যে অংশ অশ্বিনীর
নাসিকায় প্রবিষ্ট না হইয়া কৃতলে পতিত হইল,
তাহা হইতে ছদ্রী, খণ্ডী, কবচধারী, রেবন্ত নামক
এক সন্তান জন্মিল। এই সময়ে সূর্য্যদেব স্বকীয়
অশ্বমূর্তি উপসংস্কৃত না করিয়াই স্বমূর্তি পরিগ্রহ
করিয়াছিলেন। রেবন্ত জন্মমাত্রই সেই অশ্ব
আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তিনি সেই যে
অশ্ব আরোহণ করিয়াছেন, আর কল্যচ সেই অশ্ব
হইতে অবতরণ করেন নাই। * সূর্য্যদেব তখন

দণ্ডনায়ক ও পিজল নামক নিজ অশ্বচরয়ুগলকে
আদেশ করিলেন যে, তোমরা রেবন্তের ছিদ্রাঘেষণ-
পূর্ব্বক অবকাশ মতে তাহার নিকট হইতে মদীয়
অশ্ব আনয়ন কর; পরন্তু বলপ্রয়োগ করিও না।
সূর্য্যের আদেশে দণ্ডনায়ক ও পিজল রেবন্তের
অশ্বসরণপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বর হইয়া তৎসহ বিচরণ
করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতেই তাঁহার নিকট
হইতে অশ্বগ্রহণের কোনই ছিদ্র পাইল না। তাহার
অদ্যাপি সেই মহাশ্ব রেবন্তের কোন ছিদ্র পায়
নাই। সেই উত্তরকুরু প্রদেশ হইতে রেবন্ত অগ্রে
অগ্রে সবেগে গমন করিতে থাকিলে উক্ত সূর্য্য-
চরয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল;
এই ভাবে সেই রেবন্ত ক্রতগমনে দক্ষিণ ভারতে
প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া উপনীত হইলেন। রেবন্ত
ক্রতগতিবশতঃ অতীব শান্ত, ক্রান্ত ও শিরগাত্ত
হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার উজ্জ্বল হইতেছিল;
তজ্জন্ত সেইখানেই তিনি অবস্থিত হইলেন।
সূর্য্যচরয়ও তখন তাঁহারই স্তায় শান্ত ক্রান্ত
হইয়াছিল, তাহারও সেইখানেই সংস্থিত হইল।
হে দেবি! মহাশ্ব রেবন্ত, মুহূর্ত্তকালমধ্যে উত্তর
প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত যাবৎ সুদীর্ঘ লক্ষযোজন
পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শির-
গাত্ত ও শান্ত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে বিশ্রাম করেন।
তিনি প্রভাসস্থ সাবিজ্যর নৈঋতদিকে অনতিদূরে
দণ্ড ও পিজলের সহিত অশ্বারোহণেই অদ্যাপি
বিরাজমান রহিয়াছেন। হে দেবি! রেবন্ত—
রাজা সংজ্ঞার পুত্র; এই জন্ত তিনি লোকে

সমাধিগত্যে রাজভট্টারিকতি চ। গুহ্যভট্টারিকবে চ
 রেবন্তো বিনিবোধিতঃ। ২১৫। এবমভ্যো ভ্যাৎ
 ততো ভগবান্ লোকতাপনঃ। ত্বমশেষলোকস্ত
 পূজ্যো বৎস ভবিষ্যসি। ২১৬। অরণ্যে চ
 মহাদাবে বৈরিদন্ত্যভয়েষু চ। ত্বাং অবিষ্যতি যে
 মর্ত্যা মোক্ষ্যন্তে তে মহাপদঃ। ২১৭। ক্ষেমমুক্তিঃ
 সুখং রাজ্যমারোগ্যং কীর্ত্তিমুদ্রতিম্। নরাণামভি-
 তুষ্টিঃ পুজিতঃ সম্প্রদ্যাস্তসি। ২১৮। অধিনো
 দেবভিষজ্ঞো রুজো পিত্রা মহাত্মনা। ধর্মদৃষ্টির্মম্ব্যাসো
 সমো মিত্রে তথাহিতে। ২১৯। ততো নিয়োগঃ
 তং চাস্ত চকার তিমিরাপহঃ। যমুনাক নদীঃ চক্রে
 কালিন্দাস্তরবাহিনীম্। ২২০। ছায়াসংজ্ঞাসুত-
 শ্চাপি সাবর্ণিস্ত মহাঘশাঃ। ভাবাঃ সোহনাগতে
 কালে মন্থঃ সাবর্ণিকোহষ্টমঃ। ২২১। মেরুপৃষ্ঠে
 তপো ঘোরমদ্যপি চরতি প্রভুঃ। ভ্রাতা শনৈশ্চর-
 স্তস্ত গ্রহোহুচ্চ প্রিয়ে জনম্। ২২২। এবং
 তেভ্যো বরান দধা রেবন্তস্তাপি ভাক্তঃ। পুনর্মাম
 নিকৃতং স রেবন্তস্তাকরো প্রভুঃ। ২২২। এবং
 গচ্ছত্যাসৌ যস্মাৎ সংজ্ঞায়াং শাস্তিঃ সূতঃ। অস্মা-

রাজা ভট্টারক, রাজভট্টারিক, এবং গুহ্য-
 ভট্টারক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতঃপর ভগ-
 বান লোকতাপন তপনদেব, সমীপাগত হইয়া রেব-
 ন্তকে কহিলেন যে, বৎস! তুমি অশেষ লোকের
 পূজ্য হইবে। যে সকল মানব অরণ্যে, দাবানলে,
 কিম্বা রিপু ও দম্ভ্য হইতে ভয় উপস্থিত হইলে
 তোমাকে স্মরণ করিবে, তাহারাই সেই সকল মহাপদ
 হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবে। পূজ্য দ্বারা তোমার তুষ্টি-
 সাধন করিলে নরগণ তোমার প্রসাদে ঐশ্বর্য্য, সুখ,
 রাজ্য, অরোগ্য, ক্ষেম, কীর্ত্তি, ও উন্নতি লাভ
 করিবে। অধিনোতনয়নকে তদীয় মহাত্মা পিতা,
 দেবগণের চিকিৎসকপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যম,
 ধর্মজ্ঞ ছিলেন; তিনি শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান করিতেন,
 একান্ত তিমিরারি ভাক্তর তাঁহাকে ধর্মরাজ-পদে
 নিয়োজিত করিলেন। যমুনাকে কলিন্দ-দেশান্তবাহিনী
 নদী করিলেন। সংজ্ঞানন্দন মন্থ, ভাবিকালে সাবর্ণি
 নামে মহাঘশা অষ্টম মন্থ হইবেন। প্রভাববান
 মন্থ অদ্যাপি মেরুপৃষ্ঠে ঘোর অপশ্রম
 করিতেছেন। প্রিয়ে! মন্থর ভ্রাতা ছায়াসুত
 শনৈশ্চর চিরস্থায়ী গ্রহে লাভ করিয়াছেন। প্রভু
 ভাক্তর রেবন্তকে ও অপরাপর সন্তানগণকে
 এইরূপ বর সকল দান এবং রেবন্তের এইরূপ

নামাধিপত্যে তু ভাহুনা চ নিয়োজিতঃ। ২২৪।
 ক্ষেমেন গচ্ছতেহধানং যন্ত পূজয়তে পথি। সুখ-
 প্রসাদো মর্ত্যানাং সদা চ বরবর্ণিনি। ২২৫।

ইতি শ্রীমদে রাজভট্টারকোৎপত্তিবর্ণনং
 নামৈকাদশোধ্যায়ঃ। ১১।

বাদশোধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। যা সংজ্ঞা সা স্মৃতা রাজ্যীচ্ছায়া যা
 সা তু নিকৃতা। রাজদৌণ্ড্যে স্মৃতো ধাতু রাজা
 রাজতি যঃ সদা। ১। অধিকং সর্গভূতেভ্যস্তস্মা-
 দ্রাজা স উচ্যতে। রাজপত্নী তু সা যস্মান্তস্মাদ্রাজী
 প্রকীর্ত্তিতা। ২। সূত সঞ্চলনে ধাতুনিচলা তেন
 নিকৃতা। ভবন্ত হৃৎবা যস্মাৎস্বাক্ষীয়াঃ সূচিবর্জিতাঃ।
 ৩। ছায়া তান্ বিশতে দিব্যা স্মৃতা সা তেন
 নিকৃতা। সাম্প্রতং বর্ত্ততে যোহয়ং মন্থলোকে
 হোমভ্যে। ৪। তস্তাববয়ে জাতস্ত শম্ভুকে-

নাম নিক্রপণ করিলেন। সংজ্ঞা দেবীর শাস্তি-
 প্রদ সন্তান রেবন্ত, অস্মারোহণে এইরূপ গমন
 করিয়াছিলেন বলিয়া তাহদের তাঁহাকে অবশমুহের
 আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অগ্নি বরবর্ণিনি।
 যে জন গমনকালে রেবন্তকে পূজ্য করে, সে সারা-
 পথ সুখে অতিবাহিত করিতে পারে। নরগণ অনা-
 য়াসেই ইহার প্রসাদলাভে সমর্থ হয়। ২০৩—২২৫।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

বাদশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—যিনি সংজ্ঞা, তিনি রাজ্যী
 নামে আর যিনি ছায়া, তিনি নিকৃতা নামে
 প্রখ্যাতা ছিলেন। রাজধাতুর অর্থ দৌণ্ড্য। সূতরাং
 যিনি সর্গদা সর্গভূত হইতে সমধিক দৌণ্ড্য-
 মান্ তিনিই, 'রাজা' বলিয়া উক্ত হন। সংজ্ঞা
 সেই রাজার (দৌণ্ড্যমান্ সূচ্যের) পত্নী, একান্ত
 তিনি 'রাজী' বলিয়া কীর্ত্তিতা হইল। সূত
 ধাতুর অর্থ—সঞ্চলন। ছায়াদেবী নিচলা বলিয়া
 নিকৃতা-পদবাচ্য। অথবা দিব্যা ছায়া, যাহাদের
 দেহে থাকেন, তাহার সূচ্যবর্জিত হয়, - যাহারা সূচ্য
 জয় করেন, দিব্যা ছায়া তাঁহাদের শরীরেই আভ্য
 গ্রহণ করেন, একান্ত ও তাঁহাকে নিকৃতা বলা যায়।
 অধুনা লোকে যে মহামতি মন্থ আছেন, ইহার

গদাধরঃ । যমস্ত মাতা সংশ্লোঃ হীনপাদো
ধরাতলে ॥ ৫ ॥ প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য চচার বিপুলং
তপঃ । বর্ষণামমৃতং সাগ্রং লিঙ্গং পুজিতবান্ প্রিয়ে ॥
৬ ॥ তুষ্টিচাহং ততস্তত্ত বরাণাক শতং দদ্মো ।
অদ্যাপি তত্র দেবেশি যমেবরমিত শ্রুতম্ ।
যমদ্বিতীয়ায় নৃষ্টা যমলোকং ন পশুতি ॥ ৭ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে যমেবরোৎপত্তিবর্ণনং নাম
ষাণশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দেব্যাচ । যদা ভ্রমিষুঃ সবিভা তক্ষিতঃ
ক্ষুরধারয়া । যত্তরৈণ মহাদেব জামাতা ক্রীতি-
পূর্বকম্ ॥ ১ ॥ তন্তেজঃ শাতিতং ভূরি প্রভাসে
যৎপপাত বৈ । তদভূৎ কিং তদা দেব প্রভাসাৎ
কথং যম মে ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি
প্রবক্ষ্যামি স্বর্ধ্যমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । যচ্ছুরা মিনবো
ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৩ ॥ দেহাবতারো

বংশে শব্দ-চক্র-গদাধর বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । প্রিয়ে ! যম, তদীয় মাতার অভিষাণে
পদহীন হইয়া ধরাতলে প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া লিঙ্গ-
পূজা সহকারে অমৃত বৎসর যাবৎ বিপুল তপস্বী
করেন । তাহাতে তুষ্টি হইয়া আমি তাঁহাকে এক-
শত বর প্রদান করিয়াছি । হে দেবেশি ! অদ্যাপি
সেখানে যমেবর নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ রহিয়াছেন,
যমদ্বিতীয়ায় তাঁহাকে দর্শন করিলে, যমলোক দর্শন
করিতে হয় না ॥ ১—৭ ॥

ষাণশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে মহাদেব ! যত্তর বিষ্ণু-
কর্ম্মা, ক্রীতিবশে যখন জামাতা স্বর্ধ্যকে স্বীয় ভ্রমি-
ষত্রে আয়োগপূর্বক ক্ষুরধারা দ্বারা তদীয় শরীর-
ভক্ষণ করেন, তখন স্বর্ধ্যদেবের প্রচুর তেজ
শাতিত হইয়া প্রভাসে পতিত হইয়াছিল,
হে দেব ! সেই সমস্ত তেজ কি হইল ?—প্রভাস
হইতে তাহা কোথায় গেল ? আমাকে তাহা
বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! শুন ;
আমি উক্ত স্বর্ধ্যমাহাত্ম্য বলিতেছি,—ভক্তিসহকারে

দেবস্ত প্রভাসেহর্কস্থলস্ত ৫ । পুরাণাখ্যানমাচক্ষে
তব দেবি যশস্বিনি ॥ ৪ ॥ শাক্ষীপে মহাদেবি
ভ্রমিষস্ত তদা যবঃ । বর্ষণান্ত শতং সাগ্রং তক্ষ্য-
মাণে বিভাবসৌ ॥ ৫ ॥ যদান্যভাগজঃ তেজস্তৎ
প্রভাসেহপতৎ প্রিয়ে । পতিতং তত্র তন্তেজঃ
স্থলাকারং ব্যজায়ত ॥ ৬ ॥ জাম্বুনদময়ং দেবি
তৎপূর্বমভবৎ কিতৌ । ত্রিহ্যমাহাত্ম্যযোগেন
শৈলীভূতক সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥ তত্র চার্কময়ঃ রূপং
কুদা দেবো দিবাকরঃ । উৎপন্নঃ সর্বভূতানাং
হিতায় ধরণীতলে ॥ ৮ ॥ হিরণ্যগর্ভনামেতি কৃত্তে
সুখ্যোতি কৌর্ভিতম্ । ত্রেতায়াং সবিভা নাম ষাপরে
ভাস্করঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥ কলৌ চার্কস্থলো নাম ত্রিষু
লোকেষু কৌর্ভিতঃ । অবতীর্ণমিদং দেবি স্বয়মেব
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০ ॥ যদা ঞ্চারোচিবো দেবি
দ্বিতীয়োহভূন্নয়ঃ পুরা । তস্মিন্ কালেহবতীর্ণোহসৌ
দেবস্তত্র দিবাকরঃ ॥ ১১ ॥ ভক্তিমুক্তিপ্রদো দেবি
ব্যাধিহুঃখবিনাশকৃৎ । তস্ত তেজোভবৈক্যাপ্তঃ
রেণুভিঃ পঞ্চযোজনম্ ॥ ১২ ॥ দাক্ষিণ্যন্তরতো

যাহা শুনিলে নরগণ সর্বপাতক হইতে মুক্ত হয় ।
অয়ি যশস্বিনি দেবি ! প্রভাসক্ষেত্রে স্বর্ধ্যদেবের
দেহাবতার এবং অর্কস্থলের পুরাণ উপাখ্যান
তোমাকে বলিতেছি । হে মহাদেবি ! বিভাবসু, রবি-
দেব, বিষ্ণুকর্ম্মা কর্তৃক শাক্ষীপে ভ্রমিষত্রে আরো-
পিত হইয়া তক্ষিত হইয়াছিলেন ; এই তক্ষণকর্মে
তাঁহার শতবৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হয় ।
প্রিয়ে ! তদীয় শাতিত তেজের শ্রেষ্ঠভাগ,
প্রভাসে পতিত হইয়াছিল । উহা সেখানে পতিত
হইয়াই স্থলাকারে পরিণত হয় ; প্রথমে উহা ভূতলে
জাম্বুনদ স্বর্ণাকার হইয়াছিল, কিন্তু কলিকালমাহাত্ম্যে
সম্প্রতি উহা শৈলাকার ধারণ করিয়াছে । দেব
দিবাকর, সর্বভূতের হিতসাধনমানসে ধরাতলে
সেখানে অর্করূপে প্রাভূত হইয়াছেন । সত্যযুগে
হিরণ্যগর্ভ, ত্রেতায়াং স্বর্ধ্য, ষাপরে সবিভা ও কলিতে
তিনি ভাস্কর নামে এবং উক্ত ক্ষেত্রে অর্কস্থল নামে
ত্রিলোকে কৌর্ভিত হইয়া থাকেন । হে দেবি ! দেব
দিবাকর স্বয়ংই তেজোমহাকাশে অবতীর্ণ হইয়া
তথায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ১—১০ ॥ হে দেবি !
পূর্বে যখন ঞ্চারোচিব নামে দ্বিতীয় মনু প্রাভূত
হন, দেব দিবাকর তৎকালে উক্ত অর্কস্থলে আবি-
ভূত হইয়াছিলেন । হে দেবি ! তিনি ভোগমোক্ষ-
দাতা ও ব্যাধিক্রেশবিনাশক । হে দেবি ! তদীয়

দেবি পঞ্চপূর্ণাপর্যেণ তু । উত্তরেণ সমুদ্রস্ত যাবদ্বাহে-
 ষরী নদী ॥ ১৩ ॥ শুক্লমত্যাশ্চাপরতো যাবদেব
 কৃতশ্মরম্ । এতদ্ব্যাপ্তং মহাদেবি তন্তেজোরগ্নুভিঃ
 শুভৈঃ ॥ ১৪ ॥ তন্ত সূক্ষ্মা প্রভা যা তু আদিতৈজো-
 বিনিঃস্থতা । তয়া ব্যাপ্তং মহাদেবি যাবদ্বাদশ-
 যোজনম্ ॥ ১৫ ॥ উত্তরে ভাস্করমুতা দক্ষিণে
 সরিতাং পতিঃ । পূর্বপশ্চিমতো দেবি কক্ষিণী-
 দ্বিতীয়ঃ স্মৃতম্ ॥ ১৬ ॥ এতশ্চিন্নস্তরে দেবি সৌরং
 তেজঃ প্রসর্পিতম্ । তেন পাবিত্র্যামানীতং ক্ষেত্রং
 দ্বাদশযোজনম্ ॥ ১৭ ॥ তন্ত মধ্যস্ত যযধ্যং তদগ্ৰহং
 মম সুন্দরি । তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং মম স্থানং
 মহেশ্বরী ॥ ১৮ ॥ চতুর্দশমণ্ডলে তু যথা দেবী
 কনীনিকা । পূর্বপশ্চিমতো দেবি গোমুখাদা-
 শমেধিকম্ ॥ ১৯ ॥ দক্ষিণোত্তরতো দেবি সমুদ্রাৎ-
 কোরবেশ্বরীম্ । এতশ্চিন্নস্তরে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজোহং
 বরাননে ॥ ২০ ॥ যস্মাদর্কস্ত তেজোভির্ভাসিতং
 মম তদগ্ৰহম্ । তস্মাপ্রভাসনামতি কল্পেহশ্বিন
 প্রথিতং প্রিয়ে ॥ ২১ ॥ তত্র পশুতি যঃ স্বর্ঘ্যমর্করূপং
 নরোত্তমঃ । সর্বপাপবিনিষ্টুক্তঃ স্বর্ঘ্যালোকে মহী-

তেজঃসমুত্ত রেণু দ্বারা সমস্ততঃ দক্ষিণ-উত্তর, পূর্ব-
 পশ্চিম—সকল দিকেই পঞ্চ যোজন স্থান পরিব্যাপ্ত
 হইয়াছে । সমুদ্রের উত্তর হইতে মাহেশ্বরী নদী
 পর্য্যন্ত, আর শুক্লমতীর পশ্চিম দিক্ হইতে কৃতশ্মর
 তীর্থ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র তদীয় শুভ তোজোরগ্নুরাজি
 দ্বারা পরিব্যাপ্ত । পরন্তু হে মহাদেবি ! সেই আদিম
 তেজোরশ্মির স্বল্পরেণুনিচয় দ্বারা সমস্ততঃ দ্বাদশ-
 যোজন স্থান ব্যাপ্ত । উত্তরে যমুনা, দক্ষিণে
 সাগর, পূর্বে ও পশ্চিমে কক্ষিণী-যুগল,—এই
 চতুঃসীমান্তগত স্থান সেই সৌরতেজোরগ্নুজালে
 পরিব্যাপ্ত । সেই ৬ষ্ঠই এই দ্বাদশযোজন স্থান
 পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে । হে সুন্দরি ! এই
 ক্ষেত্রের মধ্যভাগ তেজোমণ্ডলে পরিপূর্ণ ; অয়ি
 মহেশ্বরী ! ইহার মধ্যস্থল মদীয় বাসগৃহ । চতু-
 র্দশমণ্ডলের তারকার জায় উহা রাজমান । অয়ি
 বরাননে ! পূর্ব-পশ্চিমে গোমুখ হইতে আশমেধিক
 তীর্থ, আর দক্ষিণোত্তরে সমুদ্র হইতে কোরবেশ্বরী
 তীর্থ,—এই চতুঃসীমান্তগত ক্ষেত্র মধ্যে আমি
 ক্ষেত্ররূপে অবস্থিত ॥ ১১—২০ ॥ অর্কের তেজো-
 রাশি দ্বারা আমার সেই গৃহ প্রকটরূপে ভাসিত
 হয় ; এজন্ত হে প্রিয়ে ! এই কল্পে সেই ক্ষেত্র
 প্রভাসনামে খ্যাত হইয়াছে । যেনরোত্তম সেখানে

যতে ॥ ২২ ॥ স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু তেন চেষ্টং
 মহামথৈঃ । সর্বদানানি দস্তানি পূর্বজান্তেন
 তৌষিতাঃ ॥ ২৩ ॥ অর্করূপী যতঃ স্বর্ঘ্যস্তত্র জাতো
 মহীতলে । তস্মাস্ত্যাজ্যঃ সদা চার্কৌ ভোজনেনহত্র
 ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ যো দৃষ্টার্কস্থলঃ মর্ত্য্যাকর্কপদ্মে
 ভুঞ্জতি । গোমাংসভক্ষণং তেন কৃতং ভবতি
 ভামিনি ॥ ২৫ ॥ ভক্ষিতো ভাস্করন্তেন স কুপী
 জায়তে নরঃ । তস্মাৎসর্বশ্রযত্বেন চার্কপত্রাণি
 বর্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥ যাত্রায়াং প্রথমং দেবি দৃষ্টৌ
 যেনার্কভাস্করঃ । তং দৃষ্টৌ মহিবীঃ দদ্যাদ্ভ্রাক্ষণায়
 বিপশ্চিতৈঃ ॥ ২৭ ॥ ভাস্করবর্ণাং রক্তবস্ত্রাং শুভভ্যাতি
 ভাস্করঃ । তন্ত চৈব তু শাস্ত্রিণ্যে বহিকোণে
 ব্যবস্থিতম্ ॥ ২৮ ॥ নাতিদূরে মহাভাগে সিদ্ধেশ্বর-
 মিত্তি স্মৃতম্ । সর্বসিদ্ধিপ্রদং দেবি লিঙ্গং ত্রৈলোক্য-
 পূজিতম্ ॥ ২৯ ॥ ত্রৈলোক্যব্যোমরং নাম পূর্বং কৃত-
 যুগেহভবৎ । কলৌ সিদ্ধেশ্বরমিতি প্রসিদ্ধিমগমৎ
 প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥ তং দৃষ্টৌ মহুজো দেবি সর্বসিদ্ধিমবা-
 পুয়াৎ । তত্রৈব দেবদেবেশি নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ।

অর্করূপী স্বর্ঘ্যকে দর্শন করে সে সর্বপাপমুক্ত
 হইয়া স্বর্ঘ্যালোকে সসম্মানে বাস করিয়া থাকে ।
 তৎকর্তৃক সর্বতীর্থে স্নান, সর্ব যজ্ঞাহুতান, সর্ব-
 পিতৃগণের তর্পণ ও সর্ববিধ দানের কল লব্ধ হয় ।
 স্বর্ঘ্যদেব মহীতলে ঐ স্থানে অর্করূপে জন্মিয়াছেন
 বলিয়া ইহলোকে ভোজন কার্যে সর্বদাই অর্ক
 (আকন্দ) বর্জনীয় । এবিষয়ে সংশয় নাই । অয়ি
 ভামিনি ! যে মানব অর্কস্থল দর্শন করিয়া অর্কপত্রে
 ভোজন করে, তৎকর্তৃক গোমাংসভক্ষণ কৃত হয় ;
 এবং ভাস্করই তৎকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকেন ।
 সেই মানব কুটরোগাক্রান্ত হয় । অতএব সর্ব
 প্রযত্নে অর্কপত্র বর্জন করা কর্তব্য । হে দেবি !
 যাত্রাকালে যৎকর্তৃক প্রথমতঃ অর্করূপী ভাস্কর
 দৃষ্ট হন, তাহাকে দর্শন করিলে বিহ্বান ভ্রাক্ষণকে
 রক্তবসনাধিতা ভাস্করবর্ণা মহিবী দান করা
 বিধি ; ইহাতে ভাস্কর ভূষ্ট হইয়া থাকেন । হে
 মহাভাগে ! দেবি । সেই অর্কস্থলের সরিধানেন
 অগ্নিকোণে অনতিদূরে সিদ্ধেশ্বর নামক সর্ব-
 সিদ্ধিদায়ক ত্রৈলোক্যপূজিত লিঙ্গ বিদ্যমান । হে
 প্রিয়ে ! ঐ লিঙ্গ পূর্বে সত্যযুগে ত্রৈলোক্যব্যোমর
 নামে খ্যাত ছিলেন ; কিন্তু কলিযুগে সিদ্ধেশ্বর নামে
 প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । হে দেবি ! তাহাকে দর্শন
 করিলে মানব সর্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে ।

৩১। স্বর্বাদক্শিনৈন্থ্যে পাতালবিবরং প্রিয়ে।
মন্দেহা রাক্ষসা যত্র তথা শালককটকাঃ ৩২।
স্বর্গ্যস্তেজসা দম্বাঃ পাতালমগমন পুরা। কনো
তদ্বারমেবাস্তি ন পাতালে গতিঃ প্রিয়ে ৩৩।
যোগিস্তত্ত্বত্র রক্ষন্তি ব্রাহ্মাদ্যা মাতরস্তথা। মাঘে
কৃষ্ণচতুর্দশাং রাত্রৌ মাতৃগণান যজ্ঞেৎ। বলিপুস্পোপ-
হারৈশ্চ ততঃ সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ৩৪। ইতি তি
সকলধর্ম্যভাবহেতোইহরক্ষমলাসনবিস্ময়স্ততঃ। তহু-
পরিমলধনং নিশম্য ভানোর্জজ্ঞতি দিবাকরলোক-
মাঘুসোহভেৎ ৩৫।

ইতি শ্রীকান্দে প্রভাসপবিত্রনামকরণার্থহোতা-
পতিবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ১৩।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

দেবীবাচ। যবেতন্তবতা প্রোক্তং মাহাশ্বাৎ
স্বর্গ্যদেবতম্। তন্মে বিস্তরতো ব্রাহ্মদেবদেব
জগৎপতে ১। কথমর্কস্থলো ভূতঃ প্রভাসক্ষেত্র-
ভূষণঃ। পুঞ্জীয়ো মহাদেবঃ সমাগ্যাত্রাকলেপসৃভিঃ।

প্রিয়ে, দেবদেবেশি! সেইখানেই স্বর্গের দক্ষিণ-
নৈঋতদিকে পাতালবিবর ব্যবস্থিত। পুরাকালে
মন্দেহ ও শালককটক নামক রাক্ষসগণ স্বর্গ্যতেজে
দম্বাভূত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল।
কলিকালে পাতালগমনের সেই দ্বারটা আছে বটে,
কিন্তু পাতালগমনের উপায় নাই। ব্রাহ্মপ্রভূতি
মাতৃগণ ও যোগিনীগণ সেই পাতালবিবরের রক্ষা-
বিধান করিয়া থাকেন। মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষীয়
চতুর্দশীতে রাত্রিকালে বলি, পুষ্প ও উপহারাদি দ্বারা
সেই মাতৃগণের অর্চনা করিলে মানব অভীষ্ট
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সকল ধর্ম্মমূল হরি-হর বিরিকি-
স্তত ভাস্করদেবের এই শরীর পরিলেখন-বৃত্তান্ত
শ্রবণ করিলে মানব, আত্মশেমে স্বর্গলোক প্রাপ্ত
হয় ২১—৩৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ১৩।

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ।

দেবীকহিলেন,—হে জগৎপতে! হে গোব-
দেব! আপনি যে, সেই স্বর্গ্যদেব কেন্দ্রের মাহাশ্বা
বর্ণন করিলেন, ইহা আমার নিকট সবিস্তরে বলুন।
সেই অর্কস্থল কেন্দ্র প্রভাসক্ষেত্রের ভূষণরূপে

২। কে মজ্জাঃ কিং বিধানং তু কেশু পর্কসু পূজয়েৎ।
জৈগীষব্যোমরো ভূত্বা হৃভুৎ সন্ধেশ্বরঃ কথম্। তন্মে
কথয় দেবেশ বিস্তরাৎসর্বমেব হি ৩। পাতালে
বিবরং তত্র যোগিস্তত্ত্বত্র কিং পুরা। তথা মাতৃ-
গণৈশ্চৈব কথমেতদভুৎপুরা ৪। এতৎসর্বমশে-
ষণে দয়াঃ কৃত্বা জগৎপতে। মমাক্ষু বিরূপাক্ষ
যদ্যহং তে প্রিয়া হর ৫। ঈশ্বর উবাচ। সাধু
পুত্রঃ ত্বয়া দেবি কথয়ামি সমাসতঃ। সিদ্ধেশ্বরো
হৃভুদ্যেন জৈগীষব্যোমরো হরঃ ৬। পূজাবিধানং
বিস্তাৰ্য্য তন্মে নিগদতঃ শৃণু। আসীদশ্মিন কৃতে
দেবী সর্বজ্ঞানবিশারদঃ ৭। পুত্রঃ শতকলাকৃত
জৈগীষব্য ইতি ঋতঃ। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য
স চক্রে হুশ্চরঃ তপঃ ৮। অতিষ্ঠদ্বায়ুভক্ষ্য
বধাণাং শতকং কিল। অদ্বুভক্ষ্যঃ সহস্রঃ তু
শাকাতারোহেভুতঃ তথা ৯। চান্দ্রায়ণসহস্রক কৃতঃ
সান্তপনং পুনঃ। শোষয়িত্বা মিভাহারো দিধাসাঃ
সমপদ্যত ১০। পূর্বে কল্পে স্বয়ং ভূতঃ মহোদয়-

গণ্য হইল কি প্রকারে? আর যাত্রাকলাভিলাষী
জনগণ কর্তৃক কোন বিধানে, কোন কোন মন্ত্রে,
কোন কোন পর্কে তত্রতা দেবের পূজা কর্তব্য?
সেই দেবদেব জৈগীষব্যোমর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াও
পুনরায় সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন কিজন্ত?
হে দেবেশ! আপনি সবিস্তরে তদ্বিবরণ সম্পূর্ণ-
রূপে বর্ণন করুন। সেখানে যে পাতালবিবর
আছে, তথায় যোগিনীগণ ও মাতৃগণ অধিষ্ঠান
করিয়াছেন কিজন্ত? হে জগৎপতে, বিরূপাক্ষ!
আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তবে হে হর!
আমার প্রতি দয়া করিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত
সম্পূর্ণরূপে আমাকে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—
হে দেবি! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। অতএব
জৈগীষব্যোমর হর বৈষ্ণব সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত
হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। আর
তাঁহার পূজাবিধানও সবিস্তরে বলিতেছি, তুমি
অবধানসহকারে আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর।
এই বর্তমান মন্বন্তরে সত্যযুগে শতকলাক মুনির
সর্বজ্ঞানবিশারদ জৈগীষব্য নামে এক পুত্র ছিলেন।
তিনি প্রভাসক্ষেত্রে যাঁহা হুশ্চর তপশ্চরণ করিতে
লাগিলেন। তিনি শতবৎসর বায়ুভক্ষণে, সহস্র
বৎসর জলপানে, ও অদ্বুত বৎসর শাকভোজনে,
তপস্তা করেন। তিনি সহস্র চান্দ্রায়ণ ও বহু সান্তপন
ব্রতানুষ্ঠান ও আহারসংযম দ্বারা শরীর শোষ-

মিতি কৃতম্। স লিঙ্গং দেবদেবস্ত প্রতিষ্ঠাপার্ক-
য়মপি ॥ ১১ ॥ ভাস্মশায়ী ভাস্মদিত্যে নৃত্যগীতৈর-
তোষণং। জপেন বৃষনাদৈশ্চ তপসা ভাবিতঃ
ভুটিঃ ॥ ১২ ॥ তমেবং তোষণাৎ তু ভক্ত্যা পর-
ময়া যুতম্। ভগবাংশ্চ তমন্ত্যেত্য ইদং বচন-
মব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥ জৈগীষব্য মহাবুদ্ধে পশু মাং
দিব্যচক্ষুষা। তুষ্টৌহস্মি বরদশাহং ক্রুহি যন্তে
মনোগতম্ ॥ ১৪ ॥ স এবমুক্তো দেবেন দেবং
দৃষ্টৌ জিলোচনম্। প্রণম্য শিরসা পাদাবিদং বচন-
মব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥ জৈগীষব্য উবাচ। ভগবন্ দেব-
দেবেশ মম তুষ্টৌ যদি প্রভো। জ্ঞানযোগং হি
মে দেহি যঃ সংসারনিকৃন্তনম্ ॥ ১৬ ॥ ভগবন্
নাশ্তদিক্ষামি যোগাৎপরতরং হিতম্। অগ্নি ভক্তিশ্চ
মিত্যং যে দেব্যাঃ ক্ষন্দে গণেশ্বরে ॥ ১৭ ॥ ন চ
ব্যাধিভয়ং কুয়ার চ তেজোহপমানতা। অহুৎসেকং
তথা কান্তিঃ দমং শমমথাপি চ ॥ ১৮ ॥ এতান্ বরা-

পান্তে নয় হইলেন। ১—১০। পূর্বকল্পে মহো-
দয় নামে শঙ্করের একটি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ছিল, জৈগী-
ষব্য সেই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চনা করিতে
লাগিলেন। তিনি ভাস্মশায়ী, ও ভাস্মলিপ্ত
হইয়া নৃত্য-গীত, জপ, ও বৃষনাদ দ্বারা নিয়ত শঙ্ক-
রের পরিতোষ সাধন করিতে লাগিলেন। এই-
রূপ তপস্ব্য্য তিনি ভক্তিমান্ ও নিখিল হইলেন।
তিনি এইরূপে পরম ভক্তিসহকারে এইভাবে
শঙ্করের সন্তোষ সাধন করিতে থাকিলে ভগবান্
শঙ্কর ঊহার প্রত্যক্ষগোচর হইয়া এই কথা
কহিলেন যে, হে মহাবুদ্ধ জৈগীষব্য! তুমি
আমাকে দিব্য চক্ষু দ্বারা অবলোকন কর;
আমি তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দান করিতে
আসিয়াছি; তোমার যাহা অভিলাষ প্রার্থনা কর।
দেব শঙ্কর এই কথা কহিলে জৈগীষব্য সেই
জিলোচনকে অবলোকনপূর্বক মস্তক দ্বারা তদীয়
পদযুগলে প্রণতি করিয়া এই কথা কহিলেন,—হে
দেবদেবেশ, ভগবন্। হে প্রভো। আপনি যদি
আমার প্রীতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে যাহা দ্বারা
সংসারনিবৃত্তি হয়, সেই জ্ঞানযোগ আমাকে প্রদান
করুন। হে ভগবন্। যোগজ্ঞান ব্যতীত অপর
হিতকর কোনও বিষয়ই আমি আকাঙ্ক্ষা করি না।
আর আপনাকে, দেবীতে, গণেশ্বরে ও কুমারে
আমার ভক্তি যেন নিয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর
আমার যেন ব্যাধিভয় বা তেজোহানি হয় না;

মহাদেব যদিচ্ছামি জিলোচন ॥ ১৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ।
অজরশ্চামরশ্চৈব সর্বশোকবিবর্জিতঃ। মহাযোগী
মহাবীৰ্য্যো যোগৈশ্বৰ্য্যসমবিতঃ ॥ ২০ ॥ প্রভাবাকান্ত
ক্ষেত্রস্ত গুহ্যতম শাশ্বতম্। যোগাষ্টগুণৈশ্বৰ্য্যং
প্রাপ্যাসে পরমং মহৎ ॥ ২১ ॥ ভবিষ্যসি মুনিশ্রেষ্ঠ
যোগাচার্য্যঃ সুবিক্রমঃ ॥ ২২ ॥ যশ্চৈদং তৎকৃতং
লিঙ্গং নিয়মেনার্চয়িষ্যতি। সৰূপাবিনির্গুক্তো
যোগং দিব্যমবাপ্যতি ॥ ২৩ ॥ জৈগীষব্যগুহ্যং
চোমাং প্রাপ্য যোগং কুর্য্যতি যঃ। স সপ্তরাত্রা-
দযুক্তাচ্ছাসংসারং সত্তরিয়তি ॥ ২৪ ॥ মাসেন
পূৰ্ব্বেজাতিঞ্চ জন্মাতীতঞ্চ বেৎসতি। একরাত্রান্তম্
শুক্রাং দ্বাত্যাং তারয়তে পিতৃন। ত্রিরাত্রৈণ ব্যতী-
তেন অপরান্ সপ্ত তারয়েৎ ॥ ২৫ ॥ পুনশ্চ তব
বিপ্রর্ষে অজেষ্ময়ঞ্চ যোগিভিঃ। ইচ্ছতো দর্শনং
চৈব ভবিষ্যতি চ তে মম ॥ ২৬ ॥ ইতি দেবো
বরান্ দদ্বা তজ্জৈবাস্তরযৌত। এতৎকৃতযুগে বৃত্তং
তব্ধৃদবি প্রভাবিতম্ ॥ ২৭ ॥ ত্রোতায়ুগে মহাদেবি

গৰ্ভাভাব, কমা, দম, ও শম যেন আমার সতত
বর্ত্তমান থাকে। হে জিলোচন মহাদেব! আপনায়
নিকট আমি এই সমস্ত বর প্রার্থনা করি। ১১—১৯।
ঈশ্বর কহিলেন,—আমায় এই গুপ্ত ক্ষেত্রের
প্রভাবে তুমি অজর, অমর, সর্বশোকহীন, মহা-
যোগী, মহাবীৰ্য্য, ও যোগৈশ্বৰ্য্যযুক্ত হইবে। হে
মুনিবর! তুমি অষ্টৈশ্বৰ্য্য-সমবিত পরম মহৎ যোগ
লাভ করিয়া যোগাচার্য্য নামে সুবিখ্যাত হইবে।
আর তোমার অর্চিত এই লিঙ্গের যে ব্যক্তি নিয়ম
সহকারে অর্চনা করিবে, সে সৰূপাবিনিবৃত্ত হইয়া
দিব্য যোগ প্রাপ্ত হইবে। আর এই জৈগীষব্য-
গুহ্য থাকিয়া যে ব্যক্তি যোগাভ্যাস করিবে, সেই
যুক্তাচ্ছাসংসার যোগাভ্যাসকালেই সংসার
হইতে পারিত্রাণ পাইবে। একমাসে সে পূৰ্ব্বেজাতি
এবং অতীত জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়। মানব ঐ
স্থানে একরাত্র যোগাভ্যাসেই শরীরশুদ্ধি লাভ
করিবে; দুই রাত্রিতে পিতৃগণের নরকমুক্তি ও
ত্রিরাত্রে সপ্ত পিতৃপুরুষের নরকজাণ বিধান
করিতে পারিবে। হে বিপ্রর্ষে! আর তুমি সমস্ত
যোগিজনের অজেষ্ট হইবে; এবং যখন ইচ্ছা
আমাকে দেখিতে পাইবে। দেব মহেশ্বর, এইরূপ
বরপ্রদানান্তে সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।
হে দেবি! এই বাহা বলিলাম, এই ঘটনা সত্যযুগে
ঘটিয়াছিল। ত্রোতায়ুগে ও দ্বাপর যুগে সেইরূপই

দ্বাপরেহপি তথৈব চ। কলিযুগপ্রবেশে তু বাল-
খিল্য মহর্ষিঃ ॥ ২৮ ॥ অগ্নিন্ প্রাতঃসিক্বে ক্ষেত্রে
সূর্যাস্তলসমীপতঃ। আরাধয়েজ্ঞো দেবেশং গুহা-
মধ্যনিবাসিনম্ ॥ ২৯ ॥ অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষয়-
শ্চোক্তিরেতসঃ। বর্ষায়ুতং তপস্তপ্তা সিদ্ধিঃ জম্বুদ্বীপ-
জিকাম্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সিদ্ধেশ্বরং লিঙ্গং কলৌ
খ্যাতং বরাননে। যদা সোমেন সংযুক্তা কৃষ্ণা
শিবচতুর্দশী। তদৈব তন্ত দেবস্ত দর্শনং দেবি
তুর্লভম্ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দদা যৎপুণ্যমুপ-
জায়তে। তৎপুণ্যং লভতে দেবি সিদ্ধলিঙ্গস্ত
পূজনাং ॥ ৩২ ॥

ইতি জীহ্বান্দে সিদ্ধেশ্বরোৎপত্তিবর্ণনং নাম
চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মায়ৈ তু দেবেশি অক্লেশেন
প্রতিষ্ঠিতম্। ধূম্রাং চ যত্র তত্র সিদ্ধলিঙ্গসমীপতঃ ॥
১ ॥ সূর্যাসারথিনা তত্র লিঙ্গং দেবি প্রতিষ্ঠিতম্।
কলৌ পাপহরং নাম দর্শনাৎ পাপনাশনম্ ॥ ২ ॥

ছিল, কোনও নতুন ঘটনা ঘটে নাই। পরে কলি-
যুগ আরম্ভ হইলে বালখিল্য মহর্ষিগণ এই প্রভাস
ক্ষেত্রে সূর্যাস্তল-সমীপে আসিয়া গুহামধ্যবাসী
দেবেশ-মহেশের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। সেই
অষ্টাশীতি সহস্র উক্তরৈতা মহর্ষি অযুত বৎসর
তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া সামুদ্র্য প্রাপ্ত
হইয়াছেন। অগ্নি বরাননে! সেই হইতে উক্ত
লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর নামে কলিযুগে খ্যাত হইয়াছেন।
হে দেবি! সোমবারযুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সেই
লিঙ্গের দর্শন অতীব তুর্লভ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দান
করিলে যে ফল, উক্ত সিদ্ধ লিঙ্গের পূজা করিলে
সেই ফলই লাভ করা যায়। ২০—৩২।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবেশি! সেই সিদ্ধ
লিঙ্গের নিকটেই অগ্নিকোণে তিনধনুঃপরিমাণ
অন্তরে সূর্যাসারথি অরুণপ্রতিষ্ঠিত পাপহর নামক
লিঙ্গ বিরাজমান। কলিকালে সেই লিঙ্গের দর্শনে

চৈত্রমাসত্রয়োদশীং শুক্লায়াং ধ্বংসবিনি। পূজয়েদ্বিধি-
বদ্ধত্যা পৌরীককণং লভেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি জীহ্বান্দে পাপনাশনোৎপত্তিবর্ণনং নাম
পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। পাতালবিবরস্তাপি মহাশ্মাৎ শৃণু
সাম্প্রতম্। পূর্বপৃষ্ঠং মহাদেবি ব্রহ্মণা বিশ্বকর্মাণা ॥
১ ॥ তমোভাবেষ সমুৎপন্নে জাতান্ত্রৈব রাক্ষসাঃ।
সূর্যাস্ত ঘেষিণঃ সর্কে হৃদস্মাতা মহাবলাঃ ২ ॥
তে তু দৃষ্টা মহাত্মানং সমুদ্যন্তঃ দিবাকরম্। তে
ধুম্রপ্রমুখাঃ সর্কে জহন্তুঃ সূর্যমঞ্জসা ৩ ॥ অশ্বাক-
মন্তকঃ কোহয়ং বিদ্যতে পাপকর্যকৃতং। ইত্যাচুর্কি-
বিধা বাচঃ সূর্যাস্তাগ্রে স্থিতান্তদা ৪ ॥ ইতি
জ্ঞাতা তদা দেবঃ ক্রোধপ্রফুরিতাধরঃ। রাক্ষ-
সানাং বচশ্চৈব শুক্যমাণো দিবাকরঃ ৫ ॥
ততঃ ক্রোধাভিভূতেন চক্ষুষা চাবলোকয়ৎ। স
কুররক্ষঃকরুভিমিরষিপকেশরী ৬ ॥ মহাঃ-

পাপরাশি বিনষ্ট হয়। অগ্নি বরবর্ণিনি! চৈত্র মাসে
শুক্লা ত্রয়োদশীতে ভক্তিসহকারে যথাবিধি যদি
সেই লিঙ্গের অর্চনা করিলে, পুণ্ডরীক যজ্ঞের
ফল লাভ হয়। ১—৩।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি! তুমি আমার
নিকট পূর্বে যে পাতালবিবরের মহাশ্মা জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে, সম্প্রতি তাহাই শ্রবণ কর। বিশ্বকর্মা
ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমতঃ তাঁহার
তমোভাবাবেশ হয়; তাহাতে তখন অসংখ্য মহা-
বল ধুম্রপ্রমুখ সূর্যঘেরী রাক্ষস জন্মে। মহাশ্মা
দিবাকরকে উদীয়মান দর্শনে সেই ধুম্রপ্রমুখ রাক্ষস-
গণ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তাহার
তখন সূর্যের সম্মুখে যাইয়া “এই আমাদের
অন্তবিধায়ক পাপকর্য্য কে?” ইত্যাদি বিবিধ কথা
কহিতে লাগিল। দেব দিবাকর, সেই রাক্ষসগণের
তাদৃশ বচনাবলী শ্রবণ এবং রাক্ষসগণকৃত আশ-
তকণোদ্যম দর্শন করিয়া ক্রোধে অভিভূত হই-

শুমান খগঃ সূর্য্যাক্ষবিনাশমচিন্তয়ৎ । অজানয়ঃ
ততঃস্থিতঃ রাক্ষসানাং দিব্যম্পতিঃ ॥ ৭ ॥ স ধর্ম-
বিচ্যুতান্ দৃষ্ট্বা পাপোপহতচেতসঃ । এবং সঞ্চিন্ত্য
ভগবান্ দখ্যো ধ্যানঃ প্রভাকরঃ ॥ ৮ ॥ অজানংস্তে-
জসা গ্রন্থং ত্রৈলোক্যং রজনীচরৈঃ । ততস্তে
ভাহুনা দৃষ্টাঃ ক্রোধাধ্বাতেন চক্ষুযা ॥ ৯ ॥ নিপেতু-
রযরভ্রষ্টাঃ ক্লীণপুণ্যাঃ ইব গ্রহাঃ । রাক্ষসৈর্বেষ্টিতো
ধ্বজো নিপতজ্জুগুভেহসরাৎ ॥ ১০ ॥ অর্দ্ধপকং যথা
তালকলং কপিভিরারুতম্ । যদৃচ্ছয়া নিপেতুস্তে
যজ্ঞযুক্তা যথোপলাঃ ॥ ১১ ॥ ততো বায়ুবশাদব্রষ্টা
ভিষা কৃমিঃ রসাতলম্ । জঘৃন্তে কেতুমাশাদ্য
প্রভাসং বরবর্ধিনি ॥ ১২ ॥ যত্র চার্কহলো দেবঃ
সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ । তৎসারিধ্যস্থিতং দেবি পাताल-
বিবরং মহৎ ॥ ১৩ ॥ অন্তানি কোটিশঃ সন্তি তানি
লুণ্ঠানি ভামিনি । কৃতস্মরাৎ সমারভ্য যাবদর্কহলো
রবিঃ ॥ ১৪ ॥ দেবমাতুর্করং প্রাপ্য সিদ্ধয়োহব্রষ্টৌ

লেন । কোপবশে তাঁহার অধর ক্ষুরিত হইতে
লাগিল । সেই ভিমিরকরীর কেশরিরূপ ক্রুর-
রাক্ষসবিনাশক সূর্য্যদেব তখন সক্রোধে তাহা-
দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । মহাশুভমালী
দিব্যম্পতি আকাশের প্রভাকর ভগবান্ সূর্য্যদেব,
তখন তাহাদিগকে ধর্মবিচ্যুত ও পাপোপহতচেতা
দর্শনে তাহাদিগের সংহার বিষয়ে চিন্তা করিতে
লাগিলেন ; পরন্তু কোনই ছিদ্ৰ পাইলেন না ;
তিনি তাঁহা ধ্যানবলে দেখিলেন যে, সেই রাক্ষস-
গণের তেজে ত্রৈলোক্য আক্রান্ত হইয়াছে ; ইহা
দেখিয়া তিনি ক্রোধপূর্ণনয়নে তাহাদিগের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিলেন । তাহাতে তাহার ক্লীণপুণ্য
গ্রন্থের ভাষা গগনতল হইতে ব্রষ্ট হইয়া পতিত
হইল । রাক্ষসগণপরিবেষ্টিত ধ্বজরাক্ষস যখন
গগনতল হইতে পতিত হয়, তখন সে যদৃচ্ছাক্রমে
কপিগণারুত অর্দ্ধপক তালকলের ভাষা শোভা ধারণ
করিয়াছিল । অগ্নি বরবর্ধিনি ! তাহার যজ্ঞযুক্ত
প্রস্তরখণ্ডবৎ আকাশতল হইতে পড়িতে পড়িতে
বায়ুবেগবশে প্রভাসকেত্রে পড়িয়া ভূমিতেদপূর্ব্বক
রসাতলে প্রবিষ্ট হইল । হে দেবি ! সর্বসিদ্ধি-
প্রদায়ক অর্কহল দেব যেখানে আছেন, তাঁহার
নিকটেই সেই মহৎ পাतालবিবর বিদ্যমান । অগ্নি
ভামিনি ! সেখানে আরও কোটি কোটি বিবর
আছে বটে, কিন্তু তৎসমস্ত অধুনা লুপ্ত হইয়া
গিয়াছে । কৃতস্মর তীর্থ হইতে অর্কহল রবি

ব্যবস্থিতাঃ । এতদ্বিন্নম্বরে দেবি সূর্য্যকেতুমুদা-
হতম্ ॥ ১৫ ॥ সূর্য্যস্ত তেজসো দেবি মধ্যভাগঃ হি তৎ
স্মৃতম্ । সর্বঃ হেমময়ঃ দেবি নাপুণ্যভাজ বীকতে ॥
১৬ ॥ বিবরাণাং শতং চৈকং স্পর্শশ্চৈব তু কোটিশঃ ।
তত্র সন্তি মহাদেবি সিদ্ধেশ্বর প্ররক্ষতি ॥ ১৭ ॥ ইদং
কেতুং মহাদেবি প্রিয়ং সূর্য্যস্ত সর্বদা সূর্য্যপূর্ব্বনি
সম্প্রাপ্তে কুরুক্ষেত্রাদিকং প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥ ত্রাস্তী
চৈব হিরণ্যা চ সজমন্মহোদধেঃ । এতত্রিসজমং
দেবি কোটিতীর্থকলপ্রদম্ ॥ ১৯ ॥ দেবমাতা চ
তত্রৈব মন্মথশক্ত্য তিষ্ঠতি । নাগস্থানং নগস্থানং
তত্রৈব সমুদাহতম্ ॥ ২০ ॥ ইতি সক্ষেপতঃ প্রোক্ত-
মর্কহলমহোদয়ম্ । রাক্ষসানাঞ্চ সম্প্রাতাদভূচ্চ
বিবরং যথা ॥ ২১ ॥ অন্তানি তত্র দেবেশি লুণ্ঠানি
বিবরাণি বৈ । একস্ত প্রকটঃ তত্র দৃগুভেদাদ্যপি
ভামিনি ॥ ২২ ॥ জীমুখং নাম তদ্বারং রক্ষ্যতে
মাতৃভিঃ প্রিয়ে । বর্ষমেকং চতুর্দশাং নিয়মাদ্যন্ত
পূজয়েৎ ॥ ২৩ ॥ তত্র মাতৃগণান্ দেবি সুনন্দাদান

পূর্ণ্যস্ত স্থানে, দেবমাতার নিকট হইতে লব্বর
অষ্ট সিদ্ধি বিদ্যমান আছেন । হে দেবি ! এই
সৌম্যবন্ধ স্থানই সূর্য্যকেতু বলিয়া উক্ত হয় । উহাই
সূর্য্যতেজের মধ্যভাগ বলিয়া বিখ্যাত । ঐ স্থানের
সমস্তই স্বর্ণময়, পরন্তু অকৃতপুণ্য জনগণ তাহা
দর্শিতে পায় না । হে মহাদেবি ! সেখানে একশত
একটি বিবর এবং কোটি কোটি স্পর্শমণি বিদ্যমান
আছে । সিদ্ধেশ্বর ঐ সমস্ত রক্ষা করিয়া থাকেন ।
১—১৭ । হে মহাদেবি ! এই কেতু ভাকর দেবের
সতত প্রিয় । প্রিয়ে ! সূর্য্যগ্রহণকালে ইহা কুরু-
ক্ষেত্রোৎপেক্ষাও অধিক কলপ্রদ হইয়া থাকে । হে
দেবি ! ত্রাস্তী সজম, হিরণ্যা-সজম ও সাগর-সজম,
এই তিনটি সজমহল কোটিতীর্থকলপ্রদ । সেই
স্থানেই দেবমাতা, মন্মথ, নাগস্থান, ও নগস্থান
নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ বিদ্যমান । এইরূপ উক্ত
হইয়া থাকে । এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে
মহোদয়বিধায়ক অর্কহলতীর্থের বিবরণ এবং
রাক্ষস-সম্প্রাত বশত যেরূপে বিবরোৎপত্তি ঘটি-
য়াছে, তদবৃত্তান্ত কহিলাম । হে ভামিনি দেবেশি !
সেখানে অপরাপর বিবরনিকর বিলুপ্ত হইয়া
গিয়াছে, এখন সেখানে একটী মাত্র বিবরই প্রকট
আছে । উহা এখনও সকলের নয়নগোচর হইয়া
থাকে । সেই গুহাঘারের নাম জীমুখ । অগ্নি
প্রিয়ে ! মাতৃগণ সেই দ্বাররক্ষাকার্য্যে নিযত

বিধানতঃ। পশুপুস্পোগহাট্টৈশ্চ ধূপদীপৈস্তথোক্তমঃ।
 বিশ্রাণাং ভোজনৈর্দেবিতস্ত সিক্কিৰ্ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥
 তস্মাৎসৰ্গপ্রযত্নেন তত্কার্কশ্বলসন্নিধৌ। পূজয়ে-
 য়াতরঃ সৰ্গা যদৌচ্ছ্রেৎ সিক্কিৰ্ভাশ্বনঃ ॥ ২৫ ॥ এতান্ন
 যাতরো দেবি সুনন্দাগণনামতঃ। খ্যাতিং যান্তি
 গ্রাভাসে তু ক্কেজ্জেশ্বিন্ বরবর্ণিনি ॥ ২৬ ॥ এতৎ
 সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং পাতালোত্তরমধ্যাতঃ। তচ্ছ্রুত্বা
 মৃত্যতে দেবি সৰ্গাপত্ত্যো নরোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি জীকান্দে পাতালবিবরসুনন্দাদিমাভূতগণোৎ-
 পত্তিবর্ণনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ পূজাবিধানস্তে কথ্যামি
 যশস্বিনি। অৰ্কশ্বলস্ত দেবস্ত যথা পূজ্যো নরোত্তমঃ ॥
 ১ ॥ সৰ্বেষামেব দেবানামাদিরাদিত্য উচ্যতে। আদি-
 কৰ্ত্তা ত্বসৌ যস্মাদাদিত্যস্তেন চোচ্যতে ॥ ২ ॥ আদি-
 ত্যেন বিনা রাত্রির্দিবা ন চ তর্পণম্। ন ধর্ষে

নিযুক্তা রহিয়াছেন। যে মানব এক বৎসর যাবৎ
 নিয়ম সহকারে, যথাবিধি প্রতিচতুর্দশীতে পশু,
 পুষ্প, ধূপ, দীপ, উত্তমোত্তম উপহার ও ভ্রামণ-
 ভোজন দ্বারা সেই সুনন্দাদি মাভূতগণের অর্চনা
 করে তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হয়। অতএব আশ্ব-
 সিক্কি কামী মানবের পক্ষে অৰ্কশ্বলসন্নিধানেন সেই
 সকল মাভূতগণের অর্চনা করা সৰ্গপ্রযত্নেই কর্তব্য।
 অগ্নি বরবর্ণিনি দেবি! এই মাভূতগণ, প্রভাসেউক্ত
 অৰ্কশ্বল ক্কেজে সুনন্দাগণ নামে খ্যাত হইয়াছেন।
 আমি এই পাতালবিবরের আদি মধ্য অন্ত,—
 সমস্তই সংক্ষেপে কহিলাম। হে দেবি! উত্তম
 মানব ইহা শ্রবণ করিলে সৰ্গ আপদ হইতে বিমুক্ত
 হয় ॥ ১৮—২৭ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি যশস্বিনি! অৰ্কশ্বল
 দেবের যে বিধানে পূজা করিতে হয়, এক্ষণে আমি
 নরোত্তমগণের কর্তব্য সেই পূজাবিধান বলি-
 তেছি। আদিত্যই সমস্ত দেবগণের আদি বলিয়া
 উক্ত হন; তিনিই আদিকৰ্ত্তা, একান্ত আদিত্য
 নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন। আদিত্য ব্যতীত

বৈ ন চাধর্ষ্যো ন সন্তিষ্ঠেচ্চরাত্রয়ঃ ॥ ৩ ॥ আদিত্যঃ
 পালয়েৎ সৰ্গামাদিত্যঃ স্বজতে সদা। আদিত্যঃ
 সংহরেৎসমঃ তস্মাদেব জয়ীময়ঃ ॥ ৪ ॥ আরাধন-
 বিধিং তস্মা ভাকরন্ত মহাশ্বনঃ। কথ্যামি মহাদেবি
 বেদোক্তৈশ্বর্যবিস্তরৈঃ। তং শৃণু বরারোহে সৰ্গ-
 পাণপ্রণাশনম্ ॥ ৫ ॥ মূর্ত্তিঃ পূজ্যতে যেন বিধা-
 নেন মহেশ্বরী। দ্বাদশাঙ্কা যথা সূর্য্যস্তন্তে বক্ষ্যাম্য-
 শেষতঃ ॥ ৬ ॥ মুখত্বেদিক্ কৃদ্বাদৌ জ্ঞানং কৃদ্বা
 বিশেষতঃ। বস্ত্রত্বেদিক্ দেহত্বেদিক্ কৃদ্বা সূর্য্যং
 স্পৃশেত্ততঃ ॥ ৭ ॥ দন্তকাঠবিধানস্ত প্রথমং কথ্যামি
 তে। মধুকে পূজলাভঃ স্মারকে নেত্রপুংখ প্রিয়ে ॥
 ৮ ॥ বক্রত্বং বৈ বদধ্যাতু বৃহত্যা তুর্জানান্ জয়েৎ ॥
 ঐশ্বর্য্যক্ ভবেদ্বিধে যদিহে চ ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
 রোগক্ষয়ঃ কদবে তু অর্থলাভোহতিমুক্তকে।
 শুকতাং যাতি সৰ্গত্র আটরূষকসত্তবৈঃ ॥ ১০ ॥
 জাতিপ্রধানতাং জাতাবশ্বো বচ্ছতে যশঃ। শ্রিয়ং
 প্রাপ্নোতি নিখিলাং শিরীষস্ত নিষেবণাৎ ॥ ১১ ॥
 প্রিয়ঙ্গুং সেবমানস্ত সৌভাগ্যং পরমং ভবেৎ ॥
 অভীষিতার্থসিদ্ধিঃ স্মারিত্যং প্রকনিষেবণাৎ ॥ ১২ ॥
 ন পাটিতং সমশ্রীয়াদন্তকাঠং ন সজ্ঞম্। ন চোক্তিত্বক্

রাত্রি, দিবা, জীবগণের তৃপ্তি, ধর্ম বা অধর্ম—
 এমন কি চরাত্র জগৎই থাকে না। আদিত্যই
 সমস্ত পালন করেন, আদিত্যই সমস্ত সমস্ত স্বজন
 করেন, আর আদিত্যই সমস্ত জগতের সংহার
 সাধন করেন, এই জন্তই আদিত্যকে জয়ীময় বলা
 যায়। হে মহাদেবি! সেই মহাশক্তি ভাকরের আর-
 ধনাবিধি বৈদিকমন্ত্রবিস্তর সহকারে বলিতেছি।
 অগ্নি বরারোহে! তুমি সেই সৰ্গপাণপ্রণাশন পূজা-
 বিধান শ্রবণ কর। হে মহেশ্বরী! দ্বাদশাঙ্কা সূর্য্য-
 দেবকে মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে বিধানে অর্চনা
 করিতে হয়, আমি তাহা তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে
 বলিতেছি। প্রথমতঃ মুখত্বেদিক্ বিধানান্তে বিশেষ-
 রূপে জ্ঞান করিবে; পরে বস্ত্রত্বেদিক্ ও দেহত্বেদিক্
 করিয়া আদিত্য দেবকে স্পর্শ করিবে। প্রথমতঃ
 তোমাকে দন্তকাঠবিধান বলিতেছি। হে প্রিয়ে!
 মধুকে পূজলাভ, অর্কে নেত্রজীতি, বদরীতে
 বাগ্গিতা, বৃহতীতে তুর্জানবিলয় বিধে ও যদিহে
 ঐশ্বর্য্য, কদবে রোগক্ষয়, অতিমুক্তকে অর্থলাভ,
 আটরূষকে সৰ্গত্র, শুকত, জাতিকাঠে জাতিপ্রাধান্ত,
 অশ্বখে যশ, শিরীষে অখিলা জী, প্রিয়ঙ্গুতে পরম
 সৌভাগ্য, এবং প্রতিদিন প্রকল্পকাজ কাঠদ্বারা

বক্রং বা নৈব চ ত্ত্বিবজ্জিতম্ ॥ ১৩ ॥ বিভক্তিমাত্রম
শ্রীয়াদীর্ঘং ব্রহ্মণ বর্জয়েৎ ॥ উদম্বুখঃ প্রাণুখো বা
সুখাসীনোহথ বাগ্ধৃতঃ ॥ ১৪ ॥ কামঃ যথেষ্টঃ
হৃদয়ে কৃতা সমভিমত্যা চ ॥ মনোমানেন মতিমান-
শ্রীয়াদন্তধাবনম্ ॥ ১৫ ॥ বরং দধাভিজানাসি কামঃ
চৈব বনম্পতে ॥ সিদ্ধিঃ প্রযচ্ছ মে নিত্যং দন্তকাঠ
নমোহন্ত তে ॥ ১৬ ॥ জীবানান পরিজপ্যেবং ভক্ষয়ে-
দন্তধাবনম্ ॥ পশাংপ্রকালো তৎকাঠঃ শুচৌ দেশে
বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১৭ ॥ দন্তকাঠেন দেবেশি ন জিহ্বাঃ
পরিমার্জয়েৎ ॥ পৃথকপৃথকদা কার্ধ্যং যদিচ্ছেদ্বিপুলঃ
যশঃ ॥ ১৮ ॥ অঙ্গুল্যা দন্তকাঠঞ্চ প্রত্যক্ষং লবণঞ্চ
যৎ ॥ যুক্তিকাতক্ষণং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ ॥
১৯ ॥ মুখে পশ্যাসিতে নিত্যং ভবত্যপ্রযতো বিজঃ ॥
তন্মাজ্জকমধার্ত্ত্বং বা ভক্ষয়েদন্তধাবনম্ ॥ ২০ ॥
বজ্জিতে দিবসে চৈব গণ্ডুষাংশৈব যোড়শ ॥ তন্ত্বে-
পত্রৈঃ স্নগদৈর্ঝা মুখশুদ্ধিকং কারয়েৎ ॥ ২১ ॥ মুখশুদ্ধি-
মকৃদ্বা যো ভাস্করঃ স্পৃশতি বিজঃ ॥ জীর্ণ বর্ষ-

সহস্রাণি স কুঞ্জী জায়তে নরঃ ॥ ২২ ॥ এবং বস্ত্রাদি
সংশোধ্য ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ শুচৌ মনোরমে
স্থানে সংগৃহ্যন্তে যুক্তিকাম্ ॥ ২৩ ॥ সাহস্বারোকাস-
যুতো হকারঃ কট্টসমবিতঃ ॥ অনেনান্ত্রেণ সংগৃহ্য
স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥ ভাগত্বে তু সংশুদ্ধং
তৃণপাষাণবজ্জিতম্ ॥ একমন্ত্রেণ চালত্য তথাশ্চ
ভাস্করেণ তু ॥ ২৫ ॥ অঙ্গৈশ্চৈব তৃতীয়ন্ত
অভিমত্যা সক্রৎসক্রৎ ॥ জপ্ত্বান্ত্রেণ ক্ষিপে-
দিস্তু নিরীকৃত্য জলং ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ হৃদ্যতীর্থ-
ধিতীয়েন তৃতীয়েন সক্রৎসক্রৎ ॥ শুষ্ঠয়িত্বা ততঃ
স্নায়াদ্বিভীতীর্ধেন মানবঃ ॥ ২৭ ॥ তুর্ধ্যশ্চানিনাদেন
ধ্যাত্বা দেবং দিবাকরম্ ॥ স্নাত্বা রাজোপচারেণ
পুনরাচম্য যত্নতঃ ॥ ২৮ ॥ স্নানং কৃদ্বা ততো দেবি
মন্ত্ররাজেন সংযুতম্ ॥ হরেকৌ বিনুলল্লীশ
তথাস্তো দীর্ঘয়া সহ ॥ ২৯ ॥ মাজয়া রেকসংযুক্তো
হকারো বিনুল্লা সহ ॥ সকারঃ সবিসর্গ মন্ত্ররাজো-
হয়মু্যতে ॥ ৩০ ॥ ততস্ত তর্পয়েন্নান্নান সর্বাংস্তাং
করাগ্রজৈঃ ॥ তুলনাদুর্জতো দেবান্ সবেন চ

দন্তধাবন করিলে বহুতর্পণসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥
পাটিত, সচ্ছিন্ন, উর্দ্ধশুক, বক্র, কিছা স্বকৃশ্চ দন্ত-
কাঠ ব্যবহার করিতে নাই ॥ বিভক্তিমাত্র দন্ত-
কাঠই ব্যবহার্য্য, এতদপেক্ষা হ্রস্ব বা দীর্ঘ দন্ত-
কাঠ অব্যবহার্য্য ॥ মতিমান মানব উত্তরমুখে বা
পূর্বমুখে সুখাসীন হইয়া বাকুসংযম সহকারে চিহ্নে
যাং ইচ্ছা কামনা করিয়া, এইমন্ত্রে অভিমন্ত্রণপূর্বক
দন্তকাঠ ভক্ষণ করিবে ॥ মন্ত্র যথা, “বরং দধা”
ইত্যাদি “নমোহন্ত তে” পর্য্যন্ত ॥ এইমন্ত্রে তিনবার
অভিমন্ত্রিত করিয়া দন্তকাঠ ভক্ষণ করিতে হয় ॥
পরে সেই শুদ্ধিত দন্তকাঠ প্রকালনাতে শুচিস্থানে
নিক্ষেপ করিবে ॥ হে দেবেশি! যদি বিপুল
যশঃকামনা থাকে, তবে দন্তকাঠ দ্বারা হিহ্বামার্জন
করিবে না, কিন্তু দন্তকাঠ ও জিহ্বামার্জনকাঠ,
পৃথক পৃথকই করিবে ॥ অঙ্গুলিদ্বারা দন্তকাঠের
কার্ধ্যসাধন, প্রত্যক্ষদৃষ্ট লবণ ভক্ষণ ও যুক্তিকা-
ভোজন,—এই তিনটি গোমাংসভক্ষণের তুল্য ॥
মুখ পশু্যবিত থাকিলে বিজবাক্তি অশুচি হইয়া
থাকেন, এজন্ত শুক বা আর্জ্য যেরূপই হইক, দন্ত-
কাঠ ভক্ষণ কর্তব্য ॥ যে সকল দিনে দন্তকাঠ
বর্জ্যনীয়, তন্ত্বেদিনে দন্তকাঠবিহিত পত্রচয় দ্বারা
কিছা স্নগদ্র জ্যাভয় দ্বারা মুখশুদ্ধি করিয়া যোড়শ
গণ্ডুষ জল দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে ॥ যে বিজ

মুখশুদ্ধি না করিয়া ভাস্কর দেবকে স্পর্শ করে, সে
তিন সহস্রবৎসর যাবৎ কুষ্ঠরোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥
এইরূপ বসনার্দ্দগ্ন শোধনবিধানান্তে স্নান করিবে ॥
শুচি মনোরম স্থান হইতে “ইচ্ছ” মন্ত্রে তৃণপাষা-
ণাদিহীন যুক্তিকা গ্রহণপূর্বক তিনভাগ করিয়া উহার
এক ভাগ কট্টমন্ত্রে, একভাগ হৃদ্যমন্ত্রে ও অপর
ভাগ অঙ্গমন্ত্রে আভিমন্ত্রণান্তে উহার কিম্বদংশ জ-
গাজে লেপন ও আবাসিত অংশ অগ্ন্যমন্ত্রে আভিমন্ত্রণ
করত দশদিকে নিক্ষেপ করিবে ॥ এরূপ করিলে
সেইজল বিয়রহিত হয় ॥ অতঃপর “গজ্জে চ”
ইত্যাদি মন্ত্রে, হৃদ্যমন্ত্রে ও বক্ষ্যমাণ “হ্রা হ্রৈ সঃ”
এই মন্ত্রে এক একবার জলাভিমন্ত্রণান্তে রাবতীর্থে
স্নান করিবে ॥ তৎকালে শশ্চ তুর্ধ্যাদিধ্বন করা
কর্তব্য ॥ সেই বাদ্যোদ্যমসমকালে দেবাদ্বাকরকে
ধ্যান করত রাজোপচারে স্নান করান কর্তব্য ॥
হে দেবি! স্নানান্তে পুনরাচমন করিয়া “হ্রা হ্রৈ সঃ”
মন্ত্ররাজ দ্বারা জলাভিমন্ত্রণপূর্বক পুনরায় স্নান
করিবে ॥ হ্রা হ্রা সঃ, * ইহাই মন্ত্ররাজ ॥ ১—৩০ ॥
অতঃপর “নমঃ” উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের

* মেকতন্ত্রে “ইচ্ছা হ্রৈ, ই সঃ” এই মন্ত্র দৃষ্ট
হয় ॥ ভ্যাকর মন্ত্র নাই ॥

মনোন্তথা। পিতৃশ্চৈবাপসর্বোৎসবোজেন প্রত-
প্নয়েৎ ৩১। যদীতিং প্রবরং লোকে অক্ষরাণাং
মনোবিভিঃ। একোনবিংশং মাত্ৰায়া অক্ষরং তৎ-
প্রকীৰ্ত্তিতম্ ৩২। এবং মাত্ৰা বিধানেন সন্ধ্যাঃ
বন্দোদধানতঃ। ততো বিদ্বান্ ক্ৰিপেৎপশ্চাত্তাক্ষরায়ো-
দকাজ্জলিম্ ৩৩। জপেচ্চ ত্র্যক্ষরং মন্ত্রঃ যথুৎক
যদুচ্ছয়া। মন্ত্ররাজেতি যঃ পূৰ্বং তবাখ্যাতো ময়া
প্রিয়ে ৩৪। পশ্চাত্তীর্থেন মন্ত্রাচ্চ সংহৃত্য হৃদয়ে
স্থসেৎ। মন্ত্রৈরাত্মনমেকচ্চ কৃষা চাৰ্য্যং প্রদাপয়েৎ ৩৫।
রক্তচন্দনগন্ধৈশ্চ শুচিঃস্নাতো মহীতলে।
কৃষা মণ্ডলকং বৃন্তমেকচিন্তো ব্যবস্থিতঃ ৩৬।
গৃহীত্বা করবীরণি তাস্মৈ সংস্থাপ্য ভাজনে।
ভিলতুল্লসংযুক্তং কৃশগছোদকেন তু ৩৭।
রক্তচন্দনধূপেন যুক্তমর্ঘ্যোপসাধিতম্। কৃষা শিরসি
তৎপাত্রং জাহ্নভ্যামবনিং গতঃ ৩৮। মূলমন্ত্রেণ
সংযুক্তমর্ঘ্যং দদ্যাক্ত ভানবে। মৃগ্যতে সৰ্পপটুপশু
ষো ধ্যেবঃ বিনিবেদয়েৎ ৩৯। যদমৃগাদিসহস্রৈশ্চ
ব্যতীপাতশতেন চ। অন্নানান্ সহস্রৈশ্চ যৎকলঃ
জ্যেষ্ঠপুরুষে। তৎকলঃ সমবাপ্নোতি স্মৃতিার্থা-

পকাকুলির অগ্রভাগ দ্বারা সমস্ত মন্ত্র, দেবতা, মূনি
ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। মনোবিগণ অক্ষর
নিচয় সম্বন্ধে লোকে যে সমস্ত প্রবর কীর্তন করি-
য়াছেন, মাত্ৰা সম্বন্ধেও সেই একোনবিংশ অক্ষরই
বিজ্ঞেয়। এইরূপ বিধান মতে স্নানান্তে যথাবিধি
সন্ধ্যাবন্দনা করিবে। বিদ্বান্ মানব অতঃপর ভাক-
রোদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিবে। তৎপর
ত্র্যক্ষর যথুৎক মন্ত্র যথেষ্ট জপ করিবে। প্রিয়ে।
সেই মন্ত্ররাজ আমি তোমার নিকট ইতিপূর্বে
বলিয়াছি। অতঃপর আবাহিত তীর্থাদির সূহিত
মহানিচয়েরকণ্ড সংহারক্রমে ব্রহ্মদয়ে স্থাপন করিবে।
পূরে মন্ত্রসহ আবাহার একবিধানান্তে অর্ঘ্য প্রদান
করিবে। তাহার বিধান যথা—স্নাত শুচিমানব
একাক্রান্তে ভূতলে রক্তচন্দনগন্ধদ্বারা একটা বৃন্তা-
কার মণ্ডল লিখিয়া তদুপরি তাম্রপাত্র স্থাপনান্তে
সেই পাত্রে করবারপুশ্প, ভিল, তুল্ল, কৃশ, গছ,
উদক ও রক্তচন্দন স্থাপন করিবে। এই সময়ে
ধূপপ্রদানও কর্তব্য। অনন্তর সেই অর্ঘ্যপাত্র
মন্তকে লইয়া জাহ্নবী দ্বারা ভূতল স্পর্শ করত মূল
মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ভাকর দেবকে সেই অর্ঘ্য প্রদান
করিবে। যে জন এই বিধানে অর্ঘ্য প্রদান করে,
সে সৰ্পপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। সহস্র যুগাদ্যা,

নিবেদনে ৪০। দীক্ষামন্ত্রবিহীনোহপি ভক্ত্য।
সংবৎসরেণ তু। কলমর্ঘ্যেণ বৈ দেবি লভতে
নাক্স সংশয়ঃ ৪১। যঃ পুনর্দীক্ষিতো বিদ্বান্ বিধি-
নার্থং নিবেদয়েৎ। নাসৌ সম্ভবতে ভূমৌ প্রলয়ঃ
যাতি ভাঙ্করে ৪২। ইহ জন্মনি সৌভাগ্যমায়-
রারোগ্যসম্পদম্। অচিরজন্মতে দেবি সত্যার্থঃ
সুখভাজনম্ ৪৩। এবং স্নানবিধিঃ প্রোক্তঃ
সৌরঃ সংক্ষেপতস্তব। হিতায় মানবেশোপাং সৰ্প-
পাপপ্রণাশনঃ ৪৪। অথবা বেদমার্গেণ কৃষ্যাং স্নানং
হিজৈস্তমঃ। যদ্যেবং মন্ত্রবিস্তারে হৃদভ্যো দীক্ষয়া
বিনা ৪৫। ঈশ্বর উবাচ। অথ পূজাবিধানান্তে
কথয়ামি যশস্বিনি। বেদমার্গেণ দিব্যেন ব্রাহ্মণানাং
হিতায় বৈ ৪৬। এবং সত্ত্বসম্ভারঃ পুষ্পাদি-
প্রণীকৃতঃ। তত্ৰ আবাহয়েত্তাহুঃ স্থাপয়েৎ
কর্ণিকোপরি ৪৭। উপস্থানন্ত বৈ কৃষা মন্ত্রেণানেন
সুহতে। উহৃত্য জাতবেদসমিতি মন্ত্রঃ সম্পরি-
কীৰ্ত্তিতঃ ৪৮। অগ্নিঃ দূতেতি মন্ত্রেণ অনেনাবাহ

শত ব্যতীপাত, সহস্র যম্মনসংক্রান্তি, ও জ্যেষ্ঠপুরুষে
যে কল, অর্ঘ্যাদ্যাদানে সেই কলই লভ হয়। হে
দেবি! দীক্ষামন্ত্রহীন মানব যদি ভক্তিসহকারে
সংবৎসর কাল যাবৎ অর্ঘ্যদান করে, তবে পুরোক্ত
কল প্রাপ্ত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। পরন্তু
দীক্ষিত বিদ্বান্ মানব যদি যথাবিধি অর্ঘ্যদান করে,
তবে সে আর কদাচ ভূতলে সজুত হয় না, পরন্তু
সেই দিবাকরেই বিলীন হইয়া থাকে। সেই মানব
ইহলোকে ভাঙ্কার সহিত অচিরকাল মধ্যেই
সৌভাগ্যসম্পদভাজন, আরোগ্যসম্পন্ন ও দীর্ঘায়ু
হইয়া থাকে। সাধু মানবগণের হিতসাধনার্থ এই
আমি তোমার নিকট সৌর স্নানবিধান সংক্ষেপতঃ
কীৰ্ত্তন করিলাম। ইহা সৰ্পপাপবিনাশক। অথবা
দীক্ষাতাব বশতঃ কিম্বা কারণান্তরে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাতি
যদি একরূপ মন্ত্রবিস্তারযুক্ত স্নানে অসমর্থ হন, তবে
বেদবিধানমতেই স্নান করিবেন। ৩১—৪৫। ঈশ্বর
কাহলেন,—অগ্নি যশস্বিনি! অতঃপর তোমার
নিকট ব্রাহ্মণগণের হিতনিমিত্ত দিব্য বেদমার্গানুসারে
পূজাবিধান বলিতেছি। অগ্নি সুহতে। এইরূপ স্নান-
দির পর পুষ্পাদি সন্ধ্যার সমাহরণ করিয়া তাহাকে
আবাহনান্তে বক্ষ্যমাণমন্ত্রে তদীয় উপস্থানপূর্বক
কর্ণিকোপরি স্থাপন করিবে। মন্ত্রম্বা—“উহৃত্যঃ”
ইত্যাদি। অগ্নি তামিনি। “অগ্নিঃ দূতঃ” ইত্যাদি

ভামিনি । আকৃষ্ণেন রজসা মন্ত্ৰেণানেন বাহুর্চয়ৎ ॥ ৪১ ॥ হংসঃ শুচিষদিতি মন্ত্ৰেণানেন পূজয়েৎ । অপত্যোভেতি মন্ত্ৰেণ সূর্য্যং দেবি প্রপূজয়েৎ ॥ ৫০ ॥ অটঙ্কমন্ত্ৰ চৈতেন সূর্য্যং দেবি সমর্চয়েৎ । তরবি-
র্কিঞ্চদর্শেতি অনেন সততঃ জপম্ ॥ ৫১ ॥ চিত্রং দেবানামুদেতি ভজ্যঃ দেবীঃ সদার্চয়েৎ । বিভূতি-
মর্চয়েন্নিত্যাং যেনা পাবকচক্ষসা ॥ ৫২ ॥ বিদ্যা-
মেধিরজঃপৃথিত্যনেন বিমলাঃ সদা । অমোঘাঃ
পূজয়েন্নিত্যাং মন্ত্ৰেণানেন সূত্রতে ॥ ৫৩ ॥ সপ্ত বা
হরিতোহনেন সিদ্ধিলাং সর্ষকশ্মশু । বিদ্যাতামর্চয়ে
দেবীঃ সপ্ত বা হরিতেন চ ॥ ৫৪ ॥ নবমৌ পূজয়ে-
দেবীঃ সততঃ সর্ষতোমুখীম্ । মন্ত্ৰেণানেন বৈ
দেবি উদয়ন্তমিতীহ বৈ ॥ ৫৫ ॥ উদ্যন্নদ্যমিত্রমহঃ
প্রথমমক্ষরং জপেৎ । দ্বিতীয়ঃ পূজয়েদেবি শুকেশু
মে হরিতেতি বৈ ॥ ৫৬ ॥ উদগাদয়মাদিত্যো
হনেনাপি তৃতীয়কম্ । তৎসবিতুর্ভরৈণ্যেতি চতুর্থং
পরিকীর্তিতম্ ॥ ৫৭ ॥ মহাহিবো মহায়েতি পঞ্চমঃ
পরিকীর্তিতম্ । হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ভত যষ্টঃ বীজঃ
প্রকীর্তিতম্ ॥ ৫৮ ॥ সবিতা পশ্চাতাৎসবিতা সপ্তমঃ
বরবণিনি । এবং বীজানি বিস্তৃত্য আদিত্যাঃ
স্থাপয়েচ্ছুভে ॥ ৫৯ ॥ আদিত্যাঃ স্থাপয়িত্বা তু

পশ্চাদ্ভানি বিস্তসেৎ ॥ ৬০ ॥ আগ্নেয়াঃ হৃদয়ঃ
স্তম্ভাঃ ঐশাভ্যাং তু শিরো ভ্রসেৎ । নৈঋত্যাং তু
শিখাং চৈব কবচং বায়ুকোণ্ডরে ॥ ৬১ ॥ অস্ত্রঃ
দিশাশ্চ বিস্তৃত্য স্ববীজেন তু কর্ণিকাম্ । অমোসি
প্রাণিতেনেতি অনেন হৃদয়ঃ যজ্ঞেৎ ॥ ৬২ ॥ শিরঃ
পূজয়েদেবি আয়ুযাং বর্চসেতি বৈ । গায়ত্র্যা তু
শিখাং পূজ্য নৈঋত্যাং তু ব্যবহিতাম্ ॥ ৬৩ ॥
জীমূতশ্চেব ভবতি প্রত্যেকং কবচং যজ্ঞেৎ ।
ধ্বনাগা ধ্বনেতি অনেনাস্ত্রং সদার্চয়েৎ ॥ ৬৪ ॥
নেত্র্যঃ তু পূজয়েদেবি অশ্বিনা তেজসেতি চ ।
বাহুভ্যঃ পূর্ষভঃ সোমঃ দক্ষিণেন বৃধঃ তথা ॥ ৬৫ ॥
পশ্চিমেণ শুক্রঃ স্তম্ভ উত্তরেণ চ ভার্গবম্ । আগ্নেয়াঃ
মঙ্গলং স্তম্ভ নৈঋত্যাং তু শনৈশ্চরম্ ॥ ৬৬ ॥
বায়ব্যাং তু ভ্রসেদ্রাজঃ কেতুমীশানগোচরে ।
আপ্যায়ষেতি মন্ত্ৰেণ দেবি সোমঃ সদার্চয়েৎ ॥ ৬৭ ॥
উদ্যুধ্যধ্বং মহাদেবি বৃধঃ তত্র সদার্চয়েৎ । বৃহ-
স্পতেতি মন্ত্ৰেণ পূজয়েৎসততঃ শুক্রম্ ॥ ৬৮ ॥ শুক্রঃ
শুশুকানিতি চ ভার্গবঃ দেবি পূজয়েৎ । অগ্নির্মুর্ধ্বা
মন্ত্ৰেণ সদা মঙ্গলমর্চয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ শময়িরিতিমন্ত্ৰেণ
পূজয়েদ্ভাকরাস্ত্রজম্ । কয়ানশ্চিহ্নেতিমন্ত্ৰেণ দেবি

মন্ত্ৰে আবাহন করিব । “আকৃষ্ণেণ” ইত্যাদি মন্ত্ৰে
ভানুদেবের অর্চনা করিতে হয় । অথবা “হংসঃ
শুচিষদ” ইত্যাদি মন্ত্ৰে ঐহার পূজা করিবে ; কিম্বা
“অপত্য” ইত্যাদি মন্ত্ৰে, “অটঙ্কমণ্য” ইত্যাদি মন্ত্ৰে,
সূর্য্যদেবকে অর্চনা করিবে । “তরবি কিঞ্চদর্শ”
ইত্যাদি মন্ত্ৰ সতত জপ করিবে । “চিত্রং দেবানাম্”
ইত্যাদিমন্ত্ৰে ভজ্যাদেবীর সতত পূজা করিবে । হে
সূত্রতে ! “যেনা পাবক চক্ষসা” ইত্যাদি মন্ত্ৰে বিভূ-
তিকে, “বিদ্যামেধিরজঃপৃথু” ইত্যাদি মন্ত্ৰে বিম-
লাকে, “সপ্ত বা” ইত্যাদি মন্ত্ৰে সর্ষকশ্ম-সিদ্ধিদায়ি-
নৌ অমোঘাকে, “সপ্ত বা” ইত্যাদি মন্ত্ৰে বিদ্যা-
তাকে, “উদয়ন্তম্” ইত্যাদি মন্ত্ৰে সর্ষতোমুখী নবমী
দেবীকে, সতত অর্চনা করিবে । তারপর মন্ত্ৰ-
স্তাস করিবে যথা “উদ্যন্নদ্য” ইত্যাদি মন্ত্ৰে প্রথম-
ক্ষর, “শুকেশু মে” ইত্যাদি মন্ত্ৰে দ্বিতীয় অক্ষর,
“উদগাদয়মাদিত্য” ইত্যাদি মন্ত্ৰে তৃতীয় অক্ষর,
“তৎসবিতুর্ভরৈণ্যম্” ইত্যাদি মন্ত্ৰে চতুর্থ অক্ষর,
“মহাহিবো মহায়” ইত্যাদিমন্ত্ৰে পঞ্চমাক্ষর, “হিরণ্য-
গর্ভঃ সমবর্ভতাগ্রে” ইত্যাদি মন্ত্ৰে ষষ্ঠাক্ষর এবং
“সবিতা পশ্চাতাৎসবিতা” ইত্যাদি মন্ত্ৰে সপ্তম বীজ-

বর্ণের বিস্তাসপূর্ব্বক অর্চনা করিবে । শুভে !
এই প্রকারে বীজবিস্তাসান্তে সূর্য্যদেবকে স্থাপিত
করিবে । আদিত্যা স্থাপনান্তে যজ্ঞ বিস্তাস
করিবে ৪৬—৬০ । অগ্নিকোণে হৃদয়, ঐশান কোণে
শির, নৈঋতকোণে শিখা, বায়ুকোণে বস্ত্র,
ও দিক্‌সমূহে অস্ত্রবিস্তাসপূর্ব্বক কর্ণিকায়
নিজবীজ বিস্তৃত করিবে । পরে হে দেবি !
“অমোহসি প্রাণিতেন” ইত্যাদি মন্ত্ৰে হৃদয়,
“আয়ুযাম্” ইত্যাদি মন্ত্ৰে শিরঃ, গায়ত্রী মন্ত্ৰে
নৈঋতকোণস্থ শিখা, “জীমূতশ্চেব” ইত্যাদি মন্ত্ৰে
কবচ, “ধ্বনাগা” ইত্যাদি মন্ত্ৰে অস্ত্র এবং হে
দেবি । “অশ্বিনাতেজসা” ইত্যাদি মন্ত্ৰে নেত্রের
অর্চনা করিবে । হে দেবি ! তার পর
মণ্ডলবহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে সোম, দক্ষিণে বৃধ,
পশ্চিমে বৃহস্পতি, উত্তরে শুক্র, অগ্নিকোণে মঙ্গল,
নৈঋতে শনৈশ্চর, বায়ুকোণে রাহু এবং
ঐশানকোণে কেতুকে বিস্তৃত করিয়া “আপ্যায়ষ”
ইত্যাদি মন্ত্ৰে সোমকে, “উদ্যুধ্যধ্বম্” ইত্যাদি মন্ত্ৰে
বৃধকে “বৃহস্পতে” ইত্যাদি মন্ত্ৰে বৃহস্পতিকে,
“শুক্র শুশুকান” ইত্যাদি মন্ত্ৰে শুক্রকে, “অগ্নির্মুর্ধ্বা”
ইত্যাদি মন্ত্ৰে মঙ্গলকে, “শময়িঃ” ইত্যাদি মন্ত্ৰে

রাহঃ সদা হর্ষয়েৎ । ৭০ । কেতুঃ কুণ্ঠেতি কেতুঃ
বৈ সততং পূজয়েদ্বধঃ । বাহুতঃ পূর্বতঃ শুক্রঃ
দক্ষিণেন যমং তথা । ৭১ । ঈশান্যামৌষরং বিন্দ্যা-
দায়েয্যামগ্রিক্যতে । নৈঋতেতি বিরূপাক্ষঃ পবনং
বায়ুগোচরে । ৭২ । তমুষ্টবাম ইতি বৈ হনেনেন্ন-
মধার্চয়েৎ । উদীরতামবরেনি সদা বৈবস্বতঃ
যজ্ঞেৎ । ৭৩ । তদ্বায়ামীতি মন্ত্রেণ বরুণঃ দেবি
পূজয়েৎ । ইন্দ্রাসোমাবত ইতি মন্ত্রেণ ধনদঃ
যজ্ঞেৎ । ৭৪ । পাবকং পূজয়েদেবি অগ্নিমীলে
পুরোহিতম্ । রকোহণং বাজিনেনি বিরূপাক্ষঃ
সদার্চয়েৎ । ৭৫ । বায়বায়াহিমন্ত্রেণ বায়ুঃ
দেবি সদার্চয়েৎ । যথাক্রমমিমান দেবি সর্বান
বৈ পূজয়েদ্বধঃ । ৭৬ । বাহুতঃ পূর্বতো দেবি
ইন্দ্রালীনাং সমস্ততঃ । রক্তবর্ণং মহাতেজঃ সিত-
পদ্মোপরি স্থিতম্ । ৭৭ । সর্বলক্ষণসংযুক্তঃ সর্গা-
ভরণভূষিতম্ । দ্বিভুজঃ চৈকবক্রঞ্চ সৌম্যপূজ-
য়ত্বকরম্ । ৭৮ । বর্ভুলঃ তেজোবিশ্বঃ তু মধ্যস্থঃ
রক্তবাসসম্ । আদিত্যস্ত দ্বিধঃ কপঃ সর্বলোকৈব
পূজিতম্ । ধাত্বা সম্পূজয়েন্নিত্যং শুণ্ডিলঃ মণ্ডলা-

শনৈশ্চরকে, “কয়া নশিত্রা” ইত্যাদি মন্ত্রে রাহকে
এবং “কেতুঃ কুণ্ঠন” ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর অর্চনা
করিবে। হে মহাদেবি! ধীমান্ মানবের পক্ষে
সতত এই বিধান মতে ইহাদের অর্চনা কর্তব্য।
ইহাদিগের বহির্ভাগে পূর্বদিকে শক্র, দক্ষিণে যম,
পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে কুবের, ঈশানেকোণে
ঈশ্বর, অগ্নিকোণে অগ্নি, নৈঋতে বরুপাক্ষ, এবং
বায়ুকোণে পবনকে বিস্তৃত করিয়া “তমুষ্টবাম”
ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রকে, “উদীরতামবর” ইত্যাদি
মন্ত্রে যমকে, “তবায়ামি” ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণকে,
“ইন্দ্রাসোমাবত” ইত্যাদি মন্ত্রে কুবেরকে, “অগ্নি
মীলে পুরোহিতম্” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিকে
“রকোহণং বাজিন” ইত্যাদি মন্ত্রে বিরূপাক্ষকে,
এবং “বায়বায়াহি” ইত্যাদি মন্ত্রে বায়ুকে, পূজা
করিবে। হে দেবি! ধীমান্ মানব যথাক্রমে
এই সকলেরই অর্চনা করিবে। হে দেবি!
অতঃপর ইন্দ্রাদির বহির্ভাগে পূর্বদিকে শুণ্ডিলোপরি
একটী মণ্ডলাকার সূর্য্যপ্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া
তাহাতে রক্তবর্ণ, মহাতেজস্বী, শেতপদ্মাসীন,
সর্বলক্ষণযুক্ত, সর্গাভরণভূষিত, দ্বিভুজ, একমুখ
বর্ভুলাকার, তেজোবিশ্ব, রক্তবাসন, ও পদ্ম-
ভূষিতকর আদিত্যমূর্তি বিস্তৃত করিবে। আদিত্য-

হয়ম্ । ৭৯ । দেব্যা বাচ । মণ্ডলস্থঃ সুরশ্রেষ্ঠ
বিধিনা যেন ভাস্করঃ । পূজ্যতে মানবৈর্ভক্ত্যা স
বিধিঃ কথিতশ্চয়া । ৮০ । পূজয়েদ্বিধিনা যেন
ভাস্করং পদ্মসম্ভবম্ । মূর্তিহং সর্বগং দেবং ভয়ে
কথয় শঙ্কর । ৮১ । ঈশ্বর উবাচ । সাধুসাধু মহা-
দেবি সাধু পৃষ্টোহস্মি সূত্রতে । শৃণুৈকমনা দেবি
মূর্তিহং যেন পূজয়েৎ । ৮২ । ইবেতি চ মন্ত্রেণ
উক্তমাক্ষঃ সদার্চয়েৎ । অগ্নিমীলেত মন্ত্রেণ পূজ-
য়েদক্ষিণং করম্ । ৮৩ । অগ্ন আয়াহি মন্ত্রেণ পাদৌ
দেবস্ত পূজয়েৎ । আজিহ্নেতি চ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ-
পুষ্পমালায়া । ৮৪ । যোগেযোগেতি মন্ত্রেণ মূক্ত-
পুষ্পাঞ্জলিঃ কিপেৎ । সমুদ্রাগচ্ছ যৎপ্রোক্তমনেন
শ্রাপয়েদ্বিম্ । ৮৫ । ইমং মে গজ্জৈতি যৎপ্রোক্ত-
মনেনাপি চ ভামিনি । সমুদ্রজ্যোতি মন্ত্রেণ কাল-
য়েদ্বিধিবজ্রবিম্ । ৮৬ । সিনীবালীতি মন্ত্রেণ শ্রাপ-
য়েচ্ছবাবরিণা । যজ্ঞং যজ্জেতি মন্ত্রেণ কষায়েঃ
পরিরকয়েৎ । ৮৭ । শ্রাপয়েৎ পয়সা দেবি
আপ্যায়শ্চেতি মন্ত্রতঃ । দধিক্রাবণেতি বৈ দধী
শ্রাপয়েদ্বিধিবজ্রবিম্ । ৮৮ । ইমং মে গজ্জৈতি

দেবের এইরূপই সর্বলোকে পূজিত। প্রতিদিন এই
মূর্তির ধ্যান করিয়া অর্চনা করা কর্তব্য। ৭৯—৭৯।
দেবী কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! মণ্ডলস্থ ভাস্করকে
ভক্তিমান্ মানবগণের যে বিধানে অর্চনা
করিতে হয়, আপনি তাহা আমার নিকট কহিয়া-
ছেন, কিন্তু এক্ষণে সেই সর্বগ ভাস্করদেবের পদস্থ
মূর্তির যে বিধানে পূজা করিতে হয়, তাহা আমার
নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি!
সাধু সাধু; তুমি আমাকে উত্তম প্রদান করিয়াছ,
সূত্রতে! মূর্তিহং ভাস্করকে যে বিধানে পূজা
করিতে হয়, তুমি তাহা একাগ্রমনে শ্রবণ কর।
“ইবেদ্বা” ইত্যাদি মন্ত্রে ভাস্করের মস্তক, “অগ্নি-
মীলে” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত, এবং “অগ্ন আয়াহি”
ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যদেবের পদদ্বয়, পূজা করিবে।
“আজিহ্ন” ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পমালা ও “যোগে যোগে”
ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। “সমুদ্রা-
দাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে রবিন্দেবকে স্নান করাইবে।
“ইমং মে গজ্জৈ” ইত্যাদি মন্ত্রে ও “সমুদ্রজ্যো”
ইত্যাদি মন্ত্রে যথাবিধি রবিন্দেবকে প্রক্ষালিত
করিবে। “সিনীবালী” ইত্যাদি মন্ত্রে শব্দোদক
“যজ্ঞং যজ্জৈ” ইত্যাদি মন্ত্রে কষায়োদক, “আপ্যায়শ্চ”
ইত্যাদি মন্ত্রে দধি, “দধি ক্রাবণ” ইত্যাদি মন্ত্রে

যৎ প্রোক্তমেননাপি চ ভামিনি। সমুদ্রজ্যোতি
মোহানমোহগিতিঃ স্মৃতম্ ॥ ৮৯ ॥ উত্তর্যন্তো
ভাঃ ষিণদাভির্বরাননে। মানন্তোকেতি মন্ত্রেণ
যুগপৎস্নানমাচরেৎ ॥ ৯০ ॥ বিষ্ণোররাটমন্ত্রেণ
স্নাপয়েগন্ধবারিণা। সৌবর্ণেন তু মন্ত্রেণ অর্থঃ
পাদ্যঃ নিবেদয়েৎ ॥ ৯১ ॥ ইদং বিষ্ণুরিচক্রমে
মন্ত্রেণাধ্যঃ প্রদাপয়েৎ। বেদোহসীতি চ মন্ত্রেণ
উপবীতং প্রদাপয়েৎ ॥ ৯২ ॥ বৃহস্পতেতি মন্ত্রেণ
দদ্যাদ্ব্যঘ্রি ভানবে। যেন শ্রিয়ং প্রকুর্য্যাপঃ পুষ্প-
মালাং প্রপূজয়েৎ ॥ ৯৩ ॥ ধূরসীতি চ মন্ত্রেণ ধূপং
দদ্যৎ সত্ত্বগুণম্। সমিদ্ধোহগ্নমমন্ত্রেণ অগ্ননস্ত প্রদা-
পয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ যুগান ঈতি মন্ত্রেণ তাহুং রোচন-
মালভেৎ। আরাদ্রিকঞ্চ বৈ কুর্য্যাদীর্ঘাযুষ্টায় বৈ
পুনঃ ॥ ৯৫ ॥ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সূর্য্যঃ শিরসি
পূজয়েৎ। শতভায়েতি মন্ত্রেণ রবর্বৈত্রে পরা-
মুশেৎ ॥ ৯৬ ॥ বিবৃন্তশ্চকুরিতোবাং ভানোদেহং
সমালভেৎ। জীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চেতি সর্বাঙ্গে
পূজয়েদ্রবিম্ ॥ ৯৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। অথ মেয়ো-
হ্মদেবি অষ্টশৃঙ্গা স্মৃতে। পূজাবিধানমস্মাক্তে

কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ৯৮ ॥ অষ্টশৃঙ্গঃ মহাদেবি
অনেন বিধিনার্চয়েৎ। প্রথমং পূজয়েন্নম্যো
মন্ত্রেণানেন স্মৃততে ॥ ৯৯ ॥ মহাহিবোমহায়েতি
নানাপুষ্পকদম্বকৈঃ। জাতারমিস্ত্রমন্ত্রেণ পূর্বশৃঙ্গং
সদার্চয়েৎ ॥ ১০০ ॥ তমুষ্টবামেতি মন্ত্রেণ পূজয়েৎসূর-
সুন্দরি। অগ্নিমৌলে পুরোহিতমায়েৎ শৃঙ্গমর্চয়েৎ ॥
১০১ ॥ আগ্নেয়া চৈব গায়ত্র্যা অথবানেন পূজ-
য়েৎ। যমায় ত্বা মথায় ত্বা দক্ষিণং শৃঙ্গমর্চয়েৎ ॥
১০২ ॥ উদীরতামবরতাথবানেন পূজয়েৎ।
আয়ং গৌরিত মন্ত্রেণ নৈঋত্যং শৃঙ্গমর্চয়েৎ ॥
১০৩ ॥ রক্ষোহগ্নং বাজিনং বা পূজয়েদম্মাজিকম্।
ইন্দ্রাসোমা চ যো মজো হথবা তেন পূজয়েৎ ॥
১০৪ ॥ অতি ত্বা সুর নোবিতি চৈশানং শৃঙ্গমর্চয়েৎ।
যেনেদং ভূতমিতি বা অথবানেন পূজয়েৎ ॥ ১০৫ ॥
নমোহম্ব সর্পেভ্য ইতি মেকপীঠং সদার্চয়েৎ।
চিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ষতেতি পুনর্মুখ্যে সদার্চয়েৎ ॥ ১০৬ ॥
সবিতা পশ্চাতাদিতি বৈ পূজয়েৎপুষ্পমালায়া।
ত্রিকালমর্চয়েদেবি প্রদদ্যাদীর্ঘ্যামাদরাৎ ॥ ১০৭ ॥
মাতা রুদ্রাণাং হৃহিতা বসুনাং পূর্য্যাক্তে চৈব পূজ-

দধি, 'ঐমং মে গন্ধে' ইত্যাদি মন্ত্রে 'ও' 'সমুদ্রজ্যো-
তি' ইত্যাদি মন্ত্রে সর্কৌনবি মন্ত্রেণাধ্যি দ্বারা যথাবিধি
রবিদেবকে স্নান করাইবে। অগ্নি বরাননে
ভামিনি। অতঃপর "ঐষদা" প্রভৃতি মন্ত্রে উত্তরন
করিয়া "মানন্তোক" ইত্যাদি মন্ত্রে যুগপৎ ভাক-
রকে স্নান করাইবে ৮০—৯০। "বিষ্ণোররাট"
ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধবারি দ্বারা, স্নান করাইবে।
"সৌবর্ণ" মন্ত্রে উৎকৃষ্ট পাদ্য, "ইদং বিষ্ণুরিচক্রমে"
ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থ্য, এবং "বেদোহসি" ইত্যাদি
মন্ত্রে উপবীত প্রদান করিবে। "বৃহস্পতে পরি-
দীয়া" ইত্যাদি মন্ত্রে বস্ত্র, "যেন শ্রিয়ং প্রকুর্য্যাপঃ"
ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পমালা, "ধূরসি" ইত্যাদি মন্ত্রে
গুণগুণসমবিত ধূপ, "সমিদ্ধোহগ্নম" ইত্যাদি মন্ত্রে
অগ্নন, এবং "যুগান" ইত্যাদি মন্ত্রে সেই ভাহুদেবকে
গোরোচনা প্রদান করিবে। পরে দীর্ঘয়ঃপ্রাপ্ত্যর্থ
আরাদ্রিক কার্য্য করিবে। "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি
মন্ত্রে সূর্য্যদেবের মস্তক পূজা "শতভায়" ইত্যাদি
মন্ত্রে নেত্রদ্বয় স্পর্শ, "বিবৃন্তশ্চকু" ইত্যাদি মন্ত্রে
দেহালম্বন এবং "জীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে
ভাহুদেবের সর্বাঙ্গ পূজা করিবে ৯১—৯৭। ঈশ্বর
কহিলেন,—অগ্নি স্মৃততে মহাদেবি। অতঃপর

আমি তোমাকে মেকগিরির অষ্ট শৃঙ্গের পূজাবিধান
ও মন্ত্র সংক্ষেপে বলিতেছি। হে মহাদেবি।
এই বিধান মতেই অষ্ট শৃঙ্গের পূজা করিতে হয়।
হে স্মৃতে! প্রথমতঃ অষ্টশৃঙ্গের মধ্যস্থলে বিবিধ
পুষ্পসমূহ দ্বারা "মহাহি বো মহায়" ইত্যাদি মন্ত্রে
পূজা করিবে। হে সুরসুন্দরি! পরে "জাতার-
মিস্ত্রম্" ইত্যাদি মন্ত্রে কিছা "তমুষ্টবাম" ইত্যাদি
মন্ত্রে পূর্বশৃঙ্গের "অগ্নিমৌলে" ইত্যাদি মন্ত্রে কিছা
আগ্নেয়ী গায়ত্রী দ্বারা আগ্নেয় শৃঙ্গের "যমায় ত্বা
মথায় ত্বা" ইত্যাদি অথবা "উদীরতামবর" ইত্যাদি
মন্ত্রে দক্ষিণ শৃঙ্গের, "আয়ংগৌঃ" ইত্যাদি অথবা
"রক্ষোহগ্নং বাজিনম্" ইত্যাদি মন্ত্রে নৈঋত
শৃঙ্গের, "ইন্দ্রা সোমা চ" ইত্যাদি অথবা "অতি ত্বা
সুর নো" ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশানশৃঙ্গের অর্চনা
করিবে। তারপর "যেনেদং ভূতম্" ইত্যাদি
মন্ত্রে কিছা "নমোহম্ব সর্পেভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে
মেকপীঠের অর্চনা করিয়া "চিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ষ-
তেতি" ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যভাগের অর্চনা করিবে।
অনন্তর "সবিতা পশ্চাতাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পমালা
দ্বারা পূজা করিবে। হে দেবি! এই বিধান
মতে ভাহুদেবকে কালক্রমেই অর্চনা করিতে
হয়। যত্নসহকারে তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিবে।

ଯେ । ମେଧାହେ ପୂଜୟେଦେବି ତଦିକୋଃ ପରମଃ
ପଦମ୍ ॥ ୧୦୮ ॥ ହଂସଃ ଗୁଚିସଦିତି ବା ଅପରାହ୍ନେ
ସଦାର୍ଚ୍ଚୟେ । ଏବଂ ଭାସ୍କଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମଃ ସାର୍ଦ୍ଧଃ ପୂଜୟେଦ୍ବ-
ର୍ଣ୍ଣିନି ॥ ୧୦୯ ॥ ଦେବ୍ୟାଠ । ଯାନି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜି
ଚେଷ୍ଟାନି ନମା ଭାସ୍କରପୂଜନେ । କାନି ଚୋକ୍ତାନି ଦେବେଶ
କଥୟସ୍ବ ପ୍ରସାଦତଃ ॥ ୧୧୦ ॥ ଈଶ୍ବର ଉବାଚ । ମୁ-
ଦେବି ଶ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ପୁଷ୍ପାଧ୍ୟାୟମୁତ୍ତମମ୍ । ଯେନ ଚାର୍କ-
ହ୍ଲେ ଦେବି ନିଜଃ ତୁରାତି ପୂଜିତଃ ॥ ୧୧୧ ॥ ମାଳତୀ
କୁହୁୟେ ପୂଜା ତବେଂସାନ୍ନିଧ୍ୟାକାରିକା । ଗ୍ରିହକାୟାନ୍ତ
କୁହୁୟେର୍ଭୋଗବାନ ଜାୟତେ ନରଃ ॥ ୧୧୨ ॥ ସୌଭାଗ୍ୟଃ
ପୁଂଶ୍ଚରୈକେଽନ୍ତ ଉବତ୍ୟାଥେଽଂ ଶାବତଃ । କଦଘପୁଂସ୍ପେର୍ଦେବେଶି
ପରମୈର୍ବ୍ୟାୟମୁତ୍ତେ ॥ ୧୧୩ ॥ ଉବତ୍ୟାକ୍ଷୟମରଂ ବକୁଳ-
ରଚନେ ରବେଃ । ମନ୍ଦାରପୁଂସ୍ପେକଃ ପୂଜା ସର୍ବକୃଷ୍ଣବିନା-
ଶିନୀ ॥ ୧୧୪ ॥ ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଚକୁହୁୟେର୍ଗ୍ରହଣୀଂ ଶ୍ରିୟ-
ମୁତ୍ତେ । ଅର୍କପ୍ରଜା ଉବତ୍ୟାଥଃ ସର୍ବକାୟକଳପ୍ରଦଃ ॥
୧୧୫ ॥ ପ୍ରଦନ୍ତ୍ୟାଜ୍ଞପିଣୀଂ କନ୍ୟାଂ ପୂଜିତୋ ବକୁଳସଜ୍ଜା ।
କିଂଶୁକୈରକ୍ଷିତୋ ଦେବି ନ ସ୍ପିଡ଼ୟତି ଔହରଃ ॥

“ଯାତା କ୍ରଦାଣାଂ ହୃଦିତା ବସୁନାମ୍” ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରେ
ପୂଜାହେ, “ତବିକୋଃ ପରମଃ ପଦମ୍” ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରେ
ମଧ୍ୟାହ୍ନେ, ଏବଂ “ହଂସଃ ଗୁଚିସଦିତି” ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରେ ସାୟାହ୍ନ-
କାଳେ ସେହି ଭାସ୍କଦେବକେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ଅଗ୍ନି
ବରବର୍ଣ୍ଣିନି । ଗ୍ରୀଷ୍ମଗଣ ସହ ଭାସ୍କଦେବକେ ଏହି ବିଧାନ
ମତେହି ପୂଜା କରିତେ ହେ । ୧୦—୧୦୯ । ଦେବୀ କହି-
ଲେ,—ହେ ଦେବେଶ ! ଭାସ୍କରଙ୍କ ପୂଜାକାର୍ଥେ
ଯେ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଅତିମତ୍ତ ଏବଂ ଯେ ସକଳ ପୁଷ୍ପ
ବିହିତରୂପେ ଉକ୍ତ ହେଉଅଛି, ଆପଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଆ
ତତ୍ସମସ୍ତ ଏକତ୍ତ୍ୱେ କୌର୍ତ୍ତନ କରନ୍ । ଈଶ୍ବର କହିଲେ,
—ହେ ଦେବି ! ଅତ୍ତମ ପୁଷ୍ପାଧ୍ୟାୟ କୌର୍ତ୍ତନ କରି-
ତୋହି,—ଯେ କ୍ରମେ ତଗବାନ ଭାସ୍କର ଅର୍କହ୍ଲେ
ଅର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲେ ଅବିଳାସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେନ । ମାଳତୀ-
କୁହୁୟେ ଦ୍ବାରା ପୂଜା କରିଲେ ଦେବତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ
ହେ । ଗ୍ରିହକାକୁହୁୟେ ଦ୍ବାରା ପୂଜା କରିଲେ ମାନବ
ଭୋଗବାନ ହେ । ସେତ-ପନ୍ଥା ଦ୍ବାରା ପୂଜା କରିଲେ
ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀକୃତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେ । ହେ ଦେବେଶ !
କଦଘ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ବାରା ପରମ ଶ୍ରେୟା ଓ ବକୁଳ ପୁଷ୍ପ
ଦ୍ବାରା ରବିର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଅର ଲାଭ ହେଉଆ
ଥାକେ । ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ଦ୍ବାରା ପୂଜା କରିଲେ ସର୍ବବିଧ
କୃଷ୍ଣ ବିନଷ୍ଟ ହେ । ବିଷ୍ଣୁପଞ୍ଚ ଓ ବିଷ୍ଣୁପୁଷ୍ପ ଦ୍ବାରା ପୂଜାୟ
ମହତୀ ଶ୍ରୀଲାଭ ହେ । ଅର୍କପୁଷ୍ପେର ମାଳା ଦ୍ବାରା
ପୂଜାୟ ସର୍ବ କାୟନାସିଦ୍ଧି ଓ ବିଶେଷତଃ ଅର୍ଥ ଲାଭ
ହେଉଆ ଥାକେ । ବକୁଳମାଳା ଦ୍ବାରା ପୂଜା କରିଲେ ରବି-

୧୧୬ । ଅଗନ୍ତିକୁହୁୟେ ମେନ୍ତଦହାରକୁଳ୍ୟାଂ ପ୍ରସଞ୍ଚତି ।
କରବୀରୈଶ୍ଚ ଦେବେଶି ହୃଦ୍ୟାହୁତେରୋ ଉବେଂ ॥ ୧୧୭ ॥
ଶତପତ୍ରପ୍ରଜା ଦେବି ହୃଦ୍ୟାଲୋକ୍ୟାତାଂ ବ୍ରଜେଂ ।
ବକପୁଂସ୍ପର୍ହାଦେବି ଦାରିଦ୍ରାଂ ନୈବ ଜାୟତେ ॥ ୧୧୮ ॥
ଶତ୍ରୁକୁହୁୟେନ ଗନ୍ଧେନ ସମନ୍ତାର୍ଚ୍ଚ୍ୟା ଦିବାକରମ୍ । ଚତୁଃ-
ସମୁଦ୍ରମର୍ଦ୍ଦ୍ୟାଦାଂ ସ ଶୁଦ୍ଧେଽପି ପୃଥିବୀମିମାମ୍ ॥ ୧୧୯ ॥ ଯଃ
ହୃଦ୍ୟାୟତନଂ ତତ୍ତ୍ୱା ଗୈରିକେଶୋପଲେପୟେଂ । ପ୍ରାପ୍ତ-
ସ୍ନାୟହତୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଯୋଗେଶ୍ଚାପି ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୧୨୦ ॥
ଅଷ୍ଟାଦଶେଽଂ କୃଷ୍ଣାନି ସେ ଚାକ୍ଷେ ବ୍ୟାଧୟୋ ନୃଣାମ୍ ।
ପ୍ରଲୟଃ ସାନ୍ତି ତେ ସର୍ବେ ଯଦା ସ୍ନାତ୍ବାପଲେପୟେଂ ॥ ୧୨୧ ॥
ବିଲେପନାନାଂ ସର୍ବେଷାଂ କୁହୁୟଂ ରକ୍ତଚନ୍ଦନମ୍ । ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜୀଂ
କରବୀରାଞ୍ଜି ପ୍ରଶନ୍ତାନି ବରାନନେ ॥ ୧୨୨ ॥ ନାତଃ
ପରତରଂ କିଂଶୁକାଂଶତକ୍ଷାଟିକାରକମ୍ । ଯାଦୃଶଂ କୁହୁୟଂ
ଜାତୀ ଶତପତ୍ରଂ ତଥାଂଶୁକଃ ॥ ୧୨୩ ॥ କିଂ ତନ୍ତୁ ନ
ଭବେନ୍ନୋକେ ସୈଚ୍ଚିତ୍ତିଚାର୍ଚ୍ଚୟେଦ୍ବିମ୍ । ଉପଲିପ୍ୟାଲୟଂ
ସଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣାୟାଂଶୁକଂ ଶୁଭମ୍ ॥ ୧୨୪ ॥ ଏକେନାନ୍ତ

ଦେବ ଅନ୍ତରୀ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେନ । ହେ ଦେବି !
ମାଳା କୁହୁୟେ ଦ୍ବାରା ପୂଜା କରିଲେ ଭାସ୍କର କଦାଚ
ତାହାକେ ରୋଗ ଦ୍ବାରା ସ୍ପିଡ଼ନ କଲେନ ନା । ଅଗନ୍ତି
ପୁଷ୍ପଦ୍ବାରା ପୂଜା କରିଲେ ଆହୁକୁଳା ଲାଭ ହେ । ହେ
ଦେବେଶ ! କରବୀର କୁହୁୟେ ଦ୍ବାରା ପୂଜାୟ ମାନବ
ସୁଧ୍ୟର ଅହୁତର ହେତେ ପାରେ । କମ୍ବଳମାଳା
ଦ୍ବାରା ପୂଜା କରିଲେ ହୃଦ୍ୟାଲୋକ୍ୟ ଲାଭ ହେ । ହେ
ମହାଦେବ ! ବକପୁଷ୍ପଦ୍ବାରା ପୂଜା କରିଲେ କଦାଚ
ଦାରିଦ୍ରା ହେନା । ଯଦି ଶତ୍ରୁଜାତ ସୁଗନ୍ଧ କୁହୁୟେ ଦ୍ବାରା
ଦିବାକରକେ ପୂଜା କରେ, ତବେ ସେହି ପୂଜକ ମାନବ,
ଚତୁଃସମୁଦ୍ରବେଷିତ ମହୋମଣ୍ଡଳ ଭୋଗେ ସମର୍ଥ ହେଉଆ
ଥାକେ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଗୈରିକ ଦ୍ବାରା
ହୃଦ୍ୟାୟତନ ବିଲେପିତ କରେ, ସେ ମହତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ପ୍ରାପ୍ତ ହେ, ଏବଂ ସର୍ବବିଧ ରୋଗ ହେତେ ବିମୁକ୍ତ
ହେଉଆ ଥାକେ । ଯଦି ଗୁଣ୍ଡିକା ଦ୍ବାରା ହୃଦ୍ୟାୟତନ
ବିଲେପିତ କରେ, ତବେ ଅଷ୍ଟାଦଶବିଧ କୃଷ୍ଣ, ଓ
ଅପରାପର ବ୍ୟାଧିସମୂହ ବିଦୂରିତ ହେଉଆ ଯାଏ ।
ଅଗ୍ନି ବରାନନେ । ସମସ୍ତ ବିଲେପନଦ୍ରବ୍ୟର ମଧ୍ୟେ
କୁହୁୟଂ ଓ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃତ ; ଯାର ପୁଷ୍ପାନିତ୍ୟ ମଧ୍ୟେ
କରବୀର କୁହୁୟେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ । କୁହୁୟ, ଜାତୀ, ପନ୍ଥ, ଓ
ଅଂଶୁକ,—ଏହି କରବୀର ଦ୍ବାରା ଭାସ୍କରଙ୍କ ଶ୍ରୀତିସାଧକ
ଅପର କୌଣ ଉପାୟ ନାହି । ଏହି କରବୀର ଦ୍ବାରା ଯେ
ମାନବ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ଜଗତେ ତାହାର କୌଣ
ନା ଅତୀତିସିଦ୍ଧି ହେ ? ପୃଥ୍ବୀ ଭୂମିଭାଗେ ଉପଲେପ-
ନାକ୍ଷେ ପର-ପର କ୍ରମେ ସାତଟି ମଂତ୍ର ଗଣନା କରିବେ ।

ভবেদধৌ ষাভ্যামারোগ্যমশ্রুতে । ত্রিভিষ্ম সৰ্গ-
বিদ্যাভাংস্তুভির্ভোগবান্ ভবেৎ ॥ ১২৫ ॥ পঞ্চভি-
ক্ষিপুলং ধান্তং যভূতিরায়ুর্মূলং যশঃ । সপ্তমণ্ডল-
তারী স্ত্রায়ণলিপিপতির্নরঃ ॥ ১২৬ ॥ দ্ব্যতদীপ-
প্রদানেন চক্ষুশ্চান্ জায়তে নরঃ । কটুতৈলস্ত দীপেন
স্বং শত্রুং জয়তে নরঃ ॥ ১২৭ ॥ তৈলদীপ-
প্রদানেন সূর্যালোকে মহীয়তে । মধুকটৈলদীপেন
সৌভাগ্যং পরমং লভেৎ ॥ ১২৮ ॥ পুষ্পাণাং প্রবরা
জাতী ধূপানাং বিজয়ঃ পরঃ । গন্ধানাম্ কুঙ্কমং শ্রেষ্ঠং
লেপানাম্ রক্তচন্দনম্ ॥ ১২৯ ॥ দীপদানে দ্ব্যতং
শ্রেষ্ঠং নৈবেদ্যে মোদকঃ পরম্ । এতৈশ্চয্যতি
দেবেশঃ সান্নিধ্যং চাধিগচ্ছতি ॥ ১৩০ ॥ এবং
সম্পূজ্যা বিধিবৎ কৃদ্বা পিতৃপ্রদক্ষিণাম্ । প্রণম্য
শিরসা দেবং তত্র চার্কস্থলং প্রিয়ে ॥ ১৩১ ॥ সুখা-
সৌমন্ততঃ পশ্চোদ্রবেদভিমুখে স্থিতঃ । একং সিদ্ধার্থকঃ
কৃদ্বা হস্তে পানীয়সংযুতম্ ॥ ১৩২ ॥ কামং যথেষ্টং
হৃদয়ে কৃদ্বার্কস্থলসন্নিধৌ । পিবেৎ সতোষ্যং তদেবি
হৃষ্মদ্বিঃ দশনৈঃ সক্রৎ ॥ ১৩৩ ॥ এবং কৃদ্বা নরো

পরে তাহাতে সূর্যদেবের অর্চনা করিয়া প্রণাম
সহকারে সেই সমস্ত মণ্ডল অতিক্রম করিবে ।
একটা মণ্ডলাতিক্রমে মানব ধনবান্, দুইটা
মণ্ডলাতিক্রমে রোগহীন, তিনটা মণ্ডলাতিক্রমে সৰ্গ
বিদ্যাবান, চারটা মণ্ডলাতিক্রমে ভোগবান্, পঞ্চ
মণ্ডলাতিক্রমে বিপুল ধান্তবান্, ছয়টা মণ্ডলাতিক্রমে
আয়ুশ্চান্, বলবান্ ও যশস্বী এবং সাতটা মণ্ডলাতি-
ক্রমে মানব মণ্ডলাধিপতি হইয়া থাকে । দ্ব্যতদীপ
দান করিলে মানব চক্ষুশ্চান্ হয় । কটু তৈলের
দীপদানে নর শত্রুজয়ে সমর্থ হয় । তৈলতৈল
দীপদানে মজ্জয়া সূর্যালোকে সসন্মানে বাস করিতে
পারে । মধুকটৈল দ্বারা দীপদানে পরম সৌভাগ্য
লাভ হয় ॥ ১২০—১২৮ ॥ পুষ্পের মধ্যে জাতীপুষ্প,
ধূপের মধ্যে বিজয় ধূপ, গন্ধ দ্রব্যের মধ্যে কুঙ্কম,
লেপ দ্রব্যের মধ্যে রক্তচন্দন, দীপমধ্যে দ্ব্যতদীপ,
এবং নৈবেদ্য মধ্যে মোদকই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ । এই
সমস্ত বস্তু প্রদান করিলে দেবতার জীতি হয় বলিয়া
দেবতা সন্নিহিত হইয়া থাকেন । প্রিয়ে! এই
বিধানমতে ভাস্কর দেবকে পূজাপূর্বক মন্তক দ্বারা
প্রণাম করিয়া পিতৃগণের প্রদক্ষিণা করিবে । অতঃ-
পর সেই অর্কস্থল কেত্রেই রবিদেবের অস্তিমুখে
সুখাসীন হইয়া হস্তে একটু জল লইয়া তাহাতে
একটা শ্বেতলবণ নিক্ষেপান্তে অস্তরে যথেষ্ট

দেবি কোটিষাঙ্কালং লভেৎ । ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহা-
দেবো জলনো ধনদন্তথা ॥ ১৩৪ ॥ ভাস্করমাস্তিত্য
সর্বে তে মোদন্তে দিবি শ্রুততে । তস্মাদ্ভাস্করমং
দেবং নাহং পশ্যামি কখন ॥ ১৩৫ ॥ ইতি কৃদ্বা
মহাদেবি পুনর্ভানোঃ প্রদক্ষিণম্ । কুর্ধ্যান্নজ্ঞেণ
দেবেশি সপ্তকৃত্বো বরাননে ॥ ১৩৬ ॥ তমুষ্টবাম
ইতি ঋক্ প্রথমা পরিকীর্তিতা । এতোষিষ্ম
স্তবামেতি দ্বিতীয়া পরিকীর্তিতা ॥ ১৩৭ ॥ ইন্দ্র
শুদ্ধো ন আগহি তৃতীয়া পরিকীর্তিতা । ইন্দ্রঃ
শুদ্ধো হি নো রয়িঃ চতুর্থী পরিকীর্তিতা ॥ ১৩৮ ॥
অস্ত্র বামস্তেতি শুভে পঞ্চমী পরিকীর্তিতা ।
ত্রিভিষ্টুং দেব ইতি বৈ ষষ্ঠী পরিকীর্তিতা ॥ ১৩৯ ॥
দশ সামানি বৈ যানি প্রবরাণি মনীষিভিঃ । গীতানি
সামগৈর্নিত্যং সপ্তমীং তৈশ্চ কারয়েৎ ॥ ১৪০ ॥
তানি তে কথ্যমাণ্য দশ সামানি শ্রুদ্মসি । হকারঃ
প্রণবোদগীতঃ প্রস্তাবন্ত চতুষ্টিয়ম্ ॥ ১৪১ ॥ পঞ্চমং
প্রহরো যত্র যত্রায়ণ্যকং তথা । নিধনং সপ্তমং
সায়ং সপ্তসিদ্ধিমিতি শ্রুতম্ ॥ ১৪২ ॥ পঞ্চবিধ্য-
মিতি প্রোক্তং হোকারপ্রণবেন তু । অষ্টমঞ্চ তথা

কামনা করিয়া দশন স্পর্শ না হয়, এমন ভাবে তাহা
একবারেই পান করিবে । হে দেবি! নর একরূপ
করিলে কোটিষাঙ্কাল কল প্রাপ্ত হয় । অগ্নি শ্রুততে!
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, ধনপতি প্রভৃতি সকলেই
ভাস্করকে আশ্রয় করিয়াই সুরলোকে বিহার করিয়া
থাকেন । সেইজন্য আমি ভাস্করসম অপরাধ কোন
দেবতা দেখিতে পাই না । হে মহাদেবি! এইরূপ
করিয়া পুনরায় ভাস্করকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠসহকারে
সাতবার প্রদক্ষিণ করিবে । “তমুষ্টবাম” ইত্যাদি
মন্ত্র প্রথম, “এতোষিষ্মঃ স্তবাম” ইত্যাদি দ্বিতীয়,
“ইন্দ্র শুদ্ধো ন আগহঃ” ইত্যাদি তৃতীয়, “ইন্দ্রঃ
শুদ্ধো হি নো রয়িঃ” ইত্যাদি চতুর্থ, হে শুভে!
“অস্ত্র বামস্ত” ইত্যাদি পঞ্চম, “ত্রিভিষ্টুং দেব”
ইত্যাদি ষষ্ঠ, এবং মনীষি-সামগগণ নিয়ত যে দশটা
প্রধান সাম মন্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই
দশটা মন্ত্রই সপ্তম প্রদক্ষিণে পঠনীয় । হে শ্রুদ্মসি!
একপে আমি তোমাকে সেই দশটা সামগীতি
বলিতেছি । হকার প্রথম, ওকার দ্বিতীয়, উদগীতা
তৃতীয়, প্রস্তাব চতুর্থ, প্রহর পঞ্চম, আরণ্যক ষষ্ঠ,
এবং নিধন নামক সাম মন্ত্রই সপ্তম । এই সপ্ত
মন্ত্রই সপ্তবিধ সিদ্ধিপ্রদায়ক । হোকার প্রণবযুক্ত
“পঞ্চবিধ্য” ইত্যাদি সাধ্য ঋক্ সাম অষ্টম, বাম-

সাধ্যং নবমঃ বামদেবকম্ ॥ ১৪৩ ॥ জ্যেষ্ঠস্ত দশমঃ
সাম বেধসে প্রিয়মুক্তমম্ ॥ এতেষাং দেবি সামঃ
বৈ জাপ্যঃ কার্য্যঃ বিধানতঃ ॥ ১৪৪ ॥ জ্যেষ্ঠস্যাম
পরঃ চৈব দ্বিতীয়ঃ গদন্তঃ শৃণু ॥ ন চ শ্রাব্যঃ
দ্বিতীয়স্ত জপ্তব্যাঃ মুক্তিমিচ্ছতা ॥ ১৪৫ ॥ জ্ঞাপ্যঃ
পরমঃ প্রোক্তঃ স্বয়ং দেবেন ভানুনা ॥ জাপ্যস্ত
বিনিয়োগোহস্ত লক্ষণক নিবোধ মে ॥ স্তোভসারঃ
ঋসলীনমৌকারাদি স্মৃত্যঃ বৃধৈঃ ॥ ১৪৬ ॥ উর্ভাহুচ
তথা ধর্ম্যঃ ধর্ম্যঃ সত্যং হ্যাতঃ তথা ॥ ধর্ম্যঃ যে
ধর্ম্যবন্ধ্যে ধর্ম্যে বৈ নিধনং গতাঃ ॥ ১৪৭ ॥ যদে-
ভিচ্চ যজ্ঞেচ্ছৈকচিত্তঃ সামগৈদ্বিজৈঃ ॥ জাপ্যঃ
চৈতৎপরঃ প্রোক্তঃ স্বয়ং দেবেন ভানুনা ॥ ১৪৮ ॥
এতর্থে জপ্যমানস্ত পুনরাবর্ততে ন তু ॥ সর্কারোগ-
বিনির্মুক্তো মৃগ্যতে ব্রহ্মহত্যা ॥ ১৪৯ ॥ আজ্য-
দোহাদ্যদোহেতি জ্যেষ্ঠস্যায়োহপি লক্ষণম্ ॥ ১৫০ ॥
ইতি সম্পূজ্য দেবেষাং ততঃ সূর্য্যায় পরাঃ স্মৃতিম্ ॥
ঋগুজৈবৈ পঞ্চভিষ্টৈব শৃণুধৈকমনাস্ত তাঃ ॥ ১৫১ ॥
উচ্চাণঃ পৃথিমিত্তি বৈ প্রথমা পরিকীর্তিতা ॥ চহরি
বাক্পরীতি বৈ দ্বিতীয়া পরিকীর্তিতা ॥ ১৫২ ॥
ইন্দ্রঃ মিত্রঃ তৃতীয়া তু ঋক্ চৈব পরিকীর্তিতা ॥

কৃষ্ণঃ নিধানং হি তথা চতুর্থী পরিকীর্তিতা ॥ ১৫৩ ॥
ঋদশপ্রথম ইতি পঞ্চমী পরিকীর্তিতা ॥ যো রত্ন-
বাহীত্যনয়া কীরীটং যোজয়েজবেঃ ॥ ১৫৪ ॥
গতেহনামিতানয়া অবাক্সঃ ভাক্সয়ন্তসেৎ ॥ অনেন
বিধিনা দেবি পূজয়েদ্বিধিবদ্রবিম্ ॥ ১৫৫ ॥ ইত্যেয
তে ময়া খ্যাতঃ প্রতিমাপূজনে বিধিঃ ॥ ১৫৬ ॥
অনেন বিধিনা যন্ত সত্যং পূজয়েজবিম্ ॥ স
প্রাপ্নোত্যধিকান কামানিহ লোকে পরন্ত চ ॥ ১৫৭ ॥
পূজার্থী লভতে পুত্রং ধনাথী লভতে ধনম্ ॥ কস্তার্থী
লভতে কস্তাং বিদ্যাথী বেদবিত্তবেৎ ॥ ১৫৮ ॥
নিকমঃ পূজয়েদ্ব্যম্ব স মোক্ষং যাতি বৈ এবম্ ॥
অন্ত ক্ষেত্রস্ত মাহাশ্বাদর্কস্ব্যাপ্রভাবতঃ ॥ ১৫৯ ॥
অন্তত্র ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোটিনা যৎকলং লভেৎ ॥
অর্কস্থলে তথৈকেন ভোজিতেন তু তৎকলম্ ॥
১৬০ ॥ শ্রানং দানং জপো হোমঃ সূর্য্যপর্কণি যৎ
কৃতম্ ॥ তৎসক্সং কোটিভণিতং সূর্য্যকোটিপ্রভা-
বতঃ ॥ ১৬১ ॥ মাঘমাসে নরো যন্ত সপ্তম্যাং রবি-
বাসরে ॥ কৃকপক্ষে মহাদেবি জাগরৎ শ্রদ্ধয়াচরেৎ ॥
অর্কস্থলসমীপে তু স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৬২ ॥
গোশতস্ত প্রদত্তস্ত কুকক্ষেত্রে চ যৎকলম্ ॥ তৎ

দেবা নবম, আর বিধাতার অতীব প্রিয় জ্যেষ্ঠ
সাম মন্ত্রই দশম। হে দেবি! এই সমস্ত সাম মন্ত্র
যথাবিধানে জপ করিবে। অপর আরও একটি
জ্যেষ্ঠ সামমন্ত্র আছে; সেই দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ সাম
মন্ত্র বলিতেছি। তুমি শ্রবণ কর। এই দ্বিতীয়
সাম মন্ত্র শ্রবণ করা অকর্তব্য; পরন্তু মুক্তিকামনায়
ইহার পাঠ করা কর্তব্য। স্বয়ং ভানুদেব বলিয়াছেন
যে, ইহাশেক্ষা অপর কোনও উত্তম জাপ্য মন্ত্র
নাই। এই জাপ্য মন্ত্রের বিনিয়োগ ও লক্ষণ আমি
বলিতেছি, তুমি অবধানসহকারে আমার নিকট
তাঁহা শ্রবণ কর। মন্ত্র যথা—“স্তোভসার” ইত্যাদি
“নিধনং গতাঃ” পর্য্যন্ত। সামগ বিজ্ঞগোচ্চারিত
এই সমস্ত শব্দে সূর্য্য দেবের যজ্ঞন করিবে।
এই মন্ত্রের জপ করিলে তাহার আর পুনরাবর্তন
হয় না। সে সর্কারোগরহিত এবং ব্রহ্মহত্যা হইতেও
বিমুক্ত হইয়া থাকে। “আজ্যদোহাদ্যদোহ” ইত্যাদি
মন্ত্রই জ্যেষ্ঠ সাম মন্ত্র। দেবেশ সূর্য্যকে এই
বিধানে পূজা করিয়া পরে পরমোত্তম পঞ্চ ঋক্ দ্বারা
স্তব করিবে। সেই সমস্ত ঋক্ তুমি একাগ্রমনে
শ্রবণ কর। “উচ্চাণঃ পৃথিম্” ইত্যাদি মন্ত্র প্রথম
“চহারি বাক্ পরিমিতা” ইত্যাদি দ্বিতীয়, “ইন্দ্রঃ

মিত্রম্” ইত্যাদি তৃতীয়, “কৃক্সঃ নিয়নাম্” ইত্যাদি
চতুর্থ, এবং “ঋদশ প্রথম” ইত্যাদি পঞ্চম, বলিয়া
জানিবে। পরে “যো রত্নবাহী” ইত্যাদি
মন্ত্রে ভাক্সর দেবের কীরীটযোজনা, এবং “গতে-
হনাম্” ইত্যাদি মন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে সর্বাঙ্গস্থান করিবে।
হে দেবি! এই বিধি অনুসারেই রবিন্দেবের
অর্চনা করিতে হয়। আমি এই যে প্রতিমাপূজা-
বিধান কহিলাম, যে মানব এই বিধানমতে সত্য
আদিত্যদেবের অর্চনা করে, সে ইহ-পরলোকে
অধিক কার্য্য প্রাপ্ত হয়। পূজার্থী ব্যক্তি পুত্র ধনাথী
ধন, কস্তার্থী কস্তা, এবং বিদ্যাথী বিদ্যালাত করে।
যে ব্যক্তি নিকম হইয়া পূজা করে, সেও এই
ক্ষেত্রের ও অর্কদেবের প্রভাবে নিকমই মোক্ষ
প্রাপ্ত হয়। শ্রানান্তরে কোটি ব্রাহ্মণভোজনে
যে কল, অর্কস্থানে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন
করাইলে সেই কল লাভ হয়। ১২৯—১৬০।
শ্রান, দান, জপ, হোম, এই অর্কস্থলে সূর্য্য
গ্রহণকালে যাঁহা কিছু করা যায়, তৎসমস্ত কোটি
ভণিত হইয়া থাকে। হে মহাদেবি! যে নর অর্ক-
স্থানে দেব সমীপে মাঘ মাসে কৃকপক্ষে সপ্তমী
তিথিতে রবিকরে শ্রদ্ধা সহকারে রাত্রি জাগরণ

কলং সমবাপ্রোতি হত্বার্কহলদর্শনাৎ ॥ ১৬০ ॥ অর্ক-
হলঃ পূজনীয়স্তত্র স্থানে নিবাসিতঃ । জপাপুষ্পৈ-
রর্কপুষ্পৈ রোগিভিঃ বিশেষতঃ ॥ ১৬৪ ॥ ন চ
পত্রোণকুসুমৈর্ন চৈবোন্নতসত্ত্বৈঃ । ন চাত্মাতকজৈঃ
পুষ্পৈরর্চনীয়ো দিবাকরঃ ॥ ১৬৫ ॥ আত্মাতকস্ত
কুসুমং নিষ্ঠালামিব দৃশ্যতে । অপ্রত্যগ্রং বহি-
র্ঘস্মাতস্মাতং পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৬৬ ॥ নাবিজাতং
প্রদাহন্যং ন স্নানং ন চ দূষিতম্ । ন চ পর্জ্যবিতং
মাল্যং দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৬৭ ॥ দেবমুলোচ-
য়েদৃশ্যং তৎক্ষণাৎ পুষ্পলোভতঃ । পুষ্পাণি চ
সুগন্ধানি ভোজ্যকেনেতরাণি চ ॥ ১৬৮ ॥ ব্রহ্ম
হত্যামবাপ্রোতি ভোজ্যকো লোভমোহিতঃ । মহা-
মৌরবমাসাদা পচাতে শাস্ত্রতীঃ সমাঃ ॥ ১৬৯ ॥
হস্ত তে কৈর্তয়িষ্যামি ধূপদানবিধিং পরম্ । প্রদান-
দেবদেবস্ত যেন ধূপেন যৎকলম্ ॥ ১৭০ ॥ সদা-
র্চনে চ ধূপেন সামীপ্যং কুরুতে রবিঃ । প্রদদ্যাৎ
সকলং কামং যদ্যদচ্ছতি মানবঃ ॥ ১৭১ ॥ তথৈবা-
শুকধূপেন নিধিং দদ্যাদভীপ্সিতম্ । আরোগ্যার্থী

ধনাধী চ নিত্যদা শুভশুলং দহেৎ ॥ ১৭২ ॥
পিণ্ডাত্ত্বপদানেন সদা তুষ্যতি ভাস্করান্ । আরোগ্যং
চ স্বয়ং দদ্যাৎ সৌখ্যং পরমং ভবেৎ ॥ ১৭৩ ॥
শ্রীবাসকস্ত ধূপেন বাণিজ্যং সকলং লভেৎ । রসং
সর্জরসং চৈব দহতোহর্থীগমো ভবেৎ ॥ ১৭৪ ॥
দেবদাক্ষং দহতো ভবত্যরমথাক্ষম্ । বিলেপনং
কুসুমেন সর্ষকামকলপ্রদম্ ॥ ১৭৫ ॥ ইহ লোকে
সুখী কুখী অক্ষয়ঃ স্বর্গমাশুয়াৎ । চন্দনস্ত
প্রলেপেন শ্রিয়মাণস্ত বিদতি ॥ ১৭৬ ॥ রক্তচন্দন-
লেপেন সর্ষং দদ্যাদ্দিবাকরঃ । অপি রোগশর্তে-
গ্রাক্তঃ ক্ষেমমারোগ্যমাশুয়াৎ ॥ ১৭৭ ॥ গতিগন্ধক
সোভাগ্যং পরমং বিদ্যতে নরঃ । কতুরিকামর্দনকৈ-
রৈশ্বর্যমভূলং লভেৎ ॥ ১৭৮ ॥ কর্পূরযুক্তং তৈর্গন্ধৈঃ
স্বাধিপাধিপতিভবেৎ । চতুঃসমেন গন্ধেন সর্বান
কামানবশুয়াৎ ॥ ১৭৯ ॥ এতন্তে কথিতং দেবি
স্বধ্যমাধাত্ম্যমুত্তমম্ । সবিস্তরং ময়া ধ্যাতং কিমভূৎ
পরিপূচ্ছসি ॥ ১৮০ ॥ দেববাচ । যদ্যেবাঃ ভগ-
বান্ স্বধ্যঃ সর্ষতেজস্বিনাঃ বরঃ । স কথং প্রাপ্ততে

করে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয় । কুরুক্ষেত্রে শত
গোদান করিলে যে কল, সেই ক্ষেত্রে অর্কহল
দেবকে দর্শন করিলেও সেই কল পাওয়া যায় ।
তৎক্ষেত্রবাসী জনগণের পক্ষে সেই অর্কহল
দেবের অর্চনা করা সর্বথা কর্তব্য । বিশেষতঃ
রোগিগণের পক্ষে জবাপুষ্প ও অর্কপুষ্প দ্বারা
তদর্চনা বিধেয় । পত্রোণকুসুম, ধূসর পুষ্প ও
আত্মাতকপুষ্প দ্বারা দিবাকরের পূজা অকর্তব্য ।
আত্মাতক পুষ্প সাধারণতঃ নিষ্ঠালাম্যৎ লক্ষিত হয়,
অনভিনব পুষ্প পূজায় নিষিদ্ধ বলিয়া উহাও বর্জ-
নীয় । অবিজাত, মলিন, দূষিত পুষ্প এবং
পর্জ্যবিত মাল্যও মঙ্গলকামী ব্যক্তির পূজাকাণ্ডে
ব্যবহার্য নহে । পূজক কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি
যদি দেবতাকে হৃগন্ধি পুষ্প নিবেদনান্তে তৎক্ষণাৎ
লোভবশে তাহা আবার গ্রহণ করে, তবে সেই
সমস্ত পুষ্প গন্ধহীন হয়, আর সেই লোভাক্রান্ত
ব্যক্তিও ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্ত হইয়া মহামৌরব
নরকে পতিত হইয়া দীর্ঘ কাল যাবৎ পচ্যমান হয় ।
অগ্নি দেবি ! এক্ষণে তোমার নিকট যে ধূপ দানে
যে কল হয়, তৎসমস্তসহ উত্তম ধূপদানবিধি
কীৰ্ত্তন করিতেছি । ধূপ দ্বারা সততঃ অর্চনা
করিলে রবিরূপ পূজকের সমীপস্থ হইয়া থাকেন
এবং সেই মানব দ্বারা যাক্ষ কামনা করে, তৎসমস্তই

প্রদান করেন । অশুকধূপ প্রদানে স্বধ্য-
দেব পূজককে বাহিত নিধি প্রদান করেন ।
আরোগ্যার্থী ও ধনাধী ব্যক্তি নিম্নতঃ শুভশুল ধূপ
দান করিবে । পিণ্ডাত্ত্ব ধূপ দানে ভাস্করদেব সতত
সন্তুষ্ট হন ; তজ্জাত পূজক আরোগ্য ও পরম সৌখ্য
প্রাপ্ত হয় । শ্রীবাস ধূপ দানে সর্ববিধ বাণিজ্যো-
ন্নতি, এবং রস ও সর্জরস দাহ করিয়া ধূপ দিলে
সতত অর্থীগম হইয়া থাকে । ধূপার্ঘ্যে দেবদাক্ষ
দাহ করিলে অক্ষয় অন্ন লাভ হয় । কুসুম বিলে-
পন সর কামকলদাহক । ইহা প্রদানে ইহ লোকে
সুখী হইয়া অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হয় । চন্দনপ্রলেপ-
দানে আয়ু এবং শ্রীলাভ হইয়া থাকে । রক্ত
চন্দনের আলেপন দানে দিবাকর সর্ষ কামনা দান
করেন । দাতা মানব শত শত রোগে আক্রান্ত
হইলেও ক্ষেম ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । কতুরীর
বিলেপন দানে মানব সোভাগ্যভাজন ও সুগন্ধ-
কার হয় । এবং অতুল ঐশ্বর্য লাভ করে ।
কর্পূরযুক্ত চন্দনদানে সার্বভৌম রাজা হইয়া থাকে ।
চতুঃসম গন্ধদানে সর্ষকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট বিখ্যাত
স্বধ্যমাধাত্ম্য সবিস্তরে বর্ণন করিলাম । তোমার
আর কি জিজ্ঞাস্ত আছে ?—২৮০ । দেবী কহি-
লেন,—হে দেব ! ত্বাং দাতা বধা যদি সত্যই

দেব সৈন্যকে যেন রাখা ॥ ১৮১ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
শুণ দেবি প্রবক্ষ্যামি সৰ্বপাশপ্রণাশনম্ । কারণং
গ্রহণস্তাপি ত্র্যস্তেক্ষিচ্ছেদকায়কম্ ॥ ১৮২ ॥ রাহ-
রাদিত্যবিষয়াস্তাতিষ্ঠিতি তামিনি । অমৃতার্থী
বিমানস্হো যাবৎ সংস্রবতেহমৃতম্ ॥ ১৮৩ ॥ বিদে
নাস্তিরিতো দেবি । আদিত্যগ্রহণং ॥ ই তৎ ।
ন কচ্চিৎপ্রসিতং শক্ত আদিত্যো দহতি ক্রবম্ ॥
১৮৪ ॥ ত্র্যাদদমৃতমর্চন্তি স আদিঃ সৰ্বনাথিনাম্ ।
আদিত্যদেহজাঃ সৰ্বে তথাশ্চে দেবদানবাঃ ॥ ১৮৫ ॥
আদিকৰ্ত্তা স্বয়ং যস্মাদাদিত্যন্তেন গোচ্যতে ।
প্রভাসে সংস্থিতো দেবঃ সৰ্বপাতকনাশনঃ ॥ ১৮৬ ॥
ভুক্তিবুক্তিপ্রদো দেবো ব্যাবিধুরুতনাশকঃ । তত্র
সিদ্ধাঃ পুরা দেবি লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৮৭ ॥ সিদ্ধা
বিদ্যাধরা যক্ষাঃ গন্ধৰ্বা মনয়ন্তথা । ধনদোহপি
তথাভীষ্মো যযাতির্গালবন্তথা ॥ ১৮৮ ॥ সাদৃশ্যেচ
তথা দেবি পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ । ইদং রহস্যং
দেবেশি স্বর্ঘ্যমাহাশ্রয়মুতমম্ ॥ ১৮৯ ॥ ন দেয়ং
হুতবুকীনাং পাশিনাঞ্চ বিশেষতঃ । ন নাস্তিকেহ-

দধানে ন ক্রুরে বা কথঞ্চন ॥ ১৯০ ॥ ইমাং কথা-
মমুক্রয়াস্তথা নাহয়কে শিবে । ইদং পুণ্যমু শিবায়া
ধর্ম্মিণে স্তায়বর্তিনে ॥ ১৯১ ॥ কথনীয়ং মহাব্রহ্ম
স্বর্ঘ্যভক্তায় সুরভে । অর্কস্থং দেবস্ত মাহাশ্র-
মিদমুতমম্ ॥ ১৯২ ॥ যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েদেবি শ্রাদ্ধ-
পানং সংশিতব্রতান্ । তস্তানন্তঃ ভবেদেবি যদানং
পুরুষস্ত বৈ ॥ ১৯৩ ॥ যজ্ঞেদং কীর্ত্যতে পুণ্যং
সম্পদস্তত্র বৈ সদা । যাতুধানা ন হিংসন্তি তচ্ছ্রাদ্ধং
ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১৯৪ ॥ পশুপ্তিপানভাং যান্তি যেহপি
বৈ পশুপ্তদূষকাঃ । স্তুতবান্ ধর্ম্মবান্ স্তাং সৰ্ব-
কামমনোরমঃ ॥ ১৯৫ ॥ প্রবাসিত্তির্বদ্ধবর্গৈঃ সং-
জ্যোত সদা নরঃ । নষ্টৈঃ সংযজ্যতে চার্ষেরপটৈ-
শ্চাপি চিত্তিতৈঃ ॥ ১৯৬ ॥ রক্ষ্যতে যোগিনীভিঃ
প্রিয়ৈশ্চ ন বিযজ্যতে । উপশ্রুত্ব শুচিভূত্বা শৃণুয়াদ্
ব্রাহ্মণঃ সদা । সর্বান কামাংশ্চ লভতে নাত্র কার্ধ্যা
বিচারণা ॥ ১৯৭ ॥ বৈশ্বঃ সয়দ্বিমতুলাং ক্ষত্রিয়ঃ
পৃথিবীপতিঃ । বণিজশ্চাপি বাণিজ্যমধঃ শত-
সংখয়া । লভেয়ুঃ কীর্তনাদস্তাঃ স্বর্ঘ্যোৎপত্তেবরা-
ননে ॥ ১৯৮ ॥ শূদ্রাশ্চৈবাতিলষিতান্ কামান

হয়,—স্বর্ঘ্যদেব যদি সৰ্ব্বতেজস্বীদিগের প্রধানই হন,
তবে, সিংহিকা-লন্দন রাহ ঠাহাকে গ্রাস করে
কিরূপে? ঈশ্বর কহলেন—হে দেবি! সৰ্ব-
পাশনাশনভাতি নিবারণ, গ্রহণকারণ তোমার
নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর । অয়ি তামিনি!
রাহ, করিত অমৃতপানার্থী হইয়া রথারোহণে রবি-
মণ্ডলের অধোভাগে অবস্থান করে । হে দেবি!
সেই রাহ দ্বারা স্বর্ঘ্য-বিষ আবৃত হইলে তাহাকেই
গ্রহণ বলা যায়; নচেৎ আদিত্যকে প্রকৃতপক্ষে
গ্রাস করিতে কেহই সক্ষম হয় না, গ্রাসোদ্যাত
ব্যক্তিকে আদিত্য নিশ্চয়ই দহ্য করিয়া ফেলেন ।
ব্রহ্মাদি দেবগণও সেই আদিত্যকে অর্চনা করেন;
তিনিই সমস্ত সুরগণের আদি । দেব-দানবাদি
সকলেই সেই আদিত্যদেহ হইতে সমুৎপন্ন । তিনি
স্বয়ং এই জগতের আদিকৰ্ত্তা বলিয়া আদিত্য-
নামে উক্ত হন । সেই সৰ্বপাতকনাশক দেব
প্রভাসকেই অবস্থান করিতেছেন । তিনি ভুক্তি-
বুক্তিপ্রদ ও ব্যাবিধুরুতনাশক । হে দেবি!
পুরাকালে লোকপাল, মহর্ষি, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, যক্ষ,
গন্ধৰ্ব, মনিগণ, এবং ধনপতি, ভীষ্ম, যযাতি, গালব,
ও সাধ,—ইহারা এখানে পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন । অয়ি দেবেশি! এই গোপনীয় উক্ত

স্বর্ঘ্যমাহাশ্রয় হুতবুকি ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ পাপীকে
উপদেশ করিতে নাই । শিবে! নাস্তিক, শ্রদ্ধা-
হীন, কিংবা ক্রুর, অথবা অস্থ্যাপরবশ জনকে ইহা
কলাচ বলিবে না । পরন্তু ধার্ম্মিক, স্তায়বর্তী, সুরভ,
স্বর্ঘ্যভক্ত, পুত্র কিংবা শিষ্যকে এই মহান ব্রহ্মস্বরূপ
অর্কস্থল দেবের উত্তম মাহাশ্রয় উপদেশ করিবে ।
হে দেবি! যে মানব শ্রাদ্ধকালে সংশিতব্রত বিপ্র-
গণকে ইহা শ্রবণ করায়, সেই পুরুষের প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি
অনন্ত-কলদায়ক হইয়া থাকে । ১৯১—১৯৩ । এই
পুণ্যধ্যান যেখানে কীর্তিত হয়, সেখানে সর্বদা
সম্পদবৃদ্ধি হয়; শ্রাদ্ধকালে পাঠ করিলে ব্রাহ্মসগণ
ভয়বিহ্বল হয়; সে শ্রাদ্ধের হিংসা করে না ।
পুস্তিকদূষক কেহ থাকিলেও সে পশুপ্তিপান হইয়া
যায়; এবং পুত্রবান্ ধর্ম্মবান্ ও সর্বকামসম্পন্ন হইয়া
থাকে । প্রবাসী বদ্ধবর্গসহ সেই মানবের নিয়ত
সংযোগ ঘটে । সেই মানব নষ্টদ্রব্য লাভ করে,
এবং অপরাপর ব্যক্তিও প্রাপ্ত হয় । যোগিনীগণ
তাহাকে রক্ষা করে; তাহার প্রিয়বিয়োগ ঘটে না ।
ব্রাহ্মণ, যদি আচমনপূর্বক শুচি হইয়া সন্ধ্যা এই
আধ্যাত্ম শ্রবণ করে, তবে তাহার সর্বাভীষ্ট লাভ
হইয়া থাকে । ইহাতে কেবল বিচারকরা অকর্তব্য ।
অয়ি বরাননে! এই স্বর্ঘ্যোৎপত্তি কৃতান্ত কীর্তন

প্রাপ্যন্তি ভাবিনি। অপমৃত্যুভয়ং ঘোরং মৃত্যু-
তোহপি মহাভয়ম্ ॥ ১৯৯ ॥ নশ্ততে নাত্র সন্দেহো
রাজদ্বারকৃতঞ্চ যৎ । সৰ্গং কামসমুদ্রাচ্ছা স্বর্ঘ্যালোকে
মহীয়তে ॥ ২০০ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেবি
মাহাত্ম্যং স্বর্ঘ্যদেবতম্ । অর্কস্থলপ্রসঙ্গেন কিমন্ত-
চ্ছেতুমিচ্ছসি ॥ ২০১ ॥ স্থানং শাশ্বতমোজসাং
গতিরপাং দীপো দিশামক্ষয়ঃ, সিদ্ধেশ্বরমপায়ভেদি
জগতাং সাধারণং লোচনম্ । হৈমং পুরুষমন্তরিক-
সরসো দীপঃ দিবঃ কুণ্ডলং, কালোন্মানবিভাবনাঙ্ক-
তলয়ং বিশ্বং রবেঃ পাতু বঃ ॥ ২০২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রভাসকেতুনাহাত্ম্যোহর্কস্থল-
মাহাত্ম্যার্কস্থলপূজাবিধানদিবর্ণনং নাম
সপ্তদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ । ইতি প্রোক্তা তদা দেবীশঙ্করেন
যশস্বিনী । পুনঃ পপ্রচ্ছ বিপ্রেশ্রাঃ কেতুনাহাত্ম্য-

করিলে ক্ষত্রিয় ভূপতিহ, বৈশ্য অতুল সমৃদ্ধি ও
বণিক্বাক্তি শতগুণ পূর্ণ বাণিজ্য প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । অগ্নি ভামিনি ! আর শূদ্রগণ অভিলষিত
কামনা লাভ করে । ঘোর অপমৃত্যুভয়, সুমহান
মৃত্যুভয় কিছা রাজদ্বারঘটিত ভয়ও বিনষ্ট হয় ;
এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই । ইহার ফলে মানব
সম্বন্ধকামসমৃদ্ধ হইয়া স্বর্ঘ্যালোকে সসম্মানে বাস
করিতে পারে । হে দেবি ! এই আমি তোমার
নিকট অর্কস্থল কীর্তন-প্রসঙ্গে স্বর্ঘ্যদেবের মাহাত্ম্য
কহিলাম ; অপর কোন বিষয় শুনিতে চাও ? যাহা
শাশ্বতভেজের আধার, জলের গতি, দিগ্বতলের
অক্ষয় বীপ, সিদ্ধির দ্বার, জগতের সাধারণ লোচন,
আকাশ-সরসীর হৈম পঙ্কজ, ও দ্বালোকের দীপ্ত
কুণ্ডল স্বরূপ, কাল-পরিমাণবিষয়ে নিরীধ উপায়ে-
স্বরূপ, সেই রবিবিষয় আপনাদিগকে রক্ষা
করুন ॥ ১৯৯—২০২ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—হে বিপ্রেশ্রগণ ! শঙ্করের
এইরূপ বচনাবলী শ্রবণান্তে যশস্বিনী দেবী পুনরায়

বিস্তরম্ ॥ ১ ॥ দেবীবাচ । অদ্য মে সকলং
জয় সকলঞ্চ তপঃ প্রভো । দেবত্বমদ্য মে জাতং
স্বংপ্রসাদেন শঙ্কর ॥ ২ ॥ অদ্যাহং কৃতকল্যাণী
জ্ঞানদৃষ্টিঃ কৃতা স্বয়া । অদ্য মে কুবির্তৌ কর্ণৌ
কেতুনাহাত্ম্যকুবর্ণৌ ॥ ৩ ॥ অদ্য মে তেজঃ-
পিণ্ডো জাতো জ্ঞানং হৃদি স্থিতম্ । অদ্য মে কুল-
শীলঞ্চ অদ্য মে রূপলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥ অদ্য মে
কান্তিকচ্ছিন্না তীর্থভ্রমণসম্ভবা । প্রভাসে নিশ্চলং
জাতং মনো মে মানিনাং বর ॥ ৫ ॥ আরাধিতো
ময়া পূর্বে তুষ্টৌ মেহদ্য সুরেশ্বরঃ । বহিনা বেষ্টিতা
সাহমেতুপাদেন সংস্থিতা ॥ ৬ ॥ তত্তপঃ সকলং
অদ্য ততঃ মে ভক্তবৎসল । প্রভাসকেতুনাহাত্ম্য-
মদ্য মে প্রকটীকৃতম্ ॥ ৭ ॥ পুনঃ পৃচ্ছামি দেবেশ
যাথাতথ্যং বদ প্রভো ॥ ৮ ॥ অদ্যাপি সংশয়ো
নাথ তীর্থমালাভ্যাসম্ভবঃ । অস্তং কোতুহলং দেব
কথয়স্বমহেশ্বর ॥ ৯ ॥ অয়ং যো বর্ততে দেব
চন্দ্রেণ শিরসি স্থিতঃ । কভ্যয়ং কথয়ৎপন্নঃ কশ্চিন

সবিস্তরে কেতুনাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন । দেবী
কহিলেন,—প্রভো ! অদ্য আমার জয় সকল,
তপস্তাপ্তাও সকল । হে শঙ্কর ! আপনার প্রসাদে
অদ্য আমার দেবত্ব-লাভ হইল । অদ্য আমার
কল্যাণ-সাধন করা হইয়াছে, আপনি অদ্য আমাকে
জ্ঞানদৃষ্টিশালিনী করিয়াছেন । কেতুনাহাত্ম্যরূপ
কুষণ দ্বারা অদ্য আমার শ্রবণযুগল ভূষিত হইল ।
অদ্য আমার হৃদয়ে তেজঃপিণ্ডবৎ জ্ঞান জন্মিয়া
আছে । অদ্যই আমার কুল-শীল রূপ-লক্ষণ
সকল হইল । তীর্থভ্রমণ-বিষয়িণী ভ্রান্তি অদ্য
আমার উচ্ছিন্ন হইল ! হে মানিবর ! আমার মন
অদ্য প্রভাসকেতুই নিশ্চল হইয়াছে ! হে ভক্ত-
বৎসল ! আমি যে পূর্বে বহিবেষ্টিতা ও একপাদে
অবস্থিতা হইয়া আরাধনা করিয়াছিলাম, সেই তপস্তা
অদ্য আমার সকল হইয়াছে !—সুরেশ্বর অদ্য
আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন ।—যেহেতু অদ্য
আমার নিকট প্রভাসকেতু-মাহাত্ম্য প্রকটীকৃত
করিলেন । হে দেবেশ ! আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা
করিতেছি ; হে প্রভো ! আপনি যথাতথ্য তত্ত্ব
বলুন । হে নাথ ! অদ্যাপি আমার তীর্থমালাভ্যাস-
সম্বৃত সংশয় রহিয়াছে ! হে মহেশ্বর ! আমার
আর একটি কোতুহল আছে, হে দেব ! আপনি
তাহার উত্তর প্রদান করুন । হে দেব !
আপনার মন্তকে এই ঘে চন্দ্র আছে, এ কখন

কালে বদ প্রভো ১০। ঈশ্বর উবাচ। অশ্বিন
কালে মহাদেবি বারাহ ইতি বিজ্ঞতে। পরাঙ্কে তু
ষিতীয়েশ্বিন বর্ষমানে তু বেধসঃ ১১। দ্বিতীয়-
মাসস্তানো তু প্রাতিপদ্যা প্রকীর্তিতা। বারাহে-
শোভতা তস্তাং তথা চানো ধরা প্রিয়ে। তেন
বারাহকল্পেতি নাম জাতং ধরাতলে ১২। তশ্বিন
কল্পে মহাদেবি গতে সন্ধ্যাংশকে প্রিয়ে। প্রথ-
মস্ত মনোচ্ছাদনো দেবি স্বায়ম্ভুবস্ত হি ১৩। কীরোদে
মধ্যমানে তু দৈবতৈর্দানবৈরপি। রত্নানি জজিরে
তজ চতুর্দশমিতানি বৈ ১৪। তেবাং মধ্যে মহা-
তেজাশ্চন্দ্রমাস্তমসস্তবঃ। সোহয়ং ময়া ধৃতো দেবি
অদ্যাপি শিরসি প্রিয়ে ১৫। বিষে শীতং মহা-
দেবি প্রভাসহস্ত্রমে সদা। ভূষণং মুক্তয়ে দৈববর্মম
চন্দ্রে রুতঃ পুরা ১৬। শশিনা ভূষিতো যস্মা-
ন্তেনাহং শশিভূষণঃ। তজ হানে স্বিতৌহদ্যাপি
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমুর্তিমান ১৭। সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা চ কল্প-
হৃদী সদা প্রিয়ে। ইত্যোতং কথিতং দেবি কিম-
ন্তংপরিচ্ছসি ১৮।

ইতি শ্রীকান্দে শিবাশিরোভূষণচন্দ্রেণপত্নিরূতান্ত
বর্ণনং নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ১৮।

কিরূপে কাহার পুঙ্গবে উৎপন্ন হইয়াছিল ?
প্রভো! ইহা আমাকে বলুন। ১—১০। ঈশ্বর
কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! এক্ষণে যে বারাহ
নামক কল্পের কথা শুনিতে পাও, সেই বারাহ কল্পে
জন্মের দ্বিতীয় পরাঙ্ক কালে দ্বিতীয় মাসের আদি
ভাগে প্রাতিপৎ তিথিতে বরাহদেব এই ধরণীর
উদ্ধারসাধন করেন। প্রিয়ে! সেই জন্তই ধরা-
তলে উক্ত কল্প বারাহ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।
প্রিয়ে মহাদেবি! সেই বারাহ কল্পের সন্ধ্যাংশ
অতীত হইলে প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে,
দেব-দানবগণ কীরসাগরমধ্যে প্রবৃত্ত হন।
তাহাতে তখন চতুর্দশ রত্ন জন্মে। সেই রত্ন
সকলের মধ্যে মহাতেজা চন্দ্রই তত্ত্বজাত
বলিয়া শ্রেষ্ঠ; সেই জন্ত আমি অদ্যাপি তাহাকে
মস্তকে ধারণ করিতেছি। হে মহাদেবি!
আমি ধরন সাগরসমুদ্র বিব পান করিয়া প্রভাস-
ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার
বিস্ত্রেশবিনাশার্থ দেবগণ সেই চন্দ্রে রত্ন আমায়
দান করেন; আমি তাহা ভূষণরূপে ধারণ
করিতেছি। শশী দ্বারা ভূষিত বলিয়া আমি শশি-
ভূষণ নামে খ্যাত হইয়াছি। প্রিয়ে! আমি সেই

একনিবিশোহধ্যায়ঃ।

দেব্যাচ। যদ্যেবাং সকলচন্দ্রেঃ কথং ন বিধৃত-
স্বয়া। অস্তভাবে কলানাং তৎকারণং কথং প্রভো।
১। ঈশ্বর উবাচ। অমা ষোড়শভেদেন দেবি
প্রোক্তা মহাকলা। সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং
দেহধারিণী ২। অমাদিপৌর্ণমাস্তস্তা যা এব
শশিনঃ কলাঃ। তিথ্যন্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব
প্রকীর্তিতাঃ ৩। অমা হুন্মা পরাশক্তিঃ সা হুং
দেবি প্রকীর্তিতা। প্রলয়েৎপত্তি যোগেন স্থিতাঃ
কালপ্রমোদিতাঃ ৪। ষোড়শৈব স্বরা যে তু আদ্যাঃ
সৃষ্টাস্তকাঃ প্রিয়ে। কালস্তাবয়বাণ্ডে চ বিজ্ঞেয়াঃ
কালবেদিতাঃ ৫। ক্রটির্লবো নিমেষচ কলা
কাঠা মুহূর্তকম্। রাত্রাহঃ পক্ষমাসাশ্চ অয়নং বৎসরং
যুগম্ ৬। মনস্তরং তগা কল্পং মহাকল্পং চ ষোড়শ।
কলা বিসর্জনী যা তু জীবমাম্রিত্য বর্ষতে ৭।

হানে অদ্যাপি স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব
সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকি; সেই লিঙ্গ কল্পকালহৃদী।
দেবি! এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর করি-
লাম; তোমার অপর কি জিজ্ঞাসা আছে? ১১—১৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

উনিবিশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—প্রভো! যদি ইহাই হয়,
তবে আপনি সমগ্র কলাযুক্ত চন্দ্রে ধারণ করেন
না কি জন্ত? চন্দ্রের কলানামের কারণ কি?—
তাহা বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অমা
প্রভৃতি ষোড়শটী মহা কলা আছে। পরমা মায়াই
সেই কলারূপে দেহিগণের দেহধারণ-বিধান করেন।
অমাদি পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত যে সকল চন্দ্রকলা আছে,
সেই ষোড়শ চন্দ্রকলাই তিথি বলিয়া কীর্তিত হয়।
অমাই হুন্মা পরা শক্তি; তুমিই সেই
অমা বলিয়া কীর্তিত। প্রিয়ে! প্রলয়ের
পর উৎপত্তিকালে কালক্রমে সর্বাঙ্গে যে ষোড়শ
স্বর উৎপন্ন হয়, উহারাই সৃষ্টিপ্রলয়ের
কারণ। উহারা কালের অবয়ব, কালবেদি-
গণের ইহা বিজ্ঞেয়। ক্রটি, লব, নিমেষ,
কলা, কাঠা, মুহূর্ত, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন,
বৎসর, যুগ, মনস্তর, কল্প, ও মহাকল্প,—কালের
এই ষোড়শ ভেদ। তন্মধ্যে বিসর্জনীনায়া কলা

সা স্বজত্যাগিং বিং বিবৃদ্ধয়সংযুতম্ । তথা
সংবরণী যা তু বিং সংহরতে প্রিয়ে ॥ ৮ ॥ নেত্র-
পাতাচ্চতুর্ভাগস্থটিকালো নিগদ্যতে । তস্মাচ্চ
বিগ্ণং বিদ্ধি নিমিষং তনুহেখরি ॥ ৯ ॥ নিমিষে-
ত্রিংশতিঃ কাঠা ত্রিংশতিঃ শততিঃ কলা । বিংশতি-
কলো মুহূর্তঃ স্তাদিনং পঞ্চদশৈশ্চ তৈঃ ॥ ১০ ॥
দিনমানা নিশা জ্যেষ্ঠা অহোরাত্রঃ দ্বয়ান্তবেৎ ॥ তৈঃ
পঞ্চদশতিঃ পক্ষে দ্বিপক্ষে মাস উচ্যতে ॥ ১১ ॥
মাসৈশ্চবায়নং যদতির্য্যং স্তাদয়নম্বে । চহা-
শচ্চ লক্ষণি লক্ষণাং ত্রিতয়ং পুনঃ । বিংশতিশ্চ
সহস্রাণি জ্যেষ্ঠা সৌরং চতুর্গম্ । চতু-
র্গমৈকসপ্তত্যা মনন্তরমুদাহৃতম্ ॥ ১৩ ॥ ঐশ্বর্যমৈত-
দ্ভবেদায়ঃ সমাসক্তং চ কীর্তিতম্ । চতুর্দশৈশ্চ
প্রলীনৈঃ কল্পং ব্রহ্মদিনং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ রাজিচ্চ তাবতী
চৈব চতুর্গুগসহস্রিকা । অনেন দিনমানেন শতাব্দং
জীবতি প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥ মমৈব নিমিষাদেন সহস্রাণি
চতুর্দশ । বিনশন্তি ততো বিকোরসংখ্যাভাঃ পিতা-
মহাঃ ॥ ১৬ ॥ এবং ক্রমেণ দেবেশি সমুৎপন্নমিদং
জগৎ । শশিস্বর্ধ্যবিভাগেন চিত্তরূপমনন্তকম্ ॥ ১৭ ॥

দেহিগণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই
বিসর্জনী কলাই বিবৃদ্ধয়সহ অখিল বিশ্ব স্বজন
করে । প্রিয়ে ! ঐরূপ সংবরণীনায়া কলা বিংখের
সংহারসাধন করে । নেত্রনিমীলনকালের চারি
ভাগের একভাগ কাল ত্রিটি বলিয়া কথিত হয় ।
হে মহেশ্বর ! তাহার বিগ্ণ কালের নাম নিমেষ
বলিয়া অবগত হও । ত্রিংশৎ নিমেষে কাঠা, এবং
বিংশতি কাঠায় কলা হয় । বিংশতি কলায় মুহূর্ত,
পঞ্চদশ মুহূর্তে দিন, এবং নিশার পরিমাণ দিনের
সমান জানিবে । সম্মিলিত দিন ও নিশা অহোরাত্র
পদবাচ্য । পঞ্চদশ অহোরাত্রে পক্ষ, দুই পক্ষে মাস,
ছয় মাসে অয়ন, এবং দুই অয়নে বৎসর হয় ।
সৌর চতুর্গুগের পরিমাণ ত্রিচহাশিংশৎ লক্ষ বিংশতি
সহস্র বৎসর বলিয়া বিজ্ঞেয় । একসপ্ততি চতুর্গুগে
মনন্তর হয় । ইহাই ইশ্বরের আয় । ইহা তোমাকে
সংক্ষেপে কহিলাম । চতুর্দশ ইশ্বরের বিলয়ে ব্রহ্মার
কল্প নামক দিন হয় । রাজির পরিমাণও ঐরূপ,—
চতুর্গুগসহস্র সমকাল । প্রিয়ে ! ব্রহ্মা এই দিন
মানের শত বৎসর জীবিত থাকেন । মনীয় নিমি-
ষার্দ্ধ কালে উক্ত চতুর্দশ সহস্রগুণ অতীত হয় ।
ঐ সময় মধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিনষ্ট হইয়া থাকেন
হে দেবেশি ! এই ক্রমে চন্দ্র স্বর্ঘ্যের বিভাগাস্ত-

কলা দেবি যদাদ্যন্তমনাদিমজ্জমব্যয়ম্ । তদধিতঃ
শশী তস্তামধোমুখমবস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ এবং ক্ষয়োদয়ং
জ্যেষ্ঠং চন্দ্রাংকাভ্যামবস্থিতম্ । সৃষ্টিক্রমং ময়া প্রোক্তং
সংহারমধুনাপুং ॥ ১৯ ॥ মহাকল্পঃ হতঃ কল্পেঃ
কল্পং মনন্তরৈর্হৃতম্ । মাসং পক্ষহতং কৃৎস্না তৎ
চাহোরাত্রিভাজিতম্ ॥ ২০ ॥ অহোরাত্রঃ মুহূর্তেন
মুহূর্তঃ তু কলাহতম্ । কলাং কাঠাহতাং কৃৎস্না কাঠাং
নিমিষভাজিতাম্ ॥ ২১ ॥ নিমিষং চ লবৈর্হৃত্বা লবং
ক্রেটিবিভাজিতম্ । তদতীতং প্রশান্তং চ নির্দিকার-
মলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥ তস্ত চেয়ঃ পরা মায়া কলা শিরসি
ধারিতা । সা শক্তিদেবদেবস্তা বিশ্বাকার্য পরা
প্রিয়ে । হোহিষ্মা তু সন্তানং সংসারয়তি পার্শ্বতি ॥
২৩ ॥ এষমেতজ্জগদেবি উৎপত্তিস্থিতিলক্ষণম্ ।
যত্বেবোৎপাদ্যতে কৃৎস্নং পুনস্তজ্জৈব লীঘতে ॥ ২৪ ॥
সেয়ং মায়াময়ী শক্তিঃ শুদ্ধাশুদ্ধরূপিণী । চন্দ্ররূপা
স্থিতা সা তু তব দেবি প্রকাশয়ে ॥ ২৫ ॥ দেব্যা-
বাচ । পঞ্চাশিনোপসম্ভূতা বর্ষকোটিরনেকধা ।

শুদ্ধাশুদ্ধরূপিণী । ইনিই চন্দ্ররূপে বিরাজমানা ।
তোমাকে ইহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম । ১—২৫ ।
দেবী কহিলেন,—হে জগৎপতে দেব ! আমি যে,
সারে এই বিচিত্রাকার অনন্ত জগৎ সমুৎপন্ন হই-
য়াছে । অনাদি, অনন্ত, অজ, অব্যয় যে কলা
সেই কলাসম্বিত চন্দ্র উক্ত সময়ে অধোমুখে অব-
স্থান করেন । জগতের এইরূপ ক্ষয়োদয় চন্দ্র-স্বর্ঘ্য
দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই আমি
তোমাকে সৃষ্টিক্রম কহিলাম, এক্ষণে সংহারক্রম জ্ঞাপন
কর । মহাকল্পকে কল্প দ্বারা, কল্পকে মনন্তর দ্বারা
ও মাসকে পক্ষ দ্বারা, হরণপূর্বক পক্ষকে অহো-
রাত্রদ্বারা বিভাগ করিবে । অহোরাত্রকে মুহূর্ত দ্বারা,
মুহূর্তকে কলা দ্বারা ও কলাকে কাঠা দ্বারা হরণ-
পূর্বক কাঠাকে নিমিষ দ্বারা বিভাগ করিবে । পরে
নিমিষকে লব দ্বারা হরণ করিয়া লবকে ক্রেটি দ্বারা
বিভাগ করিবে । ইহাতে যে স্বল্প অল্প লক্ষ হইবে,
নির্দিকার নির্লক্ষণ শান্ত ব্রহ্ম তাহারও অতীত ।
মনীয় শিরোগুহ্য এই কলা, তাহারই মায়া । প্রিয়ে
পার্কতি ! দেবদেবের সেই শক্তিই এই বিশ্বাকারে
পরিণত হইয়াছেন, এবং তিনিই স্বীয় সন্তানগণকে
ঘোহিত করিয়া সংসারে সমাসক্ত করিয়া থাকেন ।
হে দেবি ! এই জগৎ এইরূপ উৎপত্তি-স্থিতি
সংহার লক্ষণযুক্ত । এই সমস্ত যেখানেই উৎ-
পন্ন হয়, সেইখানেই লীন হয় । এই মায়াময়ী শক্তি

তত্ত্বঃ সকলং জাতং মেহন্য দেব জগৎপতে ॥ ২৬ ॥
 সৃষ্টিযোগো ময়া জাতঃ সংহারশ্চ মহেশ্বর । চন্দ্রোৎ-
 পত্তিস্বরূপং চ কলামানং তদেব চ ॥ ২৭ ॥ অধুনা
 মম দেবেশ সন্দেহো হৃদি সংস্থিতঃ । কোতুহলঃ
 পরং দেব কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ২৮ ॥ অমৃতাদেব
 সজ্জুতঃ সর্কোহ্লাদিকরঃ শশী । প্রিয়শ্চ তব দেবেশ
 বল্লভশ্চন্দ্রমাস্তথা ॥ ২৯ ॥ চন্দ্রে চ চদি ইত্যেব
 হ্লাদিনে ধাতুরিষ্যতে । গুরুষে চাপতর্ষে চ ময়া
 হেষ বিভাষ্যতে ॥ ৩০ ॥ সর্কোবধীনামধিপঃ
 পিতৃণাং জীবনং পরম্ । বদাশ্রয়শ্চ বহুভুজঃসেবা-
 তৎপরঃ শশী ॥ ৩১ ॥ তথাপি সূকলকোহয়ঃ
 কোতুহ্লঃ কুরুতে মম । দেবী ব্রহ্মাণ্ডাত্মমালা-
 মণ্ডিতশেখরঃ ॥ ৩২ ॥ নীর্বে তব নিদিষ্টস্য বহুঃ
 চন্দ্রশ্চ চেন্দ্রযদি । তর্হি নাথ ন শোচ্যো বৈ সংসারে
 দুঃখভাগিনঃ ॥ ৩৩ ॥ ন চান্তি ত্রিষ্ললোকেশু ন
 চৈতৎসম্ভবিষ্যতি । যত্র শক্যো ভবান কুর্ন্তুঃ দুঃখ-
 স্তাস্ত চ সজ্জয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ সর্কোবাঃ বর্জতে শঙ্কা
 যথা মম মহেশ্বর । উৎপন্নং কারণং কিং তদ্যেন
 সোমস্ত লাঞ্জনম্ ॥ ৩৫ ॥ কিমেতৎকারণং দেব
 কথয়স্ব মহেশ্বর । অমৃতে সন্তবো যস্ত কথঃ

কোটিবর্ষ যাবৎ পঞ্চাশৎসপ্তা হইয়া তপস্তা করিয়া-
 ছিলাম, অদ্য আমার সেই তপস্তা সকল হইল ।
 হে মহেশ্বর ! সৃষ্টিযোগ ও সংহার যোগ আমি
 বিজ্ঞাত হইয়াছি । সর্কোহ্লাদ-কর শশধর অমৃত
 হইতেই সজ্জুত হইয়াছেন,—হে দেবেশ সেই
 চন্দ্রমা তোমার অতীব প্রিয়পাত্রও বটেন । চদি
 ধাতু আহ্লাদ-জনক অর্থযুক্ত, তাহা হইতেই চন্দ্র
 শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে । সেই জন্ত আমি ইহাকে
 গুরুত্বগ্ণয়ক ও জলতত্ত্বরূপে বিভাবনা করিতেছি ।
 আর ইনি সর্কোবধির অধিপতি ও পিতৃগণের
 পরম জীতিসাধক ! বিশেষতঃ ইনি আপনার ভক্ত,
 সেবাতৎপর এবং আশ্রয়ও বাস করিতেছেন ;
 তথাপি ইনি কলঙ্কী রহিয়াছেন ; ইহাতে আমার
 বড়ই কোতুহ্ল বোধ হইতেছে । হে দেব !
 স্বসংস্কৃত ও ঘনবিস্তৃত কোটিকোটী-ব্রহ্মাণ্ড-মালায়
 আপনার শেখরদেশ মণ্ডিত । চন্দ্রে আপনার মস্তকে
 অরোহণ করেন ; এতাদৃশ চন্দ্রেরও যদি কষ্ট হয়,
 হে নাথ ! তবে ক্রেশনিমগ্ন জনগণের জন্ত শোক
 কিসের ? আপনি ইহার দুঃখনাশনে সমর্থ ; যেহেতু
 জগতে এমন কিছু নাই কিংবা হইতে পারে না,

তস্তাপি লাঞ্জনম্ ॥ ৩৫ ॥ প্রিয়শ্চ তব দেবেশ
 লাঞ্জনং চাপি তিষ্ঠতি । কোতুহ্লঃ পরং দেব তব মে
 বক্তুমহঁসি ॥ ৩৬ ॥ এবমুক্তঃ স পার্শ্বত্যা দেবদেবো
 মহেশ্বরঃ । উবাচ পরমজীতঃ প্রেমণা শৈলসুতাং
 প্রভুঃ ॥ ৩৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । কিং তে দেবি
 মহাশঙ্কাদ্যোৎপন্ন্য বরবর্ণিনি । মমোপরি ন
 কর্তব্য্য নিরুদ্বিগ্না তব প্রিয়ে । পিতৃভূতব প্রভাবেণ
 লাঞ্জনং শশিনোহভবৎ ॥ ৩৮ ॥ ভাবিকার্মবশে
 দেবি দক্ষস্রাজ্যব্যতিক্রমাৎ । সমং বর্জয় তার্থ্যা-
 ভিকৃত্যুক্তঃ শশলাঞ্জনঃ ॥ ৪০ ॥ তথাক্যমস্তথা
 চক্রে ততঃ শপ্তঃ শশী প্রিয়ে । ইদং পৃষ্টন্তু যদেবি
 হয়া লাঞ্জনকারণম্ ॥ ৪১ ॥ কলেককলে পৃথক্ পৃথক্
 কারণৈরস্তি ভামিনি । অসংখ্যাতঞ্চ তদ্বক্তৃ শক্যং
 নৈব ময়া প্রিয়ে ॥ ৪২ ॥ অসংখ্যাতশ্চন্দ্রমসঃ সম্ভবন্তি
 পুনঃপুনঃ । বিনশন্তি চ দেবেশি সর্বমবশ্যাস্তরম্ ॥

যাহা আপনি করিতে না পারেন । হে মহেশ্বর !
 সোমের যে কলঙ্ক উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার কারণ
 কি ?—এবিষয়ে আমার জ্ঞায় সকলেরই সন্দেহ
 আছে । হে মহেশ্বর ! সেই কারণটা কি ?—
 তাহা আমাকে বলুন । অমৃতো, যাহার জন্ম, তাহার
 আবার কলঙ্ক হইল কেমন করিয়া ? হে দেব ! সেই
 চন্দ্রে আপনার প্রিয়, অথচ তাহার কলঙ্কও রহি-
 য়াছে ! ইহা একটা পরম কোতুহ্ল ! আপনি ইহার
 প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথ বলুন । প্রভু দেবদেব মহেশ্বর,
 পার্শ্বতীর এই কথা শুনিয়া প্রেমবশে পরম জীত-
 চিত্তে শৈলসুতাকে কহিতে লাগিলেন । ২৬—৩৮ ।
 ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি বরবর্ণিনি দেবি ! অদ্য
 তোমার এরূপ মহা আশঙ্কা জন্মিল কেন ? প্রিয়ে !
 আমার প্রতি কোন আশঙ্কা করও না, নিরুদ্বিগ্না
 হও । তোমার পিতার প্রভাবেই শশধরের এই
 কলঙ্ক জন্মিয়াছে । হে দেবি ! ভাবিকার্মবশে চন্দ্রে
 দক্ষের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা
 ঘটিয়াছে । দক্ষ শশধকে তার্থ্যাগণের প্রতি
 সমব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু শশী সে
 বাক্য প্রতিপালন করেন নাই ; সেইজন্ত অভিশপ্ত
 হইয়াছিলেন । হে দেবি ! তুমি যে চন্দ্রের
 কলঙ্কের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই
 কহিলাম । পরন্তু কলেককলে পৃথক্ পৃথক্
 পৃথক্ পৃথক্ কারণ জানিও । প্রিয়ে ! ইহার
 সংখ্যা করা যায় না ; স্মৃত্যং বলাও যায় না ।
 অসংখ্য চন্দ্রে পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া মরণাপন্ন হয় । হে

৪৩ । অসংখ্যাতাশ্চ কল্যাণ্য অসংখ্যাতাঃ পিতা-
মহাঃ । হরয়শ্চাপ্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥
কোটিকোটীযুতাত্ত্বত্রাশ্চাণ্ডানি মম প্রিয়ে । জল-
বুদ্বুদবদেবি সজ্ঞাতানি তু লীলয়া ॥ ৪৫ ॥ তত্রাহত্র
চতুর্বিজ্ঞা ত্রাশ্চাণে হরয়ো ভবাঃ । সৃষ্টাঃ প্রধানেন
তদা লক্ষা শতোক্ত-সন্নিধিঃ ॥ ৪৬ ॥ লয়ং চৈব
ভবাত্তোক্তমাদ্যন্তং প্রকরোতি চ । সর্গসংহার-
সংস্থানাং কর্ত্তা দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥ সর্গে চ
রজসা পুত্ৰঃ সৰ্ব্বহঃ পরিপালনে । প্রতিসর্গে
তমোযুক্তঃ সোহহং দেবি ত্রিধা স্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥
তস্মাদ্ভ্যাহেষরো ত্রাশ্চা অমণোহধিপতিঃ শিবঃ ।
সদাশিবো ভবোহুত্ৰাশ্চা সর্বাশ্চকো হতঃ ॥ ৪৯ ॥
স এব ভগবান্ কল্মে বিষ্ণুর্বিভজগৎপ্রভুঃ ।
অগ্নিরগ্নে বিমে লোকা অন্তর্বিশ্বমিদং জগৎ ॥ ৫০ ॥
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহা দেবি ত্রাশ্চাণ্ডেহগ্নিন্ মনস্বিনি । সংখ্যাভূ-
নৈব শক্যন্তে যে ভবিষ্যন্তি যে গত্যাঃ ॥ ৫১ ॥
অগ্নিন্ বারাহকল্মে তু বর্ত্তমানে মনস্বিনি । সড়-
তীতা মহাদেবি রোহিণীপতয়ঃ পুরা ॥ ৫২ ॥ সপ্তমো-

দেবেশি ! সর্ব মনস্তরেই পৃথক্ পৃথক্ চন্দ্র জন্মে ।
আর কল্মও অসংখ্য, ত্রাশ্চাও অসংখ্য এবং হরিও
অসংখ্য ; পরন্তু মহেশ্বরই একমাত্র । প্রিয়ে !
মদীয় লীলাক্রমে প্রকৃতি হইতে বারিবুদ্বুদবৎ
কোটী কোটি অযুত অযুত ত্রাশ্চাও জন্মিয়াছে ; সেই
সকল ত্রাশ্চাণ্ডে চতুরানন ত্রাশ্চা, বিষ্ণু ও রুদ্রও সৃষ্ট
হইয়াছেন । ইহারা পরস্পর আদ্যন্তক্রমে লয় প্রাপ্ত
হইয়া শঙ্কুসান্নিধ্য লাভ করেন । দেব মহেশ্বরই
সৃষ্টি-স্থিতিলয়ের কর্ত্তা । হে দেবি ! আমিই
সেই মহেশ্বর ; আমি সৃষ্টিকার্য্যে রজোগণযুক্ত, পালন
কার্য্যে সত্ত্বগণযুক্ত ও সংহার কার্য্যে তমোগণযুক্ত,—
এই ত্রিবিধ মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করি ।
এই জন্মই ত্রাশ্চা মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন, এবং শিব
ত্রাশ্চার অধিপতি হইলেও, এক সদাশিবকেই সেই
ত্রাশ্চা বিষ্ণু রুদ্রাদিরূপে নির্দেশ করা যায় । কলমঃ
ত্রাশ্চাকেই সর্বাশ্চক বলা যাঁইতে পারে, ত্রাশ্চাই ভগ-
বান্ রুদ্র ও সর্ব জগৎপাতা, বিষ্ণু । আমি মন-
স্বিনি ! এই ত্রাশ্চাওমধ্যেই এই পরিদুশ্চুমান
সচরাচর সমগ্র জগৎ বিরাজমান । ইহাতে যে
কত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে, এবং
আবার জন্মিবে, তাহার সংখ্যা করা যায় না
আমি মনস্বিনি মহাদেবি ! এই বর্ত্তমান বারাহ
কল্মে ইতঃপূর্বে ছয় জন চন্দ্র অতীত হইয়াছেন ;

হয়ঃ মহাদেবি বর্ত্ততেহমৃতসম্ভবঃ । দক্ষশাপেন যো
দেবি সড়কৌণো দৃষ্টতেহন্থন ॥ ৫৩ ॥ অধ দ্বিতীয়ে
সম্প্রাপ্তে পরাক্ষে চৈব বেদসঃ । তস্ত জিংশন্তমে
কল্মে পিতৃকল্মেতিবিজ্ঞতে ॥ ৫৪ ॥ স্বায়ম্ভুবোহুত্রে
প্রাপ্তে তুতস্তাদৌ স্বং সতী কিল । তস্মিন্ কালৈ
মহাদেবি যোহুদ্বদক্ষঃ পিতা তব ॥ ৫৫ ॥ প্রাপ্ত
প্রজাপতেজস্ম তস্ত দক্ষস্ত কীর্ত্তিতম্ । অগ্নিন্
মনস্তরে দেবি দক্ষঃ প্রাচেতসোহভবৎ ॥ ৫৬ ॥
অজ্ঞান্দক্ষিপাদকো ভবিষ্যত্যধুনা শ্রিয়ে । যুগে-
যুগে ভবন্ত্যেতে সর্কে দক্ষাদয়ো দ্বিজাঃ ॥ ৫৭ ॥
পুনশ্চৈব বিনশন্তে বিধাঃস্তত্রান মুহুতি । তস্তাপ-
মানাঃ দেবি দেহং তত্য়াক্থ বৈ পুরা ॥ ৫৮ ॥
তাবদ্বিযুক্তোহহং দেবি ত্বয়া যুক্তোহভবং পুরা ।
যাবৎবাহকল্মস্ত চাক্ষুসস্তান্তরং শ্রিয়ে ॥ ৫৯ ॥ এক-
বিংশো মনুশ্চাযং কল্মে বারাহসংস্রকে । কল্মে-
কল্মে মহাদেবি ভবেরামান্তরং তব ॥ ৬০ ॥ অগ্নিন
কল্মে তু বারাহে হিমবতশ্চসার্জিতৈ । সড়ুতা
পার্কীতী দেবি চাক্ষুসস্তান্তরে গতে ॥ ৬১ ॥ ত্রাশ্চাণে
দিনমেকং তু বগাসেন ভবাবধিঃ । স্বং বিযুক্তা
ময়া সার্কং দক্ষকোপেণ ভামিনি ॥ ৬২ ॥ তব

হে মহাদেবি । এক্ষণে যিনি বর্ত্তমান আছেন,—
দক্ষশাপে ক্ষীণাকারে যিনি পরিদৃষ্ট হন, ইনি
সপ্তম ১৩৯—৫৩ । বিধাতার দ্বিতীয় পরাক্ষ প্রারম্ভ
হইলে পিতৃকল্ম নামে বিখ্যাত জিংশন্তম কল্মের
স্বায়ম্ভুব মনস্তরের আদি কালে তুমি সতী নামে
প্রতিষ্ঠা ছিলে । হে মহাদেবি ! সেই সময়ে যিনি
দক্ষ নামে তোমার পিতা ছিলেন, প্রজাপতির
প্রাপ্ত হইতে তাঁহার জন্ম কীর্ত্তিত হয় । হে দেবি !
এই মনস্তরে কিন্তু দক্ষ প্রচেতার তনয়রূপে উৎপন্ন
হইয়াছেন । ইহার পর আবার প্রজাপতির দক্ষিণ-
সূত্ৰ হইতে দক্ষ জন্মিবেন । প্রিয়ে ! এই দক্ষাদি
দ্বিজগণ যুগে যুগেই জন্মগ্রহণ করেন, আবার
বিনাশপ্রাপ্ত হন । বিধান ব্যক্তি এ বিষয়ে মুগ্ধ
হন না । প্রিয়ে ! পূর্বে সেই দক্ষ অপমান করায়
তুমি তদুত্যাগ করিয়াছিলে । তারপর বারাহ
কল্মের চাক্ষুস মনস্তর পর্য্যন্ত আমি তোমার সহিত
বিযুক্ত ছিলাম । সেই পিতৃকল্মের স্বায়ম্ভুব মনু হইতে
এই বারাহকল্মের চাক্ষুস মনু একবিংশ পর্য্যায় ।
হে মহাদেবি ! কল্মেকল্মেই তোমার নাম পরি-
বর্ত্তন হয় । হে দেবি ! এই বারাহকল্মে চাক্ষুস
মনস্তরে হিমালয়ের উপত্যায় তমি প্রাহর্জুত

কোথেন যে শপ্তা ঋষয়ো বৈ ময়া পুরা। তেহপি
দেবি হয়। সাক্ষি জাতা বৈবস্বতেহস্তরে ॥ ৬৩ ॥
ভৃগুরক্ষিরা মরীচি পুলাস্ত্যঃ পুলাহঃ ক্রতুঃ। অত্রি
শ্বেব বসিষ্ঠশ্চ অষ্টৌ তে ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ॥ ৬৪ ॥
দক্ষশ্চ যজ্ঞে তে শপ্তাঃ পূর্বাঃ স্বায়ম্ভুবোহস্তরে।
জাতা দেবি পুনস্তে বৈ কল্লোহস্মিন্শ্চাক্ষুষে গতে ॥
৬৫ ॥ দেবশ্চ মহতো যজ্ঞে বাকীনাং বিজতস্তত্ত্বম্।
ব্রহ্মণো জুহ্বতঃ শুক্রমগ্নৌ পূর্বাং প্রজ্ঞপয়া ॥ ৬৬ ॥
ঋষয়ো জজ্ঞিরে পূর্বাঃ সূর্য্যবিষমপ্রভাঃ। পিতৃ-
স্তব সমীপে তে বরণায় তব প্রিয়ে। প্রস্থাপিতা
ময়া পূর্বাঃ তব্জা জানাসি সূত্রতে ॥ ৬৭ ॥ অথ কিং
বহ্ননোক্তেন বহ্নি তে প্রস্থমুত্তমম্। তৃতীয়ে তু
পর্য্যক্কেহস্মিন বর্তমানে চ বেদসঃ ॥ ৬৮ ॥ বেতকল্পাৎ
সমারভ্য যাবদ্বারাহগোচরম্। সমতীতাশ্চ যে
চন্দ্রোস্তান শূণ্ণ বরাননে ॥ ৬৯ ॥ চতুঃশতানি দেবেশি
যড়ুবিংশত্যাধিকানি তু। গতানি শীতরশ্মীনাং সপ্ত-
বিংশোহধুন প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥ বৈবস্বতেহস্তরে প্রাপ্তে

হইয়াছ। অগ্নি তামিনি! দক্ষকোপবশে ছয়
মাস ও ব্রহ্মার এক দিন যাবৎ তোমার সহিত
আমার বিয়োগ বিদ্যমান ছিল। হে দেবি!
তোমার জন্ত কোথবশে আমি পূর্বে যে সকল
ঋষিকে অভিশাপ দিয়াছিলাম, তাঁহারাও বৈবস্বত
মহন্তরে তোমার সহিতই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।
ভৃগু, অক্ষিরা, মরীচি, পুলাস্ত্য, পুলাহ, ক্রতু, অত্রি
ও বসিষ্ঠ, এই আট জন ব্রহ্মনন্দন পূর্বে স্বায়ম্ভুব
মহন্তরে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। হে দেবি! তাঁহারা
পুনরায় এই চাক্ষুষ মহন্তরে জন্মিয়াছেন। পূর্বে
মহাদেবের যজ্ঞস্থলে বাকীমূর্ত্তি ধরিয়া প্রজাকাম
নায় হোমপরায়ণ ব্রহ্মার শুক্রচ্যুতি ঘটিলে তাহা
হইতে সূর্য্যবিষম বালখিল্য নামক ঋষিগণ জন্ম
পরিগ্রহ করেন। প্রিয়ে! তোমার বরণ নিমিত্ত
আমি তাঁহাদিগকে তোমার শিতার নিকট প্রেরণ
করিয়াছিলাম। অগ্নি সূহতে! তাহা তো তুমি
জানই। বহু বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? তোমার
উত্তম প্রস্নের উত্তর করিতেছি। বিধাতার এই
বর্তমান দ্বিতীয় পূর্বাঙ্ককালে বেতকল্প হইতে বারাহ
কল্প পর্য্যন্ত যে সমস্ত চন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছেন,
অগ্নি বরাননে! তুমি তাঁহাদের কথা শুন। হে
দেবেশি! চারিশত যড়ুবিংশতি সংখ্যক চন্দ্র এ
যাবৎ অতীত হইয়াছেন, সপ্তাতি যে চন্দ্র আছেন,
হে প্রিয়ে! ইনি চারিশতসপ্তবিংশতিসংখ্যক।

যশ্চায়াং বর্ততেহধুনা। ত্রেতাযুগে তু দশমে দন্তা-
ত্রেয়পুরঃসরঃ ॥ ৭১ ॥ সপ্তাত্তো রোহিণীনাথো
যোহধুনা বর্ততে প্রিয়ে। তন্তোৎপত্তিঃ সঙ্গেন
বিকোন্ম্যাহুসস্তবান ॥ ৭২ ॥ দেহাবতারান্ ক্যামি
প্রারভ্যাপ্রথমান প্রিয়ে। পঞ্চমঃ পঞ্চদন্তাঃ স ত্রেতায়াঃ
তু বভূব হ ॥ ৭৩ ॥ মাক্ষাতাচক্রবর্তিহে তন্তো-
তথ্যপুরঃসরঃ। একোনবিংশত্রেতায়াং সর্ব্বকজাস্ত-
কোহভবৎ ॥ ৭৪ ॥ জমাদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্র-
পুরঃসরঃ। চতুর্বিংশে শুশে রামো বসিষ্টেন পুরো-
ধসা ॥ ৭৫ ॥ সপ্তমো রাবণস্তার্থে জজ্ঞে দশরথা-
ন্থজঃ। অষ্টমে দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পরাশরাৎ ॥
৭৬ ॥ বেদব্যাসস্ততো জজ্ঞে জাতুক্যাপুরঃসরঃ।
তত্রৈব নবমো বিষ্ণুরদিতোঃ কস্তাপান্থজঃ ॥ ৭৭ ॥
দেবক্যাং বসুদেবাত্তু ব্রহ্মগণপুত্রঃসরঃ। একবিং-
শতমস্তান্ত দ্বাপরস্তাংশসজ্জয়ে। নষ্টে ধর্ম্মে তদা
জজ্ঞে বিষ্ণুর্বিকুলে স্বয়ম্ ॥ ৭৮ ॥ কর্ণুঃ নন্দ্যব্যব-
স্থান্যনুরাগাং প্রণাশনঃ। পূর্ব্বজন্মানি বিষ্ণুঃ স
প্রমতির্নাম বীর্য্যবান ॥ ৭৯ ॥ গোত্রেন বৈ চন্দ্রমসঃ

৫৪—৭০। এই যে বৈবস্বত মহন্তরজাত চন্দ্র বিদ্যা-
মান আছেন, ইনি দশম ত্রেতাযুগে দন্তাজেয়ের
সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রিয়ে! এই রোহিণী-
পতির উৎপত্তিপ্রসঙ্গে তোমার নিকট বিষ্ণুর
মাহুসস্তব প্রধান প্রধান দেহাবতার সকল প্রারভা-
বধি কৌতুহল করিতেছি। ইনি পঞ্চমাবতার।
ত্রেতাযুগে মাক্ষাতার চক্রবর্ত্তিকালে উত্থ্য-
পুরঃসর ইহার জন্ম হয়। উনবিংশ ত্রেতায়
সর্ব্বকজিকান্তক জমদগ্ন্য রাম জন্মেন; তখন
বিশ্বামিত্র তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। ইনি
ষষ্ঠাবতার। চতুর্বিংশ ত্রেতাযুগে রাবণবধার্থ দশ-
রথনন্দন রাম প্রাহুর্ভূত হন। তখন বসিষ্ঠ তাঁহার
সহায় হইয়াছিলেন। ইনি সপ্তমাবতার। অষ্ট-
বিংশ দ্বাপরযুগে পরাশর হইতে বেদব্যাস
জন্মগ্রহণ করেন। তখন জাতুক্য তাঁহার সহায়
হইয়াছিলেন। ঐ যুগেই বিষ্ণুর কুরুকল্প নবম
অবতার হয়। তখন তিনি দেবকীরূপিণী অদি-
তির গর্ভে বসুদেবরূপী কস্তপের পুত্ররূপে প্রাহুর্ভূত
হন। গর্গরূপী ব্রহ্মাকে তখন তিনি সহায় করি-
য়াছিলেন। উক্ত দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় হইয়া-
ছিল; সেই জন্যই বিষ্ণু ধর্ম্ম রক্ষিকুলে জন্মগ্রহণ
করেন। অনুরগণের সংহারপূর্ব্বক ধর্ম্মবাবস্থা
বিধানই এই জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য। আগামী জন্মে

সন্ধ্যামিথে ভবিষ্যতি । কক্ষিক্ষয়শানাম পারা-
শর্যাপ্রাপবান্ ॥ ৮০ ॥ দশমো ভাবাসমুত্তো যাক্স-
বক্ষ্যপুঃসরঃ । অল্পকর্ষশ্চ বৈ সেনাং হস্ত্যশ্বরথ-
সঙ্কলান্ ॥ ৮১ ॥ প্রগৃহীতায়ুধৈর্কিপ্ৰভৃঃ শত-
সহস্রশঃ । নিঃশেবান শূদ্ররাজ্যস্তাংস্তদা স তু করি-
ষ্যতি ॥ ৮২ ॥ পাষণ্ডান্ স্নেহজাতাংশ্চ দহ্যাংশ্চৈব
লহস্রশঃ । নাত্যর্থঃ ধার্মিক্যে যে চ ব্রহ্মরক্ষসিঃ
কচিৎ ॥ ৮৩ ॥ প্রবৃন্তচক্রে বলবাক্ষ্যরাণামস্তকো
বলী । অদৃষ্টঃ সর্বভূতানাম্ পৃথিবীং বিচরিস্যতি ॥
৮৪ ॥ মানবস্ত তু সোহংশেন দেবস্ত ভুবি বৈ প্রভুঃ ।
ক্ষপয়িত্ব তান সর্বান ভাবিনার্গেন নোদিতান্ ।
গজায়মন্বায়োর্ধ্যো নিষ্ঠাং প্রাপ্যতি সারুগঃ ॥ ৮৫ ॥
ততো ব্যতীতে ককৌ তু সামাহ্যে সহসৈনিকে ।
নৃপেখপি ॥ ৮৬ ॥ তদাহ প্রহরাঃ প্রজাঃ ॥ ৮৬ ॥
রক্ষণে বিনিবৃতে চ হস্তা চাত্তোত্তমাহবে । পরস্পর-
হতাত্মাশ্চ নিরাক্রন্দাঃ সূত্ৰযিতাঃ ॥ ৮৭ ॥ কৌণে
কলিযুগে চাম্বিন্ বশবর্ষসহস্রকে । সন্ধ্যাংশে তু
নিঃশেষে কৃতং বৈ প্রতিপৎসতি ॥ ৮৮ ॥ যদা
চন্দ্রে সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্যাবৃহস্পতী । একরশৌ

কলির সন্ধ্যাংশকালে বিষ্ণু চান্দ্রমস গোজে প্রমতিরূপে
জন্মিবেন । ইনি বীর্ষ্যবন্তা ও বেদব্যাস সম অসা-
মান্য মনীষিতা গুণে কক্ষি, ও বিষ্ণুশ্যন নামে
খ্যাতিলাভ করিবেন । এখনও ইহাঁর জন্ম হয়
নাই । যাক্সবক্ষ্য ইহাঁর সহায় হইবেন । ইনি
দশমাবতার । ইনি তখন হস্ত্যশ্বরথসঙ্কলান সেনা
ও প্রভূতায়ুধধারী হজগণের সহিত পর্যটন-
পূর্বক তদানীন্তন সমস্ত শূদ্র রাজাদিগকে নিঃশেষ-
রূপে নিহত করিবেন । এতদ্বিত্ত সহস্র সহস্র
পাষণ্ড, স্নেহ, দম্ভ, অতি অধার্মিক ও বেদব্রাহ্মণ-
দেবী মানব তৎকর্তৃক নিহত হইবে । বলবান্
প্রমতি সসৈন্তে সর্ব ভূমণ্ডলে সর্বভূতের অদৃষ্টরূপে
বিচরণ করত পুরগণের অন্ত সাধন করিবেন । প্রভু
প্রমতি দেবাস্তসমুদ্র মানবগণের সাহায্যে ভূতলে
সেই সমস্ত পূর্বকর্মহত হুজ্জনগণকে সংহার করিয়া
বীর অল্পগগন সহ গজা-যমুনীর মধ্যে নিষ্ঠা প্রাপ্ত
হইবেন । কক্ষি অমাত্যও সৈন্তসহ এইভাবে
অতীত, এবং সমস্ত রাজগণ বিনষ্ট হইলে পর,
তখন প্রজাগণ রক্ষকহীন হইয়া হুণ্ডিতচিত্তে
ক্রন্দনপরায়ণ ও পরস্পর বিবাদ করিয়া হতাহত
হইতে থাকিবে । দশসহস্র বর্ষান্তে সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ
সহ কলিযুগ নিঃশেষরূপে প্রকট হইলে পুনরায়

সমেষ্যন্তি প্রপৎসন্তি তদা কৃতম্ ॥ ৮৯ ॥ অভি-
জিহ্বাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্মরী । মুহূর্ত্তো বিজয়ো-
নাম যত্র জাতো জনর্দ্দিনঃ ॥ ৯০ ॥ দেব্যাঘাচ ।
নোক্তঃ যথাবদখিলং ভৃগুশাপবিচেষ্টিতম্ । পূর্বা-
বতারায়ৈ ক্রুহি নোক্তপূর্বান মহেশ্বর ॥ ৯১ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । যদা তু পৃথিবী ব্যাঘ্রা দানবৈর্কলবন্তরৈঃ ।
ততঃ প্রভৃতি শাপেন ভৃগুনৈমিত্তিকেন হ ॥ ৯২ ॥
জজ্ঞে পুনঃপুনর্বিষ্ণুঃ কর্ণুং ধর্মব্যবস্থিতম্ । ধর্মী-
ন্নারায়ণঃ সাধ্যঃ সমুচ্চ্যাপ্তসুবেহস্তরে ॥ ৯৩ ॥ যজ্ঞঃ
প্রবর্ত্তয়ামাস স চ বৈবশ্বতেহস্তরে । প্রাহুর্ভাবে তদা
তস্ত ব্রহ্মা ॥ সৌংপুরোহিতঃ ॥ ৯৪ ॥ চতুর্থাং তু
যুগাখ্যায়মপারেষু সুরৈষিহ । সমুদ্রঃ স সমুদ্রাত্তে
হিরণ্যকশি পার্শ্বধে । ত্রিতীয়ে নরসিংহোহকৃচ্ছ্রস্তস্ত
পুরঃসরঃ ॥ ৫ ॥ লোকেষু বলিসংস্থেযু ত্রেতায়াং সপ্তমে
যুগে ॥ ৯৬ ॥ দৈত্যৈঃ সৈন্যলোকা আক্রান্তে তৃতীয়ে
বামনোহভূবৎ । সংক্ষিপ্যামানমন্বেষু বৃহস্পতি-
পুরঃসরঃ ॥ ৯৭ ॥ ত্রেতাযুগে তু দশমে দস্তাদ্রেয়ে

সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে । যখন চন্দ্র ও সূর্য্য এবং
পুষ্যা ও বৃহস্পতি এক রাশিগত হইবেন, তখনই
সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে । ভগবান্ জনর্দ্দিন
যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন অভিজিৎ নক্ষত্র,
জয়ন্তীনারা শর্মরী, এবং বিজয় নামক মুহূর্ত্ত বিদ্যা-
মান ছিল । ৭১—৯০ । দেবী কহিলেন,—হে মহে-
শ্বর! আপনি ভৃগুশাপবৃন্তান্ত যথাবৎ সমস্ত বলেন
নাই, আর ভগবানের অবতারের মধ্যে পূর্বাভার
সকল যাহা পূর্বে আমাকে বলেন নাই, তৎসমস্ত
বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—যখন পৃথিবী বলবন্তর
দানবগণ কর্তৃক ব্যাঘ্রা হইয়া পড়ে, ভগবান্ তখন
তখনই ভৃগুশাপনিমিত্ত দৈত্যাবিনাশাধ পুনঃপুনঃ
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন । ইনি ধর্ম হইতে
চান্দ্রমসবস্তরে সাধ্য এবং নারায়ণ নামে প্রাহুর্ভূত
হইয়া বৈবশ্বতে মনস্তরে লোকে যজ্ঞপ্রবর্ত্তন করিয়া-
ছিলেন । এই জন্মে ব্রহ্মা তাঁহার সহায় হইয়া-
ছিলেন । চতুর্থযুগে হিরণ্যকশি ২ কর্তৃক দেবগণ
নিপীড়িত হইলে তিনি তাঁহার সংহারার্থ সমুদ্র
হইতে নরসিংহরূপে প্রাহুর্ভূত হন । এই জন্মে
কৃষ্ণদেব তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন । ইহা ত্রিতীয়া-
বতার । সপ্তম ত্রেতাযুগে যখন লোকত্রয় বলিদৈত্য
কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, তখন তিনি আশ্বমুর্তি
গোপন সহকারে ধর্মাকারে জন্মপরিগ্রহ করেন ।
তৎকালে বৃহস্পতি তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন ;

বভূব হ। নষ্টে ধর্ম্মে চতুর্থাংশে মার্কণ্ডেয়পুরঃসরঃ।
এতে দিব্যাবতার্য্য বৈ মনুয্যো কথিতাঃ পুরা ১৮২।

ইতি জীর্ণান্দে জীবন্তাবতারবর্ণনং নানৈকো-
বিংশোছধ্যায়ঃ ১৯।

বিংশোছধ্যায়ঃ।

ঐশ্বর উবাচ। অথ দৈত্যাবতারানাং ক্রমো হি
কথ্যতে পুনঃ। ত্রৈলোক্যশিখু রাজা বর্ষাপামবর্ষ-
বভৌ ১। তথা শতসহস্রাণি যানি কানি বিসপ্ত-
তিম্। অশীতিঞ্চ সহস্রাণি ত্রৈলোক্যে তৎসং-
হতবৎ ২। সৌভ্যাহস্ততিরাজস্তাশ্চ পঞ্চা-
মেধিকে ৩। উপক্ৰিষ্টাসনং যত্নং হোতুরথে
ত্রিগুণম্। নিষসাদ স গর্ভোহত্র হির্ন্যকশিপু-
স্ততঃ ৪। শতবর্ষসহস্রাণাং তপশ্চক্রে সুহৃৎসরম্।
দশবর্ষসহস্রাণি দিত্যা গর্ভে স্থিতাঃ পুরা ৫।
হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যঃ শ্লোকো গীতঃ প্রাতননঃ।
রাজা হিরণ্যকশিপুর্থাং যামাশাং নিরীকতে ৬।
তস্তাং তস্তাং দিশি সুরা নমস্কৃত্যঃ সহর্ষিতিঃ।
পর্য্যয়ে তস্ত রাজাভুবলিবর্ধার্কুণঃ পুনঃ ৭।

ধর্ম্মের চতুর্থাংশ নষ্ট হইলে দশম জ্যোতিষগে
দত্তাজ্ঞেয়রূপে অবতীর্ণ হন। মার্কণ্ডেয় তখন
ঐহার সহায় হইয়াছিলেন। মনুয্য লোকে এই
সকল দিব্যাবতার হয়, ইহা পূর্বেই কথিত হই-
য়াছে। ১১-১৮।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

ঐশ্বর বলিলেন,—অধুনা দৈত্য-অবতারের
ক্রম বলিতেছি। হিরণ্যকশিপু এক অর্কুণ এক
লক্ষ অশীতি সহস্র বিসপ্তি বৎসর কাল ত্রৈলোকে
রাজত্ব করেন। তিনি কল্পের অষ্টমধ যজ্ঞে
সৌভ্যাহে হোতার নিমিত্ত কল্পিত হিরণ্যর আসনে
উপবিষ্ট হন। অনন্তর শতবর্ষসহস্র সুহৃৎসর তপো-
নিরত থাকেন। তিনি পূর্বে দশ সহস্র বৎসর
যাবৎ দিতির গর্ভে অবস্থিতি করেন। দৈত্যগণ
হিরণ্যকশিপুবিষয়ক এইরূপ প্রাচীন শ্লোক কীর্ত্তন
করে যে, রাজা হিরণ্যকশিপু যে যে
দিকে দৃষ্টিনিষ্কেপ করিত, সেই সেই দিকে
সুরগণ ঋগিগণের সহিত নমস্কার করিতেন।
ত্রৈলোক্যশিখুর বংশোৎপন্ন বলি এক অর্কুণ,

সহস্রাণি ত্রিংশক নিযুতানি চ। বলে
রাজ্যাধিকার্য্য যাবৎকালঃ বভূব হ ৮। প্রহ্লাদো
নিগৃহীতোহত্মাবৎকালঃ তথা সুরৈঃ। ইন্দ্রাদয়স্তে
বিখ্যাতা অনুরান জয়ুরোজসা ৯। দৈত্যাসং-
মিহং সর্গমাগীদশযুগঃ কিল। অসপত্নঃ ততঃ সর্ক-
মষ্টাদশযুগঃ পুনঃ ১০। ত্রৈলোক্যমিদমব্যগ্রঃ
মহেশ্বের তু পালিতম্। জ্যোতিষগে তু দশম্যে
কার্ত্তবীৰ্য্যো মহাবলঃ ১১। পঞ্চাশীতিসহস্রাণি
বর্ষাণাং বৈ নরাদিগঃ। স সপ্তরত্নবান সম্রাট
চক্রবর্তী বভূব হ ১২। যৌপেয় সপ্তসু স বৈ
ধক্তী চর্ম্মা শরাসনৌ। রথী রাজা সানুচরো
যোগাচ্ছোরানপশ্চত ১৩। প্রনষ্টজব্যতা যন্ত
অন্নপান ভবেন্নপাং। চতুর্ঘুগে অতিক্রান্তে মনৌ
হেফাদশে প্রভৌ ১৪। অর্দ্ধাবশিষ্টে তস্মিৎ
ছাপয়ে সপ্তবর্ষিতে। মানবস্ত নরিষ্যস্তো হানৌ
পুত্রো মনঃ কিল ১৫। নবমস্তস্ত দায়াদভূগবিন্ধু-
রিতি স্মৃতঃ। জ্যোতিষগুণে রাজা তৃতীয়ৈ সঘচ্চুব
হ ১৬। তস্ত কস্তা ভিলবিলা রূপেণাপ্রতিমাতবৎ।
পুলস্ত্যায় স রাজবিস্তাং কস্তাং প্রত্যাগাদয়ৎ ১৭।
ঋগিরৈলবিলা যস্তাং বিজবাঃ সমপদ্যত।
তস্ত পত্ন্যচতস্রাং পৌলস্ত্যকুলমণ্ডনাঃ ১৮।

ষষ্টি সহস্র, ত্রিংশ নিযুত বৎসর রাজত্ব করিয়া-
ছিলেন। বলি যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ
ততদিন দেবগণ কর্ত্তক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। ঐ
সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ বলপ্রয়োগে অনুরদিগকে
নিহত করিয়াছিলেন। দশ যুগ কাল যাবৎ এই
সময় চর্য্যচর নিখিল বিশ্ব দৈত্যময় হইয়াছিল।
অনন্তর মহেশ্ব অষ্টাদশযুগ এই অসপত্ন বিশ্ব-রাজ্য
পালন করেন। দেবেশ্বের পর দশম জ্যোতিষগে
মহাবল কার্ত্তবীৰ্য্য পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর সমগ্র
ধরায় আধিপত্য করেন। তিনি সপ্তরত্নবান চক্র-
বর্তী রাজা ছিলেন। সপ্তরীপে তিনি ধক্তী, চর্ম্মা,
শরাসনৌ রক্ষী, ও সানুচর হইয়া বিচরণ করিতেন।
তিনি যোগবলে চোর ধরিতে পারিতেন। মানব-
গণ তাঁহাকে অন্ন করিলেই নষ্ট জব্য পুনরায়
প্রাপ্ত হইত। মনুপুত্র নরিষ্যক, তৎপুত্র মন, ইহার
নবম দায়াদ ভূগবিন্ধু; ইনি তৃতীয় জ্যোতিষগুণে
রাজা হন। ইহার কস্তা ভিলবিলা, ইনি অপ্রতিম-
রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। রাজর্ষি ভূগবিন্ধু ইহাকে
পুলস্ত্যের করে অর্পণ করেন। ১-১৭ ঋগি ঐলবিলা
বিজবা ইহার গর্ভে উৎপন্ন হন। পৌলস্ত্যকুলের

বৃহস্পতিঃ শুভা কস্তা নামা বৈ দেববর্ণিনী । পুষ্পোৎ-
কটা চ বীক। চ উভে মাল্যবতঃ স্মৃতে ॥ ১৯ ॥
কৈকসী মালিনঃ কস্তা তস্তাং দেবি শৃণু প্রজাঃ ।
জ্যেষ্ঠঃ বৈশ্রবণঃ তস্ত স্মৃবে বরবর্ণিনী ॥ ২০ ॥
অষ্টদংষ্ট্রঃ হরিচ্ছ্রজঃ শঙ্কুকর্ণং বিলোহিতম্ । স্বপাদং
ব্রহ্মবাহু পিঙ্গলং শুচিভূষণম্ ॥ ২১ ॥ ত্রিপাদং তু
মহাকাশং স্থলশীর্ষং মহাহস্তম্ । এবংবিধঃ স্মৃতং দৃষ্টা
বিরূপং রূপতন্তদা ॥ ২২ ॥ তদা দৃষ্টাত্রবীন্তঃ তু
কুবেরোহয়মিতি স্বয়ম্ । কুৎসায়াং কিত্তি শব্দোহয়ং
শরীরং বেরমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ কুবেরঃ কুশরীর-
জ্ঞানাত্মা তেন চ সোক্তিতঃ । তস্ত ভাৰ্য্যাভবচ্ছিক্তিঃ
পুত্রস্ত নলকুবেরঃ ॥ ২৪ ॥ কৈকস্তজনয়ৎ পুত্রং রাবণং
রাক্ষসাদিধম্ । শঙ্কুকর্ণং দশগ্রীবং পিঙ্গলং রক্ত-
মূৰ্দ্ধজম্ ॥ ২৫ ॥ বশুপাদং বিশ্ণুভূজং মহাকাশং
মহাবলম্ । কালাঞ্জননিভকৈব দংষ্ট্রিণঃ রক্তলোচ-
নম্ ॥ ২৬ ॥ রাক্ষসেনোজসা যুক্তং রূপেণ চ বলেন
চ । নিসর্গাদ্ধারুণঃ ক্রুরো রাবণাজীবণঃ স্মৃতঃ ॥
২৭ ॥ হিরণ্যকশিপুস্তাসৌ স রাজা পূৰ্ব্বজয়নি ।
চতুৰ্গুণানি রাজা তু তথা দশ স রাক্ষসঃ ॥ ২৮ ॥
পঞ্চ কোটীশ্চ বর্ষণাং সংখ্যাভাঃ সংখ্যায়া প্রিয়ে ।
নিযুতান্তেকযষ্টিঞ্চ সংখ্যাবন্তিরুদ্ধদাহতম্ ॥ ২৯ ॥

অলঙ্কৃতিস্বরূপ ইহার চারি পত্নী ছিল। ইহাদের
চারি জনের মধ্যে একজন বৃহস্পতির কস্তা নাম—
বেদবর্ণিনী। পুষ্পোৎকটা ও বীক। ইহারা উভয়ে
মাল্যবানের স্মৃতা। আর কৈকসী মালীর কস্তা।
ইহার সন্তান-সন্ততির কথা শ্রবণ কর। বরবর্ণিনী
কৈকসী, বিশ্রবাস জ্যেষ্ঠপুত্র বৈশ্রবণকে উৎপাদন
করে। বৈশ্রবণ অষ্টদংষ্ট্র হরিচ্ছ্রজ, শঙ্কুকর্ণ,
'বিলোহিত', স্বপাদ, ব্রহ্মবাহু, পিঙ্গল, শুচিভূষণ,
ত্রিপাদ, মহাকাশ, স্থলশীর্ষ, ও মহাহস্ত,
হইয়াছিল। বিশ্রবা এতাদৃশ রূপ পুত্রকে দেখিয়া
বলিয়াছিলেন,—এ যে কুবের,—‘কু’ শব্দের
অর্থ কুৎসা, আর ‘বের’ শব্দের অর্থ শরীর,
কুৎসিত শরীর সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার
নাম রক্তিত হইল কুবের। কুবেরের
ভাৰ্য্যার নাম বুদ্ধি ও পুত্রের নাম নলকুবের।
কৈকসী রাক্ষসাদীশ রাবণকে প্রসব করে। রাবণ,
শঙ্কুকর্ণ, দশগ্রীব, পিঙ্গল, রক্তমূৰ্দ্ধজ, বশুপাদ,
বিশ্ণুভূজ, মহাকাশ, মহাবল, কালাঞ্জননিভ,
দন্তর ও রক্তলোচন ছিল। রাবণ বলে ও রূপে

যষ্টিকৈব সহস্রাণি বর্ষণাং স হি রাবণঃ । দেবতানা-
মৃষণাঞ্চ ঘোরং কৃষা প্রজাগরম্ ॥ ৩০ ॥ ত্রেতাযুগে
চতুর্বিংশে রাবণস্তপসঃ ক্রয়াৎ । রামং দাশরথিং
প্রাপ্য সগগং ক্রয়মেষিবান্ ॥ ৩১ ॥ ‘যোহসৌ দেবি
দশগ্রীবঃ সচ্ছবান্নিমর্দনঃ । দমঘোষস্ত রাজর্ষেঃ
পুত্রো বিশ্ব্যতপৌকরঃ ॥ ৩২ ॥ ঋতজ্রাবায়াং চৈদ্যন্ত
শিতপালো বহুব হ । রাবণং কুন্তকর্ণ কস্তাং
শূর্ণধাং তথা ॥ ৩৩ ॥ বিভীষণং চতুর্ধক কৈকস্ত-
জনয়ৎ স্মৃতান্ । মনোহরঃ প্রহস্তচ মহাপার্বঃ
থরস্তথা ॥ ৩৪ ॥ পুষ্পোৎকটায়ান্তে পুত্রাঃ কস্তা
কুন্তীনসী তথা । ত্রিশিরা দূষণচৈব বিহ্যজ্জিহ্ব-
স রাক্ষসঃ কষ্টেকা শ্রামিকা নাম বীকায়াঃ প্রসবঃ
স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥ ইত্যেতে ক্রুরকর্ম্মাণঃ পোলন্ত্যা
রাক্ষসানব । বিভীষণো বিভূজাশ্চ দশমঃ পরি-
কৌর্ভিতঃ ॥ ৩৬ ॥ পুলহস্ত যুগাঃ পুত্রাঃ সর্ষে ব্যালাচ
দংষ্ট্রিণঃ । ভূতাঃ পিশাচাঃ সর্পাশ্চ শূকরা হস্তিন-
স্তথা ॥ ৩৭ ॥ অনপত্যঃ ক্রতুর্হাস্মিন স্মৃতো
বৈবস্বতেহস্তরে । অত্রেঃ পত্ন্যো দশেবাসন্ স্মৃদ্যন্ত
পতিব্রতাঃ ॥ ৩৮ ॥ ভদ্রাশ্চ ব্রতচ্যন্তা জ্ঞাত্রে দশ
চাপরয়াঃ ৩৯ ॥ ভদ্রা শূদ্রা চ মদ্রা চ জলদা নলদা
তথা । উর্গা পূর্ণা চ দেবেশি যা চ গোপুচ্ছলা স্মৃতা ॥

রাক্ষসেরই উপযুক্ত ছিল। সে পাঁচ কোটি এক
যষ্টি নিযুত, যষ্টি সহস্র বর্ষ কাল যাবৎ রাজ্য ভোগ
করত দেবতা ও ঋষিগণের মহৎ ক্রেশ উৎপাদন
করিয়া তপঃক্রয়নিবন্ধন অবশেষে চতুর্বিংশ ত্রেতা-
যুগে দাশরথি রামের হস্তে সবংশে নিধন প্রাপ্ত
হয়। হে দেবি! এই যে অরিমর্দন দশগ্রীবের কথা
বলা হইল, এই দশগ্রীব রাজর্ষি দমঘোষের বিখ্যাত-
পৌত্র পুত্র, ঋতজ্রাবাণ্ডজাত চৈদ্যরাজ শিতপাল-
রূপে জন্মিয়াছিল। কৈকসী রাবণ, কুন্তকর্ণ শূর্ণধা
ও বিভীষণ এই চারি সন্তান প্রসব করে। মনোহর,
প্রহস্ত, মহাপার্ব ও থর, ইহারা পুষ্পোৎকটার পুত্র,
আর তাহার কুন্তীনসী কস্তা। ত্রিশিরা, দূষণ, বিহ্য-
জ্জিহ্ব, কস্তা শ্রামিকা, এই সকল সন্তান বীকা প্রসব
করে। ৩৮—৩৯। এই পুলহস্তকুলসমুত রাক্ষসবংশ-
ধরগণ সকলেই ক্রুরকর্ম্মী ছিল; কিন্তু বিভীষণের
অন্তঃকরণ অতি নির্মল ছিল। পুলহের পুত্র
যুগগণ, ভূত, পিশাচ, সর্প, শূকর ও হস্তিগণ
সকলেই ব্যাল, দংষ্ট্রী। মুনিবর, ক্রতু অনপত্য
ছিলেন। অজির দশ পত্নী। ইহারা সকলেই
স্মৃদরী ও পতিব্রতা ছিলেন। ভদ্রা হইতে
ব্রতচ্যন্তে দশ অপরা জন্মে। তাহাদের নাম—

৪০ । তথা তামরসা নাম দশমী রক্তকোটিকা ।
এতাসক্ মহাদেবি খাতো ভর্তা প্রভাকরঃ ॥ ৪১ ॥
স্বর্ভান্না হতে সূর্যো পতিভেদ্বিন্ দিবো মহীম্ ।
তমোহতিভূতে লোকেহস্মিন্ প্রভা যেন প্রবর্তিতা ॥
৪২ ॥ স্বাস্ত ত্বেতি চৈবোক্তঃ পত্নিহ দিবাকরঃ ।
ব্রহ্মর্ষেচনাত্তন ন পশ্যত যতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ
প্রভাকরেভ্যক্তো প্রভুরেবং মহর্ষিভিঃ । ভদ্রায়াং
জনয়ামাস সোমং পুত্রং যশস্বিনম্ ॥ ৪৪ ॥ বিধিমান
ধর্মপুত্রস্ত সোমো দেবো বরম্ সঃ । শীতরশ্মিঃ
সমুৎপন্নঃ কৃত্তিকানু নিশাকরঃ ॥ ৪৫ ॥ পিতা সোমস্ত
বৈ দেবি জ্ঞেহেজ্জিগবানুবিঃ । তাদ্রিঃ সর্গ-
লোকেশঃ কৃতা যো নয়নে স্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥ কক্ষণা
মনসা বাচা শুভান্তেব সমাচরৎ । কাঠকুণ্ডাশিলাভূত
উর্দ্ধবাহুর্হাছাতিঃ ৪৭ ॥ সূর্যস্তরং মৈ তপন্তেন
তপ্তং মহৎ পুরা । জৌগি বর্ষসহস্রাধি দিব্যানি
সূরসুন্দরিঃ ॥ ৪৮ ॥ তন্তোর্জরতসন্তত্র স্থিতস্মা-
নিমিষস্ত হ । সোমঃ বপুর্দ্রাপেদে মহাবুদ্ধে
বৈ শুভে ॥ ৪৯ ॥ উর্দ্ধমাক্রমে তস্ত সোম-
সন্তাবিতান্ননঃ নেত্রাভ্যাং সোমঃ সূত্রাব দশধা

ভদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, নলদা, জলদা, উর্ণা, পূর্ণা, গো-
পুচ্ছলা, তামরসা, ও রক্তকোটিকা । হে মহাদেবি !
ইহাদেব ভর্তা প্রভাকর । তাম্র স্বর্ভান্ন কর্তৃক নিহত
হইয়া অপরতল হইতে ক্ষিতিতলে পতিত হইলে
জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, এই সময় তিনিই আবার
প্রভা প্রবর্তিত করেন । তিনি পতিত হইতে থাকিলে
ব্রহ্মর্ষিগণ “স্বস্তি তেহম্” বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ
করেন, তাহাতে তিনি আর পতিত হন না, প্রভা
বিকিরণ করিতে থাকেন, এই কারণেই তিনি
প্রভাকর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । ধর্মপুত্র
অংশুমালী ভদ্রায় যশস্বী পুত্র সোমকে উৎপাদন
করেন । এই সোম একজন ঋষ্ট দেবতা । আর
যিনি শীতরশ্মি নিশাকর, তিনি কৃত্তিকায় উৎপন্ন
হন । ইহার পিতা ভগবান্ অত্রি ঋষি । ভগবান্
অত্রি সর্বলোকেশ সোমকে নয়নে ধারণ করিয়া
কায়-মনো-বাক্যে জগতের মঙ্গল-সাধন করেন
তিনি পূর্বে কাঠকুণ্ড ও শিলাভূত হইয়া উর্দ্ধদিকে
বাহুযুগল প্রসারণ করত দিব্য ত্রিসূত্র বৎসর
সূর্যস্তর তপস্তা করিয়াছিলেন । উর্দ্ধরেতা
অত্রি যখন অনিমিষনয়নে তপোনিরত
থাকেন, তখন তাঁহার শরীর সোমরূপ প্রাপ্ত হয় এবং
তাহা উর্দ্ধদেশ আক্রমণ করে । তাঁহার নেত্রদ্বয়

দ্যোতয়ন্ দিশঃ ॥ ৫০ ॥ তদগর্ভঃ বিধিনাধীষ্টা
দিশো দশ দধুস্তদা । সমেত্য ধারয়ামাসুর্ন
চ ধর্ম্মশরুবন ॥ ৫১ ॥ স তাত্যঃ সহস্রবেহ
দিগ্ভ্যোগর্ভস্ত শাশ্বতঃ । পশ্যত ভাবয়ন্তো কান্
শীতাংশুঃ সর্বভাবনঃ ॥ ৫২ ॥ যদা ন ধারণে
শক্তাস্তস্ত গর্ভস্ত তাঃ স্ত্রিয়ঃ । ততস্তাত্যঃ স
শীতাংশুর্নিপশ্যত বসুন্ধরাম্ ॥ ৫৩ ॥ পতিতঃ
সোমমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । রথমারোপয়া-
মাস লোকানাং হিতকাময়াম্ ॥ ৫৪ ॥ স তদেব ময়া
দেবি ধর্ম্মাখং সত্যশক্রমঃ । যুক্তো বাজিসহস্রেন
সিতেন সূরসুন্দরি ॥ ৫৫ ॥ তাম্রনিপতিতে দেবি
পুত্রেহজ্ঞেঃ পরমাশ্রমি । তুর্ধ্বব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ
সপ্ত যে ঋতাঃ ॥ ৫৬ ॥ তথৈবাক্রিরসঃ সর্গে
ভৃগোশ্চৈবাজ্ঞাস্তথা । ঋগুভিঃ সামভিঃশ্চৈব
তথৈবাক্রিরসৈরপি ॥ ৫৭ ॥ তস্ত সংস্রুয়মানস্ত
ভেজঃ সোমস্ত ভাষতঃ । আপ্যায়মানঃ লোকাংজীন্
ভাসয়ামাস সর্বশঃ ॥ ৫৮ ॥ স তেন রথমুখ্যেন
সাগরাস্তাং বসুন্ধরাম্ । ত্রিঃসপ্তকুহোহতিঘণা-
শ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৫৯ ॥ তস্ত যচ্চাপি তত্তেজঃ
পৃথিবীমথপদ্যত । ওষধাস্তাঃ সমুৎপন্নাস্তেজসা

হইতে সোমরশ্মি দশধা ভিন্ন হইয়া এবং দশদিক্
উদ্ভাসিত করিয়া ক্ষরিত হয় । বিধির ইচ্ছিতে
তখন দিকসমূহ সোমরশ্মিনিচয়কে গর্ভে ধারণ
করে । দিক্ সকল সকলে মিলিয়া সোমকে গর্ভে
ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই । সূত্রাঃ এই গর্ভ যখন
সর্বলোক আলোকিত করিয়া পতনোন্মুখ হইল,
দিগজনাগণ তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইল না,
তখন শীতরশ্মি অগত্যা ধরাতলে পতিত হইলেন
পতিত হইতে দেখিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোক-
হিতকামনাও তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন ।
তখন ভগবান্ সোম আমার সহিত সিতবাজি-
সহস্রযুক্ত হইয়া ধর্ম্মার্থ অবস্থান করিতে
লাগিলেন । হে দেবি ! অত্রিপুত্র এইরূপে নিপ-
তিত হইলে তখন ব্রহ্মার সপ্ত মানস-পুত্র, আক্রিরস-
গণ, এবং ভৃগুপুত্রগণ তাঁহাকে আধর্ষণমন্ত্র দ্বারা স্তব
করিতে লাগিলেন । তাঁহারা স্তব করিতে থাকিলে
তাঁহার ভেজ ত্রিলোক উদ্ভাসিত ও আপ্যায়িত
করিল । ৩৬—৪৮ । তিনি বিধাতৃপ্রদত্ত রথে আরো-
হণ করিয়া একবিশতি বার সাগরাস্তা দ্বারা প্রদ-
ক্ষিণ করিলেন । তাঁহার ভেজ পৃথিবীতে প্রসর্পিত

জলয়ন পুনঃ ৬০ । তাভির্জিনোহয়ং লোকঃ
প্রজাটৈশ্চ চতুর্বিধাঃ । ওষধিঃ কুলপাকান্তাঃ কণাঃ
সপ্তদশ স্মৃতাঃ ৬১ । ব্রীহয়শ্চ যবশ্চৈব গোধূমা
অণবন্তিলাঃ ৬২ । প্রিয়ঙ্গুঃ কোবিদারশ্চ কোর-
দূষাঃ সতীনকাঃ । মাষা মুগা মসুরাশ্চ নিস্পাৰাঃ
সকুলথকাঃ ৬৩ । আঢ্যাক্ষণকশ্চৈব কণাঃ
সপ্তদশ স্মৃতাঃ । ইত্যোতা ওষধীনাঃ চ গ্রাম্যাণাঃ
জাতয়ঃ স্মৃতাঃ ৬৪ । ওষধ্যো যজ্ঞয়াটৈশ্চ
গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ । ব্রীহয়শ্চ যবশ্চৈব গোধূমাস্তণ-
বন্তিলাঃ ৬৫ । প্রিয়ঙ্গুশ্চ ইত্যোতে সপ্তমাশ্চ
কুলথকাঃ । শ্রামাকাস্থ নীবারা জর্জিলাঃ
গবেযুক্কাঃ ৬৬ । উরুবিন্দা মর্কটকাস্থা বেণুযবশ্চ
যে । গ্রাম্যারণ্যাস্থা হোতা ওষধ্যশ্চ চতুর্দশ ৬৭ ।
তৃণশুল্লতা বীকধল্লীশুল্লাদি কোটিশঃ । এতেষা
মধিপশ্চল্লো ধায়য়ত্যাখিলং জগৎ ৬৮ ।
জ্যোৎস্নাভির্ভগবান্ সোমো জগতো হিতকাম্যয়া ।
ততস্তস্মৈ দদৌ রাজ্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মাবদাং বরঃ ৬৯ ।
বীজৌষধীনাং বিপ্রাণাং মন্ত্রাণাঞ্চ বরাননে । সো-
হভিষিক্তো মহাতেজা রাজা রাজো নিশাকরঃ ৭০ ।
ত্রীম্লোকান্ ভাবদীপ্যাস্তভাসা ভাস্বতাং বরঃ ।
তং সিনী চ কুহুশ্চৈব হ্রাতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ ৭১ ।

হইল, ঐতেজে ওষধি সকল জন্মিল, এবং ওষধি
সকল তেজে প্রজলিত হইতে লাগিল । চতুর্বিধ
প্রজা এই সকল ওষধি প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই
আনন্দিত হইল । কল পাকিলে যাহা মরিয়া যায়,
তাহাকে ওষধি বলে । কলা সপ্তদশ প্রকার ; যথা,
ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কোবিদার,
কোরদূষ, সতীনক, মাষ, মুগা, মসুর, নিস্পার,
কুলথ, আঢ্যাক্ষ, চণক । এই গ্রাম্য ওষধি জাতি
গ্রাম্যারণ্য ওষধি যজ্ঞাই এবং উহা চতুর্দশ
প্রকার ; যথা, ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল,
প্রিয়ঙ্গু, কুলথ, শ্রামাক, নীবার, জর্জিল, গবেযুক,
উরুবিন্দা, মর্কটকা, ও বেণুযব । এই চতুর্দশটি
ওষধি গ্রাম্যারণ্য । তৃণ, শুল্ল, লতা, বীকধ, ব্লী
ও শুল্লা, ইহাদেরও অধিপতি সোম । তিনিই
লোকাহিত কামনায় জ্যোৎস্না বিতরণ করিয়া জগৎ
পোষণ করিতেছেন । ভগবান্ ব্রহ্মা বীজৌষধি,
বিপ্র, ও মন্ত্র, সকলের রাজা করিয়া সোমকে
অভিষিক্ত করিলেন । অভিষিক্ত হইয়া তিনি স্বীয়
কিরণ বিতরণ করিয়া ত্রিজগৎ আপাণিত করিতে
লাগিলেন । সিনী, কুহু, হ্রাতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু,

কীর্তি, ধৃতি লক্ষ্মী নব দেব্যঃ সিন্ধেবিরে ।
সপ্তবিংশতিরিন্দোহ দাক্ষায়ণ্যো মহাব্রহ্মাঃ ৭২ ।
দদৌ প্রাচেতসো দক্ষো নক্ষত্রাণীতি ষা বিহুঃ ।
স তৎপ্রাপ্য মহাজ্ঞান্য সোমঃ সোমবতাং বরঃ ৭৩ ।
সমাজজ্ঞে রাজস্বয়ং সহশ্রশতদক্ষিণম্ । হিরণ্যগর্ভ-
শ্চোদগাত্য ব্রহ্মা ব্রহ্মস্বমেয়িবান্ ৭৪ । সদন্তস্ত
ভগবান্ হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ । সনৎকুমারপ্রমুখৈ-
র্যদৈত্বব্রহ্মাধিভূতঃ ৭৫ । দক্ষিণামদদাৎ সোম-
হ্রীম্লোকাং বরাননে । তেভ্যো ব্রহ্মাধিমুখ্যেভ্যাঃ
সদন্তস্তস্য বৈ ভূতে ৭৬ । প্রাপ্যাবত্থমব্যগ্রঃ
সর্বদেবর্ষিপুঞ্জিতঃ । অতিরাজতি রাজেন্দ্রো দশধা
ভাবয়ন দশঃ ৭৭ । তেন তৎপ্রাপ্য দুপ্রাপ্য-
মৈশ্বর্ধ্যম্ভোজাতিঃ । স এবং বর্ততে চন্দ্রশ্রোত্রেয়
ইতি বিহুতঃ ৭৮ ।

তি ত্রীক্ষান্দে চন্দ্রোৎপত্তিবর্ণনং নাম
বিংশোহধ্যায়ঃ ২০ ।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ । ঋতং সর্বমশেষেণ চন্দ্রশ্রোৎপত্তি-
কারণম্ । চিহ্নং যথাভবন্তস্ত সাস্ত্রভ্যং তৎপ্রকীর্তয় ।

কীর্তি, ধৃতি লক্ষ্মী, এই নব দেবী তাঁহার
সেবা করিতে লাগিলেন । প্রাচেতস দক্ষ স্বীয়
সপ্তবিংশতি কস্তা—যাহারা নক্ষত্র বলিয়া অখ্যাত
হয়, তাহাদিগকে চন্দ্রের করে অর্পণ করিলেন ।
তিনি তাহাদিগকে লাভ করিয়া সহশ্রশত-
দক্ষিণ রাজস্বয় যজ্ঞ করিতে লাগিলেন ।
তাঁহার এই যজ্ঞে হিরণ্যগর্ভ উদগাতা, ব্রহ্মা
এবং ভগবান্ নারায়ণ, সনৎকুমার প্রমুখ
আদ্য ব্রহ্মাধিগণের সহিত সদন্ত হইলেন ;
দ্বিজরাজ সোম এই যজ্ঞে ব্রহ্মাধিমুখ্য সদন্তগণকে
ম্লোক দাক্ষিণ্য প্রদান করিলেন । তিনি অবত্থ
স্নাত হইয়া দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া দীপ্তি পাইতে
লাগিলেন । এইরূপে তিনি দুপ্রাপ্য ঐশ্বর্ধ্য লাভ
করিয়া পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন । ৭২—৭৮ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে দেব ! আমি-সকলোভাবে
চন্দ্রোৎপত্তিবরণ গ্রহণ করিলাম, অধুনা তাঁহার

১। ঈশ্বর উবাচ। ব্রহ্মপুত্র পুত্র দেবি দক্ষো নাম
সুতোহভবৎ। প্রজাঃ সৃজ্যতি উদিতঃ পুরুঃ
দক্ষঃ বরভূবা। ২। যষ্টিঃ দক্ষোহসৃজৎ কন্তা
বৈরিণ্যাঃ বৈ প্রজাপতিঃ। দদৌ স দশ ধর্মায়
কণ্ঠপায় জ্যোদশ। ৩। সপ্তবংশতি সোমায়
চতস্রোহরিষ্টনেমিনে। ৪। যেষ্টেব ভৃগুপুত্রায় যেষ্টে
কৃশায়া ধীমতে। ৫। যেষ্টেবোজিরসে তদ্বক্তাসাং
নামানি বিস্তরাৎ। ৬। যেষ্টেব দেবি মাতৃণাং
প্রজাবিস্তরমাদিতঃ। ৭। মরুতভ্যো ব. জামী
লভা ভাহুরকৃতভ্যো। সত্ত্বা চ মুহূর্তা চ সাধ্যা
বিশা চ চুভামিনি। ৮। ধর্মপত্ন্যাঃ সমাখ্যাঃ দক্ষঃ
প্রাচেতসো দদৌ। অদিতিদ্ভিত্তিদ্ভিঃ অরিষ্টা
সুরসৈব চ। ৯। সুরভির্জিনতা চৈব নারায়
ক্লোদবশা ছিল। কজাষয়া বসুতদ্বক্তাসাং
পুত্রান বদামি বৈ। ১০। বিবেদেবোহ বিবাহাঃ সাধ্যা
সাধ্যানজীজনৎ। মরুতভ্যো মরুতভ্যো বসোহ
বসবস্তথা। ১১। ভানোহ ভানবস্তেন মুহূর্তায়াং
মুহূর্তকাঃ। লঘায়াং ঘোষনামানো নাগবীথি
জামিজা। ১২। সত্ত্বায়াং সত্ত্বো ধর্মপুত্রা দশ
স্মৃতাঃ। আপো এবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানলো-
হনিঃ। ১৩। প্রভাসশ্চ প্রভাসচ বসবোহষ্টৌ

গাঁজের কলক-চিহ্নের বৃত্তান্ত আপনি কীর্তন করুন।
ঈশ্বর বলিলেন,—পূর্বে ভগবান ব্রহ্মার এক পুত্র
হয়, তাহার নাম দক্ষ প্রজাপতি। ব্রহ্মা তাঁহাকে
প্রজা সৃষ্টি করিতে বলেন। তিনি বৈরিণীতে
যষ্টিকন্তা সৃজন করিলেন। এই কন্তাসকলের মধ্যে
দশটী ধর্মকে, জ্যোদশটী কণ্ঠপকে, সপ্তবংশতি
সোমকে, চারিটী অরিষ্টনেমিকে, দুইটী ভৃগুপুত্রকে,
দুইটী কৃশাষকে, এবং দুইটী অজিরাকে, প্রদান
করেন। ইহাদের নাম ও প্রজাসৃষ্টির কথা বলি-
তেছি এবং কর। মরুতভ্যো, বসু, জামী, লঘা, ভাহু,
অরুতভ্যো, সত্ত্বা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও বিশা। এই
কন্তাগণকে তিনি ধর্মপত্নীকে অর্পণ করেন।
অদিতি, দিতি, দম্ব, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা
ক্লোদবশা, ইলা, কজ, ষিষা ও বসু,—এই সকল
কন্তাপুত্রের পুত্রগণের কথা বলিতেছি। বিশ্বদেবগণ
বিশ্বায়, সাধ্যগণ সাধ্যাতে, মরুদগণ মরুতভ্যোতে,
বসুগণ বসুতে, ভাহু সকল ভাহুতে, মুহূর্ত সকল
মুহূর্ততে, ঘোষগণ লঘাতে, নাগবীথি সকল
জামিতে, সত্ত্বগণ সত্ত্বাতে উপনিহত হয়। ইহারা
ধর্মের পুত্র। আপ, এব, সোম, ধর্ম, অনল, অনিল,

প্রকীর্ণিতাঃ। আপস্ত পুত্রা বৈদগ্যঃ শ্রমঃ শান্তো
ধনিস্তথা। ১৪। এবশ্চ পুত্রো ভগবান কালো
লোকপ্রকালনঃ। সোমস্ত ভগবান শরো এবশ্চ
গৃহবোধনঃ। ১৫। হতহব্যবহৃৎশ্চৈব ধরস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ
মনোজবোহনিলস্তাসীদবিজ্ঞাতগতিস্তথা। ১৬।
দেবলো ভগবান যোগী প্রভাসস্তাভবন স্মৃতাঃ।
বৃহস্পতেষু ভগিনী ভুবনা ব্রহ্মবাদিনী। ১৭।
প্রভাসস্ত তু সা ভাৰ্য্যা বহুনা মষ্টমস্ত চ। বিশ্বকর্ম্মা
স্মৃতস্ত শিরকর্তা প্রজাপতিঃ। ১৮। তুমিতানাং
তু সাধ্যানাং নামাস্তেতানি বিচীতে। মনো-
হরমস্তা প্রাণশ্চ নরোহপানশ্চ বোধবান। ১৯।
ভক্তির্যোহনঘশ্চৈব হংসো নারায়ণস্তথা। বিষ্ণুশ্চৈব
প্রভুশ্চৈব সাধ্যা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ। ২০। কণ্ঠপস্ত
প্রবক্ষ্যামি সন্তাতঃ বরবার্ণনি। অংশো ধাতা ভগবন্তা
মিজোহথ বরুণোহর্যমা। ২১। বিবস্বান সবিতা
পুষা হংসমান বিষ্ণুরেব চ। এতে সহস্রকিরণা
আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ। ২২। অজৈকপাদবীর্ভুর্যো
বিরূপাক্ষোহথ রৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ জ্যোতকশ্চ
সুরেশ্বরঃ। ২৩। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ শিনাকী
চাপরাজিতঃ। এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ
গণেশ্বরঃ। ২৪। দিতিঃ পুত্রদ্বয়ঃ লেভে কণ্ঠপাধল-
গন্ধিতম। হিরণ্যকশিপুঃ শ্রেষ্ঠঃ হিরণ্যাকঃ

প্রভাস, প্রভাস, ইহারা অষ্টবসু। বৈদন্ত্য, শ্রম,
শান্ত, ও ধনি ইহারা আপের পুত্র। লোকপ্রকালন
ভগবান কাম কবের পুত্র। শর, এব ও গৃহবোধন
অনলের পুত্র। হতহব্যবহৃৎশ্চৈব ধরস্ত্রিবিধ পুত্র। অবি-
জ্ঞাতগতি মনোজব অনিলের পুত্র। ভগবান যোগী
দেবল প্রভাসের পুত্র। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী
ভুবনা অষ্টম বসু প্রভাসের ভাৰ্য্যা। প্রভাসের পুত্র
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বকর্ম্মা। অতঃপর তুভিত সাধ্য-
গণের নাম বলিতেছি। যথা,—মনঃ, অহুমস্তা,
প্রাণ, নর, অপান, ভক্তি, ভয়, অনঘ, হংস,
নারায়ণ, বিষ্ণু, প্রভু, এই দ্বাদশ প্রকার
সাধ্য। অতঃপর কণ্ঠপের সন্ততিগণের কথা
বলিতেছি। অংশ, ধাতা, ভগ, ষ্টা মিজ, বরুণ,
যম, বিবস্বান, সবিতা, অংশমান ও বিষ্ণু ইহারা
সহস্রকিরণ দ্বাদশ আদিত্য। অজৈকপাদ, অহি-
বীর্ভা, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, জ্যোতক, সুরে-
শ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, শিনাকী, ও অপরাজিত এই
একাদশ জন গণেশ্বর রুদ্র। ১—২৪। দিতি কণ্ঠপ
হইতে দুই বল-গন্ধিত পুত্র লাভ করেন। তাহা-

তথাহুজম্ ॥ ২৩ ॥ হিরণ্যকশিপোদৈতৈঃ শ্লোকো
গীতঃ পুরাতনৈঃ ॥ ২৪ ॥ রাজা হিরণ্যকশিপুর্ধা
য়ামাশাং নিরীকতে । ততাত্ততাং দিশি সুরা
নমস্কৃৎস্বহর্ষিতঃ । হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চযারঃ
সুমহাবলাঃ ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদঃ পূর্বজন্তেবামহুহ্লাদ-
ন্ততঃ পরঃ । হ্রাদশ্চৈব হ্রদশ্চৈব পুত্রাশ্চৈতে
প্রকীর্ষিতাঃ ॥ ২৬ ॥ উভৌ সুনন্দোপসুনন্দৌ তু
হ্রদপুত্রৌ বভূবতুঃ । হ্রাদস্ত পুত্রেষু কোহভূমুক
ইত্যভিধিকৃতঃ ॥ ২৭ ॥ মারীচঃ সুনন্দপুত্রস্ত
তাড়কায়ামজায়ত । দণ্ডকে নিহতঃ সোহয়ঃ রাঘবেণ
বলীয়াস ॥ ২৮ ॥ মুকো বিনিহতস্তাপি কৈরাতে
সব্যাসিনি । সংহ্রাদস্ত তু দৈত্যস্ত নিবাতকবচাঃ
কুলে ॥ ২৯ ॥ তিস্রঃ কোট্যস্ত বিখ্যাতা নিহতাঃ
সব্যাসিণা । গবেষ্ঠী কালনেমিস্ত জন্তো বকল এব
চ ॥ ৩০ ॥ জন্তঃ যতোহহুজন্তেযাং স্মৃতাঃ প্রহ্লাদসুনবঃ
শুভশ্চৈব নিশুভস্ত গবেষ্ঠিনঃ স্মৃতৌ স্মৃতৌ ॥ ৩১ ॥
ধনুকশ্চাসিলোমা চ শুভপুত্রৌ প্রকীর্ষিতৌ ।
বিরোচনস্ত পুত্রস্ত বলিরেকঃ প্রতাপবান ॥ ৩২ ॥
হিরণ্যকশ্মতাঃ পঞ্চ বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ । অঙ্ককঃ
শকুনিশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥ মহানাভস্ত
বিক্রান্তো ভূতসন্তাপনস্তথা । শতং শতসহস্রাণি

দেব নাম হিরণ্যাক ও হিরণ্যকশিপু । হিরণ্যাক
কনিষ্ঠ । হিরণ্যকশিপু সত্বে প্রাচীন দৈত্যগণ এক
শ্লোক কীর্জন করেন ; যথা,—রাজা হিরণ্যকশিপু যে
যে দিক্ অবলোকন করেন, সুরগণ ও মহর্ষিগণ
সেই সেই দিকে নমস্কার করেন । হিরণ্যকশিপুর
চারি মহাবল পুত্র যথা—প্রহ্লাদ, অহুহ্লাদ, হ্রাদ,
ও হ্রদ । প্রহ্লাদ সকলের জ্যেষ্ঠ ; অপর ত্রয়ের
লিপিক্রমে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদি জানিবে । সুনন্দোপ-
সুনন্দ উভয়ে হ্রদপুত্র । হ্রাদের এক পুত্র ; নাম মুক ।
মারীচ সুনন্দপুত্র ; তাড়কায় জন্ম গ্রহণ করে ।
রাঘব দণ্ডকারণ্যে তাহাকে নিহত করেন । মুক
কৈরাতে সব্যাসচিকর্ষুক নিহত হয় । সংহ্রাদের
কুলে তিনকোটি নিবাতকবচ জয়গ্রহণ করে, সব্য-
সচি ইহাদিগকেও বধ করিয়াছিলেন । গবেষ্ঠী,
কালনেমি, জন্ত, বকল, জন্ত, ইহার প্রহ্লাদপুত্র ;
জন্ত সর্বকনিষ্ঠ । শুভ-নিশুভ গবেষ্ঠীর পুত্র ।
ধনুক ও অসিলোমা শুভ-পুত্র । বিরোচনের
একমাত্র সন্তান বলি । হিরণ্যাকের মহাবল-পর-
ক্রান্ত পাঁচপুত্র ; নাম—অঙ্কক, শকুনি, কালনাভ,
মহানাভ, বিক্রান্ত, ও ভূতসন্তাপন । কল্পপের শত,

নিহতাস্তারকাময়ে ॥ ৩৪ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তা কল্পপাৰ্বয়সত্ততিঃ । যথা ব্যাণ্ডঃ জগৎসর্গঃ
সদেবাসুরমাহুযম্ ॥ ৩৫ ॥ অথ যাঃ কল্পকা কল্পাঃ
সত্তবিশ্চতিরিন্দবে । তাসাং মধ্যে মহাদেবি ৳ জিহ্না
তস্ত চ রোহিণী ॥ ৩৬ ॥ অথ নক্ষত্রনাশস্ত তাসাং
মধ্যেহতিব্রজতা । বভূব রোহিণী দেবি প্রাণেভ্যো-
হপি গরীয়সী ॥ ৩৭ ॥ সর্গান্তাঃ সম্প্রতিজ্য
রোহিণ্যা সহিতো রহঃ ॥ রেমে কামপন্নীতাস্তা
বনেষুপবাসম্ ৳ ৩৮ ॥ অথ তাঃ কুংসম্পন্নঃ পত্ন্যাঃ শেষা
যশস্বিনী জগুস্ত শরণং দক্ষং বচনং চেন্দমক্ৰবন ॥
৩৯ ॥ সো সর্গা অতিক্রম্য রোহিণ্যা সহ যোদতে ।
সংবৎসর হস্তং তু ক্রীড়মানো যথাসুখম্ ॥ ৪০ ॥
অবশিষ্টাঃ ৳ বড়াবংশমলিনা বিগতজিহ্নাঃ । পাণি-
গ্রহণমার্য্য রোহিণ্যা সহ চন্দ্রমাঃ ॥ ৪১ ॥ সংবৎ-
সরসহস্রস্ত জা-ভ্যোকাঃ স শরীয়সী । পরিত্যক্তা
বয়ং তাত্ শশিনা দোষবর্জিতাঃ ॥ ৪২ ॥ স রেমে
সহ রোহিণী অস্মাকমসুখপ্রদঃ । অস্মাকং কুং-
দধানাং শ্রেয়োহতো মরণং ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥ তাসাং

শতসহস্র, বংশধর তারকাময় সময়ে কাল-কবলিত
হইয়াছে । এই আমি সংক্ষেপে যথাজ্ঞান কল্পপ
সত্ততি বলিলাম । ইহার সদেবাসুর-মাহুয সমস্ত জগৎ
ব্যাপিয়া আছে । দক্ষ চন্দ্রকে যে সত্তবিশ্চতি
কল্প প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রোহিণী-
কেই চন্দ্র স্নেহ করিতেন । সর্গপত্নীর মধ্যে
রোহিণীই তাঁহার ব্রজতা ও প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী
ছিলেন । তিনি অপর সকল পত্নীকে পরিত্যাগ
করিয়া কেবল রোহিণীকে লইয়াই কামভাবে রম্য-
দেশ, কন্দর-গুহা ও বন-উপবনে রমণ করিতেন ।
একসময় একদা তাঁহার অপর পত্নীগণ কুংখের কথা
শিতাকে গিয়া জানাইলেন । বলিলেন,—তাত !
ভগবান্ সোম আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া
রোহিণীর সহিত আমোদপ্রমোদ করেন । তিনি
বর্ষসহস্রকাল তাঁহার সহিতই সুখে বিহার করিতে-
ছেন ॥ ২৩-৪০ ॥ দেখুন, আমরা মলিনা বিগতজিহ্ন হইয়াছি ।
পানিগ্রহণের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য বর্ষ
সহস্রকাল যাবৎ চন্দ্রমা একরাত্রির জায় রোহিণীর
সহিত অবস্থান করিতেছেন । আমাদের কোন
অপরাধ নাই, তথাপি তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন ।
তিনি রোহিণীর সহিতই রমণ করিতেছেন, ইহা
আমাদের যারপর নাই কুংখের কারণ হইয়াছে ।

তখনেঃ ঋষাঃ হুংখার্তানং প্রজাপতিঃ । ব্রহ্মতেজঃ-
সমায়ুক্তঃ পুত্রীম্নেহেন কর্তিতঃ । অগাম যজ্ঞ
খল্বেশো বচনং চেনমব্রবীৎ ॥ ৪৪ ॥ সমং বর্তম
কস্তানু মামকানু নিশাকর । অস্তথা দোষভাগী
যং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ তন্ত তচ্চেনং ঋষা
লজ্জয়াবনতঃ স্থিতঃ । বাচমিত্যেব খল্বেশ্রো
দকন্ত পুরতোহব্রবীৎ ॥ ৪৬ ॥ অন্যপ্রভৃতি বিপ্রর্থে
সমং বর্তয়িতাম্যহম্ । পুত্রীভিঃ সত্যং বৈ
শপেহহং শপথেন তে ॥ ৪৭ ॥ এবং প্রতিজ্ঞাসঃ-
যুক্তে নিশানাথে তদাখিকে । সর্বা রূপে সংযুক্তা-
স্তস্ত কস্তা নিবেদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ দক্ষঃ স্বভরনং গম্বা
নির্যুতিং পরমাং গতঃ । চন্দ্রোহপি পার্বদোব
রোহিণ্যাঃ নিরতোহভবৎ ॥ ৪৯ ॥ সম্মতিতাজ্য
তাঃ সর্বাঃ কামোপহতমানসঃ । অথ যজ্ঞ তাঃ
সর্বাঃ দক্ষং বচনমব্রবম্ ॥ ৫০ ॥ মলিনাঃ ক্রশা
ল্যস্ত দীনাঃ সর্বা বিচেতসঃ । ততো দৃষ্টা তথারূপঃ
দক্ষো মোহযুগাগতঃ ॥ ৫১ ॥ লক্ষসংজ্ঞাঃ পুনঃ
সোহপি ক্রোধোদ্ধততনুহঃ । উবাচ সর্বাঃ স্বাঃ
পুত্রীঃ কিমিখং মলিনাঘরাঃ । কিমিদং নিম্প্রভাঃ
সর্বাঃ কথয়ধ্বং যমানঘাঃ ॥ ৫২ ॥ অনুরান সাহু-

অধুনা আমাদের মরণই জ্ঞেয় । কস্তাগণের এতা-
দৃশ হুংখাবর্তী শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মতেজোযুক্ত প্রজাপতি
ব্রহ্মবশতঃ জামাতা চন্দ্রের নিকট গমন করি-
লেন; বলিলেন,—হে নিশাকর! তুমি আমার
কস্তাগণে সম ব্যবহার কর । অস্তথা তুমি দোষ-
ভাগী হইবে, সংশয় নাই । তাহার এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া চন্দ্র লজ্জায় অধোবদন হইলেন । এবং
ধীরে ধীরে বলিলেন,—আচ্ছা, আমি অদ্য হইতে
আপনার কস্তাগণের উপর সম ব্যবহার করিব;
শপথ করিয়া বলিতেছি । নিশানাথ এই কথা কহিলে
দক্ষ তাঁহার সমগ্র রূপবতী কস্তাকে তাঁহার নিকট
নিবেদন করিয়া হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন ।
চন্দ্রও এদিকে পুনরায় সকলকে পরিত্যাগ
করিয়া বধাপূর্বক রোহিণীতেই রত হইলেন । পুনরায়
চন্দ্রপত্নীগণ পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া
ঘথাবৎ বলিল । দক্ষ কস্তাগণকে মলিনা ক্রশা
দীনা, ও বিচেতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ।
কিঞ্চকাল পরে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন ।
ক্রোধে তাঁহার গাঞ্জরোম কণ্টকিত হইল ।
তিনি সজ্ঞাথে বলিলেন,—হে পুত্রী-গণ!
কিজন্য তোমাদিগকে মলিনবেশা ও নিম্প্রভা
দেখিতেছি বল । অগ্নি পুত্রীগণ! অদ্য আমি

গাংষ্টেব যে চাক্তে সুরসন্তমাঃ । অন্য শাপহতান
পুত্রাঃ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ এবমুক্তা
দক্ষেণ সর্ভান্তাঃ সমুদৈরয়ন্ ॥ ৫৪ ॥ ন চাস্মাকং
নিশানাথ স্বতুমাজমপি প্রোতো । প্রযচ্ছতি
পুনস্তেন যুগ্মংপাৰ্শ্বঃ সমাগতাঃ ॥ ৫৫ ॥ অনাদৃত্য তু
তে বাক্যং রোহিণ্যাঃ নিরতো রহঃ । মেমে
কামপরীতাঃ অস্মাকং শোকবর্দ্ধনঃ ॥ ৫৬ ॥
তাসাং তচ্চেনং ঋষা দক্ষঃ কোপযুগাগতঃ । গম্বা
চন্দ্রং মহাদেবি শশাপ প্রমুখে স্থিতম্ ॥ ৫৭ ॥
অনাদৃত্য হি মে বাক্যং যস্মাৎ রোহিণীরতঃ ।
সত্যজ্য পুত্রীচাস্মাকং শেষা দোষেণ বর্জিতাঃ ।
তস্মাদ্যস্মা শরীরং তে গ্রসিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু যস্মা পরতপুজিকে । দক্ষেণ
তু সমাদিষ্টস্তস্ত কায়ং সমাবিশৎ ॥ ৫৯ ॥ যস্মগা
গ্রস্তকায়োহসৌ কয়ং যাতি দিনেদিনে ॥ ৬০ ॥
এবং সোমস্ত দক্ষেণ রুতশাপো গতপ্রভঃ । পপাত
বসুধাং দেবি নিক্ষেপ্তো রোহিণীযুতঃ ॥ ৬১ ॥
লক্ষসংজ্ঞো মুহূর্তেন রোহিণীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥
দেবি কার্ধ্যং কিমধুনা ত্বংপিত্রা শাপিতো হুহম্ ।
কয়কুর্ভেন সংযুক্তঃ কিং কয়োম্যধুনা প্রিয়ে ॥ ৬৩ ॥

অনুর মাহুত ও অস্তান্ত যে সকল জাতি আছে,
সকলকেই শাপ-দণ্ড করিব । সংশয় নাই ।
দক্ষ এই কথা বলিলে কস্তাগণ বলি-
লেন,—নিশাকর স্বতুকালেও আমাদের নিকট
আগমন করেন না, এজন্য আমরা আপনার নিকট
অগমন করিয়াছি । নিশাকর আপনার বাক্যে
অনাদর করিয়া কামভাবে সর্ভদাই রোহিণীতে
রত থাকিয়া আমাদের ঋণ বর্দ্ধন করিতেছেন ।
কস্তাগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষ অত্যন্ত
কুপিত হইলেন এবং সত্তর চন্দ্র সন্নিধানে গমন
করিয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন । তিনি বলিলেন,—
আমার বাক্য অনাদর করিয়া অপর সকলকে পরি-
ত্যাগপূর্বক যে হেতু তুমি রোহিণীতে রত হইয়া
রহিয়াছ, অতএব এই অপরাধে তোমায় যস্মা গ্রাস
করিবে, ইহা অস্তথা হইবার নহে ॥ ৫৩-৫৮ ॥ অতিশাপের
পর হইতে দক্ষবাক্যে যস্মা চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ
করিল । যস্মরোগগ্রস্ত হইয়া চন্দ্র দিন দিন কয়
পাইতে লাগিলেন । এইরূপে দক্ষশাপে চন্দ্র নিক্ষেপ্ত
হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্তকাল
মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া রোহিণীকে বলিলেন,—
দেবি ! এজন্য আমি করি কি ? তোমার পিতা শাপ

এবমুক্তা যোহিী তু বাপব্যাকুললোচনা । দক্ষশাপ-
হন্তং দৃষ্টা সোমং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৪ ॥ যেন শাপস্ত
তে দন্তস্তমেব শরণং ব্রজ । স তে শাপতিকৃতস্ত
নুনং শ্রেয়ো বিধাত্তি ॥ ৬৫ ॥ লম্পাসে তৎ-
প্রসাদাৎ প্রভাৎ পুরোচিভাৎ শুভাম্ ॥ ৬৬ ॥
য়োহিণ্যা বচনং শ্রুত্বা গতো দক্ষসমীপতঃ । চন্দ্রঃ
প্রোবাচ বিনম্রাঙ্গাপব্যাকুললোচনঃ ॥ ৬৭ ॥ কুরুষাঙ্ক-
গ্রহং দক্ষ প্রসন্নেনান্তরাশ্রম । কোপং ত্যজ মহর্ষে
ঐ মমোপরি দয়াং কুরু ॥ ৬৮ ॥ অয়া ক্রোধ-
পরীতেন কারণে বাক্যকারণে । অমুক্ষপ্যাং চ মে
কুত্বা কার্যং শাপস্ত মোক্ষণম্ ॥ ৬৯ ॥ বিদিতং
তু মহাভাগ শপ্তোহহং যেন কর্ণণা । কুরুষাঙ্ক-
গ্রহং দক্ষ মম দীনস্ত যচনঃ ॥ ৭০ ॥ এবং
বিলম্বমানস্ত সোমস্ত তু মহাশ্বনঃ । অমুগ্রহে
মতিং কুত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭১ ॥ দক্ষ উবাচ ।
ময়া শাপহন্তঃ সোম জাতুং শক্যো ন দৈবতৈঃ ।
যদ্যদব্রবীম্যহং সোম তন্তুথেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭২ ॥
আয়ুঃ কর্ম চ বিস্তং চ বিদ্যা নিধনমেব চ । পুষ্ক-
স্থষ্টানি যাচ্ছেব সন্তবন্তি হি তানি বৈ ॥ ৭৩ ॥

দিয়াছেন, আমি কয় ও কুঠখুক হইয়াছি;
হে প্রিয়ে! এখন আমি করি কি? স্বামীর এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া যোহিণী ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,
—হে প্রভো! আপনাকে যিনি শাপ দিয়াছেন,
আপনি তাঁহারই শরণ গ্রহণ করুন । তিনিই
আপনার শ্রেয়োবিধান করিবেন । আপনি
তাঁহারই প্রসাদে পূর্বের স্তায় কান্তিলাভ করিবেন ।
প্রিয়র এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্র দক্ষসমীপে
উপস্থিত হইয়া ব.প-পর্বাঙ্কুল নেত্রে বলিলেন,—
হে ভাত! প্রশম অন্তঃকরণে আপনি আমার প্রতি
অমুগ্রহ করুন; আপনি কোপ! পারত্যাগ করিয়া
দয়া করুন । হে দেব! কারণ থাকুক বা না থাকুক,
অমুগ্রহপূর্বক আপনি আমার শাপ-মোচন করুন ।
যে কারণে আপনি আমায় শাপ দিয়াছেন, তাহা
অবশ্যই আপনি বিদিত আছেন, অথবা আমার
প্রার্থনা এই যে, আপনি এ দীনের প্রতি কৃপা
করুন । সোম এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে
মহাভাগ দক্ষ তাঁহাকে কমা করিতে মনস্থ করিয়া
বলিলেন,—হে সোম! আমি শাপ দিলে দেব-
গণও তাহাকে জ্ঞাপ করিতে সক্ষম নহেন; সুতরাং
আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অবশ্যজ্ঞাবী; ইহাতে
কোন সংশয় নাই । দেখ,—আয়, কর্ম, বিস্ত,

অমুরাশি অরাস্তেব যে চাত্তে যক্ষরাবাসাঃ । সর্কে-
হপি শক্তা ন জাতুং বর্জয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৭৪ ॥ এষ
শাপো ময়া দন্তোহমুগ্রহীযতি শকরঃ । নাত্যজাতুং
ভবেচ্ছকো বিনা পশুপতিং তবম্ । তব লীভতরং
গচ্ছ সমরাদায় শকরম্ ॥ ৭৫ ॥ ন শক্যোহন্তঃ
পুনশ্চন্দ্রঃ কর্তুঃ ঐয়ং নির্মলঃ পুনঃ । বর্জয়িত্বা
মহাদেব শিতিকর্ষমুপাতিম্ ॥ ৭৬ ॥ দক্ষস্ত চ বচঃ
শ্রুত্বা কৃতাজলিপুটঃ হিতঃ । প্রত্যাচ তদা সোমঃ
প্রহষ্টেনান্তরাশ্রম । ৭৭ ॥ ভগবন যদি তুটৌহাস
মম ভবন্তু সুব্রতে । অমুগ্রহে কৃত্য বুদ্ধিস্তদা-
চক্ষুঃ শিবঃ ॥ ৭৮ ॥ কশ্মিন্ স্থানে ময়া দক্ষ
জষ্টব্যোহসৌ মহেশ্বরঃ । তৎস্থানানি চরিয়ামি
যানি তা বদস্ব মে ॥ ৭৯ ॥ দক্ষ উবাচ । শৃণু
সোম প্রায়েন শ্রুত্বা চৈবাবধারণয় । বাক্যীং দিশ-
সাগরানুপসন্নিধৌ ॥ ৮০ ॥ কৃতস্মরস্তাপ-
রতো ধ্বংসরশতজয়ে । লিঙ্গং মহাপ্রভাবং চ
স্বয়ং তং ব্যাবস্থিতম্ ॥ ৮১ ॥ স্বর্ধাবিদসমপ্রথ্যং
সর্গমেখলমণ্ডিতম্ । কুকুটাণ্ডকমানং তত্তুমিমধ্যে
ব্যাবস্থিতম্ ॥ ৮২ ॥ স্পর্শলিঙ্গং হি ভবিষি তত্তত্তয়া

বিদ্যা ও নিধন এ সকল পূর্বনির্দিষ্ট, অবশ্যই ঘটয়া
থাকে, অুরাসুর যক্ষ-রাক্ষস প্রভৃতি সকলে কেহই
এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন; কেবল
একমাত্র মহেশ্বরই সমর্থ । এই যে আমি তোমায়
শাপ দিয়াছি, মহেশ্বরের অমুগ্রহে এ শাপ হইতে
মুক্তিলাভ করিতে পার, তিনি তির এ শাপ অন্তর্ধা
কারবার আর কাহারও সাধ্য নাই । তুমি লীভ গিয়া
তাঁহার আরাধনা কর । তিনি তির অন্ত কে আর
তোমাকে শাপ-নির্গুস্ত করিবে? ৭৫—৭৬ । প্রজা-
পতির এবাধি বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্র কৃতাজলিপুটে
সহর্ষে বলিলেন,—হে ভগবন! যদি এই ভক্তের
প্রতিতুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে বলিয়া দেন, কোথায়
সেই শিব বিরাজ করিতেছেন? কোথায় আমি
তাঁহাকে দেখিতে পাইব, বলুন, আমি সেই স্থানে
গমন করিতেছি । দক্ষ বলিলেন,—হে সোম!
শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর,—পশ্চিমদিগ্ভাগে
সাগরোপকণ্ঠে কৃতস্মরের অপর পার্শ্বে ত্রিশত
ধ্ব অস্তরে মহাপ্রভাব স্বকুলিঙ্গ বিরাজ করিতে-
ছেন । ঐ লিঙ্গ স্বর্ধাবিদসমপ্রভ, সর্গমেখল
ও কুকুটাণ্ড প্রমাণ । এই লিঙ্গ উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে
অবস্থিত । ইহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় । উক্ত

৮০তে ভবান। তত্র সন্নিহিতো দেবঃ শঙ্করঃ
পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৩ ॥ গচ্ছ স্বং তপসোগ্রেনে আরাধ্য
জুয়েশ্বরম্ ॥ ৮৪ ॥ প্রশস্ত দেবদেবো মায়াং
নিশ্চলং কুরু। যত্নাৎ বরদানেন প্রাপ্ত স রূপ-
যুগ্মম্ ॥ ৮৫ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে শিবারধিনোপদেশবর্ণনং । টেমক-
বিশোধাধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

ষাণ্ডিনোপদেশাধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । দক্ষেণৈবমহুজাতঃ সৈব কন্য
শব্দং তদা। হুংশোকপরীতায়া প্রভাসং ক্রোধমা-
গতঃ ॥ ১ ॥ স গতা দক্ষিণং তীরং সাগরীয়া সমী-
পতঃ । দদর্শ পরীতং তত্র কৃতশ্রমমিতী ক্রতম্ ॥
২ ॥ যক্ষবিদ্যাধারাকীর্ণং কিন্নরৈরুপশোভিতম্ ।
চন্দনাগুরুকপূরৈরশোকৈস্তিলকৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩ ॥
বহ্ন্যায়ৈঃ শতপত্রৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ কলিতৈঃ শুভৈঃ ।
আম্রজম্বুকপিতৈশ্চ দাড়িমৈঃ পনসৈস্তথা ॥ ৪ ॥ নিম্ব-
জম্বীরনীগৈশ্চ কদলীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ । ক্রমুকৈর্নাগ-
বল্লভ্যৈঃ শালৈস্তালৈস্তম্বালকৈঃ ॥ ৫ ॥ বীজপূরক-
খঙ্করৈর্জাকামধুরপাটলৈঃ । বিদ্যচম্পকভিন্দাদ্যৈঃ

স্থানে পরমেশ্বর শঙ্কর বিরাজ করিতেছেন, তুমি
ইহা অবগত হইয়া ভক্তিপূর্বক এই স্থানে গমন কর ।
তথায় উগ্র তপস্বী দ্বারা শঙ্করকে সম্ভট করিয়া তুমি
স্বয়ং নিশ্চল হও । তিনি তোমাকে আশু বর প্রদান
করিবেন, তুমি উত্তম রূপ লাভ করিবে ॥ ৭৭—৮৫ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ষাণ্ডিনোপদেশাধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—দক্ষ কর্তৃক অহুজাত হইয়া
নিশাকর নিজ হৃদয়ের অম্লশোচনা করিতে করিতে
হুংশোকাকুল-চিত্তে প্রভাসক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত
হইলেন । তথায় সাগরের দক্ষিণতীরসমীপে
তিনি কৃতশ্রম পরীত অবলোবন করিলেন । তথায়
যক্ষ, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ সন্নাহ ইত্যন্তঃ বিচরণ
করিতেছে । চন্দন, অগুরু, কপূর, অশোক, তিলক,
বহ্ন্যায়, পুষ্পিত কলিত শঙ্খ, আম্র, জম্বু, কপিথ,
দাড়িম, পনস, নিম্ব, জম্বী, নাগ, কদলী, ক্রমুক,
নাগবল্লী, শাল, তাল, তম্বল, বীজপূরক, খদির,

কদম্বকভূতস্তথা ॥ ৬ ॥ ধ্বশোকশিরীষাদৈর্দার্মনা-
বৃক্ষৈশ্চ শোভিতম্ । কামং কামকলৈর্দৈকৈঃ
পুষ্পিতৈঃ কলিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ৭ ॥ হংসকারণ-
বাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ । কোকিলাভিঃ
শুভৈশ্চ নানাপক্ষিনির্নাদিতম্ ॥ ৮ ॥ জাতিশ্রয়ঃ
পক্ষিণ্ড ব্যাজহুম্বীষাঃ গিরম্ । গচ্ছকিন্নর-
যুগৈঃ সিদ্ধাবদ্যাদির্যোগৈঃ ॥ ৯ ॥ ক্রৌড়ভিক্ষিবিধৈ-
র্দ্বিব্যৈঃ শোভিতং পরীতোত্তমম্ । দেবগচ্ছক-
নুতৈশ্চ বেণুবীণানিনাদিতম্ ॥ ১০ ॥ বেদধ্বনিত-
ঘোষণে যজ্ঞধোমারিহোজ্ঞৈঃ । ধূমৈঃ সমাস্তং
সর্বমাজ্যগন্ধিতকুজিতম্ ॥ ১১ ॥ শোভিতং চার্ষভি-
র্দ্বিব্যশ্চাতুর্কৈদ্যজ্ঞোত্তমৈঃ । অত্রৈশ্চৈব বসিষ্ঠ-
পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ১২ ॥ ভৃগুশ্চৈব মরীচি-
ভরদ্বাজ্জৈহথ কশ্যপঃ । মন্বদ্যমোহজিহ্না বিষ্ণুঃ
শাতাতপপরশরো ॥ ১৩ ॥ আপস্তম্বোহথ সংবর্তঃ
কাত্যঃ কাত্যায়নো মুনিঃ । গৌতমঃ শঙ্খলিখিতো
তথা বাচস্পতির্গুণিঃ ॥ ১৪ ॥ জামদগ্ন্যো যাজ্ঞবল্ক্য
ঋষিশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ । গার্গ্যশৌনকদাল্ভ্যাস
ব্যাস উদালকঃ শুকঃ ॥ ১৫ ॥ নারদঃ পরীতশ্চৈব
হুসাসা উগ্রতাপসঃ । শাকল্যো গালবশ্চৈব
জাবালির্মুগলস্তথা ॥ ১৬ ॥ বিশ্বামিত্রঃ কৌশিকশ্চ

খঙ্কর, দ্রাক্ষা, মধুর, পাটল, বিষ্ণু, চম্পক, তিন্দু,
কদম্ব, বকুল, ধর্যশোক, শিরীষ, প্রভৃতি বিবিধ
বৃক্ষ এই পরীত পরিণোভিত এবং কলিত পুষ্পিত
কামকল বৃক্ষ সকল দ্বারা উহা কামপ্রদ । হংস,
কারণব, চক্রবাক, কোকিল, শুক ও অজ্ঞাত
নানাবিধ পক্ষিকুলে উহা কুজিত । জাতিশ্রয় পক্ষী
সকলে তথায় মন্বব্যোর ভ্রায় স্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ
করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে । গচ্ছকী ও উন্নয়গণ
কিন্নর মিতুন, সিদ্ধ, বিদ্যাধর অহনিশ তথায়
ক্রৌড়াকরিতেছে ; দেবগচ্ছকগণের নৃত্য ও বীণা-
বেণুনাদে উহা নির্নাদিত । বেদধ্বনি ও আজ্যগন্ধ
যজ্ঞীয় দ্বারা উহা পাবত্রীকৃত হইতেছে । ঋষি ও
চাতুর্বিদ্য দ্বিজগণে এই পরীত শোভা পাইতেছে ।
অত্র, বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, মরীচি,
ভরদ্বাজ, কশ্যপ, মন্ব, যম, অজিহ্না, বিষ্ণু, শাতাতপ,
পরশর, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্য, কাত্যায়ন,
গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, বাচস্পতি, জামদগ্ন্য, যাজ্ঞ-
বল্ক্য, ঋষিশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, গার্গ্য, শৌনক, দাল্ভ্য
ব্যাস, উদালক, শুক, নারদ, পরীত, উগ্রতাপস
হুসাসা, শাকল্য, গালব, জাবালি, মুগল, বিশ্বামিত্র,

জহুর্ষিষাবসুস্তথা। ধোম্যশ্চৈব শতানন্দো
বৈশম্পায়নজিহবঃ। ১৭। শাকটায়নবার্দ্ধিক্যা-
বয়িকো বাদরায়ণঃ। বালখিল্যা মহাত্মানো যে চ
কুমণ্ডলে স্থিতাঃ। ১৮। তে সৰ্বে তজ্জ তিষ্ঠন্তি
পৰ্বতে তু কৃতস্মরে। তেজস্বিনো ব্রহ্মপুত্রা ঋষয়ো
ধার্মিক্যঃ প্রিয়ে। ১৯। জলস্তুতপসা সৰ্বে নিরুমা
ইব পাবকাঃ। মাসোপবাসিনঃ কেচিৎ কেচিৎ
পক্ষোপবাসিনঃ। ২০। ত্রৈরাজিক্যঃ সান্তপনা
নিরাহারাস্তুথা পরে। কেচিৎ পুষ্পকলাহারাঃ
লীলপর্ণাশিনস্তথা। ২১। কেচিৎসোময়ভক্ষ্যচ্চ জলা-
হারাস্তুথারে। সাগ্নিহোজাঃ সুবিদ্যাংসো মোক্ষ-
মার্গার্চিষ্টকাঃ। ২২। ইতিহাসপুরাণাদিভ্যস্তিস্মৃতি-
বিশারদাঃ। এতে চাস্তে চ বহবো মার্কণ্ডেয়-
পুরোগমাঃ। ২৩। প্রভাসঃ ক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতাঃ
কৃতপক্ষতে। এবং কৃতস্মরন্তস্ত সৰ্বদেবনিষেবিতঃ।
মহন্তরেহস্মিন যো দেবি নির্দোষো বড়বাগ্নিনা। ২৪।
তং দৃষ্ট্বা পক্ষতং রমাং দৃষ্ট্বা চৈব মহোদধিম্।
প্রদক্ষিণং ততশ্চক্রে সপ্তকুহো নিশাকরঃ। গিরেঃ
প্রদক্ষিণাং কৃৎবা গতৌ যত্র মহেশ্বরঃ। ২৫। সমীপে
তু সমুদ্রস্তা স্পর্শলজ্জস্বরূপবান্। প্রসাদয়ামাস বিভুঃ
প্রসন্নেনাস্তরাত্মনা। ২৬। মরণং বেতি সংখ্যায়
শরণং বা মহেশ্বরম্। বরং শাপাভিঘাতাঞ্চ মৃত্যুং

কৌশিক, জহুর্ষিষাবসু, ধোম্য, শতানন্দ, বৈশম্পায়ন, জিহব, শাকটায়ন, বার্দিক্য, আগ্রক, বাদরায়ণ, ও মহাত্মা বালখিল্যগণ তথায় বাস করেন। এই সকল তেজস্বী, ধার্মিক ব্রহ্মপুত্র ঋষি, নিরুমা পাবকের স্তায় ঐশ্বর্য্য জাজল্যমান; কেহ কেহ মাসোপবাসী, কেহ কেহ পক্ষোপবাসী—সাগ্নিহোজ, সুবিদ্যান,—মোক্ষমার্গার্চিষ্টক ও ইতিহাস-পুরাণ-জ্ঞাত-স্মৃতি-বিশারদ এই সকল ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত আর্য্য বহু মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ প্রভাসক্ষেত্রে কৃতস্মর পক্ষতে অস্থান করিতেন। এই কৃতস্মর পক্ষত সৰ্বদেব-নিষেবিত। এই মহন্তরে যিনি পাপ বাড়বাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন, সেই নিশাকর এই পক্ষত ও অত্রৈত্য সাগর সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া যেখানে মহেশ্বর বিরাজিত, তথায় স্পর্শলজ্জসমীপে গমন করিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সোম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, হয় মরণ, না হয় শঙ্করের শরণ অথবা ঠাহার

বা শঙ্করায়ম্। ২৭। ইতি সোমো যতিঃ কৃৎবা তপসারাদয়ন শিবম্। যাবদ্বর্ষসহস্রং তু কলমূল্য-
শনোহভবৎ। ২৮। পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু চতুর্থে বরবর্ণি তুহোষ ভগবান্ কজ্জো বাক্যং
চেদমুব হ। ২৯। পরিতুষ্টোহস্মি তে চক্রে বরং বরয় সুমত। কিং তে কাম্যঃ করোম্যাদ্য ক্রুহি
যৎ স্তাৎ সুহৃৎভম্। ৩০। এবং প্রত্যক্ষমাপয়ং দৃষ্ট্বা দেবং বুধধ্বজম্। প্রণম্য তং যথাভক্ত্যা
জ্ঞাতিং ত্রে নিশাকরঃ। ৩১। চক্রে উবাচ। ওঁ ন ॥ দেবদেবায় শিবায় পরমাত্মনে।
অপ্রমেয়রূপায় ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণে। ৩২। ত্বং পতির্থে গন্যমৌশ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ত্বং
বহুকারন্তমোক্ষারঃ প্রজাপতিঃ। ৩৩। চতুর্বিংশতি
তাদিকঞ্চ ভুবনানাং শতদ্বয়ম্। ততোগরি পরং জ্যোতির্জাগতিং তব কেবলম্। ৩৪। কল্পান্ত
আদিবাসীভ্যমুক্তব্রহ্মাণ্ডসংস্থিতৌ। আধারস্তন্ত-
ভূতায় তেজোলিঙ্গায় তে নমঃ। ৩৫। নমোহনাময়-
নাম্যে তে নমস্তে কৃতিবাসসে। নমো ভৈরবনাথায়
নমঃ সোমেশ্বরায় তে। ৩৬। ইতি সংজ্ঞাভিরেচাভিঃ
জ্ঞাত্যভিরমতেষরঃ। ভূতৈর্ভক্যৈর্ভবিষ্যৈশ্চ ত্বয়সে

নিকট বর লাভ না হয় আমার মৃত্যু, এতৎকতি-
পয়ের যাহা হয়, তাহাই হইবে, এই নিশ্চয়
করিয়া তিনি কলমূল্যশনে বর্ষসহস্র কাল ধাবৎ
তপস্তা দ্বারা শঙ্করারাদনা করিলেন। বর্ষসহস্র
কাল তপস্তা করা শেষ হইলে ভগবান্ কজ্জ সোমের
প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে সুরত চক্রে!
আমি তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। তোমার
অভিলাষিত বা দুর্লভ কি তাহা তুমি বল, আমি
পুরণ করিব। ১—৩০। নিশাকর তখন বুধধ্বজকে
প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া প্রণয়ে ও ভক্তিপূর্ব্বক
ঠাহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেবদেব,
শিব, গরুড়াত্মা, অপ্রমেয় স্বরূপ, ব্যক্তাব্যক্ত
স্বরূপ! তুমি যোগিপতি যোগীশ, তোমাতে সর্ব
জগৎ প্রতিষ্ঠিত। তুমি যত্র, বহুকার, ওঙ্কার ও
প্রজাপতি; চতুর্বিংশতি ভবাতীতে যে ভুবন শতদ্বয়,
তদুপরি কেবল আপনাই জ্যোতির্ভির্দীপ্ত পাহা
থাকে। হে কল্পান্তকালীন আদিবরাহমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-
সংস্থতির আধারস্তন্তভূত তেজোলিঙ্গ! তোমাকে
নমস্কার। হে অনাময়নায়ক, কৃতিবাস, ভৈরবনাথ
সোমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। হে অমৃতেশ্বর।
উক্ত প্রকার কথাই বাক্যাবলী দ্বারা হৃত, ভব্য

সুরসত্তমৈঃ ৩৭ ॥ আদ্যো বিরঞ্চিতাভূদ্রক্ষা
লোকপিতামহঃ ॥ মৃত্যুঞ্জয়েতি তে নাম তদাভূৎ
পার্বতীপতে ৩৮ ॥ দ্বিতীয়োহভূদ্রক্ষা ব্রহ্মা পদ্ম-
ভূরিত্তি বিজ্ঞতঃ ॥ তদা কালাগ্নিরুদ্ভেতি তদা নাম
প্রকীর্তিতম্ ৩৯ ॥ তৃতীয়োহভূদ্রক্ষা ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু-
রিত্তি বিজ্ঞতঃ ॥ অমৃতেশেতি তে নাম কীর্তিতঃ
কীর্তিবন্ধনম্ ৪০ ॥ চতুর্থোহভূদ্রক্ষা ব্রহ্মা পর-
মেশীতি বিজ্ঞতঃ ৪১ ॥ অনাময়েতি দেবেশ তে নাম
স্মৃতঃ তদা ৪২ ॥ পঞ্চমোহভূদ্রক্ষা ব্রহ্মা সূর্য্যোষ্ঠ
ইতি বিজ্ঞতঃ ৪৩ ॥ কৃতিবাসেতি তে নাম বত্ৰুপ
প্রপুত্রা-
ন্তক ৪৪ ॥ ষষ্ঠ্যোহভূদ্রক্ষা ব্রহ্মা হেমগর্ভ ইতি
স্মৃতঃ ৪৫ ৥ তদা ভৈরবনাথেতি তব নাম প্রকীর্তিতম্ ৪৬ ॥
অধুনা বর্তমানে যোহসৌ শতান ইতি
বিজ্ঞতঃ ৪৭ ॥ আদিসোমেন যশাসৌ বামনে ৪৮ ॥ ভবেন
তে ৪৯ ॥ প্রতিষ্ঠার্থঃ তু লিঙ্গস্ত আন চন্দ্রাষ্টি-
বার্বিকঃ ৫০ ॥ বালরূপী তদা তেন সোমনার্থেতি
কীর্তিতম্ ৫১ ৥ তদাপ্রভৃতি সোমানাং লিঙ্গাণাং
দ্বিতয়ং গতম্ ৫২ ৥ সহস্রদ্বিতয়ঞ্চৈব শতঞ্চৈব যদুত্তরম্ ৫৩ ॥
সপ্তমোহহং মহাদেব আত্রেয় ইতি বিজ্ঞতঃ ৫৪ ॥
প্রাচৈতসেন দক্ষ্যে শপ্তমঃ শরণং গতঃ ৫৫ ॥ রক্ষ

ভবিষ্য সুরসত্তমগণ আপনার স্তব করিয়া থাকেন।
হে দেব! যখন আদ্য লোক পিতামহ ব্রহ্মা বিরঞ্চিত
নাম ধারণ করেন, তখন আপনার নাম ছিল মৃত্যু-
ঞ্জয়। যখন দ্বিতীয় ব্রহ্মা পদ্মভূ নামে বিজ্ঞত হন,
তখন আপনার নাম ছিল কালাগ্নি-রজ। যখন
তৃতীয় ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু নামে বিদ্যমান ছিলেন, তখন
আপনার নাম ছিল অমৃতেশ। যখন চতুর্থ ব্রহ্মা
পরমেশী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তখন আপনার নাম
ছিল অনাময়। যখন সূর্য্যোষ্ঠ নামক পঞ্চম ব্রহ্মা
হন, তখন আপনার নাম ছিল কৃতিবাস। যখন
হেমগর্ভ নামক ষষ্ঠ ব্রহ্মার অধিকার কাল, তখন
আপনার নাম ছিল—ভৈরবনাথ। হে দেব! অধুনা
এই যে আপনার ‘শতানন্দ’ নামক লিঙ্গ, ইহা আপ-
নার বাম-নেত্রোক্তব আদি সোম প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত
আনয়ন করিয়াছিলেন। তখন ঐ লিঙ্গ অষ্টবার্বিক
বালরূপী। সোম কর্তৃক আনীত বলিয়া উহার নাম
হইয়াছে ‘সোমনাথ’। তদবধি অন্য পর্য্যন্ত দুই
লক্ষ, দুই হাজার, এক শত ছয়টি সোম অর্পিত
হইয়াছে। অধুনা আমি সপ্তম সোম ‘আত্রেয়’
বস্ত্রমান রক্ষিয়াছি। প্রাচৈতস লক্ষ আমায় শাপ
দাচ্ছেন, সেইজন্য আমি আপনার শরণ লইয়াছি;

মাং দেবদেবেশ ক্ষয়িণং পাপরোগিণম্ ৪৭ ॥
ইতি সংস্কারভঙ্গ্য চন্দ্রস্ত করণকরঃ ৪৮ ॥ ততোষ
ভগবান্ কল্পো বাক্যং চেদমুবাচ হ ৪৯ ॥ পরি-
তুষ্টোহস্মি তে চন্দ্র বরঃ বরয় সুব্রত ৫০ ॥ কিং তে
কাম্যং করোম্যদা ত্রিহি যৎ স্তাৎ সুতর্লভম্ ৫১ ॥
মম নামানি শুভানি মম প্রিয়তরাণি চ ৫২ ॥ পঠিষ্যস্তি
নরা যে তু দাস্তে তেবাং মনোগতম্ ৫৩ ॥ অতীতা
যে চন্দ্রসমো ভবিষ্যস্তি চ য়েধুনা ৫৪ ॥ তেষাং পূজ্যা-
মিদং লিঙ্গং যাবদন্তোহষ্টবার্বিকঃ ৫৫ ॥ অতঃ
পরং চতুর্লক্ষো ব্রহ্মা যো ভবিতা যদা ৫৬ ॥ প্রাণ-
নাথেতি দেবস্ত তদা নাম ভবিষ্যতি ৫৭ ॥
প্রাণাঙ্ঘ্র্য বায়বঃ প্রোক্তান্তদারাদননাম তৎ ৫৮ ॥ প্রাণ-
নাথেতি সম্প্রোক্তং মেধুনা তন্তুবিষ্যতি ৫৯ ॥
তন্মাদগ্নীশনামেতি কালরুদ্ভেত্যনন্তরম্ ৬০ ॥ তারকেতি
ততো নাম ভবিষ্যতোব কীর্তিতম্ ৬১ ॥ মৃত্যু-
ঞ্জয়েতি দেবস্ত ভবিতা তদনন্তরম্ ৬২ ॥ ত্র্যদকেশস্তী-
শেতি ভুবনেশেত্যনন্তরম্ ৬৩ ॥ ভূতনাথেতি
ঘোরোতি ব্রহ্মেশেত্যনামকম্ ৬৪ ॥ ভবিষ্য পৃথিবী-
শেতি আদিনাথেত্যনন্তরম্ ৬৫ ॥ কলেশ্বরেতি
দেবস্ত চন্দ্রনাথেত্যনন্তরম্ ৬৬ ॥ নাম দেবস্ত যদ্যপি
সাম্প্রতং তে প্রকাশিতম্ ৬৭ ॥ ইত্যেবমাদি

আপনি এই ক্ষয়রোগগ্রস্ত পাপরোগীকে রক্ষা
করুন। করণাকর শঙ্কর নিশাকর কর্তৃক এইরূপে
পারিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে চন্দ্র! আমি সন্তুষ্ট
হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। আমি তোমার কোম
কামনা পূরণ করিব? যাহা তোমার সুতর্লভ, তাহা
তুমি প্রকাশ কর। আমার প্রিয়তম শুভ নাম সকল
যে কীর্তন করিবে, আমি তাহাকে মনোমত বর
প্রদান করিব। যে সকল চন্দ্র অর্পিত হইয়াছে, বা
যে সকল চন্দ্র ভবিষ্যতে হইবে, সেই সকল চন্দ্রেরই
এই অষ্টবার্বিক লিঙ্গ পূজনীয় ১৩১—১৩২ ॥ অতঃপর
যখন চতুর্লক্ষ ব্রহ্মা হইবে, তখন আমার এই লিঙ্গের
নাম হইবে, ‘প্রাণনাথ’। প্রাণ পঞ্চ বায়ু। আমি
তদায়াধানার্থ ইহার ‘প্রাণনাথ’ নাম রাখিলাম, সুতরাং
লিঙ্গের নাম প্রাণনাথ হইবে। তদনন্তর অগ্নীশ,
তদনন্তর কালরুদ্ভ, তদনন্তর তারক, তদনন্তর মৃত্যু-
ঞ্জয়, তদনন্তর ত্র্যদক, তদনন্তর ভুবনেশ, তদনন্তর
ভূতনাথ, তদনন্তর ঘোর, তদনন্তর ব্রহ্মেশ, তদনন্তর
পৃথিবীশ, তদনন্তর আদিনাথ, তদনন্তর কলেশ্বর,
তদনন্তর চন্দ্রনাথ। দেবদেবের যে সকল নাম
হইবে, তৎসমস্ত এই প্রকাশ করিলাম। কালের

নামানি স্বসম্মান্যতানি বোড়শ। গতানি সন্তবিস্যস্তি
কালস্তানন্তভাবতঃ। ৫৮। একৈকং বর্ততে নাম
ব্রহ্মণঃ প্রলয়াবধি। ততোহন্তজ্জায়তে নাম যথা
নামাঙ্করূপতঃ। ৫৯। অথ কিং বহুনোক্তেন
রহস্যং তে প্রকাশিতম্। বৎস যৎকারণেনেহ
তপন্তপ্তং ত্রয়াখিলম্। তস্মৈ নিঃশেষবতো ক্রহি
দাস্তে তুষ্টোহস্মি তে বরম্। ৬০। চল উবাচ।
অহং শপ্তম দক্ষণ কস্মিন্শিৎকারণান্তরে। যক্ষণা
চ ক্ষয়ঃ নীতস্তস্মাৎ জাতুমর্হসি। ৬১। শব্দরূবাচ।
অধুনা ভোঃ সমঃ পশু সর্বাস্তা দক্ষকন্তকাঃ। ক্ষয়ন্তে
ভবিতা পক্ষঃ পক্ষঃ বুদ্ধির্ভবিষ্যতি। ৬২। পুরো-
চিভাঃ প্রভাঃ সোম প্রাপ্যাসে মৎপ্রসাদতঃ। প্রাচে-
তস্তু দক্ষস্ত তপসা চতপাপুনঃ। ৬৩। তস্তাস্তথা
বচঃ কর্তুং শক্যঃ নাস্তিঃ সূরৈরপি। ব্রাহ্মণাঃ
কুপিতা হুম্মার্কমীকুর্যাঃ স্বতেজসা। ৭৪। দেবান্
কুর্য়ুরদেবাংশ্চ নাশয়েয়ুরিদং জগৎ। ব্রাহ্মণাঃ চ
দেবাঃশ্চ তেজ একঃ দ্বিধা কৃতম্। ৭৫। প্রত্যক্ষং ব্রাহ্মণা
দেবাঃ পরোক্ষং দিবি দেবতাঃ। ন বিনা ব্রাহ্মণা

দেবৈর্ন দেবা ব্রাহ্মণৈর্ষিনা। ৬৬। একত্র মজ্জা-
তিষ্ঠন্তি তেজ একত্র তিষ্ঠতি ব্রাহ্মণা দেবতা
লোকে ব্রাহ্মণাদিব দেবতাঃ। ৬৭। ত্রৈলোক্যে ব্রাহ্মণাঃ
শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণা এত কারণম্। ৬৮। পিতৃর্নিযুক্তাঃ
পিতৃ ভবন্তি ক্রিয়ানু দৈবীষু ভবন্তি দেবাঃ।
ইমা হস্তনিষক্ততোয়াস্তেনৈব দেহেন ভবন্তি
দেবাঃ। ৬৯। যত্ কৰ্ম্ম তদ্বাতিরতে ন ত্যং বিপ্রেষু
বেদাঃ হুতং লেবু। ন তেবু ভক্ত্যা প্রবিশন্তি
ঘোরঃ মহাভয়ঃ প্রেতভয়ঃ কদাচিত্। ৭০।
যদ্বা গাঃ স্তত্যতমা বদন্তি তদেবতাঃ কৰ্ম্মাতিরঃ
চরতি তুষ্টেযু তুষ্টাঃ সততঃ ভবন্তি প্রত্যক্ষদেবেষু
পরো দেবাঃ। ৭১। যথা কদ্রা যথা দেবা মরুতো
বসবে হস্মিনো। ব্রহ্মা চ সোমসূর্য্যো চ তথা
লোকে দ্বিজোন্তমাঃ। ৭২। দেবাবীনাঃ প্রজাঃ
সর্বা ব্রাবীনাশ্চ দেবতাঃ। তে যজ্ঞা ব্রাহ্মণাবীনা-
স্তস্মাদেবা দ্বিজোন্তমাঃ। ৭৩। ব্রাহ্মণানর্চয়েম্মিত্যং
ব্রাহ্মণাঃ স্তপয়েৎ সদা। ব্রাহ্মণান্তরকা লোকে
ব্রাহ্মণাঃ স্বর্গমশ্নুতে। ৭৪। অভেদ্যমচ্ছেদ্যমনাদি-

আনন্ত্যে এই সমুদায় নাম গত হইবে। এই এক
একটি নাম ব্রহ্মার প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। এক
একটি নামের নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইলে আর
একটি নাম প্রবর্তিত হইবে। অধিক আর কি
বলিব, সমুদয় রহস্যই তোমার নিকট ব্যক্ত
করিয়াম। বৎস! যে কারণে তুমি তপস্তা করি-
তেছ, আমায় ব্যক্তভাবে বল, তুষ্ট হইয়াছি, আমি
তোমায় বর প্রদান করিব। চল বলিলেন,—কোন
কারণে দক্ষ আমায় শাপ দিয়াছেন, ঐ শাপপ্রভাবে
দুঃস্বপ্ন যক্ষা আমায় ক্ষীণ করিতেছে, আপনি পরি-
জ্ঞাপ করুন। শব্দ বলিলেন,—হে চল! অধুনা
তুমি দক্ষের সকল কষ্টাগণে সম ব্যবহার কর,
তোমার এক পক্ষে ক্ষয় ও এক পক্ষে বৃদ্ধি
হইবে; আমায় প্রসাদে তুমি পূর্ব্বকান্তি লাভ
করিবে। বিগতপাপ প্রাচেতস দক্ষের বাক্য অস্তথা
করিতে অস্ত কোন দেবতার সাধ্য নাই।
ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে সমস্ত নিহত ও স্বতেজে সমস্ত
ভস্মীভূত করিতে পারেন। তাঁহার দেবতাগণকেও
অদেব করিতে সক্ষম। এমন কি
তাঁহার জগৎও বিনষ্ট করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ
ও দেবতা একই তেজ, দ্বিধাকৃত মাত্র; ব্রাহ্মণ
প্রত্যক্ষ দেবতা এবং দেবগণ পরোক্ষ দেবতা

বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ দেবতা হইতে ভিন্ন নহেন
এবং দেবতাও ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন নহেন। ব্রাহ্মণ
ও দেবতা উভয়ই মজ্জা ও তেজ বিরাঞ্জিত।
এই সংসারে ব্রাহ্মণগণই দেবতা, স্বর্লোকেও
তাঁহারাই দেবতা। ত্রিভুবনে ব্রাহ্মণগণই
শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারাই কারণ। তাঁহার পিতৃ-
কার্য্যে পিতা, এবং দেবকার্য্যে দেবতা। হস্ত-
নিষক্ত তোয় ব্রাহ্মণগণ সেই দেহেই দেবতা।
বেদার্থকুশল যত্ কৰ্ম্ম তদ্বাতিরত ব্রাহ্মণগণে
কোনরূপ বিপদ, মহাভয় বা প্রেতভয়
প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ-
গণ যাহা বলেন, দেবগণ কার্য্যে তাহাই করিয়া
ধাকেন। প্রত্যক্ষদেবতা ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইলে
পরোক্ষ দেবতাগণও তুষ্ট হইয়া ধাকেন। ৫২—৭০।
যেমন কদ্র, দব, মরুৎ, বশু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ব্রহ্মা
ও সোমসূর্য্য—তজ্জগৎ ইহলোকে দ্বিজোন্তমগণ। দেখ,
প্রজা দেবতার অধীন, দেবতা যজ্ঞের অধীন, আর
ঐ যজ্ঞ ব্রাহ্মণের অধীন; সুতরাং ব্রাহ্মণগণ
দেবতা। নিত্য ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিবে;
নিত্য তাঁহাদের তর্পণ করিবে। তাঁহারাই এই
দুস্তর ভব-সমুদ্রের তারক; তাঁহাদের নিকট হই-
তেই স্বর্গলাভ করা যায়। তাঁহারাই অভেদ্য

মক্ষ্যং বিধিঃ পুরাণং পরিপালয়ন্তি । মহামতিস্তান-
 তিপূজ্য বৈ বিজ্ঞান ভবেদজ্ঞয়ো দিবি দেবঃ ॥
 ৭৪ ॥ শকাং হি কবচং ভেদ্যুঃ নারাতেন শচে ৭৫ ॥
 অপি বজ্রসহশ্রেণ ব্রাহ্মণাশীঃ স্তুত্বর্জিতা ॥ ৭৬ ॥ ত্তেন
 শামাতে পাপং হতময়েন শাম্যতি । অন্নং
 হিরণ্যদানেন হিরণ্যং ব্রাহ্মণাশিবা ॥ ৭৭ ॥
 য ইচ্ছেরন্নকং গন্তং সপুত্রপশুবাঙ্কবঃ । বর্ষধি-
 কৃতং কুর্ধ্যাদব্রাহ্মণেষু চ গোষু চ ॥ ৭৮ ॥ ব্রাহ্মণান
 ষ্ঠেষ্টি যো মোহাদেবান্ গাঞ্চ মথান যদি । ব তস্ত
 পরো লোকো নায়ং লোকো দুঃখান ॥ ৭৯ ॥
 অনিন্দ্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ কাঞ্চনং সলিল স্রিয়ঃ ।
 পৃথিবী তু যতেতানি যো নিন্দতি স পাতকী ॥ ১০ ॥
 অগ্রং ধর্ম্মস্ত রাজানো মূলং ধর্ম্মস্ত ক্কাণাঃ ।
 তস্মান্মূলং ন হিংসীত মূলে হগ্রং প্রতিষ্ঠিত ॥ ১১ ॥
 কলং ধর্ম্মস্ত রাজানঃ পুষ্পং ধর্ম্মস্ত ব্রাহ্মণাঃ তস্মাৎ
 পুষ্পং ন হিংসীত পুষ্পাৎ সজায়তে কলম্ ॥ ১২ ॥
 রাজা বৃক্ষো ব্রাহ্মণান্তস্ত মূলং পোরঃ পর্ণং মাত্রিণস্তস্ত
 শাখাঃ । তস্মাদ্রাজো ব্রাহ্মণা রক্ষণীয়া মূলে শুণ্ডে

নাস্তি বৃক্ষস্ত নাশঃ ॥ ১২ ॥ আসন্নো হি মহত্যাগি-
 দূরাদহতি ব্রাহ্মণঃ । প্ররোহত্যাগিনা দম্যঃ ব্রহ্মদম্যঃ
 ন রোহতি ॥ ১৩ ॥ ব্রাহ্মণানাক শাপেন সর্বভক্ষো
 হতশনঃ । সমুদ্রচাপাপেয়স্ত বিকলস্ত পুরন্দরঃ ॥
 ১৪ ॥ স্বং চন্দ্র রাজযক্ষী চ পৃথিব্যামুদরানি চ ।
 সূর্য্যোচ্চলমসোঃ পাতঃ পুনরুদ্ধরণং তয়োঃ ॥ ১৫ ॥
 বনস্পতীনাং নির্ঘ্যাসো দানবানাং পরাজয়ঃ ।
 নাগানাং চ বশীকারঃ ক্রতুভোৎসাদনং তথা ।
 দেবোৎপত্তিবিপর্ধ্যাসো লোকানাং চ বিপর্ধ্যয়ঃ ॥
 ১৬ ॥ এবমাদীনি ভেজ্যাসি ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ।
 তস্মাদ্বিপ্রেষু নৃপতিঃ প্রণমেন্নিতামেব চ ॥ ১৭ ॥
 পরামপ্যাপদং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণায় প্রকোপয়েৎ ।
 তে হেনং কুপিতা হন্যাঃ সদ্যাঃ সবলবাহনম্ ॥ ১৮ ॥
 প্রণীতচাপ্রণীতস্ত যথারিদ্দেবতং মহৎ ॥ এবং
 বিদ্বানবিদ্বান বা ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ ॥ ১৯ ॥
 আশানেষপি ভেজ্যস্বী পাবকো নৈব দ্ব্যতি ।
 হুয়মানস্ত যজ্ঞেযু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ২০ ॥ এবং
 যদ্যপ্যনিদেষু বর্দ্ধতে সর্বকর্ম্মসু । সর্বেষাং

অচ্ছেদ্য অনাদি অনন্ত পুরাণবিধি পালন করিয়া
 থাকেন । জানবান ব্যক্তি ঈহাদের পূজা করিয়া
 স্বর্গরাজ্যে দেবরাজের স্যায় জগতে, অজ্ঞেয়
 হইবে । নারাচ বা শর ছায়া হর্ভেদ্য কবচও ভেদ
 করা যায়, কিন্তু সহস্র বজ্রও ব্রাহ্মণাশীর্বাদ হর্ভেদ্য ।
 শাপ হত 'যজ্ঞ' দ্বারা শান্ত হয়; এই হত অপেক্ষা
 অন্নদান অধিক কলপ্রদ, অন্নদান হইতে হিরণ্য-
 দান এবং ব্রাহ্মণাশীর্বাদ তদপেক্ষাও অধিক কল-
 প্রদ জানিবে । সপুত্রপশু-বাঙ্কব যে ব্যক্তি নরকে
 গমন করিতে ইচ্ছা করে, সে গো-ব্রাহ্মণ-দেবতায়
 দ্বেষ্ট করিবে । যে দুয়াক্ষা গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা
 ও যজ্ঞে দ্বেষ্ট করে, সে না ইহলোকে না
 পরলোকে—কোন লোকেই স্মৃতি লাভ করিতে
 পারে না । গো, ব্রাহ্মণ, কাঞ্চন, সলিল, স্রী, পৃথিবী
 ইহাদের কদাচ নিন্দা করিবে না, করিলে পাতকী
 হইবে । নৃপতিগণ ধর্ম্মের অগ্র ব্রাহ্মণগণ
 ধর্ম্মের মূল, অতএব ধর্ম্মের মূল হিংসা করিবে না;
 কারণ মূলেই অগ্র প্রতিষ্ঠিত আছে । রাজা ধর্ম্মের
 কল, আর ব্রাহ্মণ তাহার পুষ্প; অতএব ঐ
 পুষ্পে হিংসা করিবে না; কেননা, পুষ্প হইতেই
 কল হইয়া থাকে । রাজা বৃক্ষ, ব্রাহ্মণ ঐ
 বৃক্ষের মূল, পোরজন পর্ণ এবং মতী উহার শাখা,
 অতএব নৃপতিগণ ব্রাহ্মণরক্ষা করিবেন; কেননা,

মূল রক্ষিত হইলে বৃক্ষনাশের আশঙ্কা থাকে না ।
 অগ্নি আসন্ন না হইলে দাহ করিতে পারে না,
 কিন্তু ব্রাহ্মণ দূর হইতেই দাহ করিয়া থাকেন ।
 অগ্নিদম্ব, কালে অজ্বরিত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মদম্ব
 আর অজ্বরিত হয় না অর্থাৎ ঘটনাবিশেষে অগ্নি-
 দম্বের জীবনের আশা থাকিতে পারে, কিন্তু
 ব্রহ্মশাপায়িতদের অস্তিত্ব অসম্ভব । দেখ, ব্রাহ্মণের
 শাপে বহি সর্বভক্ষ, সমুদ্র অপেয়, পুরন্দর বিকল
 (ভগাঙ্ক,) ভূমি রাজযক্ষী, পৃথিবীতে উদর, চন্দ্র-
 সূর্যের পতন ও পুনরুদ্ধার বনস্পতিয়ুনির্ঘ্যাস, দান-
 বের পরাজয়, নাগের বশতা, ক্রতুয়ের উৎসাদন,
 দেবতাদিগের উৎপত্তি-বিপর্ধ্যাস, এবং ত্রিলোকের
 বিপর্ধ্যয় ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয় সকল ব্রাহ্মণগণের
 অনির্করণীয় প্রভাবের চিরদায়ক প্রদান করিতেছে ।
 অতএব নৃপতি নিত্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেন ।
 ১১—১৭, অত্যন্ত বিপন্ন হইলেও রাজা ব্রাহ্মণকে
 কোপিত করিবেন না । ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে সবল-
 বাহন রাজ্য, বিনাশ প্রাপ্ত হয় । সংকুত বা অসংকুত
 এতদ্ভয় অগ্নিই যেমন পরম দেবতা, তজ্জপ
 বিদ্বান বা অবিদ্বান ব্রাহ্মণমাজেই দেবতাস্বরূপ
 জানিবে । যেমন আশানে থাকিয়াও ভেজ্যস্বী
 অগ্নি দূষিত হয় না, যজ্ঞে হোমকালে পুনরায়
 আবায় সম্মানিত ও পূজিত হইয়া থাকে, তজ্জপ

ব্রাহ্মণঃ পূজ্যো দৈবতং পরমং মহৎ ॥ ১১ ॥
কৃত্যন্তিপ্রবুদ্ধাঃ ব্রাহ্মণানাং প্রভাবতঃ । ব্রাহ্ম
হি পরমং পূজ্যং কৃত্যং হি ব্রহ্মসত্ত্বম্ ॥ ১২ ॥
অষ্টোহরিব্রহ্মতঃ কৃত্যমশ্বনো লোহমুখিতম্ ।
তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বানু যোনিম্ শাম্যতি ॥ ১৩ ॥
যান সমাপ্তিতা তিষ্ঠন্তি দেবলোকান্ সর্বদা ।
ব্রহ্মৈব বচনং যেষাং কো হি স্তাত্তান জিজীবিষুঃ ॥ ১৪ ॥
ত্রিযমাণোহুপাদদৌত ন রাজা ব্রাহ্মণাং করম্ ।
ন চ ক্ষুধান্ত সংসীদেদ ব্রাহ্মণো বিষয়ে বসন ॥ ১৫ ॥
যন্ত রাজশ্চ বিষয়ে ব্রাহ্মণঃ সীদতি ক্ষুধা । তন্ত
তচ্ছতথা রাষ্ট্রমচিরাদেব সীদতি ॥ ১৬ ॥ যদ্রাজা
কুরুতে পাপং প্রমাদাদ্ঘট বিভ্রাৎ । বসন্তো
ব্রাহ্মণা রাষ্ট্রে শ্রোত্রিয়াঃ শময়ন্তি তৎ ॥ ১৭ ॥
পূর্বরাজান্তরাষ্ট্রেষু দ্বিজৈর্ভবন্ত বিধীয়তে । স রাজা
সহ রাষ্ট্রেণ বর্ধতে ব্রহ্মতেজসা ॥ ১৮ ॥ ব্রাহ্মণান
পূজয়ন্তিত্যাং প্রাতরুখায় ভূমিপঃ । ব্রাহ্মণানাং
প্রসাদেন দৌব্যস্তি দিবি দেবতাঃ ॥ ১৯ ॥ অথ কিং
বহনোক্তেন ব্রাহ্মণা মামকৌ তনুঃ । যে কেচিৎ
সাগরাস্তায়াং পৃথিব্যাং কৌর্ষিতা দ্বিজাঃ । তদ্রূপং

দেবদেবস্ত শিবস্ত পরমাত্মনঃ ॥ ১০০ ॥ এতান দ্বিষন্ত
যে যুক্তা ব্রাহ্মণান সংশিতব্রতান । তে মাং দ্বিষন্তি
বৈ ন পূজনাত পূজয়ন্তি মাম্ ॥ ১০১ ॥ ন
প্রদেষ্য তঃ কার্যো ব্রাহ্মণেব বিজ্ঞানতা । প্রদেষে-
ণান্ত গন্তি ব্রহ্মশাপহতা নরাঃ ॥ ১০২ ॥ ইত্যেব
কাথিতেন ব্রাহ্মণানাং গুণার্ণবঃ । কুরুদানন্তরং
কার্যায় যদ্রবীম্যহমেব তে ॥ ১০৩ ॥ শাপস্তানুগ্রহো
দন্তো য়া তব নিশাকর । ন চান্তথা বচঃ কৰ্ত্তুং
শক্যং তেষাং দ্বিজয়নাম্ ॥ ১০৪ ॥ শাপানুগ্রহদেঃ
সর্ষেণৈবৈরপি সবাসবৈঃ । তন্মাত্তন্ত্র স্বয়া শোকো
নৈব বীৰ্য্যো বিজ্ঞানতা ॥ ১০৫ ॥ কয়ন্তে ভবিতা
পক্ষঃ লিঙ্গং বুদ্ধির্ভবিষ্যতি । অথান্ত্রধনং চন্দ্র
শুণ্ডং যথা স্বয়া ॥ ১০৬ ॥ ইদং যৎসাগরোপাস্তে
তিষ্ঠে লিঙ্গমুত্তমম্ । ধরামধ্যগতং তচ্ছ দেবানাং
দৃষ্টিগেয়ম্ ॥ ১০৭ ॥ কুকুটাস্তমপ্রথ্যং সর্প-
মেখলার্শুগুতম্ । মমাদ্যং পরমং তেজো ন চান্তো
বেদ কশ্চন ॥ ১০৮ ॥ ইতঃ সাগরমধ্যে তু ধনুযাং
চ শতত্রেয়ে । তিষ্ঠতে তত্র লিঙ্গং তু সুগুপ্তং

যদি ব্রাহ্মণ সকল প্রকার দূষিত কর্মও করিয়া
থাকেন, তাহাণি তিনি সকলেরই পূজনীয় পরম
দেবতা । ব্রাহ্মণগণের প্রভাবেই কৃত্রিয় জাতির
এতাদৃশ অভ্যুদয় । ব্রাহ্মতেজ পরম পূজনীয় ।
কৃত্যতেজ ব্রহ্মমূলক । জল হইতে অগ্নি, ব্রহ্মতেজ
হইতে কৃত্য এবং পায়ণ হইতে লোহ উৎপত্ত
হইয়াছে । ইহাদের তেজ সৰ্ব্বত্রগামী, স্ত্রীয়
স্বীয় যোনিতেই উপশম প্রাপ্ত হয় । ব্রাহ্মতেজ
অবলম্বন করিয়া দেবগণ অবস্থিত । যাহাদের
বাক্যই ব্রহ্মা, কোন জিজীবিষু ব্যক্তি তাঁহা-
দিগকে হিংসা করিবে? রাজা ত্রিযমাণ হইলেও
কদাচ ব্রাহ্মণ হইতে কর গ্রহণ করিবেন না ।
ব্রাহ্মণ নগরে বাস করিয়া যেন কোন প্রকারে
ক্ষুধিত না হন । যে রাজার রাজ্যের নগরে ব্রাহ্মণ
ক্ষুধিত অবস্থায় বাস করেন, তাঁহার রাজ্য অচিরে
শতধা হইয়া থাকে । রাজা প্রমাদ ও বিভ্রম বশত যে
পাপ করেন, তাহা ব্রাহ্মণ উপশমিত করিয়া থাকেন ।
পূর্বে রাজ্যান্তরে দ্বিজগণ যাহার হিত বিধান করেন,
সেই রাজা ব্রহ্মতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন । নৃপতিগণ
প্রান্তঃকালে গাজোথান করিয়া নিত্য ব্রাহ্মণের
পূজা করিবে । ব্রাহ্মণগণের প্রসাদেই স্বর্গে দেবতা-
গণ দীপ্তি পাইতেছেন । অধিক আর কি বলিব—

ব্রাহ্মণ আমার তনু । এই সাগরাস্তরা পৃথিবীতে
যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা দেবদেব পর-
মাত্মা শিবের রূপ । এই সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণকে
যাহারা দ্বেষ বা পূজা করে, তাহাদের আনাকেই দ্বেষ
বা পূজা করা হয় । অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তি
ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিবে না, দ্বেষ করিলে
শাপাহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । বৎস চন্দ্র !
এই আমি তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের গুণ কাণ্ডন
করিলাম । অতঃপর আমি যাহা বলিলাম, তুমি
তাঁহাষয়ে যত্নবান হও । হে নিশাকর ! তোমার
শাপ বিষয়ে আমি কার্ণিৎ অমুগ্রহ করিলাম মাত্র,
ব্রাহ্মণের বাক্য অমুখ্য কারণে আমার সাধ্য নাই ।
সবাসব দেবগণ কাহারও ব্রাহ্মণের শাপ অমুখ্য
কারণের ক্ষমতা নাই; অতএব হে চন্দ্র ! তুমি
জ্ঞানবান হইয়া এবিষয়ে আর বুধা শোক করিও না ।
এক পক্ষে ক্ষয় ও অপর পক্ষে তোমার বুদ্ধি হইবে ।
আর একটা উপদেশ তোমায় প্রদান করিতোহু,
তাহা যেরূপে পালন করিবে, তাহা শ্রবণ কর ।
এই যে সাগরোপাস্তে এক লিঙ্গ আছে, এই লিঙ্গ
ধরামধ্যে গমন করিয়াছে । ইহা দেবতাদিগেরও
দৃষ্টির গোচরীভূত । এই লিঙ্গ কুকুটাস্তমপ্রথ্য,
ও সর্পমেখল-মণ্ডিত । ইহা আমার পরম আদ্য

লক্ষণাধিতম্ ॥ ১০২ ॥ আদিকল্পে মহর্ষিগাং শাপেন
পতিতঃ মম। লিঙ্গং সাগরমধ্যে তু তবং
সমানয় ॥ ১১০ ॥ স্পর্শাখ্যং যত্র মে লিঙ্গং তত্র
স্থানে নিবেশয়। নিবেশ্য তু প্রযত্নেন সাত্তো
বিশ্বকর্মা ॥ ১১১ ॥ ততো ব্রহ্মাণমাছুয় সমুত্তং
তু মুনীশ্বরৈঃ। প্রতিষ্ঠাং কারয় বিভো ॥
তত্র মহামথৈঃ ॥ ১১২ ॥ এবমুক্তা সভা াং-
স্তত্রৈবাস্তরধীয়ত। ততঃ প্রভাঃ পুন রাতে
রাজিনাথো বরাননে ॥ ১১৩ ॥ ততঃ প্রতি-
তৎ ক্বেত্রং প্রভাসমিতি বিষ্কৃতম্। নিম্প্রতস্ত ভা-
দস্তা প্রভাসং তেন চোচ্যতে ॥ ১১৪ ॥ দক্ষ তু
বৃথা শাপোন কৃতস্তেন লাঙ্ঘনম্। সোমঃ প্রভাতে
লোকান বরং প্রাপ্য মহেশ্বরায়। ব্যাকীকৃ-
দেবেশঃ সোমশ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ১১৫ ॥

ইতি ঋক্সান্দে সোমবরপ্রদানবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তেজঃ; অস্ত কিছু মনে করিও না। এই সাগর
মধ্যে তিনশত ধনুঃ নিয়ে লক্ষণাধিত লিঙ্গ সুগুপ্ত
আছে। ইহা আদিকল্পে মহর্ষিগণের শাপে সাগর
মধ্যে পতিত হইয়াছিল। এই লিঙ্গ শীঘ্র তুমি
আনয়ন করিয়া স্পর্শ লিঙ্গের নিকটে নিবেশিত
কর। বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে সম্যক নিবেশিত করিয়া
মহর্ষিগণসম্মতে ব্রহ্মাকে আহ্বান করত যাগ-
যজ্ঞাদি করিয়া এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন
কর। এই বলিয়া দেবদেব হর সেই স্থানে
অন্তর্হিত হইলেন। নিশাকর হর হইতে বর
লাভ করিয়া স্বায় প্রভা লাভ করিলেন।
ভাঁহার প্রভা লাভ করার পর হইতেই ঐস্থান
প্রভাস নামে বিখ্যাত হইল। নিম্প্রভের প্রভা-
লাভ হেতুই ঐস্থান প্রভাসনামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছে। দক্ষের শাপ একেবারে বৃথা হয় নাই,
সেই জন্যই চন্দ্রের কলঙ্কচিহ্ন আছে। সোম
মহেশ্বর হইতে বর লাভ করিয়া জগতে প্রভা দান
করিতে লাগিলেন। আর দেবদেব মহেশ্বরও ভাঁহা
হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। ৮৮—১১৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততঃ শাস্তমনা ভূত্বা চন্দ্রমা
বিস্ময়াধিতঃ। শম্ভুভক্ত্যা পরীতান্না প্রভাসক্বেত্র-
মাস্থিতঃ ॥ ১ ॥ পুরোক্তং যন্তু দেবেন স তথা
কৃতবান্ বিভূঃ। গাবা সাগরমধ্যে তু গৃহীত্বা লিঙ্গ-
মুত্তমম্ ॥ ২ ॥ বিশ্বকর্মাণমাছুয় সহিতং পরিচারকৈঃ।
আদিদেশ স্বয়ং সেমস্তপ্তারং দেবশিল্পিনম্ ॥ ৩ ॥
চন্দ্র উবাচ। বিশ্বকর্মান্নিদং লিঙ্গং মম দত্তং তু
শম্ভুনা। গৃহাণ তং মহাবাহো যুক্তস্থানে নিবেশয়।
রক্ষস্ব তাবদগস্ত্যাস্থ স্বকীয়ং ভবনং বিভো।
যজ্ঞার্থমানপ্রিয়ামি যজ্ঞোপকরণানি চ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর
উবাচ। ইতু্যুক্তা চ তদা চন্দ্রশ্চন্দ্রলোকং
জগাম হ। গাবা তত্র মহাদেবি চন্দ্রলোকং
মহাপ্রভম্ ॥ ৬ ॥ কোটিযোজনবিস্তীর্ণং সদামৃতময়ং
শুভম্। তত্রাহুয় মহাদেবি প্রতিহারং সুমেধ-
সম্ ॥ ৭ ॥ মন্ত্রিণঃ হেমগর্ভাক্ষং বৃহস্পতিসমং ধিয়া।
যজ্ঞোপকরসম্ভারং সর্কমাদায় সম্বরাঃ ॥ ৮ ॥ প্রভাস-
ক্বেত্রং গচ্ছন্ত মমাদেশপরায়ণাঃ। সারিভির্ব্রাহ্মণৈঃ
সার্কি গচ্ছন্ত ক্বেত্রমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥ শীঘ্রং সম্পাদ্যতাং
সর্কঃ যথা যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে। সর্কেষামেব বিপ্রাণাং
চন্দ্রলোকনিবাসিনাম্ ॥ ১০ ॥ পৃথক পৃথগ্বিমানস্ত

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—প্রভুভক্তি-পরায়ণ চন্দ্রমা
বিস্ময়াধিত হইয়া শাস্তমনে প্রভাসক্বেত্রে অবস্থান
করিয়া পুরোক্ত ভগবান্ ভব যে আদেশ করিয়াছিলেন,
তদনুসারে সাগরমধ্যে গমন করত লিঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক
পরিচারকবর্গের সহিত বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করি-
লেন। বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মন! শম্ভু আমাকে এই
লিঙ্গ দান করিয়াছেন, তুমি এই লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া
উপযুক্ত স্থানে নিবেশিত কর, এই আমি দিলাম,
তুমি রাখ। আমি এখন গৃহে গমন করিতেছি; যজ্ঞীয়
উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে।
ঈশ্বর বলিলেন,—এই বলিয়া চন্দ্র নিজলোকে
গমন করিলেন। চন্দ্রলোক মহাপ্রভ, কোটিযোজন
বিস্তীর্ণ, সদামৃতময় ও মঙ্গল্য। চন্দ্র তথায় উপস্থিত
হইয়া স্বীয় মেধাবী প্রতীহারী ও বৃহস্পতিকর হেম-
গর্ভাক্ষ মন্ত্রীকে বলিলেন,—আপনারা সম্বর যজ্ঞ-
সম্ভার আহরণ করিয়া সার্কি ব্রাহ্মণগণের সহিত
প্রভাস-ক্বেত্রে গমন করিয়া শীঘ্র যাত্রার্থে যজ্ঞারম্ভ
হয়, এরূপ চেষ্টা করুন। মদীয় লোকনিবাসী ব্রাহ্মণ-

দেয়ং তেষাং মহাধনম্ । গবাক্ষ দশলক্ষণাং
সবৎসানাং পথোন্মুচ্যম্ ॥ ১১ ॥ হেমভারৈর্ভূষিতানাং
কামধেনুশমস্বিবাম্ । অশ্বানাং শ্রামকর্ণানাং সপাদং
লক্ষমেব চ ॥ ১২ ॥ দন্তিনামযুতং চৈব ঘণ্টাভরণ-
শোভিতম্ । সহস্রাণি চ চহ্মরি রথানাং বাত-
রংহসাম্ ॥ ১৩ ॥ লক্ষন্ত করতাণাঞ্চ মণিমাণিক্যা-
সংযুতম্ । সৈন্তানাং কোটিংগকা তু চতুরঙ্গবলা-
ষিতা ॥ ১৪ ॥ অগ্নিশৌচানি বহ্নাণি ব্রাহ্মণার্থং তথৈব
চ । বিভূষণানি দিব্যানি ঋষিগণং শুভানি চ ॥
১৫ ॥ নানাভক্ষ্যানি ভোজ্যানি পানানি বিবিধানি
চ । লক্ষং কৰ্ম্মকরণান্ত দাসীনাং লক্ষমেব চ ॥
১৬ ॥ দাক্ষবংশাবধি প্রোক্তং যৎকিঞ্চিৎ স্বঃ মদা-
জ্ঞয়া । অন্তদ্যদ্ভ্রাঙ্গণা ক্রয়ন্তং সৰ্বং তত্র নীয-
তাম্ ॥ ১৭ ॥ দেবানাং দানবানাঞ্চ যক্ষগন্ধৰ্ব্বরক্ষ-
সাম্ । সপ্তদ্বীপকিতীশানাং সপ্তপাতালবাসিনাম্ ॥
নানানুপসহস্রাণাং ঘোষণা ক্রিয়তাং মুক্তঃ । সৰ্বেষাং
ঘোষণা কার্য্যা প্রভাসাগমনং প্রতি ॥ ১৯ ॥ ইত্যুকা
মন্ত্রিণঃ তত্র চন্দ্রমাস্তুরয়াষিতঃ । ব্রহ্মলোকং স গত-
বান্ যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণৌহস্তিকম্ ॥ ২০ ॥ সোহপি চন্দ্র-
মসৌ মন্ত্রী হেমগর্ভো মহাপ্রভঃ । সোমাজ্ঞাং শিরসা
কৃৎস্না যজ্ঞসম্ভারসমুৎসাহঃ ॥ ২১ ॥ প্রভাসং ক্ষেত্র-
মাগত্য যজ্ঞার্থং যত্নবানভূৎ । তথৈব চাহ্ময়াক্ষক্রে-

গণকে পৃথক পৃথক্ বিমান, ও মহাধন প্রদান
করিতে হইবে । দশলক্ষ হেমভার-ভূষিত কাম-
ধেনুশম সবৎস পয়স্বিনী গাভী, সার্কিলক্ষ শ্রামকর্ণ
অশ্ব, ঘণ্টাভরণভূষিত অযুত হস্তা, চারিসহস্র বাত-
বোঁগী রথ, মণি-মাণিক্যভূষিত লক্ষ করত, চতুরঙ্গ-
বলাবিত কোটি সৈন্ত, অগ্নিশৌচবস্ত্র, দিব্য বিভূষণ,
নানা ভক্ষ্যভোজ্য, বিবিধ পানীয়, লক্ষ ভূত্যা, লক্ষ
দাসী, কাঠ বংশাদি যাছা কিছু বস্ত্র, এবং অন্ত যে
সকল জন্ম ব্রাহ্মণগণ লইয়া যাইতে বলেন, সেই
সমুদয় বস্ত্র আপনারা প্রভাসক্ষেত্রে লইয়া চলুন;
আর দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধৰ্ব্ব রাক্ষস এবং সপ্তদ্বীপ,
পশুপাতাল ও অন্তান্ত স্থানবাসী সহস্র সহস্র
নৃপতি মধ্যে প্রভাসক্ষেত্রে আগমনের নিমিত্ত সঙ্ঘরে
ঘোষণা প্রচার করুন । এই বলিয়া চন্দ্র যজ্ঞার্থ
ব্রহ্মসমীপে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন । এদিকে
মহাপ্রভ হেমগর্ভ চন্দ্রমন্ত্রী প্রভুর আজ্ঞা শিরো-
ধাৰ্য্য করত যজ্ঞসম্ভার সমুদয় সংগ্রহ করিয়া প্রভাস
ক্ষেত্রে গমনপূর্বক যজ্ঞার্থ বিশেষ যত্নবান হইলেন ।
তিনি কুলোক, জুবলোক, ও ঋণোকনিবাসী

ভূর্ভুবঃর্ষনিবাসিনঃ ॥ ২২ ॥ ঋত্বা তু ঘোষণাং সৰ্বে
শীঘ্রা তত্র সমাযুযুঃ । রবিঘোজনপৰ্য্যন্তং ক্ষেত্রমা-
লো তত্র তৎ ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণাঃ চ সমাহ্রয় সোমা-
ধ্যাক্ষ উবাচ তান্ । যজ্ঞাঙ্কং সৰ্ব্বমাতীতং ময়া
সোমাক্ষয়া দ্বিজাঃ । অনন্তরং তু যৎকৃত্যং
ভব স্তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ২৪ ॥ ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণাঃ সৰ্বে
তপে নিধূতকন্ধ্যাঃ । তত্রৈব দদৃশুঃ সৰ্বে বৃষ্টারং
দেবান্নিনম্ ॥ ২৫ ॥ তং দৃষ্ট্বা তু দ্বিজাঃ সৰ্বে
লিঙ্গ দৃষ্ট্ব্যুসমীপতঃ । কথমেতদ্বিত্তি প্রোচুর্ষিষ-
কশ্চ ব্রবীহি নঃ । কশ্মাদজ্ঞস্থিতঃ বৈ শিল্লি-
কো সমবিতঃ ॥ ২৬ ॥ বিশ্বকর্মেণাচ । অহং সোম-
নিযুক্ত যুক্তোহস্মি লিঙ্গরক্ষণে । তদাজ্ঞাপালনে
যত্নঃ ক্রয়তেহতো ময়া দ্বিজাঃ ॥ ২৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
এব ঋত্বা যদা বিপ্রা জাহ্না সৰ্বং তু কারণম্ ।
চরি যজ্ঞকার্য্যার্থং ততশ্চক্রকৃৎপক্রমম্ ॥ ২৮ ॥
তত্র যোজনপৰ্য্যন্তং দেবানাং যজনং শুভম্ । তদেব-
যজনং কৃৎস্না পত্নীশালাং চ চাক্রয়ে ॥ ২৯ ॥ হবির্দানং
সদশ্চৈব উত্তরা বেদির্যেব চ । ব্রহ্মণঃ সদনায়ী-
ত্রীত্যেবং স্থানানি চাক্রয়ে ॥ ৩০ ॥ তত্র যোজন-

নুপতিবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিলেন । আমন্ত্রণ প্রচা-
রিত হইবামাত্র সকলেই সমাগত হইলেন ।
দাদশ যোজন যত্রক্ষেত্র অবলোকন করিয়া ব্রাহ্মণ-
গণকে আহ্বানপূর্বক সোমধ্যাক্ষ তাঁদগকে বাল-
লেন,—হে দ্বিজগণ ! আমি সোমের আদেশে
সমস্ত যজ্ঞাদি দ্রব্য আনয়ন করিয়াছি । ইদানাং
যাহা কর্তব্য আপনারা করুন । সোমধ্যাক্ষ এইকথা
বলিলে তখন তপোনিধূতকন্ধ্য ব্রাহ্মণগণ সমুখে
দেবশিল্পী বৃষ্টাকে দোঁথতে পাইলেন । তাঁহাকে
দোঁথিয়া তাঁহার্য্য তাঁহার সমীপে লিঙ্গদর্শন কার-
লেন । তদর্শনে বলিলেন,—হে বিশ্বকর্মন ! একি ?
অমাদিগকে বল, কি জন্ত তুমি কোটিশিল্প-পরি-
বৃত্ত হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছ ? ১-২৬ । বিশ্ব-
কর্মা বলিলেন,—আমি ভগবান সোম কর্তৃক লিঙ্গ-
রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছি, রক্ষাজন্ত যত্নপূর্বক তাঁহার
আদেশ পালন করিতেছি । ঈশ্বর বলিলেন,—
বিশ্রগণ যখন বিশ্বকর্মনুখে এই কথা শ্রবণ কার-
লেন, তথ্য অবগত হইলেন, তখন তাঁহার্য্য যজ্ঞ-
কর্ম্মের উপক্রম করিতে লাগিলেন । তাঁহার্য্য
যোজনপরিমিত স্থান দেবযজন, তদনন্তর পত্নীশালা,
হবির্দানস্থান, সভাগৃহ, উত্তরবেদি, এবং ব্রহ্মভবন

পৰ্য্যন্ত যজ্ঞপাংক মণ্ডপান বিধকৰ্ম্মা চকাগাণ্ড
কুণ্ডানি বিবিধানি চ ৷ ৩১ ৷ (সহশ্রংখায় তত্র
কুণ্ডানাং মণ্ডপাবিধি) তত্র তে ব্রাহ্মণঃ সৰ্বে
প্রতিষ্ঠাযজ্ঞকোবিদাঃ ৷ ৩২ ৷ নানান্তরণ ত্র্যশ
ব্রাহ্মণঃ সমলকৃতাঃ ৷ চক্ৰঃ সৰ্বে যথাশ্রায়ঃ পান্নঃ
দৃষ্টী পুনঃপুনঃ ৷ ৩৩ ৷ বৃক্ষান্তৰ্বোধবী বাঃ
সমিত্পুশ্পকৃশাদিকান্ ৷ হোমদ্রব্যাদিকং সৰ্বা জ্যা
প্রাজ্ঞাঃ নবঃ পয়ঃ ৷ ৩৪ ৷ তথাহুদপি যৎ কিদ-
যজ্ঞোপকরণং স্মৃতম্ ৷ বৰ্দ্ধনকলসাদাঃ চ সৰ্বা
হেমময়ঃ শুভম্ ৷ ৩৫ ৷ চক্ৰঃ সৰ্বং য ত্রায়ঃ
প্রতিষ্ঠামথাদৃতাঃ ৷ তত্র বিপ্রগণো দৃষ্টো ব্রাহ্ম-
ভোজ্যাদিতৰ্পিতঃ ৷ ৩৬ ৷ বেদধ্বনিত্তি ণিষে-
দ্বিৎ কুমিৎ চ সম্পূর্ণন ৷ শুভে ম পত্নত্ৰ
পতাকাতিরলকৃতঃ ৷ ৩৭ ৷ দিব্যসিংহাসনো পতো
মুক্তাদামপরিবৃত্তঃ ৷ দিব্যচন্দনমালাভিঃ কল্পপল্লব-
তোরণৈঃ ৷ ৩৮ ৷ দিব্যগন্ধমুগন্ধাদ্যৈঃ স্বর্গস্থান-
মিভাবৎ ৷ চতুর্দশবিধস্তত্র ভূতগ্রামঃ সমাগতঃ ৷
৩৯ ৷ স্বাবয়ঃ সর্পজাতিশ্চ পক্ষিজাতিস্তথৈব চ ৷
মুগসংক্রান্ততুর্দশ পথাথাঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ৷ ৪০ ৷ বর্ষশ্চ
মাহুযঃ প্রোক্তঃ পৈশাচঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ৷ অষ্টমো

ও অগ্নীধ্ব স্থান, এই সকল রচনা করিলেন। বিধ-
কৰ্ম্মা যোজনপরিমিত স্থানে যজ্ঞযুগ পোষিত করিয়া
মণ্ডপ ও বিবিধ কুণ্ড ঐ স্থানে সজ্জিত করিলেন।
তথায় মণ্ডপসামা পৰ্য্যন্ত সহশ্রংখা কুণ্ড নির্মিত
হইল। নানালঙ্কারালঙ্কৃত প্রতিষ্ঠা-যজ্ঞ কোবিদ
ব্রাহ্মণগণ পুনঃপুনঃ যথাবিধি শাস্ত্রদর্শনপুৰ্ব্বক
পল্লব, ওষধি, সমিত্পুশ্প, প্রাজ্ঞা আজ্য, নব পয়
হেমময় শুভাবৰ্দ্ধনী কলশসমূহ তথা অস্মান্ত যৎ-
কিঞ্চ যজ্ঞোপকরণ, স্থাপন করিতে লাগিলেন।
প্রতিষ্ঠামণ্ডপে ব্রাহ্মণগণের যৎপরোনাস্তি সন্মান
রক্ষিত হইতে লাগিল। ঊঁহারা ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি
দ্বারা যথেষ্ট ভর্পিত হইতে লাগিলেন। সুগভীর
বেদনাদি ক্রিতিক্ত হইতে অস্বস্তল ল্পর্শ করিতে
লাগিল। মণ্ডপ পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত হইল।
শোভা পাইতে থাকিল। মণ্ডপের কোন স্থানে
দিব্য সিংহাসন, কোন স্থান মুক্তাদাম দ্বারা অলঙ্কৃত,
কোথাও দিব্য চন্দন-চর্চ্চিত মালা, কো স্থানে
কল্পপালপের দিব্যগন্ধ; স্বর্গদ্বাঢ্য পল্লব দ্বারা তোরণ
রচিত হইল। এইরূপে সজ্জিত হওয়ায় মণ্ডপ
তখন স্বর্গের স্রাবশোভা পাইতেলাগিল। চতুর্দশ-
বিধ ভূতগ্রাম তথায় সমাগত হইয়াছিল। স্বাবয়,

রাক্ষসঃ প্রোক্তো নবমো যজ্ঞ এব চ ৷ ৪১ ৷ গান্ধর্ব-
শাকসৌম্যাশ্চ প্রাজাপত্যস্তথৈব চ ৷ ব্রাহ্মশ্চেতি
সমাখ্যাতশ্চতুর্দশবিধো গণঃ ৷ ৪২ ৷ বিবেদেবাস্তথা
সাধ্যা মরুতো বসবস্তথা ৷ লোকপালান্তথাষ্টৌ চ
নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ৷ ৪৩ ৷ ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা যাস্চ
তাঃ সর্বাস্তত্র চাগতাঃ ৷ হৃষ্টাঃ প্রভাসকে ক্ষেত্রে
প্রারক্ষে যজ্ঞকৰ্ম্মণি ৷ ৪৪ ৷ দ্ব্যতকীরবহা নদ্যো
দধিপায়সকর্দমাং ৷ পক্ষারান্নাং কলানাক রশায়ঃ
পক্ষতোপমাঃ ৷ ৪৫ ৷ দৃষ্টান্তে বিবিধাকারান্ত্রিগ্নি যজ্ঞ-
মহোৎসবে ৷ জগন্ত্রৈব গন্ধর্বা ননুত্ৰাপ-
রোগগাঃ ৷ ৪৬ ৷ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ বিবিধৈঃ কাম-
পানাদিতিস্তথা ৷ তপ্তা দেবাস্চ মুনয়ো ভূত-
গ্রামাশ্চতুর্দশ ৷ ৪৭ ৷ এবং সম্ভারসহিতঃ যজ্ঞাঙ্কঃ
সর্বমেব হি ৷ প্রণীকৃত্য সচিবো মুক্তা তত্রৈব
রক্ষকান ৷ সোমস্রাহ্মনানার্থং ব্রহ্মলোকং জগাম
৷ ৪৮ ৷ ঈশ্বর উবাচ ৷ স দৃষ্টী ব্রহ্মণঃ পার্শ্বে
স্থিতঃ সোমঃ মগাপ্রভম্ ৷ প্রণম্য দণ্ডবভূম্যো
সোমং ব্রহ্মণমেব চ ৷ কৃতাজলিপুটো ভূহা উবাচ
নতকঙ্করঃ ৷ ৪৯ ৷ হেমগর্ভ উবাচ ৷ ভগবন
ভবদাদেশাদ্যজ্ঞাঙ্কঃ সর্বমেব হি ৷ ৫০ ৷ তত্র
প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে মগা তে প্রণীকৃতম্ ৷ তত্র

সর্পজাতি পক্ষিজাতি, মুগ, পক্ষান্ত, মাহুয, পিশাচ,
রানস, গন্ধর্ব, শাক, সৌমা, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম,
বিবেদেব, সাধ্যা, মরুৎ, বসু, লোকপাল, নক্ষত্র,
গ্রহ, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দেবতা
সমস্তেই হৃষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভাসক্ষেত্রে
আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞক্ষেত্রে দ্ব্যত ও
কীরের নদী বহিয়াছিল; দধিতে কর্দম
হইয়াছিল; আর রাশি রাশি পক্ষার ও
কল পরতাকারে সজ্জিত ছিল। এই যজ্ঞমহোৎ-
সবে বিবিধাকারের ভোজ্য-পেয় দৃষ্ট হইয়াছিল।
তথায় গন্ধর্বগণ গীত গাহিতে লাগিলেন; অপ্সরো-
গণ নৃত্য করিতে লাগিল। দেবতা মুনীগণ ও
চতুর্দশ ভূতগ্রাম বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ও কামপান-
দিতে তপ্ত হইলেন। ২৭—৪৭। তখন সুযোগ্য
সচিব সমুদয় যজ্ঞসম্ভার ও যজ্ঞাঙ্ক আইরণ করিয়া
রক্ষক নিয়োগ করত প্রভু সোমকে আহ্বান
করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ব্রহ্ম লোকে গমন করিলেন।
ঈশ্বর কহিলেন,—তিনি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত
হইয়া ব্রহ্মকে চক্ষুকে নমস্কার পূর্বক ও নতকঙ্করে
কৃতাজলিপুটে বলিলেন,—হে ভগবান! আপনার
আদেশে আমি প্রভাসক্ষেত্রে সমস্ত যজ্ঞাদি আইরণ

ব্রহ্মর্ষিঃ সর্বে তথা রাজর্ষয়োহপরে । ৫১ । ব্রহ্মার্গ-
প্রেক্ষকঃ সর্বে সন্তীর্ণস্তে সমাকুলাঃ অনন্তরঃ
তু যৎকৃত্যং তত্ত্বান কৰ্ত্তুমর্হতি । ৫২ । ঈশ্বর
উবাচ । ইত্যুক্ত্বা তদা চন্দ্রঃ সমুদ্রস্ত স্মৃতেন
বৈ । প্রহস্তোবাচ ব্রাহ্মণঃ চন্দ্রমা লোকসাক্ষিণম্ ।
৫৩ । ভগবান্ সর্গদেবশ্চ মমাত্মগ্রহকামায়া ।
প্রতিষ্ঠাযজ্ঞকামস্ত মমাত্মিণ্যঃ কুরু প্রভো । ৫৪ ।
অদ্য মে সকলং জন্ম সকলঞ্চ তপঃ প্রভো । দেব-
ত্বমদ্য মে ব্রহ্মস্বং প্রসাদান্তবিশাতি । ৫৫ । ময়া
চ তপসোগ্রাণে প্রাপ্তঃ লিঙ্গমুদ্যাপতে । তৎপ্রতিষ্ঠা-
বিধিং সর্গং তত্ত্বান কৰ্ত্তুমর্হতি । ৫৬ । ব্রহ্মোবাচ ।
অবস্ত্য তব কৰ্ত্তব্যম্ প্রতিষ্ঠাঃ শঙ্করায়িকাম্ । অদা-
রাধনলিঙ্গে তু সোমেশেহতিবিশেষতঃ । ৫৭ । যে
কেচিত্তবিতারো বা অতীতা যো নিশাকরঃ । তেষাং
সোমায়ানাঞ্চ সর্বেযামানাদেবতম্ । ৫৮ । যোহসৌ
সোমেশ্বরো দেব আদৌ ভৈরবনামভূৎ । মৰুত-
রাস্তরেহতীতে প্রতিষ্ঠেহং পুনঃপুনঃ । ৫৯ । যদা
প্রভাসিকে ক্ষেত্রে গতোহং চাষ্টবার্ষিকঃ । আহুতঃ
পূৰ্বমিশ্রেণ ভৈরবস্ত প্রতিষ্ঠিতে । ৬০ । তৎ-
প্রভূত্যেব মে নাম বালরূপী নিগদ্যতে । অন্তেষু
সর্গভীর্থেষু বৃদ্ধরূপী বসাম্যহম্ । ৬১ । প্রভাসে তু

পুনঃপুনঃ বাল্যং প্রভৃতি সংবসে । ব্রহ্মাণ্ডে
যানি তীর্থানি ব্রাহ্মণাশ্চেষু যো স্মৃতাঃ । ৬২ ।
তেষামান্যো নিশানাথ প্রভাসেন্ধং বাবস্থিতঃ ।
কল্পেক্ষকঃ নিশানাথ মম নামান্তরং ভবেৎ ।
৬৩ । ব্রহ্মজুঃ প্রথমে নাম দ্বিতীয়ে পশুভুঃ স্মৃতঃ ।
তৃতীয়ে বিশ্বকর্মেতি বালরূপী তুরীয়েকে । ৬৪ ।
এযামে পরীবর্ত্তো নান্যং ভাবি পুনঃপুনঃ । পরাৰ্দ্ধ-
হর্যপর্ধ্যং প্রভাসে সংস্থিতস্ত মে । ৬৫ । আদি-
সোমেন তজ্জৈব শস্তোৰ্ভোজোভবেন বৈ । প্রভাসে
তু তপস্তপ্তা প্রত্যক্ষীকৃত ঈশ্বরঃ । ৬৬ । ততো
দদৌ বয়ং তুষ্টঃ পূৰ্ব্বলেন্স শূলধ্বক । যম্মাদায়া-
যিতোহং তে সোম ভক্ত্যা চিরন্তনম্ । ৬৭ ।
তস্মাৎ সোমেশনামৈবমস্মিন্ধিঙ্গে ভবিশ্যতি ।
যাবদ্রাজ্য শতানন্দঃ প্রকৃতো ন প্রলীয়তে । ৬৮ ।
যে বোচিত্তবিতারো বৈ রাজিনাথ নিশাকরঃ ।
তে মদ্যরাধনঃ চাক্র করিষ্যন্তি পুনঃপুনঃ । ৬৯ ।
ইত্যুক্তা ভগবান্ শম্ভুস্তজ্জৈবাস্তরধায়ত । তস্মিন
কালে ময়া সোম আদ্যঃ লিঙ্গং প্রস্থিতিতম্ । ৭০ ।
তদাপ্রভৃতি সোমানাং লক্ষণাং দ্বিতয়ং গতম্ ।
সহস্রদ্বিতয়ং শব্দৈশ্চৈকং যদুত্তরম্ । ৭১ । সপ্ত-

করিয়াছি । ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ আপনার উপ-
স্থিতিপ্রতীক্ষা করিতেছেন । অধুনা যাহা কর্তব্য
বলিয়া মনে করেন, তাহা করুন । ঈশ্বর বলি-
লেন,—সচিব এই কথা বলিলে চন্দ্রমা তখন হাস্য
করিয়া লোকসাক্ষী পিতামহকে বলিলেন,—প্রভো !
আমি এক প্রতিষ্ঠাযজ্ঞ করিতেছি, আপনি অমুগ্রহ
পূর্বক ঐ যজ্ঞে গমন করিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ
করুন । অদ্য আপনার গমনে আমার জন্ম সকল
হইবে,—আমার তপস্তা সফল হইবে, এবং দেবদেব
সকল হইবে । আমি উগ্র তপস্তা করিয়া দেবদেব
মহাদেবের এক লিঙ্গ লাভ করিয়াছি, আপনাকেই
ঐ লিঙ্গটী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—আমি অবস্ত্যই তোমার সেই আরাধনার
ধন সোমেশ্বর লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিব । যে সকল
সোম অতীত হইয়াছেন, বা ভবিষ্যতে যাহারা
হইবেন, এরূপ সকল সোমবংশধরের এই লিঙ্গ
আদ্য দেবতা । এই যে সোমেশ্বরদেব, ইহার আদ্য
নাম ভৈরব । আমি প্রতি মৰুতরে ইহার প্রতিষ্ঠা
করিয়া থাকি । আমি ইন্দ্র কর্তৃক আহুত হইয়া ভৈরব
প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলাম,
তদবধি আমার নাম হইয়াছে বালরূপী । অস্তান্ত

তীর্থে আমি বৃদ্ধরূপী হইয়া বাস করি । হে চন্দ্র !
আমি প্রভাসক্ষেত্রে বাল্যকাল হইতে বাস করি-
তেছি । ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল তীর্থ বা যে সকল
ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের সকলের প্রথমে আমি
প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত ছিলাম । হে নিশানাথ !
কল্পে কল্পে আমার নামান্তর হয় । প্রথম কল্পে
ব্রহ্মজু, দ্বিতীয়ে পশুভু, তৃতীয়ে বিশ্বকর্মা ও চতুর্থে
বালরূপী, নাম হয় । পরাৰ্দ্ধহর্যপর্ধ্যকাল পর্য্যন্ত
প্রভাসে বাস করিয়া আমার ঐ সকল নামের পরি-
বর্ত্তন হইয়াছিল । হরনৈরজৈব আদি সোম প্রভাস
ক্ষেত্রে তপস্তা করিয়া হরকে প্রসাদিত করেন ।
হর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করিয়াছিলেন ।
তিনি বলিয়াছিলেন,—হে সোম ! যেহেতু তুমি
ভক্তিপূর্বক আমার আরাধনা করিলে, অতএব
আমার এই লিঙ্গ ‘সোমেশ’ নামক হইবে ।
শতানন্দ ব্রহ্মা যাবৎ লয়প্রাপ্ত না হন, তাবৎকাল
পর্য্যন্ত যে কোন রাজিনাথ নিশাকর প্রভাসক্ষেত্রে
পুনঃপুনঃ আমার আরাধনা করবে । এই কথা বলিয়া
ভগবান্ শম্ভু সেই স্থানে অস্থিহিত হন । তাঁহার
অস্ত্রধীনকালে আমি ঐ স্থানে আদ্য লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়াছি । ৪৮—৭০ । তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত চই লক্ষ

মন্ত্ৰঃ মহাবাহো বৰ্ভসে সোম সাস্প্রতম্ । এতাবল্ল্যেব
লিঙ্গানি প্রতিষ্ঠাং প্রাপিতানি মে ॥ ৭ ॥ এষ
এবাধুনা সোহং তদারাদনজং ফলম্ ॥ প্রতিষ্ঠাং গামি
ভদ্রং তে সোম কৃত্যং মমৈব তৎ ॥ ১৩ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । ইত্যাঙ্ক ভগবান্ ব্রহ্ম বেদবিদ্যাসম্ ৷ তঃ ।
সর্বদেবময়ো দেবৈঃ সহিতস্তীর্থসংযুতঃ ৭৪ ॥
সনৎকুমারপ্রমুখৈর্গৌলৈশ্চ ঋষিভিঃ সহ । বৃহ পতিং
সমাহুয় পুরস্কৃত্য পুরোধসম্ ॥ ৬৫ ॥ হং যানং
সমাক্রুহ কোটিব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ । আগতঃ সোম জেন
তদা ব্রহ্ম জগৎপতিঃ ॥ ৭৬ ॥ প্রাভাসিকে মহা-
তীর্থে যত্র দাক্ষবনঃ স্মৃতম্ ॥ ঋষিতোয়া নদী যত্র
মহাপাতকনাশিনী ৭৭ ॥ ঋষিঃস্তীর্ণে ভাসে
তু ব্রহ্মভাগঃ স উচ্যতে । ত্রিদেবতমিদং ক্ষত্রঃ
যদ্বা তে কথিতং প্রিয়ে ৭৮ ॥ তত্রাগত্য চ বিক্রো
ব্রাহ্মভাগেহতিনির্মলে । মুনীনাংকরয়ামাস প্রত-
স্থানবাসিনঃ ৭৯ ॥ আযাত্তং বেদসং দৃষ্ট্বা দ্রুবাধি-
শুকসংযুতম্ ॥ তে সর্বে পূজয়ামাসুঃ সংস্তবৈর্বেদ-
সম্মিতৈঃ ৮০ ॥ অথোবাচ হিজান্ সর্গান্ ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । চিরমারাদ্য সোমেন সোমেশঃ
পাপনাশনম্ ৮১ ॥ তস্মিন্ প্রসন্নো সোমেন লক্ষং

লিঙ্গমহুতমম্ ॥ প্রতিষ্ঠাং তু দেবস্মা আযাতা হিজ-
সত্তমাঃ ৮২ ॥ যদা ময়া সদা কার্য্যা প্রতিষ্ঠা শক্য়া-
শ্চিকা । তবন্তি পরিকার্যা সা মম ভাগসমাত্রয়েঃ ॥
৮৩ ॥ যতঃ কোপেন ভবতাং লিঙ্গং প্রপতিতং
ভূবি । প্রতিষ্ঠা তত্র কর্তব্য্যা যুযাতির্নৈন সংশয়ঃ ॥
৮৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । গৃহীত্বাথ মুনীন সর্গান্ ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । আনীতঃ সোমরাজেন তদা ব্রহ্মা
জগৎপতিঃ ৮৫ ॥ প্রাভাসিকে মহাতীর্থে সাবিদ্যা
সহিতঃ প্রভুঃ । কারয়ামাস কুণ্ডানাং মণ্ডুপানাং
শতশতম্ ৮৬ ॥ একেকে মণ্ডুপে তত্র চক্রে
সপ্তদশহিজঃ । গুরুণা প্রেরিতো ব্রহ্মা তত্র দেব-
পুরোধসাম্ ৮৭ ॥ পার্শ্বে স্থিতস্তদা ব্রহ্মা বিধানৈর্বেদ-
ভাষিতৈঃ । দীক্ষয়ামাস সোমং তু রোহিণ্যা সহিতং
বিভূম্ ৮৮ ॥ পত্নীঞ্চ রোহিণীং কৃত্বা সর্বলক্ষণ-
সংযুতাম্ ॥ যুগচর্ম্মধরং দেবীং ক্ষৌমবস্ত্রাবণ্ডীঠ-
তাম্ ৮৯ ॥ পত্নীশালাং সমানীত্বা ঋষিগুণ্ডির্বেদ-
পারগৈঃ । চন্দ্রমা দীক্ষয় যুক্ত ঋষিগুণ্ডসংস্কৃতঃ ৯০ ॥
ঔহর্যেণ পশুেন সংযুতো যুগচর্ম্মণা । অতীব
তেজসা যুক্তঃ শুশুভে সদসি স্থিতঃ ৯১ ॥

হুই সহস্র একশত, ছয়টি সোম অতীত হইয়াছে ।
সম্প্রতি তুমি সপ্তম সোম । যতগুলি সোম অতীত হই-
য়াছে ততগুলি লিঙ্গ আমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । অধুনা
আমি আপনার যজ্ঞে যাইয়া লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিবই
করিব । ঈশ্বর বলিলেন,—বেদবিদ্যা-সম্বিত সর্ব
দেবময় দেবাত্মগ তীর্থসেবী ভগবান্ ব্রহ্মা নিশাকর-
সমীপে পুরোক্ত বাক্য প্রকাশ করিয়া সনৎকুমার
প্রমুখ যোগীন্দ্র ঋষি, নিশাকর এবং পুরোধা বৃহ-
স্পতির সহিত হংসযানে আরোহণপূর্বক যেখানে
দাক্ষবন বিরাজিত, এবং মহাপাতকনাশিনী ঋষি-
তোয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, সেই প্রভাসক্ষেত্রে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এই প্রভাসক্ষেত্রে তীর্থে
'ব্রহ্মভাগ' বলিয়া এক ক্ষেত্র আছে । এই ক্ষেত্রে
ত্রিদেবত বলিয়া জানিবে । ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ ব্রহ্মভাগ
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তত্রাত্য মুনিগণকে আহ্বান
করিলেন । 'মহাভাগ মুনিগণ বৃহস্পতির সহিত
বিধাতাকে অবলোকনপূর্বক বেদবিহিত স্তব দ্বারা
স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা আগত
হিজগণকে বলিলেন,—ভগবান্ হোম সূচিরকাল
পাপনাশন সোমেশের আরাধনা করিয়াছিলেন,
আরাধনার দেবদেব প্রসন্ন হন, তাঁহার ফলে

তিনি একটি অল্পস্তুম লিঙ্গ লাভ করেন । তাঁহারই
প্রতিষ্ঠার জন্ত আপনাদের শুভাগমন হই-
য়াছে, আপনারা সকলেই হিজক্ষেত্রে । এখন
কথা এই যে, আমি যেভাবে সর্বদা শক্য়ের
প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, আপনারাও ঠিক সেই
ভাবেই করিবেন ; কেননা, আপনাদের কোপে
একবার তাঁহার লিঙ্গ ভূতলে পতিত হইয়াছিল ।
আপনারাই প্রতিষ্ঠা করিবেন, সে বিষয়ে কোন
সংশয় নাই । ঈশ্বর বলিলেন,—প্রজাপতি ব্রহ্মা
চন্দ্রকর্তৃক প্রভাসক্ষেত্রে আনীত হইয়া ব্রাহ্মণ-
গণ দ্বারা শতশত যজ্ঞকুণ্ড ও বেদি যথাবিধানে
নির্মাণ করাইলেন । এক একটি মণ্ডুপে সপ্তদশ
জন করিয়া ঋষিকু নিয়োজিত করিলেন । অব-
শেষে তিনি দেবগুরু গুরু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া
বেদভাষিত বিধি অনুসারে মণ্ডুপেকপার্শ্বে উপবেশন
করিলেন । রোহিণীর সহিত সোমকে দীক্ষিত করা
হইল । বেদপারগ ঋষিকগণ ক্ষৌমবস্ত্রাবণ্ডীঠতা
যুগচর্ম্মাধররা সর্বলক্ষণ-লক্ষিতা দেবী রোহিণীকেই
চন্দ্রের পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন । ৭১—৮৯ । তখন
তিনি পত্নীশালায় আনীত হইলেন । ভগবান্ চন্দ্রমা
দীক্ষা গ্রহণের সময় যুগচর্ম্ম পরিধান ও ঔহর্য

ততো ব্রহ্ম মহাদেবি সর্বলোকপিতামহঃ । ঋষিভ্যাং
বরণং চক্রে বেদোক্তবিধিনা তদা ॥ ২২ ॥ গুরুহোতা
বৃহত্তত্ত্ব বসিষ্ঠোৎসর্গ্যায়ৈব চ । তত্রোদগাতা মরীচিস্ত
ব্রহ্মহে নারদঃ কৃতঃ ॥ ২৩ ॥ সনৎকুমারসংযুক্তাঃ
সদস্তাস্তত্র বৈ কৃতঃ । বসিষ্ঠাভরণৈযুক্তা মুকুটৈ-
রঙ্গুলীয়কৈঃ ॥ ২৪ ॥ ভূষিতা ভূষণৌষেন তস্মিন যজ্ঞে
তদ্বিজঃ । চতুর্ভূতজ্ঞান্যদ্বার এবং তে ষোড়-
শবিজঃ ॥ ২৫ ॥ প্রস্তোতা কণ্ঠ্যপস্তত্র প্রতিহর্ষা তু
গালবঃ । সুব্রহ্মণ্যস্তথা গর্গঃ সদস্তা পুলহঃ কৃতঃ ॥
২৬ ॥ হোতা শুক্রঃ সমাখ্যাতো নেষ্টা ক্রব উদাহৃতঃ ।
মৈত্রাধরুণো হর্ষাসা ব্রাহ্মণাঙ্কশী কৌশিকঃ ॥ ২৭ ॥
অচ্ছাবাকচ শাকল্যো গ্রাবস্থঃ ক্রতুরেব চ ।
প্রস্থাতা প্রতিপূর্বো যঃ শালঙ্কায়ন এব চ ॥ ২৮ ॥
অগ্নীধ্রু মনুস্তত্র উদ্বেতা-বজ্রিঃ কৃতঃ । এবমাদ্যান
মণ্ডপেষু কৃদ্বা তানুবিজঃ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥ অস্তেযু
মণ্ডপেষু প্রত্যেকমুবিজঃ কৃতঃ । মণ্ডপানাং শতৈ-
বেব কৃদ্বা কুণ্ডান্তকল্পয়ৎ ॥ ১০০ ॥ একৈকো
মণ্ডপস্তত্র বিংশস্তপ্রমাণতঃ । অস্ত্রোণাশোধা
ভূমিঃ তু পঞ্চগব্যেন প্রোক্ষ্য চ ॥ ১০১ ॥ চর্যণা

চাবশ্যেণ আলিখ্যাজ্ঞেণ পার্শ্বতি । উল্লিখ্য
প্রোক্ষ্য কৃদ্বা খাতঃ কৃদ্বা বিধানতঃ ॥ ১০২ ॥ অষ্টৌ
কুণ্ডানি সঙ্কল্য তথৈকমণ্ডপে প্রিয়ে । লেপনং মণ্ডপে
কৃদ্বা বাহকরণমেব চ ॥ ১০৩ ॥ চতুরস্রঃ কার্যুকং চ
বর্জুলং কমলাকৃতি । পূর্বাং দিশাং সমারভ্য কৃদ্বা
তানি যজ্ঞতঃ ॥ ১০৪ ॥ চতুর্কোণসমায়ুক্তং পূর্বে কুণ্ডং
নিবেদ্য তু । ভগ্নাকৃতি তথাগ্রেধ্যাং দক্ষিণে ধনুয়া-
কৃতি ॥ ১০৫ ॥ নৈঋত্যে তু ত্রিকোণং বৈ বর্জুলং
পশ্চিমে তু । বটকোণং চৈব বায়বে পদ্মাকারং
তথোত্তরে ॥ ১০৬ ॥ ঐশান্যামষ্টকোণং তু যথো-
চৈকং বিধানতঃ । প্রত্যেকং মণ্ডপং শুভ্রং
ষোড়শভুজম্ ॥ ১০৭ ॥ ধ্বজৈঃ সত্যোরণৈযুক্তং
চক্রে কৃদ্বা বিধানতঃ । স্ত্রোত্রোং পূর্বতো স্তত্র দক্ষে
গোদৃশ্যং তথা ॥ ১০৮ ॥ অশ্বখং পশ্চিমে চৈব
পলাশ চোত্তরে ক্রমাৎ । বাহদণ্ডপ্রমাণেন ধ্বজা-
স্তত্র বিবেদ্য বৈ ॥ ১০৯ ॥ ঐশ্র্যাদৌ পীতবর্ণা দি-
পতাকাঃ পরিকল্পিতাঃ । ততো ব্রহ্ম হৃদিকুণ্ডে চারি-
স্থাপনমারভৎ ॥ ১১০ ॥ স্বস্থানে ব্রাহ্মণাংকৈব জাপো
চৈব স্ত্রোত্রোজয়ৎ ॥ ত্রীমূর্ত্তং পাবমানং চ সদা চৈব

দণ্ড ধারণ করায় অতীব তেজোযুক্ত হইয়া সভা-
মণ্ডপে যার পর নাই শোভা পাইতে লাগি-
লেন। ঋষি ও গুরুঋগণ তাঁহার স্তব করিতে
লাগিলেন। ভগবান ব্রহ্মা তখন বেদোক্ত
বিধানানুসারে ঋষিকৃগণকে বরণ করিলেন।
ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি হোতা, বসিষ্ঠ অধ্বর্যু, মরীচি
উদগাতা, নারদ ব্রহ্মা, এবং সনৎকুমার প্রমুখ সদস্ত
হইলেন। বিবিধ বস্ত্রাভরণ, মুকুট ও অঙ্গুরীয়কাপি
ভূষণসমূহ তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল। বেদির প্রত্যেক
দ্বারে চারিজন করিয়া চতুর্ভূষী যোড়শজন ঋষিক্
বসিত হইলেন। কণ্ঠ্য প্রস্তোতা, গালব প্রতি-
হর্ষা, গর্গ সুব্রহ্মণ্য, পুলহ, সদস্ত, হোতা, শুক্র,
নেষ্টাক্রব, মিত্রাধরুণ, হর্ষাসা ও কৌশিক ব্রাহ্মণাঙ্কশী,
শাকল্য অচ্ছাবাক, ক্রতু গ্রামস্থ, শালঙ্কায়ন প্রস্থাতা
ও প্রতপ্রস্থাতা, মনু অগ্নীধ্রু, এবং অজিত্রা উদ্বেতা
হইলেন। প্রত্যেক মণ্ডপেই এইরূপ ঋষিক্ বরণ
করা হইল। একশত মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল।
প্রত্যেক মণ্ডপেই কুণ্ড ছিল। এক একটি মণ্ডপের
পরিমাণ বিংশতি হস্ত হইয়াছিল। যে স্থানে বেদি
নির্মাণ করিতে হয়। ঐ স্থান অস্ত্রমন্ত্রে (কট্ট) শোধন
করিতে হয়; পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ করিতে হয়;

অজিন দ্বারা আবৃত করিতে হয় এবং
অস্ত্রমন্ত্রে আলিখন করিতে হয়। আলিখন
করিয়া প্রোক্ষণ করিতে হয়; তদনন্তর ঐ স্থানে
বিধিপূর্বক খনন করিয়া প্রত্যেক মণ্ডপে অষ্ট
কুণ্ড নির্মাণ করিতে হয়। অনন্তর মণ্ডপ লেপন
করিয়া তাহার দৃঢ়ীকরণ করিতে হ। তাহাতে
চতুরস্র কার্যুকাকার, বর্জুল ও কমলাকৃতি কুণ্ড
সকল সমুদ্রে নির্মাণ করিতে হয়। তদুপাং—পূর্ব-
দিকে চতুর্কোণ সমায়ুক্ত, অগ্নিকোণে ভগ্নাকৃতি,
দক্ষিণে ধনুয়াকৃতি, নৈঋতে ত্রিকোণ, পশ্চিমে
বর্জুলাকার, বায়ুকোণে বটকোণ, উত্তরে পদ্মাকার,
ও ঐশান্যকোণে অষ্টকোণ, কুণ্ড নির্মাণ করিতে হয়।
বিধান বশতঃ মধ্যস্থলেও একটি কুণ্ড করিতে হয়।
প্রত্যেক মণ্ডপ শুভ্র, ষোড়শ স্তম্ভযুক্ত, ও ধ্বজ-
তোরণসমাবৃত করিতে হয়। চন্দ্র-যজ্ঞে স্বয়ং বিধাতা
এই সকল কর্ম্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি
মণ্ডপের পূর্বাদিকে স্ত্রোত্র, দক্ষিণে গুহুদ্র, পশ্চিমে
অশ্বখ, ও উত্তরদিকে পলাশ নিবেশিত করিলেন।
বাহদণ্ড প্রমাণে ধ্বজরোপণ করা হইল। পূর্বাদি-
দিকক্রমে ধ্বজবর্ণ পীতাদি হইল। অনন্তর ভগবান
ব্রহ্মা স্বস্থানস্থিত ব্রাহ্মণগণকে জাপ্যকর্ম্যে নিযুক্ত
করিয়া স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিতে আরম্ভ

বাজিনম্ । ১১১ । ব্রহ্মকপিং তথৈল্লং চ পূৰ্ব্বদিকৈঃ
পূৰ্ব্বতোহঙ্গপং । কুডান পুৰুষস্বক্ৰং চ ক্রৌঞ্চায়াং
চ বৈক্ৰিয়ম্ । ১১২ ৷ ব্রাহ্মণং পৈত্র্যমৈশ্বর্যং চ দেৱন
যজুৰ্যো যমে । দেবব্রতং বামদেৱ্যং জ্যোতসাম
রথস্তরম্ । ১১৩ ৷ ভেৰুগুণি চ সামানি ন্দোগাঃ
পশ্চিমেষঙ্গপং । অথৰ্ব্বাথৰ্ব্বশিৱসং স্বস্তস্ত
ণম্ । ১১৪ ৷ নীলকুজমধৰ্ণাণমধৰ্ণা চোত্তরো দ্বপং ।
গৰ্ভাধানাদিকং সৰ্গং ততোহংগরকরোহিভুঃ । ১১৫ ৷
পূৰ্ণাহতিং ততো দক্ষা স্নানকৰ্ম্ম তথারভং । পঞ্চ-
পলবসঃসুজ্ঞঃ যুক্তিকান্তিঃ সমবিতম্ । ১১৬ ৷ ধ্যায়ৈঃ
পঞ্চগব্যৈশ্চ পঞ্চামৃতকলৈস্তথা । তীৰ্থোদকৈ সমে-
তস্ত মন্ত্ৰৈঃ স্নানমথারভং । ১১৭ ৷ নেত্রাণ উৎপাদ্য
দেবস্ত কৃত্বা চ তিলকক্ৰিয়াম্ । পৃথিবীং যানি
তীর্থানি পাতালে চ বিশেষতঃ । ১১৮ ৷ স্বলোকে
চ যান্ত্ৰেব তত্র ভাস্তায়মুদ্ভদা । এতশ্চিরন্তনং ব্রহ্মা
দেৱানাং পশুভ্যং তদা । ১১৯ ৷ ভূমিং ভিক্স বিবে-
শাথ তত্র লিঙ্গমপশুত । স্পৰ্শাখ্যং তং তু সজ্জাদ্য
মধুনা দৰ্ভমূলকৈঃ । ১২০ ৷ তত্র ব্রহ্মশিলাং তস্ত
তস্তা উৰ্দ্ধ্বং মহাপ্ৰভম্ । লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস কৃত্বা

করিলেন। বহু চ ব্রাহ্মণগণ পূৰ্ব্বদিকে ত্রীমুখ
পাবমান ব্রহ্মকপি ও ঐল্লং স্বক জপ করিতে লাগি-
লেন। যজুৰ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণদিকে কুডমুজ,
পুৰুষস্বক, ক্রৌঞ্চাধ্যায়, বৈক্ৰিয়, ব্রাহ্মণপৈত্র্য,
ও ঐল্লংস্বক জপ করিতে লাগিলেন। পশ্চিম দিকে
ছন্দোগ ব্রাহ্মণগণ দেবব্রত, বামদেৱ্য, জ্যোতসাম,
রথস্তর, ও ভেৰুগু, সাম, জপ করিতে লাগিলেন
এবং উত্তর দিকে অথৰ্ব্বগণ অথৰ্ব্বশিৱস, স্বস্ত, স্তস্ত,
অথৰ্ব্বগণ ও নীলকুজ জপ করিতে লাগিলেন। ভগ-
বান্ ব্রহ্মা অগ্নির গৰ্ভাধানাদি করিলেন। অত পর
পূৰ্ণাহতি সম্পন্ন করিয়া তিনি স্নানকৰ্ম্ম আরম্ভ করি-
লেন। পঞ্চ পলব, কবায়, যুক্তিকা, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত,
ও তীৰ্থোদক, দ্বারা মস্ত পাঠপূৰ্ব্বক স্নান কৰ্ম্ম আরম্ভ
হইল। দেবদেৱের নেত্র উৎপাদন করিয়া
তিলকক্ৰিয়া সম্পন্ন করা হইল। স্বৰ্গ, মৰ্ত্ত্য, পাতালে
যাবতীয় তীর্থ আছে, তৎসমস্ত তীর্থই স্নানসময়ে
ঐখানে আসিয়া উপাৰ্হত হইল। এই সময়
প্রবেশপূৰ্ব্বক ব্রহ্মা সৰ্বদেবসমকেই ভূমিভেদ করিয়া
স্পৰ্শাখ্য লিঙ্গ অবলোকন করিলেন। পরে ঐ
লিঙ্গ মধু ও দৰ্ভ দ্বারা আচ্ছাদিত হইল। অতঃপর
বিধাতা তাহাতে ব্রহ্মশিলা স্থাপন করিলেন। এই
শিলায় উপর মহাপ্ৰভ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হইল। লিঙ্গ

নিশ্চলমাব্ধবান্ । ১২১ ৷ স্থিত্বা চ পরমে তৰ্ণে
মস্ত্যাসমখ্যাকরোৎ । এবং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র
ব্রহ্মা জগদুৎকৃঃ । পুজয়ামাস বিধিনা বেদোক্তৈ-
ৰ্ভক্তবিস্তরৈঃ । ১২২ ৷ মস্ত্যাসে কৃতে তত্র ব্রহ্মণা
লোকৰ্জ্জুণা । তত্র বিপ্রগণো হৃষ্টো জয়শব্দাদি-
মঙ্গলৈঃ । নিধুম্শচাতবর্ধকিঃ সূৰ্য্যাকোটিসমপ্রভঃ ।
১২৩ ৷ দেবহৃদুভয়ো নেত্রঃ প্রসন্নাস্চ দিগীধরঃ ।
পুষ্পরুষ্টিঃ পপাতোক্তৈস্তাম্ৰিন যজ্ঞমহোৎসবে । ১২৪ ৷
প্রতিষ্ঠাপ্য ততো লিঙ্গং ত্রীসোমেশং পিতামহঃ ।
দাপয়ামাস বিপ্রৈস্তো ভূরিশো যজ্ঞদক্ষিণাম্ । ১২৫ ৷
সনৎকুমারপ্রমুখৈরাদ্যৈর্ভক্তাৰ্ধিভিৰ্ভূতঃ । দক্ষিণামদদাৎ
সোমস্ত্রীল্লোকান ব্রহ্মণে পুরা । ১২৬ ৷ তেভ্যো
ব্রহ্মৰ্ষিমুখ্যোভ্যঃ সদন্তেভ্যস্তথৈব চ । দদৌ হিরণ্যং
রত্নানি কোটিশো ভূরি দক্ষিণাঃ । ১২৭ ৷ সোহভি-
ষিক্তো মহাতেজাঃ সৰ্ব্বৈৰ্ভক্তাৰ্ধিভিস্ততঃ । ত্রীণ
লোকান ভাবয়ামাস স্বভাসা ভাসতাং বরঃ । ১৮ ৷
তং সিনী চ কুহুশ্চৈব হ্রাতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ ।
কীৰ্ত্তিধৃতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেৱ্যঃ সিয়েবিরে । ১২৯ ৷
প্রাপ্যাবভূমবযাগ্রঃ কৃত্বা মাহেশ্বর্যং মথম্ । কৃতার্থঃ
পরিপূৰ্ণশ্চ সৰ্বভূব নিশাপতিঃ । ১৩০ ৷ ততস্তস্মৈ
দদৌ রাজ্যং প্রাজ্যং ব্রহ্মা পিতামহঃ । বীজো-

নিশ্চল ও আব্ধবান্ হইলেন। ১২০—১২১। বিধাতা
তখন পরম তৰ্ণে অবস্থানপূৰ্ব্বক মস্ত্যাস ও লিঙ্গস্থাপন
সম্পন্ন করিয়া বেদোক্ত বিস্তর মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি
উহার পূজা করিলেন। তিনি মস্ত্যাসপূৰ্ব্বক লিঙ্গ
স্থাপন করিলে বিপ্রগণ হৃষ্ট হইয়া জয়ধ্বনি ও মঙ্গল
ঘোষণা করিতে লাগিলেন; বহু নিধুম হইয়া
কোটী সূৰ্য্যের প্রভা ধারণ করিল; দেবহৃদুভি
নাদিত হইল; দিগীধরগণ প্রসন্ন হইলেন এবং
পুষ্পরুষ্টি পতিত হইতে লাগিল। পিতামহ সোমেশ
লিঙ্গ স্থাপন করিয়া বিপ্রগণকে ভূরি দক্ষিণা প্রদান
বরাইলেন। স্বয়ং সোম সনৎকুমারাদি আদ্য
ব্রহ্মৰ্ষিগণপরিবৃত হইয়া ব্রহ্মাকে ত্রিলোক দক্ষিণা
প্রদান করিলেন। ব্রহ্মৰ্ষিমুখ্য সদন্তগণকে তিনি
রত্ন-হিরণ্য প্রভৃতি ভূরি দক্ষিণা দিলেন। সোম
ব্রহ্মৰ্ষিগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ত্রিলোক প্রভাবিত
করিলেন। সিনী, কুহু, হ্রাতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীৰ্ত্তি
ধৃতি ও লক্ষ্মী এই দেৱী সকল উহার সেবা করিতে
লাগিলেন। সোম মাহেশ্বরী প্রতিষ্ঠা সমাপনের পর
অবভূত-স্নাত হইয়া কৃতার্থ ও পরিপূৰ্ণহইলেন। ভগবান্
ব্রহ্মা প্রদত্ত রাজ্য পুনরায় উাহাকে প্রদান করিলেন।

যদীনং বিপ্রাণামন্নানঞ্চ বরাননে ॥ ১৩১ ॥ তস্মিন
যজ্ঞে সমাজমুর্বে কেচিৎ পৃথিবীশ্বরঃ । তেবাং
রাজ্যং ধনং ভোগান দদৌ স্বর্গং তথাক্ষয়ম্ ॥ ১৩২ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস স্বয়মেবৌষধীপতিঃ । দদৌ
সর্বং তদা তেবাং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনাম্ ॥ ১৩৩ ॥
হিরণ্যাদীন্তদাট্ঠেব মহাদানানি যোড়শ । যো
যদধ্বতে তত্র সামান্তঃ প্রাকৃতো জনঃ । নিজকর্মাঙ্ক-
সারেণ স লেভে চ তদেব হি ॥ ১৩৪ ॥ এবং সম-
র্থিতে যজ্ঞে সর্বং দেবাঃ সবাঃ সবাঃ । স্থাপয়িত্ব তু
লিঙ্গানি জম্বুঃ সর্বং যথাগতম্ ॥ ১৩৫ ॥ চন্দ্রমাস্ত
পুনর্দেবি ব্রহ্মণা সহিতো বিভূঃ । লিঙ্গমারাম্যমাস
প্রভাসে পাপনাশনে ॥ ১৩৬ ॥ ত্রিকালং পূজয়ামাস
ধূপমালাভূষণৈঃ । তং প্রণম্য চ দেবেশি
স্তৌত নিত্যং নিশাপতিঃ ॥ ১৩৭ ॥

ইতি শ্রীহৃদে সোমেশ্বরপ্রতিষ্ঠাযাহাত্ম্যবর্ণনঃ
নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবাবাচ । কস্মিন কালে জগন্নাথ তত্র লিঙ্গ-
প্রতিষ্ঠিতম্ । কথমাধ্বনং চক্রে কৃতার্থো রোহিণী-
তিনি ঠাংগকে বীজোষধি, বিপ্র ও অন্তের রাজ্য
করিলেন । আর ঐ যজ্ঞে যে সমস্ত রাজা আগমন
করিয়াছিলেন, ঠাংগদিগকে তিনি রাজ্য, ধন, ও
অক্ষয় স্বর্গ প্রদান করিলেন । ওষধিপতি স্বয়ং
ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন । হিরণ্যাদি যোড়শ
মহাদান তিনি প্রভাসক্ষেত্রবাসিগণকে প্রদান করি-
লেন । সাধারণ প্রাকৃত জনগণের মধ্যে যে যাঁহা
প্রার্থনা করিয়াছিল, সোম তাহাদিগকে তাহাই
প্রদান করিয়াছিলেন । অনন্তর যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে
সবাসব দেবগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।
সোম বিধাতার সহিত ঐ প্রভাস ক্ষেত্রেই
লিঙ্গারাম্যনা করিতে লাগিলেন । তিনি ধূপ,
মালাভূষণ, প্রণাম ও স্তবাদি দ্বারা হরের
ত্রৈকালিক পূজা করিতে লাগিলেন । ১২২—১৩৭ ।
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্তে ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে জগন্নাথ ! কোন সময়ে
সেখানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কৃতার

১ । ঈশ্বর উবাচ । ত্রৈত্যয়ুগে চ দশমে
বসন্তস্ত হি । সঞ্জাতো রোহিণীনাথো যুক্তো
প্রিয়ে তস্মিন কালে তদা তত্র গতে
ক । ততঃ কৃত্বা তপশ্চাযং প্রত্যক্ষীকৃত-
৩ । লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস ব্রহ্মণা লোক-
নবর্ষসহস্রং তু পূজয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৪ ॥
জ্য বিধিনা নিজকার্যার্থসিদ্ধয়ে । ক্ষতিং
শানাতঃ প্রত্যক্ষীকৃতশঙ্করঃ ॥ ৫ ॥ চন্দ্র
নাস্তি শর্বসমো দেবো নাস্তি শর্বসম্বা
। যং পঠতি সদা সাংখ্যান্তিত্যন্ত চ
। পরং প্রধানং পুরুষং তস্মৈ জ্যোত্বাহনে
উৎপত্তৌ চ বিনাশে চ কারণং যং
দেবানুরমমুখ্যাণাং তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে
যদবায়মনাদ্যন্তঃ যস্মিতাং শাশ্বতং
ক্রমম্ ॥ নিকলঃ পরমং ব্রহ্ম তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ ॥
১ ॥ যুঃ পবিত্রং পবিত্রাণা মাদিদেবো মহেশ্বরঃ ।
পুনাতি দর্শনাৎ তস্মৈ তীর্থাত্মনে নমঃ ॥ ১০ ॥
যতঃ প্রবর্ততে সর্বং যস্মিন সর্বং বলীয়তে ।

রোহিণীপতিই বা কিরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন ?
ঈশ্বর বলিলেন,—হে প্রিয়ে ! দশম ত্রৈত্য
বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে রোহিণীপতি
হ্রস্বাসার সহিত জম্বু গ্রহণ করেন । ঐ অবস্থায়
ঠাংগ রবর্ষ সহস্র অতীত হয় । অনন্তর তিনি
তপস্তা করিয়া শঙ্করের সাক্ষাৎকার লাভ করেন
এবং বিধাতা দ্বারা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করাইয়া লন ।
ইহার পর পুনরায় তিনি বর্ষসহস্র যাবৎ শঙ্করের
পূজা করেন । নিজ কার্যার্থ সিদ্ধির জন্ত তিনি পূজা
ও স্তবাদি করিয়া শঙ্করের (আমার) সাক্ষাৎ
প্রাপ্ত হন । তখন চন্দ্র এই বলিয়া গুব করেন
যে, শর্বসম দেবতা ও শর্বসম গতি নাই । সাংখ্য
যোগিগণ ঠাংগকে সর্বদা প্রধান ও পুরুষ বালদ্যা
থাকেন, সেই জ্যোত্বাহ্মকে আমি নমস্কার করি ।
পণ্ডিতগণ ঠাংগকে দেবানুরমমুখ্যের উৎপত্তি-
বিনাশের কারণ বলিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানাত্মকে
আমার নমস্কার । যিনি অব্যয় অনাদ্যন্ত, যিনি
শাশ্বত এবং নিকল, পর ব্রহ্ম, সেই যোগাত্মকে
আমি নমস্কার করি । যিনি পবিত্রের পবিত্র, আদি-
দেব মহেশ্বর, যিনি সৃষ্টিমাত্র পবিত্র করেন,
সেই তীর্থাত্মকে নমস্কার । ঠাংগ হইতে সমস্ত প্রব-
র্তিত হয়, ঠাংগতে সমস্ত বলী হইয়া থাকে এবং

পালয়েদ্যো জগৎ সর্বং তন্মৈ সর্বাঙ্কনে নমঃ ।
 ১১ ॥ অগ্নিষ্টোমাদিভির্ধ্বজৈঃ যজন্তি বিজাতয়ঃ ।
 সম্পূর্ণদক্ষিণৈরেব তন্মৈ যজ্ঞাঙ্কনে নমঃ ১২ ॥
 ঈশ্বর উবাচ এবং স সংস্রুতে যাবদ্বিচারাজ্যে
 নিশাকরঃ । অত্রবীন্তগবান্ প্রীতঃ প্রহসন্তি বাকরঃ ॥
 ১৩ ॥ শঙ্কর উবাচ । পরিতুষ্টোহস্মি মে বৎস
 স্তোত্রোণেনৈন লীতগো । বরঃ বরয় ভদ্রং মে ভূয়ো
 যন্তে মনোগতম্ ॥ ১৪ ॥ স্তোত্র উবাচ । যদি দেবো
 বরোহস্মাকং যদি তুষ্টোহসি মে প্রভো । সান্নিধ্যং
 কুরু দেবেশ লিঙ্গেহস্মিন সর্বাণা বিভো ॥ ১৫ ॥
 যে যঃ পশুস্তি চাত্ত্বং ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ।
 তেষাং তু পরমা সিদ্ধিৰ্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥ ১৬ ॥
 শঙ্করুবাচ । অগ্রে তু মম সান্নিধ্যমি লিঙ্গে
 মহাপ্রভো । বিশেষতোহধুনা চন্দ্র তব ভক্ত্যা
 নিরন্তরম্ ॥ ১৭ ॥ স্বাতব্যমদ্যপ্রভৃতি কেত্রেহস্মিন ময়া
 সহ । যস্মাৎপ্রভা লভা কেত্রেহস্মিন মৎপ্রসাদতঃ ।
 তস্মাৎ প্রভাসামিত্যেবং নামান্ত প্রভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥
 যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং যয়া সোম শুভং মম ।
 সোমনাথেতি মে নাম তস্মাৎ খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥

যিনি সমস্ত জগৎ পালন করেন, সেই সর্বাঙ্ককে
 আমার নমস্কার । বিজাতিগণ সম্পূর্ণদক্ষিণ
 অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা যাহাকে যজ্ঞন করিয়া
 থাকেন, সেই যজ্ঞাঙ্ককে আমার নমস্কার ।
 নিশাকর দিবারাত্র এইরূপ স্তব করিলে তখন
 ভগবান (শঙ্কর আমি) প্রীত হইয়া হাসিয়া বলি-
 লেন,—হে চন্দ্র ! বৎস, আমি তোমার স্তবে
 তুষ্ট হইয়াছি, তুমি মনোমত বর প্রার্থনা কর,
 মঙ্গল হোক । চন্দ্র বলিলেন,—হে দেব । বর
 যদি দেন, যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন,
 তাহা হইলে এই লিঙ্গে সর্বাণা সান্নিধ্য ককুন ।
 যাহারা ভক্তিপূরক আপনাকে এই স্থানে দর্শন
 করিবে, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে সিদ্ধি লাভ
 করে । শঙ্কু বলিলেন,—হে মহাপ্রভ চন্দ্র ! আমি
 অগ্রে এই লিঙ্গে সন্নিহিত ছিলাম ; বিশেষতঃ এখন
 আমি নিরন্তর এই লিঙ্গে বাস করিব । অদ্যা-
 বধি আমি উমার সহিত এই কেত্রে বাস করিব ।
 তুমি এই স্থানে আমার প্রসাদে প্রভা লাভ করি-
 য়াছ বলিয়া এই কেত্রেই নাম হইবে ‘প্রভাস’ । হে
 সোম ! যেহেতু তুমি [সোম] আমার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
 করিয়াছ, এজন্য আমি সোমনাথ নামে খ্যাতি

১৯ ॥ যস্মাগ্রেভনং নাম খ্যাতিং ব্রহ্মবৈশ্বানরিকম্ ।
 সোমনাথেতি চ পুনস্তদেব প্রচরিত্যতি । ব্রহ্মাশ্চি
 হিনরা যে মামত্রং ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২০ ॥ শৃণু
 তেষাং ফলং বৎস ভবিষ্যতি নিশাকরঃ । ন তেষাং
 জায়তে ব্যাধির্ন দারিদ্র্যং ন দুর্গতিঃ । ন চেষ্টেন
 বিয়োগশ্চ মম চন্দ্র প্রভাবতঃ ॥ ২১ ॥ যাত্রাং
 কুরুস্তি যে ভক্ত্যা মম দর্শনকাঙ্ক্ষণঃ । পদে-
 পদেহমেষান্ত তেষাং ফলমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥ কিং
 কুতৈবছতির্ভিজৈরুপবাসৈর্নিশাকর । সত্বং পশুস্ত
 মাং যেহত্র তে সর্বে লেভিরে ফলম্ ॥ ২৩ ॥ এক-
 মাসোপবাসস্ত কুরতে ভক্তিতৎপরঃ । যাবদ্বর্ষসংস্রুত
 একঃ পশুতি মামিহ ॥ ২৪ ॥ দ্বাভ্যামপি ফলং তুলাং
 নাস্তি কাচিচ্চারণা ॥ ২৫ ॥ একো ভবেদ্বর্ষঙ্গারী
 যাবজ্জীবং নিশাকর । সত্বং পশুতি মামত্র সমং
 তাভ্যাং ফলং স্মৃতম্ ॥ ২৬ ॥ একো দানানি সর্বাণি
 প্রবচ্ছতি বিজাতয়ে । একঃ পশুতি মামত্র সমং
 তাভ্যাং ফলং স্মৃতম্ ॥ ২৭ ॥ একো ব্রতানি সর্বাণি
 কুরুতে যুগলাহন । অশ্বঃ পশুতি মামত্র সমং
 তাভ্যাং ফলং স্মৃতম্ ॥ ২৮ ॥ একস্তৌর্থানি কুরুতে
 জপজাপ্যানি ভূরিশঃ । অশ্বঃ পশুতি মামত্র ফলং

লাভ করিব । ১—১৯ ॥ ব্রহ্মাধিকারকালদ্বায়ী আমার
 যে পুরাতন নাম আছে, তাহাই অধুনা ‘সোমনাথ’
 বলিয়া পুনঃ প্রচারিত হইবে । যে সকল নর এই
 স্থানে আমাকে দর্শন করিবে, তাহাদের যে ফল হয়,
 বৎস ! তাহা শ্রবণ কর । আমার প্রসাদে তাহাদের
 ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুর্গতি ও ইষ্টবিয়োগ কদাচ হয় না ।
 আমার দর্শন কামনায় যাহারা যাত্রা করে, তাহা-
 দের পদে পদে অশ্বমেধফল লাভ হয় । বহু যজ্ঞ
 ও উপবাসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ
 আমাকে তথায় মাত্র দর্শন করিয়া মানব সকল
 ফলই লাভ করিয়া থাকে । যদি কেহ বর্ষসংস্রুত কাল
 যাবৎ মাসোপবাস করে, আর কেহ যদি মাত্র
 আমাকে দর্শন করে, তবে এ দুইয়ের ফল সমানই
 হইয়া থাকে । এবিষয়ে তর্ক করিবার আর কিছু
 নাই । এক জন যদি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করে, আর
 এক জন যদি কেবল আমাকে দর্শন করে, তাহা
 হইলে উভয়েরই ফল তুল্য জানিবে । এক জন যদি
 সমস্ত দানীয় বস্তু বিজাতিকে দান করে, আর
 এক জন যদি আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে
 এই দুই জনের ফল সমানই হইয়া থাকে । এক
 জন যদি সমস্ত ব্রত করে, আর এক জন যদি শুদ্ধ

তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ২৯ ॥ একো জ্ঞানাদি-
যোগেন মুমুক্শুর্জয়তে ধ্রুবম্ । অস্ত্যঃ পশ্চতি মামত্র
কলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥ একঃ ভৃগু-
পাতেন যাতি মৃত্যুং নিশাকরঃ । অস্ত্যঃ পশ্চতি
মামত্র সমং তাভ্যাং কলং স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥ একঃ
স্নাত্তি সদা মাঘং প্রয়াগে নরসন্তমঃ । অস্ত্যঃ পশ্চতি
মামত্র কলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ৩২ ॥ একঃ
পিণ্ডপ্রদানঞ্চ পিতৃতীর্থে সমাচরেৎ । অস্ত্যঃ পশ্চতি
মামত্র কলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ গোসহস্র
প্রদো হ্যেকো ব্রাহ্মণে বেদপারগে । একঃ পশ্চতি
মামত্র কলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ৩৪ ॥ পঞ্চাশিঃ
সাধয়েদেকো ঐশ্বকালে সুদাক্ষণে । একঃ পশ্চতি
মামত্র কলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ স্নাতঃ
সোমগ্রহে চন্দ্র সোমবারে চ ভক্তিতঃ । যো মাং
পশ্চতি সর্ষেধামেতেবাং লভতে কলম্ ॥ ৩৬ ॥ সর-
স্বতী সমুদ্রচ সোমঃ সোমগ্রহস্থতা । দর্শনং সোম-
নাথস্ত সকারঃ পঞ্চ হ্রস্বতাঃ ॥ ৩৭ ॥ নৈরন্তর্য্যেণ

আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে উভয়েই তুল্য-
কল পায় । একজন যদি সমস্ত তীর্থ ও জপ-জাপ্য
করে, আর এক জন যদি আমাকে দর্শন করে,
তাহা হইলে এতদ্ব্যয়ের কল সমানই জানিবে ।
এক জন যদি জ্ঞানযোগে মুমুক্শু হয়, আর এক
জন যদি মাত্র আমাকে অবলোকন করে, তাহা
হইলে আর এ দুইয়ের পার্থক্য থাকে না । এক
জন যদি ভৃগুপতনে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আর এক জন
যদি আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এতদ্ব্যয়ের
কলের ভারতম্য আছে এমন কেহ মনে করিবে
না । এক জন যদি নিয়ত মাঘমাসে প্রয়াগে স্নান
করে, আর এক জন যদি আমাকে দর্শন করে, তাহা
হইলে এতদ্ব্যয়ের কল সমান হয় । একজন যদি
পিতৃতীর্থে পিণ্ড প্রদান করে, আর অস্ত্য ব্যক্তি
আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এই দুইয়েরই
কল সমান হয় । একজন যদি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে
গোসহস্র প্রদান করে, আর একজন যদি মাত্র
আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এই দুইয়েরই
কল তুল্য হয় । একজন যদি সুদাক্ষণ ঐশ্বকালে
পঞ্চাশি সাধন করে, আর এক জন যদি কেবল
আমাকে দর্শন করে, তবে কল ঠিক এক রকমই
হয় । হে চন্দ্র ! যে মানব সোমবারে ভক্তিপূরক
আমাকে দর্শন করে, সে পুরোক্ত সকল কর্মের
কলভাগী হইয়া থাকে । সরস্বতী, সমুদ্র, সোম,

যথাদান, বিধিবা যঃ প্রপূজয়েৎ । পুণ্যং তদেব
সকলং লভতে বিশ্ববার্চনাৎ ॥ ৩৮ ॥ এতদেব তু
বিজ্ঞেয়ং গ্রহণে চোত্তরায়ণে । সংক্রান্তিদিনচ্ছিত্রেষু
যড়শীতিমুদেষু চ ॥ ৩৯ ॥ মাসৈশ্চতুর্ভির্বৎপুণ্যং
বিধিনাপূজ্য শঙ্করম্ । কার্ত্তিক্যাং স লভেৎ পুণ্যং
চৈত্র্যাং ভাদ্রশুণং স্মৃতম্ । পুণ্যমেতত্তু কাঙ্ক্ষস্তা-
মাযাঢ্যামেবৈব তু ॥ ৪০ ॥ একো দদ্যাঙ্গবাং
লক্ষং দো গাং বেদপারগে । একো মমার্চয়ে-
ন্নিত্যং ত পুণ্যং ততোহধিকম্ ॥ ৪১ ॥ মাসেমাংসে
চ যোহস্মাদ্ দ্যাবজ্জীবং সুরেবরি যশ্চার্চয়েৎ
সকৃৎলক্ষং মমেষ্বর সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ তপঃশীলশুণো-
পেতে ত্রয়ো বেদস্ত পারগে । সুবর্ণকোটিং
যদ্বদা তৎ লং কুসুমেন তু ॥ ৪৩ ॥ অর্কপুষ্পেহপি
চৈকস্মিহি য় বিনিবেদিতে । দশ দ্বাদশ সুবর্ণানি
যৎকলং দদাপুণ্যং ॥ ৪৪ ॥ অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যাঃ
করবীরং বিশিষ্যতে । করবীরসহস্রেভ্যো দ্রোণ-
পুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৪৫ ॥ দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যো
হপামার্গং বিশিষ্যতে । অপামার্গসহস্রেভ্যো কৃশ-

সোমগ্রহ এবং সোমনাথের দর্শন এই পঞ্চ সকার
দ্রুত । ছয় মাস কাল নিরন্তর শিবপূজা করিলে
যে কল লাভ হয়, একমাত্র বিশ্বব, গ্রহণ, উত্তরায়ণ
বা যড়শীতিসংক্রান্তিতে পূজা করিলে তদ্রূপ কলই
প্রাপ্ত হওয়া যায় । চাতুর্থাংশে শঙ্করাদ্বাদশ করিলে
যে কল পাওয়া যায়, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় তাহার তুল্য,
চৈত্রী পূর্ণিমায় তাহার দ্বিগুণ, আর ফাল্গুনী শুক্লাষাঢ়ী
পূর্ণিমায় তাহার সমানই কল লাভ হয় ॥ ২০—৪০ ॥
এক ব্যক্তি যদি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে লক্ষ দোহী
গাভী দান করে, আর একজন যদি আমার লিঙ্গ-
অর্চনা করে, তাহা হইলে এতদ্ব্যয়ের মধ্যে লিঙ্গ
অর্চনাকারীরই কল অধিক জানিবে । যদি কোন
ব্যক্তি দ্যাবজ্জীবন মাসাহারী হয়, আর যদি কোন
ব্যক্তি একবার মাত্র আমার লিঙ্গ অর্চনা করে,
তাহা হইলে এই দুইয়ের কলভারতম্য কিছুই নাই
জানিবে । তপঃশীলশুণোপেতে বেদপারগ ব্রাহ্মণে
কোটি সুবর্ণ দান করিলে যে কল লাভ হয়, মাত্র
কুসুম দ্বারা আমার পূজা করিলে সেই কল পাওয়া
যায় । দশ সুবর্ণ দানের যে কল হয়, অর্কপুষ্প
দ্বারা শিবপূজা করিলেও সেই কলই হইয়া থাকে ।
সহস্র অর্কপুষ্প অপেক্ষা এক করবীর পুষ্প ষষ্ঠ,
সহস্র করবীর হইতে এক দ্রোণ পুষ্প ষষ্ঠ,
সহস্র দ্রোণ পুষ্প হইতে এক অপামার্গ

পুষ্পং বিশিষ্যতে। কুশপুষ্পসংশ্লেষ্যঃ শমীপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥৪৬॥ শমীপুষ্পং বৃহত্যাং কুশং তুল্যমুচ্যতে। করবীরসমা জ্ঞেয়া জাতীবিজ পাটলাঃ ॥ ৪৭ ॥ ষেতমন্দার কুশুমং সিতপদ্মসমং ভদ্রাং ॥ নাগচম্পকপুঙ্গাবধুস্তরকুশুমং স্মৃতম্ ॥ ৪৮ ॥ কেতকী-জাতিমুকুট কন্দমুখীমদন্তিকাঃ। শিরীষ সর্জজম্বু-কুশুমানি বিবর্জয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ আকুলোকুমং পত্রং করঞ্জেন্দ্রসমুত্তমম্ ॥ বিভীতকানি পুষ্পানি কুশুমানি বিবর্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥ কনকানি কদম্বানি রাশ্রো দেয়ানি শক্রে ॥ দ্বেবশেষাণি পুষ্পাণি বা রাশ্রো চ মঞ্জিকা ॥ ৫১ ॥ প্রহরং তিষ্ঠতে মল্লী করবীর-মহর্নিশম্ ॥ কীটকেশাপবিক্কাণি রাশ্রো পূর্ণাষিভানি চ ॥ ৫২ ॥ স্বয়ং পতিতপুষ্পাণি ত্যজ্যেতপুষ্পানি চ ॥ তুলসী শতপত্রঞ্চ গন্ধারী দমনস্তথা ॥ ৫৩ ॥ সর্ষাপাং পত্রজাতীনাম্ জ্ঞেয়ং মল্লবকঃ স্মৃতঃ ॥ এতৈঃ পুষ্প-বিশেষৈশ্চ পূজ্যঃ সোমেশ্বরঃ সদা ॥ ৫৪ ॥ যাত্রায়াঃ কলমাপ্যোতি বর্ণলোকে মহীয়তে ॥ এতাবহুকা বচনং তজ্জৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৫ ॥ চন্দ্রমা বক্ষ্যামি মুক্তঃ স্বহানিনিরতোহভবৎ ॥ আহুয় বিশ্বকর্মাণং প্রাসাদং

পর্যাকল্পয়ৎ ॥ শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং গোক্ষীরধবলো-জ্জলম্ ॥ ৫৬ ॥ প্রাসাদং মেকনামানং হেমপ্রাকার-তোরণম্ ॥ চতুর্দশাঙ্গে পরিভঃ প্রাসাদাঃ পরি-কল্পিতাঃ ॥ তেবাং নামানি বক্ষ্যামি প্রত্যেকং তানি মে শৃণু ॥ ৫৭ ॥ কেশরী সর্বতোভদ্রো নন্দনো নন্দি-শালকঃ ॥ নন্দীশো মন্দরঃ চব জীবকো অমৃতো-ভবঃ ॥ ৫৮ ॥ হিমবান্ হেমকূটঞ্চ কৈলাসঃ পৃথিবী-জয়ঃ ॥ ইন্দ্রনীলো মহানীলো ভূধরো রত্নকূটকঃ ॥ ৫৯ ॥ বৈদূর্য্যঃ পদ্মরাগঞ্চ বজ্রকো মুকুটোজ্জলঃ ॥ ঐরা-বতো রাজহংসো গরুড়ো বৃষভস্তথা ॥ ৬০ ॥ মেকঃ প্রাসাদরাজা চ দেবানামালয়ো হি সঃ ॥ আদৌ পঞ্চাণ্ডকো জ্ঞেয়ঃ কেশরী নামভঃ স্থিতঃ ॥ ৬১ ॥ চতুর্থাংশা চ তদবুদ্ধির্ধাবয়েকঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৬২ ॥ এবং পৃথকারিয়রা প্রাসাদাং চ চতুর্দশ ॥ বক্ষ্যাদীনঃ দেবতানাম্ সমাপস্থানবাসিনাম্ ॥ ৬৩ ॥ দশ চাত্তান্ ভূধরাদীন বৃষভাত্তান বরাননে ॥ আদৌ কপদিনং কুহা প্রাসাদান্ পর্যাকল্পয়ৎ ॥ ৬৪ ॥ মেকঃ প্রাসাদ-রাজো বৈ স তু সোমেশ্বরে কৃতঃ ॥ ত্রেতাযুগে তু দশমে মনোবৈশ্বনরতন্তু চ ॥ ৬৫ ॥ কারিয়ত্বা মণ্ড-

পুষ্প শ্রেষ্ঠং সৎস্র অপমার্গং হইতে এক কুশপুষ্প শ্রেষ্ঠ এবং সৎস্র কুশপুষ্প হইতে এক শমীপুষ্প শ্রেষ্ঠ। শমী ও বৃহতীপুষ্প এ দুইই তুল্য। জাতী, বিজয় ও পাটলা এই পুষ্পত্রয় করবীরতুল্য। ষেতমন্দার কুশুম সিত পদ্মের সমান। নাগ, চম্পক, পুঙ্গাব, ধুস্তর কেতকী, অতিমুকুট, কন্দ, মুখী, মদান্তকা, শিরীষ, সর্জ, ও জম্বুত, এই সকল কুশুম শিবপূজায় বর্জ্যনীয়। আকুলোকুম, করঞ্জেন্দ্রপত্র, বিভীতক পুষ্প এ সকল শিবপূজায় বর্জ্যনীয়। রাত্রিকালে কনককদম্ব শকরকে দেওয়া যাইতে পারে। দেবশেষ পুষ্প দিব্যভাগে, মঞ্জিকা রাত্রিকালে, মল্লী প্রহরকাল ব্যাপিয়া, এবং করবীর দিব্যরাত্র রাপিয়া পবিজ্ঞ থাকে জানিবে। কীট-কেশাপবিক্কা পূর্ণাষিত স্বয়ং পতিত এবং উপহত পুষ্প পরিত্যাগ করিবে। তুলসী, শতপত্র, গন্ধারী, দমন, প্রভৃতি পত্রের মধ্যে মল্লবকপত্র উৎকৃষ্ট। ইত্যাদি পুষ্পবিশেষ দ্বারা সোমেশ্বরের পূজা করা কর্তব্য। এরূপ করিলে দ্বাত্রয় কল লাভ হয় এবং স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া তগবান্ শিব সেই স্থানে অর্জহিত হইলেন। সোমও স্বহানে প্রস্থান করিলেন। তিনি বিশ্বকর্মাণকে আহ্বান করিয়া

প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। প্রাসাদটী শুদ্ধফটিক-সঙ্কাশ, ও গোক্ষীরধবলোজ্জল। তাহার নাম মেক। তাহার প্রাকারতোরণ হিরণ্য। সেই প্রাসাদের চতুর্দিকে আরও চতুর্দশটি প্রাসাদ নির্মিত হইল। ঐ চতুর্দশ প্রাসাদের নাম অবগ কর; যথা,—কেশরী, সর্বতোভদ্র, নন্দন, নন্দিশালক, নন্দীশ, মন্দর, জীবক, অমৃতোভব, হিমবান্, হেমকূট, কৈলাস, পৃথিবীজয়, ইন্দ্রনীল, মহানীল, ভূধর, রত্নকূটক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, বজ্রক, মুকুটোজ্জল, ঐরাবত, রাজহংস, গরুড় ও বৃষভ। মেক, প্রাসাদের রাজা; তাহা দেবগণের আলয়। তাহার আদিতে পঞ্চাণ্ডক এক পর্বত আছে। তাহার নাম কেশরী। কেশরী মেকর এক চতুর্থাংশ পরি-মিত। সোম সমাপস্থ বক্ষ্যাদি দেবতার বাস কার-বার জন্ত স্বীয় প্রাসাদের চতুর্দিকে পৃথক পৃথক চতুর্দশটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। এতদ্ব্যতীত আরও দশটি ভূধর প্রাসাদ নির্মিত হইল। এই দশটির শেষেরটির নাম বৃষভ। সোম প্রথমে শিবের প্রাসাদ কল্পনা করিয়া পরে অন্তান্ত দেবগণের প্রাসাদ কল্পনা করিলেন। প্রাসাদরাজ মেক সোম-েশ্বরে কল্পিত হইল। এই সময় দশম ত্রেতাযুগ —বৈবস্বত মন্বন্তর অধিকার ছিল। ৪:—৬৪। সোম

পাংচ প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধি । নদানাং তু শতং
কৃৎষা বাপীকৃপসহস্রকম্ ॥ ৬৬ ॥ গৃহানাং তু
সহস্রাণি দীনানাথান্নাশ্রাণি চ । কারয়িত্বা বিধানেন
বিপ্রৈভ্যঃ প্রদদৌ পৃথক্ ॥ ৬৭ ॥ নিবেশ্য
নগরং সোমঃ স্রীসোমেশ্বরসন্নিধৌ । স্বকৰ্ম্মণাং
প্রচারার্থমথাভ্যর্থয়ত দ্বিজান্ ॥ ৬৮ ॥ সোমোহস্মি
ভবতাং রাজা প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ । তথাপি
বিনয়েনৈব ভক্ত্যা বিজ্ঞাপয়ামি বঃ ॥ ৬৯ ॥ ধনং
হিরণ্যরত্নাদি ধাতুং ত্রীহিষবাদিকম্ । গোমহিষাদি-
পশবো বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৭০ ॥ কদলীনারি-
কেলানি তাম্বুলীপুগমালিনঃ । মনোহভিরামচরমা
আরামাঃ পরিতঃ স্রিতাঃ ॥ ৭১ ॥ জম্বুদ্বীপাধিপাঃ
সৰ্ব্বৈ ভবতামত্ৰবাসিনাম্ । আদেশং চ করিস্যস্তি
শিরস্তাধায় শোভনম্ ॥ ৭২ ॥ দ্বীপান্তরাদাগতৈশ্চ
কৰ্পূরাঙ্কুরচন্দনৈঃ । অস্তৈশ্চ বিবিধৈর্জ্যৈঃ সম্পূর্ণা
ভবতাং গৃহাঃ ॥ ৭৩ ॥ পণ্যানাং শতসংখ্যানাং
ব্যবহারনিদর্শিনঃ । ত্রেকোত্তরাণি তথস্তু বণিজো
লাভকাঙ্ক্ষণঃ ॥ ৭৪ ॥ ভবৎসু ভূত্যাভাবেন
বর্তমানা হিতৈষণাঃ । তে চাত্তে চ তথা পৌরা
নাবসাদস্তি কহিচিৎ ॥ ৭৫ ॥ এবং সম্পূর্ণবিভবৈ-

ভবন্তিঃ সোমঃ স মম । বিতস্তস্তাং বিধি-
বভূবুদ্ধিকি ॥ ৭৬ ॥ ত্রক্ষাদীনি চ সৰ্ব্বাণি
প্রবর্ত্ত্যামহর্নিশম্ । দীনান্দ্রুপণাদীনং ক্রিয়তা-
মার্জিনাশন ৭৭ ॥ অভ্যাগতানামোচিত্যাদাতিথ্যং
চ বিধীয়তা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গেন সমেতানাং মাহাত্ম্য-
নাম্ ॥ ৭৮ ॥ ত্রক্ষবীণামাশ্রমেষু দীপ্যস্তামাংগাঃ সদা ।
মথাত্র স্থা তং লিঙ্গং সৰ্বকালং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৭৯ ॥
পবিত্রৈরুপ টৈশ্চ পূজয়ন্ত দ্বিজোত্তমাঃ । অষ্টৌ
প্রমাণপুরুষ পৌরাণাং কার্যদর্শিনঃ ॥ ৮০ ॥
ব্যবহারানাং কথং স্মৃত্যাচারবিশারদাঃ । ব্যবস্থাং
মংকৃত্যমে ২ ভবন্তোহত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৮১ ॥
ধারয়ন্ত মাহাত্মানো দিগ্গজজ্ঞা ইব মেদিনীম্ । এবং
প্রভুত্বমাহ স্বানেহস্মিন শিবশালিনি ॥ ৮২ ॥
ঋতিস্মৃতিপুরাণোক্তান্ ধৰ্ম্মানচরত দ্বিজাঃ । নিশম্য
সোমস্ত বাক্য বিনীতমিতি তে দ্বিজাঃ ॥ ৮৩ ॥ উবাচ
কৌশিককৈষেয় গোত্রাণাং প্রথমো দ্বিজঃ । সাধুপদিষ্ট-
মশ্রবকং দ্বিজরাজেন সৰ্ব্বথা ॥ ৮৪ ॥ সৰ্বমেতৎ কৰি-
বামঃ কিং তু কিঞ্চিন্নিশাময় । নিয়োগতঃ পূজয়তাং
শিবনিষ্ঠান্যাসেবিনাম্ ॥ ৮৫ ॥ পাতিত্যাং জায়তে-

যথাবিধি মণ্ডপ সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া শত শত নদ
ও সহস্র সহস্র বাপী-কৃপ এবং শত শত দীনানাথ-
ভবন নির্মাণ করাইয়া তাহা পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণ-
গণকে দান করিলেন । স্বকৰ্ম্মের প্রচারার্থ
সোমেশ্বর-সন্নিধানে নগর বসাইলেন এবং তথায়
ব্রাহ্মণগণের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন । তাঁহা-
দিগকে বলিলেন,—আমি সোম ; আপনাদের রাজা,
পরমেষ্ঠীর প্রণামে আমি রাজা হইয়াছি । রাজা
হইয়াও আমি আপনাদিগকে ভক্তিপূৰ্ব্বক জানাই-
তেছি যে, এই সকল ধন, হিরণ্য, রত্ন, ধান্য, ত্রীহি,
ষব, গো মহিষাদি পশু, বিবিধ বস্ত্র, কদলী, নারি-
কেল ও তাম্বুলীপুগমালী মনোভিরাম আরাম
আপনাদের উপভোগার্থ রাখিয়াছে, গ্রহণ
করিবেন । আর জম্বুদ্বীপনিবাসীগণ মন্তক অবনত
করিয়া আপনাদের আদেশ পালন করিবে ।
দ্বীপান্তর হইতে আগত কৰ্পূরাঙ্কুর-চন্দন ও
অস্ত্রাশ্র বিবিধ জস্য দ্বারা আপনাদের গৃহ পরি-
পূর্ণ হইবে । শত শত পণ্যের লাভাকাঙ্ক্ষী ব্যব-
হারবিৎ বণিকগণ আপনাদের নিকট ভূত্যাভাবে
থাকিয়া ব্রহ্মোত্তর (বণিকগণ ব্রাহ্মণদিগকে যে
লাভাংশ প্রদান করিত, তাহা) প্রদান করিবে ।

বণিকগণ ও অপরাপর পৌরগণ কেহই কখন
অবসাদগ্রস্ত হইবে না । কিন্তু আপনারা উক্ত
প্রকারে বিভব-সম্পন্ন হইয়া আমার মন্ডলের
নিযুক্ত সৰ্বদা বিধিবৎ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন
করিবেন । অহর্নিশ বেদপাঠ করিবেন । দীনান্দ্রু-
কৃপণগণের হুৎ দূর করিবেন । তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে
সমাগত মহাত্মা ব্যক্তিগণের আতিথ্য গ্রহণ করি-
বেন । মহর্বিগণকে আশ্রমে স্থান দিবেন । আমি
এই যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, পবিত্র উপচার দ্বারা
তাঁহার পূজা করিবেন । আপনাদের মধ্যে আউজন
স্মৃত্যাচার-বিশারদ প্রমাণপুরুষ (বিচারক) হউন ।
তাঁহার সৰ্বদা পৌরগণের কৃত্যাকৃত্য অবলোকন
করিবেন । আমার এই ব্যবস্থাস্বাসারে দিগ্গজের
স্থায় আপনারা মেদিনী পালন করিবেন । এইরূপ
প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনারা এই শিবময় স্থানে
ঋতি-স্মৃতি-পুরাণোক্ত ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করুন ।
সোমের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের
মধ্য হইতে গোত্রের প্রথম দ্বিজ কৌশিক বলি-
লেন,—দ্বিজরাজ ! আমাদিগকে সাধু উপদেশ
দিলেন, আমরা এইরূপই করিব ; কিন্তু কিঞ্চিৎ
শ্রবণ করুন, নিয়োগ অল্পসারে এইভাবে পূজা

হৃদয়াক্ষরঃ ক্রতিস্মৃতিবিগর্হিতম্ ।* ক্রতিস্মৃতিঃ ক্রতি-
যজ্ঞাদাজ্ঞাঃ মহৎ ॥ ৮৬ ॥ কন্তুহস্তজ্ঞানৈঃ প্রাণৈঃ
কর্ষণগৈর্মপি ॥ ৮৭ ॥ অষ্টমূর্ত্তে: পূর্ণাধ্বায়ো
দেবমুখমথান্ । কুর্য্যাপাঃ ক্রতিমার্গেণ জীর্ণায়ো-
হপিলং জগৎ ॥ ৮৮ ॥ জগত্তগবৎ রূপং
ব্যক্তমেতৎ পরমিষ্যে । মিথো বিভিন্নমিত্যুতদভিন্নং
পুনরীশ্বরং ॥ ৮৯ ॥ অগ্নৌ প্রাত্তাহতি: স্যাৎগাদিত্য-
মুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্ঞায়তে বৃষ্টির্ভূতৈঃ ততঃ
প্রজা: ॥ ৯০ ॥ ক্রতিস্মৃতিপুরাণাদিসমস্তাঃ প্রসঙ্গ-
নাম্ । তত্তদর্থেষু পূণ্যার্থঃ প্রবৃত্তাখিলকাম্য ॥ ৯১ ॥
অস্মাকমবকাশোহপি বিরলো লিঙ্গপূজা । ক্রু-
জ্যাপ্যশ্রদ্ধাযজ্ঞৈর্জ্ঞানৈশ্চবমীশ্বরম্ ॥ ৯২ ॥ যথাক্ষণং
যথাকালং লিঙ্গং বেদমুপাস্মহে । যন্তু দৈতমিত্য-
সোম জীসোমেশ্বরপূজনম্ । তচ্চ সম্পাদয়িষ্যামঃ
সবিশেষং মহামতে ॥ ৯৩ ॥ যেন হৃদীন্দ্রিত্যু সিধ্যোক্ত-
মুপায়ঃ নিশাময় । গোবীন্দ্রসংবাদঃ ক্রতু ভগ-
বতো মুখ্যঃ ॥ ৯৪ ॥ নারদঃ প্রাহ ন: পূর্বং কথয়াম-

করিলে শিবানুগায় সেবা নিবন্ধন আমাদের ক্রতি-
স্মৃতি-বিগর্হিত মহৎ পাতিত্যা জন্মিবে । ক্রতি আর
স্মৃতি, এহুই হইল ক্রুদের মহতী আজ্ঞা । এই
আজ্ঞা প্রাণ কর্ণগত হইলেও কোন মূঢ় ব্যক্তি
উল্লঙ্ঘন করিবে? আমরা ক্রতি মার্গানুসারে অষ্ট-
মূর্ত্ত দেবমুখ বহিষ্ঠে যজ্ঞ করিয়া অখিল জগৎ
জীভিত করি । এই জগৎ যে ভগবান পুরমথনের
রূপ, তাহা ব্যক্তই আছে । আমরা যে অজ্ঞান
বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ অবলোকন করি, বাস্তবিক
তাহা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে । দেখুন অগ্নিতে
প্রদত্ত আহুতি সকল আদিত্যে গিয়া উপনীত
হয় । আর আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে
অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজা সৃষ্টি হইয়া থাকে ।
উক্ত প্রকার ক্রতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-বিহিত সংকর্ম-
প্রসঙ্গেই আমরা সদা অভ্যস্ত; স্মৃত্তাঃ পুণ্যো-
পার্জন্যর্থ অখিল কর্মপ্রকৃতিই আমাদের ঐ নিয়মেই
হইয়া থাকে । আর আমাদের লিঙ্গ পূজা করিতে
অবকাশই বা কৈ যে, আমরা যথাকালে ক্রুজ্যাপ্য
ও যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া লিঙ্গ পূজা ও বেদপাঠাদি
নির্বাহ করিব? তবে যখন জীসোমেশ্বরের পূজা
করা আপনার অভিপ্রায়, তখন আমরা ইহা বিশেষ-
রূপে সম্পাদন করিব । যেভাবে আপনার অভি-
প্রায়িত সিদ্ধ হইবে, তদ্বিষয়ক এক গোবীন্দ্র-শঙ্কর-
সংবাদ আপনি শ্রবণ করুন । ইহা দেবর্ষি নারদ

স্তুমেব তে । ব্রহ্মদেবদ্বিষঃ পূর্বং শতশো দৈত্য-
দানবা: । তপোভিক্রুপ্রৈর্ষিবিধৈঃ শঙ্করং প্রতিপে-
দিযে ॥ ৯৮ ॥ তেষামাত্মগ্রন্থসামন্তাসক্তচেত-
সাম্ । প্রসাদমীশ্বরশৃঙ্খলৈঃ কারুণ্যামৃতসাগরঃ ॥
৯৬ ॥ স হি জিভুবনমামৌ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
অপেক্ষতে বরং দাতুং ভক্তিমোহনপায়িনীম্ ॥ ৯৭ ॥
দদৌ স ভুবনৈশ্বর্য্যপ্রায়ানভিমতান্ বরান্ । তেষাং
ভক্ত্যেব সন্তুষ্টো দেবব্রহ্মদ্বিষামপি ॥ ৯৮ ॥ ব্রহ্মণা
বিষ্ণুনা চাপি যন্তাস্তো নাধিগম্যতে । তন্তাতর্ক্য-
প্রভাবত্বকোহু বেদাশয়ঃ প্রভো: ॥ ৯৯ ॥ তুর্-
ন্তোভ্যোহপি দৈত্যোভ্যন্তপোভিক্রুদায়িনম্ ।
পপ্রচ্ছ স্বচ্ছন্দয়া পার্শ্বতী পরমেশ্বরম্ ॥ ১০০ ॥
পার্কত্যাচ! ভগবন্ প্রসাদং তে প্রাপ্য
ধ্ব্যন্তো ভুবনত্রয়ম্ । উপদ্রবন্তীশ্রমুখান্ দেবান্
সঙ্কোভয়ন্তি চ ॥ ১০১ ॥ বরং দদাসি কিং
তেবাং তাদৃশানাং দুরাত্মনাম্ । জগতঃ স্বন্তয়ে
যেষাং ন মন্যগপি চেষ্টিতম্ ॥ ১০২ ॥ ত্বয়া দত্তবরা-
নেতান্ দিব্যান্ ভোগোপভোগিন: । অবধীর্ষ্য

ভগবানের মুখে শ্রবণ করিয়া আমাদের গকে বলিয়া-
ছিলেন । পূর্বে ব্রহ্মদেবদ্বিষৌ শত শত দৈত্য-
দানব বিবিধ প্রকার উগ্র তপস্তা দ্বারা শঙ্করকে
প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৭—৯৮ ॥ তাহারা অনন্তাসক্তচিত্তে ঐরূপ
তপস্তা করিলে কারুণ্যামৃতসাগর হই তাহাদের
প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বর ও অনুপায়িনী
ভক্তি প্রদান করিবার জন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগি-
লেন । অবশেষে তিনি তাহাদিগকে ভুবনৈশ্বর্য্য
ও অভিমত প্রদান করিলেন । ব্রহ্মা বিষ্ণু
যাহার অন্ত পান না, সেই দেব কেবল একমাত্র
ভক্তির গুণে দেব-ব্রহ্মদ্বিষৌ দৈত্যদানবের প্রতি
সন্তুষ্ট হইলেন । কে সেই অচেষ্টনীয়প্রভাব দেব-
দেবের আশ্রয় অবগত হইতে সক্ষম? তপস্তায়
তুর্লভ দৈত্যগণকে বর দিতে দেখিয়া নির্মলহৃদয়া
দেবী পার্কতী হরকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি
বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যাহাদিগকে বর
প্রদান করিলেন, তাহারা আপনার প্রসাদ লাভ
করিয়া জিভুবন ধর্ম্মিত এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে
উপদ্রাবিত ও সংকোভিত করিবে । যাহারা
জগতের মঙ্গলের জন্ত বিষ্ণুমাত্র কর্ম করে না,
তাদৃশ দুরাত্মাদিগকে বর প্রদান করিলেন কেন?
আর ভগবান বিষ্ণুই বা আপনার ঐশ্বর্য্য অব-
ধীর্ষণ রয়া আপনা হইতে লঙ্ঘন দিব্য

তবৈবধ্যং কথং বিষ্ণুর্নিহন্তি চ ॥ ১০৩ ॥ হতানাক
পুনস্তেবাং কা গতিঃ শ্রাদ্ধ প্রভো ॥ ১০৪ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । সাধিকা রাজসাক্ষেতব তামসাক্ষেতি বৈ
ত্রিধা । ভবন্তি লোকান্তেষু তমঃপ্রায়া হ্রাসদাঃ ।
১০৫ ॥ সুরৈঃ সহ স্পর্ধমানান্তপোতিরিপি তামসৈঃ ॥
মাং ভজন্তে মুহুর্যোহাজ্জগৎসাদনোদাতাঃ ॥ ১০৬ ॥
বরং দদামি যন্তেবাং ভক্তিস্তত্র তু কারণম্ ॥ অহং
হি ভক্ত্যা সুগ্রাহো নাক্ষ কাৰ্ধ্যা বিচারণা ॥ ১০৭ ॥
তপোহুন্নরূপানান্য বরাংস্তে পাপকারিণঃ । বিষ্ণুনা
যসিহন্তস্তে তচ্চ দেবি নিবোধ মে ॥ ১০৮ ॥ অহং
হরিশ্চ যন্তিরৌ গুণভাগোহত্র কারণম্ ॥ পরমার্থ-
দত্তিরৌ চ রহস্তঃ পরমং স্থলঃ ॥ ১০৯ ॥ আরাধ্যা-
রাধকাদিচ্চ ভেদঃ সামান্ত এব নো । তথা হুহমিমাং
গন্ধাং বিকোঃ পাদাগ্রানিস্থতাম্ ॥ ১১০ ॥ বহামি
শিরসা ভক্ত্যা বদনোক্তিকিতোহপি সন । অপি
বিষ্ণুস্ত্রিভুবনঃ পরিভ্রাতুং ব্যবস্থয়া ॥ ১১১ ॥ মামু-
পাস্ত্র চিরং লেভে চক্রং হৃষ্টনিবর্হণম্ ॥ ত্বাঞ্চ তন্ত
মহামায়ামপ্রমেয়াস্থনো হরৈঃ ॥ ১১২ ॥ আরাধ্যামি
ভক্ত্য ত্রিগুণজ্জয়কারণম্ ॥ শি স্মাধায় চাত্মাং

মে শক্তিকৃপাং তথা হরিঃ ॥ ১১৩ ॥ অজোহপি
জন্মান্তাস্য লোকরক্ষাং কয়োতি বৈ । হন্তঃ
হিরণ্যকশিঃ নরসিংহবপুচ্চ সং ॥ ১১৪ ॥ জগ-
জ্জিহ্বাংসুঃ শমিতো ময়া শরভরূপিণা । মাং
চ বাণপরিভ্রাণে ত্রিশূলোদামকারিণম্ ॥ ১১৫ ॥
মামুযেৎপা তারেহসৌ স্তম্ভয়িত্বা স লীলয়া ।
প্রভাবং মাং মানং চ বর্জয়ামকং হরিঃ । বরি-
বস্ত্তি মাং নিত্যমন্তরাষ্ট্রাপি মে বিষ্ণুঃ ॥ ১১৬ ॥
অথাহং পামান্মনোমেনমাদাস্তবজ্জিতম্ । ধ্যান-
ঘোটেগৈঃ সম চ ভাবয়ামি নিরন্তরম্ ॥ ১১৭ ॥
তদেবাং নাং যোভেদো বিদ্যাতে পারমার্থিকঃ । ভেদঃ
চ তারতম্যমুতা এব বিতথ্যতঃ ॥ ১১৮ ॥ বৈক্যবঃ
রূপমাস্ত্রায় র্ত্তান হমি তানহম্ ॥ গতিঞ্চ তেষামধুনা
মহেশ্বরী শিশাময় ॥ ১১৯ ॥ ময়ি ভক্ত্যবসানে তু
হরৈঃ সন্দর্শনে চ । ক্রোধদর্পাভিভূত হার মুক্তিং
প্রাপ্নুবন্তি চে ॥ ১২০ ॥ আবয়ো প্রভাবেন তে
পুনর্দৌতিকল্যাণাঃ । ত্র্যম্বকাং কুলে জয় সম্প্রাপ্তা
মুক্তিহেতুকম্ ॥ ১২১ ॥ ত্র্যম্বচারিত্রাতার্কঃ যোগং
পাশপতং ত্রিতাঃ । প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারান্তে পুনর্ম্মা-

ভোগের ভোগী এই দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিবেন
কি রূপে ? আর হত হইলে ইহাদের গতিই
বা কি হইবে ? এই সকল আপন বলুন ।
ঈশ্বর বলিলেন,—সাব্বিক, রাজস, ও তামস এই
তিন প্রকার লোক । এই লোকত্রয়ে ইহারা তমঃ-
প্রায়া হ্রাসদ হইয়া অবস্থান করিবে । ইহারা
সুরগণের সহিত স্পর্ধা করিয়া বারংবার তামস
তপস্তা দ্বারা আমার সন্তোষ বিধানপূর্বক জগৎ
উৎসাদনে উদ্যত হইবে । কিন্তু আমি যে ইহাদিগকে
বর দিব, তাহার কারণ, একমাত্র উহাদের ভক্তি ।
আমি যে ভক্তি-গ্রাহ, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ।
পাপকারী দৈত্যগণ তপস্তাহরূপ বর লাভ করিয়া
যে কারণে বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইবে, তাহা শ্রবণ
কর । আমি আর হরি—আমরা দুই জন যে ভিন্ন
ইহার কারণ গুণভাগ । পরমার্থতঃ আমরা ভিন্ন
নহি ; ইহা পরম রহস্ত জানিবে । আরাধ্য-
আরাধকভেদে আমাদের সামান্ত ভেদ কল্পিত
হয় মাত্র । দেখ, আমি বিষ্ণুপাদাগ্র-সমুচ্চ
গন্ধাকে ভক্তিপূর্বক মস্তকে করিয়া বহন
করিয়া থাকি । আর তিনি এই ত্রিভুবন
রক্ষার জন্ত সূচিরকাল আমার আরাধনা করিয়া
হুষ্টের দমন সূদর্শন চক্র লাভ করিয়াছেন । আর ও

দেখ, আমি আমার অস্ত্র শক্তিকে মস্তকে রাখিয়া
ভক্তিপূর্বক সেই অগ্রমেয়া দ্বা হরির মহামায়া—সেই
ত্রিগুণজননী তোমার আরাধনা করিতেছি । আরও
দেখ, হরি অজ হইয়াও লোকরক্ষার জন্ত জয়
পরিগ্রহ করিয়া নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ
করিয়াছেন । আমিও শরভরূপে জগজ্জিহ্বাংসুকে
উপশমিত করিয়াছি । একদা হরির মামুহ অব-
তारे আমি বাণপরিভ্রাণ ব্যাপারে ত্রিশূল উদ্যত
করিলে তিনি লীলাক্রমে আমার মহিমা বর্দ্ধিত
হইলেন । তিনি অন্তরাষ্ট্রা বিভূ হইলেও নিত্য আমাকে
পূজা করিয়া থাকেন । আমিও সমাধি প্রাপ্ত হইয়া
সেই আদ্যন্তরহিত পরমাত্মাকে ধ্যানযোগে
নিরন্তর চিন্তা করিয়া থাকি । অতএব যথার্থ আমা-
দের কোন ভেদ নাই জানিবে । মৃত ব্যক্তিরাই
আমাদের ভেদ ও তারতম্য করিয়া থাকে । আমিই
বিষ্ণুরূপে সেই কর্তৃত্ব দৈত্যগণকে নিহত করিব ।
অধুনা তাহাদের গতির বিষয় শ্রবণ কর । ১০—১১৯
আমাতে ভক্তি অবসানে তাহাদের হরিদর্শন
সংঘটিত হইলেও ক্রোধদর্পাভিভূত হওয়া বশতঃ
তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না । আমাদের উভয়েরই
প্রভাবে পরে তাহারা বিগতপাপ হইয়া মুক্তিহেতু
ত্র্যম্বকগণের কূলে জন্মগ্রহণ করিবে । ত্র্যম্বক-
গণের

পাসতে ॥ ১২২ ॥ ভক্তিযোগেন গাংনয় ত্রুঃ পাণ্ড-
পতাদিকম্ । আশানবাসিনো নরা অ র চৈক-
বাসসঃ ॥ ১২৩ ॥ ভিক্কাভূজো ভুত্তিভূতো মল্লিকাজ-
র্চয়ন্তি তে । তথা মদেকাগ্রধিয়ো মন্ত্রানৈকদৃঢ়-
ব্রতাঃ ॥ ১২৪ ॥ যে ত্বামপি নমস্তুতি ব গতাঃ মম
চেৎসরীম্ । দেহাবসানযোগেন মুক্তিঃ । যাঃ দদা-
ম্যহম্ ॥ ১২৫ ॥ সাক্ষ্যাসালোক্যময়ী ময্যাবে-
শিতচেতসাম্ । সাযুজ্যযুক্তয়েনাং যোগঃ পাণ্ড-
পভো যতঃ । স্মৃত্যাচারেণ মূনিভিঃ । সন্তিস্তেন
গর্হিতঃ ॥ ১২৬ ॥ বিজ্ঞা উচুঃ । তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন
তানিহোপগতান্ বিজ্ঞান । স্বামনুপনেষা । তত্ত্বা-
বজ্জিতমানসান্ ॥ ১২৭ ॥ শুচিভিক্কা কৌশীন-
কমণ্ডলাদিসংক্ৰতাঃ । অনন্তকর্ম্মাঃ সত্ত্বমিহাগতা
তপস্বিনঃ ॥ ১২৮ ॥ ভবৎপ্রদত্তৈর্কিবি ক্রপহারৈ
রভস্রিতাঃ । তৎসত্ত্বস্বস্বাস্থ্যাস্তে শিবধর্ম্মৈকতং-
পরঃ ॥ ১২৯ ॥ ত্রীসোমেশ্বরমভ্যর্চ্য উগ্র শ্রেয়ো-
হভিবর্জকাঃ । মুক্তিমস্তে গমিষ্যন্তি দেবস্মৃতি-
সুদৃঢ়ভাম্ ॥ ১৩০ ॥ ততোহন্তেহথ ততোহপ্যন্তে

ততশ্চান্তে তপোধনঃ । পরীকিতাস্তে তেহস্মা-
ভির্ভবিতারো নিশাপতে ॥ ১৩১ ॥ বিজ্ঞা উচুঃ ।
ইত্যাহ ভগবান্ দেব্যা পুষ্টিঃ স চ ত্রিলোচনঃ । তত্রৈব
নারদঃ সর্বং সংবাদং শিবম্বিরতম্ ॥ ১৩২ ॥ ঈশা নঃ
কথয়ামাস কথ্যং গোপীষু পৃচ্ছতাং । তব চাস্মাভি-
রধনা সর্বমেতত্ত্বদীরিতম্ ॥ ১৩৩ ॥ এবমুক্তস্ত তৈঃ
প্ৰীতঃ সোমঃ স্বভবনং যযৌ । তদাজ্ঞয়া চ তৎসর্বং
যথাক্রমে তেহপি কুরুতে ॥ ১৩৪ ॥ দেব্যাবাচ ।
এবম্ভাবাবো দেবেশঃ সোমেশঃ পাপনাশনঃ ।
কেনোপায়েন তুষ্যেত ব্রতেন নিয়মেন বা ॥ ১৩৫ ॥
ঈশ্বর উবাচ । কথয়ামি স্মৃতিং ধর্ম্মং মাহুবাণং
হিতায় বৈ । স যেন তুষ্যতে দেবঃ শৃণু
ত্বং সুরমুন্দরি ॥ ১৩৬ ॥ নিত্যোপবাসনস্তানি
ব্রতানি বিবিধানি চ । তীর্থে দানানি সর্বাণি পাত্রে
দস্তান্তশেষতঃ ॥ ১৩৭ ॥ তপস্চ তপ্তং তেনৈব
স্নাতং তেনৈব পুঙ্করে । কেদায়ে তু জলং তেন
গদ্য পীতং তু নিশিতম্ ॥ ১৩৮ ॥ তেন দৃষ্টং বরা-
রোহে জ্যোতির্লিঙ্গং মহাপ্রভম্ । সোমবারব্রতং
দিব্যং যেন চীর্ণন্ত সংশ্রয়ে ॥ ১৩৯ ॥

অতের পর পাণ্ডপত ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাক্তন
কর্ম্মের সংস্কারবশতঃ তাহার পুনরায় আমার
উপাসনা করিবে । ভক্তিপূর্বক পাণ্ডপত ব্রত
আচরণ করত তাহা । কখন নগ্নাবস্থায়, কখন বা
একবাসা হইয়া আশানে ভ্রমণ করিবে ; ভিক্কাভোজী
হইবে ; বিভূতি মাগিবে ; আমার লিঙ্গ অর্চনা
করিবে ; মদেকচিত্ত হইবে ; আমার ধ্যানে মনঃপ্রাণ
সমর্পণ করিবে ; এবং তোমাকে শুদ্ধ যখন অর্চনা
করিবে, তখন আমি তাহাদের দেহাবসানে তুষ্ট
হইয়া তাহাদিগকে সাক্ষ্য-সালোক্যময়ী মুক্তি প্রদান
করিব । এই পাণ্ডপত্ৰ যোগ সাযুজ্য মুক্তির কারণ
নহে । স্মৃত্যাচারাবলম্বী বৃগণ ইহার নিন্দা করিয়া
থাকেন । বিজগণ বলিলেন,—হে নিশাপতে !
তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এখানে যে সকল বিজ্ঞ আগমন
করেন তাঁহারা ভক্তিবর্জিত হইলেও আমরা তাঁহা-
দিগকে নিজের সমান করিয়া লইব । তাঁহাদিগকে
শুচি, ভিক্কাভোজী, কৌশীন-কমণ্ডলধারী, অনন্তা-
সক্তচেতা ও তপোনিরত করিব । ভবৎপ্রদত্ত
উপহারসমূহ তাঁহাদিগকে প্রদান করিব । তাঁহারা
সংখ্যায় চতুর্বিংশতি জন হইবেন ; সকলেই
শিবধর্ম্মৈকতংপর । তাঁহারা ই অপনার ত্রীসোমে-
শ্বরের অর্চনা করিয়া আপনাকে বর্জিত করিবেন ।
পরে দেখান্তে তাঁহারা সুদৃঢ়ত মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন ।

তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলে পুনরায় আমরা অন্ত
তপোধন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিব । তাঁহাদের অবর্ত-
মানে আবার আনিব । এইভাবে আমরা বরাবর
ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিয়া ত্রিলোকেশ্বরের পূজায় নিযুক্ত
করিব, জানিবেন ॥ ১২০-১৩১ ॥ বিজগণ কহিলেন,—
ভগবান্ ত্রিলোচন দেবী কর্তৃক জিহ্বাসিত হইয়া
পুঙ্কোক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন ! দেবর্ষি নারদ পুষ্টি
হইয়া সভামধ্যে আমাদিগকে ঐ সকল শিবকথাই
কহিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণগণ এইকথা বলিলে সোম সন্তুষ্ট
হইয়া স্বীয়-লোকে গমন করিলেন ; আর ব্রাহ্মণগণ
যথাকথিত তাঁহার আদেশপালন করিতে লাগিলেন ।
দেবী বলিলেন,—হে দেব ! এহাদৃশ প্রভাব সম্পন্ন
পাপনাশন সোমেশ্বর কোন ব্রত বা নিয়ম দ্বারা
তুষ্ট লাভ করেন, আপনি তাহা বলুন । ঈশ্বর
বলিলেন,—হে সুরমুন্দরি ! যেরূপে সেই সোমেশ্বর
দেব তুষ্ট হন, আমি মানবগণের হিতার্থ তাহা
বলিতেছি । নিত্য উপবাস, যজ্ঞ ব্রতাদি বিবিধ
ব্রত, এবং তীর্থে উৎকৃষ্ট পাত্রে দান, এগুলি সোমে-
শ্বরতুষ্টির কারণ । সেই তপস্চা করিয়াছে—
সেই পুঙ্করে জ্ঞান করিয়াছে—সেই কেদায়ে গিয়া
জল পান করিয়াছে—এবং সেই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন
করিয়াছে, যে ব্যক্তি দিব্য সোমবারব্রত আচরণ

দারিদ্র্যদৈঃ পাত্রেষু সুন্দরী । ১৪০ । পূজিতং যেন
ভবেন সোমবারদিনাষ্টকম্ । তেন সর্বং কৃতং
দেবি চৌর্ণ তত্র মহাব্রতম্ । ১৪১ । ইতিহাসমিমাং
পূৰ্ণং কথয়ামি তব প্রিয়ে । যথা ব্রতং মহাদেবি
সোমবারব্রতং প্রতি । ১৪২ । কেশর উবাচ ।
কৈলাসস্ত মহেশানি উত্তরে চ ব্যবস্থিতা । নিবোধো-
পরি বিস্তীর্ণা পুরী নাম স্বয়ম্ভ্রতা । ১৪৩ । নান-
রত্নশোভিতা চ নানাগন্ধর্বসম্ভূতা । সর্বাযয়বসম্পূর্ণা
শক্রেস্তেবামরাবতী । ১৪৪ । ঘনবাহননামা চ
গন্ধর্বস্তত্র তিষ্ঠতি । ভুভেক্ত তত্র মহাভোগান্
দেবৈরপি সুহৃদ্বান্ । ১৪৫ । নবযৌবনসংযুক্তা
ভাৰ্গ্যা তস্ত মনোহরা । প্রোচবাচ্যাত্মনীলা চ
পীনোরতপয়োধরা । ১৪৬ । তয়া সার্কং তু সন্তো-
গান্ ভুভেক্ত গন্ধর্বনায়কঃ । উৎপন্ন তস্ত কালেন
পুত্রী পুত্রোষ্টকোপরি । ১৪৭ । সর্বাযয়বসম্পন্ন
সৰ্ববিজ্ঞানবেদিনী । গন্ধর্বসেনা বিখ্যাতা নামী সা
পরমেশ্বরী । ১৪৮ । কস্তানাং তু সহস্রেষু প্রবরা
রূপশালিনী । কোতুহলেন সা পিতা প্রোক্তা ক্রৌড়-
ভামিনি । ১৪৯ । উদ্যানে রমণীয়েহত্র নানাক্রম-

করিয়াছে । যে মানব সোমবারষ্টক ব্রত করে,
তাহার আর উপযুক্ত পাত্রে বহু দান করিবার
আবশ্যক হয় না । যে জন উক্ত ব্রত করে, তাহার
সকল ধর্ম-কর্মই করা হয় । এই সোমবার ব্রতের
ইতিহাস আমি পূর্বে তোমার নিকট কহিয়াছিলাম,
তাহা এই,—কৈলাস পর্বতের উত্তরে নিবধ পর্বতের
উপরে এক বিস্তীর্ণ পুরী আছে; তাহার
নাম স্বয়ম্ভ্রতা । স্বয়ম্ভ্রতা নানারত্ন-শোভিতা,
নানা গন্ধর্ব সম্ভূতা, সর্বাযয়ব-সম্পূর্ণা, এবং ইন্দ্রের
অমরাবতীর স্তায় । ঐ নগরীতে ঘনবাহন
নামক এক গন্ধর্ব বাস করিত । সে
সেখানে দেব-দুর্গত ভোগ সকল উপভোগ
করিত । তাহার নবযৌবন-সম্পন্ন ভাৰ্গ্যা ছিল;
ভাৰ্গ্যা—মনোহরা এবং পীনোরত-পয়োধরা । সে
সুহৃৎ স্নেহবাক্যে নিপুণা ও সুশীলা ছিল । গন্ধর্ব-
পতি অল্পকাল পত্নীর সহিত সর্বদা ক্রীড়া করিত ।
তাহার কলে কালে তাহার আটটি পুত্রের পর
একটি কন্যা হইল । কন্যাটী সর্বাযয়ব সুন্দরী ও
সর্ববিজ্ঞানবেদিনী হইয়াছিল । তাহার নাম ছিল—
গন্ধর্বসেনা । সে সহস্র কস্তার মধ্যে রূপশালিনী
ছিল । একদা তাহার পিতা কোতুহলাক্রান্ত হইয়া

লতাকুলে । বৃক্কৈরনৈকঃ সঙ্কর্ণে কলপুশ্পসমধিতে ।
১৫০ । এত সা রমতে নিত্যং কস্তাপরিতৃতা সদা ।
এবং দৃষ্টী দীড়মানাং মাতা ভর্তারমরবীৎ । ১৫১ ।
জীবিতং নিকলং স্বামিনম তে সহ বান্ধবৈঃ । যন্তে-
দৃশী গৃহে কস্তা তিষ্ঠতে ভর্তৃবাজ্জিতা । ১৫২ । ইত্যুক্তঃ
স তু গন্ধর্বী ভাৰ্গ্যাং বচনমববীৎ । অবেষয়ামি
ভর্তারং পু ত্রে তু মনোহরম্ । ১৫৩ । ইত্যুক্তাস্তা-
পয়ামাস ঐঃ তাং ঘনবাহনঃ । আহতা পিতৃ-
মাতৃভ্যাং পরতাগত্য সুন্দরী । ১৫৪ । অনুরূপেণ
সর্বেষাং পিতা পাদয়োঃ শুভা । আদেশঃ দেহি
মে তাত বি হু কার্য্যং মদাধুন । ১৫৫ । উক্তঃ চ
ঘনবাহনঃ ধ্বিতেন বচস্ততঃ । হে পুত্রি তব যঃ
কশ্চিদ্রয়ঃ সম্প্রতি রোচতে । দিব্যং দ্রেক্ষ্য স্বৎ-
সদৃশং গন্ধর্বীণাং শিরোমণিম্ । ১৫৬ । ইত্যুক্তা
ক্রোধতাস্ত্রাকী পিতরং বাক্যমববীৎ । মম রূপস্ত
কোটাংশে কিং কোহপ্যস্তি জগদ্রয়ে । তক্ষুহা
চাক্রুতং বাক্যং পিতা মাতা চ মোহিতৌ ।
১৫৭ । সর্বৈ বিবাদমাপন্ন বান্ধবাশ্চ পরে

তাহাকে বলিল,—মা! তুমি এই কল-পুষ্প-সম-
ধিত তরুরাজি-পূজিত বিধি লতাকুলমণ্ডিত
রমণীয় উদ্যানে বিচরণ করিবে । তখন পিতৃ-
বাক্যে সে সখীগণের সহিত উদ্যানে বিচরণ
করিতে লাগিল । কস্তাকে এই ভাবে বিচরণ
করিতে দেখিয়া মাতা স্বীয় পতি গন্ধর্বরাজকে
বলিল,—হে স্বামিন্ যাহার গৃহে এতাদৃশী কস্তা
জামাতৃবিহীন অবস্থায় থাকে, তাহার জীবন
বৃথা । ভাৰ্গ্যা এই কথা বলিলে গন্ধর্বরাজ
বলিল,—আমি পুত্রীর জন্ত মনোহর বর অবেষণ
করিব । এই কথা বলিয়া ঘনবাহন কস্তাকে
আহ্বান করিল । আহ্বত হইবামাত্র কস্তা তৎ-
ক্ষণাৎ মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্নাম-
পূর্বক বলিল,—হে পিতা! আদেশ করুন—আমি
কি করিব? ১৫৩—১৫৫ । তখন পিতা ঘনবাহন
হৃষ্টান্তঃকরণে বলিল,—অগ্নি পুত্রি! যে রূপ বর
তোমার অতিমত হয়, আমি তদনুরূপ গন্ধর্ব
শিরোমণি বর অবেষণ করিব । পিতার এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া গন্ধর্বপুত্রী ক্রোধে আরক্তলোচনে বলিল,
আমার রূপের কোটি অংশের অনুরূপ পুরুষ
জিহ্বনে কেহ আছে কি? পিতামাতা কস্তার এই
অক্লান্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যবিধিত হইল এবং
অপর সাধারণ বান্ধবগণও বিবাদ প্রাপ্ত হইল ।

জনাঃ। অশোভনমিদং বাক্যং কস্তায়া যৎপ্রভা-
বিতম্। ইত্যুক্তা তু গতাঃ সর্বে জননীজন-
বান্ধবাঃ ॥ ১৫৮ ॥ সা তত্রৈব মহোদ্যানে মিতৈ সখি-
সংযুতা। হিন্দোলকে সমাক্রুতা বসন্তে মাং ভামিনি ॥
১৫৯ ॥ তাবদ্বিবাবিমানস্থঃ শিখণ্ডী গণনাযকঃ।
গচ্ছন ধৈ দদৃশে কস্তাং রূপোদাধ্যসমায়াজাম্ ॥ ১৬০ ॥
গীৰ্ববাদ্যেন নূতন রমণীয়ং হৃদুভিষনৈঃ। স মায়া-
হিকসঙ্ঘায়ামবতীৰ্ঘ্য বিমানতঃ ॥ ১৬১ ॥ ক্রৌড়-
মানোহম্পরোভিষক্তোদ্যোদ্যানে স্থিতস্তব। শুশ্রাব
বাক্যং কস্তায়া গচ্ছন্নহিতুস্তদা ॥ ১৬২ ॥ ন
কোহপি সদৃশো লোকে মম রূপেণ দৃশ্যতে। দেবো
বা দানবো বাপি কোটিংশে মম রূপতঃ ॥ ১৬৩ ॥
ইতি বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা গণঃ কোদসমম্বিতঃ। শশাং
তাং সূচাক্ষরীং সাহস্কারং গণেশ্বরঃ ॥ ১৬৪ ॥ গণ
উবাচ। মাং দৃষ্ট্বা যদ্বিশালাকি রূপসৌভাগ্য-
গর্ভিতা। সমাক্ষিপসি গচ্ছন্নান দেবাদ্যাঃ শৈব
গর্ভিতা ॥ ১৬৫ ॥ তস্মাক্তে গর্ভসংযুক্তে কুঠমদে
ভবিষ্যতি। শ্রুত্বা শাপং ততঃ কস্তা ভয়ভীতা
তপস্বিনী ॥ ১৬৬ ॥ সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাত্মহুগ্রহাৰ্হ-

মযাচত। ভগবন্নম দীনয়াঃ শাপস্তাহুগ্রহং প্রভো।
প্রযচ্ছ স্বং মহাভাগ নৈবং কৰ্ত্তী পুনঃ কচিৎ ॥ ১৬৭ ॥
ইত্যুক্তস্তব কারুণ্যাচ্ছিখণ্ডী গণনাযকঃ। অহুগ্রহং
দদৌ তস্তা গচ্ছন্নহিতুস্তদা ॥ ১৬৮ ॥ শিখণ্ডীবাচ।
জাতিরূপেণ সংযুক্তো বিদ্যাহঙ্কারসম্পদা। যো যেন
গর্ভিতঃ প্রাণী স তং প্রাপ্য বিনশ্চতি ॥ ১৬৯ ॥
তস্মাপারো নৈব কার্যো গর্ভস্থিতংকলঃ স্মৃতম্।
শৃণুস্বাহুগ্রহং বালে শ্রুত্বা চৈবাবধারণয় ॥ ১৭০ ॥ হিম-
বদ্রনমধ্যাহ্নো গোশৃঙ্গ ঋষিপুঙ্গবঃ। করিবাত্যাপকারং
স এবমুক্তা গতাঃ প্রিয়ে ॥ ১৭১ ॥ তাবৎ সঙ্ঘা সমা-
য়াতা তৎকণাভূবনান্তরে ॥ ১৭২ ॥ ততো গচ্ছন্ন-
তনয়া ভয়োৎসাহা নতাননা। পরিত্যজ্য বনং
রম্যমাগতা পিতুরন্তিকে ॥ ১৭৩ ॥ কথ্যমাংস
তৎসর্গং কারণং কুঠসম্ভবম্। তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তো
পিতরো বিগতপ্রভো ॥ ১৭৪ ॥ হিমবন্তং গিরিং
প্রাপ্তৌ অরিতে স্ততয়া সহ। গোশৃঙ্গস্ত ঋষেস্তত্র
দদৃশাতে তথাশ্রমম্ ॥ ১৭৫ ॥ তত্র মধ্যস্থিতং দৃষ্ট্বা
গোশৃঙ্গমুষিপুঙ্গবম্। প্রণম্য দণ্ডবজ্রমৌ স্তব্রা স্তোত্রৈ-
রনেকধা ॥ ১৭৬ ॥ উপবিষ্টৌহগ্রতস্তস্ত প্রণিপত্য
পুনঃপুনঃ। প্রোবাচ বচনং তত্র পূৰ্ব্ববৃত্তং যথাভবৎ ॥

তাহারা সকলে বলিল,—গচ্ছন্নকস্তা যে কথা
বলিল,—তাৎ অতীব আশ্চর্য্য! এই কথা বলিয়া
তাহারা সকলে প্রস্থান করিল। গচ্ছন্নকুমার
হিন্দোলে আরোহণ করিয়া সখীগণের সহিত
উদ্যানে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এই
সময় বসন্তকাল ছিল। এক গণনাযক বিমানে চড়িয়া
আকাশে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি নভো-
মণ্ডলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে রূপোদাধ্য
সমাকুল গচ্ছন্নকস্তাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি
দেখিলেন,—গচ্ছন্নকস্তা উদ্যানে সখীগণের সহিত
গীত বাদ্য ও নৃত্য করিতেছে। তদর্শনে তিনি তথায়
অবতরণপূর্ব্বক অম্পরোগণের সহিত ক্রৌড়া ক্রুরত
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন তিনি গচ্ছন্ন-
কুমারীর এই বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, দেবতা
বা দানব কাহাকেও আমার রূপের কোটি অংশের
একাংশেরও যোগ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।
গচ্ছন্নকুমারীর এতাদৃশী গর্ভোক্তি শ্রবণ করিয়া
গণনাযক ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে শাপ
দিলেন। তিনি বলিলেন,—হে বিশালাকি! তুমি
আমাকে দেখিয়া যে রূপসৌভাগ্যগর্ভে দেব-গচ্ছন্ন-
গণকে নিন্দা করিতেছ, অতএব তোমার অঙ্কে
কুঠ হইবে। শাপ শুনিয়া কস্তা ভয়ে সাষ্টাঙ্গ

প্রণিপাত করত তাহার অহুগ্রহ প্রার্থনা করিল;
বলিল,—ভগবন! এই দীনর প্রতি অহুগ্রহ
করিয়া শাপমোচন করুন, আমি কখনও আর
এরূপ করিব না ॥ ১৭৬—১৭৭ ॥ গচ্ছন্নকুমারী সবিময়ে
এই কথা বলিবামাত্র গণনাযক অহুগ্রহপূর্ব্বক
বলিলেন,—দেখ গচ্ছন্নকুমারি! লোক সকল জাতি,
রূপ, বিদ্যা, ও সম্পদের মধ্যে যে কোনটী
প্রাপ্ত হইয়া গর্ভিত হয়, তাহার সেইটীই বিনষ্ট
হইয়া থাকে। অতএব গর্ভ করা উচিত নহে,
গর্ভের ফল শুনিলে ত? অতঃপর অহুগ্রহের
কথা অবধারণ কর। হিমালয় পর্ব্বতের বনমধ্যে
গোশৃঙ্গ নামে এক ঋষিপুঙ্গব আছেন, তিনি
তোমার উপকার করিবেন। গণনাযক এই কথা
বলিয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্ঘা ত্রিভুবন আক্রমণ
করিল। তখন গচ্ছন্নতনয়া সেই রমণীয় উদ্যান
পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকট আগমন করিল
এবং শাপবৃত্তান্ত সমস্ত জানাইল। কস্তার তাদৃশ
বাক্য শ্রবণ করিয়া গচ্ছন্ন ও গচ্ছন্নপত্নী অত্যন্ত শোক
সম্পন্ন হইয়া তনয়ার সহিত গণনাযক-কথিত হিমালয়
গোশৃঙ্গ ঋষির আশ্রমে গমন করিল। ঋষিকে
আশ্রমমধ্যস্থ দর্শনে প্রশ্নাম ও স্তবের পর গচ্ছন্ন-

১৭১। কথিতে চৈব বৃত্তান্তে পুনঃ পপ্রচ্ছ কারণম্ ।
পৃষ্টে তু কারণে তত্র গচ্ছধঃ প্রোক্তবাস্তবঃ ॥ ১৭৮ ॥
গচ্ছধঃ উবাচ । হ্রিত্ত্বৈশ্বর্যে শরীরং তু ব্যাধিকূঠেন
শীড়িতম্ । যেনোপশমনঃ যাতি তবঃ কর্তুমিহাহসি ॥
১৭৯ ॥ প্রসাদঃ কুরু বিপ্রর্ষে মম দীনস্ত সাম্প্রতম্ ।
যথা কূঠং শমঃ যাতি মম পুত্র্যাস্ত কারণম্ ॥ ১৮০ ॥
গোশূঙ্গ উবাচ । ভারতে তু মহাতেজাশ্চিহ্নত্বাদধি-
সন্নিধৌ । দেবঃ সোমেশ্বরো নাম সর্গদেবনমস্কৃতঃ ॥
১৮১ ॥ কণং কৃতা হি সম্পূজ্য একাহারেণ মানবৈঃ ।
সর্বব্যাদিবিনাশায় সর্বকর্মার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১১২ ॥ সোম-
বারত্বতেনশং সমারাময় শঙ্করম্ । এবং কৃতে
ব্যাধিনাশস্তব পুত্র্য্য ভবিষ্যতি ॥ ১৮৩ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । ইতি তবচনং শ্রুত্বা মহর্ষেভ্যবিতান্বনঃ ।
তত্র গন্তং মনশ্চক্রে সোমেশ্বরাধনং প্রতি ॥ ১৮৪ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে সোমবারত্বতমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

দম্পতি তাঁহার অগ্রে উপবিষ্ট হইল । অতঃপর
তাহারা যথায়থ সমস্ত বৃত্তান্ত ঋষির গোচর করিল ।
ঋষি তাহাদিগকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন । গচ্ছধঃ
বলিতে লাগিল,—হে ঋষে! আমার হ্রিত্বার
শরীরে কূঠ হইয়াছে । যাহাতে উপশম হয়, আপনি
তাহা করুন । হে বিপ্রর্ষে! এ দীনের প্রতি প্রসন্ন
হইয়া যাহাতে মদীয় কস্তার কূঠ অপনৌত হয়, তাহা
আপনি করুন । গোশূঙ্গ বলিলেন,—এই ভার-
তের মধ্যে সমুদ্রসমীপে সোমেশ্বর নামে
সর্গদেব নমস্কৃত এক শিবলিঙ্গ আছেন ।
মানবগণ সর্ব ব্যাধি বিনাশ ও সর্বার্থ সিদ্ধির
নিমিত্ত নিয়মপূর্বক একাহারে থাকিয়া ঐ স্থানে
সোমেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে ; তুমিও
সোমবারত্ব করিয়া তথায় শঙ্করের আরাধনা
কর । একরূপ করিলে তোমার পুত্রীয় ব্যাধি বিনষ্ট
হইবে । ঈশ্বর বলিলেন,—গচ্ছধঃ ঋষি-বাক্য শ্রবণ
করিয়া যেখানে সোমেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত, সেই
স্থানে তাঁহার আরাধনার নিমিত্ত গমনে কৃতসঙ্কল্প
হইলেন । ১৬৮—১৮৪ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । স গচ্ছধঃস্তদা দেবি আশ্রিতাধর্য-
ভবম্ । সোমবারত্বং নাম পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্ ॥ ১ ॥
গচ্ছধঃ উবাচ কথং সোমবারত্বং কার্যং বিধানং তত্র
কৌশলম্ । কাম্যন কালে চ তৎকার্যং সর্গং বিস্ত-
রতো বদ ॥ গোশূঙ্গ উবাচ । সাধু সাধু মহা-
প্রাজ্ঞ সর্গজীবোপকারকম্ যন্ন কন্তুচিদাখ্যাতং
তদদ্য কথয়সি তে ॥ ৩ ॥ সর্বরোগগহরং দিবাং
সর্বসিদ্ধিপ্রদ কম্ । সোমবারত্বং নাম সর্বকাম-
ফলপ্রদম্ ॥ সর্বকালিকমাদেয়ং বর্ণনাতঃ শুভ-
কারকম্ । ঐশ্বর্যে সদা কার্যং দৃষ্টাদৃষ্টা কলো-
দয়ম্ ॥ ৫ ॥ ঋষিগাঢ়িভির্দেবৈঃ কৃতমেতন্মহাব্রতম্ ।
পুনস্ত সোম জেন দক্ষশাপহন্তেন চ ॥ ৬ ॥ আরা-
ধিতোহনেন শত্ৰুঃ শত্ৰুব্যানপরেণ তু । ততস্তষ্টৌ
মহাদেবঃ ধোমরাজস্তা ভক্তিতঃ ॥ ৭ ॥ তেনোক্তং
যদি তুষ্টে হাস্য প্রতিষ্ঠাষো নিরন্তরম্ ॥ ৮ ॥ যাব-
চ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবতিষ্ঠন্তি ভূধরঃ । তাবন্মৈ
স্থাপিতং লিঙ্গমুদয়া সহ তিষ্ঠতু ॥ ৯ ॥ স্থাপিতস্ত
ভদ্রা তেন প্রার্থয়িত্বা মহেশ্বরম্ । আশ্রনামাক্তিতং
কৃতা ততো রোগৈর্গর্ভানুচ্যত ॥ ১০ ॥ ততঃ শুদ্ধ-

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! গচ্ছধঃ ভবের
আরাধনা ইচ্ছা করিয়া মুনিবরকে-সোমবারত্ববিষ-
য়ক প্রশ্ন করিল । গচ্ছধঃ বলিল,—হে ঋষিবর! সোম-
বারত্ব কিরূপে করিতে হয়? তাহার বিধি কিরূপ?
এবং কোন কালেই বা তাহা অম্লষ্টেয়? এই সকল
বিজ্ঞতভাবে বলুন? গোশূঙ্গ বলিলেন,—সাধু সাধু
মহাপ্রাজ্ঞ! আমি যে সর্গজীবোপকারক বিষয়
অদ্যাপি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, আজ
তাহা তোমাকে বলিতেছি । এই ব্রত—সর্ব রোগ-
হর, দিবা, সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক, সর্বকামফলপ্রদ, সর্ব-
কালগ্রাহ্য, ও শুভকারক । ফলপ্রাপ্তি দেখিয়া দেখিয়া
নর-নারী এই ব্রত করিয়া থাকে । এই মহাব্রত
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণও করেন । সোম দক্ষ
কর্তৃক অভিষপ্ত হইয়া শত্ৰুর আরাধনা
করেন । সোমের ভক্তিতে তিনি তুষ্ট হন । সোম
বলেন,—হে দেব! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তবে
আমার প্রতিষ্ঠাপ্য হউন । যাবৎ চন্দ্র, সূর্য, ভূধর
থাকিবে, তাবৎ আমি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনি

শরীরোহসৌ গগনস্থো বিরাজতে । ১৮ ॥ তদা-
প্রভৃতি যে কেঠে কুর্কুতি ছবি মানবা । তেহপি
তৎপদমাগাতি বিমলাকান্ত সোমবৎ ২ ॥ অথ
কিং বহনোক্তেন বিধানং তন্ত কৌতুহলম্ । যান্ন
কাম্যন্ত মাসে বা শুক্রে সোমন্ত ব ২ ১০ ॥
দন্তকাঠং পুরা ত্রাঙ্কে কুৰ্ব্বা নানং সমাচরেৎ ।
অধর্ম্মবিহিতং কর্ম্ম কুৰ্ব্বা হানে মনো মে ১৪ ॥
নুসংযে কৃতলে শুক্রে স্তন্ত কুন্তং নু শাভিতম্ ।
চূতপল্লবাবস্ত্রে চন্দ্রেনে নু চিত্তিতে ১৫ ॥ শ্বেত-
বস্ত্রপরাধানে সর্কাতরণকুঁষিতে । আত্মো পাতে তু
সম্যক্ত আধারসহিতং শিবম্ ১৬ ॥ ষষ্ঠমূর্ত্তাষ্টকং
দিক্ষু সোমনাথং সশক্তিকম্ । উময়া সহিতং তত্র
শ্বেতপুষ্পে পূজয়েৎ ১৭ ॥ বিবিধ ভক্ষ্য-
ভোজ্যঞ্চ কলং বৈ বীজপুরকম্ । মনেনৈব তু
মন্ত্রেণ সর্কং তত্রৈব কারয়েৎ ১৮ ॥ ষষ্ঠমঃ পঞ্চ-
বস্ত্রায় দশবাহুজিনেত্রিণে । শ্বেতং বস্ত্রমাক্রুত শ্বেতা-
ভরণকুঁষিতে ১৯ ॥ উমাদেহাঙ্কিসংযুক্ত নম্রতে
সর্কমূর্ত্তয়ে । অনেনৈব তু মন্ত্রেণ পূজাং হোমঞ্চ

উমার সহিত অবস্থান করুন । এইরূপ
প্রার্থনা করিয়া সোম তাম্রনামাক্ত করিয়া
ঠাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করেন; করিয়া যোগ-
যুক্ত হন । তদবধি তিনি গগনে সুহৃদরীরে
অবস্থান করিতেছেন । যে সকল মানব সোমে-
শ্বরের পূজা করে, তাহার ঠাঁহার পদ প্রাপ্ত হয়,
এবং অনাময় হইয়া কালযাপন করে । সোমে-
শ্বরের মহিমার কথা অধিক আর কি বালব? অধুনা
ঠাঁহার পূজাবিধি বলিতেছি । যে কোন মাসের
শুক্লপক্ষীয় সোমবারে এই ভ্রত করিতে হয় ।
ভ্রতাচরণের দিন ত্রাঙ্কমূর্ত্তে গাজোত্থানপূর্ব্বক
অগ্রে দন্ত ধাবন করিয়া স্নান করিবে । স্নানান্তে
অধর্ম্মাহুত্রে নিত্য কর্ম্ম সমধা করিয়া সমতল
ক্ষেত্রে সুশোভিত কুন্ত স্থাপন করিবে । কুন্তো-
পরি আত্মপল্লব, চন্দ্রন শ্বেতবস্ত্র ও আভরণ প্রদান
করিবে । পরে পাত্র বিভক্ত করিয়া তত্পরি
সাধারণ শিব স্থাপন করিবে । অষ্টমিকে সোম-
নাথের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে । উমার সহিত
পূজা করিতে হয় । শ্বেতপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে ।
বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য, কল ও বীজ পুরক, শিবকে
নিবেদন করিবে! মন্ত্র বধা,—হে পঞ্চবস্ত্র, দশবাহু
জিনেত্রিন, শ্বেতবস্ত্রমাক্রুত, সর্কমূর্ত্তে, শ্বেতাভরণ-
কুঁষিত, উমাদেহাঙ্কিসংযুক্ত । আপনাকে ওষ্ঠার উচ্চা-

কারয়েৎ ২০ ॥ কুঁষিবক্ দিনে রাত্রৌ পঞ্চাশৈবৎ
শ্বপেরয়ঃ । দর্ভশয্যাসমাক্রুতৌ ধ্যানন্ সোমে-
শ্বরং হরম্ ২১ ॥ এবং কুন্তেহষ্টাদশানাং
কুন্তানাং নাশনং ভবেৎ । দ্বিতীয়ে সোমবারে
তু করঞ্জং দন্তধাবনম্ ২২ ॥ দেবং সম্পূজয়েৎ
স্বস্তং জ্যোষ্ঠাশক্তিসমর্ষিতম্ শতপত্রৈঃ পূজয়িত্বা
মধু প্রাপ্ত যথাবিধি ২৩ ॥ নারকং তত্র দন্তা
তু শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ । এবং কুন্তে দ্বিতীয়ে
তু গোলককল্যামপুয়াৎ ২৪ ॥ সোমবারে তৃতীয়ে
তু অপামার্গসমুত্তমম্ । দন্তকাঠাদিকং কুৰ্ব্বা জিনেত্রঞ্চ
প্রপূজয়েৎ ২৫ ॥ কলঞ্চ দাড়িমং দদ্যাজ্জাতী-
পুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ । রজনীতে অঙ্গুর কল ভক্ষণ
তু পূজয়েৎ ২৬ ॥ চতুর্থে সোমবারে তু কাঠ-
মৌহনয়ং স্মৃতম্ । পূজয়েত্তত্র গৌরীশং স্বস্ত্রয়া
সহিতং তথা ২৭ ॥ নারিকেলকলং দদ্যাদমনে
প্রপূজয়েৎ । শর্করাং প্রাশায়েজ্যোজ্যৌ জাগরণেব
কারয়েৎ ২৮ ॥ পঞ্চমে সোমবারে তু পূজয়েচ্চ
গণাধিপম্ । বিভূত্যা সহিতং দেবং কুন্দপুষ্পৈঃ
প্রপূজয়েৎ ২৯ ॥ আশ্বিনং দন্তকাঠঞ্চ অর্ঘ্যং বৈ

রণপূর্ব্বক নমস্কার । এই মন্ত্রদ্বারাই পূজা ও হোম
হইই করিবে । ১—২০ । দিবা ও রাত্রিতে এইরূপে
পূজা করিয়া রাত্রিতে ঠাঁহাকে দর্শন করিতে
করিতে দর্ভশয্যা শয়নে থাকিয়া ধ্যান করিবে ।
এইরূপ করিলে আদর্শ প্রকার কুন্ত বিনষ্ট
হয় । দ্বিতীয় সোমবারে কর দ্বারা দন্তধাবন
করিবে । জ্যোষ্ঠাশক্তিসমর্ষিত দেবদেবের পূজা
করিবে! শতপত্র দ্বারা পূজা করিয়া যথাবিধি
মধু পান করিবে । মধুপান নারকের সহিত
করিবে । দ্বিতীয় সোমবারে অপরাপর কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ
করিবে । দ্বিতীয় সোমবার এইভাবে কৃত হইলে
লক্ষ গোধানের কল হয় । তৃতীয় সোমবারে
অপামার্গে দন্তকাঠ করিয়া শিবপূজা করিবে ।
কলের মধ্যে দাড়িম দিবে । জাতী পুষ্প দ্বারা
পূজা করিবে । রজনীতে অঙ্গুর কল ভক্ষণ
করিবে, এবং দেবদেবকে নিবেদন করিবে ।
চতুর্থ সোমবারে মৌহনয় কাঠের দ্বারা দন্তধাবন
করিবে । আর স্বস্ত্রয় গৌরীশের পূজা করিবে ।
পূজায় নারিকেল দিবে । শর্করা নিবেদন করিয়া
ভক্ষণ করিবে এবং জাগরণ করিবে । পঞ্চম
সোমবারে গণাধিপের পূজা করিবে । এই
দিন পূজায় তাম্র ও কুন্দপুষ্প দিবে । অন্তের

জ্ঞানিয়া তথা । মোচক প্রাশয়েদ্রাত্রাবধমেধকলং
লভেৎ ॥ ৩০ ॥ ষষ্ঠে সোমস্য বায়ে তু সুরূপং নাম
পূজয়েৎ । কর্পূরং প্রাশয়েত্তত্র ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥
৩১ ॥ সপ্তমে সোমবায়ে তু দন্তকাষ্ঠক মল্লিকা ।
সর্বজ্ঞং পূজয়েত্তত্র দীপ্তয়া সহিতং তথা ॥ ৩২ ॥
জম্বীরকং কলং দদ্যাদ্জাতীপুটপেচ পূজয়েৎ । লবঙ্গং
প্রাশয়েত্তত্র তন্তানন্তকলং ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥ অষ্টমে
সোমবায়ে তু অমোঘায়ুতমৌষধম্ । কদলীকলকে-
নার্ঘ্যং মরুবকেণ পূজয়েৎ । রাজৌ তু প্রাশয়েদুদ্ভ-
ময়িষ্টোমকলং লভেৎ ॥ ৩৪ ॥ গজানানে কুতে
সম্যাক্কোটিধা যৎকলং স্মৃতম্ । দশহেমসহস্রাণাং
কুরুক্ষেত্রে রবেগ্রহে ॥ ৩৫ ॥ ত্রাঙ্কণে বেদবিভূষে
যদ্বজ্রা কলমাণুয়াৎ । তৎপুণ্যং কোটিগুণিত-
মগ্নিহোত্রগিরিতে ব্রতে ॥ ৩৬ ॥ গজানানং তু শতে
দন্তে লক্ষে চ রথবাজিনাম্ । তৎকলং কোটি-
গুণিতং সোমবারব্রতে কুতে ॥ ৩৭ ॥ গুণ্ডলোদ্ভ-
পনং কৃষ্মা কোটিশো যৎ কলং লভেৎ । তৎপুণ্যং
তু ভবেত্তস্ত সোমবারব্রতে কুতে ॥ ৩৮ ॥ সর্কৈ-
ষ্ঠ্যসমায়ুক্তঃ শিবতুল্যপরাক্রমঃ । কদ্রলোকে বসে-
তাবদ্ ব্রাহ্মণঃ প্রলয়াবধি ॥ ৩৯ ॥ সম্প্রাপ্তে নবমে

বারে কুর্ধ্যাদুদ্যাপনং শুভম্ । যথা ভবতি গন্ধর্ব
তথা বক্ষ্যি তেহধুনা ॥ ৪০ ॥ মণ্ডলং মণ্ডপং কুণ্ডং
পতাকাধ্বজ শাভিতম্ । তোরণানি চ চত্বারি
কুণ্ডং কৃষ্মা বিধানতঃ ॥ ৪১ ॥ মধ্যে বেদিঃ প্রকর্তব্য
চতুরঙ্গা সুশোভনা । নিম্পাদ্য মণ্ডলং তত্র মধ্যে
পদ্মং প্রব্রজেৎ ॥ ৪২ ॥ কলশানষ্টদিশুভাগে
সহিরণ্যান্ । ধ্বজ পৃথক্ । স্থাপয়িত্বা তু শক্তিস্তা
বামাদ্যাঃ পশ্চিমতঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥ কর্ণিকার্যাঃ তু
পদ্মস্ত্রীমেষং মহাপ্রভম্ । প্রতিমারূপসম্পন্নং
চেমজং শক্তিসংযুতম্ ॥ ৪৪ ॥ কঙ্কশাসমারুঢ়ং
মনোহরম্ । মণ্ডিতম্ । হেমপাটাদিকে পাঞ্চে মধুনা
পরিপূরিতে ॥ ৪৫ ॥ কঙ্কশযাসমাচ্ছিন্নে তত্রঃ
পূজয়েৎ ক্রমঃ ॥ ৪৬ ॥ অনন্তাদিশিখণ্ড্যন্তৈর্নামভিঃ ক্রমশো-
হর্জয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ গন্ধস্রগুপদৌপেচ নৈবেদ্যাস্ত পৃথ-
ক্ধিষ্টৈঃ । বস্ত্রালঙ্কারতাম্বুলচ্ছত্রচামরদর্পণম্ ॥ ৪৮ ॥
দীপঘণ্টাবিতানকং পর্য্যঙ্কং সতুলিকম্ । সোমেষ্বরং
সমুদ্ভিষ্ট দেয়ং পৌরাণিকে শুরৌ ॥ ৪৯ ॥ ভূষয়িত্বা
তথাচার্য্যং হোমং তত্রৈব কারয়েৎ । বলিকর্ম্মাব-
সানে চ রাজৌ তত্রৈব জাগৃয়াৎ ॥ ৫০ ॥ পঞ্চগব্যং

দন্তকাষ্ঠ ও ত্রাঙ্কায় অর্ঘ্য কল্পনা করিবে । রাজি-
কালে মোচাকল খাইবে, ইহা খাইলে অধমেধ-কল
লাভ হয় । ষষ্ঠ সোমবারে সুরূপ নামক শিবের
পূজা করিবে । কর্পূর খাইবে । সপ্তম সোমবারে
মল্লিকার দন্তকাষ্ঠ দিবে । দীপ্তায় সহিত সর্বজ্ঞের
পূজা করিবে । জম্বীর কল শিবকে দান করিবে,
জাতিপুপ দিয়া পূজা করিবে । এই দিন শিবকে
নিবেদন করিয়া লবঙ্গ খাওয়াইলে অনন্ত কল
পাওয়া যায় । অষ্টম সোমবারে অমোঘায়ুত
ঔষধের পূজা করিবে । কদলী কল দ্বারা অর্ঘ্য
এবং মরুবক দ্বারা পূজা করিবে । রাজিতে হুঙ্ক
নিবেদন করিবে, ইহাতে অগ্নিষ্টোমকল লাভ হয় ।
কোটিয়ার গজানান, ও কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে
বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দশসহস্র সুবর্ণযুজ্য দান করিলে
যে কল লাভ হয়, এই ব্রত আচরণ করিলে তাহার
কোটিগুণ কল লাভ হইয়া থাকে । শত গজ ও
লক্ষ রথ-বাজী দানে যে ফল হয়, এই ব্রতে
তথায় কোটিগুণ কল হইয়া থাকে । কোটিয়ার
গুণ্ডলের ধূপদানে যে কল হয়, এই ব্রত করিলে
সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । এই সোমবার-
ব্রত করিলে মানব শিবতুল্য পরাক্রমী ও সর্কৈষ্ঠ্য-

সমায়ুক্ত হইয়া ব্রাহ্মার প্রলয় কাল পর্য্যন্ত কদ্রলোকে
বাস করে । নবম সোমবারে এই ব্রত উদ্যাপন-
করিতে হয় । হে গন্ধর্ব ! অধুনা তোমাকে উদ্যাপন
বিধি বলিতেছি । প্রথমতঃ মণ্ডল, মণ্ডপ ও কুণ্ড
করিবে । মণ্ডপের চারিটা তোরণ হইবে এবং
উহা ধ্বজপতাকাদি-সম্বিত করিবে । মণ্ডপের
মধ্যে বেদি হইবে । বেদিটা চতুরঙ্গা ও শোভনা
করিবে । বেদির মধ্যে মণ্ডল করিয়া তাহাতে পদ্ম
অঙ্কিত করিবে । ২১—৪২ । বেদির অষ্টদিক্ ভাগে
পৃথক্ভাবে হিরণ্যযুক্ত অষ্ট কলস স্থাপন করিবে ।
ঐ সকল কলশে পুষ্কাদিক্রমে বামাদি ত্রির পূজা
করিবে । পদ্ম কর্ণিকায় ত্রীসোমেশের শক্তিসুভ
সুবর্ণপ্রতিমা স্থাপন করিবে । প্রতিমাকে সুবর্ণ
শয্যাসমারুঢ় ও মহাপ্রভ করিবে । সুবর্ণ শয্যার
উপর মধুপূরিত হেমপাঞ্চে রাখিয়া সোমেষ্বরের পূজা
করিবে । অনন্তাদি শিখণ্ড্যন্ত নাম সকল দ্বারা
ক্রমশঃ গাঁহার পূজা করিবে । গন্ধ, মালা, ধূপ,
দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, তাম্বুল, ছত্র,
চামর, দর্পণ, দীপ, ঘণ্টা ও বিতান এই সকল
বস্তু ত্রীসোমেশ্বর উদ্দেশে নিবেদন করিবে ।
পূজার পর বলিকর্ম্মাবসানে হোম করিবে ।
প্রতিষ্ঠার দিন রাজাজাগরণ করিবে । সমুদ্রয়ঃ

ততঃ পীত্বা ধ্যায়েৎ সোমেশ্বরঃ হৃদি । প্রভাতে
 তু ততঃ শ্রাদ্ধা ধ্যায়েন্তুঃ বিধানতঃ ॥ ততো
 ভক্ত্যা চ গন্ধর্ব্ব কীর্ত্তগুণিনিশ্চিত্ত ভক্ত্য-
 ভোজ্যৈরনেকৈশ্চ ভোজয়েদ্ভ্রাতৃক্ষণানথ ৫১ ॥ বহু-
 যুগ্মঃ ততো দত্ত্বা গাঞ্চ দত্ত্বা বিসর্জ্য যৎ ৫২ ॥
 এবং চৌর্ণরতঃ সমাগ্নী লভতে পুণ্যম্ ॥ ধন-
 ধাত্তসমৃদ্ধা পুত্রপারসমবিতঃ ৫৩ ॥ ন লে জায়তে
 তস্ত দরিদ্রো হুংখিতোহপি বা । অপুত্রো লভতে
 পুত্রান বক্ষ্যা পুত্রবতী ভবেৎ ৫৪ ॥ কাকবক্ষ্যা
 তু যা নারী যুতবৎসা চ হৃত্ৰগা । প্রসূত্বা
 কার্যমাভিরেতদ্বিশেষতঃ ৫৫ ॥ এবং তে বিধানে
 তু দেহপাতে শিবঃ ব্রজেৎ ৫৬ ॥ কল্পকোটিসহস্রাণি
 কল্পকোটিশতানি চ । ভূত্রেফুহসৌ বিপুলান্ ভোগান্
 যাবদাকৃতসম্প্রবন্ম ৫৭ ॥ ইতি তে কথিতঃ সর্ব্বং
 সোমবারততঃ ক্রমাৎ ৫৮ ॥ গচ্ছ শীঘ্রং মহাভাগ যত্র
 সোমেশ্বরঃ বিতঃ ৫৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ ৬০ ॥ ইত্যুক্তঃ
 স চ গন্ধর্ব্বঃ পুত্র্যা সহ বরাননে । সর্ব্বোপহার-
 সংযুক্তঃ প্রভাসক্ষেত্রমগ্নিতঃ ৬১ ॥ তত্র সোমে-
 শ্বরং দৃষ্ট্বা আনন্দাঙ্গপরিপ্লুতঃ । যাত্নাক্রমেণ সম্পূজ্য

কর্ম্মশেষে পঞ্চগব্য পান করিয়া হৃদয়ে সোমেশ্বরকে
 ধ্যান করিবে । পরদিন প্রভাতে শ্রাদ্ধ করিয়া দেব
 সোমেশ্বরকে বিধিপূর্ব্বক ধ্যানান্তে ভক্তিসংকারে
 কীর্ত্ত-গুণাদি উত্তম উত্তম ভক্ত্য ভোজ্য দ্বারা
 ভ্রাতৃক্ষণভোজন করাইবে । ভ্রাতৃক্ষণগণকে বহুযুগ্ম ও
 গোদান করিবে । এই ভাবে ব্রত করিলে অক্ষয়
 পুণ্য লাভ হয় । ধন-ধাত্ত সমৃদ্ধি ও পুত্র দারা
 লাভ হয় । তাহার কুলে কেহ কখন দরিদ্র বা
 হুংখী হয় না । অপুত্র পুত্র লাভ করে । এই ব্রত
 করিলে বক্ষ্যার পুত্র হয় । যে সকল নারী কাক-
 বক্ষ্যা, যুতবৎসা, হৃত্ৰগা ও কস্তাপ্রসূ, তাহার
 অবস্তাই এই ব্রত করিবে । এই ব্রত করিয়া দেহ-
 পাত করিলে সে অস্ত্রে কল্পকোটিসহস্রকাল শিবপদ
 লাভ করে এবং আভূত-সংপ্রবাকাল যাবৎ বিপুল
 ভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকে । এই আমি
 তোমার নিকট সোমবারতবিধি কীর্ত্তন করি-
 লাম, তুমি শীঘ্র যেখানে সোমেশ্বর বিরাজ করিতে-
 ছেন, সেই স্থানে গমন কর । ঈশ্বর বলিলেন,—
 হে বরাননে ! ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্ব
 উপহার সকল গ্রহণ করিয়া পুত্র্য সহিত প্রভাস-
 ক্ষেত্রে গমন করিল । প্রভাসে গমন করিয়া সে
 সোমেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া

চক্রে সোমবারতং ক্রমাৎ ৫৯ ॥ পুত্র্যা সহ মহাভাগ-
 স্তস্ত তুষ্টৌ মহেশ্বরঃ । সর্ব্বরোগবিনাশং চ সর্ব্ব-
 কামসমৃদ্ধিদম্ । দদৌ গন্ধর্ব্বরাজ্যং চ ভক্তিং
 চৈবানন্তথা ৬০ ॥

ইতি শ্রীহৃদে গন্ধর্ব্বকস্তারূপস্তবর্ণনঃ নাম
 পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ লক্ষবরস্তত্র কৃতার্থো ভক্তি-
 সংযুতঃ । স্থাপয়ামাস লিঙ্গং স গন্ধর্ব্বো ঘনবাহনঃ ॥
 ১ ॥ সোমেশ্বরস্তরে ভাগে দণ্ডপাণিসমীপতঃ ।
 গন্ধর্ব্বেশ্বরনামানং গান্ধর্ব্বকলদায়কম্ ॥ ২ ॥ বরদা-
 বাক্রণে ভাগে ধনুবাং পঞ্চকে স্থিতম্ । পঞ্চম্যাং
 পুজয়িত্বা চ ন হুংখী জায়তে নরঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীহৃদে গন্ধর্ব্বেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
 ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ২৬ ॥

যাত্নাক্রমে পূজা করত ক্রমশঃ সোমবারত গ্রহণ
 করিল । মহেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন ।
 তাহার কস্তা আরোগ্যালাভ করিল । গন্ধর্ব্ব স্বয়ং
 সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইল । মহেশ্বর তাহাকে গন্ধর্ব্ব-
 রাজ্য ও আত্মভক্তি প্রদান করিলেন । ৪৩—৬০ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—গন্ধর্ব্ব ঘনবাহন মহেশ্বরের
 নিকট বরলভ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানে
 এক লিঙ্গ স্থাপন করিল । এই লিঙ্গ সোমেশ্বরের
 উত্তরে ও দণ্ডপাণির সমীপে স্থাপিত হইল । নাম
 হইল—গন্ধর্ব্বেশ্বর । এই লিঙ্গ গান্ধর্ব্বকলদায়ক ।
 বরদার পশ্চিমদিকে পাঁচ ধনু অন্তরে এই লিঙ্গ
 অবস্থিত । পঞ্চমীতিথিতে তাহার পূজা করিলে
 মানব কদাচ হুংখী হয় না । ১—৩ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ তত্রৈব দেবেশি লিঙ্গং গন্ধৰ্বসেনয়া । স্থাপিতং ঘনবাহুস্ত পূজ্য গোব্রীসমৌ-
পতঃ ॥ ১ ॥ ধনুযাং ত্রিতয়ে তত্র স্থিতং পূৰ্ববিভা-
গতঃ । বিমলেশ্বরনামানং সৰ্বরোগবিনাশনম্ ॥ ২ ॥
পূজয়িত্বা তৃতীয়ায়াং দৌৰ্ভাগ্যপুণ্যচোতেহঙ্গনা ।
সৰ্বান কামানবাপ্নোতি পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩ ॥
ইতি ব্রতঃ মহাদেবি ত্রেতাসঙ্ঘাংশকে গতে ।
গন্ধৰ্বৈশ্চবমাখ্যাতং শ্রুতং পাতকনাশনম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গন্ধৰ্বসেনেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । ইত্যাম্ভাধ্যমিদং দেব ! তন্তঃ সৰ্বং
ময়া শ্রুতম্ । মহিমানং মহেশস্ত বিস্তরেণ সমুত্তমম্ ।
সাম্প্রতং সোমনাথস্ত যথাবদ্বক্তুমহিসি ॥ ১ ॥ বিধিনা
কেন দৃষ্টোহসৌ যাত্রা কার্ধ্যা কথং নৃভিঃ । কস্মিন
কালে মহাদেব নিয়মাস্টেব কীদৃশাঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । হেমস্তে শিশিরে বাপি বসন্তে বাথ ভামিনি ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবেশি ! পুরোক্ত স্থানে
গন্ধৰ্বপুত্রী গন্ধৰ্বসেনাও গোব্রীসমীপে পূৰ্বদিক্
ভাগে তিন ধনু অন্তরে এক লিঙ্গ স্থাপন করেন ।
লিঙ্গের নাম হইল বিমলেশ্বর । তিনি সৰ্বরোগ-
নাশক । অঙ্গনাগণ তৃতীয়া তিথিতে এই লিঙ্গের
পূজা করিলে সৰ্বকাম লাভ করে এবং তাহার
পুত্র-পৌত্রাদি হয় । এই ব্রত ত্রেতাসঙ্ঘাংশ
অতীত হইলে গন্ধৰ্বকে বলা হইয়াছিল । ইহা
শ্রবণে পাপ নষ্ট হয় । ১—৪ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে দেব ! আপনার নিকট
মহেশের আশ্চর্য্য মহিমা শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি
সোমনাথের দর্শনবিধি, যাত্রাবিধি, তাঁহার পূজাকাল-
বিধি এবং পূজাবিধি কীদৃশ বর্ণন করুন । ঈশ্বর
বলিলেন,—হে ভামিনি ! কি শিশির, কি হেমস্ত,

যদি চ জায়তে চিত্তং বিত্তং বা পৰ্ক বা ভবেৎ ॥
৩ ॥ তত্রৈব যাত্রা কর্তব্য ভাবস্তত্রৈব কারণম্ ।
কৃত্বা তু নিয়মং কথিং স্বগৃহে বরবর্ণিনি ॥ ৪ ॥
প্রণম্য মনসা কৃত্বা কৃত্বা শ্রাদ্ধং যথাবিধি ! স্থানং
প্রদক্ষিণং কৃত্বা বাগবন্তঃ সুসমাহিতঃ ॥ ৫ ॥ নিয়তো
নিয়তাহারে গচ্ছেচ্চৈব ততঃ পথি । কামক্ৰোধো
পরিত্যজ্য লাভমোহো তথৈব চ ॥ ৬ ॥ ঈর্ষ্যামৎ-
সরলোল্যং যাত্রা কার্ধ্যা তশে নৃভিঃ । তীর্থানু-
গমনং পুণ্যং যজ্ঞেভ্যোহপি বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞেচ্চ ইষ্টা বিপুলদক্ষিণৈঃ । তন্তং
কলমবাপ্নোতি তীর্থানুগমনেন যৎ ॥ ৮ ॥ কলৈর্গুণা
মহাঘোরং প্রাপ্য পাপসমর্ষিতম্ । নাস্তেনান্মিহ
পায়েন সূর্যঃ স্বর্গশ্চ লভ্যতে । বিনা যাত্রাং
মহাদেবি সৌমেশস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ যে কুর্কন্তি নরা
যাত্রাং শুচিশ্রদ্ধাসমর্ষিতাঃ । কলৌ যুগে কৃতার্থাস্তে
যে হস্তে তে নিরর্থকাঃ ॥ ১০ ॥ যথা মহোদধেভুল্যো
ন চান্তোহস্তি জলাশয়ঃ । তথা প্রাভাসিকাং
ক্ষেত্রাং সমং তীর্থং ন বিদ্যতে ॥ ১১ ॥ অম্লপোষ্য
ত্রিরাত্রাণি তীর্থানুগমনতমস্যা চ । অদম্বা কাকনং
গাশ্চ দরিত্রো নাম জরিতে ॥ ১২ ॥ যান্তগম্যানি

কি বসন্ত—যখন চিত্ত চাহিবে, বিত্ত পাইবে, বা পৰ্ক
আসিবে—তখনই দেবদেবের যাত্রা করিবে ।
এবিষয়ে ভক্তিই একমাত্র কারণ জানিবে । স্বগৃহে
নিয়ম অবলম্বনপূর্বক মনে মনে কল্পকে নমস্কার
করিয়া শ্রাদ্ধবিধানান্তে বাগ্‌যত ও সমাহিত হইয়া
স্বস্থান প্রদাক্ষণ করিবে । অনন্তর সংযত ও
নিয়তাহার হইয়া পথে চলিতে আরম্ভ করিবে ।
এই ভাবে কাম-ক্রোধ, মোহ-মোহ ও ঈর্ষ্যা-
মৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিব উদ্দেশে যাত্রা
করিবে । ইহাকে তীর্থানুগমন বা তীর্থযাত্রা বলে ।
ইহা পুণ্যদায়ক ; যজ্ঞ হইতেও বিশিষ্ট ফল ইহাতে
লাভ হয় । ১—৭ । তীর্থযাত্রায় বিপুলদক্ষিণ অগ্নি-
ষ্টোমাদি যজ্ঞাপেক্ষাও অধিক ফল পাওয়া যায় ।
এই পাপসঙ্কুল ঘোর কলিযুগে সৌনেষ্বরের
যাত্রাব্যতিরেকে অন্য উপায়ে ধর্ম ও স্বর্গ লাভ
করা যায় না । ইহাও নিশ্চয় জানিবে । যে
নর শুচি ও শ্রদ্ধাসমর্ষিত হইয়া যাত্রা করে,
কলিযুগে সে-ই কৃতার্থ ; অপর সকলে নিরর্থক ।
যেমন মহোদধিভুল্য জলাশয় নাই, তদ্রূপ
ব্রহ্মস তীর্থ হইতে উৎকম তীর্থ আর নাই ।
যাহারা উপবাসী, থাকিয়া ত্রিরাত্র তীর্থ বাস করে

তীর্থানি হৃদয়ানি বিষমশিচ। মনসা তানি গম্যানি
সর্বতীর্থগতীপনু। ১৩। যন্ত হন্তো চ পাদৌ
চ মনশ্চৈব স্ত্রুসংযতম্। বিদ্যা তপস কীর্তিচ স
তীর্থকলমমুতে। ১৪। নিয়তো নিয়তাহারঃ স্নান-
জাপপরাযণঃ। ব্রতোপবাসনিরতঃ স তীর্থকল-
মমুতে। ১৫। অক্ৰোধনশ্চ দেবেশি সত্যশীলো
দৃঢ়ব্রতঃ। আশ্বোপমশ্চ তুতেষু স তীর্থকলমমুতে।
১৬। কুরুক্ষেত্র দ্বিতীর্থানি রথগম্যানি যানি তু।
ভাস্তেব ব্রাহ্মণো যাত্রাদযানদোষো ন তেষু বৈ। ১৭।
যে সাধবো ধনোপেতাভীর্থানাং স্রবঃ। রতাঃ।
তীর্থে দানাক যোগাক্ত তেষামভ্যধিকঃ ফলম্। ১৮।
যে দরিদ্রা ধনৈহীনান্তীর্থানুগমনে রতাঃ। তেষাং
যজ্ঞকলাবাণ্ডিস্কিনাপি ধনসঞ্চয়েঃ। ১৯। কৈবামেব
বর্ণানাং সর্বাশ্রমনিবাসিনাম্। তীর্থং তু ফলদং
জ্ঞেয়ং নাত্র কার্য্য বিচারণা। ২০। কার্য্যান্তরেণ
যো গন্তা স্নানং তীর্থে সমাচরেৎ। ন যাত্রাকলং
তন্ত স্নানমাত্রং ফলং ভবেৎ। ২১। তীর্থানুগমনং
পশ্চাত্য তপঃ পরমিহোচ্যতে। তদেব কৃত্বা যানেন
স্নানমাত্রফলং লভেৎ। ২২। যচ্চান্তঃ কুরুতে

না, এবং তথায় গো, হিরণ্য দান করে না,
তাহারা দরিদ্র হইয়া জন্মে। যে সকল তীর্থ হৃদয়,
বিষম এবং অগম্য, সেই সকল তীর্থে মনে মনে
গমন করিবে। ইহাতে সর্বতীর্থগমনফল লভ
হইয়া থাকে। যাহার হস্ত, পাদ, মন স্ত্রুসংযত,
এবং বিদ্যা তপঃ কীর্তি বিরাঞ্জিত, সেই তীর্থকল-
ভাগী হয়। যে মানব নিয়ত, নিয়তাহার স্নান-
জপপরাযণ ও ব্রতোপবাসনিরত, সে তীর্থকল
লাভ করিয়া থাকে। যে জন অক্ৰোধী, সত্যশীল,
দৃঢ়ব্রত, ও সর্বভূতান্দর্শী, সে তীর্থকল প্রাপ্ত হয়।
ব্রাহ্মণগণ রথে চড়িয়া রথ-গম্য কুরুক্ষেত্রাদি
তীর্থে গমন করিবেন। ইহাতে তাহাদের ২১
দোষ হইবে না। তীর্থস্রবণরত ধনবান্ সাধু
ব্যক্তি তীর্থে দান ও যোগ করিয়া উপযুক্ত
ফল লাভ করে বটে; কিন্তু ধনহীন দরিদ্রগণ
তীর্থগমনে রত হইয়াই বিনা অর্থব্যয়ে যজ্ঞ-ফল
লাভ করিয়া থাকে। সর্ব বর্ণ ও সর্ব আশ্রমীয়ই
তীর্থ ফলদায়ক বলিয়া জানিবে। এ বিষয়ে
বিতর্ক করা উচিত নহে। যদি কোন ব্যক্তি
কার্য্যান্তর উপলক্ষে গমন করিয়া তীর্থ-
স্নান করে, তাহা হইলে তাহার যাত্রাকল লাভ
হয় না, মাত্র স্নান-ফলই লাভ হইয়া থাকে।

শক্র্যা তীর্থযাত্রাং তথেষরি। স্বকীয়দ্রব্যযানাত্যাং
কসং তন্ত চতুর্ভুগম্। ২৩। তীর্থানুগমনং কৃত্বা ভিকা-
হারা জিতেশ্রিয়াঃ। প্রাপ্তবন্ত মহাদেবি তীর্থে
দশগুণং ফলম্। ২৪। ছত্রোপানদ্বিহীনস্ত ভিক্শাশী
বিজিতেশ্রিয়ঃ। মহাপাতকজৈর্যোঁরৈর্বিধঃ পাটৈঃ
প্রমুচ্যতে। ২৫। ন ভৈক্ষং পরপাকং তু ন চ
ভৈক্ষ্যং প্রতিগ্রহম্। সোমপানসমং ভৈক্ষ্যং ভ্রামাদ-
ভৈক্ষং সমাচরেৎ। ২৬। লোকেহস্মিন দ্বিবিধং তীর্থং
স্বচ্ছন্দৈর্নির্নির্মিতং তথা। স্বয়ম্ভুতং প্রভাসাদ্যং
নির্মিতং দেবতৈঃ কৃতম্। ২৭। স্বয়ম্ভুতে মহাতীর্থে
স্বভাবে চ মহত্তরে। তস্মিন্তীর্থে প্রতিগৃহ্য কৃতাঃ
সর্বৈ প্রতিগ্রহাঃ। ২৮। প্রতিগ্রহনিবৃত্তস্ত যাত্রাদশ-
গুণং ফলম্। তেন দত্তানি দানানি যজ্ঞেদেবাঃ
সুতর্পিতাঃ। ২৯। যেন ক্ষেত্রং সমাসাদ্য নির্ভূতিঃ
পরমাকৃতা। বহুলোল্যাদিঃ যঃ ক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ-
কচিস্থা। ৩০। নৈব তন্ত পরো লোকো নায়ং
লোকো দুরাশ্রয়ঃ। অথ চেৎপ্রতিগ্রহাতি ব্রাহ্মণো
বুত্তিহর্ষিলঃ। দশাংশমর্জিতং দদাদেবং তত্র ন
হীয়তে। ৩১। বিপ্রবেশং সমাস্বায় শূদ্রো ভূদ্বা

পায়ে হাঁটিয়া তীর্থগমন করিলে তাহা পরম তপঃ-
স্বরূপ হয়। আর যানাদি আরোহণে গমন করিলে
৮—২২। তাহাতে কেবল স্নানমাত্রের ফল পাওয়া
যায়। যাহারা যথার্শক্তি নিজের দ্রব্যযানাদি সাহায্যে
তীর্থযাত্রা করে তাহারা চতুর্ভুগ ফল পাইয়া থাকে।
তীর্থগমন করিয়া যাহারা ভিক্শাহারী ও জিতেশ্রিয়
হইতে পারে, তাহাদের দশগুণ ফললাভ হয়। যে
সকল বিপ্র ছত্রোপানদ্বিহীন ভিক্শাশী বিজিতে-
শ্রিয় হন, তাহারা ঘোর মহাপাতক হইতে মুক্তি
লাভ করিয়া থাকেন। ভৈক্ষে পরপাক জনিত
দোষ বা প্রতিগ্রহ জন্ত দোষ সজ্জটিত হয় না;
ভৈক্ষ গ্রহণ সোমপানসদৃশ; অতএব ভিক্শা-
চরণ করিবে। লোকে দ্বিবিধ তীর্থ আছে, ইচ্ছা-
পূরক মনুষ্যানির্মিত কৃত্রিম আর স্বয়ম্ভুত দেবতা-
নির্মিত প্রভাসাদি অকৃত্রিম। স্বয়ম্ভুত মহাতীর্থে
প্রতিগ্রহ করিবে না। প্রতিগ্রহনিবৃত্ত ব্যক্তি
যাত্রার দশগুণ ফললাভ করিয়া থাকে। যজ্ঞ দান
করা বিধেয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ তর্পিত হন।
তীর্থক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে পরম নির্ভূতি লাভ হয়।
যে দুরাশ্রা লোভ বশতঃ তীর্থে প্রতিগ্রহ করে,
তাহার ইহলোক পরলোক উভয় লোকই বিনষ্ট
হয়। তবে যদি কোন বুত্তিহর্ষিল বিপ্রকে বাধ্য

প্রতিগ্রহঃ । তৃণকাঠসমং বাপি প্রতিগৃহ পতত্যধঃ ।
৩২ । কুষ্ঠীপাকাদিকেবেবঃ মহানরককোটিষু ।
যাবদিত্তসহস্রাণি চতুর্দশ বরাননে ॥ ৩৩ ॥ তন্ম্যা-
মৈব প্রতিগ্রাহঃ কিমষ্টেব্রাহ্মণৈরপি । দ্বিপ্রকারস্ত
তীর্থস্ত কৃতস্তাপ্যকৃতস্ত চ ॥ ৩৪ ॥ স্বকীয়ভাবসংযুক্তঃ
সম্পূর্ণঃ কলময়ুতে । লভতে ষোড়শাংশং স যঃ
পর্য্যয়েন গচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥ অশক্তস্ত তথাহুত
পক্ষোর্ধাযাবরস্ত চ । বিহিতং কারণাদযানমচ্ছিত্তে
ব্রাহ্মণে কৃতঃ ॥ ৩৬ ॥ স্নানখানদপানৈশ্চ বোচ্চভ্যা-
স্তীর্থসেবকঃ । দদৎ সকলমাপ্নোতি কলং তীর্থ-
সমুত্তম ॥ ৩৭ ॥ ন ষোড়শাংশঃ যত্নেন লভ্যঃ
যদি যচ্ছতি । পঞ্চমাংশমথো বাপি দদ্যাত্তত্র
দ্বিজাতিষু ॥ ৩৮ ॥ দেবতানাং গুরুণাং চ মাতা-
পিত্রোশ্চ কামতঃ । পুণ্যদঃ সমবাপ্নোতি তদেবাষ্ট-
শগং কলম্ ॥ ৩৯ ॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ
স্বাধ্যায়ো দেবতার্চনম্ । পুণ্যং দেয়ং তু সর্বত্র
নাপুণ্যং দীয়তে কচিৎ ॥ ৪০ ॥ পিতরঃ মাতরঃ
তীর্থে ভ্রাতরঃ সুহৃদঃ গুরুম্ । যমুদ্ভিগু নিমজ্জেত

হইয়া প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি
সেই প্রতিগৃহীত বস্তুর দশাংশ দান করিবেন ।
এরূপ করিলে পাতিত্ব হয় না । শূদ্র যদি বিপ্রবেশ
ধারণপূর্ব্বক তৃণ সম বস্তুও প্রতিগ্রহ করে, তাহা
হইলে অধঃপাতত হয় ; চতুর্দশ সহস্র ইন্দ্রের অধি-
কার-পার্ব্বিত কাল যাবৎ কুষ্ঠীপাকাদি মহানরক
ভোগ করিয়া থাকে । অল্প জাতির কথা আর কি
বলিব ?—ব্রাহ্মণগণ কদাচ প্রতিগ্রহ করিবেন না ।
আর একপ্রকার যে তীর্থ আছে, তাহা স্বকীয়
সাহায্যে কৃত হইলে সম্পূর্ণ কল পাওয়া যায় ।
যে জন পরায়গ্রহণে তীর্থযাত্রা করে, তাহার
ষোড়শাংশের একাংশ তীর্থকল লাভ হয় । অশক্ত,
অন্ধ, পঙ্গু ও যাবাবর (প্রত্যেক গ্রামে একরাজ
বাস করিয়া যাত্রাকারী) ইহারা যানারোহণে তীর্থ-
যাত্রা করিতে পারে । বিনা কারণে ব্রাহ্মণ কদাচ
যানারোহণে তীর্থযাত্রা করিবেন না । কোন তীর্থ-
সেবক যদি যাত্রীদিগকে স্নানান্ধন-পান প্রদান করে,
তাহা হইলে সে তীর্থজাত সমুদয় কল লাভ করে ।
যদি কেহ প্রতিগ্রহের ষোড়শাংশ প্রদান না করে,
তাহা হইলে দ্বিজাতিকে পঞ্চমাংশ প্রদান করিবে ।
এরূপ করিলেও সে গুরু-দেবতা ও মাতা-পিতার
পুণ্যপ্রদ হইয়া অষ্টশত তীর্থকল লাভ করিয়া থাকে ।
স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও দেবার্চন-অনিত

বাদশাংশঃ লভেত সঃ ॥ ৪১ ॥ কুশেষ প্রতিমাং
কৃৎবা তৈবাবিষু মজ্জয়েৎ । যমুদ্ভিগু মহানর্দেব
অষ্টভাগং লভেত সঃ ॥ ৪২ ॥ মহাদানানি বে বিপ্রা
গৃহস্তি জ্ঞানতুর্কলাঃ । বৃক্ষাশ্চৈব বিজরূপেণ জায়ন্তে
ব্রহ্মরাক্ষস ॥ ৪৩ ॥ ন বেদবলমাত্রিত্য প্রতিগ্রহ-
কচির্ভবেৎ । অজ্ঞানাত্মা প্রমাদাত্মা দহতে কর্ম
নেতরং ॥ ৪৪ ॥ চিত্তিকাঠং তু বৈ স্পৃষ্টা যজ্ঞযুগং
তথৈব চ । বেদবিক্রয়িণঃ স্পৃষ্টা স্নানমেব বিধী-
য়তে ॥ ৪৫ ॥ আদেশঃ পঠতে যন্ত আদেশঃ
তু দদাতি যঃ । ভাবেতো পাপকর্ম্মাণো পাতাল-
তলবাসিনো ॥ ৪৬ ॥ আদেশঃ পঠতে যন্ত
সঞ্জিঘ্নকুঃ । প্রতিগ্রহম্ । তীর্থে চৈব বিশেষেণ
ব্রহ্মরঃ সৈ নেতরঃ । হিতো বৈ নৃপতেষাং ন
কুর্যাদেদর্বিজ্ঞম্ ॥ ৪৭ ॥ হবা গাবো বরং মাংসং
ভক্ষয়ীত দ্বিজাধমঃ । বরং জীবনং সমং মৎস্তৈর্ন
কুর্যাদেদর্বিজ্ঞম্ । ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ন কৃতং
ন ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥ বরং কুর্যাজ্ঞ তদেব ন

পুণ্যকল দান করা যাইতে পারে ; কিন্তু অপুণ্য-
কল কদাচ দান করা যায় না । পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
সুহৃৎ, গুরু প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তির উদ্দেশে তীর্থে
স্নান করা যায়, তাহার তাহার কলের ছাদশাংশ
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২৩—৪১ । যাহার কুশপ্রতিমা
করিয়া তীর্থজলে নিমজ্জিত করা যায়, সে তাহার
অষ্টভাগ কল লাভ করিয়া থাকে । যে সকল জ্ঞান-
তুর্কল বিজ মহাদান গ্রহণ করে, তাহাদিগকে বিজ-
রূপী বৃক্ষ বা ব্রহ্মরাক্ষস বলা যাইতে পারে ।
যাহার বেদ-বল নাই, তাহার প্রতিগ্রহে ক্রটি না
হওয়াই ভাল । ইতর কর্ম্ম অজ্ঞান বা প্রমাদবশত
অমুষ্ঠিত হইলে তাহাতে কর্ম্মকে দাহ করে না ;
কিন্তু চিত্তিকাঠ, যজ্ঞযুগ, এবং বেদবিক্রয়ী ব্রাহ্ম-
ণকে স্পর্শ করা রূপ কর্ম্ম দাহ করে ; সূতরাং
তজ্জন্ত স্নান করিতে হয় । যে জন আদেশ পাঠ করে
এবং যে আদেশ করে, ইহাদের উভয়েই পাপী ও
পাতালতলবাসী হয় । প্রতিজিঘ্নকু হইয়া যে ব্যক্তি
তীর্থক্ষেত্রে আদেশ পাঠ করে, তদ্ব্যতীত অপর
কাহাকে আর ব্রহ্মর বলা যাইতে পারে ? রাজবারে
নৌত হইয়াও বেদবিক্রম কখন করিবে না ; গোহত্যা
করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা ব্রহ্মঃ তথবা মৎস্ত
ভক্ষণ করিয়া বরং জীবন ধারণ করিবে, তথাপি
বেদবিক্রম করিবে না । ব্রহ্মহত্যার সমান আর
পাপ নাই; বরং তাহাও করিবে, তথাপি বেদবিক্রম

কৃত্যাদেশবিক্রমঃ। তীর্থে চৈব বিশেষণে কৈকে
তথৈব চ। ৪৯। দীযমানস্ত বৈ দানঃ সত্যজ্ঞে-
তীর্থসেবকঃ। তীর্থং কঠোরতি তীর্থঞ্চ স নিনাতি চ
পূজয়ান। ৫০। যদন্তজ কৃতং পাপং তীর্থে তদ-
যাতি লাঘবম্। ন তীর্থকৃতমন্তজ কচিদে বাপো-
হতি। ৫১। তৈলপাত্রমিবাশ্বানং যো যক্কেতীর্থ-
সেবকঃ। স তীর্থকলমঙ্করঃ বিপ্রঃ প্রাপ্নোতি
সংযতঃ। ৫২। যন্তযন্তান্তি পকারময়ঃ বা যদি বা
বহ। তীর্থগন্তস্ত তন্তর্জঃ স্নাতস্ত বিময়চ্ছতি।
৫৩। যো ন ক্রিষ্টোহপি ভিক্কেত
সেবকঃ। সত্যবাদী সমাধিহঃ স তীর্থপো-
কারকঃ। ৫৪। কৃতে যুগে পুঙ্করাপি ত্রেতায়াং
নৈমিষং তথা। ষাপয়ে তু কুরুক্ষেত্রং পাতাসিকং
কলৌ যুগে। ৫৫। তিষ্ঠেদ্যুগসংগ্রহঃ তু পাদে-
নৈকেন যঃ পুমান্। প্রভাসযাত্রামেকো বা সমং
ভবতি বা ন বা। ৫৬। এতৎকৈক্য সমাগত্য
মধ্যভাগে বরাননে। যানানি তু পরিত্যজ্য ভাব্যং
পাদচরৈর্নরৈঃ। ৫৭। নৃটিহা লোঠনীং তত্র
নৃটিতা যত্র দেবতাঃ। ততো নৃত্যান্ হসন্ গায়ন

করিবে না। এ কর্ম বিশেষতঃ তীর্থে ও মহাক্ষেত্রে
নিষিদ্ধ। যে তীর্থসেবী দীযমান দান পরিত্যাগ
করে, সে-ই তীর্থকে তীর্থ করিয়া থাকে এবং
তাহার পূর্বপুরুষগণ পবিত্র হন। অন্তজ কৃত পাপ
তীর্থে বিনষ্ট হয়; কিন্তু তীর্থকৃত পাপ আর অন্তজ
কৃত্যপি বিলয় প্রাপ্ত হয় না। যে তীর্থসেবী
তৈলপাত্রকর ভ্রাতৃ আশ্রয়কর করিতে পারে,
সে-ই অশ্লিষ্ট তীর্থ-কল লাভ করে। তীর্থচারী
ব্যক্তি যাহার যাহার অল্পাধিক পক্ষাভ্যাজন
করে, তাহাকে তাহাকে অর্ধ পরিমাণে আশ্র-
তীর্থকল প্রদান করিয়া থাকে। যে সত্যবাদী
সমাধিহ ব্রাহ্মণ ক্রেশপ্রাপ্ত হইয়াও তীর্থে ভিকা-
না করেন, তিনি প্রকৃত তীর্থোপকারক।
সত্য পুঙ্কর, ত্রেতায়াং নৈমিষ, ষাপয়ে কুরুক্ষেত্র
এবং কলিতে প্রভাসতীর্থে তীর্থ। একপাদে
অবস্থান করিয়া সংগ্রহ তপস্তা করা, একবার
মাত্র প্রভাসযাত্রার সমান হয় কি—না হয় বলা
যায় না। যানারোহণে যাওয়া করিলে প্রভাস
প্রাপ্ত হইবা মাত্র ঘান পরিত্যাগপূর্বক পাদচারে
অথবা ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া গমন করিতে হয়।
তথায় কত দেবতা ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।
হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে

ভূয়া কাগটিকাকৃতিঃ। গচ্ছেৎ সোমেশ্বরং দেবং
দৃষ্টা চান্দৌ কপর্দিনম্। ৫৮। ঈদৃশং পুঙ্করং দৃষ্টা
বিস্তং সোমেশ্বরোমুখম্। নিত্যং তুষান্তি পিতরো
গর্জন্তি চ পিতামহাঃ। ৫৯। অশ্বাকঃ বংশজো
দেবঃ প্রস্থিতস্তারণায় নঃ। গম্বা সোমেশ্বরং দেবি
কৃত্যাদেশনমাদিতঃ। ৬০। তীর্থোপবাসঃ কর্তব্যো
যথাবদৈ নিবোধ মে। নাস্তি গন্ধাসমং তীর্থং নাস্তি
ক্রতুসমা গতিঃ। ৬১। গায়ত্রীসদৃশং জ্ঞাপ্যং
হোমো ব্যাহতিভিঃ সমঃ। অন্তর্জলে তথা নাস্তি
পাপমমঘমর্ষণাৎ। ৬২। অহিংসাসদৃশং পুণ্যং
দানাং সঙ্কয়নং পরম্। তপস্তানশনান্নাস্তি তথা
তীর্থনিবেশনাৎ। ৬৩। তীর্থোপবাসাদেবেশি
অধিকং নাস্তি কিঞ্চন। পাপানাং চোপশমনং
সত্যমপিপ্তিকারকম্। ৬৪। উপবাসো বিনি-
দ্বিষ্টো বিশেষাদেবতান্ত্রয়ে। ব্রাহ্মণস্ত অনশনং
তপঃ পরমিহোচ্যতে। ৬৫। যষ্টকালানং শূদ্রে
তপঃ প্রোক্তং বয়ং বুধৈঃ। বর্ণসঙ্করজাতানাং দিন-
মেকং প্রকীর্তনম্। ৬৬। যষ্টকালং পুণ্যং শূদ্র-
স্তপঃ কৃত্যৎ যথা কচিৎ। রাষ্ট্রহানিস্তদা ক্ষেয়া
রাজ্যশ্চোপদ্রবো মহান। ৬৭। শূদ্রস্ত যষ্টকালানী

কাগটিকাকারে গমন করিয়া প্রথমতঃ কপর্দীকে
দর্শনপূর্বক সোমেশ্বর দর্শন করিতে হয়। পিতৃ-
পিতামহগণ পুত্রগণকে এই ভাবে সোমেশ্বর দর্শন
করিতে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ
প্রকাশ করেন। তাহার বলে,—আমাদিগকে
উদ্ধার করবার জন্ত আমাদের বংশজগণ দেব
সোমেশ্বরের দর্শন করিতে আসিয়াছে। সোমে-
শ্বরে গমন করিয়া প্রথমতঃ কেশবপন করিয়া
উপবাস করিতে হয়। যেমন গন্ধার সমান তীর্থ,
ক্রতুর সমান গতি, গায়ত্রীর সমান জ্ঞাপ্য, ব্যাহতির
সমান হোম নাই তেমনি অন্তর্জলে অঘমর্ষণ অপেক্ষা
পাপের আর নাই, যেমন অহিংসার তুল্য পুণ্য,
দানের সমান সঙ্কয়, এবং অনশনের সমান তপ
নাই, তেমনি তীর্থসেবাও তীর্থোপবাসের অধিক
আর পুণ্যময় কর্ম নাই। উপবাস পাপোপশমন,
সজ্ঞনের ঈপ্সিতপ্রদ, বিশেষতঃ দেবার অনশন
ব্রাহ্মণের পরম তপস্তাধরূপ। শূদ্রের যষ্টকালান
পরম তপস্তাধরূপ। আর বর্ণসঙ্কর জাতির
দিনজ্যোপবাস পরম তপস্তাধরূপ জানিবে। যষ্টকালে
আহারের পর শূদ্র যদি তপস্তা করে, তাহা হইলে
রাজার মহান উপদ্রব—রাষ্ট্রহানি হইয়া থাকে।
৪২—৬৭। শূদ্র যষ্টকালানী হইয়া যথার্থিত তপশ্চরণ

যথাশক্তি তপশ্চরয়েৎ । ন দৰ্ভাহুঙ্করেচ্ছ্রোত্রো ন
শিবং কপিলং পয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ মধ্যপত্রে ন ভূজীত
ব্রহ্মবৃক্ষস্ত ভামিনি । নোক্তরেন্ প্রণবং মন্ত্রং পুরো-
ডাশং ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ ন শিখাং নোপবীতক
নোক্তরেন্ সংস্কৃতং গিরম্ । ন পঠেৎ বেদবচনং ত্রৈরাত্র
ন হি সেবয়েৎ ॥ ৭০ ॥ নমস্কারেণ শূদ্রস্ত ক্রিয়া-
সিদ্ধিৰ্ভবেৎ ক্রবম্ । নিষিদ্ধাচরণং কুর্স্বন পিতৃভিঃ সহ
যজ্ঞতি ॥ ৭১ ॥ যেনৈকাদশসংখ্যানি যন্ত্রিতানীজি-
য়াণি বৈ । স তীর্থকলমাপোতি নরোহস্তঃ ক্লেশ-
ভাগ্যন্তবেৎ ॥ ৭২ ॥ যন্ত তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধং স্নানং কৃত
সমাচরয়েৎ । হিতকারী চ ভূতেভ্যঃ সোহগ্নীয়াত্তীর্থজ-
কলম্ ॥ ৭৩ ॥ ধর্ম্মধ্বজী সদা লুক্ঃ পরদাররতো হি
যঃ । করোতি তীর্থগমনং স নরঃ পাতকী ভবেৎ ॥
৭৪ ॥ এবং জ্ঞাত্ব মহাদেবি যাত্রাং কুর্যাদ্ যথাবিধি ।
তীর্থোপবাসং কুর্বাদৌ শ্রদ্ধাযুক্তো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৭৫ ॥
ভোজনং নৈব কুর্বীত যদীচ্ছেক্ষিতমাত্মনঃ । পরায়-
নৈব ভূজীত তদ্দিনে ব্রাহ্মণঃ কচিৎ ॥ ৭৬ ॥ হস্তাধ-
রধধানানি ভূমিগোকাঞ্চনাদিকম্ । সর্গং তৎপরি-
গৃহীয়াস্তোজনং ন সমাচরয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ আমাচ্ছতগুণং

করিবে । তাহার দর্ভ আচরণ করিবে না ;
কপিল-পয়ঃ পান করিবে না ; ব্রহ্মবৃক্ষের মধ্যপত্রে
ভোজন করিবে না ; প্রণব উচ্চারণ করিবে না ;
পুরোডাশ ভক্ষণ করিবে না ; শিখা রাখিবে না ;
উপবীত ধারণ করিবে না ; সংস্কৃত কথা উচ্চারণ
করিবে না ; বেদ পাঠ করিবে না ; এবং ত্রৈরাত্র
সেবা করিবে না । নমস্কার দ্বারা শূদ্রের সর্ব
কর্ম্ম সিদ্ধ হয় । তাহার নিষিদ্ধাচরণ করিলে
পিতৃলোকের সহিত অধঃপতিত হয় । যে ব্যক্তি
একাদশবিধ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে পারে, সে
অবশ্যই তীর্থকল লাভ করিয়া থাকে এবং অস্ত্র নর
ক্লেশভাগী হয় । যে জন সেখানে পিতৃশ্রাদ্ধ ও স্নান
সম্পাদন করে, এবং জনহিতৈষী হয়, সে তীর্থকল
লাভ করিয়া থাকে । ধর্ম্মধ্বজী, লুক্ এবং পরদার-
রত ব্যক্তি যদি তীর্থগমন করে, তাহা হইলে
পাতকী হয় । ইহা অবগত হইয়া সকলের যথাবিধি
যাত্রা করা উচিত । যাত্রা করিতে হইলে আত্মহিতার্থী
ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূরক উপবাস করিবে, ভোজন করিবে
না । যাত্রার দিন পরায় ভোজন করিবে না ।
হস্তী, অশ্ব, রথ, যান, ভূমি, গো, কাঞ্চন, এ সকল
প্রতিগ্রহ করিবে, তথাপি ভোজন করিবে না ।

পুণ্যং ভূজতো দদতোহপি বা । তীর্থোপবাসং কুর্বীত
তস্মাস্তী বরাননে ॥ ৭৮ ॥ ব্রতী চ তীর্থযাত্রী চ
বিধবা চ বিশেষতঃ । পরায়ভোজনে দেবি যাত্রাং
তস্ত তৎকলম্ ॥ ৭৯ ॥ বিধবা চৈব বা নারী তস্তা
যাত্রাবিধিং ক্রবে । কুঙ্কমং চন্দনং চৈব তাম্বুলং চ
স্রজস্তথা ॥ ৮০ ॥ রক্তবস্ত্রাণি সর্বাণি শয্যা প্রান্তর-
গানি চ । অশিষ্টৈঃ সহ সম্ভাষো দ্বিবারং
ভোজনং তথা ॥ ৮১ ॥ পুংসাং প্রদর্শনং চৈব
হস্তং তপসি বর্জয়েৎ । সশব্দোপানহো চৈব নৃত্যং
গীতকং বর্জয়েৎ ॥ ৮২ ॥ ধারণকৈব কেশানামঙ্গনক
বিলেপনম্ । অসতীজনসংসর্গং পাণ্ডিত্যক পরি-
ত্যজেৎ ॥ ৮৩ ॥ নিত্যং স্নানকং কুর্বীত শেতবস্ত্রাণি
ধারণে যত্নে ॥ যতশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিশেষতঃ ॥
৮৪ ॥ তাম্বুলং মধু মাংসকং সুষাপানসমং বিহুঃ ।
এতেষাং বর্জনাদেবি সম্যগ্‌যাত্রাকলং লভেৎ ॥ ৮৫ ॥
দেবাবা ॥ তপাসি কানি কথ্যন্তে ক্লেতে প্রাভা-
সিকে নরৈঃ । কানি দানানি দীয়ন্তে । কেশু তীর্থেষু
বা কথম্ ॥ ৮৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । তপঃ পয়ঃ কৃতযুগে
ত্রেতায়াং জ্ঞানমিব্যতে । ঋপরে যজ্ঞনং ধন্তং দান-
মেকং কলৌ যুগে ॥ ৮৭ ॥ তপস্তপ্যন্তি মুনয়ঃ
কুরুচাস্ত্রায়াদিকম্ । গদা প্রভাসিকং কেন্দ্রং

ভাক্তাঃ ও দাতা অপেক্ষাও উপবাসী ব্যক্তির
অধিক পুণ্য । অতএব সকলেই তীর্থোপবাস
করিবেন । ব্রতী, তীর্থযাত্রী, ও বিধবা ইহার যাত্রার
অন্ন আহার করে, তাহার বিশেষ পুণ্য লাভ হয় ।
বিধবা নারীর যাত্রার কথা বলিতেছি । বিধবা
কুঙ্কম, চন্দন, তাম্বুল, মালা, রক্তবস্ত্র, শয্যা, প্রান্তর,
অশিষ্টসহসস্তাষ, দ্বিভোজন, পুরুষদর্শন হস্ত, সশব্দ
পাড়া, এবং নৃত্য-গীত, কেশধারণ, অঙ্গন, বিলে-
পন, অসতীজনসংসর্গ, ও পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ
করিবে । যতি, ব্রহ্মচারী এবং বিধবা ইহার
নিত্য স্নান ও নিত্য শেতবস্ত্র পরিধান
করিবে । তাম্বুল ও মধু-মাংস সুষাপানত্যাগ ; ইহা
বর্জন করিলে যাত্রাকল সম্যক্ লাভ হয় । ৬৮—৮৫
দেবী বলিলেন,—হে দেব ! তপঃ কাহাকে বলে
এবং কোন্ তীর্থে কি ভাবে কোন্ বস্ত্র দান করিতে
হয়, তাহা বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—সত্যযুগে
তপঃ ত্রেতায়াং জ্ঞান, ঋপরে যজ্ঞন, এবং কলিযুগে
একমাত্র দানই প্রশস্ত । মুনিগণ ও অপর সাধারণ
লোক সত্যযুগে প্রভাস তীর্থে গমন করিয়া যে কুরু
চান্দ্রায়াদিক অন্নভোজন করিতেন ; ইহাই তপঃ ;

লোকশাস্ত্রে কৃতে যুগে ॥ ৮৮ ॥ কলৌ দানানি
দীযন্তে ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি। প্রভাসঃ ক্ষেত্র
মাসান্য তপসাং প্রাপ্যেত কলম্ ॥ ৯২ ॥ তুলা-
পুরুষত্রয়োপৃথিবীকল্পপাদপাঃ। হিরণ্যকামধেহুশ্চ
গজবাজিরথাস্তথা ॥ ৯০ ॥ রত্নধেহুহিরণ্যখসপ্তসাগর
এব চ। মহাভূতঘটো বিশ্বচক্রকল্পলতাভিঃ ॥ ৯১ ॥
প্রভাসে নৃপতিদ্বন্দ্যায়াদানানি বোভুশ। ধাত্তরত্ন-
শুভস্বর্ণভিলকার্ণাসশর্করাঃ ॥ ৯২ ॥ সপ্নির্লবণকপ্যাখ্যা
দশৈতে পর্বতাঃ সূতাঃ। শুভ্রাজ্যদধিমধুসলিল-
ক্ষীরশর্করাঃ। রত্নাখ্যাস স্বরূপেণ দশৈতা ধেনবো
মতাঃ ॥ ৯৩ ॥ তেষামেকতমং দানং তীর্থে তীর্থে
পৃথকপৃথক। প্রদেয়ান্তেকবারং বা সপ্তরত্নাক্ষি-
সঙ্গমে ॥ ৯৪ ॥ সর্বস্বং চাতিবিধুযে গৃহং বা সপারি-
চ্ছদম্। বহুব্রহ্মমপি বিপ্রভ্যো দাতব্যং প্রিয়-
মেলকে ॥ ৯৫ ॥ যত্র তীর্থে লভেদ্রসং তীর্থঞ্চ
বিমলোদকম্। তজ্জাগ্রিকাধ্যং কুণ্ডাদৌ বিশিষ্টং
দানমিযাতে ॥ ৯৬ ॥ তর্পণং পিতৃদেবানাং শ্রাদ্ধং
দানং সদক্ষিণম্। তীর্থেতীর্থে চ গোদানং নিয়তং
প্রাকৃতো বিধিঃ ॥ ৯৭ ॥ বিশিষ্টখ্যাতলিঙ্গেষু বৃষ-
দানং বিধীয়তে। স্নানং বিলপনং পূজাং দেবতানাং

সমায়েৎ ॥ ৯৮ ॥ জগতীং চার্চয়েত্তজ্য। তথা চৈবো-
পলপয়েৎ। প্রাসাদং ধবলং সৌধং কারয়েজ্জীর্ণ-
মুকুরেৎ ॥ ৯৯ ॥ পুষ্পবাটীং স্নানকূপং নির্মলং
কারয়েদ্রতী। ব্রাহ্মণানাং ভূরিদানং দেবপূজা-
করায় চ ॥ ১০০ ॥ সর্বত্র দেবযাজ্ঞায়াং বিধিরেষ
প্রবর্ততে। তীর্থমভ্যাকুরেজ্জীর্ণং মার্জ্জয়েৎ কথয়েৎ
কলম্ ॥ ১০১ ॥ প্রসিক্তে চ মহাদানং মধ্যমে চৈব
মধ্যমম্। গোদানং সর্বতীর্থেষু সুবর্ণমথ নিষ্কয়ঃ।
হিরণ্যদানং সর্বেষাং দানানামেব নিষ্কৃতিঃ ॥ ১০২ ॥
এবং কুহা নরো ভক্ত্যা লভতে জন্মানঃ কলম্।
তীর্থেষু দানং বক্ষ্যামি যেষু যদীয়তে তিথৌ ॥ ১০৩ ॥
প্রভাসে প্রতিপদানং দাতব্যং কাঞ্চনং শুভম্।
দ্বিতীয়ায়াং তথা বসন্ত তৃতীয়াঞ্চ মেদিনীম্ ॥ ১০৪ ॥
চতুর্থ্যাং দাপয়েদ্ধাত্তং পঞ্চম্যাং কপিলাং তথা।
ষষ্ঠ্যামথঞ্চ সপ্তম্যাং মহিষাং তত্র দাপয়েৎ ॥ ১০৫ ॥
অষ্টম্যাং বুধভং দধা নীলং লক্ষণসংযুতম্।
নবম্যাং তু গৃহং দদ্যাচ্চক্রং শঙ্খং গদাং
তথা ॥ ১০৬ ॥ দশম্যাং সর্বগন্ধাংশ্চ একাদশ্যাঞ্চ
মৌক্তিকম্। দ্বাদশ্যাং পুরোহিতাদাং প্রবালং
বিধিবস্তথা ॥ ১০৭ ॥ ত্রয়ো দেয়াস্ত্রয়োদশ্যাং ভূতায়ং

কলিকালে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়া যথাবিধি
ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়। ইগতে তপঃকল
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুলাপুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী,
কল্পপাদপ, হিরণ্য, কামধেহু, গজ, বাজি, রথ, রত্ন-
ধেহু, হিরণ্যখ, সপ্তসাগর, মহাভূত ঘট, ও বিশ্বচক্র
এই সকল মহাদান প্রভৃতি প্রভাসক্ষেত্রে গমন
করিয়া দান করিবেন। ধাত্ত, রত্ন, শুভ, স্বর্ণ, তিল,
কার্ণাস, শর্করা, সূত, লবণ, ও রোপা এই দশবিধ
বস্তু দ্বারা পূরিত দান কথিত। শুভ, আজ্য, দধি, মধু,
অম্বু, সলিল, ক্ষীর শর্করা, ও রত্ন এই দশ প্রকার
ধেহু দান বিহিত। এই দান সকলের মধ্যে এক
একটা দান তীর্থে তীর্থে পৃথক পৃথক ভাবে
কর্তব্য। সাগর-সরস্বতী সঙ্গমে একবার মাত্র
দান করিলেই উক্ত কললাভ করা যায়। প্রিয়মেলক
তীর্থে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে সর্বস্ব, সপরিচ্ছদ গৃহ
এবং অস্ত্র বিস্তর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তৎ-
সমস্ত দান করবে। এই তীর্থে লিঙ্গ এবং বিমল
জল পাওয়া যায়। এই স্থানে প্রথমে অগ্নিকাণ্ড
করিয়া বিশিষ্ট দান সকল করিতে হয়। পিতৃলোক
উদ্দেশে সদক্ষিণ শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান এবং তীর্থে
তীর্থে গোদান এ সকল যত উত্তম বিধি। বিশিষ্ট

খ্যাতলিঙ্গ তীর্থ সকলে বৃষ দান, স্নান, বিলপন, ও
দেবপূজা করিতে হয়; ভক্তিপূর্বক জগতীর
অর্চনা করিয়া ঠাঁগকে উপলপিত করিতে হয়;
ধবল প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া দিতে হয়; জীর্ণ
উদ্ধার করিতে হয়; পুষ্পবাটী এবং নির্মল স্নানকূপ
করাইয়া দিতে হয় ও দেবপূজাকর ব্রাহ্মণদিগকে
ভূরি দান করিতে হয় ৮৬—১০০। এই হইল সর্বত্র
দেবযাজ্ঞার সাধারণ বিধি। তীর্থসেবী জন তীর্থ
উদ্ধার করিবে, তীর্থের সংস্কার করিবে; এবং তাহার
কল কৌর্দ্দন করিবে। প্রসিক্ত তীর্থ সকলে মহাদান,
মধ্যমতীর্থে মধ্যম দান, এবং নিখিল তীর্থেই গোদান
প্রশস্ত। হিরণ্যদান সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান।
এই সকল কার্য্য করিয়া নর জয় সার্থক করিবে।
অতঃপর আমি তীর্থ সকলে কোন কোন তিথিতে কি
কি দান করিতে হয়, তাহা বলিতেছি। প্রভাস ক্ষেত্রে
প্রতিপদে কাঞ্চন, দ্বিতীয়ায় বস্র, তৃতীয়ায় মেদিনী,
চতুর্থীতে ধাত্ত, পঞ্চমীতে কপিলা, ষষ্ঠীতে অম্বু,
সপ্তমীতে মহিষী, অষ্টমীতে লক্ষণাশিত নীল বুধভ,
নবমীতে গৃহ-শঙ্খ-চক্র-গদা, দশমীতে সর্বগন্ধ,
একাদশীতে মৌক্তিক, দ্বাদশীতে অন্নাদি ও প্রবাল

জ্ঞানদো ভবেৎ । অমাবস্ত্যামনুপ্রাপ্য সর্ষদানানি
দাপয়েৎ ॥ ১০৮ ॥ এবং দানং প্রদত্ত্বা তু দশকৃত্ত্বঃ
কলং লভেৎ ॥ ১০৯ ॥ দেব্যাবাচ । ভক্তিদান-
বিহীনা যে প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ । স্নানমন্ত্রবিহী-
নাশ্চ বদ তেযাং তু কিং কলম্ ॥ ১১০ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । সধনা নির্কনা বাপি সমস্তা মন্ত্রবর্জিতাঃ
প্রভাসে নিধনং প্রাপ্তাঃ সর্ষে যান্তি শিবালয়ম্ ॥ ১১১ ॥
যে মন্ত্রহীনঃ পুরুষা ধর্মহীনাস্চ যে মৃত্যুতঃ । তেযা-
মেকং বিমানং তু দদামি স্তুমহৎ প্রিয়ে ॥ ১১২ ॥
স্নানদানানুসরণেণ প্রাপ্তবন্তি পরং পদম্ । কেচিৎ
স্নানপ্রভাবেণ কেচিদানেন মানবাঃ ॥ ১১৩ ॥ কেচি-
ন্নিম্নপ্রণামেন কেচিৎস্ফার্ষ্টনেন চ । কেচিৎস্নান-
প্রভাবেণ কেচিৎ যোগপ্রভাবতঃ ॥ ১১৪ ॥ কেচিৎস-
মস্ত্র জ্ঞাপ্যেন কেচিৎ তপসা শুভে । তীর্থে
সম্মাসনৈঃ কেচিৎ কেচিৎকুরুস্মসরতঃ ॥ ১১৫ ॥ এতে
চাত্তে চ বহব উত্তমব্রহ্মমধ্যমাঃ । সর্ষে শিবপুরং
যান্তি বিমানৈঃ সূর্যাসারভৈঃ ॥ ১১৬ ॥ ত্রিশূলান্ধত-
হস্তাশ্চ সর্ষে চ বুধবাহনাঃ । দিব্যাপ্সরোগণা-
কীর্ণাঃ ক্রৌঞ্চস্তে মৎপ্রভাবতঃ ॥ ১১৭ ॥ এবং

জ্যোদশীতে রমণী৩৩ এবং অমাবস্তায় সমস্ত
দেয় বস্তুই দান করিবে । এই সকল দান করিলে
দশবার দান করার ফললাভ হয় । দেবী বল-
লেন,—হে দেব! যে সকল ভক্তি দান ও স্নান-
মন্ত্রবিহীন ব্যক্তি প্রভাস ক্ষেত্রে আগমন করে,
তাহাদের কি ফললাভ হয়? ঈশ্বর বলিলেন,—
ধনী অধনী মন্ত্রী অমন্ত্রী যে কেহ প্রভাসে নিধন
প্রাপ্ত হইলেই শিবালয়ে গমন করে । যে সকল
মন্ত্রহীন ও ধর্মহীন ব্যক্তি প্রভাসে প্রাণত্যাগ
করে, আমি তাহাদিগকে এক স্তুমহৎ বিমান
প্রদান করি । তাগয়া স্নানদানের অল্পপই
পরম পদ প্রাপ্ত হয় । প্রভাসে কেহ স্নানদান
প্রভাবে, কেহ লিঙ্গকে প্রণাম করিয়া, কেহ লিঙ্গার্চনা
করিয়া, কেহ ধ্যানপ্রভাবে—কেহ যোগপ্রভাবে
—কেহ মন্ত্রজপপ্রভাবে—কেহ তপঃপ্রভাবে
—কেহ তীর্থবাসপ্রভাবে এবং কেহ কেহ বা কেবল
ভক্তিপ্রভাবে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে ।
আর এতদ্ভিন্ন বহু উত্তমোত্তম-মধ্যম ব্যক্তি ক্ষেত্র-
প্রভাবে সূর্যাসারভ বিমানে আরোহণ করিয়া
শিবপুরে প্রয়াণ করে । তাহারা সকলেই হস্তে
ত্রিশূল লইয়া বুধভে আরোহণ করিয়া দিব্য অপ্সরা-
গণের সহিত ক্রৌঞ্চ করিয়া থাকে । আমি ভক্তি

ভক্ত্যনুসারেণ দদামি কলমব্যয়ম্ । অলেশকং
প্রভাসং হু ধর্মার্থৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১১৮ ॥ ধর্মঃ
চরন্তাধর্মঃ বা শিবং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১৯ ॥
জন্মপ্রভৃতি যো দেবি নরো নেত্রবিবর্জিতঃ । মম
ক্ষেত্রে মুক্তু সৌর্যপ কুড়লোকে মহীয়তে ॥ ১২০ ॥
জন্মপ্রভৃতি যো দেবি শ্রবণাত্যাং বিবর্জিতঃ ।
প্রভাসে নিধনং প্রাপ্তঃ স ভবেয়ৎপরিগ্রহঃ ॥
১২১ ॥ অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থানাং স্পর্শনে
বিধম্ । স্তম্ভেণ মন্ত্রিতং তীর্থং ভবেৎ সন্নিহিতং
তথা ॥ ১২২ ॥ প্রথমং চালভেতীর্থং প্রণবেন জলং
শুচি । আবগাহ্য ততঃ স্নানাদধ্যাত্মমন্ত্রযোগতঃ ॥
১২৩ ॥ চন্দ্রমমো দেবদেবায় শিতিকঠায় দণ্ডিনে ।
কুন্ডায় বহুহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ ॥ ১২৪ ॥
সরস্বতী চ সাবিত্রী বেদমাতা বিভাবরী । সন্নিধানং
কুরুষ্যস্ব তীর্থে পাপপ্রণাশিনি । সর্ষেযামেব
তীর্থানাং স্ত এষ উদাহৃতঃ ॥ ১২৫ ॥ ইত্যুচ্চাৰ্য্য
নমস্কৃত্ব স্নানং কুরুষ্বাদ্যধাবিধি । উপবাসং ততঃ
কুরুষ্বাতিশ্রিতং শুরতে ॥ ১২৬ ॥ সা তিথির্ষমেকং
তু উপোষ্যা ভক্তিতৎপরে ॥ ১১৭ ॥ দেব্যাবাচ ।

অনুসারে এইরূপ অব্যয় কল প্রদান করি ।
প্রভাসক্ষেত্র অলেশকং ; ইহা কাহাকেও কখন ধর্ম-
ধন্ডে লিপ্ত করে না । ধর্মই আচরণ করুক,
আর অধর্মই আচরণ করুক, মানবগণ এখানে
ধাকিয়া নিঃসংশয় শিবের লাভ করে । জন্মাদ
ব্যক্তি মদীয় ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে কুড়লোকে
পূজিত হয় । যাহারা জন্মাবধি বধির, তাহারা
আমার এই প্রভাসক্ষেত্রে মরিলে, আমি তাহাদি-
গকে অভয় প্রদান করিয়া গ্রহণ করি । অতঃপর
আমি তীর্থস্পর্শাবধি বলিতেছি । মন্ত্র দ্বারা অভি-
মন্ত্রিত করিলে তীর্থ সন্নিহিত হয় । প্রথমতঃ তীর্থ
প্রাপ্ত হইয়া প্রণব দ্বারা শুচি জলে অবগাহন
করিবে । পরে অধ্যাত্মমন্ত্রযোগে স্নান করিবে ।
মন্ত্রযথা, হে দেবদেব সিতিকঠ দণ্ডিন্ কুন্ড
বামহস্তচক্রিণ বেধঃ! আমি তোমাকে ওঙ্কার
উচ্চারণপূর্বক নমস্কার করিতেছি ॥ ১০১—১২৬ ॥ হে
সরস্বতি, সাবিত্রি, বেদমাতা ও বিভাবরি! আপনারা
এই পাপপ্রণাশী তীর্থে সন্নিধান করুন । এই
হইল সকল তীর্থ স্নানের মন্ত্র । এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া নমস্কার করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে ।
তীর্থে স্নান করিয়া সেই দিন উপবাস করিতে হয় ।
যে তিথিতে তীর্থে স্নান করা যায়, স্নান

কশ্মিন্তীর্থে নরৈঃ পূর্বঃ প্রভাসক্ষেত্রমাগতৈঃ ।
 স্নানং কাৰ্য্যং মহাদেব তস্মৈ বিস্তরতো বস ॥ ১২৮ ॥
 ঈশ্বর উবাচ । হস্ত তে সম্ভবক্যামি আদ্যং তীর্থং
 মহাপ্রভম্ । পূর্বং যত্র নরৈঃ স্নানং ক্রিয়তে
 তত্ক্ষণম্ ॥ ১২৯ ॥

ইতি ঈশ্বাক্ষে তীর্থযাত্রাবিধানবর্ণনং নামাষ্ট্রা-
 বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অগ্নিতীর্থং তত্রৈ গচ্ছেৎ
 সাগরস্ত তটে শুভে । যত্রাসৌ বাড়বো মুক্তঃ সর-
 স্বত্যা বরাননে ॥ ১ ॥ দক্ষিণে সোমনাথস্ত সৰ্গ-
 পাপপ্রণাশনম্ । তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং পদ্মকং
 নাম নামতঃ ॥ ২ ॥ ধ্বজস্তরশতে প্রোক্তং সোমেশা-
 জলমধ্যগম্ । কুণ্ডং পাপহরং প্রোক্তং শতহস্ত-
 প্রমাণতঃ । তত্র স্নানং প্রকুবোত বিগাহ্য নিধি-
 মন্তসাম্ ॥ ৩ ॥ আসৌ কৃতা তু বপনং সোমেশ্বর-
 সমীপতঃ । শঙ্করং মনসা ধ্যায়ন কেশান্তত্ পরি-

সংবৎসর সেই তিথিতে উপবাস করিবে । দেবী
 বলিলেন,—হে দেব ! তাহার প্রভাসক্ষেত্রে গমন
 করে, প্রথমে তাহাদের কোন তীর্থে স্নান করা বিধেয় ?
 আপনি তাহা বিস্তররূপে আমায় বলুন । ঈশ্বর
 বলিলেন,—হ্যাঁ আমি সেই আদ্য তীর্থের কথা বলি
 তেছি—নরগণ প্রভাসক্ষেত্রে স্নান করিবার আগে
 যেখানে স্নান করে, ভূমি শ্রবণ কর । ১২৫—১২৯ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে শুভে ! উক্ত তীর্থের
 পর অগ্নিতীর্থে গমন করিতে হয় । এই স্থানে
 অগ্নি মুক্ত হইয়াছিলেন । এই তীর্থ সোমনাথ তীর্থের
 দক্ষিণে অবস্থিত । ইহা সৰ্গপাপপ্রণাশন । এই
 তীর্থ ত্রৈলোক্যবিজ্ঞাত এবং পদ্মক নামে লোকে
 প্রসিদ্ধ । এই স্থানে সোমেশ্বরের নিকট হইতে
 শত ধনু অস্তরে জলমধ্যে এক কুণ্ড আছে
 এই কুণ্ড শতহস্তপরিমিত এবং পাপহর । এ
 স্থানে অন্তোনিধিতে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে
 হয় । প্রথমতঃ সোমেশ্বরসন্নিধানে কেশবপন

তাজেৎ । সমুদ্রাধি ততঃ কেশান্ ভূয়ঃ স্নানং সমা-
 চরেৎ ॥ ৪ ॥ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং মহব্যো
 গুতিকর্শিতং । তদেব পরন্তনুভে সৰ্গং কেশেষু
 তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥ তস্মাৎ সৰ্গপ্রযত্নে কেশান্তত্
 বিনিক্শিপেৎ । তদেব সোমনাথাগ্রে কৃতা তু দ্বিগুণং
 ফলম্ ॥ ৬ ॥ অগ্নিতীর্থসমীপস্থং কপদ্বিহারমধ্যগম্ ।
 তত্রৈব দ্বিগুণং জ্যেয়মন্ত্রৈকগুণং স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥
 ক্ষুরকর্ণ্যন শস্ত্রং স্তাদ্যোষিতান্ত বরাননে । সতর্ক-
 কাণাং তত্রৈব বিধিঃ তাসাং শৃণুস্ব মে ॥ ৮ ॥ সৰ্গান্
 কেশান্ সমুজ্জাত্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলধ্বয়ম্ । ততো দেবান্
 বিধানেন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৯ ॥ যুগুণং
 চোপবাসস্ত সৰ্গতীর্থেষু বিধিঃ ॥ ১০ ॥ গজায়াং
 ভাস্করে ক্ষেত্রে মাতাপিত্রোর্গুরো মূর্তে । আধানে
 সোমপানে চ বপনং সপ্তমু স্মৃতম্ ॥ ১১ ॥
 অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেৎ । নাসৌ
 তৎফলমাপ্নোত বপনাদযচ্চ লভ্যতে ॥ ১২ ॥
 বিনা মন্ত্রেণ যন্তত্ দেবি স্নানং সমাচরেৎ ।
 সমাপ্পোতি কচিচ্ছ্যে মুকৈকং পর্ববাসরম্ ॥ ১৩ ॥
 বিনা মন্ত্রাং বিনা পর্ব ক্ষুরকর্ণ্য বিনা নরৈঃ ।

করিয়া পরে শঙ্করকে মনে মনে ধ্যান করত ঐ
 কুণ্ডে উপ কেশ সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া পুনরায়
 স্নান করিবে । মহুষ্য জীবিকার অহুরোধে যে
 সমস্ত পাপ অর্জন করে, তৎসমস্ত পাপই কেশ-
 সমূহে অবস্থান করিয়া থাকে । এজন্ত তীর্থে
 কেশবপন করিতে হয় । সোমনাথের অগ্রে
 বপনাদি কৰ্ম্ম করিলে দ্বিগুণ ফল হয় । আর অগ্নি-
 তীর্থসমীপে কপদ্বিহারে কেশবপনাদি কার্য্য
 করিলেও দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়, অস্ত্র সর্গত্ৰই
 ফল একগুণ জানিবে । রমনীগণের ক্ষুরকর্ণ্য
 প্রশস্ত নহে । এ বিষয়ে সধবাদের বিধি বলি-
 তেছি শ্রবণ কর । তাহার সমস্ত কেশদাম
 সংযত করিয়া হুই অঙ্গুল পরিমাণ তাহার
 অগ্রভাগ ছাঁটিয়া ফেলিবেন । বিধিপূরক দেবতা
 ও পিতৃতর্পণ, যুগুণ, এবং উপবাস এগুলি সৰ্গ-
 তীর্থের সাধারণ বিধি । গজা ও ভাস্করক্ষেত্রে,
 পিতৃ-মাতৃ-গুরু-মরণ, আধান ও সোমপান এই
 কয়েকটি ব্যাপারে বপন বিধেয় । বপন
 করিয়া যে ফল লাভ করা যায়, লক্ষ অশ্বমেধ
 করিয়াও সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।
 যে ব্যক্তি উক্ত তীর্থে মন্ত্রহীন স্নান করে,
 অথবা পর্ববাসরে স্নান না করে, সে কচিৎ

কুশাগ্ৰেণোপি দেবেশি ন স্পৃষ্টব্যো মহোদধিঃ । ১৪ ।
এবং স্নানাদি বিধানেন দক্ষার্থঃ চ মহোদধৌ ।
সম্পূজ্য পুষ্পগন্ধৈশ্চ বস্ত্রে: পুণ্যাহ্নলেপনৈঃ । ১৫ ।
হিরণ্যম্ যথাশক্ত্যা নিক্ষিপেত্তত্র কৰ্ণণম্ । ১৬ ।
এবং কৃষা বিধানং তু স্পর্শয়েন্নবণোদধিম্ ।
মজ্জেনানেন দেবেশি ততঃ সান্নিধ্যতাং ব্রজেৎ । ১৭ ।
ঔনমো বিষ্ণুগুণায় বিষ্ণুরূপায় ত্তে নমঃ । সান্নিধ্যে
ভব দেবেশ সাগরে লবণান্তসি । ১৮ । অগ্নিশ্চ রেতো
যুড়্যা চ দেহো রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্ত নাভিঃ । এতদ্
ক্রবং পার্শ্বাতি সত্যবাক্যং ততোহবগাংহেতু পতিং
নদীনাম্ । ১৯ । ঔ নমো ব্রহ্মগর্ভায় মজ্জেনানেন
ভামিনি । কৰ্ণণং প্রাক্ষিপেত্তত্র ততঃ স্নানাদ্যদৃচ্ছয়া ।
। ২০ । ততশ্চ তর্পয়েদেবায়ম্ভুয়াংশ্চ পিতামহান্ ।
তিলমিশ্রণে তোয়েন সম্যক্জ্জ্বাকাসমধিতঃ । ২১ ।
আজ্ঞায়শতসাহস্রং যৎ পাপং কুরুতে নরঃ । স্কন্ধে
স্নানাদি ব্যাপোহেত সাগরে লবণান্তসি । ২২ । বৃষভ-
শুভ্র দাতব্যঃ প্রবৃত্তে ক্ষুরকর্মণি । আশ্বপ্রভৃতি-
দানঞ্চ পীতবস্ত্রং তথৈব চ । ২৩ । অনেন বিধিনা
তত্র সম্যক্ স্নানং সমাচরেৎ । স্পর্শয়েদ্ধাতুবৎ
তেজশ্চাত্ত্বা দোষভাগু ভবেৎ । ২৪ । বয়ঃ শাপশ্চ

জ্যোলাভ করিয়া থাকে। মজ্জ, পর্ব ও ক্ষুর
কর্ম ব্যতিরেকে কুশাগ্রেও মহোদধি স্পৃষ্টব্য নহে।
ঐদৃশ বিধানে স্নান করিয়া অর্ঘ্য, পুষ্প, গন্ধ, বস্ত্র ও
অহ্নলেপন দ্বারা মহোদধির পূজা করিয়া তাহার
জলে হিরণ্যম্ কৰ্ণণ নিক্ষেপ করিতে হয়। এইরূপ
বিধি-মজ্জ অহ্নসারে মহোদধিকে স্পর্শ করিয়া
পরে তাহার সান্নিধ্য করবে। মজ্জ যথা,—হে বিষ্ণু-
গুণ বিষ্ণুরূপ! তোমাকে ওকারপূরঃসয় নমস্কার;
এই লবণজলময় সাগরে তুমি আমার নিকটস্থ হও।
অগ্নি অমৃতের রেত, যুড়ানী দেহ এবং রেতোধা
বিষ্ণু তাহার নাভি। এই সত্য বাক্য বালিতে
বালিতে মহোদধিতে অবগাহন করিতে হয়। “ঔ
নমো ব্রহ্মগর্ভায়” এই মজ্জ কৰ্ণণ নিক্ষেপ করিয়া
তথায় বসে স্নান করিবে। স্নানের পর তিল-
তোয় দ্বারা দেব, মনুষ্য, ও পিতামহগণকে ভক্তি-
পূর্বক তর্পিত করিবে। লবণসমুদ্রে একবার মাজ
গান করিলে শতসহস্র জন্মে যে পাপ করা যায়,
তৎসমস্ত বিমষ্ট হইয়া থাকে। ঐ স্থানে ক্ষুরকর্মে
প্রবৃত্ত হইয়া বৃষ, আশ্বপ্রভৃতি, ও পীতবস্ত্র দান
করিতে হয়। এতাদৃশ বিধানে ঐ স্থানে সম্যক্
স্নান করিবে। তত্ত্বাত্ত্বা বাত্ব তেজঃ স্পর্শ করিবে;

তস্তায়ং পুরা দত্তো যথা দ্বিজৈঃ । ২৫ । দেব্যাচ ।
কুজম্ মহাদেব জলস্নানাদিগুণ্যতি । কিমর্থং
সাগরে দোষঃ প্রাপ্যতে কোভূকং মহৎ । ২৬ । যত্র
গন্ধাদিঃ সর্বা নদ্যা বিশান্তিমগতাঃ । যত্র বিষ্ণুঃ
স্বয়ং শোভে যত্র লক্ষ্মীঃ স্বয়ং স্থিতা । ২৭ । কিমর্থং
বরশাং তু তন্ত দত্তং দ্বিজৈঃ পুরা । সর্বং বিস্ত-
রতো ক্রুহি মহায়ে সংশয়োহত্র বৈ । ২৮ । ঈশ্বর
উবাচ । দীর্ঘসত্রং পুরা দেবি প্রারব্ধং সুরসন্তমৈঃ ।
প্রভাসং তীর্থমাসাদ্য সম্যক্জ্জ্বাকাসমধিতৈঃ । ২৯ ।
ততঃ সজাবসানে তু দক্ষা দানমনেকথা । সর্বস্বং
ব্রাহ্মণেশ্রীণাং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনাম্ । ৩০ । তাবদস্তে
দ্বিজায়ে দক্ষিণার্থং সমাগতাঃ । দেশীয়ান্ত্রবাস্তব্যঃ
শততোহস্থ সংশ্রবঃ । ৩১ । প্রার্থনাতত্ত্বভীতাশ্চ
ততো দেবাঃ সवासবাঃ । প্রনষ্টান্তান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা
ব্রাহ্মণাশ্চব্রজুঃ । ৩২ । খেচরস্বং পুরা দেবি
হাসী গ্রভুবাং মহৎ । তেন যান্তি ক্রুতং সর্বং যত্র
যত্র সুরালয়াঃ । ৩৩ । এবং সর্বজগামিহং তেবাং
বীক্ষ্য দিবোকসঃ । প্রবিষ্টাঃ সাগরং ভীতা উচু-

অস্তথা দোষভাগী হইতে হয় । ১—২৪ । দ্বিজগণ পূর্বে
এই তীর্থ বিষয়ে বয় ও শাপ দিয়াছিলেন। দেবী
বলিলেন,—হে মহাদেব! কোন্ কোন্ স্থানে জলস্নান
হইতে বিমুক্তি লাভ হয়? সাগর কি জন্ত দোষাই
হইল? ইহা আপনি বলুন, তিনবার জন্ত আমার মন
কোতুক জন্মিয়াছে। দেখুন, যেখানে গন্ধাদি নদী
সকল বিশ্বাম লাভ করিয়াছে; যেখানে স্বয়ং বিষ্ণু
শয়ন করিয়া আছেন; যেখানে লক্ষ্মীদেবী বাস
করেন, দ্বিজগণ সেই সাগরকে বর বা শাপ প্রদান
করিলেন কেন? এই সকল তত্ত্ব আপনি বিস্তৃত-
ভাবে বলুন, এ বিষয়ে আমার মহান সংশয় জন্মি-
য়াছে। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্বে দেব-
গণ ব্রহ্মা-সমাধিত হইয়া প্রভাস ক্ষেত্রে মহাসত্র
আরম্ভ করেন। পরে যজ্ঞ, সমান্ত হইলে তাঁহার
বিপ্রগণকে বহু দক্ষিণা প্রদান করিয়া তোষিত
করেন। অনন্তর তদেনীয় শত শত সহস্র সহস্র
ব্রাহ্মণ দক্ষিণা গ্রহণার্থ ঐ স্থানে উপস্থিত হন।
তাহা দেখিয়া প্রার্থনাতত্ত্ব-ভয়ে সवासব দেবগণ
তথা হইতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ
নিরস্ত হইলেন না। তাঁহাদের অহ্নগমন করিলেন।
হে দেবি! পূর্বে ব্রাহ্মণগণের খেচরস্থ ছিল।
সেই জন্ত তাঁহার ক্রুতগতি সুরালয়ে গমন
করিতে পারিয়াছিলেন। দেবগণ ব্রাহ্মণগণকে

কাক্যক তং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥ শরণং তে বয়ং প্রাপ্তা
ব্রাহ্মণেভ্যো ভয়ং গতাঃ । নাস্তি বিতৃষ্ণা নান্যথা
তস্মাৎক ক মহোদধে ॥ ৩৫ ॥ একতঃ ক্রতবঃ
সর্বৈ সমাপ্তবরদক্ষিণাঃ । একতো ভয়ভীতস্ত
প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্ । বিশেষতশ্চ দেবানাং রক্ষণং
বহুপুণ্যদম্ ॥ ৩৬ ॥ সমুদ্র উবাচ । ব্রাহ্মণেভ্যো
ন ভীঃ কার্য্য কথঞ্চিং সুরসন্তমাঃ । অহং বো
রক্ষয়িষ্যামি প্রবিশ্বধ্বং মমোদয়ে ॥ ৩৭ ॥ ততস্তে
বিবধাঃ সর্বৈ তস্ত বাক্যেন হর্ষিতাঃ । প্রবিষ্টা
গহ্বরায় কৃষ্ণি তন্তৈব ভয়বর্জিতাঃ ॥ ৩৮ ॥ সমুদ্রো-
হপি মহৎ কৃহা নিজঃ রূপঞ্চ কুরিশঃ । জলজান
জীবসম্বাতান ধ্বংসী তীরসমীপতঃ ॥ ৩৯ ॥ চতশ্চক্র
উপায়ং স ব্রাহ্মণানাং নিপাতনে । মৎস্তা মামিষং
পক্ষা মহান্নেন চ গোপিতম্ ॥ ৪০ ॥ অথোবাচ
দ্বিজান সর্বান প্রপিত্য কৃতাজলিঃ । প্রসাদঃ
ক্রিয়তাং বিপ্রা মুহূর্তং মম সান্ত্রভ্যম্ ॥ ৪১ ॥
আতিথ্যগ্রহণাদেব দীনস্ত প্রণতস্ত চ । বৃহদর্থঃ

অল্পগমন করিতে দেখিয়া এবং তাঁহাদের
সর্বগামিহ অবগত হইয়া ভয়ে সাগরে
প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন—হে মহাদেব !
ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা-ভয়ে ভীত হইয়া আমরা
এখানে আসিয়াছি, আমাদের বিত্ত নাই যে, তাঁহা-
দিগকে দান করিব । অধুনা আমরা তোমার
শরণ লইলাম, তুমি আমাদের রক্ষা কর । দেখ,
এক দিকে সমাপ্তবরদক্ষিণ আমাদের ক্রতু-
সকল ; আর এক দিকে প্রাণী প্রাণরক্ষা ; বিশে-
ষতঃ দেবতাগণের প্রাণরক্ষা বহু পুণ্যদায়ক ।
সমুদ্র বলিল,—হে সুরসন্তমগণ ! ব্রাহ্মণগণ হইতে
আপনাদের কোন ভয় নাই, আমি আপনাদিগকে
রক্ষা করিব, আপনারা আমার উদরে প্রবিষ্ট
হউন । সমুদ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেব-
গণ হুটাহুটকরণে সমুদ্রের কৃষ্ণিমধ্যে প্রবেশ
করিয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিলেন । সমুদ্র তখন
জলজাত মৎস্তাদি জীবসমূহকে ধারণ করিয়া
মহৎ রূপ ধারণকরত কূলে আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে
নিপাতিত করিবার জন্ত এক উপায় উদ্ভাবন করি-
লেন । তিনি অস্ত্রের সহিত মৎস্ত পাক করিয়া
অতি সাবধানে মৎস্ত সকলকে অস্ত্রে গুলি রাখিয়া
কৃতাজলিপুটে প্রণামপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—
হে দ্বিজগণ ! অদ্য মুহূর্তকালের জন্ত আপনারা
এই ক্রমাক্রমে জনের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমার

ময়া সমাগতংপাকং সমাবৃতম্ । ক্রিয়তাং ভোজনং
ভুয়ো গন্তব্যমহ নাকিনাম্ ॥ ৪২ ॥ অথ তে ব্রাহ্মণা
মহা সমুদ্রং শ্রদ্ধাষিতম্ । বাচমিত্যেব তং প্রোচ্য
বৃভুজুঃ স্বর্ণভাজনে ॥ ৪৩ ॥ ন ব্যজানন্ত তস্মাসং
শুল্কং স্বাহ কৃধাঙ্গিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ ততস্তপশ্চ তে
বিপ্রা ব্রাহ্মণা বিগতক্লধঃ । আশীর্বাদং দদুঃ সর্বৈ
ব্রাহ্মণাঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ৪৫ ॥ ভোজনান্তে ব্রাহ্ম-
ণানাং প্রাণান্তঃ ক্রতুজয়নাম্ । আশীর্বাণাং সর্গাণাং
কোপো জেয়ো যুতাবধিঃ । প্রেরয়ামাস দেবান বৈ
গম্যতামিত্যুবাচ তান্ । ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা
গচ্ছন্তঃ শীঘ্রগা বিযৎ । গচ্ছতস্তান্ততো দৃষ্ট্বা
ব্রাহ্মণান্তত্র বন্দিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ দক্ষিণাং সমুদ্রে
সুরাহদিগ্ধ পৃষ্ঠতঃ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ প্রপতিতা
দ্বিজান্তে সহস্রা পুনঃ । অভক্ষ্যভক্ষণান্তে বৈ ব্রাহ্মণা
মাংসভক্ষণাৎ ॥ ৪৯ ॥ নিষ্কৃতিং তাং পরিজায় সমু-
দ্রস্ত কষারিতাঃ । দদুঃ শাপং মহাদেবি যৌঃ
যৌঃপুর্দ্বিরাঃ ॥ ৫০ ॥ যস্মাদভক্ষ্যং মাংসং বৈ ব্রাহ্ম-
ণানাং পরং স্মৃতম্ । অগ্নৌপহৃতমস্মাকং স্নগুপ্তং
ভক্ষ্যসংযুতম্ ॥ ৫১ ॥ একতঃ সর্বমাংসানি মৎস্ত-

প্রতি অল্পকম্পা প্রকাশ করুন । আমি আপনাদের
জন্ত পাক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আপনারা
ভোজন করুন । পরে দেবগণের অল্পগমন করি-
বেন । দ্বিজগণ সমুদ্রের এতাদৃশ সন্ধিষক বাক্য
শ্রবণ করিয়া ‘আচ্ছা তাহাই হউক’ বলিয়া স্তব
থালে ভোজন করিতে লাগিলেন । তাঁহারা কৃধা-
ঙ্গিত হইয়া অল্পগুলি মাংস জানিতে পারিলেন না,
পরিতোষের সহিত ভোজন করিলেন । তাঁহাদের
ক্রোধ অপনৌত হইল, আশীর্বাদ করিতে লাগি-
লেন । ব্রাহ্মণগণের কোপ ভোজনান্ত, ক্রতুজয়ের
প্রাণান্ত এবং আশীর্বাসমূহের মরণান্ত জানিবে ।
অতঃপর সমুদ্র ‘অধুনা আপনারা গমন করুন’ এই
বলিয়া দেবতাগণকে বিদায় দিলেন । সমুদ্রবাণে
দেবগণ সহস্র স্বর্গে গমন করিলেন । তদর্শনে
ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের পশ্চাৎ অল্পসরণ করিয়া
তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বন্দনা-
পূর্বক দক্ষিণা প্রার্থনা জানাইলেন ॥ ৪২—৪৮ ॥
অনন্তর তাঁহারা অভক্ষ্য মাংসভক্ষণদোষে সেই স্থানে
সহস্রা পতিত হইলেন । তখন তাঁহারা সমুদ্রের পৃষ্ঠতা
বৃত্তিতে পারিয়া কোথায় যৌঃপুর্দ্বি ধারণ করত তাহাকে
অতি ভীত শাপ প্রদান করিলেন । তাঁহারা বলিলেন,
—হে সমুদ্র ! মৎস্ত ও মাংস উভয় ব্রাহ্মণগণের

মাংসং তথৈকতঃ । একতঃ সৰ্ব্বপানি পরদারা-
স্তথৈকতঃ ॥ ৫২ ॥ এবং বয়ং বিজ্ঞানস্তো যদি
মাংসস্ত দূষণম্ । তথাপি বক্ষিতাঃ সৰ্কে অপরা-
ক্ষিতকারণঃ ॥ ৫৩ ॥ যস্মাৎ পাপমতে ক্রুর স্বয়া
বৈ বক্ষিতা বয়ম্ । মাংসস্ত ভক্ষণাত্মাদপেষয়ৎ
তবিষ্যসি ॥ ৫৪ ॥ অস্পৃষ্টত্বং বিজ্ঞেত্রাণামন্তেষাঞ্চ
নৃণাং ভূবি । তবোদকেন যে মর্ত্যাঃ করিষ্যন্তি
কুব্জকঃ ॥ ৫৫ ॥ স্নানং তে নরকং ঘোরং প্রযাস্তন্তি
ন সংশয়ঃ । কৃতদ্বানাঞ্চ যে লোকা য়ে লোকাঃ
পাপকর্ষণাম্ ॥ ৫৬ ॥ তাস্তবোদকসংস্পর্শাল্প্যাস্তে
মানবা ভূবি ॥ ৫৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এবং শপ্তঃ
সমুদ্রেস্তেত্রাক্ষণৈর্বয়বর্ণিনি । ততো বর্ষসহস্র
হস্পৃষ্টঃ সম্ভবতি ॥ ৫৮ ॥ ততস্ত্রাসাকুলো ভূত্বা
সন্ধ্যাস্তানিদমব্রবীৎ । দেবকার্য্যমিদং বিপ্রা ময়া
কৃতমবুজিহা ॥ ৫৯ ॥ বৃত্তব্যতা-পরং ধর্ম্মং শরণাগত-
সম্ভবম্ । কামাৎ ক্রোধান্ত্রয়ান্নোভাদ্যন্ত্যজৈচ্ছরণা-
গতম্ ॥ ৬০ ॥ সত্যাব্যাপি স বিজ্ঞেয়ো মহাপাতক-
কারকঃ । মুমুভীত্যা সমায়াতাঃ স্বর্গিণঃ শরণং

একান্ত অভক্ষ্য, সেই মাংস অপর ভক্ষ্যের
সহিত তুই আমাদিগকে আহার করাইয়াছিস্,
মৎস্ত ও মাংসের তুল্যতার জায় পর-
দার্য্যভিগমনজনিত পাপ ও অন্তান্ত সর্ববিধ পাপ
এ উভয়ও সমান । আমরা মাংসের এবাদিধ দোষ
অবগত থাকিয়াও পরীক্ষা করিয়া ভোজন করি
নাই বলিয়া তুই আমাদিগের প্রতি এরূপ বঞ্চনা
করিয়াছিস্ । রে পাপমতি ক্রুর । যে হেতু তুই
বঞ্চনা করিয়া আমাদিগকে অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ
করাইয়াছিস্, অতএব তুই জগতে মানবগণের
অপেক্ষ ও অস্পৃষ্ট হইবি । যে নর তোর জলে স্নান
করিবে, সে ঘোর নরকে গমন করিবে, এ বিষয়ে
আর কোন সংশয় নাই । কৃতদ্ব ও পাপকর্ষণগণ
যে লোকে গমন করে, ছুতলে যে সকল মানব
তোর উদক স্পর্শ করিবে, তাহাদের উক্তলোকে
গতি হইবে । ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি । সাগর
ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া বর্ষসহস্র
কালের জন্ত অস্পৃষ্ট হইয়া রহিল । অনন্তর সমুদ্র
নিভান্ত ব্রহ্ম ও আকুল হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বলি-
লেন,—হে বিজগণ ! আমি আপনাদের প্রভাব
না জ্ঞানিয়া, শরণাগতরক্ষা পরম ধর্ম্ম মনে করিয়া
দেবকার্য্য অল্পটান করিয়াছি । কাম-ক্রোধ-ভয় ও
লোভ বশতঃ যে জন শরণাগত ব্যক্তিকে পরি-

মম ॥ ৬১ ॥ তে ময়া রক্ষিতাঃ সমাগৃষধা-
শক্ত্যা হৃদ্যায়তঃ । শোষয়িষ্যেহহমাচ্ছানং যস্মাক্ষণঃ
প্রকোপতঃ ॥ ৬২ ॥ ভবতি নোৎসাহে স্বাত্ত্বং জন-
স্পর্শবিনাকৃতঃ । এবমুক্তা ততো দেবি সমুদ্রে
সরিতাং পতিঃ । আচ্ছানং শোষয়ামাস কুণ্ঠেন
মহতা দ্বির্ভঃ ॥ ৬৩ ॥ ততো দেবগণাঃ সৰ্কে স্থলা-
কারং মহর্নবম্ । শনৈঃ শনৈঃ প্রপত্ত্বস্তো ভয়েন
মহতাবিতাঃ ॥ ৬৪ ॥ উচুর্গত্বা তু লোকেশং দেব-
দেবং পিতামহম্ । অস্বংকৃতে দ্বিজৈঃ শপ্তঃ
সাগরো ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ ॥ ৬৫ ॥ স শোষয়তি
চাচ্ছানং কুণ্ঠেন মহতাবিতাঃ । সমুদ্রাজলমাদায়
প্রবর্ষন্তি লাহকাঃ ॥ ৬৬ ॥ ততঃ সঞ্জায়তে শস্ত্রং
শস্ত্রাদযজ্ঞ ভবন্তি চ । যজ্ঞৈঃ সঞ্জায়তে তৃণ্ডঃ
সর্কেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৬৭ ॥ এবং তস্ত বিনা-
শেন নাশোহস্মাকং তবিষ্যতি । তস্মাৎ রক্ষ তং
গত্বা যথ শোষং ন গচ্ছতি ॥ ৬৮ ॥ যথা তুষ্যন্তি
বিপ্রান্তে তথা নীতিস্বীয়তাম্ ॥ ৬৯ ॥ দেবানাং
বচনাদব্রজা গত্বা সাগরসন্নিধৌ । সমুদ্রার্থে যযাচে
তান ব্রহ্মণান ক্ষেত্রবাসিনঃ ॥ ৭০ ॥ ব্রহ্মোবাচ ।

ত্যাগ করে, সে সত্যভ্রষ্ট হইয়া মহাপাতকী হইয়া
থাকে । আপনাদের ভয়ে দেবগণ আমার শরণ
লইয়াছিলেন ; সেই জন্ত আমি যথার্থজ্ঞি তাঁহা-
দিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম । অধুনা আপনারা যদি
দয়া না করেন, তাহা হইলে আমি শুকাইয়া যাইব ;
আপনারা আমার জলস্পর্শ না করিলে আমি
ধাকিতে পারিব না । এই কথা বলিয়া সরিৎপতি অতি
দুঃখে শুক হইয়া গেলেন । ৪৯—৬৩ । দেবগণ তদ-
র্শনে ভীত হইয়া এই সংবাদ লোকাপতামহ ব্রহ্মাকে
জানাইলেন । তাঁহারা বলিলেন,—আমাদের জন্ত
সাগর ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন ।
অধুনা তিনি অতি দুঃখে শুক হইয়া গিয়াছেন ।
সমুদ্র হইতে জল লইয়া বলাহকবৃন্দ বর্ষণ করে,
তাহা হইতে শস্ত্র হয় ; শস্ত্র হইতে যজ্ঞ, আর যজ্ঞ
হইতে আমরা তৃণ্ড হই । সুতরাং সমুদ্রের নাশে
অধুনা আমরাও বিনষ্ট হইব । সম্প্রতি আপনি গমন
করিয়া সমুদ্রকে রক্ষা করুন, যাহাতে সে শুকতা
প্রাপ্ত না হয় । বিপ্রগণ যাহাতে ভুট্ট হন, সে বিষয়ের
সুনীতি উদ্ভাবন করুন । দেবতাগণের এই প্রকার
বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সাগরসমীপে উপস্থিত
হইয়া তাহার হিতের জন্ত ক্ষেত্রবাসী শাপপ্রদাতা
ব্রাহ্মণগণকে তৌষিত করিতে লাগিলেন । তিনি

প্রসাদঃ ক্রিয়তামস্ত সাগরস্ত বিজ্ঞোক্তমাঃ । যথা
পবিজ্ঞতাঃ যান্তি মধাক্যাং ক্রিয়তাঃ তথা ॥ ১১ ॥
প্রদান্ততি স যুগভ্যং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১২ ॥ যুগঃ
ভবিষ্যথাত্যস্তং ভূমিদেবা ইতি ক্রিতৌ । নান্না
মধচনারুণং সত্যমেতদ্বৈদিতম্ ॥ ১৩ ॥ ব্রাহ্মণা
উচুঃ । নান্তথা কর্তুমিচ্ছামস্তব বাক্যং জগৎপতে । ন
চ মিথ্যাস্থনো বাক্যং প্রমাণং চাত্ৰ বৈ ভবান্ ॥
১৪ ॥ তন্নো বাক্যং সুরশ্রেষ্ঠ হিতং বা যদি বাহি-
তম্ । পরং স্তাজ্জগতাঃ শ্রেয়ঃ সর্বেষাঞ্চ দিবৌ-
কসাম্ । তথা কুরু জগন্নাথ অম্মাকং হিতকারণম্ ॥
১৫ ॥ অথোবাচ নদীনীথঃ ব্রাহ্মা লোকপতিমহঃ ।
যা শৌর্য স্বমাক্ষানং হিতং বাক্যং শৃণু ॥ ১৬ ॥
নান্তথা শক্যতে কর্তুঃ বিজ্ঞানং বচনং ॥ হি তৎ ॥
ব্রাহ্মণাঃ কুপিতা নুনং ভাষীকুর্যাস্তেজসা ॥ ১৭ ॥
দেবান কুর্যাদেবাঃ চ তন্মাত্তাত্নৈব কোপয়েৎ ॥ যম্মা-
দেব তব স্পর্শত্রিধা মেধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ পৰ্ব-
কালে চ সম্ভ্রান্তে নদীনীথ সমাগমে । সেতুবন্ধে
তথা সিদ্ধৌ তীর্থেষু স্তেবু সংযুতঃ ॥ ১৯ ॥ ইত্যেব-
মাদিসর্বেষু মধ্যোহস্ত্রজ ন কর্মণি । যৎকলং
সৰ্ব্বতীর্থেষু সৰ্ব্বযজ্ঞেযু যৎকলম্ । তৎকলং তব

তোয়স্ত স্পর্শাদেব ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥ গয়াধাঙ্কে
তু যৎপুণ্যং গোগ্রহে মরণেন চ । তৎকলং তব
তোয়স্ত স্পর্শাদেব ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥ অপেরত্বং তথা
ভাবি স্বাদমাত্রেণ কেবলম্ । গণ্ডুমপি শীতক তোরজ-
শুভনাশনম্ ॥ ২২ ॥ ভবিষ্যতি নৃণাং লোকে তব
সৌখ্যবিবৰ্দ্ধনম্ । পিতৃণাং তব তোয়েন যঃ করি-
ষ্যতি তর্পণম্ । পুরোক্তেন বিধানেন তস্ত পুণ্য-
কলং শৃণু ॥ ২৩ ॥ যাবৎ তিষ্ঠসে লোকে যাব-
চ্চন্দ্রার্কভারকাঃ । তবোদকামৃতৈকগুণান্তাবৎ স্বাস্তি
পূরুজাঃ ॥ ২৪ ॥ মাঘে মাসি চ যঃ নায়িরৈরন্তর্ধ্যেন
ভাবিতঃ । পৌণ্ডরীককলং তস্ত দিবসে দিবসে
ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ যাত্রায়ামধবান্ত্রজ পৰ্বকালে শপি-
গ্রহে । অত্র স্নাত্তি যঃ সম্যক সাগরে লবণান্তসি ।
অবমেধসহস্রস্ত কলং প্রাপ্যতি মানবঃ ॥ ২৬ ॥
ঐসোমেশসমুদ্রস্ত অন্তরে যে মৃত্যু নরাঃ । পাপি-
নোহপি গমিষ্যন্তি স্বর্গং নিম্নতকলয়াঃ ॥ ২৭ ॥ এবং
ভবিষ্যতি সঙ্গা তব মধচনাধিতো । প্রযচ্ছস্ব বিজ্ঞে-
জ্ঞাণাং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২৮ ॥ তেন তুষ্ঠা
বরং ভূয়ঃ প্রদান্ততি তবেপ্সিতম্ ॥ ২৯ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । পিতামহবচঃ ক্রত্বা বাচমিত্যেব সাগরঃ ।

বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! যাহাতে এই সাগর
পবিজ্ঞতা লাভ করে, আপনারা আমার বাক্যে
ভাষা করুন। সাগরের প্রতি প্রসন্ন হউন; সে
আপনাদিগকে বিবিধ রত্ন প্রদান করিবে। আপ-
নারা আমার বাক্যে ক্রিতিতলে মাননীয় ভূদেব
হইবেন; ইহা আমি সত্য বলিলাম। ব্রাহ্মণগণ
বলিলেন,—হে জগৎপতে! আমরা আপনার
বাক্যের অন্তর্ধারণ করিতে পারিব না; আর
আমাদেরও বাক্য মিথ্যা হইবার নহে; অতএব এ
বিষয়ে যাচা করিতে হয়, আপনিই বিবেচনাপূর্বক
করুন। আপনি আমাদের বাক্যে হিত বা অহিত
যাহাতে জগতের, দেবগণের ও আমাদের শ্রেয়ো-
বিধান হয়, তদ্বিষয়ে যত্ববান হউন। অনন্তর লোক-
পিতামহ ব্রাহ্মা নদীনীথ সমুদ্রকে বলিলেন,—হে
সাগর! তুমি শুভতাপ্রাপ্ত হইও না, আমার কথা
শোন। বিজবাক্য অন্তথা হইবার নহে, তাঁহার
স্বতেজে জিজ্ঞাবন ভঙ্গ করিতে পারেন; এমন কি
দেবতাদিগকেও তাঁহার অদেব করিতে সক্ষম।
অতএব তাঁহাদিগকে কোপিত করা উচিত নহে।
তুমি পৰ্বকালে, নদীসমাগমে ও সেতুবন্ধে
তিন স্থলে শুচি হইবে। সৰ্ব্বতীর্থ ও যজ্ঞে,

যে কল লব্ধ হয়, তোমার তোয়স্পর্শে মানবগণ
সেই কল প্রাপ্ত হইবে। গয়াতীর্থ এবং গোগ্রহে
মরণে যে কল পাওয়া যায়, তোমার তোয়স্পর্শে
নরগণ সেইকল লাভ করিবে। তুমি কেবল স্বাদ-
মাত্রে অপের হইবে। গণ্ডুমাত্র তোমার জল পান
করিলে পাপ নাশ হইবে। ২৪—২২। যে মানব
পুরোক্ত বিধানে তোমার জলে পিতৃতর্পণ করিবে,
তাহার পুণ্যকল শ্রবণ কর। তুমি যাবৎ জগতে
বিদ্যমান থাকিবে, যাবৎ চন্দ্র-তারকা থাকিবে, তাবৎ
পিতৃলোক তোমার জলপানে তৃপ্তিলাভ করিবেন।
যে মানব মাঘমাসে নিরন্তর তোমার জলে স্নান
করিবে, দিবসে দিবসে তাহার পৌণ্ডরীককললাভ
হইবে। যাত্রাকালে, পৰ্বকালে অথবা শপিগ্রহে
যে মানব তোমার লবণাক্ত জলে স্নান করিবে,
তাহার অবমেধ সহস্রের কললাভ হইবে।
ঐসোমেশ্বর সমুদ্রের মধ্যে যে সকল লোক মৃত
হয়, তাহার পাণী হইলেও বিগতকলুয হইয়া
সুহৃদপুত্র গমন করে। হে সমুদ্র! আমার বাক্যে
তোমার এই সকল হইবে, অধুনা তুমি ব্রাহ্মণগণকে
বিবিধ রত্ন প্রদান কর। তাঁহার তুষ্ঠি হইয়া
তোমার ঈপ্সিত প্রদান করিবেন। ঈশ্বর বলি-

ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুরভানি দদৌ ব্রহ্মানসমবিতঃ ২০
ব্রাহ্মণৈরেকণো বাক্যমশেষঃ সমুদ্রস্তিতম্ । সুরকর্ম
তথা কৃষা স্নানং সর্বেহপি চক্রিরে ২১ ॥ এবং
পবিত্রতাং প্রাপ্তৌত্তীর্ণত্বং লবণোদধিঃ । তন্ত্র মধ্যে
মহাদেবি লিঙ্গানাং পঞ্চকোটয়ঃ ২২ ॥ অগ্নিন
মন্ডলে দেবি অদৃশ্যঃ সাগরে কৃতাঃ ।
অগ্নিকুণ্ডে তত্রৈব তথাস্তং পদ্মকংসরঃ ২৩ ॥
মধ্যে তু প্রাপ্তঃ সর্বমগ্নিমন্ডলে
প্রিয়ে । চক্রমৈনাকরোর্মধ্যে দিশি দক্ষিণমুচ্যতে ।
২৪ ॥ শাতকুস্তময়ে কুন্তে ধনুযাবুতবিন্দতে ।
তত্র কুন্তস্ত মধ্যস্থো বড়বানলসংজিতঃ ২৫ ॥
স্বচীবক্কো মহাকায়ঃ স জলং পিবতে সদা ।
এতদন্তরমাসাদ্য অগ্নিতীর্থং প্রচক্রে ২৬ ॥
তন্ত্র মধ্যে মহাসারং বাডবং যত্র বৈ মুখম্ ।
ঐসোমেশাদক্ষিণতো ধনুস্তরশতাবধি । উত্তরা-
স্নানসাৎ পূর্বে যাবদেব কৃতম্বরম্ ২৭ ॥
এতদগোপ্যং বরারোহেন দেয়ং যস্ত কস্তচিৎ ।
ব্রহ্মরোহপি বিমুদ্যেত ব্রহ্মৈত্তন্নাত্র সংশয়ঃ ২৮ ॥
এবং শাপো বরো দন্তঃ সাগরস্ত যথা দ্বিজৈঃ ।
পূর্বে কষ্টৈস্ততস্তষ্টৈস্তৎ সর্বং কথিতং ময়া ২৯ ॥

ইতি ঐক্সান্দ্রে সমুদ্রস্তাপেয়তাকারণবর্ণনং নাইম-
কোনত্রিশোহধ্যায়ঃ ২৯ ॥

লেন, পিতামহের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া
সাগর তাহা অহুমোদন করিল এবং ব্রাহ্মণগণকে
ব্রহ্ম সহকারে বিবিধ রত্ন দিল । ব্রাহ্মণগণও
ব্রহ্মপতির সমুদয় বাক্য স্বীকার করিয়া তদনুরূপ
অহুষ্ঠান করিলেন । তাঁহার সুরকর্ম করিয়া স্নান
করিলেন । এইরূপে লবণোদধি তীর্থও প্রাপ্ত হইল ।
এই লবণোদধির মধ্যে পঞ্চকোটিলিঙ্গ বিদ্যমান
আছে । বর্তমান মন্ডলে তাহা সাগরে অদৃশ্য
হইয়া গিয়াছে । আরও ঐ স্থানে অগ্নিকুণ্ড ও
পদ্মসর নামক দুইটা তীর্থ আছে । বর্তমান মন্ডলে
এই তীর্থদ্বয়ের মধ্যস্থল অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে ।
চক্র ও মৈনাকের মধ্যে দক্ষিণে অমৃত ধনু আয়ত
লুবর্ণকুন্তে ইহা অবস্থিত । ঐ কুণ্ডের মধ্যে মহা-
কায় স্বচীবক্কো বড়বানল বিরাজিত । ঐ অনল
সর্বদা জলশোষণ করিতেছে । ইহারই মধ্যভাগে
অগ্নিতীর্থ জানিবে । এই স্থান ঐসোমেশ্বর তীর্থের
দক্ষিণে শত-ধনু অন্তরে অবস্থিত । উত্তর-
মানসের পূর্বে কুন্তস্বর পর্যন্ত বিস্তৃত । অগ্নি
বরারোহে! ঐ তীর্থ অতি গোপনীয় যাহাকে

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

দেবাবাচ । স্নাত্ব তত্রাগ্নিতীর্থেষু কং দেবং
পূর্বমর্চয়েৎ । নির্কিয়া জায়তে যেন যাত্না নৃণাং
সুরেশ্বর । তস্মৈ যাত্নাবিধানং তু যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥
১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এবং স্নাত্ব বিধানেন দক্ষার্থ্যঃ
৫ মহোদধৌ । সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পৈশ্চ বক্ত্রে
পুষ্পাবলেপনৈঃ ২ ॥ হিরণ্যং যথাশক্ত্যা
প্রক্ষিপেত্তত্র ককণম্ । ততঃ পিতৃস্তপস্বিহা
গচ্ছেদেবং কপদ্বিনম্ ৩ ॥ পুষ্পার্থীপেস্তথা
গটেক্ষত্রে সম্পূজ্য ভক্তিতঃ । গণানাং য়েতি
মন্ত্রেণ অর্ঘ্যং চাত্মৈ নিবেদয়েৎ ৪ ॥ শূদ্রাণামথ
দেবেষি মন্ত্রস্টিষ্ঠাকরঃ স্মৃতঃ । তত্র সোমেশ্বরং
গচ্ছেদেবং পাপহরং পরম্ ৫ ॥ স্নাপয়িত্বা
বিধানেন জপেচ্চ শতকুস্ত্রিয়ম্ । তথা কুদ্রান্
সপঞ্চাঙ্গস্তথাশ্রু কুদ্রসংহিতাঃ ৬ ॥ স্নাপয়েৎ
পয়সা চৈব দধা স্বহৃদুতেন চ । মধুনৈকুরসেনৈব

তাহাকে বলিবার নহে, ব্রহ্মণ ব্যক্তিও এই তীর্থ
কথা শুনিয়া নিঃসংশয়ে নিশ্চয় হয় । হে চিত্রায়ি!
উক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণগণ পূর্বে কষ্ট হইয়া শাপ ও পরে
তুষ্ট হইয়া (সমুদ্রকে) বর দিয়াছিলেন । এই আমি
তোমার নিকট সমস্ত কীর্তন করলাম ৮৩—৯১

উনত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯ ।

ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

দেবী বলিলেন,—হে দেব! অগ্নিতীর্থে স্নান
করিয়া কোন্ দেবতার অগ্রে পূজা করিতে হয়?—
কিরূপেই বা মানবগণের এখানে নির্কিয়ে যাত্না
হইয়া থাকে, আপনি তাহা বলুন । ঈশ্বর বলি-
লেন,—বিধিপূর্বক স্নানান্তে মহোদধিতে অর্ঘ্য
প্রদান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ও অহুলেপ নাদি
ভাষা পূজা করিয়া তাহাতে হিরণ্য কক্ । নিক্ষেপ
করিবে । অনন্তর ঐ স্থানে পিতৃস্তপণ করিয়া
দেবকপদীর সমীপে গমন করিবে । সেখানে
যাইয়া গন্ধপুষ্প ধূপ দীপাদি দানে ভক্তি সহকারে
তাঁহার পূজা সমাপন করিয়া “গণানাং স্বা” ইত্যাদি
মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য দিবে । শূদ্রগণ অষ্টাকর মন্ত্রে
পূজা করিবে । অনন্তর দেব সোমেশ্বরকে যথা-
বিধি স্নান করাইয়া শতকুস্ত্রিয়, কুদ্র-পঞ্চাঙ্গ ও কুদ্র-
সংহিতা জপ করিবে । জপের পর দধি, মধু

কুক্ষ্মেন বিলেপয়েৎ । ৭ । কর্পূরোশীরমিশ্রণ
মৃগনাভিযুতেন চ । চন্দ্রেন স্নগন্ধেন পূজ্যং
সম্পূজয়েত্ততঃ । ৮ । ধূপৈর্কুঙ্কবিধৈর্দেবঃ ধূপয়িত্বা
যথাবিধি । বস্ত্রে: সংবেষ্টয়েৎ পশ্চাদ্দ্যায়ৈবেদ্যা-
মুতমম্ । ৯ । আরাটিকং ততঃ কুশা নৃত্যং
কুর্ধ্যাদ্যধেচ্ছয়া । অষ্টাঙ্কং প্রণিপতৌবং গীত-
বাদ্যাদিকং ততঃ । ১০ । ধর্ম্মশ্রবণসংযুক্তং কাৰ্য্যং
প্রেক্ষণকং বিভোঃ । ততো দদ্যাদ্বিজাতিভ্যা
স্তপস্বিভ্যাশ্চ শক্তিভ্যঃ । ১১ । দীনান্দ্রুপণেভ্যাশ্চ
দানং কাপটিকেষু চ । বৃষভস্ক্রজ দাতব্যঃ প্রবৃত্তে
কুরকর্ম্মণি । উপবাসং ততঃ কুর্ধ্যাদ্বিস্রহনি
ভামিনি । ১২ । যন্মিস্রহানি পশ্চৈত দেবঃ
সোমেশ্বরঃ নরঃ । সা তিথির্ধর্ম্মমেষু চ তু
উপোষ্যা ভক্তিভংগপৈঃ । ১৩ । এবং কুশা
নরো ভক্ত্যা লভতে জ্ঞানঃ কলম্ । তথা চ
সর্ব্বতীর্থানাং সকলং লভতে কলম্ । ১৪ ।
উদ্ধরেৎ পিতৃবর্গং চ মাতৃবর্গং চ ভামিনি । বাল্যে
বয়সি যৎপাপং বান্ধক্যে যৌবনেহপি বা । ১৫ ।
কালয়েচ্চৈব তৎসর্ব্বং দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরঃ নরঃ ।
ন হুংখিতো ন দারিত্র্যে হুর্ভাগো বা ন জায়তে । ১৬ ।
সপ্তজন্মান্তরেণৈব দৃষ্টে সোমেশ্বরে বিভো ।

স্বত, মধু ও ইক্ষুরস এই সকল দ্বারা পুনরায়
জ্ঞান করাইবে। পরে কুক্ষ্ম, কর্পূর, উশীর
মৃগনাভি, ও স্নগন্ধ চন্দ্রন দ্বারা দেবদেবের গাত্র
লেপন করিবে। পরে বহুবিধ ধূপ, বস্ত্র, উত্তম
নৈবেদ্য ইত্যাদি নিবেদনপুরঃসর আরাটিক
করিবে। আরাটিকের পর যথেষ্ট নৃত্য, নৃত্যের
পর অষ্টাঙ্কপ্রণাম ও গীতবাদ্যাদি করিবে। অন-
ন্তর বিভূর ধর্ম্মশ্রবণযুক্ত প্রেক্ষণক কর্তব্য। এই
সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দ্বিজাতি তপস্বী, দীনান্দ্র-
রূপণ ও কাপটিকগণকে যথাশক্তি দান করিবে।
অভিচারাদি উদ্দেশে পূজা করা হইলে বৃষভ দান
করিবে। পূজার দিন উপবাস করিবে। যেদিন
সোমেশ্বর দর্শন করা যায়, সেই দিনের যে তিথি,
বর্ষ যাবৎ ঐ তিথিতে উপবাস করা বিধেয়। এরূপ
করিলে মানবের জন্ম সকল এবং সর্ব্বতীর্থকল-
লাভ হয়। সে পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করে। বাল্যে
যৌবনে এবং বান্ধক্যে যে যে পাপ করে, তাহা
সোমেশ্বরদর্শনে বিনষ্ট হয়। সোমেশ্বরদর্শনে
সপ্তজন্ম পঞ্চাঙ্গ হুংখ-দারিত্র্য ও হুর্ভাগ্য জন্মে না।
ধনধান্তসমযুক্ত প্রসিদ্ধ কুলে জন্ম হয় এবং

ধনধান্তসমযুক্তে ক্ষীতে সঞ্জায়তে কুলে । ১৭ ।
ভক্তিভবতি ভূয়োহপি সোমনাথঃ প্রতি প্রভুম্ ।
ক্ষীরেণ স্নপনং পূর্ব্বং ততো ধারাসমুত্তমম্ । ১৮ ।
প্রথমে প্রথমে যামে মহান্নানমতঃ পরম্ । মধ্যাহ্নে
দেবদেস্ত য়ে প্রপশ্যন্তি মানবাঃ । সন্ধ্যামারাত্তিকং
ভূয়ো ন জায়তে চ মাহুবাঃ । ১৯ । মধ্য কলিযুগং
রোজিঃ বহুপাপং বরাননে । নাশ্তেন তরতে
দুর্গতাং কর্ম্মণা দুর্গতিং নরঃ । ২০ ।

ইতি শ্রীহান্দে সোমেশ্বরপূজামাহাত্ম্যাবর্ণনঃ

নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩০ ।

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । সকারপঞ্চকং প্রোক্তং যদ্বদা মম
শঙ্করঃ কথং তদত্র সংবৃত্তমেতন্ময়ং সংশয়ং মহৎ ।
১ । কথং বাত্র সমায়াত। কৃতশ্চাপি সরস্বতী ।
কথং স বাভবো জাতঃ কস্মিন কালে কথং হত্বৎ ।
তৎ সর্ব্বং বিস্তরেণেদং যথাবদ্বক্তুমর্হসি । ২ ।
ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি যথা জাতা তাস্মিন্ ক্ষেত্রে
সরস্বতী । যতশ্চৈব সমুদ্ভূতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী । ৩ ।

সোমেশ্বরে ভক্তি হইয়া থাকে। দেব সোমনাথকে
অগ্রে ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইয়া পরে ধারাজলে
স্নান করাইবে। প্রথম মাসে মহান্নান করাইবে।
মধ্যাহ্নকালে ভাহাকে দর্শন করিলে এবং সন্ধ্যায়
ভাহার আরতি দর্শন করিলে মানবগণকে আর
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই ঘোর পাপ-
সঙ্কুল কলিকালে সোমনাথ ব্যতীত দুর্গতি হইতে
সুগতি লাভ করিবার আর অস্ত্র উপায় কিছুই
নাই । ১—২০ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

একত্রিংশ অধ্যায় ।

দেবা বলিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি যে
সকারপঞ্চকের কথা বলিয়াছেন, সেই সকার-
পঞ্চকাকরূপে উৎপন্ন হইল? এবিষয়ে আমার
মহান সংশয় আছে। কিরূপে কোথা হইতেই বা
সরস্বতী এখানে আসিল, আর সেই বাভবই বা
কোন সময় কোথায় জন্মগ্রহণ করিল? এই সকল
আপনি আমায় বিবৃত্তভাবে বলুন। ঈশ্বর বলি-
লেন,—হে দেবি! যেভাবে যে কারণে সেই ক্ষেত্রে

হিরণ্যা বজ্রিণী স্তম্ভঃ কপিলা চ সরস্বতী । ৪ ।
 ঋষিভিঃ পঞ্চভিষ্কাত সমাহুতা যথা পুরা । বাড়বে-
 ন্যিহি যুক্তা যথা জাতা শৃণু তৎ ॥ ৫ ॥ পুরা
 দেবান্নুর যুদ্ধে নিবৃত্তে সোমকারগাং । পিতামহস্ত
 বচনান্তরাং চন্দ্রঃ সমর্পয়ৎ ॥ ৬ ॥ ততো যাতাঃ
 সুরাঃ স্বর্গং পঞ্চস্বেহধোমুখা মহীম্ । দদৃশুস্তে
 ততো দেবা ভূম্যাং স্বর্গমিবাপরম্ ॥ ৭ ॥ আশ্রমং
 মুনিমুখ্যস্ত দধীচেলোকবিক্রমম্ । সর্করুঁকুসুমো-
 পেতং পাদপৈকপশোভিতম্ । কেতকীকুটজোদ্ধুত-
 বকুলামোদমোদিতম্ ॥ ৮ ॥ এবংবিধং সমাসাদ্য
 তদাশ্রমপদং গুরু । কৌতুহলদ্রষ্টুমারকাঃ সর্কে-
 দেবা মনোরমম্ ॥ ৯ ॥ তে চ তীর্থাশ্রমে তস্মিন্
 যানাহ্যংস্বজা সংযতাঃ । প্রবৃত্তাস্তমুখিঃ দ্রষ্টুং
 প্রাকৃত্যঃ পুরুষা যথা ॥ ১০ ॥ দৃষ্টবন্তঃ সুরাঃ সর্কে
 পিতামহমিবাপরম্ । ততস্ত ঋষিণা সর্কে পাদ্যার্ঘ্যাদি-
 ভিরর্চিতাঃ ॥ ১১ ॥ যথোক্তমাসনং ভেজু সর্কে
 দেবাঃ সবাঃসবাঃ । তেষাং মধ্যে সমুথায় শক্রঃ
 প্রোবাচ তং মুনিম্ ॥ ১২ ॥ আয়ুধানি বিমুচ্যাগ্রে

ভবান্ ॥ গুহ্যস্থিমানি হি । তন্নিশম্য বচঃ প্রাহ
 দধীচিঃ পাকশাসনম্ ॥ ১৩ ॥ মুকুত্বেণ মমভ্যাসে
 যুগং যাত ত্রিবিষ্টপম্ । তং শক্রঃ প্রাহ চৈতানি
 কার্যকালে হ্যপস্থিতে ॥ ১৪ ॥ দেয়ানি তে পুনঃ
 শক্রনভিজ্যেয়ামহে রণে । পুনঃপুনস্ততঃ শক্রঃ
 সন্দিগ্ধ মুনিসত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ অস্মাকমেব দেয়ানি
 ন চাস্তস্ত ত্বয়া যুনে । বাচমিত্যুদিত্তে শক্রমুক্তবান্মুনি-
 সত্তমঃ ॥ ১৬ ॥ দাস্ত্যামি তে সমস্তানি যুদ্ধকালে
 বিশেষতঃ । নাস্ত মিথ্যা ভবেদ্ব্যাক্যমিতি মত্বা
 শচীপতিঃ । মুকুত্বেণ তদভ্যাসে পুনঃ স্বর্গং
 গতস্তদা ॥ ১৭ ॥ অস্ত্রার্পণং যঃ প্রযতঃ প্রযত্নাক্রুণোতি
 রাজা ভুবি ভাবিতাতাত্মা । সোহভ্যোতি যুদ্ধে বিজয়ং
 পরং হি ॥ ১৮ ॥

ইতি জীকান্দে সর্কদেবকৃততন্ত্রশাস্ত্রসমর্পণবর্ণনং
 নানৈকত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

সর্বপাপ-প্রণাশিনী সরস্বতী সমুদ্ভূতা হইয়া-
 ছিলেন, যেরূপে পূর্বে ঋষিগণ তাঁহাকে হিরণ্যা,
 বজ্রিণী, স্তম্ভ ও কপিলারূপে আহ্বান করেন
 এবং যেরূপে তিনি বাড়বাগ্নি-সমর্পিত হন, তাহা
 শ্রবণ কর। পূর্বে সোমের নিমিত্ত যে দেবান্নুর
 যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিবৃত্ত হওয়ার পর
 পিতামহবাক্যে চন্দ্র তারাকে সমর্পণ করেন। অনন্তর
 সুরগণ স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিতে করিতে অধো-
 ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় স্বর্গের স্তায় এক
 স্থান দেখিতে পান। এই স্থান মুনিবর দধীচির আশ্রম
 আশ্রমটি জগদ্বিখ্যাত, সর্করুঁকুসুমোপেত, পাদপ-
 শোভিত, কেতকী কুটজ ও বকুল পুষ্পের সৌরভে
 আমোদিত। দেবগণ এবংবিধ মনোরম স্থান
 দর্শন করত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তথায় অবতরণ
 করিলেন এবং এই স্থানের শোভা দর্শন করিতে
 লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা ক্রমশঃ এই
 স্থানে যান সকল রক্ষা করিয়া প্রাকৃত জনের স্তায়,
 মুনিবরকে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা
 মুনিবরকে দ্বিতীয় দ্রষ্টার স্তায় অবলোকন করি-
 লেন। মুনিবর তাঁহাদিগকে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান
 করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে নির্দিষ্ট আসনে
 উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে শক্র

উপস্থিত হইয়া মুনিবরকে বলিলেন,—আমরা আমা-
 দেয় অস্ত্রশস্ত্র আপনার নিকট রাখিতেছি, আপনি
 ইহা গ্রহণ করুন। এই কথা শুনিয়া মুনিবর শক্রকে
 বলিলেন,—আপনার আমার নিকট অস্ত্র রক্ষা
 করিয়া স্বর্গে গমন করুন। শক্র বলিলেন,—কার্য-
 কালে পুনরায় আপনি এই সকল অস্ত্র আমাদিগকে
 প্রত্যর্পণ করিবেন, আমরা রণে শক্রজয় করিব।
 শক্র পুনরায় বলিলেন,—এই সকল অস্ত্র আমাদিগ
 কেই দিবেন, অস্ত্র আর কাহাকেও দিবেন না।
 মুনিবর স্বীকৃত হইলেন, শক্র আবার এই কথা বলি-
 লেন। মুনিবর পুনরায় বলিলেন,—আমি যুদ্ধকালে
 আপনাদের সমস্ত অস্ত্রই প্রদান করিব, আমার
 কথা মিথ্যা হইবে না। তখন শক্র অস্ত্র সকল
 তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।
 যে রাজা প্রযতমানসে যত্নসহকারে অস্ত্রার্পণ-
 কথা শ্রবণ করে, সেই রাজা যুদ্ধে বিজয় এবং
 ধার্মিক যশস্বী পুত্র লাভ করেন। ১—১৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

ষাতিংশোহধ্যায়ঃ ।



ঈশ্বর উবাচ । ততস্তেযু প্রয়াতেষু দেবদেবেষুসৌ
মুনিঃ । শতবর্ষাণি তত্রস্থতপসে প্রস্থিতো দ্বিজঃ ।
১ । আশ্রমাত্তরাস্ত্রাদিব্যাং দিশমধোস্তরাম্ ।
সুভদ্রাপি মহাভাগা তস্ত যা পরিচারিকা ॥ ২ ॥
অস্ত্রাদানেহসমর্থা সা ঋষিং প্রোবাচ ভামিনী । নাহং
নেতুং সমর্থাস্মি শস্ত্রাণ্যালভ্য পানিনা ॥ ৩ ॥ জলেন
সহ তর্দীর্ঘাঃ পীতবান্ স ঋষিস্ততঃ । আশ্রমংস্থানি
সর্বাণি দিব্যাস্ত্রাণ্যাসৌ মুনিঃ । কারয়িত্বোস্তরা-
মাশাং জগাম তপসাং নিধিঃ ॥ ৪ ॥ গন্ধাধর্য শুক্ল-
তন্তুং সর্পৈরাকোণবিগ্ৰহম্ । শিববৎ সুখদং পাসাম-
পশুং স হিমাচলম্ ॥ ৫ ॥ তথাশ্রমং দদ্যাদগীচ্চ-
রবধৈঃ পরিপালিতম্ । চন্দ্রভাগোপকর্ষণং সমিৎ-
পুষ্পকুশাচিতম্ ॥ ৬ ॥ স তস্মিন মুনিশার্দলো
জবসমুনিভিঃ সহ । সুভদ্রা চ সংযুক্তচন্দ্রশ্লিকয়া
যথা ॥ ৭ ॥ একদা বসতস্তস্ত সুভদ্রা পরিচারিকা ।

ষাতিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—দেবগণ অশ্বরক্ষা করিয়া
প্রস্থান করিলে এদিকে মুনিবরও তপস্কার্য গমনো-
দ্যত হইলেন । তিনি আশ্রমের উত্তর দিক দিয়া
গমন করিতে মনস্থ করিলেন । সুভদ্রা নামে
ঊঁহার এক পরিচারিকা ছিল । তিনি তাহাকে
দেবরক্ষিত অস্ত্র সকল সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে
বলিলেন । কিন্তু সে তাহাতে অসমর্থ হইল ;
বলিল,—আমি এই সকল অস্ত্র বহন করিয়া লইয়া
যাইতে পারিব না । তখন মুনিবর জলের সহিত
অস্ত্র-ভেজ পান করিয়া অস্ত্র সকল আশ্বনিষ্ঠ করি-
লেন এবং উত্তর দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন ।
যাইতে যাইতে সুখময় শিবসদৃশ ধবল হিমাচল
ঊঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল । তিনি দেখি-
লেন,—শিব যেমন গন্ধাধর—হিমাচলও তেমনি
গন্ধাধারণ করিয়া রহিয়াছে ; শিব যেমন ভূজ-
ভূষিতবিগ্ৰহ, হিমাচলেরও বিরাট কলেবরে সেই-
রূপ ভূজ বিচরণ করিতেছে । ক্রমশ তিনি
উন্নত অশ্বখক্রম-পরিপালিত এক আশ্রম
দেখিতে পাইলেন । ঐ আশ্রম চন্দ্রভাগার উপ-
কণ্ঠে বিরাজিত এবং সমিৎ কুশকুম্ভম-পরি-
শোভিত । তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অস্ত্রান্ত
মুনিগণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন ।
চন্দ্রের চন্দ্রিকার স্তায় সুভদ্রা ঊঁহার নিকটেই

স্নানার্থং যাতুমারুকা চতুর্থেহহি রজঃশলা ॥ ৮ ॥
ব্রজস্ত্যা চ তয়া দৃষ্টং কোপীনাচ্ছাদনং পুনঃ । পরি-
ত্যক্তং বিদিত্বৈবং দেবযোগাদ্ গৃহাণ সা ॥ ৯ ॥ পরি-
ধায় পুনঃ সা তু কোপীনং য়েতসা যুতম্ । একান্তে
স্নাতুমারুকা জলাভ্যাসে যথাসুখম্ ॥ ১০ ॥ ততো
দেবী যথাকামমকস্মাধীকতে হি সা । স্নোদয়স্বং
সমুৎপন্নং গর্ভং শুক্লভরালসা ॥ ১১ ॥ শোচয়িত্বা-
দ্বনান্নানমগর্ভাহমিহাগতা । তৎ কেন মন্দভাগিন্তা
মমৈবঃ দুষণং কৃতম্ ॥ ১২ ॥ লজ্জাভিত্তা সা তত্র
প্রতিজ্ঞাপথবাটিকাম্ । তত্র তং সুব্বে গর্ভমবিজ্ঞায়
কৃতো হুমম্ ॥ ১৩ ॥ পুনরৈব হি সা স্নাত্বা অবি-
জ্ঞায়ান্নকৃতম্ । শাপঃ দাতুং সমারুকা গর্ভকর্তৃরি
জঃসহম্ ॥ ১৪ ॥ জানাত্বা যদিবাজানাদৃষ্যেনৈয়ং
দুষণা কৃত । সোহদ্যৌব পকৃতাং যাতু যদ্যহং স্তাং
পতিব্রতা ॥ ১৫ ॥ যদ্যহং মনসা বাপি কাময়ে
নাপরং পতিম্ । এতেন সত্যাবাক্যেন যাতু জারঃ

রহিল । এক দিন সুভদ্রা স্নান করিতে যাই-
তেছে, সেদিন তার রজঃ-প্রবৃত্তির চতুর্থ দিন ।
যাইতে যাইতে দেখিল,—পথে একটা কোপীন-
পড়িয়া রহিয়াছে, দৈব বশতঃ সে কোপী-
নটা গ্রহণ করিয়া পরিধান করিল । কোপীনটা কিন্তু
য়েতোযুক্ত ছিল । অনন্তর সে জলে অবतरণ-
পূর্বক একান্তে যথাসুখে স্নান করিতে লাগিল,
স্নান করিতে করিতে দেখিল যে, তাহার গর্ভ হই-
য়াছে, সে গর্ভভরে অলস হইয়া পড়িয়াছে । তখন
সে আপনা-আপনি আশ্বনিষ্টা ও শোক করিয়া
—এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, হায় ! যখন
আমি স্নান করিতে আসিয়াছিলাম, তখন আমার
গর্ভ থাকে নাই, কে এই মন্দভাগিনীতে দোষা-
রোপ করিল ! এই রূপ লজ্জা-ভয়ে অভিভূতা
হইয়া সুভদ্রা তখন আশ্রমস্থ অশ্বখবাটিকায়
প্রবেশপূর্বক গর্ভ মোচন করিল । কিন্তু সে
জানিতে পারিল না যে, কিরূপে গর্ভ
হইল । তখন সে এবিধ অশ্বখদূষণের কারণ
জানিতে না পারিয়া পুনরায় স্নান করিল । স্নানান্তে
সে গর্ভকর্তাকে শাপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল ।
সে বলিল,—জানপূর্বক বা অজানপূর্বক যে আমার
দোষোৎপাদন করিয়াছে—আমি যদি পতিব্রতা হই,
তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইবে ১১-১৩ ।
যদি আমি মনে মনেও কখন পরপুরুষ কামনা
না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার এই

শ্রুয়ং কথম্ ॥ ১৬ ॥ এবং শৃণু তু তং দেবী হস্তাত্মা
গৰ্ভকারণম্ । পুনর্ধাতুং সযারদ্ধা তদবীচনিকৈ-
তনম্ ॥ ১৭ ॥ তত্র চার্কপ্রতীকাশং গৰ্ভযৎসজ্জা সা
তদা । প্রাপ্তা তপোবনং রম্যং যজ্ঞাসৌ মুনিপুত্রবঃ ॥
১৮ ॥ অজ্ঞান্তরে সর্বদেনা লোকপালা মহাবলাঃ ।
অস্ত্রাণাং কারণার্থায় মূনৈরাশ্রমমাগতাঃ ॥ ১৯ ॥
উবাচ তং মুনিঃ শক্ৰো জ্ঞাসৌ যন্তব সুব্রত ।
দত্তোহস্মাভিহ্ম শস্ত্রাণাং তানি ক্ৰিপং প্রযচ্ছ নঃ ॥
২০ ॥ ঋষিরাহ পুরা যত্র স্থাপিতানি মমাশ্রমে ।
তত্রৈব তানি তিষ্ঠন্তি ন চানোতানি বাসব ॥ ২১ ॥
যত্নু তেষাং বলং বীৰ্য্যং সংগ্রামে শক্রহৃদন । তন্নয়্যা
পীতমখিলং সহ ভোয়েন বাসব ॥ ২২ ॥ এবং স্থিতে
ময়ান্ত্রাণি যদি দেয়ানি তেহনঘ । ততোহস্মীনি
প্রযচ্ছামি তদাকারানি সুব্রত ॥ ২৩ ॥ এবমুক্তঃ
সহস্রাংশু স্তম্ভমহা মুনিসত্তমম্ । নাশ্বেষু তদ্বলং রৌদ্রং
যত্নু তেষু ব্যবস্থিতম্ ॥ ২৪ ॥ যস্মান্তেষু বিনিক্ষিপ্য
সহস্রাংশং স্ততেজসাম্ । অস্মাকং দন্তবান্ ক্রদৌ
রক্ষার্থং জগতাং শিবঃ ॥ ২৫ ॥ তদ্বয়ং তানি সর্বাণি
গৃহীত্বা চ ব্যবস্থিতাঃ । লোকস্ত রক্ষণার্থায় সংজ্ঞেয়ং

তেন লোকপাঃ ॥ ২৬ ॥ অমৌষামপি শস্ত্রাণামুত্তমং
বজ্রমিষাতে । তদ্বারণাদৃষতোহস্মাকং দেবরাজস্ব-
মিষাতে ॥ ২৭ ॥ বজ্রাদপ্যুত্তমং চক্রং যন্তুদ্বিকৃপরি-
গ্রহে । দৈত্যদানবসংঘানাং তদায়তো জয়োহভবৎ ॥
তস্মাত্তানি যথাস্মাভিঃ প্রাপ্যন্তে মুনিসত্তম । তথা
কুরুষ সঙ্কল্য কার্য্যং কার্য্যবিদাং বর ॥ ২৯ ॥ এব-
মুক্তে মুনিঃ প্রাহ তং শক্ৰং পুত্রতঃ স্থিতম্ । তৎ-
প্রাপ্তার্থংমুপায়ং তু কথয়ামি তবাপরম্ ॥ ৩০ ॥
যান্তেতানি মমাস্মীনি যুগং তৈস্তানি সর্বশঃ । নিশ্চ্য-
পয়ধ্বং শস্ত্রাণি তদাকারানি সর্বশঃ ॥ ৩১ ॥ এতানি
তৎসমুখানি তেষামপাধিকং বধম্ । সাধয়িস্তন্তি
ভবতাং গ্রামে যন্মমেহিতম্ ॥ ৩২ ॥ তমুবাচ ততঃ
শক্ৰো দধীচঃ তপসো নিধিম্ । প্রাণহারং প্রকর্তুং
তে নাহং শক্ৰো যমিচ্ছসি ॥ ৩৩ ॥ ন চামুতস্ত
তেহস্মীনি গ্রহীতুং শক্তিরস্তি নঃ । তস্মাৎসর্বং
সমালোচ্যংকর্তব্যং তদুচ্যতাম্ ॥ ৩৪ ॥ এবমুক্তো
মুনিঃ প্রাহ এতদেব কলেবরম্ । ত্যজামি স্বয়মেবাং
দেবকার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৩৫ ॥ অত্রবং সর্বদুঃখানা-
মাশ্রয়ং সুভৃগুপ্তিতম্ । যদা হেতত্তদা যুক্তঃ পরি-

সত্য বাক্য প্রভাবে উপপত্তি কয় প্রাপ্ত হউক ।
সুভজ্ঞা গৰ্ভকারীকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া মুনি-
বরের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল । এখানে
কিন্তু অশ্ব খবাটিকায় আদিত্যপ্রতীকাশ গৰ্ভ
পড়িয়া থাকিল । ইত্যবসরে দেবগণ অস্ত্র গ্রহণ-
মানসে মুনিবরের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত । শক্ৰ
বলিলেন,—মুনিবর ! আমরা আপনার নিকট যে
অস্ত্রস্বাস করিয়াছি, তাহা অবিলম্বে প্রদান করুন ।
মুনিবর বলিলেন,—পূর্বে আমার আশ্রমে যেখানে
অস্ত্র রাখিয়াছিলাম, অস্ত্র সকল সেইখানেই
আছে, এখানে আনা হয় নাই । তবে তাহার
সময়ে যে বল-বীৰ্য্য প্রদান করে, সেই বল-বীৰ্য্য
আমি জলের সহিত পান করিয়াছি । যদি
নিভান্তই আমাকে এখন অস্ত্র প্রদান করিতে
হয়, তাহা হইলে আমি আমার অস্ত্রাকার অস্থি সকল
প্রদান করিতেছি । মুনিবর এই কথা বলিলে
সহস্রাংশ বলিলেন,—যাদৃশ প্রচণ্ড বল তাহাতে
নিহিত আছে, তাদৃশ বল আর কোন অস্ত্র
অস্ত্রে নাই । ভগবান্ ক্রদু স্বীয় তেজের
সহস্রাংশ স্তম্ভ করিয়া এই সকল অস্ত্র আমাদিগকে
জগৎরক্ষার্থে প্রদান করিয়াছিলেন । সেই সকল
অস্ত্র লইয়া আমরা লোকরক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলাম ;

এজন্য আমরাদিগকে লোকপাল বলে । আর এই
সকল অস্ত্রের মধ্যে বজ্র শ্রেষ্ঠ ; তাহার প্রভাবেই
আমাদের দেবরাজ্য । বজ্র হইতে উত্তম অস্ত্রের
মধ্যে একমাত্র চক্র আছে ; কিন্তু তাহা ভগবান
বিষ্ণু গ্রহণ করিয়াছেন । আমাদের এই সকল
অস্ত্রে উপর দৈত্য-দানবগণের জয় নির্ভর করি-
তেছে । হে কৰ্ম্মবিদাংবর মুনিবর ! যাহাতে
আমরা এই সকল অস্ত্র প্রাপ্ত হই, আপনি বিবেচনা
পূর্বক তাহা করুন । অতঃপর মুনি শক্ৰকে বলি-
লেন,—আমি তোমাদের অস্ত্রপ্রাপ্তির এক উপায়
বলিয়া দিতেছি । এই যে আমার অস্থি সকল
রহিয়াছে, এই অস্থি সকল দ্বারা তদাকার অস্ত্র
তোমরা নিৰ্ম্মাণ করিয়া লও । এই অস্থি-
নিৰ্ম্মিত অস্ত্র সকল পূর্বেকার অস্ত্র হইতে সময়ে
আপনাদের অধিক বলসাধন করিবে । অনন্তর
শক্ৰ বলিলেন,—প্রাণহরণ ব্যতিরেকে অস্থি-
প্রাপ্তি অসম্ভব ; আর আমরাই বা আপনার প্রাণ
হরণ করিব কিরূপে ? এই সকল বিবেচনা করিয়া
আপনার যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহা
করুন । শক্ৰ এই কথা বলিলে, মুনিবর বলিলেন,—
আমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ংই কলেবর
পরিত্যাগ করিতেছি । ১৬—৩৫ । এই দেহ যখন

ত্যাগোহস্ত সাম্প্রতম্ ॥ ৩৬ ॥ অস্ত ত্যাগেন মে
 কুংখং সংসারোখং ন জায়তে । যস্মাক্ষ্মাস্তরে
 জাতো মৃতোহপি, হি ভবেৎপুনঃ ॥ ৩৭ ॥ ভার্গ্যা
 ভগিনী দৃহিতা স্বকৰ্ম্মফলযোজনায় । জাতা তেনৈব
 সংসারে রতিকার্যো জুগুপ্সিতা ॥ ৩৮ ॥ যস্মাক্ষ
 স্বধমেবৈতদ্বপুস্ত্যজতি বৈ ক্রবম্ । তস্মাদস্ত পরি-
 ত্যাগো বরঃ কার্যোহচিরাত্ময়ম্ ॥ ৩৯ ॥ এবং
 পুরন্দরস্তাগ্রে সঙ্কীৰ্ত্ত্য স মহামুনিঃ । দধীচিঃ প্রাণ-
 সংহারং কৃতবান সহস্রং তদা ॥ ৪০ ॥ গতানু তং
 বিদিত্বৈবং বিবৃথাস্তৎকলেবরম্ । মাংসশোণিত-
 নির্মুক্তং কথং কার্যং ব্যচিন্তয়ন ॥ ৪১ ॥ ততস্তদ-
 হিওদ্ধার্মম্বাচেনং সুরেশ্বরঃ । গৌরীগণা কৰ্কশা
 জিহ্বা তা এতদ্ব্যধিদৃষ্টি ॥ ৪২ ॥ ততঃ সৈবৈ-
 রন্দা যদা লোকেষু সংস্থিতা । ধাতা তদোপযাতা
 সা সখিভিঃ পরিবারিতা ॥ ৪৩ ॥ নন্দা সূভদ্রা
 সুরভিঃ সুলীলা সুনাস্তথা । ইতি গোমুখৈঃ পঞ্চ
 গোলোকাক্ষ সমাগতাঃ ॥ ৪৪ ॥ উচুস্তান বিবৃথান
 সন্ধানস্মাভির্ঘৎপ্রয়োজনম্ । কৰ্ত্তব্যং তৎকরিয়াম্যঃ

কথ্যাতাং সুবিচারিতম্ ॥ ৪৫ ॥ দেবা উচুঃ । যদে-
 তদ্বিধিা ত্যক্তং স্বধমেব কলেবরম্ । এতন্মাংসাদি-
 নির্মুক্তং ক্রিয়তামস্থিপঙ্করম্ ॥ ৪৬ ॥ তৎকৃত্বা গর্হিতং
 কৰ্ম্ম দেবাদেশং সুদারুণম্ । পুনঃ পিতামহঃ দ্রষ্টুং
 গতান্তাঃ সুরসন্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ দারুণং কৰ্ম্ম
 যচ্চ ত্ৰিভিরবুদ্ভিতম্ । পিতামহস্ত তৎসৰ্বং সমা-
 চত্বার্ব্বাং তথম্ ॥ ৪৮ ॥ তচ্ছুরা বিবৃথান সন্ধান সমাহয়
 পিতামহঃ । সৰ্ব্বেগাত্তেহস্পৃশত সুরভীঃ শুদ্ধি-
 কামায়া ॥ ৪৯ ॥ তাঃ তৈর্স্বিবৃধৈঃ স্পৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ
 সমবস্থিতাঃ । মুখমেকং পরং তাসাং ন স্পৃষ্টমণ্ডপি
 স্মৃতম্ ॥ ৫০ ॥ অপবিত্রং ভবেতাসাং মুখমেকং
 জুগুপ্সিতম্ । শেষঃ শরীরং সন্ধানাং বিশিষ্টম্
 সুরৈঃ কৃতম্ ॥ ৫১ ॥ সরস্বত্যা তু তাঃ প্রোক্তা
 ভবন্ত্যো ব্রহ্মঘাতিকাঃ । অন্তথা কারণং কস্মিন্ন
 স্পৃষ্টমমরৈর্মুখম্ ॥ ৫২ ॥ ততস্তাভিঃ সা প্রোক্তা
 দেবী তত্র সরস্বতী । নৈতন্তে বচনং যুক্তং বক্তু-
 মেবাংবধং মুখম্ ॥ ৫৩ ॥ অস্মাকমেব হৃদয়মনেন
 বচসা ত্বয়া । নির্দ্বিগং যেন তস্মাভ্যমচিরাদাহমাপ্যসি ॥
 ৫৪ ॥ শাপং দদ্বা ততস্তথাঃ সরস্বত্যাঃ তাস্তদা ।

অনিত্য কুংখকর এবং জুগুপ্সিত, তখন ইহা পরি-
 ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ । দেহত্যাগ করিলে সংসারের
 জন্ত আমার কিঞ্চিদ্ভাগও কুংখ হইবে না । যেহেতু
 মৃত ব্যক্তিও আবার জন্মান্তরে জাত হইয়া সংসারী
 হইয়া থাকে । রতিকার্যো জুগুপ্সিতা ভার্গ্যা এবং
 ভগিনী, দৃহিতা প্রভৃতির কথা যদি বল,—তাঁহারাও
 ত' স্বকৰ্ম্মফলযোগনিবন্ধন পুনরায় সংসারে জন্ম-
 গ্রহণ করবে । শরীর স্বধম্ ই যখন পরিত্যক্ত
 হইবে, তখন উহা পরিত্যাগ করাই ভাল । মহামুনি
 দধীচি পুরন্দরের অগ্রে এই সকল কথা বলিতে
 বলিতে সমস্ত প্রাণত্যাগ করিলেন । তখন দেব-
 গণ তাঁহাকে গতানু দেখিয়া তাঁহার দেহ কিরূপে
 মাংস-শোণিতনির্মুক্ত হইবে, ভবিষ্যৎ চিন্তা
 করিতে লাগিলেন । কিঞ্চৎকাল চিন্তার পরে শত্রু
 বলিলেন,—গৌরীগণের জিহ্বা কৰ্কশ, তাহারা
 এই শবকে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে এই শব-
 দেহের অস্থি-নিচয় নির্মাস্ত হইবে । এই নিশ্চয়
 করিয়া দেবগণ গৌরীগণকে চিন্তা করিলেন । চিন্তা
 করিবামাত্র তাহারা সখি-পরিবৃত হইয়া গোলোক
 হইতে আগমন করিল । ইহারা পঞ্চসংখ্যক ; যথা,
 নন্দা, সূভদ্রা, সুরভি, সুলীলা, ও সুনাস্তা । ইহা-
 দিগকে গোমাতা বলে । ইহারা আসিয়াই বলিল,—

আমাদিগকে লইয়া কি প্রয়োজন ? কি করিতে
 হইবে আদেশ কর । দেবগণ বলিলেন,—এই যে
 ধ্বি প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহার অস্থি-পঙ্কর
 সকল তোমরা মাংসশূন্য করিয়া দাও । তাঁহারা
 দেবাদেশে এই গর্হিত কৰ্ম্ম করিয়া পুনরায় পিতা-
 মহকে দর্শন করিবার জন্ত ব্রহ্মলোকে গমন করি-
 লেন । সেখানে যাইয়া তাঁহারা যে দারুণ কৰ্ম্মের
 অগ্রদূত করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্ম-সমীপে নিবেদন
 করিলেন । বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্রহ্মা দেবগণকে
 আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আপনারা শুদ্ধিহেতু
 সুরভিগণকে স্পর্শ করুন । দেবগণ সুরভিগণকে
 স্পর্শ করিলে তাহারা পবিত্র হইল । সুরভির মুখ
 কিন্তু তাঁহারা কেহই স্পর্শ করিলেন না । সুরভি-
 সকলের মুখই অপবিত্র ; তদ্ব্যতীত আর সমুদয়
 অঙ্গই পবিত্র । এহেন সময়ে সরস্বতী সুরভিদিগকে
 বলিলেন,—আপনারা ব্রহ্মঘাতিকা ; অন্তথা কিজন্ত
 সুরগণ আপনাদের মুখ স্পর্শ করিলেন না ?
 অনন্তর সুরভি সকল দেবী সরস্বতীকে বলিলেন,—
 আমাদের মুখের নিন্দা করা আপনার উচিত হয়
 নাই ; আপনার এই বাক্যে আমাদের হৃদয় দগ্ধ
 হইল । সূতরাং আপনি অচিরেই পরিতপ্ত হই-
 বেন । সুরভি সকল দেবী সরস্বতীকে এইরূপ

গোলোকং গতবতাস্তু সুরভ্যঃ সুরপুঞ্জিতাঃ ॥ ৫৫ ॥
আহুয় বিশ্বকর্মাণং তক্ষণং সুরসন্তমাঃ । অশ্বাকং
কুরু শস্ত্রাণি তমার্হর্যুককারণাং ॥ ৫৬ ॥ এতদ্বচন-
মাকর্ণ্য তানি পুতৈর্নবৈদৃঢ়ৈঃ । অস্ত্রাণি কারয়ামাস
দধীচেরন্বিসকলৈঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রমাণাকারযুক্তানি
দেবানাং তানি সংযুগে । অজ্ঞেয়ানি যথা চাসংস্থখা
চাসৌ বিনির্ম্মমে ॥ ৫৮ ॥ বজ্রমিল্লম্ভ শক্তিকং বহ্নে-
দ্বিগুং যমস্ম চ । খড়্গং তু নিম্নতেঃ পাশং
সম্যাক্ চক্রে প্রচেতসঃ ॥ ৫৯ ॥ বায়োঋজং
কুবেরস্ত গদাং শুক্লাঞ্চ নির্ম্মমে । বিশ্বকর্মা
তথা শূলমীশানস্ম চ নির্ম্মমে ॥ ৬০ ॥
গৃহীতৈতানি বৈ দেবাঃ শস্ত্রাণ্যস্তবলং তদা । বিজেতুং
চ ততো দৈত্যান দানবাংশ্চ গতাস্তদা ॥ ৬১ ॥
অত্রান্তরে সুভদ্রাণি দধীচেরোদ্ধৈদহিকম্ । কুরা
নৈর্ধুম্ননিভিঃ সার্কিমবেষ্টুং সা গতা সূতম্ ॥ ৬২ ॥
অশ্বখবাটিকায় চ তমপশ্চন্নোরমম । দৃষ্ট্বা রোদিতি
জীবন্ত মুক্তা বাপ্পমখাচিরম্ ॥ ৬৩ ॥ অদ্বৈতাত্যাব্য
তেনোক্তা মা রোদীত্বং যশস্বিন । সপ্তং পুরাকৃত-
শ্রুতংকলং তব যমাপি হি ॥ ৬৪ ॥ যদযথা যত্র
যেনেহ কর্ম্ম জয়াস্তরাজ্জিতম্ । তদবশ্যং হি ভোক্তব্যং

শাপ প্রদান করিয়া গোলোকে গমন করিলেন ।
এদিকে দেবগণ বিশ্বকর্মাণকে ডাকিয়া দধীচির
আস্থিতে অস্ত্র নির্মাণ করিবার জন্ত তাহাকে আদেশ
দিলেন । বিশ্বকর্মা তাহাদের বাক্যানুযায়ী দধীচির
দৃঢ়পুত অস্থিনিচয়ে অস্ত্র নির্মাণ করিয়া দিলেন ।
অস্ত্র সকলের প্রমাণ আকার ঠিক রাখিয়া যাহাতে
যুদ্ধে অজ্ঞেয় হয়, একপ অস্ত্র নির্ম্মিত হইল । ইন্দ্রের
বজ্র, বহির শক্তি, যমের দণ্ড নিম্নতির খড়্গ,
প্রচেতার পাশ, বায়ুর ধ্বজ, কুবেরের শুক্লী গদা,
এবং মহাদেবের ত্রিশূল নির্ম্মিত হইল । দেবগণ
এই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দৈত্যদানবগণকে জয়
করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন । এদিকে সুভদ্রা
তত্ত্বাত্ত মুনিগণের সহিত গতাস্থ মুনি দধীচির ওদ্ধৈ-
দহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া সদ্যঃ প্রসূত সূতকে
অশ্বখবাটিকায় অধেষণ করিতে গেল । সেখানে
গিয়া মনোরম সদ্যঃসূত সূতকে অবলোকন
করিল । তাহাকে জীবন্ত দেখিবামাত্র অজস্র অশ্রু
মোচন করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল ।
তখন সেই শিশু ‘অবা’ বলিয়া সছোদনপূর্ব্বক
বলিল,—অয়ি যশস্বিন! ক্রন্দন করিবেন না,
এ সমস্তই আপনার এবং আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের

তাজ শোকমতোহখিলম্ ॥ ৬৫ ॥ মৎপরিভ্যাগলজ্জা
চ ন তে কার্য্যেহ স্পন্দয়ি । ফলং পুরাকৃততৈত্ত-
ভোক্তব্যং তন্নয়পি হি ॥ ৬৬ ॥ মাতর্ম্মমোপরি কুরু
পুত্রস্নেহং যশস্বিন । বালস্ম হি পরিভ্যাগায়াতা
দোষণে গিপ্যতে ॥ ৬৭ ॥ বালেনাভিহিতা সা তু
ধ্যাত্বা দেবং জনাদিনম্ । কৃতাজ্জলকবাচেনং কথ্যতাং
মে সূনিশ্চিতম্ ॥ ৬৮ ॥ ন বিজানামাহং তথ্যং
কস্তায়ং বীৰ্য্যসম্ভবঃ । তস্ম্যং কথয় দেবেশ যম তে
নিশ্চিতং বচঃ ॥ ৬৯ ॥ আহোক্তে মাতরং কুরুঃ
শুভদ্রাং বৈ জনাদিনঃ । দধীচৈন্তনয়শ্চাযং ভর্ত্তুস্তে
ক্ষেত্রসমুদ্রঃ ॥ ৭০ ॥ ততোঽপস্তিঃ বিদিতৈবং সূভদ্রা
হৃষ্টমানী ॥ বালমাক্রে সমারোপ্য অরোদীদার্ত্তয়া
গিরা ॥ ৭১ ॥ অত্র বালক উৎপন্নঃ শোকস্ত বদ
কারণম্ । অথোক্তঃ স্তম্বরহিতং কথং তে জীবিতং
যুতম্ ॥ ৭২ ॥ যস্মাচ্চ তুমিধা সৃষ্টিজীবানাং ব্রহ্মণা
কৃতা । জয়াযুক্তাণ্ডোজ্জিহ্বাশ্চৈবদজাশ্চ তথা স্মৃতাঃ ॥
৭৩ ॥ নরস্রীমপুংসকাত্যাস্ত জাতিভেদা জয়াযুক্তাঃ ।
চতুষ্পদাশ্চ পঞ্চবো গ্রাম্যাশ্চারণ্যজাস্তথা ॥ ৭৪ ॥

ফল মাত্র । জয়াস্তরণ কর্ম্ম—যাহা যেখানে যেজন্ত
যেক্রমে অল্পষ্টিত হয়, এই সংসারে তাহার নিখিল
ফল অবশ্যই ভোগ করিতেই হইবে । হে মাতঃ!
আপনি আমার পরিভ্যাগ লজ্জা পরিভ্যাগ করেন ।
আমি তাহা পুরাকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ করিয়াছি,
জানিবেন । অয়ি মাতঃ! আপনি আমার প্রতি
পুত্রস্নেহ প্রকাশ করুন । দেখুন, শিশুকে পরিভ্যাগ
করিলে মাতা দোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন ৥ ৬৬—৬৭ ॥
বালকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুভদ্রা তখন
দেব জনাদিনকে ধ্যান করিয়া কৃতাজ্জলপুটে বলিতে
লাগিল,—হে দেবেশ! আপনি আমার নিশ্চয়
করিয়া বলিয়া দেন, আমি জানি না যে, এ কাহার
ওঁরস পুত্র? তখন জনাদিন সুভদ্রাকে বলিলেন,—
এ তোমার ভর্ত্তার ক্ষেত্রসমুদ্র দধীচির পুত্র ।
এই কথা শুনিয়া সুভদ্রা হৃষ্ট হইল । তখন সে
বালককে কোড়ে লইয়া ককণ কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে
লাগিল । বালক ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল ।
সুভদ্রা বলিল,—তাত! স্তম্বরবিহবে কিরূপে তুমি
জীবন ধারণ করিলে? দেখ পুত্র! ভগবান ব্রহ্মা
চারি প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন; যথা জয়াযুক্ত,
অণ্ডজ, উভিজ ও শ্বেদজ । তন্মধ্যে জয়াযুক্ত
জীবের তিনপ্রকার জাতিভেদ আছে; যথা, নর,
স্রী ও নপুংসক । চতুষ্পদ পশু সকল দুই প্রকার—

অগুজাঃ পক্ষিণঃ সর্পে মীনাঃ কুর্য়স্বসৌম্যপাঃ ।
 শ্বেদজা মৎকুণা যুকা দংশাশ্চ মশকাস্থা ॥ ৭৫ ॥
 উদ্ভিজ্জাঃ স্বাবরাঃ প্রোক্তাশ্চ গুলতাদয়ঃ । অশ্বে-
 হপোবঃ যথাযোগ্যমন্তুর্ভূতাঃ সহস্রণঃ ॥ ৭৬ ॥ অগুজাঃ
 পক্ষপাতেন জীবন্তি শিববো ভুবি । উন্নগা
 শ্বেদজাঃ সর্পে উদ্ভিজ্জাঃ সলিলেন হি ॥ ৭৭ ॥
 সমুদ্রায়েন ভূতানাং পক্ষানাযুদ্ভিজ্জাঃ ভুবি ।
 জয়াযুজাশ্চ স্তম্ভেন বিনা জীবিতুমক্ষমাঃ ॥
 ৭৮ ॥ বিনা তেন কথং পুত্রং তয়া প্রাণা
 বিধারিতাঃ । তাং তথা জননীং প্রাহ স চ বাস্পা-
 বিলেক্ষণাম্ ॥ ৭৯ ॥ অথথকলনির্ঘাসপানায় প্রাণা
 ময়া ধৃতাঃ । গোপং তদা তয়া তস্তা পিপ্লবাদেতি
 কল্পিতম্ ॥ ৮০ ॥ নাম তেন জগত্যশ্মিন্নিতাং খাতঃ
 মহাক্ষনঃ । তত্রৈষমুনিভিস্তস্ত কৃতাঃ সর্ষেণথাক্রমম্ ॥
 ৮১ ॥ সংস্কারাঃ পিপ্লবাদস্ত বেদোক্তা বেদপারগৈঃ ।
 বড়কোপাঙ্গসংযুক্তা বেদান্তেন সমুদ্ভূতাঃ । তদাশ্রম-
 নিবাসিত্যো মুনিভ্যাশ্চ স্পৃহকলাঃ ॥ ৮২ ॥ পুনস্তত্র
 হিতশাসনো দৃষ্টা মুনিকুমারকান্ । অপিত্তজগতান
 প্রাহ জননীঃ তাং শুচিশ্রীতাম্ ॥ ৮৩ ॥ পিতা মে
 কুত্র ভদ্রং তে সুভদ্রে কথয় স্তুটম্ । তদন্তান্তঃ-
 স্থিতো যেন বালকীড়াং করোম্যাহম্ ॥ ৮৪ ॥

গ্রাম্য ও আরণ্য । পক্ষী, মীন, কুর্য় ও সসৌম্যপ
 ইহারা অগুজ । মৎকুণ, যুকা, দংশ ও মশক ইহা-
 দিগকে শ্বেদজ বলে । তুল-গুল-লতাদি উদ্ভিজ্জ ।
 ইহারা স্বাবর । এতদ্ভিন্ন অস্তান্ত সহস্র সহস্র জীব
 আছে, তাহারাও এই ভেদ চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত ।
 অগুজসমূহ পক্ষবাত দ্বারা, শ্বেদজসমূহ উন্মাদ দ্বারা
 এবং উদ্ভিজ্জ সকল সলিল ও পক্ষভূতের সমবায়
 দ্বারা জীবন ধারণ করে । কিন্তু তাহা ! জয়াযু-
 জাত জীবগণ স্তম্ভ বিনা জীবিত থাকিতে পারে
 না । তুমি সেই স্তম্ভ ব্যক্তিরেকে কিরূপে জীবন
 ধারণ করিলে ? বালক বলিল,—অগ্নি মাতঃ !
 আমি স্তম্ভ বিনা অথথকলের নির্ঘাস পান করিয়া-
 ছিলাম । তাহাতেই আমি জীবিত আছি । বাল-
 কের এই কথা শুনিয়া তখন তাহার মাতা সুভদ্রা
 তাহার নাম রাখিল—“পিপ্লবাদ” । এই নামই
 তাহার জগতে প্রসিদ্ধ । তত্রত্য বেদপারগ ঋষিগণ
 বালক পিপ্লবাদের যথাবিধি সংস্কারকার্য সম্পন্ন
 করিলেন । বালক আশ্রমবাসী মুনিগণের নিকট
 সাক্ষোপাঙ্গ পুঙ্কল বেদ অধ্যয়ন করিল । একদিন
 ঐ বালক পিপ্লবাদ আশ্রমবাসী বালকগণকে পিতৃ-

এবং সা জননী তেন যদা পৃষ্ঠা তপস্থিনী ।
 তদা রোদিতুমারক্য নোত্তরং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ৮৫ ॥
 কদম্বীঃ তাং সমালোক্য ক্রুদ্ধোহসৌ মুনিদারক্যঃ ।
 কিমসৌ কুৎসিতঃ কশ্চদ্যেন নাখ্যাসি তং মম ॥ ৮৬ ॥
 ইত্যাক্তে স্তুভ্যাহেবং বিবৃধৈস্তে পিতা হতঃ ।
 কোপং ত্যজস্ব ভদ্রং তে দধীচিঃ কথিতো ময়া ॥
 ৮৭ ॥ কোপবহিঃপ্রদীপ্তায়া প্রাহ তাং জননীং
 পুনঃ । কিমপকৃতং সুরাণাং মংপিত্রা কথয়স্ব তৎ ॥
 ৮৮ ॥ সুভদ্রোবাচ । শর্যাণাং করণানমুচ্যেহৈতোহসৌ
 মুনপুঙ্গবঃ । প্রযচ্ছরপি চাত্তানি তদাকারানি স্তুভত ॥
 ঋতৈহতদ্বচনং সোহপি মুনিরুগ্রতপাস্তুদা । পিতা
 মে যো হতো দেবৈস্তেযাং কৃত্যাম্ মহাবলাম্ ॥ ৯০ ॥
 উথাপ্য পাতয়িষ্যামি মুগ্ধি প্রাণাপহারিকাম্ ।
 পিতামহমহং মুক্খা নৈব হন্তো ভবেদ যদি ॥ ৯১ ॥
 অত্যান প্রমথয়িষ্যামি কৃত্যাস্থেণ সঙ্গতান্ ।
 শরণং যদি যাত্তস্তি গীর্ধাণা মন্তয়তুরাঃ । তথাপি
 পাতয়িষ্যামি তেনৈব সহ সঙ্গতান্ ॥ ৯২ ॥ মঈষেবং

ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া মাতাকে বলিল—
 মাতঃ ! আমার পিতা কোথায় ? শীঘ্র করিয়া বল,
 আমি তাহার ক্রোড়ে থাকিয়া ক্রীড়া করিব । জননী
 বালকের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিলেন ;
 কোন উত্তর দিলেন না । তখন বালক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
 হইয়া বলিল,—তিনি কি কোন কুৎসিত ব্যক্তি, সেই
 জন্ত বলিতেছেন না ? ৮৮—৮৬ । বালক এই কথা
 বলিলে তখন জননী বলিল—তোমার পিতাকে
 দেবভাগ্য বিনষ্ট করিয়াছেন । বৎস ! কোপ
 পরিত্যাগ কর ; তোমার পিতার নাম দধীচি ।
 জননীর এই কথা শুনিয়া বালক কোপবহিঃ-প্রদীপ্ত
 হইয়া বলিল,—আমার পিতা সুরগণের কি অপ-
 কার করিয়াছিলেন, তাহা তুমি বল । সুভদ্রা
 বলিল,—দেবগণের ভাসীকৃত অস্ত্র সকলের পরি-
 বর্তে তিনি তদনুরূপ অস্ত্র প্রদান করিতে স্বীকৃত
 হইলেও দুষ্টগণ তাঁহাকে নিহত করিয়াছে । মাতার
 এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বালক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—
 যে দেবগণ আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে,
 আমি সেই দেবভাগ্যের উদ্দেশে ভীষণ প্রাণা-
 হারিণী কৃত্য উত্থাপিত করিয়া তাহাদের মস্তকে
 পাতিত করিব । বধ্য না হইলেও আমি
 পিতামহ ব্যক্তিরেকে অস্ত্র সকল দেবভাগ্যকেই কৃত্য
 শব্দে প্রমথিত করিব । তাহারা আমার স্তরে
 আবুল হইয়া যদি আমার শরণ লয় তথাপি আমি

তথ্যিৎ ক্রুদ্ধং সর্বে তে সুরসন্তমঃ। ব্রহ্মাণং শরণঃ
প্রাপ্তা ভগ্নেন মহাহাদিতাঃ। ১৩। তাংস্তস্মৈ শরণঃ
প্রাপ্তান জ্ঞাহা দেবঃ কৃপাধিতাঃ। তত্ৰৈব গন্তা
অসিতং প্রাহ দেবান্ জনাৰ্দ্দিনঃ। ১৪। ভবতাং
রক্ষণোপায়নিস্তিতোহহং ময়াধুনা। তেন তাং
মোহয়িষ্যামি কৃত্যং হস্তমুপস্থিতাম্। ১৫। অত্রা-
স্ত্রে পিঙ্গলাদঃ পিতৃবৈরমহুস্ময়ন্। হ
সুরান্ ব্যবসিতঃ প্রবিবেশ হিমাচলম্। ১৬। জ্ঞাহা
তদপ্রিয়ং বাক্যং মাতৃব্রজাধিনির্গতম্। পিঙ্গলাদঃ
পুনর্ধাতস্তস্ম্যং স্থানাক্সিমাচলম্। ১৮। স্বর্গসোপান-
বৎ পুংসাং স্থলৌভূতমিবাধরম্। শেষস্তাভোগ-
সঙ্কশং প্রাপ্তোহসৌ তুহিনাচলম্। ১৮। প্রতিজ্ঞাং
কুরুতে যত্র স্থিতঃ স্বাগুরিবাচলঃ। হস্তারো যে মম
পিতৃস্তান্ হনিষ্যামি চারুণাৎ। ১৯। কৃত্যশস্মেণ
সকলানমরহেন গম্ভিতান্। তস্মিন্ স্থিতঃ প্রকু-
পিতঃ শিবাযতনসংসদি। ১০০। অত্রস্থঃ সাধয়ি
ষ্যামি তাং কৃত্যং চিস্তয়ন্ হৃদি। কৃত্যং বা
সাধয়িষ্যামি যাস্তে বা যমসাদনম্। ১০১। নির্ধ্বন্দ্বো
নির্ভয়ে ভূত্বা নিরাহারো হর্হর্নিশম্। সর্বো

পাণিনা সূত্র্যং নিশ্চয়োক্রমহং পুনঃ। ১০২। তস্মা-
দুৎপাদয়িষ্যামি মহাকৃত্যামিতি স্থিতঃ। সংবৎসরে
তস্মৈ গতে উরুগাত্রাধিনিঃসৃত্য। ১০৩। বড়বা
গুরুভারার্হা বাড়বেনাধিতা তদা। উরোনির্গত্যা
সাতস্ম্যং সূর্যবে সূর্যমহাবলম্। ১০৪। বড়বা
ষোদয়াগর্ভং জালামালাসমাকুলম্। বিমূঢ় তমুশে-
স্তস্মৈ পুরো গর্ভং সমুজ্জ্বলম্। ১০৫। পুনর্গতা
কাপি তদান জ্ঞাতা মুনিরা হি সা। বড়বানলো
নরস্তস্তাঃ স গর্ভো নিঃসৃতস্তদা। ১০৬। কল্লাস্ত
ইব ভূতানাং কালাগ্নিরিব বর্ষসা। বিদ্যাৎপুঞ্জ-
প্রতীকাশং তং দৃষ্টা পুরতঃ স্থিতম্। ১০৭। স
চাপি শ্মিতোহত্যস্তঃ কিমেতদिति চিস্তয়ন্।
ততস্তে পুরঃস্থেন বাড়বেন চ বহিনা। ১০৮।
অবিঃ প্রোক্তঃ পিঙ্গলাদঃ সাধিতোহহং স্বয়া বলাৎ।
ইদানীং তে ময়া কার্যং কর্তব্যং যৎ সমাহিতম্।
১০। রিষ্যামিহ তৎসর্বমসাধ্যমপি সাধ্যতাম্।
ষোকং নিশ্চয়া জনিতো যেন সংবৎসরাদহম্।
তাতোক্রুণা বিহীনোহপি করিষ্যে স্বৎসমাহিতম্।
১১০। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মৈ মুনিঃ কোপসমধিতঃ।

তাগাদিগকে বিনাশ করিতে ক্ষান্ত হইব না। বালক
পিঙ্গলাদকে এতাদৃশ ক্রুদ্ধ জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মার
শরণ লইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে শরণা-
গত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করি-
লেন। ঐ সময় জনাৰ্দ্দিন গিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত
হইলেন। তিনি বলিলেন,—আমি আপনাদের
রক্ষার উপায় স্থির করিয়াছি। সেই উপায় দ্বারা
সংহার-সাধিনী কৃত্যাকে আমি বিমোহিত করিব।
দেবদেব বলিলেন,—পিঙ্গলাদ মাতৃমুখে উক্ত
প্রকার পিতৃনিধন-বার্তা অবগত হইয়া পিতৃবৈর
স্বরূপ করত সুরগণকে নিহত করিবার জন্ত তপ-
স্বার্থ হিমাচলে প্রবেশ করিল। হিমাচল জনগণের
স্বর্গ সোপানসদৃশ; স্থলৌভূত অন্ধরের জায় এবং
শেষকণা-প্রতীকাশ। ক্রুদ্ধ পিঙ্গলাদ অচলবরে
উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শিবাযতনে অচল অটল
ভাবে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, যাহার
আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, আমি অতিচার
দ্বারা কৃত্য-শত্রু উৎপাদন করত সেই পিতৃবৈরী
অমরগণের নিধন সাধন করিব। তিনি আরও
চিন্তা করিলেন যে, এই স্থানে থাকিয়াই আমাকে
কৃত্য-সাধন করিতে হইবে। আমি হয়—
কৃত্য সিদ্ধ করিব, নতুবা যমসদনে যাইব।

এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বালক একাকী নির্ভীক-
চিত্তে নিরাহারে দিবারাত্র সব্য পানি দ্বারা সব্য
উরু মন্থন করিতে লাগিল। সংবৎসর যাবৎ
এইরূপ করিলে আমি তখন তাহার উরুস্থিত হইয়া
মহাকৃত্য উৎপাদন করিলাম। তখন তাহার
উরু হইতে গুরুভারাক্রান্ত বাড়বসমধিতা বড়বা
নিঃসৃত হইল। নির্গত হইয়াই সে জালামালা-
সমাকুল মহাবল এক গর্ভ প্রসব করিল। প্রস-
বান্তে সে কোথায় চলিয়া গেল, পিঙ্গলাদ তাহা
জানিতে পারিল না। বড়বা নররূপী বাড়বানল
প্রসব করিয়াছিল। ঐ বড়বানল মানবগণের
কল্লাস্তস্মৈ, তেজে কালাগ্নিতুল্য এবং বিদ্যাৎ-
পুঞ্জপ্রতীকাশ। পিঙ্গলাদও তাহাকে দর্শন করিয়া
বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় নররূপী
বাড়বায়ি পিঙ্গলাদকে বলিল,—হে স্বধে! আপনি
আমায় সাধন করিয়াছেন, ইদানীং আপনার ঈর্ষিত
কর্মেয় অল্পতান করা আমার কর্তব্য। আমি
আপনার অসাধ্য কর্মও সাধন করিব। যেহেতু
সংবৎসর কাল যাবৎ স্তব উরু মন্থন করিয়া আপনি
আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। আমি উরুবিহীন
হইলেও আপনার সমাহিত পুরণ করিব। ১০৭-১০০।
তাহার এবর্ষিৎ উৎসাহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া

প্রোবাচ বিবুধান সর্বান মদন্তান ভক্ষয় স্বয়ম্ ॥ ১১১ ॥
 পিতৃর্ধ্বাৎ ক্রোধকৃতাবধানং মহা সুরা রেজমতী ব
 ঘোরম্ । সমেতা সর্ষে পুরুষঃ পুরাণং সমাশ্রিতান্তে
 সহসা সভর্ধ্যাঃ ॥ ১১২ ॥ স তান সমাশ্রাস্ত সুরান
 বরিষ্ঠং কোপানলং তন্ন যযৌ প্রহৃষ্টঃ । দৃষ্ট্বা চ তং
 বৈ রবিপুঞ্জকাশমুবাচ বিষ্ণুর্জচনঃ বসিষ্ঠম্ ॥ ১১৩ ॥
 অহং সুরেশান তবৈব পার্থঃ বিসর্জিতো জাত-
 ভয়েচ্চ দেবৈঃ । মন্তঃ শৃণু স্বং বচনং হি পথ্যং যচ্চা-
 মরণাং ভবতোহপি পথ্যম্ ॥ ১১৪ ॥ জাতং
 বলং তে বিবুধৈরচিন্ত্যং বিনাশনকাম্ববতাং
 হবশ্চম্ । এবং স্থিতে কুরুবাক্যং সুরাণামৈকৈক-
 মন্ধি প্রতিবাসয়ং স্বম্ ॥ ১১৫ ॥ মুখানান্যৈকটিয়-
 জিংশং সুরাণাং বলশালিনাম্ । কথং তে ভক্ষণং
 তেষাং যুগপদ্বং করিয়াসি ॥ ১১৬ ॥ তস্মাদে-
 কৈকশস্তেষাং কর্তব্যং ভক্ষণং ত্বয়া । নৈকেন
 ভবতা শক্যা বিধাতুং ভক্ষণক্রিয়া ॥ ১১৭ ॥ তথা চ
 পাঠুরোগিগ্ধং হতভূকপ্রাপ্তবান পুং । অতি-
 ভক্ষণং ন যুক্তং তস্মাৎ কুরু যতিং যম ॥ ১১৮ ॥
 তথা চ যুগপন্তেষু ভক্তিতেষু পুনস্বয়া । প্রত্যহং

মুনি পিঙ্গলাদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—তুমি শীঘ্র
 দেবতাগণকে ভক্ষণ কর । দেবতাগণ পিতৃবৈর
 নির্যাতনপরায়ণ মূনির ক্রোধের বিষয় জানিতে
 পারিয়া বিষ্ণুর নিকট সহর আগমন করিলেন ।
 দেবগণ সপত্নীক আগমন করিয়া ঐ পুরাণ পুরুষের
 আশ্রয় লইলেন । বিষ্ণু দেবতাগণকে আশ্বাস দিয়া
 সেই রবিপুঞ্জ প্রতীকাশ স্বয়ং কোপানল দর্শনে
 বলিলেন,—দেবতাগণ সভয়ে আমাকে আপনার
 নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । অধুনা আপনি
 আমার নিকট দেবগণের ও আপনার হিতবাক্য
 শ্রবণ করুন । দেবগণ আপনার অভাবনীয় বল-
 বীর্ধ্য অবগত আছেন । আপনার প্রভাবে
 তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী ; অতএব আপনি এক
 কার্য্য করুন, আপনি প্রতিদিন এক একটা দেবতা
 ভক্ষণ করুন । ত্রিংশৎকোটি দেবতা আছে,
 কিরূপে আপনি যুগপৎ তাহা ভক্ষণ করিবেন ।
 অতএব এক একটা ভক্ষণ করাই আপনার জ্ঞেয়ঃ ।
 আর আপনি একাকী ভক্ষণ করিতেও সমর্থ হই-
 বেন না । অতিভোজন করিয়া পূর্বে অগ্নির
 পাঠুরোগ জন্মিয়াছিল । অতি ভোজন কর্তব্য
 নহে ; অতএব আমি যাহা বলিলাম তাহা করুন ।
 একেবারে সমস্ত দেবগণকে ভোজন করিলে প্রতি-

ভক্ষণোপায়শ্চিন্তিতব্যো বুভুক্ষয়া ॥ ১১৯ ॥ সফলৈব
 প্রতিজ্ঞা তে নানুতং মুনিভাষিতম্ । এবং কৃতেহপি
 তে সর্ষং ভবিষ্যতি সমীহিতম্ ॥ ১২০ ॥ তৎকরিষ্যা-
 মাহং সর্ষমাহবং স জনাঙ্গিন । একৈকশঃ স বিবু-
 ধান ভক্ষয়িষ্যতি বাভবঃ ॥ ১২১ ॥ ততঃ সুরাঃ
 সুরেশানং তং বিষ্ণুমমিতৌঙ্গসম্ । প্রণম্যাহর্য্যখা-
 যুক্তং শোভনং ভবতা কৃতম্ ॥ ১২২ ॥ ভূয়োহদ্য
 পুনরেষান্ত দোষস্তোপশমক্রিয়াম্ । কর্তুং ত্বমেব
 শক্তোহসি নাস্তস্মাতা দিবৌকসাম্ ॥ ১২৩ ॥ ততঃ
 পীতাহরধরঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ । যুগ্মদন্তঃ হরিষ্যামি
 তান সুরানাহ মাধবঃ ॥ ১২৪ ॥ ঋতৈহতদ্বিধাঃ সর্ষে
 হর্ষেণোৎফুরলোচনাঃ ॥ ১২৫ ॥ ততস্তান বিবুধান
 দৃষ্ট্বা প্রোবাচ স ত বাভবঃ । কিমিদানীং ময়া কার্য্যং
 ভবতাং কথাতাং হি তৎ ॥ ১২৬ ॥ অত্রান্তরে বিধ-
 তহুর্ম্মহোজা বিমোহয়ন্তঃ জলনং স্ববুদ্ধা । প্রোবাচ
 পুংসি বিহিতা যদাপস্তা ভক্ষয়স্বেতি মহানুভাবঃ ।
 এতদ্ব্যবসিতং বিবোধঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ।
 সোহতিচারভগ্যানুক্তো জ্ঞানং মুক্তিমাধুয়াৎ ॥ ১২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বড়বানলবক্ণবৃত্তান্তবর্ণনং নাম
 ছাঞ্জিশৌহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

দিন আপনাকে বুভুক্ষায় ভোজনোপায় চিন্তা করিতে
 হইবে, কিন্তু প্রতিদিন এক একটা ভোজন
 করলে আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণও হইবে, আর
 মুনিবাক্যও সত্য হইবে । আমি ইহার ব্যবস্থা
 দিব । এই বলিয়া জনাঙ্গিন বলিলেন—এই
 বাভব এক এক দেবকে ভক্ষণ করিবে ।
 বিষ্ণুর এই সুবন্দোবস্ত দেখিয়া দেবগণ তাঁহাকে
 প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—আপনি অতি উত্তম
 ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । হে প্রভো ! যাহাতে
 আমাদের এ বিপদ একেবারে অন্তহিত হয়,
 আপনাকে তদ্ব্যয়ে চেষ্টা করিতে হইবে, দেব
 গণের মধ্যে আপনিই এ কার্য্যে সমর্থ, আপনি
 ব্যতীত আর কেহ নাই । দেবগণের এই কথা
 শুনিয়া শঙ্খচক্রগদাধর পীতাহর তখন বলিলেন,
 —আমি আপনাদের ভয় হরণ করিব । তাহা
 শুনিয়া দেবগণ হর্ষে উৎফুরলোচন হইলেন ।
 অত্রান্তরে বাভব বিবুধগণকে বলিল,—অদ্য আমি
 কাহাকে ভক্ষণ করিব ? তাহা বলিয়া দেন ।
 তখন ভগবান বিষ্ণু স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বাভবকে
 বিমোহিত করত বলিলেন,—অদ্য জলের পাতা

ত্রয়প্রিংশোধ্যায়ঃ ।

দেবাবাচ । পিতৃর্ধ্বামর্ষস্বজাত মম্বান্য যদযদ্
কৃতং কৰ্ম পুত্রা মহর্ষিণা । দধীচিপুত্রেন সুর-
প্রসাধিনা সৰ্বং কৃতং তচ্চি ময়া সমাধিনা ॥ ১ ॥
পুণঃপুনর্ধৈ বিবৃধৈঃ সমানং যদব্রতমাসীৎ কিমপি
প্রধানম্ । কার্যং হি তৎসৰ্বমব্রতক্ৰমেণ বিজাতু-
মিচ্ছামি কুতুহলেন ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । উক্তো
যদাসৌ বিবৃধৈঃ সমন্তৈরাণাং পুত্রা স্বঃ ভূবি ভক-
য়স্ব । যতোহমরাণাং প্রথমং হি জাতা আপো-
হগ্রজাঃ সৰ্বসুত্রাসুরেভাঃ ॥ ৩ ॥ তেনৈবমব্রত
মহাস্থনা তদা প্রদর্শয়স্ব মম তা যতঃ স্থিতাঃ । পীত্বা
সুরাঃ সৰ্বমহং পুরস্তাৎ কৃতং করিষ্যে সুরভক্ষণং
হি ॥ ৪ ॥ তত্রাপি নেতুং যদি মাং সমর্থো যজ্ঞাস্তে
বারিচয়াঃ সমেতাঃ । অতোহন্তথা নাহমলৌকবাদৌ
প্রাণে প্রয়াতে মূনিবাক্যকানী ॥ ৫ ॥ আহোজ্ঞে

(বার) সূত্রয়াং তাহাকেই ভক্ষণ কর । ভগবান
বিষ্ণুর এই মন্ত্রকোশল যে সমাহিতভাবে শ্রবণ
করে, সে অচিরেই অতিচার-ভয় হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া থাকে ॥ ১০১—১২৮ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়প্রিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে দেব ! পিতৃবধামর্ষে
জাতমম্বা পিঙ্গলাদ পূর্বে যাচা যাচা করিয়াছিলেন,
তৎসমস্ত আমি সমাধিযোগে অবগত আছি ;
কিন্তু অবশেষে সুরগণের সহিত তাঁহার বিরূপ
ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি জানি না, জানিবার
নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, আপনি বিস্তৃত-
রূপে তাহা কীর্তন করুন । ঈশ্বর বলিলেন,—দেব-
গণ যখন বলিলেন যে, জল সুরগণের সৰ্ব প্রথমে
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই আমাদের সকলের
জ্যেষ্ঠ ; সূত্রয়াং আপনি প্রথমতঃ তাহাকেই ভক্ষণ
করুন । দেবগণ এই কথা বলিলে বাড়ব বলিল,—
আপনারা আমাকে দেখাইয়া দেন—তিনি যেখানে
আছেন, তারপর আমি সমস্ত পান করিয়া আপ-
নাদের সমকেই সুরভক্ষণ কর্ম আরম্ভ করিতেছি ।
বার যেখানে বিদ্যমান আছে, আপনারা যদি
আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে পারেন ত উত্তম,
নতুবা আমি মিথ্যা বলিতেছি না, প্রাণ বহির্গত

পুণ্ডরীকাক্ষ ঈর্ষঃ হি বাড়বঃ তদা । স্বাং প্রাপ-
য়িষ্যে যজ্ঞাণাং কেন যানেন বাড়ব ॥ ৬ ॥ বাড়ব
উবাচ । নাহং হৃদ্যদিভির্ধানৈর্গন্তুঃ তজ্জ সমুৎসহে ।
কুমারীকরসম্পর্কমেকং মুক্তা মতঃ হি মে ॥ ৭ ॥
বিষ্ণুরবাচ । এতন্তে সুলভং যানং তাং
কন্ত্যামানয়াম্যহম্ । যা স্বাং নেতুং সমর্থো
জ্ঞাদপাং স্থানঃ সুনশিতম্ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
সুরভীষণপসন্তপ্তা প্রাণুস্তাপদশাকলা । সরস্বতী
যানভূতা তন্ত্ৰ সা বিষ্ণুনা কৃতা ॥ ৯ ॥ ততো-
হববীহিভূগজাং পার্শ্বতঃ সমুপস্থিতাম্ । এনং বহিঃ
মহাভাগে বেগায় মহোদধিম্ । নান্তা শক্তা সমা-
নেতুং ॥ ১০ ॥ বিনা লোকপাবনি ॥ ১০ ॥ গঙ্গোবাচ ।
নান্তি ॥ ভগবৎকির্যোর্যঃ বোচ্চুঃ জগৎপতে ।
রৌদ্ররূপী মহানৈব মহত্যোবানলো ভূশম্ ॥ ১১ ॥
ততস্ত যমুনাং প্রাহ সিদ্ধুঃ তন্ত্ৰা হনস্তরম্ । অস্তা
নদীশ্চ বিবিধাঃ পৃথক্ পৃথক্ভারধাঃ ॥ ১২ ॥
অশক্তান্তাঃ সমানেতুং পৃষ্ঠাশ্চ সুরসন্তমৈঃ । ততঃ
সরস্বতী প্রাহ দেবদেবো জনাৰ্দ্দিনঃ । ত্রমেব ব্রজ
কল্যাণি প্রতীচ্যাং লবণোদধৌ ॥ ১৩ ॥ এবং কতে

হইলেও মূনিবাক্য যথাযথ পালন করিতে উদা-
সীন থাকিব না । বাড়ব ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ
বলিলে পুণ্ডরীকাক্ষ বলিলেন,—আপনাকে কোন
যান দ্বারা সেখানে লইয়া যাইব । বাড়ব বলিলেন,—
আমি অথারোহণে যাইতে উৎসাহ করি না, কুমা-
রীর হস্ত ধারণ করিয়া যাইব । বিষ্ণু বলিলেন,—
কন্তা, আপনার সুলভ যান বটে ; আচ্ছা, যে কন্তা
আপনাকে বহন করিয়া নিশ্চয়ই বারিষ্য নিকট
পৌছাইয়া দিতে পারিবে ; তাদৃশী কন্তাই আনি-
তেছি । ঈশ্বর বলিলেন,—ভগবান বিষ্ণু সুরভীষণ
সন্তপ্তা প্রাক্তন কলভাগিনী সরস্বতীকে বাড়বের
বাহন করিয়া দিলেন । তিনি পার্শ্বস্থিত গঙ্গাদেবী-
কেও বলিলেন,—অগ্নি মহাভাগে ! তুমি এই বহিকে
অতিবেগে মহোদধিতে উপনীত কর, তুমি ব্যতীত
অন্ত কেহই আর একাধো সক্ষম নহে । গঙ্গা
বলিলেন,—হে ভগবন ! অনলকে বহন করিবার
ক্ষমতা আমার নাই, ইনি মহারৌদ্ররূপী, অতিশয়
দাহ করেন । অনন্তর তিনি যমুনা ও অস্তান্ত
নদী সকলকেও পৃথক্ পৃথক্ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,
কিন্তু সকল নদীই তাহাতে অসম্মতি প্রদান করিল ।
তখন তিনি পুনরায় সরস্বতীকে বলিলেন,—অগ্নি
কল্যাণি ! তুমিই পশ্চিমদিকে লবণোদধি অভ্য-

সুখাঃ সৰ্বে ভবিষ্যন্তি ভয়োজনিতাঃ । সন্তথা
বাড়বৈনৈতে দহন্তে যেন তেজসা ॥ ১৪ ॥ তন্মাতাঃ
রক্ষা বিব্রাহেতেন্দ্রমূলভয়াৎ । মাতৈব ভব
নুশোণি সুরাণামভয়প্রদা ॥ ১৫ ॥ এবমুক্তা হি সা
তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । আহ নাহং স্বতজ্জাম্বি
পিতা মে ত্রিযতে চিত্রাৎ ॥ ১৬ ॥ তন্তাতং কারিণী
নিত্যং কুমারী চ ধৃতব্রতা । কালত্রয়েহপ্যস্বতজ্জা
জয়তে বিবৃধৈঃ সুতা ॥ ১৭ ॥ পিত্রাদেশঃ বিনা
নাহং পদমেকমপি কচিৎ । গচ্ছামি তন্মাতাং
কোহপ্যন্ত উপাশ্চিন্ত্যতাং হরে ॥ ১৮ ॥ তৎস্বরূপং
বিদিত্বৈব সমভ্যেত্য পিতামহম্ । তমব্রতীদামু-
দেবো দেবকার্যমিদং কুরু ॥ ১৯ ॥ নাস্তথা ক্রিয়েত
নেতুঃ বাড়বোহগ্নির্বধাবলঃ । অদৃষ্টদোষাং ক্ষেমাং
কুমারী তনয়াং তব ॥ ২০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুনা
প্রোক্তঃ কুমারী তনয়াং তদা । শিরস্তা-
ত্রায় সেনৈমুবাচ প্রপিতামহঃ ॥ ২১ ॥ যাতি দেবি
সুহৃদ সর্দান রক্ষাং ভয়মাগতান । বিনিক্ষিপ
স্বঃ শীঘ্রেন বাড়বং লবণান্তসি । পিতৃকীৰ্ত্তাং হি সা
ক্ষয়া প্রোবাচ ক্ষতিলক্ষণা ॥ ২২ ॥ সরস্বত্যাচ ।

মুখে গমন কর। তোমার এই কর্ণে সুরগণ
নির্ভর্য হইবেন; অস্তথা বাড়ব তাঁহাদিগকে
স্বতেজে দহ করিবেন। অগ্নি সুরাণি! তুমি মাতার
জায় দেবগণকে এই তুল্ল ভয় হৃৎতে রক্ষা
কর। ভগবান প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এই কথা
বলিলে সরস্বতী বলিলেন—হে দেব! আমি
স্বতজ্জা নহি, পিতা আমার চিত্রকাল পোষণ করিতে-
ছেন, আমি তাঁহার আত্মাকারিণী কুমারী নিত্য
ধৃতব্রতা। দেখুন, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—
নারী ত্রিকালই অস্বাধীন থাকে, অতএব আমি
পিত্রাদেশ ব্যতিরেকে এক পদও গমন করিতে
সক্ষম নহি, আপনি অস্ত উপায় অবলম্বন করুন।
সরস্বতীর এই কথা শুনিয়া ভগবান বাসুদেব
পিতামহসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে
পিতামহ! আপনি দেবকার্য্য সিদ্ধ করুন, নির্দোষা
সরস্বতীকে বাড়ববাহনে নিযুক্ত করুন, তদ্ব্যতীত
অস্ত কেহই আর এ কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম
নহে। বাসুদেবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
পিতামহ কুমারী স্বীয়তনয়া সরস্বতীকে আহ্বান
করিয়া মন্তকোজ্ঞাপপূরক বলিলেন,—অগ্নি মাতঃ!
যাও, যাইয়া বাড়বকে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া
ঐদেবগণকে রক্ষা কর। পিতৃবাক্যে সরস্বতী

এযাশ্মি প্রস্থিতা তাত তব বাক্যাদসংশয়ম্ ।
রৌদ্রোহয়ং বাড়বো বহিস্তহুং মে ভক্ষয়িষ্যতি ॥ ২৩ ॥
প্রাপ্তং কলিযুগং রৌদ্রং সাম্প্রতং পৃথিবীতলে ।
লোকঃ পাপসমাচারঃ স্পর্শয়িষ্যতি মাং প্রভো ॥ ২৪ ॥
ততো হংগতরং কিং স্মাদ্যৎপাটৈঃ সহ সঙ্গমঃ ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মোবাচ । যদি পাপজনাকীর্ণং ন বাহুসি ধরা-
তলম্ । পাতালতলসংস্থাং নয় বহিঃ মহোদধৌ ॥
২৬ ॥ যদাতিশ্রমসংযুক্তা বহিনা দহসে তৃণম্ ।
তদা বিভিদ্য বনুধাং প্রত্যক্ষা ভব পুত্রিকে ॥ ২৭ ॥
কুহা বক্তুং বিশালাক্ষি প্রাচী ভব স্তম্ভধামে ।
ততো যান্তস্তি তীর্থানি স্বাঃ শ্রান্তাঃ চারুহাসিনীম্ ॥
২৮ ॥ তানি সর্বাণি চাগত্য সাহায্যং তে বরাননে ।
করিষ্যন্তি ত্রয়সিংশৎকোটো বৈ মম শাসনাৎ ॥
২৯ ॥ গচ্ছ পুত্রি ন সন্তাপস্বয়া কার্ধ্যাঃ কথঞ্চন ।
অরিষ্টং ব্রজ পশ্যনং মা সন্তু পরিপল্লিনঃ ॥ ৩০ ॥
ঈধর উবাচ । এবমুক্তা তদা তেন ব্রহ্মপাথ সর-
স্বতী । ত্যক্তা ভয়ং হৃষ্টমনাঃ প্রয়াতুং সমুপস্থিতা ॥
৩১ ॥ তন্তাঃ প্রয়াণসময়ে শব্দহ্রস্কৃতিনিঃস্বনৈঃ ।
মঙ্গলানাঞ্চ নির্ঘোষৈর্জগদাপুরিতং শুভৈঃ ॥ ৩২ ॥
সিতাধরধরা দেবী সিতচন্দনগুণ্ডিতা । শারদাধুদ-

বলিলেন—হে তাত! এই আমি আপনার বাক্যে
গমন করিতেছি; এই বাড়বাগ্নি রৌদ্রতর, এ
আমার তল্ল ভক্ষণ করিবে। আরও দেখুন ধরা-
তলে সাম্প্রতি কলিযুগ উপস্থিত; লোক সকল পাপ-
ময়; নিশ্চয়ই আমাকে পাপ স্পর্শ করিবে ॥ ২৩—২৪ ॥
পাপসঙ্গম অপেক্ষা আর ঈধজনক কি আছে?
ব্রহ্মা বলিলেন,—অগ্নি পুত্রি! তুমি যদি পাপ-সঙ্কুল
ধরাতল দিয়া গমন করিতে ইচ্ছা না কর, তাহা
হইলে পাতালতল দিয়া মহোদধিতে গমন কর।
যখন তুমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও বহি কর্তৃক দহমান
হইবে, তখন বনুধা ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষা হইবে।
অগ্নি বিশালাক্ষি! তুমি আপনার বদন নির্মাণ
করিয়া প্রাচী হও, পরে যদি তুমি শ্রান্তা
হইয়া পড়, তাহা হইলে আমার শাসনে ত্রয়-
সিংশৎ তীর্থ তোমার সাহায্য করিবে। অগ্নি
পুত্রি! তুমি সন্তাপ করও না, নির্বিলে পথে
গমন কর, কোন অনিষ্ট তোমার হইবে না।
ঈধর বলিলেন,—সরস্বতী ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া হৃষ্টাভঃকরণে গমন করিলেন।
তাঁহার গমন কালে শব্দ ও হ্রস্কৃতি নাদিত হইতে
লাগিল। মঙ্গল-গিনাদে দিব সকল পরিপূর্ণ হইল।

সজ্জাশা তারহারবিভূষিতা । ৩৩ । সম্পূর্ণক্ষেত্রবদনা
পদ্মপত্রায়তেক্ষণা । কীর্ত্তিধা মহেন্দ্র পুরষন্তী
দিশো দশ । ৩৪ । স্বতেজসা দ্যোতয়ন্তী সর্ব-
মাতাসয়জগৎ । অমৃতজন্তী গঙ্গা বৈ তয়োক্তা
বরবর্ণিনি । ৩৫ । দ্রক্ষ্যামি স্বাং পুনরহং কুজ বৈ
বসন্তীং সখি । এবমুক্তা তয়া গঙ্গা প্রোবাচ স্নিগ্ধা
গিরা । ৩৬ । যদৈব বীকসে প্রাচীদিশি প্রাপ্যসি
মাং তদা । সূরৈঃ পরিবৃত্তা সর্কেষুত্ৰাহঃ তব
সুভ্রতে । ৩৭ । দর্শনং সম্প্রদাত্তামি তাজ শোকং
ভুগিস্মিতে । তামাপৃচ্ছ্য ততো গঙ্গাং পুনর্দর্শন-
মন্ত তে । ৩৮ । গচ্ছ স্বমালয়ং ভজে স্মর্তব্যাহং
স্বয়ানঘে । যমুনাপি তথা চৈব গায়ত্ৰী স্তমনোরমা ।
৩৯ । সাবিত্রীসহিতাঃ সর্বাঃ সখাঃ সম্প্রসিতাস্তদা ।
ততো বিম্বজ্য তাং দেবী নদী ভূষা সরস্বতী । ৪০ ।
হিমবন্তং গিরিং প্রাপ্য প্রকাত্ত্বয়ং বিনির্গতা অবতীর্ণা
ধরাপৃষ্ঠে মৎস্রকচ্ছপসংকুলা । ৪১ । গ্রাহভিগুম-
সম্পূর্ণা তিমিনক্রগণৈর্যুতা । হসন্তী চ মহাদেবী
কেনোধৈঃ সর্বতো দিশম্ । ৪২ । পুণ তৌয়বহা

দেবী স্তম্বমুখা বিজাতিভিঃ । বাড়বং বহিমাণায়
হয়বেগেন নিঃসৃত্য । ৪৩ । ভিষ্মা বেগাক্রুরপৃষ্ঠং
প্রবিষ্টাথ মহীতলম্ । যদা যদাতবচ্ছান্তা দ্বহতে
বাড়বাগ্নিনা । তদাতদা মর্ত্যালোকে যাতি প্রত্য-
ক্ষতাং নদী । ৪৪ । ততস্ত জায়তে প্রাচী সন্তপ্তা
বাড়বেন তু । ততো বৈ যানি তীর্থানি কীর্ত্তি-
তানি পুরাতনৈঃ । ৪৫ । দিব্যান্তরিকভৌমানি
সারিধ্যং যান্তি ভামিনি । ততশ্চাধাসিতা তৈঃ সা
সরস্বতী পুনর্নদী । পাতালতলমাসাদ্য জগাম
মকরালয়ম্ । ৪৬ । খদিরামোদমাসাদ্য তত্র সা
বীক্য সাগরম্ । গন্ত প্রবৃত্তা তং বহিমাণায় সুর-
সুন্দরি । ৪৭ । নিরুত্ভারমাত্মনাং দেবাদেশাদ্
বিচিন্ত্য সা প্রকৃষ্টা স্তমনাস্তম্যং প্রবৃত্তা দক্ষিণামুখী ।
৪৮ । এতস্মিন্নেব কালে তু স্বযো বেদপারগাঃ ।
চত্বারশ্চ মহাদেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমাহ্বিতাঃ । ৪৯ ।
হরিণশ্চাথ বজ্রশ্চ স্তম্বুঃ কশিল এব চ । তপ-
স্তপ্যাস্ত তত্রহাঃ স্বাধ্যায়াসক্তমানসাঃ । ৫০ । পৃথক্
পৃথক্ সমাহুতাঃ স্নানার্থং তৈঃ সরস্বতী । সাগরঃ

দেবী সরস্বতী তখন সিতাধর ধারণ করিলেন ;
সিত চন্দন ঠাঁহার সর্বাঙ্গে লেপিত হইল ; তিনি
শারদাবৃন্দসজ্জাশা ও তারহার-পরিশোভিতা হই-
লেন ; ঠাঁহার আনন পূর্ণচন্দ্রে স্বায় মনোভিরাম
ও নয়যুগল পদ্মপত্রের স্বায় আয়ত হইল । তিনি
দেবেশ্বকীর্ত্তির স্বায়ই যেন স্বতেজে দশদিক পূরণ
করিয়া জগৎ উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন । এই
সময় গঙ্গা ঠাঁহার অঙ্গগমন করিলেন । সরস্বতী
গঙ্গাকে বলিলেন,—অয়ি বরবর্ণিনি ! আমি আগর
কোথায় তোমার দর্শন করিব ? গঙ্গা বলিলেন,—
তুমি যখন প্রাচীদিকে দৃষ্টিনিষ্কেপ করিবে, তখন
আমাকে দেখিতে পাইবে, আমি সুরগণ-পরিবৃত্তা
হইয়া তোমায় দর্শন দান করিব । অধুনা শোক
পরিভ্যাগ কর । গঙ্গাদেবী এই কথা বলিলে দেবী
সরস্বতী ঠাঁহার পুনর্দর্শন লাভের নিমিত্ত ঠাঁহাকে
অঙ্গরোধ করিয়া বলিলেন,—অয়ি ভদ্রে ! এখন
তুমি যাও, দেখ, যেন মনে রেখো । এই রূপে
দেবী সাবিত্রী যমুনা, গায়ত্ৰী ও সাবিত্রী প্রভৃতি
সহচরীগণকে বিদায় দিয়া নদী হইয়া হিমা লে
উপস্থিত হইলেন । অনন্তর তত্রত্য প্রক হইতে
নির্গত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন । ধরায়
আগমন করিয়া তিনি মৎস্র-কচ্ছপ-সঙ্কুল-গ্রাহ-
ভিষ্টিম-পূর্ণা ও তিমিনক্রময়ী হইলেন । কেনচ্ছলে

তিনি যেন সর্ষদা হস্ত করিতে লাগিলেন ।
বিজাতিগণ ঠাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।
তিনি বাড়বাগ্নি লইয়া হয়-বেগে নিঃসৃত হইলেন ।
তিনি বেগে ধরাপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া মহীতলে প্রবেশ
করিতে লাগিলেন । যখন যখন তিনি বাড়বাগ্নি-
তাপে তপ্ত ও শ্রান্ত হইতেছিলেন, তখন তখনই
তিনি মর্ত্যালোকে প্রকাশিত হইতে থাকিলেন ।
এইরূপে দেবী সরস্বতী বাড়বাগ্নি-তাপিত হইয়া-
ছিলেন । পুরাতন পণ্ডিতগণ যে সকল দিব্য,
আন্তরিক ও ভৌম তীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎ-
সমুদয় তীর্থ দেবী সরস্বতীর সারিহিত হইতে
লাগিল । তীর্থগণ কর্তৃক অধাসিত হইয়া দেবী
পাতালতলে উপস্থিত হইয়া মকরালয়ে গমন করি-
লেন । মদিরামোদিনী দেবী তথায় সাগরকে
দর্শন করিয়া বহুকে লইয়া তথায় গমন করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি আপনাকে দেবাদেশে
ভারাক্রান্ত মনে করিয়া দ্রষ্টাস্তঃকরণে দক্ষিণাভিমুখে
গমন করিতে লাগিলেন । যাইতে যাইতে দেখি-
লেন,—প্রভাসতীর্থ হইতে আগত হরিণ, বজ্র, স্তম্ব
ও কশিল নামক চারিজন ঋষি স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া
ঐ স্থানে তপস্বা করিতেছেন । ২৫—৫০ । ঠাঁহার
সকলেই স্নানার্থ পৃথক পৃথক ভাবে সরস্বতীকে

সমুৎপত্তাঃ সহসা সমুপস্থিতাঃ ॥ ৫১ ॥ ততঃ সা চিন্তয়ামাস কথং মে শ্রুতং ভবেৎ ॥ শাপভীতা চ সা সান্বী পঞ্চশ্রোতাঙ্গভাবৎ ॥ ৫২ ॥ একৈকঃ তোষয়ামাস তমুযিং বরবর্ণিনি ॥ ততোহস্তাঃ পঞ্চ নামানি জ্ঞাতানি পৃথিবীতলে ॥ ৫৩ ॥ হরিশী বজ্রিণী স্কন্ধুঃ কপিলা চ সরস্বতী ॥ পানাবগাহনান্নৃগাং পঞ্চ-শ্রোতাঃ সরস্বতী ॥ ৫৪ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুরুজনাগমঃ ॥ এষাং সংযোগজং চাত্তররাগাং পঞ্চমং হি যৎ ॥ ৫৫ ॥ এতৎ পঞ্চবিধং পুংসাঃ পঞ্চধাবস্থিতা সত্যী ॥ নাশয়েৎ পাতকং ঘোরং সখীভিঃ সহিতা নদী ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মহত্যাং মহা-ঘোরাং প্রতিলোমা সরস্বতী ॥ পানাবগাহনান্নৃগাং নাশয়ত্যাখিলং হি সা ॥ ৫৭ ॥ প্রমাদানুপরাপান-দোষেণোপহতাস্তনাম্ ॥ তদ্ব্যাপোহায় কপিলা দ্বিজানাং বহতে নদী ॥ ৫৮ ॥ উপবাসাজ্জপাক্রোমাং স্নানাং পানাদ্বিজ্ঞানাম্ ॥ সপ্তাহান্নাশয়েৎ পাপং তন্তস্তাবেন চেতসা ॥ ৫৯ ॥ স্বয়ং তেহপি বিশুদ্ধান্তি যথোক্তবিধিকারিণঃ ॥ স্কন্ধুঃ নদীঃ সমা-সাদ্য মহতঃ পাতকাং কৃতাত্ ॥ ৬০ ॥ স্নানোপাসন-পানেন বজ্রিণী গুরুতল্লগম্ ॥ নাশয়ত্যাখিলং পুংসাং

পাপঃ ভূরিভয়ঙ্করম্ ॥ ৬১ ॥ সংযোগজন্ত পাপন্ত হরণাক্ষরিশী স্মৃতা ॥ নদী পুণ্যজলোপেতা সপ্তাহমব-গাহনাৎ ॥ ৬২ ॥ এবমেতানি পাপানি সর্বাণি সুর-সুন্দরি ॥ নদী নাশয়তে তথ্যং পঞ্চশ্রোতা সরস্বতী ॥ ৬৩ ॥ ততোহপশ্রুৎ পুনশ্চাকং সা দেবী পথি সং-স্থিতম্ ॥ পর্ততং সাগরস্তান্তে যোক্তুং মার্গমিব স্থিতম্ ॥ ৬৪ ॥ ব্রহ্মাণুমানদণ্ডোহয়ঃ পুরতো গিরি-সত্তমঃ ॥ ব্রহ্মস্ত্যাঃ সুরকার্ষোণমম বিস্করঃ স্থিতঃ ॥ উচ্চৈস্তরং মহাশৈলমবলোক্য সরস্বতী ॥ অথ বেগেন কন্ধেন গিরিণা বিস্মিতা সত্যী ॥ ৬৫ ॥ এবং সঞ্চিন্তয়েদ্যাবনয়নসা তদ্ব্যাহতম্ ॥ তাবদ্ব্যঙ্গল-শব্দেন প্রতিবুদ্ধঃ কৃতস্মরঃ ॥ ৬৬ ॥ গিরিশৃঙ্গদ্বন্দ্বয়ং দদর্শ পুরুষং চ সা ॥ তামাহ দেবীঃ স নগো যাগৌ নাস্তীহ সুরতে ॥ ৬৭ ॥ অন্তত্ কপি গচ্ছ স্বং যত্র তেহভিমতং শুভে ॥ আতৈবযুক্তে সা দেবী নরং নগশিরঃস্থিতম্ ॥ ৬৮ ॥ দেবাদেশাৎ সমায়াতা ন নিরোধ্যা গিরে স্বয়ং ॥ এবযুক্তে গিরিঃ প্রাহঃ তাং দেবীঃ সূমনোরমাম্ ॥ ৬৯ ॥ পর্ততোহহং স্বয়ং ভজে কিং ন জাতঃ কৃতস্মরঃ ॥ স্বং স্পর্শনাম দোষোহস্তি স্বং যতোহনঘে ॥ ৭০ ॥ অতস্বাং বরয়ে দেবি

অস্বান করিলেন। এদিকে সাগরও সহসা সর-স্বতীর সমুখে উপস্থিত হইলেন। তখন দেবী সরস্বতী স্বীয় মঙ্গল নিমিত্ত ও অভিষাপ-ভয়ে ভীত হইয়া পঞ্চশ্রোতা হইলেন। পঞ্চশ্রোতা হইয়া তিনি এক এক খবিকে তুষ্ট করিলেন। এইজন্ত পৃথিবীতে ইহার পাঁচটা নাম প্রসিদ্ধ আছে। যথা—হরিশী, বজ্রিণী, স্কন্ধু, কপিলা ও সরস্বতী। নর-গণের পানাবগাহনের জন্তই দেবী সরস্বতী পঞ্চ-শ্রোতা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুজনাগমন ও এতদতিরিক্ত নরগণের যে পঞ্চম পাপ, এই পাঁচ প্রকার পাপ তিনি সখীসমভি-ব্যাহারে পঞ্চশ্রোত দ্বারা বিনষ্ট করেন। প্রতি-লোমা সরস্বতী পানাবগাহন দ্বারা নরগণের মহা-ঘোর ব্রহ্মহত্যা বিনাশ করেন। প্রমাদবশত সুরাপানী দ্বিজগণের দোষবিনাশের জন্তই কপিলা সরস্বতী প্রবাহিত। উপবাস, জপ, হোম, স্নান ও পান এই সকল অমুষ্ঠান দ্বারা যথোক্ত বিধিকারী দ্বিজগণ স্বয়ংই পাপ বিনষ্ট করিতে সক্ষম। স্কন্ধু সরস্বতী প্রাপ্ত হইয়া মানবগণ মহৎ পাতক হইতে নিষ্কলিত করেন। স্নান, উপবাস ও পাপ দ্বারা বজ্রিণী সরস্বতী পুরুষগণের গুরু-

তল্লগমন-জনিত ভয়ঙ্কর পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে। সংযোগজ পাপ হরণ করায় সরস্বতীর 'হরিশী' নাম হইয়াছে। এই পুণ্যতোয়া পঞ্চশ্রোতা সরস্বতীজলে সপ্তাহকাল অবগাহন করিলে সর্ব পাপ বিনষ্ট হয়। সরস্বতী স্বীয় গমন-পথে এক মনোহর অল দেখিতে পাইলেন। ঐ অল তাঁহার গমন-পথ রোধ করিবার জন্তই যেন সাগরপ্রান্তে অবস্থান করিতেছে। উহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের মানমণ্ডল। দেবী তদদর্শনে চিন্তিত হইলেন। হায়! আমার সুরকার্ষ্যে বিয় উপস্থিত হইল। ঐ উচ্চ মহাচল কর্তৃক তাঁহার বেগ রুদ্ধ হওয়ায় তিনি বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। এমন সময় তিনি মঙ্গলশব্দ-প্রতিবুদ্ধ, কৃতস্মর, গিরিশৃঙ্গদ্বন্দ্বয় এক পুরুষ মূর্তি দর্শন করিলেন। ঐ পুরুষ বলিল,—অরি সুরতে। এদিকে পথ নাই; তুমি অন্তত্ যথেষ্ট গমন কর। নগনীর্ঘ পুরুষ এই কথা বলিলে দেবী তাহাকে বলিলেন,—আমি দেবগণের আদেশে আসিয়াছি; গিরে! তুমি আমাকে রুদ্ধ করিও না। গিরি বলিল,—অরি ভদ্রে! আমি কৃতস্মর পর্তত, তাহা কি জান না? তোমাকে স্পর্শ করিলে আমায় দোষ স্পর্শ করিবে না; যেহেতু তুমি কুমারী! অতএব তোমাকে আমি

ভাৰ্ঘ্য। যেনে ভব স্তব্ধতে ॥ ৭২ ॥ সরস্বত্যাচ। পিতা
মে ত্রিযুতে যশাস্তেন নাহং স্বয়ম্বরা। তব ভাৰ্ঘ্য।
ভবিষ্যমি মাৰ্গং যচ্চ মমাদুনা ॥ ৭৩ ॥ এবমুক্তো
গিরিঃ প্রাহ অনিচ্ছন্তীং মহাবলাং ॥ উদ্বাহয়িষ্যে
স্বাং ভদ্রে কস্তাভাস্তি তবাধুনা ॥ ৭৪ ॥ সা তং
মনোভবাক্রান্তং মত্বা দিব্যেন চক্ৰম্ ॥ আহ নাস্তি
মম জ্ঞাতা স্বামেব শরণং গতা ॥ ৭৫ ॥ অয়োদ্বাহা
যদ্যবশ্চমহমেবং মহাবল। অমাতাং নোদহ বিভো
অনং কর্তৃক দেহি মে ॥ ৭৬ ॥ তামুবাচ ততঃ শৈলঃ
স্বসম্পদভিমানবান্ ॥ সৌখ্যং পশু স্তব্ধগে ময়ি
সম্পূৰ্ণবৈভবম্ ॥ ৭৭ ॥ দ্বন্দ্বানি যত্র গায়ন্তি কিম্-
রণাং মনোরমম্ ॥ অয়তে চ সুনিন্দানং তন্ত্ৰী-
বাদ্যমখাপরম্ ॥ ৭৮ ॥ তত্র তালান্তমালাপ পিঙ্গলা-
পনসান্তথা। সৰ্দৈব কলপুশ্যাঢ্য দৃশ্যন্তে সুমনো-
রমাঃ ॥ ৭৯ ॥ কুটজৈঃ কোবিদারৈশ্চ কদম্বৈ-
কুরবৈস্তথা। মন্তালিকুলজুষ্টৈশ্চ ভূধরো ভাতি
সৰ্গতঃ ॥ ৮০ ॥ হরাক্ষরাগবদভাতি কচিং কুটজ-
কুট্টাণৈঃ। কচিষ্টু কর্ণকাটৈশ্চ বিকোৰ্ণাসঃসম-

প্রভঃ ॥ ৮১ ॥ তমালদলসঙ্করঃ কচিৎশৈবস্বতয়াভিঃ।
কচিৎকাতুলিগন্ধাকো গণাধ্যক্ষবপুৰ্ণগঃ ॥ ৮২ ॥ চতু-
ধ্বং ইবাভাতি হরিতালবপুঃ কচিং। কচিং সপ্ত-
চ্ছদৈর্কোৰ্ণকোৰ্ণপুবা ভাত্যয়ঃ গিরিঃ ॥ ৮৩ ॥ কচিং
কাত্যায়নৌপ্রথাঃ প্রিয়সুসুমাকুলঃ। কচিং কেশর-
সংযুক্তৈরনলাভো বিভাত্যসৌ ॥ ৮৪ ॥ বৃন্তৈঃ
সপুলকৈঃ স্নিগ্ধৈঃ স্ত্রীণামিব পয়োধরৈঃ। চুপ্রাপ্যৈ-
রঙ্গপুর্ণাণাং কচিদাভাতি বিশ্বকৈঃ ॥ ৮৫ ॥
সিংহৈর্বাভৈশ্চ নগৈর্নাগৈর্করৈঃ স্নানৈঃ স্তথা। কচিং
কচিদসৌ ভাতি পরস্পরমঙ্গুরবৈতৈঃ ॥ ৮৬ ॥ শূলি-
কোত্তরম্বাকাশমিব কুর্শস্তিকৃচ্ছকৈঃ। এবমুক্তে
প্রত্যাবাশারদা তং নগোত্তমম্ ॥ ৮৭ ॥ যদি মাং ত্বং
পরিণয়ে কদম্বৌমৈকি ত্বং তথা। গৃহাণ বাভবং হস্তে
যাবৎ স্নানং কৰেমাহম্ ॥ ৮৮ ॥ এবমুক্তে সজগ্ৰাহ
তং নগেন্দ্রোহপবজ্জিতম্ ॥ কৃতস্মরন্তং সংস্পর্শ্য
ক্ণান্তম্মীমাগতঃ ॥ ৮৯ ॥ ততঃ প্রভৃতি তে তন্ত
পাষণা মুহতাং গতাঃ। গৃহদেবকুলাখ্যায় গৃহন্তে
শিল্পিভিঃ সহ ॥ ৯০ ॥ দক্ষা কৃতস্মরং দেবী পুনরা-

বরণ করি; তুমি আমার ভাৰ্ঘ্য। হও। সরস্বতী
বলিলেন,—পিতা আমায় পালন করিতেছেন,
সুতরাং আমি স্বয়ম্বরা হইতে পারি না। আমি
তোমার ভাৰ্ঘ্য হইব? অধুনা আমায় পথ প্রদান
কর। সরস্বতী এই কথা বলিলে পরন্ত বলিল,—
তুমি সম্মতি প্রদান না করিলেও আমি বলপূর্বক
তোমার উদ্বাহ করিব। এখানে কে তোমাকে
জ্ঞান করিতে আছে? দেবী সরস্বতী তখন দিব্য-
চক্ৰ দ্বারা পরন্তকে মদনোন্মত্ত দেখিয়া বলিলেন,—
না, এখানে আমার কেহ জ্ঞাতা নাই; আমি
তোমারই শরণ লইতেছি। হে মহাবল! যদি
একান্তই আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমাকে
অন করিতে দাও, অন্যত অবস্থায় আমাকে বিবাহ
করিও না। সরস্বতীর কথা শুনিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য-
ভিমानी পরন্ত বলিল,—অয়ি স্তব্ধগে! আমার
সুখদায়ক বিভব অবলোকন কর। দেখ, এখানে
কিন্নরমিথুন মনোহর গান করিতেছে; তন্ত্রীনাট্য
জ্ঞাত হইতেছে; তাল-তমাল, পিঙ্গল, পনস প্রভৃতি
কল-পুশ্যাঢ্য বৃক্ষ সকল কেমন মনোহর
দেখাইতেছে; মন্তালিকুলজুষ্ট কুটজ, কোবিদার,
কদম্ব ও কুরবক প্রভৃতি পাদপরাঞ্জি কেমন
শোভা পাইতেছে। আবার দেখ, কোন স্থান
কুটজকুট্টাণে হরাক্ষরং প্রতিভাত হইতেছে,

কোন স্থান কর্ণকার পুষ্পে বিকুবন্ত্রসমপ্রভ হই-
য়াছে; কোন স্থান তমালদলসঙ্কর হইয়া বৈব-
স্বতী দ্ব্যতি ধারণ করিয়াছে; কোন স্থান ধাতুময়
হওয়ায় গণাধ্যক্ষের স্তায় শোভা পাইতেছে;
কোন স্থান হরিতালময় বলিয়া চতুর্দ্বারের স্তায়
শোভিত হইতেছে; সপ্তচ্ছদ থাকায় কোন স্থান
বিশ্বশরীরের অঙ্গকরণ করিতেছে; কোন স্থান
প্রিয়সুসুমায় আকুল হইয়া কাত্যায়নীর স্তায় শোভা
পাইতেছে; কোন স্থান কেশরযুক্ত হওয়ায় অনলের
স্তায় প্রদীপ্ত রহিয়াছে। কোন স্থান নারীগণের
সুযুত সপুলক অকৃতপুণ্য চুপ্রাপ্য স্নিগ্ধ পয়োধরের
স্তায় বিশ্বকলে স্তম্ভোভিত দৃষ্ট হইতেছে; কোন
স্থানে পরস্পরামুগত সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, নাগ, বরাহ,
ও বানরগণ বিরাজ করিতেছে। কোন কোন
স্থানের তুঙ্গ শৃঙ্গ সকল দেখিলে মনে হইতেছে
যেন শূলিকা দ্বারা আকাশ উত্তির হইতেছে।
পরন্ত এইরূপ নিজ ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিলে সরস্বতী
বলিলেন,—তুমি যদি নিশ্চয়ই একাকিনী আমাকে
কান্দাইয়া বিবাহ করবে, তাহা হইলে এই বাড়বারি
গ্রহণ কর, আমি স্নান করিয়া আসি। এই কথা বলিয়া
মাত্র নগেন্দ্র কৃতস্মর যেরূপ বাড়বারি গ্রহণ করিল,
অমনি তৎসংস্পর্শে তৎস্বপ্নে উপনীত হইল। তদবধি
তাহার পাশাণসকল বৃহতা প্রাপ্ত হইয়া গৃহ-দেব-

দায় বাড়বম্ । সমুদ্র সমীপে সা স্থিতঃ স্তম্ভতনু-
কৃষ্ণ ॥ ১১ ॥ উজ্জ্বলা সা মহাদেবী তমাহ বড়বান-
লম্ । পশু বাড়ব গর্জন্তঃ সাগরঃ পুরতঃ স্থিতম্
১২ ॥ গর্জন্তঃ সোহপ তং দৃষ্ট্বা প্রসন্নমুখঃ বীচিভিঃ
তামাহ কিমিদং ভদ্রে ভীতো মে লবণোদধিঃ
১৩ ॥ প্রহস্তোবাৎ সা বালা কো ন ভীতস্তবানল
ভক্ষ্যন্তে বিহিতো যস্মাস্তব দেবৈর্মহাবল ॥ ১৪
স তস্তান্তর্যঃ ক্ষত্বা সম্প্রদৃষ্টম্ পাবকঃ । দাস্তামি তে
বরং ভদ্রে যথেষ্টং প্রার্থয়স্ব নঃ ॥ ১৫ ॥ তেনৈবমুক্তা স
দেবী বাড়বেনাগ্নিনা তদা । সম্মার কারণাশ্বানঃ
বিস্কুং কমললোচনম্ ॥ ১৬ ॥ দৃষ্টোহসাবানলহংসঃ স-
স্তয়া দেবো জনর্দ্দনঃ । স্মৃতমাত্রঃ সরস্বতীঃ পরজি-
ভুবনেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ মনোদৃষ্ট্য বিলোড়্যাহ সা
তমস্তঃস্বমচ্যুতম্ । বাড়বো যচ্ছতি বরমহং তং
প্রার্থয়ামি কিম্ ॥ ১৮ ॥ ততস্তেন হৃদিস্থেন প্রোক্তা
দেবী সরস্বতী । প্রার্থনীয়ো বরো ভদ্রে ॥ সূচীবক্ত-
ত্বমাদরাৎ ॥ ১৯ ॥ ততস্তভিহিতো দেব্যা যদি মে
স্বং বরপ্রদঃ । ততঃ সূচীমুখো ভূবা স্বং পিবাপো
মহাবল ॥ ১০০ ॥ এবমুক্তেন তন্তেন সূচীবোধসমং

মন্দিরাদি নিষ্কাশনের উপযোগী হইয়াছে । অধুনা
শিল্পীগণ শিল্পের জন্ত ঐ সকল প্রস্তর আহরণ করে ।
দেবী সরস্বতী কৃতস্মরণকে দম্ব করিয়া পুনরায় বাড়বা-
লিকে গ্রহণকরিয়া সমুদ্র সমীপে উপস্থিত হইলেন ।
বাড়বকে বলিলেন,—ঐ দেখ, বাড়ব । সাগর গর্জন
করিতেছেন । বাড়ব তরঙ্গভঙ্গে সাগরকে গর্জন
করিতে দেখিয়া সরস্বতীকে বলিল,—সাগর আমাকে
দেখিয়া ভয় পাইয়াছে । সরস্বতী হাসিয়া বলি-
লেন,—তোমাকে কে না ভয় করে ? দেখ দেব-
গণ ভীত হইয়া তোমার ভক্ষ্য নির্দেশ করিয়াছেন ।
বাড়ব সরস্বতীর বাক্যে অত্যন্ত হত হইয়া বলিল,—
আমি তোমাকে বর দান করিতেছি প্রার্থনা কর ।
বাড়ব বর প্রার্থনা করিতে বলিলে দেবী মনে মনে
কমললোচন কারণাশ্বা বিস্কুকে স্মরণ করিলেন ।
স্মরণ মাত্র তিনি স্বীয় হৃৎপদ্মে জনর্দ্দনকে দেখিতে
পাইলেন । দেবী মনোদৃষ্টি দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর
জগদ্রাধকে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—বাড়ব
আমাকে স্বর দিতে চাহিয়াছে, আমি তাহার নিকট
কি বর প্রার্থনা করিব ? তগবান্ বিস্কু বলিলেন,—
অগ্নি ভদ্রে । তুমি বাড়বের সূচীবক্তৃৎ প্রার্থনা
কর । সরস্বতী তখন বাড়বকে বলিলেন,—যদি
তুমি বর দিবে, তাহা হইলে তুমি সূচীমুখ হইয়া

কৃতম্ । ঘটিকাপুরণঃ যৎসংপূর্ণো তদ্বদনঃ জলম্ ॥
১০১ ॥ এবং স বাড়বো বহিঃ সুরাণাং ভক্ষণোদ্যতঃ ।
বহিতো বিস্কুনা বাতি মেধামাধায় স্বততঃ ॥ ১০২ ॥
সর্গমেতং নয়ঃ পুণ্যঃ বাচ্যমানঃ শৃণোতি যঃ । স
বিস্কুলোকমাসাদ্য তেনৈব সহমোদতে ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীহান্দে সরস্বতীকৃতান্তবড়বানলবধনবর্ণনঃ
নাম ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । সরস্বতী বরং প্রাপ্য বরিষ্ঠং
বড়বানলাৎ । পুনস্তং সাগরে ক্ষেপ্তমুদ্যতা সা
মনস্বিনী ॥ ১ ॥ দেবাদেশাৎ প্রভাসস্ত পুরতঃ
সংস্থিতা তদা । সমুদ্রমাচ্ছ তদা বাড়বার্পকাক্ষিকী ॥
২ ॥ ত্বমাদিঃ সৰ্বদেবানাং স্বং প্রাণঃ প্রাণিনাং
সদা । দেবাদেশাদৃগ্গৃহণ ত্বমাগত্যার্বব বাড়বম্ ॥
৩ ॥ এবং সন্ধিস্ততো দেব্যা যদাসাবস্তসাম্পতিঃ ।
তথা জলাৎ সমুদীর্ঘ্য সমায়াতো মহাহুতিঃ ॥ ৪ ॥
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা দেবী দিব্যাং বিস্কুমিবাপরম্ ।

জল পান কর । এই কথা বলিবামাত্র বাড়ব স্বীয়
বদন সূচীবোধবৎ করিল । তখন ঐ বদন ঘটি
পুরণের স্থায় (ভুক্ ভুক্ করিয়া) জল পান করিতে
লাগিল । সুরভক্ষণোদ্যাত বাড়বাগ্নি বিস্কুচাতুর্য্যে
এইরূপে বহিত হইয়া শিক্ষা লাভ করত স্বক্ষেত্রে
গমন করিল । এই অধ্যায় যে ব্যক্তি শ্রবণ করে,
সে বিস্কুলোক প্রাপ্ত হইয়া বিস্কুর সহিত ক্রীড়া
করিয়া থাকে । ৫১—১০৩ ।

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ।

চতুত্রিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—দেবী সরস্বতী বাড়বাগ্নি হইতে
বর লাভ করিয়াও দেবাদেশে তাহাকে সাগরে
ক্ষেপণ করিতে উদ্যত হইলেন । তিনি সমুদ্রকে
আহ্বান করিয়া বাড়বকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা
করিয়া সাগরকে বলিলেন,—তুমি সৰ্বদেবতার
আদি, এবং তুমিই প্রাণিগণের প্রাণ, তুমি এই
বাড়বকে গ্রহণ করিয়া দেবতাদিগের আদেশ শ্রুতি-
পালন কর । সরস্বতী এই কথা বলিবামাত্র মহাহুতি
সাগর জল হইতে উঠিয়া আসিল । সরস্বতী অপর

জ্যৈষ্ঠঃ কমলপদ্মাকঃ সাগরঃ সুমনোরমম্ ॥ ৫ ॥
 বিচিত্রমালাভরণং চিত্রবজ্রলেখপনম্ । আপগাভিঃ
 সন্নপাভিঃ জীৱপাভিঃ সমাবৃতম্ ॥ ৬ ॥ এবংবধং
 সমালোক্য সা দেবী ব্রজঃ সূতা । সরস্বতী জল-
 নিধন্বাচেনঃ শুচিস্মিতা ॥ ৭ ॥ ত্মগ্রজঃ সর্ব-
 ভবোক্তবানঃ স্বঃ জীবিতং জন্মবত্যাং নরাণাম্ ।
 তন্মাং সুরাণাং কুরু কার্যমিষ্টং বহিঃ গৃহাণ
 জমিহোপনীতম্ ॥ ৮ ॥ অত্রাস্তরে সোহপি বিমুক্ত সর্ব-
 কার্যং স্ববুদ্ধ্যা কিমিহোপনয়ম্ । কৃত্বানলস্ত গ্রহণঃ
 ময়েদং কার্যং সুরাণাং বিহিতং ভবেচ্চ ॥ ৯ ॥ এবং
 চিন্তয়তস্তত্ত্ব গ্রহণঃ কুচিতং ততঃ । বাড়বায়েঃ সমু-
 দ্রস্ত সুরপীড়াকৃতে যদা ॥ ১০ ॥ তদা তেন পুরঃ-
 ছেন দেবী সান্তিহিতা ভূম্ । বাড়বং সম্প্রযচ্ছেনং
 সুরশক্তং সরস্বতী ॥ ১১ ॥ ততস্তথা প্রণম্যশু
 পিতামহপুত্রঃসরান্ । চারণাংস্কারচিত্রাক্ষ্য । সর-
 স্বত্যা দিবি স্থিতান্ ॥ ১২ ॥ পুনশ্চ করসংস্হোহসৌ
 বাড়বোহভিহিতস্তথা । ত্মপো ভক্ষয়স্বতি সুরৈ-
 র্কক্ ইমা ইতি ॥ ১৩ ॥ এবমুক্তা সমুদ্রস্ত তদা
 দেব্যা সমর্পিতঃ । বাড়বোহস্মিঃ সরস্বত্যা সুরা
 দেশান্নহাবলঃ ॥ ১৪ ॥ তং সমর্প্য ততস্তস্মিন্দৌ
 কৃত্বা সরস্বতী । প্রবিষ্টা সাগরং দেবী নারদেশ্বর

মার্গতঃ ॥ ১৫ ॥ দৈত্যস্বদনসান্নিধ্যে দৃষ্টার্থ্যং
 লবণান্তসি । অর্ঘ্যেশ্বরং প্রতিষ্ঠাপ্য দৈত্যস্বদন-
 পশ্চিমে ॥ ১৬ ॥ ততোহন্ধিং সম্প্রবিষ্টা সা পঞ্চ-
 শ্রোতা মহানদী । স্বরূপেণৈব সা পুণ্য পুনঃ পুণ্য-
 তমাতবৎ ॥ ১৭ ॥ প্রভাসক্ষেত্রসম্পর্কং সমুদ্রস্ত চ
 সঙ্গমাৎ । সাগরোহপি সমাসাদ্য সরস্বত্যাং বাড়-
 বম্ । নির্জনো বা ধনং প্রাপ্যচিন্তয়ৎ ক কিণা-
 ম্যহম্ ॥ ১৮ ॥ স তেনৈব করহেন দৌপ্যমানেন
 সাগরঃ । বহিনা শিখরহেন ভাতি মেকসিবা-
 পরঃ ॥ ১৯ ॥ তং তথাবিধমালোক্য তত্র যে জল-
 চারিণঃ । যাদোগণান্তে মুমূর্ছদীহভীতা মহানম্ ।
 তং ত্রৈলোক্যৈঃ শব্দমায়াতো দৈত্যস্বদনঃ । আহ
 যাদোগাণান্ সর্বান মা তৈষ্ট সুমহাবলঃ ॥ ২১ ॥
 যস্মাদিনেন প্রথমা আপো ভক্ষ্যা ন তত্রগাঃ ।
 প্রাণিনস্তত্র ভেতব্যঃ ভবন্তি মমাক্ষয়া ॥ ২২ ॥
 এবমুত্তীর্ণ কৃষ্ণেন তুষ্ণীভূতা জলচরঃ ॥ ২৩ ॥
 তুষ্ণীভূতেষু সর্পেষু জলজেষু জলেশ্বরম্ । গ্রাহ-
 চাতঃ প্রাক্ষিপ ত্মপাং মধ্যে তু বাড়বম্ ॥ ২৪ ॥
 অগাধেহস্তসি তেনাসৌ নিক্ষিপ্তো বাড়বানলঃ ।

বিষ্ণুর ভ্রাতৃ সাগরের দিব্য রূপ দেখিয়া বিস্মিত হই-
 লেন । তিনি দেখলেন,—সাগর জ্যৈষ্ঠবর্ণ, কমল-
 পদ্মাক, মনোভিরাম, বিচিত্র মালাভরণ ও বিচিত্র
 বজ্রলেখপনধারী, ও সমানরূপা জীৱপ আপগাগণে
 পরিবৃত । এবাধ্ব সাগরকে দর্শন করিয়া দেবী
 সরস্বতী বলিলেন,—তুমি সর্বভবোত্তর পদার্থের
 অগ্রজ, এবং তুমিই জগী নরগণের জীবন, তুমি
 এই অনলকে গ্রহণ করিয়া সুরগণের অতীষ্ট সিদ্ধ
 কর । অতঃপর সাগর উপস্থিত কার্য্যবিষয়ক কঞ্চিং
 চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, অনলকে গ্রহণ
 করিলে আমার সুরকার্য্য করা হইবে । সুরপীড়া
 নিবারণের জন্ত সাগর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সর-
 স্বতীকে বলিল,—সুরশক্ত বাড়বকে তুমি আমায়
 প্রদান কর । সাগর এইকথা বলিলে দেবী সর-
 স্বতী তখন সদয় পিতামহপুত্রঃসর দিবিস্থিত দেব
 ও চারণগণকে প্রণাম করিয়া স্বীয় হস্তস্থিত বাড়বকে
 বলিলেন,—তুমি সুরবাক্যানুসারে জলপান কর,
 এই জল । এই বলিয়া দেবী সরস্বতী সমুদ্রহস্তে
 বাড়বকে অর্পণ করিলেন । তাঁহাকে অর্পণ করিয়া
 তিনি নদী হইয়া নারদেশ্বর মার্গে সাগরে প্রবিষ্ট হই-

লেন । তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া দৈত্যস্বদন সান্নি-
 ধানে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চিমে অর্ঘ্যে-
 শ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন । দেবী সরস্বতী
 পঞ্চাধিভক্ত হইয়া সাগরে প্রবেশ করত স্বভাবতঃ
 পবিত্র থাকিয়াও প্রভাস ও সাগর সম্পর্কে আরুণ
 পবিত্র হইলেন । সাগরও নিধনের ধনপ্রাপ্তির ভ্রাতৃ
 সরস্বতীর নিকট হইতে বাড়বকে লাভ করিয়া কোন্
 খানে তাহাকে রাখিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন ।
 বাড়ব সাগরের হস্তে ও মস্তকে রক্ষিত হইলে
 দ্বিতীয় মেরুর ভ্রাতৃ শোভা ধারণ করিল । সমুদ্রকে
 তথাবিধ দর্শন করিয়া গ্রাহনক্রোদি ও অন্তস্ত জলচর-
 গণ ভীত হইয়া চাৎকার করিতে লাগিল । চাৎ-
 কার শুনিয়া দৈত্যস্বদন আসিলেন । তিনি আসিয়া
 বলিলেন,—যাদোগণ ! তোমরা ভীত হইও না,
 বাড়ব জল পান করিতেছেন, তোমরা ঐ স্থানে
 যাইও না, আমি তোমাদিগকে অভয় দিতেছি,
 তোমাদের কোন ভয় নাই । ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা
 বলিলে গ্রাহাদি জলচরগণ তুষ্ণীভূতবে অবস্থান
 করিল । ১—২৩ । তখন অচ্যুত জলেশ্বরকে বসি-
 লেন,—তুমি বাড়বকে জলমধ্যে নিক্ষেপ কর ।
 সমুদ্র তাহাকে অগাধজলে নিক্ষেপ করিল ।

বরুণেন পিবয়ান্তে তজ্জলঃ স্তমহাবলঃ । ২৫ ।
 তন্তোঙ্কাসানিলোকুতং তন্তোয়ঃ সাগরীর্ঘহিঃ ।
 নির্মধ্যাদেব যুবতিরিত্যেতচ্চ ধাবতি । ২৬ । অথ
 কালে গতে দেবি ত্বয়া তাসু শনৈঃ শনৈঃ । বিদিত্বা
 কীর্যমাণাত্মা অপো জলনিবিন্ধতঃ । ২৭ । আতৈবং
 পুণ্ডরীকাক্ষমণঃ কুরু স্তমক্যঃ । অস্তথা সর্গ-
 নাশেন জলানাং মাথিহাগ্রতঃ । তক্ষয়িত্যাসৌ বহি-
 র্ভাবো হি জনাধিন । ২৮ । এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তত
 সমুদ্রস্ত তু ভীষণম্ । কৃতং তদক্ষয়ং ভোয়মাশ্বনো
 তয়নাশনম্ । ২৯ । জাহা সুরাঃ সর্বমিদং বিচে-
 ষ্টিতং কৃত্যানলস্তাত্ত নিবন্ধনং তথা । প্রলোভনং
 ভোয়পুরঃসরা ঘিষঃ পুপুজিরে কেশবমজ্রচরগম্ ।
 এবং সরস্বতী প্রাপ্তা প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ । ব্রহ্ম-
 লোকায়তাদেবি সর্বপাপপ্রণাশিনী । ৩০ । সোমে-
 শাক্ষিক্ষণায়ৈ সাগরস্ত সমীপতঃ । সংস্থিতা তু
 মহাদেবী বাডবানলধারিণী । ৩১ । স্নাত্বা যতীর্থে
 পূর্য্যং তাং পূজয়েদ্বিধিনা নরঃ । দম্পত্যোভোজনং
 তত্র পরিধানং সকঙ্কম্ । ৩২ । দত্ত্বা ততো মহা-
 দেবং পূজয়েচ্চ কপাধিনম্ । ইতি বৃত্তং পুরা দেবী
 চাক্ষুষস্তান্তরেহভবৎ । ৩৩ । দধীচ্যষয়জাতস্ত বাড-
 বস্ত মহান্বনঃ । অশ্বিনং পুনর্ভগাদেবি প্রাপ্তে
 বৈবস্বতেহস্তরে । ঔর্য্য ভার্গবে বংশে সমুৎপন্নো

মহাধিজঃ । ৩৫ ॥ সন্ধিগোহসৌ সরস্বত্যা দেবমাত্রা
 মহাপ্রভঃ । তাবৎ স্বাস্ততাপাং গর্ভে যাবদ্বসন্তরা-
 বধিঃ । ৩৬ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি সরস্বত্যাঃ
 সমুদ্রবম্ । ঋতং পাপহরং নৃণাং কৌর্ভিদং পুণ্য-
 বর্ধনম্ । ৩৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সরস্বত্যা বতীরমহিমবর্ণনং নাম
 চতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । ভগবন ভার্গবে বংশে যশোর্য্যঃ
 কথিতস্তয়া । বৈবস্বতেহস্তরে চান্ধিঃস্ততোৎপত্তিঃ
 বদ প্রভো । ১ । ঈশ্বর উবাচ । ব্রাহ্মণা নিহতা
 যে তু ক্ষত্রিয়েধিতকরণাং । ক্ষয়ং নীতাস্ত তে
 সর্বে সপুত্রাস্ত সগর্ভতঃ । ২ । ত্রিমাণেষু সর্বেষু
 একা স্ত্রী সমতিষ্ঠত । তস্মা তু রক্ষিতো গর্ভ উর্য্যো-
 দেশে নিধায় চ । ৩ । অস্তাসাং চৈব নারীণাং
 সর্ষাসামপি ভামিনি । গর্ভা নিপাতিতাস্তৈশ্চ
 দ্রব্যার্থং ক্ষত্রিয়াধমৈঃ । ৪ । কালাস্তরে ততো-
 ভিষ্মপুরুদেশং মহাপ্রভঃ । নির্গতোত্তস্তিতশিরা

বৈবস্বত মন্বন্তরে মহাধিজ ঔর্য্য ভার্গববংশে
 উৎপন্ন হন । দেবমাতা দেবী সরস্বতী ইহাকে
 জলমধ্যে নিক্ষেপ করেন । ঔর্য্য যাবদ্বসন্তর জল-
 মধ্যেই থাকেন । দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
 সরস্বতীর উদ্ভববৃত্তান্ত কহিলাম, ইহা ঋত হইলে
 পাপহর, কৌর্ভিদায়ক, ও পুণ্য বর্ধক হয় । ২৪—৩৭।

চতুস্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি যে
 বর্তমান মন্বন্তরে ভার্গববংশীয় ঔর্য্যের কথা বলি-
 লেন, সেই ঔর্য্যের উৎপত্তিবিবরণ বলুন । ঈশ্বর
 বলিলেন,—ক্ষত্রিয়গণ বিতনিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে নিহত
 করিলে ব্রাহ্মণগণ একেবারে সপুত্র সগর্ভ ক্ষয় প্রাপ্ত
 হইলেন । এইরূপ সমুদয় ব্রাহ্মণ যত্নানুযায়ী পতিত
 হইলে একমাত্র ব্রাহ্মণী অবশিষ্ট ছিলেন । তিনি
 অতি সন্তর্পণে উরুদেশে গর্ভ রক্ষা করিয়াছিলেন ।
 অর্ধলোলুপ ক্ষত্রিয়াধমগণ অপর সকল ব্রাহ্মণীকেই
 গর্ভচ্ছেদ করিয়াছিল । কিয়ৎকাল পরে এক

নিকিণ্ড বাডব বরুণের সহিত সমস্ত জল পান
 করিতে লাগিল । এই সময় বাডবের নিশ্বাসানিল
 ছায় উৎকিণ্ড ভোয় সকল নির্মধ্যাদা যুবতীর স্নায়
 সাগরের বহির্দেশে ধাবিত হইল । ক্রমে সমস্ত জল
 শুকাইয়া গেল । তাহা জানিতে পারিয়া জলনিধি
 অচ্যুতকে বলিলেন,—আপনি জলকে অক্ষয় করুন ।
 অস্তথা বাডব আমাকে তক্ষণ করিবে । এই কথা
 শুনিয়া জনাধিন জলকে অক্ষয় করিলেন । ভোয়-
 পুরসর সুরগণ তখন সকল ব্যাপার অবগত
 হইয়া কেশবের পূজা করিতে লাগিলেন । এদিকে
 বাডবানলধারিণী দেবী সরস্বতী ব্রহ্মলোক হইতে
 প্রভাসক্ষেত্রে সোমেশ্বরের দক্ষিণে অগ্নিতীর্থে
 সাগরসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি
 এই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । নরগণ
 প্রথমে বিধিপূরক অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া মহাদে-
 বের পূজা করিবে । পরে দম্পতিভোজন
 ও তাহাদিগকে সকঙ্ক পরিধেয় দান করিবে ।
 হে দেবি পার্শ্বতি । দধীচি অষয়জাত বাডবের
 এই ঘটন ; চাক্ষুষমন্বন্তরে ঘটিয়াছিল । আর এই

ঈলদাত্তাহতিভীষণঃ । ৫ । তদৈবং হৃদি চাধায় / দদাহ বসুধাতলম্ । উৎপাদ্য বহিঃ তপসা
যোজমোর্ষঃ জলাশনম্ । ৬ । তমিস্রঃ প্রাবয়া-
মাস বুষ্ঠৌর্ঘৈরুদয়বর্ণিনি । ন শশাক যদা নেতুঃ
তদা স যতবাক্স্থিতঃ । ৭ । . ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা
ব্রহ্মাণঃ শরণঃ গতাঃ । অভবন্ ভয়সঙ্কতাঃ সর্গে
প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ । ৮ । দেবা উচুঃ । ভগবন্
ভার্গবে বংশে জাতঃ কোহপি মহাত্ম্যতিঃ । অগ্নি-
রূপেণ সর্বঃ স দদাহ বসুধাতলম্ । ৯ । কৃতো
যত্নঃ পুরাস্মাভিস্তদ্বিনাশায় সন্তম । জলেন বুদ্ধি-
মায়তি ততো নো ভয়মাগতম্ । ১০ । বিনষ্টে
ভূতলে দেব অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । উচ্ছিদ্যন্তে
ততোহস্মাকং নাশো নুনঃ ভবিষ্যতি । ১১ । তস্মাদ্
যত্নঃ কুরু বিভো জৈলোক্যহিতকাম্যয়া । ১২ ।
ততো ব্রহ্মা সূরৈঃ সার্কঃ ভার্গবেচ মহাবিভিঃ ।
আগত্য চাত্রবীদোর্ষঃ কিমর্থং দহসি ক্রিতিম্ । ১৩ ।
বিরামঃ ক্রিয়তাং সদ্যো মমার্থঃ চ দ্বিজোক্তম্ । ১৪ ।
ঔর্য উবাচ । এষ এব নিবুতোহহং তব বাক্যেন

সন্তম । এষ বহিঃস্থয়োৎসৃষ্টঃ স বিভো তব শাস-
নাৎ । ১৫ । যথা গচ্ছৎসমুদ্রান্তং তথা নীতি-
ক্ৰিয়ীয়তাম্ । ১৬ । সমাহুয় ততো দেবীঃ স্বাং
সুতাং পদ্মসম্ভবাঃ । উবাচ পুত্রি গচ্ছ স্বঃ গৃহীত্বাণি
মহোদধিম্ । মদ্বাক্যং নাত্থথা কার্যং গচ্ছ শীঘ্রং মহা-
প্রভে । ১৭ । সরস্বত্যাবাচ । এষাম্মি প্রস্থিতা
দেব তব বাক্যাদসংশয়ম্ । ইত্যাঙ্কে সাধু সাধ্বীতি
ব্রহ্মণা সমুদাহতা । ১৮ । ততোহতিমস্তিতং বহিঃ
ক্ৰিপ্তা কুন্তে হিরণ্যয়ে । প্রায়চ্ছত সরস্বতৌ শ্বয়ং
ব্রহ্মা পিতামহঃ । আশিশো বিবিধা দত্তা প্রোবাচেস
পুনঃ পুনঃ । ১৯ । গচ্ছ পুত্রি ন সন্তাপস্বয়া কার্যঃ
কথঞ্চন । অগ্নিঃ বজ্র পশ্যানং মা সন্ত পরিপশ্বিনঃ ।
২০ । ঈশ্বর উবাচ । এচ মুক্তা তদা তেন ব্রহ্মণা
চ সরস্বতী । হিমবন্তং গিরিং প্রাপ্য পিঞ্জলাদা-
শ্রমাস্তদা । ২১ । উদ্ধৃতা সা তদা দেবী অশ্বস্তাদৃশ-
মূলতঃ । ২২ । তৎকোটরকুটীকোটীপ্রবিষ্টানাং দ্বিজয়-
নাম্ । ২২ । ঈশ্বরে বেদনির্বোষা সরসায়কুচেত-

করিয়া ঔর্যকে বলিলেন,—কিজন্য ধরাতল দক্ষ
করিতেছেন? হে দ্বিজোক্তম! কাস্ত হউন ঔর্য
বলিলেন,—হে বিধাতা! এই আমি আপনাত
বাক্যে নিবৃত্ত হইলাম, এই আমি ভবদীয় বাক্যে
বহ্নিকে পরিত্যাগ করিলাম; অধুনা এই বহ্নি
যাহাতে সমুদ্রমধ্যে গমন করে, আপনি তাহা
করুন। ঔর্য এই কথা বলিবামাত্র পিতামহ তখন
স্বীয় সুতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—অগ্নি
পুত্রি! তুমি এই অগ্নিকে লইয়া মহোদধিতে গমন
কর, আমার বাক্য অস্তথা করিতে নাই, শীঘ্র যাও ।
১—১৭ । পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী সরস্বতী
বলিলেন,—পিতা! এই আমি প্রস্থিত হইলাম। এই
কথা বলিবামাত্র বিধাতা ‘সাধু সাধু’ বলিয়া পুত্রীকে
সদৃষ্টি করিলেন এবং অভিমস্তিত অগ্নিকে হিরণ্য
কুন্তে রক্ষা করিয়া সরস্বতীকে প্রদান করিলেন ।
বহ্নিকুন্তপ্রদানকালে তিনি ঔর্যকে বিবিধ আশী-
বাদ করিয়া বলিলেন,—পুত্রি! গমন কর;
শোমাকে সন্তাপ লাগিবে না, পথে নিকিয় হইবে,
কেহই তোমার পরিপন্থী হইবে না। ঈশ্বর বলি-
লেন,—বিধাতা এই কথা বলিলে দেবী সরস্বতী
তখন প্রস্থিত হইলেন। তিনি হিমালয় প্রাপ্ত হইয়া
পিঞ্জলাদ ঋষির আশ্রমে পৌঁছিলেন। এই স্থান
হইতে তিনি অধোমার্গে গমন করিয়া এক দৃক্ষমূলে
উপস্থিত হইলেন। এই বিটপের কেটর-কুটীয়ে

উত্তস্তিতশির্য মহাপ্রভ অস্তিভীষণ জলদাত্ত পুরুষ
ঐ ব্রাহ্মণীর উরুদেশ ভেদ করিয়া নির্গত হইলেন।
তিনি কত্রবৈর স্মরণ করিয়া উগ্র তপস্তাপ্রভাবে
জলাশন অতি ভীষণ ঔর্যানল উৎপাদনপূর্ব্বক
যখন বসুধাতল একেবারে দক্ষ করিতে
আরম্ভ করিলেন, তখন ইন্দ্র ভয়ানক বৃষ্টি
করিয়া ঔর্যকে প্রাবিত করিতে লাগিলেন।
তাহাতেও ঐ অনল নিবৃত্ত হয় না। তখন
সগন্ধর্ব্ব দেবগণ ভীতজন্ত হইয়া কৃতাজলিপুটে
ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ঔর্যহারা ব্রহ্মাকে বলি-
লেন,—হে ভগবন্! ভার্গববংশে এক মহাত্ম্যতি
অগ্নিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুধাতল দক্ষ করি-
তেছেন; আমরা ঔর্যার বিনাশের জন্ত ঘোর
বর্ষণ করিয়াছি, তাহাতেও ঐ অনল উপশমিত হয়
নাই। একজন্তই আমরা যার পর নাই ভীত হই-
য়াছি। এই অনলভেজে ভূতল বিনীশপ্রাপ্ত
হইবে, ভূতল বিনষ্ট হইলে অগ্নিষ্টোমাদি ক্রিয়াসকল
লোপ পাইবে আর যজ্ঞাদির অপায় হইলে
আমরাও বিনষ্ট হইব। অতএব আপনি জৈলোক্য-
হিতকামনায় যত্নবান্ হউন। দেবগণের মুখে
এবিধ সৃষ্টিবিলোপী বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্
বিধাতা, স্মরণ ও ভার্গব ঋষিগণের সহিত গমন

সাম্। বিষ্ণুরাস্তে তত্র দেবো দেবানাং প্রবরো
 গুরু ॥ ২০ ॥ তস্মাৎ স্থানান্ততো দেবী প্রতীচ্যাত-
 মুখং যযৌ। অন্তর্দ্বানেন সা প্রাপ্তা কেশারং হিম-
 মধ্যগম্ ॥ ২৪ ॥ তৎসম্ভ্রা ১ গিরেঃ শৃঙ্গং কেশারস্ত
 পুরঃ স্থিতা। তেনাঘ্রিনা করস্থেন দহমানা সর-
 স্বতী ॥ ২৫ ॥ ভূমিং বিদার্য তস্তাধঃ প্রবিষ্টা গজ-
 গামিনী। তদন্তর্দ্বানমার্গেণ প্রবৃত্তা পশ্চিমাযুযৌ ॥
 ২৬ ॥ পাপভূমিমতিক্রমা ভূমিং ভিষা বিনির্গতা।
 তত্র কূপঃ সমভবন্নান্য গচ্ছত্বসংজিতঃ ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ
 কূপাৎ পুনর্দৃষ্টা সা বভূব মহানদী। মতিঃ স্মৃতি-
 স্তথা প্রজ্ঞা মেধা বুদ্ধির্গিরী ধরা ॥ ২৮ ॥ উপাসিকাঃ
 সরস্বত্যাঃ যজ্ঞেতাঃ প্রতিভাস্তদা। পুনঃ প্রবৃত্তা সা
 তস্মাহুতেন্দ্রোৎ পশ্চিমাযুযৌ ॥ ২৯ ॥ ভূতীথং সমা-
 যাতা সিন্ধো যত্র মহামুনিঃ। ভূতীথং সমীপস্থং
 তত্র প্রাপ্তা মনোরমম্ ॥ ৩০ ॥ তন্ত দক্ষিণদিক-
 সংস্থং ক্রতুকোট্যাপলকিতম্। জীকণ্ঠদেশঃ বিখ্যাতং
 গাত্রা সর্কৌষধীযুতম্ ॥ ৩১ ॥ তস্মাৎ পুণ্যতমাদেশা-

কোটী কোটি মুনি বাস করেন। তথাই বেদপাঠী
 ব্রাহ্মণগণের অস্থায় বেদনির্ঘোষ ক্ষত হয়। দেব-
 গুরু বিষ্ণু এই স্থানে বাস করেন। এই
 স্থান হইতে দেবী প্রতীচী দিক্ অবলম্বন
 করিয়া পুনরায় অন্তর্দ্বানমার্গে প্রস্থান করি-
 লেন। এবার প্রস্থিত হইয়া তিনি হিমালয়
 মধ্যস্থিত কেশারে উপনীত হইলেন এবং এই
 স্থান প্রাপ্তি করিলেন। এই সময় তাঁহার হস্ত-
 স্থিত অনল তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি দহন করিল।
 অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া তিনি ভূমি বিদারণ করত
 ভূমির অন্তস্তলে প্রবেশ করিলেন। এবং তলে
 তলেই পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।
 পরে তিনি পাপভূমি অতিক্রম করত ভূমিভেদ
 করিয়া নির্গত হইলেন। এই স্থানে গচ্ছত্বসংজিত এক
 কূপ হইল। তিনি এই কূপে অবস্থান করিলেন। মতি,
 স্মৃতি, প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি ও উত্তম বাক্য এই ছয়
 জন এই স্থানে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন।
 উপাসনাস্তে তাঁহার প্রস্থান করিলে দেবী সর-
 স্বতীও উর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া পশ্চিমমুখে অগ্রসর
 হইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি ভূতীথরে
 আগমন করিলেন। এই স্থানে সিদ্ধ মহামুনি
 বাস করেন। ভূতীথরের সমীপে মনোরথ নামে
 এক স্থান আছে। এই স্থানে তিনি উপস্থিত
 হইলেন। ইহার দক্ষিণে ক্রতুকোটীবিরাজিত

জীকণ্ঠাং সা মনসিনী। সস্ত্রাপ্তা বহিনা সার্ধঃ
 কুরুক্ষেত্রঃ সরস্বতী ॥ ৩২ ॥ পুনস্তস্মাৎ কুরুক্ষেত্রা-
 বিরটনগরস্ত সা। সমুদ্ভূতা সমীপস্থা অন্তর্দ্বানায়নো-
 রম ॥ গোপায়নো গিরির্যত্র তত্র সা পুনরুদগতা ॥ ৩৩ ॥
 গোপায়িতা কেশবেন যত্র তে পাণ্ডুনন্দনাঃ। কুরুতঃ
 স্থানি কস্মাৎপি ন কৈশ্চিত্তপলকিতা ॥ ৩৪ ॥ তত্র
 কুণ্ডে স্থিতা দেবী মহাপাতকনাশিনী। পুনর্গোপায়না-
 দেবী ক্ষেত্রং প্রাপ্তাতিশোভনম্ ॥ ৩৫ ॥ খর্জুরী-
 বনমাপ্রাপ্তা নন্দানায়ীতি তত্র সা। সরস্বতী পুন-
 স্তস্মাদ্বনাৎ খর্জুরসংজিতাৎ ॥ ৩৬ ॥ মেরুপাদং
 সমাসাদ্য মার্কণ্ডাশ্রমমাপ্রাপ্তা। যত্র মার্কণ্ডক্য তীর্থং
 মেরুপাদে সমাজিতম্ ॥ ৩৭ ॥ সরস্বতী পুনস্তস্মা-
 দর্কুদারণ্যমাপ্রাপ্তা। গতা বটবনং রম্যং মার্কণ্ডেয়া-
 শ্রমাদ্ভূতাৎ ॥ ৩৮ ॥ তপস্তপ্তং পুরা যত্র বসিষ্ঠেন
 সমাজিতাৎ। তস্মাদষ্টবনাৎ পুণ্যাহুহরবনং গতা।
 মেরুপাদে চ তত্রৈব তপ্তির্যত্রাতপস্তপঃ ॥ ৩৯ ॥
 উহুহরবনান্তস্মাৎ পুনর্দেবী সরস্বতী। অন্তর্দ্বানেন
 শিখরমন্তঃ প্রাপ্তা মহানদী ॥ ৪০ ॥ মেরুপাদং তু
 স্মহৎসুরসিদ্ধনিষেবিতম্। ভিন্নাজ্ঞনচর্যাকারং গোলা-
 জ্বলমিতি স্মৃতম্ ॥ ৪১ ॥ স্থানং মনোরমং তস্মাহুদগতা

নামক দেশ। এই দেশ বিখ্যাত ও সর্কৌ-
 ষধি-সমাযুক্ত। এই পুণ্য স্থান হইতে তিনি অগ্নির
 সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। কুরুক্ষেত্র
 হইতে বিরটনগর তথা হইতে অন্তর্দ্বানমার্গে
 গোপায়নগিরি। এইস্থানে কেশব পাণ্ডুনন্দনগণকে
 রক্ষা করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ এই স্থানে স্ব স্ব
 কর্ম করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও গোচরীকৃত হয়
 নাই। অত্রত্য কুণ্ডে দেবী সরস্বতী বাস করিতে
 লাগিলেন। পরে এই কুণ্ড হইতে খর্জুরীবন
 প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার নাম হইল—
 নন্দা। খর্জুরীবন হইতে তিনি মেরুপাদে উপস্থিত
 হইলেন। মেরুপাদ হইতে মার্কণ্ডাশ্রম। এইস্থানে
 মেরুপাদে মার্কণ্ডক তীর্থ বিরাজিত। এই স্থান
 হইতে দেবী অর্কুদারণ্যে এবং অর্কুদারণ্য হইতে
 বটবন প্রাপ্ত হইলেন। ১৮-৩৮। পূর্বে ভগবান বশিষ্ঠ
 এই স্থানে তপস্তা করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে
 উহুহর বনে গমন করিলেন। এই স্থান মেরুপাদে
 অবস্থিত। এখানে তপ্তি-তপস্তা করিয়াছিলেন।
 দেবী সরস্বতী উহুহর বন হইতে অন্তর্দ্বানমার্গে
 শিখর, শিখর হইতে মেরুপাদ প্রাপ্ত হইলেন।
 এই মেরুপাদ সুরসিদ্ধনিষেবিত, ভিন্নাজ্ঞনচর্যাকার

সা সূমধ্যমা। বংশস্তথাং সুবপুলাং প্রবৃত্তা দক্ষি-
ণাখী ॥ ৪২ ॥ তত্রোদগমবটস্তান্তবৎসমাখ্যো বাব-
হিতঃ। ততঃ প্রভৃতি সা দেবী সুপ্রভং প্রকট-
হিতা ॥ ৪৩ ॥ অন্তর্দ্বানং পরিত্যজ্য প্রাণিনামহ-
কম্পয়া। তন্তান্তটেষু রম্যেযু সন্তি তীর্থানি
কোটিশঃ ॥ ৪৪ ॥ তেষু তীর্থেষু সর্বেষু ধর্মহেতুঃ
সরস্বতী। কুদ্রাবতারমার্গেহস্মিন প্রবরং প্রথমং
স্মৃতম্ ॥ ৪৫ ॥ তরন্তরঙ্গনামাঢ্যং কাকতীর্থং মহা-
প্রভম্। তত্র তীর্থং পুনঃস্বস্তীর্থং ধারেশ্বরং
স্মৃতম্ ॥ ৪৬ ॥ ধারেশ্বরং পুনঃস্বস্তীর্ণকোত্তেদমিতি
স্মৃতম্। সারস্বতং তথা গাঙ্গং যত্রৈকং সংস্থিতং
জলম্। তস্মাদন্তংপরং তীর্থং পুণ্ডরীকং ততঃ
পরম্ ॥ ৪৭ ॥ মাতৃতীর্থং মহাপুণ্যং সর্গাস্তকহরং
পরম্। মাতৃতীর্থং পুনঃস্বস্তীর্ণকোত্তেদমিতি
স্মৃতম্। ৪৮ ॥ তীর্থং অনরকং নাম নরকার্ভিভয়াপহম্।
ততস্তস্মাদনরকতীর্থমন্তং পুনঃ স্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥ সঙ্গ-
মেশ্বরনামাঢ্যং প্রসিদ্ধং তন্নহীতলে। ততস্তস্মাৎ
পুনঃস্বস্তীর্ণকোত্তেদমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫০ ॥ ততস্তস্মা-
দ্বহাদেবি শঙ্কুগুণ্ডেশ্বরং স্মৃতম্। তীর্থে সরস্বতী-
তীরে তস্মিন সিদ্ধেশ্বরং স্মৃতম্ ॥ ৫১ ॥ সিদ্ধেশ্বরং-

গো-লাঙ্গল বলিয়া প্রসিদ্ধ! এই স্থান হইতে
সূমধ্যমা সরস্বতী মনোরমে গেলেন। এই স্থানের
বিপুল বংশস্তব হইতে দেবী দক্ষিণমুখে গমন
করিলেন। এই স্থানে দেবীর উদগমে এক
বটতরু জন্মে। দেবীর নামেই ইহার নামকরণ
হয়। এই সকল স্থানে গমন করার পর দেবী প্রাণি-
গণের প্রতি অল্পকম্পা করিয়া অন্তর্দ্বানমার্গ পরি-
ভ্রমণ করিয়া প্রকান্ত পথে গমন করেন। ইহার রম্য
তটে-তটে কোটি কোটি তীর্থ হয়। এই সকল তীর্থে
ধর্মের হেতু একমাত্র সরস্বতী। কুদ্রাবতার মার্গের
প্রথম উৎকৃষ্ট তীর্থ তরন্তরঙ্গ নামক মহাপ্রভ
কাকতীর্থ, এই কাকতীর্থে অস্ত্র আর এক ধারেশ্বর
তীর্থ আছে। ধারেশ্বর হইতে ভিন্ন আর এক
তীর্থ গঙ্গোত্তেদ, এই তীর্থে সারস্বত ও গাঙ্গ
জল একত্র মিলিত হইয়াছে। এই তীর্থের
পর, পুণ্ডরীক তীর্থ, ইহার পর মাতৃতীর্থ; ইহা
মহাপুণ্য ও সর্গপাতকহর। এই মাতৃতীর্থের
অতিদূরে অনরক নামক নরকার্ভিভয়াপহ এক
তীর্থ আছে, ইহার পর সঙ্গমেশ্বর, ইহার
পর কোটিশ্বরস্বয়ং, ইহার পর শঙ্কু গুণ্ডে-
শ্বরতীর্থ। এই তীর্থে সরস্বতীতীরে সিদ্ধে-
শ্বর নামক লিঙ্গ আছে। এই সিদ্ধেশ্বরকে

পুনঃস্বস্তীর্ণকোত্তেদমিতি পশ্চিমামুখী। পশ্চিমং সাগরং
গন্তং সখীং স্মৃণা কুরোদ সা ॥ ৫২ ॥ হিমা পূর্বমুখী
দেবী হা গজ্জৈতি বিনা ভয়া। একাকিনী
মন্দভাগ্যা ক গমিয়াযাবান্ধবা ॥ ৫৩ ॥ ভাঃ
বিজ্ঞায় ততো গঙ্গা কদম্বীঃ শোককর্ষিতাম্। শীঘ্রঃ
স্বর্ণাংসমায়াভা তীর্থানাং কোটিভিঃ সহ ॥ ৫৪ ॥
ততো দ্বুঃখং পরিত্যজ্য তত্র প্রাচী সরস্বতী। সর্ব-
দেবগুণৈরুজ্জা এবং তত্র স্থিতাভবৎ ॥ ৫৫ ॥ তত্র
সিদ্ধবটং নাম তীর্থং পৈতামহং স্মৃতম্। বটেশ্বরস্ত
পুরতঃ সর্বপাপক্ষয়করম্ ॥ ৫৬ ॥ ত্রিকালং যত্র
কুদ্রস্ত সমাগত্য ব্যবস্থিতঃ। তন্নহালয়মিত্যুক্তং
স্থানং পুণ্ড্র মহাস্থানং ॥ ৫৭ ॥ পিণ্ডতারকমিত্যেতৎ
প্রাচীনতীর্থমুত্তমম্। কুন্তকুণ্ডগিরিশ্চ তৎ পিত্রে
কর্মণি সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৫৮ ॥ প্রাচীনেশ্বরদেবস্ত
পুরো-
ভুতং প্রাতিষ্ঠিতম্। প্রাচী সরস্বতী যত্র তত্র কিং
মুগ্যাত্তেই পরম্ ॥ ৫৯ ॥ নিবৃন্তে ভারতে যুদ্ধে তত্র
তীর্থে কয়টিনা। প্রায়শ্চিত্তং পুরা চীর্ণং বিমুনা
প্রেরিতাস্থনা ॥ ৬০ ॥ তেন তস্মাদ্বিনির্মুক্তঃ পাত-
কাৎপূর্বসঞ্চিতাৎ। নরতীর্থং ততঃ খ্যাতং তত্র
পাপভয়াপহম্ ॥ ৬১ ॥ নরতীর্থাদন্ততীর্থে পুণ্ডরীক-

হইতে দেবী পশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন।
এই স্থানে তিনি পশ্চিমসাগর যাইবার সময় সখীকে
স্মরণ করিয়া পূর্বমুখে হা গঙ্গা! বলিয়া রোদন
করিয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন,—আমি
একাকিনী মন্দভাগিনী বান্ধবরহিতা হইয়া কোথায়
যাইব? সরস্বতীসখী গঙ্গা তাহা জানিতে পারিয়া
সব্বর কোটিতীর্থের সহিত এই স্থানে আগমন করি-
লেন। ৩৯-৫৫। তখন সর্বদেবগুণযুতা দেবী সরস্বতী
দ্বুঃখ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।
এই স্থানে সিদ্ধবট নামক পৈতামহতীর্থ আছে।
এই তীর্থের পুরোভাগে সর্ব পাপক্ষয়কর তীর্থ।
ভগবান্ কুদ্র এই তীর্থে সর্গদা বাস করেন।
এই তীর্থের নাম মহালয় এবং ইহাকেই পিণ্ডতারক
প্রাচীন উত্তম তীর্থ বলে। এই তীর্থ কুন্তকুণ্ড-
গিরিশ্চ ও পিত্র্যকর্মে সিদ্ধিদায়ক। ইহা প্রাচীনে-
শ্বর দেবের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত। এখানে দেবী সর-
স্বতী বিরাজিত। অতএব এখানে দ্রুত কিছুই
নাই। ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে কীর্তী বিষ্ণু কর্তৃক
প্রেরিত হইয়া এই তীর্থে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।
এই প্রায়শ্চিত্তেই তাঁহার পাপক্ষয় হইয়াছিল।
তথায় তিনি তপস্বী করিয়াছিলেন বলিয়াই এই

মিতি স্মৃতম্। অঙ্কুনেন সহাগত্য তত্র স্নাতো
হরিঃ প্রিয়েশ্চ ৬২ ॥ প্রাচীনেশাৎপরঃ, তীর্থং বাল-
খিল্যেশ্বরঃ মহৎ ॥ তত্র শুশ্রামহাতীর্থার্থমন্তরাহো-
দয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ গঙ্গাসমাগমঃ নাম তীর্থমন্তরাহো-
দয়ম্ ॥ তত্রালোক্য পুনর্দেবীঃ দীনাস্তাঃ দীন-
মামসাম্ ॥ ৬৪ ॥ ব্রহ্মাস্তজং সখীং তস্তাঃ কপিলাং
বিপুলেক্ষণাম্ ৷ হরিণীং হরিরপ্যাণ্ড বজ্রিণীমপি
দেবরাহি ॥ ৬৫ ॥ ততঃ প্রস্তুতা সা দেবী দেবা
দেশাৎ সরস্বতী ॥ তস্মাদ্গঙ্গং সমারক্য প্রাচীনা
পাপনাশিনী ॥ ৬৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ ৷ দক্ষিণাং
দিশমাহ্বায় পুনঃ পশ্চাশ্রুধী তদা ৷ সরস্বতী
মহাদেবী বড়বানলধারিণী ৷ তদন্তরে তটে
তীর্থমেকদ্বারমিতি স্মৃতম্ ৥ ৬৭ ॥ একদ্বারং যৎ
সেনা স্তম্ভাঃ প্রাপ্তা ততো বরাৎ ৷ তস্মাত্তীর্থং
পুনশ্চাত্তীর্থং যত্র শুভেশ্বরঃ ৥ ৬৮ ॥ শুভেন
স্থাপিতঃ পূর্বে যত্র-দেবো মহেশ্বরঃ ৷ শুভেশ্বরা-
স্নাতিন্দ্রে বটেশ্বরমিতি স্মৃতম্ ৥ ৬৯ ৷ দিবাঃ

তীর্থের নাম নরতীর্থ হইয়াছে। এই স্থানে পুণ্ড-
রীক তীর্থ নামক আর এক তীর্থ আছে। হরি
অঙ্কুনের সহিত আগমন করিয়া এই স্থানে স্নান
করিয়াছিলেন। পূর্বে যে প্রাচীনেশ তীর্থের কথা
বলা হইয়াছে, ঐ তীর্থের পর, বালখিল্যেশ্বরতীর্থ।
এই তীর্থে গঙ্গাসমাগম নামে আর একটি তীর্থ
আছে। ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্থানে স্বীয় স্নাতা দেবী
সরস্বতীর বদন মলিন ও তাঁহাকে ক্ষুণ্ণমনা
অবলোকন করিয়া তাঁহার সখী বিপুলেক্ষণা
কপিলাকে এই স্থানে প্রেরণ করেন। এইরূপ
হরি হরিণীনাথী সখীকে, দেবরাজ্য বজ্রিণীকে
এবং হর ন্যজুনাথী সরস্বতীর সখীকে তাঁহার
নিকট উক্ত স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে
স্তুতি হইয়া দেবী দেবোদ্দেশে পুনরায় গমন
করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবী
সরস্বতী বড়বানল ধারণ করিয়া এই স্থান হইতে
দক্ষিণদিকে গমন করিতে করিতে পুনরায় পশ্চা-
শ্রুধী হন। এই সময় ইহার উত্তরতটে একদ্বার
নামক এক তীর্থ হইয়াছিল। এই তীর্থ সেবা
করিলে স্তম্ভপ্রাপ্তি হয়। এই স্থানে অস্ত আর
এক তীর্থ শুভেশ্বর; ইহা শুভ স্থাপন করিয়াছিলেন।
এখানে মহেশ্বর বিরাজিত। এই শুভেশ্বর তীর্থের
অনতিদূরে বটেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থ সরস্বতী

সরস্বতীতীরে ব্যাসেনার্যধিতং পুরা। আমদকী-
নদী যত্র সরস্বত্যা সঙ্গতাম্ ॥ ৭০ ॥ সম্প্রাপ্তা
তন্নগাতীর্থঃ কলদং সর্বদেহিনাম্ ৷ আমদকী
সঙ্গমঃ তং নাপুণ্যো বেদ কণ্ঠন ৷ সঙ্গমেশ্বর-
নামেতি তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭১ ॥ মণ্ডীশ্বরেতি
চ তথা প্রসিক্তিমগমং ক্ষিতৌ ৷ মণ্ডীশ্বরসমীপস্থং
সরস্বত্যাং মহোদয়ম্ ৥ ৭২ ॥ নাম্না যৎপ্রাশ্রুণং
তীর্থং সরস্বত্যান্তটে স্থিতম্ ৷ মাণ্ড্যেশ্বরনাম্না
বৈ যত্রেশঃ সম্প্রতিষ্ঠিতঃ ৥ ৭৩ ॥ পীলুকর্ণিকসংক্রমঃ
তু তীর্থমন্তং পুনস্ততঃ ৷ সরস্বতীতীরগতমুখিণা
সেবিতং মহৎ ৥ ৭৪ ৷ ভাস্কাদন্তং সরস্বত্যাং তীর্থং
দ্বারবতী স্মৃতম্ ৷ তীর্থানাং প্রবরং দেব যত্র
সন্নহিতো হরিঃ ৥ ৭৫ ॥ ততস্তত্র সমীপস্থং তীর্থং
গোবৎসসংক্রমতম্ ৷ যত্রাবতীর্থা গোবৎসস্বরূপে-
ণাধিকাপতিঃ ৥ ৭৬ ॥ স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপেণ সংস্থিত-
স্তেজসাং নিধিঃ ৷ গোবৎসাদৈব তে ভাগে দৃষ্টতে
লোহ্যস্তি ৥ ৭৭ ॥ স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপেণ ক্রদন্তত্র স্বয়ং
স্থিতঃ ৷ একবিশতিবারস্ত ভক্ত্যা পিণ্ডস্ত
যৎকলম্ ৥ ৭৮ ॥ গঙ্গায়াঃ প্রাপ্যতে পুংসাঃ
শ্রাদ্ধেনৈকেন তত্র তৎ ৷ ততস্তস্মাদহাতীর্থ-
দ্বালকৌড়নকী যথা ৥ ৭৯ ॥ সখীভিঃ সহিতা তত্র

তীরে। ইহা বাসসেবিত। এই তীর্থে আমদকী
নদী সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই তীর্থ
সকলপ্রদ। অপূণ্যবান ব্যক্তি এই আমদকী
সঙ্গমতীর্থ জানিতে সক্ষম হয় না। এখানে সঙ্গ-
মেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। এই সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গই
মণ্ডীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। এই মণ্ডীশ্বরের সমীপে
সরস্বতীতটে মহোদয় নামক এক প্রাশ্রুণ তীর্থ
আছে। এই তীর্থে মাণ্ড্যেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতি-
ষ্ঠিত। পীলুকর্ণিক নামক ঋষিসেবিত আর এক তীর্থ
সরস্বতীতটে বিরাজিত ৥ ৭৬-৭৮ ॥ ইহা ছাড়া দ্বারবতী
নামে আর তীর্থ আছে। ইহাও উত্তম তীর্থ।
এখানে হরি সন্নহিত। এই তীর্থের সমীপে গোবৎস
তীর্থ। অধিকাপতি (আমি) স্বয়ং গোবৎসরূপে
অবতীর্ণ হইয়া এইখানে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ হইয়াছিল।
গোবৎসতীর্থের নৈঋত কোণে লোহস্তিকা তীর্থ।
এই তীর্থে ক্রদ স্বয়ং স্বয়ম্ভু লিঙ্গরূপে অবস্থিত।
ভক্তপুংসক একবিশতিবার গঙ্গায় পিণ্ডদান
করিলে যে ফল লাভ হয়, ঐ তীর্থে একবার মাত্র
পিণ্ড প্রদান করিলেই সেই ফল পাওয়া যায়।
এই তীর্থের পরেই দ্বালকৌড়নকীর স্নান দেবী

কৌড়ত্যসৌ যথেষ্টা। অমূল্যলোম্যবিলোম্যেন
দক্ষিণেনোত্তরেণ ৫। ৮০। কল্পঃ প্রাপ্য পুনর্দেবী
সমুদ্ভূতা মনোরমা। কল্পঃ নাম পুরং যঃ সৃষ্টং
দেবেন শক্তনা। ৮১। সহ দেবৈশ্চ পার্শ্বত্যা
ধারায়ত্বপ্রয়োগকৈঃ। একং বর্ষসংখ্যং তু শক্তনা
তত্র কল্পিতম্। ৮২। কল্পঃ তত্র ব্রহ্মং নাম সরস্বত্যাং
মহোদয়ম্। সাক্ষাত্তত্র মহাদেব আনন্দেশ্বর-
সংজ্ঞিতঃ। ৮৩। পশ্চিমেণ দ্বিতং তত্র শস্তো-
রায়তনুশ্চ তু। স মেরোদক্ষিণে পাদে নখশ্চ
পরিকৌর্জিতঃ। ৮৪। পশ্চান্তি যে নরাঃ সম্যক্
তেহপি পাপবিবর্জিতাঃ। অশ্বমেধসংহ্রস্ত প্রাপ্তবস্তি
কলং ধ্রুবম্। ৮৫। পরতন্তুশ্চ কুম্ভাণ্ডমেনেস্তত্রাশ্রমং
মহৎ। কুম্ভাণ্ডেশ্বরসংজ্ঞঃ তু তীর্থং ত্রৈলোক্য-
বিশ্বতম্। ৮৬। কোল্লাদেবী দ্বিতা তত্র সর্ষপাপ-
ভয়াপহা। অন্তর্দ্বানেন ভাং কোল্লাঃ সম্প্রাপ্তা সা
মহানদী। ৮৭। ততোহপ্যন্তর্হিতা ভূম্বা সম্প্রাপ্তা
তু মনোরমম্। সাক্ষং মদনসংজ্ঞঃ তু ক্ষেত্রং
সিদ্ধনিবেদিতম্। ৮৮। ততোহপ্যন্তর্হিতা ভূম্বা
পুনঃ প্রাপ্তা হিমাচলম্। খাদিরামোদনামানং
সর্ষকুম্ভমোজ্জলম্। ৮৯। তত্রাক্ষং বিলোক্যথ

দদর্শ সূর্যমোরমম্। কারোদং পশ্চিমাশাঙ্কং ঘন-
বৃন্দমিবোদিতম্। ৯০। এবংবিধঞ্চ তং তত্র সা
বিলোকা মহাপ্রভা। হর্ষাৎপঞ্চাননা ভূম্বা দেব
কার্যার্থমুদ্যতা। ৯১। হরিণী বজ্রগী ভক্তুঃ কপিলা
৫ সরস্বতী। পঞ্চশ্রোতাঃ দ্বিতা তত্র মূনি
নোক্তা সরস্বতী। ৯২। জমাপনোদং কুর্কোণা
মুনীনাং যঃ স দ্বিতা। তন্তুংপাদকমিত্যুক্তং তীর্থং
তীর্থার্থিনাং নৃণাম্। সন্নিহাং পাতকানাঞ্চ শোধনং
তদ্বরাননে। ৯৩। খাদিরামোদনাসাদ্য তত্রহা
বৌক্য সাগরম্। গন্তুং প্রবৃত্তা তং বহির্মাদায় সুর-
সুন্দরি। ৯৪। দক্ষা কৃতস্মরং দেবী পুনরাদায়
বাভবম্। সমুদ্রস্ত সমীপস্থা দ্বিতা হৃষ্টতনুকা।
৯৫। তসিঃ প্রাবষ্টা সা দেবী অগাধে লবণান্তসি।
বাভবং বহির্মাদায় জলমধ্যে ব্যসর্জয়ৎ। ৯৬।
ততস্ততাঃ পুনঃ প্রীতঃ স্বয়মেব হতাশনঃ। তদ্বৃষ্টা
হৃকরং কশ্মীবচনং চোদমব্রবীৎ। ৯৭। পরিতুটৌর্হস্মি
তে ভদ্রে বরং বরয় সুব্রতে। তন্তে দাস্তাম্যহং
প্রীতো যদ্যপি স্মাৎসুদূর্গতম্। ৯৮। ঈশ্বর উবাচ।
প্রগৃহ বলয়ং হস্তাদিদং বচনমব্রবীৎ। ইদং

সরস্বতী যদৃচ্ছাক্রমে যাইতে যাইতে নগরোত্তম কল্পকে
প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্ভূত হন এবং তিনি সখীগণের সহিত
এই স্থানে অমূল্যলোম-বিলোমক্রমে কৌড়া করিতে
করিতে একবার দক্ষিণদিকে ও একবার উত্তরদিকে
গমন করিয়াছেন। ভগবান্ শক্ত এই স্থানে ঐ কল্প
নগর প্রস্তুত করেন। তিনি পার্শ্বতী ও দেবগণের
সহিত পিচকারী লইয়া কৌড়া করিতে করিতে এই
স্থানে এক সহস্র বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। এই
স্থানে সরস্বতী নদীতে কল্প নামক ব্রহ্ম আছে।
এই স্থানে আনন্দেশ্বর নামক মহাদেব সাক্ষাৎ
বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মটী শম্ভু-আয়তনের
পশ্চিমে এবং মেরুর দক্ষিণে পাদদেশে অবস্থিত।
যে নর এই স্থান অবলোকন করে, সে পাপবর্জিত
হইয়া অশ্বমেধসংহ্রস্ত কল প্রাপ্ত হয়। এই
স্থানের পরই কুম্ভাণ্ডমূনির আশ্রম। এই স্থানে
ত্রৈলোক্যবিশ্বত কুম্ভাণ্ডেশ্বর তীর্থ আছে। এই
তীর্থে কোল্লানদী দেবী আছেন। সরস্বতী অন্তর্দ্বান
গতিতে এই স্থানে গমন করেন। এই স্থান হইতে
অন্তর্হিতা হইয়া তিনি সিদ্ধনিবেদিত মনোরম মদন-
সাক্ষ এবং মদনসাক্ষ হইতে পুনরায় হিমাচলের
খাদিরামোদক নামক সর্ষকুম্ভমোজ্জল স্থানে

গমন করিয়া পশ্চিমাশাঙ্কস্থিত মেঘবৃন্দের ভায়
উন্নত মনোরম কারোদ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন।
তিনি সমুদ্র দর্শন করিয়া হর্ষে দেবকার্য সাধন
করিতে উদ্যতা হইয়া পঞ্চাননা হইলেন। হরিণী,
বজ্রগী, ভক্তু, কপিলা ও সরস্বতী মূনিবাক্যে এই
পাঁচটি ভাষার শ্রোত হইল। সরস্বতী এই স্থানে
থাকিয়া মূনিগণের জমাপনদন করিতেন। এই
স্থান তীর্থার্থী মানবগণের অভিলষিতপ্রতিপাদক
এবং সর্ষপাপপ্রণাশক তীর্থ হইল। ৭৫—৯৩। দেবী
সরস্বতী খাদিরামোদ প্রাপ্ত হইয়া এই স্থান হইতে
সাগরকে অবলোকনপূর্বক বহির্কে লইয়া যাইতে
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাভবকে লইয়া সমুদ্রকূলে
উপস্থিত হইয়া কৃতস্মরকে দক্ষ করত হৃষ্টান্তঃকরণে
দণ্ডায়মানা হইলেন। অনন্তর তিনি বাভবকে লইয়া
অগাধ জলরাশি লবণসমুদ্রে প্রবেশপূর্বক জলমধ্যে
তাহাকে বিসর্জন দিলেন। তখন পুনরায় অগ্নি প্রীত
হইয়া দেবীর হৃকর কার্যাহুষ্ঠান অবলোকন করত
বলিলেন,—অয় ভদ্রে! আমি তোমার প্রতি পরি-
তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর; সুদূর্গত হইলেও
আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। ঈশ্বর বলি-
লেন,—দেবী তখন স্বীয় হস্ত হইতে বলয় লইয়া
বলিলেন,—হে বহু! আমার এই বলয় তুমি

মে বলয়ং বহু বস্ত্রে ধার্য্যং সদা স্ময়া ॥২৯॥ অনেক
শক্যতে যাবতাবতোয়ং সমাহর । ন স্বর্গা শোষ-
গীয়োহং সমুদ্রঃ সরিতাঃ পতিঃ ॥ ১০০ ॥ বাটমিত্যেব
চোক্তা স প্রবিশ্তো নিধিমন্তসাম্ । এবমেবা মহাদেব
প্রভাসে তু সরস্বতী । গৃহীবা বাভবঃ প্রাপ্তা তুতীর্থ-
চ মনৌষিণাম্ ॥ ১০১ ॥ সা বিজ্ঞাতা কুরুক্ষেত্রে ভদ্রা-
বর্ত্তে চ ভাষ্মনি । পুঙ্করে জীকলা দেবী প্রভাসে চ
মহানদী ॥ ১০২ ॥ দেবমাত্তেতি সা তত্র সংস্থিতা
লবণোদধৌ । অগ্নিগ্নবস্ত্রে দেবি আপৌ ত্রেতাযুগে
পুরা ॥ ১০৩ ॥ ইতি কৃত্যং সরস্বত্যা বাভবায়ৈস্তথা-
ভবৎ । মনস্তরে ব্যতীতেহস্মিন ভবিতাত্ত্ব ভাবতঃ ॥
১০৪ ॥ জ্ঞানামুখেনি নামা বৈ রুদ্রকোদধাবিষ্যতি ।
সরস্বত্যাভবঃ নাম খ্যাতিং ব্রাহ্মীতি যাস্ত ৬ ॥ ১০৫ ॥
সরস্বতীতি বৈ লোকে বর্ত্ততে নাম সাম্প্রতম্ ।
অতীতঃ নাম যন্তত্যাঃ কমণ্ডলুভবেতি চ । রত্না-
করেতি সামুদ্রং সত্যং নামান্তরং পুং ॥ ১০৬ ॥
অগ্নিগ্নবস্ত্রে দেবি সাগরেতি প্রকীৰ্ত্তিতম্ । কারো-
দেতি ভবিষ্যৎ তু নাম দেবি প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১০৭ ॥
এবং জ্ঞানীতি যঃ কশ্চিৎ স তীর্থকলমশুতে । সর্গ-
নিঃশ্রেণিসমুত্তা প্রভাসে তু সরস্বতী ॥ ১০৮ ॥ নাপুণ্য-

সৰ্ব্বা মুখে ধারণ কর । ইহা ছায়া তুমি যথাসক্তি
তোয় অহরণ কর ; সরিৎপতি সমুদ্রে শোষণ
করিও না । দেবী এই কথা বলিলে অগ্নি 'বাটম্'
বলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল । হে দেবি !
দেবী সরস্বতী মনৌষিগণের তুষ্টির জন্য এইরূপে
বাভবকে গ্রহণ করিয়া প্রভাসে উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন । তিনি গমনকালে কুরুক্ষেত্র, ভদ্রাবর্ত্ত,
পুঙ্কর, প্রভাস ও পরে লবণোদধিতে বিজ্ঞান লাভ
করেন । পুঙ্করে ইহার নাম জীকলা, প্রভাসে
মহানদী ও লবণোদধিতে দেবমাতা হয় । এই মন-
স্তরের আদি ত্রেতাযুগে সরস্বতী ও বাভবায়ির
এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল । এই মনস্তর অতীত
হইলে অস্ত্র আর এক বাভব হইবে । তাহার
নাম হইবে জ্ঞানামুখ । সে রুদ্রকোপ হইতে
জন্মিবে । সরস্বতীর নাম হইবে ব্রাহ্মী । সাম্প্রতি
ভাহার নাম সরস্বতী । আর ভাহার অতীত নাম
ছিল—কমণ্ডলু-ভবা । সাগরের অতীত নাম
ছিল—রত্নাকর, বর্ত্তমান নাম—সাগর । আর ভবিষ্য
নাম হইবে—কারোদ । এ সকল যে জানিতে
পারে, সে তীর্থকল লাভ করে । প্রভাসে স্বর্গের
সিঁড়ির স্তায় দেবী সরস্বতী বিরাজ করিতেছেন ।

বহিঃ সম্প্রাপ্তঃ পুষ্টিঃ শচ্যা মহানদী । প্রাচী
সরস্বতী দেবি সর্ব্বত্র চ স্তূর্ণতা । বিশেষণে কুরু-
ক্ষেত্রে প্রভাসে পুঙ্করে তথা ॥ ১০৯ ॥
এবম্প্রভাবা সা দেবী বভুবানলধারিণী । অগ্নি-
তীর্থসমীপস্থা স্থিতা দেবী সরস্বতী ॥ ১১০ ॥
তামাদৌ পুঙ্করমশু স তীর্থকলমশুতে । সাগর-
যুক্ত ততীর্থঃ পাপহরং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১১১ ॥ দর্শনা-
দেব তন্ত্বেব মহাক্রতুকলং লভেৎ । অগ্নিচিং
কপিলা সত্রী রাজা ভিক্ষুরহোদধিঃ ॥ ১১২ ॥ লুপ্ত-
মাত্রাঃ পুনস্ত্যেতে তস্মাৎপশ্চেক্ষি ভাবিতঃ । অগ্নি-
তীর্থে নরঃ স্রাব্য পাবকে প্রকিপেত্ততঃ । গুণ্ডুল-
ভারসহিতং সোহয়িলোকে মহীয়তে ॥ ১১৩ ॥ এবং
সংক্ষেপতঃ প্রোক্তো হুয়িতীর্থমহোদয়ঃ । সরস্ব-
ত্যাচ্চ মহাত্ম্যং সৰ্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১১৪ ॥ স্রাব্য-
তীর্থে বিধিবৎ কঙ্কণং প্রকিপেত্ততঃ । সুবর্ণস্ত মহা-
দেবি যথাবিস্তান্নসায়তঃ ॥ ১১৫ ॥ ততঃ সরস্বতীং
পূজ্য কপর্দিনমথার্চয়েৎ ॥ ১১৬ ॥ ততঃ কেদার-
নামানং ভীমেশ্বরমন্তঃপরম্ । ভৈরবেশ্বরনামানং
চণ্ডীশ্বরমন্তঃপরম্ ॥ ১১৭ ॥ ততঃ সোমেশ্বরং দেবং
পূজয়েদ্বিধবয়সঃ । নবগ্রহেশ্বরানিষ্টা কড়েকাদশকং
তথা ॥ ১১৮ ॥ ততঃ সম্পূজয়েদেবং ব্রহ্মাণং বাল-
কপিণম্ । এবং রৌদ্রী সমাখ্যাতা যাত্রা পাতক-

অপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ ভাঁহাকে লাভ করিতে পারে
না । তিনি সৰ্ব্বত্রই স্তূর্ণত, বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্র, প্রভাস
ও পুঙ্করে ॥ ১০৯—১১০ ॥ এবম্প্রভাবা বাভবানল-
ধারিণী দেবী অগ্নিতীর্থে অবস্থান করিতেছেন । অগ্নে
ভাঁহাকে যে পূজা করে, সে তীর্থকল প্রাপ্ত হয় ।
সাগর পাপহর ও পুণ্যবর্দ্ধক, দর্শনমাত্রেই মহাক্রতু-
কল লাভ হয় । অগ্নিহোত্রী, কপিলা সত্রী, রাজা,
ভিক্ষু ও মহোদধি ইহার দর্শনমাত্রে পাবিত করেন ।
নর অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া ভারপ্রমাণ গুণ্ডুল
তাহাতে নিক্ষেপ করিবে । এই ত' সংক্ষেপে
সৰ্ব্বপাপহর অগ্নিতীর্থ আর সরস্বতী মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন
করিলাম । নরগণ অগ্নিতীর্থে বিধিবৎ স্নান করিয়া
বিভবান্নসারে সুবর্ণকঙ্কণ নিক্ষেপ করিবে । অতঃ-
পর কেদারেশ্বরের পূজা, তারপর ভীমেশ্বরের,
ভীমেশ্বরের পর ভৈরবেশ্বর, তারপর চণ্ডীশ্বরের
অন্তঃপর সোমেশ্বরের, পূজা করিবে । এই সকল
দেবতার পূজার পর নবগ্রহেশ্বরের, একাদশ
রুদ্র ও বালরূপী ব্রহ্মার পূজা করিবে । এইরূপ
পাতকনাশিনী রৌদ্রী যাত্রা কীৰ্ত্তিত আছে । যে

নাশিনী । ১১৯ । মহাত্ম্যমখিলং তস্তা যো জানাতি
নরোত্তমঃ । নিবসনক্ষেত্রমধ্যে তু স তীর্থকলমম্মুতে ।
১২০ । এবং কৃষা ততো গচ্ছেয়হাদেবীং সর-
স্বতীম্ । ১২১ । সরস্বতীবাসসমা কুতো গুণাঃ
সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ । সরস্বতীং প্রাপ্য
দিবং গতা নরাঃ পুনঃ অরিয়ান্তি নদীং সরস্বতীম্ ।
১২২ ।

ইতি শ্রীকাল্পে সরস্বত্যাক্সিসমাগমারিতীর্থমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ । যদন্ততত্ত্বতা প্রোক্তং প্রাচী সৰ্ব্বত্র

। বিশেষণ কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে পুঙ্করে
তথা । ১ । কথং প্রভাসমাসাদ্য সংস্থিতা পাপ-
নাশিনী । মহাত্ম্যমখিলং তস্তাঃ প্রাচ্যাঃ পাতক-
নাশনম্ । কথয়স্ব মহেশান যদ্যহং তে প্রিয়া
বিভো । ২ । ঈশ্বর উবাচ । সাধু প্রোক্তং ত্বয়া
ভদ্রে প্রাচী সৰ্ব্বত্র হ্রত । কুরুক্ষেত্রে পুঙ্করে চ
তস্মাৎপ্রাভাসিকেহধিকা । ৩ । প্রভাসে তু মহাদেবী
প্রাচীং পাপপ্রণাশিনীম্ । নাপুণ্যো বেদ দেবেশি

নরোত্তম এই যাত্রামাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে,
তাহার ক্ষেত্রমধ্যে বাস হয় আর সে তীর্থ ফললাভ
করে । নরগণ উক্ত সমস্ত স্থানস্থিত সরস্বতীতে
গমন করিবে । সরস্বতীতীরে বাসত্বা গুণ
কোথায় ? সরস্বতীবাসসম রতি কোথায় ? সর-
স্বতীকে প্রাপ্ত হইয়া নর স্বর্গে গমন করিয়া আবার
তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকে । ১১০—১২২ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে বিভো ! আপনি যে বলি-
লেন, প্রাচী সরস্বতী সৰ্ব্বত্র হ্রত ; বিশেষতঃ কুরু-
ক্ষেত্রে, প্রভাসে, আর পুঙ্করে, তা প্রভাসে আবার
তিনি রহিলেন কি করিয়া ? আর তাঁহার পাপ-
নাশন সমস্ত মাহাত্ম্য আপনি আমাকে বলুন ;—
যদি আমাকে ভাল বাসেন । ঈশ্বর বলিলেন,—হে
দেবি ! তুমি সাধু জিজ্ঞাসা করিয়াছ । প্রাচী সরস্বতী
সৰ্ব্বত্র হ্রত হই বটেন ; কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে আর
পুঙ্করে তিনি অধিক হ্রত । অপুণ্যবান ব্যক্তি

কর্ম্মনির্মূলনকম্য । ৪ । যে পিষন্তি নরাঃ পুণ্যং
প্রচীং দেবীং সরস্বতীম্ । ন তে মল্লহা বিজেষ্যঃ
সত্যং সত্যং বরাননে । ৫ । ধজ্ঞাস্তে মনুষ্যন্তে চ
পুণ্যাস্তে চ তপস্বিনঃ । যে চ সারস্বতং তৌহং
পিবতাংহরহঃ সদা । ৬ । দেবান্তে ন মল্লহ্যাস্তে
নদৌত্তিষ্ঠঃ পিবন্তি যে । চন্দ্রভাগাং চ গন্ধাং চ তথা
দেবীং সরস্বতীম্ । ৭ । চুফা বা যদি বাজুফা
দিবা বা যদি বা নিশি । ন কালনিয়মস্তত্র যত্র প্রাচী
সরস্বতী । ৮ । প্রাচীং সরস্বতীং যে তু পিষন্তি
সততং যুগাং । তেহপি স্বর্গং গমিষ্যন্তি যত্নেদ্বিজ-
বরা যথা । ৯ । সৰ্ব্বকামপ্রপূর্ত্যর্থং নৃণাং তৎক্ষেত্র
যুত্তমম্ । চিন্তামণিসমা দেবী যত্র প্রাচী সরস্বতী ।
১০ । ঈধা কামদম্বা গাবঃ সৰ্ব্বকামফলপ্রদাঃ ।
তথা স্বর্গাপবর্গাভ্যাং প্রাচী দেবী সরস্বতী । ১১ ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামুর্জয়তসাম্ । যত্র
স্থিতানি গুর্যাসং তস্মাৎ কিমধিকং স্মৃতম্ । ১২ ।
যত্র মল্লপকঃ সিদ্ধঃ প্রাচীনে নিযতাস্তবান্ । ব্রহ্ম-
হত্যাব্রতং চীর্ণং ময়া যত্র বরাননে । ১৩ । বৃষতীর্থে
মহাপুণ্যে প্রাচীকুলসমাপ্রিতে । নিযুক্তে ভারতে
যুগে তাস্মৎস্তার্থে কিরীটিনা । প্রায়শ্চিত্তং পুরা চীর্ণং

প্রভাসে তাঁহাকে দেখিতে পায় না । যে সকল নর
পুণ্য প্রাচী সরস্বতীসলিল পান করে, তাহাদিগকে
মল্লহা বলা যায় না, এ কথা ঠিক । যে সকল ঋষি
তপস্বী অহরহ সরস্বতীসলিল পান করেন, তাঁহার
ধন্য । যাহারা চন্দ্রভাগা, গন্ধা ও সরস্বতী সলিল
পান করিয়ায়ছ, তাহারা দেবতা, মল্লহা নহে ।
দিবা বা রাত্রি, ভোজন করিয়া বা অজুস্ত অবস্থায়,
প্রাচী সরস্বতীরানে এ সকল নিয়ম নাই । যে সকল
যুগ সরস্বতী সলিল পান করে, তাহারাও যাজ্ঞিক
দ্বিজগণের স্তায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে । প্রভাস-
ক্ষেত্র মানবগণের সৰ্ব্বকামপূর্তির নিমিত্ত জানিবে ।
প্রভাসে দেবী প্রাচী সরস্বতী চিন্তামণিসমা । কামদম্বা
ধেয় যেমন সৰ্ব্বকামফলপ্রদা, তেমনি প্রাচী সরস্বতী
দেবীকেও জানিবে । যে সরস্বতীতীরে অষ্টাশীতি
সহস্র উর্জয়তা মুনীগণ বাস করিয়াছেন, তাহার
তটভূমিতে বাসকরার ফল আর অধিক কি বলিব ?
১-১২ । মল্লপক প্রাচীনকালে প্রাচী সরস্বতীতীরে সিদ্ধ
হইয়াছিলেন । আমি তত্ৰতা মহাপুণ্য বৃষতীর্থে ব্রহ্ম-
হত্যাজনিত ব্রতচরণ করিয়াছিলাম । ভারতযুদ্ধের
অবসানে বিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অর্জুন ঐ স্থানে
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন । অতএব এ তীর্থের

বিষ্ণুনা প্রেরিতাশ্বনাং । ১৪ ॥ ত্রৈলোক্যে সৰ্ব-
 তীর্থানাং ততঃপ্ৰবরঃ স্মৃতম্ । পাপহরং পুণ্য-
 জননং প্রাণিনাং পুণ্যকীর্তিতম্ । ১৫ ॥ সূত উবাচ ।
 আঠেবমুক্তে সা দেবী শঙ্করঃ লোকশঙ্করম্ । প্রায়-
 শ্চিত্তং কথং প্রাপ্তঃ পার্থঃ পরপূরঞ্জয়ঃ । জ্ঞাতিক্ষয়ো-
 জ্ববং পাপং কথং নাশমগাং প্রভো । ১৬ ॥ এবমুক্তঃ
 পুনঃ প্রাহ বিবেশো নীললোহিতঃ । প্রায়শ্চিত্তস্ত
 সম্প্রাপ্তঃ কারণং তদ্ব্যথা হিতম্ । ১৭ ॥ ঈশ্বর
 উবাচ । শৃণুধাবহিতা শুভ্রে কথং পাতকনাশিনীম্ ।
 যাং শ্ৰদ্ধা মানবো ভক্ত্যা পবিত্রায়া । প্রজায়তে ॥ ১৮ ॥
 যোহসৌ দেবি সমাধ্যাতঃ কীরীটী শেতবাহনঃ । স
 জিহ্বা কোরবান সৰ্বান সংহত্য হযকুঞ্জরান ॥ ১৯ ॥
 পশ্চাৎ সুযোধনঃ হব্বা ভীয়েন প্রযযৌ গৃহান ।
 নারায়ণেন সহিতো নরোহসৌ প্রস্থিতো রণাৎ ॥ ২০ ॥
 দ্রষ্টুং ধর্ম্মপুত্রং হষ্টঃ প্রণতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ । স বিজায়
 সমায়াক্টো নরনারায়ণাবুভো ॥ ২১ ॥ রাজা সুধিষ্টিরঃ
 প্রাহ ষায়স্থান ষায়পালকান । ভবন্তিরেভাবায়ান্তো
 নিবেদ্যৌ ষায়সংস্থিতৌ ॥ ২২ ॥ নরনারায়ণৌ
 কুরৌ পাপপঙ্কাস্থলেপিনৌ এবমেতদিত্তি প্রোক্তো
 তো তদা ষায়মাগতো ॥ ২৩ ॥ ভবন্তৌ নেচ্ছতি
 দ্রষ্টুং রাজা দুর্নয়কারিণৌ । তত্রস্থঃ পৃষ্টবান ভূয়ঃ

কথা আর কি বলিব? ইহা ত্রিভুবনস্থ যাবতীয়
 তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ, পাপহর, পুণ্যজনক এবং পুণ্য-
 কীর্তিদায়ক। সূত বলিলেন,—দেবদেব এই কথা
 বলিলে দেবী বলিলেন,—পার্থ পরপূরঞ্জয়;
 তিনি প্রায়শ্চিত্তার্থ হইলেন কিরূপে? আর যদিই
 জ্ঞাতিক্ষয়জন্ত পাপ হইয়াছিল, তাহা হইলে সে পাপ
 নষ্ট হইল কি করিয়া? এইরূপ অভিহিত হইয়া
 নীললোহিত বলিলেন,—প্রায়শ্চিত্তের কারণ ছিল,
 শ্রবণ কর, একথা অর্জি পাপনাশিনী, একথা শুনিলে
 মানবগণের আত্মা পবিত্র হয়। দেবি! সেই যে
 কীরীটী শেতবাহন ছিলেন, তিনি সময়ে কোরব-
 দিগকে নিহত করিয়া, গজাশ্ব মারিয়া, পশ্চাৎ
 সুযোধনকে সংহার করে ভীম আর নারায়ণের
 সাহিত ধর্ম্মপুত্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত হৃষ্টাশ্ব-
 করণে গৃহে গমন করিয়াই তাঁহাকে প্রাঞ্জলি হইয়া
 প্রণাম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-
 পুত্র তাহা জানিতে পারিয়া দৌবারিকদিগকে বলি-
 লেন,—কে আছে হে তোমরা এই পাপপঙ্কাস্থলেপী
 দ্বারোক্ত নর-নারায়ণের প্রবেশ নিবেদন কর।
 ধর্ম্মপুত্র এই কথা বলিলে দৌবারিকগণ 'যে আজ্ঞে

প্রতীহারং নরঃ স্বয়ম্' ২৪ । আবাঃ কিং কারণং
 রাজা নেচ্ছতে বশবর্তিনৌ । প্রোবাচ প্রণতো
 রাজা ততো বাঃস্বঃ পুংঃস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥ নারায়ণেন
 সহিতঃ নরঃ নরকনির্ভয়ম্ । হৃদ্যোধনেন সহিতা
 বান্ধবান্তে যতো হতাঃ । পিতৃতুল্যাশ্চ রাজানন্তেন
 বৈ পাপভাজনম্ ॥ ২৬ ॥ এবমুক্তে তু তেনাধ
 মুখমালোকিতঃ হর্যেঃ । তেন প্রোক্তমিদং তথ্যং
 যন্তে রাজা প্রভাবিতম্ ॥ ২৭ ॥ এবমুক্তে নরঃ প্রাহ
 পুনরেব জনার্দনম্ । কথয়স্ব কথং পাপাং কৃক
 শুধ্যামহে বয়ম্ ॥ ২৮ ॥ তীর্থগানেন মে শুদ্ধিঞ্চা
 স্তান্তবদ কুটম্ । তচ্চ গঙ্গাদিকং কৃক যথাশাস্ত্র
 নাশনম্ ॥ ২৯ ॥ কৃক উবাচ । মা গয়াং গচ্ছ
 কোস্তেয় মা গঙ্গাং মা চ পুঙ্করম্ । তত্র গচ্ছ কৃক-
 শ্রেষ্ঠ যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মদ্বীপে সুরা-
 পাশ্চ যে চাত্রে পাপকারিণঃ । তত্র স্নাত্বা বিমুচ্যন্তে
 যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ৩১ ॥ নারায়ণেন প্রোক্তো-
 হসৌ নরস্তবচনাদ্রুতম্ । সহিতস্তেন সম্প্রাপ্তঃ
 প্রাচীনং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥ ত্রিরাত্রোপোষিতঃ

মহারাজ! বলিয়া ষায়স্থিত নর-নারায়ণকে বলিল,—
 মহারাজ দুর্নয়কারী আপনাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা
 করেন না। দৌবারিকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া নর তখন তাহাকে বলিল,—আমরা রাজার
 বশবর্তী; কিজন্ত তিনি আমাদিগকে দেখিবেন
 না? দৌবারিক প্রণত হইয়া বলিল,—আপনি
 সুযোধনের সহিত বান্ধবগণকে এবং পিতৃতুল্য
 রাজগণকে রণে নিহত করিয়াছেন বলিয়া পাপ-
 ভাগী হইয়াছেন, এজন্য তিনি আপনাদিগকে দর্শন
 করিবেন না। প্রতিহারী এই কথা বলিলে নর
 তখন নারায়ণের বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে
 লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন,—সত্যইত' রাজা
 ঠিক বলিয়াছেন। জনার্দন এই কথা বলিলে
 পুনরায় নর বলিলেন,—হে জনার্দন! কিরূপে
 আমরা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব তাহা বলুন?
 যে কোন তীর্থ বা গঙ্গাদি জ্ঞানে আমাদের পাপ
 বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধি হইতে পারে, আপনি তাহা প্রকাশ
 করুন। ১৩—২৯। কৃক বলিলেন,—হে কৃকশ্রেষ্ঠ!
 গয়া বা গঙ্গায় এ পাপ-শাস্তি হইবে না, সরস্বতীতে
 গমন কর। ব্রহ্মদ্বীপ বা সুরাশাস্ত্রী যে কোন প্রকার
 পাপী হউক না কেন সরস্বতীতে স্নান করিয়া শুদ্ধি-
 লাভ করিয়া থাকে। নর নারায়ণের এই উপদেশাঙ্ক-
 নারে প্রাচীন শাস্ত্র তীর্থে গমন করিলেন। সেখানে

স্নাত্তিকালঃ নিয়তানুবান্ । তেন তস্মাদ্বিনিবৃত্তঃ
পাতকাৎ পূৰ্বসংকীৰ্ত্তাৎ ॥ ৩৩ ॥ বিজ্ঞায় শুদ্ধমেনং তু
রাজা ধৰ্ম্মমুতো দ্রুতম্ । ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ প্রাপ্তস্তৎ
দ্রষ্টুং নরপুংসবম্ ॥ ৩৪ ॥ ততস্তৎ প্রণতং দৃষ্ট্বা ধৰ্ম্মপুত্রঃ
পূরঃস্থিতম্ । আলিঙ্গ্য প্রহৃষ্টাশ্চ পৃষ্টবান্চাপ্যনা-
ময়ম্ ॥ ৩৫ ॥ ভীমাদিতিত্রীতৃভিঃ তদা গুরুগণৈরূতঃ
আলিঙ্গিতঃ প্রহৃষ্টস্ত নরো গুণগণৈরূতঃ ॥ ৩৬ ॥ এত-
চ্চি তন্নহাতীর্থং প্রাচীনেতি চ শব্দিতম্ । স্নানক্রমেণ
মৰ্ত্ত্যানামন্তেষামপি পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥ ত্রিরাত্রো
পোষিতঃ স্নাত্ততীর্থেষ্মিন ব্রহ্মহাণি যঃ । বিষৃক্তঃ
পাতকাতস্মান্নোদতে দিবি রুদ্রবৎ ॥ ৩৮ ॥ প্রাচীনে
দেব্যহং নিত্যং বসামি সহিতস্তয়া । প্রভাসে তু
মহাক্ষেত্রে বিশেষান্তয় ভামিনি ॥ ৩৯ ॥ সরস্বতী-
স্তরে তীরে যন্ত্যজেন্দ্রানন্তমম্ । প্রাচীনে তু
বরারোহেন চেহাগচ্ছতে পুনঃ ॥ ৪০ ॥ আপ্নতো
বাজিমেষু কলং প্রাপ্যতি পুংসলম্ । নিয়মৈ-
শ্চোপবাসৈশ্চ শোষয়েদেহমাশ্বনঃ ॥ ৪১ ॥ জলা-
হার্য বায়ুভক্ষাঃ পৰ্ণাহার্যশ্চ তাপসাঃ । যথা স্বভি-

গিয়া তিনি ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া ত্রিসন্ধ্যা নিয়ম
পালনপূর্বক স্নাত হইলেন । স্নাত হইবামাত্রই
পূৰ্ব-সংকীৰ্ত্ত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ।
এ দিকে ধৰ্ম্মপুত্র তখন নরের শুক্লিলাভ অবগত
হইয়া অপর ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার দর্শনমানসে
তথায় গমন করিলেন । তিনি তথায় উপস্থিত
হইবামাত্র নর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । তিনি
তখন সম্মুখবর্তী ভ্রাতাকে হৃষ্টান্তঃকরণে আলিঙ্গন
করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন । ভীমসেনাদি
অপর ভ্রাতৃগণ ও গুরুজনগণ কর্তৃক ও তিনি এই-
রূপে আলিঙ্গিত ও পরিবৃত্ত হইয়া পরমানন্দিত
হইলেন । প্রাচীনকালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল
বলিয়া এই তীর্থের নাম প্রাচীন । এই তীর্থে স্নান
মাত্রেই সমুদয় পাতক বিনষ্ট হয় । ত্রিরাত্র উপবাসী
থাকিয়া এই তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মবাতীও তজ্জ-
নিত পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে রুদ্রবৎ
বিমলানন্দ অমুভব করিয়া থাকে । হে দেবি !
প্রাচীন তীর্থে আমি তোমার সহিত সৰ্ব্বদাই বাস
করিয়া থাকি, বিশেষতঃ প্রভাসে । সরস্বতীর উত্তর-
তীরে প্রাচীনতীর্থে যে মানব তুমুহুতাগ করে,
তাঁহাকে আর ইহলোকে আগমন করিতে হয় না ।
যে নর নিয়ম বা উপবাসাদি দ্বারা এই তীর্থে আশ্ব-
বেহ শোষিত করে, তাহার বাজিমেষের কলপ্রাপ্তি

লগা নিত্যঃ যে চান্তনিয়মাঃ পূৰ্বক ॥ ৪২ ॥ এত-
মক্ষ্যশ্রমে যেষাং বসতাং মৃত্যুরাগতঃ । ন চে-
মহুয়া দেবান্তে সত্যমেতদ্রবীমি তে ॥ ৪৩ ॥
অস্মিন্স্থার্থে তু যো দদ্যাৎ ক্ৰটিমাত্রঃ তু কাক্ষনম্ ।
শ্রদ্ধয়া দ্বিজমুখ্যায় মেকতুলাং কলং লভেৎ ॥ ৪৪ ॥
অস্মিন্স্থার্থে তু যে শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি চ মানবাঃ ।
একবিশংকুলোপেতাঃ স্বর্গং যাস্তস্তি তে ব্রবম্ ।
পিতৃণাং বন্থতে তীর্থে পিণ্ডেনৈকেন তর্পিতাঃ ।
ব্রহ্মলোকং গমিষ্যন্তি গয়াশ্রাদ্ধকৃতো যথা ॥ ৪৫ ॥
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যে স্নানকং বিহিতং সদা । পিণ্ডাটক-
সুদকেনাপি পিণ্ডং তত্র দদ্যাদি যঃ । পিতৃণামক্ষয়া
তৃপ্তিঃ পিতৃলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৬ ॥ ভূয়শ্চান্নং
প্রযচ্ছন্তি মোক্ষমার্গং ব্রজন্তি তে ॥ ৪৭ ॥ দধি
দদ্যাদযোঃপি তত্র ব্রাহ্মণায় মনোরমম্ । সোহগ্নি-
লোকং সমাসাদ্য ভুঞ্জেক ভোগান্ন সুশোভনান্ ॥
৪৮ ॥ উর্ণং প্রাবরণং যোহপি ভক্ত্যা দদ্যা-
দ্বিজোত্তম্যে সোহপি যাতি পরায় সিদ্ধিং মর্ত্যো-
রন্তঃ সুহৃৎভাম্ ॥ ৪৯ ॥ বে চাত্র মলনাশায়
বিশেষ্যুর্দানবা জসম্ । গোপ্রদানসমং তেষাং সুখেন

হয় । জলাহারী, বায়ুভক্ষী, পর্ণাহারী, তাপসও স্বভি-
লগা, ইহারা যদি সরস্বতী-তটে মক্ষ্যশ্রমে বাস করিয়া
মৃত্যুশ্রান্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মানব না
বলিয়া দেবতা বলাই উচিত । এই তীর্থে যে মানব
বিপ্রগণকে ক্রটি মাত্র সুবর্ণ দান করে, তাহার
মরুপ্রমাণ সুবর্ণদানের কল হয় । যে সকল মানব এই
তীর্থে শ্রাদ্ধকৃতান্ন করে তাহার একবিশতি কুলের
সহিত স্বর্গে গমন করিয়া থাকে । এই পিতৃবল্লভ
তীর্থে মাত্র একটা পিণ্ড দ্বারা তর্পিত হইয়া পিতৃগণ
গয়াশ্রাদ্ধভোক্তা পিতৃগণের জায় ব্রহ্মলোকে গমন
করিয়া থাকেন । ৩০—৪৬। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে
এখানে স্নান বিহিত আছে । যে পিত্তাক ও ইকুদীকল
দ্বারা এই স্থানে পিণ্ড প্রদান করে তাহার পিতৃগণ
অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন এবং সে পিতৃলোকে
গমন করিয়া থাকে । যাহারা এখানে অন্নদান
করে, তাহার মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । যে মানব এই
তীর্থে বিপ্রগণকে উত্তম দধি দান করে, সে অগ্নি-
লোক প্রাপ্ত হইয়া উত্তম ভোগ উপভোগ করিয়া
থাকে । যাহারা এখানে ভক্তিপূর্বক বিপ্রগণকে
উর্ণবস্ত্র প্রদান করে, তাহার আত্মীয় জনের সহিত
সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । যে সকল মানব মল-
নাশের জন্ত এই তীর্থে অবগাহন করে, তাহার

কলমাদিশেৎ ৫১। ভাবেন যো নরন্তত্র কশ্চৎ
মানঃ সমাচরেৎ। সর্বপাপবিনিশ্চুক্তো ব্রহ্মলোকে
মহীয়তে ৫২। তর্পণাৎ পিণ্ডদানাক্ত নরকেষাপি
সংস্থিতঃ। স্বর্গং প্রাপ্যন্তি পিতরঃ সুপুত্রোহি
ভারিতাঃ ৫৩। প্রাচীং সরস্বতীং প্রাপ্য যাতি
তীর্থং হিমালয়ম্। স করস্বং সমুৎসজ্য কূর্ণয়েণ সমা-
লিহেৎ ৫৪। যং যং কামমতিধায় তাম্বন প্রাণান্
পরিত্যজেৎ। তং তং সকলমাপ্নোতি তীর্থসাহায্য-
যোগতঃ ৫৫। অজ্ঞদেবি পুরা গীতং গাঙ্গেয়েন
যুধিষ্ঠিরে। সত্যমেব হি গঙ্গায়াং বয়ং জাতা
যুধিষ্ঠির ৫৬। যাঃ কশ্চিৎ সরিতো লোকে
তাসাং পুণ্যা সরস্বতী ৫৭। সরস্বতী সর্বনদীষু
পুণ্যা সরস্বতী লোকসুখাবহা সদা। সরস্বতীং
প্রাপ্য সুধুম্বিতা নরাঃ সদা ন শোচন্ত পরত্র
চেহ চ ৫৮।

ইতি জীকান্দে প্রাচীসরস্বতীমাংসাব্যবসায়ঃ
নাম ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ ৩৬।

গো-দানসম কল প্রাপ্ত হয়। যে মানব এখানে
ভক্তিপূর্বক দানচরণ করে, সে সর্বপাপনির্মুক্ত
হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। সুপুত্রগণ যদি
এখানে দান-তর্পণ করে, তাহা হইলে পিতৃগণ
তৎকর্তৃক ভারিত হইয়া স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন।
প্রাচীসরস্বতীতীর্থ থাকিতে যে নর হিমালয়াদি তীর্থে
গমন করে, তাহার হস্তস্থিত ভক্ষ্য পরিত্যাগ
করয়া কূর্ণর ভক্ষের লেহন করা হয়। মানব যে
যে কামনা করিয়া উক্ততীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে
তীর্থসাহায্যে সে সেই সেই কামনাই লাভ করিয়া
থাকে। অগ্নি দেবি! পুর্বে গাঙ্গেয় যুধিষ্ঠিরকে
এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হে যুধিষ্ঠির! সত্য
সত্যই আমি গঙ্গার জল গ্রহণ করিয়াছিলাম বটে;
কিন্তু পৃথিবীতে যাবতীয় সরিৎ আছে, তদন্ত
সকলের মধ্যে সরস্বতীই পুণ্যবতী। সরস্বতী সকল
নদী অপেক্ষা পুণ্যবতী, লোকসুখাবহ, ও ঋণহত
জনের ইহপরত্র সুখদাত্রী ১৭-৫৮।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ।

দেব্যাচ। কিমর্থং কঙ্কণং দেব কিপ্যতে
লবণান্তসি। তস্ত পুণ্যং ন পূর্বোক্তং যথাবদকু-
ম্ভনি ১। কে যত্রাঃ কিং বিধানং তৎ কশ্চিন্
কালে মহৎ ফলম্। কিং পুরাচুত তদ্বৃত্তং ভগবন্
কঙ্কণান্তম্ ২। ঈশ্বর উবাচ। আসীৎ পুরা
মহীপালো বৃহদ্রথ ঈতি ক্রতঃ। তস্ত ভাৰ্য্যভবৎ
সাম্বী নামা চেন্দুমতী প্রিয়া ৩। ন দেবী ন চ
গন্ধবী নানুরী ন চ কিমরী। তাদৃশ্যা মহাদেবি
যাদুনী সা সুমধ্যমা ৪। শীলরূপগুণোপেতা নিত্যং
সাত্তপতিরতা। সর্বযোষিদগুণৈর্ভূজা যথা সাম্বী
হরুদ্রতী ৫। প্রধানা স্ত্রীসংশ্রুত সৌভাগ্যমদ-
গর্ষিতা। ন বিনা স তয়া য়েমে যুহুর্ভমপি পার্শ্বিণঃ ৬।
একদা তস্ত রাজর্ষেরদানগতা সতী। যাব-
ন্তিষ্ঠতি রাজেন্দ্রযুযিস্তাবহুপাগতঃ। কথো নাম মহা-
ভেজান্তপস্বী বেদপারগঃ ৭। তমাগতমধো দৃষ্টা
সহসোখায় পার্শ্বিণঃ। পূজাং কৃত্বা যথাক্রমে দধা
চাৰ্য্যমহুত্তমম্ ৮। সুখাসীনং ততো মম্বা বিজ্ঞাতঃ
মুনিপুংসবম্। অপৃচ্ছৎ কুশলং রাজা স সর্বং

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

দেবী বলিলেন,—হে দেব! লবণোদধিতে
কি জন্ত কঙ্কণ নিক্ষেপ করিতে হয়? এই কথ্য
করিলে কি পুণ্য হয়? ইহার মন্ত্র কি? বিধান কি?
গোঁদ সময় করিলে মহৎ ফল হয় এবং ইহার
পুরাবৃত্ত কি এই সকল আপনি বলুন। ঈশ্বর বলি-
লেন,—পুর্বে বৃহদ্রথ নামে এক নৃপতি ছিলেন,
তাহার মহিষীর নাম ছিল-ইন্দুমতী। না গন্ধবী
না অনুরী—না কিমরী, কেহই ইন্দুমতীর সৌন্দ-
র্যের সমকক্ষ ছিল না। তিনি রূপে, গুণে, কুলে
শীলে, পাতিব্রত্যে ও শ্রেষ্ঠযোষিদগুণে যেন সাক্ষাৎ
সাম্বী অরুদ্রতী ছিলেন। তিনি সমগ্র রাজমহিষীর
মধ্যে প্রধানা ও সৌভাগ্যমদগর্ষিতা ছিলেন।
নৃপতিও তাঁহাকে ছাড়া যুহুর্ভকাল থাকিতে পারি-
তেন না। একদিন মহিষী রাজার অর্দ্রাসন-
ভাগিনী হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মহা-
ভেজা বেদপারগ মহর্ষি কথ তথায় উপস্থিত হই-
লেন। রাজা তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই সহসা
গায়েোখান করত যথাবিধি তাঁহার পূজা এবং
তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিলেন। অর্ঘ্যদানান্তে মুনি-
বর সুখাসীন ও বিজ্ঞাত হইলে রাজা তাঁহার কুশল

চাষোদয়ঃ ॥ ১ ॥ ততো ধর্মকথাং চক্রে স ঋষি-
নৃপসন্নিধৌ ॥ ১০ ॥ ততঃ কথাবসানে সা ভাষ্যা
তস্ত মহীপতেঃ । অত্রবাদ্যুতঃ বাক্যং কৃত্যঙ্গলি-
পুটো সতী ॥ ১১ ॥ ইন্দুমত্বাচ । হং বেৎসি
তগবন্ সর্বমমতীতানাগতং বিভো । পৃচ্ছে হাং
কৌতুকাবিষ্টা তন্মাংসং কন্তুমর্হসি ॥ ১২ ॥ অস্ত-
দেহোন্তবং কন্তুমম সর্বং প্রকীর্তয় । ইদৃশং যম
সৌভাগ্যং পতির্দেবনুতোপমঃ ॥ ১৩ ॥ সৌভাগ্য-
পতির্দেবদ্বং শীলঃ ত্রৈলোক্যবিক্রমঃ । কিং
প্রভাবো ব্রহ্মতন্ত্রং উত্তাহোপোষিতস্ত বা ॥ ১৪ ॥
দানস্ত বা মুনিশ্রেষ্ঠ যয়ে সৌভাগ্যমুত্তমম্ ।
বশো রাজা মহাবাহুর্মম বাক্যাহুগঃ সদা ॥ ১৫ ॥
এতয়ে সর্বমাক্ষপয়ঃ কৌতুহলঃ হি মে ॥ ১৬ ॥
সূত উবাচ । তস্তান্ত্রত্বচনং জ্ঞাত্বা ধাত্বা চ সূচিয়ঃ
মুনিঃ । অত্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং কথো বেদবিদাং
বরঃ ॥ ১ ॥ কথ উবাচ । শৃণু রাজি প্রবক্ষ্যামি
অস্তদেহোন্তবং তব । ন রোষন্ত ত্বা কার্যো লজ্জা
বাপি স্তমধ্যমে ॥ ১৮ ॥ ত্বাসীদন্তদেহে তু
আভীরী পঞ্চভর্জকা । সৌরাষ্ট্রবিষয়ে হীনা দেবং
সোমেশ্বরং গতা ॥ ১৯ ॥ ততঃ স্নাতুং প্রবিষ্টা চ

সাগরে লবণান্তসি । হতা কল্লোলমালাভিকিহ্নসত্ব-
মুপগতা ॥ ২০ ॥ তব হস্তাচ্ছূতং তত্র হৈমং
কঙ্কণমেব চ । নষ্টঃ সমুদ্রসলিলে পশ্চাত্তাপস্ত তে
স্থিতঃ ॥ ২১ ॥ অথ কালেন মর্হতা পঞ্চদ্বং স্বমু-
পাগতা । দশার্ণাধিপতির্গেহে ততো জাভাসি
সুন্দরি ॥ ২২ ॥ বৃহদ্রথেন চোঢ়াসি কঙ্কণস্ত প্রভা-
বতঃ । ন ব্রতঃ ন তপো দানং ত্বা চৌর্ণং পুরা
শুভে ॥ ২৩ ॥ এতন্তে সর্বমাখ্যাতং যদ্বাং হং
পরিপৃচ্ছসি । তচ্ছ্রুত্বা সা বিশালাকী ত্রপয়াধো-
মুখী তথা । আসীদ্বিকীঃ তদা দেবী জ্ঞাত্বা বাক্যং চ
তাদৃশম্ ॥ ২৪ ॥ এবং নিবেদ্য স মুনী রাজপত্নীং
বরাননে । জগাম ভবনং স চ আমত্বা বসুধাধি-
পম্ ॥ ২৫ ॥ জ্ঞাত্বা কলং কঙ্কণস্ত মুনেস্তস্ত প্রভা-
বতঃ । গাত্বা সোমেশ্বরং দেবং স্নাত্বা চ লবণান্তসি ॥
২৬ ॥ প্রাক্কিপৎ কঙ্কণং তত্র প্রতিবর্ষং মহাপ্রভে ।
ততো দেবদ্ব্যমপরা প্রভাবান্তস্ত ভামিনি ॥ ২৭ ॥ ঈশ্বর
উবাচ এই প্রভাবঃ স্তমহান কঙ্কণস্ত প্রকীর্ষিতঃ ।

সর্বকামপ্রদো দেবি সর্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কঙ্কণমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনিও তাহা অমুমোদন
করিলেন । তিনি নৃপসন্নিধানে ধর্মকথা কহিতে
লাগিলেন । তাঁহাদের কথাবসানে রাজ্ঞী অমৃত-
ময় বাক্যে বলিলেন,—হে বিভো ! আপনি অতীত
অনাগত সমুদয়ই অবগত আছেন, এ জন্ত আমি
কৌতুহলাক্রান্তা হইয়া আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ প্রশ্ন
করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি আমায় কমা
করিবেন । আপনি অমুগ্রহপূর্বক আমার অস্তদেহ-
বৃত্তান্ত কীর্তন করুন । দেখুন, আমার দেবনুতো-
পম পতি, তাহাতে আবার তিনি নৃপতি, তত্পরি
আমায় বশীভূত ও বাক্যাহুগত, আবার তিনি
ত্রৈলোক্যবিক্রম, ইন্দ্র সৌভাগ্য আমার বিরূপে
হইল ? ইহা কি ব্রতোপবাসের প্রভাব—না দানের
অথবা জয়াস্তরীণ পুণ্যফল ? এই সকল আপনি
কীর্তন করুন, আমার পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে ।
সূত বলিলেন,—রাজ্ঞীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া বেদবিৎস্বর ঋষিবর সূচিরকাল ধ্যানান্তে
হাপিগ্না বলিলেন,—রাজ্ঞি ! বলিতেছি শ্রবণ করুন,—
দেখুন, আপনি রোষ বা লজ্জা করিবেন না,
আপনি পূর্বজন্মে আভীরী ছিলেন । আপনার
পাঁচজন ভর্তা ছিল । সৌরাষ্ট্রদেশে আপনার

জন্ম হইয়াছিল । আপনি এক সময় সোমেশ্বর দর্শন
করিতে যান, সেখানে লবণসমুদ্রে স্নান করিবার
নিমিত্ত অবতরণ করেন । আপনি সাগরের কল্লো-
লিত ভরদ্বালায় অভিহৃত হইয়া বিহ্বল হইয়া
পড়েন । ঐ সময় আপনার হস্ত হইতে কঙ্কণ
খলিত হয় । তাহা সমুদ্রসলিলে পতিত হওয়ায়
আপনি পশ্চাত্তাপযুক্ত হন । অনন্তর বহুকালের
পর আপনি পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইয়া দশার্ণাধিপতির
সুন্দরী কস্তারূপে জন্ম গ্রহণ করেন । রাজা
বৃহদ্রথ সেই কঙ্কণপ্রভাবেই আপনার পাণিগ্রহণ
করিয়াছেন ; ব্রত, দান বা তপ এ সকলের কিছুই
আপনি পূর্বে অমুষ্ঠান করেন নাই । এইত আপনি
আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত
বলিলাম । রাজ্ঞী মুনির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ত্বকীভাবে অবস্থান করিয়া
রহিলেন । মুনি রাজাকে সদ্ধীকৃত করিয়া স্ত্রী
আশ্রমে গমন করিলেন । রাজ্ঞী মুনিমুখে কঙ্কণ-
ফল অবগত হইয়া প্রতিবর্ষে সোমেশ্বরে গমনপূর্বক
লবণজলনিধিতে স্নান করিয়া কঙ্কণবেশন করিয়া
ক্রমে দেবদ্ব্য লাভ করিলেন । ঈশ্বর বলিলেন,—হে

অষ্টকপুৰাণঃ ।

দেবাবাচ । যদেতত্ত্বভা প্রোক্তং পঞ্চোৎপূৰ্ণং
কপদিনম্ । ভগবন্ সংশয়ং হেনং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥
স ভূত্যাঃ কিল দেবেশ তব শক্তো মহাপ্রভঃ । প্রভো-
রনন্তরং ভূত্যা এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা পূজ্যতমো হি
সঃ । কপদী সর্গদেবানামাদ্যো বিয়েশ্বরঃ প্রভুঃ ॥
৩ ॥ যোহসাবভীক্সিগ্রাহঃ প্রভাসক্ষেত্রসংস্থিতঃ ।
সোমেশ্বরো মহাদেবি লিঙ্গরূপী সদ্ধাশিবঃ ॥ ৪ ॥ তস্ত
বামে স্থিতো বিষ্ণুর্জগদ্রাহ ইতি যঃ স্মৃতঃ । তস্ত
দক্ষিণভাগে তু স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ । কপদিকপ-
মাস্তায় সাবিজ্ঞাঃ কোপকারণাৎ ॥ ৫ ॥ কৃতে
হেয়ধনামা তু ক্রোভায়াঃ বিয়মর্দনঃ । লঘোদরো
হাপরে তু কপদী তু কলৌ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥ এবং
যুগেযুগে তস্ত অবতারঃ পৃথক্ পৃথক্ । যথা কার্ধ্যা-
ল্লক্ষেণ জায়তে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭ ॥ অষ্টাবিংশতিমে

দেবি । এই আমি কঙ্কণের সর্গকামপ্রদ পাপনাশন
সুমহান্ প্রভাব কীর্তন করিলাম । ১—২৮ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টকপুৰাণ অধ্যায় !

দেবী বলিলেন,—হে দেব ! আপনি যে বলি-
লেন,—প্রথমতঃ কপদীকে দর্শন করিতে হয় ।
ইহা বিক্রমে সম্ভব হইতে পারে ? সে হইল আপ-
নার ভূত্যা, আর যে ভূত্যা, সে প্রভুর পরে গণিত,
এই হইল সনাতন ধর্মতত্ত্ব । এই জন্তই ত ইহাতে
আমার সংশয় হইতেছে, এ সংশয় আপনি
ছেদন করুন । ঈশ্বর বলিলেন, দেবি ! যেরূপে
ঐ কপদী সর্গদেবের আদ্য বিয়েশ্বর প্রভু পূজ্য-
তম হইলেন, তাহা শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি ।
তুমি জান যে প্রভাসক্ষেত্রে সোমেশ্বর নামে এক
লিঙ্গরূপী সদ্ধাশিব আছেন, সেই সদ্ধাশিবের বামে
বিষ্ণু আছেন, তিনি বরাহসংস্কার অভিহিত ।
আর এই বিষ্ণুর দক্ষিণভাগে সাবিজ্ঞীর কোপে
প্রজাপতি ব্রহ্মা কপদিক্রমে অবস্থান করেন ।
সত্যযুগে ইহার নাম ছিল—হেয়ধ, ক্রোভায় বিয়-
মর্দন, হাপরে লঘোদর, এবং কলিতে হইয়াছে
কপদী । কার্ধ্যাল্লক্ষেণ এইরূপে যুগে যুগে পুনঃ-
পুনঃ তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ অবতার । এই কারণে

তত্র দেবি প্রাপ্তে চতুর্ভুগে । কারণাত্মা যথোৎ-
পন্নঃ কপদী তত্র মে শৃণু ॥ ৮ ॥ পুরা হাপরসন্ধৌ
তু সস্ত্রাপ্তে চ কলৌযুগে । ত্রিযো স্নেহাশ্চ শূদ্রাশ্চ
যে চাত্রে পাপকারিণঃ । প্রয়াস্তি স্বর্গমেবাত দৃষ্টৌ
সোমেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৯ ॥ ন যজ্ঞা ন তপো দানং ন
স্বাধ্যায়ো ব্রতং ন চ । কুরুক্সোহপি নরা দেবি সর্গে
যান্তি শিবালয়ম্ ॥ ১০ ॥ তঃ প্রভাবং বিদিতৈবং
সোমেশ্বরসমুত্তমম্ । অগ্নিস্টোমাদিক্যঃ সর্গা ক্রিয়া
নষ্টাঃ সুরেশ্বরী ॥ ১১ ॥ ততো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ
ঋষয়ো বেদপারগাঃ । শূদ্রাঃ ত্রিযোহপি তং দৃষ্টৌ
প্রয়াস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১২ ॥ নষ্টযজ্ঞোৎসবে
কালে শূন্তে চ বসুধাতলে । উর্দ্ধবাহভিরাক্রান্তং
পরিপূর্ণং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৩ ॥ ততো দেবা মহেন্দ্রাদ্যা
দ্রুখেতৈব সমাধিতাঃ । পরিভূতা মনুষ্যৈশ্চ শকরঃ
শরণঃ গতাস্তাঃ ॥ ১৪ ॥ উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্গ ইন্দ্রাদ্যাঃ
মুরসন্তমাঃ । ব্যাঘ্রোহয়ং মান্ননৈঃ স্বর্গঃ প্রসাদান্তব
শকর ॥ ১৫ ॥ নিবাসায় প্রভোহস্মাকং স্থানং
কিঞ্চিৎ সমাদিশ । অহং শ্রেষ্ঠো হুং শ্রেষ্ঠ ইত্যেবং
তে পরস্পরম্ । জরন্তঃ সর্বতো দেব পর্ধ্যটাস্ত
যথেষ্টয়া ॥ ১৬ ॥ ধর্ম্মরাজঃ সুধর্ম্মাত্মা তেবাং কন্ম

কপদী অষ্টাবিংশতিতম যুগে যেরূপে জন্মিয়াছিলেন,
তাহা শ্রবণ কর । পূর্বে হাপরসন্ধি সময়ে কলি
যুগে স্ত্রী, স্নেহ, শূদ্র ও অন্তান্ত বহুবিধ পাপী
সোমেশ্বর দর্শন করিয়া স্বর্গে গমন করে । তখন
ব্রত, দান, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায় এ সকল না করিয়াই
নরগণ শিবালয়ে গমন করিতে থাকে । লোকে
সোমেশ্বরের এতাদৃশ প্রভাব দেখিয়া অগ্নিস্টোমাদি
সমস্ত ক্রিয়া একেবারে বন্ধ করিল । বাল-বৃদ্ধ ঋষি
বেদপারগ, স্ত্রী-শূদ্র সকলেই পরা গতি লাভ করিতে
লাগিল । এই সময় সোমেশ্বর প্রভাবে ধরাতলস্থ
সমুদয় লোকই স্বর্গে গমন করিল, ইহার কলে তথায়
এত জনতা (ভিড়) হইল যে, (ন স্থানং তিল-
ধারণং) স্বর্গাত্মী সকলকেই উর্দ্ধবাহ হইয়া থাকিতে
হইয়াছিল । তখন মনুষ্য-পরিভূত ইন্দ্রাদি দেবগণ
নিভান্ত ক্ষুধিত হইয়া শকরের (আমার) শরণ
লইলেন । তাঁহার কৃতাজলপুটে বলিলেন,—হে
দেব ! আপনার প্রসাদে মনুষ্যগণ স্বর্গে ব্যাপ্ত
করিয়াছে । অধুনা আমাদের নিবাসের জন্ত স্থান
দান করুন । এই কথা বলিয়া তাঁহার 'আমি
প্রধান, আমি প্রধান', এই প্রকার জ্ঞান করিতে
করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেলাগিলেন । ১—১৬ ।

শুভাশুভম্ । স্বঃ নিখিলমালোক্য তুক্ষীমাশ্চে
সুবিম্বিতঃ ॥ ১৭ ॥ যেমামর্থে কৃতং সজ্জং কুস্তী-
পাকং সূদাক্ষণম্ । রৌরবঃ শাল্মলির্দেব দৃষ্টা
তানি দিবি সংস্থিতান্ । বৈলক্ষ্যং পরমং গহ্বা
ব্যাপারং ভ্যক্তবানসৌ ॥ ১৮ ॥ ক্রীডগবাহুবাচ-
প্রতিজ্ঞাতং ময়া সর্বং ভক্ত্যা তুষ্টেন বৈ সুরাঃ
সোমায় মম সান্নিধ্যমগ্নিন্ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ন শক্যমন্তথা কর্তুমাশ্বনো যদুদীরিতম্ । এব
যাত্তস্তি তে স্বর্গং যে মাং দ্রক্ষ্যন্তি তত্র বৈ ॥ ২০
ভন্নোষ্টিয়াস্ততো দেবাঃ পার্বতীঃ প্রেক্ষ্য বিম্বিতঃ
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বৈঃ স্বমস্মাকং গতির্ভব ॥ ২১
এবমুকাশ্ববনং দেবাঃ স্তোত্রোণানেন সন্তম
জাহ্নতাং ধরণীং গহ্বা শিরস্তাধায় চাঞ্জলিম্
২২ ॥ দেবা উচুঃ । নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে
বিধ্বাজিকৈ । নমস্তে পদ্মপত্রাকি নমস্তে কাঞ্চন-
দ্বাতে ॥ ২৩ ॥ নমস্তে সংহত্রি কর্ত্রি নমস্তে
শঙ্করপ্রিয়ে । কালরাত্রি নমস্তভ্যং নমস্তে গিরি-
পুত্রিকৈ ॥ ২৪ ॥ আদ্যো ভদ্রে বিশালাক্ষি নমস্তে
লোকসুন্দরি । স্বঃ রত্নিত্বং যুতিস্বং ক্রীষ্ণং

স্বাহা স্বঃ সুরা সতী ॥ ২৫ ॥ স্বঃ দুর্গা স্বঃ মণির্মেধা
স্বঃ সর্বং স্বঃ বসুভজা । স্বয়া সর্বমিদং ব্যাপ্তং
ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২৬ ॥ নদীষু পর্বতাগ্রেষু
সাগরেষু শুভাশু চ । অরণ্যেষু চ চৈত্রেয়
সংগ্রামেষাশ্রমেষু চ ॥ ২৭ ॥ ত্রৈলোক্যে তত্র পশ্চাত্তো
ষদ্বৎ দেবিন্ স্থিতা । এতজ্জ্ঞাত্বা বিশালাক্ষি
জাহি নো মহতো ভয়ান ॥ ২৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
এবমুক্তা তু সা দেবী দেবৈরিশ্রপুয়োগমৈঃ ।
কাকুপ্যারিজদেহং স্বঃ তদা মর্দিতবত্যসি ॥ ২৯ ॥
মর্দয়ন্ত্যাস্তব তদা সঞ্জাতঞ্চ মহমলম্ । তত্র জজ্ঞে
গজেন্দ্রাস্তস্তত্বীর্হর্ষনোহরঃ ॥ ৩০ ॥ ততোহহরবীৎ
সুরান সর্কান ভবভী ককুপ্যাস্তিকা । এষ এব ময়া
সৃষ্টো যুস্মাকং হিতকাম্যয়া ॥ ৩১ ॥ এষ বিয়ানি
সর্কশি প্রাণিনাং সংবিধাস্ততি ॥ ৩২ ॥ মোহেন
মহতাবিষ্টাঃ কামোপহতবুদ্ধয়ঃ । সোমনাথমপশ্যন্তো
যাস্তস্তি নষ্টকং নয়াঃ ॥ ৩৩ ॥ এবং তে বচনং জ্ঞাত্বা
সর্বৈঃ তে হৃষ্টমানসাঃ । স্বস্থানং ভেজিয়ে দেবাস্ত্যক্তা
মাহুবজঃ ভয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ অপেভবদনঃ প্রাহ স্বাং
দেবি বিনয়াধিতঃ । কিং করোমি বিশালাক্ষি

সকলেরই শুভাশুভ কর্মের ফলভোগ স্বহস্তলিখিত
দেখিয়া ধর্ম্মরাজ বিম্বিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া
রহিলেন । তিনি মনে করিলেন,—হায়, আমি
যাহাদের জন্ত দাক্ষণ কুস্তীপাক, রৌরব, শাল্মলী
প্রভৃতি মহানরক সাজ্জত করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা
কিনা অন্য স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইল । এইরূপ
নির্কিঞ্চ হইয়া বৈলক্ষ্যসহকারে ধর্ম্মরাজ নিশ্চেষ্ট
রহিলেন । ক্রীডগবান বলিলেন,—হে সুরগণ !
আমি পূর্বে সোমের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া ঐ স্থানে
অবস্থান করিয়াছি, এবং প্রসিজ্ঞা করিয়াছি, অধুনা
আর তাহার অন্তথা হইতে পারে না, নিজের কথার
কেমন করিয়া অস্তথাচরণ করিব ? সূতরাং প্রভাস-
ক্ষেত্রে যাহারা আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা
অবশ্যই স্বর্গে গমন করিবে । দেবদেবের এই কথা
শুনিয়া দেবগণ ভয়োচ্ছন্ন হইয়া পার্বতীর নিকট গিয়া
বলিলেন—মা তুমি আমাদের গতি বিধান কর ।
এই বলিয়া দেবগণ পাতিতজাহ্ন হইয়া কৃতাজলি-
পুটে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন । বলিলেন,—
হে দেবদেবেশি, হে বিধ্বাজিকৈ, হে পদ্মপত্রাকি,
হে সুবর্ণবর্ণাভে, হে সংহারকর্ত্তি, হে কর্ত্তি, হে শঙ্কর-
প্রিয়ে, হে কালরাত্রি, হে গিরিপুত্রিকৈ, হে বিশা-
লাক্ষি, হে লোকসুন্দরি মাতঃ ! তোমাকে নমস্কার ।

হে মা ! তুমি রতি, তুমি ধৃতি, তুমি জী, তুমি
স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি সতী, তুমি দুর্গা, তুমি মণি-
র্মেধা, তুমি নিখিল বস্তু এবং তুমিই আত্মসমুদয়
পর্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড । তুমিই সচরাচর ত্রৈলোক্য
ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ । নদী, পর্বত, সাগর, শুভা,
অরণ্য, চৈত্যা, সংগ্রাম, আশ্রম, এমন কি নিখিল
ত্রৈলোক্যে এমন স্থান নাই—যেখানে তোমার
স্থিতি না আছে । হে বিশালাক্ষি মাতঃ ! তুমি
এই মহৎ ভয় হইতে আমাদের গকে পারজ্ঞান কর ।
ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! তুমি তখন ইন্দ্রাদি
দেবগণ কর্ত্তক উক্ত প্রকারে পরিহৃত হইয়া তাঁহা-
দের প্রতি ককুপ্যবশতঃ নিজ দেহ মর্দন করিতে
লাগিলে । তাহার ফলে পুঞ্জীকৃত মল উৎপন্ন
হইল । ঐ পুঞ্জীকৃত মল হইতে গজেন্দ্রাস্ত চত্বীহ
মনোহর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন । তুমি তখন দেব-
গণকে বলিলে,—এই ইহাকে অগ্নম ভোমাদেব
হিতকামনায় উৎপাদিত করলাম । ইনিই প্রাণ-
গণের বিশ্ববিধান করিবেন । কামোপহতবুদ্ধ
জনগণ মুগ্ধ হইয়া সোমনাথকে দর্শন না করিয়া
নরকে গমন করিবে । দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
দেবগণ মাহুবজ ভয় পরিত্যাগপূর্বক হৃষ্টমানসে
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭—৩৪ ॥ তখন গজবদন

আদেশো দীয়তাং যম ৷ ৩৫ ৷ জীতগবত্যাচ ।
গজ প্রভাসিকং ক্ষেত্রং যত্র সরিহিতো হরঃ । তত্রক
মাহবাপাঞ্চ যথা নাযাতি গোচরম্ ৷ ৩৬ ৷ লিঙ্গং
তু দেবদেবস্ত স্থাপিতং শশিনা স্বয়ম্ । ভবত্যা-
দেশিতো নিত্যং নৃপাঃ বিস্মঃ করোতি সঃ ৷ ৩৭ ৷
প্রস্থিতং পুরুষং নৃষ্টা সোমনাথং প্রতি প্রভুম্ । স
করোতি মহাবিস্মঃ কপদী লোকপুঞ্জিতঃ ৷ ৩৮ ৷
পুত্রদারগৃহক্ষেত্র-ধনধান্তসমুভবম্ । জনয়েৎ স
মহামোহং ততঃ পশ্চতি নো হরম্ ৷ ৩৯ ৷ অথবা
গড়গুণাদিব্যাধিঃ চৈব সমুৎসৃজেৎ । তৈগ্রস্তঃ
পুরুষো মোহায় পশ্চতি ততো হরম্ ৷ ৪০ ৷ তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন সোমেশ্বরপরীক্ষয়া । স নিত্যং পূজ-
নীয়ম্ অর্চ্যব্যক্ত দিবানিশম্ ৷ ৪১ ৷ স্তোত্রোপায়েন
দেবেশি সর্ববিদ্রাস্তকেন বৈ । সমারোধ্যো গণাধ্যক্ষঃ
প্রভাসক্ষেত্র-রক্ষকঃ ৷ ৪২ ৷ তন্ত্বেহং সম্প্রব-
ক্ষ্যামি স্তোত্রং তদ্বিস্মদনম্ । কপদিনৌ মহাদেবি
সাবধানাবধারণ ৷ ৪৩ ৷ ঊনমো বিস্ময়াজয়
নমস্তেহম্ কপদিনে । নমো মহোগ্রদংষ্ট্রায় প্রভাস-
ক্ষেত্রবাসিনে ৷ ৪৪ ৷ কপদিনং নমস্কৃত্য যাত্রা-
নিক্ষিপ্যহেতবে । স্তোত্রোহং বিস্ময়াজানং সিদ্ধি-

বুদ্ধিপ্রিয়ং শুভম্ ৷ ৪৫ ৷ মহাগণপতিঃ শুরমজিতঃ
জয়বর্ধনম্ । একদন্তঃ চ বিদন্তঃ চতুর্দন্তঃ চতু-
র্ভুজম্ ৷ ৪৬ ৷ ত্র্যক্ষঃ চ শূলহস্তঃ চ রক্তনেত্রঃ
বরপ্রদম্ । অজ্জয়েৎ শত্কর্ণঃ চ প্রচণ্ডঃ দণ্ডনায়কম্ ।
আয়সগুণী, হস্তবন্ধুঃ ও হস্তপ্রিয়ম্ ৷ ৪৭ ৷
অনর্জিতো বিস্ময়কঃ সর্বকাধ্যেষু যো নৃপাম্ । তং
নমামি গণাধ্যক্ষং ভায়মুগ্রমুদাসুতম্ ৷ ৪৮ ৷ মদবস্তং
বিরূপাক্ষমিতবন্ধুসমপ্রভম্ । এবং চ নিশ্চলঃ শান্তঃ
তং নমামি বিনায়কম্ ৷ ৪৯ ৷ অথ পূর্ণেশ বপুষা
দেবানাং কার্যাসিদ্ধয়ে । গজরূপং সমাশ্রায় জাসিতঃ
সর্বদানবাঃ ৷ ৫০ ৷ স্বযীণাং দেবতানাং চ নায়কত্বং
প্রকাশিতম্ ৷ ৫১ ৷ ইতি স্তবঃ সুরৈরগ্রে পূজ্যসে
ত্বং ভবাস্তজ । হামারাদ্য গণাধ্যক্ষমিতবন্ধু-
সমপ্রভম্ ৷ ৫২ ৷ এবং চ নিশ্চলঃ শান্তঃ পরীতঃ
বিজয়প্রিয় । কার্যার্থং রক্তকুমুদে রক্তচন্দন-
বারিভিঃ ৷ ৫৩ ৷ রক্তাধরধরো ত্বয়া চতুর্ভা-
মর্চয়েতু যঃ । এককালং ত্রিকালং বা নিয়তো
নিয়তাপনঃ ৷ ৫৪ ৷ রাজানং রাজপুত্রং বা রাজ-
মাজ্ঞপমেব চ । রাজ্যং বা সর্ববিশেষো বশীকৃত্যং

সবিনয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিশা-
লাক্ষি ! আমি কি করিব, আদেশ দেন । তুমি
বলিলে,—যেখানে হর বিরাজ করিতেছেন, সেই
প্রভাস ক্ষেত্রে তুমি গমন কর । যেখানে গমন
করিয়া তুমি সোমপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ এক্রুপে রক্ষা
করিবে, যাহাতে মানবগণের গোচরীকৃত না হন ।
গজবদন তোমা কর্তৃক এইরূপ আদিত হইয়া
প্রভাসে গিয়া উক্ত প্রকারে মানবগণের বিস্ম
উৎপাদন করিতে লাগিল, তখন মানবগণের পুত্র-
দারগৃহ-ক্ষেত্র-ধন-ধান্ত বিষয়ক মহামোহ জন্মাইতে
লাগিল । সেই মোহে মুগ্ধ হইয়া জনগণ আর সোমনাথ
দর্শন করে না । কখন সে নরগণের গড়-গলগুণাদি
রোগ স্বজন করিতে থাকিল, তাহার কলে তাহার
সোমনাথ দর্শন একেবারে ভুলিয়া গেল । এজন্য
তিনি সোমনাথ দর্শনে বস্তু মানবগণের নিত্য পূজনীয়
ও অর্চ্যব্য । হে দেবি ! যে স্তোত্র দ্বারা ঐ গণাধ্যক্ষ
কপদীর স্তব করিতে হয়, আমি তাহা বলিতেছি ;
ইহাতে সোমনাথদর্শনবিষয়ক বিস্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
তুমি ইহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । হে বিস্ময়াজ !
তোমাকে নমস্কার ; তুমি কপদী মহোগ্রদংষ্ট্র,
প্রভাসক্ষেত্রবাসী, যাত্রা নিক্ষিপ্য হেতু, তোমাকে

নমস্কার । হে বিস্ময়াজ ! তুমি বুদ্ধিসিদ্ধিপ্রিয়, শুভ,
মহাগণপতি, সুর, অজিত, জয়বর্ধন, একদন্ত,
বিদান, চতুর্দন্ত, চতুর্ভুজ ত্র্যক্ষ, শূলহস্ত, রক্তনেত্র,
বরপ্রদ, অজ্জয়েৎ, শত্কর্ণ, প্রচণ্ড, দণ্ডনায়ক,
আয়সগুণী, হস্তবন্ধু ও হস্তপ্রিয় । তুমি আর্জিত না
হইলে মানবগণের সর্বকাধ্যে বিস্ম উৎপাদন কর ;
আমি তোমার স্তব ও নমস্কার করিতেছি । হে
গণাধ্যক্ষ, ভীম, উগ্র, উদাসুত, মদবস্ত,
বিরূপাক্ষ, গজবন্ধু, এবং, নিশ্চল, শান্ত । আমি
তোমাকে নমস্কার করিতেছি । হে বিনায়ক !
তুমি তোমার পূর্ব শরীরে গজরূপ আধান
করিয়া দেবগণের কার্যাসিদ্ধার্থ দৈত্যগণকে জাসিত
এবং স্বাধ ও দেবতাগণের নায়কত্ব করিয়াছিলে ।
হে ভবাস্তজ ! তুমি এইরূপে স্তব হইয়া সুরগণ
কর্তৃক পূজিত হও । তুমি গণাধ্যক্ষ, ইভবন্ধু
সমপ্রভ, এবং, নিশ্চল, শান্ত ও জয়জী-মুক্ত ।
কার্যাসিদ্ধার্থ তুমি রক্তচন্দন বারি ও রক্তকুমুদ
দ্বারা পূজিত হইয়া থাক । যে নিয়ত নিয়তাপন
ব্যক্তি চতুর্ভী তিথিতে রক্তা ধারণ করিয়া
একবার বা দুইবার তোমায় পূজা করে, সে
সর্ববিশেষ হইয়া রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী ও রাজ্যবৈ

সরাষ্ট্রকম্ ॥ ৫৫ ॥ যৎকলং সৰ্বভৌর্থেষু সৰ্বঘজ্জেষু
যৎকলম্ । স তৎকলমবাপ্নোতি স্মৃতা দেবং
বিনায়কম্ ॥ ৫৬ ॥ বিষমং ন ভবেত্তত্ত্ব ন স গচ্ছেৎ
পর্যভবম্ । ন চ বিয়ং ভবেত্তত্ত্ব জনো জাতিস্মরো
ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥ য ইদং পঠতি স্তোত্রং যত্ন-
শ্রীসৈবকং লভেৎ । সংবৎসরেণ সিদ্ধিং চ লভতে
নাজ সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ প্রসাদাদর্শনং যাতি তত্ত্ব
সোমেশ্বরঃ প্রভুঃ । কপদীকারমুদয়ং যতোহস্ত
সমুদাহৃতম্ । ততোহস্ত নাম জানীহি কপদৌতি
মহাত্মনঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কপদীবিনায়কমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামাষ্ট্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ সম্পূজ্য বিধিনা দেবদেবঃ
কপদীনম্ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি লিঙ্গং কেদার-
সংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ ভক্তবায়ৈয়ভাগহং ভীমেশ্বর-
সমৌপগম্ । স্বয়ম্ভূতং মহাদেবি কল্পলিঙ্গং মম
প্রিয়ম্ ॥ ২ ॥ ময়া সম্পূজিতং দেবি বুদ্ধিলিঙ্গং
মহাপ্রভম্ । নিরাহারম্ যন্তজ করোত্যেকং

বশীভূত করিয়া থাকে । অপিচ সরি ভৌর্ভ্র ভ্রমণে
ও সৰ্ব যজ্ঞানুষ্ঠানে যে কললাভ হয়, সে তোমাকে
স্মরণ করিয়া সেই কল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহার
কদাচ বৈষম্য পর্যভব বা বিয় উপস্থিত হয় না ;
পরন্তু সে জাতিস্মরণ লাভ করে । হে দেবি !
এই স্তোত্র ছয়মাস কাল যাবৎ পাঠ করিলে বর-
লাভ ও সংবৎসর পাঠ করিলে সিদ্ধি লাভ হইয়া
থাকে । ইহাতে কোন সংশয় নাই । কপদীর
প্রসাদে প্রভু সোমেশ্বর দর্শন দান করিয়া থাকেন ।
উদয় কপদীকার বলিয়াই তাঁহার কপদী নাম
হইয়াছে । ৩৫—৫৯ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! উক্ত প্রকারে
দেবদেব কপদীর পূজা করিয়া কেদারেশ্বর লিঙ্গ
সমীপে গমন করিতে হয় । এই লিঙ্গের অগ্নি
কোণে ভৌর্ভ্রের লিঙ্গসমীপে আহার প্রিয় স্বয়ম্ভূত
কল্পলিঙ্গ আছে, এই লিঙ্গের আমি পূজা করিয়া

প্রজাগরম্ ॥ ৩ ॥ চতুর্দশাং বিশেষণ তত্ত্ব লোকাঃ
সনাতনঃ । কদ্রেবরৈতি দেবস্ত । স্বানীয়ায়
পুরা যুগে ॥ ৪ ॥ ত্রিযোহশ্বিন্ড পুনঃ প্রাপ্তে
শ্লেচ্ছম্পর্শভয়াতুরঃ । অশ্মিন্লিঙ্গে লয়ং যাতঃ কেদার-
শ্চাক্সিস্মিধৌ ॥ ৫ ॥ তেন কেদারনামেতি তত্ত্ব
খ্যাতং ধরাতলে । মাঘে মাসি যতাহারঃ স্নাত্বা তু
লবণোদধৌ ॥ ৬ ॥ পদ্মকে তু মহাকুণ্ডে মধ্যোহস্ত
লবণান্তসঃ । রুদ্রেশাদক্ষিণে ভাগে ধনুর্বাৎ
দশকে স্থিতে ॥ ৭ ॥ স্নাত্বা বিধানতো দেবি রুদ্রেশং
চার্চ্চয়িষ্যতি । সম্যক্কেদারযাত্রায়াঃ কলং তত্ত্ব
ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং পূজনান্নাশনং
মহৎ । অথ ভক্তৈব দেবস্ত ইতিহাসঃ পুরাতনম্ ।
সর্বকামপ্রদং নৃণাং কথ্যতে তে হুয়শ্রিয়ে । আসী-
দ্রাজা পুরা দেবি শশবিন্দুরিতি জ্ঞাতঃ ॥ ১০ ॥
সার্বভৌমো মহাপালো বিপক্ষগণহৃদনঃ । কলি-
ষাপরয়ে সঙ্কো সজুতঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ১১ ॥ তত্ত্ব
ভাষ্যাতবৎ সাক্ষী প্রণেত্যোহপি গরীয়সী । ন
দেবী ন চ গন্ধকা নানুরী ন চ পরগী ॥ ১২ ॥
তাদৃগ্গোপা বরারোহে যথাস্ত শুভলোচনা । তত্ত্ব
হেমময়ং পদ্মং শতপদং মনোরমম্ ॥ ১৩ ॥ খেচরং

ধাকি । ইহা মহাপ্রভ ও বর্ধিত লিঙ্গ । যে জন
নিরাহারে এই লিঙ্গের প্রজাগর করে, বিশেষতঃ
যদি চতুর্দশীতে করা হয়, তাহা হইলে তাহার সনা-
তন লোক লব্ধ হইয়া থাকে । পূর্বে যুগে উক্ত
লিঙ্গের নাম ছিল—কদ্রেবর । তিনি শ্লেচ্ছম্পর্শ-
ভয়ে ত্রিয নক্সে আক্সিস্মিধানে কেদারেশ্বর লিঙ্গে
লয় প্রাপ্ত হন । এই কারণেই তিনি ধরাতলে
কেদারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । যে নিয়তা-
হার মানব মাঘমাসে, লবণোদধির মধ্যে কদ্রেবর
লিঙ্গের দক্ষিণদিক্‌ভাগে দশধনু ব্যবধানে অবস্থিত
মহাকুণ্ড পদ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া ঐ লিঙ্গের পূজা
করে, তাহার কেদারযাত্রার সম্যক্ কললাভ হইয়া
থাকে । ১--৮ । এই লিঙ্গপূজার কলে মহৎ ব্রহ্মহত্যা-
পাপও বিনষ্ট হয় । হে দেবি ! আমি এই লিঙ্গের
একটি সর্বকামপ্রদ পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি
জ্ঞাপন কর । পূর্বে শশবিন্দু নামে এক সার্বভৌম
রাজা ছিলেন । কলি-ষাপরের সন্তিসময়ে তিনি
রাজ্য করেন । তাঁহার মহিষী তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও
গরীয়সী ছিলেন । তাঁহার মহিষী যেরূপ রূপবতী
ছিলেন, দেবী, গন্ধকা, অনুরী বা পরগীরাও
তাদৃশী রূপবতী ছিলেন না । রাজার একটি

বেগি নিত্যক তস্ত রাজো মহাভূতঃ। স তেন
পৰ্বাটোন্মাকান্ সৰ্বান্ দেবী স্বকমতঃ ॥ ১৪ ॥ একদা
কান্তনে মাসি শুক্লপক্ষে বরাননে। চতুর্দশ্যঃ তু
সম্প্রাপ্তঃ প্রভাসক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ অথাপশুদৃশ্বান
সৰ্বান ক্রীসোমেশ্বরপুংস্বিতান্। রাজো জাগরণার্থায়
জপহোমপরায়ণান্ ॥ ১৬ ॥ স দৃষ্ট্বা সোমনাথং তু
প্রণিপত্য বিধানতঃ। পূজয়ামাস সৰ্বাং তান যথার্থঃ
ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ কেশরমাসাদ্য সংপ্রাপ্য
বিধিবৎ প্রিয়ে। পূজয়িত্বা বিচিত্রাভিঃ পুষ্পমালাভি-
র্যশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥ নৈবেদ্যক্সিবিধৈরুদ্বৈতৈর্নৈশৈশ্চ
মনোহরৈঃ। ততোহত্র কারয়ামাস জাগরণং সুরমা-
হিতঃ ॥ ১৯ ॥ ততস্তে মুনয়ঃ সৰ্গে কুতূহলসমযিতাঃ।
চ্যবনো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ শাণ্ডিল্যঃ শাকটায়নঃ ॥ ২০ ॥
রৈভ্যোহথ জৈমিনিঃ ক্রৌঞ্চো নারদঃ পরীতঃ শিলঃ।
মার্কণ্ডে পুরতঃ কুৰ্ব্বা জগ্মুস্তত্ত সমীপতঃ ॥ ২১ ॥ ততঃ
কথাঃ স্থবিচিত্রা ইতিহাসানি ভূরিশঃ। কীর্তয়ন্তঃ
হিতাত্তজ পপ্রচ্ছ রাজসত্তমম্ ॥ ২২ ॥ স্বয়ং উচুঃ।
কস্মাৎ সোমেশ্বরং দেবং পরিত্যজ্য নরাধিপ।
কেশরাস্ত পুরোহকার্যাজাগরণং তদ্ববৌহ নঃ। নুনং

বেংসি কলং চান্তা লিক্কাণ্ডী ত্বং মহোদয়ম্ ॥ ২৩ ॥
রাজোবাচ। শৃণু ব্রাহ্মণাঃ সৰ্গে অন্তদেহোত্তবং
মম। পুৰাণং শূদ্রজাতীয় আসং ব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২৪ ॥
সৌরাষ্ট্রবিষয়ে শুভ্রে ধনবাণ্ডসমাকুলে। অথ
কালান্তরে তত্র অনাগৃষ্টিরভূদ্ভিজ্জাঃ ॥ ২৫ ॥ ততোহহং
ক্ষুধাবিষ্টঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাহিতঃ। অথাপশুং
সরঃ শুভ্রং হরিণীমূলসংযুতম্ ॥ ২৬ ॥ তচ্চ
রামসরো নাম পদ্মিনীমণ্ডমণ্ডিতম্। কীরোদী-
শ্বধিসঙ্কাণঃ দৃষ্ট্বা স্নাতঃ ক্রমাহিতঃ ॥ ২৭ ॥
সম্পূর্ণা চ পিতৃন দেবান পীষা স্বচ্ছমধোদকম্।
ততোহহং ভাৰ্য্যয়া প্রোক্তো গৃহাগেমান স সরোজহান্ ॥
২৮ ॥ এতৎসমীপতো রম্যং দৃষ্টতে স্থানমুত্তমম্।
বিক্রীণীমোহত্র গম্বা তু যেন স্ত্রান্তোজনং বিত্তো ॥
২৯ ॥ অথাবতীৰ্থা সলিলং গৃহীতানি ময়া দ্বিজাঃ।
কমলানি স্মৃত্বৌপিত্য প্রস্থিতশ্চ পুরং প্রতি ॥ ৩০ ॥
তত্র গম্বা চ রথায় চ স্বরেষু ত্রিকেষু চ। প্রমুগ্ধ-
কমলাস্তেব ক্রেতুঃ বৈ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥ ন কশ্চৎ
প্রতিগম্বাতি অন্তঃ প্রাপ্তো দিবাকরঃ। প্রাসাদং

লিঙ্গের বিশেষ মাহাত্ম্য অবগত আছেন। ১—২৩।
রাজা বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা আমার
পূর্বজন্মস্মৃতি ভ্রাণ করুন। পূর্বে আমি ব্রাহ্মণ-
পূজক শূদ্র ছিলাম। সমুদ্র সোরাষ্ট্রে আমার জন্ম
হইয়াছিল। একদা তথায় অনাগৃষ্টি উপস্থিত হও-
য়ায় ক্ষুৎ-পীড়িত হইয়া আমি প্রভাসক্ষেত্রে গমন
করি। ঐ স্থানে গমন করিয়া আমি এক সরো-
বর দেখিতে পাই। সরোবরটীর নাম রামসরোবর।
উহা হরিণীর মূলদেশে অবস্থিত। ঐ সরোবর
পদ্মিনীমণ্ডমণ্ডিত ও কীরোদ সাগরের স্তায় সুবি-
স্তৃত। ঐ সরোবরে স্নান করিয়া দেবও পিতৃগণের
তর্পণ, সমাপনপূর্বক উদর পূর্ণ করিয়া স্বয়ং সলিল পান
করিলাম। এই সময় আমার পত্নী বলিলেন,—নাথ!
ঐ মনোরম পদ্ম সকল তুলিয়া আনুন। নিকটেই
মমোহর নগর দেখা যাইতেছে, ঐ নগরমধ্যে লইয়া
গিয়া পদ্মগুলি বিক্রয় করিব। তাহাতে আমাদের
জীবন-যাত্রা নির্বাহ হইবে। ভাৰ্য্যার এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া পুনরায় আমি জলে অবতরণ
করিলাম। এবং ভূরি ভূরি পদ্ম গ্রহণ করিয়া নগর-
মধ্যে প্রবেষ্ট হইলাম। নগরে প্রতিপবে গৃহে গৃহে
পদ্মপুষ্প বিক্রয়ার্থ ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু কেহই
তাহা গ্রহণ করিল না। দিবাকর অন্ততিল অব-
লম্বন করিলেন, আমরাও একটা প্রাসাদে আজয়

মনোরম হেমময় শতপত্র পদ্ম ছিল। এই পদ্মটি
বিশিষ্ট বেগসম্পন্ন ও খেচর ছিল। রাজা এই
পদ্মের মাহাত্ম্যেই সৰ্বস্থানে ইচ্ছামত বিচরণ
করিতেন। এক দিন তিনি কান্তন মাসে শুক্ল-
পক্ষীয় চতুর্দশীতে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করেন।
সেখানে যাইয়া দেখেন যে, ঋষিগণ রাজ্যকালে
জাগরণ কারবার জন্ত জপহোম-পরায়ণ হইয়া
ক্রীসোমেশ্বরসমীপে অবস্থান করিতেছেন। তদর্শনে
তিনি দেব সোমেশ্বরকে বিধিপূর্বক প্রণাম করিয়া
পরে তাঁহাদের সকলকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি-
লেন। প্রণামান্তে তিনি কেশরেশ্বরের স্নান করাইয়া
বিচিত্র পুষ্পমালা, নৈবেদ্য ও মনোহর বস্ত্রাভরণ দ্বারা
তাঁহার অর্চনাপূর্বক সমাহিতভাবে জাগরণ করিতে
লাগিলেন। এই সময় চ্যবন, যাজ্ঞবল্ক্য, শাণ্ডিল্য,
শাকটায়ন, রৈভ্য, জৈমিনি, ক্রৌঞ্চ, নারদ, পরীত ও
শীল প্রভৃতি তত্তত ঋষিগণ সবলেই কৌতূহলাক্রান্ত
হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে
উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিচিত্র ইতিহাসকথার অবতা-
রণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে রাজাকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে রাজন! কিজন্ত আপনি দেব সোমে-
শ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেশরেশ্বর-সম্মুখে
জাগরণ করিতেছেন বলুন? নিশ্চয়ই আপনি এই

কঞ্চিদাসাদ্য সুপ্তোহঃ সহ ভাষিয়া ॥ ৩২ ॥ তত্র
সুপ্তস্ত মে বুদ্ধিঃ ক্ষুধা গীতধ্বনিং তদা । সমুৎপন্ন
সভাৰ্য্যস্ত ক্ষুধার্ত্তস্ত বিশেষতঃ । নুনং জাগরণং
হেতুং কস্মিন্চিদিবধালয়ে ॥ ৩৩ ॥ সয়োকহাগি চাদায়
ব্রজায়াত্র সুরালয়ে । যদি কশ্চিৎ প্রগৃহ্যতি প্রাণযাত্রা
ততো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ অথোখায় সমায়াতো হুত্বাঙ্কং
মুনিপুঙ্গবঃ । অপশ্চ লিঙ্গমেতত্ত্ব পুজিতঃ কুসুমৈঃ
শুভৈঃ ॥ ৩৫ ॥ রুদ্রেণরাভিধমিৎ বুদ্ধলিঙ্গং স্বয়মুৎপন্নম্ ।
বেঙ্কানঙ্গবতীনায়ী শিবরাত্রিপ্রায়ণা ॥ ৩৬ ॥ জাগতি
পুরতন্তস্ত গীতনৃত্যোৎসবাদিনা । ততঃ কশ্চিৎসয়া
পৃষ্ঠে কিসেতজ্জাগ্রিজাগরণম্ ॥ ৩৭ ॥ কেয়ং জী দৃষ্টতে-
হত্যং গীতনৃত্যোৎসবে রতা । সোহব্রবীচ্ছিব-
ধর্ম্মোক্তা শিবরাত্রিঃ সুধর্ম্মদা ॥ ৩৮ ॥ তাং চানঙ্গ-
বতীনায়ী বেঙ্কোৎসবং ধর্ম্মসংযুতা । জাগতি পরমং
শ্রেয়ঃ শিবরাত্রিরতং শুভম্ ॥ ৩৯ ॥ শিবরাত্রিরতং
হেতুদ্বয়ং সমাকুরতে নরঃ । ন স দুঃখমবাপ্নোতি ন
দারিদ্র্যং ন বন্ধনম্ ॥ ৪০ ॥ তুষ্টিং চারিষ্টযোগং বা ন
রোগং ন ভয়ং কচিৎ । সুখসৌভাগ্যসম্পন্নো জায়তে

সংকুলে নরঃ ॥ ৪১ ॥ তেজস্বী চ যশস্বী চ সর্ব-
কলাণভাজনম্ । ভবেদশু প্রসাদেন এবমাহর্ষনৌ-
সিং ॥ ৪২ ॥ রাজোবাচ । অথ মে বুদ্ধিকুৎসরা তদ্-
ব্রতং প্রতি নিশ্চল্য । চিন্তিতং মনসা হেতুগুণা
ব্রাহ্মণসন্তমঃ ॥ ৪৩ ॥ অন্নাতাবান্মোৎপন্ন উপ-
বাসো বলাদ্ব্যতঃ । তদহং পদ্মকে তীর্থে স্নাত্বা চ
লবণাস্তসি ॥ ৪৪ ॥ এতৈঃ সয়োকহৈর্দেবং পুজয়ামি
মহেশ্বরম্ । ততো ময়া সভাৰ্য্যোণ রুদ্রেণঃ সম্প্র-
পুজিতঃ ॥ ৪৫ ॥ পঠ্যেচ ভক্তিযুক্তেন সভাৰ্য্যোণ
বিশেষতঃ । জাগ্রৎস্থিতস্ত দেবাগ্রে তাং রাত্রিঃ সহ
ভাষিয়া ॥ ৪৬ ॥ ততঃ প্রভাতসময় উদতে সূর্য-
মণ্ডলে । সা বেঙ্কো মামুবাচেনং কলধৌতপলভ্রয়ম্ ॥
৪৭ ॥ গৃহাণ মূল্যং পদ্মানং ন গৃহীতং ময়া হি তৎ ।
সাত্বিকং ভাবমাহ্বায় সভাৰ্য্যোণ বিজ্ঞোক্তমঃ ॥ ৪৮ ॥
ততো ভিক্ষাং সমাহৃত্য প্রাণযাত্রা ময়া কৃত্য ।
কালেন মহতা প্রাপ্তঃ কালধর্ম্মং মুনীশ্বর্য্যঃ ॥ ৪৯ ॥
ইদং মে দয়িতা সাক্ষা প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ।
মম দেহং সমাদায় প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥

লইলাম । তথায় শয়ন করিয়া আমার ভাষা ও
আমি উভয়ে নিদ্রা যাউতেছি, এমন সময় আমার
কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল । গীত শুনিয়া
আমি মনে করিলাম, নিশ্চয়ই এ কোন দেবালয়ের
জাগরণগীত হইবে । পড়ী সঙ্গে রহিয়াছেন, উভ-
য়েই ক্ষুধার্ত্ত, অতএব ঐ পদ্মগুলি লইয়া দেবালয়ে
গমন কার ; যদি কেহ ক্রয় করে, তাহা হইলে উভ-
য়ের প্রাণযাত্রা নিরূপিত হইবে হে মুনিপুঙ্গবগণ !
এই ভাবিয়া আমি ঐ স্থানে আগমন করিলাম ।
দেখিলাম, কে কুসুম দ্বারা এই রুদ্রেণর নামক স্বয়ং-
ভূত বুদ্ধলিঙ্গের অর্চনা করিয়াছে । অনঙ্গবতী
নায়ী এক বেঙ্কো শিবরাত্রি করিয়া, নৃত্যগীতানু-
ষ্ঠানে ঐ স্থানে জাগরণ করিতেছে । অনন্তর আমি
কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কি
দেবোদ্দেশে জাগরণ ? নৃত্যগীতোৎসবরতা এই
কামিনী কে ?” সেই ব্যক্তি আমায় উত্তর দিলেন,
অদ্য শিবধর্ম্মোক্তা সুধর্ম্মদা শিবরাত্রি ; শিবরাত্রি-
ব্রত করিয়া অনঙ্গবতী নায়ী বেঙ্কো জাগরণ করি-
তেছে । শিবরাত্রি ব্রত পরম শ্রেয়সাধন ও শুভ ।
যে নর বিধিপূর্ব্বক পিঙ্গরাত্রি ব্রত করে, সে ব্যক্তি
কল্লচ দুঃখ দারিদ্র্য বন্ধন, তুষ্টি অরিষ্ট যোগ, রোগ,
বা অন্য প্রাপ্ত হয় না, সে সতত সুখ সৌভাগ্যসম্পন্ন

হইয়া সংকুলে জন্ম গ্রহণ করে । অপিচ সে শিব-
রাত্রি প্রসাদে তেজস্বী, যশস্বী ও সর্বকলাণভাজন
হয় । ইহা মনৌষিগণ বলিয়া থাকেন । ২৪—৪২। রাজা
বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণসন্তমগণ ! তখন আমার শিব-
রাত্রিব্রত করিবার জন্য ইচ্ছা বলবতী হইল । আমি
ভাবিলাম, অন্নাতাব নিবন্ধন উপবাস ত আমার
হইয়াই আছে, অতএব আমি এই লবণসমুদ্রে পদ্মক
তার্থে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই পদ্মগুলি দিয়া
পদ্মপুষ্পাঞ্জলি দিয়া মাহেশ্বরের পূজা করি । এই
স্থির করিয়া আমরা পতি-পত্নীতে রুদ্রেণরের পূজা
করিলাম এবং উভয়েই দেব সম্মুখে ঐ রাত্রি
জাগরিত থাকিলাম । অনন্তর রাত্রি প্রভাতে
সূর্যমণ্ডল প্রকাশিত হইলে, সেই বেঙ্কো আমাকে
বলিল,—ওহে আমি তোমাকে ঐ পদ্ম-
গুলির মূল্যস্বরূপ তিনপল সুবর্ণ প্রদান করি-
তেছি, তুমি গ্রহণ কর । বেঙ্কো এই কথা বলিলে
আমি সাত্বিক ভাব অবলম্বন করিয়া তাহার বাক্য
উপেক্ষা করিলাম, মূল্য গ্রহণ করিলাম না ।
ভিক্ষারূতি অবলম্বন করিয়া আমি প্রাণযাত্রা
নিরূপিত করিতে লাগিলাম । এইভাবে কিয়ৎদিন
অতিবাহিত হইলে আমি কালধর্ম্মের বশবর্তী হই-
লাম । আমার পড়ী সহযুতা হইয়া হব্যবাহনে

৫০. তৎপ্রভাবাদহং জাতঃ সার্বভৌমো মহী-
পতিঃ। জাতিশ্রয়ঃ সভাধ্যক্ষ সত্যমেতদ্ভিজ্জো-
ত্মমঃ। ৫১। এতস্মাৎকারণাদস্ত ভক্তিলিঙ্গস্ত
চোপরি। মম নিত্যং সভাধ্যক্ষ সত্যমেতদ্-
ব্রবীমি বঃ। ৫২। ময়া ক্রিষাবিহীনেন ভক্তিবাহুনে
সত্তমঃ। ব্রতমেতৎ সমাচীর্ণং তন্ত্বেদং স্তমহৎ
কলম্। ৫৩। অধুনা ভক্তিসুতস্ত যথোপকরণায়ম।
ভবিষ্যে যৎকলং কিকিন্নো বেদ্বি চ মুনীশ্বরঃ। যেন
সোমেশমুৎসৃজ্য অজাহং ভক্তিতৎপরঃ। ৫৪।
ঈশ্বর উবাচ। এবং ক্রতু তু তে বিপ্রা বিশ্বমোৎস-
ফুল্লমোচনাঃ। সাধু সাক্ষিতি জল্পন্তো রাজানং
সম্প্রশংসিয়ে। ৫৫। পূজয়ামাসুরনিশং লিঙ্গং তত্র
শয়ন্ত্বন। ততোহসৌ পার্থিবশ্রেষ্ঠো লিঙ্গস্তান্ত
প্রসাদতঃ। সংসিদ্ধিঃ পরমাং প্রাপ্তো হর্লভাং
জিদশৈরপি। ৫৬। সা চ বেষ্ঠা তগবতী শিব-
রাজিপ্রভাবতঃ। তস্ত লিঙ্গস্ত মাহাত্ম্যাদিস্তা নামা-
প্সরাতবৎ। ৫৭। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তল্লিঙ্গং
পূজয়েদ্বধুঃ। ধর্ম্যকামার্থমোকঞ্চ যো বাহুত্যাখিল-
প্রদম্। ৫৮।

ইতি জীকান্দে কজ্জেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাটম-

কোনচচারিংশোধ্যায়ঃ। ৩৯।

চচারিংশোধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি শেত-
কেতুপ্রতিষ্ঠিতম্। লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু
ভীমেনারাধিতং পুরা। ১। কেরারেশ্বরসান্নিধ্যে
নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। পূজয়েন্তধিধানেন
কীরত্নানাদিভিঃ ক্রমাৎ। যাত্রাকলমভিপ্রেপ্সু
প্রেত্য স্বর্গকলায় বৈ। ২। দেব্যাচ। শেত-
কেতোক্ত যদেব লিঙ্গং প্রোক্তং হুয়া মম। তস্ত
জাতং কথং দেব নাম ভীমেশ্বরেতি চ। ৩। কথং
বিনিশ্চিতং পূর্ণং তস্মিন্ দৃষ্টে তু কিং কলম্। ৪।
ঈশ্বর উবাচ। আসীদ্রেতাধুগে পূর্ণং রাজা
শায়ন্তুবেহন্তরে। শেতকেতুরিতি খ্যাতো রাজর্ষিঃ
সুমহাতপাঃ। ৫। স প্রভাসং সমাগত্য প্রতিষ্ঠাপ্য
মহেশ্বরম্। তপশ্চেপে সুবিপুলং সাগরস্ত তটে
শুভে। ৬। পকারিসাধকো গ্রীষ্মে বর্ষাঋকাক্ষগ-
ন্তথা। হেমন্তে জলমধ্যস্থো নববর্ষাণি পঞ্চ চ। ৭।
ততশ্চতুর্দশে দেবি তপসা নিয়মেন চ। তুষ্টেনোক্তো
ময়া দেবি বয়ং বয়ম্ সুব্রত। ৮। শেতকেতুরপো-
বাচ ভক্তিং দেহি সুনিশ্চলাম্। স্থানেহস্মিন স্বীয়তাং

চচারিংশ অধ্যায়।

প্রবেশ করিলেন। লিঙ্গপ্রভাবে আমি সার্বভৌম
নরপতি হইলাম। আমরা উভয়েই জাতিশ্রয়
হইয়াছি। এ জন্ত এই লিঙ্গের উপর আমাদের
অচলা ভক্তি জানিবে। এই আমি আপনাদের
নিকট সত্য তথ্য খ্যাপন করিলাম। আমি
নিজস্ব ও ভক্তিসুত অবস্থায় এই ব্রত আচরণ
করিয়াছিলাম, তাহারই এই কল জানিবে।
অধুনা আমি ভক্তিসুত হইয়া সর্বোপকরণের সহিত
পূজা করিতেছি, এই পূজার কল কি হইবে, তাহা
আমি জানি না, কারণ—আমি সোমেশ্বরকে পরি
ত্যাগ করিয়া কজ্জেশ্বরে ভক্তিতৎপর হইয়াছি।
ঈশ্বর বলিলেন,—বিপ্রগণ নৃপবাক্য শ্রবণ করিয়া
সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগি
লেন এবং রাজকথিত ঐ শয়ন্ত লিঙ্গের পূজা
করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা লিঙ্গপ্রসাদে
শ্রেয়স্কর্ষিত সিদ্ধি লাভ করিলেন। বেষ্ঠা অপসর
হইল। অতএব ধর্ম্যকামার্থমোকঞ্চ ব্যক্তি ঐ
লিঙ্গের পূজা করিবে। ৪০—৫৮।

উনচচারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর মানব-
গণ শেতকেতুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে।
পূর্বে ভীমসেন এই লিঙ্গারাধনা করিয়াছিলেন।
এই লিঙ্গ কেরারেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত।
যাত্রাকলপ্রেপ্সু জীবনাঙ্কে স্বর্গলাভার্থ কীরত্ন-
পানাদি দ্বারা এই লিঙ্গের পূজা করিবে। দেবী
বলিলেন,—হে দেব। আপনি শেতকেতু-প্রতিষ্ঠিত
যে লিঙ্গের কথা বলিলেন, ঐ লিঙ্গের নাম—
ভীমেশ্বর কিরূপে হইল। কি জন্ত এই লিঙ্গ
নিশ্চিত হইয়াছিল? ইহা দর্শন করিলে কি কল
হয়? আপনি তাহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—
পূর্বে শায়ন্তু বম্বর অধিকারকালে শেতকেতু
নামক এক মহাতপা রাজর্ষি ছিলেন। তিনি প্রভাস
ক্ষেত্রে গমন করিয়া লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক সাগরতটে
বিপুল তপশ্চরণ আরম্ভ করেন। তিনি গ্রীষ্মে
পঞ্চমিমাধ্যে বর্ষায় অনাহৃত স্থানে এবং হেমন্তে
জলমধ্যে থাকিয়া তপস্তা করিতেন। এইভাবে
তাঁহার চতুর্দশবর্ষ অতীত হইলে আমি তুষ্ট
হইয়া বলিলাম,—হে সুব্রত! তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত

দেব যদি তুগৌহসি মে প্রভোঃ ১১ ॥ এবমগ্নি-
তাতোকাহং তস্তাত্ত্বর্কানমাগতঃ । ততঃ কালান্তরে-
হতীতে শ্বেতকেতুর্মহাপ্রভঃ ১০ ॥ সমায়াধ্য দ্বিঃ
লিঙ্গং প্রাপ্তং স্থানং মহোদধম্ । ততো জাতং নাম
তস্ত শ্বেতকেতুর্দ্বয়ং ক্রতম্ ১১ ॥ অগ্নিতীর্থে
মহাপুণ্যে সর্ষপাতকনাশনে । ততঃ কলিযুগে
প্রাপ্তে ভ্রাতৃভিষ্ক সমধিতঃ ১২ ॥ তীর্থযাত্রাপ্রস-
ঙ্গেন যদা প্রভাসমাগতঃ । ভীমসেনো মহাবাহুবীঘ-
পুত্রো ময়াম্বজঃ ১৩ ॥ তলিঙ্গং পূজয়ামাস কুহ্মা
জাগেশ্বরং নিজম্ । মহা তীর্থং মহাপুণ্যং সাগরস্ত
সমাপতঃ ১৪ ॥ তদা প্রভৃতি ভীমেশঃ পুনর্নামা-
ভবচ্ছুতম্ । দৃষ্টমাত্রেণ তেনৈব সন্নিধৌ ভামিনি ১৫ ॥
অন্তজয়কৃতান্তেব পাপানি সুবহুতাপি ।
নাশমায়াস্তি সর্বাণি তথৈবামুগ্ধিকাপি তু ১৬ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে ভীমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্শিব পূর্কদিগ্ভাগে সরস্বত্যা
প্রতিষ্ঠিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবস্ত সোমেশাদগ্নি-

কর । শ্বেতকেতু বলিল,—হে দেব ! যদি তুষ্টি
হইয়াছেন, তাহা হইলে অচলা ভক্তি আমায়
প্রদান করুন ; আর এই স্থানে অবস্থিত
হউন । শ্বেতকেতু এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে
আমি ‘তথাস্ত’ বলিয়া অন্তর্হিত হইলাম । আর
শ্বেতকেতু উক্ত লিঙ্গের আরাধনা করিয়া উত্তম
স্থান লাভ করিলেন । এই কারণেই ঐ লিঙ্গের নাম
হইয়াছে—শ্বেতকেতুর্দ্বয় । মদীয় অংশসমূহ বায়ু-
পুত্র ভীমসেন যখন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভ্রাতৃগণ-
পরিবৃত হইয়া সাগরসমীপস্থ মহাপুণ্য সর্ষপাতক-
নাশন অগ্নিতীর্থে আগমন করিয়া ঐ লিঙ্গের পূজা
করে, তখন হইতেই ঐ লিঙ্গের নাম হইয়াছে—
ভীমেশ্বর । ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে পূর্ব জন্ম ও বর্ত-
মান জন্মের যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ১১--১৬ ॥
চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—দেবী সরস্বতী পূর্কোক্ত
লিঙ্গের পূর্কদিগ্ভাগে সোমেশ্বর লিঙ্গের অগ্নিকোণে

গোচরে । ১ ॥ ভৈরবেশ্বররূপস্ত বাড়বঃ কুহ্ম-
সংস্থিতঃ । যত্র দেব্যা সমানীতঃ সাগরস্ত সমী-
পতঃ ২ ॥ বিশ্বামার্থং ক্ষণং যুক্তা দেব্যা লিঙ্গং
প্রতিষ্ঠিতম্ । সমভার্চ্যা বিধানেন গৃহীত্বা বডবা-
নলম্ । সমুদ্রমধ্যে চিক্ষেপ দেবানং হিতকামায়া ॥
তগো হৃষ্টতয়া দেবাঃ শঙ্খদম্বুভিনিঃস্রবৈঃ । পুর-
যন্তোহদরং দেবীমীড়িরে পুষ্পবৃষ্টিভিঃ ৪ ॥ দেব-
মাত্রেতি তে নাম রুহোচুস্তাং তদা সুরাঃ । কুহ্মা
তু ভৈরবং কার্ধ্যমসাধ্যং দেবদানবৈঃ ৫ ॥ প্রতি-
ষ্ঠিতবতী চাত্র যশ্মালিঙ্গং মহোদধম্ । ইং সর্ষপরিতাং
শ্রেষ্ঠা সর্ষপাতকনাশিনী । তস্মাদ্ভৈরবনামেতি
লিঙ্গং খ্যাতিং গমিষ্যতি ৬ ॥ ইত্যাুক্তা তু তদা
দেবী ভৈরবেশ্বরনৈখ্যতে । সাগরস্ত স্থিতা রম্যো
তত্র মূর্ত্তিমতী সতী ৭ ॥ পূজয়েস্তাং বিধানেন
তং তথা ভৈরবেশ্বরম্ । মহানবম্যাং যত্নেন কুহ্মা
নানং বিধানতঃ । সরস্বতীং পূজয়িত্বা বাগ্ধোষা-
মুচ্যতেহখিলাং ৮ ॥ তস্তা লিঙ্গং তু সম্পূজ্য
সংগাপ্য পয়সা পৃথক্ । অঘোরেনৈব বিধিবৎ
সম্যগ্‌যাত্রাক্ষণং লভেৎ ৯ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ৪১ ॥

এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । এই স্থান সাগরসন্নি-
হিত ; তিনি দেবহিতকামনায় কুহ্ম দ্বারা বাড়বানল
বহন করিয়া আনিয়া বিশ্বামার্থ এই স্থানে ক্ষণকালের
জন্ত ঐ কুহ্ম অবতারিত করিয়া এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন । প্রতিষ্ঠান্তে অর্চনা করিয়া তিনি বাড়বকে
সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করেন । এই সময় দেবগণ
হৃষ্ট হইয়া কুহ্মভি বাদন ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগি-
লেন এবং দেবী সরস্বতীকে দেবমাতা আখ্যা
প্রদান করিলেন । তাঁহারা বলিলেন,—হে দেবি !
তুমি দেব-দানবের অসাধ্য কণ্ঠ্য সংসাধন করিয়া
ঐ স্থানে লিঙ্গ স্থাপন করিলে ! তুমি উক্ত প্রকার
ভৈরব কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া লিঙ্গ স্থাপন করিলে
বলিয়া ঐ লিঙ্গের নাম হইল—ভৈরবেশ্বর । এই-
রূপ অভিহিত হইয়া দেবী সরস্বতী মূর্ত্তিসমতী হইয়া
ভৈরবেশ্বর লিঙ্গের নৈখ্যত কোণে সাগরতটে বাস
করিতে লাগিলেন । জনগণ মহানবমীতে স্নান
করিয়া যথাবিধি ঐ দেবী-মূর্ত্তি ও লিঙ্গ ভৈরবেশ্বরের
পূজা করিবে । সরস্বতীর পূজা করিলে অখিল
ব'গ্‌দোষ বিনষ্ট হয় । আর অঘোর মন্ত্র দ্বারা

দ্বিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নরাং দেবি চণ্ডীশঃ
দেবমুত্তমম্ । সোমেশাদীশদিগ্ভাগে ধনুবাঃ
সপ্তকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ দণ্ডপাণে ভবনাদক্ষিণে
নাক্ষিত্রগম্ । চণ্ডী প্রতিষ্ঠিতং পূর্বং চণ্ডেনারাদিতং
ততঃ ॥ ২ ॥ গণেন মম দেবেশি তৎকৃত্বা হুংকরং
তপঃ । তেন চণ্ডেশ্বরঃ লিঙ্গং প্রথাতং ধরণীতলে ॥
৩ ॥ জাপয়েৎ পরমা পূর্বং দগ্ধা স্তুতযুতেন চ ।
মধুনেশ্বরসেনৈব কুঙ্কুমেণ বিলেপয়েৎ ॥ ৪ ॥
কপূরোশীরমিশ্রণে যুগনাভিরসেন চ । চন্দ্রেন
জগদ্ধেন পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েত্ততঃ ॥ ৫ ॥ দগ্ধা ধূপং
পুরো দেবি ততো দেবস্ত চাঙ্করম্ । বস্ত্রৈঃ
সম্পূজয়েৎ পশ্চাদাশ্ববিত্তাহসারতঃ ॥ ৬ ॥ নৈবেদ্যং
পরমায়ং চ দধ্বা দীপসমম্বিতম্ । ততো দদ্যা-
দ্ভিলাতিভ্যো যথাশক্ত্যা তু দক্ষিণাম্ ॥ ৭ ॥ দক্ষিণাং
দিশমাহ্বায় যৎকিঞ্চিৎকৃত্ব দীয়তে । চণ্ডীশস্ত

গান করাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের বিধিবৎ
[পূজা করিলে যাত্রাকাল লক্ষ হয় ১১—২১]

একচত্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

দ্বিচত্রারিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর চণ্ডীশ
লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ সোমে-
শ্বর লিঙ্গের ঈশান কোণে সপ্ত ধনু ব্যবধানে অব-
স্থিত । এই লিঙ্গের অনতিদূরে উত্তরদিকে দণ্ডপাণি-
ভবন বিদ্যমান । এই ভবন দক্ষিণে চণ্ডীশলিঙ্গ
দেবী চণ্ডী প্রতিষ্ঠা করেন । আমার গণ চণ্ড হুংকর
তপস্তা করিয়া এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিল ।
এই জন্তই লিঙ্গ ধরণীতলে চণ্ডেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি
লাভ করিয়াছে । হে দেবি ! প্রথমতঃ এই লিঙ্গকে
দধি, হুং, স্তুত দ্বারা স্নান করাইয়া পরে মধু ও ইন্দু-
রস যোগে স্নান করাইতে হয়, জাপনাশ্তে কুঙ্কুম,
কপূর, উশীর, যুগনাভি, চন্দ্র ও অশ্বাত্ত জুগন্ধি
দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গকে অমূলিগ্ন করিতে হয় । পুষ্প
দিয়া পূজা করিতে হয় । পূজার সময় ধূপ ও
অঙ্কুর পোড়াইতে হয় । বস্ত্রদান করিতে হয় ;
সামার্থ্যাহুসারে নৈবেদ্য পরমায় ও দীপ এ সকল
বস্তু নিবেদন করিতে হয় । এইরূপে পূজা সম্পন্ন
করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয় ।

বরারোহে তৎসর্বং চাঙ্করং ভবেৎ ॥ ৮ ॥ যঃ শ্রাদ্ধং
কুরুতে তত্র চণ্ডীশস্ত তু দক্ষিণে । আকল্পং
তৃপ্তিমায়ান্তি পিতরশ্চ ভামিনি ॥ ৯ ॥ অগ্নেন
চোত্তরে প্রাপ্তে যঃ কুর্য়াদ্ভুতকলম্ । ন স
ভুয়োহত্র সংসারে জন্ম প্রাপ্নোতি দারুণম্ ॥ ১০ ॥
এবং কৃত্বা নরো ভক্ত্যা যাত্রাং দেবস্ত শুলিনঃ
নির্ম্মাণ্যতিক্রমোভুতৈরজ্ঞানাত্তকণোত্তবৈঃ । পাতৈঃ
প্রমুচ্যতে জন্তুস্তথাস্তৈঃ কর্মসত্তবৈঃ ॥ ১১ ॥

ইতি ত্রীকান্দে চণ্ডীশমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

দ্বিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নরারোহে লিঙ্গং
স্থ্যপ্রতিষ্ঠিতম্ । সোমেশাং পশ্চিমে ভাগে ধনুবাঃ
সপ্তকে স্থিতম্ । আদিত্যেশ্বরনামানং সর্বপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ ত্রোতায়ুগে মহাদেবি সমুদ্রেন
মহাজ্ঞান । রত্নৈঃ সম্পূজিতং লিঙ্গং বর্ষণামযুতং
প্রিয়ে ॥ ২ ॥ তেন রত্নেশ্বরং নাম সান্দ্রতং প্রথিতং

হে বরারোহে ! দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিয়া যাগ
কিছু চণ্ডীশ্বরকে দান করা যাহ, তৎসমস্তই অক্ষয়
হইয়া থাকে । যে জন চণ্ডীশ্বরের দক্ষিণদিক্ অব-
লম্বন করিয়া পিতৃলোক উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করে,
তাঁহার পিতৃলোক অক্ষয়তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ।
যে মানব উত্তরায়ণে ঐ স্থানে স্তুতকল দান
করে, তাহাকে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ
করিতে হয় না । নরগণ দেব চণ্ডীশ্বরের এইরূপ
যাত্রা নির্বাহ করিয়া নির্ম্মাণ্যক্রমজনিত, অজ্ঞান-
পূর্বক ভোজনজনিত ও অজ্ঞাত হুংকরজনিত
পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ১—১১।

দ্বিচত্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্রারিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর স্থ্য-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের সমীপে গমন করিতে হয় ।
এই লিঙ্গ সোমেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমদিকে সপ্তধনু
অন্তরে অবস্থিত । এই লিঙ্গের নাম—আদিত্যে-
শ্বর । ইহা সর্বপাতকনাশন । ত্রোতা যুগে স্বয়ং
সমুদ্র অযুত বর্ষকাল যাবৎ বিবিধ ব্রতাদি দ্বারা
এই লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন । সেই জন্তই

কিতো। পঞ্চায়তেন সংগ্ৰাপ্য পঞ্চরত্নৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥

৩। ততো রাজোপচারেণ পূজয়েদ্বিধবন্নরঃ
এবং কৃতে মহাদেবি মেরুদানফলং লভেৎ ॥ ৪
সর্বেষাং চৈব যজ্ঞানাং দানানাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
তীর্থানাং চাপি সর্বেষাং যজ্ঞান্তং শ্রুতং ভুবি
উক্তয়েৎ পিতৃবর্গং চ মাতৃবর্গং চ মানবঃ ॥ ৬
বাল্যে বয়সি যৎপাপং বান্ধকে যৌবনেহ প বা
কালয়েচ্চৈব তৎসর্বং দৃষ্ট্বা রত্নেশ্বরঃ নরঃ ॥ ৭
ধেহুদানং প্রশংসন্তি তস্মিন স্থানে মহর্ষয়ঃ। ধেহুদ-
-তারয়েন্নুনং দণ পূর্বান দশাপরান ॥ ৮ ॥ দেবস্ত
দক্ষিণে ভাগে যো জপেচ্চতুর্কজিয়ম্। সম্পূজ্যা
বিধিবল্লিঙ্গং ন স ভূয়ঃ প্রজায়তে ॥ ৯ ॥ এবং
সংক্ষেপতঃ প্রোক্তমাদিত্যেশমহোদয়ম্। ঋত্বাবধাৰ্ঘ্য
যত্নেন যুচ্যন্তে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীহান্দে-আদিত্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

সম্প্রতি এই লিঙ্গের নাম রত্নেশ্বর শ্রুত হইতেছে।
পঞ্চায়ত দ্বারা জ্ঞান করাইয়া পঞ্চরত্ন দ্বারা এই
লিঙ্গের পূজা করিতে হয়। অনন্তর রাজোচিত
উপচার দ্বারা দেবের পূজা করিতে হয়। এইরূপ
করিলে মানবগণ মেরুদান, সন্ন যজ্ঞ, বিবিধ দান,
যাবতীয় তীর্থগমন ও অন্তান্ত যাহা কিছু পুণ্যজনক
কৰ্ম্ম আছে, তৎসমুদয়ের ফল লাভ করিয়া থাকে,
ইহাতে কোন সংশয় নাই। মানবগণ রত্নেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করিয়া পিতৃকুল,-মাতৃকুল,-উদ্ধার ও বাল-
যৌবন-বান্ধকের অল্পস্থিত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে।
মুনীগণ এই লিঙ্গসম্মিথানে ধেহুদানের প্রশংসা
করিয়া থাকেন। এই স্থলে যাহারা ধেহু দান করে,
তাহারা স্বীয় কুলের পূর্ব দশ পুরুষ ও পর দশপুরুষ
উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে জন যথাবিধানে
পূজা করিয়া দেবের দক্ষিণদিক্ভাগে শতকজিয় জপ
করে, তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।
এই আমি আদিত্যেশ দেবের মাহাত্ম্য যথাযথ
কীৰ্ত্তন করিলাম, যে মানব যত্নপূর্বক শ্রবণ করিয়া
অবধারণ করে, সে কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া থাকে। ১—১০।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। আদিত্যেশ্বর সমভ্যর্চ্য পুনঃ
সোমেশ্বরং ব্রজেৎ। তং সম্পূজ্যা বিধানেন পঞ্চা-
-ঙ্গেন বিশেষতঃ ॥ ১ ॥ দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরকৈব সাত্ত্বিকং
প্রণিপত্য চ। প্রদক্ষিণাদিকং কুর্যাৎসম্পাশ্বেচ্চ পুনঃ-
পুনঃ ॥ ২ ॥ স্বর্ঘ্যাচন্দ্রমসৌল্লিঙ্গং ত্রিঃকুবা প্রযতঃ
ভুচিঃ। অগ্নীষোমাত্মকং কৰ্ম্ম তেন সর্বং কৃতং
ভবেৎ ॥ ৩ ॥ উমাদেবীং ততো গচ্ছেৎ সোমে-
-শ্বরসমীপতঃ। দ্বিতীয়াং তু ততো গচ্ছেদৈক্য-
-সুদনসম্মিথো ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে সোমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি অজারৈ-
-শ্বরমুত্তমম্। স্থাপিতং ভূমিপুত্রেন সোমেশাদীশ-
গোচরে ॥ ১ ॥ ত্রিপুরং দম্বকামস্ত পুরা মম বরাননে।
ক্রোধাদক্ষ বিনিহ্নাস্তং লোচনত্রিতয়েন তু ॥ ২ ॥ তচ্চ
ভূমৌ নিপতিতং ততো ভূমিসুতোহভবৎ। স

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি। মানব আদি-
ত্যাশ লিঙ্গের অর্চনা করিয়া সোমেশ্বর লিঙ্গ-
সমীপে গমন করিবে। এই স্থানে গমনপূর্বক পঞ্চাঙ্গ
বিধানে তাঁহার পূজা, দর্শন, পুনঃপুনঃ প্রণিপাত
এবং সংযত ও ভুচি হইয়া বারত্ৰয় প্রদক্ষিণকৰ্ম্ম
সমাপন করিলে অগ্নীষোমাত্মক কৰ্ম্ম সম্পন্ন করার
ফল লাভ হইয়া থাকে। অতঃপর সোমেশ্বরসমীপে
উমাদেবীসঙ্কাশে গমন করিবে। মানব উমাদেবী
দর্শনপূর্বক দৈত্যসুদনসমীপে দ্বিতীয়দেবীদর্শনো-
দ্দেশে যাত্রা করিবে। ২—৪।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি। পূর্বোক্ত দেব
দর্শনের পর উত্তম অজারেশ্বরসমীপে গমন করিতে
হয়। এই লিঙ্গ সোমেশ্বরের ঈশানকোণে অব-
স্থিত। অগ্নি বরাননে! পূর্বে ত্রিপুরদাহসময়ে
ক্রোধে আমার নেত্রজন্ম হইতে অক্ষজল বিনির্গত

প্রভাসং ততো গতা বালাৎপ্রভৃতি শব্দরম্ ॥ ৩ ॥
তপসারাদ্যমাস বহুন্ বর্ণগণান্ প্রিয়ে । তন্ত
তুষ্ণে মহাদেবঃ স্ত্রীতাত্মা বরং দদৌ ॥ ৪ ॥
সোহব্রবীদ্যদি মে দেব তুষ্ণোহসি বৃষভধ্বজ । গ্রহস্বং
দেহি দেবেশ ন চাস্তং বরমুৎসহে ॥ ৫ ॥ স তথ্যেতি
প্রতিজ্ঞায় পুনস্তং বাক্যমব্রবীৎ । ইহাগত্য নয়ো
যো মাং পূজয়িষ্যতি ভক্তিতঃ ॥ ৬ ॥ ন ভবিষ্যতি
বৈ পীড়া ভাবকৌ তন্ত কুত্রচিৎ । পুষ্পাণি রক্তবর্ণানি
মধ্বাজ্যাক্তানি ভূরিশঃ ॥ ৭ ॥ হোমধিবাতি যো
ভক্ত্যা লক্ষ্যমেকং তদগ্রতঃ । পঞ্চোপচারবিধিনা
স্বাং তু সম্পূজ্য যত্নতঃ ॥ ৮ ॥ তন্ত জয়াবধির্নৈব
তব পীড়া ভবিষ্যতি । তথা বিক্রমদানেন লপ্সাতে
কলমীপ্সিতম্ ॥ ৯ ॥ এবমুক্তা স তংগবানব্রৈবাস্তর-
ধীয়ত । ভোমোহপি গ্রহমধ্যস্থো বিমানেন বিরা-
জতে ॥ ১০ ॥ এবং সংকেপতঃ প্রোক্তঃ ভোম-
মাধ্বাত্মমুত্তমম্ । ঋতং হরতি পাপানি তথ্যুরোগ্যং
প্রযচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে হুকারেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

হয় । ঐ জল ভূমিতে পতিত হইলে তাহা হইতে
ভূমিসুত প্রাগ্ভূত হন । ভূমিসুত প্রভাসে গমন
করিয়া বহুবর্ষকাল যাবৎ তপস্তা দ্বারা শব্দের
(আমার) আরাধনা করেন । শব্দর (আমি)
শ্রীত হইয়া বরদান করেন । তিনি বলেন,—হে দেব !
যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে
আমার গ্রহস্ব প্রদান করুন, আমি অস্ত্র বর কামনা
করি না । তিনি (আমি) ‘তথাত্মা’ বলিয়া পুনরায়
তাঁহাকে বলিলাম,—যে মানব এই স্থানে আগ-
মন করিয়া ভক্তিপূর্বক আমার পূজা করিবে,
কলপি কুত্রাপি তাহার পীড়া জন্মিবে না । যে
নর পঞ্চোপচারে তোমার পূজা করিয়া স্ত-
ম্ভ-মিষ্রিত রক্তপুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্বক আমার
লক্ষসংখ্যক হোম করে, জয়াবধি কখন তাহার
অজ্ঞানিত পীড়া হয় না । বিক্রম দান করিলে সে
ঈপ্সিত কল লাভ করে । এই কথা বলিয়া দেব
অন্তর্হিত হইলেন । ভোমও গ্রহমধ্যস্থ হইয়া
বিমানে বিরাজিত হইলেন । এই আমি সংকেপে
ভোম-মাধ্বাত্ম্য কীর্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে
পাপ বিনষ্ট ও আয়োগ্য লাভ হইয়া থাকে ১—১১।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপাদেবি তৈশ্চ-
বোত্তরতঃ স্থিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবস্ত বুধেশ্বর-
মিতি ঋতম্ ॥ ১ ॥ ধনুস্বাং স্থিতয়ে চৈব নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ । সর্বপাপহরং লিঙ্গং দর্শনাদেব
ভামিনি ॥ ২ ॥ বুধেন চৈব দেবেশি তত্র তপ্তং
মহাতপঃ । স্থাপিতং বিমলং লিঙ্গং সমায়াধ্য সদা-
শিবম্ ॥ ৩ ॥ বর্ষায়ুতানি চত্বারি সম্পূজ্য তু বিধা-
নতঃ । অনন্তচেতাঃ শান্তাত্মা প্রত্যক্ষীকৃতবান্
ভবম্ ॥ ৪ ॥ ততঃস্তুমনা দেবো গ্রহস্বং তন্ত
তদদৌ । তং সম্পূজ্য বিধানেন সোমপুত্রপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
সৌম্যাস্তম্যাং বিশেষেণ রাজস্বয়কলং লভেৎ ॥ ৫ ॥
ন দৌর্ভাগ্যং কুলে তন্ত ন চৈবেষ্ট্রবিয়োজনম্ ।
শক্রতো ন ভয়ং তন্ত ভবেত্তন্ত প্রসাদতঃ ॥ ৬ ॥
ইতি সংকেপতঃ প্রোক্তঃ মাধ্বাত্ম্যং বুধদৈবতম্ ।
ঋত্বাভিনন্দ্য প্রযতঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে বুধেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর পূনাক
লিঙ্গের উত্তরদিগে অগ্রে মহাপ্রভাব বুধেশ্বর লিঙ্গ-
সমীপে গমন করিবে । পূর্বোক্ত লিঙ্গের অনতি-
দূরে হই ধনু ব্যবধানে এই লিঙ্গ বিরাজিত এই লিঙ্গ
দর্শন করিলে সর্ব পাপ বিনষ্ট হয় । বুধ এই স্থানে
তপস্তা করিয়া এই লিঙ্গ সংস্থাপন করেন । তিনি অস্ত্র-
চিত্ত ও শান্তাত্মা হইয়া চারি অযুত বর্ষ যাবৎ বিধিপূর্বক
এই লিঙ্গের পূজা করিয়া শব্দের সাক্ষাৎ লাভ
করিয়া ছিলেন । শব্দর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গ্রহস্ব প্রদান
করেন । সৌম্যাস্তমীদিনে এই বুধেশ্বর লিঙ্গের
অর্চনা করিলে রাজস্বয়-কল লাভ হয় ; কুলে
দৌর্ভাগ্য জন্মে না ; ইষ্টবিয়োগ হয় না, শক্রভয়
বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই আমি সংকেপে বুধেশ্বর
লিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । ইহা শ্রবণ ও অস্তি-
নন্দন করিয়া মানব পরম পদ লাভ করে ১—৭।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি দেবঃ গুরু
নিষেবিতম্ । উমায়াঃ পূৰ্বদিগ্ভাগে সিদ্ধেশ্বরেয়-
গোচরে ॥ ১ ॥ সংস্থিতস্ত মহল্লিঙ্গং দেবাচার্য্যপ্রতি-
ষ্ঠিতম্ । আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং বর্ষসহস্রকম্ ॥
২ ॥ চৌষাশাস দেবেশং ভবং সৰ্ব্বমুপাতিম্ ।
প্রাপ্তবানখিলান্ কামানপ্রাপ্যানকৃতাত্মভিঃ ॥ ৩ ॥
দেবানামৈকৈব পূজ্যস্বঃ প্রাপ্য জ্ঞানমধৈশ্বর্যম্ । গ্রহহঃ
চ তথা প্রাপ্য মোদতে দিবি সাম্প্রতম্ ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা
মানবো ভক্ত্যা ন দুৰ্গতিমবাধুয়াৎ । বৃহস্পতিকৃতং
লিঙ্গং যে পশ্যন্তি নরোত্তমাঃ ॥ ৫ ॥ বৃহস্পতিকৃতাত্মা
পীড়া নৈব ভেদাৎ হি জায়তে । তত্র গুরুচতুর্দশাং
গুরুবারে তথ্যঃ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥ সম্পূজ্য বিধিবাল্লিঙ্গঃ
সমাপ্রোজোপচারতঃ । অথবা ভক্তিভাবেন প্রাপুয়াৎ
পরমং পদম্ ॥ ৭ ॥ জ্ঞানং কলসহস্রৈশ পকামুতরসেন
যঃ । করোতি ভক্ত্যা মৰ্ত্ত্যো বৈ মুচ্যতে স ঋগজ-
য়াৎ ॥ ৮ ॥ মাতৃকাংপৈতৃকাদেবি তথা গুরুসমুত্তবাৎ ।
সম্পাপশবিশুদ্ধাত্মা নির্দোষা মুক্তিমাধুয়াৎ ॥ ৯ ॥ এবং

সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং গুরুদৈবতম্ । শৃণু-
য়াদ্যন্ত ভাবেন তন্ত শ্রীতো গুরুভবৎ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বৃহস্পতৌষাধ্যায়বর্ণনং সমা-
প্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি লিঙ্গং গুরু-
প্রতিষ্ঠিতম্ । সম্পাপহরং দেবি বিভূতীশ্বরপশ্চিমে ॥
১ ॥ নাতিদূরে স্থিতং তত্র স্বয়ং গুরুক্ষেত্রং নির্মিতম্ ।
যত্র সঞ্জীবনীং প্রাপ্তো বিদ্যাং রুদ্রপ্রভাবতঃ ॥ ২ ॥
সম্পূর্ণ্য তু মহাঘোরং তপো বর্ষসহস্রকম্ । সম্প্রসাদ্য
বিরূপাকং যোহবাণ গ্রহতাং সুধাঃ ॥ ৩ ॥ প্রস্তুতেন
শম্ভুনা যেন দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে । তজ্জোদয়গতেনৈব
তপস্তপ্তং সুহৃদরম্ ॥ ৪ ॥ বর্ষণামযুতং সাগ্রং
তুষ্টিং নীতা মহেশ্বরঃ । নিকাসিতস্ততঃ শীতঃ
গুরুমার্গেণ শম্ভুনা ॥ ৫ ॥ ততঃ গুরুক্ষেত্রং নামাকুর্ভার্গ-
বন্ত মহাশ্বনঃ । তদারাধয়তে লিঙ্গং যঃ কৃষা
নিশ্চলঃ মনঃ ॥ ৬ ॥ মৃত্যুঞ্জয়ঃ জপেনল্লিঙ্গং স

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর মানব
দেবগুরুনিবেদিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই
লিঙ্গ উমার পূৰ্বদিগ্ভাগে ও সিদ্ধেশ্বরের অগ্নিকোণে
অবস্থিত । এই লিঙ্গ সুরগুরু বৃহস্পতি প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন । তিনি বর্ষসহস্রকাল যাবৎ আরাধনা
করিয়া লিঙ্গকে ভোষিত করিয়া অকৃততুষ্টিপ্রাপ্য অখিল
কাম লাভান্তে দেবপূজ্য স্বৈশ্বরজ্ঞানবন্ত ও গ্রহহ
লাভ করিয়া অদ্যাপি স্বর্গে অতুল আনন্দ ভোগ
করিতেছেন । মানব এই লিঙ্গ দর্শন করিলে কদাচ
দুর্গতিলাভ করে না । যে সকল নর সুরাচার্য্য-
প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ দর্শন করে, কদাপি তাহাদের
ভজ্ঞানিত পীড়া হয় না । গুরুবার গুরু চতুর্দশীতে
রাজোচত উপচার দ্বারা সুরগুরুলিঙ্গের পূজা
করিতে হয় । রাসোচিত উপচার্য্যভাবে কেবল
ভক্তিভাবে পূজা করিলেও মানব পরম পদের
অধিকারী হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি সহস্র-সংখ্যক
কল ও পকামুত দ্বারা তথায় স্নান করে, সে পিতৃ-
মাতৃ-গুরু-সম্বৎসরীয় হইতে মুক্তি লাভ করত
বিশুদ্ধাশ্রয়ঃ করণে বৈতরহিত মুক্তিপ্রাপ্ত হয় । এই

সংক্ষেপতঃ গুরুদৈবত মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ।
যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে ইহা শ্রবণ করে, গুরু
তাহার প্রতি শ্রীত হইয়া থাকেন । ১—১০ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
গুরু-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই
সম্পাপহর লিঙ্গ বিভূতীশ্বরের পশ্চিমে অনতি-
দূরে অবস্থিত । এই লিঙ্গ দৈত্যগুরু গুরু প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন । তিনি সহস্র বর্ষকাল যাবৎ সুহৃদর
তপস্তা করিয়া রুদ্রপ্রভাবে এই স্থানে সঞ্জীবনী
বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তদীয় গ্রহস্ব প্রাপ্তিরও
কারণ হয়প্রসাদ । একদা দেবকার্য্যার্থসিদ্ধির নিমিত্ত
হর তাঁহাকে গ্রাস করিলে তিনি সপাদ অযুত বৎসর
তাঁহার উদরমধ্যে ঘোরতর তপস্তা করেন ।
তপস্তায় তুষ্ট হইয়া হর গুরুমার্গে তাঁহাকে নিঃসারিত
করিয়া দেন । এই কারণেই তাঁহার নাম হয়—
গুরু । যে মানব অনন্তমলা হইয়া ঐ লিঙ্গের
আরাধনা করত লক্ষ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করে,

নমৌহিতমাধুয়াং ॥ ৭ ॥ তং দৃষ্ট্বা স্বধবা স্পৃষ্ট্বা
জয়াদিমরণান্তকাং । মৃত্যুতে পাতকানুযতোঃ
প্রসাদান্তস্ত তামিহি ॥ ৮ ॥ মৃতসঞ্জীবনাদাং যদৈশ্বৰ্য্য-
মগম্য দিকম্ । প্রাপ্নুয়ামাজ সন্দেশো যন্ত ভক্তিঃ
সুনিশ্চলা ॥ ৯ ॥ পঞ্চামৃতেন সংস্রাপ্য দেবং শুক্র-
প্রতিষ্ঠিতম্ । সুগন্ধপুষ্পৈঃ সম্পূজ্য শৌক্যৈঃ পীড়্যঃ
স নাপুয়াং ॥ ১০ ॥ ইতি সৰ্বং সমাসেন মাহাত্ম্যং
শুক্রদৈবতম্ । কথিতং তব সুশ্রোণি কৃতং পাপ-
ভয়াপহম্ ॥ ১১ ॥

ইতি জীকান্দে শুক্রেস্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনশকাংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাক্ষুত্রেস্বরমাক্ষেদেবি লিঙ্গং
মহাপ্রভম্ । শনৈশ্চরেশ্বরঃ নাম মহাপাতকনাশ-
নম্ ॥ ১ ॥ বুধেশ্বরঃ পশ্চিমতো হজাদেবারি-
গোচরে । তজ্জা ধনুঃপঞ্চকেন নাতিদূরে ব্যব-
স্থিতম্ ॥ ২ ॥ কল্পলিঙ্গং মহাদেবি পূজিতং দেব-

সে নিশ্চিতই অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে ।
এই শুক্র-লিঙ্গ যে মানব দর্শন বা স্পর্শ করে,
সে আজন্ম-কৃত পাপ ও মৃত্যুভয় হইতে অব্যা-
হতি লাভ করিয়া থাকে । এই লিঙ্গে যাহার
অচলা ভক্তি, সে মৃতসঞ্জীবনৌ বিদ্যা ও অগ্নি
মাদি অষ্টৈশ্বৰ্য্য লাভ করে । পঞ্চামৃতে স্নান
করাইয়া সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা এই লিঙ্গের পূজা
করিলে শুক্রজনিত কোন পীড়া হয় না । অগ্নি
সুশ্রোণি । এই আমি অতি সংক্ষেপে তোমার
নিকট শুক্রদৈবত মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, ইহা
শুনিলে সৰ্বপাপ নষ্ট হয় । ১—১১ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৮ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! শুক্রেস্বরের
নিকট হইতে মহাপাতকনাশন শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করিতে যাইতে হয় । এই লিঙ্গ বুধেশ্বরের
পূর্বে ও অজাদেবীর অগ্নিকোণে অবস্থিত । অজা-
দেবীর অনতিদূরে প্রায় পাঁচ ধনু ব্যবধানে কল্পলিঙ্গ
নামে আর এক লিঙ্গ আছে । এই লিঙ্গ দেব-

দানবৈঃ । ছায়াপুত্রেণ সঙ্কল্লং তপঃ পরমজঙ্ঘরম্ ॥
৩ ॥ অনাদিনিধনো দেবো যেন লিঙ্গেহবতারিতঃ ।
প্রাপ্তবান্ যে গ্রহেশ্বরঃ ভক্ত্যা শস্তোঃ প্রসাদতঃ ॥
৪ ॥ যন্ত দৃষ্ট্যা বিভেতি স দেবাসুরগণো মহান ।
ন স কোহপ্যন্তি বৈ প্রাণী ত্রক্কাণ্ডে সচরাত্রয়ে ॥ ৫ ॥
দেবো বা দানবো বাপি সৌরিণা পীড়িতো ন যঃ ।
শনিবারেণ সম্পূজ্য ভক্ত্যা সৌরীশ্বরং শিবম্ ॥ ৬ ॥
শমীপত্রৈর্জাহ্নদেবি তিলমাবগুড়ৌদনৈঃ । সত্তপ্য তু
বিধানেন দদ্যাৎ কৃষ্ণং কুষং হিজৈ ॥ ৭ ॥
স্বহা স্তোত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ পুরাণজ্ঞতিসম্ভবৈঃ ।
অথ বৈ কেন দেবেশঃ স্তোত্রেণ পরিতোষিতঃ ॥ ৮ ॥
রাজা দশরথেনৈব কৃতেন তু বলীয়া । সত্যঃ
সৌরীশ্বরো দেবঃ সপশ্চিড়োপশান্তয়ে ॥ ৯ ॥ দেব্য-
বাচ । কথং দশরথো রাজা চক্রে শানৈশ্চর্য্যং
ভূতিম্ । কথং সন্তুষ্টিমগমন্তস্ত দেবঃ শনৈশ্চরঃ ॥
১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ । রঘুবংশেহতিবিখ্যাতো
রাজা দশরথো বলী । চক্রবর্তী স বিজ্ঞেয়ঃ সপ্ত-
দ্বীপাধিপঃ পুরা ॥ ১১ ॥ কৃতিকাস্তে শনিং কৃত্বা
দৈবতৈর্জ্ঞাপিতো হি সঃ । রোহিণীং ভেদদিত্বা তু
শনির্ঘাত্তি সাম্প্রতম্ ॥ ১২ ॥ উক্তং শকটভেদন্ত

দানবপূজিত । ছায়াপুত্র শনৈশ্চর উক্ত লিঙ্গ-
সকাশে পরম সুজঙ্ঘর তপঃ করিয়াছিলেন । এ
তপের প্রভাবেই তিনি অনাদিনিধন দেবকে
স্বনামোক্ত লিঙ্গে অবতারিত করেন । শঙ্কু-
প্রসাদেই ইনি গ্রহস্থ লাভ করিয়াছেন ।
দেবাসুরগণও ইহার দৃষ্টিপাতকে ভয় করেন ।
কি দেব, কি দানব, সচরাত্র ত্রক্কাণ্ডে এমন কোন
প্রাণী নাই, যাহাকে ইনি পীড়িত না করেন । শনি-
বার দিন শমীপত্র ও তিল মাষ গুড় দ্বারা শনৈশ্চরে-
শ্বরের পূজা ও স্তব করিয়া ত্রাক্ষণকে কৃষ্ণ কুষ দান
করিতে হয় । রাজা দশরথকৃত স্তোত্র দ্বারা শনি
সন্তুষ্ট হন ; সুতরাং নরগণ সৰ্বপীড়া উপশমের
নিমিত্ত উক্ত স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিবেন ।
দেবী বলিলেন,—রাজা দশরথ কিজন্ত শনৈশ্চরের
স্তব করিয়াছিলেন এবং শনৈশ্চর তাঁহার প্রতি
সন্তুষ্ট হইলেনই বা কিরূপে বলুন । ঈশ্বর বলি-
লেন,—বিখ্যাত রঘুবংশে দশরথ নামে প্রসিদ্ধ
সপ্তদ্বীপাধিপতি এক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন । একদা
দৈবজগণ, তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল যে, মহারাজ !
সম্প্রতি কৃতিকাস্তে শনি ; এই শনি রোহিণী ভেদ
করিয়া গমন করিবে ১—১২ । এরূপ যোগকে শাস্ত্রে

সুহাসুরভয়ঙ্করম্ । দ্বাদশাঙ্গং তু হৃভিক্ষং ভবিষ্যতি
সুদাক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥ এতচ্ছব্দা যুনেবাংক্যঃ মজ্জিতঃ
সহিতো নৃপঃ । আকুলং তু জগদৃষ্টা পৌরজানপদা-
দিকম্ ॥ ১৪ ॥ বদন্তি সততং লোকান্ নিয়মেন সমা-
গতাঃ । দেশাশ্চ নগরগ্রামা ভয়াক্রান্তাঃ সমস্ততঃ ।
মুনীনাং বশিষ্ঠপ্রমুখান পপ্রচ্ছ চ স্বয়ং নৃপঃ ॥ ১৫ ॥
দশরথ উবাচ । সমাধানং কিমত্রাস্তে ক্রহি মে
বিজসন্তম ॥ ১৬ ॥ বশিষ্ঠ উবাচ । প্রাজাপত্যে চ
নক্ষত্রে তস্মিন্ ভিন্নে কৃতঃ প্রজাঃ । অয়ং যোগো
হুদাধাশ্চ ব্রহ্মাদীশ্রাদিভিঃ সূতৈঃ ॥ ১৭ ॥ তদা
সঙ্কিন্ত্য মনসা সাহসং পরমং মহৎ । সমাদায় ধম্ব-
দীব্যং দিব্যৈরস্ত্রৈঃ সমধিতম্ ॥ ১৮ ॥ রথমাক্রম্য
বেগেন গতৌ নক্ষত্রমণ্ডলম্ । রথং তু কাকনং
দিব্যং মণিরত্নবিভূষিতম্ ॥ ১৯ ॥ ধ্বজৈশ্চ চামরৈ-
ছত্রৈঃ কিস্কিন্দৈরথ শোভিতম্ । হংসবর্ণৈর্ঘৈর্যুক্রং
মহাকেকতুমধিতম্ ॥ ২০ ॥ দীপ্যমানো মহারথৈঃ
কিরীটমুকুটোজ্জলঃ । বভ্রাজ স তদাকাশে দ্বিতীয়
ঐব ভাস্করঃ ॥ ২১ ॥ আকর্ণ্য চাপমাপূর্য্য সংহারাস্তং
নিযোজ্য চ । কৃত্তিকাস্ত্রে শনিঃ জ্ঞাত্য প্রবিষ্ট কিল
রোহিণীম্ ॥ ২২ ॥ দৃষ্ট্বা দশরথোহস্ত্রাগ্রে তস্থে

‘শকটভেদ’ বলে । এই যোগ সুহাসুরভয়ঙ্কর ।
এই যোগ উপস্থিত হইলে জগতে দ্বাদশাঙ্গব্যাপী
সুদাক্ষণ হৃভিক্ষ হয় । রাজাদেবজ-মুখে এই কথা
শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সপৌর-জানপদ সমস্ত
জগৎ আকুল দেখিলেন । প্রকৃতিপুঞ্জ রাজদ্বারে অহ-
রহ ভাবী ভয় জ্ঞাপন করিতে লাগিল । সমুদয় দেশ,
নগর, গ্রাম, বিত্তীমিকাময় হইয়া উঠিল । এই সময়
নৃপ ভগবান্ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
ভগবন বিজসন্তম ! অধুনা এ বিপদের সমাধান কি
বলুন ? বশিষ্ঠ বলিলেন,—প্রাজাপত্য নক্ষত্র ভিন্ন
হইলে আর প্রজার অস্তিত্ব কোথায় ? এই যোগ
সদেবেন্দ্র ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অপ্রতিকার্য্য । রাজা
দশরথ বশিষ্ঠমুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তিত
হইলেন এবং কিয়ৎকাল চিন্তার পর অসীম সাহসে
বুক বাঁধিয়া দিব্যানু-সমধিত দিব্য ধম্ব গ্রহণ করত
রথারোহণে বেগে নক্ষত্রমণ্ডলে প্রস্থান করিলেন ।
ভাঁহার রথ কাকননির্ম্মিত, তত্পরি মণিরত্ন-বিভূষিত,
ধ্বজ-চামর-ছত্র ও কিস্কিনীজালে পরিমণ্ডিত, হংস-
বর্ণ ঝরুক্র ও মহাকেকতু-সমধিত । মহারথপ্রদীপ্ত
কিরীটমুকুটোজ্জল রাজা রথারোহণে আকাশে গমন
করিতে করিতে ভাস্করের স্তায় শোভা পাইতে

সকলকটীমুখঃ । সংহারাস্তং শনির্দৃষ্ট্বা সুহাসুরবিম-
র্দনম্ ॥ ২৩ ॥ হসিত্য ভক্তয়াং সৌরিরিদ্ং বচন-
মববীৎ । পৌরুষং তব রাজেন্দ্র-পরং রিপুভয়-
ঙ্করম্ ॥ ২৪ ॥ দেবাসুরমহুবাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরো-
রগাঃ । ময়া বিলোকিতাঃ সর্বে ভয়ং চাপু ব্রজন্তি
তে ॥ ২৫ ॥ তুষ্টোহহং তব রাজেন্দ্র তপসা পৌরুষেণ
চ । বয়ং ক্রহি প্রদাতামি মনসা যদভীষিতম্ ॥ ২৬ ॥
দশরথ উবাচ । রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু ন গন্তব্যং
ত্বয়া শনে । সরিত্তঃ সাগরা যাবদ্যাবচ্চন্দ্রার্ক-
মেদিনী ॥ ২৭ ॥ যাচিতং তে ময়া সৌরে নাস্ত-
মিচ্ছামি তে বরম্ । এবমুক্তঃ শনিঃ প্রদাহরং
তস্মৈ তু শাশ্বতম্ ॥ ২৮ ॥ প্রাপ্যোবাং তু বয়ং রাজা
কৃতকৃত্যোহভবন্তদা । পুনর্যোবাবীৎ সৌরিবরং
বরয় সুব্রত ॥ ২৯ ॥ প্রার্থয়ামাস কৃত্তিকা বরমেবং
শনৈনস্তদা । ন ভেতব্যং শকটং ত্বয়া ভাস্করনন্দন ॥
৩০ ॥ দ্বাদশাঙ্গং তু হৃভিক্ষং ন কর্তব্যং কদাচন ।
কীর্তিরেবা মদীয়া চ ত্রৈলোক্যে বিচরিস্যতি ॥ ৩১ ॥

লাগিলেন । তিনি কৃত্তিকাস্ত্রে শনির রোহিণী-
প্রবেশ অবগত হইয়াই সংহারাস্ত্র ধনুতে যোজনা
করত তাহা আকর্ণ আকৃষ্ট করিয়া নক্ষত্রমণ্ডলে
প্রবেশ করিলেন । তিনি প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে
শনিকে দর্শন করিলেন । শনি রাজা দশরথকে
একেবারে ক্রকুটীকুটিলাননে সংহারাস্ত্র যোজনা
করিয়া সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া সভয়ে হাসিয়া
বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! আপনার পৌরুষ
যথার্থই রিপুভয়ঙ্কর । কিন্তু সদেবাসুরম্ভাষ
সিদ্ধ বিদ্যাধরোরগ সকলেই আমি কর্তৃক বিলো-
কিত হইয়াই ভয় পাইয়া থাকে । হে রাজেন্দ্র !
আমি আপনার তপঃপ্রভায় ও পৌরুষ দেখিয়া তুষ্ট
হইলাম । আপনি অভিলাষিত বর প্রার্থনা করুন ।
রাজা বলিলেন,—হে শনে ! আপনি রোহিণীকে
ভেদ করিয়া গমন করিবেন না । যতদিন সরিৎ-
সাগর ও চন্দ্র-মেদিনী বর্তমান থাকিবে, তত
দিনের জন্ত আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা,
আমি অন্তবর ইচ্ছা করি না । শনি তাঁহাকে
অভিমত বর প্রদান করিলেন । রাজা বর লাভ
করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন । শনি পুনরায় তাঁহাকে
বর প্রার্থন করিতে বলিলেন,—রাজা কষ্ট হইয়া
বলিলেন,—হে ভাস্করনন্দন ! শকটযোগে যেমন
আমাদিগকে ভয় প্রদান না করে এবং দ্বাদশ-
বর্ষব্যাপী হৃভিক্ষ যেন কখন না হয় । আপনার

ঈশ্বর উবাচ। বরষয়ঃ ততঃ প্রাণা হৃষ্টরোমা স
পার্বিঃ। রথোপরি ধর্ম্মুকা কুত্বা চৈব কৃতাজলিঃ।
৩২। ধ্যাত্বা সরস্বতীং দেবীং গণনাথং বিনায়কম্।
রাজা দশরথঃ স্তোত্রং সৌরেন্দিমম্বাকরোৎ। ৩৩।
রাজোবাচ। নমো নীলময়ুধায় নীলোৎপলনিভায়
চ। নমো নির্ম্মাংসদেহায় দীর্ঘশ্রুজটায় চ। ৩৪।
নমো বিশালনেত্রায় শুকোদরভয়ানক। নমঃ
পুরুষগাঁজায় স্থলরোমায় বৈ নমঃ। ৩৫। নমো
নিত্যং স্মৃধার্ত্তায় নিত্যতপ্তায় বৈ নমঃ। নমঃ
কালাগ্নিরূপায় কৃতান্তক নমোহস্ত তে। ৩৬। নমো
দীর্ঘায় শুকায় কালদৃষ্টে নমোহস্ত তে। নমস্তে
কোটরাক্ষ্য হুর্নিরীক্ষ্যায় বৈ নমঃ। ৩৭। নমো
ঘোরায় রৌজায় ভীষণায় করালিনে। নমস্তে সর্প-
ভক্ষায় বলীমুখ নমোহস্ত তে। ৩৮। সূর্য্যপুত্র
নমস্তেহস্ত ভাক্ষরে ভয়দায়ক। অধোদৃষ্টে নমঃ
শুভাং বপুঃশ্যাম নমোহস্ত তে। ৩৯। নীলো মন্দ-
গতে তুভ্যং নিম্নিশায় নমো নমঃ। নমস্তে উগ্র-
রূপায় চণ্ডভেজায় তে নমঃ। ৪০। তপসা দন্ধ-
দেহায় নিত্যং যোগরতায় চ। নমস্তে জ্ঞাননেত্রায়
কণ্ঠপাশ্রজহনবে। ৪১। তুষ্টৌ দদাসি বৈ রাজ্যং
কুষ্টৌ হরসি তৎক্ষণাৎ। দেবাসুরমহুযাশ্চ পশু-
পক্ষিস্রীসৃপাঃ। ৪২। স্বয়া বিলোকিতাঃ সৌরে

প্রদত্ত এই বর আমার কীর্তীরূপে ত্রৈলোক্যে
ঘোষিত হইবে। ঈশ্বর বলিলেন,—রাজা শনির
নিকট বরষয় লাভ করিয়া রথোপরি শরাসন
স্থাপনপূর্ব্বক সহর্ষে রোমাঞ্চিত-কলেবরে, দেবী
সরস্বতী ও গণনাথের ধ্যানপুরসর কৃতাজলি হইয়া
গৌরীর স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—
হে নীলময়ুধ! নীলোৎপলনিভ, নির্ম্মাংসদেহ,
দীর্ঘশ্রুজট, বিশালনেত্র, শুকোদর ভয়ানক, পুরুষ-
গাঁজ, স্থলরোম, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি
নিত্যস্মৃধার্ত্ত, নিত্যতপ্ত, কালাগ্নিরূপ, কৃতান্তক, দীর্ঘ,
শুক, ও কালদৃষ্ট, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে
কোটরাক্ষ, হুর্নিরীক্ষ্য, ঘোর, রৌজ, ভীষণ, করালী
সর্পভক্ষ, বলীমুখ, সূর্য্যপুত্র, ভাক্ষরি, ভয়দায়ক!
তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে অধোদৃষ্টে, বপুঃ-
শ্যাম, মন্দগতে, নিম্নিশ, উগ্ররূপ, চণ্ডভেজ, দন্ড-
দেহ, যোগরত, জ্ঞাননেত্র, ও কণ্ঠপাশ্রজহন!
তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি তুষ্ট হইয়া রাজ্য
দান কর; আবার কুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ হরণ
করিয়া থাক। দেবাসুরমহুযা ও পশু-পক্ষি-স্রী-

দৈত্যমাণ্ড ব্রজন্তি চ। ব্রহ্মা শক্রো যমশ্চৈব ঋষয়ঃ
সপ্ততারকাঃ। ৪৩। রাজ্যভ্রষ্টাশ্চ তে সর্বে তব
দৃষ্ট্যা বিলোকিতাঃ। দেশাশ্চ নগরগ্রামা দ্বীপা-
শ্চৈবাদ্রয়স্তথা। ৪৪। রৌজদৃষ্ট্যা তু যে
দৃষ্টাঃ ক্ষয়ং গচ্ছন্তি তৎক্ষণাৎ। ৪৫। প্রসাদং
কুর্ক মে সৌরে বরার্থেহহং তবাস্থিতঃ।
সৌরে ক্ষমস্বাপরাধং সর্ব্বভূতহিতায় চ। ৪৬।
ঈশ্বর উবাচ। এবং স্ততস্তদা সৌরী রাজা দশ-
রথেন চ। গ্রহরাজঃ শনির্ধাক্যং হৃষ্টরোমাত্রবীদি-
দম্। ৪৭। শনিরুবাচ। তুষ্টৌহহং তব রাজেন্দ্রে
স্তবেনানেন সুভত। বরং ক্রুহি প্রদাস্তামি হেচ্ছয়া
রঘুনন্দন। ৪৮। দশরথ উবাচ। অদ্য প্রভৃতি
পিজাক পীড়া কাথ্য ন কন্তচিত্। দেবাসুরমহুযাণাং
পশুপক্ষীস্রীসৃপাম্। ৪৯। শনিরুবাচ। গ্রহাণাং
দুর্গ্গ্ৰহো জ্যেয়ো গ্রহপীড়াং করোম্যহম্। অদেয়ং
প্রার্থিতং রাজন কিঞ্চিদধুক্রং দদাম্যহম্। ৫০। স্বয়া
প্রোক্তং মম স্তোত্রং যে পঠিষ্যন্তি মানবাঃ। পুরুষাশ্চ
দ্বিগ্ধো বাপি মন্ত্রঘেনোপপীড়িতাঃ। ৫১। দেবাসুর-
মহুযাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ। মৃত্যুস্থানে স্থিতো
বাপি জন্মপ্রাপ্তগতস্তথা। ৫২। এককালং দ্বিকালং
ত্ৰ্য্যপ ইহার। তোমা কর্তৃক বিলোকিত হইয়া দৈত্স
প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা, শক্র, যম, সপ্ত তারকা ও ঋষি,
ইহারীও তোমা কর্তৃক বিলোকিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট
হইয়া থাকেন। দেশ, নগর, গ্রাম, দ্বীপ, এ সকল
তোমার রৌজ দৃষ্টিতে পতিত হইলে বিনষ্ট হইয়া
থাকে। হে সৌরে! আমি তোমাকে বধ করিবার
জন্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম, আমি তোমার শরণ
লইতেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর। ১৩—৪৬। ঈশ্বর
বলিলেন,—হে দেবি! গ্রহরাজ রাজা দশরথ কর্তৃক
এইরূপ স্তব হইয়া বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমি
আপনার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, যথেষ্ট বর গ্রহণ
করুন। দশরথ বলিলেন,—হে পিজাক! অদ্য
প্রভৃতি আপন কি দেবাসুর মহুযা—কি পশুপক্ষি-
স্রীসৃপ, কাহাকেও পীড়া দিবেন না। শনি বলি-
লেন,—হে রাজন! আমি গ্রহমধ্যে দৃষ্টগ্রহ;
সুতরাং আমি পীড়া প্রদান করিবই। কলতঃ
আপনার এ প্রার্থনা আমি পূরণ করিতে পারি-
লাম না। তবে আমি এক যুক্তিযুক্ত বাক্য
আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। কি স্ত্রী—কি
পুরুষ—কি দেবাসুর-মহুযা, কি সিদ্ধ-বিদ্যা-
ধরোরগ যে কেহ মন্ত্রঘেণে ভীত হইয়া এককাল
বা দ্বিকাল আপনার বখিতএই স্তোত্র পাঠ

বা তেষাং শ্রেয়ো দদাম্যহম্ । পূজয়িত্বা জপেৎ
স্তোত্রং কৃৎস্না চৈব কৃত্যঞ্জলিঃ ॥ ৫৩ ॥ তস্ত পীড়াং ন
চৈবাহমিহ কুৰ্ধ্যাৎ কদাচন । জন্মস্থানে স্থিতো বাপি
মৃত্যুস্থানে স্থিতোহপি চ ॥ ৫৪ ॥ জন্মক্কে চ লয়ে
চ দশাশ্বত্বদশানু চ । রক্ষামি সততং তস্ত পীড়াং
চান্তগ্রহস্ত চ ॥ ৫৫ ॥ অনেনৈব প্রকারেণ পীড়ামুক্ত-
স্তসৌ ভবেৎ । এতৎ প্রোক্তং ময়া দন্তঃ বরং চ
রঘুনন্দন ॥ ৫৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বরঞ্চং চ সম্প্রাপ্য
রাজা দশরথঃ পুরা । মেনে কৃতার্থমাত্মনং নমস্কৃত্য
শনৈশ্চরম্ ॥ ৫৭ ॥ শনিং জ্বাভাভ্যুজ্জাতো রথমাক্রম্য
বীৰ্য্যবান্ । স্বস্থানং গতবান্ রাজা পূজ্যমানো
দিবোকটৈঃ ॥ ৫৮ ॥ য ইদং প্রাতঃকথায় সৌরি-
বারে পঠেদ্রয়ঃ । সৰ্বগ্রহোক্তবা পীড়া ন ভবেত্ত্বি-
তস্ত তু ॥ ৫৯ ॥ শনৈশ্চরঃ সুরদেবঃ নিত্যং ভক্তি-
সমধিতঃ । পূজয়িত্বা পৃষ্ঠেৎ স্তোত্রং তস্ত তুষ্যতি
ভাস্করিঃ ॥ ৬০ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং
শনিদৈবতম্ । সৰ্বপাপোপশমনং সৰ্বকামকল-
প্রদম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শনৈশ্চরেশ্বরমাহাত্ম্যস্তোত্রবর্ণনঃ
নামৈকোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি লিঙ্গং রাহু-
প্রতিষ্ঠিতম্ । শনৈশ্চরেশ্বরমাদেবি বায়ব্যে সম্প্রতি-
ষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ অজাদেব্যাশ্চোত্তরতো ধম্বায়াং সপ্তকে
স্থিতম্ । মঙ্গলায়াঃ সমোপস্থং নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ॥
২ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু সৈংহকেণ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
কত্র বর্ষসংক্রমং তু বৈ প্রতিষ্ঠিতপোহকরোৎ ॥ ৩ ॥
স্বর্ভানুঃ স মহাবীৰ্য্যো বক্রধোদী মহামুরঃ । সমারাদ্য
মহাদেবং দিব্যেন তপসা প্রভুম্ ॥ ৪ ॥ লিঙ্গেহব-
তারয়ামাস জগদীপং মহেশ্বরম্ । যশৈশ্চৈব পূজয়ে-
ত্তক্ত্যা নয়ঃ সম্যক্ চ পশ্যত । তস্ত পাপং ক্ষয়ং
যাতি অপি ব্রহ্মবধোক্তবম্ ॥ ৫ ॥ নাটো ন বধিরো
মুকো ন রোগী ন চ নির্জনঃ । কদাচিত্জায়তে মর্ত্য-
স্তেন দৃষ্টেন ভূতলে ॥ ৬ ॥ সুখসৌভাগ্যসম্পন্নস্তদা
ভবতি রূপবান্ । সৰ্বকামসমুদ্ভাভা মোদতে দিবি
দেববৎ ॥ ৭ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং
রাহুদৈবতম্ । জ্বা তু মোহনিধীতো নরো লিঙ্ক-
ন্যবো ভবেৎ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে রাহুশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

করিবে—আমি মৃত্যুস্থান ও জন্মস্থান গত হই-
লেও তাহাদের শ্রেয়োলাভ হইবে। যে জন পূজা
করিয়া কৃত্যঞ্জলি হইয়া স্তব করিবে, আমি কদাচ
তাঁহাকে পীড়া প্রদান করিব না। আমি জন্মস্থান,
মৃত্যুস্থান, জন্মনক্ষত্র, দশা এবং অস্তর্দশাগত
হইয়াও তাঁহাকে অস্ত্র গ্রহপীড়া হইতে রক্ষা
করিব। আমার স্তবপাঠকারী ব্যক্তি এইরূপে
পীড়ামুক্ত হইবে। হে রঘুনন্দন! আমি আপ-
নাকে এইরূপে বর প্রদান করিলাম। ঈশ্বর বলি-
লেন,—রাজা দশরথ শনির নিকট হই প্রকার
বর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহাকে
প্রণাম করিলেন। স্তব ও প্রণামান্তে অহুজা
লইয়া তিনি রথারোহণে গুপ্তরোদ্দেশে প্রস্থান
করিলেন। দেবগণ এই সময় তাঁহার পূজা করিয়া
ছিলেন। যে যানব শনিবারে প্রাতঃকালে গাত্ৰো-
খান করিয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করে, সৰ্বগ্রহ-জনিত
পীড়া তাহার বিনষ্ট হয়। শনৈশ্চরকে নিত্য স্মরণ
করিয়া ভক্তিপূর্বক পূজার পর স্তব পাঠ করিলে
তিনি ভুষ্ট হইয়া থাকেন। হে দেবি! এই আমি

তোমার নিকট শনৈশ্চর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম,
ইহা সৰ্বপাপনাশন, ও সৰ্ব কামকলপ্রদ ॥ ৪৭—৬১ ॥

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪২ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর রাহু-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শন করিতে যাইতে হয়। এই
লিঙ্গ শনৈশ্চরেশ্বরের বায়ুকোণে—অজাদেবীর
উত্তর দিক্‌ভাগে সপ্তধ্ব ব্যবধানে মঙ্গলার অনতি-
দূরে অর্থাৎ নিকটেই অবস্থিত। এই রাহু-প্রতি-
ষ্ঠিত লিঙ্গ মহাপ্রভাবসম্পন্ন। এই স্থানে বৈপ্রতি-
ষ্ঠিত সহস্র বৎসর তপস্তা করিয়াছিল। বক্রধোদী
স্বর্ভানু এই স্থানে দিব্য তপোহুষ্ঠানে লিঙ্গারাবনা
করিয়া তাহাতে জগদীপ মহেশ্বরকে অবতারিত
করেন। যে জন ভক্তিপূর্বক এই লিঙ্গের পূজা
বা তাঁহাকে দর্শন করে, তাহার ব্রহ্মবধোক্তব পাপও
বিনষ্ট হয়। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে যানব কদাচ
অন্ধ, বধির, মুক, রোগী বা নির্জন হয় না; বরং
সে সুখ-সৌভাগ্য-সম্পন্ন, রূপবান, ও সৰ্বকাম-

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি কেতুলিঙ্গ-
মহাপ্রভম্ । রাহ্মীশানাংস্তুরে চ মঙ্গলায় চ দক্ষিণে ॥
১ ॥ ধনুযোহস্তরমানেন নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ । লিঙ্গ-
মহাপ্রভাবং হি সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥ কেতুর্নাম
গ্রহোহত্যাগঃ শিবসম্ভাবভাবিতঃ । বর্জুলোহতীব
বিস্তীর্ণো লোচনাভ্যাং সুভীষণঃ ॥ ৩ ॥ পলাল-
ধুমসঙ্কাশো গ্রহপীড়াপহারকঃ । তত্রাকরোতপশ্চোগ্রঃ
দিব্যাকানাং শতং শ্রিয়ে ॥ ৪ ॥ তন্ত তুষ্টি মহাদেবো
গ্রহঃ প্রদদৌ শ্রিয়ে । একাদশশতানাং গ্রহাণামপি-
পত্যতাম্ ॥ ৫ ॥ তত্রঃ পূজয়েত্ত্বয়া কেতুলিঙ্গ-
মহাপ্রভম্ । কেতুদয়ে মহাঘোরে তস্মিন দৃষ্টে
বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥ গ্রহপীড়ানু চোগ্রান্ পূজয়েতঃ বিধা-
নতঃ । পুষ্পগন্ধৈস্তথা ধূপৈর্নৈবেদ্যাদিবিধৈঃ
সুভৈঃ ॥ ৭ ॥ তোষয়েদ্বিবিদেবং কেতুং কল্যানীশনম্ ॥
৮ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং কেতুলিঙ্গং মহো-
দয়ম্ । গ্রহপীড়োপশমনং সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ৯ ॥

সমুদ্রাচ্চা হয় । হে দেবি ! এই আমি তোমার
নিকট রাহ্মদেবত-মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিলাম ; মানব
ইহা শুনিয়া মোহ-পরিশুদ্ধ ও নিষ্কল্মষ হইয়া
থাকে । ১—৮ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
কেতুলিঙ্গ দর্শন করিতে যাইবে । এই লিঙ্গ রাহ্ম-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের উত্তরে—মঙ্গলার দক্ষিণে অনতি-
দূরে প্রায় ধনুঃপরিমিত ব্যবধানে অবস্থিত । এই
লিঙ্গ মহাপ্রভাব এবং সৰ্বপাতকনাশন । কেতু অতি
উগ্রগ্রহ । এই গ্রহ শিবসম্ভাব-ভাবিত, বর্জুলাকার,
অতীব বিস্তীর্ণ, ভীষণলোচন, পলালধুমসঙ্কাশ, এবং
গ্রহপীড়াপহারক । এবাধি কেতু ঐ স্থানে দিব্য
শত বৎসর মহাদেব-উদ্দেশে তপস্তা করিয়া-
ছিলেন । মহাদেব তুষ্ট হইয়া ইহাকে একাদশ শত
গ্রহের আধিপত্য প্রদান করেন । কেতুদয়ে
ঘোরতর সময় উপস্থিত হইলে এই কেতুলিঙ্গের
পূজা করিতে হয় ; এবং গ্রহপীড়া উপস্থিত হই-
লেও গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা
করিয়া তোষিত করা কর্তব্য । এই আমি সংক্ষেপে

এতানি নবলিঙ্গানি গ্রহাণাং কথিতানি তে । যঃ
পশুতি নরো নিতাং তন্ত পীড়াভয়ং কৃতঃ ॥ ১০ ॥ ন
দোৰ্ভাগ্যং কুলে তন্ত ন যোগী নৈব দুঃখিতঃ ।
জায়তে পুত্রবদেব তং রক্ষন্তি মহাগ্রহাঃ ॥ ১১ ॥
ইতি তে কথিতং সমাক চতুর্দশায়তনং শ্রিয়ে ।
বিদ্যেৎস্বয়ং সমারভ্য যাবৎ কেতুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২ ॥
নবগ্রহেশ্বরাণাং তু মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । তথৈব
পঞ্চলিঙ্গানাং জ্ঞান্য পাটপঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥ কপদিনং
সমারভ্য চণ্ডনাথাস্তকানি চ । পট্টেশ্ব মুদ্রালিঙ্গানি
নাপুণ্যো বেদ মানবঃ ॥ ১৪ ॥ সূর্য্যোশ্বরং সমারভ্য
কেতুলিঙ্গাস্তকানি বৈ । নবগ্রহাণাং লিঙ্গানি নাস্তো
জানতি কচন ॥ ১৫ ॥ চতুর্দশবিধা য়েবং প্রোক্তাঃ-
তনসঙ্গতিঃ । যতেননাং বেদ ভাবেন স ক্ষেত্রফল-
মশ্নুতে ॥ ১৬ ॥

ইতি জীহ্বাদে কেতুশ্রবণমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

কেতুলিঙ্গের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম । ইহা গ্রহ-
পীড়াহারক এবং সৰ্বপাতকনাশন । হে দেবি ! এই
আমি তোমার নিকট নবগ্রহের নবলিঙ্গের পরিচয়
প্রদান করিলাম, যে ব্যক্তি এই নবলিঙ্গ দর্শন করে,
তাহার পীড়াভয় সম্ভবে না অপিচ তাহার কুলে
কদাচ দুর্ভাগ্য, যোগী ও দুঃখিত হয় না, গ্রহগণ
তাহাকে পূত্রবৎ রক্ষা করেন । হে দেবি ! এই
আমি বিদ্যেৎস্বয়ং হইতে আরম্ভ করিয়া কেতুপ্রতিষ্ঠিত
লিঙ্গ পর্য্যন্ত চতুর্দশ লিঙ্গের আয়তনের কথা বলি-
লাম । নবগ্রহেশ্বরের লিঙ্গগণের মাহাত্ম্য পাপ-
নাশন । এইরূপ পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের মাহাত্ম্য জ্ঞানেও
পাপনাশ হইয়া থাকে । কপদিন হইতে আরম্ভ
করিয়া চণ্ডনাথাস্তক পর্য্যন্ত পঞ্চমুদ্রালিঙ্গ অপুণ্য-
বান ব্যক্তি জানিতে পারে না । সূর্য্যোশ্বর হইতে
কেতুলিঙ্গাস্ত নবগ্রহলিঙ্গ পুণ্যবান ভিন্ন অস্ত্র কেহ
বিদিত হইতে সমর্থ হয় না । এই চতুর্দশ প্রকার
আয়তনসঙ্গতি উক্ত হইয়াছে । যে জন ইহা
ভক্তিপূর্ব্বক অবগত হয়, সে ক্ষেত্রফল লাভ করিয়া
থাকে । ১—১৬ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১ ।

ত্ৰিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । পঞ্চাথ সিদ্ধলিঙ্গানি কথয়ামি যশ-
স্বিনি । যেযাং দৰ্শনশো দেবি সিদ্ধা যাত্ৰা ভবেয়ুগাম্ ॥
১ ॥ সোমেশাদীশদিগুণভাগে বরারোহেতি যা স্মৃতা ।
তস্তাশ্চ পূৰ্বদিগভাগে দেবং সিদ্ধেশ্বরং পরম্ ।
অভিগম্য নরো ভক্ত্যা অগ্নিমাংসিকমাধুয়াং ॥ ২ ॥
সিদ্ধৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ লিঙ্গং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা তু মানবঃ ।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সৰ্বৈঃ সিদ্ধলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩ ॥
বিদ্বানি নাশমায়াস্তি তত্র ক্ষেত্রনিবাসিনাম্ । কামঃ
ক্ৰোধো ভয়ং লোভো রাগো মৎসর এব
চ ॥ ৪ ॥ ঈৰ্ষ্যা দম্ভস্তথালস্ত্যং নিদ্রা মোহস্তহস্কতিঃ ।
এতানি বিষয়কৰ্ম্মাণি সিদ্ধৈর্বিষয়কৰ্ম্মাণি তু ॥ ৫ ॥
তানি নাশং সমায়াস্তি তত্র সিদ্ধেশ্বরার্চনাং ।
এবং জাহ্না তু যত্নেন তত্র যাত্ৰাং সমাচরেৎ ॥ ৬ ॥
ইত্যেবং কথিতং দেবি সিদ্ধেশ্বরমহোদয়ম্ ।
সৰ্বকামপ্রদং নৃণাং স্রুতং পাতকনাশনম্ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্ৰীকান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম
ত্ৰিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্ৰিপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অধুনা আমি
পঞ্চ সিদ্ধ লিঙ্গের কথা বলিতেছি—ঈশাদিগকে
দৰ্শন করিলে মানবগণের যাত্ৰা কলবতী হইয়া
থাকে । সোমেশ্বরের ঈশান কোণে যে বরারোহা
নামী দেবী আছেন, তাঁহার পূৰ্বদিক্ ভাগে দেব
সিদ্ধেশ্বর বিরাজিত । নরগণ এখানে গমন করিয়া
অগ্নিমাংস সিদ্ধি লাভ করে । সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত এই
লিঙ্গ দৰ্শন করিয়া জনগণ সৰ্ব পাতক হইতে মুক্তি
লাভ করিয়া সিদ্ধলোকে গমন করিয়া থাকে ।
এই সিদ্ধেশ্বরক্ষেত্রবাসী নরগণের সিদ্ধেশ্বরার্চনে
সৰ্ব প্রকার বিষ এবং কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ,
রাগ, মৎসর, ঈৰ্ষ্যা, দম্ভ, আলস্য, নিদ্রা, মোহ,
অহঙ্কার প্রভৃতি সকল প্রকার সিদ্ধিবিষয়ক বিষ
সকলও বিনাশ পাইয়া থাকে । ইহা অবগত হইয়া
জনগণ সিদ্ধেশ্বরার্চনা করিবে । হে দেবি! এই
আমি তোমার মিকট সৰ্বকামপ্রদ পাতকনাশন
সিদ্ধেশ্বর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । ১—৭ ।

ত্ৰিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২ ।

ত্ৰিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নগদেবি কপিলে-
শ্বরমুত্তমম্ । তন্ত্ৰৈব পূৰ্বদিগুণভাগে নাতিদূরে
বাবস্থিহম্ ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু দৰ্শনাৎ
পাপনাশনম্ । কপিলো নাম রাজর্ষিযত্নে ভক্ত্যা
মহাতপঃ ॥ ২ ॥ সম্ভ্রান্তঃ পরমাং সিদ্ধিং প্রতিষ্ঠাপ্য
মহেশ্বরম্ । দেবসান্নিধ্যমীশানং তস্মিন্ লিঙ্গে সদা
হরিঃ ॥ ৩ ॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দশীং সৰ্বলোক-
হিতার্থতঃ । সম্পূর্ণমহাদেবং সোমেশং কপিলে-
শ্বরম্ । যঃ পশ্যেৎ প্রযতো জুহুস গোদান কলং
লভেৎ ॥ ৪ ॥ তিলধেয়ুঃ যো দদ্যাতি স্মিত্তীথে সমা-
হিতঃ । তিলসংখ্যাযুগান্তেব স স্বর্গে বসতি প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

ইতি শ্ৰীকান্দে কপিলেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম
ত্ৰিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নগদেবি গন্ধৰ্বেশ্বর-
মুত্তমম্ । দণ্ডপাণেভ্য ভবনাত্তরে নিকটে স্থিতম্ ॥

ত্ৰিপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অনন্তর কপিলে-
শ্বর তীথে গমন করিবে । পূৰ্বোক্ত লিঙ্গের পূৰ্ব-
দিক্ ভাগে নাতিদূরে এই মহাপ্রভাব দৰ্শন-পাপ-
হারী লিঙ্গ বিরাজিত । কপিল নামক রাজর্ষি এই
স্থানে মহৎ তপ ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম সিদ্ধি
লাভ করিয়াছিলেন । এই লিঙ্গে সৰ্বদা সৰ্বদেব-
সান্নিধ্য ও হারহর বিদ্যমান । যে জন শুক্লপক্ষীয়
চতুর্দশীতে সৰ্বলোকহিতার্থ মহাদেব সোমেশ
কপিলেশ্বরকে সাতবার দৰ্শন করে, সে গোদান-
কল লাভ করিয়া থাকে । যে মানব সমাহিত
ভাবে ঐ তীথে তিলধেয় দান করে, সে দম্ভ তিল-
সংখ্যা যুগ কাল স্বর্গে বাস করিয়া থাকে । ১—৫ ।

ত্ৰিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৩ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
উত্তম গন্ধৰ্বেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে ।

১। যত্র গন্ধর্বরাজো বৈ ঘনবাহেতি বিজ্ঞতঃ ।
 তস্ত গন্ধর্বসেনেতি খ্যাতা পুত্রী মহাপ্রভা ॥ ২ ॥
 শিখণ্ডিনা গণেনৈব সা শপ্তা রূপগর্ভিতা । ততো
 গোশৃঙ্গখণ্ডিণা দত্তস্তস্তা অমুগ্রহঃ ॥ ৩ ॥ সোমবার-
 ত্ততেনৈব সোমেশ্বরাদনং প্রতি । ততঃ ক্ষেত্রং
 সমাগত্য তপঃ কৃৎস্না সূহৃৎসরম্ ॥ ৪ ॥ লিঙ্গং
 প্রতিষ্ঠয়ামাস তত্র গন্ধর্বরাজী শয়ম্ । তথৈব পুত্রা
 তন্তৈব তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫ ॥ অথ তত্রৈব
 দেবেশি দণ্ডপাণেঃ সমীপতঃ । ঘনবাহেশ্বরঃ নাম
 যো লিঙ্গং যত্নতোহর্চয়েৎ ॥ ৬ ॥ গন্ধর্বলোক-
 মাপ্নোতি দৃষ্ট্বা স প্রযতঃ শুচিঃ । ইতি তে কথিতঃ
 দেবি গান্ধর্বঃ লিঙ্গমুক্তম্ ॥ ৭ ॥ তৃতীয়ঃ সর্বপাপানং
 নাশনং পুণ্যবর্ধনম্ । অগ্নিতীর্থে নরঃ শ্রাদ্ধা পূজা
 গন্ধর্বপূজিতম্ ॥ ৮ ॥ অগ্নয়ে চোত্তরে প্রাপ্তে
 নিকাপমধিগচ্ছতি । ঋত্বাহন্তিনন্দ্য মাহাত্ম্যং মুচ্যতে
 মহতো ভয়াৎ ॥ ৯ ॥

ইতি জীহ্বান্দে গন্ধর্বেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

দণ্ডপাণিভবনের উত্তরে অতি নিকটে এই লিঙ্গ
 বিদ্যমান আছে। বিখ্যাত গন্ধর্বরাজ ঘন
 বাহের গন্ধর্বসেনা নারী এক অতি সুন্দরী
 কন্যা ছিল। শিখণ্ডী গণ রূপ গৌরবাধিতা ঐ
 কন্যাকে শাপ দেয়। মহাভাগ গোশৃঙ্গ খণ্ডি অমু-
 গ্রহ করিয়া তাহাকে সোমবারত ও সোমনাথ
 আরাধনা উপদেশ দেন। অনন্তর তাহার পিতা
 শয়ঃ সোমেশ্বর তাঁহাকে আগমন করিয়া সূহৃৎসর তপ-
 স্করণ করত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে। গন্ধর্বসেনাও সেই
 স্থানে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দণ্ডপাণি-
 সমীপস্থ ঘনবাহেশ্বর নামক লিঙ্গ যেনর প্রযত
 ও শুচি হইয়া পূজা ও দর্শন করে, সে গন্ধর্বলোক
 লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি
 তোমার নিকট সর্বপাপনাশন পুণ্যবর্ধন উত্তম
 গন্ধর্বলিঙ্গের কথা কীর্তন করিলাম। নর উত্তরা-
 য়ণে অগ্নিতীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া এই গন্ধর্বপূজিত
 লিঙ্গের পূজা করিলে নির্কাপ-পদবী লাভ করিয়া
 থাকে। এমন কি এই লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ ও
 অভিনন্দন করিলেও মহৎ ভয় হইতে মুক্তি লাভ
 হয়। ১—৯।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি তৎপুর্বে
 বিমলেশ্বরম্ । গোষ্ঠাঃ পূর্বসমীপস্থঃ নাতিদূরে
 বাবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ গুরোরৈক্যত্যানিগূভাগে স্থিতঃ
 পাপপ্রণাশনম্ । অপি কৃৎস্না মহাপাপঃ নারী বা
 পুরুষোহপি বা ॥ ২ ॥ ক্রয়াভিভূতদেহো বা তং
 সমভ্যর্চ্য ভক্তিতঃ । সর্বদুঃখান্তগো কৃৎস্না নির্দুঃখঃ
 পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥ গন্ধর্বসেনা যত্রৈব বিমলাকৃতং
 ক্রয়াধিতা । বিমলেশ্বরনামা বৈ তদ্রিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং
 ক্রিতো ॥ ৪ ॥ ইতি তে কথিতং সর্বং বিমলেশ্বর-
 সূচকম্ । মহাত্ম্যং সর্বপাপন্যঃ তুরীয়ং ভবশুদ্ধিরি ॥ ৫ ॥

ইতি জীহ্বান্দে বিমলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ তে পঞ্চমং বচি সিন্ধুলিঙ্গং
 মহাপ্রভম্ । ব্রহ্মণো নৈক্যতে ভাগে ধনুযাং
 যোড়শে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ রাহুলিঙ্গস্ত চাভ্যাশে লিঙ্গং

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর পূর্ব-
 কথিত লিঙ্গের পূর্বদিকে বিমলেশ্বর লিঙ্গ দর্শন
 করিতে যাইতে হয়। এই পাপপ্রণাশন লিঙ্গ
 গৌরীর পূর্বদিকভাগে অনতিদূরে এবং গুরুপ্রতি-
 ঠিত লিঙ্গের নৈক্যতকোণে অবস্থিত। ক্রয়াভি-
 ভূতদেহ মহাপাপী নারী বা নর ভক্তিপূর্বক
 তাহার অর্চনা করিয়া সর্বদুঃখান্ত নির্দুঃখ
 পদ প্রাপ্ত হয়। ক্রয়োগ্রস্ত গন্ধর্বসেনা এই
 লিঙ্গসন্নিধানে যোগমুক্ত হইয়া বিমল দেহ লাভ
 করিয়াছিল বলিয়া এই লিঙ্গের নাম হইয়াছে,—
 বিমলেশ্বর। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট
 বিমলেশ্বর লিঙ্গের সর্বপাপন্য মাহাত্ম্য কীর্তন
 করিলাম। ১—৫।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর আমি
 তোমার নিকট মহাপ্রভ পঞ্চম সিন্ধু লিঙ্গের কথা
 বলিতেছি। এই লিঙ্গ ব্রহ্মার নৈক্যতকোণে

ধনদনির্মিতম্। ধনদস্বঃ ৫ সম্প্রাপ্তো যত্র তথ্ণ।
মহন্তপঃ। ২। সংস্থাপ্য বিধিবৎ পূজ্য লিঙ্গং
বর্ষসহস্রকম্। অলকাধিপতির্জ্ঞাতস্তত্র শব্দোঃ
প্রসাদতঃ। ৩। জাতিং স্মৃৎবা পূরিকং তু জ্ঞাত্বা
দীপদশাকলম্। শিবরাত্রিঃ প্রভাবং তু প্রভাসং
পুনরাগতঃ। ৪। প্রভাবাতিশয়ঃ জ্ঞাত্বা স্থাপয়ামাস
শব্দরম্। তত্র প্রত্যক্ষতাং নীতন্তপসা যেন
শব্দরঃ। ৫। মহাভক্ত্যা মহাদেবি তস্মি লিঙ্গে-
হবতারিতঃ। তং দৃষ্ট্বা মানবো ভক্ত্যা পূজয়িত্বা
যথাবিধি। ৬। পঞ্চোপচারৈঃ সন্তুজ্য গন্ধ-
ধূপান্নলেপনৈঃ। তস্তাবশ্যে দরিদ্রশ্চ কদাপি ন
ভবিষ্যতি। ৭। যে চৈতৎপূজয়িষ্যন্তি লিঙ্গং ভক্তিযুতা
নরাঃ। অজ্ঞেয়ান্তে ভবিষ্যন্তি শজ্ঞাং দর্পনাশনাঃ।
৮। ইতি তে কথিতং সৰ্বং ধনদেশমহোদয়ম্।
জ্ঞাত্বাহুমোদ্য যত্নেন দিরজ্ঞো নৈব জায়তে। ৯।

ইতি জ্ঞান্দে ধনদেশমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌পঞ্চাশোধ্যায়ঃ। ৫৬।

যোড়শ ধনু অন্তরে রাহুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের সমীপে
অবস্থিত। এই লিঙ্গ ধনদনির্মিত। ধনদ এই
স্থান তপস্কা করিয়া ধনদস্ব লাভ করেন। তিনি
বিধিপূর্বক এই লিঙ্গ স্থাপন ও তাঁহার পূজা করিয়া
সহস্র বর্ষ কাল এই স্থানে ঘোর তপস্কা করেন।
এই তপস্কার কলে শব্দ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলে
তিনি তাঁহার প্রসাদে অলকাধিপত্য লাভ করিয়া-
ছিলেন। একদা তিনি পূর্বজন্ম, দীপদানকল ও
শিবরাত্রি-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া প্রভাসকেত্রে
আগমন করেন। ঐ স্থানে আগমন করিয়া কেত্রে
মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তিনি শিব স্থাপন করেন।
শব্দর এই প্রতিষ্ঠিত শিবে সাক্ষাদ্ভূত হন। অলকা-
ধিপতি অসীম ভক্তিতে শব্দরকে এই প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে
অবতারিত করেন। যে মানব ভক্তিপূর্বক গন্ধ-
ধূপাদি পঞ্চোপচার দ্বারা যথাবিধি ঐ লিঙ্গের পূজা
করে, সে ও তাঁহার অশ্রয়ে কেহ কখন কদাপি
দরিদ্র হয় না। যে সকল নর ভক্তিপূর্বক এই
লিঙ্গ অর্চনা করে, তাহারা অরিগর্ভধরকারী ও
অজ্ঞেয় হয়। হে দেবি। যাহা শুনিয়া নর দরিদ্র
হয় না, আমি সেই ধনদেশমহোদয় তোমার নিকট
কীর্তন করিলাম। ১—৯।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। পট্টেবং সিদ্ধলিঙ্গানি কথিতানি
তব শ্রিয়ে। যত্বেনং বেদ সঙ্কেতং কেত্ৰবাসী স
উচ্যতে। ১। অথ শক্তিভ্রমশাং তে যোজ্যীশাং
বহি বিস্তরম্। ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যভিগুণ্যঃ পরি-
কীৰ্ত্তিতাঃ। ২। পুনস্তাসাং পূজনায়াম্রুতমঃ ক্রমতঃ
শৃণু। চতুর্দশ তথা পঞ্চ পূর্বমুক্তানি যানি তু। ৩।
চহারি জীপি চৈকং বা যথাশক্ত্যাভিপূজ্য চ।
লিঙ্গানি তানি সম্পূজ্য শক্তীভিত্তস্ততোহর্চয়েৎ।
৪। সোমেশাদীশদিগ্‌ভাগে বরারোহেতি যা
স্মৃতা। অম্বা কলা সা সোমস্ত উমা পশ্চাৎ প্রকো-
র্ভিতা। ৫। ইচ্ছাশক্তিঃ সা জ্ঞেয়া প্রভাসকেত্রে-
সংস্থিতা। তত্র দেবি হিতার্থায় সর্বেদাং প্রাণিনাং
ভূবি। ৬। তস্তা মাহাত্ম্যমখিলং কথয়ামি তবাত্মনা।
পুরা স্মৃমেদ ত্যক্তাতিভার্য্যাভিগুণ্য বরাননে। ৭। বহু-
বিংশতিপঞ্চপুং কেত্রে প্রাভাসিকে শুভে। গৌরী
সারাদ্যমানাং দিব্যবর্ষগণান্ বহুন্। ৮। তাশাং
প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তা পার্শ্বতী পরমেশ্বরী। উবাচ
বরদা ক্রত যষো মনসি সংস্থিতম্। ৯। অথ তাশা-

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে শ্রিয়ে! এই আমি
তোমার নিকট পাঁচটি সিদ্ধলিঙ্গের কথা বলিলাম।
যে ব্যক্তি এই সঙ্কেত অবগত হইতে পারে,
তাহাকে কেত্ৰবাসী বলা যায়। অতুনা আমি
তোমার নিকট তিনটি যোজ্যী শক্তির কথা বলি-
তেছি; যথা—ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞান-
শক্তি। ইহাদের পূজাক্রম শ্রবণ কর। পূর্বে
যে চতুর্দশ, ও পঞ্চ লিঙ্গের কথা বলা হইয়াছে,
ঐ সকল লিঙ্গের মধ্যে শক্তি অল্পসারে তিন
চারিটি একটি বা সমুদয়গুলির পূজা করিয়া উক্ত
শক্তিভ্রমের অর্চনা করিবে। সোমেশ্বরের ঈশান-
কোণে বরারোহা নামী যে দেবী আছেন, ইনিই
সোমের অমানারী কলা এবং ইনিই পশ্চাৎ উমা
নামে কীৰ্ত্তিত হন। ইহারই নাম ইচ্ছাশক্তি।
ইনি লোকহিতার্থ প্রভাসকেত্রে অবস্থিত। ইহার
অখিল মাহাত্ম্য আমি তোমাকে বলিতেছি। পূর্বে
সোম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার বহুবিংশতি
পত্নী প্রভাসকেত্রে তপস্কা করেন। দিব্য বহুবর্ষ
কাল তাঁহারা দেবী গৌরীর (তোমার) আরাধনা
করিলে গৌরী দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে

কুবন দেবি যদি তুষ্টাসি পার্জিতি । সৌভাগ্যং দেহি
নো ভূরি লাভণ্যং পরমং তথা । ১০ । ত্যক্তাঃ সৰ্বা
বহুং দেবি নিকোষাঃ স্বামিনা শুভে । দৌৰ্ভাগ্য-
দোষসমৃদ্ধা দৌৰ্ভাগ্যেণ তু পীড়িতাঃ । ১১ ।
গৌৰ্ভাগ্যে । অদ্যপ্রভৃতি সৰ্বাঃ যঃ সমং দ্রুত্যাতি
রাজিগণঃ । প্রসাদান্নম চাক্ষেপ্য নৈতন্নিখ্যা ভবি-
য়াতি । ১২ । বরদা চেতি মন্নম বরদানান্তবি-
য়াতি । ইহাগত্য তু যা নারী পূজয়িষ্যাতি মাং
শুভাম্ । ১৩ । ন দৌৰ্ভাগ্যং কুলে তস্তাঃ কচিং
প্রাপ্যস্তুি যোষিতঃ । স্বাঘমাণে তৃতীয়ায়মুপ-
বাসপরাযণা । ১৪ । যা মাং দ্রুত্যাতি সুশ্রোণী
মন্তুলা । সা ভবিষ্যাতি । দম্পতীষোড়শৈবাত্র
পরিধাণ্য প্রব্রুতঃ । ১৫ । কলানি ভক্ষ্যভোজ্যঃ
চ পক্ষ্যানি চ যোড়শ । যা প্রাসক্তাতি বৈ নারী
সা তুমেব ভবিষ্যাতি । ১৬ । এতদগোরীব্রতং নাম
তৃতীয়ায় তু কারয়েৎ । অপ্রমত্তা চ যা নারী
যা নারী হুৰ্ভগা ভবেৎ । ১৭ । পুমানসকলোপোবঃ
কৃষা প্রাপ্যভ্যুভীষিতম্ । এবমুকা হিতা তত্র সা
দেবী চাকলোচনা । ১৮ । পশুভে রাজিনাথশ্চ

বলেন,—তোমাদের বঞ্চিত কি বল ? সোমপত্নী-
গণ বলেন,—হে দেবি ! যদি তুষ্টি হইয়াছেন, তাহা
হইলে আমাদের সৌভাগ্য ও পরম লাভণ্য
প্রদান করুন । আমরা হুৰ্ভগা বলিয়া আমাদের
স্বামী আমাদের পরিভাগ করিয়াছেন, আমরা
এই হুখে হুঃখিত । গোরী (তুমি) বলিলেন,—
হে নিশাপতি-পত্নীগণ ! অদ্যাবধি নিশাপতি
আমার প্রসাদে তোমাদের সকলের প্রতি সম ব্যব-
হার করিবেন । এ কথা মিথ্যা হইবে না । আর
আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিলাম বলিয়া
বরদা নামে বিখ্যাত হইব । এই স্থানে আগমন
করিয়া যে সকল নারী আমার পূজা করিবে, তাহা-
দের কুলে কোন নারীই হুৰ্ভগা হইবে না । মাঘী
তৃতীয়ায় উপবাসপরাযণা হইয়া যে নারী আমাকে
দর্শন করিবে, সে আমার মত সুশ্রোণী হইবে ।
যে সকল নারী এই দিন যোড়শী দম্পতিকে
নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহাদিগকে যোড়শবিধ
কল, ভক্ষ্যভোজ্য ও পক্ষ্য ভোজন করায়,
তাহারা উন্ন-ভুল্য হইয়া থাকে । এই ব্রতকে
উন্নব্রত বলে । ইহা স্ত্রীলোকদিগেরই অঙ্গভেদ ।
তৃতীয়ায় ইহা করিতে হয় । করিলে অগ্রসবিনী
প্রসব করে এবং হুৰ্ভগা সুভগা হয় । পুরুষগণ

সৰ্ব্বান্তা রোহিণীঃ যথা । অস্তাপি হুঃখসমৃদ্ধ
দৌৰ্ভাগ্যেণ তু পীড়িতা । ১৯ । অপূজয়িত্ব
দেবীঃ সুভগা সাতব্রততঃ । ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তং মহাশ্রুতং শক্তিসম্ভবম্ । ২০ । সোমেশ্বরে
বরারোহা নামেতি কথিতং তব । সৰ্ব্বপাপক্ষয়করং
সৰ্ব্বদারিদ্ৰানশনম্ । ২১ ।

ইতি শ্রীকান্দে বরারোহামাহাত্ম্যাবলম্বনং নাম
সপ্তপঞ্চাশোঃধ্যায়ঃ । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশোঃধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ দ্বিতীয়াস্তে বচি শক্তিং
দেবি ক্রিয়াশ্রিকাম্ । প্রভাসস্থঃ মহাদেবীঃ দেবানাং
প্রীতিদায়িনীম্ । ১ । সোমেশ্বাচারবে ভাগে ষষ্টি-
ধবন্তরে স্থিতা । তত্র পীঠং মহাদেবি যোগিনীগণ-
বন্দিতম্ । ২ । তন্মিন স্থানে স্থিতং দেবি পাতাল-
বিবরং মহৎ । তন্মিন মহাপ্রভে স্থানে রক্ষারূপেণ
সংস্থিতাম্ । ৩ । পাতালনিধিনিক্ষেপদিব্যোবহি-
রসায়নম্ । ক্ষেত্রমধ্যে স্থিতং সৰ্বং তদর্চনরতো

বারবার এই ব্রত করিলে দীপ্তত লাভ করে । এই
কথা বলিয়া দেবী চাকলোচনা এই স্থানে অবস্থান
করিতে লাগিলেন । নিশানাথ এই ব্রতপ্রভাবে
তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নীগণকে রোহিণীর স্তায় দোঃখিত
লাগিলেন । যে সকল হুৰ্ভগা হুঃখিতা নারী উমা-
দেবীর পূজা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সুভগা হয় ।
হে দেবি ! এই আমি সংক্ষেপে শক্তি-মাহাত্ম্য
কীর্তন করিলাম । তোমার বরারোহা নাম সোমে-
শ্বরে সৰ্ব পাপক্ষয়কর ও সৰ্বদারিদ্ৰানশন । ১—২১

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর আমি
তোমাকে ক্রিয়াশক্তির কথা বলিতেছি । এই
মহাদেবী প্রভাসক্ষেত্রে আছেন । ইনি দেবগণের
প্রীতিদায়িনী । সোমেশ্বর লিঙ্গের বায়ুকোণে ষষ্টি-
ধব্র ব্যবধানে ইনি অবস্থিতা । এই স্থানে এক
পীঠ আছে । এই পীঠ যোগিনীগণবন্দিত । এই
পীঠস্থানে এক পাতালভলগামী মহৎ বিবর বিদ্য-
মান আছে । এই মহাপ্রভ বিবরে এই দেবী রক্ষা-
রূপে বিরাজিতা । মহোবহি সকল এই মহাপ্রভ
পাতাল বিবরে নিধিনিক্ষেপের স্তায় অবস্থিত । এই

লভেৎ ॥ ৪ ॥ ভৈরবীতি চ তদেব্যাঃ পুংসঃ নাম
প্রকীৰ্ত্তিতম্ । অশ্বিন পুনশ্চান্তরে তু অষ্টাবিংশে
চতুর্য়ুগে । ত্রেতাযুগমুখে রাজা অজাপালো বভূব
হ ॥ ৫ ॥ তেন চাগত্য ক্লেদেহ্মিন্ পঞ্চবর্ষশতানি
চ । ভৈরবী পূজিতা দেবী ব্যাধিগ্রস্তেন ভামিনি ॥
৬ ॥ ততঃ প্রোবাচ তং দেবী সন্তপ্তা রাজসন্তমম্ ।
অলং ক্রেশেন রাজর্ষে তুষ্টাহঃ তব ভক্তিতঃ ॥ ৭ ॥
ইত্যুক্তঃ স তদা রাজা কৃতাজলিপুটে সূৰ্য্যঃ ।
ঐশ্বৰ্য্যমোবাচ তাং দেবীমানন্দাশ্রাবিলেক্ষণঃ ॥ ৮ ॥
যদি তুষ্টাসি মে দেবি বরাহো যদিবাণ্যহম্ । সর্ষে
রোগাঃ শরীরায়ৈ নাশঃ যান্ত বহিকৃতাঃ ॥ ৯ ॥
এবমুক্তা তু সা দেবী পুনঃ প্রোবাচ তং নৃপম্ । সৰ-
মেব মহারাজ যথোক্তন্তে ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥
ইত্যুক্তে তু তদা দেব্যা তস্ত রাজ্যঃ কলেবরাৎ ।
নির্গতা ব্যাধয়ন্তত্র অজারূপেণ বৈ পৃথক্ ॥ ১১ ॥
সক্শ্যগান্ত পৃষ্টেব নিয়তঃ সার্ষমেব চ । ইতি কুন্তে
মহাদেব্যা পুনঃ প্রোক্তো নরাধিপঃ ॥ ১২ ॥ রাজ-
ন্থেতানজারূপান্ ব্যাধীন পালয় কৃৎসনশঃ । কি-
কূৰ্কাণা ভবিষ্যন্তি তবৈবাদেশকারিণঃ ॥ ১৩ ॥ অজা-

পীঠ মধ্যে সবই আছে, অভাব কিছুই নাই,
যাহারা এই দেবীর অর্চনা করে, তাহারা এই
সকল বস্তু লাভ করিয়া থাকে । পূর্বে এই দেবীর
নাম ছিল—ভৈরবী । পরে বর্তমান মনুষ্যের
অষ্টাবিংশ ত্রেতাযুগ প্রারম্ভে অজাপাল নামে
এক রাজা হন । তিনি এই ক্লেদে আগমন
করিয়া পাঁচশত বৎসর যাবৎ এই ভৈরবীর পূজা
করেন । ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি তপস্তা করিয়া
ছিলেন । তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া দেবী বলিলেন,—
হে রাজর্ষে ! আর ক্রেশ করিতে হইবে না ।
আমি তুষ্ট হইয়াছি । রাজা দেবীবাচ্য শ্রবণ
করিয়া আনন্দাঞ্জন পরিপ্লুত হইয়া প্রণামপূরক
কৃতাজলিপুটে বলিলেন,—দেবি ! যদি তুষ্ট হই
য়াছেন, আমি যদি বরাহ হই, তাহা হইলে রোগ
সকল আমার শরীর হইতে অপগত হোক ।
দেবী পুনরায় বলিলেন,—রাজন ! আপনি যাহা
প্রার্থনা করিলেন, তাহাই হইবে । এই কথা
বলিবামাত্র রোগ সকল রাজার শরীর হইতে অজা-
রূপে নিষ্কাশ হইয়া গেল । এই ব্যাধি সকল
সংখ্যায় পাঁচসহস্র । ইহার রাজসন্নিধানেই
অবস্থান করিল । পুনরায় দেবী রাজাকে বলি-
লেন,—রাজন ! এই অজারূপী ব্যাধি সকলকে

পালেতি তে নাম খ্যাতং লোকে ভবিষ্যতি । তব
নাম্না যম নাম অজাপালেবরীতি চ । ভবম্যতি
ধরাপৃষ্ঠে তচ্চ যাবচ্চতুর্য়ুগম্ ॥ ১৪ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ
চতুর্দশাং যোহর মাং পূজয়িষ্যতি । তস্তাষ্টম্যঞ্চ-
মৈষর্য্যং দাস্তে তুষ্টা ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ অশ্বযুক-
ছুরাষ্টম্যাঞ্চ ত্রিঃকুহা তু প্রদক্ষিণাম্ । সোমেশঃ
মধ্যতঃ কুহা সংস্রাপ্যাতার্ক্য মাং পৃথক্ । তস্ত
বর্ষত্রয়ঃ রাজার ভীঃ শোকো ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ যা
তু বহ্মা ভবেরারী রোগিণী দুর্ভগা তথা । তয়োক্তা
নবমী কার্ধ্যা মমাগ্রে তুষ্টিবন্ধিনী ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । ইত্যুক্তা তু তদা দেবী তদৈবান্তহিতা-
ভবৎ । প্রভাসক্ষেত্রমধ্যস্থঃ স রাজাতুলবিক্রমঃ ॥
১৮ ॥ পালয়ামাস ধর্ম্মাশ্চা তানজান্ ব্যাধিরূপিণঃ ।
ঔষধীবিবিধাকারান্তেষাং যাঃ পুষ্টিহেতবঃ ॥ ১৯ ॥
তত্র বর্ষশতং সাগ্রং পুষ্টিং নীতা অজাঃ
পৃথক্ । মহানিধানসংস্থানমজাপালেন নিশ্চিতম্ ॥
২০ ॥ অথ তস্তাঃ প্রসাদেন স রাজা পৃথ-
বিক্রমঃ । সপ্তদ্বীপাধিপো জাতঃ সূর্য্যবংশবি-
ভূষণঃ ॥ ২১ ॥ দেব্যাবাচ । অত্যাস্তর্ঘ্যমিদং দেব অজা-
দেব্যাঃ সমুত্তমম্ । পুনশ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তন্ত

তুমি পালন কর । ইহার সর্বদাই আপনার
আজ্ঞাবহ কিঙ্কর হইবে । ইহাদের পালননিবন্ধন
তুমি অজাপাল নামে খ্যাতিলাভ করিবে । আমিও
তোমার নামে অজাপালেবরী নামে প্রসিদ্ধ হইব ।
চতুর্য়ুগ যাবৎ আমার এই নাম ধরাতলে ঘোষিত
হইবে ॥ ১—১৪ ॥ যে যে ব্যক্তি অষ্টমী বা চতুর্দশীতে
এই স্থানে আমার পূজা করিবে, তাহাকে আমি
অষ্টম্যঞ্চ প্রদান করিব । অশ্বযুক শুক্রাষ্টম্যতে যে
ব্যক্তি সোমেশ্বরকে মধ্যবস্তী রাখিয়া আমায় প্রদক্ষিণ
করিয়া অর্চনা করিবে, তিনি বৎসর যাবৎ তাহার
শোক ও ভয় হইবে না । যে সকল নারী বহ্মা,
রোগিণী বা দুর্ভগা, তাহার উক্ত অষ্টম্যতে আমার
পূজা করিবে । ঈশ্বর বলিলেন,—এই বলিয়া দেবী
অন্তহিত হইলেন । রাজা অজাপাল প্রভাস-
ক্ষেত্রে উক্ত অজারূপী রোগ সকলকে পালন করিতে
লাগিলেন । তাহাদের পুষ্টিকর ঔষধিসকলদ্বারা সপাদ
শ্রবণকাল যাবৎ তাহাদের তুষ্টিসাধন করিলেন ।
ঐ স্থানে যে মহানিধানসংস্থান আছে, তাহা রাজা
অজাপাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন । তিনি ঐ দেবীর
প্রসাদে সপ্তদ্বীপাধিপত্য লাভ করিয়া সূর্য্যবংশের
অলঙ্কাররূপ হইয়াছিলেন । দেবী বলিলেন,—

রাজোহৃতঃ মহং ॥ ২২ ॥ কথং রাজা স দেবেশ
সপ্তবীপা বনুচ্ছয়াৎ । শশাং এক এবাসৌ কথং তে
ব্যাধয়ঃ কৃতঃ ॥ ২৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । পুত্রা বহুব
রাজবিন্দীপ ইতি বিজ্ঞতঃ । দীর্ঘো নাম দ্রুতন্ত
রধ্বংসাদজায়ত ॥ ২৪ ॥ অজঃ পুত্রো রঘোশ্চাপি
তন্মাদৃশ্চাতিবীৰ্য্যবান । স ভৈরবীঃ সমাধাধ্য কৃত্বা
ব্যাধীনজাগান ॥ ২৫ ॥ পলয়ামাস সংজ্ঞে । হজা-
পালন্ততোহতবৎ । তস্মিন্ কালে বহুবাব রাবণো
রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥ লঙ্কাস্থিতঃ সুরগণান্নিস্রযোজ
যকর্ণম্ । অথগুমণ্ডলং চন্দ্রাখ্যতপত্রং চকার হ ॥ ২৭ ॥
ইন্দ্রং সেনাপতিং চক্রে বায়ুং পাংসুপ্রমার্জকম্ ।
বরুণং দ্রুতকর্ণহং ধনদং ধনরক্ষকম্ ॥ ২৮ ॥ যমং
সংযমনেহরীণাং যযুজে মন্ত্রণে মন্ত্রম্ । মেঘাশ্বদ্যুতি
লিপ্যন্তি জ্ঞায়াঃ পুশ্পাণি চক্ষিপুঃ ॥ ২৯ ॥ সপ্তর্ষয়ঃ
শান্তিপরা ভ্রাক্ষণাঃ প্রিয়শঃসিনঃ । নাগা যামক-
কক্ষায়াঃ গচ্ছন্না গীততৎপরঃ ॥ ৩০ ॥ প্রক্ষণীয়ে-
ছন্দ্রয়োবৃন্দঃ বাদ্যে বিদ্যাধরা কৃতঃ ॥ গজাণাঃ

হে দেব । অজাদেবীর উত্তবৃত্তান্ত অত্যাশ্চর্য্য ;
অধুনা আমি রাজা অজাপালের অদ্রুত চরিত্রকথা
ভনিতো ইচ্ছা করি । ঐ রাজা একক হইয়া
কিঙ্গপে সপ্তদ্বীপা মহী শাসন করিতেন । ঈশ্বর
বলিলেন,—পূর্বে দিলীপ নামে এক রাজা ছিলেন ।
ঊহার পুত্রের নাম ছিল—দীর্ঘ । দীর্ঘ হইতে
রঘু প্রাভূর্ত হন । রঘু হইতে অদ্রুতবীৰ্য্য অজ
উৎপন্ন হন । এই অজ ভৈরবীর আরাধনা করিয়া
ব্যাপি সকলকে অজারূপে বদনা করত তাহা-
দিগকে পৃথিবীতে পালন করেন । তাহাতে তিনি
অজাপাল নামে বিখ্যাত হন । ঐ সময় রাবণ
রাক্ষসেশ্বর হইয়াছিল । সে লঙ্কায় রাজ্য করিত ।
নিজ রাজ্যে থাকিয়াই সে দেবতাগণকে শ্রীয
বিশেষ বিশেষ কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিল । সে
চন্দ্রকে আতপত্র, ইন্দ্রকে সেনাপতি, বায়ুকে পাং-
মার্জক (ঝাড়ুদার), বরুণকে দ্রুত, ধনকে ধন-
রক্ষক (ভাণ্ডারী), যমকে অরিমর্দক, ও মন্ত্রকে
মন্ত্রী করিয়াছিল । মেঘগণ তাহার ভয়ে ভীত হইয়া
কখন বৃষ্টি করিত ; কখন বা আকাশে লিপ্ত হইয়া
থাকিত । ক্রমসকল পুষ্প বর্ষণ করিত । সপ্তর্ষিগণ
শান্তিপরাশ্রয় প্রাপ্ত ছিলেন । নাগগণ যামককে
(যে ককে রাবণ রাজ্যধাপন করিত) অবস্থান
করিত, গচ্ছকগণ তাহার নিকট গান গাহিত ।
দর্শনীয় কর্মে (বৃত্ত্যান্দিতে) অশ্বরোগণ নিযুক্ত

সরিতঃ পানে গার্হপত্যে হতাশনঃ ॥ ৩১ ॥ বিব-
কর্ষাক্ষসংস্কারে তেন শিরী নিম্নোজিতঃ । ভিত্তি
পার্থিবাঃ সর্ষে পুয়ঃ সেবাবিধায়িনঃ ॥ ৩২ ॥ দৃষ্টান্তে
ভাষ্যে রত্নৈঃ প্রাচলন্তো বিভূষণৈঃ । তান্ দৃষ্টা
রাবণঃ প্রাহ প্রহন্তঃ প্রতিহারকম্ ॥ ৩৩ ॥
সেবাং কর্তুঃ মম স্থানে ক্রহি কেহজ সমাগতাঃ ।
উবাচ স প্রণম্যাগ্রে দণ্ডপাণিনিশাচরঃ ॥ ৩৪ ॥ এষ
কাকুৎস্থো মাচ্ছাতা ধুকুমারো নলোহর্জুনঃ । যযাতি-
নহবো ভীমো রাঘবোহয়ং বিদূরথঃ ॥ ৩৫ ॥ এতে
চাত্রে চ বহবো রাজান ইহ চাগতাঃ । সেবাকরা-
ন্তব স্থানে নাজাপাল ইহাগতঃ ॥ ৩৬ ॥ রাবণঃ
কুপিতঃ প্রাহ শীঘ্রং দ্রুতং বিসর্জয় । ইত্যুত্থা প্রতিতো
দ্রুতো ধ্রুতাক্ষো নাম রাক্ষসঃ ॥ ৩৭ ॥ ধ্রুতাক্ষ গচ্ছ
ক্রহি মমজাপালং মমাজয়া । সেবাং কর্তুঃ মমগচ্ছ
করং বা যচ্ছ পার্ধব ॥ ৩৮ ॥ অথবা চন্দ্রহাসেন হাং
করিব্যো বিকল্পয় । রাবণেনৈবযুক্তস্ত ধ্রুতাক্ষো
গকড়ো যথা ॥ ৩৯ ॥ সম্ভ্রান্তঃ পুরীঃ রম্যাং
তচ্চ রাজকুলং গতঃ দলশীঘ্রান্তয়েকং স অজা-
পালমজাগতম্ ॥ ৪০ ॥ মুক্তকেশঃ মুক্তকচ্ছঃ স্বর্ণ-

ছিল । বিদ্যাধরগণ বাদ্য বাজাইত । গজাদি
নদীসকল তাহার পানকর্ম সম্পন্ন করিত । হতাশন
গার্হপত্য কর্ম সম্পন্ন করিতেন । বিবকর্ষা অজ-
সংস্কার কর্মে নিযুক্ত ছিলেন । আর নৃপতিবৃন্দ
সর্বদা তাহার অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেবা কর্ম
নির্বাহ করিতেন । একদা কতিপয় রাজা তাহার
বররত্ন-মণ্ডিত ভূষণে ভূষিত দৃষ্ট হইলে ঊহা-
দিগকে দর্শন করিয়া রাবণ প্রতিহারী প্রহন্তকে
বলে,—ওরে দেখত,—অদ্য আমার সেবা করিবার
জন্ত কে কে আসিয়াছে । দণ্ডপাণি নিশাচর প্রহন্ত
অর্মন প্রণাম করিয়া বলিল,—মহারাজ ! কাকুৎস্থ,
মাচ্ছাতা, ধুকুমার, নল, অর্জুন, যযাতি, নহব, ভীম,
রাঘব, বিদূরথ প্রভৃতি বহু রাজা সেবা করিবার
জন্ত আপনার নিকট আসিয়াছেন ; কেবল আসেন
নাই—অজাপাল । রাবণ বলিল,—শীঘ্র দ্রুত প্রেরণ
কর । এই কথা বলিয়া স্বয়ংই ধ্রুতাক্ষকে প্রেরণ
করিল এবং বলিয়া দিল, ধ্রুতাক্ষ ! শীঘ্র যাও ;
যাইয়া আমার আদেশে অজাপালকে বল, শীঘ্র
সেবা করিতে এস ; অথবা কর প্রদান কর । অস্তথা
চন্দ্রহাস (খড়গ) দ্বারা মস্তক বিধিগুণ করিয়া দিব ।
ধ্রুতাক্ষ রাবণকর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রম্য অজা-
পালপুরী এবং ক্রমশঃ রাজকুল প্রাপ্ত হইল । সে

কঁদলধারিণম্ । যষ্টিকঙ্কঃ রেণুগুতঃ ব্যাধিভিঃ
পরিবারিতম্ ॥ ৪১ ॥ নিরন্তরমিব শার্দূলং সর্কোপ-
দ্রবনাশনম্ । মহামালিধানামানি বিনিরন্তং দ্বিবাং
গণম্ ॥ ৪২ ॥ স্নাতং ভুক্তং নিজস্থানে কৃত্যকৃত্যং
মহুং যথা । দৃষ্ট্বা কষ্টমনাঃ প্রাহ ধূম্রাক্ষো রাষণৌ-
দিতম্ ॥ ৪৩ ॥ অজাপালোহপি সাক্ষেপং প্রভৃক্ষা
কারণোত্তরম্ । প্রেষয়ামাস ধূম্রাক্ষঃ ততঃ কৃত্যং
সমাদিবে ॥ ৪৪ ॥ জরমাকারয়িত্বা তু প্রোবাচেনঃ
মহীপতিঃ । গচ্ছ লঙ্কাধিপস্থানমাচর ত্বং যথো-
দিতম্ ॥ ৪৫ ॥ নিযুক্তস্তজপালেন জরো দিবি
জগাম হ । গচ্ছা চ কম্পয়ামাস রাবণং রাক্ষসে-
শ্বরম্ ॥ ৪৬ ॥ রাবণন্তং বিদিত্বা তু জরং পরম-
দারুণম্ । প্রোবাচ তিষ্ঠতু নৃপস্তেন মে ন
প্রয়োজনম্ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ স বিজরো রাজা বভূব
ধনদাহুজঃ । এবং তস্ত চরিত্রাণি সন্তি চান্তানি
কোটিশঃ ॥ ৪৮ ॥ অজাপালস্ত দেবেশি স্বর্ধাবষ্টিট-
কিরীটিনঃ । তেনৈবারাধিতা দেবী অজাপালেন
ধীমতা । সর্করোগপ্রশমনী সর্কোপদ্রবনাশিনী ॥

রাজকূলে প্রবেশ করিয়া অজাপালকে অজাপরিবৃত
হইয়া আসিতে দেখিল । অজাপাল—মুক্তকেশ,
মুক্তকচ্ছ, স্বর্ণকঁদলধারী, যষ্টিকঙ্ক, রেণুধারিত
ও ব্যাধিগণপরিবৃত । তিনি যেন শার্দূলকে নিহত
করিতেছেন ; তিনি সর্কোপদ্রবনাশন এবং তিনি
যেন ভূমিতে শক্রনাম লিখন করিয়া তাহাকে নিহত
করিতেছেন । তিনি স্নাত ভুক্ত এবং কৃতকৃত্য
মহুর স্তায় । এবমুত অজাপালকে দর্শন করিয়া
ধূম্রাক্ষ সহস্বে বাবণোদিত বিজ্ঞাপন করিল । অজা-
পাল দূতবার্তা শ্রবণপূর্বক ক্রুদ্ধ হইয়া হেতুযুক্ত
প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন । প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া
তিনি ধূম্রাক্ষকে প্রেরণ করত স্বীয় কৃত্য সমাধান
করিতে লাগিলেন । তিনি জরকে আহ্বান করিয়া
বলিলেন,—হে-জর ! তুমি লঙ্কাধিপসমীপে গমন
করিয়া যথাকথিত আচরণ কর । রাজা কর্তৃক
প্রযুক্ত হইয়া জর অহরিক্ষ মর্গে গমন করিল এবং
লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া সে রাক্ষসেশ্বর রাবণকে
কাঁপাইতে লাগিল । রাবণ তখন ঐ পরম দারুণ
জরকে জানিতে পারিয়া বলিল,—রাজা অজাপাল
ধাক্ক ; তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই । তখন
ধনদাহুজ রাজা রাবণ বিজর হইলেন । স্বর্ধা-
ভাষয়কিরীটকর্ণান্ত রাজা অজাপালের একপ চরিত্র
অনেক আছে । সর্কোপদ্রবনাশিনী সর্করোগ-

৪৯ ॥ পূজয়েতাং বিধানেন ভোগেপ্পূর্ঘদি মানবঃ ।
গন্ধৈর্ধূপৈরলঙ্কাটৈরধ্বৈরৈশ্চৈশ্চ ভজিতঃ ॥ ৫০ ॥
ইতি তে কথিতং সধমজাদেব্যাঃ সমুত্তমম্ । সর্ক-
হঃখোপশমনং সর্গপাতকনাশনম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি ত্রীকান্দে অজাপালেশ্বরীমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নামাষ্টপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ বচি তৃতীয়াং তে জ্ঞান-
শক্তিঃ শিবাশ্রিকাম্ । প্রভাসক্ষেত্রমধ্যস্থাঃ দারি-
দ্রৌঘ্যবিনাশিনীম্ ॥ ১ ॥ অজৈতি নারীঃ তাং দেবীং
রাহ্মীশাদকিণে স্থিতাম্ । মম বক্ত্রাধিনিজ্ঞাস্তা
যষ্ঠাঐ বিষ্ণুপূজিতাং ॥ ২ ॥ দেবীবাচ । পঞ্চবক্ত্রাণি
দেবেশ প্রসিক্তানি ভব প্রভো । যষ্ঠং যদনং দেব
তস্ত কিংনাম সংস্মৃতম্ । সমুৎপন্ন কথং তন্মাদজা
দেবীতি যীজ্ঞতা ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । সাধু পুষ্টং
ত্বয়া দেবি যপোপ্যং স্বস্তুতেষপি । তন্তেহং
সম্ভবক্যামি অপ্রসিক্তাগমোদিতম্ ॥ ৪ ॥ বক্ত্রাণি

প্রশমনী উক্ত দেবী (শক্তি) অজাপাল কর্তৃক
আরাধিত হইয়াছিলেন । মানব যদি ভোগেপুস্ত
হয়, তাহা হইলে যথাবিধানে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-অলঙ্কার
বস্ত্র ও অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে । হে
দেবি ! এই আমি অজাদেবীর সর্গপাতকনাশন সর্ক
হঃখোপশমন মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ॥ ১৫-—৫১ ॥
অষ্টপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৮ ।

উনিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর আমি
তোমাকে শিবাশ্রিকা তৃতীয়া জ্ঞানশক্তির কথা বাল-
তেছি । তিনি প্রভাসক্ষেত্র মধ্যস্থা ও দারি-
দ্রৌঘ্যবিনাশিনী । তাঁহার নাম—অজা । তিনি
রাহ্মীশলিঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত । আমার বিষ্ণু
পূজিত যষ্ঠ বক্ত্র হইতে তিনি নিজ্ঞাস্তা হইয়াছেন ।
দেবী বলিলেন,—হে প্রভো ! আপনার বদন ত'
পাঁচটা বলিয়া প্রসিক্ত ; আপনি যে যষ্ঠ বদনের কথা
কহিতেছেন, তাহার নাম কি ? যিনি অজাদেবী
বলিয়া কথিত, তিনি কিরূপে ঐ বদন হইতে উৎপন্ন
হইলেন ? ঈশ্বর কহিলেন,—সাধু প্রশ্ন করিয়াছ,
দেবি ! যাহা স্বপুত্রের নিকটও গোপনীয় এবং প্রসিক্ত

পূর্বে সোমেশ্বরে পঞ্চাং পশ্চাচ্ছৌদৈত্যান্দদেন ।
 উমাষয়ং পূজয়িষ্য তীর্থযাত্রাকলং লভেৎ ॥ ১ ॥
 মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াং বিধিনা যোহর্চয়েদু তাম্ ।
 ন সত্ততিবিহীনঃ স্নাতস্ত কোট্যধরে নয়ঃ ॥ ১০ ॥
 যো নিত্যমীকতে তত্র তক্তা পরময়া যুতঃ ।
 আরোগ্যসুখসৌভাগ্যসংযুক্তোহসৌ ভবেচ্চিরম্ ॥
 ১১ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং ললিতো-
 ভবম্ ॥ ১২ ৥ যৎপাপনাশায় জায়তে ধর্ম্মবৃদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীকালো ললিতোমাবিশালাকীমাহাত্ম্যবর্ণনং
 নানৈকবষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি তৃতীয়াং
 চব্বরপ্রিয়াম্ । ললিতাপূর্বদিক্ভাগে দশধবন্তরে
 স্থিতাম্ ॥ ১ ॥ কেন্দ্রদূতীং মহারোজীং ক্ষুদ্রশক্তিং
 মহাপ্রভাম্ । কেন্দ্ররক্ষাবিধৌ তত্র ময়া মুক্তাং তু
 মধ্যতঃ ॥ ২ ॥ কোটিভূতসমায়ুক্তা মহাকায়ী মহা-
 প্রভা । জীর্ণে গৃহে তথোদ্যানে প্রাসাদটোলকে
 পথি ॥ ৩ ॥ চব্বরবুচ সর্বেষু কেন্দ্রমধ্যস্থিতা সতী ।

দৈত্যান্দদেনে উমাষয় বিখ্যাত । পূর্বে সোমেশ্বরে
 উমা দর্শন করিতে হয়, পশ্চাৎ দৈত্যান্দদেনে দর্শন
 করা কর্তব্য । উমাষয়ের পূজা করিলে তীর্থযাত্রা-
 কললাভ হয় । যে জন মাঘী তৃতীয়ায় বিধিপূর্বক
 উমার অর্চনা করে, তাহার কোটিকুলজাত নয়
 কদাপি সত্ততিবিহীন হয় না । যে মানব নিত্য
 ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই
 আরোগ্যসুখসৌভাগ্যসংযুক্ত হয় । হে দেবি ! এই
 আমি ললিতোভবমাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্তন করি-
 লাম । ইহা শুনিলে পাপনাশ ও ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় ১-১২ ।

একবষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬১।

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর তৃতীয়া
 চব্বরপ্রিয়া দেবীসমীপে গমন করিতে হয় ।
 ইনি ললিতার পূর্বদিক্ভাগে দশ ধব্র ব্যবধানে
 অবস্থিত । মহাপ্রভা মহারোজী কেন্দ্রদূতীকে
 আমি কেন্দ্ররক্ষার জন্ত নিযুক্ত করিয়াছি । ইনি
 কোটিভূতসমায়ুক্ত মহাকায়ী ও মহাপ্রভা । জীর্ণ

রাত্রৌ পর্যটতে দেবী কৃতানাং কোটিভির্ভুতা ॥ ৪ ॥
 মহানবম্যাং যন্তজ নারী বাধ নরোহপি বা । নানা-
 পুজোপচরৈশ্চ পূজয়েদ্বিধিবজ্জুতাম্ ॥ ৫ ॥ তত্র
 তুষ্টাখিলান কামান সা দেবী সম্প্রদাততি ।
 দম্পত্যোভোজনং তত্র দেয়ং যাত্রাকলেপুতিং ।
 ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
 কেন্দ্রদূত্যা তৃতীয়ায়াং কৃতমৈশ্বর্য্যাকারকম্ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকালো চব্বরাদেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
 ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি ভৈরবে-
 শ্বরমুত্তমম্ । যোগেশ্বর্যা দক্ষিণতো নাতিদূরে
 ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ সর্গপাপপ্রশমনং দিষ্টব্যশ্বর্য্য-
 প্রদায়কম্ । পুরা দৈত্যাবিনাশাৎ যদা দেবী
 কৃতোদ্যমা ॥ ২ ॥ তদা ভৈরবমাহুয় দূতং নিমু-
 যোজ হ । শিবদূতী তদা খ্যাতা পশ্চাদুযোগে-
 শ্বরীতি চ ॥ ৩ ॥ ভৈরবো যত্র বৈ দেব্যা দূতত্বে

গৃহ, উদ্যান, প্রাসাদ, অটলক, পথ, চব্বর এবং সর্গ-
 কেন্দ্রমধ্যস্থিত । এই দেবী কোটিভূত পরিবৃত্ত
 হইয়া যাত্রাকালে বিচরণ করেন । যে নর বা নারী
 মহানবমী তিথিতে নানা পুজোপচার দ্বারা তাঁহার
 পূজা করে, তাহাদের প্রতি তুষ্ট হইয়া তিনি অখিল
 অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন । যাত্রাকলেপু
 ব্যক্তির ঐ স্থানে দম্পতিভোজন করান কর্তব্য ।
 হে দেবি ! এই তৃতীয় কেন্দ্রদূতীর পাপনাশন
 ঐশ্বর্য্যাকারক মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । ১—৭ ।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬২ ।

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি ! অতঃপর মানব
 উত্তম ভৈরবেশ্বরে গমন করিবে । যোগেশ্বরীর
 দক্ষিণদিক্ ভাগে অনতিদূরে তিনি অবস্থিত ।
 তিনি সর্গপাপপ্রশাশন ও দিষ্টব্যশ্বর্য্য-প্রদায়ক ।
 পূর্বে দৈত্যাবিনাশের জন্ত যখন দেবী কৃতোদ্যমা
 হইয়াছিলেন, তখন তিনি ভৈরবকে আজ্ঞান
 করিয়া দূতত্বে নিযুক্ত করেন । এই সময়েই তিনি
 শিবদূতী নামে খ্যাতি লাভ করিয়া পরে আবার

বিনিষোজিতঃ । তেন লিঙ্গং সমাখ্যাতং ভৈরবে
শ্রয়নামকম্ ॥ ৪ ॥ পূজিতং দেবদৈত্যৈশ্চ ভৈরবেণ
প্রতিষ্ঠিতম্ । যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা কার্তিক্যাং
বিধিনা নরঃ । নিরন্তরং বা যগ্নাসং সোহুভীষ্টঃ
লভতে কলম্ ॥ ৫ ॥

ইতি জীকান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্শিব পূৰ্বদ্বিগ্ভাগে ধনুযাং
পঞ্চকে স্থিতম্ । লক্ষ্মীশ্বরেতি বিখ্যাতং দারিদ্র্যোষ-
বিনাশনম্ ॥ ১ ॥ যত্র দেব্যা সমানীতা লক্ষ্মী-
দৈত্যারিহত্যা চ । তেন লক্ষ্মীশ্বরং নাম স্বয়ং দেব্যা
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২ ॥ যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা জীপঞ্চম্যাং
বিধানতঃ । ন বিযুক্তো ভবেন্নশ্যা যাবগ্নযন্তরং
প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

ইতি জীকান্দে লক্ষ্মীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

যোগেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ হন । তথায় ভৈরব দেবী
কর্তৃক দূতদ্বৈ যোজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তদ্রূপ
লিঙ্গও ভৈরবেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।
এই ভৈরবপ্রতিষ্ঠিত দৈবদৈত্যাপূজিত লিঙ্গ যে
ব্যক্তি যগ্নাস যাবৎ বা নিরন্তর কার্তিকী পৌর্ণ-
মাসীতে তত্ত্বপূৰ্বক যথাবিধি পূজা করে, সে
অভীষ্ট কল লাভ করিয়া থাকে ১—৫ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৩ ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূৰ্বোক্ত লিঙ্গের
পূৰ্বদ্বিগ্ভাগে পঞ্চধনু ব্যবধানে বিখ্যাত দারিদ্র্য-
নাশন লক্ষ্মীশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছেন । দেবী
দৈত্যাদিগকে নিহত করিয়া এই স্থানে লক্ষ্মীকে
আনয়ন করিয়াছিলেন । সেই জন্তই এই লিঙ্গ
লক্ষ্মীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন ; আর লক্ষ্মী দেবীও এই
লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । যে জন তত্ত্বপূৰ্বক
জীপঞ্চম্যাদিনে এই লিঙ্গের পূজা করে, সে
মন্তরাবিধি লক্ষ্মীবিযুক্ত হয় না । ১—৩ ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬৪ ।

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি লিঙ্গং
বৈ বাড়বেশ্বরম্ । লক্ষ্মীশাহন্তরে ভাগে বিশালা-
ক্যাপ্ত দক্ষিণে ॥ ২ ॥ স্থিতং মহাপ্রভাবং হি বাড়বেন
প্রতিষ্ঠিতম্ । কৃতশ্রয়ো যদা দদ্যুঃ পরিতো বাড়বা-
গিনা ॥ ২ ॥ সমীকৃত্যাখিলং স্থানং তেন লিঙ্গং
প্রতিষ্ঠিতম্ । পূজয়েতঃ বিধানেন দগ্ধা সংশ্রাপ্য
শঙ্করম্ ॥ ৩ ॥ দধি দদ্যাচ্চ বৈ তত্র ব্রাহ্মণে বেদ-
পারগে । সোহয়িলোকমবাপ্নোতি সমাগ্ণ্যত্মকলং
লভেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি জীকান্দে বাড়বেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহালিঙ্গমর্ঘ্যেশ্বর-
মিতি জ্ঞাতম্ । উত্তরে তু বিশালাক্য নাতীদূরে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি শুরগন্ধৰ্ব-
পূজিতম্ । যদা দেবী সমাখ্যাতা বড়বানলধারিণী ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
বাড়বেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ
লক্ষ্মীশ্বরের উত্তর দিকে বিশালাক্য দেবীর দক্ষিণে
অবস্থিত । এই লিঙ্গ মহাপ্রভাব, বাড়ব ইহার
প্রতিষ্ঠাতা । বাড়বাগ্নি যখন নিখিল স্থান সমস্ত
করিয়া কৃতশ্রয় পরিত দাহ করেন, তখনই তিনি এই
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । যে মানব যথাবিধি
দধি দ্বারা লিঙ্গ স্থান সমাপনপূৰ্বক বেদপারগ
ব্রাহ্মণকে দধি দান করে, সে আগ্নিলোক ও সম্যক
যাত্ৰাকল প্রাপ্ত হয় । ১—৪ ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৫ ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর উত্তরদিকে বিশা-
লাক্য দেবীর অনতিদূরে অবস্থিত অর্ঘ্যেশ্বর নামে
প্রসিদ্ধ মহালিঙ্গের নিকট গমন করিবে । ঐ
লিঙ্গ মহাপ্রভাবসম্পন্ন ও শুরগন্ধৰ্বগণের পূজিত ।

২। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য দৃষ্টী তত্র মহোদধিম্ ।
 অর্ধ্যং দন্তবতী তত্র বিধিনা তদ্ব্যবহারঃ ॥ ৩ ॥
 প্রতিষ্ঠাপ্য মহল্লিকং সম্পূজ্য বিধিনা ততঃ ।
 প্রবিবেশাথ দেবেশি স্নানার্থং চ মহোদধৌ ॥ ৪ ॥
 যন্মাদর্ধ্যং . পুরা , দত্তা পশ্চাদীণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 তেনার্যোশেতি বিখ্যাতঃ লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ৫ ॥
 পঞ্চায়ুতেন সংশ্রাপ্য বিধিনা যন্তমর্চয়েৎ । সপ্তজয়নি
 দেবেশি স বিদ্যামধিগচ্ছতি । সম্যক্ শাস্ত্রপ্রবক্তা
 চ সর্বসন্দেহবিস্তমঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দেহর্ষোৎসবমাংশাবর্ণনং নাম
 ষষ্ঠ্যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৭ -

সপ্তষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়দ্যালিঙ্গং কামেশ্বর-
 মিতি শ্রুতম্ । কামেনার্য্যধিতঃ পূর্বঃ দৈত্যসুদন-
 পশ্চিমে ॥ ১ ॥ ধনুর্ষাং সপ্তকে তত্র স্থিতং দেবি
 মহাপ্রভম্ । নির্দম্বম্ যদা কামকৃতীয়েনার্য্যিনা মম ॥
 ২ ॥ তদা বর্ষসংক্রমণে তু সমারাম্য মহেশ্বরম্ ।

বাড়বানলধারিণী দেবী কখন প্রভাসক্ষেত্রে
 আসিলেন, আসিয়া তথায় মহোদধিকে দেখিলেন ;
 তখন তিনি যথাবিধি অর্ঘ্যদানান্তে মহোদধিতীরে
 এক মহালিঙ্গ স্থাপনপূর্বক পরে যথাবিধি তাঁহার
 পূজা করিয়া স্নানার্থ মহোদধিগর্ভে প্রবেশ করি-
 লেন । হে দেবেশি ! হে হেতু প্রথমে অর্ঘ্যদান
 করিয়া পরে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, এই-
 জন্ত ঐ পাপহর লিঙ্গ অর্ঘ্যোশ নামে বিখ্যাত হইল ।
 যে ব্যক্তি পঞ্চায়ুত দ্বারা স্নান করাইয়া যথাবিধি
 ঐ লিঙ্গের অর্চনা করে, সপ্তজয় যাবৎ তাহার
 বিদ্যালাত্ত হয় ; সে সম্যক্ শাস্ত্রবক্তা ও সর্বসন্দেহ-
 ভঞ্জক হইয়া থাকে ॥ ১—৬ ॥

ষষ্ঠ্যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬৬।

সপ্তষষ্ঠিতম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বে কামদেব দ্বারা আয়-
 ধনা করিয়াছিলেন, দৈত্যসুদনের পশ্চিমে সপ্তধন
 ব্যবধানে সে মহাপ্রভ লিঙ্গ অবস্থিত, ঐ লিঙ্গ
 কামেশ্বর নামে অভিহিত । নর অর্ঘ্যোৎসবের
 অর্চনান্তে কামেশ্বরসমীপে গমন করিবে । পুরা-

প্রপেদে কামনার্য্যং যত্নানঙ্গঃ পুরা কিল ॥ ৩ ॥
 তেন কামেশ্বরং নাম খ্যাতং লিঙ্গং ধরাতলে ।
 সর্বপাপহরং দেবি সর্বকামকলপ্রদম্ ॥ ৪ ॥
 জয়োদগ্ধাং বিধানেন শুক্রায়াং মাসি মাধবে ।
 সম্পূজ্য তং বিধানেন স স্ত্রীণাং কামবন্তবেৎ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কামেশ্বরমাংশাবর্ণনং নাম
 সপ্তষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ইতি প্রোক্তানি তে দেবি বক্ত-
 তল্লিঙ্গানি পঞ্চ বৈ । অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি যত্র
 গোষ্ঠ্যাস্তপোবনম্ । স্থানং মহাপ্রভাবং হি সুর-
 সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১ ॥ সোমেশাং পূর্বদিগ্ভাগে
 যষ্টিধবন্তরে স্থিতম্ । যত্র দেবী তপস্তপ্তং সত্য
 বৈ পূর্বজয়নি ॥ ২ ॥ ক্রুমা চ প্রণয়াং কোপং ময়া
 সার্কং বরাননে । প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতা সা
 তপস্বিনী ॥ ৩ ॥ দেবীবাচ । কিমর্থং সা পরি-
 ত্যজ্য সতী ত্বাং তপসি স্থিতা । কস্মিন স্থানে

কালে কাম যখন মদীয় তৃতীয় নখনারি দ্বারা দম্ব
 হইয়াছিল, তখন অনঙ্গ সংস্র বর্ষ যাবৎ মহেশ্বরের
 আরাধনা করিয়া, কামনাময় দেহ লাভ করিয়াছিল ।
 সেই জন্ত ধরাতলে ঐ লিঙ্গ কামেশ্বর নামে প্রখ্যাত
 হইল । হে দেবি ! ঐ লিঙ্গ সর্বপাপহর ও সর্ব-
 কামকলপ্রদ । বৈশাখ মাসের শুক্লাদ্বাদশীর দিনে
 যে ব্যক্তি বিধিমত লিঙ্গের অর্চনা করে, স্ত্রীগণের
 নিকট সে কামবৎ প্রতিভাত হয় । ১—৫ ॥

সপ্তষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬৭ ॥

অষ্টষষ্ঠিতম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । এই আমি পঞ্চ-
 বক্তলিঙ্গের কথা কহিলাম । অনন্তর গোষ্ঠী-
 তপোবন স্থানের বিবরণ বলিতেছি । ঐ স্থান
 মহাপ্রভাবাধিত ও সুরসিদ্ধগণে সুসেবিত । সোমে-
 শ্বরের পূর্বে যষ্টিধন ব্যবধানে সতী দেবী পূর্ব-
 জন্মে তপস্তা করিয়াছিলেন । হে বরাননে ! সতী
 দেবী আমার সহিত প্রণয়কোপ করিয়া প্রভাস-
 ক্ষেত্রে আসিয়া তপস্কারিণী হইয়াছিলেন । দেবী
 কহিলেন,—সতীদেবী কি নিমিত্ত আপনাকে পর-
 ত্যাগ করিয়া কোন স্থানে থাকিয়া তপস্তা করেন,

স্থিতা দেবী এতন্মে বিস্তরান্বদ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ
পুত্রাসৌম্যং মহাদেবি শ্রামবর্ণা মনস্বিনী । নন্দ্যর্থক
ময়া প্রোক্তা কালীতি রহসি স্থিতা ॥ ৫ ॥ সা ক্ষত্বা
বিশ্ময়ং বাক্যং ভৃশং যোষপরায়া । অত্রবীৎ
পুরুষং বাক্যং ভৃকুটীকুটিলাননা ॥ ৬ ॥ যস্মাৎ
কালীত্যাং প্রোক্তা ত্বয়া শঙ্কোহতিবিপ্রবাৎ । তস্মাদ্-
যাস্মামি গৌরীতি ভবিষ্যামি চ যত্র হি ॥ ৭ ॥
এবমুক্তা মহাভাগা সখীগণসমাবৃতা । গতা প্রভাস-
ক্ষেত্রে সা প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্ । গৌরীশ্বরেতি
বিখ্যাতং পূজয়ন্তী বিধানতঃ ॥ ৮ ॥ ততো লিঙ্গ-
সমীপস্থা একপাদে স্থিতা সতী । লিঙ্গমারাদ্যন্তী সা
চকার সুমহন্তপঃ ॥ ৯ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধিকা দেবী
গ্রীষ্মজ্ঞাপ্যপরায়া । বহাঙ্গাকাশশয়না হেমন্তে
সলিলাশয়া ॥ ১০ ॥ যথা যথা তপো বুদ্ধিং যাতি
তস্তা মহাপ্রভা । তথাতথা শরীরন্ত গৌরবঃ
প্রতিপদ্যতে ॥ ১১ ॥ কালেন মহতা গৌরী সর্বাঙ্গ-
গাথ সাভবৎ । ততো বিহস্ত ভগবানুবাচ শাশ-
শেপঃ ॥ ১২ ॥ গৌরীতি চ মুক্তবাক্যমুত্তীর্ণ ব্রজ
মন্দিরম্ । বরং বরয় কল্যাণ যন্তে মনসি বর্ততে ॥

১৩ ॥ গৌরীবাচ । যো মামত্র স্থিতাঃ পশ্চেরারী
বা পুরুষোহথ বা । স কুধ্যৎ স্তুতসৌভাগ্যো সন্ত-
জন্মানি সংযুতঃ ॥ ১৪ ॥ গীতবাদ্যাদিকং নৃত্যং যঃ
কুধ্যৎ পুরতো মম । তস্তাষয়ে ন দৌর্ভাগ্যং
ভূয়াত্তব প্রসাদতঃ ॥ ১৫ ॥ ময়া প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং
পূর্বমভ্যর্চ্য মাং ততঃ । পূজয়িষ্যতি যো তক্ত্যা স
যাস্মতি পরং পদম্ ॥ ১৬ ॥ গৌরীশ্বরেতি বিখ্যাতং
নাম তন্ত ভবেৎ প্রভো । তথৈত্যাং প্রতিজ্ঞায় তত্র
স্থানে স্থিতোহভবম্ ॥ ১৭ ॥ দেব্যা সহ মহাদেবি
প্রবষ্টে নাস্তরান্বদা । অদ্যাপি অয়নে প্রাপ্তে উত্তরে
দক্ষিণেহপি বা ॥ ১৮ ॥ গৌরীস্থানে সমভ্যতি তত্র
দেবগণৈর্গুতঃ । তস্মিন্নরহনি যন্তত্র বিশিষ্টানি
ফলানি চ । সম্প্রযচ্ছতি বিপ্রোভ্যন্তস্ত পুত্রা ভবন্তি
চ ॥ ১৯ ॥ পুত্রহীনা তু যা নারী নারিকেলং প্রয-
চ্ছতি । পুত্রং সা লভতে শীঘ্রং সবলং লক্ষণাধিতম্ ॥
২০ ॥ স্নাতেন দীপকং তত্র যা নারী সম্প্রযচ্ছতি ।
রক্তবর্ত্ত্য মহাদেবি যাবন্তস্তব তন্তবঃ ॥ ২১ ॥
তাবজ্জন্মান্তরাণ্যেব সা সৌভাগ্যমবাধুয়াৎ ॥ ২২ ॥
যা নৃত্যং কুরুতে তত্র ভক্ত্যা পরময়া যুতা ।

তাহা আমার নিকট বিস্তররূপে বলুন । ঈশ্বর
কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি ! পূর্বে তুমি শ্রামবর্ণা
ও অতীব মানিনী ছিলে ; একদা নির্জনে তোমায়
আমি কালী বলিয়া সন্বেদন করিয়াছিলাম ।
তাৎপাতে সেই উপহাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত
কুপিত হও এবং ভৃকুটিকুটিল মুখে আমাকে পুরুষ
বাক্যে বল যে—শঙ্কো ! তুমি আমায় যখন
কালী বলিয়া সন্বেদন করিলে, তখন আমি সেই
স্থানেই যাইব, যেখানে গিয়া গৌরী নামে অভিহিত
হইতে পারিব । এই বলিয়া সেই মহাভাগা সতী সখী
গণ সমভিব্যাহারে প্রভাসক্ষেত্রে গমনপুরুষ গৌরী-
শ্বর নামে মহেশ্বর লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধানতঃ
পূজা করিতে লাগিলেন । অনন্তর সতী লিঙ্গ-
সমীপে একপাদে থাকিয়া লিঙ্গের আরাধনার্থ পরম
তপস্তা করিলেন । তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে,
বর্ষায় আকাশতলে এবং হেমন্তে সলিলমধ্যে
থাকিয়া জপ করিতে লাগিলেন । এইরূপে যেমন
যেমন তপোবুদ্ধি হইতে লাগিল, মহাপ্রভাতযুক্ত সতীর
দেহও তথা তথা গৌরবর্ণ হইতে লাগিল । ক্রমে
দীর্ঘকাল পরে তাঁহার সর্বাঙ্গ গৌরবর্ণ হইল ।
তখন ভগবান্ চন্দ্রমৌলি হস্ত করিয়া কহিলেন,—
গৌরী ! উঠ, উঠ, স্বমন্দিরে গমন কর । অয়ি

কল্যাণি ! তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ।
গৌরী কহিলেন,—যে কোন নারী বা নর আমাকে
অত্রস্থ অবলোকন করিবে, সে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত
স্তুত-সৌভাগ্যে অধিত হইয়া জীবন যাপন করিবে ।
যে ব্যক্তি মৎসম্মুখে গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি কার্য
করিবে, তোমার প্রসাদে তাহার বংশে যেন
দৌর্ভাগ্য কখন প্রবেশ করে না । প্রথমে মৎ-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অর্চনা করিয়া পরে ভক্তির সহিত
আমাকে যে অর্চনা করিবে, তাহার পরম পদ লাভ
হইবে । হে প্রভো ! এই লিঙ্গ গৌরীশ্বর নামে
বিখ্যাত হইবে । হে মহাদেবি ! আমি 'তথাত্থ' বলিয়া
তখন হইতে দেবীর সহিত হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানেই
রহিলাম । উত্তর এবং দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে
অদ্যাপি দেবগণ সহ দেবদেব সেই গৌরীস্থানে
সম্বহিত হইয়া থাকেন । উক্ত দিনে যে নর তথায়
বিশিষ্ট ফল সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, তাহার
পুত্রলাভ হয় । পুত্রহীনা নারী নারিকেল ফল
প্রদান করিলে বল ও সুলক্ষণাধিত সন্তান লাভ
করে ১—২০ । যে নারী তথায় রক্তবর্ত্ত্যযোগে স্নত-
প্রদীপ দান করে, প্রদীপবর্ত্তিকার যত তন্তু,
তত জন্ম যাবৎ তাহার সৌভাগ্য লাভ হয় ।
যে নারী পরম ভক্ত্যযোগে তথায় নৃত্য করে

আরোগ্যসুখসৌভাগ্যে সংযুক্ত। সা ভবেচ্চিরম্
২৩। তজ্জ্ঞানো সুমহৎ কুণ্ডং তীর্থং স্বচ্ছাদপূরিতম্
যঃ স্নানমাচরেষক্তৱ্ণ মুচ্যতে সৰ্পপাতকৈঃ ॥ ২৪
যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে তত্র পিতৃবৃদ্ধিশ্চ ভক্তিতঃ
স যাতি পরমং স্থানং পিতৃভিঃ সহ পুণ্যভাক্ ॥ ২৫
তস্মাৎ সৰ্পপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং তত্র সমাচরেৎ
গীতবাদ্যাদিভিনৃত্যৈ রাগৌ কুবরীত জাগরম্ ॥ ২৬।
দম্পত্যোঃ পরিধানং চ তত্র দেয়ং সদাশিখম্
যশৈতৎ পরিত্যজ্যে নিত্যং তৃতীয়ায়ঃ বিশেষতঃ
পার্বত্যায়ঃ পুরতো দেবি স সৌভাগ্যমবাধুয়াৎ ॥ ২৭
শুশ্রূষাষাপি যো ভক্ত্যা সমাগ ভক্তিপরায়ণঃ
সোহপি সৌভাগ্যমাপ্নোতি যাবজ্জীবঃ
সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গৌরীতপোবনমাধ্যায়ঃ
নামাষ্টযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ। গৌরীশ্বরেতি বিখ্যাতং যদ্বয়া লিঙ্গ-
মুত্তমম্ । কুত্র তিষ্ঠতি তল্লিঙ্গং পূজিতং যৎফল-

চিরদিন তাহার আরোগ্য, সুখ ও সৌভাগ্য হয়।
সেই স্থানের নিকটে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ এক সুবৃহৎ
কুণ্ড তীর্থ আছে। যে তথায় স্নান করে, তাহার
সৰ্পপাপ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া পিতৃ-
গণের উদ্দেশে তথায় শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃগণ সহ
পুণ্যভাগী হইয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। অতএব
এখানে বিশেষ যত্ন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে এবং গীত,
বাদ্য ও নৃত্যাদি করিয়া রাত্রিজাগরণ করিবে।
তথায় দক্ষিণা সহ পতি-পত্নীকে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান
করিতে হয়। হে দেবি! প্রতিদিন বিশেষতঃ
তৃতীয় দিন এই বৃন্তান্ত পার্বত্যায় সমীপে পাঠ
করিলে নর সৌভাগ্য লাভ করে। যে বিশিষ্ট ভক্তি
সহিত ইহা শ্রবণ করিবে, আজীবন তাহারও
সৌভাগ্য লাভ নিশ্চিতই। ২১—২৮।

অষ্টযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—আপনি যে গৌরীশ্বর নামক
উত্তম লিঙ্গের কথা বলিলেন, এ লিঙ্গ কোথায়

লভেৎ ॥ ১। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি
মাতাশ্চৈব পাপনাশনম্ । গৌরীশ্বরস্ত দেবস্ত
সৰ্পকামপ্রদস্ত বৈ ॥ ২। ইদং তপোবনং
দেবি খ্যাতং গোষ্ঠ্যা মহাপ্রভম্ । ধনুযাং
পঞ্চপঞ্চাশৎ সমস্তাং পরিমণ্ডলম্ ॥ ৩। তত্র
মধ্যে স্থিতা দেবী একপাদা তপোহবিভা। তস্তা
উত্তরতো দেবি কিঞ্চিদৌশানসংস্থিতম্ ॥ ৪। ধনুযাং
চতুরন্তে চ লিঙ্গং পাপভয়াপহম্ । যন্তৎ পূজয়তে
ভক্ত্যা লিঙ্গং ভক্তিমুতো নরঃ । কৃষ্ণাষ্টম্যাং
বিশেষেণ স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৫। গোদানং
চাত্র শংখস্তি সুবর্ণং হিঙ্গপুঙ্গবে। অন্নদানং
বিশেষেণ সৰ্পপাপপ্রশান্তয়ে ॥ ৬। গোয়ো বা
ব্রহ্মহা বাপি তথা হৃদ্যতকর্ম্মকৃৎ । সৰ্পপাতৈঃ প্রমু-
চ্যেত তস্ত লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ ॥ ৭।

ইতি শ্রীকান্দে গৌরীশ্বরমাধ্যায়ঃ
নামৈকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেনুহাদেবি বরুণে-
শ্বরমুত্তমম্ । গৌরীতপোবনায়েযাং ধনুযাং

আছে, উহার পূজায় কি ফললাভ হয়? ঈশ্বর
কহিলেন,—শুন দেবি! সৰ্পকামপ্রদ পাপহর-
গৌরীশ্বরদেবের মাতাশ্চৈব কোর্ডন করিতেছি। দেবি।
গৌরীর ঐ মহাপ্রভ বিখ্যাত তপোবন চারিদিকে
পঞ্চপঞ্চাশৎ ধনু পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া বিরাজ-
মান। দেবী সতী তন্মধ্যে এক পদে থাকিয়া
তপস্তা করিয়াছিলেন। দেবীর তপঃস্থানের
কিঞ্চিৎ উত্তরে দৌশান স্থান; ইহার চারিদিক ব্যব-
ধানে পাপভয়নাশন গৌরীশ্বর লিঙ্গ। যে নর
ভক্তিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণাষ্টমী দিনে ঐ লিঙ্গের পূজা
করে, তাহার সৰ্পপাতক নষ্ট হয়। এখানে সকল
প্রকার পাপশাস্তির জন্ত গো, সুবর্ণ, বিশেষতঃ
অন্নদান প্রশস্ত। ঐ লিঙ্গের দর্শনলাভে গোঘাতী,
ব্রহ্মঘাতী এমন কি সৰ্পবিধত্বকর্ম্মকারীই সৰ্পপাপ
হইতে মুক্ত হয়। ১—৭।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! গৌরীতপো-
বনের অগ্নিকোণে বিংশতি ধনু ব্যবধানে উত্তম

বিশতো স্থিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি বরুণেন
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ পূর্বে পিতো যদা দেবি সমুদ্রঃ
কৃতজন্মনা । তদা কোপেন সন্তপ্তো বরুণঃ সন্নিভাং
পতিঃ ॥ ২ ॥ কামিকঃ তু সমাজায় ক্লেভঃ প্রাভা-
সিকঃ তদা । তজ্জাতপদেবি ভগঃ স বৈ পরমহুচ-
রম্ ॥ ৩ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং সম্পূজয়তি
ভক্তিতঃ । বর্ষণামমৃতং সাগ্রে পুজিতো বৃষভ-
ধ্বজঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ প্রসন্নো দেবেশি নিজগঙ্গাজলেন
তু । পুরানামাস তং রিক্তং সমুদ্রঃ যাদসাং
পতিম্ ॥ ৫ ॥ হৃদয়ামাস তং লিঙ্গং বরদানৈ-
রনেকধা । তৎপ্রভৃত্যেব তে সর্বে সমুদ্রাঃ
পরিপুরিতাঃ ॥ ৬ ॥ বরুণেশ্বরনামোহি । তল্লিঙ্গং
তৎ প্রভৃত্যত্ ॥ ৭ ॥ কো হর্ষো বহুভিল্লিঙ্গৈর্দৃষ্টেবা
সুরসুন্দরি । বরুণেশেন দৃষ্টেন সর্বতীর্থকলং
লভেৎ ॥ ৮ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং তদগ্না শ্রাপয়েদ-
যদি । স ব্রাহ্মণশ্চতুর্বেদো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
৯ ॥ ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চাত্তে বরাননে ।
মুকান্ধবধিরা বালাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব নপুংসকাঃ ॥ ১০ ॥
দৃষ্ট্বা গচ্ছন্তি তে দেবি স্বর্গং ধর্মপরায়ণাঃ । স্নানং

বরুণেশ্বর লিঙ্গ বিয়াজমান, গোবীশ্বর লিঙ্গের
অর্চনাস্তে নর সেই স্থানে গমন করিবে । ঐ
মহাপ্রভাব লিঙ্গ বরুণের প্রতিষ্ঠিত । পূর্বে অগস্ত্য
যখন সমুদ্র পান করেন, তখন সন্নিপতি বরুণ
কোপজ্বলিত হইয়া প্রভাসক্লেভকেই কামনাসিদ্ধির
প্রকৃষ্ট স্থান বোধে সেইখানেই পরম হুঙ্কর তপো-
হুঠান করেন । হে দেবেশি ! তিনি মহালিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিপূর্বক তৎকালে পূজা করি-
লেন । বৃষধ্বজ অমৃত বর্ষ পুজিত হইয়া পরে
তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং স্ত্রী শিরঃস্থক
গঙ্গাজল দ্বারা সেই জলশূন্ত সন্নিপাতকে পূরণ
করিলেন । অনন্তর তিনি বরুণকে বিবধ বর-
দানে অহুগৃহীত করিলেন । তখন হইতে সমুদ্র
সকল পরিপূরিত হইল এবং সেই হইতেই ঐ
লিঙ্গ বরুণেশ্বর আখ্যায় অভিহিত হইতে লাগিল ।
অগ্নি সুরসুন্দরি ! অস্তান্ত বহু লিঙ্গ দর্শনে
প্রয়োজন কি ? একমাত্র বরুণেশ্বর লিঙ্গ দর্শনেই
সর্বতীর্থকললাভ হয় । অষ্টমী বা চতুর্দশীতে
দধি দ্বারা উহার স্নান করাইলে ব্রাহ্মণ চতুর্বেদ-
বিৎ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । অগ্নি বরাহনে !
ব্রাহ্মণ, কত্রিয়া, বৈশ্বা, শূদ্র কিবা মুক, অন্ধ,
বধির, বালক, স্ত্রী, নপুংসক, সকলেই উক্ত লিঙ্গ

জাপাং বলিং হোমং পূজাং স্তোত্রঞ্চ নর্তনম্ । তস্মিন
স্থানে তু যঃ কুর্যাত্তৎ সর্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ১১ ॥
হৈমং পদ্মং মোক্তিকঞ্চ দানং তত্রৈব দাপয়েৎ ।
সম্যগ্‌যাজ্ঞকলাপেকী স্বর্গাপেকী তথা নরঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বরুণেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি লিঙ্গং
তত্রৈব সংস্থিতম্ । দক্ষিণে বরুণেশ্বত ধনুবাং
জিতয়ে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ ভাৰ্য্যায়া বরুণেশ্বত উবাচ
বরাননে । কুত্বা তপো মহাঘোরং ভর্তৃহুঃখপরীতয়া ॥
২ ॥ স্থাপিতস্ত মহল্লিঙ্গং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
উষেশ্বরেতি বিখ্যাতং সর্বসিদ্ধপ্রপুজিতম্ ॥ ৩ ॥
যন্তৎ পুজয়তে ভক্ত্যা লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্ । মহা-
পাপোষ্মক্লেহপ স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৪ ॥
স্রীণাং সৌভাগ্যকলদং হুঃখদৌর্ভাগ্যনাশনম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে উষেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দর্শনে ধর্মপরায়ণ হইয়া স্বর্গে গমন করে । তথায়
স্নান, জপ, বলি, হোম, পূজা, স্তোত্র বা নৃত্য
করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে । সম্যক্‌ যাজ্ঞ-
কলাপেকী তথা স্বর্গাপেকী নর হৈম পদ্ম ও
মোক্তিক দান করিবে । ১—১২ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! বরুণেশ্বরের
তিন ধনু পরিমাণ দক্ষিণে এক লিঙ্গ আছে । বরু-
ণেশ্বরের অর্চনার পর সেই স্থানে গমন করিবে ।
বরুণের ভাৰ্য্যা উবাচ পতিহুবে কাতর হইয়া তথায়
মহাঘোর তপস্তা করেন, এবং তিনি এক সর্ব-
সিদ্ধিপ্রদ মহালিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, সিদ্ধজন-
পুজিত ঐ লিঙ্গ উষেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছিল ।
যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া উক্ত পাপহর লিঙ্গের পূজা
করে, সে মহাপাপরাশি দ্বারা অধিত হইলেও পরম
গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ঐ লিঙ্গ সৌভাগ্য
কলের দাতা এবং হুঃখ-দৌর্ভাগ্যের হস্তা । ১—৫ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

কলৌ স্মৃতম্। তথা কলকলেশঃ নাম তন্ত্ৰৈব
কীৰ্ত্তিতম্। ৩। সমুদ্রে চ মহাপুণ্যে যস্মিন কালে
সরস্বতী। আগতা সা মহাতাগা হৃষ্টা তুষ্টা সরি-
ষরা। তন্ত্ৰ ভোয়ন্ত শকেন সাগরন্ত মহাশ্বনঃ। ৪।
ততো দেবাঃ সগন্ধৰ্বা ঋষাঃ সিদ্ধচারণাঃ। নেতুঃ
কলকলং তত্র তুমুলং লোমহর্ষণম্। ৫। তেন
শকেন মহতা মম মূর্ত্তিঃ সমুখিতা। কলকলেশ্বরনামেতি
ততো লিঙ্গং প্রকীৰ্ত্তিতম্। ৬। ইতি তে পূৰ্ব্ববৃত্তান্তঃ
কথিতঃ নামকারণম্। সান্ত্ৰস্ত তু যথা জাতঃ পুনঃ
কলকলেশ্বরম্। তন্ত্ৰেহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুৈক-
মনাঃ শ্রিয়ে। ৭। পুরা ষাপরসঙ্কো চ প্রবিষ্টে তু
কলৌ বুগে। নারদন্ত সমাগত্য ক্ষেত্রং প্রান্তা-
সিকং শুভম্। সৎকার তপশ্চোত্রং তত্র লিঙ্গ-
সমীপতঃ। ৮। ততো বর্ষশতে পূৰ্ণে সমায়ায
বৃষস্বজম্। গান্ধৰ্ব্যং প্রাপ্য দেবেশি ভূষিতঃ সপ্ত ভঃ
ঋতৈঃ। ৯। ততো হৃষ্টমনা ভূষা তল্লিঙ্গ সমী-
পতঃ। স চকাল মহাযজ্ঞং পৌণ্ডরীকমিতি কৃতম্। ১০।
দেবদেবন্ত তুষ্টার্থং স সঙ্গা ভাবিতাশ্ববান। সমাহুয়
ঋষীন্তত্র ব্রহ্মলোকাং সহস্রশঃ। ১১। ততঃ
সঙ্কৃতসম্ভারো যজ্ঞোপকরণাধিতঃ। কৃত্বা কুণ্ডলিকং

ত্রৈতায় পুলহেশ্বর, ষাপরে সিদ্ধিনাথ এবং কলিতে
নারদেশ। কলিতে এ লিঙ্গ কলকলেশ নামেও
কীৰ্ত্তিত। যৎকালে মহাপুণ্য সমুদ্রে সরিষরা
মহাতাগা হৃষ্টতুষ্টমনা সরস্বতী আসিয়া মিলিতা
হন, তখন মহাত্মা সাগরের সলিলশব্দের সঙ্গে
সঙ্গে দেব, গন্ধৰ্ব ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ তুমুল
লোমহর্ষণ কলকল নাদ করিয়াছিলেন। সেই
মহাশব্দে আমার এক মূর্ত্তি প্রোত্ৰুত হইয়াছিল;
পরবর্তী কালে উহা কলকলেশ লিঙ্গ নামে কীৰ্ত্তিত
হইল, এই আমি এ লিঙ্গের পূৰ্ব্ব নামকরণ-বিবরণ
বলিলাম। সান্ত্ৰতি এই কলকলেশ্বর নাম কেন
হইল, তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রিয়ে একমনে
শ্রবণ কর। পূৰ্বে ষাপরযুগের সন্ধিকালে কলি-
যুগের প্রবেশ ঘটিলে নারদ মুনি শুভ প্রভান-
ক্ষেত্রে আসিয়া উক্ত লিঙ্গসমীপে তীত্র তপস্তা
করেন। হে দেবেশি! পূর্ণ একশত বর্ষকাল
তিনি বৃষস্বজের আরাধনা করিয়া সপ্তস্বরভূষিত
গান্ধৰ্ববিদ্যালাত করেন। অনন্তর ভাবিতাত্মা
নারদ হৃষ্ট হইয়া দেবদেবের তুষ্টির জন্য সেই লিঙ্গ-
সমীপে পৌণ্ডরীকায় মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই
যজ্ঞে নিমজ্জিত সহস্র সহস্র ঋষি ব্রহ্মলোক হইতে

সদয় সমায়েতে ততঃ ক্রতুম্। ১২। ততঃ সম্পূর্ণতাং
প্রাপ্তে তাম্মিন ক্রতো বরাননে। ১৩। অধাগম্যন্তত্র
বিপ্রান্তত্র ক্ষেত্রনিবাসিনঃ। দক্ষিণাং মহাদেবি
শতশোহথ সহস্রশঃ। ১৪। ততঃ স কোতুকাবিশ্ট-
ন্তেবাঃ যুদ্ধার্থমেব হি। প্রাক্ষিপন্তত্র রত্নানি সুবর্ণক-
মহৌতলে। ১৫। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে যুধ্যমানাঃ
পরম্পরম্। কোলাহলং পরং চক্রুর্ষদ্রব্যপরী-
পয়া। ১৬। একে দিগম্বর্য দেবি ত্যক্তবস্ত্রোপ-
বীতিনঃ। বিকচাঃ কেছপি দৃষ্টন্তে হস্তে কথির-
বিপ্রবাঃ। ১৭। অস্তে পরম্পরং জয়মুচ্চিভিষ্ঠরূপে-
ন্তথা। এবং তত্র তদা ক্ষিপ্তং যদ্রব্যং নারদেন তু।
১৮। অধাভাবে তু বিস্তৃত্য যো চ বিপ্রা হকিকনাঃ।
বিদ্যাভিনয়সম্পন্ন্য ব্রাহ্মণৈর্জজ্ঞরীকৃতঃ। ১৯। তে
তমুচ্চূর্ষা শান্তাঃ শ্রয়মানঃ মুহুর্ষুহঃ। কলহার্য-
যতো দানং ষয়া দত্তমিহ যুনে। ২০। বিদ্যামুক্তান
পরিভ্যাজ্য বিধিঃ ভ্যক্তা তু যাজিকম্। তন্মাদন্ত
যুনে নাম ধাতং কলকলেশ্বরম্। ২১। তেন নারদা

আগমন করিলেন। যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী
সংগৃহীত হইল। তখন নারদ কুণ্ডলি নিখিল কার্য
করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। হে বরাননে! অনন্তর
সেই যজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ হইল, তখন ক্ষেত্রনিবাসী
শত সহস্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণা গ্রহণার্থ আগমন
করিলেন। তখন নারদ কোতুকাবিশ্ট হইয়া সেই
সকল ব্রাহ্মণের পরস্পর যুদ্ধ দেখিবার জন্য ক্রতুলে
রত্নাদি ছড়াইয়া দিলেন। রত্নলভার্থ ব্রাহ্মণেরা তখন
পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন একে অস্ত্রের প্রতি
আঘাত করিতে লাগিলেন। ১—১৬। অগ্নি দেবি!
সেই সকল যুধ্যমান ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ
দিগম্বর হইয়া পড়িলেন, কাহারও কাহারও যজ্ঞোপ-
বীত পরিত্যক্ত হইল, কেহ কেহ ছিন্নকেশ হই-
লেন, অস্ত্র অনেকের সর্বাঙ্গ কথিরান্নত হইল,
অনেকে মুষ্টি ও পদাঘাতে অভ্যন্তকে আহত
করিতে লাগিলেন। এইরূপে নারদ তখন সমস্ত
দ্রব্য নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে তাহার দেয়
বিস্ত যখন ফুরাইয়া গেল, তখন কতিপয় বিদ্যাভিনয়-
সম্পন্ন নিঃশ ব্রাহ্মণ যাহারা অভ্যন্ত ব্রাহ্মণগণের
হস্তে প্রহারে জর্জরীকৃত হইয়াছিলেন, তাহার
সেই মুহুর্ষুহ হস্তরত নারদকে বারবার শাস্ত-
ভাবে বলিলেন, যুনে! যেহেতু তুমি বিদ্যানিগিকে
পরিভ্যাগ করিয়া যাজিক বিধি পরিহারপূর্বক
কলহার্য এই দান করিয়াছ, এই জন্য এই লিঙ্গের

বিজ্ঞেষ্ঠে লিঙ্গমেতত্ত্ববিষ্যতি । এতস্মাৎ কারণাদেবি
জাতঃ কলকলেশ্বরম ॥ ২২ ॥ যন্তঃ স্নাপ্য নরো
ভক্ত্যা কুরুতে ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্ । স গচ্ছেৎকদলোকং তু
স্বংপ্রসাদাদিসংশয়ম্ ॥ ২৩ ॥ যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা
গন্ধপুষ্পাঙ্ঘ্রলেপনৈঃ । হেম দক্ষা বিজ্ঞাতিভ্যঃ স
গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কলকলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্ সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্ত্বেব দেবদেবস্ত সমীপস্থঃ
বিরাজতে । লিঙ্গদ্বয়ং মহাপুণ্যং লকুলীশপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥
১ ॥ লকুলেশ্বরনামান্তি তন্ত্বে লিঙ্গদ্বয়ম্ বৈ । তদ্বৎ
দেবদেবস্ত লিঙ্গদ্বয়মমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ মূঢ়াতে সকলাৎ
পাপাদাজন্মমরণাভিকাতাৎ । তত্র গুরুচতুর্দশাং মাসি
ভাদ্রপদে প্রিয়ে ॥ ৩ ॥ উপবাসপরো ভূহা যঃ করোতি
প্রজাগরম্ । মুর্ত্তিমন্তঃ তু সম্পূজ্য লকুলীশং মহা-
প্রভম্ ॥ ৪ ॥ ততঃ সম্পূজ্য বিধিনা তত্র লিঙ্গদ্বয়ং

কলকলেশ্বরনাম প্রখ্যাত হইল । হে বিজ্ঞেষ্ঠ !
সেই নামেই এ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইবে । ঈশ্বর কহি-
লেন,—দেবি ! এই কারণেই কলকলেশ্বর নাম
হইয়াছে । যে নর ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের স্নান
করাইয়া তিনবার ইহাকে প্রদক্ষিণ করে, ইহার
প্রসাদে তাহার কদলোকে গতি হইয়া থাকে । যে
ব্যক্তি গন্ধ পুষ্প ও অঙ্ঘ্রলেপনাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক
ইহার পূজা করে, এবং পূজাস্থে দ্বিজগণকে স্বর্ণ
প্রদান করে, তাহার পরম পদ লাভ হয় । ১৭—২৪ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৫ ।

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন—সেই দেবদেবের সমীপে
লকুলীশ প্রতিষ্ঠিত লকুলেশ্বর নামে আরও দুইটী
লিঙ্গ আছে । সেই দুই অমুত্তম লিঙ্গের দর্শনে
মানব জন্ম হইতে মরণাবধিকৃত নিখিল পাপ হইতে
মুক্ত হয় । প্রিয়ে ! ভাদ্রমাসের গুরুপক্ষীয় চতুর্দশী
তিথিতে যে নর উপবাসী হইয়া মুর্ত্তিমান্ মহা-
প্রভ লকুলীশের পূজাপূর্ব্বক রাত্রিজাগরণ করে,

পৃথক্ । সম্যক্ পূজাবিধানেন স্ততিমন্ত্বেরমুত্তমাৎ ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বর ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে লকুলীশলিঙ্গদ্বয়মাহাত্ম্যাবর্ণনং

নাম ষট্ সপ্ততিতমো-

হধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেৎমহাদেবি উত্তকেশ্বর-
মুত্তমম্ । তন্ত্বেব দক্ষিণে ভাগে নাতি দূরে
ব্যবস্থিতম্ । স্থাপিতং চ স্বয়ং ভক্ত্যা উত্তকেন
মহাত্মনা ॥ ১ ॥ তদ্বৎ তু মহাদেবি স্পৃষ্টা চ
সুসমাহিতাঃ । সম্পূজ্য বিধিবদভক্ত্যা মূঢ়াতে
সর্ব্বকিঞ্চিৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে উত্তকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

ষট্ সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেৎমহাদেবি দেবং
বৈশ্বানরেশ্বরম্ । তন্ত্বেবাগ্নেয়কোণস্থং ধন্বন্যং

উভয় লিঙ্গকেই যথা বধি পৃথক্ পৃথক্ পূজা করে,
এবং ক্রমিক স্ততিমন্ত্বে উচ্চারণ করে, মহেশ্বরাদিষ্ঠিত
পরম স্থানে তাহার গতি হইয়া থাকে । ১—২৪ ।

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৬ ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
উত্তকেশ্বরলিঙ্গের সমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ
পূর্ব্বোক্ত লকুলীশের দক্ষিণে অনতিদূরে অবস্থিত ।
মহাত্মা উত্তম ভক্তিপূর্ব্বক স্বয়ং এ লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন । মহাদেবি ! নর সমাহিত হইয়া
ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের দর্শন স্পর্শন ও যথাবিধি
অর্চন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় । —২ ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৭ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি । অনন্তর বৈশ্বা-
নরেশ্বর লিঙ্গের সন্নিধানে গমন করিবে । এই

পঞ্চকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ পাপস্রঃ সৰ্বজন্তুনাং দৰ্শনাৎ
স্পৰ্শনাদপি । তত্র কচ্চিচ্চকঃ পূৰ্ণঃ নীড়ঃ দেবী
চকার হ ॥ ২ ॥ প্রাসাদে ভাৰ্ঘ্যা সাক্ষিঃ নিবসন্
শুচিরঃ স্থিতঃ । ততস্তৌ দম্পতৌ নিত্যং প্রদক্ষিণং
প্রচক্ৰতুঃ ॥ ৩ ॥ কুলায়ন্ত বশাদেবি ন তু ভক্ত্যা
কথঞ্চন । কালেন মহতা তৌ চ পঞ্চস্রঃ সমুপস্থিতৌ ॥
৪ ॥ জাতৌ তেন প্রভাবেণ উক্তৌ জাতিস্রয়ো
ভূবি । লোপামুদ্রাগন্ত্যানামপ্রসিক্ধিঃ পরমাং গতৌ ॥
অথ গাথা পুরা গীতা অগন্ত্যন মহাত্মনা । স্মরতা
পূৰ্বদেহং তু বিশ্বয়েনানুভূতিজ্ঞা ॥ ৬ ॥ কৃহা
প্রদক্ষিণং সম্যগ্ বহুশঃ যঃ প্রপণ্ডতি । নুনং
প্রসিক্ধিমাপ্নোতি ইতচ্চাহং যথা পুরা ॥ ৭ ॥ এবং দেবি
তবাখ্যাতং মহাত্ম্যং বহুদৈবতম্ ॥ অতং পাপহরং
নুণাং সৰ্বকামকলপ্রদম্ ॥ ৮ ॥ স্বতেন তং তু
সংস্রাপ্য বিধিনা বৈ সমৰ্চয়েৎ । হেম দদ্যাচ্চ
বিপ্রেষ্ট সম্যক্ শ্রদ্ধাসমৰ্থিতঃ ॥ ৯ ॥ এবং কৃহা
বিধানেন সম্যগযাতাকলং লভেৎ । বহুলোকং তু
সংস্রাপ্য মোদতে কালমকল্পম্ ॥ ১০ ॥

ইতি জীক্সান্দে বৈশ্বানরেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

লিঙ্গ পুরোক্ত উত্তরেশ্বরের অগ্নিকোণে পঞ্চ ধনু
ব্যবধানে অবস্থিত । ইহার দৰ্শনে এবং স্পৰ্শনে
সৰ্ব প্রাণীরই পাপ নষ্ট হয় । হে দেবি ! এই
লিঙ্গের মন্দিরে কোন এক শুক পক্ষী নীড় নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছিল । সে সেই নীড়ে শুকোর সহিত শুচির
কালে বাস করে । শুকদম্পতি ভক্তিতত্ত্বের নহে,—
তাহাদের কুলায় ছিল বলিয়াই নিত্য সেই মন্দির
প্রদক্ষিণ করিত । অনন্তর দীর্ঘ কালান্তে তাহা-
দের মৃত্যু হইল । পরজন্মে তাহারা অগন্ত্য ও
লোপামুদ্রা নামে পরম প্রসিদ্ধ লাভ করিল ।
জন্মান্তরীণ মন্দিরপ্রদক্ষিণের কলে এজন্মে
তাহারা জাতিস্রয় হইল । অনন্তর মহাত্ম্য অগন্ত্য
পূৰ্বদেহ স্মরণ করিয়া বিশ্বয়াভিভূত চিত্তে এক
গাথা কীৰ্ত্তন করিলেন যে, যে ব্যক্তি প্রদক্ষিণ-
পূৰ্বক বৈশ্বানরেশ্বরকে দৰ্শন করে, সে ব্যক্তি-
আমার জ্ঞায় ইহকালে প্রসিদ্ধ লাভ করে । হে
দেবি ! এই আমি বহুদৈবত মহাত্ম্য কীৰ্ত্তন
করিলাম, ইহা শ্রবণে নরগণের নিখিল পাপ নষ্ট
হয় এবং সৰ্বকামকল লাভ হয় । যে জন স্বত
ছায়া স্নান কুরাইয়া বধিপূৰ্বক এই লিঙ্গার্চনা
করে এবং শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণান করে, তাহার

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি লকুলীশং
মহাপ্রভম্ । তস্ত পশ্চিমদিগ্ভাগে ধনুবাং সপ্তকে
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ পাপস্রঃ সৰ্বজন্তুনাং শাস্তং মূৰ্ত্তি-
স্থিতং প্রভম্ । সমায়াতং মহাক্ষেত্রে তত্র কায়া-
বয়োহণাং ॥ ২ ॥ কৃহা তত্র তপশ্চোগ্রাং দীক্ষয়ি-
ত্বাশ্চাশিষ্যকান্ । কুশকাদৌশ্চ চতুর উক্কা শাস্ত্রা-
ণ্যনেকশঃ ॥ ৩ ॥ জ্ঞায়বৈশেষিকাদীনি ততঃ সিদ্ধিঃ
পর্যং গতঃ । এবং জ্ঞাহা তু যঃ সম্যক্ তং সমৰ্চয়তে
নরঃ ॥ ৪ ॥ কাষ্ঠিক্যাং তু বিশেষেণ অয়নে চোন্ত-
রেহপি বা । বিদ্যাাদানঞ্চ তজ্জৈব দদ্যাচ্চিপ্রায়
শালিনে । সপ্তজন্মানি বিপ্রস্ত ধনাঢ্যস্ত কুলে শুভে ।
জায়তে মতিমান্ ধীমান্ জীমানেবং পুনঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
ইতি জীক্সান্দে লকুলীশমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকো-
নাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

সম্যক্ যাত্রাকল লাভ হয় । এই ব্যক্তি বহুলোক
প্রাপ্ত হইয়া অকল্প কাল সুখে বিহার করে । ১—১০ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৮ ।

উনশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অনন্তর মহা-
মহিমাবিত লকুলীশ লিঙ্গের সন্নিধানে গমন করিবে ।
পুরোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে সপ্ত ধনু ব্যবধান এই
লিঙ্গ অবস্থিত । ইহা সপ্তজীবের পাপস্র, শাস্ত
এবং মূৰ্ত্তমান প্রভু । লকুলীশ কায়াবয়োহণ
তীর্থ হইতে এই প্রভাস মহাক্ষেত্রে আসিয়া উৎকট
তপস্করণ পুরঃসর কুশকাদি স্বীয় শিষ্যচতুষ্টয়কে
জ্ঞায় বৈশেষিকাদি অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া
পরে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । যে নর এই
বিবরণ জানিয়া সম্যকরূপে এই লিঙ্গার্চনা করে
এবং কাক্ষিক মাসে বিশেষতঃ উত্তরায়ণে এই স্থানে
শুলীল বিদ্যাধী বিপ্রকে বিদ্যাাদান করে, সে সপ্ত
জন্ম পর্যন্ত শুভ ধনাঢ্য বিপ্রকুলে মতিমান্ ধীমান্
ও জীমান্ হইয়া পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে
থাকে । ১—৫ ।

উনশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৯ ।

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্ত্ৰৈব পূৰ্ণদিগ্ভাগে লিঙ্গ-
পাতকনাশনম্ । গোতমেশ্বরনামাচাং দৈত্যহৃদন-
পশ্চিমে ॥ ১ ॥ ধনুয়াং পঞ্চকে দেবি সংস্থিতং সৰ্গ-
কামদম্ । শলোনারাধিতং যদৈ মদ্ররাজেন
ভামিনি ॥ ২ ॥ ততঃ কৃতং তপশ্চোগ্রাঃ সমারাধ্য
মহেশ্বরম্ । অস্তোহপোষঃ নরো যন্ত তং সমা-
রাধ্যিয়াতি ॥ ৩ ॥ স প্রাপ্নোতি পরাং সিদ্ধিং যথা
শলো মহামনাঃ । চৈত্রশুদ্ধচতুর্দশ্যাং আপ্যেৎ
পয়সা তু যঃ ॥ ৪ ॥ গন্ধোদকেন চ ততঃ পূজয়েৎ
কুসুমোত্তমৈঃ । তদৈব বিধিবত্তজ্যাং সোহমধেধ-
কলং লভেৎ ॥ ৫ ॥ বাচা কৃতঞ্চ যৎপাপং মনসা
কৰ্ম্মণাঞ্চ বা । তৎসৰ্গঃ নশ্ততে দেবি তন্ত লিঙ্গস্ত
দৰ্শনাৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গোতমেশ্বরমাহাঙ্গমাবৰ্ণনং নামা-
শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

অশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূৰ্ণোক্ত লিঙ্গের পূৰ্ণদিকে
এবং দৈত্যহৃদনের পশ্চিমে গোতমেশ্বর নামে
এক পাতকনাশক লিঙ্গমূর্ত্ত আছে। হে দেবি ।
এই লিঙ্গ সৰ্গকামপ্রদ । মদ্ররাজ শল্য এই
লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন । হে ভামিনি !
তিনি মহেশ্বরের আরাধনায় উগ্র তপস্বী
করিয়াছিলেন । তাহাতে তাঁহার পরম সিদ্ধি লাভ
হয় । মহামনা শল্য যেরূপে পরম সিদ্ধি পাইয়া-
ছিলেন, সেইরূপ অস্ত্র যে কোন নরও এই লিঙ্গের
আরাধনাকালে ভবিষ্যতে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । যে ব্যক্তি চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে
হুঙ্ ও গন্ধোদক দিয়া স্নান করাইয়া পরে উত্ত-
মোত্তম কুসুমসমূহ দ্বারা ভক্তিপূৰ্ব্বক এই লিঙ্গের
অৰ্চনা করে, তাহার অৰ্ধমেধকল লাভ হয় । হে
দেবি । এই লিঙ্গের দৰ্শনে বাক্য মন ও কৰ্ম্মকৃত
নিখিল পাপ নষ্ট হইয়া যায় । ১—৬ ।

আশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮০ ।

একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহা দেবি দেবেশঃ
দৈত্যহৃদনম্ । পাপহঃ সৰ্গজন্তানাং প্রভাসক্ষেত্র-
বাসিনাম্ ॥ ১ ॥ অনাদিযুগসংস্থানঃ সৰ্গকামপ্রদঃ
শুভম্ । সংসারসাগরে ঘোরে স্থিতঃ নোরিব
তারণে ॥ ২ ॥ অস্ত্রে সৰ্গেহপি নশ্তন্তি কল্লান্তে
ব্রহ্মণো দিনে । এতানি মুক্কা দেবেশি স্ত্রগ্ৰোধঃ
সম্বকল্লগম্ ॥ ৩ ॥ কল্লবৃক্ষং তথাগারং বৈদূৰ্ঘ্যং
পৰ্বতোত্তমম্ । শ্রীদৈত্যহৃদনং দেবং মার্কণ্ডেয়ং মহা-
মুনিম্ ॥ ৪ ॥ অক্ষয়াচাৰ্য্যাত্যক্তে সন্তকল্লানি স্তুদরি ।
দেবি কিং বহনোক্তেন বৰ্ণিতেন পুনঃপুনঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীদৈত্যহৃদনাদেবি নাস্ত্যন্তি ভূবি দেবতা ।
যবাকারং তু তন্ত্ৰৈব ক্ষেত্রং পাতকনাশনম্ ॥ ৬ ॥
সেবিতং চৰ্ঘিভিঃ সিদ্ধৈর্ধৰ্ম্মবিদ্যাধরোরগৈঃ । তন্ত
সীমাং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণুক্ষেত্রস্ত ভাবিনি ॥ ৭ ॥ পূৰ্বে
যমেশ্বরং যাক্ষীসোমেশং তু পশ্চিমে । উত্তরে তু
বিশালাক্ষী দক্ষিণে সরিতাং পতিঃ ॥ ৮ ॥ এতৎ
ক্ষেত্রং যবাকারং বৈষ্ণবং পাপনাশনম্ ॥ ৯ ॥ অত্র
ক্ষেত্রে যুতা যে তু পাপিনোহপি নরা এবম্ । স্বর্গঃ

একাশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর দেব-
দেব দৈত্যহৃদনসমীপে গমন করিবে । ঐ দেব
প্রভাসক্ষেত্রবাসী সৰ্গপ্রাণীর পাপহর, অনাদি-
যুগলিঙ্গ, সৰ্গকামপ্রদ ও শুভাবহ । উনি ঘোর
সংসারসাগরতরণে নৌকার স্তায় অবস্থিত । কল্লান্তে
ব্রহ্মার দিনাবসানে সন্তকল্লব্র স্ত্রগ্ৰোধ, কল্লবৃক্ষ, ব্রহ্ম-
লোক, পৰ্বতবর বৈদূৰ্ঘ্য, শ্রীদৈত্যহৃদন দেব এবং
মহামুনি মার্কণ্ডেয় ব্যতীত আর সমস্তই বিনষ্ট হয় ।
হে স্তুদরি ! ঐ সকল সন্ত কল্লাবধি অক্ষয় ও
অব্যয়ভাবে অবস্থিত । দেবি ! বার বার অধিক
আর কি বলিব ? ভূতলে শ্রীদৈত্যহৃদন অপেক্ষা
দেবতা আর নাই । তাঁহার ক্ষেত্র যবাকার,—
পাতকহর ; ঋষি, সিদ্ধ, যক্ষ, বিদ্যাধর ও উরগগণে
উহা সেবিত । হে ভামিনি ! এক্ষণে আমি সেই
বিষ্ণুক্ষেত্রের সীমা নিরূপণ করিতেছি । ঐ ক্ষেত্রের
পূৰ্বে যমেশ্বর, পশ্চিমে সোমেশ্বর, উত্তরে বিশা-
লাক্ষী এবং দক্ষিণে সরিৎপতি । ১—৮ । এই যবাকার
বৈষ্ণবক্ষেত্র সৰ্গপাপহর । এই ক্ষেত্রে পাপিষ্ঠ নর-
গণও যুত্মযুখে পতিত হইলে মুক্ততালী ব্যক্তি-

গচ্ছন্তি তে সৰ্গে সন্তঃ সুকৃতিনো যথা । ১০ । অত্র
দন্তঃ হন্তঃ জপ্তঃ তপস্তপ্তঃ কৃতঃ হি যৎ । তৎসৰ্গ-
চাক্ষয়ঃ প্রোক্তঃ সপ্তকল্পাবধি প্রিয়ে । ১১ । তত্রৈক-
মপি যো দেবি ত্রাঙ্কণং ভোজয়িষ্যতি । বিধিনা
বিষ্ণুর্মুদিত্ত্বং কোটির্ভবতি ভোজিতা । ১২ । তত্রোপ-
বাসং যঃ কুর্ধ্যাদ্ভয়ে ভক্তিসমম্বিতঃ । একেনৈ-
বোপবাসেন উপবাসায়ুতং কলম্ । চক্রতীর্থে নরঃ
স্নানো সোপবাসো জিতেশ্রিয়ঃ । ১৩ । ষাট্শাং
কার্ত্তিকে মাসি দদ্যাৎপ্রিয়ে কালকলম্ । বিষ্ণু-
সম্পূজ্য বিধিবনুচ্যতে সৰ্গপাতকৈঃ । ১৪ । দেব্যা-
বাচ । দৈত্যাস্থদননামেতি কথং ভক্ত প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
কস্মিন কালে তু দেবেশ তস্মৈ বিস্তরতো বদ ।
১৫ । ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং
পাপনাশনম্ । দৈত্যাস্থদনদেবস্ত পুরা বৃন্তঃ মহো-
দয়ম্ । ১৬ । দেবি তন্ত্ৰৈব নামানি কল্পে কল্পে
ভবন্তি বৈ । অনাদিনিধনাস্তেব সন্তবন্তি পুনঃপুনঃ ।
১৭ । পূৰ্ব্বকল্পে শ্রিয়াবৃত্তো বামনস্ত দ্বিতীয়কে ।
বজ্রাঙ্ক তৃতীয়ে বৈ তুরীয়ে কমলাশ্রিয়ঃ । ১৮ ।
পঞ্চমে কুংখৰ্জী চ ষষ্ঠে তু পুরুষোত্তমঃ । ত্রিদৈত্য-

বর্গের স্তায় স্বর্গগমন করে । প্রিয়ে! এখানে
যাহা দান, হোম, জপ ও তপস্তা করা হয়, তৎসকলই
সপ্ত কল্পাবধি অক্ষয় হইয়া থাকে । দেবি! এ
ক্ষেত্রে যে নর বিষ্ণুর উদ্দেশে যথাবিধি একটীমাত্র
ত্রাঙ্কণকেও ভোজন করায়, তাহার সেই কার্য
কোটিগুণ কল প্রদান করে । যে নর ভক্তিসুত
হইয়া তথায় উপবাস করে, তাহার এক উপবাসেই
অযুত উপবাসের কল হয় । জিতেশ্রিয় উপবাসী
নর চক্রতীর্থে স্নান করিয়া কার্ত্তিক মাসের ষাটশী
তিথিতে যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিয়া বিপ্রগণকে
কালকল দান করিলে সৰ্গপাপ হইতে মুক্ত হয় ।
দেবী কহিলেন,—দেবেশ! কবে কিরূপে ঠাঁহার
দৈত্যাস্থদন নাম নিরূপিত হইল, তাহা আমার
নিকট বিস্তররূপে কীৰ্ত্তন কর । ঈশ্বর কহিলেন,—
দেবি! দৈত্যাস্থদন দেবের পাপহর মাহাত্ম্য বর্ণন
করিতেছি, তৎসম্বন্ধে পুরাকালীন মহোদয় বৃন্তান্তই
প্রসিদ্ধ আছে । কল্পে কল্পে ঠাঁহার বিভিন্ন নাম
হইয়া থাকে । ভদীয়ঃ অনাদিনিধন মূর্ত্তিসকল পুনঃ-
পুনঃ প্রাক্তর্ভূত হয় । আদি কল্পে শ্রিয়াবৃত্ত, দ্বিতীয়ে
বামন, তৃতীয়ে বজ্রাঙ্ক, চতুর্থে কমলাশ্রিয়, পঞ্চমে
কুংখৰ্জী, ষষ্ঠে পুরুষোত্তম এবং সপ্তম কল্পে দেব

াস্থদনো দেবঃ কল্পে বৈ সপ্তমে স্মৃতঃ । ১৯ ।
তন্ত্ৰৈব নাম চোৎপত্তিঃ কথয়ামি যথার্থতঃ । ২০ । পুরা
দেবসুত্রে যুদ্ধে দানবৈর্দেবকটকৈঃ । নির্জিতা
দেবতাঃ সর্গা জঘ্মন্তে শরণং হরিম্ । কীরোদ-
বাসিনং বেবমস্তবনং প্রণতাঃ স্থিতাঃ । ২১ । দেবা
উচুঃ । জয় দেব জগন্নাথ দৈত্যাস্থরবিমর্দন ।
বারাহরূপমাস্থর উদ্ধতা বনুধা ত্বয়া । ২২ । উদ্ধতা
মৎস্তরূপেণ বেদা উদধিমধ্যতঃ । কূৰ্মরূপী তথা
কুত্ৰা কীরোদার্ণবমস্থনম্ । ২৩ । কুত্ৰা ত্বয়া জগন্নাথ
উদ্ধতা ত্রীণ্যমোহন্ত তে । ত্রীপতিঃ ত্রীণ্যমো দেব
আর্জুনামার্জুনানশনঃ । ২৪ । বলীক্ৰামনরূপেণ ত্বয়া
বকোহস্থরারিণা । হিরণ্যাক্ষো মহাদৈত্যো হিরণ্য-
কশিপুর্হতঃ । ২৫ । নারসিংহেন রূপেণ অন্তরীক্ষে
ধৃতস্ত্বয়া । দেবমূল মহাদেব উদ্ধতঃ ভুবনং ত্বয়া ।
২৬ । ত্বয়া বিনা জগন্নাথ ভুবনং নিম্প্রভীকৃতম্ ।
সূর্যোগেব তু বিক্রান্তং তমোভিরব দানবৈঃ । ২৭ ।
ঋত্বা স্তোত্রমিদং দেবি বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ । উবাচ
দেবান ব্রহ্মাদ্যান কীরোদার্ণববোধিতঃ । ২৮ । ভয়ং

ত্রিদৈত্যাস্থদন নামে প্রসিদ্ধ । এক্ষণে ঠাঁহার
নামোৎপত্তির যথাযথ বৃন্তান্ত বলিতেছি । পূর্বে
দেবাস্থরসংগ্রামে দেবকটক দানবেরা দেবগণকে
নির্জিত করিলে ঠাঁহার কীরোদবাসী হরির
শরণাপন্ন হইলেন এবং ঠাঁহাকে প্রণাম পুরঃসর
তৎসম্মুখে অবস্থান করিয়া কহিলেন,—হে দেব,
জগন্নাথ, দৈত্যাস্থরবিনাশন! তোমার জয় হউক ।
তুমি বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই ধরার উদ্ধারসাধন
করিয়াছ; মৎস্তরূপে উদধিমধ্য হইতে বেদ-
সমূহের উদ্ধার করিয়াছিলে; হে জগন্নাথ! তুমি
কূৰ্মরূপী হইয়া কীরোদবের মন্বন করত ত্রিদৈবীকে
উদ্ধার করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার করি । তুমি
ত্রীপতি, ত্রীধর, দেব ও আর্জুনের আর্জিহর;
তুমিই বামনাখ্য অস্থরারিরূপে বলিকে বন্ধন
করিয়াছিলে; মহাদৈত্য হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য-
কশিপুকে তুমিই নারসিংহরূপে অন্তরীক্ষে ধরিয়া
নিহত করিয়াছ । হে বেদমূল! হে মহাদেব! তুমিই
ভুবনের উদ্ধারকর্তা । সূর্য্য বিনা এ জগৎ যেমন
নিম্প্রভ হয়; পরন্তু তমোরশি আসিয়া আক্রমণ
করে, তেমনি এ জগৎ তুমি ব্যতীত নিম্প্রভ;
পরন্তু দানবগণ কর্তৃক অভিভূত হইয়াছে । ১—২৭ ।
দেবি! কীরোদার্ণবশায়ী কমললোচন বিষ্ণু এই
স্তোত্র শ্রবণ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন এবং ব্রহ্মাদি

তাজ্জ্বল্যং বৈ দেবা দানবান্ প্রতি সর্ষখা । অচি-
য়েণৈব কালেন ঘাতয়িষ্যামি দানবান্ ॥ ২৯ ॥ এব-
মুকাধ তৈঃ সার্কিমাঙ্গগাম জনাৰ্দ্দনঃ । দানবান্ ঘাত-
য়ামাস স চক্রেণ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩০ ॥ ভয়াৰ্জী
দানবাঃ সর্ষে পলায়নপরায়ণাঃ । প্রভাসং ক্ষেত্ৰ-
মাসাদ্য সমুদ্রোত্তিমুখা ভবন ॥ ৩১ ॥ নশ্চমানান্ততো
দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ দৈত্যবিনাশনঃ । সঙ্গয়ে তান্ স চক্রেণ
নিঃশেষান্ সর্ষদানবান্ ॥ ৩২ ॥ হতেষু সর্ষদৈত্যেযু
দেবভ্রাক্ষণতাপটৈঃ । কল্যাণমভবন্তত্র জগৎ স্বস্থ
মনাকুলম্ ॥ ৩৩ ॥ তৎ প্রভৃত্যেব দেবস্তা দৈত্য-
সুদননাম তৎ । এতন্মাহাত্ম্যমতুলং কথিতং তব
সুন্দরি । দৈত্যাসুদনদেবস্ত মহাভাগ্যঃ মহোদয়ম্ ॥
৩৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা ন জড়ো নাকো ন দরিদ্রো ন
দুঃখিতঃ । জায়তে সপ্ত জন্মানি সত্যং সত্যং বরা-
ননে ॥ ৩৫ ॥ শ্রবণদ্বাদশীং পুণ্যাং রোহিণ্যাং চাষ্টমীং
শুভাম্ । শয়নোথাপনীং চৈব নরঃ কুত্ৰা প্রযত্নতঃ ।
৩৬ ॥ একৈকেনোপবাসেন উপবাসাযুতং ফলম্ ॥
লভতে নাক্স সন্দেহো দৈত্যাসুদনসন্নিধৌ ॥ ৩৭ ॥
চণ্ডালঃ স্বপচো বাপি তিৰ্য্যগৃষোনিগতোহপি বা ।

দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ ! দানবদল হইতে
উৎপন্ন ভয় পরিত্যাগ কর । আমি অচিরকাল
মধ্যেই দানবদিগকে বিনাশ করিব । জনাৰ্দ্দন
এই কথা কহিয়া সেই দেবগণ সহ আগমন
করিলেন এবং চক্রাস্ত্রপ্রহারে দানবদিগকে পৃথক্
পৃথক্ক্রমে নিহত করিলেন । দানবেরা ভয়াৰ্জী
হইয়া সকলেই পলায়নপর হইল এবং প্রভাস-
ক্ষেত্রে আসিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিতে
প্রয়াস পাইল । জনাৰ্দ্দন বহুদানবকে পলায়-
মান দেখিয়া চক্রাঘাতে সমস্ত দানবকেই নিঃশেষ-
রূপে নিহত করিলেন । সর্ষদৈত্য নিহত হইলে
দেব, ভ্রাক্ষণ ও তাপসগণ সহ সমস্ত জগৎ স্বাস্থ্য
লাভ করিল, সকলের কল্যাণ হইল । তখন হইতে
দেবদেবের দৈত্যাসুদন নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিল ।
হে সুন্দরি ! এই আমি তোমার নিকট এই
দৈত্যাসুদনের অতুল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম ।
ইহা মহাভাগ্য ও মহোদয়জনক । হে বরাননে ।
দৈত্যাসুদন দেবকে দর্শন করিলে নর সপ্ত জন্ম
পর্যন্ত জড়, অন্ধ, দরিদ্র বা দুঃখিত হয় না, একথা
ঋবসত্য । পবিত্র শ্রবণদ্বাদশী, শুভ অষ্টমী, শয়ন
ও উত্থান একাদশী—এই সকল দিনে নর যত্নপূৰ্ব্বক
দৈত্যাসুদনের সন্নিধানে এক উপবাস করিলে

প্রাণত্যাগে কৃতে ত্রিষ্মিহাচ্যুতং লোকমাগুহাৎ ॥
৩৮ ॥ কার্ত্তিক্যাং চৈব বৈশাখ্যাং মাসমেকমুপোষ-
য়েৎ । দৈত্যাসুদনমধ্যাহ্নঃ সমাক্ শ্রদ্ধাসমৰিষিতঃ ॥
৩৯ ॥ একৈকেনোপবাসেন কোটিকোটি পৃথক্
পৃথক্ । লভতে তৎফলং সর্ষং বিষ্ণুক্ষেত্রে প্রভা-
বতঃ ॥ ৪০ ॥ দীপং দদাতি যন্তত্র মাসং বা পক্ষমেব
বা । একৈকদীপদানেন কোটিদীপফলং লভেৎ ॥
৪১ ॥ পঞ্চাযুতেন সংশ্রাপ্য দেবদেবং চতুর্ভুজম্ ।
একাদশ্যাং নিরাহারঃ পুঞ্জয়িষ্যাত্যতো ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
চাতুৰ্ম্মাস্ত্রং বিধানেন দৈত্যাসুদনসন্নিধৌ । নিয়মেন
ক্ষিপেদযজ্ঞ তন্ত তুষ্যতি কেশবঃ ॥ ৪৩ ॥ অস্ত্র-
ক্ষেত্রেযু যৎ কুত্ৰা চাতুৰ্ম্মাস্ত্রানি কোটিশঃ । তৎফলং
লভতে সর্ষং দৈত্যাসুদনদর্শনাৎ ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং
সকলং দদা যৎপুণ্যফলমাগুহাৎ । তৎপুণ্যং লভতে
সর্ষং দৈত্যাসুদনদর্শনাৎ ॥ ৪৫ ॥ একাদশ্যাং যন্তত্র
কুরুতে দ্বাদশ্যং নরঃ । গীতনৃত্যস্তথা বাদ্যৈঃ
প্রেক্ষণীয়েতথাবিধৈঃ । স যাতি বৈকবং লোকং যঃ
গত্বা ন নিবৰ্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥ হত্যাযুতানীহ স্মসকি-

অযুত উপবাসের ফল লাভ করে ; সন্দেহ নাই ।
স্বপচ চণ্ডাল কিম্বা তিৰ্য্যগৃষোনিগত প্রাণীও দৈত্য-
সুদনের ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে অচ্যুতলোক
প্রাপ্ত হয় । ২৮—৩০ । কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাসের
পূর্ণিমা হইতে এক মাস দৈত্যাসুদনের ক্ষেত্রে
মধ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যে ব্যক্তি উপ-
বাস করে, বিষ্ণুক্ষেত্রের প্রভাবে তাহার এক এক
উপবাসেই কোটিকোটিগুণ ফল হইয়া থাকে ।
যে জন তথায় এক মাস বা এক পক্ষ কাল দীপ
দান করে, তাহার এক একটা দীপদানে কোটি
কোটগুণ ফল লাভ হয় । যে ব্যক্তি দেবদেব
চতুর্ভুজকে পঞ্চাযুত দ্বারা স্নান করাইয়া একাদশী-
দিনে উপবাসী থাকিয়া পূজা করে, তাহার অচ্যুত
সাক্ষ্য লাভ হয় । যে জন চাতুৰ্ম্মাস্ত্রবিধানে
দৈত্যাসুদনের সমীপে নিয়মাবলম্বন করে, কেশব
তাহার প্রতি তুষ্ট হন । অস্ত্র ক্ষেত্রে কোটি কোটি
চাতুৰ্ম্মাস্ত্র করিলে যে ফল হয়, একমাত্র দৈত্যাসুদনের
দর্শনেই সেই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে । সমস্ত
ব্রহ্মাণ্ড দানে যে পুণ্যফল লাভ হয় সেই দৈত্য-
সুদনের দর্শনে সেই সমস্ত পুণ্যফলই লভ হইয়া
থাকে । যে নর একাদশীদিনে দৈত্যাসুদনের
ক্ষেত্রে নৃত্য গীত ও বাদ্যাদি করিয়া রাজজাগরণ
করে, তাহার বৈকব লোক লাভ হয় ; সে লোক

তানি স্তেয়ানি কক্শস্ত ন সন্তি সংখ্যা। নিহন্তি
কেনাপি পুরা কৃতানি সর্বাণি ভদ্রা নিশি জাগরণে।
৪৭। মার্গা ন তে প্রেতপুরী ন দূতা বনঞ্চ তৎ
খেচরখণ্ডগণজম্। স্বপ্নে ন পশ্যন্তি চ তে মনুষ্যা
যেযাং গতা জাগরণেন ভদ্রা। ৪৮। কক্শাসহস্রং
বিধিবদ্দদাতি রত্নৈরলঙ্কৃত্য স্বধর্মবুদ্ধা। গবাং
সহস্রং কুরুজাঙ্গলে তু তেযাং পরং জাগরণেন
বিষোঃ। ৪৯। কৃদ্বা চৈবোপবাসঞ্চ যোহশ্রাতি
ষাদশীদিনে। নৈবেদ্যং তুলসীমিষ্রং হত্যাযোটি-
বিনাশনম্। ৫০। ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং
পাপনাশনম্। দৈত্যাস্তদেবস্তা কিমন্তং পরি-
পূচ্ছসি। ৫১। শীতবস্ত্রাণি দেবস্তা গাং হিরণ্যঞ্চ
দাপয়েৎ। স্নাত্বা চক্রবরে তীর্থে মূঢ়াতে সর্ব-
পাতক্যং। ৫২।

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীদৈত্যাস্তদনমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ। ৮১।

হইতে তাহাকে আর প্রত্যাখ্যত হইতে হয় না।
ভদ্রা অর্থাৎ ষাদশীর রাত্রিজাগরণে অযুত হত্যা,
সংখ্যাতীত সুবর্ণস্তেয় এবং অন্ত্যস্ত পুরাকৃত
অশেষ পাপ নষ্ট করিয়া থাকে। যাহারা ষাদশীর
রাত্রি জাগরণ করিয়া অভিবাহিত করে, সেই
মনুষ্যাগণ স্বপ্নেও যমপুরীর পথ, যমপুরী বা যম-
দূতগণকে দর্শন করে না। যাহারা কুরুজাঙ্গল-
ক্ষেত্রে বিধিপূর্বক ধর্মজ্ঞানে সহস্র অলঙ্কৃত কক্শা ও
সহস্র গো দান করে, বিস্মৃতিখি ষাদশীতে জাগরণে
তাহাদের তদপেক্ষা অধিক ফল হয়। যে ব্যক্তি
একাদশীতে উপবাস করিয়া ষাদশীদিনে তুলসীমিষ্র
নৈবেদ্য তর্পণ করে, তাহার কোটি হত্যাযজ্ঞ
পাপও বিনষ্ট হয়। হে দেবি! এই আমি দৈত্য-
াস্তদ দেবের পাপর মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, তুমি
অন্ত আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ময় চক্রবর
তীর্থে স্নান করিয়া দৈত্যাস্তদন দেবের উদ্দেশে
শীতবস্ত্র, গো, হিরণ্য দান করিলে সর্বপাপ হইতে
মুক্ত হয়। ৩৯—৫২।

একাদশীতিতমোহধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্বাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

দেবুবাচ। চক্রতীর্থেতি কিং নাম ত্রয়া প্রোক্তং
গুরুধ্বজ। কৃত্ত তিষ্ঠতি ততীর্থং কিম্ভাবং বদস্ব
মে। ১। ঈশ্বর উবাচ। পুরা দেবানুরে
যুদ্ধে হত্বা দৈত্যান জনাধিনঃ। চক্রং প্রকলয়া-
মাস তত্র বৈ রক্তরঞ্জিতম্। ২। অষ্টকোটি-
সুতীর্থানি তত্রানীয় স্বয়ং হরিঃ। তীর্থে প্রকলয়ামাস
শুদ্ধিঃ কৃদ্বা সুদর্শনে। তীর্থস্ত চক্রে নামাপি চক্রে-
তীর্থমিতি কৃতম্। ৩। অষ্টাযুতানি তীর্থানামষ্টৌ
কোট্যন্তথৈব চ। তত্র সন্তি মহাদেবি চক্রতীর্থে ন
সংখ্যঃ। ৪। যন্তত্র কুরুতে স্নানমেকচিহ্নো নরো-
ত্তমঃ। সর্বতীর্থাতিষেকস্ত স প্রাপ্নোত্যখিলং
ফলম্। ৫। তীর্থানামষ্টকোটিঞ্চ নিবসন্তি বরা-
ননে। একাদশ্যাং বিশেষণ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা।
৬। তত্র স্নাত্বা মহাদেবি যজ্ঞকোটিকলং লভেৎ।
তৈশ্চৈব কল্লামানি শৃণু তে কথয়ামাহম্। ৭।
কোটীতীর্থং পূর্বকল্পে ত্রিনিধানং দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে
শতধারঞ্চ চক্রতীর্থং চতুর্থকে। ৮। এবং তে
কল্লামানি হতীতান্তখিলানি বৈ। কথিতান্তেব-

দ্বাদশীতিতম অধ্যায়ঃ।

দেবী কহিলেন,—গুরুধ্বজ! আপনি চক্রতীর্থ
নামে কি বলিলেন? কোথায় ঐ তীর্থ? উহার
প্রভাব কীদৃশ? তাহা আমার নিকট বলুন।
ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বে দেবানুরযুদ্ধে জনাধিন
দৈত্যগণকে নিহত করিয়া তাঁহার রক্তরঞ্জিত চক্রে
যথায় কালন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং হরি
যেখানে অষ্ট কোটি শুভ তীর্থ আনয়ন করিয়া
সুদর্শনের শুদ্ধিসাধন করেন, তাহাই চক্রতীর্থ
নামে প্রখ্যাত হয়, হরি নিজেই তাহার চক্রতীর্থ
নাম নিরূপণ করেন। মহাদেবি! ঐ চক্রে তীর্থে
অষ্টকোটি অষ্টাযুত তীর্থ বিদ্যমান। যে নরবর
একচিহ্নে তথায় স্নান করে, তাহার সর্ব তীর্থাব-
গাহনের সর্ব ফল লাভ হয়। হে বরাননে!
একাদশীতে বিশেষতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে
তথায় অষ্টকোটি তীর্থ বাস করে। দেবি! তথায়
স্নানে কোটিযজ্ঞের ফল লাভ হয়। এক্ষণে চক্র-
তীর্থের কলোক্ত নাম-ভেদ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর। ১—৭। উহা প্রথমে কোটিতীর্থ, দ্বিতীয়ে
ত্রিনিধান, তৃতীয়ে শতধার এবং চতুর্থ কল্পে চক্রতীর্থ
নামে প্রখ্যাত। এইরূপে আমি অতীত কল্লাম সকল

মন্তানি জ্ঞেয়ানি বিবুধৈঃ ক্রমাৎ ॥ ১ ॥ তত্র যদীয়তে
দানং তন্ত সন্তান বিদ্যতে । অন্ধকোশপ্রমাণং
হি বিষ্ণুক্ষেত্রং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মহত্যা নোপ-
সৰ্গেৎ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ । মাসোপবাসী তৎক্ষেত্রে
অগ্নিহোত্ৰী যতব্রতঃ ॥ ১১ ॥ স্বাধ্যায়ী যজ্ঞযাজ্ঞী চ
তপশ্চান্দ্রায়ণাদিকম্ । তিলোদকং পিতৃণাঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ
বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ১২ ॥ একরাত্র্যং ত্রিরাত্র্যং বা কৃচ্ছ্রং
সান্তপনং তথা । মাসোপবাসং তচ্চৈব অস্ত্রাণ্য পুণ্য-
কৰ্ম্ম তৎ ॥ ১৩ ॥ দৈত্যারিক্ষেত্রমাসাদ্য যৎকিঞ্চিৎ
কুরুতে নরঃ । অস্ত্রক্ষেত্রাৎ কোটিগুণং পুণ্যং
ভূয়ার সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ সূদৰ্শনে বরে তীৰ্থে
গোদানং তত্র দাপয়েৎ । সম্যগ্ভ্যাজ্ঞাকলপ্রেম-
সৰ্বপাপবিশুদ্ধয়ে ॥ ১৫ ॥ চণ্ডালঃ স্বপচো বাপি
তিৰ্য্যগ্ভ্যোনীগতস্তথা । তস্মিন্ভীৰ্থে মৃতঃ সমা-
গাচ্যাতং লোভমাপুয়াৎ ॥ ১৬ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তং চক্রতীর্থসমুদ্ভবম্ । মাহাত্ম্যং সৰ্বপাপহরং
সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীহান্দে চক্রতীর্থোৎপত্তিবৃত্তান্তমাহাত্ম্যবর্ণনঃ
নাম দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

দ্রাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যমহাদেবি তন্ত
পূৰ্বেণ সংস্থিতাম্ । যোগেশ্বরীঃ মহাদেবীঃ যোগ-
সিদ্ধিকলপ্রদাম্ ॥ ১ ॥ তদুৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু
শ্রদ্ধাসমবিতা । পুরা দানবশার্দ্দুলো মহিষাখ্যো
মহাবলঃ ॥ ২ ॥ বভূব প্রবরো দেবি সৰ্বদেবভয়-
ঙ্করঃ । কামরূপী স লোকাংস্ত্রীন্ বশীকৃষ্যাতবৎ
শ্রুত্বা ॥ ৩ ॥ কস্মিংশ্চিদধ কালে তু ব্রহ্মণা লোক-
কারিণা । স্বষ্টা মনোহরা কস্তা রূপেণাপ্রীতমা দিবি ॥
৪ ॥ অতপৎ সা তপো ঘোরং কস্তা রূপবতী সতী ।
নারদেন ততো দৃষ্টা সা কদাচিত্তরাননে ॥ ৫ ॥
ততঃ স সহসা দোব বিস্ময়ঃ পরমং গতঃ । অহো
রূপমহো বৈৰ্য্যমহো কাঙ্ক্ষিতরহো বয়ঃ ॥ ৬ ॥ ইত্যেবং
চিন্তয়ন্তত্র নারায়ণবচনমববৌৎ । কুরুষ্বাস্ত্রপ্রদানং মে
ন মে দানপরিগ্রহঃ । তবাহং দৰ্শনাদেবি কামবাণেন
স্পীড়িতঃ ॥ ৭ ॥ সারবীর্য্যং হি মে কৰ্ধ্যং কামধৰ্ম্মেণ
সত্তম । কোমারঃ ব্রতমাসাদ্য সাধয়িষ্যে
যথোপসত্তম ॥ ৮ ॥ ন চ মহাশ্বয়া কার্ধ্যো হ্যস্মিন্নথৈ

কহিলাম । বিবুধগণ ক্রমে উহার অন্তান্ত নামও
কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । এই তীৰ্থে যাহা দান করা
হয়, তাহা অসংখ্য ফলের উৎপাদক হইয়া থাকে ।
এ বিষ্ণুক্ষেত্র তীর্থ ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত ।
আমি সত্যই বলিতেছি, ব্রহ্মহত্যা তথাই প্রবেশ
করিতে পারে না । এই বিষ্ণুক্ষেত্রে মাসোপবাস
অগ্নিহোত্র, ব্রতনিয়ম, স্বাধ্যায়পাঠ, যজ্ঞযাজ্ঞন
তপশ্চা, চান্দ্রায়ণ পিতৃগণোদ্দেশে তিলোদক,
দান, বিধিপূৰ্ব্বক শ্রাদ্ধ, একরাত্র্য ত্রিরাত্র্য বা কৃচ্ছ্র সান্ত-
পন, মাসোপবাস, অস্ত্রাণ্য পুণ্যকৰ্ম্ম অধিক কি দৈত্য
পুতনের ক্ষেত্রে আসিয়া নর যে কোন কৰ্ম্ম করে
তাহার সেই কৃত কৰ্ম্ম অস্ত্রক্ষেত্র অপেক্ষা কোটিগুণ
পুণ্যের উৎপাদক হয়, সংশয় নাই । সম্যক্ ভ্যাজ্ঞা-
কল লিপুস্থ ব্যক্তি সূদৰ্শন তীৰ্থে সৰ্ব পাপ
শুদ্ধির নিমিত্ত গোদান করিবে । স্বপচ চণ্ডাল
হউক, কিস্বা তিৰ্য্যগ্ভ্যোনি জাত হউক, এই তীৰ্থে
মরিলে অবশুই অচ্যুতলোক লাভ করে । দেবি !
এই আমি তোমার নিকট সৰ্বকামফলজনক
পাপহর চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য সংক্ষেপতঃ কীৰ্ত্তন
করিলাম । ৮—১৭ ।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮২ ।

দ্রাশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর পুরোক্ত
দেবদেবের পূৰ্ব্বদিকে অবস্থিত—যোগসিদ্ধি-কল-
দায়িনী মহাদেবী যোগেশ্বরীর সন্নিধানে গমন
করিবে । এই যোগেশ্বরীর উৎপত্তিবাস্তা বলি-
তেছি, তুমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ কর । দেবি ।
পূৰ্বে মহিষ নামে এক মহাবল ঋষ্ট দানব ছিল ।
এ দানব সৰ্বদেবভয়ঙ্কর কামরূপ ও জিলোকজয়ী
হইয়া অুখ ভোগ করিতেছিল । একদা লোক-
বিধাতা ব্রহ্মা এক অপ্রতিমরূপবতী মনোহারিণী
কস্তা সৃষ্টি করেন । এই কস্তা ঘোর তপশ্চা করিতে
থাকেন । বরাননে ! কোন সময়ে নারদ
সেই রূপবতী কস্তাকে দেখিলেন ; দেখিয়া পরম
বিস্ময়াপন্ন হইলেন । ভাবিলেন—অহো কি রূপ !
কি বৈৰ্য্য ! কি কাঙ্ক্ষি ! কি শোভন যৌবন !
এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া নারদ সেই নারীকে
বলিলেন,—দেবি ! তুমি আমার আশ্রয়দান কর ;
আমি এখনও দানপরিগ্রহ করি নাই । তোমার
দৰ্শনে আমি কামবাণে স্পীড়িত হইয়াছি । ১—৭ । সেই
কস্তা কহিল,—হে সাধবর ! আমার কামধৰ্ম্মে কার্য্য
নাই । আমি কোমারব্রত অবলম্বন করিয়াই
আমার ইষ্ট বিষয় সাধন করিব । তুমি এই বিষয়ে

কথঞ্চন । তস্তাস্তবচনং শ্রুত্বা স মুনির্নাশদঃ প্রিয়ে ।
 ৯ । সমুদ্রোত্তেহগমদ্বিবাং পুরাং মহিষপালিতাম্ ।
 অর্চিতো হি মুনিস্তেন মহিষেণ মহাশ্বনা ॥ ১০ ॥
 পৃষ্ট্বা হনাময়ং দেবি দশা চার্য্যমহুতমম্ । সে হব্রদীং
 প্রাঞ্জলির্ভূত্বা কিমাগমনকারণম্ । ক্রুহি যন্তে
 ব্যবসিতং সর্বং কর্ত্ত্বান্মি নারদ ॥ ১১ ॥ অথোবাচ
 মুনিস্তত্র মহিষং দানবেশ্বরম্ । কস্তারত্নং সমুৎপন্নং
 জম্বুদ্বীপে মহানুর ॥ ১২ ॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে
 ন দৃষ্টং ন চ মে শ্রুতম্ । তাদ্রুপমহং যেন কামবাণ-
 বশীকৃতঃ ॥ ১৩ ॥ স শ্রুত্বা বচনং তস্তা কাম-
 ত্তোৎপাদনং পরম্ । জগাম যত্র সা সঙ্গী ক্লেদে
 প্রাভাসিকে স্থিতা ॥ ১৪ ॥ তামেব প্রার্থয়ামাস
 বলেন মহতা বৃত্তঃ । ভাৰ্য্যা ভব ত্বং মে ভীক
 ভুতুক ভোগায়নোরমান । এতত্তপো মহাভাগে
 বিরুদ্ধং যৌবনস্ত তে ॥ ১৫ ॥ তস্তা তদ্বচনং শ্রুত্বা
 জহাস বরবর্ণিনী । তস্তা হংসস্ত্যাক্ষি দেবেশি
 শতশোহত্থ সহস্রশঃ ॥ ১৬ ॥ নিবাসাং সহস্রা নার্যাঃ
 শত্ৰবস্তা ভয়ানকাঃ । তাভির্নিধবাসিতং সৈন্তং

কোন দৈত্য বা ক্রোধ করিও না । ঈশ্বর কহিলেন,
 —প্রিয়ে! নারদ মুনি সেই কস্তার শাদৃশ বাক্য
 শ্রবণ করিয়া মহিষানুর-পালিতা সাগর মধ্যগতা
 দিবা পুরীতে গমন করিলেন । সেখানে মহাত্মা
 মহিষ তাঁহাকে অনাময় প্রহ্নপূরক উত্তম অর্ঘ্য-
 দানান্তে প্রাঞ্জলি হইয়া তদীয় আগমনকারণ জিজ্ঞাসা
 করিল; বলিল,—বলুন আপনার প্রয়োজন কি,
 আমি সকলই সম্পাদন করিব । অনন্তর নারদ
 মুনি সেই দানবরাজকে বলিলেন—হে মহানুর!
 জম্বুদ্বীপে একটা কস্তারত্ন উৎপন্ন হইয়াছে । স্বর্গে,
 মর্ত্ত্যে বা পাতালে, কুত্রাপি আমি সেরূপ দেখি
 নাই এবং কোথায় আছে বলিয়া শুনিও নাই ।
 সেই রূপদর্শনেই আমি কামবাণের বশীভূত হই-
 য়াছি । মহিষানুর নারদের সেই কামোদ্দীপক বাক্য
 শ্রবণ করিয়া যথায় সেই সাধবী তপস্তা করিতে-
 ছিলেন, সেই প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিল । অন-
 ন্তর সেই মহাবলার্বিত মহিষ সাধবী তাপসীর নিকট
 প্রার্থনা করিল যে, হে ভীক ! তুমি আমার ভাৰ্য্যা
 হও; মনোরম ভোগ সকল উপভোগ কর । হে
 মহাভাগে! এই তপস্তা তোমার যৌবনের
 বিরোধী । মহিষের বাক্য শুনিয়া সেই বরবর্ণিনী
 হাস্ত করিলেন । হে দেবেশি! । তাঁহার হাস্ত-
 কালে নিবাসমাকৃত হইতে শত শত সহস্র সহস্র

মহিষস্ত দুরাশ্বনঃ ॥ ১৭ ॥ তস্মিন্নিপাত্যমানে তু
 সৈন্তে দানবসন্তমঃ । ক্রোধং কুত্বা ততঃ শীঘ্রং
 ভামেবাভিমুখো যযৌ ॥ ১৮ ॥ বিধ্বংসন সহিতে
 তীক্ষ্ণশৃঙ্গেহতীক্সং ভয়ানকে । তয়া সার্কং চ স্তমহং
 কুত্বা যুদ্ধং মহানুরঃ ॥ ১৯ ॥ শূলাভায়াং জগৃহে
 দেবীং সা তন্তোপরি সংস্থিতা । পদ্ম্যামাক্রম্য
 শূলে নহতো দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥ ২০ ॥ ছিরে শিরসি
 খড়্গেন তক্রপো নিঃসৃতঃ পুমান্ । রৌদ্রোহপি স
 গতঃ স্বর্গং দৈত্যো দেবাত্মপাতিতঃ ॥ ২১ ॥ ততো
 দেবগণাঃ সর্বো মহিষং বীক্ষ্য নির্জিতম্ । মহেন্দ্রাদ্যাঃ
 স্ত্বহি চক্রদেবাত্মস্তেন চেতসা ॥ ২২ ॥ দেবা উচুঃ ।
 নমো দেবি মহাভাগে গন্তীয়ে ভীমদর্শনে ।
 নয়স্থিতে অুসিদ্ধান্তে ত্রিনেত্রে বিশ্বতোমুখি ॥ ২৩ ॥
 বিদ্যাবিদ্যা জয়ে জাপ্যে মহিষানুরমদ্দিনী । সর্বগে
 সর্ববিদ্যোশে দেবি বিশ্বরূপিণি ॥ ২৪ ॥ বীতশোকে
 ক্রবে দেবি পদ্মপদ্মায়তেক্শণে । শুক্লসব্দে ব্রতস্থে
 চ চণ্ডরূপে বিভাবরি ॥ ২৫ ॥ স্বদ্বিসিক্খিপ্রেদে দেবি

ভয়ঙ্করী শস্ত্রপাণি নারী সহসা প্রাহতুত হইল । সেই
 সকল নারীর আক্রমণে দুরাত্মা মহিষানুরের সমস্ত
 বল বিধ্বস্ত হইয়া গেল । দানবশ্রেষ্ঠ মহিষ তখন
 নিজের সৈন্তবল নিপাতিত হইল দেখিয়া সক্রোধে
 সহর সেই তাপসীর অভিমুখে ধাবিত হইল । তখন
 তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অভীক্স কল্পিত করিয়া সেই মহানুর
 তপস্বিনীর সহিত ঘোর যুদ্ধ করিল এবং উভয় শৃঙ্গ
 দ্বারা তাঁহাকে উত্তোলন করিল । কিন্তু সেই দেবী
 তাহার শৃঙ্গোপরি অনায়াসে অবস্থান করিতে লাগি-
 লেন । অনন্তর দেবী পাদদ্বয় দ্বারা আক্রমণ
 করিয়া শূলাঘাতে সেই দৈত্য-পুঙ্গবকে নিহত
 করিলেন । খড়্গাঘাতে মহিষের মস্তক ছিন্ন
 হইল । তখন মহিষের অহরূপ এক পুংস
 তাহার উদর হইতে প্রাহতুত হইল । ঐ
 দৈত্য রুদ্রস্বভাব হইলেও দেবীর অস্ত্রা-
 ঘাতে পাতিত হইয়া স্বর্গলাভ করিল, তখন
 মহিষকে নির্জিত দেখিয়া মহেন্দ্রাদি দেবগণ ভূট-
 চিন্তে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন । ৮—২২ ।
 দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি, মহাভাগে! তুমি
 গস্তার ভীমদর্শনা, নীতিস্থিতা, অুসিদ্ধান্তা, ত্রিনেত্রী,
 বিশ্বতোমুখী, বিদ্যাবিদ্যা, জয়া, জাপ্যা, মহিষানুর-
 মদ্দিনী, সর্বগা ও সর্ববিদ্যোশা । হে দেবি!
 হে বিশ্বরূপিণি! তুমি বীতশোকা, ক্রবা, পদ্ম-
 পদ্মায়তনয়না, শুক্লসব্দা ব্রতস্থা, চণ্ডরূপা, বিভাবরী,

কালনৃত্যে ধৃতিপ্রিয়ৈঃ শাক্তি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মি সর্গ-
দেবনমস্কৃতে ॥ ২৬ ॥ ঘণ্টাহস্তে শূলহস্তে মহামহিম-
মদ্দিনী। উগ্ররূপে বিরূপাক্ষি মহামায়েহমৃত-
শিবে ॥ ২৭ ॥ সর্বগে সর্বদে দেবি সর্বসম্ময়োত্তবে।
বিদ্যাপুরাণশল্যনাং জননি ভূতধারিণী ॥ ২৮ ॥
সর্বদেবরহস্যানাং সর্বসম্বতঃ শুভে। ত্বমেব
শরণং দেবি বিদ্যাবিদ্যে শ্রিয়েহশ্রিয়ে ॥ ২৯ ॥ এবং
জ্ঞাতা সুরৈর্দেবি প্রণম্য ঋষিভিস্তথা। উবাচ
হস্তী বাক্যং বৃক্ষং বরমুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥ দেবা
উচুঃ। স্তবেনানেন যে দেবি অবন্ত্যত্র নরোত্তমাঃ।
তে সন্ত কামৈঃ সম্পূর্ণা বরবর্ষা নিরন্তরম্ ॥ ৩১ ॥
অশ্বিনু ক্লেদে ত্বয়া বাসো নিত্যং কার্যঃ
শুচিশ্রিতে ॥ ৩২ ॥ এবমস্মিতি সা দেবী দেবানুজ্ঞা
বরাননে। বিসৃজ্য ঋষিসত্ত্বাশ্চ তত্রৈব নিরতা-
ভবৎ ॥ ৩৩ ॥ অশ্বযুক্তরূপকস্য নবম্যাং যো
বরাননে। উপবাসপরো ভূত্বা তাং প্রপশ্যতি
ভক্তিতঃ। তন্ত পাপং কয়ং যতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে
যথা ॥ ৩৪ ॥ য এতৎ পঠতি স্তোত্রং প্রাতরুথায়
মানবঃ। ন ভীঃ সম্পদাতে তন্ত যাবজ্জীবং নরন্ত
বৈ ॥ ৩৫ ॥ আশ্বযুক্তরূপকে যা অষ্টমী মূল-

সংযুতা। সা মহানামিকা প্রাণা ঘেষাং তন্তাং গতঃ
শুভে ॥ ৩৬ ॥ তেবাং স্বর্ণে ধ্রুবং বাসো বীর্য্যন্তে-
হম্বরসাং প্রিয়াঃ ॥ ৩৭ ॥ মনস্তরেষু সর্কেষু কলদিষু
সুরেশ্বরী। এষ এব ক্রমঃ প্রোক্তো বিশেষঃ শৃণু
সাম্প্রতম্ ॥ ৩৮ ॥ আশ্বযুক্তরূপকে যা পঞ্চমী
পাপনাশিনী। তন্তাং সম্পূজয়েদ্রাত্রৌ খড়্গমন্ত্রে-
র্বিভূষিতম্ ॥ ৩৯ ॥ মণ্ডপং কারয়েত্তত্র নবসপ্তকয়ং
তথা। প্রাণদকপ্রবণে দেশে পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
যোগেশ্বর্যাঃ সন্নিধানৈ বিধিনা কারয়েদ্বিজঃ ॥ ৪০ ॥
আর্য্যেয়াং কারয়েৎ কুণ্ডং হস্তমাত্রং স্নানোত্তমম্।
মেখলাভয়সংযুক্তং যোন্তাশ্বখদলাভয়া ॥ ৪১ ॥
শাত্তোক্তং মন্ত্রসংযুক্তং হোতব্যং পায়সং ততঃ।
ততঃ খড়্গং তু সংপ্রাপ্য পঞ্চায়তরসেন বৈ।
পূজয়েদ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈশ্চৈবপূর্য্যং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৪২ ॥
অসির্বিশসনঃ খড়্গঃ প্রাণিতুতো হুয়াসদঃ।
অগম্যে বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মাধারস্তথৈব চ। ইত্যাক্তৌ
তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেদশা ॥ ৪৩ ॥
নক্ষত্রং কৃত্তিকা তুভ্যং গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
হিরণ্যক শরীরং তে ধাতা দেবো জনা-

শক্তি-সন্ধি প্রদা, কালনৃত্য, ও ধৃতিপ্রিয়া। হে
শক্তি! তুমি ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মী, সর্ব-সুরবন্দিত-
ঘণ্টাহস্তা, শূলহস্তা, মহামহিমমদ্দিনী, উগ্ররূপা
বিরূপাক্ষী, মহামায়া, অমৃত, শিবা, সর্বগা, সর্বদা
এবং সর্বসম্ময়োত্তবা। হে জননি! হে বিদ্যা
বিদ্যা! তুমি ভূতধারিণী, সমস্ত বেদরহস্য ও সমস্ত
সম্মালাদিগের তুমিই একমাত্র আশ্রয়। দেব ও
ঋষিগণ এইরূপে দেবীকে স্তব ও প্রণাম করিলে
তিনি হস্তপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমরা উত্তম বর
প্রার্থনা কর। দেবগণ, কহিলেন,—হে দেবি! এই
স্তব দ্বারা যে সকল নরশ্রেষ্ঠ অপনাকে এখানে স্তব
করিবে, তাহারা বহুবর্ষ পর্য্যন্ত নিয়ত সর্ব কামপূর্ণ
হইয়া থাকিবে। আর, হে শুচিশ্রিতে! এই ক্লেদে
নিত্য তুমি বাস করিবে। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।
হে বরাননে! সেই দেবী দেবগণের প্রার্থনায়
'এবমন্ত' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং ঋষি-
গণকে বিদায় দিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে
লাগিলেন। যে ব্যক্তি আশ্বিনের গুরু নবমীদিনে
উপবাসী থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করে,
সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ভায়া তাহার পাপ কয়
হইয়া যায়। যে মানব প্রভাতে উঠিয়া এই স্তোত্র

পাঠ করে, আজীবন তাহার আর কোনই ভয়
থাকে না। আশ্বিনের স্কলানক্ষত্রাধিত শুক্লাষ্টমী
মহানীলিকা নামে অভিহিত। ঐ দিন যাহাদের
প্রাণ অপগত হয়, তাহাদের স্বর্গবাস নিশ্চিতই;
সেই সকল বীর স্বর্ণে অম্বরাদিগের প্রিয় হইয়া
থাকে। হে সুরেশ্বরী! সমস্ত মনস্তরে ও সর্ব-
কল্পে এইরূপ ক্রমই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বিশেষ
শ্রবণ কর। আশ্বিনের গুরুপক্ষীয় পাপহারিণী
পঞ্চমীর রাজিতে পূজা করিবে, খড়্গমন্ত্র দ্বারা ভূষিত
নব বা সপ্তহস্তমিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। ঐ মণ্ডপের
উদকপ্রবণ দেশ পতাকারাজি দ্বারা অলঙ্কৃত
হইবে। ব্রাহ্মণ যোগেশ্বরের সন্নিধানৈ বিধিপূর্ব্বক
এইরূপে মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া পরে অরিকোণে এক
হস্তমাত্র স্নান্য কুণ্ড প্রস্তুত করিবে। ঐ কুণ্ড জি-
মেখলা ও অশ্বখদলাত যোনি দ্বারা আবৃত হইবে।
২৩—৪১। অনন্তর মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পায়স হোম
করিবে। পরে পঞ্চায়তরসে খড়্গা স্নান করাইয়া
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বিবিধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।
অনন্তর বলিবে—হে দেব! অসি বিশসন, খড়্গ,
প্রাণিতুত, হুয়াসদ, অগম্য, বিজয়, ও ধর্ম্মাধার
এই তোমার অষ্ট নাম স্বয়ং বিধাতা বলিয়াছেন।
তোমার নক্ষত্র—কৃত্তিকা, গুরু—মহেশ্বর দেব,

দ্বিনঃ। পিতা পিতামহো দেব স্তেন পালঃ
সৰ্বদা ॥ ৪৪ ॥ এবং সম্পূজা বিধিনা তং
খড়গং ব্রাহ্মণোক্তমৈঃ। ভ্রাময়েন্নগরে ব্রাত্তো
নান্দীঘোষপুরঃসরম্ ॥ ৪৫ ॥ সৰ্বসৈন্তেন
সংযুক্তস্তত্র ব্রাহ্মণপুত্রবৈঃ। এবং কুদ্রা বিধানং তু
পুনর্যোগেশ্বরীং নয়ৎ। উচ্চাৰ্য্য মন্ত্রমেবং বৈ
খড়গং তস্মৈ সমর্পয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ অগ্নেনে সমা-
লেখ্য চন্দ্রেন বিলেপিতম্। বিশ্বপত্রকৃতং মালাং
তস্মৈ দেব্যে নিবেদয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ তুর্গে তুর্গার্জিহে
দেবি সৰ্বহর্গতিনাশিনি। জাহি মাং সৰ্বহর্গেষু
তুর্গেহং শরণং গতঃ ॥ ৪৮ ॥ দট্টবর্মধ্যং দেবেশি
তত্র খড়গং জাগুয়াৎ। নিত্যং সম্পূজ্য বিধিনা
অষ্টম্যাং যাবদেব, ॥ ৪৯ ॥ তত্রাত্তো জাগরং কুদ্রা
প্রভাতে হরুণোদয়ে। পাতয়েন্নহিষায়েনানগ্রতো
গতকক্করান্ ॥ ৫০ ॥ শতমর্দনশতং বাপি তদর্দার্কং
যথেষ্টম্। সুরাসবভূতৈঃ কুন্তৈস্তপয়েৎ পরমে-
শ্বরীম্ ॥ ৫১ ॥ কাপালিকেভ্যস্তদ্যেং দাসাদাসজনে
তথা। ততোহপরাক্রময়ে নবম্যাং স্তন্দনে স্থিতাম্ ॥
৫২ ॥ যোগেশীং ভ্রাময়েদ্রাত্রে স্বয়ং রাজা শ্বৈস্তপ-

শরীর—হিরণ্য, নির্ম্মাপকর্তা দেব জনার্দিন এবং
পিতা—ব্রহ্মা, তুমি সৰ্বদা স্বদেশে ছায়া রক্ষা কর।
এইরূপ খড়গমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যথাবিধি পূজা
করিয়া ব্রাহ্মণোক্তগণ রাজ্যিতে নান্দীঘোষপুরঃসর
উক্ত খড়গ নগরে ভ্রমণ করাইবেন। বিপ্রবরগণ
সর্বসৈন্ত সমভিব্যাহারে এইরূপ বার্ষ্য করিয়া পরে
ঐ খড়গ যোগেশ্বরের নিকট লইয়া যাইবেন এবং
যথোচ্চারণপূর্বক অগ্নি দ্বারা সমালেপন ও চন্দ্রন
দ্বারা বিলেপিত করিয়া উহা তাঁহাকে অর্পণ করি-
বেন। তদনন্তর বিশ্বপত্রকৃত মালা সেই দেবীকে
নিবেদন করিয়া দিবেন। হে দেবেশি! পরে
'তুর্গে তুর্গার্জিহে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য
এবং খড়গ দানান্তে রাজি জাগরণ করিবে। এই-
রূপে অষ্টমী তিথি যাবৎ নিত্য নিত্য যথাবিধি
পূজা করিয়া অষ্টমীর রাজি জাগরণপূর্বক প্রভাতে
অরুণোদয় বেলায় মহিষ ও মেঘ সকল বলি প্রদা-
নান্তে তাহাদের মন্তকসমূহ দেবীর সম্মুখে নিক্ষেপ
করিবে। অনন্তর সুরাসবপূর্ণ কুন্তসমূহ দ্বারা
পরমেশ্বরীকে শত অর্দ্ধশত তদর্ক অথবা যথেষ্ট
সংখ্যক বার তর্পণ করিবে; তর্পণান্তে ঐ সুরাসব
কাপালিক দাস-দাসীদিগকে অর্পণ করিবে। অন-
ন্তর নবমীর দিন অপরাহ্নে রাজা নিজ সৈন্তপরি-

বান। নদন্তিঃ শঙ্খপট্টহঃ পঠন্তিকটুগারণৈঃ ॥ ৫৩ ॥
ভূতেভ্যশ্চ বলিং দদ্যাম্রজ্ঞেয়ানেন ভামিনি।
সরক্তং সজলং সাম্রং গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যুতম্ ॥ ৫৪ ॥
ত্রৌ বারাক্ষ ত্রিশূলেন দিগ্ধিক্ষু ক্লেপেত্বলিম্।
বলিং গৃহস্থিমে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা ॥ ৫৫ ॥
মকতোহথাশ্বিনো কুদ্রাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগা গ্রহাঃ।
সৌম্যা ভবন্ত তৃপ্তাশ্চ ভূতাঃ প্রেতাঃ সুখাবহাঃ ॥
৫৬ ॥ য এবং কুর্ষতে যাত্রাং ব্রাহ্মণাঃ ক্ষেত্র-
বাসিনঃ। ন তেবাং শত্রবো নারিণ চোরা ন
বিনায়কাঃ। বিশ্বং কুর্ষন্তি দেবোশি যোগেশ্বর্যাঃ
প্রসাদতঃ ॥ ৫৭ ॥ স্তুগিনো ভোগভোক্তারঃ সর্বাশ্বক-
বিবর্জিতাঃ। ভবন্তি পুরুষা ভক্তা যোগেশ্বর্যা-
নিরন্তরম্ ॥ ৫৮ ॥ ইতোষ তে সমাখ্যাতো যোগে-
শ্বর্যা মহোৎসবঃ। পঠতাং শ্রুতাং চৈব সর্বাশ্বত-
বিনাশনঃ ॥ ৫৯ ॥ শূলাগ্রভিন্নমহিষাসুরপৃষ্ঠশীঠামুৎ-
খাতখড়গকচিত্রাঙ্গদবাহদণ্ডম্। অভ্যর্চ্য পঞ্চবদ-
নাম্নগতাং নবম্যাং তুর্গাং স্তুর্গগহনানি তরন্তি
মর্ত্যাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি জীকান্দে যোগেশ্বরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

বৃত্ত হইয়া যোগেশী দেবীকে স্তন্দনে আরোপণ-
পূর্বক রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করাইবেন। ঐ সময়
শঙ্খ ও পটহধ্বনি হইতে থাকিবে, এবং বটু ও
চারণচয় স্ততিপাঠ করিবে। তারপর 'বলিং গৃহস্থিমে
দেবা' ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতগণকে রক্ত, জল, অন্ন,
গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতযুক্ত বলি প্রদানপূর্বক ত্রিশূল
দ্বারা বারংবার দিগ্ধিক্ষুতে ঐ বলিদ্রব্য নিক্ষেপ
করিবে। এইরূপে যে সকল ক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণ
যোগেশ্বরের উৎসব কার্য্য সমাধা করে, শত্রু, অগ্নি,
বীর বা বিনায়কগণ তাহাদের বিষাচরণ করিতে
পারে না; যোগেশ্বরের প্রসাদেই তাহারা নির্ভয়
হয়। যোগেশ্বরের ভক্তগণ নিয়ত সুখী, ভোগী
ও সর্বোপদ্রবহীন হইয়া থাকে। এই আমি
তোমার নিকট যোগেশ্বরের মহোৎসব বৃত্তান্ত
বাক্ত করিলাম। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে
সর্ব অশুভ বিনষ্ট হয়। যিনি শূলাগ্র দ্বারা মহিষা-
সুরের পৃষ্ঠশীঠ নির্ভিন্ন করিয়াছেন, উদ্যত খড়গ
ও স্তন্দর অঙ্গদ দ্বারা যাহার বাহদণ্ড বিম্বণ্ডিত
হইয়াছে, সেই পঞ্চবদনাম্নগামিনী তুর্গাদেবীকে যে

চতুর্থশীতিতমোধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি আদিনারায়ণঃ হরিম্ । তস্মাচ্চ পূৰ্বদিগ্ভাগে সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ পাত্ৰকাসনসংযুক্তঃ সৰ্বদৈত্যাস্তকারিণম্ । আদৌ কৃতযুগে দেবি দৈত্যোহুঃ ক্রমেঘবাহনঃ ॥ ২ ॥ মহাবলো মহাকাযো যোজনাযুতবিস্তরঃ । অজ্যেয়ঃ সৰ্বদেবানাং ত্রৈলোক্যক্ষয়কারকঃ । ব্রহ্মণা তস্মা তুষ্টেন বরো দত্তো বরাননে ॥ ৩ ॥ যদা পাত্ৰকয়া বিষ্ণুশ্চাঃ হনিষ্যতি সংযুগে । তদৈব মৃত্যুৰ্ভবিতা নাস্তথা মরণং তব ॥ ৪ ॥ ঈতি লঙ্ঘয়িত্ব দৈত্যঃ সন্তাপয়তি ভূতলম্ । যুগানাং কোটিমেকাং তু সদেবানুরমাভূষম্ ॥ ৫ ॥ সন্তপ্য বহুধা দেবি দক্ষিণোদধিমাগতঃ । তত্র বিধ্বংসয়ামাস ঋষীণামাশ্রমাণি বৈ ॥ ৬ ॥ ততস্ত ঋষয়ঃ সৰ্বৌ বিধ্বস্তাশ্রমমণ্ডলাঃ । শরণং চৈব সম্প্রাপ্তা দেবদেবঃ তু

সকল মানব নবমাদিনে অর্চনা করে, তাহার। স্নত্বগ্নম গহনরাশি উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । ৪২—৬০ ।

দ্রাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৩ ।

চতুর্থশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর আদিনারায়ণ হরির সন্নিধানে গমন করিবে। ঐ হরি যোগেশ্বরী পূৰ্বদিগকে সকল পাতকহররূপে বিরাজমান। উনি পাত্ৰকা ও আসনযুক্ত এবং নিখিল দৈত্যের অন্তকারী। দেবি! কৃতযুগের প্রথমে মেঘবাহন নামে এক দৈত্য ছিল। ঐ দৈত্য মহাবীর, মহাকায, যোজনাযুত বিস্তৃত দেহ, সৰ্বদেবের অজ্যেয় ও ত্রিলোকবাসীরা অনিষ্টকর। হে বরাননে! ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া একদা তাহাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, যখন বিষ্ণু সময়ে তোমাকে পাত্ৰকা দ্বারা আহত করিবেন, তখনই তোমার মৃত্যু হইবে, অন্যথা তোমার মৃত্যু নাই। সেই দৈত্য এইরূপ লঙ্ঘন হইয়া নির্ভয়ে ভূতলে উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবি! কোটিযুগ যাবৎ দেব ও মনুষ্যদিগের উপর তাহার নানাপ্রকার উপদ্রব অত্যাচার চলিল; অবশেষে সে দক্ষিণোদধির তীরে আগমন করিল। এখানে আশিষ্য ঐ দৈত্য ঋষিগণের আশ্রমসমূহ ধ্বংসবিধ্বস্ত করিল। অনন্তর ঋষিগণ সকলেই নষ্টাশ্রম হইয়া

কেশবম্ । অজ্যেয়ং তং তু সংজ্ঞাত্বা তুষ্টিবৃক্‌ভধ্বজম্ ॥ ৭ ॥ ঋষয় উচুঃ । নমঃ পরমকল্যাণ-কল্যাণায়া-স্বাযোগিনে । জনাদিনায় দেবায় জীধরায় চ বেধসে ॥ ৮ ॥ নমঃ কমলকিঞ্জলকম্বুবর্ণমুকুটায় চ । কেশবায়াতি-স্বাক্ষায় বৃহস্পতি নমোনমঃ ॥ ৯ ॥ মহাত্মনে বরেণ্যায় নমঃ পঙ্কজনাভয়ে । নমোহস্মায়াহরয়ে হরয়ে হরি-বেধসে ॥ ১০ ॥ হিরণ্যগর্ভগর্ভায় জগতঃ কারণাত্মনে । অচ্যুতায় নমো নিত্যমনন্তায় নমো নমঃ ॥ ১১ ॥ নমো মায়াপাঠকজগদ্ধাত্রে মহাত্মনে । সংসার-সাগরোত্তারজ্ঞানপোতপ্রদায়িনে । অকুঠমতি ধাত্রে সর্গস্থিতাস্তকর্ম্মণে ॥ ১২ ॥ যথাহি বাসুদেবেতি প্রোক্তে নশ্চিতি পাতকম্ । তথা বিলয়মভ্যেতু দৈত্যোহয়ং মেঘবাহনঃ ॥ ১৩ ॥ যথা বিষ্ণুঃ স্বভ-ক্ষেষু পাপমাপ্রোতি সংস্থিতম্ । তথা বিনাশমায়াতু দৈত্যোহয়ং পাপকর্ম্মকরং ॥ ১৪ ॥ স্মৃতমাত্মো যথা বিষ্ণুঃ সর্গপাপং ব্যাপোহতি । তথা প্রাণাশমভ্যেতু দৈত্যোহয়ং মেঘবাহনঃ ॥ ১৫ ॥ তবন্ত তজ্জাণি সমস্তদোষাঃ প্রযাস্ত নাশং জগতোহবিলস্ত ।

দেবদেব কেশবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার। দৈত্যের কুজাণি পরাজয় সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া একান্তে গুরুভধ্বজেরই স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—যিনি পরম কল্যাণের কল্যাণ, আত্মযোগী, জনার্দ্রন, জীধর, বিধাতৃদেব, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি কমলকিঞ্জলের স্তায় সুবর্ণ মুকুট ধারণ করেন, ঐহার নাম কেশব, যিনি অতীবস্বাক্ষ অথচ বিরাটমূর্তি, তাঁহাকে আমাদের বারবার নমস্কার। যিনি মহাত্মা, বরেণ্য পঙ্কজনাভ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি মায়াহারি, হরি, হরিবেধা, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি হিরণ্যগর্ভের গর্ভ, জগতের কারণাত্মা অচ্যুত, নিত্য সিদ্ধ, অনন্ত তাঁহাকে আমাদের বারবার নমস্কার। ১—১১। এই জগদগৃহ যদীয় মায়াপটে আচ্ছন্ন, যিনি মহাত্মা, সংসারসাগরপারের জ্ঞানপোত প্রদাতা, অকুঠমতি, ধাতা, ও সৃষ্টি-স্থিতিলয়কর্তা তাঁহাকে আমরা ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। বাসুদেব এই নাম গ্রহণেই যেমন পাতক নাশ হয়, তেমনি এই মেঘবাহন দৈত্য বিনষ্ট হউক, বিষ্ণু যেমন ঋষি ভক্তবৃন্দের পাপনাশ করেন, তেমনি এই পাপকর্ম্মকারী দৈত্যও তাঁহার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হউক। স্মরণমাজেই বিষ্ণু যেমন সর্বপাপ হরণ করেন, এই মেঘবাহন দৈত্য তেমনি ভাবে বিনষ্ট হউক;

অভেদ্যতত্ত্বা পরমেশ্বরেণ স্মৃতে জগদ্ধাতরি
বাসুদেবে ॥ ১৬ ॥ যে ভূতলে যে দিবি যেহস্তরিক্কে
রসাতলে প্রাণিগণাশ্চ কেচিৎ ॥ ভবন্ত তে সিদ্ধি-
যুতা নরোত্তমাঃ স্মৃতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে ॥ ১৭ ॥
যে প্রাণিনঃ কুত্রচিদত্র সন্তি ত্রাকাশমধ্যে পরতন্ত
কেচিৎ ॥ তেষাং তু শিক্তিঃ পরমাত্মনিষ্ঠা স্মৃতে
জগদ্ধাতরি বাসুদেবে ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ ইতি
শ্রুতস্তদা দেবি আদিনারায়ণো হরিঃ ॥ জাহ্নবা স
ভাবি কার্য্যঃ তৎ সমাক্রুচ্চ পাত্ৰকাম ॥ ১৯ ॥
বভূব তেষাং প্রত্যক্ ঋষীণাং পাপনাশনঃ ॥ উবাচ
প্রণতান্ সন্ধান কিং বা কার্য্যঃ হৃদি স্থিতম্ ॥ ২০ ॥
কথ্যতাং তৎকরিয়ামি ব্রহ্মবন্তোজ্ঞেণ তর্জিতঃ ॥
২১ ॥ ইত্যুক্তা ঋষয়ঃ সর্বে কৃতাজলিপুটাঃ স্থিতাঃ ॥
আদিদেবঃ হরিং প্রোচুঃ সর্বে নতশিরোধরাঃ ॥ ২২ ॥
ঋষয় উচুঃ ॥ জানাসি সর্বং ত্বং দেব ন চাত্য-
স্মিদিতং তব ॥ ইমং দৈত্যং মহাদেব ॥ ২৩ ॥
মহাবলম্ ॥ যথেষৎ সকলং বিষঃ নিরাতক্যঃ ভবেৎ
প্রভো ॥ ২৪ ॥ ইত্যুক্তেষুস্তদা বিষ্ণুদৈত্যমাহুয়
সংযুগে ॥ তাড়য়ামাস তং দৈত্যং হৃদি পাত্ৰকাম
শুভে ॥ ২৪ ॥ স হতঃ পতিতো দৈত্যো বিগ-

নিখিল জগতের মঙ্গল হউক, নিখিল দোষ নষ্ট হউক,
বাসুদেব জগতের ধাতা, পরমেশ্বর, তাঁহার
শ্রমণে ভূতল নভস্তল ও রসাতলবাসী প্রাণিগণ
সকলেই সিদ্ধিসম্পন্ন হউক ॥ জগদ্বিধাতা বাসু-
দেবের স্তব করিয়া ত্রাকাশের অন্তরে বাহিরে যে
কোন স্থানে যত প্রাণী আছে, তাহাদের সকলেরই
অনবদ্য পরম সিদ্ধি লাভ হউক ॥ ঈশ্বর কহি-
লেন,—দেবি! তৎকালে ঐরূপ স্তব করিলে
আদিনারায়ণ হরি ভাবী কার্য্য অবগত হইয়া
পাত্ৰকা গরিধানপূর্ব্বক সেই সকল স্তাবক ঋষি-
মণ্ডলীর সাক্ষাতে প্রাক্কর্ত্ত হইলেন ॥ এবং
প্রণত ঋষিগণকে বলিলেন,—তোমাদের মনোমত
কার্য্য কি? তাহা প্রকাশ কর; তোমাদের স্তব-
ভুষ্ট আমি, অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব ॥
বাসুদেব এই কথা কহিলে ঋষিগণ কৃতাজলিপুটে
নতকণ্ঠে কহিলেন—দেব! আপনি সকলি
জানেন; আপনার অবিস্তিত কিছুই নাই ॥ হে
মহাদেব! এই মহাবল দৈত্যকে আপনি সংহার
করুন ॥ প্রভো! এ জগৎ নিরাতক্য হউক ॥
তাহাঁরা এই কথা কহিলে, বিষ্ণু সময়ে দৈত্যকে
আত্মানপূর্ব্বক পাত্ৰকা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে আঘাত

তাস্ত্রর্নহোদধৌ ॥ হস্তা দৈত্যবরঃ দেবস্তত্র
স্থানে স্থিতোহভবৎ ॥ পাত্ৰকাসনসংস্থত তজ্জা-
দ্যাপি বরাননে ॥ ২৫ ॥ যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা
একাদশ্যাং নরোত্তমঃ ॥ সোহশ্বমেধকলং প্রাপ্য
মোদতে দিবি দেববৎ ॥ ২৬ ॥ গোলকং
ব্রাহ্মণে দত্তা যৎকলং প্রাপুয়ান্নরঃ ॥ তদাদিদেবে
গোবিন্দে দৃষ্টে ভক্ত্যা কলং লভেৎ ॥ ২৭ ॥ কলৌ
কৃতযুগং তেষাং ক্রেশস্তেষাং সুখাধিকঃ ॥ আদি
নারায়ণো দেবো যেষাং হৃদয়ংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
একাদশ্যাং রবিদিনে স্নাত্বা সন্নিহিতাজলে ॥ আদি
নারায়ণঃ পূজ্য মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ২৯ ॥ ইতি তে
কথিতং দেবি মাধব্যাং বিষ্ণুদৈবতম্ ॥ ৩০ ॥
হরং নৃণাং দারিদ্র্যোপবিনাশনম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি ত্রীকান্দে আদিনারায়ণমাধ্যায়বর্ণনং

নাম চতুর্দশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

করিলেন ॥ হে শুভে! তখন সেই দৈত্য গতাশু
হইয়া মহাক্রিয়াধো পতিত হইল ॥ দেব জনার্দন
দৈত্যহত্যা করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে
লাগিলেন ॥ হে বরাননে! অদ্যাপি তিনি সেই
পাত্ৰকাসনে অবস্থিত আছেন! যে নরবর একা-
দশী দিনে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্চনা করে, তাহার
অশ্বমেধকল হয়, সে দেবতার স্তায় স্বর্গে বিহার
করে ॥ লক্ষ গোদানে লোক যে কল প্রাপ্ত হয়,
একমাত্র আদিদেব গোবিন্দকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন
করিলে সেই কল হইয়া থাকে ॥ অনাদি নারায়ণ
দেব তাহাদের হৃদয়ে বিরাজমান, কলিকালও তাহা-
দের কৃতযুগ এবং ক্রেশও তাহাদের সুখাধিক ॥
নর রবিবার একাদশীদিনে সন্নিহিতাজলে স্নানপূর্ব্বক
আদি নারায়ণদেবকে পূজা করিলে ভববন্ধন হইতে
মুক্ত হইয়া থাকে ॥ দেবি! এই আমি তোমার নিকট
বিষ্ণুদৈবত মাধব্যা কীর্ত্তন করিলাম ॥ ইহা শ্রবণে
নরগণের পাপ তাপ ও দারিদ্র্য নাশ হয় ॥ ১২—৩০ ॥

চতুর্দশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । তত্র সন্নিহিতা প্রোক্তা যা যয়া
বৃষভধ্বজ । কথং দেব সমায়াত কুরুক্ষেত্রায়মহানদী ।
কিঞ্চিৎপ্রোক্তা তু সা প্রোক্তা কলং স্নানাদিকেন কিম্ ॥
১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যত্র
সন্নিহিতা শুভা । পাপপ্তী সর্ষজন্তানাং দর্শনাৎ
স্পর্শনাদপি ॥ ২ ॥ আদিনারায়ণাদেবি পশ্চিমে
ধনুর্বাৎ জয়ে । সংস্থিতা সা মহাদেবী সন্নিজ্ঞপা
মহানদী ॥ ৩ ॥ কথয়ামি সমাসেন তত্ত্বংপতিং শৃণু
শ্রিয়ে । জরাসন্ধভয়াদেবি বিষ্ণুঃ পরিজনৈঃ সহ ॥৪॥
গৃহীত্বা যাদবান্ সর্ষান্ বালবৃদ্ধবণিগুজানান্ । স শূন্তাং
মথুরাং কৃত্বা প্রভাসং সমুপাগতঃ ॥ ৫ ॥ সমুদ্রং প্রার্থয়া-
মাস স্থানং সংবাসহেতবে । এতন্নিম্নেবকালে তু দেব
দেবো দিবাকরঃ ॥ ৬ ॥ সংগ্রস্তো রাহণা দেবি পর-
কালে হাপস্থিতে । তং দৃষ্ট্বা যাদবঃ সর্ষে বিষাদং
পরমং গতাঃ ॥ ৭ ॥ অপ্রাপ্তাঃ সন্নিহিতায়াং তাল্লব্যাচ
জনর্দনঃ । মা বিষাদং যত্নেষ্ঠা ব্রজধ্বং ময়ি
সংস্থিতে ॥ ৮ ॥ দৃষ্টতাং মৎপ্রভাবোহদ্য ধর্ম্মার্থমিহ

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—বৃষধ্বজ ! আপনি যে
তথায় সন্নিহিতার কথা কহিলেন,—ঐ মহানদী
কুরুক্ষেত্র হইতে কিরূপে আসিল ? উহার প্রভাব
কিরূপ ? এবং উহাতে স্নানদানাদি করিলেই বা
কিরূপ ফল ফলে ? ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ।
শ্রবণ কর, শুভদায়িনী সন্নিহিতা নদী দর্শনে-স্পর্শনে
সর্ষজীবের পাপপ্তী সন্নিহিতা নদী যথায় প্রবাহিত,
তাহা বা-তেছি । আদি নারায়ণের পশ্চিমে তিন
ধনু দূরে ঐ সন্নিজ্ঞপিনী মহাদেবী মহানদী অবস্থান
করিতেছেন । শ্রিয়ে । শ্রবণ কর, এক্ষণে সংক্ষেপে
উহার উৎপত্তিবর্ত্তা বলিতেছি । হে দেবি !
পূর্বে বিষ্ণু জরাসন্ধের ভয়ে স্বীয় পরিজন সহ
যত্বংশীয় বালক বৃদ্ধ ও বণিগদিগকে লইয়া মথুরা-
পুরী জনশূন্ত করিয়া প্রথমে প্রভাসে আসিয়া
উপস্থিত হন এবং বাসের নিমিত্ত সমুদ্রের নিকট
স্থান প্রার্থনা করেন । ইত্যবসরে পরীকাল উপস্থিত
হইল । দেবদেব দিবাকর রাহগ্রহ হইলেন ।
তদদর্শনে যাদবগণ সকলেই অত্যন্ত বিষম হইলেন ।
এমন দিনে সন্নিহিতা নদী যাইতেছেন না বলিয়াই
ঐহাদের বিষাদ হইল । জনর্দন ঐহাদিগকে
কহিলেন,—হে যত্নেষ্ঠগণ । আমি থাকিতে

ভূতলে । আনয়িষ্যামাহং সম্যকপুণ্যং সন্নিহিতং
সরঃ ॥ ১ ॥ এবমুক্তা স ভগবান্ সমাধিহো বহুব
হ । এবং সছ্যায়তন্তস্ত বিষ্ণোরমিতভেজসঃ ॥১০॥
প্রাহুর্ভূতা ততস্তস্ত বারিধারাগ্রতঃ শুভা । বিভেদ্যা
ধরণীপৃষ্ঠং স্নানার্থং চান্মুরদ্বিষঃ ॥ ১১ ॥ ততস্তে
যাদবঃ সর্ষে রামসাদৃশপুরোগমাঃ । চক্ৰঃ স্নানং
মহাদেবি রাহগ্রস্তে দিবাকরে ॥ ১২ ॥ প্রাপ্তপুণ্যা
বহুবৃন্তে সন্নিহিত্যাসমুত্তবম্ । কুরুক্ষেত্রস্ত যাত্রায়াঃ
প্রাপ্য সম্যক ফলং হি তে ॥ ১৩ ॥ এবং তৎসম-
মুপ্রাপ্তং পুণ্যং সন্নিহিতং সরঃ । তত্র স্নানং মহা-
দেবিরাহগ্রস্তে দিবাকরে । অগ্নিষ্টোমস্ত যজ্ঞস্ত ফলং
প্রাপ্নোত্যশেষতঃ ॥ ১৪ ॥ ত্রৈযুক্ত্য ভোজয়েদ্বিপ্রং
যদ্রসং বিধিপূরকম্ । একেন ভোজিতেনৈব
কোটিভবতি ভোজিতা ॥ ১৫ ॥ যন্তত্র কারয়েদ্ধোমং
সন্নিহিত্যাসমীপতঃ । ত্রৈকোহহুতিদানেন কোটি-
হোমফল লভেৎ ॥ ১৬ ॥ মন্ত্রজাপাং তু কুরুতে
তত্র স্থানে স্থিতো যদি । একৈকমন্ত্রজাপোয়ন
কোটিজাপ্যফলং লভেৎ ॥ ১৭ ॥ সুবর্ণদানং দাতব্যং

আপনারা বিষম হইবেন না ; ধর্ম্মার্থ এ
ভূতলে আমার প্রভাব কতদূর, তাহা আপনারা
দেখুন । আমি সেই পুণ্য সন্নিহিত সরোবর
এইখানেই আনয়ন করিব । ১—১০ এই বলিয়া সেই
ভগবান্ তখন সমাধিস্থ হইলেন । ধ্যান করিতে
করিতে সেই অমিতভেজা বিষ্ণুর অগ্রভাগে ভূপৃষ্ঠ
ভেদ করিয়া অসুরদেবী যাদবগণের স্নানের
নিমিত্ত বারিধারা প্রাহুর্ভূত হইল । তখন রাম সাহ
প্রমুখ যাদবগণ সকলেই স্বর্ঘ্যগ্রহণ উপলক্ষে সেই
বারিধারায় স্নান করিলেন । তথায় স্নানমাত্র ঐহারা
সন্নিহিতা জলে স্নান জন্ত পুণ্য প্রাপ্ত হইলেন । কুরু-
ক্ষেত্র যাত্রার সম্যকফল ঐহাদের অধিগত হইল ।
এইরূপে সেই পুণ্য সন্নিহিত সরোবরের সন্নিধান
হইয়াছিল । হে মহাদেবি । রাহগ্রস্ত-দিবাকরে
তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি তথায় বৈধভাবে ব্রাহ্মণকে
যজুঃসময় অন্ন ভোজন করায়, একটী মাত্র ব্রাহ্মণ
ভোজনেই তাহার কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল
হয় । সন্নিহিতার সমীপে যে নর হোম করে, এক
এক আহুতি দানেই তাহার কোটিহোমফল হইয়া
থাকে । সেই স্থানে থাকিয়া যদি মন্ত্র জপ করে,
তবে এক একবার জপেই কোটি কোটি জপফল

তত্র যাত্রাকলেপ্তুভিঃ। স্নানং সম্পূজনীয়শ্চ
আদিদেবো জনার্দনঃ ॥ ১৮ ॥ ইতি বৈ কথিতং
সম্যক্ কলং সান্নিহিতং তব। ক্ষতং পাপহরং
নৃণাং সম্যক্ শ্রদ্ধাবতং শ্রিয়ে ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সন্নিকিত্যামাহাশ্রাবণং নাম
পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাচ্চ দক্ষিণে ভাগে স্থিতং
লিঙ্গং মহাপ্রভম্। পাণ্ডবেশ্বরনামাঢ্যং পঞ্চভিঃ
স্থাপিতং ক্রমাৎ ॥ ১ ॥ গুপ্তচর্যাং যদা যাতাঃ
পাণ্ডবা বনবাসিনঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন প্রভাসং
ক্ষেত্রমাগতাঃ ॥ ২ ॥ তস্মিন্ কালে মহাদেবি
সম্প্রাপ্তে সোমপূর্ণিণি। স্থাপয়ামাস্তু সৰ্গে লিঙ্গং
সন্নিকিতাতটে ॥ ৩ ॥ মার্কণ্ডপ্রমুখান কুত্বা
ব্রাহ্মণোত্তমান্। বেদোক্তৈঃ কারয়ামাস্তু রতিমেকং
বৃষান দহুঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ প্রসন্নঃ স্বয়ং মার্কণ্ডপ্রমুখাঃ
শ্রিয়ে। প্রতিষ্ঠিতস্তা লিঙ্গস্ত পাণ্ডবৈর্ধরবর্ণিনি ॥

লাভ হয়। যাত্রাকলেপ্তু ব্যক্তিবর্গের তথায় স্নান
দান করা কর্তব্য এবং স্নানান্তে আদিদেব জনার্দন
পূজনীয়। এই আমি সন্নিকিতার সম্যক্ কল
তোমায় বলিলাম। শ্রিয়ে! ইহা শ্রদ্ধাপূর্বক শুনিলে
নরগণের পাপ প্রনষ্ট হয়। ১০—১৯ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—উহার দক্ষিণভাগে এক মহা-
প্রভ লিঙ্গ আছে। তাহার নাম পাণ্ডবেশ্বর। পঞ্চ-
পাণ্ডব এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। বনবাসী
পাণ্ডবগণ যখন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, তখন তীর্থ-
যাত্রাপ্রসঙ্গে একদা তাঁহারা প্রভাসক্ষেত্রে আগমন
করেন। মহাদেবি! অনন্তর পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত
হইলে পাণ্ডবগণ সকলেই সন্নিকিতায় এক শিললিঙ্গ
স্থাপন করেন। এই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে মার্ক-
ণ্ডেয় প্রমুখ বিশ্লেষ্টগণ ঋষিক কার্যে বর্ত্তী হই-
লেন। পাণ্ডবগণ বেদোক্ত মন্ত্রে লিঙ্গের অভিব্যেক
ক্রিয়া সমাধা করিলেন এবং প্রত্যেকে এক এক
বৃষ দান করিলেন। হে শ্রিয়ে! তখন মার্কণ্ডেয়-

৫। স্বয়ং উচুঃ। যে চৈতৎ পূজয়িষ্যন্তি লিঙ্গং
পাণ্ডবপূজিতম্। তে বৈ পূজ্যা ভবিষ্যন্তি দেব-
দানবরক্ষসাম্ ॥ ৬ ॥ অশ্বমেধকলং তেষাং সম্যক্
শ্রদ্ধার্চনেন বৈ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো হুশ্রদ্ধাক্য-
প্রভাবতঃ ॥ ৭ ॥ স্নানং সন্নিকিতাকুণ্ডে যোহর্চয়েৎ
পাণ্ডবেশ্বরম্। মাঘে মাসি;সমগ্রে তু স সাক্ষাৎ
পুরুষোত্তমঃ ॥ ৮ ॥ দর্শনেনাপি তস্মাপি পাপং যাতি
সহস্রধা। বিষ্ণুরূপো হি স প্রোক্তো নাত্র কার্য্যা
বিচারণা ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পাণ্ডবেশ্বরনামাহাশ্রাবণং নাম
ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। এবং কুত্বা নরো যাত্রাং সম্যক্
শ্রদ্ধাসমব্রিতঃ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি কুদ্রানেকাদশ
ক্রমাৎ ॥ ১ ॥ প্রভাসক্ষেত্রমধ্যস্থান্নহাপাতকনাশনান্।
যদেকাদশধা পাপমর্জিতং মনুজৈঃ পৃথক্ ॥ ২ ॥
তদেকাদশকুদ্রাণাং পূজনাৎ কয়মেয্যতি। সংক্রান্তা-

প্রমুখ ঋষিগণ প্রসন্ন হসয়া পাণ্ডবপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ
সদৃশে কহিলেন,—যাহারা এই পাণ্ডবার্চিত্ত লিঙ্গের
পূজা করিবে, দেব, দানব ও রাক্ষসদিগের তাহারা
পূজ্য হইবে। শ্রদ্ধার সহিত সম্যক্ পূজা করিলে
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। আমাদের
বাক্যপ্রভাবে ঐরূপ ফল হইবেই হইবে, সন্দেহ
নাই। যে ব্যক্তি সমস্ত মাঘ মাস সান্নিহিত কুণ্ডে
স্নান করিয়া পাণ্ডবেশ্বরের অর্চনা করে, সে সাক্ষাৎ
পুরুষোত্তম হইয়া থাকে। তাহার দর্শনেও অন্তের
সহস্রধা পাপ অপনোত হয়, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুরূপ
বল্যাই কথিত; এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই
নাই। ১—৯ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! পাপ নর সম্যক্
শ্রদ্ধা সহকারে এইরূপে যাত্রা করিয়া পরে একাদশ
কুদ্রসমীপে গমন করিবে। ঐ সকল মহাপাতক-
হর কুদ্র প্রভাসক্ষেত্রের মধ্য স্থলে অবস্থিত। নর-
গণ যে একাদশবিধ পৃথক্ পৃথক্ পাপ অর্জনে করে,
তাঁহা একাদশ কুদ্রের পূজায় কয় প্রাপ্ত হয়।

যমেন বাপি চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেহথবা ৩ ॥ অস্তান্ন পুণ্য-
তিথিষু সমাগ্যভাবেন ভাবিতঃ । পুজয়েদান্নপূর্বেণ
কুদ্রেকাদশকং ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥ তেষাং নামানি বক্ষ্যামি
যান্ততীতানি মে পুরা । আদ্যে কৃতযুগে তানি শৃণু
দেবি যথার্থতঃ ॥ ৫ ॥ অষ্টৈকপাদহিবুদ্রো বিরূ-
পাক্ষেহথ রৈবতঃ । হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরে-
শ্বরঃ । বুধাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ ॥ কপদী চাপরাজিতঃ ॥ ৬ ॥
আদ্যে কৃতযুগে দেবি ত্রেতায়াং দ্বাপরেহপি চ ।
কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে জাতং নামান্তরং পুনঃ ॥ ৭ ॥
একাদশশা কদ্রাণাং তানি তে বহিঃ সম্প্রতম্ ।
ভূতেশো নীলকন্ডশ্চ কপালী বুধবাহনঃ ॥ ৮ ॥
ত্র্যম্বকো ঘোরনামা চ মহাকালোহথ ভৈরবঃ । মৃত্যু-
ঞ্জয়োহথ কামেশো যোগেশ ইতি কৌর্টিতঃ । একা-
দশৈতে কদ্রাস্তে কথিতাঃ ক্রমশঃ প্রিয়ে ॥ ৯ ॥
অনাদিনিধনা দেবি ভেদভিন্নাস্ত তে পৃথক্ ।
একাদশস্বরূপেণ পৃথঙনামপ্রভেদতঃ ॥ ১০ ॥ দেবু-
বাচ । ভগবন বিস্তরাদক্রুহি লিঙ্গৈকাদশকক্রমম্ ।
স্থানসীমাপ্রভেদেন মাহাত্ম্যোৎপত্তিকারণৈঃ ॥ ১১ ॥
কথং পুজ্যামি তানীশ কে যন্তাঃ কো বিধিঃ
শ্রুতঃ । কস্মিন পর্কসি কালে বা সর্কঃ বিস্ত-

রতো বদ ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি
প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পাপনাশনম্ । সোমনাথাদিতঃ
কুদ্রা সিদ্ধিনাথাদিকারণম্ ॥ ১৩ ॥ যচ্ছ্রদ্ধা মূঢ়্যতে
জন্তুঃ পাতকৈঃ পূর্কসকিতৈঃ । যে চৈকাদশ
কদ্রা বৈ তব প্রোক্তা ময়া প্রিয়ে ॥ ১৪ ॥
দশ তে বায়বঃ প্রোক্তা আত্মা চৈকাদশঃ শ্রুতঃ ।
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি স্বান্নাং শৃণু মে ক্রমাৎ ॥
১৫ ॥ প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ ভাদানো ব্যান এব
চ । নাগশ্চ কূর্ক্যঃ কুকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৬ ॥
আত্মা চেতি ক্রমাজ্জ্ঞেয়া কদ্রাধিপত্যঃ ক্রমাৎ ।
তেষাং যাত্রাঃ ক্রমাঙ্ক্যে সর্গপ্রাণিহিতায় বৈ ॥ ১৭ ॥
কদ্রাণামাদিদেবোহনৌ পূর্কঃ সোমেশ্বরঃ প্রিয়ে ।
ভূতেশ্বর্যেতি নামা বৈ পুজয়েন্তং বিধানতঃ ॥ ১৮ ॥
রাজোপচারযোগেণ শ্রদ্ধাপুতেন চেতসা । পঞ্চা-
মুতেন সংস্রাপ্য সদ্যোজাতেন পুজয়েৎ ॥ ১৯ ॥
পুষ্পৈশ্চানাহরৈর্ভক্ত্যা ধ্যানো দেবঃ সদাশিবম্ ।
ত্রিভিঃ শ্রদ্ধাশ্রীকৃত্য সাত্ত্বিকঃ প্রণিপত্য চ ॥ ২০ ॥
কুদ্রেকাদশযাত্রাণী নিক্ষিপ্যথঃ ত্রৈলোক্যতঃ ।
ভূতেশ্বর্যেতি যন্তাম প্রোক্তং তন্তে ব্রবীম্যহম্ ॥ ২১ ॥
মহাদেবিশেষাভ্যং ভূতজালাং যদ্যপিরতম্ । পঞ্চ-

অঘন সংক্রান্তি, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ এবং অস্তান্ন
পুণ্য তিথি উপলক্ষে নর সম্যক্ ভাবে ভাবিত
হইয়া যথাক্রমে একাদশ কুদ্রের পূজা করিবে।
আদি কৃত যুগে এই সকল কুদ্রের যে যে নাম ছিল,
সেই সেই নাম আমি বলিতেছি যথাযথ শ্রবণ কর ।
নাম যথা—অষ্টৈকপাদ, অহিবুদ্রা, বিরূপাক্ষ,
রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বুধাকপি, শম্ভু, কপদা
ও অপরাজিত । দেবি ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি
এই যুগচতুষ্টয়ে এই সকল কুদ্রের বিভিন্ন নাম
নিরূপিত হইয়া থাকে । আমি এই কুদ্রগণের বর্ত্ত
মান একাদশবিধ নাম বলিতেছি । ভূতেশ, নীল,
কন্ড, কপালী, বুধবাহন, ত্র্যম্বক, ঘোর, মহাকাল
ভৈরব, মৃত্যুঞ্জয়, কামেশ, ও যোগেশ, প্রিয়ে ।
ক্রমিক এই একাদশ কুদ্রের বিবরণ কথিত হইল,
হে দেবি ! এই সকল কুদ্র অনাদিনিধন, ভেদ-
ভিন্ন ও পৃথক্ পৃথক্ নামে একাদশ স্বরূপে অব-
স্থিত । দেবী কহিলেন,—ভগবন ! স্থানসীমা,
মাহাত্ম্য ও উৎপত্তিক্রমে এই একাদশ লিঙ্গের
বিবরণ ব্যক্ত করুন । ইহাদের পূজা-মন্ত্র ও পূজা-
বিধি কি প্রকার এবং কোন কোন পর্ককালে

ইহাদের অর্চনা প্রশস্ত, তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন ।
ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! শ্রবণ কর, সোমনাথ
হইতে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধনাথাদির ব্রহ্মাস্ত বলি-
তেছি, ইহা শ্রবণে জীব পূর্কসকিত পাতক হইতে
পরিমুক্ত হয় । প্রিয়ে ! তোমার নিকট যে
একাদশ কুদ্রের কথা কহিয়াছি, তন্মধ্যে দশজন
বায়ু আর একাদশ আত্মা, এক্ষণে সেই দশ বায়ুর
নাম বলিতেছি, ক্রমে শ্রবণ কর । ১—১৫ । প্রাণ,
অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ক্য, কুকর,
দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয় । ইহাদের একাদশ হইলেন
আত্মা । এই ক্রমে এই সকল কদ্রাধিপতি প্রাপ্ত ।
সর্গ প্রাণীর হিতের নিমিত্ত এই কুদ্রগণের ক্রমিক
যাত্রাবিবরণ বলিতেছি । প্রিয়ে ! কুদ্রমুহুরে মধ্যে
আদিদেব সোমেশ্বর, ইহাকে ভূতেশ্বর নামে যথা-
বিধি রাজোপচারযোগে শ্রদ্ধাপুত-চিত্তে পূজা করিতে
হয় । পঞ্চামুত দ্বারা পান করাইয়া সদ্যোজাত
মন্ত্রে মনোহর পুষ্প দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবে ।
অনন্তর সদাশিবকে তিনবার ধ্যান ও সাত্ত্বিকে
প্রণিপাত করিয়া একাদশ কুদ্রযাত্রাধী নর নিক্ষিপ্যর্থ
সেখান হইতে যাত্রা করিবে । দেবি ! তোমার
নিকট যে ভূতেশ্বর নাম বলিয়াছি, এক্ষণে উহার

বিশ্বতিসংখ্যাকঃ ত্রৈলোক্যেশো যতঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥
 তেন ভূতেশ্বরত্বাক্তং নাম তন্ত পুরা কিল ।
 পঞ্চবিশতিতত্ত্বানি জ্ঞাত্ব মুক্তিমবাগ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥
 ভূতেশ্বরকৃতঃ সম্পূজ্য গচ্ছেদৈব মুক্তিমবাগ্নুয়াৎ । ইতি
 সংক্ষেপতঃ প্রোক্তমাদি কদম্ব কীর্তনম্ । কীর্তনীয়ঃ
 বিজ্ঞাতীনাং কীর্তিতঃ পূণ্যবর্জনম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে ভূতেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
 সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বারোহে নীলরুদ্রঃ
 দ্বিতীয়কম্ । ভূতেশ্বরত্বগে ভাগে ধনুঃ যোড়শে
 স্থিতম্ ॥ ১ ॥ মহালিঙ্গং মহাদেবি গণগন্ধর্বপুঞ্জ-
 তম্ । সংগ্ৰাহ্য তং বিধানেন ঈশ্বরত্বং পূজয়েৎ ॥
 ২ ॥ কুমুদোৎপলসম্ভারৈঃ সম্যক্ সস্তাবিত্বান্ ।
 কৃষ্ণা প্রদক্ষিণাং তন্ত নমস্কারেণ পূজয়েৎ ॥ ৩ ॥
 এবং কৃষ্ণা নরো দেবি রাজস্বয়কলং লভেৎ । বৃ-
 ক্ষত্রেব লাভব্যঃ সমাগ্ধাত্মকলেপমুভিঃ ॥ ৪ ॥

ব্যুৎপত্তি বলি শ্রবণ কর । মহাদি বিশেষান্ত পঞ্চ-
 বিশতিসংখ্যক ভূতজালের ঈশ্বর বলিয়া পুরা-
 কালে তাঁহার ভূতেশ্বর নাম নিরূপিত হইয়াছিল ।
 ঐ পঞ্চবিশতি তত্ত্ব অবগত হইয়া নর মুক্তি লাভ
 করে । ভূতেশ্বর কৃত্রিম পূজা করিয়াও নর অব্যয়
 মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই আমি সংক্ষেপে
 আদি কৃত্রিম বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম । বিজ্ঞাতি-
 গণের ইহা কীর্তনীয় । ইহার কীর্তনে পুণ্যবর্জন
 হয় । ১৬—২৪ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৭ ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি । অতঃপর দ্বিতীয়
 নীলরুদ্রসমীপে গমন করিবে । এই রুদ্র ভূত-
 শ্বরের উত্তরে যোড়শ ধনু দূরে অবস্থিত । মহা-
 দেবি । এই রুদ্র একটি মহালিঙ্গ,—গণ ও গন্ধর্ব-
 গণের অর্চিত । যথাবিধি স্নান করাইয়া কুমুদোৎ-
 পলাদি দ্বারা ঈশ্বরত্ব ইহাকে পূজা করিতে হয়,
 সম্যক্ সস্তাবিত্বা ব্যক্তি পূজাতে প্রদক্ষিণ ও
 নমস্কার করিবে । দেবি । এইরূপ করিলে
 রাজস্বয় যজ্ঞের কল লাভ হয় । যাত্মকলেপু-

নীলাজননিভো দৈত্যো নিহতশাস্তকঃ পুরা । তন্ত
 রোদয়িতা ত্রীণাং নীলরুদ্রস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ তন্ত
 সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাংসাত্ম্যং পাপনাশনম্ । সম্যক্
 ব্রহ্মাধিতৈঃ পাঠ্যং শ্রাব্যং তদধিনোৎসুকৈঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে নীলরুদ্রমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্টা-
 শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বারোহে কপালী-
 শ্বরমুত্তমম্ । রুদ্রং তৃতীয়ং পাপহরং নীলরুদ্র-
 পূরিতঃ ॥ ১ ॥ বৃধেশ্বরং পশ্চিমাতো ধনুঃবাং সপ্তকে
 স্থিতম্ । ছিন্নং মধ্য পুরা দেবি ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং
 শিরঃ ॥ ২ ॥ তৎকপালং করে লয়ং প্রভাসক্ষেত্র-
 মাগতঃ । ততো বর্ষসহস্রং সংস্থিতঃ ক্ষেত্রমধ্যাতঃ ॥
 ৩ ॥ কপালধারী দিগ্বাসাঃ কপালী তেন চ স্মৃতঃ ।
 ক্রয়য়া পূজিতঃ লিঙ্গং বর্ষণাময়ুতং শ্রিয়ে ॥ ৪ ॥
 কপালিরূপমাত্ম্য কপালীশস্ততঃ স্মৃতঃ । সর্বপাপ-

ব্যক্তি এখানে একটি বৃষ দান করিবে । পুরাকালে
 এই রুদ্র এক নীলাজননিভ অন্তকোপম দৈত্যকে
 নিহত করিয়াছিলেন এবং তাহার ত্রীগণের রোদ-
 নের কারণ হইয়াছিলেন ; এই জন্ত ইনি নীল-
 রুদ্র নামে অভিহিত হন । এই নীলরুদ্রের পাপহর
 মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম ; ইহার দর্শ-
 নোৎসুক নরগণের সম্যক্ ব্রহ্মাধিত হইয়া তাহা
 পাঠ ও শ্রবণ করা কর্তব্য । ১—৬ ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৮ ।

উননবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি বরারোহে । অতঃপর
 কপালীশ্বর নামক পাপহর তৃতীয় রুদ্রসমীপে গমন
 করিবে । ইনি নীলরুদ্রের পূর্বে বৃধেশ্বরের
 পশ্চিমে সপ্তধনু ব্যবধানে অবস্থিত । দেবি । পূর্বে
 আমি ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছেদন করিয়াছিলাম ।
 পরে সেই শিরঃকলাপ মদীয় করে লয় হইলে
 আমি প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া সহস্রবর্ষ যাবৎ ক্ষেত্র-
 মণ্ডে অবস্থান করি । তখন কপালধারী, দিগ্বাসা
 কপালী লিঙ্গ প্রথিত ছিল । শ্রিয়ে ! অধুতবর্ষ
 পর্যন্ত আমি সেই লিঙ্গের পূজা করিলাম । পরে

হরো নৃণাং দর্শনাং স্পর্শনাদপি । ৫ । ময়া তত্র
নিযুক্তা বৈ রক্ষার্থং শূলপাণয়ঃ । গণাঃ সহস্রশো
দেবি পাণিনাং হুষ্টচেতসাম্ । ৬ । তস্মাৎ সর্ব-
প্রযত্নেন সম্যক্ ব্রহ্মাসমর্ষিতঃ । পূজয়েন্তু মহাদেবং
কপালিনমনাময়ম্ । ৭ । হিরণ্যং তত্র দাতব্যং
ব্রাহ্মণে বেদপারগে । পূজয়িত্বা বিধানেন সম্যক্
পুঙ্খপূনা । ৮ । জয়প্রভৃতি যৎপাপং প্রাপিত্তিঃ
সমুপার্কিতম্ । যদুশীতিযুগে দৃষ্টা তন্নস্তু ব্যাপো-
হতি । ৯ । ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মহাত্ম্যং
পাণনাশনম্ । কপালিকুদ্রদেবস্ত তৃতীয়স্ত বরা-
ননে । ১০ ।

ইতি ক্রীড়ান্দে কপালীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন-
বতিতমোহধ্যায়ঃ । ৮১ ।

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যমহাদেবি চতুর্থং
কল্পমুত্তমম্ । বৃষভেশ্বরনামানং কল্পলিঙ্গং সুর-
প্রিয়ম্ । ১ । বালরূপী মহাদেবি যত্র ব্রহ্মা স্বয়ং
স্থিতঃ । তস্মৈব চোত্তরে ভাগে ধনুর্বাং দ্বিতয়ে
স্থিতম্ । ২ । আদ্যং মহাপ্রভাবং হি নাপুণ্যো

তিনি কপালিরূপ ধারণ করিয়া কপালীশ নামে
প্রখ্যাত হইলেন । দর্শনে, স্পর্শনে নরগণের সর্ব
পাপ তিনি হরণ করিতে লাগিলেন । আমি তথায়
হুষ্টচেতা পাণিগণের দমনার্থ সহস্র সহস্র শূলপাণি
প্রমথ সৈন্ত নিযুক্ত করিলাম । অতএব সম্যক্
ব্রহ্মাধিত নর সর্বপ্রযত্নে সেই কপালিনামক মহা-
দেবের পূজা করিবে । ‘তৎপুঙ্খায় বিদ্যাহে’ ইত্যাদি
মন্ত্রে যথাবিধিপূজা করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণকে তথায়
হিরণ্য দান করা কর্তব্য । প্রাণিগণ জন্মাবধি যে
সকল পাপ অর্জন করে, যদুশীতি সংক্রান্তিতে কপা-
লীশ লিঙ্গ দর্শনে তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে । ১—১০ ।

উনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮১ ।

নবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর বৃষেশ্বর
নামক চতুর্থ কল্পের সমীপে গমন করিবে । এই
সুপ্রিয় লিঙ্গ কল্পলিঙ্গ নামে অভিহিত । মহা-
দেবি ! স্বয়ং ব্রহ্মা বালরূপে তৎসন্নিধানে অবস্থান
করিতেছেন । এই লিঙ্গ পূর্বোক্ত লিঙ্গের উত্তর

বেদ মানবঃ । তস্মৈব কল্পনামানি সাক্ষ্যতঃ প্র-
বীম্যতে । ৩ । পূর্বকল্পে মহাদেবি ব্রহ্মেশ্বর ইতি
স্মৃতঃ । ব্রহ্মগারাদিতঃ পুঙ্খং বর্ণণামযুতং প্রিয়ে ।
সৃষ্টিকামেন দেবেন ততশ্চক্রে মহেশ্বরঃ । চতুর্ধিধা
ভূতসৃষ্টিঃ ততশ্চক্রে পিতামহঃ । ৫ । ব্রহ্মণস্বীশ-
ভাবেন গহ্বরীং যতো হরঃ । তেন ব্রহ্মেশ্বরং নাম
তস্মি লিঙ্গে পুরাতনং । ৬ । ততে দ্বিতীয়কল্পে তু
সম্প্রাপ্তে বরবর্ণিনি । রৈবতেশ্বরনামেতি প্রখ্যাতং
ধরণীতলে । ৭ । রৈবতো নাম রাজাজুদ্রহ্মাণ্ডে
সচরাচরে । জগদ্ব্যো নির্জিগায়েদং তল্লক্ষ্য
প্রভাবতঃ । ৮ । রৈবতেশ্বরনামাত্মন্তেন লিঙ্গং
মহাপ্রভম্ । পুনস্তৃতীয়কল্পে তু সম্প্রাপ্তে বর-
বর্ণিনি । ৯ । বৃষভেশ্বরনামাত্মন্ত লিঙ্গম্ ভামিনি ।
মমৈব বাহনং যোহসৌ ধর্মোহয়ং বৃষরূপধৃক্ ।
১০ । তেন তৎপুজিতং লিঙ্গং দিব্যাকানং
সহস্রকল্পং । ততশ্চক্রে দেবেশি নীতঃ সায়ুজ্যাতঃ
বৃষঃ । ১১ । তেন তল্লক্ষ্যমভবদ্বৃষভেশেতি
ভূতলে । ততশ্চতুর্থে সম্প্রাপ্তে বারাহে কল্প-
সংজ্ঞিতে । ১২ । অষ্টাবিংশত্যন্তে তত্র ত্রোতা-

দিকে ত্রিধনু বাবধানে বিরাজিত । ইহা আদ্য
এবং মহাপ্রভাবাধিত লিঙ্গ । অকৃতপুণ্য মানব
ইহার তত্ত্ব জানে না । সম্প্রতি ঐ লিঙ্গের বিভিন্ন
কল্পোক্ত বিভিন্ন নাম বলিতেছি । দেবি ! পূর্ব
কল্পে ঐ লিঙ্গ ব্রহ্মেশ্বর নামে অভিহিত হইতেন ।
প্রিয়ে ! ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় অযুত বর্ষ পর্যন্ত উহার
আরাধনা করেন । তখন মহেশ্বর তুষ্ট হন ।
অনন্তর পিতামহ চতুর্ধিধা ভূত সৃষ্টি করেন । হর
ব্রহ্মার প্রতি ঈশ্বররূপে তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া
ঐলিঙ্গ পূর্বে ব্রহ্মেশ্বর নামে বিখ্যাত হয় । অনন্তর
দ্বিতীয় কল্প আসিলে ধরণীতলে উহারৈবতেশ্বর
নামে খ্যাতিলাভ করে । এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে
রৈবত নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি ঐ লিঙ্গের
প্রভাবে এ জগৎ জয় করিয়াছিলেন ; তাই ঐ
মহাপ্রভ লিঙ্গ তখন রৈবতেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া-
ছিল । হে বরবর্ণিনি ! পুনরায় যখন তৃতীয় কল্প
আসিল, তখন ঐ লিঙ্গ বৃষেশ্বর নামে বিখ্যাত হইল ।
আমার বাহন বৃষরূপী ধর্ম দিব্য সহস্র বর্ষ যাবৎ ঐ
লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন ১—১০ । হে দেবেশি !
তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়া বৃষকে আমার সায়ুজ্য
দান করি । তাই ভূতলে ঐ লিঙ্গ বৃষেশ্বর নামে
অভিহিত হয় । অনন্তর চতুর্থ বারাহ কল্পে অষ্টা-

যুগ্মমুখে তদা । ইক্ষাকুর্নাম রাজাকুং সূর্য্যবংশ-
বিভূষণঃ । ১৩ । স লিঙ্গং পূজয়ামাস ত্রিকালং
ভক্তিভাবিতঃ । একাহারো জিতাহারো ভূমিশায়ী
জিতেন্দ্রিয়ঃ । ১৪ । এবং কালে বহুবিশে ততশ্চক্ৰো
মহেশ্বরঃ । দদৌ রাজ্যং মহোদগ্ধং সন্তাতিং পুত্র-
পৌত্রিকীম্ । ১৫ । ইক্ষাকীশ্বরনামাকৃতেনৈব
লিঙ্গমুত্তমম্ । যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা দেবং বৃষভ-
বান্ধবম্ । ১৬ । সপ্তজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাজ
সংশয়ঃ । ত্রিংশদ্বহুস্রমাণেন তস্মৈ ক্ষেত্রং চতু-
র্দিশম্ । ১৭ । স্নানং জাপ্যং বলিঃ হোমং পূজাং
স্তোত্রাদয়ীরণম্ । তস্মিন্তীর্থে তু যঃ কুর্ধ্যাত্তৎসর্বং
চাক্ষয়ং ভবেৎ । ১৮ । চতুষ্কোণান্তরা ক্ষেত্রমেবং
মাত্রাপ্রমাণতঃ । একরাজ্যোযিতো ভূত্বা তস্মৈ লিঙ্গস্তু
সন্নিধৌ । ১৯ । ঋক্ষচর্য্যেণ জাগৰ্হি স পাপৈঃ
সম্প্রমুচ্যতে । হোমজাপ্যসমাধিষ্ণো নৃত্যগীতাদি-
বাদনৈঃ । ২০ । গোম্মো বা ব্রহ্মহা পানী মুচ্যতে
দুষ্কর্তৈর্নরঃ । যঃ সম্প্রাণয়তে বিপ্রান্ত্রজ্যৈঃ
পৃথগ্বিধৈঃ । ২১ । একস্মিন ভোজিতে বিপ্রৈ
কোটির্ভবতি ভোজিতা । ভৈরবকৈব কৈদারং

বিশ্ৰুতিতম জ্যেষ্ঠায়ুগেরপ্রথমে ইক্ষাকু নামেক সূর্য্য
বংশাবতঃ স রাজা ছিলেন । তিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া
প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় লিঙ্গার্চনা করিতেন এবং একাহার
জিতাহার, ভূশায়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিতেন ।
এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া
ঊঁহাকে বিপুল রাজ্য ও পুত্রপৌত্রাদি সমৃদ্ধি দান
করেন । তখন হইতে ঐ উত্তম লিঙ্গ ইক্ষাকীশ্বর নামে
অভিহিত হয় । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বৃষবাহন
দেবের পূজা করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে
মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই । ঐ লিঙ্গের ক্ষেত্র চতুর্দিকে
ত্রিংশদ্বহুপরিমিত । স্নান, জপ, বলি, হোম,
পূজা বা স্তোত্র, যাহা কিছু ঐ তীর্থক্ষেত্রে করা হয়,
তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে । উক্ত লিঙ্গক্ষেত্র
চতুষ্কোণান্তর । যে ব্যক্তি ঐ লিঙ্গের সমীপে
হোম, জপ, ধ্যান, নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিয়া এক
রাত্রি বাস করে এবং ব্রহ্মচর্য্য করিয়া জাগিয়া
থাকে, সে সকল পাপ হইতেই মুক্ত হয় । তথায়
যে নর বিপ্রদিগকে বিবিধ ভোজ্য দ্বারা পরিতুষ্ট
করে, সে গোয়, ব্রহ্ম বা অন্ত যে কোনরূপ পাপা-
চার্য্যই হউক, সর্ব পাপ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে ।
তথায় একটী বিপ্র ভোজন করাইলে কোটি বিপ্র-
ভোজনের ফল হয় । হে দেবি ! ভৈরব, কৈদার,

পুঙ্কর, জতিজন্মম, বারাহসী, কুরুক্ষেত্র, মহাকাল
মহাকালক নৈমিষম্ । এই তীর্থষ্টকং দেবি তস্মি-
ল্লিঙ্গে ব্যবহৃতম্ । ২৩ । মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশী
তত্র যো জাগৃয়ারিণি । সম্পূজ্য বিধিনা দেবং
স তীর্থষ্টকলং লভেৎ । ২৪ । দদাতি তত্র যঃ
পিণ্ডং নষ্টেন্দ্রৌ শিবসন্নিধৌ । তুপ্যক্তি পিতরস্তস্মৈ
যাবদ্ব্রহ্মদিনাস্তকম্ । ৩৫ । দধি ক্ষীরমুত্তমৈব পঞ্চ-
গব্যাকুশোদকৈঃ । কুঙ্কমাগুরুকপূরৈস্তল্লিঙ্গং পূজয়ে-
ন্নিশি । ২৬ । সম্যগ্ভ্যাঘোষমন্ত্রেণ ধ্যান্তা দেবং
সদাশিবম্ । এবং কৃদ্বা মহাদেবি মুচ্যতে পঞ্চ-
পাতকৈঃ । ২৭ । অষ্টম্যাক চতুর্দশ্যং দদ্বা সংস্না-
পয়েদ্যদি । স ব্রাহ্মণশ্চতুর্দশী জায়তে নাজ সংশয়ঃ
২৮ । ক্ষীরেণ স্নাপয়েদেবি যদি তং বৃষভেশ্বরম্
সপ্তধেনুসহস্রাণাং স ফলং বিন্দতে মহৎ । ২৯
জন্মান্তরেণ যৎপাপং সাম্প্রতং যৎকৃতং প্রিয়ে
তৎসর্বং নাশমায়াতি স্মৃতস্মানেন ভামিনি । ৩০
পঞ্চগবোন যো দেবি স্নাপয়েদ্বৃষভেশ্বরম্ । স
দহেৎ সৰ্পপাপানি সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ । ৩১ ।
তদুষ্টী ব্রহ্মহা গোয়ঃ স্তেয়ী চ গুরুতল্লগঃ । শরণাগত-
ঘাতী চ মিত্রবিশ্রম্ভঘাতকঃ । ৩২ ॥ চুইপাপসমা-

পুঙ্কর, জতিজন্মম, বারাহসী, কুরুক্ষেত্র, মহাকাল ও
নৈমিষ এই অষ্ট তীর্থ ঐ লিঙ্গে নিত্য বিরাজিত ।
মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী দিনে যে নর দেবপূজা
করিয়া তথায় রাত্রি জাগরণ করে, তাহার অষ্টতীর্থ-
সেবার ফল লাভ হয় । অমাবস্তা তিথিতে তথায়
শিবসন্নিধানে যে নর পিণ্ড দান করে, তাহার
পিতৃগণ ব্রহ্মদিনাবধি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন । বস্তু,
দধি ক্ষীর, ঘৃত, পঞ্চগব্য, কুশোদক, কুঙ্কম, অগুরু,
ও কপূর দ্বারা রাত্রিযোগে অঘোর মন্ত্রে সদাশিবকে
ধ্যান করিয়া উক্ত লিঙ্গের পূজা করিবে । হে মহা-
দেবি ! এইরূপ ভাবে পূজা করিলে নর সৰ্পপাপ
হইতেই মুক্ত হয়, অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে দধি দ্বারা
স্নান করাইলে নর চতুর্দশী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ
করে । দেবি ! যদি ক্ষীর দ্বারা স্নান করায়, তবে
সপ্ত সহস্র ধেনুদানের মহাকল প্রাপ্ত হয় । ১১—২৯
হে ভামিনি ! স্মৃত দ্বারা স্নান করাইলে জন্মান্তরকৃত
ও অধুনাকৃত নিখিল পাপ নষ্ট হয় । দেবি !
যে ব্যক্তি পঞ্চগব্য দ্বারা বৃষেশ্বরের স্নান করায়,
তাহার সর্ব পাপ দহ ও সর্ব যজ্ঞফল লভ
হয় । ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়া এবং পূজা করিতে
উদ্যত হইয়া ব্রহ্মহা গোয়ঃ স্তেয়ী, গুরুতল্ল-

চায়ো মাতৃহা পিতৃহা তথা। মৃত্যুতে সর্বপাটপঙ্ক্ত
তল্লিঙ্গায়াদনোদ্যতঃ। ৩০। কার্তিকং সকলং যন্ত
পূজয়েদ্ব্রহ্মণা সহ। ব্রহ্মেশ্বরঃ মহালিঙ্গঃ স যুক্তঃ
পাতকৈর্ভবেৎ। ৩১। তেন দত্তং ভবেৎ সর্বং
শ্রবন্তেন ভোষিতাঃ। শ্রাদ্ধং কৃতং গয়াতীর্থে তেন
তপ্তং মহন্তপাঃ। যেন দেবাধিদেবোহসৌ পূজিতো
বৃষভেশ্বরঃ। ২৫। ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং
দেবপূজিতম্। বৃষভেশ্বরদেবস্ত কল্পলিঙ্গস্ত ভামিনি।
৩৬। যঃ শৃণোতি মহাদেবি মাহাত্ম্যং দেবদেবতম্।
মূৰ্খো বা পণ্ডিতো বাপি স যাতি পরমাং গতিম্। ৩৭।

ইতি শ্রীকালন্দে বৃষবাহনেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
নবতিতমোহধ্যায়ঃ। ১০।

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেমমহাদেবি ত্র্যম্বকে-
শ্বরমবায়ম্। তৎপঞ্চমং সমাখ্যাতং কুদ্রাণামাদি-
দৈবতম্। ১। শিখণ্ডীশ্বরমাখ্যাতং পূৰ্ণং ত্রেতা-
যুগে শ্রিয়ে। তচ্চাদ্যাং প্রবক্ষ্যামি যথা সংজায়তে

গামী, শরণাগতঘাতী, মিত্রতাভেদী দুর্বৃত্ত,
পাপাগর, মাতৃহা, ও পিতৃহা ব্যক্তিও পাপমুক্ত
হইয়া থাকে। সমস্ত কার্তিক মাস ধরিয়া যে ব্যক্তি
ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মেশ্বর নামক মহালিঙ্গের পূজা
করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নর
দেবাধিদেবের পূজা করে তৎকর্তৃক সমস্ত দানই
করা হয়, সমস্ত সুরই ভোষিত হন, গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ
করা হয়, এমন কি মহৎতপোব্রতানই তৎকর্তৃক করা
হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার
নিকট কল্পলিঙ্গ বৃষেশ্বর দেবের দেবপূজিত
মাহাত্ম্য কার্তন করিলাম। হে মহাদেবি। যে এষ্ট
দেবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে, মূৰ্খ বা পণ্ডিত
হউক তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। ৩০-৩৭।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একনবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর অব্যয়
ত্র্যম্বকেশ্বরসমীপে গমন করিবে, ইনি কুদ্রগণের
অস্তিম ও আদি দৈবত বলিয়া ব্যাখ্যাত। এই
কুদ্র পূৰ্ণে ত্রেতায়ুগে শিখণ্ডীশ্বর নামে প্রথিত

নরৈঃ। ২। অস্তি সাধুপুরং দেবি তত্ত্বং পেরমে-
শ্বর। তন্ত্বেবোত্তরদিগ্ভাগে স্থানং কাপালিকং
স্মৃতম্। ৩। কপালেশ্বরনামা চ যত্বেশো লিঙ্গমুর্জি-
মান। সংস্থিতঃ পাপনাশায় দর্শনাৎ স্পর্শনাম্বুগাম্।
৪। তস্মাদীশানদিগ্ভাগে ধনুর্ধ্বাং ষোড়শাঙ্করে।
ত্র্যম্বকেশ্বরনামা চ তত্র কুদ্রঃ স্থিতঃ স্বয়ম্। ৫।
সর্বাঙ্গগ্রহকর্তা চ সর্বকামফলপ্রদঃ। পূর্য্য যত্রাতপ-
দেবি তপো ঘোরং সূহৃদরম্। শুকুর্নামা ঋষিবরো
দেবদানবজুঃসহম্। ৬। কোটীনাং ত্রিতয়ং যেন
ত্র্যম্বকো মজ্জনায়কঃ। জপ্তো দিবোন বিধিনা
ত্রিকালং পূজ্য শক্যম্। ৭। ততঃ প্রসাদ্য দেবেশং
দিব্যৈশ্বর্য্যমবাপ সঃ। চক্রে নাম স্বয়ং তস্ত ত্র্যম্বকে-
শ্বরমবায়ম্। ৮। জপ্ত্বা তু ত্র্যম্বকং মজ্জং যতঃ
সিদ্ধিমবাপ সঃ। দিব্যাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং তেনাসৌ
ত্র্যম্বকেশ্বরঃ। ৯। সর্বপাতকবিধ্বংসী দর্শনাৎ
স্পর্শনাদপি। যত্র্যম্বকং জপেদ্বিপ্ৰস্রাৎ ত্র্যম্বকেশ্বর-
সন্নিধৌ। স প্রাপ্নোতি মহাসিদ্ধিং প্রত্যক্ষং
কুদ্র এব সঃ। ১০। দর্শনাদপি তস্তাধ পাপং
যাতি সহস্রধা। যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা বিধিনা

ছিলেন। সম্প্রতি নরগণ ইহাকে যেক্রমে অবগত
হয়, তাহা বলিভোহ। হে দেবি, পরমেশ!
তথায় স্বাদপুর নামে এক স্থান আছে। তাহার
উত্তরদিগ্ভাগের স্থান কাপালিক নামে বিখ্যাত।
তথায় লিঙ্গমুর্জি ঈশ্বর দর্শনে স্পর্শনে নরগণের
পাপহরণার্থ কপালেশ্বর নামে বিরাজমান।
ঐ কপালেশ্বরের ঈশানদিকে ষোড়শ ধনু ববধানে
স্বরং ত্র্যম্বকেশ্বর নামক কুদ্র অবস্থান করিতেছেন।
১—৫। তিনি সর্বাঙ্গগ্রহকর্তা ও সর্বকামফলপ্রদ।
হে দেবি। পূৰ্ণে শুকুনামে এক শ্রেষ্ঠ ঋষি ঐ লিঙ্গ
স্থানে ১৮ন কোটি বর্ষ যাবৎ দেবদানবজুঃসহ ঘোর
তপস্করণ করেন। তিনি দিব্য বিধি অনুসারে
মজ্জনায়ক ত্র্যম্বকের জপ করিয়া এবং ত্রিকাল তাহার
পূজা করিয়া দেবদেবের প্রসন্নতা আপাদন পূৰ্ণক
দৈবৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। ত্র্যম্বকমন্ত্র জপ
করিয়া তিনি দিব্য অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্যও সিদ্ধিলাভ করেন,
এইজন্ত ঐ লিঙ্গকে তিনি নিজেই অব্যয় ত্র্যম্বকেশ্বর
নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ঐ লিঙ্গ দর্শনে
স্পর্শনে সর্বপাতক বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। যে বিপ্র
ত্র্যম্বকেশ্বরসন্নিধানে ত্র্যম্বকমন্ত্র জপ করে, তাহার
মহাসিদ্ধি লাভ হয়, সে সাক্ষাৎ কুদ্র হইয়া থাকে।
তাহার দর্শনেও সহস্র সহস্র পাপ নিরাকৃত হয়।

ভাবমাস্থিতঃ। বামদেবেন যন্ত্রেণ স যুক্তঃ পাতকৈ-
র্ভবেৎ ॥ ১১ ॥ চৈত্রশুক্রচতুর্দশ্যাঃ তত্র যো জাগ্রা-
শ্লিষি। পূজাশ্রিতকথাভিত্ত্য স প্রাপ্নোত্তীক্ষিতঃ
কলম্ ॥ ২২ ॥ ধেনুস্ত্রৈব দাতব্য্য সমাগযাত্রা-
কলেপ্পুতিঃ ॥ ১৩ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি
মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। ত্র্যম্বকেশ্বরকৃত্ত্বং নৃণাং
পুণ্যকলপ্রদম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্বন্দে ত্র্যম্বকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নরাদেবি অঘো-
রেশ্বরমুত্তমম্। যষ্ঠং লিঙ্গং সমাখ্যাতং তদ্বক্সং
ভৈরবং স্মৃতম্ ॥ ১ ॥ ত্র্যম্বকেশ্বরবায়ব্যো ধনুযাঃ
পঞ্চকে স্থিতম্। সর্ষকামপ্রদং পুণ্যং কলিকল্পয-
নাশনম্ ॥ ২ ॥ যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা নানপূজা-
দিভিঃ ক্রমাৎ। মেরুদানন্ত কুংসন্ত স লভেয়মুজঃ
কলম্ ॥ ৩ ॥ দক্ষিণামূর্তিমায়ায় যৎকিঞ্চিৎপ্রদায়তে।
অঘোরেশ্বরদেবন্ত তৎসর্ষকং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি ভাবাধিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে বাম-
দেবমন্ত্রে যথাবিধি পূজা করে, সে সকল পাপ
হইতেই মুক্ত হয়। চৈত্র মাসের শুক্রচতুর্দশীদিনে
যে তথায় পূজা, স্তুতি ও পুণ্যকথায় যাত্রা জাগরণ
করে, তাহার অভীষ্ট ফল হয়। সম্যক যাত্রা-
কলেপ্প, ব্যক্তিগণ এইস্থানে ধেনু দান করিবে।
হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট ত্র্যম্বকে-
শ্বর কৃত্ত্বের পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা
নরগণের পুণ্যকলপ্রদ ॥ ৬—১৪ ॥

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অনন্তর শ্রেষ্ঠ
যষ্ঠ অঘোরেশ্বর লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে।
ঐ লিঙ্গের বদন অতীব ভীষণ। ত্র্যম্বকেশ্বরের
বায়ুকোণে পঞ্চ ধনু ব্যবধানে ঐ লিঙ্গ অবস্থিত।
উহা সর্ষকামপ্রদ, পবিত্র ও কলিকল্পনাশন। যে
ব্যক্তি নান ও পূজনাদি দ্বারা ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে
পূজা করে, তাহার নিখিল যেকদানকল লাভ হয়।

যঃ শ্রীকঃ কুরুতে তত্র অঘোরেশ্বরদক্ষিণে। আকল্পং
ভূগুণিয়ারস্তি পিতরন্তস্ত ভূগুণিয়ারঃ ॥ ৫ ॥ কিং
শ্রাদ্ধেন গয়াতীর্থে বাজিমেষধেন কিং প্রিয়ে। তত্র
শ্রাদ্ধেন তৎসর্ষকং কলমভ্যধিকং লভেৎ ॥ ৬ ॥ ক্রটি-
মাত্রমপি স্বর্ণং যাত্রায়াং য প্রযচ্ছতি। স সর্ষকং কল-
মাপ্নোতি মহাদানন্ত ভূগুণিয়ারঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মকূর্চ্চং
চরেদ্যন্ত সোমাপ্তিয়ারঃ বিধানতঃ। অঘোরেশ্বরসা-
মিধ্যে অঘোরেশ্বরভিমুখিতম্। যদ্বক্সং মহন্তেন
প্রায়শ্চিত্তং কৃতং ভবেৎ ॥ ৮ ॥ ইতি সঙ্কেপতঃ
প্রোক্তমঘোরেশ্বরমহোদয়ম্। মাহাত্ম্যং সর্ষকপাপহরং
শ্রুতং সর্ষকার্থসাধকম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্বন্দে একাদশকৃত্ত্বমাহাত্ম্যে অঘোরেশ্বর-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম দ্বিনবতিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নরোরোহে মহা-
কালেশ্বরং হরম্। অঘোরেশ্বরশ্রুতরতঃ কিঞ্চিদায়ব্য-

দক্ষিণামূর্তি অবলম্বন করিয়া এইস্থানে অঘোরেশ্বর
দেবকে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তৎসমস্তই
অক্ষয় হইয়া থাকে। যে নর অঘোরেশ্বরের দক্ষিণে
শ্রাদ্ধাহুষ্ঠান করে, তদীয় পিতৃগণ তপ্তি হইয়া
আকল্প ভূগুণিয়ার করে। প্রিয়ে! গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ
বা অশ্বমেধ যজ্ঞে কল কি? ঐস্থানে শ্রাদ্ধ করি-
লেই অত্যধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি
সেই যাত্রায় ক্রটিমাত্র সুবর্ণও প্রদান করে, তাহার
নিখিল মহাদানের ভূগুণিয়ার লাভ হয়। যে নর
সোমবার অষ্টমীতিথিতে তথায় অঘোরেশ্বরসমি-
ধানে অঘোরেশ্বরভিমুখিত ব্রহ্মকূর্চ্চ যথাবিধি আচরণ
করে, তাহার মহাপ্রায়শ্চিত্ত করা হয়। হে দেবি! এই
আমি সংক্ষেপে অঘোরেশ্বরের মহাপাপহর মহো-
দয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণে সর্ষক
সুসিদ্ধ হয়। ১—৯ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরায়োহে! অতঃপর
মহাকালেশ্বর কৃত্ত্বের সমিধানে গমন করিবে। এই

সংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ ধনুযাং ত্রিশতা দেবি শ্রুতং পাতক-
নাশনম্ । পূর্বে কৃতযুগে দেবি শ্রুতং চিত্রাঙ্গদে-
শ্বরম্ ॥ ২ ॥ মহাকালেশ্বরং দেবি কলৌ নাম
প্রকীৰ্ত্তিতম্ । কালরূপী মহাকালেশ্বরীম্বন্ধে ব্যব-
স্থিতঃ ॥ ৩ ॥ চর্যচরগুরুং সাক্ষাদেবদানবদর্শনং ।
স্বর্ঘ্যরূপেণ যঃ সর্বং ব্রহ্মাণ্ডং প্রসভে প্রিয়ে ॥ ৪ ॥
স দেবঃ সংস্থিতো দেবি তস্মিন্মিল্লে মহাপ্রভঃ ।
যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা কলে লিঙ্গং মম প্রিয়ম্ । বড়-
করণে মন্ত্রেণ যত্ন্যং জয়তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ-
ষ্টম্যাং বিশেষেণ গুণগুলং স্মৃতস্য যুতম্ । যো দহে-
ষিধিবস্ত্র পূজাং কৃত্বা নিশাগমে ॥ ৬ ॥ অপরাধ-
সহস্রস্ত ক্রমতে তন্তু ভৈরবঃ । ধেনুদানং প্রশংসন্তি
তস্মিন স্থানে মহর্ষয়ঃ ॥ ৭ ॥ ধেনুদন্তারয়েন্নুনং দশ
পূর্বান দশাপরান্ । দেবস্ত দাক্ষিণ্যে ভাগে যো
জপেচ্ছতকৃত্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥ উদ্ধরেৎ পিতৃবর্গং চ
মাতৃবর্গং চ মানবঃ । বাল্যে বয়সি যৎপাপং
বার্দ্ধকে যৌবনেহপি বা । কালয়েচ্চৈব তৎসর্বং
দৃষ্টৌ কালেশ্বরং হরম্ ॥ ৯ ॥ অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে
যঃ কুর্ধ্যাদ্যুতকঞ্চলম্ । ন স ভূয়োহত্র সংসারে জন্ম
প্রাপ্নোতি দারুণম্ ॥ ১০ ॥ ন হুংখিতো দরিদ্রো

বা হুর্ভগো বা প্রজায়তে । সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব
মহাকালেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ১১ ॥ ধনধান্যসমায়ুক্তে
ক্ষৌতে সজায়তে কুলে । ভক্তির্তবতি ভূয়োহপি
মহাকালেশ্বরার্চনে ॥ ১২ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তং মহাকালেশ্বরং প্রিয়ে । চিত্রাঙ্গদোংগণো
দেবি তেন চার্যধিতঃ পুরা ॥ ১৩ ॥ দিব্যাক্ষানাং
সহস্রং তু মহাকালেশ্বরং হি তৎ । চিত্রাঙ্গদেশ্বরং
নাম তেন খ্যাতং ধরাতলে ॥ ১৪ ॥

ইতি ক্রীড়াম্বে মহাকালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

তুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃহাদেবি ভৈরবেশ্বর-
যুতমম্ । তত্শিব বহ্নিকোণস্থং ধনুযাং দশকে
স্থিতম্ ॥ সর্বকামপ্রদং দেবি দারিদ্র্যদৌঘ-
বিনাশনং ॥ পূর্বে চণ্ডেশ্বরং নাম খ্যাতং কৃতযুগে
প্রিয়ে ॥ ২ ॥ চণ্ডো নাম গণো দেবি তেন চার্যধিতঃ
পুরা । দিব্যাক্ষানাং সহস্রং তু তেন চণ্ডেশ্বরং

লিঙ্গ অঘোরেশ্বরে উত্তরে কিঞ্চিৎ বায়ুকোণে ত্রিংশৎ
ধনু ব্যবধানে অবস্থিত । দেবি ! ইহার মাহাত্ম্য
শ্রবণে পাপ নষ্ট হয় । পূর্বে সত্যযুগে ঐ লিঙ্গ চিত্রা-
ঙ্গদেশ্বর নামে অভিহিত হইত । দেবি ! কলিতে
উহার মহাকালেশ্বর নাম প্রথিত হইয়াছে । কাল-
রূপী মহাকাল ঐ লিঙ্গে অবস্থান করিতেছেন । তিনি
সাক্ষাৎ চর্যচরগুরু ও দেবদানবগণের দর্পহারী ।
প্রিয়ে ! যিনি স্বর্ঘ্যরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করেন,
সেই মহাপ্রভ দেব ঐ লিঙ্গে অবস্থিত । যেনর
ভক্তি করিয়া আমার ঐ প্রিয়লিঙ্গ বড়কর মন্ত্রে
পূজা করে, সে তৎক্ষণাৎ যুতায় হয় । যে জন
কৃষ্ণাষ্টমী দিনে নিশাগতে পূজা করিয়া যুতযুক্ত
গুণগুল বিধিবৎ প্রদান করে ; ভৈরব তাহার সহস্র
অপরাধ ক্ষমা করেন । মহর্ষিগণ ঐস্থানে ধেনু-
দানের প্রশংসা করিয়া থাকেন । ধেনুদাতা ব্যক্তি
তাহার দশ পূর্বে ১০ দশাবর পুরুষ উদ্ধার করিয়া
থাকে । ঐ দেবদেবের দক্ষিণ ভাগে যে মানব শত
রুদ্রের জপ করে, সে তাহার পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার
করিয়া থাকে । বাল্যে যৌবনে এবং বার্কিক্যে
যে পাপসঞ্চয় করা হয়, কালেশ্বর হরদর্শনে সেই
সকল পাপই ক্ষয় পাইয়া থাকে । উত্তরায়ণ উপ-

স্থিত হইলে যেনর যুতকঞ্চল করে, তাহাকে
আর সংসারে জন্ম লইতে হয় না । মহাকালেশ্বরের
দর্শনে নর সপ্তজন্মাবধি হুংখিত, দরিদ্র বা হুর্ভাগ্য-
শালী হয় না ; পরন্তু ধনধান্যযুক্ত সমুচ্চ মহাকুলেই
তাহার জন্ম হয়, মহাকালেশ্বরের অর্চনে পুনরাপি
তাহার ভক্তি হইয়া থাকে । প্রিয়ে ! এই আমি
সংক্ষেপে মহাকালেশ্বরের বৃত্তান্ত বলিলাম । দেবি !
পূর্বে চিত্রাঙ্গদ নামক প্রমথ দিব্য সহস্রবর্ষ ধাবৎ
মহাকালেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার
নামানুসারে ধরাতলে ঐ লিঙ্গ চিত্রাঙ্গদেশ্বর নামেও
বিখ্যাত । ১—১৪ ।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
ভৈরবেশ্বরের নিকট গমন কারবে, পূর্বোক্ত লিঙ্গের
অগ্নিকোণে দশ ধনু ব্যবধানে এই সর্বকামপ্রদ
অশেষ দারিদ্র্যহার শিবলিঙ্গ অবস্থিত । প্রিয়ে ।
পূর্বে সত্যযুগে চণ্ডেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ
বিখ্যাত ছিল । চণ্ড নামক প্রমথ দিব্য সহস্র বর্ষ

স্মৃতম্ ॥ ৩ ॥ ॥ তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং স্পৃষ্ট্বা চ
সুসমাহিতঃ । মুচ্যতে সকলাং পাপাদাজয়-
মরণান্তিকাং ॥ ৪ ॥ তত্র কৃষ্ণচতুর্দশ্যঃ মাসে
ভাদ্রপদে প্রিয়ে । উপবাসপরো ভূত্বা যঃ করোতি
প্রজাগরম্ । স যতি পরমঃ স্থানং যত্র দেবো
মহেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥ বাচিকং মানসং পাপং কৰ্ম্মণা
যত্পার্জিতম্ । তৎসৰ্বং নাশয়াতি তস্ত লিঙ্গস্ত
দৰ্শনাৎ ॥ ৬ ॥ তিলা হিরণ্যং বস্ত্রাণি তত্র দেয়ঃ
মনীষিণে । সৰ্বকিঞ্চিদনাশার্থঃ সম্যগ্‌যাত্ৰাকলে-
পনুনা ॥ ৭ ॥ ভৈরবাকারমাহাং কল্লান্তে স হরদ-
ঘতঃ । বিশ্বঃ সমগ্রঃ দেবেশি তেনাসৌ ভৈরবঃ
স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥ অগ্নিন্ কল্পে মহাদেবি প্রভাসক্ষেত্রে
মাহিতঃ । বভূব ভৈরবো ক্রদঃ কল্লান্তে লিঙ্গমূৰ্ত্তি-
মান ॥ ৯ ॥ এবং সঙ্কেপতঃ প্রোক্তঃ মাহাত্ম্যং
ভৈরবেশ্বরম্ । যচ্ছ্রদ্ধা মুচ্যতে জন্তুঃ পাতকাদি-
ভৈরবাৎ ॥ ১০ ॥

। ইতি শ্রীস্কন্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনাম

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

যাবৎ এই লিঙ্গের আরাধনা করে । তখন হইতে
উহা চণ্ডেশ্বর নামে বিখ্যাত হয় । নর সুসমাহিত
ভাবে এই দেবদেবকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে আজন্ম
মরণান্ত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ।
প্রিয়ে ! ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীদিনে
উপবাসী থাকিয়া যে নর এই শিবসন্নিধানে জাগরণ
করে, সে, মহেশ্বরাদিষ্ঠিত পরম স্থানে প্রয়াণ করিয়া
থাকে । বাক্য মন ও কৰ্ম্মার্জিত নিখিল পাপই
এই লিঙ্গদর্শনে নষ্ট হয় । যাত্ৰাকলেপু নর এই
লিঙ্গসন্নিহিত স্থানে গমন করিয়া সম্যক্ সকল
পাপদূরীকরণার্থ মনীষী ব্যক্তিকে তিল, হিরণ্য
ও বস্ত্র দান করিবে । হে দেবীশ ! কল্লান্তে
ভৈরবাকার অবলম্বন করিয়া এই দেব সমগ্র বিশ্ব-
সংহার করেন বলিয়া ভৈরব নামে বিখ্যাত হইয়া
ছেন । হে মহাদেবি ! এই কল্পে ইনি প্রভাসক্ষেত্রে
অবস্থান করিতেছেন । এই লিঙ্গমূর্ত্তিশালী ভৈরবই
কল্লান্তে ভৈরবরূপে বিরাজ করেন । এই আমি
সংক্ষেপে ভৈরবেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম,
ইহা শ্রবণে জীব অতি ভৈরব পাতক হইতেও
মুক্ত হয় । ১—১০ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বরারোহে লিঙ্গং
মৃত্যুঞ্জয়েশ্বরম্ । তত্শিব বহ্নিকোণস্থং ধনুবাং
দশকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ পশ্চিমে সাগরাদিত্যাং
স্থিতং ধনুশ্চতুর্দশৈঃ । পাপহঃ সৰ্বজজ্ঞানাং দৰ্শনাং
স্পর্শনাদপি ॥ ২ ॥ পূর্বে যুগে সমাখ্যাতং নাম
নন্দীশ্বরোতি চ । যত্র তপ্তং তপো ঘোরং নন্দি-
নাম্না গণেন মে ॥ ৩ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং
পূনিত্যং পূজাপরেণ চ । তত্র জপ্তো মহামন্ত্রো
‘মৃত্যুঞ্জয় ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪ ॥ কোটীনাং নিযুতং দেবি
ততশ্চক্ৰো মহেশ্বরঃ । দদৌ গণেশতাং তস্ত মুক্তিং
সামীপ্যগাং ॥ ৫ ॥ মৃত্যুঞ্জয়েন মজ্জেন তস্ত
ভূষ্টো যতো হয়ঃ । তেন মৃত্যুঞ্জয়েশেতি খ্যাতং
লিঙ্গং ধরাতলে ॥ ৬ ॥ যন্তঃ পূজয়েত তক্ত্যা
পশ্চেন্দ্রা ভাবিতান্বান । নাশয়ে তস্ত পাপানি
সপ্তজম্মার্জিতান্তপি ॥ ৭ ॥ আপ্যেৎ পশুমা লিঙ্গং
দয়্য স্বতযুতেন চ । মধুনেশ্বরসেনৈব কুঙ্কুমেণ
বিলেপয়েৎ ॥ ৮ ॥ কর্পূরোশীরমিশ্রণে যুগনাতিরসেন
চ । চন্দনেণ স্নুগন্ধেন পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েত্ততঃ ॥ ৯ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি বরারোহে ! অতঃপর
মৃত্যুঞ্জয়েশ্বর নামক লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই
লিঙ্গ পূর্বোক্ত ভৈরবেশ্বরের বহ্নিকোণে দশ ধনু
বাবধানে এবং পশ্চিমদিকস্থিত সাগরাদিত্যের চারি
ধনু দূরে অবস্থিত । ইহার দর্শনে স্পর্শনে
পাপ নষ্ট হয় । পূর্বযুগে ইহার নাম ছিল ।
নন্দীশ্বর । মদীয়গণ নন্দী এই লিঙ্গসন্নিধানেই
ঘোর তপস্তা করিয়াছিলেন । তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়া নিত্য পূজানিষ্ঠ হইয়া নিযুত কোটি বর্ষ যাবৎ
মৃত্যুঞ্জয়াখ্য মহামন্ত্র জপ করেন । হে দেবি ! তখন
মহেশ্বর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গণেশ্বর ও
সামীপ্যমুক্ত প্রদান করিলেন । হর মৃত্যুঞ্জয়
মন্ত্রে তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া এই লিঙ্গ
ধরাতলে মৃত্যুঞ্জয় নামে বিখ্যাত হয় । যে
ভাবিতান্বা নর তক্তিপূরক তাঁহাকে পূজা করে,
তাহার সপ্তজম্মার্জিত পাপ নষ্ট হয় । হৃদ্য দধি ও
স্বত দ্বারা এই লিঙ্গের স্নান এবং মধু ইক্ষুরস ও
কুঙ্কুম দ্বারা উহাকে লেপন করাইবে । পরে কর্পূর
ও উশীরমিশ্র যুগনাতিরস ও স্নুগন্ধ চন্দনযোগে
পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করিবে । অনন্তর দেবাগ্রে

দদ্যাকুপং পুরো দেবি ততো দেবস্ত চাণ্ডকম্ ।
বজ্রৈঃ সম্পূজ্য বিবিধৈরাশ্ববিতাহুসারতঃ ॥ ১০ ॥
নৈবেদ্যঃ পরমায়ঃ চ দদ্যাদ দীপসমমিতম্ ।
প্রতিপাতং চ ততঃ কার্ধ্যং চ ভক্তিতঃ ॥ ১১ ॥ হেম-
দানং প্রদাতব্যং ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ১২ ॥ এবং
যাজ্ঞা ভবেত্তস্ত শাস্ত্রোক্তা নাত্র সংশয়ঃ । এবং
কুহা নরো দেবি লভতে জ্ঞানঃ কলম্ ॥ ১৩ ॥
ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মৃত্যুঞ্জয়মহোদয়ম্ ।
পাপনঃ সৰ্বজন্মনাং সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি ত্রীকান্দে মৃত্যুঞ্জয়মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষষ্ণবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি কামে-
শ্বরমিতি শ্রুতম্ । তস্মৈবোত্তরদিগ্ভাগে ধনুযাং
ত্রিতয়ে স্থিতম্ । রতীশ্বরমিতি খ্যাতং ত্রৈতয়াং
তৎসুরেশ্বরী ॥ ১ ॥ যস্মিন্ দৃষ্টে মনুষ্যাণাং
পূজিতে তু বরাননে । নস্তোচ সপ্তজন্মাঘং গৃহ-
ভঙ্গশ্চ নো ভবেৎ ॥ ২ ॥ দেব্যাবাচ । কেনাঘঃ

অণ্ডক ধূপ, ও বিবিধ বস্ত্র দান করিয়া স্ত্রীষ বিস্তা-
হুসারে নৈবেদ্য ও পরমায় দান করিবে এবং দীপ-
দানান্তে ভক্তিপূর্বক সাত্ত্বিক প্রসিদ্ধি পাত করিবে,
বেদপারগ ব্রাহ্মণকে হেম দান করিবে; এইরূপে
তাহার যথাশাস্ত্র যাজ্ঞাযাগ্যপার নিম্পন্ন হইবে, সংশয়
নাই । এইরূপ করিলে মানবের জন্মসাকল্য হয় ।
এই আমি সংক্ষেপে মৃত্যুঞ্জয়ের মণোদয়বৃত্তান্ত
বলিলাম । ইহা সৰ্ব প্রাণীর পাপন ও সৰ্বকাম
ফলপ্রদ । ১—১৪ ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ১৫ ।

ষষ্ণবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেব । অতঃপর কামেশ্বর
সমীপে গমন করিবে । পূৰ্বোক্ত লিঙ্গের উত্তর
দিকে তিন ধনু দূরে এই কুর্জলিঙ্গ অবস্থিত ।
হে সুরেশ্বরী ! ত্রৈতয়াং ইহা রতীশ্বর নামে
বিখ্যাত ছিল । ইহার দর্শনে এবং পূজনে সপ্ত
জন্মজিত পাপ নষ্ট হয় এবং গৃহভঙ্গ কখনবই হয়
না । দেবী কহিলেন,—কে ইহাকে স্থাপন করি-

স্থাপিতো দেব কস্মাৎ প্রোক্তো রতীশ্বরঃ । দর্শনে-
নাস্ত কিং শ্রেয়ঃ সৰ্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । শূণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথং পাপপ্রণা-
শিনীম্ । রতিশ্রীমান্তবৎ সাক্ষী কামপত্নী যশ-
স্বিনী ॥ ৪ ॥ দক্ষঃ মনসিঙ্গ পূৰ্বং দেবেন জিপুরা-
রিণা । তদধায় তপস্তপে তস্মিন্ দেশে রতিঃ কিল ॥
৫ ॥ অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ তিষ্ঠন্ত্যা যাবদযুগচতুষ্টয়ম্ ।
আরাধিতো মহাদেবঃ শাস্তেন মনসা শ্রিয়ে ॥ ৬ ॥
কস্মিন্চিদধ কালে তু নির্ভিদ্য ধরণীতলম্ । তদ-
গ্রন্তঃ সমুত্তমো লিঙ্গং মাহেশ্বরং শ্রিয়ে ॥ ৭ ॥ এত-
স্মিন্নেব কালে তু বাণবাচাশ্রয়ীরণী । আহ্লাদয়ন্তী
সহসা তস্তাশ্রিতঃ বরাননে ॥ ৮ ॥ যস্মাচ্চাহেশ্বরং
লিঙ্গং হৃদন্ত্যা সহসোখিতম্ । পূজয়েন্তুয়াধা-
ভাগে ততঃ কামমবাপাসি ॥ ৯ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু
স্য সাক্ষী দেবদত্তস্ত ভাষিতম্ । তল্লিঙ্গং পূজয়া-
মাস ভক্ত্য পরময়া বৃত্তা ॥ ১০ ॥ ততঃ কামঃ
সমুত্তমোঃ সুপ্তোখিত ইব শ্রিয়ে । ততঃপ্রভৃতি
তল্লিঙ্গং কামেশ্বরমিতি ক্রতম্ ॥ ১১ ॥ ততঃ সা
কামদয়িত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ । প্রহৃষ্টা কামদেবাণ্ডা
পূরতঃ পুষ্পধনঃ ॥ ১২ ॥ পূজয়িযান্তি যে চাস্তে

যাছে ? কেন ইনি রতীশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া-
ছেন ? ইহার দর্শনে কিরূপ মঙ্গল হয় ? এই সকল
বিস্তৃতরূপে বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! শ্রবণ
কর, পাপহারিণী কথা কহিতেছি । পূৰ্বে
জিপুরার কামকে দক্ষ করিলে তৎপত্নী যশ-
স্বিনী পতিব্রতা রতি তন্নিমিত্ত ঐ স্থানে তপস্কা
করিতে লাগিলেন । হে শ্রিয়ে ! রতি চতুর্ধুগ
যাবৎ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে অবস্থান করিয়া শান্ত চিত্তে মহা-
দেবের আরাধনা করিলেন । অনন্তর কোন এক
সময় তদগ্রে ধরণীতল ভেদ করিয়া এক মাহেশ্বর
লিঙ্গ অভ্যুখিত হইল । তখন সেই সঙ্গে এক
আকাশবাণী সহসা রতির চিত্ত আহ্লাদিত করিয়া
প্রাকুর্ভূত হইল । সেই বাণীর মর্ম্ম—হে মহাভাগে !
তুমি এই সহসোখিত মাহেশ্বর লিঙ্গ ভক্তির সহিত
পূজা কর ; তাহা হইলেই তোমার কামকে প্রাপ্ত
হইবে । সাক্ষী কামপ্রিয়া দেবদত্তের তাদৃশ বাক্য
শ্রবণ করিয়া পরম ভক্তিযোগে সেই লিঙ্গের পূজা
করিলেন । তখন কামদেব সুপ্তোখিতের স্তায়
প্রাকুর্ভূত হইলেন । সেই হইতে ঐ লিঙ্গ কামেশ্বর
নামে বিখ্যাত হইল । ১—১১ । অনন্তর কামপত্নী হুট
হইয়া কামের অগ্রে কহিলেন,—অস্ত যাহারাত

লিঙ্গমৈতৎ সমাহিতাঃ । এবং তে বাহিতাঃ সিদ্ধিঃ
কুয়ো যান্ত্রিকি সঙ্গতিম্ । ১৩ । মনোহতীষ্টঃ ভবা
সর্বঃ যদ্যপি স্তাৎ স্তুত্বম্ । তৎপ্রাপ্তাস্তি ন
সন্দেহো লিঙ্গস্তাৎ প্রসাদতঃ । ১৪ । এবমুক্তা
গতা সাক্ষী রতিঃ কামেন সংযুতাঃ । স্বস্থানং পূর্ণ-
কামা সা প্রহৃষ্টেনাক্ষরান্বিতা । ১৫ । এনং চৈত্র-
জয়োদশাং শুক্লায়াং যঃ সমর্চতি । স কামবন্তবেন-
নুণাং কৃতং সৌভাগ্যদায়কম্ । ১৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে কামেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠবর্তিতমোহধ্যায়ঃ । ১৬ ।

সপ্তমবর্তিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি যোগে-
শ্বরমিতি কৃতম্ । কামেশ্বরাচার্যবে ভাগ্যে ধনুবাং
সপ্তকে হিতম্ । ১ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবং চৈত্র-
পাপনাশনম্ । পূর্বে যুগে তু সংখ্যাতং গণেশ্বর-
মিতি কৃতম্ । ২ । পুরা যম গণা দেবি অসংখ্যাতা
মহাবলাঃ । ক্ষেত্রং মাহেশ্বরং জ্যোতী প্রভাসং সমুপা-
গম্য । ৩ । তত্রস্থানং তপো ঘোরং ত্রৈলোক্যে যোগ-

সমাহিত ভাবে এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহা-
দেরও ইষ্টলিঙ্গি ও সঙ্গতি লাভ হইবে । মনো-
ভীষ্ট অতিচূর্ণিত হইলেও তাহারা এই লিঙ্গের
প্রসাদে তাহা প্রাপ্ত হইবে নিঃসন্দেহ । এই বলিয়া
কামসঙ্গিনী সাক্ষী রতি হৃষ্টচিত্তে পূর্ণকাম হইয়া
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । চৈত্র-শুক্ল-ত্রয়োদশীদিনে
যে নর এই লিঙ্গের অর্চনা করে সে কামের স্তায়
হয় । ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণে নরগণের সর্বাভীষ্ট
লাভ হইয়া থাকে । ১২—১৬ ।

ষষ্ঠবর্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তমবর্তিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি অতঃপর
কামেশ্বরের বায়ুকোণে সপ্ত ধনু দূরে অবস্থিত
যোগেশ্বর নামক মহামহিম লিঙ্গের সন্নিধান গমন
করিবে । এই লিঙ্গের দর্শনেও পাপ নষ্ট হয় ।
পূর্বে যুগে ইহা গণেশ্বর নামে বিখ্যাত ছিল । দেবি !
পুরাকালে আমার মহাবল অসংখ্য গণ মাহেশ্বর

মাহিতাঃ । দিব্যাদানাং সহস্রস্ত তত্তত্তটো মহে-
শ্বরঃ । ৪ । সালোক্যাক দনৌ যুক্তিঃ তেবাং
যোগবলেন বৈ । যন্ত্রাৎ যড়কযোগেন তেবাং তুটো
বৃষধ্বজঃ । তেন যোগেশ্বরং দ্ব্যম লিঙ্গং যোগকল-
প্রদম্ । ৫ । যন্ত্রমর্চয়তে তত্ত্বা সম্যক পূজাবিধা-
নতঃ । স যোগসিদ্ধিমাশ্রোতি মোদতে দ্বিবি দেব-
বৎ । ৬ । যো দদ্যাৎ কাঞ্চনং মেঘং কুংভ্রাং চৈব
বসুধরাম্ । যোগেশং পূজয়েদ্যম্ স তন্নোরধিকঃ
স্মৃতঃ । ৭ । বৃষভস্তত্র দাতব্যঃ সম্পূর্ণফলহেতবে ।
এবমেকাদশ প্রোক্তা ক্রদাঃ প্রভাসমাহিতাঃ ।
নিত্যং পূজ্যাস্ত বন্দ্যাস্ত ক্ষেত্রস্ত কলমীপ্ততিঃ ।
৮ । য এতাং চৈব শৃণুয়াদ্রৈকাদশসংহিতাম্ ।
তস্ত ক্ষেত্রকলং সর্বং প্রভাসান্তরনাসিনঃ । ৯ ।
যশ্চৈতান্নৈব জানাতি ক্রদান প্রভাসমাহিতান । স
ক্ষেত্রমধ্যসংস্থোহপি নাশ্ত্যেব স পশুঃ স্মৃতঃ । ১০ ।
এতেবাং চৈব ক্রদাণাং সর্গান বাপ্যেকমেব বা ।
সোমেশ্বরং পূজয়িত্বা জপেদৈব শতক্রিয়ম্ । সর্বেষাং
লভতে পুণ্যং ক্রদাণাং নাত্র সংশয়ঃ । ১১ । ইদং

ক্ষেত্র জানিয়া প্রভাসভীর্থে আসিয়াছিল, তাহারা
প্রভাসে থাকিয়া যোগাবলম্বনে দিব্য সহস্র বর্ষ
যাবৎ ঘোর তপস্তা করে । তাহাতে মহেশ্বর তুষ্ট
হইয়া তাহাদিগকে সালোক্যমুক্তি দান করেন,
বৃষধ্বজ তাহাদের যড়কযোগে তুষ্ট হইয়া-
ছিলেন বলিয়া যোগকলপ্রদ যোগেশ্বর লিঙ্গ
বিখ্যাত হয় । সম্যক পূজাবিধানে যে নর
এই লিঙ্গের পূজা করে, তাহার যোগসিদ্ধি হয় ;
সে স্বর্গে দেববৎ বিহার করিয়া থাকে । যে জন
কাঞ্চনমেক ও সমগ্র বসুধা দান করে, আর যে
মাত্র যোগেশ্বরের অর্চনা করে, এই উভয়ের মধ্যে
যোগেশ্বরের পূজক ব্যক্তিই পুণ্যকলে শ্রেষ্ঠ হইয়া
থাকে । সম্পূর্ণ কলাবাস্তির জন্ত যোগেশক্ষেত্রে
বৃষভ দান করা কর্তব্য । এইরূপে এই প্রভাসস্থ
একাদশ ক্রদের কথা কথিত হইল । ক্ষেত্রকলেপ্ত
নরগণের এই সকল ক্রদ 'নিত্য পূজ্য এবং নিত্য
নমস্কার্য । যে এই একাদশ ক্রদসংহিতা শ্রবণ করে,
সেই প্রভাসমধ্যবাসী নরের সমস্ত ক্ষেত্রকল লাভ
হয় । ১—১১ । যে এই প্রভাসস্থ ক্রদগণকে জানে না,
সে নর ক্ষেত্রমধ্যে থাকিয়াও নাই ; তাহা লোক
পশু মধ্যেই গণ্য । এই সমস্ত ক্রদ অথবা সোমে-
শ্বরকে পূজা করিয়া পরে শতক্রিয় জপ করিলে

রহস্যং সংখ্যাতং মাহাত্ম্যং তব ভামিনি । রুদ্রাণাং
পাপশমনং স্তুতং পুণ্যবিবর্ধনম্ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে যোগেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি চণ্ডেশ্বর-
মিতি স্তুতম্ । সোমেশাষায়বে ভাগে ধনুস্যাং
যষ্টিভিঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ দিব্যং লিঙ্গং মহাদেবি সন্ম-
পাতকনাশনম্ । তৎ পূৰ্ণং তু যুগে খ্যাতং মনোঃ
স্বায়ম্ভুবস্তরে ॥ ২ ॥ ত্রৈতাযুগযুগে দেবি পৃথিব্যাং
সম্প্রতিষ্ঠিতম্ । পূৰ্ণে মনস্তরে চান্মি লিঙ্গং পৃথীশ্বরং
প্রিয়ে ॥ ৩ ॥ পুনশ্চল্লোপ তৎপ্রাপ্তং লিঙ্গং চল্লেশ্বরং
প্রিয়ে । ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং নাশনং পুণ্যবর্ধনম্ ॥
৪ ॥ তদ্বদৃষ্টা মানবো দেবি সপ্তজন্মসমুদ্ভবৈঃ ।
মুচ্যতে কল্মষৈঃ সৰ্ষৈঃ কৃতকৃত্যস্ত জায়তে ॥ ৫ ॥
দেবোবাচ । কথং পৃথীশ্বরং খ্যাতং তল্লিঙ্গং পাপ-
নাশনম্ । কথং পুনঃ সমাখ্যাতং চল্লেশ্বরমিতি

সৰ্ষ রুদ্র পূজার ফল লাভ হইবে সংশয় নাই । হে
ভামিনি ! রুদ্রগণের এই পাপহর রহস্য তোমায়
বলিলাম ; ইহা শুনিলেও পুণ্যবৃদ্ধি হয় । ১০—১২ ।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর সোমে-
শ্বরের বায়ুকোণে যষ্টি ধনু ব্যবধানে অবস্থিত চণ্ডে-
শ্বরখ্য বিখ্যাত দিব্য-লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । ঐ
লিঙ্গ পাতকহর । ইহা পূৰ্ণ যুগে স্বায়ম্ভুব মনস্তরে
খ্যাতি লাভ করে । ত্রৈতাযুগের প্রথম অবস্থায়
পৃথিবী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন । তাই পূৰ্ণ মনস্তরে
ইহা পৃথীশ্বর নামে বিখ্যাত ছিল । প্রিয়ে ! পুনরায়
চল্ল ইহাকে পূজার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তাই
নাম হয় চল্লেশ্বর । এই লিঙ্গ ব্রহ্মহত্যাদি পাপের
নাশক ও পুণ্যবর্ধক । ইহাকে দেখিয়া মানব সপ্ত-
জন্মসঞ্চিত সৰ্ষ পাপ হইতে মুক্ত ও কৃতকৃত্য
হইয়া থাকে । দেবী কহিলেন,—ঐ পাপহর লিঙ্গের
পৃথীশ্বর নাম কেন হইল ? আর কেনই বা উহা

প্রভো । এতদ্বিস্তরতো ক্রুহি শ্রোতুকামাহাদিৱাং ।
৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শুন দেবি শ্রবক্যামি কথাং
পাপপ্রণাশিনীম্ । যাং স্তবামুচ্যতে ব্রহ্মজিবিধৈঃ
কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ৭ ॥ আসৌ পূৰ্ণং মহাদেবি দৈত্য-
ভারাদ্বিত মহী । সাধো ব্রজন্তী সহস্রা গোকুলপা
সদ্বকুব হ ॥ ৮ ॥ ইতস্ততো ধাবমানা ন লেভে
নিরুত্তিঃ কচিৎ । ততো বর্ষশতে পূর্ণ ভ্রমমাণা
কচিৎ কচিৎ ॥ ৯ ॥ আস্সাদ মহাক্ষেত্রং প্রভাস-
মিতি বিস্তৃতম্ । দেবদানবগচ্ছকৈঃ সেবিতং পাপ-
নাশনম্ ॥ ১০ ॥ তত্র স্থিতা মহাক্ষেত্রে রুদ্রা মনসি
চিন্তয়ন্ত । লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া
যুগ ॥ ১১ ॥ বর্ষণাঞ্চ শতং সাক্ষং ক্রুতে তপসি
দৃশ্তরে । তুতোষ ভগবান রুদ্রো ধরিত্রীঃ বাক্যম-
ব্রবীৎ ॥ ১২ ॥ দেবি বিবস্তরে সৰ্ষং তপঃ স্মরিতং
দ্বয়া । মা শোকং কুরু কল্যাণি ভবিষ্যতি তবে-
দ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥ দৈত্যা নাশং গমিষ্যন্তি বিষ্ণুনা
নিহতা ॥ ১৪ ॥ ভবিষ্যি অং মহাদেবি দৈত্যভার-
বিবজ্জিতা ॥ ১৫ ॥ ইদং দ্বয়া স্থাপিতং যদ্বিঙ্গং
পরমশোভনম্ । ধরিত্রীনাম্বা বিখ্যাতং লোকে

চল্লেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিল ? প্রভো ! আমি
পাপের শ্রবণার্থিনী ; আমার নিকট বিস্তার করিয়া
বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—শুন দেবি ! পাপহারিনী
কথা কহিতেছি । ইহা শ্রবণে জীব জিবিধ কৰ্ম্মবন্ধন
হইতেই মুক্ত হয় । মহাদেবি ! পূৰ্বকালে মহী
দৈত্যভরে অদ্বিত হইয়া অধোগামিনী হইয়াছিলেন ।
অনন্তর সহস্রা তিনি গোকুল ধারণপূর্বক ইতস্ততঃ
ধাবিত হইতে লাগিলেন ; কিন্তু উহার নিরুত্তি
কোথাও হইল না । ক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে
করিতে শত বর্ষ পূর্ণ হইল । একদা তিনি বিখ্যাত
মহাক্ষেত্র দেবদানবসেবিত প্রভাসে আগমন
করিলেন । মহাক্ষেত্র প্রভাসে থাকিয়া মনে মনে
সঙ্কল্পপূর্বক পৃথিবী পরম ভক্তির সহিত এক লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিলেন । পরে সম্পূর্ণ শত বৎসর যাবৎ
তুকের তপস্বী করিলে, ভগবান রুদ্র ধরিত্রীর প্রতি
তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—দেবি বিবস্তরে ! তোমার
দ্বারা সমস্ত তপস্বীই সম্যক্ আচরিত হইয়াছে ।
কল্যাণি ! তুমি শোক করিও না ; তোমার অজীষ্ট
সিদ্ধ হইবে । দৈত্যগণ বিষ্ণুর হস্তে নিধনপ্রাপ্ত
হইয়া নিঃশেষ হইবে । হে মহাদেবি ! তখন তুমি
দৈত্যভারবর্জিত হইয়া সুখিনী হইতে পারিবে ।
তুমি যে এই পবন শোভন লিঙ্গ স্থাপন করিলে,

প্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ১৫ ॥ অত্রাহং সংস্থিতো নিত্যং
লিঙ্গরূপী মহাপ্রভুঃ । স্বাস্থ্যমি কল্পে কল্পে বৈ নৃণাং
পাপাপহারকঃ ॥ ১৬ ॥ মূর্ত্যষ্টক-সমামৃতো লিঙ্গে-
হাস্মিন সংস্থিতঃ সদা । নৃণাং নাশয়িতা পাপং পূৰ্ণ-
জন্মশতার্জিতম্ ॥ ১৭ ॥ ভাদ্রে কৃকতৃতীয়ায়াং
যশ্চৈতৎ পূজয়িষ্যতি । সোহমমেধসহস্রা কল-
মাপ্যাত্যাসংশয়ম্ ॥ ১৮ ॥ সৰ্ব্বতীৰ্থাতিবেকস্ত সৰ্বেষাং
দানকৰ্ম্মণাম্ । ভবিষ্যতি কলং তস্তা লিঙ্গশ্চৈবাস্ত
পূজনম্ ॥ ১৯ ॥ ধনুৰ্বাং ষোড়শঃ যাবৎ সমস্তাং
পর্যমণ্ডলম্ । ক্ষেত্রমস্ত সমাধ্যাতং প্রাণিনাং মুক্তি-
দায়কম্ ॥ ২০ ॥ তাস্মিন্মৃত্যুঃ প্রাণিনো যে কামতো
বাণ্যকামতঃ । কুমিকীটসমা বাপি তে যান্তি পরমাং
গতিম্ ॥ ২১ ॥ যো দদ্যাৎ কাঞ্চনং মেরুং কৃৎন্যং
বাপি বনুচ্ছরাম্ । যঃ পূজয়তি পৃথীশং স তয়ো-
রধিকঃ শ্রুতঃ ॥ ২২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইতি দত্তা
বরান দেবস্তজ্জৈবান্তরধীয়ত । পৃথিবীশ্বরনামাভূতং-
প্রভুত্বোৎপত্তকরঃ ॥ ২৩ ॥ পুনরস্মিন্নমহা লিঙ্গে বারাহ
ইতি বিজ্ঞতে । কদাচিদক্ষশাপেন কৌণ্ডিন্দ্রো
বভূব হ ॥ ২৪ ॥ পপাত ভূতলে দেবি যক্ষণা পীড়িতঃ
শশী । ক্ষেত্রং প্রভাসমাসাদ্য তন্নহোদধিসমিধৌ ॥

লোকের ভোমার নামাহুসারেই এ লিঙ্গের খ্যাতি
হইবে । আমি মহাপ্রভু ; লিঙ্গরূপে নিত্যই উহাতে
বাস করিব ; কল্পে কল্পে নরগণের পাপহারী হইয়া
ধাবিব । আমি অষ্টমূর্ত্তিযুক্ত হইয়া ঐ লিঙ্গে অব-
স্থানপূৰ্ব্বক নরগণের জন্মার্জিত পাপহরণ করিব ।
ভাদ্র মাসের কৃকতৃতীয়ায় যে নর এ লিঙ্গের পূজা
করিবে, তাহার সহস্র অশ্বমেধকল হইবে, সংশয়
নাই । এমন কি সৰ্ব্বতীৰ্থ-অবগাহনে ও সমস্ত দান-
কার্য্যে যে কল হয়, এই লিঙ্গ-পূজকের সেই কলই
হইবে । এই লিঙ্গের ক্ষেত্র চতুর্দিকে ষোড়শ-
ধনুৰ্য্যাপী ; ইহা প্রাণিগণের মুক্তিদায়ক । কুমি-কীট-
সম প্রাণিগণও এখানে কামত বা অকামত মৃত্যু-
গ্রস্ত হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
কাঞ্চনময় মেরু ও সমগ্র বনুচ্ছা দাতা এবং
পৃথিবীশ্বরের পূজন কর্ত্তা এই উভয়ের মধ্যে
শেষোক্ত ব্যক্তিই অধিক পুণ্যবান ঈশ্বর
কহিলেন,—দেব শব্দর এই বর প্রদান করিয়া
অজ্ঞহিত হইলেন । পৃথিবীস্থাপিত লিঙ্গ সেই
হইতে পৃথিবীশ্বর নামে বিখ্যাত হইল । অস্তর
শুভ্রলিঙ্গ বারাহ মহাকল্পের কোন এক সময়ে চন্দ্র
দক্ষশাপে যক্ষরোগগ্রস্ত ও কৌণ্ডিন্দ্র হইয়া ভূতলে

২৫ ॥ দৃষ্টা পৃথীশ্বরঃ লিঙ্গং সপ্রভাবং মহাপ্রভম্ ।
তৎপূজানিরতো ভূত্বা বধাণাং ভূ সহস্রকম্ ॥ ২৬ ॥
অতপৎ স তপো রোদ্ৰঃ শীর্ণপর্ণাভূতক্ষকঃ । যতঃ
সমতবদৌপ্য সন্মাহ্লাদকরঃ শশী ॥ ২৭ ॥ তল্লিঙ্গ-
শ্চৈব মাহাশ্ম্যাত্তত্শ্চেন্দ্রেবরোহভবৎ । তস্তা লিঙ্গস্ত
মাহাশ্ম্যাচ্চন্দ্রমা গতকন্ময়ঃ ॥ ২৮ ॥ অবাপ সিদ্ধি-
মতুগ্রাং স্পর্শলিঙ্গপ্রকাশিনীম্ । সোমনাথেতি যাং
প্রাতঃ প্রসিক্তাং লিঙ্গরূপিণীম্ ॥ ২৯ ॥ ইতি সংক্ষে-
পতঃ প্রোক্তং মাহাশ্ম্যং চন্দ্রদৈবতম্ । ঋতং হরতি
পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চন্দ্রেশ্বরমাহাশ্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্র-
নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি যত্র চক্র-
ধরঃ স্থিতঃ । দণ্ডপাণিচ দেবেশি যত্রেকস্থান-
সংস্থিতঃ ॥ ১ ॥ চন্দ্রেণাং পূৰ্ব্বদিগ্ ভাগে সোমে-
শাত্তরে স্থিতঃ । ধনুৰ্বাং পক্ষসংস্থানে গন্ধর্বেশাং
সমীপতঃ ॥ ২ ॥ উমায়া নৈশ্বতে ভাগে ব্রহ্মদেবধি-

মহোদধিসমিহিত প্রভাসক্ষেত্রে পতিত হন ।
তিনি মহামহিম পৃথীশ্বর লিঙ্গ দর্শনপূৰ্ব্বক সহস্র
বর্ষ যাবৎ তাহার পূজা করেন । শশধর শীর্ণপর্ণ
ও অনুমাত্র ভক্ষণ করিয়া এইরূপে ঘোর তপস্থা
করিয়াছিলেন । পরে লিঙ্গের মাহাশ্ম্যে শশী দীপ্ত-
চ্ছটায় সকলের আহ্লাদকর ও বিগতকন্ময় হইলেন
এবং স্পর্শলিঙ্গপ্রকাশিনী পরমা সিদ্ধি লাভ
করিলেন । পুরাবিদগণ ঐ লিঙ্গকে সোমনাথ্য-
লিঙ্গরূপিণী প্রসিক্তাসিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া
থাকেন । এই আমি সংক্ষেপে চন্দ্রদৈবত-
মাহাশ্ম্য বলিলাম । ইহা শ্রবণে পাপ নষ্ট ও
আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে । ১—৩০ ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।—২৮ ।

নবনবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—যথায় চক্রধর ও দণ্ডপাণি
এক স্থানে অবস্থিত আছেন, হে মহাদেবি ! অন-
ন্তর সেই স্থানে গমন করিবে । চন্দ্রেশ্বরের পূর্বে
সোমেশ্বরের উত্তরে গন্ধর্বেশের সমীপে ও উমা

সংস্থিতঃ। তন্তোংপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি সৰ্পপাতক-
নাশিনীম্ ॥ ৩ ॥ পৌণ্ড্রকো বাসুদেবস্তাং বারানস্তাং
পুরাভবৎ ॥ তেন ক্রান্তঃ পুরাণং তু পঠ্যমানঃ
দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৪ ॥ কল্পাদৌ দ্বাপরাস্তে তু কৃত্তিয়াণাং
নিবেশনে। অবতারঃ মধ্যাহ্নকালীনুদেবঃ করি-
যতি ॥ ৫ ॥ স তু মৃতমতিশ্যেনে অহঃ বিকুরিত্তি
প্রিয়ে। চিহ্নানি ধারয়ামাস চক্রাদীনি বরাননে ॥ ৬ ॥
স দূতং প্রেষয়ামাস দ্বারকায়াঃ মহোদরম্ ॥ স গতা
প্রাহ বিষ্ণুং বৈ চক্রাদীনি পরিতাজ ॥ ৭ ॥ ইত্যাহ
পৌণ্ড্রকো রাজান চেদধমবাস্পাসি। ততশ্চ ভগ-
বান বিষ্ণুঃ প্রাহান্ত কচিরং বচঃ ॥ ৮ ॥ বাচ্যঃ স
পৌণ্ড্রকো রাজা স্বয়া হস্ত বচো মম। গৃহীতচক্র
এবাহ কালীমগমাতে পুরীম্ ॥ ৯ ॥ সন্ত্যক্ষ্যামি
ততশ্চক্রঃ গদাঃ চেমামসংশয়ম্ ॥ তদগ্ৰাহ্যং ভবত
চক্রমন্তরা যত্নবোপিতম্ ॥ ১০ ॥ ইতাক্রেত্ব গতে
দূতে সংস্রাত্যাভ্যাগতঃ হরিঃ ॥ গুরুস্তুতঃ সমাক্রম্য
অরিতস্তৎপুং যযৌ ॥ ১১ ॥ মিত্রশ্রেষ্ঠতন্তস্ত
কাশিরাজঃ সহায়গঃ ॥ সৰ্পসৈন্তপরীবাস্ত হঃ
পৌণ্ড্রমুপাযযৌ ॥ ১২ ॥ ততো বলেন মহতা কাশি-

দেবীর নৈশ্বত ভাগে পঞ্চমহা দূরে দেববর্ষাধি-
সেবিত উক্ত লিঙ্গ অবস্থিত। এক্ষণে তাহার
সকলপাতকহারিণী উপস্থিতবান্ধা বলিতেছি।
পুরাকালে পৌণ্ড্রক বাসুদেব বারানসীধামে
আসিয়াছিলেন। সেখানে তিনি দ্বিজাতিগণের
মুখে পঠ্যমান পুরাণ গ্রন্থে শুনিয়াছিলেন যে, দ্বাপ-
রাস্তে কল্পাদিতে কৃত্তিয়ালয়ে মহাবাহু বাসুদেব
অবতীর্ণ হইবেন। প্রিয়ে। সেই মৃতমতি রাজা
তৎশ্রবণে মনে করিল, আমিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু। এই
ভাবিয়া সে চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিল এবং দ্বারকায়
এক দূত পাঠাইয়া দিল। দূত গিয়া বিষ্ণুকে
বলিল, -পৌণ্ড্রকরাজ বলিয়া দিয়াছেন, তুমি চক্রাদি
চিহ্ন পরিত্যাগ কর; অস্ত্রাধা আমার বধ্য হইবে।
অনন্তর ভগবান্ কচির বাক্যে বলিলেন,—দূত!
তুমি গিয়া পৌণ্ড্রকরাজকে বল যে, আমি চক্র গ্রহণ
করিয়াই কালীপুরে আসিতেছি; তথায় গিয়াই চক্র
এবং গদা পরিত্যাগ করিব, নিশ্চয়ই তখন তুমি চক্র
বা অস্ত্র চিহ্নাদি যথেষ্ট ধারণ করিও। বিষ্ণু এই
কথা কহিলে, দূত চলিয়া গেল। অনন্তর হরি
গুরুড়ে আরোহণপূর্বক সত্তর তৎপুয়াভিমুখে প্রস্থান
করিলেন। তখন কাশিরাজ মিত্রশ্রেষ্ঠের বশবর্তী
হইয়া তাহার অনুগমন করিলেন। তিনি সৰ্পসৈন্ত-

রাজবলেন চ। পৌণ্ড্রকো বাসুদেবোহসৌ দেব-
বাভিমুখো যযৌ ॥ ১৩ ॥ তং দদর্শ হরিদূরাদৃধারে
স্বন্দনে স্থিতম্ ॥ চক্রঃস্তঃ গদাশাৰ্ঙ্গ্যসংযুতঃ গুরুভ-
ধ্বজম্ ॥ ১৪ ॥ তং দৃষ্টা ভাবগস্তায় জহাস গুরুভ-
ধ্বজঃ ॥ উবাচ ॥ পৌণ্ড্রকঃ মুচমানচিহ্নোপ-
লক্ষিতম্ ॥ ১৫ ॥ পৌণ্ড্রকোক্তঃ অয়া যত্নু দূতবক্ত্রেণ
মাং প্রাহ। সমুৎসৃজেতি চিহ্নানি তচ্চ সৰ্পঃ
তাজাম্যহম্ ॥ ১৬ ॥ চক্রমেতৎ সমুৎসৃষ্টং গদেধ্বজ
বিসজ্জিতা। গুরুত্বানেষ তে গতা সমারোহতু বৈ
ধ্বজম্ ॥ ১৭ ॥ ইতাকার্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ
নিপাতিতঃ ॥ রথশ্চ গদয়া ভগ্নো গজাশ্চ-
াশ্চ চূর্ণিতাঃ ॥ ১৮ ॥ ততো হাহাকৃতে লোকে
কাশিনাথো মহাবলী। যুগ্মে বাসুদেবেন মিত্র-
ভ্রুথেন ভূষিতঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ শাৰ্ঙ্গ্যনির্মুক্তৈশ্চিহ্না
তস্ত শরৈঃ শিরঃ। কালীপুৰীয়াং স চিক্ষেপ কুরু-
শ্লোকস্ত নিপুণম্ ॥ ২০ ॥ হতা তু পৌণ্ড্রকঃ শৌরিঃ
কাশিরাজঃ চ সাহুগম্ ॥ পুনরীরবতীঃ প্রাপ্তো

সমভিবাাহারে পৌণ্ড্রকরাজসমীপে উপস্থিত হইলেন।
প্রবণ কাশিরাজবলের সহিত মিলিত হইয়া পৌণ্ড্রক
বাসুদেব কেশবাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হরি
দূর হইতে দেখিলেন,—পৌণ্ড্রকরাজ দূরার স্বন্দনে
সমাক্রম্য, চক্রহস্ত, গদা-শাৰ্ঙ্গ্যধর ও গুরুভধ্বজ।
তাহাকে তথাবিধ অবস্থায় দেখিয়া গুরুভধ্বজ
ভাব-গস্তায় হস্ত করিলেন এবং সেই আত্মচিহ্নোপ-
লক্ষিত মৃত পৌণ্ড্রককে বলিলেন,—ওহে পৌণ্ড্রক!
তুমি দূতমুখে আমাকে যে চিহ্নসকল পরিত্যাগ
করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছ, আমি সে সমস্ত চিহ্ন
এখনই পরিত্যাগ করিতেছি। এই আমি চক্র
ত্যাগ করিলাম, গদা ফেলিয়া দিলাম; এই গুরু-
ত্বান গিয়া তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক। এই
বলিয়া হরি চক্র নিক্ষেপ করিলেন; সেই চক্রে
পৌণ্ড্রক নিপাতিত হইল। তাঁহার গদায তদীয় রথ
ভগ্ন হইল; গজাশ্ব চূর্ণাবচূর্ণ হইয়া গেল। তখন
লোকসকল হাহাকার করিতে লাগিল। মহাবল
কাশিনাথ মিত্রভ্রুথে ভূষিত হইয়া বাসুদেবসং যুগ
করিতে লাগিলেন। অনন্তর শৌরি শাৰ্ঙ্গ্যনির্মুক্ত
শরনিকর দ্বারা তদীয় শিরশ্ছেদন করিয়া লোকের
বিশ্বমোৎপাদন করত কালীপুৰীতে নিক্ষেপ করি-
লেন। ১—২। হরি এইরূপে পৌণ্ড্রক কাশিরাজকে
নিহত করিয়া সাহুচর দ্বারাবতীতে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। বোধ হইল, যেন তিনি যুগ্মা হইতে

মৃগয়ায়াং গতো যথা ॥ ২১ ॥ ততঃ কাশিপতেঃ পুত্রঃ
পিতৃহৃৎপথেন হৃৎখিতঃ । শক্ৰং তোষয়ামাস স চ
তস্মৈ বরং দদৌ ॥ ২২ ॥ স বজ্রে ভগবন্ কৃত্যা
পিতৃভৃক্তবধায় মে । সমুত্তীতু ককশা অংপ্রসাদাৎ
সুরেশ্বর ॥ ২৩ ॥ এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তে দক্ষিণায়াম্
মধ্যতঃ । মহাকৃত্যা সমুত্তীতৌ প্রস্থিতা দ্বারকাং প্রতি ॥
২৪ ॥ জালামালাকরমালাং তাং যাদবা ভয়বিস্ফলাঃ ।
দৃষ্ট্বা জনাৰ্দ্দিনং সৰ্কে শরণার্থমুপাগতাঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ
সুদৰ্শনং তস্তা মমোচ গুরুধ্বজঃ । বধায় সা ততো
ভগ্না চক্রতেজোহভিপোড়িতা ॥ ২৬ ॥ কৃত্যামহু-
জগামাত্ত বিকোশচক্রং সুদৰ্শনম্ । কৃত্যা বারাগসীং
প্রাপ্তা তস্তাচক্রং তু পৃষ্ঠতঃ ॥ ২৭ ॥ ততঃ সা ভয়
সমস্তা শক্ৰং শরণং গতা । সোমনাথং জগন্নাথং
নাম্নঃ শক্ৰো হি রক্ষিতুম্ ॥ ২৮ ॥ ততশ্চক্রং বরৈ-
কগৈলভ্যামাস শক্ৰঃ । তচ্চ দ্বারবতীং প্রাপ্তং
শিবসায়কমিচ্ছিতম্ ॥ ২৯ ॥ তদৃষ্ট্বা শিবনামাষ্টক-
স্তাভিহৃতঃ ভগবান্ হরিঃ । চক্রং শরৈস্ত্রৈঃ ক্রুদৌ
গৃহীত্বা চ করোণ তৎ । জগাম তত্র যত্রাস্তে

সোমেশঃ কালভৈরবঃ ॥ ৩০ ॥ স গম্বা রোষতাম্রাক্ষ-
শক্ৰোদ্যতকরঃ স্থিতঃ । কৃত্যাং হস্তং মতিং চক্রে
কালভৈরবনির্ঘৃতিম্ ॥ ৩১ ॥ দৃষ্টৌ দেবৈস্ততঃ
সৰৈদগুণাগিগণেন চ । দেবানাং প্রেক্ষতাং তত্র
দগুণাগিগণঃ । চক্রোদ্যতকরং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ
প্রাহাজলোচনম্ ॥ ৩২ ॥ দগুণাগিব্যাচ । মা
ক্রোধঃ কুরু দেবেশ কৃত্যাং প্রতি জগৎপ্রভো ॥
৩৩ ॥ অমোঘঃ যুধি তে চক্রং কৃত্যা চাপি চ
শাকরী । এবং চক্রে বিনির্ঘৃক্তে ভবেৎ ক্রোধো হরে
যদি । ভবিষ্যত মহদুখং লোকানাং সংকল্লো হি
বা ॥ ৩৪ ॥ ন মোক্তব্যম্ চক্রং শূন্য ভূয়ো বচনঃ ।
অত্র স্থানে নিগৃহ্যেহহং শক্ৰেণ পুরা হরে ॥ ৩৫ ॥
পাপিনাং রক্ষণার্থং বৈ বিস্ময়ং দৃষ্টচেতসাম্ । তস্মাৎ
মম সান্নিধ্যে তিষ্ঠ চক্রধরে ॥ ৩৬ ॥ অত্র চক্র-
ধরং দেবঃ পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ । ধূপমাল্যোপ-
হারৈশ্চ নৈবেদ্যৈকিবিধৈরপি ॥ ৩৭ ॥ বিষ্ণুব্যাচ ।
এব এব নিরুত্তোহহং তব বাক্যাক্রুশেন বৈ । অত্র
চক্রোদ্যতকরঃ স্থাস্তে তব সমীপতঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং
হি সংস্থিতো দেবস্তত্র চক্রধরঃ প্রিয়ে । দগুণাগিচ

প্রত্যাগমন করিলেন । অনন্তর কাশিপতির
পুত্র পিতার মরণ হৃৎখে হৃৎখিত হইয়া একরের
আরাধনা করিলেন, শক্ৰ তাহাকে বর দিলেন ।
কাশিপতির পুত্র প্রার্থনা করিল—ভগবন্ সুরে-
শ্বর ! আমার পিতার হস্তা ত্রিকোণের বধের জন্য
আপনার প্রসাদে কৃত্যা প্রাচুর্য হইল । শক্ৰ
বলিলেন, তাহাই হইবে । এই কথা বলিযামাত্র
দক্ষিণায়ম্ মধ্য হইতে এক মহাকৃত্যা উৎপন্ন
হইল এবং দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিল । সেই
জালামালায় করাল কৃত্যা সুদৰ্শন করিয়া যাদবগণ
ভয়বিস্ফলভাবে জনাৰ্দ্দিনের শরণাপন্ন হইলেন ।
গুরুধ্বজ কৃত্যা নিবারণের জন্য স্বীয় সুদৰ্শন চক্র
নিক্ষেপ করিলেন । তখন চক্রতেজে তাপিত হইয়া
কৃত্যা ভগ্ন হইল । বিষ্ণু চক্র কৃত্যার অহু-
সরণ করিল । কৃত্যা ক্রমে বারাগসীতে আসিয়া
উপস্থিত হইল । চক্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আসিল । এইবার কৃত্যা ভীত হইয়া মহেশ্বরের
শরণাপন্ন হইল । সোমনাথ জগন্নাথ বিনা অস্ত
কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম নহেন ।
অনন্তর শক্ৰ ভীক্ৰবাণে বিষ্ণুকে তাড়িত করি-
লেন । চক্র শিবসায়ক সহ দ্বারাবতী নগরী প্রাপ্ত
হইল । ভগবান্ হরি স্বীয় চক্র শিবনামাষ্টকশব্দে
তাড়িত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রম দ্বারা চক্র

গ্রহণ করিয়া সোমেশ কালভৈরব সমীপে গমন
করিলেন । রোষারক্তনেত্র হরি চক্রহস্তে অব-
স্থান করিয়া কালভৈরবনির্ঘৃতি কৃত্যা-ধ্বংসে কৃত-
কক্ল হইলেন । সমস্ত দেব ও সমস্ত দগুণাগিগণ সে
ব্যাপার দেখিতে পাইলেন । তখন দেবগণের
সমক্ষে মহাগণ দগুণাগি চক্রহস্ত কমলাক্ষ বিষ্ণুকে
বলিলেন,—দেবেশ ! কৃত্যার প্রতি ক্রোধ করিবেন
না ; হে জগৎপ্রভো ! তোমার চক্র সময়ে অপ্রতি-
হত এবং এই কৃত্যাও শক্ৰনির্ঘৃতি । এ ক্ষেত্রে
আপনি চক্র নিক্ষেপ করিলে যদি হরের ক্রোধো-
দেক হয়, তবে জগতের মহৎ হিংস্র এমন দি,
প্রলয় পর্যন্ত ঘটিতে পারে । অতএব চক্র ত্যাগ
করিবেন না ; আপনি আমার বাক্য গ্রহণ করুন ।
হে হরে ! পুরাকালে শক্ৰ পাপীদিগের পরিজ্ঞান
ও দৃষ্টাদিগের বিস্ময় এই স্থানে আমার
নিযুক্ত করিয়াছেন । এক্ষণে ভূমিও চক্রধর হইয়া
মৎসরধানে অবস্থান কর । ২১—৩৬ । মানবগণ
এখানে ধূপ, মাল্য, ও নানা নৈবেদ্য দ্বারা চক্রধর
দেবকে পূজা করিবে । বিষ্ণু কহিলেন,—এই
আমি তোমার বাক্যাক্রুশ দ্বারা নিবৃত্ত হইলাম ।
আমি এই ক্ষেত্রে চক্রহস্তে তোমার সমীপে বাস
করিব । ক্রোধ কহিলেন—প্রিয়ে ! এইরূপে দেব

ভগবান্নম রূপী গণেশ্বরঃ । ৩৮ । যন্তো পূজয়তে
ভক্ত্যা দগুপাণিহরী ক্রমাৎ । স পাপকঙ্ককৈবৃক্তো
গচ্ছেচ্ছিবপুং নরঃ । ৪০ । মাঘে মাসি চতুর্দশাঃ
কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষতঃ । গন্ধবুপোপহারৈর্ঘঃ পূজ-
য়েদগুনায়কম্ । তস্তা ক্ষেত্রে নিবসতো ন বিয়ঃ
জায়তে কচিৎ । ৪১ । একাদশ্যাং জিতাহারো
যোহর্চয়েচ্চক্রপাণিনম্ । সমুজ্জ্বলঃ পাতকৈঃ সৈন্ধব্যাতি
বিকোঃ সলোকতাম্ । ৪২ । ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তং মাহাত্ম্যং চক্রপাণিনঃ । দগু পাণিগণতাপি
জ্ঞাতং পাণেশ্বনাশনম্ । ৪৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে দগুপাণিচক্রধরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃনামৈ-
কোনশততমোহধ্যায়ঃ । ১১ ।

শততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাহাদেবি তয়ো-
কস্তুরসংস্থিতম্ । তথা বায়ব্যাঙ্গভাগে ত্রক্ষণো
বালরূপিনঃ । ১ । সাধাদিত্যঃ সূর্য্যেষ্ঠে যঃ
সাধেন প্রতিষ্ঠিতঃ । স্থানানি জীর্ণি দেবন্ত দ্বীপে-
হস্মিন ভাস্করস্ত তু । ২ । পূর্ব্বং মিজবনং নাম তথা

চক্রধর এবং মৎস্বরূপী গণেশ্বর ভগবান্ দগুপাণি
অবস্থান করিলেন । যে নর দগুপাণি ও চক্রধরকে
যথাক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, সে পাপকঙ্কক
হইতে মুক্ত হইয়া শিবপুরে প্রয়াগ করিয়া থাকে ।
মাঘমাসের চতুর্দশী কিংবা কৃষ্ণাষ্টমীদিনে যে নর
গন্ধ ধূপাদি উপহার দ্বারা দগুনায়কের পূজা করে,
ক্ষেত্রবাসে তাহার কখনই বিয় হয় না । একা-
দশী দিনে জিতাহার হইয়া যে নর চক্রপাণির
পূজা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-
সালোক্য প্রাপ্ত হয় । এই আমি সংক্ষেপে চক্র-
পাণি ও দগুপাণিগণের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিলাম । ইহা
শ্রবণে পাপরাশি প্রশমিত হইয়া থাকে । ৩৭—৪৩ ।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উহারে
উত্তর দিকে বালরূপী ত্রক্ষার বায়ুকোণে অবস্থিত
সাত্ত্বপ্রতিষ্ঠিত সাধাদিত্যসমীপে গমন করিবে । হে
সুরেশ্বর ! এ দ্বীপে ভাস্কর দেবের তিনটী স্থান

মুণ্ডীরমুচ্যতে । প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য সাধাদিত্য-
ভূতীয়কঃ । ৩ । তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাদেবি পুরঃ
যৎ সাধনঃস্বকম্ । দ্বিতীয়ঃ শাশ্বতঃ স্থানং তত্র
স্বর্ধ্যস্ত নিত্যশঃ । ৪ । শ্রীত্যা সাধস্ত তত্রাকৌ
জনগাহগ্রহায় চ । তত্র দ্বাদশভাগেন মিত্রো
মৈত্র্যেণ চক্ষুযা । ৫ । অবলোকয়ন্ জগৎসর্ব্বং
ত্রয়োহর্ষঃ তিষ্ঠতে সদা । প্রযুক্তাঃ বিবিধং পূজাং
গুহ্যতি ভগবান্ স্বয়ম্ । ৬ । দেববাচ । কোহয়ং
সাত্ত্বঃ সূতঃ কস্ত যস্ত নামা রবেঃ পুরম্ । যস্ত বায়ং
সহস্রাঃশতবরদঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ । ৭ । ঈশ্বর উবাচ ।
য এতে দ্বাদশাদিত্যা বিরাজন্তে মহাবলাঃ । তেষাং
যো বিষ্ণুসংজ্ঞস্ত সর্ব্বলোকেষু বিজ্ঞতঃ । ৮ ।
ইহাসৌ বাসুদেবঃস্ববাপ ভগবান্ বিভূঃ । ৯ ।
তস্ত সাধঃ সূতোজ্ঞে জাহবত্যাং মহাবলঃ । স
তু পিত্রা ভৃশঃ শপ্তঃ কুটীরোগমবাপ্তবান্ । তেন
সংস্থাপিতঃ স্বর্ধ্যো নিজানামা পুরং কৃতম্ । ১০ ।
দেবুবাচ । শপ্তঃ কাম্রিমিত্তেহসৌ পিত্রা পুত্রঃ
স্বয়ং পুংসঃ । নান্নং স্ত্র্যাং কারণং দেব যেনাসৌ
শপ্তবান্ সূতম্ । ১১ । ঈশ্বর উবাচ । শৃণুহাব-

প্রসিদ্ধ । অগ্ন্যে প্রথম মিজবন, দ্বিতীয় মুণ্ডার
স্থান এবং তৃতীয় সাধাদিত্যাদিষ্ঠিত প্রভাসক্ষেত্র ।
মহাদেবি । প্রভাসক্ষেত্রের সাধপুরই স্বর্গের নিত্য
সিদ্ধ দ্বিতীয় স্থান । স্বর্গ সাধের প্রতি শ্রীত হইয়া
জনগণের প্রতি অমুগ্রহ বিতরণার্থ মৈত্র্যে
সর্ব্বজগৎ অবলোকনপূর্ব্বক মঙ্গলার্থ তথায় দ্বাদশ
ভাগে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন । সেই ভগ-
বান্ যথাবিধি বিধিত পূজা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া
থাকেন । দেবী কহিলেন,—কে সাধ ? কাহার
পুত্র ? কাহার নামে ঐ রবিপুরী প্রতিষ্ঠিত ? কোন
পুণ্যকর্ম্মা লোকের প্রতিই বা সহস্রাং বরপ্রদ ?
ঈশ্বর কহিলেন—সুপ্রসিদ্ধ মহাপ্রভাব দ্বাদশাদিত্যের
মধ্যে যিনি সর্ব্বলোকবিজ্ঞত বিষ্ণুসংজ্ঞায় অভি-
হিত, সেই ভগবান্ বিভূই এখানে বাসুদেব
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । জাহবতীর গর্ভে মহাবল সাধ
নামে ঐহার এক পুত্র উৎপন্ন হয় । বাসুদেব সেই
স্বীয় পুত্রকে অভিষাপ প্রদান করেন, তাহাতে
সাত্ত্ব কুটীরোগগ্রস্ত হন । অনন্তর সাধ স্বর্ধ্যপ্রতিষ্ঠা
করেন এবং তজ্জন্ত নিজ নামে পুর নিৰ্ম্মাণ করেন ।
দেবী কহিলেন,—পিতা হইয়া পুত্রকে কি নিমিত্ত
অভিষাপ দিয়াছিলেন ? দেব ! পিতা কর্ত্তক
পুত্রের প্রতি অভিষাপ, এরূপ ব্যাপার তো অসম্ভব

হিতা ভূত্বা তস্মৈ যচ্ছাপকারণম্ । দুঃখাসা নাম ভগ-
বান্ মমৈবাংশসমুদ্ভবঃ ॥ ১২ ॥ অটমানঃ স ভগবাৎ-
স্ত্রীলোকান প্রচোয় হ । অথ প্রাপ্তো দ্বারবতীঃ
লোকাঃ সঞ্জজিরে পুরঃ ॥ ১৩ ॥ তমাগতমুখিঃ দৃষ্ট্বা
সাদ্বো রূপেণ গম্বিতঃ । পিতৃকং জটিলং রূক্ষং
বিশ্বরূপং রুশং তথা ॥ ১৪ ॥ অবমানং চকারাসৌ
দর্শনাৎ স্পর্শনাত্তথা । দৃষ্ট্বা তস্মৈ মুখং মন্দো বক্রং
চক্রে তথাশ্বনঃ । চক্রে যদুকুলশ্রেষ্ঠা গম্বিতো
যৌবনেন তু ॥ ১৫ ॥ অথ ক্রুদ্ধো মহাতেজা দুঃখাসা
ঋষিসত্তমঃ । সাধ্বং প্রোবাচ ভগবান্ বিদুষ্মনুখ-
মাশ্বনঃ ॥ ১৬ ॥ যস্মাদ্বিরূপং মাং দৃষ্ট্বা আশ্বরূপেণ
গম্বিতঃ । গমনে দর্শনে মম্বমহাকারঃ ক্রতো যতঃ ।
তস্মাৎ কুঠরোগেণ ন চিরেণ প্রসিধ্যসে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে সাধশাপপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম শত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥



কারণে হইবার নহে? ঈশ্বর কহিলেন,—দোব !
অবহিত হইয়া তাহার শাপকারণ শ্রবণ কর ।
মমাংশ-সমুদ্ভূত ভগবান্ দুঃখাসা ত্রিলোক ভ্রমণ করিতে
করিতে একদা দ্বারাবতী পুরে আগমন করিলেন ।
তথায় বহুলোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল ।
রূপগম্বিত সাধ সেই সমাগত ঋষিকে পিতৃক,
জটিল, রূক্ষ, বিকৃতরূপ ও রুশকায় দেখিয়া দর্শনে
স্পর্শনে তাঁহার যথেষ্ট অবমাননা করিলেন । মন্দ-
মতি সাধ তাঁহার মুখ দেখিয়া নিজের মুখও সেই
ভাবে বিকৃত করিতে লাগিলেন । যদুকুলশ্রেষ্ঠ শাধ
যৌবনমদে গম্বিত হইয়াই ঐরূপ কাণ্ড করিলেন ।
অনন্তর ঋষিপ্রবর মহাতেজা দুঃখাসা সাধের প্রাত
ক্রুদ্ধ হইয়া আশ্ববক্র কাম্পিত করত কহিলেন,—
তুই আশ্বরূপে গম্বিত হইয়া আমাকে বিরূপ দেখিয়া
গমনে দর্শনে আমার প্রতি যখন অহকার প্রদর্শন
করিলি, তখন তোকে আচরাৎ কুঠ রোগে আক্রান্ত
হইতে হইবে । ১—১৭ ।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । এতদ্বিশ্বের কালে তু নারদো
ভগবানুখিঃ । ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রজন্ম লোকেষু
গম্বিতঃ ॥ ১ ॥ সর্বলোকচরঃ সোহপি যুবা দেব-
নমস্কৃতঃ । তথা যদৃচ্ছয়া চায়মটমানঃ সমস্ততঃ ॥ ২ ॥
বান্দেবং স বৈ ভ্রষ্টঃ নিত্যং দ্বারবতীঃ পুরীম্ ।
আরতি ঋষিভিঃ সার্কং ক্রোধেন ঋষিসত্তমঃ ॥ ৩ ॥
অথাঙ্গাগচ্ছতস্ত সর্বো যদুকুমারকঃ । যে প্রহৃষ-
প্রভৃত্যন্তে চ প্রস্রবাননাঃ স্থিতাঃ ॥ ৪ ॥ অভাবাচ্চ-
থাপাদ্যানাং পূজাং চকুঃ সমস্ততঃ । সাধস্বব-
ভাবিত্যন্ত শাপস্ত কারণাৎ ॥ ৫ ॥ অবজ্ঞাং কুরুতে
নিত্যং নারদস্ত মহাশ্বনঃ । রতক্রৌড়াসবৈর্নিত্যং
রূপযৌবনগম্বিতঃ ॥ ৬ ॥ অবিনীতং তু তং দৃষ্ট্বা
চিন্তয়ামাস নারদঃ । অস্তাহমবিনীতস্ত করিষ্যে
বিনয়ং শুভম্ ॥ ৭ ॥ এবং স চিন্তয়িত্বা তু বাসু-
দেবমথাববীৎ । ইমাঃ বোড়শসাহস্রাঃ স্ত্রিয়ো যা
দেবসত্তম ॥ ৮ ॥ সন্ন্যাস্তাসাং সদা সাধে ভাবো
দেব সমাশ্রিতঃ । রূপেণাপ্রতিমঃ সাধো লোকে-

একাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ইত্যবকাশে ব্রহ্মার মানস
পুত্র ত্রিলোকগম্বিত সর্বলোকচরী সুরবন্দিত
যুবা ভগবান্ নারদ ঋষি যথেষ্টক্রমে ভ্রমণ করিতে
করিতে অস্তান্ত ঋষিগণসমভিব্যাহারে দ্বারাবতী
পুরে আগমন করিলেন । ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ বাসু-
দেবকে দেখবার জন্য নতাই তথায় আসিতেন ।
অদ্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রহৃষপ্রমুখ যদু-
কুমারগণ বিনীতভাবে অবস্থান করিলেন এবং
অর্ঘ্য পাদ্যাদির অভাবেও অশ্রুরূপে তাঁহার
সৎকার করিলেন । কিন্তু শাধ অতি-
শাপের অবশ্যতাবহা নিবন্ধন নিত্য মহাত্মা
নারদকে অবজ্ঞা করতেন । তিনি রূপযৌবনে
গম্বিত হইয়া রতক্রৌড় ও আসবনিষেবগাদি দ্বারা
অত্যন্ত অবিনীত হইয়াছিলেন । নারদ তাঁহাকে
তদবস্থ দেখিয়া ভাবিলেন,—এই অবিনীতের
যাহাতে সম্যক বিনয় হইতে পারে, আমি তাহা
করিব । নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া বাসুদেবের
নিকট একদা বলিলেন,—হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনার
এই যে বোড়শ সহস্র পত্নী আছে; ইহাদের
সকলেরই অঙ্গরাগ সাধের উপর । এজগতে
সাধ রূপে অপ্রতিম; তাই ঐ সকল ভবৎপত্নী

হস্মিন সৱাচরে ॥ ৯ ॥ সদাহস্তি চ তাস্তত্ত্ব দর্শনং
হপি সংশ্লিষ্যঃ । ক্ষণৈবং নারদাধাক্যং চিন্তয়ামাস
কেশবঃ ॥ ১০ ॥ যদেতন্নারদেনোক্তং সত্যমত্র তু
কিং ভবেৎ । এবঞ্চ ক্ষণতে লোকে চাপল্যং শ্রীষু
বিদ্যতে । শ্লোকাবিমৌ পুরা গীতো চিন্ত্যে-
যৌষিতাং দ্বিজৈঃ ॥ ১১ ॥ পৌশ্চল্যাদতিচাপল্যা-
দজ্ঞানাত্ত স্বভাবতঃ । রক্ষিতা যত্নতো হেতা
বিকুর্যন্তি হি ভর্তৃষু ॥ ১২ ॥ নৈতা রূপং পরীক্ষতে
নাসাং বয়সি সংশ্লিষ্যঃ । অরূপং বা বিরূপং বা
পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । মনসা
চিন্তয়িত্বৈবং রূপেণ নারদমববীৎ । ন হুহং শ্রদ্ধ-
ধাম্যেতদ্বদেতন্ত্যযিতং পুরা ॥ ১৪ ॥ ক্রবাণমেবং
দেবং তু নারদঃ প্রত্যাচ হ । তথাহং তু করি-
ষ্যামি যথা শ্রদ্ধাস্ততে ভবান্ ॥ ১৫ ॥ এবমুক্তা
যযৌ ভূয়ো নারদস্ত যথাগতম্ । ততঃ কতি-
পয়াংস্তা দ্বারকাং পুনরভ্যাগাৎ ॥ ১৬ ॥ তস্মিন্নহনি
দেবোহপি সগম্যঃপৌরকৈর্জনৈঃ । অনুরূপ জল-
ক্রৌড়িং পানমাসেবতে রহঃ ॥ ১৭ ॥ রম্যে রৈবত-

কোদ্যানে নানাক্ষয়বিভূষিতে । সর্বাধুত্বমুন্মৈবিত্যং
বাসিতে সর্ষকামনে ॥ ১৮ ॥ নানাজলজফুলভি-
দৌষিকভিরলঙ্কৃতে । হংসসারসসজ্জ্বষ্টে চক্র-
বাকোপশোভিতে ॥ ১৯ ॥ তস্মিন্ স রমতে শ্বেষঃ
শ্রীভিঃ পরিবৃত্তস্তদা । হারনুপুরকেয়ুররসনাঈর্দীর্ঘি-
ভূষণৈঃ ॥ ২০ ॥ ভূষিতানাং বরঙ্গীণাং সর্বাঙ্গীণাং
বিশেষতঃ । তত্রহঃ পিবতে পানং শুভগন্ধাধিতং
শুভম্ ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্নস্তরে বৃদ্ধা মদ্যমস্তান্ততঃ
শ্লিষ্যঃ । উবাচ নারদঃ সাধ্বমস্মিন্তিষ্ঠি কুমারক ॥
২২ ॥ ইদং সমাহ্রবতে দেবো ন যুক্তং স্বাত্মমত্র
তে । তদ্বাক্যার্থমবুজ্জৈব নারদেনাথ নোদিতঃ ॥ ২৩ ॥
গত্বা তু সহরং সাধ্বঃ প্রণামমকরোৎ পিতৃঃ । নিদ্বিষ্ট-
মাসনং ভেজে যথাভাবেন বিষ্ণুনা ॥ ২৪ ॥ এতস্মি-
ন্নস্তরে তত্র যাস্ত বৈ চান্সাস্বিকাঃ । তা দৃষ্ট্বা সহসা
সাধ্বং সর্ষাক্ষুভিরে শ্লিষ্যঃ ॥ ২৫ ॥ ন স দৃষ্টঃ পুরা
যাতিঞ্চ পুণ্যনিবাসিতিঃ । মদ্যাদোষাত্তস্তাসাং
স্মৃতিলোপাতথা বহু ॥ ২৬ ॥ স্বভাবতোহল্লসস্বানাং
জঘনাদি বিশৃঙ্খলঃ । ক্ষণতে চাপ্যং শ্লোকঃ পুরাণ-
প্রথিতঃ ক্রিতো ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মচর্যোহপি বর্তন্ত্য।

সংস্বভাবা হইলেও সৰুদাই সাধ্বের দর্শন অভি-
নন্দন করেন । কেশব নারদের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন—নারদ যাহা বলিল,
তাহা কি সত্য? লোকপরম্পরায় শুনা যায় বটে
যে, শ্রীজাতির চাপল্য আছে । অপিচ এ সম্বন্ধে
যৌষিদ্গণের চিন্তাও ব্রজগণ এই দুইটা শ্লোকও
পূর্বে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন; যথা,—শ্রীজাতির পৌশ্চল্য
ও চাপল্য অজ্ঞান ও স্বভাবাসদ্ধ দোষ; এ
দোষ হইতে উদ্ধাদগকে যত্নপূর্বক রক্ষা করা
কর্তব্য । উহার ভর্তৃজনে বিরূপ হইয়া থাকে ।
শ্রীজাতি রূপের অপেক্ষা করে না, বয়সেও উহাদের
বিবেক নাই, অরূপ বা কুরূপ যাহাই হউক, ‘পুরুষ’
পাইলেই তাহাকে ভোগ করিয়া থাকে । ঈশ্বর
কহিলেন—কৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া
প্রকাশে নারদকে বলিলেন,—নারদ! তুমি পূর্বে
যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে
না । নারদ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—আপনার
যাহাতে বিশ্বাস হয়, তাহা আমি করিব । এই
বলিয়া নারদ যথাস্থানে গমন করিলেন । অনন্তর
কতিপয় দিনের পর পুনরায় দ্বারকায় আসিলেন ।
তাঁহার দ্বারকাগমনের দিনই বাসুদেব অন্তঃ-
পুরিকাদিগের সহিত জলকেলি করিয়া রম্য রৈবতক
উদ্যানে মধুপান করিতেছিলেন! রৈবতকের

উদ্যান নানা পাদপে শোভিত; সকল ঋতুর সকল
কুসুমের সুবাসিত; সর্ষাবধ কামভোগের আকর;
নানা কমলোদ্ভাসিত বাণীসমূহে সমলঙ্কৃত; হংস,
সারস ও চক্রবাক-রবে মুখারত । ১—১৯ । তথায়
থাকিয়া বাসুদেব শ্রীগণ-পরিবৃত্ত হইয়া রমণ করিতে
লাগিলেন । তিনি হার-নুপুর-কেয়ুর-রসনাদি
বিবিধ ভূষণে ভূষিত বরনারীগণের মধ্যে থাকিয়া
সুস্নাত মধু পান করিলেন । ইত্যবসরে নারদ বাক্য-
লেন, বাসুদেবের প্রেমসীগণ সকলেই মদ্যপানে
মত্ত হইয়াছেন । বাক্য নারদ সাধ্বকে বলিলেন,
—কুমার! তুমি এইখানে থাক; কিন্তু বাসুদেব
তোমায় ডাকিতেছেন, এখানে তোমার থাকা উচিত
হয় না । সাধ্ব নারদের বাক্যার্থ বুঝিতে না
পারিয়া তাঁহার প্রেরণায় পিতৃ-পার্শ্বে গিয়া প্রণাম
করিলেন এবং বিষ্ণুর নিদ্বিষ্ট আসনে উপবিষ্ট
হইলেন । এই সময় তথায় যে সকল অল্লসাস্বিকা
বিষ্ণুমহিলা ছিলেন, তাঁহারা সাধ্বকে দেখিয়া ক্ষুব্ধ
হইলেন । যে সকল অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা
পূর্বে সাধ্বকে দেখেন নাই, মদ্যপানদোষে স্মৃতি
বিলুপ্ত হওয়ায় সেই সকল অল্লসাস্বিকা রমণীর জঘন-
ভূত হইতে দেখেদাদ্গম হইল । বসন্ত জগতে
পুরাণপ্রসিদ্ধ একপ শ্লোকও শুনিতে পাওয়া যায় যে,

যোগিজ্ঞা বা প্রমাদতঃ । প্রকৃষ্টঃ পুরুষঃ দৃষ্টা বরাক্ষ-
ক্লিষ্টতে স্থিয়াঃ ॥ ২৮ ॥ লোকেহপি দৃষ্টতে হেতু-
মদ্যস্তাপ্যথ সেবনাৎ । লজ্জাং মুকুতি নিঃশঙ্কা
হ্রীমতো হপি চ স্থিয়ঃ ॥ ২৯ ॥ সমাংসৈর্ভোজনৈঃ
শ্লিষ্টৈঃ পানৈঃ সৌধুসুয়াসবৈঃ । গঠৈর্দ্বৈনোদৈ-
র্কৈশ্চৈব কামঃ স্রাবু বিজ্ঞাতাঃ ৩০ ॥ মদ্যং ন
দেয়মত্যাগং পুরুষেণ বিপশিতা । মদ্যোন্নতাঃ স্বভাবে
ন পূৰ্ণং সন্তি যতঃ স্থিয়ঃ ৩১ ॥ নারদোহপ্যথ
তং সাধুং প্রেষয়িত্বা বরাধিতঃ । আজগামাথ তদৈব
সাধুস্তাহুপদেন তু ॥ ৩২ ॥ আয়াস্তঃ তাঃ স্বয়ং দৃষ্টা
প্রিয়সৌম্যনসঃ মুনিম্ । সহসৈবোখিতাঃ সর্বাঃ
মদ্যোন্নতা অপি স্থিয়ঃ ৩৩ ॥ তাসামধোখিতানাং
তু বাসুদেবস্ত পশুতঃ । ভিষা বাসাংস্তনুর্ঘাণি
পাজেষু পতিতানি তু ৩৪ ॥ জঘনেষু বিলগ্নানি
তানি পেতুঃ পৃথকপৃথক্ । তদদৃষ্টা তু হরিঃ ক্রুদ্ধস্তাঃ
শশাপ ততোহবলাঃ ৩৫ ॥ যস্মাদপাতানি ক্রীড়াংসি
মাং মুকুজজ্ব বঃ স্থিয়ঃ । তস্মাৎপতিকৃত্য লোকানা-
য়বোহস্তে ন যাস্তথ ৩৬ ॥ পতিলোকাৎ পরিভ্রষ্টা

স্বর্ণমার্গাত্তথৈব চ । কুৰ্ব্বা হৃশরণ কুয়ো দম্ভ্যহস্তঃ
গমিষ্যথ ৩৭ ॥ শাপদোষাত্তত্ত্বম্মাতাঃ স্থিয়ো
গাক্ষতে হরৌ । হতাঃ পাক্ষনদৈশ্চোদৈরর্জুনস্ত
প্রপশুতঃ ৩৮ ॥ অন্নসখ্যং যাস্যাসংস্তা গতা
দৃষণং স্থিয়ঃ । কক্ষিণী সত্যভামা চ তথা জাহবতী
শ্রিয়ে ৩৯ ॥ ন প্রাপ্তা দম্ভ্যহস্তঃ তাঃ যেন সন্ধেন
রক্ষিতাঃ । শগ্বেবং তাঃ স্থিয়ঃ কৃষ্ণং সাধমপ্যশপৎ
পুনঃ ৪০ ॥ যস্মাদতীত্ব তে কান্তং দৃষ্টা রূপমিমাঃ
স্থিয়ঃ । কৃষ্ণাঃ সখা যতন্তস্মাৎকুঠরোগমবাপুহি ৪১ ॥
তস্ত তথচনং ক্রুমা সাধো লজ্জাসমবিতঃ ।
উবাচ প্রহসন বাক্যং স স্মরন্নবিসন্তমম্ ৪২ ॥
অনিমিত্তমহং তাত ভাবদোষবিবজ্জিতঃ । শগ্বে ন
মেহস্ত বৈ ক্রুদ্ধো হুমাগা নান্তথা বদেৎ ৪৩ ॥
এবমুক্রা ততঃ সাধুঃ কৃষ্ণং কমললোচনম্ । ততো
বৈরাগ্যাসংযুক্তশ্চিহ্নাশোকপরায়ণঃ ৪৪ ॥ প্রভাস-
ক্ষেত্রমগমৎসর্গপাতকনাশনম্ । এবং তৎক্ষেত্র-
মাসাদ্য তপস্তপে স্মদরূপম্ ৪৫ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য
সহস্রাং দেবং পাপনিবৃদনম্ । ততশ্চায়াধর্যামাস
পরং নিয়মমাশ্রিতঃ ৪৬ ॥ ত্রিসংখ্যং পূজয়ামাস

রমণী ভ্রমচ্যরিণীই হোক বা যোগিনীই হোক,
সুন্দর পুরুষ দর্শনে প্রমাদবশতঃ তাহার বরাক্ষ
ক্লিষ্ট হইয়া থাকে । লোকেও দেখা যায় যে, মদ্য-
সেবনে লজ্জাশীলা রমণীরাও অসঙ্কোচে লজ্জা পরি-
ত্যাগ করে । সমাংস ভোজন, শ্লিষ্ট পান, এবং
সৌধু-সুয়াসব নিষেবণ, মনোহর গন্ধ ও উত্তম বস্ত্র
এই সকল ভোগে জীজ্ঞাতির কামবুদ্ধি হয় ; অত-
এব বিজ্ঞ পুরুষ রমণীকে অধিক মদ্য প্রদান
করিবেন না । কেননা, মদ্যোন্নতা রমণীরা পুরোক্ত
চরিত্র-সম্পন্নই হইয়া থাকে । যাহা হোক, নারদ
সাধকে প্রেরণ করিয়া ক্রতুগতি সাধের পশ্চাৎ
পশ্চাৎই সেইখানে আগমন করিলেন । স্বামীর
প্রিয় মুনি নারদকে আসিতে দেখিয়া সেই সকল
কৃষ্ণকামিনীরা মদ্যোন্নতা হইলেও সহসা সসন্ত্রমে
উখিতা হইলেন । বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহারা
উখিত হইলে তাঁহাদের মহামূল্য সূক্ষ্ম বসন ভেদ
করিয়া বরাক্ষ-ক্রেদ পাজসমূহে পতিত ও জঘন-
দেশে পৃথক পৃথক বিলয় হইল । হরি তাহা দেখিয়া
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই সকল অবলাকে শাপ
দিলেন । বলিলেন,—তোমরা আমার পত্নী হইয়াও
আমাকে ত্যাগ করিয়া অস্ত্র পুরুষে যখন মনো-
নিবেশ করিয়াছ, তখন আশুশেবে তোমাং
ভাগ্যে আর পতিলোকপ্রাপ্তি হইবে না । তোমরা

পতিলোক ও স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিরাশ্রয়
স্তায় দম্ভ্যহস্তে পতিত হইবে । ২০—৩৭ । এইরূপ
শাপদোষেই পরে কৃষ্ণ স্বর্গগমন করিলে অর্জুনের
সমক্ষে পঞ্চনদবাসী দম্ভ্যরা তাহাদিগকে হরণ
করিয়াছিল । যে সকল রমণী অন্নসখা ছিল,
তাহারা এই শাপভ্রষ্ট হইয়াছিল । কিন্তু কক্ষিণী,
সত্যভামা তথা জাহবতী, ইহারা স্বীয় চরিত্রবলেই
রক্ষিতা হইয়াছিলেন ; দম্ভ্যহস্তে পতিত হন নাই ।
যাহা হোক, কৃষ্ণ সেই সকল স্ত্রীগণকে শাপ দিয়া
পরে সাধকেও শাপ দিলেন—তোমরা পরম
সুন্দর রূপ দেখিয়া আমার স্ত্রীগণ যখন ক্রুদ্ধ হই-
য়াছে, তখন তোমাকেও কুঠরোগগ্রস্ত হইতে
হইবে । তাহার সেই বাক্য শুনিয়া সাধ লজ্জিত
হইলেন এবং ঋষিসত্তমকে স্মরণ করিয়া হাসিয়া
বলিলেন,—তাত ! আমি ভাবদোষবিজ্জিত ; অকারণ
আমায় অভিশাপ দিলেন । ক্রুদ্ধ হুমাগা আমায়
ঠিকই বলিয়াছিলেন । সাধ কমললোচন কৃষ্ণকে
এই কথা কহিয়া পরে চিন্তা ও শোকাক্রান্তভাবে
বৈরাগ্যের আশ্রয় লইলেন । অনন্তর তিনি সর্গ
পাতক-হর প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন । সেখানে
আসিয়া পাপনাশন সহস্রাং দেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া
তৎসমীপে কঠোর তপস্তা করিতে লাগিলেন ।

দ্বিবাগদ্বাহুল্যেনৈঃ। স্তোত্রোপায়েন ভক্ত্যা বৈ
স্তোতি নিত্যং দিনাধিপম্ ॥ ৪৭ ॥ সাধ
উবাচ। নমঃস্রলোক্যদীপায় নমস্তে তিমিরাপহ।
নমঃ পঙ্কজনাথায় নমঃ কুমুদশব্দে ॥ ৪৮ ॥ নমো
জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগদ্ধাত্রে নমোহস্ত তে। দেবদেব
নমস্তামি সূর্য্যং ত্রৈলোক্যদীপকম্ ॥ ৪৯ ॥ আদিত্য-
বর্ণে ভুবনস্ত গোপ্তা অপূষ এষ প্রথমঃ সুরাণাম্।
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা স পর্যাতে বৈ তমসঃ
পরস্তাৎ ॥ ৫০ ॥ ইতি স্ততস্তদা সূর্য্যঃ প্রসন্ন-
নাস্তরাশ্বনা। উবাচ দর্শনং গবা সাধঃ জাহবতী-
সুতম্ ॥ ৫১ ॥ সাধ সাধ মহাবাহো শৃণু গোবিন্দ
নন্দন। স্তোত্রোপায়েন তুষ্টিহং বরঃ ক্রহি যদি-
দ্রিতম্ ॥ ৫২ ॥ সাধ উবাচ। কৃষ্ণোহং সুরশ্রেষ্ঠ
শক্তঃ পাপঃ সূহৃৎপ্রতিঃ। কৃষ্টান্তঃ কুরু মে দেব যদি
তুষ্টিহসি যে প্রভো ॥ ৫৩ ॥ জীভাহুরুবাচ। ভূয়
এব মহাভাগ নীরোগশব্দঃ ভবিষ্যসি। যাদৃক্শপঃ
পুরা হ্যাসীদ্যম চৈব প্রসাদতঃ ॥ ৫৪ ॥ অদ্য প্রভাত

সাধ নিয়মাবিত হইয়া সূর্য্যারাবনার নিবিষ্ট হইলেন
এবং দ্বিবা গচ্ছ ও অহুল্যেন দ্বারা তাঁহার ত্রৈকা-
লিক পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তিতরে
নিত্য নিত্য দিনাধিপতিকে এইরূপে স্তব করিতে
লাগিলেন। সাধ কহিলেন,—হে তিমিরারে
ত্রৈলোক্যদীপক! তোমাকে আমার বার বার নম-
স্কার। তুমি পঙ্কজ-বন্ধু ও কুমুদনাথ তোমাকে
নমস্কার। তুমি জগৎপ্রতিষ্ঠা, জগদ্ধাতা, তোমাকে
নমস্কার। হে দেবদেব! তুমি সূর্য্য—ত্রৈলোক্যের
দীপক, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি
আদিত্যবর্ণ, ভুবনগোপ্তা, অনাদি ও সুরগণের
আদি। তুমিই হিরণ্যগর্ভ তমঃপারবতী মহাপুরুষ
বলিয়া পঠিত, তোমাকে আমার নমস্কার। সূর্য্য
এইরূপে স্তব হইয়া তৎকালে প্রসন্নচিত্তে সাক্ষাৎ
অবির্ভূত হইয়া জাহবতীসুত সাধকে বলিলেন,—
হে সাধ, সাধ, গোবিন্দনন্দন, মহাজ্ঞ! শ্রবণ কর,
তোমার এই স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি; অভীষ্ট
বর প্রার্থনা কর। সাধ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ!
আমি সূহৃৎপ্রতি পাপিষ্ঠ; কৃষ্ণ আমার অভিপা
দ্বিয়াছেন। দেব! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
তবে আমার কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করুন। তাঁহ
বলিলেন,—মহাভাগ! তুমি নীরোগ হইবে;
তোমার যেমন কণ ছিল, আমার প্রসাদে পুনরায়

নেক্যাক্তা বিকৃতার্থাঃ কথকন। ন তাসাং দর্শনে
জাতু স্বাতব্যঃ যদুনন্দন ॥ ৫৫ ॥ তাসামীর্ষ্যাপরী-
তেন বিকৃণা প্রভবিকৃণা। কুঃ তে যাদবশ্রেষ্ঠ
প্রদত্তঃ হি মহাত্মনা ॥ ৫৬ ॥ যো মাং স্তোত্রোপ
চানেন সমাগত্য চ স্তোষ্যতি। ন তস্তাষয়-
সমুত্তঃ কুষ্ঠী কচ্চিত্তবিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ অখাদিত্যস্ত
নামানি সমাগ্ জনৌহি দাদশ। দাদশৈব তথা-
স্তানি তানি বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥ আদিত্যঃ
সবিতা সূর্য্যো মিহিরোহর্কঃ প্রতাপনঃ। মার্ত্তিগো
ভাস্করো ভাহ্নশ্চৈত্বাহ্নদ্বিবাকরঃ ॥ ৫৯ ॥ রবি-
দ্বাদশনামৈবং জ্ঞেয়ঃ সামান্তনামভিঃ। বিকৃ-
ধাতা ভগঃ পুষা মিত্রোহংগুর্ধরপৌর্ধমা ॥ ৬০ ॥
ইন্দ্রো বিবশ্বাঃসুষ্ঠা চ পর্জন্তো দাদশঃ স্মৃতঃ। ইতি
তে দাদশাদিত্যাঃ পৃথক্শেন প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৬১ ॥
উত্তীর্ণস্তি সদা স্তেতে মাসৈর্দাদশভিঃ ক্রমাৎ।
বিকৃষ্মস্তি বৈ চৈত্রে বৈশাখে চার্দ্যমা সদা ॥ ৬২ ॥ বিব-
শ্বান জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাংগুমাংস্তথা। পর্জন্তঃ
শ্রাবণে মাসি বরুণঃ প্রৌঠসংজ্ঞকে ॥ ৬৩ ॥ ইন্দ্রশ্রাব-
যুজে মাসি ধাতা তপতি কার্ত্তিকে। মার্গশীর্ষে তথা
মিত্রঃ পৌষে পুষা দিবাকরঃ ॥ ৬৪ ॥ মাঘে ভগ

তাহাই হইবে। আজ হইতে তুমি আর কৃকভার্থ্য
দিগকে দেখিও না। হে যদুনন্দন! তাঁহাদের দর্শন-
পথে কদাচ তুমি থাকিও না। তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা-
পরতন্ত্র হইয়াই প্রভবিকৃ বিকৃ তোমার কুষ্ঠরোগে
আক্রান্ত হইবার অভিপা দিয়াছিলেন। ৫৮-৫৯।
যাহা হোক, এই ক্ষেত্রে আসিয়া তোমার কৃত এই
স্তব দ্বারা আমার যে স্তব করিবে, তাহার বংশে
আর কেহই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে না। অনন্তর
আদিত্যের নামান্ত্র দ্বাদশবিধ নাম শ্রবণ কর।
তদীয় অস্ত্রান্ত্র দ্বাদশ নামও আমি বলিতেছি,
আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, মিহির, অর্ক, প্রতাপ-
ন, মার্ত্তগু, ভাস্কর, ভাহ্ন, চৈত্বাহ্ন, দিবাক-
র, ও রবি। সামান্ত নামনিকৃষ্টি অহুনারে
আদিত্যের এই দ্বাদশ নাম বিজ্ঞের। অস্ত্র দ্বাদশ
নাম যথা—বিকৃ, ধাতা, ভগ, পুষা, মিত্র, অংগু,
বরুণ, অর্ধ্যমা, ইন্দ্র, বিবশ্বান, 'সুষ্ঠা ও পর্জন্ত।
আদিত্যের এই অস্ত্রবিধ দ্বাদশ নাম কীর্ত্তিত
হইল। দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে এই সকল আদিত্য
উদিত হইয়া থাকেন। বিকৃ চৈত্রে, অর্ধ্যমা
বৈশাখে, বিবশ্বান জ্যৈষ্ঠে, অংগুমান আষাঢ়ে,
পর্জন্ত শ্রাবণে, বরুণ ভাদ্রে, ইন্দ্র আশ্বিনে, ধাতা

বিজ্ঞেয়ত্বাৎ তপতি কাঙ্ক্ষনে। শতৈর্দ্বাদশভির্বিষ্ণু-
রশ্মীনাম্ দীপাতে সদা ॥ ৬৫ ॥ দীপাতে গো-
সহস্রেন শতৈশ্চ ত্রিভিরধ্যমা। দ্বিসপ্তকৈর্বিধাংস্ত
অংশুমান পঞ্চকৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৬৬ ॥ বিবস্থানিব পঙ্কজো
বকণপার্থ্যমা ইব। ইন্দ্রস্ত দ্বিগুণৈঃ ষড়্ভূতিভাত্যেকা-
দশভিঃ শতৈঃ ॥ ৬৭ ॥ মিত্রবচ্চ ভগবন্তা সহস্রেন
শতেন চ। উত্তরোপক্রমেহর্কস্ত বর্জ্যন্তে রশ্ময়ঃ
সদা। দক্ষিণোপক্রমে ভূয়ো হ্রসন্তে সূর্য্যরশ্ময়ঃ ॥ ৬৮ ॥
এবং দ্বাদশমূর্ত্তিঃ প্রভাসক্কেত্রমধ্যতঃ। সাধাদি-
তোতি বিখ্যাতঃ স্বাস্ত্রে মনস্তরাস্তরে ॥ ৭০ ॥ মাঘস্ত
গুরুপক্ষে তু পঞ্চমাং যাদবোত্তম। একভক্তং
সদা খ্যাতং ষষ্ঠাং নক্তমুদাহৃতম্ ॥ ৭০ ॥ সপ্তভানু-
বাসং তু ক্রত্বাসাবর্কসম্মিথো। রক্তচন্দনমিশ্রৈশ্চ
করবটৈরমহারতঃ ॥ ৭১ ॥ দক্ষা কন্দুরকঃ ধূপং
পুজয়েত্তাকরং বৃধঃ। ত্রাঙ্কগান্ দিব্যভোজ্যেন
ভোজয়িত্বাপি শক্তিতঃ ॥ ৭২ ॥ এবং য-কুরুতে
সম্যক সাধাদিত্যস্ত পূজনম্। সম্যক শ্রদ্ধাধাম্যুক্তঃ
সম্প্রাপ্যত্যখিলং ফলম্ ॥ ৭৩ ॥ ঐশ্বর উবাচ।

কার্তিকে, মিত্র মার্গশীর্ষে, পুষ্যা শেষে, ভগ মাঘে
এবং ত্রুটা কাঙ্ক্ষনে তাপ প্রদান করেন। বিষ্ণু
দ্বাদশ শত, অধ্যমা তিন শতাধিক সহস্র, বিবস্থান
চতুর্দশ শত এবং অংশুমান পঞ্চশতাধিক সহস্র
রশ্মি দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। এইরূপে
পঙ্কজ বিবস্থানের স্তায় এবং বকণ অধ্যমার
স্তায় রশ্মিমালায় দীপ্তি পান। ইন্দ্র দ্বাদশ শত
রশ্মি দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। মিত্র একা-
দশ শত রশ্মিযোগে, ভগ মিত্রের স্তায়, এবং
ত্রুটা শতাধিক সহস্র রশ্মি দ্বারা প্রদীপ্ত হন।
উত্তরায়ণের উপক্রম হইতেই আদিত্যরশ্মি সকল
নিত্য বর্জিত হয় এবং দক্ষিনায়ণের উপক্রম
হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে দ্বাদশ
মূর্ত্তি দিবাকর প্রভাসক্কেত্রের মধ্যে সাধাদিত্য
নামে বিখ্যাত হইয়া বিভিন্ন মনস্তরেও বিরাজ
করেন। হে ষড়্ভুজ! এইরূপে মাঘ মাসের
গুরুপক্ষীয় পঞ্চমী বসী সপ্তমী তিথিতে সাধাদিত্যের
সম্মিথানে যথাক্রমে একভক্ত, নক্ত ও উপবাস
করিয়া রক্তচন্দনমিশ্র করবট কন্দুরক ও ধূপ
দ্বারা তাক্ষরপূজা করিবে এবং পূজান্তে দিব্য
ভোজ্য সামগ্রী দ্বারা ত্রাঙ্কগদিককে যথাশক্তি
ভোজন করাইবে। • এইরূপে যে ব্যক্তি সম্যক
শ্রদ্ধালু হইয়া সাধাদিত্যের পূজা করে, তাহার

এবমুক্তা সহস্রাঃ স্তুতৈর্দেবাস্তরবীয়ত। সাধোহপি
নিজ্জরো ভূত্বা দ্বারকাং পুনরাগমৎ ॥ ৭৪ ॥ ইতোতৎ
কথিতং দেবি সাধাদিত্যমহোদয়ম্। ঋতং হরতি
পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীহৃদে সাধাদিত্যমাছাং বর্ণনং নার্ম-
কাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঐশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্মহাদেবি দেবীঃ
কণ্টকশোধিনীম্। তন্ত্ৰৈবোত্তরাদর্গভাগে ধনু-
দ্বিতয়সংস্থিতাম্। ১ ॥ মহিবয়ীঃ মহামায়াঃ ব্রহ্ম-
দেবমুপজিতাম্। পুরা যে কল্মষোপেতা দানবা
দেবকণ্টকঃ ॥ ২ ॥ যুগেযুগে শোধয়েন্তাঃ স্তেন
কণ্টকশোধিনী। অশ্বখুকুরুপক্ষে তু নবম্যাং
তামথার্চয়েৎ ॥ ৩ ॥ পশুপুস্পোপহারৈশ্চ দীপ-
ধূপৈস্তথোত্তমৈঃ। তন্ত্ৰায়ো ন জায়ন্তে যাবদ্বর্ষং
বরাননে ॥ ৪ ॥ যন্তাং পশুতি সন্তুজ্যা ভূত্যাং
নিত্যমেব বা। তং পুত্রমিব কল্যাণী সংরক্ষতি

নিখিল ফলপ্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর কহিলেন,—সহস্রাঃ
এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্রহীত হইলেন। সাধও
নিজ্জর হইয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন।
দেবি! এই আমি সাধাদিত্যের মহোদয় বর্ণন
করিলাম। ইহা শ্রবণে পাপ নাশ ও আরোগ্য
লাভ হয়। ৫৭—৭৫।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০১।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়।

ঐশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি। অনন্তর উহার
উত্তরে হই ধনু ব্যবধানে অবস্থিত কণ্টকশোধিনী
দেবীর নিকট গমন করিবে। এই দেবী মহিবয়ী,
মহাকায়া ও ব্রহ্মার্দেবার্ধ-বন্দিতা। দেবকণ্টক
দানবেরা পাপাক্রান্ত হইলে যুগে যুগে এই দেবী
তাহাদিগকে শোধন করেন বলিয়াই কণ্টকশোধিনী
নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আশ্বিন মাসের গুরু-
পক্ষীয় নবমীদিনে ধূপ, দীপ, উত্তম পুস্পাদির
দ্বারা উহার অর্চনা করিতে হয়। এইরূপ পূজা
করিলে এক বর্ষমধ্যে শত্রুনিপাত হয়।
যে নর উত্তম তত্ত্বযোগে চতুর্দশীদিনে অথবা

ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং
পাপনাশনম্ । দেবি কটকশোধিতাঃ ক্রতঃ
রক্ষাকরং পরম্ ॥ ৬ ॥

ইতি জীকান্দে কটকশোধিনীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

ত্রাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেত্তরারোহে কপালেশ্বর-
মুত্তমম্ । তস্তা উত্তরদিগ্ভাগে সুরগন্ধর্ব-
পুজিতম্ ॥ ১ ॥ পুরা যজ্ঞে বর্তমানে দক্ষরাজস্ত
ধীমতঃ । উপবিস্তেষু বিপ্রেষু হুয়মানে হতাশনে ॥ ২ ॥
জান্মরূপধরো কৃতা শব্দরন্ত্র চাগতঃ । জীর্ণ-
কন্ধ্যাধিতো দেবি মলবান ধূলিধসঃ ॥ ৩ ॥ অথ তে
ব্রাহ্মণাঃ ক্রুদ্ধা দৃষ্টা তং জান্মরূপিণম্ । কপালধারিণং
সর্বে ধিক্শব্দৈস্তং জগহিরে ॥ ৪ ॥ অসফলং
পাপপাপেতি গচ্ছগচ্ছ নরাধম । যজ্ঞবেদির্ন চার্হা
হি মানুস্বাস্থিধরস্ত তে ॥ ৫ ॥ অথ প্রহস্ত ভগবান
যজ্ঞবেদ্যাঃ সুরেশ্বর । কিপ্ত্বা কপালং নষ্টোহসৌ

নিত্য তাহাকে দর্শন করে, ঐ কল্যাণী দেবী
তাঁহাকে পুত্রের স্তায় রক্ষা করিয়া থাকেন ।
দেবি ! এই আমি সংক্ষেপে কটকশোধিনী দেবীর
পাপহর মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ; ইহা শ্রুত
হইয়া পরম রক্ষাকর হইয়া থাকে । ১—৬ ।

ষাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০২ ।

ত্রাধিকশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরারোহে ! অনন্তর ঐ
দেবীর উত্তরে সুরগন্ধর্বপুজিত উত্তম কপালেশ্বরের
সমীপে গমন করিবে । পূর্বে ধীমান দক্ষ প্রজা-
পতির যজ্ঞে বিপ্রগণ সমাসীন ও হতাশন হুয়মান
হইতে লাগিলে, শব্দর জান্মরূপ ধরিয়া তথায়
আগমন করেন । দেবি ! তিনি জীর্ণকন্ধ্যা ধ্বিষ্ট,
মলাচিত ও ধূলিধসরদেহে আসিয়াছিলেন ; তাই
ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সেই জান্মরূপী কপালীকে ধিক্
শব্দে ঐতরঙ্কার করিতে লাগিলেন এবং বার-
বার বলিলেন দূর দূর পাশী নরাধম দূরহ এ পবিত্র
যজ্ঞবেদী নরাধিধারীর যোগ্য নহে । হে
সুরেশ্ব ! তখন ভগবান হস্ত করিয়া সেই যজ্ঞ-

ন সজ্ঞাতো মনোমিতিঃ ॥ ৬ ॥ তস্মিন্নগ্নৌ কপালং
তৎকিপ্তং মণ্ডপবাহতঃ । অখাশ্রস্ত্র সজ্ঞাতং
ভজপং চ বরাননে ॥ ৭ ॥ কিপ্তংকিপ্তং পুন-
স্তত্র জায়তে চ মহীতলে এবং শতসহস্রাণি
প্রযুক্তান্দুদানি চ ॥ ৮ ॥ তত্র কিপ্তানি জ্ঞাতানি
ততস্তে বিস্ময়াধিতাঃ । অখোচুর্দ্বনয়ঃ সর্বে
নির্দ্রিষ্টাশ্চাত্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৯ ॥ কোহস্তো দেবায়া-
দেবাপদাঙ্কালিতশেখরাৎ । সমর্গ ইদৃশং কৰ্ত্তুমশ্মিন
যজ্ঞে বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ ততস্তে বিবিধৈঃ
স্তোত্রৈঃ স্তবস্তো দ্রুতধ্বজম্ । হোমং চক্ষু-
বুধীর্ষদ্রৌ মজ্ঞৈস্তেঃ শতকদ্রিযৈঃ ॥ ১১ ॥ ততঃ প্রত্য-
কতাং প্রাপ্তস্তেষাং দেবো মহেশ্বরঃ । ততস্তে
বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃকুর্ভুবুঃ শূলপানিনম্ । বেদোক্ত-
মজ্ঞৈবিবিধৈঃ পুরাণোক্তৈস্তত্বেষ চ ॥ ১২ ॥ ঋষয়
উচুঃ । শু নমো মূলপ্রকৃতয়ে অজিতায় মহাশ্বনে ।
অনাম্যে দেবায় নিঃস্পৃহায় নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥ নম
আদ্যায় বীজায় আর্ষেয়ায় প্রবর্তিনে । অনন্তরায়
চৈকায় অব্যাক্তায় নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥ নানাবিচিত্র-

বেদিতেই কপাল ক্ষেপণপূর্বক অদৃষ্ট হইলেন ।
মনীষিগণ কেহই তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না ।
তিনি অদৃষ্ট হইলে তৎপরিভ্যক্ত কপাল যজ্ঞমণ্ড-
পের বহির্ভাগে বিপ্রগণ ফেলিয়া দিলেন । যেমন
ফেলিলেন, অমনি আবার একটা কপাল জন্মিল ।
এইরূপে বার বার কিপ্ত হইতে লাগিল ; বার বার
জন্মিতে লাগিল । শত সহস্র অযুত অর্কুদ বার
নিকিপ্ত হইয়াও সেই কপাল পুনঃপুনঃ উৎপন্ন
হইলে বিপ্রগণ বিস্ময়াধিত হইলেন । তখন যজ্ঞ-
ক্ষেত্রে উপবিষ্ট মুনিগণ তদীয় চেষ্টার আলোচনা
করিতে গিয়া কহিলেন,—গজাজলকালিতশিরা
মহাদেব ব্যতীত কে আর এ যজ্ঞে এরূপ করিতে
সমর্থ ? এ কার্য তাঁহারই । এইরূপ স্থির করিয়া
তাঁহার বিবিধ স্তবে দ্রুতধ্বজের স্তব করিতে লাগি-
লেন এবং শতকদ্রিয মন্ত্র দ্বারা বহিতে হোম করিতে
লাগিলেন । ১—১১ । অনন্তর মহেশ্বর দেব তাঁহা-
দের প্রত্যক্ষ হইলেন । তখন মুনিগণ অস্ত্রবিবিধ
স্তবে এবং বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রে শূলপানির
স্তব করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ কহিলেন—
তিনি মূলপ্রকৃতি, অজিত, মহাশ্বা, অনাম্যত,
নিঃস্পৃহ ও দেবদেব, তাঁহাকে পুনঃপুন নম-
স্কার । যিনি আদ্য বীজ, আর্ষবিধির প্রবর্তক,
অনন্তর, এক ও অব্যক্ত তাঁহাকে নমোনমঃ ।

ভুজগাঙ্কদৃষণায় সর্বেশ্বরায় বিরজায় নমো বরাহ।
 বিশ্বাত্মনে পরমকারণকারণায় ফলারবিন্দবিপুলায়ত-
 লোচনায় ॥ ১৭ ॥ অদৃষ্টমব্যাক্তমনাদিমব্যয়ং যদ-
 কং তদ্বাদন্তি সর্বগম্। নিশাম্য যং মৃত্যুমুখাৎ
 প্রমুচ্যতে তমাদিদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৬ ॥ এবং
 তত্ত্বদা সর্বেশ্বর্যিতিগতকন্ময়ে। ততস্তত্ত্বো মহা-
 দেবন্তেথাং প্রত্যক্ষতাং গতঃ। অরবীতানুযীন দেবো
 বৃগুশ্বঃ বরমুক্তমম্ ॥ ১৭ ॥ ত্রাঙ্গণা উচুঃ। যদি
 তুষ্টোহসি নো দেব স্থানেহ্মশ্মিরিতো ভব
 অসংখ্যাতানি যস্মাক কপালানি সুরেশ্বর ॥ ১৮
 পুনঃ পুনঃ প্ররুতানি ব্যাপনীতান্তপি প্রভো
 অশ্মিন্নসংখ্যং স্থানে কপালেশ্বরনামভূৎ ॥ ১৯
 শ্বয়ং তু লিঙ্গং দেবেশ তিষ্ঠেয়মন্তরাত্তরম্
 কপালেশ্বরনামা তমশ্মিন্ স্থানে স্থিতিং কুরু
 ২০ ॥ যেহত্র শ্বাং পূজয়িষ্যন্তি ধূপমাল্যান্ন-
 লেপনৈঃ। তেষাং তু পরমং স্থানং যদ্বৈবরপি
 দুর্লভম্ ॥ ২১ ॥ বাচমিত্যেবমুকাঙ্গো স্থিতস্তত্র
 মহেশ্বরঃ। পুনঃ প্রবর্তিতো যজ্ঞো নিশানাশস্ত

যিনি বিবিধ বিচিত্র ভূজঙ্গ ও অঙ্গদধারী, যিনি
 সর্বেশ্বর, বিরজ ও বরেণ্য, তাঁহাকে নমস্কার করি।
 যিনি বিশ্বাত্মা, পরম কারণকারণ, ফলারবিন্দবৎ
 বিপুলায়তনেত্র, বাহাকে অদৃষ্ট, অব্যাক্ত, অনাদি,
 অব্যয়, অক্ষয় ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম-নামে অভিহিত
 করা হয়, বাহার নাম শুনিলে জীবমৃত্যুমুখ হইতে
 মুক্ত হইয়া থাকে, সেই অনাদিদেবের আমরা
 শরণাপন্ন হইলাম। বীতপাপ শ্মিগণ এইরূপে
 ক্তব করিলে মহাদেব তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন
 এবং সেই সকল শ্মিকে বলিলেন,—তোমরা
 বর গ্রহণ কর। ত্রাঙ্গগণ বলিলেন,—দেব! যদি
 তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই স্থানে নিত্য সন্নিহিত
 হউন। সুরেশ্বর! যেহেতু অসংখ্য কপাল বার-
 দায় এইস্থান হইতে অগ্নীত হইলেও পুনঃপুনঃ
 প্রাভূত হইয়াছে, এই কারণ এখানে আপনি
 কপালেশ্বর নাম ধারণ করিয়া অবস্থান করুন। হে
 দেবেশ! শ্বয়ং লিঙ্গরূপে এখানে ভিন্ন ভিন্ন
 মন্তরে কপালেশ্বর নামেই বিরাজ করেন। ধূপ
 মাল্য ও অন্নলেপনাদি দ্বারা যাহারা তোমার
 পূজা করিবে, তাহাদের যেন দেবদুর্গত পরম
 স্থান লাভ হয়। মহেশ্বর “তাহাই হটক” বলিয়া
 সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে
 ভামিনি! পুনরায় তথা নিশানাশের যজ্ঞ প্রবর্তিত

ভামিনি ॥ ২২ ॥ তস্মিন দৃষ্টে লভেয়ভ্যো বাজি-
 মেধকসং প্রিয়ে। মুচ্যতে পাতকৈঃ সটকৈঃ পুর্ন-
 জন্মাজ্জিতৈরপি ॥ ২৩ ॥ ইদং মাহাত্ম্যমখিলমভূৎ
 স্বায়ম্ভুবান্তরে। বৈবস্বতে পুনশ্চাত্তদক্ষয়জ্ঞবিনাশ-
 কৃৎ ॥ ২৪ ॥ কপালীতি মহেশানো দক্ষেণোক্তঃ
 পুরা হরঃ। তেন যজ্ঞস্ত বিধংসং কপালী তম-
 থাকরোৎ। কপালেশ্বরনামেতি স্থিতোহশ্মিন্নানবা-
 স্তরে ॥ ২৫ ॥ অধাস্ত নাম দেবস্ত সূর্যাসাবর্ণিকে-
 হস্তরে। ভবিষ্যতি বরাহোহে নাম তত্শেষরেতি
 ৬ ॥ ২৬ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং কল্প-
 দৈবতম্। পাপয়ং সর্বজন্তুনাং পতপাশবিমোক্ষ-
 গম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কপালেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
 ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

চতুর্দশিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি কোটি-
 শ্বরমন্ত্রমম্। তস্মাদ্ভুতরতো দেবি কোটীশমিতি

হইল। প্রিয়ে! মর্ত্যজ্ঞান সেই কপালেশ্বরকে
 দেখিলে অশমেধকল প্রাপ্ত হয় এবং পুর্নজন্মা-
 জ্জিত অশেষ পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।
 স্বায়ম্ভুব মন্তরে এই অবিল মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়া-
 ছিল। বৈবস্বত মন্তরে দক্ষযজ্ঞধ্বংসকর অন্ত-
 বিধ মাহাত্ম্য প্রবর্তিত হয়। পুরাকালে দক্ষ ইহাকে
 কপাল মহেশান ও হর নামে অভিহিত করিয়া-
 ছিলেন। কপালী দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন, তাই
 মন্তরে তিনি কপালেশ্বর নাম ধারণ করিয়া এই
 স্থানে অবস্থান করিতেছেন। হে বরাহোহে!
 সূর্যাসাবর্ণিক মন্তরে এই দেব তত্শেষর নামে
 অভিহিত হইবেন। এই আমি সংক্ষেপে কল্প-
 দৈবতমাহাত্ম্য ব্যক্ত করিলাম, ইহা সর্বজীবের
 পাপয় ও পতপাশহর। ১২—২৭।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০০।

চতুর্দশিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! উহার উত্তরে
 কোটীশর নামে এক সিদ্ধ লিখ আছে। অনন্তর

বিকৃতবৎ ১ ॥ পাপঘ্নঃ সর্বজন্তুণাং পশুপাশ
বিমোক্ষনম্ । পূরা পশুপতা দেবি কপালেশ্বর-
সন্নিধৌ ২ ॥ তপঃ কুর্যন্তি বিপুলং ভষ্মাকুলিত-
বিগ্রহাঃ । জটামুকুটসংযুক্তা মুগ্ধমেখলাধারিণঃ ৩ ॥
শাস্তাঃ সর্বে জিতক্রোধা ব্রাহ্মণাঃ শিবযোগিনঃ ।
তপঃ কুর্যন্তি তদ্বস্থা ব্যাপা ক্ষেত্রং চতুর্দিশম্ ৪ ॥
কোটিসংখ্যা মহাদেবি মন্ত্রজাপ্যপরাধনাঃ । সম্যক্
সংস্থাপ্য তে লিঙ্গং কপালেশশর্মীপগম্ ৫ ॥
ততস্তে পূজ্যাকুরুন্তলিঙ্গং ভক্তিসংযুতাঃ । ততস্তষ্টৌ
মহাদেবো মূর্ত্তিং তেবাং দদৌ হরঃ ৬ ॥ ঋষয়ঃ
কোটিসংখ্যাতান্ত্রিণ্ণ সিদ্ধা যতঃ প্রিয়ে । তেন
কোটিধরং লিঙ্গং নামা খ্যাতং ধরাতলে ৭ ॥
যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা কোটিধরমনাময়ম্ । স
কোটিমন্ত্রজাপ্যন্ত কলং প্রাপ্যতি মানবঃ ৮ ॥
হিরণ্যং তত্র দাতব্যং ব্রাহ্মণে বেদপারগে । কোটি-
হোমকলং তন্ত্ৰ সমাগ্ন্যা ত্রাকলং ভবেৎ ৯ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কোটিধরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১০৪ ॥

তৎসমীপে গমন করিবে । ঐ লিঙ্গ সর্বজীবের
পাপঘ্ন ও পশুপাশবিমুক্তিদ । দেবী পূর্বে ভষ্ম-
ভূমিতাক্, জটামুকুট-মণ্ডিত, ভূজঙ্গমেখলাবিত
শাস্ত, জিতক্রোধ, শিবযোগী, মন্ত্রজপ-নিরত,
কোটিসংখ্যক পশুপত ব্রাহ্মণ কপালেশ্বরসমীপে
এক শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করিয়া বিপুল তপশ্চা
করেন এবং সেই লিঙ্গার্চনায় নিরত হইয়াছিলেন ।
তাহাতে মহাদেব ভূষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে মূর্ত্তিবর
প্রদান করেন । প্রিয়ে! যেহেতু কোটিসংখ্যক সিদ্ধ
ঋষি ঐ লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন, এইজন্ত উহা ধরা-
তলে কোটিধর নামে বিখ্যাত হয় । যে নর ভক্তি
করিয়া ঐ নামে কোটিধর দেবের অর্চনা করে,
সে কোটি মন্ত্র জপের কল প্রাপ্ত হয় । ঐ স্থানে
বেদপারগ ব্রাহ্মণকে হিরণ্য দান করিতে হয় ।
তাহাতে দাতার কোটি হোমকল ও সম্যক্ যাত্রা-
কল সিদ্ধ হয় । ১—৯ ।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৪ ।

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথান্তং সম্প্রবক্ষ্যামি রহস্তং
স্থানমুত্তমম্ । সর্বপাপহরং নৃণাং বিস্তরাৎ কথয়ামি
তে ১ ॥ প্রধানদেবমাহাত্ম্যং কল্পবাসিনাম্ ।
সোমেশৌ দৈত্যাহন্তা চ বালরূপী পিতামহঃ ২ ॥
অর্কহুলস্তথা দিত্যাঃ প্রভাসঃ শশিভূষণঃ । এতে
ষট্শ্রবরা দেবাঃ ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে স্থিতাঃ ৩ ॥
তেবাং দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যঃ প্রজায়তে । মুচ্যতে
পাতকৈর্দেবৈরাজমজ্জনিতৈর্জবম্ ৪ ॥ দেববাচ ।
পূর্ব্বেষামুক্তদেবানাং মাহাত্ম্যং কথিতং হুয়া ।
প্রভাসে বালরূপীতি যৎ প্রোক্তং তৎকথং বচঃ ৫ ॥
অন্তেষু সর্বস্থানেষু বৃদ্ধরূপী পিতামহঃ । কথঞ্চ
সমুপ্রাপ্তো মাহাত্ম্যং তন্ত্ৰ কিং শ্রুতম্ ৬ ॥
কথং স পূজ্যো দেবেশ যাত্রা কার্য্যা কথং নৃভিঃ ।
একদ্বিস্রতো ব্রহ্মি প্রসন্নো যদি মে প্রভো ৭ ॥
ঈশ্বর বাচ । শ্রু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং
বক্ষ্যস্ববম্ । যন্ত্ৰ শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ৮ ॥
নাস্তি ব্রহ্মসমো দেবো নাস্তি ব্রহ্মসমো গুরুঃ ।
নাস্তি ব্রহ্মসমঃ জ্ঞানঃ নাস্তি ব্রহ্মসমঃ তপঃ ৯ ॥

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অস্ত্র এক উত্তম
রহস্ত স্থান বলিতেছি, উহা নরগণের নিখিল পাপ-
হর । প্রধানদেবের মাহাত্ম্য ও কল্পবাসাদিগের
মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বলিতেছি । সোমেশ দৈত্যাস্ত্রদন,
বাল ব্রহ্মা, অর্কহুল, আদিত্য, প্রভাস ও শশিভূষণ
এই ছয় প্রধান দেব প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত । তাঁহা-
দের দর্শনমাত্রেই নর কৃতকৃত্য হয়; আজন্মজিহ্নিত
নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । দেবী
কহিলেন,—পূর্ব্বোক্ত দেবগণের মাহাত্ম্য তুমি ব্যক্ত
করিয়াছ, কিন্তু প্রভাসে বালরূপী ব্রহ্মা আছেন,
সে কিরূপ কথা? অন্তান্ত সকল স্থানে পিতামহ
বৃদ্ধরূপেই অবস্থিত । তিনি এখানে বালরূপ
হইলেন কিরূপে? তাঁহার মাহাত্ম্য কি? কিরূপ
তাঁহার পূজাবিধি? হে দেবেশ! নরগণ তাঁহার
যাত্রাই বা কিরূপে করিবে? প্রভো! আপনি
প্রসন্ন হইয়া থাকিলে এ সকল বিস্তৃত রূপেই আমার
মিকট কীর্ত্তন করুন । ঈশ্বর কহিলেন, শোন
দেবি! ব্রহ্মমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি । উহা শ্রব-
ণেই নিখিল পাতক হইতে মুক্তি হয় । ব্রহ্মসমান
দেব নাই, ব্রহ্মসম গুরু নাই, ব্রহ্মসম জ্ঞান নাই,

তাবদভ্যন্তি সংসারে তুংখশোক-ভয়প্লুতাঃ । ন ভবান্ত
 সুরজ্যোষ্ঠ যাবন্তক্তাঃ পিতামহে ॥ ১০ ॥ সমাসক্তঃ
 যথা চিত্তঃ জন্তোক্ষিষয়গোচরে । যদ্যেবং ব্রহ্মণি
 স্তত্ত্বং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাং ॥ ১১ ॥ দেবুবাচ ।
 এবং মায়াভ্যাসংযুক্তো যদি ব্রহ্মা জগদ্বন্ধক ।
 প্রাভাসিকে মহাতীর্থে কস্মিন স্থানে তু সংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
 কিমর্থমাগতস্তত্র কস্মিন কালে সুরোত্তমঃ । কথং
 স পূজ্যো বিপ্রেন্দ্রৈঃ স্থিতো কত্যাং ক্রমাধদ ॥ ১৩ ॥
 ঈশ্বর উবাচ । সোমনাথস্ত্রৈশান্ত্য সাধাদিত্যায়ি-
 গোচরে । ব্রহ্মণঃ পরমং স্থানং ব্রহ্মলোক ইবাপরঃ ॥
 ১৪ ॥ তিষ্ঠন্তে কল্পসংস্থা যে তত্র কল্পান্তবাসিনঃ ।
 তত্র স্থানে স্থিতো দেবি বালরূপী পিতামহঃ ॥ ১৫ ॥
 জগৎপ্রভুর্লোককর্তা সৰ্বমুর্ন্তির্থাপ্রভঃ । আগত-
 চ্যষ্টবর্ষস্ত্রৈশ প্রাভাসিকে শুভে ॥ ১৬ ॥ তত্রা-
 করোত্তপো ঘোরং দিব্যান্ধানাঃ সহস্রকম্ । নৃংস্থাপ্য
 তু মহালিঙ্গং সিন্ধুক্ষিণিবাঃ প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ
 কালাস্তরেহতীতে সোমেন প্রার্থিতো বিভূঃ । ক্ষয়-
 রোগবিমুক্তেন সম্যক্জুগাধিতেন বৈ ॥ ১৮ ॥
 লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাতেতৈর্ধৈ ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে শুভে ।

ব্রহ্ম-সম তপস্তা নাই । সুরজ্যোষ্ঠ পিতামহে যে
 পর্যন্ত না ভক্তির উদ্রেক হয়, তুংখ-শোক-ভয়াতুর
 নরগণ ততকালই সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে ।
 জীবের চিত্ত যেরূপ বিষয়ে আনন্দ হয়, যদি ব্রহ্মে
 ঐরূপ একনিষ্ঠ হইত, তাহা হইলে কে না ভববন্ধন
 হইতে মুক্ত হইতে পারিত? দেবী কহিলেন,—
 ঠাঁহার যদি এমন মায়াভ্যাস, তবে সেই জগদ্বন্ধক
 ব্রহ্মা মহাতীর্থ প্রভাসের কোথায় অবস্থিত? কবে
 কি জন্ত তিনি প্রভাসে আসিয়াছিলেন? বিপ্রেন্দ্র-
 গণ কোন্ তিথিতে, কিরূপে সেই সুর-ক্ষেত্রের
 পূজা করেন? তাহা ক্রমে বর্ণন করুন । ঈশ্বর
 কহিলেন,—সোমনাথের ঈশানকোণে এবং সাধা-
 দিত্যের অগ্নিকোণে দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের স্তায়
 ব্রহ্মার পরম স্থান নির্দিষ্ট । কল্পস্থ কল্পান্তবাসীরা
 যথায় অবস্থান করে, বালরূপী পিতামহ সেই স্থানেই
 অবস্থিত রহিয়াছেন । তিনি জগৎপ্রভু, লোক-
 কর্তা, সৰ্বমুর্ন্তি মহামহিম; তিনি অষ্টবয়সী বালক
 রূপে সেই শুভ প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া বিবিধ
 প্রজাসৃষ্টিকামনায় এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠাতে
 দিব্য সহস্র বর্ষ পর্যন্ত তৎসমীপে ঘোর তপস্তা
 করেন । অনন্তর কিয়ৎকাল পরে ক্ষয়রোগমুক্ত,
 সম্যক্ জুগাধিত ভগবান্ সোম সেই বিভূর নিকট

কোটিব্রহ্মধিতিঃ সার্কিং সহিতো বিশ্বকর্মণা । কারয়া-
 মাস বিধিবৎ প্রতিষ্ঠাং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য
 ততো লিঙ্গং সোমনাথং বরাননে । দাপয়ামাস
 বিপ্রেন্দ্রো ভূমিশো যজ্ঞদক্ষিণাম্ ॥ ২০ ॥ এবং
 প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা । বর্ধাণি চাত্র
 জ্ঞানানি প্রভাসে বালরূপিণঃ ॥ ২১ ॥ চত্বারিংশ-
 দ্বয়ৈধৈব ক্ষেত্রমধ্যনিবাসিনঃ । এবং পরাক্রমগমং
 প্রভাসক্ষেত্রবাসিনঃ ॥ ২২ ॥ দেবুবাচ । ব্রহ্মণো
 দিনমানং তু মাসবর্ষসহস্রকম্ । তৎসর্বং বিস্তরা-
 ক্রহি যথায়ুক্তকণঃ স্মৃতম্ ॥ ২৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
 পরমায়াঃ স্মৃতো ব্রহ্মা পরাক্রিঃ তস্ত বৈ গতম্ ।
 প্রভাসক্ষেত্রং স্থত দ্বিতীয়ং ভবতেহধুনা ॥ ২৪ ॥
 যদা প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 আগতচ্যষ্টবর্ষস্ত বালরূপী তদোচ্যতে ॥ ২৫ ॥
 অস্ত্রেয়ু সর্গতীণেয়ু পুঙ্করূপী পিতামহঃ । মুক্তা
 প্রাভাসিকং ক্ষেত্রং সदैব বিবুধপ্রিয়ে ॥ ২৬ ॥
 ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডেষু যে স্মৃতাঃ ।
 তেষামাদ্যো মহাতেজাঃ প্রভাসে যো ব্যবস্থিতঃ ॥

প্রার্থনা করিলে, তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার্থ কোটি ব্রহ্মধি
 ও দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার সহিত শুভ প্রভাসক্ষেত্রে
 যথাবিধি উত্তম সোমনাথ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
 ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন ।
 ১—২০ । এই বরাননে ! লোককর্তা
 ব্রহ্মা এইরূপে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন,
 প্রতিষ্ঠাকালে ক্ষেত্রমধ্যবাসী বালরূপা ব্রহ্মার
 দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছিল । এইরূপে
 ক্রমে প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতে করিতে
 ঠাঁহার পরাক্রম অতীত হইয়াছে । দেবী কহি-
 লেন,—ব্রহ্মার দিন, মাস, বর্ষাদির মান কত,
 তিনি কত কাল বা জীবিত থাকেন, এ সকল
 আমার নিকট বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করুন । ঈশ্বর কহি-
 লেন—ব্রহ্মার আয়ুর্কাল দ্বিপার্ক, প্রভাসক্ষেত্রে
 থাকিয়া ঠাঁহার পরাক্রম অতীত হইয়াছে । এক্ষণে
 দ্বিতীয় পরাক্রম চলিতেছে । লোক পিতামহ ব্রহ্মা
 যখন প্রভাসক্ষেত্রে আইসেন, তখন উঁহার বয়স
 অষ্টবর্ষ । অতীত সর্গতীর্থে পিতামহ পুঙ্করূপী;
 কেবল প্রভাসক্ষেত্রেই ঠাঁহার ব্যতিক্রম । হে
 বিবুধপ্রিয়ে! ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তীর্থে যে সকল
 ব্রহ্মমূর্তি আছেন, তাহাদের মধ্যে আদ্য মহা-
 তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মাই প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত ।

২৭ ॥ কল্পেকল্পে তু নামানি শৃংখলিতানি
বৈ প্রিয়ে । স্বয়ম্ভুঃ প্রথমে কল্পে দ্বিতীয়ে পদ্মভূঃ
তৃতীয়ে ২৮ ॥ তৃতীয়ে বিশ্বকর্মেতি বালরূপী
চতুর্থকে । এতানি মুখানামানি কথিতানি স্বয়ম্ভুঃ ॥
২৯ ॥ নিত্যং সংস্রবতে যন্ত ঋষী দীর্ঘায়নরো
ভবেৎ ৩০ ॥ চন্দ্রস্বর্ধ্যগ্রহাঃ সর্বো সদেবাসুর-
মাহুযাঃ । ত্রৈলোক্যং নশ্বতে সপ্তং ব্রহ্মরাত্রি-
সমাগমে ৩১ ॥ পুনর্দিনে তু সঞ্জাতে প্রবুদ্ধঃ
সন পিতামহঃ । তথা সৃষ্টিং প্রকৃতে যথাপূর্ব-
ভূতপ্রয়ে ৩২ ॥ দিনমানং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণো
লোককর্তৃণঃ । নেত্রভাগাচ্চতুর্ভাগস্থটিঃ কালো
নিগদ্যতে ৩৩ ॥ তস্মাচ্চ দ্বিগুণং জেয়ং নিমি-
ষান্তং বরাননে । নিমিষৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা
ইত্যাচ্যতে বৃধৈঃ । ত্রিংশত্তিশ্চৈব কাষ্ঠাভিঃ কলা
প্রোক্তা মনৌষিভিঃ ৩৪ ॥ ত্রিংশৎকলো মুহূর্তঃ
স্মাদিনং পঞ্চদশৈশ্চ দৈঃ । দীনমানা নিশা জেয়া
অহোরাত্রং তয়োর্ভবেৎ ৩৫ ॥ তৈ পঞ্চদশভিঃ
পক্ষঃ পঞ্চাভ্যাং মাস উচ্যতে । মাসৈশ্চৈবায়নং
ষড়্ভিঃ সপ্তম্যাদয়নং ৩৬ ॥ চাষ্মাশ্চিদ্ভিঃ
লক্ষাণি লক্ষাণাং ত্রিতয়ং পুনঃ । বিংশতিশ্চ সহ-
স্রাণি জেয়ং সৌরং চতুর্গুণম্ ৩৭ ॥ চতুর্গুণক-
সপ্তত্যা মন্বন্তরমুদাহৃতম্ । ঐন্দ্রমেতদ্ভবেদায়ঃ

প্রিয়ে! কল্পে কল্পে ব্রহ্মার বিভিন্ন নাম হয়।
ঐ সকল নাম বলিতেছি; যথা, প্রথম কল্পে স্বয়ম্ভু,
দ্বিতীয়ে পদ্মভূ, তৃতীয়ে বিশ্বকর্মা এবং চতুর্থে
বালরূপী। স্বয়ম্ভু এই কটী কল্পনামই প্রশস্ত।
নিত্য যে নর এই সকল নাম স্মরণ কবে, তাহার
দীর্ঘায়ু হয়। ব্রাহ্মরাত্রির সমাগমে চন্দ্র-স্বর্ধ্যাদি গ্রহ,
সুর, অসুর, নর, বলিতে কি এই সমস্ত ত্রৈলোক্যই
নষ্ট হইয়া যায়। পুনরায় দিনোদয়ে পিতামহ
প্রবুদ্ধ হন; হইয়া যথাপূর্ব সৃষ্টি বিস্তার করেন।
একণ্ঠে লোককর্ত্তা ব্রহ্মার দিনমান বলিতেছি।
নেত্রস্পন্দের চারিভাগের একভাগের নাম ক্রটি।
তাহার দ্বিগুণ নিমেষ; পঞ্চদশ নিমেষে এককাষ্ঠা;
ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এককলা; এবং ত্রিংশৎ কলায় এক
মুহূর্ত্ত। ইহার পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে এক দিন। এই
দিনমানের সমানই নিশামান। দিন-নিশার সম
বায়—অহোরাত্র। পঞ্চদশ অহোরাত্রে একপক্ষ;
দুই পক্ষে এক মাস; ছয় মাসে এক অয়ন; দুই
অয়নে এক বর্ষ। এই বর্ষমানের সপ্তচাষ্মাশ্চিৎ
লক্ষ বিংশতি সহস্র বর্ষে এক সৌর চতুর্গুণ।

সমাসাত্ত্বীকৃতম্ ৩৮ ॥ স্বয়ম্ভুবো মনুঃ পূর্বঃ
মনুঃ স্বারোচিষস্ততঃ । ঐন্দ্রমন্ত্রমসশ্চৈব রৈবত-
শ্চাক্ষুষন্ততঃ ৩৯ ॥ বৈবস্বতোহর্কসাবর্ণিঃ স্ব-
সাবর্ণিরেব চ । ধর্ম্মসাবর্ণিনামা চ রৌচ্যো ভূতাস্তথৈ-
চ ৪০ ॥ চতুর্দশৈতে মনবঃ সংখ্যাতান্তে যথা-
ক্রমম্ । ভূতান ভবিষ্যানি জ্ঞানান্ত সর্গান বক্ষ্যে ভব
ক্রমাৎ ৪১ ॥ বিশ্বভূক্ চ বিপাশ্চক্স সূকীর্তিঃ
শিবিরেব চ । বিভূর্যোনোভুবশ্চৈব তথোজস্বী
বলিকলী ৪২ ॥ অদ্রুতশ্চ তথা শাস্তো রম্যো
দেববরো বৃষা । ঋতধামা দিবঃস্বামী ওচিঃ শক্রশ্চতু-
দশ ৪৩ ॥ এতে সর্বো বিনশ্বন্তি ব্রহ্মণো দিবসে
প্রিয়ে । রাত্রিশ্চ ভাবতী জেয়া কল্পমানমদং স্মৃতম্ ॥
৪৪ ॥ প্রথমং খেংকল্পস্ত দ্বিতীয়ো নীললোহিতঃ ।
বামদেবকৃতীয়স্ত ততো রথস্তরোহপরঃ ৪৫
রোরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠঃ প্রাণ ইতি স্মৃতঃ
সপ্তমঃ বৃহৎকল্পঃ কন্দপোহষ্টম উচ্যতে ৪৬
সদ্যঃ নবমঃ প্রোক্তঃ দশমঃ স্মৃতঃ
ধ্যান একাদশঃ প্রোক্তঃ স্তথা সারস্বতোহপরঃ ৪৭
জয়োদশ উদানস্ত গরুড়োহথ চতুর্দশ । কোর্ধ্যঃ
পঞ্চদশো জেয়ঃ পৌর্ণমাসী প্রজাপতেঃ ৪৮ ॥
বোভিশো নারসিংহস্ত সমাধিস্ত ততঃ পরঃ । আয়েয়ো-

এই চতুর্গুণের একসপ্ততি আবর্ত্তনে এক মন্বন্তর
কাল নিরূপিত। এই মন্বন্তরকাল পর্য্যন্তই ইন্দ্রের
আয়ু। এ বিবরণ সংক্ষেপেই হোমায় কহিলাম।
অতঃপর মনুবিবরণ বলি ১২১—৩৮। প্রথমে স্বয়ম্ভুব
মনু; পরে স্বারোচিষ মনু, এই ক্রমে ঐন্দ্রম, তামস,
রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, স্বর্ধ্যসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি,
ধর্ম্মসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভোত্যা এই চতুর্দশ
মনু সংখ্যাত হইয়া থাকে। একণ্ঠে ভূত ও
ভবিষ্য ইন্দ্রগণের নম ক্রমশঃ তোমার নিকট
বলিতেছি। বিশ্বভূক্, বিপাশ্চক্স, সূকীর্তি, শিব,
বিভূ, মনোভূব, ওজস্বী বল, অদ্রুত, শান্তি, রম্য,
দেববর, বৃষ, ঋতধামা, দিবঃস্বামী ও ওচি এই
চতুর্দশ ইন্দ্র। প্রিয়ে! ব্রহ্মার এক দিবসের মধ্যেই
এই সকল ইন্দ্রের অবসান। ব্রহ্মার যেমন দিনমান,
রাত্রিমানও এইরূপই। এই দিনরাত্রির মান লই-
য়াই কল্পমান। কল্পসমূহের মধ্যে প্রথম খেতবরাহ
কল্প, দ্বিতীয় নীললোহিত, তৃতীয় বামদেব, চতুর্থ
রথস্তর, পঞ্চম রোরব, ষষ্ঠ প্রাণ, সপ্তম বৃহৎকল্প,
অষ্টম কন্দর্প, নবম সদ্য, দশম দৈশান, একাদশ
ধ্যান, দ্বাদশ সারস্বত, জয়োদশ উদান, চতুর্দশ

অষ্টাদশঃ প্রোক্তঃ সোমকল্পস্ততোহপরঃ ॥ ৪২ ॥
 ভাবনো বিংশতিঃ প্রোক্তঃ স্পৃশ্যমালীতি চাপরঃ ।
 বৈকুণ্ঠশার্চিষো রুদ্রো লক্ষ্মীকল্পস্তথাপরঃ ॥ ৪৩ ॥
 সপ্তবিংশোহথ বৈরাজো গৌরীকল্পস্তথাক্ষকঃ ।
 মাহেশ্বরস্তথা প্রোক্তঃ ত্রিপুরো যত্র স্থাতিতঃ ॥ ৪৪ ॥
 পিতৃকল্পস্তথাস্তে চ যা কুরুত্ৰক্ষণঃ স্মৃতা । ত্রিংশৎ-
 কল্পাঃ সমাখ্যাতা ব্রহ্মণো মাসি বৈ প্রিয়ে ॥ ৪৫ ॥
 অতীতাঃ কথিতাঃ সৰ্গে বারাহো বৰ্ণিতঃ ৪৬ ॥
 প্রতিপদব্রহ্মণো যত্র বারাহেণোক্ততা মধী ॥ ৪৭ ॥
 ত্রিংশৎকল্পৈঃ স্মৃতো মাসো বর্ষং দ্বাদশভিঃ ৪৮ ॥
 অনেন বর্ষমানেন তদা ব্রহ্মাষ্টবার্ষিকঃ । আনীতঃ
 সোমরাজেন সোমনাথঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৯ ॥ এবং
 ক্ষেত্রে নিবসতঃ প্রভাসে বালরূপিণঃ । পরাধি-
 মেকমগমাদ্ভূতায় বর্ষতেহধুনা ॥ ৫০ ॥ এবং মহা-
 প্রভাবোহসৌ প্রভাসক্ষেত্রমধ্যগঃ । ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু-
 র্ভগবান্ বালব্যাং ক্ষেত্রমগ্রিহঃ ॥ ৫১ ॥ বৈ
 পূজ্যো নমস্কার্যো বন্দনীয়ো মনোবিভিঃ ॥ ৫২ ॥
 স এব পূজ্যঃ স্তাৎ সমাগ্ন্যাত্মকলেপুভিঃ ॥ ৫৩ ॥

গরুড়, পঞ্চদশ কোর্ষ, ষোড়শ নারসিহ, সপ্ত-
 দশ সমাধি, অষ্টাদশ আয়েয়, উনবিংশ সোম,
 বিংশ ভাবন, একবিংশ সত্যমালী, দ্বাবিংশ বৈকুণ্ঠ,
 ত্রয়োবিংশ আর্চিষ, চতুর্বিংশ রুদ্র, পঞ্চবিংশ লক্ষ্মী,
 ষড়্‌বিংশ বৈরাজ, সপ্তবিংশ গৌরী, অষ্টাবিংশ
 অক্ষক, উনত্রিংশ মাহেশ্বর এবং ত্রিংশ পিতৃকল্প,—
 সমষ্টিতে এই ত্রিংশৎকল্প বিখ্যাত । এই ত্রিংশৎ
 কল্পেই ব্রহ্মার একমাস । প্রিয়ে! পূর্বে যে মাহে-
 শ্বর কল্পের কথা বলিয়াছি, ঐ কল্পেই মাহেশ্বর
 ত্রিপুরাসুরকে হনন করেন । অতীত সমস্ত
 কল্পের কথাই বলা হইল; সম্প্রতি আবার বারাহ
 কল্প চলিতেছে । এই কল্পেই ভগবানের বারাহ
 অবতার মধীর উদ্ধার-সাধন করেন । উল্লিখিত
 ত্রিংশৎকল্পে ব্রহ্মার একমাস, এই মাসমানের দ্বাদশ
 মাসে তাঁহার এক বৎসর । এই বর্ষমানের অষ্টবর্ষ-
 বয়স ব্রহ্মাই প্রভাসক্ষেত্রে বিরাজিত । তথায় সোম
 রাজ সোমনাথকে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।
 এইরূপে প্রভাসক্ষেত্রবাসী বালরূপী ব্রহ্মার এক
 পরাধি অতীত হইয়াছে; এক্ষণে দ্বিতীয় পরাধি
 চলিতেছে । সেই প্রভাসক্ষেত্রবাসী ব্রহ্মা এ নই
 মহামহিমাধিত ! তিনি স্বয়ম্ভু, সাক্ষাৎ ভগবান্ বালরূপ
 ধরিয়া প্রভাস ক্ষেত্রে বিরাজমান । স্মৃত্যং তিনি
 মনোবিগ্‌ণের পূজ্য নমস্কার্য ও বন্দনীয় । যথাযথ

যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা স মাং পূজয়তে ধ্রুবম্ ।
 যন্তঃ হেষ্টি স মাং হেষ্টি যোহস্ত পূজ্যো মমৈব সঃ ॥
 ৫৮ ॥ ব্রহ্মণা পূজ্যমানেন অহং বিষ্ণুশ্চ পূজিতঃ ।
 বিষ্ণুনা পূজ্যমানেন অহং ব্রহ্মা চ পূজিতঃ ॥ ৫৯ ॥
 ময়া পূজিতমাত্রেণ ব্রহ্মবিষ্ণু চ পূজিতৌ । সৰ্বং
 ব্রহ্মা রজো বিষ্ণুস্তমোহহং সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ৬০ ॥
 বায়ুব্রহ্মানলো রুদ্রো বিষ্ণুরাপঃ প্রকীর্তিতঃ । রাজি-
 বিষ্ণুরহো রুদ্রো যা সন্ধ্যা স পিতামহঃ ॥ ৬১ ॥ সাম-
 বেদো হুঃ দেবি ব্রহ্মা ঋগ্বেদ উচ্যতে । যজুর্বেদো
 ভবেদ্বিষ্ণুঃ কুলাধারো হৃৎকর্ণনঃ ॥ ৬২ ॥ উষ্ণকালো
 হুঃ দেবি বর্ষাকালঃ পিতামহঃ । শীতকালো ভবে-
 দ্বিষ্ণুরেবং কালত্রয়ং হি সঃ ॥ ৬৩ ॥ দক্ষিণায়নং
 জ্যৈষ্ঠো গাৰ্হপত্যো হরিঃ স্মৃতঃ । ব্রহ্মা চাহবনীয়ম্
 এবং সৰ্বং জিদ্দৈবতম্ ॥ ৬৪ ॥ অহং লিঙ্গস্বরূপম্
 ভগো বিষ্ণুঃ প্রকীর্তিতঃ । বীজসংহো ভবেদব্রহ্মা
 বিষ্ণুরাপঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৬৫ ॥ অহমাকাশরূপম্ এবং
 তত্ত্বময়ং প্রভুঃ । আকাশং শ্রবতে যচ্চ তদ্বীজং
 ব্রহ্মসংহিতম্ । স্বরূপং ব্রাহ্মমাত্রিত্য ব্রহ্মা বীজ-
 প্ররোহকঃ ॥ ৬৬ ॥ নাতিগর্ভো হিতো ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ

যাতাকলকাজ্জী মানবদিগেরও তাঁহাকেই অগ্রে
 পূজা করা কর্তব্য । যে ভক্তি করিয়া তাঁহাকে
 পূজা করে, নিশ্চয় তাহার আমাকেই পূজা করা
 হয় । যে তাঁহাকে দেব করে, সে আমাকেই দেব
 করিয়া থাকে । ইহার যিনি পূজা, তিনি আমারও
 পূজার্থ । ব্রহ্মাকে পূজা করিলে আমি ও বিষ্ণু
 উভয়েই আমার পূজিত হই । বিষ্ণুকে পূজা
 করিলে আমি এবং ব্রহ্মা পূজিত হইয়া থাকি ।
 আর আমাকে পূজা করিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই
 পূজিত হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা রজঃ, বিষ্ণু সত্ত্ব এবং
 আমি তমঃ বলিয়া কীর্তিত । এইরূপে ব্রহ্মা বায়ু,
 রুদ্র অনল, এবং বিষ্ণু জল বলিয়া নিরূপিত । রাজি
 বিষ্ণু, দিব্য রুদ্র ও সন্ধ্যা পিতামহ ৩৯-৬১ দেবি !
 আমিই সামবেদ, ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, বিষ্ণু যজুর্বেদ এবং
 মূলশক্তি অথর্ববেদ । আমি উষ্ণকাল, পিতামহ
 বর্ষাকাল আর বিষ্ণু শীতকাল,—এইরূপে কালত্রয়ই
 তিনি । আমি দক্ষিণায়ি, হরি গাৰ্হপত্যায়ি, আর
 ব্রহ্মা চাহবনীয়ায়ি, এইরূপে সকলই জিদ্দৈবত,
 আমি লিঙ্গস্বরূপ, বিষ্ণু ভগস্বরূপ, এবং ব্রহ্মা বীজ-
 স্বরূপ । বিষ্ণু জল, আমি আকাশ, এইরূপে ঈশ্বর
 সর্বতত্ত্বময় । আকাশ হইতেই ব্রহ্মরূপী বীজের
 করণ হয় । ব্রহ্মা ব্রাহ্মস্বরূপ আশ্রয় করিয়াই বীজ-

হৃদয়াস্তরে। বক্রমধ্যে অহং দেবি আধারঃ সর্ব-
দেহিনাম্ ॥ ৬৭ ॥ যন্তাং স স্বয়ং ব্রহ্মা যো ব্রহ্ম স
হতাশনঃ। যা দেবী স স্বয়ং বিষ্ণুর্ধো বিষ্ণুঃ স চ
চন্দ্রমাঃ ॥ ৬৮ ॥ য কালঃ স স্বয়ং ব্রহ্মা যো রুদ্রঃ স
চ ভাস্করঃ। এবং শক্তিবিশেষেণ পরং ব্রহ্ম স্থিতং
প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥ ওঙ্কারস্তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রী প্রকৃতিঃ
পরম্। উভাবেতো নরো জ্ঞাহা ন বিচ্যবতি
মুচ্যতে ॥ ৭০ ॥ এবং যো বেদ দেবেশি অদ্বৈতঃ
পরমাক্ষরম্। স সর্বং বেদ নৈবাস্তো ভেদবর্তী
নরামমঃ ॥ ৭১ ॥ একরূপঃ পরং ব্রহ্ম কার্য্যভাবে
পৃথক স্থিতঃ। যন্তং দ্বৈতী বরারোহে ব্রহ্মদেহী স
উচ্যতে ॥ ৭২ ॥ দক্ষিণাক্ষে স্থিতো ব্রহ্মা বামাক্ষে
মম কেশবঃ। যন্তয়োর্দেবমাধন্তে স দ্বৈতী মম
ভামিনি ॥ ৭৩ ॥ এবং জ্ঞাহা বরারোহে হৃতিশ্চৈ-
নান্তরাশ্রয়ী। ব্রহ্মাণং কেশবং রুদ্রমেকরূপেণ
পূজয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মমহাভারতবর্ণনং নাম পঞ্চাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

প্ররোহ হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা নাভিমধ্যে, বিষ্ণু
হৃদয়াস্তরে, এবং আমি বক্রমধ্যে অবস্থিত।
দেবি! এইরূপে আমারই সর্বদেহীর আধার।
যে আমি, সেই ব্রহ্মা, যে ব্রহ্মা সেই হতাশনঃ;
যা দেবী সেই স্বয়ং বিষ্ণু; যে বিষ্ণু, সেই চন্দ্রমা,
যে কাল, সেই স্বয়ং ব্রহ্মা, আর যে রুদ্র, সেই
ভাস্কর। প্রিয়ে! এইরূপে শক্তিবিশেষে পরম
ব্রহ্ম অবস্থিত। ওঙ্কারই সেই পরম ব্রহ্ম। আর
গায়ত্রী পরাপ্রকৃতি। মানব এই উভয়কে জানিয়া
মুক্ত হইয়া থাকে। হে দেবেশি! যে নয় অদ্বৈত
ব্রহ্মকে অবগত হয়, তাহার আর কিছুই অবিদিত
থাকে না। তদ্ব্যতীত অস্ত্র ভেদদশী নয় নরামম-
মধ্যেই গণ্য। পরব্রহ্ম একরূপ; কিন্তু কার্য্যভেদে
তিনি বিভিন্নরূপ। হে বরারোহে! যে তাঁহাকে ঘেঁষ
করে, তাহাকে ব্রহ্মদেহী বলে। ব্রহ্মা আমার দক্ষি-
ণাক্ষে এবং কেশব আমার বামাক্ষে অবস্থিত। যে
তাঁহাদের ঘোষাচরণ করে—হে ভামিনি! সে আমার
দেহী হইয়া থাকে। হে বরারোহে! ব্রহ্মাকে, কেশবকে
এবং রুদ্রকে এইরূপে অস্ত্র অস্তরাশ্রায় অস্ত্র-
ভাবে অবগত হইয়া লোকে পূজা করিবে। ৬২-৭৪।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

দেবাবাস। এবমদ্বৈতভাবেন যদ্ ব্রহ্ম পরি-
কীর্তিতম্। তন্ত পূজাবিধানং মে কথয়স্ব যথা-
র্থতঃ ॥ ১ ॥ কেত্রে প্রাভাসিকে দেব বালরূপী
পিতামহঃ। স কথং পূজ্যতে লৌকিকঃ পরব্রহ্ম-
স্বরূপবান্ ॥ ২ ॥ কে মন্ত্রাঃ কিং বিধানং তদ্ব্রাহ্মণ-
স্তত্র কীদৃশাঃ। তত্র স্থিতানাং বিপ্রাণাং কথং
কেত্রফলং ভবেৎ ॥ ৩ ॥ কতিপ্রকারান্তে বিপ্রান্ত্রে
কেত্রনিবাসিনঃ। কিমাচার্য্য মহাদেব কিংলীলাঃ
কিংপরায়ণাঃ ॥ ৪ ॥ এতদ্বিস্তরতো ক্রহি ব্রাহ্মণানাং
মহোদয়ম্ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। সাধুসাধু মহাদেবি
সম্যক্ প্রস্রবিশারদে। শৃণুৈকমনা ত্বা মাহাত্ম্যং
বিপ্রদৈবতম্ ॥ ৬ ॥ যক্ষুহা মানবো দেবি মুচ্যতে
সম্পদাতকৈঃ। যে কেচিৎসাগরাস্তায়াং পৃথিব্যাং
কীর্তিতাঃ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—আপনি এরূপে অদ্বৈত ব্রহ্ম-
রূপে যাহার কীর্তন করিলেন, তাঁহার যথাযথ পূজা-
বিধি আমার নিকট বলুন। প্রভাসকেত্রে মানবগণ
সেই পরব্রহ্ম বালরূপধর পিতামহকে কিরূপে অর্চনা
করিবে? তাঁহার অর্চনামন্ত্র কি কি? বিধান কি?
তাঁহার পূজক ব্রাহ্মণই বা কি প্রকার? তদ্রূপ
বিপ্রগণের কেত্রফলই বা কিরূপে হয়, সেই কেত্র-
বাসী বিপ্রগণ কতিবিধ? তাঁহাদের আচার ব্যবহার,
স্বভাব ও বৃত্তিই বা কিপ্রকার? মহাদেব! এই সকল
বিবরণ আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—
হে মহাদেবি! হে প্রশ্নপাণ্ডিত! সাধু, সাধু, তুমি
একাগ্রমনে এই বিপ্রদৈবতমহাত্ম্য শ্রবণ কর।
ইহা শ্রবণে মানব সকল পাতক হইতেই নিষ্কৃতি
পায়। অগ্নি দেবেশি! এই আসমুদ্র ভূমণ্ডলে
যাবৎসংখ্যক দ্বিজ অবস্থান করেন, তাঁহারা আমারই
ভূতলস্থ প্রত্যাকরূপ। ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেক দেব;
আর স্বর্গবাসীরা পরোক্ষ দেবতা। ব্রাহ্মণেরা
নিত্যই আমার শ্রিয় এবং তাঁহারা আমার
তত্ত্ব। যে ভক্তি করিয়া তাঁহাদের অর্চনা করে,
সে আমারই নিত্য অর্চনা করিয়া থাকে। ১—৯।

ভক্ত্যা স চ মাং পরিতোষয়েৎ ॥ ১০ ॥ হে ব্রাহ্মণাঃ
সৌহৃদ্যমসংশয়ং প্রিয়ে তেষাঞ্চিৎতেষাঞ্চিতোহহং
ভবেয়ম্ । তেষেব তুষ্টেষুহমেব তুষ্টো বৈরম্ চ
তৈর্ষশ্চ মযাপি বৈরম্ ॥ ১১ ॥ যশ্চন্দনৈঃ সাগুরুগন্ধ
মাল্যৈরভ্যাজয়েচ্ছৈলময়ীং মমার্চ্যাম্ । অসৌন মম
র্চয়তেহর্চয়ন বৈ বিপ্রার্চনাদর্চিত্ত এব চাহম্ ॥ ১২ ॥
যাবতঃ পৃথিবীমধ্যে চীর্ণবেদব্রতা দ্বিজাঃ । অচীর্ণ-
ব্রতবেদা বা তেহপি পূজ্যা দ্বিজাঃ প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥
ন ব্রাহ্মণান্ পরীক্ষেত শ্রাদ্ধে ক্ষেত্রনিবাসিনঃ ।
সুমনসান্ পরিবাদোহস্ত ব্রাহ্মণানাং পরীক্ষণে ॥ ১৪ ॥
কাণাঃ খজ্জাশ্চ কুজাশ্চ দরিদ্রা ব্যাধিতান্তথা ।
সর্কে শ্রাদ্ধে নিযোক্তব্য্যা মিজিতা বেদপারগৈঃ ॥ ১৫ ॥
ব্রাহ্মণা জ্ঞাতিতঃ পূজ্যা বেদাভ্যাসান্ততঃ পরম্ ।
ততোহর্থাং হব্যাকবোযু ন নিন্দ্যা ব্রাহ্মণাঃ কচিৎ ॥ ১৬ ॥
কাণান্ কুঠাশ্চ কুজাশ্চ দরিদ্রান ব্যাধিতানপি ।
নাবমস্তে দ্বিজান্ প্রাক্তো মম রূপং যতঃ স্মৃতি ॥ ১৭ ॥
বহবো হি ন জ্ঞানান্ত নরা জ্ঞানবহিঃকৃতাঃ । যথাহং
দ্বিজরূপেণ চরামি পৃথিবীময়াম্ ॥ ১৮ ॥ মজ্জপান্ ব্রজি

যে বিপ্রান্ বিকর্ম্য কারয়ন্তি চ । অপ্রেষণে প্রেষয়ন্তি
দাসত্বং কারয়ন্তি চ ॥ ১৯ ॥ মৃত্যুস্তান্ করপত্রেণ যমদূতা
মহাবলাঃ । নিকৃন্তন্তি যথা কাঠঃ সূত্রমার্গেণ শিল্পিনঃ ॥
২০ ॥ যে চৈবান্ধম্বা বাচা তজ্জয়ন্তি নরাধমাঃ ।
বদন্তি পুরুষঃ ক্রোধাৎপাদেন নিহনন্তি চ ॥ ২১ ॥
মৃত্যুস্তান্ যমলোকা হি নিহত্য ধরণীতলে । ক্রুর-
পাদেন চাক্রম্য ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ॥ ২২ ॥ অগ্নি-
বর্গৈশ্চ সন্দংশ জিহ্বাসুদুরতে যমঃ । যে হু বিপ্রা-
গ্নিশীকৃন্তে পাপাঃ পাপেন চক্ষুষা ॥ ২৩ ॥ অরক্ষ-
ণ্যাস্ত তে বাহ্য নিত্যব্রহ্মদ্বিবে নরাঃ । তেষাং
ঘোরা মহাকায়া বজ্রতুণ্ডা ভয়ানকাঃ । উদ্ধরন্তি
মূহূর্তেন চক্ষুঃ কাকা যমাজয়া ॥ ২৪ ॥ যস্তাভয়তি
বিপ্রং বৈ কতে কুর্যাদি শোণিতম্ । অস্থিভক্ষ
বা কুর্য্যাৎপ্রাণমাপি বিযোজয়েৎ ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্ময়ঃ
স তু বিজ্ঞেয়ো ন তস্মৈ নিকৃতাঃ স্মৃতাঃ । পঞ্চাশৎ-
কোটিসংখ্যে নরকেষু বহুপুংসঃ ॥ ২৬ ॥ স বহুনি
সহস্রাণি বর্ষণি পচাতে ভূশম্ । তস্মাদ্বিপ্রো বরা-
হোহে নমস্কার্যো নৃভঃ সদা ॥ ২৭ ॥ অন্নপান-
প্রদানৈশ্চ পূজ্যা হি সততং দ্বিজাঃ । সর্কেষাঈষব

যে ভক্তির সহিত তাঁহাদের পরিতোষ জন্মায়, সে
আমাদেরই পরিতুষ্ট করে । প্রিয়ে । আমিই ব্রাহ্মণ-
রূপে অবস্থিত ; সুতরাং তাঁহাদের অর্চনায়
আমারই অর্চনা হইয়া থাকে । তাঁহারা তুষ্ট হইলেই
আমি তুষ্ট ; আর তাঁহাদের প্রতি ঘেব করিলেই
আমার ঘেব । যে জন চন্দন, অগুরু ও গন্ধ-
মাল্যাদি দ্বারা আমার লিঙ্গার্চনা করে, প্রকৃতপক্ষে
আমাকে তাহার অর্চনা করা হয় না । কলে
বিপ্রার্চনাই আমি অর্চিত্ত হইয়া থাকি । প্রিয়ে ।
এই পৃথিবীমধ্যে বেদব্রত বা অবৈদব্রত যত বিপ্র
আছেন, সকলেই পূজনীয় । শ্রাদ্ধে ক্ষেত্রবাসী
ব্রাহ্মণদিগকে পরীক্ষা করিতে নাই । ব্রাহ্মণগণের
পরীক্ষা করিলে ক্ষেত্রের মহৎ পরিবাদ হয় । কাণ,
খজ্জ, কুজ, দরিদ্র ও ব্যাধিত, সকল প্রকার ব্যক্তি-
কেই বেদপারগদিগের সহিত শ্রাদ্ধে নিয়োগ
করিবে । ব্রাহ্মণগণ জ্ঞাতীমাজেই পূজ্য ; তত্‌পরি
বেদাভ্যাসে আরও পূজ্যতম । অতএব হব্যকব্যাदि
ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণ কখনই নিন্দ্য হইবে না । প্রজ্ঞ
নর কাণ, কুঠ, কুজ, দরিদ্র বা রোগগ্রস্ত কোন
প্রকার ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবেন না । কেননা,
তাঁহারাও আমারই স্বরূপ । আমি যে এই পৃথিবীতে
দ্বিজরূপে বিচরণ করি, একথা অনেক অজ্ঞ নর
জানে না । কলে ব্রাহ্মণেরা আমারই মূর্তি বিশেষ ।

তাঁহাদিগকে যাহারা হিংসা করে, কুরুষ্ম করায়,
অস্থানে প্রেরণ করে, বা দাসত্ব করায়, মরণান্তে
মহাবল যমদূতেরা তাহাদিগকে করপত্রে দ্বারা ছেদন
করে । তাহাদের সেই ছেদন, সূত্রমার্গে শিল্পীর
কাঠপাটনের দ্বায়ই হইয়া থাকে । যে সকল
নরাধম ব্রাহ্মণদিগকে কর্কশ বাক্যে তজ্জন করে,
পুরুষাক্রবাক্যে সম্ভাষণ করে, কিম্বা ক্রোধে পদা-
ঘাত করে, যমপুরুষেরা ক্রোধরক্ত-নয়নে কঠোর
পদাঘাতে তাহাদিগকে ভূপৃষ্ঠে আহত করিয়া মৃত্যু-
মুগে পাতিত করে । আর যমরাজ স্বয়ং অগ্নিবর্ণ
সন্দংশ দ্বারা তাহাদের জিহ্বা উৎপাটন করেন ।
যে সকল পাপিষ্ঠ নর বিপ্রগণকে পাপচক্ষে নিরীক্ষণ
করে, তাহারা অরক্ষণ্য, সমাজবাহ ও নিত্য ব্রহ্ম-
শত্রু । তাহাদের অক্ষিযুগল—মহাকায়া, বজ্রতুণ্ড
ভীষণ কাণগণ যমাজয়া মূহূর্তমধ্যে উৎকর্ষন করে ।
যে ব্রাহ্মণকে ভাঙন করে তাঁহার শোণিতপাত,
অস্থিভক্ষ অথবা প্রাণনাশ করে, সে জন ব্রহ্ময়
বলিয়াই বিজ্ঞেয় । তাহার আর নিকৃতি কিছুতেই
নাই । সে ক্রমাগ্রে পঞ্চাশৎ কোটি নরকে বহু
সহস্র বর্ষ পাতিত হয় । অতএব হে বরারোহে !
বিপ্র সকল মানবেরই নমস্কার্য এবং অন্নপানাদি
দানে সর্বদাই পূজনীয় । বিপ্রগণ সমস্ত দানেরই

দানানং বিপ্রাঃ সর্বেহধিকারিণঃ ॥ ২৮ ॥ নাস্তঃ
সমর্থো দেবোশ গৃহান যাত্যধমাং গতিম্ । তপসা
পাবিতো দেবি ব্রাহ্মণো ধৃতিক্ষিণঃ ॥ ২৯ ॥ ন
সৌদেং প্রতিগৃহ্যনঃ পৃথিবীমুৎসারয়াম্ । নাস্তি
কিঞ্চিদহাদেবি দৃষ্টং ব্রাহ্মণস্ত তু ॥ ৩০ ॥ যন্ত
স্থিতঃ সদাধ্যাক্ষে নিত্যং সঙ্ঘাবভাবিতঃ । ব্রাহ্মণো
হি মহদুভূতং জন্মনা সহ জায়তে ॥ ৩১ ॥ লোকে
লোকেশ্বরাস্থাপি সর্বে ব্রাহ্মণপূজকঃ । ততস্তান্নাব-
মন্তেত যদিচ্ছেজ্জীবিতং চিরম্ ॥ ৩২ ॥ ব্রাহ্মণাঃ
কুপিতা হুয়ার্ভস্মীকুয্যাঃ শতেজসা । লোকানন্তান-
স্বজেয়ুশ্চ লোকপালাংস্তথাপরান ॥ ৩৩ ॥ অপেয়ঃ
সাগরো যৈশ্চ কৃতঃ কোপায়মহাত্মভিঃ । যেবাং
কোপায়িরদ্যাপি দণ্ডকে নোপশ্যাম্যতি ॥ ৩৪ ॥ এতে
স্বগন্ত নেতারো দেবদেবাঃ সনাতনঃ । এতিশ্যাপি
কৃতঃ পশ্বা দেবধানঃ স উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥ তে
পূজ্যাস্তে নমস্কার্যাস্তেব সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ । তে
বৈ লোকানিমান সন্মান পারয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ৩৬ ॥
গৃঢ়স্বাধ্যায়তপসো ব্রাহ্মণাঃ শংসিতব্রতাঃ । বিদ্যা-

শাস্তা ব্রতশাস্তা অনপাশ্রিত্য জীবিনঃ ॥ ৩৭ ॥ আশা
বিষা ইব ক্রুদ্ধা উপচর্যা হি ব্রাহ্মণাঃ । তপসা
দীপ্যমানাস্তে দহেয়ঃ সাগরানপি ॥ ৩৮ ॥ ব্রাহ্ম-
ণেযু চ তুষ্টেযু ভূমাস্তে সর্বদেবতাঃ । তে গতিঃ
সর্বভূতানামধ্যাক্ষগতিচিন্তকাঃ ॥ ৩৯ ॥ আদিমধ্যা-
বসানানাং জ্ঞানানাং ছিন্নসংশয়াঃ । পরাপরবিশেষজ্ঞা
নেতারঃ পরমাং গতিম্ । অবধ্যা ব্রাহ্মণাস্তস্মাৎ
পাপেষুপি রতাঃ সদা ॥ ৪০ ॥ যশ্চ সর্বিদং হস্তাদ-
ব্রাহ্মণং চাপি তৎসমম্ । সোহগ্নিঃ সোহর্কো মহাতেজা
বিষং ভবতি কোপিতঃ ॥ ৪১ ॥ ভূতানামগ্রভূমিপ্রো-
বর্ণশ্রেষ্ঠঃ পিতা গুরুঃ । ন স্কন্দতে ন ব্যাথতে ন বিন-
শ্রুতি কর্ণচিৎ ॥ ৪২ ॥ বরিতমগ্নিহোত্রাজি ব্রাহ্মণস্ত মুখে
হৃতম্ । বিপ্রাণাং বপুশাশ্রিত্য সর্বাশ্রিতস্তি
দেবতাঃ ॥ ৪৩ ॥ অতঃ পূজ্যাস্ত তে বিপ্রা অলাভে
প্রতিমাদয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা
ব্রাহ্মণোইমম দৈবতম্ । প্রণীতচাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নি-
দৈবতং যতঃ ॥ ৪৫ ॥ অশানেষুপি তেজস্বী পাবকো
নৈব ভূষতি । হব্যকব্যব্যপেতোহপি ব্রাহ্মণো নৈব
ভূষতি ॥ ৪৬ ॥ মহাপাতকবর্জ্যঃ হি পূজ্যো বিপ্রো

একমাত্র অধিকারী। অতঃ কেহই দানাদিকারী
নহে। ব্রাহ্মণের ব্যক্তি দানগ্রহণে অধমগতি
প্রাপ্ত হয়। দেবি! তপঃপূত ব্রাহ্মণ নিতাই নিম্পাপ
যুক্তি। তিনি এই সাগরাস্তা সমগ্র ধরা গ্রহণ
করিয়াও অবসর হইবার নহেন। হে মহা-
দেবি! যে ব্রাহ্মণ সदा সঙ্ঘাবভাবনায় নিতাই
অধ্যাক্ষিষ্ঠ, তাঁহার আর দৃষ্ট কিছই নাই।
ব্রাহ্মণ জন্ম হইতেই মহাপ্রাণ। এ লোকে
লোকেশ্বরগণও ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। অতঃ
এব দীর্ঘ জীবনেচ্ছু নর ব্রাহ্মণকে কখনই অবজ্ঞা
করিবেন না। ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইলে শতেজে
সকলকেই হত ও ভস্মীভূত করিতে পারেন। এমন
কি অস্ত্র লোক এবং অপর লোকপালদিগকেও
তাঁহার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে
মহাশয়গণ কোপ করিয়া সাগরকে অপেয় করিয়া-
ছেন, তাঁহাদের কোপায়ি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে উপ-
শান্ত হয় নাই, এই সেই ব্রাহ্মণেরাই স্বর্গনেতা
সনাতন দেবদেব। ইহারা যে পশ্বা নির্দেশ করিয়া-
ছেন, তাহাই দেবধান নামে নিরুক্ত হইয়াছে।
অতএব তাঁহারাই পূজ্য, তাঁহারাই নমস্কার্য এবং
তাঁহারাই সকলের প্রতিষ্ঠা। এই লোক সকল
পরস্পর তাঁহারাই ধারণ করিয়া আছেন। গৃঢ়
স্বাধ্যায়তপাঃ শংসিতব্রত বিদ্যাব্রতশাস্তা, অধীন-

এতি ব্রাহ্মণগণ জ্বর হইলে আশীবিষবৎ দেদীপ্য-
মান। অতএব ব্রাহ্মণ সর্বদাই উপচার-
যোগ্য হইয়া থাকেন। তপোদীপ্ত ব্রাহ্মণ সাগর-
দহনেও সক্ষম। তাঁহার তুষ্ট হইলে সর্ব দেবই
তুষ্ট হইয়া থাকেন। অধ্যাক্ষগতিদশী ব্রাহ্মণেরাই
সর্বভূতের গতি। সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়তবে
অভিজ্ঞ, অসন্দ্বিগ্ন, পরাপরদশী, সর্বনেতা ব্রাহ্মণ-
গণই পরম গতি। অতএব ব্রাহ্মণ পাপাসক্ত হইলেও
নিত্য অবধ্য! ১০—৪০। এই সমস্ত জগৎকেও এক-
মাত্র ব্রাহ্মণকে যে বিনষ্ট করে, তাহার পক্ষে উক্ত
উভয় নাশই তুল্য হইয়া থাকে। কেননা, কোপিত
ব্রাহ্মণ মহাতেজা অগ্নি, অর্ক ও তীর বিষম্বরূপে
প্রতিভাত হন। ব্রাহ্মণই সর্ব প্রাণীর অগ্রতোক্তা,
পিতা, ও বর্ণশ্রেষ্ঠ গুরু। তিনি স্কন্দিত, ব্যাথিত,
বা বিনষ্ট কখনই হইবার নহেন। ব্রাহ্মণের মুখে
হোম অগ্নিহোত্র হইতেও বরিত। বিপ্রগণের
বপু আশ্রয় করিয়াই সর্বদেব অধিষ্ঠিত। অতএব
বিপ্রগণই পূজ্য; অলাভে তাঁহাদের প্রতিমাদিও
পূজনীয়। ব্রাহ্মণ অবিদ্যা হউন আর সবিদ্যাই হউন,
প্রণীত বা অপ্রণীত অগ্নি যেমন মহাদেবত
তেমনি তিনিও মম দৈবত। তেজস্বী পাবক অশানে
ধাকিলেও দুষ্ট হন না। এইরূপ হব্যকব্যাক্ত

বরাননে। সর্ষধা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ সর্ষধা দৈবতং
মহৎ। তন্মাত্রং সর্ষধপ্রযত্নেন রক্ষোদাপনাতঃ বিজয়ঃ ॥
৪৭। এবং বিপ্রা মহাদেবি পূজ্যাঃ সর্ষধ মানবৈঃ।
কিং পুনঃ সঞ্জিতাত্মানো বিশেষাৎ কেত্রবাসিনঃ ॥
৪৮। অথ কেত্রহিতানাক চতুরাশ্রমবাসিনাম্।
বিপ্রাণাং রুত্তিতো ভেদঃ প্রবক্ষ্যাম্যাহুর্পূর্ষশঃ ॥
৪৯। কেত্রস্ত সন্ন্যাসবিধিং যে জানন্তি বিজাতয়ঃ।
রুত্তিতেনঃ ক্রম্যচ্চৈব তে কেত্রফলভাগিনঃ ॥ ৫০।
যথা কেত্রে নিবসতা বর্ষিতব্যঃ বিজ্ঞাতিনা। প্রাজ্ঞা
পত্যা দিতেদেন তৎ শৃণু স্বঃ বরাননে ॥ ৫১। প্রাজ্ঞা-
পত্যা মহীপালাঃ কপোতাঃ গ্রহিকান্তথা। কুটিকা-
শ্চাধ বৈভালাঃ পদ্মহংসা বরাননে ॥ ৫২। ধৃতরাষ্ট্রা
বকাঃ কক্কা গোপালাশ্চৈব ভামিনি। কটিকা মঠরা-
শ্চৈব শুটিকা দণ্ডিকাঃ পরে ॥ ৫৩। কেত্রহানামিমে
ভেদা রুত্তিঃ তেষাং শৃণু ৫। ৪৪। অহিংসা
শুক্রব্রহ্মচর্যাঃ শৌচসংযমঃ। সত্যং তপস্যমে-
তদ্ধি প্রাজ্ঞাপত্যং ব্রতং স্মৃতম্ ॥ ৫৫। কয়পুষ্টি-
বিষেধকর্ম্মভিঃ শাস্তিকাদিভিঃ। পালয়ন্তি মহী-

ব্রাহ্মণ ও দোষাইই নহেন। অগ্নি বরাননে। একমাত্র
মহাপাতকী ব্যতীত অন্য সমস্ত বিপ্রই পূজ্য।
কলে ব্রাহ্মণগণ সর্বপ্রকারেই পূজনীয় এবং তাঁহা-
রাই পরম দৈবত। অতএব সকল প্রকার যত্ন
করিয়া আপন ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা কর্তব্য। হে
মহাদেবি! এইরূপে বিপ্রগণ সর্বত্রই মানবগণের
পূজ্য। তাহাতে ঐহারা কেত্রবাসী জিতাত্মা
ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের পূজ্যত্বসম্বন্ধে আর কি বলিব?
তাঁহারা বিশেষরূপেই পূজনীয়। যাহা হউক,
একপে চতুরাশ্রমবাসী কেত্রহ বিপ্রগণের
রুত্তিভেদ কীর্তন করিতেছি। যে সকল বিজ্ঞাত
কেত্রসন্ন্যাসবিধি ও কেত্রবাসীদিগের ক্রমিক
রুত্তিভেদ অবগত হন, তাঁহরাই কেত্রফলভাগী
হইয়া থাকেন। হে বরাননে! কেত্রবাসী
বিজ্ঞাতিকে যেরূপ রুত্তি অবলম্বন করিয়া
ধাকিতে হয়, আমি তাহা প্রাজ্ঞাপত্যাভিভেদে বলি-
তেছি শ্রবণ কর। প্রাজ্ঞাপত্যা, মহীপাল, কপোত,
গ্রহিক, কুটিক, বৈভাল, পদ্মহংস, ধৃতরাষ্ট্র, কাক,
কক্ক, গোপাল, কটিক, মঠর, শুটিক, ও দণ্ডিক—
কেত্রহ বিপ্রগণ এই সকল বিভিন্ন নামে বিভক্ত।
একপে তাঁহাদের রুত্তি কি তাহা শ্রবণ কর। ঐহারা
প্রাজ্ঞাপত্যা—অহিংসা, শুক্রব্রহ্মচর্য, শাধায়, শৌচ,
সংযম, সত্য, ও অস্তেয়, এই সকলই তাঁহাদের

মন্ত্রায়হীপালাস্ততঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৬। পতিতা যে কথা
ভ্রমো সংহরন্তি কপোতবৎ। উদ্ধৃত্যাজীবনঃ যেযাং
কপোতান্তে তু সাধকাঃ ॥ ৫৭। গৃহঃ কুহা তু
সদগ্রহাঃ সহসৈব তাজ্জন্তি যে। কুটিকাঃ সাধ-
কান্তে বৈ শিবায়াদনতং পরাঃ ॥ ৫৮। তীর্থাঙ্গকঃ
সপত্নীক। যথালকোপজীবিনঃ। মহাসাহসধুক্তান্তে
বৈভালাখ্যাঃ সাধকাঃ ॥ ৫৯। সংযতাঃ কামনাসক্তা
রাজ্যকর্ম্মাধসাধকাঃ। পদ্মাস্তে সাধকাঃ খাতা,
ভিক্কাচর্য্যারতাঃ সদা ॥ ৬০। জ্ঞানযোগসমায়ুক্তা
দ্বৈতাচাররতাঃ চৈব। হংসান্তে সাধকা খাতাঃ
স্বয়মুৎপন্নসংবিদঃ ॥ ৬১। ব্রহ্মচর্য্যেণ সঞ্জন তথা-
লুকৃত্যপি বা। জিতঃ জগদ্ধারয়ন্তো ধৃতরাষ্ট্রা
মহাশ্চ যে ॥ ৬২। গুণাশ্চরন্তি যে জ্ঞানং ব্রতং
ধর্ম্মমথাপি বা। আর্থেকাগতনিষ্ঠাঃ বকান্তে সাধকা
মতাঃ ॥ ৬৩। জলাশ্রয়ঃ সমাশ্রিত্য স্থিতা উৎকৃষ্ট-
সিদ্ধয়ে। বিদশৃঙ্গটকাহারান্তে কক্কাঃ সাধকাঃ
স্মৃতাঃ ॥ ৬৪। গোভিঃ সার্কঃ ব্রহ্মসত্য গোষ্ঠে চ
নিবসন্তি যে। পঞ্চগব্যারসা যে বৈ গোপালাস্তে তু
সাধকাঃ ॥ ৬৫। কৃচ্ছ্রাশ্রয়শৈবৈব কপয়ন্তি স্বয়ং
বপুঃ। কটিকাশ্রয়ানাং তু কটিকাঃ সাধকা মতাঃ ॥

ব্রত। ঐহারা কয়, পুষ্টি, অর্থ, ও বিধেধকর কর্ম্ম
এবং শাস্তিকাদি দ্বারা মহীপালন করেন, তাঁহারা
মহীপালশ্রেণীর অন্তর্গত। ঐহারা ভূপতিত শস্ত-
কণা উত্তোলন করিয়া কপোতবৎ জীবিকাধাপন
করেন, তাঁহরাই কপোতসাধক। ঐহারা গৃহ নির্মাণ
করিয়া বাস করেন, তাঁহারা সদগ্রহ। ঐহারা সেই
গৃহ সহসা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা কুটিক, ও
শৈব সাধক। ঐহারা তীর্থাঙ্গক, সপত্নীক, যথা-
লকোপজীবী, ও মহাসাহসিক, তাঁহারা বৈভাল
সাধক। ঐহারা সংযত, কামনাসক্ত, ভিক্কাচর্য্যারত,
তাঁহারা পদ্ম সাধক। ঐহারা জ্ঞানযোগী, দ্বৈতবাদী,
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তাঁহরাই হংসসাধক। ঐহারা ব্রহ্ম-
চর্য্য, সত্য, ও অলোভ দ্বারা জগৎ জয় করিয়া ধারণ
করেন, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র সাধক। ঐহারা গোপনে
জ্ঞান-ব্রত-ধর্ম্মার্জন করেন, ও আর্ষসাধনে
একনিষ্ঠ থাকেন, তাঁহারা বক সাধক। ঐহারা
উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভার্থ জলাবাসে অবস্থিত এবং
শূণাল ও শৃঙ্গটক আহারে নিরত, তাঁহারা
কক্কসাধক। ঐহারা গোপনসহ গমন করেন,
গোষ্ঠে বাস করেন ও পঞ্চগব্যারস পান করেন,
তাঁহারা গোপালসাধক। ঐহারা কৃচ্ছ্রাশ্রয় দ্বারা

৬৬। কুহা কুশময়ীং পত্নীং মঠে যে গৃহমেধিনঃ ।
ভৈকবৃত্তিরতাঃ শুদ্ধা মঠরাজে তু সাধকঃ ॥ ৬৭ ॥
গ্রাসমাজসমানাভিগুটিকাভিরথাষ্টভিঃ । কন্দমূল-
কলোথাভিগুটিকান্তে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ স্বদেহ-
দণ্ডনৈবুজ্জা রাজৌ বীরাসনেন্স্থিতাঃ । দণ্ডিনস্তে সমা-
খ্যাতাঃ সৰ্বমেতত্ত্ববোধিতম্ ॥ ৬৯ ॥ সাম্যাত্মোহপি
বিশেষক রক্তিনো গৃহিণোহপি বা । তেখাং ভেদো
ময়া খ্যাতাঃ সম্যক ক্লেত্রনিবাসিনাম্ ॥ ৭০ ॥ এবমাদি-
ধর্মযুক্তাঃ প্রভাসক্ষেত্রবাসিনঃ । তৈঃ পূজ্যো ভগ-
বান্ দেবো বালরূপী পিতামহঃ ॥ ৭১ ॥ মহাপাত-
কিনো যে তু যে তু বিপ্রব্রাহ্মণাঃ । ন চ তে
সংস্পৃশ্যেয়ুর্কৈ ব্রাহ্মণঃ বালরূপিনম্ ॥ ৭২ ॥ ব্রহ্ম-
চারী সদা দাস্তো জিতক্রোধো জিতেন্দ্ৰিয়ঃ । এবং
তে ব্রাহ্মণাঃ খ্যাতাঃ ক্লেত্রমধ্যনিবাসিনঃ ॥ ৭৩ ॥ তৈঃ
পূজ্যো ভগবান্ দেবো বালরূপী পিতামহঃ । যে
বেদাধ্যয়নে যুক্তান্তৈঃ প্রপূজ্যঃ পিতামহঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে ব্রাহ্মণপ্রণং সাবর্ণনং নাম ষড়ধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

নিজ কলেবর ক্ষীণ করেন এবং ক্রটিকালমাত্র
আহার করেন, তাঁহারা ক্রটিকসাধক । ঝাঁহারা
কন্দ-মূল-কলজাত গ্রাসমাত্র অষ্ট গুটিকা দ্বারা
নিজের রুত্তি বিধান করেন, তাঁহারা গুটিকসাধক ।
আর ঝাঁহারা রাজ্রিযোগে বীরাসনে অবস্থিত হইয়া
স্বদেহ-দণ্ডনে যোগাসক্ত, তাঁহারা ই দণ্ডী সাধক বলিয়া
বিখ্যাত । ঝাঁহারা সামান্ত বা বিশেষ রুত্তি-সম্পন্ন,
ক্লেত্রবাসী গৃহমেধী বা উদাসী, তাঁহাদের এই ভেদ-
বার্ত্তা তোমার নিকট সকলই কহিলুম । প্রভাস-
ক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণেরাও ঐরূপ ধর্মযুক্ত এবং
তাঁহাদের দ্বারা ই বালরূপধর ভগবান্ পিতামহ
নিত্যপূজ্য । যাহারা মহাপাতকী বা বিপ্রসমাজ
হইতে বহিষ্কৃত, তাহারা কদাচ বালরূপী ব্রাহ্মকে
স্পর্শ করিবে না । যিনি ব্রহ্মচারী, নিত্যদাস্ত,
জিতক্রোধ, ও জিতেন্দ্ৰিয়, তাঁহারই তিনি স্পৃহ ।
প্রভাসক্ষেত্রের ব্রাহ্মণেরা ঐরূপই গুণসম্পন্ন ।
তাই বালরূপধর ভগবান্ ব্রহ্ম তাঁহাদেরই পূজ্য ।
বস্তুতঃ বেদাধ্যয়নযুক্ত ব্রাহ্মণগণেরই পিতামহ
পূজনীয় । ৪১—৭৪ ।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৬ ।

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ পূজাবিধানং তে কথয়ামি
সমাসতঃ । ভক্তিতেদান পৃথক তস্মা ব্রাহ্মণো বাল-
রূপিনঃ ॥ ১ ॥ রথযাত্রাবিধানন্ত স্তোত্রমন্ত্রবিধিক্রমম্ ।
বিবিধা ভক্তিকৃদ্বিষ্টা মনোবাক্যায়সম্ভবাঃ ॥ ২ ॥
লৌকিকী বৈদিকী চাপি ভবেদাধ্যাত্মিকী তথা ।
ধ্যানধারণয়া যা তু বেদানাং স্মরণেন চ । ব্রহ্ম-
জীতিকরী চৈবা মানসী ভক্তিকর্য্যতে ॥ ৩ ॥ মন্ত্র-
বেদনমন্ত্রায়েয়গ্রন্থাঙ্কবিধানকৈঃ । জ্ঞাপ্যচারণ্য-
কৈশ্চৈব বাচিকী ভক্তিকর্য্যতে ॥ ৪ ॥ ব্রতোপবাস-
নিয়মৈশ্চিহ্নৈস্ত্রিযনিরোধিভিঃ । কঙ্কুসান্তপনৈশ্চান্ধৈ-
স্তথা চান্দ্রারণ্যাদিভিঃ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মোক্তৈশ্চোপবাসৈশ্চ
তথান্ধৈশ্চ শুভব্রতৈঃ । কায়িকী ভক্তিরাদ্যাত্মা
ত্রিবিধা তু দ্বিজয়নাম্ ॥ ৬ ॥ গোস্বতকীরদধিত-
র্মধিহুশোদকৈঃ । গন্ধমাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্বস্ত্রি-
শ্চোপপাদিভিঃ ॥ ৭ ॥ স্তবগুণ্ডলধূপৈশ্চ কৃষ্ণাঙ্ক-
নুগাঙ্কিভিঃ । ভূষণৈর্হেমরত্নাদ্যৈশ্চত্ৰাভিঃ অগ্গতি-
য়েব চ ॥ ৮ ॥ স্তাসৈঃ পরিসংসঃ স্তোত্রৈঃ পতাকাভি-
স্তথোৎসবৈঃ । নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ সর্ববস্তৃপ-
হারকৈঃ ॥ ৯ ॥ ভক্ষ্যভোজ্যারণ্যপানৈশ্চ যা পূজা

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর সংক্ষেপে পূজাবিধান
বলিতেছি । ভক্তিতেদে বালরূপী ব্রাহ্মার পৃথক
পৃথক পূজাবিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে । রথযাত্রাবিধি,
স্তোত্রমন্ত্রবিধি, এবং মন, বাক্য, কায়জ, লৌকিকী-
বৈদিকী ও আধ্যাত্মিকী ভক্তি তদীয় পূজাবিধানে
প্রশস্ত । ধ্যান, ধারণা ও বেদস্মরণ দ্বারা যে
ব্রহ্মজীতিকরী ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মানসী;
মন্ত্র, বেদবচন, মন্ত্রার, হোম, জ্ঞানবিধি, ও
আরণ্যকপাঠ দ্বারা যে ভক্তি, তাহা বাচিকী; ব্রত,
উপবাস, নিয়ম, মনোজয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, কঙ্কু-সান্ত-
পন, অন্ত্যস্ত চান্দ্রারণ্য, এবং ব্রহ্মোক্ত উপবাস, ও
অপরাপর শুভ ব্রতাদি দ্বারা যে ভক্তির উদ্ভেক
হয়, তাহা কায়িকী ভক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট । ব্রাহ্মণ-
গণের এই ত্রিবিধ ভক্তিই প্রশস্ত । দধি, হুড়,
কীর, মধু, ইন্দু, কুশোদক, বিবিধ স্তবপুস্তকস্বর
গন্ধমাল্য, স্তব, গুণ্ডল, ধূপ, গন্ধদ্রব্য, হেমরত্নাদির
ভূষণ, বিচিত্র বস্তু, সুবিস্তৃত মৌক্তিকমালা, নানা
স্তোত্র, পতাকা, উৎসব ব্যাপার, তৌধ্যজিক, সর্ব-
বিধ বস্তুর উপহার, এবং ভক্ষ্য ভোজ্য ও অন্ন-

ক্রিয়তে নরৈঃ। পিতামহঃ সমুদ্ভিঃ সা ভক্তি-
লৌকিকী মতাঃ ॥ ১০ ॥ বেদমন্ত্রবিভাগৈঃ ক্রিয়া যা
বৈদিকী স্মৃতা ॥ ১১ ॥ দর্শে চ পৌর্ণমাস্তাঞ্চ কর্তব্যঃ
চাগ্নিহোত্রজম্। প্রাশনং দক্ষিণাধানং পুরোডাশ
ইতি ক্রিয়া ॥ ১২ ॥ ইষ্টধৃত্তিঃ সোমপানং যজ্ঞিয়ং
কর্ম সর্বশঃ। ঋগযজুঃসামজাপানি সংহিতাধায়
নানি চ। ক্রিয়ন্তে ব্রহ্মাণমুদ্ভিঃ সা ভক্তিবৈদিকো-
চ্যতে ॥ ১৩ ॥ প্রাণায়ামপর্যো নিত্যঃ ধ্যানবান
বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। তৈক্যভকী বলী চাপি সর্ব-
প্রত্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ধারণং হৃদয়ে কৃদা ধায়মানঃ
প্রজেষ্বরম্। হৃৎপদ্মকর্ণিকাসীনঃ রক্তবর্ণঃ সুলোচ-
নম্ ॥ ১৫ ॥ পশুপদ্যোতিতমুখঃ ব্রহ্মাণঃ সূকটী-
তটম্। রক্তবর্ণঃ চতুর্ভাঃ বরদাভয়হস্তকম্। এব-
যশ্চিহ্নয়েদেবং ব্রহ্মভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৬ ॥ বিধিক
শৃণু মে দেবি য স্মৃতঃ ক্ষেত্রবাসিনাম্ ॥ ১৭ ॥ নির্যম্য
নিরহঙ্কারঃ নিঃসঙ্গা নিম্পারগ্রহাঃ। **তুর্গী** প
নিঃস্নেহাঃ সমলোষ্ট্রাশ্বাকাধনাঃ ॥ ১৮ ॥ ভূতানাং
কর্ম্মভিনিহ্যং ত্রিবিধৈরভয়প্রদাঃ। প্রাণায়ামপর্য
নিত্যং পরধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ১৯ ॥ জাপিনঃ শুচয়ো
নিত্যং যতিধর্ম্মক্রিয়াপর্যঃ। সাংখ্যযোগাবধিজা য়ে

ধর্ম্মবিচ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মপূজারতা নিত্যং তে
বিপ্রা ক্ষেত্রবাসিনঃ। তৈর্ধ্বা পূজনীয়ো বৈ বাল-
রূপী পিতামহঃ ॥ ২১ ॥ তথাহং কীর্ত্তয়ামি শৃণু-
ষ্যেতমী প্রিয়ে। স্নাতা তু বিমলে তীর্থে শুক্লাব-
ধবঃ শুভিঃ। পূজোপহারসংযুক্তস্ততো ব্রহ্মাণমর্চ-
য়েৎ ॥ ২২ ॥ পূর্ষঃ সংস্রাপা বিধিনা পঞ্চামৃতরসো-
দকৈঃ। গোমুত্রং গোময়ং কীরং দধি সর্পিঃ কুশো-
দকম্ ॥ ২৩ ॥ গায়ত্র্যা গৃহ গোমুত্রং গন্ধদ্বারেতি
গোময়ম্। আপ্যায়ন্তেতি চ কীরং দধিহ্রাবণেতি বৈ
দধি ॥ ২৪ ॥ তেজোহসি শুক্রমিত্যাজাং দেবস্ত
ত্রা কুশোদকম্। আপোহিষ্টেতি মন্ত্রেণ পঞ্চগব্যোন
স্রাপয়েৎ ॥ ২৫ ॥ কপিলাপঞ্চগব্যোন কুশবারিযুতেন
চ। স্রাপয়েন্নম্রপুতেন ব্রহ্মান্নং হি তৎস্মৃতম্ ॥ ২৬ ॥
বর্ষাকটিসহস্রৈশ্চ যৎপাপং সমুপার্জিতম্। সুর-
জ্যোতঃ তু সংস্রাপা দতেৎ সর্বং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥
এবং সংস্রাপা বিধিনা ব্রহ্মাণং বালরূপিনম্। কর্ণু-
রাশুততোয়েন ততঃ সংস্রাপয়েদ্ভিজ্জাঃ ॥ ২৮ ॥ এবং
কুর্দার্কয়েদেবং গায়ত্রীস্তাসযোগতঃ। মুর্দ্ধা পাদ-
তলং যাবৎ প্রণবং বিস্ত্রসেদবুধঃ ॥ ২৯ ॥ তকারং
বিস্ত্রসেদগুর্ধ্বী সকারং মুখমণ্ডলে। বিকারং কর্ণ-

পানাদি দ্বারা ব্রহ্মার উদ্দেশে নরগণ যে পূজা করে,
তাহা লৌকিকী ভক্তি। বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক
হবিরাহুতি প্রদানে যে ক্রিয়া করা হয়, তাহার নাম
বৈদিকী ভক্তি। দর্শে ও পৌর্ণমাসীতে অগ্নিহোত্র,
প্রাশন, দক্ষিণাধান, পুরোডাশ, ইষ্টি, ধৃত্তি, ও
সোমপানাদি সমস্ত যজ্ঞীয় কর্ম্ম এবং ঋক্ যজুঃ
ও সামমন্ত্রজপ ও সংহিতা অধ্যয়ন কর্তব্য।
ব্রহ্মোদ্দেশক এই সকল ক্রিয়ার নামই বৈদিকী ভক্তি
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিত্য প্রাণায়াম, ধ্যান,
ইন্দ্রিয়জয়, ভিক্ষাশন, ব্রত, সর্ব বিষয় হইতে সর্ব
ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, হৃদয়ে ধারণান্তে ব্রহ্মাকে ধ্যান,
এবং হৃৎপদ্মকর্ণিকাসীন, রক্তবর্ণ, সুলোচন, উজ্জল-
বদন, সূকটিতট, বরদাভয়হস্ত, চতুর্ভাঃ ব্রহ্মাকে
দর্শনপূর্বক যে যত ব্যক্তি তাঁহাকে চিন্তা করেন,
তিনি ব্রহ্মভক্ত বলিয়া পরিব্যক্ত হইয়া থাকেন।
হে দেবি! এক্ষণে ক্ষেত্রবাসীদিগের প্রসিদ্ধ বিধি
আমার নিকট শ্রবণ কর। ক্ষেত্রবাসী নিয়ত ব্রহ্ম-
পূজারত বিপ্রগণ নির্যম্য, নিরহঙ্কার, নিঃসঙ্গ,
নিম্পরিগ্রহ, চতুর্দর্শে নিঃস্নেহ, লোষ্ট্র প্রস্তর ও
কাঞ্চনে সমবৃদ্ধি, ত্রিবিধ কর্ম্মে নিত্য ভূতগণের
অভয়প্রদ, নিত্য প্রাণায়ামরত, পরমাস্ত্রাধ্যাননিষ্ঠ,

জপশীল, শুভি, যতিধর্ম্মক্রিয়াতৎপর, সাংখ্যযোগ-
বিধিজ্ঞ, এবং ধর্ম্মসহজে ছিন্নসংশয়। তাঁহাদের
নিকট বালরূপী পিতামহ যেরূপ পূজনীয় হন, আমি
তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি—প্রিয়ে! একমনে শ্রবণ
কর। ব্রহ্মাণ বিমল তীর্থোদকে স্নান করিয়া শুক্লা-
বধবধর শুভি হইয়া পূজোপহার অয়োজনপূর্বক
ব্রহ্মাকে অর্চনা করিবে। ১—২২। পঞ্চামৃত ও পঞ্চ-
গব্য দ্বারা যথাবিধি স্নান করাইবে। গায়ত্রী দ্বারা
গোমুত্র, ‘গন্ধদ্বারেতি’ গোময়, ‘আপ্যায়ন্তেতি’ কীর,
‘দধিহ্রাবণেতি’ দধি, ‘তেজোহসীতি’ স্নাত, ‘দেবস্ত-
হেতি’ কুশোদক, এবং ‘আপোহিষ্টেতি’ মন্ত্রে পঞ্চ-
গব্য দ্বারা স্নান করাইবে। কপিলার পঞ্চগব্য
কুশবারিযুত ও মন্ত্রপুত করিয়া তদ্বারা স্রাপনই ব্রহ্ম-
স্নান বলিয়া নির্দিষ্ট। নর সুরজ্যোতকে স্নান করা-
ইয়া সহস্রবর্ষার্জিত পাপও নিঃসন্দেহে দহ্য করিয়া
থাকে। এইরূপে বিধিপূর্বক বালরূপী ব্রহ্মাকে
স্নান করাইয়া পরে কর্ণু ও অশুভযুক্ত জলে পুনঃ
স্নান করাইবে। এইরূপ স্নানকার্যের পর গায়ত্রী
স্তাসপূর্বক সুরজ্যোতের পূজা করিতে হইবে।
বিধিজ্ঞ ব্যক্তি মন্তক হইতে পাদতল পর্যন্ত স্তাস
করবেন। মন্তকে ‘ত’, মুখমণ্ডলে ‘স’, কর্ণে ‘বি’,

দেশে তু তুকারং চান্দ্রসন্ধিঃ ॥ ৩০ ॥ বকারং হৃদি
মধ্যে তু বেকারং পার্শ্বয়োর্ধ্বয়োঃ । নিকারং দক্ষিণে
কুল্লো বকারং বামসংজ্ঞিতে ॥ ৩১ ॥ ভকারং কটি
নাভিস্থং গোকারণং পার্শ্বয়োর্ধ্বয়োঃ । দেকারণং জাহ্ন-
নোর্নাস্থ বকারং পাদপদ্ময়োঃ ॥ ৩২ ॥ স্ত্রকারমজ্জ-
ষ্ঠয়োর্নাস্থ ধীকারমুরসি জ্ঞসেৎ । মকারং জাহ্ন-
মূলে তু হিকারণং গুহ্যমাশ্রিতম্ ॥ ৩৩ ॥ দ্বিকারঞ্চ
হৃদয়ে স্ত্রস্থ য়োকারং চাধরোষ্ঠিকে । য়োকারঞ্চ
তথৈবান্তমুত্তরোষ্ঠে স্ত্রসেৎ সুধীঃ ॥ ৩৪ ॥ নকার
নাসিকাগ্রে তু প্রকারং নেত্রমাশ্রিতম্ । চোকারঞ্চ
জ্ববোর্মধ্যে দকারং প্রাণমাশ্রিতম্ ॥ ৩৫ ॥ য়াৎকারঞ্চ
ললাটাগ্রে বিজ্ঞসেৎ সৈহ সুরেশ্বরী । জ্ঞাসং কৃদ্ব্যাহ্নে
দেহে দেবে কুর্ধ্যাস্তথা প্রিয়ে ॥ ৩৬ ॥ সন্ধ্যোপহার-
সম্পন্নং কৃদ্ব্য সমাভ্যুনিরীক্ষয়েৎ । কুল্লমাকুরকপূর-
চন্দনেন বিমিশ্রিতম্ ॥ ৩৭ ॥ গন্ধতোয়ৈরুপস্তুতা
গায়ত্র্যা প্রণবেন চ । প্রোক্ষয়েৎ সর্ষভব্যাগ
পশ্চাদর্চনমারভেৎ ॥ ৩৮ ॥ দিব্যৈঃ পুষ্পৈঃ সুগ-
ন্ধৈশ্চ মালতীকমলাদিভিঃ । অশোকৈঃ শতপত্রৈশ্চ
বকুলৈঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩৯ ॥ কৃষ্ণাংকুরপুষ্পেন
ঘৃতদীপৈস্তথোত্তমৈঃ । ততঃ প্রদাপয়েত্ত্ব নৈবেদ্যং
বিবিধং ক্রমাৎ ॥ ৪০ ॥ খণ্ডলডুকক্ৰীবেষ্টকাসা-
রাশোকপল্লবৈঃ । স্বস্তিকোল্লিপিকাহুধাতিলবেষ্ট-
কিলাটিকাম্ ॥ ৪১ ॥ ফলানি চৈব পল্লানি মূল-

অঙ্গসন্ধিতে 'তু', হৃদয়ে 'ব', উভয় পার্শ্বে 'রে',
দক্ষিণকুল্লিতে 'নি', বামকুল্লিতে 'ব', কটি ও
নাভিতে 'ভ', উভয় পার্শ্বে 'গো', উভয় জাহ্নতে
'দে', উভয় পাদপদ্মে 'ব', উভয় অজুষ্ঠে 'স্ত্র',
বক্ষে 'ধী', জাহ্নমূলে 'ম', গুহ্যে 'হি', হৃদয়ে
'ধি', অধরোষ্ঠে 'যো' উত্তরোষ্ঠে 'যো'
নাসিকাগ্রে 'ন', নেত্রে 'প্র', জ্ববোর্মধ্যে 'চো', প্রাণে
'দ', এবং ললাটাগ্রে য়াৎকার বিজ্ঞাস করিবে ।
নিজদেহে জ্ঞাস করিয়া পরে দেবদেহেও জ্ঞাস
করিবে । কুল্লম আঙ্কুর কপূর ও চন্দন-
মিশ্র, গন্ধজলাধিত সর্ষবিধ পূজোপহার দ্রব্য
আয়োজনান্তে সম্যক নিরীক্ষণ করিবে এবং গায়ত্রী
ও প্রণব দ্বারা সর্ষ দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া পরে
অর্চনা করিবে । মালতী কমল অশোক শতপত্র
ও বকুল প্রভৃতি দিব্য সুগন্ধ পুষ্পসমূহ এবং কৃষ্ণা-
ঙ্কুর ধূপ ও উত্তম ঘৃতদীপ দ্বারা ক্রমিক পূজা
করিয়া পরে জিবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিবে ।
খণ্ড লঙ্ক ক ক্রীবেষ্টক কাসার অশোকপল্লব

মজ্জেন দাপয়েৎ । ঋগ্বেদঞ্চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ
পূজয়েৎ ॥ ৪২ ॥ জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈর্ষ্যাং ধর্ম্যং
সম্পূজয়েদ্বৃথং । ঈশানাধিক্রমাদেবি দিশাসু
বিদিশাসু চ ॥ ৪৩ ॥ চতুর্দশবিদ্যাশ্রানানি ব্রহ্ম-
ণোহগ্রে প্রসূজয়েৎ । হৃদয়ানি ততো স্ত্রস্থ দেবস্ত
পুরতঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৪ ॥ আপোহিঠেতি ঋগিযং
হৃদয়ং পরিকর্ষিতম্ । ঋতং সত্যং শিখা প্রোক্তা
উহ্যতং নেত্রমাদিশেৎ ॥ ৪৫ ॥ চিত্রং দেবান-
মিত্যোবং সর্ষলোকেষু বিজ্ঞতম্ । ব্রহ্মস্তু ছাদয়া-
মীতি কবচং সমুদাহৃতম্ ॥ ৪৬ ॥ ভূর্ভুবঃ স্বরি-
তীরেশপূজনং পরিকর্ষিতম্ । গায়ত্র্যা পূজয়ে-
দেবমোক্তারেণাভিমন্ত্রিতম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রণবেনাপরান
সর্ষানুগ্ধোদান প্রসূজয়েৎ । গায়ত্রী পরমো যজ্ঞো
বেদমাতা বিভাবরী ॥ ৪৮ ॥ গায়ত্র্যাকরতত্বৈশ্চ
ব্রহ্মাণং যজ্ঞ পূজয়েৎ । উপোষ্য পঞ্চদশাং তু স
যাঃ পদম্ ॥ ৪৯ ॥ সংসারসাগরং ঘোর-
মুতিতীর্থী জ্ঞেয়মিহ । প্রভাসে কার্ত্তিকে মাসি
ব্রহ্মাণং পূজয়েৎ সদা ॥ ৫০ ॥ যস্ত দর্শনমাত্রেণ
অশ্বমেধকলং লভেৎ । কস্তং ন পূজয়েদ্বিহীন
প্রভাসে বালরূপিনম্ ॥ ৫১ ॥ যন্তেকদিবসপ্রাত্তে

স্বস্তিকা, উল্লিপিকা হুধা, তিলবেষ্ট ও কিলাটিকা
এবং অস্ত্রান্ত বহু পক্ষল মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক
প্রদান করিবে । অনন্তর ঋক্ যজু ও সামদেব,
ঈশানাধি ক্রমে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঈর্ষ্যা ও ধর্ম
দিগ্দিগন্তে এবং চতুর্দশ বিদ্যাশ্রানকে ব্রহ্মার অগ্রে
পূজা করিবে । অনন্তর দেবশ্রেষ্ঠের পুরোভাগে
ক্রমিক হৃদয়াদি জ্ঞাস করিতে হইবে ৥ ২৩-৪৪ ॥ আপো
হিঠেতি হৃদয়ে, 'ঋতং সত্যমিতি' শিখায়, 'উহ্যত-
মিতি' নেত্রে, 'চিত্রং দেবানমিতি' করতলপৃষ্ঠে এবং
'ব্রহ্মস্তু ছাদয়ামীতি' মস্ত্রে কবচস্তাস করিবে ।
ভূর্ভুবঃ স্ব ইত্যাদি মস্ত্রে দেবশ্রেষ্ঠের পূজা করিতে
হইবে । গায়ত্রী পাঠ করিয়া ও জ্ঞানোভিমন্ত্রিত
ব্রহ্মাকে পূজা করিবে এবং ঋগবেদাদি অস্ত্রান্ত
সকলের পূজা প্রণব দ্বারা করিবে । গায়ত্রী পরম যজ্ঞ
এবং তিনিই বেদমাতা । যে জন পঞ্চদশীতে
উপবাস করিয়া গায়ত্র্যাকরতত্ব ব্রহ্মার পূজা করে,
তাহার পরম পদ লাভ হয় । হিঁজ যদি সংসার-
সাগর হইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে
কার্ত্তিক মাসে প্রভাসে আসিয়া নিত্য পূজা করি-
বেন । ষাংহার দর্শন মাত্রেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল
লাভ হয়, প্রভাসক্ষেত্রের সেই বালরূপী ব্রহ্মাকে কে

সদেবাসুন্নমানবাঃ । বিলয়ং যান্তি দেবেশি কন্তং
ন প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥ পিতা যঃ সৰ্গদেবানাং
ভূতানাঞ্চ পিতামহঃ । যস্মাদ্বেষ স তৈঃ পূজ্যো
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষেত্রবাসিভিঃ ॥ ৫৩ ॥ রুদ্ররূপী বিশ্বরূপী
স এব ভুবনেশ্বরঃ । পৌর্ণমাস্তামুপোষিত্বা ব্রাহ্মণঃ
জগতাং পতিম্ । অৰ্চয়েদ্যো বিধানেন সোহধ-
মেধকলঃ লভেৎ ॥ ৫৪ ॥ কার্তিকে মাসি দেবস্ত
রথযাত্রা প্রকীর্তিতা । যাং কৃদ্বা মানবো ভক্ত্যা
যান্তি ব্রহ্মলোকতাম্ ॥ ৫৫ ॥ কার্তিকে মাসি
দেবেশি পৌর্ণমাস্তাং চতুর্থম্ । মার্গেণা চৰ্ম্মণা সান্নাৎ
সাবিত্র্যা চ পরস্তপ ॥ ৫৬ ॥ ভ্রাময়েন্নগরং সৰ্বাঃ
নানাবান্ধবৈঃ সমবিতম্ । স্থাপয়েদ্ভ্রাময়িত্বা তু
সকলং নগরং নৃপঃ ॥ ৫৭ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাগ্রে
শান্তিলেয়ং প্রপূজ্য চ । আরোপয়েদ্রথৈ দেবং
পুণ্যবাদিজনিস্বনৈঃ ॥ ৫৮ ॥ রথাগ্রে শান্তিলীপুং
পূজয়িত্বা বিধানতঃ । ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বা
পুণ্যাহমঙ্গলম্ ॥ ৫৯ ॥ দেবমারোপয়িত্বা তু রথে
কুৰ্য্যাৎ প্রজাগরম্ । নানাবিধৈঃ প্রেক্ষণকৈর্ব্রহ্ম-
ষৌবেশ্চ পুৰ্ণকৈঃ ॥ ৬০ ॥ নারোচ্যাস্থং রথে দেবি
শুভ্রেণ শুভমিচ্ছতা । নাধর্ষণেণ বিশেষেণ যুক্তৈকং

ভোজকং প্রিয়ে ॥ ৬১ ॥ ব্রহ্মণো দক্ষিণে পার্শ্বে
সাবিত্রীঃ স্থাপয়েৎ প্রিয়ে । ভোজকং বামপার্শ্বে তু
পুরতঃ পত্নজং স্তসেৎ ॥ ৬২ ॥ এবং তুৰ্য্যানাদৈশ্চ
শম্ভুশচৈশ্চ পুৰ্ণকৈঃ । ভ্রাময়িত্বা রথং দেবি পুংস্
সৰ্গক দক্ষিণম্ । স্বস্থানে স্থাপয়েদ্রথঃ কৃদ্বা
নৌরাজনং বুধঃ ॥ ৬৩ ॥ য এবং কুরুতে যাজ্ঞাৎ
ভক্ত্যা যন্তাপি পশুতি । রথং বাকর্ষদেদ্যন্ত স
গচ্ছেদ্ভ্রাহ্মণঃ পদম্ ॥ ৬৪ ॥ যো দীপং ধারয়েন্তজ
ব্রহ্মণো রথপৃষ্ঠগঃ । পদেপদেহবমেধস্ত স কলং
বিন্দতে মহৎ ॥ ৬৫ ॥ যো ন কারয়তে রাজা রথ-
যাজ্ঞান্ত ব্রাহ্মণঃ । স পচ্যাতে মহাদেবি রৌরবে কাল-
মক্ষয়ম্ ॥ ৬৬ ॥ তস্মাৎসৰ্বপ্রযত্নেন রাষ্ট্রস্ত কেম-
মিচ্ছতা । রথযাত্রা বিশেষেণ স্বয়ং রাজা প্রবর্তয়েৎ ॥
৬৭ ॥ প্রাপ্তপদব্রাহ্মণাংস্তাপি ভোজয়েদ্বিধিবৎ
সুধীঃ । বাসোভিরহন্তেস্তাপি গন্ধমালাম্বলেনৈঃ
৬৮ ॥ কার্তিকে মাস্তমাবস্তাং যন্ত দীপপ্রদীপনম্
শালায়াং ব্রাহ্মণঃ কুৰ্য্যাৎস স গচ্ছেৎপরমং পদম্
৬৯ ॥ উৎসবেষু চ সৰ্বেষু সৰ্গকালে বিশেষতঃ
পূজয়েয়ুরিমং বিপ্রা ব্রাহ্মণঃ জগতাং শুকম্ ॥ ৭০ ॥
যথাকৃত্যপ্রয়োগেণ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমবিতাঃ । পূজ্যো

না পূজা করিয়া থাকে? হে দেবেশি! হাহার
একটি দিবসের মধ্যেই সুরাসুর নর সকলই বিলয়
প্রাপ্ত হয়, কে না তাঁহার পূজা করে? যিনি
সৰ্গদেবের পিতা এবং সৰ্গ ভূতের পিতামহ, সেই
তিনি ক্ষেত্রবাসী সৰ্গব্রাহ্মণেরই পূজনীয়। সেই
ভুবনেশ্বরই রুদ্ররূপী ও বিশ্বরূপী; পুর্ণিমাদিনে উপ-
বাস করিয়া যে নর বিধিপূৰ্ব্বক বিধাতার পূজা করে,
তাঁহার অধমেধকল লাভ হয়। কার্তিকমাসে ব্রহ্ম
দেবের রথযাত্রা করিতে হয়। মানব ভক্তির
সহিত ঐ কার্য্য নির্বাহ করিলে, ব্রহ্মলোক লাভ
করে। হে দেবেশি! ভূপতি ব্যক্তি কার্তিক
মাসের পুর্ণিমা চতুর্দশনকে সাবিত্রী সহ মৃগচন্দ্রো-
পরি উপবেশন করাইয়া নানা বান্দ্যাদ্য সহকারে
সমস্ত নগর ভ্রমণ করাইবেন এবং ভ্রমণান্তে স্থাপন-
পূৰ্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে অগ্রে শান্তিলেয়কে পূজা
করিয়া নুশবিত্ত বান্ধিত ঘোষ সহকারে দেবদ্রোণে
রথে আরোহণ করাইবেন। রথাগ্রে যথাবিধি
শান্তিলীপুঞ্জের পূজা, ব্রাহ্মণবাচন, পুণ্যাহ মঙ্গল
আচরণ, এবং দেবকে রথে আরোহণপূৰ্ব্বক সেই
রথেই জাগরণ করিবেন। নানাবিধ প্রেক্ষণ ও
বিপুল ব্রহ্মঘোষ দ্বারা রাজ্যখাপন বিধেয়।

শুভেচ্ছ শ্রদ্ধ কখন ঐ রথে আরোহণ করিবেন।
প্রিয়ে! ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্বে সাবিত্রী, বাম পার্শ্বে
ভোজক এবং পুরোভাগে পত্নজ স্থাপন করিবেন।
দেবি! এইরূপে বিপুল তুৰ্য্যনাদ, ও শম্ভুধ্বনি
সহকারে সমস্ত পুর প্রদক্ষিণ করাইয়া পুনরায় নৌর-
জনান্তে ব্রহ্মকে স্বস্থানে স্থাপন করিবেন। ৪৫—৬৩।
যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এইরূপে যাজ্ঞাৎসব করে,
ব্রহ্মকে দর্শন করে কিংবা তদীয় রথাকর্ষণ করে,
তাঁহার পরম পদলাভ হয় ব্রহ্মার রথপৃষ্ঠে
ধাকিয়া যে ব্যক্তি দীপ ধারণ করে, তাঁহার পদে
পদে অধমেধমহাকল লাভ হয়। যে রাজা ব্রহ্মার
রথ-যাত্রা না করান,—হে মহাদেবি! তাঁহাকে
অনন্তকাল রৌরবে বাস করিতে হয়। অতএব
রাষ্ট্রমঙ্গলৈবী রাজা ব্রহ্মার রথ-যাত্রা নিজেই
সময়ে প্রবর্তিত করিবেন। সুধী! রাজা যাজ্ঞার
পর প্রতিপৎ তিথিতে অহত বস্ত্র, গন্ধ, মালা ও
অম্বলেনন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সৎকৃত করিয়া
ভোজন করাইবেন। কার্তিক মাসের অমাবাস্তায়
যে নর ব্রহ্মমন্দিরে দীপ দান করে, তাঁহার পরম
পদে গতি হয়। সৰ্গকালে সমস্ত উৎসবেই
বিপ্রগণ সম্যক্ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই জগদুৎক

দিব্যোপচারেণ যথাবিস্তারসারতঃ । ৭১ ॥ এবং
তে কথিতং দেবি পূজ্যমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । প্রভাসক্কেত্র-
মাহাত্ম্যং ব্রহ্মণো বালরূপিণঃ । ৭২ ॥ তস্তাহং কথ-
য়িষ্যামি নান্যামষ্টোত্তরং শতম্ । প্রদত্তা চ পঠিতা চ
যজ্ঞানুত্কলং লভেৎ ॥ ৭৩ ॥ গায়ত্রী লক্ষ্মীপোম
সম্যগ্জপ্তেন যৎকলম্ । তৎকলং সমবাপ্নোতি
স্তোত্রস্তাত্ত উদীরণাৎ ॥ ৭৪ ॥ ইদং স্তোত্রবরং দিব্যং
ব্রহ্মন্তং পাপনাশনম্ । ন দেয়ং হৃষ্টব্রতীনাং নিন্দ-
কানাং তথৈব চ ॥ ৭৫ ॥ ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যং
শ্রোত্রিয়ায় মহাত্মনে । বিষ্ণুনা হি পুরা পৃষ্ঠং ব্রহ্মণঃ
স্তোত্রমুত্তমম্ ॥ ৭৬ ॥ কেশুকেশু চ স্থানেষু দেব-
দেবঃ পিতামহঃ । সন্ধিস্তাস্ত্রয়মাচক্ষুঃ হি
সর্ববিজ্ঞতম ॥ ৭৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ । পুরুষেহং
সুরশ্রেষ্ঠো গয়ায়াং প্রপিতামহঃ । কান্তকুলে
বেদগর্ভো ভৃগুশ্চেত্রে চতুর্ভুজঃ ॥ ৭৮ ॥ কোবেদ্যাং
স্বষ্টিকর্তা চ নন্দিপুত্রাং বৃহস্পতিঃ । প্রভাসে
বালরূপী চ বারাপত্যঃ সুরপ্রিয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ দ্বার-
বত্যাং চক্রদেবো বৈদিশে ভূবনাধিপঃ ।
পৌণ্ড্রকে পুণ্ডরীকাকঃ পীতাকো হস্তিনাপুরে ॥ ৮০ ॥
জয়ত্যাং বিজয়শাসো জয়ন্তঃ পুরুষোত্তমো । বাড়েব্

ব্রহ্মাকে বিশেষ পূজা করিবেন । দিব্য দিব্য
উপচার দ্বারা যথাশক্তি পূজা করিতে হইবে ।
দেবি ! এই আমি তোমার নিকট প্রভাসক্কেত্র-
মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বালরূপী ব্রহ্মার পূজ্যমাহাত্ম্য বলি-
লাম । এক্ষণে ঐহার অষ্টোত্তর শত নামাবলী
বলিতেছি । ইহা দানে এবং পাঠে অযুত যজ্ঞকল
লাভ হইয়া থাকে । লক্ষ্যবর গায়ত্রী জপে যে ফল
হয়, এই স্তোত্রের উদীরণে সেই ফলই প্রাপ্ত
হওয়া যায় । এই দিব্য গোপ্য পাপহর স্তোত্ররাজ
হৃষ্টবুদ্ধি নিন্দকদিগকে প্রদান করিবে না । যিনি
মহাত্মা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, ঠাঁথাকেই ইহা প্রদেয় ।
পুরাকালে বিষ্ণু এই স্তোত্র ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন—পিতামহ !
দেবদেব ! কোন্ কোন্ স্থানে আগনি চিহ্ননীয় হইয়া
থাকেন ? হে সর্বজ্ঞএবর ! তাহা আমার নিকট
বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরুষে আমি সুরশ্রেষ্ঠ,
গয়ায় প্রপিতামহ, কান্তকুলে বেদগর্ভ, ভৃগুশ্চেত্রে
চতুর্ভুজ, কোবেদীতে স্বষ্টিকর্তা, নন্দিপুত্রে বৃহস্পতি,
প্রভাসে বালরূপী, কানীতে সুরপ্রিয়, দ্বারকা
চক্রদেব, বিদিশায় ভূবনাধিপ, পৌণ্ড্রকে পুণ্ডরী-
কাক, হস্তিনাপুরে পীতাক, জয়ন্তীতে বিজয়,

পদ্মহস্তোহহং তমোলিপ্তে তমোহুদঃ । ৮১ ॥
আহিচ্ছত্রাং জনানন্দঃ কাকীপুত্রাং জনপ্রিয়ঃ ।
কর্ণাটস্থ পুরে ব্রহ্মা ঋষিকৃণ্ডে মুনিভূতা ॥ ৮২ ॥
শ্রীকণ্ঠে শ্রীনিবাসচ কামরূপে শুভঙ্করঃ । উজ্জি-
য়াণে দেবকর্তা স্রষ্টা জালঙ্করে তথা ॥ ৮৩ ॥ মল্লি-
কাধো তথা বিষ্ণুর্মহেশ্রেষ্ঠে ভার্গবস্তথা । গোনর্দ-
ন্থবিয়াকারে হ্যজ্জয়িতাং পিতামহঃ ॥ ৮৪ ॥ কোশা-
হ্যাস্ত মহাদেবো অযোধ্যায়াং তু রাঘবঃ । বিরিকি-
শ্চিৎকূটে তু বারাহো বিদ্যাপর্যন্তে ॥ ৮৫ ॥ গঙ্গা-
ধারে সুরশ্রেষ্ঠো হিমবন্তে তু শঙ্করঃ । দেহিকায়ং
অচাহস্তঃ পদ্মহস্তস্তথার্কুদে ॥ ৮৬ ॥ বৃন্দাবনে
পদ্মনেত্রঃ কুশহস্তচ নৈমিষে । গোপক্ষেত্রে চ
গোবিন্দঃ সুরেন্দ্রো যমুনাতটে ॥ ৮৭ ॥ ভাগী-
রথ্যাং পদ্মভল্লুর্জনানন্দো জনহৃদে । কোঙ্কলে চ স
মধুকঃ কাম্পিল্যে কনকপ্রভঃ ॥ ৮৮ ॥ খেটকে
চান্দ্রদাতা ॥ ৮৯ ॥ শঙ্কুশ্চৈব ক্রতুহলে । লঙ্কায়াকৈব
পৌলস্ত্যঃ কান্দীয়ে হংসবাহনঃ ॥ ৯০ ॥ বসিষ্ঠ-
শ্চার্কুদে চৈব নারদশ্চোৎপলাবনে । মেধকে
জ্ঞতিদাতা চ প্রয়াগে যজুঃপতিঃ ॥ ৯১ ॥ শিব-
লিঙ্গে সামবেদো মর্কটে চ মধুপ্রিয়ঃ । নারায়ণশ্চ
গোমন্তে বিদর্ভায়াং ষিঞ্জপ্রিয়ঃ ॥ ৯২ ॥ অজুলকে
ব্রহ্মগর্ভো ব্রহ্মবাহে সূতপ্রিয়ঃ । ইন্দ্রপ্রস্থে হরাদর্ধ-
শ্চম্পায়াং সুরমর্দনঃ ॥ ৯৩ ॥ বিরজায়াং মহারূপঃ

পুরুষোত্তমো জয়ন্ত, বাড়ে পদ্মহস্ত, তমোলিপ্তে
তমোহুদ, আহিচ্ছত্রাতে জনানন্দ, কাকীপুরীতে
জনপ্রিয়, কর্ণাটপুরে ব্রহ্মা, ঋষিকৃণ্ডে মুনি, শ্রীকণ্ঠে
শ্রীনিবাস, কামরূপে শুভঙ্কর, উজ্জিয়াণে দেবকর্তা,
জালঙ্করে স্রষ্টা, মল্লিকাধানে বিষ্ণু, মহেশ্রেষ্ঠে ভার্গব,
হবিয়াকারে গোনর্দ, উজ্জয়িনীতে পিতামহ,
কোশাবীতে মহাদেব, অযোধ্যায় রাঘব, চিৎকূটে
বিরিকি, বিদ্যাচলে বরাহ, গঙ্গাধারে সুরশ্রেষ্ঠ,
হিমালয়ে পিতামহ, দেহিকায় অচাহস্ত, অর্কুদে
পদ্মহস্ত, বৃন্দাবনে পদ্মনেত্র, নৈমিষে কুশহস্ত,
গোপক্ষেত্রে গোবিন্দ, যমুনাতটে সুরেন্দ্র, ভাগী-
রথীতে পদ্মভল্লু, জলহলে জনানন্দ, কঙ্কলে মধুক,
কাম্পিল্যে কনকপ্রভ, খেটকে অরদাতা, ক্রতুহলে
শঙ্কু, লঙ্কায় পৌলস্ত্য, কান্দীয়ে হংসবাহন, অর্কুদে
বসিষ্ঠ, উৎপলাচলে নারদ, মেধকে জ্ঞতিদাতা,
প্রয়াগে যজুঃপতি, শিবলিঙ্গে সামবেদ, মর্কটে
মধুপ্রিয়, গোমন্তে নারায়ণ, বিদর্ভায় ষিঞ্জপ্রিয়,
অজুলকে ব্রহ্মগর্ভ, ব্রহ্মবাহে সূতপ্রিয়, ইন্দ্রপ্রস্থে

স্বরূপো রাষ্ট্রবর্দ্ধনে। কদম্বকে জলাধ্যক্ষঃ দেবাধ্যক্ষঃ সমস্থলে ॥ ১০ ॥ গজাধরো রুদ্রশীর্ষে সুশীর্ষে জলদঃ স্মৃতঃ। ত্র্যম্বকে ত্রিপুরারিঞ্চ ত্রীশৈলে চ ত্রিলোচনঃ ॥ ১১ ॥ মহাদেবঃ প্রক্ষপুয়ে কপালে বেধনাশনঃ। শৃঙ্গবেরপুয়ে শৌরির্নিমিষে চক্রধারকঃ। নন্দীপুর্ধ্যাং বিরূপাক্ষো গৌতমঃ প্রক্ষপাদপে। মাল্যবান হস্তিনাথে তু দ্বিজেন্দ্রো বাচিকে তথা ॥ ১২ ॥ ইন্দ্রপুর্ধ্যাং দিবানাথে ভূতিকায়াং পুরন্দরঃ। হংসবাহুচ চন্দ্রায়াং চন্দ্রায়াং গরুড়প্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥ মহাদেয়ে মহাযজ্ঞঃ সূর্যজ্ঞঃ পুতকে বনে। সিদ্ধেশ্বরে শুক্রবর্ণো বিভায়াং পদ্মবোধকঃ ॥ ১৪ ॥ দেবদাক্ষবনে লিক্সী উদকেহু উমাপতিঃ। বিনায়কো মাতৃস্থানে অলকায় ধনাধিপঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রিকূটে চৈব গোবিন্দঃ পাতালে বাসুকিস্তথা। কোবিদারে যুগাধ্যক্ষঃ স্তীরাঙ্জ্যো চ সুরপ্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥ পূর্ণগির্ধ্যাং সুভোগে শাশ্বলীয়াঃ তক্ষকস্তথ। অমরে পাপহা চৈব অধিকায়ঃ সূদর্শনঃ ॥ ১৭ ॥ নরবাপ্যঃ মহাবীরঃ কান্তারে হর্গনাশনঃ। পদ্মাবত্যাং পদ্মগৃহো গগনে যুগলাঙ্ঘনঃ ॥ ১৮ ॥ অষ্টোত্তরং নামশতং যত্রৈতৎপরিপঠ্যতে। তত্রৈব মম সারিধ্যং ত্রিসঙ্খ্যং মধুসূদন ॥ ১৯ ॥ এতেনামপি যশ্বেকং

দুর্গাধর্ষ, চন্দ্রায় সুরমর্দন, বিরজায় মহারূপ, রাষ্ট্রবর্দ্ধনে স্বরূপ, কদম্বকে জলাধ্যক্ষ, সমস্থলে দেবাধ্যক্ষ, রুদ্রশীর্ষে গজাধর, সুশীর্ষে জলদ, ত্র্যম্বকে ত্রিপুরারি, ত্রীশৈলে ত্রিলোচন, প্রক্ষপুয়ে মহাদেব, কপালে বেধনাশন, শৃঙ্গবেরপুয়ে শৌরি, নিমিষে চক্রধারক, নন্দীপুয়ে বিরূপাক্ষ, প্রক্ষপাদপে গৌতম, হস্তিনাথে মাল্যবান, বাচিকে দ্বিজেন্দ্র, ইন্দ্রপুর্ষীতে দিবানাথ, ভূতিকায়াং পুরন্দর, চন্দ্রায়াং হংসবাহু, চন্দ্রায়াং গরুড়-প্রিয়, মহাদেয়ে মহাযজ্ঞ, পুতকেবনে সূর্যজ্ঞ, সিদ্ধেশ্বরে শুক্রবর্ণ, বিভায়াং পদ্মবোধক, দেবদাক্ষবনে লিক্সী, উদকে উমাপতি, মাতৃস্থানে বিনায়ক, অলকায় ধনাধিপ, ত্রিকূটে গোবিন্দ, পাতালে বাসুকি, কোবিদারে যুগাধ্যক্ষ, স্তীরাঙ্জ্যো সুরপ্রিয়, পূর্ণগির্ষীতে সুভোগ, শাশ্বলীতে তক্ষক, অমরে পাপহা, অধিকায় সূদর্শন, নরবাপীতে মহাবীর, কান্তারে হর্গনাশন, পদ্মাবতীতে পদ্মগৃহ এবং গগনে যুগলাঙ্ঘন নামে বিরাজ করি। মধুসূদন। আমার এই অষ্টোত্তর শত নাম যথায় সম্যক পরিপঠিত হয়, সেখানে ত্রিসঙ্খ্যাই আমার সারিধান। সমু-

পঞ্জোঃ বালরূপিণম। সর্বেষাং লভতে পুণ্যং পুরোক্তানাঞ্চ বেধসম্ ॥ ১০৪ ॥ এতৈর্ধো নামভিঃ কৃষ্ণ প্রভাসে দ্বৌতি মাং সদা। স্থানে যে বিজয়ং লভ্য। মোদতে শাংভ্যো সমাঃ ॥ ১০৫ ॥ মানসং বাচিকং চৈব কাংক্ষিকং ত্বদ্বৃত্তম্। তৎসর্বং নাশমায়াতি মম স্তোত্রাস্মকীর্তনাং ॥ ১০৬ ॥ পুষ্পোপহারৈঃ ধূপৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণৈঃ। ধ্যানেন চ দ্বিরেণাশু প্রাপ্যতে যৎকলং নরৈঃ। তৎকলং সমাবাপ্তোতি মম স্তোত্রাস্মকীর্তনাং ॥ ১০৭ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি ইহ লোকে কৃতান্তপি। অকামতঃ কামতো বা তানি নশ্বন্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১০৮ ॥ ইদং স্তোত্রং মমাতীষ্টঃ শৃণুয়াচ্চ পঠেচ্চ বা। স যুক্তঃ পাতকৈঃ সর্বৈঃ প্রাপ্নুয়াচ্চ দীপ্সিতম্ ॥ ১০৯ ॥ অজ্ঞদহন্তং তে বচি শৃণু কৃষ্ণমথার্থতঃ ॥ ১১০ ॥ আশ্রয়ং তু যদা ঋক্ষঃ কার্ত্তিকাং ভবতি কচিৎ। মহতী সা তিথিজেয়া প্রভাসে মম বলভা ॥ ১১১ ॥ প্রাজাপত্যং যদা ঋক্ষং তিথৌ তস্মাঃ ভবেদ যদি। সা মহাকার্ত্তিকী পুণ্যা দেবানামপি চূর্ণভা ॥ ১১২ ॥ মন্দে বার্কৈ শুরো বাপি কার্ত্তিকী কৃত্তিকায়ুতা। তত্র-

দায়ের মধ্যে যে একমাত্র বালরূপীকে দর্শন করে, তাহার পুরোক্ত নিখিল ব্রহ্মমূর্ত্তিদর্শনেরই পুণ্য হইয়া থাকে। কৃষ্ণ! এই সকল নাম কীর্ত্তনে প্রভাসে আমার যে স্তব করে, সে মদীয় বিজয় স্থান লাভ করিয়া নিত্য কাল সুখবহার করে। আমার এই স্তোত্র কীর্ত্তনে কায়মনোবাক্য-কৃত সর্ব দুষ্কৃত নষ্ট হয়। পুষ্পোপহার, ধূপদান, ব্রাহ্মণপরিতোষণ, ও হির ধ্যান করিয়া নর যে কল প্রাপ্ত হয়, আমার স্তোত্র কীর্ত্তনে সেই কলই তাহার লব্ধ হইয়া থাকে। অকামতঃ বা কামতঃ ইহলোকে ব্রহ্মহত্যাदि যে কিছু পাপ করা হউক, এ স্তোত্র পাঠে তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আমার ইষ্ট এই স্তোত্র সর্গদা যে শ্রবণ কিম্বা পাঠ করে, সে সর্ব পাতক হইতেই মুক্ত এবং মহৎ ইষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট অস্ত্র রহস্তও বলিতেছি। কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় কৃত্তিকানক্ষত্র-যুক্ত দিন প্রভাসে আমার অতি প্রিয় মহাতিথি; এই তিথিতে যদি প্রাজাপত্যনক্ষত্র হয়, তবে তাহা দেবচূর্ণভ মহাকার্ত্তিকী পুণ্যা তিথি হইয়া থাকে। অথবা যদি কার্ত্তিক মাসের শনি, রবি ও বৃহস্পতি-বারে কৃত্তিকা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলেও মহাকার্ত্তিকী

ষমেধিকং পুণ্যং দৃষ্ট্বা বৈ বালরূপিনম্ ॥ ১১৩ ॥
বিশাখাম্ম স্বধা স্বধ্যাঃ কৃত্তিকাম্ম চ চন্দ্রমাঃ । স
যোগঃ পদ্মকো নাম প্রভাসে তুল্লভো হরে ॥ ১১৪ ॥
তস্মিন্ যোগে নরো দৃষ্ট্বা প্রভাসে বালরূপিনম্ ।
পাপকোটিযুতো বাপি যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ১১৫ ॥
ঈশ্বর উবাচ । ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রং ব্রহ্মণা হরয়ে
পুনঃ । ময়া তব সমাখ্যাতং মহাত্ম্যং ব্রহ্মদেবতম্ ॥
১১৬ ॥ সর্বপাপহরঃ নৃণাং ঋতঃ সর্বার্থসাধকম্ ।
ভূমিদানঞ্চ দাতব্যং তত্র যাত্রাকলেপসুভিঃ ॥ ১১৭ ॥
কমণ্ডলুঃ শ্বেতবস্ত্রং মহাদানানি বোড়ণং । তৈত্রৈব দেবি
দেয়ানি ব্রহ্মণে বালরূপিনে ॥ ১১৮ ॥ মহাপরীণি
সম্প্রাপ্তে কুৰ্য্যুঃ পারায়ণং দ্বিজাঃ । সর্বে তে ব্রাহ্মণা
দেবি ক্ষেত্রমধ্যনিবাসিনঃ ॥ ১১৯ ॥

ইতি জ্যৈষ্ঠান্দে বালরূপিব্রহ্মণো মহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি বহুনাং
লিঙ্গমুত্তমম্ । সোমেশাদৌশদিগ ভাগে পঞ্চাশদম্ময়া-

তিথি হইয়া থাকে । এই দিনে বালরূপী ব্রহ্মদর্শনে
অষমেধসম পুণ্যকল হয় । হে হরে ! বিশাখায়
স্বধা এবং কৃত্তিকায় চন্দ্রযোগ হইলে পঞ্চম যোগ
হয় । প্রভাসক্ষেত্রে এরূপ যোগ পরম তুল্লভ ।
সেই যোগে প্রভাসক্ষেত্রে নর বালব্রহ্মকে
দর্শন করিয়া কোটিপাপযুক্ত হইলেও যমলোকে
প্রয়াণ করে না । ঈশ্বর কহিলেন,—ব্রহ্মা হারিকে
এইরূপ স্তোত্র বলিয়াছিলেন, আমি আবার
তোমার নিকট এই ব্রহ্মদেবমহাত্ম্য ব্যক্ত
করিলাম । ইহা শ্রবণে নরগণের সর্বপাপনাশ
ও সর্বার্থসিদ্ধি হয় । যাত্রাকলেপী ব্যক্তি তথায়
ভূমিদান করিবেন । কমণ্ডলু শ্বেতবস্ত্র এবং বোড়ণ
মহাদানে বালরূপী ব্রহ্মাকে অর্চনা করিতে হয় ।
মহাপরী উপাস্ত হইলে সেই ক্ষেত্রবাসী সমস্ত
ব্রাহ্মণই ব্রহ্মপ্রীত্যর্থ পারায়ণ করিবেন ॥ ৬৪—১১৯ ॥

সপ্তাদিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৭ ।

অষ্টাদিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অজস্র বস্তুগণের
প্রতিষ্ঠিত প্রত্নাষেধর নামক মহাপাতকহর মহালিঙ্গ-

হরে ॥ ১ ॥ দ্বিতং লিঙ্গং মহাদেবি চতুর্লিঙ্গং
সুপ্রিয়ম্ । প্রত্নাষেধরনামানং মহাপাতকনাশনম্ ॥
২ ॥ দর্শনাত্তস্ত দেবস্ত সপ্তজন্মান্তরোত্তমম্ । পাপং
প্রশাময়াতি সত্যং সত্যং বরাননে ॥ ৩ ॥ দেবুবাচ ।
কৌহসৌ প্রত্নাষনামোহি কথং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
কস্ত পুত্রঃ স বিখ্যাত এতন্মে বদ শঙ্কর ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । দক্ষো ব্রহ্মমুতো দেবি প্রজাপতিরিতিস্মৃতঃ ।
তস্ত কন্তাঃ পুরা যষ্টিকদৌ ধর্ম্মায় বৈ দশ ॥ ৫ ॥
তাসাং মধ্যে মহাদেবি একা বিশেষিতি বিশ্লেষা । সা
ধর্ম্মাচ্চ মহাদেবি অষ্টাবজ্রনয়ং সূতান্ ॥ ৬ ॥ আপো
ক্রবচ্চ সোমচ্চ ধরশ্চৈবানলোহনিলঃ । প্রত্নাষচ্চ
প্রভাসচ্চ বনবোহস্তৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৭ ॥ তেষাং
মধ্যে সপ্তমোহসৌ প্রত্নাষ ইতি বিশ্লেষঃ ।
স পুত্রকামো দেবোশি প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ ॥ ৮ ॥
স জ্যোতী কামিকং ক্ষেত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্ । তপ-
শ্চ্যোতী ~~লিঙ্গক~~ দিব্যং বর্ষশতং প্রিয়ে । ধায়ন্
দেবং মহাদেবি শাস্তস্তপসতমানসঃ ॥ ৯ ॥ ততঃস্তৌ
মহাদেবস্তস্ত ভক্ত্য গ্নিরঞ্জন । দদৌ তস্ত সূতঃ
দেবি দেবলঃ যোগিনাং বরম্ ॥ ১০ ॥ ততঃ প্রভৃতি
দেবোশি হ্রিঙ্গস্ত প্রভাবতঃ । দেবসৌ ভগবান্
যোগী প্রত্নাষস্তাভবৎ সূতঃ ॥ ১১ ॥ অনেন কারণে-

সমাপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ চতুর্লিঙ্গ ও
সুপ্রিয় । ইহা সোমেশ্বরের ঈশানকোণে পঞ্চাশৎ
ধনু বাবধানে অবাস্ত । আয় সুবদনে! সেই
দেবের দর্শনমাত্রেরই সপ্ত জন্মের পাপ প্রনষ্ট হয় ;
ইহা ক্রব সত্য । ঈশ্বর কহিলেন,—ব্রহ্মদর্শন দক্ষ
প্রজাপতির যষ্টি কন্তা ; তন্মধ্যে দশটি কন্তা ধর্ম্মকে
সম্প্রদান করেন । এই দশ কন্তার মধ্যে এক জনের
নাম বিখ্যাত । হে মহাদেবি ! ধর্ম্মপত্নী বিখ্যাত ধর্ম্ম হইতে
অপ, পুত্র এবং বরেন । এই পুত্রগণের নাম আপ,
ক্রব, সোম, বর, অনল অনিল, প্রত্নাষ ও প্রভাস ।
ইহারা অষ্টবস্তু বালনা কাঙ্ক্ষিত । ইহাদের মধ্যে সপ্তম
বস্তু প্রত্নাষ নামে বিখ্যাত ! তিনি পুত্রকামনায়
প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া প্রভাসক্ষেত্রের কামিক
অবগত হইলেন এবং এক মহেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়া দিব্য শতবর্ষ যাবৎ প্রভাসে কঠোর তপস্বী
করিলেন, তদুগত মনে শাস্তভাবে মহাদেবকে ধ্যান
করিতে লাগিলেন । তাহার ভক্তিতে নিরঞ্জন
শিব তুষ্ট হইয়া তাহাকে দেবলাখ্য যোগিবর পুত্র
প্রদান করিলেন । সেই হইতে সেই প্রত্নাষ-পুত্র
দেবল তদীয় পিতৃপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের প্রভাবে যোগী

নাসৌ প্রত্যবেশ্বরসংজ্ঞিতঃ ॥ ১২ ॥ যচ্চানপত্যঃ
পুরুষস্তং সমারাধয়িষ্যতি । তস্তাশ্ববায়ৈ দেবেশি
সন্ততির্ন বিনশ্জতি ॥ ১৩ ॥ যঃ প্রত্যবে মহাদেবি
প্রত্যবেশ্বরমুত্তমম্ । পূজয়িষ্যতি সন্তজ্জ্যা সন্ততঃ
নিয়তাশ্ববান্ । তস্তৈষ্যতি ক্বং পাপমপি ত্রক্ষ-
বধোভবম্ ॥ ১৪ ॥ বৃষস্তদ্বৈব দাতব্যঃ সমাগ যাত্ৰা-
কলেপ্পুতিঃ ॥ ১৫ ॥ মাঘে কৃকচতুর্দশ্যাং জাগ্রা-
স্তত্র বৈ শিশি । সরোযাং দানযজ্ঞানাং কলং জাগ-
রণালভেৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রত্যবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্টা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি অনিলে-
শ্বরমুত্তমম্ । তস্তোত্তরেশানদিক্স্থং ধনুবাং জিহ্মে
প্রিয়ে ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবঃ হি শিবো নান্য-
নাশনম্ । বহুনাং পঞ্চমো যোহসাবানলঃ পরি-
কীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২ ॥ স চারাব্য মহাদেবঃ প্রত্যাক্কৌত-
বান্ ভবম্ । লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস সম্যক্ শ্রদ্ধাসম-

হইলেন । এই কারণে সেই লিঙ্গ প্রত্যবেশ্বর নামে
প্রখ্যাত হইল । যে অনপত্য ব্যক্তি ঐ লিঙ্গের
আরাধনা করে, তাহার বংশে সন্ততিবিচ্ছেদ হয়
না, মহাদেবি ! যে নিয়তাশ্বা নর প্রত্যবে
প্রত্যবেশ্বরকে ভক্তি করিয়া পূজা করিবে, তাহার
ত্রক্ষবধজন্ত পাপও ক্ব প্রাপ্ত হইবে । সম্যক্
যাত্ৰাকলেপ্পু ব্যক্তি তথায় একটা বৃষত দান
করিবে । মাঘমাসীয় কৃক চতুর্দশীর রাজিতে
ঐ স্থানে জাগরণ করা বিধেয় ; এইরূপ জাগরণে
সমস্ত দানযজ্ঞের কল লাভ হয় । ১ - ১৬ ।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৮ ।

নবাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর পুনোক্ত
লিঙ্গের উত্তরে ঈশান কোণে তিনধনু দূরে অব-
স্থিত অনিলেশ্বর নামক এক মহামহিম লিঙ্গসমীপে
গমন করিবে । ঐ লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই পাপ
নাশ হয় । বহুগণের মধ্যে পঞ্চমবহু অনিল
মহাদেবকে আরাধনা করিয়া তদীয় সাক্ষাৎকার
লাভ করেন এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা

করিতঃ ॥ ৩ ॥ এবমীশপ্রভাবেণ স্তুতস্তাত্ম্যাদৃশী ।
মনোজবেতি বিখ্যাতো হবিজ্ঞাতগতিস্তথা ॥ ৪ ॥
তং দৃষ্ট্বা ব্যাধিনা মর্ত্যো পীড়্যতে ন কদাচন ।
নাকো ন বধিরো মুকো ন রোগী ন চ নির্জনঃ ।
কদাচিজ্যতে মর্ত্যস্তেন দৃষ্টেন ভূতলে ॥ ৫ ॥
পুষ্পমেকং তু যো দদ্যাত্তস্ত লিঙ্গস্ত গোপরি ।
সুখ-সৌভাগ্যসম্পন্নঃ স সদা রূপবান্ ভবেৎ ॥ ৬ ॥
ইত্যেবং কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
শ্রদ্ধাধ্বমোদ্য ভাবেন সর্বকামৈঃ সমৃদ্ধ্যতে ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অনিলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবোহে প্রভাসেশ্বর-
মুত্তমম্ । গৌরীতপোবনাদেবি পশ্চিমে সমুদাহৃতম্ ॥
১ ॥ ধনুবাং সপ্তকে দেবি নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ।
স্থাগিতং তন্নহালিঙ্গং বহুনামষ্টমেন হি ॥ ২ ॥
প্রভাস ইতি নাম্না হি শিবপূজারতেন বৈ । স
পুত্রকামো দেবেশ প্রভাসকেতুমাগতঃ ॥ ৩ ॥ প্রতি-

করেন । ঈশ্বরার্চনার প্রভাবে তাঁহার মনোজব
নামে এক অজ্ঞেয়গতি বলশালী পুং উৎপন্ন
হয় । অনিলপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শনে মানব কদাচ
ব্যাধিশীড়িত হয় না । অপিচ তদর্শনে এ ভূতলে
কোন ব্যক্তিই অন্ধ, বধির, মুক, রোগী বা নির্জন
থাকে না । যে নর সেই লিঙ্গোপরি একটা মাত্র
পুষ্পও প্রদান করে, সে সর্বদা সুখ-সৌভাগ্য-
সম্পন্ন ও রূপবান্ হইয়া থাকে । দেবি ! এই
আমি পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । ইহা
ভক্তি করিয়া শ্রবণে বা অল্পমোদনে সর্বকাম সমৃদ্ধি
হইয়া থাকে । ১ - ৭ ।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৯ ।

দশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—সুন্দরি ! অনন্তর গৌরী-
তপোবনের পশ্চিমে সপ্ত ধনু দূরে অবস্থিত প্রভা-
সেশ্বর নামক মহালিঙ্গ সমীপে গমন করিবে । শিব-
পূজারত অষ্টম বহু প্রভাস কর্তৃক পুত্রকামনায় এই
লিঙ্গ পুণে প্রতিষ্ঠিত হয় । অনন্তর তিনি ঐ মহা-

ঐশ্য মহালিঙ্গং চচার বিপুলঃ তপঃ। আগ্নেয়মিতি
বিখ্যাতং দিব্যাকানাং শতং প্রিয়ে ॥ ৪ ॥ ততস্তত
মহাদেবি সম্যক্জ্ঞানবিত্তং বৈ। ততোহ ভগবান
কজ্ঞো দদৌ যম্মনসীপ্তিতম্ ॥ ৫ ॥ বৃহস্পতিস্ত
ভগিনী ভুবনা ব্রহ্মবাদিনী। প্রভাসস্ত তু সা ভার্যা
বহ্ননামষ্টমস্ত ৫। ৬ ॥ বিশ্বকর্মা স্মৃতস্তাতাঃ সৃষ্টিকর্তা
প্রজাপতিঃ। দেবানাং তত্ককো বিধান মনোনার্যামহঃ
স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥ তত্ককঃ সূর্য্যাবিস্তৃত তেজসঃ শাতনো
মহান। এবং তস্তাতবৎ পুত্রো বহ্ননামষ্টমস্ত বৈ ৮ ॥
প্রভাসনাম্যো দেবেশি তল্লিকারাবধোন্যাতঃ। ইতি
তে কথিতং দেবি প্রভাসেশ্বরহৃচকম্ ॥ ৯ ॥ মাহাত্ম্য
সৰ্বপাপহরং সৰ্বকামপ্রদং শুভম্। যন্তঃ পূজয়তে
ভক্ত্যা সম্যক্ ব্রহ্মাসমবিতঃ ॥ ১০ ॥ ভূমিশায়ী
নিরাহারো জপন বৈ শতকুজিয়ম্। মাঘে মাসি
চতুর্দশ্যাং স্নাত্বা সাগরসঙ্গমে ॥ ১১ ॥ পঞ্চামতেন
সংস্রাপ্য পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ১২ ॥ য এবং কুরুতে
দেবি সম্যগ্ যাজ্ঞামহোৎসবম্। স মুক্তঃ পাতকৈঃ
সর্বৈঃ সৰ্বকামৈঃ সমুদ্যতে। বৃহস্পতিঃৈব দাতব্যঃ
সম্যগ্ যাজ্ঞাকলেপুভিঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রভাসেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরমহাদেবি পুঙ্করা-
রণ্যমুত্তমম্। তস্মাদীশানকোপস্থঃ ধনুৰ্বাং বষ্টিভিঃ
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তত্র কুণ্ডং মহাদেবি হৃষ্টপুঙ্কর-
সংজ্ঞিতম্। সৰ্বপাপহরং দেবি দুস্ত্রাপ্যমকৃত্যভিঃ ॥
২ ॥ তত্র কুণ্ডসমীপে তু পুরা রামেশ ধীমতা।
স্থাপিতং তম্মহালিঙ্গং রামেশ্বর ইতি স্মৃতম্ ॥ ৩ ॥ তস্ত
পূজনমাত্রেণ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৪ ॥ শ্রীদেববাচ।
ভগবন বিস্তরাদক্রুতি রামেশ্বরসমুত্তমম্। কথং তজ্জা-
গমদ্রাঘঃ সসীতশ্চ সলক্ষণঃ ॥ ৫ ॥ কথং প্রতিষ্ঠিতং
লিঙ্গং পুঙ্করে পাপতঙ্করে। এতদ্বিস্তরতো ক্রুতি কলং
মাহাত্ম্যাসংযুতম্ ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। চতুর্বিংশতযুগে
রামো বসিষ্ঠেন পুরোধসা। পুরা রাবণনাশার্থং
যজ্ঞে দশরথাস্বজঃ ॥ ৭ ॥ ততঃ কালান্তরে দেবি
স্বমিশাপানুহাতপাঃ। যযৌ দাশরথী রামঃ সসীতঃ
সংলক্ষণঃ ॥ ৮ ॥ বনবাসায় নিজ্ঞাস্তো দিব্যো ব্রহ্মবি-

হইয়া সৰ্বকামসমুদ্ব হইয়া থাকে। সম্যক্ যাজ্ঞাকলাধী
ব্যক্তিগণ এই ক্ষেত্রে বৃষ দান করিবে। ১—১৩।

দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১০।

একদশাধিক শততম অধ্যায়।

লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাতে দিব্য শত বর্ষ পর্যন্ত বিপুল তপস্কা
করেন। হে মহাদেবি! ভগবান কজ্ঞ সেই সেই
কার্যে সম্যক্ ব্রহ্মাশীল বহ্নর প্রাত তুষ্ট হইয়া
ঊর্ধ্বাহকে মনোভীষ্ট বর প্রদান করেন।
বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী ভুবনা প্রভাসের
ভার্যা। সেই ভার্যার গর্ভে, অষ্টম বহ্ন
প্রভাসের এক পুত্র হইল। এই পুত্রের নাম
প্রজাপতি বিশ্বকর্মা। ইনি দেবগণের তক্ষা, বিধান,
মহুর মাতামহ এবং সূর্য্যাবিস্তৃত তেজের প্রধান
শাতনকর্তা। এইরূপে লিঙ্গপ্রাধনার কলে অষ্টম
বহ্ন প্রভাসের বিশ্বকর্ম্মার স্তায় পুত্র উৎপন্ন হইয়া-
ছিল। দেবি! এই আমি তোমার নিকট প্রভাসে-
শ্বর সঙ্ঘাতীয় সৰ্বপাপহর সৰ্বকামজনক শুভ মাহাত্ম্য
কীর্ত্তন করিলাম। সম্যক্ ব্রহ্মাধিত হইয়া যে
ঊর্ধ্বাহকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, কুশায়ী ও অনা-
হারী হইয়া শতকুজিয় জপ করে, এবং মাঘমাসের
চতুর্দশীতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া পঞ্চামৃত
দ্বারা স্নানান্তে যথাবিধি অর্চনা করে, তাহার
সম্যক্ যাজ্ঞাকল হয়, সে সৰ্বপাতক হইতে মুক্ত

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর ঐ স্থান
হইতে ষষ্টি বহ্ন দূরে কেশান কোণে অবস্থিত
পুঙ্করায়ণ্যে গমন করিবে। তথায় এক সৰ্বপাপহর
পাপিজন-তুলিত পুঙ্করনামক কুণ্ড আছে। সেই
কুণ্ডের সমীপে পুরাকালে ধীমান রাম রামেশ্বর
নামে এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার
পূজা মাত্রেই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।
শ্রীদেবী কহিলেন,—ভগবন! রামেশ্বরঘটিত বৃদ্ধান্ত
বিস্তৃতরূপে বলুন। কিরূপে সীতা ও লক্ষণ সম-
ভিব্যাহারে রাম তথায় আগমন করিলেন?
কিরূপেই বা তিনি পাপহারী পুঙ্করে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন? এই লিঙ্গমাহাত্ম্যময় কথা আমার
নিকট বিশেষরূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—
পুরাকালে চতুর্বিংশতযুগে দশরথনন্দন রাম
রাবণবধার্থ উৎপন্ন হন, বশিষ্ঠ ঊর্ধ্বাহ পুরোধিত
ছিলেন। অনন্তর কালক্রমে দাশরথি রাম স্ববি-
শাপে সীতা ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে বনবাসার্থ
নিজ্ঞাস্ত হইলেন। ঊর্ধ্বাহ সঙ্গে বহু ব্রহ্মবিদ চলি-

ভির্ভূতঃ। ততো যাত্রাপ্রসঙ্গে প্রভাসঃ ক্ষেত্র-
মাগতঃ ॥ ৯ ॥ তৎ দেশং তু সমাসাদ্য সুশ্রান্তো
নিষসাদ হ। অন্তঃ গতে ততঃস্থ্যে পর্যাভ্রান্তাভ্য
ভূতলে ॥ ১০ ॥ সুশাপাথ নিশাশেষে দদৃশে
পিতরং স্বকম্। স্বপ্নে দশরথঃ দেবি সৌম্যরূপঃ
মহাপ্রভম্ ॥ ১১ ॥ প্রাকৃতখ্যায় তৎসং ব্রাহ্মণেভ্যো
স্তবেদয়ং। যথা দশরথঃ স্বপ্নে দৃষ্টেস্তেন মহাশয়ন।
১২ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। বুদ্ধিকামাশ্চ পিতরো বর-
দান্তব রাঘব। দর্শনং হি প্রযচ্ছন্তি স্বপ্নাত্তে হি
স্ববংশজৈঃ ১৩ ॥ এতদ্বীথং মহাপুণ্যং সুশুপ্তং
শাক্ষধনম্। পুরুষৈতি সমাখ্যাতং শাক্ষমত্র প্রদী-
যতাম্ ॥ ১৪ ॥ নুনং দশরথো রাজা তীর্ণে চান্মিন
সমীহতে। স্বয়া দত্তং শুভং পিণ্ডং ততঃ স দর্শনং
গতঃ ১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তেষাং তদ্বচনং
শ্রুত্বা রামো রাজীবলোচনঃ। নিমজ্জয়ামাস তদা
শ্রাদ্ধার্হান ব্রাহ্মণান্ শুভান্ ১৬ ॥ অতঃ
পাশ্বে স্থিতং বিনতকঙ্করম্। ফলাগ্নং ব্রজ দীপিত্তে
শ্রাদ্ধার্থং ত্বয়্যাধিতঃ ১৭ ॥ স তথৈতি প্রতি-
জ্ঞায় জগাম রথুনন্দনঃ। আনয়ামাস শীঘ্রং স ফলানি
বিবিধানি চ ১৮ ॥ বিধানি চ কপিথানি তিস্কানি
চ ভূমিশঃ। বদরাণি করীরানি কয়মদানি চ প্রিযে ॥

লেন। ক্রমে যাত্রাপ্রসঙ্গে রাম প্রভাসক্ষেত্রে আসি-
লেন। সেই দেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রমাপনয়নার্থ
সেই দিন তথায় বাস করিলেন। অনন্তর দিবাব-
সানে সূর্য্য অস্তমিত হইলে ভূতলে পর্যাভ্রণপুঙ্খ
শয়ন করিলেন। শেষ রাতে রাম স্বপ্নে সৌম্যমহাপ্রভ
সৌম্যরূপযুক্ত পিতাকে দেখিতে পাইলেন।
অনন্তর প্রভাতে উঠিয়া তিনি সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত
ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—রাঘব!
বুদ্ধিকামী পিতৃগণ স্বপ্নে স্বীয় বংশধরকে দেখা
দিয়া থাকেন, তোমার প্রতি তাঁহারা প্রসন্ন বরদ
হইয়াছেন। এই পুঙ্খ শাক্ষধার সুশুপ্ত মহাপুণ্য
তীর্থ; এখানে তুমি শাক্ষ কর। নিশ্চয়ই রাজা দশ-
রথ এ তীর্থে ভবৎপ্রদত্ত শুভ পিণ্ড প্রার্থনা করি-
তেছেন; সেই জন্তই স্বপ্নে তিনি দর্শন দিয়াছেন।
ঈশ্বর কহিলেন,—ভাঁধাদের সেই কথা শুনিয়া
রাজীবলোচন রাম শ্রাদ্ধযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে
আহ্বান করিলেন এবং পার্শ্বস্থ বিনীত লক্ষণকে
বলিলেন,—সৌম্যজ্ঞে! শাক্ষনিমিত্তক ফলাহরণার্থ
শীঘ্র তুমি গমন কর। রথুনন্দন লক্ষণ 'তথাক্ষ'
বলিয়া গমন করিলেন এবং সঙ্ঘর রাশি রাশি

১২ ॥ চিভটানি পুরুষাণি মাতুলিকানি বৈ তথা।
নারিকেলানি শুভ্রাণি ইক্ষুদীপস্তবানি চ ২০ ॥
অথৈতানি পপাচাশু সীতা জনকনন্দিনী। ততস্ত
কুতপে কালে শ্রাস্তা বকলভৃচ্চুচিঃ ২১ ॥ ব্রাহ্মণা-
নানয়ামাস শ্রাদ্ধার্হান দ্বিজসন্তমান্। গালবো দেবলো
রৈভ্যো যবক্রীতোহথ পরিতঃ ২২ ॥ ভরদ্বাজো বসি-
ষ্ঠশ্চ জাবালিগৌতমো ভৃগুঃ। এতে চাত্তে চ বহবো
ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ২৩ ॥ শ্রাদ্ধার্থং তন্তু সম্প্রাপ্তা
রামস্তাক্ষিককর্মণঃ। এতান্মন্থেব কালে তু রামঃ
সীতামভাষত ২৪ ॥ এহি বৈদেহি বিপ্রাণং
দেহি গাদাবনজনম্। এতচ্ছুদ্বাথ সা সীতা প্রবিষ্টা
বৃক্ষমণ্ডিতঃ ২৫ ॥ শুগ্নোব্রাহ্মণা চাত্তানং রাম-
স্তাদর্শনে স্থিতা। মুহূর্ত্তযদা রামঃ সীতাসীতা-
মভাষত ২৬ ॥ জ্ঞাত্বা তাং লক্ষণো নপ্তাং কোপা
বিষ্টক রাঘবম্। স্বয়মেব তদা চক্রে ব্রাহ্মণাইপ্রতি-
ক্রিয়াম্ ২৭ ॥ অথ ভৃগোর্বিপ্রেশু কুতৈ পিণ্ড-
প্রদানকে। আগতা জানকী সীতা যত্র রামো বাব-
স্থিতঃ ২৮ ॥ তাং দৃষ্ট্বা পুরুষৈষট্যৈকৈর্ভেদয়ামাস
রাঘবঃ। বিগ্ধিকপাপে দ্বিজাংশ্রাদ্ধা পিতৃকৃত্যমহো

বিগ্ধ, কাপথ, তিস্ক, বদর, করীর, কয়মদ, চিভট,
পুরুষ মাতুলিক, নারিকেল ও শুভ্র ইক্ষুদী ফল সকল
আনয়ন করিলেন ১২-২০ ॥ অনন্তর জনকনন্দিনী সীতা
এ সকল ফল পাক করিলেন। পরে কুতপ কাল
উপস্থিত হইলে বকলধারী রাম শ্রান্তে শুচি হইয়া
শ্রাদ্ধযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিলেন, আক্ৰিষ্ট-
কর্ম্মা রামচন্দ্রের সেই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনার্থ গালব
দেবল রৈভ্য, যবক্রীত, পরিত, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ,
জাবালি, গৌতম ও ভৃগু, এই সকল বেদপারগ
ব্রাহ্মণ সমাগত হইলেন। এই সময় রাম সীতাকে
বাগলেন,—বৈদেহি! এস, ব্রাহ্মণগণের পাদ
শ্রাদ্ধলেনের জল প্রদান কর। সীতা এই কথা
শুনিয়া বৃক্ষমণ্ডে প্রবেশ করিলেন এবং শুগ্ন দ্বারা
অশ্রাদ্ধাদনপূরক রামের চক্ষুর অগোচরে রহি-
লেন। রাম বায়দ্বার 'সীতা সীতা' বলিয়া ডাকিতে
লাগিলেন। লক্ষণ বুঝিলেন—সীতা-অদৃষ্টা এবং
রাঘব কোপাবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা বুঝিয়া নিজেই
ব্রাহ্মণদিগের যথাযোগ্য সংকার করিলেন। অনন্তর
ব্রাহ্মণ ভোজন হইল, পিণ্ডপ্রদান কার্য্য হইয়া গেল;
এই সময় জানকী রামের নিকট আসিলেন, রাম-
চন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া পুরুষ বাক্যে তিরস্কার করি-
লেন, বলিলেন,—ধিক্ ধিক্ পাপে! তুমি ব্রাহ্মণ-

দয়ম্ । ক গতাংসি চ মাং হিমা । শ্রাদ্ধকালে হ্যপ-
স্থিতে ॥২১॥ ঈশ্বর উবাচ । তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা ভয়-
ভীতা চ জানকী ॥৩০॥ কৃতাজ্জলিপুটে ভূত্বা বেণমানা
হতাবহত । মা কোপং কুরু কল্যাণ মা মাং নির্ভর-
সয় প্রভো ॥ ৩১ ॥ শৃণু যস্মাৎসিতোহস্তজ গতা
ত্যাগ্য ভবান্তিকম্ । দৃষ্টব পিতা মেহদ্য তথা
চৈব পিতামহঃ ॥ ৩২ ॥ তস্ত পূর্বতরশ্চাপি তথা
মাতামহাদয়ঃ । অঙ্গৈব্ ব্রাহ্মণেন্দ্রাণামাক্রান্তান্তে
পৃথক পৃথক্ ॥ ৩৩ ॥ ততো লজ্জা সমভবন্তত্র মে
রঘুনন্দন । পিতা তব মহাবাহো মনোজ্ঞানি শুভানি
চ ॥ ৩৪ ॥ ভক্ষ্যাণি ভক্ষিতান্তেব যানি বৈ গুণ-
বন্তি চ । স কথং শ্রুকষ্যাণি ক্লারিণি কটুকানি চ ।
ভক্ষয়িষ্যতি রাজেন্দ্র ততো মে হুঃখমাবিশৎ ॥ ৩৫ ॥
এতস্মাৎকারণান্নষ্টা লজ্জয়াহং রঘুদহ । দৃষ্ট্বা শৃণুয়-
বর্গং স্বং তস্মাৎ কোপং পরিত্যজ ॥ ৩৬ ॥ তস্তা-
স্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতো রাঘবোহভবৎ । বিশেষণ
দদৌ তস্মিন্ শ্রাদ্ধং তীর্থো তু পুঙ্করে ॥ ৩৭ ॥ তত্র
পুঙ্করসান্নিধ্যে দক্ষিণে ধনুবাং ত্রয়ে । লিঙ্গং প্রতি-
ষ্ঠয়ামাস রামেশ্বরমিতি শ্রুতম্ ॥ ৩৮ ॥ যন্তুং পূজ-

দিগকে, আমাকে এবং উপাস্ত পিতৃকৃত্য পরি-
ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিল? ঈশ্বর কহিলেন,
—জানকী সেই কথা শুনিয়া ভয়ভীতা হইলেন
এবং কৃতাজ্জলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন—
হে কল্যাণ! কোপ করিবেন না; আমাকে ভে-
দনা করিবেন না । হে বিভো! আপনার সান্নিধ্য
পরিত্যাগ করিয়া যে জন্ত আমি গিয়াছিলাম, তাহা
শ্রবণ করুন । আমি দেখিলাম, সমাগত ব্রাহ্মণ-
গণের শরীরে অদ্য আপনার পিতা, পিতামহ,
প্রপিতামহ ও মাতামহাদি পৃথক পৃথক ভাবে অব-
স্থান করিতেছেন । তাহা দেখিয়া আমার লজ্জা
হইল এবং হে মহাবাহো, রঘুনন্দন! আপনার যে
পিতা পূর্বে বহুগুণাবিত সন্ন্যাস মনোজ্ঞ ভক্ষ্য সকল
ভক্ষণ করিতেন, তিনি অদ্য কিরূপে কটু কষায়
ক্ষার বস্ত্র সকল ভক্ষণ করিবেন? এই ভাবিয়া
আমার বড় হুঃখ হইল । সেই জন্তই হে রঘুদহ!
আমি অদৃষ্ট হইয়াছিলাম; আমার শৃণুয়বর্গকে
দেখিয়া লজ্জা হইয়াছিল । অতএব আপনি এ
বিষয়ে কোপ পরিহার করুন । জানকীর সেই বাক্য
শুনিয়া রাঘব বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সেই পুঙ্কর-
তীর্থে বিশেষভাবে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলেন । পরে
পুঙ্করতীর্থে দক্ষিণে ত্রিধনু দূরে রামেশ্বর নামে

যত্রে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ । স প্রাপ্নোতি
পরং স্থানং যত্র দেবো জনার্দনঃ ॥ ৩৯ ॥ কিমত্র
বহুনোক্তেন হাদ্রুত্বাৎ যৎপ্রদাপয়েৎ । ন তত্র পরি-
সম্পাদ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৪০ ॥ শুক্র-
দ্রাক্ষকণঃসুতা চতুর্থী বা ভবেৎকৃষ্ণঃ । যজী বাত্র
বরারোহে তত্র শ্রাদ্ধে মহৎ ফলম্ ॥ ৪১ ॥ যাব-
দ্দ্বাদশবর্ষাণি পিতরশ্চ পিতামহাঃ । তর্পিতা নান্ত-
মিচ্ছন্তি পুঙ্করে স্বকুলোদ্ভবে ॥ ৪২ ॥ তত্র
যো বাজিনঃ দদ্যাৎসম্যগ্ ভক্তিসমযুক্তিঃ । অশ-
মেধস্ত যজন্ত কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৪৩ ॥
ইতি তে কথিতং সমাশ্রাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
রামেশ্বরস্ত দেবস্ত, পুঙ্করস্ত চ ভামিনি ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীহর্ষে রামেশ্বরক্কেত্রমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততমোধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্ন্যাহাদেবি লক্ষ্মণে-
শ্বরমুত্তমম্ । রামেশাৎপূর্বদিগভাগে ধনুত্রিংশক-
সংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ স্থাপিতং লক্ষ্মণেনৈব তত্র যাত্রা-

এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন । যে নর ভক্তি-
ভরে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সেই লিঙ্গের পূজা করে,
জনার্দনাধিষ্ঠিত পরম স্থান তাহার অধিগত হয় ।
অধিক কি, হাদ্রুত্বাদিনে তথায় যে নর প্রদীপ
প্রদান করে, ত্রিলোকে তাহার পুণ্যপরি-
সংখ্যা নাই । শুক্র ও মঙ্গলবারে চতুর্থী বা যজী
হইলে, সেই দিন শ্রাদ্ধাহুষ্ঠানে মহাফল হয় । দ্বাদশ
বর্ষ পর্যন্ত শ্রাদ্ধকর্তার পিতৃপিতামহগণ পরিভূত
হইয়া থাকে । যে নর সম্যক ভক্তিযুক্ত হইয়া তথায়
একটি অশ্ব দান করে, তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের
ফলগাত হয় । হে ভামিনি! এই আমি তোমার
নিকট রামেশ্বর দেব ও পুঙ্করতীর্থের পাপহর
মাহাত্ম্য সম্যকরূপে কীর্তন করিলাম । ২১—৪৪ ।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১১ ।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর উত্তম
লক্ষ্মণেশ্বর লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে । তীর্থ-
যাত্রার্থ সমাগত লক্ষ্মণ রামেশ্বর লিঙ্গের পূর্বদিকে

গতেন বৈ । মহাপাপহরং দেবি তজ্জিহ্বং সুরপুঞ্জি-
ভম্ ২ । যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদি-
বাদনৈঃ । হোমজ্যোতিষ্যঃ সমাধিষ্ণুঃ স যাতি পরমাং
গতিম্ ৩ । অন্নোদকং হিরণ্যঞ্চ তত্র দেয়ং
ষিঞ্জাতয়ে । সম্পূজ্য দেবদেবেষাং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ
ক্রমাৎ ৪ । মাষে কৃকচতুর্দশাং বিশেষকৃত্র
পূজনে । নানং দানং জপস্তত্র ভবেদকম-
কারকম্ ৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে লক্ষণেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১১২ ।

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়গাহদেবি জানকীশ্বর-
মুত্তমম্ । রামেশ্বরৈশ্বৰ্য্যে ভাগে ধনুর্জিহ্বকসংস্কৃত-
তম্ ১ । পাপহরং সর্বজন্তানাং জানক্যারামাধিপুং-
প্রতিষ্ঠিতং বিশেষেণ সমাগারাম্য শঙ্করম্ ২ । পূর্ণ-
তন্তৈব লিঙ্গম্ বশিষ্ঠেশেতি নাম বৈ । তৎপঞ্চাজান-
কীশেতি ত্রৈতায়ং প্রাথিতং কিতৌ ৩ । ততঃ

ত্রিংশৎ বহু দূরে এই পাপহর সুরসেবিত লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । নৃত্যগীত ও বাদ্যোদ্যম
সহকারে যে ব্যক্তি ভক্তিতে এই লিঙ্গের পূজা
করে এবং হোম, জপ ও দান ধারণা করে, তাহার
পরমগতি লাভ হয় । তথায় গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা
দেবদেবকে পূজা করিয়া ষিঞ্জাতিকে অন্ন, জল ও
হিরণ্য দান করিবে । মাঘমাসের কৃকচতুর্দশীতে
পূজা করিলে বিশেষ ফল হয় । এই দিন নান দান
ও জপাদি করিলে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে ১—৭ ।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১২ ।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
জানকীশ্বরসমীপে যাত্রা করিবে । এই লিঙ্গ
রামেশ্বরের নৈশ্বৰ্য্যকোণে ত্রিংশৎবহু দূরে অব-
স্থিত । ইহা জানকীর আরাধিত ও সর্ব জীবের
পাপহরণার্থ বিরাজিত । জানকী পূর্বে সমাক-
শঙ্করারামনা করিয়া এই লিঙ্গের বিশেষরূপে
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । পূর্ববুগে এই লিঙ্গ বশিষ্ঠেশ
নামে প্রথিত ছিল ; পরে ত্রৈতায় জানকী নামে

বষ্টিসহস্রাণি বালখিল্য। মহর্ষয়ঃ । তত্র সিদ্ধিমহ-
প্রাপ্তান্তেন সিদ্ধেশ্বরৈতি চ ৪ । খ্যাতং কলৌ
মহাদেবি যুগলিঙ্গং মহাপ্রভম্ । তদ্বৃষ্টা মৃত্যুতে
পাশৈর্জুহুদৌর্ভাগ্যসত্তবৈঃ ৫ । যন্তঃ পূজয়তে
ভক্ত্যা নারী বা পুরুষোহপি বা । সংস্রাপ্য দুর্বিধি-
বভক্ত্যা স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ৬ । স্নাত্বা চ
পুঙ্করে তীর্থে যন্তলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ । নিয়ন্তো
নিয়তাহারো মাসমেকং নিরন্তরম্ ৭ । দিনেদিনে
ভবেত্তস্ত বাজিমেধাধিকং ফলম্ । মাষে দুমাসি
তৃতীয়ায়াং যানারী তং প্রপূজয়েৎ । তদন্থয়েহপি
দৌর্ভাগ্যং হুঃখং শোকশ্চ নো ভবেৎ ৮ । ইতি
তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । ঋতং
হরতি পাপানি সৌভাগ্যং সম্প্রযচ্ছতি ৯ ৷

ইতি শ্রীকান্দে জানকীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১১৩ ।

চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়গাহদেবি বিষ্ণু-
পাপপ্রণাশনম্ । বামনস্বামিনামনং সর্বপাতক-

প্রথিত হয় । অনন্তর বষ্টিসহস্র বালখিল্য ঋষি ঐ
স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া উহা সিদ্ধেশ্বর নামে
প্রখ্যাত হয় । মহাদেবি ! এই মহামহিম যুগলিঙ্গ
দর্শনে জুহুদৌর্ভাগ্যজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া
যায় । নারী বা নর যে তাঁহাকে বিধিযুক্ত ভক্ত-
তরে দান করাইয়া পূজা করে, তাহার সর্ব
পাপ হইতে মুক্তি হয় । পুঙ্কর তীর্থে দান
করিয়া যে নর নিয়ত ও নিয়তাহার হইয়া মাসাবধি
প্রতি দিন উহার পূজা করে, তাহার দিনে দিনে
অশমেধাধিক ফল লাভ হয় । মাঘমাসের তৃতীয়ায়
যে নারী উহার পূজা করে, তাহার বংশে কদাচ
দৌর্ভাগ্য হুঃখ বা শোক হয় না । দেবি ! এই
আমি পাপহর মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিলাম । ইহা
জ্বপে পাপ নষ্ট ও সৌভাগ্য লব্ধ হয় ১—৯ ।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৩ ।

চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর সর্ব-
পাপহর বামনস্বামিনামধেয় বিষ্ণুসমীপে গমন

নাশনম্ ॥১৥ পুষ্করৈরৈখ্যং তে ভাগে ধ্বংসিঃশক্তিভিঃ ।
স্মৃতম্ । যদা বন্ধো বলিদেবি বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥
২ ॥ তদা তত্র পদং স্তম্ভং দক্ষিণঃ বিশ্বরূপিণা ।
দ্বিতীয়ং মেরুশ্রেণে তু তৃতীয়ং গগনে প্রিয়ে ॥ ৩ ॥
যাবদুর্দ্ধং চোৎক্লিপতি ভাবস্তিঃ সূর্যতঃ । পাদা-
গ্রেণ তু ব্রহ্মাণ্ডং নিজ্জাস্তং সলিলং ভতঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ
বজ্রাঙ্ঘ্র্যাত্রেণ সম্প্রাপ্তং পৃথিবীচলে । ততো বিষ্ণু-
পদৌ গজা প্রসিক্ধিমগমৎ ক্ষিতৌ ॥ ৫ ॥ পূর্ষঃ সা
পুষ্করে প্রাপ্তা পুষ্করাং সা মহানদী । পুষ্করং
কথাতে বোম পুষ্করং কথাতে জলম্ । তেন তৎ
পুষ্করং খাতং সন্নিধানং প্রজাপতেঃ ॥ ৬ ॥ তত্র
জ্ঞানং নরঃ কৃষা যঃ পশুতি হরৈঃ পদম্ । স যাস্মি
পরমং স্থানং যত দেবো হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥ তত্র
পিণ্ডপ্রদানেন তপ্তিঃ স্মাৎ কোটিবার্ষিকী । পিতৃণা-
ণাঞ্চ বরারোহে হেতুনা হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৮ ॥ অত্র
গাথা পুরা গীতা বসিষ্ঠেন মহর্ষিণা । বামনস্বামিনং
দৃষ্টা তং শৃণু সমাহিতা ॥ ৯ ॥ স্মায়া তু পুষ্করে
তীর্থে দৃষ্টা বিষ্ণুপদং ততঃ । অপি কৃষা মহৎপাপং

করিবে। পুষ্কর ক্ষেত্রের নৈখ্যং কোণে বিংশতি
ধনু বাবধানে বামনস্বামী অবস্থিত। হে দেবি।
প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু যখন বিশ্বরূপ ধবিয়া বলিকে বন্ধন
করেন, তখন তিনি ঐ স্থানে দক্ষিণ পাদ বিস্তার
করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পাদ মেরুশ্রেণে
এবং তৃতীয় পাদ গগনে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রিয়ে!
যখন তিনি পাদাগ্র উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিয়াছিলেন,
তখন তাহা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন হইয়া জল নিজ্জাস্ত
হইয়াছিল। অনন্তর তিনি স্বয়ং জ্ঞানমাত্রে পৃথিবী-
তল প্রাপ্ত হন। তৎকালে বিষ্ণুপদৌ গজা
ক্ষিতিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐ মহানদী
প্রথমে পুষ্করে, পরে পুষ্কর হইতে ভূমণ্ডলের
অত্র প্রবাহিত হন। পুষ্করই বোম এবং পুষ্করই
জল বলিয়া কথিত। সেই জন্ত প্রজাপতির সন্নি-
ধানস্থান ঐ পুষ্কর পৃথিবীতে বিখ্যাত। তথায়
জ্ঞান করিয়া হরিপদ দর্শন করিলে নর হরি-
বিরাজিত পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং হরি বলি-
য়াছেন,—তথায় পিণ্ড প্রদানে পিতৃগণের কোটি
বর্ষ তপ্তি হইয়া থাকে। এ সন্দেহে মহর্ষি বশিষ্ঠ
পুরাকালে বামনস্বামীকে সন্দর্শন করিয়া এক গাথা
কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ গাথার মন্ত্য সমাহিত
হইয়া শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ ঘোষণা করিয়াছিলেন,
পুষ্করতীর্থে জ্ঞান ও বিষ্ণুপদ সন্দর্শনপুষ্টক মানব

কিমতঃ পরিতপ্যতে ॥ ১০ ॥ যন্তজ্ঞোপানহৌ দদ্যাদ্-
ব্রাহ্মণায় যতব্রতঃ । স যানবরমাক্রোটো বিষ্ণুলোকে
মগীয়তে ॥ ১১ ॥

ইতি আশ্বিনে বামনস্বামিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্দশাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরমাদেবি পুষ্করে-
শ্বরমুত্তমম্ । তন্ত্ৰৈব দক্ষিণে ভাগে জানকীশ্বর-
মুত্তমম্ ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবস্ত ব্রহ্মপুত্রৈঃ পূজি-
তম্ । সনৎকুমারমুনিনা ব্রহ্ময়া হেমপুষ্করৈঃ ॥ ২ ॥
পূজিতং তদ্বিধানেন তেন তৎ পুষ্করেশ্বরম্ । খ্যাতং
তত্র বরারোহে সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ৩ ॥ যন্তঃ
ক্ষয়তে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ । যাত্রা
কৃত্যে তৈর্বিধিঃ পৌকরৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

ইতি আশ্বিনে পুষ্করেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চদশাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

মহৎ পাপ করিয়াও কি পরিতপ্ত হয়? যেন যতব্রত
হইয়া ঐ স্থানে ব্রাহ্মণকে উপানহ প্রদান করে, সে
শ্রেষ্ঠ যানারোহণে বিষ্ণুলোকে গিয়া বিহার করিয়া
থাকে। ১—১১।

চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি। অনন্তর উত্তম
পুষ্করেশ্বরসমীপে গমন করিবে। পুষ্কোক্ত বামন
স্বামীর দক্ষিণভাগে জানকীশ্বর নামে এক মহামহি-
মাবিত ব্রহ্মপূজিত উত্তম লিঙ্গ ছিল। সনৎকুমার
মুনি ব্রহ্মার সহিত হেমপুষ্কর দ্বারা যথাবিধি তাঁহার
পূজা করিয়াছিলেন। সেই জন্ত ঐ লিঙ্গ নিখিল
পাতকহর পুষ্করেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। যে নর
গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ভাজ করিয়া তাঁহার পূজা করে,
তাঁহার নিশ্চয়ই সমগ্র পৌকরৌ যাত্রা করা হয়। ১-৪।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যমহাদেবি দেবীঃ
সৌভাগ্যকারিণীম্ । কুণ্ডেশ্বরীতি বিখ্যাতাঃ পুষ্ক-
রাধায়ুগোচরে ॥ ১ ॥ ধনুবাং ত্রিংশতা দেবি কৃত-
নাথাক্ত নৈখতে । সংস্থিতাপানদমনী দারিদ্র্যোগ-
বিনাশিনী ॥ ২ ॥ তস্তা নৈখতদিগ্ভাগে ধনুঃপঞ্চ-
দশে স্থিতম্ । শম্বোদকং নাম কুণ্ডং সৰ্পপাতক-
নাশনম্ ॥ ৩ ॥ তত্র নাস্তি তু যে মৰ্ত্ত্যা নারী বা
শুভবারিণি । পূজয়েন্তাং মহাদেবি শম্বাবর্তেতি
বিজ্ঞাতাম্ ॥ ৪ ॥ কলৌ কুণ্ডেশ্বরী নাম সৰ্পসৌখ্য-
প্রদায়িনী । শম্বো নাম পুরা দেবি বিষ্ণুনা নিহতঃ
প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ তস্ত দেহং সমাদায় মহান্তং শম্ব-
রূপিনম্ । তীর্থোদকেন সম্পূর্য্য প্রভাসং ক্ষেত্র-
মাগতঃ ॥ ৬ ॥ তত্র শম্বঃ তু প্রকাল্য কৃতঃ তীর্থ-
মহাপ্রভম্ । তত্র পুরিতবান শম্বঃ মেঘগন্তীয়-
নিবনম্ ॥ ৭ ॥ তস্ত নাদেন মহতা সঙ্গোক্ত সমা-
গতা । পূজ্যন্তী কারণং তত্র তৎকৃত্য সমা-
গতা । তেন কুণ্ডেশ্বরী খ্যাতা কুণ্ডং শম্বোদকং

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পুষ্কর হইতে বায়ুকোণে এবং
কৃতনাথের নৈখতে ত্রিংশৎ ধনু দূরে পানদমনী
দারিদ্র্যরাশিনাশিনী কুণ্ডেশ্বরী বিরাজমানা । হে
মহাদেবি । নর পুষ্করের হরের পূজার পর সেই
সৌভাগ্যদায়িনী কুণ্ডেশ্বরী দেবীর সমীপেই গমন
করিবে । সেই দেবীস্থানের নৈখতকোণে পঞ্চদশ
ধনু দূরে শম্বোদক নামে এক সৰ্পপাতকহর কুণ্ড
আছে । মানব বা মানবী সেই শুভসলিলশালী
শম্বোদক কুণ্ডে স্নান করিয়া তৎসঙ্গিহিতা শম্বাবর্তী
দেবীর পূজা করিবে । ঐ দেবীই কলিতে সৰ্প-
সৌখ্যদায়িনী, পুরোক্ত কুণ্ডেশ্বরী নামে বিখ্যাত ।
প্রিয়ে । পুরাকালে বিষ্ণু শম্বাসুরকে নিহত করেন ।
পরে তাহার মহাশম্বরূপী দেহ লইয়া তীর্থোদকে
পরিপূরণপূরক প্রভাসক্ষেত্রে সমাগত হন । তিনি
পুরোক্ত কুণ্ডে তদীয় শম্ব প্রক্ষালিত করিয়া
উঃকে এক মহাতীর্থে পরিণত করেন । বিষ্ণু
ধ্বন সলিল দ্বারা শম্ব পূরণ করেন, তখন এক
মেঘগন্তীয় নাদ উচ্চিত হইয়াছিল । সেই মহানাদ
শুনিয়া পুরোক্ত দেবী তথায় আগমনপূরক সেই
কুণ্ডসমীপে অবস্থিত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা
করেন । সেই জন্ত তিনি কুণ্ডেশ্বরী নামে এবং

স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥ মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াং যন্তাং পূজ-
য়তে নরঃ । নারী বা ভক্তিসংযুক্তা স গৌরীপদ-
মাধুয়াং ॥ ৯ ॥ দম্পত্যোভোজনং তত্র দেয়ং
যাত্রাকলেপমুতিঃ । কঙ্ককং ফলদানঞ্চ গৌরীনাঞ্চ
ভোজনম্ ॥ ১০ ॥

ইতি ত্রীকান্দে শম্বোদককুণ্ডেশ্বরগৌরীমাছাঙ্ক্য-
বর্ণনং নাম ষোড়শাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যমহাদেবি কৃত-
নাথেশ্বরং হরম্ । কুণ্ডেশ্বরী ঈশভাগে ধনুবাং
বিশ্বেকেষু ॥ ১ ॥ কল্পলিঙ্গং মহাদেবি অনাদি-
নিধনং স্থিতম্ । পূৰ্ণং ত্রেতাযুগে দেবি বীরভদ্রে-
শ্বরীতি চ ॥ ২ ॥ প্রপাতঃ জুবি দেবেশি কলৌ
ভূতেশ্বরং স্মৃতম্ । পুরা দ্বাপরসঙ্ঘো চ তত্র ভূতানি
কোটিশঃ ॥ ৩ ॥ সংসিদ্ধিঃ পরমাঃ জগুস্তল্লঙ্গস্ত
প্রভাবতঃ । তেন ভূতেশ্বরং নাম প্রখ্যাতং ধরণী-
তলে ॥ ৪ ॥ তত্র কৃষ্ণচতুর্দশাং রাত্নৌ সম্পূজ্য

কুণ্ড শম্বোদক নামে বিখ্যাত হয় । মাঘ মাসের
তৃতীয়া তিথিতে যে নর-নারী ভক্তিভাবে ঐ দেবীর
পূজা করে, তাহাদের গৌরীলোক লাভ হয় ।
যাত্রাকলেপসু ব্যক্তিগণ তথায় দম্পতিকে ভোজন
করাইয়া কঙ্ক ও ফল দান করিবেন এবং কুমারী-
দিগকেও ভোজন করাইবেন ॥ ১—১০ ॥

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর নর
কৃতনাথেশ্বর হরের সমীপে গমন করিবে । কুণ্ড-
েশ্বরীর ঈশানকোণে বিংশতি ধনু ব্যবধানে ঐ
অনাদিনিধন কল্পলিঙ্গ অবস্থিত । হে দেবি ! পূৰ্ণ
ত্রেতাযুগে ঐ লিঙ্গ বীরভদ্রেশ্বর এবং কলিতে
ভূতেশ্বর নামে প্রখ্যাত হইয়াছে । দ্বাপরযুগের
সন্ধিসময়ে ঐ লিঙ্গের প্রভাবে কোটি কোটি ভূত
পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সেই জন্ত উহা
ধরণীতলে ভূতেশ্বর নামে খ্যাত লাভ করিয়াছে ।
যে নর কৃষ্ণকীয় চতুর্দশী নিশাকালে জিতেন্দ্রিয়

শঙ্করম্ । দক্ষিণাং দিশমাব্রিত্য অঘোরং পূজয়েতু
যঃ ৫ ৥ দৃঢ়ং জিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা নির্ভয়ো ধ্যান-
সংযুতঃ । তন্ত্ৰৈব জায়তে সিদ্ধিৰ্ধা কাচিদ্ভুলে
স্থিতা ৬ ৥ তিলহেমপ্রদানঞ্চ পিতৃদানঞ্চ তত্র বৈ ।
পিতৃহৃদিত্ত্ব দদ্যদৈ তেবাং প্রেতহৃদয়ৈঃ ৭ ৥
ইতি নিগদিভমেতদ্ভূতনাথেশ্বরস্ত প্রচুরকলিমলানাং
নাশনং পুণ্যহেতুঃ । পঠতি চ পুরুষো বা যঃ
শৃণোতীহ ভক্ত্যা সুরবরমহিমানং মৃত্যুতে পাত-
কোদৈঃ ৮ ৥

ইতি ঐশ্বান্দে ভূতনাথেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১১৭ ৥

অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি গোপ্যা-
দিত্যমব্রতমম্ । ভূতেশাদ্ বায়বে ভাগে ধনুবা
ত্রিশকেহস্তরে ১ ৥ বলাতিবলদৈত্যস্ত্রীং দক্ষিণায়েয়-
সংস্থিতম্ । ধনুবাং দশকে দেবি সংস্থিতং পাপ-
নাশনম্ ২ ৥ তন্ত্ৰোৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি মহাপাপ-
হরাং শুভাম্ । যাং শ্রুত্বা মানবো ভক্ত্যা হৃৎখ-

নিভয় ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া ঐ স্থানে শঙ্করের পূজা-
পূর্বক দক্ষিণ দিকে গিয়া অঘোরের পূজা করে,
তাঁহার ভূতলস্থ সমস্ত সিদ্ধিই করায়ত্ত হয় । মানব
পিতৃগণের উদ্দেশে তাঁহাদের প্রেতহৃদয়ত্রয়ের জন্ত
তিল, অর্ণ, ও পিণ্ড প্রদান করবে । দৌব ! এই
আমি ভূতনাথেশ্বরের কলিমলাপহ পুণ্য মাহাত্ম্য
কীৰ্ত্তন করিলাম । যে নর ভক্তভরে ইহা পাঠ বা
শ্রবণ করে, সে পাতকরাশি হইতে মুক্ত হইয়া
থাকে । ১—৮ ।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৭ ।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অব্রতম গোপ্যা-
দিত্য সমীপে গমন করিবে । ভূতেশ্বরের বায়ু-
কোণে ত্রিশং ধনু দূরে ঐ গোপ্যাদিত্যদেব
অবস্থিত । তাঁহার দক্ষিণে অয়িকোণে দশ ধনু
দূরে দেবী বলাতিবলদৈত্যস্ত্রী অবস্থিত । গোপ্যা-
দিত্য দর্শনের পর ঐ দেবীর স্থানে গমন করিতে
হইবে । এক্ষণে গোপ্যাদিত্যের মহাপাপহারিণী

শোকৈঃ প্রমুচ্যতে ৬ ৥ পূর্য্য কৃষ্ণে মণ্ডতেজা
যদা প্রভাসমাগতঃ , সহিতো বানবৈঃ সর্ষৈঃ
ষট্শকাশ্চিকোটিভিঃ ৪ ৥ বোড় শৈব সহস্রাণি
গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ লক্ষমেব তথা যট্টরেতে
কৃকমুতাঃ প্রিযে ৫ ৥ তত্র প্রাভাসিকে কেত্রে
সংস্থিত্যঃ পাপনাশনৈ । যাদবহুলমাসাদ্য যাবজ্জৈব-
তকো গিরিঃ ৬ ৥ তত্র দ্বাদশবর্ষাণি সংস্থিতান্তে
মহাবলাঃ । কেত্রে পবিত্রমাসাদ্য শিবলিঙ্গানি তে
পৃথক্ । স্থাপয়াকাক্রুরে সর্ষে হস্তিতানি বনামভিঃ ৭ ৥
এব সমগ্রং তৎকেত্রে যাদ্বেবদাশযোজনম্ ।
ধ্বজলিঙ্গাঙ্কিতং চতুঃ সর্ষে যাদবপুঞ্জবাঃ ৮ ৥ হস্ত-
হস্তান্তরে দেবি প্রাসাদাঃ কেত্রেমধ্যতঃ । সুবর্ণ-
কলশোপেতাঃ পতাকাহীনতাশ্বরাঃ । বিরাজন্তে তু
তত্র স্থাঃ কীৰ্ত্তিস্তভা হরয়িব ৯ ৥ ততো গোপ্যো
মহাদেবি আসাদ্য যাঃ বোড়শ স্মৃতাঃ । তাসাং নামানি
১০ ৥ তত্রৈব কীৰ্ত্তিতানি হেতুমনাঃ শৃণু ১০ ৥ লখিনী
চন্দ্রিকা , ক্রা ক্রা শান্তা মহোদয়া । ভীষণী নন্দিনী
শোকা সুপর্ণা বিমলাক্ষ্যা ১১ ৥ শুভদা শোভনা

উৎপত্তিকথা বলিতেছি, ইহা শ্রবণে নর হৃৎখ-
শোক হইতে মুক্ত হয় । পূর্বে মহাতেজা ঐক্কক
একদা ষট্শকাশং কোটি যাদব ও স্বীয় বোড়শ
সহস্র গোপী সহ প্রভাসকেত্রে আগমন করি-
য়াছিলেন । তাঁহার সমভিব্যাহারে তদীয় এক
লক্ষ যট্টগহস্র পুত্র পবিত্র প্রভাসকেত্রে আসিয়া
রৈবতকাচল যাবৎ যাদবহুলীতে অবস্থান করেন ।
সেই সকল মহাবলেরা ক্রমাগত দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত
ঐ স্থানে অবস্থানপূর্বক পবিত্র কেত্রে পাইয়া সকলেই
স্ব স্ব নামাঙ্কিত এক এক লিঙ্গ পৃথক পৃথক রূপে
স্থাপন করিলেন । এইরূপে যাদবপুঞ্জবেরা সেই দ্বাদশ
যোজন-পরিমিত সমগ্র কেত্রেই ধ্বজ ও লিঙ্গসমূহ
স্থাপন করিলেন । হে দেবি ! সেই কেত্রে
মধ্যের এক এক হস্ত ব্যবধানেই এক এক প্রাসাদ
নির্মিত হইয়া সুবর্ণ-কলস ও পতাকারাজি দ্বারা
সমলঙ্কৃত হইল । ঐ সকল প্রাসাদ হারিণী কীৰ্ত্ত-
স্তমূহের স্তায় তথায় থাকিয়া বিরাজ করিতে
লাগিল । ১—৯ ৥ হে মহাদেবি ! অনন্তর ঐক্ককের
স্বাধার প্রধানা বোড়শ গোপী ছিলেন, তাঁহাদের নাম
সকল বলিতেছি, একমনে শ্রবণ কর; যথা,—লখিনী,
চন্দ্রিকা, কান্তা, ক্রা, শান্তা, মহোদয়া, ভীষণা,
নন্দিনী, অশোকা, সুপর্ণা, বিমলা, অক্ষ্যা, শুভদা,

পুণ্যং হংসৈষ্ঠতাঃ কলাঃ স্মৃতাঃ । হংস এব মতঃ কৃষ্ণঃ
পরমায়া জনাধিনঃ ॥ ১২ ॥ তস্মৈষ্ঠতাঃ শক্তয়ো
দেবী বোড়শৈব প্রকীর্তিতাঃ । চন্দ্ররূপী ততঃ কৃষ্ণঃ
কলারূপাশ্চ তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩ ॥ সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং
মালিনী বোড়শী কলা । প্রতিপত্তিধিমাৱভ্য বিচ-
রত্যাশ্চ চন্দ্রমাঃ ॥ ১৪ ॥ বোড়শৈব কলা যান্তা
গোপীকুপা বরাননৈঃ । একৈকশস্তাঃ সন্তনুঃ সহ-
শ্রেণ পৃথক পৃথক ॥ ১৫ ॥ এবং তে কথিতং দেবি
রহস্তং জ্ঞানসম্ভবম্ । এবং যো বেদ পুরুষঃ স
জ্ঞেয়ো বৈকবো বৃধৈঃ ॥ ১৬ ॥ অথ তাত্ত্বিকঃ কৃতান্
জ্ঞান্য প্রাসাদান যাদবৈঃ পৃথক । ততো গোপ্যোহপি
তঃ সৰ্বাঃ সহস্রাণি তু বোড়শ । কৃষ্ণমাজাপ্য
ভাবেন স্থাপয়াক্রিয়ৈ রবিম্ ॥ ১৭ ॥ স্বাধিষ্ঠান্য-
দ্যৈষ্ঠ্যস্তাশ্চ ক্বেত্রানবাসিতাঃ । তঃ প্রতিষ্ঠাপ্য-
মানুঃ প্রতিষ্ঠাবিধিনা রবিম্ ॥ ১৮ ॥ প্রতিষ্ঠিতে ততঃ
স্বৰ্যো দৃষ্টদানানি ভূরিশঃ । ততঃ ক্বেত্রবাসিনী
গোত্বেহমাদ্যরাণি চ ॥ ১৯ ॥ ততস্ত ত্যঃ সৰ্বৈ
সম্ভৱাঃ স্তম্ভমানসাঃ । চতুৰ্দ্ধানি রবেস্ত গোপ্যা-
দিত্যেতি বিজ্ঞতম্ । সৰ্বপাপহরং দেবং মহা-

সৌভাগ্যদায়কম্ ॥ ২০ ॥ এবং কৃতে কৃতার্থীভাঃ
সম্ভাপ্যাতিমহৎশযঃ । জগদ্বিধাগতং সৰ্বা দ্বারকাঃ
কৃষ্ণসংযুতাঃ ॥ ২১ ॥ পুনঃ কালান্তরে দেবি
শাপাদ্ধ্বাসসঃ প্রিয়ে । যাদবস্থলতাং প্রাপ্তাঃ ।
প্রভাসে পাপনাশনে ॥ ২২ ॥ এবং তে কথিতো
দেব গোপ্যাচিত্যসমুদ্ভবঃ । মহাশ্মাং তস্ত তে
বগ্নি পূজাবন্দনজং ক্রমাৎ ॥ ২৩ ॥ অশ্মিমিত্রবনে
দেবি যো গোপীভঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । তস্ত দর্শনমাত্রেণ
হংসশোকৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ স্মৃতশ্চেনেহ তপসা
যজ্ঞেয়া বহুদক্ষিণৈঃ । তাং গতিং তে নরা যান্তি
যে গোপী রবিমাত্রিতাঃ ॥ ২৫ ॥ যেন সৰ্বাঙ্গনা
ভাবো গোপ্যাচিত্যে নিবেশিতঃ । মহেশ্বর
কৃতার্থহাং স স্নাগো যন্ত এব সঃ ॥ ২৬ ॥ আপি নঃ
স কুলে যন্তো জায়তে কুলপাবনঃ । ভাগ্যবান্
ভক্তিভাবেন যেন ভাগ্যুপাসিতঃ ॥ ২৭ ॥ সমুদ্রাৎ
পূজয়েদযন্ত মাশে মানু্যবসি প্রিয়ে । সমুদ্রবান্
সপ্ত পুমান পিতৃন সৌভাগ্যকরৈরহরঃ ॥ ২৮ ॥ ছিনন্তি
যোগান হৃষ্টেহান হৃষ্টয়ান জর্ঘ্যত হরান ॥ ২৯ ॥ ন
সমুদ্রাৎ স্পৃশেতৈলং নীলবস্ত্রং ন ধারয়েৎ । ন

শৌভনা, ও পুণ্য। এই বোড়শ গোপী যেন
হংসেরই বোড়শ কলা। বস্ত্রতঃ পরমায়া জনাদন
শ্রীকৃষ্ণই হংস বলিয়া নিরূপিত, তাহা এই
বোড়শ শক্তি বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্ররূপী, আর
এ বোড়শী গোপী তাহার কলারূপা। এই সকল
গোপীর মধ্যে সম্পূর্ণমণ্ডলা মালিনী বোড়শী
কলা। হে সুবদনে! প্রতিপৎ তিথি হইলে
আরস্ত করিয়া চন্দ্রমা তাহার বোড়শ কলায়
বিহার করেন। সেই যে বোড়শ কলা, ইহারাই
এই গোপীকুপা। এই সকল গোপীরাই এক এক
জনে সহস্র সহস্র রূপে বিভিন্ন। হে দেবি! এই
তোমার নিকট আমি জ্ঞানজনক রহস্যবাহী বলি-
লাম। এই রহস্যবাহী যে পুরুষ জানেন, তিনি
বিজ্ঞগণের নিকট বৈকব বলিয়া বিদিত হইয়া
থাকেন। অনন্তর যাদবগণ প্রভাসে পৃথক পৃথক
প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন জানিয়া সেই বোড়শ সহস্র
গোপী কৃষ্ণের অলুমতি লইয়া ভক্তিভরে রবিদেবকে
স্থাপন করিলেন। ক্বেত্রবাসী নারদাদি ঋষি সেই
রবিকে প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করাইলেন।
স্বৰ্য্য প্রতিষ্ঠার পর গোপীগণ ক্বেত্রবাসী ঋষি-
দিগকে প্রভূত গো, ভূ, হিরণ্য ও বস্ত্র দান করি-
লেন। অনন্তর ঋষিগণ সমুদ্র হইয়া হুষ্টিচিহ্নে

সেই গোপীপ্রতিষ্ঠিত রবির গোপ্যাচিত্য নাম নিকা-
চন করিলেন। এই গোপ্যাচিত্য দেব সৰ্বপাপহর ও
মহাসৌভাগ্যদায়ক। এইরূপে গোপীগণ প্রতিষ্ঠা-
কাব্য কারিয়া মহৎ শযঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ
সমভিব্যাহারে দ্বারকার গমন করিলেন। ১০—২১।
হে দেবি! কালান্তরে ধ্বাসার শাপে পুনরায়
তাহার পাপহর প্রভাসের যাদবস্থলীতে উপনীত
হইয়াছিলেন। দেবি! এই আমি তোমার নিকট
গোপ্যাচিত্যের উৎপত্তিবাহী বললাম, এক্ষণে
তাহার মাগন্ধ্য ও পূজাভিবাদন ক্রম বলিতেছি।
এই মিত্রবনে গোপীজননী ঐতি গোপ্যাচিত্যের
দর্শনমাত্রেই নর হংসশোক হইতে মুক্ত হয়। এই
স্থানে সম্যক তপস্যা ও বহু দক্ষিণাধিত যজ্ঞ
করিলে গোপ্যাচিত্যের আশ্রয়ে নরগণ পরম
গতি প্রাপ্ত হয়। যে নর সৰ্বপ্রকারে গোপ্যা-
চিত্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে কৃতার্থ, শ্রাদ্ধ
এবং যজ্ঞ। আমাদের কুলে কি কোন কুলপাবন
যজ্ঞ নর জয়গ্রহণ করিবে—যে ভাগ্যবান পুরুষ
দ্বারা ভাগ্যদেব উপাসিত হইবেন। বস্ত্রতঃ নর
মাঘমাসের সপ্তমী তিথির প্রভূত্রে এই রবি
দেবের পূজা করিলে তাহার উদ্ধাঘঃ চতুর্দশ পুরুষ
উদ্ধার করিয়া থাকে। সে নর যোগনাশে সক্ষম

চণ্ড্যামলকৈঃ স্নানং ন কুর্ধ্যাৎকলহং কৃচিৎ ॥ ৩০ ॥
নীলরক্তেন বস্ত্রেণ যৎকৰ্ম্য কুরুতে দ্বিজঃ । স্নানং
দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্ । বৃথা তস্ম
মহাযজ্ঞা নীলসূত্রস্ত ধারণাৎ ॥ ৩১ ॥ নীলীরক্তঃ যদা
বস্ত্রং বিপ্রস্তৃজেষু ধারয়েৎ । অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা
পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩২ ॥ রোমকূপে যদা
গচ্ছেদ্রসং নীলস্ত কস্মচিৎ । পতিতস্ত ভবেদ্বিপ্র-
স্মিতিঃ কুঙ্কেষ্যাপোহতি ॥ ৩৩ ॥ নীলমধ্যং যদা গচ্ছেৎ
শ্রমাদাদ্রাক্ষণঃ কৃচিৎ । অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা
পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩৪ ॥ নীলদারু যদা ভিদ্যেদ্-
ব্রাক্ষণানাম্ শরীরকে । শোণিতং দৃষ্টতে তত্র
দ্বিজশাস্ত্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩৫ ॥ কুর্ধ্যাদজ্ঞানতো যন্ত
নীলং বৈ দন্তধাবনম্ । কুহ্মা কুঙ্কর্যঃ তস্ম শুদ্ধি-
কুজ্ঞা মনোযতিঃ ॥ ৩৬ ॥ ইত্যোতৎ কথিতং দেবি
গোপ্যাদিত্যমহোদয়ম্ । পাপস্বং সর্বজন্তুনাং শ্রুতং
সর্বার্থসাধকম্ ॥ ৩৭ ॥ গবাঃ শতসহস্রৈশ্চ দৈত্যৈঃ
কুরুজাঙ্গলে । পুণ্যং ভবতি দেবেশি তদগোপ্যা-
দিত্যদর্শনে ॥ ৩৮ ॥

ইতি ত্রীকান্দে গোপ্যাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নামাষ্টাদশাধিকশততমো-
অধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

হয় এবং হুজিয়ারত হুজ্জয় অরিদিগকেও জয়
করিতে পারে । সপ্তমীতে তৈল স্পর্শ করিবে
না ; নীলবস্ত্র ধারণ করিবে না ; আমলক জলে স্নান
করিবে না বা কদাচিৎ কলহ করিবে না । নীল
রক্তবস্ত্র পরিয়া যে দ্বিজ স্নান, দান, জপ, হোম,
স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, বা মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করে, নীল
সূত্র ধারণের ফলে তাহার হেই সেই কৰ্ম্য নিফল
হইয়া যায় । যে বিপ্র নীলীরক্ত বস্ত্র অঙ্গে ধারণ
করে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পরে পঞ্চগব্য দ্বারা
তাহাকে শুদ্ধ হইতে হয় । নীলরস যদি কোন
বিপ্রের লোমকূপে প্রবেশ করে, তবে সে পতিত
হইয়া থাকে । তিনটি কুঙ্ক চাত্রায়ণ দ্বারা তাঁহার
সেই পাতিত্য নাশ হয় । যদি কোন ব্রাক্ষণ কখন
নীলমধ্যে গমন করে, তবে অহোরাত্র উপবাস
করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা তাহাকে শুদ্ধ হইতে হয় ।
ব্রাক্ষণদিগের শরীরে যদি নীল দারু বিদ্ধ হয়, আর
সেই বেষ স্থানে যদি রক্ত দেখা যায়, তবে ব্রাক্ষ-
ণকে চাত্রায়ণ করিতে হইবে । যাহারা অজ্ঞানত
নীল কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করে, মনোযীগণ হুইটী কুঙ্ক
চাত্রায়ণে তাহার শুদ্ধির ব্যবস্থা কবিয়াছেন । হে

একোনবিংশত্যাধিকশততমোঅধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি মহাদেবীঃ
মহাপ্রভাম্ । বলাতিবলদৈত্যায়ী নার্যেতি প্রথিতাঃ
কিতৌ ॥ ১ ॥ অনাদিনিধনাঃ দেবীঃ তত্র ক্ষেত্রে
ব্যবস্থিতাম্ । কোটিভূতপরীবারাঃ সর্বদৈত্যানিব-
ত্তীম্ ॥ ২ ॥ দেব্যাবাচ । বলাতিবলদৈত্যায়ী কথ-
মুক্তা ভয়া প্রভো । বলাতিবলনামানৌ কথং দৈত্যৌ
নিপাতিতৌ ॥ ৩ ॥ কুত্র তিষ্ঠতি সা দেবী কিস্ত্র-
ভাবা মহেশ্বর । মাহাত্ম্যমখিলং তস্তাঃ সর্বং বিস্ত-
রতো বদ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি
কথং পাপপ্রণাশিনীম্ । যাং শ্রদ্ধা মানবো ভক্ত্যা
মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৫ ॥ আসৌজ্ঞানুরো নাম
মহিষস্ত নুতো বলৌ । মহাকায়ে মহাবাহুর্হরণ্যাক্ষ
ইবাপরঃ ॥ ৬ ॥ বলাতিবলনামানৌ তস্ম পুত্রৌ

দেব ! এই আমি তোমার নিকট গোপ্যাদিত্যের
মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, ইহা শ্রবণে সর্ব জীবের
সর্বার্গসিদ্ধি ও পাপক্ষয় হয় । হে দেবেশি ! কুরু-
জাঙ্গলে শতসহস্র গোদানে যে পুণ্য হয়, একমাত্র
গোপ্যাদিত্য দর্শনে সেই পুণ্য হইয়া থাকে ॥ ৩২-৩৮ ॥

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৮ ।

উনবিংশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর ক্ষিতি-
প্রাপ্ত বলাতিবলদৈত্যায়ী নারী মহাপ্রভা মহাদেবী
সমীপে গমন করিবে । ঐ দেবী অনাদিনিধনা, ক্ষেত্র
মধ্যে অবস্থিত, কোটি কোটি ভূতপরিবৃত্তা ও
সমস্ত দৈত্যসংহারশালী । দেবী কহিলেন,—
প্রভো ! বলাতিবলদৈত্যায়ী নাম কিরূপে নিরু-
পিত হইল ? বলাতিবল নামক দৈত্যদ্বয় কিরূপে
নিপাতিত হইয়াছিল ? হে মহেশ্বর ! ঐ দেবী
কোথায় আছেন ? কিরূপে তাঁহার প্রভাব ? সেই
দেবীর অখিল মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বলুন । ঈশ্বর
কহিলেন,—দেবি ! ঐ পাপহারিণী কথা কহিতেছি
শ্রবণ কর । মানব ভক্তিতরে ইহা শ্রবণ করিলে
সর্ব পাতক হইতে মুক্ত হয় । পুরাকালে মহিষা-
সুরের রক্তাক্ষ নামে এক বলবান পুত্র উৎপন্ন
হইয়াছিল । ঐ মহিষপুত্র মহাকায়, মহাবাহু, অপর
হিরণ্যাক্ষের স্তায় দেদীপ্যমান । উহার দুই পুত্র ;
তাহাদেরই নাম বল ও অতিবল । তাহার

বহুবলুঃ। তৌ বিজিত্য সুরান্ সর্বান দেবেন্দ্রাণি-
 পুরোগমান। ৭। ত্রৈলোক্যেহ্মিন্নিরাত্যকৌ চক্রতু-
 রাজ্যমগ্গসা। তয়োঃ সেনামুখে বীরাশ্রয়ত্রিংশৎপ্রকী-
 র্তিতাঃ। ৮। রোজ্রাঙ্কানো মহামোহাঃ সহস্রাকৌ-
 হিলীমুখাঃ। সিংহস্কন্ধা মহাকায়্য দুরাঙ্কানো মহাবলাঃ।
 ৯। ধূম্রাকৌ ভৌমদংষ্ট্রশ্চ কালবজ্রৌ মহাহস্তাঃ।
 ব্রহ্মরো যজ্ঞকোপশ্চ স্ত্রীযঃ পাপনিকেতনঃ। ১০।
 বিদ্যামালী চ বজ্রকঃ শঙ্ককর্ণৌ বিভাবসুঃ। দেবাস্তকৌ
 বিকর্ণা চ তুর্ভিক্ জ্বর এব চ। ১১। হৃদগ্রীবোহব-
 কর্ণশ্চ কেতুমানবৃষভো দ্বিজঃ। শরভঃ শলভো
 ব্যাঘ্রৌ নিকুন্তৌ মণিকৌ বকঃ। ১২। শূর্ণকৌ
 বিকরৌ মালী কালো দণ্ডককেশরঃ। এতে
 দৈত্য। মহাকায়্যাস্তয়োঃ সেনাধিকারিণঃ। ১৩।
 এবং তৈঃ পৃথিবী ব্যাঘ্রা পঞ্চাশৎকোটিবস্তরা।
 এবং জ্ঞাত্বা তদা দেবা ভয়েনোদ্বিগ্ধমানসাঃ। ১৪।
 সর্ষৈর্দেবর্ষিভিঃ সার্কঃ জঘ্নুস্তে হিমবধনম্। ত্তোহে
 ণানেন তাং দেবীং তুহুৰুঃ প্রযতান্তলা। ১৫। দেবী
 উচুঃ। অজ্ঞাকরে জয়ানন্তে জয়ব্যন্তে নিরাময়ে।
 জয় দেবি মহামায়ে জয় দেবর্ষিবান্ধিতে। ১৬। জয়
 বিশেষণে গঙ্গে জয় সর্ষাধিসন্ধিদে। জয়

ইন্দ্রপ্রমুখ সমস্ত সুর নির্জিত করিয়া এই ত্রৈলোক্যে
 নির্ভীকভাবে রাজ্য করিতেছিল। তাহাদের
 জয়ত্রিংশৎ কোটি বীর সেনানী ছিল। তাহারা
 সকলেই রোজ্রাঙ্ক, মহামোহা, সহস্র সহস্র অকৌ-
 হিলীমুখ নেতা, সিংহস্কন্ধ, মহাকায়, দুরাঙ্ক, ও
 মহাবল। তাহাদের নাম যথা,—ধূম্রাক্ষ, ভৌমদংষ্ট্র,
 কালবজ্র, মহাহস্ত, ব্রহ্মর, যজ্ঞকোপ, স্ত্রীয, পাপ-
 কেতন, বিদ্যামালী, বজ্রক, শঙ্ককর্ণ, বিভাবসু,
 দেবাস্তক, বিকর্ণা, তুর্ভিক্, জ্বর, হৃদগ্রীব, অবকর্ণ,
 কেতুমান, বৃষভ, দ্বিজ, শরভ, শলভ, ব্যাঘ্র, নিকুন্ত,
 মণিক, বক, শূর্ণক, বিকর, মালী, কাল ও দণ্ডক-
 কেশর এই সকল মহাকায় মহাদৈত্য ঐ রক্তাক্ষের
 সেনাধিপতি ছিল। এই প্রকার পঞ্চাশৎ কোটি
 দানব পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। দেবগণ
 এই ঘটনা জানিয়া ভয়ে উদ্বিগ্ধচিত্ত হইলেন এবং
 সমস্ত দেব ও ঋষিজনে পরিবৃত্ত হইয়া সকলেই
 হিমালয়চলে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া
 তাঁহারা প্রথমতভাবে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।
 দেবগণ বলিলেন,—হে দেবি! তুমি অক্ষয়, অনন্ত,
 অব্যক্তা, নিরাময়, মহামায়, ও দেবর্ষিবান্ধিতা।
 তোমার জয় হোক, জয় হোক। হে বিশেষণি! তুমি

ব্রহ্মাণি কোমারি জয় নারায়ণীশ্বরী। ১৭। জয়
 ব্রহ্মাণি চামুণ্ডে জয়েন্দ্রাণি মহেশ্বরী। জয় মাতর্মহা-
 লক্ষ্মি জয় পার্শ্বতি সর্বগে। ১৮। জয় দেবি জগৎ-
 সৃষ্টে জয়ৈরাবতি ভারত। জয়ানন্তে জয় জয়ে
 জয় দেবি জলাবিলে। ১৯। জয়েশানি শিবে
 শর্ক্রে জয় নিত্যং জয়ার্চিত্তে। মোক্ষদে জয়
 সর্বজ্ঞে জয় ধর্ম্মার্থকামদে। ২০। জয় গায়ত্রি
 কল্যাণি জয় সহৈ বিভাবরি। জয় দুর্গে মহাকালি
 শিবদূতি জয়জয়ে। ২১। জয় চণ্ডে মহামুণ্ডে জয়
 নন্দে শিবপ্রিয়ে। জয় ক্ষেমঙ্করী শিবে জয় কল্যাণি
 রেবতি। ২২। জয়োমে সিদ্ধিমাঙ্গল্যে হরসিদ্ধে
 নমোহস্ত তে। জয়ার্ণবে জয়ানন্দে মহিষাসুরঘাতিনি।
 ২৩। জয় মেধে বিশালাক্ষি জয়ানন্দে সরস্বতী।
 জয়শেষণাবাসে জয়বর্ত্তে সুরাস্তকে। ২৪।
 জয় সঙ্কল্পসংসিদ্ধে জয় ত্রৈলোক্যসুন্দরি। জয়
 শুভনিশ্চয়স্বয়ে জয় পণ্ডেহদ্রিসম্ভবে। ২৫। জয়
 কৌশিকি কোমারি জয় বারুণি কামদে। নমো-
 নমস্তে শর্ক্কাণি ত্রয়োভূয়ো জয়ধিকে। ২৬।
 জাহি নজ্রাহি নো দেবি শরণ্যে শরণাগতান্। ২৭।
 সৈবং স্ততা ভগবতী দেবৈঃ সর্ষৈর্বরাননে। আত্মানং

গঙ্গা, সর্ষসিদ্ধিপ্রদা; তুমি ব্রহ্মাণী, কোমারী নারায়ণী,
 ঈশ্বরী, তোমার জয় হোক, জয় হোক। হে ব্রহ্মাণি!
 তুমি চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, মহেশ্বরী, তোমার জয় হোক।
 হে মাতঃ! তুমি মহালক্ষ্মী, পার্শ্বতী, সর্বগামিনী,
 জগৎ সৃষ্টিকর্তা, ঐরাবতী, ভারতী, অনন্তা, জয়া,
 ও জলাবিলা, তোমার জয় হোক। হে ঈশানি!
 তুমি শিবা, শর্ক্কা, জয়ার্চিত্তা মোক্ষদা, সর্বদা, সর্ব-
 কামার্থদায়িকা, নিত্য তোমার জয় হোক, জয় হোক।
 হে দেবি! দুর্গে! তুমি গায়ত্রী, কল্যাণী, সহিষ্ণু,
 বিভাবরী, মহাকালী, শিবদূতী, জয়া, ও অজয়া,
 তোমার জয় হোক, জয় হোক। হে শিবপ্রিয়ে!
 তুমি চণ্ডা, মহামুণ্ডা, নন্দা, ক্ষেমঙ্করী, শিবা, কল্যাণী,
 রেবতী, উমা, সিদ্ধিমাঙ্গল্যা, তোমার জয় হোক;
 তোমাকে নমস্কার। হে অর্ণবে! তুমি আনন্দা,
 মহিষাসুরহন্ত্রী, মেধা, বিশালাক্ষী, অনন্তা, সরস্বতী,
 অশেষণাবাসা, আবর্ত্তা, অসুরাস্তকা, সংকল্পসংসিদ্ধা,
 ত্রৈলোক্যসুন্দরী, শুভনিশ্চয়ঘাতিনী, পদ্মা, অজি-
 সম্ভবা, কৌশিকী, কোমারী ও কামদা, তোমার
 জয় জয়কার, মা জয় জয়কার। হে শর্ক্কাণি! হে
 অধিকে! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে দেবি!
 হে শরণ্যে! আমরা তোমার শরণাগত, আমা-
 দিগকে রক্ষা কর রক্ষা কর। ঈশ্বরী করিলেন,—হে

দর্শয়ামাস ভাতাসিত্তিদিগন্তরম্ ॥ ২৮ ॥ নমস্কৃত্য
তু তামুচুঃ সুরাস্তে ভয়নাশনীয়। বলান্তিবলনা-
মানৌ হৃদ্য দৈত্যৌ মহাবলৌ। তেষাং চৈব মহৎ-
সৈন্তং পাহন্তৌ মহন্তৌ তদ্যৎ ॥ ২৯ ॥ তেষাং তদ্ব-
চনং শ্রদ্ধা দদ্য। তেভ্যোহভয়ং ততঃ। বহুবাহুতরুণা
শ ত্রিনেত্রা চেক্রশেখরা ॥ ৩০ ॥ সিংহারুড়া মহাদেবি
নানাপরাস্রাধারিণী। সুবক্রা বিংশতিভুজা ক্ষুর্জি-
হ্মলভোপমা ॥ ৩১ ॥ ততোহদ্বিকা নিনাদৌচৈঃ
সাইহাসং মুহুর্ষুহঃ ॥ ৩২ ॥ তস্তা নাদেন ঘোরেন
ক্লেশমাপুরিতং নভঃ। প্রকম্পিতাখিলা চোকা
সরিষারিধিমেধলা ॥ ৩৩ ॥ শৈলভৃঙ্গস্তনী রম্যা
প্রমদেব ভয়াতুরা। তেহপি তজাসুরাঃ প্রাপ্তা-
শ্চতুরঙ্গবলাধিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ সমাধিত্তিবিজ্ঞাস্তাঃ
কালান্তকযমোপমাঃ। রকোদানবদৈত্যাস্চ পাতালৈ
যেহপি সংহৃতাঃ ॥ ৩৫ ॥ তে সর্ব এব দৈত্যোক্তাঃ
কোটিশঃ সমুপাগতাঃ। ততোহভবন্নহাযুক্তঃ দেব্যা-
স্তজাসুরৈঃ সহ ॥ ৩৬ ॥ বহুব সর্বব্রহ্মাণ্ডে হৃদাণ্ড-

ক্ষয়কারণম্। অকৌহিণীসহস্রাণি ত্রয়স্রিংশৎ
সুরেশ্বরী ॥ ৩৭ ॥ একবিংশৎসহস্রাণি শতান্ত্রৌ
চ সপ্ততিঃ। সাহুগানাং সযোধানাং রথানাং
বাতরংহসাম্ ॥ ৩৮ ॥ হৃদ্য সা লীলয়া দেবী নিস্তে
ক্ষয়মনাকুলা ॥ ৩৯ ॥ ততো দেব্যা হতানাঞ্চ দান-
বানাং মহোজসাম্। গজবাজিরথানাঞ্চ শরীরৈরা-
বৃতা মহী ॥ ৪০ ॥ কবচনৃত্যসঙ্কুলে অবলম্বা-
কর্দমে। রণজিগ্রে নিশাচরাস্ততো বিচেক্র-
জ্জিতাঃ ॥ ৪১ ॥ শৃগালগৃধ্রবায়সাঃ পরং প্রপাত-
মাদধুঃ। কচিৎপরে নিশাচরাঃ প্রাপ্তিশোণিতোৎ-
কটাঃ। প্রতর্প্য চান্মনঃ পতুন সমর্চয়ন্ত্বা ঋদীন ॥
৪২ ॥ গজারংগভরঙ্গমান বভর্কিরে সুনির্গুণাঃ।
রথোদ্ভূপৈস্তথা পরে তরন্তি শোণিতার্ণবম্ ॥ ৪৩ ॥
ইতি প্রগাঢ়সঙ্গরে সুরারিসম্মুখসঙ্কুলে। বিরাজতেহ-
দ্বিকা ধনুঃশরাসিশূলধারিণী ॥ ৪৪ ॥ গজেন্দ্রদর্পদলনী
শিখরশোভিনী। সুরারিসৈন্তনাশিনী ইত্যন্ততঃ
প্রপশ্যত ॥ ৪৫ ॥ সিংহাষ্টকযুক্তে মহাপ্রভকে

বরাননে! দেবগণ সেই ভগবতীকে এইরূপ স্তব
করিলে সেই দেবী ভগবতী স্বীয় ভেজে দিগদিগন্ত
উচ্চাসিত করিয়া তাহাদের সমক্ষে আবির্ভূতা হই-
লেন। তখন সুরগণ সেই অভয়াকে নমস্কার
করিয়া বলিলেন,—হে দেবি! বল ও অতিবল
নামক মহাবল দৈত্যদ্বয়কে এবং তাহাদের বিপুল
বাহিনীকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে মহাভয়
হইতে উদ্ধার করুন। দেবগণের সেই বাক্য
শুনিয়া দেবী তাহাদিগকে অভয় দিলেন এবং তৎ-
কালে এক অপূর্ণ রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।
তিনি ত্রিনেত্রা, চক্রেশেখরা, সিংহারুড়া, নানা শস্ত্রা-
ধরা, সুবক্রা বিংশতিভুজা ও ক্ষুরংসোদামিনীবৎ
সুশোভনা হইলেন। অনন্তর অধিকা মুহুর্ষুহঃ
অট্টহাস্য করিয়া উচ্চ সিংহনাদ করিলেন। সেই
ঘোর নাদে সমগ্র নভোমণ্ডল পূর্ণ হইল এবং সমগ্র
সরিষাবারিধিমেধলা উকা কম্পিত হইতে লাগিল।
দেবী তখন শৈলোপম তুঙ্গ স্তন ধারণ করিয়া
অবলা প্রমদায় স্তায় রম্যা শোভা ধারণ করিলেন।
তখন অসুরেরা চতুরঙ্গ বলে অধিত হইয়া দেবীর
অস্তিমুখে উপস্থিত হইল। এই অসুরেরা সকলেই
বিশেষরূপে বিদিতবিজ্ঞাস্ত ও কালান্তক-যমোপমা।
উহাদের দলে পাতালস্থ রাক্ষসগণ, দানবগণ ও
দৈত্যগণ সকলেই যোগদান করিয়াছিল। এই সকল
দৈত্যশ্রেষ্ঠ কোটি কোটি সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া

তৎকালে উপস্থিত হইল। তখন সেই অসুরগণের
সহিত দেবীর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ যেন
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আকাশিক ক্ষয়কারণ হইয়া দাঁড়া-
ইল। হে সুরেশ্বরী! এই যুদ্ধে সেই দেবী অসুর-
দিগের ত্রয়স্রিংশৎ সহস্র অকৌহিণী এবং একবিং-
শতি সহস্র অষ্টশত সপ্ততিসংখ্যক বায়ুবেগী রথ ও
পদাতি যোধ প্রভৃতি অবলীলাক্রমে নিহত করিয়া
অনাকুলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১-৩৯।
দেবী কর্তৃক নিহত মহাবল দানবদিগের এবং গজ,
বাজী ও রথসমূহের অবববে বহু ক্ষয় আবৃত হইল।
রণাঙ্গনে কবচের নৃত্য করিতে লাগিল। অশ্ব-
যুক্ত বসাকর্দম করিত হইল। উজ্জিত নিশাচরেরা
ইত্যন্ত বিচরণ করিতে লাগিল। শৃগাল, গৃধ্র ও
বায়ুসেয়া দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল।
কোথাও প্রেত-নিশাচরগণ শোণিত পান করিয়া স্বীয়
পিতৃগণের তর্পণ করত ঋষিগণেরও অর্চনা করিতে
লাগিল। তাহারা নিতান্ত নিশ্চরণভাবে নর,
তুরগ, ও গজদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল।
কোন কোন নিশাচর রথরূপ প্রব দ্বারা শোণিতা-
র্ণব পার হইতে লাগিল। এইরূপে অসুরসম্মু-
খসঙ্কুল প্রচণ্ড সময়ে শর, শরাসন, অসি ও
শূলধারিণী অধিকা, দেবী বিরাজ করিতে লাগি-
লেন। এই দেবী গজেন্দ্রদর্পদলনী তুরঙ্গযুধ-
যোধিনী, অসুরসৈন্তনাশিনী ও ইত্যন্ততঃ সঞ্চারিণী।

ভূধরহংসশুভ্রোজ্জলভাষরাভে বৃষভসমানে মানিনী-
মথ তে দৈত্যোজ্জবীরঃ পশুভ্যঃ সমুদ্ভূতরোহা-
ভ্যতোহপি জঘূর্নদন্তো রবন্তো বরং মেঘনাদাঃ ॥৪৬॥
হাহাকারঃ বিকূৰ্ণাণাং হস্তমানান্ততোহসুরাঃ ।
কেচিৎসমুদ্ভাঃ বিবিশুরজীন কেচিচ্চ দানবাঃ ॥৪৭॥
কেচিদ্ভুক্তিমূৰ্দ্ধানো জাঘা কুৰ্ব্বা বনেহবসন ।
দয়াধন্যং ক্রবাণাশ্চ নিগ্রহরহমাস্বিতাঃ ॥৪৮॥
কেচিৎপ্রাণপরা ভীতাঃ পাষাণাহমমাস্বিতাঃ ।
হেতু-
বাদপরা মূঢ়া ণঃশোচা নিরপেক্ষকাঃ ॥৪৯॥ তে
চাদ্যাশ্চৈব দৃষ্টান্তে লোকে ক্ষণকাঃ কিল । তথৈব
ভিন্দকাস্তান্তে শিবশাস্ত্রবহিক্ততাঃ ॥৫০॥ কেচিৎ
কোলব্রতা হস্মিন্ দৃষ্টান্তে সকলৈর্জনেঃ । সুরাশ্রী-
মাংসভৃষ্টা বিকূৰ্ণাস্চ লিঙ্গিনঃ ॥৫১॥ প্রায়ো
নৈন্ধৃতিকাঃ পাপা জিহ্বোপহপরায়াণাঃ । এবং দেব্যা
হতাঃ সৰ্ব্বৈ বলাতিবলসংযুতাঃ ॥৫২॥ প্রভাসং
ক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতা সা তদাদিকা । যোগিনীঃ
চতুষ্টয়া সংযুতা পাপনাশিনী । বলাতিবলানাং
প্রভাসে প্রথিতাকিতো ॥৫৩॥ দেব্যাভি । চতু-
শ্রোক্তা যোগিন্তো যাঃ সুরেশ্বর । তাসাং

দৈতেজগণ দেখিল,—ঐ দেবী সিংহাষ্টকযুক্ত ভূধর,
হংস ও বৃষভসম শুভ্রোজ্জল মহাপ্রেতাসনে সমা-
সীন রহিয়াছেন । তাহাকে দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ
হইল এবং তর্জন গর্জন করিতে করিতে
তদাভিমুখে ধাবিত হইল । অনন্তর অসুরেরা
তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া হাহাকার করিতে করিতে
কেহ সমুদ্রে এবং কেহ কেহ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ
করিল । কোন কোন অসুর মস্তক মুগুন করিয়া
বর্ষারের আয় বন বাস করিতে লাগিল । এবং
নিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিয়া দয়াধন্যের ব্যাখ্যা
করিতে লাগিল । কেহ কেহ পাষাণাশ্রম আশ্রয়
করিয়া ভীত ভীত ভাবে প্রাণরক্ষায় তৎপর হইল ।
তাহারা হেতুবাদনিষ্ঠ, মূঢ়, শোচাচারবর্জিত,
নিরপেক্ষভাবে রহিল । এ জগতে অদ্যাপি
তাহাদিগকে ক্ষণকবেশে দেখিতে পাওয়া যায় ।
এইরূপে অনেক অসুর শিবশাস্ত্রবহিক্ত হইল ।
কেহ কেহ কোলব্রতী হইল । তাহারা সুরা, স্ত্রী,
ও মাংসসেবী, বিকূৰ্ণস্ব, লিঙ্গী, নৈন্ধৃতিক, পাপা-
চার, এবং জিহ্বা ও উপহপরায়া হইয়া
অদ্যাপি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর হইতেছে ।
এইরূপে সেই দেবী প্রভাসক্ষেত্রের মধ্যে থাকিয়া
বল ও অতিবল নামক অসুরদিগের সহিত সমস্ত

নামানি মে ব্রাহ্ম সর্বগাণহরাণি চ ॥৫৪॥
ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগিনীনাং
মহোদয়ম্ । সর্বরক্ষাকরং দিব্যং মহাভয়বিনাশনম্ ॥
৫৫॥ আদৌ তত্র মহালক্ষ্মীর্দাদা ক্ষেমকরী তথা ।
শিবদূতী মহাভদ্রা ভ্রামরী চন্দ্রমণ্ডলা ॥৫৬॥ রেবতী
হরসিদ্ধি দূর্গা বিষমলোচনা । সহজা কুলজা কুজা
মায়াবী শান্তবী ক্রিয়া ॥৫৭॥ আদ্যা সর্বগতা শুকা
ভাবগম্যা মনোহতিগা । বিদ্যাবিদ্যা মহামায়া সূর্যা
সর্বমঙ্গলা ॥৫৮॥ ওঙ্কারাভা মহাদেবী বেদার্থ-
জননী শিবা । পুরাণাধীক্ষিকী দীক্ষা চামুণ্ডা
শঙ্করপ্রিয়া ॥৫৯॥ ব্রাহ্মী শাস্তিকরী গৌরী
ব্রহ্মণ্যা ব্রাহ্মণপ্রিয়া । ভদ্রা ভগবতী কৃষ্ণা গ্রহ-
নক্ষত্রমালিনী ॥৬০॥ ত্রিপুরা ত্রিভা নিত্য সাখ্যা
কুণ্ডলিনী ক্রবা । কল্যাণী শোভনা নিত্য নিকলা
পরমা কলা ॥৬১॥ যোগিনী যোগসম্ভাবা যোগগম্যা
গুহাশয়া । কাত্যায়নী উমা সৰ্বা হপর্ণেতি প্রকী-
র্তিতা ॥৬২॥ চতুষ্টয়ংহাদেবি এবং তে পরিব্র-
জিতাঃ । স্তোত্রোপায়েন দিব্যেন ভক্ত্যা যঃ স্তোত

বিনাশ করিলেন । চতুষ্টয় যোগিনী-পরিব্রতা পাপ-
নাশিনী দেবী অদ্বিত্য তখন হইতে প্রভাসক্ষেত্রে
বলাতিবলনাশিনী নামে প্রথিতা হইলেন । ৪০-৫৩ ।
দেবী কহিলেন,—হে সুরেশ্বর ! আপনি যে চতুষ্টয়
যোগিনীর উল্লেখ করিলেন, তাহাদের নিখিল পাপ-
হর নামান্বে আমার নিকট প্রকাশ করুন । ঈশ্বর
কহিলেন,—শুন দেবি ! যোগিনীদিগের মহাভয়
হর, সর্ব রক্ষাকর দিব্য মহোদয় বলিতেছি । তাঁহা-
দিগের মধ্যে প্রথমা মহালক্ষ্মী, দ্বিতীয়া নন্দা, এই-
রূপে ক্ষেমকরী, শিবদূতী, মহাভদ্রা, ভ্রামরী, চন্দ্র-
মণ্ডলা, রেবতী, হরাসিদ্ধি, দূর্গা, বিষমলোচনা, সহজা,
কুলজা, কুজা, মায়াবী, শান্তবী, ক্রিয়া, আদ্যা,
সর্বগতা, শুকা, ভাবগম্যা, মনোহতিগা, বিদ্যা,
অবিদ্যা, মহামায়া, সূর্যা, সর্বমঙ্গলা, ওঙ্কারাভা,
বেদার্থজননী, শিবা, পুরাণাধীক্ষিকী, দীক্ষা,
চামুণ্ডা, শঙ্করপ্রিয়া, ব্রাহ্মী, শাস্তিকরী, গৌরী,
ব্রহ্মণ্যা, ব্রাহ্মণপ্রিয়া, ভদ্রা, ভগবতী, কৃষ্ণা, গ্রহ-
নক্ষত্রমালিনী, ত্রিপুরা, ত্রিভা, নিত্য, শাখা,
কুণ্ডলিনী, ক্রবা, কল্যাণী, শোভনা, নিকলা, পরমা
কলা, যোগিনী, যোগসম্ভাবা, যোগগম্যা, গুহাশয়া,
কাত্যায়নী, উমা, সৰ্বা, ও অপর্ণা । এই সকলই
চতুষ্টয় যোগিনীর নাম বলিয়া কীর্তিত । এই নাম-
ময় দিব্য স্তোত্র দ্বারা যে নর ভক্তিতে চণ্ডিকার

চণ্ডিকাম্ ॥ ৬৩ ॥ তং পুত্রমিব শর্যাণী সৰ্বাপৎ-
সভিরক্ষতি। চতুর্দশামধাষ্টম্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
৬৪ ॥ উপবাসৈকভক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
গৃহীতনিয়মা দেবি যে জপন্তি চ চণ্ডিকাম্ ॥ ৬৫ ॥
বর্ধার্কঃ বর্ধমেকং বা সিদ্ধান্তে তত্ত্বগরিণঃ। অশ্বযুক-
শুরূপক্ষে চ মৰাদিশষ্টকাসু চ ॥ ৬৬ ॥ কুহা মহোৎসবঃ
দেবীঃ যজ্ঞেচ্ছয়োহভিবৃদ্ধয়ে। পাত্ৰকে ধারয়েদেব্যা
দুর্গাভক্তো হিরণ্যয়ে ॥ ৬৭ ॥ প্রসাদং বিশ্বশাস্ত্যগং
ক্ষুরিকাঞ্চ সঙ্গা পুমান। পশুমাংসাসবৈশ্চবমানুরং
ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ যে যজন্তা দ্বিকাং তে স্মাদৈত্যা
ঐশ্বর্যভোগিনঃ। দেবত্বং সাধিকা যান্তি সাধিকীং
ভক্তিমাহিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ এতস্মৈ কথিতং দেবি
মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। বলাতিবলনাশিত্বা দেব্যাঃ
সর্বার্থসাধকম্। প্রভাসক্ষেত্রসংস্থায়ঃ সংক্ষেপা
কীর্তিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৭০ ॥

ইতি জীক্সান্দে বলাতিবলদৈত্যায়ীমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকোনবিংশতিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

স্তব করে, সর্বাণী তাহাকে সর্বাংগে পুত্রের ন্যায়
রক্ষা করেন। চতুর্দশী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে
উপবাসী বা একভক্তানী হইয়া নিয়মাবলম্বনপূর্বক
একবর্ষ বা বর্ধার্ক যাত্রা চণ্ডিকার মন্ত্র জপ করে-
হে দেবি! তাদৃশ ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়া
থাকেন। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে এবং সমস্ত
মধুস্তরা ও অষ্টকা তিথিতে মহোৎসব করিয়া
মঙ্গলরুদ্ধির জন্ত দেবীর পূজা করিতে হয়। দুর্গা-
ভক্ত ব্যক্তি দেবীকে হিরণ্য পাত্ৰকা প্রদান করি-
বেন এবং প্রমাদ ও বিশ্বশাস্তির জন্ত ক্ষুরিকা দান
করিবেন। এইরূপে পশুমাংস ও মদ্য সেবায়
আশুর ভাব আশ্রয় করিয়া যে সকল নর অধিকা-
দেবীর অর্চনা করে, তাহারা ঐশ্বর্যভোগী দৈত্য
হইয়া প্রাকৃত্ত হয়! সার্বিকভক্তিভংগের সার্বিক
ব্যক্তিগণ দেবত্ব লাভ করেন। ঈশ্বর কহিলেন,
—হে দেবি এই আমি তোমার নিকট প্রভাসস্থিত
বলাতিবলনাশিনী দেবীর পাপহর মাহাত্ম্য
সংক্ষেপে কীর্তন করিলুম। ৫৪—৭০।

উনবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যাধিক শততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নমহাদেবি গোপী-
শ্বরমমুত্তমম্। বলাতিবলদৈত্যায়ী উত্তরে ধনুঃ
জয়ে ॥ ১ ॥ সংস্থিতং পাপশমনং গোপীভিঃ সম্প্র-
তিষ্ঠিতম্। সমারাধ্য মহাদেবং পুত্রহেতোর্শ্রুত-
শ্রমম্। সর্বার্থপ্রদং নৃণাং পুজিতং সন্ততিপ্রদম্ ॥
২ ॥ চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং যন্তং পূজয়তে নরঃ।
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ স প্রাপ্নোতীশ্রুতঃ কলম্ ॥ ৩ ॥
এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
গোপীশ্বরস্য দেবস্য প্রভাসক্ষেত্রবাসিনঃ ॥ ৪ ॥

ইতি জীক্সান্দে গোপীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
বিংশত্যাধিক শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২০ ॥

বিংশত্যাধিক শততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নমহাদেবি রামেশ্বর-
মমুত্তমম্। জামদগ্ন্যেন রামেন শ্রুতং তত্র প্রতি-
ষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ গোপীশ্বরচ্চ বায়ব্যে ধনুঃ জিহ-
বেহস্তরে। স্থিতং মহাপ্রভাবং হি লিঙ্গং পাতক-

বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর
বলাতিবলদৈত্যানাশিনী দেবীর উত্তরদিকে তিন
ধনু দূরে অবস্থিত গোপীজনপ্রতিষ্ঠিত পাপহর
গোপীশ্বর সমীপে গমন করিবে। এই সর্বার্থ-
প্রদ মহেশ্বর মহাদেবকে গোপীগণ পুত্রলাভার্থ
আরাধনা করিয়াছিলেন। নরগণ ইহাকে অর্চনা
করিয়া সন্ততি লাভ করে। চৈত্রমাসের শুক্ল-
তৃতীয়ায় যে নর গন্ধপুষ্পাদ উপহার দ্বারা ইহার
পূজা করে, সে অভীষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে।
এই আমি প্রভাসক্ষেত্রবাসী গোপীশ্বর দেবের
পাপহর মাহাত্ম্য সংক্ষেপতঃ কীর্তন করিলাম। ১—৪।

বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর অজু-
ত্তম রামেশ্বর সমীপে গমন করিবে। জমদগ্নি-
নন্দন রাম শ্রুতঃ প্রীতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
গোপীশ্বরের বায়ুকোণে জিহবে ধনু ব্যবধানে ঐ

নাশনম্ ॥ ২ ॥ যদা রামেন দেবেশি জমদগ্নিসুতেন
বৈ। কৃতো মাতৃবধো ঘোরঃ পিতুরাজানুবর্তন। ৩ ॥
তদা মনসি সন্তাপঃ কৃষা নিক্কেদমাগতঃ।
ততঃ প্রসন্নতাং যাতো জমদগ্নির্মহাহুতপাঃ ॥ ৪ ॥
দদৌ বরং ততশ্চক্ৰো রেণুকায়ান্ জীবিতম্। এবং
যদ্যপি সাত্ত্ব জীবিতা বরবর্ণিনী ॥ ৫ ॥ তথাপি
সম্মণো দেবি জামদগ্ন্যো মহাপ্রভঃ। প্রভাসং
ক্ষেত্রমাসাদ্য তপশ্চক্রে ততোহভূতম্ ॥ ৬ ॥ প্রতি-
ষ্ঠাপ্য মহাদেবঃ শঙ্করং লোকশঙ্করম্। দিব্যং
বর্ষশতং সাগ্ৰং ততশ্চক্ৰো মহেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ দদৌ
তন্তোদ্ভূতং সর্বং স্বয়ং তত্রৈব সংস্থিতঃ। ততঃ
কৃতার্থতাং প্রাপ্তো জামদগ্ন্যো মহাশ্বিঃ ॥ ৮ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃৎ পৃথিবীং জিহ্বা হৃদা চ কজ্জিয়ান্। কৃষা
পক্কনদং তত্র কুরুক্ষেত্রে মহামনাঃ ॥ ৯ ॥ যজ্ঞৈঃ
সম্পূর্ণতাং নীত্বা কজ্জিয়াণাং বরাননে। আনুগ্যং
সমুদ্রপ্রাপ্তঃ পিতৃণাং যো মহাব্রতঃ ॥ ১০ ॥
কজ্জিতকং কৃষা দৃষ্টা বিপ্রেষু যেদিনীম্ কৃতার্থতা-
মুদ্রাপ্তোহৈলোক্যে খ্যাতপেদীষঃ ॥ ১১ ॥ তেন
তৎস্বাপিতং লিঙ্গং ক্ষেত্রে প্রভাসিকে শুভে। যন্তঃ

পুজয়তে ভক্ত্যা পাপযুক্তোহপি মানবঃ। স মুক্তঃ
পাতকৈঃ স কৈর্ধাতি লোকমুপাততে ॥ ১২ ॥
জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দশ্যাং জাগৃযাত্তত্র যো নরঃ। সোহ-
শ্বমেধফলং প্রাপ্য মোদতে দেবি দেববৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি জীকান্দে জামদগ্ন্যোশ্বরহাশ্ব্যবর্ণনঃ

নামৈকবিশং শত্যাধিকশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি লিঙ্গং
চিচ্ছাদদেশ্বরম্। তন্ত্বেব নৈশ্বতে ভাগে ধনু-
র্কিংশতিভিঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ চিচ্ছাদদেন দেবেশি
গন্ধর্বপতিনা প্রিয়ে। ক্ষেত্রং পবিত্রং জ্ঞাত্বা বৈ
লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্। কৃষা তপো মহাবীরঃ
সমারাধ্য মহেশ্বরম্ ॥ ২ ॥ অথ যো ভাব-
সংযুক্তস্তলিঙ্গং সম্পূজয়েৎ। গন্ধর্বলোকমাপ্নোতি
গন্ধর্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ৩ ॥ তত্র শুক্লচতুর্দশীয়াং
সংস্রাপ্য বিধিনা শিবম্। পূজয়েদ্বিধৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধ-

মহামহিম মহাপাতকহর লিঙ্গ অবস্থিত। হে
দেবেশি! পিতার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া জমদগ্নি-
নন্দন রাম যখন ঘোর মাতৃবধ করেন, তখন
ঊহার মনে সন্তাপ হয়। তিনি অত্যন্ত নিক্কেদ
প্রাপ্ত হন। অনন্তর মহাতপা জমদগ্নি প্রসন্ন হইয়া
ঊহাকে বরদান করেন। বরপ্রভাবে রামজননী
রেণুকা পুনরায় জীবন লাভ করেন। এইরূপে
সেই বরবর্ণিনী যদিও তখন জীবিতা হইয়াছিলেন,
তথাপি মহাপ্রভ জামদগ্ন্য অন্তরে শান্তি লাভ করিতে
পারেন নাই। তিনি প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া
লোকশঙ্কর শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবা শত-
বর্ষ যাবৎ ঘোর তপস্তা করিলেন। অনন্তর মহে-
শ্বর তুষ্ট হইলেন এবং সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া
জামদগ্ন্যকে ঈশ্বিত বরদান করিলেন। মহর্ষি
জামদগ্ন্য তখন কৃতার্থ হইলেন। তিনি ত্রিঃসপ্ত
বার পৃথিবী জয় করিয়া পৃথিবীস্থ কজ্জিয়াদগকে
নিহত করিয়া কুরুক্ষেত্রে পঞ্চদ্বন্দ্ব নির্মাণপুঙ্ক
কজ্জিয়গণের ক্রোধের তাহা পূর্ণ করত পত্ন-স্বণ
হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সেই মহামনা জাম-
দগ্ন্য এইরূপে কজ্জিয় সংহার করিয়া বিপ্রদিগকে
মেদিনী দানপুঙ্ক এই ত্রৈলোক্যে প্রখ্যাতকীর্তি
ও কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শুভ

প্রভাসক্ষেত্রে ঐ লিঙ্গ স্থাপন করেন। যে নর
ভক্তিভরে ঐ লিঙ্গের পূজা করে, সে পাপমুক্ত
হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ-
চতুর্দশীর নিশায় যে নর তথায় জাগরণ করে, সে
অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে পুরজনবৎ বিহার
করিয়া থাকে। ১—১৩।

একাবিশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেব! অনন্তর চিচ্ছাদ-
দেশ্বর সমীপে গমন কারবে। এই লিঙ্গ পুঙ্কোক্ত
লিঙ্গের নৈশ্বত কোণে বিংশত ধনু ব্যবধানে
অবস্থিত। হে দোবাশ! গন্ধর্বপাত চিচ্ছাদদ
পাবত্র ক্ষেত্র-বোধে প্রভাসে ঘোর তপস্তা করিয়া
মহেশ্বরের আরাধন স্তে ঐ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া-
ছিলেন। যে নর ভাবানন্ত হইয়া ঐ লিঙ্গের পূজা
করে, সে গন্ধর্ব লোক প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব সহ বিহার
করিয়া থাকে। তথায় শুক্ল চতুর্দশীর দিন বিবিধত
শিব-স্নান করাইয়া যে নর বিবিধ গন্ধ পুষ্প ও

ধূপৈরহুত্বম্ । স প্রাপ্নোত্যখিলং কামং মনসা
যদ্যদীপিতম্ ॥ ৪ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে চিত্রান্দেবশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরনাদেবি রাবণে-
শ্বরমুত্তমম্ । তস্মাদাক্ষগনৈখ্যৈঃ ধনুর্বাং বোড়শে
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ প্রতিষ্ঠিতং দশাশ্বান সর্পপাতক-
নাশনম্ । পৌলস্ত্যো রাবণো দেবি রাক্ষসস্ত
সুদারুণঃ ॥ ২ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়াকাক্ষী পুষ্পকেণ
চচার হ । কস্তচিৎ কালস্ত বিমানং তস্ত পুষ্পকম্ ॥
৩ ॥ ব্রজেষু ব্যোমমার্গেণ নিশ্চলং সহস্রাভবৎ ।
স্তম্ভিতং পুষ্পকং দৃষ্ট্বা রাবণো বিশ্বয়ান্তিতঃ ॥ ৪ ॥
প্রহস্তং প্রেষয়ামাস কিমিদং ব্রজ মেদিনীম্ । অহ-
তাস্ত গতির্দ্ব্যাত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৫ ॥ তৎ-
কস্মান্নিশ্চলং জাতং বিমানং পুষ্পকং যম । অধাসৌ
সত্তরো দেবি জগাম বসুধাতলে ॥ ৬ ॥ অপশু-
দেবদেবেশং ত্রীসোমেশং মহাপ্রভম্ । স্তূয়মানং

ধূপাদি দ্বারা যথাক্রমে ঐ লিঙ্গের পূজা করে,
তাহার, অখিল মনোভীষ্ট লাভ হয় । ১—৪ ।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২২ ।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর চিত্রান্দ-
দেবের নৈখ্যেতে বোড়শ ধনু দূরে অবস্থিত উত্তম
বারণেশ্বর সমীপে গমন করিবে । ঐ দশবদন-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ সর্প পাপনাশন । হে দেবি !
পুলস্ত্যবংশীয় সুদারুণ রাক্ষস রাবণ ত্রৈলোক্যজিগীষু
হইয়া পুষ্পক রথে পরিভ্রমণ করিতেছিল । একদা
তদীয় পুষ্পক ব্যোমপথে যাইতে যাইতে সহস্রা
নিশ্চল হইল । পুষ্পক স্তম্ভিত হইল দেখিয়া রাবণ
আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইহার কারণ জানি-
বার জন্ত প্রহস্তকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন ।
কেন না, তিনি ভাবিলেন,—এই চরাচর ত্রৈলোক্যে
আমার পুষ্পকের গতি অপ্রতিহত ! তথাচ কেন
সহস্রা এ বিমান নিশ্চল হইল । যাহা হউক, রাব-
ণের আজ্ঞায় প্রহস্ত সত্তর বসুধাপৃষ্ঠে অবতরণ

সুরগণৈঃ শতশোহিত সহস্রশঃ ॥ ৭ ॥ তং দৃষ্ট্বা
রাক্ষসেন্দ্রায় তৎসর্কং বিস্তরাৎপ্রিয়ে । প্রহস্তঃ
কথয়ামাস যদদৃষ্টং ক্ষেত্রমধ্যতঃ ॥ ৮ ॥ প্রহস্ত উবাচ ।
রাক্ষসেশ মহাবাহো শিবক্ষেত্রঃ নিজং প্রভো ।
প্রভাসেতি সমাখ্যাতঃ গণগন্ধর্বসেবিতম্ ॥ ৯ ॥
তত্র সোমেশ্বরো দেবঃ স্বয়ং তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ।
অবতীক্ষ্মায়ুতীক্ষ্ণে দন্তোল্লুখলিতস্তথা । ঋষিভি-
র্ঝীলখিল্যেচ্চ পূজ্যমানঃ সমস্ততঃ ॥ ১০ ॥ প্রভাবা-
স্তস্ত দেবস্ত নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্ । ন স প্রাল-
জ্যতে দেবো হলজ্যো যঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বযোৎফুল্ললোচনঃ ।
অবতীর্ণ্য ধরাপৃষ্ঠং সোমেশং সমপশুত ॥ ১২ ॥ পূজ্যা-
মাস দেবেশি ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ । রত্নৈর্বহাবৈধ-
ক্লৈর্গন্ধপুষ্পাহ্নলেপনৈঃ ॥ ১৩ ॥ অথ পৌরজন
দৃষ্ট্বা রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ । সর্কদিক্ বরারোহে
প্রহস্তবুঃ ॥ ১৪ ॥ শূন্তং সমতবৎসর্কং
তত্র যো ব্যবস্থিতঃ । এতান্নগ্নেব কালে তু
বাণ্ডবাচশরারিণী ॥ ১৫ ॥ দশগ্রীব মহাবাহো অয়নে

করিল এবং দেখিল,—শত শত সহস্র সহস্র সুর নর
মহামহিম সোমেশ্বর দেবকে স্তব করিতেছেন ।
প্রহস্ত তাহা দেখিয়া আসিয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে বাহা
হইতেছিল, সমস্তই রাক্ষসেন্দ্রকে নিবেদন
করিল । ১-৮ । প্রহস্ত কহিল,—হে মহাত্মজ রাক্ষসে-
শ্বর ! এখানে এক সাক্ষাৎ শিবক্ষেত্র বিরাজমান ।
এই স্থান দেব-গন্ধর্বসেবিত প্রভাস নামে বিখ্যাত ।
সোমেশ্বর শঙ্কর দেব এখানে অবস্থিত । অমৃতমাত্র-
ভোজী, বায়ুমাত্রভক্ষী, দন্তোল্লুখী, ও বালখিলা
ঋষিগণ ইহার পূজা করিতেছেন । এই জন্ত সেই
দেবদেবের প্রভাবে প্রভাস হইতে পুষ্পক গমন
করিতেছে না । এই দেব কাহারও লঙ্ঘনীয় নহেন ।
সুরাসুর মধ্যে কেহই ইহাকে লঙ্ঘন করে না ।
ঈশ্বর কহিলেন,—প্রহস্তের সেই বাক্য শুনিয়া
রাবণ বিশ্বযোৎফুল্লনয়নে ধরাপৃষ্ঠে অবতরণপূর্বক
সোমেশ্বরকে দর্শন করিলেন । পরম ভক্তির সহিত
বহু, রত্ন, বস্ত্র গন্ধ-পুষ্প, ও অহ্নলেপন দ্বারা
ভাহার পূজা করিলেন । অনন্তর পৌরজনগণ
রাক্ষসেশ্বর রাবণকে দেখিয়া ভীতজন্তভাবে
নানাদিকে পলায়ন করিল । তখন সেই সমস্ত
স্থান শূন্ত হইল । একমাত্র দেবদেব অবস্থান
করিতে লাগিলেন । ইত্যবকাশে এক অশগ্রী-
রিলী বাণী উখিত হইল ; বালিল,—হে মহাত্মজ

চোক্তরে তথা । যাত্রাকালে তু দেবস সর্বপাণ-
প্রণাশনে ॥ ১৬ ॥ দূরতঃ সমুদ্রপ্রাপ্তা ভূরিলোকা
দ্বিজাতয়ঃ । রাক্ষসানাং ভয়াঙ্কিতাঃ প্রয়াস্তি হি দিশো
দশ ॥ ১৭ ॥ ভয়ায়া স্বঃ রাক্ষসেন্দ্র যাত্রাবিরকরো
ভব । বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্ক্ক্যো যৌবনেহপি
চ । তৎসর্বং কালয়েন্নরো দৃষ্টা সোমেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥
১৮ ॥ ততোহসৌ রাক্ষসেন্দ্রস্ত গটিকাস্তে শূগ-
হবরে । লিঙ্গঞ্চ স্থাপয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥
১৯ ॥ ততস্তন্নিরতো ভূত্বা সর্বৈস্তৈ রাক্ষসেশ্বরঃ ।
পূজয়ামাস দেবেশি উপবাসপরায়ণঃ ॥ ২০ ॥ চকার
পুয়তন্তস্ত গীতবাদ্যেন জাগরম্ । ততোহর্করাত্র-
সময়ে বাণবাচাশরীরিণী ॥ ২ ॥ দশগ্রীব মহাবাহু
পরিতুষ্টোহস্মি তেহনঘ । মম প্রণাদাত্রৈলোকাং
বশগং তে ভবিষ্যতি । ত্র সন্নিহিতো নিত্যং
স্থাস্ত্রামাহমসংশয়ম্ ॥ ২২ ॥ যে চৈতৎপূজয়িষ্যতি
লিঙ্গং ভক্তিযুতা নরঃ । অজ্ঞেয়াস্তে নরঃ
শক্তিগাং রাক্ষসেশ্বর ॥ ২৩ ॥ যাস্তি পরাং সিদ্ধি-
মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্ । এবমুক্তা বরারোহে বিবরাম
বৃধধ্বজঃ ॥ ২৪ ॥ রাবণোহপি স সমুদ্রো ভূয়োভূয়ো

দশানন ! এই উত্তরায়ণ দেবদেবের সর্ব
পাপহর যাত্রাকাল । এ সময়ে ভূরি ভূরি দ্বিজাতি
দূরদেশ হইতে এখানে উপস্থিত ; কিন্তু তাঁহারা
রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া দর্শনকে পলায়ন করি-
তেছেন । অতএব হে রাক্ষসেন্দ্র ! তুমি যাত্রা-
বিরকর হইও না । মর্তলোক বাল্যে, যৌবনে, ও
বার্ক্ক্যে যে সকল পাপ করে, সোমেশ্বরকে সন্দর্শন
করিয়া তৎসমস্তই প্রকালিত করিয়া থাকে ।
অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র এক গহ্বরে গিয়া পরম ভক্তির
সহিত একান্তে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন । হে
দেবেশি ! রাক্ষসেশ্বর উপবাসী থাকিয়া অস্ত্রাস্ত্র
রাক্ষসদিগের সহিত সেই লিঙ্গপূজনেই তৎপর
হইলেন । তিনি গীতবাদ্যপুরঃসর সেই লিঙ্গ
সমীপে জাগরণ করিলেন । অনন্তর নিশীথ সময়ে
এক অশরাণী বাণী রাক্ষসেশ্বরকে সোধেন করিয়া
বলিল,—হে মহাভূজ দশগ্রীব ! আমি পরিতুষ্ট
হইয়াছি । আমার প্রসাদে সমস্ত ত্রৈলোক্যই
তোমার বশীভূত হইবে । আমি এই থানেই নিত্য
সন্নিহিত থাকিব । যে সকল নর ভক্তিযুক্ত হইয়া
এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহার মৎপ্রসাদে
শক্তিগণের অজ্ঞেয় হইবে । এবং পরম সিদ্ধি
প্রাপ্ত হইবে । হে বরারোহে ! এই বলিয়া বৃষধ্বজ

মহেশ্বরম্ । পূজয়িত্বা চ তন্নিঙ্গং সমাক্ষ ৮
পুষ্পকম্ । ত্রৈলোক্যবিজয়াক্ষৌ ইষ্টং দেশং জগাম
হ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রাবণেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি গৌরীঃ
সৌভাগ্যদায়িনীম্ । পশ্চিমে রাবণেশস্ত ধনুবাং
পঞ্চকে স্থিতাম্ । ১ ॥ যত্রাতপান্তপো ঘোরং স্বয়ং
দেবী অরুদ্ধতী । সৌভাগ্যং কাক্ষমাণা সা গৌরী-
পূজাপরায়ণা ॥ ২ ॥ সম্প্রাপ্তা পরমাং সিদ্ধিং তস্তা
দেব্যাঃ প্রভাবতঃ । তৃতীয়ায়াং গুরুপদং মাঘে
মাসি বরাননে ॥ ৩ ॥ যন্তাং পূজয়তে ভক্ত্যা স
সৌভাগ্যমবাপ্নুহ ॥ অতঃ জন্মনি দেবেশি নাত্র
কাথ্যা বিচারণা ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সৌভাগ্যেশ্বরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

বিরত হইলেন । রাবণ সমুদ্র হইয়া পুনঃপুনঃ মহে-
শ্বরের পূজাপুষ্পক পুষ্পকারোহণে ত্রৈলোক্যবিজয়
বাসনার অতীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন । ১—৪ ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৩ ।

চতুর্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
সৌভাগ্যদায়িনী গৌরীর সমীপে গমন করিবে ।
রাবণেশ্বরের পশ্চিমে পঞ্চধ্ব বাবধানে এই গৌরী-
দেবী বিরাজিত । স্বয়ং অরুদ্ধতী দেবী সৌভাগ্য-
লাভার্থ গৌরী-পূজায় নিরত হইয়া ঐ স্থানে কঠোর
তপস্যা করেন এবং সেই দেবীর প্রভাবে পরম
সিদ্ধি প্রাপ্ত হন । হে নুবদনে ! মাঘ মাসের
গুরুত্বতীয়ায় যে নর ভক্তি করিয়া গৌরীপূজা
করে, জন্মান্তরে তাহার সৌভাগ্য লাভ হয়,
সন্দেহ নাই । ১—৪ ।

চতুর্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৪ ।

পঞ্চবিংশতাদিকশততমোহাধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যমহালিঙ্গঃ মহাদেব
সুরপ্রিয়ম্ । রাবণেশ্বরবায়বো ধনুসঃ ত্রিশকে-
স্তরে ॥ ১ ॥ স্থিতং কামপ্রদং লিঙ্গং সধপাতকনাশনম্ ।
পৌলোমীশ্বরনামাচ্যং পৌলোম্যা সস্ত্যতিষ্ঠিতম্ ॥ ২ ॥
তারকেণ যদা ধ্বস্তান্নিদেশাঃ সঙ্গরে স্থিতাঃ ।
ত্রৈলোকাঃ বিহতং সৰং স্বয়মিল্লমগতঃ ॥ ৩ ॥
তদা শত্রুঃ সূর্য্যখার্কো ভয়োদ্বিগো ননাশ বৈ । তদা
তস্তায়া দেবি ইল্লাণা শোককর্যা ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র
জয়মিচ্ছন্ত্য শতুরারাদিতন্তয়া । তনুস্তপ্তৌ মহাদেব
স্তাব্যবাচ শুভক্ষণম্ ॥ ৫ ॥ ভগবানুবাচ । উৎ-
পত্ত্যস্তি সূতোহস্মাকং বধ্যুগুপ্ত মহাবলঃ । তারকং
দৈত্যরাজানং স চৈনং ঘাতয়িষ্যতি ॥ ৬ ॥ গচ্ছ
বিজয়া ভূত্বা গুপ্ত ভূয়ো বচসে ॥ ৭ ॥ অত্র স্থিত
মিদং লিঙ্গং যোহস্মাকং পূজয়িষ্যতি । স নুনং মে
গণো ভূত্বা মৎসংকাশয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥ এবমুক্তা গণা
সান্দ্রী দেবরাড়িবৎ সংস্থিতাঃ । সধঃপাবনিম্বুক্তা
সদ্যৈদেতাভবোজ্জ্বলিতা ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীহান্দে পৌলোমীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশতাদিকশততমোহাধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

পঞ্চবিংশতাদিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর
পৌলোমীপ্রতিষ্ঠিত পৌলোমীশ্বর নামক মহালিঙ্গ
সমীপে গমন করিবে। এই সুরপ্রিয় লিঙ্গ রাবণে-
শ্বরের বায়ুকোণে ত্রিশং ধনু ব্যবধানে অব-
স্থিত। ইহা কামদ ও নিখিল পাতকনাশন।
তারকাসুর সময়ে সুরগণকে বিধ্বস্ত করিয়া
ত্রৈলোক্যরাজ্য হরণপূর্ব্বক নিজেই যখন ইন্দ্রপদ
অধিকার করে, তখন ইন্দ্র দুঃখার্ক ও ভয়োদ্বিগ
হইয়া স্বর্গ হইতে পলায়ন করেন। তাঁহার
পত্নী শচী শোক-সন্তপ্তা হইয়া ইন্দের বয় কামনা
তৎকালে শয্যার আরাধনা করিলেন। মহাদেব
সন্তুষ্ট হইয়া শুভাননা শচীকে বলিলেন,—ঘড়ানন
নামে আমাদের এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে।
সেই পুত্রই দৈত্যরাজ তারককে নিহত করিবে।
তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া গমন কর। অপিচ পুনরায়
আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমার অত্রস্থিত এই
লিঙ্গ যে পূজা করিবে, সে আমার পারিষদ হইয়া
আমারই সমীপে উপনীত হইবে। মহাদেব এই
কথা কহিলে সান্দ্রী শচী সধঃপাবনিম্বুক্ত ও

ঘড়নিংশতাদিকশততমোহাধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যমহাদেবি শাণ্ডিল্যো-
শ্বর মন্ত্রম্ । বঙ্গবঃ । পশ্চিমে ভাগে ধনুসঃ
ষোড়শস্তরে ॥ ১ ॥ মহাপ্রভাবং লিঙ্গং তদর্শনাৎ
পাপনাশনম্ । শাণ্ডিল্যো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সারথি-
র্ভক্ষণঃ স্মৃতঃ । তপস্বী স মহাতেজা জ্ঞান-
নিষ্ঠো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ স প্রভাসং সমাসাদ্য
তপস্তপে সুদারুণম্ । প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং
সোমেশাগন্তরে স্থিতম্ ॥ ৪ ॥ স স্বয়ং পূজয়া-
মান দিবাকরানং শতং প্রিয়ে । ততোহভিলষিতং
প্রাপ্য কৃতকৃত্যো বভূব হ ॥ ৫ ॥ নন্দীশ্বরপ্রসাদেন
অনিমাদিগুণৈযুতঃ । তং দৃষ্ট্বা তু নরঃ সদ্যো বিপাপঃ
সম্প্রজায়তে ॥ ৬ ॥ বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্কিকো
যোবনোহপি বা । অজ্ঞানাজ্ঞানতো বাপি যঃ
রঃ প্রিয়ে । তৎসৰং নাশমায়াতি
শাণ্ডিল্যে বরদর্শনাৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীহান্দে শাণ্ডিল্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষড়বিংশতাদিকশততমোহাধ্যায়ঃ ॥ ১২৬ ॥

সদ্যৈদেতাভয়-ববর্জিত হইয়া ইন্দ্রসমীপে গমন
করিলেন ১—২১

পঞ্চবিংশতাদিক শততম অধ্যায় । ১২৫ ।

ষড়বিংশতাদিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর
শাণ্ডিল্যেশ্বর সমীপে গমন করিবে। ব্রহ্মার পশ্চিমে
ষোড়শ ধনু বাধানে এই মহামহিম লিঙ্গ অবস্থিত।
ইহার দর্শনমাত্রেই পাপনাশ হয়। ব্রহ্মর্ষি শাণ্ডিল্য
ব্রহ্মার সারথি ছিলেন। তিনি তপস্বী, মহাতেজা,
জ্ঞাননিষ্ঠ, ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি প্রভাসে আসিয়া
সোমেশ্বরের উত্তরে এক মহালিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক তৎ-
সমীপে ঘোর তপস্তা করেন। প্রিয়ে! তিনি দিব্য
শতবর্ষ পদ্মস্তম্ভে লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন।
অনন্তর সেই পূজার ফলে অতীষ্ট বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া
পারিতোষী লাভ করেন। নন্দীশ্বরের প্রসাদে
তাঁহার অনিমা দিগ্ভি সিদ্ধি লাভ হয়। নর ঐ
শাণ্ডিল্যেশ্বর লিঙ্গের দর্শনে সদ্যই পাপমুক্ত হইয়া
থাকে। নর বাল্যে, যৌবনে বা বার্কিক্যে জ্ঞানত

সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কেমেশ্বর-
মমুত্তমম্ । তস্মাচ্ছতরকোণস্থং কপালেশ্বরীগোচরে ॥
১ ॥ ধলুবাং পঞ্চদশকে কপালেশ্বরতঃ স্থিতম্ । লিঙ্গং
মহাপ্রভাবং হি সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥ কেমমূৰ্ত্তিঃ
পুরা রাজা বভূব স মহাবলঃ । তেন তত্র তপ-
স্তপ্তং চিরকালং মহাত্মনাম্ ॥ ৩ ॥ ততঃ সংস্থাপিতঃ
লিঙ্গং ভক্ত্যা ভাবিতচেতসা । তদুদ্ভূত কেমমায়াতি
কাৰ্য্যঃ কেমেন সিধ্যতি ॥ ৪ ॥ সৰ্বকামসমুদ্ভাৱা
ভূয়াজ্জয়নিজয়নি । এবং কেমেশ্বরং লিঙ্গং খ্যাতং
পাতকনাশনম্ ॥ ৫ ॥ সৰ্বকামপ্রদং নৃণাং ক্রুতঃ
সৌভাগ্যদায়কম্ । দৰ্শনেনাপি তস্মাপি গোশতশ্চ
কলং শ্রুতম্ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎকেত্রফলাকাজ্জী নিত্যং
তল্লিঙ্গমাশ্রয়েৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কেমেশ্বরেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনঃ সমাপ্তঃ ॥
সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

বা অজ্ঞানতঃ যে যে পাপ করে, শাণ্ডিল্যেশ্বর দৰ্শনে
তৎসমস্তই নষ্ট হইয়া যায় ১১—৭।

ষড়বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৬ ।

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
কেমেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । পূৰ্বোক্ত
লিঙ্গের উত্তরভাগে কপালেশ্বরের লিঙ্গ অবস্থিত ।
পূর্বে কেমমূৰ্ত্তি নামে এক মহাবল রাজা ছিলেন ।
সেই মহাত্মা বহুকাল তপস্ব্যকরিয়া ভয়ঙ্কিতরে বিস্তৃত
মনে উক্ত লিঙ্গ স্থাপন করেন এবং তাঁহার সমীপে
দীর্ঘকাল তপস্ব্য করেন । ঐ লিঙ্গ দৰ্শনে কেম হয়
এবং কুশলে কাৰ্য্যসিদ্ধি হয় । অপিচ দৰ্শনকারী
জন্মে জন্মে সৰ্ববিধ কামসুখে সমৃদ্ধ হইয়া থাকে ।
এইরূপে ঐ পাতকহর কেমেশ্বর লিঙ্গ বিখ্যাত
হইয়াছে । উহা নরগণের সৰ্বকামপ্রদ এবং শ্রবণে
সৰ্ব সৌভাগ্যদায়ক । উহার দৰ্শনমাত্রেই শত
গোদানকল হয় । অতএব কেত্রফলাকাজ্জী নর
নিত্য ঐ লিঙ্গের সেবা করিবে । ১—৭।

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ১২৭।

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি সাগরা-
দিতামুত্তমম্ । ভৈরবেশাংপশ্চিমতো কুদ্রান-
মুভাঙ্গয়াস্তথা ॥ ১ ॥ কামেশান্দক্ষিণায়েয়ে নাতিদূরে
বাবস্থিতম্ । সৰ্বরোগপ্রশমনঃ দারিদ্র্যোষবিঘাত-
কম্ । প্রতিষ্ঠিতং মহাদেবি সাগরেণ মহাত্মনাম্ ॥
২ ॥ যষ্টিপুত্রসহস্রাণি যঃ প্রাপার্যতিহৃদনঃ । সূৰ্য্যং
তত্র সমারাধ্য সগরঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩ ॥ য এষ
সাগরো দেবি যোজনায়তবিস্তরঃ । আয়তোহলীতি-
সাহস্রং যোজনানাং প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥ অশ্বিন্মৃষ-
স্তরে কিন্তুঃ সাগরেষ্ট চতুর্দিশম্ । তস্যোদং
কীর্তিতং দেবি নাম সাগরসংজিতম্ ॥ ৫ ॥ যস্তাদ্যা-
পীহ গায়ন্তে পুরাণে প্রথিতং যশঃ । তেনাং
স্থাপিতো দেবো ভাস্করো বারিভস্করঃ ॥ ৬ ॥
তং দৃষ্ট্বা ন জড়ো নাক্কো ন দরিদ্রো ন হুংখিতঃ । ন
চৈবেষ্ট্রবিয়োগী স্তান্ন রোগী নৈব পাপকৃৎ ॥ ৭ ॥
মাঘে মাসি মহাদেবি সিতে পক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ষষ্ঠ্যমুপোষিতো ভূত্বা রাজো তস্মাগ্রতঃ স্বপেৎ ॥
বিবুদ্ধস্থ শপ্তম্যাং ভক্ত্যা ভাবুং সমর্চয়েৎ । ব্রাহ্ম-

অষ্টাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
সাগরাদিত্য সমীপে গমন করিবে । ইহা ভৈরবেশ,
কুদ্রেশ ও মুভাঙ্গয়েশ্বরের পশ্চিমে এবং কামে-
শ্বরের দক্ষিণে অগ্রিকোণে নাতিদূরে অবস্থিত ।
মহাত্মা সগর ইহার প্রতিষ্ঠা করেন । ইহা রোগ-
হারী ও দারিদ্র্যরাশিনাশী । পৃথিবীপতি অশ্বিন্দম
সগর ঐ স্থানে সূর্য্যারাবনা করিয়া যষ্টি সহস্র পুত্র
লাভ করেন । হে দেবি ! এই যে যোজনায়ত
বিস্তৃত সাগর—যাহা অলীতি সহস্র যোজন আয়ত
বলিয়া কীর্তিত, ইহার সর্ব স্থান এই মন্তরে উৎ-
খাত হইয়াছিল । এইজন্য ইহা সাগর-সংজ্ঞায়
অভিহিত । পুরাণশাস্ত্রে অদ্যপি ইহার যশঃ
খ্যাতি গীত হইয়া থাকে । সগরই উক্ত বারি-
ভস্কর ভাস্করকে স্থাপিত করিয়াছিলেন । ইহাকে
দৰ্শন করিলে নর জড়, অন্ধ, দরিদ্র, হুংখী, ইষ্ট
বিয়োগী, রোগী, বা পাপকারী হয় না । হে মহাদেবি !
মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতে উপবাসী থাকিয়া
জিতেন্দ্রিয় নর রাজিকালে উক্ত ভাস্করসমীপে শয়ন
করিবে । অনন্তর শপ্তমীতে জাগরিত হইয়া ভক্তি-

ণান ভোজয়েন্তু ক্র্যা বিবর্জয়েৎ ॥ ৯ ॥
সুতপ্তেনেহ তপসা যজ্ঞেরা বহুদক্ষিণৈঃ । তাং
গতিং ন নরা যাপ্তি যাং গতঃ সূর্য্যাম্রিতাঃ ॥ ১০ ॥
ভক্ত্যা তু পূক্বেঃ পূজা কৃতা দূর্য্যাকুরৈরপি । ভাষ্ক-
র্দ্দাদতি হি কলঃ সৰ্ব্বযজ্ঞৈঃ সুদুর্লভম্ ॥ ১১ ॥
তস্মাৎসৰ্বপ্রযত্নেন সূর্য্যমেবাভিপূজয়েৎ । জনকা-
দয়ো যথা সিদ্ধিঃ গতা ভাষ্কঃ প্রপূজ্য চ ॥ ১২ ॥
সৰ্ব্বায়া সৰ্ব্বলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ । সূর্য্য
এব ত্রিলোক্য মূলঃ পরমদৈবতম্ ॥ ১৩ ॥ বসন্তে
কপিলঃ সূর্য্যো ঐশ্ব্যে কাঞ্চনসপ্রভঃ । শ্বেতবর্ণশ্চ
বৰ্ণানু পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্করঃ ॥ ১৪ ॥ হেমন্তে তাম্র-
বর্ণশ্চ শিশিরে লোহিতো রবিঃ । এবং বর্ণবিশে-
ষেণ ধ্যায়েৎসূর্য্যং যথাক্রমম্ ॥ ১৫ ॥ পূজয়িত্বা বিধা-
নেন যতাত্মা সংযতেন্দ্রিয়ঃ । পঠেন্নামসহস্রং তু সৰ্ব-
পাতকনাশনম্ ॥ ১৬ ॥ দেব্যাৱাচ । নারায়ণ সহস্রং
মে ক্রুহি প্রসাদাঙ্কুর প্রভো । তুল্য নামসহস্রশ্চ
কিমপ্যন্তঃপ্রকৌর্ভয় ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । অলং
নাম সহস্রশ্চ পঠিষ্যেৎ শুভং স্তবম্ । যানি শুভানি

নামানি পবিত্রানি শুভানি চ । তানি তে কৌর্ভয়ি-
ষ্যামি প্রযত্নাদবধারণম্ ॥ ১৮ ॥ বিকর্তনো বিবৰ্ণাশ্চ
মার্ভগো ভাস্করো রবিঃ । লোকপ্রকাশকঃ স্রীমল্লোক-
চক্ষুঃপ্রহরঃ ॥ ১৯ ॥ লোকসাকী ত্রিলোকেশঃ
কর্তা হর্তা তমিস্রহা । তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ
সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ ২০ ॥ গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সৰ্বদেব-
নমস্কৃতঃ । একবিশতিরিতিৈষ স্তব ইষ্টো মহাত্মনঃ ॥
২১ ॥ শরীরায়োগ্যদশৈব ধনবুদ্ধিবশঙ্করঃ ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাত্যয়ম্ লোকেষু বিপ্রতঃ ॥ ২২ ॥
যশানেন মহাদেবি হে সঙ্ঘ্যোহস্তমনোহয়ে ।
স্তোত্যর্কঃ প্রযতো ভূত্বা সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
সৰ্বকামসমুদ্ভাৱ্য সূর্যালোকঃ স গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥
ইত্যেবং কথিতং দেবি মাহাত্ম্য সাগরার্কজম্ ।
শ্রুতং তুঃখৌষশমনং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২৪

ইতি স্রীকাম্বে সাগরাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্টা-
দিত্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

পূর্বক ভাষ্কর অর্চনা করিবে । ব্রহ্মপূর্বক ব্রাহ্মণ-
দিগকে ভোজন করাষ্টবে । এই কার্যে বিস্ত-
শাষ্ট্য করিবে না । একপ করিলে নরগণ সূর্য্যা-
শ্রয়ে একপ গতি লাভ করে যে, তাহা অসম্ভব নর-
গণ সম্যক তপস্যা বা ভূরিদাক্ষ্যাদিত যজ্ঞ করিয়াও
প্রাপ্ত হয় না । ভাস্কপূর্বক নরগণ যদি দূর্য্যাক-
কুর ষায়াও ভাষ্কপূজা করে, তথাচ তিনি সৰ্বযজ্ঞ-
জনিত সুদুর্লভ কল প্রদান করিয়া থাকেন ।
অতএব সৰ্ব প্রযত্নে নর সূর্য্যকেই পূজা করিবে ।
জনকাদি রাজর্ষিগণ ভাষ্কপূজা করিয়াই সিদ্ধিলাভ
করিয়াছেন । ভাষ্ক—সৰ্বায়া, সৰ্বলোকেশ, দেব-
দেব ও প্রজাপতি । সূর্য্য ত্রিলোকের মূল এবং
তিনিই পরম দৈবত । সূর্য্য বসন্তে কপিল—
ঐশ্ব্যে কাঞ্চনভ—বৰ্ণায় শ্বেতবর্ণ—এবং শরতে
পাণ্ডুবর্ণ হইয়া বিরাজ করেন । তিনি হেমন্তে তাম্র-
বর্ণ এবং শিশিরে লোহিত । এইরূপ বর্ণবিশেষে
যথাক্রমে সূর্য্যের ধ্যান করিতে হয় । পরে
জিতেন্দ্রিয় নর যথাবিধানে ঠাহার পূজা করিয়া
ভদ্রীয় নিখিল পাতকহর সহস্র নাম পাঠ করিবে ।
দেবী কহিলেন,—প্রভো ! শঙ্কর ! আপনি প্রসন্ন
হইয়া সূর্য্যের সহস্র নাম বলুন । অথবা ঠাহার
সহস্র নামের তুল্য আর যদি কোন নামাবলী
থাকে, তবে তাহাই কৌর্ভন করুন । ঈশ্বর

কহিলেন,—সহস্র নামের প্রয়োজন কি ? এই শুভ
স্তব পাঠ কর । সূর্য্যের যে সকল গোপনীয় শুভ,
পুণ্য নাম আছে, তাহাই আমি কৌর্ভন করিতেছি ।
অবাহত হইয়া শ্রবণ কর । বিকর্তন, বিবৰ্ণান,
মার্ভগু, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশ, স্রীমান, লোক-
চক্ষু, প্রহরঃ, লোকসাকী, ত্রিলোকেশ, কর্তা, হর্তা,
তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তি-
হস্ত, ব্রহ্মা, ও সৰ্বদেবনমস্কৃত । এই এক বিশতি-
নামাত্মক স্তবই মহাত্ম্য সূর্য্যের প্রিয় স্তব । ইহা
আয়োগ্যপ্রদ, ধনবুদ্ধিকর ও যশঙ্কর । এই
স্তবরাজ ত্রিলোকে বিখ্যাত । হে মহাদেবি ! তুমি
সঙ্ঘ্যো অন্তোদয় বেলায় যে ব্যক্তি স্রীত হইয়া এই
স্তবে সূর্য্যের স্তব করে, সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত
হয় এবং সৰ্ববিধ কামসুখে সমৃদ্ধ হইয়া সূর্যালোকে
গমন করিয়া থাকে । দেবি ! এই আমি সাগরা-
দিত্যের মাহাত্ম্য বলিলাম, ইহা শ্রবণে তুঃখরাশি
নাশ পায়, এবং মহাপাতক সকল ক্ষয় হয় । ১—২৪ ।

অষ্টাবিশতিতমোহধ্যায় সমাপ্ত । ১২৮ ।

একোনিত্রিশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যমহাদেবি অক্ষ-
মালেশ্বরং পরম্ । সাগরাকাদৌশকোণে পক্ষাশ-
ঙ্করযান্তরে ॥ ১ ॥ সংস্থিতং পাপশমনং যুগলিঙ্গং
মহাপ্রভম্ । অক্ষমালেশ্বরং নাম পুরা তন্ত প্রকৌ-
র্ষিতম্ । উগ্রসেনেশ্বরং নাম খ্যাতং তন্তৈব
সাম্প্রতম্ ॥ ২ ॥ দেবুবাচ । অক্ষমালেশ্বরং নাম
যৎপূৰ্ণং সমুদাহৃতম্ । কথং তদভবদেব কথং
প্রসাদতঃ ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । আসীৎ পুরা
মহাদেবি সতী চাধমযোনিজা । অক্ষমালোত বৈ
নায়া সতীধর্মপরায়া ॥ ৪ ॥ কদাচিৎ সমুদ্রপ্রাপ্তে
তুর্ভিক্ষে কালপর্যায়ৎ । ঋষয়শ্চ মহাদেবি কুখাক্রান্তা
বিচেতসঃ ॥ ৫ ॥ সর্কে চান্নং পরীপন্তো গতাঃ চণ্ডাল-
বেশ্মনি । জ্ঞানসংগ্রহং তন্ত প্রায়াৎকুরুন্ত্যজম্
৬ ॥ ভোভোহস্ত্যজ মহাবৃদ্ধে রক্ষাংসুদানতঃ ।
প্রাণসন্দেহমাপন্নান কৃশান্নান স্তূত্রপীড়িতান
অহো ধন্তোহসি পূজ্যোহসি ন বমন্ত্যজ উচ্যসে
যদগ্নিন্ প্রলয়ে যাতে স্থিতং ধাত্তং গৃহে তব ॥ ৮ ॥
অনাগৃহীতে দেশে শস্ত্রে চ প্রলয়ং গতে । একঃ

উনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর
অক্ষমালেশ্বর সমীপে গমন করবে । সাগরাদি-
ত্যের ঈশান কোণে পক্ষাশং ধরু ব্যবধানে এই
মহামহিম পাপনাশক যুগলিঙ্গ অবস্থিত । পূর্বকালে
এই লিঙ্গের অক্ষমালেশ্বর নাম কীর্তিত হইত ।
সম্প্রতি ইনি উগ্রেশ্বর নামে বিখ্যাত । দেবী কহি-
লেন,—পূর্বে ইহার অক্ষমালেশ্বর নাম কিরূপে
হইয়াছিল, অনুগ্রহ করিয়া বলুন ? ঈশ্বর কহিলেন,
—মহাদেবি ! পুরাকালে অক্ষমালা নামে এক সতী-
ধর্মপরায়া অস্ত্যজাতীয়া রমণী ছিল । একদা
কালক্রমে ঘোর তুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ঋষিগণ
কুখাক্রান্ত হইয়া অন্নলাভ লালসায় জনৈক চণ্ডাল-
গৃহে গমন করেন এবং সেই চণ্ডালের অন্নসংস্থান
আছে জানিয়া তাহার নিকট অন্নপ্রার্থনা করিয়া
বলেন,—ভো ভো মহাবৃদ্ধে অস্ত্যজ ! তুমি অন্ন
প্রদান করিয়া আমাদের রক্ষা কর । আমাদের
প্রাণ-সংশয় উপস্থিত । আমরা কৃশ হইয়াছি ; ক্ষুধায়
অত্যন্ত কাতর হইয়াছি । অহো তুমিই ধন্ত ; তুমিই
পূজ্য ; তোমাকে এখন আর অস্ত্যজ বলা যায়
না । কেননা, এ দুর্দিনে তোমার গৃহে ধাত্ত রহি-

যো ভোজয়োদধং কোটিভবতি ভোজিতা ॥ ১ ॥
অস্ত্যজ উবাচ । অহো আশ্চর্য্যমতুল্যং যদেতদ্বৃন্তে-
হধনা । যদেতদগ্নদগৃহং প্রাপ্তা ঋষয়শ্চান্নকাক্ষিণঃ ॥
১০ ॥ শূদ্রানমপি নাদেয়ং ব্রাহ্মণৈঃ কিমুভাস্ত্যজাং ॥
১১ ॥ আমং না যদি বা পকং শূদ্রানং যন্ত ভক্ষতি ।
স ভবেচ্ছুরো গ্রামাস্তস্ত বা জয়তে কুলে ॥ ১২ ॥
অমৃতং ব্রাহ্মণস্থানং ক্ষত্রিয়ানং পয়ঃ স্মৃতম্ ।
বৈশ্যান্নমরমিত্যাহঃ শূদ্রানং কধিরং স্মৃতম্ ॥ ১৩ ॥
শূদ্রানং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণ চ সহাসনম্ । শূদ্রা
দন্নান্নমশ্বেব জলন্ত্যপি পাতয়েৎ ॥ ১৪ ॥ অগ্নি-
হোত্রী তু যো বিপ্রঃ শূদ্রান্নান্ন নিবর্ততে । এতে
কন্ত প্রপশ্যন্ত আত্মা ব্রহ্ম ত্রয়োহয়য়ঃ ॥ ১৫ ॥
শূদ্রাঙ্গেনোদরস্থেন ব্রাহ্মণো ম্রিয়তে যদি । যগ্যা-
সংস্কারে বিপ্রঃ পিশাচঃ সোহভিজায়তে ॥ ১৬ ॥
শূদ্রাঙ্গেন দ্বিজো যন্ত অগ্নিহোত্রং জুহোতি চ চণ্ডালো
জায়তে প্রেত্য শূদ্রাট্ঠেবেহ দেবতঃ ॥ ১৭ ॥ যন্ত
ভুক্তি শূদ্রানং মাসমেকং নিরন্তরম্ । ইহ জন্মানি
শূদ্রত্বং মৃতঃ শূদ্রোহভিজায়তে ॥ ১৮ ॥ রাজানং

যাছে । দেশ অনাগৃহীত দ্বারানন্ত হইলে এবং শস্ত্র
সকলের অভাব ঘটিলে যে জন একটী মাত্র ব্রাহ্ম-
ণকেও ভোজন করায়, তাহার কোটি ব্রাহ্মণ-
ভোজনের ফল হয় । অস্ত্যজ কহিল,—অহো !
আজ কি আশ্চর্য্য ব্যপার দেখিলাম, আমার গৃহে
ঋষিগণ অন্য অন্নকাক্ষী হইয়া উপস্থিত হইয়া-
ছেন । ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন গ্রাহ্য নহে ; তাহাতে আমি
অস্ত্যজ ; আমার অন্ন তাঁহার গ্রহণ করিবেন ;
ইহা আশ্চর্য্য নহেক ? পক হউক, অপক হউক,
যে বিপ্র শূদ্রান্ন ভক্ষণ করে, তাহাকে গ্রাম্য শূকর
হইয়া জন্মিতে হয় । ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত ; ক্ষত্রি-
য়ান্ন পয়ঃ, বৈশ্যান্ন অন্ন এবং শূদ্রান্ন কধির
বলিয়া বিদিত । শূদ্রান্ন, শূদ্রসম্পর্ক, শূদ্রেণ সহিত
একাসনে বাস, এবং শূদ্র হইতে অন্নপ্রাপ্তি এ সকল
তেজস্বী ব্রাহ্মণকেও পাতিতব্যরূপ করে । ১—১৪। যে
অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ শূদ্রান্নসেবা হইতে নিবৃত্ত হয় না,
তাহার আত্মা, ব্রহ্ম ও আগ্নেয় এই তিনটীই নষ্ট
হইয়া যায় । উদরস্থ শূদ্রান্ন লইয়া মৃত্যুমুখে পতিত
হইলে যগ্যাসের মধ্যেই ব্রাহ্মণ পিশাচ হইয়া থাকে ।
যে দ্বিজ শূদ্রান্ন দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করে, সে
ভবান্তরে চণ্ডাল হয় । যে বিপ্র মাসাবধি নিরন্তর
শূদ্রান্ন ভক্ষণ করে, তাহার ইহজন্মে শূদ্রত্ব হয় ।
জন্মান্তরেও তাহাকে শূদ্র হইতে হয় । রাজানং

তেজ আদ্যন্তে শূদ্রাঃ ব্রহ্মবর্চসম্ । আয়ুঃ সুবর্ণ-
কারস্রঃ যশশ্চর্য্যাবকর্ষিতঃ ॥ ১২ ॥ কারুকারঃ প্রজা-
হন্তি বলং নির্ণেজকন্ত ৷ গণারঃ গণিকাস্রক-
লোকৈভ্যঃ পরিকুন্ততি ॥ ২০ ॥ পুয়ঃ চিকিৎসক-
স্তারঃ পুংস্তল্যাশ্চাশ্রমিস্ত্রিয়ম্ । বিষ্ঠা কাকুংষিকস্তারঃ
শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্ ॥ ২১ ॥ সহস্রকৃৎস্তেভেভ্যামস্মৈ
যন্তকিতে ভবেৎ । তদেকবারঃ ভুজেন কন্তা-
বিক্রয়িণো ভবেৎ ॥ ২২ ॥ সহস্রকৃৎস্তেভ্যে ভুজেন-
হস্মৈ যৎফলং লভেৎ । তদন্ত্যজানামস্মৈ সক্রদ-
ভুজেন বৈ ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ তৎকথং মম বিপ্রেস্তা-
শ্চণ্ডালস্তাধমাত্মনঃ । ধর্ম্মমেবং বিজানন্তো নুনমস্রং
জিহীর্ষৎ ॥ ২৪ ॥ ঋষয় উচুঃ । জীবিতাত্ম্যমা-
পনো যোহস্রমাস্ত্রিয়েত ততঃ । আকাশ ইব পঙ্কেন
ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ২৫ ॥ অজগর্ভঃ
হস্তমুপসর্গন বভূক্ষিতঃ । ন চালিপাত পাপেন ক্ষুৎ-
প্রতীষাতমাস্রন ॥ ২৬ ॥ ভারদ্বাজঃ কুধার্ত্ত্ব সপুত্রো
বিজনে বনে । বহ্মার্গ্যউপজগ্রাহ বৃহজ্জ্যোতির্মহা-
মনাঃ ॥ ২৭ ॥ কুধার্ত্তো গীতমভ্যাগাধর্ম্মমিচ্ছা-
শজ্ঞাঘনৌম্ । চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মাবচক্ষণঃ ॥
২৮ ॥ ধর্ম্মাঃসমিচ্ছরন্তৌ তু ধর্ম্মাঃ চাবতে অসং ।

তেজ, শূদ্রের ব্রহ্মতেজ, সুবর্ণকারের অস্র আয়ু, চর্য্যকারের অস্র যশ, কারুকারে প্রজা, রজুকারে গণার ও গণিকাস্র বলকয় হয় । চিকিৎসকের অস্র পুয়, পুংস্তল্যের অস্র উপশ্র, বাকুংষিকের অস্র বিষ্ঠা এবং শস্ত্রবিক্রয়ীর অস্র মলম্বরূপ । এই সকলের অস্র সহস্রবার ভোজন করিলে যে দোষ হয়, কন্তাবিক্রয়ী ব্যক্তির অস্র একবার ভক্ষণে সেই দোষ হইয়া থাকে । কন্তাবিক্রয়ীর অস্র সহস্রবার ভোজন করিলে যে ফল হয়, অন্ত্যজ-দিগের অস্র একবার ভোজনে সেই ফল হইয়া থাকে । অতএব হে বিপ্রেস্তগণ! আমি অধমাত্ম্য চণ্ডাল, আপনারা ধর্ম্মজ হইয়া আমার অস্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কিরূপে? ঋষিগণ কহিলেন,—জীবনান্তকালে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গ যে গ্রহণ করে, আকাশ যেমন পক্ষ লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সেও পাপস্পৃষ্ট হইবার নহে । অজগর্ভ কুধামিবারণের জন্য বভূক্ষিত হইয়া নিজ পুত্রকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । কিন্তু তিনি পাপলিপ্ত হন নাই । সপুত্র ভারদ্বাজ কুধার্ত্ত হইয়া বিজনে বনে বহু গো উপগ্রহ করিয়াছিলেন; মহামনা বৃহজ্জ্যোতি গীত উপগত হইয়াছিলেন; ধর্ম্মাধর্ম্ম-

প্রাণান্য পরিরক্ষার্থঃ বামদেবো ন লিপ্তবান্ ॥ ২৯ ॥ এবং জ্ঞান ধর্ম্মবুদ্ধে সাম্প্রত্যং মা বিচারয় । দদ-
শারঃ দদশাস্রমশ্রাকমিহ যচচাম্ ॥ ৩০ ॥ চণ্ডাল
উবাচ । যদ্যেবং ভবত্যঃ কার্য্যমিদমজীকৃতং
ক্রবম্ । তদীদং মৎসুতা কন্তা ভবতিঃ পরিগৃহ-
তাম্ ॥ ৩১ ॥ ভবত্যঃ যোহগ্রণীজ্যেষ্ঠঃ স চেমামুদ্বভেদ-
ক্রবম্ । দাস্তে বর্ধাশনং পশ্চাদীপিতং ভবত্যঃ
॥ ৩২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইহাজ্ঞা ঋষয়ো
দেবি লজ্জয়ানতকক্ষরাঃ । প্রত্যালোচ্য যথাস্তায়
বসিষ্ঠং সমুদ্বহন ॥ ৩৩ ॥ বসিষ্ঠোহপি সমাধায়
আপদ্রুগ্নঃ মহামনাঃ । কালস্তানন্তরপ্রেক্ষী প্রোধ-
বাহস্ত্যজ্ঞানাম্ । অক্ষমালৈতি বৈ নাম্নীঃ প্রসিদ্ধাঃ
ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৪ ॥ যদা স্বকীয়তেজোভিরকর্ষ-
মকুন্তত । অকুন্ততী তদা জাতা দেবদানববন্দিভা ॥
৩৫ ॥ যাদৃশেন তু ভর্ত্তা স্ত্রী সযুজ্যতে যথাবিধি ।
স তদ্বিব ভবতি সগৃহ্মণেব নিব্রগা ॥ ৩৬ ॥

চক্ষণ বিষমিত্র কুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে কুকুরমাংস গ্রহণ করিয়াছিলেন । বামদেব প্রাণ-পরিরক্ষার্থ কুকুরমাংস ভোজনে সমুৎসুক হইয়াও পাপলিপ্ত হন নাই । এইরূপে অনেকের জীবন রক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও স্বীয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই । হে ধর্ম্মবুদ্ধে! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সম্প্রতি আর বিবেচনাকরিও না । আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে অস্র দাও । অস্রদাও ॥ ১৫—৩০ ॥ চণ্ডাল কহিল,—যদি এইরূপই আপনাদের কর্তব্য হয়, তবে আমি অস্রদানে স্বীকার কীলাম; পরন্তু আপনারা আমার এই কন্তাদীকে গ্রহণ করুন । আপনাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ অগ্রণী, তিনিই ইহার পাণি গ্রহণ করুন । হে বিজগণ! আমি পশ্চাৎ আপনাদিগকে এক বৎসরোপযোগী ঈপ্সিত অস্র প্রদান করিব । ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া লজ্জায় নতশির হইলেন এবং পরস্পর যথোযোগ্য আলোচনা করিয়া বসিষ্ঠকে বলিলেন,—মহামনা বসিষ্ঠ তৎপ্রবণে আপদ্রুগ্ন আলোচনা করিয়া কালাতিক্রমপ্রতীক্ষায় সেই অন্ত্যজ কন্তার পাণিপীড়ন করিলেন । ঐ কন্তা অক্ষমালা নামে জিজুবনে প্রসিদ্ধা । অক্ষমালা স্বীয় তেজে অর্কবিষ রোধ করিয়াছিল বলিয়া দেব-দানব-বন্দিভা অকুন্ততী নামে তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করে । যেরূপ ভর্ত্তা, পত্নীও সেইরূপই হইয়া থাকে ।

অক্ষমালা বসিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা। শাক্তীং
মন্দপালেন জগাম হর্ষলীয়াতাম্ ॥ ৩৭ ॥ এবং কাল-
ক্রমেণৈব প্রভাসঃ ক্ষেত্রমাগতঃ। সপ্তর্ষয়ো মহা-
জ্ঞানো অরুঙ্কত্যা সমধিতাঃ ॥ ৩৮ ॥ তীর্থানি প্রেথয়া-
মানুঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদান তাম্ ॥ ৩৯ ॥ এষামবেষ-
মাণানাং তত্র দেবী অরুঙ্কতী। অপমুক্তল্লিঙ্গমেকস্ত
বৃক্ষজালাস্তরে স্থিতম্ ॥ ৪০ ॥ তং দৃষ্ট্বা দেবদেবশ-
মেবং জাতিস্মর্যাতবৎ। পূর্বস্মিন্ জন্মনি ময়া রজো-
ভাবান্তরহয়া ॥ ৪১ ॥ অজ্ঞানভাবাদেবেশো নুনং
চাত্তার্চিত্তঃ শিবঃ। তস্মাৎ কর্মফলং প্রাপ্তমন্ত্যজ্ঞত্বং
ষিজন্মনা ॥ ৪২ ॥ কন্তেন সদৃশো দেবঃ শত্ৰুনা
ভুবনজয়ে। রাজ্যং নিয়মিনামেবং যো কষ্টোহপি
প্রযচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥ ইতি সঙ্কিন্ত্য মনসা তত্রৈব
নিরতান্তবৎ। পূজয়ামাস তল্লিঙ্গং দিব্যাাদানাং
শতং শ্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥ এবং তস্মৈ প্রভাবেন দৃশ্যতে
গগনাস্তরে। অরুঙ্কতী সতী হেবা
নাশিনী ॥ ৪৫ ॥ অক্ষমালেশ্বরেরেবং যথা কথি
স্তব। ততস্ত্ব দ্বাপরস্মাস্তে কলৌ সদ্ধ্যাংশকৈ
গতে ॥ ৪৬ ॥ অক্ষানুরমুত্চাসীদুগ্রসেন ইতি

শ্রুতঃ। স প্রভাসঃ সমাসাদ্য পূজার্থং লিঙ্গমেঘি-
বান ॥ ৪৭ ॥ অক্ষমালেশ্বরঃ নাম জ্ঞাত্বা মাহাত্ম্য-
মভূতম্। সমারাম্য মহাদেবং নব বর্ষাণি পঞ্চ ॥
সম্প্রাপ্তবাংস্তদা পুত্রং কংসানুরমিতি শ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥
তৎকালান্তরমায়ত্যা উগ্রসে শ্বরোহন্তবৎ। পাপহ্নঃ
সর্বজন্তুনাং দর্শনাৎ স্পর্শাদপি ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মহত্যা
সুরাপানং শ্রেয়ঃ গুরুজনাগমঃ। মহাস্তি পাতকান্তাহ-
নশ্চাস্তি তস্মৈ দর্শনাৎ ॥ ৫০ ॥ তত্রৈব ঋষিপঞ্চম্যাং
প্রাপ্তে ভাদ্রপদে শুভে। অক্ষমালেশ্বরং পূজ্য
মুচ্যতে নারকান্তয়াৎ ॥ ৫১ ॥ গোপ্রদানং প্রশংসন্ত
ত্ভ্রাম্রমৃদকং, তথা। সর্বপাপবিনাশায় প্রেত্যানন্ত-
সুখায় চ ॥ ৫২ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি অক্ষমালে-
শ্বরোন্তবৎ। মাহাত্ম্যং পাপশমনং শ্রুতং ত্বং-
বর্হণম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে উগ্রসেনেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ

নামৈকোনিত্রিংশদধিকশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ১২৯ ॥

দৃষ্টান্ত—সাগরযুক্তা নদী সাগরেরই গুণাধরুপিণী
হয়। অধমযোনিজাতা অক্ষমালা বসিষ্ঠ সহ
সংযুক্ত হইয়া মন্দপালাভুগা শাক্তীর স্তায় পূজনীয়া
হইল। এইরূপে কালক্রমে মহাত্মা সপ্তর্ষি অরু-
ঙ্কতীর সহিত প্রভাসতীর্থে আগমন করিলেন।
ঊাহার্য সর্বসিদ্ধিপ্রদ তীর্থসমূহে অরুঙ্কতীকে
প্রেরণ করিলেন। সপ্তর্ষিও তীর্থপর্যটনে নির্গত
হইলেন। দেবী অরুঙ্কতী বৃক্ষজালাস্তরস্থিত এক
লিঙ্গ দর্শন করিলেন। সেই দেবদেবকে দেখিয়া
তিনি জাতিস্মর্য হইলেন। ঊাহার মনে হইল—
আমি পূর্বজন্মে রজোভাবে অধিত হইয়া নিশ্চয়ই
দেবদেবকে এইস্থানে অজ্ঞানবশে অর্চনা করিয়া
ছিলাম। সেই জন্ত আমি তখন ষিজাতি হইয়াও
এই অন্ত্যজজন্মরূপ কর্মফল প্রাপ্ত হইয়াছি। অত-
এব শত্ৰু সমান দেব ত্রিভুবনে আর কে আছেন?
বিনি কষ্ট হইয়াও নিয়মানিষ্টলিঙ্গকে রাজ্য পর্যন্ত
অর্পণ করিয়া থাকেন। শ্রিয়ে! অরুঙ্কতী মনে
মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দিব্য শত বর্ষ পর্যন্ত সেই
লিঙ্গের পূজা করিলেন। সেই পূজার ফলে
অদ্যাপি ব্রহ্মতনুনাশিনী সতী অরুঙ্কতী গগনাস্তরে
দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট
অক্ষমালেশ্বরের বিবরণ যথাযথ কীর্তন করিলাম।

দ্বাপরাস্তে কলির সদ্ধ্যাংশ অতীত হইলে অক্ষা-
নুরের পুত্র উগ্রসেন প্রভাসে আসিয়া অক্ষমালে-
শ্বরের অপরূপ মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ক্ষেত্রলাভার্থ
চতুর্দশবর্ষ পর্যন্ত ঐ লিঙ্গেরই আরাধনা করেন।
সেই আরাধনার ফলে তিনি কংসানুর নামে
বিখ্যাত পুত্র প্রাপ্ত হন। তখন হইতে ঐ লিঙ্গ
উগ্রসেনেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করে। উহা দর্শনে
স্পর্শনে সর্ব প্রাণীর পাপ হরণ করিয়া থাকে। ঐ
লিঙ্গদর্শনে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, শ্রেয়ঃ ও গুরুজনা-
গমনাদি মহাপাতক সকলও নষ্ট হয়। শুভ ভাদ্র-
মাসের ঋষিপঞ্চমী তিথিতে ঐ অক্ষমালেশ্বরকে
পূজা করিয়া নয় নরক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।
সর্ব পাপবিনাশার্থ এবং ইহ পরজন্মের অনন্ত
সুখার্থ এই স্থানে গো, অন্ন ও উদক দান প্রশস্ত।
হে দেবি! এই আমি শ্রবণমাত্রই পাপহর নিখিল
দুঃখনিবারক অক্ষমালেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন
করিলাম ॥ ৫১—৫৩ ॥

উনিত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি দেবং
পাণ্ডপতেশ্বরম্ । উগ্রসেনেশ্বরাদেবি পূর্বভাগে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ গোপাদিত্যাস্তথায়েয্যং ক্রবেশাদ্
দক্ষিণং প্রিতম্ । সর্ষপাপহরং দেবি পূর্বভাগে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ২ ॥ গোপাদিত্যাস্তথা লিঙ্গং দর্শনাৎ-
সর্ষকামদম্ । অগ্নিন যুগে সমাখ্যাতং সন্তোষেশ্বর-
সংজ্ঞিতম্ ॥ ৩ ॥ সন্তুষ্টো ভগবান্ যস্মাস্তেষাং তত্র
তপস্বিনাম্ । তেন সন্তোষনাম্না তু প্রখ্যাতং ধরণী-
তলে ॥ ৪ ॥ যুগলিঙ্গং মহাদেবি সিদ্ধিস্থানং মহা-
প্রভম্ । স্থানং পাণ্ডপতানক ভেষজং পাপরোগি-
ণাম্ ॥ ৫ ॥ চত্বারো মুনয়ঃ সিদ্ধাস্ত্যি লিঙ্গে যশস্বিনি ।
বামদেবস্ত সাবর্ণিরঘোরঃ কপিলস্তথা । তস্মিন্ লিঙ্গে
তু সংসিদ্ধা অনাদীশে নিরঞ্জে ॥ ৬ ॥ তস্য দেবস্ত
সমীপো বনে ক্রীমুখসংজ্ঞিতম্ । লক্ষ্মীস্থানং মহা-
দেবি সিদ্ধবোগৈশ্চ সেনিতম্ ॥ ৭ ॥ তত্র পাণ্ডপতাঃ
শ্রেষ্ঠা মম লিঙ্গার্চনে রতাঃ । তেষাকৈব নিবাসার্থং
ভদ্রেব্যা নিৰ্ম্মিতং বলম্ ॥ ৮ ॥ তস্য মধ্যে তু
সুশ্রোণি লিঙ্গং পূর্বমুখং স্থিতম্ । তস্মিন পাণ্ডপতাঃ

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর পাণ্ড-
পতেশ্বর দেবের সমীপে গমন করিবে। এই দেব
উগ্রসেনেশ্বরের পূর্বদিকে গোপাদিত্যের অগ্নি-
কোণে, ও ক্রবেশের দক্ষিণে অবস্থিত। এই লিঙ্গ
দর্শনমাজেই সর্ষপাপহর ও সর্ষকামপ্রদ হইয়া
থাকে। এই ভগবান্ এইযুগে তপস্বীদিগের প্রতি
সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বর্তমানে সন্তোষেশ্বর
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। হে মহাদেবি !
এই যুগলিঙ্গ সন্তোষ নামে বিখ্যাত। এই লিঙ্গাধি-
ষ্ঠিত স্থানই মহামণ্ডিম সিদ্ধিস্থান। এই স্থানই
পাণ্ডপতগণের আশ্রয় এবং পাপরোগীদিগের
ভেষজরূপ। হে যশস্বিনি ! বামদেব সাবর্ণি
অঘোর ও কপিল, এই মুনিচতুষ্টয় এই অনাদি
নিরঞ্জন লিঙ্গ সমীপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।
এ সন্তোষেশ্বর দেবের সমীপস্থ কাননে ক্রীমুখ নামে
লক্ষ্মীস্থান আছে। উহা সিদ্ধযোগিগণের সেবিত।
শ্রেষ্ঠ পাণ্ডপতগণ এই কাননে থাকিয়া মদীয় লিঙ্গা-
র্চনে নিরত। পাণ্ডপতগণের বাসের নিমিত্তই
এ বন দেবী কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। হে সুশ্রোণি !
তাহার মধ্যে উক্ত লিঙ্গ পূর্বমুখে অবস্থিত। পাণ্ড-

সিদ্ধা অঘোরাদ্যা মহর্ষয়ঃ । অনেনৈব শরীরেণ
গতাস্তে শিবমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥ তত্র প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে
সুরসিদ্ধনিবেষিতে । যোচতে মে সদা বাসস্ত-
শ্মিন্নায়তনে শুভে । সর্ষেষামেব স্থানানামতি
রম্যমতিপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥ তত্র পাণ্ডপতা দেবি মম
স্থানপরায়ণাঃ । মম পূজাস্ত তে সর্ষে ব্রহ্মচর্যেণ
সংযুতাঃ ॥ ১১ ॥ দাস্তাঃ শাস্তা জিতক্রোধা ব্রাহ্মণাস্তে
তপস্বিনঃ । তল্লিঙ্গস্ত প্রভাবেন সিদ্ধিঃ তে পরমাং-
গতাঃ ॥ ১২ ॥ তস্মাস্তং পূজয়েন্নিত্যং ক্ষেত্রবাসী
দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৩ ॥ দেবীবাচ । ভগবন্ দেবদেবেশ
সংসারার্ণবতারক । প্রভাসে তু মহাক্ষেত্রে তদীয়-
ব্রতচারিণাম্ ॥ ১৪ ॥ স্থানং তেষাং মহৎপুণ্যং
যোগং পাণ্ডপতং তথা । কথয়ন্ত প্রসাদেন লিঙ্গ-
মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ কিমাধিনাম দেবস্ত কথং
পূজ্যো নরোত্তমৈঃ । কথং পাণ্ডপতাস্তত্র সদেহাঃ
১৬ ॥ এতৎকথয় দেবেশ দয়াং কুত্বা
১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । যস্যহা পূজ্যতে
দ্রো যোগঃ পাণ্ডপতো মহান । তেষাং চৈব

পতগণ এবং অঘোরাদি সিদ্ধ মহর্ষিগণ এই স্থানে
উপাসনা করিয়াই শরীরে শিবমন্দিরে গমন
করিয়াছেন। প্রভাসের সেই সুর-সিদ্ধনিবেষিত
ক্ষেত্রে বাস করিতে আমার সদাই অভিলাষ। এই
শুভায়তনে অবস্থান আমার একান্তই কচিকর।
ইহা সর্ষস্থান অপেক্ষাই মনোরম ও অতীব প্রিয়-
তম। হে দেবি ! তথায় পাণ্ডপতগণ আমারই
স্থানে নিরত এবং আমারাই তাঁহারা পূজ্য স্থানীয়।
তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচারী, দান্ত, শাস্ত, জিতক্রোধ,
তপস্বী ব্রাহ্মণ। এই লিঙ্গের প্রভাবেই তাঁহারা
পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ক্ষেত্রবাসী
দ্বিজোত্তম নিত্য এই লিঙ্গের পূজা করিবেন।
১—১৩। দেবী কহিলেন—হে সংসারসাগরতারণ
দেবদেব ভগবন্ ! মহাক্ষেত্রে প্রভাসে যাহারা
ভবদীয় ব্রতচরণে নিরত, তাঁহাদের স্থান মহৎ
পুণ্যকল, পাণ্ডপত যোগ ও উত্তম লিঙ্গমাহাত্ম্য
আমার নিকট অহুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। এই
দেবের আদি নাম কি ছিল ? কিরূপে নরোত্তম-
গণের তিনি পূজনীয় ? এবং কিরূপেই বা পাণ্ড-
পতগণ সদেহে স্বর্গারোহণ করিলেন ? হে
দেবেশ ! রূপা করিয়া ইহা আমার নিকট বর্ণন
করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—ভদ্রে ! তুমি মহা-
পাণ্ডপত যোগ লিঙ্গপ্রভাব, ও অনাদীশ্বর দেবের

প্রভাবো যন্তথা লিঙ্গস্য সুরতে । ১৮ ॥ অনাদী-
শস্ত দেবস্ত আদিনাম মহাপ্রভে । তস্মি'ল্লিঙ্গে তু
যে দেবি মদীয়ব্রতমাজ্জিতাঃ । ১৯ ॥ চিরং নিয়োগং
সুশ্রেণি ব্রতং পাশুপতং মহৎ । ধারয়ন্তি যথোক্তং
তু মম বিশ্বয়কারকম্ । তেযামনুগ্রহার্থায় মম চিত্তং
প্রধাবতি । ২০ ॥ হৃত উবাচ । হরস্ত বচনং শ্রুত্বা
দেবী বিশ্বয়মাগতা । উবাচ বচনং বিপ্রাঃ সর্ব-
লোকপতিং পতিম্ । ২১ ॥ মমাপি কৌতুকং দেব
কিমকার্যবন্তো ভবান্ । তদ্রূপি মে মহাদেব
যদ্যহং তব বলভা । ২২ ॥ তস্তান্তবচনং শ্রুত্বা
মহাদেবো জগাদ তাম্ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মম
ভক্তবিচেষ্টিতম্ । ২৩ ॥ দৃষ্ট্বা চৈব তপোনিষ্ঠাং
তেযামাদ্যাঃ সুরেশ্বরঃ । উবাচ বচনং দেবঃ প্রণতান্
পার্বতঃ স্থিতান্ । ২৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । গচ্ছ নীত্ৰং
নন্দিকেশ যত্র তে মম পুত্রকঃ । চরন্তি চ ব্র-
হ্মরং মদীয়ং চাতিহরম্ । ২৫ ॥
প্রভাবেন ভক্ত্যা চ মম নিত্যশঃ । তেন তে মুনি
সিদ্ধাঃ স্বশরীরেণ সুব্রতাঃ । ২৬ ॥ তস্মান্নমস্কার-
দ্দিন গচ্ছ প্রাভাসিকং শুভম্ । আমন্ত্রয় তৎ তান্

সর্বান কৈলাসং গীত্বমানয় । ২৭ ॥ ইদং পদ্মং
গ্রহণ ত্বং সনাতনং কলিকোজ্জলম্ । লিঙ্গস্ত মুক্তি
দয়েদং পদ্মানলমিহানয় । ২৮ ॥ যুক্তস্তদা স বৈ
নন্দী দেবদেবেন শম্বুনা । কৈলাসনিলয়াস্তস্মাৎ
প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ । ২৯ ॥ দৃষ্ট্বা চৈব পুনলিঙ্গঃ
দেবদেবস্ত শূলিনঃ । দৃষ্ট্বা তাত্শিব যোগীন্দ্রান্ পয়ং
বিশ্বয়মাগতঃ । ৩০ ॥ কেচিদ্ধ্যানরতান্তত্র কেচিদ্
যোগং সমাজ্জিতাঃ । কেচিদ্ধ্যাখ্যাং প্রকুর্যন্তি বিচার-
মপি চাপরে । ৩১ ॥ কুর্যন্তাত্তে লিঙ্গপূজাং প্রণামঞ্চ
তথাপরে । প্রদক্ষিণং প্রকুর্যন্তি সাষ্টাঙ্গং প্রণমন্তি
চ । ৩২ ॥ কেচিৎ জতিঃ প্রকুর্যন্তি ভাবযজ্ঞৈস্তথা
পরে । কেচিৎ পূজাঞ্চ কুর্যন্তি অহিংসাকুসুমৈঃ
ভূতৈঃ । ৩৩ ॥ ভস্মদ্বানং প্রকুর্যন্তি গজুর্কৈঃ স্নানপাণ্ডিত্য
চ । এবং ব্যাকুলতাং যাতং তপান্নগণমণ্ডলম্ ।
৩৪ ॥ তন্তাদৃশমথালোক্য নন্দী বিশ্বয়মাগতঃ ।
চিন্তয়ামাস মনসা সর্বং তেযাং নিরীক্ষ্য চ । ৩৫ ॥
আগতোহহমিমাং দেশঃ ন কশ্চিনমাং নিরীক্ষতে ।
ন কেনচিদহং পৃষ্টোহভ্যাগতঃ কুত্র কস্য চ । ৩৬ ॥
অহঙ্কারাবৃত্তাঃ সর্বৈ ন বদন্তি চ মাং কচিৎ । এবং

আদি নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এ সম্বন্ধে বলি-
তেছি, এই লিঙ্গস্থানে মদীয় ব্রতাবলম্বী সাধক-
গণ চিরন্তরে মহাপাশুপত ব্রত-ধারণ করিয়া
থাকেন । এই ব্রত আমার বড়ই বিশ্বয়াবহ । উক্ত
ব্রতাবলম্বীদিগের প্রতি অল্পগ্রহ বিতরণার্থ চিত্ত
আমার সদাই ব্যগ্র । স্মৃত কহিলেন,—বিপ্রগণ !
হরের বাক্য শুনিয়া দেবী বিশ্বিতভাবে তাঁহার সেই
স্বর্গলোক-পতি পতিকে বলিলেন,—দেব ! আপনি
তাঁহার পর কি করিলেন ? তাহা শুনিতে আমার
বড় কৌতুহল হইয়াছে । অতএব আমি যদি
আপনার বলভা হই, তবে তাহা আমার নিকট
বলুন । মহাদেব দেবীর বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—
দেবি ! মদীয় ভক্তচরিত্র শ্রবণ কর । আদি-
দেব সুরেশ্বর তাঁহাদের তপোনিষ্ঠা এবং তাঁহাদি-
গকে প্রণতভাবে পার্শ্ব দোখিয়া নন্দীকে বলিলেন,
—হে নন্দিকেশ্বর ! নীত্ৰ আমার পুত্রগণের নিকট
গমন কর । তাঁহারা মদীয় অতি হৃদয় কঠোর
ব্রত অবলম্বন করিয়াছে । ক্ষেত্রের প্রভাবে এবং
আমার প্রতি সাক্ষিকালিক ভক্তিবশে এই সকল
সুব্রত মুনি সশরীরে সিদ্ধ হইয়াছেন । অতএব
নন্দিন ! তুমি আমার আদেশে শুভ প্রভাসক্ষেত্রে
গমন কর এবং উহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া

সব্বর কৈলাস ধামে আনয়ন কর । ১৪-২৭ । এই কলি-
কোজল সনাতন কমল গ্রহণ কর । ইহা তত্ত্বতঃ লিঙ্গ-
মস্তকে প্রদান করিয়া কমলের নালটী এই স্থানে
লইয়া আইস । দেবদেব শম্বুর প্রেরণায় নন্দী কৈলাস
ক্ষেত্র হইতে প্রভাসে আগমন করিলেন । আসিয়া
দেবদেব শূলপাণির লিঙ্গ এবং তৎসমীপস্থ যোগি-
শ্রেষ্ঠকে অবলোকনপূর্বক পরম বিশ্বয়াপন্ন হই-
লেন । দেখিলেন,—কেহ ধ্যানী, কেহ যোগী,
কেহ ব্যাখ্যাভংগ, কেহ বিচারনিরত, কেহ
কেহ লিঙ্গপূজা ও লিঙ্গপ্রণামে নিরত, কেহ
প্রদক্ষিণভংগ, কেহ সাষ্টাঙ্গে প্রণতিনিষ্ঠ, কেহ
জতিনিরত, কেহ ভাবযো-গ-পরায়ণ, কেহ কেহ
শুভ অহিংসাকুসুমে লিঙ্গার্চনরত এবং কেহ
কেহ ভস্ম দ্বারা, ও কেহ কেহ গজুর্ক দ্বারা লিঙ্গ
স্নপনে কৃতপ্রযত্ন । এইরূপে সেই তপস্বিগণ
সকলেই লিঙ্গার্চনায় ব্যাকুলিতা তদর্শনে নন্দী
বিশ্বাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাদের কার্যপ্রণালী
নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—
আমি এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ; অথচ
কেহই আমায় দেখিতেছে না এবং কোন
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না, ইহারা সকলে
অহঙ্কারাবৃত্ত হইয়াই আমার সহিত কথা কহিতেছে

মনসি সন্ধ্যায় লিঙ্গপার্শ্বমুপাগতঃ ॥ ৩৭ ॥ দন্তঃ
লিঙ্গস্ত তৎপদ্ম-নালাং ছিদ্ৰা তু নন্দিনা । অৰ্চয়িত্বা
তু তন্নন্দী লিঙ্গং পাণ্ডপতেশ্বরম্ । নালাং গৃহীত্বা
যত্নেন স্বয়ান্ বচনমববীৎ ॥ ৩৮ ॥ নন্দিকেশ্বর
উবাচ । শাসনাদেবদেবজ্ঞা ভবতাং পার্শ্বমাগতঃ ।
আজ্ঞাপয়তি দেবেশস্তপবিগণমণ্ডলম্ ॥ ৩৯ ॥ যুগ্মা-
ভিস্তত্র গন্তব্যং যত্র দেবঃ সনাতনঃ । যুগ্মান্ সধান্
সমালায় গমিষ্যামি ভবালয়ম্ ॥ ৪০ ॥ উত্তীৰ্ণতাণ্ড
গচ্ছামঃ কৈলাসং পৰ্বতোত্তমম্ । তৃকৌছুতাস্ততঃ
সৰ্গে প্রে'চুস্তে সংজয়া বিজাঃ । গম্যতামগ্রতো
নন্দিং পশ্চাদেবায়ামহে বয়ম্ ॥ ৪১ ॥ এবমুকুস্ত
মুনীর্ভিন্নন্দী শীঘ্রতরং গতঃ । কথয়ামাস তৎসরঃ
কুপিভেনাস্তরাগ্নয় ॥ ৪২ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ ।
দেব তত্র গতোহহং বৈ যত্র তে যোগিনঃ স্থিতাঃ ।
সন্তোষিতো ন চৈবাহং কেনচিত্তত্র সংস্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥
ন মাং দেব নিরাক্ষস্তে নালপশ্চি কথকন । পদ্মং
তত্র ময়া দেব স্থাপিতং লিঙ্গমর্জুনি ॥ ৪৪ ॥ উকু-
দেব ময়া তেযাং যোগেন্দ্রনাং মহেশ্বর । আজ্ঞাপ্তা
দেবদেবেন ইত্যগচ্ছত মা চিরম্ ॥ ৪৫ ॥ এতচ্ছুত্বা

বচঃ স্বামিন সৰ্গে তত্র মহর্ষয়ঃ । আগমিষ্যাম
ইতি বৈ পূর্বতো গচ্ছ মা চিরম্ ॥ ৪৬ ॥ ইত্যুজ্জৈ
তৈশ্বখা দেব অহং শীঘ্রমিহাগতঃ । নালাং চেমং
গৃগণং যঃ যথেষ্টং কুরু মে প্রভো ॥ ৪৭ ॥ একং মে
সংশয়ং দেব ছেত্তুমর্থসি সাম্প্রতম্ । ময়া বিনা
মহাদেব আগমিষ্যাস্তি তে কথম্ । সংশয়ে মে
মহাদেব কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ৪৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
শুণু নন্দিং যথার্চ্যং যোঃ বৈ ভাবিতান্মনাম্ । ন
দৃশ্যন্ত ইমে সিদ্ধা মাং মুকুটৈঃ সুরৈরপি ॥ ৪৯ ॥
মন্তাবভাবিতাস্তে বৈ যোগং বিন্দিস্তি শক্যম্ ।
পশ্চৈতৎ কৌতুকং নন্দিং দর্শয়ামি তবান্মন ॥ ৫০ ॥
আনন্তঃ যস্য নালাং তস্মিন্নালে তু স্থম্ববৎ ।
প্রবিশ্ত চাগতাঃ সৰ্গে যোগৈশ্বৰ্য্যবলেন চ ॥ ৫১ ॥
এবমুক্তান্তদা নন্দী বিশ্বযোগেন্দ্রলোচনঃ । অপশ্চ-
ন্মালমধ্যস্থান্ মহানীল পরমাণুবৎ ॥ ৫২ ॥ যথাক্ষরশি-
দৃশ্যন্তে পরমাণবঃ । এবং তন্নালমধ্যস্থা
য় পৃথক্ ॥ ৫৩ ॥ এবং দৃষ্ট্বা তদা নন্দী
বিশ্বযোগেন্দ্রলোচনঃ । আশ্চর্য্যং পরমং গম্বা
কিঞ্চিন্নৈবাববীৎ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥ এবং তৎ কৌতুকং

না, এইরূপ মনে করিয়া নন্দী লিঙ্গপার্শ্বে উপস্থিত
হইলেন এবং পদ্মনাল ছেদন করিয়া লিঙ্গ
মস্তকে প্রদানপূর্বক পাণ্ডপতেশ্বর লিঙ্গের অর্চনাস্থে
সমস্তে পদ্মনাল গ্রহণ করিয়া স্ববিগণকে বলিলেন,
—আমি দেবদেবের শাসনে আপনাদের নিকট
আগমন করিয়াছি। ভবাদৃশ তপস্বীদিগকে
দেবদেব আজ্ঞা করিয়াছেন,—আপনাদিগকে
সেই সনাতন দেবের সন্নিধানে গমন করিতে
হইবে। আমি আপনাদিগের সকলকে লইয়া
ভবমন্দিরে গমন করিব। অতএব গাত্ৰোত্থান
করুন। আমরা সকলেই পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে
গমন করি। এই কথা শুনিয়া সেই বিজ্রগণ প্রথমে
তৃকৌছুত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন,—নন্দিন!
অপনি অগ্রে গমন করুন। আমরা পশ্চাৎ আসি-
তেছি। মুনীগণ এই কথা কহিলে নন্দী সহস্র
কৈলাসে গিয়া কুপিত চিত্তে দেবদেবকে সেই সকল
কথা কহিলেন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—দেব!
আমি সেই যোগিগণের নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু
তজ্জত্যা কেহই আমার সন্তোষ সাধন করে নাই।
তাহাদের মধ্যে কেহ আমার সহিত আলাপ বা
আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। হে দেব! আমি
সেই লিঙ্গ মস্তকে পদ্মস্থাপনপূর্বক সেই যোগিশ্রেষ্ঠ-

গণকে বলিলাম,—দেবদেব মহাদেব আদেশ
করিয়াছেন,—তোমরা অবিলম্বে আমার সহিত
আগমন কর। হে স্বামিন! এই কথা শুনিয়া
সেই মহর্ষিরা বলিলেন,—তুমি যাও আমরা পশ্চাৎ
আসিব। হে দেব! তাঁহারা এই কথা কহিলে
আমি সহস্র চলিয়া আসিরাছি। প্রভো! এই সেই
পদ্মনাল গ্রহণ করুন। হে দেব! এ ক্ষেত্রে
আমার একটা সংশয় আছে, তাহা আপনি ছেদন
করুন। আমার সংশয় এই যে আমি ব্যতীত
ঐ সকল মহর্ষি কিরূপে কৈলাসে আগমন করিবেন?
হে মহেশ্বর! এ সংশয় আমার নিরাকরণ করুন।
ঈশ্বর কহিলেন,—হে নন্দিন! সেই সকল ভাবি-
তান্মা স্বধির আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর। আমি ভিন্ন
অস্তান্ত কোন দেবই ঐ সকল সিদ্ধ স্বধিদিগকে
দর্শন করিতে সক্ষম নহেন। কেননা তাঁহারা
মদভাবে ভাবিত হইয়া শৈব যোগ লাভ করিয়াছেন।
হে নন্দিন! অধুনা তোমায় আমি এক কৌতুক
দেখাইতেছি। ঐ যে তুমি পদ্মনাল আনয়ন করি-
য়াছ, সেই সকল স্বধি যোগৈশ্বৰ্য্যবলে উহার মধ্যে
প্রবেশ করিয়া স্থান্যাকারে আসিয়াছেন। মহাদেব
এই কথা কহিলে, নন্দী বিশ্বযোগেন্দ্রলোচন-মুখে
নালমধ্যস্থ মহর্ষিদিগকে পরমাণুবৎ অবলোকন

দৃষ্টা দেবী বচনমব্রবীৎ । কিং দৃষ্টতে মহাদেব
 হৃষ্টঃ কস্মিন্মহেশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥ ইত্যুক্তে বচনে দেব্যা
 প্রোবাচেন্দং মহেশ্বরঃ ॥ ৫৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
 যোগযুক্তা মহাত্মানো যোগে পাশ্চপতে স্থিতাঃ ।
 এতে মাঞ্চ সমাধায়া প্রভাসক্ষেত্রবাসিনম্ । ঈদৃশীং
 সিদ্ধিমাশ্রয়ঃ স্বচ্ছন্দগতিচাৰিণঃ ॥ ৫৭ ॥ ইত্যুক্তবতি
 দেবেশ্ব স্বযন্তে মগপ্রভাঃ । পদ্মনালারিনিঃসৃত্য
 সর্বো বৈ যোগমায়য়া । প্রদক্ষিণাং প্রকুর্যতি দেবং
 দেব্যা বহিষ্কৃতম্ ॥ ৫৮ ॥ দেব্যা বাচ । কিমর্থং মাং ন
 পশুন্তি হৃদাধায় ইমে দ্বিজাঃ । বিশ্বয়োহয়ং মহাদেব
 কথং যঃ প্রসাদতঃ ॥ ৫৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ । প্রকৃতি-
 য়াম্ পশুন্তি সিদ্ধা হেতে মহাতপাঃ । এবমুক্তা তু
 গিরিজা দেবদেবেন শূনি । ৬০ ॥ চুকাপ তেষাং
 স্ত্রোত্রাঙ্গী শশাপ ক্রোধিতাননা । স্বীলোলোনে হৃদা-
 চার্য্য নাশমেবাথ গৰ্হিণঃ ॥ ৬১ ॥ রাজপ্রতিগ্রহাসক্ত
 বৃত্ত্যা দেবার্চনে রতাঃ । ভবিষ্যৎ ৩
 লিঙ্গদ্রব্যোপজীবিনঃ ॥ ৬২ ॥ ৩
 সন্ধ্যাস্তাঃ সৰ্বলোকবহিষ্কৃতাঃ । দেবদ্রব্যবিনাশা

করিলেন । যেমন অর্করশ্মি মধ্যে পরমাণু সকল
 দেখা যায়, তেমনি নালমধ্যস্থ স্বগিগণ ভিন্ন ভিন্ন-
 রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । নন্দী তদর্শনে
 বিশ্বয়োৎফুল্লনয়নে পরম আশ্চর্য্যাবিত হইয়া আর
 কিছু মাত্র বাক্যব্যয় করিলেন না । তখন ঐরূপ
 কোতুক দেখিয়া দেবী বলিলেন,—মহাদেব ! কি
 দেখিতেছেন ? কেন হৃষ্ট হইতেছেন ? দেবী এই
 কথা কহিলে, মহেশ্বর কহিলেন—এই সকল যোগ-
 যুক্ত মহাত্মগণ পাশ্চপত যোগে অবস্থিত হইয়া
 প্রভাসক্ষেত্রে আমাকে আরাধনা করিয়া পরম
 সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্বচ্ছন্দ গতি লাভ
 করিয়াছেন । দেবদেব এই কথা কহিলে, মহাপ্রভ-
 স্বগিগণ যোগমায়াবলম্বনে পদ্মনাল হইতে নিজ্জাস্ত
 হইয়া দেবীকে বাধ দিয়া দেবদেবকে প্রদক্ষিণ করি-
 লেন । দেবী কহিলেন,—মহাদেব ! অল্পগ্রহ
 করিয়া বলুন, কি নিমিত্ত ঐ হৃদৃষ্ট দ্বিজগণ আমাকে
 দেখিল না ; এতৌ বড়ই বিশ্বয়ের কথা । ঈশ্বর
 কহিলেন,—এই সকল মহাতপা সিদ্ধগণ প্রকৃতি-
 হেতু দেখেন । তৎস্বরূপে গিরিজা কুপিত হই-
 লেন এবং সক্রোধে ঠাঁহাদিগকে এই বলিয়া অভি-
 শাপ দিলেন যে, রে হৃদৃষ্ট গৰ্হিত ব্রাহ্মণগণ ! স্বী-
 চাপল্যেই তোরা নষ্ট হইবি । কলিকালে তোরা
 রাজপ্রতিগ্রহে আসক্ত হইবি ; লিঙ্গ দ্রব্যই তোদের

ভবিষ্যৎ কলৌ যুগে ॥ ৬৩ ॥ ইতি দন্তে । তদা শাপ
 স্বগীণাং চ মহাত্মনাম্ । গৌরীং প্রসাদয়ামাস্তে চ
 সর্বো সুরেশ্বরঃ ॥ ৬৪ ॥ দেবদেবস্ত বচনাৎ প্রসন্ন
 সাভবৎপুনঃ । নালং দেবোহপি সংগৃহ দক্ষিণাশাং
 সমাক্ষিপৎ ॥ ৬৫ ॥ পতিতং তচ্চ বৈ নালং প্রভাস-
 ক্ষেত্রমধ্যতঃ । তদেব লিঙ্গং সজ্জাতং মহানালেতি
 বিস্মৃতম্ ॥ ৬৬ ॥ কলৌ যুগে চ সস্ত্রাণ্ডে তদ্রূপে-
 স্বরসংজ্ঞিতম্ । সংস্থিতং চোত্তরেশানে তস্মাৎপাশ্চ-
 পতেশ্বরঃ ॥ ৬৭ ॥ পুরানাদীশনামেতি পশ্যাৎ
 পাশ্চপতেশ্বরঃ । প্রভাসে তু মহাক্ষেত্রে স্থিতঃ
 পাতকনাশনঃ ॥ ৬৮ ॥ ইদং স্থানং পরং শ্রেষ্ঠং মম
 ব্রতনিষেবনম্ । ইদং লিঙ্গং পরং ব্রহ্ম অনাদীশেতি
 সংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৯ ॥ অত্র সিদ্ধিচ মুক্তিচ ব্রাহ্মণানাং
 ৪, সংশয়ঃ । অনেনৈব শরীরেণ যজুর্ভীষাসৈশ্চ
 সিধ্যতি ॥ ৭০ ॥ সংসারস্ত বিমোক্ষার্থমদং লিঙ্গং
 তু দৃষ্টতাম্ ! হৃদ্রভং সৰ্বলোকানামিদং মোক্ষপ্রদং
 পরম্ । ইদং পাশ্চপতং জ্ঞানমাস্মিন্নক্ষে প্রতি-

উপজীবিকা এবং দেবার্চনাই বৃত্তি হইবে । তোরা
 বেঞ্জাসক্ত, সন্ধ্যাস্ত, ও সৰ্বলোক হইতে বহিষ্কৃত
 হইবি । কলিতে দেবদ্রব্য নষ্ট করাই তোদের কার্য্য
 হইবে । গৌরী মহাত্মা স্বগিগণকে এইরূপ শাপ
 প্রদান করিলেন, তাহার এবং সমস্ত সুরেশ্বরেরা
 গৌরীকে প্রসন্ন করিবার ষ্টো করিলেন । দেবদেব
 নিজেও অহুরোধ করিলেন । তখন দেবী পুনরায়
 প্রসন্ন হইলেন । দেবদেব সেই পদ্মনাল লইয়া গিয়া
 দক্ষিণ দিকে নিক্ষেপ করিলেন । ঐ নাল প্রভাস-
 ক্ষেত্রে পতিত হইয়া মহানাল নামে বিখ্যাত এক
 লিঙ্গরূপে পরিণত হইল । ২৮ ৬৬ কলিযুগের অধি-
 কারে উহা রূপেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া পাশ্চ-
 পতেশ্বরের উত্তরে ঈশানকোণে অবস্থান করিল ।
 পূর্বে যে লিঙ্গ অনাদীশ নামে খ্যাত হইত, পরবর্তী
 কালে তাহাই পাশ্চপতেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া-
 ছিল । ঐ পাশ্চপত লিঙ্গ মহাক্ষেত্রে প্রভাসে অব-
 স্থিত । এই স্থানই আমার ব্রতচর্য্যার পরম স্থান ;
 এবং অনাদীশ লিঙ্গই পরম ব্রহ্ম । এখানে ব্রাহ্মণ-
 গণের সিদ্ধি এবং মুক্তি উভয়ই হইয়া থাকে ।
 সাধক তাহার বর্তমান দেহেই ছয় মাসে এখানে
 সিদ্ধিলাভ করে । অতএব সংসারমোচনের জন্ত
 এই লিঙ্গ দর্শন কর । যাহা সৰ্বলোক হৃদ্রভ, পরম
 মোক্ষপ্রদ, সেই পাশ্চপত জ্ঞান এই লিঙ্গেই প্রাপ্তি-

৭১ । যষ্টেনং পূজয়েন্তুয়া মাঘে মাসি
নিরন্তরম্ । সর্বেষাং বৈ ক্রতুনাং চ দানানাং
লভতে কলম্ ॥ ৭২ ॥ হিরণ্যং তত্র দাতব্যং
সম্যগুয্যাক্লেপ্পুভিঃ ॥ ৭৩ ॥ ইত্যেতৎকথিতং
দেবি মাহাত্ম্যং পাণনাশনম্ । পশুপাশবিমোক্ষার্থং
সম্যকপাশপতেষরম্ ॥ ৭৪ ॥ চতুর্গামপি বর্ণনাং
পূজ্যো ব্রাহ্মণ উচ্যতে । তস্মৈ চৈবাধিকারোহস্তি
চাম্মিন্ পাশপতেষরে ॥ ৭৫ ॥ যদেবতানাং প্রথমং
পবিত্রং বিশ্বত্ৰতং পাশপতং বহুব । অয়ং পশু
নৈষ্টিকো বৈ ময়োক্তো যেন দেবা যান্তি ভুবনানি
বিশ্বা ॥ ৭৬ ॥ সুরাং পৌহা গুরুদারাগ্ণ গহা
স্তেয়ং ক্রহা ব্রাহ্মণং চাপি হহা । ভগ্নচ্ছুরো ভগ্ন-
শযাশযানো কুদ্রাধ্যায়ী মৃচাতে পাতকেতাঃ ॥ ৭৭ ॥
অগ্নিরিত্যাদিনা ভগ্ন গৃহীহাঙ্গানি সংস্পৃশেৎ ॥
গৃহীয়াৎ সংযতে চাগ্নৌ ভগ্ন তদগৃহবাসিনাম্ ॥ ৭৮ ॥
অগ্নিরিতি ভগ্ন বায়ুরিতি ভগ্ন জলমিতি ভগ্ন
স্থলমিতি ভগ্ন সর্গঃ হ বা ইদং ভগ্নাতবৎ ॥
এতানি চক্ষুঃষি নাদীকিতঃ সংস্পৃশেৎ ॥ ৭৯ ॥
ব্রাহ্মণেণ সমাদেয়ং ন তু শূদ্রেঃ কদাচন । নাধি-
কারোহস্তি শূদ্রস্ত ব্রতে পাশপতে সদা ॥ ৮০ ॥
ব্রাহ্মণেষধিকারোহস্তি ব্রতে পাশপতে শুভে ।

ষ্টিত । যে ব্যক্তি মাঘ মাসে প্রত্যহ ভক্তি করিয়া
এই লিঙ্গের পূজা করে, তাহার সমস্ত যজ্ঞ ও দান-
কল হইয়া থাকে । সম্যক্ যাত্ৰাক্লেপ্পু, ব্যক্তিগণ
ঐ স্থানে স্নান করবে । হে দেবি ! এই
আমি পশুপাশবিমোক্ষার্থ পাশপতেষরের পাণ-
নাশন মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । ব্রাহ্মণই চতু-
বর্ণের পূজ্য ; এই পাশপতেষরে ঠাঁহারই অধি-
কার আছে । দেবগণের যাগ আদি পবিত্র ব্রত,
তাগা পাশপত । এই পাশপত পশুই নৈষ্টিক পশু
বলিয়া আমি বর্ণন করিলাম । এই পথ ধরিয়াই
সুর নরাদি সমস্ত বিশ্ববাসা প্রমাণ করিয়া থাকেন ।
সুরাপান, গুরুদারগমন, স্তেয়, এবং ব্রহ্মহত্যা
করিয়া নয় ভগ্নভূত, ভগ্নশয্যা শয়ন, ও
কুদ্রাধ্যায়পাঠে নিরত হইলে পাতকযুক্ত হয় ।
'অগ্নিরিত্যাदि মন্ত্রে ভগ্ন গ্রহণ করিয়া অঙ্গে লেপন
করিবে । আগ্ন সংযত হইলে ভগ্ন গ্রহণ করিবে ।
অগ্নি, বায়ু, জল, স্থল এমন কি সমস্তই ভগ্ন
হইয়াছিল ! অদীকিত ব্যক্তি এই সকল ভগ্ন
চক্ষুতে স্পর্শ করাইবে না । ব্রাহ্মণেই ভগ্ন গ্রহণ
করিবে, শূদ্রে নহে । শূদ্রের পাশপত ব্রতে অধি-

ভ্রাণীং তনুমাশ্রয় সন্তবামি যুগেযুগে ॥ ৮১ ॥
চণ্ডালবেশাশ্রয় বা শ্মশানে রাজশ্চ মার্গেষথ বর্ষ-
মধ্যে । কন্নীষমধ্যে নিঃসৃত্য নরাধমাঃ শৈবঃ পদং
যান্তি ন সংশয়োহত্র ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে পাশপতেষরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩০ ॥

একত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীদেববাচ । যদেতত্ত্ববতা প্রোক্তং নালেষর-
মিতি শ্রুতম্ । এবেষরেষতি ভগ্নিঃ কথং বৈ
সদভূব হ ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রব-
ক্ষ্যামি এবেষরমহোল্লয়ম্ । যচ্ছুরা মানবো দেবি
মৃচাতে ভববন্ধনাৎ ॥ ২ ॥ উত্তানপাদনূপতেঃ পুত্রো-
দ্রুৎকবসংগীতঃ । মহাত্মা জ্ঞানসম্পন্নঃ সর্বজ্ঞঃ
প্রদিশঃ ॥ ৩ ॥ স কদাচৎসমাসাদ্য প্রভাসং
কৃতমুত্তমম্ । ততাপ বিপুলঃ দেবি তপঃ পরম-
দাক্ষণম্ ॥ ৪ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রং তু প্রাতিষ্ঠাপ্য মহে-
ষরম্ । সম্পূজয়তি সন্তুজ্যো স্তোতি স্তোত্রৈঃ পৃথ-
থিধৈঃ ॥ ৫ ॥ তৎ স্তোত্রং তে প্রবক্ষ্যামি যেনাং
কায় নাই । শুভ পাশপতব্রতে ব্রাহ্মণেরই অধি-
কার । আমি ব্রাহ্মণদেহ অবলম্বন করিয়া যুগে
যুগে সন্তুত হইয়া থাকি । চণ্ডালগুপ্তে, শ্মশানে, রাজ-
পথে, পথান্তরে, বা কন্নীষমধ্যে নরাধমেরাও ভগ্ন-
ভূত হইলে শৈবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৭—৮২ ॥
ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩০ ॥

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

দেবী কহলেন,—আপনি এই যে নালেষরের
কথা কহলেন, উহা ক্রবেষর লিঙ্গরূপে কিরূপে
উৎপন্ন হইল ? ঈশ্বর কহলেন,—দেব ! অধব
কর,—ক্রবেষরের মাহাত্ম্য বলতেছি—যাহা অধব
মানব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । উত্তান-
পাদ নূপাতর ক্রব নামে এক পুত্র ছিলেন । তিনি
মহাত্মা, জ্ঞানসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন ॥
একদা তিনি প্রভাসক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়া দিব্য সহস্র-
বর্ষব্যাপিনা ঘোরতর তপস্বী আরম্ভ করেন ।
অনন্তর তিনি ঐ স্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তি-
পূর্বক ঠাঁহার পূজা ও পৃথক্ পৃথক্ স্তোত্র দ্বারা
স্তব করিতে থাকেন । সেই স্তব আমি তোমায়

তুষ্টিমাগতঃ । ৬ । এব উবাচ । কৈলাসতুঙ্গশিখর-
প্রবিকম্পমানঃ কৈলাসশৃঙ্গসদৃশেন দশাননেন । যঃ
পাদপদ্মপরিপীড়নয়া দধার তং শঙ্করং শরণদং শরণং
ব্রজামি । ৭ । যেনাশুরাশ্চাপি দনোচ্চ পুত্রা
বিদ্যাধরোরগগণৈশ্চ বৃত্তাঃ সমগ্রাঃ । সংযোজিতা
ন তু কলং ফলমূলমুক্তাস্তঃ শঙ্করং শরণদং
শরণং ব্রজামি । ৮ । যন্তাপিলং জগদিদং
বশবর্ত্তি নিত্যং যোহষ্টাভিরেব তদুভির্ভুবনানি
ভুঞ্জেক্ত । যঃ কারণং পরমকারণকারণানাং তং
শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি । ৯ । যঃ সব্য-
পানিকমলাগ্রাণেখেন দেবস্তং পঞ্চমঞ্চ সহসৈব
পুরাতিকৃষ্টে । ব্রাহ্মাঃ শিরস্তরুণপদ্মানিভঃ চকুর্ভুতং
শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি । ১০ । যন্ত প্রণয়া
চরণৌ বরদস্ত তক্ত্যা স্তহা চ বাগুভিরমলাভি-
রতস্ত্রিভাভিঃ । দীপ্তস্তম্বাসি মুদতি শ্বকৈরৈব-
বাস্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি । ১১ ।
পঠেৎ স্তবমিদং কচিয়ার্থং মানবো এবকুট
নিয়তাশ্বা । বিপ্রসংসদি সদা শুচিসন্ধঃ স প্রয়াতি
শিবলোকমনাদি । ১২ । তস্মৈবং স্তবতো দেবি
তুষ্টোহং ভাবিতাম্বন । পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে এব-

স্তাহ মহাম্বনঃ । ১৩ । পুত্র তুষ্টোহস্মি তদ্রুণে-
জাতস্তং নিশ্চলোহধুনা । দিব্যাং দদামি তে চক্ষুঃ
পশু মাং বিগতজ্বরঃ । ১৪ । যচ্চ তে মনসা
কিঞ্চিং কাঙ্ক্ষিতং কলমুত্তমম্ । তৎসর্ব্বস্তে
প্রদাতামি ক্রহি নীত্রং মমাগ্রতঃ । ১৫ । ব্রাহ্মাং বা
বৈকবং শাক্রং পদমস্তং সুহৃৎপদম্ । দদামি নাত্র
সন্দেহো ভক্ত্যা সম্প্রীণিতস্তব । ১৬ । এব উবাচ ।
ব্রাহ্ম্যং বৈকবং মাহেস্তং পদমারুন্তিলক্ষণম্ । বিদিতং
মম তৎসর্ব্বং মনসাপি ন কাময়ে । ১৭ । যদি
তুষ্টোহস মে দেব ভক্তিং দেহি সুনির্ম্মলাম্ ।
অশ্মিন্নিঙ্গে সদা বাসং কুরু দেব বৃষধ্বজ ।
১৮ । ঈশ্বর উবাচ । ইতি যৎ প্রার্থিতং সর্ব্বং
তদন্তং সর্ব্বমেব হি । স্থানঞ্চ তস্মৈ তদ্রোব্যাং
ভূবক্ষোঃ পরমং পদম্ । ১৯ । শ্রাবণস্ত
ব্রহ্মাবাস্তাং যন্তল্লক্ষ্যং প্রপূজয়েৎ । অশ্বযুক্ত-
পোর্ণমাস্তাং বা সোহবমেধকলঃ লভেৎ । ২০ ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনাধী লভতে ধনম্ ।
রূপবান সুভাগো ভোগী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ । হংস-
যুক্তবিমানেন রুদ্রলোকে মহীরতে । ২১ । অশুর-
শুরগণানাং পূজিতস্ত এবস্ত কথয়তি কমনীয়ং

বালতেছি ; এই স্তবে আমণ্ড তুষ্টিলাভ করিয়া-
ছিলাম । এব বালয়াছিলেন,—কৈলাসশৈল সদৃশ
দশানন কর্তৃক পরিকম্প্যমান কৈলাসের উতুঙ্গ শৃঙ্গ
যিনি পাদপদ্মপরিপীড়নে স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন,
সেই শরণদ শঙ্করের আমি শরণ লইতেছি । যিনি
কল-মূল-মুক্ত দৈত্য ও অশুরগণকে বিদ্যাধরোরগ-
গণের সহিত কল বিরোজিত করেন নাই, সেই
শরণদ শঙ্করের আমি শরণ লইতেছি । এই অংশ
জগৎ বাহার নিত্য বশবর্ত্তী, যিনি ঋষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা
ত্রিভুবন পালন করেন, এবং যিনি কারণ-কারণেরও
পরম কারণ, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ
লইতেছি । যিনি পূর্বে কৃষ্ট হইয়া সব্য পানি-
কমলের নথ দ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছেদন করিয়া-
ছেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ লইতেছি ।
দীপ্ত দিদাকর বাহার চরণকমলে প্রণত হইয়া এবং
অমূল অজান্ত রাক্ষস স্তব বরিয়া স্বীয় কিরণ দ্বারা
তম-অপ্নোদন করেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের
শরণ লইতেছি । যে জন সংযতাশ্ব হইয়া বিপ্র-
সভায় এবকুট এই কচিয়ার্থ স্তব পাঠ করে, সে
অনাদি শিবলোকে গমন করিয়া থাকে । হে দেবি।
মহাতাগ এব এইরূপ সহস্র বৎসর স্তব করিলে

আমি তাহার প্রীতি তুষ্টি হইয়া বলিলাম—আঃ পুত্র ।
আমি তুষ্টি হইয়াছি, অধুনা তুমি নিশ্চল হইয়াছ । এই
আমি তোমায় দিবা চক্ষু প্রদান করিলাম, তুমি নিরু-
দ্বেগে দর্শন কর । আর তোমার যাহা যাহা কাঙ্ক্ষিত,
তাহা বল আমি সত্ত্বর তোমায় প্রদান করিতেছি ।
১-১৫ । আমি তোমার অচলা ভক্তিতে প্রীণিত
হইয়াছি, তুমি ব্রাহ্ম বা বৈকব বা ঐন্দ্র অথবা অস্ত
যে কোন সুহৃৎপদ প্রার্থনা করবে, আমি তাহাই
তোমাকে দিব সন্দেহ নাই । এব বলিলেন,—
ব্রাহ্ম, বৈকব, বা ঐন্দ্রপদ পুনরাবৃত্তি-লক্ষণ, ইহা
আমার বিদিত ; সুতরাং সে সকলের কোনপদই
আমার মনোভীষ্ট নহে । হে দেব । যদি তুষ্টি
হইয়া থাকেন, তবে আমায় সুনির্ম্মলা ভক্তি দান
করুন । হে বৃষধ্বজ । আপনি এই লিঙ্গে সদা বাস
করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—এবের এই সমস্ত
প্রার্থিত বস্তুই প্রদত্ত হইল । বিষ্ণুর পরমপদই
এবস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইল । শ্রাবণের অমাবস্তায়
অথবা আষিনের পূর্ণিমায় ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে
মানবের অধমেধকললাভ হয় । অপুত্র পুত্র ও
ধনাধী ধন লাভ করে । এই লিঙ্গপূজাকারী রূপ-
বান, সোভাগ্যবান, ও সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ হইয়া

কার্ত্তিমেতাঃ শৃণোতি । সকলসুখনিধানঃ রুদ্র-
লোকঃ সুশান্তঃ সুরগণদলানাধৈর্যজিতঃ যাত্য-
নন্তম্ ॥ ২২ ॥

ইতি জীহ্বান্দে জ্বেষ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি বৈষ্ণবীং
শক্তিমুত্তমাম্ । সোমেশাদৌশাদিগুণভাগে নাতিদূরে
ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ সিদ্ধলক্ষ্মীতি বিখ্যাতা হুত্র
পীঠাদিদেবতা ॥ ২ ॥ ব্রহ্মাণ্ডে প্রথমঃ পীঠঃ যৎ
প্রভাসং ব্যবস্থিতম্ । তত্র দেবি মহাপীঠে
যোগিস্তো ভূচরঃ খগাঃ । ভৈরবেণ সমেতা
ক্রীড়ন্তে স্বেচ্ছয়া প্রিয়ে ॥ ৩ ॥ জালঙ্ঘরং মহাপীঠং
কামরূপং তদৈব চ । জীমুজ্জদ্রনুসিংহক চতুর্থং পীঠ-
মুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ রত্নবীৰ্য্যং মহাপীঠং কাশ্মীরং পীঠ-
মেব চ । এতানি দেবি পীঠানি যো বেত্তি
স চ মজ্জবিৎ ॥ ৫ ॥ সর্বেষাং চৈব পীঠানামা-
ধারং পীঠমুত্তমম্ । সৌরাষ্ট্রে তু মহাদেবি নাম্

অন্তে হংসযুক্ত বিমানে রুদ্রলোকে বিহর করিয়া
থাকে । এই সুরাসুরপুজিত জ্বেষের রমণীয়
কৌতুকধা যে সুশান্ত ব্যক্তি শ্রবণ করে, যে সুরা-
সুরার্চিত সকল সুখনিধান, রুদ্রলোকে উপনীত
হয় । ১৬—২২ ॥

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩১ ।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি । অনন্তর
সোমেশ্বরের ঈশানকোণে অনতিদূরস্থিতা উত্তম
বৈষ্ণবী শক্তি সমীপে গমন করিবে । এই স্থানের
পীঠাদিদেবতা সিদ্ধলক্ষ্মী নামে বিখ্যাতা । ব্রহ্মাণ্ডে
আদি পীঠ প্রভাস । হে দেবি ! এই মহাপীঠে
ভূচর, খেচর, যোগিনীগণ, ভৈরব সহ যথেষ্ট
ক্রীড়া করিয়া থাকেন । প্রভাসবাসীত আরও
কয়েকটা মহাপীঠ আছে, যথা—জালঙ্ঘর, কামরূপ,
জীমুজ্জদ্রনুসিংহ, রত্নবীৰ্য্য ও কাশ্মীর । এই সকল
মহাপীঠতন্ম যে জানে, সেই মজ্জবিৎ । হে মহা-
দেবি ! সমস্ত পীঠের উত্তম আধারপীঠ সৌরাষ্ট্রে

খ্যাতঃ মহোদয় । কামরূপধরঃ জ্ঞানঃ যত্রাদ্যপি
প্রবর্ত্ততে ॥ ৬ ॥ হুত্র পীঠে হিতা দেবী মহালক্ষ্মীতি
বিশ্রুতা । সরপাপপ্রশমনী সর্বকারণভতপ্রদা ॥ ৭ ॥
শ্রীপদ্মায়ানরো যন্ত পূজয়েন্তাং বিধানতঃ । গচ্ছ-
পুষ্পাদিভির্ভক্ত্যা তন্তালক্ষ্মীভয়ং কুতঃ ॥ ৮ ॥ উত্তরাং
দিশমাংসায় মহালক্ষ্মী সন্নিধৌ । যো জপেয়ত
রাজ্যঃ তাং সিদ্ধলক্ষ্মীতি বিশ্রুতাম্ ॥ ৯ ॥ লক্ষ্মীপা-
বিধানেন দৌক্যপ্ৰানাদিপূরকম্ । দশাংশহোম-
সংযুক্তং ত্রিমধুশ্রীকলেকুভিঃ ॥ ১০ ॥ এবং প্রত্য-
ক্ষতাং যাতি তন্ত লক্ষ্মীং সংশয়ঃ । দদাতি বাহিতাং
সিদ্ধিমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১১ ॥ তৃতীয়ায়ামখাষ্ট্রম্যাং
চতুর্দশাং বিধানতঃ । যন্তাং পূজয়েত ভক্ত্যা তন্ত
সিদ্ধিঃ করে হিতা ॥ ১২ ॥

ইতি জীহ্বান্দে সিদ্ধলক্ষ্মীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩২ ॥

অবস্থিত । উহা মহোদয় নামে খ্যাত । অদ্যপি
ঐ পীঠে কামরূপী জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ।
সেই পীঠে দেবী মহালক্ষ্মী নামে বিখ্যাত । ঐ
দেবী সরপাপপ্রশমনী ও সর্বকারণভদ্রদায়িনী ।
যে নর শ্রীপদ্মাদিনে গচ্ছপুষ্পাদি দ্বারা ভক্তি-
ভরে তাঁহার পূজা করে, তাহার অলক্ষ্মী ভয় থাকে
না । মহালক্ষ্মীর সমীপে উত্তরদিকে অবস্থিতা
মজ্জরাজ্য সিদ্ধলক্ষ্মী দেবীর মজ্জ যে নর জপ
করে; লক্ষ্মী তাহার প্রত্যক্ষ হন এবং ইহ পর-
লোকে তাহাকে বাহিত সিদ্ধি প্রদান করিয়া
থাকেন । দৌক্য প্রানাদি করিয়া লক্ষ্মীর জপ
করিতে হয় এবং ঐ জপের দশমাংশ হোম করিতে
হয় । এইরূপে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ হন—হইয়া ইহ
পরকালে বাহিত সিদ্ধি প্রদান করেন । তৃতীয়া,
অষ্টমী কিংবা চতুর্দশী দিনে যে নর সিদ্ধলক্ষ্মীর পূজা
করে, সিদ্ধি তাহার করহা হইয়া থাকে । ১—১২ ॥

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩২ ।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোছধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতা দেবি মহা-
কালোতি বিজ্ঞতা । অধঃ স্থিতে মহাপীঠে পাতাল-
বিবরাধিতে । ১ । সর্বদুঃখপ্রশমনী সর্বশত্রু-
হরী । পুত্রনৌয়া বিধানেন কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহানিশি ।
গঠৈঃ পুশৈশ্চাষ্টপৈঃ ক্রৈব্যাক্ষলিতিরেব চ । ২ ।
কলতৃতীয়াং নারী চ কুর্ধ্যাষ্টৈ তত্র ভাবিতা । বর্ধমেকা
সিতে পক্ষে দেবীঃ পূজা বিধানতঃ । কলানি ব্রাহ্মণে
দেয়াস্তেব নুনঃ বিধানতঃ । ৩ । এতানি বর্জয়ৈরজ্ঞে
হুয়ানি সুরসুন্দরি । নিম্পাবা আঢ়কো মৃগা মাঘাষ্টেব
কুলখকাঃ । ৪ । মন্থরা রাজমাঘাৎ গোধুমাস্ত্রি-
পুটোত্তমা । চণকা বর্জলা বাপি মকুটোষ্টেবমাগয়ঃ । ৫ ।
ন তক্ষ্যাস্তাবস্তে দেবি যাবসৌরীভূতঃ চরেৎ ।
তস্তাঃ পুণ্যকলং বক্ষ্যে কথ্যমানঃ শৃণু মে । ৬ ।
ধনং ধান্তং গৃহে তস্তা ন কদাচিত্ কথং ব্রজেৎ
হুযিতা হুর্ভগা দীনা সপ্ত জয়ানি নো ভবেৎ ।
মহাকালীভূতঃ প্রোক্তঃ দেব্যা মাধাভ্যাঃ যুতম্ ।
কৃতঃ পাতকনাশায় সর্বকামসমুদয়ে । ৮ । এবং
দেবি সমাধ্যাতঃ মহাকালীমহোদয়ম্ । ক্ষেত্রপীঠঃ

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি । ঐ স্থানেই অবস্থিত
পাতালবিবরাধিত মহাপীঠে মহাকালী দেবী অব-
স্থিতা । ঐ দেবী সর্বদুঃখনাশিনী ও সর্ব-শত্রু-
হরী । কৃষ্ণাষ্টমীর মহানিশায় গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,
বলি প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি উহার পূজা করিতে
হয় । ঐ স্থানে ত্রীলোক সংযতভাবে একবৎ যাবৎ
গুরুপক্ষে দেবীর পূজা করিয়া কলতৃতীয়া করিবে ।
কল সকল যথাবিধি ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে । হে
সুরসুন্দরি ! এই কার্যে নিম্পাব, আঢ়ক, মৃগা,
মাঘ, কুলখ, মন্থর, রাজমাঘ, গোধুম, ত্রিপুটা,
চণক, বর্জলা, ও মকুটাদি অন্ন বর্জন করিবে ।
যতদিন সৌরীভূত করিবে, সে পর্যন্ত ঐ সকল
অন্ন তক্ষণ করিবে না । এই ব্রতচারিণী
নারীর পুণ্যকল আমি বলিতেছি শ্রবণ কর ।
কলতৃতীয়াকারিণী রমণীয় গৃহে ধনধান্ত অক্ষয়
হইবে । সপ্তজয়াবিধি ঐ নারী হুযিতা হুর্ভগা
বা দীনদশাপ্রভা হইবে না । দেবীর মাধাভ্যা-
যতিত মহাকালীভূত বলিলাম । এই ব্রতচরণে
পাতকনাশ ও সর্বকামসমুদয় হয় । হে দেবি ।
এই আমি মহাকালীর মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ মহোদয় ক্ষেত্র-

মহাদেবি মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদায়কম্ । ৯ । অথমুকুট-
পক্ষে তু নবম্যাং তত্র জাগৃয়াৎ । পীঠে পূজাবলিঃ
দদ্যাদমন্ত্রং কাম্যং জপেরিংশ । সৌম্যচিন্তঃ সমাপোতি
বাহিতাঃ সিদ্ধিমুস্তমাৎ । ১০ ।

ইতি ত্রীকান্দে মহাকালীমাধাভ্যাবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশ-
দধিকশততমোছধ্যায়ঃ । ১০০ ।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোছধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেক্ষমহাদেবি পুষ্করা-
বর্জকাং নদীম্ । ব্রহ্মকুণ্ডান্তরতো নাতিদূরে ব্যব-
স্থিতাম্ । ১ । পুরা যজ্ঞে বর্জমানে সৌম্য তু
মাধাভুনঃ । ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্বং প্রভাসং ক্ষেত্রমা-
গুঃ । ২ । সৌমনাথপ্রতিষ্ঠার্ম্মুকুরাজনিমজ্জিতঃ ।
প্রতিজ্ঞাতঃ পুরা তেন ব্রহ্মণা লোককারিণা । ৩ ।
যাবৎ স্থাস্তাম্যহং মর্ন্ত্যে কশ্মিংশিৎ কারণান্তরে ।
তাবৎ সন্ধ্যাত্রয়ং বন্দ্যং নিত্যমেব ত্রিপুঙ্করে । ৪ ।
এতন্মিরেব কালে তু লয়কাল উপস্থিতে । আদিষ্টঃ
শোভনঃ কালঃ ব্রাহ্মণৈর্দেবভিষ্টকৈঃ । ৫ । ততস্তঃ
প্রস্থিতং জাহ্য পুঙ্করে তু পিতামহম্ । সন্ধ্যাং

বৃহাস্ত বলিলাম । আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয়
নবমীতে ঐ পীঠস্থানে জাগরণ করিয়া পূজা ও বলি-
প্রদানপূর্বক সমস্ত রাজি যথাসাধ্য মন্ত্র জপ করিবে ।
এইরূপ করিলে নর সৌম্যচিন্ত হইয়া বাহিত সিদ্ধি
লাভ করে । ১—১০ ।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০০ ।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি । অনন্তর পুষ্করা-
বর্জকা নদী নদীর নিকট গমন করিবে । ঐ নদী
ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে অনতিদূরে অবস্থিতা । পূর্ব-
কালে মহাভা সোমের যজ্ঞে নিমজ্জিত হইয়া সুরগণ-
সহ ব্রহ্মা সৌমনাথের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভাসক্ষেত্রে
আগমন করেন । তৎকালে লোককারী ব্রহ্মা এইরূপ
প্রতিজ্ঞাত হন যে, যতদিন কোন কারণ উপলক্ষে
আমি মর্ত্যধামে অবস্থান করিব, তাবৎ নিত্যই
ত্রিপুঙ্করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা করিব । ইত্যবসরে লয়-
কাল উপস্থিত হইলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শুভকাল
বিজ্ঞাপন করিলেন । তখন পিতামহ পুঙ্করে প্রস্থানো-
দ্যত হইলে নিশাপতি তাঁহাকে পঞ্চায়দনার্থ এই

স্বাক্ষিনাথো বৈ বাক্যমেতদ্ব্যচ হ । ৬ । দৈবজ্ঞৈঃ
কলিতঃ কাল এব এব শুভোদয়ঃ । যথা কালাভ্যাগো
ন স্তান্তথা নীতির্বিধীয়তাম্ । ৭ । তং জ্ঞানং
সাম্প্রতং কালং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । মনসা
চিন্তয়ামাস পুঙ্করাণি সমাহিতঃ । ৮ । তানি
বৈ শ্রুতমাত্মাণি ব্রহ্মণা বয়বর্ণিণি । প্রাহুর্ভুতানি
তত্রৈব নদ্যাস্তীয়ে সুশোভনে । ৯ । আবর্তাস্তত্র
সজ্জাতা জ্যেষ্ঠমধ্যকনৌদয়সঃ । অথ নামাকরো-
স্তস্তা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । ১০ । পুঙ্করাবর্তকা
নায়া অদ্যপ্রভৃতি শোভনা । নদী প্রয়াগতে লোকে
খ্যাতিঃ যম প্রসাদতঃ । ১১ । অত্র স্নাত্বা নরো
ভক্ত্যা তর্পয়িষ্যতি যঃ পিতৃন । ত্রিপুঙ্করসমং পুণ্যং
লপ্যতে স তথেষ্পিতম্ । ১২ । শ্রাবণে শুক্লপক্ষস্ত
তৃতীয়ায়াঃ নরোত্তমঃ । যঃ পিতৃঃস্তর্পয়েস্তত্র তৃষ্ণি-
কল্পাসুতং ভবেৎ । ১৩ ॥

ইতি জীহ্বাদে পুঙ্করাবর্তকানদীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৩৪ ॥

বাক্য বলিলেন যে, হে পিতামহ ! দৈবজ্ঞগণ এই
সময়কেই শুভকাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
যাহাতে কালাভ্যয় না হয় এরূপ ব্যবস্থা করুন ।
লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই সময়কেই সন্ধ্যোপাসনার
যোগ্য জানিয়া মনে মনে পুঙ্করত্রয়ের চিন্তা করিলেন ।
স্মরণমাত্রেই ত্রিপুঙ্কর তত্ত্ব্য নদীতীরে আসিয়া
প্রাহুর্ভূত হইল । ঐ নদীর জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ-
ভেদে তিনটি আবর্ত হইয়া ছিল । এই জন্ত ব্রহ্মা
তাহার নামকরণ করিলেন, পুঙ্করাবর্তকা; এই শুভ
নাম অদ্যাপি বর্তমান । তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—এই
নদী আমার প্রসাদে জগতে খ্যাতি লাভ করবে ।
যে নর ভক্তি করিয়া এখানে স্নানান্তে পিতৃগণের
তর্পণ করিবে, তাহার ত্রিপুঙ্করসম পুণ্য লাভ
হইবে । যে নরোত্তম শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয়
তৃতীয়ায় এই নদীতে তর্পণ করে, তাহার পিতৃ-
গণের অমৃত কল্প যাবৎ তৃপ্তি হয় । ১—১৩ ।

চতুর্বিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতাঃ পশ্চেন্দ্রবীঃ
দুঃখাস্তকারিণীম্ । শীতলেতি পুরা খ্যাতঃ যুগে
ষাপরসংজ্ঞিতে । কলৌ পুনঃ সমাখ্যাতাঃ কলি-
দুঃখাস্তকারিণীম্ । ১ । শীতলং কুরুতে দেহং
বালানাং রোগবর্জিতম্ । পূজিতা ভক্তিভাবেন
তেন সা শীতলা শ্রুতা । ২ । বিস্ফোটানাং
প্রশান্ত্যর্থং বালানাংৈব কারণং । মানেন
মাণিতান্ কৃৎবা মন্থরাংস্তত্র কুটুয়েৎ । ৩ ।
শীতলাপুরতো দৃষ্টা বালঃ সন্ত নিরাময়াঃ ।
বিস্ফোটচর্চ্চিতাদীনাং বাতাদীনাং শমো ভবেৎ ।
৪ । শ্রাদ্ধং তত্রৈব কুরুত ব্রাহ্মণাংস্তত্র ভোজয়েৎ ।
৫ । কর্পূরং কুঙ্কুমংৈব যুগনাভিঃ স্তুচন্দনম্ ।
পুষ্পাণি চ স্নেহাদ্ব্যনৈবেদ্যং স্বতপায়সম্ । নিবেদ্য
তৎসর্বং দম্পত্যোঃ পরিধাপয়েৎ । ৬ ।
কুরুক্ষে তু মালাঃ বিশ্বময়ীঃ শুভাম্ ।
জ্ঞান নিরাম্য তাং দেব্যা সর্কসিক্টিমবাগ্নুধাৎ । ৭ ।
ইতি জীহ্বাদে দুঃখাস্তকারিণীশীতলাগৌরীমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ স্থানেই দুঃখাস্তকারিণী
দেবীকে দর্শন করিবে । ইনি ষাপরযুগে শীতলা
নামে বিখ্যাত ছিলেন । কলিতে দুঃখাস্তকারিণী
নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন । এই দেবী ভক্তি-
ভাবে পূজিতা হইয়া বালকদিগের দেহ নীরোগ ও
শীতল করেন । এই জন্ত ইনি শীতলা নামে
অভিহিতা । বালকগণের বিস্ফোটক শান্তির জন্ত
মানমাণিত মন্থর সকল কুটন করিবে । পরে
শীতলার সম্মুখে তাহা প্রদান করিয়া বলিবে,—
বালকগণ নিরাময় হোক । এইরূপ করিলে
বিস্ফোট, চর্চ্চিকা, ও বাতাদির প্রশমন হইবে ।
ভাষ্য শ্রদ্ধা করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয় ।
কর্পূর, কুঙ্কুম, যুগনাভি, চন্দন, স্নেহাদ্ব্য পুষ্প, ও স্বত
পায়সাসির নৈবেদ্য ঐ দেবীকে নিবেদন করিয়া
দম্পতিকে মন্বন্তর পরিধান করাইবে । শুক্লপক্ষের
নবমীদিনে ভক্তি করিয়া ঐ দেবীকে বিশ্বময়ী শুভ

ষট্ ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি লোমশে-
বরমুত্তমম্ । দুঃখাস্তকারিণীপূর্বে ধনুবাং সপ্তকে
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ স্থাপিতং তত্র দেবেশি লোমশেন
মহর্ষিণা । শুভ্রামধ্যে মহালিঙ্গং তপঃ কুত্বা সুদুশ্চরম্ ॥
২ ॥ কোটিনাং ত্রিভুজং সার্বমিত্রাদ্যাঃ স্বর্ভুজঃ প্রিয়ে ।
যদানংশং গময়ান্তি তদা তন্তু স্বয়ং ব্রুবম্ ॥ ৩ ॥
যাবন্তি দেহরোমাণি - ইন্দ্রাস্তাবন্ত এব চ
ক্রমাদিন্দ্রে বিনষ্টে তু তল্লোমপতনং ভবেৎ ॥ ৪ ॥
এবমৌশপ্রসাদেন চিরায়ুর্লোমশোহভবৎ । ব্রহ্মাণঃ
বহুবিনশ্চান্তি সমগ্রায়ুষি লোমশে ॥ ৫ ॥ য এবং
পূজয়েত্তক্তা তন্নকং লোমশাচ্ছিতম্ । সোহ'প
দীর্ঘায়ুপ্রাপোতি নিব্যাধিনীকজঃ সুখী ॥ ৬ ॥

ইতি ঐক্সান্দে লোমশেশ্বরমহাশ্রাবণং নাম
ষট্ ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

মালা নিবেদন করিলে সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া
যায় ॥ ১-৭ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৫ ॥

ষট্ ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
লোমশেশ্বর সমীপে গমন করিবে । হে দেবেশি !
এই মহালিঙ্গ দুঃখাস্তকারিণী দেবীর পূর্বে সপ্তধন
স্বায়ম্বুজনে অবস্থিত । মহর্ষি লোমশ দুশ্চর তপস্তা
করিয়া শুভ্রামধ্যে এই লিঙ্গ স্থাপন করেন । হে
প্রিয়ে ! যখন সার্ব ত্রিকোটী ইন্দ্রাদি দেবগণ
বিনষ্ট হইবেন, ঐ লিঙ্গেরও তখন অস্তর্দান
ঘটিবে । লোমশ স্বয়ং দেখে যত রোম, ইন্দ্র-
সংখ্যাত্তত । ক্রমে এক এক ইন্দ্রের বিনাশে ঐ
স্বয়ং এক একগাছি লোমপাত হইবে । ঈশ্বরের
প্রসাদে এইরূপ বর পাইয়াই লোমশ চিরায়ু হইয়া
ছিলেন । লোমশের সমগ্র আবুকালা মধ্যে ষট্-
সংখ্যক ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
ভক্তিভরে লোমশার্চিত ঐ লিঙ্গের পূজা করে,
তাহারও দীর্ঘায়ু লাভ হয় । সে নীরোগ ও সুখী
হইয়া থাকে ॥ ১-৬ ॥

ষট্ ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পঞ্চৈক্সে
পালমহুত্তমম্ । কঙ্কালভৈরবং নাম ভৈরবেণ নিয়ো-
জিতম্ । তন্তু ক্ষেত্রস্ত রক্ষাঃ প্রাণিনাং চুষ্ট-
চেতসাম্ ॥ ১ ॥ শ্রাবণে শুক্লপঞ্চম্যামষ্টম্যাম্মিনস্ত
চ । যন্তং পূজয়েত ভক্ত্যা বলিপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥
তন্তু ক্ষেত্রে নিবসতঃ পুঙ্করস্ত মহাত্মনঃ । নির্বিয়-
কারী ভবতি তথা রক্ষতি পুত্রবৎ ॥ ৩ ॥

ইতি ঐক্সান্দে কঙ্কালভৈরবক্ষেত্রপালমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব পশ্চিমে ভাগে ধনুবাং
পঞ্চকে স্থিতম্ । তৃণবিন্দীশ্বরং নাম তীব্রভক্ত্যা
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ কুত্বা মহতপো দেবি তৃণবিন্দু-
মুনীশ্বরঃ । মাসিমাসি কুশাগ্রাণ জলবিন্দুং নিপীয়
বৈ ॥ ২ ॥ সংবৎসরাণ্যনেকানি এবমাত্রাধ্য চেবরম্ ।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ স্থানেই উত্তম ক্ষেত্রপাল
দেবকে অবলোকন করিবে । স্বয়ং ভৈরব চুষ্টচেতা
প্রাণী হইতে ঐ ক্ষেত্র রক্ষার্থ উইাকে নিয়োগ করি-
য়াছিলেন । উনিই কঙ্কালভৈরব নামে বিখ্যাত ।
শ্রাবণের শুক্লপঞ্চমী, অথবা আশ্বিনের অষ্টমীতে
যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া বলি-পুষ্পাদি দ্বারা ঐ
ক্ষেত্রপতির পূজা করে, সেই ক্ষেত্রবাসী মহাত্মারও
প্রাণি নির্যাসকারী হইয়া থাকেন এবং তাহাকে
পুত্রবৎ রক্ষা করেন ॥ ১-৩ ॥

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—তাহারই পশ্চিমভাগে পঞ্চধনু
দূরে তৃণবিন্দীশ্বর অবস্থিত । ঐ দেব তীব্রভক্তি-
যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । হে দেবি ! মুনীশ্বর
তৃণবিন্দু মহাতপস্তা করিয়াছিলেন । তিনি মাসে
মাসে কুশাগ্রাণ জলবিন্দু পান করিয়া বহুবৎসর

সম্প্রাপ্তঃ পরমাঃ সিদ্ধিঃ কেত্রে প্রভাসিকে
শুভে ১৩।

ইতি শ্রীকৃষ্ণ তৃণবিন্দুধরমাহাত্ম্যবর্ণনঃ নামা-
ষ্ট্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৩৮।

একোদশারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরূপাদেবি চিত্তাদিত্য-
মহন্তমম্। তন্ত্বেব দক্ষিণে ভাগে ব্রহ্মকুণ্ড-
সমীপতঃ ১১। মহাপ্রভাবো দেবোশ সর্গদারিড্রা-
নাশনঃ। মিত্রো নাম পুত্রা দেবি ধর্ম্মাভ্যুদয়তলে।
কায়স্থঃ সর্গভূতানাং নিত্যং ভূতহিতৈ রতঃ ১২।
ভক্তাপত্যদ্বয়ং জন্তু ঋতুকালভিগামিনঃ। পুত্রঃ
পরমভেজস্বী চিত্রো নাম বর্যবনে ১৩। তস্য
চিত্তাভবংকস্তা রূপাঢ্যা শীলমগুনা ১৪। আভ্যা-
তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চমোষবান। অথ তন্ত
বরা ভাধ্যা সহ তেনাং রম্যবিশং ১৫। অথ তৌ
বালকৌ দীনাবুভিঃ পরিপালিতৌ। বৃদ্ধিঃ গতো
মহারণ্যে বালাবেব হিতৌ ব্রতে ১৬। প্রভাসঃ কেত্রে-

যাবৎ ঈশ্বরের আরাধনা করেন। সেই আরা-
ধনার কলে তিনি শুভ প্রভাসকেত্রে পরমসিদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১—৩।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৮।

উনচছারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর ব্রহ্ম-
কুণ্ডের সমীপে এবং লোমশেশ্বরের দক্ষিণে
অমূল্য চিত্রাদিত্যসমীপে গমন করিবে। ঐ
চিত্রাদিত্য দেব মহাপ্রভাব ও সর্গদারিড্রা-
হে দেবি! পূর্বকালে মিত্র নামে এক সর্গভূত
হিতৈষী ধর্ম্মাচ্ছা কায়স্থ ছিলেন। তিনি ঋতু-
কালে দারান্তগমন করতেন। তাঁহার দুই
অপত্য হয়। তন্মধ্যে চিত্র নামক পরম
ভেজস্বী পুত্র এবং চিত্রানারী রূপশীলগুণাবিতা
কস্তা হইয়াছিল। এই অপত্যদ্বয় অরিক্ষা মাত্র
মিত্র পঞ্চম প্রাপ্ত হন। তাঁহার সাক্ষী ভাধ্যা
তৎসহ চিত্তারোহণ করেন। অনন্তর তাঁহাদের
দুঃস্বপ্নগ্রস্ত বালক-বালিকা দুইটাকে ঋষিগণ পালন
করেন। তাহার্য্য মহারণ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে
প্রভাসকেত্রে আগমনপূর্বক পরম তপশা করিল।

মাসাদ্য তপঃ পরমমাহিতৌ। প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবঃ
ভাস্করং বারিতকরম্ ১। পূজ্যামাস ধর্ম্মাচ্ছা পুণ্ড-
মাল্যাল্পলপনৈঃ। বশিষ্ঠকথিতৈশ্চৈব কষ্টবষ্টি সম-
বিতৈঃ। নামভিঃ স্বর্গাদেবেণ তুষ্টিব প্রাজ্জলিঃ
প্রভুম্ ২। চিত্র উবাচ। প্রণম্য শিরসা দেবং ভাস্করং
গগনাধিপম্। আদিত্যেবং জগন্নাথং পাপহং রোগ-
নাশনম্ ৩। সহস্রাক্ষং সহস্রাণ্ডং সহস্রকিরণহ্রাতিম্ ৪।
১০। তমহং সংস্তুবিষ্যামি সমপুত্রঃ শুদ্ধনামভিঃ।
মুণ্ডীরস্বামিনং প্রাতর্গঙ্গাসাগরসঙ্গমে! কালপ্রিয়ং তু
মধ্যাহ্নে যমুনাতীরমাশ্রিতম্ ১১। মূলস্থানং
চান্তমনে চন্দ্রভাগাতটে স্থিতম্। যত্র সাধুঃ স্বয়ং
সিদ্ধ উপবাসপরায়ণঃ ১২। বারাগ্যং লোহিতাক্ষং
গোভিলাক্ষে বৃহস্পতম্। প্রয়াগেযু প্রতিষ্ঠানং বৃদ্ধা-
দিত্যং মহাহ্রাতিম্ ১৩। কোট্যক্ষে হাদশাদিত্যং
গঙ্গাদিত্যং চতুর্ঘটে। নৈমিষে চৈব গোয়ে
পুটে স্থিতম্ ১৪। জয়ায়াং বিজয়া-

চ্যাং ভাসে স্বর্ণবেতসম্। কুরুক্ষেত্রে চ সামন্তঃ
ক্রমজ্ঞক ইলাবৃতে ১৫। মহেন্দ্রে ক্রমণাদিত্যমুণে
সিদ্ধেশ্বরং বিহঃ। কোশাধ্যাং পদ্মবোধক ব্রহ্মবাহৌ
দিবাকরম্ ১৬। কেশব্রে চণ্ডকান্তিক নিত্যে চ
তিমিরাপহম্। গঙ্গাযাগে শিবদ্বারমাদিত্যং ভূপ্রদী-

ধর্ম্মাচ্ছা চিত্র দেবদেব বারি-ভাস্কর ভাস্করকে প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া, ধূপ, মাল্য ও অমূল্যলপনাদি দ্বারা পূজা
করিল এবং বাসন্তের উপদেশে অষ্টবষ্টি নামের
উল্লেখ করিয়া কুতাজলপুটে স্বর্গাদেবের স্তব
করিতে লাগিল। চিত্র কহিল,—আমি গগনাধিপ,
আদিত্য, জগন্নাথ, পাপহ, রোগহ, সহস্রাক্ষ,
সহস্রাণ্ড, সহস্রকিরণহ্রাতি, ভাস্করকে মন্তক
দ্বারা প্রণাম করিয়া তদীয় শুভ নামসমূহ দ্বারা
শুব করিতেছি। যিনি প্রভাতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে
মুণ্ডীরস্বামী, মধ্যাহ্নে যমুনাতীরমাশ্রয়ী কালপ্রিয় এবং
সায়ংকালে চন্দ্রভাগাতটে মূলস্থান, তাঁহাকে আমি
নমস্কার করি। ঐ চন্দ্রভাগাতটেই উপবাসী সাধু
স্বয়ং সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যিনি বারাগসীতে
লোহিতাক্ষ, গোভিলাক্ষে বৃহস্পতি, প্রয়াগে প্রতিষ্ঠান,
বৃদ্ধাদিত্য, ও মহাহ্রাতি, কোট্যক্ষে হাদশাদিত্য,
চতুর্ঘটে গঙ্গাদিত্য, নৈমিষে, গোয়ে, ও ভদ্রকটে
ভদ্র, জয়ায় বিজয়াদিত্য, প্রভাসে স্বর্ণবেতস, কুরু-
ক্ষেত্রে সামন্ত, ইলাবৃতে ক্রমজ্ঞক, মহেন্দ্রে ক্রমণাদিত্য,
আবে সিদ্ধেশ্বর, কোশাধ্যাতে পদ্মবোধক, ব্রহ্মবাহুতে
দিবাকর, কেশব্রে চণ্ডকান্তি, নিত্যে তিমিরাপহ,

পনে । ১৭ । হংসঃ সরস্বতীতীরে বিখ্যামিত্রঃ
পৃথুদকে । উজ্জয়িতাঃ নবদীপঃ সিদ্ধায়ামমলদ্যুতিম্ ।
১৮ । স্বর্ধ্যাঃ কুন্তীকুমারে চ পঞ্চনদ্যাং বিভাবসুধ ।
মথুরায়াঃ বিমলাদিত্যাং সংজ্ঞাদিত্যন্ত সংজ্ঞকে ।
১৯ । জীকণ্ঠে চৈব মার্গন্তঃ দশার্ণে দশকঃ স্মৃতম্ ।
গোধনে গোপতিং দেবং কণ্ঠে চৈব মরুতম্ ।
২০ । পুষ্পং দেবপুত্রে চৈব কেশবাক্ষন্ত লোহিতে ।
বৈদিশে চৈব শার্ঙ্গিলং শোণে বাক্রণবাসিনম্ । ২১ ।
বর্জ্যানে চ সাধাখ্যং কামরূপে শুভঙ্করম্ । মিহিরং
কান্তকূজে চ মন্দারং পুষ্পাবর্জনে । ২২ । গন্ধারে
কোভগাদিত্যাং লঙ্কায়ামমরদ্যুতিম্ । কর্ণাদিত্যঞ্চ
চম্পায়াঃ প্রবোধে শুভদর্শিনম্ । ২৩ । হারাবত্যাং
তু পানিত্যাং হিমবন্তে হিমাপহম্ । মহাতেজস্ত
লোহিত্যে অমলাদে চ ধূজ্জটিম্ । ২৪ । রোহিকে
তু কুমারখ্যাং পদ্মায়াং পদ্মসম্ভবম্ । ধর্ম্মাদিত্যন্ত
লাটায়াম্ মর্দকে হবিরং বিভুঃ । ২৫ । কোবের্যাং
কোশলে গোপতিং তথা । কোভগে ।
তু পদ্মদেবং তাপনং বিদ্যাপর্যন্তে । ২৬ । অষ্টার-
কৈব কাশ্মীরে চরিত্রে রত্নসম্ভবম্ । পুরুরে হেম-
গর্তস্থং বিদ্যাং স্বর্ধ্যং গভান্তকে । ২৭ । প্রকাশায়াং
তু যুজবালং তীর্থগ্রামে প্রভাকরম্ । কাশ্মিপল্যে
রিজকাদিত্যাং ধনকে ধনবাসিনম্ । ২৮ । অনলং

গঙ্গামার্গে শিবহার, কুপ্রদীপনে আদিত্য, সরস্বতী-
তীরে হংস, পৃথুদকে বিখ্যামিত্র, উজ্জয়িনীতে নর-
দীপ, সিদ্ধায় অমলদ্যুতি, কুন্তী-কুমারে স্বর্ধ্য, পঞ্চ-
নদীতে বিভাবসু, মথুরায় বিমলাদিত্য, সংজ্ঞকে
সংজ্ঞাদিত্য, জীকণ্ঠে মার্গন্ত, দশার্ণে দশক, গোধনে
গোপতি, মরুতলে কণ্ঠদেব, দেবপুত্রে পুষ্প, লোহিতে
কেশবাক্ষ, বৈদিশে শার্ঙ্গিল, শোণে বাক্রণবাসী,
বর্জ্যানে সাধ, কামরূপে শুভঙ্কর, কান্তকূজে
মিহির, পুষ্পাবর্জনে মন্দার, গন্ধারে কোভগা-
দিত্য, লঙ্কায় অমরদ্যুতি, চম্পায় কর্ণাদিত্য,
প্রবোধে শুভদর্শী, হারাবতীতে পার্শ্বতা, হিমবন্তে
হিমাপহ, লোহিত্যে মহাতেজ, অমলাদে ধূজ্জটি,
রোহিকে কুমার, পদ্মায়া পদ্মসম্ভব, লাটায়
ধর্ম্মাদিত্য, মর্দকে হবির, কোবেরীতে সুধপ্রদ,
কোশলে গোপতি, কোভগে পদ্মদেব, বিদ্যাপলে
তাপন, কাশ্মীরে অষ্টা, চরিত্রে রত্নসম্ভব, পুরুরে হেম-
গর্তস্থ, গভান্তকে স্বর্ধ্য, প্রকাশায় যুজবাল, তীর্থ-
গ্রামে প্রভাকর, কাশ্মিপল্যে রিজকাদিত্য, ধনকে ধন-
বাসী, নন্দীতীরে অনল, এবং সর্বত্র গমনাধিক;

নন্দীতীরে সর্বত্র গমনাধিকম্ । অষ্টযষ্টি দেবন্ত
ভাক্রণমিত্যুত্যাতে: । ২৯ । প্রাতরুথায় বৈ নিত্যং
শক্তিমান্ শুচিমাশ্রয়ঃ । যঃ পঠেজ্জুগ্মাষাপি সর্ব-
পাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ৩০ । রাজ্যাধী লভতে রাজ্যং
ধনাধী লভতে ধনম্ । পুত্রাধী লভতে পুত্রান্
সৌখ্যাধী লভতে সুখম্ । ৩১ । রোগাগস্তো মুচ্যতে
রোগাধক্কো মুচ্যতে বন্ধনাৎ । যান্ যান্ প্রার্থয়তে
কাম্যাস্তাস্তান্ প্রাপ্নোতি মানবঃ । ৩২ । ঈশ্বর
উবাচ । এবঞ্চ শ্রবন্তস্তস্ত চিত্তস্ত বিমলাশ্রয়ঃ ।
ততস্ততঃ সহস্রাংস্তঃ কালেন মহতা বিভুঃ । ৩৩ ।
অববৌষৎস ভদ্রস্তে বয়ং বয়ম্ সুব্রত । ৩৪ ।
সোহব্রবৌদৃশি মে তুষ্টো ভগবন্তীকুদৌধিতে ।
প্রৌঢ়ং সর্বকারণ্যমু নয় মাং জ্ঞানিতাং তথা । ৩৫ ।
চ তথৈতি প্রতিজ্ঞাতঃ সূর্যোগে বয়বর্ণিনি । ততঃ
সর্বজ্ঞতাং প্রাপ্তচিহ্নো মিত্রকুলোদ্ভবঃ । ৩৬ । তং
জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজস্ত বৃক্ষা পরময়া যুতম্ । চিন্তয়ামাস
মেধাবী লেখকোহয়ং ভবেদৃশি । ৩৭ । ততো মে
সর্বসিদ্ধিঃ স্মারির্গুণিতচ পরা ভবেৎ । এবং চিন্ত-
য়তস্তস্ত ধর্ম্মরাজস্ত ভামিনি । ৩৮ । অগ্নিতীর্থে
গতে চিত্রে স্নানার্থং লবণান্তসি । স তত্র প্রবিশ-

জ্ঞাত্বা আমি নমস্কার করি। অমিতপ্রভাব
ভাক্রণের এই অষ্টযষ্টি নাম যে শক্তিমান্ ও শুচিমান্
নয় নিত্য প্রাতে উঠিয়া পাঠ ও শ্রবণ করে, সে সর্ব-
পাপ হইতে মুক্ত হয় । ১—৩০ । এই স্তবপাঠে রাজ্যাধী
রাজ্য, ধনাধী ধন, পুত্রাধী পুত্র, এবং সুখাধী সুখ
লাভ করে । রোগাগস্ত রোগ হইতে এবং বন্ধ বন্ধন
হইতে মুক্ত হয় । অধিক কি মানব যে যে কামনা
করে, তৎ সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ঈশ্বর কহি-
লেন,—বিমলাস্তা চিত্র একরূপে শ্রব করিলে বহুকাল
পরে ভগবান্ সহস্রকর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া বলি-
লেন,—হে বৎস ! হে সুব্রত ! তুমি বয় প্রার্থনা
কর । চিত্র বলিল,—হে ভগবন্ ! উকরশ্রে !
আপনি যদি ভুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে সর্বকারণ্যে
আমার প্রাধিক্ত হউক । এবং আমাকে জ্ঞান দান
করুন । হে বয়বর্ণিনি ! স্বর্ধ্য “তথ্য” বলিয়া এই-
রূপ বয়দানে প্রতিজ্ঞাত হইলেন । মিত্রাজ্ঞ চিত্র
তখন সর্বজ্ঞতা লাভ করিলেন । ধর্ম্মরাজ চিত্রকে
পরম বুদ্ধিযুক্ত জানিয়া মনে মনে স্থির করিলেন,—
এই মেধাবী ব্যক্তি যদি আমার লেখক হয়, তাহা
হইলে আমার সর্বসিদ্ধি ও পরম নির্মুক্তি হইবে ।
ধর্ম্মরাজ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, একিকে চিত্র

স্নেহ নীতস্ত যমকিকরৈঃ । ৩৯ । সশরীরো মহা-
দেবি যমাদেশপরাধৈঃ । স চিত্তগুণনামাভূতবি-
চারিত্রলেখকঃ । ৪০ । চিত্রাদিত্যোক্তিনামাভূততো
লোকে স্বাননে । ৪১ । সপ্তম্যাং নিয়তাভারো
যন্তঃ পূজয়তে নরঃ । সপ্ত জন্মানি, দারিত্র্যং ন
হুংখং তস্ত জায়তে । ৪২ । তত্রৈব চাৰ্থো দাতব্যঃ
সকোষং ধৃতগমেব চ । হিরণ্যং তৈব বিপ্রায় এবং
যাত্ৰাকলং লভেৎ । ৪৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে চিত্রাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
কোনচব্বারিংশদধিকশততমো-
অধ্যায়ঃ । ১৩৯ ।

চব্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১.

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যয়াদেবি নদীং
চিত্রপথাং ততঃ । ব্রহ্মকুণ্ডসমীপস্থঃ চিত্রাদিত্যস্ত
মধ্যতঃ । ১ । যদা চ চিত্রঃ সন্নীতো যমদূতৈঃ সুর-
প্রিয়ে । সশরীরো মহাপ্রাজ্ঞো যমাদেশপরাধৈঃ ।
২ । এবং জাহ্নবা তু তত্রহা ভগিনী তস্ত হুংখিতা ।
চিত্রা নদী ততো হুহা স্বসা তস্ত মহাস্তনঃ । ৩ ।

লবণসাগরের অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন । তিনি
যেমন সাগরজলে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি যমা-
দীষ্ট যমকিকরেরা তাঁহাকে সশরীরে যমপুরে লইয়া
গেল । এই চিত্রই বিখ্যাতচিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে
বিখ্যাত হইলেন এবং চিত্রপ্রতিষ্ঠিত ভাস্কর
জগতে চিত্রাদিত্য নামে খ্যাতি লাভ করিলেন ।
সপ্তমীতে নিয়তাতার হইয়া যে নর চিত্রাদিত্যের পূজা
করে, সপ্তজন্ম যাবৎ তাহার কোন দারিত্র্য বা হুংখ
হয় না । ঐ স্থানে ত্রাক্ষ্যকে অশ্ব, সকোশ ধৃতগ, এবং
হিরণ্য দান কারতে হয় । এইরূপ দানে যাত্ৰা
কল লাভ হইয়া থাকে । ৩১—৪৩ ।

উনচব্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৯ ।

চব্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর চিত্রা-
দিত্যের মধ্যস্থ ও ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপস্থ চিত্রপথা
নদীতে গমন করিবে । প্রিয়ে ! যমাদীষ্ট যমদূতেরা
যখন মহাপ্রাজ্ঞ চিত্রকে সশরীরে যমপুরে লইয়া
আইলে, তখন তদীয় ভগিনী তত্রহা চিত্রা

প্রবিষ্টা সাগরে দেবি অব্ধেবন্তী চ বাস্তবম্ । তত-
চিত্রপথা নাম তস্তান্তকুণ্ডবিজাতয়ঃ । ৪৪ । এবং তত্র
সমুৎপন্ন সা নদী বরবর্ণিনী । ৪৫ । তজ্জাহ্নবা
নরো যন্ত চিত্রাদিত্যং প্রপশ্যতি । স যতি পরমং
স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ । ৪৬ । অগ্নিন্ কলি-
যুগে দেবি অন্তর্জানং গতান্দী । প্রাবৃটকালে চ
দৃষ্টেত দুর্লভং তত্র দর্শনম্ । ৪৭ । স্থানং দানং
বিশেষেণ সর্গপাতকনাশনম্ । ৪৮ । ভুক্তো বাপ্য-
ধবাত্তুক্তো রাজ্ঞো বা যদি বা দিবা । পরুকালে-
হধবাকালে পবিত্রোহপ্যধবাত্তুচিঃ । ৪৯ । যদেব
দৃষ্টতে তত্র নদী চিত্রপথা প্রিয়ে । প্রমাণং দর্শনং
তস্তান কালস্তত্র কারণম্ । ৫০ । দৃষ্টা নদীং মহা-
দেবি পিতরঃ স্বর্গসংস্থিতাঃ । গায়ন্তি তত্র সামানি
নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ । ৫১ । অস্মাকং বংশজঃ
কশ্চিচ্ছ্রাক্ষমত্র করিষ্যতি । যাবৎ কল্পং তথাস্মাকং
যষ্যতি । ৫২ । এবং জাহ্নবা নরস্তত্র
শ্রীং কারয়েৎ । সর্গপাপবিনাশার্থং পিতৃণাং
শ্রীতয়ে তথা । ৫৩ । ইত্যোতৎ কথিতং দেবি যথা

হুংখিত হইয়া নদীরূপ ধারণপূর্বক ভ্রাতার অব্ধে-
বশে সাগরে প্রবেশ করেন । বিজাতিগণ তখন
হইতে তাহার নাম রাখিলেন—চিত্রপথা । এই-
রূপে চিত্রপথা নদীর উৎপত্তি হইল । নর ঐ
নদীতে স্নান করিয়া চিত্রাদিত্য দর্শন করিলে
দিবাকরের পরম স্থান প্রাপ্ত হয় । হে দেবি !
বর্ত্তমান কলিযুগে ঐ নদী অন্তর্জিতা হইয়া-
ছেন । কেবলমাত্র প্রাবৃটকালেই লক্ষিত হইয়া
থাকেন । সূতর্য্য সর্গদা তাঁহার দর্শন দুর্লভ ।
ঐ নদীতে স্নান, দান, সর্গপাতকহর । ভুক্ত
বা অভুক্ত অবস্থায় হোক, রাজিতে, দিবসে,
পরুকালে, বা অকালে হোক পবিত্র বা অপবিত্র
দেহে হোক, যখনই ঐ চিত্রপথা নদী নয়নপথে
নির্গতিতা হন, তখন পুণ্যজননী হইয়া থাকেন ।
তাঁহার দর্শনই প্রমাণ । কোন বিশেষ কাল
তাঁহাতে কারণ নহে । হে মহাদেবি ! ঐ নদী
দর্শনে পিতৃগণ স্বর্গস্থ হইয়া নৃত্য গীত ও আমোদ-
আল্লাদ করিতে থাকেন । তাঁহার্য্য এরূপও
বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কোন বংশধর এই
স্থানে জন্ম করিবে । আর সেই জন্মের কালে
আমাদের কল্যাণস্বায়িনী শ্রীতি উৎপাদন করিবে ।
ঐ রহস্ত জানিয়া নর তথায় সর্গপাপবিনাশার্থ ও

চিত্রপথা নদী। প্রভাসক্ষেত্রমাসাধ্য সংস্থিতা পাপ-
নাশিনী ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চিত্রপথানদীমাহাশ্চাৰ্ণনং নাম
চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

একচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি কপদী
যত্র সংস্থিতঃ। তন্ত্বেব উত্তরে ভাগে নতিদূরে
ব্যবস্থিতঃ। চিত্তিতার্থপ্রদো দেবি চিন্তামণিবিবা-
পরঃ ॥ ১ ॥ চতুৰ্থাং তং তু দেবেশি অঙ্গারকদিনে
পুনঃ। নাপদ্বিধা তু সম্পূজ্য নৈবেদ্যার্চিবধৈঃ
ভক্তৈঃ। সন্তপ্য বিয়রাজেশঃ সর্বান কামানবাণু-
য়াৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কপদ্বিচিন্তামণিমাহাশ্চাৰ্ণনং
নামৈকচত্বারিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

শিড়লোকের প্রীত্যর্থ মান ও ভাজ করিবে।
দেবি চিত্রপথা নদী যেখানে প্রভাসে আসিয়া পাপ-
হারিণীরূপে অবস্থান করিতেছে, এই আমি তোমার
নিকট তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম ॥ ১—১৪ ॥

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪০ ॥

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি। উহারই
উত্তরে অনতিদূরে যথায় অপর চিন্তামণির স্তায়
চিত্তিতার্থপ্রদ কপদী দেব আবস্থান করিতেছেন,
অতঃপর নর সেই স্থানেই গমন করিবে। হে
দেবেশি। মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে ঐ দেবকে
মান করাইয়া এবং বিবিধ উত্তম নৈবেদ্য দ্বারা বিয়-
রাজেশ্বরের তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া নর সর্বকাম
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—২ ॥

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি চিত্তে-
ষরমুত্তমম্। ধনুৰ্বাং সপ্তকে তন্ত্ৰ স্থিতমাদ্বেয়দক্ষিণে ॥
১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি সৰ্বপাতকনাশনম্।
তত্র চিত্তেযরং পূজ্য নরকার্য তবৈত্তমম্ ॥ ২ ॥
পটস্থিতং তন্ত্ৰ পাপং চিত্তো মার্জয়তি প্রিয়ে।
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন চিত্তেশং পূজয়েৎ সদা। যঃ
জ্ঞাতঃ পাপযুক্তো বাপি নরকং নৈব শস্ততি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চিত্তেযরমাহাশ্চাৰ্ণনং নাম দ্বিচ-
ত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি বিচিত্তে-
ষরমুত্তমম্। তন্ত্বেব পূর্বদিগ্ভাগে কিকিাদায়েয়-
গোচরে। ধনুৰ্বাং দশকে তত্র স্থিতং পাপপ্রণাশনম্ ॥
১ ॥ বিচিত্তেয মহাদেবি লেখকেন যমস্ত চ।
স্থাপিতং তন্নালিঙ্গং তপঃ কৃৎবা সুহৃৎসরম্ ॥ ২ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি। অনন্তর
অমুত্তম চিত্তেযর সমীপে গমন করিবে। ঐ
নিখিল পাতকহর মহামাহিম লিঙ্গ কপদী দেবের সপ্ত-
ধনু দূরে দক্ষিণে অরিকোণে অবস্থিত। চিত্তেযরের
পূজা করিলে নরকভয় থাকে না। চিত্তেযর
লেখাপ্রস্তুত তদীয় পাপবৃত্তান্ত প্রোহন করিয়া
থাকেন। অতএব সর্বপ্রযত্নে সর্বদা চিত্তেযরের
পূজা করিবে। ইহার পূজার কলে নর পাপযুক্ত
হইয়াও নরক দর্শন করে না। ১—৩ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি। অতঃপর বিচিত্তে-
ষর লিঙ্গ সমীপে গমন করিবে। পূর্বোক্ত লিঙ্গের
পূর্ব দিকভাগে কিকিৎ অরিকোণে দশধনু দূরে
এই পাপহর লিঙ্গ অবস্থিত। যমের অন্ততম
লেখক বিচিত্তে সুহৃৎর তপস্তা করিয়া উক্ত মহালিঙ্গ

তং দৃষ্ট্বা পুজিতকৈব মুক্তঃ স্নাতঃ সৰ্গপাতকৈঃ ।
সম্পূজ্য চ বিধানেন ন দুঃখী জায়তে নরঃ । ৩৪

ইতি শ্রীকান্দে বিচিত্রেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রিচত্বা-
রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৪৩ ।

চতুঃচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি তৃতীয়ঃ
পুঙ্করঃ মহৎ । তন্ত্বেষ পূৰ্ণদিগ্ভাগে কিকিদ্দীপান-
গোচরে । কনীয়ঃ সংস্মৃতঃ কুণ্ডঃ পুঙ্করঃ নাম
নামতঃ । ১ । যত্র মধ্যাহ্নসময়ে ব্রহ্মণা সমুপাসিতা ।
সঙ্খ্যা ত্রৈলোক্যজননী প্রতিষ্ঠাৰ্থঃ গতেন চ । ২ ।
তত্র যঃ কুরুতে স্নানং পৌৰ্ণমাস্তাং সমাহিতঃ ।
সম্যক্কৃতং ভবেত্তেন স্নানং তজ্জাদিপুঙ্করে । ৩
হিরণ্যং তত্র দাতব্যং সৰ্বিপাপহন্তয়ে । ৪ । ই-
সংক্ষেপতঃ শ্রোক্তং মাহাত্ম্যং তব পৌঙ্করম্ । ঋতং
পাপহরং নৃণাং সৰ্বকামপ্রদং তথা । ৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে পুঙ্করকুণ্ডমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুঃচত্বারিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ । ৪৪ ।

স্থাপন করেন । ঐ লিঙ্গের দর্শনে এবং পূজনে
নর সৰ্গ পাতক হইতে মুক্ত হয় । বিধিপূৰ্ণক পূজা
করিলে মানব কখনই দুঃখভাগী হয় না । ১—৩ ।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৩ ।

চতুঃচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর নর
তৃতীয় পুঙ্করে গমন করিবে । পূৰ্ণোক্ত লিঙ্গের
পূৰ্ণদিকে কিঞ্চৎ ঈশানকোণে এই তৃতীয় পুঙ্কর
কুণ্ড অবস্থিত । ব্রহ্মা মধ্যাহ্নকালে এই কুণ্ডে
ত্রৈলোক্যজননী সঙ্খ্যার উপাসনা করিয়াছিলেন ।
হেথায় পূর্ণিমা তিথিতে যে নর সমাহিত হইয়া স্নান
করে, তাহার আদি পুঙ্করে সম্যক স্নানের ফল
হয় । পাপাপনোদনের নিমিত্ত এই স্থানে স্নবর্ণ
দান করিতে হয় । এই আমি সংক্ষেপে পুঙ্কর-
মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিলাম । ইহা শ্রবণে নরগণের
সৰ্গপাপ নষ্ট হয় এবং সৰ্গ কাম সিদ্ধ হইয়া
থাকে । ১—৫ ।

চতুঃচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৪ ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্ত্বেষ সংস্থিতঃ পণ্ডেৎ বিশেষঃ
পাপনাশনম্ । গজকুন্ডোদরং নাম সৰ্গসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা চতুৰ্থাং প্রবর্তাস্বান । পুঙ্ক-
রেদ্যত্র তং ভক্ত্যা বিশেষতঃ ভূষতি । ২ ।

ইতি শ্রীকান্দে গজকুন্ডোদরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ । ১৪৫ ।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি ধৰ্ম্মরাজ-
প্রতিষ্ঠিতম্ । যমেশ্বরঃ মহাদেবঃ তন্ত্বেবোত্তরতঃ
স্থিতম্ । ১ । যদা শণ্ডো ধৰ্ম্মরাজস্শায়মা বরবর্ণিন ।
ততৎপাদঃ স চ হুংবাধিতোহন্তবৎ । ২ ।
তঃ প্রভাসিকে ক্ষেত্রে তপন্তপে মহাতপাঃ ।
স্থাপয়ামসি লিঙ্গং তু তত্র দেবস্ত শূলিনঃ । ৩ । তস্ত
ভূপো মহাদেবস্ততঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ । অত্রবীক্ষ্ম

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ স্থানেই গুজকুন্ডোদর
নামক সৰ্গসিদ্ধিদাতা, পাপহর্তা বিশেষর আছেন ।
ঐহাকে দর্শন করিবে এবং পূৰ্ণোক্ত কুণ্ডে
স্নান করিয়া চতুর্থী তিথিতে প্রীতভাবে বিশেষর-
পূজা করিবে । এইরূপ পূজায় ভগ্নপ্রতি বিরে-
শ্বর তুষ্ট হইবেন । ১—২ ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৫ ।

ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! উক্ত বিশেষরের
উত্তরে ধৰ্ম্মরাজপ্রতিষ্ঠিত যমেশ্বর মহাদেব অব-
স্থান করিতেছেন । অনন্তর নর সেই স্থানে
যাইবে । হে দেবি ! ছায়া যখন ধৰ্ম্মরাজকে
অভিশাপ করেন, তখন ঐহার পদ পতিত হয় ।
তিনি অতি দুঃখিত হন । অনন্তর ধৰ্ম্মরাজ প্রভাসে
আসিয়া তপস্তা করেন এবং দেবদেব শূলপাণির
লিঙ্গ স্থাপন করেন তাহাতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া
ঐহার প্রত্যক্ষ হন এবং বলেন,—হে ধৰ্ম্ম !

ভক্তঃ তে বরং বরয় চেষ্টিতম্ ॥ ৪ ॥ তদাহবী-
কর্মরাজঃ পাদঃ প্রপতিতো যম। প্রসাদাতব
দেবেশ জায়তাং পুন্সরৈব হি ॥ ৫ ॥ এতন্নিবং সুর-
শ্রেষ্ঠ যদ্বশা নিশ্চিতং তব। এদেষে ভক্তিসংযুক্তাঃ
পশ্যন্ত প্রাণিলোকুর্হুবি ॥ ৬ ॥ তেবাং তব প্রসাদেন
কুমাংশাপবিমোক্ষসম্ ॥ ৭ ॥ এবং ভবিষ্যতী-
তু্যক্তা। হস্তকানং গৃহ্যে হরঃ। যমোহপি
লক্ষপাদস্ত পুনরৈব দিবং যমো ॥ ৮ ॥
তন্নিব দৃষ্টে সুরশ্রেষ্ঠ যমলোকসমুদ্ভবম্।
ন ভয়ং বিদ্যাতে নৃণামপি ত্রুতকারণম্ ॥ ৯ ॥
ভ্রাতৃষিতীয়সংযোগে স্নাত্বা পুষ্কলীজলে। যমে-
শ্বরসমীপস্থো যমেশ্বরলোকয়েৎ ॥ ১০ ॥ ত্রিলপারঃ
প্রদীপ্তব্যঃ দীপং গাঃ কাকাদিকম্। যমদেবং
সমুদিতম্ মৃত্যুতে সর্কপাতকৈঃ ॥ ১১ ॥

ইতি ক্রীতাক্ষে যমেশ্বরমাহার্যাবরণং নাম ষট্চর্চা-
ত্রিশদধিকশতমোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তচর্চারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যদ্বাহাদেবি অক্ষুণ্ড-
মহুতমম্। তন্তৈব নৈক্যতে ভাগে ব্রহ্মণা নিশ্চিতং

তোমার মঙ্গল হোক, তুমি ইষ্টবর প্রার্থনা কর।
তখন ঈশ্বররাজ বলেন,—আমার পদ পতিত হই-
য়াছ, হে দেবেশ! তবৎপ্রসাদে তাহা আমার
পুণ্ড্রপদ হোক। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এই যে লিঙ্গ
আমি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যে সকল দেহী ভক্ত-
কুল হইয়া ইহা দর্শন করিবে, তবদীয় প্রসাদে
তাহাদের যেন পাপক্ষয় হয়। ভগবান হর 'এবমম্ব'
বুলিয়া অর্ছাভিত হইলেন। যম লক্ষপাদ হইয়া
স্বর্গে গেলেন। এই যমপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শনে
পাণ্ডিলিগের যমলোকভয় থাকে না। ভ্রাতৃ-
ষিতীয় যমেশ্বরসমীপস্থ পুষ্কলীজলে স্নান
করিয়া নর যমেশ্বর দর্শন করিবে এবং যমদেবের
উদ্দেশে ত্রিলপাত প্রদীপ ও কাকাদি নিবেদন
করিবে। এইরূপ করিলে সর্ক পাতক হইতে
মুক্ত হইবে। ১—১১।

ষট্চর্চারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৬ ॥

সপ্তচর্চারিংশদধিক শততম অধ্যায় ॥

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি। অনন্তর অহু-
তম ব্রহ্মকুণ্ডে আইবে। পুরুষোক্ত ঈশ্বরের নৈক্যত-

পুরা ॥ ১ ॥ যদা তু অক্ষরাঞ্জন সোমনাথঃ প্রতি-
ষ্ঠিতঃ। তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সর্বৈ তত্র সমাগতাঃ।
প্রতিষ্ঠার্থং হি গোবস্ত শশাঙ্কেন নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ২ ॥
অথহরবীরাশিনাথো ব্রহ্মাণং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩ ॥
কৃতং ভযভিক্জানীতি স্থাপনং বৈ যদা জনঃ। তদা
কুরু সুরশ্রেষ্ঠ চিহ্নমাশ্রয়সমুদ্ভবম্ ॥ ৪ ॥ এবং ক্রুত্বা
তদা ব্রহ্মা ধ্যানং কৃত্বা তু নিশ্চিনম্। আহ্বয়ং সর্ব-
ভীর্ণানি পুরুষানীনি সর্বশঃ ॥ ৫ ॥ স্বর্গে বৈ যানি
ভীর্ণানি তথৈব চ রাসাতলে। তপঃসামর্থ্যযোগেন
ব্রহ্মণাকর্ষিতানি চ। অতস্তত্ত্বৈব নান্য তু ব্রহ্মকুণ্ডে
গীয়তে ॥ ৬ ॥ গণনাঞ্চ সহশ্রৈশ্চ চতুর্দশভিরাশ্রিত্যে।
অতশ্চাত্ত্বিক্রিয়কানাং হুস্ত্রাপাং ভীর্ণমুক্তমম্ ॥ ৭ ॥
অথাহরবীং সর্বদেবান ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৮ ॥ অত্র
কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যঃ পিতৃশ্রুপরিষ্রাতি। অগ্নিষ্টোম-
ফলং সর্বং লপ্যতে স চ মানবঃ। তৎপ্রসাদাৎ স্বর্গ-
লোকে বিমানেন চরিয়তি ॥ ৯ ॥ গোদানং চাশ্ব-
দানঞ্চ তথা স্বর্গকমণ্ডলুম্। দদ্যাচ্চিপ্রায় বিভুষে
সর্কপাপপল্লভয়ে ॥ ১০ ॥ পৌর্ণমাস্তাং মহাদেবি

কোণে পুরুষ ব্রহ্মা উগা নির্মাণ করিয়াছিলেন।
যৎকালে চলিয়া সোমনাথের প্রতিষ্ঠা করেন,
তখন তাঁহার নিমন্ত্রণে দেবদেবের প্রতিষ্ঠার্থ ব্রহ্মাদি
দেবগণ এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। অন-
ন্তর নিশানাথ ব্রহ্মাকে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে
সুরশ্রেষ্ঠ! লোকে যাহাতে প্রতিষ্ঠাবিধি জানিতে
পারে, তাহা আপনায় করিয়াছেন। পরন্তু একটা
আচ্ছাদিত আপনি প্রতিষ্ঠা করুন। ব্রহ্মা এই কথা
শুনিয়া নিশ্চলভাবে ধ্যান করলেন। ধ্যানান্তে
তিনি পুরুষাদি নির্মল ভীর্ণ আহ্বান করিলেন।
স্বর্গে এবং পাতালে যে সকল ভীর্ণ ছিল,
তপোবলে ব্রহ্মা তাহাদের সমস্তকেই আকর্ষণ
করিলেন। সুর্য্য ও তাঁহারই নামানুসারে
ব্রহ্মকুণ্ড নাম গীত হইতে লাগিল। ১—৬। চতুর্দশ
সহস্র শিবগণ সর্বদা এই কুণ্ডের পর্যবেক্ষণ
করেন। অতএব অত্যন্তযুক্ত নরগণের পক্ষে
এ উত্তম তীর্থ অতীব তুল্যতা। অমন্তর লোক-
পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবকে বলিলেন,—যে ব্যক্তি এই
কুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে, তাহার
সহস্র অগ্নিষ্টোম ফললাভ হইবে। সে নর এই কুণ্ড-
মাহাত্ম্যে বিমানে চড়িয়া স্বর্গলোকে গমন করিবে।
এই স্থানে বিধান ব্রাহ্মণকে সর্ক পাণাপানোদনের
জন্ত গোদান, অশ্বদান, ও স্বর্গকমণ্ডলু দান করিবে।

তথা চ প্রতিপদিনে । সৰ্বপাপবিনাশার্থং তত্র
স্নাত্তি সুরস্বতী ॥ ১১ ॥ সিদ্ধং রসায়নং দেবি তত্র
বৈ হৃদয়ং প্রিয়ে । নানাবর্ণসামুদ্রমুপদেশেন
সিধ্যতি ॥ ১২ ॥ দারিদ্র্যদুঃখকৃৎস্নোকাশ্রয়ানবঃ
সেবতে কথম্ । ব্রহ্মকুণ্ডমুদ্রাপ্রাপ্য কল্পবৃক্ষমিবা-
পরম্ ॥ ১৩ ॥ দেবাবাচ । ভগবন! বিস্তরাৎক্রহি ব্রহ্ম-
কুণ্ডমহোদয়ম্ । সৰ্বপ্রাণিহিতার্থায় বিস্তরাৎক্রহ মে
প্রভো ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডস্ত মাহাত্ম্যং শ্রোতুং মে
কৌতুকং মহৎ । লোকানাং দুঃখনাশায় দারিদ্র্যক্ষয়-
হেতবে ॥ ১৫ ॥ ভগবন্মাহুবাঃ সৰ্বৈঃ দুঃখশোক-
নিপীড়িতাঃ । ভ্রমন্তি সকলং জন্ম রসায়নবিমোহিতাঃ ॥
১৬ ॥ তেষাং হিতায় মে ক্রহি নির্ধানং রসমুত্তমম্ ।
আদাবিহ শরীরং তু অক্ষয়ান্ত যথা ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
অষ্টসিদ্ধিসামুদ্রকং সৰ্ববিদ্যাসমধিতম্ । কামরূপং
ক্রিয়ামুদ্রকং সৰ্বব্যাবিধিবর্জিতম্ ॥ ১৮ ॥ ততঃ
পরমং দেব নির্ধানং যেন বৈ লভেৎ । মানবঃ
কৃতকৃত্যন্ত জায়তে চ যথা প্রভো ॥ ১৯ ॥ তথা
কথম্ মে দেব দধাং কৃষা জগৎপ্রভো । নির্ধান-
পরমং কল্পং সৰ্বভ্রাত্তিবিবর্জিতম্ । প্রসিদ্ধং সুখদং
দিব্যং সমাচক্ষ মহেশ্বর ॥ ২০ ॥ ঈশ্বর উবাচ । সাধু-

সাধু মহাদেবি লোকানাং হিতকারিণি । মর্ত্যলোকে
মহাদেবি তীর্থং তীর্থবয়ং শুভম্ ॥ ২১ ॥ প্রভাসং
পরমং খ্যাতিং তচ্চ দ্বাদশযোজনম্ । তত্র সোমেশ-
্বরো দেবায়িত্বলোকেষু বিজ্ঞতঃ ॥ ২২ ॥ তন্ত পূর্ব-
সমাখ্যাতঃ ঐকৃষ্ণো দৈত্যসুন্দরঃ । চণ্ডিকা যোগিনী
তত্র সখীভিঃ পরিবারিতা ॥ ২৩ ॥ ততঃ পূর্ব-
দিশাং ভাগে চতুর্দিক্ৰেণ নির্মিতম্ । তীর্থতীর্থ-
বয়ং দিব্যং সৰ্বাশ্রয়ময়ং শুভম্ ॥ ২৪ ॥ সেবিতং
সৰ্বদেবৈশ্চ সিদ্ধৈঃ সাধৈর্গ্ৰহৈস্তথা । অপ্সরো-
মুনিভির্দ্বিবার্ষিকৈশ্চ পরগৈঃ সদা ॥ ২৫ ॥ সিদ্ধার্থ-
সম্ভবমার্থং দিব্যভোগাবহং শুভম্ । ব্রহ্মকুণ্ডমিতি
খ্যাতিং ব্রহ্মণা নির্মিতং যতঃ ॥ ২৬ ॥ তন্ত বায়-
ব্যাকোণে তু হিরণ্যেশঃ স্বয়ং হিতঃ । তমারাধ্য
মহাদেবং হিরণ্যেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ মহামন্ত্রঃ
জপেৎকিঞ্চিদশাংশং হোময়েৎসুখীঃ । হোমেন
সিদ্ধয়েত্যুত্তমং সত্যং সত্যং বরানমে ॥ ২৮ ॥ ততো-
স্তত্র তু পূর্বাভাগে কিকিদীপানমাধিতঃ । চতুর্দিক্ৰেণ
মহাদেবি ক্রোড়পো লিঙ্গরূপক ॥ ২৯ ॥ তৎস্থানং
রক্ষতে দেবি লিঙ্গরূপেণ শতরঃ । তমারাধ্য
শ্রবতেন ততঃ কুণ্ডং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৩০ ॥ সর্বৈশ্রব্য-

হে মহাদেবি! পুণিমা এবং প্রতিপদে সুরস্বতী দেবী
সর্ব পাপবিনাশার্থে ঐ স্থানে স্নান করিয়া থাকেন।
প্রিয়ে! তত্রত্য উদকং সিদ্ধ রসায়নরূপ। উহা
নানাবর্ণাধিত। ঐ স্থানে দীক্ষালাভে সিদ্ধি হয়
যায়। অপর কল্প সূক্তের স্তায় ব্রহ্মকুণ্ড প্রাপ্ত
হইয়া মানব দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ ও শোক ভোগ
করে কেন? দেবী কহিলেন,—ভগবন! সর্ব
প্রাণীর হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মকুণ্ডের বিস্তৃত মাহাত্ম্য
বলুন উহা শ্রবণ করিবার জন্য আমার বড়ই
কৌতুহল হইতেছে। লোকসমূহের দুঃখনাশ ও
দারিদ্র্যক্ষয় হেতুই ব্রহ্মকুণ্ডের মাহাত্ম্য প্রচার প্রয়ো-
জন। ভগবন! মহাসাগর দুঃখশোকে নিপীড়িত
হইয়া মদবিমোহিতের স্তায় নানা জন্ম পরিভ্রমণ
করে; তাহাদের হিতের নিমিত্ত আপনি নির্ধান
রস প্রকাশ করুন। অগ্রে এ দেহ বাহাতে অক্ষয়,
অষ্টসিদ্ধিমুদ্র, সর্ববিদ্যানিহিত, কামরূপী, ক্রিয়ামুদ্র, ও
সর্বব্যাবিধিবর্জিত হয় এবং পরে বাহাতে কৃতকৃত্য
হইয়া মানব পরম নির্ধান লাভ করিতে পারে, হে
দেব, হে জগৎপতে! আপনি রূপা করিয়া সেই
বিষয়ই বলুন। হে মহেশ্বর! যাহা সর্ব ভ্রাত্তি-
বিরহিত, প্রসিদ্ধ, সুখদ নির্ধানকল্প, তাহাই আমার

নিকট ব্যাখ্যা করুন ১৭—২০। ঈশ্বর কহিলেন,—হে
মহাদেবি! হে লোকহিতৈষিণি! সাধু সাধু, মর্ত্য-
লোকে প্রভাসতীর্থই পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। ঐ
তীর্থ দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত। তথায় ত্রিলোকবিজ্ঞত
সোমেশ্বর দেব বিরাজিত। তাহার পূর্ব-
দিকে দৈত্যসুন্দর ঐকৃষ্ণ এবং সখীগণ-
পরিবৃত্তা যোগিনী চণ্ডিকা দেবী বিরাজ করিতে-
ছেন। তাহার পূর্বদিক্ ভাগে ব্রহ্মনির্মিত এক
তীর্থ আছে। তাহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড। ঐ কুণ্ড
তীর্থেরও তীর্থ, শ্রেষ্ঠ, দিব্য, সৰ্বাশ্রয়ময়, ও
মঙ্গলাবহ। দেব, সিদ্ধ, সাধু, গ্ৰহ, অপ্সরা, মুনি,
যক্ষ, ও পরগগণ সিদ্ধিলাভার্থে ঐ ব্রহ্মকুণ্ডের সেবা
করিয় থাকেন। উহা দিব্য ভোগাবহ শুভতীর্থ।
উহার বায়ুকোণে হিরণ্যেশলিঙ্গ অবস্থিত। সুখী
ব্যক্তি সেই উত্তম হিরণ্যেশ্বর দেবের আরাধনা-
পূর্বক মহামন্ত্র জপ ও জপদশাংশ দ্বারা হোম করিলে
মজাসিদ্ধি হইয়া থাকে। হে দেবি! একথা এবং
সত্য। ঐ লিঙ্গের উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ দীপান-
কোণে চতুর্দিক লিঙ্গরূপধারী ক্রোড়পাল অবস্থিত।
হে দেবি! শতর নিজে লিঙ্গরূপে ঐ তীর্থস্থান
রক্ষা করিতেছেন। তাহাকে আরাধনা করিয়া

যয়ং দেবি নানাবর্ণবিচিত্রিতম্ । কুণ্ডান্তে শদিগু-
ভাগে ভৈরবেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥ তুর্গন্ধা ভাসুরা দেবি
বহতে রসরূপিণী । তস্তা রসেন সংযুক্তং পুণ্ডর-
্ণং হি কর্করম্ ॥ ৩২ ॥ মেঘবর্ণং মহাদিবা রজতবর্ণ-
পুনঃ শুভম্ । কপিলং হৃদ্যবর্ণং চ কর্পূরাভঃ সুশো-
ভনম্ ॥ ৩৩ ॥ কদা কক্কুরিকাভাসঃ কক্কুমচ্ছবিকা-
বহম্ । সৌগন্ধ্যং চন্দ্রনোপেতং কদাচিত্ত্রোদিতো-
দকম্ ॥ ৩৪ ॥ এতে রসাত্ত বিবিধা দৃষ্টান্তে তত্র
সর্বদা । যন্ত তুষ্টিঃ মহাদেবঃ সিধ্যন্তে তন্ত তৎ-
ক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥ রজতং কিপ্যতে তত্র সুবর্ণমিব জায়তে
প্রত্যক্ষমেব তত্রৈব রসায়নমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ পশ্চাৎ
মানবা দেবি কোতুকং তৎক্ষণাদ্ভূতম্ । রসঃ হি
পরমঃ দিব্যঃ তত্রহং চ কলৌ যুগে ॥ ৩৭ ॥ সিদ্ধ-
সিদ্ধরসং পুংসাং ব্যাধীনাং কয়কারকম্ । হেমবীজ-
ময়ং দিব্যং ব্রহ্মকুণ্ডলবৎ মহৎ ॥ ৩৮ ॥ ইদানীং
তে প্রবক্ষ্যামি মনুষ্যাণাং হিতায় বৈ । দারিদ্র্য-
কয়মাপ্নোতি তৎক্ষণাচ্চ যশস্বিনী ॥ ৩৯ ॥ প্রাক্ষে-
প্রাক্ষেতি তাম্রকুণ্ডং দৃষ্টং শুভম্ । বর্ধোদক-
কিপেতত্র পট্টেস্তাত্ত্রৈবদ্বা যুতম্ ॥ ৪০ ॥ নিকিপ্য

সর্বৈবধ্যময় নানা বর্ণবিচিত্র উল্লিখিত ব্রহ্মকুণ্ডের
অর্চনা করিতে হয় । এই কুণ্ডের ঐশানভাগে
ভৈরবেশ্বর আছেন । হে দেবি ! এই স্থানে রস-
রূপিণী তুর্গন্ধা ভাসুরা নদী প্রবাহিতা । তাহার
রসের সংস্রবে বিবিধ বর্ণ হইয়া থাকে । বখন
কর্কর, কখন মেঘবর্ণ, কখন মহাদিবা রজতবর্ণ,
কখন কপিলবর্ণ, কখন হৃদয়স্নিগ্ধ, কখন কর্পূরাভ,
কখন কক্কুরিকাভাস, কখন কক্কুমচ্ছবি, কখন সুগন্ধ-
চন্দ্রনযুক্ত, এবং কখন কখন রক্তেন্দুকনিভ ।
এই সকল বিবিধ রস তথায় সর্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।
মহাদেব যাহার প্রীতি তুষ্ট হন, তৎক্ষণাৎ তাহার
সিদ্ধি লাভ হয় । উক্ত রসে রজত কিপ্ত হইলে
তাৎক্ষণিক জায় হইয়া যায় । হে দেবি ! এই
অমৃতরস রসায়ন তথায় সকলেরই প্রত্যক্ষ । মানব-
গণ কোতুকের সহিতই ইহা ব্যৱহার দেখিয়া
থাকে । কলিযুগে তত্রত্য রস এক পরম দিব্য
বস্তু । উহা সিদ্ধ, সিদ্ধরস ব্যাধিকরকর, হেমবীজ-
ময়, দিব্য, এবং ব্রহ্মকুণ্ডলবৎ । হে দেবি !
ইদানীং আমি মনুষ্যাগণের হিতের নিমিত্ত
তোমার নিকট উক্ত বিষয় বলিতেছি । ইহা
অমূল্য করিলে তৎক্ষণাৎ দারিদ্র্য লাগে হয় ।
প্রথমত এক তাম্রকুণ্ডে করিবে । এই কুণ্ডে তীর্থো-

দ্ভূমো তৎকুণ্ডং জালয়েদনলং ততঃ । চুস্কীরূপেণ
যথাংসং পাচয়েন্তঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪১ ॥ পশ্চাদ্ভূত-
তং কুণ্ডং পুনরেব জলং কিপেৎ ॥ মাসমেকং পুনঃ
কুর্ধ্যান্নাসমেকং পুনর্ভূতম্ ॥ ৪২ ॥ ততঃ সর্বাণি
খণ্ডানি একীকৃত্য প্রযত্নতঃ । পুনরেবোদকেনৈব
প্রাচ্য চাবর্তয়েৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥ কাঞ্চনং জায়তে তত্র
যদি তুষ্টিঃ মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ সিদ্ধিঃ শরীরজাং দেবি
যদৌচ্ছন্নানবোত্তমঃ । স স্নানমাদিতঃ কৃদ্ধা সংবৎ-
সরজয়ং পুনঃ ॥ ৪৫ ॥ যৌনেন নিয়মে নৈব মল্যমজ-
জপাধিতঃ । পূজয়েচ্চ হিরণ্যেশং ক্ষেত্রপালং
প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬ ॥ পঞ্চোপচারসংযুক্তং ধ্যানধারণ-
সংযুতম্ । তীর্থোদকেন পাকং বৈ পেয়ং তদ্বৎ হৃদয়ে ॥
এবং বর্ধয়েৎ নৈব দিব্যাদেহঃ প্রজায়তে । তেজস্বী
বলবান্ প্রাজ্ঞঃ সর্বব্যাদিবিজ্ঞিতঃ ॥ ৪৮ ॥ জীবৈষধ-
শর্গাশ্চৈব জ্ঞানি দুঃখবিবজ্জিতঃ । বর্ধয়েৎ মাংসদ্বি-
গুণে স্নানমাচরেৎ ॥ ৪৯ ॥ বাগীশ্বরীং জপে রিত্যং

দক ও তাম্রপাত্র সকল প্রদান করিবে । জল প্রদা-
নের পর এই কুণ্ড ভূমিতে স্থাপনপূর্বক অগ্নি
প্রজালিত করিবে । পরে এই কুণ্ডকে চুল্লীর উপর
স্থাপন করিয়া ছয় মাস কাল যাবৎ মন্দ মন্দ
জ্বল দিবে । অনন্তর এই কুণ্ড চুল্লী হইতে
উত্থাপিত করিয়া তাহাতে জল ক্ষেপণ করিবে ।
পুনরায় এই কুণ্ড একমাস কাল যাবৎ চুল্লীতে
রাখিয়া জ্বল দিবে ; পুনরায় তাহা নামাইয়া
তাহাতে জল সেক করিয়া একমাস কাল জ্বল দিবে ।
অনন্তর যতপূর্বক কুণ্ডস্থিত সমস্ত তাম্রপাত্র
একত্র করিয়া তাহা জল দ্বারা ধৌত করত পুনঃ
পুন আবৃত্তি করিবে ; এরূপ করিলে কাঞ্চন উৎ-
পন্ন হয়—যদি মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া থাকেন ৥ ২১—৪৪ ॥
যদি কোন মানব শরীরজা সিদ্ধি ইচ্ছা করে, তাহা
হইলে সে প্রথমতঃ স্নান করিয়া যাবৎ যৌনি নিয়ম-
যুক্ত, মল্যমজ-জপানরিত ও ধ্যানধারণাধিত হইয়া
পঞ্চোপচার দ্বারা ক্ষেত্রপাল হিরণ্যেশ্বরের যত্ন সহ-
কারে পূজা করিবে । পরেপাক তীর্থোদক
দ্বারা করিতে হয় ; আর ঔষধ পান করিতে হয়
উৎকৃষ্টপাত্রে (তাম্র পাত্র) । বর্ধয়েৎ কাল এই
নিয়ম পালন করিলে মানব দিব্য দেহ লাভ করে ।
অপিচ সে তেজস্বী, বলবান্, প্রাজ্ঞ, সর্ব ব্যাধিবিব-
জ্জিত ও দুঃখবিরাহিত হইয়া শতজন্ম বর্ষ যাবৎ
জীবিত থাকে । যে জন তিন বৎসর অবিচ্ছিন্ন
ভাবে এই স্থানে স্নানচরণ করে এবং পূজা-হোম-
সমাধিত হইয়া নিত্য বাগীশ্বর মন্ত্র জপ করে,

পুজ্যাহোমসমবিতঃ । তস্ম প্রবর্ত্ততে বাণী সিদ্ধিঃ ।
সারস্বতী ভবেৎ ॥৫০॥ সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈবাপভ্রংশং
ভূতভাষিতম্ । গাক্ষ্যোতঃপ্রবাহেণ উদগিরেদিয়-
মাস্তবান্ । অশ্রান্তাঃ চ বরারোহে হুবিচ্ছিন্নাঃ চ
সন্ততম্ ॥৫১॥ বদেহাদিসহস্রৈশ্চ ন শ্রমস্তস্ম
জায়তে । তীর্থস্তাস্ত প্রভাবেণ সর্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥
৫২ ॥ পণ্ডিতা গৰ্ভিতাঃ সৰ্ব্বৈ তর্কশাস্ত্রবিশারদাঃ ।
আগচ্ছন্তি সমং তাত বিদ্যায়োদ্ধতকঙ্করাঃ । ন
শকুবন্তি তে বক্তুং দ্রষ্টুং বক্ত্রমপি প্রিয়ে ॥৫৩॥
বাদিনাং চ সহস্রাণি ভনজ্যেব্যং নিরীক্ষণাৎ ॥৫৪॥
উদগ্রাহয়তি শাস্ত্রাণি বিবুদ্ধাখানি সত্বরম্ । বিমল-
পাক্ষরাজঃ চ বৈষ্ণবঃ শৈবমেব চ ॥৫৫॥ ইতিহাস-
পুরাণঞ্চ ভূতভ্যঃ চ গাক্ষড়ম্ । ভৈরবং চ মহাত্ম্য-
কুলমার্গং দ্বিধা প্রিয়ে ॥৫৬॥ রথপ্রবরবেগেণ বাণী
চাশ্বলিতা ভবেৎ । নশস্তি বাদিনঃ সৰ্ব্বৈ গকুড়ো-
পন্নগাঃ ॥৫৭॥ ন দারিद्र্যাং ন রোগে ন দুঃখ-
মানসং পুনঃ । রাজ্যমাত্মা মহামানী ভবেদ্রক্ষ-
প্রসাদতঃ ॥৫৮॥ উৎসাহবলসংযুক্তো দেববজ্রী

বতে ধীঃ । দাতা ভোক্তা চ বাগ্মী চ তীর্থস্তাস্ত
প্রসাদতঃ ॥৫৯॥ তৈলাভ্যক্তস্ত যন্তেজো জায়তে
মহুজেযু চ । স্নাতমাঞ্চে তথা তেজস্বীৰ্হিতৈব প্রস-
দতঃ ॥৬০॥ যৎপাপং কুরুতে জন্তুঃ পৈশুশ্চক-
কৃতত্বতাম্ । মিচ্ছজোহে চ যৎপাপং যৎপাপং পায়-
দারিকম্ । তৎসৰ্বং বিলয়ং যাতি কুণ্ডলানয়ন্ত
চ ॥৬১॥ মুঘলং লজ্জয়েদৃশ্য যো গাস্ত্যজতি বৈ
দ্বিজঃ । তৎপাপং কয়মাপ্নোতি ব্রহ্মকুণ্ডস্ত দর্শনাৎ ॥
৬২ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি দৈবতানি তথা
পুনঃ । পুজিতানি চ সৰ্ব্বাণি কুণ্ডলানপ্রভাবতঃ
৬৩ ॥ সপ্তজমার্জিতং পাপং দর্শনাৎ কয়মাত্রজেৎ
৬৪ ॥ যৎপাপং গুরুগোয়ে চ পরম্বহরণেযু চ
তৎপাপং কয়মাপ্নোতি ব্রহ্মকুণ্ডনিষেবণাৎ ॥৬৫॥
প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্যাৎ স্নাত্বা কুণ্ডস্ত নামতঃ
সংখ্যা পঞ্চদশ বৈ শৃণু তস্মাপি যৎকলম্ ॥৬৬॥
সপ্তপাতালসহিতা তীর্থকোটিভিরানুতা ॥৬৭॥ আহার-
মাত্ৰং যো দদ্যাত্তস্ম বেদবিদ্যাং বরে । লক্ষভোজ্যং
কৃতং তেন তীর্থস্তাস্ত প্রভাবতঃ ॥৬৮॥ ব্রহ্মবরঞ্চ

তাহার বাণীসিদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয় । অপিচ সেই
ব্যক্তি গন্ধা প্রবাহের দ্বায় অনর্গল সংস্কৃত, প্রাকৃত,
অপভ্রংশ, ও ভূত ভাষিত উচ্চারণ করিতে সমর্থ
হইয়া থাকে । হে বরারোহে ! এই ব্যক্তি সহস্র
বক্তার সহিত অশ্রান্ত ও অবিচ্ছিন্নভাবে কথা
কহিতে পারে, তাহাতে তাহার শ্রম হয় না । সর্ব
শাস্ত্রজ্ঞ বহু গৰ্ভিত পণ্ডিত ও তর্কশাস্ত্রবিশারদ
অনেক বিদ্যেদ্ব্যতমস্তক মনোবী ব্যক্তি তৎসহ
বিচারার্থ আগমন করিলেও এই তীর্থপ্রভাবে
ঊঁহার কিছুই বলিতে সক্ষম হন না । এমন কি
এই তীর্থসেবীর বক্ত্র পর্যন্ত নিরীক্ষণে ঊঁহার
অপারগ হইয়া থাকেন । তীর্থসেবী ব্যক্তি সহস্র
সহস্র বাদী ব্যক্তিকে দর্শনমাত্রেই পরাজয় করিয়া
থাকেন । এই ব্যক্তি সহস্র সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয় ।
বিমল পঞ্চরাজ, বৈষ্ণব ও শৈব শাস্ত্র ইতিহাস,
পুরাণ, ভূত, গাক্ষড় ও ভৈরব তন্ত্র, মহাত্ম্য, এবং
দ্বিধাবিশিষ্ট কুলমার্গ ঊঁহার আয়ত্ত হয় । তদীয়
বাণী রথবেগের দ্বায় অশ্বলিত ভাবে নির্গত
হইতে থাকে । গকুড় দর্শনে পরগের দ্বায় তৎ-
সমক্ষে সমস্ত বাদীই নিরস্ত হইয়া থাকে । অস্মাদ
প্রসাদে তাহার দারিদ্র্য, রোগ, বা মানস দুঃখ
কিছুই থাকে না । সে রাজ্যাত্ম মহামানী হয় ।
দেবকর দ্বায় উৎসাহ বল সহকারে তদীয় জীবন

যাপন হইতে থাকে । এই ব্যক্তি তীর্থের প্রভাবে
দাতা, ভোক্তা, ও বাগ্মী হয় । মহুয়ালোকে তৈলা-
ভ্যক্ত ব্যক্তির যে তেজ হয়, উক্ত তীর্থে স্নানমাঞ্চে
তৎপ্রসাদে সেইরূপ তেজই হইয়া থাকে ।
মানব পৈশুশ্চ, কৃতত্বতা, মিচ্ছজোহ, বা পরদার
গমনাদি যে কোন পাপই করুক, এই কুণ্ডলানের
কলে তৎসমস্তই বিলয় পাইয়া যায় । যে ব্যক্তি
মুঘল লজ্জন করে, কিবা গো পরিভ্যাগ করে,
এই কুণ্ড দর্শনে তাহারও পাপক্ষয় হয় ।
পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও দেবতা আছেন,
এই কুণ্ডলানের প্রভাবে তৎসমস্তই অর্চিত
হইয়া সেবিত হইয়া থাকেন ! ইহার দর্শন মাত্রেই
সপ্ত জমার্জিত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । গোহত্যা
ও পরম্বহরণাদি কার্যে যে পাপ হয়, এই
ব্রহ্মকুণ্ডসেবনে সে সকলই কয় প্রাপ্ত হইয়া
যায় । যে ব্যক্তি কুণ্ডে স্নান করিয়া পঞ্চদশবার
কুণ্ড প্রদক্ষিণ করে, তাহার যে কল হয় অবগণ কর ।
এই ব্যক্তি সপ্ত পাতাল, ও কোটি কোটি তীর্থ-পরি-
নুতা সপ্তদ্বীপা বনুচ্ছরা প্রদক্ষিণ করার কল পাইয়া
থাকে ॥৬৫—৬৭॥ যে ব্যক্তি এই স্থানে বেদবিৎ ব্রাহ্ম-
ণকে আহার প্রদান করে, এই তীর্থপ্রভাবে তাহার
লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন করান হয় । ব্রহ্মবরঞ্চ

সম্পূর্ণ হিরণ্যেশ্বরমুত্তম। ক্ষেত্রপালঃ চতুর্ভুজঃ
পূজয়েচ্ছিত্তিতঃ লভেৎ ॥ ৬৯ ॥ একবিংশতি কুলে-
ভুক্তঃ সৰ্বপাপবিবর্জিতঃ । অক্ষলোকঃ স বৈ যতি
নাজ কার্য্য বিচারণা ॥ ৭০ ॥ বিরিকিকুণ্ডে শ্রাব্য
বা যো জপেদেদমাতরম্ । লক্ষজাপ্যবিধানেন স
মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ স এব পুণ্যকর্তা চ স
এব পুরুষোত্তমঃ । যাত্রা কল্প কৃতা যেন অক্ষকুণ্ডে
বরাননে ॥ ৭২ ॥ অষ্টাশীতিসহস্রাণি ধ্বীণামুর্দ্ধ-
রেতসাম্ । অক্ষকুণ্ডং সমাধিত্য অক্ষদেবমুপাসতে ॥
৭৩ ॥ তাবদগর্জন্তি তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
যাবদ্রক্ষ্যেবরং তীর্থং ন পশন্তি নরাঃ প্রিয়ে ॥ ৭৪ ॥
অক্ষকুণ্ডে চ পানীয়ং যে পিবন্তি নরাঃ সৰ্ব্বং । ন
ভেবাং সংক্রমেৎ পাপং বাচিকং মানসং তনো ॥ ৭৫ ॥
অক্ষাভ্যন্তরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ ।
ভেবাং পুণ্যমবাগ্নোতি অক্ষকুণ্ডে প্রদক্ষিণাং ॥ ৭৬ ॥
যাজবল্ক্যো মহাশ্বা চ পরমাত্মবরূপবান্ । সপ্ত-
কুণ্ডং ন মুঞ্জেত নিকৃন্তত গণত্বাৎ ॥ ৭৭ ॥ ইতি
সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মহাশ্বাঃ অক্ষকুণ্ডজম্ । তব
মুখেন দেবেশি কিমভ্যং পরিপূজসি ॥ ৭৮ ॥ য

করিয়া উত্তম হিরণ্যেশ্বর ও চতুরানল ক্ষেত্রপালের
পূজা করিতে হয়। এইরূপ পূজায় অতীষ্ট লাভ
হইয়া থাকে এবং একবিংশতি কুল সহ সৰ্বপাপ
হইতে মুক্ত হইয়া সে অক্ষলোকে গমন করে। এ
কথা নিশ্চিতই। বিরিকিকুণ্ডে নান করিয়া যে
ময় লক্ষবার বেদমাতার জপ করে, তাহার নিখিল
পাতক হইতে মুক্তি হয়। হে দেবি! যেনর
অক্ষকুণ্ডে যাত্রা করে, সেই প্রকৃত পুণ্যকর্তা এবং
সেই যথার্থ পুরুষোত্তম। অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতা
ধ্বি অক্ষকুণ্ড আশ্রয় করিয়া অক্ষদেবের উপাসনা
করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! যে পর্যন্ত নরগণ
অক্ষেশ্বর তীর্থ দর্শন না করে, সচরাচর ত্রৈলোক্যে
নিখিল তীর্থই তাবৎ গর্জন করিয়া থাকে।
নরগণ অক্ষকুণ্ডের পানীয় একবার পান করিলে
তাহাদের বাচিক বা মানসিক পাপ দেহে আর
সংক্রান্ত হয় না। অক্ষকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিলে
অক্ষাভ্যন্তরমধ্যে নিখিল তীর্থ প্রদক্ষিণ জন্ত পুণ্য লাভ
হইয়া থাকে। মহাশ্বা পরমাত্মবরূপী যাজবল্ক্য এবং
নিকৃন্তাধ্যগণ একত্বতরে কেহই ঐ কুণ্ড পরিত্যাগ
করেন না। এই আমি তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ
সংক্ষেপে অক্ষকুণ্ডমাহাত্ম্য বিবৃত করিলাম। হে
দেবেশি! তুমি অন্য আর কি জানিতে চাও। যে

ইদং শৃণুয়ান্নর্ত্যঃ সম্যক্ জ্ঞানসমবিতঃ । স মুক্তঃ
পাতকৈঃ সর্বৈর্জ্ঞানলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭৯ ॥

ইতি ত্রিহ্মানে অক্ষকুণ্ডমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নরাদেবি কৃপাং
কুণ্ডলসম্ভবম্ । তন্মৈব চোত্তরে ভাগে অক্ষকুণ্ড-
সমীপতঃ ॥ ১ ॥ যত্র সিদ্ধো মহাদেবি রূপকুণ্ডল-
হারকঃ । তত্র শ্রাব্য নরো দেবি মুচ্যেৎ স্তেয়কৃত-
দঘাৎ ॥ ২ ॥ সপ্ত জহ্মানি দেবেশি ন তন্তাবয়-
সম্ভবঃ । চোরঃ কশ্চিৎভবেৎ ক্রুরস্তত্র নানপ্রভা-
বভূ ॥ ৩ ॥ শিবরাজ্যে বিশেষণ পিতৃ-
মাদিকং ক্রিয়াম্ । কুর্য্যচ্ছত্রহতানাঞ্চ পাপিনাং
তত্র মুক্তয়ে ॥ ৪ ॥ দেবুবাচ। কথং কুণ্ডলরূপস্ত
পৃথিব্যাং খ্যাতিমগতম্ । এতৎ কথয় মে দেব
স্তুরাঘদতাং বর ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি
মহাপুণ্যাং কথাং পাপপ্রণাশনীম্ । যাং জ্ঞাত্বা
মুচ্যতে পাপায়রো জয়শতাজ্জিতাং ॥ ৬ ॥ প্রভাস-

মর্ত্য সম্যক্ জ্ঞানবিত হইয়া ইহা শ্রবণ করে, সে
সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষলোকে উপনীত
হইয়া থাকে। ৬৮—৭৯ ।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অক্ষকুণ্ডের
উত্তরে নিকটেই কুণ্ডলসম্ভব এক কূপ আছে। অন-
ন্তর নর সেই স্থানে গমন করবে। তথায় এক রূপ-
কুণ্ডলহারী চোর সিদ্ধ হইয়াছিল। ঐকূপে নান-
করিলে নর স্তেয়জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ
করিয়া থাকে। হে দেবি! ঐ কূপে নান করার
প্রভাবে কূপবাসী নরের বংশসম্ভবগণ সপ্তজন্ম চোর
হয় না। শত্রুহত পাপগণের মুক্তির নিমিত্ত ঐ কূপে
শিবরাজিতে পিতৃ দান করিতে হয়। দেবী বলি-
লেন,—হে দেব! কি রূপে পৃথিবীতে কুণ্ডলকূপ
খ্যাতি লাভ করিল। আপনি ইহা আমার নিকট
বিস্তৃতভাবে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি!
যে কথা শ্রবণ করিয়া শিবরাজ্যোপবাসী নর জ্ঞানস-

কেজমাংসাদ্যাদ্ধিবরাজ্যামুপোষিতঃ। আনীৎ সুদ-
র্শনো রাজা পৃথিব্যামেকরহি সুখীঃ। ৭। ধন্তো হি
স ধনাঢ্যঃ প্রজাঃ যত্নৈরশালয়ৎ। রাজ্যং তন্ত
সুসম্পন্নং ত্রাশ্বদৈকপশোভিতম্। সমুদ্রদ্বিসংযুক্তং
বিটতকরবর্জিতম্। ৮। তস্মিন্ জনপদে রম্যো পুরী
ভগবতী শুভা। চতুর্দ্বার্যসমায়ুক্তা পুরপ্রাকার-
যতিভা। ৯। তস্মিন্ পুরবরে রম্যো রাজ্যং
নিহতকণ্টকম্। করোতি বান্ধবৈঃ সার্কমুক্ধিক্তঃ
সুদর্শনঃ। হিরণ্যদন্তস্ত স্তুতো জাতো গাছার-
কস্তয়া। ১০। তন্ত ভাৰ্য্যা প্রিয়া সাক্ষী ভৰ্ভবত-
পরায়ণা। সুনন্দা নামবিখ্যাতা কশিরাজসুতা
শুভা। ১১। তয়া সার্কি হি রাজেন্দ্রো ভোগান
স বুদ্ধজে সঙ্গা। ভুঞ্জমানস্ত ভোগান বৈ চিরকালো
গতস্তদা। ১২। অকরোৎ স মহাযজ্ঞান্দদৌ
দানানি চুরিশঃ। এবং কালো গতস্তন্ত ভা-
সহ স্তব্রতে। ১৩। কদাচিন্মাঘমাসে তু শিব-
রাজ্যো বরাননে। সম্মার পূর্বজাতিং স ভাৰ্য্যামাহুয়
চাত্রতীৎ। ১৪। সুদর্শন উবাচ। শিবরাজি-

ব্রতং দেবি যয়া কার্য্যং বরাননে। ব্রতস্তাত্ত
প্রভাবেন প্রাপ্তং রাজ্যং যয়া কিল। ১৫। রাজ্যু-
বাচ। মহান প্রভাবে। রাজেন্দ্রে এবমুক্তং যয়া যম।
এতয়ে কারণঃ ক্রটি আশ্চর্য্যঃ হৃদি বর্ততে। ১৬।
রাজোবাচ। শৃণু তীৰ্থন্ত মাংসাদ্যঃ শিবরাজিমুপো-
ষণৎ। তস্মিন্ শিবপুরে রম্যো বর্গধারে সুশো-
ভনে। ১৭। আদিতীৰ্থে প্রভাসে তু কামিকে
তীৰ্থ উত্তমং। ১৮। ঋদ্ধিমুক্তে পুরে তস্মিন্নিত্যং
ধর্ম্মাহুসেবিতং। শিবরাজ্যো গতো রাজি তিথীন-
মুস্তয়া তিথিঃ। ১৯। মানবাস্তজ যে কেচিৎ পুররাষ্ট্রনি-
বাসিনঃ। তত্রাগতা বরাহোহে শিবরাজ্যামুপো-
ষিতম্। ২০। ধননামা বর্ণিকাস্তজৈব বসতে
সঙ্গা। ধনাঢ্যঃ স তু ধর্ম্মাত্মা সঙ্গা ধর্ম্মপরায়ণঃ। ২১।
স ভাৰ্য্যাসহিতস্তজ শিবরাজিমুপোষিতঃ। তন্ত
ভাৰ্য্যাভবৎসাক্ষী রূপযৌবনসংবৃতা। ২২। প্রচ-
ক্ষতপরাহারা সর্কভরণকুবিহা। স তয়া ভাৰ্য্যয়া
সার্কি কামকোষবিবর্জিতঃ। ২৩। প্রভাসস্তাগ্রতো
ভূতাপাতঃ শুক্রাঘরঃ শুচিঃ। যথোক্তেন বিধানেন
ভক্ত্যা নিজ্রাবিবর্জিতঃ। ২৪। তত্রাহঃ চৌররূপেণ
পাপঃ স্তেভ্যঃ সমাধিতঃ। স চ জাণাং কুলে জাতো

কেজমাংসাদ্যাদ্ধিবরাজ্যামুপোষিতঃ। আনীৎ সুদ-
র্শনো রাজা পৃথিব্যামেকরহি সুখীঃ। ৭। ধন্তো হি
স ধনাঢ্যঃ প্রজাঃ যত্নৈরশালয়ৎ। রাজ্যং তন্ত
সুসম্পন্নং ত্রাশ্বদৈকপশোভিতম্। সমুদ্রদ্বিসংযুক্তং
বিটতকরবর্জিতম্। ৮। তস্মিন্ জনপদে রম্যো পুরী
ভগবতী শুভা। চতুর্দ্বার্যসমায়ুক্তা পুরপ্রাকার-
যতিভা। ৯। তস্মিন্ পুরবরে রম্যো রাজ্যং
নিহতকণ্টকম্। করোতি বান্ধবৈঃ সার্কমুক্ধিক্তঃ
সুদর্শনঃ। হিরণ্যদন্তস্ত স্তুতো জাতো গাছার-
কস্তয়া। ১০। তন্ত ভাৰ্য্যা প্রিয়া সাক্ষী ভৰ্ভবত-
পরায়ণা। সুনন্দা নামবিখ্যাতা কশিরাজসুতা
শুভা। ১১। তয়া সার্কি হি রাজেন্দ্রো ভোগান
স বুদ্ধজে সঙ্গা। ভুঞ্জমানস্ত ভোগান বৈ চিরকালো
গতস্তদা। ১২। অকরোৎ স মহাযজ্ঞান্দদৌ
দানানি চুরিশঃ। এবং কালো গতস্তন্ত ভা-
সহ স্তব্রতে। ১৩। কদাচিন্মাঘমাসে তু শিব-
রাজ্যো বরাননে। সম্মার পূর্বজাতিং স ভাৰ্য্যামাহুয়
চাত্রতীৎ। ১৪। সুদর্শন উবাচ। শিবরাজি-

ননে। আমি শিবরাজব্রত করিব। এই ব্রত
প্রভাবেই আমি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। রাজী
বলিলেন,—হে রাজেন্দ্রে। আপনি যাহা বলিলেন,
ইহাত মহান প্রভাবই বটে। আপনি ইহার কারণ
বলুন, আমি চমৎকৃত হইয়াছি। রাজা বলিলেন,—
হে দেবি! তীর্থমাংসাদ্য ও শিবরাজি উপবাসের
কথা শ্রবণ কর। একদা আমি উত্তম তিথি শিব-
রাজিতে রম্য শিবপুর, বর্গধার, সুশোভন, আদ-
তীর্থ, উত্তম কার্য্যকরীর্থ, ঋদ্ধিমুক্ত ধর্ম্মাহুসেবিত
প্রভাসকেন্দ্রে গমন করি। আরও পুররাষ্ট্রনিবাসী
বহু মানব শিবরাজিতে উপবাস দিবস নিমিত্ত ঐ
স্থানে আগমন করে। ধন নামক এক বর্ণিক ঐ
তীর্থকেন্দ্রে নিত্য বাস করিত। সে ধনাঢ্য, ধার্ম্মিক
ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। সেও ভাৰ্য্যার সহিত শিব-
রাজির উপবাস করিয়াছিল। বর্ণিকপুত্রী সাক্ষী,
রূপযৌবনশালিনী, চঞ্চল-মেখলাহারা, ও সর্কভরণ-
কুবিহা ছিল। বর্ণিক কামকোষবিবর্জিত হইয়া
ভাৰ্য্যার সহিত কেন্দ্রে উপনীত হইয়া গান করত
শুক্রাঘর ধারণপূর্বক শুচিতাবে যথোক্ত বিধানেন
ভক্তির সহিত জাগরণ করিতে লাগিল।
আর পার্শ্বা আমি ঐস্থানে চৌর্য অবলম্বন

দেবত্ৰাণপূজকঃ ২৫ । পূৰ্ণকৰ্ম্মীহুসংযোগাধি-
কৰ্ম্মণি রতঃ সদা । তন্ত্ৰাঃ রাজ্যামহং তত্র জন-
মধ্যে তু সংস্থিতঃ ২৬ । কুণ্ডলীনঃ স্থিতস্তত্র
রজ্জাপেকী বরাননে । বণিজস্তত্র তাদ্যায়াক্ষিত্রা-
শেষতৎপরঃ ২৭ । সা রাজির্জগ্নতস্তত্র গতামে
বিজনে তথা । গীতনৃত্যাদিনির্ঘোষেবেদমঙ্গল-
পাঠিকৈঃ ২৮ । তালশব্দৈস্তথা বন্ধৈঃ পুষ্পকানাঞ্চ
বাচকৈঃ । এবং রাজ্যাস্ত শৈবায়ঃ যাবন্তি তি তত্র
বৈ ২৯ । নিরোধেন সমাযুক্তা পীড়্যমানা শুচি-
শ্রিতা । ধনিভাৰ্য্যা নিরোধার্থা দেবগায়াবহির্গতা ।
৩০ । তন্ত্ৰাঃ কণৌ জ্যোতিষা পুপ্পবেহং জলে
স্থিতঃ । ততঃ কোলাহলস্তত্র কৃতস্তৎপুরবাসিভিঃ ৩১ ।
ঋত্বা কোলাহলং শব্দং কণ্ঠজোত্রিনজং তদা ।
ধাবিতা রক্ষকান্তত্র রাজশাসনকারকঃ ৩২ ।
তৈরহং শব্দহস্তৈশ্চ উচ্চাহন্তৈঃ সমস্ততঃ । নিরী-
কিতোহথ ন প্রাপ্তং সুবর্ণং মনুখে স্থিতমহং
খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ হিবা শীর্ণং তদামম । উচ্চ-
হস্তা নিরীকস্তো নাশস্তন্বধর্মমপি । ৩৪ । হিবা
মাং তে গতঃ সর্কো গম্বা রাজ্যে ভবেদয়ন । ন

করিয়া অবস্থান করিতাম । আমি তথায় সং-
শুদ্ধের গৃহে জন্মিয়াছিলাম । দেবত্ৰাণের পূজা
আমাদের ধর্ম ছিল । পূৰ্ণকর্ম্মের কর্ম্মদোষে আমি
সকলদা বিকর্ম্ম হইয়াছিলাম । শিবরাত্রির দিন
আমি রজ্জাপেকী হইয়া জলে কুণ্ডলীন হইয়া বাস
করিতে লাগিলাম । আমি ঐ ভাবে থাকিয়া বণিক-
পত্নীর ছিদ্র অবেশে তৎপর रहিলাম । জাগ-
রিত অবস্থায় আমার রাজ্য প্রভাত হইল । প্রভাতে
গীত-নৃত্যাদিনির্ঘোষ, বেদমঙ্গলপাঠ, তালশব্দ ও
পুষ্পকপাঠ হইতে লাগিল । এই সময় জনতায়
পীড়্যমান হইয়া শুচিশ্রিতা বণিক্তাৰ্য্যা নিরোধার্থা
হইয়া যেমন দেবগৃহ হইতে বাহিরে আসিবে,
অমনি আমি তাহার কর্ণ জ্যোতিত করিয়া জলে
সম্ভরণ দিতে লাগিলাম । পুরবাসী জনগণ
তখন কোলাহল করিয়া উঠিল । কোলাহল
শ্রবণ করিয়া রাজ্য শাসক রক্ষগণ ধাবিত
হইল । তাহার শব্দ ও উচ্চ হস্তে করিয়া
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে আমাকে
নিরীকণ করিল । কিন্তু তাহার সুবর্ণ, প্রাপ্ত
হইল না,—সুবর্ণ আমি মুখে রাখিয়াছিলাম ।
তাহার তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা আমার মস্তক ছেদন
করিয়া উচ্চাধার নিরীকণ করত বিস্ময়াবত স্বর্ণ

কিঞ্চিত্তত্র সম্প্রাপ্তং হস্তোহস্থ্যতিষ্ঠ তৎক্ষণাৎ ৩৫ ।
কথয়িত্বা তু তে সর্ষে যথাদেশং গতঃ পুনঃ । ততো
বৈ বজ্রনা তত্র ভয়ভীতেন চেতসা ৩৬ । নিখাতং
মম তত্রৈব শিরঃ কারেন সংহৃতম্ । ধাতং কৃৎবা
প্রিয়ে তত্র ব্রহ্মতীর্থত্ চোত্তরে ২৭ । পিহিতো-
হহং তু তত্রৈব প্রভাসে তীর্থ উত্তমে । শিবরাত্রি-
প্রভাবেন তজ্জাতিশ্রয়তাং গতঃ ৩৮ । রাজ্যং
নিকটকং প্রাপ্তং সমুদ্রং বরবর্ষিনি । এতৎ প্রভাস-
মাহাত্ম্যং শিবরাজ্যেকপোষণং । এতৎকলং ময়া লকং
গম্বা তস্মাত্তপোষয়ে ৩৯ । রাজ্যাবাচ । গচ্ছাবস্তত্র
যত্রৈব কপালং পতিতং তব । ক্ষোটিতে চ কপালে
চ হিরণ্যং স্তুভতে যদি । প্রত্যয়ে মে ভবেৎ পশ্চাত্তব
বাক্যে ন-সংশয়ঃ ৪০ । রাজ্যাবাচ । কলং হি
তিষ্ঠে চাঙ্ক যাবজ্জুমিবিপর্যয়ঃ । উত্তিষ্ঠ ব্রজ
জৈঃ তে প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ৪১ । তস্ত
তদ্বচনং ঋত্বা যদাজ্ঞা সমুদীরিতম্ । গমনায় মতিং
চক্রে শিবরাত্র্যা উপোষণে ৪২ । ততোহস্থ-

পাইল না । তখন তাহার আমাকে পরিত্যাগ
করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল
যে, আমার অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কিছুই পাই-
লাম না, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিয়াছি ।
রাজসম্মুখানে এই কথা জ্ঞাপন করিয়া তাহার
যথানির্দিষ্ট স্থানে গমন করিল । এদিকে তখন
আমার এক বজ্র আমার খণ্ডিত মস্তক বেঁচে
যোজিত কারয়া তয়ে ভয়ে আমাকে ঐ প্রভাসক্ষেত্রে
ব্রহ্মতীর্থের উত্তরে নিখাত করিল । আমি ঐ
উত্তমতীর্থ প্রভাসে মুক্তিকাচ্ছাদিত रहিলাম ।
পরে আমি শিবরাত্রিপ্রভাবে জাতিশ্রয়-ও
নিকটক সমুদ্র রাজ্য লাভ করিলাম । হে বরবর্ষিনি !
এই প্রভাসক্ষেত্রে শিবরাত্রি উপবাসের আমি
এই কল লাভ করিয়াছি । এজন্ত আমি ঐ স্থানে
যাইয়া উপবাস করিব ১—৩৯ । রাজা বলিলেন,
—হে রাজন ! যেখানে আপনার কপাল পতিত
আছে, আমি ঐ স্থানে গমন করিব । সম্ভবত আপ-
নার কপাল ক্ষুটিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানে হিরণ্য
দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে । হিরণ্য দেখিতে
পাইলে তবে আপনার বাক্যে আমার প্রত্যয়
জন্মিবে, সংশয় নাই । রাজা বলিলেন,—কলকাল
পর্যন্ত যাবৎ না জুমিবিপর্যয় হয়, তাবৎ ঐ অস্থি
বিদ্যমান থাকিবে । তোমার মঙ্গল হোক, উদ্ভিত
হও, উত্তম ক্ষেত্র প্রভাসে চল । রাজকথিত উক্ত

জ্বলন্তৈর্গুণৈঃ রথং হেমবিক্রান্তম্ । অশ্বায় সহ পত্নী
৫ প্রভাসঃ কেতুমৈবিনাম্ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ কৃৎ
প্রভাসে তু যথোক্তঃ বরবর্ণিনি । ব্রহ্মতীর্থে সমা-
গত্য উক্তব্যং সকলং ততঃ ॥ ৪৪ ॥ হিরণ্যং দর্শয়-
মান ফোটিয়িত্বা শবং শ্রবম্ ॥ ৪৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
জাতসম্প্রত্যা ভাৰ্য্যা তস্ত রাত্নো বভূব হ । জগাম
পরমং স্থানং যত্র কল্যাণমুত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥ জনোহপি
বস্মিতঃ সর্বো দৃষ্টো চিত্রঃ তদভূতম্ ॥ ৪৭ ॥ নদী
চিত্র পথানাম তত্রোৎপন্ন্য বরাননে । চিত্রাদিত্যস্ত
পূৰ্ণেণ ব্রহ্মতীর্থে চোত্তরে ॥ ৪৮ ॥ তস্তাং ততিষ্ঠতে
তত্র সর্বপাপপ্রশাশনম্ ॥ ৪৯ ॥ আবেগে মাসি সম্প্রাপ্তে
তস্মিন্ কুপে বিধানতঃ । যঃ স্নানং কুরুতে দেবি
শ্রাদ্ধং তত্র বিশেষতঃ ॥ ৫০ ॥ চিত্রাদিত্যস্ত সম্পূজ্য
শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৫১ ॥ এতন্তে কাথ্যতঃ সর্বং
শিবরাজ্যা মহৎ ফলম্ । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুণ্যং
সর্বপাপপ্রশাশনম্ ॥ ৫২ ॥ যঃ ইদং পঠতে নিত্যং
শৃণুয়াৎপি মানবঃ । সর্বপাপবিনর্মুক্তো রুদ্রলোকে
মহী যতে ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুণ্ডলকুপমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-

চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

প্রকারং বাক্যং শ্রবণ করিয়া রাজ্য শিবরাত্রির উপ-
বাস উপলক্ষে প্রভাস কেত্রে গমন করিতে প্রস্তুত
হইলেন । তখন রাজা রাজ্যের সহিত হেমবিক্রান্ত
জবন তুরঙ্গযুক্ত রথবরে আরোহণ করিয়া প্রভাস-
কেত্রে প্রস্থান করিলেন । হে বরবর্ণিনি । অনন্তর
ভাৰ্য্যা যথোক্ত অত্যাচরণপূর্বক প্রভাসে উপনীত
হইয়া ব্রহ্মতীর্থে গমন করত সমাধিব্হান ধনন করিয়া
শবদেহ ফোটিত করিয়া হিরণ্য দর্শন করিলেন ।
ঈশ্বর বলিলেন,—তখন ভাৰ্য্যা ভাৰ্য্যা জাতপ্রত্যা
হইলেন । অনন্তর ভাৰ্য্যা যথানে উত্তম কল্যাণ
অবস্থিত, সেই পরম স্থানে গমন করিলেন । জন-
গণ এই অভূত চিত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল ।
এ স্থানে চিত্রাদিত্যের পূর্বে ব্রহ্মতীর্থে উত্তরে
ত্রিধগানায়ী নদী উৎপন্ন হইল । এই নদীতেই
সর্বপাপপ্রশাশন কুণ্ডলকুপতীর্থে বিরাজিত । হে
দেবি । যে জন আবেগ মাসে চিত্রাদিত্যের পূজা
করিয়া এই কুপে বিধিপূর্বক স্নান ও শ্রাদ্ধ করে, সে
শিবলোকে পুজিত হইয়া থাকে । এই আমি
সর্বপাপপ্রশাশন ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, পুণ্য, শিব-
রাজ্যমাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করলাম । যে ব্যক্তি ইহা

একোপাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি ভৈরবে-
শ্বরমুত্তমম্ । ব্রহ্মকুণ্ডে ঈশানে স্থিতং পাপপ্রশা-
শনম্ । চতুর্ভুক্তঃ মহাদেবঃ সংস্থিতঃ তীর্থরক্ষণে ॥
১ ॥ তত্র স্নাত্ব মহাকুণ্ডে যন্তঃ পূজয়তে নরঃ ।
পঞ্চোপচারবিধিনা ভক্তিবুক্তো যতঃশ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥
কুলানি যাস্ততীতানি ভাবিষ্যাচি যানি বৈ । তার-
য়েৎস নরো দেবি নাত্ৰ কার্ধ্যা বিধারণা ॥ ৩ ॥
চাত্ৰ সম্ভবস্তস্ত বিনাশো নৈব জয়তে । বিমানৈ-
শ্চরতে নিত্যং দিবাকরসমপ্রভৈঃ ॥ ৪ ॥ স্ত্রীসহ-
শ্রৈর্তুো নিত্যং ক্রীড়তে দেববদ্বিবি ॥ ৫ ॥ এত-
দ্বিসং মহাদেবি চতুর্ভুক্তঃ মহাপ্রভম্ । দৃষ্ট্বাপি
তদ্বিমুচ্যতে সর্বপাপৈশ্চ মানবঃ ॥ ৬ ॥ ৪০—৫৩।

ইতি শ্রীকান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং

নামৈকোপাশদধিকশততমো-

হধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯ ॥

নিত্য পাঠ ও শ্রবণ করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত
হইয়া রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে ।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৮ ॥

— — —

উপাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি । অনন্তর উত্তম
ভৈরবেশ্বরসমীপে গমন করিবে । ব্রহ্মকুণ্ডের
ঈশান কোণে তীর্থরক্ষা এই পাপহর চতুর্ভুক্ত
মহাদেব অবস্থিত । তত্রত্য মহাকুণ্ডে স্নান করিয়া
যে নর ভক্তিবুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চোপচারে
ভৈরবেশ্বরের পূজা করে, সে তাহার অতীত ভাবিয়া
সমস্ত কুল উদ্ধার করিয়া থাকে । এ বিষয়ে সন্দেহ
মাত্র নাই । এই ব্যক্তির জন্ম-মরণ নাই । সে
নিত্য দিবাকরপ্রভ বিমানে বিচরণ করে এবং
সহস্র সহস্র রমণীজনে পরিবৃত্ত হইয়া নিত্য নিত্য
দেববৎ ক্রীড়া করিয়া থাকে । হে দেবি । মানব
এই চতুর্ভুক্ত মহামহিম লিঙ্গ দর্শন মাতেই সর্বপাপ
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ১ - ৮।

উপাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৯ ॥

পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো ব্রহ্মেশ্বরঃ গচ্ছেত্ততঃ
দক্ষিণতঃ স্থিতম্ । ব্রহ্মণা স্থাপিতং পূৰ্ণং ব্রহ্মকুণ্ড-
সমীপতঃ । ত্রিযু লোকেষু বিখ্যাতং রক্ষ্যমাণং
গণৈশ্চর্যম্ । ১ । তত্র নারায়ণচতুর্দশীমবাস্তাং বিশে-
ষতঃ । ব্রাহ্মকং বিধিবৎকৃৎ ব্রহ্মেশং পূজয়েত্ততঃ ।
২ । বিশেষতঃ কাকনং দক্ষ্যাত্মীত্যে শঙ্করম্
৫ । ৩ । এবং কৃৎ নরো দেবি, লভতে জন্মনঃ
কলম্ । বিপুলং কীর্তিমায়াতি মোদতে ব্রহ্মণা
প্রিয়ে । ৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৫০ ।

একপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততোহব দক্ষিণে ভাগে তৃতীয়ে
ভৈরবঃ স্থিতঃ । ব্রহ্মকুণ্ডসমীপে তু সাবিজ্যা সম্প্রতি-
ষ্ঠিতঃ । ১ । আরাধ্য তত্র দেবেশং দেবানাং প্রপি-
তামহম্ । বয়ভক্য নিরাহায়া ভোষয়ামাস শঙ্করম্ ।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ লিঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্বে
ব্রহ্মকুণ্ড-সমীপে পূর্বে ব্রহ্মা যে ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন
করেন,—অনন্তর তীর্থযাত্রী তৎসমীপে গমন
করিবে । ঐ লিঙ্গ জিলোকবিখ্যাত এবং মদায়-
গণসমূহ কর্তৃক পরিয়াকৃত । চতুর্দশী বা অমাব-
স্তায় তত্র চ্য কুণ্ডে স্নান করিয়া বিধিমত ব্রাহ্ম
করিবার পর ব্রহ্মেশ্বরের পূজা করিবে এবং শঙ্ক-
রের ঐতিহ্য নিমন্ত বিপ্রগণকে কাকন প্রদান
করিবে । হে দেবি । নর এইরূপ করিয়া জন্ম-
সাক্ষ্য লাভ করে । তাহার বিপুল কীর্তি হয় ।
সে ব্রহ্মার সহিত বিহার করে । ১—৪ ।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫০ ।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বোক্ত লিঙ্গের দক্ষিণ
ভাগে ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপে সাবিজ্যপ্রতিষ্ঠিত তৃতীয়
ভৈরব অবস্থিত । সেই দেবপ্রতিষ্ঠায় হে দেবে-
শ্বরকে তথায় আরাধনা করিয়া সাবিজ্যী ব্যা-

২ । তুষ্টিঃ প্রাহেবরো দেবি শঙ্করস্তাং বরাননাম্ ।
৩ । যোহস্মিন কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা মল্লিকং পূজয়িষ্যতি ।
পৌর্ণমাস্তাং বিধানেন গন্ধপুষ্পাদিতঃ ক্রবাৎ । ৪ ।
দাস্তে তস্ত ত্বৈরানিষ্টায়নসাতীপিতান শুভান্ । ৫ ।
মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তো ভবতি পাতকৈঃ । সর্ব-
কামসমৃদ্ধায়া স কৃষাদ্ভুতধ্বজঃ । ৬ । ইত্যেবমুক্তা
দেবেশি ততোহন্তর্দক্ষানমাগতঃ । সাবিজ্যী ব্রহ্মলোকে
তু গতা সংস্থাপ্য শঙ্করম্ । ৭ । ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তঃ সাবিজ্যীশমহোদয়ম্ । শৃণুযাদ্ যন্ত মতিমান্
স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ । ৮ ।

ইতি শ্রীকান্দে সাবিজ্যীশ্বরভৈরবমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তৃতীয়ে ভৈরবঃ প্রোক্তচতুর্থঃ
ভৈরবঃ শৃণু । ব্রহ্মেশাৎপশ্চিমে ভাগে ধর্ম্মবাৎ
জিতয়ে স্থিতম্ । ১ । সর্বপাপপ্রশমনঃ সর্বকাম-
প্রদঃ নৃণাম্ । নারদেশ্বরনামানং স্থাপিতং নারদেন

ভোজনে এবং অনাহারে শঙ্করের সন্তোষ উৎপাদন
করেন । শঙ্কর ইহাতে তুষ্ট হইয়া সেই বরবর্ণি-
নিকে বলেন,—হে দেবি ! যে নর এই কুণ্ডে স্নান
করিয়া পূর্ণিমা তিথিতে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা মদায়
লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহাকে আমি মনোভীষ্ট শুভ
বর সকল প্রদান করিব । সে মহাপাতকী হইলেও
পাতকমুক্ত ও সর্বকামসমৃদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ ভুত-
ধ্বজরূপ ধারণ করিবে । হে দেবেশি ! শঙ্কর
এই বলিয়া তৎকথাৎ অন্তর্হিত হন । সাবিজ্যী
শঙ্করলিঙ্গ স্থাপনপুঙ্ক ব্রহ্মলোকে গমন করেন ।
এই লিঙ্গের নাম—সাবিজ্যীশ্বর । আমি সংক্ষেপে
ইহার মহিমা কীর্তন করিলাম । মতিমান্ নর ইহা
অবশ্যে পাতকমুক্ত হইয়া থাকে । ১—৮ ।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—তৃতীয় ভৈরবের কথা বলা
হইল । অতঃপর চতুর্থ ভৈরবের বিষয় অবগত কর ।
ব্রহ্মেশ্বরের পশ্চিমে তিন ধর্ম্ম দ্বারে সর্বপাপহর
সর্ব কামপ্রদ চতুর্থ ভৈরব অবস্থিত । পূর্বে নারদ

বৈ। ২। ব্রহ্মলোকে স্থিতঃ পূৰ্ণঃ নারদো ভগ-
বানুবিঃ। তত্র দৃষ্টা মহাবীণাং দিবাং তদ্ব্যযুক্ত-
বৃত্তাম্। ৩। সরস্বত্যাঃ বিনিৰ্গুতাঃ ব্রহ্মলোকে
মহাপ্রভাভা। তেনাসৌ কোতুকাবিষ্টৌ বাদ্যমাস
তাং তদা। ৪। তত্রীভ্যো বাদ্যম্নানাত্যো ব্রাহ্মণাঃ
পতিতা ভূবি। সপ্ত স্বরাস্তে বিখ্যাতা মুচ্ছিতাঃ
বড়ুজকাদয়ঃ। ৫। তান দৃষ্টা বিশ্বয়াবিষ্টৌ যুকা
বীণাং প্রযত্নতঃ। পপ্রচ্চ দেবঃ ব্রাহ্মণং কিমিদং
কোতুকং বিভো। ৬। বাদ্যমানানু তত্রীয পতিতা
ব্রাহ্মণা ভূবি। ক এতে ব্রাহ্মণা দেব কিং যুতা
ইব শেরতে। ৭। ব্রহ্মোবাচ। এতে স্বরা মহা-
ভাগ মুচ্ছিতাঃ পতিতা ভূবি। অজ্ঞানবাদনেনৈব
পাপং জাতং তবানু। ৮। সপ্তব্রাহ্মণবিশ্বঃস-
পাতকং তে সমাগতম্। তন্মাজ্জীজ্ঞং ব্রজ যুনে
প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্। ৯। সমারাম্য দেবো
সৰ্পপাশবিশুদ্ধয়ে ইত্যুক্তো নারদস্তত্র সন্তপ্য
চ মুহুৰ্হুঃ। ১০। কৃষা বিষাদঃ বহুশঃ প্রভাসঃ

ইহাঁকে স্থাপন করেন। এই জন্ত ইনি নারদেশ্বর
নামে অভিহিত। ভগবান্ নারদ ঋষি একদা
ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় দেখি-
লেন, অযুত তত্রী-সমবিত্তা মহামহিমাবিত্তা এক দিব্য
মহাবীণা সরস্বতী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তদর্শনে
তিনি কোতুকাবিষ্ট হইয়া ঐ মহাবীণা বাজাইতে
লাগিলেন। বাদনকালে উহার তত্রীসমূহ হইতে
কতিপয় ব্রাহ্মণ পতিত হইলেন। এই ব্রাহ্মণেরাই
বড়ুজাদি বিখ্যাত সপ্ত স্বর ও সপ্ত মুচ্ছিতা। নারদ
তদর্শনে বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া সযত্নে বীণা পরিত্যাগ-
পূৰ্ব্বক ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো।
কি এ কোতুকব্যাপার? আমি তত্রী বাজাইতে
লাগিলাম, আর তাহা হইতে ব্রাহ্মণগণ ভূতলে
পতিত হইলেন। হে দেব। কে এই ব্রাহ্মণগণ?
কেন ইহারা যুতের ভায় শুইয়া আছেন? ব্রহ্মা
কহিলেন,—হে মহাভাগ। ইহাঁরাই বিখ্যাত সপ্ত
স্বর, মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন।
অজ্ঞানপূৰ্ব্বক বাজাইয়াছ বলিয়া তোমার অধুনা
পাপসঞ্চয় হইয়াছে। সৰ্বজ পাপ নহে, সপ্ত
ব্রাহ্মণবধের পাতক হইয়াছে। অতএব যুনে।
ঈদ্র প্রভাসক্ষেত্রে গমন কর। সেখানে গিয়া সৰ্প
পাশ শুদ্ধির নিমিত্ত দেবদেবের আরাধনা কর।
ব্রহ্মা এই কথা কহিলে নারদ বারবার অন্তরে সন্তাপ
অনুভব করিয়া বিবাদসঙ্কারে প্রভাসক্ষেত্রে আগ-

ক্ষেত্রমাগতঃ। তত্রৈব ব্রহ্মকুণ্ডঃ তু সমা-
সাদ্য প্রযত্নতঃ। ১১। ভৈরবঃ পূজ্যমাস
দিব্যাকানাং শতং প্রিয়ে। ততো নিকম্বযো কৃষা
গীতজ্ঞাভবতুখা। ১২। ততঃ প্রাকৃতি তল্লিং
নারদেশ্বরভৈরবম্। খ্যাতঃ লোকে মহাদেবি
সৰ্পপাতকনাশনম্। ১৩। অজ্ঞানবাদয়েদ্বশ
বীণাকৈব তথা স্বরান। স তৎপাতকশুদ্ধার্থং তত্র
গচ্ছেরাহেশ্বরী। ১৪। মাঘে মাসি জিতাহার-
স্নিকালং যোহর্চয়েন্ততঃ। নারদেশং ভৈরবং স
স্বর্গরাম্যমনোহরঃ। ১৫।

ইতি ত্রীকান্দে নারদেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশ-
দধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৫২।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

স্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরাহাদেবি হিরণ্যেশ্বর-
মুত্তমম্। ব্রহ্মকুণ্ডস্ত বায়ব্যে ধনুবাং স্থিতয়ে
স্থিতম্। ১। সৰ্পপাশপ্রশমনঃ দারিद्र্যোষবিনা-
শনম্। কৃতস্মরাক পরতো হৃদিতীর্থাক পূৰ্ব্বতঃ।
২। যমেস্মরাক নৈঋত্যে সমুদ্রস্তান্তরে তথা।

মন করিলেন। প্রিয়ে! তথায় আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে
অতীব যত্নসহকারে দিব্য শত বর্ষ যাবৎ নারদ
ভৈরবের পূজা করিলেন। পূজাকালে তিনি নিষ্পাপ
ও গীতজ্ঞ হইলেন। তখন হইতে ঐ লিঙ্গ নারদে-
শ্বর নামে জগতে বিখ্যাতি লাভ করিল। হে দেবি!
যেজন অজ্ঞানে বীণাবাদন করে, সে পাতকশুদ্ধির
নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন করিবে। মাঘমাসে জিতা-
হার হইয়া যেনর কালজয় নারদেশ ভৈরবের
অর্চনা করে, সে অস্ত্রে স্বর্গে গিয়া পুরন্দুরীগণের
মনোহরণ করিয়া থাকে। ১—১৫।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫২।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি। অনন্তর উত্তম
হিরণ্যেশ্বর সমীপে গমন করিবে। ব্রহ্মকুণ্ডের
বায়ুকোণে হই বহু দূরে এই সৰ্পপাশহর নিখিল
দারিদ্র্যানাশন দেব অবস্থিত। ইহা কৃতস্মরের
পশ্চিমে, অগ্নিতীর্থের পূর্বে, সোমেশ্বরের নৈঋতে
ও সমুদ্রের উত্তরাংশে বিরাজমান। ঐ লিঙ্গের

তস্ত লিঙ্গস্ত প্রাগ্ভাগে ব্রহ্ম তেপে মহতঃ। আরা-
ধ্যমাস তদা দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ॥ ৩ ॥ ততঃস্রো-
মহাদেবো ব্রহ্মন ক্রহি বরো মম ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ।
যদি তুষ্টোহসি মে দেব রাজ্যধারীতি মে মতিঃ।
স্থানঞ্চ যদামহাপুণ্যং তদামাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫ ॥ দৈবর
উবাচ। কৃতশ্রাদ্ধকুণ্ডঃ যমেশাংসাগরাবধি।
এতদন্তরমাসাদ্য পাপী চাপি বিমুচ্যতে ॥ ৬ ॥
বহেবিষুবতী তত্র সদা পুণ্যস্থানাং নুণাম্। যত্র
তত্র কুরু বিভো মনসা তে যথেষ্পিতম্ ॥ ৭ ॥
ইত্যুক্তঃ স তদা ব্রহ্ম প্রারেতে যজ্ঞযুক্তমম্ ॥ ৮ ॥
ততো ভাগাধিনো দেবা ইন্দ্রাদিস্তত্র চাগতাঃ।
ঋষয়ো ভাগকামাস্ত সর্বে তত্র সমাগতাঃ ॥ ৯ ॥
ততো যজ্ঞাগতেভ্যঃ স দক্ষিণামদদাৎ পুনঃ। ততো-
হথ দক্ষিণা কীণা দীয়মানা যশস্বিনি ॥ ১০ ॥ ততো
ব্রহ্ম বহুধ্বয়ো দধৌ বৈ মনসা তদা। বজ্রাঙ্গলি-
পুটো হুহা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥ ভগবান্
বিরূপাক ক্রতুর্নৈব সমাপ্যতে। দক্ষিণাশ্রিতো
দেব ন যান্তি পরিপূর্ণতাম্ ॥ ১২ ॥ দক্ষিণাস্তি
সর্বে যথা যান্তি তথা কুরু। পিতামহবচঃ শ্রুত্বা

কুহা ধ্যানং তদা ময়া ॥ ১৩ ॥ স্মৃতা সরস্বতী দেবী
দেবানাং হিতকাময়া। আগতা সা মহাপুণ্যা উক্তা
দেবী ময়া তদা ॥ ১৪ ॥ প ধানেন্নিং কীণং
ক্রতুর্নৈব সমাপ্যতে। তস্মাৎ প্রসাদেন ভব
কাঞ্চনবাহিনী ॥ ১৫ ॥ সরস্বত্যঃ স্রোত উখিতং
পশ্চিমাশ্রমম্। কাঞ্চনানন্ত দ্যানি উজ্জ্বিতানি
সহস্রাণি ॥ ১৬ ॥ কাঞ্চনেন প্রবাহেণ তেয়ঃ সার-
স্বতঃ শুভম্। দৈত্যান্দনমাসাদ্য অগ্নিতীর্থাবধি
প্রিয়ে। পুরয়ামাস পশ্চৈশ্চ কোটিশ্চ সমস্ততঃ ॥
১৭ ॥ কাঞ্চনানি তু তাত্তেব দধা বিপ্রৈশ্চ দক্ষি-
ণাম্। যজ্ঞং নির্কর্তয়ামাস হুষ্টো ব্রহ্ম দ্বিজৈঃ সহ ॥
১৮ ॥ শেষাণি যানি পদ্মানি তানি নিক্ষিপ্য
ভূতলে। তদূর্দ্ধং স্থাপয়ামাস লিঙ্গং তু কনকে-
শ্বরম্ ॥ ১৯ ॥ তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য সরস্বত-
বিন্দুতম্। ঋষিভ্যো দক্ষিণাং প্রাদাদেকেকস্ত যথা-
ক্রমম্। কাঞ্চনানাক পদ্মানাং প্রত্যেকমযুতং দদৌ ॥
২০ ॥ ততঃ শেষাণি পদ্মানি নিহিতানি ধরাভলে।
অক্ষকুণ্ডস্থ মধ্যে তূনাপুণ্যো লভতে নরঃ ॥ ২১ ॥
তৎকুণ্ডতোয়মদ্যাপি নানাবর্ণং প্রদৃশ্যতে। তজ্জাধঃ

পূর্বভাগে ব্রহ্মা মহাপুণ্য করিয়াছিলেন। তিনি
ত্রিলোচন দেবদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি তুষ্ট
হইয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন! আমার নিকট বর গ্রহণ
কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—দেব! যদি তুষ্ট হইয়া
থাকেন, তবে ইচ্ছা—আমি একটি যজ্ঞ করিব;
সেই যজ্ঞের যাত্রা মহাপুণ্য স্থান হয়, তাহা আপনি
বলুন। ঈশ্বর কহিলেন—কৃতশ্রাদ্ধ হইতে ব্রহ্মকুণ্ড ও
যমেশ্বর হইতে সাগর পর্যন্ত যে ভূভাগ আছে,
তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে পাপিষ্ঠও মুক্ত হইয়া
থাকে। তথায় পুণ্যাকাশ নরগণের জন্ম 'বিষুবতী
নদী সদা প্রবাহিতা' হইতেছেন। হে ব্রহ্মন!
আপনি উহার যে কোন স্থানে ইষ্ট যজ্ঞ সম্পাদন
করুন। মহাদেব এই কথা কহিলে ব্রহ্মা তখন
সেই স্থানে এক উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন
অনন্তর ভাগাধী ইন্দ্রাদি দেব ও ঋষিগণ সমাগত
হইলে ব্রহ্মা যজ্ঞাগত ব্যক্তিগণকে দক্ষিণা দিলেন।
কিন্তু তাহার সেই দীর্ঘমান দক্ষিণা যজ্ঞের অল্পপয়ুক্ত
হইল। অনন্তর ব্রহ্মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মনে
মনে ধ্যান করিলেন এবং বজ্রাঙ্গলিপুটে বলিলেন,—
হে ভগবন! বিরূপাক! দক্ষিণা বিনা আমার যজ্ঞ
সমাপ্ত হইতেছে না, হে দেব! হীন দক্ষিণায়
যজ্ঞের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় না। অতএব যজ্ঞাগত

ব্যক্তিগণ যাহাতে দক্ষিণা পাইতে পারেন, আপনি
তাহাই করুন। পিতামহের বাক্য শুনিয়া আমি
ধ্যান করিলাম এবং দেবগণের হিতকামনায় সরস্বতী
দেবীকে স্মরণ করিলাম। সেই মহাপাবনী দেবী
স্মরণ মাত্র সমাগত হইলে আমি বলিলাম,—পদ্ম-
ঘোনির ধনকর বশত যজ্ঞ সমাপ্ত হইতেছে না।
অতএব মৎপ্রসাদে তুমি কাঞ্চনবাহিনী হও। এই
কথার পর সরস্বতীর স্রোত পশ্চিমাশ্রমমুখে উখিত
হইল। সহস্র সহস্র কাঞ্চন-পদ্ম তাহাতে প্রকৃষ্টিত
হইল। প্রিয়ে! দৈত্যান্দনের ক্ষেত্র হইতে অগ্নিতীর্থ
পর্যন্ত শুভ সারস্বত জল কাঞ্চন প্রবাহে ও কোটি
কোটি কাঞ্চন-পদ্মে পূর্ণ হইল। ১—১৭ ব্রহ্মা হুষ্ট
হইয়া সেই সকল কাঞ্চন বিপ্রগণকে দক্ষিণা দানে
যজ্ঞ সমাপন করিলেন। অবশিষ্ট যে সকল কনক-
পদ্ম ছিল, তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া হুতপরি
তিনি কনকেশ্বর নামে এক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন।
তথায় সরস্বতীদেবনমস্কৃত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রহ্মা
প্রত্যেক ঋষিকে অযুত অযুত কাঞ্চন পদ্ম দক্ষিণা
স্বরূপ প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট পদ্ম সকল ধরা-
পৃষ্ঠস্থ ব্রহ্মকুণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিলেন। অকৃতপুণ্য
ব্যক্তি উহা লাভ করিতে পারে না। অর্ঘ্যদ্বারা
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের জল অদ্যাপি

পদ্মসংযোগীর স্বর্গযতে কণাৎ ২২ ॥ হিরণ্য-
রানি পদ্মানি অধঃ কুত্ৰা প্রজ্ঞাপতিঃ ॥ লিঙ্গমূর্ধ-
প্রতিষ্ঠাণ্য স্বয়ং পূজিতবাস্তব ॥ হিরণ্যকমলৈ-
দিব্যৈর্হিরণ্যেশস্ততোহস্তবৎ ॥ ২৩ ॥ সর্বপাপ-
প্রশমনং তথা দারিদ্ৰ্যানাশনম্ ॥ দৃষ্ট্বা হিরণ্যয়ে-
শানং সর্বপাপৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ মাঘমাসে
চতুর্দশীঃ যন্তলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥ পূজিতং তেন
সকলং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ॥ ২৫ ॥ সর্বদানানি
দন্তানি সর্বৈ দেবাশ্চ ভোবিভাঃ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং তেন দন্তঃ
স্তাদয়েন তল্লিঙ্গমর্চিতম্ ॥ ২৬ ॥ এতন্মহা তে কথিতং
স্নেহেন বরবর্ণিনি ॥ ন কন্ত্যেয়মাখ্যাতং মহা-
গোপ্যং বরাননে ॥ ২৭ ॥ য ইদং শৃণুয্যক্তক্যা
পঠেদ্বা ভক্তিসংযুতঃ ॥ স গচ্ছেদেবলোকং তু
মুক্তঃ সর্বৈশ্চ পাতকৈঃ ॥ ২৮ ॥ ইতি তে চাতি-
বিখ্যাতাঃ পবিত্রাঃ পঞ্চ ভৈরবাঃ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডসমীপস্থাঃ
কথিতাস্তব সুন্দরি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে হিরণ্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

নানাবর্ণ অবলোকিত হয় ॥ পদ্মসংযোগে ঐ
কুণ্ডের অধঃপ্রদেশস্থ জল এখনও স্বর্ণের স্তায়
প্রতিভাত হয় ॥ প্রজ্ঞাপতি হিরণ্য পদ্ম সকল
নিম্নে রাখিয়া তদুর্দ্ধে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাশ্চে স্বয়ং কনকময়
কমলদল দ্বারা উহার পূজা করিয়াছিলেন ॥ এই
জন্ত ঐ লিঙ্গ হিরণ্যক নামে বিখ্যাত হয় ॥ সর্ব
পাপহর দারিদ্ৰ্যানাশন হিরণ্যেশ্বরকে দর্শন করিয়া
সর্ব পাপ হইতেই মুক্ত হওয়া যায় ॥ মাঘমাসের
চতুর্দশী দিনে যে নর ঐ লিঙ্গ পূজা করে, তাহার
চরাচর সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই অর্চনা করা হয়, সর্বদেয়
বস্তু প্রদান করা হয়; সর্বদেবের পরিতোষ করা
হয়; অধিক কি, লিঙ্গপূজক ব্যক্তির এই নিখিল
ব্রহ্মাণ্ডদানেরই ফল হয় ॥ হে দেবি! তোমাকে
ভালবাস, তাই ইহা বলিলাম ॥ এই মহাগোপ্য
বিষয় আমি আর অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ
করি নাই ॥ যে নর ভক্তিমুক্ত হইয়া ইহা অবগণ বা
পাঠ করে, তাহার দেবলোকে গতি হয়; সমপাতক
দূরে যায় ॥ হে দেবি! এই আমি ব্রহ্মকুণ্ডসমীপস্থ
অতি বিখ্যাত পবিত্র পঞ্চ ভৈরবের কথা কীর্তন
করিলাম ॥ ১৮—২৯ ॥

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ ॥ ততো গচ্ছেদ্বহাদেবি লিঙ্গং
পাপবিমোচনম্ ॥ হিরণ্যেশ্বরবায়বো ধনুর্বাং দ্বিতয়ে
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ পাপহরঃ সর্বজন্তুনাং দর্শনাৎ স্পর্শনা-
দপি ॥ আদ্যাং লিঙ্গং মহাদেবি গায়ত্র্যা সম্প্রতিষ্টি-
তম্ ॥ ২ ॥ তল্লিঙ্গং সমুদ্রপ্রাপ্য গায়ত্রীং জপতে তু
যঃ ॥ ব্রহ্মাণ্ড শুচিভূমি মূঢ়তে হুপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ৩ ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমায়াম্ তু দম্পতী যন্ত ভোজয়েৎ ॥
পরিধাপ্য যথাশক্ত্যা দৌর্ভাগৈর্গার্ম্যুচ্যতে নরঃ ॥ ৪ ॥
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ পৌর্ণমাস্তাঃ তু যোহর্চয়েৎ ॥
ব্রহ্মাণ্ডং জায়তে তন্ত সপ্ত জন্মানি সুন্দরি ॥ ৫ ॥
ইতোবং কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ॥
ব্রহ্মকুণ্ডপ্রসাদেন সারাংসারতরং শ্রিয়ে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গায়ত্রীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ॥ অতঃপর পাপ-
মোচন লিঙ্গের নিকট গমন করিবে ॥ হিরণ্যে-
শ্বরের বায়ুকোণে তিন ধনু ব্যবধানে এই আদ্য
লিঙ্গ অবস্থিত ॥ ইহা দর্শন ও স্পর্শন মাঝেই জীব-
গণের পাপহরণ করে ॥ স্বয়ং গায়ত্রী দেবী এই
আদ্য লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ॥ এই লিঙ্গ
সমীপে গমন করিয়া যে ব্রহ্মাণ্ড শুচিতাবে গায়-
ত্রী জপ করেন, তিনি সমস্ত হুপরিগ্রহ-দোষ হইতে
মুক্ত হন ॥ এখানে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় যে নর
দম্পতীকে বসন-ভূষণ প্রদান করিয়া যথাশক্তি
ভোজন করায়, তাহাকে আর দুর্ভাগ্য ভোগ
করিতে হয় না ॥ যে নর পূর্ণিমায় গন্ধপুষ্পের
উপহার দিয়া লিঙ্গার্চনা করে, হে সুন্দরি! সপ্তজন্ম
তাহার ব্রহ্মণ্য অক্ষুণ্ণ থাকে ॥ দেবি! এই আমি
পাপহর মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ॥ ব্রহ্মকুণ্ডের
প্রসাদে ইহা সারাংসারতর হইয়াছে ॥ ১—৬ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি রত্নেশ্বর-
মহত্তমম্ । তত্র তপ্তা তপো দেবি বিষ্ণুনা প্রভ-
বিষ্ণুনা । স্থাপিতং তত্র তল্লিঙ্গং সৰ্বকামপ্রদং
প্রিয়ে ১ । বহুকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যন্তং পূজয়তে
সদা । সৰ্বোপচারৈর্ভক্ত্যা স প্রাপুয়াদৌষিতং ফলম্ ২ ।
অত্র কুয়া তপো যোঃ কুণ্ডেনামিততেজসা ।
প্রাপ্তে হৃদদর্শনং চক্রে সৰ্বদৈত্যাভ্যাসকম্ ৩ । এতৎ
স্থানং মহাদেবি সদা প্রিয়তরং যম । বসামি তত্র
দেবেশি প্রলয়েৎপি ন সন্ত্যজে ৪ । স্মৃতং তদৈ-
কবৎ কেজঃ নারী দেবি হৃদদর্শনম্ । ধ্বংসরাপি
বহুত্রিংশৎ সমস্তাৎ পরিমণ্ডলম্ ৫ । এতদন্তর-
মাসাদ্য যে কেচিৎ প্রাণিনোহধমঃ । যুতাঃ কাল
বশাদ্বেবিভে যাত্তস্তি পরং পদম্ ৬ । কাঞ্চনং
তত্র গরুড়ঃ পীতানি বসনানি চ । বিষ্ণুনি
দদ্যাৎ স তু যাত্রাকলং লাভেৎ ৭ ৭ ৥

ইতি জীহ্বান্দে রত্নেশ্বরমাহাভ্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৫৫ ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি । অনন্তর উত্তম
রত্নেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । প্রভবিষ্ণু
বিষ্ণু তপস্তা করিয়া এই স্থানে এই সৰ্ব কামপ্রদ
লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন । যে নর বহুকুণ্ডে
স্নান করিয়া ভক্তিপূর্বক সৰ্বোপচার দ্বারা ঐ লিঙ্গের
পূজা করে, সে অপ্সিত কল লাভ করিয়া থাকে ।
অক্লান্তেজা কুক এই স্থানে ঘোর তপস্তা করিয়া
সৰ্বদৈত্যাভ্যাসক হৃদদর্শন চক্র লাভ করিয়াছিলেন ।
হে দেবি ! এই স্থান আমার নিত্য প্রিয়তর ।
আমি এই স্থানে বাস করি, প্রলয়েও উহা
পরিভ্যাগ করি না । এই স্থান হৃদদর্শন নামে বৈষ্ণব
কেজ । এই কেজের পরিমাণ বহুত্রিংশৎ ধনু ।
এই সীমানধ্যে যে কোন পাপী কালবশে মৃত্যু
প্রাপ্ত হয়, সে পরম্পদ লাভ করিয়া থাকে ।
যে ব্যক্তি এই বিষ্ণু উদ্দেশে কাঞ্চনময় গরুড় ও পীত
বসন দান করে, সে যাত্রাকল লাভ করিয়া
থাকে ১—৭ ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৫ ।

ষট্ পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি বৈন-
তেয়প্রতিষ্ঠিতম্ । রত্নেশ্বরাস্তরতো ধনুবাৎ ত্রিভয়ে
স্থিতম্ ১ । বৈনতেয়শ্চ দেবেশি জ্ঞাত্বা কেজঃ
তু বৈকবম্ । লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস সৰ্বপাপপ্রশা-
নম্ ২ । যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা পঞ্চম্যাং তু
বিধানতঃ । ন বিষং ক্রমতে তন্ত সপ্ত জয়ানি
সপজম্ ৩ । পঞ্চামুতেন সংস্রাপ্য পূজয়িত্বা বিধা-
নতঃ । প্রাপুয়াৎ সকলং পুণ্যং মোদতে দিবি
দেববৎ ৪ ৥

ইতি জীহ্বান্দে গরুড়েশ্বরমাহাভ্যাবর্ণনং নাম ষট্-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি সত্য-
ভামেশ্বরঃ শুভম্ । রত্নেশ্বরাদক্ষিণে তু ধনুযান্ত-
রমাস্থিতম্ ১ । সৰ্বপাপপ্রশমনং স্থাপিতং সত্য-
ভাময়া । কৃক্স্ত কাস্তয়া দেবি রূপোদার্যাসমেতয়া ।

ষট্ পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর বৈ-
নতেয়ের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই
লিঙ্গ রত্নেশ্বরের উত্তরে তিন ধনু অন্তরে অবস্থিত ।
এ স্থান বৈকবক্ষেত্র জানিয়া বৈনতেয় ঐখানে
সৰ্বপাপনাশন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । যে জন
পঞ্চমীদিনে, ভক্তিপূর্বক ঐ লিঙ্গের পূজা করে,
সপ্তজয় যাবৎ ঐ ব্যক্তিতে কদাপি সপবিষ সংক্রা-
মিত হয় না । পঞ্চামুত দ্বারা স্নাপনপূর্বক বিধি-
পূর্বক ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে মানব লিখিল পুণ্য
লাভ করিয়া স্বর্গে দেববৎ আনন্দ উপভোগ করিয়া
থাকে ১—৪ ।

ষট্ পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৭ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর সত্য-
ভামেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ
রত্নেশ্বরের দক্ষিণে কতিপয় ধনু অন্তরে অবস্থিত ।
কৃক্সপ্রিয়া দেবী সত্যভামা এই সৰ্বপাপপ্রশমন লিঙ্গ

২ । স্নান তদৈক্যং স্থানং নৃণাং পাতকনাশনম্ ।
৩ । মাধে মাসি তৃতীয়ায়াং নারী বা পুরুষোহপিবা ।
যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৪ ॥
দোৰ্ভাগ্যদুঃখশোকৈভ্যক্তা বিত্রৈশ্চ হুঃখিতঃ ।
বৃঢ়্যতে নাক্ষ সন্দেহঃ সত্যভাষাধিতো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

ইতি জীকান্দে সত্যভামেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নরাদেবি অনন্তে-
শ্বরমুত্তমম্ । রত্নেশ্বরাদপ্রত্যং ধনুঃশস্ত্রমাস্তিতম্ ॥
১ । স্থাপিতং কামদেবেন তল্লিঙ্গং বিষ্ণুং হুনা ।
জাহ্ন তদৈক্যং স্থানং কলৌ পাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥
তৎ দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা তু কামদেবসমো ভবেৎ ।
বর্গ-বিদ্যাধরীণাক জায়তে চিত্তমোহকঃ ॥ ৩ ॥
তস্তা-বয়েহপি ন ভবেৎ কুরুপো দুর্ভগোহপি বা ॥ ৪ ॥
তজ্ঞানজ্ঞানমোহজ্ঞাং ব্রতেন বরবর্ণিনি ।
বিশেষা-রাধনং তত্র জগৎসাক্ষ্যাকারণম্ ॥ ৫ ॥
শযাদানং

স্থাপন করিয়াছিলেন । এই বৈষ্ণব স্থান স্নাত
ব্যক্তির পাতকনাশন । নারী বা পুরুষ যে কেহ
মাঘী পূর্ণিমায় ভক্তিপূর্বক এই লিঙ্গের পূজা করিলে
পাতক, দোৰ্ভাগ্য, হুঃখ, শোক, ও বিয় হইতে মুক্তি
লাভ করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ; অপিচ
তাহার সত্যবাদী এবং কান্তি ও জীসম্পন্ন হইয়া
থাকে । ১—৫ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি । অনন্তর অনন্তে-
শ্বরসমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ রত্নেশ্বরের
অগ্রবর্তী এবং তাহার ধনুঃ পরিমিত দূরে অবস্থিত ।
বিষ্ণুং কামদেব ঐ স্থান বৈষ্ণবস্থান এবং পাতক-
নাশন জানিয়া ঐ স্থানে ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া
ছিলেন । ঐ লিঙ্গ দর্শন এবং তাহার পূজা করিয়া
মানবগণ কামদেব সন্ন ও বর্গবিদ্যাধরী গণের চিত্ত-
মোহক হয় । অপিচ তাহাদের কুলে কেহ কখন
কুরুপ ও দুর্ভগ হয় না । ঐ স্থানে অনন্ত চতুর্দশী
জ্ঞত করিয়া বিশেষ আরাধনা করিলে তাহা জন্ম

তু দাতব্যং তত্র বিপ্রায় শীলিনে । বিশেষাধিষ্-
তক্তায় সম্যগুয্যাকলঃ লভেৎ ॥ ৬ ॥

ইতি জীকান্দে রত্নেশ্বরমাহাত্ম্যোহনন্তেশ্বরমাহাত্ম্য-
নামাষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৮ ॥

একোদশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নরাদেবি রত্নকুণ্ডমু-
ত্তমম্ । রত্নেশ্বাদক্ষিণে ভাগে ধনুঃশাস্ত্রমেকং স্থিতম্ ।
মহাপাপোপশমনং বিষ্ণুনা নির্ম্মিতং শ্রমম্ ॥ ১ ॥
অষ্ট-
কোটিভ ভীষানি ভূদ্যোহস্তরিকগাপি তু । সমানী-
তু কুরুন তত্র কিঞ্চানি কুরিশঃ ॥ ২ ॥
গণানাং
কোটিরেকা তু তৎকুণ্ডং রক্ষতি শ্রিয়ে । কলৌ
যুগে তু সম্মাপ্তে হুপ্রাপ্যমকৃত্যভিঃ ॥ ৩ ॥
তত্র
কামদেব বিধিদৃষ্টেন কর্ণণা । প্রাপ্যাদশমে-
ধত্ব কলৌ শতগুণোত্তরম্ ॥ ৪ ॥
একাদশাং বিপে-
ষেণ পিও তত্র প্রদাপয়েৎ । অক্ষয়াং তৃপ্তি-
মায়াস্তি পিতরস্তস্মৈ ভামিনি ॥ ৫ ॥
কুর্য্যাক্ষাগরণং
তত্র একাদশাং বিগনতঃ । বাহিতং লভতে দেবি

সাক্ষ্যাকারণ হইয়া থাকে । তাহার শীলসম্পন্ন
বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে শয্যা দান করিলে
সম্যক যাত্ৰাকললাভ হয় । ১—৬ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৮ ।

উনবিদ্যাদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অতঃপর অল্পতম
রত্নকুণ্ডে গমন করিবে । এই তীর্থ রত্নেশ্বরের
দক্ষিণে সপ্তধনুঃ অন্তরে অবস্থিত । এই মহা-
পাপোপশমন তীর্থ বিষ্ণু কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল ।
ভগবান্ বিষ্ণু ভৌম আস্তরিক ও বর্গীয় অষ্টকোটি
তীর্থ আনয়ন করিয়া ঐ স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন ।
এক কোটিগণ ঐ কুণ্ড রক্ষা করিয়া থাকে । ঐ
কুণ্ড কলিযুগে অকৃতান্ত ব্যক্তিগণের হুপ্রাপ্য ।
ঐ স্থানে স্নান করিলে অশ্বমেধ যাগের শতগুণ
অধিক পুণ্য লাভ হয় । যে জন একাদশী তিথিতে
ঐ স্থানে পিও নির্করণ করে, তাহার পিতৃগণ
অক্ষয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে । ঐ একাদশী
তিথিতে ঐ স্থানে বিধিপূর্বক জাগরণ করিতে হয় ;
ব্রহ্মপূর্বক জাগরণ অমুষ্ঠিত হইলে বাহিত লাভ

যদি শ্রদ্ধা দৃঢ়া ভবেৎ ॥ ৬ ॥ দেবানি পীতবস্ত্রাণি
তথা ধেনুঃ পয়স্বিনী । তত্র বিষ্ণুঃসমুদিত্ত সমাগ্য়াজ্ঞা-
ফলাশ্রয়ে ॥ ৭ ॥ হেমকুণ্ডং কৃতে প্রৌকং জ্যেষ্ঠায়ঃ
রোপানামকম্ । ষাপরে চক্রকুণ্ডং রত্নকুণ্ডং কলৌ
স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥ পাতালবাহিনীগঙ্গাশ্রোতাঃসি রত্ন ভূমিশঃ
সমানীতানি হরণা তত্র তিষ্ঠন্তি ভামিনি ॥ ৯ ॥
তত্র স্নানেন দেবেশি সঙ্গতীর্থভিষেচনম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীহান্দে রত্নেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকো-
ষট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯ ॥

ষট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি রাজ-
ভট্টারকং পরম্ । রেবন্তকং সূর্য্যাপূর্যমগ্নারুঢ়ং মহা-
বলম্ ॥ ১ ॥ সংহিতং কেজ্রমধ্যে তু সাবিত্র্যা নৈখটে
প্রিয়ে । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি
বিমুচ্যতে ॥ ২ ॥ রবিবারেণ সপ্তম্যাং যন্তঃপুজয়তে
নরঃ । তস্মাৎসংযত্বা নো দেবি দরিদ্রা জায়তে
দুঃখঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন তমেবারাধয়েন্নাক ।
নিখিঁয়ঃ কেজ্রবাসাৰ্থং রাজা বাহুবিরুদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥

হান্দে রেবন্তকরাজভট্টারকমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম ষট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

হইয়া থাকে । বিষ্ণু উদ্দেশে ঐ স্থানে পীত বস্ত্র,
ও পয়স্বিনী ধেনু, দান করিতে হয় । ইহাতে
সম্যক যাজ্ঞকল পাওয়া যায় । এই কুণ্ডের নাম
সত্যযুগে হেমকুণ্ড, ত্রৈতায় রোপ্য কুণ্ড ষাপরে চক্র-
কুণ্ড এবং কলিযুগে রত্নকুণ্ড । হে দেবি ! ভগবান
হরি ঐ স্থানে পাতাল গঙ্গা আনয়ন করিয়াছেন ।
গঙ্গা ঐ স্থানে বিরাজিত । তথায় স্নান করিলে
সর্বভীৰ্হন্যায়ের কল লাভ হইয়া থাকে । ১—১০ ।

ঊনষট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৯ ।

ষট্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
পরম-রাজভট্টারক সূর্য্যানন্দন মহাবল রৈবন্তক
সমীপে গমন করিবে । এই অথারোহী দেবকে
দেবি সাবিত্রী নৈখট দিকে কেজ্রমধ্যে স্থাপন
করিয়াছেন । হে দেবি ! মানব ইহাকে দেখিলে
সঙ্গাপৎ হইতে বিমুক্ত হয় । রবিবার সপ্তমী
তিথিতে যে নর ইহার পূজা করে, জাহার বংশে

একষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি তন্ত
দক্ষিণতঃ স্থিতম্ । ঈশানে লক্ষ্মণেশাজ ধরুবাং
ষোড়শে প্রিয়ে ॥ ১ ॥ অনন্তেশ্বরনামানমনন্তেন
প্রতিষ্ঠিতম্ । নাগরাজেন দেবেশি জাহা কেজ্রং
তু পাবনম্ ॥ ২ ॥ যন্ত তং পুজয়েদেবি পঞ্চম্যাং
কান্ত্রনে সিতে । পঞ্চোপচারবিধিনা জিতাহারো
জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ ন তং দশস্তি কণিনো দশ
বর্ষাণি পঞ্চ চ । বিষং ন ক্রমতে দেবি দেহে রচ-
রমেব বা ॥ ৪ ॥ তস্মাস্তং পুজয়েদ্যত্নাপঞ্চম্যাং চ
বিশেষতঃ ॥ ৫ ॥ তত্ৰানন্তরতঃ কার্ধ্যং মধুপায়স-
সংযুতম্ । পায়সং মধুসংযুক্তং দেয়ং বিপ্রায় ভোজ-
নম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীহান্দে অনন্তেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
ষট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬১ ॥

কেহই আর কখন দরিদ্র হয় না । অতএব নিখিঁয়ে
কেজ্রবাসাৰ্থ সর্বপ্রযত্নে ইহার আরধনা করিবে ।
অশ্রদ্ধাকামনায় ভূপতিও ইহার অর্চনা
করিবেন । ১—৪ ।

ষট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬০ ।

একষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উক্ত
রেবন্তকের দক্ষিণে লক্ষ্মণেশ্বরের ঈশানকোণে
ষোড়শধরু দূরে অনন্তেশ্বর নামক লিঙ্গসমীপে
গমন করিবে । প্রিয়ে ! নাগরাজ অনন্ত এই
কেজ্রের পবিত্রতা বুঝিয়া উইকে প্রতিষ্ঠা করিয়া-
ছিলেন । যে জিতাহার জিতেন্দ্রিয় নর কান্ত্রনের
গুরুপঞ্চমী তিথিতে ঐ দেবকে পঞ্চোপচার বিধানে
পূজা করে, কণিগণ তাহাকে দংশন করে না ।
তাহার দেহে কোন বিষই সংক্রামিত হয় না ।
অতএব যত্ন করিয়া উক্ত পঞ্চমীতে বিশেষরূপে
তাহার পূজা করিবে । ঐ দিনে মধু-পায়সাদি দ্বারা
অনন্তরত করিবে এবং মধুযুক্ত পায়স প্রদান
করিয়া ত্রাণনভোজন করাইবে । ১—৬ ।

একষট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬১ ।

দ্বিঘণ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি তস্মা-
দক্ষিণতঃ স্থিতম্ । লক্ষণেশাচ্চ পূর্বস্মিন্ লিঙ্গমষ্ট-
কূলেধরম্ ॥ ১ ॥ সর্বপাপপ্রশমনং মহান্নিষপ্রণাশনম্ ।
পূজিতং সিদ্ধগন্ধর্বৈবাহিতার্থপ্রদায়কম্ ॥ ২ ॥ যন্তুং
পূজয়েত মর্ত্য্যঃ কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিধানতঃ । স যুক্তঃ
পাতকৈর্ঘোরৈর্নাগলোকে মহীয়তে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে হষ্টকূলেধরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিঘণ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬২ ॥

ত্রিঘণ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি তস্মাৎ
পূর্বেণ সংস্থিতম্ । নাসত্যোত্তরনামানং মহাকল্মষ-
নাশনম্ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নাসত্যোত্তরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিঘণ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

দ্বিঘণ্টাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উক্ত
লিঙ্গের দক্ষিণে লক্ষণেশ্বরের পূর্বে অষ্টকূলেধর নামক
লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ সর্বপাপ-
নাশন, মহাব্যবহর, বাক্তিতার্থদায়ক এবং সিদ্ধগন্ধর্ব-
গণ কর্তৃক পূজিত। যে মর্ত্য্য কৃষ্ণাষ্টমীতে যথা-
বিধানে ইহার পূজা করে, সে সর্বপাতক হইতে
মুক্ত হইয়া নাগলোকে বিহার করিয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥

দ্বিঘণ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬২ ।

ত্রিঘণ্টাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! পূর্বেক্ত লিঙ্গের
পূর্বদিকে অবস্থিত নাসত্যোত্তর নামক লিঙ্গসমীপে
গমন করিবে। ইহার পূজনে মহাপাতক নাশ-
প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

ত্রিঘণ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৩ ।

চতুঃঘণ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি তস্মাৎ
পূর্বেণ সংস্থিতম্ । মহাপাপোষশমনং পূজিতং
সর্বকামদম্ ॥ ১ ॥ অধিনেশ্বরনামানং ধনুর্বা-
নপক্ষে স্থিতম্ । সর্বরোগপ্রশমনং দৃষ্টং সর্বার্থ-
সাধকম্ ॥ ২ ॥ যে কেচিদ্যোগিণো লোকে তেষাং
তত্ত্বৈজ্ঞঃ মহৎ । মাঘমাসে দ্বিতীয়াং দর্শনং তত্ত্ব
দুর্লভম্ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ পশ্চোক্ত তত্ত্বজ্ঞা যদি জ্ঞেয়ো-
হভিকাজ্জিতম্ । মহাপাপোষশমনং পূজিতং সর্ব-
কামদম্ ॥ ৪ ॥ ইতি লিঙ্গধরং দেবি সূর্য্যপুত্রপ্রতি-
ষ্ঠিতম্ । তস্মিন্ দেবে দিনে পশ্চোৎ সংযতান্না
নরোত্তমঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অধিনেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুঃঘণ্টা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪ ॥

তুঃঘণ্টাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর
উক্তলিঙ্গের পূর্বদিকে পঞ্চধনু বুরে অবস্থিত
অধিনেশ্বর নামক সর্বরোগহর লিঙ্গসমীপে গমন
করিবে। এই লিঙ্গের পূজায় মহাপাপরাশি নষ্ট
হয় এবং দর্শনেই সর্বকাম ও সর্বার্থসাধন হয়।
জগতে যে সকল রোগী আছে, মাঘমাসের দ্বিতীয়া-
দিনে এই লিঙ্গ দর্শন, তাহাদের পক্ষে পরম দুর্লভ
মহৌষধি। অতএব যদি জ্ঞেয়োভিলাষ থাকে,
তবে নর ভক্তি করিয়া এই লিঙ্গ দর্শন করিবে।
উহার অর্চনায় মহাপাপরাশি নষ্ট হয় ও সর্বকামনা
লাভ হইয়া থাকে, নাসত্যোত্তর ও অধিনেশ্বর
এই দুই লিঙ্গ সূর্য্যপুত্রধরের প্রতিষ্ঠিত। সংযতান্না
নরবর মাঘমাসের দ্বিতীয়া দিনে এই উভয় লিঙ্গ
দর্শন করিবে। ১—৫ ॥

তুঃঘণ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৪ ।

পঞ্চমোধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবী সাবিত্রীঃ
লোকমাতরম্ । মহাপাপপ্রশমনীঃ সোমেশাদৌশদিক্-
হিতাম্ । ১ । সংযতাত্মা নরঃ পণ্ডিতস্তা তাম্
নিয়তান্ববান্ । ২ । ব্রহ্মণা যষ্টুকামেন সাবিত্রী
সহধর্ম্মিনী । কৃত্য তাম্ বলতো জ্ঞাত্বা গায়ত্রীং
কোপমাবিশৎ । ৩ । 'ততঃ সন্ত্যজ্যা সা দেবী
ব্রহ্মাণং কমলোত্তবম্ । সপত্নীরোষদন্তপ্তা প্রভাসং
ক্ষেত্রমাম্রিতা । ৪ । তপাঃ করোতি বিপুলং দেবৈ-
রপি স্নেহসহম্ । তত্র স্থলে স্থিতা দেবী সান্যাপি
প্রিয়দর্শনা । ৫ । ত্রীদেব্যা বাচ । কিমর্থঃ সা পরি-
ত্যক্তা সাবিত্রী ব্রহ্মণা পুরা । গায়ত্রী চ কথং প্রাপ্তা
কেন চাস্ত নিবেদিতা । ৬ । কৌতুহীং তাক্ষ সাবিত্রীং
লক্ষবান্ পদ্মসম্ভবঃ । যন্তাম্ পত্নীঃ সমুৎসৃজ্যা
তন্ত্রায়েব মনো দধৌ । ৭ । কন্ত সা ত্রীদেবী
কিমর্থং বিবাহিতা । এতন্মে কৌতুহঃ সর্গং
যথাবধকুর্মহি । ৮ । ঈশ্বর উবাচ । শূন্য দেবী
প্রবক্ষ্যামি সাবিত্রীচরিতং মহৎ । যথা সা ক্ষণ
ত্যক্তা গায়ত্রী চ বিবাহিতা । ৯ । পুরা বুদ্ধিঃ

সমুৎপন্ন ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ । ইতি বেদা ময়া
প্রোক্তা যজ্ঞার্থং নাত্র সংশয়ঃ । ১০ । যজ্ঞেঃ সন্ত-
র্পিতা দেবা বৃষ্টিং দাতুন্তি ভূতলে । ততশ্চৌষধয়ঃ
সর্বা ভবিষ্যন্তি ধরাতলে । ১১ । তস্মাৎ সজায়তে
গুরুঃ গুরুত্বাৎ সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে । সৃষ্টার্থং সর্গ-
লোকানাং ততো যজ্ঞং করোম্যহম্ । ১২ । দৃষ্ট্বা
মাম্ যজ্ঞ আসক্তং যে চ বিপ্রা ধরাতলে । তে
যজ্ঞান প্রচরিস্যন্তি শতশোহর্থ সহস্রশঃ । ১৩ ।
এবং স নিশ্চয়ঃ কৃত্বা যজ্ঞার্থং সুরসুন্দরি । তীর্থং
নিবেশয়ামাস পুঙ্করং নাম নামতঃ । ১৪ । যজ্ঞবাটৌ
মহাস্তত্র আসীন্তস্ত মহাত্মনঃ । তত্র দেবর্ষয়ঃ সর্গে
দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ । ১৫ । সমায়াতা মহাদেবি
যজ্ঞে পৈতামহে তদা । পুণ্যাত্তেহপি বিজশ্চেষ্ঠা-
স্তত্র বিজঃ প্রজাজরে । ১৬ । সাবিত্রী লোকজননী
পত্নী তন্ত মহাত্মনঃ । গৃহকার্যে সমাসক্তা দীক্ষা-
কালব্যতিক্রমাৎ । অধ্বর্গুণা সমাহুতা সাবিত্রী
বাক্যমব্রবীৎ । ১৭ । সাবিত্র্যা বাচ । অদ্যাপি ন
কৃতো বেধো ন গৃহে গৃহমণ্ডনম্ । লক্ষ্মীর্নাদ্যাপি
সম্প্রাপ্তা ন ভবানী ন জাহবী । ১৮ । ন স্বাহা ন

পঞ্চমোধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর মহাপাপ-
নশিনী লোকমাতা সাবিত্রীসমীপে গমন করিবে ।
এই দেবী সোমেশ্বরের ঈশানকোণে অবস্থিতা ।
সংযতাত্মা নর তাঁহাকে তথায় অবস্থাই দর্শন
করিবে । যজ্ঞকামী ব্রহ্মা গায়ত্রীকে সহধর্ম্মিনী
করিয়াছিলেন । তাহাতে সাবিত্রীর ক্রোধ হয় ।
সাবিত্রী কমলযোনিকে পরিত্যাগ করিয়া সপত্নীরোষে
সন্তপ্তমনে প্রভাসক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন ।
প্রভাসে থাকিয়া সেই প্রিয়দর্শনা দেবী দেবদুঃসহ
বিপুল তপস্তা করিতে লাগিলেন । দেবী কহি-
লেন,—ব্রহ্মা সাবিত্রীকে কিজন্ত পূর্বে পরিত্যাগ
করেন ? গায়ত্রীকেই বা কিরূপে লাভ করিয়া-
ছিলেন ? পরে আবার কাহার নিকটই বা সাবিত্রী
গায়ত্রীগ্রহণ সংবাদ প্রাপ্ত হন । পদ্মজয়া সাবিত্রীকে
পরিত্যাগপূর্ব্বক যে গায়ত্রীকে লাভ করিয়া তাঁহা-
তেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সেই গায়ত্রী পত্নী
তাঁহার কৌতুহী ? তিনি কাহার দুহিতা ? কিজন্ত
বিবাহিতা ? এই কৌতুককর জ্ঞাতব্য বিষয় আমার
নিকট যথাবৎ বর্ণন করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—
শুন দেবি ! যেরূপে ব্রহ্মা সাবিত্রীকে ত্যাগ করিয়া

গায়ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সাবিত্রীর
যাহা মহনীয় চরিত্র, তাহা আমি কীর্তন করিতেছি ।
পূর্ব্বকালে অষ্টমজয়া ব্রহ্মার এইরূপ বুদ্ধি হয় যে,
এই সকল বেদ আমি নিশ্চিতই যজ্ঞনিমিত্ত প্রকাশ
করিয়াছি । যজ্ঞ দ্বারাই সন্তর্পিত হইয়া দেবগণ
ভূতলে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন । পরে ওষধিসকল
সমুৎপন্ন হইবে । তাহা হইতে গুরু জন্মবে ।
গুরু হইতেই সৃষ্টিপ্রবৃত্তি হইবে । অভাব সর্গ-
লোকের সৃষ্টির নিমিত্ত আমি যজ্ঞ করিব ।
আমাকে যজ্ঞাসক্ত দেখিয়া ধরাতলবাসী ব্রাহ্মণ-
গণও ভবিষ্যতে শত সহস্র যজ্ঞস্থতান করিবেন ।
১—১৩ । ব্রহ্মা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যজ্ঞ নিমিত্ত
পুঙ্কর নামক এক তীর্থস্থান সন্নিবেশিত করিলেন ।
মহাত্মা ব্রহ্মার ঐ স্থানে মহাযজ্ঞবাট প্রস্তুত হইল ।
তথায় ইন্দ্রাদি দেব ও দেবর্ষিগণ সেই পৈতামহ যজ্ঞে
তৎকালে সমাগত হইলেন । তথায় পবিত্র বিজ্ঞ-
শ্চেষ্ঠা অধিবৃগুণ প্রাহুর্ভূত হইলেন । মহাত্মা ব্রহ্মার
লোকজননী পত্নী সাবিত্রী তখন গৃহকার্যে সমাসক্ত
ছিলেন । পাছে দীক্ষা-কাল ব্যতিক্রান্ত হইয়া
যায়, এই আশঙ্কায় অধ্বর্গু সাবিত্রীকে যজ্ঞে
আহ্বান করিলেন । সাবিত্রী আসিয়া বলিলেন,—
অদ্যাপি আমার বেশভিষ্ঠাণ বা গৃহ-সজ্জা করা

‘স্বধা চৈব তথা চৈবাণ্যকৃচ্ছতী। ইন্দ্রাণী দেবপত্ন্যা-
হস্তাঃ কথমেকাকিনী ব্রজে ॥ ১৯ ॥ উক্তঃ পিতা-
মহো গতা পুলস্ত্যেন মহাত্মনা। সাবিজী দেব
নায়াতি প্রসক্তা গৃহকর্ষণে ॥ ২০ ॥ অংপত্নী কিমিদং
কর্ম কলেন স্প্রবর্ততে। তচ্ছ্রুত্বা দীক্ষিতো বাচঃ
শিখী মুণ্ডী মুগাজিনী ॥ ২১ ॥ পত্নীকোপেন সন্তপ্তঃ
প্রাহ দেবঃ পুরন্দরম্ ॥ ২২ ॥ গচ্ছ মহত্নাচ্ছক
পত্নীমস্তাঃ কুতশ্চন। গৃহীত্বা শীঘ্রমাগচ্ছ ন স্তাৎ
কালাত্যয়ো যথা ॥ ২৩ ॥ অগাম বলহা তুর্ণং বদনাৎ
পরমেষ্ঠিনঃ। অপশ্রুত্বাঃ কাঞ্চিৎ স্ত্রীং যা যোগ্যা
হংসবাহনে ॥ ২৪ ॥ অথ শাপাধিতীতেন সহস্রাক্ষেণ
ধীমতা। দৃষ্টা গোপালকন্ঠকা রূপযৌবনশালিনী ॥
২৫ ॥ বিব্রতী তত্র পূর্ণং সা কুন্তং কন্তেত্যচোদয়ৎ।
তাং গৃহীত্বা ততঃ শক্রঃ সমায়াদযত দীক্ষিতঃ।
দেবদেবচতুর্ভুজো বিষ্ণুর্ভুজসমবিতঃ ॥ ২৬ ॥ সম্প্র-
দানস্ত কৃতবান কস্তায়া মধুসূদনঃ ॥ ২৭ ॥ প্রেরিতঃ
শক্রয়েণৈব ব্রহ্মা দেবর্ষিভিস্তথা। পরিণীয় তাং ততো
দীক্ষাং তস্তাশক্রে যথাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ প্রব-

র্তিতো যজ্ঞঃ সর্বকামসমবিতঃ ॥ ২৯ ॥ অত্রিহোতা-
র্চিকন্তত্ব পুলস্ত্যোহধ্বর্ষ্যুরেব চ। উল্লাতাথো
মরীচিচ ব্রহ্মাঃ সুরপুত্রবঃ ॥ ৩০ ॥ সনৎকুমার-
প্রমুখাঃ সদস্তান্তস্ত নিম্নিতাঃ। বৈশ্রাভরণৈর্ষুতা
মুকুটৈরঙ্গুরীযকৈঃ ॥ ৩১ ॥ ভূষিতা ভূষণোপেতা
একেকস্ত পৃথক পৃথক্। জয়স্বয়ঃ পৃষ্ঠতোহস্তে তে
চৈবং যোড়শবিজঃ ॥ ৩২ ॥ প্রোক্তা ভবন্তির্ব্রজে-
হস্মিন্নহুগৃহোহস্মি সর্বদা। পত্নী মমেয়ং গায়ত্রী
যজ্ঞেহস্মিন্ নম্র গৃহতাম্ ॥ ৩৩ ॥ যুধবসনধারী সাক্ষাৎ
কৌমবস্ত্রাবগুষ্ঠিতাম্। নিজ্জম্যা পত্নীশালাত
ঋষিগৃভির্বেদপারগৈঃ ॥ ৩৪ ॥ ঔত্থয়রোণ দণ্ডেন
সংব্রতো মুগচর্মণা। তয়া সাক্ষং প্রবষ্টেচ ব্রহ্মা তং
যজ্ঞমগুপম্ ॥ ৩৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এতন্মিন্নেব
কালে তু সম্প্রাপ্তা দেবযোষিতঃ। সম্প্রাপ্তা যত্র
সাবিত্রী যজ্ঞে তস্মিন্ নিমন্তিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ভূগো-
পাংসু পুংসু বিষ্ণুপত্নী যশস্বিনী। আমন্তিতা সা
লক্ষ্মীশ্চ তত্রায়াতা সুরাধিতা ॥ ৩৭ ॥ তত্র দেবী মহা-
ভাগা যোগিনিভা বিভূষিতা। দেবী কান্তিত্বা ব্রহ্মা

হয় নাই। লক্ষ্মী, ভবানী, জাহ্নবী, স্বাহা, স্বধা,
অকৃচ্ছতী, ইন্দ্রাণী, বা অন্তান্ত দেবপত্নীগণ এখনও
আগমন করেন নাই, স্মৃতরাং আমি একাকিনী
কি প্রকারে গমন করি? তখন মহাত্মা পুলস্ত্য
পিতামহকে বলিলেন,—দেব! সাবিজী গৃহকর্মে
আসক্তা; তাই আসিতে পারিতেছেন না; অথচ
এই যজ্ঞকর্ম অপত্নীক অবস্থায় করিলেও কলপ্রসূ
হইবে না। এই কথা শুনিয়া যজ্ঞদীক্ষিত শিখী,
মুণ্ডী, মুগাজিনী ব্রহ্মা পত্নীর প্রতি কোপকলুষিত
হইয়া পুরন্দরকে বলিলেন,—শক্র! তুমি শীঘ্র
যাও, আমার নিমিত্ত অন্ত কোন পত্নী কোথা হইতে
আনয়ন কর; শীঘ্র গিয়া লইয়া আইস। দেখিও
কালাত্যয় ঘেন না হয়। পরমেষ্ঠীর বাক্যে ইন্দ্র
সহর গমন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার যোগ্যা
পত্নী তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।
অনন্তর সহস্রাক্ষ পৈতামহশাপে ভীত হইলেন।
স্মৃতরাং এক রূপযৌবনশালিনী পূর্ণকুন্ত-
ধারিণী গোপকন্ঠকে দেখিয়া তাহাকেই লইয়া
দীক্ষিত ব্রহ্মার নিকট আগমন করিলেন।
দেবদেব চতুরানন যজ্ঞক্ষেত্রে বিষ্ণু-কন্ঠের
সজ্জিত অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মধু-
সূদন সেই ইন্দ্র-আনীত গোপকন্ঠা ব্রহ্মাকে
সম্প্রদান করিলেন। শক্রর অমুমোদন করিলেন।

ব্রহ্মা দেবর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহার পরিণয়কাষী
সমাধা করিয়া তাঁহাকে আত্মায়রূপ দীক্ষা প্রদান
করিলেন। অনন্তর সর্বকামসমবিতঃ যজ্ঞ প্রব-
র্তিত হইল। এই যজ্ঞে অত্রি হোতা, পুলস্ত্য
অধ্বর্ষ্য, মরীচি উল্লাতা, সনৎকুমার প্রমুখ সদস্ত
এবং আমি ব্রহ্মা হইলাম। যজ্ঞের ত্রিগণ সক-
লেই বহু, আভরণ, মুকুট ও অঙ্গুরীয় দ্বারা ভূষিত
হইলেন। তাহাদের এক এক জনের পশ্চাতে
পশ্চাতে আরও তিন তিন জন ভূষণযুক্ত ঋষিক্
ব্রহ্মী হইয়া সমষ্টিতে যোড়শ ঋষিক্ যজ্ঞে ব্রতী
হইলেন। তখন ব্রহ্মা ঋষিক্গণকে বলিলেন—
আপনারা এই যজ্ঞে আমার প্রতি সর্বদাই অল্পগ্রহ
বিতরণ করিতেছেন। আমার পত্নী এই গায়ত্রী;
এ যজ্ঞে ইহাকেও আপনারা অল্পগ্রহ করুন। এই
কথার পর যুধবসনধারিণী, কৌমবসনাবগুষ্ঠিতা
ব্রহ্মপত্নী গায়ত্রী গৃহ হইতে নিজ্জান্ত হইলে ঔত্থয়
দণ্ডধারী মুগচর্ম্মাবৃত ব্রহ্মা তৎসহ যজ্ঞমগুপে প্রবেশ
করিলেন। ১৪—৩৫। ঈশ্বর কহিলেন,—এই সময়
নিমন্তিত দেবরমণীগণ সাবিজীর নিকট উপস্থিত হই-
লেন। ভূগুন্দিদী যশস্বিনী বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী, সুরাধিত
হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। অনন্তর
যোগিনিভা বিভূষিতা মহাভাগা অন্তান্ত দেবীগণ,—

হুতিভূষ্টিভৈব চ ॥ ১০ ॥ সত্যো যো দক্ষঃ সন্যাসী উমা যো
পার্বতী শুভা । ত্রৈলোক্যসুন্দরী দেবী স্ত্রীণাং
সৌভাগ্যদায়িকা ॥ ৩৯ ॥ জয়া চ বিজয়া চৈব গোবী
চৈব মহাদেবা । মনোজবা বায়ুপত্নী স্বাক্ষিণী ধনদ-
প্রিয়া ॥ ৪০ ॥ দেবকস্তান্তধারাতা দানব্যা দম্ব-
বংশজাঃ । সন্তুষ্টীণাং তদা পত্নী স্বাধীনাঞ্চ তৈধৈব
চ ॥ ৪১ ॥ প্রবাসিতা হুতিভৈরো বিদ্যাধরগণাস্তথা ।
শিতরো রক্ষসং কস্তান্তধারাতা লোকমাতরঃ ॥ ৪২ ॥
বধুভিষ্ঠৈব যুধাভিঃ সাবিত্রী গজমিচ্ছতি । অদি-
ত্যান্যাস্তথা দেব্যা দক্ষকস্তাঃ সমাগতাঃ ॥ ৪৩ ॥
তাভিঃ পরিতৃতা সার্কঃ ব্রহ্মাণী কমলালয়া । কান্টি-
শ্লোকমাদায় কান্টিং পুণং বরাননে ॥ ৪৪ ॥
কলানি তু সমাদায় প্রয়াতা ব্রহ্মণোহস্তিকম্ । আঢ্যকী-
শৈব নিম্পাবান্ রাজমাযাস্তথা পরাঃ ॥ ৪৫ ॥
দাড়িমানি বিচিত্রাণি মাতুলিকানি শোভনানি । করী-
রাণি তথা চান্তা গৃহীত্বা করমর্দকান ॥ ৪৬ ॥
জীরকৈব খর্জুরঃ চাপরাস্তথা । উভাশ্চাপরা
গৃহ নারিকেলানি চাপরাঃ ॥ ৪৭ ॥ ড্রাক্ষা পুরিতং
চান্তং শৃঙ্গারায় যথা পুরা । কর্করানি বিচিত্রাণি
জম্বুকানি শুভানি চ ॥ ৪৮ ॥ অক্ষোটামলকান
গৃহ জম্বীরানি তথা পরাঃ । বিধানি পরিপকানি
চিট্টটানি বরাননে ॥ ৪৯ ॥ অন্নপানাদি-

কান্তি, স্বাস্থ্য, হুতি, ভূষ্টি, দক্ষসুখা সত্যী—ত্রিলোক-
সুন্দরী সৌভাগ্যদায়িনী পরমকস্তা উমা, জয়া, বিজয়া, গোবী, বায়ুপত্নী, মনোজবা, ধনদপ্রিয়া, স্বাক্ষি, অশরাপর দেবকস্তা, দম্ববংশজা দানবী সকল, সন্তুষ্টীপত্নীগণ, প্রবাসিতা, বিদ্যাধরমুতাগণ, শিক্ত ও স্বাক্ষসকস্তাগণ এবং অন্ত লোকমাতৃগণ সমাগত হইলেন । এই সকল শ্রেষ্ঠ বধূসহ সাবিত্রী যজ্ঞক্ষেত্রে গমনোদ্যতা হইলেন । অদিতি-
শ্রেয়স্বদেব দক্ষকস্তাগণে পরিতৃতা হইয়া কমলা-
লয়া ব্রহ্মাণী যাইতে লাগিলেন । ঊঁহার অম্ব-
গামিনী দেববধূগণের মধ্যে কেহ কেহ মোদক, কেহ কেহ পুপ, কেহ কেহ বিবিধ ফল, কেহ কেহ আঢ্যকী, নিম্পাপ, রাজমায, বিচিত্র দাড়িম, মাতুলিক, করীর, করমর্দক, কোমুস্ত, জীরক, খর্জুর, অপর কেহ কেহ উভতী, নারিকেল, ড্রাক্ষা-
পূর্ণ আত্র, ও বিবিধ বর্ণের সুন্দর সুন্দর জম্ব, কেহ কেহ অক্ষোট, আমলক ও জম্বীর, কেহ কেহ পরিপক বিব, চিট্টট, ও বহু বিবিধ অন্নপান এবং কেহ কেহ শর্করাপুস্তলী, কোমুস্ত বসনবস্তু ও এই-

কার্য্যনি বহুনি বিবিধানি চ । শর্করাপুস্তলী চান্তা
বস্ত্রে কোমুস্তকে তথা ॥ ৫০ ॥ এবমাদীনি চান্তানি
গৃহ পূর্বে বরাননে । সাবিত্র্যা সহিতাঃ সর্বাঃ
সম্প্রাপ্তাঃ তদা শুভাঃ ॥ ৫১ ॥ সাবিত্রীমাগতাং
দৃষ্ট্বা ভীতস্ততঃ পুরন্দরঃ । অধোমুখো হিতো ব্রহ্মা
কিমেনা মাং বদিস্যতি ॥ ৫২ ॥ ত্রপাশিতো বিষ্ণু-
রুদ্রো সর্বে চান্তে দ্বিজাতয়ঃ । সভাসদস্তথা ভীতা-
স্তথৈবান্তে দিবোকসঃ ॥ ৫৩ ॥ পুত্রপোত্রা ভাগি-
নেয়া মাতুলা ভ্রাতরস্তথা । ঋতবো নাম যে দেবা
দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ৫৪ ॥ বিলম্বাঃ তথা সর্বে
সাবিত্রী কিং বদিস্যতি । ব্রহ্মবাক্যানি বাচ্যানি
কিংহু বৈ গোপকস্তথা ॥ ৫৫ ॥ মোনোভূতাস্থা যুধানাঃ
সর্বেষাং বদতাং গিরঃ । অম্বমুণা সমাহুতা নাগতা
বরবর্ণিনী ॥ ৫৬ ॥ শক্রেণাস্তা তথানীহা দত্তা সা বিষ্ণুনা
স্বয়ম্ । অহুমোদিতা চ রুদ্রেণ পিত্রাদস্তা স্বয়ং তথা ॥
৫৭ ॥ কথং সা ভবিষ্যতি যজ্ঞঃ সমাপ্তিঃ বা কথং
ব্রজেৎ । এবং চিন্তয়তাং তেবাং প্রবিষ্টা কমলালয়া ॥
৫৮ ॥ বৃতা ব্রহ্মা ভার্য্যা স স্বধিগর্ভর্ষেদপাংগৈঃ ।

রূপ অস্ত আরও অনেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সক-
লেই সাবিত্রীর সহিত যজ্ঞস্থলে গিয়া উপস্থিত
হইলেন । সাবিত্রীকে আসিতে দেখিয়া পুরন্দর
ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মা অধোমুখে থাকিয়া ভাবি-
লেন,—সাবিত্রী আমায় কি বলিবে ? এদিকে বিষ্ণু
ও রুদ্র লজ্জিত হইলেন । অন্তান্ত সভাসদ দ্বিজাতি ও
দেবগণও ভীত হইয়া পড়িলেন । ৩৬—৫৩ এইরূপে
পুত্র, পোত্র, ভাগিনেয়, মাতুল, ভ্রাতা, ঋষি দেবগণ
ও অন্তান্ত দেবাধিপগণও সাবিত্রী কি বলিবেন
ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন । ঊঁহার ভাবিলেন,—গোপ-
কস্তাই বা ব্রহ্মবাক্য কিরূপে প্রকাশ করিবে ? এই
ভাবিয়া সকলেই মৌনী হইয়া বজ্রগণের বাক্য-
পরম্পরা শ্রবণ করিতে লাগিলেন । সভায় আলো-
চনা চলিতে লাগিল,—বরবর্ণিনী সাবিত্রীকে অম্বমুণা
আস্থান করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি সময়মত
আসিলেন না ; কাজেই ইহা ব্রহ্মার জন্ত অস্ত পত্নী
আনয়ন করিলেন, বিষ্ণু তাহাকে সম্প্রদান করি-
লেন, রুদ্র তাহা অহুমোদন করিলেন ; ঋতনা এমন
হইল, যেন স্বয়ং পিতাই কস্তাদান করিলেন ।
অন্তথা কিরূপে যজ্ঞ হইত বা যজ্ঞসমাপ্ত হইতে
পারিত ? এইরূপ চিন্তাচর্চ্চা চলিতেছিল, এমনই
সময় সাবিত্রী প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন,—ব্রহ্মা
ভার্য্যাপরিতৃতা হইয়াছেন, বেদপারগ ঋষিক জ্ঞান-

হুয়ন্তে চারয়ন্তত্ব আক্ষপৈর্বৈদপারগৈঃ ॥ ৫১ ॥
পত্নীশালে তথা গোমী রোপ্যশূক সমেখলা ।
কৌমবস্ত্রপরীধানা ধায়ন্তী পরমেশ্বরম্ ॥ ৫২ ॥
পতিব্রতা পতিপ্রাণা প্রাধান্তেন নিবেশিতা ।
কৃপা-
কৃতা বিশালাক্ষী তেজসা ভাক্ষরোপমঃ ॥ ৫৩ ॥
দ্যৌতদন্তী সদন্তত্ব সূর্য্যশ্চেব যথা প্রভা ।
জগমান-
স্তথা বহির্ভ্রমন্তে চহিজস্তথা ॥ ৫৪ ॥
পশূনামব-
দানানি গৃহস্তি দ্বিজসন্তমাঃ ।
প্রাপ্তা ভাগধিনো
দেবা বিলম্বসমোহভবৎ ॥ ৫৫ ॥
কালহীনং ন
কর্তব্যং কৃতং ন কলদং ভবেৎ ॥
বেদেদমধৌকারো
দৃষ্টে সর্কো মনৌবিভিঃ ॥ ৫৬ ॥
প্রবর্ণো ক্রিয়মাণে
তু আক্ষপৈর্বৈদপারগৈঃ ।
কৌরবয়ে হুয়মানে মন্ত্রে-
গাধবুগা তথা ॥ ৫৭ ॥
উপহৃতোপহৃতেন আগতেষু
দ্বিজমুহুঃ ।
ক্রিয়মাণে তথা ভক্ষ্যে দৃষ্টা দেবী
কুধাষিতা ।
উবাচ দেবী ব্রহ্মাণং সদামধ্যে তু
মোনিম্ ॥ ৫৮ ॥
কিমেষং বুধ্যতে দেব কৃতমেত-
দ্বিচেষ্টিতম্ ।
যাং পরিত্যজ্য যঃ কামাংকৃতবানসি
কিঞ্চিদম্ ॥ ৫৯ ॥
ন তুল্যা পাদরজসা সমা সাধি-
শিরঃ কৃতা ॥ ৬০ ॥
যদ্বদন্তি নরাঃ সর্কো সঙ্গতাঃ

গণ অগ্নিতে হোম করিতেছেন। পত্নীস্থানে
গোপকন্তা রোপাশূক, মেখলা ও কৌমবস্ত্রা-
ষিতা হইয়া পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেছেন।
ঊর্ধ্বাংকেই পতিব্রতা ও পতিপ্রাণারূপ প্রাধান্ততঃ
স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি কৃপাবতী, বিশ-
লাক্ষী, তেজে ভাক্ষরসদৃশী, এবং সূর্য্যের স্তায়
সভাগুহোভাসিনী। দেখিলেন,—বহি প্রজলিত;
ঋষিকৃগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণতৎপর; দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ
পশুগণের অবদান গ্রহণ করিতেছেন। ভাগাধী
দেবগণ আগমন করিয়াছেন, বলিতেছেন—সময়া-
তিক্রম হইল। কালাত্যয়ে ক্রিয়া করা উচিত নহে;
করিলে কলঙ্জনক হয় না। মনৌবিগাঃ বেদে এই-
রূপই নির্দেশ দেখিয়া থাকেন। এই কথার পর বেদ
পাঠগ বিশ্রাম ক্রিয়াসম্পন্ন করিয়াছেন, অধবুগা মন্ত্রো-
চ্চারণপূর্ব্বক উপহৃত ও অহুপহৃত ক্রমে চক্ৰবয়
হোম করিতেছেন। সমাগত দ্বিজগণ ভক্ষ্য ভোজনে
নিরত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া দেবী সাবিত্রী
কুৎসিত হইলেন এবং সভামধ্যে মৌনাবলম্বনে অব-
স্থিত ব্রহ্মাকে বলিলেন—দেব! আপনার এ কিরূপ
ব্যবহার? আপনার এই বুদ্ধিই বা কি প্রকার?
আপনি আমাকে ঙ্গাগ করিয়া কামবশে পাপাচরণ
করিলেন? যে পদরঞ্জের তুল্যা নয়, তাহাকে

সদসি স্থিতাঃ। আক্ষর্য্যক প্রভুগাত্ত কুরুতে যৎ-
মিচ্ছতি ॥ ৬১ ॥
ভবতা রূপলোভেন কৃতং কর্ণ
বিগর্হিতম্ ॥ ৬২ ॥
ন পুত্রেষু কৃত্য লজ্জা পৌত্রেষু
চ ন তে বিভো। কামকারকৃতং মন্ত্রে হেতুং কর্ণ
বিগর্হিতম্ ॥ ৬৩ ॥
পিতামহোহসি দেবানামৃষীণাং
প্রপিতামহঃ। কথং ন তে ত্রপা জাতা আত্মনঃ
পশুতন্তম্ ॥ ৬৪ ॥
লোকমধ্যে কৃতং হাত্মমিহ চৈব
বিগর্হিতঃ। যদ্যেষ তে স্থিতো ভাবন্তি দেব
নমোহস্ত তে ॥ ৬৫ ॥
অহং কথং সখীনাস্ত দর্শয়ি-
ষ্যামি বৈ মুখম্ ॥
ভর্তা মে বিহিতা পত্নী কথমেত-
দহং বদে ॥ ৬৬ ॥
ব্রহ্মোবাচ। ঋষিগুণ্ডিরহমাত্তপ্তো
দীক্ষা কালোহতিবর্ততে। পত্নীং বিনা ন হোমোহজ
শীঘ্রং পত্নীমিহানয় ॥ ৬৭ ॥
শক্রেণৈষা সমানীতা
দন্তা চৈবাথ বিমুনা। গৃহীতা চ ময়া হং হি কম-
লৈকঃ ময়া কৃতম্ ॥
ন চাপরাধ্যং ভূয়োহস্তং করিবো
তব ॥ ৬৮ ॥
ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তা তদা

আপনি মন্ত্রকোপরি স্থান দিলেন? এই সভাস্থ
সভাগণও সকলেই এ কথা বলিতেছেন!
ইহাই আক্ষর্য্য যে, প্রভুগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই
করিয়া থাকেন। আপনি রূপলোভে গর্হিত কর্ণ
করিয়াছেন। হে বিভো! পুত্র পৌত্রাদি হইতে
আপনার কি লজ্জা হইল না? আপনার কৃত এই
গর্হিত কর্ণ আমি কামকারকৃত বাল্যমানে করি।
আপনি দেবগণের পিতামহ এবং ঋষিগণের
প্রাপিতামহ; নিজের এই অবস্থা দর্শনেও আপনার
কি লজ্জা হইল না! লোকমধ্যে এই হাস্যজনক
কার্য্য আপনা দ্বারা অমুষ্ঠিত হইল! আপনি নিদ্রিত
হইলেন। যদি আপনার এইরূপ ভাবই থাকিয়া যায়,
তবে দেব থাকুন। আপনাকে আমার নমস্কার।
হায়! আমি সখীসমাজে কিরূপে আমার মুখ দেখা-
ইব? আমি আমার দ্বিতীয় দায় পরিত্রাণ করিয়া-
ছেন, এ কথা কেমন করিয়া প্রকাশ করিব? ৫৪-৬৪।
ব্রহ্মা কহিলেন,—ঋষিকৃগণ আমার আজ্ঞা করি-
লেন,—দীক্ষাকাল অতিবাহিত হইয়া যায়; পত্নী
বিনা হোম হইতেছে না; অতএব শীঘ্র পত্নী
আনয়ন করুন। এই কথার পর ইন্দ্র এই পত্নী
আনিলেন; বিষ্ণু দাতা আর আমি গৃহীতা হই-
লাম, যাহা হউক, মৎকৃত এই কার্য্য তুমি কমা
কর। হে সুব্রত! আমি আর দ্বিতীয়বার
তোমার নিকট কোন অপরাধ করিব না। ঈশ্বর
কহিলেন,—ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, তখন সাবিত্রী

কৃদ্ধা ব্রাহ্মণঃ শগুণদ্যত্। যদি মেহস্তি তপস্তপ্তঃ
 গুরবো যদি ভোবিভাঃ ॥ ৭৭ ॥ সৰ্বব্রাহ্মণশালাসু
 স্থানেষু বিবিধেষুপি । ন তু তে ব্রাহ্মণাঃ পূজাঃ
 করিষ্যন্তি কদাচন ॥ ৭৮ ॥ অতঃ বৈ কার্তিকী-
 মেকা পূজাঃ সাংবৎসরীঃ তব । করিষ্যন্তি তিজা
 সৰ্বৈ সত্যোনায়েন তে শপে । এতদ্বৃদ্ধা ন
 কোপোহহু হতো হস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ সাবিত্যবাচ ।
 ভোভোঃ শক্রং বয়ানীতা অভীরা ব্রাহ্মণোহস্তিকম্ ।
 বস্মাদীদৃক্ কৃতং কর্ম তস্মাৎ লপ্যাসে কলম্ ॥ ৮০ ॥
 যদা সংগ্রামমধ্যে যৎ স্বাতা শক্রং ভবিষ্যসি ।
 তদা যৎ শক্রভিৰ্ব্রহ্মো নীতঃ পরমিকাং দশাম্ ॥ ৮১ ॥
 অকিঞ্চনো নষ্টশ্রুতঃ শক্রাণাং নগরে স্থিতঃ । পরাভবঃ
 মহৎপ্রাপ্য অচিরাদেব মোক্ষ্যসে ॥ ৮২ ॥ শক্রঃ
 শগুণা তদা দেবী বিষ্ণুং চাপ বচোববাৎ ॥ ৮৩ ॥ গুরু-
 বাক্যেণ তে জ্ঞায় যদা মৰ্ত্ত্যে ভবিষ্যতি । তর্হি
 বিরহজং হৃৎকং তদা যৎ তত্র ভোক্তব্যং সীতাং
 শক্রগণৈঃ পত্নীঃ পরে পারো মহোদধেঃ । ন চ ত্বং
 জাযসে সীতাং শোকোপহৃতেভনঃ ॥ ৮৫ ॥ ভ্রাতা

কৃদ্ধা হইয়া তাঁহাকে শাপদানে উদ্যত হইলেন ;
 বলিলেন,—যদি আমার তপস্তা থাকে, গুরুগণ
 ভোষিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি শাপ
 দিলাম, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের গৃহসমূহে বা অন্ত কোন
 স্থানে তোমার পূজা করিবেন না । একমাত্র
 কার্তিকী সাংবৎসরী পূজাই তোমার তাঁহার্য্য করি-
 বেন । তবে ব্রাহ্মণেতর বিজগণের নিকট তুমি
 সৰ্ব্বদাই পূজা পাইবে । আমার এই অভিশাপের
 বিষয় বুঝিয়া তুমি কেপ করিও না ; কেন না
 লোকে আঘাত পাইলেই আঘাত দিয়া থাকে,
 একথা নিশ্চিতই । এই বলিয়া সাবিত্রী পরে
 ইন্দ্রকে বলিলেন,—ভো ভো শক্র ! তুমিই ব্রাহ্মার
 নিকট একটা অভীরায়ে পত্নীরূপে আনয়ন করি-
 রাহ ; অতএব তোমার এই কৃত কর্মের ফল তুমি
 অবশ্যই জ্ঞাত করিবে । হে শক্র ! তুমি সংগ্রাম-
 মধ্যস্থ হইয়া শক্রগণ কর্তৃক বন্ধ ও দুঃস্থবস্থায় উপ-
 নীত হইবে, তুমি অকিঞ্চন, নষ্টপুত্র ও শক্রপুত্রের
 বন্দী থাকিবে । এইরূপ বিষয় পরাভব প্রাপ্ত হইয়া
 পরে মুক্ত হইবে । দেবী সাবিত্রী ইন্দ্রকে শাপ
 দিয়া পরে বিষ্ণুকে বলিলেন—বিষ্ণো ! গুরুবাক্যে
 যখন তোমার ধরাতলে জন্ম হইবে, তখন তুমি
 তর্হিবিরহজনিতঃ হৃৎকং ভোগ করিবে, শক্রগণ
 মহোদধির পর পারো তোমার তর্হি সীতাকে

সহ পরাঃ কার্তামাপদং দুঃখিতস্তথা । পশুনাং ঐবে
 সংযোগন্তিরকালং ভবিষ্যতি ॥ ৮৬ ॥ তথাহি ক্রুদ্ধঃ
 কুপিতা যদা দাক্ষবনে স্থিতঃ । তদা তে মুনয়ঃ ক্রুদ্ধাঃ
 শাপং দাস্তস্তি তে হরঃ ॥ ৮৭ ॥ ভোভোঃ কাপালিক
 ক্ষুদ্র পত্ন্যোহস্মাকং জিহীর্ষসি । তদেতদ্ব্যবহা-
 লিঙ্গং ভূমৌ ক্রুদ্ধ পতিষ্যতি ॥ ৮৮ ॥ বিহীনঃ পৌর-
 বেষ যঃ মুনিশাপাচ্চ পীড়িতঃ । গঙ্গাতীরে স্থিতা
 পত্নী সঃ স্যামাশাসরিপতি ॥ ৮৯ ॥ অগ্রে যঃ
 সন্নতকোহসি পূর্বে পুত্রেণ মে কৃতঃ । জগৎ
 ধর্ম্ম ইত্যেব কথং নদ্যং নদাম্যহম্ ॥ ৯০ ॥ জাত-
 বেদস ক্রুদ্ধাঃ রেতসা প্রাবয়িষ্যতি । মেধ্যেষু চ
 কৃতজালো জালয়া যঃ জলিষ্যতি ॥ ৯১ ॥ ব্রাহ্মণা-
 নুবিজঃ সন্নান সাবিত্রী হৃশপত্তা ॥ ৯২ ॥ প্রতি
 গ্রহাগ্নিগোত্রাচ্চ বৃধাদার্য্য বৃধাশ্রমাঃ । সদা ক্ষেত্রাণি
 তীর্থান লোভাদেব গমিষ্যথ ॥ ৯৩ ॥ পরা-
 রেষু সদা তৃপ্তা অতৃপ্তাঃ স্বগৃহেষু চ । অযাজ্য-
 যাজনং কৃদা কুংসিতস্ত প্রতিগ্রহম্ ॥ ৯৪ ॥ বৃধা

লইয়া যাইবে, তুমি তাহা জানিতে পারিবে না ;
 তোমার চিত্ত শোকে সমাচ্ছন্ন রহিবে । তুমি ভাতার
 সহিত দুঃখিতভাবে আপদের চরম সীমায় উপনীত
 হইবে । পরে বহুদিন ধরিয়া পশুগণের সহিত
 তোমাকে সংসর্গ করিতে হইবে । অনন্তর সাবিত্রী
 ক্রুদ্ধকে বলিলেন,—তুমি যখন দাক্ষবনে বিচরণ
 করিবে, তখন ক্রুদ্ধ মুনিগণ তোমাকে এইরূপে
 অভিশপ্ত করিবেন যে, তো তো নীচব্রতাব
 কাপালিক ! পত্নীগণকে হরণ করিতে সমুৎ-
 স্ক হইয়াছিস্ ; অতএব তোমার স্ত্রীস্বত্বরূপ
 লিঙ্গ ভূতলে ধসিয়া পড়িবে । এইরূপ মুনি-
 শাপে পুরুষস্বত্ব নষ্ট হইয়া তুমি পীড়িত হইবে ।
 তোমার গঙ্গাতীরবাসিনী পত্নী তোমার আশাস
 দিবেন । আর হে অগ্রে । পূর্বে মৎপুত্রই তোমাকে
 সন্নতক্য করিয়া দিয়াছেন । সুতরাং নদ্য ব্যক্তিকে
 দাহ করা অগ্ৰহত্যাভুল্য ধর্ম্ম হয় । হে জাতবেদস !
 ক্রুদ্ধ তোমার রেতো দ্বারা প্রাবিত করিবেন ।
 তুমি মেধ্য বস্তুতে অবস্থিত হইলেও ক্রুদ্ধের
 রেতোজালায় জলিত হইতে থাকিবে । ৭৫—৯৪ ।
 অনন্তর ঋষিক্ ব্রাহ্মণগণকেও সাবিত্রী শাপ দিলেন ;
 বলিলেন,—তোমাদের প্রতিগ্রহ, অগ্নিহোত্র, দার-
 পরিগ্রহ ও আশ্রয়, সকলই বৃথা হইবে । তোমরা
 তীর্থক্ষেত্রসমূহে সর্বদা লোভবশেই গমন
 করিবে, পরারে তৃপ্ত হইবে, স্বগৃহে অকৃত

ধন্যর্জনং কৃৎস্না ব্যয়শ্চৈব তথা বৃথা। মৃতানাং তেন
প্রতত্ত্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ১৫। এবং শক্রং
তথা বিষ্ণুং ক্রদ্রঃ বৈ পাবকং তথা। ব্রাহ্মণং
ব্রাহ্মণাশ্চৈব সর্বাংস্তানশপত্তদা। ১৬। শাপং দধা
তথা তেষাং তদা সাবিত্তা দ্বিরা। ১৭। লক্ষ্মীঃ
প্রাঃ সখীং তাক ইন্দ্রাণী চ বরাননা। অস্তা
দেবাস্তথা প্রাঃ নাহং স্বাস্তামি নাহং বৈ। তত্র চাহং
গমিষ্যামি যত্র শ্রোষো ন তু ধ্বনিম্। ১৮। ততস্তাঃ
প্রমদাঃ সর্বাঃ প্রয়াতাঃ স্বনিকेतনম্। সাবিত্তী
কুপিতা ভাসাং পুনঃ শাপায় চোদ্যতা। ১৯।
যস্মায়াঃ সম্প্রিত্যাজা গতাস্তা দেবযোষিতঃ।
তাসামপি তথা শাপং প্রদাস্তে কুপিতা ভূশম্। ১১০।
নৈকত্র বাসো লক্ষ্মীশ্চ ভবিষ্যতি কদাচন। ক্রত্বাপি
চক্ৰা তাবদুর্থেষু চ বসিষ্যসি। ১১১। স্নেচ্ছেষু
পার্কণীয়েষু কুংসিতে কুপ্তিতে তথা। বাচাটে
চাবলিষ্ঠে চ অভিশপ্তে হুয়াহনি। এবংবিধে নরে
তুভ্যং বসতিঃ শাপকারিতা। ১১২। শাপং দধা
ততস্তস্তা ইন্দ্রাণীমশপত্তদা। ১১৩। অষ্টুর্বাচা গৃহী-
তেশ্চৈব পচেতৌ তে হুষ্টকারিণি। নহবায় গতে

রহিবে, অযাজ্য যাজন করিবে; কদর্য্য প্রতি-
গ্রহে আসক্ত হইবে, তথা ধন্যর্জন ও ব্যয়
বৃথা হইবে; এবং নরপাশ্বে তোমাদের
প্রতত্ত্ব হইবে; এইরূপে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ক্রদ্র, অগ্নি,
ব্রহ্মা, ও ব্রাহ্মণদিগকে সাবিত্তী যখন শাপ দিলেন,
শাপ দিয়া তাঁহাদের সম্মুখে তিনি অবস্থান করিতে
লাগিলেন, তখন লক্ষ্মী, ইন্দ্রাণী ও অস্তা দেবী-
গণ সাবিত্তীকে বলিলেন,—এখানে আর আমরা
ধ্বনিব না। যথায় কোন শব্দ শুনা যায় না,
আমরা সেইরূপ স্থানেই চলিলাম। এই বলিয়া
সেই লক্ষ্মী প্রমদা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।
সাবিত্তী কুপিতা হইয়া পুনরায় তাঁহাদিগকেও শাপ-
দানে উদ্যত হইলেন; বলিলেন,—দেবপত্নীগণ
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, একত্র তাঁহা-
দিগকেও আমি শাপ প্রদান করিব। আমার
বাক্যে লক্ষ্মীর একত্র বাস কদাচ হইবে না। সেই
চক্ৰা ক্রদ্র হইয়াও মূর্থলোকেই কিছুকাল বাস
করিবে। এই শাপের কলে স্নেচ্ছ, পার্কণী, অসত্য,
কুংসিত, কুপ্তগ্রহ, বাচাল, অবলিষ্ঠ, অভিশপ্ত ও
হুয়াহনি যখনই লক্ষ্মীর বাস হইবে। লক্ষ্মীকে শাপ
দিয়া পরে ইন্দ্রাণীকে অভিশপ্ত করিলেন; বসি-
লেন,—হে হুষ্টকারিণি। যত্নের বাক্যে তোমার পতি

রাজ্যে দৃষ্টা স্বাঃ যাচয়িষ্যতি। ১০৪। অহমিন্দ্রঃ
কথং চৈষা নোপতিষ্ঠতি চালসা। সর্কান্ দেবান্
হনিষ্যামি লপ্ত্যা, নাহং শচীং যদি। ১০৭। নষ্টা
বৃক্ তদা শস্তা বনে মহতি হুংখিতা। বসিষ্যসি
হুয়াচারে শাপেন মম গমিতে। ১০৬। দেব-
ভাৰ্য্যাসু সর্কাসু তদা শাপমযচ্ছত। ১০৭। ন
চাপত্যকৃত্য প্রীতিঃ সর্কাস্বেব ভবিষ্যতি। দহমানা
দিবারাজ্যে বহ্মাশপ্তেন হুংখিতাঃ। ১০৮। গোত্রী-
মেবং তথা শপ্তা সা দেবী বরবর্ণিনী। উচ্চৈ
করোদ সাবিত্তী ভর্তৃযজ্ঞাদবহিঃ দ্বিতা। ১০৯।
রোদমানা তু সা দৃষ্টা বিষ্ণুনা চ প্রসাদিতা। যা
রোদাঃ বিশালাকি এহাগচ্ছ সদঃ শুভে। ১১০।
প্রবিষ্টা চ শুভে যাগে মেধলাং কোমবাসনী। গৃহাণ
দীক্ষাং ব্রহ্মাপি পাদৌ তে প্রথমে শুভে। ১১১। এব-
মুক্কাববীনেন নাহং কুংখ্যং বচন্তব। তত্রাহং চ
গমিষ্যামি কুংখ্যো ন চ ধ্বনিম্। ১১২। এতাব-

ইন্দ্র নিগৃহীত হইলে নহব লক্ষ্মী রাজ্য হইয়া তোমাকে
কামনা করিবে। বলিবে,—আমি ইন্দ্র; কেন এই
অলসা ইন্দ্রপত্নী আমায় তজনা করিতেছে না?
আমি যদি শচীলাভ না করিতে পারি, তবে সর্ক
দেবতার উচ্ছেদসাধন করিব। এই কথা শুনিয়া
তখন ভূমি পলায়ন করিবে। ঘোর অরণ্যে হুংখের
সহিত বাস করিবে। যে গমিতে, হুয়াচারে।
আমায়ই শাপে তোমার এই অবস্থা নিশ্চয়ই
ঘটিবে। অনন্তর সাবিত্তী সমস্ত দেবতর্ক্যাকে
শাপ দিলেন; বলিলেন,—অপত্যকৃত্য প্রীতি
তোমাদের কাহারই থাকিবে না। বহ্মাশপ্তে
হুংখিত হইয়া তোমরা অহর্নিশ দহ হইতে থাকিবে।
অনন্তর বরবর্ণিনী দেবী সাবিত্তী গোত্রীকেও অভি-
শপ্ত করিলেন—করিয়া ভর্তৃযজ্ঞের যজ্ঞস্থলীর বহি-
র্ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে
লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া
প্রসাদিত করিলেন; বলিলেন,—হে শুভে, বিশা-
লাকি! আপনি রোদন করিবেন না, আশ্রয়, এই
যজ্ঞপতায় আগমন করুন। এই শুভযাগক্ষেত্রে
প্রবেশপূর্ব্বক মেধলা কোমবস্ত্র ও যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ
করুন। হে ব্রহ্মাপি! আপনার পদযুগ্মে আমি প্রণাম
করি। ১০২—১১১। বিষ্ণু এই কথা কহিলে সাবিত্তী
বলিলেন,—না আমি তোমার কথা রক্ষা করিব না;
যথায় কোন ধ্বনি নাই, আমি সেই স্থানেই গমন
করিব। এই বলিয়া ভূমির উর্দ্ধ স্থানস্থিতা দেবী

দুৰ্গা ব্যৱমূৰ্ছকঃ স্থানে ক্ষিতৌ স্থিতা ॥ ১১০ ॥
 বিষ্ণুজগদ্রথঃ স্থিতা বহু চ কয়সম্পূটম্ । তুষ্টাব
 প্রণতো ভূত তজ্জা পরময়া যুতঃ ॥ ১১৪ ॥ বিষ্ণু-
 বাচ । নমোহস্ত তে মহাদেবি তুৰ্ভুবঃ স্বয়মায়ি ।
 সাবিত্ৰি দুৰ্গতয়িণি ত্বং বাণী সপ্তধা স্মৃতা ॥ ১১৫ ॥
 সৰ্বাণি জ্ঞতিশাস্ত্ৰাণি লক্ষণানি তথৈব চ । ভবিষ্যা
 সৰ্বশাস্ত্ৰাণাং হস্ত দেবি নমোহস্ত তে ॥ ১১৬ ॥
 যেতা ত্বং যেতরূপাসি শশাঙ্কেন সমাননা । শশি-
 রশ্চিপ্রকাশেন হরিণোয়সি রাজসে । দিব্যকুণ্ডল-
 পূৰ্ণাভ্যাং শ্ৰবণাভ্যাং বিভূষিতা ॥ ১১৭ ॥ ত্বং
 সিদ্ধিঞ্চ তথা ঋদ্ধিঃ কীৰ্ত্তিঃ ক্লিঃ সন্ততিপ্ৰতিঃ ।
 বহ্যা রাতিঃ প্রভাতঞ্চ কালরাত্রিঞ্চমেব চ ॥ ১১৮ ॥
 কৰ্ম্মকাণাং যথা সীতা কৃতানং ধারিণী তথা ।
 এবং স্ববস্ত্ৰং সাবিত্ৰী বিষ্ণুং প্রোবাচ সুব্রতা ॥ ১১৯ ॥
 সম্যক্ জ্ঞাতা ত্বয়া পুত্র অজ্ঞেয়ঃ ভবিষ্যসি
 অবতারাে সদা বৎস পিতৃমাতৃসুবা ॥ ১২০ ॥
 অনেন স্তবরাজেন স্তোষাতে যন্ত মাং সদা ।
 সৰ্বদোষবিনিপুতঃ পরং স্থানং গমিষ্যতি ॥ ১২১ ॥
 গচ্ছ যজ্ঞং চিত্রং তন্ত সমাপ্তিং নয় পুত্রক ॥ ১২২ ॥
 কুকৰ্কেষু প্রয়াগে চ ভবিষ্যে যজ্ঞকৰ্ম্মণি । সমীপগা

বিরতা হইলেন । বিষ্ণু তাঁহার অগ্রে থাকিয়া
 অঞ্জলি বন্ধনপূৰ্ব্বক প্রণতভাবে পরম ভক্তিযোগে
 তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । বিষ্ণু
 বলিলেন,—হে তুৰ্ভুবঃ স্বয়মায়ি, মহাদেবি,
 দুৰ্গতায়িণি সাবিত্ৰি! তোমাকে নমস্কার করি,
 তুমিই সপ্তধা স্মৃতা বাণী; সমস্ত জ্ঞতিশাস্ত্ৰ, সমস্ত
 লক্ষণ, সমস্ত ভবিষ্য শাস্ত্ৰ, এসকলই তুমি । হে
 দেবি! তোমায় আমার নমস্কার, তুমি যেতা,
 যেতরূপা, ও শশাঙ্ক সদৃশাননা; তুমি দিবা কুণ্ডল-
 মণ্ডিত শ্ৰবণযুগলে বিভূষিতা, তুমি সিদ্ধি, ঋদ্ধি,
 কীৰ্ত্তি, ক্লি, সন্ততি, রতি, সফ্যা, রাতি, প্রভাত ও
 কালরাত্রি। যেমন কৰ্ম্মদিগের সীতা, তেমনি
 তুমি, কৃতধাত্রী । বিষ্ণু এইরূপ স্তব করিলে সুব্রতা
 সাবিত্ৰী বলিলেন—পুত্র! তুমি আমার সুন্দর
 স্তব করিয়াছ, অতএব তুমি সৰ্ব্বত্র অজ্ঞেয় হইবে ।
 বৎস! সমস্ত অবতারাে তুমি পিতামাতার অত্যন্ত
 বৎসল হইবে । এই স্তবরাজ দ্বারা যে আমার
 স্তব করিবে, সে সৰ্বদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পরম
 স্থান প্রাপ্ত হইবে । বাত বৎস! যাইয়া ব্রহ্মার
 যজ্ঞ সধ্যা কর । ভাবী কালে কুকৰ্কেষু
 এবং প্রয়াগে যে বজ্রাঘাতন হইবে, তাহাতে

স্থিতা ভৰ্ভুঃ করিষ্যে তব ভাষিতম্ ॥ ১২৩ ॥ এবং
 মুক্তো গতো বিষ্ণুরক্ষাঃ সদ উত্তমম্ । সাবিত্ৰী তু
 সমায়াতা প্রভাসে বরবর্ণিনি ॥ ১২৪ ॥ গতানামথ
 সাবিত্ৰ্যাঃ গায়ত্ৰী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥ শৃঙ্খ
 মনয়ো বাক্যঃ মদীয় ভৰ্ভুসন্নিধৌ । যদহং বহ্নি
 সন্তপ্তা বরদানায় চোদ্যতা ॥ ১২৬ ॥ ব্রহ্মাণঃ পূজয়ি-
 যাস্তি নয় ভক্তিসমম্বিতঃ । তেষাং বস্ত্ৰং ধনং ধাত্বং
 দার্য্যং সৌধ্যং স্তুতান্ত বৈ ॥ ১২৭ ॥ অবিচ্ছিন্নং
 তথা সৌধ্যং গৃহং বৈ পুত্রপৌত্রিকম্ । ভুক্তাসৌ
 সুরিযং কালং ততো মোক্ষং গমিষ্যতি ॥ ১২৮ ॥
 শক্রাং তে বয়ং বহ্নি সংগ্রামে শক্রভিঃ সহ ।
 তদা ব্রহ্মা মোচয়িতা গতা শক্রনিকেতনম্ ॥ ১২৯ ॥
 সপুত্রশক্রনাশাৎ লপ্যসে চ পরাং মূদম্ । অকণ্টকং
 মহাজ্যং ত্রৈলোক্যে তে ভবিষ্যতি ॥ ১৩০ ॥ মৰ্ত্য-
 লোকে যদা বিবেকো হবতারং করিষ্যসি । ভ্রাতা সহ
 পরং হৃৎখং জ্যোতীহরণং চ যৎ ॥ ১১ ॥ হস্তা শক্রঃ
 পুনর্ভাৰ্য্যা লপ্যসে সুরসন্নিধৌ । গৃহীত্বা তাং পুনঃ
 প্রাজ্যং রাজ্যং কৃষ্বা গমিষ্যসি ॥ ১৩২ ॥ একাদশ-

ভৰ্ত্তার সমীপে থাকিয়া আমি তোমার বাক্য রক্ষা
 করিব ॥ ১২২—১২৩ ॥ সাবিত্ৰী এই কথা কহিলে, বিষ্ণু
 উত্তম ব্রহ্মসভায় গমন করিলেন । হে বরবর্ণিনি!
 তৎকালে সাবিত্ৰী প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন ।
 সাবিত্ৰী প্রস্থান করিলে গায়ত্ৰী কহিলেন,—মুনি-
 গণ! ভৰ্ভুসন্নিধানে তুষ্ট হইয়া আমি বরদানে
 উদ্যত হইয়াছি । এক্ষণে যাহা বলি, আপনারা
 শ্রবণ করুন, যে সকল নয় ভক্তিয়ুক্ত হইয়া
 ব্রহ্মার পূজা করিবে, তাহাদের ধন, ধাত্ব, বসন,
 স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, গৃহ ও অবিচ্ছিন্ন সুখ-সৌভাগ্য
 হইবে । ব্রহ্মার্চনাকারী নয় বহুকাল ভোগ-
 সুরের পর মোক্ষ লাভ করিবে । হে শক্র! আমি
 তোমায় বরদান করিতেছি, যৎকালে সংগ্রামে
 শক্রদিগের হস্তে তুমি বন্ধন প্রাপ্ত হইবে, তখন
 ব্রহ্মা শক্রপুৰে গিয়া তোমায় মোচন করিবেন,
 তুমি সপুত্র-শক্রনাশেও পরম প্রমোদ প্রাপ্ত
 হইবে । এই ত্রৈলোক্যে তুমি অকণ্টক মহা-
 রাজ্যে আধিপত্য করিবে । হে বিবেক! তুমি
 যখন এই মৰ্ত্যালোকে অবতার স্বীকার করিবে,
 তখন ভ্রাতার সহিত পরম হৃৎখ এবং জ্যোতীহরণ-
 মনস্তাপ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু কালে শক্র-সংহার
 করিয়া পুনরায় ভাৰ্য্যালাভ করিবে; ভাৰ্য্যা
 গ্রহণপূৰ্ব্বক তুমি প্রাজ্য রাজ্য পালন করিবে;

সহস্রাবি কুহা রাজ্যঃ পুনর্দিবম্ । খ্যাতিস্তে বিপুল।
লোকে চাহরাগো ভবিষ্যতি ॥ ১৩৩ ॥ গায়ত্রী
ব্রাহ্মণ্যস্তাং সর্বানোবাব্রবীদিদম্ ॥ ১৩৪ ॥ যুগ্মকং
শ্রীণনং কুহা তন্তিঃ যাক্তি দেবতাঃ । ভবন্তো কুমি-
দেবান্ বৈ সর্বে পূজ্য ভবিষ্যৎ ॥ ১৩৫ ॥ যুগ্মকং
পূজনং কুহা শ্বে দানান্তনেকশঃ । প্রাণায়ামেন চৈকেন
সর্বমেতত্তরিষ্যৎ ॥ ১৩৬ ॥ প্রভাণে তু বিশেষণ
জপ্তায়াং বেদ মাতরম্ । প্রতিগ্রহকৃতান্ দোষার
প্রাপ্যধ্বং বিজ্ঞোক্তমাং ॥ ১৩৭ ॥ পুঙ্করে চারদানেন
প্রীতাঃ সর্বে চ দেবতাঃ । একস্মিন ভোজিতে
বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিনঃ ॥ ১৩৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাদি-
পাপানি হরিহরানি চ যানি চ । তরিষ্যন্তি নরাঃ
সর্বে দন্তে যুগ্মকরে ধনে ॥ ১৩৯ ॥ মহীয়শ্বে তু
জাপোন প্রাণায়ামৈশ্চিভিঃ কুঠৈঃ । ব্রহ্মহত্যাসমং
পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্চতি ॥ ১৪০ ॥ দশভির্জন্ম-
জনিভঃ শতেন তু পুরা কৃতম্ । ত্রিযুগং তু সহস্রণ
গায়ত্রী হস্তি কিম্বিষম্ ॥ ১৪১ ॥ এবং জ্ঞাত্বা সদা
পূজ্য জাপো চ মম বৈ কৃতে । ভবিষ্যধ্বং ন
সন্দেহো নাহি কার্য্য বিচারণা ॥ ১৪২ ॥ ওঙ্কারেণ

ত্রিমাংসে সার্বেন চ বিশেষতঃ । পূজ্য সর্বেন
সন্দেহো জপ্তায়াং শিরসা সহ ॥ ১৪৩ ॥ অষ্টাক্ষর-
হিতা চাহং জগদ্ব্যাপ্তং ময়া বিদম্ । মাতাহং সর্ব-
বেদানাং বেদৈঃ সর্বৈরুচ্চকৃতা ॥ ১৪৪ ॥ জপ্তায়াং
পরমাং সিদ্ধিঃ পশ্যন্তি বিজ্ঞসন্তমাঃ । প্রাণায়ামঃ মম
জাপোন সর্বেষাং বো ভবিষ্যতি ॥ ১৪৫ ॥ গায়ত্রী-
সারমাজোহাপ বরং বিপ্রঃ সুযজিতঃ । নাযজিত-
শ্চতুর্বেদঃ সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী ॥ ১৪৬ ॥ যশ্চাত্তবতাং
সাবিত্র্যা শাপো দন্তো সদে বিহ । অত্র দন্তঃ হতধাপি
সর্বমক্ষয়কারকম্ । দন্তো বরো ময়া তেন যুগ্মকং
বিজ্ঞসন্তমাঃ ॥ ১৪৭ ॥ অগ্নিহোত্রপর্য্য বিপ্রান্তিকালং
হোমদায়িনঃ । স্বর্গং তে তু গমিষ্যন্তি একবংশ-
তিভিঃ কুলৈঃ ॥ ১৪৮ ॥ এবং শক্রে চ বিক্রে চ
কুদ্রে বৈ পাবকে তথা । ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গায়ত্রী
সা বরং দদৌ । তস্মিন কালে বরং দত্ত্বা ব্রহ্মণঃ
সিদ্ধিঃ ॥ ১৪৯ ॥ হরিণা তু সমাখ্যাতং লক্ষ্ম্যাঃ
শাপস্ত কীদৃশম্ । যুবতীনাঞ্চ সর্বাং শাপস্তাসাং
পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৫০ ॥ লক্ষ্ম্যন্তদা বরং প্রাদাদগায়ত্রী
ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ॥ ১৫১ ॥ অকুৎসিতাঃ সদা পুত্র

একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগের পর তুমি স্বর্গ-
রেহণ করিবে । এ জগতে তোমার অতুল কীর্তি
হইবে ; লোকে তোমায় ভক্তি করিবে । পরে
গায়ত্রী ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,—দেবগণ তোমা-
দের শ্রীণন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন ।
তোমরা কুমিদেব হইয়া সকলেই সর্বত্র পূজ্য
হইবে । লোকে তোমাদিগকে পূজা করিবে ;
নানাবিধ বস্ত্র দান করিবে ; কিন্তু তোমরা একটি
মাত্র প্রাণায়াম জপ করিয়াই সমস্ত প্রতিগ্রহদোষ
হইতে মুক্ত হইবে । বিশেষতঃ প্রভাণে বেদমাতা
—আমাকে জপ করিয়া হে বিজ্ঞোক্তমগণ ! তোমরা
প্রতিগ্রহদোষ প্রাপ্ত হইবে না । পুঙ্করে অন্ন দান
করিলে সমস্ত দেব প্রীত হইয়া থাকেন । কিন্তু
তথায় একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ
ভোজনের ফল লাভ হয় । নরগণ তোমাদের
হস্তে ধনদান করিয়া ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ হ্রিত
হইতে অব্যাহতি পাইবে । তোমাদের সম্মান
হইবে । তিনবার প্রাণায়াম জপ করিলেই ব্রহ্ম-
হত্যা ভুল্য পাপ তোমাদের তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইবে ।
পুঙ্করন দশভুজ জন্মজিত পাপ সহস্রবার গায়ত্রী-
জপে নষ্ট হয় । ইহা জানিয়া তোমরা সদা আমার
জপ করিবে । এরূপ করিলে তোমরা সর্বত্রই

পূজ্য হইবে সন্দেহ নাই । অর্কচন্দ্রাঙ্কিত ত্রিমাংস
ওঙ্কার দ্বারা শিরঃসহ আমাকে (গায়ত্রী) জপ করিয়া
সকলেই পূজ্য হয়, নিঃসন্দেহ । আমি অষ্টাক্ষরহিতা ;
এই জগৎ মৎকর্তৃক পরিব্যাপ্ত । সর্ববেদালঙ্কৃতা
আমি সর্ববেদের মাতা । বিজ্ঞজ্ঞেষ্ঠগণ আমার
জপ করিয়া পরম সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ।
তোমাদের সকলেরই প্রধানতঃ আমিই জপ্য
হইব । গায়ত্রীকে যিনি সার করিয়াছেন, তথাবিধ
সুযজিত বিপ্রও হেষ্ঠ ; পরন্তু চতুর্বেদবেদী সর্বাশী
সর্ববিক্রয়ী বিপ্র অযজিত হইলেও জ্ঞেষ্ঠ নহেন ।
এই যজ্ঞ-সভায় সাবিত্রী তোমাদিগকে যে হেতু
অভিশাপ দিয়াছেন, এই জন্ত আমি তোমাদিগকে
বর প্রদান করিলাম ;—এইখানে দান, হোম, যাহা
কিছু করা যাইবে, সকলই অক্ষয় হইবে । এখানে
আগ্নিহোত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ত্রৈকালিক হোম বিধান
করিয়া একবংশতি কুল সহ স্বর্গ লাভ করিবেন ।
১২৪—১৪৮। এইরূপে গায়ত্রী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, কুজ, অগ্নি,
ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণদিগকে বর প্রদান করিলেন । এই বর
দিয়া তিনি ব্রহ্মার পার্শ্ববর্তিনী হইলেন । তখন হরি
লক্ষ্মীর এবং অশ্বাশ্ব যুবতীগণের পৃথক্ পৃথক্ শাপ-
প্রাপ্তির কথা কহিলেন । ব্রহ্মপ্রিয়া গায়ত্রী তৎ-
কালে লক্ষ্মীকে বর দিলেন,—পুত্র ! তোমার বাক্যে

তব বাসেন শোভনে। ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহঃ
সর্বভ্যঃ প্রীতিদায়কঃ। ১৫২। যে যস্য বীকিতাঃ
সর্ব সর্বে বৈ পুণ্যভাজনাঃ। তেযাং জাতিঃ
কুলং শীলং ধর্মশ্চৈব বহ্নাননে। ১৫৩। পরি-
ভ্যক্তা যস্য যে তু তে নরাঃ দুঃখভাগিনঃ। সভায়াং
তে ন শোভন্তে যজ্ঞন্তে ন চ পার্শ্বিণৈঃ। ১৫৪।
আশ্বিনশ্চৈব তেযাং তু কুরুতে বৈ দ্বিজোত্তমাঃ।
সৌজ্ঞ্যং তেব কুরুন্তি নপ্তা ভ্রাতা পিতা শুক্লঃ।
১৫৫। বাহুবোহসি ন সন্দেহো ন জীবহং যস্য
বিনা। স্বয়ি দৃষ্টে প্রসন্নো মে দৃষ্টিভবতি শোভনা।
মনঃ প্রসাদন্তেহত্যর্থং সত্যং সত্যং বদামি তে।
১৫৬। এবংবিধানি বাক্যানি যস্য দৃষ্ট্যা নিরী-
কিতে। সজ্জনান্তে বদিষ্যন্তি জনানাং প্রীতি-
দায়কঃ। ১৫৭। ইত্যনি নহ্যঃ প্রাপ্য স্বর্গং স্বাঃ
যাচয়িষ্যতি। অদৃষ্টা তু হতঃ পাপো হগত্যাবচ-
নাদ্রুতম্। ১৫৮। সর্গং সমুদ্রং প্রা-
য়তি তং মুনিম্। দর্পণাং বিনষ্টে স্মৈ শরণং
মে মূনে তব। ১৫৯। বাক্যেন তেন ভক্তাসৌ
নৃপস্ত ভগবানুবিঃ। কৃত্বা মনসি কারুণ্যমিদং বচনম-

ব্রবীৎ। ১৬০। উৎপত্ততি কূলে রাজা স্বদীয়ে
কুরুনন্দন। সার্পঃ কলেবরঃ দৃষ্টা প্রত্নৈষ্যমুকারি-
ষ্যতি। ১৬১। সৌহৃদ্যজগরতাং ত্যাক্য পুনঃ স্বর্গং
গমিষ্যতি। অশ্বমেধে কৃতে ভর্তা সহ বাসি পুন-
দিবি। প্রাপ্যাসে বরদানেন মমানেন সুলোচনে।
১৬২। দেবপত্ন্যস্তপা সর্বাশ্চেষ্টয়া পরিভাষিতাঃ।
অপত্যৈরাপ হীনাঃ স্মার্নেব দুঃখং ভবিষ্যতি। ১৬৩।
ইতি দবা বহ্নান দেবী গায়ত্রী লোকসমুতা। জগামা-
দর্শনং দেবী সর্বভ্যঃ পশুতাং তদা। ১৬৪।
সাবিত্রী তু তদা দেবী প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতা। কৃত-
শ্রবস্ত শৃঙ্গে তু ক্রীসোমেশ্বরপূরুতঃ। ১৬৫। মব-
স্তরে চাক্ষুবে চ দ্বিতীয়ে ষাপরে শুভে। তত্র যজ্ঞঃ
সমারম্ভো ব্রহ্মণা লোককারিণা। ১৬৬। যজ্ঞে
যাতা মহাত্মানো দেবাঃ সপ্তর্ষয়ো বরাঃ। স্বায়ত্ত্ববে
তু যে শক্তাঃ শপ্তান্তে চাতবন পুরা। ১৬৭। তস্মাৎ
কালং সমারম্ভ্য প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতাঃ। ১৬৮।
সাবিত্রী লোকজননী লোকান্তগ্রহকারিণী। যত্নাৎ
পূজয়তে ভক্ত্যা পক্ষমেকং নিরন্তরম্। ব্রহ্মপূজা-
বিধানেন তস্ত পুত্রো ধ্রুবো ভবেৎ। ১৬৯। পাণ্ডু-

সমস্তই অকুৎসিত হইবে। তোমার দৃষ্টি যাহাদের
উপর পড়িবে, তাহার পুণ্যভাজন হইবে। তাহা-
দের জাতি, কুল, শীল, ধর্ম সকলই সুরক্ষিত
ধাকবে। আর তুমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ
করিবে, তাহার দুঃখভাগী হইবে; সভায় তাহাদের
শোভা হইবে না; পার্শ্বগণ তাহাদের আদর
করিবেন না। তোমার আশ্রিত নরগণ ব্রাহ্মণ-
দিগের আশীর্বাদ-ভাজন হইবে। তাহাদের
নপ্তা, ভ্রাতা, পিতা, শুক্ল, বাহুবগণ তাহাদের প্রতি
সৌজ্ঞ্য প্রকাশ করিবে। অধিক কি, তোমা
ব্যতীত আমার অস্তিত্ব রহিবে না। তোমার
দর্শনে আমার দৃষ্টি ও মন একান্ত প্রসন্ন হইবে।
ইহা আমি সত্যসত্যই বলিলাম। তোমার দর্শনে
সজ্জনগণ জনসাধারণের প্রীতিদায়ক হইয়া এই
এই প্রকার বাক্য সকল উচ্চারণ করিবেন। হে
ইত্যনি। নহ্য স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়া তোমাকে
প্রার্থনা করিবে। কিন্তু তোমার দর্শন না পাইয়া
পরে অগত্যবাক্যে ঐ পাপাত্মা বিনষ্ট হইবে।
তাহার সর্গযোনি লাভ হইবে। সে তদবস্থায় প্রার্থনা
করিবে—হে মূনে। আমি দর্পবশত বিনষ্ট হই-
য়াছি। আপনি আমার পরিজ্ঞাপ করুন। সেই
রাজার বাক্যে আমি কারুণ্যপূর্ণমনে বলিবেন,—

তোমার কূলে এক রাজা জন্মিবেন। তিনি সর্প
কলেবর দর্শনে প্রমোদিত প্রদান করিয়া তোমার
উদ্ধার সাধন করিবেন। এই ঘটনার পর নহ্য
রীষ অজগরত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বর্গ গমন
করিবেন। তোমার ভর্তা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া
তোমার সহিত স্বর্গাধিপত্য লাভ করিবেন। হে
সুলোচনে। আমার বরদানকালে এইরূপেই তুমি
পতি প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর গায়ত্রী তুষ্ট হইয়া অত্যা-
দেবপত্ন্যাদিগকে বলিলেন,—তোমরা অপত্যহীন
হইলেও তোমাদের সে জন্ত দুঃখ হইবে না।
লোকমাতা গায়ত্রী এইরূপ বরদান করিয়া সকলের
সমক্ষেই অদৃষ্ট হইলেন। অনন্তর সাবিত্রী দেবী
প্রভাসে আসিলেন। এখানে সোমেশ্বরের পুরে
কৃতশ্রবের শৃঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে
চাক্ষুব মবস্তরে দ্বিতীয় ষাপরযুগে লোককর্ত্তা ব্রহ্মা
এক যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞে মহাত্মা দেব
সপ্তর্ষিগণ—বাহার স্বায়ত্ত্বব মবস্তরে অভিশপ্ত হইয়া-
ছিলেন, তাহার সকলই সমাগত হইলেন।
এবং সেই সময় হইতে প্রভাসক্ষেত্রেই বাস
করিতে লাগিলেন। লোকান্তগ্রহকারিণী লোকজননী
সাবিত্রীকে যাহার একপক্ষ কাল ভক্তির সহিত
পূজা করে, তাহাদের পুত্রলাভ নিশ্চয়ই। নয়

কুপে নরঃ স্নানং। দৃষ্টা লিঙ্গানি পঞ্চ বৈ। পাণ্ডবৈঃ
হাপিতানীহ দৃষ্টা যজ্ঞকলং লভেৎ। ১৭০। জ্যেষ্ঠস্ত
পূর্ণিমায়াস্ত সাবিজীহ্নলসন্নিধৌ। পঠেদ্যো ব্রহ্ম-
সূক্তানি যুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ। ১৭১। এতন্তে
সৰ্ববিখ্যাতমাখ্যাতং কল্যাপং। যশ্চেৎ শৃণুয়া-
তক্ত্য স গচ্চেৎ পরমং পদম্। ১৭২।

ইতি শ্রীকাম্পে সাবিজীহ্নলমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চ-
ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৬৫।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

দেবুবাচ। প্রভাসে সংস্থিতা যা তু সাবিজী
ব্রহ্মণঃ প্রিয়া। তত্তাশ্রয়িত্বং মে ক্রহি দেবদেব
জগৎপতে। ১। ব্রতমাহাত্ম্যাসংযুক্তমিতহাসম-
বিতম্। পাতিব্রতাকরং স্ত্রীণাং মহাভাগ্যং মহো-
দয়ম্। ২। ঈশ্বর উবাচ। কথ্যামি মহাদেবি
সাবিজ্যাশ্রিতং মহৎ। প্রভাসক্ষেত্রসংস্থায়ঃ
হ্নলস্থানে মহেশ্বর। যথা চীর্ণং ব্রতবরং সাবিজ্যা
রাজকন্তয়া। ৩। আসীন্নক্ষেত্রে ধর্ম্মাচ্ছা সা

পাণ্ডুকুপে স্নান করিয়া পাণ্ডবস্থাপিত পঞ্চলিঙ্গ
দর্শনে যজ্ঞকল লাভ করিয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ মাসের
পূর্ণিমায় সাবিজীহ্নলের সমীপে যে নর ব্রহ্মসূক্ত
পাঠ করে, সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। এই
আমি তোমার নিকট সৰ্বপাপাপহ উপাখ্যান সকলই
কীৰ্ত্তন করিলাম, যে নর তত্ত্বনির্ভরক ইহা শ্রবণ
করে, তাহার পরমপদ লাভ হয়। ১৪২—১৭২।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৫।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায়ঃ।

দেবী কহিলেন,—হে জগৎপতে! দেবদেব-
প্রভাসক্ষেত্রে যে ব্রহ্মপ্রিয়া দেবী অবস্থান করিলেন,
ভাঁহার চরিত্র আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।
ঐ চরিত্র ব্রতমাহাত্ম্য-মণ্ডিত, ইতিহাসাধিত, এবং
স্ত্রীগণের পাতিব্রত ও মহাভাগ্যজনক। ঈশ্বর
কহিলেন,—মহাদেবি! আমি প্রভাসক্ষেত্রস্থ সাবি-
জীর মহৎ চরিত্র কীৰ্ত্তন করিতেছি। সাবিজী
রাজকন্তা হইয়া যেরূপ ব্রতচরণ করিয়াছিলেন,
তাঁহাই এক্ষণে আমার বক্তব্য। পুরাকালে যজ্ঞ-
দেশে অধ্বপতি নামে এক ধর্ম্মাচ্ছা ভূপতি ছিলেন।

হিতে রতঃ। পার্শ্ববোহধ্বপতির্নাম পৌরজানপদ-
প্রিয়ঃ। ৪। ক্যাবাননপত্যস্ত সত্যবাদী জিভে-
শ্রিয়ঃ। প্রভাসক্ষেত্রযাত্রায়াজগাম স ভূপতিঃ।
যাত্রাং কুরুন বিধানেন সাবিজীহ্নলমাগতঃ। ৫। স
সভায্যো ব্রতমিদং তত্র চক্রে নৃপঃ স্বয়ং। সাবি-
জীতি প্রসিকং যৎসৰ্বকামকলপ্রদম্। ৬। তস্ত
তুষ্টাভবদেবি সাবিজী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া। ভূর্ভুবঃ-
স্বরিতীতোষা সাক্ষ্যমুর্জমতী হিতা। ৭। কমণ্ডলু-
ধরা দেবী জগামাদর্শনং পুনঃ। কালেন বহুনা
জাতা হুহিতা দেবরূপিণী। ৮। সাবিজ্যা স্ত্রীতয়া
দত্তা সাবিজ্যাঃ পূজয়া তথা। সাবিজী-
ভোব নামাস্ত্র্যাক্ষকে বিপ্রাক্ষয়া নৃপঃ। ৯।
সা বিগ্রহবতীব স্ত্রীঃ প্রাবরুত নৃপাক্ষয়া। সাবিজী
সুখমারাদী যৌবনস্থা বভূব হ। ১০। যা স্মৃধ্যা
পৃথুশ্রোগী প্রতিমা কাকনী যথা। প্রাপ্তেয়ং দেব-
কীনা দৃষ্টা ক্রমেণৈব জনাঃ। ১১। সা তু
পত্ন্যা বিশাখ্যাক্ষী প্রজলন্তীব তেজসা। চচার সা
চ সাবিজী ব্রতং যদুভূগণোদিতম্। ১২। অধো-

তিনি সর্বভূতহিতে রত, পৌরজানপদপ্রিয়, ক্যাবান,
সত্যবাদী ও জিভেশ্রিয়। কিন্তু তিনি অনপত্য;
তাই একদা প্রভাসক্ষেত্রযাত্রায় ভূপতি সমাগত
হইলেন। প্রভাসে সাবিজীহ্নলে উপস্থিত হইয়া
তিনি যথাবিধি তার্ঘযাত্রা নির্বাহ করিলেন। অনন্তর
রাজা স্বয়ং ভাধ্যার সহিত সর্বকামকলপ্রদ সুপ্রসিদ্ধ
সাবিজীব্রত আচরণ করিলেন। হে দেবি! ব্রহ্ম-
প্রিয়া সাবিজী সেই ব্রতে রাজার প্রতি তুষ্ট হই-
লেন। প্রভাসে সাবিজীদেবী সাক্ষ্য মুর্জমতী-
সাক্ষ্য ভূর্ভুবঃস্বরূপিণী ছিলেন। তিনি করে
কমণ্ডলু ধারণ করিতেন। কিন্তু রাজার ব্রতা-
চরণের পর ভাঁহার অদর্শন ঘটিল। অনন্তর বহু-
কাল পরে ঐ রাজার এক দেবরূপিণী হুহিতা
জন্ম গ্রহণ করিল। সাবিজী রাজার পূজায় স্ত্রীত
হইয়া রাজাকে ঐ কন্তা দিয়াছিলেন বলিয়া রাজা
ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা লইয়া ভাঁহার নাম রাখিলেন—
সাবিজী। ঐ নৃপালা বিগ্রহবতী কমলার জায়
রাজগৃহে বর্জিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে কোর-
লাকী সাবিজী যৌবনে পদার্পণ করিলেন।
তিনি স্মৃধ্যা, স্মৃগী, দেখিতে যেন অবিকল
কাকনী প্রতিমা; ভাঁহাকে দেখিয়া জনগণ আলো-
চনা করিত,—ইনি কি সাক্ষ্য দেবকন্তা আসিয়া
জন্ম লইলেন? সেই বিশাখ্যাক্ষী সাবিজী সাক্ষ্য

পোষ্য শিরঃস্নাত্তা শ্বেতভামতিগম্য চ। হৃদ্বায়ং
বিধিবিশিষ্টান বাচয়েৎস্বর্বাণী ॥ ১৩ ॥ তেভ্যঃ স্ম-
নসঃ শেবাং প্রতিগৃহ্য নৃপাশ্চজ্ঞা। সখীপরিবৃত্তা-
ভ্যেত্য দেবী জীবৎসক্লপণী ॥ ১৪ ॥ সাভিবাদ্য
পিতুঃ পাদৌ শেবাং পূর্বাং নিবেদ্য চ। কৃতাজলি-
বরারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বতঃ স্থিতা ॥ ১৫ ॥ তাং দৃষ্ট্বা
যৌবনপ্রাপ্তাং স্বাং স্মৃতাং দেবকৃপিনীম্। উবাচ
রাজা সম্ব্রজ্য পুত্রার্থং সত মন্ত্রিভিঃ ॥ ১৬ ॥ পুত্রি
প্রদানকালন্তে ন হি কশ্চিৎশণোতি মাম্। বিচার-
য়ন্ন পশ্চামি বরং তুল্যমিহাশ্রমঃ ॥ ১৭ ॥ দেবা-
দীনাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু। পঠ্য-
মানং ময়া পুত্রি ধর্ম্মশাস্ত্রেবু চ শ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥ পিতৃ-
র্গেহে তু যা কস্তা রজঃ পশ্চাত্যসংস্কৃতা।
ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যা সা কস্তা বুধলী মৃত্যু ॥ ১৯ ॥
অতোহর্থং শ্রেষ্যামি স্বাং কুরু পুত্রি স্বয়ম্বরম্। বৃদ্ধৈর-
মাতৈঃ সহিতা শীঘ্রং গচ্ছাবধারণ ॥ ২০ ॥
মন্ত্রিভিঃ সাবিজ্ঞৌ প্রোচ্য তস্মাদ্বিনির্দিষ্টা তপো-

লক্ষ্মীর স্তায় আপন ভেজে আপনিই যেন প্রদীপ্ত
হইতেন। একদা ভৃগুমুনির আদেশে সাবিজ্ঞৌ
এক ব্রত করিলেন। এই ব্রতে সাবিজ্ঞৌ উপবাস
করিয়া শিরঃ স্নানান্তে দেবারাধনা ও হোম করিয়া
ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। অনন্তর
নৃপবাল্য ঠাঁহাদের নিকট পুষ্প প্রসাদ লাভ করিয়া
সখী সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপে সমাগত হইয়া
পিতার পাদযুগল বন্দনা করিলেন এবং বিপ্রদত্ত
পুষ্পপ্রসাদ ঠাঁহাকে নিবেদন করিয়া বৃত্তকরে
পিতার পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা
ঐয় স্মৃতাকে যৌবনবৃত্তা দেবীর স্তায় দর্শন করিয়া
মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া বলিলেন,—পুত্রি! তোমার
এখন সম্প্রদানকাল উপস্থিত; কিন্তু কেহই তোমার
জন্ত আমার নিকট প্রার্থনা করে নাই। আমি
নিজেও বিচার করিয়া তোমার তুল্য বর দেখিতেছি
না। যাহা হোক, আমি যাহাতে দেবসমাজের
নিন্দনীয় না হই, তুমি তাহাই কর। বৎসে! আমি
ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে শুনিয়াছি, যে কস্তা অসংস্কৃত অব-
স্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে, তাহার পিতার
ব্রহ্মহত্যাশাপ হয়, আর সেই কস্তা বুধলীপদবাচ্য
হইয়া থাকে। বৎসে! এই কারণেই তোমার
নিয়োগ করিতেছি, তুমি স্বয়ম্বর কর; যাও, বৃদ্ধ
অমাত্যগণ সহ গিয়া শীঘ্র এই বিষয় অবধারণ কর।
সাবিজ্ঞৌ ‘এবমন্ত’ বলিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত

বনানি রম্যাণি রাজর্ষীণাং জগাম সা ॥ ২১ ॥ যাষ্ট্রান্যং
তত্র বুধানাং কস্তা পাদাভিবন্দনম্। ততোহভিগম্য
তীর্থানি সর্বাণ্যেবাশ্রমাণি চ ॥ ২২ ॥ আজগাম
পুনর্দেবী সাবিজ্ঞৌ সহ মন্ত্রিভিঃ। তত্রাপশ্চত
দেবর্ষিঃ নারদঃ পুরতঃ শুচিম্ ॥ ২৩ ॥ আসীনমাসেন
বিপ্রং প্রণম্য স্মিতভারিণী। কথং যামাস তৎকারণং
যেনারণ্যং গত্যা চ সা ॥ ২৪ ॥ সাবিজ্ঞ্যবাচ।
আসীচ্ছাদেবু ধর্ম্মাশ্রা ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ। দ্রামৎ-
সেন ইতি খ্যাতো দৈবদাক্ষো বভূব সঃ ॥ ২৫ ॥
আর্য্যশ্চ বালপুত্রশ্চ দ্রামৎসেনশ্চ ক্রাশ্রণা। সামন্তেন
হতঃ রাজা হি হ্রেদেহ্মান পূর্নবৈরিণা ॥ ২৬ ॥ স বাল-
বৎসয়া সাক্ষিঃ ভাৰ্য্যয়া প্রস্থিতো বনম্ ॥ ২৭ ॥ স
তস্ত চ বনে বৃদ্ধঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ। সত্যবান্ন-
রূপো মে ভর্ত্তেতি মনসেঙ্গিতঃ ॥ ২৮ ॥ নারদ
উবাচ। অহো বত মহৎ ক্লুপং সাবিজ্ঞৌ নৃপতে
কৃতম্ বালবৃত্তাবাদনয়া গুণবান সত্যবাগবৃত্তঃ ॥ ২৯ ॥
সত্যং বদত্যস্ত পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে। সত্যং

হইলেন এবং রাজর্ষিগণের রম্য রম্য তপোবনসমূহে
গমন করিলেন। ১—২১। সেই সকল বনে গিয়া
মান্য বৃদ্ধবর্গের পাদ বন্দনাপূর্ব্বক সমস্ত তীর্থ ও
পুণ্যাশ্রমসমূহ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ
সহ শব্দবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শবনগত
হইয়া সাবিজ্ঞৌ সম্মুখে পুত্রাশ্রা দেবর্ষি নারদকে
আসনে সমাসীন দেখিলেন এবং ঠাঁহাকে প্রণাম
করিয়া স্মিতপূর্ব্ব অভিভাষণপূর্ব্বক স্বীয়
অরণ্যগমন-বৃত্তান্ত ঠাঁহার নিকট বলিতে লাগি-
লেন। সাবিজ্ঞৌ কহিলেন,—শাস্ত্রদেশে দ্রামৎসেন
নামে এক ধর্ম্মাশ্রা ক্ষত্রিয় নরপতি ছিলেন।
দৈবক্রমে তিনি অন্ধ হন। দ্রামৎসেনরাজের
অল্পবয়স্ক বালক পুত্র ছিলেন। অন্ধরাজার কল্পি-
নামক জনৈক সামন্ত পূর্ব্বশক্রতাবশতঃ ঠাঁহার
ছিদ্র পাইয়া রাজ্যাপহরণ করে। তিনি বালক
পুত্র ও ভাৰ্য্যায়, সহিত অরণ্যে বাস করেন।
একপে ঠাঁহার সেই বালক পুত্র বনে থাকিয়াই
বর্দ্ধিত হইয়াছেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক। ঠাঁহার
নাম সত্যবান্। তিনিই আমার অল্পরূপ ভর্ত্তা হন।
ইহাই আমার ইচ্ছা। নারদ এই কথা শুনিয়া
নরপতিকে সাবধানপূর্ব্বক বলিলেন,—অহো মহা-
রাজ! আপনার কস্তা সাবিজ্ঞৌ বালবৃত্তাবশতঃ
বড়ই দুঃখাবহ সঙ্কর করিয়াছে। এই বাল্য
গুণবান সত্যবানকে বরণ করিয়াছে। সত্যবানের

বদেতি মুনিভিঃ সত্যাবারাম বৈ কৃতম্ । ৩০ ।
 নিত্যং চাখাঃ প্রয়াস্তস্ত করোতাখাঃশ মুদয়ান্ ।
 চিত্তেহপি চ লিখত্যখাঃশ্চিহ্নাঃ ইতি চোচ্যতে । ৩১ ।
 সত্যবান্ রস্তিদেবস্ত শিষ্যো দানশুণৈঃ সমঃ ।
 ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ শিবযোগীনয়ো যথা । ৩২ ।
 যযাতিরিব যোদারঃ সোমবৎপ্রিয়-
 দর্শনঃ । রূপেণাস্ততোমোহসিভ্যাং দ্যামৎসেনশ্রুতো
 বলী । ৩৩ । একো দোবোহস্তি নাস্তশ্চ সোহদ্য-
 প্রভৃতি সত্যবান্ । সংবৎসরেণ কীণায়ুর্দেহত্যাগং
 করিয়াতি । ৩৪ । নারদস্ত বচশ্চ হুহিতা প্রাহ
 পার্থিবম্ । ৩৫ । সাবিত্র্যবাচ । সত্ৰজ্ঞস্তি
 রাজনঃ সত্ৰজ্ঞস্তি ব্রাহ্মণাঃ । সত্ৰংকৃত্য প্রদীয়েত
 ত্রীণ্যেতানি সত্ৰং সত্ৰং । ৩৬ । দীর্ঘায়ুর্থবান্নায়ুঃ
 সন্তপো ির্ভুগোহপি বা । সত্ৰদ্ব্যুতো ময়া ভর্তা ন
 দ্বিতীয়ং গুণোমাহম্ । ৩৭ । মনসা নিশ্চয়ং কুহা
 ততো বাচ্যভীদ্যতে । ক্রিয়তে কৰ্ম্মণ পশ্যাৎ প্রমাণং

পিতা সত্যবাদী ; মাতাও সত্যবাদিনী । এইজন্ত
 মুনিগণ তাহাদের পুত্রের 'সত্যবান্' নাম প্রদান
 করিয়াছেন । ঐ সত্যবান্ সততই অশ্বপ্রিয় ;
 তাই সে সৰ্বদা মুগ্ধ অশ্ব প্রস্তুত করে এবং চিত্র-
 পটেও অশ্বমূৰ্ত্তি চিত্রিত করিয়া থাকে । এই জন্ত
 তাহাকে চিত্রাশ্ব নামেও অভিহিত করা হয় । সত্য-
 বান্ রস্তিদেবের শিষ্য ; দানশুণে তাঁহারই সম-
 কক্ষ । অপিচ ঐ সত্যবান্ ব্রহ্মণ্য, সত্যবাদী,
 ঐশ্বীনয় শিবির স্তায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যযাতির স্তায়
 উদারস্বভাব, চশ্মের স্তায় প্রিয়দর্শন এবং রূপে
 অশ্বিনীকুমারযুগলের অন্ততমের স্তায় প্রতিভাত ।
 সেই দ্যামৎসেন-নন্দন সত্ৰশুণাখিত হইলেও একটি
 ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় দোষ নাই । ঐ সত্য-
 বান্ অদ্য হইতে সংবৎসর মধ্যে কীণায়ু হইয়া
 দেহ ত্যাগ করিবে । ইহাই তাহার দোষ ।
 নারদের বাক্য শুনিয়া হুহিতা সাবিত্রী রাজাকে
 বলিলেন,—রাজগণ একবার বলেন ; ব্রাহ্মণগণও
 একবার বলিয়া থাকেন এবং কস্তাও একবার
 মাজ্জাই প্রদত্ত হইয়া থাকে । জগতে এই তিনটি
 এক একবারই হয় । সুতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হউন
 বা অল্পায়ু হউন, সন্তপ হউন বা নির্ভুগই হউন,
 আমি একবার যখন তাঁহাকে ভর্ত্ত্বরূপে বরণ
 করিয়াছি, তখন আর দ্বিতীয় ভর্ত্তাকে বরণ
 করিব না । মনঃস্থারা নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্য
 দ্বারা প্রকাশ, ও কৰ্ম্ম দ্বারা ক্রিয়া করা হয় ।

হি মনস্ততঃ । ৩৮ । নারদ উবাচ । যদ্যেতদিষ্টং
 ভবতঃ শীঘ্রমেব বিধীয়তাং । অবিন্ধেন তু সাবিত্র্যাঃ
 প্রদানং হুহিতুস্তব । ৩৯ । এবমুক্তা সমুৎপত্যা
 নারদস্ত্রিবিং গতঃ । রাজা চ হুহিতুঃ সৰ্বং বৈবাহিক-
 মথাকরোৎ । শুভে মূহূৰ্ত্তে পার্শ্ববৈবাহিকপৈর্বেদ-
 পারগৈঃ । ৪০ । সাবিত্র্যাপি চ তং লক্ষ্য ভর্ত্তারং
 মনসেহপি তম্ । মুযুদেহতীব তবদ্বী স্বর্গং প্রাপ্যেব
 পুণ্যকৃত্যং । ৪১ । এবং তত্রাশ্রমে তেষাং তদা
 নিবসতাং সতাম্ । কালশ্চ পশুতাং কিঞ্চিদতি-
 চক্রাম পার্শ্বতি । ৪২ । সাবিত্র্যাস্ত তদা নার্যাস্তিষ্ঠ-
 ত্যাশ্চ দিবানিশম্ । নারদেন বহুতঃ তদ্বাক্যং
 মনসি বর্ত্ততে । ৪৩ । ততঃ কালে বহতিথে
 ব্যতিক্রান্তে কদাচন । প্রাপ্তঃ বালোহথ মৰ্ত্তব্যো
 যত্র সত্যব্রতো নৃপঃ । ৪৪ । জ্যৈষ্ঠমাসে সিতে পক্ষে
 দাদশ্যঃ রজনীমুখে । গণয়ন্ত্যাশ্চ সাবিত্র্যা নার-
 দাক্ষং বহুর্বেহদি । ৪৫ । চতুর্বেহহনি মৰ্ত্তব্য-
 মিতি ির্ভুস্ত্য ভামিনী । ব্রতঃ ত্রিরাত্রয়াদিশ্চ
 দিবারাত্র্যং স্থিতাশ্রমে । ৪৬ । তত্রাশ্রাৎ

পশ্যাৎ মনই তাহার প্রমাণ হইয়া থাকে । নারদ
 কহিলেন,—যদি তোমার এইরূপই ইষ্ট হইয়া
 থাকে, তবে একার্থ্য সম্পাদন কর । মহারাজ !
 তোমার হুহিতা সাবিত্রীর সম্প্রদানকার্য্য নিরীক্সে
 সম্পন্ন হোক । নারদ এই বলিয়া গাত্ৰোত্থানপূর্ব্বক
 সুরালয়ে গমন করিলেন । রাজা অশ্বপতিও হুহিতার
 সমস্ত বৈবাহিক কার্য্য শুভ মূহূৰ্ত্তে বেদপারগ ব্রাহ্মণ-
 গণ দ্বারা সম্পাদন করাইলেন । ২২—৪০ । পুণ্য-
 কৰ্ত্তা যেমন স্বর্গ লাভ করিয়া আনন্দিত হয়, তবদ্বী
 সাবিত্রীও তেমন মনোভীষ্ট পতি লাভ করিয়া
 অত্যন্ত মুদিত হইলেন । হে পার্শ্বতি ! এইরূপে
 বিবাহান্তে তাঁহার্য্য সকলে সেই বনাশ্রমে বাস
 করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে কিয়ৎকাল
 অতিক্রান্ত হইল । এদিকে নারদ যাহা বলিয়া-
 ছিলেন, সাবিত্রীর অন্তরে সৰ্বদাই সে কথা জাগ-
 রুক হইতে লাগিল । অনন্তর অনেককাল অতীত
 হইলে একদা এমন কাল আসিল, যেকালে সত্য-
 বানের মরণ নিকটবর্ত্তী হইল । জ্যৈষ্ঠমাসের
 শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর দিন প্রদোষকালে সাবিত্রী নার-
 দের কথা হৃদয়ে গণনা করিয়া দেখিলেন,—চতুর্থ
 দিবসে সত্যবান্ যুত্যাশ্রম হইবেন । ঐ বিষয়টী
 চিন্তা করিয়া ভামিনী সাবিত্রী ত্রিরাত্রয়াপী ব্রতাব-
 লম্বনে দিবারাত্র্য আশ্রমে অবস্থান করিলেন । অন-

স্বয়ম্ভুতৈবৈক্যার্থার্থনঃকিঁতৈঃ । তুতোব নৃধ্যতনয়ঃ
সাবিত্রীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥ যম উবাচ ।
তুটৌহরি তব ভক্তং তে বরং বরয় তামিনি । সাপি
বজ্রে চ রাজ্যং স্বং বিনয়াবনতাননা ॥ ৬৭ ॥ চক্ষুঃ-
প্রাপ্তিং তথা রাজ্যং শুভরস্তু মহাশ্বনঃ ॥ ৬৮ ॥
পিতুঃ পুত্রশতং চৈব-পুত্রাণাং শতমাস্বনঃ । জীবিতঞ্চ
তথা ততুর্ধর্মসিদ্ধিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥ ৬৯ ॥ ধর্মরাজো বরং
দদা প্রেষয়ামাস তাং ততঃ ॥ ৭০ ॥ অথ ভর্তার-
মালদ্যা সাবিত্রী হৃষ্টমানসা । জগাম স্বাম্যমপদংসহভর্ত্রী
নিরাকুলা ॥ ৭১ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমায়াক তদ্রা চৌর্ণ-
ব্রতং হ্রিদম্ । মাহাশ্বাতোহস্ত নৃপতেশ্চক্ষুঃপ্রাপ্তির-
ভূৎপুংসঃ ॥ ৭২ ॥ ততঃ স্বদেশরাজ্যঞ্চ প্রাপ
নিকটকঃ নৃপঃ । পিতাস্তাঃ পুত্রশতকং সা চ লেভে
সুতান শতম্ ॥ ৭৩ ॥ এবং ব্রতস্ত মাহাশ্বাং
কথিতং সকলং মম ॥ ৭৪ ॥ দেব্যাবাচ । কীদৃশং
তদব্রতং দেব সাবিত্র্যা চরিতং মহৎ ॥ তস্মিন্
জ্যৈষ্ঠমাসে হি বিধানং তস্তু কীদৃশম্ ॥ ৭৫ ॥ কা
দেবতা ব্রতে তস্মিন্ কে মত্ৰাঃ কিং ফলং বিভো ।
বিস্তরেণ মহেশ ত্বং ক্রহি ধর্ম্যং সমাভনম্ ॥ ৭৬ ॥

ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয় নাই । সাবিত্রীর এইরূপ
এবং অস্বাস্ত্য স্বয়ম্ভুর বাক্যে স্বর্গানন্দন
তুটু হইয়া সাবিত্রীকে বলিলেন,—হে তামিনি !
আমি তুটু হইয়াছি । তোমার মঙ্গলকর বর
প্রার্থনা কর । তৎপ্রবণে সাবিত্রী বিনয়াবনত হইয়া
মহাশ্বা শুভরস্তু রাজ্য ও চক্ষুলাভ, পিতার শতপুত্র,
নিজের শতপুত্র, ভর্তার জীবন এবং শাশ্বতী ধর্ম-
সিদ্ধি প্রার্থনা করিলেন । ধর্মরাজ তাঁহার প্রার্থিত
বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন ।
অনন্তর সাবিত্রী ভর্তাকে লাভ করিয়া হৃষ্টমনে তৎ-
সহ স্বাম্যমে আগমন করিলেন । জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণি-
মায় সাবিত্রী ব্রতচরণ করিয়াছিলেন । সেই
ব্রতের মাহাশ্বা তদীয় শুভরস্তু চক্ষুঃপ্রাপ্তি হয় ।
অনন্তর দ্ব্যমৎসেন রাজ্য স্বীয় নিকটক রাজ্য প্রাপ্ত
হন । সাবিত্রীর পিতা শতপুত্র এবং সাবিত্রী নিজেও
শতপুত্র লাভ করেন । দেবি ! এই আমি
ব্রতের সকল মাহাশ্বা বলিলাম । দেবী কহিলেন,
—সাবিত্রী যে মহাব্রত করিয়াছিলেন, তাহা কি
জ্যৈষ্ঠমাসে কোন্ বিধানে কিরূপে উহা
নিষ্ঠা করিতে হয় ? এই ব্রতে কোন্ দেবতা
কি কি মন্ত্র এবং ফলই বা কীদৃশ ? হে বিভো !
মহেশ ! আপনি তাহা বিস্তররূপে কর্তন করুন ।

ঈশ্বর উবাচ । অয়ন্তাং দেবদেবেশি সাবিত্রীভক্তা-
দরাং । কথয়ামি যথা চৌর্ণ ব্রতস্য সত্যা মহেশ্বরি ॥
৭৭ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে তু জ্যৈষ্ঠমাসে দন্তধাবনপূর্বকম্ ।
জিহ্বাভ্যঃ নিম্নমং কুর্ধ্যাহুপবাসস্ত তামিনি ॥ ৭৮ ॥
অশকন্ত জ্যৈষ্ঠমাসে নক্তং কুর্ধ্যাজ্জিহ্বাভ্যঃ
অঘাতিতং চতুর্দশ্যং হ্যপবাসেন পূর্ণিমায়ং ॥ ৭৯ ॥
নিত্যং স্নানং তড়াগে বা মহানদীয়াং নিকরে ।
পাণ্ডুকুপে তু স্নোয়ামি সর্বস্নানকলং লভেৎ ॥ ৮০ ॥
বিশেষাৎ পূর্ণিমায়ং তু স্নানং সর্বপুণ্যকলৈঃ ॥ ৮১ ॥
গৃহীত্বা বাসুকং পাত্রে প্রস্থমাজে যশস্বিনি । অথবা
ধাত্তমালায় যবশালিচিলাদিকম্ ॥ ৮২ ॥ ততো
বংশময়ে পাণ্ডে বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টিতে । সাবিত্রীপ্রতিমাং
কুত্বা সন্ধ্যাবয়বশোভিতাম্ ॥ ৮৩ ॥ সৌবর্ণীং
মুগ্ধায়ীং বাপি স্বশক্যা দাক্ষিণীং তাম্ । রক্তবস্ত্রযুগ্ম
দদ্যাৎ সাবিত্রা । অঙ্গাণঃ সিতম্ ॥ ৮৪ ॥ সাবিত্রীঃ
অঙ্গাণাং সর্গাংস্বৈব শক্যা প্রপূজয়েৎ ॥ গন্ধৈঃ সুগন্ধ-
ধূপৈশ্চ ধূপনৈবেদ্যাদীশকৈঃ ॥ ৮৫ ॥ পূর্ণকোশা-
তকৈঃ পকৈঃ কুয়াণ্ডবকটীকলৈঃ । নারিকেলৈঃ
সখর্জুৈঃ কপিথৈর্দাড়িমৈঃ শুভৈঃ ॥ ৮৬ ॥ জম্বু-
জয়ীরনারিদেরকোটৈঃ পনসৈস্তথা । জীরকৈঃ
কটুপৈশ্চ শুভৈঃ লবণেন চ ॥ ৮৭ ॥ বিস্কটৈঃ সপ্ত-

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবদেবেশি । সত্য সাবিত্রী
যেভাবে এই ব্রত করিয়াছিলেন, তাহা কাহেতেছি,
তুমি সাদরে এই সাবিত্রীব্রত অবগণ কর । হে
মহেশ্বরি । জ্যৈষ্ঠমাসের জ্যৈষ্ঠমাসীতে দন্তধাবন-
পূর্বক নিম্নমনিষ্ঠ হইয়া জিহ্বাভ্য উপবাস করিবে ।
অশকন্ত পক্ষে জিহ্বাভ্য হইয়া জ্যৈষ্ঠমাসীতে নক্ত-
ভোজন করিবে । চতুর্দশীতে অঘাতিত এবং পূর্ণি-
মায় উপবাস করা বিধেয় । হে স্নোয়ামি । এইব্রতে
তড়াগে, মহানদীতে, নিকরে বা পাণ্ডুকুপে স্নাত্য
স্নান করিলে সর্বস্নানকল লাভ হয় । পূর্ণিমায়
মুগ্ধল দ্বারা বিশেষ স্নান কর্তব্য । প্রস্থমাজে পাণ্ডে
বাসুক অথবা যবশালি-চিলাদি, ও ধাত্ত গ্রহণ
করিয়া অনন্তর বস্ত্রযুগ্মবেষ্টিত বংশময় পাণ্ডে সর্গা-
বয়বশোভিতা সৌবর্ণী মুগ্ধায়ী বা দাক্ষিণী সাবিত্রী
প্রতিমা নির্মাণ করিয়া সাবিত্রীকে রক্তবস্ত্রযুগ্ম ও
ব্রতাকে শুভ্রবস্ত্র প্রদানান্তে যথাশক্তি ব্রতের সহিত
সাবিত্রীর পূজা করিবে । গন্ধ-পুশ, ধূপ, দীপ,
নৈবেদ্য, পূর্ণকোশাতক, পক কুয়াণ্ড, ও ককটী-
ফল, নারিকেল, সখর্জু, কপিথ, দাড়িম, জম্বীর,
নাগরজ, অফোট, পনস, জীরক, কটুপ, শুভ,

শ্রীমন্তে বংশপাত্রপ্রকল্পিতৈঃ । রঞ্জয়েৎপটুহৃদৈশ্চ
 শুভৈঃ কুক্ষ্মকেশরৈঃ ॥ ৮৭ ॥ অবতারং করোত্যেব
 সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ॥ ৮৮ ॥ তামর্চয়ীত মন্ত্রেণ
 সাবিত্র্যা ব্রহ্মণা সমম্ । ইতরেহাং পুরাণোক্তো
 মন্ত্রোহয়ঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৮৯ ॥ ওঙ্কারপূর্ব্বকে দেবি
 বীণাপুস্তকধারিণি বেলদ্বিকে নমস্তস্যমবৈধবাঃ
 প্রযচ্ছ মে ॥ ৯০ ॥ এবং সম্পূজ্যা বিধিবজ্জাগরং
 তত্র কারয়েৎ ॥ গীতবাদিজ্ঞশব্দেন নরনারীকদম্বকম্ ।
 নৃত্যকসরয়েত্রাজিৎ নৃত্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৯১ ॥
 সাবিত্র্যাখ্যানকঃ চাপি বাচয়ীত যিজোক্তমান্ । যাবৎ-
 প্রভাতসময়ঃ গীতভাবরসৈঃ সহ ॥ ৯২ ॥ বিবাহমেবং
 কৃষ্যতু সাবিত্র্যা ব্রহ্মণা সহ । পরিধাণ্য সিতৈ-
 র্ধ্বৈর্দেহিনীভীনাং তু সপ্তকম্ ॥ ৯৩ ॥ গৃহদানং প্রদা-
 তব্যঃ সর্বোপকরসংযুতম্ । ব্রাহ্মণে বেদবিদুষে
 সাবিত্রীঃ বিনিবেদয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ অথ সাবিত্রীকল্পে
 সাবিত্র্যাখ্যানবাচকে । দৈবজ্ঞে হ্যহং হৃদে দরিজে
 চারিহোজিপি ॥ ৯৫ ॥ এবং দ্বা বিধাতুেন তস্তাং
 স্বাক্ষো নিমন্তয়েৎ । পৌর্ণমাস্তাং বটধন্তঃ দম্পতীনাং
 চতুর্দশ ॥ ৯৬ ॥ তত্রঃ প্রভাতসময়ে উষাকাল উপ-

লবণ, এবং বংশপাত্রকল্পিত বিকট সপ্তবিধ ধাতু
 দ্বারা পূজা করিতে হয় । আর কুক্ষ্মকেশরাখিত
 শুভ পটুহৃদ দ্বারা রঞ্জন করিতে হয় । ব্রহ্মপ্রিয়া
 সাবিত্রী এইরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । ব্রহ্মার
 সহিত তাঁহাকে যথামন্ত্র পূজা করিতে হয় । এ সম্বন্ধে
 পুরাণোক্ত মন্ত্র এইরূপই উল্লিখিত হইয়া থাকে ; যথা,
 “ওঙ্কারপূর্ব্বকে দেবি” ইত্যাদি । এইরূপে বিধি-
 মত পূজা করিয়া তথায় রাজ্যজাগরণ করিবে । নর-
 নারীগণ গীতবাদিজ্ঞ-শব্দের সহিত নৃত্যশাস্ত্রবিশারদ-
 গণের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও হস্ত করিয়া রাজ্যাপান
 করিবে । ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ
 করাইবে । প্রভাতকাল পর্য্যন্ত এইভাবে গীত-
 ভাবরসে কাটাইয়া দিবে । পরে ব্রহ্মার সহিত
 সাবিত্রীর বিবাহ দিয়া সপ্ত দম্পতিকে গুরু বস্ত্র পরি-
 ধান করাইবে । অনন্তর বেদবেদী ব্রাহ্মণকে
 সর্বোপকরণাখিত গৃহদান ও সাবিত্রীপ্রতিমা প্রদান
 করিবে । অথবা সাবিত্রীকল্প, সাবিত্রীর অখ্যান-
 বাচক, দৈবজ্ঞ, উচ্ছৃঙ্খল দরিজ বা অগ্নিহোত্রী
 ব্যক্তিকে উহা বিনিবেদন করিয়া দিবে । এইরূপ
 বিধানে সেই রাজ্যে দান করিয়া পরে পুর্ণিমার
 দিন চতুর্দশ দম্পতিকে বটধন্তের অধোভাগে নিম-
 ত্রণ করিয়া আনিবে । পরে প্রভাতকাল উপস্থিত

হিতে । ভাক্যভোজ্যাদিরূপ সর্বঃ সাবিত্রীস্থল-
 মানয়েৎ ॥ ৯৭ ॥ পাকং কৃষ্যতু শুচিনা রক্ষাং কৃষ্য
 প্রযত্নতঃ । ব্রাহ্মণান্গৃহিণীযুক্তাংস্তত্র আহ্বানয়েৎ
 সুধীঃ ॥ ৯৮ ॥ সাবিত্র্যাং স্থলকে তত্র কৃষ্য পাদা-
 ভিবেচনম্ । স্নানাতান্ব্রাহ্মণাংস্তত্র সভার্য্যাহুপবেশ-
 য়েৎ ॥ ৯৯ ॥ সাবিত্র্যাঃ পুরতো দেবি দম্পত্যো-
 র্ভোজনং দদেৎ । তেনাং ভোজিতস্তত্র ভবামীহ
 ন সংশয়ঃ ॥ ১০০ ॥ দ্বিতীয়ঃ ভোজয়েদ্ব্যস্ত ভোজিত-
 স্তেন কেশবঃ । লক্ষ্ম্যাঃ সহোদো বরদো বরাংস্তস্ত
 প্রযচ্ছতি ॥ ১০১ ॥ সাবিত্র্যা সহিতো ব্রহ্মা তৃতীয়ে
 ভোজিতো ভবেৎ । একৈকং ভোজনং তত্র কেটি-
 ভোজসমং স্মৃতম্ ॥ ১০২ ॥ অষ্টাদশপ্রকারেণ যজু-
 রসৌকৃতভোজনম্ । দেব্যাস্তত্র মহাদেবি সাবিত্রীস্থল-
 সন্নিধৌ ॥ ১০৩ ॥ বিধবান কুলে তস্ত ন বধ্যান
 চ হৃর্ভগা । ন কস্তাজননৌ চাপি ন চ স্তাত্তরুপ্রিয়া ।
 অষ্টৌ দোষাশ্চ নারীণাং ন ভবন্তি কদাচন ॥ ১০৪ ॥
 তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন সাবিত্র্যাগ্রে চ ভোজনম্ ।
 দাতব্যং সর্বদা দেবি কটুনীলবিবর্জিতম্ ॥ ১০৫ ॥

হইলে ভোজ্যভোজ্যাদি সমস্ত সামগ্রী সাবিত্রীস্থানে
 আনয়ন করিবে । অনন্তর যত্নপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে
 পাক করিয়া রক্ষা করিবে । পরে অভিজ্ঞ ব্রতী
 গৃহিণীযুক্ত বিপ্রগণকে আহ্বান করিয়া সাবিত্রীস্থলে
 স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিবে ।
 স্নানাত ব্রাহ্মণদিগকে ঐস্থানে তাঁহাদের নিজ নিজ
 ভার্য্যাসহযোগে উপবেশন করাইবে । ৬৫—৯৯ ।
 অনন্তর হে দেবি ! সাবিত্রীর পুরোভাগে দম্পতিকে
 ভোজন প্রদান করিবে । এইরূপ ভোজনে আমিই
 ভোজিত হইয়া থাকি, সন্দেহ নাই । দ্বিতীয়
 দম্পতীকে ভোজন করাইলে কেশবকেই ভোজন
 করান হয় এবং কেশব লক্ষ্মীর সহিত বর-
 প্রদ হইয়া তাহাকে বরদান করিয়া থাকেন ।
 তৃতীয় দম্পতিকে ভোজন করাইলে সাবিত্রী-
 সহ ব্রহ্মারই ভোজন করান হয় । এইরূপে এক
 এক জনকে ভোজন করাইলে কোটি ভোজ-
 নের সমান হইয়া থাকে । হে মহাদেবি ! যজুরস-
 মিশ্রিত অষ্টাদশ প্রকার ভোজনসামগ্রী দ্বারা এই-
 রূপে সাবিত্রীস্থলে দেবী সাবিত্রীর সম্মুখে দম্পতি-
 দিগকে ভোজন করাইতে হয় । এইরূপ করিলে
 সে কুলে কোন রমণীই বিধবা, বধ্যা হৃর্ভগা, কন্তা-
 জননী বা ভর্তার অপ্রিয়া হয় না ; নারীগণের উক্ত
 অষ্টদোষ কদাচ ঘটে না । অতএব হে দেবি ! সর্ব-

ন চারং ন চ বৈ কারং ত্রীণাং ভোজ্যং কদাচন ।
পঞ্চপ্রকারং মধুরং হৃদ্যং সর্বং সুসংকৃতম্ ॥ ১০৬ ॥
হৃতপূর্ণাপূর্ণাক্ষতবহকীরসমবিভাঃ । পূর্ণকাতাদৃশাঃ
কার্যা বিভীষাশোকবর্তিকা ॥ ১০৭ ॥ তৃতীয়া পুণিকা
কার্যা খর্জুরেণ সমবিভাঃ । চতুর্থৈশ্চ সংঘাবো
ভুতাজ্যভোজ্যং সমবিভাঃ ॥ ১০৮ ॥ আক্ষিপ-কারিণী
পুংসাং ত্রীণাং চাতীৰ বজ্রতা । ধনধান্যজলোপেতং
নারীনরশতাকুলম্ । পূর্ণকৈশ্চ কুলং ভুজ্য জায়তে
নাজ সংশয়ঃ ॥ ১০৯ ॥ ন জয়েন চ সন্তাপো হৃৎখণ্ড
ন বিরোগজন্ম । অশোকবর্তিকানেন কুলানামেক-
বিশ্বেতি ॥ ১০ ॥ বধুভিঃ সূতৈশ্চৈব দানীনাং স-
রনস্তকৈঃ । পুত্রিতঞ্চ কুলং তস্তাঃ পুরিকা যা প্রয-
চ্ছতি ॥ ১১১ ॥ পুত্রিণো বৈ হৃদিতরো বধুভিঃ সহিতাঃ
কুলে । শিখরীগীপ্রদায়ীণাং যুবতীনাং ন সংশয়ঃ ॥
১১২ ॥ মোদতে চ কুলং সর্বং সর্বসিদ্ধিপ্রপুত্রিতম্ ।
মোদকানাং প্রদানেন এবমাহ পিতামহঃ ॥ ১১৩ ॥
এতচ্চ গৌরীগীনাং তু ভোজনং হি বিশিষাতে ॥ ১১৪ ॥
সুভগা পুত্রিণী সাধ্বী ধনধান্যসমবিভা । সহস্র-

প্রবন্ধে সাবিত্রীর অগ্রে সধবা কটুনীলবজ্রিত
ভোজন দান করিবে । ত্রীগণের পক্ষে কার্য বা
অন্ন ভোজন কদাচ কর্তব্য নহে । তাহাদের
ভোজ্য বস্ত্র মধ্যে পঞ্চবিধ দ্রব্য মধুর, হৃদ্য ও
সুসংকৃত করিতে হইবে । প্রথম বহুকীরাসিত
হৃতপূর্ণ অপূর্ণক, দ্বিতীয়—তথাবিধ অশোকবর্তিক
নামক পুণক, তৃতীয় খর্জুরযুক্ত পুণিকা ও চতুর্থ
—ভুতজ্যভাষিত সংঘাব নারীগণের ভোজনার্থ
প্রস্তুত করিতে হয় । এই সকল বস্ত্র নর ও নারী-
গণের অহ্লাদকর ও অত্যন্ত প্রিয় । এই উল্লি-
খিত প্রকার পুণক দানে দানকত্রীর কুল ধনধান্যযুক্ত
ও শত শত নরনারীসমাকুল হয় । যে নারী
অশোকবর্তিক নামক পুণক দান করে, তাহার এক-
বিশতি কুল যাবৎ সন্তাপ বা বিরোগজন্ত হৃৎখণ্ড
কদাচ হয় না । যে নারী পুরিকা প্রদান করে,
অসংখ্য পুত্র, পুত্রবধূ, দানী ও দাসজনে তাহার কুল
পরিপূর্ণ হয় । যে সকল যুবতী এই ব্রতে শিখরীগী
দান করে, তাহাদের কুলে কন্তা দৌহিত্র ও পুত্র-
বধুগণ বিহার করিয়া থাকে । পিতামহ বলিয়াছেন,
যেদ্বয়প্রদানে সর্বকুল সর্বসিদ্ধিপূর্ণ হইয়া প্রসুদিত
হয় । এই ব্যাপারে সুবাসিনীগণকে ভোজন
করানই প্রথম । যে দেবি ! এই ব্রতের প্রভাবে
নারী জন্মে জন্মে সুভগা, পুত্রবতী, সাধ্বী, সমৃদ্ধি-

ভোজিনী দেবি তবে জন্মনিজন্মনি ॥ ১১৫ ॥ পানার্গি
চৈব যুথ্যানি হৃদ্যানি মধুরানি চ । জাকাপানং তু
চিঞ্চায়াঃ পানং ভুতসমবিভম্ ॥ ১১৬ ॥ সরসেন তু
তোয়েন কৃতখণ্ডেন বৈ ভুতম্ । সুবাসিনীনাং
পেয়ং বৈ দাতব্যঞ্চ বিজয়নাম্ ॥ ১১৭ ॥ ইত্যে-
রিতরাণ্যেব বর্ণযোগ্যানি যানি চ । সুরভীদি চ
পানানি তানু যোগ্যানি দাপয়েৎ ॥ ১১৮ ॥ জ্ঞি-
পূজ্য বিধানেন বস্ত্রদানৈঃ সৰ্বকুলৈঃ । কুলমোহ-
লিগালাঃ সগুদামতিতলকৃত্যঃ । গচ্ছদুপৈশ্চ সম্পূজ্য
নারিকেলান্ প্রদাপয়েৎ ॥ ১১৯ ॥ মেঘাণকাঙ্কনং
কৃৎবা সিন্দূরকৈব মন্তকে । পূগীকলানি হৃদ্যানি
বাস্তানি যুদুনি চ । হন্তে দৃষ্টা সপাত্ৰাণি প্রণিপত্য
বিসর্জয়েৎ ॥ ১২০ ॥ শ্রবণ ভোজয়েৎ পশ্চাৎকুতি-
বালকৈঃ সহ ॥ ১২১ ॥ অথবা নৈব সম্পদ্যেতাৰ্থে
চৈব তু ভোজনম্ । গৃহে গৃহা প্রভোক্তব্যং তুষ্টি
শ্রবী যথা ॥ ১২২ ॥ এবমেব পিতৃপাঞ্চ
আগম্য শ্বে চ মন্দিরে । পিতৃপ্রদানপূৰ্ব্বক্ ভোজ-
কৃৎবা বিধাতিঃ । পিতরস্তত তুষ্টি বৈ ভবতি ব্রহ্মণো
দিনম্ ॥ ১২৩ ॥ তীর্থাদিভিঃ পুণ্যং শ্রুতং হৃদতঃ
ভুতে । ন চ পশুতি বৈ নীচাঃ শ্রদ্ধাং দত্তং বিজ্ঞা-

শালিনী ও সহস্রভোজিনী হইয়া থাকে । ইহাতে
হৃদ্য, মধুর, উত্তম উত্তম পান সধবা ও বিজয়াদিগকে
দান করিতে হয় । জাকাপান, এবং ভুতযুক্ত সরস
তোয়ময় চিঞ্চাপান প্রদান করিবে । অস্ত্রভ বস্ত্র
দ্বারা অস্ত্র যে সকল বর্ণযোগ্য সুরভি পান প্রস্তুত
হইতে পারে, তৎসমস্ত দান করিতে হয় । এই
ব্রতে সধবাদিগকে সৰ্বকুল বস্ত্র দানান্তে কুলমু-
দ্বারা অল্পলপনপূৰ্ব্বক মালাদি দ্বারা অলঙ্কৃত
করিয়া গন্ধ ধূপাদি দ্বারা অর্চনাপূৰ্ব্বক নারিকেল
প্রদান করিবে । সধবাদিগের নৈজে অন্ন, মন্তকে
সিন্দূর এবং হন্তে সপাত্ৰ হৃদ্য বাসিত যুগ্ম পূগীকল
সকল প্রদান করিয়া পরে প্রাণিপাতপূৰ্ব্বক ভোজ-
নগকে বিদায় দিবে ॥ ১১০—১২০ ॥ অনন্তর
শ্রবণ বন্ধু ও বালক গণ সহ ভোজন করিবে ।
অথবা তীর্থক্ষেত্রে যদি ভোজনাদি কার্য সম্পাদন
করান না হইয়া উঠে, তাহা হইলে দেবীর বাহাতে
পারিতুষ্টি হইতে পারে, এরূপভাবে ভোজন
করাইবে । এইরূপে তীর্থ-হইতে গৃহে প্রত্য-
গত হইয়া পিতৃ দানপূৰ্ব্বক পিতৃগণের শ্রদ্ধা
বিধান করিবে । ইহাতে তাহার পিতৃগণ
সুখানুভব করিয়া পরিতুষ্ট থাকিবেন । যে প্রভো !
শ্রুতং শ্রদ্ধা দান করিলে তীর্থপোকা উভয়কল

তিতিঃ । ১২৪ । একান্তে তু গৃহে শুণ্ডে পিতৃণাং
 শ্রাদ্ধমধ্যতে । নীচং দৃষ্টা হত্য তন্তু পিতৃণাং নোপ-
 তিষ্ঠতি । ১২৫ । তথাৎ সৰ্বপ্রযত্নে শ্রাদ্ধং শুণ্ডক
 কারয়েৎ । পিতৃণাং তৃণাদি প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়-
 ত্ববা । ১২৬ । গৌরীভোজ্যাদিকা যা তু উৎসর্গাৎ
 ক্রিয়তে ক্রিয়া । রাজসী সা সমাধাতা জনানাং
 কীৰ্ত্তিদায়িনী । ১২৭ । ইদং দানং সদা দেয়মাত্মনো
 হিতমিচ্ছতা । শ্রাদ্ধে চৈব বিশেষণ যদীচ্ছেৎ
 সাধিকং ফলম্ । ১২৮ । ইদমুদ্যমপনং দেবি সাবি-
 ত্র্যাজ ততস্ত চ । সৰ্বপাতকশুদ্ধার্থং কার্য্যং দেবি
 নরৈঃ সদা । অকামতঃ কামতো বা পাপং নশ্রুতি
 তৎকথাৎ । ১২৯ । ইহ লোকে তু সৌভাগ্যং
 বনং ধাত্তং বরং হ্রিয়ঃ । ভবন্তি বিবিধান্তেষাং
 বৈধাত্তা তত্র বৈ কৃতা । ১৩০ । ইদং যাত্রাবিধানস্ত
 ভক্ত্যা যঃ কুরুতে নরঃ । শূণ্যকি বা স পাপৈশ্চ
 সৰ্বৈরেব প্রমুচ্যতে । ১৩১ । জ্যৈষ্ঠমু পূর্ণিমায়ান্ত
 সাবিজীহ্বলকে শুভে । প্রদক্ষিণা কুরুতে
 কলদানৈবধাবিধিঃ । ১৩২ । অষ্টোত্তরশতং বাপি
 তৎকার্জ্জং তদর্জ্জকম্ । যঃ করোতি নরো দেবি
 কৃষ্টা তত্র প্রদক্ষিণাম্ । ১৩৩ । অগম্যাগমনং যৈশ্চ

কৃতং জ্ঞানাত্ম মানবৈঃ । অভ্যাসি পাতকান্তেষাং
 নশ্রুত্বো নাত্ম সংশয়ঃ । ১৩৪ । বৈগম্য হুলকে লভ্যা
 সাবিজ্যোঃ সমুপাসিতা । স্বপদ্যাক্ষৈব হন্তেন পাণ্ডু-
 কূপজলেন চ । ১৩৫ । ভূদারকনকেনৈব স্নায়-
 নাথ তামিহি । আনীয তু জলং পুণ্যং সন্ধ্যো-
 পাক্তিং করোতি যঃ । তেন দাদশবর্ষাণি ভবেৎ
 সন্ধ্যা ছাপাসিতা । ১৩৬ । অশমেধকলং দানে
 দানে দশগুণং ভবাঃ উপবাসে অনন্তং চ কর্ম্মফলং
 প্রবণে তথা । ১৩৭ ।

ইতি জীহ্বান্দে সাবিজীহ্বতবিধিপূজনপ্রকারোদ্যা-
 পনাদিকথনং মাম বহুব্রহ্মাধিকশততমো-
 ধ্যায়ঃ । ১৩৮ ।

সপ্তব্রহ্মাধিকশততমোধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গজেন্দ্রহাদেবি তত্রত্যাং
 ভূতমাতৃকাম্ । সাবিজ্যো বাক্ষণে ভাগে শতধ্বজরে
 হিতাম্ । ১ । নবকোটিগণৈর্গুভাং প্রেতভূতসমা-
 কুলাম্ । পুঞ্জিতাং সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্দেবাদিতিরনেকশঃ ।

হয়ঃ । এইরূপ শ্রাদ্ধ নীচগণের দৃষ্টিগোচর হয় না ।
 এই ভক্ত ভিজাতিগণ একান্তে শুণ্ডগৃহে পিতৃশ্রাদ্ধ
 বিধান ইচ্ছা করিয়া থাকেন । নীচজনে শ্রাদ্ধ দর্শন
 করিলে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা আর পিতৃ-
 গণের নিকট উপস্থিত হয় না । অতএব সৰ্বপ্রযত্নে
 শ্রেণ্যগনে শ্রাদ্ধ করিবে । স্বয়ং স্বয়ং বলিয়াছেন,
 এইরূপ শ্রাদ্ধই পিতৃগণের তৃণপ্রদ । গৌরীদিগকে
 ভোজনদানাদি যে কিছু ক্রিয়া করা হয়, উহা জন-
 গণের কীৰ্ত্তিদায়িনী রাজসিক ক্রিয়া বলিয়া আখ্যাত
 হইয়া থাকে । আত্মহিতার্থ এইরূপ দানই কর্তব্য ।
 যদি সার্বিক কললাভের ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রাদ্ধ
 কার্জ্জ বিশেষরূপে বিধেয় । হে দেবি ! সৰ্ব পাতক
 শুদ্ধির নিমিত্ত এই সাবিজীহ্বতের উদ্যমপন করা
 মনঃগণের কর্তব্য । ইহা কামত বা অকামতঃ করিলে
 ভক্তকপার পাপ নষ্ট হয় । ইহলোকে সৌভাগ্য, বন,
 ভূত, উত্তম স্ত্রী, তাহাদেরই হইয়া থাকে—যাহারা
 এইরূপ যাত্রা বিধান করে । যে নর ভক্তি
 করিয়া এইরূপ যাত্রাবিধান করে, বা ইহার কথা
 শ্রবণ করে, তাহার সৰ্ব পাপ হইতে মুক্তি হয় ।
 জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় শুভ সাবিজীহ্বানে যে নর
 কলদানপূরক বধাবিধি অষ্টোত্তর শত, তদর্জ্জ বা

তদর্জ্জবর প্রদক্ষিণ করে, উহার পাপ নষ্ট হয় ।
 যে সকল মানব জ্ঞানপূরক অগম্যাগমন বা অভ্যাস
 পাতক করিয়াছে, এরূপ প্রদক্ষিণ ব্যাপারে তাহা-
 দেরও সৰ্বপাপ বিলয় পাইয়া যায় । যে নর
 সাবিজীহ্বানে গিয়া সন্ধ্যোপাসনার সাবিজীহ্ব উপাসনা
 করে এবং যাহারা নিজ পত্নীর আনীত পাণ্ডুকূপ-
 জলে অথবা নিজানীত মুন্নয় বা স্বর্ণময় ভূদারজলে
 তথায় সন্ধ্যোপাসনা করে, তাহাদের সকলেরই
 দাদশবর্ষব্যাপিনী সন্ধ্যোপাসনার ফল হয় । এখানে
 দানে অশমেধকল, দানে তদপেক্ষা দশগুণ
 এবং উপবাসে ও কথাম্বনে অনন্ত ফল
 হইয়া থাকে । ১২১—১৩৭ ।

বহুব্রহ্মাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৮ ।

সপ্তব্রহ্মাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
 তত্রত্য ভূতমাতৃকাহানে গমন করিবে । সাবিজীহ্ব
 পাক্তিমভাগে শত বহু দূরে এই মাতৃকা অবস্থিতা ।
 তিনি নবকোটিগণে পরিভূতা, ভূত-প্রেতগণে সমা-
 কুলা, এবং সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণের অর্জিতা । দেবী

২। দেব্যাং। ভূতমাত্তি সংস্কা গ্রামে গ্রামে
পুরে পুরে। গায়ত্ৰ্যন হর্ষলোকঃ সর্বতঃ পরি-
ধাবতি ॥ ৩। উন্নতবৎ প্রলপতে কিতৌ পতি
মন্তবৎ। ক্ৰুদ্ধবৎপতি পরান মৃতবৎকৃত্যতে হি
সঃ ॥ ৪। মূতজ্ঞানং কুরুতে লোকে বাতঃ
বৎ। ভূতবন্তমুত্রাশুকর্দমানবগাহতে ॥ ৫।
শাস্ত্রনির্দিষ্টো মার্গঃ কিমুত লৌকিকঃ। মূর্তিতে মে
মনো দেব তেন হং বক্তৃর্হসি ॥ ৬। কথং সা পুরুষৈঃ
পূজ্য প্রভাসক্বেত্রবাসিভিঃ। কস্মাত্তত্ত্ব গতা দেবী
কস্মিন কালে সমাগতা। কস্মিন দিনে তু মাসে তু
তস্তাঃ কার্যো মহোৎসবঃ ॥ ৭। ঈশ্বর উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্তে কিঞ্চিন্ননোগতম্।
আন্তিকাঃ শ্রদ্ধধানাশ্চ ভবন্তীতি মতিশ্রম ॥ ৮।
চাক্ষুষস্তাস্ত্রেহতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতেহস্তরে।
দক্ষাপমানাং সজ্জাতা তদা পরন্তপত্রিকা ॥ ৯।
ঋগরে তু দ্বিতীয়ে বৈ দত্তা হং পরন্তেন মে।
বিবাহে চৈব সজ্জাতে সর্বদেবমনোরমে ॥ ১০ ॥ অথ

কহিলেন,—লোকে ভূতমাতার নামে গ্রামে গ্রামে,
পুরে পুরে নৃত্য, গীত ও হস্তপূরক হুটচিল্তে দিকে
দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। লোকে উন্নতের স্তায়
প্রলপ করে; মন্তের স্তায় ভূপতিত হয়; ক্রুদ্ধের
স্তায় ধাবিত হয় এবং মূতের স্তায় অপর লোকদিগকে
আকর্ষণ করে। এক্ষেপে লোক বায়ুপ্রস্তের স্তায়
হং শ্বশুরাগ গ্রহণ করে এবং ভূতের স্তায় ভস্ম,
মূত্র, অশ্ব ও কর্দমসমূহে অবগাহন করিয়া থাকে।
লোকে যে এইরূপ করে, ইহা কি শাস্ত্রনির্দিষ্ট
পন্থা অথবা লৌকিক আচারপদ্ধতি? দেব।
এ বিষয়ে আমার মন মোহাপন্ন হইয়াছে। আপনি
উহা বলুন। আমার আরও জিজ্ঞাস্ত এই যে,
প্রভাসক্বেত্রবাসী পুরুষেরা কিরূপে তাঁহার পূজা
করিয়া থাকেন? কবে কোথা হইতে ঐ দেবী
প্রভাসে সমাগত হইয়াছেন? কোন দিনে বা
কোন মাসে তাঁহার উদ্দেশে মহোৎসব করিতে হয়?
ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! শ্রবণ কর, তোমার
মনোগত বিষয় বলিতেছি। ইহা শ্রবণে লোকে
সকল আন্তিক ও শ্রদ্ধধান হয়, ইহাই আমার
ধাটনা। চাক্ষুষ মন্থর অধিকার কাল অতীত
হস্ত্যায় পর বৈবস্বত মন্থর অধিকারকালে তুমি
দক্ষ হইতে অপমান প্রাপ্ত হইয়া পরন্তরাজপুত্রী-
রূপে জন্মগ্রহণ কর। পরে দ্বিতীয় ঋগরে পরন্ত-
রাজ তোমাকে আশ্রয় প্রদান করেন। সর্বদেব-

সহিতঃ পূর্বঃ মন্দরে চাক্ষুশন্দরে। অতীতঃ চ
মৃদা যুক্তো দিব্যক্রৌড়নকে প্রিয়ে। শীনোরতঃ
নিতম্বেন ভ্রাজমানাঃ কুচোরতাব ॥ ১১। শিতাজ-
বদনাঃ হস্তাঃ দৃষ্টাঃ স্বাঃ মহাপ্রভাব। কৃকাম-
তরোঃ কন্দকন্দলীমিব নিঃস্রভাঃ। মহার্হশ্বরনহাঃ
স্বাঃ তদা কামিতবানহম্ ॥ ১২। সুরতে তবালজাতঃ
দিব্যঃ বর্ষশতঃ যদা। তদা দেবি সমুখায় নিঃস্রবঃ
স্মিগতা বহিঃ ॥ ১৩। তবোদকাৎ সমুজ্জ্বলো নার্যোকা
গহ্বরোদয়া। কৃক কয়ালবদনাঃ শিতাকী মূক্ত-
মূর্তজা ॥ ১৪। কপালমালাভরণা বক্রমুণ্ডকপিণ্ডকা।
খট্টাককম্বালধরা কণ্ডমুণ্ডকরা শিবা ॥ ১৫। ঋগি-
চন্দ্রাশ্বরধরা রণকিকিণিমেথলা। ডমডমককরা চ
কেৎকারপুরিতাধরা ॥ ১৬। তস্তাশ্চ পার্শ্বগা অস্তা-
স্তাসাং নামানি মে শৃণু। সখেয়া ভ্রাজনরাক্তস্তাসা-
কৈব সুদর্শনাঃ ॥ ১৭। দশকোটিপ্রতেদেন ধরাঃ
ব্যাপ্য সুসংস্খিতাঃ। মুখ্যাস্তত্ত্ব চতস্রো বৈ মহাবল-
পরাক্রমাঃ ॥ ১৮। রক্তবর্ণা মহাজিহ্বাকরা বৈ শাপ-
কারিণী। ॥ এতাসামন্বয়ে জাতাঃ পৃথিব্যাং জন্ম-

মনোরম আমাদের বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে
মন্দরের চাক্ষুশন্দরে তোমার সহিত আমি ক্রৌড়ন-
করণে দিব্য ক্রৌড়নক সকল দ্বারা ক্রৌড়া করি।
ঐ সময় তুমি বিপুলনিতম্বা, শীনোরতপয়োদরা,
শিতাজবদা, ও দক্ষ কাম-তরুর নরোদগত-কন্দ-
কন্দলীর স্তায় ছিলে। আমি তোমাকে এতদ্বন্দ্বী
দর্শন করিয়া মহার্ঘ শয্যায় কামনা করি।
অনন্তর সুরতা তব অবস্থায় যখন আমাদের
দিব্য শতবর্ষকাল অতিবাহিত হইল, তখন
তুমি অবরোধ হইতে নির্গত হইয়া বহিঃ-
প্রদেশে গমন করিলে। তোমার ব্যবহার উদক
হইতে এক গহ্বরোদরা নারী উৎপন্ন হইল। নারী
কৃকবর্ণা, কয়ালবদনা, শিতাকী, মূক্তকলী, কপাল-
মালাভরণা, বক্রমুণ্ডকপিণ্ডকা, খট্টাকধারিণী, কপাল-
মালিনী, কণ্ডমুণ্ডধারিণী, মজলদায়িনী, ঋগিচন্দ্রাশ্বর-
ধারিণী, সশব্দকিকিণীমালিনী, মেথলাশালিনী ও
ডমডমককরা। তিনি কেৎকার রবে অশ্বরতল
পুরিত করিতে লাগিলেন, তাঁহার পার্শ্বধারিণী,
আরও অনেক রমণী ছিলেন, তাঁহাদের
পরিচয় বলিতেছি শ্রবণ কর। তাঁহাদের নাম
রাক্সসী; ঐ দেবীর সঙ্গিনী। এই সঙ্গিনীগণ
সকলেই সুদর্শনা। ইহাদের দশকোটি সংখ্যায়
ধরতল ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে চারি
জন মুখ্য মহাবলপরাক্রমাঃ ১—১৮। ঐ চারি জনের

রাক্ষসঃ। ১৮। শ্রেয়াক্ষকর্তরৌ হেতে প্রায়শঃ
সুহৃতালায়ঃ। উত্তালতালিচপলা নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ।
২০। বিজ্ঞেয়া ইহলোকেহ্মিন্ ভূতানাং মূলনায়কঃ।
অভিক্রকা ভবন্ত্যেতে ব্যস্তরাস্তরগরিণঃ। ২১।
বৃক্ষগ্রমাত্র-মাক্ষশং তে চরন্তি ন সংশয়ঃ। ২২।
তথৈব মম বীৰ্য্যাজু মজ্ঞপাতরণঃ পুমান্। কপাল-
খট্টাক্ষধরো জাতশ্চর্ম্মবিষ্ঠাঠতঃ। ২৩। অমুগম্য-
মানো বহভাক্তৃতৈরপি তমকরঃ। সিংহশাঙ্গুলবদনৈ-
র্জননোজিঘতিষ্যতৈঃ। ২৪। এবং দেবি তদা জাতঃ
কুধাক্রোডো বভাষ মান্। অতোহং কুধিতং দৃষ্ট্বা
বরং হৌমং চ দত্তবান্। ২৫। যুবধোহন্তসংস্পর্শায়ত-
নোবাচ সর্ব্বশঃ। নক্তকৈব বলীয়াংসৌ দিবা নাতি-
বল্যবৃত্তো। পুত্রবজ্রকন্তং লোকান্ ধর্ম্মশ্চৈবাহুপাল্য-
তান্। ২৬। ইত্যুক্তো ভৌ ময়া তত্র ভূতমাতৃগণৌ
প্রিয়ে। একীভূতো কণেনৈব তো ভবানীভবো-
ত্তবৌ। ২৭। কৃষ্ট্বা হৃষ্টমনাচ্চাহমবেষ্টিং স্বাং শুচি-
ম্মিতে। ২৮। কল্যাপি পঞ্চপট্টেভ্যো মমাংশাচ্চ
সহজবৌ। বীতংসাত্তপ্শ্চান্নাধারিণৌ হান্ত গরিণৌ।

২৯। ভ্রাতৃভাণ্ডা ভূতমাতা তথৈবোদকসেবিতা।
সংজ্ঞাত্রয়ং স্মৃতং দেরি লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্। ৩০।
পুনঃ কৃতাজলিপুটৌ দৃষ্ট্বা মামুচতুস্তদা। আবরোহ-
গবন্ কুত্র স্থানে বাসো ভবিষ্যতি। ৩১। ইত্যুক্ত-
বস্তৌ ভৌ তত্র বরেন জ্বলিতৌ ময়া। অতি
সৌর্য্যদ্বিবরয়ে ভারতে কেদ্রমুত্তমম্। ৩২। প্রভা-
সেতি সমাখ্যাতং তত্র কেমং মম প্রিয়ম্। কুর্ষ্বত
নৈখ্যতে তাগে স্থিতং বৈ দক্ষিণে পরে। ৩৩।
স্বাতী বিশাখাঐমজ্ঞঞ্চ যত্র ঋক্সত্রয়ং স্মৃতম্। তস্মিন্
স্থানে সদা হেমঃ স্যাবয়ম্ভয়াবধি। ৩৪। অজ্ঞদা-
জীবিকং বাচি তব ভূতপ্রিয়ে সদা। ৩৫। যত্র
কণ্টকিনো বৃক্ষা যত্র নিম্পাববজ্রৌ। তার্থ্য্য পুনর্ভূ-
ক্স্মাকস্তান্তে বসতয়ন্তিরম্। ৩৬। যস্মিন্ গৃহে
নরঃ পঞ্চ ব্রীহয়ং তাবতীশ গাঃ। অজ্জকারেহ-
নাগ্নিচ্চ তদ গৃহে বসতিস্তব। ৩৭। ভূতৈঃ প্রেতৈঃ
শিশাটৈশ্চ যৎস্থানং সমরিত্তিতম্। একাবি চাষ্টি-
বালেয়ং জিগবৎ পঞ্চমাহিষম্। যদ্বং সপ্তমাতৃকং
তদগৃহে বসতিস্তব। ৩৮। উদালকারপিটকং

নাম—রক্তবর্ণা, মহাজিহ্বা, অক্ষয়া ও পাপকারিণী।
ইহাদিগের বংশেই পৃথিবীতে ত্রক্ষরাক্ষসেরা
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই ত্রক্ষরাক্ষসগণ
শ্রেয়াক্ষকর্তৃকই প্রায়শ বাস করে এবং উত্তাল-
তালে ঝঞ্চল হইয়া কখন কখন নৃত্য ও হান্ত কারিয়া
থাকে। ইহারাই এলোকে ভূতগণের মূল
নায়ক। ইহার মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং
বৃক্ষাগ্রে ও আকাশে বিচরণ করে। এইরূপে
আমার বীৰ্য্য হইতেও আমারই অরুণ অভরণ-
শালী এক পুরুষ প্রোতুর্ভূত হয়। ঐ পুরুষ কপাল-
খট্টাক্ষধারী, চর্ম্মাবগুষ্ঠিত, ও তমকর; ইহার পশ্চাতে
পশ্চাতে বহু সিংহশাঙ্গুলবদন ভূত গমন করিত।
হে দেবি! ঐ পুরুষ প্রোতুর্ভূত হইয়া কুধাতুর ভাবে
আমার নিকট গমন করে। আমি তাহাকে কুধিত
দেখিয়া এইরূপ বরদান করি যে, তোমাদের হস্ত-
সংস্পর্শে সর্ব্বত্রই রাজিকাল হইবে; রাজিকালে
তোমরা বলবান্ ও দিবসে নাতিবলশালী হইবে;
তোমরা পুত্রবৎ লোকসকল রক্ষা কর এবং ধর্ম্ম-
পালন কর। হে প্রিয়ে! আমি সেই ভূতমাতৃগণ-
মধ্যে এই কথা কহিলে, কণমধ্যেই সেই ভবানী
ও ভবোত্তর ব্রীপুরুষ একীভূত হইয়া গেল। আমি
তাহা দেখিয়া হৃষ্টমনে তোমাকে বলিলাম—হে শুচি-
ম্মিতে! হে কল্যাপি! দেখ দেখ, আমিদি অংশোৎ-

পন্ন এই দুই ব্যক্তি বীতংস অক্লুত, শূন্য ও
হান্ত রসের আধার হইয়া কেমন ভাবে হান্ত করি-
তেছে! হে দেবি! এ জগতে ইহাদের ভ্রাতৃ-
ভাণ্ডা, ভূতমাতা ও উদকসেবিতা—এই প্রখ্যাত-
পৌরুষ নামজয় প্রসিদ্ধ হইল। অনন্তর আবার
তালারা আমাকে দেখিয়া কৃতাজলিপুটে কহিল,—
ভগবন্! আমাদের কোন স্থানে বাস হইবে?
তাহারা এই কথা বলিলে, আমি তাহাদিগকে বর
দিলাম; বলিলাম—ভারতের সৌর্য্যদেশে প্রভাস
নামে এক উত্তম কেদ্র আছে। ঐ কেদ্র আমার
বড় প্রিয়স্থান। কুর্ষের নৈখ্যতাংশে দক্ষিণ দিকে
যথায় স্বাতী, বিশাখা ও ঐমজ্ঞাক্ষ বিদ্যমান,
তথায় মমস্তর পর্য্যন্ত তোমরা অবস্থান করিবে। হে
ভূতপ্রিয়ে! তোমার অস্ত্র এক ব্রীহির কথা বলি-
তেছি, যথায় কণ্টকী বৃক্ষ, যথায় নিম্পাববজ্রী, এবং
যথায় পুনর্ভূ তার্থ্য্য ও বক্সীক আছে, তথায় তোমার
চির বসতি হইবে। যে গৃহে পঞ্চ নর, তিন নারী ও
তাবৎসংখ্যক গাভী এবং অজ্জকারে ইন্দ্রনারি বিদ্য-
মান, সেই গৃহেই তোমার বাস হইবে। যথায় ভূত,
প্রেত ও শিশাচগণের নিত্য অধিষ্ঠান;—যেখানে
একটি মেঘ, অষ্ট গর্দভ, তিন গাভী, পঞ্চ মহিষ, ছয়
অশ ও সপ্তমাতৃক বিদ্যমান, সেই গৃহেই তোমার
বাস হইবে। ১২—৩৮। যে গৃহের যত্র ভজ উদালক,

তৎসংস্থানাদিত্যজনম্। যত্র তত্রৈব কিশক
তব তচ্চ প্রতিশ্রয়ম্। ৩১। মুবলোলুপ্তে স্ত্রীণা
মাত্মা তৎসংস্থানে। ভাবণং কটুকৈব তত্র দেবি
স্থিতিক্তম্। ৪০। খান্ডোক্তে যত্র ধাত্বানি পকা-
পকানি বোধ্যনি। তৎসংস্থানং তত্র স্ত্রীঃ স্ত্রীঃ সহ
চরিত্যসি। ৪১। স্থানীপাদানে যত্রোক্তে দদতে
বিকলা নরঃ। গৃহে তত্র চরিত্তানামশেষাণঃ সমা-
শ্রয়ঃ। ৪২। মাহুয়াসি গৃহে যত্র অহোরাত্রঃ
ব্যবস্থিতম্। তত্রোক্তে স্ত্রীনিবহো যথেষ্টঃ
বিচরিত্যসি। ৪৩। সর্গদ্বাদশিকং যে ন
প্রবদন্তি পিনাকিনম্। সাধারণং বদন্ত্যনং তত্র
স্ত্রীঃ সমাশ্রয়ঃ। ৪৪। কস্তা চ যত্র বৈ বস্ত্রী
স্নোহী নাম জটী গৃহে। অগস্ত্যপাদপো
বাণি বহুজীবো গৃহে বৈ। ৪৫। করবীরো
বিশেষণে নন্দ্যাবর্ত্তত্বে চ। মল্লিকা বা গৃহে
যেবাঃ স্ত্রীযোগ্যঃ গৃহং হি তৎ। ৪৬। তালং
তমালং ভদ্রাতং তিস্তিভীষণমেব বা। বহুলং
কদলীপতং কদম্বঃ বদীরোহপি বা। ৪৭। স্ত্রীগ্রোধো
হি গৃহে যেবামর্থং চূত এব বা। উদ্বহরন্ত পনসঃ
সর্গদ্বাদশিকং হি তৎ। ৪৮। যত্র কাকগৃহং বৈ
স্তাদারামে বা গৃহেহপি বা। তিস্তিবিশক বৈ যত্র

গৃহে দক্ষিণকে তথা ৪৯। বিষমূর্কক যত্রঃ
তত্র ভূতনিবেশনম্। ৫০। লিঙ্গার্চনং যত্রৈব
যত্র নাস্তি জপাদিকম্। যত্র ভক্তিবিহীনো বৈ স্ত্রীতানাং
তান্ গৃহান্ বদেৎ। ৫১। মলিনাস্ত্রাৎ যে মর্ত্য্য
মলিনাশ্রয়বহারিণঃ। মলদস্তা গৃহে। যে গৃহং
তেবাঃ সমাশ্রয়ঃ। ৫২। অগম্যানিরতা যে স্ত্রী
মৈথুনে ব্যাভিচারতঃ। সন্ধ্যায়াঃ মৈথুনে
যান্তি গৃহং তেবাঃ সমাশ্রয়ঃ। ৫৩। বহুনা কিং
প্রলাপেন নিত্যকথ্যবহিষ্কৃতঃ। রক্তভক্তিবিহীনো যে
গৃহং তেবাঃ সমাশ্রয়ঃ। ৫৪। অদম্বা ভূততে ঘোহরঃ
বহুভোহরঃ তথোদকম্। সপিণ্ডান্ সোদক্যঃ স্ত্রী
তৎকালান্তরান্ ভজ্যঃ। ৫৫। যত্র ভাৰ্য্যা
চ ভৰ্ত্তা চ পরস্পরবিরোধিনৌ। সহ স্ত্রীঃ গৃহং
তস্তা বিশ তৎ স্ত্রীযজ্ঞিতা। ৫৬। বাসুদেবে
রতির্নাস্তি যত্র নাস্তি সঙ্গ হরিঃ। অপহোমাদিকং
নাস্তি তস্মৈ নাস্তি গৃহে নৃণাম্। ৫৭। পুরুষপার্জনং
নাস্তি যত্রোক্তে বিশেষতঃ। ৫৮। কৃষ্ণাষ্টম্যাক
যে মর্ত্য্যঃ সন্ধ্যায়াঃ তস্মৈ যজ্ঞিতাঃ। পুণ্ডরীক
মহাদেবঃ ন যজন্তি চ যত্র বৈ। ৫৯। পৌরজান-
পদৈর্দেব প্রাকপ্রসিক্তা মহোৎসবাঃ। ক্রিয়ন্তে পূর্ক-

অশ্রিষ্টক ও তৎসংস্থানাদি ভাজন বিকিণ্ড,
তাহাই তোমার আবাস হইবে। যে দেবি। যে
গৃহে মূল উলুখল বিকিণ্ড, গৃহের দ্বারকাষ্ঠে স্ত্রীগণ
উপবিষ্ট এবং সর্গদ্বাদশ কটুভাষণ উচ্চারিত, সেই-
খানেই তোমার বাস হইবে। যে গৃহে পকাপক ধাত্ত
সকল ভক্তি হয়, তথায় তুমি ভূতগণ সহ বিচরণ
করিবে। যথায় বিকল নরগণ স্থানীপাদানে অগ্নি
প্রদান করে, সেই গৃহই শেষে চরিত্রের আশ্রয়
যে গৃহে অহোরাত্র মাহুয়াসি সকল অবস্থিত, তথায়
ভূতনিবহ যথেষ্ট বিচরণ করিয়া থাকে। যাহারা
পিনাকী দেবকে সর্গাপেক্ষা অধিক না বলিয়া
সাধারণরূপে নির্দেশ করে, তুমি ভূতগণ সহ
তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিবে। যে গৃহে স্ত্রী-
কুমারী, বস্ত্রী, স্নোহী ও জটীনায়ী বস্ত্রী বিদ্যমান
এবং যে সকল গৃহে অগস্ত্য, বহুজীব, করবীর
নন্দ্যাবর্ত্ত বা মল্লিকা বৃক্ষ অবস্থিত। সে গৃহে নিশ্চয়ই
স্ত্রীভাষ্যের যোগ্য। তাল, তমাল, ভদ্রাতক,
তিস্তিভী, বহুল, কদলী, কদম্ব, বদীর, স্ত্রীগ্রোধ
অদম্ব, চূত, উদ্বহর ও পনস বৃক্ষ যথায় বিদ্য-
মান, সে গৃহ সর্গদ্বাদশের প্রিয়, যে আরামে বা গৃহে

কাককুলায়, এবং যে দক্ষিণদিকস্থিত গৃহে তিস্তি-
বিশ বা বিষমূর্ক অবস্থিত, সেই স্থানই ভূতের
আবাস। যে গৃহে লিঙ্গার্চনা নাই, জপাদি নাই,
বা ভক্তি নাই, সেই সকলই ভূতগৃহ বলিয়া
উল্লিখিত। যে সকল গৃহে মলিনবদন, মলিনাশ্রয়
ও মলাচিতসত্ত্ব, তুমি তাহাদের গৃহে বাস কর।
যাহারা অগম্যাগামী, ব্যাভিচারক্রমে মৈথুনাঙ্গ
অথবা সন্ধ্যায় মৈথুনকারী, তুমি তাহাদের গৃহে
প্রবেশ কর। অধিক আর কি বলিব, যাহারা
নিত্যকথ্যে পরামুখ ও রক্তভক্তিহীন, তুমি তাহা-
দেরই গৃহে আশ্রয় লও। যাহারা বহুবর্গকে অন্ন
জল না দিয়া এবং সপিণ্ডাদিককে উদক প্রদান না
করিয়া ভোজন করে, তুমি সেই সকল নরকেই
আশ্রয় কর। যেখানে ভৰ্ত্তা ও ভাৰ্য্যা পরস্পর
বিরুদ্ধভাবে, তুমি সেই গৃহেই ভূতগণ সহ নির্ভয়ে
প্রবেশ কর। যেখানে বাসুদেবে রতি নাই, সঙ্গ
হরি যেখানে অবিদ্যমান, যেখানে জপ-হোমাদি
ও তস্মৈ নাই, যেখানে পূর্ক বিশেষতঃ চতুর্দশীদিনে
অর্চনা নাই, কৃষ্ণাষ্টমীতে যেখানে মর্ত্যগণ তস্মৈ-
যজ্ঞিত, পুণ্ডরীকীতে যেখানে মহাদেবের পূজা হয়
না, পৌরজানপদগণ যেখানে পূর্কপ্রসিক্ত মহোৎস-

বর্ষেব তদগৃহং বসতিস্তব । ৬০ । বেদঘোষো ন
যজ্ঞান্তি গুরুপূজাদিকং ন চ । পিতৃকর্ম্মবিহীনঞ্চ
তদুত্তম গৃহং স্মৃতম্ । ৬১ । রাজোরাজো গৃহে
যশ্চিন্ জায়তে কলহো মিথঃ । বালানাং
প্রেক্ষমাণানাং যত্র বৃদ্ধস্ত পূর্ব্বতঃ । তক্ষয়েত্তত্র
বৈ দৃষ্টা কুটৈঃ সহ সমাবিশ । ৬২ ।
কশ্মিন্ মাসে দিনে চাপি ভবিজী লোকপূজিতা ।
ইতুক্তোহহং তয়া দেবি তামবোচঃ পুনঃ প্রিয়ে
৬৩ । অমা যা মাধবে মাসি তশ্চিন্ যা চ চতুর্দশী ।
তস্ত্যামহোৎসবস্তত্র ভবিত্য ত্বে চিরন্তনঃ । ৬৪ । যাঃ
স্ত্রিয়শ্চাক যক্ষান্তি তশ্চিন্ কালে মহোৎসবে । বলিভিঃ
পুষ্পধূপৈশ্চ মা তাসাং হং গৃহে বিশ । ৬৫ । নার-
য়ণ হৃষীকেশ পুণ্ডরীকাক মাধব । অচ্যুতানন্ত
গোবিন্দ বাসুদেব জনার্দন । ৬৬ । নৃসিংহ বামনা-
চিন্ত্য কেশবেতি চ যে জনাঃ । ক্রজ ক্রজ্জৈতি ক্রজ্জৈতি
শিবাং চ নমোনমঃ । ৬৭ । বক্ষ্যন্তি সত্যতঃ দৃষ্ট-
স্তেবাং ধনগৃহাদিমু । আরম্বে চৈব গোষ্ঠে চ মা
বিশেষাঃ কথঞ্চন । ৬৮ । দেশাচারান্ ঐতিধর্ম্মান
জপং হোমঞ্চ মঙ্গলম্ । দৈবতেজ্য্যং বিধানেন শৌচং
কুর্কন্তি যে জনাঃ । লোকাপবাদভীতা যে

পুমাংসন্তেব্ মা বিশ । ৬৯ । দেব্যাবাচ ।
কদা পূজা প্রকর্তব্য ভূতমাতুঃ সুখাশিভিঃ । পুরু-
ষৈর্দেবদেবেশ এতন্মে বক্তুমর্হসি । ৭০ । দৈবর
উবাচ । সন্ধ্যাক্ষেপা ভগবতী বালানাং হিত-
কারিণী । নামুভেদৈঃ কালভেদৈঃ ক্রিয়াভেদৈশ্চ
পূজ্যতে । ৭১ । প্রতিপৎ প্রভৃতি বৈশাখে
যাবচ্চতুর্দশীতিথিঃ । তাবৎ পূজা প্রকর্তব্য
প্রেরণী প্রেক্ষণীয়কৈঃ । ৭২ । তন্মাসপি গত্যাং
চৈনাং জরন্তরতলে স্থিতাম্ । সেচয়িষ্যন্তি যে
ভক্ত্যা জলসম্পূর্ণগুটিকৈঃ । ৭৩ । গ্রীষ্মাহুতক-
সিন্দুরৈঃ পুষ্পধূপৈশ্চ ধার্ষ্ট্যেৎ । তত্র সিদ্ধবটঃ
পূজ্যঃ শাখা চান্ত বিনাক্ষিপেৎ । ৭৪ । পূজিতাং
তাং নরৈর্ঘণ্টাদবলোক্য শুভেপ্সুতিঃ । ভোজয়েৎ
ক্ষিপ্ত্রাং যাবচ্চরুপাপপায়ণৈঃ । ৭৫ । এরং বিধিঃ
যঃ কুরুতে পুরুষো ভক্তিভাবেতঃ । স পুত্রপুত্রবৃদ্ধিঞ্চ
শরীরারোগ্যমাশ্ৰুয়াৎ । ৭৬ । ন শাকিক্তো গৃহে
তন্ত ন পিশাচান রাক্ষসঃ । পীড়াকুলন্তি শিশবো
যান্তি বৃদ্ধিমানময়ম্ । ৭৭ । অথ দেবি প্রবক্ষ্যামি
প্রতিপৎপ্রভৃতি ক্রমাৎ । যথোৎসবো নরৈঃ

সব পূর্ব্ববৎ করে না, সেই স্থানে তোমার বসতি ।
৬৯—৬০। যেখানে বেদঘোষ, গুরুপূজাদি ও পিতৃকর্ম্ম
হয় না, তাহাই কৃতগৃহ । যেখানে প্রতিরাত্রি পরস্পর
কলহ হয়, যথায় বালকগণ অদ্বুস্ত অবস্থায় তাকাইয়া
ধ্বংসক আর বৃদ্ধগণ অগ্রে অগ্রে ভোজন করে, তুমি
সেই স্থানে কৃতগণের সহিত প্রবেশ কর । হে
শ্রীমহেশ্বর ! তুমি পুনরায় বলিলে,—কোন মাসে বা
কোন দিনে আমি লোকপূজিতা হইব ? এইরূপ
জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি পুনরায় তোমায় বলিলাম,—
বৈশাখমাসের যে অমাবস্তা ও চতুর্দশী, তাহাতে
তোমায় চিরন্তন উৎসব হইবে । যে সকল নারী
এ সময়ে মহোৎসবে বাল, পুষ্প, ধূপ দ্বারা তোমার
পূজা করবে, তাহাদের গৃহে তুমি প্রবেশ করিবে না ।
নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকাক, মাধব, অচ্যুত,
অনন্ত, গোবিন্দ, বাসুদেব, জনার্দন, নৃসিংহ, বামন,
অচিন্ত্য, কেশব, ক্রজ, ক্রজ ক্রজ ও শিবাং নমো-
নমঃ, এই সকল যাহারা সত্যতঃ দৃষ্ট হইয়া উচ্চারণ
করে তাহাদের ধনগৃহাদিতে, আরামে ও গোষ্ঠে
তুমি কোন প্রকারে প্রবেশ করিবে না । যাহারা
দেশাচার ও ঐতিধর্ম্ম পালন, জপ, হোম,
মঙ্গল, বিধিপূর্ব্বক দেবপূজা ও শৌচ করে, এবং

লোকাপবাদ-ভীত, তুমি সেই সকল পুরুষে প্রবেশ
করিবে না । দেবী কহিলেন,—হে দেবদেব !
সুখাখী পুরুষেরা কোনকালে ভূতমাতার পূজা
করিবে, তাহা আমার নিকট বলুন । দৈবর
কহিলেন,—এই ভগবতী ভূতমাতা সন্ধ্যাই বালক-
গণের হিতকারিণী । ইনি নামভেদে, কালভেদে ও
ক্রিয়াভেদে পূজিত হইয়া থাকেন । বৈশাখমাসের
প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত ইহার পূজা করা
কর্তব্য । ইনি জীব তরুতলে ভগ্নাবস্থায় অবস্থিত
হইলেও ভক্তগণ জলপূর্ণ গুটিক দ্বারা ইহার আভ-
ষেক করবে এবং গ্রীষ্মাহুত, সিন্দুর, পুষ্প ও ধূপ
দ্বারা অর্চনা করিবে । এই সময় সিদ্ধবটের পূজা
করিয়া তাহার একটি শাখা নিম্নেপ করিতে হয় ।
শুভকামী নরগণ ভূতমাতাকে সমস্ত সুপূজিত
দেখিয়া সংসার, ক্লেশ, অপূর্ণ ও পায়ল দ্বারা সঙ্কর
ভীতাকে ভোজন করাইবে । যে পুরুষ ভক্তিভাবে
ভূতমাতার উদ্দেশে এইরূপ আচরণ করে, তাহার
পুত্র ও পুত্রবৃদ্ধি হয়, দেহ নীরোগ হয়, শাকিনী,
পিশাচ ও রাক্ষসেরা তাহার গৃহে কোন পীড়া উৎ-
পাদন করে না ; তদীয় শিশুগণ নিরাময়তাবে বৃদ্ধি
প্রাপ্ত হয় । ৭১—৭৭। হে দেবি ! নরগণ প্রতিপৎ হইতে

কার্যঃ প্রেরণীপ্রেক্ষণীরকৈঃ । ৭৮ । বিকর্ষকল-
নির্দেশঃ পায়ণানাং বিড়ম্বনৈঃ । প্রদম্বতে
হানাপরৈবরৈরুতচেতিভৈঃ । ৭৯ । পঞ্চম্যাং তু
বিশেষেণ রাজ্ঞো কোলাহলঃ শুভে । জাগরং তজ
কুম্বীত দেবোঃ পূজা প্রবহতঃ । ৮০ । বিবাস্ত
ধনলোভেন বাধ্যায়ী নিবৃত্তঃ পতিঃ । আরোপ্য-
মাণাং শূলাগ্রমেনাং পশ্চত ভো জনাঃ । ৮১ । দৃষ্টৌ
অবতিষ্ঠতৈঃ স পূরদারাবমর্শকঃ । হিষা হন্তৌ চ
খড্গেন ধরাচুতঃ গচ্ছতি । ৮২ । নীপশ্চৈবাসি-
পত্রেণ অভ্যতরণভূবিতঃ । সুখাসনসমারুঢ়ঃ
সুক্রতী যাত্যগৌ সুখম্ । ৮৩ । হে জনাঃ কিং ন
পশ্চধ্বঃ বামিদ্ভোহকরঃ পরম্ । করণজৈর্জিন্দার্যাস্ত-
মুক্তলচ্ছোণিতান্তরম্ । ৮৪ । চোরঃ কিলায়ং
লম্প্রাপ্তেঃ সর্বোদ্বেষকরঃ পরঃ । দণ্ডপ্রাহার্যান্তিহন্তো
নীলভে দণ্ডপাশকৈঃ । ৮৫ । প্রেক্ষকৈশ্চেষ্টিতঃ
পঞ্চদারটন বিবিধৈঃ শরৈঃ । সংযম্য নীয়তে হস্তঃ

করিয়া যেক্ষপে উৎসব ব্যাপার সমাধা
করিবে, অতঃপর তাহাই বলিতেছি । এই উৎসবে
পরিহাস-কুণ্ডল জনগণ, পায়ণগণের আচার-ব্যব-
হারের অল্পকরণে বিবিধ অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গীসহকারে
নানাবিধ বিচিত্র অভিনয় দ্বারা অসংকর্ণের কুৎসিত
কল প্রদর্শন করিবে । হে শুভে ! পঞ্চমীতে
রাত্রিকালে যত্নসহকারে দেবীর অর্চনা করিয়া
সবিশেষ কোলাহল করিয়া রাত্রিজাগরণ করিবে ।
—৫০। অল্পরূপ অভিনয়সহকারে বক্ষ্যমাণ বাক্যা-
বলী বলিবে । একটী রমণীকে শূলে আরোপিত
করিয়া বলিবে,—] হে জনগণ ! এই পাণ্ডুয়সী
ধনলোভে বিবাস উৎপাদন করিয়া স্বীয় স্বাধ্যায়রত
পতিকে হস্তা করিয়াছে । তোমরা দর্শন কর ।
(কোনও ছিন্নহস্ত পুরুষকে গর্জভোপরি আরোপিত
করিয়া বলিবে,—) এই পারদারিক হুট্টকে আপ-
নয়া দেখিলেন তো ? খড়াগাথে ইহার হস্তদ্বয়
ছিন্ন এবং শরীরভঙ্গীর করা হইয়াছে ; এ এক্ষণে
গর্জভোরোহণে গমন করিতেছে । এ দেখ, এই
সুক্রতী ব্যক্তি আতরণে ভূষিত হইয়া সুখকর-যনা-
রোহণে সুখে গমন করিতেছে । হে জনগণ !
তোমরা কি দেখিতেছ না ?—এই ব্যক্তি নিত্য
বামিদ্ভোহী ; করণজ দ্বারা ইহাকে বিদারিত করা
হইয়াছে, চোপাশিত দ্বারা ইহার সর্বশরীর পরিপ্লুত
হইয়া গিয়াছে । এই যে আসিয়াছে, এই ব্যক্তি
সকলের উদ্বেষকর বর্ষাচোর ; দণ্ডপাশদ্বারা

লজ্জিতোহধোযুগো জনাঃ । ৮৬ । সিতকেশং
সিতশঙ্কঃ সিতাদরধরধ্বজম্ । বিটকাট্যাস্ত
চৌভির্হস্তমানং ন পশ্চত । ৮৭ । গৃহ্মিঞ্জায় মাং
রতাং গৃহ্ম নীহাকরোজ্জ্বলম্ । কন্দাকসৌ ন ক্রকতে
মুঢ়ো ভরণপোষণম্ । ৮৮ । ভৈরবাতরঙ্গো নেতা
সদা ঘূর্ণিতলোচনঃ । প্রবৃত্ততন্ত্রবমুঢ়ো বহ্যস্তান-
বিতস্ততঃ । ৮৯ । নির্বেদঃ কোহস্ত হৃদয়ে ধন-
ক্ষেত্রাদিসত্তবঃ । গৃহীতঃ যদনেনাদ্য বালেনাপি যক্ষ-
ব্রতম্ । রক্তাকং কাককৃষ্ণকং সঘরং কিং ন
পশ্চত । ৯০ । তরুকাটরগান্ বজ্রা অভ্যাস্তান্ শৃ-
লয়া তথা । শরোেষঃ কাঠকৈশ্চৈব বহতিঃ শকলী-
কৃতান্ । ৯১ । বিপুলহস্তাহকারান্ সুপ্রহার্য্যিরী-
ক্ষত । ৯২ । ইমাং কৃষ্ণাঙ্গবদনাং প্রৌষ্যসি দুরা-
শ্রিকাম । বিমুক্তকেশাঃ নৃত্যন্তীঃ পশ্চধ্বঃ যোগিনী-
মিব । ৯৩ । গভীরনৃপুংস্বানপ্রবুদ্ধোক্ততাতাণ্ডবা ।

পুরুষগণ ইহাকে বহন-পূর্বক দণ্ডপ্রহার করিতে
করিতে শাসনের নিমিত্ত লইয়া যাইতেছে ।
এ দেখ, দর্শকগণ বিবিধ বাক্যে ইহাকে
পরিবেষ্টন করিয়াছে ; জনগণ ! এ ব্যক্তি
লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছে । যেতকেশ,
যেতশঙ্ক, যেতাদরাদি বিবিধ যেতচিহ্নে ভূষিত
এই ব্যক্তিকে চৌভির্হস্তমান দ্বারা প্রহার করি-
তেছে, তোমরা কি দেখিতেছ না ? আমি বিধবা
হইলে এই মুঢ় আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া
নিজগৃহে লইয়া গিয়া সন্তোষ করিয়াছে, এক্ষণে
আমার ভরণ-পোষণ করে না কিম্বত ? ভৈর-
বোচিত আভরণদ্বারা সতত ঘূর্ণিতলোচন তন্ত্রাভ্যাস
প্রাণীকৃত এই মুঢ় দম্পত্যলেন নেতা ; ইহাকে
সর্বত্র সকলেরই প্রহার করা কর্তব্য । এই রক্তনেত্র
কাকসম কৃষ্ণকায় চপল বালবটিকে দেখিতেছ না ?
ইহার হৃদয়ে ধনক্ষেত্রাদি জনিত কোন নির্বেদ
ঘটিয়া থাকিবে ; যে হেতু এ বালক হইয়াও মহাজ্ঞাত
অবলম্বন করিয়াছে । ৭৮—২০। এ দেখ, এই চুটগণ
তরুকাটরে লুকায়িত থাকিত, ইহাদিগকে এবং
অপর ভটিপয় হুট্টকেও শূল দ্বারা বহনপূর্বক
বহবাণাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া কাঠাদি দ্বারা
নিদাক্ষণ প্রহার করা হইতেছে ; যাতনায় ইহার হা-
হাকার করিতেছে । হে জনগণ ! এ দেখ, যোগিনী-
সমানা আলুলারিতকেশে নৃত্যশরায়ণ এই দুরাশ্রিক
কামিনীর মদন-মণ্ডলের অর্জভাগ কুম্ববৎ ; ওহে !

উগ্রভনেত্রচরণা যাতোবা তিষ্ঠমশূলী ১৪। কটী-
তটস্থপিতিকোমলংকরলগারী। অটতে নটতী হারীঃ
পরিতপ্ত গৃহাদৃগৃহ ১৫। ইত্যেবমাদিত্তির্বিভ্যং
প্রেরণীপ্রেক্ষণীহরৈঃ। প্রেরয়েত্তারবানিখং পুত্র-
জাতৃমুহুর্নৃতঃ ১৬। একাদশ্যাং নবম্যাং বা দীপ-
প্রজালা কৃতকম্। মুখবিধানি তর্জ্যেব লেপদাক-
কৃতানি বৈ ১৭। বিজিহ্মপি মহাহ্মি রৌজ-
শক্তানি কারয়েৎ। মাতৃগাং চণ্ডিকাদীনাং সাক্ষ-
সানাং তর্জ্যেব চ ১৮। ভূতপ্রেষতপিশাচানাং
শাকিনীনাং তর্জ্যেব চ। মুখানি কারয়েত্ত্ব হাব-
ভাবকৃতানি চ ১৯। রক্তিত্তিরহতির্গুপ্তং তির্ধ্যগু-
ধমিনীপুংসরম্। অমাবস্ত্যাং মহাদেবি কিপেৎ
পূজাকর্মৈরমঃ ১০০। ততঃ প্রদোষসময়ে যজ
দেবী জনৈর্ভূতা। তত্র গচ্ছেদ্ব্যহার্যবৈঃ কেৎকাবা-
কুলকৌটিলৈঃ ১০১। বীরচর্যাবিধীনন নগরে
ভ্রাময়েদিশি। বীরচর্যা স কথিতো দীপঃ সর্বার্থ-
সাধকঃ ১০২। নিত্যং নিজাময়েদীপং যুগংপঞ্চ-

দশী তিথিঃ। পঞ্চদশ্যাং প্রকৃতীত ভূতমাতৃর্হোৎস-
বম্। তস্ত গৃহেবয়ং বাবদৃগৃহে বিয়ং ন কার্যতে।
অথ কালান্তরেহতীতে ভূতমাতৃঃ শরীরতঃ। জাতঃ
প্রাণেদবিন্দুত্যাঃ পিশাচাঃ পঞ্চকোটয়ঃ ১০৪। সর্ষে
তে কুরবদনা জিহ্বাআলাকশোদরাঃ। পানিপাশ
পিশাচান্তে নিষ্কটবলিতোজনাঃ ১০৫। যমদী-
সন্ততাঃ শুকাঃ শ্মশলাশ্রবাসসঃ। উদুংলৈরাস্ত-
রগৈঃ শূর্ণজ্ঞাসিনাশরাঃ ১০৬। নক্তঃ জলিত-
কেশাঢ্যা অজারমুদ্রিগরন্তি বৈ। অজারকাঃ পিশা-
চান্তে মাতৃমার্গানুসারিণঃ ১০৭। আকর্ণদারিতা-
স্ত্রাক লঘজ্জ্বলনাসকাঃ। বলাঢ্যাতে পিশাচা বৈ
স্থিতিকাগৃহবাসিনঃ ১০৮। পৃষ্ঠতঃ পানিপাশ
পৃষ্ঠগা বাতন্তঃপঃ। বিবাদনাঃ পিশাচান্তে সংগ্রামে
পি শতাননাঃ ১০৯। এবংবিধান পিশাচান্তে ভূতী
দীনানুকম্পয়া। তেভ্যোহহমবদৎ কিঞ্চিৎকারণ্য-
দনচেতসাম্ ১১০। অতর্জ্যনাং প্রজাদেহে কাম-
রূপিত্রমেব চ। উভয়োঃ সত্যাযোচ্চারণং হানাত্য-

ভূমি কি উঠাকে ধায়াইতে পার? এই দেখ,
ভিষ্ঠমশূলী উদ্ধত তাণ্ডব সহকারে উত্তম ভাবে
নয়ন-চরণ বিক্ষেপ করত গভীর নৃপুংসরনিত্যে দিগন্ত
পুৱিত করিয়া গমন করিতেছে। এই নটকী কটী-
তটে পিটক ও কঁচের দোহলায়মান কল লইয়া নৃত্য
বরিতে করিতে ভূতলের সর্বত্র এক গৃহ হইতে
গৃহান্তরে বিচরণ করিতেছে। প্রতিদিনই পুত্র জাতা
মুহুর্নৃপগণনিত্য হইয়া অভিনেতৃবর্গ দ্বারা এই
প্রকার দর্শনযোগ্য বিবিধ অভিনয় মহোৎসব করা
ইবে। একাদশীতে ও নবমীতে দীপ ও একটি
অগ্নিকুণ্ড প্রজালিত করবে এবং কাঠ বর্ণকাদি দ্বারা
জিহ্বাকাদি মাতৃকা, সাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ,
শাকিনী প্রভৃতির বিচিত্র আনন্দবর্ধক বিবিধ
হারভাবভোক্তক শাস্ত্র যৌজাদি বিবিধকার মুখ-
প্রতিকৃতিনিচয় নির্মাণ করিবে। হে মহাদেবি!
মানব, বহু, রক্তজনে পরিবৃত্ত হইয়া অমাবস্তাতে
বাহ্যোচ্চায় সহকারে ভূতমাতা দেবীর বিধানক্রমে
পূজা করিয়া বিসর্জন করিবে। অতঃপর পন্থদিন
প্রদোষ সময়ে বেখানে বিলজ্জিতা দেবীমূর্তি রহিয়া-
ছেন, জনগণ সহ কেৎকার কীর্তনাদি ধ্বনি সহকারে
তথায় গমন করিবে এবং রক্তিকালে বীরচর্যা-
বিধানে সেই প্রতিমাকে নগরে ভ্রমণ করাইবে।
দেবীপূজার যে দীপ প্রজালিত করা হয়, সেই দীপটী
সর্বার্থসাধক! সেই দীপটী লইয়াই দেবীকে নগর

ভ্রমণ করাইতে হয়; ইহাকেই বীরচর্যা কহে। পূর্ণিমা
তিথি পর্যন্ত এইরূপ উৎসব করা কর্তব্য। পূর্ণিমা-
দিনে ভূতমাতার মহোৎসব করিলে তাহার গৃহে
কদাচ কোনও বিষয় হয় না। ১১—১১০। অনন্তর
কিয়ৎকালান্তে ভূতমাতার শরীরের শ্বেদবিন্দুনিচয়
হইতে পঞ্চকোট পিশাচ সত্ত্বৎপন্ন হয়। তাহার
সকলেই কুরমুখ, জলজিহ্বা, ও কেশোদর, ভ্রাহার
সকলেই পানিপাশে পরিত্যক্ত বালি ভোজন করিয়া
থাকে। উহাদের শরীর শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, শুষ্ক,
ও শ্মশল। উহার চর্যাদ্বয়ধারী, উদুংলাভরণভুক্তি
এবং অনেকে শূর্ণ দ্বারা ছজ্জ, আসন ও বসনের কার্য্য
সম্পাদন করিতেছিল। রাজিকালে তাহাদের অনে-
কেরই কেশপাশ জলিত হয়, এবং মুখ হইতে
অজার উদ্গীর্ণ হয়। ইহার অজারক নামে প্রাণ্যত
পিশাচ। ইহার মাতৃগণের অল্পগামী। বলাঢ্যা
নামক পিশাচগণ আকর্ণবিন্দুজম্বু, লঘজ্জ ও কুল
নাসায়ুক্ত, ইহার স্থিতিকাগৃহবাসী। বাহ্যদিকগর
পানিপদ পূর্বদিকে, বাহ্যর পশ্চাদিকেই বাহু-
বেগে গমন করে, বাহ্যর মুহুর্নৃত্যে শোণিত পান
করে, সেই সমস্ত পিশাচ বিধান নামে পরি-
চিত। আমি এবংবিধ পিশাচদিগকে অজার-
লোকন করিয়া দীন জনের প্রতি কল্যাণ-
বশে সাহসক্রোশে সেই অজারদিগকে কলিবার
যে, ভোমরা প্রজাবর্ষের দ্বয়ে অতর্জ্য হইয়া

জীবিতং তথা ॥ ১১১ ॥ গৃহাণি যানি নয়ানি শূভা-
ভায়তনানি চ । বিধবস্তানি চ যানি সূ্য রচনারো-
বিতানি চ ॥ ১১২ ॥ রাজমাগোপনধ্যাক্ষ চবরাণি
ত্রিকাণি চ । হারাণ্যটালকাংষ্টকব নির্গমান্ সংক্রমা-
স্তথা ॥ ১১৩ ॥ পথো নদীশ্চ তীর্থানি চৈত্যবৃক্ষাশ্বা-
পথান্ । স্থানানি তু পিশাচানাং নিবাসায়াদনাং
শ্রিয়ে ॥ ১১৪ ॥ অর্থাধিক্য জনান্তেযামাজীবো
বিহিতঃ পুরা । বর্ণাশ্রমাচারহীনঃ কারুশিল্পিজনা-
স্তথা ॥ ১১৫ ॥ অমৃতাপান সাধনাং চৌরা বিশ্বাস-
ঘাতিনঃ । এতৈরষ্টৈশ্চ বহতিরক্তায়োপার্জিতৈ-
র্জিনৈঃ ॥ ১১৬ ॥ আরভ্যতে ক্রিয়া যান্ত পিশাচান্ত্র
দেবতাঃ । মধুমাংসদিনে দগ্ধা তিলচূর্ণমুয়াসবৈঃ ॥
১১৭ ॥ পুটৈর্হরিদ্রকৃশপৈর্জিলৈর্জলভূভোদনৈঃ ।
কুশানি চৈব বাসাংসি ধূপাঃ স্তূমনসস্তথা ॥ ১১৮ ॥
সর্বভূতপিশাচানাং কৃতা দেবী ময়া শুভা । এবংবিধা
ভূতমাতা সর্বভূতগণৈর্বৃতা ॥ ১১৯ ॥ প্রভাসে
সংহিতা দেবী সমুদ্রাহস্তরং তু । য এতাং বেদং বৈ

দেব্যা উৎপত্তিঃ পাপনাশিনী ॥ ১২০ ॥ হুংসিতা
সন্ততিস্তত্ত্ব ন ভবেচ্চ কদাচন । ভূতশ্রেষ্ঠপিশাচানাং
ন দোষৈঃ পরিভূয়তে ॥ ১২১ ॥ সর্বপাপবিনিষ্টুভঃ
সর্বসৌভাগ্যসংযুতঃ । সর্বান কামানবাশ্পোতি
নারীহৃদয়নন্দনঃ ॥ ১২২ ॥ যে মানয়ন্তি নিজহাস-
কলৈর্কিল্লাসৈঃ সংসেবয়া অতয়নাং ভবভূতমাতাম্ ।
তে ভ্রাতৃভৃত্যভূতবজ্রজর্জরৈর্গুতাশ্চ সর্বোপসর্গ রহিতাঃ
সুখিনো ভবন্তি ॥ ১২৩ ॥

ইতি জীক্সান্দে ভূতমাতৃকামাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
সপ্ত্যাবিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৭ ॥

অষ্টষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

কৈবর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নরান্দেবি দেবীঃ
শালকটকটায় । সাবিজ্ঞা দক্ষিণে ভাগে রৈবতাং
পূর্বতঃ স্থিতাম্ ॥ ১ ॥ মহাপাপোপশমনী সর্বদুঃখ-
বিনাশিনী । পূজিতা সর্বগন্ধর্বৈঃ কুরদংষ্ট্রোপ্র-

ধাকিতে পারিবে, আর তোমরা কারুপত্নও
লাভ করিবে । উভয় সত্ব্যকালেই গমনাগমন
করিবে । জীবিকা ও বাসস্থানের কথা বলি-
তেছি।—অনাবৃত, শূভ, বিধবস্ত কিম্বা অর্জনশিষ্ঠ
ভবন বা আয়তন, রাজপথসংগঠিত উপপথ, চতু-
পথ, ত্রিপথ, ভবনদ্বার, অট্টালিকার প্রবেশনির্গম-
পথ, সাধারণ পথ, নদী, তীর্থ, চৈত্যবৃক্ষ, মহাপথ,
এই সমস্ত স্থানে তোমরা বাস করিবে । হে
শ্রিয়ে । পূর্বে সেই পিশাচগণের বাসের জন্ত এই-
রূপ স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া জীবিকার জন্ত
অর্থাধিক্য জনগণকেই নিরুপিত করিয়া দিয়াছিলাম ।
বর্ণাশ্রমাচারভ্রষ্ট, কারুকার্যকারী, শিল্পী, সজ্জনপীড়ক,
চৌর, বা বিশ্বাসঘাতী ব্যক্তিরা যে সংক্রিয়াজন্ত
করে, আর অস্ত্রায়োপার্জিত ধনদ্বারা যে সংকল্পের
অমৃতান হয়, সেই সমস্ত কার্যে পিশাচগণই দেবতা-
বৎ সেই সেই পূজোপহারাদি ভোগ করিয়া থাকে ।
চৈত্রমাসে অমাবস্ত্যদিনে দধি, তিলচূর্ণ, মুয়া,
আসব, পিষ্টক, হরিদ্রাবহল কুশম্বর, তিল, ইন্দু,
ভূজোরন, কুরুবসন, ধূপ, পুষ্প প্রভৃতি উপচার দ্বারা
সেই ভূতমাতা দেবী এবং পিশাচগণের অর্চনা
করিবে । অগ্নি সেই ভূত ভূতমাতাকে এইরূপ
দ্বিমে সমস্ত ভূত-পিশাচাদির দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছিলাম । (কবিরবা ভূতমাতা দেবী সর্বভূত-
গণের পরিভূত হইয়া প্রভাসকেত্রে সাধুদের উভয়-

দিকে অবস্থিতা রহিয়াছেন । যে জন সেই ভূত-
মাতা দেবীর এই পাপনাশক উৎপত্তি বৃত্তান্ত অব-
গত হয়, তাহার কদাচ হুংসিতা সন্ততির সমুৎপত্তি
হয় না এবং ভূত-শ্রেষ্ঠ-পিশাচাদি জনিত কোনও
পরিভব ঘটে না । সে সর্বপাপযুক্ত, সর্ব-
সৌভাগ্যযুক্ত, সর্বকাল প্রাপ্ত, এবং রমণী মনোমো-
হন মূর্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে । যে সকল মানব
বহু হস্ত-পরিহাস ও কলাবিলাস দ্বারা অভয়দা
ভূতমাতাদেবীর সেবা সহকারে তদীয় সন্ধানলা-
করে, তাহার ভ্রাতা পুত্র মুহুদ ভৃত্যাদি পরিজন-
বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে কালতিপাত করিতে
সমর্থ হয় ; কদাচ তাহারিগের কোনরূপ উপসর্গ-
পীড়া ঘটে না ॥ ১০৪—১২৩ ॥

সপ্তষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৭ ॥

অষ্টসপ্ত্যধিক শততম অধ্যায় ।

কৈবর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি । অভ্যপন্ন
রৈবতপূর্বতের পূর্বদিকে, ও সাবিজীর দক্ষিণদিকে
অবস্থিতা শালকটকটা দেবীর সমীপে বাইবে ।
শৌলভ্যকর্ক প্রভাসকেত্রে প্রতিষ্ঠিতা সেই শাল-

ভীষণম্ ॥ ২ ॥ মহাপ্রচণ্ডদৈত্যস্রীং পৌলস্ত্যেন
প্রতিষ্ঠিতাম্ । মহিষস্রীং মহাকায়াং ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে
স্থিতাম্ ॥ ৩ ॥ মাঘে মাসে চতুর্দশ্যাং যন্তামারাবয়েন্নরঃ ।
স ভবেৎ পশুমান্ ধীমান্ স্রীবান্ পুত্রবান্ সুধীঃ ॥
৪ ॥ যন্তাঃ পশুপ্রদানেন সন্তপস্রতি ভক্তিতঃ । বলি-
পূজোপহারৈশ্চ স স্তাচ্ছক্ৰবিবাজ্জিতঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শালকঙ্কটামাহাশ্ব্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮ ॥

একোনসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি লিঙ্গং বৈব-
স্বতেশ্বরম্ । দেব্যা দক্ষিণদিগ্ভাগে ধনুজিঃশক-
সংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ বৈবস্বতেন ময়ুনা স্থাপিতং সুরকামদম্ ।
তৎসমীপে দেবখাভং তিষ্ঠতে তু মহাভূতম্ ॥ ২ ॥
নাস্তা তত্র বরাহোহে যন্তঃ পূজয়তে নরঃ ।
পক্ষোপচারৈর্বিধিনা ভক্তিপ্রহো জিহ্নোতিয়ঃ ।
অশেদঘোরবিধিনা স্তোত্রং সিদ্ধিঃ স চাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥
ইতি শ্রীকান্দে বৈবস্বতেশ্বরমাহাশ্ব্যাবর্ণনং নামৈকোন-
সপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৯ ॥

কটকট। দেবী মহাপাপশমনী, সর্গদুঃখবিনাশিনী, সর্গ-
গন্ধর্বপুজিতা, ক্ষুরিত-ভীষণোগ্রাধকশনা, মহাপ্রচণ্ড-
দৈত্যনাশিনী, মহিষঘাতিনী, ও মহাকায়া । যে যানব
মাঘমাসে চতুর্দশীতে তাঁহার আরাধনা করে, সে
পশুমান্, ধীমান্, লক্ষ্মীবান্ ও পুত্রবান্ হয় । যে
ব্যক্তি ভক্তিসংস্কারে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া
পশুবলি প্রদানে তদীয় জীতিসাধন করে, সে শত্রু-
হীন হয় । ১—৫ ।

অষ্টষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৮ ।

উনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি ! অস্তঃপর
বৈবস্বতেশ্বর লিঙ্গসমীপে বাইবে । এই লিঙ্গ দেবীর
দক্ষিণদিগ্ভাগে অবস্থিত । এই তাঁর পেরিমাণ
জিহ্নং ধনু । বৈবস্বত যহ উক্ত সুরকামদ লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । উহার সমীপে একটি দেব-
খাত বিদ্যমান; উহা অস্তীৰ অকুত । অয়ি বরা-
হোহে ! যে জিহ্নোতিয় নর দেখানে স্নান করিয়া
ভক্তিবিনয়মানে বিধি-বিধানে পক্ষোপচারে সেই

সপ্তত্যধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি তত্র
মাতৃগণান সুধীঃ । তত্রৈব বলদেবীঞ্চ নাতিদূরে
ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ শ্রাবণ্যাং শ্রাবণে মাসি যন্তাঃ
পূজয়তে নরঃ । পায়সৈশ্বধুনা বাপি দিব্যপুষ্পো-
পহারকৈঃ ॥ ২ ॥ তন্ত বর্ষং মহাদেবি সুখং গচ্ছেৎ
সুপূজিতম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মাতৃগণবলদেবীমাহাশ্ব্যাবর্ণনং নাম
সপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭০ ॥

একসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি দেবী-
মেকলবীরিকাম্ । একলবীবাষাম্যে তু নাতিদূরে
ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ পূর্বে দশরথো যোহনো সুধ্য-
বংশবিভূষণঃ । প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য তপশ্চক্রে
সুহৃৎচরম্ ॥ ২ ॥ লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য তোষয়ামাস
শঙ্করম্ । স দেবং প্রাথয়ামাস পূজাং চৈবামিতৌজ-

লিঙ্গের অর্চনা করে, এবং তদন্তে অঘোর-বিধান-
মতে স্তোত্র পাঠ করে, সে অভিমত সিদ্ধি প্রাপ্ত
হয় । ১—৩ ।

উনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৯ ।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর সুধী-
ব্যক্তি মাতৃগণসমীপে এবং তাহারই অনতিদূর-
স্থিতা বলদেবীর নিকট গমন করিবে । শ্রাবণ
মাসের শ্রাবণানক্ষত্রে যে নর পায়স, মধু ও দিব্য
পুষ্পোপহার দ্বারা পূজা করে, হে দেবি । তাহার
বৎসর সুখে গচ্ছন্দে অতিবাহিত হয় । ১—৩ ।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭০ ।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর একলবী-
রিকা দেবীর প্রান্তে গমন করিবে । একলবীর
দক্ষিণে অনতিদূরে এই দেবী অবস্থিতা । পূর্বে
দশরথ নামে জনৈক সুধ্যবংশোদ্ভূতঃ স রাজা
ছিলেন । তিনি প্রভাসক্ষেত্রে আলিয়া হুস্তর
তপস্তা করেন এবং তাহার এক শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা

সম্ ৩। দদৌ তন্তু তদা পুত্রঃ দেবং ত্রৈলোক্য-
পুঞ্জিতম্ । রামেতি নাম যন্তাসীৎ ত্রৈলোক্যে প্রথিতঃ
যশঃ ৪। যন্তাদ্যাপীহ গায়ন্তি ভূর্ভুবঃশ্বিনবাসিনঃ ।
দেবদৈত্যানুরাঃ সূর্যে বাম্বীকাদ্যা মহর্ষয়ঃ ৫।
তল্লিঙ্গত্ব প্রভাবেণ প্রাপ্তং রাজ্য মহদযশঃ ।
কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকে মাসি বিধিনা যজ্ঞমর্চয়েৎ ।
দীপপূজোপহারেণ যশসী সাহসি জায়তে ৬।

ইতি ত্রিভাঙ্গে দশরথেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং ন্যমৈক-
সপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৭১।

বিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি লিঙ্গ-
তত্ত্বরতেশ্বরম্ । উদ্বাহুতরকোণস্থং নাভিদূরে ব্যব-
স্থিতম্ ১। তরতো নাম রাজাকুদারীঃ প্রথিতঃ
ক্ষিতৌ । যন্তেদং ভারতং বর্ষং নাম্না লোকেশু
গীযতে ২। স চ চক্রে তপো ঘোরং ক্ষেত্রেহশ্বিন
পার্কিতি শ্রিয়ে । দিব্যং বর্ষসংস্রঃ তু প্রতিষ্ঠাপ্য

করিয়া তাঁহার পূজা করিতে থাকেন । অনন্তর
তিনি দেবীর নিকট এক অমিতেজা পুত্র প্রার্থনা
করেন । দেবী তাঁহাকে ত্রিলোকপুঞ্জিত দেবাত্মা
পুত্র প্রদান করেন । এই পুত্র রাম নামে বিখ্যাত ।
এই রামের যশ অদ্যাপি ত্রিলোকে প্রথিত ।
আজও ভূর্ভুবঃশ্বিনবাসী দেব, দৈত্য, অসুর ও
বাম্বীকাদি মহর্ষিগণ রামভণ গান করিয়া থাকেন ।
রাজা দশরথ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার ফলেই মহাযশঃ প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় যে নর
বিধিপূর্বক দীপ ও পূজোপচার দ্বারা ঐ লিঙ্গের
অর্চনা করে, সেও যশসী হইয়া থাকে ১—৬।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭১।

বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি । অনন্তর উত্ত-
লিঙ্গেরই অনতিদূরে উত্তর কোণস্থিত তরতেশ্বর
লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । অগ্নীধননন তরত এই
ক্ষিতভলে প্রথিত নাম্না রাজা ছিলেন । এ জগতে
তাঁহারই নামানুসারে এই ভারতবর্ষ গীত হইয়া
আসুক । হে শ্রিয়ে । তিনি এই ক্ষেত্রে মহেশ্বর
প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য সহস্র বৎসর ঘোর তপস্বী

মহেশ্বরম্ ৩। পুত্রকামো নরপ্রেষ্ঠঃ পুজয়ামাস
শঙ্করম্ । ততঃপুঃ স ভগবান্ বরং দাতুং সমুৎসুকঃ ।
৪। অষ্টৌ পুত্রান্ দদৌ তদৈব কভাঃ চৈকাঃ যশ-
শ্বিনীম্ । স তু প্রাপ্যাতিলম্বিতং কৃতকৃত্যো নরা-
ধিপঃ ৫। ভারতং নবধা কৃৎস্না পুত্রেভ্যঃ প্রদদৌ
পৃথক্ । তেভ্যঃ নামাঙ্কিতান্তেব ততো দীপানি
জজিরে ৬। ইন্দ্রদীপঃ কসেকশ্চ তাম্রবর্ণো
গতস্তিমান্ । নাগদীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ববর্ণ
চাক্ষুঃ ৭। অয়ং তু নবমো দীপঃ কুমারী সংজিতঃ
শ্রিয়ে । অষ্টৌ দীপাঃ সমুদ্রেণ প্রাবিতাশ্চ তথা
পরে ৮। গ্রামাদিশেষসংযুক্তাঃ স্থিতাঃ সাগর-
মধ্যগাঃ । এক এব স্থিতস্তেভ্যঃ কুমারীতাম্র
সাম্প্রতম্ ৯। বিন্দুসরঃ প্রভৃত্যেব সাগরাদক্ষিণো-
ত্তরম্ । যোজনানান্ সহস্রাণি নব দৈর্ঘ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
তন্মৈতজ্জুষ্টিতঃ দেবি ভারতস্ত মহাত্মনঃ ১১।
যটপঞ্চাশদধমেধান্ গঙ্গাময় চকার যঃ । যজিংশ্চমু-
নাপ্রান্তে ভারতো লোকপুঞ্জিতঃ ১২। স চেশ্বর-
প্রসাদেন মোদতে দিবি দেববৎ ১৩। যন্তং-
প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং ভারতং পুজয়িষ্যতি । স সর্ব-
যজ্ঞদানানাম্ কলং প্রাপয়িতা জবম্ ১৪। কার্ত্তি-

করার পর পুত্রকামী হইয়া তাঁহার পূজা করেন ।
পূজায় তুষ্ট হইয়া শঙ্কর তাঁহাকে বররূপে অষ্ট পুত্র
ও এক যশস্বিনী কন্যা প্রদান করেন । নরপতি
অভিমত বর লাভে কৃতকৃত্য হইয়া এই ভারত-
বর্ষকে নবধা বিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথকরূপে পুত্র-
দিগকে প্রদান করেন । তাঁহারের নামানুসারে ঐ
বিভক্তাংশ দীপ সকলের নাম হয়—ইন্দ্রদীপ, কসেক,
তাম্রবর্ণ, গতস্তিমান, নীলদীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব
ও চাক্ষুঃ । নবম দীপ কুমারী সংজাত অভিহিত ।
পূর্বোক্ত অষ্ট দীপ সমুদ্রে-প্রাবিত । অপরাপর দীপ
সকল গ্রামাদি দেশসংযুক্ত হইয়া সাগরমধ্যে অব-
স্থিত । এই সকল দীপের মধ্যে সাম্প্রতিক কুমারী দীপ-
টাই আছে । এই দীপ বিন্দুসর হইতে সাগর পর্য্যন্ত
উত্তর-দক্ষিণে প্রসৃত । ইহার বিস্তার এক সহস্র এবং
দৈর্ঘ্য নয় সহস্র যোজন । এই দীপ মহাত্মা তরতের
জুড়িত স্বরূপ । যিনি গঙ্গাতীরে যটপঞ্চাশৎবার
এবং যমুনাতীরে ত্রিংশৎবার অথমে যজ্ঞ করিয়া-
ছিলেন, সেই লোকপুঞ্জিত রাজা তরত ঈশ্বর-
প্রসাদের স্বর্ণে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন ।
যে জন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই ভারত লিঙ্গের পূজা

ক্যাং কৃতিকায়োগে যন্তঃ পঙ্কতি মানবঃ। ন স
পঙ্কতি যপ্নেহপি নরকং যোরদারুণম্। ১৫।

ইতি জীকান্দে তরতেরমালাস্বাবর্ণনং নাম
বিশগুতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৭২।

ত্রিসগুতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি লিঙ্গানাং
৫ চতুর্ভুজম্। একস্থানস্থিতানাং তু সাবিজ্ঞাতজ
পশ্চিমে। ১। লিঙ্গানাং বিতয়ঃ পূর্বে পশ্চিমে
সমুৎপন্নম্। কুশকেশরনামেতি লিঙ্গং বৈ প্রথমঃ
স্মৃতম্। ২। গর্গেশ্বরঃ বিতীয়ঃ তু তৃতীয়ঃ পুরুষ-
েশ্বরম্। মৈত্রেয়েশ্বরনামেতি চতুর্থঃ সমুদ্রজতম্। ৩।
এতানি যন্ত লিঙ্গানি পঙ্কতজ্যা জিতেপ্রিয়ঃ। স
মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্কৈর্গচ্ছৈচ্ছিবপুরুষ মহৎ। ৪।
গুরুপক্ষে চতুর্দশাং বৈশাথে তু বিশেষতঃ। স্নানং
কৃষ্ণা প্রবৃত্তেন ব্রাহ্মণ্যন্তজ্ঞ ভোক্তয়েৎ। ৫। তেভ্যো
দদ্যাদ্বাশক্ত্যা কাঞ্চনং বসনানি চ। এবং কুতে
ভবেদ্বাত্মা পরিপূর্ণা সুরেশ্বরী। ৬।

ইতি জীকান্দে কুশকাদিলিঙ্গচতুর্ভুজমালাস্বাবর্ণনং নাম
ত্রিসগুতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৭৩।

করিবে, সে নিশ্চিতই সর্ব দান-যজ্ঞের ফল লাভ
করিবে। যে মানব কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকী
পূর্ণিমায় উক্ত লিঙ্গ দর্শন করে, সে অগ্নেও কদাচ
নরক দর্শন করে না। ১—১৫।

বিশগুতাধিক শততম অধ্যায়। ১৭২।

ত্রিসগুতাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অতঃপর যামব
একস্থানস্থিত লিঙ্গচতুর্ভুজসরিবানে গমন করিবে। এই লিঙ্গচতুর্ভুজ সাবিজ্ঞার পশ্চিমে অবস্থিত।
লিঙ্গচতুর্ভুজ মধ্যে পূর্বে দুইটি ও পশ্চিমে দুইটি
এইরূপ যুগ্মভাবে বিরাজিত। প্রথম লিঙ্গের নাম
কুশকেশর, বিতীয়ের নাম গর্গেশ্বর, তৃতীয়ের নাম
পুরুষেশ্বর এবং চতুর্থের নাম মৈত্রেয়েশ্বর। যে
মানব জিতেপ্রিয় হইয়া এই লিঙ্গচতুর্ভুজ দর্শন করে,
সে নিশ্চয় হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে।
যে জন গুরুপক্ষীয় চতুর্দশীদিনে বিশেষতঃ বৈশাখ
মাসে এই স্থানে স্নান করিয়া যত্নপূর্বক আশ্রয় তোজন

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি কুতীশ্বর-
মহত্তমম্। সাবিজ্ঞাঃ পূর্বভাগস্থঃ খাতমধ্যে ব্যব-
স্থিতম্। ১। কুত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ দেবি কেজে প্রভা-
সিকে প্রিয়ে। পাণ্ডবস্ত যদা পূর্বঃ প্রভাসকেজ-
মাগতাঃ। ২। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন- কুত্যা চৈব সম-
বিতাঃ। তন্নিবকালে মহাদেবি জাত্যা কেজমহত্তমম্।
৩। কুত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ লিঙ্গঃ সর্বপাপভয়াপহম্।
কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষণে যন্তঃ পূজয়তে নরঃ। স
সর্বকামতৃপ্তাত্মা কুজলোকে মহীয়তে। ৪। বাচিকং
মানসং পাপং কৰ্ম্মণা যত্পার্কজিতম্। তৎসর্বং নষ্টতে
দেবি তন্ত লিঙ্গত দর্শনম্। ৫।

ইতি জীকান্দে কুতীশ্বরমালাস্বাবর্ণনং নাম চতুঃ-
সগুতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৭৪।

পঞ্চসগুতাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি পুণ্যমর্ক-
স্থলং শুভম্। তস্মাদাগ্নেয়কোণস্থং সর্বপাতকনাশনম্।

করায় এবং যথাশক্তি ভীষাদিগকে বসন ও কাঞ্চন
দান করে, তাহার যাত্রকল্লাভ হয়। ১—৬।

ত্রিসগুতাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৩।

চতুঃসগুতাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অতঃপর মানব
কুতীশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ
সাবিজ্ঞার পূর্বভাগে খাতমধ্যে অবস্থিত। পূর্বে
পাণ্ডবগণ যখন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কুতীদেবীর
সহিত প্রভাসকেজে গমন করেন, তখন তিনি
উত্তম স্থান জানে এই স্থানে এই লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে নর বিশেষতঃ
কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই লিঙ্গের পূজা করে, সে সর্ব
কামতৃপ্ত হইয়া কুজলোকে গমন করিয়া থাকে। এই
লিঙ্গ দর্শন করিলে কায়মনোবাক্যে যে সকল পাপ
অর্জুন করা যায়, তৎসমস্তই বিনষ্ট হয়। ১—৫।

চতুঃসগুতাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৪।

পঞ্চসগুতাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি। অনন্তর পুণ্যমর্ক
লিঙ্গের অগ্নিকোণস্থ সর্ব পাতকহর শুভ পুণ্য মর্ক-

১। তং দৃষ্ট্বা মাহুযো দেবী ন শোচ্যঃ সম্প্রজায়তে ।
সপ্ত জন্মানি দেবেশি দারিদ্র্যং নৈব জায়তে ॥ ২ ॥
কুষ্ঠানি নাশমায়াস্তি , তং দৃষ্ট্বা দশধা প্রিয়ে । গো-
শতশ্চ প্রদত্তশ্চ কুরুক্ষেত্রেষু যৎকলম্ ॥ ৩ ॥ তৎ
কলং সমবাপোতি দৃষ্ট্বা চার্কহলং রবিম্ । গাহা
ত্রিসকমে তীর্থে স্টেপে রবিবাসরান্ ॥ ৪ ॥ ত্রাঙ্ক-
ণান্ ভোজয়িত্বা তু মহিবীঃ তত্র দাপয়েৎ । দিব্যং
বর্ষসংস্রজ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫ ॥

ইতি জীকান্দেহর্কহলমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

ষট্ সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি সিদ্ধে-
শ্বরমিতি স্মৃতম্ । অর্কহলাস্তথায়েযাং নাতিদূরে
বাবস্বিতম্ ॥ ১ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি শ্বাণামুর্দ্ধ-
রেতসাম্ । তন্মিল্লিক্কে তু সিদ্ধানি সিদ্ধেশ্বরমতঃ
স্মৃতম্ ॥ ২ ॥ গাহার্চয়ৈররো ভক্ত্যা সোপবাসো
জিতেন্দ্রিয়ঃ । সম্পূজ্য বিধিবদেবং দদ্যাৎপ্রেষু

স্থলে গমন করিবে । হে দেবি ! তদর্শনে মাহুয
কখন শোকভাজন হয় না । সপ্ত জন্ম পর্যন্ত
তাহার দারিদ্র্য দুঃখ থাকে না । প্রিয়ে ! ঐ অর্ক-
হল দর্শনে দশবিধ কুষ্ঠই নষ্ট হয় । কুরুক্ষেত্রে
শত গোদানে যে ফল হয়, অর্কহলে রবিদর্শনে
সেই ফলই হইয়া থাকে । ত্রিসকম তীর্থে স্নান
করিয়া সপ্ত রবিবার মহিবী দান করিবে । এইরূপ
কার্যে নয় দিব্য সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে বিহার করিতে
পারে ১—৫ ।

পঞ্চসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৫ ।

ষট্ সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি । অনন্তর অর্ক-
হলের অন্তিকোণে অনতিদূরস্থিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধে-
শ্বরাত্ম লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । অষ্টাদশ সহস্র
উর্দ্ধরেতা শ্বরি ঐ লিঙ্গে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন
বলিয়া পরবর্তী কালে উহা সিদ্ধেশ্বরাত্ম্যে অভিহিত
হইয়াছে । জিতেন্দ্রিয় উপবাসী নয় মাসান্তে ভক্তি-
পূর্বক যথাবিধি ঐ লিঙ্গের অর্চনা করিয়া

দক্ষিণাম্ । সর্বকামসমুদ্বক্ত স যাতি পরমং
পদম্ ॥ ৩ ॥

ইতি জীকান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্ সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্ত্বেষ পূর্বদিদগ্, তাগে লকুলী-
পশ্চ মুর্তিমান্ । অয়ং তিষ্ঠতি দেবেশি কৃষ্ণা ধোয়ং
তপঃ পুরা ॥ ১ ॥ সংহিতঃ পাশশমনে তত্র
স্থানে স্থলোপরি । কার্ত্তিক্যাঃ কৃত্তিকাযোগে যজ্ঞঃ
পূজয়তে নতঃ ॥ ২ ॥ স পূজাতে মহাদেবি সর্কে-
রপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৩ ॥

ইতি জীকান্দে লকুলীশমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৭ ॥

ঐক্সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি তন্মাদক্ষি-
ণতঃ স্থিতম্ । ভার্গবেশ্বরনামানং সর্কপাপপ্রশমনম্ ॥

অর্চনান্তে বিপ্রগণকে দক্ষিণা দিবে । এই
কার্যের ফলে সে সর্বকামসমুদ্বক্ত হইয়া পরম পদে
প্রয়াণ করিবে । ১—৩ ।

ষট্ সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৬ ।

সপ্তসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বোক্ত লিঙ্গের পূর্বদিকে
সাক্ষাৎ লকুলীশ দেব অবস্থান করিতেছেন । হে
দেবেশি । পুরাকালে কঠোর তপস্তা করিয়া তিনি
পাপ শমনার্থ তত্তত্ব স্থলোপরি নিজেই অবস্থিত
হইয়াছিলেন । কার্ত্তিক মাসের কৃত্তিকানক্ষত্রদিনে যে
নয় ভঁহার পূজা করে, সুরাসুর সকলের নিকটেই
সে পুজিত হইয়া থাকে । ১—৩ ।

সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৭ ।

ঐক্সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি । অনন্তর উক্ত
লিঙ্গের দক্ষিণদিকস্থিত ভার্গবেশ্বর নামক সকল

১ । যন্তঃ পূজয়তে দেবি দিব্যপুষ্পোপহারকৈঃ ।
স ভবেৎ কৃতকৃত্য সর্বকামৈঃ সমুদ্ভিতম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভার্গবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
সপ্তাধ্যায়িকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

একোনাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি লিঙ্গং
পাশপ্রাণশমম্ । সিদ্ধেশাদক্ষিণে কোণে ধনুস্বাং
জিতয়ে স্থিতম্ । মাণ্ডু্যেশ্বরনামানং মহাপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ মাঘে মাসে চতুর্দশ্যাং পূজাং জাগরণং
তথা । কুর্বাদ্যোহতিশ্রিয়ো মৰ্ত্যো ন স মৰ্ত্যো পুন-
ত্রজৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মাণ্ডু্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন-
াশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পশ্যেৎ পুষ্পদন্তে-
শ্বরং শুভম্ । পুষ্পদন্তেশ্বরো নাম গণেশঃ শঙ্করস্ত

দ্ব্যন্তরং লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । হে দেবি !
যে নয় দিব্য দিব্য পুষ্পোপহার দ্বারা এই লিঙ্গের
পূজা করে, সে কৃতকৃত্য হয় । তাহার সর্বকাম-
সমুদ্ভি লাভ হয় । ১—২ ।

অষ্টসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৮ ।

উনশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর সিদ্ধে-
শ্বরের দক্ষিণ কোণে ত্রিধনুস্বরে মাণ্ডু্যেশ্বর নামক
মহাপাতকহর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । যে
জিতেন্দ্রিয় মানব মাঘ মাসের চতুর্দশীতে ঐ লিঙ্গের
পূজা ও রাত্রি জাগরণ করে, তাহাকে আর এ
মৰ্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । ১— ।

উনশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৯ ।

অশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! ঐ স্থানেই শুভ
পুষ্পদন্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে । পুষ্পদন্ত নামে

তু ॥ ১ ॥ তেন তপ্তং তপ্তো ঘোরং তত্র লিঙ্গং প্রতি-
ষ্ঠিতম্ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা মৃত্যতে কল্কর্জস্যংসার-
বন্ধনাৎ । প্রাধুম্নদীপিতান্ কামানিহ লোকৈ-
পরত্র চ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পুষ্পদন্তেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাশীত্যা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮০ ॥

একাদশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ক্ষেত্রপে-
শ্বরমুত্তমম্ ॥ সিদ্ধেশ্বরসমীপস্থং পূর্বশিখরতিদূরতঃ ॥

১ ॥ তং দৃষ্ট্বা শুক্লপঞ্চম্যাং ন চ নাগৈঃ স দন্ততে ॥

২ ॥ পূজয়েন্তঃ বিধানেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥

ভোজয়েদ্ভাস্ত্রগণান্ শক্ত্যা ভক্ষ্যভোজ্যৈরনেকশঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ক্ষেত্রপালেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
াদশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮১ ॥

দ্বাদশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো মাতৃগণান্ পশ্যেদ্বসুন্দরাদি-
নামতঃ । অর্কশূলসমীপস্থান দক্ষিণে নাতিদূরতঃ ॥

শঙ্করের এক গণাধিনায়ক ঐ স্থানে ঘোর তপস্তা
করিয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । সেই লিঙ্গ দর্শনে
জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং ইহ পরকালে
ঐশ্বর্য লাভ করিয়া সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১—৩ ।

অশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮০ ।

একাদশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর সিদ্ধে-
শ্বরের পূর্বদিকে অনতিদূরস্থ উত্তম ক্ষেত্রপেশ্বর-
সমীপে গমন করিবে । শুক্ল পঞ্চমীদিনে ক্ষেত্রপে-
শ্বরকে দর্শন করিলে কদাচ নাগদন্ত হইতে হয় না ।
গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি তাহার পূজা করিতে
হয় এবং পূজান্তে বহুবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা যথা
শক্তি ভ্রাক্ষাদিগকে ভোজন করান কর্তব্য । ১—৩ ।

একাদশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮১ ।

দ্বাদশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অর্কশূলের সমীপে
দক্ষিণে অনতিদূরে বসুন্দরাদি নামক মাতৃগণকে

১। অশ্বযুক্তরূপক্ষে তু নবম্যাং নিয়তাস্থান।
যন্তাঃ পূজয়তে মাতৃর্ষিধিনা ভাবিতাস্থান। ২। স
সমুদ্রিমবাপোতি দুরাপামকৃতাস্থিতঃ। তত্রৈব
সংস্থিতঃ পশ্চেক্ষুধুং বিবরপ্রিয়ম্। ৩। তন্মিন্নেব
দিনে পূজ্যঃ সিক্কিকামৈর্নরৈঃ সদা। এতৎ পূর্যঃ
ময়াখ্যাতং তব বিস্তরতঃ প্রিয়ে। ৪। তন্মিন্নেব
দিনে পূজ্যঃ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ। ৫।

ইতি শ্রীকাল্পে বনুসন্দামাতৃগণশ্রীমুখবিবরমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম দ্বাদশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৮২।

ত্র্যাদীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি মিশ্রতীর্থমহু-
তমম্। ত্রিসঙ্গমেতি বিখ্যাতং সৌরং তীর্থমহুতমম্।
১। সরস্বতী হিরণ্যা চ সমুদ্রৈশ্চৈব ভামিনি। ত্রয়াণাং
সঙ্গমো যত্র তুঙ্গাপ্রাপ্য দৈবতৈরপি। ২। নন্দন
তত্র তীর্থানং প্রধানং তীর্থমুত্তমম্। সূর্য্যপর্ব্বণি
সম্প্রাপ্তে কুরুক্ষেত্রাধিশ্রিয়াতে। ৩। স্নানং দানং
জপস্তত্র সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ। ৪। মকী-
শ্বরায়হাদোব যাবন্নিজং কৃতশ্রমম্। এতন্মিন্নস্তরে

দর্শন করিবে। আধিনমাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী-
দিনে যে নিয়তাস্থা ভাবিতাস্থা নর ঐ মাতৃগণকে
বিধি মত পূজা করে, তাহার এমন সমুদ্রি লাভ হয়
যাহা অকৃতাস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ঐ
স্থানেই বিবরপ্রিয় শ্রীমুখ দর্শন করিবে এবং সিক্কি-
কামী নর ঐ দিবসেই তাহার পূজা করিবে।
হে প্রিয়ে। এই শ্রীমুখবৃত্তান্ত তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে
পূর্বেই তোমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলিয়াছি। ১—৫।

দ্বাদশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮২।

ত্র্যাদীত্যাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি। অনন্তর অল্পতম
মিশ্রতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ উত্তম সৌর-
তীর্থ; ইহা ত্রিসঙ্গমধায়ায় অভিহিত। হে ভামিনি।
সরস্বতী হিরণ্যা ও সমুদ্র এতদ্বয়ের সঙ্গম দেব-
গণেরও তুঙ্গাপ্রাপ্য। ইহা সর্ব্বতীর্থের প্রধান তীর্থ।
এই তীর্থ সূর্য্যপর্ব্বণে কুরুক্ষেত্র হইতেও বিশিষ্ট।
স্নান, দান, জপ, সর্গদর্শন হোমের কোটিগুণ হইয়া
থাকে। হে মহাদেবি। মকীশ্বর হইতে কৃতশ্রম

দেবি তীর্থানং দশকোটয়ঃ। ৫। কুমিকোটপতঙ্গাচ্
শপচা বা নরাধমঃ। সোহপি স্বর্গমবাপোতি কিং
পুনর্ভাবিতাস্থান। ৬। তত্র পীতানি বহ্মণি
কাকনং সুরভিত্তথা। ত্রাস্ত্রণায় প্রদাতব্যা সমাগ্-
যাত্রাকলেপুভিঃ। ৭। কুরুপক্ষে চতুর্দশাং স্নান-
যন্তর্পণে পিতৃন। তর্পিতাঃ পিতরন্তেন যাবচ্চন্দ্রাক-
তারকম্। ৮। এতদ্রিসঙ্গমং দেবি মহাপাতক-
নাশনম্। হর্লভং ত্রিষু লোকেষু বৈশাখ্যাস্ত বিশে-
ষতঃ। ৯। বুধোৎসর্গো বিশেষেণ তত্র কার্য্যো
নরোত্তমৈঃ। সপশাণবিনাশায় পিতৃণাং প্রীতয়ে
প্রিয়ে। ১০।

ইতি শ্রীকাল্পে ত্রিসঙ্গমমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্র্যাদী-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১৮৩।

চতুরশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি মকীশ্বর-
মহুতমম্। ত্রিসঙ্গমসমীপস্থং সর্ব্বপাতকনাশনম্।
মকী নাম ঋষিঃ পূর্ব্বমাসীৎ স তপতঃ
বরঃ। স চ জাহ্নবা মহাক্ষেত্রং প্রভাসং

লিঙ্গ পর্য্যন্ত এই তীর্থের বিস্তৃতি। এই তীর্থ-
মধ্যে দশকোটি তীর্থ বিদ্যমান। কুমি, কীট, পতঙ্গ
বা নরাধম শপচ—এ তীর্থবৈভবে সকলেই স্বর্গ-
প্রাপ্ত হয়। বাহারা ভাবিতাস্থা, তাহাদের আর
কথা কি? সম্যক যাত্রাকলেচ্ছ মানব এই তীর্থে
ত্রাস্ত্রণাদগকে পীত বস্ত্র, কাকন ও সুরভি দান
করিবেন। কুরুপক্ষীয় চতুর্দশীতে এ তীর্থে স্নান
করিয়া যে নর পিতৃপুত্রদিগের তর্পণ করে,
আচন্দ্রাকতারক তাহার পিতৃগণ তর্পিত হইয়া
থাকেন। হে দেবি। এই ত্রিসঙ্গম মহাপাতকহর
ত্রিলোকহর্লভ, বিশেষত বৈশাখে ইহা আরও হর্লভ।
নরশ্রেষ্ঠগণ এ তীর্থে সর্ব্ব পাপকালন ও পিতৃগণের
প্রীণনার্থ বিশেষরূপে বুধোৎসর্গ করিবেন। ১—১০।

ত্র্যাদীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৩।

চতুরশীত্যাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি। অনন্তর
ত্রিসঙ্গমসমীপস্থ সকল সুরভিত্তক মকীশ্বরসমীপ
গমন করিবে। পূর্বে মকী নামক ঋষি এই উত্তম
স্থান প্রভাস শতরশ্মির জালিয়া মহেশ্বর জ্যোতি-

শতরশ্মিয়ম্ । ২ । অতঃপাঠে তপো ঘোরঃ
কন্দমূলকলাশনঃ । বর্ষাণামমৃতং সাগ্রং প্রতিষ্ঠাপ্য
মহেশ্বরম্ । ৩ । ততঃশেষ্টো মহাদেবো দদৌ শ্রীতো
বয়ং তথা । স বজ্রে যদি তুষ্টোহসি অগ্নিন্ হানে
স্থিতো ভব । ৪ । মন্যামাক্তিলিঙ্গং বস কন্মায়ুত-
বৃত্তম্ । এবমস্তিত্যখ্যেত্যক্ষা তজ্জৈবাস্তরধীয়ত ।
৫ । তথাপ্রভৃতি তল্লিঙ্গং মন্মথীরমিতি ক্রতম্ ।
মাঘে মাসি ত্রয়োদশাঃ চতুর্দশাখ্যাপি বা । ৬ ।
পূজ্যাঃ পঞ্চোপচারণে প্রাপ্তুয়াদীপিতং কলম্ ।
গোদানং তত্র বৈ দেয়ং সম্যগ্ভাজাকলেপুভিঃ । ৭ ।

ইতি শ্রীকান্দে মন্মথীরমাহাশ্রাবর্ণনং নাম
চতুর্দশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮৪ ।

পঞ্চাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি দেবমাত-
রমবয়সম্ । মন্মথীরৈব তে ভাগে গৌরীরূপ-
সম্মিলিতম্ । দেবমাতা সরসভ্যা নাম লোকেষ্-
সীয়েতে । ১ । পাত্ৰকাসনসংহা চ তত্র দেবী সর-

পূরক কন্দমূলকলাশনে ঐ স্থানে সপাদ অমৃত বর্ষ-
কাল যাবৎ তপস্তা করিয়াছিলেন । অনন্তর মহা-
দেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বয়ঃ প্রদান করেন । মন্ম-
থ বলেন,—দেব যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ঐ
স্থানে অবস্থান করুন । মন্মথ নামাক্তি লিঙ্গরূপে
অমৃত অমৃত কল্পকাল ঐ স্থানে বাস করিতে
থাকুন । মহাদেব তাহাতে ‘এবমত’ বলিয়া তৎক-
ণাৎ সম্মুখিত হইলেন । সেই হইতে ঐ লিঙ্গ
মন্মথীর নামে বিখ্যাত হইল । মাঘমাসের ত্রয়ো-
দশী বা চতুর্দশীতে পঞ্চ উপচার দ্বারা ঐ লিঙ্গের
পূজা করিতে হয় । এইরূপ পূজায় উপ্ত কল
লাভ হইয়া থাকে । সম্যক ভাজাকলেপুস্ত্র ব্যক্তির
ঐ ক্ষেত্রে গোদান করা কর্তব্য । ১—৭ ।

চতুর্দশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৪ ।

পঞ্চাশীত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর, অবয়্যা
দেবমাতার নিকট গমন করিবে । মন্মথীরের
নৈকান্তভাগে দেবী দেবমাতা গৌরীরূপ ধারণ
করিয়া অবস্থিতঃ লোকে সরসভীর নামেই দেব-
মাতা জীতঃ হইয়া থাকেন । তথায় দেবী সরসভী

স্থতী । গৌরীরূপেণ সা তত্র বড়বাস্তিতবিপ্রহা । ২ ।
মাতৃবদ্রক্ষিতা দেবি বাড়বানলভীভিতঃ । দেব-
মাতেরি লোকেহ্মিস্ততঃ সা বিবুধৈঃ কৃতা । ৬ ।
মাঘে মাসি তৃতীয়ায়ঃ যন্তামর্চয়ন্তে নরঃ । নারী
বা সংযতা সাধ্বী সর্বান্ কামানবাধুয়াৎ । ৪ ।
দম্পতী ভোজয়েদ্যন্ত পায়সৈঃ শর্করাদিভিঃ । গৌরী-
সহস্রভোজ্যন্ত দন্তস্ত কলমাগুয়াৎ । ৫ । সুবর্ণ-
পাত্ৰকা দেয়া তত্র বিপ্রায় শীলিনে । ৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে দেবমাতৃগৌরীমাহাশ্রাবর্ণনং নাম
পঞ্চাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮৫ ।

ষড়দশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি নাগস্থান-
মহত্তমম্ । মন্মথীরাপশ্চিমে ভাগে সঙ্গমজিতয়ঃ
গতম্ । ১ । পাপহরঃ সর্বজন্তুনাং পাতালবিবরঃ
মহৎ । ২ । বলভদ্রঃ পুরা দেবি জ্ঞাতা বৃক্ষস্ত পঞ্চ-
তাম্ । ভন্নতীর্থে তু ভগ্নেন ততঃ প্রভাসমগতঃ ।
ক্ষেত্রঃ মহাপ্রভাবঃ হি জ্ঞাতা সর্বার্থসিদ্ধিম্ ।

পাত্ৰকাসনে অবস্থিতা, তিনিই গৌরীরূপে বড়বা-
সিতী, বড়বানলের ভয় হইতে দেবগণকে তিনি
মাতার স্তায় রক্ষা করিয়াছিলেন ; এই জগৎ বিবুধ-
গণ তাঁহাকে দেবমাতা নামে কীৰ্ত্তন করেন ।
মাঘমাসের তৃতীয়ায় যে নর বা সংযমীলা সাধ্বী-
নারী তাঁহার অর্চনা করে, তাহার সর্বকাম লাভ
করিয়া থাকে । যে নর পায়স কিবা শর্করাদির
দ্বারা তথায় দম্পতী ভোজন করায়, সে গৌরীসহস্র
ভোজনের কল লাভ করে । ঐ ক্ষেত্রে শীল-
দম্পতীর ভ্রাতৃগণকে সুবর্ণপাত্ৰকা প্রদান করিতে
হয় । ১—৬ ।

পঞ্চাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৫ ।

ষড়দশীত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর, মন্মথীর-
রের পশ্চিমে ত্রিসঙ্গমগত উত্তম নাগস্থানে গমন
করিবে । ঐ স্থান সর্গ জীবের পাপহর এবং
ইহা একটা বৃক্ষ পাতালবিবরঃ হে দেবি ।
পূর্বে ভন্নতীর্থে ভগ্নদ্বারে বৃক্ষ পঞ্চক পাইয়াছেন
তিনিই বলভদ্রঃ প্রভাসক্ষেত্রে ভ্রাতৃগমন করেন এবং
সেই ক্ষেত্রের সর্ব-সিদ্ধিজনক ও মহামাহাত্ম্য

যাদবানাং কয়ং কৃষা ততো বৈরাগ্যমে-
বিবান্ ৪ । শেবনাগেশরূপেণ নিজ্জমা ৫ শরী-
রতঃ । গচ্ছন গচ্ছন্তস্যাপ্রাপ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যমং-
পরম্ ৬ ৷ পাতালস্ত তদা দৃষ্ট্য দ্বারঃ বিবররূপ-
কম্ । প্রবিষ্টোহথ জগামাত যজ্ঞানন্তঃ স্বয়ং স্থিতঃ ।
৬ ৷ যতো নাগস্বরূপেণ স্তানেহস্মিন্ সন্নিবিষ্টঃ ।
তৎপ্রভুভ্যেব দেবেশি নাগস্থানমিতি জ্ঞতম্ ৭ ৷
নাগরাদিত্যপূর্বেণ যজ্ঞ কায়ে বিসর্জিতঃ । তদদ্যাপি
প্রসিক্ ভৈ শেবস্থানমিতি জ্ঞতম্ ৮ ৷ অতঃ স্নাত্বা
মহাদেবি তজ্জ তীর্থে ত্রিসন্ধমে । নাগস্থানং সমতল্য
পঞ্চম্যামকৃত্যশনঃ ৯ ৷ জ্ঞানং কৃষা যথাশক্ত্যা
দ্বা বিপ্রায় দক্ষিণাম্ । বিমুক্তঃ সর্বভুংধেভ্যো
কুত্রলোকং স গচ্ছতি ১০ ৷ পায়সং মধুসমিশ্রং
ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সমবিতম্ । শেবনাগং সমুদ্ভিক্ত
বিপ্রং যতজ্ঞ ভোজয়েৎ । কোটিভোজ্যকৃতং তেন
জায়তে নাজ সংশয়ঃ ১১ ৷

ইতি ঐকাদে নাগস্থানমাহাত্ম্যবর্ণনঃ নাম ষড়্ভী-
ত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৮৬ ৷

অবগত হন । অনন্তর যাদবগণের কয় সাধনে
তিনি বৈরাগ্য লাভ করেন । পরে বলভদ্র
শেবনাগরূপে শরীর হইতে নিজ্জমপূর্বক
যাইতে যাইতে ঐ পরম সঙ্গম তীর্থ প্রাপ্ত হন ।
তখন এক বিবররূপী পাতাল দ্বার তাঁহার দৃষ্টিপথে
পতিত হয় । তিনি সেই পথে প্রবেশ করিয়া
সাক্ষাৎ অনন্তের অবস্থিতিস্থানে গমন করেন ।
হে দেবি ! বলরায় নাগরূপে এই স্থান দিয়া
প্রবেশ করিয়া ছিলেন বলিয়া তখন হইতে ইহা
নাগস্থান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । নাগরাদিত্যের
পূর্বে যথায় তাঁহার দেহবিসর্জন হইয়াছিল,
তালা অদ্যাপি শেবস্থান নামে অভিহিত হই-
তেছে । অতএব হে মহাদেবি ! ঐ ত্রিসন্ধমতীর্থে
স্থান করিয়া উপবাসী নর পঞ্চমীতে নাগস্থানের
অর্জনা, তথায় শ্রদ্ধা এবং যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে
দক্ষিণা দান করিয়া সর্বভুংধ হইতে মুক্ত হইবে এবং
অন্তে কুত্রলোকে গমন করিবে । যে ব্যক্তি ঐ
স্থানে ভক্ষ্য-ভোজ্য-সমবিত মধুসমিশ্র পায়স—শেব
নাগোদ্দেশে একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তাহাতে
তাঁহার কোটিব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ হয় ১১-১১।
ষড়্ভীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৬ ৷

সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি সর্ব-
কামকলপ্রদম্ । প্রভাসপঞ্চকং পুণ্যমাত্যং তজ্জ
ব্যবস্থিতম্ ১ ৷ তন্ত্বেব পশ্চিমে ভাগে প্রভাস ইতি
চোচ্যতে । বৃদ্ধপ্রভাসস্ত ততো দক্ষিণে নতিদূরতঃ ।
২ ৷ জলপ্রভাসস্ত ততো দক্ষিণে বরাননে ।
কৃতশ্রমপ্রভাসস্ত শ্মশানং যজ্ঞ ভৈরবম্ ৩ ৷ এবং
পঞ্চপ্রভাসান্ যঃ পশ্যেত্তজ্জা সমবিতঃ । স যাতি
পরমং স্থানং জরামরণবর্জিতম্ ৪ ৷ ন নিবর্ততি
যৎপ্রাপ্য হুপ্রাপ্যং ত্রিদশৈরপি । প্রভাসঃ প্রথমং
তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ৫ ৷ দেবানামপি
হুপ্রাপ্যং মহাপাতকনাশনম্ । প্রভাসে বৈকরাজ্যেণ
অমাবস্তাং কৃতোদকঃ ৬ ৷ মৃত্যুতে পাতকৈঃ
সর্বৈঃ শিবলোকং স গচ্ছতি । সপ্তজন্মকৃতং
জ্ঞাপং গঙ্গাসাগরসঙ্কমে ৭ ৷ জয়নাং ৫ সহস্রেণ
যৎ পাপং কুরুতে নরঃ । স্নানাদেবাত্ত নষ্টেত
সাগরে কুলবণাভিসি ৮ ৷ চতুর্দশীমমাবস্তাং
পঞ্চদশাং বিশেষতঃ । অহোরাত্নোবিতো কৃষা
ব্রাহ্মণান্ ভোজ্য শক্তিভঃ ৯ ৷ দ্বা গাং কাকনং
তেভ্যঃ শিবঃ প্রীতো ভবস্থিতি । এবং কৃষা নরো

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর সর্ব
কামকলপ্রদ পবিত্র প্রভাসপঞ্চকে গমন করিবে ।
প্রথমে আদ্য প্রভাস, তৎপশ্চিমে প্রভাস, তদনন্তর
বৃদ্ধ প্রভাস, তাহার দক্ষিণে অনতিদূরে জলপ্রভাস
এবং ইহার দক্ষিণভাগে তীর্থ শ্মশানযুক্ত কৃতশ্রম
প্রভাস । যে ব্যক্তি তত্তিসংকারে এই পঞ্চপ্রভাস
দর্শন করে, তাহার জরামরণবর্জিত পরমশুভ লাভ
হয় ; সে আর সে পদ হইতে নিবৃত্ত হয় না ।
তাঁহার প্রাপ্য পদ দেবগণেরও মুক্ত । প্রথম প্রভাস
তীর্থ ত্রিলোকবিজ্ঞত । এই মহাপাতকহর তীর্থ দেব-
গণেরও মুক্ত । প্রভাসে একবার অবস্থান করিয়া
অমাবস্তায় তর্পণ করিলে মানব সর্বগাপ হইতে
মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে । গঙ্গাসাগর-
সঙ্কমে মানবের সপ্তজন্মার্জিত পাতক নষ্ট হয় ।
আর লবণসাগরে স্নানমাত্রেই মনুষ্যের সপ্তজন্ম-
ার্জিত পাপ প্রকট হইয়া থাকে । চতুর্দশী, অমাবস্তা,
বিশেষতঃ পূর্ণিমায় অহোরাত্র উপবাস করিয়া যথা
শক্তি ব্রাহ্মণভোজনাতে শিব প্রীত হইলে এই
বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গাভী ও কাকন দান করিবে ।

দেবি কুলানাং তায়ৈচ্ছতম্ ॥ ১০ ॥ দেবাবাচ ।
প্রভাসপঞ্চকং হেতদ্যবয়বায় পরিকীৰ্ত্তিতম্ । কথমত্র
সমুৎতমেতয়ে কৌতুকং মৎ ॥ ১১ ॥ এক এব
অতোহস্মাভিঃ প্রভাসস্তীৰ্ণবাসিতঃ । প্রভাসাঃ
পঞ্চ দেবেশ যস্যায় পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১২ ॥ এতয়ে
সংশয়ঃ সর্বঃ যথাবদ্বক্তুমহীসি ॥ ১৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথং পাপপ্রণাশনৌম্ । যাং
জ্ঞানমানবো ভক্ত্যা প্রাপ্নোতি পরমায় গতিম্ ॥ ১৪ ॥
পুরা মহেশ্বরো দেবশচারণ বনুধামিনাম্ । দিব্য-
রূপধরঃ কান্তো দিখাসাঃ সযদৃচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥ এবং চ
রমমাগতঃ স্বাধীনাশ্রমঃ মৎ ॥ জগাম কৌতুকাবিষ্টো
ভিকারঃ দারুকে বনে ॥ ১৬ ॥ ভ্রমমাগতঃ তস্তাধ
দৃষ্টৌ রূপমহত্তমম্ । তা নার্যাঃ কামসন্তপ্তা বভূবু-
র্বাধিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥ সাহসরাগাস্ততঃ সৰ্বা
অহুগচ্ছন্তি তং সদা । সমালিঙ্গন্তি তাঃ কান্দিং
কান্চ বীকন্তি রাগতঃ ॥ ১৮ ॥ প্রার্থয়ন্ত তথা চান্তাঃ
পারিত্যজ্য গৃহান শকান ॥ ১৯ ॥ এবং তালাং
স্বরূপং তে দৃষ্টৌ সর্বৈ মন্থয়ঃ । কোপিন মহতা

হে দেবি! নয় এইরূপ করিয়া তাহার শতকুল
উদ্ধার করিতে পারে ॥ ১-১০ ॥ দেবী কহিলেন,—
আপনি যে প্রভাসপঞ্চকের কথা কহিলেন,—
ইহা কিরূপে উদ্ধৃত হইল, তাহা আমার
নিকট প্রকাশ করুন ॥ হে দেবেশ! আমার
ভীর্ণরূপে একই প্রভাসের কথা শুনিয়াছি,
আপনি এক্ষণে পঞ্চ প্রভাসের কথা কহি-
লেন ॥ ইহা আমার বড়ই সংশয়ের বিষয় ।
আপনি যথাবদ্ব্যক্ত করুন ॥ ঈশ্বর কহিলেন,—
দেবি! পাপপ্রণাশিনী কথা শ্রবণ কর । মানব
ভক্তিপূর্বক ইহা শ্রবণে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া
ধাটিক । পুরাকালে দেব মহেশ্বর দিব্যরূপধর কম-
লীষদিগবদ্ব্যকরণে যদৃচ্ছাক্রমে সমগ্র বনুধা বিচরণ
করেন ॥ এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে তিনি
একলা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া ভিকার দারুকে অধি-
গণের আশ্রমে গমন করিলেন ॥ আশ্রমে ভ্রমণ
কালীন অধিগণীরা তাহার অপরূপ দেখিয়া কাম-
সন্তাপে বিকলোদ্ভূত হইয়া পড়েন ॥ তাহার অঙ্গরাগ-
ভায় সকলেই সেই লিঙ্গবদ্ব্যকরণে অঙ্গসরণ করেন ।
তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে জ্ঞানীয়া ধরেন,
কেহ কেহ বা তৎপ্রতি সাহসরাগ দৃষ্টিনিক্ষেপ
করেন, অপর কেহ কেহ স্ব স্ব পুত্র পরিত্যাগ
করিয়া একান্তভাবে তাঁহাকেই আর্শনা করেন ॥

যুক্তাঃ শেপুস্তং বৃষভধ্বজম্ ॥ ২০ ॥ স্বাস্থ্যঃ নগ্নতা-
মেতা আশ্রমেহস্মিন্ সমাগতাঃ । মোহহানঃ স্রিয়ো-
হস্মাকং লজ্জাঃ নৈবঃ করোষি চ । তস্মাশ্চে পততা-
ল্লিঙ্গং সদা এব বৃষধ্বজ ॥ ২১ ॥ ততস্তৎ পতিতং
লিঙ্গং তৎক্ষণাচ্ছব্রজ চ ॥ তস্মিন্ প্রপতিতে ভূমৌ
প্রাকম্পত বনুধর ॥ ২২ ॥ স্তুতিভাঃ সাগরাঃ সর্বৈ
মধ্যাদাঃ বিজহন্তদা । শীর্ণানি গিরিশৃঙ্গানি ক্রান্তাঃ
সর্বৈ দিবৌকসঃ ॥ ২৩ ॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ
সমহোরগকিররাঃ । উচুঃ পিতামহং গম্বা কিমেতৎ
কারণং বিতো ॥ ২৪ ॥ সাগরাঃ স্তুতিভা যেন
প্রাবয়ন্তি বনুধরম্ । শীর্ণান্তে গিরিশৃঙ্গানি কম্পন্তে
চ বনুধর ॥ ২৫ ॥ চিহ্নানি লোকনাশায় দৃষ্টান্তে
দারুপানি চ । তেবাং তথচনং জ্ঞানী ব্রহ্মলোক-
পিতামহঃ ॥ ২৬ ॥ ব্যাসা তু স্তুচিরং কালং বাক্য-
মেতদ্বাচ হ । শিবলিঙ্গং নিপতিতং পুথিব্যাং সুর-
সন্তপাঃ ॥ ২৭ ॥ শাপেন স্বধিমুখ্যাণাং জগৎবানঃ
মহাস্থানাম্ । তস্মিন্ প্রপতিতে ভূমৌ ব্রহ্মলোক্যঃ
সচরাচরম্ ॥ ২৮ ॥ এতদবস্থতাঃ প্রাপ্তং তস্মান্ত-
জৈব গম্যতাম্ । বিষ্ণুনা সহ গীর্ধাণাস্থতা নীতি-

অধিগণ পত্নীগণের এবাধিধ ভাববিপর্যয় দেখিয়া
মহাকোপান্বিত হন এবং বৃষধ্বজকে এইরূপে
অভিসম্পাত করেন যে, ভূমি নগ্নবস্ত্রায় আমাদের
আশ্রমে আসিয়া, আমাদের ভাষ্যাদিগকে মোহিত
করিয়াছে, লজ্জা কিছুমাত্র কর নাই, অতএব সদাই
তোমার লিঙ্গ পতিত হোক । অধিগণ এইরূপ অধি-
সম্পাত করিলে শব্দরের লিঙ্গ ভূপতিত হইল ।
লিঙ্গপতনে বনুধা কম্পিত হইলেন; সাগর সকল
স্তুভিত হইয়া মধ্যাদা উলঙ্ঘন করিল; গিরিশৃঙ্গ
সকল শীর্ণ হইল এবং দেবগণ অস্ত্র হইলেন ।
অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ ও কিরগণ
পিতামহমুখে গমন করিয়া বলিলেন,—
বিতো! একি! সাগর সকল কোতিত হইয়া
বনুধা প্রাবিত করিল; গিরিশৃঙ্গ সকল
শীর্ণ হইল; বনুধা কম্পিত হইলেন; কলতঃ
লোকসংহারের সাক্ষ্য চিহ্ন সকলই দেখা
যাইতেছে ॥ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য
শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল ধ্যান করিলেন । ধ্যানান্তে
বলিলেন,—হে সুরজ্যৈষ্ঠগণ! ভূগবৎশীর্ণ মহাক্ষ
অধিগণের অধিগণ বশতঃ পুথিবীতে শিবলিঙ্গ
পতিত হইয়াছে ॥ সেই লিঙ্গপতনে চরাচর
ব্রহ্মলোক্য একদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ অতএব

কিঁদীরতাম্ ॥ ২৯ ॥ ততঃ কীরোদধিঃ জম্বুদ্বীপাদ্যা
জিদিবোকসঃ ॥ যত্র শেতে চতুর্দ্বার্ষ্যেপমিত্রাক
সক্ৰতঃ ॥ ৩০ ॥ তন্মৈ সর্ষঃ সযাচ্যাদ্যেতেনৈব সহি-
তান্ততঃ ॥ জম্বুদ্বীপে মহাদেবো নিলেন রহিতো
বিভূঃ ॥ ৩১ ॥ উচুঃ সমাহিতাঃ সর্ষে প্রণিপত্য
দিবোকসঃ ॥ ৩২ ॥ লিঙ্গমুৎকিণ্যাতামেতদযং
কিতৌ পতিভং বিভো ॥ এতে মহার্ণবাঃ সর্ষে
প্রাবয়ন্তি বনুস্তরাম্ ॥ ৩৩ ॥ ভগবান্য়বাচ ॥ ঋষিভিঃ
পাতিভঃ হেতনয় লিঙ্গং সুরেশ্বরঃ ॥ ন তু শক্যো
মহা কৰ্ত্ত্বং বাধস্তেবাঃ মহান্বনাম্ ॥ ৩৪ ॥ শাপো
হি ভার্গবেশ্রাণামতো মে ক্ষয়তাং বচঃ ॥ পূজয়ধ্বং
সুরাঃ সর্ষে ব্রহ্মবিষ্ণুপুত্রসরাঃ ॥ ৩৫ ॥ লিঙ্গ-
মেতন্ততঃ সর্ষে সর্ষং লপ্যাহ সন্তমাঃ ॥ প্রকৃতিঃ
সাগরাঃ সর্ষে যাক্তস্তি গিরয়ন্তথা ॥ ৩৬ ॥ এতৎ
পুণ্যতমে ক্ষেত্রে হৃদা সর্ষে সমাহিতাঃ ॥ অথো-
দ্ধতা সুরাঃ সর্ষে প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥
তজ্জৈব নিদধুঃ সর্ষে ততঃ পূজাং প্রচক্রিরে ॥

সেই স্থানেই গমন কর। হে গৌরীশগণ! তোমরা বিষ্ণুর সহিত সেই স্থানে গিয়া যেরূপ নীতি অলোচনা করা উচিত, তাহা কর। অনন্তর ব্রহ্মাদি ত্রিদশগণ সকলেই কীর-সাগরে যথায় চতুর্দ্বার্ষ্য বিষ্ণু যোগনিদ্রাবলম্বনে শয়ন করিয়াছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া যথায় লিঙ্গবিরহিত ভগবান্ মহাদেব অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তাঁহার তথায় গিয়া সকলেই প্রণিপাতপূর্বক মহাদেবকে বলিলেন—হে বিভো! আপনার কিতিলগত লিঙ্গ উত্তোলন করুন। এই দেখুন, ইহারই জন্ত এই সকল মহার্ণব বনুস্তর প্রাবিত করি-তেছে। ভগবান্ কহিলেন,—হে সুরেশগণ! আমার এই লিঙ্গ ঋষিগণ পাতিত করিয়া-ছেন। আমি সেই সকল মহাত্মার কথার অন্তথা করিতে পারিব না। ইহা ভার্গবেশ্রাণের অভিলাষের কল। অতএব হে ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখ সুরগণ! আপনারা আমার এই লিঙ্গ পূজা করুন। এই লিঙ্গপূজার কলে সকলেই মনোভীষ্ট লাভ করিতে পারিবেন। সাগর ও শৈল সকলও প্রকৃতি হইবে। আপনারা সমাহিত হইয়া এই পুণ্য-তম ক্ষেত্রে লিঙ্গপ্রার্থনপূর্বক পূজা করুন। অনন্তর সুরগণ সকলেই লিঙ্গপ্রার্থনপূর্বক প্রভাসক্ষেত্রে

ব্রহ্মণা পূজিতঃ লিঙ্গং বিষ্ণুনা প্রসন্নবিষ্ণুনা ॥ ৩৮ ॥ শক্রেণাথ কুবেরেণ যমেন বরুণেন চ ॥ উচুশ্চৈব ততো দেবা লিঙ্গং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৯ ॥ অন্য-প্রভৃতি রুদ্রস্ত লিঙ্গং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ভবিষ্যামো ন সন্দেহস্তথা পিতৃগণাশ্চ যে ॥ ৪০ ॥ য এনঃ পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিমুক্তাশ্চ মানবাঃ ॥ যাক্তস্তি তে সুরাবাসং সশরীর্য নরোত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥ অজৈব প্রথমং লিঙ্গং যতোহহ্মাভিঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ প্রভাসং নাম চাক্ষাপি প্রভাসোক্ত ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥ এবমুকা গতাঃ সর্ষে ত্রিদিবং সুরসন্তমাঃ ॥ তং দৃষ্ট্বা ত্রিদিবং যাক্তি ভূয়াসঃ প্রাণিনো ভূবি ॥ ৪৩ ॥ ততঃ ত্রিবিষ্টপং ব্যাপ্তং বহুভিঃ প্রাণিভিঃ প্রিয়ে ॥ তদ্বৃষ্ট্বা ত্রিদিবং ব্যাপ্তং সহস্রাকঃ সুরাঃ ॥ ৪৪ ॥ জাহা লিঙ্গ-প্রভাবং তু ততশ্চাগত্য ভূতলম্ ॥ বজ্রগোচ্ছাদয়-মাস সমস্তাং প্রাণী বহ্নাননে ॥ ৪৫ ॥ ততঃ প্রভৃতি নো দেবি স্বর্গং গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ প্রভাসস্ত মহোদয়ঃ ॥ সর্বপাপোপশমনঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রভাসপঞ্চকমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

আগমন করিলেন এবং তথায় তাহা স্থাপন করিয়া সকলেই পূজা করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, একে একে সকলেই পূজা করিলেন। ভক্তিভরে লিঙ্গার্চনার পর সকলেই বলিলেন,—অন্য হইতে ভক্তিভরে রুদ্রলিঙ্গ পূজা করিয়া আমরা নিশ্চিতই নিরাপদ হইব। এই লিঙ্গপূজায় পিতৃগণও পরিতুষ্ট হইবেন। যে সকল মানব ভক্তিমুক্ত হইয়া এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহারা সশরীরে স্বর্গে যাইবে। আমরা এই স্থানেই প্রথম লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিলাম। অন্য হইতে এই স্থান প্রভাস নামে প্রখ্যাত হইবে। এই কথা বলিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ ত্রিদিব-ধামে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের প্রতি-ষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শন করিয়া বহু প্রাণী স্বর্গে যাইতে লাগিল। হে প্রিয়ে! এই ঘটনায় স্বর্গ স্থান বহু প্রাণী দ্বারা পরিবাণ্ড হইল। তখন দেবরাজ স্বর্গভূমি প্রাণিপরিবৃত দেখিয়া হৃদিত হইলেন এবং লিঙ্গের প্রভাব অবগত হইয়া ভূতলে আগমনপূর্বক স্বীয় বজ্র দ্বারা লিঙ্গাধিষ্ঠিত স্থানের চতুর্দিক আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। হে দেবি! তখন হইতেই মানবেরা আর সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে

অষ্টাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি তত্র স্থানে
তু সংস্থিতম্ । কৃত্তেবরেনাতিমানং বহুভুতং ধরা-
তলে ॥ ১ ॥ আদিপ্রভাসাৎ পুরতো বহুবাং জিতবে
স্থিতম্ । কৃত্তেব ধ্যানমাহ্বায় যং তেজস্তত্র যোজি-
তম্ ॥ ২ ॥ ততো কৃত্তেবরং নাম সৰ্বপাতকনাশনম্ ।
তং দৃষ্টী পূজয়িত্বা চ সৰ্বান কামানবাগ্ধুয়াৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে কৃত্তেবরমাহ্বায়াবর্ণনং নামাষ্টাশীত্য-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮ ॥

একোনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্তৈব পশ্চিমে ভাগে নাতি-
দূরে ব্যবস্থিতা । চণ্ডিকা কৰ্ম্মমৌলী চ যোগিনী-
কোটিসংযুতা । শীঠজয় মহাদেবি আদ্যং ত্রৈলোক্য-
বন্দিতম্ ॥ ১ ॥ নবম্যাং তত্র সম্পূজ্য দেবীশীঠক

পারিল না । এই আমি প্রভাসের মহোদয় সংক্ষেপে
বলিলাম । ইহা সৰ্বপাপহর ও সৰ্বকাম
কলপ্রদ ॥ ১১—৪৬ ॥

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর তত্রত্য
স্বয়মুৎপন্ন কৃত্তেবরনামধেয় লিঙ্গসমীপে গমন
করিবে । এই লিঙ্গ আদি প্রভাসের সমুখে ত্রিধস্থ
ব্যবধানে অবস্থিত । সাঁকায় ক্রয় ধ্যানাবলম্বন-
পূৰ্ব্বক তথায় স্বীয় তেজ যোজিত করিয়াছিলেন ।
এইজন্ত কৃত্তেবর নামক সৰ্বপাতকহর লিঙ্গ দর্শন ও
অর্চন করিলে সৰ্বকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১—৩ ॥

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৮ ॥

উননবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! কৃত্তেবরের
পশ্চিমদিকে অনতিদূরে কোটিযোগিনীপরিবৃত্তা
কৰ্ম্মমৌলী নারী চণ্ডিকা বিরাজমানা । আর এই
স্থানে তিনটি শীঠ আছে । এই শীঠজয় ত্রৈলোক্য

যোগিনীম্ । স সৰ্বান প্রাপুয়াৎ কামান্ তথৈৎ
স্বর্গাঙ্গনাশ্রিত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে কৰ্ম্মমৌলীমাহ্বায়াবর্ণনং নাট্টকোন-
নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি তত্র
মুক্তিপ্রদং হরিম্ । প্রভাসান্নৈখং তে ভাগে নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ একাদশাং জিতাহারো যন্তং দেবি
প্রপূজয়েৎ । মাঘে মাসি বিশেষেণ সোহরিটৌম-
কলং লভেৎ ॥ ২ ॥ যন্তজ্ঞানশ্রমং কুৰ্যাদ্ ব্রতং
চান্নায়াগাদিকম্ । সোহন্ততীর্থাৎ কোটিভগং প্রাপু-
য়াৎ কলমীপিতম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে যোক্তব্যমিমাহ্বায়াবর্ণনং নাম
নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি অজী-
গর্ভেবরং হরিম্ । চন্দ্রবাসীসমীপস্থং কৰ্ম্মমৌলীসমী-
বন্দিত আদ্য শীঠ । নবমী তিথিতে এই দেবীশীঠ
ও যোগিনীগণের পূজা করিলে মানব সৰ্ব কামনা
লাভ করিয়া স্বর্গাঙ্গনা-প্রিয় হয় ॥ ১২ ॥

উননবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
মুক্তিপ্রদ হরি-সমীপে গমন করিবে । এই তীর্থ
প্রভাসক্ষেত্রের নৈঋত কোণে অনতিদূরে অবস্থিত ।
যে জিতাহার মানব একাদশী তিথিতে বিশেষতঃ মাঘ
মাসে এই দেবের পূজা করে, সে অরিটৌমকল
লাভ করিয়া থাকে । যে জন এখানে অনাহারে
চান্নায়াগাদি ব্রত করে, সে অজ্জ তীর্থের কোটিভগ
উপিতকল প্রাপ্ত হয় ॥ ১—৩ ॥

নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
অজীগর্ভেবর হরসমীপে গমন করিবে । যেরূপ

পতঃ । ১ । তত্ৰাং জ্ঞান্ মহাদেবি যন্তল্লিঙ্গং
প্রপূজয়েৎ । স যুক্তঃ পাতকৈর্ঘোরৈর্গচ্ছেদ্বিবশদং
মহৎ । ২ ।

ইতি জীকান্দে অজীগর্ভেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
কনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১১ ।

বিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়হাদেবি বিশ্বকর্ম-
প্রতিষ্ঠিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি মোক্ষদায়িন
উত্তরে । ১ । ধ্বংসং পঞ্চকে দেবি হিতং পাতক-
নাশনম্ । ২ । তং দৃষ্ট্বা মানবঃ সমাগৃহ্যত্ৰাকলম-
বাপুহ্যৎ । বাচিকং মানসং পাপং দর্শনাস্তত
নশতি । ৩ ।

ইতি জীকান্দে বিশ্বকর্মেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
বিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১২ ।

বিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়হাদেবি যমে-
শ্বরমহত্তমম্ । তন্ত্বেষ নৈখতে ভাগে নাতিদূরে

অজীগর্ভেশ্বর চন্দ্রবাসীসমীপে কশ্ম্মমোটী-সন্নিধানে
অবস্থিত । যে নর এই চন্দ্রবাসীতে স্নান করিয়া
অজীগর্ভেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, সে ঘোর পাতক
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহৎ শিবলোকে গমন
করিয়া থাকে । ১১২ ।

একনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১১ ।

বিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অতঃপর মানব
বিশ্বকর্মপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে ।
এই লিঙ্গ মহাপ্রভাব, পাপনাশন এবং মোক্ষদায়ী
উত্তরে পাঁচ ধ্বংস ব্যবধানে অবস্থিত । এ লিঙ্গ
কর্ষণ করিলে মানব সম্যক যাত্রাকল লাভ করে
এবং তাহার বাচিক ও মানসিক পাপ বিনষ্ট হয় । ১-৩
বিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১২ ।

বিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অতঃপর মানব
অহুত্তম যমেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই

ব্যবস্থিতম্ । ১ । দর্শনাৎ পাপশয়নং সর্বকাম-
কলপ্রদম্ । ২ ।

ইতি জীকান্দে যমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম জিনব-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৩ ।

চতুর্নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়হাদেবি লিঙ্গং
দেবৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । জ্ঞান্ প্রভাবং ক্ষেত্রস্ত সর্ব-
পাতকনাশনম্ । ১ । তত্র কৃষা তপশ্চোদ্রাং লিঙ্গং
দেবৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি কৃত-
কৃত্যঃ প্রজায়তে । ২ । গোদানং তত্র দেহং তু
জ্ঞান্বে বেদপারগে । সম্যকম লভতে দেবি যাত্রায়াঃ
কলমুর্জিতম্ । ৩ ।

ইতি জীকান্দে যমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুর্নব-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৪ ।

পঞ্চনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো বৃদ্ধপ্রভাসজ গচ্ছেচ্চ
নিয়তাস্থান আদিপ্রভাসাদক্ষিপতো নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ । ১ । চতুর্মুখং মহালিঙ্গং দর্শনাৎপাপ-

লিঙ্গ পুরোক্ত নিলয়ের নৈখতে কোণে অনতিদূরে
অবস্থিত । দর্শনমাত্রে এই লিঙ্গ পাপ নাশ করিয়া
সর্বকাম কলপ্রদান করিয়া থাকেন । ১১২ ।

জিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৩

চতুর্নবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! অতঃপর মানব
ক্ষেত্রপ্রভাব অবগত হইয়া সর্বপাতকনাশন দেবগুণ-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই স্থানে
তপস্বী ও লিঙ্গ দর্শন করিয়া মানব কৃতকৃত্য হইয়া
থাকে । এই ভাবে বেদপারগ জ্ঞানগগণকে গোদান
করিলে মানব সম্যকযাত্রা কলভোগী হয় । ১—৩

ক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৪ ।

পঞ্চনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
নিয়তাস্থা হইয়া বৃদ্ধ প্রভাসকেদ্রে গমন করিবে ।
এই ক্ষেত্র আদি প্রভাসের দক্ষিণে অনতিদূরে

নাশনম্ ॥ ১ ॥ জীদেব্যাচ। কথং বুদ্ধপ্রভাসং
তু নাম তস্তাভবৎপ্রভো। তস্মিন দৃষ্টে কলং কিং
সংকল্পে সঙ্কল্পিতো তথা ॥ ৩ ॥ এতৎকথয়
মে দেব সংকল্পপারিত্যস্তরাৎ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর
উবাচ। আদৌ স্বায়ম্ভুবে দেবি পূৰ্ণমবন্তরে
পুরা। ত্রোতায়ুগে চতুর্থে তু প্রভাসে ক্ষেত্র
উত্তমে ॥ ৫ ॥ তস্মিন কালে মহাদেবি পূৰ্ণ-
মবন্তরে পুরা। ত্রোতায়ুগে চতুর্থে তু স্বয়-
ম্ভুজ সঙ্কল্পাঃ ॥ ৬ ॥ দর্শনার্থং প্রভাসস্ত উত্তরা-
পথগামিনঃ। তং দৃষ্ট্বাচ্ছাদিতং দেবং বজ্রেন তু মহে-
ষরি ॥ ৭ ॥ বিষাদং পরমং জঘূর্ষাক্যং চেদমখা-
ত্রবন। অদৃষ্টা শাক্তরঃ লিঙ্গং ন যাস্তামো বয়ং
গৃহম্ ॥ ৮ ॥ স্বর্গাখিনি বয়ং প্রাপ্তা মহদধ্বানমেব
হি। তস্মাদনৈব তিষ্ঠামো যাবল্লিঙ্গ দর্শনম্ ॥ ৯ ॥
এবম্বে নিশ্চয়ং কৃৎস্না পরশ্মিঃ সিসি হিতাঃ।
বর্ষাখাকালগা কৃৎস্না হেমন্তে সলিলাশ্রয়াঃ ॥ ১০ ॥
পক্ষায়াসাদনা ঐশ্রে নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ। বহু
বর্ষগণান বিপ্রা জরাগ্রস্তাস্তদাভবন ॥ ১১ ॥ এবং
বুদ্ধসমাপরা যদা তে বরবর্ণিনি। ছন্দ্যমানা বরেষু

তু শক্রেণ মহাত্মনা ॥ ১২ ॥ লিঙ্গস্ত দর্শনং যুক্তান
তেহস্তং বজ্রিণে বরম্ ॥ ১৩ ॥ তেষাস্ত নিশ্চয়ং
জ্ঞান সর্বেষাং বৃষভধ্বজঃ। অম্বকম্পাপন্নো কৃৎস্না
খলিঙ্গং তানদর্শয়ৎ ॥ ১৪ ॥ এতদ্বিরেব কালে তু
ভিষা চৈব বস্তুস্বরাম্ ॥ ১৫ ॥ উখিতং সহসা লিঙ্গং
তদেব বরবর্ণিনি ॥ ১৬ ॥ অসমন্তে চ তং দৃষ্ট্বা সর্বে
চ ত্রিদিবং গতঃ। অথ তেযু প্রয়াতেষু শক্রেণ শত-
মনা হতুৎ ॥ ১৭ ॥ তমপি ছাদয়ামাস বজ্রেন শত-
পক্ষা ॥ ১৮ ॥ বুদ্ধভাবে যতন্তেষামুখীণাং দর্শনং
গতঃ। অতো বুদ্ধপ্রভাসঃ তৎকীর্ত্যতে বস্তুধা-
তলে ॥ ১৯ ॥ তস্মিন দৃষ্টে বরারোহে অদ্যাশি
লভতে কলম্। রাজস্বয়ামেধানাং নরো ভক্তি-
সমধিতঃ ॥ ২০ ॥ এবং তত্র সমুৎপন্নং প্রভাসং
বুদ্ধসংজ্ঞকম্। তত্রোক্ষা ব্রাহ্মণে দেয়ঃ সমাগুয়াত্রা-
ফলেপ্পুতিঃ ॥ ২১ ॥

ইতি জীহ্বান্দে বুদ্ধপ্রভাসমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

অবস্থিত। এখানে এক মহালিঙ্গ আছেন, তাঁহার
চারিদিক মুখ, দর্শন মাঝেই ইনি পাপহরণ করিয়া
থাকেন। জীদেবী বলিলেন,—হে প্রভো! কি
জন্ত ইহার নাম হইল—বুদ্ধপ্রভাস এবং ইহা
দর্শনে, পূজনে বা স্তবনে কি কল লাভ
হয়? আপনি ইহা সংক্ষেপে বলুন। ঈশ্বর বলি-
লেন,—হে দেবি! পূর্বে স্বায়ম্ভুব মবন্তরে চতুর্থ
ত্রোতায়ুগে উত্তম ক্ষেত্র প্রভাসে ঋষিগণ একদা
সমাগত হন। তাঁহারা উত্তর পথে প্রস্থান করিয়া-
ছিলেন, প্রভাস ক্ষেত্র দর্শন করাই তাঁহাদের
উদ্দেশ্য ছিল। মহেষরি। ঋষিগণ সেখানে দেব-
দেবকে বজ্রাচ্ছাদিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ভাবে
বলিলেন,—আমরা শক্য়লিঙ্গ দর্শন না করিয়া গৃহে
গমন করিব না। স্বর্গ কামনা করিয়া আমরা এই
প্রশস্ত পথে আসিয়াছি, অতএব যতদিনে এই
লিঙ্গ দর্শন না হয়, এইখানেই থাকিব। ঋষিগণ
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরম তপস্তা অবলম্বন করি-
লেন। তাঁহারা বর্ষসংখ্যাকালকাল, হেমন্তে জ-
জ্ঞানভরে ৩০ ঐশ্রে পক্ষায়াসে অবস্থিত হইয়া
ব্রহ্মচার্য্য গৃহকার্য্যে বহুবর্ষ বাবৎ তপস্তা করিলেন।
অনন্তে তাঁহাদের জ্ঞান আসিল। তাঁহারা বুদ্ধ হইলেন।

হে বরবর্ণিনি! এই সময় মহাত্মা শক্য় তাঁহাদিগকে
বরগ্রহণে প্রলোভিত করিলেন। ঋষিগণ লিঙ্গ
দর্শন ব্যতীত বরাস্তর প্রার্থনা করিলেন না। বৃষ-
ধ্বজ তাঁহাদের দৃঢ় নিশ্চয় জানিয়া দয়াপন্নবশতাবে
তাঁহাদিগকে খলিঙ্গ সন্দর্শন করাইলেন। দেবি!
এ সময় সহসা বস্তুধা ভেদ করিয়া সেই লিঙ্গ উখিত
হইল। ঋষিগণ তাহা দর্শন করিয়া সকলেই স্বর্গ-
ধামে গমন করিলেন। তাঁহারা স্বর্গ গমন করিলে
শক্য় সন্তপ্তচিত্ত হইলেন এবং স্বীয় শতপুরু বজ্রধারা
সেই লিঙ্গ চাকিয়া রাখিলেন। ঋষিগণের বার্কক্য-
দশায় শক্য় দর্শন দিয়াছিলেন, এই জন্ত বস্তুধা-
তলে এই লিঙ্গ বুদ্ধপ্রভাস নামে কীর্তিত হইল।
ভক্তিমান মানব সেই ক্ষেত্র দর্শনে অদ্যাশি রাজ-
স্বয় ও অর্থমেধ যজ্ঞের কল লাভ করে। হে বরা-
রোহে। এইরূপে তথায় বুদ্ধ প্রভাসের উৎপত্তি
হইয়াছিল। সম্যক যাত্রাকলেপু ব্যক্তি তথায়
ব্রাহ্মণগণকে বৃষ দান করিবেন। ১—২০।

পঞ্চনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছয়দেবী প্রভাসং
জলসংহিতম্ । বৃদ্ধপ্রভাসাদক্ষিণতো নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ । ১ । তস্মৈব দেবী দেবতা শৃণু মাধব্য-
মুক্তমম্ । ২ । জামদগ্ন্যেন রামেণ যদা কজ্রবধঃ
কৃতঃ । তদাস্ত পরমা জাতা শৃণা মনসি ভামিনি ।
৩ । ততস্বারাহয়ামান মহাদেবঃ সুরেশ্বরম্ । উগ্রা
তপঃ সমাশ্রয় বহুন বর্ষগণান প্রিয়ৈঃ ৪ । তত-
স্তৌ মহাদেবস্তা প্রত্যকতাং গতঃ । অত্রবী-
ষয়দন্তেহং বরং বরয় সূত্রত । ৫ । রাম উবাচ ।
যদি তুষ্টোহসি মে দেব যদি দেযো বরো মম ।
দর্শয়স্ব স্বকং লিঙ্গং যন্তে বজ্রেন ছাদিতম্ । ৬ ।
শৃণা মে মহতী জাতা হবৈমান কুঙ্কজিয়ান বহন ।
দর্শনাস্তব লিঙ্গস্ত যেন মে নস্ততে শৃণা । ৭ । তথা
মে পাতকং সর্কং প্রসাদাস্তব শকর । ৮ । শকর
উবাচ । মম লিঙ্গং সহস্রাক উখিতং তু পুনঃপুনঃ ।

ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবী ! অনন্তর জল-
সংহিত প্রভাসে গমন করিবে । এই ক্ষেত্র বৃদ্ধ-
প্রভাসের দক্ষিণে অনতিদূরে অবস্থিত । হে দেবী !
একশ্রেণে অত্রৈত্য দেবমাধব্য্য জবণ কর । জামদগ্ন্য
রাম যখন কজ্রিয়কুলের সংহার সাধন করেন,
তখন তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত শৃণার স্ফার
হয় । সেই জন্ত তিনি কঠোর তপস্তা অবলম্বন
করিয়া বহু বর্ষ যাবৎ দেবদেব মহাদেবের
আরাধনা করেন । অনন্তর মহাদেব তৎপ্রতি
তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া
বলিলেন,—সূত্রত ! আমি বর দিতে আসি-
য়াছি, বর গ্রহণ কর । পরশুরাম কহিলেন,—দেব !
যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমার বর দান
করেন, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা—আপনি
আপনার সেই বজ্রাচ্ছাদিত লিঙ্গ দর্শন করান ।
আমি এই সকল কজ্রিয়দিগকে নিহত করিয়াছি,
তাই আমার শৃণার উদ্রেক হইয়াছে । আপনার
ঐ লিঙ্গদর্শনেই আমার সে শৃণার যেন অবসান
হয় । অসিদ্ধ আমার যে কিছু পাতক আছে,
তাহাও বৈম তবং প্রসাদাৎ প্রশমিত হইয়া যায় ।
শকর কহিলেন—সহস্রাক মহাতীত হইয়া আমার

বজ্রাচ্ছাদয়ত্যেব ভয়েন মহতী বৃতঃ । ১ । ন
তেহং দর্শনং যাস্তে লিঙ্গরূপী কদাচন । ১০ । যন্মাং
বদসি শৃণয়া বৃতোহং পাতকেন তু । তন্তেহং
নাশদ্বিয়ামি স্পর্শনাতু দ্বিজোত্তম । ১১ । অশ্বিন
জলাশ্রয়ে পুণ্যে জলমধ্যে মহামতে । উখাস্তি
মহালিঙ্গং তস্ত হং দর্শনং কুরু । ১২ । ভবিষ্যতি
শৃণা সর্কী নিম্পাপস্বং ভাবয্যতি । উকৈবমুদ-
তিষ্ঠত জলমধ্যাধরাননে । ১৩ । জলপ্রভাসনামাস্ত
ততো জাতং ধরাতলে । তস্তালং স্পর্শনাদেবি
শিবলোকং ব্রজেরয়ঃ । ১৫ । একং ভোজয়তে
যোহত্র ব্রাহ্মণঃ শংসিতব্রতম্ । ভোজিতোহং
ভবেত্তেন সপত্নীকো ন সংশয়ঃ । ১৫ । এষা জল-
প্রভাসস্ত সজুতিস্তে ময়োদিতা । জ্ঞাতা পাপোপশ-
মনী সর্ককামকলপ্রদা । ১৬ ।

ইতি জীকার্দে জলপ্রভাসমাধব্য্যবর্ণনং নাম ষষ্-
ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৬ ।

পুনঃপুনঃ উখিত লিঙ্গ বজ্র ধারা আচ্ছাদন করিয়া
রাখেন । সূত্ররাম আমি লিঙ্গরূপে কখনই তোমাকে
দর্শন দিতে পারিব না । পরন্তু তুমি যে আমার
বলিয়াছ, শৃণায় এবং পাতকে তুমি আবৃত হইয়াছ,
হে দ্বিজোত্তম ! তোমার সে শৃণা ও পাতক আমি
স্পর্শমাজেই নাশ করিয়া দিতেছি । হে মহারাজে !
এইখানে এই পবিত্র জলাশয় মধ্যে আমার মহা-
লিঙ্গ উখিত হইবে । তুমি তাহাই দর্শন করিও ।
তাহাতেই তোমার সমস্ত শৃণা অপমৃত হইবে ;
তুমি নিম্পাপ হইবে । হে বরাননে ! এই কথা
বলিবামাত্র জলমধ্য হইতে লিঙ্গ উখিত হইল ।
তাহাতে ঐ ক্ষেত্র ধরাতলে জলপ্রভাস নামে খ্যাতি
লাভ করিল । হে দেবী ! তাহার স্পর্শ মাজেই
নর শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে । এই স্থানে
একজন মাত্র শংসিতব্রত ব্রাহ্মণকে ভোজন করা-
ইলে গোরী সহ আমাকেই ভোজন করান হয় ।
দেবী এই আমি জলপ্রভাসের উৎপত্তিবাক্য বলি-
লাম । ইং জবণে পাপোপশম হয় এবং সর্ক-
কামকল লব্ধ হইয়া থাকে । ১—১৬ ।

ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬ ।

সপ্তনবত্যাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি জমদগ্নী
শ্বরঃ শিবম্ । বৃদ্ধপ্রভাসসমীপো নাভিদূরে ব্যব-
হিতম্ । ১ । সৰ্ব্বপাপোপশমনঃ স্থাপিতঃ জমদগ্নিনা ।
তৎ দৃষ্ট্বা মানবো দেবি যুচ্যতে চ ঋণহরাৎ । ২ ।
স্নাত্বা নিধানবাণ্যাং চ সম্পূজ্য প্রাপ্নুয়াদ্ধনম্ ।
নিধানং পাণ্ডবৈর্লব্ধং তত্র স্থানে পুরা প্রিয়ে । ৩ ।
নিধানেনৈব সা ব্যাভা বাপী ত্রৈলোক্যবন্দিতা । ৪ ।
তস্তাং স্নাত্বা মহাদেবি হৃষ্টগা স্তুতগা ভবেৎ ।
লভতে বাহিতান কামানিতি প্রোক্তং ময়া তব । ৫ ।

ইতি শ্রীমদ্ভক্ত-জমদগ্নীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
নবত্যাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ । ১০৭ ।

অষ্টনবত্যাধিকশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি মহা-
প্রভাসযুতমম্ । জলপ্রভাসতো যাম্যে ধ্যামার্গবিদ্যা-
তকম্ । ১ । শৃণু তন্তৈব মাহাত্ম্যং যথা জাতং
ধরাতলে । ২ । পূৰ্ণং জ্ঞেতায়ুগে দেবি স্পর্শলিঙ্গং

সপ্তনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর বৃদ্ধ-
প্রভাসের সমীপে অনতিদূরে অবস্থিত জমদগ্নী-
শ্বর শিবসমীপে গমন করিবে। স্বয়ং জমদগ্নি এই
সৰ্ব্বপাপোপশমন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
এই লিঙ্গ দর্শনে মানব ঋণহর হইতে মুক্ত হয়।
এই স্থানের নিধানবাণীতে স্নান করিয়া লিঙ্গ-
পূজাতে নর ধন লাভ করে। প্রিয়ে। পুরাকালে
পাণ্ডবগণ এই স্থানে নিরীলাভ করিয়াছিলেন।
এই নিধানবিধ্যাতা বাপী ত্রৈলোক্যবন্দিতা। যেথায়
স্নান করিলে হৃষ্টগাও স্তুতগা হয় এবং বাহিত
বর লাভ করিয়া থাকে। এ রহস্য তোমার
নিকট আমি ব্যক্ত করিলাম । ১—৫ ।

সপ্তনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৭ ।

অষ্টনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি। অনন্তর উৎস-
মহাপ্রভাসে যাত্রা করিবে। জল-প্রভাসের দক্ষিণে
এই যমমার্গবিদ্যাতক পূণ্যক্ষেত্র বিদ্যমান। এই
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বেরূপে ধরাতলে বিস্তৃত হইয়াছিল,

তু তৎ স্মৃতম্ । দিব্যং তেজোময়ং বৃথাং স্পর্শনা-
মুক্তিদায়কম্ । ৩ । অথ কালে চ কশ্মিন্চিচ্ছায়া-
চ্ছাদিতং প্রিয়ে । ইশ্রোণাগত্য বনুধাং ভয়াঙ্কাজেন
সুন্দরি । ৪ । উষা তদ্বদ্বো দেবি নির্গচ্ছন্নব-
রোধিতঃ । দশকোটিপ্রবিত্তার্থঃ জালাগ্রাঃ লিঙ্গ-
রূপম্বক্ । ৫ । প্রভাসক্ষেত্রমাহার্য ভিষাবির্ভাব-
মাহিতম্ । বজ্রেন কচ্ছিতে দেবি ভিষা চৈব বনু-
ছরাম্ । ৬ । ধুমসজ্জৈঃ সমেতং তু ব্যাঘ্রমাস
তজ্জগৎ । ততঃ ত্রৈলোক্যমাবলং জালাভিক্ষ্যাকুলী-
কৃতম্ । ৭ । ততঃ সুরগণাঃ সৰ্বা ঋষয়ো বেদ-
পারগাঃ । অন্তবনং বিবিধৈঃ স্তূতৈর্বৈদোক্তৈঃ শপি-
শেখরম্ । ৮ । সংহরষ সুরশ্রেষ্ঠ তেজঃ স্বং দহনা-
শকম্ । ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীভূতমেবং সৰ্বং চরা-
চরম্ । ন যাবৎ প্রলয়ং যাতি তাবৎক সুরেশ্বর ।
৯ । ঈশ্বর উবাচ । এবমাত্মাযমাণেষু ত্রিদিবেষু
সুরেশ্বর। তত্তেজঃ পঞ্চধাবিষ্টং ব্যাপ্যাদেশঃ
জগদ্রমম্ । ১০ । পঞ্চপ্রভাসরূপেণ ভিষা তত্র
বনুছরাম্ । যেন মার্গেণ-নিজ্ঞাতঃ তদ্ব্যাগে চ মহ-
মহঃ । ১১ । তত্র তৈঃ স্থাপিতং দ্বারং সুপ্রদেশে-

প্রবণ কর। পূৰ্ণে জ্ঞেতায়ুগে এইস্থানে এক স্পর্শ-
লিঙ্গ ছিল। উহা দিব্য-তেজোময় এবং স্পর্শমাত্রেই
নরগণের মুক্তিদায়ক। অনন্তর কালক্রমে বজ্রধারী
ইশ্র এই লিঙ্গ আকৃত করিয়া রাখেন। সুন্দরি!
ইশ্র ভয়াঙ্কাজ হইয়াই বনুধাপুটে অবতরণপূর্বক
ঐরূপ কাৰ্য্য করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গ হইতে যে
তেজ নির্গত হইত, তাহাও অবরুদ্ধ হইয়াছিল।
ঐ জালাবিত তেজ লিঙ্গরূপে দশকোটি বোজন
বিস্তৃত হইয়া প্রভাসক্ষেত্র ভেদ করিয়া আবির্ভূত
হইয়াছিল। কিন্তু ইশ্র যখন বজ্র দ্বারা রোধ করি-
লেন, তখন উহা বনুধা ভেদ করিয়া ধুমস্তোমে
সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিল। তখন সমগ্র
ত্রৈলোক্য জালামালায় ব্যাকুলীকৃত হইল। অনন্তর
সুরগণ ও বেদপারগ ঋষিগণ বেদোক্ত বিবিধ স্তূত
শপিশেখরের ভব করিতে লাগিলেন; রলিলেন,—
হে সুরশ্রেষ্ঠ! স্বীয় দাহনাশক তেজ সংহার করুন।
এই সচরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাকুলীভূত হইয়াছে।
যে পর্যন্ত না ইহার প্রলয় ঘটে, তাবৎ ইহাকে রক্ষা
করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে সুরেশ্বর! স্বর্গ-
বাসীগণ এইরূপ কহিলে সেই ত্রিজগৎব্যাপী মহা-
তেজ পঞ্চা বিস্তৃত হইয়া বনুধা ভেদপূর্বক পঞ্চ-
প্রভাসরূপে যে-পথে নিজাক্ত হইয়াছিল, সেই পথের

হৃদয়ঃ প্রিয়ে। শিহিতেহৃৎ রজ্জ্বেহৃদিস্থিঃ ধূমে।
নাশশূপেবিধানঃ ১২। অক্কাশৈববাভবজ্ঞোক্তোক্ত-
ক্কেত্রৈঃ সংস্থিতম্। এবং যথা প্রেরিতান্তে লিঙ্গ-
তত্ত্বসমাদয়ঃ ১৩। তদ্ব্যবহৃত্ত্বং দেবেশি বিশ্বা-
মকরোত্তমঃ। ততো মহাপ্রভাসেতি কৌর্ভ্যতে দেব-
দানবৈঃ ১৪। যন্তঃ পূজয়তে তজ্জ্যাং লিঙ্গ-
পুণ্যৈঃ পুণ্যপুৰিধৈঃ। স যাতি পরমং স্থানং জরা-
মরণবর্জিতম্ ১৫। কৃষ্টেন তেন দেবেশি যুচ্যতে
পাতকৈর্ভরঃ। লভতে বাহিত্যম্ কামায়নসা
চৌপ্তিতান্ প্রিয়ে ১৬। হিরণ্যঃ তজ্জ দান্তব্যঃ
জ্ঞানপে শংসিতজ্ঞতে। গোদানং বিধিবত্তজ্জ দেয়-
কৈব দিজয়নে ১৭। এবং কৃহা মহাদেবি
লভতে জয়নঃ কলম্। রাজস্ব্যাবমেধানাং প্রাপুয়াৎ
কলমুর্জিতম্ ১৮।

ইতি ক্কেত্রে পঞ্চমপ্রভাসক্কেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং
নামাষ্টনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৯৮।

অগ্রদেশে দেবগণ এক প্রস্তরখার স্থাপন করেন।
তাঁহাতে রজ্জ্বেশ আচ্ছাদিত হইলে সেই ধূমস্তোম
নষ্ট হইয়া গেল। লোকসকল প্রকৃতিস্থ স্বয়ং হইল;
সেই তেজ সেইখানেই রহিল। এইরূপে মৎ-
প্রেরিত দেবগণ তথায় আমার লিঙ্গ আচ্ছাদন
করিলেন। তখন আমার মহাতেজ সেইখানে
বিস্তার করিল। এই কারণে দেব ও দানবগণের
নিকট ঐ ক্কেত্র মহাপ্রভাস নামে বিখ্যাত হইল।
যে নর নানাবিধ পুণ্য দ্বারা ভক্তিপূর্বক ঐ লিঙ্গের
পূজা করে, তাঁহার অজয় অমর পরম স্থান লাভ
হয়। হে দেবেশি! নর ঐ লিঙ্গ দর্শনে পাতক
হইতে মুক্ত হয়। তাঁহার মনোভীষ্ট বস্তু লভ
হইয়া থাকে। হে দেবি! ঐখানে শংসিতজ্ঞত
জ্ঞানকে যথারিধি হিরণ্য ও গোদান করিতে হয়।
এরূপ করিয়া নর জয়সাক্ষ্য লাভ করে এবং
রাজস্বয় ও অবশেষবস্ত্রের উৎকট কল লাভ
করিয়া থাকে ১১-১৮।

অষ্টনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৮।

নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গজেন্দ্রহাদেবি তত
দক্ষিণতঃ স্থিতম্। সরস্বত্যান্তটে রম্যো দেবঃ তজ্জ
কৃতস্বরম্ ১। স্বয়মুতং মহাদেবি সর্গপাপপ্রা-
শনম্। ততোৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি যথা জাতং মহা-
তলে ২। পুরা কামো ময়া দদ্যো যদা তজ্জ বরা-
ননে। তদা রতিঃ সমাগম্য বিললাপ সুকুণ্ঠিতা।
তাং তু শোকাভূয়াং দৃষ্ট্বা তজ্জাহঃ করুণাবিতঃ।
অবোচঃ মা কাদিবেতি তব ভর্তা পুনঃ ভুভে।
সমুখান্ততি কালেন মৎপ্রসাদায় সংশয়ঃ ৪।
দেববাচ। কিমর্থং স পুরা দদ্যঃ কামদেবস্বয়া
বিভো। কথমাপ পুনর্জয় বিস্তরাৎ কথয়স্ব মে ৫।
ঈশ্বর উবাচ। দক্ষঃ প্রজাপতিঃ পূরং বভূব
স্বপ্নিতা প্রিয়ে। শতং সূতানাং জজ্ঞেহস্ত গৌরীণাং
ক্রীড়চক্ষুযাম্ ৬। দদৌ বাঃ প্রথমং মহং সতী-
নামেতি কৌর্ভিতাম্। দদৌ দশ চ ধর্ম্মায় শ্রদ্ধা মেধা
যুতিঃ কমা ৭। অনস্বয়া শুচির্লজ্জা স্মৃতিঃ শক্তিঃ
জ্ঞতিশ্রদ্ধা। যে ভার্য্যো কামদেবায় রতিঃ প্রীতি-

নবনবত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উজ্জ-
খিত ক্কেত্রের দক্ষিণে সরস্বতীর রম্য তটে অবস্থিত
কৃতস্বর দেবের সমীপে গমন করবে। হে দেবি!
এই লিঙ্গ স্বয়মুত ও নিখিল হরিতরশাশন। কৃতলে
যেদ্রুপে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল, বলিতেছি। হে
বরাননে! পুরাকালে আমি যখন মদন-নন্দন করি,
তখন তৎপত্নী রতি আসিয়া অতি হৃদয়ের
সহিত বিলাপ করেন। তাঁহাকে শোকাভূর
দর্শনে আমার করুণা হয়; আমি তাঁহাকে
বলিলাম,—ভুভে! রোদন করিও না।
আমার প্রসাদে তোমার ভর্তা পুনর্জন্মিত
হইবেন; নিশ্চিতই। দেবী কহিলেন,—হে বিভো!
কি জন্ত আপনি কামদেবকে দদ্য করিয়াছিলেন?
কিরূপে তিনি পুনর্জন্ম লাভ করেন? তাহা আমার
নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—প্রিয়ে!
পূর্বে দক্ষপ্রজাপতি তোমার পিতা ছিলেন। তাঁহার
শত কন্যা উৎপন্ন হয়। কন্যাগণ সকলেই বিশাল-
নয়না ও গৌরবর্ণা। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে সতী-
নারী কন্যা তোমাকে আমার করে সম্ভ্রাণ করেন।
পরে শ্রদ্ধা, মেধা, যুতি, কমা, অনস্বয়া, শুচি, লজ্জা,
স্মৃতি, শক্তি, ও জ্ঞতিস্বয়ী দশকন্যা ধর্ম্মকে; রতি

তথৈব চ। ৮। একাং বাহাং দদৌ বহুঃ পিতৃণাং ।
 ততঃ স্বধাম্ । সপ্তবিংশত্শাখায় অধিত্যাদ্যাঃ
 প্রকীর্তিতাঃ । ৯। তথাপি বিদিতা দেবি রেবতাস্তা-
 তথা জনৈঃ । কল্পণায় দদৌ দেবিস তু কস্তা
 ত্রয়োদশ । ১০। অদিতিঃ দিতিশ্চৈব বিনতা
 কজয়েব চ । সিংহিকা সুপ্রভা চৈব উলুকী যা
 বরাননে । ১১। অহুবিকা সিতা চৈব দীর্ঘা হিংসা
 তথা পরা । মায়ী নিকুতিনংমুজা দক্ষঃ পূরঃ মহা-
 মতিঃ । ১২। গৌরী চ সুপ্রভা চৈব বার্তা সাধ্বী
 জুমালিকা । বরুণায় দদৌ পঞ্চ তদাসৌ পরিতাশ্বজৈঃ ।
 ১৩। ভদ্রা চ মদিরা চৈব বিদ্যা ধন্তা ধনা শুভা ।
 দদৌ পঞ্চ কুবেরায় পদার্থং পরিতাশ্বজৈঃ । ১৪। জয়া
 চ বিজয়া চৈব মধুশাল্য ইরাবতী । সুপ্রিয়া জনকা
 কাষ্ঠা সুভদ্রা ধার্মিকা শুভা । ১৫। রুদ্রাণাং প্রদদৌ
 কস্তা দশানাং ধর্মবিনতা । প্রভাবতী সুভদ্রা চ বিমলা
 নির্মলানুতা । ১৬। তীত্রা দক্ষারুণা বিদ্যা ধার-
 পালা চ বর্জনা । আদিত্যানাং দদৌ দক্ষঃ কস্তা
 দ্বাদশকং প্রিয়ে । ১৭। যোগনিদ্রাভিত্ত্বী সৎসর্গা
 সরমা শুভা । শালা চম্পা তথা জ্যোৎস্না স বিবে-
 ত্যশ্চ এব চ । ১৮। আশভ্যাং হে তথা কস্তে
 সুবেষা ভূষণা শুভা । একা কস্তা তথা বায়োদন্তী
 ঐত্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ । ১৯। সাবিজীৱ ব্রহ্মণে প্রাণা-
 দন্ন্যো বিষ্ণোর্বাহন্যনঃ । কস্তচিৎকালস্ত স ঈজে
 দক্ষিণাবতা । ২০। যজ্ঞেন পরিতনুতে হিমবন্তে

‘ও প্রীতিনারী কস্তাষ্য কামদেবকে;’ বাহানারী-
 কস্তা বহিকে; স্বধানারী কস্তা পিতৃগণকে; অধি-
 ত্যাদি সপ্তবিংশতি কস্তা চন্দ্রকে; অদিতি, দিহি,
 বিনতা, কজ, সিংহিকা, সুপ্রভা, উলুকী, অহুবিকা,
 সিতা, দীর্ঘা, হিংসা, মায়ী, ও নিকুতিনারী ত্রয়োদশ
 কস্তা কল্পণকে; গৌরী, সুপ্রভা, বার্তা, সাধ্বী, ও
 জুমালিকা নারী পঞ্চকস্তা বরুণকে; ভদ্রা, মদিরা,
 বিদ্যা, ধন্তা, ও ধনানারী শুভ পঞ্চকস্তা কুবেরকে;
 জয়া, বিজয়া, মধুশাল্য, ইরাবতী, সুপ্রিয়া, জনকা
 কাষ্ঠা, সুভদ্রা, ও ধার্মিকা নারী কস্তা কল্পগণকে;
 প্রভাবতী, সুভদ্রা, বিমলা, নির্মলা, অম্বতা, তীত্রা,
 দক্ষারুণা, বিদ্যা, ধারপালা, ও বর্জনা নারী দ্বাদশ
 কস্তা আদিত্যগণকে; সৎসর্গা, সরমা, শুভা, শালা,
 চম্পা, ও জ্যোৎস্না নারী কস্তা বিশ্বদেবগণকে;
 সুবেশা ও ভূষণানারী কস্তাষ্য অশ্বিনীকুমার-
 ণকে; এক কস্তা বাহকে; সাবিজী ব্রহ্মকে; এবং
 লক্ষ্মানারী কস্তা মহাত্মা বিষ্ণুকে সৎপ্রদান করেন।

মহাগিরো । যজ্ঞবাটো হতুস্তস্ত সর্বকামসমুদ্ভবান্ ।
 ২১। তন্মিন বহুতঃ সমায়াত আদিত্যা বলবন্তথা ।
 বিবে দেবান্চ মকতো লোকপালান্চ সর্বশঃ । ২২।
 ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সহস্রাক্ষো বরুণো যম এব চ । ধনদশ্চ
 কুমারশ্চ তথা নদাশ্চ সাগরগণঃ । ২৩। ষাণ্যঃ
 কৃপাক্ষধা চৈব তভাগাঃ পশুপতিনি চ । অশ্বপক্ষাধ
 যে নাগাঃ সর্বে মূর্ত্তা বাবহিতাঃ । ২৪। দানবান-
 রসশ্চৈব যক্ষাঃ কিররগৃহকাঃ । সাহস্রাঙ্গে
 সভার্যাস্চ দেববেদাঙ্গপারগাঃ । ২৫। দেবর্যো
 মহাত্মাণাস্তথা দেববর্ষশ্চ যে । তে ভার্য্যাসহিতা-
 স্তত্র বসন্তি চ বরাননে । ২৬। কপালমালাভ
 বর্ণশ্চিত্তাভয় বিভর্ত্তি যঃ । অপবিজ্ঞতয়া
 শত্ৰুর্নাহুস্ত তথাবিধঃ । ২৭। যতন্ততঃ সমা-
 যাতা কৈলাসে পর্য্যেত্তমে । অবিজ্ঞানায় ঐন্দ্রি-
 ত্যাত্মা প্রভীতঃ বচোহব্রবন । ২৮। কিং তুঠেন চ
 কল্যাণি ভিত্তিসি ত্বং শুমধ্যমে বয়ং চ প্রস্বিতাঃ সর্বাঃ
 পিতৃবর্জ্যে সভর্ত্তকাঃ । ২৯। বয়মাকারিতান্তেন
 স্নাতাঃ সর্বা যশস্বিন । ন তামাহবান দক্ষশপেত
 শত্ৰুদায়তঃ । ৩০। তা সাং বচনমাকর্ণ্য সতী প্রাহ

একদা মহামতি দক্ষ মহাগিরি হিমালয়ে প্রভূত
 দক্ষিণা সহকারে এক যজ্ঞারম্ভ করিলেন। তাঁহার
 সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সমস্ত কামসবুদ্ধি সম্পন্ন হইল।
 আদিত্যগণ, বরুণগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, লোক-
 পালগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, স্বন্দ,
 নদী ও সাগরগণ, বাপ্তী, কৃপ, তভাগ ও পশু-
 বকল, অশ্বপক্ষ, নাগগণ, দানব, অঙ্গরা যক্ষ,
 কিরর, ও গৃহকগণ, সাহস্রর সপত্নীক বেদ-
 বেদাঙ্গপারগ মহর্ষি মহাত্মা দেবর্ষিগণ, সেই যজ্ঞে
 সমাগত হইলেন। ঐবিগণ স্ব স্ব ভার্য্যা সমভি-
 ব্যাটারে দক্ষালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ১—২৬।
 কিন্তু একমাত্র সেই কপালমালামণ্ডিত চিত্তাভয়-
 ধারী শত্ৰু অপবিজ্ঞ বলিয়া সে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হই-
 লেন না। নিমন্ত্রিত দেবদেবীগণ পর্ত্তবর
 কৈলাসের চতুর্দিক দিয়া যজ্ঞবাটে বাইতে লাগি-
 লেন। বাইবার কালে তোমার অধিত্যাদি ভগিনী-
 গণ তোমায় বলিলেন,—আর কল্যাণি! কেন তুমি
 সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ? আমরা সকলে
 স্ব স্ব পতির সহিত পিতার যজ্ঞে প্রস্থান করি-
 য়াছি। পিতা তাঁহার সমস্ত কস্তাকে আমন্ত্রণ
 করিয়াছেন। তোমায় তিনি আহ্বান করেন
 নাই। কারণ, জামাতা শত্ৰু হইতে তিনি

কুখ্যবিতাঃ । হা মিস্ক চুরাচার কিং বদিষ্যে
মহেশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥ কথং সৰ্পশ্রেয়ং বহুমিত্যুত্থান-
মাত্মনাম্ । বিসম্ভবতপোযোগাৎ সম্মারান্তরং কিঞ্চন ॥
৩২ ॥ অথ দৃষ্টা মহাদেবঃ সত্যং প্রাণৈবিনা স্থিতাম্ ।
অবমানান্তথাহ্মনং ত্যক্তা মহা কপালিনম্ ॥ ৩৩ ॥
গণান্ সশ্রেয়সামাস যজ্ঞবিধঃ সনায় চ । তে গতাস্ত
গণা রৌদ্রাঃ শতশোহং সহস্রশঃ ॥ ৩৪ ॥ বিকৃতা
বিকৃতাকারাসংগতাস্তা মহাবলাঃ । রুদ্রেণ প্রেরি-
তান দৃষ্টা বীরভদ্রপুত্রোগমান্ ॥ ৩৫ ॥ ততো
দেবগণাঃ সর্পে বসবঃ সহ ভাস্করৈঃ । বিবেদেবাচ
সাধ্যাশ্চ ধর্ম্মজ্ঞা মহাবলাঃ ॥ ৩৬ ॥ যুদ্ধায় চ বিনি-
ক্রান্তা নৃকঃ সায়কাস্তান্ । তে সমেত্য ততো-
হস্তোস্তং প্রমথ্য বিবুধৈঃ সহ ॥ ৩৭ ॥ যুযুৎসু শরবর্ষণি
বারিধারঃ যথা ঘনঃ । তেষাং হস্তী গণেনাথ
শুলেন হৃদিভেদিতঃ ॥ ৩৮ ॥ স তু তেন প্রহারেণ
বিসংজ্ঞো বিষাদ হ । অথ মুষ্ট্যা হতঃ কুন্তে নাগ
ঐরাবন্তদা ॥ ৩৯ ॥ সহসা স হতস্তেন বারণো
ভৈরবানরবান্ । বিনদ্য জবমান্স্থায় যজ্ঞবাটমুপাভবৎ ॥

বড়ই লজ্জিত আছেন । ভগিনীগণের সেই
বাক্য শুনিয়া সতী সক্রোধে কহিলেন,—হা দম্ভ !
হা চুরাচার ! ধিক্ তোমায় ! কি বলিয়া আমি
মহেশ্বরকে এখ দেখাইব ! এই বলিয়া তপোযোগ
অবলম্বনপূর্বক তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে পরি-
ত্যাগ করিলেন ; অন্য কিছুই স্মরণ করিলেন
না । অনন্তর মহাদেব সতীকে প্রাণহীন দেখিয়া
নিজেকে কপালী বোধে অবমাননায় আত্মত্যাগ
করিয়া দক্ষের যজ্ঞধ্বংসার্থ প্রমথগণকে প্রেরণ
করিলেন । রুদ্রের আদেশে শত শত সহস্র সহস্র
রৌদ্রপ্রকৃতি বিকৃতাকার মহাবল প্রমথ প্রস্থান
করিল । রুদ্রপ্রেরিত বীরভদ্র প্রমথ প্রমথসৈন্য
দেখিয়া বনুগণ, ভাস্করগণ, বিবেদেবগণ এবং
সিদ্ধ সাধ্য নামক মহাবল দেবগণ ধর্ম্মরূপহস্তে
যুদ্ধার্থ নিক্রান্ত হইলেন এবং তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ সায়ক
সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । প্রমথগণ
শিথিলগতঃ সর্পিভ্য যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া মেঘমুক্ত
বারিধার দ্বারা শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিল । দেব-
হস্তী ঐরাবত প্রমথগণের শূলঘাতে হৃদয়ে বিদ্ধ
হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতল আশ্রয় করিল । অন-
ন্তর ভদ্রীর কুন্তে মুষ্ট্যাঘাত প্রদান করায় সহসা আহত
হইয়া ঐরাবত ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে
যজ্ঞবটটিকবৃক্ষে পুটিয়া আসিল । রৌদ্র মহাশরমর্ষকের

৪০ ॥ বিবেদেবা নিরুদ্ধাস্তঃ কৃতা রৌদ্রেঐরাবতঃ ।
চক্ৰং স ধর্ম্মযোগে বনুমান্ বলবন্তরঃ ॥ ৪১ ॥ নিম্বেজ-
সন্তদাদিত্যাঃ কৃতান্তেন রণাঙ্গিরে । এতদ্বিস্মৃত্য
দেবাঃ কৃতান্তেন পরাধুবাঃ ॥ ৪২ ॥ ততস্তে শরপুং
জঘৃক্ষিষুঃ তত্র চ সংস্থিতম্ । ততঃ কোপসম্যবিষ্টৌ
বিষ্ণুর্দেবান্ সবাসবান্ ॥ ৪৩ ॥ দৃষ্টা বিদ্রাবিত্তান্
সর্বাণ্যুমোচাত্ত স্তন্দর্শনম্ । তমাপতন্তঃ বেগেন
বিকোচক্রং স্তন্দর্শনম্ ॥ ৪৪ ॥ প্রসার্য বক্রং সহসা
উদরস্থং চকার হ । তস্মিন্শক্রে তদা প্রস্টে অমোঘে
পর্কতাঙ্কজে ॥ ৪৫ ॥ চূকোপ ভগবন্ বিষ্ণুঃ শর্পহস্তো
হভ্যধ্যাবত । স হস্তা দশভিঙ্গীকৈর্মদিনঃ ভূমিঃ
শতেন চ ॥ ৪৬ ॥ মহাকালঃ সহস্রেণ হযুতেন
গণাধিপম্ । বাণানামযুতৈর্ভিষা বীরভদ্রমুপাভবৎ ॥
৪৭ ॥ তং হস্তা গদয়া বিষ্ণুর্কিঙ্কলং রুধিরোক্ষিতম্ ।
গৃহীত্ব পাদয়োর্মুখো নিজঘানাতিরোষিতঃ ॥ ৪৮ ॥
জন্তমানস্ত তস্তাথ ভূমৌ চক্রং স্তন্দর্শনম্ ।
রুধিরোদগারসংযুক্তং প্রহারমকরোর তু ॥ ৪৯ ॥
রুদ্রলঙ্ঘনো দেবি বীরভদ্রো গণেশ্বরঃ । যঃ

বিশ্ব দেবগণ নিরুদ্ধাস্ত হইয়া পড়িলেন । অনন্তর
বলবন্তর বনুমান্ ধর্ম্ম আকর্ষণ করিতে লাগি-
লেন । আদিত্যগণ ঐগাঙ্গনে নিম্বেজ হইয়া
পড়িলেন । এইরূপে তখন দেবগণ সকলেই
রৌদ্রসৈন্যের নিকট পরাস্ত হইলেন । অনন্তর
দেবগণ বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । তখন
কোপাক্রান্ত বিষ্ণু বাসবাদি দেবগণকে বিজ্ঞপ্তি
দেখিয়া স্বীয় স্তন্দর্শনচক্র নিক্ষেপ করিলেন । বেগে
বিষ্ণুচক্র আসিতেছে দেখিয়া বীরভদ্র বদন ব্যাধান
করিয়া সহসা তাহা উদরস্থ করিলেন । সেই
অমোঘচক্রে গিলিত হইল দেখিয়া শর্পপাণি ভগবান্
সক্রোধে ধাবিত হইলেন । তিনি দশভী তীক্ষ্ণবাণে
নন্দীকে, শত বাণে ভূমীকে, সহস্র বাণে
মহাকালকে, অযুতবাণে গণাধিককে এবং
অপর অযুত বাণে বীরভদ্রকে আহত করিয়া
তদাতিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৭—৪৭ ॥ বিষ্ণু তাহার
গদা দ্বারা বীরভদ্রকে প্রহার করিলেন । বীর-
ভদ্র বিহ্বল হইল । তাহার সর্বাঙ্গ শোণিতাক্ত
হইল । বিষ্ণু তাহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া অতি
ক্রোধে ভূতলে আহত করিতে লাগিলেন । এই-
রূপে আহত করায় বীরভদ্রের উদর হইতে
রুধিরোদগারযুক্ত স্তন্দর্শনচক্র ভূপতিত হইল । বিষ্ণু

পক্ষমাণরো গদয়া পীড়িতোহপি সঃ । ৫০ ।
 পতিতঃ বীক্য তং সর্কে বিকৃতজোবলদ্বিতাঃ ।
 বিকৃতঃ সর্কতো যাতা যজ দেবো মহেশ্বরঃ । ৫১ ।
 তসৈ সর্কং তথা কৃতং সমাচুধ্যঃ পরাভবম্ ।
 বিক্রমং বীরভজ্ঞস্ত ততঃ ক্রুদ্ধো মহেশ্বরঃ । ৫২ ।
 প্রগৃহ্য সহস্রা শূলং প্রস্থিতঃ কগণৈঃ সহ । যজ্ঞবাটং
 তু দক্ষস্ত পরাভবভবঃ ততঃ । বিক্রমন্ বীরভজ্ঞে
 যজ্ঞ বিকুঃ স্বয়ং হিতঃ । ৫৩ । তমাদ্যাহং সমালোক্য
 কোপযুক্তঃ মহেশ্বরম্ । সংগ্রামে সোহজয়ং মত্বা
 তদ্রোবাস্তরবীৰ্যতঃ । ৫৪ । মক্ভিঃ সার্কিমিশ্রোহপি
 বসুভিঃ সহ কিরুরৈঃ । শিবঃ ক্রোধপরীতাত্মা
 ততচ্চান্দর্শনং গতঃ । ৫৫ । কেবলং ব্রাহ্মণস্তজ্ঞ
 হিতাঃ সপসি ভামিনি । তে দৃষ্টা শকরং প্রাপ্তং
 কোপসংকলোচনম্ । ৫৬ । হোমং চকুস্ততো
 ভীতা ক্রমম্রৈঃ সমস্ততঃ । অজ্ঞে জাসমায়ুক্তাঃ
 পলায়ন্তে দিশো দশ । ৫৭ । অধাগত্য মহাদেবৌ
 দৃষ্টা তান্ ব্রাহ্মণোক্তমান । অপজ্ঞানো বিবৃথাংস্তজ্ঞ

যজ্ঞঃ জঘান সঃ । ৫৮ । স চ
 শিবভীতিতঃ । পৃষ্ঠতন্ত ধনুশানির্জগাম ভগবান্
 শিবঃ । অদ্যাপি দৃষ্টতে ব্যোমি তদ্ব্যাক্রশে
 মহেশ্বরী । ৫৯ ।

ইতি ঋক্মন্দে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসনো নমি নবনবত্যা-
 ধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১১ ।

শিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । এবং বিধ্বংসিতে যজ্ঞে গতাশ্চে
 ব্রাহ্মণা গৃহম্ । অপ্রাপ্তকামনা দেবি যে চান্তে তজ্ঞ
 বৈ গতঃ । ১ । হরোহপি বিগতামর্ষঃ কৈলাসঃ
 পর্বতঃ গতঃ । ২ । এতন্নিবেব কালেন ভারকো-
 নাম দানবঃ । উৎপন্নঃ স মহাবাহুর্দেবানাং
 বলদর্পহা । ৩ । তেন ইন্দ্রাদিকান্ সর্কান্ সুরান্
 জিহ্বা মহাহবে । স্বর্গঃ বৈর্য্যাপিতো দেবি
 ব্রহ্মলোকঃ ততো গতঃ । উচুঃ সুরা হঃস্বকৃতা
 ব্রহ্মাণঃ পর্বতাত্মজৈঃ । ৪ । তারকেন সুরশ্চেষ্ঠ
 স্বর্গারির্কাসিতা বয়ম্ । স্বমিলিতঃ সমভবহসবোহন্তে
 তথা কৃতঃ । ৫ । ক্রভাঃ সাধ্যাত্মা বিবে অধিনো

একজনও তথায় নাই । তদর্শনে তিনি যজ্ঞকে নিহত
 করিলেন । যজ্ঞ শিবের ভয়ে ভুগরূপ ধরিয়া পলায়ন
 করিল । ভগবান্ শিব ধনুর্ধর হস্তে তাহার পশ্চাৎ
 প্রধাবিত হইলেন । হে মহাদেবি । অদ্যাপি তিনি
 আকাশে তারাক্রমে দৃষ্ট হইয়া থাকেন । ৪৮—৫৯ ।

নবনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১১ ।

শিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—এইরূপে যজ্ঞধ্বংস হইলে
 ব্রাহ্মণগণ এবং অন্তান্ত নিম্নস্তগণ অনন্ডকাম হইয়া
 গৃহে গমন করিলেন । ভগবান্ হর বিগতামর্ষ
 হইয়া কৈলাসে গেলেন । ইত্যবসরে ভারক নামে
 এক দেবদর্পহারী মহাবল দানব প্রায়ুক্ত হইল ।
 তারকানুর মহাসংগ্রামে ইন্দ্রাদি সুরগণকে জয়
 করিয়া লগণ সমভিষ্যাহারে স্বর্গরাজ্য অধিকার
 করিল । তখন সুরগণ ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক
 হঃখিতভাবে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে সুরশ্চেষ্ঠ !
 তারকানুর আমাধিককে স্বর্গ হইতে নিকরাসিত
 করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইয়াছে এবং বহু, কহ, সাধ্য,

তাহা দ্বারা বীরভজ্ঞকে প্রহার করিলেন না ।
 হে দেবি ! বিকুগদায় পীড়িত হইয়াও গণেশ্বর
 বীরভজ্ঞ পক্ষ প্রাপ্ত হইল না । কেননা, সে
 ক্রোধের নিকট লব্ধবর ছিল । বীরভজ্ঞকে পতিত
 দেখিয়া বিকুর তেজোবলপীড়িত প্রমথগণ দৌড়িয়া
 মহেশ্বরের নিকট গমন করিল এবং তাঁহার
 নিকট বীরভজ্ঞের পরাক্রম ও পরাভববার্তা ব্যক্ত
 করিল । মহেশ্বর তৎপ্রবণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং
 সহস্রা শূল গ্রহণ করিয়া লগণ সমভিষ্যাহারে দক্ষের
 যজ্ঞবাটে গমন করিলেন । ঐ স্থানেই তখনও বিকু
 বীরভজ্ঞের সহিত বিক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন ।
 বিকু দেখিলেন,—ক্রুদ্ধ মহেশ্বর আগমন করিতে-
 ছেন । তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন,—সংগ্রামে
 জয়লাভ করা সম্ভব নহে । এই বুঝিয়া মক্ভগণ
 সহ তৎকরণে অন্তর্হিত হইলেন । দেবরাজ ইন্দ্রও
 বসুগণ ও কিরুরগণ সহ অন্তর্ধান করিলেন ।
 ক্রোধপূর্ণচেতা শিব বধন তথায় উপস্থিত হইলেন,
 তখন কেবল ব্রাহ্মণগণই সে সভায় অবস্থান
 করিতেছিলেন । তাঁহারা শকরকে কোপরক্তনেজে
 সম্মুখ হইতে দেখিয়া ভীত ভীত ভাবে ক্রমম্রৈঃ
 হোম করিতে লাগিলেন । অজ্ঞ অনেক ব্রাহ্মণ
 জ্ঞানবিহীন হইয়া ক্রমদিক পলায়ন করিলেন । অনন্তর
 মহাদেব আসিয়া দেখিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সেই
 যজ্ঞসভায় অবস্থান করিতেছেন । কিন্তু দেবগণের

মকুতন্তরা। আদিত্যাস্ত বধোপায়ঃ তস্মাদন পিতা-
মহঃ ৬। ব্রহ্মোবাচ। অবধ্যঃ স তু সর্বেষাং
দেবানামিতি মে মতিঃ। ঋতে তু শাকরঃ তেজো
নাভ্যেন বিনিশাভ্যতে। তস্মাদগচ্ছত ভক্তঃ বো দেব-
দেবঃ মহেশ্বরঃ ৭। তন্তু ভার্ঘ্যঃ সূতা পূর্বে জাতা
হিমবতো গৃহে। তন্তাঃ চ জায়তে পুত্রঃ স হনিষ্যতি
ভারকঃ। তস্মাৎ প্রসাদয়ধ্বং বৈ তদর্ঘ্যঃ শূল-
পাণিনঃ ৮। ততো দেবৈঃ সমাধিষ্টঃ কামদেবো
বরাননে। সূতাভ্যর্থং হরঃ গম্বা ততঃ পীড়য়
সায়কৈঃ ৯। বেনাসৌ কামসন্তপ্তো ভার্ঘ্যার্থঃ
যত্নবান্ ভবেৎ। অয়ং গচ্ছতু তে ভ্রাতা বসন্তশ্চ
মনোহরঃ ১০। স তথ্যেতি প্রতিজ্ঞায় কৈলাসঃ
পর্যন্তঃ গতাঃ। ততো দৃষ্ট্বা মহাদেবঃ কামদেবঃ
সূতাযুধঃ ১১। বসন্তসহিতঃ দেবি কজ্রোহিষ্ক-
নিবৃন্দনঃ। গঙ্গাধারমহুগ্রাণ্য অপস্তদ্যাবদগ্রতঃ।
১২। দস্তাযুধঃ কামদেবঃ কুক্রবে স ভয়াৎ পুনঃ।
ততো বায়ানশীঃ গম্বা নৈমিবঃ পুঙ্করঃ তথা।
১৩। শ্রীকণ্ঠঃ কজ্রকোটিঃ চ কুক্রক্ষেত্রঃ গম্বাঃ তথা।

জালামার্গঃ প্রয়াগঃ চ বিশালামর্কুণ্ডং শুভম্ ১৪।
বহু বর্ষগপানেবং ভ্রময় স ধরণীতলে। কামদেবভৃত্য-
দেবি দেবদেবো মহেশ্বরঃ ১৫। অবৈকত তদা
কামঃ বিস্ফার্য নয়নঃ তদা। তৃতীয়ঃ দেবদেবেষি
দেবদেবত্রিলোচনঃ ১৬। তন্তু তং বীক্ষমাণস্ত
সজ্জাতাঃ পাবকার্হিষঃ। তাভিঃ স ধরুবা যুক্তেন
ভস্মসাৎসমপদ্যত ১৭। তং দক্ষা ভগবাহুর্জুগীষা
রোষন্ত নির্ঘর্য। নিবাসমকরোত্তর্য কেত্রে প্রাভা-
সিকে শুভে ১৮। তস্মিন দৃষ্টে তদা কামে রতিঃ
শোকপরায়াণা। বিলাপাশু হুঃখার্থা পতিভক্তিপর-
য়াণা ১৯। হা নাথ নাথ ভোঃ স্বামিন কিং জহাসি
পতিব্রতাম্। পতিব্রতাঃ পতিপ্রাণাঃ কস্মায়াঃ ত্যজসি
প্রভো ২০। এবং বিলপতীঃ তাং তু বাণবাচা-
শরীরিণী। মা হং কদ বিশালাক্ষি পুনরেব পতি-
ভব ২১। প্রসাদাদেবদেবন্ত উচ্ছ্রান্ততি শিবন্ত
ই। এতাং বাচঃ রতিঃ ক্ষমা ততঃ বহা বহু বহ ২।
ততো দেবাঃ শিবঃ নন্দা প্রার্থয়ামানুরীষরি। কলত্র-
সংগ্রহঃ দেনু কুক্র কার্ঘ্যার্থসংগ্রহে ২৩। এষ কাম-

বিষেদেব, অর্ঘ্যনীকুমারযুগল, মকুদগণ, ও আদিত্য-
গণের পদে অপরাপর ব্যক্তিকে স্থাপন করিয়াছে।
অতএব হে পিতামহ! উহার বধোপায় বলুন।
ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি জানি, ঐ অসুর সর্পদেবের
অবধ্য। শকরের তেজ ব্যতীত অস্ত্র কেহই
উহাকে নিশাভিত করিতে পারিবে না। অতএব
তোমরা দেবদেব মহেশ্বরের নিকট গমন কর।
তোমাদের মঙ্গল হইবে। পূর্বে মহেশভর্তা
দেহভ্যাগ করিয়া এক্ষণে হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন। তাঁহার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ
করিবে, তাহারই হস্তে তারকাসুর নিহত হইবে।
অতএব পুত্রোৎপাদনার্থ শূলপাণিকে প্রণোদিত
কর। অনন্তর দেবগণ কামদেবকে আদেশ করি-
লেন,—তুমি বিশদ্বীক হরের নিকট গিয়া শরাঘাতে
তাঁহাকে সন্তাপিত কর। এমন ভাবে কার্ধ্য
করিবে, বাহাতে তিনি কামাসন্তপ্ত হইয়া ভার্ঘ্যার্থ
প্রথম প্রকাশ করেন। এই তোমার ভ্রাতা
মনোহর বসন্তও তোমার সহিত গমন করুন।
মদন 'সুতাভ্য' বাক্যে প্রতিজ্ঞত হইয়া কৈলাস
শৈলে গমন করিলেন। অনন্তর অম্বক-
নাথন 'বসন্তদেব' কুত্র বসন্ত সহ কামদেবকে
চাপইষ্ট দেখিয়া গঙ্গাধারে গমন করিলেন। সে
স্থানে গিয়াও সমুখে সূতাযুধ কামদেবকে দেখি-

লেন। তদর্শনে বায়ানশী, নৈমিয়ারণ্য, পুঙ্কর,
শ্রীকণ্ঠ, কজ্রকোটি, কুক্রক্ষেত্র, গম্বা, জালা-
মার্গ, প্রয়াগ, বিশালা ও অর্কুণ্ড এই সকল স্থানেও
দেবদেব মহেশ্বর কামদেব ভয়ে বহু বর্ষ ভ্রমণ করি-
লেন ১১—১৫। অনন্তর ত্রিলোচন শিব তৃতীয় নয়ন
বিস্ফারিত করিয়া কামদেবের প্রতি তাকাইলেন।
তাঁহার সেই দর্শনে অগ্নিশিখা সকল উৎপন্ন হইল
এবং তাহা ষাড়া ধরুকারী কাম ভস্মীভূত হইয়া
গেল। ভগবান্ শক্ত কামকে দত্ত করিয়া ক্রোধের
শান্তি করিলেন এবং শুভ প্রভাসক্ষেত্রে বাস
করিতে লাগিলেন। কাম দৃষ্ট হইলে পতিভক্তি-
যুক্তা হুঃখার্থা রতি শোকভয়ে বিলাপ করিতে
লাগিলেন; বলিলেন,—হা নাথ! হা নাথ! হা
স্বামিন! আমি পতিব্রতা, পতিপ্রাণা; আমাকে কেন
পরিত্যাগ করিলেন? এইরূপ বিলাপকারিণী
রতিকে সোধোন করিয়া এক অশরীরিণী বাণী
বলিল,—অগ্নি বিশালাক্ষী! রোদন করিও না।
দেবদেবের প্রসাদে তোমার পতি পুনরুজ্জীবিত
হইবেন। রতি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃতভা
হইলেন। অনন্তর দেবগণ শিবকে নমস্কার করিয়া
তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেব!
আপনি দারপরিগ্রহ করুন। আপনি মহাক্রোধে

স্বয়া দধঃ ক্রোধেন মহতা স্বয়ম্ । বিনা তেন বিভো
নষ্টা সৃষ্টিরৈ ধরণীতলে ॥ ২৪ ॥ ভগবান্‌উবাচ । এষ
কামো ময়া দধঃ ক্রোধেন সুরসন্তমঃ । তস্মান্দদ
এবৈষ প্রজাশ্চ প্রচরয়তি । তদ্বীৰ্য্যন্তঃপ্রভাবশ্চ
বিনা দেহঃ ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥ দেবা উচুঃ । ভগবন
বৃক পূৰ্ব্বং ত্বং সংস্রবস্ব রতীশ্বরম্ । হিতায় সৰ্ব-
লোকানাং যথানঃ প্রত্যাহো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ ততঃ
সংস্রুবান্ কামঃ স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ । ততস্ত-
চ্ছাণ্ডন্তঃ লিঙ্গং সমুত্ত্বকৌ মহীতলে ॥ ২৭ ॥ কৃত-
স্মরঃ পুনস্তত্র অনলো বলবান্‌স্তথা । তেনোঢ়া
শৈলজা তেন শঙ্করেণ মহামুনা ॥ ২৮ ॥ জাতঃ
কন্দঃ সুরশ্ৰেষ্ঠতারকো যেন সৃদিতঃ । পতিতে-
নৈব লিঙ্গেন যস্মাকৌব কৃতঃ স্মরঃ ॥ ২৯ ॥ তস্মাৎ
কৃতস্মরো লোকে কীর্ত্যতে স মহীতলে । তং দৃষ্ট্বা
ন জড়ো নাঙ্কো নানুসী ন চ তুৰ্দ্ধগুঃ । জায়তে তু
কৰ্মা মৰ্ত্ত্যো ন দরিত্রো ন রোগবান ॥ ৩০ ॥ এবা
তে লক্ষ্মীধাতাঃ যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি । দম্বো
যথা স্মরঃ পূৰ্ব্বাঃ পুনৰ্বীৰ্য্যাবিত্যঃ স্মিতঃ ॥ ৩১ ॥

এই কামকে দধ করিয়াছেন, হে বিভো! কাম
ব্যতীত এই ধরাতলে সৃষ্টি নষ্ট হইবার উপক্রম
হইয়াছে। ভগবান্‌ কহিলেন,—হে সুরশ্ৰেষ্ঠগণ!
এই কামকে আমি মহাক্রোধে দধ করিয়াছি; অত-
এব এ, অনঙ্গ হইয়াই প্রজাগণ মধ্যে বিচরণ
করিবে। ইহার সেই বীৰ্য্য, সেই প্রভাব—দেহ
ব্যতিরেকেই হইবে। দেবগণ কহিলেন,—ভগবন
আপনি সর্বলোকের হিতের নিমিত্ত এবং আমাদের
স্বার্থে প্রত্যয় হইতে পারে, এই জন্ত আপনিই
অগ্রে রতীশ্বরকে স্মরণ করুন। অনস্তর মহেশ্বর
স্বয়ং কামকে স্মরণ করিলেন। অনস্তর এক
শান্ত লিঙ্গ মহীতলে প্রাহুভূত হইল। বলবান
অনলের আবার আবির্ভাব ঘটিল। তিনি মহা-
দেবের কৃতস্মর লিঙ্গ নামে অভিহিত হইলেন।
মহাজ্ঞা শঙ্কর অতঃপর শৈলনন্দিনীর পাশিপীড়ন
করিলেন—তাহাতে তারকহৃদন সুরবর স্বক উৎপন্ন
হইলেন—লিঙ্গ পতিত হইলে যে হেতু স্মর পুনরায়
সৃষ্ট হইলেন, এই জন্ত এই লিঙ্গ কৃতস্মর নামে
লোকে কীর্তিত হইতে লাগিল। এই লিঙ্গ দর্শনে
রোগ জন্ম, অন্ধ, অসুখী, তুৰ্দ্ধগ, দরিত্র, বা রোগবান
কখনই হয় না। হে দেবি! তুমি আমার নিকট
যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলে, স্মর যেমন দধ হইল, পুন-
রায় বীৰ্য্যবিত্ত ও দ্বিত্ব হইল, সকলই তোমার

ঈশ্বর উবাচ । তদ্বৈব সংস্থিতং কুণ্ডং দক্ষিণেন
কৃতস্মরাৎ । কামকুণ্ডেতি বৈ নাম যত্রোক্তং পুনঃ
স্মরঃ ॥ ৩২ ॥ অনঙ্গরূপী দেবাজ্ঞানান্যে রূপবান
ভবেৎ । ইক্ষবন্তজ বৈ দেয়াঃ সুবর্ণং গায়ত্ৰীধেচ ॥
বস্মাণি চৈব বিধিবদ্ভ্রাম্যণে বেদপারগে ॥ ৩৩ ॥

ইতি ঐক্কান্দে কামকুণ্ডমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

একাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মিন্‌ স্থানে মহাদেবি স্মাশানঃ
কালভৈরবম্ । ব্রহ্মকুণ্ডং বরারোহে যাবদেবঃ
কৃতস্মরঃ ॥ ১ ॥ তত্র যৎ প্রাণিনো দম্বা মৃত্যুঃ কাল-
বিপর্ধ্যয়াৎ । তে সর্বে মুক্তিমায়াস্ত মহাপাতকিনো-
ংপি বা ॥ ২ ॥ কৃতস্মরামহাদেবি যাবদম্বাশ্বরঃ
স্থিতঃ । মহাস্মাশানঃ তদেবি অপুনর্ভবদায়কম্ ॥
৩ ॥ তাস্মিন্‌ স্থানে বহেদ্যত্র বিষুবং প্রাণিনাং
প্রিয়ে । তত্রোষয়ং স্মৃতং কেত্রং তস্মৈ প্রিয়তমঃ

নিকট বলিলাম। এই বলিয়া ঈশ্বর আবার বলি-
লেন,— এই স্থানেই কৃতস্মরের দক্ষিণে একটা কুণ্ড
আছে, উহার নাম কামকুণ্ড। এই কুণ্ড হইতেই
অনঙ্গরূপী স্মর, পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল।
দেবি! হেথায় স্নান করিলে নর রূপবান্‌ হয়।
এখানে বেদপারগ ভ্রাম্যণকে ইক্ষু, সুবর্ণ, গায়ত্রী ও
বিবিধ বস্ত্র বিধিপূর্বক দান করিতে হয়। ১৬—৩৩।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০০।

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি! সেই স্থানে
কালভৈরব স্মাশান ও ব্রহ্মকুণ্ড বিদ্যমান। হে
বরারোহে! উহা কৃতস্মর কেত্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ।
কালবিপর্ধ্যয় বশে সেখানে যে প্রাণী মৃত্যু-বাদম্ব
হয়, তাহার মহাপাতকী হইলেও মুক্তিলাভ করিয়া
থাকে। হে মহাদেবি! সেই মহাস্মাশান কৃতস্মর
হইতে মর্কটের কেত্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। উহা পুন-
র্জন্মনিবারক। প্রিয়ে! যে স্থানে প্রাণিগণের
সুস্মৃনাভীতে শাস প্রবাহিত হয়, সেই স্থানেই
উষরসম উৎপত্তিনিবারক। উক্ত স্থানেও
সুস্মৃনাতেই শাসপ্রবাহ হইয়া থাকে; সেই জন্তই

সদাঃ ৪। কল্পান্তেহপি ন মুখ্যমি অবিমুক্তাং
প্রিয়ং যমঃ ৫।

ইতি শ্রীকাল্কৈঃ কালভৈরবশ্রবণশ্রবণমাধ্যম্যবর্ণনং
নামৈকাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ২০।

আধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নশাং দেবি রামেশ্বর-
মহত্তমম্। মন্ডীশাদক্ষিণে ভাগে আয়েয়ে তু কৃত-
শ্রয়াৎ। পূর্বতঃ সরস্বত্যা বলভজপ্রতিষ্ঠিতম্।
১। যত্র মুক্তোহভবদেবি রামো ব্রহ্মবধাৎ কিল।
পাতকাৎ প্রতিলোমাং তামগাহত সরস্বতীম্। ২।
দেবীবাচ। কথং স পাতকানুজ্ঞঃ কথং পাপমতুং
পুরা। কথং তৎস্থাপিতং লিঙ্গং কিম্ভাবৎ বদশ্ব
মে। ৩। ঈশ্বর উবাচ। শুনু দেবি প্রবক্ষ্যামি
কথং পাপপ্রণাশিনীম্। যাং শ্রদ্ধা মানবো দেবি
যুক্তঃ সংসারসাগরাৎ। সর্বান কামান স লভতে
সততঃ মনসি প্রিয়ান্। ৪। রামঃ পূর্বঃ পরাৎ

উহা আমার সতত প্রিয়তর। আমি কল্পান্ত-
কালেও সেই শ্রাশান পরিচায় করি না; উহা
আমার অবিমুক্ত ক্ষেত্র ইহাতেও প্রিয়। ১-২।

একাদিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

আধিক বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন;—হে মহাদেবি! অতঃপর
অমৃতময় রামেশ্বরক্ষেত্রে যাইবে। বলভজ-প্রতি-
ষ্ঠিত সেই ক্ষেত্র, মন্ডীশের দক্ষিণে, কৃতশ্রয়ের
অগ্রিকোণে, এবং সরস্বতীর পূর্বদিকে বিরাজিত।
হে দেবি! রাম এই স্থানে ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতে
বিমুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই প্রতিলোমা
সরস্বতীতে অবগাহন করিয়াছিলেন। দেবী
কহিলেন,—তিনি পাতক হইতে মুক্ত হইলেন
কিভাবে? কিভাবেই বা পূর্বে তাঁহার ব্রহ্মহত্যাপাপ
ক্ষটিয়াছিল? কি প্রকারেই বা তিনি সেই লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করেন? আর সেই লিঙ্গের প্রভাবই
কি প্রকার? এসকল আমাকে বলুন। ঈশ্বর
কহিলেন,—হে দেবি! শ্রবণ কর; আমি তোমাকে
সেই পাপনাশিনী কথা বলিতেছি,—যাহার শ্রবণে
সংসারসাগরময় মানব সতত বাহিত কামসমূহ

প্রীতিঃ কৃষা কৃকৃত লালসী। চিত্তহারাঃ বহবা কিং
কৃতঃ স্কৃতঃ তবৎ ৫। কৃতকেন হি বিনা নারঃ
যান্তে হর্ষোদধনান্তিকম্। পাণ্ডবান বা সম্যকিত্য
কথং হর্ষোদধনং নৃপম্ ৬। জামাতঃ তদা
শিখ্যং ভাতয়িত্যে নরেশ্বরম্। ভাষ্যি পার্শ্ব
যাত্যামি নাপি হর্ষোদধনং নৃপম্ ৭। ভীষ্মব্যা-
ধাক্ষিণ্যামি তাবদ্ব্যাহনমাশ্রয়। কুরুপাং পাণ্ড-
বানান চ যাবদস্থায় কর্ততে ৮। ইত্যাদিভ্যঃ কুরী-
কেশং পার্শ্বহর্ষোদধনাবশি। জগাম হারকাং শৌর্য্য
শ্বসৈন্তেন্দ্র পরীকৃতঃ ৯। গদা ধারাবতীং রামো
হুটুজনাঙ্কুলাম্। শৈরজঃপুরগৈঃ সার্কং পশ্যো
পানং হলানুগঃ ১০। পীতপানো জগামাধ রৈব-
তোদ্যানমুক্তিমৎ। হস্তে গৃহীত্বা স গদাং রৈবত্যা-
দিভিরহিতঃ ১১। ত্রীকদম্বকমধ্যস্থো যযৌ মন্ত-
বদাশ্রয়ন। কদম্ব চ বনং বীরো রমণীয়মহত্তমম্।
১২। সর্বত্র তত্তপ্পূজ্যাত্যঃ শাখামৃগগণাকুলম্।
পুষ্পপদ্মবনোপেতং সপশলমহাবনম্ ১৩। স শৃণু
প্রীতিজনকান কস্তায়দকলাকুলান। ধোজয়মান
সুমধুরাঙ্কলান খগমুখেরিতান্ ১৪। সর্বত্রঃ কল-

উপভোগান্তে অস্তে মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। পূর্বে হল-
ধর রাম, কুরু প্রীতি পরম প্রীতি বশতঃ
চিত্তা করিলেন যে, কি করিলে স্কৃত হইবে?
কুরুকে ছাড়িয়া হর্ষোদধনের পক্ষ আশ্রয় করা
আমার কর্তব্য নহে; আবার পাণ্ডবগণের পক্ষা-
ধলখন করিয়াই বা জামাতা ও শিষ্য হর্ষো-
দধন রাজাকে ঘাতিত করিব কিভাবে? অন্তএব
কি পাণ্ডব কি হর্ষোদধন—কোন পক্ষেই আমি যাইব
না, পরন্তু যাবৎ কুরুপাণ্ডবগণের ক্ষয় না হয়,
তাবৎ আশ্রা হারা ভীষ্মচয়ে আশ্রাভিবেকবিধান
পূর্বক বিচরণ করিব। হলধর কুরুকে, পার্শ্বকে ও
হর্ষোদধনকে এই কথা বলিয়া শ্বসৈন্তে পরীকৃত
হইয়া হারকা প্রস্থান করিলেন। হলধর রাম হুটু-
জনাঙ্কুলা ধারাবতী নগরীতে যাইয়া অশ্বপুংরে
প্রবেশপূর্বক বীথ অশ্বপুংরজনগণসহ হালাশ্রানাতে
গদাহস্তে রৈবতী প্রভৃতি নারীবর্গে পরিবৃত হইয়া
অন্ধিযুক্ত রৈবতকোদ্যানে গমন করিলেন। শিব
হলধর, নারীকদম্ব মধ্যে মন্তবৎ অলিত হইতে হইতে
সেখানে যাইয়া তদ্রূপ অমৃতময় রমণীয় উদ্যান
বিলোকন করিতে লাগিলেন ১১-১২। দেখিলেন, উহার
প্রায় সকল স্থলেই প্রহ্ননপাক্ষে মণ্ডিত ও শাখামৃগ-
বর্গে সমাকুল; উহা বিবিধ পুষ্পোদ্যানের ও পদ্ম-

রত্নাচ্যান্ সৰ্গতঃ কুন্তুমোজ্জলান্ । অশ্বাং পাদপা-
 নৈব, বিহেজ্জম্মোদিতান্ ॥ ১৫ ॥ আশ্বানামাভ-
 কান্ তব্যারিরিকেলান্ সত্তিকান্ । আবল্যন্তব্য
 পীতান্ দাতিমান্ বীজপূরকান্ ॥ ১৬ ॥ পনসান্ কুচ-
 যোতাংজাংচাপি মনোহরান্ । পারবতান্ কুস-
 জারিহীনানব্ বেতসান্ ॥ ১৭ ॥ তন্নাভকানামলক-
 তিকুচান্ মহাকলান্ । ইন্দ্রান্ কয়মর্দান্ হরী-
 তকবীজতকান্ ॥ ১৮ ॥ এতান্ভাং স তত্ত্বান্ দৰ্শ-
 যম্মননঃ ॥ তথৈবাশোক্তপুৰাণকৈতকীবকুলান্তথা ॥
 ১৯ ॥ পক্ষকান্ সপ্তপর্ণান্ কর্ণিকারান্ সুমালভাঃ ।
 পারিজাতান্ কোবিদারাজান্দেবান্দেবরাজান্ ॥ ২০ ॥
 পাটলান্ পুণ্ডিতান্ ব্রহ্মান্ দেবদাক্ষসাম্ভবা-
 শালাংতালান্তমালান্ মিচলান্ বজ্রলাংভবা ॥ ২১ ॥
 চকোরেঃ শতপত্রৈশ্চ তুংকরাজৈঃ সমাবৃতান্ ।
 কোকিলৈঃ কলবিশৈশ্চ হারীতকীবীৰকৈঃ ॥ ২২ ॥
 শ্রিয়পুঞ্জচাতকৈশ্চ শুকৈরভৈর্বিহঙ্গমৈঃ ॥ শ্রোত্রয়মাং
 সুমধুরা কুজভিচাপ্যভিষ্ঠিতৈঃ ॥ ২৩ ॥ সরাসি চ
 সপন্নানি মনোজ্ঞসলিলানি চ । কুমুদৈ পুণ্ডরী-
 কৈশ্চ তথা রোচনকোংপলৈঃ ॥ ২৪ ॥ কল্লাপৈঃ

কমলৈশ্চাপি চর্জিতানি সমস্ততঃ । কান্দৈশ্চক-
 বাকৈশ্চ তথৈব জলকুট্টৈঃ ॥ ২৫ ॥ কারওবৈঃ
 প্রবৈহংগৈঃ কুর্শৈর্গুণ্ডিতৈরৈব চ । এতৈরভৈশ্চ
 কৌর্ণানি তথাভৈর্জলবাসিতিঃ ॥ ২৬ ॥ ক্রমেণ স-
 রস রামঃ প্রেক্ষমাণো মনোরমঃ । জগামাচ্ছগতঃ
 ত্রীভির্দণ্ডাগুহমহুতমঃ ॥ ২৭ ॥ স দৰ্শ্য বিজাংভ্র-
 বেনবেদাদপাকপান্ । কৌশিকান্ ভার্গবাংশৈব
 ভারবাজাং গৌতমান্ ॥ ২৮ ॥ বিবিধেষু চ
 সজ্জতান্ বংশেষু বিজসন্তমান্ । কবাজবলো-
 কঠাঙ্গপবিত্তান্ মহাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥ কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু
 কুর্শেষু চ বৃষীষু চ । হৃৎক তেবাং মধ্যস্থঃ কথয়ানঃ
 কথাঃ শুভাঃ ॥ ৩০ ॥ পৌরাণিকঃ সুরবাণীমা-
 দ্যানাং চরিতক্রিয়াঃ । দৃষ্টৌ রামঃ বিজাঃ সর্বে মধু-
 পানাকর্ণেকণম্ ॥ ৩১ ॥ মন্তোহয়মিতি মর্মানাঃ
 সমুত্তম্বহরাভিতাঃ । পুঞ্জয়ন্তো হলধরঃ তস্মতে হৃত-
 বংশজম্ ॥ ৩২ ॥ ততঃ ক্রোধসমাবষ্টৌ হলী হৃতঃ
 মহাবলঃ । নিজধান বিবৃজাকঃ কোভিতাশেব-
 দানবঃ ॥ ৩৩ ॥ অশাসিতে পদং ব্রাহ্ম্যং তস্মিন্
 হৃতে নিপাতিতে । নিজান্তান্তে বিজাঃ সর্বে
 বনাং কৃষ্ণাজিনাঘরাঃ ॥ ৩৪ ॥ অবধুতঃ তথান্নানঃ

বলে সমুপেত এবং পদলে ও মহাবলে শোভিত ।
 তিনি সেখানে মনমত বহু পক্ষিগণের ঐতিকর,
 কতিসুখাবহ, শুভ, মধুর বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিতে
 করিতে সৰ্গতঃকলরত্নাচ্য, সৰ্গতঃকুন্তুমোজ্জল,
 বিকলগণাঙ্কমোদিত-উদ্যানতকরাজী দর্শন করিতে
 লাগিলেন । বহনমন রাম, অশ্ব, আশ্বাতক, তব্য,
 নারিকেল, তিকুচ, আবল্য, পীত, দাতিম, বীজ-
 পূর, পনস, লকুচ, মোচ, তাপ, পারবতা, কুস-
 জুল, নুনিম, বেতস, তন্নাভক, আমলক, মহা-
 তিকুচ, ইন্দ্র, কয়মর্দ, হরীতক, বিভীতকাদি
 এবং কতিসুখাবহ সুমধুর কুজনপরাগ চকোর,
 শতপত্র, তুংকরাজ, কোকিল, কলবিক, হারীত,
 কীবীৰক, শ্রিয়পুঞ্জ, চাতক, শুকাদি বিহঙ্গনিবধে
 সন্বেষিত অশোক, পূর্বাণ, কেতকী, বকুল, চম্পক,
 সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, মালতী, পারিজাত, কোবিদার,
 মজার, ইন্দীবর, পাটল, কদলী, দেবদাক, শাল,
 তাল, তমাল, মিচল, বজ্রাণি, তকনিকর বিলোকন
 করিতে লাগিলেন ॥ ১০-২০ ॥ ইত্যন্ততঃ বহু
 কারক, ক্রম্যক, জলকুট্ট, কারওব, প্রব, হংসাদি
 জলপক্ষী ও কুর্শ, বজ্রাণি জলচর জীবে সমাকীর্ণ,
 পদ্ম, কুমুদ, পুণ্ডরীক, রোচনক, উৎপল, কল্লার

কমলাদি জলকুমুমভূষিত, বহু সলিলপূর্ণ, সরো-
 বর ভাঁহার নয়নগোচর হইল । রাম রমণীগণ সহ
 এই সকল দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতে করিতে
 ক্রমে একটী অল্পসুখ লতাগৃহ অবলোকন করি-
 লেন । দেখিলেন, ঐ স্থানে কৌশিক ভার্গব
 ভায়রাজ গৌতমাদি বিবিধ গোঞ্জসমুত, বেদ-
 বেদাঙ্গপারগ, মহাত্মা বিজগণ কথাস্রবণার্থ সমুৎসুক-
 চিত্তে কৃষ্ণাজিন, কুর্শ, বৃষী প্রভৃতি আশ্রমে
 উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; ভাষাদিগের মধ্যস্থলে
 পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ হৃত বসিরা সুরবি-রাজবিদগের
 চরিতসংক্রান্ত শুভ কথা কীৰ্ত্তন করিতেছেন ।
 হৃতবংশীয় সেই পৌরাণিক ব্যতীত অপরায়ণ সমস্ত
 বিজগণই হলধর রামকে অরুণলোচন দর্শনে 'ইনি
 মধুপানে যত হইরাছেন' ভাবিয়া স্বরা সন্ধারে
 উত্তীর্ণ ভাঁহার বধোক্ত অর্চন করিতে লাগিলেন ।
 অশেষ দানবকোতক মহাবল হলধর ইহাতে হৃত-
 কর্কট আপনাকে অবজ্ঞাত বোধে হৃতের প্রতি
 অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বিস্ফারিতভনে তখন
 তাহাকে নিহত করিলেন । সেই হৃত ক্রোধরূপে
 উপবিষ্ট ছিলেন, হলধর তাহাকে হত্যা করিলেন,
 দেখিয়া সেই কৃষ্ণাজিনাঘর মুনিগণ সকলেই সেই বন

মহামানো হলান্ধঃ। চিত্তায়ামস স্তুমহময়া পাপ-
মিদং কৃতম্। ৩৫। ব্রহ্মাসনগতো হেব যঃ স্ততো
বিনিপাতিতঃ। তথা হেতে বিজাঃ সর্গে মামবেক্য
বিনির্গতাঃ। ৩৬। শরীরস্ত চ মে গচ্ছো লোহ-
স্তেবানুধাবহঃ। আত্মানং চাবগচ্ছামি ব্রহ্মরমিত
কুংসিতম্। ৩৭। বিতুমমার্থং তথা মদ্যং মহিমান-
মকীর্তিম্। যেনাবিষ্টেন স্তুমহময়া পাপমিদং
কৃতম্। ৩৮। স্মৃত্যক্তং তু করিষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং
যথাবিধি। উক্তমন্ত্যেব মম্বনা প্রায়শ্চিত্তাদিকং
ক্রমাৎ। ৩৯। জপঃ প্রচ্ছন্নপাপানাম্ মনস্তাপ
এব চ। কৃতান্তনস্তপোবিদ্যে বুদ্ধেজ্ঞানং বিশো-
ধনম্। ৪০। ক্লেদেবরস্ত বিজ্ঞানাবিশুদ্ধিঃ পরমা
মতা। শরীরস্ত বিশুদ্ধিত্ব প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগধৈঃ।
৪১। ততোহন্যতঃ করিষ্যামি ব্রতং দ্বাদশবার্হ-
কম্। স্বকর্ম্মথাপনং কুর্মন প্রায়শ্চিত্তমমুত্তমম্। ৪২।
ইদং বিশুদ্ধিরজ্ঞানাক্ষয়া চাকামতো বিজন্ম! কামতো
ব্রাহ্মণবধে নিষ্কর্তির্নি বিধীয়তে। ৪৩। যঃ কামতো

মহাপাপং নয়ঃ কুর্বাৎ কথঞ্চন। ন তন্ত নিষ্কৃতি-
দৃষ্টা ভূয়শ্চিন্তনাদৃতে। ৪৪। অকায়তঃ কৃতে
পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিমবুধাঃ। কামকায়কৃতেহপ্যাহ-
রেকে কৃতিনিদর্শনাৎ। ৪৫। বিধিঃ প্রায়শ্চিক-
স্তমাদ্বিতীয়ে বিগুণং চরেৎ। তৃতীয়ে ত্রিগুণং
প্রোক্তং চতুর্থে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ। ৪৬। ঔষধং
স্নেহমাহারং • দদম্গোব্রাহ্মণাদিষু। দীর্মমানে
বিশক্তিঃ স্ত্রাস স পাপেন লিপ্যতে। ৪৭। অকা-
রনং তু যঃ কশ্চিদ্বিজঃ প্রাপান পরিত্যজেৎ। তন্তৈব
তত্র দোষঃ স্ত্রাস তু যোহন্যৈ দদাতি তৎ। ৪৮।
পরিষ্কৃতো যদা বিপ্রো হব্রাহ্মানং স্ততো যদি।
নির্গুণঃ সতস। কোধাদগৃহকেত্রাদিকারণাৎ। ৪৯।
ত্রিবার্হিকঃ ব্রতং কুর্বাৎ প্রাতিলোমাঃ সরস্বতীষু।
গচ্ছেৎপাতি বিশুদ্ধার্থং তৎপাপস্ততি নিশ্চিতম্। ৫০।
উদিশ্রু কুপিষ্টো হবা ভোষিতঃ বাগদেৎ পুনঃ।
তস্মিন স্ততে ন দোষোহস্মি ব্রহ্মৈকক্কাবণে কৃতে।

হইতে চলিয়া গেলেন। অতঃপর হলধর ভাবিলেন
—আমি যে ব্রহ্মাসনস্থ হৃতকে মারিলাম, ইহাতে
মহৎ পাপাচারণ করা হইয়াছে; সেই জন্যই এই
সমস্ত বিজগণ আমাকে দেখিয়া স্থানত্যাগ করিয়া
চলিয়া গিয়াছেন। আমার শরীরেও সৌহেয়
স্ত্রায় অনুধাবন গচ্ছ জন্মিয়াছে। আর আমি
নিজেও আপনাকে কুংসিত ব্রহ্মস্বামী বলিয়া বুঝি-
তেছি। আমার অকীর্তিকর অর্থে, মদ্যে ও
মহিমায় বিক!—যাহার আবেশে আমি এই স্তুমহৎ
পাপাচারণ করিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আমি
যথাবিধি স্মৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তাহুতান করিব। যেহেতু মম
বলিয়াছেন যে, পাপকালনার্হ প্রায়শ্চিত্তাদি যথাক্রমে
করিতে হয়; জপদ্বারা প্রচ্ছন্ন পাপ, এবং মনস্তাপ
দ্বারা মানস পাপ বিনষ্ট হয়। দেহ ও মন তপস্তা ও
বিদ্যা দ্বারা এবং বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা বিশোধিত হইয়া
থাকে। ২৪—৪০। যদি ক্লেদজ ও ক্রবরের তত্ত্ব-
বিজ্ঞান জন্মে, তবে পরমা শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।
আর পৃথক পৃথক প্রায়শ্চিত্ত করিলেও শরীরশুদ্ধি
হইয়া থাকে। অতএব আমি অন্য হইতে দ্বাদশ বর্ষ
কাল যাবৎ স্বকর্ম্ম কীর্তন সহকারে বিচরণ করিব।
এইরূপ ব্রতাবলম্বন করিলেই আমার অমুত্তম
প্রায়শ্চিত্তাহুতান হইবে। অকায়তঃ অজ্ঞানবশে
ব্রহ্মহত্যা করিলেই এইরূপে শুদ্ধিলাভ হয়; কিন্তু
যদি কায়তঃ জ্ঞানপূর্ণক ব্রহ্মহত্যা করা হয়, তাহা

হইলে তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত নাই। মানব
যদি কোনপ্রকারে কায়তঃ মহাপাতক করে, তবে
তাহার ভূতপাত ও অগ্নিপ্রবেশ ব্যতীত অপর কোন
প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিতগণ অকায়তঃ
পাতকাচরণেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন; তবে
কোন কোন পণ্ডিত কৃতি সমালোচনা করিয়া কায়তঃ
কৃত পাতকেও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। পরন্তু
প্রথমাপরাধে বিহিত প্রায়শ্চিত্ত, দ্বিতীয়াপরাধে
বিগুণ, তৃতীয়ে ত্রিগুণ, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।
চতুর্থবার অপরাধে সে পাপের নিষ্কৃতি বিহিত হয়
নাই। যদি কেহ ঔষধ, স্নেহদ্রব্য কিবা কোন
খাদ্যদ্রব্য ব্রাহ্মণ গো প্রভৃতিকে প্রদান করে, আর
সেই দ্রব্যের ব্যবহারের পর যদি উক্ত ব্রাহ্মণাদির
মৃত্যু হয়, তবে তাহাতে উক্ত দাতার কোনরূপ
পাপ হয় না। যদি কোন ব্রাহ্মণ অকারণ
প্রাণপরিহার করে, তবে তাহার তাদৃশ মৃত্যু
জন্ম ঔষধাদিদাতা ব্যক্তি পাতকী হইবেন না;
কারণ তজ্জন্ম সেই মৃত ব্রাহ্মণ গুহাই দোষী।
যদি কোন নির্গুণ ব্রাহ্মণ, গৃহ কেত্রাদি নিমিত্ত
নির্ধ্যাতিত হইয়া কোধবশে আহতহত্যা করে, তবে
তজ্জন্ম নির্ধ্যাতনকারী তৎপাপকালনার্হ জৈবার্হিক
ব্রতাচরণ, কিবা প্রতিলোমা সরস্বতীতে যাইয়া
স্নান করিবে। ইহাই শাস্তিসিদ্ধান্ত। কোধবশে বিবদ-
মান ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে তাহার সন্তোষনাশন
করিতে হয়, আর যদি উভয়ের বিবাদে কোন

৫১। স্বঃ তু ভ্রামণং হৃদ্য শূদ্রহত্যাত্তঃ চরেৎ ।
বহুনামেকার্থাণাং সর্বেষাং শত্ৰুধারিণাম্ ॥ ৫২।
যদোকো দ্বাতয়েত্ত্ব সর্বে তে দ্বাতকাঃ স্মৃতাঃ ।
প্রাশ্চিত্তে ব্যবসিতে যদি কৰ্ত্তা বিপদ্যতে ॥ ৫৩।
এনন্তঃপ্রাপ্তাদেনমিহ লোকে পরজ চ । তদহ-
কিং করোম্যেয ক গচ্ছামি দুঃখান্বিত ॥ ৫৪।
ধিক্ মাং পাপচরিতং মহাদুঃখতকর্ষণম্ ॥ ৫৫।
ঈশ্বর উবাচ । ইতোবাং বিলপন যাবচ্ছোক
কুলিতমানসঃ । তাবদাকাশসমুচ্চা বাণ্ডবাচাশরী-
রিণী ॥ ৫৬। ভোভো রাম ন সন্তাপস্বয়া কার্য্য-
কথকম্ । গচ্ছ প্রাভাসিকং ক্ষেত্রং যত্র দেবী সর-
স্বতী ॥ ৫৭। পক্ষশ্রোতাঃ হতা তত্র পক্ষপাতক-
নাশনী । নদীনাং প্রবরা সা তু ব্রহ্মভূতা সরস্বতী ॥
৫৮। একতঃ সর্বভীর্থানি ত্রয়াণ্ডে সচরাচরে ।
গঙ্গাদীনীনরশ্চেঠ তেবাং পুণ্যা সরস্বতী ॥ ৫৯।
জাবদ্গর্জন্তি পাশানি ব্রহ্মহত্যাদিকান চ । যাবন্ন
দৃষ্টতে দেবী প্রভাসহা সরস্বতী ॥ ৬০। তস্মাস্ত-

ত্রৈব গচ্ছ স্বঃ যত্র দেবী সরস্বতী । মাইজতীর্থঃ ।
সকশ্রেষ্ঠঃ কৰ্ত্তুঃ শক্যো বিকল্পাঃ ॥ ৬১ ॥ তস্মা
কাবীর্জিলং স্বঃ গচ্ছ তীরং মহোদধিঃ । প্রাভা-
সিকে মহাদেবীঃ প্রতিভোমাং বিগাহয় ॥ ৬২ ॥
তত্রৈবরাধয় বিভুঃ লিঙ্গরূপমীশ্বরম্ । প্রতিষ্ঠাপ্য
মহাপাপাচ্ছারীরামঃ বিমোক্ষাসি ॥ ৬৩ ॥ ইতি
ব্রহ্মা বচো রামঃ পরমানন্দপুরিতঃ । প্রভাসক্ষেত্র-
গমনে মতিং চক্রে মহামনাঃ ॥ ৬৪ ॥ ততঃ স্বগৈস্ত-
সংযুক্তো দ্রব্যোপস্করসংযুক্তঃ । আজগম মহাক্ষেত্রঃ
প্রভাসমিতি বিজ্ঞতম্ ॥ ৬৫ ॥ দৃষ্ট্বা মনোরমং তীর্থং
সরস্বত্যাক্সিসঙ্গমে । চকার হৃদি সঙ্গমং প্রাতি-
ভোমাবগাহন ॥ ৬৬ ॥ আত্ময় ভ্রামণান্ততঃ প্রভাস
ক্ষেত্রবাসিনঃ । সমাগৃহ্যাবিধানেন যাত্নাং তত্রা-
করোত্তমুঃ ॥ ৬৭ ॥ যানি প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে
ভীর্থানি বিবিধানি তু । রবিযোজনসংস্থানি তেষু
যাত্নাং চকার সঃ ॥ ৬৮ ॥ প্রত্যেকং চ নদৌ তেষু
দানানি বিবিধানি তু । তথাধঃ স্থাপয়ামাস সর-
স্বত্যাক্সিসঙ্গমে ॥ ৬৯ ॥ পূর্বভাগে মহালিঙ্গং কুৰ্ব্বা
যজ্ঞাবধিক্রিয়াম্ । এবং কৃতে মহাদেবি বিযুক্তঃ

ব্রাহ্মণের মৃত্যু ঘটে, তাহ তজ্জন্ত দোষ
হইবে না। ক্রৌব ভ্রামণকে হত্যা করিলে শূদ্র-
হত্যাত্ত করিতে হয়। একোদিশে বহু ব্যক্তি
শাস্ত্র গ্রন্থপূর্বক সম্মুখভাবে আদ্যত করিলে যাহার
আঘাতেই মৃত্যু হউক না কেন, সকলেই দ্বাতক
বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাশ্চিত্তের উদ্যম করিয়াও
কৰ্ত্তা যদি মরণাপন্ন হয়, তবে উক্ত পাপ তাহাকে
পরলোকে কিছা জন্মান্তরে ইহলোকে পুনরায়
আহর করে। অতএব এ অবস্থায় আমি কি
করি? কোথায় যাই? আমি দুঃখী, দুঃখকারী,
ও পাশাঙ্গারী; আমাকে ধিক! ঈশ্বর কহিলেন,—
রাম শোকাকুলচিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে
ধাকিলে তখন অশরীরীণী আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত
হইয়া কহিল,—ওহে, ওহে, রাম! তোমার এরূপ
ভাবে শোক করা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে; তুমি প্রভাস-
ক্ষেত্রে গমন কর,—যেখানে ব্রহ্মভূতা নদীপ্রবরা
পক্ষপাতকহারিণী সরস্বতী দেবী পক্ষশ্রোতা হইয়া
বিরাজমানা। হে নরশ্চেঠ! একদিকে গঙ্গাদি
সমস্ত তীর্থ আর একদিকে পুণ্যা সরস্বতীকে
ব্রাহ্মী কুলনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সরস্বতীই
তাহাতে প্রাভাস লাভ করিয়াছেন। সেই প্রভাস
বাসিনী সরস্বতী যাবৎ নয়নগোচর না হয়, ব্রহ্ম-
হত্যা দি পাশসকল তাবৎ কালই অফিলান করিয়া

থাকে। ৪১—৬০। অতএব তুমি সেই সরস্বতী-
স্থানে গমন কর; নচেৎ অপরাধের শত সহস্র
ভীর্থও তোমায় বিপাপ করিতে পারিবে না। অত-
এব তুমি আর বিলম্ব করিও না, সাগরতীরে
প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া প্রতিভোমা সরস্বতীতে অব-
গাহন কর এবং সেইখানেই শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়া সেই বিভুর আরাধনা কর; তাহাতে মহা-
পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। মহামনা
রাম, এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণে পরমানন্দ-
পুরিত-চিত্তে প্রভাসক্ষেত্রে গমন বিষয়ে সঙ্গম
করিলেন। তারপর তিনি সৈন্ত ও দ্রব্যসম্ভারসহ
বিখ্যাত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিলেন। বিভু রাম,
পরে সরস্বতীসাগরসঙ্গমে যাইয়া সেই মনোরম
তীর্থ দর্শনান্তে প্রাতিভোমা সরস্বতীতে অবগাহনার্থ
মনে মনে সঙ্গম করিয়া প্রভাসবাসী ব্রাহ্মণগণকে
আহ্বানপূর্বক বিধানানুসারে আশ্রয়যোজন পরি-
মিত প্রভাসক্ষেত্রে যাবতীয় তীর্থের উদ্দেশে যাত্না
করিলেন। পরে তিনি সেই সকল তীর্থে যাইয়া
বিবধ দানাদি কার্য্য করিলেন। পরে সরস্বতী-
সাগরসঙ্গমের পূর্বভাগে যজ্ঞাদিসহ যথাবিধি স্তম্ভৎ
শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। হে মহাদেবি
এইরূপ করিয়া তিনি পাতকযুক্ত হইলেন। ৬১—৭০

পাতকৈরভুৎ ৭০ ॥ নির্মলাঙ্গস্ততো দেবি দিনানি
দশ সংহিতাঃ । ততস্তাং চৈব স স্নাত্বা প্রতিলোমাং
ক্রমাদৃয্যো । প্রকাবহরোণং যাবৎ সমুদ্রাচ্চ হিমাল-
য়ম্ ৭১ ॥ এবমুক্তঃ স পাপোেষ রামোহভুৎ প্রতিভঃ
প্রিয়ে । তন্ত লিঙ্গস্ত মাহাত্ম্যং সরস্বত্যাঃ প্রসাদতঃ ॥
৭২ ॥ যন্তংপুজয়তে দেবি লিঙ্গং পাপভয়াপহম্ ।
রামেশ্বরেতি কথিতং সোহপি মুচ্যেত পাতকান ৭৩ ॥
অষ্টমাং চ বিশেষেণ ব্রহ্মকুর্চবিধানতঃ । যন্তত্র
কুরুতে দেবি সোহশ্বমেধকলঃ লভেৎ ৭৪ ॥ স্নাত্বা
তত্র বরারোহে সরস্বত্যক্সিঙ্গমে । রামেশ্বরেতি-
নামানং ততঃ সম্পূজ্য শক্তরম্ । গোদানং তত্র
দেয়ং তু সম্যগ্বাত্মাকলেম্পূভিঃ ৭৫ ॥ ইত্যেবং
কথিতং দেবি রামেশ্বরমহোদয়ম্ । যচ্ছ্রদ্ধা মানবঃ
সম্যক্ ব্রহ্মবান্ প্রাপ্নুযাদ্ভবম্ ৭৬ ॥

ইতি জীকান্দে রামেশ্বরকেত্রমাগম্যাবরণং নাম
ষাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ২০ ॥

হে দেবি ! তিনি নির্মল শরীরে তথায় দশ দিন অব-
স্থান করিয়া পরে প্রতিলোমা সরস্বতীতে স্নানান্তে
সেই সমুদ্রতীর হইতে ক্রমে ক্রমে হিমালয়স্থ প্রকা-
বহরণ তীর্থ পর্য্যন্ত গমন করিলেন । প্রিয়ে ! সেই
লিঙ্গের প্রসাদে ও সরস্বতীর মাহাত্ম্যে সেই রাম
এইরূপে ব্রহ্মহত্যা দি পাতকনিচয় হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া জগতে কীর্ত্তিভাজন হইয়াছিলেন । হে
দেবি ! যে মানব, সেই রামেশ্বর নামক পাপভয়হর
শক্তরলিঙ্গ পূজা করে, সেও পাতকমুক্ত হয় । হে
দেবি ! সেখানে যে ব্যক্তি অষ্টমীতে ব্রহ্মকুর্চ বিধানে
উক্ত লিঙ্গের অর্চনা করে, সে অশ্বমেধের ফল
প্রাপ্ত হয় । অগ্নি বরারোহে ! সম্যক্ যাত্মাকল-
কামী মানবের সেখানে সরস্বতীসাগরসঙ্গমে
যথাবিধি স্নানান্তে রামেশ্বরনামক শক্তরলিঙ্গের
অর্চনাপূর্ব্বক গোদান করা কর্তব্য । হে দেবি !
এই তোমার নিকট রামেশ্বরের মহৎ মাহাত্ম্য
কহিলাম ; সম্যক্ ব্রহ্মালু মানব ইহা শ্রবণে স্বর্গ
লাভ করে ৭১—৭৬ ॥

ষাধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০২ ॥

ত্রাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি মকীষর-
মহালয়ম্ । রামেশাহুততো ভাগে দেবমাতুঃ সমী-
পগম্ ১ ॥ অর্কস্থলাস্তরে যাম্যে পূর্ব্বতন্ত কৃত-
স্মরাৎ ২ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু মন্দিরা স্থাপিতং
পুরা ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবঃ সমাগম্মেধকলং
লভেৎ ৩ ॥ দেবুবাচ । কোহসৌ মন্দিরমহাদেব
কথং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ । কিম্ভাবাবধ তল্লিঙ্গ-
মেতন্মে বদ বিস্তরাৎ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । মন্দি-
রানামভবৎ পূর্ব্বঃ কুজকাযো দ্বিজোত্তমঃ । প্রভাসং
কেত্রমাসাদ্য তপন্তেপে মনুহন্তমম্ ৫ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য
মহাদেবঃ শিবভক্তিপরায়ণঃ । ন তুতোষ হরস্তুস্ত
বহুবর্ষগার্হিষ্ঠিতঃ ৬ ॥ তন্ত্বেবং উপ্যমানস্ত সিক্তিঃ
প্রাপ্তা হনেকশঃ । তজ্জারায় মহাদেবঃ স্বর্গলোক-
মিতো গতাঃ ৭ ॥ ততো হুঃখং সমভবয়চ্ছ্রদ্ধা
বরাননে । কস্মায়ে ভগবাঃশক্তিঃ ন গচ্ছতি মহে-
শ্বরঃ ৮ ॥ ততস্তত্ত্বয়তিং চক্রে কৃৎস্না তীব্রানব-

ত্রাধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি ! অতঃপর
রামেশ্বরের উত্তরদিকস্থ দেবমাতার সমীপবর্তী
মকীষর কেত্রে যাইবে । উহা অর্কস্থলের দক্ষিণে
এবং কৃতস্মরের পূর্বাদিকে অবস্থিত । পুরাকালে
মন্দিরমুনে এই স্থানে এক মহাপ্রভাংশালী লিঙ্গস্থাপন
করিয়াছিলেন । তাহার দর্শনে মানব অশ্বমেধ
যাগের যথাযথ ফল প্রাপ্ত হয় । দেবী কহিলেন,—
হে মহাদেব ! সেই মন্দির কে ? কেনই বা তিনি
লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করেন ? আর সেই লিঙ্গের প্রভা-
বই বা কি প্রকার ? এ সকল আপনি আমাকে
বিস্তার বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বে মন্দি-
র নামে এক কুজ দ্বিজ ছিলেন ; তিনি শিবভক্তি
পরায়ণ মানসে প্রভাসকেত্রে যাইয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
পূর্ব্বক বহু বৎসর যাবৎ স্নানহং তপস্চরণ করেন ।
তাহার তপশ্চাকাল মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি এই
স্থানে মহাদেবের আরাধনা করিয়াই বিবিধ
দীর্ঘ লাভ করিয়া স্বর্গগামী হইল । কিন্তু মহাদেব
তৎপ্রতি তুষ্ট হইলেন না । ইহাতে মন্দির
মনে বড়ই হুঃখ হইল । অগ্নি বরাননে । মন্দি-
র ভাবিলেন—ভগবান্ মহেশ্বর কিজন্ত আমার
প্রতি তুষ্ট হইতেছেন না । এইরূপ চিন্তা

স্তনম্। এবং বৃদ্ধত্বমাপন্নো জপধ্যানপরায়ণঃ ২৥
 তস্ত তুষ্টো মহাদেবো বয়সোহস্তে বরং দদৌ।
 পরিতুষ্টোহস্মি তে মঞ্চে ক্রাহি কিং করবামি তে।
 ১০। মঙ্কিহবাচ। কিং বরেশ সুরশ্রেষ্ঠ মম বৃদ্ধস্ত
 সাস্প্রতম্। কিঞ্চিয়ে পরমং দুঃখং হিতস্তার পরং
 প্রভো। ১১। শিব উবাচ। শৃণু যৎ কারণং তত্র
 তেবাং তব তপস্বিনাম্। ব্রতচর্যাগুণে বিপ্রাঃ
 পূজয়ন্ত্যধিকং হি তে। ১২। তে পুষ্পাণি সমানীয
 নানাবর্ণানি সৰ্ব্বশঃ। বৃক্ষাণামতিগম্মানি ন তেবাং
 হর্ষকারণম্। ১৩। তং পুনঃ কুজরূপস্ত যজ্ঞপূজা-
 পরায়ণঃ। ন চ প্রাপ্যেহি বৃক্ষাণাং শাখাগ্রাণ্যতি-
 যদ্বান্। ১৪। একেনাপি প্রদন্তেন পুষ্পেণ বিজ-
 সন্তম্। তন্তয়া শিরসি লিঙ্গস্ত লভ্যাতে যাজ্ঞিকং
 কলম্। ১৫। লিঙ্গস্ত দক্ষিণে ব্রহ্মা স্বয়মেব ব্যব-
 হিতঃ। বামে চ ভগবান্ বিষ্ণুর্দেহাঙ্গু বৈ প্রতি-

করিয়া তিনি আরও কঠোর নিয়মাবলম্বনে ঘোর
 তপস্তা আরম্ভ করিলেন। এই তাঁর জপ-
 ধ্যানাদি করিতে করিতে তিনি বৃদ্ধ হইয়া প্রাপ্ত হই-
 লেন। তাঁহার বয়সের শেষভাগে ভগবান্ মহেশ্বর
 তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলেন। মহেশ্বর
 আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে মঞ্চ! আমি
 তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। বল, তোমার কি
 করিব? ১—১০। মঙ্কি কহিলেন,—হে প্রভো!
 সুরশ্রেষ্ঠ! সন্ত্রাস্তি আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং
 এক্ষণে আমার আর বরগ্রহণে প্রয়োজন কি?
 আমি এই স্থানে দীর্ঘকাল তপস্তা করিয়া,ম,
 কিন্তু আমার বড়ই দুঃখ রহিল। শিব কহি-
 লেন,—তুমি এবং সেই সমস্ত তাপসগণ তুল্য-
 রূপে তপস্তা করিলেও যে কারণ তাঁহার। সিদ্ধিলাভ
 করিয়াছেন, তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হও নাই, তাহা
 শুভম্। সেই বিপ্রগণ ব্রতচর্যার সম্যক কল কামনায়,
 তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে আমার অর্চনা
 করিতেন। তাঁহারা বিবিধ বৃক্ষ হইতে নানাবর্ণ
 পুষ্পাদি কুসুমসমূহ আহরণ করিয়া আমার অর্চনা
 করিতেন, পরন্তু তাহাতেও তাঁহারা উত্তম উপচার
 দিয়াছি, তাবিয়া আনন্দিত হইতেন না। তুমিও
 পূজাযজ্ঞে ভৎপর বটে, কিন্তু তুমি বৃক্ষ, একান্ত
 সংবেদ্য যত্ন করিয়াও বৃক্ষশাখা হইতে তাদৃশ
 পুষ্পচয়ন করিতে পারিতে না। হে বিজসন্তম!
 তজ্জিগুরুক শিবলিঙ্গমন্তকে একটা মাত্র পুষ্প সমর্পণ
 করিলেও যজ্ঞকল লাভ হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গের

প্রতিঃ। ১৬। ত্রয়োহপি পুজিতান্তেন যেন লিঙ্গং
 প্রপুজিতম্। ১৭। বিশ্বপত্নঃ শমীপত্নঃ করবীরঞ্চ
 মালতীম্। উগ্রসন্তকং চম্পকঞ্চ সদ্যঃ প্রীতিকরং
 ভবেৎ। ১৮। চম্পকশোককল্লারৈঃ করবীরৈ-
 স্তথা মম। পূজেষ্ট। বিজশাৰ্দুল যে চাচ্ছে বহু-
 গচ্ছিনঃ। এতৈহি পুজিতো নিত্যং শীতঃ তুষ্টঃ
 প্রায়াম্যহম্। ১৯। ব্রাহ্মণ উবাচ। যদি তুষ্টোহসি
 মে দেব যদি দেহো বরো মম। ইহাগত্য নরঃ
 শ্রাব্য যো জলেনাপি সিক্তিঃ। ২০। লিঙ্গমেতচ্চি
 সৰ্ব্বাসাং পূজানাং কলমাপুয়াৎ। অদ্যপ্রভৃতি যে
 বৃক্ষা দৈবিকাঃ পার্থবাশ্চ যে। তেবাং সান্নিধ্য-
 যত্রাশ্চ প্রসাদান্তব শঙ্করঃ। ২১। ভগবান্ হবাচ।
 সলিলেনাপি যঃ পূজামস্মি লিঙ্গে বিধাত্তি। তন্ত
 পূজাকলং সৰ্ব্বং ভবিষ্যতি দ্বিজোত্তম। ২২।
 বৃক্ষাণামত্র সান্নিধ্যং সৰ্ব্বেকাঞ্চ ভবিষ্যতি। অদ্য-
 প্রভৃতি নারৈতন্নাগস্থানং ভবিষ্যতি। ২৩।
 যতন্ত সৰ্ব্বনাগানাং সান্নিধ্য মত্র সংস্থিতম্। হমপি
 বিজশাৰ্দুল প্রযাস্তসি মমাস্তিকম্। ২৪। এবমুকা তু

দক্ষিণভাগে ব্রহ্মা, বামভাগে ভগবান্ বিষ্ণু এবং
 মধ্যভাগে আমি বিরাজমান রহিয়াছি। একান্ত
 এই লিঙ্গের অর্চনা করিলে, উক্ত ভিন দেবতাই
 পূজিত হন। বিশ্বপত্ন, শমীপত্ন, করবীর,মালতী,
 ধৃত্র, ও চম্পক পুষ্প আমার সদ্যঃ প্রীতিদায়ক।
 হে বিজশাৰ্দুল! চম্পক, অশোক, কল্লার, কর-
 বীর ও অপরাপর সুগন্ধি কুসুমসমূহদ্বারা পূজা-
 করিলে আমার প্রীতি হয়। এই সমস্ত দ্বারা নিয়ত
 আমার অর্চনা করিলে আমি সহস্রসন্তুষ্ট হই। ১১—
 ১৯। মঙ্কি কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যদি
 তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমাকে বর দেয় হয়, তবে
 এই বর দিউন, যে,যে নর এখানে আসিয়া স্নানান্তে
 জল দ্বারাও এই লিঙ্গের অভ্যেক করিবে,
 সেও যেন সমস্ত পূজার কল লাভ করে। আর হে
 শঙ্কর! আপনার প্রসাদে কি দৈবিক, কি লৌকিক
 যত কিছু বৃক্ষ জগতে আছে, তৎসমস্তের এখানে
 সান্নিধ্য হউক। ভগবান্ বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম!
 যে ব্যক্তি জলমাত্র দ্বারাও এই লিঙ্গের অর্চনা
 করিবে; তাহারও সমস্ত পূজাকল লাভ হইবে।
 আর এখানে সমস্ত বৃক্ষেরই সান্নিধ্য হইবে এবং
 অদ্য হইতে এই স্থান নাগস্থান নামে বিখ্যাত
 হইবে; কারণ, এ স্থানে নাগগণের নিয়ত সান্নিধ্য
 রহিয়াছে। আর হে বিজশাৰ্দুল! তুমিও আমার

ভগবান্ভজৈবাস্তববীৰ্যত । মক্ষিও দেহমুৎসজ্জা
শিবলোকং তন্তো গতঃ ॥ ২৫ ॥ ইত্যেবং কথিতং
দেবি মক্ষীশেভবযুতময় । ঋতং হরতি পাপানি
সম্যক্ ঋদ্ধাসমম্বিতৈঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি ত্রিহাশ্বে মক্ষীধরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

চতুর্থদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । ভগবন্ দেবদেবেশ সংসারার্ণব-
তারক । সরস্বত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বিস্তর্য্যং কথয়স্ব
মে ॥ ১ ॥ যাজ্ঞাগতানাং দেবেশ পুরুষাণাং জিতাস্ব-
নাম । মুখদ্বারে তু কিং পুণ্যং স্নানদানে চ শক্যং ॥ ২ ॥
অবগাহনেন চান্ত্রজ কলং কিংস্বিং প্রজায়তে ।
জ্ঞাক্ত কিং বিধানং তু কে মজ্জান্ত্রজ কে দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥
কিং গ্রাহ্যং কিঞ্চ ভোক্তব্যং ব্রাহ্মণৈঃ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ।
কানি দানানি দেহ্যানি নৃভির্ধাত্ৰাজকলেপুভিঃ ॥ ৪ ॥
ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দানশ্রাদ্ধ-

বিধিক্রমম্ । সরস্বত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কীৰ্ত্ত্যমানং
নিবোধ মে ॥ ৫ ॥ পুণ্যং সারস্বতং তৌর্যং যত্র তজ্জা-
গাহতে । সাগরেণ তু সান্নিধ্যং দেবানামপি হৃদ্যতম্ ॥
৬ ॥ সরস্বতী সৰ্ব্বনদীষু পুণ্য্য সরস্বতী লোকসুখাব-
গাহা । সরস্বতীঃ প্রাপ্য ন দুঃখিতা নরঃ সদ্ধা ন
শোচতি পরত্র চেহ বা ॥ ৭ ॥ পুণ্যং সারস্বতং তৌর্যং
পুণ্যকুলভতে নরঃ । হৃদ্যতমং ত্রিষু লোকেষু বৈশাখ্য্যং
সৌম্যপৰ্ব্বণি ॥ ৮ ॥ অমা সৌমেন সংযুক্তা যদি
ভজৈব লভ্যতে । তত্র কিং ক্রিয়তে দেবি পৰ্ব্ব-
কোটিশতৈরপি ॥ ৯ ॥ চান্দ্রায়ণানি কল্পাণি মহাসা-
ন্তপনানি চ । প্রায়শ্চিত্তানি দীর্ঘন্তে যত্র নাস্তি সর-
স্বতী ॥ ১০ ॥ যাবদস্থি শরীরন্ত তিষ্ঠেৎ সারস্বতে
জলে । তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে বসেররঃ ।
জাত্যৈকান্তে সমা জেয়া যুতৈঃ পশুভিরেব চ ॥ ১১ ॥
সমর্থা যেন পশুভিঃ প্রভাসসং সারস্বতীম্ । তে
দেশান্তানি তীর্থানি আজ্ঞামান্তে চ পৰ্ব্বতাঃ ॥ ১২ ॥
যেবাং সরস্বতী দেবী মধ্যো যাতি সরিষরা ।
দ্বৈলোক্যপাবনীঃ পুণ্য্যং সংজিতা যে সরস্বতীম্ ।

সারিষ্য প্রাপ্ত হইবে । ভগবান্ শক্য এই
বলিয়া সেই স্থানেই অস্থিহিত হইলেন । অতঃপর
মক্ষিও দেহত্যাগান্তে শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন ।
হে দেবি ! আমি এই তোমার নিকট উত্তম
মক্ষীশলিলোদ্রব বৃত্তান্ত কহিলাম ; ইহা শ্রদ্ধা
সহকারে সম্যক্ ঋত হইলে, পাপ হরণ করিয়া
 থাকে । ২০—২৬ ।

ত্ৰ্যধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

চতুর্থদিক বিশততম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে সংসারার্ণবতারক, দেব-
দেবেশ, ভগবন্ ! আমার নিকট আপনি সরস্বতীর
মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করুন । হে দেবেশ !
যাজ্ঞাশ্রুত জিতাস্ব পুরুষগণের সরস্বতী মুখদ্বারে
স্নানদানে কিরূপ পুণ্য হয় ? হে শক্য ! সরস্বতীর
অপরাপর স্থলে অবগাহন করিলেই বা কি কল
হয় ? জ্ঞানের বিধান কি ? মজ্জ কি ? কিরূপ
ব্রাহ্মণ জ্ঞানকে নিয়োগ করিতে হয় ? জ্ঞানকে কোন
কোন বস্তু গ্রাহ্য ? ব্রাহ্মণগণেরই বা জ্ঞান কৰ্ম্মে
কোন কোন জীব্য ভক্ষণীয় ? আর যাজ্ঞকলেজু
সরস্বতীর কোন কোন দান অঙ্গুষ্ঠের ? ঈশ্বর

কহিলেন,—হে দেবি ! শুন, আমি তোমার নিকট
দান, শ্রাদ্ধবিধান ও সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন
করিতেছি, তুমি অবধানসহকারে শ্রবণ কর ।
সরস্বতীতৌর্য সৰ্ব্বত্রই পুণ্যপ্রদ ; পরন্তু যে স্থলে
সাগর সহ মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থান দেবগণেরও
হৃদ্যতম । সরস্বতী সৰ্ব্ব নদীমধ্যে পুণ্য্য ও জনগণের
সুখাবগাহ্য ; সরস্বতীকে প্রাপ্ত হইয়া নরগণের
কি ইহ, কি পর, কোন কালেই দুঃখ-শোক করিতে
হয় না । পুণ্যবান্ মানবই পুণ্য সরস্বতীতৌর্য
প্রাপ্ত হয় । বৈশাখী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণকালে উহা
ত্রিলোকে হৃদ্যতম । আর যদি সৌমবারে অমবস্তার
যোগে সরস্বতীতৌর্য লজ্জ হয়, তবে অপরাপর শত
কোটি পৰ্ব্ব প্রয়োজন কি ? যেখানে সরস্বতী
নাই, সেই স্থলেই চান্দ্রায়ণ, মহাসান্তপন, কল্প-
প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান প্রদত্ত হয় । সরস্বতীজলে
যাবৎ অস্থি বিদ্যমান থাকে, মানব জাবৎ সহস্র
বৎসর বিষ্ণুলোকে বাস করে । যাহারা সমর্থ
হইয়াও প্রভাসবাসিনী সরস্বতীকে দর্শন না করে,
তাহারা জাত্যক, পশু ও যুততুল্য ॥ ১০-১১ ॥ যাহাদিগের
মধ্য দিয়া সরিষরা সরস্বতী দেবী প্রবাহিতা হইয়া-
ছেন, সেই সমস্ত দেশই দেশ, সেই সকল তীর্থই
তীর্থ, সেই সমস্ত আজ্ঞাই আজ্ঞা ও সেই সকল

সংসারকর্মমায়োদমাজ্জিহ্বন্তি ন তে পুনঃ ॥ ১৩ ॥
 শব্দবিদ্যেব বিত্তীর্ণা মাতেব জগতঃ প্রিয়া। সত্যঃ
 মতিরিব স্বচ্ছা রমণীয়া সরস্বতী ॥ ১৪ ॥ ত্রৈলোক্য-
 শোভিতাঃ দেবীঃ দিব্যাতোয়াঃ সুনির্মলাম্। স
 নীচো যঃ পুমান্নেতাঃ ন বন্দেত সরস্বতীম্ ॥ ১৫ ॥
 স্বর্গনিঃশ্রেণিসমুত্তা প্রভাসে তু সরস্বতী। নাপুণ্য-
 বত্তিঃ সম্প্রাপ্তঃ পুত্তিঃ শক্যা মহানদী ॥ ১৬ ॥ চন্দ্র-
 ভাগা চ গঙ্গা চ তথা যত্র সরস্বতী। দেবাস্তে ন
 মনুষ্যাস্তে তিস্রো নদ্যাঃ পিবন্তি যে ॥ ১৭ ॥ সত্য-
 মেব ময়া দেবি জাহ্নবী শিরসা ধৃতা। যাঃ কান্দিং
 সরিতো লোকে তাঙ্গাঃ পুণ্যা সরস্বতী ॥ ১৮ ॥ দর্শ-
 নেন সরস্বত্যা রাজস্বয়ং ন রাজতে। গভূষচ্চাশ্ব-
 মেধাধৈ সর্ষশ্চতুবরং পদম্ ॥ ১৯ ॥ ভস্মাশ্চিচক্ষ্মতো-
 যানি নথকেশাদিকানি চ। বাতৈরপি ধৃতাশ্চেব
 তথা সারস্বতে জলে ॥ ২০ ॥ বহন্তি যেষাং কালেন তে
 ন কালবশা নরাঃ। দেবি কিং বহনোক্তেন বর্ণিতেন
 পুনঃপুনঃ। সরস্বত্যাঃ পরং তীর্থং ন তুতং ন
 ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥ তজ্জৈব তুর্লভং জ্ঞানং ত্রৈলোক্য-

সংসারঃ। তত্র জ্ঞানেন দানেন কোটিযজ্ঞকলং
 লভেৎ ॥ ২২ ॥ যত্র সারস্বতং ভোয়ং সাংগরোশ্বি-
 সমাকুলম্। তত্র জ্ঞাত্তি যে মর্ত্যা ভাগ্যবন্তো
 যুগেযুগে ॥ ২৩ ॥ তে যন্তাস্তে নমস্কাৰ্য্যাস্তেবাং
 ক্ষীতভরং যশঃ। যেষাং কলেবরং নৃণাং সিন্ধুং
 সারস্বতৈর্জলৈঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি জীহ্বান্দে সরস্বতীসঙ্কমমাহাশ্রাবণমঃ নাম
 চতুর্বিধকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

দেব্যাবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ সংসারার্ণব-
 তারক। ত্রিহি জ্ঞানবিধিঃ পুণ্যঃ বিস্তারাজ্জগতা-
 ম্পতে ॥ ১ ॥ কশ্মিন বাসরভাগে তু জ্ঞানকঙ্কাজ-
 যাচরেৎ। অশ্মিন সরস্বতীতীর্থে প্রভাসক্ষেত্র
 উক্তমে ॥ ২ ॥ কশ্মিন্তীর্থে কৃতং জ্ঞানং বহুপুণ্য-
 কলং ভবেৎ। এতৎসর্গঃ মহাদেব যথাবদ্বাক্যমর্হসি ॥
 ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। স প্রাতঃকালো যুহুর্ভাঃশ্রীন্
 সঙ্গবস্তাবদেব তু। মধ্যাহ্নত্রিঘূর্ভঃ স্নানপরাহুততঃ

শৈলই প্রকৃত শৈল পদবাচ্য। বাহ্যায় ত্রৈলোক্য-
 পাবনী পুণ্যা সরস্বতীর আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন,
 তাঁহাদিগকে কলচ আর সংসারকর্মমহর্ঘক আশ্রয়
 করিতে হয় না। রমণীয়া সরস্বতী শব্দবিন্যাস স্তায়
 বিত্তীর্ণা ও জনগণের অভিমতা; আর সজ্জন-
 মতিবৎ স্বচ্ছা। যে মানব ত্রৈলোক্যশোভা-
 শালিনী দিব্যজলা সুনির্মলা সরস্বতীর বন্দনা
 না করে, সে নিতান্ত নীচ। অপুণ্যবান্ জনগণ
 লেই প্রভাসন্থ। সর্গসোপানসমা মহানদী প্রাপ্ত
 হয় না। বাহ্যায় চন্দ্রভাগা, গঙ্গা ও সরস্বতী, এই
 নদীজলের জল পান করে, তাহারা দেবতা;—মনুষ্য
 নহে। যে মহাদেবি! যদিও আমি গন্ধাকেই
 মস্তকে ধারণ করিয়াছি, কিন্তু লোকে যত কিছু নদী
 আছে, সরস্বতীই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি সত্যই
 বলিতেছি; সরস্বতীর দর্শনেই রাজস্বয় যাগ
 নিম্প্রভ হইয়া পড়ে; আর উহার গভূষ প্রমাণ
 জল অশ্বমেধাদি ক্রতুনিচয় হইতেও শ্রেষ্ঠ। বাহ্য-
 দিগের ভয়, অস্থি, কেশ, নখাদিও কালক্রমে বাত-
 চালিত হইয়া সরস্বতীজলপ্রবাহে পতিত হয়,
 কলচ তাহারা কালবশীভূত হয় না। যে দেবি!
 অনেক বলিয়া কি হইবে?—বহু বর্ণনায় কল কি?
 সরস্বতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয় নাটী, হইবেও না।
 এই সরস্বতীরও আবার যেখানে সাগরসক সঙ্কম

ঘটিয়াছে, তথায় জানই তুর্লভ। সেখানে জ্ঞান-
 লান করিলে কোটিযজ্ঞের কল লাভ হয়।
 সরস্বতীর জল যেখানে সাগরতরঙ্গমালায় সমাকুল,
 যে সকল মানব তথায় জ্ঞান করে, যুগে যুগে
 তাহারা ই ভাগ্যবান্। যে সকল নরের কলেবর
 সরস্বতীজল দ্বারা সিন্ধু হইয়াছে, তাহারা ই স্বধ,
 ও প্রণামারহ; আর জগতে তাহাদিগের যশ ই
 ক্ষীতভররূপে পরিব্যাপ্ত হয়। ১২ ২৪।

চতুর্বিধক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিক বিশততম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে সংসারার্ণবতারক জগৎ-
 পতে দেববেশ ভগবন্! জ্ঞানবিধি বিস্তার
 কীর্তন করুন। জ্ঞানকর্তা এই উক্তম প্রভাসক্ষেত্রে
 সরস্বতীর তীরে দিবসের কোন অংশে জ্ঞানকৃত
 করিবে? আর জ্ঞানকার্য্য কোন তীর্থে অচ্যুত
 হইলেই বা বহু পুণ্যজনক হয়? যে মহাদেব!
 এই সকল আপনি আমাকে যথাবদ্বাক্য বলুন। ঈশ্বর
 কহিলেন,—স্বধ্যোদয়ের পর তিন যুহুর্ভাঃপ্রাতঃ-
 কাল, ভংগুর তিন যুহুর্ভাঃসন্ধ্যা, ভংগুর তিন

পরম্ । ৪ । সায়াহ্নত্রিমূহুৰ্ত্তঃ স্ত্রাহ্ণাঙ্কঃ তত্র ন
করিরেৎ । সায়াহ্নী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব-
কর্মসু ৫ । অহো মূহুৰ্ত্তা বিখ্যাতা দশ পঞ্চ
সর্বদা । তত্রাষ্টমো মূহুৰ্ত্তো যঃ স কালঃ কৃতপঃ
শ্রুতঃ ৬ । মধ্যাহ্নে সর্বদা যন্মায়দীভবতি
ভাকরঃ । ভান্নাদমন্তকলনস্তদারভো ভবিষ্যতি ।
৭ । মধ্যাহ্নঃ খড়্গপাঞ্জস্ত তথাক্তে কালকঞ্চলাঃ ।
রূপাং দর্ভান্তিলা গাবো দৌহিহ্মচাষ্টমঃ শ্রুতঃ ৮ ।
পাপং কুংসিতমিত্যাহস্তস্ত সত্বাপকারিণঃ । অষ্ট
চৈবঃ মতান্তমাং কৃতপা ইতি বিখ্যাতাঃ ৯ । উক্ং
মূহুৰ্ত্তাং কৃতপাদ্ধমূহুৰ্ত্তচতুষ্টয়ম্ । মূহুৰ্ত্তপঞ্চকং চৈব
ঋষাভবনমিষ্যতে ১০ । বিক্ষোদেহসমুদ্ভূতা কৃশাঃ
কৃকান্তিলাস্তথা । শ্রাদ্ধস্ত রক্ষণার্থং এতৎ প্রাহ-
দিবোকসঃ ১১ । তিলোদকাজলির্দেয়ো জলসৈ-
ত্বীর্ধবাসিভিঃ । সদর্ভহস্তেনৈকেন শ্রাদ্ধসেবন-
মিষ্যতে ১২ । জীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিহ্মঃ
কৃতপস্তিলাঃ । জীণি চাত্র প্রশংসতি শুক্লিমক্রোধম-
দরাম্ ১৩ । দৌহিহ্মঃ খড়্গমিত্যুক্তঃ ললাটে
শৃঙ্গমতি যৎ । তস্ত শৃঙ্গস্ত যংপাঞ্জঃ তদৌহিহ্মমিতি

শ্রুতম্ । ১৪ । কীরিণী বাপি চিত্রা গৌতমকীরাদ্ধম-
স্বতঃ ভবেৎ । তদৌহিহ্মমিতি প্রোক্তঃ দৈবৈ পিত্র্যে
চ কর্মণি ১৫ । দর্ভাগ্রং দৈবমিত্যুক্তং সমুলাগ্রস্ত
পৈতৃকম্ । তত্রাবলম্বিনো য়ে তু কৃশান্তে কৃতপাঃ
শ্রুতাঃ ১৬ । শরীরদ্রব্যদারাকুম্ভেনোমদ্বিভজয়নাম্ ।
ভাক্তিঃ সপ্তসু বিজ্ঞেয়া শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ ১৭ ।
সপ্তবা দ্রব্যভুক্তিঃ সোস্তমা মধ্যমাধমা ১৮ ।
ঋতং শৌর্যং তপঃ কল্পা শিব্যাদ্যাং চাষয়াগতম্ ।
ধনং সপ্তবিধং শুক্রমুপায়েহ্যস্ত তাদৃশঃ ১৯ ।
কুংসিতং কৃষিবাণিজ্যং শুক্রং শিল্পা-
রুস্তিভিঃ । কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ শবলং সমুদা-
হতম্ ২০ । উৎকোচতন্ত যৎপ্রাপ্তং যৎ
প্রাপ্তং চৈব সাহসং । ব্যাজেনোপার্জিতং যচ্চ
তৎকৃষ্ণং সমুদাহতম্ ২১ । অন্তারোপার্জিতৈ-
র্জীবৈর্যজ্ঞানজ্ঞৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ । তৃপ্যন্তি তেন
চত্বালাঃ পুঙ্কসাঢ্যাসু যোনিষু ২২ । অন্নপ্রাকরণং
যজু মন্ত্রভ্যোঃ ক্রিয়তে ত্রুবি । তেন ত্রুণমুপায়াস্তি যে
পিশাচ্ছ্রমাগতাঃ ২৩ । যৎপয়ঃ স্নানবস্ত্রোখং
ভূমৌ পততি পুত্রক । তেন যে তরুতাঃ প্রাপ্তান্তেবাং

মূহুৰ্ত্ত অপরাহ্ন, ও পরে তিন মূহুৰ্ত্ত সায়াহ্ন নামে
উক্ত হয় । সায়াহ্ন বেলায় শ্রাদ্ধ করিতে নাই,
উহায় নাম সায়াহ্নী বেলা ; উহা সর্বকর্মে গর্হিতা ।
সকল ঋতুতেই দিনভাগের পরিমাণ পঞ্চদশ
মূহুৰ্ত্ত ; তন্মধ্যে অষ্টম মূহুৰ্ত্তকে ‘কৃতপ’ বলে ।
সকল ঋতুতেই মধ্যাহ্নকালে ভগবান ভাক্তর
কিঞ্চৎ মন্তভোজ্য হন, সেই জন্ত এই সময়ে শ্রাদ্ধ-
রত্ন করিলে তাহা অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে,
মধ্যাহ্ন, খড়্গপাঞ্জ, কালকঞ্চল, রোপ্য, দর্ভ, তিল,
গো এবং দৌহিহ্ম—এই অষ্ট পদার্থ-কৃতপপদবাচ্য ।
পাপকে তাপিত করে বলিয়া কৃতপ বলা যায় ।
আর ইহার যৎ কালে পাপহরণ করে, সেই কাল ও
(অষ্টম মূহুৰ্ত্ত) কৃতপ নামে অভিহিত হয় । কৃতপ
মূহুৰ্ত্তের পর চারি বা পাঁচ মূহুৰ্ত্তকাল ঋষাভবন-
সংজ্ঞক ; এই সময়ে শ্রাদ্ধ-কার্য করিতে হয় । শ্রাদ্ধ
রক্ষার নিমন্তই বিষ্ণুর দেহ হইতে কৃশ ও কৃকান্তিল
সকল উৎপন্ন হইয়াছে ; দেবগণ এইরূপ বলেন ।
জীর্ধবাসিগণের পক্ষে জলময় হইয়া কৃশহস্তে তিলমিশ্র
জলাঞ্জলি দান করা কর্তব্য । ইহাতে শ্রাদ্ধাচ্ছটানেরই
ফল লাভ হয় । শ্রাদ্ধে—দৌহিহ্ম, কৃতপকাল ও তিল
এই তিনটী পথিহ্ম ; আর শৌচ, অক্লেদ, অচাকল্যা,
—এই তিনটী প্রশংসার্থ দৌহিহ্ম—খড়্গের নামা-

স্তর ; খড়্গের ললাটে যে শৃঙ্গ থাকে, সেই শৃঙ্গ
দ্বারা যে পাঞ্জ নির্মিত হয়, সে পাঞ্জই দৌহিহ্ম পদ-
বাচ্য । বিচিত্র বর্ণা গাভীর দুহু হইতে যে স্বত
প্রস্তুত হয়, দৈব ও পিত্র্য কার্যে তাহাই দৌহিহ্ম
পদবাচ্য । দর্ভাগ্রতাগ দৈব ও সমূল দর্ভাগ্র
পৈতৃক বলিয়া নিরূপিত ; যে সকল কৃশ মূল-
সংযুক্ত, তাহাও কৃতপ পদবাচ্য । শরীর, দ্রব্য, দার
তু, মন, মন্ত্র, ও বিজ্ঞ, শ্রাদ্ধকালে এই সপ্ত
পদার্থের বিশেষরূপ শুদ্ধিবিধান আবশ্যিক ১—১৭ ।
এই দ্রব্যভুক্তি-আবার উক্তন মধ্যম অধম ভেদে
সপ্তবিধ । বিদ্যা, শৌর্য, তপস্তা, কল্পা, শিব্য,
প্রাধান্ত ও বংশমর্যাদা দ্বারা যাহা লভ হয়, এই
সপ্তবিধ ধন সহপায়ে অধিগত হয় বলিয়া শুক্র পদ-
বাচ্য । ইহা উক্তম । কুসীদ, কৃষি, বাণিজ্য,
সংশ্লিষ্ট, অন্নরুস্তি ও উপকারকরণহেতু যাহা লভ
হয়, তাহা শবল পদবাচ্য । ইহা মধ্যম । উৎকোচ,
সাহস ও দৃঢ়তা দ্বারা যাহা লভ হয়, তাহা কৃষ্ণ ।
ইহা অধম । মানব অন্যান্যার্জিত দ্রব্য দ্বারা যে শ্রাদ্ধ
করে, তদ্বারা চত্বাল পুঙ্কসাঢ্য যোনিগত পিতৃগণ
তৃপ্তিলাভ করেন । নরগণ কৃতলে যে অন্ন বিকিরণ
করে, তদ্বারা পিশাচশ্রমাগত পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ
করেন । যে পুত্রক । স্নানবস্ত্রের যে জল কৃতলে

তুষ্টিঃ প্রজায়তে । ২৪ । যাত্ৰ গচ্ছাবৃকপিকাঃ
পতিত ধরণীতলে । তাত্তিরাপায়নং তেবাং যে
দেবদুপাগতাঃ । ২৫ । উভুতেষপি পিণ্ডেযু বাস্তা-
রকপিকা ভূবি- । তাত্তিরাপায়নং তেবাং তিষ্ঠাকং
চ কুলে গতাঃ । ২৬ । যে ভান্ডাঃ কুলে বালাঃ
ত্রিমে বাস্তাপ্যাসক্ততাঃ । বিপন্নাস্তে তু বিকিরস-
স্বার্জনপুলালসঃ । ২৭ । ভূকা বা ভ্রমতে যচ্চ জলং
যচ্চাহি সেবতে । আকণানাং যথারেন তেম তুষ্টিঃ
প্রয়াতি তে । ২৮ । শিশাচন্দ্রমহুপ্রাপ্তাঃ কৃমিকীট-
ব্দমেব যে । অথ কালান্ প্রবক্ষ্যামি কথ্যমানানি-
বোধ মে । ২৯ । আকং কাৰ্য্যমবাস্তাং মাসি-
মালীন্দসংক্ষেপে । তথাস্তিকান্ বিপ্রাপ্তৌ হর্ষোন্ম-
গ্রহণে তথা । ৩০ । অয়মে বিযুবে যুগ্মে সামান্তে
চাক্ষুসক্রমে । অমাবাস্তাষ্টকায়ঃ চ কৃকপক্ষে
বিশেষতঃ । ৩১ । আর্জ্যমহারোহিণীযুঃ প্রব্যাক্ষপ-
সকমে । গজচ্ছায়াব্যতীপাতে বিষ্টিবৈয়তি-
বাসরে । ৩২ । বৈশাখত তৃতীয়ায়াং নবম্যাং
কার্ত্তিকন্ত চ । পঞ্চদশ্যাং তু মাঘন্ত নভ্যন্ত চ
জ্যৈষ্ঠাদিনী । ৩৩ । যুগাদয়ঃ স্মৃতা এতা দন্ততাক্ষয়

কারিকাঃ । ৩৪ । যত্ৰ মঘন্তরতানৌ রথারতো
দিবাকঃ । মাঘমাসন্ত সপ্তম্যাং বা তু ভাদ্র-
সপ্তমী । ৩৫ । বৈশাখত তৃতীয়ায়াং কৃকায়ঃ
কান্তনন্ত চ । পঞ্চমী চৈত্রমাসন্ত তন্তৈবাত্যা তথা-
পর । ৩৬ । শুক্লজ্যৈষ্ঠাদিনী মাঘে কার্ত্তিকন্ত চ সপ্তমী ।
কার্ত্তিকী কান্তনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশীতি চ । মঘন্তরা
স্মৃতা হেতা দন্ততাক্ষয়কারিকাঃ ৩৭ । আবণ্ডাষ্টমী
কৃক তথাবাটী চ পূর্ণিমা । কার্ত্তিকী কান্তনীচৈত্রী
জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী তিথিঃ । ২৮ । মঘাদয়ঃ স্মৃতাচৈত্রা
দন্ততাক্ষয়কারিকাঃ । নবমী মার্গশীর্ষন্ত সপ্তমতঃ
সংস্রাম্যাহুঃ ৩৯ । কল্পনানানদনৌ দেবি দন্ততাক্ষয়কা-
রিকাঃ । তথা মঘন্তরতানৌ ছাদদৈব বরাননে । ৪০ ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কৃদ্ধিমাঙ্কং সপিণ্ডকম্ ।
পার্কণং চাতিবিজানং গোষ্ঠং শুদ্ধার্থমুত্তমম্ । ৪১ ।
কর্দ্বাক্ষং নবমং প্রোক্তং দৈবকং দশমং স্মৃতম্ ।
ঐকাদশং ক্যাহতু পুষ্ঠার্থং ছাদদং স্মৃতম্ । ৪২ ।
সর্কেবামেব আকানং শ্রেষ্ঠং সাংবৎসরং স্মৃতম্ ।
অহন্তহনি যজ্ঞাক্ষং নিত্যং তৎপরিকীর্জিতম্ । ৪৩ ।
বৈবদেববিহীনং তু অশক্তাবুদ্ধকেন তু । একোদ্বিষ্টে
যজ্ঞাক্ষং তন্নৈমিত্তিকমুচ্যতে । ৪৪ । কামেন বিহিতং

পাতক হয়, তদ্বারা তরুতা প্রাপ্ত পিতৃগণ্যত্ব হইল ।
শ্রেয়সকল গচ্ছজল-কণা ভূতলে পতিত হয়, তদ্বারা
দেবদুপাগত পিতৃগণের তৃপ্তি হয় । ভূতল
ইষ্টক পিতৃ উঠাইয়া লইলে পর ভূতলে যে
অরুণা অবশেষ থাকে, তদ্বারা তিষ্ঠাক্ষোনি-
গত পিতৃগণের তৃপ্তি জন্মে । কুলের যে সকল
স্ত্রীলোক বালকাদি অরিদগ বা সংকৃত হয় নাই,
তাহারা বিকিরস্বার্জন কামনা করে । আর যাহারা
শিশাচন্দ্র বা কৃমিকীট দ্বারা লাত করিয়াছে, অর
কোজনান্তে ও দিবসের অন্তকালে পীত জলের
এক আকপতকিত অরের অবশেষ দ্বারা তাহারা
তৃপ্তিলাভ করেন । অন্তপর তোমাকে আর্জ্য কাল
সকল বলিতেছি ; অবধান সহকারে আমার নিকট
শ্রবণ কর । ১৮—২৯ । প্রতিমাসীয় চন্দ্রকয়দিনে,
অমাবস্তায়, অষ্টকায়, চন্দ্রপূর্ণ্যগ্রহণে, যুগাদয়,
অয়নে, বিযুবে, ও সাধারণ সংক্রান্তিতে, আর্জ্য-
স্তান প্রাপ্ত । বিশেষতঃ কৃক পক্ষে আর্জ্য, মঘা,
কিমা রোহিণীনক্ষত্র যোগে ; আর বিশিষ্ট দ্রব্য ও
আকপলাত ঘটিলে কিমা গজচ্ছায়া, ব্যতীপাত,
বিষ্টিকরণ, অথবা বৈয়তিযোগ ঘটিলেও আর্জ্যার্থ
সুপ্রসঙ্গ । বৈশাখী তৃতীয়া, কার্ত্তিকী নবমী, মাঘী
পূর্ণিমা, তাদ্রী জ্যৈষ্ঠাদিনী, এই সমস্ত যুগাদয় ; ইহার

দন্তবস্তুর অক্ষয়দসাধক । মঘন্তরের আদি কালে
ভগবান্ ভাস্কর মাঘী সপ্তমীতে সর্ব প্রথম রথা-
য়োজন করেন ; ঐ তিথি রথসপ্তমী নামে প্রসিদ্ধ ।
সেই সপ্তমী, বৈশাখী শুক্লতৃতীয়া, কান্তনী কৃক-
তৃতীয়া, চৈত্রী পঞ্চমীষয়, মাঘী শুক্লজ্যৈষ্ঠাদিনী, কার্ত্তিকী
শুক্লা সপ্তমী, কার্ত্তিকী কান্তনী, চৈত্রী ও জ্যৈষ্ঠী
পূর্ণিমা, এই সমস্ত তিথি মঘন্তরা পদবাচ্য । ইহাতে
প্রদত্ত বস্ত্র অক্ষয় হয় । আবণী কৃকাষ্টমী, ও আবাটী,
কার্ত্তিকী কান্তনী চৈত্রী ও জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা, আর অগ্র-
হণী নবমী,—ইহারা মঘাদি পদবাচ্য । এই সকল
তিথিতেও দন্তবস্ত্র অক্ষয় হয় । যে দেবি, দন্তবস্ত্রের
অক্ষয়সাধক এই সপ্ত মঘাদি তিথি আমি নিম্নতাই
শ্রবণ করিয়া থাকি । অগ্নি বরাননে । উক্ত মঘ-
রাদিতে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, কৃদ্ধিমাঙ্ক, সপি-
ণ্ডন, পার্কণ, গোষ্ঠীমাঙ্ক, শুদ্ধার্থমাঙ্ক, কর্দ্বাক্ষমাঙ্ক,
দৈবকমাঙ্ক, ক্যাহতমাঙ্ক, ও পৌষ্টিকমাঙ্ক,—এই
ছাদদৈব আঙ্ক অহুতের । এই সমস্ত আঙ্কের মধ্যে
সাংবৎসর আঙ্কই শ্রেষ্ঠ । প্রতিদিন যে আঙ্ক করা
যায়, তাহা নিত্যমাঙ্ক । উহা বৈবদেববিহীন, অয়-
নমধ্যে জলমাত্র দ্বারাও ইহার অহুতান করা যায় ।
একোদ্বিষ্ট আঙ্ককে নৈমিত্তিক আঙ্ক বলে । কোন

কাঁথ্যমতিপ্রভাধিসিক্কে। বুদ্ধো যৎক্রিয়তে শ্রাঙ্কঃ
বুদ্ধিশ্রাঙ্কঃ তদ্ব্যচ্যতে। ৪৫। যে সন্ধানা ইতি বাত্যা-
মেতচ্ছ্রাঙ্কঃ সপিগুনম্। অমাবস্ত্যাং তু যজ্ঞাঙ্কঃ
তৎ পার্শ্বমুদাহৃতম্। ৪৬। গোষ্ঠ্যাং যৎ ক্রিয়তে
শ্রাঙ্কঃ তদগোষ্ঠীশ্রাঙ্কমুচ্যতে। ক্রিয়তে পাপপুণ্ডর্য-
ওক্তিশ্রাঙ্কঃ তদ্ব্যচ্যতে। ৪৭। নিবেককালে সোমে
৫ সৌমন্তোরয়নে তথা। তথা পুংসবনে চৈব শ্রাঙ্কঃ
কর্শ্বাকমেব চ। ৪৮। দেবমুদিত্ত ক্রিয়তে যন্ত-
দৈবকমুচ্যতে। গচ্ছেদেদশান্তরং যন্ত শ্রাঙ্কঃ কার্য্যং
তু সর্গিবা। ৪৯। পুঠ্যর্থমেতদ্বিজ্ঞেয়ঃ কয়াহং
হাদশং স্মৃতম্। যুতেহহনি পিতৃভূজ ন কুর্ধ্যাক্ষাঙ্ক-
মাদরাৎ। ৫০। মাতৃশ্চৈব বরারোহে বৎসরান্তে
যুতেহহনি। নাহং তন্ত মহাদেবি পূজাং গৃহ্নামি
নো হরিঃ। ৫১। যুতাহর্ষো ন জানাতি মানবো
যদি বা কচিং। তেন কার্য্যমযাবাস্তাং শ্রাঙ্কঃ
মার্ষেহৎ মার্গকে। ৫২। অথ বিপ্রান প্রবক্ষ্যামি
শ্রাঙ্কে যে কেচন কমাঃ। বিশিষ্টঃ শ্রোত্রিয়ে যোগী
বেদবিদ্যাসমধিতঃ। ৫৩। ত্রিগাটিকেত ত্রিমধু-
ত্বপর্ণঃ বড়কবিৎ। দৌহিত্রকন্ত জামাতা বশ্যায়ঃ

অভিপ্রায় সাধনার্থ যাহার অমুঠান, তাহা কাম্যশ্রাঙ্ক।
অভ্যুদয়ার্থ যাহার অমুঠান, তাহা বুদ্ধিশ্রাঙ্ক। “যে
সন্ধানা” ইত্যাদি মন্ত্রমুদিত্ত শ্রাঙ্কে সপিগুনশ্রাঙ্ক
বলা যায়। অমাবস্তায় যাহার অমুঠান, তাহাকে
পার্ষ্বশ্রাঙ্ক বলে। গোষ্ঠীমধ্যে যে শ্রাঙ্ক করা যায়,
তাহা গোষ্ঠীশ্রাঙ্ক পদবাচ্য। পাপপুণ্ডর্য যাহা করা
যায়, তাহাকে ওক্তিশ্রাঙ্ক বলে। গর্ভধান, সৌম-
ন্তোরয়ন, পুংসবনাদিতে যাহার অমুঠান, তাহা
কর্শ্বাকশ্রাঙ্ক। দেবমুদিত্তার্থ যাহা করা যায়, তাহাকে
দৈবিকশ্রাঙ্ক বলে। দেশান্তর গমনকালে পুঠি-
সাধনার্থ যুত বাত্যা যে শ্রাঙ্ক করিতে হয়, তাহা
পৌষ্টিক শ্রাঙ্ক আর যুক্তিধিকর্তব্য শ্রাঙ্কে
করাইশ্রাঙ্ক বলে। অগ্নি বরারোহে। যে ব্যক্তি
হাজা পিতার বরণান্তে প্রতিবৎসর উক্ত যুত
তিথিতে সাদরে শ্রাঙ্কমুঠান না করে, হে মহাদেবি।
আমিও তাহার পূজা গ্রহণ করি না, আর হরিও
গ্রহণ করেন না। যদি কেহ যাতাপিতার যুত তিথি
না জানে, তবে সে প্রতি বৎসর অগ্রহারণ কিংবা
শ্রাঙ্করূপে অমাবস্তায়ই শ্রাঙ্ক করিবে। ২৪—৫২।
একশ্রেণী শ্রাঙ্ক-যোগ্য শ্রাঙ্কণের কথা বলিতেছি।
শ্রোত্রিয়, যোগী, বেদপুণ্ডর্য, ত্রিগাটিকেত, ত্রিমধু,
ত্বপর্ণ, বড়কবিৎ, দৌহিত্র, জামাতা, ভাগিনেয়,

বশ্যায়ঃ। ৫৪। পঞ্চায়িকর্শ্বনিষ্ঠ তপোনিষ্ঠ
মাতুলঃ। পিতৃমাতৃপরশ্চৈব শিষ্যসহকিবান্ধবঃ।
৫৫। বেদার্থবিৎ প্রবক্তা চ ব্রহ্মচারী সহস্রদঃ।
সহস্রিনঃ তথা সন্তঃ দৌহিত্রঃ হৃদিত্তঃ পতিম্। ৫৬।
ভাগিনেয়ঃ বিশেষণে তথা বন্ধুগণানপি। নাতি-
ক্রমেত্তরম্বেতান্মুখানপি বরাননে। ৫৭। ন শ্রাঙ্ক-
গান পরীক্ষেত দেবকর্শ্বণাপহিতে। শৈত্রকর্শ্বনি
সম্প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ। ৫৮। যে স্তেনাঃ
পতিভাঃ ক্রীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ। তান হব্য-
কব্যয়োর্বিপ্রাননহীনমুহুরত্রবীৎ। ৫৯। জটিলঃ
চানঘীয়ানঃ হর্ষলঃ কিতবঃ তথা। যাজ্ঞযন্তি চ যে
শূদ্রাঃস্তাঃশ্র শ্রাঙ্কে ন পূজয়েৎ। ৬০। চিকিৎসকান
দেবলকান মাংসবিক্রয়িণস্তথা। বিপণৈঃ পরি-
জীবন্তো বর্জ্যাঃ সূহৃদ্যাকব্যয়োঃ। ৬১। প্রেয্যো
গ্রাম্যন্ত রজ্জিশ্চ কুনখী জীবদন্তকঃ। প্রতিরোদ্ধা
ত্তরোশ্চৈব ত্যক্তাঘ্রিবাছুষিতথা। ৬২। যদ্বী চ
পশুপালন্ত পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ। ব্রহ্মকৃৎ পরি-
বিস্তিষ্ঠ গণাভ্যন্তর এব চ। ৬৩। কুশীলশ্চৈব
কাপন্ত কুশীলপতিরৈব চ। পোনর্ভবন্ত কানীনঃ
কিতবো মদ্যপস্তথা। ৬৪। পাপরোগাতিশক্তন্ত
দান্তিকো রসবিক্রয়ী। ধনুঃশরাণাং কর্তা চ যন্ত

বশ্যায়ঃ, পঞ্চায়িকর্শ্বনিষ্ঠ তপস্বী, মাতুল, পিতৃ-মাতৃ-
প্রিয়, শিষ্য, সহকী, বান্ধব, বেদার্থবিৎ, প্রবক্তা,
ব্রহ্মচারী, সহস্রদ, এই সমস্ত শ্রাঙ্কণ শ্রাঙ্ককার্য্যে
সুপ্রশস্ত। হে বরাননে! বিশেষতঃ সহকী,
দৌহিত্র জামাতা, ভাগিনেয় এবং অন্তান্ত বান্ধব-
গণ মুখ্য হইলেও শ্রাঙ্ককার্য্যে ইহাদিগকে কদাচ
অতিক্রম করিতে নাই। দৈবকর্শ্ব উপহৃত হইলে
তদর্থে শ্রাঙ্কণ পরীক্ষা করিবে না; কিন্তু পিতৃ-
কার্য্যে যত্নসংকারেই শ্রাঙ্কণপরীক্ষা কর্তব্য।
চোর, পতিত, ক্রীবা, ও নাস্তিকবৃত্তি শ্রাঙ্কণ হব্য-
কব্যো অযোগ্য; ইহা মন্ত্র বলিয়াছেন। জটিল,
বিদ্যাহীন, হর্ষল দ্যুতকার ও শূদ্রাজ্ঞী শ্রাঙ্কণও
শ্রাঙ্কে অনর্হ। চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রয়ী ও
বিশিষ্টজাতী শ্রাঙ্কণও হব্যকব্যো অনর্হ। গ্রাম-
প্রেযা, রাজপ্রেযা, কুনখী, জীবদন্ত, ওকপ্রতিপক্ষ,
অগ্নিত্যাগী, বার্হুকিক, যজ্ঞাক্ষাঙ্ক, পশুপালক, পরি-
বেত্তা, বাধ্যহীন, শ্রাঙ্কণজোহী, পরিবিস্তি, গণবি-
শেষের অন্তর্ভুক্ত, কুশীল, কাপ, কুশীলপতি, পোন-
র্ভব, কানীন, দ্যুতাসক্ত, মদ্যপায়ী, পাপরোগাক্ষাঙ্ক,
অভিশক্ত, দান্তিক, রসবিক্রয়ী, শর শরাগননিষ্ঠাতা,

জ্ঞানদ্বিপতিঃ ॥ ৬৫ ॥ মিত্রব্রহ্মদ্বিত্বপুত্র-
চাৰ্য্যন্তধেব চ । ভ্রমরী মণ্ডপালী চ চিত্রাঙ্গ পিণ্ডন-
স্তথা ॥ ৬৬ ॥ উন্নতোহক্ষক বধিরো বেদনিদক
এব চ । হৃদগোহবোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈষক জীবতি
৬৭ ॥ পক্ষিণাং গোষকো যশ যুদ্ধাচার্য্যাস্তধেব চ
শ্রোতঃসন্তেদকো যশ বেষ্ঠানাং গোষণে রত
৬৮ ॥ গৃহসংবেশকো দূতঃ কৃষারোপক এ চ
আখ্যেটা শ্বেদজীবী চ কস্তাদৃষক এব চ ॥ ৬৯ ॥
হিংস্রো বৃষলপুত্রক ৭১নান চৈব যাজকঃ । আচার-
হীনঃ ক্রোশক নিত্যযাজনকস্তথা ॥ ৭০ ॥ কৃষিজীবী
শ্রীপদী চ সন্তিনিপতি এব চ । ঔরভ্রিকো মাহি-
বিকঃ পরপূৰ্ণপতিস্তথা । প্রেতনির্যাতকাশ্চৈব
বর্জনীয়ঃ প্রযতুতঃ ॥ ৭১ ॥ এতান্ বৈ গর্হিতা-
চার্য্যমশাস্তেজ্ঞান বিজ্ঞানান্ । বিজ্ঞানঃ সতি লাভে
তুভয়জৈব বিবর্জয়েৎ ॥ ৭২ ॥ বীক্ষ্যাকৌ বৈবৃত্তঃ
কাণঃ কুষ্ঠী চ বৃষলীপতিঃ । পাপরোগী সহস্র
দাতুর্মাশ্রতে কলম্ ॥ ৭৩ ॥ যাবতঃ সম্পূ-
র্ণ্যব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ । তাবতাং ন ভবেৎ
প্রোত্য দাতুর্কো তস্ত পৈত্রিকম্ ॥ ৭৪ ॥ আদৌ
মাহিবিকঃ দৃষ্টো মধ্যো চ বৃষলীপতিম্ । অন্তে
বাহুবিকঃ দৃষ্টো নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥ ৭৫ ॥

দ্বিবিপতি, মিত্রব্রাহ্মণী, দ্ব্যতজীবী, পুত্রোপদিত,
ভ্রমররোগী, মণ্ডপালী, বিচিত্রাঙ্গ, পিণ্ডন, উন্নত,
অক্ষ, বধির, বেদনিদক, অবারোহী, অশ ও
উষ্ট্রের দমনকারী, নক্ষত্রজীবী, পক্ষিপোষক,
যুদ্ধাচার্য্য, শ্রোতোভেদক, বেষ্ঠাপোষক, গৃহসং-
বেশক, কৃষিরোপক, যুগযাপরায়ণ, শ্যেনজীবী,
কস্তাদৃষক হিংসক, বৃষলীতনয়, গণযাজী, আচারহীন,
ক্রীড়, নিত্যযাজী, ক্রাবজীবী, শ্রীপদরোগী, সজ্ঞ-
নিপতি, মেঘজীবী, মহাব্রহ্মণী, পরপূর্ণপতি,
নবসংকারজীবী, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ যন্তসংকারে
জ্ঞানব্যাপারে বর্জনীয় । যোগ্য ব্রাহ্মণ লাভে
এই সমস্ত গর্হিতাচারসম্পন্ন অপাংক্তেয় বিজ্ঞান-
গণকে দৈব শিষ্য উভয়জই বর্জন করবে । অক্ষ,
বিকৃতাকার, কাণ, কুষ্ঠরোগী, বৃষলীপতি ও পাপ-
রোগী, ইহাদিগের দর্শনেও দাতার সহস্রগুণ কল
বিনাশ করে । শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ স্বীয় অঙ্গ দ্বারা
যে সকল ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে, তাহারিগের পর-
কাল নষ্ট হয়, আর ব্রাহ্মণভীর পিতৃগণও বিরক্ত
হইয়া থাকেন । অগ্রে মাহিবিক, মধ্যো, বৃষলীপতি
এবং অন্তে বাহুবিকাক দেখিলে পিতৃগণ নিরাশ

মহিবী প্রোচ্যতে ভাৰ্য্যা সা বৈববোহভিচারিণী ।
ভস্তাং যঃ কপতে দোষাং স বৈ মাহিবিকঃ স্মৃতঃ ॥
৭৬ ॥ বৃষলীভ্যচ্যতে শ্রুতী ভস্তা যশ পতিভবেৎ ।
ভদোষ্টলাগাসংসর্গাং পতিভো বৃষলীপতিঃ ॥ ৭৭ ॥
স্বং বৃষং তু পরিত্যক্তা পরেণ তু বৃষায়তে । বৃষলী
সা তু বিজ্ঞেয়ান ন শ্রুতী বৃষলী ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥ চণ্ডালী
বন্ধকী বেষ্ঠা রজঃশা যা চ কস্তকা । কুটিলী চ
শ্বগোত্রা চ বৃষল্যঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৯ ॥ পিতৃর্গেহে
তু যা কস্তা রজঃ পণ্ডিত্যসংস্কৃতা । পিত্তাঃ
পিতরন্তস্তাঃ কস্তা সা বৃষলী ভবেৎ ॥ ৮০ ॥
যন্ত তাং বরয়েৎ কস্তাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানপূৰ্ণতঃ ।
অশ্রাদ্ধেয়মপান্তেক্ষং তং বিদ্যাদ্ধৃষলীপতিম্ ॥ ৮১ ॥
গৌরী কস্তা প্রধানা বৈ মধ্যমা কস্তকা যতা ।
রোহিণী তৎসমা জ্ঞেয়া অধমা চ রজশ্বলা ॥ ৮২ ॥
অপ্রাপ্তে রজসি গৌরী প্রাপ্তে রজসি রোহিণী ।
অব্যাজনকতা কস্তা কুচহীনী তু নরিকা ॥ ৮৩ ॥
সপ্তবর্ষা ভবেদগৌরী নববর্ষা তু নরিকা । দশবর্ষা
ভবেৎ কস্তা হত উরুং রজশ্বলা ॥ ৮৪ ॥ ব্যক্তনৈহন্তি
বৈ পুত্রান কুলং হস্তাং পদোদরা । গতিমিহাং তথা
লোকান হন্তি সা রজসা পিতুঃ ॥ ৮৫ ॥ য উষহেজ-

হইয়া গ্রহণ করেন । ব্যক্তিচারিণী বিধবাকে
মহিবী বলে ; যে ব্যক্তি তৎসহ নিশা যাপন
করে, তাহাকেই মাহিবিক বলা যায় । শ্রুতীকে
বৃষলী বলে, তাহার পতি,—তদীয় ওষ্ঠ-লালা-
সংসর্গহেতু পতিভ ব্রাহ্মণই বৃষলীপতি পদ-
বাচ্য । আর যে নারী স্বীয় বৃষকে (পতিকে)
পরিত্যাগ করিয়া অপর দ্বারা তৎকার্য্য করে,
তাহাকেই বৃষলী বলা যায় ; বৃষলী পদে কেবল শ্রুতী
নহে । চণ্ডালী, ব্যক্তিচারিণী, বেষ্ঠা, কুটিলী ও
শ্বগোত্রা এই সপ্ত রমণী বৃষলী পদবাচ্য । যে কস্তা
অসংস্কৃতাবস্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে, তাহাকেই
বৃষলী বলে । তদীয় পিতৃগণ পতিভ হন ॥ ৮০—৮৫ ॥
যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূৰ্ণক সেই কস্তাকে বিবাহ করে,
সে অশ্রাদ্ধেয় ও অপাংক্তেয় হয়, তাহাকেই বৃষলী
পতি বলে । গৌরী কস্তা উত্তমা, কস্তকা মধ্যমা,
রোহিণী ও তৎসমা, আর রজশ্বলা অধমা । অপ্রাপ্ত-
রজস্ব কস্তা—গৌরী, প্রাপ্তরজস্ব—রোহিণী, রোমাদি
যৌবনচিহ্নহীন—কস্তা, আর কুচহীন—নরিকা
বলিয়া প্রসিদ্ধ । পঞ্চবর্ষী গৌরী, নববর্ষা নরিকা,
দশবর্ষা কস্তা, তদধিকবর্ষিকা রজশ্বলা পদবাচ্য ।
যৌবনচিহ্নে পুত্র, কুচহীন কুল, আর রজোদর্শনে

জ্যোত্বাং স জ্যেয়ো বুধলীপতিঃ ৷ ৮৬ ৷
যৎকরোত্যেকরাজেন বুধলীসেবনাদ্বিজঃ ৷ তদৈক্য-
ভুগুণপরিমিত্যঃ ত্রিভিবৈবৈর্য্যপোহতি ৷ ৮৭ ৷

ইতি ত্রীকান্দে ত্রাকানর্হব্রাহ্মণপরীক্ষণকথনং নাম
পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২০৫ ৷

ষড়ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ ব্রাহ্মবিধিঃ বক্ষ্যে পার্শ্বগন্ত
বিধানতঃ । যথাক্রমে মহাদেবি শৃণু বৈকমনাঃ প্রিয়ে ৷
১ ৷ কুত্বাপসব্যং পূর্বেভ্যাঃ পিতৃপুংসঃ নিমন্ত্রয়েৎ ।
তবন্তিঃ পিতৃকার্য্যং নঃ সম্পাদ্যক প্রসীদথ ৷
২ ৷ সর্বগান্ প্রেষয়েদাশ্বান্ দ্বিজানামুপমন্ত্রেণ ৷ ৩ ৷
অভোজ্যাঃ ব্রাহ্মণস্তান্ কজিয়াদৈর্নিমন্ত্রিতৈঃ ।
তথৈবাব্রাহ্মণস্তান্ ব্রাহ্মণেন নিমন্ত্রিতৈঃ ৷ ৪ ৷
ব্রাহ্মণান্ দদেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রান্ ব্রাহ্মণো দদেৎ ৷
উভাবেতাবভোজ্যামৌ ভূক্ণা চান্দ্ৰায়ণং চরেৎ ৷ ৫ ৷
উপনিষেপধর্ম্মেণ শূদ্রান্ যঃ পঠেদ্বিজঃ । অভোজ্যাঃ

কস্তার পিতার সদগতি ও লৌকিক সুখ বিনষ্ট হয় ।
রজস্বলাকে যে বিবাহ করে, তাহাকেই বুধলীপতি
বলে । দ্বিজ, একরাজি মাত্র বুধলী সেবন করিলে
যে পাতক অর্জন করে, তিন বৎসর কালে ত্রিকা-
শনে জপপরায়ণ হইলে সেই পাপ কালিত
হয় । ৮১—৮৭ ।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৫ ।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি । একপে যথা-
বিধি যথাক্রমে পার্শ্বগন্তবিধান কীর্তন করি
তেছি ; তুমি অবধান সহকারে শ্রবণ কর । পূর্ব-
গিন্ অপসব্য করিয়া পিতৃদিগ্‌ক্রমে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ
করিবে । অথবা রাজাতীয় বিশুদ্ধ ব্যক্তিকে তৎ-
পূর্বে নিয়োগ করিবে । “আপনারা প্রসন্ন হইয়া
মদীয় পিতৃকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন ।” এই বলিয়া
ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে হয় । কজিয়াদি দ্বারা নিম-
ন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণান্-ভোজন অবৈধ ; আর কেবল
মাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে ব্রাহ্মণেতর
জাতির অন্নও অতক্য । ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ এবং শূদ্র
ব্রাহ্মণান্ পরিবেশন করিলে সেই অন্ন সকলেরই
অধার্য্য ; উহা ভোজনে চান্দ্রায়ণ কর্তব্য । ব্রাহ্মণ

তত্তবেদম্ স চ বিপ্রঃ পতেদধঃ ৷ ৬ ৷ শূদ্রান্ শূদ্র-
সম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্ । শূদ্রাজ্জানাগম্যশ্চৈব
জলন্তমপি পাতয়েৎ ৷ ৭ ৷ শূদ্রাভোপহতা বিপ্রা
বিহ্বলা রতিলালসাঃ । কুপিতাঃ কিং করিব্যস্তি
নির্ব্বিধা ইব পরগাঃ ৷ ৮ ৷ নগ্নঃ স্ত্রায়লব্ধাসা নগ্নঃ
কৌপীনবস্ত্রধৃক্ । ষিকচ্ছোহস্তরীয়শ্চ বিকচ্ছো-
হবস্ত্র এব চ ৷ ৯ ৷ নগ্নঃ কাষায়বস্ত্রঃ স্ত্রায়লশ্চাটপটঃ
স্মৃতঃ । অচ্ছিন্নাশ্রং তু যবস্ত্রং মুদা প্রক্ষালিতং তু
যৎ ৷ ১০ ৷ অহতং ধাতুরক্তং বা তৎপবিজমিতি
স্থিতম্ । অগ্রতো বসতে মূর্খো দূরে চাস্ত গুণা-
বিতঃ ৷ ১১ ৷ গুণাবিতে চ দাতব্যং নাস্তি মূর্খে
ব্যতিক্রমঃ । যদ্বাসন্নমতিক্রম্য ব্রাহ্মণঃ পতিতাদৃতে ।
দূরস্থং পূজয়েন্মুতো গুণাচ্যং নরকং ব্রজেৎ ৷
১২ ৷ বেদবিদ্যাব্রতস্নাতো ষ্ট্রোত্রিয়ে গৃহমাগতে ।
কৌড়স্তোষাধর্ম্মে সর্গা যাস্তামঃ পরমাঃ গতিম্ ৷
১৩ ৷ সন্ধ্যায়োরুক্তয়োজ্ঞাপ্যো ভোজনে দস্ত-
ধাবনে । পিতৃকার্য্যে চ দৈবে চ তথা মূত্র-
পুত্রীষস্ত্বেঃ ৷ ১৪ ৷ গুরুণাং সন্নিধৌ দানে যোগে

যদি উপনিষেপ-ধর্ম্মানুসারে অর্থাৎ শূদ্রগৃহে শূদ্র
কর্তৃক সাঞ্চ্যভাবে প্রদত্ত অন্ন পাক করে, তবে
সেই প্রন্ন অভোজ্য, উহা ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ অধঃ-
পতিত হয় । শূদ্রান্, শূদ্রসম্পর্ক, শূদ্র সহ একাশনে
উপবেশন, ও শূদ্রের নিকট জ্ঞান গ্রহণ করিলে
জলন্ত দ্বিজও পতিত হন । শূদ্রান্‌দ্বারা উপহত,
রতিলালস, বিহ্বল দ্বিজগণ বিবহীন সর্গের স্ত্রায়
কুপিত হইলেই বা কি করিতে পারে ? মলিনাশ্র-
ধারী, কৌপীনমাত্রধারী, ষিকচ্ছশালী, উত্তরীয়হীন,
বিকচ্ছ, বসনপরিশুদ্ধ, কাষায়বস্ত্রধারী, ও অর্দ্ধবস্ত্র-
ধারী,—ইহারা নগ্ন-পদবাচ্য । যাহার অগ্রভাগ
(ছিলে) অচ্ছিন্ন, যাহা মুক্তিকা দ্বারা প্রক্ষালিত, যাহা
অচ্ছিন্ন আর যাহা ধাতুরঞ্জিত, সেই বস্ত্রই পবিত্র ।
এইরূপই নিশ্চিত আছে । মূর্খ ব্যক্তি নিকটে,
আর গুণবান্ মানব যদি দূরেও থাকেন, তথাপি
সেই গুণবান্‌কেই দান করিবে, ইহাতে মূর্খাতিক্রম
হেতু কোন দোষ হইবে না । পতিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত
নিকটস্থ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া যদি দূরস্থ গুণ-
বানের অর্চনা করে, তবে সেই মুঢ় মানব নরকস্থ
হয় । বেদ-বিদ্যাব্রতস্নাত ষ্ট্রোত্রিয় যদি গৃহাগত
হন, তবে গৃহগত ওষধি সকল “আমরা পরম গতি
পাইব” ভাবিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে । উত্তম
সন্ধ্যা, জপ, ইত্যাদি, দস্তধাবন, পিতৃকার্য্য, দৈবকার্য্য,

চৈব বিশেষতঃ। এতেষু মৌনমতিষ্ঠন স্বৰ্গঃ
প্রাপ্নোতি মানবঃ। ১৪। যদি বাগ্‌যমলোপঃ
স্বাক্ষপাদিষু কথঞ্চন। ব্যাহরেইক্ষণঃ মন্ত্রঃ
স্বরেণ বিকুম্ভায়ম্। ১৬। দানে স্নানে জপে
হোমে ভোজনে দেবতার্চনে। দেবানামুজবো দৰ্ভাঃ
পিতৃণাং বিভণাস্তথা। ১৭। উক্তদুযুজ্য দেবানাং
পিতৃণাং দক্ষিণাযুজ্যঃ। অগ্নিঃ তন্মহা বাপি যবে-
নাপুংসকেন বা। স্বারসংক্রমণেনাপি পত্নিক্রণোযো
ন বিদ্যতে। ১৮। ইষ্টীশ্বাঙ্কে ক্রতুর্দক্ষো বুদ্ধো
সত্যবন্ত শ্রুতো। নৈমিত্তিকে কালকামো কাম্যে
চাধ্ববিরোচনো। ১৯। পুরুষবা মাত্রবাক পার্শ্বাণে
সমুদাহৃতো। পুষ্টিং প্রজাঞ্চ স্ত্রোগ্রোধে বুদ্ধিঃ প্রজাঃ
যুতিঃ স্মৃতিম্। ২০। রক্ষোয়ঞ্চ যশস্তঞ্চ কান্দীর্ঘ্যঃ
পাণ্ডুমুচ্যতে। সৌভাগ্যমুত্তমং লোকে মধুকে
সমুদাহৃতম্। ২১। কান্তনপাণ্ডে তু সুর্য্যগঃ সৰ্ব-
কামানবাপুয়াৎ। পরাং স্মৃতিমধার্কো তু প্রাকাতঞ্চ
বিশেষতঃ। ২২। বিদে লক্ষ্মীঃ তপো মেধাঃ
নিভ্যামায্যামেব চ। ক্ষেত্রারামঃ ভাগেহু সৰ্ব-

মলমুত্তম্যাগ, শুক্লগামিধ্য, ও বিশেষতঃ দান, যো-
গান্ধর্ভান, এই সকল কালে মানব মৌনাবলম্বন
করিলে স্বৰ্গগামী হয়। ১৪। দান, স্নান, জপ,
হোম, ভোজন, দেবার্চনাদি কার্যে যদি কোন
কারণে মৌনভঙ্গ হয়, তবে বৈকব মন্ত্র বা অব্যয়
বিক্রকে স্বরণ করিবে। দর্ভ, সকল দেবকার্যে ঋজু
ভাবে আর পিতৃকার্যে বিভণিত ভাবে স্থাপন
করিতে হয়। দেবগণের দৰ্ভ উত্তরযুগে আর
পিতৃগণের দৰ্ভ দক্ষিণযুগেই স্থাপন করিবে।
মধ্যকালে অগ্নি, তন্ম, যব, জল ও স্বারসংক্রমণ
(সৌকর্ষ্য) স্থাপিত হইলে পংক্তিভেদ হয়, অর্থাৎ
একপংক্তিজনিত দোষ নিবারিত হইয়া থাকে।
ইষ্টীশ্বাঙ্কে ক্রতু ও দক্ষ, বুদ্ধীশ্বাঙ্কে সত্য ও বন্তু,
নৈমিত্তিক শ্বাঙ্কে কাল ও কাম, কাম্য শ্বাঙ্কে অধ্ব ও
বিরোচন, এবং পার্শ্ব শ্বাঙ্কে পুরুষবা ও মাত্রবাকে
অর্চনা করিবে। ষটপাণ্ডে পুষ্টি, বুদ্ধি, প্রজা, যুতি,
স্মৃতি ও সন্ততি লাভ হয়। কান্দীর্ঘ্যপাণ্ডে রক্ষোয়
ও যশঃপ্রদ বলিয়া উক্ত হয়। মধুকে পাণ্ডে ইহ-
লোকে অতুল সৌভাগ্য লাভ হয়। অর্জুনপাণ্ডে
সর্বকাম লাভ হয়। অর্কপাণ্ডে পরমকান্তি ও মহতী
কীৰ্ত্তি লাভ হয়। বিদ্যপাণ্ডে লক্ষ্মী, তপস্বী, মেধা,
ও নিয়ত আয়ুর্ভক্তি হয়। ক্ষেত্র, আরাম, ভাগা-

পাণ্ডেই চৈব হি। ২৩। বর্ষভ্যজসং পর্জন্তে বেণু-
পাণ্ডেই কুর্ততঃ। এতেষাং লভ্যতে পুণ্যং সুবর্ণে
রজতৈস্তথা। ২৪। পলাশকলস্তগ্রোবল্লকাবথ-
বিককতাঃ। ঔহুয়রস্তথা বিবং চন্দনং যজিয়াচ
যে। ২৫। সরলো দেবদাক্ষ শালাশ্চ খদিরাস্তথা।
সমিদর্ঘ্যঃ প্রশস্তাঃ স্যুরেতে বৃক্ষা বিশেষতঃ। ২৬।
শ্রেয়াতকো নক্তমালঃ কপিথঃ শাম্বলী তথা।
নিষো বিভীতকশ্চৈব শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হিতাঃ। ২৭।
অনিষ্টশব্দাঃ সতীর্ণাং রক্ষাঃ জন্তমতীমপি। স্মৃতি-
গচ্ছাং তু তাং কৃমিঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হয়েৎ। ২৮।
ত্রৈশক্তবঃ ত্যাজেদংশং সর্বং দ্বাদশযোগজনম্। উক্ত-
রেণ মহীনদ্যা দক্ষিণেন চ কেয়লম্। ২৯। দেশ-
শ্রেণকবো নাম বর্জিতঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। কারকরাঃ
কলিঙ্গাশ্চ সিংহাকন্তরমেব চ। প্রনষ্টাশ্রমধর্ম্মাশ্চ
বর্জ্যা দেশাঃ প্রযত্নতঃ। ৩০। ত্রাশ্বাণঃ তু কৃতং
প্রাক্তং ত্রোতা তু কজিয়ং স্মৃতম্। বৈজ্ঞাং দ্বাপর-
মিত্যাভঃ শূত্রং কলিযুগং স্মৃতম্। ৩১। কতে তু
পিতরঃ পূজ্যাস্ত্রেতায়াক সুরাস্তথা। মুনয়ো দ্বাপরে
নিত্যাং পায়ণাক কলৌ যুগে। ৩২। শুক্লপক্শ
পূর্বাঙ্কে শ্রাদ্ধঃ কুর্য্যাদিচ্চকণঃ। কৃষ্ণপক্শে চ পরাঙ্কে তু

দিতে সর্বাধি পাণ্ডেই শ্রাদ্ধ করা যায়। যখন
অজস্রধারায় বৃষ্টিপাত হয়, তখন যদি বেণুপাণ্ডে
শ্রাদ্ধ করা যায়, তবে সৌবর্ণ ও রজতপাণ্ডকৃত
শ্রাদ্ধের এবং পূর্বাঙ্কে পাণ্ডনিচয়ে কৃত শ্রাদ্ধের কল
লাভ হইয়া থাকে। পলাশ, বট, প্রক, অম্বথ,
বিককত, ঔহুয়র, বিব, চন্দন, সরল, দেবদাক্ষ,
শাল, খদির, এবং অপরাপর যজিয় বৃক্ষনিচয় সমি-
দর্ঘ্যে সুপ্রশস্ত। শ্রেয়াতক, নক্তমাল, কপিথ,
শাম্বলি, নিষ ও বিভীতক, বৃক্ষ শ্রাদ্ধে অপ্রশস্ত।
অনিষ্টশব্দযুক্ত, সতীর্ণ, রক্ষা, কৃমিকীটব্যাণ্ড ও
দুর্গন্ধবিত কৃমি শ্রাদ্ধে বর্জনীয়। ত্রিশতুর স্নান
দ্বাদশ যোজন সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। মহীনদীর উক্তরে
কেয়ল দেশের দক্ষিণে দ্বাদশযোজন স্থান ত্রিশতুর
উহা শ্রাদ্ধ কার্যে বর্জনীয়। কারকর, কলিঙ্গ, সিংহনদের
উত্তর প্রদেশ, এবং যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, তৎসমস্ত
দেশ শ্রাদ্ধে সমস্তে বর্জনীয়। ১৬-৩০। সত্যযুগ—
ত্রাশ্বাণ, ত্রোতায়ুগ—কজিয়, দ্বাপরযুগ—বৈজ্ঞা, আর
কলিযুগ—শূত্র বলিয়া নির্ণীত। সত্যযুগে পিতৃগণ,
ত্রোতায় দেবগণ, এবং দ্বাপরে মুনীগণ, পূজিত
হইয়া থাকেন, আর কলিযুগে শুভ পায়ণ-
গণই পূজা লাভ করে। বিচ্চকণ মানব শুক্লপক্শে

রৌহিণ্যে ন বিলম্বয়েৎ । ৩৩ । রত্নিমাত্রপ্রমাণক
পিতৃভীর্ধ্বং তু সংস্কৃতম্ । উপমূলে তথা লুনাঃ
প্রস্তরার্থে কুশোন্তম্বাঃ । ৩৪ । তথা জ্যামাকনীবারা
দূরীণ্ড সমুদাহৃত্যঃ । পূরীঃ কীর্তিমতাঃ শ্রেষ্ঠা
বহুকেশঃ প্রজাপতিঃ । ৩৫ । তন্তুকেশা নিপতিতা
কুমো কাশরমাগতাঃ । তন্মাস্থেধ্যাঃ সলা কাশাঃ
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পুজিতাঃ । ৩৬ । পিণ্ডনির্ধারণং তেষু
কর্ম্মব্যং ভূতিমিচ্ছতা । উৎকমলং বিজাতিভ্যঃ শ্রদ্ধয়া
বিনিবেশয়েৎ । ৩৭ । অস্তত্র কলপুশ্পেভ্যঃ পান-
কেষ্টাশ্চ পণ্ডিতাঃ । হস্তে দধাতু বৈ ব্রহ্মহবিষং
ব্যজ্ঞাননি চ । ৩৮ । আয়সেন চ পাত্রেণ তথৈ
রক্ষাসি ভুঞ্জতে । বিজপাত্রেণ দধারং তুফীং
সত্তরমাচরেৎ । ৩৯ । দক্ষিণাদিহেন নো তেষাং সম্বন্ধো
দৃশ্যতে যতঃ । যশ্চ শূকরবন্ধুস্তে যশ্চ পানিতলে
বিজঃ । ন তদমস্মি পিতরো যঃ সবাচং সমশ্রুতে
৪০ । বিহায়নস্ত বৎসস্ত বিশস্ত্যাস্তং যথা শুম্য । তথা

পূরীক্রে আর কৃকপক্ষে অপরাহ্রে
করিবে; পরন্তু রৌহিণ অতিক্রম করিবে না।
রত্ন-প্রমাণ সংস্কৃত স্থানই পিতৃভীর্ধ্বং । আস্তরণ
কুশনিচয় মূল-সন্নিহিতভাগে কর্ত্তিত করিয়া লইবে।
জ্যামাক, নীবার, ও দূরীণও এই ভাবেই ব্যবহার
করিতে হয়। পুরাকালে কীর্তিমান্গণের অগ্রগণ্য
প্রজাপতি বহুকেশশালী ছিলেন, সেই কেশনিচয়ই
ভূপতিত হইয়া কাশরূপ ধারণ করিয়াছে। তজ্জন্তই
কাশ-সকল পবিত্র ও শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত হই-
য়াছে। বিভূতিকামী মানবের সেই কাশোপরি
পিণ্ডদান কর্তব্য। বিজাতিগণকে শ্রদ্ধাসহকারে
উৎকমল নিবেদন করিবে। পণ্ডিত মানব কল-
পুশ্পব্যতীত অপর কোন জব্যই হস্তে প্রদান
করিবে না। লবণ, ব্যজ্ঞন কিবা স্নেহ জব্য হস্তে
অথবা লৌহপাত্রে প্রদত্ত হইলে তাহা শ্রাদ্ধস-
ংগের ভোগ্য হয়। তুফীভাবে বিজগণের পাত্রে
অন্ন পরিবেশন করিয়া সত্তর করিবে। দক্ষিণ
প্রভৃতি দ্বারা অন্ন পরিবেশন করিলে সেই
দক্ষিণাদি পাত্রে যে কিঞ্চিৎ অন্ন অবশিষ্ট থাকে,
তৎসহ বিজপাত্রে অন্নের কোনরূপ সম্বন্ধ না
ঘটিলে তদ্বারা শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহাতে কোন
দোষ হয় না। বিজগণ যদি শূকরের ভায় কিবা
হাতে করিয়া অথবা কণা কহিতে কহিতে ভোজন
করেন, তবে তাহা পিতৃগণ ভোজন করেন না।
হুই বৎসরবয়স্ক বৎসের মুখে প্রবিষ্ট হইতে পারে

কুর্ধ্যাৎ প্রমাণেন পিণ্ডান ব্যাসেন ভাবিতম্ । ৪১ ।
ন স্ত্রী প্রচলয়েন্তানি জ্ঞানহীনো ন চেষ্টতঃ । যয়ং
পুত্রোহথবা যশ্চ বাহুদভ্যাদয়ঃ পরম্ । ৪২ । ভাজ-
নেষু চ ভিত্তংশ্চ স্তম্ভিঃ কুর্ত্তি য়ে বিজাঃ । তদরম-
নুরৈর্ভুক্তং নিরাশাঃ পিতরো গতঃ । ৪৩ । অপু-
শ্বেকং প্লাবয়েৎ পিণ্ডমেকং পট্টো নিবেদয়েৎ । একং
বৈ ভুজ্যাদয়াবেবা তু ত্রিবিধা গতিঃ । ৪৪ । ছন্দোগং
ভোজয়েজ্জ্বাক্ষে বৈশ্বদেবে চ বহুচম্ । পুষ্টিকর্ম্মণ্যধা-
ধ্বর্গ্যং শাস্তিকর্ম্মণ্যধর্ম্মণম্ । ৪৫ । যো দেবেহধর্ম্মণো
বিশ্রো প্রায়ুখো চ নিবেশয়েৎ । পিত্র্যে হ্যদম্বুধাম্
কুর্ধ্যাৎশ্চোক্ষর্যুসামগান্ । ৪৬ । জাত্যশ্চ সর্কী
দাতব্য্য মজ্জিকা ষেতযুথিকা । জলোত্তবানি সর্কীণি
কুসুমানি চ চম্পকম্ । ৪৭ । মধুকং রামঠং চৈব
কপূরং মরিচং শুভম্ । শ্রাদ্ধকর্ম্মণি শতানি সৈন্ধবং
ত্রপুসং তথা । ৪৮ । ব্রাহ্মণঃ কঞ্চলো গাবঃ সূর্য্যো-
য়িরতিথিঞ্চ বৈ । তিলা দর্ভাশ্চ কালশ্চ নবৈতে
কৃতপাঃ স্মৃতাঃ । ৪৯ । আপদ্যানগৌ ভীর্থে চ চন্দ্র-
সূর্য্যগ্রহে তথা । নাচরেৎ সংগ্রহে চৈব তথৈবান্ত-

এমন আকারে পিণ্ড নির্মাণ করিবে। ব্যাস
ইহা কহিয়াছেন। স্ত্রী জ্ঞানহীন, বা অল্পপনিত
ব্যক্তি, প্রদত্ত পিণ্ড পরিচালিত করিবে না; পরন্তু
যয়ং পুত্র-অথবা যাহার পরমভ্যাদয় কামনা থাকে,
সে পরিচালিত করিবে। ভুক্তোচ্ছিষ্ট পাত্র ভোজন-
স্থানে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে বিজগণ যদি
দক্ষিণাগ্রাংশে স্তম্ভি উচ্চারণ করেন, তবে বিজগণ
যে ভোজন করিয়াছেন, তাহা অনুরেয়াই ভোজন
করিয়াছে, পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গিয়াছেন। ইহাই
বুঝিবে। একটী পিণ্ড জলে প্রাবন, একটী পট্টকে
নিবেদন এবং অপরটী আগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।
পিণ্ডের এই ত্রিবিধ গতি নির্দিষ্ট। শ্রাদ্ধে ছন্দোগ
বিজকে, বৈশ্বদেবে বহুচকে, পুষ্টিকর্ম্মে অধ্বর্গ্যকে
আর শাস্তিকর্ম্মে আধর্ম্মণ্যবিশ্রকে ভোজন করাইবে।
দৈবপক্ষে দুইজন আধর্ম্মণ্যবিশ্রকে পূরীক্রে উপ-
বেশন করাইবে। আর পিতৃগণকে বহুচ অধ্বর্গ্য
ও সামগ্য বিজকে উত্তরাস্ত্রে উপবেশন করাইবে।
জাতি, মজ্জিকা, ষেতযুথিকা, চম্পক, জলজকুসুম,
মধুক, হিঙ্গু, কপূর, মরিচ, শুভ, সৈন্ধব ও ত্রপুস,—
এই সমস্ত শ্রাদ্ধ কর্ম্মে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ, কঞ্চল,
গো, সূর্য্য, আগ্ন, অতিথি, তিল, কুশ ও শ্রাদ্ধ-
বিহিত কাল,—এ সকল কৃতপদব্যয়। আশং-
কালে, আগ্নির অভাবে, কিবা সূর্য্যাস্তকালে যদি

মুণাগতে ॥ ৫০ ॥ সংস্কা স্ত্রীচ্চ হৃৎপেহি স্ত্রীভ্যা নারী
রজস্বলা। দৈবে কর্ম্মণি পিত্রো চ পঞ্চমেহহনি
শুধ্যতি ॥ ৫১ ॥ দ্রব্যভাবে দ্বিজাভাবে প্রবাসে পুত্র-
জন্মনি। আমশ্রাদ্ধঃ প্রকুব্বীত যন্ত ভাৰ্য্যা রজস্বলা ॥
৫২ ॥ সর্পিপ্রহতানাকং দংষ্ট্রিশৃঙ্গিসরীসৃশৈঃ। আশ্বান-
জ্যাগিনীকৈব শ্রাদ্ধমেবাং ন কারয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
চণ্ডালাহুদকাং সর্পাদ্ভ্রাক্ষণাষ্টৈত্য়াদপি। দংষ্ট্রি-
ত্যাশ্চ পশুভ্যাশ্চ মরণং পাপকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৫৪ ॥ সর্কে
রজস্বত্যং কৃষা জ্যোত্ঠেনৈব চ যৎকৃতম্। দ্রব্যোণ চ
বিভক্তেন সর্কেরেব কৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥ অমা-
শ্রাদ্ধাঃ পিতৃশ্রাদ্ধে মন্থনং যন্ত কারয়েৎ। তন্তক্ৰ-
মদিরাভূল্যং স্মৃতং গোমাংসবৎ স্মৃতম্ ॥ ৫৬ ॥
ভুক্তস্তি ক্রমশঃ পূর্বে তথা পিণ্ডাশিষোহপি চ।
নিম্নমিতো বিজঃ শ্রাদ্ধে ন শরীত ক্রিয়া সত্ ॥ ৫৭ ॥
শ্রাদ্ধভুক প্রাতঃকথায় প্রকুর্যাদন্ত্যধাবনম্। শ্রাদ্ধ-
কর্ত্তা ন কুব্বীত সন্তানং ধাবনং বৃধঃ ॥ ৫৮ ॥ বর্ষে
বর্ষে তু যজ্ঞাঙ্কঃ যাতাপিত্রোমুহেহহনি। মলমাসে

ন কর্তব্যং ব্যাসস্ত বচনং যথা ॥ ৫৯ ॥ গর্ভে
বান্ধু্যসিক প্রেতেভ্যো মাসান্নমাসিকে। আদিকে
চ তথা শ্রাদ্ধে নাধিমাসো বিধীয়তে ॥ ৬০ ॥ বিবা-
হাদৌ স্মৃতঃ সৌর্যো যজ্ঞাদৌ সাবনঃ স্মৃতঃ।
আদিকে পিতৃকার্য্যে তু চান্নো মাসঃ প্রশস্ততে ॥ ৬১ ॥
যস্মিন রাশৌ গতে সূর্যো বিপত্তিঃ স্ত্রীজন্মমঃ।
তজাশাবেব কর্তব্যং পিতৃকার্য্যং স্মৃতেহহনি ॥ ৬২ ॥
বষট্কারশ্চ হোমশ্চ পক্ষ চাগ্রায়ণং তথা। মল-
মাসেহপি কর্তব্যং কাম্যা ইষ্টীবিবর্জয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
অগ্ন্যাধোয়ঃ প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞদানব্রতানি চ। বেদ-
ভ্রতবোধৎসর্গচুড়াকরণমেধলাঃ ॥ ৬৪ ॥ মাদ্ভ্য-
মভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জয়েৎ। নিত্যনৈমিত্তিকে
কুর্য্যাৎ প্রযতঃ সন মলিন্মুচে। তীর্থে নানং গজ-
চ্ছায়াং প্রেতশ্রাদ্ধং তথৈব চ ॥ ৬৫ ॥ ব্রহ্মা যজ্ঞ
প্রশস্তন্তে ভোক্তারো বন্ধুগোত্রিণঃ। রাজবার্তাদি-
সংক্রন্দো রক্ষঃশ্রাদ্ধস্ত লক্ষণম্ ॥ ৬৬ ॥ শ্রাদ্ধং কৃষা
পরশ্রাদ্ধে যন্ত ভুক্তো চ বিহ্বলঃ। পতন্তি পিতর-

দ্রব্য-সত্তারও সংগ্রহ হয়, তথাপি তীর্থে কিছা চন্দ্র-
সূর্যগ্রহণ হইলেও শ্রাদ্ধ করিবে না। ৩১-৫০।
রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে স্নানান্তে সাধারণ কর্ম্মে
শুদ্ধা হয়; পরন্তু দৈব কিছা পৈত্র কর্ম্মে পঞ্চম
দিনেই পবিত্রা হইয়া থাকে। দ্রব্যভাবে, দ্বিজা-
ভাবে, প্রবাসে, পুত্র জন্মে এবং পত্নী রজস্বলা হইলে
আমার দ্বারা ই শ্রাদ্ধ করিবে। যাহারা সর্প, বিপ্র,
দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী বা সরীসৃপ দ্বারা নিহত, আর যাহারা
আশ্বঘাতী,—ভাটাদের শ্রাদ্ধ করিবে না। চণ্ডাল,
জল, সর্প, ভ্রাক্ষণ, বজ্র, দংষ্ট্রী, ও পশু হইতে পাপি-
গণই মরণাপন্ন হইয়া থাকে। জ্যোষ্ঠ ভাতা যদি
অপর্যাপ্ত জাতৃগণের মতে বিভাগান্তরে শ্রাদ্ধীয়
দ্রব্য লইয়া তদ্বারা শ্রাদ্ধস্থাপন করে, তবে সেই
শ্রাদ্ধ, সকল ভাতারই করা হইল বলিয়া জানিবে।
অমাবস্তায় কিছা পিতৃশ্রাদ্ধদিনে যদি দধিমন্ধান
করা হয়, তবে সেই তক্র মদিরাভূল্য; আর
সেই ব্রতও গোমাংস সদৃশ। দ্বিজগণ প্রথমতঃ
ভোজনেন বসিয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন করিতে
থাকিলে পরে পিণ্ড দান করিবে; এরূপ
করিলেই পিতৃগণের আশীর্বাদ লাভ হয়। শ্রাদ্ধ-
নির্ম্মিত্ত বিজ্ঞ স্ত্রীসংবাস করিবেন না। শ্রাদ্ধ-
ভোজনে নিম্নমিত্ত ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাজোথান
করিয়া দন্ত্যধাবন করিবেন। কিন্তু ধীমান শ্রাদ্ধ-
কর্ত্তা শ্রাদ্ধদিনে দন্ত্যধাবন করিবেন না। প্রাত-

বৎসর মাতা পিতার মৃততিথিতে যে শ্রাদ্ধ করিতে
হয়, ব্যাস বলিয়াছেন,—উহা মলমাসে অকর্তব্য।
গর্ভ, ঋণদান, ভৃত্যরক্ষণ, প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসান্নমাসিক
শ্রাদ্ধ, ও সাংসারিক শ্রাদ্ধ এই সমস্ত স্থলে অধি-
মাস গণনীয় নহে। বিবাহাদি কার্য্যে সৌরমাস,
যজ্ঞাদি কার্য্যে সাবন মাস, সংবৎসরিক কার্য্যে ও
পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্যে চান্দ্র মাসই ব্যবহার্য্য। সূর্য্যের
যে রাশিতে অবস্থান কালে দ্বিজাতির প্রাণত্যাগ
ঘটে উক্ত মৃততিথিতে কর্তব্য সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধও
সূর্য্যের সেই রাশিতে অবস্থান কালেই ক্রিতে
হয়। বষট্কারসাধ্য পৌষ্টিক কার্য্য, হোম ও
অগ্রহায়ণকৃত্য নবান্নশ্রাদ্ধ মলমাসেও কর্তব্য;
পরন্তু কাম্য যজ্ঞ বর্জনীয়। অগ্ন্যাধান প্রতিষ্ঠা,
যজ্ঞ, মহাদান, কাম্য ব্রত, বোধৎসর্গ, চুড়াকরণ,
উপনয়ন, মেধলাধারণ, ও কাম্য মাদ্ভ্য অতিবেক
কার্য্য মলমাসে বর্জন করিবে। পরন্তু নিত্য,
নৈমিত্তিক, তীর্থনান, গজচ্ছায়াযোগ, স্নান ও
প্রেতশ্রাদ্ধকার্য্য মলমাসেও প্রযতভাবে কর্তব্য।
ভোজনকালে যদি ভোজ্যদ্রব্যের প্রশংসা,
কিছা রাজবার্তাদি লৌকিক আলাপ হইতে থাকে
অথবা যদি কেবল বন্ধু-গোত্রিগণই ভোজন করে,
তবে সেই শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধসংগই তুণ্ডিলাভ করে;—
শ্রাদ্ধসংগন্ধের ইহাই লক্ষণ। যে মুদমানব-
শ্রাদ্ধ করিয়া পরকীয় শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তদীয়

স্তুস্ত লুপ্তপিণ্ডাদকক্রিয়াঃ । ৬৭ । তৈলমূৰ্ত্তনঃ
স্নানঃ স্তুতধাবনমেব চ । কৃষ্ণরোমনখেভ্যশ্চ দদ্যা-
দগাধা পরেহহনি । ৬৮ । নিমজ্জিতা যথাভ্যাসং হব্যো
কব্যো দ্বিজোত্তমাঃ । কথঞ্চিদপাতিক্রামেৎ পাপঃ
শুকরভাঃ ভজেৎ ৬৯ । দৈবে চ পিতৃশ্রাদ্ধে
চাপ্যার্শোচং জায়তে যদা । আর্শোচান্তেহধবা তত্র
ভেভ্যঃ শ্রাদ্ধং প্রদীয়তে । ৭০ । অথ শ্রাদ্ধবাসানে
তু আশিষস্তত্র দাপয়েৎ । দীৰ্ঘা নগাস্তথা নদ্যো
বিক্ষোদ্যশি পদানি চ । এবমেবাং প্রমাণেন দীৰ্ঘ-
মায়ুরবাণুযাম্ । ৭১ । অপাং মধ্যে দ্বিতা দেবাঃ
সৰ্বমঙ্গু প্রতিষ্ঠিতম্ । ব্রাহ্মণস্ত করে স্তুতাঃ শিবা
আপো ভবন্ত নঃ । ৭২ । লক্ষ্মীর্বসতি পুষ্পেষু লক্ষ্মী-
র্বসতি পুঙ্করে । লক্ষ্মীর্বসতু বাসে মে সৌম্যনস্তঃ
দদাতু মে । ৭৩ । অকৃতং চান্ত মে পুণ্যঃ শান্তিঃ
পুষ্টিধৃতিশ্চ মে । যদ্যচ্ছ্রেয়স্করং লোকে তত্তদন্ত
সদা মম । ৭৪ । দক্ষিণায়ান্ত সৰ্বত্র বহুদেয়ং তথাশ্চ
নঃ । এবমস্থিতি তৈর্বাচ্যঃ মুক্তা গ্রাহক তেন

ভৎ । ৭৫ । পিণ্ডময়ো সদা দেয়াভোগার্থী সততঃ
নরঃ । প্রজাধঃ পৈত্রেয় বৈ দদ্যাদ্ধ্যমঃ মন্ত্র-
পুঙ্ককম্ । ৭৬ । উত্তমাঃ দ্ব্যতিমবিচ্ছন্ গোবু
নিত্যং প্রদাপয়েৎ । আত্মমিচ্ছৈদ্যশঃ কৌৰ্ত্তিমঙ্গু
নিত্যং প্রবেশয়েৎ ৭৭ । প্রার্থয়ন দীৰ্ঘমায়ুশ্চ বায়-
সেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ । কুমারলোকমবিচ্ছন্ কুকুটৈভ্যঃ
প্রদাপয়েৎ ৭৮ । আকাশে প্রকিপেদ্যশি দ্বিতো
বা দক্ষিণায়ুশঃ । পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণা চৈব
দিক্ তথা । ৭৯ । নন্তঃ তু বর্জয়েচ্ছ্রাদ্ধাঃ রাহোরস্তজ
দর্শনাৎ । সৰ্ব্বেশেনাপি কর্তব্যঃ কিপ্রং বৈ রাহু-
দর্শনাৎ । ৮০ । উপরাগে ন কুৰ্যাদ্ধ্য পক্ষে গৌরিব
সৌদতি । কুর্যাগস্ত তরেৎ পাপং সা চ নৌরিব
সাগরে । ৮১ । কৃষ্ণমাষান্তিলাশ্চৈব জেষ্ঠাঃ স্যুর্ধ্যব-
শালয়ঃ । মহাযবা ব্রাহ্মযবান্তধৈব চ মন্থরিকাঃ । ৮২ ।
কৃষ্ণাঃ চেতাশী বা গ্রাহাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি সর্গলা । বিধা-
নকম্বীকং পনসাম্রাতদাভিমম্ । ৮৩ । ভব্যং পার্শ্ববতঃ
চৈব খর্জুরং করমর্দকম্ । সক্রোরকা বদধ্যাশ্চ তাল-
চন্দ্রঃ তল্লা বিসম্ । ৮৪ । তমালাসনকন্দং চ মাবেল্য

পিতৃগণের জল-পিণ্ড-লোপ হয় বলিয়া পিতৃগণ
স্বর্গভ্রষ্ট হন। শ্রাদ্ধের পরদিন শ্রাদ্ধভোজী দ্বিজ-
গণকে তৈল, উষ্মর্জন, স্নানীয়, ও দস্তধাবন দ্রব্য
প্রদান করিবে। আর শ্রাদ্ধভোজী দ্বিজগণও
পরদিন কোরকর্ম্ম করিবেন। হব্যো বা কব্যো
যথাবিধি নিমজ্জিত দ্বিজগণ যদি কোনক্রমে উক্ত
শ্রাদ্ধভোজন না করে, তবে সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণ
মরণান্তে শুকরস্থ প্রাপ্ত হয়। ৬১—৬৯। যদি দৈব
বা পৈত্রিকস্মাচ্ছ্রুতান সময়ে কোনরূপ অর্শোচ হয়,
তবে অশোচান্তেই তৎকার্য্য করিবে। শ্রাদ্ধাচ্ছ্রু-
তের পর ব্রাহ্মগণ শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে আলীক্ষাদ প্রদান
করিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা আলীক্ষাদ প্রার্থনা করিবেন;
যথা,—দীৰ্ঘ বৃক্ষ, দীৰ্ঘা নদী ও সুদীৰ্ঘ বিষ্ণুপদজয়ের
জায় আমারও সুদীৰ্ঘ আয়ুঃপ্রাপ্তি হউক। জল
মধ্যে দেবগণ বাস করেন, আর জলেই
সমস্ত প্রতিষ্ঠিত; সেই জল ব্রাহ্মণকরে
স্তুত হইয়া আমাদের মঙ্গলসাধক হউক। লক্ষ্মী
দেবী পুষ্প ও বিশেষতঃ পদ্মে বাস করেন
সেই লক্ষ্মী মদীয়াবাসে বাস করত আমার
সৌম্যনস্ত প্রদান করুন। আমার পুণ্য অকৃত
হউক, শান্তি, পুষ্টি ও ধৃতি লাভ হউক, আর ইহ-
লোকে যাহা যাহা শ্রেয়স্কর, তৎসমস্তই সতত লাভ
হউক। দক্ষিণা দান করিলেই আমরা যেন বহু
দান করিতে পারি। দ্বিজগণ এইরূপ প্রার্থনায়

‘তাহাই হউক’ বলবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তাও তাঁহা-
বগের সেই আলীক্ষাদ মন্তকে গ্রহণ করিবেন।
ভোগার্থী মানব সৰ্ব্বদাই অগ্নিতে পিণ্ড দান
করিবে; আর সন্তানকামী মানব মধ্যম পিণ্ডী
পত্নীকে সমস্তক দিবেন। উত্তমকান্তি-কামনায়
গোকে প্রদান করিবে। প্রভুষ, কৌৰ্ত্তি, ও যশঃ কাম-
নায় জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। দীৰ্ঘাঙ্ককামনায়
বায়সগণকে প্রদান করিবে। কুমারলোকপ্রাপ্তি
কামনায় কুকুটগণকে প্রদান করিবে। অথবা
দক্ষিণায়ুধী হইয়া আকাশেই পিণ্ড নিক্ষেপ করিবে।
আকাশ ও দক্ষিণদিক পিতৃগণের স্থান। ৭০—৭৯।
গ্রহণদর্শন ব্যতীত রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ কর্কশীয়।
গ্রহণদর্শনে সৰ্ব্বত্র ব্যয় করিয়া অবিলম্বেই শ্রাদ্ধ
কর্ত্তব্য। গ্রহণকালে শ্রাদ্ধ না করিলে পক্ষময়া গাতীর
ক্রায় অবসন্ন হইতে হয়, কিন্তু শ্রাদ্ধ করিলে নৌকা
ক্রায় সাগর পার হইবার জায় পাপ হইতে পার্শ্বাণ
পায়। কৃষ্ণমাস ও তিল আর সব শালি, মহাযব,
ব্রাহ্মযব, মন্থর, এ সকল কৃষ্ণ বা বেত উত্তম-
বিধই শ্রাদ্ধকার্য্যে স্তত প্রাপ্ত বলিয়া গ্রাহ্য।
বিধ, আমলক, যুধীক, পনস, আম্রাতক, দাড়িম,
ভব্য, পার্শ্ববত, খর্জুর, করমর্দক, কোরক, বদর,
তালকন্দ, যুগল, তমালকন্দ, অসনকন্দ, মাবেল,

শতকন্দলী। কালেয়ঃ কালশাকঃ ৫ মুদগারঃ ৫ সুবর্চলঃ ৮৫। মাংসঃ কীরঃ দধি শাকঃ ব্যোমঃ বেজাকুরস্তথা। কটকলঃ বজ্রকঃ জাকঃ লকুচঃ মোচমেব ৫। ৮৬। প্রিয়ামলকঃ প্রীঃ তিস্রুকঃ মধুসাহস্রম্। বৈকট্যতঃ নারিকেলঃ শৃঙ্গাটকপত্রম্ ৮৭। পিঙ্গলী মরিচঃ চৈব পটোলী বৃহতী-কলম্। আরামস্ত তু সীমান্তঃ সন্তবঃ সর্বমেব তু। ৮৮। এবমানীনি চান্তানি পুষ্পানি শ্রাদ্ধকর্মণি। মন্থরঃ শতপুষ্পাশ্চ কুসুমঃ জ্ঞানিকেন্দ্রম্। ৮৯। বর্ষা ষাতিযবা নিত্যঃ তথা বৃষযবাসকৌ। বংশাঃ করীরাঃ সুরসা মার্জিতা কৃষ্ণানি ৫। ৯০। বর্জ-নীয়াসি বক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকর্মণি নিত্যশঃ। লগুনঃ গুজুনকৈব পলাণ্ডুঃ পিণ্ডমূলকম্। মোগরঃ চাত্র বৈদেহঃ দীর্ঘমূলকমেব ৫। ৯১। দিবসস্তাষ্টমে ভাগে মন্দীভূতে দিবাকরে। অম্বরঃ তন্তবে-জ্জাকঃ পিতৃণাং নোগতিষ্ঠে। ৯২। চতুর্থে প্রহরে প্রোণে যঃ শ্রাদ্ধঃ কুরুতে নয়ঃ। বৃথা শ্রাদ্ধম-বাগ্নেতি দাতা চ নরকং ভজেৎ। ৯৩। লেখা-প্রভৃত্যাদিত্যে মুহূর্ত্তায় এব ৫। প্রাতঃস্তোত্রস্তরং কালঃ ভগ্নমাহর্ষিশিষ্টতঃ। ৯৪। সঙ্গবান্ধবমুহূর্ত্তো-হয়ঃ মধ্যাহ্নস্ত সমস্ততঃ। ততশ্চ ত্রিমুহূর্ত্তাশ্চ অপ-

শতকন্দলী, কালেয়, কালশাক, মুদগার, সুবর্চল, মাংস, হুহ, দধি, শাক, ব্যোম, বেজাকুর, কটকল, বজ্রক, জাক, লকুচ, মোচকল, প্রিয়ামলক, হুগ্রী, তিস্রুক, মধুক, বৈকট্যত, নারিকেল, শৃঙ্গাটক, পত্র-ম, পিঙ্গলী, মরিচ, পটোল, বৃহতীকল, এবং উদ্যান-সীমান্ত, যাবতীয় শাক কল পুষ্পাদি, আর মন্থর, শতপুষ্পী ও জ্ঞানপুষ্প শ্রাদ্ধকাৰ্য্যে প্রশস্ত। ষাতিযব, বৃষক, বাসক, সুরস বংশকরী, এবং মন্থর কৃষ্ণগু শ্রাদ্ধে সুপ্রশস্ত জানিবে। ৮০—৯০। একপে শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিম্নতঃ বর্জনীয়া ভব্যনিচয় বহিষ্ঠেছি। লগুন, গুজন, পলাণ্ডু, পিণ্ডালু, বিদেহদেশজ মোগর নামক মূলবিশেষ, ও দীর্ঘাকার মূলক যে শ্রাদ্ধে প্রযুক্ত হয়, আর দিবসের অষ্টম ভাগে দিবাকর মন্দীরশি হইলে যে শ্রাদ্ধ অহুষ্ঠিত হয়, তাহা অম্বর শ্রাদ্ধ, উল্লিপিপ্তগণের তৃপ্তিসাধক হয় না। যে নর চতুর্থে প্রহরে শ্রাদ্ধাহুতান করে, তাহার সেট শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হয়, আর সেও নরকগামী হয়। সূর্যের উদয়াবধি তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল, তারপর তিন মুহূর্ত্তকে পতিভগ্ন ভগ্ন বলেন; ইহারই নাম সঙ্গব। তারপর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন।

রাত্রে বিধীয়তে। ৯৫। পঞ্চমোহ্ম দিবাংশো যঃ স সায়াহ্ন ইতি শ্রুতঃ। ৯৬। তথাচ ঋতিঃ। যদৈবাদিতোহ্ম বসন্তো যদা সঙ্গবিকোহ্ম ত্রীমো যদা বা মাধ্যম্নিকোহ্ম বর্ষা যদপরাহ্নোহ্ম শরৎ। যদেবাস্তমেত্যধ হেমন্ত ইতি। ৯৭। প্রারভ্য কৃতপে শ্রাদ্ধে কুর্ধ্যাদারোহণঃ বৃষঃ। বিধিজ্ঞো বিধিমান্বায় রৌহিণং ন তু লজ্জয়েৎ। ৯৮। অষ্টমো যো মুহূর্ত্তশ্চ কৃতপঃ স নিগদ্যতে। নবমো রৌহিণঃ প্রোক্ত ইতি শ্রাদ্ধবিধৌ বিতুঃ। ৯৯। একোদ্বিষ্টে তু মধ্যাহ্নে প্রাতঃকৈ জাতকর্ম্মণি। পিতৃণাং নির্জ-পেং পাকং বৈশ্বদেবার্ঘ্যমেব ৫। ১০০। বৈশ্বদেবে ন পিতৃণাং ন পিতৃণাং বৈশ্বদেবিকে। কৃদ্ধা শ্রাদ্ধঃ মহাদেব ভ্রাক্ষণাশ্চ বিসর্জ্য ৫। ১০১। বৈশ্ব-দেবাদিকং কর্ম্ম ভতঃ কুর্ধ্যাছরাননে। বহুব্যোজনেন চায়ো স্তুসমিচ্ছ বিশেষতঃ। ১০২। বিধুমে লেলি-হানে চ কুর্ধ্যাৎ কর্ম্ম প্রসিদ্ধয়ে। অপ্রবুদ্ধে সধুমে চ জুহুয়াদযো হতাশনে। ১০৩। যজমানো ভবেদশ্চঃ কুপুত্র ইতি নিশ্চিতম্। হৃগ্নশ্চৈব কৃষ্ণশ্চ নীগশ্চৈব বিশেষতঃ। ১০৪। ভূমিং বিগাহতে যত্র তত্র বিদ্যাৎ

অতঃপর তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন। আর দিবসের পঞ্চমাংশকে সায়াহ্ন বলে। এইরূপ ঋতিও আছে যে, যখন আদিত্যের দর্শন হয়, তখন বসন্ত, সঙ্গবিক সময় ত্রীম, মাধ্যম্নিক কাল বর্ষা, অপরাহ্ন শরৎ আর যখন আদিত্য অস্ত গমন করেন, তখন হেমন্তকাল। বিধিজ্ঞ ধীমান মানব কৃতপ কালে বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে প্রযুক্ত হইবে। রৌহিণ কাল কদাচ লজ্জন করিবে না। দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত কৃতপ আর নবম মুহূর্ত্ত রৌহিণ কাল বলিয়া উক্ত হয়। শ্রাদ্ধতদ্বা-ভিজগণ এইরূপ বলেন। একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধে মধ্যাহ্নে এবং জাতকর্ম্মনিমিত্তক শ্রাদ্ধে ও বৈশ্বদেবার্ঘ্য প্রাতঃকালেই পাকায়ত্ত করিবে, পরন্তু পিতৃণাকে বৈশ্বদেবকর্ম্ম কিম্বা বৈশ্বদেবপাকে পিতৃকর্ম্ম করিবে না। আর বরাননে দেবি। শ্রাদ্ধ করিয়া ভ্রাক্ষণ-বিসর্জনাতে বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম করিবে। বহুল ব্যোজনদানে হতাশন স্তুসমিচ্ছ বিধু ও লেলিহান শিখা বিস্তার করিলে তাহাতে অজীষ্ট সিক্যার্থ কর্ম্মাহুতান করিবে। অরজসিত সূন্য বহিতে ধোয় করিলে যজমান কুপুত্রবান্ ও নরম-হীন হয়। ইহা নিশ্চিত। বহি যদি হৃগ্ন, কৃষ্ণ-বর্ণ বিশেষতঃ নীলবর্ণ শিখা দ্বারা ভূমিস্পর্শন করে,

পর্য্যাপ্তবৎ। অর্চিয়ান পিতৃলশিখঃ সর্গিকাঞ্চনস-
প্রভঃ ১০৫। দ্বিধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহিঃ স্তাৎ
কার্যাসিদ্ধয়ে। অঞ্জনাত্মজ্ঞনঃ গচ্ছান মন্ত্রপ্রণয়নঃ
তথা ১০৬। কাশৈঃ পুনর্ভবেৎ কার্যং হ্রস্বমেধ-
কলং লভেৎ। অষ্টজাতিকপুষ্পঞ্চ অঞ্জনং নিত্য-
মেব হি ১০৭। কৃকোভ্যশ্চ তিলেভ্যশ্চ
তৈলং যদ্বাৎ সুরকিতম্। চন্দনাত্মকনী চোভে
তমালোদীরপয়কম্ ১০৮। ধূপশ্চ গোপু-
গুলঃ শ্রেষ্ঠত্বৌরুকো ধূপ এব চ ১০৯। শুক্রাঃ
সুমনসঃ শ্রেষ্ঠান্তথা পদ্মোৎপলানি চ। গন্ধবস্ত্রাপ-
পরানি যানি চাত্তানি কৃত্বশ্রবঃ। নিশিগচ্ছা জপা
ভিত্তিকপকঃ সক্রুরটকঃ ১১০। পুষ্পানি বর্জনী-
য়ানি শ্রাদ্ধকর্ষণে নিত্যশঃ। সৌবর্ণং রাজতং
তাম্র পিত্ত্বাং পাত্ৰমুচ্যতে ১১১। রজতন্ত তথা
কিকির্দর্শনং পুণ্যদায়কম্। কৃষ্ণাজিনস্ত সারিধ্যং
দর্শনং দানমেব চ ১১২। রকোয়ং চৈব বর্কস্তঃ
পশুন্ পূজাশ্চ তারয়েৎ। অথ মন্ত্রঃ প্রবক্ষ্যামি
অমৃতং ব্রহ্মনির্ঘৃতম্ ১১৩। দেবতাভ্যাঃ পিতৃ-
ভ্যশ্চ মহাযোগিত্যা এব চ। নমঃ বাহ্যৈঃ স্বধ্যৈঃ
নিত্যমেব নমোনমঃ ১১৪। আদ্যাবসানে
শ্রাদ্ধস্ত জিরাবর্তমিমং জপন্। অশ্বমেধকলং
হেতদ্বৈদেহঃ সংজায় পুঞ্জিতম্ ১১৫। শিঙ-

তবে সেখানে পর্য্যাপ্তব ঘটনা বুঝিবে। পিতৃল
শিবান, স্তবর্ণ, কিংবা কাঞ্চনসমবর্ণ, ত্রিভাঙ্গ ও
প্রদক্ষিণগামী বহিঃ কার্যসাধক। অঞ্জন, অভা-
ঞ্জন, মন্ত্রপ্রণয়ন ও গচ্ছা কাশ ব্যবহার করিলে
অশ্বমেধ যাগের কল লাভ হয়। অষ্টজাত পুষ্প,
অঞ্জন, কৃষ্ণতিলতৈল, চন্দন, অগুরু, তমাল, উদীর,
পয়ক, এই সমস্ত অহুলেপন, শুগুণ্ড ও শিলারসের
ধূপ, এই সমস্ত ঋদ্ধে প্রস্তুত ১১—১০৯। শুক্র-
পুষ্প, পদ্ম, উৎপল, অপরানর সমস্ত সুগন্ধি পুষ্পই
ঋদ্ধে প্রস্তুত। রজনীগন্ধা, জবা, রূপক, ও ক্রু-
টক পুষ্প ঋদ্ধে নিরত বর্জনীয়। কাঞ্চন রাজত ও
তাম্রপাত্ৰই পিতৃগণের পাত্ৰ বলিয়া উক্ত হয়। শ্রাদ্ধ-
কালে রজতের দর্শনও পুণ্যদায়ক। কৃষ্ণাজিনের
সারিধ্য, দর্শন এবং দানও রকোয়, তেজোবর্কক
আর পশুপূজাদিরও জ্ঞাপক। অতঃপর ব্রহ্ম-
নির্ঘৃত অমৃত মন্ত্র বলিতেছি। “দেবতাভ্যাঃ”
ইত্যাদি “নমোনমঃ” পর্য্যন্ত মন্ত্র, ঋদ্ধের আদিতে
ও অন্তে তিনবার করিয়া পাঠ করিলে অশ্বমেধের
কল হয়। বিশগুণ ইহা জপনিয়াই ঋদ্ধে উক্ত মন্ত্রের

নির্দীপণে বাপি জপেদেনং সমাহিতঃ। পিতরঃ কিপ্র-
মায়ান্তি রাক্ষসাঃ প্রভবন্তি চ ১১৬। সপ্তার্চিযং
প্রবক্ষ্যামি সর্বকামমুত্তমদম্ ১১৭। অমূর্তীনাঞ্চ
মূর্তীনাং পিতৃণাং দৌণ্ডেভজনাৎ। নমস্তামি সপা
তেষাং ধ্যায়িনাং দিব্যচক্ষুণাং ১১৮। ইন্দ্রা-
দীনাঞ্চ নেতারো দক্ষমারীচয় থা। তারমস্তামি
সর্বান বৈ পিতৃশ্চৈবোষধীন্তথা ১১৯। নক্ষত্রাণাং
গ্রহাণাঞ্চ বায়ুর্যোশ্চ পিতৃনপি। দাবাপৃথিব্যোশ্চ
সপা নমস্তামি কৃতাজলিঃ ১২০। নমঃ পিতৃভ্যাঃ
সপ্তভ্যো নমো লোকেষু সপ্তসু। স্বয়ম্ভবে নম-
স্তামো ব্রহ্মণে যোগচক্ষুবে ১২১। এতত্ত্বকৃতং
সপ্তার্চিব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্। পবিত্রং পরমং হেত-
চ্ছ্রীমদ্রক্ষোবিনাশনম্ ১২২। অনেন বিধিনা
যুক্তত্বান্ বারাংস্ত জপেররঃ। ভক্ত্যা পরময়া
যুক্তঃ শ্রদ্ধদানেপিজতেন্দ্রিয়ঃ ১২৩। সপ্তার্চিযং
জপেদম্বচ নিত্যমেব সমাহিতঃ। স তু সপ্তসমুদ্রায়ঃ
পৃথিব্যা একরাডু ভবেৎ ১২৪। শ্রাদ্ধকলং
পঠেদ্যো ১২৫। স ভবেৎ পতিষ্ঠগাবনঃ। অষ্টা-
দশানাং বিদ্যানাং স চ বৈ পারগঃ স্মৃতঃ ১২৬।
পূজাং পুষ্টিং স্মৃতিং মেধাং রাজ্যমারোগ্যমেব চ।
জীভা নিত্যং প্রযচ্ছন্তি মানুবাণাং পিতামহাঃ ১২৭।
এবং প্রভাসক্ষেত্রে স সুরভত্যকিনকমে। কুর্ধ্যা-
চ্ছ্রাদ্ধং বিধানেন প্রভাসে চৈব তামিনি ১২৮।

ইতি জীকান্দে শ্রাদ্ধবিধিবর্ণনং নাম বড়বিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ২০৬।

সমধিক আদর করেন, শিঙদান কালেও সমাহিত
মনে ইহা পাঠ করিবে; তাহাতে পিতৃগণ স্বরায়
আগমন করেন আর রাক্ষসগণও বিজ্রাভিত হয়।
একপে সর্বকামমুত্তমদম সপ্তর্চি মন্ত্র বলিতেছি।
“অমূর্তীনাং” ইত্যাদি “যোগচক্ষুবে” পর্য্যন্ত সপ্তার্চি
মন্ত্র। এই তোমাকে সপ্তার্চি মন্ত্র কহিলাম।
ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত এই মন্ত্র, পরম পবিত্র, জীকান্দ
ও রক্ষোবিনাশক। শ্রদ্ধাবান জিতেন্দ্রিয় বিধিযুক্ত
মানব পরমভক্তি সহকারে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ
করিবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সমাহিতমনে
এই সপ্তার্চি মন্ত্র পাঠ করে, সে সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত
পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হয়। যে মানব এই শ্রাদ্ধ-
কল পাঠ করিবে, সে পতিষ্ঠগাবন হইবে; এবং
অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবে। পিতৃ-
গণ পূজিত হইলে মানবগণকে নিরত সন্মান, পুষ্টি,
স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, এমন কি রাজ্যও জ্ঞান

সপ্তাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শ্রদ্ধ-
দানান্তরুক্ষমাৎ । তারণায় চ কৃত্যনাং সরস্বতাক্ষি-
সময়ে । ১ । লোকে শ্রেষ্ঠতমঃ সর্বং হ্যায়নশ্চাপি
যৎ প্রিয়ম্ । সর্বং পিতৃণাং দাতব্যং তদেবাক্ষ্য-
মিচ্ছতাম্ । ২ । জাম্ববনময়ঃ দিব্যঃ বিমানঃ সূর্য্য-
সন্নিভম্ । দিব্যাপ্সরোভিঃ সতীর্ণমন্নদো লভতে-
হক্ষয়ম্ । ৩ । আচ্ছাদনং তু যো দদ্যাদহতং শ্রদ্ধ-
কর্ম্মণি । আয়ঃ প্রকাশমৈবধ্যং রূপং তু লভতে চ
সঃ । ৪ । কমণ্ডলুঞ্চ যো দদ্যাদ ত্রয়ণে বেদ-
পারগে । মধুকৌরববাং বেহুর্দাতারমহুগচ্ছতি । ৫ ।
যঃ শ্রদ্ধে অভয়ং দদ্যাদ্য প্রাণিনাং জীবিতৈষণাম্ ।
অশ্বদানসহস্রৈঃ রথদানশতেন চ । দন্তিনাঞ্চ সহ-
স্রৈঃ অস্ত্রৈঃ বিশিষ্যতে । ৬ । যানি রথানি
মেদিত্বাং বাহনানি ত্রিয়ন্তথা । কিপ্রং প্রাপ্নোতি তৎ-
সর্বং পিতৃভক্তস্ত মানবঃ । ৭ । পিতরঃ সর্বলোকেষু

করেন । অগ্নি ভামিনি ! এই বিধানমতে সেই
প্রভাসকালে সরস্বতীসাগরসঙ্গম স্থলে শ্রাদ্ধ-
দান কর্তব্য । ১১০—১২৭ ।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৬ ।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বহিঃশ্রবণে,—অতঃপর প্রাণিগণের পরি-
জ্ঞাপার্থ সরস্বতীসাগরসঙ্গমে যথাক্রমে কর্তব্য শ্রাদ্ধ-
নিয়ম কীর্তন করিতেছি । লোকে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ-
জ্ঞানজনক, আর যাহা আশুপ্রিয়, তৎসমস্তের আনন্দ্য-
কামিনায় শুভ্রত্বে দ্রব্যই পিতৃগণকে প্রদান করিবে ।
শ্রদ্ধাঙ্ক অন্নদাতা দিব্যাপ্সরোগণে সমাকীর্ণ, জাম্ববন-
ময় সূর্য্যসন্নিভ অক্ষয় দিব্য বিমান লাভ করে ।
যে শ্রদ্ধাঙ্ক শ্রদ্ধাঙ্ক আচ্ছাদন দান করে, সে
আয়ুঃ, প্রকাশ, ঈশ্বর্য্যঃ ও রূপ প্রাপ্ত হয় । যে
জন বেদপারগ শ্রাদ্ধকর্ম্মে কমণ্ডলু দান করে,
মধুকৌরববাং বেহুর্দাতারমহুগামী হয় ।
শ্রদ্ধাঙ্ক যঃ জন জীবিতকী ব্যক্তিকে অভয়
দান করে, সে সহস্র অশ্বদান, শত রথদান ও
লক্ষ্য হস্তিনানাপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত
হয় । স্বরাতলে যত কিছু রমণী শ্রদ্ধ বাহনাদি
আছে, পিতৃভক্ত মানব তৎসমস্তঃসহস্র প্রাপ্ত হইয়া

তিথিকালেবু দেবতাঃ । সর্বৈ পুরুষমায়ান্তি নিপান-
মিব ধেনব । ৮ । যানি তে প্রতিগচ্ছন্তঃ পরিকালে
অপূজিতাঃ । মোঘান্তেবাং ভবন্ত্যশাঃ পরজ্ঞেহ
মাকৃতিং । ৯ । সরস্বতীশ্চ সান্নিধ্যে যন্তেক-
ভোজয়েদ্বিজম্ । কোটিভোজ্যকলং তস্ত জায়তে
নাত্র সংশয়ঃ । ১০ । অমাবান্ত্যে নরো যন্ত পরার-
মুশভুঞ্জতে । তস্ত মাসকৃতং পুণ্যমন্নদাতুঃ প্রজা-
য়তে । ১১ । যথাসময়েন ভুঞ্জেক জাম্ববানু বিষুবে
স্মৃতম্ । বর্ষেদ্বাদশভিচৈব যৎপুণ্যং সপূজিতম্ ।
তৎসর্বং বিলয়ং যাতি ভুক্ষা সূর্য্যেন্দুসংগ্রবে । ১২ ।
সাগ্রং মাসং রবেঃ ক্রান্তাবান্ত্যাদ্ধে জিবৎসরম্ ।
মাসিকেহপাথ বর্ষস্ত যথাসে স্বর্জবৎসরম্ । ১৩ ।
তথা সঞ্চয়নশ্রাদ্ধে জাতিক্রয়কৃতং নৃণাম্ । মৃত-
শয্যাপ্রতিগ্রাহী বেদান্তবে চ বিক্রয়ী । ত্রয়স্বহারী
চ নরস্তস্ত শুদ্ধির্ন বিদ্যতে । ১৪ । তড়াগানাং সহ-
স্রৈঃ হৃদমেধশতেন চ । গবাং কোটিপ্রদানেন
ভূমিহর্জা ন শুধ্যতি । ১৫ । সুবর্ণমাংসং গামেকাং
ভূমে রপ্যর্জমঙ্গুলম্ । হরন্নরকমাপ্নোতি যাবদাভূত-

খা ক । সর্বলোকেষু পিতৃদেবগণ সকলেই বিশিষ্ট
তিথিকালান্তে বেহুগণের নিপানগমনবৎ কুলজ
পুরুষের নিকট শ্রাদ্ধকামিনায় আগমন করিয়া
থাকেন । তাঁহারা যেন কদাচ পরিকালে অপূজিত
হইয়া প্রতিনিবৃত্ত না হন । ইহপরিকালে কদাচ
যেন তাঁহাদিগের আশা বিফল না হয় । যে জন
সরস্বতীর সন্নিহিত প্রদেশে একটি শ্রাদ্ধকর্ম্মেও
ভোজন করায়, তাহার কোটি শ্রাদ্ধ ভোজনের
ফল লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই । ১—১০ ।
যে নর অমাবান্ত্যে পরার ভোজন করে, তাহার এক
মাসের পুণ্য উক্ত অন্নদাতা প্রাপ্ত হয় । অয়নে
পরার ভোজনে ছয় মাসের, বিষুবে পরার
ভোজনে তিন মাসের আর চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে
পরারভোজনে দ্বাদশবর্ষকৃত পুণ্য বিস্তারিত হইয়া
যায় । রব সংক্রমণে সম্পূর্ণ একমাস । আদ্য
শ্রাদ্ধে জিবৎসর, মাসিকে এক বৎসর, কাশ্যাসিকে
অর্ধবৎসর, আর সঞ্চয়ন শ্রাদ্ধে ভোজনে নরগণের
জন্মাবধিকৃত পুণ্যানিচয় বিনষ্ট হয় । মৃতশয্যা-
প্রতিগ্রাহী, বেদবিক্রয়ী ও ত্রয়স্বহারী নরের কোন
মতেই শুদ্ধি হয় না । ভূমিহারী নর সহস্র তড়াগ,
শত অশ্বমেধ কিবা কোটি গোদানেনও শুদ্ধি লাভ
করিতে পারে না । যাবৎ পরিমাণ সুবর্ণ, একটি
হাত গো, কিবা অর্দ্ধাঙ্গুলজমাণ ভূমি হরণ

সম্ভবম্ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মহত্যা, সুরাপানং দরিদ্রস্ত তু
যজ্ঞমম্ ॥ ষষ্ঠোঃ পত্নী হিরণ্যক স্বর্গস্থমপি পাত-
য়েৎ ॥ ১৭ ॥ সহস্রসম্বিতা ধেনুৱনডান দশ ধেনবঃ ।
দশানিভুং সমং যানং দশযানসমো হযঃ ॥ ১৮ ॥ দশ-
হয়সমা কস্তা ভূমিদানং ততোহধিকম্ ॥ তস্মাৎ
সর্গপ্রযত্নেন বিক্রয়ঃ নৈব কারয়েৎ ॥ ১৯ ॥ বিশে-
ষতো মহাক্ষেত্রে সর্গপাতকনাশনে । চিত্তিকাষ্টক
বৈ শ্রুত্বা যজ্ঞযুগান্তর্থেব চ । বেদবিক্রয়কর্তারং
শ্রুত্বা স্নানং বিধীয়তে ॥ ২০ ॥ আদেশঃ পঠতে
যন্ত আদেশক দদাতি যঃ । দাবোতৌ পাপকর্ম্মণৌ
পাতালভলবাসিনৌ ॥ ২১ ॥ আদেশঃ পঠতে যন্ত
রাজহায়ে তু মানবঃ । সোহপি দেবি ভৈরবরূপ
উবরে কণ্টকারূতঃ । স্থিতো বৈ নৃপতিষ্মারি যঃ
কুর্যাদ্বেদবিক্রয়ম্ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মহত্যাঃসমং পাপং ন
ভূতং ন ভবিষ্যতি । বরং কুর্স্বন ক্রবং দেবিন
কুর্যাদ্বেদবিক্রয়ম্ ॥ ২৩ ॥ হযা গাশ্চ বরং মাংসং
ভক্ষয়ীত দ্বিজাধমঃ । বরং জীবৎ সমং শ্লেচ্ছৈর্জন
কুর্যাদ্বেদবিক্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥ প্রত্যাক্কোক্তিঃ প্রত্যয়ত

করিলেও প্রলয়ান্ত কাল যাবৎ নরকভোগ
করিতে হয় । ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, দরিদ্রদানহরণ,
শূরপত্নীগমন ও স্বর্গচৌর্য্য করিলে স্বর্গবাসীও
পতিত হয় । সাধারণ পণ্ড অপেক্ষা একটি
ধেনু সহস্রগুণ অধিক ফলদায়ক, একটি অন-
ডান দশধেনু সমান, দশটি অনডানের তুল্য এক
খানি যান, দশখানি যানের তুল্য একটি অশ্ব,
দশটি অশ্বের তুল্য একটি কস্তা, কিন্তু ভূমিদান তদ-
পেক্ষাও অধিক ফল দায়ক । অতএব সর্গপ্রযত্নে
বিশেষতঃ সর্গপাপহর মহাক্ষেত্রে কদাচ এসকল
বিক্রয় করিবে না । চিত্তাকর্ষ, যজ্ঞযুগ ও বেদবিক্রয়ী
ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় । যে
মানব আদেশ দান করে, আর যে আদেশ পাঠ
করে, এই উভয় পাপকর্ম্মই পাতালভলগত নরকে
বাস করে । হে দেবি ! যে মানব রাজহায়েও
আদেশ পাঠ করে, সেও উবর স্থলে কণ্টকারূত
রূক্ষরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে । রাজহায়ে থাকিয়া
যে জন বেদ বিক্রয় করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাঃসম
পাতক হয় ; এমন পাপজনক অপর কোন কার্য
এতাবৎ হয় নাই, আর হইবেও না । হে দেবি ।
বরং ব্রহ্মহত্যা বা গোহত্যাও করিবে, পরন্তু
বেদ বিক্রয় করিবে না । অধম দ্বিজ বরং গো-
হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে, কিবা

প্রশ্নপূর্ব্বঃ প্রতিগ্রহঃ । যাজ্ঞনাথ্যাপনে বাদঃ যদুবিধৌ
বেদবিক্রয়ঃ ॥ ২৫ ॥ বেদাক্ষরাণি যাবন্তি নিযুক্তৈস্ত
স্বার্থকারণাং । তাবতীজ্ঞগহত্যা বৈ ব্রাহ্মদ্বৈদ-
বিক্রয়ী ॥ ২৬ ॥ বেদান্তযোগাদ্যে দদাদি ব্রাহ্মণাধ
প্রতিগ্রহম্ । স পূর্ব্বঃ নরকং যাতী ব্রাহ্মণঃ
স্তদনন্তরম্ ॥ ২৭ ॥ বৈশদেবেন হীনা যো হীনো-
স্তাতিথ্যতোহপি যে । কর্ম্মণা সর্গবলা বেদযুক্তা
হপি দ্বিজাঃ ॥ ২৮ ॥ যেযামধ্যায়নং নাস্তি যে চ
কেচিদনগ্রয়ঃ । কুলং বাশ্রোজিৎ যেবাং তে সর্গে
শূদ্রজাতয়ঃ ॥ ২৯ ॥ যতেহহনি পিতৃবৃত্ত ন
কুর্যাদ্ভ্রাক্ষ্যাদদমাং ॥ মাতৃশৈব বরারোহে স দ্বিজঃ
শূদ্রসম্বিতঃ ॥ ৩০ ॥ যতকে যন্ত ভুক্তোত গৃহীত-
শশিভাক্ষরে । গজচ্ছায়াম্ম যঃ কচিৎ চ শূদ্র
বদাচরেৎ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মচারিণি যজ্ঞে চ যতো
শ্লিথিনি দৌকিতে । যজ্ঞে বিবাহে সত্রে চ স্ততকং
ন কদাচন ॥ ৩২ ॥ গোরক্ষকান বণিকজাংস্তথা কাক-
কুলীবান । কুর্যান বাক্ষ্যবিকাংষ্টেব বিপ্রান শূদ্র-
বদাচরেৎ ॥ ৩৩ ॥ ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্তমানৌ
বিকর্ম্মশু । দান্তিকো দ্রুতপ্রায়ঃ স চ শূদ্রসমঃ

শ্লেচ্ছগণ সহ বাস করিবে, কিন্তু কদাচ বেদবিক্রয়
করিবে না । সাক্ষ্যপ্রদান, শপথগ্রহণ, প্রশ্নপূর্ব্বক
প্রতিগ্রহাচরণ, যাজ্ঞন, অধ্যাপন, ও তর্ক,—বেদ-
বিক্রয় এই যদুবিধ ॥ ১১—২৫ ॥ স্বার্থসাধন মানসে
যতগুলি বেদাক্ষর ব্যবহার করে, বেদবিক্রয়ী তত-
গুলি জ্ঞগহত্যা প্রাপ্ত হয় । বেদের যিনিময়ে যদি
ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ দান করে, তবে প্রথমে দাতা
ও পরে প্রতিগ্রহী ব্রাহ্মণ নরকগামী হয় । বেদ-
বান দ্বিজগণও যদি বৈশদেব ও আতিথ্য কর্ম্ম না
করে, তবে তাহার সকলেই শূদ্র পদবাচ্য । যাহা-
দের স্বাধ্যায় নাই অগ্নি নাই, কিবা বর্হিদের
কুলে গোত্রি নাই, তাহার সকলেই শূদ্রজাতি
বলিয়া গণনীয় । অগ্নি বরারোহে ! যে জন
পিতামাতার মৃততিথিতে সাদরে ভ্রাজ করে না,
সে শূদ্রতুল্য । মৃত্যুশোচে, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে ও
গজচ্ছায়া যোগে যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহাকে
ও শূদ্রের স্তায় মনে করিবে । ব্রহ্মচারী, শিল্পী ও
দৌকিত ব্যক্তির এবং যজ্ঞ, বিবাহ ও সত্র ব্যাপারে
কদাচ স্ততকশোচ হয় না । গোরক্ষক, বণিক,
শিল্পী, চারণ, কুশিরত ও বাক্ষ্যবিক্রে শূদ্রবৎ গণন
করিবে । ব্রাহ্মণ যদি পতনসাধন হীন কর্ম্ম

স্মৃতঃ ৷ ৩৪ ৷ অন্নাত্মী মনঃ ভুক্তক অজ্ঞানী
 পুষ্যশোণিতম্ । অহং তু কৃমীন ভুক্তক অহং
 বিষভোজনম্ ৷ ৩৫ ৷ পরায়েন তু ভুক্তেন মৈথুনঃ
 যোহধিগচ্ছতি । যন্তাঃ তন্ত তে পুত্রা অন্নাক্রমঃ
 প্রবর্ততে ৷ ৩৬ ৷ রাজারং তেজ আদতে শূদ্রারং
 ব্রহ্মবর্কসম্ । আয়ঃ সুবর্ণকারারং যশশ্চর্বা-
 কর্কিনঃ ৷ ৩৭ ৷ কাককারং প্রজা হন্তি বলঃ
 নির্ণেজকন্ত ৷ গণারং গণিকারং ৫ লোকেষু
 পরিক্রমতি ৷ ৩৮ ৷ পুয়ঃ চিকিৎসকস্তারং
 পুংস্তল্যাম্মিমিত্রম্ । বিঠা বার্দ্ধবিক্তারং শত্রু-
 বিক্রমিণো মলম্ ৷ ৩৯ ৷ গায়ত্রীসারমাত্রোহপি বরঃ
 বিপ্রঃ সুযজিতঃ । নাবজিতশ্চতুর্বেদী সর্বাশী
 সর্ববিক্রয়ী ৷ ৪০ ৷ সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষ্মী
 লবণেন ৫ । জ্যেহেণ শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণো
 ক্ষীরবিক্রয়ঃ ৷ ৪১ ৷ রসার রত্নৈর্মিত্রব্য্যা নভেব
 লবণঃ রসৈঃ । কৃতারক ৫ কৃতারেন তিলা ধাতেন
 তৎসমাঃ ৷ ৪২ ৷ ভোজনাত্যজ্ঞানাদানাদ্যদন্তং
 কুরুতে তিলৈঃ । কুমিচ্ছতঃ স বিঠায়াং পিতৃভিঃ সহ

রত হয়, কিম্বা দান্তিক অথবা দ্রুতকারী হয়, তবে
 সেও শূদ্র সদৃশ ৷ ২৬—৩৪ ৷ অন্নাত অবস্থায় ভোজন-
 কারী মলই ভোজন করে, জপহীন ব্যক্তি পুষ-
 শোণিতই ভোজন করে, হোমরহিত ব্যক্তি কুমিই
 ভোজন করে, আর দান না করিয়া ভোজন
 করিলে তাহার বিষভোজনই করা হয় । পরার
 ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে তাহাতে যে সন্তান
 জন্মে, সেই সন্তান যাহার অন্ন ভোজন করা হই-
 য়াছে, তাহারই ; কারণ অন্ন হইতেই গুরু জন্মে ।
 রাজার অন্ন তেজ, শূদ্রার ব্রহ্মণ্য, বর্ণকারার আয়ু,
 কৰ্ম্মকারার যশ, শিল্পীর অন্ন সন্তান, ব্রজকার বল,
 গণার ও গণিকার বর্ণাদিলোকগতি বিনষ্ট করে ।
 চিকিৎসকের অন্ন পুয়, ব্যাতিচারিণীর অন্ন শুক,
 বার্দ্ধবিকের অন্ন বিঠা এবং শত্রুবিক্রয়ীর
 অন্ন মলম্বরূপ । সংযতচেতা বিপ্র গায়ত্রীমাত্র
 সার হইলেও তাল ; পরন্তু সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী
 অংশবস্ত চতুর্বেদীও তাল নহে । ব্রাহ্মণ, মাংস,
 লাক্ষ্মী ও লবণ বিক্রয় করিলে সদ্যঃ পততি
 হয় ; আর হস্ত বিক্রয় করিলে তিনি দিনেই শূদ্র
 প্রাপ্ত হয় । রসের বিনিময়ে রস গ্রহণ করিলে,
 পরন্তু লবণ গ্রহণ করিলে না ; আর কৃতার হারাই
 কৃতার গ্রহণ করিলে ; এবং ধাত হারা তিল সংগ্রহ
 করিলে । তিল হারা ভোজন, অকর্তৃক ও দান

মজ্জতি ৷ ৪৩ ৷ অপূর্ণক হিরণ্যঃ ৫ গামবঃ পৃথিবী
 তিলান । অবিধান প্রতিগৃহীতি ক্ষমীভবতি
 কাঠবৎ ৷ ৪৪ ৷ হিরণ্যমায়া রত্নং ৫ ভূশাকর্ষতর্গে-
 তম্ । অশ্চক্ৰবৎ বাসো যুতঃ তেজস্তিলাঃ
 প্রজাঃ ৷ ৪৫ ৷ অগ্নিহোজী তপস্বী ৫ কণবান
 ক্রিয়তে যদি । অগ্নিহোজঃ তপস্বী সর্বং তদ্বিনো
 ধনম্ ৷ ৪৬ ৷ সৌমবিক্রমণে বিঠা তেরজে পুষ-
 শোণিতম্ । নষ্টং দেবলকে দানং হুপ্রতিষ্ঠং ৫
 বার্দ্ধকে ৷ ৪৭ ৷ দেবার্জনপরায়ো বিপ্রো বিজ্ঞাষী
 ভুবনজয়ে । অসৌ দেবলকো নাম হব্যকব্যে
 গর্হিতঃ ৷ ৪৮ ৷ জাতুশ্চ তন্ত ভাধ্যায়াং যো গচ্ছেৎ
 কামপূর্বকম্ । ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্যে
 দিধিযুপতিঃ ৷ ৪৯ ৷ দারাগ্নিহোজসংযোগঃ কুরুতে
 যোহগ্রজে স্থিতে । পরিবেস্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরি-
 বিস্তন্ত পূর্বজঃ ৷ ৫০ ৷ যো নরোহস্তন্ত বাসংসি
 কৃপোদ্যানগৃহাণি ৫ । অদত্তাত্ম্যপশুজানঃ স তৎ
 পাপতুরীয়ভাক্ ৷ ৫১ ৷ আমন্ত্রিতস্ত যঃ শ্রাদ্ধে

ব্যতীত অপর কোন কার্য করিলে মানব পিতৃগণ
 সহ কুমিরপে বিঠায় ময় হইয়া থাকে । অবিধান
 মানব যদি হিরণ্য, গো, অশ্ব, পৃথিবী, তিল,—এ
 সকল দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে, তবে কাঠবৎ ভস্ম-
 ভূত হয় । হিরণ্য ও রত্ন প্রতিগ্রহে আয়ু, ভূমি
 ও গো প্রতিগ্রহে শরীর, অশ্ব প্রতিগ্রহে চক্র, বসন
 প্রতিগ্রহে স্বক, যুতপ্রতিগ্রহে তেজ এবং তিল
 প্রতিগ্রহে প্রজা বিনাশ হয় । অগ্নিহোজী তপস্বী,
 ও সংকর্ষোন্মুখ মানব যাহার ধন দ্বারা তত্তৎকার্য
 করে, যাহার ধন, তাহারই তত্তৎকার্যজনিত ফল
 লাভ হয় । সৌমবিক্রয়ীকে দান করিলে তাহা
 বিঠা, এবং চিকিৎসকে দান করিলে তাহা পুষ-
 শোণিত সদৃশ ; আর দেবলকে প্রদত্ত দ্রব্য নষ্ট
 ও বার্দ্ধবিকাকে প্রদত্ত দ্রব্য ব্যর্থ হইয়া যায় ।
 জিহুবনে যেজন ধনলোভে দেবার্জনপরায়ণ হয়,
 তাহাকে দেবলক বহ্নে ; সে হব্য-কব্যে নিশ্চরী ।
 যুত জাতার ভাধ্যা ধর্ম্মজ্ঞানারে নিযুক্ত হইলেও
 যদি কেহ কামবশে তাহাতে উপগত হয় ; তাহাকে
 দিধিযুপতি বলে । অগ্রজ ভ্রাতা বর্তমানে যে
 ব্যক্তি দারপরিগ্রহে কিম্বা অগ্নিহোজ গ্রহণ করে,
 সে পরিবেস্তা, আর তপস্বী অগ্রজ পরিবিস্তি বলিয়া
 বিজ্ঞেয় ৷ ৩৫—৫০ ৷ যে মানব অদত্ত পরকীর বসন,
 কূপ, উদ্যান বা গৃহ উপভোগ করে, সে দ্রব্য-
 হারীর পাপেবও চতুর্বাংশ প্রাপ্ত হয় । শ্রাদ্ধে

বুঝিয়া সহ যোদতে। দাতুর্দক্ষতঃ কিকিৎসং
সর্গঃ প্রতিপদ্যতে। ৫০। ঋতানুভূত্যাং জীবতে
যুতেন প্রমুতেন বা। সত্যানুভূত্যাং জীবতে ন
বদুত্যা কথকন। ৫১। তৈক্ষ্যং নিত্যমুতঃ জেয়ম-
মুতঃ জ্ঞানবাচিতম্। যুতন্ত বুদ্ধ্যাজীবিতং প্রমুতং
কথং স্মৃতম্। ৫২। সত্যানুতঃ চ বাণিজ্যং তেন
চৈবোপজীব্যতে। সেবা বৃদ্ধিরাখ্যাতা তস্মাত্তাঃ
পরিবর্জয়েৎ। ৫৩। বিপ্রমোহিনঃ সমাসাদ্য সত্ত্বঃ
পরিবর্জয়েৎ। মাহুয্যঃ কুর্গতঃ লোকে ব্রাহ্মণ্য-
মধিকং ততঃ। ৫৪। একশস্যাসনং পত্তিকর্তাণ্ড-
পকারমিচ্ছনম্। যাজ্ঞান্যাপনং যোনিমুখা চ
সহ ভোজনম্। নবধা সত্ত্বঃ প্রোক্তো ন
কর্তব্যোহুদ্যমেঃ সহ। ৫৫। অজীবনং কৰ্ম্মণা
শ্বেন বিপ্রঃ ক্রাভং সমাধয়েৎ। বৈশ্বকৰ্ম্মাধবা
কুৰ্ম্মাধাৰ্গলং পরিবর্জয়েৎ। ৫৬। কুসৌদ-
কুবিবাণিজ্যং প্রকুর্কীত স্বয়ং কৃতম্। আপৎ-
কালে স্বয়ং কুর্ক্সন্থানেন স্পৃষ্টতে দ্বিজঃ। ৫৭।
লকলাভঃ পিতৃন দেবান ব্রাহ্মণাং চৈব তর্পয়েৎ। তে

তুষ্ঠান্তস্ত তৎপাপং শময়ন্তি ন সংশয়ঃ। ৬০।
জলগোশবটীরামযাক্সারুদ্রিবণিককিষ্ণাঃ। অনুপ-
পক্ষতো রাজা হৃদিকে জীবিকাঃ স্মৃত্যঃ। ৬১।
অসতোহপি সমাদায় সাধুভোযাঃ প্রযজ্জতি। ধনং
স্বামিনমাত্মনং সন্তারয়তি হস্তরাৎ। ৬২। শূদ্রে
সমগুণং দানং বৈশ্বে তদ্বিগুণং স্মৃতম্। শ্রোত্রিয়ে
তচ্চ সাহস্রযনস্তং চারিহোত্রিকে। ৬৩। ব্রাহ্মণ্য-
ক্রমো নান্তি নাচরেদ্যোব্যবহিতিম্। জলন্তময়ি-
মুৎসজ্জা ন হি তস্মিন হুয়তে। ৬৪। বিদ্যা-
তপোভ্যাং হানেন নৈব গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ। গৃহ্ন-
প্রদাতারমথো নমস্ত্যাশ্বানমেব চ। ৬৫। তস্মা-
শ্রোত্রিয় এবাহৌ গুণবাহৌলবান্ গুচিঃ। অব্যক্তস্তত্র
নির্দোষঃ পাত্ৰাণাং পরমং স্মৃতম্। ৬৬। কপালস্থং
যথাভোজ্যং বদুতৌ চ যথা পয়ঃ। দুযিতং স্থানদোষেণ
বুস্তহীনে তথা জ্ঞেয়ম্। ৬৭। দত্তং পাত্ৰমতিক্রম্য
বীদপাত্রে প্রতিগ্রহঃ। তদন্তঃ গামতিক্রম্য গর্দভস্ত
গবাহিকম্। ৬৮। বৃত্তং তস্মাত্তু সংরকেষিত-
মেতি গতং পুনঃ। অকীণো বিত্ততঃ কীণো

নিমজ্জিত হইয়া যে দ্বিজ বুঝল সন্তোষ করে, সে
শ্রাদ্ধদাতার যাহা কিছু ঢুকত, তৎসমস্তই প্রাপ্ত
হয়। দ্বিজগণ, ঋত, অমৃত, যুত, বা প্রমুত বৃত্তি
দ্বারা কিবা সত্যানুত দ্বারা জীবন যাপন করিবেন;
পরন্তু কদাচ বৃদ্ধি অবলম্বন করিবেন না।
ভিক্ষার নাম ঋত, অযাচিত বৃত্তিকে অমৃত;
বুদ্ধি দ্বারা জীবিকার নাম যুত কৃষিকর্ম্মের নাম
প্রমুত আর বাণিজ্যের নাম সত্যানুত, এ সকলের
দ্বারা জীবন যাপন করিবে; পরন্তু সেবাকেই বৃদ্ধি
বলে, তাহা সর্গসাধা বর্জন করিবে। লোকে মাহুয্য
কুর্গত, ব্রাহ্মণ্য আরও কুর্গত। - অতএব ব্রাহ্মণ
লাভ করিয়া কদাচ হীনবৃত্তি গ্রহণ করিয়া বৃত্তি-
সত্ত্ব করিবে না। এক শয্যা, একাসন, ও
একপাত্ৰ ব্যবহার, একজ পাক, পকারমিচ্ছন, যাজ্ঞন,
অধ্যাপন, যোনিমুখ ও একজ ভোজন,—এই
নববিধ কর্ম্ম সত্ত্ব পদবাচ্য; অধমজন সহ ইহা
অকর্তব্য। ব্রাহ্মণ নিজবৃত্তি দ্বারা জীবিকাসাধনে
অসমর্থ হইলে ক্রাভবৃত্তি কিবা বৈশ্ববৃত্তি আশ্রয়
করিবে। পরন্তু শূদ্রকর্ম্ম—সেবা সর্গসাধা বর্জন
করিবে। আর আপৎকালে ব্রাহ্মণ স্বয়ং কুসৌদ,
কুবি ও বাণিজ্য করিতে পারে; উহা
করিলে স্ত্রানান্নে সে স্পর্শযোগ্য হয়। আর
এ সকল কার্যে লাভাভে পিতৃদেব বিপ্র

গণের তৃপ্তিসাধন করিবে; তাহাতে তাঁহার
তৃপ্ত হইয়া তাহার তত্ত্বকর্ম্মজানিত পাতক প্র-
মিত করেন; সংশয় নাই। হৃদিককালে জল,
গো, শকট, উদ্যান, ভিক্ষা, বুদ্ধি, বাণিজ্য, অনুপ-
দেশ, পর্কত ও রাজা ইহাদের দ্বারা জীবিকানির্ভাহ
করিবে। যে জন অসৎ ব্যক্তির নিকট ধনগ্রহণ
করিয়া যদি সাধুকে তাহা দান করে, তবে সে সেই
ধনস্বামীকে ও আত্মাকেও হস্তর ভবসাগর হইতে
পরিজ্ঞাপ করিতে পারে। শূদ্রে দানে সমকল,
বৈশ্বে তাহার বিত্তণ, শ্রোত্রিয়ে সহস্রগুণ, আর
অগ্নিভোজীকে দানে অনন্ত কল লাভ হইয়া থাকে।
ব্রাহ্মণ সঘর্ষে সমাপন্য দূরস্থ ইত্যাদি বিচার অনা-
বজ্ঞক; কারণ জলন্ত অগ্নি পরিহার করিয়া তপ্ত
হোম করিতে নাই। তপোবিদ্যাধীন ব্রাহ্মণের
প্রতিগ্রহ করা অকর্তব্য। প্রতিগ্রহ করিলে দাতার
সহিত তাহার অধঃপাত ঘটে। এ নিমিত্ত অব্যক্ত
নির্দোষ শূন্য গুণবান্ শ্রোত্রিয়েই প্রতিগ্রহের
যোগ্য;—তাদৃশ পাত্ৰই পাত্ৰনিচর মধ্যে প্রশস্ত।
কপালস্থ জল ও সারমেয়চর্ম্মস্থ হৃদবৎ অসজ্জিত
ব্রাহ্মণের বিদ্যাও আধারদোষে নিশ্চল। পাত্ৰ
ভ্যাগ করিয়া অপাত্রে দান, গোকে না দিয়া
গর্দভকে আহার্যদানবৎ নিশ্চল। অতএব সর্গ
প্রয়ত্রে বৃত্ত গ্রহণ করিবে; বিত্ত বিগত হইলে

বৃত্তভক্ত হতো হত্যঃ । ৬৯ । প্রথমঃ তু
 গুরো দানং দত্তা শ্রেষ্ঠমহুত্বমাং । ততো-
 হস্তেষাং তু বিপ্রাণাং দদ্যাৎ পাত্ৰাহুত্বশতঃ । ৭০
 গুরো ন দত্তং যদানং দত্তং পাত্রেষু মানবৈঃ
 নিফলং তন্তবেৎ শ্রেষ্ঠা যাত্যাতাধোগতিং প্রতি
 ৭১ । অবমানং গুরোঃ কৃষা কোপয়িতা তু হুত্বমিতি
 গুরুমানহতো মুচো ন শাস্তিমধিগচ্ছতি । ৭২
 গুরোরতাবে তৎপুত্রঃ তত্ৰাধ্যাং তৎপুত্রঃ বিনা
 পুত্রং প্রপৌত্রং দৌহিত্যং হস্তং বা তৎকুলোত্তমম্
 ৭৩ । পঞ্চায়েজ্ঞনমধ্যে তু ক্রয়তে স্বগুরুদণা । তদা
 নাতিক্রমেদানং দদ্যাৎ পাত্রেষু মানবঃ । ৭৪ । যতি-
 স্তেৎ প্রার্থয়েন্নোভাদ্যদ্যমানং প্রতিগ্রহম্ । ন তন্ত
 দেহ্যং বিবর্ত্তি লোভঃ শততে যতেঃ । ৭৫ । ধনং
 প্রাপ্য যতির্লোকে মৌনং জ্ঞানং চ নাভ্যাসেৎ ।
 উপভোগং তু দানেন জীবিতং ক্ষমার্হ্যয়া । ৭৬ ।
 কুলে জন্ম চ দীক্ষাভির্থে গতাশ্চে নরোত্তমাঃ ।
 সৌভাগ্যমাপ্নুয়ান্নোকে নুনং রসবিবর্জনাং । ৭৭ ।

আবার সমাগত হইতে পারে; কিন্তু কীণ
 হইলে মানব প্রকৃতপক্ষে কীণ হয় না, কিন্তু বৃত্ত
 বিহিত হইলে সে মৃততুল্য হয় । ৫১—৬৯ । প্রথমে
 গুরুকে দান করিয়া পরে প্রাধান্ত অনুসারে
 অপরাপর বিপ্রকে পাত্ৰাহুত্ব দান করিবে ।
 মানবগণ গুরুকে না দিয়া যদি অপরাপর
 স্পৃহাজ্ঞেও দান করে, তবে সেই দান পরকালে
 নিফল হইয়া যায়, তার দাতার অধোগতি হইয়া
 থাকে । হুত্বমিতি মুচ মানব গুরুর অপমান করিয়া
 কিবা তাঁহার কোপোৎপাদন করিয়া কদাচ শাস্তি
 লাভে সমর্থ হয় না । গুরুর অতাবে গুরুর পুত্র,
 তদভাবে ভ্রাতৃ, তদভাবে পৌত্র, অতাবে প্রপৌত্র,
 তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে তৎপুত্রীয় অপর কোন
 ব্যক্তিকেই গুরুবৎ সম্মান করিবে । যদ্যপি গুরু পঞ্চ
 যোজন মধ্যে আছেন, ইহা জানিতে পারিলে মানব
 কণ্ঠে তাহাকে কদাচ অতিক্রম করিবে না । পরন্তু
 পঞ্চায়েজ্ঞন মধ্যে গুরু না থাকিলে সংপাজে দান-
 কর্তব্য করিবে । যতি ব্যক্তি যদি লোভবশে দান
 প্রার্থনা করে, তবে বিদ্বান্ জন্মগণ তাঁহাকে দান
 করিবে না; যেহেতু যতির লোভ প্রশস্ত
 নহে । ৭০—৭৫ । যতি যদি সংসারে ধনলাভ
 করে, তবে সে মৌন বা জ্ঞানভ্যাস করিবে না;
 সুতরাং তাহাকে দান করা অকর্তব্য । ঘাণা
 দান দ্বারা ইহা বনোপভোগ, জ্ঞানার্থে দাতা জীবন,

আয়ুত্যাঃ প্রজাঃ সর্বা ভবন্ত্যামিববর্জনাং । ৭৮ ।
 চীরবৎসলগুণ্যক্কা বস্ত্রাণাভরণানি চ । নাগাধিপত্যাং
 প্রাপ্নোতি উপবাসেন মানবঃ । ৭৯ । ক্রৌড়স্তে সত্য-
 বাক্যেন স্বর্গে বৈ দৈবতৈঃ সহ । অহিংসয়া তথা-
 রোগ্যাং দানাং কীর্ত্তিমহুত্বমাং । ৮০ । বিজ্ঞশ্রবণা
 রাজ্যং বিজ্ঞানং চাতিপুরুষম্ । দিব্যরূপমবাপ্নোতি
 দেবশ্রবণায় নরঃ । ৮১ । অন্নদানান্তবেত্ত্বাঃ সর্ব-
 কামৈরহুতমৈঃ । দীপন্ত তু প্রদানেন চক্ষুদান জায়তে
 নরঃ । ৮২ । তুষ্টিভবেৎ সর্বকালং প্রদানানন্দ-
 মাল্যায়োঃ । লবণন্ত তু দাতারন্তিলানাং সর্পি-
 ন্তথা । তেজস্বিনোহপি জায়ন্তে ভোগিনচির-
 জীবিনঃ । ৮৩ । সূচিবস্ত্রাভরণোপধানং দদ্যাদরো
 যঃ শয়নং বিজায় । রূপাধিতাং পশুবতীং মনোজ্ঞাং
 ভাষ্যামরালোপচিতাং লভেৎ সঃ । ৮৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে পাত্ৰাপাত্ৰবিচারবর্ণনং নাম
 সপ্তাদিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৭ ।

অষ্টাদিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ । ইদং দেয়মিদং দেয়মিতি প্রোক্তং
 তু যচ্ছতো । দানাদানবিশেষাংস্ত্র শ্রোতুমিচ্ছামি

আর দীক্ষা দ্বারা সংকুলজন্মের সাকল্য সাধন
 করিয়া গত হন, তাঁহারাই নরোত্তম । রস-
 বর্জন করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়; আর আশিব
 বর্জন করিলে আয়ুমান সন্তান লাভ হয় । বস্ত্রা-
 ভরণবর্জনপূর্বক চীরবৎসলধারণ করিয়া উপবাস
 করিলে হস্তিযুক্ত রাজত্ব লাভ হয় । সত্যভাষণকলে
 স্বর্গে অমরগণসহ ক্রৌড়া করিতে সমর্থ হয় । অহিংসায়
 আরোগ্য, দানে অহুতমা কীর্ত্তি, বিজ্ঞশ্রবণ
 রাজ্য ও উত্তম বিজ্ঞ, দেবশ্রবণ দিব্যরূপ,
 অন্নদানে সর্বকামযুতা তুষ্টি, দীপদানে চক্ষুর্জ্যোতি,
 এবং গন্ধমাল্যদানে নিয়ত তুষ্টিলাভ হয় । লবণ,
 তিল ও মৃত দান করিলে মানব তেজস্বী ভোগী ও
 চিরজীবী হয় । যে মানব ব্রাহ্মণকে সূচিবস্ত্র-
 অভরণ ও উপাধানসহ শয্যা দান করে, সে আরাল-
 পদ্মা মনোহর্য্য সুরূপা ভাষ্যা প্রাপ্ত হয় । ৭৬—৮৪ ।

সপ্তাদিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৭

অষ্টাদিক বিংশততম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—কহিতে যে, “ইহা দিবে,
 ইহা দিবে” এইরূপ বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দান

ততঃ ॥ ১ ॥ কানি দানানি শস্তানি কৈশ্চ দেয়ানি । শ্বেব মহাদেবি মহাদানানি বোড়শ ॥ ১২ ॥ গরী-
কান্তপি । কালং দেশং চ পাত্রং চ সৰ্ব্বমাচক্ষ মে
বিভো ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বুধা জ্ঞানানি চহ্মারি
বুধা দানানি বোড়শ । সূজ্ঞানানি চ চহ্মারি মহাদানানি
বোড়শ ॥ ৩ ॥ দেবুবাচ । এতদ্বিস্তরতো ক্রহি
দেবদেব জগৎপতে ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বুধা
জ্ঞানানি চহ্মারি যানি তানি নিবোধ মে । কুপূজাণাং
বুধা জ্ঞান যে চ ধৰ্ম্মবহিকৃতঃ । প্রবাসং যে চ গচ্ছন্তি
পরদাররতাঃ সদা ॥ ৫ ॥ পরপাকং চ যেষ্মন্তি পর-
দাররতাশ্চ যে । অপ্রত্যাখ্যাং বুধা দানং সদেবং চ
তথা প্রিয়ে ॥ ৬ ॥ আক্লুপতিতে চৈব অন্তায়ো-
পার্জিতং ধনম্ । বুধা ব্রহ্মহণে দানং পতিতে
তস্মৈ তথা ॥ ৭ ॥ গুরোশ্চাজীতিজননে কৃত্যে
গ্রামযাজকে । ব্রহ্মবন্ধো চ যদন্তং যদন্তং
বৃষলীপতো ॥ ৮ ॥ বেদবিক্রয়িণে চৈব যন্ত
চাপোপতিগৃহে । ত্রোনিজ্জিতে চ যদন্তং বুধা
দানানি বোড়শ ॥ ৯ ॥ সূজ্ঞান চ স্পৃজাণাং যে চ ধৰ্ম্মে
রতা নরাঃ । প্রবাসং ন চ গচ্ছন্তি পরদারপরায়ণাঃ ॥
১০ ॥ গাবঃ সুবর্ণং রজতং রত্নানি চ সরস্বতী ।
তিলাঃ কণ্ডা গজোহংগুশ্চ শয্যা বস্ত্রং তথা মহী ॥ ১১ ॥
ধান্তং পয়শ্চ চ্ছত্রং চ গৃহং চোপকরণাশ্চ ॥ এতা-

দানের বিশেষ তত্ত্ব শুনিতে অভিলাষ করি । কোন
কোন দান প্রশস্ত ? কাহাকে কোন দ্রব্য দিতে
হয় ? হে বিভো ! কাল দেশ পাত্র—দান সম্বন্ধে
যাহা কিছু জ্ঞাতবা, সমস্ত আমাকে বলুন । ঈশ্বর
কহিলেন,—চারিটি বুধা জ্ঞান, চারিটি সূজ্ঞান ; আর
চারিটি বুধা দান ও চারিটি মহাদান । দেবী কহি-
লেন,—হে জগৎপতি মহাদেব ! ইহাই আমাকে
সবিস্তরে বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! যে
চারিটি জ্ঞান বুধা, তাহা আবার নিকট অবগত হও ।
কুপূজা, ধৰ্ম্মচ্যুত, প্রবাসী ও সদা পরদাররত, এই
চারিজননের জ্ঞান-বুধা । প্রিয়ে ! যে দান অপ্রখ্যাত,
যাহা সদাশিব, আর যাহা অন্ত্যায়ার্জিত বনের দান, এবং
যে ত্রুটিই হইতে বিচ্যুত, ব্রহ্মঘাতী, পতিত, শুক্লর,
শুল্কবেদী, কৃত্রিম, গ্রামযাজী, ব্রহ্মবন্ধু, বৃষলীপতি,
বেদবিক্রমী, ত্রোজিতি, ও যাহার গৃহে উপপতি বিদ্যা-
মান,—এই সকলকে যাহা দান করা যায়, এই
বোড়শবিধ দানই বুধা দান । স্পৃজা, ধার্মিক, অপ্র-
বাসী ও পরদারপরায়ণ, ইহাদের জ্ঞানই সূজ্ঞান ।
গো, সুবর্ণ, রজত, রত্ন, বিদ্যা, তিল, কণ্ডা, হস্তী,
অংগ, শয্যা, বস্ত্র, চ্ছত্র, ধান্ত, গৃহ, ছত্র, সোপকরণ

গৃহ, এই বোড়শ পদার্থ দানই মহাদান । গরু,
কোথ, কিছা ভয়বশতঃ যাহা দান করা যায়, তাহার
কল গৰ্ভবাসকালেই ভোগ হয় । ইহাতে সন্তান
নাই । দত্তবশে দান করিলে বাল্যকালে তৎকল-
ভোগ হয় । হৃৎখতভাবে কিছা অলমতিপ্রায়ে অথবা
অর্থলোভে দান করিলে তাহারও বাল্যকালেই
কলভোগ হইয়া থাকে । যোগ্য দেশ-কাল-পাত্র
জ্ঞায়ার্জিত ধন প্রদত্ত হইলে যৌবনকালে তাহার
ভোগ হয় ; এজন্ত মানবের পক্ষে দেশে কালে
পাত্র বিধানমতে ব্রহ্মসহকারে সরলচিত্তে সৎপথে
অর্জিত ধন দান কর্তব্য । ১—১৭ । বাধ্যায়্যচ্য,
যোগী, প্রশান্ত, পুরাণজ্ঞ, পাপভীক, বদাভ, জীজন
জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, গোপালক, ও ব্রতকারী ব্যক্তি-
কেই পাত্র বলে । সত্য দম, তপস্বী, শৌচ, সঙ্কল্প
অনৌষ, সরলতা, জ্ঞান, শম, দয়া, ও দান,—এ
সকল দানপাত্রের লক্ষণ ; অর্থাৎ এই সকল গুণ
যাহার আছে, তিনিই সৎপাত্র । যে মানব এব-
ধি গুণবান পাতে বৎসাবিভা, রোপ্যমণ্ডিতপাদা,
বর্ণমণ্ডিত-শূলী সৰ্ব্বগুণাবিভা কপিলা-গাভী প্রদান
করে, সে অন্তে রুদ্রলোকে সদাশিব বাস করিতে
পারে । যাহার দশটি গুণ আছে, সে একটী পোদান

সহস্রগুণ্যং সর্গে সমকলাঃ স্মৃতাঃ। অশীলা
সোমসম্পন্ন। তরুণী ৫ পরম্বিনী। সবৎসা জায়লকা
৫ প্রদেয়া জায়লগাঃ। ২২। বজ্রা সরোগা
হীনাঙ্গী হুটী বৃদ্ধা যুতপ্রজা। অজায়লকা দূরত্বা
নেদুশীং গাঃ প্রদাপয়েৎ। ২৩। যো হীদুশীং গাঃ
দগতি দেবোদ্যেশেন মানবঃ। প্রত্যাভাগেগতিঃ
যাতি ক্রিগতে ৫ মহেশ্বরী। ২৪। কুটী ক্রিটী
হুর্কীলা ব্যাধিতা ৫ ন দাতব্যা যা ৫ মূল্যেয়দন্তেঃ।
ক্রেণো বিপ্রভোয়া যরা জায়তে বৈ তজ্জা দাতৃচাকলা
সর্গলোকাঃ। ২৫। অতিথয়ে প্রশান্তায় সৌদতে
চাহিতায়য়ে। শ্রোজিরায় তথৈকপি দন্তা বহুগুণা
ভবেৎ। ২৬। গাং বিক্রীপতি চেদেবি ব্রাহ্মণো
জানহুর্কলঃ। নাসো প্রশস্ততে পাজঃ ব্রাহ্মণো নৈব
স স্মৃতঃ। ২৭। বহুভোয়া ন প্রদেয়ানি গোগৃহঃ
শয়নং শ্রিয়ঃ। বিভক্তা দক্ষিণা হেবা দাতারঃ
নোপতিষ্ঠতি। ২৮। প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণাঃ শর্যা
রত্নোজ্জ্বলাস্তথা। বরাচাপ্রসো যত্র তত্র
গচ্ছতি গোপ্রদাঃ। ২৯। নান্নি ভূমিসমঃ
দানং নান্তি গন্ধাসমা সরিং। নান্তি সত্যং

পরো ধর্মো নান্তো দেবো মহেশ্বর্যং। ৩০।
উচ্চৈঃ পাবাণযুক্তা ৫ ন সমা নৈব চোবরা। ন
নদীকূলবিকটা ভূমিদেয়া কদাচন। ৩১। যষ্টি-
বর্ষসহস্রাণি শ্রুণে বসতি ভূমিদঃ। আচ্ছত্তা চাঙ্ঘ-
মস্তা ৫ তাভেব নয়কং ব্রজেৎ। ৩২। কুরুতে
পুরুবঃ পাণং যৎকিঞ্চিদ্বস্তিকর্ষিতঃ। অপি গোচর্ম-
যাজেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি। ৩৩। জ্ঞানং শব্যাসনং
শব্দে গজাশাস্ত্রমর্যঃ শ্রিয়ঃ। ভূমিষ্টেচবাঃ প্রদানস্ত
শিবলোকঃ কলঃ স্মৃতম্। ৩৪। আদিত্যোহর্ষনি
সংক্রান্তো গ্রহণে চন্দ্রসুহৃদয়োঃ। পারদৈষ্টেব
গোদানে নোপোষ্যঃ পৌত্রবান্ গৃহী। ৩৫। ইন্দু-
ক্ষেত্রে তু সংক্রান্ত্যামেকাদশাং শতে কুতে। উপবাসং
ন কুস্মীত যদীচ্ছেৎ সন্ততিং ধ্রুবম্। ৩৬। যথা
শুক্রা তথা কৃকা ন বিশেষবোহস্তি কশ্চন। তথাপি
বর্জতে ধর্ম্যঃ শুক্রায়ামেব সর্গলা। ৩৭। দশম্যোকা-
দশীবিদ্ধা দাদশী ৫ কয়ং গতা। নক্তং তত্র প্রকুস্মীত
নোপবাসো বিধীয়তে। ৩৮। উপোষ্টব্যাকাদশীং
যত্র জয়োদশান্ত পায়ণম্। কংরাতি তন্ত নক্তেভু
দাদশদাদশীকসম্। ৩৯। উপবাসে তথা ব্রাহ্মে ন

করিবে, শত গো থাকিলে দশটী আর সহস্র গো
থাকিলে শতগাভী দান করিবে। পরন্তু এরূপ দানে
তাঁহাদিগের সকলেরই তুল্যকল লাভ হইবে।
অশীলা, ভূগাদি থাকে অভ্যস্তা, তরুণী, সবৎসা,
জায়লকা, হুটবতী গাভী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।
বজ্রা, কুয়া, অদহীনা, হুটী, বৃদ্ধা, যুতবৎসা অজায়-
লকা, অথবা দূরহিতা গাভী দান করিবে না।
অগ্নি মহেশ্বরী। যে জন দেবোদ্যেশে ঈদৃশী গাভী
দান করে, সে প্রত্যুতঃ বহুশ্রেণভোগান্তে অধো-
পতি প্রাপ্ত হয়। কুটী, ক্রিটী, হুর্কীলা, ব্যাধিতা
কিবা যাহার মূল্য দেওয়া হয় নাই, ঈদৃশী গাভী
দিবে না। কলভঃ যে গাভী দ্বারা প্রতীগ্রহী
ব্রাহ্মণের ক্রোধ জন্মে; তাদৃশী গাভী দানে দাতার
দণ্ড লোকই বিকল হইয়া যায়। অতিথি,
প্রশান্ত, অবসর আহিতারি শ্রোত্রিয়, ইহাদিগকে
একটী গাভী দানেও বহুদানক কল লাভ হয়।
অন্নজ ব্রাহ্মণ যদি গো বিক্রয় করে, তবে সে
অব্রাহ্মণ, কদাচ পবিত্র পাত্রভা লাভ করিতে পারে
না। গো, গৃহ, শব্য ও স্ত্রী কদাচ বহুব্যক্তিকে
কিতে নাই; এ সকল দক্ষিণা বিভক্ত হইলে
উৎসার। দাতার কোন কল হয় না। যেখানে
প্রাসাদনিচয় পূর্ণ নির্মিত, শব্য রত্নোজ্জ্বল, এবং

বরাপ্রসার। বিরাজমান, গোদাতা সেই স্থানে গমন
করে। ভূমিসম দান নাই, গজাতুল্য নদী নাই,
সত্যাদিক ধর্ম নাই আর মহেশ্বর্যপেকা শ্রেষ্ঠ
দেবতা নাই। ১৮—৩০। উচ্চ, পাবাণযুক্ত, অতি-
নিম্ন, উবর, নদীকূলগত ও বিকটাকার ভূমি কদাচ
দান করিবে না। ভূমিদাতা যষ্টি সহস্র বৎসর শ্রুণে
বাস করে, পরন্তু দন্তভূমির অপহারক ও তদন-
মোদক ব্যক্তি তত কাল নরকে বাস করে। মহত্ব
বুস্তিকীগতাবশতঃ যত কিঃ পাণ ককক না কেন,
গোচর্মগ্রমাণ ভূমিদানেই পবিত্র হইতে পারে।
পুত্র, শব্য, আসন, শব্দ, গজ, অশ্ব, চামর, নারী
ও ভূমিদানের কল শিবলোকেই নির্দিষ্ট। রবিবার,
সংক্রান্তি, চন্দ্রসুহৃৎগ্রহণ, ও শাকবাহিত ভিধিতে
এবং গোদানে পৌত্রবান্ গৃহস্থের উপবাস নিষেধ।
বিশেষতঃ অমাবস্তাতে কিবা শত একাদশী উপ-
বাসের পর একাদশীতে সন্ততিস্থিতিকামী মানব
উপবাস করিবে না। একাদশী শুক্রাও যেমন,
কৃকাও তেমনই; ইহার কোন ভায়তম্য নাই;
তথাপি কৃকাপেকা শুক্রায় মিত্র অধিক পুণ্য লাভ
হয়। গৃহস্থ মানবের পক্ষে দশদীবিদ্ধা একাদশীর
পর দিন দ্বাদশীর কয় হইলে তদ্বিনে নক্ত ভোজন
কর্তব্য; উপবাস বিধিত নহে। যে মানব একা-

খাদ্যেভক্ষ্যাবনয়। দস্তানায় কাঠসজ্জা হস্তি
সপ্তকুলানি বৈ। ৪০। দর্শক পৌর্ণমাসক
পিতৃ সাংবৎসরং দিনম্। পূর্ববিদ্ধমকুরাণো নরকং
প্রতিশদ্যতে। ৪১। হানিশ সন্ততে: প্রোক্তা
দৌর্ভাগ্যং সমবাপুধাৎ। দ্রব্যাতাবেহৎ আকৃত বিধিঃ
ব্যাক্যমি তদ্ব্যভঃ। ৪২। একেনাপি হি বিপ্রেন
বহুপিণ্ডং আক্ৰম্যচরেৎ। বড়র্হান পারয়েত্তত্র তেতো
দদ্যাদ্ধখাবিধিঃ। ৪৩। পিতা ভুঙ্কতু বিজ্ঞকরে যুখে
ভুঙ্কতু পিতামহঃ। প্রপিতামহস্তানুঘঃ কঠে মাতা-
মহঃ স্মৃতঃ। ৪৪। প্রমাতামহঃ হৃদয়ে বুদ্ধো নাতৌ
তু সংহিতঃ। অলাভে ব্রাহ্মণস্তেব কুশঃ কার্যো
বিজঃ প্রিয়ে। ইদং সর্বপুরাণেভ্যঃ সারমুদ্রত্য
চোচ্যতে। ৪৫। ন চৈতন্নাস্তিকে দেয়ং পিতৃনে
বেদনিন্দকে। প্রাতঃপ্রাতরিন্দং আব্যাং পূজয়িত্বা
মহেশ্বরম্। ৪৬। কুলীনং সর্বশাস্ত্রজ্ঞং যথা দেবং
মহেশ্বরম্। অস্ত ধর্ম্যন্ত বক্তারং হৃত্যং দদ্যাৎ
প্রপূজয়েৎ। ৪৭। অপূজ্যাঘাচকাংস্বস্ত শ্লোকমেকং

দশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করে,
তাহার ষাদশ-ষাদশীর কল বিনষ্ট হইয়া যায়। উপ-
বাস কবি আক্ৰম্যবাসরে দস্তকাঠ ব্যবহার করিবে
না; ঐ দিন দস্তে কঠসংযোগ ঘটিলে সপ্তপুত্র
পর্ধ্যন্ত দগ্ধ হয়। অমাবস্তা, পূর্ণিমা, পিতৃ আক্ৰ ও
সংবৎসরিক আক্ৰবিহিত কার্য পূর্ববিদ্ধাতেই
করিবে; নচেৎ নরকভাগী হইতে হয় এবং
সন্তানহানি ও দৌর্ভাগ্য ঘটয়া থাকে। অতঃপর
দ্রব্যাতাবে আক্ৰ কর্তব্য বিধান যথাতথ বলিতেছি।
৩১—৪২। একজন বিপ্র দ্বারায়ণ যইপিণ্ড আক্ৰ
করিতে পারে। তাহাতে তখন ছয়টি অর্থাই প্রসুত
করিয়া পিতৃদি উদ্দেশে যথাবিধি নিবেদন করিবে।
আক্ৰণের হতে পিতা, মুখে পিতামহ, তালুতে
প্রপিতামহ, কঠে মাতামহ, হৃদয়ে প্রমাতামহ এবং
নাভিতে বুদ্ধ প্রমাতামহ অবস্থানপূর্বক ভোজন
করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! আক্ৰণের অলাভে কুশ
দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিবে; ইহা আমি তোমাকে
সর্ব পুরাণের সার উদ্ধার করিয়া কহিলাম। ৪৩-৪৫।
নাভিক, পিতৃন কিবা বেদনিন্দাকারীকে ইহা
দিবে না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মহেশ্বরের অর্চ-
নান্তে ইহা অর্ঘণ করিবে। এই ধর্মের বক্তা—কুলীন
সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও শিবকুল্য ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক;
তাঁহাকে একটী হৃত্য প্রদানপূর্বক পূজা করিবে।
যে ব্যক্তি একটী শ্লোক শুনিয়াও বাচককে অর্চনা

শৃণোতি চ। নাসৌ পুণ্যমাপ্নোতি শাস্ত্রচৌরঃ
স্মৃতো হি সঃ। ৪৮। তস্মাৎ সর্বপ্রবৃত্তে পূজয়ে-
ঘাচকং বৃধঃ। অস্তথা নিফলং তস্ত পুস্তকঅবণং
তবেৎ। ৪৯। যত্নেব তিত্তে গেহে শাস্ত্রমেতৎ
মুহূর্ততম্। তস্ত দেবি গৃহে তীর্থে সহ তিঠেচ্ছিবঃ
শয়ম্। ৫০। বহনাত্ৰ কিমুক্তেন তবৈন্দ্রোক্তস্ত তাজ-
নম্। ন চৈতৎ পিতৃনে দেয়ং নাভিকে দস্তসংস্রুতে।
৫১। ইদং শাস্ত্রায় দাস্তায় দেয়ং শৈববিজ্ঞয়নে। ৫২।
ইতি জীহ্বান্দে দানপাত্রাঙ্গলমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নামাষ্টা-
ধিকদিশততমোহধ্যায়ঃ। ২০৮।

নবাধিক দিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছৈয়হাদেবি মার্ক-
ণ্ডেশ্যমুত্তমম্। তস্মাহুত্তরদিগ্ভাগে মার্কণ্ডেন
প্রতিষ্ঠিতম্। ১। সাবিজ্ঞাঃ পূর্বভাগে তু নাতি-
দূরে ব্যবস্থিতম্। মহাবিরভবৎ পূর্বে মার্কণ্ডের
ইতি ঋতঃ। ২। অজরচামরশ্চৈব প্রসাদাৎ পদ্ম-
যোনিঃ। স গতা তত্র বিপ্রেষ্টো দেবদেবস্ত
শূলিনঃ। লিঙ্গস্ত স্থাপয়ামাস জাত্বা তৎ কেন্দ্রমুত্ত-

না করে, সে শাস্ত্রচৌর;—কদাচ পুণ্যকল-প্রাপ্ত
হয় না। অতএব সর্বপ্রবৃত্তে বাচককে অর্চনা
করিবে; নচেৎ পুস্তকঅবণ বৃথা হইবে। দেবি।
এই মুহূর্ত্ত শাস্ত্র যাহার গৃহে থাকে, তাহার গৃহে
শয়ন শঙ্কর অপরাপর তীর্থযত্ন সহ অবস্থান করেন।
বহু বাগ্‌বিভাসে কলাক? সেই মানব মোক্ষ-
ভাজন হয়। পিতৃন, নাভিক বা দাস্তিককে ইহা
দিবে না; পরন্তু শাস্ত্র দাস্ত শৈব ব্রাহ্মণকেই ইহা
প্রদান করিবে। ৪৬—৫২।

অষ্টাধিক দিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৮।

নবাধিক দিশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর
ইহার উত্তর দিকে উত্তম মার্কণ্ডেশ্বরের তীর্থে
যাইবে। উহা সাবিজ্ঞীর পূর্বদিকে অনতিদূরে
বিরাজিত। পূর্বে মার্কণ্ডের নামে এক মহর্ষি
ছিলেন; তিনি পদ্মজয়া ব্রহ্মার প্রসাদে অজরামর
হইয়াছিলেন। সেই বিপ্রেষ্ট উক্ত উত্তম কেন্দ্র
অবগত হইয়া সেখানে যাইয়া দেবদেব শিবের

মম্ ৩। স তঃ পূজ্য বিধানেন হিহা দক্ষিণতো
মুনিঃ। পদ্মাসনধরো ভূষা ধ্যানাবস্থাত্যক্তবৎ ৪।
তন্ত ধ্যানরতন্তৈব প্রযুক্তাত্তর্ক্যলানি চ। যুগানাম্
সমভীতানি ন জানাতি মুনীশ্বরঃ ৫। অথ লোপং
সমাপন্নঃ প্রাসাদঃ শাক্তরঃ স্থিতঃ। কালেন মহতা
দেবির পাংস্তিষ্ঠির্ভারকটোভবৈঃ ৬। কন্তচিহ্ন
কালন্ত প্রবৃদ্ধো মুনিসন্তমঃ। অপঙং পাংস্তি-
ষ্ঠ্যাপ্তং তৎসর্বং শিবমঙ্গিরম্ ৭। ততঃ কৃষ্ণাৎ স
নিষ্ক্রান্তঃ খনিয়া মুনিপুংসবঃ। অকরোৎ স্তমহাধারং
পূজার্থং তন্ত ভাষিনি ৮। প্রবিক্ত তত্র যো
ভক্ত্যা পূজয়েৎস্বতঃস্বজম্। স যাতি পরমং স্থানং
যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ৯। দেবুবাচ। অমরত্বং
কথং প্রাপ্তো মার্কণ্ডে মুনিসন্তমঃ। অতবৎ
কৌতুকং হেতন্তস্মাদ্ব্যং বক্তুমর্হসি ১০। অমরত্বং
যতো নান্তি প্রাণিনাং ভূবিশুদ্ধরঃ। দেবানা-
মপি কল্লাভে স কথং ন যতো মুনিঃ ১১।
ঈশ্বর উবাচ। অধাতব্যং প্রবক্ষ্যামি যথাসাবমরো-
হস্তবৎ। আসীন্মুনিঃ পুরা কল্পে মুকণ্ড ইতি

বিক্রান্তঃ ১২। ভূয়ো পুত্রো মহাভাগঃ সত্যার্থ-
স্তপসি স্থিতঃ। তন্ত পুত্রভদ্রা জাতো বসন্ত বনা-
স্তরে ১৩। স পাকবার্ষিকো ভূষা বাল এব গুণ-
বিতঃ। কন্তচিহ্ন কালন্ত জ্ঞানী তত্র সমাগতঃ ১৪।
তেন দৃষ্টতদা বালঃ প্রাক্ষণে বিচরন্ শিশুঃ।
স্বাস্থ্যাহসচ্চিরং কালং ভাব্যং প্রতি নোদিতঃ ১৫।
তন্ত পিতা স দৃষ্টন্ত সামুদ্রজো বিদ্রুতমঃ। হস্তন্ত
কারণং পুটো বিন্ময়াধিতচেতসা ১৬। কস্মায়ে
সুতমালোক্য শ্রিতং বিপ্র কৃতং স্মরা। তত্র সে
কারণং ব্রহ্ম যথাবদ্বক্তুমর্হসি ১৭। ইতি তন্ত
বচঃ শ্রুত্বা জ্ঞানী বিপ্রো বচোহব্রবীৎ ১৮। অয়ং
পুত্রস্তব মুনৈ সর্বলক্ষণসংযুক্তঃ। অদ্যপ্রভৃতি
যথাসমধো মৃত্যুমবাপ্যতি ১৯। যদি জীবৎ
পুনরয়ং চিরায়ুর্কৈ ভবিষ্যতি। অতো ময়া কৃতং
হাস্তং বিচিহ্না কর্মণো গতিঃ ২০। এতচ্ছ্রুত্বা
বচো রোজঃ জ্ঞানিনা সমুদাহৃতম্। ব্রহ্মোপনয়নং
চক্রে বালকন্ত পিতা তদা ২১। আহ চৈনমুনিঃ
পুত্রং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণমাগতম্। অভিবাধ্যাত্তয়ো বর্ণা-
স্ততঃ জ্ঞেয়ো হবাপ্যসি ২২। এবমুক্তঃ স বৈ

একটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর সেই
মুনিবর উক্ত লিঙ্গের দক্ষিণদিকে পদ্মাসনে সমা-
সীন হইয়া যথাবিধানে লিঙ্গপূজাতে ধ্যাননিরত
হইলেন। এইভাবে তাঁহার বহু প্রযুক্ত অর্কুৎ
বৎসর অতীত হইয়া গেল; মুনিবর কিছুই জানিতে
পারিলেন না। হে দেবি! এদিকে সূদীর্ঘকালে
তদীয় শাক্তর প্রাসাদ বাতোদ্ধত পাংস্ত বারা সমাবৃত্ত
হইয়া অদৃষ্ট হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল পরে সেই
মুনিসন্তম প্রবৃত্ত হইয়া সেই শিবমন্দির ধূলিসমা-
চ্ছাদিত দর্শনে অতি কষ্টে খননপুঙ্ক মন্দির হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইয়া শিবের পূজার ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্ত
সেই মন্দিরের একটা স্তম্ভের দ্বার নিৰ্মাণ করিলেন।
যে মাসব ভক্তিসহকারে সেই মন্দিরে প্রবেশ-
পুঙ্ক শক্লের অর্চনা করে, যেখানে দেব মহেশ্বর
বিরাজমান, সে সেইখানে গমন করে। ১—২।
দেবী কহিলেন,—মুনিসন্তম মার্কণ্ডে অমরত্ব পাইলেন
কিভাবে? আমার এ বিষয়ে কৌতুক জন্মিয়াছে;
অতএব আপনি তাহা বলুন। হে শক্লর! ভুলে
প্রাণিগণের তো অমরত্ব নাই, দেবগণেরও
প্রকৃত পক্ষে অমরত্ব নাই; তবে সেই
মুনি কল্লাভ কালেও মরিলেন না কেন?
ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর সেই মুনি যেরূপে

অমর হইয়াছিলেন, তুমাকে তাহা বলিতেছি।
পুরাকল্পে মুকণ্ড নামে এক বিখ্যাত মুনি ছিলেন,
তিনি ভৃগুর পুত্র। সেই মহাভাগ ভাষ্যার সহিতই
তপস্তা করিতেন। তাঁহাদিগের বনবাসকালে
একটা পুত্র জন্মে; পঞ্চমবর্ষ বয়সেই সে গুণবান
হইয়াছিল। শ্রীয়ে! একদা কোন সামুদ্রিকশাস্ত্রা-
ভিজ্ঞ জ্ঞানী মুনি তদীয়জন্মে সমাগত হন। তিনি
প্রাক্ষণে বিচরণকারী বালককে নিপুণভাবে বিলো-
কনান্তে ভাবিতব্যতা চিন্তা করিয়া হাস্ত করিলেন।
বালকের পিতা তদর্শনে সন্নিহনে সেই সামুদ্রিক
জ্ঞানিবরকে হাস্ত-কারণ জিজ্ঞাসিলেন। কহি-
লেন,—হে বিপ্র! আপনি আমার পুত্রকে দোখরা
কিজন্য হাস্ত করিলেন? ব্রহ্মন! তাহার কারণ
আমাকে যথাযথ বলুন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া
জ্ঞানী বিপ্র কহিলেন,—মুনে! আপনায় এই
পুত্রটি সর্বলক্ষণযুক্ত, পরন্তু অদ্য হইতে ছয়
মাসের মধ্যেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। তবে যদি কোন
রূপে বাচে তো চিরায়ু হইবে। আমি এই বিচিহ্না
কর্মগতি দর্শনে হাস্ত করিয়াছি। পিতা, ব্রহ্ম
সেই জ্ঞানী বিপ্রের এই কঠোর কথা শুনিয়া অবি-
লম্বে বালক পুত্রের উপনয়ন সংকার করিলেন।
আর বালককে কহিলেন যে, তুমি বিজ্ঞানি বর্ণ-

বৈশ্বঃ কৰোত্যোবাভিবাধনম্ । ন বর্ণাবরজঃ বেতি
বালভাবাধারাননে । ২০ ॥ পঞ্চমাসা হৃতক্রান্তা
দিবসাঃ পঞ্চবিংশতিঃ । এতস্মিন্নেব কালে তু প্রাপ্তাঃ
সপ্তর্ষয়োহমলাঃ । ২৪ ॥ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন তেন
মার্গেণ ভামিনি । কালেন তেন সর্কেহথ যথাবদভি-
বাদনৈঃ । আয়ুমান্ তব তৈরুক্তঃ স বালো দণ্ড-
বহুলী । ২৫ ॥ উক্তা তে তু পুনর্বালা বীক্য বৈ
কৌণজীবিতম্ । দিনানি পঞ্চ তে হায়ুর্জায়া ভীতা-
স্ততোহনুভাৎ । ২৬ ॥ ব্রহ্মচারিণমাদায় গতাস্তে
ব্রহ্মগোহস্তিকে । প্রতিমুচ্যাগ্ৰতো বালঃ প্রণেমুস্তে
পিতামহম্ । ২৭ ॥ ততস্তেনাপি বালেন ব্রহ্মা
চৈবাভিবাচিতঃ । চিরায়ুর্ব্রহ্মণা বালঃ প্রোক্তোহসা-
বৃষিসন্নিধৌ । ২৮ ॥ ততস্তে মুনয়ঃ ক্রীতাঃ ক্রহা
বাক্যঃ পিতামহাৎ । পিতামহস্ত তান দৃষ্ট্বা স্বযীন
প্রোবাচ বিস্মিতান্ । কেন কার্যেণ বাযাতাঃ কেন
বালো নিবেদিতঃ । ২৯ ॥ স্বয়ম উচুঃ । ভূগোঃ
পুত্রো মুকণ্ডস্ত কৌণায়ন্তস্ত বালকঃ । অকালেন
পিতা জাত্বা ববঙ্কাস্ত চ মেখলাম্ । ৩০ ॥ যজ্ঞোপ-

বীতঞ্চ ততস্তেন বিপ্রেন বোধিতঃ । যঃ কঞ্চি-
ক্রম্যসে লোকে ভ্রমন্তঃ কুতসে দ্বিজম্ । ৩১ ॥
তত্वाভিবাধনং কার্ধ্যং নিত্যমেব চ পুত্রক্ । স্ততো
বয়মনেনৈব দৃষ্টা বালেন সন্তম্ । ৩২ ॥ তীর্থযাত্রা-
প্রসঙ্গেন দৈবযোগাৎ পিতামহ । চিরায়ুরেষ বৈ
প্রোক্তো হমৌভিস্তাভিবাচিতৈঃ । ৩৩ ॥ স্বংসকম্পঃ
সমানীতস্তয়া চৈবমুদাহৃতঃ । কথং বাগবতা দেব
হস্মাকং ভবতা সহ । ৩৪ ॥ উবাচ বালমুদিত্ত
প্রহসন্ পদ্মসম্ভবঃ । মৎসমানায়ুধো বালো মার্ক-
ণ্ডেয়ো ভবিষ্যতি । ৩৫ ॥ কল্পস্তাদৌ তথা চাস্তে
সহায়ো মে ভবিষ্যতি । ততস্ত মুনয়ঃ ক্রীতা গৃহীত্বা
মুনিদারকম্ । তস্মিন্নেব প্রদেশে তু মুমূচুঃশ্চেষ্টিতঃ
যতঃ । ৩৬ ॥ তীর্থযাত্রাঃ গত্যা বিপ্রা মার্কণ্ডেয়ো
গৃহং যযৌ । গহ্বা গৃহমধোবাচ মুকণ্ডঃ মুনিসত্তমম্ ।
৩৭ ॥ ব্রহ্মলোকস্বীহং নীতো মুনিভিস্তাত সপুত্রিতঃ ।
উক্তোহয়ং ব্রহ্মণা কল্পস্তাদৌ চাস্তে চ মে সখা । ৩৮ ॥
ভবিষ্যতিন সন্দেহো মৎসমায়ুশ্চ বালকঃ । ততস্তে
পুনরানীতো মুকুটৈবাক্রমং প্রতি । ৩৯ ॥ মৎকৃতো

জয়কে দেখিলেই অভিবাধন করিও । তাহাতে মঙ্গল
লাভ করিবে । হে বরাননে ! সে এইরূপ আদিষ্ট
হইয়া থাকে-তাকেই অভিবাধন করিত ; বালক-
স্বভাব বশত উচ্চনীচ বিচার করিতে পারিত না ।
অগ্নি ভামিনি ! এই ভাবে তাহার আরও পঞ্চ মাস
ও পঞ্চ-বিংশতি দিবস অভিক্রান্ত হইলে পর অমল
সপ্তর্ষিগণ তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সেই পথে প্রস্থিত
হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দণ্ড-
বহুলধারী বালক তাঁহাদিগকে দেখিয়া যথার্থ অভি-
বাদন করিলে তাঁহারাও তাহাকে “আয়ুমান হও”
বলিয়া পরে নিপুণ-নিরীক্ষণে তাহাকে অল্পকাল-
জীবী, পঞ্চাদিনমাত্র আয়ুঃসম্পন্ন জানিয়া মিত্যোক্তি-
ভয়ে সেই বাল-ব্রহ্মচারীকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট
গমনপূর্বক বালককে তাঁহার অগ্রে স্থাপন করিয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । পরে বালকও ব্রহ্মাকে
প্রণাম করিলে সেই স্ববিগণসান্নিধ্যানে ব্রহ্মাও
তাঁহাকে “দীর্ঘায়ু হও” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন ।
তাঁহাতে তখন মুনীগণ ক্রীত ও বিস্মিত হইলেন ।
তদ্বর্ণনে ব্রহ্মা কহিলেন,—আপনারা কি প্রয়োজনে
আসিয়াছেন ? এ বালকটীই বা আপনাদিগকে কে
দিল ? ১০—২১ । সপ্তর্ষিগণ কহিলেন,—এটা
ভৃগুরনন্দন, মুকণ্ড মুনির পুত্র ; ইহার পিতা ইহাকে
কৌণায় দেখিয়া অল্প বয়সেই ইহার মেখলাবন্ধন

ও যজ্ঞোপবীতসংস্কার করিয়াছেন । তার পর
তিনি উপদেশ দেন যে, “পুত্র ! তুমি প্রতিদিনই
লোকে ভ্রমণ-কারী যে যে দ্বিজকে দেখিবে, তাঁহা-
কেই প্রণাম করিও ।” অতঃপর দৈবযোগে একদা
আমরা তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে বিচরণ করিতে থাকিলে
বালক আমাদেরিগকে অভিবাধন করে ; আমরাও
ইহাকে “চিরায়ু হও” বলিয়া আশীর্বাদ করি ;
শেষে ইহাকে অল্পায়ু বুঝিয়া আপনার নিকট লইয়া
আসিয়াছি ; পরন্তু আপনিও তজপই আশীর্বাদ
করয়াছেন, এক্ষণে আপনার এবং আমাদের বাক্য
সত্য হইবে কিরূপে ? ব্রহ্মা সহাস্যে কহিলেন,—
এই বালক মার্কণ্ডেয় মৎসম আয়ুঃসম্পন্ন হইবে
এবং কল্পের আদিতে ও অন্তে আমার সাহায্য
করিবে । এই কথা শুনিয়া সপ্তর্ষিগণ ক্রীতমনে
সেই বালককে লইয়া পূর্বস্থানে পৌছাইয়া
দিয়া তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন ; মার্কণ্ডেয়ও
গৃহে গমন করিল । যাইয়া মুনিবর মুকণ্ডকে
কহিল যে, সপ্তর্ষিগণ আমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া
গিয়াছিলেন ; ব্রহ্মা কহিয়াছেন—যে, এই বালক
কল্পের আদিতে ও অন্তে আমার সহায় হইবে ;
এবং আমারই মত আয়ুঃসম্পন্ন হইবে । ইহার
পর মুনীগণ আমাকে এখানে আশ্রমে আনিয়া

হি বিজ্ঞেষ্ঠ যাতু তে মনসো জরঃ। মার্কণ্ডেয়বচঃ
ক্ৰন্দা যুকণ্ডো মুনিসন্তমঃ। জগাম পরমং হর্ষং কণ-
মেকং সুক্লমহং ॥ ৪০ ॥ ততো বৈধ্যং সমাহ্বয়
বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৪১ ॥ অদ্য মে সকলং জ
জীবিতক সুজীবিতক। যস্মা মে সুপুঞ্জেন দৃষ্টো
লোকপিতামহঃ ॥ ৪২ ॥ বাজপেয়সহশ্রেন রাজস্বয়-
শতেন চ। যং ন পশ্যন্তি বিদ্বাংসঃ স যস্মা লীলয়া
মৃত ॥ ৪৩ ॥ দৃষ্টান্তিরায়রপ্যেবঃ কৃতস্তেনাজ-
ঘোনিনা। দিব্যরাজমহং তাত তব কৃৎনেন কুখিতঃ।
ন নিজামহুগচ্ছামি তয়ে দুঃখং গতং মহৎ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মার্কণ্ডেয়ব্রহ্মসাহস্রবর্ণনং নাম
নবাবিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

দশাবিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছ্যমহাদেবি পুলস্ত্য-
ব্রহ্মসন্তম। মার্কণ্ডেয়ান্তরে ভাগে বহুবাং পঞ্চকে
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি পূজয়িত্বা
বিধানতঃ। সপ্তজন্মজিতাং পাপানুদ্যতে নাজ
সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পুলস্ত্যব্রহ্মসাহস্রবর্ণনং নাম দশা-
বিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

পৌছাইয়া দিয়াছেন। হে বিজ্ঞেষ্ঠ! অতএব
আমার জন্ত আপনার মানস ক্রেশ দূর হউক।
মুনিসন্তম যুকণ্ড, মার্কণ্ডেয়ের এই কথা শুনিয়া
এমন পরম হর্ষাবিষ্ট হইলেন যে, কণকাল
তিনি একবারে বিহ্বল হইয়া গেলেন। পরে বৈধ্য
ধারণ করিয়া কহিলেন যে, অদ্য আমার জন্ম সকল,
এবং জীবনও সার্থক হইল,—যেহেতু সুপুঞ্জ তুমি
পিতামহকে দর্শন করিয়াছ। হে পুত্র! বিদ্যামগণ
সহস্র বাজপেয়, ও শত রাজস্বয় যজ্ঞ দ্বারাও যাহার
দর্শন পায় না, তুমি সেই পিতামহকে অবলীলাক্রমে
নয়নগোচর করিয়াছ, আর সেই পয়জন্ম তোমাকে
দীর্ঘায়ু করিয়া দিয়াছেন। হে তাত! আমি তোমার
কৃৎনে দিব্যরাজ কুখিত থাকিতাম, নিজা হইত না;
আমার সেই মহৎকৃৎ অশুনীত হইল ৩০—৪৪।

নবাবিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

দশাবিকবিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অয়ি মহাদেবি! অতঃপর
পুলস্ত্যব্রহ্ম তীর্থে গমন করিবে। উহা মার্কণ্ডেয়ের
উত্তরদিকে পঞ্চদশ অন্তরে অবস্থিত। হে দেবি।

একাদশাবিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। পুলস্ত্যব্রহ্মসন্তমো দেবি নৈঋতে
ধনুয়াষ্টকে। পুলহেষ্বরনামানং তং চ তজ্জ্যা প্রপু-
জয়েৎ ॥ ১ ॥ হিরণ্যদানং দ্বা বৈ সম্যগ্ যাজ্ঞাকলং
লভেৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পুলহেষ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক-
দশাবিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১১ ॥

দ্বাদশাবিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। পুলহেষ্বরাস্ততো দেবি নৈঋতে
ধনুয়াষ্টকে। ক্রতীষরেতিনামানং মহাকৃতভল-
প্রদম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি পৌণ্ডরীককলং
লভেৎ। সপ্তজন্মনি দারিদ্র্যং ন দুঃখং তত্র
জায়তে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ক্রতীষরমাহাত্ম্য বর্ণনং নাম দ্বাদশা-
বিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১২ ॥

মানব তাঁহাকে দেখিয়া যথাবিধি পূজা করিলে সপ্ত-
জন্মজ পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ইহাতে সংশয়
নাই ১।২।

দশাবিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১১০।

একাদশাবিকবিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! পুলহেষ্বরজ্ঞের
নৈঋতদিকে অষ্টদশ অন্তরে পুলহেষ্বর নামক লিঙ্গ
বিরাজমান। তাঁহাকে তত্তিসহকারে অর্চনাতে
সেখানে স্তবদান করিলে সম্যক যাজ্ঞাকল লাভ
হয় ১।২।

একাদশাবিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১১১।

দ্বাদশাবিকবিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। পুলহেষ্বরের
নৈঋতদিকে অষ্টদশ অন্তরে ক্রতীষর নামক মহা-
কৃতকলদায়ক লিঙ্গ অবস্থিত। তাঁহার দর্শনে মান-
বের পৌণ্ডরীক যাগের ফল লাভ হয় এবং সপ্ত-
জন্ম দ্বাবৎ কৃৎ-দারিদ্র্য ভোগ হয় না ১।২।

দ্বাদশাবিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১১২।

ত্রয়োদশাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ক্রদ্বীশাৎপূৰ্ব্বদিগ্ভাগে ধ্বজ-
বোড়শকান্তরে । কঙ্কপেশ্বরনামানং মহাপাতকনা-
শনম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি ধনবান্ পুত্রবান্
ভবেৎ । সৰ্বপাতকযুক্তোহপি মূঢ়াতে নাজ সংশয়ঃ ॥ ২

ইতি শ্রীকাল্পে কঙ্কপেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং
নাম ত্রয়োদশাধিকবিশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ২১০ ॥

চতুর্দশাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ধ্বজবামষ্টভিত্তশ্রাদ্ধীশানে
কঙ্কপেশ্বরাৎ । কৌশিকেশ্বরনামানং মহাপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ বসিষ্ঠতনয়ান্ হত্যা তত্র কৌশিক-
সন্তমঃ । স্থাপয়ামাস তন্নিদ্রঃ মুক্তপাপস্তাতেহভবৎ ॥
২ ॥ তং দৃষ্ট্বা পুত্রয়িত্বা তু লভতে বাহিতঃ
কলম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে কৌশিকেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম চতু-
র্দশাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৪ ॥

ত্রয়োদশাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ক্রদ্বীশের পূর্বদিকে বোড়শ
ধ্বজ অন্তরে কঙ্কপেশ্বর নামে মহাপাতকহর লিঙ্গ
বিদ্যমান । মানব তাহাকে দর্শন করিলে ধনবান্ ও
পুত্রবান্ হয় ; আর সে সৰ্বপাতকযুক্ত হইলেও
বিমুক্ত হয় ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১২১ ॥

ত্রয়োদশাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

চতুর্দশাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—সেই কঙ্কপেশ্বরের ঈশান-
কোণে অষ্টধ্বজ অন্তরে কৌশিকেশ্বর নামক মহা-
পাতকনাশক লিঙ্গ বিরাজমান । মুনিবর কৌশিক
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠতনয়গণের হত্যাসাধন করিয়া উক্ত
লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক পাণযুক্ত হন । তাঁহার দর্শন ও
অর্চন করিলে মানব বাঞ্ছিত কল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩১ ॥

চতুর্দশাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি কুমারে-
শ্বরমুত্তমম্ । মার্কণ্ডেশ্বরতো দেবি দক্ষিণে
নাতিদূরতঃ । ধ্বজিং শতভিত্ততত্র স্থিতং স্বামি-
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ ততঃ কৃৎস্না তপো যোঃ
কান্তিকেনৈব ভামিনি । পরদারাপহারোৎপাপানাং
নাশহেতবে ॥ ২ ॥ লিঙ্গং স্থাপিতবাস্তত্র স মুক্তঃ
কিঞ্চিৎকৃতঃ । বৈরাগ্যাৎ যৌবনং ত্যক্ত্বা কৌমারং
পুনরাদদে ॥ ৩ ॥ পিতৃন হত্যা স্ত্রমালী চ তমারাবিভ-
বান্ পুরা । সোহপি মুক্তোহভবদেবি পাপাং
পিতৃবধোভবাৎ ॥ ৪ ॥ কুমারেশ্বরনামৈতৎ পূজ্যতঃ
বৈ সুরাসুরৈঃ । তস্তাগ্রতঃ কুমারস্ত কৃপাভিত্তি
ভামিনি ॥ ৫ ॥ তত্র স্নাত্বা পূজয়েদ্ব্যঃ শূলিনঃ
স্বামিপূজিতম্ । স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্কৈর্গচ্ছেৎ
স্বমিপুং মহৎ ॥ ৬ ॥ শতকোত্তমং যত্নতাম্ভুতং
বিজাতয়ে । দদ্যাৎ স্বামিনমুদ্ভিত্ত স তু যাজ্ঞাকলং
লভেৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম পঞ্চ-
দশাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

পঞ্চদশাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! তারপর উত্তম
কুমারেশ্বর সমীপে যাইবে । দেবি । মার্কণ্ডেশ্বরের
অনতিদূরে বিংশতি ধ্বজ অন্তরে দক্ষিণদিকে উহা
বিরাজিত । কুমারস্বামী উহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ।
অয়ি ভামিনি । পূর্বে কার্তিকেশ্ব তথায় পরদারজ
পাপনাশমানসে একটা লিঙ্গ স্থাপন করিয়া স্তম্ভ
তপস্তা করিয়াছিলেন । তারপর তিনি পাপযুক্ত
হন । অতঃপর তিনটি বৈরাগ্যবশে যৌবন পরি-
হারপূর্বক পুনরায় কৌমার গ্রহণ করেন । এতদ্-
ভিন্ন পূর্বে স্ত্রমালীও পিতৃগণের হত্যাসাধন
করিয়া উক্ত লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিল,
তাহাতে সেও পিতৃবধপাতক হইতে মুক্তি লাভ
করিয়াছিল । কুমারেশ্বর নামক ঐ লিঙ্গ স্ত্রীসুর-
গণপূজিত । অয়ি ভামিনি ! তাঁহার অগ্রে
কুমারের একটা কৃপণ আছে । যে নর সেই কৃপণে
মান করিয়া উক্ত কুমারস্বামিপূজিত লিঙ্গ পূজা করে,
সে সৰ্বপাতকযুক্ত হইয়া মহৎ কুমারপুত্র গমন
করে । যে জন স্তম্ভময় কৃষ্ণট নিঃশাপপূর্বক

ষোড়শাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । মার্কণ্ডেয়শ্রুতো দেবি উত্তরে
লিঙ্গমুক্তম্ । ধনুর্ষাৎ পঞ্চদশতিংগীতমেবম্ভবাম-
কম্ ॥ ১ ॥ গুরুঃ হৃদ্য পুরা দেবি গৌতমঃ পাপ-
হৃষিতঃ । তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্মাৎ পাপাঘা-
মুচ্যত ॥ ২ ॥ যন্তুঃ কপিলাঃ দদ্যাৎ স্নানান্ দদ্যাৎ
বিধানতঃ । সম্পূজ্য বিধিবল্লিঙ্গং মুচ্যতে পঞ্চ-
পাতকৈঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গৌতমেবম্ভবামাহাশ্রাবণনং নাম

ষোড়শাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

সপ্তদশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । গৌতমেবম্ভবামাহাশ্রাবণনং নাম
নাম উত্তরে । ধনুর্ষাৎ পঞ্চদশতিংগীতমেবম্ভবাম-
কম্ ॥ ১ ॥ লিঙ্গং স্নানান্ দদ্যাৎ ততঃ পাপৈর্য-
মুচ্যত । যন্তুঃ সমাহিতমনঃ পূজয়িষ্যতি মানবঃ ।
স চ মানবসমুত্তাৎ পাতকাৎ সম্প্রমোক্ষ্যতি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দেবরাজেবম্ভবামাহাশ্রাবণনং নাম
সপ্তদশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

কুমারস্বামীর শ্রীতি-উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে,
সে যাজ্ঞকল প্রাপ্ত হয় । ১—৭ ।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৫ ।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! মার্কণ্ডেয়শ্রুতের
উত্তরে পঞ্চদশ ধনু অস্তরে গৌতমেবম্ভবাম নামক
উত্তম লিঙ্গ বিরাজিত । হে দেবি ! পূর্বে গৌতম
গুরুহত্যা করিয়া পাপ ক্রমে এই স্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন । যে মানব সেখানে
নদীতে স্নানান্তে যথাবিধি লিঙ্গার্চন করিয়া কপিল
দান করে, সে পঞ্চপাতক হইতে বিমুক্ত হয় । ১—৩
ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৬ ।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! গৌতমেবম্ভবাম নামক
অনতিক্রমে ষোড়শ ধনু অস্তরে পশ্চিমদিকে
দেবরাজেশ্বর নামক লিঙ্গ বর্তমান । দেবরাজ
উক্ত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপবিমুক্ত হইয়া-

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব মানবঃ লিঙ্গং মুহুনা
সম্প্রতিষ্ঠিতম্ । পূর্বে হৃদ্য গুরুঃ দেবি মনুঃ পাপ-
সমধিতঃ ॥ ১ ॥ ক্ষেত্রঃ পাপহরঃ জ্ঞান্য তত্র
প্রতিষ্ঠদৌষধম্ । মুক্তকৈবাতবৎ পাপান্তস্মাৎ
পূত্রবোধোত্তবাৎ ॥ ২ ॥ পূজয়েন্নানবো যন্ত স মুক্তঃ
পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মানবেবম্ভবামাহাশ্রাবণনং নামাষ্টা-

দশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৮ ॥

একোবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদাগ্নেয়কোণে তু মার্কণ্ডেয়-
সমীপগম্ । গুহালিঙ্গং মহাদেবি নীলকণ্ঠেতি
বিজ্ঞাতম্ ॥ ১ ॥ বিষ্ণুনা পূজিতং পূর্বে সর্বপাতক-
নাশনম্ ॥ ২ ॥ তত্র যঃ পূজয়েত্তজ্য তল্লিঙ্গং পাপ-
মোচনম্ । স পূত্রপশুমান ধীমান মোদতে পৃথিবী-

ছিলেন । যে মানব সমাহিতমনে উক্ত লিঙ্গের
অর্চনা করে, সে মানব সংসর্গজনিত পাতক হইতে
বিমুক্ত হয় । ১ । ২ ।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৭ ।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—সেইখানেই মনুপ্রতিষ্ঠিত
মানব লিঙ্গ বর্তমান । পূর্বে মনু পূত্রহত্যা করিয়া
পাপী হইয়াছিলেন ; কিন্তু উক্ত পাপহর ক্ষেত্রের
বিষয় অবগত হইয়া সেখানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন,
তাহাতেই তিনি পাপমুক্ত হন । যে মানব উক্ত
লিঙ্গের পূজা করে সে, পাপচয় হইতে বিমুক্ত
হয় । ১—৩ ।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৮ ।

উনবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! মানবেবম্ভবাম
আগ্নিকোণে মার্কণ্ডেয় নিকটেই নীলকণ্ঠ নামক
একটি বিখ্যাত গুহালিঙ্গ বিদ্যমান । পূর্বে বিষ্ণু
উক্ত সর্বপাতকনাশন লিঙ্গের অর্চনা করিয়া-
ছিলেন । যে মানব তথায় যাইয়া ভক্তিসহকারে

তলে । ৩ । এবং তত্র মহাদেব মার্কণ্ডেশ-
সমিধৌ । ঋষীণামগ্রমা যেষ্বহুঃ সৃষ্টস্তেহুধ্যাপি
ভামিনি । ৪ । অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামূর্করৈত-
সাম্ । তত্র স্থিতানি দেবেশি মার্কণ্ডেশমাত্তিকে ।
৫ । ঋষীণাঞ্চ গুহাস্তত্র সন্না লিঙ্গসমধিতাঃ ।
সৃষ্টস্তে পুণ্যতপসাঃ তদাশ্রমনিবাসিনাম্ । ৬ । তত্র
যঃ স্থাপয়েল্লিঙ্গং মার্কণ্ডেশমাপগম্ । কুলানাং
শতযুক্ত্য মোদতে দিবি দেববৎ । ৭ । সর্কে
শিবময়া লোকাঃ শিবে সর্বঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
তস্মাচ্ছিবং যজ্ঞেদ্বিধান্ য ইচ্ছেক্ষিয়মাশ্রমঃ
। ৮ । শিবভক্তো ন যো রাজা ভক্তো-
হস্তেবু সুরেষু চ । স্বপতিং যুবতী ত্যক্য
রমতেহস্তেবু বৈ যথা । ৯ । ব্রহ্মাধ্বঃ সুরাঃ সর্কে
রাজানচ মহাক্রিকাঃ । মানবা মুনয়শ্চব সর্কে লিঙ্গ-
যজ্ঞস্তি চ । ১০ । শ্রনামকৃতচিহ্নানি লিঙ্গানীশ্রাদিভিঃ
ক্রমাৎ । স্থাপিতানি যথা স্থানে মানবৈরপি তুরিণঃ ।
১১ । স্থাপনাদব্রহ্মহত্যাং চ ব্রহ্মহত্যাং তথৈব

চ । মহাপাপানি চাত্তানি নিতীর্ণাঃ শিবভক্তজনা
১২ । বৃদ্ধঃ হৃদা পুং শক্যে মাত্রেস্তং স্থাপ্য
শতরম্ । লিঙ্গং চ যুক্তপাপোষন্ততোহনৌ জিহ্বিৎ
গতঃ । ১২ । স্থাপয়িত্ব শিবং সূর্য্যো গঙ্গাসাগর-
সঙ্গমে । নিরাময়োহতুৎ সোমচ প্রভাসে
পশ্চিমোদধেঃ । ১৪ । কাষ্ঠাং চৈব তথাহিত্যঃ
সহৈ গরুড়কান্ডপৌ । প্রতিষ্ঠাং পরমাং প্রাতৌ
প্রতিষ্ঠাপ্য জগৎপতিম্ । ১৫ । খ্যাতদোষা
হহল্যাপি ভর্ষশৃণ্ডাভবস্তদা । স্থাপ্যশানং পুনঃ
দ্রীত্বং লেতে পুত্রাঃস্ততোক্তমান্ । ১৬ । পশুত্যায়াপি
যাঃ স্নাত্বা তত্রাহল্যেশ্বরং দ্রিয়ঃ । পুরুষাশ্চাপি
তদ্ব্যবৈধুচ্যন্তে নাত্ম সংশয়ঃ । ১৭ । স্থাপয়িষ্যেশ্বরং
ষেভশৈলে বলিবিরোচনৌ । উভাবপি হি
সম্ভাভাবমরৌ বলিনাং বরৌ । ১৮ । রামেণ রাবণং
হৃদা সসৈস্তং জ্ঞাপ্যেশ্বরঃ । স্থাপিতো বিধিবত্কত্যা
ভীরে নদদীপতেঃ । ১৯ । স্বায়ম্বুবর্ষিদেবাদিলিঙ্গ-
হীনা ন কুঃ কচিৎ । ব্যাপারান্ সকলাস্ত্যক্য

উক্ত পাপমোচন লিঙ্গর পূজা করে, সে পুজবান
পশুমান ও ধীমান হইয়া ধরাতে পরম আনন্দ
উপভোগ করে । অগ্নি মহাদেব । এতস্তির সেখানে
মার্কণ্ডেশ্বর আশ্রমসমীপে যে সৎল আশ্রম
অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, অগ্নি ভামিনি । উহা অষ্টাশীতি
সহস্র উর্করৈতা মূনির আশ্রম । যে দেবে শ । মুন-
গণ এই স্থানে মার্কণ্ডেশ্বরসমীপে বাস করিতেন ।
সেই সমস্ত আশ্রমবাসী পুণ্যতপস্বী ঋষিগণের
জ্ঞ আশ্রম সমস্ত পৃথক পৃথক গুহাসমধিত ; সেই
সকল গুহায় পৃথক পৃথক লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় ।
সেখানে মার্কণ্ডেশ্বরসমীপে যে জন লিঙ্গ স্থাপন
করে, সে শত কুল উদ্ধারপূরক স্বর্গে দেববৎ
আনন্দ প্রমোদ করে । সমস্ত লোকই শিবময়,
আর শিবেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ; অতএব যদি
কি কামনা থাকে, তবে বিদ্বান্ মানবের শিবরাধনা
কর্তব্য । যে রাজা শিবভক্ত না হইয়া অপর দেব-
তার প্রতি ভক্তিমান, সে পতিপরিত্যাগিনী উপপতি-
সঙ্গিনী তরুণী রমণীর স্তায় । ব্রহ্মাদিদেবতা, রাজা,
সমুজ্জিশালী মানব এবং মূনিগণ,—ইহারা সকলেই
লিঙ্গারাধনা করেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অনেকা-
নেক মানব যথাক্রমে স্ব স্ব নাম দ্বারা চিহ্নিত করিয়া
স্থানে স্থানে বহু বহু লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।
অনেকে লিঙ্গ স্থাপনপ্রভাবে শিবরূপায় ব্রহ্মহত্যা,

ব্রহ্মহত্যা, ও অপরাপর মহাপাপ হইতে নিস্তার
প্রাপ্ত হইয়াছেন । পূর্বে শক্রদেব বৃদ্ধকে হত্যা
করিয়া মাত্রেস্ত নামক শতরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কলে
তৎপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন । সূর্য-
দেব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া
নিরাময় হইয়াছিলেন ; আর নোমদেবও পশ্চিম
সাগরতীরে প্রভাসকেত্রে লিঙ্গস্থাপন করিয়া-
ছিলেন । এতদ্ব্যতীত আদিত্যদেব কানীতে
ও গরুড় ও বিষ্ণু সহ পর্বতে জগৎপাত শত্রেয়
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তৎপ্রভাবে পরম প্রতিষ্ঠা-
ভাজন হইয়া পরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ।
খ্যাতদোষ অহল্যাও যখন ভর্তা কর্তৃক অভিশপ্ত
হন, তখন তিনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় দ্রীত
লাভান্তে উত্তম পুত্র সকল পাইয়াছিলেন । ১—১৬ ।
অদ্যাপি সেখানে স্নানান্তে নরনারী সেই অহল্যে-
শ্বরকে অবলোকন করিলে উক্ত দোষ হইতে
বিমুক্ত হয় । ইহাতে সংশয় নাই । বলি ও
বিরোচন, উভয়েই যেভশৈলে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
অমর ও প্রধান বলবান্ হইয়াছেন । রামচন্দ্র
সসৈন্তে রাবণকে সংহার করিয়া সাগরতীরে তক্ত
সংকারে স্বথাবিধি শতরপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । কলতঃ
ভূমণ্ডলে এমন স্থান নাই, যেখানে ব্রহ্মহত
কিবা
ঋষিদেবাদিপ্রতিষ্ঠিত কোন প্রকার লিঙ্গই নাই ।
ভোমরা অপর স্থাপারনিকর পরিহার করিয়া

পুণ্ডরীকঃ শিবঃ সঙ্গা । নিকট। ইব দৃষ্টতে কৃতান্ত-
নগরোপগাঃ । ২০ । দেবি কিং বহনোক্তেন
বর্ণিতেন পুনঃ পুনঃ । প্রভাসকেত্রসারং তু
মার্কণ্ডেয়াজ্ঞমঃ প্রতি । ২১ ।

ইতি জীকালে মার্কণ্ডেয়ৈবমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকো-
নবিংশত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ । ২১৯ ।

বিংশত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি দেবঃ
জৈলোক্যপুঞ্জিতম্ । বুধধ্বজেশ্বরঃ নাম হিতং
দক্ষিণতন্তরা । ১ । যন্তলক্ষ্মণমব্যাক্তং পরং যস্যায়
বিদ্যতে । যোগগম্যমানাত্ম্যং বুধতল্লক্ষসংজ্ঞিতম্ ।
২ । সর্গাচর্য্যময়ং দেবি বুদ্ধিগ্রাহ্যং নিরাময়ম্ ।
বিষতঃপাণিপাৎ ৫ বিবতোহকশিপরোমুখম্ । ৩ ।
তং ৫ দেবং চিরং স্বাপুং বুধতল্লক্ষসংজ্ঞিতম্ ।
পৃথুমকুজ ভরতঃ শশবিক্রিয়ঃ শিবিঃ । ৪ । রামো-
হমরীষো মাতাজ্ঞা দিলোপোহথ ভগীরথঃ । ৫ । সুহোত্রো
রতিদেবস্ত যযাতিঃ সগরস্তথা । ৬ । বোডশৈতে
নৃপা ধতাঃ প্রভাসং কেত্রমাশ্রিতাঃ । বুধধ্বজেশমা-

সর্গলা শব্দরের অর্জনে নিরত হও ; কারণ কৃতান্ত-
নামগ্নিকবিগণকে নিকটবর্তী বলিয়াই বোধ হই-
তেছে । যে রেখি । বারম্বার বলায়—বহু বাগা-
কষরে কল কি ? প্রভাসকেত্রের মাথা সার, তাহা
সেই মার্কণ্ডেয়াজ্ঞমসমীপেই বিরাজমান । ১৭-২১ ।

উনবিংশত্যধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৯

বিংশত্যধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । ইহার দক্ষিণে
বুধধ্বজেশ্বর নামে জৈলোক্যপুঞ্জিত লিঙ্গ বিদ্যমান ।
হে মহাদেবি । পরে সেই তীর্থে যাইবে । যাহা
কল্প ও অব্যক্ত, যাহার পর আর কিছুই নাই,
যাহা যোগগম্য, অনাদি ও অনন্ত, সেই পরব্রহ্মই
বুধধ্বজমূর্তিতে অবাসিত । দেবি । সেই চির
স্থির বুধধ্বজ, বুদ্ধিগ্রাহ্য, নিরাময় ও সর্গাচর্য্যময় ;
উহার সর্গাই পাণি পাদ নেত্র মস্তক যুব বিরা-
জিত । পৃথু, মকু, ভরত, শশবিন্দু, গয়, শিবি,
রাম, অমরীষ, মাতাজ্ঞা, সুহোত্র, রতিদেব, যযাতি,
ও সগর এই বোক্তা জন রাজা প্রভাসকেত্র

রাধ্য যট্টকরিষ্টা দিবং গতাঃ । ৬ । সত্যং বহি
হিতং বহি সারং বহি পুনঃ পুনঃ । অসারে দহ-
সংসারে সারং তত্র শিবার্চনম্ । ৭ । পুনর্জন্ম
পুনমৃত্যুঃ পুনঃ ক্লেশঃ পুনর্জন্ম । অহরহধীভায়ো ন
কদাচিদপীড়নঃ । ৮ । তদাযে চত স সারগ্রাহেরত্য-
মূর্তিলঃ । পরং নিম্নলিখিত্বৈদি ক্রিয়তাং তন্তবার্চনম্ ।
৯ । তত্ চিত্তামণির্গেহে তত্ কল্পজন্মঃ কুলে ।
কুবেরঃ কিঙ্করস্তত্ তত্তির্গত্ শিবে হিতা । ১০ ।
সেয়ং লক্ষ্মীঃ পুরা পুংসাং সেয়ং ভক্তিঃ সমোহিতা ।
সেয়ং শ্রেয়স্করী মূর্তির্ভক্তির্বা বুধতল্লক্ষজে । ১১ ।
পুশ্পৈঃ পঞ্চভিরপ্যত্র পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ । দশা-
নামব্রহ্মদানং কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ । ১২ ।
বুধতন্ত্র দাতব্যো বুধতল্লক্ষসরিধৌ । সর্গ-
পাতকনাশার্থং সম্যগযাত্রাকলেপুভিঃ । ১৩ ।

ইতি জীকালে বুধতল্লক্ষেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
বিংশত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ । ২২০ ।

আশ্রয়পূর্বক বুধধ্বজের আরাধনা করিয়া ধৃত হইয়া-
ছেন ; তাহার বিবিধ যাগযজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ
করিয়াছেন । আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া সার
হিত কথা বলিতেছি, এই অসার দহসংসারে শিবা-
র্চনাই সার । ঘটীষত্বের উত্থানপতনের স্তায়
প্রাণিগণের অহরহঃ জন্ম মৃত্যু জরা ক্লেশ ঘটি-
তেছে, ঘটিবে, কিন্তু এতাদৃশ লিঙ্গ কদাচ হয় নাই
হইবে না । অতএব অবিলম্বেই এই অত্যন্ত
হৃর্ত্তেদ্য সংসারগ্রাহের পরম নিম্নলিখিত বুধধ্বজ
লিঙ্গের আরাধনা কর । শিবে যাহার ভক্তি আছে,
তাহার গৃহে চিত্তামণি, কুলে কল্পপাদপ, আর
কিঙ্করপদে ধনপাত অধিষ্ঠিত ; বুধধ্বজের প্রতি,
যে ভক্তি, নরগণের তাহাই পরম জী, তাহাই আভ-
মত ভোগৈর্গর্হ্য এবং তাহাই শ্রেয়োবিধায়িনী
বিভূতি । মানব পাঁচটা পুশ্প দ্বারাও মহেশ্বের পূজা
করিলে দশটা অবশেষের কলপ্রাপ্ত হয় । সর্গপাপ
বিশুদ্ধি ও যাত্রাকলপ্রাপ্তি কামনায় সেই বুধতল্লক্ষ-
সমীপে বুধত দান কর্তব্য । ১—১৩ ।

বিংশত্যধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২০ ।

একবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়হাদেবি দেবং চ
ঋণমোচনম্ তস্মিন দৃষ্টে ঋণং ন জ্ঞাত্যতাপিত্তসমু-
ত্তমম্ ১ । পিতরম্ পুরা সর্কে দিব্যকেত্রে সমা-
গতাঃ । প্রভাসে তপসা মুক্তাঃ হিতা বর্ষগণান
বহুবা ২ । অগ্নিহোতা বহির্বদঃ সোমপা আজ্যপা-
জ্ঞবা । লিঙ্গং সংস্থাপয়ামানুঃ সর্কে তত্তিপরায়ণাঃ ৩ ।
ততঃ কালেন মহতা তুষ্টিভেদাঃ মহেশ্বরঃ । ততঃ
প্রত্যকতাং গতা বাক্যমেতদুবাচ হ ৪ । পরি-
তুষ্টৌহস্মি ভদ্রং বো ক্রত যন্নস্পিতম্ ৫ ।
পিতর উচুঃ । অস্মাকং দীয়তাঃ বৃত্তিজগত্যস্মিন
স্বয়ং কৃতৈ । দেবাণাং চ ঋণীণাঞ্চ মাহুবাণাং
মহীতলে ৬ । তবান্বেব পরো লোকে সর্কেবাং
পদ্মসম্ভব । আগত্য বর্ণাশ্চত্বার ইহ যে শ্রদ্ধয়া-
বিতাঃ ৭ । শৈতৃকাকু ঋণামুক্তা ভবন্ত গত-
কল্যাণাঃ । ব্যস্তরস্বঃ সুরশ্রেষ্ঠ যেষাং বৈ পিতরো
গতাঃ ৮ । সর্পবাহুবৈধীরা য়ে নাশং
নীতাঃ পিতামহাঃ । অপুত্রা বা সপুত্র বা সপিণ্ডী
করণং বিনা ৯ । ন কৃতানি পুরা যেষামেকো

একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! সেখান
হইতে ঋণমোচন দেবসমীপে গমন করিবে ।
তাহাকে দেখিলে পিতৃমাতৃঋণ পরিশোধ হয় ।
পুরাকালে অগ্নিহোতা, বহির্বদ, আজ্যপ ও সোমপ
পিতৃগণ দিব্য প্রভাসকেত্রে আসিয়া তত্তিমুক্ত
চিত্তে লিঙ্গস্থাপনাতে বহু বহু বৎসর যাবৎ তপস্তা
করিতে থাকেন । তারপর দীর্ঘকালান্তে মহেশ্বর
তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেকগোচর হইলেন এবং
কহিলেন,—আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের
মঙ্গল হউক, যাচা অভিলাষ বল । পিতৃগণ কহি-
লেন,—হে পদ্মসম্ভব । এ জগৎ আপনাই সৃষ্ট,
আপনিই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ; অতএব কৃতলে দেবা-
সুর-লয়গণ মধ্যে আমাদের একটা বৃত্তি নির্দেশ
করিয়া দিউন । চারি বর্ষই যদি শ্রদ্ধাসহকারে
এখানে আসিয়া এই লিঙ্গ দর্শন করে, তবে তাহার
যেন নিম্পাপ দেহে শৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হয় ।
হে সুরশ্রেষ্ঠ ! যাহাদিগের পিতৃগণ ব্যস্তরস্ব
প্রাপ্ত হইয়াছে, কিম্বা সর্প বহি বা বিষ দ্বারা নিহত
হইয়াছে, আর যাহারা অপুত্র বা সপুত্র অবস্থায়
সপিণ্ডীকরণহীন হইয়াছে, যাহাদের উদ্দেশে

দ্বিষ্টানি বোদ্ধব । তথা নৈব বুবাৎসর্গো গোহতা-
শ্চাথ চান্ড্যকৈঃ ১০ । অধাপরে যে চ মৃত্যুঃ
শৌচেন তু বিনাকৃতাঃ । তে চাত্ত তর্জিতঃ সর্কে
প্রযাস্ত পরমাং গতিম্ ১১ । শ্রীভগবানুবাচ
স্বায়া তু সনিলে পুণ্যে পিতৃণাং চৈব তর্পণম্ ।
বে করিব্যক্তি মনুজাঃ পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ ১২ ।
অহং বরপ্রদভেদাং তারয়িষ্যামি তৎকণাৎ । পিতৃন
সর্কার সন্দেহো যদি পাপশতৈর্ভূতাঃ ১৩ । অগ্নি-
তীর্থে নরঃ স্নাত্বা যো লিঙ্গং পূজয়িষ্যতি ।
মুখাভিঃ স্থাপিতং লিঙ্গং স মুক্তঃ শৈতৃকানুগাৎ ১৪ ।
যস্মাৎ দৃণাৎপ্রযুক্তোত্তম অস্ত লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ ।
তস্মায়স্মা কৃতং নাম হেতুস্ত ঋণমোচনম্ ১৫ ।
ঈশ্বর উবাচ । হিরণ্যং মন্তকে দৃষ্ট্বা যঃ স্নাত্তি ঋণমোচনঃ ।
আত্মা বৈ তারিতস্তেন মন্তং ভবতি গোশতম্ ১৬ ।
এব-
মুক্তা স ভগবৎশ্রদ্ধৈবাস্তরধীয়ত । তস্মাৎসর্ক-
শ্রবস্তেন ভদ্রা ভাঙ্গং সমাচরেৎ । পূজয়েত্তদ্বাহনোব
পিতৃলিঙ্গং সুরপ্রিয়ম্ ১৭ ।

ইতি শ্রীকাল্মে ঋণমোচনমাহাত্ম্যাবর্ণনং নানৈক-
বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ২২১ ।

বোড়শেকোদষ্ট ও বুবাৎসর্গ অল্পভিত হয় নাই,
আর যাহারা গো বা অন্ত্যজ জাতি দ্বারা নিহত
হইয়াছে, যাহারা অন্তি অবস্থায় মরিয়াছে, তাহার
সকলেই যেন এখানে তর্জিত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত
হয় ১০—১১ । ভগবান কহিলেন,—যে সকল পিতৃ-
ভক্তিপরায়ণ মানব এখানে পুণ্যজলে স্নানান্তে
পিতৃতর্পণ করিবে, তাহাদিগের পিতৃগণ যদি শত
শত পাশে সমাবৃত্ত হইয়া, তথাপি বরদাতা আমি
তৎকণাৎ তাহাদিগের পরিজ্ঞান করিব ; ইহাতে
সন্দেহ নাই । যে নর অত্র তীর্থে স্নানান্তে
আপনাদিগের স্থাপিত এই লিঙ্গের অর্চনা করিবে,
সে পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হইবে । আর লিঙ্গ-
দর্শনে পিতৃঋণমোচন হয় বলিয়া আমি ইহার “ঋণ-
মোচন” নামকরণ করিলাম । ঈশ্বর কহিলেন,—
যে জন মন্তকে সর্গস্থাপনপূর্বক ঋণমোচন তীর্থে
স্নান করে, এবং পশ্চাৎ সেই সুর্য্যদান করে,
তৎকর্তৃক আত্মা তারিত হয় ; এবং শত গোশানের
কল লব্ধ হয় । হে মহাদেবি ! ভগবান এই কথা
বলিয়া তথায়ই অন্তর্হিত হইলেন । অতএব সেখানে
সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধাহীন ও সুরপ্রিয় পিতৃলিঙ্গের
অর্চনা কর্তব্য । ১—১৭ ।

একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২১ ।

ষাণ্ডিন্যত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্ত্বৈব সংস্থিতং লিঙ্গং কল্পবত্যা
জ্ঞাতিভিত্তম্ । সৰ্বপাপোপশমনং সৰ্বকামকলপ্রদম্ ।
তত্র স্নানো মহাতীৰ্থে লিঙ্গং সংপ্রাপ্য যত্নতঃ ।
বিজ্ঞেত্যো দাপয়েষিত্বং কৃত্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ২ ॥
ইতি ষ্টিকান্দে কল্পবতীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষাণ্ডিন্যত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

দ্রোণোবিংশত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নগাদেবি লিঙ্গং
জৈলোক্যপূজিতম্ । গাজোৎসর্গমিতি ব্যাতং তত্ত্ব
দক্ষিণতঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ যত্র গাজং পরিত্যক্তং বল-
ভয়েন ধীমতা । অষ্টৈশ্চৈব মৰীচৈর্গাধাদৈশ্চ তত্র
সংযুগে ॥ ২ ॥ যত্র তে দ্বাদশাঃ কৌণা বক্ষশাপবলা-
শ্চিনা । এতৎ পুরুষোত্তমং ক্ষেত্রং সমস্তাক্ষয়্যা-
শতম্ ॥ ২ ॥ যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবি স্থিতো পুরুষো-
ত্তম । তদেব বৈষ্ণবঃ ক্ষেত্রং কলৌ পাতকনাশনম্ ॥
৪ ॥ রহস্ত্যঃ পরমং দেবি তীর্থানাং প্রবরং হি

ষাণ্ডিন্যত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন—সেই স্থানেই কল্পবতী প্রতি-
ষ্ঠিত সৰ্বপাপহর সৰ্বকামপ্রদ একটি লিঙ্গ বিদ্যা-
মান। তথায় মহাতীৰ্থে স্নানান্তে সযত্নে উক্ত
লিঙ্গের অতিবেক সন্মানন করিয়া বিপ্রগণকে ধন
দান করিলে মানব সৰ্বপাতক হইতে বিমুক্ত
হয় ॥ ১২ ॥

ষাণ্ডিন্যত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২২ ॥

দ্রোণোবিংশত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি । তারপর
উহার দক্ষিণদিকে অবস্থিত জৈলোক্যপূজিত
গাজোৎসর্গ নামক বিখ্যাত লিঙ্গ সমীপে যাইবে ।
এ স্থানে ধীমান বলভদ্র, এবং অপরাপর মহা
ভাগ যাদবগণ গাজবিসর্জন করিয়াছেন । পূর্বে
ব্রহ্মশাপরূপ সর্প দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যাদবগণ
এ স্থানেই গরুড়ার বুক করিয়া কয়প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন । উহাই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ; উহার পরিমাণ
চতুর্দিকে ষোড়শ যোজন । দেবি । এই স্থানে
স্বয়ং পুরুষোত্তম অবস্থিত । কলিকালে এই পাপ-

তৎ । পূর্বে কৃতযুগে দেবি প্রেততীর্থ ৫ সংস্কৃতম্
কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে গাজোৎসর্গমিতি স্মৃতম্
৫ । ঋণমোচনপার্শ্বে তু মধ্যে তু পাপমোচনাৎ
এতদধ্যং সমাধিত্য যুক্তঃ পাপৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৬ ॥
তত্ত্ব কিং বর্ণ্যতে দেবি যত্রানন্তকলঃ মহৎ
অশ্বমেধসংস্রবী কলঃ স্নানো জ্ঞাপ্যতে ॥ ৭ ॥
যত্রাধঃ সমাসাদ্য সমাধিত্ত্যমানসঃ । যুযোচ
দুস্ত্যজান প্রাণান ব্রহ্মহারেণ কেশবঃ ॥ ৮ ॥ তত্র
নারায়ণং সাক্ষাৎকৃত্য ৫ কল্লগীম্ । পূজয়িত্বা
বিধানেন মুচ্যতে পাতকভয়ম্ ॥ ৯ ॥ তত্র স্নানো
নরো ভক্তা যঃ সন্তপ্যতে পিতৃন । প্রেতহাৎ
পিতরো মুক্তা ভবন্তি ব্রাহ্মণ্যনিনঃ ॥ ১০ ॥ গোরঃ
সুরাপো দুর্ধেধা ব্রহ্মহা গুরুতরগণঃ । তত্র স্নানো
নরঃ সন্তো বিপাপঃ সম্প্রদদ্যতে ॥ ১১ ॥ বাল্যে
বয়সি যৎপাপং বার্কিক্যে যৌবনেহপি বা । অজ্ঞানোজ-
জ্ঞানতো বাপি যঃ করোতি নরঃ প্রিয়ে । তত্র স্নানো
প্রমুচ্যেত তীর্থে গাজপ্রমোচনে ॥ ১২ ॥ তত্র পিণ্ড-
প্রদানে পিতৃণাং জায়তে পরা । তুষ্টির্কর্ষণতঃ
যাবদেতদাহ পুরা হরিঃ ॥ ১৩ ॥ যঃ পুনর্দানদানং
তু তত্র কুর্ধ্যাৎ সমাহিতঃ । তস্তাষয়েহপি দেবোশন

হর বৈষ্ণব ক্ষেত্র পরম রহস্ত ও তীর্থক্ষেত্র । দেবি ।
পূর্বে সত্যযুগে উহা প্রেততীর্থ নামে প্রসিদ্ধ ছিল,
পরন্তু কলিযুগাগমে উহা গাজোৎসর্গ নামে প্রখ্যাত
হইয়াছে । দেবি । সেখানে স্নানাদিতে অনন্ত
কল হয় ; সুতরাং তাহার মাহাত্ম্য আমি আর কি
বর্ণিব ? সেখানে স্নান করিলে সন্ত্রঃ অশ্বমেধের
কল লাভ হয় । এই স্থানেই ভগবান কেশব, অশ্বখ-
মূলে সমাধিস্তম্ভটিতে ব্রহ্মহার দ্বারা দুস্ত্যজ প্রাণ
বিসর্জন করিয়াছিলেন । সেখানে নারায়ণ বল-
ভদ্র ও কল্লগীকে যথাবিধানে অর্চনা করিলে
মানব পাতকভয় হইতে মুক্ত হয় । যে নর তথায়
স্নানান্তে ভক্তিসংকারে পিতৃগণের ব্রাহ্মতর্পণ
করে, তাহার পিতৃগণ প্রেত হইতে বিমুক্ত হয় ।
গোর, সুরাপাণী, ব্রহ্মহা, বা গুরুতরগণামী, দুর্ধিকি
মানবও তথায় স্নান করিয়া সন্তোঃ পাপমুক্ত হয় ।
বাল্যে যৌবনে, বার্কিক্যে, অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে যে
কোন পাপাচরণ করে, প্রিয়ে । গাজমোচনতীর্থে
স্নান করিলে তৎসমস্ত হইতে বিমুক্ত হয় । সেখানে
পিণ্ডপ্রদানে পিতৃগণের শতবার্হিকী তুষ্টিলাভ
হয় ; পূর্বে হরি এই কথা কহিয়াছেন । আর
সেখানে সমাহিতমনে যে মানব অন্নদান করে,

প্রোক্তো জায়তে নরঃ ১৪ ॥ জীবেদ্যুবাচ। প্রেত-
তীর্থমিতি প্রোক্তং পশ্চাদ্ গাত্ৰবিমোচনম্। বদ মে
দেবদেবেশ প্রেততীর্থস্ত কারণম্। ১৫ ॥ ঈশ্বর
উবাচ। পুণ্যদেবি প্রবক্ষ্যামি প্রেততীর্থস্ত কার
ণম্। ঋক্জুসামবো ভক্ত্যা যুক্তঃ স্তাৎ সৰ্ব-
কিঞ্চিৎ ১৬ ॥ পুরাসীদ গৌতমো নাম মহৰিঃ
শংসিতব্রতঃ। ভৃগুৰূপঃ সমায়াতঃ ক্ষেত্রে প্রাভা-
সিকে শুভে ১৭ ॥ অয়মে চোত্তরে পুণ্যে
জীসোমেশ্বরদীক্ষক্যা। দৃষ্টা সোমেশ্বরং দেবং স্নাত্বা
তীর্থেষু কৃত্বন্নশঃ ১৮ ॥ স গচ্ছন্তীর্থযাত্রায়াং
গাত্বোৎসর্গং ততো গতঃ ১৯ ॥ অথাসৌ ব্রাহ্মণো
দেবি যাবৎ সীমামুপাগতঃ। তাবদ্বিকুপ্রিয়ং তত্র
দদুশৈবৈকবাং বনম্ ২০ ॥ পুরুষোত্তমনামাঢ্যং ক্ষেত্রঞ্চ
ধনুবাং শতম্। তস্মিন্ ক্ষেত্রে স চাপশূন্যং পঞ্চ
প্রোতান্ স্পদাক্রণান্ ২১ ॥ মহাবৃক্ষসমাক্রান্তাহাকায়া
অথোৎকটান্। উরূকেশান্ শলুকর্ণান্ স্নায়ুদন্ড-
কলেবরান্ ২২ ॥ বিমানকধিরায়ন্নানঞ্চ কৃক-
কলেবরান্। দৃষ্ট্বাসৌ ভয়সন্ত্রস্তো বিনষ্টৌহস্ম্যত্যা-
চিত্তয়ৎ ২৩ ॥ ধ্যাত্বাহ স্মৃচিয়ং কালং ধৈর্য্যমাত্মায়

যত্নতঃ। কে যুয়ং বিকৃতাকারী কৃষ্টাঃ পুংসঃ যয়া
পুরা ২৪ ॥ ন কদাচিদ্যথা যুয়ং কিম্বৎ ক্ষেত্র-
মধ্যতঃ। ধাবমানাঃ সূতুঃখার্তা এতয়ে কোতুকং
মহৎ ২৫ ॥ প্রোতা উচুঃ। বয়ং প্রোতা মহাভাগ-
দূরাদিহ সমাগতাঃ। স্নাত্বা তীর্থবরং পুণ্যং প্রবেশ-
ন লভামহে ২৬ ॥ গণৈরন্তর্দ্বানগতৈঃ প্রহরৈর্জ-
জ্বরীকৃতাঃ। লেখকো রোহকশ্চৈব সূচকঃ শীঘ্রগন্তথা ২৭ ॥
অহং পূর্বাষিতো নাম পঞ্চমঃ পাপকৃত্তমঃ ২৮ ॥
গৌতম উবাচ। প্রেতযোনৌ প্রবৃত্তানাম্
কেন নামানি কৃত্বন্নশঃ। যুয়াকং নির্মিতান্তেব-
মেতয়ে কোতুকং মহৎ ২৯ ৥ প্রোতা উচুঃ।
যাচমানস্ত বিপ্রস্ত লিখত্যেব ধরাতলে। শোভনঃ
পঠতে কিঞ্চিৎ তেনাসৌ লেখকঃ স্মৃতঃ ৩০ ॥
দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণভয়াং প্রাসাদমধিরোহতি। ততোহসৌ
রোহকাখোহচ্ছূর্ণ্য বিপ্র তৃতীয়কম্ ৩১ ॥
ইতিঃ বহবোহনেন ব্রাহ্মণা বিস্তমঃসুতাঃ। রাজ্ঞে
পাপেন তেনাসৌ সূচকো ভুবি বিজ্ঞতঃ ৩২ ॥
ব্রাহ্মণৈঃ প্রাধ্যমানস্ত শীঘ্রং ধাবতি নিত্যশঃ। ন

হে দেবেশি! জাহার বংশে কদাচ কেহ প্রেতব্র
প্রাপ্ত না। ১—১৪। দেবী কহিলেন,—হে দেব
দেবেশ! আপনি প্রেততীর্থের গাত্ৰবিমোচন
নামে প্রসিদ্ধির কারণ কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, হে দেব-
দেবেশ! সেই প্রেততীর্থের উৎপত্তিকারণ আমার
নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—শুন দেবি! যানব
ভক্তিসহকারে যাহা শুনিলে সৰ্ব্বপাতক হইতে
যুক্ত হয়, সেই প্রেততীর্থের কারণ বলিতেছি।
পুরাকালে গৌতম নামে এক সংশতব্রত মহৰি
ছিলেন। তিনি একদা পুণ্য উত্তরায়ণকালে
জীসোমেশ্বর দর্শনার্থ ভৃগুরূপ হইতে শুভ প্রভাস-
তীর্থে আগমন করেন। আসিয়া যাবতীয়তীর্থে
অভিষেকান্তে সোমেশ্বরকে দর্শন করিয়া পরে
তীর্থযাত্রাক্রমে গাত্বোৎসর্গ তীর্থের দিকে যাইতে
লাগিলেন। যাইতে যাইতে সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে
সীমার সীমাপ্ত হইয়া এক বিষ্ণুপ্রিয় বন দেখিতে
পাইলেন। উহার নাম পুরুষোত্তম; পরিমাণ
শত ধনুঃ। তন্মধ্যে মহাবৃক্ষারূঢ়, মহাকায় মহোৎ-
কট, উরূকেশ, শলুকর্ণ শিরাব্যাপ্তিশরীর, মাংস-
শোণিতহীন, কৃষ্ণকায়, নর, স্পদাক্রণ পঞ্চপ্রেত
দর্শনে ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া ভাবিলেন যে, আমি তো
বিনষ্ট হইলাম। গিরে সমস্তে ধৈর্য্যধারণে কিয়ৎ

কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—তোমরা কে? পূর্বে
আমি তোমাদের জায় বিকৃতাকার প্রাপী দেখি
নাই! আর এত ক্ষেত্রমধ্যেই বা কি জন্ত
তোমরা হুঃখার্ভভাবে ধাবিত হইতেছ? ইহাতে
আমার মহৎ কোতুক জন্মিতেছে। প্রেতগণ
কহিল,—হে মহাভাগ! আমরা এই পুণ্যতীর্থের
নাম শুনিয়া দূর হইতে এখানে আসিয়াছি। পরন্তু
প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। অদৃষ্ট রক্ষিণের
প্রহারে জজ্বরীকৃত হইতেছি মাত্র। এই লেখক,
রোহক, সূচক, শীঘ্রগ, আর প্রধান পাতকী আমি
পূর্বাষিত নামক। ১৫—২৫। গৌতম কহিলেন,—
প্রেত যোনিতে তোমাদের এই নামকরণ করিল
কে? এ বিষয়ে আমার বড়ই কোতুহল জন্মি-
য়াছে। প্রেতগণ কহিল,—ভূতলে থাকিতে এই
ব্যক্তি প্রাণী ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা লিখিয়া জানাইত,
কিন্তু রাজকীয় উত্তর প্রবদিগকে বলিত না।
এই জন্ত ইহার নাম হইয়াছে লেখক। আর এই
দ্বিতীয় ব্যক্তি যাচক ব্রাহ্মণগণের ভয়ে প্রাসাদে
আরোহণ করিয়া থাকিত; সেই জন্ত ইহার নাম
হইয়াছে রোহক। বিপ্র। এই তৃতীয় ব্যক্তির
কথা শুন। এ ব্যক্তি রাজার নিকট বহু বহু ধন-
বান ব্রাহ্মণের কথা তুলিয়াছে; সেই পাপে ভূতলে
সূচক নামে খ্যাত হইয়াছে। আর এই চতুর্থ

কলাচিদদাতি (যে ভেনাসো) শীতলঃ স্মৃতঃ ৩০।
 ময়া কদরঃ কস্তঞ্চ পর্যুযিতঃ ব্রাহ্মণোত্তমঃ। ব্রাহ্ম-
 ণেভ্যঃ সখা দানং মিষ্টারেন তু পোষণং। তস্মাৎ
 পর্যুযিতোন্ময় সজ্ঞাতোহহং ধরাতলে ৩১।
 গোতম উবাচ। ন বিনা ভোজনেনৈব পরিত্যজ্যে
 প্রাণিত্যে ন জীবতি। কিমাহারা ভবন্তো বৈ বদধ্বাঃ
 মম কৌতুকাৎ ৩২। প্রেতা উচুঃ। প্রাপ্তে
 ভোজনকালে তু যত্র যুক্তঃ প্রবর্ততে। তস্মাৎ
 রসং সর্বং ভুক্ত্বামো ব্রহ্মসন্তমঃ ৩৩। নাহুলিপ্তে ধরা-
 পৃষ্ঠে যত্র ভুক্তিঃ মানবাঃ। ত্রিষ্টশোচা বিজ্ঞেষ্ঠ
 তদস্মাকং তু ভোজনম্ ৩৪। অত্রকালিত-
 পাদন্ত যো ভুক্তো দক্ষিণাযুগঃ। যো বেষ্টিতশিরা
 ভুক্তো প্রেতা ভুক্তি নিত্যশঃ ৩৫। ব্রাহ্মঃ
 সম্পত্তিতে বা চেমারী চৈব রজস্বলা। অন্ত্যজঃ
 শূকরশ্চাভ্যং তদস্মাকং তু ভোজনম্ ৩৬। ত্যক্ত-
 ক্রমাগতঃ বিপ্রঃ পুজিতঃ প্রণিত্যমহৈঃ। যো দানং
 দত্তেহেতুতৈ তস্মৈ চাতুর্ভুচেতসা ৩৭। ততঃ
 দানন্ত যৎপুণ্যং তদস্মাকং প্রজারতে। যস্মিন গৃহে

ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া জ্ঞতবেগে ধাবিত
 হইত কিন্তু কলাচ কাহাকেও কিছুমাত্র দিত না।
 সেই জ্ঞত এ ব্যক্তি ধাবক নামে অভিহিত। আর
 এই পঞ্চম আমি—উত্তম ব্রাহ্মণকেও জ্ঞত পর্যুযিত
 কদর প্রদান করিতাম; আর নিজে উত্তমোত্তম
 মিষ্টার দ্বারা আত্মপোষণ করিতাম। সেই জ্ঞত
 ধরাতলে আমি পর্যুযিত নাম ধারণ করিয়াছি।
 গোতম কহিলেন,—ভূতলে কোন প্রাণীই আহার
 ব্যতীত বাঁচে না; অতএব তোমাদিগের আহার
 কি? তাহা জানিবার জন্ত আমার কৌতুক হই-
 কেছে; অস্মাকে তাহা বল। প্রেতেরা কহিল,—
 হে বিজ্ঞসন্তম! যদি কোথায়ও ভোজন কালে বিবাদ
 আরম্ভ হয়, তবে আমরা সেই অঙ্গের সমুদয় রস
 ভক্ষণ করিয়া থাকি। অনহুলিপ্ত ভূতলে রাখিয়া
 শীলভ্রষ্ট মানবগণ যে ভোজন করে, হে বিজবর!
 তাহাই আমাদের আহার। নরগণ অধোতপনে
 দক্ষিণমুখে, বা বেষ্টিতমস্তকে, যে ভোজন করে,
 প্রেতগণ প্রতিদিন তাহাই ভোজন করিয়া থাকে।
 কুকুর, রজস্বলা, অন্ত্যজ কিম্বা শূকর যদি ব্রাহ্ম বা
 অন্ন রক্ষণ করে, তবে তাহা আমাদের আহার।
 পূর্ণপাকব্রহ্মাগত দানীর ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া যদি
 অন্য ব্রাহ্মণকে দান করা যায়, কিম্বা অজ্ঞান যাহা
 দান কৃত্য হয়, সেই দানকল আমরা প্রাপ্ত হই।

সদোচ্ছিষ্টঃ সখা চ কলহো ভবেৎ। বৈবশ্বেদেববিহীনো
 তু তত্র ভুক্ত্বামহে বয়ম্ ৪১। গোতম উবাচ।
 যুস্মাকং কীদৃশে গেহে প্রবেশো ন চ বিদ্যতে।
 সত্যং বদত মাসত্যং সত্যং সাধু লক্ষতম্ ৪২।
 প্রেতা উচুঃ। বৈবশ্বেদেবোত্তবা যত্র ধুমবন্তিঃ প্রবৃন্ততে।
 তস্মিন গেহে ন চাস্মাকং প্রবেশো বিদ্যতে বিজ্ঞ।
 ৪৩ যস্মিন গৃহে প্রভাতে তু ক্রিয়তে গোপলপনম্।
 বিদ্যাতে বেদনির্বোযন্তজাস্মাকং ন কিঞ্চন ৪৪।
 গোতম উবাচ। কেন কর্মবিপাকে প্রেতঃ
 ব্রহ্মতে নরঃ। এতথে বিস্তরেনৈব যথাবৎ
 মর্হথ ৪৫। প্রেতা উচুঃ। যুগাপহারিপো যে চ
 যে চোচ্ছিষ্টা ব্রহ্মন্তি চ। গোত্রাশ্রয়তাপৈব প্রেতঃ
 তে ব্রহ্মন্তি হি ৪৬। পৈণ্ডিকনিরতা যে চ কুট-
 সাক্যরতা নরঃ। স্তায়পকে ন বর্তন্তে মৃত্যুঃ
 প্রেতা ভবন্তি তে ৪৭। শ্রেয়মুত্রপূরীবাণি যে
 ক্রিপন্তি সয়াবরে। প্রেতঃ তে সমাসাদ্য বিচ-
 রন্তি চ মানবাঃ ৪৮। দীপমানঃ তু বিপ্রাণাং
 গোমু বিপ্রাতুরেষু চ। মা দেহীতি প্রজহন্তন্তে
 চ প্রেতা ভবন্তি চ ৪৯। শূত্রারেনোদরস্থেন যদি
 বিপ্রো জিয়েত বৈ। প্রেতঃ যাত্যসো নুনং যদ্যপি
 স্তাৎ বভ্রবৎ ৫০। যজ্ঞীন হলে বলীবর্দান
 বাহ-ব্রহ্মদসংযুতঃ। অযাবান্তাঃ বিশেষণ স প্রেতো

যে গৃহে উচ্ছিষ্টপাত দীর্ঘকাল থাকে, যেখানে সদাই
 কলহ হয়, কিম্বা যাহা বৈবশ্বেদেবহীন, আমরা সেখানে
 ভোজন করি ৪২—৪১। গোতম কহিলেন,—কি রূপ
 গৃহে তোমাদের প্রবেশ ঘটে না? ইহা সত্য করিয়া
 বল; অসত্য বলিও না, কারণ সাধুজন সমীপে
 সত্যোক্তিই সঙ্গত। প্রেতগণ কহিল,—হে বিজ্ঞ!
 যে গৃহে অহুষ্টিত বৈবশ্বেদেবের ধুমবন্তি দৃষ্ট হয়,
 সেখানে আমাদের প্রবেশ নাই। প্রাতঃকালে যে
 সকল গৃহে উপলপন ও বেদঘোষ হয়, সেখানেও
 আমাদের কোন অধিকার নাই। গোতম
 কহিলেন,—মহাশয় কোন কর্মবিপাকে প্রেতঃ
 প্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা সমস্তই যথাবৎ বল।
 প্রেতগণ কহিল,—যাহারা যুগাপহারী, উচ্ছিষ্টা-
 বহায় গমনকারী, কিম্বা যাহারা গো অথবা ব্রাহ্মণ
 দ্বারা হত হয়, তাহারা প্রেতঃ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ
 বভ্রবন্তা হইলেও যদি উদরে শূত্রার থাকিতে
 মৃত্যু হয়, তবে তাহারও প্রেতঃ হইয়া থাকে। যে
 মৃত মানব অযাবস্তায় হল চালনা করে, কিম্বা তিনি
 বলীবর্দ দ্বারা হল চালনা করায়, সেও প্রেতঃ

জায়তে নরঃ ॥ ৫১ ॥ নাস্তিকো নিম্নকঃ কুস্তো
নিত্যনৈমিত্তিকার্জিতঃ । আক্ষণান যেষ্টি যো নুনং স
প্রোতো জায়তে নরঃ ॥ ৫২ ॥ বিশ্বাসঘাতকো যন্ত
ত্রিবাধে রতঃ । গোয়ো গুরুয়ঃ পিতৃহা স
প্রোতো জায়তে নরঃ ॥ ৫৩ ॥ যন্ত নৈব প্রদত্তানি
একোদ্বিষ্টানি যোড়শ । যন্ত ন বুবাৎসর্গঃ স
প্রোতো জায়তে নরঃ ॥ ৫৪ ॥ এতন্নি সর্গমাধ্যাতঃ
যৎ পৃষ্ঠাঃ স বিজ্ঞোত্তম । ভূয়ো ক্রহি দ্বিজশ্রেষ্ঠ
যন্তস্তি তব সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ গৌতম উবাচ । যেন
কর্ম্মবিপাকেন ন প্রোতো জায়তে নরঃ । তন্মে
বদত নিশেষং কৌতুকং মেহং বিদ্যতে ॥ ৫৬ ॥
প্রোতা উচুঃ । তীর্থযাত্রারতো যন্ত দেবার্চন-
পরায়ণঃ । আক্ষণেযু সলা ভক্তো ন প্রোতো
জায়তে নরঃ ॥ ৫৭ ॥ নিত্যং শূণোতি শাস্ত্রাণি
নিত্যং সেবতি পণ্ডিতান । ব্রহ্মাণ্ড পৃচ্ছতে
নিত্যং ন স প্রোতো বিজায়ত ॥ ৫৮ ॥ এতন্মাৎ
কারণং প্রাপ্তা বয়ং সর্বে সুদূরতঃ । ন শক্লুমে
প্রবেষ্টুং পুণ্যেহস্মিন্ ক্লেজ উত্তমে ॥ ৫৯ ॥ নির্ঝিরাঃ
প্রেক্ষণেন তন্মাত্রং দ্বিজসত্তম । গতির্ভব মহাভাগ
সর্গেবাং নঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬০ ॥ গৌতম উবাচ ।

প্রাপ্ত হয় ! নাস্তিক, নিম্নক, কুস্তোতা, নিত্য
নৈমিত্তিককর্ম্মভাগী, ও আক্ষণদেবী মানবও
প্রোতর লাভ করে । বিশ্বাসঘাতক, ত্রিবাধী,
ত্রিবাধগত, গোয়, এবং গুরুয়, ব্যক্তিই প্রোত হয় ।
যে যন্ত ব্যক্তির উদ্দেশে যোড়শ একোদ্বিষ্ট ও
বুবাৎসর্গ না করা হয়, সেও প্রোতর লাভ করে ।
হে বিজ্ঞোত্তম ! এই তো আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন সমস্ত কহিলাম । হে দ্বিজবর !
তোমার আর যাহা সংশয় থাকে বল । ৪২—৫৫ ।
গৌতম কহিলেন,—যে কর্ম্মের কলে প্রোতর
হয় না, আমার নিকট ততো নিশেষরূপে
বল ; আমার এ বিষয়ে কৌতুক রহিয়াছে ।
যে মানব তীর্থযাত্রার, দেবার্চনাপরায়ণ,
ও সলা আক্ষণভক্ত, সে প্রোত হয় না । যে
জন নিরত শাস্ত্র শ্রবণ করে, নিত্য পণ্ডিতের উপা-
সনা করে, ও ব্রহ্মগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে, সেও
প্রোত হয় না । আমরা এই জন্তই সুদূর দেশ
হইতে এখানে আসিয়াছি, পরন্তু এই উত্তম পুণ্য
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না । এই
প্রোতবাহার আমরা নিকট নির্ঝিরা হইয়া পড়িয়াছি
অতএব হে দ্বিজসত্তম ! আপনি একটু যত্ন করিয়া

কথং বো জায়তে মোক্ষো বদধ্বঃ কুৎসশো যম ।
রূপাবিষ্টচিত্তোহহং যতিব্যো নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥
প্রোতা উচুঃ । প্রভূতকালমাত্রকং প্রোতহে তিষ্ঠতাং
বিভো । ন ততোতি পুমান্ কচ্ছিন্নমাত্রকং যো
গতির্ভবেৎ ॥ ৬২ ॥ তন্মাত্রঃ দেহি নঃ শ্রদ্ধাং গতা
ক্ষেত্রস্ত বৈকবম্ । নামগোত্রাণি চারায় মোক্ষং
যাস্তামহে ততঃ ॥ ৬৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ততোহসৌ
আক্ষণো গতা দয়াবিষ্টো হরের্গৃহম্ । শ্রাদ্ধক প্রদদৌ
তেবামেকৈকস্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬৪ ॥ যন্তযন্ত যদা
শ্রাদ্ধকঃ করোতি দ্বিজসত্তমঃ । স রাত্রৌ স্বপ্ন এতৈর্যনং
দর্শনে বাক্যমববোৎ ॥ ৬৫ ॥ প্রসাদাতব বিপ্রেস্ত
মুক্তোহহং প্রোতযোনিতঃ । স্বস্ত তেহং গমিষ্যামি
বিমানং মে হ্যাপহিতম্ ॥ ৬৬ ॥ এবং সম্ভারিতাত্তেন
চারান্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৭ ॥ অথাসৌ আক্ষণশ্রেষ্ঠঃ
সম্প্রাপ্তে পক্ষ্মে দিনে । প্রদদৌ বিধিপুস্ত্র শ্রাদ্ধকং
পশুযিতম্ ৮ ॥ ৬৮ ॥ অথাপশুত স্বপ্নান্তে প্রাপ্তঃ
পশুযিতঃ নরম্ । দীনবাক্যং পরিষ্কৃতং
নিঃসৃতং মুহুর্হুঃ ॥ ৬৯ ॥ পশুযিত উবাচ ।

জামাদের সকলের গতি হউন । গৌতম কহি-
লেন,—আমি তোমাদের প্রতি রূপাবিষ্টচিত্ত হই-
য়াছি, অতএব কিরূপে তোমাদের মোক্ষ হইবে,
আমাকে সম্পূর্ণ বল, আমি যত্ন করিব, এ বিষয়ে
সংশয় নাই । প্রোতগণ কহিল—বিভো ! আমরা
প্রভূত কাল প্রোতভাবে আছি, কিন্তু এযাবৎ আমা-
দের মোচন করিতে পারে এমন কোন ব্যক্তিই
আমরা পাই নাই ; অতএব তুমি আমাদের জন্ত
বৈকব কেজে যাইয়া নাম গোত্র উল্লেখ সহকারে
শ্রাদ্ধ দান কর, তাহা হইলেই আমরা মোক্ষলাভ
করিব । ঈশ্বর কহিলেন,—তারপর সেই দয়াবিষ্ট
আক্ষণ গৌতম বৈকবকেজে যাইয়া তাহাদের
প্রোতকের উদ্দেশে পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধ করিলেন ।
দ্বিজসত্তম গৌতম যে যে দিন যাহার যাহার জন্ত
শ্রাদ্ধ করিলেন সে সে সেই সেই রাত্রিতে স্বপ্নে
প্রত্যক্ষগোচর হইয়া কহিল,—হে দ্বিজবর !
আমি তোমার প্রসাদে প্রোতযোনি হইতে মুক্ত
হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, আমার বিমান
উপস্থিত ; আমি এখন আইব । আক্ষণশ্রেষ্ঠ গৌতম
এইভাবে চারিজন প্রোতের পরিজ্ঞাপন করিয়া পক্ষ্ম
দিনে পশুযিতের উদ্দেশেও বিধিমত শ্রাদ্ধ দান
করিলেন ; পরন্তু রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখিলেন যে,
পশুযিত আসিয়া উপস্থিত হইল । সে মুহুর্হু

ন মে জাতা গতিবিপ্র মন্দভাগ্যস্ত পাণি-
নঃ। ময়া হতঃ তড়াগার্ধঃ যদ্বিতঃ প্রণী-
কৃতম্ ॥ ১০ ॥ গৌতম উবাচ। কথং তে
জায়তে মোক্ষো বদ শীঘ্রমশেষতঃ। করিষ্যে নাজ
সন্দেহো যদ্যপি স্থাৎ অহুর্লভম্ ॥ ১১ ॥ পরুষিত
উবাচ। অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে গম্বা তীর্থং হরি-
প্রিয়ম্। শ্রীকং স্বং দেহি মে নুনং ততো গতির্ভবি-
য়াতি ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তঃ স বিপ্রে-
স্তেন প্রেভেন বৈ মুনীঃ। অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে
গম্বা তীর্থং হরিপ্রিয়ম্। প্রদদৌ বিধিবদ্ধাঙ্কং ততঃ
পরুষিতায় চ ॥ ১৩ ॥ ততঃ পরুষিতো রাজৌ
স্বপ্নান্তে বাক্যমব্রবীৎ। প্রসন্নবদনো ভূষা দিব্য-
মাল্যবপুর্ধরঃ ॥ ১৪ ॥ পরুষিত উবাচ। মুক্তো-
হং স্বং প্রসাদেন প্রেভভাবাদ্বিজোক্তম্। স্বতি
তেহং গমিষ্যামি বিমানং মে হ্যপস্থিতম্ ॥ ১৫ ॥
দেববধু ময়া প্রাপ্তং সমধোহং বিজোক্তম্। বরঃ
দদামি তে বিপ্র গৃহাণ স্বং বরং শুভম্ ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্মণে চ সুরাপে চ চৌরে ভগবতে তথা। দ্বিকৃতি-

বিহিতা সন্তি কৃতয়ে নান্তি নিকৃতিঃ ॥ ১৭ ॥ গৌতম
উবাচ। যদি দেবো বরোহস্মাকং সমধোহসি বর-
প্রদ। যত্র স্থানে ময়া দৃষ্টাঃ প্রেভা যুগং সূ-
কৃথিতাঃ। তত্রাহং চাশ্রমং কৃষ্য করিষ্যে চোক্তমং
তপঃ ॥ ১৮ ॥ নির্গন্ত্যস্মি গৃহং কুয়ো নাস্তা তীর্থমদং
মহৎ। তত্র যো মানবো ভক্ত্য পিতৃহৃদিক্ত
ভক্তিতঃ ॥ ১৯ ॥ বিধিবদাস্ততি শ্রীকং নাস্তা
সত্তর্প্য দেবতাঃ। যুগং প্রসাদভক্ত্য হৃদয়েহপি
কদাচন। যা কৃষ্যং প্রেভভাবো হি অপি পাণি-
বিতস্তভোঃ ॥ ২০ ॥ পরুষিত উবাচ। গচ্ছ স্বং
চাশ্রমং তত্র কুরু ব্রাহ্মণসত্তম। গমিষ্যসি পরঃ
দিক্শি লোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি ॥ ২১ ॥ তত্র যে
মানবো ভক্ত্য শ্রীকং দাস্ততি সত্তমাঃ। পিতৃণাং তে
বিমানস্থা যাস্ততি ত্রিবিবালয়ম্ ॥ ২২ ॥ ন তেষাং
বংশজঃ কপিচ প্রেভভক্ত্য গমিষ্যতি। প্রাহঃ সপ্ত-
পদাঃ মৈত্রীঃ পতিতাঃ স্বিরবৃদ্ধাঃ ॥ ২৩ ॥ মিত্রতাং
তু পুরস্কৃত্য কিং তথাক্যামি তচ্ছুৎ। তবান্নমদং
পুণ্যং ভবিষ্যতি মহীতলে ॥ ২৪ ॥ সর্বপাণপ্রশ-

নিবাসপরাধ, দীনবচন ও পরিক্রষ্টাকায়। পরুষি-
ত কহিল,—বিপ্র! আমি অতি মন্দভাগ্য পাণী,
আমি তড়াগনিমিত্ত দ্বিগীকৃত বিত্ত অপহরণ
করিয়াছিলাম, সেই জন্য আমার মুক্তি হয় নাই।
গৌতম কহিল,—কি রূপে তোমার মোক্ষ
হয়, শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে বল। তাহা যদি হুঃসাধ্যও
হয়, তথাপি আমি তাহা করিব। ইহাতে সংশয়
নাই। পরুষিত কহিল,—উত্তরায়ণকালে তুমি
হরিপ্রিয় তীর্থে যাইয়া শ্রীক দান কর, তাহা
হইলে নিশ্চয়ই আমার মুক্তি হইবে। এই
কথা শুনিয়া বিপ্রেস্ত গৌতম উত্তরায়ণকালে
সেই প্রেভের সহিত উক্ত হরিপ্রিয় ক্ষেত্রে
যাইয়া পরুষিতের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রীক দান
করিলেন। পরে রাজিকালে পরুষিত প্রসন্নবদন ও
দ্বিবা মাল্যকুচিত দিব্যদেহে স্বপ্নে প্রত্যক্ষগোচর
হইয়া কহিল,—হে বিজোক্তম! তোমার প্রসাদে
আমি প্রেভভাব হইতে বিযুক্ত হইলাম। তোমার
মঙ্গল হউক, আমি এখন যাইব; আমার বিমান
উপস্থিত। হে বিজোক্তম! আমি এখন দেবদ
প্রাপ্ত হইয়াছি, বরদান করিতে সক্ষম; অতএব
তোমাকে বরদান করিব; তুমি শুভ বর গ্রহণ
কর। ব্রহ্মভাতী, সুরাপাশী, চৌর ও ব্রতচ্যুত,—
সাধুগণ ইহাদেরও নিকৃতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু

কৃতয়ের কোথাও নিকৃতি বিহিত নাই। ৫৬—১৭।
গৌতম কহিলেন,—হে বরপ্রদ! তুমি তো বরদানে
সমর্থ; সুতরাং যদি আমাকে বর দান কর, তবে
আমি যেখানে তোমাদিগকে অধঃধিত পঞ্চপ্রেভ-
রূপে অবলোকন করিয়াছিলাম, সেই স্থানে আশ্রম
নির্মাণ করিয়া উত্তম তপস্তা করিব; এবং পরে
এই মহৎ তীর্থে স্নানান্তে গৃহে গমন করিব। যে
মানব সেখানে ভক্তিসহকারে স্নান ও দেবতর্পণ
বিধানান্তে পিতৃগণের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রীক দান
করিবে, তোমাদের প্রসাদে তাহাদের বংশে কেহ
পাপিষ্ঠ হইলেও যেন কদাচ প্রেভ প্রাপ্ত
হয় না ॥ ১৮—২০ ॥ পরুষিত কহিল,—হে ব্রাহ্মণ-
সত্তম! যাও, তুমি সেখানে গিয়া আশ্রম নির্মাণ
কর। তুমি তাহাতে পরম সাধু ও লোকে অখ্যাতি
প্রাপ্ত হইবে। সেখানে যে সকল মানবসত্তম পিতৃ-
গণের উদ্দেশে শ্রীক করিবে, তাহারা বিমানোত্তরে
দিববধামে গমন করিবে। তাহাদের কুলে কদাচ
কেহ প্রেভভাগী হইবে না। স্বিরবৃদ্ধি পতিতগণ
মিত্রতাকে সপ্তপদী অর্থাৎ সপ্ত পদাংশসম্পন্ন
বলিয়া থাকেন। তোমার সহিত আমার সেই
মিত্রতা ঘটয়াছে; অতএব সেই মিত্রতা অনুসারে
তোমাকে যথা বলি, শুন। প্রেভাঃ মহীতলে
তোমার উক্ত আশ্রমপদ পুণ্য, সর্বপাণপ্রশ-

মনঃ সর্বদুঃখবিনাশনম্ । মরীয়া খ্যাতিমায়তু
প্রভতীর্থমিতি প্রভো ॥ ৮৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । তং
তথেষ্ট প্রতিজ্ঞায় গহস্তত্ত্ব বিজ্ঞোত্তম । যথা
বেদোক্তমার্গেণ সৰ্বং কৃত্যং চকার সঃ ॥ ৮৬ ॥
গোহপি স্বর্গমহুপ্রাপ্তো হুঃ পশুযুগিতঃ প্রিয়ে ।
এতৎ সৰ্বং পুরাকৃতং স্থানেহস্মিন্ গোত্রমোচনে ॥ ৮৭ ॥
যঃ শৃণোতি নরঃ সম্যক সৰ্বপাঠৈঃ সমুচ্চতে ।
শ্রমনোপাশ্রমে যোগে যঃ পঠেৎ পুরুষোত্তমম্ ।
গোত্রোৎসর্গে তু গবাসৌ যজ্ঞানুতকলঃ লভেৎ ॥ ৮৮ ॥
ইতি জীকান্দে পুরুষোত্তমতীর্থপ্রভতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নম জয়োবিশ্ণুত্যাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি লিঙ্গ-
মিশ্রপ্রতিষ্ঠিতম্ । পাপমোচননামাচ্যং দক্ষিণে
পুঙ্খবোত্তমাৎ ॥ ১ ॥ ব্রজঃ হুবা পুরা শক্ৰো
ব্রহ্মহত্যাশমযিতঃ । অত্রবীৎ স খবীন্ দিব্যান্
কথমেবাঃ গমিষ্যতি ॥ ২ ॥ ব্রহ্মহত্যা হি হুপ্রেক্ষ্যা
বিবর্ণজননী মম । হৃগ্গচ্চারিণী চৈব সৰ্বভেজো-

সর্বদুঃখহর, এবং মদীয় নামে 'প্রভতীর্থ' বলিয়া
খ্যাতিলাভ করিবে । ঈশ্বর কহিলেন,—বিজবর
গৌতম তাহার নিকট 'তাহাই করিব' বলিয়া স্বীকার
করিয়া সেই স্থানে যাইয়া বেদবিধি মতে সমস্ত কাৰ্য্য
করিলেন । আর সেই পশুযুগিত প্রভেত হুঃ চেষ্টে
স্বর্গ লাভ করিল । প্রিয়ে ! এই আমি গোত্রমোচন
তীর্থের সমস্ত ইতিহাস তোমার নিকট কহিলাম ।
যে মানব ইহা সম্যকরূপে শ্রবণ করে, সে সৰ্বপাপ-
মুক্ত হয় । যে জন শ্রমণে খানেকাদলীতে গোত্রোৎ-
সর্গে যাইয়া পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, সে অমৃত
ইন্দ্ৰের কল প্রাপ্ত হয় । ৮১—৮৮ ।

জায়োবিশ্ণুত্যাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর ইন্দ্র
প্রতিষ্ঠিত পাপমোচন নামক লিঙ্গের স্থানে যাইবে ।
উহা পুরুষোত্তমের দক্ষিণে অবস্থিত । পুরাকালে
শক্ৰ ব্রহ্মহত্যাযুক্ত ব্রহ্মহত্যায় আক্রান্ত হইয়া ঋষি-
গণের নিকট জিজ্ঞাসিলেন যে, এই মদীয় বৈবৰ্ণ্য-
জননী হৃগ্গচ্চারিণী, সৰ্বভেজোহারিণী হুপ্রেক্ষ্যা

বিনাশিনী ॥ ৩ ॥ অথোচ্চুতঃ সুরগণা নারদাদ্যা
মহর্ষয়ঃ । প্রভাসঃ গচ্ছ দেবেশ কেতুঃ পাপহরঃ
হি তৎ ॥ ৪ ॥ তজ্জারায় মহাদেবঃ যোক্ত্যসে ব্রহ্ম-
হত্যায়া । স তথেষ্ট প্রতিজ্ঞায় গতস্তত্ত্ব বরাননে ॥
৫ ॥ লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস দেবদেবস্ত শুলিনঃ ।
তস্ত পূজারতো নিত্যং ধূপগন্ধামুলেপনৈঃ ॥ ৬ ॥
ততোহস্ত গোত্রদৌর্গন্ধ্যং নাশমাশ্রুত্যাগচ্ছত ।
বিবর্ণদ্বং গতঃ সৰ্বং বপুচ্ছাভূতখোত্তমম্ ॥ ৭ ॥ অথ
হুঃমনা হুবা বাক্যমেতদুবাচ হ । অজাগত্য নরো
তক্ত্যা যচ্চেনং পূজয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাধিকঃ
পাপং নাশং তস্ত প্রযাস্ততি । এবমুকা সহস্রাকঃ
প্রহুঃপ্রদিবঃ যযৌ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মহত্যাধিকঃ পুঙ্খ-
মানো দিবোকটৈঃ । গোদানং তত্র দাতব্যং
ব্রাহ্মণে বেদপারগে । ব্রহ্মহত্যাধিকোদার্বঃ তত্র
শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

ইতি জীকান্দে ইন্দ্রেণমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতু-
র্বিংশত্যাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

ব্রহ্মহত্যা কিরূপে অপনীত হইবে ? এই প্রশ্নে
নারদাদি মহর্ষি ও সুরগণ সকলেই তাঁহাকে কহি-
লেন যে, হে দেবেশ ! আপনি প্রভাসকেত্রে গমন
করুন ; ঐ কেত্রে পাপনাশক । সেখানে মহাদেবের
আরাধনা করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইবেন ।
ইন্দ্রও "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিয়া উক্ত
প্রভাস কেত্রে গমন করিলেন । অগ্নি বরাননে !
তিনি সেখানে দেবদেব শিবের লিঙ্গ স্থাপন করিয়া
নিয়ত গন্ধ পুষ্প ধূপ অমুলেপনাদি দ্বারা তাহার
অর্চনা করিতে লাগিলেন । ইহাতে অতি অল্প-
কালেই তদীয় গোত্রদৌর্গন্ধ অপনীত হইল । বিবর্ণতা
দূর হইল, শরীর সুদৃঢ় হইল । তিনি তখন
হুঃমনে কহিলেন,—যে নর এখানে আসিয়া এই
লিঙ্গের অর্চনা করিবে, তাহার ব্রহ্মহত্যাধিক পাতক
বিনষ্ট হইবে । সহস্রাক ব্রহ্মহত্যাধিক হইয়া
এই কথা বলিয়া হুঃ চেষ্টে স্বর্গে গমন করিলে ।
দেবগণ তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন ।
ব্রহ্মহত্যা নিবারণার্থ ঐ স্থানে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে
গো দান ও শ্রাদ্ধস্থাপন করিতে হয় । ১—১০ ।

চতুর্বিংশত্যাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নদাদেবি দেব-
চানরকেশ্বরম্ । তদ্বাহুস্তরঙ্গিতাগে সর্ঙ্গপাতক-
নাশনম্ । তদ্বাহুস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু হে কমনাঃ
শ্রিয়ে ॥ ১ ॥ মধুরা নাম বিখ্যাতা নগরী ধরণীতলে ।
তত্র বিস্ত্রো হস্তবৎপূর্বঃ দেবশর্খোতি বিস্তৃতঃ ।
অগস্ত্যগোত্রো বিদ্বান বৈ স তু দারিद्र্যপীড়িতঃ ॥ ২ ॥
অধাপরোহস্তবস্ত্রতঃ তানুগুরুণবয়োহবিতঃ । তদ্বাহ-
গোত্রো দেবেশি ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ॥ ৩ ॥ অথ
প্রাহ যমো দূতঃ রৌদ্রযুধিশিরোরুহম্ । গচ্ছ তো
মধুরাং শ্রীত্রঃ দেবশর্খাণমানয় ॥ ৪ ॥ অধাগত্য
ততো দূতো গৃহীয়া তত্র বৈ গতঃ । তং দৃষ্ট্বা
যমো নদ্যা প্রাহ দূতং ক্রোধাধিতঃ ॥ ৫ ॥ নায়মানেতু-
মাদিতৌ দেবশর্খা ময়া তব । অস্ত্রেহিতি দেবশর্খা
যন্তমানয় গতাস্বম্ । এনং বিপ্রঃ চ দীর্ঘায়ুঃ নয়
তজ্জাবিলিখিতম্ ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । অধাবীদ-
ব্রাহ্মণো বৈ নাহঃ যাশ্চে গৃহং বিভো । দূরিত্রো-

পঞ্চবিংশত্যাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর
ইহার উত্তরে অবস্থিত সর্ঙ্গপাহর অমরকেশ্বর
দেবের নিকট যাইবে । শ্রিয়ে ! আমি তাঁহার
মাধুর্য্য বর্ণিতছি, তুমি একাগ্রমনে শুন । পূর্বে
ধরাতলে মধুরা নামে বিখ্যাত নগরীতে দেবশর্খা
নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তিনি অগস্ত্য-
গোত্রীয় এবং বিদ্বান; পরন্তু দারিদ্র্যে পীড়িত
ছিলেন । হে দেবেশি ! সেখানে ঐ নামে ঐ
গোত্রোৎপন্ন আরও এক বেদপারগ ব্যক্তি ছিলেন ;
তাঁহারও আকার প্রকার-বয়স ঐরূপই ছিল ।
একদা যম স্বীয় রৌদ্রবেশধর দূতকে আদেশ করি-
লেন যে, ওহে ! তুমি সত্ত্বর মধুরায় যাও, যাইয়া
দেবশর্খাকে লইয়া আইস । আদেশ পাইয়া দূত
যাইয়া দেবশর্খাকে লইয়া গেল । যম সেই দেব-
শর্খাকে দেখিয়া প্রণামপূর্বক দূতকে সজ্ঞোবে
কহিলেন যে, আমি তোকে এই দেবশর্খাকে
অনিতে বলি নাই, সেখানে আর এক দেবশর্খা
আছেন, তিনি কীণায়; তাঁহাকে লইয়া আয় ।
আর অবিলম্বে এই দীর্ঘায়ু বিজকে সেখানে লইয়া
যা । ঈশ্বর কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ তখন কহি-
লেন,—বিভো ! সুরেশ্বর ! আমি দারিদ্র্যে যাব-

গাতিনির্কিণো যাবজ্জীবং সুরেশ্বর । ইতিহে কপরি-
ষ্যামি শেবমায়ুস্তবাতিকে ॥ ৭ ॥ যব উবাচ ।
অকালে নাত্য চায়াতি কশিদ্ভ্রাশ্রণসত্তম । মুহূর্ত্তকাল
নো জীবৎপূর্ণকালেন বৈ ভূবি ॥ ৮ ॥ অতএব হি
মে নাম ধর্ম্মরাজেতি বিজ্ঞতম্ ॥ ৯ ॥ ন বে মুহূর্ত্ত
মে ধেয়াঃ কশিদ্ভিঃ ধরাতলে বিদ্বান্দ্রশরশতৈ-
নাপি নাকালে স্তিরতে যতঃ ॥ ১০ ॥ কুশাগ্রোণাপি
বিদ্বাঃ সন্ কালে পূর্ণে ন জীবতি । তদ্বাহুস্তাঃ স্তির-
শ্রেষ্ঠ যাবদগাতঃ ন লভতে ॥ ১১ ॥ অধাবীদব্রাহ্মণো-
হসৌ যদি প্রেযতে প্রভো । প্রথমেকং যম পুত্রো
যথাবৎকুমারসি ॥ ১২ ॥ ন বুধা জায়তে দেব সাধুনাঃ
দর্শনং কচিৎ । যুযাকং চ বিশেষেণ তদ্বাদেতদ্বাবী-
ম্যহম্ ॥ ১৩ ॥ এতে যে নরকা রোত্রো দৃষ্টভে চ
সুদারুণাঃ । কৰ্ম্মণা তেন কং গচ্ছন্নানবো নরকং
যম ॥ ১৪ ॥ কতিসংখ্যাঃ সুরশ্রেষ্ঠে চ নরকাঃ কিংপ্রমা-
ণতঃ । এতৎসর্বং সুরশ্রেষ্ঠে যথাবৎকুমারসি ॥ ১৫ ॥ যম
উবাচ । শৃণু দেব প্রবক্ষ্যামি যাবন্তো নরকাঃ

জীবন অতীব পীড়িত হইয়াছি, তজ্জন্ত আমি আর
সেখানে যাইব না; এখানে আপনায় কাছে থাকি-
য়াই অবশিষ্ট আয়ু্যকাল অতিবাহত করিব । যম
কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণসত্তম ! অকালে কেহই
এখানে আগমন করে না, আর আয়ু্যকাল পূর্ণ হই-
লেও কেহ ভূতলে মুহূর্ত্তকালও থাকিতে পারে না ।
সেই জন্তই আমার ধর্ম্মরাজ নাম বিখ্যাত আছে ।
ধরাতলে কেহই আমার ধেয়া বা স্তির নাই ।
অকালে শত বাণে বিদ্ধ হইলেও কেহ মরে না,
পরন্তু কাল পূর্ণ হইলে কুশাগ্রের আঘাতেও প্রাণী
প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে । অতএব হে বিপ্র !
যাবৎ তোমার দেহদাহ না হয়, তাবৎকাল
মধ্যেই তুমি ধরাতলে প্রস্থান কর । সেই ব্রাহ্মণ
তখন কহিলেন,—প্রভো ! যদি আমাকে একান্তই
ভূতলে প্রেরণ করেন, তবে আমার একমুখী প্রেরণ
যথাযথ উত্তর প্রদান করুন । হে দেব ! সাধু-
গণের দর্শন, বিশেষতঃ আপনাদের দর্শন কদাচ
বিকল হয় না; সেই জন্তই আমি একথা কহি-
লাম । এই দারুণ রোজ্যকার নরকনিকর দেখা
যাইতেছে, হে যম ! মানব কোন কৰ্ম্মে ইহার
কোন নরক প্রাপ্ত হয় ? আর সমুদ্রের নরকসংখ্যা
কত ? উদাহরণের পরিমাণই বা কি ? হে মুহূ-
র্ত্তে । এই সমস্ত আমার নিকট যথাযথ কুমারসি ॥
১—১৫ । যম কহিলেন,—হে দেব ! অবশ্যক

হিতাঃ। কর্ণা যেন গচ্ছন্ত মানবো বিজসত্তম।
 একবিশং সমাখ্যাতা নরকায়ম মন্দিরে ॥ ১৬ ॥
 যানতান প্রেক্ষসে বিপ্র যজ্ঞমধ্যে ব্যবহিতান।
 শীত্যানান কিতরৈর্থে কৃতরান পাণসংযুতান ॥ ১৭ ॥
 লোহান্তবায়সা যেবাং নেত্রোদ্ধারং প্রকুর্তে।
 এতৈর্ধীরীকিতান্তেব কলত্রাণি হুয়াশ্চভিঃ ॥ ১৮ ॥
 পরেবাং বিজ্ঞানার্জুন সরাগৈঃ পাশিতঃ সদা। কুতী-
 পাকগতানতানথ পত্তসি পাশিনঃ ॥ ১৯ ॥ কুট-
 শাক্যরতা হেতে কটুবাভূনিরতাত্থা। এতে লোহ-
 মদান স্ততান সত্তপান্ পাবকপ্রতান্ ॥ ২০ ॥ আলি-
 ক্তি হুয়াশ্চানঃ পরদাররতাত্থা যে। এতে বৈতরণী-
 মধ্যে পুয়শোণিতসঙ্কুলে ॥ ২১ ॥ যে তিষ্ঠন্তি বিজ-
 শ্রেষ্ঠ সর্বে বিশ্বাসঘাতকাঃ। অসিপত্রবনে ঘোরে
 ভিদ্যন্তে যে তু খণ্ডশঃ। তে নষ্টাঃ শ্মশিনঃ ত্যক্তা
 সংগ্রামে সমুপস্থিতে ॥ ২২ ॥ অজাররাশীন বৈ দীপ্তান
 যে গাহন্তে নরাধমাঃ। শ্মশিহোরতা হেতে তথা
 হেতুপ্রবাদকাঃ ॥ ২৩ ॥ লোহশভুতিরাকর্ণধাক্রমন্তি
 নরাধমাঃ। ক্রন্দমানা বিজশ্রেষ্ঠ উপানদানবজ্জিতাঃ ॥

২৪। অধোমুখা নিবদ্ধা যে বৃক্ষাণ্ডে পাবকোপরি।
 ব্রহ্মহত্যাবিতাঃ সর্গ এতে চৈব নরাধমাঃ ॥ ২৫ ॥
 মশকৈর্বৎকুঠৈঃ কটিকৈর্থে ত্যক্তান্তে বিহ্বলমৈঃ।
 ব্রতভঙ্গরতা হেতে ব্রতিনাঃ চৈব হিংসকাঃ ॥ ২৬ ॥
 কুঠারকণ্ঠিতাঃ হেতে ভুয়ঃ সন্তি তথাবিধাঃ। গো-
 হন্তারো হুয়াশ্চানো দেবব্রাহ্মণনিন্দকাঃ ॥ ২৭ ॥ যে
 ত্যক্তান্তে শৃগালৈশ্চ বৃকৈর্লোহময়ৈর্গুণৈঃ। পরদানৈ-
 চ হন্তারঃ পরদ্রোণাং চ হর্ষকাঃ। আত্মমাসানি যে
 পাশা ত্যক্তন্তি বহুকৃতিভাঃ ॥ ২৮ ॥ ন দত্তময়মেতৈশ্চ
 কদাচিত্তে বিজোক্তম। ক্রবিরঃ যে পিবন্ত্যেতে বস-
 পুয়পরিপ্লুতম্। ব্রাহ্মণানাং বিনাশায় গবামেতে সদা
 হিতাঃ ॥ ২৯ ॥ কুটশাশ্মালিবদ্ধাশ্চ তীক্ষ্ণকণ্টক-
 শীড়িতাঃ। ছিত্রাশেষণসংযুক্তাঃ পরেবাং নিত্য-
 সংজিতাঃ ॥ ৩০ ॥ ক্রকচেন তু ছিদ্যন্তে য ইমে
 বিজসত্তম। অভিক্যানিরতা হেতে স্বধর্মন্ত বিদু-
 যকাঃ ॥ ৩১ ॥ কস্তাবিক্রমকর্তারঃ কস্তানাং জীব-
 ত্তককাঃ। পুরীষমধ্যগা হেতে পচ্যন্তে মম বিকঠৈঃ ॥
 ৩২ ॥ সন্মশৈর্দাক্ষণৈর্জিহ্বা যোবাংপাট্যেতে মুহঃ।
 বাণুলোপনিরতা হেতে মুয়াবাদপরায়ণাঃ ॥ ৩৩ ॥
 যে শীতেন প্রবাধ্যন্তে বেশমানা মুহুর্ভুজঃ। দেবদান-

যতগুলি নরক আছে, আর যে বিজসত্তম! যে
 যে কর্মে মানব সেই নরকে গমন করে, তাহা
 বলিতেছি। আমার এই পুরে একবিশতিসংখ্যক
 নরক আছে। যে বিপ্র! দেখিতেছ, এই যাহারা
 যজ্ঞমধ্যে ব্যবহিত হইয়া মদীয় বিহ্বলগণ কর্তৃক
 শীত্যানান হইতেছে, ইহারা কৃতর পাণসংযুক্ত আর
 লোহমুখ বায়লগণ এই যাহাদিগের চক্ষুঃপাটন করি-
 তেছে, যে বিজ্ঞানার্জুন। এই হুয়াশ্চারা কুভাবে পর-
 দারী ধর্পন করিয়াছে। আর এই যে কুতীপাক
 মধ্যে পাশীদিগকে দেখিতেছ, ইহারা কুটশাক্যরতা
 কটুবাকী ছিল। এই যে হুয়াশ্চারা সত্তপ
 পাবকপ্রভ লোহন্তর সর্বত্র আলিঙ্গন করিতেছে,
 ইহারা পরদারনিরতাহল। আর এই বিজশ্রেষ্ঠ।
 এই যাহারা পুয়শোণিতসঙ্কুল বৈতরণীতে পতিত
 রহিয়াছে, ইহারা সকলেই বিশ্বাসঘাতক। এই ঘোর
 অসিপত্র বনে যাহারা বৎখণ্ডীকৃত হইতেছে,
 ইহারা বৃদ্ধ উপহিত হইলে প্রভুকে পরিত্যাগ
 করিয়া পলাইয়াছিল। আর এই যে নরাধমেরা
 জলন্ত অজাররাশি মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহারা
 শ্মশিহোরত ও হেতুপ্রবর্ত ছিল। এই যে
 নরাধমগণ ক্রন্দন করিতে করিতে লোহশভুসমাকর্ণ
 পর্ব অভিগ্রম করিতেছে, যে বিজশ্রেষ্ঠ। উহারা

উপানদান করে নাই। ১৬—২৪। এই যে নরা-
 ধমগণ বৃক্ষাণ্ডে বিলম্বিত হইয়া পাবকোপরি অধো-
 মুখে বিলম্বিত রহিয়াছে, ইহারা সকলেই ব্রহ্মহাতী।
 আর এই যাহারা মশক মৎস্ক, ও কাকাদি বিহ্বলগণ
 দ্বারা ত্যক্তমান হইতেছে, উহারা ব্রতভঙ্গকারী ও
 ব্রতিহিংসক ছিল। এই যে কুঠার দ্বারা সমাকান্ত-
 জনগণ রহিয়াছে, এই হুয়াশ্চারা গোহাতী ও
 দেবব্রাহ্মণ নিন্দক ছিল। লোহমুখ বৃক ও শৃগাল
 গণ দ্বারা যাহারা ত্যক্তমান হইতেছে, উহারা পর-
 পন্যনারী-হারী। যে পাশিগণেরা দ্ব্যর্থ হইয়া আত্ম-
 মাস ত্যক্ত করিতেছে, যে বিজোক্তম। উহারা
 কদাচ অন্নদান করে নাই। এই যাহারা বস-
 পুয়পরিপ্লুত ক্রবির পান করিতেছে, ইহারা সত্তপ
 গোব্রাহ্মণবিনাশে সমাসক্ত ছিল। এই কুটশাশ্মলি-
 বদ্ধ ও তীক্ষ্ণ কণ্টকে শীড়িত ব্যক্তিরা নিয়ত
 পরজিহ্বাহ্রসদান করিত। যে বিজসত্তম।
 এই যাহারা ক্রকচ দ্বারা পাটিত হইতেছে,
 ইহারা অভিক্য-ভকক ও স্বধর্মদ্রব্যক। এই
 কস্তাবিক্রমী ও কস্তাঘনাশক ব্যক্তিদিগকে
 মদীয় বিহ্বলগণ পুরীষমধ্যে রখিয়া শীড়ন
 করিতেছে। সন্মশ দ্বারা যাহাদের জিহ্বা মুহুর্ভুজঃ

চ হস্তারো ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥ তেষাং শিরসি নিকিণ্ডো ছুরিতারো বিজ্ঞোত্তম । অতোহমী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুংকারয়ন্তি ভৈরবম্ ॥ ৩৫ ॥ যম উবাচ । এবমেতৎসমাখ্যাতং তব সর্বং বিজ্ঞোত্তম । নরকা-
ণাং স্বরূপং তু কর্মণাং বৈ যথাক্রমম্ ॥ ৩৬ ॥ গচ্ছ শীঘ্রং মহাভাগ যাবৎ কাযো ন দৃষ্টে ॥ ৩৭ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । কথং ত্বং সুরশ্রেষ্ঠ মম সর্বং সমাহিতঃ । ন গচ্ছেৎ কর্মণাং যেন নরকং মানবঃ কচিৎ ॥ ৩৮ ॥ সত্যং সপ্তপদং মৈত্রমিত্যাহরুর্জিকোবিদাঃ । মিত্রতাক পুরকৃত্য সমাসাধকুমারীস । ৩৯ ॥ যম উবাচ । প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্যাননরকেষরমুত্তমম্ । যঃ পশুতি নরো ভক্ত্যা নরকঃ স ন পশুতি ॥ ৪০ ॥ স্থাপিতং যয়্যা লিঙ্গং শিবভক্ত্যা যুতেন চ । এতদুচ্চং ময়া প্রোক্তং তব শ্রীতৈ্য বিজ্ঞোত্তম ॥ ৪১ ॥ গোপনীয়ং প্রেষয়েন মম বাক্যানসংশয়ম্ । এবমুক্তস্তদা বিপ্রঃ ত্রয়মেবাবিনিঃ যযৌ ॥ ৪২ ॥ লভা কলেবরং সোহখ বিশ্বস্য পরমং গতঃ । তৎস্মৃত্বা বচনং সর্বং ধর্ম-

আকর্ষিত হইতেছে; উহার সত্যের অপলাপকারী মিথ্যাবাদ-তৎপর । যাহারা শীতহারী শীত্বিত হইতেছে, উহার দেবব, বিশেষতঃ ব্রহ্মবহর্তা । হে বিজ্ঞসত্তম ! উহাদিগের মস্তকে ছুরিভার বিস্তৃত হইয়াছে; তজ্জন্তই উহার ভৈরব রব করিতেছে । হে বিজ্ঞসত্তম ! এই তো তোমার নিকট নরকের ও কর্মের স্বরূপ যথাক্রম সমস্তই কহিলাম । হে মহাভাগ । তুমি শীঘ্র যাও,—যাবৎ তোমার শরীর-সংকার না হয় । ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনি সমাহিত হইয়া আমার নিকট যে কর্মে মানবের কদাচ নরকগতি হয় না, তাহাই সম্পূর্ণ-রূপে বলুন । সজ্জনগণের সপ্তপদ আলাপনেই মিত্রতা হয়; ইহা বৃক্ষমানগণ বলেন; অতএব মিত্রতা পুরস্বারেও আপনি সংক্ষেপে বলিতে পারেন । যম কহিলেন,—প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া যে মানব অনরকেষরকে ভক্তিসহকারে দর্শন করে, তাহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না । আমি শিব-ভক্তিবৃত্ত হইয়া সেই লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি । হে বিজ্ঞোত্তম ! এই তোমাকে শ্রীতিনিমিত্ত শুভ কথা কহিলাম, আমার কথায় তুমি নিঃসংশয়চিন্তে সযত্নে ইহা গোপনে রাখিও । এই কথা শুনিয়া সেই বিপ্র যেচ্ছাই হুতলে আসিলেন এবং বীষদেহে প্রবেশ করিয়া পরম বিশ্বাসিত হইলেন । তিনি এখানে ধর্ম্মরাজের সেই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া

রাজস্ব ধীমতঃ ॥ ৪৩ ॥ গচ্ছা তত্র স নিত্যং বৈ পূজয়ামাস তং প্রভুম্ । যাবজ্জীবং বরারোহে ততঃ সিকিঃ পরাং গতঃ ॥ ৪৪ ॥ তন্ম্যৎ সর্ব-প্রযত্নেন ভক্ত্যা ভববলোকয়ন্ । অপি পাতক-যুক্তোহপি ন যাতি নরকে নরঃ ॥ ৪৫ ॥ অবযুক্ত-কৃৎপণক তু চতুর্দিক্তাং বিধানতঃ । যজ্ঞজ কুলতে শ্রীকঃ সোহখমেধকলং লভেৎ ॥ ৪৬ ॥ কৃৎজিনঃ ভজ্ঞ-দেয়ং ব্রাহ্মণে বেদপারগে । যাবন্তিলানাং সংখ্যানং তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীকাল্পেহনরকেষরমাহাশ্রাবণং নাম পঞ্চ-
বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ভগ্নৈব পূর্বভাগে তু নৈখতে পাপমোচনাং । মেঘেষরেতি বিখ্যাতং সর্ব-পাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ অনাগৃহীতয়ে জাতে শান্তিং তজ্জৈব কারয়েৎ । বাকুলীং বিপ্রমুখো ভাবয়েদুদৈক্যহীম্ ॥ ২ ॥ মেঘৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ লিঙ্গঃ যত্র নিত্যং প্রপূজ্যতে । অনাগৃহীতয়ঃ কিঞ্চিৎ চ তত্র প্রজায়তে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে মেঘেষরমাহাশ্রাবণং নাম ষড়্বি-
বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

প্রতিদিন সেইস্থানে পূজা করিতে লাগিলেন । হে বরারোহে ! সেই বিজ্ঞ যাবজ্জীবন এই ভাবে তাঁহার অর্চনা করিয়া পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । অতএব সর্বপ্রযত্নে ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অব-লোকন করিবে । পাতকী ব্যক্তিও তাঁহাকে দেখিলে নরকগামী হয় না । আগ্নি মার্গের শুক্ল-পক্ষীয় চতুর্দশীতে সেখানে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, সে অবশেষের ফল প্রাপ্ত হয় । সেখানে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কৃৎজিন দান করিবে; তাহাতে ভিল-সমসংখ্যক বৎসর স্বর্গে সপদানে বাস হয় ২৫—৪৭। পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৬ ॥

ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—তাঁহারই পূর্বভাগে নৈখত-কাণে পাপমোচন মেঘেষর নামে বিখ্যাত সর্ব-পাতকনাশন লিঙ্গ বিদ্যমান । অনাগৃহীতয় উপ-স্থিত হইলে সেই স্থলে বুধ্যবিপ্রগণ দ্বারা বাকুলী শান্তি করিবে । তৎকর্মে মহীকে উদকপূর্ণা দ্যান

সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি বলভজ-
প্রতিষ্ঠিতম্। লিঙ্গং মহাপাপহরং গাজ্রো-
সর্গান্তহস্তরে। ১। মহালিঙ্গং মহাদেবি মহাসিদ্ধি-
কলপ্রদম্। বলভজ্রেণ বিধিনা স্বাপিতং পাপ-
ভক্তয়ে। ২। যন্তং পূজয়েত ভক্ত্যা গচ্ছপুণ্যাদিভিঃ
ক্রমাৎ। তৃতীয়ারেবতীযোগে স যোগেশপদং
লভেৎ। ৩।

ইতি শ্রীকান্দে বলভজ্রেণমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
বিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ। ২২৭।

অষ্টাবিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি মাতৃস্থান-
মহন্তমম্। ভৈরবেশেতি বিখ্যাতং সর্বভয়বিনা-
শনম্। ১। চতুর্দশাং বিধানেন কুরুপক্ষে যতাক্র-
বান্। পূজয়েগচ্ছপুণ্যেচ্চ বলিদানৈনস্তথোক্তমৈঃ। ২।
তং পুত্রমিবা যোগিজ্ঞে। রক্ষতি ভূবি মাতরঃ। ৩।

ইতি শ্রীকান্দে ভৈরবেশমাহাত্ম্যগণমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামাষ্টাবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ। ২২৮।

করিবে। যেযপ্রতিষ্ঠিত সেই লিঙ্গ যে দেশে নিত্য
পূজিত হয়, তথায় কদাচ অনারুণিত্য হয় না। ১—৩।
যর্জবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৬।

সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর
গাজ্রোৎসর্গের উত্তরে বলভজপ্রতিষ্ঠিত মহাপাপহর
লিঙ্গস্থানে যাইবে। হে মহাদেবি! সেই মহালিঙ্গ
মহাসিদ্ধিকলপ্রদ। বলভজ পাপবিনাশি নিমিত্ত
উহা স্থাপন করিয়াছেন। যে মানব তৃতীয়া রেবতী-
যোগে গচ্ছপুণ্যাদি দ্বারা যথাবিধি ঈশ্বার অর্চনা
করে, সে যোগেশপদ প্রাপ্ত হয়। ১—৩।

সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৭।

অষ্টবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! তারপর
অমৃতম মাতৃস্থান, ভৈরবেশ নামে বিখ্যাত, সর্ব-
ভয়হর প্রভেদে যাইবে। সংযতাস্থা মানব কৃষ্ণা-
চতুর্দশীতে যথাবিধি গচ্ছ পুণ্য উত্তম বলিদানাদি

একোনিত্রিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি গঙ্গাং
ত্রিপথগামিনীম্। অনরকেশতো দেবি ত্রৈশাভ্যং দিশি
সংস্থিতাম্। ১। স্বয়মুতাং ধরামধাদানীতাং বিষ্ণুমা
পুরা। যাদবানান্ত মুক্তার্থং সর্বপাপোপশান্তয়ে।
২। যন্তত্র কুরুতে নানং কথঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয়াৎ।
শ্রীকর্তৃকং বিধানেন ন স শোচেৎ কৃতাক্রতে। ৩।
ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দদ্যাদ যৎ পুণ্যকলমাধুয়াৎ। তৎ
পুণ্যং প্রাপ্তুগাদেবি কার্ত্তিক্যাং জাহুবীজলে। ৪।
কলৌ যুগে তু সস্ত্রাণ্ডে দূরতং তত্র দর্শনম্। কিং
পুনঃ পানদানন্ত প্রভাসে জাহুবীজলে। ৫।

ইতি শ্রীকান্দে স্বয়মুগঙ্গামাহাত্ম্যাবর্ণনং নামেকোন-
ত্রিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ। ২২৯।

দ্বারা পূজা করিলে যোগিনী ও মাতৃগণ তাহাকে
চুতলে পুত্রবৎ পালন করেন। ১—৩।

অষ্টাবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৮।

উনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! তারপর
অনরকেশের ঈশান-কোণে অবস্থিত ত্রিপথগামিনী
গঙ্গাতীরে যাইবে। ঐ গঙ্গা স্বয়মুতা; সমস্ত যাদব-
গণের পাপশান্তি ও মুক্তির নিমিত্ত পূর্বে বিষ্ণু এই
পাপনাশিনীকে আনয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি
পুণ্যসঞ্চয়শে সেখানে পান ও কোনরকমে যথা-
বিধি পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, তাহাকে আর কৃতাক্রত
নিমিত্ত শোক করিতে হয় না। দেবি! সমগ্র
ব্রহ্মাণ্ড-দান করিলে যে কল, এই জাহুবীর জলে
কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় পানাদি করিলেও সেই কলই
প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিযুগ উপস্থিত হইলে
প্রভাসক্বেত্রেই সেই জাহুবীর দর্শনই দূরত
হইবে; পান দানের আর কথা কি? ১—৫।

উনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৯।

ত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি দেবং
গণপতিপ্রিয়ম্ । তত্রৈব সংস্থিতং সম্যজ্জম্য তত্র
নিয়োজিতঃ ৷ ১ ৷ গন্ধার্য্য দক্ষিণে দেবি ক্ষেত্র-
রক্ষণতৎপরঃ । মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশীং যজ্ঞং পূজয়তে
নরঃ ৷ ২ ৷ দিব্যমোদকনৈবেদ্যোঃ পুষ্পধূপাদিভিঃ
ক্রমাৎ । ন তন্ত জয়িতে বিয়ং যাবৎ ক্ষেত্রে
বসত্যসৌ ৷ ৩ ৷

ইতি শ্রীকান্দে গণপতিপ্রিয়মাহাশ্রাবণনং নাম
ত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২৩০ ৷

একত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদৌর যত্র জাহ-
বতী নদী । পুরা জাহবতীনাম বিকোণী মহিষী
প্রিয়া । অপূচ্ছদর্জুনঃ সাক্ষী বদ বার্ভাঃ কুরুবহ ৷
তত্তাত্ত্বনং শ্রুত্বা অর্জুনো নিবসস্তুতঃ । বাপ
গন্ধাদয়া বাচা ইদং বচনমব্রবীৎ ৷ ২ ৷ পরিত্যক্তা

ত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর
গণপতিপ্রিয় দেবের নিকট যাইবে। হে
দেবি! আমিই তাঁহাকে সম্যক নিযুক্ত করিয়াছি।
তিনি গন্ধার্য্য দক্ষিণতীরে ক্ষেত্র-রক্ষণপরায়ণ
হইয়া অবস্থান করিতেছেন। যে নর মাঘমাসে
কৃষ্ণচতুর্দশীতে দিব্য মোদকনৈবেদ্য-পুষ্প-ধূপাদি
দ্বারা যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করে, পূজক ব্যক্তি
ঐ ক্ষেত্রে যতদিন বাস করে, তিনি কদাচ তাহার
কোন বিয়ং করেন না। ১—৩।

ত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩০ ।

একত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি। তারপর জাহ-
বতী নদী সন্নিধানে যাইবে। পূর্বে বিষ্ণুর জাহ-
বতী নামে এক ভাণ্ডা ছিলেন। সেই সাক্ষী
একদা অর্জুনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—হে
কুরুবহ! বার্ভা বল। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া
অর্জুন মুহূর্ত্তে নিবাস ত্যাগ করিতে করিতে বাপ-
গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—ভয়ে। আমরা সুমহাশ্রা

বয়ং ভয়ে যান্ধবৈঃ সুমহাশ্রাভিঃ । বলদেবস্ত বীরস্ত
সাত্যকেষ্ট মহাত্মনঃ ৷ ৩ ৷ অশ্বেষাং বহুবীরশাং
পাপকর্মাভিমিষণঃ । জিজীবিষুরিহ প্রাপ্তো বাসু-
দেবনিরাকৃতঃ ৷ ৪ ৷ সা শ্রুত্বা তত্ৰুনিধনমর্জুনো
মহাসতী । গন্ধাতীরে সমুৎপাদ্য পাবকং পাবক-
প্রভা । সমুৎফল্য মহাকায়ং নদীতৃষা বিমিষৌ ৷
৫ ৷ সা গৃহীত্বা সতী তত্ৰুর্ভূত্ব সর্বং চিত্তেতদ্বা
প্রবিষ্টা সাগরং দেবি তদা জাহবতী ততঃ ৷ ৬ ৷ না
নারী তত্র দেবেশি ভক্ত্যা স্নানং সমাচরেৎ । তদ-
ন্থয়েহপি কাচিং স্ত্রী ন বৈধব্যমবাধুয়াৎ ৷ ৭ ৷ তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেণ তত্র স্নানং সমাচরেৎ । মরো বা যদি
বা নারী প্রাপোতি পরমাং গতিম্ ৷ ৮ ৷

ইতি শ্রীকান্দে জাহবতীনদীমাহাশ্রাবণনং নামৈক-
ত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২৩১ ৷

ষাঃত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কূপং
ত্রৈলোক্যপুজিতম্ । পশ্চিমে তন্ত তীর্থস্ত পাণ্ডবানাং
মহাত্মনাম্ ৷ ১ ৷ যদারণ্যমমুপ্রাপ্তাঃ পাণ্ডবাঃ পৃথিবী-

বলদেব, সাত্যকি ও অপরাপর যাদগণ কর্তৃক
পরিত্যক্ত হইয়াছি। আমরা পাপকর্মা ও অতি
নিমিষ। তাই বাসুদেব কর্তৃক নিরাকৃত হইয়াও
জীবনধারণ কামনায় এখানে আসিয়াছি। অর্জুনের
মুখে পতিনিধনবান্ধা শুনিয়া সেই শুভা পাবকপ্রভা
মহাসতী জাহবতী গন্ধাতীরে অগ্নি প্রজালিত
করিয়া তাহাতে দেহ বিসর্জনপূর্বক নদী হইয়া
বিনির্গত হইলেন এবং পতির সমস্ত চিত্ততত্ত্ব
লইয়া সাগরে প্রবেশ করিলেন। হে দেবেশি!
যে নারী সেখানে তক্তি সহকারে স্নান করে,
তাঁহার কংশেও কেহ বৈধব্য প্রাপ্ত হয় না। অতঃ-
এব সর্বপ্রযত্নে সেখানে স্নান করিবে। নর বা
নারী যে কেহ সেখানে স্নান করিলে শরবা গতি
প্রাপ্ত হইবে। ১—৮।

একত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩১ ।

ষাঃত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি। তারপর ইহার
পশ্চিমদিকে মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতিষ্ঠিত ত্রৈলোক্য
পুজিত কূপ সমীপে যাইবে। হে মহাদেবি!

তলে। জমমাণ্য মহাদেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ
২। ততস্তে ভবসংস্রজ ককিংকালং সমাহিতাঃ।
গঙ্গা ক্ষেত্রং মহাপুণ্যং ততঃ কৃষ্ণাবীরিদ্ভবঃ। ৩।
ব্রাহ্মণানাং সঙ্ক্ৰান্তি ভূততে ভবতাং গৃহে। দূরে
জলাশয়শ্চৈব ন ভাবন্ত্যন্ত কিঙ্করাঃ। ৪। তন্মা
জলাশয়ঃ কার্য্য আশ্রয়স্ত সমীপতঃ। যত্র নানঃ
করিষ্যামি। যুগ্মকং সন্ধানাদতঃ। ৫। ততস্ত
পাণ্ডবাঃ সর্কে সহিতান্তে বরাগনে। অখনঃস্রজ
তে কুপং জোপদীবাধ্যাপ্রেরিতাঃ। ৬। অখাজগাম
তজ্জৈব ভগবান্ দেবকীভুতঃ। জ্ঞান সমাগতান্ পার্থ
সারাবত্যাঃ সবান্ধবঃ। ৭। প্রহ্ময়েন চ সাধেন
গধেন নিবধেন চ। যুধধানেন রায়েণ চাক্রদেকেন
ধীমতা। ৮। অস্তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈর্বাদর্শৈর্বুদ্ধ-
হর্ম্মদৈঃ। তে সমেত্য যথাস্তায় সমস্তা যত্পূজবাঃ।
৯। ততঃ কথাবসানে চ কশ্মি'শ্চিৎকারবাস্তরে।
বাসুদেবঃ পাণ্ডুভুতমিদং বচনমববীৎ। ১০। যুধিষ্ঠির
মহাবীৰ্য্যো কিং তে কামং করোমাহম্। রাজ্যং ধাত্ত্বঃ
ধনং চাপি অথবা রিপুনাশনম্। ১১। যুধিষ্ঠি উবাচ।
শক্তব্যং যাদবশ্চেষ্ট সর্ককর্ম্মবসংশয়ম্। প্রতিজাতং

পাণ্ডবগণ যখন অরণ্যে আগমন করেন, তখন
ভাঁহার পৃথিবীভ্রমণে প্রস্তুত হইয়া উত্তম প্রভাস
ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সেই মহাপুণ্য ক্ষেত্রে কিয়ৎ
দিবস বাস করিলে পর একদা জোপদী কহিলেন
যে, আপনাদের গৃহে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করেন,
অথচ জলাশয় দূরে, আবার কিঙ্করও নাই; এতদ-
বহুয় আশ্রয়ের সমীপে একটী জলাশয় করা
কর্তব্য;—মহাতে আপনাদিগের প্রসাদে অক্লেশে
জ্ঞান করিতে পারি। অতঃপর পাণ্ডবগণ জোপদীর
বাক্য-প্রণোদিত হইয়া সকলে মিলিয়া সেখানে
একটী কুপ খনন করিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্
দেবকীমন্দন, ইহার বনে আসিয়াছেন শুনিয়া
সবান্ধবে দ্বারবর্তী হইতে আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন। ভাঁহার সহিত, প্রহ্ময়, সাধ, গদ, নিষধ,
যুধধান, রায়, ধীমান চাক্রদেক এবং অপরায়
বুদ্ধ-হর্ম্মদ বাদব বীরগণও আসিয়াছিলেন। সেই
সমস্ত বহুপূজবগণ যথাস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর
আলাপ করিতে লাগিলেন। কথা-প্রসঙ্গে বাসু-
দেব যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাবীৰ্য্য যুধি-
ষ্ঠির! আমি আপনায় রাজ্য, ধাত্ত্ব, ধনলাভ ও
রিপুনাশ ইত্যে কোন কামনা সম্পাদন করিব? যুধি-
ষ্ঠির কহিলেন,—হে যাদবশ্চেষ্ট! আপনি সর্ক-

বদ্ব পূর্কঃ বর্ধৈর্বাদশক্তিঃ প্রিয়ম্। ১২। তরাতি
জিহ্ম লোকেষু যত্র সিধ্য'ত ভূতলে। যদি ভূটে
জগদ্রাধ সর্কদেবনমস্কৃতঃ। ১৩। অবন্তঃ যদি
ভূটৌহসি মম সর্কজগৎপতে। অত্র সারিধ্যমাগচ্ছ
কুপে নিত্যং জনার্দন। ১৪। অজাগতা নরো
যত্র ভক্ত্যা নানং সমাচরেৎ। স যাতু বৈকবঃ
হানং প্রসাদাতব কেশব। ১৫। ঈশ্বর উবাচ।
এবং ভবিষ্যতীতু্যক। তদামন্ত্রা যুধিষ্ঠিরম্। প্রবথৌ
দ্বারকাঃ কৃষ্ণঃ সর্কলোকনমস্কৃতঃ। ১৬। তস্মিন্
শ্রাদ্ধং নরঃ কৃষ্ণা বাজিমেষকল'লাভেৎ। প্রসাদা-
দেবদেবস্ত বিকোরমিততেজসঃ। ১৭। তদর্কঃ
তর্পণেনৈব নানং পাদমবাণুয়াৎ। তন্মাৎ সর্ক-
প্রযত্নেন তত্র শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। ১৮। জৈষ্ঠ্যন্ত
পৌর্ণমাস্তাং যঃ নানং শ্রাদ্ধং করিষ্যতি। সারিজীকৈব
সম্পূজ্য স যাত্তি পয়ঃ পদম্। ১৯। গোদানং
ভিত্র দেয়ং তু সম্যগ্য়দ্বাকলেপ্নুতিঃ। ২০।
ইতি জীকান্দে পাণ্ডবকুপমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম বাজিঃশ-
দধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ। ১৩২।

কর্ম্মই সমর্থ সংশয় নাই; পরন্তু এ বিষয়ে পূর্কে
আপনিই তো প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, বাদশ
বর্ষান্তে প্রিয়ানুষ্ঠান করিবেন। হে জগদ্রাধ!
ভূতলে সর্কদেবনমস্কৃত আপনি ভূটে থাকিলে
এমন কিছু নাই, যাহা সিদ্ধ না হয়। হে সর্ক-
জগৎপতি জনার্দন! যদি অবন্তই মৎপ্রতি ভূটে
হইয়াছে, তবে আমার এই কুপে নিত্য সন্নিহিত
হউন। হে কেশব! যে নর এখানে আসিয়া
ভক্তিপূর্ক জ্ঞান করিবে, সে যেন তোমায়
প্রসাদে বৈকব হান প্রাপ্ত হয়। ১—১০।
ঈশ্বর কহিলেন,—সর্কলোকনমস্কৃত কৃষ্ণ তখন
“তাহাই হইবে” বলিয়া আমন্ত্রণপূর্ক দ্বারকায়
প্রস্থান করিলেন। ধানব সেখানে শ্রাদ্ধ করিলে
অমিততেজা দেবদেব বিকুর প্রসাদে অখমেধের
কল প্রাপ্ত হয়। তর্পণে ইহার অর্ক কল এবং
জ্ঞানে পাদমাত্র কল লাভ হয়। অতএব সর্কপ্রযত্নে
সেখানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। জৈষ্ঠ্যমাসের পৌর্ণ-
মাসীতে সেখানে নান ও শ্রাদ্ধ এবং সারিজীর
অর্চনা করিলে মানব পরমপথ প্রাপ্ত হয়। সম্যক
যাজ্ঞিকপ্রাধিগণের পক্ষে সেখানে গোদান
কর্তব্য। ১১—২০।

বাজিঃশতধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩২।

ত্রয়স্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব পূজয়েদেব পঞ্চ লিঙ্গানি
ভাবিতঃ । প্রতিষ্ঠিতানি দেবেশি পাণ্ডুরৈশ্চ
মহাভক্তিঃ ১১ । যন্তান পূজয়েত ভক্ত্যা স মুক্তঃ
পাতকৈর্ভবেৎ ১২ ।

ইতি স্ক্রীকান্দে পাণ্ডবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়স্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ১৩৩

চতুস্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূঢ়াদেবি ভীর্ণ
দৈলোক্যবিজ্ঞতম্ । দশাশ্বমেধিকং নাম মহাপাতক-
নাশনম্ ১১ । বাজিমেধৈঃ পুরা চেষ্টে দশতিস্ত্র
তামিহি । ভরতেন সমাগত্য মরীচৈঃ ক্ষেত্রমহুস্তমম্ ২
২ । তত্র তপ্তঃ সহস্রাধিকঃ সোমনাথেন ভামিনি
কুপণাঃ খানপাটৈশ্চ দক্ষিণাভিধিজাতয়ঃ ৩০ । অথো-
চুত্রিশদশাঃ সর্ষে সূপ্রোক্তা ভরতং নৃপম্ । তুষ্টাস্তব
মহাবাহো যজ্ঞৈঃ সন্তপ্তিতা বয়ম্ । বরং কুর্বাণ রাজেন্দ্র
বন্তে মনসি বর্ততে ৪ । রাজোবাচ । অত্রাগত্য

ত্রয়স্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! এই স্থানেই মহাত্মা
পাণ্ডবগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঞ্চলিঙ্গ পূজা করিবে।
যে নর ভক্তির সহিত এই লিঙ্গপঞ্চকের পূজা করে,
তাঁহার সর্ব পাপ হইতে মুক্তি হয় । ১—২ ।

ত্রয়স্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৩ ।

চতুস্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর ত্রিলোক-
বিজ্ঞত মহাপাতকহর দশাশ্বমেধিক ভীর্ণে গমন
করিবে। পুরাকালে ভরত রাজা এই ক্ষেত্রের
ঈশ্বরভক্তি বোধে এখানে আগমনপূর্বক দশটি অশ্ব-
মেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে সোমনাথ ও
সহস্রাধিক পরম পরিভূক্ত হন। খাদ্য পেয় দ্বারা
কীনগণ এবং দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ পরিভূক্ত
হন। অনন্তর দেবগণ ক্রীত হইয়া ভরত নর-
পতিকৈ বলিলেন,—হে মহাত্মা! তোমার যজ্ঞ
দ্বারা আমরা ভূষ্ট হইয়াছি। হে রাজেন্দ্র! তোমার
মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন,—

নরো ভক্ত্যা যঃ স্নানং কুরুতে নরঃ । দশানামশ্ব-
মেধানাং সপ্রাপ্নোতু কলং শুভম্ ৫৭ । দেবা উচুঃ ।
দশানামশ্বমেধানাং ব্রহ্মণা কলমাপ্নোতি । দশাশ্ব-
মেধিকং নাম ভীর্ণমেতদ্ব্যহীতলে । ধ্যাতিং যান্তিতি
রাজেন্দ্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ৬০ । ঈশ্বর উবাচ ।
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থঃ প্রথ্যাতং বরগীতলে । দশাশ্ব-
মেধিকমিতি সর্ষপাপপ্রণাশনম্ ৬১ । ঐশ্রবাক্ষণ-
মাম্রিত্য গোমুখাদাশ্বমেধিকম্ । অত্রান্তরে মহাদেবি
শিবক্ষেত্রঃ বিহর্বুধাঃ ৬২ । সর্ষপাপহরং দিব্যং
স্বর্গসোপানসন্নিভম্ । সপাদকোটিভীর্ণানাং স্থানং
তৎপরিকীৰ্ত্তিতম্ ৬৩ । প্রাণত্যাগে কৃতে তত্র
শিবলোকে চ মোদতে । ত্রিধাক্ষ্যোনিগতাঃ পাপাঃ
কোটপক্ষিযুগাদয়ঃ ৬৪ । তেহপি যান্তি পরং
স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ । তিলোদকপ্রদানেন
মাতৃকাঃ পৈতৃকাস্তথা ৬৫ । পিতরস্তস্ত তৃপান্তি
যাবদাকৃতসংগ্রহম্ । তজ্জেষ্টা ব্রহ্মণা পূর্যমসম্ভ্যাতা
মথোক্তয়াঃ ৬৬ । শক্চ দেবরাজস্বঃ তজ্জেষ্টা
সমবাণুবান। কার্ত্তবীৰ্য্যেণ তত্রৈব কুং যজ্ঞশতং
পুরা ৬৭ । এবং তৎপ্রবরং স্থানং ক্ষেত্রগর্তাস্তিকং
প্রিয়ে । যুতানাং তত্র জন্তুনামপুনর্ভবদায়কম্ ৬৮ ।

এখানে আসিয়া যে নর ভক্তিপূর্বক স্নান করিবে,
সে দশাশ্বমেধকল প্রাপ্ত হোক। দেবগণ কহি-
লেন,—তাহাই হইবে। অত্রাগত ব্রহ্মলীল নর
দশাশ্বমেধের ফল লাভ করিবে। অপিচ এই ভীর্ণ
দশাশ্বমেধিক নামে ভূতলে প্রসিদ্ধ হইবে নিশ্চয়ই।
ঈশ্বর কহিলেন,—তখন হইতে এই ভীর্ণ দশাশ্বমেধিক
নামে প্রথ্যাত হইল। গোমুখের পূর্বে ও আশ্ব-
মেধিকের পশ্চিমে এই ভীর্ণ অবস্থিত। হে মহা-
দেবি! এই ভীর্ণের মধ্যস্থলেই এক দিব্য স্বর্গ-
সোপানসন্নিভ সর্ষপাপহর শিবক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র
সপাদ কোটি ভীর্ণের আশ্রয় বলিয়া পণ্ডিতগণের
অভিমত। ত্রিধাক্ষ্যোনিগত কোট পক্ষী যুগাদি
পাপিগণ এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে শিবলোকে
গিয়া বিহার করে। তাহারা মহেশ্বরসন্নিহিত
স্থানে নিয়তই বাস করিতে পারে। এখানে
তিলোদক দানে পিতৃমাতৃবংশীয়গণ প্রলম্ববধি
পরিভূক্ত হইয়া থাকে। পূর্বে ব্রহ্মা এই স্থানে
অসংখ্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইখানে যজ্ঞ
করিয়াই ইন্দ্র দেবরাজস্ব লাভ করেন।
পূর্বে কার্ত্তবীৰ্য্যস্বনও বোধায় শত যজ্ঞ করি-
তান করেন। প্রিয়ে! এইক্ষেত্রে ক্ষেত্রগর্ত

বৃষোৎসর্গস্ত যন্তঃ কুর্ধ্যাৎ ভাবিতাশ্চবান । যাবন্তি
বৃষরোমাপি ভাবৎ স্বর্গে মরীযতে ॥১৫॥

ইতি শ্রীকাল্পে দশাশ্বমেধমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামচতুস্ত্রিংশ-
দধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পঞ্চেন্নিক্রম্যমহস্ত-
মম্ । শতমেধং সহস্রমেধং কোটিমেধমিতি ক্রমাৎ ॥১॥
দক্ষিণে শতমেধস্ত শতযজ্ঞকলপ্রদম্ । কাৰ্ত্তবীৰ্য্যোণ
তত্রৈব কৃতঃ যজ্ঞশতং পুরা ॥ ২ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য
মহালিঙ্গং সৰ্বপাতকনাশনম্ । মধ্যভাগেহত্ৰ
যজ্ঞিণঃ কোটিমেধেতি বিজ্ঞতম্ ॥ ৩ ॥ তত্রেষ্টা
ব্রহ্মণা পূৰ্ণং কোটিসংখ্যা মথোক্তমাতা । সংস্থাপ্য
তু মহাদেবং শকরং লোকশকরম্ ॥ ৪ ॥ তন্ত
উত্তরভাগস্থং সহস্রকৃতুসংখ্যকম্ । শক্ৰস্ত দেব-
রাজোহপি সহস্রং যষ্টবান্ কৃতুন ॥ ৫ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য
মহালিঙ্গং দেবানামাদিদৈবতম্ । গন্ধপুষ্পাদি-
বিধিনা পঞ্চাশ্বতরসৌন্দর্যকৈঃ ॥ ৬ ॥ স প্রাপ্তুয়াৎকলং
দেবো লিঙ্গানমোস্তবং ক্রমাৎ । গোদানং তত্র
দেয়ং তু সমাগ যাত্ৰাকলেপ্পুতিঃ ॥ ৭ ॥ দশলক্ষাণি

সম্মিহিত স্থান উত্তম হইয়াছে । ইহা অজ্ঞাত্য মৃত-
জন্তুগণের অপূনর্ভবনাধিক । যে ভাবিতাশ্চানর এই
স্থানে বৃষোৎসর্গ করে, বৃষরোমসমসংখ্যক কাল
তাহার স্বর্গবাস হয় । ১—১৫ ।

চতুস্ত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—এখানেই শতমেধ, সহস্রমেধ
ও কোটিমেধ নামক উত্তম লিঙ্গত্রয় দর্শন করিবে ।
দক্ষিণে শতযজ্ঞকলপ্রদ শতমেধ ; কাৰ্ত্তবীৰ্য্যাজ্ঞ
এখানে পাপহর মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া শতযজ্ঞ
করিয়াছিলেন । মধ্যভাগে বিখ্যাত কোটিলিঙ্গ ;
পূর্বে ব্রহ্মা লোকশকর শকরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই
স্থানে কোটিযজ্ঞ করিয়াছিলেন । উহার উত্তর-
স্থানই লিঙ্গ সহস্রমেধ নামে বিখ্যাত । দেবরাজ
ইন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
ক্রমান্বয়ে যজ্ঞ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । যে অর গন্ধ-
পুষ্পাদি ও পঞ্চাশ্বতরস জারা এই লিঙ্গার্চনা
করে, তাহার লিঙ্গনাথের অরূপ সংখ্যক কল

ভীর্ণানঃ তত্র তিষ্ঠন্তি ভামিনি । লিঙ্গত্রয়ং তথা
মধ্যে সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে শতমেধাদিলিঙ্গত্রয়মাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম পঞ্চত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ততো গচ্ছন্নহাদেবী দুর্কাসাদিত্যমুত্তমম্ ।
যত্র দুর্কাসনা তপ্তঃ তপো বর্ষসহস্রকম্ । নিরাহারো
জিতাহারঃ সূর্য্যারাদনতৎপরঃ ॥ ১ ॥ এবং কালেন
মহতা দিব্যতেজা জনাধিপঃ । প্রভাক্ষং দর্শনং গম্বা
প্রাহ সূর্য্যো মহাসুনিম্ ॥ ২ ॥ সূর্য্য উবাচ । মা
ব্রহ্মন্ সাহসং কাযীরয়ং বরয় সূর্য্যত । অশ্রাপ্য-
মপি দান্তামি যন্তে মনসি বর্জতে ॥ ৩ ॥ দুর্কাসা
উবাচ । প্রসন্নোঽস্মি মে দেব বরার্থো যদি বাপ্যমম্ ।
অত্র স্থানে বরা স্বেদ্যং যাবন্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ৪ ॥
দুর্কাসাদিত্যনায়াত্র লোকে খ্যাতিকং গচ্ছতু । বরা
প্রতিষ্ঠিতা যা তু প্রতিমা তব সুলক্ষনী ॥ ৫ ॥ তস্তাং

লাভ হইয়া থাকে । সম্যক যাত্ৰাকলেপ্পু ব্যক্তি এই
স্থানে গোদান করিবেন । যে ভামিনি । দশলক্ষ-
ভীর্ণ এই স্থানে বিরাজিত । উক্ত লিঙ্গত্রয় সৰ্ববিধ
পাতকনাশক । ১—৮ ।

পঞ্চত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
দুর্কাসাদিত্যসমীপে গমন করিবে । এই স্থানে
দুর্কাসা সূর্য্যারাদনতৎপর হইয়া নিরাহারে জিতা-
হারে সহস্রবর্ষ তপস্তা করিয়াছিলেন । সুনি এইরূপ
বহুতপস্তা করিলে দিব্যতেজা জনাধিপ আদিত্য
তাহার সাক্ষাৎ হইয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! সাহস
করিও না ; বরগ্রহণ কর । তোমার বাহা অতি-
কৃতি এমন কি তাহা অশ্রাপ্য হইলেও আমি
তোমাকে প্রদান করিব । দুর্কাসা বলিলেন,—হে
দেব । আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়াছেন,
এবং আমি যদি বরার্থ হই, তাহা হইলে
আপনি যাবৎ মেদিনী, এই স্থানে বাস
করুন এবং দুর্কাসাদিত্য নামে লোকে
প্রসিদ্ধ হইউন । আর আমি যে এই আপনার
সুলক্ষনী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলাম, এই প্রতিমা

সান্নিধ্যমেবাত তব ধ্বংস জগৎপতে। সান্নিধ্যং
কুরুতাং চাত্ৰ যমুনা হৃহিতা তব। স্বংস্তুত্ব মহাতেজা
ধর্মরাজো মহাবলঃ ৬। স্বর্ঘ্য উবাচ। এতৎসর্গঃ
মুনিশ্রেষ্ঠ যদ্যোক্তঃ সত্ত্ববিষয়তি। তীর্থানাং কোটি-
রজা চ গঙ্গাদীনাম্ মহামুনে ৭। আগমিষ্যতি
তে স্থানং নিশ্চিতং বচনায়ম। অত্র স্থানে ময়া
ব্রহ্মন স্বাতব্যং সহ দৈববীতঃ ৮। আদিত্যানাং
প্রভাবৈত্ব ব্রহ্মাণ্ডোদয়মাসিনাম্। তেবাং মালাস্বা-
সংযুক্তঃ স্থাস্তে চাত্ৰ মহামুনে ৯। সবিভূগাং
সহস্রৈশ্চ দৃষ্টেনৈব তু যৎকলম্। তৎকলং কোটি
তপিতং হুর্কাসাদিত্যদর্শনাম্ ১০। লপ্যন্তে
প্রাণিনঃ সর্বশ্চ বক্তাকোটিকলং তথা। এবমুকা তদা
স্বর্ঘ্যঃ সন্মার জনয়ান্নিজান্। তথা চ ধর্মরাজনং
সর্বপ্রাণিনিয়ামকম্ ১১। স্মৃতমাত্রা তত্র ভিষা
পাতালভলমুদযযৌ। সা নদীকাক্ষী দেবী তীর্থ-
কোটিসমধিতা ১২। যমচ তত্র ভগব ন কালদণ্ড-
ধরত্বদা। উচুতঃ প্রমদোপেতো স্বর্ঘ্যঃ ভুবনসাক্ষি-
ণম্ ১২। যম উবাচ। আজ্ঞাপয়তু মাং দেবো
যমুনাম্ চ জগৎপ্রভুঃ। কার্য্যং যতাবিনেহিৎসু তৎ
করিষ্যে ন সংশয়ঃ ১৪। স্বর্ঘ্য উবাচ। অত্র

ক্ষেত্রে স্বরূপেণ স্বাতব্যং বচনায়ম। পানিনাং
প্রাণিনাং চাত্ৰ রক্ষা কার্য্যং প্রথিততঃ ১৫। স্বর্ঘ্য-
ভক্তাঃ সদা রক্ষ্যা ব্রাহ্মণা গৃহমেধিনঃ। স্বং চাপি
যমুনে চাত্ৰ কোটিতীর্থেন সংযুতা ১৬। বস স্বং
ভব স্ত্রীত্যা স্থানে হুর্কাসসোভবে। ইত্যেবমুকা
দেবেশস্তত্র 'হুর্কাসসোভবিত্তিকে ১৭। পশুতাং
সর্বদেবানামন্তর্ধানমগাং প্রভুঃ। হুর্কাসাভ তদা
হুটৌ যাবৎ পশুতি কাশ্মমম্ ১৮। তাবৎ পাতাল-
মার্গেণ যমুনা প্রাণুয়াভবৎ। যমচ ভগবান্তত্র
দৃষ্টঃ ক্ষেত্রপুরুষকৃৎ ১৯। ঈশ্বর উবাচ। ইখং
সমভবস্তত্র যমুনোত্তেদমন্তমম্। কুণ্ডমাদিত্যতো
যাম্যো হুর্কুভিত্তত্র পূর্নতঃ ২০। ক্ষেত্রপালো
মহাদেবি যতো হুর্কুভিনিঃসনঃ। তত্র স্নান্বা মহা-
কুণ্ডে যঃ সন্তর্পয়তে পিতৃন ২১। দশ বর্ষাণি
পঞ্চৈব তপ্তিঃ যান্তি শিতামহাঃ। শিওদানেন দন্তেন
পিতৃণাং তুষ্টিমাবহেৎ। নরকে তু হিতানাং মুক্তি-
র্ভূয়স সংশয়ঃ ২২। মাঘে মাসি সিতে পক্ষে
সপ্তম্যাং সংযতাস্তবান্। হুর্কাসার্কক সপ্তম্যা
যুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ২৩। স্নান্বা তু যমুনাকুণ্ডে
মাঘে মাসি মানবঃ। পূজয়েত্তক্তিভাবেন রবিং

আপনি সান্নিধ্য করুন। আপনার হৃহিতা যমুনা এবং
পুত্র মহাতেজো ধর্মরাজ ইহাতে সান্নিধ্য করুন।
স্বর্ঘ্য বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি যাগ বলিলে তৎ
সমস্তই হইবে; এতদ্ব্যতীত গঙ্গাদি কোটিতীর্থ,
আমার বাক্যে তোমার এই স্থানে আগমন করবে।
হে ব্রহ্মন! ব্রহ্মাণ্ডোদয়বাসী আদিত্যগণের
প্রভাবের ও মহিমার দেবতাগণের সহিত এইস্থানে
অবস্থান করিব। সহস্র সবিভা দর্শন করিলে যে
কল হয়, এই হুর্কাসাদিত্য দর্শন করিলে তাহার
কোটিগুণ কল লাভ হইবে। প্রাণিগণ এখানে
কোটি যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া স্বর্ঘ্য
নিজ জনয় ও সর্বপ্রাণিনিয়ামক ধর্মরাজকে স্মরণ
করিলেন। স্মরণ করিয়া মাত্র দেবী যমুনা কোটি-
তীর্থের সহিত নদীরূপে পাতালভল হইতে ঐ স্থানে
উৎসর্গিত হইলেন। কালদণ্ডের যমও ঐ স্থানে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরস্পর প্রমদোপেত
যম-যমুনা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভুবনসাক্ষী
সবিভাক্ষ বলিতে লাগিলেন। যম বলিলেন,—
হে জগৎপ্রভো! তবিকার্য্য যাগ আমাদিগকে
নিশ্চয়ই করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।
স্বর্ঘ্য বলিলেন,—এই ক্ষেত্রে আমার বাক্যে তোমা-

দিগকে অবস্থান করিতে হইবে। তোমরা এই
স্থানে যতপূর্বক পাণ্ডিগিরের রক্ষা বিধান কর;
যে হেতু স্বর্ঘ্যভক্ত গৃহমেধী ব্রাহ্মণগণ সর্বদা রক্ষা-
গীয়। হে যমুনে! তুমি কোটিতীর্থযুক্ত হইয়া
প্রীতি সহকারে এই হুর্কাসোভব তীর্থে বাস কর।
ভগবান্ সবিভা হুর্কাসার সমীপে এই কথা বলিয়া
সর্বদেবসমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর হুর্কাসা
হুট হইয়া যেমন স্বীয় আশ্রম অবলোকন করিলেন,
অমনি পাতাল মার্গ হইতে যমুনা উপনীত হইলেন।
যমও ঐ স্থানে হুর্কাসা কর্তৃক ক্ষেত্রপূর্ণপে হুট হই-
লেন। ১—১১। ঈশ্বর করিলেন,—এইরূপে আদি-
ভ্যের যামাদিগ্ভাগে যমুনোত্তেদ নামক কুণ্ড, আর
পূর্বদিকে হুর্কুভি নামক ক্ষেত্রপাল অবস্থিত। এই
হুর্কুভি হইতে হুর্কুভি খন নির্গত হয়। এই কুণ্ডে স্নান
করিয়া যে পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, শিতামহ-
গণ পঞ্চদশ বর্ষ তাহার প্রতি তুষ্ট হন। এখানে শিও-
দান করিলে পিতৃগণের তুষ্ট হয়। তাঁহারা নরকে
হইলেও তাঁহাদের মুক্তি অবশ্যতাবিনী। বাই-
মাসের শুক্লসপ্তমীতে সংযতাস্তা নর হুর্কাসাদিত্যের
পূজা করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। বৈশাখ
মাসে মানব যমুনাকুণ্ডে স্নান করিয়া গগনমণি রবিকে

পূজ্যকৃষ্ণাৎ ২৪ । পঠেৎ সহস্রঃ নান্যঃ তু
দুর্কাসাদিত্যস্মিথো । যথাসামুচ্যতে জ্ঞান্বদ্যপি
ত্রয়স্রঃ নরঃ ২৫ । সর্বমঙ্গলমঙ্গল্য সৰ্বপাণ-
প্রপাশনম্ । দুর্কাসাদিত্যনামানং সূৰ্য্যং কো হ ন
পূজয়েৎ ২৬ । ন তদন্তি তয়ঃ কিঞ্চিদ্বদন্তেন ন
শাম্যতি । বর্শনেনাপি সূৰ্য্যস্ত তত্র দুর্কাসঃ স্মিয়ে ।
২৭ । সম্পদ্যন্তে তথা কামাঃ সৰ্বা এব বধেপিতাঃ ।
বহান্যঃ পুত্রকলনঃ ভীতান্যঃ ভয়নাশনম্ ২৮ ।
ভূতিপ্রদঃ দরিজাণাঃ ভূতিনাঃ পরমৌষধম্ । বালানাং
চৈব সৰ্বেষাং প্রেরকোনিবারণম্ । মহাপাপোপশমনঃ
দুর্কাসাদিত্যদর্শনম্ ২৯ । হোমাস্তত্র দাতব্যঃ
সূৰ্য্যমুদিত্য তামিহি । আদ্যে বেদসংযুক্তে ভেন
দস্তা মরী ভবেৎ ৩০ । যন্তঃ পূজয়েদেবঃ ক্লেত্র-
পালকঃ হৃদুতিম্ । স পুত্রপুত্রমানং ধীমান্
ভবন্তি মানবঃ ৩১ । ন তয়ঃ জায়তে তন্ত জিবিধঃ
বরবর্ষিনি । অর্জব্যাতিমাত্রঃ তু তত্র ক্লেত্রঃ রবেঃ
স্মৃতম্ ৩২ । ন তত্র প্রবিশেক্ষতঃ সূৰ্য্যভক্তি-
নিবন্ধিতঃ । ইত্যেতৎ কথিতং দেবি মাহাত্ম্যঃ
সূৰ্য্যদেবতম্ ৩৩ ।

ইতি ঐকাদে দুর্কাসাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্টিত্রিশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ২৩৬।

ভক্তিভাবে পূজা করিবে। এবং দুর্কাসাদিত্য
সম্মুখান্নে রবির সহস্র নাম পাঠ করিবে। এইরূপ
করিলে ব্রহ্মহত্যাকারী নরও বয়্যাসান্তে মুক্ত
হইয়া থাকে। সর্বমঙ্গলমঙ্গল্য সৰ্বপাণপ্রপাশন
দুর্কাসাদিত্য নামক সূৰ্য্যকে কে না পূজা করিবে?
ইহা জ্ঞাত উপশান্ত হইতে না পারে এমন তর কিছুই
নাই। দুর্কাসাদিত্যের দর্শনমাত্রেই ইষ্ট কাম সকল
সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই পাপোপশমন দুর্কাসাদিত্য
দর্শন বহাদিগেরও পুত্রকলন; ভীতগণের ভয়-
নাশক; দরিজদিগের ভূতিপ্রদ; ভূতদিগের মহৌ-
ষধ ও কালকদিগের প্রেক্ষতাপান। হে তামিহি!
ভাষায় সূর্য্যোদেশে সূর্য্যদেব দান করিবে। এরূপ
বাহন বেদন্ত আদ্যকে মরীধানের কললাভ হয়।
যে-কর তথায় হৃদুতি ক্লেত্রপালকে পূজা করে,
সে পুত্র-পুত্র-ভ্রাতৃসম্পন্ন হয়। তাহার জিতাপ-
ত্তব প্রভেদ নাই। হে বরবর্ষিনি! ঐ স্থানে রবির
কোন্ অর্জব্যাতিমাত্র। ভক্তিহীন নর তথায়
কোনো সফলকর না। হে দেবি! এই হোমায়
সূৰ্য্যদেবত-মাহাত্ম্য বলিলাম ২৩—৩৩।
ষট্টিত্রিশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৩৬।

সপ্তত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি যাদববহল-
মুত্তমম্ । যাদব! যত্র নষ্টা বৈ ঘটপঞ্চাশৎ কোটিকঃ
১ । যত্র বজ্রেশ্বরো দেবো বজ্রেশ্বরবিত্তঃ সখা।
যত্রাচ্ছন্দ্রব্যাঘ্রীনাশুঘীণামাশ্রমঃ কুলম্ ২ । দেবাবাচ।
কথং বিনষ্টা ভগবরতকা বৃক্টিভিঃ সহ। পশ্যতো
বাসুদেবস্ত ভোজ্যশ্চৈব মহারথঃ ৩ । কেন
পশ্যন্ত তে বীরা নষ্টা বৃক্যাকাদয়ঃ । ভোজ্যশ্চৈব
মহাদেব বিস্তরেণ বদন্ত মে ৪ । ঈশ্বর উবাচ।
ঘটত্রিংশে চ কলৌ বর্ষে সস্তাপ্তেহঙ্কবৃক্যায়।
অস্তোভ্যঃ মুবলন্তে হি নিজয়ঃ কালনোদিতাঃ ৫ ।
বিষামিত্রকঃ কথঞ্চ নারদকঃ যশস্বিনম্ । সারণ-
প্রমুখা ভোজ্যাদৃগুর্ধারকঃ গতান্ ৬ । তে বৈ
সাম্যং সমানিহুঃস্মিয়তা যিহা যথা। অত্রবরুণ-
সদম্য দেবদণ্ডনিপীড়িতাঃ ৭ । ইহা ত্রী পুত্রকামস্ত
বজ্রোরমিতভেজসঃ । খবয়ঃ সাধু জনীত কিমিহ
জনয়িষ্যতি ৮ । ইত্যুক্তান্তে তদা দেবি বিপ্রবত-
প্রধবিতাঃ প্রত্যক্রবস্তানুন্নয়ন্তকুণ্ডল যথাতথম্ ।

সপ্তত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! যথায় ষট্টিপঞ্চাশৎ
কোটি যাদব নষ্ট হইয়াছিলেন, অনন্তর সেই উত্তম
যাদব স্থলে যাইব। ঐ স্থানে পূর্বে বজ্র কর্তৃক
বজ্রেশ্বর দেব আরাবিত হইয়াছিলেন এবং ঐ
স্থানে দিব্যদৃষ্টিশালী কবিগণের বহু আশ্রম ছিল।
দেবী কহিলেন,—ভগবন! বাসুদেবের সম্বন্ধে
কিভাবে মহারথ বৃকি, অঙ্ক ও ভোজগণ বিনষ্ট
হইয়াছিলেন? কিভাবে ঐ সকল বীর কালার
দ্বারা অতিশয় হইয়া-নাশ পাইলেন? তাহা বিস্তৃত-
রূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—কালির ঘটত্রিংশ
বর্ষে অঙ্ক বৃকি প্রভৃতি যাদবগণ কালপ্রেরিত
হইয়াই মুবল দ্বারা পরস্পর নিহত হইয়াছিলেন।
একদা সারণপ্রমুখ ভোজগণ দারকারত বিষমিহ,
কথ, ও যশসী নারদ স্ববিকে দর্শন করে। অন-
ন্তর তাহার। সাধকে ত্রীবেশে সম্মিত করিয়া উপা-
দেয় সমুদ্রে আনয়নপূর্ব্বক দেবদণ্ডনিপীড়িত
হইয়াই ভীতাদিগকে কহিল,—কবিগণ! আপনারা
সর্বজ, অতএব বলুন, পুত্রকামের অমিতভেজ
বজ্রর এই পত্নীকি সন্ধান গ্রহণ করিবে? দেবি!
অবকলা-প্রবর্তিত কবিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া

৯। অথ উচুঃ। বৃক্যঙ্কবিনাশায় মুঘলঃ ঘোর-
মায়সঃ। বাহুদেবস্ত দায়ালঃ সাধোহয়ং জনয়ি-
ষ্যতি। ১০। যেন বৃং অহুর্দৃষ্টা নৃশংসা জাত-
মভবঃ। উচ্ছেদ্যঃ কুলং সর্বমুতে রামাঙ্কনা-
র্জনাৎ। ১১। ত্যক্তা যান্ততি বঃ জীমান্ত্যক্তা কৃমিঃ
হলায়ুধঃ। জরা কৃকং মহাভাগঃ শমনস্ত নিবেৎ-
স্ততি। ১২। ইত্যক্রবঃস্ততো দেবি প্ললঙ্কাস্তে
হর্যস্ততিঃ। মুনয়ো ক্রোধরক্তাক্ষাঃ সমীক্যাম্
পরম্পরম্। ১৩। তথোক্তা মুনয়স্তে তু ততঃ
কেশবমভ্যমুঃ। অধাবদন্তদা বৃক্যৌ ঋতংবৎ মধু-
হৃদয়ঃ। ১৪। অভিজ্ঞো মতিমান্স্তত ভবিতব্যং
তথেষ্ট তৎ। এবমুক্তা হব্যকেশঃ প্রবিবেশ পুন-
র্গৃহীন্। ১৫। কৃতান্তমভ্যাকর্ষুঃ নৈচ্ছৎ স জগতঃ
প্রভুঃ। বোদ্ধুতে স ততঃ সাধো মুঘলঃ তদমৃত-
বৈ। ১৬। যেন বৃক্যঙ্ককুলে পুরুষা ভয়-
সংকুতাঃ। কৃক্যঙ্কবিনাশায় কিংপ্রতিমং
মহৎ। ১৭। অহুত শাপজং ঘোরং তচ্চ
রাষ্ট্রে ভবেদয়ং। বিষমোহং ততো রাজা হৃদয়ঃ

প্রত্যস্তরে যাহা বলিলেন,—যথার্থ বলিতেছি
অবগণ কর। অবগণ করিলেন,—এই বাহুদেবনন্দন
সাহ বৃক্যঙ্কবিনাশের নিমিত্ত এক ভীষণ লোহ
মুঘল প্রসব করিবে। তোর অতীব দুর্দৃষ্ট,
নৃশংস; তোরাই জাতক্রোধ হইয়া উঠা ঘরা
এই গমগ্র কুলের উচ্ছেদ সাধন করিবে বলরাম
জীকক ইহার সংজবে থাকবেন না। তাঁহার
ভেদবিগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।
জরাব্যাধ তরুতল-শমন জীকককে বিদ্ধ করিবে।
হে-দেবি। হুয়াত্মা যাদবগণ কর্তৃক প্রচারিত মূনি-
গণ কোপরক্তনয়নে পরম্পরের দিকে তাকাইয়া
এই কথা কহিলেন। অনন্তর তাঁহার কেশব-
লম্বীণে গমন করিলেন। তখন সর্বত্র সুবুদ্ধি
মধুহৃদয় এই কথা শুনিয়া বৃক্যাদিগকে বলিলেন,—
খরিতায়ে অভিযাশ দিয়াছেন, তাহাই হইবে।
কেশবদেব ভবিতব্যজ্ঞা এইরূপই। এই বলিয়া
জীকক গৃহাত্যক্তরে প্রবেশ করিলেন। জগৎ-
প্রভু কক সেই অবিশাশ অস্তথা করিতে ইচ্ছা
করিলেন না। অনন্তর প্রভাতে অবিশাশে—
বাগাড়ে বৃক্যঙ্ককুল ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই
ব্যবিকরসম্মিত মুঘল বৃক্যঙ্কবিনাশ নিমিত্ত সাধ
প্রদর্শ করিল। মুঘল প্রসূত হইয়া মাত্র রাজার
মিকট সে লম্বাদ বিজ্ঞাপিত হইল। রাজা বিষম

চূর্ণমকারয়ৎ। ১৮। প্রাক্ষিপৎ সাগরে তত্র পুষ্করো-
রাজশাসিতঃ। অধোবাচ স্বনগরে বচনকহিকস্ত
হি। ১৯। জনাৰ্দ্ধনস্ত রামস্ত বভ্রোষ্টকব মহাঙ্কনাঃ।
অদ্যপ্রভৃতি সর্বোবাঃ বৃক্যঙ্কগৃহেহিহ। পুষ্কাসবো-
ন কর্তব্যঃ সর্কৈবিসয়বাসিতঃ। ২০। যন্ত-বো-
বিদিতঃ কুর্ধ্যাদেবঃ কচ্চৎ কচ্চিয়ঃ। স-জীবন্ শূল-
মারোহেৎ স্বয়ং কৃতা সবাচবঃ। ২১। ততো রাজ-
ভয়াৎ সর্কৈ নিয়মং তত্র চক্রিরে। নরঃ শাসন-
মাজায় রামস্তাক্রিষ্টকর্মণঃ। ২২। এবং প্রবতমানামাং
বৃক্যোনামঙ্ককৈঃ সহ। কালো গৃহাণি সর্কোপি পরি-
চক্রাম নিত্যশঃ। ২৩। করালো বিকটো যুগঃ
পুরুষঃ কৃকপিঙ্গলঃ। সম্বার্কনৌমহাকেতুর্জবাশূলা-
বতঃসকঃ। ২৪। কৃকলাসবাহনচ রক্তিকাকর্ণভূষণঃ।
গৃহাণ্যবেক্ষ্য বৃক্যোনাং নাভুক্ত ত পুনঃ কচ্চৎ। ২৫।
তন্ত চাসন্নহেবালাঃ শরৈঃ শতসহস্রশঃ। নাচশক্যত
বেদুঃ স সর্বভূতাপায়ঃ সপা। ২৬। উৎপেদিরে
মহাবাতা দারুণা হি দিনে দিনে। বৃক্যঙ্কবিনাশায়
বহবো লোমহর্ষণাঃ। ১৭। বিবৃদ্ধা যুধিকা বধ্যাবি-
ভূন্নমণিকান্তথা। কেশান দদংস্তঃ সুগুণান নৃশাং

হইলেন এবং মুঘলকে হৃদয়চূর্ণে পরিণামিত করি-
লেন। অনন্তর রাজাদিষ্ট পুরুষেরা উঠা লইয়া
গিয়া সাগরজলে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর
আহত, জনাৰ্দ্ধন, বলরাম ও বক্রপ্রমুখ যাদবশ্রেষ্ঠ-
গণের কথামুসারে নগরমধ্যে এইরূপ ঘোষণা
প্রচার করা হইল যে, অদ্য হইতে বৃক্যঙ্কক-
দিগের কোন গৃহে কেহই সুরাসব করিও না।
যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এইরূপ কার্য করিবে,
সে সবাচবে সশরীরে শূলারোপিত হইবে। অনন্তর
রাজভয়ে এবং অক্লিষ্টকর্মী রামের শাসনে মরণ
নিয়মিত হইল। এইরূপ নিয়মে থাকিয়া বৃক্যঙ্কক-
দিগের বহুকাল কাটিল। অন্তঃপর এক জবা-
শূলাবতঃসক, কৃকলাসবাহন, তজানির্ভিত-কর্ণভূষণ,
সম্বার্কনৌকেতু, করাল-বিকট, কৃকপিঙ্গল ভীষণ
পুরুষ নিত্য নিত্য যাদবগণের গৃহে গৃহে বিচরণ
করিতে লাগিল। তাহাকে কেহই একহামে
কোথাও দেখিতে পাইল না। মহাবীর্যবান শত
সহস্র পুরুষ তাহার সন্ধানে রহিল। কিন্তু কে শর
বিমিক্ষেপ করিয়াও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিল
না। এই সময় দিন দিন বৃক্যঙ্কবিনাশার্থে লক্ষ
লোমহর্ষণ উৎপাতিক বহু বাহু প্রস্তুত হইতে
লাগিল। ১৭। যুধিক পলক বিবৃদ্ধ হইয়া

যুবতয়ে নিশি ॥ ২৮ ॥ চৌচীকুটীত্যাশঙ্ক সারিক।
 কুক্ষিবৈশ্বশু। নোপশাম্যতি শঙ্কশ সদিবান্নাত্মমেব
 বা ॥ ২৯ ॥ অথকুরুর্লুকাক্ষ বায়সান কুক্ষিবৈশ্বশু।
 অজ্ঞাঃ শিবানাং চ কৃতমথকুরুর্ত ভামিনি ॥ ৩০ ॥
 পাণ্ডুরা রক্তপানাক্ষ বিহগাঃ কালপ্রেরিতাঃ।
 কুক্ষ্যককৃহেঘেবং কপোতা ব্যচরন্তদা ॥ ৩১ ॥
 ব্যাক্ষয়ন্ত ধরা গোম্ব করভাশাখতরীযু চ।
 শুনীধ্বপি বিভালাশ্চ মুখকা নকুলীযু চ ॥ ৩২ ॥
 তাপজয়াস্তপাপানি কুর্বতো বৃক্ষমন্তথা। অদ্বিসন
 জ্ঞানশাশ্বতাপি শিতুন দেবাস্তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥
 গুরুশাপাবমন্তস্তেন তু রামজনাদিনৌ। ভার্য্যাঃ
 পতীন ব্যাকরন্তি পত্নীশ পুরুষান্তথা ॥ ৩৪ ॥ বিভাবশুঃ
 প্রজলিতো বামঃ বিপরিবর্ততে। নোললোহিত-
 যাজিষ্ঠ। বিস্বজ্ঞাশ্চার্কিবঃ পৃথক্ ॥ ৩৫ ॥
 উদয়াস্তমনে নিত্যং পর্য্যন্তঃ শাদিবাকরঃ। বাদৃশ্চত
 সত্ত্বং পুষ্টিঃ কবচৈঃ পরিবায়িতঃ ॥ ৩৬ ॥ মহানপেশু
 সিদ্ধান্তে সংস্কৃতভেদে ত ভামিনি। উভার্য্যমাণে

রথ্যা ঝুঁড়িতে এবং বৃহৎ বৃহৎ মন্ডাও
 করিতে লাগিল। যুবতীগণ রাজিকালে সুগু নর-
 গণের কেশপাশ দংশন করিতে লাগিল। সারিকা-
 গণ বৃক্ষদিগের গৃহে গৃহে চৌচৌ কুচী রব করিতে
 লাগিল। দিব্যরাজ্যমধ্যে সে শব্দের আর নিবৃত্তি
 হইতে লাগিল না। উলুকগণ বৃক্ষভবনে বায়দ-
 দিগের অঙ্কুরণ করিতে লাগিল। অজাগণ
 শিখাদিগের রবেয় প্রতিধ্বনি তুলিল। কাল-
 প্রোয়িত হইয়া রক্তপাদ পাণ্ডুরাভ কপোতগণ
 বৃক্ষদিগের গৃহে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল।
 গর্ভভেয়া গাভীতে, কর্তেয়া অম্বতরীতে, বিড়াল-
 গণ শুভ্রীতে এবং ঘূষিকেরা নকুলীতে জয়িতে
 লাগিল। বৃক্ষগণ জিতাপকর পাশাচরণ করিতে
 লাগিল। তাহারাদেবদিক-পিতৃলোকদিগের প্রতি
 ঘেব করিতে লাগিল। রামজনার্দন ব্যতীত অস্ত
 সকলেই শুকজনিগের অবমাননা করিল।
 তীর্থ্য পতিকে এবং পতি তীর্থ্যকে অতিক্রম
 করিয়া চলিতে লাগিল। প্রজ্বলিত পাবক বামা-
 বস্ত্রে পরিবস্তিত হইতে লাগিলেন এবং নীল
 লৌহিত শু মাজিষ্ঠ বর্ণ বিভিন্ন শিখা নিঃসারণ
 করিতে লাগিলেন। দিবাকর উদয়াস্তকালে প্রত্যহ
 পবিত্রতাকে পরিবৃত্ত হইতে লাগিলেন এবং এক
 পবিত্রতাকে পরিবৃত্ত হইতে লাগিলেন এবং এক
 পবিত্রতাকে পরিবৃত্ত হইতে লাগিলেন এবং এক

কমযো দৃষ্টতে চ বসাননে ॥ ৩৭ ॥ পূণ্যাহে
বাচ্যমানে চ পঠৎসু চ মহৎসু । অভিধাবন্তি
ঋগন্তে ন চাদ্ভ্যাত কখনে ॥ ৩৮ ॥ পরম্পরসু
নক্ষত্রঃ হস্তমানে পুনঃ পুনঃ । গ্রহৈরপশন্তু সর্বেভ্যে
নাশনস্ত কথকন ॥ ৩৯ ॥ ন হত্য পাচয়ত্যাগি
র্যাক্ষকপুংসুতম্ । সমস্তাং প্রত্যাবাস্ত রাশভী
দারুণমনাঃ ॥ ৪০ ॥ এবং পশ্তু হরীকেশঃ
সম্প্রাপ্তান কালপর্যায়ান্ । জ্যোদংশীঃ হমাবাস্তাঃ
তাং দৃষ্ট্বা প্রাজ্বলিদ্দম্ ॥ ৪১ ॥ জ্যোদংশী পঞ্চদশী
রুভয়েঃ রাহণ্য পুনঃ । তদা চ ভারতে যুদ্ধে প্রাণা
চাদ্য ক্ষয়্য নঃ ॥ ৪২ ॥ যিদ্ধিগিত্যেব কালং তং
পরিচিন্ত্য জনার্দনঃ । মেনে প্রাপ্তঃ স বহুজিৎশং
বর্ষঃ কেশিনিবৃন্দনঃ । পুত্রশোকতিসত্তপ্তা গাছারী
যত্বাচ হ ॥ ৪৩ ॥ এবং পশ্তু হরীকেশভৃদিদং
সমুপস্থিতম্ । ইদং চ সমগ্রাপ্তমব্রবীদ্যদ্
যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪৪ ॥ পুরা বাৎসেবনৌকেষু দৃষ্টৌৎ-
পাতান স্মদারুণান্ । পূণ্যগ্রহস্ত শ্রবণাচ্ছাতিহোমাবি-
শোধনাং ॥ ৪৫ ॥ পুততীর্থভিষেকাক নাভ্যঙ্কেয়ো

উভারিত হইলে তদ্ব্যধো কুমিলুল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। পুণ্যাহবাচনে আরম্ভ হইলে, মহান্নগণ পাঠ করিতে লাগিলে, যেন বিয়কারী জন্তগণ অভিধাবিত ও ভালাদেয় বিকট রব শ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু কাহাকেই দেখা যাইতে লাগিল না। গ্রহগণ কর্তৃক পরস্পরের গাত্র পুনঃপুন অভিহত হইতে দেখা গেল। অগ্নি বৃক্ষাক্ক-পুয়-কৃত হত পাক করিতে লাগিলেন না। দাক্ষণ্যর রাসভেয়া চতুর্দিকে চৌৎকার করিতে লাগিল। হুবীকেশ এইরূপ কালপর্যায় দর্শনে অমোদনী ও অমাবস্তার উপস্থিতি দেখিয়া কহিলেন,—স্বর্গকর্তৃক এই অমোদনী পঞ্চদশী কৃত হইয়াছে। যখন ভারত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন ইহা একবার হইয়াছিল। আর অন্য আমাদের কয়ের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে। কেশিন্দন জর্মান্দন তখন কালকে মনে মনে বিষ্কার প্রদানান্তে ভাবিলেন যে, পুত্রশোকসন্ত ও গাছারী যাহা বলিয়াছিলেন, সেই ঘটজিৎ বর্ষ এই উপস্থিত হইয়াছে। হুবীকেশ হুঃসময় সমুপস্থিত বুঝিয়া পূর্বে ভারতযুদ্ধে সবস্ত সৈন্ত দুর্ভার সম্রক্ত হইলে সুধিষ্টির বাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করিলেন; বুঝিলেন—সেই কালই এই সমুপস্থিত হইয়াছে; একশে পুণ্যগ্রহ রবণবিপো-ধক শান্তি-হোম, পুতীতীর্ধনান,—এসকল ব্যতীত

তবেদিত। ইত্যাং বাসুদেবভক্তিধীর্ন সত্যমেব
৫। আত্মপরাশাস তদা তীর্থযাত্রায় যিকমঃ ৪৬।
অঘোবরস্ত পুত্রবাত্ত কেশবশাসনাৎ। তীর্থযাত্রা
প্রত্যসে বৈ কার্যোতি বরবর্ষিনি ৪৭। অধারিষ্টানি
বক্ষ্যামি পুরীং যারবতীং প্রতি। কালী ত্রী
পাতুর্দৈর্দণ্ডেঃ প্রবিষ্ট নগরীঃ নিশি ৪৮। ত্রিঃ
যথেষ্ট বৃক্ষভী যারকাং প্রতি ধাবতি। অগ্নিহোত্র-
নিকেতন ৫ সূমেধ্যো ৫ বেষ্মন ৪৯।
বৃক্ষাঙ্ককান্দ ধানভী যথেষ্ট দৃষ্ট তয়ানকা। কুর্ত্বী
ভীষণা নাৎ কুর্কটধানসংযুতা ৫০। তথা
সহস্রশো রৌজাচক্ষুরীক্য এব ৫। ত্রীণাং গর্ভে-
জারক রাকসা ওহকাত্তা ৫১। অলকারান্দ
জ্ঞানি ধ্বজান্দ কবচানি ৫। ত্রিমাণানি দৃষ্টে
রকোতিস্ত তয়ানকৈঃ ৫২। যজ্ঞান্দিত্যঃ কুর্ত্ব
বজ্রনাভময়ময় ৫। দিব্যাচক্রমে চক্রঃ বৃকীনাং
পঙ্কতাং তদা ৫৩। বৃকঃ রথঃ দিব্যাদিত্যবর্ণ
পঙ্কতো নাককন্ত। তে সাগরতোপরিষ্টাঘর্ষ-
মানান্ননোজবাংস্ততুরো বাজিমুখান ৫৪। তালঃ

সুপর্ণ মহাধ্বজো তো সুপর্ণিতে ১ রামজনর্দিনা-
ত্যাং। উল্লেকজঃ অপরাগো দিব্যনিধঃ বাজঃ
চৌচূর্ম্যতাঃ তীর্থযাত্রা ৫৫। ততো জিগমিবন্তে
বৃক্ষাঙ্কমহারথাঃ। সাত্তপুয়াতীর্থযাত্রাধীহেতে
ন নরবতাঃ ৫৬। ততো মাংসপরা হৃষ্টাঃ পেয়ং বেষ্মন
বৃকঃ। বহু নাগবিধঃ চক্রাংসানি বিবিধানি ৫।
৫৭। তথা সৌম্য বক্ষেব নির্ঘূর্ণগরাধিঃ। যটনৈর্দৈ-
র্গজৈশ্চৈব জীমন্তস্তিগ্নতেজসঃ ৫৮। ততঃ
প্রত্যসে ভবসন যথোদেহঃ যথাগৃহম্। প্রকৃতত্যা-
পেয়াতে সদায়া যাদবাত্তা ৫৯। নিরীষ্টাঃ সাদ্রি-
শ্যমাং সযুজান্তে স যোগবিৎ। জগামাম্য তান
বীরাহকবোধবিষায়ঃ ৬০। প্রহিতং তং মহাত্মা-
নমতিবাদ্য কৃতাজলিৎ। জা ন বিনাশঃ ভোজানাং
নৈচ্ছ্যায়িতুং হরিঃ ৬১। ততঃ কালপরীতাতে
বৃক্ষাঙ্কমহারথাঃ। অপঙ্করূপং যাত্তং ভেজসাদীপ্য
রোদসী ৬২। ত্রাঙ্কণার্থে যৎকণ্ঠময়ং তেবাং
বরাননে। তদাহনেভ্যঃ প্রদত্তঃ সুরাগন্ধরসাবিতম্।
৬৩। ততঃপূর্ণাশাকীর্ণ নটনর্ভকসমুলম্। প্রাবর্তত

অপর স্নেহকর উপায় নাই। অরিন্দম বাসুদেব
এই বলিয়া সেই গাছারীবাধ্য সত্য করিবার
অতিপ্রায়ে তীর্থযাত্রার আদেশ করিলেন। যে
বরবর্ষিনি। কেশবের শাসনানুসারে কতিপয়
পুত্র “সকলকেই প্রত্যসে তীর্থযাত্রায় যাইতে
হইবে” একথা ঘোষণা করিল। ৮—৪৭। অতঃ-
পর যারবতী পুরীতে যে সকল অরিষ্ট প্রাক্তুত
হইবাহিল তাহা বলিতেছি। যথেষ্ট দৃষ্ট হইতে
লাগিল যে, কোন কুর্ত্বণ, পাতুর্দণনা
রমণী যেন যারকার প্রবেশ পূর্বক ইত্যন্তঃ প্রধাবন
ও নারীপথকে হরণ করিতে লাগিল। অগ্নিহোত্র-
গৃহে এবং অপরায়ণ পবিত্র গৃহমধ্যেও বৃকি-অঙ্ক-
দিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সেই তয়ানকা
রমণী কুর্ত্ব-কুর্ত্বগণে পরিবৃত্তা হইয়া ভীষণ নাদে
বিচরণ করিতে লাগিল। যাবৎ নারীগণের গর্ভে
সহস্র সহস্র রৌজাকার ওহক রাকসগণ চক্রবর্ত্ত-
কারে জরগ্রহণ করিতে লাগিল। অলকার, হ্রয়,
ধ্বজ, কবচ প্রভৃতি, তয়ানক রাকসগণ কর্তৃক
ত্রিমাণ-দৃষ্ট হইতে লাগিল। বৃকিগণের সমক্ষেই
ঈকাকের অরিকন্ত সৌন্দর্য বজ্রনাভ চক যথেষ্ট
চলিয়া গেল। ঈকাকের মনোজব আর চতুর্দৈর্দ-
শ্যকমণ্ডির অদিত্যবর্ণ রথও নাককের
সাক্ষাতেই সাগরোপরি অরুণ হইয়া গেল। রাম-

জনর্দিনের অতিপুঞ্জিত তাল ও গরুড়ধ্বজও সেই
সঙ্গেই চলিয়া গেল। অপরায়া অহর্নিশ উল্লেকঃ
গান করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে,
‘তীর্থযাত্রায় যাও।’ অতঃপর নরবর্ত্ত বৃকি ও অঙ্ক-
মহারথগণ তীর্থযাত্রাধী হইয়া উন্মোহিত করিতে
লাগিলেন। মাংসপ্রিয় তীর্থযাত্রা জীমান কৃকিপণ
হৃষ্টচিত্তে বিবিধ পেয় সৌধ ও মাংস প্রস্তুত করিয়া
তৎসমস্ত বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়া প্রকৃত ভক্ষ-
পেয়সহ অথ গজ-যানারোহণে সজীক নগর হইতে
বাহির হইয়া প্রত্যসে যাইয়া যথাহানে নিজ নিজ
গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। অর্বতব্রজ যোগ-
বিৎ উদ্ধব সেই বীরগণকে প্রত্যসে সম্যক নিষিদ্ধ
দেখিয়া সকলকে আমন্ত্রণপূর্বক প্রহানোদ্যত
হইলেন। সেই মহাত্মা অভিব্যক্তান্তে কৃতাজলি
হইয়া প্রহানোদ্যত হইলে ভগবান্ কুর্ত্ব ব্রহ্মস্বের
তাবিবিধান জানিতেন বলিয়া তাঁহাকে নিবারণ
করিতে অতিশয় করিলেন না। কালগ্রন্থ
যাহবেরা দেখিল যে, উদ্ধব নিজেকে জ্যৈষ্ঠ-
ভুলোক আলোকিত করিয়া যাইতেছেন। অগ্নি
বরাননে। ত্রাঙ্কণগণের ভয় যে সমস্ত পাপ
প্রস্তুত ছিল, সুরামিধানে তাহা সুরাগল
গন্ধযুক্ত হওয়ার তৎসমস্ত ব্রহ্মস্বস্বই
প্রস্তুত হইল। অতঃপর সেই তীর্থযাত্রা যাবৎ

মহাপানঃ প্রভাসে তিগ্ৰহেজসাম্ ৬৪। কৃষ্ণ
সংগো রামঃ সহিতঃ কৃতবর্ণা। অপিব যুধানস্
গদো বজ্রভেব চ ৬৫। ততঃ পরিস্রো মধ্য
যুধানো মদোৎকটঃ। অত্রবীং কৃতবর্ণাগম-
বহুতাবম্ ৬৬। কঃ কত্রিযো মন্তমানঃ
সুগান্ হস্তানুভানিব। ন তদ্ব্যত হার্দিক্যম্বা
তৎ সাধু বৎ কৃতম্ ৬৭। ইত্যুজ্জৈ যুধানেন
পুজয়ামাস তৎ ৬৮। প্রহায়ো রথিনাঃ শ্রেষ্ঠো
হার্দিক্যমথ ভর্ৎসয়ন্ ৬৯। ততঃ পুনরপি ক্রুদ্ধঃ
কৃতবর্ণা তমত্রবীং। নির্বিশ্রাব সাবজাঃ তদা
সব্যেন পাণিনা ৭০। ক্রুরব্রবাহিঃ ক্রুরবাহু-
প্রায়োগতম্বা। ব্যাধেনেব নৃশংসেন কথং বৈরেণ
ঘাতিতঃ ৭১। ইতি ততঃ বচঃ ক্রুরা কেশবঃ
পরবীরহা। তিৰ্যাক্ সরোবরা দৃষ্ট্যা বীক্ষাক্র-
মঃ পুমান্ ৭২। মণিঃ স্তম্ভকঃ চৈব যঃ স
সজ্জাজিতোহভবৎ। তৎকথাং স্মারয়ামাস সাত্যাকি-
র্ষযুধনম্ ৭৩। তচ্ছ্রুয়া কেশবস্তম্ভগমজ্ঞতা
সতী। সত্যভামা প্রস্তুতিভা কোপস্তী জনাধিনম্
৭৪। তত উখায় স ক্রোধাৎ সাত্যাকিবীক্যমত্রবীং।

পকানাঃ দ্রোণদেয়ানাঃ দৃষ্টদ্রাশির্বাণিনঃ ৭৫।
এব যচ্ছামি পদবীঃ সত্যো তব পিতৃঃ সহ।
সৌভগে নিহতা য়ে চ সুগুণেন হরাশ্বনা ৭৬।
দ্রোণপুত্রসহায়েন পাপেন কৃতবর্ণা। সমাঃ
চাশ্বরস্তায়া যশস্চাপি স্তম্ভ্যমে ৭৭। ইতীদৃশ্য-
খণ্ডেন কেশবস্ত সমীপতঃ। অভিত্য শিরঃ
ক্রুদ্ধচিহ্নে কৃতবর্ণাঃ ৭৮। তথাস্তানপি নিরন্তঃ
যুধানঃ সমস্ততঃ। অবধাবহুবীকেশো বিনিবারয়ি-
স্তথা ৭৯। একীকৃতাস্ততস্ত কালপর্যায়-
প্রেরিতাঃ। ভোজাঙ্ককা মহারোহাঃ শৈনেনঃ পর্য-
বারয়ন্ ৮০। তান্ দৃষ্টাপততত্বমতিক্রান্ত-
জনাধিনঃ। ন চক্রোধ মহাতেজা জানন
কালস্ত পর্যায়ম্ ৮১। তে চ পানমদবিষ্টা-
শ্চোদিতাশ্চৈব মন্থনা। যুধানমথাক্রুদ্ধকিষ্টে-
ভাজনৈস্তথা ৮২। হস্তমানে তু পৌনেয়ে ক্রুদ্ধা
কীর্জগীনন্দনঃ। তদন্তরমথাবান্নো কথিবাহিনেঃ
সুতম্ ৮৩। স ভোজৈঃ সহ সংযুক্তঃ সাত্যাকি-
শ্চান্দকৈঃ সহ। বহবাস্তু হতো বীরাবৃত্তো কৃষ্ণ

সেই প্রভাসে শত শত তুধাবাদ্য ও নট-নর্তক-
ক্রিয়া প্রবর্তিত করিয়া মহাপানে প্রবৃত্ত হইলেন।
রায়, কৃতবর্ণা, যুধান, গদ, বজ্র, ইহার ক্রকের
সমীপে উপবিষ্ট হইয়াই পান করিতে লাগিলেন।
অতঃপর মদমত্ত যুধান কৃতবর্ণাকে অবজাসহকারে
সোপহাসে কহিলেন,—ক্রিয়াভিমাত্রী কোন ব্যক্তি
মৃতবৎ সুপ্ত জনগণকে হনন করিয়া থাকে? হে
হার্দিক্য! তুমি যাঁহা করিয়াছ, কেহই তাহা সাধু
বলিয়া কমা করিতে পারে না। এই কথা কহিলে
রথির প্রহর্য্য সে কথায় প্রশংসা করিয়া, হার্দিক্য-
কে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন কৃতবর্ণাও
ক্রুদ্ধ হইয়া অবজাসহকারে বামহস্তচালনায় নিরাস
করিয়াই খেল, কহিলেন,—তুমি নৃশংস ব্যাধের ভাষ
বৈরিতাবশে রণস্থলে হিরবাহ প্রায়োগবিষ্ট ক্রি-
য়াবকে কিরূপে নিহত করিয়াছিলে? এই কথায়
পরবীরবাভী কেশব সরোব-নয়নে কুটিল চুটিপাত
করিতে লাগিলেন। সজ্জাজিতের যে স্তম্ভক মণি
ছিল, সাত্যাকি তখন কেশবকে তাহার কথা—কৃত-
বর্ণা প্রেরিতারই যে সজ্জাজিতকে শতধা হত্যা
কর্মে, ভর্ৎসন করিয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া
সতী সত্যভামা রোদন করিতে করিতে কেশবের
পরে পতিত হইয়া ভগ্নী কোপবর্জন করিলেন।

অতঃপর সাত্যাকি সক্রোধে উখিত হইয়া কহি-
লেন,—অগ্নি সত্যভামে! এই কৃতবর্ণাকে আমি
সুপ্ত পক্ষ পাণ্ডবের, দৃষ্টদ্রাশ, শিখণ্ডী ও তোমার
পিতার পদবী প্রদর্শন করিতেছি। এই চরাচর
কৃতবর্ণা, দ্রোণপুত্রসহায়ে সুপ্ত ব্যক্তিদিগকে নিহত
করিয়াছিল বলিয়া অগ্নি স্তম্ভ্যমে! অন্য ইহার আয়ুঃ
ও যশস্কাণ হইয়াছে। ক্রুদ্ধ যুধান এই বলিয়া ক্রকের
সমক্ষেই খড়াঘাতে কৃতবর্ণার শিরচ্ছেদ করি-
লেন। পরে চতুর্দিক্ অপরাপর যাদবগণকেও
হত্যা করিতে লাগিলেন। তখন হুবীকেশ তাঁহাকে
নিবারণার্থ বাধিত হইলেন; কিন্তু ভোজ ও অন্ধক-
গণ কালপারিবর্তনে চালিত হইয়াই তখন মহারোহে
শিনিতনয় যুধানকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহা-
তেজা জনাধিন তাঁহাদিগকে তাদৃশভাবে আগতিত
হইতে দোষাও কালপারিবর্তন উপাহত জানিয়া
ক্রুদ্ধ হইলেন না। ৮০—৮১। তাঁহারা সকলেই পান-
মদে মত্ত এবং ক্রোধে আবিষ্ট হইয়াছিলেন,
সুতরাং তখন তাঁহারা উচ্ছ্রিত পাজনিচর হারাই
যুধানকে আঘাত করিতে লাগিলেন। শৈনেন
যুধান এই ভাবে হস্তমান হইতে থাকিলে তদর্শনে
প্রহর্য্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবেশপূর্বক যুধানের
পরিজাণে চেষ্টিত হইলেন। তিনি ভোজ-

পত্ন্যঃ ৮৩। হতং দৃষ্টা তু শৈনেয়ঃ পুত্রক
যত্ননন্দনঃ। এরকাণাং তদা যুষ্টিঃ কোপাজ্জগ্রাহ
কেশবঃ ৮৪। তদন্তুযুগলং ঘোরং বজ্রকল্পময়-
শ্ময়ম্। জ্ঞানং তেন কৃকোহপি যে তন্ত প্রমুখে
স্থিতাঃ ৮৫। ততোহঙ্ককাশ ভোজ্যাস্ত শিনয়ো
বৃক্ষয়ন্তা। তদন্তুযুগলমাক্রন্দৈর্মুখৈঃ কাল-
প্রেরিতাঃ ৮৬। যশ্চকামেরকাং কশ্চিজ্জগ্রাহ
কবিতো নরঃ। বজ্রকূতা চ সা দেবি হৃদন্ত তদা
প্রিয়ে ৮৭। তপক মুখলোভমধপি তত্র দৃষ্টতে।
অক্ষদণ্ডকৃতঃ সর্গমিতি ভবিত্বি ভামিনি ৮৮।
আবিধ্যাবিধ্য দেবেশি প্রহরন্তি অ সায়কান্।
তবজ্রকূতং মুখলমপজ্ঞত তদা দৃঢ়ম্ ৮৯। অবধীৎ
পিতরং পুত্রঃ পিতা পুত্রক ভামিনি। মন্তান্তে পর্যা-
টন্তি অ বোধমানাঃ পরস্পরম্ ৯০। পতঙ্গা ইব
চায়ো তু ভ্রপতন যত্পূনবাঃ। নাসীৎ পলায়নে
বুদ্ধিব্যমানস্ত কক্ষচিৎ ৯১। তং তু পশুন্ মহা-
বাহজানন কালস্ত পর্যায়ম্। মুখলং সমবষ্টভা
তহো স মধুহৃদনঃ ৯২। সাদ্বক নিহতং দৃষ্টা

গণসহ এবং যুযুধান অঙ্কগণসহ যুদ্ধ করিতে
ধাকিলে কক্ষের সমক্ষেই প্রতিপক্ষের বহু
বশতঃ ভীষণা উভয়েই নিহত হইলেন।
যত্ননন্দন কেশব তখন স্বীয় পুত্র প্রহরকে
ও যুযুধানকে নিহত দর্শনে সর্বোপে এরকামুষ্টি
গ্রহণ করিলেন। তাহা তখন ঘোর লোহময়
বজ্রকল্প মুখল হইল; কক্ষও তদ্বারা বাহাকে সম্মুখে
পাইলেন প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন বুদ্ধি
অঙ্ক ভোজ ও শিনবিন্দীয় বীরগণ কালপ্রেরিত
হইয়া এরকাময় মুখল গ্রহণপূর্বক পরস্পর তুমুল
ঈর্ষার করিতে লাগিলেন। প্রিয়ে। তখন যে যে
ব্যক্তি একটা যাত্রা এরকাও গ্রহণ করিল, তাহারই
হস্তে তাহা মুখলাকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল; অগ্নি
ভামিনি। এতৎসমস্তই অক্ষদণ্ডকৃত বলিয়া
জানিবে। ভীষণা পরস্পর সবেগে লক্ষ্য করিয়া
বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দেখা গেল,—
সেই সমস্ত তপসুযুগল বজ্রবৎ দৃঢ়ই রহিল; কোন-
টাই কণ্টকিত বা ভিন্ন হইল না। অগ্নি ভামিনি।
বজ্রকল্প যাদবগণ তখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে
বিচরণপূর্বক পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে
নিহত করিতে লাগিল। তাহারাই এই ভাবে বধ্য-
মান হইলেও কাহারও পলায়নে বুদ্ধি হইল না;
সেই বহুপুত্রগণ অনলগণিত পতঙ্গবৎ নিপতিত

চাক্রদেবক মাধবঃ। প্রহর্যমনিরুদ্ধক ততশ্চক্রোহ
ভামিনি ৯৩। যাদবান্ আশ্বিনানাং চ তৃণ-
কোপসমধিতঃ। স নিঃশেষং তদা চক্রৈর্শার্চ্চক্র-
গদাধরঃ ৯৪। এবং তত্র মহাদেবি অন্তবদ-
যাদবস্থলম্। গব্যাত্মাজ্ঞা উদ্দেবি যাদবানাং চিতাঃ
স্মৃতাঃ ৯৫। তেষাং কিসাখিনিচিটয়ঃ স্থলরূপাঃ
বভূব তৎ। তদ্বপুঃশ্রুতিভাধারং ভেনাক্রুদ যাদব-
স্থলম্ ৯৬। দিব্যরত্নসমায়ুক্তং মণিমাণিক্যপূরি-
তম্। যাদবানাং কিরীটেক দিব্যগন্ধঃ সুপূরি-
তম্ ৯৭। তেষাং রত্নানিমিত্তং বি গঙ্গা গণপতি-
স্তথা। যাদবানাং সর্গেবাং জীবিতো বজ্র এব
হি ৯৮। বয়সোহন্তে ততঃ সোহপি প্রভাণং
ক্ষেত্রমাগতঃ। নিবিচ্য স্বপুতং রাজ্যে নার্য ঋতং
মহস্থলম্ ৯৯। তেনাপি স্থাপিতং লিঙ্গং যাদবে-
শ্রেণ ধীমত। বজ্রেশ্বরমিতি খ্যাতং তৎ স্থিতং
যাদবস্থলে ১০০। তত্বেব স্মৃতিরং কালং তপ-
স্তপ্তং সুপুল্লম্। নারদস্তোপদেশেন প্রভাসে
পাপনাশনে ১০১। প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং স
রাজা যাদবোত্তমঃ তত্বেব যো নরঃ সম্যক্ স্নাত্বা

হইতে লাগিলেন। মহাবাহু মধুহৃদন এই দশা
দেখিয়া ‘কালগরিবর্তন’ বুঝিয়া মুখল আলিঙ্গনে
অবস্থিত হইলেন। অগ্নি ভামিনি। শার্চ্চক্রগদা-
ধর মাধব তখন, সাধ, চাক্রদেব, প্রহর্য, অনিরুদ্ধ
প্রভৃতি যাদবগণকে নিহত অবস্থায় ভূপতিত দর্শনে
অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবশিষ্ট সকলকে স্বয়ংই
নিঃশেষে নিহত করিলেন। ৮১—৯৪। হে মহা-
দেবি! এই ভাবে সেখানে সেই যাদবস্থল হই-
য়াছে; দেবি! যাদবগণের চিতাব্যাগ সেইস্থান
গব্যাত্মপ্রমাণ। যাদবগণের অস্থিচরে উহা সূপা-
কার তদ্বপুঃশ্রুতি লক্ষিত হয়; সেই জন্তই উহা
যাদবস্থল নাম ধারণ করিয়াছে। উহা যাদবগণের
কিরীট-মণি-মাণিক্য-রত্নাদিতে পরিপূরিত এবং
দিব্য গন্ধে সমাকীর্ণ। তৎসমস্তের রত্নকারী গঙ্গা
ও গণপতি নিযুক্ত আছেন। সমস্ত যাদবগণের
মধ্যে একমাত্র বজ্রই তখন জীবিত ছিলেন। তিনিও
শেষ বয়সে মহস্থল নামক নিজ পুত্রকে রাজ্যে অতি-
বিক্ত করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করেন। সেই
ধীমান্ যাদবেশ্রেণও সেখানে বজ্রেশ্বর নামে একটা
লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন; এখনও সেই লিঙ্গ উক্ত
যাদবস্থলেই বিদ্যমান রহিয়াছে। যাদবগণ সেই
বজ্র সেই পাপনাশক প্রভাসে নারদের উপদেশে

জাহবতীজলে ॥ ১০২ ॥ বজ্রেশ্বরস্ত সম্পূজ্য
ব্রাহ্মণাস্তত্র ভোজয়েৎ ॥ যাদবহুলসমীপে
গোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ১০৩ ॥ যষ্টকোণং তত্র
লাভব্যমষ্টাপদসমবিত্তম্ ॥ যাত্নাকসমবাপ্নোতি সম্যক্
অজ্ঞাসমবিত্তঃ ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে বজ্রেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
ত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবির হিরণ্যং
পাপনাশিনীম্ । সৰ্বকামপ্রদাং পুণ্যং দারিদ্র্যাস্তাত্ত
কারিণীম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন কৃত্বা পিণ্ডো
দকক্রিয়াম্ । প্রাপ্ত্বাদাক্ষরাজোকান পিতৃহৃত্য
পাপতঃ ॥ ২ ॥ একং যো ভোজয়েত্তত্র ব্রাহ্মণং
শংসিতব্রতম্ । তেনাযুতসহস্রং হি ভোজিতং
স্তাদ্বিজয়নাম্ ॥ ৩ ॥ তত্র হেমরথা দেহো ব্রাহ্মণে
বেদপায়গে । বিধিনা শিবমুদ্ভিষ্ট যাত্নাযুক্তকলং
লভেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে হিরণ্যানলীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
ত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৮ ॥

অচিরকাল তপস্তা করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া-
ছেন । যে মানব তথায় জাহবতীজলে স্নানান্তে
বজ্রেশ্বরের অর্চনাপূরক যাদবহুলসমীপে ব্রাহ্মণ
ভোজন করায়, সে সহস্র গোদানের পুণ্য প্রাপ্ত হয় ।
যাত্নাকলাধী মানব সেখানে সম্যক্ অজ্ঞাসহকারে
অৰ্ণবয যষ্টকোণ যত্র প্রদান করিবে । ১৫—১০৪ ।

সপ্তত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২১ ।

অষ্টত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি । অনন্তর
দারিদ্র্যাস্তকারিণী সৰ্বকামপ্রদা পাপনাশিনী পুণ্য
হিরণ্যতে গমন করিবে ; এখানে যথাবিধি স্নান
পিণ্ডদান ও উদকক্রিয়া করিয়া পিতৃগণকে পাপ
হইতে উদ্ধার করত মানব অক্ষয় লোকে গমন
করে । স্নানব পিণ্ডের উদ্দেশে এই তীর্থে যাত্রা
করিয়া অযুত যাত্রীর কল্যাণ করিয়া থাকে । ১২—৪১
অষ্টত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৮ ।

একোনচত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবির হিরণ্য-
পার্শ্বতঃ স্থিতম্ । প্রত্যাগতঃ নাগরাদিত্যং সৰ্বব্যাবি-
বিনাশনম্ ॥ ১ ॥ পুয়া সজ্জাজিতা রাজা দ্বারবক্তাঃ
গতেন তু । আরাধিতো ভাক্করোহভূত্বাদিরেন মহা-
জ্ঞনা ॥ ২ ॥ মহারতমুপাস্থায় নিরপুত্রেণ ধীমতা । তস্ত
তুইন্দ্রদা ভাহুঃ স্তমস্তকমণিঃ দদৌ ॥ ৩ ॥ স মণিঃ
সেবতে নিত্যং ভারানষ্টৌ দিনেদিনে । সুবর্ণস্ত
সুশুদ্ধস্ত তক্তা ব্রততপোযুতঃ ॥ ৪ ॥ ভূয়োহপি ভাহুনা
প্রোক্তো বরং ক্রহি বরাননে । স চাৎ দেবদেবেশং
ভাক্করং বারিতকরম্ ॥ ৫ ॥ যদি তুষ্টোহসি মে দেব
বরদানং করোষি চ । অত্রৈবচাশ্রমে পুণ্যে নিত্যং
সম্মিহিতো ভব ॥ ৬ ॥ এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তা সূর্য্যঃ
সজ্জাজিতঃ নৃপম্ ॥ ৭ ॥ অভিনন্দ্য বরং তস্ত তত্রৈবা-
নর্শনং গতঃ ॥ ৮ ॥ তেনাপি নিরপুত্রেণ দেবদেবস্ত
ভাক্করতঃ । স্থাপিতা প্রতিমা শুভ্রা তত্রৈব বরবর্ধিনি ॥
শঙ্খচক্ৰভূতিনির্বোধৌষধৈরক্ষধৌষৈশ্চ । পুঙ্কলৈঃ । ততস্ত

উনচত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি । অনন্তর
হিরণ্যার পার্শ্বস্থিত সৰ্বব্যাবিবিনাশন নাগরাদিত্য
তীর্থে গমন করিবে । পুরাকালে নিয়নন্দন মহাত্মা
রাজা যাদব সজ্জাজিৎ দ্বারাবতাতে গমন করিয়া
দিবাকরের আরাধনা করেন । ধীমান রাজা মহা-
ব্রত অবলম্বনপূরক ভাহুর আরাধনা করিলে, তিনি
তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্যামস্তক মণি প্রদান করেন ।
এই ভাহুদন্ত মণি প্রতিদিন অষ্টভার করিয়া বিকৃত
স্বপ্ন প্রসব করিতে লাগিল । ব্রততপোযুক্ত সজ্জা-
জিৎ ভক্তিপূরক পুনরায় ভাহুর আরা-
ধনা করিলেন । হে বরাননে । তখন ভাহু
সজ্জাজিৎকে সঙ্ঘোদন করিয়া কহিলেন,—কুমি
বর প্রার্থনা কর । সজ্জাজিৎ সেই দারিত্র্যের
দেবেশ দিবাকরকে কহিলেন,—হে দেব । যদি
আমার প্রতি ঐহিক হইয়া থাকেন আর যদি আমাকে
বরদান করেন, তবে এই পুণ্যাস্রমে নিত্য সম্মি-
হিত হউন । তখন সূর্য্য রাজা সজ্জাজিৎকে 'এই-
রূপই হইবে' এই বলিয়া ক্রাহাকে অভিনন্দনপূরক
বর দিয়া সেই স্থানেই অবস্থিত হইলেন । দেবদেব-
বর্ধিনি । নিয়নন্দন রাজা সজ্জাজিৎও সেই স্থানে
দেবদেব ভাক্করের শুভপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলেন ।

নাগরান্ সর্গান্ সগহ্য বিজ্ঞোক্তমান্ । অত্রবীৎ
প্রণতো কৃষা দবা বৃত্তিমহন্তমান্ ৷ ১০ ৷ বুধ-
পাদপ্রসাদেন স্বর্ধ্যাক্ষরপ্রবেণ বৈ । সাধয়িত্বা
তপশোঃ স্বাপিতা প্রতিমা ময়া ৷ ১০ ৷ ইন্দ্র
লোকবিধানীতা জিত্বা শক্রঃ সুরারিণা । দশান-
নস্ত পুঞ্জেন লঙ্ঘ্যাস্বাপিতা পুরা ৷ ১১ ৷ তং
নিহত্য তু রামেন লক্ষণাহুগতেন বৈ । অযোধ্যায়
সমনীতা সৌমিত্রিজয়লক্ষিকা ৷ ১২ ৷ মিথ্যাবরণ-
পুত্রায় বসিতায় সমর্পিতা । তেনাপি মম তুষ্টেন
ধারকায় নিবেদিতা ৷ ১৩ ৷ যদ্যপি স্থাপিতা চাত্র
জায়া কেতবহন্তম ৷ কিমত্র বহনোক্তেন ভবতি
সর্বথৈব হি ৷ ১৪ ৷ পরিপাল্যা প্রযত্নেন যাবচ্চত্র-
ভারক ৷ তস্মাদ্ভুগ্নাকমাদিত্তি প্রতিমেয়ং ময়া
ভুতা ৷ ১৫ ৷ নাগরাণাং তু বিপ্রাণাং সোমেশ-
পুরবসিনাম্ । ভাস্মায়াম ময়া দত্তং নাগরাদিত্যমেব
হি ৷ ১৬ ৷ ব্রাহ্মণ উচুঃ । সর্বমেব করিষ্যামি
দেবত পরিপালনম্ । যাবন্নহী চ চন্দ্রকৌ যাব-
তিষ্ঠতি সাগরঃ । তাবন্তে হুক্ষয়া কীর্তিঃ স্থানে

এই ব্যাপারে বিপুল শম্ভু-হুস্তিনির্ঘোষ ও
বেদধ্বনি হইয়াছিল । অনন্তর রাজা নাগরবাসী
বিজ্ঞোক্তগণকে আহ্বান করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহা-
লিগকে অহুস্তম বৃত্তিকান করিলেন এবং বলিলেন,
—আমি আপনাদের পাদপদ্মপ্রসাদে ও দিবা-
করের অহুস্তঃ উগ্র তপস্তার সাধন করত ভাকর-
প্রতিমা স্থাপন করিয়াছি । পূর্বে দশাননতনয় সুরশক্র
ইন্দ্রজিৎ শক্রকে নির্জিত করিয়া ইন্দ্রলোকহইতে এই
প্রতিমা অনিন্দনপূর্বক লঙ্ঘ্য প্রতিষ্ঠিত করে, অন-
ন্তর লক্ষণসহায় রাম, লক্ষণ দ্বারা তাহাকে নিহত
করিত্তা লক্ষণের বিজয়লক্ষ্মীরাণী এই মূর্তি অযো-
ধ্যায় আনরনপূর্বক মিথ্যাবরণনন্দন বসিষ্ঠকে সম-
র্পণ করেন । বসিষ্ঠ ভামায় প্রতি ভূষ্ট হইয়া
এই প্রতিমার বিবর বলেন, আমিও ধারককে
উক্তর কেন্দ্র জানিয়া ধারককে এই প্রতিমা
প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । এ বিষয় অধিক বলিয়া কি
হইবে, পৃথিবীতে যতদিন চন্দ্র স্বর্ধ্য থাকিবে, আপ-
নরা যতপূর্বক সর্বদা ইহার রক্ষা করিবেন ।
আমি সোমনাথপুরবাসী নাগ । বিপ্রগণের আদেশে
এই ভুতা প্রতিমা আনিয়ন করিয়াছি ; অতএব এই
প্রতিমার নাম নাগরাদিত্যই প্রদান করিলাম ।
ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আমরা এই দেবমূর্তির সর্ব-
প্রকার রক্ষা করিব, যতকাল বেদিনী, চন্দ্র, স্বর্ধ্য ও

চান্দ্রিন ভবিষ্যতি ৷ ১৭ ৷ এবমুক্তা তু তে সর্বক
নাগরা বিজ্ঞপুত্রবাঃ । রাজাপি তুঃ প্রযতো তদা
ধারবতীঃ পুরীষ ৷ ১৮ ৷ ঈশ্বর উবাচ । শূ-
দেবি প্রবক্ষ্যামি তস্মিন্ দৃষ্টে তু যৎকলম্
গোশতস্ত প্রয়াগেযু সম্যাস্তস্ত যৎ কলম্ । তৎ
কলং সমবীপ্লোতি নাগরার্কস্ত হর্ষনাৎ ৷ ১৯ ৷
দারিড্রাত্তঃখশোকার্ভে কোহন্তোহন্তি হরণকমঃ ।
প্রভাসে পাবনে কেত্রে মুক্কা নাগরভাকরম্ ৷ ২০ ৷
বদ্ধকুষ্ঠাদিকং তুঃখং যে ভক্ত্যন্নবুদ্ধয়ঃ । তত্র
তে নৈব জানন্তি বৈক্যং নাগরভাকরম্ ৷ ২১ ৷
স্নাত্বা হিরণ্যাভোদয়েন যন্তঃ পুঞ্জয়তে নরঃ । কল-
কোটিসহস্রাণি স্বর্ধ্যালোকে মহীয়তে ৷ ২২ ৷ শুক্র-
পক্ষে তু সপ্তম্যাং যদা সংক্রমতে রবিঃ । মহাজয়া
তদা যাতা সপ্তমী ভাকরপ্রিয়া ৷ ২৩ ৷ স্নানং দানং
জপো হোমঃ পিতৃদেবাভিপূজনম্ । সর্বং কোটি-
গুণং প্রোক্তং ভাকরস্ত বচো যথা ৷ ২৪ ৷ একং
যো ভোজয়েত্তত্র ব্রাহ্মণং স্বর্ধ্যাসরিধৌ । কোটি-
ভোজ্যং কৃতং তেন ইত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ৷ ২৫ ৷
এতন্ময়া তে কথিতং পুরা নোক্তং বরাননে । যঃ
শৃণোতি নরো ভক্ত্যা স গচ্ছেভাকরং পদম্ ৷ ২৬ ৷

সাগর বিদ্যমান থাকিবে, এই স্থানে ততদিনই আপ-
নার অক্ষয় কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । ১—১৭ । ষষ্ঠ
নাগরব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলিলে, রাজাও তুষ্ট হইয়া
ধারবতীতে গমন করিলেন । ঈশ্বর কহিলেন,—
এই নাগরাদিত্য দর্শনে যে কল, তাহা বলিতেছি
শ্রবণ কর । প্রয়াগে যথাবিধি শত গোদানে যে
কল, মানব নাগরার্ক দর্শনেও সেই কল প্রাপ্ত হয় ।
পুত প্রভাসকেত্রে নাগরভাকর তির আর কে
দারিড্রা ও শোকপীড়াহরণ করিতে সমর্থ । বদ্ধ-
কুষ্ঠাদিত্তঃখরণে নাগরভাকর যে বৈদ্যবরণ, অন্ন-
বুদ্ধি মানবগণ তাহা মিসিত নহে । যে নর হিরণ্যা-
নীয়ে অবগাহন করিয়া নাগরভাকরের পূজা করে,
সে সহস্র কোটি বরকাল স্বর্ধ্যালোকে পুজিত হয় ।
রবিসংক্রমণে শুক্রা সপ্তমী হইলে তাহা মহাজয়া
নামে আখ্যাত হয়, এই সপ্তমী ভাকরের প্রিয় ;
ভাকর বলিয়াছেন,—এইমহাজয়ায় স্নান, দান, জপ,
হোম, পিতৃদেবগণের পূজন এ সহস্র কোটিগুণকল
হয় । এ দিনে যে জন স্বর্ধ্যাসরিধাসে একটী ছিদ্রকে
ভোজন করায়, ভগবান্ হরি কহিয়াছেন,—তাহার
কোটি জীবকে ভোজন করান হয় । কে বর নহে ।
এই আমি তোমার নিকট এক অহুস্তপূর্ব বিষয়

স্বর্গ্যস্ত দেবি নামানি রহস্তানি পুণ্ৰ মে। অলং
নামসহস্ৰেণ পঠিত্বৈনং শুভং ক্তবম্। ২৭। বিকর্ভনো
বিবখ্যাস্ত মার্ভণো ভাকরো রবিঃ। লোকপ্রকা-
রকঃ স্মিান্ন লোকচক্ষুঃ প্রবেষরঃ। ৮। লোকসাক্ষী
ত্রিলোকেশঃ কৰ্ত্তা হৰ্ত্তা তমিস্রহা। তপনস্তাপন-
চৈব শুচিঃ সস্তাষবাহনঃ। ২২। গভস্তিহস্তো
জ্ঞা ৫ সৰ্বদেবনমস্কৃতঃ। একবিশ্বক ইত্যেব
নাগরাক্তব্যঃ স্মৃতঃ। ৩০। স্তবরাজ ইতি খ্যাতঃ
শরীরোপায়ো বুদ্ধিঃ। ৩১। য এতেন মহাদেবি
যে সন্ধ্যোহস্তমনোদয়ে। নাগরাক্তং তু সংজ্ঞোতি স
লভেৎসাহিত্যং কলম্। ৩২।

ইতি জীকান্দে নাগরাক্তমাহাওয়াবর্ণনং নামৈকোন-
চত্বারিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ। ২৩৯।

চত্বারিংশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি বলভজঃ
সুরেশ্বরম্। স্মৃতভ্যঃ ৫ তথা কৃৎ সৰ্পপাতক-
নাশনম্। ১। পূৰ্বকল্পে মহাদেবি দেহমজ্ঞাত্যজ-
জরিঃ। অশ্বিন কল্পেহপি ৫ পুনর্গাত্তোৎসর্গমিতি

কীৰ্ত্তন ক রলাম, যে মানব ভক্তিপূরক ইহা শ্রবণ
করে, তাহার ভাকরণদ লাভ হয়। দেবি! সূর্য্যের
ওহ নাম সকল শ্রবণ কর, তাঁহার সহস্র নামে কি
করিবে, এই শুভ স্তব পাঠ কর। নাম যথা—
বিকর্ভন, বিবখান, মার্ভণ, ভাকর, রবি, লোক-
প্রকাশক, স্মিান্ন, লোকচক্ষু, প্রবেষর, লোকসাক্ষী,
ত্রিলোকেশ, কৰ্ত্তা, হৰ্ত্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন,
শুচি, সস্তাষবাহন, গভস্তিহস্ত, জ্ঞা ও সৰ্বদেব
নমস্কৃত। এই একবিশ্বিতি নাম নাগরাক্তের স্তব
বাণীয়া জানিবে; ইহা স্তবরাজ বালায় খ্যাত এবং
শরীরের আয়োগ্যাদ ও বুদ্ধি। হে মহাদেবি! যে
এই স্তবরাজ দ্বারা উপরাস্তকালে নাগরাক্তের সম্যক
স্তব করে, তাহার অভীষ্ট লাভ হয়। ১৮—৩২।

উত্তরচত্বারিংশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৩৯।

চত্বারিংশদধিক বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর করিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর সুর-
রাজ বলভজঃ স্মৃতভ্যঃ ৫ সৰ্পপাতকনাশন কৃৎ-
জ্ঞার্থে গমন করিবে; পূৰ্বকল্পে হরি এই স্থানে
তপ্ত করিয়া করিয়াছিলেন; এ কল্পেও ইহা গাজোৎস-

স্মৃতম্। ২। তজ্জ যে পুঞ্জদ্বিষ্যক্তি নাগরাদিত্য-
সন্নিধৌ। বলভজঃ স্মৃতভ্যঃ ৫ কৃৎ জেৎসর্গ-
গামিনঃ। ৩।

ইতি জীকান্দে বলভজঃ স্মৃতভ্যঃ কৃৎসর্গমাহাওয়াবর্ণনং নাম
চত্বারিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ। ২৪০।

একচত্বারিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ভজৈব সংস্থিতং পত্তেদলভজঃ-
কলেবরম্। শেবরপেণ যজ্ঞাসৌ প্রাত্যজং যং
কলেবরম্। ১। গভস্তৈসক্লেমে তীর্থে তজ্জ পাতাল-
বন্ধনা। অশ্বিনিজবনে দেবি গব্যতিষ্মরবিকৃতে।
২। কলেবরং স্থিতং দেবি লিঙ্গাকারং
মহাপ্রভম্। যেন্ত্যা সহিতং তজ্জ শেবনামেতি-
বিশ্ৰুতম্। ৩। যজ্জ গিচ্চিঃ পুরা দেবি জরানামা
তু কোলিকঃ। বিবৃহতা তিন্নতীর্থে সোহশ্বিন
স্থানে লয়ং গতঃ। ৪। তৎপ্রভৃত্যেব সকলে
শেব ইত্যজিবিজ্ঞতঃ। চৈত্রে শুক্লজন্মোদয়ঃ বহুঃ
পূজয়েত নরঃ। স পূজ্যোজপশুমান্ যঃ কেমেণ

সর্গ নামে কথিত হয়। মানব নাগরাদিত্যের
সন্নিধানে সর্গবাসী বলভজঃ স্মৃতভ্যঃ ৫ কৃৎসর্গ পূজা
করিবে। ১—৩।

চত্বারিংশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৪০।

একচত্বারিংশদধিক বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর করিলেন,—এ স্থানেই বলভজঃ কলেবর
অবলোকন করিবে। পুরাকালে বলভজঃ এই স্থানে
স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অনন্তরপে প্রাপ্ত হন।
তিনি পাতালপথে জিসক্লেমে তীর্থে গমন করেন।
বন হে দেবি! অজ্ঞাত্য চারিংশদধিকবিশততম
স্থানে বলভজঃ কলেবর মহাপ্রভ লিঙ্গাকারে
বিরাজিত। তিনি এই স্থানে রেবতীর সহিত
শেব নামে বিখ্যাত। হে দেবি! পূর্বে বিবৃহতা
জরা নামক কোলিক যে স্থানে বিষ্ণু ও লম্বপ্রান্ত
হইয়াছিল, তাহাকে তিন্নতীর্থে কহে; আর জরা-
ব্যাবির সিদ্ধিহানের পরই শেব নামে বলভজঃ
বিজ্ঞত হয়। যে মানব চৈত্রশুক্লজন্মোদয়পক্ষে
এই শেব দেবের পূজা করে, সে পূজ্য, পৌজ্য ও

গচ্ছতি ॥৫॥ মম্বরিকাদিরোগেভ্যঃ শিশুনাং তয়ং
ভবেৎ ॥ ৬ ॥ বিক্ষেপিকাদিরোগেভ্যো ন তয়ং জায়তে
কিঞ্চিত্ ॥ ৬ ॥ অগ্নিন্ ক্বেদ্রে মহাসিক্তে সিদ্ধযজ্ঞস্ত যঃ
স্মৃতঃ । বর্ণানাম্ সান্তরালানাম্ সর্বেষাং চাতিব্রতভ্যঃ ॥
৭ ॥ পশুপুশ্পোপহারৈশ্চ বলিদাতৈঃ পৃথগ্ধিধৈঃ ।
সন্তুষ্টিং লীজমায়াতি শেবোহশেষাঘনাশনঃ ॥ ৮ ॥

ইতি ত্রীকান্দে শেবমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামক-

চর্যারিংশদধিক বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪১ ॥

ষিচর্যারিংশদধিক বিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

কৈবর উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বাদেবি যত্র দেবী
কুমারিকা । তন্তৈব পূর্বাঙ্গভাগে স্থিতা রক্ষার্থমেব
হি ॥ ১ ॥ পুমা রথস্তরে কলে-কুর্নাম মহাসুরঃ ।
উৎপন্নঃ স মহাকায়া সর্বলোকভয়াবহঃ ॥ ২ ॥ তেন
দেবাঃ সগন্ধর্ভাসিতাজ্জিহ্বাশালায়াঃ । তস্ত ভীত্যা
ভ্রুতঃ সর্বে ব্রহ্মলোকমধি স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥ তথা ভূমিতলে
বিপ্রান্ ফল্লনোহুৎ কপশ্বিনঃ । নিজধানান্ তু হুষ্টাস্মা যে
চাত্তে বর্ষচরিতঃ ॥ ৪ ॥ নিঃস্বাধ্যায়বর্ষচকারং তদাসী-

পশুশ্রান্ত হয় এবং এক বর্ষকাল তাহার নির্কিয়ে
অতিবাহিত হইয়া থাকে । তাহার শিশুগণের মম্ব-
রিকাদি রোগভয় হয় না এবং কদাচ বিক্ষেপিকাদি
ব্যারিত্রয় থাকে না । এই মহাসিক্ত ক্বেদ্রে যিনি
সিদ্ধযজ্ঞ নামে কথিত হন, তিনি বর্ষ সকলের অতি-
ব্রতভ্যঃ পৃথক পৃথক পুশ্পোপহার বলিদানে ইহার
পূজা করিলে, অশেষ কলুষনাশন শেষ লীজ তুষ্টি
হন ॥ ১-৮ ॥

একচর্যারিংশদধিক বিংশততমোহধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪১ ॥

ষিচর্যারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

কৈবর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! পূর্বোক্ত
শেবের পূর্বাঙ্গভাগে দেবীকুমারিকা বিরাজিতা
ধাকিয়া শেষদেবের রক্ষা করিতেছেন; অনন্তর
এই স্থানে গমন করিবে । পূর্বে রথস্তর কলে
সর্বলোকভয়ন করু নামক এক মহাকায় মহাসুর
সমুৎপন্ন হইয়াছিল; সেও গন্ধর্ভগণ এই করু
কর্তৃক ভীত বিজ্ঞাসিত হইয়া জিহ্বাশালায় পরিভ্যাগ-
পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন । ভূতলে যে সকল
যজ্ঞ, উপবী ও বর্ষাচারী অস্ত্রাভ্যঃ বিশ্র ছিলেন
দুর্ভাগ্য করু সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছিল । করুতয়-

দ্বয়গীতলম্ । নষ্টযজ্ঞোৎসবং সর্বং করোত্ত্বগ্নিশি-
ভিতম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ প্রবাবিত্তা দেবান্তথা সর্বে মম্ব-
র্যম্ । সমেত্যামম্বর্যম্নঃ বধার্থং তস্ত হৃদভ্যে ॥
৬ ॥ ততঃ কাযোক্তবঃ শ্বেদঃ সর্বেষাং সম্ভারয়ত ।
তেষাং চিত্তয়তাং দেবি নিরোগজগৃহস্ত তম্ ॥ ৭ ॥
তত্র কস্তা সমুৎপন্না দিব্যা কমললোচনা । ব্যাপ-
য়ন্তী দিশঃ সখাঃ সর্বেষাং পুয়তঃ স্থিতা ॥ ৮ ॥
সর্বান দেবাংস্ততঃ প্রাহ কিমর্থং নির্জিতাস্মাহম্ ।
তথঃ কার্ধ্যং করিষ্যামি কস্তা তস্তাত্তদা গিরম্ ॥
৯ ॥ আচখ্যঃ সঙ্কটং তস্তান্তে দেবা ককচেষ্টিতম্ ।
কস্তা জহাস সা দেবী দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে ॥
১০ ॥ তস্তা হসন্ত্যা নিশ্চৈত্বর্যাক্ষাঃ কস্তকাঃ
পুনঃ । পাশাঙ্কুশধরাঃ সর্বাঃ পীনশ্রোণিপয়ো-
ধরাঃ ॥ ১১ ॥ কেৎকারায়বমাত্রেণ জাসয়ন্ত্যচরা-
চরম্ । অঘগাং সা ককর্ব্বত ত্ভাভিঃ সার্কিঃ যশ-
শ্বিনী ॥ ১২ ॥ অধাতুতুমূলং তাসাং যুদ্ধং ঘোরং তু
ভৈঃ সহ । শত্রুত্বেষির্বিবৈধৈর্ঘোরেঃ শত্রুপক্ষকয়-

পীড়িত ধরগীতল তখন স্বাধ্যায় ও বর্ষচকাররহিত
হইল এবং বজ্র মতোৎসব একেবারেই বিনষ্ট
হইয়া গেল । অনন্তর ব্যাবিত্ত দেব ও মম্বর্ষগণ
সমবেত হইয়া সেই হৃদ্যতির বধার্থ মন্ত্রণা করিতে
লাগিলেন । মন্ত্রণাকারী সুর ও মম্বর্ষগণের কোষে
ভীহাদের দেহ হইতে শ্বেদ নির্গত হইল । ভীহারা
সেই শ্বেদনিরোধার্থ তাহা ধারণ করিলেন । তখন
সেই শ্বেদ হইতে দিব্য কমললোচনা এক কস্তা
জন্মগ্রহণ করিলেন । তিনি সুরমম্বর্ষগণের সমুখে
অবাছিত হইয়া দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলি-
লেন । অনন্তর কস্তা দেবগণকে সম্বোধনপূর্বক
জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কি জন্ত আমাকে
সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি আপনাদের কোন্ কার্য
সাধন করিব ? ভীহারা কস্তায় বাক্য-ভনিয়া
ভীহার নিকট ককচেষ্টিত সঙ্কটের বিবরণ নিবেদন
করিলেন । কস্তা দেবগণের বাক্য-ভনিয়া হস্ত
করিলেন । দেবকার্যসিদ্ধির জন্ত ভীহার হস্ত
হইতে অনেক বরাঙ্গী কস্তা সমুদ্ভূত হইল । সন্ধ্যা
লেই পাশাঙ্কুশধারিণী এবং সকলেরই শ্রোণি-
পয়োধর পীন । তখন ভীহারা কেৎকার শব্দ
করিলেন; সে শব্দে চরাচর বিজ্ঞত হইল । অনন্তর
যশশ্বিনী কস্তা ভীহাদের সহিত ককসমীপে আগ-
মন করিলেন । তখন করুশ্রমুখ অম্বরগণের সঙ্কট
ভীহাদের তুলন যুদ্ধ হইল । কস্তাগণ বর্ষপক্ষকয়-

ভয়েঃ । ১৩ । তান্ধিত্তদুগাঃ সর্ষে প্রহারৈর্জজ্বরী-
কৃতঃ । পরাশুখাঃ কণেনৈব জাতাঃ কেচিরাপি-
তিতাঃ । ১৪ । ততো হতং বলং দৃষ্টা ককর্ম্মা-
মখান্জং । তামসীং নাম দেবেশি তয়ামুহুতং নৈব
স । ১৫ । তমোভূতে ততস্তত্র দেবী দৈত্যং তদা
ককর্ম্ম । শত্যা বিভেদ হৃদয়ে ততো মুর্ছাং জগাম
হ । ১৬ । মুহূর্ত্তাঙ্গকসংজ্ঞোহখ জাহা তস্তাঃ
পরক্রমম্ । পলায়নকৃতোৎসাহ সমুদ্রাভিমুখো
যযৌ । ১৭ । সাপি দেবী জগামাখ পৃষ্ঠতোহস্ত
দুয়াননঃ । ক্রুয়মানা সুরগণৈঃ কিরুরৈঃ সমহো-
রগৈঃ । ১৮ । ততঃ প্রবিষ্টা জলবিঃ তং দৃষ্টা দানবঃ
ক্ৰুয়া । খড়্গাগ্রাণ শিরশ্ছিদ্বা চর্ম্মমুণ্ডরা ততঃ ।
১৯ । নিশ্চক্রাম পুনস্তম্মাং প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতা ।
কস্তাঙ্গৈস্তেন সংযুক্তা বহুরুপেণ ভাবতা । ২০ ।
দেবৈঃ সুবিশ্মিতৈর্দৃষ্টা চর্ম্মমুণ্ডরা বরা । ততো
দেবাঃ ভুতিঃ চকুঃ কৃতাজলিপুটীঃ স্থিতাঃ । ২১ ।
দেবা উচুঃ । জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপ-

হারিণি । জয় সর্গগতে দেবি কালরাত্রি মমোহস্ত
তে । ২২ । ভৌমরূপে শিবে বিদ্যে মহামন্ত্রে-মহো-
দয়ে । মহাভাগে জয়ে জুস্তে ভৌমাকি ভৌমদর্শনে ।
২৩ । মহামায়ে বিচিত্রাদি গোবিন্দ্যপ্রিয়ে শুভে ।
বিকরালি মহাকালি কালিকে কালরূপিণি । ২৪ ।
প্রাসহস্তে দণ্ডহস্তে ভৌমহস্তে ভয়াননে । চামুণ্ডে
জলমানাস্তে ভীক্কদংষ্ট্রে মহাবলে । শবযানস্থিতে
দেবি প্রেতসজ্জনৈষেবিতে । ২৫ । এবং ভূতা তদা
দেবী সর্ষেঃ শক্রপুংগোগমৈঃ । প্রহুটবদনা কুংবা
বাক্যমেতদ্বাচ হ । ২৬ । বরং বৃণুধ্বং ভদ্রং বো
নিত্যং বয়নসি স্থিতম্ । অহং দাস্তামি তৎসর্ষং
যদ্যপি স্মাৎ সুদুর্লভম্ । ২৭ । দেবা উচুঃ । কৃত-
কৃত্যাস্থয়া ভদ্রে দানবস্ত নিযুদনাৎ । ২৮ ।
স্তোত্রেশানেন যো দেবি ত্বাং বৈ স্তোতি বয়ননে ।
তন্তু ত্বং বরদা দেবি ভব সর্গগতা সতী । ২৯ ।
যশ্চৈদং শৃণুয়াস্তজ্যা তব দেবি সমুত্তম । সর্গ-
পাপবিনির্মুক্তঃ স প্রাপ্নোতু পরাং গতিম্ । ৩০ ।
অগ্নিন্ ক্বেত্রে ভুয়া দেবি স্থিতিঃ কার্ধ্যা সদা শুভে ।

কর বিবিধাকার ঘোর অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক
প্রহারে অসুরগণকে কণকাল মধ্যে জর্জরিত
করিলেন । তখন অসুরেরা কেহ পরাশুখ ও কেহ
নিপাতিত হইল ; অনন্তর কক স্ববলের বিনাশ দর্শন
করিয়া এক তামসী মায়া উদ্ভাবিত করিল, হে
দেবেশি ! কস্তা সে মায়ায় মুগ্ধা হইলেন না ।
তিনি সেই অন্ধকারময় স্থানে শক্তি দ্বারা কক
দৈত্যের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন, দানব মুচ্ছিত হইল ।
অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে কক পুনরায় সংজালাত করিল,
এবং সেই কস্তার পরাক্রম জানিতে পারিয়া সমুদ্রা-
ভিমুখে পলায়নার্থ উদ্যত হইল । দেবীও ঐ দুয়ান্না
দানবের পশ্চাদ্ ধাবিতা হইলেন, তখন সুর-কিরুর
মহোরগগণ ভীহার স্তব করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর তিনি জলধিমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া দানবকে
দর্শন করিলেন এবং রোষবশে খড়্গ দ্বারা তাহার
শিরশ্ছেদন করত চর্ম্মমুণ্ডারিণী হইয়া সমুদ্র হইতে
নির্গমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করি-
লেন । তখন বহুরুপারিণী অস্ত্রাস্ত্র যে সকল কস্তা
ভীহার সেনারূপে নিযুক্তা হইরাছিলেন, সেই দ্ব্যতি-
শালিনী কস্তারা আসিয়া ভীহার সহিত যোগদান
করিলেন । দেবগণও সেই চর্ম্মমুণ্ডারিণী কস্তাকে
অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং
কৃতাজলিপুটে আবাহিত হইয়া ভীহার স্তব করিতে
লাগিলেন । দেবগণ বলিলেন,—হে ভূতাপহারিণি

চামুণ্ডে ! আপনার জয় হউক । হে দেবি !
আপনি সর্গগতা ও কালরাত্রি, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি ভৌমরূপা, শিবা, বিদ্যা, মহামাত্রা, মহোদয়া,
মহাভাগা, জয়া, জুস্তা, ভৌমদয়না, ভৌমদর্শনা,
মহামায়া, বিচিত্রদেহা, গীতনৃত্যপ্রিয়া, শুভা, বিক-
রালী, মহাকালী, কালিকা ও কালরূপিণী । পাশ
ও দণ্ড বিদ্যমান থাকায় আপনার হস্ত ভীষণদর্শন
হইয়াছে ; হে চামুণ্ডে ! আপনার বদন জাজ্বল্যমান
হইয়াছে ; ভয়ানক হইয়াছে ; আপনি ভীক্কদংষ্ট্রী মহাবলা
ও শবযানে অবস্থিতা । হে দেবি ! প্রেতগণ
আপনার সেবা করে । তখন শক্রপ্রমুখ দেবগণ
কর্ত্তক ক্রুয়মানা দেবী প্রহুটবদনে দেবগণকে কহি-
লেন,—সতত আপনারদের মঙ্গল হউক, আপনারা
একপে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন । সুদুর্লভ হইলেও
অদা আপনাদের অভিলষিত প্রদান করিব । ১-২৭
দেবগণ বলিলেন,—ভাদ্রে ! আপান দানবকে
নিযুক্ত করিয়াছেন, এজন্ত আমরা কৃতকৃত্য হই-
য়াছি । হে বয়ননে ! আপনি সর্গগতা ; এই
স্তোত্র দ্বারা যে মানব আপনার স্তব করিতে, আপনি
তাহার বরদা হউন । হে দেবি ! যে মর তক্তি-
পূর্ব্বক আপনার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, সে সর্গপাশ-
মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হউক । হে কল্যাণি !
আপনি এই ক্ষেত্রে নিত্য সন্নিহিতা হউন । যে

৩১। অত্র যঃ পূজয়েৎস্বস্ত্যুতপক্ষে নবাহিতঃ ।
নবম্যামাশ্বিনে যাসি তত্ত্ব কার্যঃ সদ্ধা শুভম্ ॥ ৩২ ॥
ঈশ্বর উবাচ । এবমুক্তা মহাদেবী তত্শ্রেব নিরতা-
তবৎ । দেবাজিবিষ্টাঃ জগুঃ প্রহৃষ্টা হতশঃস্বঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ঋগ্বেদে কুমারীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম দ্বিচত্বা-
রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি ক্ষেত্র-
পালং মহাপ্রভম্ । ঈশানে সংস্থিতং দেবমজ্র-
মালাবিভূষিতম্ ॥ ১ ॥ হিরণ্যাতটমাত্রিত্য রক্ষার্যঃ
সমুপস্থিতম্ । তত্শ্রেব হীরকঃ ক্ষেত্রঃ তস্মিন্ রক্ষাঃ
করোতি সঃ ॥ ২ ॥ কৃকপক্ষে ব্রহ্মরোদন্তাঃ তত্র তঃ
পূজয়েন্নয়ঃ । গভপূর্ণোপহারৈশ্চ তথা বলিনিজ্ঞা-
দনৈঃ ॥ ৩ ॥ এবং সম্পূজিতো দেবঃ সর্বকামপ্রদো
তবেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি ঋগ্বেদে কুমারীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিচত্বারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

মানব সমাহিত হইয়া আশ্বিনচক্ৰনবমদিনে আপ-
নার পূজা করিবে, তাহার কার্য সত্য শুভবৃত্ত
হউক । ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর মহাদেবী ‘তাহাই
হউক’ কহিয়া সেই স্থানে অবস্থিতা হইলেন, বিনষ্ট-
শক্র সুরগণও প্রহৃষ্ট হইয়া জিবিষ্টপে চলিয়া
গেলেন । ২৮—৩৩ ।

ত্রিচত্বারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি । অনন্তর মহা
জ্ঞেয় ক্ষেত্রপাল-তীর্থে গমন করিবে । হিরণ্যা-
তটের ঈশানকোণে মজ্রমালাবিভূষিত ক্ষেত্রপাল
দেবদিক্শয়মান । এখানে একটা হীরকক্ষেত্র অবস্থিত ।
ক্ষেত্রপাল এই হীরকক্ষেত্রের রক্ষা করিয়া থাকেন ।
মানব কৃকপ জন্মোৎপাদনে গভপূর্ণোপহার ও
বলিনিজ্ঞা দ্বারা এই ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে,
এইরূপ পূজিত হইলে ক্ষেত্রপাল দেব মানবের
সর্বকামদায়ক হইবে ॥ ১—৪ ॥
ত্রিচত্বারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক বিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি বিচিহ্নে-
স্বরমুত্তমম্ । হিরণ্যাতীরনিলয়ঃ মহাপাতকনাশনম্ ॥
১ ॥ বিচিহ্নেণ মহাদেবি লেখকেন যম্মত চ । তপঃ
কৃত্বা মহারোজঃ লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা
মানবো দেবি যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি ঋগ্বেদে বিচিহ্নেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতু-
শ্চত্বারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি তটৈ-
বোপরিসংস্থিতম্ । সরস্বত্যাশ্রিতে দেবি পর্ণাদিত্যশ্চ
পশ্চিমে ॥ ১ ॥ তত্রাস্তে সুরমহালিঙ্গং স্থাপিতং ব্রহ্মণা
পুয়া । ব্রহ্মেশ্বরেনৈতি বিধাত্যং সর্বপাতকনাশ-
নম্ ॥ ২ ॥ তত্র স্নাত্বা দ্বিতীয়ায়ং সোপবাসো
জিতেন্দ্রিয়ঃ । অর্চয়েদেবদেবেশং নাম্ভা ব্রহ্মে-
শ্বরং শুভম্ । তর্পয়েচ্চ পিতৃন স্নাত্ব যদীচ্ছেচ্ছাশ্রিতঃ
পদম্ ॥ ৩ ॥

ইতি ঋগ্বেদে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
চত্বারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৫ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি । অনন্তর অজ্র-
মুত্তম বিচিহ্নেশ্বর তীর্থে গমন করিবে । অজ্রত্যা
মহাপাতকনাশন বিচিহ্নেশ্বর লিঙ্গ হিরণ্যাতীরে
বিদ্যমান । হে দেবি ! যমের লেখক বিচিহ্নে
এখানে তপস্তা করিয়া এই মহারোজ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন । মানব ইহাকে দর্শন করিলে যমলোক
দর্শন করে না ॥ ১—৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি । অনন্তর
ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই ব্রহ্মেশ্বর
লিঙ্গ সরস্বতীতটে পর্ণাদিত্যের পশ্চিমে ও বিচিহ্নে-
শ্বরসমীপে বিদ্যমান । পূর্যাকালে ব্রহ্ম এই
মহালিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন, একজন এই লিঙ্গ সর্ব
পাতকনাশন ব্রহ্মেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ।

ষট্চছারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গন্ধেয়হাদেবি পিজলীং
পাপপ্রাশিনীম্ । ঋষিতীর্থে পশ্চিমন্তো নদীঃ
সাগরগামিনীম্ । ১ । ততঃ সন্দর্শনাদেবি রূপ-
বান্ জায়তে নরঃ । পুরা মহর্ষয়ঃ প্রাপ্তাঃ
সোমেশ্বরদিকৃৎ । ২ । প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য
নদীতীরে ব্যবস্থিতাঃ । দাক্ষিণাত্যা মহাদেবি
কুরুবর্ণা বিরূপকাঃ । ৩ । তত্রাশ্রমবরে স্নাত্বা
পশ্চন্তো রূপমান্বনঃ । কামেন সঙ্গঃ সর্কে বিশ্বয়ঃ
পরমঃ গতাঃ । ৪ । ততস্তে সহিতাঃ সর্কে
বিশ্বয়েচ্ছুল্ললোচনাঃ । অত্র স্নাতা বধঃ সর্কে
যতঃ পিজলমাগতাঃ । অতঃপ্রভৃতি নামান্তান্ততঃ
পিজা তবিষ্যতি । ৫ । যেহু স্নানঃ করিষ্যতি
তক্ত্যা পরময়া যুতাঃ । ন ভেবামধয়ে কশ্চিৎকবি-
যতি কুরুবান্ । ৬ । দর্শনাৎ পিতৃমেধস্ত লপ্যতে

অক্ষয়পদপ্রার্থী মানব দ্বিতীয়দিনে উপবাসী ও
জিতেন্দ্রিয় হইয়া এখানে স্নান, শুভদ দেবেশ
ব্রহ্মেশ্বরের পূজা এবং শ্রাদ্ধদানে পিতৃগণের তৃপ্তি-
সাধন করিবে । ১—৩ ।

পঞ্চচছারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪৫ ।

ষট্চছারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর পাপ-
নাশিনী পিজলাসমীপে গমন করিবে । এই পিজলা
নদী ঋষিতীর্থের পশ্চিমদিক দিয়া সাগরগামিনী
হইয়াছে । মানব এই নদী দর্শনে রূপবান্ হয় ।
পূর্বকালে মহর্ষিগণ সোমেশ্বরদর্শনার্থ প্রভাসক্ষেত্রে
আগমন করিয়া এই পিজলা নদীর তীরে অবস্থিত
হন । হে মহাদেবি ! এই সকল ঋষি দাক্ষিণা-
পথবাসী ও কদাকার কুরুকায় ছিলেন । তাঁহারা
তথায় স্নান করিয়া নিজ নিজ রূপের প্রতি
চাঞ্চিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা কামসমূহ হইয়া
ছেন । এইরূপ অবলোকন করিয়া তাঁহারা বিস্মিত
হইলেন এবং বলিলেন,—আমরা যখন এইখানে
স্নান করিয়া পিজল প্রাপ্ত হইলাম, তখন এই তীর্থের
নাম হইল পিজ । বাহারা পরম ভক্তিসহকারে
এখানে স্নান করিবে, তাহাদের বংশে কদাচ কহ-
কুরুপ হইবে না । মানব এ তীর্থ দর্শন করিলে
পিতৃমেধ কল, এখানে স্নান করিলে তাহার দিকৃৎ

মানবঃ কলম্ । স্নানেন দিকৃৎ পুণ্যং তর্পণেন
চতুর্ভুজম্ । ৭ । অসংখ্যাতঃ কলঃ ততঃ বোহু
প্রাক্ করিষ্যতি । এবমুকা ততঃ সর্কঃ ঋষয়ো
বরবর্গিনি । ৮ । ব্যতকঃস্তরবীতীরং সর্কঃ তে
মুনিসন্তমাঃ । যজ্ঞোপবীতযাজ্ঞানি চক্ৰতীর্থানি
সরভতঃ । ৯ ।

ইতি শ্রীকান্দে পিজলানদীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্চছা-
রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ । ২৪৬ ।

সপ্তচছারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতঃ পশ্চেৎ সূর্য্যঃ
পাপপ্রণাশনম্ । তথা চ পিজলাং দেবীঃ পার্শ্বতী-
রুপধারিণীম্ । ১ । তৃতীয়ার্য্যঃ বিশেষণ হ্যপবাসং
করোতি যঃ । সর্কান কামমবাগ্নোতি ধনবান্ পুজ-
বান্ ভবেৎ । ২ । তত্রৈব সংস্থিতঃ পশ্চেচ্ছুল্লকেশ্বর-
মিতি জ্ঞতম্ । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুক্তঃ স্নাত্ব
সর্কপাতকৈঃ । ৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে পিজলাদিত্যপিজলাদেবাত্ত্রৈশ্বর-
মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তচছারিংশদধিক-
বিংশততমোহধ্যায়ঃ । ২৪৭ ।

কল, তর্পণ করিলে তাহার চতুর্ভুজ কল এবং শ্রাদ্ধ
করিলে অসংখ্য কল লাভ করে । হে বরবর্গিনি !
অনন্তর ঋষিগণ তত্রত্য নদীতীর যজ্ঞোপবীত-
প্রমাণে বিভাগ করিয়া লইয়া তীর্থ প্রগমন
করিলেন । ১—৩ ।

ষট্চছারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪৬ ।

সপ্তচছারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! মানব পূর্বোক্ত
স্থানে পাপপ্রণাশন সূর্য্যদেব এবং পার্শ্বতীরুপধারিণী
পিজলাদেবীকে দর্শন করিবে । যে ব্যক্তি (তাঁহা-
দের উদ্দেশে) তৃতীয়ার উপবাস করে, সে সর্ক
অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে ; অপিচ ধনবান্ ও
পুজবান্ হয় । ঐ স্থানেই ত্রৈশ্বরের লিঙ্গ দর্শন
করিবে । তাঁহাকে দর্শন করিয়া মানব সর্কপাতক
হইতে মুক্তি লাভ করে । ১—৩ ।

সপ্তচছারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪৭ ।

অষ্টচছারিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি পুর্বোক্তং
ব্রহ্মপুজিতম্ । সরস্বত্যাচ্যুতং সংস্বং পর্ণাদিত্যচ
পশ্চিমে ॥ ১ ॥ তন্তোৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুৈক-
মনাঃ প্রিয়ে । স্বজতো ব্রহ্মণঃ পূর্বে কৃতগ্রামঃ
চতুর্বিধম্ ॥ ২ ॥ উৎপন্নাকৃতরূপাচ্য। নারী কমল-
লোচনা । কনুগ্রীবী নুকেশাঙ্কা বিদ্বোজী তমুমধ্যমা ।
৩ । গভীরনাভিঃ সুশ্রোণী পীনশ্রোণিপয়োধরা ।
পূর্ণচন্দ্রযুধী সা তু গুণ্ডলুকা সিতাননা ॥ ৪ ॥ ন দেবী
ন চ গন্ধকী নানুরী ন চ পরগী । যাদৃগরূপা বরা-
রোহা তাদৃশী সা ব্যজায়ত ॥ ৫ ॥ তাং দৃষ্টা রূপ-
সংশয়াং ব্রহ্মা কামবশোহতবৎ । অথ তাং প্রার্থয়া-
মাস রত্যাং বরবর্ণিণি ॥ ৬ ॥ অথ প্রার্থিতস্তত
তপতং পঞ্চমং শিরঃ । স্বরূপং মহাদেবি তেন
পাপেন তৎকলাং ॥ ৭ ॥ ততো জ্যোতা মহৎপাপং
হৃহিতুঃ কামসম্ভবম্ । যুগ্মা পরয়া যুক্তঃ প্রভাসঃ
ক্ষেত্রমাগতঃ ॥ ৮ ॥ ন কাশ্যত যতঃ শুদ্ধির্বা ন তীর্থ-
বগাহনাং । স স্নাতঃ সলিলে পুণ্যে পিরস্বত্যা
বরাননে ॥ ৯ ॥ লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস দেবদেবস্ত

অষ্টচছারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি । অতঃপর
মানব পুর্বোক্ত ব্রহ্মপুজিত লিঙ্গসমীপে গমন
করিবে । এই লিঙ্গ পর্ণাদিত্যের পশ্চিমে সরস্বতী-
তটে অবস্থিত । উহার উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি,
অনন্তরনে প্রবণ কর । পূর্বে ভগবান ব্রহ্মা চতুর্বিধ
কৃতগ্রাম স্বজন করিতে থাকিলে এক অভুতরূপাচ্য।
নারী উৎপন্ন হন । তিনি কমললোচনা, কনুগ্রীবী,
নুকেশাঙ্কা, বিদ্বোজী তমুমধ্যমা, গভীরনাভী, সু-
শ্রোণী, পীনশ্রোণিপয়োধরা, পূর্ণচন্দ্রযুধী, গুণ্ডলুকা ও
সিতাননা । তিনি যাদৃশী রূপবতী ছিলেন, দেবী,
গন্ধকী, অনুরী, বা পরগীর মধ্যে এরূপ রূপবতী
দৃষ্ট হইত না । তাঁহাকে ভাবিধ রূপসী দেখিয়া
পশ্চিমিহ কামবশীভূত হন । তিনি রত্যাং তাঁহাকে
প্রার্থনা করেন । এই পাপে তাঁহার স্বরূপ পঞ্চম
শির তৎকলাং পতিত হয় । তখন তিনি হৃহিত-
কামিনী-সম্ভব মহৎ পাপি অবগত হইয়া এবং তীর্থ-
বগাহন ব্যতিরেকে এ পাপের শুদ্ধি হইবে না বিবে-
চনা করিয়া যুগ্মা প্রভাসকেই গমন করেন ।
প্রভাসে উপস্থিত হইয়া তিনি সরস্বতীসলিলে স্নান
করিয়া ঐ স্থানে দেবদেব শতরের এক লিঙ্গ স্থাপন

শুলিনঃ । ততো বিকলমো কুয়া ভগান স্বগৃহ-
পূনঃ ॥ ১০ ॥ স্নাত্ব সারস্বতে ভোয়ে যন্তলিঙ্গং
প্রপশ্যতি । সর্বপাপবিনশ্তুক্তো ব্রহ্মলোকে মহী-
যতে ॥ ১১ ॥ চৈত্রে শুক্লচতুর্দশীঃ স্বতঃ পশ্যতি
মানবঃ । স যাতি পরমং স্থানং যজ দেবো মহে-
শ্বরঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীহান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্রচছারিংশ-
দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৮ ॥

একোদশাংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি দেবং ঐব
সঙ্গমেশ্বরম্ । গোলকমিতি বিখ্যাতং সর্বপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ তন্তোব পশ্চিমে ভাগে সর্বকামকল-
প্রদম্ । ঋষিকদালকো নাম পুরা হ্যাসীন্নহাতপাঃ ॥ ২ ॥
স পুরা সঙ্গমং প্রাপ্য সর্বপাপপ্রণাশনম্ । সরস্বত্যাচ
পিকায়ান্তপশ্চপে নুরেশ্বরী ॥ ৩ ॥ ততস্তপস্ততস্ততপো
রোদ্রঃ মহান্ননঃ । পুরতো হ্যুখিতঃ লিঙ্গং ভক্ত্যা
যুক্তম্ সুন্দরী ॥ ৪ ॥ এতশ্চিন্নেব কালে তু বাস্ত-
বাচাশরীরিণী । উদালক মহাবাহো শৃণুৈষভষটো
মম ॥ ৫ ॥ অদ্যপ্রভৃতি বাসোহত্র মম নিত্যং ভাব-

করিলেন । এইরূপে তিনি শুদ্ধি লাভ করিয়া
স্বস্থানে গমন করিলেন । সরস্বতীসলিলে স্নান
করিয়া যে জন ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, সে সর্বপাপ-
বিনশ্তুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পুজিত হয় । চৈত্র-
মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে যে মানব তাঁহাকে দর্শন
করে, সে যেখানে দেব মহেশ্বর বিরাজিত, সেই
পরম স্থানে গমন করিয়া থাকে । ১—১২ ।

অষ্টচছারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৮ ॥

উনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি । অনন্তর
মানব উহারই পশ্চিমে গোলক নামক সঙ্গম-
শ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ সর্ব-
কামকলপ্রদ ও সর্বপাতকনাশন । পূর্বে মহাভাগ
উদালক ঋষি ঐ স্থানে পিকা-সরস্বতীর সর্ব পাপ-
নাশন সঙ্গম-সরিনানে তপস্তা করিয়াছিলেন ।
তিনি ভক্তিমুক্তভাবে তপস্তা করিতে থাকিলে
তাঁহার সম্মুখে এক লিঙ্গ উদ্ভূত হন । এই সরস্ব-
ক এক অশরীরিণী বালী উচ্চারিত হয় যে, হে মহাবাহু

যাতি। স্বর্গাদিত্য সমুৎপন্নঃ সঙ্গমে লিঙ্গমুত্তমম্।
সঙ্গমেবমিত্যেব নাম চাত্ত ভবিষ্যতি। ৬।
যেহুঃ স্নানং নরঃ কৃষা সঙ্গমে লোকবিক্রতে।
সঙ্গমেবমীকস্তু তে যাতি পরমাং গতিম্। ৭।
ঈশ্বর উবাচ। ততস্তং পূজয়ামাস দিব্যরাজমভিত্তিতঃ।
ততো দেহাবসানেহসৌ গচ্চ যত্র মহেশ্বরঃ। ৮।
ইতি শ্রীকাল্পে সঙ্গমেবমাহাত্ম্যাবর্ণনং নানৈকো-
পকাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ। ২৪৯।

পঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি লিঙ্গ-
জৈলোক্যবিক্রতম্। গচ্ছেরহেতি বিখ্যাতং সঙ্গমে-
বরণশ্চিমে। ১। যদা গঙ্গা সমাহুতা বিষ্ণুনা
প্রভবিষ্ণুনা। অত্য়কালেভবৈক্যং স্বকায়স্থ বরা-
ননে। ২। ততো দৃষ্টা তু তৎক্ষেত্রং পুণ্যং
হুমিনিষেবিতম্। সর্বত্র ব্যাপিতং লিঙ্গেরাজমৈশ্চ
তপস্বিনাম্। ৩। ততো গঙ্গা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা পূর্বসাগর-
গামিনী। স্থাপয়ামাস তন্নিকং শিবভক্তিপরায়ণা।

উদালক! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। অদা
হইতে এই স্থানে আমি নিত্য বাস করিব। সঙ্গমে
এই লিঙ্গ উৎপন্ন হইল বলিয়া ইহার নাম হইবে
সঙ্গমেবর। যাঁহারা এই সঙ্গমে স্নান করিয়া লিঙ্গ
দর্শন করিবে, তাঁহারা পরম গতি লাভ করিবে।
ঈশ্বর বলিলেন,—অনন্তর হুনি দিব্যরাজ ঐ লিঙ্গের
আরাধনা করিয়া দেহাবসানে শিবলোকে গমন
করিলেন। ১—৮।

উনপঞ্চাশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪৯।

পঞ্চাশদধিক বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
সঙ্গমেবরের পশ্চিম অবস্থিত গঙ্গেশ্বর নামক
জৈলোক্যবিক্রত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে।
তদগতান প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু স্বীয় কার্যকালের অন্তে
অভিবৈক্য স্বরূপ দেবী গঙ্গাকে আর্হামি করেন,
তখন সরিষা গঙ্গাদেবী তদন্ত্য কেত্র—স্ববি-
নিবেশিত, তপস্বিগণের আশ্রমে পরিপূরিত ও
সর্বত্র লিঙ্গময় দেবী ঐ স্থানে এক লিঙ্গ স্থাপন

৪। তং দৃষ্টা তু বরাবরোহে গঙ্গানানকলং লভেৎ।
অবমেধসহস্রত কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। ৫।

ইতি শ্রীকাল্পে গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চাশ-
দধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ। ২৫০।

একপঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরহাদেবি শঙ্করাদিত্য-
মুত্তমম্। গঙ্গেশ্বরস্ত পূর্বেণ শঙ্করেন প্রতিষ্ঠিতম্।
১। সত্যটীকব তু শুক্রায়ামেনং যঃ পূজয়িষ্যতি।
গমিষ্যতি পরং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ। ২।
রক্তচন্দনমিশ্রৈশ্চ রক্তপুষ্পৈঃ সমাহিতঃ। তাম্রপাত্রে
সমাধায় যোহর্ঘ্যঃ দাত্ততি মানবঃ। স যাত্ততি
পরং সিদ্ধিঃ ন চ যাত্তি দরিদ্রতাম্। ৩। তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন তস্মিন্ কেত্রে বরাননে। পূজয়েৎ
শঙ্করাদিত্যং সর্বকামকলপ্রদম্। ৪।

ইতি শ্রীকাল্পে শঙ্করাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নানৈক-
পঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ। ২৫১।

করত পূর্বসাগরে গমন করেন। এই লিঙ্গ দর্শন
করিয়া মানব সহস্র অবমেধকল ও গঙ্গানানকল
লাভ করিয়া থাকুক। ১—৫।

পঞ্চাশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫০।

একপঞ্চাশদধিক বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
শঙ্করাদিত্যসমীপে গমন করিবে। ইহা গঙ্গা-
বরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত—শঙ্কর ইহার প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন। শুক্রপক্ষীয় বর্জিতে যে মানব
ইহার পূজা করে, সে, পরম স্থান—দেখানে দিবাকর
বিরাজিত, সেই স্থানে গমন করিয়া থাকুক। রক্ত-
চন্দন ও রক্তপুষ্পসমবিত অর্ঘ্য তাম্রপাত্রে করিয়া
যে মানব ঐ দেবকে দান করে, সে পরম সিদ্ধি
লাভ করিয়া থাকুক। অপিচ কদাচ তাহার দরিদ্র্য
হয় না। অগ্নি বরাননে! অতএব সকলে সর্ব-
প্রযত্নে ঐ কেত্রে সর্বকামকলপ্রদ শঙ্করাদিত্যের
পূজা করিবে। ১—৪।

একপঞ্চাশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫১।

ত্রিংশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপাদেবি লিঙ্গং
ত্রৈলোক্যবিক্রমতম্ । তত্র শতরনাথোতি প্রসিদ্ধা
পাপনাশনম্ ১ । স্থাপিতং ভাটনা দেবি কৃত্য
তত্র মনস্তপঃ । তমর্চয়িত্বা দেবেশং সোপবাসো
মহেশ্বরম্ ২ । ত্রাশ্বগণং ভোজয়েচ্ছ ত্রাশ্বং
কুর্ধ্যাচ্ছিতেন্দ্রিয়ঃ । শত্ৰুয়া হিরণ্যং বাসাসি বিপ্র
বদ্যাসং সমাহিতঃ । স যতি পরমং স্থানং নাজ
কার্ধ্যা বিচারণা ৩ ।

ইতি ত্রিংশদে শতরনাথমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিংশদধিক
বিশততমোহধ্যায়ঃ ২৫২ ।

ত্রিংশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপাদেবি শুক্লেশ্বর-
মহত্তমম্ । হিরণ্য উত্তরে ভাগে সৰূপাতক-
নাশনম্ । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি কোটিহত্যাং
ব্যপোহতি ১ ।

ইতি ত্রিংশদে শুক্লেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিংশদধিক
বিশততমোহধ্যায়ঃ ২৫৩ ।

ত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অতঃপর মানব
এক ত্রৈলোক্যবিক্রম লিঙ্গসমীপে গমন করিবে ।
এই লিঙ্গের নাম শতরনাথ ১ । ইনি প্রসিদ্ধ পাপ-
নাশন । যহৎ তপস্করণের পর ভাট এই লিঙ্গ
আগমন করিয়াছিলেন । জনগণ ইন্দ্রিয়সংযম করত
ঈশ্বরানী প্রার্থিয়া এই লিঙ্গের পূজা করিয়া ত্রাশ্ব-
ভোজন করাইবে । অশিচ সমাহিত তাবে ত্রাশ্ব-
সিগকে স্বার্থসূক্ত হিরণ্য ও বাস দান করিবে ।
একত্র করিলে নিঃসন্দেহ পরম পদ লাভ হয় ১—৩ ।
ত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫২ ।

ত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অনন্তর মানসগুণ
অনন্তর শুক্লেশ্বরসমীপে গমন করিবে । হিরণ্যার
উত্তরদিক্ অংশে এই লিঙ্গ অবস্থিত । ইনি সৰূ-
পাতকনাশন । মানবগণ ইহাকে দর্শন করিয়া

চতুঃপঞ্চাশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পশ্চিমে
সৰূপাতকনাশনম্ । ষষ্ঠেশ্বরমিতি খ্যাতিং দেবদানব-
বন্দিতম্ । পুজিতং স্থিতিঃ সিদ্ধৈর্কাহিতার্থকল-
প্রদম্ ১ । বারে সোমন্ত চাটম্যাং যজ্ঞঃ পুজয়তে
নরঃ । স লভেৎকাহিতান্ কামাশুভঃ ত্রাংপাতকেন
হি ২ ।

ইতি ত্রিংশদে ষষ্ঠেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
চতুঃপঞ্চাশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ২৫৪ ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপাদেবি তীর্থং
ত্রৈলোক্যবিক্রমতম্ । তত্রৈব পশ্চিমে ভাগে স্বর্বাণাং
পুণ্যকর্ণধাম ১ । তদ্বিশ্বত্ৰিনেত্রা মন্ত্রান্ত
দৃষ্টব্ধেহদ্যাপি ভামিনি । অলিরা গোতমোহগন্ত্যঃ
সুমতিঃ সুসখিস্তথা ২ । বিশ্বামিত্রঃ শূলশিরাঃ

কোটি হত্যাভাজিত পাপ হইতে অব্যাহত লাভ
করে ১ ।

ত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫৩

চতুঃপঞ্চাশদধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । পুরোক্ত স্থানেই
ষষ্ঠেশ্বর নামক সৰূপাতকনাশন আর এক লিঙ্গ
আছেন । এই লিঙ্গ দেব-দানববন্দিত, স্থিতি-নিষ্ঠ-
পুজিত ও বাহিতার্থকলপ্রদ । সোমবার অষ্টমীতে
যে জন ভীহার পূজা করে, সে পাতকমুক্ত হইয়া
অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে ১।২ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৫৪ ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । পুরোক্ত লিঙ্গের
পশ্চিমে পুণ্যকর্ণ স্বর্বাণ্যের এক ত্রৈলোক্য-বিক্রম
লিঙ্গ আছেন । মানব এই স্থানে গমন করিলে ।
এই তীর্থকেন্দ্রে অদ্যাপি ত্রিনেত্র মন্ত্র সর্বদা দৃষ্ট
হইয়া থাকে । অলিরা, গোতম, অগস্ত্য, সুমতি,
বামিষ্ঠ, শূলশিরা, সংবর্ড, প্রতিমর্দন,

সংবর্ত্তঃ প্রতিমর্দনঃ । বৈরোজ্যে বৃহস্পতিশ্চৈব চ্যবনঃ
কঙ্কশো ভৃগুঃ । ৩ । দুর্কাসা জামদগ্ন্যঃ মার্কণ্ডে-
য়োহ গালবঃ । উশনাধ ভারবাজো যবক্রোতঃ ক্রিত-
জিতস্তথা । ৪ । দুলাকঃ সকলাকঃ কথো মেধা-
তিথিঃ কুশঃ । নারদঃ পরশশ্চৈব বসিষ্ঠোহরুদ্রতী,
তথা । ৫ । কাণোহয় গৌতমো ধৌম্যঃ শতানন্দো-
হরুতব্রজঃ । জমদগ্নিস্তথা রামো বকশ্চৈত্যেব-
মাদয়ঃ । কৃকটৈষপায়নশ্চৈব পুঞ্জশিষ্যোঃ সমধিতঃ ।
৬ । এতৎ কেক্সঃ সমাসাদ্য প্রভাসং মুনিসন্তমঃ ।
তপস্তপুর্নহাস্তানো বিবিধং পরমাদৃতম্ । ৭ । এবং
তে নিয়তাস্তানো দমযুক্তাস্তপস্বিনঃ । সমাধিনা
জিগীবন্তে ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ । ৮ । অধাভব-
দনাবৃষ্টিঃ কদাচিৎপ্রহতৌ প্রিয়ে । কঙ্কঃ প্রাপ্তো
হতুস্তত্র সর্বলোকঃ কুখাদ্বিতঃ । ৯ । ততো নিয়মে
লোকেহশ্রিয়ার্হাস্তে পয়ীপবঃ । যুতং কুমার-
মাকায় কঙ্কঃ প্রাপ্তোস্তদাপন । ১০ । অধোপরিচর-
ন্তত্র ক্রিষ্টমানান হি তানুবীন । দৃষ্টৌ রাজা বুধদর্ভিঃ
প্রোবাচেনং বচস্তদা । ১১ । রাজোবাচ । প্রতিগ্রহো
ব্রাহ্মণানাং দৃষ্টৌ বৃত্তিরনিন্দিতা । তস্মাৎপ্রতিগ্রহঃ
যন্তো গৃহীধ্বং মুনিপুংসবঃ । ১২ । মূলান্নায়াংচ
ব্রীহীশ্চ তথা রত্নানি কাঞ্চনম্ । বুধাকং সম্পদা-
স্তামি যচ্চাস্তদাপি হর্ষতম্ । নিবর্ত্তধর্মতঃ সর্বে

বৃহস্পতি, চ্যবন, কঙ্কশ, ভৃগু, দুর্কাসা, জামদগ্ন্য,
মার্কণ্ডেয়, গালব, উশন, ভারবাজ, যবক্রোত, ক্রিত,
দুলাক, সকলাক, কথ, মেধাতিথি, কুশ, নারদ,
পরশ, বশিষ্ঠ, অরুদ্রতী, কাথ, গৌতম, ধৌম্য
শতানন্দ, অরুতব্রজ, জমদগ্নি, রাম, বক, ও সপুঞ্জ-
শিষ্য কৃকটৈষপায়ন, এই নিয়তাস্তা দান্ত মুনিসন্তমগণ
এই তীর্থক্ষেত্রে পরমাদৃত বিবিধ তপস্তা করেন ।
ইহারা সকলেই পরস্পর সনাতন ব্রহ্মলোক জয়
করিতে উৎসুক ছিলেন । কোন সময় এক মহতী
অনাবৃষ্টি হয় । তাহাতে সর্বলোক কুখাকান্ত হইয়া
পড়ে । সর্বলোক নিয়ম হইলে পুরোক্ত
ঋষিগণ অত্যন্ত কষ্টে পতিত হইয়া আশ্রয়ার্থ
একটী মৃত বালক প্রাপ্ত হইয়া তাহা পাক করিতে
আরম্ভ করেন । বুধদর্ভি রাজা উপরিচর তদর্শনে
ঋষিগণকে বলিলেন,—প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের অনি-
ন্দিত বৃত্তি, অতএব আপনারা আমার নিকট
প্রতিগ্রহ করুন । আমি যুগ, মাস, ব্রীহি,
রত্ন, কাঞ্চন প্রভৃতি বাহা কিছু হর্ষত, তৎ-
সমস্তই আপনাদিগকে দান করিব । আপনারা

হেতস্মাৎ পাতকাৎ পরম্ । ১৩ । ঋষয় উচুঃ ।
তজ্জানন্তঃ কথং রাজন্ গৃহীমন্তে প্রতিগ্রহম্ । ১৪ ।
দশমুদাসমন্তক্রৌ দশচক্রিসমো ধ্বজী । দশধ্বজি-
সমা বেষ্ঠা দশবেষ্ঠাসমো নৃপঃ । ১৫ । যো রাজা
প্রতিগৃহ্যতি ব্রাহ্মণো লোভমোহিতঃ । তামিষাদিবু-
ধোরেষু নরকেষু স পচ্যতে । ১৬ । ভগবান্ কুশলঃ
তেহম্ সহ দানেন পার্শ্বিৎ । অভেবাং পীয়তামেত-
দিত্যাক্ষা তে বনং যযুঃ । ১৭ । অথ রাজাঃ সমাদেশাত্তত্র
গয়া চ মন্ত্রিণঃ । উহুহরাপি ব্যকিরন্ হেমগর্ভাশি
কুহলে । ১৮ । অথ তানি ব্যচিৎশ্চ ঋষয়ো
বরবর্ণিনঃ । শুকগীতি বিদিশা তু ন প্রোছাদ্যদিয়া-
ব্রবীৎ । ১৯ । অত্রিকবাচ । নামহে নামহে মৃত
বয়মজ্ঞানবুদ্ধয়ঃ । হৈম্যানৌমনি জানীমঃ প্রতিবুদ্ধাঃ
স্ব আভ্যতঃ । ২০ । বসিষ্ঠ উবাচ । ধর্মার্থ সক্ষয়ো
যন্ত দ্রব্যপাণং সূন শস্ততে । তপঃসক্ষয়ং যন্ত
বসিষ্ঠো ধনসক্ষয়ম্ । ২১ । ত্যজধ্বং সক্ষয়ান
সর্বান জাতীনাং সমুপভবান্ । ন হি সক্ষয়বান্

এই মৃত-বালকের পাতক হইতে নিবৃত্ত হউন ।
ঋষিগণ বলিলেন,—হে রাজন্ । আমরা জানি-
শুনিয়া কিরূপে আপনারা নিকট প্রতিগ্রহ করিব ?
দেখুন, দশমুদাসম চক্রী, দশচক্রী সম ধ্বজী, দশ-
ধ্বজিসমা বেষ্ঠা, আর দশ বেষ্ঠার সমান হলেন,—
নৃপ । যে ব্রাহ্মণ লোভমোহিত হইয়া রাজার
নিকট প্রতিগ্রহ করে, সে তামিষাদি ধোর নরকে
পচ্যমান হয় । তাই বলি—হে রাজন্ । তোমার মঙ্গল
হোক, তুমি তোমার দান লইয়া গৃহে যাও, অস্ত
কাহাদিগকে দাওগে । এই কথা বলিয়া ভীহার্য
বনগমন করিলেন । এই সময় রাজমন্ত্রিগণ রাজা-
দেশে সুবর্ণময় উড়ুঘর সকল লইয়া গিয়া ভীহাদের
অগ্রভূমিতে ছুড়াইয়া দিলেন । ঋষিগণ তাহা
ছুড়াইয়া লইলেন । ভগবান্ অদিয়া কিছু
ভারবগত হইয়া বলিলেন,—ইহা গ্রহণ করিবেন
না—করিবেন না । অত্রি কহিলেন,—হে মৃত-
গণ । চল চল, আমরা এখানে থাকিব না, আমরা
অজ্ঞানবুদ্ধ । এই জিনিষগুলি হৈম বলিয়া বোধ
হইতেছে । অধুনা আমরা আভ্য হইতে প্রতি-
বুদ্ধ হইলাম । বশিষ্ঠ বলিলেন,—ধর্মার্থ জব্য
সক্ষয় করা প্রশস্ত নহে । বসিষ্ঠ আমি কিন্তু তপ-
সক্ষয়কেই ধর্মসক্ষয় বলিয়া মনে করি না ।
তোমরা এই জাতি সমুপভব সক্ষয় সকল পরি-
ত্যাগ কর । সক্ষয় করিয়া কাহাতেও নিকপদ্রব

কান্দিত্বভূতে নিরুণত্রয়ঃ । ২২ । যথাযথা ন গুহ্যতি
 ত্রাক্ষণোহসংপ্রতিগ্রহম্ । তথাভুতখানিশং চান্ত
 ব্রহ্মভেজজ বর্জিতে । ২৩ । অকিঞ্চনম্বঃ রাজ্যং
 চ তুলয়া সমতোলয়ম্ । অকিঞ্চনম্বাধিকং রাজ্যাদপি
 ন সংশয়ঃ । ২৪ । কল্পপ উবাচ । অনর্থো ত্রাক্ষণ-
 শ্চৈব যদর্থনিচয়ো মহান্ । অর্থৈবর্থাবিমুঢ়োহপি শ্রেয়সো
 ব্রহ্মভেজ জিহ্বঃ । ২৫ । অর্থসম্পদিমোহায় বহুশোকায়
 চৈব হি । তদ্বাদর্থমনর্থখ্যং শ্রেয়োহর্থী দূরত-
 ত্যাজ্যেৎ । ২৬ । যন্ত বর্থাধর্ম্যথাস্ততাপি ন হি
 দূষতে । প্রকালনাকি পঙ্কজ দূরাদম্পর্শনং বরম্ ।
 ২৭ । ভরদ্বাজ উবাচ । জীর্ঘ্যন্তি জীর্ঘ্যতঃ কেশা
 দস্তা জীর্ঘ্যন্তি জীর্ঘ্যতঃ । চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্ঘ্যতে
 তৃক্ষকো ন তু জীর্ঘ্যতে । ২৮ । সূচী সূত্রং তথা
 বস্ত্রে সমানয়তি সূচিকা । তৎসংসারসূত্রং তু বধা
 সূচী বিধীয়তে । ২৯ । যথা শৃঙ্গং কচ্ছাঃ কায়ে বর্জ-
 মানো হি বর্জিতে । অনন্তপারি তুর্কারা তুকা হুঃখপ্রদা
 সর্গা । অধর্ম্মবহলা হুৈবে তদ্ব্যভাঃ পরিবর্জয়েৎ । ৩০ ।
 গোতম উবাচ । সন্তুষ্টঃ কো ন শ ক্রাতি কলৈশ্চাপি
 ১০ বর্ত্তত্বম্ । সর্বোহপীশ্চিয়নোভেন সন্তুষ্টাভি-

গাহতে । ৩১ । সর্বত্র সম্পদন্তস্ত সন্তুষ্টং যন্ত
 মানসম্ । উপানদগুণপাদন্ত নহু চন্দ্রাবৃত্তেব ভূঃ ।
 ৩২ । সন্তোবাসুততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতনাম্ ।
 কুন্তন্তকননুকানাম্ সুখকামাশান্তচেতসাম্ । ৩৩ । বিধা-
 মিত্র উবাচ । কামং কামায়মানস্ত যদি কামঃ
 স সিধ্যতি । তর্ধনমশ্রয়ঃ কামো ভূয়ো বিধাতি
 বাণবৎ । ৩৪ । ন জাতু কামঃ কামানমুপ-
 ভোগেন শাম্যতি । হবিষা কৃকবশ্চৈব ভূয় এবা-
 ভিবর্জিতে । ৩৫ । কামানভিলষন্ত লোভায় নরঃ
 সুখমেধতে । সমালভ্য তকচ্ছায়াং ভবনং বাহতে
 নরঃ । ৩৬ । চতুঃসাগরসংযুক্তাঃ যে ভূভেক্তা
 পৃথিবীমিমাম্ । একস্ত বনবাসী চ স কৃতার্ণো ন
 পার্থিবঃ । ৩৭ । জমদগ্নিরুবাচ । প্রতিগ্রহসমর্পণে
 যন্তপো বর্জয়তে মহান্ । ন করোতি তপস্তস্ত
 জায়তে চ সহস্রধা । ৩৮ । প্রতিগ্রহসমর্পণাং নিবৃ-
 দ্তানাং প্রতিগ্রহাৎ । য এব দদত্যে লোকান্ত এবা-
 প্রাতিগৃহ্তাম্ । ৩৯ । অরুন্ধত্যা বাচ । বিসতস্তর্ঘ্বা
 নিত্যং সমস্তান্নাসংহিতঃ । তুকা চৈবমনাদ্যস্তা

হইতে দেখা যায় না । ত্রাক্ষণ যেমন মেমন অসৎ
 প্রতিগ্রহ করেন না, তেমনি তেমন ভাঁহার অহর্নিশ
 ব্রহ্মার্থে বর্জিত হইয়া থাকে । একবার আমি
 অকিঞ্চনম্ব আর রাজ্য এই দুই বস্তু তুলনা করি-
 য়াছিলাম, তাহাতে অকিঞ্চনম্বই নিঃসংশয়ই অধিক
 হইয়াছিল । ব্রহ্মপ বলিলেন,—অর্থসংকল্প ত্রাক্ষ-
 ণের মহান্ অনর্থকরূপ । ঐবর্থা-বিমুঢ় বিজ
 শ্রোয়োলাভ হইতে ভ্রষ্ট হন । অর্থসম্পদ মোহ ও
 বহুশোকের কারণ । অতএব অনর্থখ্য অর্ধকে
 শ্রেয়োর্থী জন পরিত্যাগ করবে । যাহার ধর্ম্মার্থ
 অর্থ, তাহার কদাচ ধর্ম্ম দেখা যায় না ; অতএব
 পঙ্কম্পর্শ করিয়া প্রকালন করা অগেচ্ছা তাহা স্পর্শ
 না করা হি ভাল । ভরদ্বাজ বলিলেন,—ওহে দেখ,
 জীর্ঘ্যে কেশ জীর্ঘ্য হয় ; দন্ত জীর্ঘ্য হয় এবং চক্ষুর্কণও
 জীর্ঘ্য হয় ; কিন্তু তুকাকে জীর্ঘ্য হইতে দেখা যায় না ।
 সূচী যেমন বস্ত্রম্বকে মিলিত করে, তজ্জন তুকা
 জীবের সুসারায়সরণ অবিরুদ্ধ রাখে । কলেবর-
 বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন যুগের শৃংগ বর্জিত হয়,
 তজ্জন অন্তা অপারি হুমার তুকাও মানবগণের
 কামদ্বির সহিত বর্জিত হইয়া তাহাদিগকে হুঃখ
 প্রদান করে । তুকা অধর্ম্মবহলা ; সুতরাং ইহা
 বর্জনীয় গোতম বলিলেন,—কোন সন্তুষ্ট

ব্যক্তি না কল দ্বারা রূতিবিধান করিতে সমর্থ হন ?
 ইশ্রিয়চাক্ষুণ্যবশতই সকলে সন্তুষ্টগাগরে অবগাহন
 করে । তাহার সর্বত্রই সম্পদ—যাহার মন তুষ্ট ।
 দেখ, পাহুক-সংরক্ষিত-পদ ব্যক্তির সমস্ত পৃথিবী-
 কেই চন্দ্রাবৃত্ত বলিয়া বোধ হয় । আরও দেখ, সন্তো-
 বাসুত-তৃপ্ত শান্তচেতা ব্যক্তির যে সুখ, ধনলোভী
 অশান্তচেতা ব্যক্তি সে সুখ কোথায় পাইবে ? ১-৩০।
 বিধামিত্র বলিলেন,—দেখ, কামী ব্যক্তির কামনা
 সিদ্ধ হইলেই লোভবশতঃ আর একটা নূতন কামনা
 আসিয়া তাহাকে বাণবৎ বিদ্ধ করে । উপভোগে
 কদাচ কামনানিবৃত্ত হয় না,—দেখ স্বতপ্রদানে অগ্নি
 বর্জিতই হইয়া থাকে । কামী ব্যক্তি কদাচ সুখ
 লাভ করিতে পারে না । কারণ, তকচ্ছায়া
 লাভ করার পর ভবনে বাস করিতে কাহার না
 ইচ্ছা হয় ? চতুর্দিকখিলামেখলা পৃথিবীর পতি
 আর বনবাসী এই দুইয়ের মধ্যে বনবাসীই শ্রেষ্ঠ ।
 জমদগ্নি বলিলেন,—যে প্রতিগ্রহসমর্থ ব্যক্তি প্রতি-
 গ্রহ না করিয়া তপ বর্জিত করিতে পারেন, তিনিই
 মহান্ এবং ভাঁহার তপস্তা সহস্রগুণ বর্জিত হইয়া
 থাকে । বাহার প্রতিগ্রহসমর্থ হইয়াও তাহা হইতে
 নিবৃত্ত হন, সেই অপ্রতিগ্রহী জনগণ তাহার সমান
 লোক লাভ করিয়া থাকেন । অরুন্ধতা বলিলেন,—
 বিসতস্ত যেমন নিত্য নাগে অবাসিত, অনাদ্যস্তা

তথা দেহান্তিতা সদা ॥ ৪০ ॥ যা হস্ত্যজা দুর্ন্যতিতিথ্য
ন জীর্ঘ্যতি জীর্ঘ্যতঃ। যোহসৌ প্রাণান্তিকো
যোগন্তা তুকাং ত্যজতঃ সূখম্ ॥ ৪১ ॥ চণ্ডা-
বাচ। উগ্রাংপ্রতিগ্রহাদ্ব্যাবিত্য্যতোতে মহে-
শ্বরাঃ। বলীয়াংসো দুর্কলবন্তথা চৈব বিভে-
য়াহম্ ॥ ৪২ ॥ পশুমুখ উবাচ। যদাচরন্তি বিদ্বাসঃ
সদা ধর্মপরাধিনাঃ। তদেব বিদ্বা কার্য্যমাশ্রনো
হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইত্যুকা
হেমগর্ভাণি ত্যাক্তানি কলানি চ। স্বযয়ে জঘ্নু-
রভ্রজ সর্গ এব দৃঢ়রতাঃ ॥ ৪৪ ॥ ততস্তে বিচরন্তো
বৈ দলুপ্তঃ সূমহং সরঃ। পদ্মিনীভিঃ সমাকীর্ণ-
সর্গভো বরবর্ণিনি ॥ ৪৫ ॥ তস্মিন দেশে তদা প্রাপ্তঃ
পরিভ্রাজঃ শুভেন্দুমুখঃ। তেনৈব সহিতাত্ত্র নাতাঃ
সর্গৈর্মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ তজ্জীবতারঃ কৃহা তৈর্গৃহী-
তানি বিসানি তু। নিকিপ্য সরসন্তীরে চক্রঃ পুণ্য-
জলক্রিয়াম্ ॥ ৪৭ ॥ অখোন্তীর্ঘ্য জলাত্মাস্তে
সমেত্য পরম্পরম্। বিসানি তাত্তপজন্ত ইদং
বচনমব্রবন্ ॥ ৪৮ ॥ স্বযয় উচুঃ। কেন দ্ব্যভি-
তপ্তানামশ্রাকং পাপকর্ষণা। বিসানি তানি সর্গাণি

হুতানি চ মুনীশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥ তে শঙ্কমানাহন্তোন্তং
পর্ধ্যপুচ্ছন্ দ্বিতৈস্তমঃ। চক্রস্তে শপথান্ সর্গে
যথাভাষ্য চ ভামানি ॥ ৫০ ॥ কস্তপ উবাচ। সর্গ-
ভকঃ স ভবতু স্তাসলোপঃ করোতু সঃ। কুটলাকি-
শ্বমভ্যোতু বিসন্তৈস্তং করোতি যঃ ॥ ৫১ ॥ বশিষ্ঠ
উবাচ। অনুতো মৈধুনং যাতু পরনারীং বিশেষতঃ।
অতিথিঃ স্তাত্তথাত্তোন্তং বিসন্তৈস্তং করোতি যঃ।
৫২ ॥ ভরষাজ উবাচ। নৃশংসো বৈ স ভবতু
সমুদ্রা চাপনুহকৃতঃ। মৎসরী পিশুনশ্চৈব বিস-
ন্তৈস্তং করোতি যঃ ৫৩ ॥ বিখামিত্র উবাচ।
নিত্যঃ কামরতঃ সোহন্ত দিবা সেবতু মৈধুনম্। নীচ-
কর্ম্মরতশ্চৈব বিসন্তৈস্তং করোতি যঃ ৫৪ ॥
জমদগ্নিবাচ। কস্তা যচ্ছতু বৃদ্ধায় স ভূয়াৎকুবলী-
পতিঃ। যচ্ছ বার্কুদ্বিকো নিত্যঃ বিসন্তৈস্তং করোতি
যঃ ৫৫ ॥ গোতম উবাচ। স গুপ্তাশ্ববিকাদানং
করোতু হৃদয়িক্রমম্। প্রকরোতু শুরোনিদ্রাং বিস-
ন্তৈস্তং করোতি যঃ ৫৬ ॥ অজিহবাচ। হাতরং
পিতরং নিত্যঃ হৃদয়িতঃ সোহবমন্ততাম্। শূত্রঃ
পুচ্ছতু ধর্ম্মার্থং বিসন্তৈস্তং করোতি যঃ ৫৭ ॥
অকচ্ছতুবাচ। করোতু পত্ন্যঃ পুংসঃ সাত্তোজনঃ

শ্রুত্বাও তজ্জপ দেহে অবস্থান করে। যে তুকা
দুর্ন্যতিদিগের হস্ত্যজা, যাহা (মানব) জীর্ণ হইলেও
জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তিক যোগবৎ, সেই
তুকাকে যে পরিভ্রাণ করিতে পারে, তাহারই
সুখ। চণ্ডা বলিল,—এই বলীয়াই প্রভুগণ যে
প্রতিগ্রহ হইতে দুর্কলের জায় ভয় পাইতেছেন,
সেই প্রতিগ্রহ হইতে আমারও ভয় হইতেছে।
পশুমুখ বলিল,—নিত্য ধর্ম্মপরাধি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ
যে কার্য্য করেন, আশ্রিতৈতরী বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের
তাহাই করা কর্তব্য। ঈশ্বর বলিলেন,—হে বর-
বর্ণিনি! এই সকল কথা বলিয়া স্বযয় হেমগর্ভ
কল সকল পরিভ্রাণপূর্ব্বক গমন করিলেন। একলা
ভাঁহার বিচরণ করিতে করিতে এক সূমহং সরোবর
দেখিতে পাইলেন। সরোবরজী গম্ভীর পরিপূর্ণ।
শুভেন্দুমুখ নামক জনৈক পরিভ্রাজক ঐ স্থানে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। শুভেন্দুমুখের সহিত মিলিত হইয়া
স্বযয় সরোবরে স্নান করিলেন। ভাঁহার সরো-
বরে অবতরণ করিয়া যুগল প্রেমা করত তাহা ভীরে
নিকিপ করিলেন এবং সীতার দিতে লাগিলেন।
জমদগ্নি জলক্রীড়া শেষ করিয়া ভাঁহার ভীরে উখিত
হইয়া যুগলভিলি দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগি-
লেন,—হে মুনীশ্বরগণ! কোন পাপকর্ম্ম দ্ব্যভিতপ্ত

আমাদের যুগলভিলি অপহরণ করিল? এই বলিয়া
ভাঁহার পরম্পরকে সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন
এবং তজ্জপ ভাঁহার সর্গভৈ শপথ করিতে লাগি-
লেন। ৩৪—৫০। কস্তপ বলিলেন,—যে ব্যক্তি
যুগল চুরি করিয়াছে, সে সর্গভক হউক; সে স্তাস
লোপ করুক; সে কুটলাকি প্রাপ্ত হউক। বশিষ্ঠ
বলিলেন—যে ব্যক্তি বিসন্তৈস্ত করিয়াছে, সে ঋতু-
কালান্তরে বিশেষতঃ পরনারীতে মৈধুন প্রাপ্ত হউক
এবং পরম্পর পরম্পরের অতিথি হউক। ভরষাজ
বলিলেন—যে জন বিসর্গোধ্য করিয়াছে সে নৃশংস
সমুদ্রহেতু মহাকারী, মৎসরী, ও পিশুন হউক।
বিখামিত্র বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিসর্গোধ্য করি-
য়াছে, সে নিত্য কামরত হউক, দিবাভাগে মৈধুন
করুক, এবং নীচকর্ম্মরত হউক। জমদগ্নি বলি-
লেন,—যে জন বিসন্তৈস্ত করিয়াছে, সে বৃদ্ধকে,
কল্পাদান করুক, এবং কুবলীপতি ও বার্কুদ্বিক হউক।
গোতম বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিসন্তৈস্ত করিয়াছে,
সে অবিকাদান গ্রহণ, অশ্ববিক্রম এবং শুকনিদ্রা
করুক। অজি বলিলেন, যে জন বিসন্তৈস্ত
করিয়াছে, সে নিত্য পিতাভাজী সুবাসিনী করুক
এবং শূদ্রকে ধর্ম্মার্থ জিজ্ঞাসা করুক। অকচ্ছতী বলি-

শয়নং তথ্য। নারী হুইসমাচার্য্য বিসংকল্পং করোতি
যা ৫৮। চণ্ডোবাচ। স্বামিনঃ প্রতিকূলান্ত
ধর্ম্মধেবং করোতু চ। সাধুধেবশরা চৈব বিসংকল্পং
করোতি যা ৫৯। পশুমুখ উবাচ। পরন্তু
প্রেষ্যতাং যাতু সন। জয়নিজয়নি। সর্কধর্ম্মক্রিয়া-
হানো বিসংকল্পং করোতি যঃ ৬০। শুনোমুখ
উবাচ। বেকান স পঠতু জায়াং গৃহস্থঃ স্তাৎ
প্রিয়াতিথিঃ। সত্যং বদতু চাক্ষয়ং বিসংকল্পং
করোতি যঃ ৬১। স্বয় উচুঃ। ইষ্টমেতাঙ্গজা-
তানং বদতু শপথঃ কৃতঃ। স্বয়ী কৃতঃ বিসংকল্পং
সর্কেষাং নঃ শুনোমুখ ৬২। শুনোমুখ উবাচ।
ময়া হতানি সর্কেষাং বিসানোমানি বৈ বিজাঃ। ধর্ম্ম
বৈ শোভুকামেন জানীক্যং মাং পুরন্দরম্ ৬৩।
অলোভাদকথা লোকা জিতা বৈ মুনিসন্তয়াঃ।
প্রার্থয়কঃ বরং শুভ্রং, সর্কমেব হসং শয়ম্ ৬৪।
স্বয় উচুঃ। ইহাগত্য নরো যত জিরাডপোষিতঃ
ভুজি। কুহা মানং পিতৃন্তর্য্য শ্রাকং কুর্ধ্যাৎ
সমাহিতঃ ৬৫। সর্কতীর্থোদভবঃ তন্ত পুণ্যং
ভূয়াৎ পুরন্দর। নাথোগতিমবাপোতি বিবুধৈঃ সহ

লেন,—যে বিসংকল্প করিয়াছে, সে পতির অগ্রে
ভোজন ও শয়ন করুক এবং হুইসমাচার্য্য হোক।
চণ্ডা বলিল,—যে মৃণালচূরি করিয়াছে, সে প্রভুর
প্রতিকূল হইয়া ধর্ম্মধেব করুক এবং সাধুধেবশরায়ণ
হোক! পশুমুখ বলিল,—যে বিসংকল্প করিয়াছে,
সে জয়ে জয়ে পরপ্রেষ্যতা লাভ করুক এবং সর্ক
ধর্ম্মক্রিয়াহীন হোক। শুনোমুখ বলিল,—যে জন বিস-
কল্প করিয়াছে, সে নিত্য বেদপাঠ করুক, প্রিয়া-
তিথি গৃহস্থ হোক, এবং অজস্র সত্য বাক্য বলুক।
স্বাগণ বলিলেন,—হে শুনোমুখ! তুই যে শপথ
করিলি, ইহা বিজাতিগণের অভিলষিত; অতএব
আমাদের মনে হয়,—তুই বিসনিকর অপহরণ
করিয়াছিস। শুনোমুখ বলিল,—হে বিজগণ!
আমি সকলের বিসনিচয় অপহরণ করিয়াছি।
আমি ধর্ম্ম অবশ্যে নিমিত্ত এই কর্ম্ম করিয়াছি।
আপনারা আমাকে পুরন্দর বলিয়া জানিবেন। হে
স্বয়সমুদয়গণ! আপনারা মোত্তরাহিত্য হেতু অকস্ম
লোক লাভ করিয়াছেন, নিঃসংশয়ে বর প্রার্থনা
করুন। স্বাগণ বলিলেন,—হে পুরন্দর! এই
হাট্টে আগমন করিয়া যাঁহার জিরাড উপবাসের
পর মানাকে ভুজি হইয়া সমাহিতভাবে পিতৃন্তর্য্য
ও শ্রাক করিবে, তাহারে যেন সর্কতীর্থোদভব

মোদতাম্। তথেষ্ট্যক। ততঃ শক্ন্তজৈবান্তর্হি-
তোহভবৎ ৬৬।

ইতি জীকান্দে ঋষিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চ-
পঞ্চাশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ২৫৫।

ষট্ পঞ্চাশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরাধাদেবি নন্দাদিত্যং
সমাহিতঃ। নন্দেন স্থাপিতং পূর্কং তজ্জৈবামিত-
বুজিনা ১। নন্দো রাজা পুরা হানীৎ সর্কলোক-
সুখপ্রদঃ ২। ন হার্তকং ন চ ব্যাধির্কালে মরণং
নৃণাম্ ৩। তস্মিন্স্থাপিত ধর্ম্মজ্ঞে ন চার্তকৃত্যং
ভয়ম্। কস্তচিৎকলং পূর্ককর্মাঙ্গসারতঃ ৪।
কুঠেন মহতা ব্যাণ্ডো বৈরাগ্যং পরমং গত্যঃ।
ভেন রোগাভিভূতেন দেবদেবো দিবাকরঃ ৫।
প্রতিষ্ঠিতো নদীতীরে স চ রোগাধিমোচিতঃ ৬।
দেব্যাচ। কিমসৌ রোগবান্ রাজা সার্কভোমো
মহীপতিঃ। তন্ত ধর্ম্মরতস্থাপি কন্যারোগসমুদভবঃ ৭।
ঈশ্বর উবাচ। এব ধর্ম্মসদাচারো নন্দো রাজা

পুণ্য লাভ হয়, কদাচ যেন তাহারে অধোগতি
হয় না এবং তাহার বিবৃগণের সহিত যেন জুড়া
করে। ইন্দ্র এই সকল বাক্য অহুমোদন করিয়া
অন্তহিত হইলেন। ৫১—৬৬।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৫৫।

ষট্ পঞ্চাশদধিক বিংশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নন্দা-
দিত্যসমীপে গমন কারবে। অমিতবুদ্ধ নন্দ এই
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ক নন্দ নামে
এক সর্কলোকসুখপ্রদ রাজা ছিলেন। তাহার
শাসনকালে না হার্তক, না ব্যাধি, না অকাল-
মরণ এ সকল কিছুই ছিল না। একবার রাজা
পূর্ককর্মাঙ্গসারে মহৎ কুঠপ্রস্ত হইয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত
হন। তিনি তদ্রূপ নদীতীরে রোগাভিভূত হইয়া
দেবদেব দিবাকরের প্রতিষ্ঠা করেন,—করিয়া রোগ-
মুক্ত হন। দেবী বলিলেন,—হে দেব! কি
জন্ত ঐ সর্কভোম রাজা কর হইয়াছিলেন, তিনি তো
পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাহার রোগোৎপত্তির
কারণ কি? ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! এই

প্রভাপবান্ । ব্যচরং সৰ্বলোকান্ স বিমানবর-
মাহিতঃ ॥ ৬ ॥ বিমানং তন্তু তুষ্টেন দন্তং বৈ বিষ্ণুনা
স্বয়ং । কামগং বরবর্ণেন বহির্গণে বিনাদিতম্ ॥ ৭ ॥
স কদাচিৎপুণ্ড্রোষ্ঠে । বিচরংস্তত্র সস্থিতঃ । গত-
বান্মানসং দিব্যং সরো দেবগণাধিতম্ ॥ ৮ ॥ তজ্জা-
পন্তব্রহ্মপদ্মং সরোমধ্যগতং সিতম্ । তত্র চানুষ্ঠ-
মাজ্ঞং তু হিতং পুরুষসত্তমম্ ॥ ৯ ॥ রক্তবাসোত্তিরাক্ষরঃ
বিভূজঃ তিগ্ৰতেজসম্ । তং দৃষ্ট্বা সারথিঃ প্রাহ
পদ্মমেতৎসমাহর ॥ ১০ ॥ ইদং তু শিরসা বিভ্রং
সৰ্বলোকান্ত সরিধৌ । শ্রাবণীয়ো ভবিষ্যামি তন্মা-
দাহর মা তিরম্ ॥ ১১ ॥ এবমুক্তস্ততশ্চেন সারথিঃ
প্রবিবেশ হ । প্রহীতুমুপচক্রাম তৎপদ্মং বরবর্ণিনি ।
পৃষ্ঠমাঞ্জে তদা পদ্মে হস্তারঃ সমপদ্যত ॥ ১২ ॥
রাজা চ তৎক্ষণাত্তেন শব্দেন সমজায়ত । কৃষ্ণী
বিগতবর্ণশ্চ বলবীৰ্য্যবিসর্জিতঃ ॥ ১৩ ॥ তথাগত-
মথান্মানং দৃষ্ট্বা স পুরুষবর্ষভঃ । তত্বে তজ্জৈব
শোকাক্তঃ কিমেতদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১৪ ॥ তন্তু চিন্ত-
য়তো ধীমানাজগাম মহাতপাঃ । বসিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রস্ত
স তং পশ্রচ্ছ পার্শ্বিণঃ ॥ ১৫ ॥ এষ মে ভগবন জাতো

দেহস্তান্ত বিপর্য্যয়ঃ । কুষ্ঠরোগাতিভূতান্না নাহং
জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৬ ॥ উপায়ং ক্রুহি মে ব্রহ্মন্
ব্যাদিতস্ত চিকিৎসতম্ । উভাহো ব্রতমন্ত্রা
দানং যজ্ঞমথাপি বা ॥ ১৭ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ ।
এতদ্ব্রতকোত্তবং নাম পদ্মং ত্রৈলোক্যবিষ্কৃতম্ ।
দৃষ্টমাজ্ঞেণ চানেন দৃষ্টাঃ স্যুঃ সৰ্বদেবতাঃ ॥ ১৮ ॥
এতন্নি দৃষ্টতে যত্নৈঃ পদ্মং কৈঃ কাপি পার্শ্বিণ ।
এতন্নি দৃষ্টমাঞ্জে তু যো জলং বিশতে নরঃ ॥ ১৯ ॥
সৰ্বপাপবিনিপুঞ্জঃ পদং নিক্ষেপমাণুয়াৎ । এষ
দৃষ্ট্বা তু তে হতো হৰ্ষঃ তোয়ে প্রবিষ্টবান্ ॥ ২০ ॥
তব বাক্যেন রাজেন্দ্রে যতোহসৌ যোগবান্ ভবেৎ ।
ব্রহ্মপুত্রোহপ্যহং তেন পশ্যামি পরমেশ্বরম্ ॥ ২১ ॥
অহস্তহনি চাগচ্ছংসং পুনর্দৃষ্টবানসি । বাহুস্তি
দেবতা নিত্যমুৎসৃজি মনোরথম্ ॥ ২২ ॥ মানসে
ব্রহ্মপদ্মং তু দৃষ্ট্বা স্নাত্বা কদা বয়ম্ । প্রাপ্যামঃ
পরমং ব্রহ্ম যদগচ্ছা ন পুনর্ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ ইদং চ
কারণং ভূয়ো দ্বিতীয়ঃ শৃণু পার্শ্বিণ । কুষ্ঠস্ত যযয়া
প্রাপ্তঃ হৰ্ষকামেন পশ্যতম্ ॥ ২৪ ॥ প্রদ্যোতনস্ত

প্রভাববান্ রাজা বিমানবরে আরোহণ করিয়া সৰ্ব
লোকে বিচরণ করিতেন । ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং
ঊর্ধ্বাৎ এই কামগামী বিমান দান করিয়াছিলেন ।
বরবর্ণ বহী এই বিমানে কেকারব করিত । একদা
নুপতি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেবগণ-
সেবিত মানস সরোবরে গমন করিলেন । সেখানে
উপস্থিত হইয়া তিনি সরোবরমধ্যে এক ব্রহ্ম
সিতপদ্ম অবলোকন করিলেন । এই পদ্মমধ্যে
রক্তবস্ত্র-পরিহিত বিভূজ তিগ্ৰতেজা অশ্রুতমাজ এক
পুরুষসত্তম বিরাজ করিতেছিলেন । রাজা এববিধ
পদ্ম দর্শন করিয়া সারথিকে বলিলেন,—এ পদ্ম
উত্তোলন কর, আমি এই পদ্ম মন্তকে ধারণ করিয়া
সৰ্ব লোকসংক্ষেপে শ্রাবণীয় হইব । রাজা কর্তৃক
আদর্শিত হইয়া সারথি সরোবরে অবতরণপূর্বক
যেমন পদ্ম উত্তোলন করিতে গেল, অমনি এই পদ্ম
হইতে এক হস্তারধনি উৎখত হইল । এই হস্তার
ধারণ করিবামাত্র রাজা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণী, বিবর্ণ ও বল-
বীৰ্য্যবান হইয়া পড়িলেন । তখন রাজা আপনাকে
তথাবিধ দর্শন করিয়া শোকাক্তরূপে “একি হইল”
বলিয়া ডিগা ক্রিয়িতে লাগিলেন । তিনি এই প্রকার
চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মপুত্র যথা
ভগবান্ বসিষ্ঠ এই স্থানে আগমন করিলে,

ঊর্ধ্বাৎ দেখিবামাত্র রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
ভগবন! এই দেখুন, আমি কেমন হইয়া গিয়াছি,
আমার দেহাবপর্ধ্য অবলোকন করুন, কুষ্ঠরোগে
আমার আত্মা অভিভূত হইয়াছে; এখন উপায়
কি? ইহার চিকিৎসাই বা কি হইবে? যদি কোন
ব্রত-দান-যজ্ঞাদি দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয়, তাহা
বলুন । ১—১৭ । বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন! এই
পদ্ম ব্রতকোত্তব নামে ত্রৈলোক্যবিষ্কৃত । ইহা দর্শন
করিলে সৰ্বদেবতা দর্শন করা হয় । কচিং কোন
ধর্ম ব্যক্তি ইহা দেখিতে পান । এই পদ্ম দর্শন
করিয়া যে জলপ্রবেশ করে, সে সৰ্বপাপমুক্ত
হইয়া নিক্ষেপপদবী লাভ করিয়া থাকে । ভবদ্বীপ
আদেশে সারথি ইহা দর্শন করিয়া হরণমানসে
জলে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব জয়াস্তরে সে
রোগমুক্ত হইবে । পদের প্রভাব দর্শনে আমি
ব্রহ্মপুত্র হইয়াও তাহা দর্শন করি । আপনি
এখানে আগমন করিয়া প্রতিদিন এই পদ্ম দর্শন
করিতেছেন । দেবভাগ্য নিত্য হৃদয়ে জীবন
করেন যৈ, কবে আমরা মানসে ব্রহ্মপদ্ম দর্শন করিয়া
পরম ব্রহ্ম লাভ করিব; আর জন্মিতে হইবে না ।
হে নৃপ । আপনাকে আর এক কথা বলিতেছি,
প্রবণ করুন । আপনি পশ্চৎ হরণ করিতে ইচ্ছা
করিয়াছিলেন বলিয়া কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়াছেন । স্বয়ং

গৰ্ভেহ্মিন্ স্বয়মেব বাবস্থিতঃ। তবৈবা বুদ্ধি-
 ষ্ঠং বরপঞ্চমঃ ২২। ধারয়ামি শিরস্ত্রেনঃ
 লোকমধ্যে বিচূষণম্। ইদং চিত্তয়তঃ পাশমেব
 দেবেন দর্শিতম্ ২৩। ততঃ সৰ্বপ্রযত্নেন
 তমারাম্য ভাকরম্। প্রসাদাদেবদেবত্ব মোক্ষ্যসে
 নাম সংশয়ঃ ২৪। প্রভাসঃ গচ্ছ রাজেন্দ্র তীর্থ-
 ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্। তত্র সিদ্ধির্ভবেচ্ছীতমার্গানাম্
 প্রাণিনাম্ ভূবি ২৫। ঈশ্বর উবাচ। তন্ত তত্বনঃ
 ক্ষম্য বসিতস্ত মহাশয়নঃ। প্রভাসঃ ক্ষেত্রমাসাদ্য
 মাহেবর্ষাক্ষতে শুভে ২৬। নন্দাদিত্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য
 গচ্ছপুণ্যস্থলেগমনঃ। পুজয়ামাস তং দেবি পুণ্য-
 ত্রক্ষাবৈচক্যম্। ২৭। তন্ত তুষ্টি দিবামাখ্যে
 বরলোহহমধাভবীঃ ২৮। নন্দ উবাচ। কুঠেন
 মহতা ব্যাণ্ডঃ পঞ্চ মাং সুরসন্তম্। যথায় নাশ-
 যাম্যতি তথা কুরু দিবাকর ২৯। সারিধ্যঃ কুরু
 দেবেশ স্বানেহ্মিন্ সিত্যদা বিতো ৩০। স্বর্ঘ্য
 উবাচ। নীরোগাণ্ডঃ মহারাজ সদ্য এব ভবিষ্যসি।
 অত্র যে মাং সমাগত্য ত্রক্ষান্তি চ নরা ভূবি ৩১।
 সন্তম্যাস্ব স্বর্ঘ্যবারেণ যাত্তন্তি পরমাং গতিম্।
 অত্র যে স্বর্ঘ্যবারেণ সারিধ্যঃ সন্তমীদিনে।

প্রদ্যোতন ঐ পদ্মগর্ভে অবস্থিত। “এই বরপদ্ম
 লোকসমাজে মন্তকে ধারণ করিব” এইরূপ কল্পনা
 আপনি যে করিয়াছিলেন, দেব তাহাতেই আপনার
 পাশ দর্শন করিয়াছেন। অতএব আপনি সর্ব
 প্রযত্নে ভাকরের আরাধনা করুন, তাহার প্রসাদে
 রোগমুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। ত্রৈলোক্যবিজ্ঞত
 প্রভাসে গমন করুন। তথায় আর্চ্য প্রাণিগণের
 অচিরাৎ সিদ্ধি লাভ হয়। ঈশ্বর বলিলেন,—ঋষি-
 বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা নন্দ প্রভাসে গমন করি-
 লেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি মাহেবর্ষাক্ষটে
 নন্দাদিত্য প্রতিষ্ঠাপূর্বক গচ্ছপুণ্যস্থলগমন দ্বারা
 তাহার পূজা করিলেন। তিনিও তুষ্ট হইয়া বলি-
 লেন,—বরলাভ করিতেছি গ্রহণ কর। বৃপতি নন্দ
 বলিলেন,—হে সুরসন্তম। এই দেখুন, আমি দারুণ
 কুঠগ্রস্ত হইয়াছি, যাহাতে ইহা নাশ প্রাপ্ত হয়,
 আপনি তাহা করুন; আর এইখানে আপনার নিত্য
 সারিধ্য হউক। স্বর্ঘ্য বলিলেন,—হে মহারাজ।
 আপনি নীরোগ হইবেন। রবিবার সন্তমীর দিন
 যাহারা এইখানে আসিয়া আমাকে দর্শন করিবে,
 তাহারা পরম গতি লাভ করিবে। রবিবার
 সন্তমীতে এইখানে আমার সারিধ্য হইবে,

ভবিষ্যতি ন সন্দেহো গমিষ্যে ঐ স্বর্ঘ্য ভব ৩২।
 এতদ্বাক্য সহস্রাং শুভজৈবাস্তরধীয়ত ৩৩। নীরোগ-
 ভববাণ্যাসৌ কৃষা রাজ্যমহন্তমম্। জগায় পরমঃ
 স্থানঃ যত্র দেবো দিবাকরঃ। তস্মিন্ স্ত্রীর্থে নরঃ
 স্নাত্বা কৃষা শ্রাক্ষঃ প্রযত্নতঃ ৩৪। নন্দাদিত্যঃ
 পুনর্দৃষ্ট্বা ন পুনর্মর্ত্যাতাং ভজেৎ। প্রদ্যোত-
 কপিতাঃ তত্র ত্রাক্ষশে বেদপারগে ৩৫।
 অহোরাত্রোষিতো কৃষা দ্বুতধেহুমধাপি বা। ন
 তন্ত গণিতং শক্যা সংখ্যা পুণ্যত্ব কেনচিৎ ৩৬।
 ইতোবাং দেবদেবত্ব মাহাশ্রয়ঃ সীতলীধিতঃ।
 কথিতঃ তব স্মৃশোনি সর্বপাশপ্রাশনম্ ৩৭।
 ইতি শ্রীহ্মাঙ্গে নন্দাদিত্যমাহাশ্রয়বর্ণনং নাম ষষ্টি-
 পকাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ২৫৬।

সপ্তপকাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি জিতকূপ-
 মিত্তি স্মৃতম্। নন্দাদিত্যস্ত পুণ্যেণ যোজনজিতয়েন
 তু ১। পুরা বচুং রাজেন্দ্রঃ সৌম্যত্ববিষয়ে স্মরীঃ।
 আজ্ঞেয় ইতি বিখ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ২।
 তন্ত পুত্রহরঃ জজ্ঞ ঋতুকালান্তিগামিনঃ। একতন্ত

সংশয় নাই, আপনি গৃহে গমন করিয়া স্মরী
 হউন। এই বলিয়া সহস্রাং শুভায় অন্তহিত
 হইলেন। রাজাও অরোগ্য লাভ করিয়া রাজ্য
 ভোগ করত অস্ত্রে পরমধাম স্বর্ঘ্যলোকে গমন
 করিলেন। নরগণ এই তীর্থে স্থান, শ্রাক্ষ ও
 নন্দাদিত্যকে দর্শন করিলে তাহাদিগকে আর মর্ত-
 ধামে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে জন এইখানে
 বেদপারগ ত্রাক্ষকে কপিতা দান করে, এবং
 অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া দ্বুতধেহু দান করে,
 তাহার অসংখ্য পুণ্য লাভ হয়। হে স্মৃশোনি।
 এই আমি তোমার নিকট নন্দাদিত্য দেবের সর্ব-
 পাশপ্রাশন মাহাশ্রয় কীর্তন করিলাম। ১৮—৪০।
 ষট্‌পকাশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৫৬।

সপ্তপকাশদধিক বিশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অনন্তর, নর
 জিতকূপে গমন করিবে। এই কূপ নন্দাদিত্যের
 পুণ্যে জিন যোজন দূরে অবস্থিত। পুণ্যে সৌম্য-
 বেশে আজ্ঞেয় নামে এক রাজকোষ্ঠ ছিলেন। তিনি

প্রকিণ্ডো দারুণে কূপে জীর্ণে ভোষবিবর্জিতে ২১।
ততস্তঙ্গোদনং গৃহে প্রস্থিতো হৃষ্টমানসো। জিতস্ত
পতিতস্তত্র কূপে জলবিবর্জিতে ২২। চিন্তামাস
মেধাবী নাহং শোচামি জীবিতুম্। যদাহুতা বিজ-
শ্ৰেষ্ঠা যজ্ঞার্থং বেদপারগাঃ। ইত্যান্যাত্ত সুরাঃ সর্বে
স ক্রতুঃ স্তার মে যতঃ ২৩। স এবং চিন্তামাস
বেদবেদাঙ্গপারগঃ। মানসং যজ্ঞমারভ্য তত্ৰৈব
বরবর্ষিনি ২৪। অয়মেব স সূক্তানি প্রোক্তা
প্রোক্তা বিজ্ঞোত্তমঃ। কৃতবান্ বালুকাহোমং তেন
তুষ্টীশ্চ দেবতাঃ ২৫। অজ্ঞাঃ তস্ত বিদিত্বা তাত্ত
কুম্ভকোত্তম দেবতাঃ। আগত্য ভ্রামণং প্রোচুঃ
কূপমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ২৬। দেবা উচুঃ। ভো
তো বিপ্র অয়া নুনং সর্বে স্তপিতা বধম্।
মানসেন তু যজ্ঞেন তস্মাদ্ভ্রাহ্মি মনোগতম্ ২৭।
ভ্রামণ উবাচ। যদি দেবাঃ প্রসন্ন। সে
কূপারিক্রমণে স্বস্থম্। যথা যং মন্দিরং গম্বা
দেবযজ্ঞং করোম্যহম্ ২৮। ঈশ্বর উবাচ।
অথ দেবৈঃ সমাদিষ্টা ভস্মিন কূপে সরস্বতী। নির্গতা
বসুধাঃ তিস্রা পুরমাস্যাস বারিণা ২৯। অথ

শুভ দারুণ জীর্ণ কূপে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর
ভাঁহার। এই সকল গোদন গ্রহণ করিয়া হৃষ্টমানসে
প্রস্থিত হইলেন। নৃপতি জিত এই জলশূন্য কূপে
পতিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়! আমি
জীবনের জন্ত শোক করি না; কিন্তু আমি যে যজ্ঞ
করিবার জন্ত বেদপারগ বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণকে এবং
ইত্যাদি দেবতা সকলকে আহ্বান করিয়াছিলাম;
সেই যজ্ঞ আমার হইল না। তিনি এই প্রকার
চিন্তা করিয়া এই কূপমধ্যেই মানস যজ্ঞ আরম্ভ
করিলেন; মনে মনে তিনি সূক্ত পাঠ করিয়া
বালুকা দ্বারা হোম নির্বাহ করিলেন। দেবতা
গণ ভাঁহার ভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কূপে
তৎসমীপে আগমনপূর্বক বলিলেন—ভো ভো
বিপ্র! যজ্ঞার্থতঃ তুমি আমাদিগকে তর্পিত করি-
য়াছ, আমরা সকলেই তোমার মানসযজ্ঞে
ঐতিলাভ করিয়াছি, তোমার মনোগত কি বল?
জিত বলিলেন,—হে দেবগণ! যদি আমার প্রতি
আপনারা প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে কূপ হইতে আমার
উদ্ধার করুন; আমি গৃহে গমন করিয়া দেবযজ্ঞ
সম্পন্ন করিব। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি!
দেবযজ্ঞে তখন দেবী সরস্বতী পাতালতল ভেদ
করিয়া নির্গত হইয়া এই কূপ, বারি দ্বারা পূরণ কর-

নিষ্কম্যা বিপ্রোহসৌ যাতঃ স্বতবনং প্রাতি। ততঃ
প্রভৃতি দেবেশি জিতকূপঃ স উচ্যতে ৩০। স্নান্বা
তত্র শুচির্ভূবা স্বব সত্তপস্বৈং পিতুন। অশ্বমেধ-
মবাপ্নোতি সক্ষপাপবিবর্জিতঃ ৩১। তিলদানন্ত
দেবেশি তত্র শতং সকাঙ্কনম্। পিতৃণাঃ বরভং
তীর্থং নিত্যৈকৈব তু ভামিনি ৩২। অরিষাত্তা
বর্হয়দ আয়ন্ত ন ইতি স্মৃতাঃ। যে দিব্যাঃ পিতরো
দেবি তেষাং সারিধ্যমজ্জ হি ৩৩। দর্শনাদপি
তীর্থস্ত তস্ত বৈ সুরসত্তমে। মুচ্যন্তে প্রাণিনঃ
পাপাদাজয়মরণান্তিক্যং ৩৪। তস্মাৎ সর্বপ্রথ-
মেন তজ্জ্ঞানং সমাচরয়েৎ। প্রভাসং কেতুমাসাদ্য
যদীচ্ছেক্ষ্যেয় আত্মনঃ ৩৫।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত জিতকূপমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
পঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ২৫৭।

অষ্টপঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছ্যমহাদেবি শশাপান-
মিত স্মৃতম্। তন্ত্বেব দক্ষিণে তীর্থে সর্কপাপ-
প্রণাশনম্ ১। যস্মিন স্নান্বা নরঃ সম্যক্তনাপ-

লেন। তখন জিত নিষ্কান্ত হইয়া গৃহে গমন
করিলেন। এই সময় হইতেই এই কূপের নাম
হইয়াছে—জিতকূপ। এই কূপে স্নান করিয়া শুচি
হইয়া মানব পিতৃতর্পণ করবে। ইহাতে মানব
সক্ষপাপাবর্জিত হইয়া অশ্বমেধকল লাভ করিয়া
ধাকে। এই স্থানে সকাঙ্কন তিলদান অতি প্রশস্ত।
এই তীর্থ নিত্য পিতৃব্রত। আর্যসাত্ত, বর্হি-
যদাদি দিব্য পিতৃগণ এই স্থানে বাস করিয়া
ধাকেন। এই তীর্থ দর্শনমাত্র প্রাণী আজন্ম-
মরণ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ধাকে।
মানবগণ যদি প্রভাসকেতু প্রাঙ্গ হইয়া আত্মহিত
ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সকলে সর্বপ্রথমে এই তীর্থে
স্নানোত্তর করবে ২১—৩৫।

সপ্তপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৫৭।

অষ্টপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অষ্টপঞ্চাশদধিকাবিশততম
শশাপান তীর্থে গমন করবে। এই তীর্থ পুরুষ
তীর্থের দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহা সক্ষপাতক-

যুত্যাভয়ং লভেৎ । শূন্থ যস্মাত্তদুৎপত্তিং বদতো
যম বভূভে ॥ ২ ॥ যথিহা সাগরং দেবা গৃহীত্বামৃত-
মুত্তমম্ । সত্ত্বাসত্ত্বং তে গবঃ পপুশ্চৈব যথেষয়া ॥
৩ ॥ শিবতাং তত্র শীঘ্রং দেবানাং বরবর্ণিনি ।
বিলবঃ পতিতা ভূমৌ শতশোহথু সহস্রশঃ ॥ ৪ ॥
এতন্নিরৈব কালে তু শশকস্তত্র চাগতঃ । প্রবিষ্টঃ
সলিলে তত্র তৃষার্কো বরবর্ণিনি ॥ ৫ ॥ অমরত্বমহ-
প্রাপ্তো বর্ধিতে সলিলালয়ে । তং দৃষ্ট্বা ত্রিদশাঃ
সর্কে স্পর্ধমানা মুহুর্ভূতঃ । জাহ্নবীতাবিতং তোয়ং
মহ্যং চকুর্ভয়াবিতাঃ ॥ ৬ ॥ অমৃতং পতিতং ভূমৌ
ভক্ৰিয়ান্তি মানবাঃ । ততোহমৃত্যো ভবিষ্যন্তি
নাভ কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ৭ ॥ তদ্যগ্ন্যোভাঃ সমুৎ-
পন্নঃ কৃপণঃ শশকো হুয়ম্ । অস্মাতিঃ স্পর্ধিতে
তস্মাস্ততো ভয়মুপস্থিতম্ ॥ ৮ ॥ অথ প্রাপ্তো নিশা-
নাধো ব্যাধিনা স পরিপ্লুতঃ । অত্রবৌজিনশাস্ত্র
সর্কানমৃতং মে প্রযচ্ছত ॥ ৯ ॥ কচ্ছোণ মহতা প্রাপ্তো
নাথঃ শক্তো বিসর্পিতম্ । অধোচুত্ৰিদশাঃ সর্কে

নাশন । এই ভীর্ণে দান করিলে নরের অপমৃত্যু-
ভয় থাকে না । আমি ইহার উৎপত্তিবিবরণ
বলিতেছি শ্রবণ কর । একদা দেবগণ সাগরমন্ডন
করিয়া অমৃত প্রেহণ করত এই ভীর্ণে গিয়া যথেষ্ট
অমৃত পান করিতে থাকেন । তাহাতে এই স্থানে
শত শত সহস্র সহস্র অমৃতবিন্দু পতিত হয় । এমন
সময় এক তৃকার্ধ শশক আসিয়া উক্ত ভীর্ণসলিলে
প্রবেশ করিয়া জল পান করে । ইহার কলে
অমরত্ব লাভ করিয়া সে এই ভীর্ণজলাশয়ে বর্ধিত
হইতে থাকে । তখন দেবগণ তাহাকে অমরত্ব
লাভ করিতে দেখিয়া স্পর্ধিত হন এবং ভীর্ণ-
জল অমৃতমিশ্রিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া
ভীহার্য পরস্পর এইরূপ মন্তব্য করেন যে, মর্ত্যধামে
অমৃত পতিত হইয়ল, নিশ্চয়ই ইহা মর্ত্যবাসিগণ পান
করিয়া দেবত্ব লাভ করিবে । দেখুন, এই তদ্যগ্ন্য-
বোনিজাত শশক অমৃতমিশ্রিত জল পান করিয়া
অমরত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া আমাদের সহিত
স্পর্ধা করিতেছে । ইহা আমাদের একটা মহৎ
ভয়ের কারণ হইল । দেবগণ এইরূপ চিন্তা
করিতেছেন, এমন সময় ব্যাধিত নিশানাথ একানে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাগণকে
বলিলেন,—আমি মহৎ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি; আমার
মন্দিরায় সাধাৰ্য্য নাই; আপনারা আমাকে অমৃত
প্রদান করুন । দেবগণ বলিলেন,—হায়! নিশা-

সর্গমস্মাভির্ভকিতম্ ॥ ১০ ॥ বিস্মৃতত্বং নিশানাথ
চিরাৎ কস্মাদিহাগতঃ । কুরুষ বচনং চন্দ্রে অস্মাকং
ভিমিরাপহ ॥ ১১ ॥ অস্মিন জলেহমৃতং কুরি পতিতং
শিবতাং হি নঃ । তৎপিবন নিশানাথ সর্কমেতজ্জলা-
শয়ম্ ॥ ১২ ॥ অর্ধঃ নিপতিতকাত্র সত্যমেতদ্রিশা-
ময় । তেবাং তদ্বচনং শ্রুত্বা নীতরশ্মিভয়াবিতঃ ॥ ১৩ ॥
তৃষার্কো বাসিবস্তোয়ং শশকেন সমধিতম্ । অস্মি-
শেষং তু তত্তত্ত কার্ধ্যং পীযুষভক্ষণাৎ ॥ ১৪ ॥ তৎ
ক্ষণাৎ পুষ্টিমগমৎ কান্ত্যা পরময়া যুতঃ । ধাতুশ্চ কৌয়-
মাণেনু পুষ্টো হি মুখয়া হি সঃ ॥ ১৫ ॥ স চাপি শশক-
স্তত্র ন যুতো জঠরং গতঃ । অদ্যাপি দৃষ্টতে তত্র
দেহে পীযুষভক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥ তৎক্ষণাত্তুষ্টিমগমৎ
কান্ত্যা পরময়া যুতঃ । অক্রবন খন্ততামেতদুখা
ভূয়ো জলং ভকবৎ ॥ ১৭ ॥ অস্মাকং সঙ্গমাদেতচ্ছক-
বদঃ জলাশয়ম্ । তদ্যুক্তং চকুতং কর্ম নৈতৎ
সাধুবিচেষ্টিতম্ ॥ ১৮ ॥ ততোহখনংচ তে সর্কে

নাথ । আপনি এত বিলম্ব করিয়া আসিলেন;
আমাদের আপনাকে মনেই ছিল না; আমরা যে
সব পান করিয়া ফেলিয়াছি । হায়! আপনি
আমাদের ভিমিরাপহ । যাহা হোক, সস্ত্রুতি
আপনি এক কার্ধ্য করুন—আমরা যখন অমৃত পান
করি, তখন এই জলে বহুতর অমৃত পতিত হইয়া-
ছিল, আপনি এই জল পান করুন । আপনি
সমস্ত জলাশয়ই পান করিয়া ফেলুন; প্রায় অর্ধেক
অমৃত ইহাতে পতিত হইয়াছে; ইহা মিথ্যা মনে
করিবেন না । দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
তৃকার্ধ নিশানাথ শশকের সহিত জলপান করিতে
আরম্ভ করিয়া দিলেন । এইরূপ পীযুষপানের
কলে ভীহার্য অস্মিমাভাবশিষ্ট শরীর তৎক্ষণাৎ
পুষ্টিলাভ করিল এবং কান্তিযুক্ত হইল । ভীহার্য
সমস্ত ধাতু ক্ষয় হইয়া গেলেও তিনি সুধাপানবশতঃ
পুষ্ট হইলেন । শশকটী সেখানে যুত্যাভূত হয় নাই,
সুখাপানের সময়ে ভীহার্যই উদরে প্রবিষ্ট হইয়া-
ছিল । অদ্যাপি এই শশক সুধাপানকলে ভীহার্য
উদরে দৃষ্ট হইয়া থাকে । এইরূপে নিশা-
নাথ তৎক্ষণাৎ পরম কান্তিযুক্ত হইলেন । দেবগণ
বলিলেন,—পুনরায় যাহাতে এই জলাশয় হইতে
জল বাহির হয়, এইভাবে ইহা খনন
করুন । আমাদের সংসর্গে এই জলাশয় শুক
বিবরের ভায় হইয়াছে । আপনি সমস্ত জলাশয়
পান করিয়া ভাল করিলেন না; ইহা সাধুবিচেষ্টিত

যাবন্তোয়বিনির্গমঃ। অধাক্রবন্ততঃ সর্কে হর্ষণ
মহতাবিতাঃ। ১৯। যম্মাক্রশেন সম্বুক্তং পীত-
মেতজ্জলাশয়ম্। চত্রেণ হি শশাপানং তন্মাদেতত্তবি-
যাতি। ২০। অজ্ঞাগতা নরঃ শ্রানং যঃ করিয়াতি
ভক্তিতঃ। স যান্ততি পরং স্থানং যত্র দেবো মহে-
শ্বরঃ। ২১। অজ্ঞানং সম্প্রদাত্তি ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমা-
হিতাঃ। সর্ষযজ্ঞকলং তেষাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
২২। অগ্নিন দৃষ্টে সুরাঃ সর্কে দৃষ্টাঃ সুরাঃ সর্ক-
দেবতাঃ। এবমুকা সুরাঃ সর্কে জম্বুশ্চৈব সুরা-
লয়ম্। ২৩। অধ কালেন মহতা প্রাপ্তা তত্র সন্ন-
যতী। বড়বাগিঃ সমাদায় তয়ানুপ্রাবিতঃ পুনঃ। ২৪।
ততো মেঘাতরং জাতং তীর্থে চ বরবর্ণিনি।
তন্মায় সর্বপ্রযত্নেন তত্র শ্রানং সমাচরেৎ। ২৫।

ইতি ঈশ্বাদে শশাপানমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টপকাশ-
দধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ। ২৫৮।

নহে। এই বলিয়া ঈশ্বারা জল বাহির হওয়া পর্যন্ত
ঐ সরোবর ধনন করিতে লাগিলেন এবং অতিশয়
হর্ষের সহিত ঈশ্বারা বলিলেন, যেহেতু নিশানাত
শশব্রুত এই সরোবর পান করিয়াছেন, অতএব এই
সরোবরের নাম হইবে শশাপান। এই স্থানে
আগমন করিয়া যে নর ভক্তিপূরক শ্রান করিবে, সে
পরম পদ মাহেশ্বর লোকে গমন করিবে।
সমাহিত ব্যক্তিগণ এইস্থানে ব্রাহ্মণকে অন্নদান
করিবে। ইহাতে তাহাদের সর্ষযজ্ঞ কল লাভ
হইবে সন্দেহ নাই। এই সরোবর দর্শন করিলে
সর্ক দেবতা দর্শন করা হয়। এই কথা বলিয়া সুর-
গণ যত্ন আশ্রয়ে গমন করিলেন। অতঃপর অচির-
কাল অতিবাহিত হইলে দেবী সরস্বতী বড়বাগি
সইয়া ঐস্থানে গমন করিলেন। তিনি এই স্থান
প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। এই জন্তই এই তীর্থে পুণ্য-
যত্ন হইয়াছে। জনগণ সর্বপ্রযত্নে এই তীর্থে শ্রান
করিবে। ১—২৫।

অষ্টপকাশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫৮।

একোদশস্ত্যাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নগ্নাহেবি পর্ণাদিত্যঃ
সুরেশ্বরম্। প্রাচীসরস্বতীকূলে তটে চোত্তরভঃ
স্থিতম্। ১। পুরা ত্রোতায়ুগে দেবি পর্ণাদো নাম
বৈ দ্বিজঃ। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য তপন্তেপে
সুদাক্ষণম্। আরাধ্যমাস হবিং ভক্ত্যা পরময়া
যুতঃ। ২। তপস্বিষা তত্রঃ সূর্য্যঃ ধূমশাল্যবিলে-
পটেন। বেদোক্তৈঃ স্তবনৈঃ স্তুতিদ্বিবারাভ্যং সমা-
হিতঃ। ৩। এবঞ্চ ধ্যায়ন্তস্ত কালেন মহতা
ভতঃ। তুহোষ ভগবান সূর্য্যো বাক্যমেতদুবাচ
হ। ৪। পরিতুষ্টোহস্মি বিপ্রৈশ্চ তপসানেন সুরভ।
বরং বরয় জ্ঞাতং তে নিত্যং যন্ননসেপ্তিতম্। ৫।
ব্রাহ্মণ উবাচ। এষ এব বরঃ কামো যন্তুটো ভগবান
শয়ম্। দর্শনং তব দেবেশ্ব শ্রেণেবপি চ হৃদন্তম্।
৬। অবস্তাঃ যদি দাতব্যো বরো মম দিবাকর।
অত্র সন্নিহিতো দেব সদা যৎ ভব ভাকর। ৭। তব
প্রসাদান্তে যান্ত তব লোকং দিবাকর। এবং
ভবিষ্যতীত্যুকা হৃদ্ধানং গতৌ যবিঃ। ৮।
পর্ণাদোহপি স্থিতস্তত্র তস্তারাদনতৎপরঃ। তত্র

উদশস্ত্যাদিক বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
সুরেশ্বর পর্ণাদিত্য সমীপে গমন করিবে। এই
দেব সরস্বতীর উত্তর কূলে অবস্থিত। পূর্বে ত্রোতা-
য়ুগে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি প্রভাস-
ক্ষেত্রে দাক্ষণ তপস্তা করিয়া পরম ভক্তিসংকারে
দেব রবির আরাধনা করেন। তিনি ধূপ, মালা,
বিলেপন, বেলোক্তস্তব ও স্তুতি এই সকল দ্বারা
সর্কদা সূর্য্যারাদনা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার
আরাধনা করিলে দেব সূর্য্য ঈশ্বার প্রতি তুষ্ট হইয়া
বলিলেন,—হে বিপ্রৈশ্চ। আমি তোমার তপস্তায়
তুষ্ট হইয়াছি; অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ
বলিলেন,—হে দেব! আপনায় দর্শন শ্রবণও
অগোচর; আপনি যে তব হইয়া দর্শন দান করিয়া-
ছেন, ইহাই আমার পরম বর। দেব! যদি কৃপা-
করিয়া আপনি বর দান করেন, তাহা হইলে আমার
প্রার্থনা এই যে, আপনি এই স্থানে সদা সন্নিহিত
হউন। আপনায় প্রসাদ লাভ করিয়া জনগণ কব-
দীয় সেরূপে গমন করুক। হে দেবি! 'তাহাই
হইবে' বলিয়া দেব দিবাকর সেই স্থানে অবস্থিত
হইলেন। পর্ণাদিহি ঐ স্থানে ঈশ্বার আরাধনা

ভদ্রপদে মাসে বর্ষাঃ স্নানঃ সমাচরেৎ । পর্ণাদিত্যঃ
ততঃ পশ্চের স কুংখবানুয়াৎ ৷ ১ ৷ গোপিতস্ত
প্রয়াগে তু সমাগুন্মজ্জত যৎকলম্ । তৎকলঃ
লভতে মর্ত্যঃ পর্ণাদিত্যস্ত দর্শনাৎ ৷ ১০ ৷ যে
সেবন্তে মহাকূটং পাকুল্যাক বিচর্চিকাঃ । পর্ণাদিত্যঃ
ন জানন্তি নুনং তে মন্দবুদ্ধয়ঃ ৷ ১১ ৷

ইতি জীকান্দে পর্ণাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকম-
বষ্টাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২৫২ ৷

বষ্টাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়দাদেবি বেং-
সিন্ধেবরং পরম্ । তন্তেব পশ্চিমে ভাগে সিংহঃ
সংস্থাপিতঃ পুংস্ ৷ ১ ৷ সিংহা নাম সুর্যঃ পূর্বাং
তত্রাগত্য বরাননে । লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাসুঃ সিংহাং
সর্ববজ্রম্ ৷ ২ ৷ ততস্ততো মহাদেবি তেবাং দৃষ্ট্বে
তপো মহৎ । অগ্নিমানিক্যমৈশ্বর্যং তেবাং সর্বং দদৌ
শিবঃ ৷ ৩ ৷ অত্রবীদজ যে নিত্যং সারিধ্যাক
ভবিষ্যতি ৷ ৪ ৷ চৈত্রচতুর্দশীয়াং যোহত্র মাং
পূজয়িষ্যতি । স যাত্ততি পরং স্থানং প্রসাদায়ম পুণ্য-

করিতে লাগিলেন । ভাঙ্গমাসীয় বজ্রতিথিতে ঐ
স্থানে স্নান করিতে হয় ; স্থানান্তে পর্ণাদিত্যকে
দর্শন করা কর্তব্য । ইহাতে মানব কুংখ প্রাপ্ত
হয় ন। প্রয়াগে শত গোলানের যে কল, পর্ণাদিত্য-
দর্শনে সেই কল হইয়া থাকে । যাহারা মহাকূট,
পাকুল্য, ও বিচর্চিকাদি রোগ দ্বারা পীড়িত, নিশ্চয়ই
তাহারা পর্ণাদিত্য দর্শন করে নাই, বলিতে
হইবে । ১—১১ ।

উনবষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫২ ।

বষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
সিন্ধেবর দেবসমীপে গমন করিবে । এই দেব
পূর্বোক্ত সিংহের পশ্চিমে অবস্থিত ; দেবগণ ইহার
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । পূর্বে সিংহ নামক সুরগণ
সর্ব বজ্রসিদ্ধির নিমিত্ত ঐ স্থানে থাকিয়া লিঙ্গ
স্থাপন করতঃ । ইহাতে শিব তাঁহাদের প্রতি ভূষ্ট
হইয়া অগ্নিমানিক্যমৈশ্বর্য প্রদান করেন এবং বলিয়া
দেন,—এই স্থানে আমার নিত্য সারিধ্য হইবে ।
চতুর্দশীতে যাহারা আমার এই স্থানে পূজা

কর ৷ ৫ ৷ এবমুচ্চাং ভগবান জগামাদর্শনং ততঃ ।
সিন্ধাশ্চৈব তদাগত্য পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্ ৷ ৬ ৷
যন্তমার্যধয়েতজ্জাং সংসিদ্ধিঃ লভতেহুতাম্ ।
ঐঙ্গিতাক সুরত্রেষ্টে তস্মাত্তঃ পূজয়েৎ সদা ৷ ৭ ৷
ইতি জীকান্দে সিন্ধেবরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
বষ্টাধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২৫০ ৷

একবষ্টাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়দাদেবি যত্র স্তম্ভ-
মতী নদী । মর্যাদার্থং সমানীতা ক্লেদশাস্ত্রো চ
শত্ৰুনা ৷ ১ ৷ তন্তেব দক্ষিণে ভাগে সর্বপাপপ্রপা-
শিনা । তস্তাং স্নাত্বা চ বৈ সমাগুয়ঃ স্নাত্বং কুরুতে
নরঃ । স পিতৃস্মরণয়েৎ সর্বায়রকারাজ সংশয়ঃ ৷ ২ ৷
বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াক ভাষিনি ।
স্নাত্বা তু তপয়েতজ্জাং তিলদর্ভজলৈঃ শ্রিয়ে । স্নাত্বং
কৃতং ভবেত্তেন গজায়াং নাজ সংশয়ঃ ৷ ৩ ৷

ইতি জীকান্দে স্তম্ভমতীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকবষ্টা-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২৫১ ৷

করিবে, তাহারা আমার প্রসাদে পরম পদ লাভ
করিবে । এই কথা বলিয়া দেবদেব অদৃষ্ট হই-
লেন । সিংহগণ কিন্তু ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহার
পূজা করিতে লাগিলেন । যে জন ভক্তিপূরক
তাঁহার আরাধনা করে, সে অলৌকিক ঐঙ্গিত
সিদ্ধি, লাভ করিয়া থাকে । অতএব সকলেরই
তাঁহার পূজা করা কর্তব্য । ১—৭ ।

বষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫০ ।

একবষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর
মানব । স্তম্ভমতী নদীতে গমন করিবে । ভগ-
বান্ শত্ৰু ক্লেদের শান্তি ও সীমা বিধানের জন্ত
এই নদী আনয়ন করিয়াছিলেন । পূর্বোক্ত
সিংহের দক্ষিণে এই সর্বপাপপ্রপাশিনী নদী
বিস্তারিত । এই নদীতে স্নান করিয়া যে নর
স্নাত্বাচরণ করে, সে পিতৃলোকদিগকে নরক হইতে
উদ্ধার করে, সংশয় নাই । শুক্লপক্ষীয়া বৈশাখী
তৃতীয়ায় যে জন ঐ নদীতে স্নান, কুশ-তিল-জগ

দ্বিষষ্টাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বরাহঃ
তত্র সংস্থিতম্ । গোম্পাদক্ষিণে ভাগে স্থিতঃ
পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ একাদশাং সিতে পক্ষে যন্তঃ
পূজয়তে নরঃ । স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্কৈর্গচ্ছেদ্বিষ্ণু-
পদং মহৎ ॥ ২ ॥

ইতি জীকান্দে বরাহস্মাৎমহাশ্মাৎবর্ণনং নাম দ্বিষষ্ট্য-
ধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬২ ॥

ত্রিষষ্টাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ছায়ালিঙ্গ-
মিতং শ্মৃতম্ । উত্তরে ভ্রুহুমত্যাঙ্ক বহ্নাশ্চর্য্যঃ
মহৎ কলম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুচ্যতে
পঞ্চপাতকৈঃ । সার্কিষাদশস্তাং তু যোজনজিতয়েন
তু । ন পশ্যতি মহাদেবি পাশিষ্ঠা যে তু মানবাঃ ॥ ২ ॥
ইতি জীকান্দে ছায়ালিঙ্গমালাশ্মাৎবর্ণনং নাম ত্রিষষ্ট্য-
ধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৩ ॥

হারা তর্পণ, ও শ্রাদ্ধ করে, তাহার গলায় শ্রাদ্ধ
করার কল হয় । ১২ ।

একষষ্টাধিক দ্বিত্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬১ ।

বিষষ্টাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অনন্তর মানব
তত্রত্য বরাহসমীপে গমন করিবে । এই পাপ-
প্রণাশন বরাহ গোম্পদে দক্ষিণে অবস্থিত । যে
ব্যক্তি সিতপক্ষীয় একাদশীতে তাঁহার পূজা করে,
সে সর্ব পাতকমুক্ত হইয়া বিম্বলোক লাভ করে । ১২
দ্বিষষ্টাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬২ ।

ত্রিষষ্টাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি । অতঃপর মানব
ছায়ালিঙ্গ সমীপে গমন করিবে । এই ছায়ালিঙ্গ
ভ্রুহুমতীর উত্তরে অবস্থিত । এই লিঙ্গ বহু
আশ্চর্য্যময় এবং মহাকলপ্রদ । এই লিঙ্গ দর্শন
করিলে মানব পঞ্চবিধ পাতক হইতে মুক্তিলাভ

চতুষ্টাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতা দেবি শুকা
পাতকনাশিনী । ঋষীণাং সংস্থিতির্ভিন্ন সিদ্ধানাং
পূণ্যচেষ্টনাম্ ॥ ১ ॥ তত্র গচ্ছা মহাদেবি শুকাং যঃ
পশ্যতে নরঃ । স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যস্তাত্ত্রায়ণকলং
লভেৎ ॥ ২ ॥

ইতি জীকান্দে নন্দিনীশুকায়াহাশ্মাৎবর্ণনং নাম
চতুষ্টাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ঈশাভাঃ
দিশি সংস্থিতাম্ । দেবীঃ কনকনন্দাখ্যাং সর্বকাম-
কুলপ্রদাম্ ॥ ১ ॥ তত্র শুক্লভূতীয়ায়াং চৈত্রে মাসি
বিধানতঃ । যাভ্যাং কুর্ধ্যাক্ষ মতিমান্ সর্বকাম-
মবাধুয়াৎ ॥ ২ ॥

ইতি জীকান্দে কনকনন্দামাহাশ্মাৎবর্ণনং নাম পঞ্চ-
ষষ্টাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৫ ॥

করে । সার্কিষাদশস্তাধিক যোজনজিতয় হইল
এই লিঙ্গের পরিমাণ । ১২ ।

ত্রিষষ্টাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৩ ।

চতুষ্টাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি । পুরোক্ত স্থানেই
মহাপাতকনাশিনী শুকা আছে । পুণ্যচেষ্টা সিদ্ধ
ও ঋষীগণ এই স্থানে বাস করিতেন । এই তীর্থে
জান করিয়া যে মানব শুকা দর্শন করে, সে সর্ব-
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তাত্ত্রায়ণ কল
প্রাপ্ত হয় ।

চতুষ্টাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৪ ।

পঞ্চষষ্টাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অনন্তর পুরোক্ত
স্থানের ঈশানস্থিত সর্বকামকলপ্রদ দেবী
কনকনন্দাসমীপে গমন করিবে । বিবিধ ব্যক্তি
চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে এই স্থানে যাওয়া

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি কৃতীশ্বর
মহত্তমম্ । শরতস্থানতঃ পূর্বে নান্দিদূরে ব্যবস্থিতম্ ।
তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি যুচ্যতে সৰ্গপাতকৈঃ ॥ ১ ॥

ইতি জীকান্দে কৃতীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি স্থানং
গঙ্গাপথেতি চ । যত্র গঙ্গা মহাস্রোতা গঙ্গেশ্বরঃ
শিবস্তথা ॥ ১ ॥ সমুদ্রগামিনী দেবি সা গঙ্গা পাপ-
নাশিনী । উত্তানেতি ভূবি খ্যাতা নদী ত্রৈলোক্য-
ভূষণা ॥ ২ ॥ তত্র শ্রাদ্ধা মহাদেবি গঙ্গেশং যজ্ঞ
পূজয়েৎ । মুক্তঃ স্রাংপাতকৈর্ঘোরৈরশমেধাসুতঃ
লভেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি জীকান্দে গঙ্গাপথগঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৭ ॥

করবেন, এক্রপ করিলে সৰ্গ কামকল লাভ
হয় ॥ ১২

পঞ্চষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৫ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
কৃতীশ্বর সমীপে গমন করিবে । এই কৃতীশ্বর-
দেব শরত স্থানের পূর্বে অনতিদূরে অবস্থিত ।
ইহাকে দেখিয়া মানব সৰ্গপাতক হইতে মুক্তি
লাভ করে । ১—৩ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৬ ।

সপ্তষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
গঙ্গাপথে গমন করিবে । এই স্থানে মহাস্রোতা
গঙ্গা ও গঙ্গেশ্বর শিব আছেন । গঙ্গাদেবী পাপ-
নাশিনী, সমুদ্রগামিনী, এবং ত্রৈলোক্যের ভূষণ-
স্বরূপা । ইনি ভূতলে উত্তানা বলিয়া বিখ্যাতা ।
এই তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি গঙ্গেশ্বর পূজা

অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি চমসো-
দ্ভেদমুক্তমম্ । যত্র ব্রহ্মাকরোৎসজং বর্ষাণামবুজং
শ্রিয়ে ॥ ১ ॥ চমসৈঃ পীতবস্ত্রে সোমং দেবা
মহর্ষয়ঃ । চমসোদ্ভেদনামেতি তেন খ্যাতং ধরা-
তলে ॥ ২ ॥ তত্র শ্রাদ্ধা সরসভ্যাং পিণ্ডদানং দদাতি
যঃ । গয়াকোটিভণং পুণ্যং বৈশাখ্যাং প্রাপ্নুয়ন্নরঃ ॥ ৩ ॥

ইতি জীকান্দে চমসোদ্ভেদমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নামাষ্ট-
ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৮ ॥

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি বিহর-
স্রাশ্রমং মহৎ । যত্রাকরোতপো রোজং বিহরো
ধর্ম্মমুর্তিমান্ ॥ ১ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং লিঙ্গং
জিভুবনেশ্বরম্ । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি সর্গান-
কামানবাণুয়াৎ ॥ ২ ॥ বিহরাটালকঃ নাম গণগচ্ছক-
করে, সে সৰ্গ পাতক হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া
অমৃত অশমেধের কল লাভ করিয়া থাকে ১—৩

সপ্তষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৭ ।

অষ্টষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
চমসোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিবে । এই স্থানে তগ-
বান্ অধুতবৎসরব্যাপী যজ্ঞ করেন । মহর্ষিগণ
ও দেবগণ এইখানে চমস ঘারা সোমস্নান করি-
য়াছিলেন, এই অস্ত্রই এই স্থানের নাম হইয়াছে—
চমসোদ্ভেদ । যাহার। বৈশাখী পূর্ণিমায় অজত্য
সরসভী নদীতে স্নান করিয়া পিণ্ডদান করে,
তাহারা গয়াজ্ঞের কোটিভণ কল প্রাপ্ত হয় ।

অষ্টষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৮ ।

উনসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যেখানে ধর্ম্মমুর্তি
বিহর জিভুবনেশ্বর মহাদেবলিঙ্গ স্থাপনশ্রমিক
যেহ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, অনন্তর মানব সেই
পবিত্র বিহরাস্রম তীর্থে গমন করিবে । অজত্য
শকরলিঙ্গ নর্পন করিলে মানবগণের সকল কামনা

সেবিতম্ । দ্বাদশস্থানকঃ স্থানঃ নামপুণ্যেন
লভ্যতে । ৩ । নাবৰ্ণঃ তবেত্ত্ব কদাচিদপি
পার্বতি । লিঙ্গানি তত্র দিব্যানি পঞ্চোপাংগাণি
শান্তয়ে । ৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে বিহরাশ্রমশাস্ত্রাবর্ণনং নামৈকোণ-
সপ্তত্যাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ । ২৬১ ।

সপ্তত্যাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছয়দাদেবি যত্র
প্রাচী সরস্বতী । তত্র স্থানে হিতঃ লিঙ্গং মল্লীশ্বর-
মিতি শ্রুতম্ । ১ । ততোংপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি
সৰূপাতকনাশিনীম্ । শৃণু দেবি মহাভাগে হ্যশ্চর্য্য-
যদভূতমূৰ্ত্তা । ২ । ঋষির্জগদেকো নাম স তেপে
পরমঃ তপঃ । প্রাচীমেতা যতাহারো নিত্যং স্বাধ্যায়-
তংপরঃ । ৩ । বহুবর্ষসংখ্যাপি তস্তাতীতানি ভামিনি ।
কন্তচিৎকালস্ত বিজ্ঞানস্ত বয়াননে । ৪ । করচ্ছা-
রসো জাতঃ কুশাগ্রোপেত নঃ শ্রুতম্ । স
দৃষ্টা মহাশর্য্যঃ বিশ্বয়ঃ পরমঃ গতঃ । ৫ । যেনে-
সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তো হর্ষান্নৃত্যমধাকরোৎ । তস্মিন

পূর্ণহয় । বিহরাটালক নামক নাম-গচ্ছক-সেবিত
এই স্থান অন্নপুণ্যের লভ্য নহে । এখানে কদাচ
অনার্য্যি হয় না । মানব পাপশাস্তির জন্ত অত্রত্য
দিব্য লিঙ্গ সর্বল দর্শন করিবে । ১—৪ ।

উনসপ্তত্যাধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬১ ।

সপ্তত্যাধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—মহাদেবি ! যেখানে প্রাচী
সরস্বতী প্রবহমাণা, সেই স্থানে মল্লীশ্বর নামক এক
শক্তলিঙ্গ আছে । মানবগণ এই স্থানে গমন
করিবে । এই লিঙ্গের সৰূপাতকনাশিনী উপাধি
কথা বলিতেছি শ্রবণ কর । একথা অতি আশ্চর্য্য-
জনক । পূর্বে যক্ষণক নামে এক ঋষি ছিলেন ।
তিনি অত্যন্ত তপস্বী করেন । যতাহার ও স্বাধ্যায়-
তংপর হইয়া শতাব্দী প্রাচী সরস্বতীতীরে তপস্বী
করিতেন । এই তপস্বীর তাঁহার বহু সহস্র বৎসর
অতীত হইয়া যাইয়াছে । আমার ওনিবাহি-মে একথা
কুণ্ডল দ্বারা মুনিবর-বহু ব্রহ্ম হইলে এই বিদ্য
স্থান হইতে প্রাক্কল নির্গত হয় । তিনি দ্রুদদর্শনে
বিস্মিত হইয়া যেন করেন,—আমি পরমসিদ্ধিলাভ

সমুদ্রত্যাগে চ জগৎস্বাবরজ্জন্মম্ । ৬ । অনন্ত
বরাহোহে প্রভাবান্তস্ত বৈ মুনোঃ । ততো দেবা
মহেন্দ্রাদ্যা ব্রহ্মবিশ্বপুরঃসরাঃ । উচুস্তপুঃস্বায়ং
নামঃ নৃত্যোত্তমা কুরু । ৭ । চলিতাঃ পরিতাঃ
স্থানাৎক্ষুভিতো মকরালয়ঃ । ধরণী খণ্ডশো দেব-
বৃক্ষাশ্চ নিধনং গতাঃ । ৮ । উৎপাদ্য মহানন্দো
গ্রহা উদ্যোগসংহিতাঃ । ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীভূতঃ
যাবৎপ্রাপোতি সংক্ষয়ম্ । ৯ । তাবদ্বিবারয়শ্চেনঃ
নামঃ শক্তো নিবারণে । ১০ । স তথোক্তি প্রতি-
জ্ঞায় গতা তস্ত সমীপতঃ । দ্বিজরূপং সমাহায়
তদ্রিং বাক্যমবব্রীৎ । ১১ । কো হর্ষবিষয়ঃ
কস্মাৎস্মৈতন্নৃত্যতে দ্বিজ । তস্মাৎকার্য্যং বদান্ত
যঃ পরমঃ কোতুহলঃ হি নঃ । ১২ । ঋষির্বাচ ।
কিং ন পূজ্যসি মে ব্রহ্মন করচ্ছাকরসং চ্যুতম্ ।
অতএব হি মে নৃত্যং সিদ্ধোহহং নাত্র সংশয়ঃ । ১৩ ।
ঈশ্বর উবাচ । তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবান্ধ্রিপুত্র-
তকঃ । অক্লান্তঃ তাড়য়ামাস অক্ল্যাগ্রেণ ভামিনি ।

করিয়াছি । এই মনে করিয়া তিনি আনন্দে নৃত্য
করিতে থাকেন । তপঃপ্রভাবে তাঁহার নৃত্যে এই
স্বাবর-জন্মমাত্রক সমস্ত জগৎই নৃত্য করিতে
থাকে । ইহা দেখিয়া ব্রহ্মবিশ্বপ্রমুখ ইন্দ্রাদি
দেবগণ ত্রিপুরহর হরকে বলিলেন,—হে দেব !
যাহাতে ইনি নৃত্য না করেন, আপনি তাহা
করুন । দেখুন, পরিত চলিত—মকরালয়
ক্ষুভিত—ধরণী খণ্ডিত—দেবপাদপ নিধন প্রাপ্ত
—মহানন্দী সকল উৎপাদ্য এবং ত্রৈলোক্য
ব্যাকুলীভূত হইয়াছে । সৃষ্টি বিনষ্ট না হইতে
হইতে আপনি মুনিবরকে নৃত্য হইতে নিষারিত
করুন ; আপনি ব্যতীত অন্য কেহই আর তাঁহাকে
নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন । দেবগণ এই কথা
বলিলে দেবদেব ‘তথাত্ত’ বাক্যে তাঁহাদিগকে তুষ্ট
করিয়া দ্বিজরূপ ধারণপূর্ব্বক ঋষিসমীপে উপস্থিত
হইয়া বলিলেন,—হে দ্বিজ ! আপনার এত হর্ষের
কারণ কি ? নৃত্য করিতেছেন কেন ? বলুন, আমার
অত্যন্ত কোতুহল জন্মিয়াছে । ঋষি বলিলেন,—হে
ব্রহ্মন ! আপনি দেখিতেছেন না যে, আমার হস্ত দ্বি-
শাকরস নির্গত হইতেছে, এই জন্তই নৃত্য করি-
তেছি ; আমি যে সিদ্ধ হইয়াছি, ইহাও আমার কোন
সংশয় নাই । ভগবান্ধ্রিলোচন তাঁহার এতাদৃশ বাক্য
শ্রবণ করিয়া অক্ল্যাগ্রে স্বীয় অক্লান্ত তাকন করি-

১৪। ততো বিনির্গতঃ ভস্ম তৎক্ষণাচ্ছিমপাগুরম্ ।
অথাবীং প্রহন্তেনং ভগবান্ কুত্ভাবনঃ ॥ ১৫ ॥
পশু মেহৃষ্ঠতো অক্ষন কুরি ভস্ম বিনির্গতম্ । ন
নৃত্যেহহং ন মে হৃষিক্ষাপি মুনিসন্তম ॥ ১৬ ॥
তদ্বদী অমহান্দর্শ্যং বিশ্বয়ঃ পরমং গুতঃ । অববীং
প্রাগলির্ভূত্বা হৃষগঙ্গদয়া গিয়া ॥ ১৭ ॥ নাস্তং দেব-
মহং মন্ত্রে দ্বাঃ মুক্তা বৃষতক্ষজম্ । নাস্তস্ত বিদ্যাতে
শক্তিরীদৃশী ধরনীতলে ॥ ১৮ ॥ ভগবান্নবাচ ।
জাতোহস্মি মুনিশার্দ্দল ইয়া বেদবিদাং বরঃ । বরং
বরয় ভদ্রং তে নিত্যং যন্ননসেপিতম্ ॥ ১৯ ॥
ঋকুবাচ । প্রসাদাদেবদেবস্ত নৃত্যেন মহতা
বিতো । যথা ন স্মাতপোহানিস্তথা নীতির্বিদীয়-
তাম্ ॥ ২০ ॥ শত্ৰুকবাচ । তপস্তে বর্জতাং বিপ্র
মংপ্রসাদাং সহস্রধা । প্রাচীমবিহ বস্তামি ইয়া
সাক্ষিমহং সদা ॥ ২১ ॥ সরস্বতী মহাপুণ্যাক্ষেত্রে
চাশ্বিন বিশেষতঃ । সরস্বত্যান্তরে তীরে যন্তাজে-
দাশ্বনস্তম্ ॥ ২২ ॥ প্রাচীনে হ্যযিশার্দ্দল ন চেহা-
গচ্ছতে পুনঃ । আগ্নতো বাজিমেষস্ত কলং
প্রাপ্তোতি পুঙ্কলম্ ॥ ২৩ ॥ নিয়মেচ্চোপবাসিন্ত
শোষয়ন দেহমাশ্বনঃ । জলাহারা বায়ুতক্ষাঃ পর্ণা-
হারান্ত তাপসাঃ । তথা চ হৃণ্ডিলশয়া যে চান্তে

নিয়তাঃ পৃথক্ ॥ ২৪ ॥ যে স্নানমাচরিত্যস্তি তীর্থে-
হস্মিন্নিয়মাবিভাঃ । তে যান্তি পরমাং সিদ্ধিং ব্রহ্মণঃ
পরমং পদম্ ॥ ২৫ ॥ অস্মিন্ভীর্থে কু বো দানং
ক্ৰটিমাত্রঞ্চ কাঞ্চনম্ । দদাতি বিজয়ধার্য মেক-
তুলাং ভবেৎ কলম্ ॥ ২৬ ॥ অস্মিন্ভীর্থে কু যে
শ্রাদ্ধং করিত্যস্তীহ মানবাঃ । একবিশংশুকুলো-
পেতাঃ স্বর্গং যাতস্তি তে কবম্ ॥ ২৭ ॥ পিতৃণাং
বলভং তীর্থং পিতৃণেনেকেন তর্পিতাঃ । ব্রহ্মলোকং
গমিষ্যন্তি স্পৃশ্যেণেহ তারিতাঃ ॥ ২৮ ॥ কুর্যন্তাঃ
প্রযচ্ছন্তি মোক্ষমার্গং ব্রজন্তি তে ॥ ২৯ ॥ অত্র যে
শুভকর্ম্মাণঃ প্রভাসয়াঃ সরস্বতী । পশুন্তি তেহপি
যাতস্তি স্বর্গলোকং ত্রিজোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ যে পুনস্তত্র
ভাবেন নরাঃ স্নানপরায়ণাঃ । ব্রহ্মলোকং সমা-
সাদ্য তে সমিষ্যন্তি সর্বদা ॥ ৩১ ॥ দধি প্রদদ্যাৎযো-
হপীহ ব্রাহ্মণায় মনোরমম্ । সোহপ্যগ্নিলোকমাসাদ্য
ভুজ্যেত্বেগান্ সুশোভনান্ ॥ ৩২ ॥ উর্ণাপ্রবারণং
যোহপি ভক্ত্যা দদ্যাৎকুজোত্তমে । সোহপি যতি
পর্যং সিদ্ধিং মর্ত্যৈরনৈঃ সুহৃদভাম্ ॥ ৩৩ ॥ যে
চাজ মর্গনাশায় শিশেয়মানবা জলম্ । গোপ্রদান-
কলং ভেষাং সুধেন কলমাদিশেৎ ॥ ৩৪ ॥ ভাবেন

লেন, তাহাতে তাহা হইতে ছিমপাগুর ভস্ম নির্গত
হইল। তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন,—আমার অকৃষ্ট
হইতে ভস্ম নির্গত হইল; কিন্তু তথাপি আমি নৃত্য
করিতেছি না; আমার হৃষও হয় নাই। মুনিবর
তদর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হে দেব!
আপনি নিশ্চয় বৃষতক্ষজ; ধরনীতলে আপনি
ব্যতীত কোন দেবতারই আর এরূপ শক্তি নাই।
ভগবান্ বলিলেন, হে বেদবিৎপ্রবর! আপনি যখন
আমাকে জানিতে পারিয়াছেন; তখন অভিলষিত
বর প্রার্থনা করুন। ঋষি বলিলেন,—হে দেব!
এই মহানৃত্য হইতে তাহাতে আমার তপোবির
না হয়, আপনি অল্পগ্রহপূরক তাহা করুন। শত্ৰু
বলিলেন,—হে বিপ্র! আমার প্রসাদে আপনার
জগন্তাশুকি হইবে; আমি এই প্রাচীনদীপে আপ-
নার সহিত বাস করিব। এই ক্ষেত্রে পুণ্য সর-
স্বতী বিজ্ঞানমান। ইহার উত্তর তীর্থে যাহারা
ভক্ত্যাক্ষর করিবে, কবিষ্যতে তাহাদিগকে আর জন্ম
প্রাপ্ত করিতে হইবে না। অসিহ তাহারা বাজিমেষ
বজের কল লাভ করিবে। যাহারা এই তীর্থে মিয়মো-
বাস যাহা দেহতক্ষ করিবে; জল-শঙ্ক-বায়ু তক্ষণে

উপস্তা করিবে; নিয়ত হৃণ্ডিলশায়ী হইবে এবং
নিত্য স্নানচরণ করিবে, তাহারা পরম সিদ্ধি ও
ব্রহ্মলোক লাভ করিবে। এই তীর্থে যে ব্যক্তি
ক্ৰটি মাত্র কাঞ্চন বিপ্রক্ষেপণকে দান করিবে,
তাহার মেকদানতুলা কল লাভ হইবে। ১—২৬।
এখানে যাহারা শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের এক-
বিশতি কুল স্বর্গে গমন করিবে। এই তীর্থ পিতৃ-
গণের অভীষ প্রিয়; যেহেতু তাহাদের পুত্র প্রদত্ত
জন্মত একটিমাত্র পিতৃ দ্বারা ইহারা ভূতলাভ
করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। এই
তীর্থে যাহারা অন্নদান করেন, তাহাদের মোক্ষলাভ
হয়। যে শুভকর্ম্ম ব্যক্তিগণ এই স্থানে সরস্বতী
দেবীকে দর্শন করে, তাহারা স্বর্গলোকে গমন
করিয়া থাকেন। যাহারা ভক্তিপূরক এখানে স্নান
করে, তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ক্রীড়া
করে। যে ব্যক্তি এখানে বিপ্রকে উত্তম দধি
দান করে, সে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ
সকল উপভোগ করে। যাহারা উকীষ প্রদান
করে, তাহারা অন্নহৃদন্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
যে সকল মানব পাপনাশের জন্ত এই তীর্থক্ষেত্রে
প্রবেশ করে, গোপ্রদানকল তাহাদের সুখকর হয়।

হিনয়ঃ কশ্চিৎত্বং স্নানং সমাচরেৎ । সন্ধাপা-
বিনিস্তৃতো বিফুলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫ ॥ তুর্গণাৎ
পিণ্ডদানাক্ নরকেষপি সংহিতাঃ । স্বর্গং প্রযান্তি
পিতরঃ সুপুত্র্যেণৈব তারিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ তে ভক্তন্তে-
হক্ষমালোকান্ ব্রহ্মবিষ্ণুশশিকিতান্ । ভূয়স্বরং প্রব-
জ্জতি মোক্ষমার্গং ভক্ত্যে ভে ॥ ৩৭ ॥ স্বর্গনিঃশ্রু-
সমুতা প্রভাসে তু সন্নয়তী । নাপুণ্যবন্তিঃ
সম্ভ্রান্তাঃ পুণ্ডিঃ শক্যা মহানদৌ ॥ ৩৮ ॥ প্রাচী
সন্নয়তী চৈব অন্তঃপ্রবাহে তু দগ্ধতা । বিশেষেণ কু-
ক্ষেত্রে প্রভাসে পুঙ্করে তথা ॥ ৩৯ ॥ প্রাচীঃ সন্নয়তীঃ
প্রাপ্য বোহস্ততীর্থং হি মার্গতে । স করঃ স্বঃ সমুৎ-
স্রজ্য কুর্পরেণ সমাচরেৎ ॥ ৪০ ॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যঃ
স্নানকং বিহিতং সদা । পিণ্ড্যাকেতুদ্বকেনাপি পিতৃ-
ভক্ত্য দদাতি যঃ । পিতৃণামক্ষয়ং ভূয়াৎ পিতৃলোকং
স গচ্ছতি ॥ ৪১ ॥ সন্নয়তীবাসসমা কুতো রতিঃ
সন্নয়তীবাসসমাঃ কুতো ভণাঃ । সন্নয়তীঃ প্রাপ্য
গতা দিবঃ নরাঃ পুনঃ স্মরিত্যস্তি নদৌ সন্নয়তীম্ ॥
৪২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । উৎকৈবং ভগবান্ দেবসন্তজৈ-

ভক্তিপূর্বক যাহারা এখানে স্নান করে, তাহারা
সন্ধাপাবিমুক্ত হইয়া বিফুলোকে পুজিত হইয়া
থাকে । পুত্রগণ এখানে পিতৃউদ্দেশে পিণ্ডদান
করিয়া যদি সুপুত্রের কার্য্য করে, তাহা হইলে
নরকস্থ পিতৃগণও স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন ।
যাহারা ব্রহ্মলোক, বিফুলোক প্রভৃতি অক্ষয় লোক
সকল লাভ করিয়াছে, তাহারাও যদি পুনরায়
এখানে অন্ন দান করে, তাহা হইলে তাহাদের
মোক্ষপ্রাপ্তি হয় । প্রভাসস্থিত সন্নয়তী স্বর্গ-
গমনের সোপানস্বরূপ ; পানী ব্যক্তিগণের ভাগ্যে
ইহার দর্শন ঘটে না । প্রাচী সন্নয়তী অন্তঃপ্রবাহ
হইলেও বিশেষতঃ পুঙ্কর, প্রভাস, ও কুক্ষেত্রে
আরও দগ্ধত । সন্নয়তী প্রাপ্ত হইয়া যে মানব
পুনরায় অস্ত তীর্থ আকাজক করে, হস্ত পরিত্যাগ
করিয়া কুর্পর (কঙ্কই) দ্বারা তাহার কার্য্য করা হয় ।
কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে এই তীর্থে স্নান বিহিত
আছে যে মানব এখানে পিণ্ড্যক ও ইন্দ্রদী দ্বারা
পিতৃ প্রদান করে, তাহার পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি
হয় এবং সে স্বর্গ পিতৃলোকে গমন করে । স-
ন্নয়তীবাস ভূয়া রতি, এবং সন্নয়তীবাস ভূয়া ভণ
আর নাই । সন্নয়তী প্রাপ্ত হইয়া নর স্বর্গে গমন
করে ; অন্তএব নর পুনঃপুনঃ সন্নয়তীস্মরণ
করিবে । ঈশ্বর বলিলেন,—এই সকল কথা

বাস্তবধীয়ত । সান্নিধ্যমকরোক্তং ততঃপ্রভৃতি
শব্দরঃ ॥ ৪২ ॥ অত্র গাথা পুরা গীতা বিফুনা
প্রভবিফুনা । মেহাশ্রুৎ চ চিত্তেন ধর্ম্মপুত্রঃ প্রীতি
প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥ মা গন্ধাং ব্রজ কোন্ঠেয় মা প্রয়াগক
পুঙ্করম্ । তজ্জগচ্ছ কুরুধেষ্ঠ যত্র প্রাচী সন্নয়তী ॥
৪৫ ॥ এতন্তে সন্ধাপাধ্যাতঃ যদ্যাং স্বঃ পরিপূচ্ছসি ।
মাভাস্যক সন্নয়ত্যা ভূয়ঃ কিং জ্যোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৬ ॥

ইতি ঋক্সান্দে প্রাচীসন্নয়তীমজীশ্বরমাহাশ্রাবণং
নাম সপ্তত্যাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭০ ॥

একসপ্তত্যাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ । ততৈব সন্নিকটে তু লিঙ্গং
জ্যলেশ্বরং স্মৃতম্ । শরঃ পাশপতো যজ্ঞ জলন্ বৈ
জিপুরারিণা ॥ ১ ॥ পাতিতো যৎপ্রদেশে তু তেন
জ্যলেশ্বরঃ স্মৃতঃ । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি স্মৃত্যতে
সর্গপাতকৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি ঋক্সান্দে জ্যলেশ্বরমাহাশ্রাবণং নামৈক-
সপ্তত্যাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭১ ॥

বলিয়া ভগবান্ দেব অন্তহিত হইলেন । তদবধি
শব্দর এই তীর্থে সান্নিধ্য করিতেছেন । ভগবান্
প্রভবিফু বিফু সৌহাদ বশত এবিষয়ের একটী
গাথা ধর্ম্মপুত্রকে বলিয়াছিলেন । সেই গাথা
এই—হে কোন্ঠেয় ! গন্ধায় যাইও না ; প্রয়াগে
যাইও না ; পুঙ্করেও যাইও না ; যেখানে প্রাচী
সন্নয়তী আছেন, সেইখানে যাও । হে দেব !
এই তু তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলেন, সেই সন্নয়তীমাহাশ্রাব্য কীর্ত্তন করিলাম,
আর কি অবশ্য করিতে ইচ্ছা কর ? ২৭—৪৬ ।

সপ্তত্যাধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭০ ॥

একসপ্তত্যাধিক বিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি । পুর্বেক্ত লিঙ্গ-
সান্নিধ্যানে জ্যলেশ্বর লিঙ্গ আছেন । জিপুরারি
প্রজলিত পাশপতাত্ম এইখানে পাতিত করিয়া-
ছিলেন, একজ্ঞ অজ্ঞাত্য লিঙ্গের নাম হইয়াছে—
জ্যলেশ্বর । জ্যলেশ্বর দর্শন করিয়া মানব সর্গ-
পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । ১—৪৬
একসপ্তত্যাধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭১ ॥

দ্বিসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পঞ্চং প্রাচী-
দেব্যাং সরিধৌ । লিঙ্গত্রয়ং সমাধাতঃ ত্রিপুরাণাং
মহাত্মনাম্ ॥ ১ ॥ বিদ্যাম্বালী তারকাধাঃ কশোলাধ্য-
স্তম্বেষ চ । তৈশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ লিঙ্গঃ দৃষ্টা পাপৈঃ
শ্লথ্যতে ॥ ২ ॥

ইতি জীক্সান্দ্রে ত্রিপুরলিঙ্গত্রয়মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপাদেবি যগুতীর্থ-
মমুত্তমম্ । সর্বপাপোপশমনং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥
১ ॥ তন্মোৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুঐকমনাঃ প্রিয়ে ।
পুরা পঞ্চশিরা আসীদব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২ ॥
শিরস্তস্ত ময়া ছিন্নং কশ্মিন্চিৎ কারণান্তরে । তত্র
গন্ধবতী জাতা ব্রহ্মণঃ সা চ শোণিতৈঃ ॥ ৩ ॥ তত্রো-
দগতা মহাতালাস্তেন তালবনং সূতম্ । অথ কর-
তলে লগ্নং কপালং ব্রহ্মণো মম ॥ ৪ ॥ শরীরং
কৃক্সতাং যাতং মম চৈব যুগ্মং চ । অথ তীর্থান্তনে-

দ্বিসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! পুরোক্ত স্থানেই
প্রাচী দেবীসন্নিধানে মহাত্মা ত্রিপুরগণের প্রতিষ্ঠিত
বিখ্যাত তিনটী লিঙ্গ আছে, মানবগণ ভাহাদিগকে
দর্শন করিবে। ত্রিপুরত্রয়ের নাম—বিদ্যাম্বালী,
তারক ও কপোল। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গত্রয়
দর্শন করিলে সর্বপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১। ২।

দ্বিসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭২।

ত্রিসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর মানব
যগুতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ সর্বপাপোপ-
শমন ও সর্বকামফলপ্রদ। এই তীর্থের উৎপত্তি-
বিবরণ বলিতেছি, অনন্তমনে শ্রবণ কর। পূর্বে
লোকপিতামহ ব্রহ্মার চারিটী মস্তক ছিল। আমি
কোন কারণবশতঃ তদ্ব্যবহাে একটি ছেদন করি। ঐ
সময় প্রভূত শোণিত প্রবাহ হয়; ঐ শোণিতে গন্ধবতী
নদীর উৎপত্তি হইয়াছিল। তদ্ব্যয় বহুসংখ্যক মহা-
ত্মারূপ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থান ‘তালবন’
নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ব্রহ্মকপাল আমার
করলগ্ন হওয়াতে আমি আর আমার যুগ্মী আমার

কানি গতোহহং পাপশঙ্কয়া ॥ ৫ ॥ ন কচিদ্বিজতে
পাপং ততঃ প্রভাসমাগতঃ । ক্ষেত্রে ভজ্য ময়া দৃষ্টা
প্রাচী দেবী সরস্বতী ॥ ৬ ॥ তত্র মে যুগ্মতঃ স্নাতুং
প্রবিশৌ জলমধ্যতঃ । ত্র্যংকণাচ্ছ্রুততাং প্রাণ্তৌ
মুক্তোহহমপি হতারা ॥ ৭ ॥ করমধ্যে চ মে লগ্নং
কপালং পতিতং তদা । কপালমোচনচ্চাসৌ লিঙ্গ-
রূপী স্থিতোহভবৎ ॥ ৮ ॥ তত্রাপি যৌ নদেজ্জীক্স-
প্রাচীদেব্যাং সরিধৌ । মাতৃকং পৈতৃকং চৈব
তৃপ্তং কুলশতং তথা ॥ ৯ ॥ ভবেচ্চ তন্ত তৃপ্তি-
যাবৎ কল্যাণ সপ্ততিঃ । মাস আশ্বযুজে দেবি কৃক্স-
পক্ষে চতুর্দশী । তত্র দদ্যামু যঃ শ্রদ্ধাং দক্ষিণামূর্তি-
মাম্রিতঃ ॥ ১০ ॥ যথাবিত্তোপচায়েণ সুপাত্রে চ যথা-
বিধি । যাবদযুগসংস্রজ্য তৃপ্তাঃ সূ্যতে পিতামহাঃ ॥
১১ ॥ অন্নং সুবর্ণদানঞ্চ দধিকবলমেব চ । তত্র দেয়ং
বিধামেন সর্বপাপোপশঙ্কয়ে ॥ ১২ ॥ কৃক্সরূপো বুযৌ
দেবি যদা বেতস্বমাগতঃ । যগুতীর্থমিতি খ্যাতং
তেন ত্রৈলোক্যপুজিতম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি জীক্সান্দ্রে যগুতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রিসপ্তত্যা-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৩ ॥

উভয়েই কৃক্সবর্ণ হইয়া গেলাম। তখন আমি
পাপাশঙ্কায় বহু তীর্থক্ষেত্রে গমন করিলাম;
কিন্তু কোন তীর্থেই আমার পাপ বিনষ্ট হইল
না; অবশেষে আমি প্রভাসে উপনীত হইলাম।
প্রভাসে আসিয়া প্রাচীদেবীকে দর্শন করিলাম।
আমার যুগ্ম দান করিবার জন্ত সরস্বতী-জলে
প্রবেশ করিয়া ত্র্যংকণাৎ বেতবর্ণ হইল। আমিও
ব্রহ্মহত্যামুক্ত হইলাম। আমার করলগ্ন ব্রহ্মকপালও
পতিত হইল। আমি লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া
কপালমোচন নামে ঐ স্থানে অবস্থান করিলাম।
এই স্থানে প্রাচীদেবীর সন্নিধানে যে মানব
পিতামাতার শ্রদ্ধা প্রদান করে, তাহার পিতা-
মাতার শতকুল উদ্ধার হয়। আর সে নিজেও
সপ্ততি কর পর্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে।
আধিন মাসের কৃক্স চতুর্দশীতে যে মানব এই স্থানে
দক্ষিণাভিমুখে শ্রদ্ধা প্রদান করে সহস্রযুগকাল
পর্যন্ত তাহার পিতামহগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।
সর্ব পাপ বিমুক্তির নিমিত্ত এই স্থানে অন্ন সুবর্ণ দান
ও দধিকবল দান আদর্য করা কর্তব্য। হে দেবি!
আমার কৃক্সরূপী বুযৌ এই স্থানে কৃক্সবর্ণ হইল বলিয়া
ইহা যগুতীর্থ নামে ত্রৈলোক্যপুজিত হইল। ১-১৩।
ত্রিসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৭৩।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি স্বর্ধ্য-
প্রাচীঃ মহাপ্রভা । সর্বপাপোপশমনৌ সর্বকাম-
কলপ্রদা ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা মহাদেবি মুচ্যতে
পঞ্চপাতকৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীহান্দে স্বর্ধ্যপ্রাচীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃসপ্ত-
ত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি দেবঃ
চব জিলোনেম্ । ঋষিভীর্ধসমীপে তু সর্বপাতক-
নাশনম্ । শুভ্রমুদ্রায়ৈ কুস ঋষিভিঃ পুজিতঃ পুণ্ড্রা ।
জিনেত্রা মৎস্তকা যত্র জলং ক্ষুদ্রিকসরিভম্ । তত্র
স্নাত্বা ময়ো দেবি মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপঙ্কে
চতুর্দন্তাং মাসে ভাস্ত্রপদে তথা । উপবাসং তু
কুর্বাতি রাজো জাগরণং তথা ॥ ৩ ॥ প্রাচঃ শ্রাদ্ধং
প্রকুর্বাতি বিধিবৎপূজয়েচ্ছিবম্ । কুদ্রলোকে
বসেদেবি বর্ষাণামবুজ্জয়ম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে জিনেত্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চ-
সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৫ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর
মানব মহাপ্রভা স্বর্ধ্যপ্রাচীসমীপে গমন করিবে।
স্বর্ধ্যপ্রাচী, সর্ব পাপের শমনী ও সর্বকামকল-
প্রদা। এই ভীর্থে স্নান করিয়া নর পঞ্চ পাতক
হইতে মুক্তি লাভ করে। ১। ২।

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব-
গণ ঋষিভীর্ধসমীপে জিলোচনসরিধানে গমন
করিবে। এই ভীর্থে সর্ব পাতকনাশন; ইহা শুভ্র-
মর্তীর উত্তরকূলে অবস্থিত। ঋষিগণ সর্বদাই
এই ভীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। এই ভীর্থ-
সলিলে জিনেত্র মৎস্ত সকল বিচরণ করে, ইহার
জল লেখিত্তিক কটিকের ভায়। নরগণ এই
স্থানে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যাভিজিত, পাপ হইতে
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভাস্ত্রপাদীর কৃষ্ণ চতু-

ষট্ সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি ঋষি-
সরিধো । কামিকঃ হি পুণ্যং কেন্দ্ৰং
দেবিকানাং নামতঃ ॥ ১ ॥ মহাসিদ্ধিবনঃ তত্র
ঋষিসিদ্ধসমাহৃতম্ । নানাক্রমলভ্যকীর্ণং পর্বতৈরুপ-
শোভিতম্ ॥ ২ ॥ চম্পকৈরুৎকলৈর্দ্বৈব্যরশোভৈঃ
স্তবকৈঃ পটৈঃ । পুরাগৈঃ কিকিরাতৈশ্চ মুগদৈ-
র্নাগকেশরৈঃ ॥ ৩ ॥ মল্লিকোৎপলপুষ্পৈশ্চ পাট-
লাপারিজাতকৈঃ । চূতচম্পকপিশিখৈশ্চ শ্রীকলৈঃ
পনসৈস্তথা ॥ ৪ ॥ খজুরৈর্বদরৈশ্চাতৈশ্চাতুলিভৈঃ
সদাভিমেঃ । জয়ীরৈশ্চ বদৈর্ব্যশ্চ নারদৈরুপ-
শোভিতম্ ॥ ৫ ॥ শিখিভিঃ কোকিলাভিঃ গীঘমানঃ
তু যটপটৈঃ । মুগৈশ্চ কৈকর্যটৈশ্চ সিংহৈর্ক্যাভৈ-
স্তথা পটৈঃ ॥ ৬ ॥ বাপদৈর্বিধিধাকারৈঃ কন্দরৈ-
র্গহ্বরৈশ্চথা । সুরাসুরগণৈঃ সিংহৈর্ধকগন্ধক-
পন্নগৈঃ ॥ ৭ ॥ অপ্সরোরগনগৈশ্চ বহুভিঃ
সমাহৃতম্ । কেচিৎ স্ববন্তি ইশঃ তু কেচিচ্ছ্রুতান্তি

দ্বীপীতে যে মানব ঐখানে উপবাস ও জাগরণ করে;
প্রাতঃস্নান করে, এবং বিধিবৎ শিবপূজা করে, সে
অযুত বৎসর কুদ্রলোকে বাস করিয়া থাকে। ১—৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৫।

ষট্ সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
ঋষিভীর্ধসরিধানে গমন করিবে। এই ভীর্থে
কামপ্রদ এবং দেবিকানাং প্রসিদ্ধ। এই কেন্দ্রে
মহাসিদ্ধি বন নামে এক বন আছে। এই বন
ঋষিসিদ্ধসমাহৃত; নানাক্রমলভ্যকীর্ণ; পর্বতোপ-
শোভিত; চম্পক, অশোক, স্তবক, বকুল, পুরাগ,
কিকিরাত, নাগকেশর, মল্লিকা, উৎপল, পাটলা,
পারিজাত, চূত, চম্পক, পিশিখ, শ্রীকল, পনস,
খজুর, বদর, মাতুলিঙ্গ, মাদির, জয়ীর ও নারদ
বৃক্ষে উপশোভিত; কোথাও শিখী, কোকিল,
ও যটপদ সকল মনোহর রব করিতেছে; কোথাও
মুগ, ঝক, বরাহ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শুভ্রভিঃ স্বপদগণ,
কোথাও কন্দর ও গহ্বর সকল অবস্থিত; এবং
কোথাও সুরাসুর গন্ধক, কোথাও ধকরক
উরগ সিদ্ধ নগি পন্নগ, ও কোথাও বহু অপ্সরোগণ
বচরণ করিতেছে। তথায় কৈবর্তের স্তব

চাগ্রতঃ ৷ ৮ ৷ পুন্সৈরুষ্টিঃ তু মুকতি মুখবাদ্যানি
চাপরে । হসন্তি চাপরে হৃষ্টাঃ গর্জন্তি চ তথা পরে ।
উর্দ্ধবাহবলুখা চান্তে অন্তে ধ্যায়ন্তি তদন্ততাঃ ।
তস্মিন্ স্থানে মহাদেবি দেবিকায়ান্তটে শুভে ৷ ১০ ৷
উমাপতীস্বরো নাম তজ্জাহং সংস্থিতঃ সদা । যুগেযুগে
সদা পূর্বে কল্পে মনন্তরে তথা ৷ ১১ ৷ ন ত্যজামি
সদা দেবি দেবিকায়ান্তটং শুভতম । হুন্নন্তঃ সর্ক-
লোকেষু স্মিন্ পবিত্রং সুপ্রিয়ং হি মে ৷ ১২ ৷ অয়া
সহ হিতচাক্ষং তস্মিন্ স্থানে বরাননে । উময়া
যুক্তদেহবাস্তেন ধ্যাত উমাপতিঃ ৷ ১৩ ৷ পুণ্যমাসে
অমাবস্তাং দদ্যাদ্ভ্যাক্ষং সমাহিতঃ । ন পশ্যামি কল্প-
তস্ত তস্মিন্ দন্তস্ত পার্শ্বতি ৷ ১৪ ৷ ব্রহ্মহত্যাসহস্রং
তু তস্ত দর্শনতো ব্রজেৎ । গোতুহিরণ্যবাসাসি
তজ্জ দদ্যাদ্ভিচক্ষণঃ ৷ ১৫ ৷ স একঃ পরমঃ পুত্রো
যো গতা তজ্জ স্মরতি । দদেদ্ভ্যাক্ষং পিতৃণাং চ
তস্তান্তো নৈব বিদ্যতে ৷ ১৬ ৷ দেবৈঃ সর্কৈঃ
সমাহুতা স্নানার্থং সা সরিষয়া । দেবিকৈতি
সমাখ্যাতা তেন সা পাপনাশিনী ৷ ১৭ ৷

ইতি শ্রীকাল্মষে দেবিকায়ামুপনিষাদ্ভ্যাহাধ্যায়বর্ণনঃ নাম
ষট্শপ্তাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২৭৬ ৷

করিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে; কেহ পুন্প-
রুষ্টি করিতেছে; কেহ মুখবাদন করিতেছে; কেহ
হাস্ত করিতেছে; কেহ হর্ষ প্রকাশ করিতেছে;
কেহ গর্জন করিতেছে; কেহ উর্দ্ধবাহ হইয়া
দণ্ডায়মান আছে, এবং কেহ বা ধ্যান করিতেছে।
হে দেবি! আমি এই স্থানে দেবিকাতটে উমাপতী-
স্বর নামে অবস্থিত ছিলাম। যুগ, কল্প বা মনন্তরের
মধ্যে আমি কখন এই স্থান পরিত্যাগ করি না।
এ লোকহুন্নন্ত স্থান অতিপবিত্র এবং উহা আমার
অত্যন্ত প্রিয়। আমি তোমার সহিত এই স্থানে
বাস করিয়াছিলাম। উমার (তোমার) সহিত
আমার দেহ যুক্ত ছিল বলিয়া আমি এই স্থানে
উমাপতি নামে খ্যাত হইয়াছি। ভাষ্যমাসে অমাব-
স্তাং যেজন এই স্থানে আঁক প্রদান করে, আমি
তাহার পুণ্য সারদেবিতে পাই না। তজ্জাত্য লিঙ্গ
দর্শনে সর্বত্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ অপগত হয়।
বিচক্ষণব্যক্তি এই স্থানে গো, হিরণ্য, বাস, দান
করিতেন। যেজন এই স্থানে গমন করিয়া পিতৃলোক-
উৎকর্ষে আঁক প্রদান করে, তাহাকেই উত্তম পুত্র
বলা যায়; তাহার প্রদত্ত আঁকের কদাচ কল হইবে না।

সপ্তসপ্তাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। তত্রৈব সংস্থিতঃ পশ্চৈতুধরঃ
নাম নামতঃ । উক্ত্য পৃথিবীঃ হৃদ্যাক্ষাঃ প্রাণ-
দধার সঃ ৷ ১ ৷ তুধরক্লেণ চাখ্যাতো দেবিকা-
তটসংস্থিতঃ । বেদপাদো যুগদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তঃ
ফচামুখঃ ৷ ২ ৷ অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমো ব্রহ্ম-
শীর্ষো মহাক্রপাঃ । অহোরাজ্জেক্ষণরো বোদাক-
ক্ষতিতুষণঃ ৷ ৩ ৷ আদ্যানাসঃ ক্রবতুগুঃ সামঘোষ-
ধনো মহান । প্রাধংশকায়ো দ্যুতিমানান্দীক্ষা-
বিরাজিতঃ ৷ ৪ ৷ দক্ষিণাহ্রদয়ো যোগী মহাসজ্জশয়ো
মহান । উপাকর্মোষ্টিককৈঃ প্রবর্গ্যাবর্ন্ততুষণঃ ৷ ৫ ৷
নানাচ্ছলোগতিপথো ব্রহ্মোক্তক্রমবিক্রমঃ । তুধা
যজ্ঞবরাহোহসৌ তজ্জ স্থানে স্থিতোহন্তবৎ ৷ ৬ ৷
পুণ্যমাসে হুমাভ্যাক্ষমৈকাদ্ভ্যামখাপি বা । প্রাপ্তে
প্রীর্গমি কালে চ জাহা কস্তাগতঃ রবিম্ ৷ ৭ ৷
পায়সঃ শুভসংযুক্তং হবিষ্যং চ শুভপ্লুতম্ । নমো বঃ

তজ্জাত্য সরিষ্যাকে দেবগণ স্নানার্থ আহ্বান করিয়া-
ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে—দেবিকা; এবং
এই জন্তই ইনি পাপনাশিনী হইয়াছেন। ১—১৭।

ষট্শপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! এই স্থানেই দেব-
তুধর নামক দেব অবস্থিত। তিনি দংষ্ট্রাশ্রেষ্ঠ
(পৃথিবী) উদ্ধার করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন, এই
জন্তই তুধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই তুধর
দেব দেবিকাতটে বিরাজিত। ইনিই বেদপাদ,
যুগদংষ্ট্র, ক্রতুদন্ত, ফচামুখ, অগ্নিজিহ্বা, দর্ভরোম,
ব্রহ্মশীর্ষ, মহাক্রা, অহোরাজ্জেক্ষণর, বোদাক-
ক্ষতি-তুষণ, আদ্যানাস, ক্রবতুগু, মহান সাম-
ঘোষধন, প্রাধংশকায়, দ্যুতিমান, দীক্ষা-
বিরাজিত, দক্ষিণাহ্রদয় যোগী, মহাসজ্জশয়,
উপা-
কর্মোষ্টিককৈ, প্রবর্গ্যাবর্ন্ততুষণ, নানাচ্ছলোগতিপথ,
ব্রহ্মোক্তক্রমবিক্রম প্রভৃতি শব্দপ্রতিপাদ্য হইয়া
যজ্ঞবরাহরূপে এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন।
মানবগণ প্রবৃষ্টকালে রবি-কস্তা রশ্মিতে গমন
করিলে পুণ্যমাসীয় অমাবস্তা বা একাদশী তিথিতে
“নমো বঃ পিতরো রসায়” মন্ত্রে শুভসংযুক্ত পায়স,

পিতরো রসায় অন্নাদ্যমভিমুখ্যেৎ ৷ ৮ ৷ তেজোহসি
জ্ঞক্রমিত্যাজ্যং দধিক্রাবণেন বৈ দধি। কীরমাজ্যায়
মন্ত্রেণ ব্যঞ্জনানি চ যানি তু ৷ ৯ ৷ তজ্যভোজ্যানি
সর্গাণ মহানিলেপে দাপয়েৎ। সংবৎসরেন্নিয়ে
মজঃ জপ্ত্বা তেনোদকং বিজঃ ৷ ১০ ৷ এবং
সভোজ্য বৈ বিপ্রান্ পিণ্ডদানং তু দাপয়েৎ
ইত্যনেন বিধানেন যন্তত্র শ্রাদ্ধকৃতবেৎ ৷ ১১ ৷
তন্ত তৃপ্তান্ত পিতরো যাবদিত্যন্ততুর্দিশ। গয়াশ্রাদ্ধং
বিনাশীহ গয়াশ্রাদ্ধকলঃ জতেৎ ৷ ১২ ৷

ইতি জীকান্দে কুশরযজ্ঞবরাহমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তসপ্তত্যাধিকবিংশততমোঃধ্যায়ঃ ৷ ২৭৭ ৷

অষ্টসপ্তত্যাধিকবিংশততমোঃধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরাধদেবি মূলস্থান-
মিতি শ্রুতম্। দেবিকায়ান্তটে রম্যে ভাস্করং
বারিতকরম্ ৷ ১ ৷ যজ্ঞাতপস্তপো ঘোরং বায়্মীক-
পুনিপুলবঃ। বায়্মীকনামা বিপ্রবীর্ষত্ৰ সিদ্ধো
মহামুনিঃ ৷ ২ ৷ যত্র সপ্তর্ষয়ো যুষ্টান্তেনৈব মুনিনা
প্রিয়ে। তন্তৈব পশ্চিমে ভাগে মরীচিপ্রমুখা
বিজাঃ ৷ ৩ ৷ দেবুবাচ। কথং তু সিদ্ধো বায়্মীকঃ

গুড়ংসুত হবিষ্য, ও অন্নাদি “তেজোহসি জ্ঞক্রম”
মন্ত্রে আজ্য, “দধিক্রাব” মন্ত্রে দধি, “কীরমাজ্যায়”
মন্ত্রে সর্গ প্রকার ব্যঞ্জন, “মহানিলেপে” মন্ত্রে সমুদয়
তজ্য-ভোজ্য এবং “সংবৎসরেন্নিয়ে” মন্ত্রে উদক
অভিমন্ত্রিত করিয়া ত্রাঙ্গপভোজন করাইবে।
ত্রাঙ্গপভোজনের পর পিণ্ডপ্রদান। যে ব্যক্তি এই-
রূপ বিধানে উক্ত তীর্থে শ্রাদ্ধদান করে, তাঁহার
পিতৃগণ চতুর্দিশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্যন্ত তৃপ্ত
থাকেন। গয়া শ্রাদ্ধ না করিলেও এই তীর্থে গয়া
শ্রাদ্ধের ফল লাভ করা যায়। ১—১২।

সপ্তসপ্তত্যাধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ২৭৭ ৷

অষ্টসপ্তত্যাধিক বিংশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেব! অনন্তর দেবিকায়
রম্যান্তটে মূলস্থানাখ্য ভাস্কর সমীপে গমন করিবে।
ঐ স্থানে বসি পুণ্ড্র বায়্মীক তপস্তা করিয়া সিদ্ধ
হইয়াছিলেন। উহারই পশ্চিমভাগে মরীচিপ্রমুখ
সপ্তর্ষি ত্রৈমুনিকর্তৃক যুষ্ট হন। দেবী কহিলেন,—

কথং চৌর্ধেহকরোন্নয়নঃ। কথং সপ্তর্ষয়ো যুষ্টা
এতয়ে বদ শকর ৷ ৪ ৷ ঈশ্বর উবাচ। আসীৎ
পূর্বে বিজো দেবি নার্য ধ্যাতঃ শমীমুখঃ।
গার্হস্থ্যে বর্তমানস্ত তন্ত পুত্রো ব্যাজ্যত। বৈশাখ
ইতি নার্যাসৌ রৌদ্রকর্ম্মা ব্যাজ্যত ৷ ৫ ৷ যুষ্টৈকায়
গুরুশ্রুত্বা নাত্ত কৃষিদসৌ বিজঃ। অকরো-
চ্ছোভনং কর্ম্ম দিবাশ্রুত্বিত্তি নিত্যশঃ ৷ ৬ ৷ অথ
কালেন মহতা পিতরো তন্ত তৌ প্রিয়ে। বার্কিক্য-
ভাবমাপন্নৌ তর্তব্যৌ তন্ত বিজ্ঞানৌ ৷ ৭ ৷ স
নিত্যং পদবীঃ গয়া যুষ্টা লোকান্ বশজিত্যঃ।
জব্যমানায় পিতরো ভার্য্যাঃ চাপি পুণ্যেব চ ৷ ৮ ৷
কন্ততিবৎ কালস্ত তেন মার্গেণ গচ্ছতঃ। সপ্তর্ষীন্ত
তদাপস্ততীর্থযাত্রাপরায়ণান্ ৷ ৯ ৷ তান্ যুষ্টা যুষ্টি-
মুদ্যম্য ভৎসয়ন পরবাক্ষরৈঃ। বাটৈক্যব্রূচ তান্
সর্গান্তিত্তীর্থমিতি তুরিশঃ ৷ ১০ ৷ অথ তে মুনয়ঃ
শান্তাঃ সমলোষ্টাশ্রকাকবনাঃ। সমাঃ শত্রৌ চ মিহ
চ যোষয়াগবিবর্জিতাঃ ৷ ১১ ৷ অশ্রাকঃ দর্শনং

বায়্মীক সিদ্ধ হইলেন কিরূপে? কেন তাঁহার
চৌর্ধে মনে হয়? সপ্তর্ষিরাই বা কিরূপে যুষ্ট
হন, হে শকর! ইহা আমায় বলুন। ১—৪।
ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্বে শমীমুখ
নামে এক বিজ ছিলেন। তিনি যখন গার্হস্থ্য
ধর্ম্ম পালন করেন, তখন তাঁহার এক পুত্র হয়।
পুত্রটির নাম ছিল—বৈশাখ। বৈশাখ অত্যন্ত
রৌদ্রকর্ম্মা ছিলেন। বিজবালক একমাত্র গুরু-
শ্রুত্বা ব্যতিরেকে আর কোন সং কর্ম্ম করেন
নাই। কালে তাঁহার পিতামাতা বার্কিক্য দশায়
উপনীত হইয়া অত্যন্ত বিজ্ঞান ভাবে তাঁহার
পোষ্য হইতে বাধ্য হইলেন। বিজপুত্র তখন সুদূর
কাণ্ডারে গমন করিয়া দনু্যর্গুস্ত অবলম্বনে
বলপ্রয়োগে পশ্বিকদিগের যথাসর্ব্বত্র লুণ্ঠন
করিয়া আনিয়া পিতা, মাতা, ভার্য্যা প্রভৃতি
পরিবারবর্গের পোষণ করিতে লাগিলেন।
একদা দৈবযোগে সপ্তর্ষিগণকে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে
ঐ পথে গমন করিতে দেখিয়া তিনি লজ্জ
উদ্যত করত ধাবিত হইয়া শকবাক্ষরে ভৎ-
সনা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—থাক থাক
আর যাইতে হইবে না। বিজপুত্র একরূপ ককবাক্য
বলিল মতে; কিন্তু মুনিগণ শান্ত; তাঁহাদের মোটে-
কাকনে সমজ্ঞান; শত্রুবিহীন কেন তেদ নাই;
রাগরোহবর্জিত। জ্ঞানিরা এই সময় কণ্ডভাবে

চাস্ত সন্তাব্যবহিতঃ সহ। সঞ্জাতং নিফলং মা
স্তাদিত্বাচাঙ্গিয়া বচঃ। ১২। অঙ্গিয়া উবাচ।
ভোভোভকর মে বাক্যং শৃণুস্বাবহিতঃ কণাং।
আত্মনস্ত হিতার্থায় সত্যং চৈব বদাম্যহম্। তব
কঃ পোষ্যবর্গোছন্তি তচ্চ সর্বং বদস্ব মে। ১৩।
তদ্বয় উবাচ। স্মাতাং মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যাকা-
পত্যবর্জিতা। একা দাসী ব্রহ্মং যন্তৌ নাত্মনস্ত্যা-
ধিকং যুনে। ১৪। অঙ্গিয়া উবাচ। গম্বা পুচ্ছ
তান সর্বান পুত্ৰান পাপার্জিতৈর্ধনৈঃ। অহং করোমি
পাপানি সর্বৈ যুৎসু তু তৎককাঃ। ১৫। তৎপাপং
ভবিতা কস্ত কথয়ন্তি মে লঘু। তদৈব গম্বা
পপ্রচ্ছ পিতরৌ তাবধোচতুঃ। ১৬। মাতাপিতরা-
বচতুঃ। একঃ পাপানি কুরুতে কলঃ তু ভক্ত মহা-
জনঃ। ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্ত্তা দোষেণ
লিপ্যতে। ১৭। যঃ করোত্যন্তঃ কৰ্ম্ম কুটুর্ধাৎ
তু মন্দধীঃ। আত্মা ন ব্রতন্তস্ত নুনং পুংসঃ
সুপাপিনঃ। ১৮। ঈশ্বর উবাচ। তয়োঃ স বচনং

বলিলেন, মুনিগণের দর্শন এবং তাঁহাদের সঙ্গতি
কদাচ নিফল হওয়া উচিত নহে। এইরূপ নিশ্চয়
করিয়া তিনি প্রকাণ্ডে বলিলেন,—রে রে তদ্বয়!
তুই অবহিত হইয়া কণকাল আমাদের বাক্য শ্রবণ
কর। তোর হিতের নিমিত্তই আমি তোকে সত্য
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। বলি তোর কতগুলি
পোষ্য আছে, তাহা তুই বল। তদ্বয় বলিল,—
পিতা, মাতা, ভার্য্যা, একটা দাসী আর আমি, এই
ছয় জন আমরা সবে মাত্র, আর আমাদের কেহ
নাই। আমার স্ত্রীর এখন সন্তানাদি হয় নাই।
অঙ্গিয়া বলিলেন,—তুই এই পাপার্জিত ধন দ্বারা
যাহাদিগকে প্রতিপালন করিস, তাহাদের নিকট
গিয়া জিজ্ঞাসা কর যে, আমি করি পাপ, আর
তোমরা সকলে ভোজন কর, তা এ পাপ হইবে
কাহার? শীঘ্র করিয়া বল? আমি এই কথা
বলিলে চোর গৃহে গমন করত প্রথমে পিতামাতাকে
জিজ্ঞাসা করিল। তাহার। বলিল,—এক জন
করিবে পাপ, আর একজন তার কলভোগ করিবে,
ইহা হইতে পারে না। যাহারা ভরণীয়, তাহার।
ভরণকর্ত্তার পাপভাগ গ্রহণ করে না; ভরণকর্ত্তা
স্বয়ং শ্রুত পাপের কল ভোগ করিয়া থাকে। যে
স্বত্বী কুটুম্বভরণার্থ অশ্রুত কৰ্ম্ম করে, সেই পাপীর
আত্মা কখনই মঙ্গল্য নহে। ১৫—১৮। ঈশ্বর কহি-
লেন,—তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে পুনরায়

ঈশ্বা পুনর্ভীতমনাস্তদা। তয়োস্ত সঙ্গতিং কৃৎস্না
পিতরৌ পুনরব্রवी ॥ ১৯ ॥ যুবাভ্যাং হিতমেবাং
যৎ করোম্যন্তঃ কচিং। তন্ত্যাংস্তু ভূত্যাতে
কিঞ্চিদ্ যুবাভ্যাং বা ন বোচ্যতাম্ ॥ ২০ ॥ পিতরা-
বচতুঃ। পূর্বে বয়সি পুত্র সম্ভাব্যাত্যং পাল্য এব
হি। উত্তরে তু বয়ং পাল্যাঃ সম্যক্ পুত্র সম্ভা
পুনঃ ॥ ২১ ॥ ইতরেতরধর্ম্মোৎসাহং নির্দিষ্টঃ পয়-
যোনিনা। আবাত্যাং যৎকৃতং কৰ্ম্ম যুয়দর্থং শুভা-
শুভম্। ভোক্তারো বয়মেবেহ তৎসর্বং নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ অথ যমপি যৎসং প্রকরোষি শুভা-
শুভম্। ভোক্তাসে সকলং তবৎ স্বয়ং নাত্রঃ পরত
চ ॥ ২৩ ॥ অবশ্যং স্বয়ম্মাতি কৃতং কৰ্ম্ম শুভা-
শুভম্। তস্মারয়েণ কর্তব্যং শুভং কৰ্ম্ম বৈশ-
শ্চিতা ॥ ২৪ ॥ চৌধ্যং বাধ কৃষি বাধ কুসীদ বাধ
পুত্রক। বাণিজ্যমথবা প্রেয্যং কৃৎস্নাশ্রমক ভোজ-
নম্। অহর্নিশং স্বয়া দেয়ং ন দোবোহস্মাসু-
পুত্রক ॥ ২৫ ॥ তাভ্যাং তদ্বচনং শ্রুত্ব ততো ভার্য্যা-
মভাষত। তদেব বাক্যং সাবোচদ্ যৎ প্রোক্তং
শ্রুত্বিঃ পুত্রা। ততো বৈরাগ্যমাপনৌ বৈশাখো
মুনিসন্তমঃ ॥ ২৬ ॥ গর্হয়ন্তেবমাশ্রমং কুয়োচ্চমঃ

সভয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—আমি
যাহা কিছু পাপ কৰ্ম্ম করি, তাহা ত তোমা-
দের হিতের জন্তই করি, তা তোমরা ইহার কিছু
কিছু অংশ গ্রহণ করিবে কি না বল? পিতা-মাতা
বলিল,—অগ্নি পুত্র। আমাদের প্রথম বয়সে
তুমি আমাদের পাল্য ছিলে, এখন আমাদের
উত্তর কাল উপস্থিত, এখন আমরা তোমার পাল্য
হইয়াছি। পিতা পুত্র পরস্পরের এই সনাতন
ধর্ম্ম ভগবান্ পয়যোনি নির্দেশ করিয়াছেন।
তোমাকে পালন করিবার নিমিত্ত আমরা যে
সকল পাপার্জন করিয়াছি, সে সকল পাপের কল
অবশ্যই আমরা ভোগ করিব, আর তুমি যে বৎস।
এখন আমাদের প্রতিপালন করিবার জন্ত পাপ
করিতেছ, আমাদের জ্ঞায় তাহার কল তোমাকে
অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তুমি চৌধ্য
কুসীদ কৃষি বাণিজ্য বা প্রেয্য যে কোন কৰ্ম্ম করিয়া
স্বল্পদা আমাদের ভরণ পোষণ করিবে; আমরা
কিন্তু কোন প্রকারেই তোমার পাপাংশ গ্রহণ করিব
না। পিতা-মাতা এই কথা বলিলে সে তখন
ভার্য্যার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল। ভার্য্যা
স্বল্পদা আমাদের ভরণ কথাই কহিল। চোর বৈশাখ

সুতঃখিতঃ। বিদ্যাং ব্রহ্মতত্ত্বং পাপকর্মণতঃ
সদা। ২৭। বিবেকেন পরিভ্রাজ্ঞঃ সংসর্জন
বিবর্জিতঃ। যঃ কলোক্তি নরঃ পাপং ন সেবয়তি
পণ্ডিতান। ন চাশ্বা ব্রহ্মতত্ত্বং এতন্মে বর্ততে
হৃদি। ২৮। এবং বিকল্পহরণো গম্বা স খবি-
শ্রিতো। উবাচ ব্রহ্মা বাচা গম্যতামিতি সাদরম্।
ব্রহ্মী প্রগৃহ্যতামেযা তথৈব চ কমণ্ডলু। বহুলানি চ
চৌরাণি যুগচক্ষাণ্যশেষতঃ। ৩০। ক্রমাতামপ-
রাধোমে দীনস্ত রূপশত চ। সংসর্জেন বিযুক্তস্ত
মূৰ্খস্ত মুনিসত্তমাঃ। ৩১। অদ্যপ্রভৃতি নিবৃত্তঃ
কর্মণোহুতাহমেব চ। যোজ্ঞস্ত নুনাংসস্ত সাধুভি-
র্গহিতস্ত চ। তস্মাৎ কথয়তাম্যাকঃ নিবৃত্তিঃ চাস্ত
কর্মণঃ। ৩২। যেন যুগপ্রসাদেন পাপার্যোকমহং
ব্রজে। উপবাসোহথ মন্ত্রো বা নিয়মো বাধ
সংযমঃ। ৩৩। শ্বয উচুঃ। সাধু শ্রুতং শ্রয়া বৎস
তথ্যমেকমনাঃ শৃণু। সংগৃহ্য কীৰ্ত্তয়িষ্যামিষ্মাধোয-
ন কতচিৎ। ৩৪। তেন জপেন পাপাশ্বন মোক্ষং
প্রাপ্যাসি নিশ্চিতম্। ঝাটঘোটক্ণয়া কীৰ্ত্ত্যো

তখন বৈরাগ্যাপন্ন হইয়া মুক্তিবৃদ্ধি অবলম্বন
করিল। সে ভাষ্যের এবিধ বাক্য শ্রবণ
করিয়া হৃদিতভাবে এইরূপ আত্মনিন্দা করিতে
লাগিল যে, হায়। এই ব্রহ্মতত্ত্ব পাপীকে
বিক! আমি বিবেক-রহিত ও সংসর্জ-
বর্জিত। আমার মনে হয়,—যে নর পাপ করে,
পণ্ডিত ব্যক্তির সেবা করে না, নিজ আত্মাও
ভাষ্য প্রিয় পাত্র নহে। এইরূপ স্বগতভাবে
বিলাপ করিয়া বৈশাখ মুনীগণসরিবানে উপস্থিত
হইয়া অতি কাতরবচনে সাদরে বলিলেন,—হে
মুনীগণ। আপনারা গমন করুন; এই লটন আপ-
নাদের কমণ্ডলু, আসন, বহল, চৌর, ও যুগচর্ম।
আপনারা এই সংসর্জবর্জিত মূৰ্খ গরীব বেচারার
অপরাধ কমা করুন। অদ্য হইতে আমি এই
সাধুনিবৃত্ত ভীষণ নৃশংস কর্ম হইতে নিবৃত্ত হই-
লাম। আপনারা দয়া করিয়া আমার শান্তিলাভের
উপায় বলিয়া দিন। আমি আপনাদের প্রসাদে এই
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করি। উপবাস, মন্ত্র, নিয়ম,
সংযম প্রভৃতি বাহ্যে আমি পাপ হইতে মোক্ষ
লাভ করিতে পারি; প্রসন্ন হইয়া আপনারা আমার
তাহা উপদেশ দিন। শ্রীমুনিগণ বলিলেন,—বৎস। তুমি
সাধু প্রার্থনা করিরাছ; অনন্তমনে শ্রবণ কর।
আমরা সংগ্রহ করিয়া বলিতেছি, তুমি কীহারও নিকট
প্রকাশ করি না। হে পাগাশ্বন! এই অশ্রুকাণ্ডময়

মন্ত্রোহয়ঃ চতুরক্ষরঃ। ৩৫। সর্বপাপহরো নৃণাং
স্বর্গমোক্ষলপ্রদঃ। স তদৈবং হি কৈঃ প্রোক্তো
বৈশাখো মুনিপুত্রবৈঃ। তসৌ জ্ঞাপ্যপরো নিত্যং
গতান্তে মুনিপুত্রবৈঃ। ৩৬। তন্তৈবং জপতো
দেবি দেবিকায়ান্তটে শুভে। অনিশং গুরু-
ভক্তস্ত সমাধিঃ সমপদ্যত। ৩৭। কুৎপিপাসা
তদা নষ্টা, শুদ্ধিমায়াং কলেবরম্। ৩৮। মন্ত্রে তীর্থে
বিজে দেবে দৈবজ্ঞে তেষজ্ঞে গুরো। যাদৃশী ভাবনা
যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ৩৯। নির্মলোহয়ঃ
স্বভাবেন পরমাত্মা যথা হিতঃ। উপাধিসক্ণমাসাদ্য
বিকারং ক্ষটিকো যথা। ৪০। যথা চ ভ্রমরী বহ্য
লকা জীবমণুঃ কটিং। স্বস্থানে স্থাপ্য তং ধ্যায়েন-
ভ্রমরী ধ্যানসংযুতা। ৪১। স তু তক্ষ্যামসংযুক্তো
জীবো ভবতি তাদৃশঃ। অন্তমোহ্মান্তবো বাপি
তথা নিরূপনং সত্যম্। ৪২। আদিষ্টো গুরুশা যস্ত
বিকল্পঃ যদি গচ্ছতি। নাসৌ সিদ্ধিমবাশ্রোতি
মন্দভাগ্যো যথা নিধিম্। ৪৩। এবং বর্বসহস্রাণি
সমভীতানি ভূরিশঃ। তস্ত জ্ঞাপ্যপরন্তেব অমৃতম্

জপ করিয়া তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। তুমি অহরহ
চতুরক্ষর 'ঝাটঘোট' মন্ত্র জপ করিবে। ইহা সর্ব-
পাপহর ও স্বর্গমোক্ষপ্রদ। বৈশাখ মুনি মুনীগণ কর্তৃক
এইরূপ উক্ত হইয়া সর্বদা মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন।
এদিকে মুনীগণও তখন তথা হইতে প্রস্থান করি-
লেন। গুরুভক্ত বৈশাখ দেবিকাতটে অহর্নিশ জপ
করিতে থাকিলে ক্রমশঃ তিনি সমাধি প্রাপ্ত হই-
লেন। ভাষ্যের কুৎ-পিপাসা অপগত হইল; এবং
কলেবর শুদ্ধি লাভ করিল। এরূপ হবে না কেন?
দেব, মন্ত্র, তীর্থ, বিজ্ঞ, দৈবজ্ঞ, তেষজ্ঞ ও গুরু এ
সকলে যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি
লাভ হইয়া থাকে। ক্ষটিকের বিকারপ্রাপ্তির
জায় উপাধি-সক্ণ লাভ করিয়া স্বভাবে-নির্মল
পরমাত্মা (ঈশ্বর) যেমন অবস্থান করেন,
মুনিবর বৈশাখও তজ্ঞপ রহিলেন। বহ্য
ভ্রমরী যেমন যে কোন স্থান হইতে জীবাত্ম লাভ
করিয়া তাহা স্বস্থানে স্থাপনপূর্বক ধ্যান দ্বারা
বর্জিত করে, তজ্ঞপ ইনি ধ্যান দ্বারা বর্জিত হইয়া
জীবাত্মরূপ হইয়াছেন। ক্ষটিকের হইয়া জন্ম
গ্রহণ করিলেও ইনি এখন সৎস্বাক্ষিপণের আদর্শ-
পুরুষ হইয়াছেন। বাহ্যের গুরুপদে পদার্থাপন্ন
হয়, তাহার মন্দভাগ্যের নিধিলাভের অসম্ভাবনীয়
জায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ১২-৪৭।

গতন্ত ৫।৪৪। উতঃ কালক্রমেণৈব বন্যাকেন স
বেষ্টিতঃ। যেনাসৌ সর্ষভো ব্যাণ্ডো ন চ তং স
বুধো বৈ। ৪৫। কন্তচিৎ কালতঃ সুনয়ন্তে
সমাগতাঃ। তং প্রদেশং তু সম্প্রেক্ষ্য সনাতনিতরেত-
রম্। উচুঃ পরস্পরঃ সর্ষে দৃষ্টা চৈব কঠৈঃ
করম্। ৪৬। অথ উচুঃ। অত্রাসৌ তকরঃ প্রাপ্তৌ
বৈশাখৌ দাক্ষিণ্যকৃতিঃ। যেন সর্ষে বয়ং যুগ্টী
অশ্বিন্ স্থানে সমাগতাঃ। ৪৭। এবং সজ্জমানান্তে
শুক্লবুঃ শব্দমুত্তমম্। বন্যীকমধ্যতো ব্যক্তং ততন্তে
কৌতুকাধিতাঃ। ৪৮। অখনন্তজ বন্যীকঃ কুলীভিঃ
পর্ষভোপমম্। ৪৯। অথ তে দদৃশুস্তত্র বৈশাখঃ
মুনিসন্তমাঃ। জপন্তমসকৃদ্ব্যং তমেব চতুরকরম্।
৫০। তং সমাগিতং জ্ঞায়া ভেষজৈর্যোগসম্মতৈঃ।
মমর্ষুঃ সর্ষভৌ বিপ্রান্তজঃ সুগুণতনৌ ভূষম্। ৫১।
ততোহত্রবীদ্যবীন সর্ষান স্বমর্ষং গৃহতাং বিজাঃ।
যুগ্মকীরং গৃহীতং যৎপাপেনাকৃতবুদ্ধির্না। ৫২।
গম্যতাং তীর্থযাত্রায়াং সর্ষে যুক্তা যয়া বিজাঃ।

হে দেবি! উক্ত প্রকার জপনিয়ত বৈশাখ মূনির
সহস্রবৎসর অতীত হইল। তিনি অমরব লাভ
করিলেন। কিন্তু ক্রমে বন্যীকে তাঁহার গাত্র
বেষ্টন করিল। এরূপ বেষ্টন করিল যে, তাহাকে
আর ঋতু বলিয়া বোধ হইল না। এই ভাবে
বহুকাল অতীত হইয়া গেলে একদা সেই মূনিগণ
ঐ পথে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ঐ স্থানে
উপস্থিত হইয়া স্থানটী দর্শন করিয়াই পরস্পর
হাসিতে লাগিলেন। এবং সকলে করতালি দিয়া
বলিলেন,—এই স্থানেই সেই ভীষণাকৃতি বৈশাখ
নামক তকর আমাদের আক্রমণ করিয়াছিল।
এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা তদ্রূপ বন্যীক-
মধ্য হইতে এক সুবাক্ত মনোহর শব্দ শুনিতে
পাইলেন। ইহাতে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহারা
যেমন কুলী দ্বারা বন্যীক খনন করিতে আরম্ভ
করিলেন, অমনি তদ্বধ্যে দেখিতে পাইলেন
যে, মূনিবর সমাগিত বৈশাখ সেই চতুরকর
রক্ত জপ করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে
তথ্যবিধ দর্শন করিয়া যোগসম্মত ভেষজ দ্বারা
তাঁহার সর্ষাক মর্দন করিতে লাগিলেন। জ্ঞাত্যে
চৈতন্ত লাভ করিয়া মূনিবর, বৈশাখ তাঁহা-
দিগকে বলিলেন,—হে বিজগণ! আমি অজ্ঞা-
নতা বশতঃ আপনাদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলাম,
এই নেন তাহা গ্রহণ করুন, আমি আপনাদিগকে

বাচৌ যে পিতরৌ গদ্বা তথা ভাৰ্য্যা বিজ্ঞোত্তমাঃ।
৫৩। সর্ষসঙ্গপরিভ্যক্তৌ বৈশাখঃ সমপদ্যত।
দর্শনং কাঙ্ক্ষতে নৈব তবন্তি যথা পূর্বা। ৫৪।
অথ উচুঃ। বহুবর্ষাণ্যতীতানি তবাজ বপতো
মুনে। সর্ষে তে নিধনং প্রাপ্তা যে চাঁন্তে তে
কুটুম্বিনঃ। ৫৫। বয়ং চিত্রাং সমাগতাঃ স্থানেহশ্বিন্
মুনিসন্তমাঃ। স হং সিক্তিমুখপ্রাপ্তৌ মজ্জাদ্বাদ-
সংশয়ম্। ৫৬। যস্মান্তঃ মজ্জমেকাগ্রৌ ধায়ন্ বন্যীক-
মজ্জিতঃ। তস্মাদ্বান্যীকিনায়াং হং ভবিষ্যসি মহী-
তলে। ৫৭। অচ্ছন্দা ভারতী দেবী জিহ্বাগ্রে তে
ভবিষ্যতি। কৃদ্বা রামায়ণং কাব্যং ততো মোক্ষঃ
গমিষ্যসি। ৫৮। বৈশাখ উবাচ। গৃহতাং বিজ-
শার্দুলাঃ প্রসরা গুরুচক্ষিণাম্। যেনাহমনুগো কৃদ্বা
করোমি সুমহত্তপঃ। ৫৯। অথ উচুঃ। এষা
মো দক্ষিণা বিপ্র বৎস সিক্তিমুপাগতঃ। সর্ষকাম-
সম্বদাস্তা কৃতকৃত্য বয়ং মুনে। ৬০। বয়ং বরয়
ভূষং যন্তে মনসি বর্ততে। ৬১। বান্যীকিব্যাচ।

সমর্পণ করিলাম, অধুনা আপনারা তীর্থ-
যাত্রায় গমন করুন। আপনারা আমার পিতা, মাতা
ও ভাৰ্য্যাকে বলিবেন যে, বৈশাখ আপনাদের সর্ষ
সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে। সে আর পূর্বের ভায়
আপনাদিগকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না।
অধিগণ বলিলেন,—মুনে! আপনি অদ্য বহুকাল
এই স্থানে বাস করিতেছেন। আপনার পিতা,
মাতা, বা ভাৰ্য্যা কেহই তাঁহারা জীবিত নাই।
আমরা বহুকালের পর এই স্থানে প্রত্যাগমস করি-
য়াছি। আর সেই হইতে আপনি এই স্থানে অব-
স্থান করিয়া মজ্জপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।
আপনি একাগ্রতা সহকারে মজ্জ জপ করিয়া বন্যীক-
ময় হইয়াছেন বলিয়া জগতে বান্যীক নামে প্রসিদ্ধি
লাভ করিবেন। অচ্ছন্দা ভারতী দেবী আপনার
জিহ্বাগ্রে বাস করিবেন। অতঃপর আপনি রামায়ণ
কাব্য রচনা করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। ৫৭—৫৮।
বৈশাখ বলিলেন,—হে বিজশার্দুলগণ! আপনারা
আমার নিকট গুরুচক্ষিণা গ্রহণ করুন; আমি
অশ্বী হইয়া তপস্তরপ করি। অধিগণ বলিলেন,
—হে বিপ্র! আপনি যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন,
ইহাই আমাদের যথেষ্ট গুরুচক্ষিণা হইয়াছে;
আমরা সর্ষকামসম্বদাস্তা ও কৃতকৃত্য হইয়াছি।
আপনি আমাদের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা
করুন। বন্যীক বলিলেন,—আপনারা যদি আমার

ভবন্তো যদি তুষ্ঠা মে যদি দেয়ো বরো যম।
কথ্যতাং তর্হি মে শীত্র কো দেবো হুত্র সংস্থিতঃ।
দেবিকায়ান্তটে রম্যে সর্গকামকলপ্রদঃ। ৬২ ॥
ঋষয় উচুঃ। শৃগুংৈকমনা বিপ্র যো দেবশ্রাজ
সংস্থিতঃ। পশু নিষমিমং বিপ্র বহুশাখাপ্রবিস্তরম্।
৬৩। অত্র মূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কল্লাদৌ ব্রহ্মণো-
হংশকঃ। তামারাদয় যতোহসাবস্ত হানস্ত দেবতা ॥
৬৪। সূর্য্যক্ষেত্রং সমাখ্যাতমিদং গব্যতিমাত্রকম্।
অত্র স্থানে স্থিতা যেষপি তেভ্যং ঋগৌ প্রবং তবেৎ।
৬৫। অন্যপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র মূলস্থানমিতি ক্রতম্।
স্থানং সূর্য্যস্ত বিপ্রেন্দ্র কার্ধ্যা চত্র যয়া স্থিতিঃ। ৬৬।
অন্যপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র তীর্থমেতয়হীতলে। গমিষ্যতি
পর্য্যং খ্যাতিং দেবিকাতটমাস্ত্রিতম্। ৬৭। বয়ং যুষ্ঠা
যতো বিপ্র মূলস্থানে পুরা স্থিতাঃ। মূলস্থানেতি
বৈ নাম লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি। ৬৮। অত্র য়ে
মানবা ভক্ত্যা স্নানং সূর্য্যস্ত সন্ধ্যমে। উত্তরে তু
করিষ্যন্তি তে যাক্তন্তি ত্রিবিষ্টপম্। ৬৯। তর্পণং
তিলমিষ্মেণ জলেন দ্বিজসন্তমঃ। গয়াজ্ঞসমা তুষ্টিঃ
শিভূণাং চ ভবিষ্যতি। ৭০। অত্র যে মানবা ভক্ত্যা
জ্ঞানং দাতন্তি সন্তমঃ। শাকমূলকলৈবাপি সম্যক্

প্রতি তুষ্ঠ হইয়াছেন, যদি আমরা নিশ্চয়ই বর
দিবেন, তাহা হইলে শীত্র বলিয়া দেন, এই দেবিকা-
তটে সর্গকামকলপ্রদ কোন দেবতা আছেন কিনা?
ঋগিগণ বলিলেন,—হে বিপ্র! এখানে যে দেবতা
আছেন, তাহা জ্ঞাপন করুন। এই যে বহু শাখা-
সম্বিত নিষবৃক্ষ দেখিতেছেন, কল্লাদি হইতে
ইহার মূলে ব্রহ্মাণ্ড সূর্য্য বাস করিতেছেন।
আপনি তাঁহার আরাধনা করুন। তিনিই এই
স্থানের দেবতা। এই ক্রোশষয়পরিমিত স্থান
সূর্য্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে যাহারা বাস করে,
তাহাদের স্বর্গলাভ হয়। অত্যাধি এই সূর্য্যস্থান
মূলস্থান নামে বিখ্যাত হইল। আপনি এই স্থানে
বাস করুন। এই দেবিকাতটস্থিত তীর্থ অদ্য হইতে
জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। পূর্বে আমরা এই
মূলস্থানে যুষ্ঠ (আপনা কর্তৃক হুতব্রব্য) হইয়াছিলাম
বলিয়া ইহার নাম হইল মূলস্থান। যে সকল
মানব উত্তরায়ণে এই সূর্য্যসন্ধ্যমে স্নান করে, তাহার
নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিবে থাকে। তিলমিষ্ম জল দ্বারা
এখানে তর্পণ করিলে শিভুলোকের গয়াজ্ঞসদৃশ
তৃপ্তি হয়। যাহারা এখানে শাক-মূল-কল দ্বারা
জ্ঞানসমুদ্রে জ্ঞান প্রদান করে, তাহাদের শিভু-

জ্ঞানসম্বিতাঃ। ৭১। তেভ্যং যাক্তন্তি শিতরো
মোকং নৈবাত্র সংশয়ঃ। ৭২। অপি কৌটপতল য়ে
পশ্চিমঃ পশবো যুগাঃ। তুযার্তা জলসংস্পর্শাদুযাক্তন্তি
পর্য্যং গতিম্। ৭৩। বয়মেব সদাজ্ঞহাঃ জীবণে
মাপি সন্তম। পৌর্ণমাস্তাঃ ভবিষ্যামস্তব স্নেহাদ-
সংশয়ম্। ৭৪। ভস্মিরহনি যন্তোষ্ট্রে পিতৃন সন্তর্পয়ি-
ষ্যতি। তন্তাষ্টাদশকুর্টানি কয়ং যাক্তন্তি তৎক্ষণাৎ ॥
৭৫। কপালোদ্বহরাথোদ্রমণ্ডলাখ্যবিচার্চিকাঃ। ঋষ্য-
চর্থেককিটিমস্মালাসবিপাদিকাঃ। ৭৬। দক্ষ সিতা-
কচি ফোটিং পুণ্ডরীকং সর্গাকরণম্। পামা চর্ম্মদলং
চেতি কুষ্ঠাভট্টাদশৈব তু। ৭৭। গমিষ্যন্তিন সন্দেহ
ইত্যাশ্রয়দধুচ তে। ঋষিঃ শিষেবে চ রবিং চক্রে
রামায়ণং ততঃ। ৭৮। তস্মাৎ পশ্চৈত তং দেবং
সর্গযজ্ঞকলপ্রদম্। শৃগুযাক্ত কথং টেনাং সর্গপাতক-
নাশনাম্। ৭৯।

ইতি জৈমিনে দেবিকামাহাশ্রয়মূলস্থানমাহাশ্রয়বর্ণনং
নামাষ্টসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ। ২৭৮।

লোকগণ মোক্ষপ্রাপ্ত হয় সংশয় নাই। পশু-পক্ষী,
কৌটপতল, যুগাদিও তুযার্ত হইয়া এই স্থানে
জলসংস্পর্শ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।
আমরা আপনার প্রতি জ্ঞানবশতঃ প্রতি জীবন
মাসের পৌর্ণমাসীতে এই স্থানে আসিয়া বাস
করিব। এই দিন যাহারা এখানে শিভুতর্পণ
করিবে, তাহাদের অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ
তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কপাল, উদ্বহর,
ইন্দ্রমণ্ডল, বিচার্চিকা, ঋষ্য চর্ম্ম, কিটিম, সিধ,
অলস, বিশাদিকা, দক্ষ, শিতকচি, ফোট,
পুণ্ডরীক, কার্ণ, পামা, ও চর্ম্মদল, এই অষ্টাদশ
প্রকার কুষ্ঠ। এই কথা বলিয়া ঋগিগণ অস্ত্রজ্ঞান
করিলেন। আর বৈশাখ মূনি ঐ স্থানে সূর্য্যার-
ধনা ও রামায়ণ কাব্য করিতে লাগিলেন।
অতএব এই সর্গযজ্ঞকলপ্রদ দেবতাকে বর্ণন করা
উচিত এবং ইহার সর্গপাতকনাশিনী কথাও
শুনিতে হয়। ৭৯—১০।

অষ্টসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৮।

একোনাশীতাদিকবিশততমোহাধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নগাদেবি চ্যবনার্ক-
মহত্তমম্ । হিরণ্যাপূর্ণভাগম্ চ্যবনেন প্রতি-
ষ্ঠিতম্ ৷ ১ ৷ সৰ্গকামপ্রদং নৃণাং পুঞ্জিতং বিধিবরৈঃ ।
সপ্তম্যাং চ বিধানেন যঃ স্তোত্রাতি রবিঃ নরঃ ৷ ২ ৷
অষ্টোত্তরশতৈর্নরীনাং সম্যক ব্রহ্মাসমধিতঃ । পৃথু-
তানি মহাদেবি শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ৷ ৩ ৷ কণং অং
কুরু দেবেশি সৰ্গং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ । ধোমোহন তু
যথা পূৰ্ণং পার্ধ্যয় সুমহাশ্বনে ৷ ৪ ৷ নামাষ্টশত-
মীথাং তৎকুণ্ডমহামতে । সূর্য্যোহৰ্য্যমা ভগবন্তী
পূৰ্ব্বাঃ সবিতা রবিঃ ৷ ৫ ৷ গভস্তিমানজঃ কালো
মৃত্যুর্দাতা প্রভাকরঃ । পৃথিব্যাপচ ভেজচ খং
বায়ুচ পরায়ঃ ৷ ৬ ৷ সোমো বৃহস্পতিঃ শুক্রো
বৃধোহক্ষরক এব চ । ইন্দ্রো বিবস্বান দৌণ্ডাঃ শুঃ শুচিঃ
সৌরিঃ শনৈশ্চরঃ ৷ ৭ ৷ ব্রহ্মা কজ্জচ বিষ্ণুচ
কল্যাণ বৈব্রবণো যমঃ । বৈহাতো জঠরশ্চাগ্নির্হন-
তেজসাঃ পতিঃ ৷ ৮ ৷ ধর্ম্মধ্বজো বেদকর্তা
বেদাকো বেদবাহনঃ । কৃতং জ্যেতা ষাপরশ্চ কলিঃ
সৰ্গামরাশ্রয়ঃ ৷ ৯ ৷ কলাকাঠীমুহুর্ভাচ পক্ষা মাগা

উনাশীতাদিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
চ্যবনার্কসমীপে গমন করিবে । চ্যবনার্ক দেব
হিরণ্য-পূর্ণভাগম্, চ্যবন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নর-
গণের সৰ্গকামপ্রদ ও নরগণ কর্তৃক বিধিবৎ
পুঞ্জিত । হে দেবি ! নর যেরূপে ব্রহ্মা-সমধিত
হইয়া সপ্তমী তিথিতে অষ্টোত্তর শত নাম দ্বারা
বিধিপূৰ্ণক রবির স্তব করিবে, শুচি ও সমাহিত-
ভাবে তাহা তুমি শ্রবণ কর । আমি ইহা অশেষ
প্রকারে বলিতেছি, তুমি অবহিত হও । পূর্বে
ধোম্য যেরূপ অষ্টোত্তর শত নাম পার্ধকে বলিয়া-
ছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি ; যথা—সূর্য, অর্ধ্যমা,
ভগ, বন্তী, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান
অজ, কাল, মৃত্যু, দাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, অপ,
ভেজ, খ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র,
বৃধ, অক্ষরক, ইন্দ্র, বিবস্বান, দৌণ্ডাঃ শুঃ শুচি,
সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, কজ্জ, বিষ্ণু, কল্য, বৈব্রবণ,
যম বৈহাত, জঠর, আগ্নি, ইন্দ্র, ভেজঃপতি, ধর্ম্ম-
ধ্বজ, বেদকর্তা, বেদাক, বেদবাহন, কৃত, জ্যেতা,
ষাপর, কলি, সৰ্গামরাশ্রয়, কলা, কাঠী, মুহুর্ভা, পক্ষ,

অহর্নিশাঃ । সংবৎসরকরোহবহঃ কালচক্রো বিভা-
বনুঃ ৷ ১০ ৷ পুরুষঃ শাশ্বতো যোগী ব্যক্তাব্যক্তঃ
সনাতনঃ । লোকাধ্যাকঃ প্রজাধ্যাকো বিশ্বকর্ম্মা
তমোহুদঃ ৷ ১১ ৷ বরুণঃ সাগরোঃ শুভ জীবন্তো
জীবনোহরিহা । ভূতান্নয়ো ভূতপতিঃ সর্গভূত-
নিবেষিতঃ ৷ ১২ ৷ অষ্টা সংবর্তকো বহিঃ সর্গভাদি-
করোহমল । অনন্তঃ কপিলো ভাহ্নুঃ কামদঃ সর্গতো-
মুখঃ ৷ ১৩ ৷ জয়ো বিষাদো বরদঃ সর্গধাতুনিবেষিতঃ ।
সমঃ সুবর্ণো ভূতাদিঃ শীঘ্রগঃ প্রাণধারকঃ ৷ ১৪ ৷ ধ্ব-
স্তরিধুমকেতুরাদিদেবোহদিতৈঃ সূতঃ । দাদশান্নার-
বিন্দাকঃ পিতা মাতা পিতামহঃ ৷ ১৫ ৷ স্বর্গধারঃ প্রজা-
ধারঃ মোক্ষধারঃ জীবটপম্ । দেহকর্তা প্রশান্তাত্মা
বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ । চরাচরাশ্চা হৃন্মাত্মা মৈত্র্যেণ
বপুষাষিতঃ ৷ ১৬ ৷ এতৈষ কীর্তনীয়ত্বং সূর্য্যাত্মিত-
ভেজসঃ । নামীমষ্টোত্তরশতং শ্রোক্তং শক্বেণ
ধীমতা ৷ ১৭ ৷ শক্রাজ নারদঃ প্রাপ্তো ধোম্যশ্চ
ভদনস্তরম্ । ধোম্যাদ্ বৃধিষ্টিঃ প্রাপ্য সর্গান
কামানবাণুবান্ ৷ ১৮ ৷ এতানি কীর্তনীয়ত্বং সূর্য্য-
াত্মিতভেজসঃ । নামানি যঃ পঠেত্রিতাং সর্গান
কামানবাণুয়াৎ ৷ ১৯ ৷ সুরপিতৃমহজ্জয়কসেবিত-
মসুরনিশাচরসিদ্ধবন্দিতম্ । বরকনকহতাশনপ্রভং

মাস, অহর্নিশ, সংবৎসর, অবস্থ, কালচক্র, বিভা-
বনু, পুরুষ, শাশ্বত, যোগী, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন,
লোকাধ্যাক, প্রজাধ্যাক, বিশ্বকর্ম্মা, তমোহুদ, বরুণ,
সাগর, অংগ, জীবন্ত, জীবন, অরিহা, ভূতান্নয়,
ভূতপতি, সর্গভূতনিবেষিত, অষ্টা, সংবর্তক, বহি,
সর্গাদিকর, অমল, অনন্ত, কপিল, ভাহ্নু, কামদ,
সর্গতোমুখ, জয়, বিষাদ, বরদ, সর্গধাতুনিবেষিত,
সম, সুবর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণধারক, ধ্বস্তরি,
ধুমকেতু, আদিদেব, আদিতিসূত, দাদশান্না, অর-
বিন্দাক, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গধার, প্রজাধার,
মোক্ষধার, জীবটপ, দেহকর্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা,
বিশ্বতোমুখ, চরাচরাশ্চা, হৃন্মাত্মা, ও মৈত্র্যেণ দ্বারা
অধিত । এই হইল সূর্যের ঐ অষ্টোত্তর শতনাম ।
ইহা প্রথমতঃ শক্র কীর্তন করেন । পরে শক্র হইতে
দেবার্থি নারদ, তাহা হইতে ধোম্য, এবং ধোম্য
হইতে বৃধিষ্টি প্রাপ্ত হইয়া সৰ্গকাম লাভ করেন ।
এই অষ্টোত্তর শতনাম যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার
সৰ্গকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে । তুমিও লোকহিতার্থ
সুর-পিতৃ-মহ-সেবিত, অসুর-নিশাচর-সিদ্ধ-বন্দিত,

স্বমপি লোকহিতায় আকরম্ । ২০ । সূর্যোদয়ে যন্ত
সমাহিতঃ পঠেৎ স-পুত্রলাভঃ ধনরত্নসঞ্চয়ান্ । লভেত
জাতিস্বরভাং মলাননন্ম স্মৃতিক মেধাক স বিদ্বতে
পুমান্ । ২১ । ইকং ত্বং দেববরন্ত বো নরঃ
প্রকীর্তয়েচ্ছুকমনাঃ সমাহিতঃ । স যুচ্যতে শোক-
দাবাগ্নিসাক্ষাত্তেত কাকারামসা যথেষ্পিতান্ । ২২ ।

ইতি অশ্বিনে চ্যবনাদিত্যমাংসাদ্যুর্ধ্বাষ্টোত্তর-
শতনামমাহাভ্যবর্ণনং নামৈকোনাশীত্যাধিক-

বিশতন্তমোহধ্যায়ঃ । ২৭১ ।

অশীত্যাধিকবিশতন্তমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি চ্যবনেশ্বর-
মুত্তমম্ । তজ্জৈব সংস্থিতং লিঙ্গং সর্গপাতকনাশনম্ ।
১ । যত্র শর্ঘ্যতিনা দত্তা সূকত্বা স্ত মহর্ষয়ে । যত্র
সংস্কৃতিতং সৈন্তমানাহার্তমধাকরোৎ । ২ । এষ
শর্ঘ্যতিযজ্ঞস্ত দেশো দেবি প্রকাশতে । প্রভাসক্ষেত্র-
মধ্যে তু সাক্ষাৎপাতকনাশনঃ । ৩ । সাক্ষাত্তাত্তবৎ
সোমমর্ষিত্যাং সহ কোশিকঃ । চূকাপ ভার্গবশ্চৈব
মহেন্দ্রায় মহাতপাঃ । ৪ । সংস্কৃত্যমাস চ তৎ বাসবং

বরকনক-হতশনপ্রভ, ভাস্করকে বন্দনা কর। এই
প্রবন্ধ যে জন সূর্যোদয়ে সমাহিত হইয়া পাঠ করে,
সে জাতিস্বর স্মৃতিসম্পন্ন ও মেধাবী হয়। পুরোক্ত
ত্বং যাহারা শুদ্ধমনে কীর্তন করে, তাহারা শোক-
দাবাগ্নিভয় হইতে মুক্ত হইয়া অক্লিষ্টচিত্ত প্রাপ্ত
হয়। ১—২২ ।

উনশীত্যাধিক বিশতন্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭১ ।

অশীত্যাধিক বিশতন্তম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অনন্তর চ্যবনেশ্বর-
সমীপে গমন করিবে। এই সর্গপাতকনাশন
লিঙ্গ পুরোক্ত দেবতাসমীপেই অবস্থিত। এই-
স্থানে শর্ঘ্যতি সূকত্বকে মহর্ষি চ্যবনহস্তে
দান করিয়াছিলেন। আর মহর্ষিও এইস্থানে
তাহার সৈন্তগণকে উদয়াগ্নিরোগে আক্রান্ত করিয়া
তত্ত্বিত করিয়াছিলেন। এইস্থানই শর্ঘ্যতিযজ্ঞ-
ক্ষেত্র। প্রভাস ক্ষেত্র মধ্যে এইস্থানই সাক্ষাৎ
পাতকনাশন। কোশিক অবিষয়ের সহিত এই
স্থানেই সোমরস পান করিয়াছিলেন। এইস্থানেই
মহাতপা ভার্গব মহেন্দ্র পুরুষের প্রতি কুপিত হন।

চ্যবনঃ প্রভুঃ । সূকত্বাঃ চাপি ভার্ঘ্যাঃ স রাজপুত্রী-
মবাণুবান্ । ৫ । দেব্যাচ । কথং বিষ্টতিতন্তেন
ভগবান্ পাক্ষাসনঃ । কিমর্থং ভার্গবশ্চাপি কোপং
চক্রে মহাতপাঃ । ৬ । মাসত্যৌ চ কথং ব্রহ্মন কৃত-
বান্ সৌমপারিনৌ । তৎসকঃ চ স্বধাবৃত্তমাখ্যাতু ভগ-
বায়ম্ । ৭ । ঈশ্বর উবাচ । ভৃগোর্ষহর্ষেঃ পুত্রো-
হভূক্ত্যবনো নাম নামতঃ । স প্রভাসং সমাদান্য
তপন্তেপে মহামুনিঃ । ৮ । স্বাগৃভূতো মহাতেজা
বীরহানে চ ভামিনি । অতিষ্ঠৎপুত্রিরঃ কালমৈক-
দেশে বরাননে । ৯ । স বদ্যৌকোহভবত্ত্বজ লতাভি-
রভিসংবৃত্তঃ । কালেন মহতা দেবি সমাকীর্ণঃ শিশী-
লকৈঃ । ১০ । স তথা সংবৃত্তো ধীমান মুংপিণ্ড ইব
সর্বতঃ । তপাতে স্ত তপো বোরঃ বদ্যৌকেন সমা-
বৃত্তঃ । ১১ । অথাত্ম যাতকালস্ত শর্ঘ্যতিনাম
পার্ধিবঃ । তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন ঋসোমেশদিদৃক্য ।
আজগাম মহাক্ষেত্রং প্রভাসং পাপনাশনম্ । ১২ ।
তত্র ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বাৰ্যাসন পরিগ্রহাঃ ।
একৈব তু শূতা শুভ্রা সূকত্বা নাম নামতঃ ।
১৩ । সা সখীভিঃ পরিবৃত্তা সর্গাতরণকুণ্ডিতা ।

চ্যবন এইস্থানেই বাসবকে তত্ত্বিত করেন এবং
রাজপুত্রী সূকত্বকে প্রাপ্ত হন। ১-৫। দেবী বলিলেন,
হে ভগবন্! মহর্ষি চ্যবন কিজন্ত ইন্দ্রে কে তত্ত্বিত
করিলেন? ভার্গবই বা কোপ করিয়াছিলেন
কেন? অধিনীকুমারস্বর কিরূপে সোমপায়ী হই-
লেন? এই সকল আপনি আমায় বলুন। ঈশ্বর
বলিলেন,—চ্যবন মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। তিনি প্রভাস
ক্ষেত্রে তপস্তা করেন। তপস্তা করিতে করিতে
তিনি স্বাগৃবৎ হইয়া যান। তিনি এক স্থানেই
পুত্রিরকাল অবস্থান করিয়া তপ করেন। কালে তিনি
বদ্যৌক হইয়া লতা-পরিবেষ্টিত হন। এই সময়
তাহাতে পিপীলিকা আশ্রয় করে। ক্রমে তিনি
মুংপিণ্ডের ভায় হন। এইরূপে তিনি বদ্যৌকবৃত্ত
হইয়া বোর তপস্তা করেন। একদা রাজা শর্ঘ্যতি
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঋসোমেশ্বর দর্শনেচ্ছায় পাপ-
নাশন মহাক্ষেত্র প্রভাসে বেধানে কুর্ষি তথাবিধ-
রূপে তপ করিতেছিলেন, এই স্থানে আসিয়া উপ-
স্থিত হন। রাজা শর্ঘ্যতির চারিসহস্র মহিষী ও
একটী কস্তা ছিলেন। ইহারা সকলেই সঙ্গে
আগমন করেন। রাজকুমারী, গোমাদী নামে
সূকত্বা ছিলেন। কাছে তাহার সখী ছিল। তিনি
সর্গালকারালকুণ্ডিতা ছিলেন। এই স্থানে ইতস্ততঃ

চতুঃক্ৰম্যমাণা বন্দীকঃ ভার্গবস্ত সমাসদং ১৪ । সা
 চৈব সুদভী তজ্জ পশ্চমানা মনোরমান । বনস্পতীন
 বিচিৰন্তী বিজহার সখীগুতা ১৫ । রূপেণ বয়সা
 চৈব সুরাপানমদে চ । বভজ বনস্পকাণাঃ শাখাঃ
 পরমপুপিতাঃ ১৬ । তাং সখীরহিতামেকামেক-
 বজ্রাঘলঙ্কৃতাম্ । দদৰ্শ ভার্গবো মীমাংসরত্মমিব
 বিহ্যতম্ ১৭ । তাং পশ্চমানো বিজনে স য়েমে
 পরমহ্যতিঃ । কামকণ্ঠে ব্রহ্মবিত্তপোবলসমবিতঃ ১৮ ।
 ভায়ভাবত কল্যাণীঃ সা চাস্ত ন শৃণোতি
 বৈ । তন্তঃ শুকন্তা বন্দীকে দৃষ্টা ভার্গবচক্ষুরী ১৯ ।
 কোতুল্লাং কণ্টকেন বুদ্ধিমোহবলাংকুতা ।
 কিং হু বধিদমিত্যুকা নিৰ্ম্মিভেনান্ত লোচনে ২০ ।
 অক্লম্ব্যং স ভয়া বিক্রে নেত্রে পরমমহ্যমান । ততঃ
 শৰ্গাতিসৈন্তস্ত শক্ৰমুদ্রে সমারূপে ২১ । ততো
 কুদ্ধে শক্ৰমুদ্রে সৈন্তমানাহুঃখিতম্ । তথাগন্তমতি-
 প্রেক্ষ্য পৰ্য্যতপাত পার্ধিবঃ ২২ । তপোনিভ্যস্ত
 বৃক্স্ত রৌষণস্ত বিশেষতঃ । কেনাপকৃতমদ্যেহ
 ভার্গবস্ত মহান্বনঃ । জ্ঞাতং বা যদি বা জ্ঞাতং তদ্বিদং
 ক্রত মা চিরম্ ২৩ । তজ্জোচুঃ সৈনিকাঃ সর্কো ন

বিলোহপকৃতঃ বয়ম্ । সর্কোপারৈর্ধাকামঃ
 ভবান্ সমধিগচ্ছতু ২৪ । তন্তঃ স পৃথিবীপালঃ
 সায়া চোগ্রেশ চ বয়ম্ । পৰ্য্যপৃচ্ছৎ পুহুধৰ্গঃ
 প্রত্যজানর চৈব তে ২৫ । আনাধর্তঃ ভতো
 দৃষ্টা তৎসৈন্তঃ সন্মুখোদিতম্ । শিতরঃ কুঃখিতকাশি
 শুকন্তৈবমথাব্রবীৎ ২৬ । ময়া তাতেহ বন্দীকে
 দৃষ্টঃ সৰ্গমতিজলৎ । উদ্যোতবদবিজ্ঞানান্তয়য়া
 বিদ্ধমন্তকাৎ ২৭ । এতচ্ছ্রুত্বা তু শৰ্গাতিৰ্দ্ধন্যকঃ
 কিপ্রমভ্যাগাৎ । তজাপশস্তপোবুদ্ধঃ বয়োবুদ্ধক
 ভার্গবম্ ২৮ । অথাবদৎ স্বৈসম্ভাৰ্যঃ প্রাজলিঃ স মহী-
 পতিঃ । অজ্ঞানামায়য়া যন্তে কৃতং তৎকল্পমহিসি ।
 ২৯ । ততোহব্রবীদ্বহীপালঃ চ্যবনো ভার্গবন্তা ।
 রূপৌদার্য্যসমাবুজ্জাঃ লোভমোহসমাবুতাম্ ৩০ ।
 তামেব প্রতিগৃহাৎ রাজন হুহিতরঃ তব । কমিষ্যামি
 মহীপাল সত্যমেতদব্রবীম তে ৩১ । ঈশ্বর
 উবাচ । ঋষেঃচনমাজায় শৰ্গাতিরবিচারয়ন ।
 দদৌ হুহিতরঃ ভস্মৈ চ্যবনায় মহান্বনে ৩২ ।
 প্রতিগৃহ চ তাং কস্তাঃ ভাবান্ প্রসাদ হ । প্রাপ্তে
 প্রসাদে রাজা তু সৈন্তঃ পুংসমাজলৎ ৩৩ ।
 শুকন্তাপি পতিঃ লকা তপশ্বিনমনিদিতম্ । তিতাঃ

বিচরণ করিতে করিতে তিনি ভার্গবের বন্দীক
 দেখিতে পান। রূপ, বয়স ও সুরাপানমদে মত্ত
 হইয়া তিনি সখীগণের সহিত ঐ স্থানে বিচরণ
 করিতে করিতে তজ্জতা মনোহর পুপিত বনস্পতি
 ও অস্তান্ত বনতরু-শাখা ভাজিতে থাকেন। এক
 সময় ভার্গব সখীরহিতা একবস্ত্রা অলঙ্কৃত শুকন্তাকে
 একাকিনী বিহ্যন্তের স্তায় বিচরণ করিতে দেখিয়া
 বিজনে ঐহার সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন।
 সেই ব্রহ্মর্ষি তপোবাসমবিত হইয়াও কণিকণ
 হইরাছিলেন; তাই তিনি শুকন্তকে কোন কথা বল,
 কিন্তু তিনি তাহা শুনিতে পান না। অতঃপর
 রাজকুমারী বন্দীকে ভার্গবের চক্ষু হইতে দেখিয়া
 “নিশ্চিতই ইহা কিছু হইবে” এই বলিয়া
 কৌতুকবশে বন্দীককে ভার্গবের চক্ষুদ্বয় কণ্টক
 দ্বারা বিদ্ধ করেন। ঐহার নয়ন বিদ্ধ
 হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। তাহার কলে শৰ্গাতি-
 সৈন্তগণের মলমূত্ররোধ হয়। সৈন্তগণ ইহাতে
 যারপর নাই দুঃখ পায়। রাজা পরিভাপ করেন।
 তিনি বলেন,—তপোনিরত বৃদ্ধ রৌষণের ভার্গ-
 বের কে অন্য অপকার করিল? যদি কেহ ইহা
 জানি, তাহা হইলে আমাকে অচিরে বল। সৈন্ত-
 গণ বলে,—মহারাজ! আমরা মর্ধর্ষির অপকার-

সম্বন্ধে কিছুই জানি না; আপনি সর্কন্তোত্তাবে
 অবগত হইবার চেষ্টা করুন। অনন্তর রাজা সাম-
 বাক্যে ও উগ্রবাক্যে তাহার সমস্ত পরিবারবর্গকে
 কেহ জানেন কি না? জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন
 শুকন্তা পিতাকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন,—তাত!
 কিন্তু আমি এই স্থানে এক বন্দীকে খল্যোতবৎ
 জ্যোতিষ্ময় পদার্থ দেখিয়া তাহা কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ
 করিয়াছি। রাজা শৰ্গাতি কস্তার এই কথা
 শুনিয়া তৎকণাৎ বন্দীকসমীপে গমন করিয়া
 তপোবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ভার্গবকে দর্শন করিলেন এবং
 সৈন্তগণকে নিরাময় করিবার জন্ত কৃতাজলিপুটে
 ঐহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষি! অজ্ঞানঃ বশতঃ
 আমার কস্তা আপনার যে অপরাধ করিয়াছে,
 আপনি তাহা কমা করুন। ভার্গব নৃপবাক্য শ্রবণ
 করিয়া বলিলেন,—রাজন! আমি তোমার রূপো-
 দার্য্যসম্পদা কস্তাকে প্রতিগ্রহ করিয়া ঐহাকে কমা
 করিব। ঈশ্বর বলিলেন,—শৰ্গাতি তখন ঋষি-
 বাক্যে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই ঐহাকে কস্তা
 দান করিলেন। মর্ধর্ষি কস্তা প্রতিগ্রহ করিয়া আন-
 দিত হইলেন, রাজাও সসৈন্ত দগরাতিবৃদ্ধে গমন

পর্ষ্যচরং জীত্যা তপসা নিয়মেন চ । ১৪ ॥ অগ্নীনা-
ম্ভিধীনাক শুদ্ধব্রহ্মনস্যয়া । সমাভ্যর্থয়ত কিঞ্চ
চ্যবনং সা শুভাননা ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে চ্যবনেশ্বরমাধ্যায়বর্ণনঃ নামাশীত্য-
ধিকৃষ্টততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮০ ॥

একাদশীত্যধিকৃষ্টততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । কস্তচিৎকালস্ত ত্রিংশ-
বর্ষিনো প্রিয়ে । কৃতাতিবেকাঃ বিবৃতাঃ শ্রুত্যাঃ
ভামপত্ততাম্ ॥ ১ ॥ তাঃ দৃষ্টা দর্শনীয়াসীং দেব-
রাজহুতামিব । উচুঃ সমভিকৃত্য নাসত্যাব-
ধিবাবধ ॥ ২ ॥ কস্ত ত্বমসি বামোর কিং বনে-
হস্মিন্শিকৌবসি । ইচ্ছাবধ্যাং চ বিজ্ঞাতুং তব-
মাধ্যাহি শোভনে ॥ ৩ ॥ ততঃ শ্রুত্বা সংবীতা তাব-
বাচ সুরোত্তমো । শর্য্যাতিতনয়াঃ বিস্তং ভাধ্যা-
চ্যবনস্ত যাম্ ॥ ৪ ॥ ততোহবিনো প্রহস্টেনাম-
কৃত্যং পুনরেব তু । কথং স্বং চ বিদিত্বা তু পিতা
দস্তাগতা বনে ॥ ৫ ॥ জাজসে গগনোদ্যে
বিদ্যৎসৌদামনী যথা । ন দেবেষাং তুল্যাং হি

করিলেন । শ্রুত্বা তপস্বী পতি লাভ করিয়া তপো-
নিয়ম দ্বারা নিত্য ভাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ।
এইরূপে অস্থায়রহিত হইয়া মহর্ষি চ্যবনের শুদ্ধব্রা-
হ্মণ্যে থাকিলেন । ৬—১৫ ॥

অশীত্যধিকৃষ্টততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮০ ॥

একাদশীত্যধিকৃষ্টততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! একদা অশ্বিনী-
কুমারদ্বয় স্বান-সময়ে বেদরাজহুতা সদৃশী দর্শনী-
রাজী শ্রুত্বাকেকে অনাবৃত অবস্থায় অবলোকন
করিয়া বলিয়াছিলেন,—অগ্নি শোভনে ! তুমি
কাহার কস্তা ? এই বিজন বনে কি করিতেছ ?
আমরা তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি,
তুমি আমাদের নিকট যথাবদ্বৃতাভ প্রকাশ
কর । শ্রুত্বা করিলেন, হে সুবোত্তমদয় !
আমি রাজা শর্য্যাত্তিয় কস্তা এবং মহর্ষি
চ্যবনের ভাধ্যা । এই কথা শুনিয়া অশ্বিনী-
কুমারদ্বয় হাসিয়া বলিলেন,—অগ্নি সুশোণি ।
কিস্তে তুমি জ্ঞানপূর্বক তোমার পিতা কষ্টক
প্রদত্ত হইয়া এই বিজন বনে আগমন করত গগনা-

তব পত্নীভা ভামিনি ॥ ৬ ॥ সর্ভাভরণসম্পন্ন পয়-
মাধরধারিণী । যা মৈবমনবদ্যাদি ত্যজেনমবিবে-
কিনম্ ॥ ৭ ॥ কস্তাদেবংবিধা কুহা জরাজর্জরিতঃ
ভুবি । অশুশাস্তে হি কল্যাণি কামভাববহিকৃতম্ ॥
৮ ॥ অসমর্থং পরিজ্ঞানে পোষণে বা শুচির্নিত্যে ।
সা স্বঃ চ্যবনমুৎসৃজ্য বরয়ৈকমাবয়োঃ ॥ ৯ ॥
পত্যর্থং দেবগভাতে মা বৃথা যৌবনং কৃথাঃ । এব-
মুক্তা শ্রুত্বা সা সুরো ভাবিদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥
রতাঃ চ্যবনে পত্যো ন ঠৈবং পরিশকৃতম্ ।
ভাবকৃত্যঃ পুনশ্চৈকভায়াং দেবতিষথরো ॥ ১১ ॥
যুবানঃ রূপসম্পন্নঃ করিষ্যাবঃ পতিং তব । ততস্তা-
বয়োশ্চৈব পতিমেকতমং বৃণু ॥ ১২ ॥ এতেন
সময়েনাবাং শবঃ নয় স্তমধ্যমে । সা তদেবব্রবীৎ-
দেবি উপসদম্য তর্গবম্ । উবাচ বাক্যং যন্তাত্যা-
মুক্তং ভৃগুশ্রুতং প্রতি ॥ ১৩ ॥ তথাক্যং চ্যবনো
ভাধ্যামুবাচাজিহত্যমিতি । ইত্যুক্তা চ্যবনেনাধ
শ্রুত্বা তাবুবাচ বৈ ॥ ১৪ ॥ ১৫ এবং দেবো ভবত্যাঃ

কনে সৌদামিনীর জায় বিকাশ পাইতেছে । আমরা
দেবগণের মধ্যেও তোমার মত সুন্দরী দেখি নাই ।
তুমি সর্ভাভরণ-সম্পন্ন ও পয়মাধরধারিণী ; হে
অনবদ্যাদি ! তুমি তোমার তাদৃশ অযোগ্য পতিকে
পরিভ্যাগ কর । কেন তুমি এরূপ রূপ-গুণবতী
হইয়া কামভাব-বাহিকৃত জরাজর্জরিত পতির উপা-
সনা করিবে ? অগ্নি শোভিতে ! সে তোমায়
পোষণ বা পরিজ্ঞান করিতে পারিবে না । অতএব
তুমি তাহাকে পরিভ্যাগ করিয়া আমাদের এক-
জনকে পতিভে বরণ কর, যৌবন বৃথা যাপন করিও
না । অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই কথা বলিলে শ্রুত্বা
বলিলেন,—আমি আমার পতি চ্যবনে রতা ;
তোমরা এরূপ বলিতে শঙ্কিত হইতেছ না ?
অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, সুন্দরি ! আমাদের
শঙ্কা নাই ; আমরা স্বর্গবৈদ্যা ; আমরা তোমার
পতিকে রূপসম্পন্ন করিয়া দিব । তার পর তুমি
তোমার পতি ও আমাদের উভয়ের মধ্যে এক
জনকে বরণ করিবে । এই নিয়মে তুমি আমাদের
বাক্যে প্রতিকৃত হও । শ্রুত্বা এই কথা ভনিয়া
ঈশ্বর ঋষি-সমীপে গমনপূর্বক সমস্ত ব্রহ্মতত্ত্বমুলাগ্র
নিবেদন করিলেন । ১—১৩ । চ্যবন বলিলেন,
অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের বাক্যে উপেক্ষা করিও না ।
আমি অনুবোধন করিলে শ্রুত্বা ঋষি আশিয়া

যুগ্মপ্রোক্তং তৎ ক্রিয়তাং নমুঃ । ইত্যুক্তো ভিষজো
তজ্জ ভয়া চৈব শূকস্তয়া । উচুত্ব রাজপুত্রীঃ তাং
পতিস্তব বিশবশঃ । ১৫ । ততোহপশ্যচরনঃ শীত্রঃ
রূপাধী প্রবিবেশ হ । অশ্বিনাবপি তদেবি ভতঃ
প্রবিশতাং জলম্ । ১৬ । ততো যুহুর্ভাত্তীর্ণাঃ
সর্কে তে সরসস্ততঃ । দিব্যরূপধরাঃ সর্কে যুবানো
বৃষ্টকুণ্ডলাঃ । ১৭ । দিব্যবেশধরাষ্টব মনসঃ
প্রীতিবর্জনাঃ । তেহক্ৰবন্ সহিতাঃ সর্কে কুণ্ডল-
তমং শুভে । ১৮ । অশ্বাকমৌপিতং ভজে যতনঃ
বরবর্ণিনী । যজ্ঞ বাশ্যন্তিকামাসি তং কুণ্ডল-
মুশোভনে । ১৯ । সা সমীক্য তু তান সর্কাংস্তল্য-
রূপধরান হিতান । নিশ্চিন্তা মনসা বুদ্ধ্যা দেবি
বব্রে পতিং স্বকম্ । ২০ । লক্ষ্য তু চ্যবনো ভাৰ্য্যাং
বয়োরূপমবহিতঃ । দৃষ্টৌহব্রবীহাতেজাজ্ঞৌ না-
সত্যাবিদং বচঃ । ২১ । যদহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ
সমবিতঃ । কতো ভবত্যাং বৃদ্ধঃ সন্ ভাৰ্য্যাধি-
প্রাপ্তবান্জিহা । তদ্ব্রজতং বৈ বিধাতামি ভবতো-
র্ধদভীপ্তভম্ । ২২ । অশ্বিনাবুচুতঃ । আবাং তু

দেবভিষজৌ ন চ শক্ৰঃ করোতি নো । সোম-
পানার্বিতাং তস্মাৎ কুরু নো সোমপায়িনো । ২৩ ।
চ্যবন উবাচ । অহং বাং যজ্ঞভাগ্যার্থে ক রব্যা
সোমপায়িনো । ২৪ । ঈশ্বর উবাচ । তততো
হষ্টমনসো নাসত্যো দিবি জগ্মতুঃ । চ্যবনোহপি
শূকস্তা চ শুরাবিব বিজহুতুঃ । ২৫ ।

ইতি ঐকাদশে চ্যবনেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নারৈকাকীৰ্ত্য-
ধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৮১ ।

ব্যাকীৰ্ত্যধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততঃ ক্ৰুদ্বা চ শর্বাতিবলভী-
হানসংস্থিতাঃ । বরহঃ চ্যবনঃ ক্ৰুদ্বা আনন্দোদগত-
মানসঃ । ১ । প্রহরঃ সেনয়া সার্বং স প্রায়ান্তার্গবা-
হমম্ । চ্যবনঃ চ শূকস্তাং চ হষ্টাং দেবশুভামিব ।
২ । গতো যদীপঃ শর্বাতিঃ কুণ্ডলানন্দমহোদধিঃ ।
অযিণা সংকৃতস্তেন সভাধ্যঃ পৃথিবীপতিঃ ।
তত্রোপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মহামনাঃ । ৩ ।
অধৈনং ভার্গবো দেবি হ্যবাচ পরিসাধনম্ ।

বলিলেন,—আমরা দেবভিষক্, এজন্ত শক্ৰ সোম-
পানে আমাদের অধিকার দেন নাই, আপনি আমা-
দিগকে সোমপায়ী করুন । চ্যবন বলিলেন,—
আমি আপনাদিগকে যজ্ঞভাগ্যার্থ ও সোমপায়ী
করিব । ঈশ্বর বলিলেন,—অন্তঃপর দেবভিষগ-
যুগল স্বর্গে গমন করিলেন । আর ভগবান্ চ্যবন
ও শূকস্তা দেবতাদিগের ভায় বিহার করিতে লাগি-
লেন । ১৪—২৫ ।

একাদশাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮১ ।

দ্বাদশাধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর করিলেন,—বলভীহ রাজা শর্বাতি
ব্রবণ করিলেন যে, তাঁহার জামাতা যদ্বি চ্যবন
রূপ-দোবন লাভ করিয়াছেন । ইহা শুনিয়া
তিনি যারপর নাই আনন্দিত হইয়া যদ্বির
সহিত বিপুল সেনা সমভিব্যাহারে জামাতৃ-
আশ্রমে গমন করিলেন । সেখানে উপস্থিত হইয়া
তিনি জামাতাকে ও স্বীয়কন্যাকে দেব-সম্পত্তির
ভায় আনন্দিত কর্ম করিলেন । তাঁহার জামাতা
তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন । তাঁহাদের
পরম্পর হিতকরীকথা হইতে জগ্মগল । ভার্গব

দেববৈদ্যধরকে বলিলেন,—আপনারা যাহা বলি-
লেন, তাহা শীত্র সম্পাদন করুন । শূকস্তা এই
কথা বলিলে তখন তাঁহার বলিলেন,—শীত্র তোমার
পতি জল প্রবেশ করুন । এই কথা বলিবামাত্র
চ্যবন রূপাধী হইয়া জলপ্রবেশ করিলেন । এই
সময় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও জলময় হইলেন । পরে
যুহুর্মধ্যে তাঁহার সকলেই সমরূপ হইয়া জল
হইতে উথিত হইলেন । দেখিতে—তাঁহার সাক-
লেই দিব্যরূপধর ; সকলেই যুবা, সকলেই কুণ্ডল-
ধারী এবং সকলেই দিব্যপরিচ্ছদপরিহিত ।
তাঁহার সকলেই হৃদয়ানন্দবর্জক হইলেন । সাক-
লেই তাঁহার এককালীন বলিলেন,—অগ্নি শুভে ।
অধুনা তুমি স্বীয় কামনারসারে আমাদের অন্ত-
তমকে বরণ কর ; আমাদের সকলেরই তুমি
অভিলষিত । হে দেবি ! তাঁহার এই কথা বলিলে
তখন শূকস্তা সকলকেই কুলরূপ ও সমবয়সক
দেখিয়া মনে মনে ধ্যান করিয়া পাতিব্রত্যা-প্রভাবে
স্বীয় পতিকেই বরণ করিলেন । যথাতোজা বয়ো-
রূপপ্রাপ্ত চ্যবন তখন ভাৰ্য্যা লাভ করিয়া হষ্টাভ্য-
করণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন,—আমি বৃদ্ধ
হিলাম, আপনারা আমাকে যুবা ও রূপবান্ করি-
লেন ; অতএব আপনারা বদন, কোন্ অভিলাষ
আমি আপনাদের পূরণ করিব ? অশ্বিনীকুমারদ্বয়

যাজ্ঞযিষামি রাজংস্বাঃ সত্তারাজপকল্পয় ॥ ৪ ॥
 ততঃ পরমসংকটঃ শর্ঘ্যতিঃ পৃথিবীপাতঃ ।
 চ্যবনস্ত মহর্ষদেবি তদাক্যং প্রত্যপূজয় ॥ ৫ ॥
 প্রশস্তেহুহনি যাজ্ঞ সর্বকামসমৃদ্ধিমং । কারয়ামাস
 শর্ঘ্যতির্জ্ঞায়ত যুগ্মময় ॥ ৬ ॥ তত্বেব চ্যবনো
 দেবি যাজ্ঞয়া জগর্বম ॥ অকুতানি চ তজ্ঞান যানি
 তানি মহেশ্বর ॥ ৭ ॥ অগুহ্যচ্চ্যবনঃ সোমমর্ষিনো-
 দেবযোক্তব্য । তস্মিন্ভো বারয়ামাস মা গৃহণ
 তয়োগ্রহম্ ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ । উভাবেভৌ ন
 সোমাহৌ নাসত্যাবিতি মে মতিঃ । ভিমজ্ঞৌ
 দেবতানাং হি কপূর্ণা তেন গর্হিতৌ ॥ ৯ ॥ চ্যবন
 উবাচ । মাবমংস্বা মহাত্মানৌ রূপজ্ঞবিণবচ্চসৌ ।
 যৌ চক্ৰতুষ্ট মামদ্য বুদ্ধারকমিবাঙ্গরম্ ॥ ১০ ॥
 সমবেশান্তদেবানাং কথং বৈ নেকতে ভবান ।
 অশ্বিনাবপি দেবেশ দেবৌ বিদ্ধি পরস্তপ ॥ ১১ ॥
 ইন্দ্র উবাচ । চিকিৎসকৌ কপূর্ণকরৌ কামরূপী-
 সমরিতৌ । লোকে চরন্তৌ মর্ত্যানাং কথং সোম-
 মিহাহিতঃ ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এতদেব
 যদা বাক্যমাত্রেয়ত্বিতি বাসবঃ । বনাদৃত্য ততঃ

চ্যবন রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—হে রাজন !
 আমি আপনাকে যাজ্ঞন করিব, আপনি সত্তার সমুদয়
 আহরণ করুন । রাজা শর্ঘ্যতি আনন্দিত হইয়া জামাত
 বাক্য অনুমোদন করিলেন । অনন্তর তিনি প্রশস্ত
 দিনে উক্ত যজ্ঞায়তন প্রস্তুত করাইলেন । মর্ষি চ্যবন
 তাঁহাকে যাজ্ঞন করিলেন । এই যজ্ঞে অলৌকিক দ্রব্য
 সত্তার সকল আহৃত হইয়াছিল, মর্ষি অশ্বিনী-
 কুমার-দ্বয়কে এই যজ্ঞে সোমরস প্রদান
 করিতে উদ্যত হইলেন । কিন্তু ইন্দ্র তাহা
 অনুমোদন না করিয়া নিবারণ করিলেন ।
 তিনি বলিলেন,—আমার মতে ইহারা সোমার্হ নহে,
 ইহারা দেববৈদ্য, ঐদমজ্যাকর্ম্য হেতুই ইহারা
 সোমপানে গর্হিত । চ্যবন বলিলেন,—ইহারা
 আমাকে দেবগণের জায় অঙ্গর করিয়াছেন, এই
 রূপসম্পত্তিশালী দেবদ্বয়কে আপনার অবজ্ঞা
 করা কর্তব্য নহে । আপনি কি জন্ত ইহাদিগকে
 দেবনির্জিহবে দর্শন করেন না ? ইহাদিগকেও
 আপনি দেবতা বলিয়া জানিবেন । ইন্দ্র বলিলেন,—
 চিকিৎসক কৃত্যদ্বারা, তদুপরি ইহারা আবার
 কামরূপী হইয়া মর্ত্যলোকক বিচরণ করে ; ইহাতে
 কিরূপে ইহারা সোমার্হ হইবে ? ঈশ্বর বলিলেন,—
 বাসব এখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপ্রাপ্তি-প্রভাবে

শক্রং গ্রহং জগ্রাহ ভার্গবঃ ॥ ১৩ ॥ গ্রহীযাতুঃ ততঃ
 সোমমর্ষিনোঃ সত্তমঃ ভ্রূণা । সমীক্য বলভিদ্বেব
 ইদং বচনমববীৎ ॥ ১৪ ॥ আভ্যামর্ষায় সোমং ত্বং
 গ্রহীযাসি যদি শ্রয়ম্ । বজ্রং তে প্রেরয়িষ্যামি
 ধোরূপমহুতমম্ ॥ ১৫ ॥ এবমুক্তঃ শ্রয়মিত্ত-
 মভিবীক্য স ভার্গবঃ । জগ্রাহ বিধিষৎ সোম-
 মর্ষিত্যামুতমং গ্রহম্ ॥ ১৬ ॥ ততোহষ্টৈঃ প্রাহরং
 কোপাধজ্যমিত্তৈঃ শচীপতিঃ । তস্ত প্রহরন্তো বাহু-
 স্তস্তয়ামাস ভার্গবঃ ॥ ১৭ ॥ স্তম্ভরিষাধ চ্যবনো
 জুহবে মন্ত্রতোহননম্ । কৃত্যার্থী সুমহাতেজা দেবঃ
 হিংসিতুমুদ্যতঃ ॥ ১৮ ॥ তত্র কৃত্যোক্তব্যো যজ্ঞে
 যুনেস্তস্ত তপোবলাৎ । মনোনাম মহাবীৰ্য্যো
 মহাকায়ো মহানুরঃ ॥ ১৯ ॥ শরীরঃ বস্ত্র নির্দেহী-
 মশক্যং চ সুরানুরৈঃ । তস্ত প্রমাণং বপুশ্চ
 ন তুল্যমিহ বিদ্যতে ॥ ২০ ॥ তস্ত্রাশ্রং চাভব-
 দেব্যারং দংষ্ট্রাহর্দর্শনং মহৎ । হস্তরেকঃ স্থিতস্তস্ত
 ত্মাবেকো দিবং গতঃ ॥ ২১ ॥ চতস্রশ্চাপি তা দংষ্ট্রা
 যোজনানাং শতং ৭ য় । ইতরে বস্ত্র দশনা

হই তিনি বার প্রতিবাদ করিলেন, তখন চ্যবন
 তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া শ্রয় অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের
 জন্ত সোম গ্রহণ করিলেন । তদদর্শনে ইন্দ্র
 তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যদি শ্রয়ঃ উহাদের
 জন্ত সোম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বজ্র দ্বারা
 আপনাকে প্রহার করিব । ১ ১৫ । শক্র এই কথা
 বলিলে মর্ষি চ্যবন তখন তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে
 অশ্বিনীকুমার-দ্বয় উদ্দেশে যথাবিধি সোম গ্রহণ
 করিলেন । এই সময় ইন্দ্র তাঁহাকে যেমন বজ্র
 প্রহার করিতে যাইবেন, অমনি মর্ষি ব্রহ্মতেজঃ-
 প্রভাবে তাঁহার বাহুগল স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন ।
 অনন্তর তিনি দেবকুল একেবারে উন্মূলিত কর-
 বার জন্ত কৃত্য উৎপাদনমানসে অনলে আহুতি
 প্রদান করিলেন । তাহাতে কৃত্যরূপী এক
 অকুতবীর্ঘ্য মহাকায় মদ নামক অনুর উৎপন্ন
 হইল । সুরানুর কেহই এই অনুরের শরীরের
 দিকে স্পৃহিত করিতে সক্ষম হইলেন না । তাহার
 শরীরের তুলনা দিতে পারা যায় জগতে এমন
 কোন বৃহৎ বস্ত্র নাই । তাহার বস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর,
 দন্ত ও তদুপযুক্ত—এক পাণ্ডিত্য তাহার কুতলে,
 আর এক পাণ্ডি আকাশে । তাহার সমুদয় চারিদিক
 দাঁতের পরিমাণ শত যোজন করিয়া । আর
 পাশের দাঁতগুলির পরিমাণ দশ যোজন করিয়া ।

বহুবর্ণশযোজনাঃ । ২২ । প্রাকারসমুৎপাদ্য-
মূলপ্রসঙ্গদর্শনাঃ । নান্য পৰ্বতসমুৎপাদ্যমুত-
যোজনাঃ । ২৩ । নেত্রে রবিশশিপ্রবেশে ক্রবাবস্তক-
সমিভে । লেলিহজ্জিহ্বয়া বক্রং বিদ্যাজলিত-
লোলয়া । ব্যাতাননো ঘোরদৃষ্টিগ্রসন্নব জগ-
বলাৎ । ২৪ । স তক্ষয়িত্বান সংক্ৰুদ্ধঃ শত্রুভু-
মুপাজিবৎ । মহতা ঘোরনাদেন লোকান্ শব্দেন
ছাদয়ন । ২৫ ।

ইতি ত্রীকান্দে চাবনেন কৃত্যামদমুরো-
পাদনবৃন্তান্তবর্ণনং নাম দ্ব্যশীত্যধিকবিশত-
তমোহধ্যায়ঃ । ২৮২ ।

ত্রাশীত্যধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তং দৃষ্ট্বা ঘোরবদনং মদং দেবঃ
শত্রুভুঃ । আয়ান্তঃ শত্রুগ্নিহাস্তং ব্যাতাননমিবা-
স্তকম্ । ১ । ভয়াৎ স্তম্ভিতরূপেণ লেলিহানো
মূলধুঃ । প্রপতোহব্রবীন্নহাদেবি চাবনং ভয়-
পীড়িতঃ । ২ । সোমার্হাবিনিবেতাবদ্যজ্ঞভূতি তর্গব ।
ভবিষ্যতঃ সর্কমেতদ্ব্যঃ সত্যং ব্রবীমি তে । ৩ । মা

দাঁতগুলির অগ্র-মূল সমান ; দেখিতে ঠিক
প্রাচীরের ভায়, এক একটা দাঁতকে এক একটা
অমৃতায়ুত যোজন পরিমিত পর্বত বলিলেও অত্যুক্তি
হয় না । তাহার চক্ষু দুটী যেন চন্দ্র-সূর্য্য ; জ্বলন্ত
কৃতান্ত বসিয়া আছেন । জিহ্বা ইতস্ততঃ জালিত
করায় মনে হইতেছে যেন তাহার বদনে
বিদ্যায় চমকাইতেছে । সেই ঘোরদৃষ্টি অশুর
এইরূপে বদন ব্যাদন করিয়া বলপূর্ব্বক জগৎ
গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে । অতঃপর সে ঘোর
রবে ক্ষিভুবন আগুরিত করত কোধে ইন্দ্রকে
ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল । ১৬—২৫ ।

দ্ব্যশীত্যধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮২ ।

ত্রাশীত্যধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । ঘোরবদন মহা-
শূরঃ ব্যাদিকারক অন্তকের ভায় শত্রুর প্রতি ধাবিত
হইলে স্তম্ভিতগাজ শত্রু তাহাকে দেখিয়া ভয়ে মর্হর্ষি
চাবনকে বারিবার প্রণাম করিয়া বলিলেন,—তর্গব ।
আজ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমার্হ হইলেন,

তে মিথ্যা সমারম্ভো ভবন্থধ তপোধন । জানামি চাং
বিগ্রহে ন মিথ্যা যং করিষ্যসি ৷ ৩৬ ৷ সোমার্হাব-
নিবেতো যথৈবাদ্য বস্য কতো । ৩৭ ৷ কুং এব তু তে
বীর্ধ্যং প্রকাশেদিতি তর্গব । ৩৮ ৷ শূকভার্য্য
পিতৃশাস্ত্র লোকে কীর্ষিতবোধিতি । অধো মইয়-
তবিহিতঃ তদ্বীর্ধ্যস্ত প্রকাশনম্ । তদ্ব্যগ্রসাদ্য
কুং মে ভববেতদ্যথেষ্টসি ৷ ৩৯ ৷ এবমুক্তস্ত
শক্রেণ চাবনস্ত মহাশ্বনঃ । মহ্যর্ক্যুপারমহীজং
মানশ্চৈব সুরেশিতুঃ ৷ ৪০ ৷ মদং চ ব্যতজদেবি
পানে দ্রীষু চ বীর্ধ্যবান্ । অকেষু যুগয়াং চ পূর্ব্বং
সৃষ্টং পুনঃপুনঃ । তথা মদং বিনিকিপ্য শক্রেণ
সন্তর্প্য চেন্দুন ৷ ৪১ ৷ অশ্বিত্যঃ সহিতান্ সর্কান্
যাজয়িষ্য চ তৎ নৃপম্ । বিধাপ্য বীর্ধ্যং সর্কেষু
লোকেষু বরবর্ণিনি ৷ ৪২ ৷ শূকভার্য্য মহারণ্যে
ক্ষেত্রেহস্মিন বিজহারি সঃ । ততৈতদেবি সংযুক্তং
ঔবনেধরনামভুৎ ৷ ৪৩ ৷ লিঙ্গং মহাপাপহরং
চাবনেন প্রতিষ্ঠিতম্ । পূজয়েতঃ বিধানেন সৌহ-
মেধকলং লভেৎ ৷ ৪৪ ৷ তদ্ব্যজ্ঞস্রমসতীর্ণমুযঃ

আমি সত্য করিয়া বলিতেছি । আপনি যে আজ
অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমার্হ করিলেন, ইহা ঠিকই
হইয়াছে । আমি এতকণে বৃকিতে পারিলাম । আপ-
নার প্রভাব বর্ধিত হইবে ; শূকভার পিতা, পৃথি-
বীতে কীর্ষি লাভ কারবেন ; এই সকল কারণেই
আমি এরূপ করিলাম । আপনার প্রভাব ব্যাপিত
করাই অম্বার উদ্বেগ জানিবেন । সন্ত্রাতি আপনি
আমাকে দয়া করুন । আপনার অভিলষিত সিদ্ধ
হউক । শক্রে এইকথা কহিলে মর্হর্ষি চাবনের
কোপ উপশম প্রাপ্ত হইল । শক্রে রোষ পরিহার
করিয়া শান্তিলাভ করিলেন । মর্হর্ষি চাবন ও দেবেজ
ইহাদের উভয়েরই সমান কোধশাস্তি ও সম্মানরক্ষা
হইল । পান, দ্রী, অক্ষ ও যুগয়া বিষয়ে পূর্ব্বসৃষ্ট মদ
বিভক্ত হইল মর্হর্ষি চাবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত
শক্রে সোমরস প্রদানে অপ্যায়িত করত সকলের
সহিত নৃপকে যাজ্ঞম করিলেন । ক্ষিভুবনে তাঁহার
যশ ঘোষিত হইল । অতঃপর তিনি মহারণ্যমধ্যে
এইক্ষেত্রে শূকভার্য্য সহিত বিহার করিতে লাগি-
লেন । এই জন্তই উক্ত লিঙ্গের চাবনেধর নাম
যুক্ত হইয়াছে । এই মহাপাপহর লিঙ্গ চাবন প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন । এই লিঙ্গের পূজা করিলে অশ্ব-
মেধকল লাভ হয় । ইহা চান্দ্রস্রম তীর্থ । বিধানঃ

পর্শুপাসতে। বৈখানসাখ্যা খবধো বালখিল্যাত্তৈব
৫।১০। অত্রাবিনেঃসি নরঃ পৌরহিত্যং বিশেষ-
যতঃ। আকং কুর্ধ্যাবিধানেন ব্রাহ্মণান ভোজয়েৎ
পৃথক্। কোটিতীর্থকলং তস্ত ভবেদৈবব্রাহ্ম সংশয়ঃ।
১০। ইহাং শৃণুয়াদেব কথং পাতকনামিনী।
সমস্তজন্মসমুত্তাপাশাঙ্কতো ভবেয়রঃ। ১৪।

ইতি জীকান্দে চ্যবনৈবরমাণ্যাবর্ণনং নাম জ্যোতি-
ত্যাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ। ২৮০।

চতুরশীত্যাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরমাণ্যেবৈ শুকতা-
সর উত্তমম্। যত্রাবিনো নিমরো ভৌ চ্যবনেন
সহাবিকৈ। সমানরূপো হুভবজ্যাবনো যজ্ঞ
সোহরিনা। ১। যজ্ঞ প্রাপ্তবর্ভৌ কাম্য শুকতা
বরবর্ণিনী। সরঃসানপ্রভাবেণ তেন কতাসরঃ
স্মৃতম্। তজ্ঞ সাতা শুভানারী তৃতীয়ায়ং বিশে-
ষতঃ। ২। সপ্তজন্মসমুত্তাপি গৃহভঙ্গং ন চাপুয়াৎ।
দরিত্রো বিকণো দীনো নাস্তস্তা ভবেৎ প্রতিঃ। ৩।

ইতি জীকান্দে শুকতাসরোমাণ্যাবর্ণনং নাম
চতুরশীত্যাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ। ২৮৪।

বালখিল্য প্রভৃতি খবিগণ এ ভীর্ষের উপাসনা
করিয়া থাকেন। নরগণ আধিনমাসে বিশেষতঃ
পৌরহিত্য তিথিতে এখানে বিবিধপূজা আক
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহাতে কোটিতীর্থকল
লাভ হয়, সন্দেহ নাই। যে মানব এই পাতক-
নামিনী কথা শ্রবণ করে, তাহার সর্বজন্মার্জিত
পাপরাশি বিনষ্ট হয়। ১—১৪।

জ্যোতিত্যাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮০।

চতুরশীত্যাদিক বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর মানব
উত্তম শুকতাসরোবরে গমন করিবে। এই সরো-
বরে সর্ববি চ্যবন অধিনীকুমারবয়ের সহিত মজ্জন
করিয়া তাঁহাদের রূপসমুত্ত লাভ করিয়াছিলেন।
এই স্নানপ্রভাবে বরবর্ণিনী শুকতার স্রোতঃ
সিদ্ধি হইয়াছিল। এক্ষণে এই সরোবরের নাম
কতাসর হইয়াছে। সমস্তময়ী রমণীগণ বিশেষতঃ
তৃতীয়া তিথিতে এই সরোবরে স্নান করিলে

পুণ্ড্রাশীত্যাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেরমাণ্যেবৈ পুনর্ভা-
কুমতী নদীম্। তজ্ঞ কথ্য গয়াত্ৰাকং গোপদে
তীর্থ উত্তমৈ। ১। ততঃ পশ্চৈবরাং তু তত্মাভি-
গুহং ব্রজেৎ। তজ্ঞ মাতৃস্ত সম্পূজ্য সাত্বা সাগর-
সঙ্গমে। ২। তত্ক্ষমত্যাণবোপেতে ততঃ পূর্কমমু-
ব্রজেৎ। অগস্ত্যোব্রাহ্মং দিব্যং কুধাহরমিতি
স্মৃতম্। ৩। যত্রৈবলঞ্চ বাতাগিঃ সংহত্য ভগবান্
মুনিঃ। মুকপাত্যো ব্রাহ্মণাস্ত তেভ্যঃ স্থানং
ততো দদৌ। ৪। অগস্ত্যোব্রাহ্মমেতন্নি অগস্ত্যি-
মুত্তমম্। তত্ক্ষমত্যাণবোপেতে সর্বপাতকনাশনৈ।
৫। দেববাচ। অগস্তিনেহ বাতাগিঃ কিমর্থমুপ-
শামিতঃ। অত্র বৈ কিস্ত্রভাবচ্চ স দৈত্যো
ব্রাহ্মণাস্তকঃ। কিমর্থং চোদগতো মহুরগতেভ
মহাশ্বনঃ। ৬। ঈশ্বর উবাচ। ইবলো নাম
দৈত্যেভ্য আসৌভৈ বরবর্ণিনিঃ মণিমত্যাং পুরা

সপ্ত সহস্র জন্ম যাবৎ তাঁহারা গৃহভঙ্গদোষে কল-
ঙ্কিত হন না; আর দরিদ্র, বিকল, দীন, বা অন্ধ
ব্যক্তি কখন তাঁহাদের পতি হয় না। ১—৩।

চতুরশীত্যাদিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৪।

পুণ্ড্রাশীত্যাদিক বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
তত্ক্ষমতী নদীতে গমন করিবে। ঐ স্থানে উত্তম
তীর্থ গোপদে গয়াত্ৰাক করিয়া বরাহ দর্শন করত
হরিগৃহে গমন করিবে। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া
মাতৃকাগণের পূজা ও সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া
তথা হইতে পূর্বমুখে গমন করিবে। যাইতে-
যাইতে পথে কুধাহর নামক অগস্ত্যোব্রাহ্ম তীর্থ পাওয়া
যাইবে। এই স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি ইবল
বাতাগিরি বিনাশ সাধন করত দ্বিজগণকে আপমুক্ত
করিয়া তাঁহাবিগকে স্থান দান করেন। তত্ক্ষমতী-
তটে এই সর্বপাতকনাশন অগস্ত্যোব্রাহ্ম উত্তম আশ্রম
অবস্থিত। দেবী বলিলেন,—ব্রাহ্মণমাতী দৈত্য
বাতাগি এই স্থানে কি উপদ্রব করিত? আর
ভগবান্ অগস্ত্য ঋষিই বা কি ভক্ত কুধাহর
তাঁহাকে উপশমিত করিলেন? ঈশ্বর বলিলেন,—
হে দেবি! পূর্বে মণিমতী পুরীতে ইবল নামে এক

পুথ্যাং বাতাপিত্তস্ত চাক্ষুঃ ॥ ৭ ॥ স ব্রাহ্মণঃ
তপোযুক্তমুবাচ দিভিনন্দনঃ । পুত্রঃ মে ভগবরেক-
মিস্তৃতুল্যং প্রযচ্ছতু ॥ ৮ ॥ তস্মিন্ স ব্রাহ্মণো
ঐচ্ছৎ পুত্রং দাতুং তথাবিধম্ । চুক্ৰোধ দিভিজ-
ন্ত ব্রাহ্মণস্ত ততো তৃশম্ ॥ ৯ ॥ প্রভাসকেতু-
মাসাদ্য স দৈত্যঃ পাপবৃদ্ধিমান্ । মেঘরূপী চ
বাতাপিঃ কামরূপোহন্তবৎ কণাৎ ॥ ১০ ॥ সংস্কৃত্য
ভোজয়েত্তত্র বিপ্রান্ স চ জিঘাংসতি । সমাহ্রয়তি
তং বাচা গতকৈব ততঃ কথম্ ॥ ১১ ॥ স পুনর্দেহ-
ঃ স্বাধ্য জীবনম্ স প্রত্যদৃশত । ততো বাতাপিরপি
তং হাগং কৃৎস্না সুসংস্কৃতম্ । ব্রাহ্মণং ভোজয়িত্ব
তু পুনর্যেব সমাহ্রয়ৎ ॥ ১২ ॥ স তস্ত পার্শ্ব-
ভিদিয় ব্রাহ্মণস্ত মহাশ্বনঃ । বাতাপিঃ প্রহসন্তত্র
শক্র্যম বিজোদরায় ॥ ১৩ ॥ এবং স ব্রাহ্মণান্ দেবি
ভাজয়িত্বা পুনঃপুনঃ । বিনির্ভিদ্ধ্যোদরং তেষামেবং
হন্তি বিজান বহুন ॥ ১৪ ॥ ততো বৈ ব্রাহ্মণাঃ
সর্কে ভয়ভীতাঃ প্রহৃক্ৰবুঃ । অগন্তে ব্রাহ্মণ-
জঘুঃ কথয়ামাসুরগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥ ভগবন্ শৃণু
নো বাক্যমস্মাকং তু ভগাবহম্ । নিম্নস্থিতাঃ স্ম
সর্কে বা ইষলেন বয়ং প্রভো ॥ ১৬ ॥ অস্মাকং

দৈত্য ছিল। বাতাপি তাহারই ভ্রাতা। একদা সে
জনৈক ভাসস ব্রাহ্মণকে বলে,—আপনি আমার
ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রদান করুন। তিনি তাহাতে সন্তত
হন না। দৈত্য তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়—হইয়া
চুড়ান্তসিদ্ধিতে প্রভাসকেতুকে গমন করে। কামরূপী
বাতাপি তৎকণাৎ মেঘরূপ ধারণ করে। ইষল এই
মেঘকে সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করায়।
ব্রাহ্মণগণ ইহাতে যত্নপ্রাপ্ত হন। ইষল ব্রাহ্মণ-
ভোজনান্তে স্বীয় মেঘরূপী ভুক্ত ভ্রাতাকে আহ্বান
করিত—করিয়া গৃহে যাইত। আহ্বান করিবামাত্র
কামরূপী ভুক্ত বাতাপি দেহ ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া
আসিয়া দেখা দিত। এই ভাবে বাতাপিও আবার
ইষলকে হাগল করিয়া এই হাগের সংস্কার বিধান-
পূর্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তাহাকে আহ্বান
করিত। ইষলও জীবিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের কৃষ্টি
বিদারণপূর্বক নিজস্ব হইয়া হাসিতে হাসিতে
আসিয়া ভ্রাতাকে দেখা দিত। এই ভাবে এই
দুস্ত্রাভয় ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তাহাদের বিনাশ-
সাধন করিতে থাকিলে তাহার ভীত হইয়া অগন্ত্যা-
শ্রমে পলায়নপূর্বক তাহাকে বলিলেন,—হে ভগ-
বন্! আমাদের দুখের কথা শ্রবণ করুন। দুস্ত্রা

যত্নরূপং তভোজনং নাস্তি সংশয়ঃ । তদস্মান
রূপ ভগবন্ বিষয়ান্ গতচেতসঃ ॥ ১৬ ॥ ততঃ
প্রভাসমাসাদ্য যত্র তৌ দৈত্যপুত্রবৌ । ব্রহ্ময়ো
পাপনিরতো দদর্শ স মহামুনিঃ ॥ ১৮ ॥ বাতাপিঃ
সংস্কৃতং দৃষ্ট্বা মেঘরূপং মহাসুরম্ । উবাচ দেহি মে
ভোজ্যং বহুক্ষা যম বর্জতে ॥ ১৯ ॥ ইতুক্তৌ
স্বাগতং তত্র চক্রোতে মুনয়ে তদা । ভগবন্ ভোজনং
তুভ্যঃ দাত্তেহং বহুবিস্তরম্ । কিয়দ্বানন্তবাহার-
স্তাবয়ানং পচাম্যহম্ ॥ ২০ ॥ অগন্ত্য উবাচ ।
অন্নং পচয় দৈত্যোস্ত্র কিঞ্চিৎকৃতির্ভবিষ্যতি । এব-
মস্মাত্ত দৈত্যোস্ত্রঃ পকমাহ মহামুনে ॥ ২১ ॥ আস্ত-
তামাসনমিদং ভুক্ত্যভ্যং খেচ্ছয়া মুনৈ । ইতুক্তৌ
হঘোরমম্রং স জপন্ কল্লাস্তকারণম্ । ধূমাসনমথা-
সাদ্য নিষসাদ মহামুনিঃ ॥ ২২ ॥ তং পর্যবেষ-
দৈত্যোস্ত্র ইষলঃ প্রহসরিব । শতহস্তপ্রমাণেন
মামিশিরস্ত সোহকরোৎ ॥ ২৩ ॥ ততো দৃষ্টমনাগন্ত্যঃ
প্রাগ্নয়ৎ কবলঘমম্ । রূপং কৃৎস্না মহন্তবৎসৎ
সাগরশোষণে ॥ ২৪ ॥ সমস্তমেব তভোজ্যং বাতাপিঃ

ইকল আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। কিন্তু এই
নিমন্ত্রণভোজন আমাদের যত্নস্বরূপ হইয়াছে।
আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তর মুনিস্বর
অগন্ত্য, যেখানে এই ব্রহ্মযাতী অনুরথন বাস করিত,
সেই স্থানে—প্রভাসকেতুকে গমন করিয়া তাহা-
দিগকে দর্শন করিলেন। তিনি বাতাপিকে সংস্কৃত
মেঘরূপী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—আমি বহুক্লিত,
আমাকে ভোজন দান কর। মুনিকর্তৃক অভিহিত
হইয়া তাহার স্বাগত প্রস্তুতকর্তা তাহাকে বলিল,—
ভগবন্! আমরা আপনাকে বিস্তর ভোজন প্রদান
করিব; কিন্তু আপনার আহার কি পরিমাণ, সেইটী
বলুন, তাহা হইলে সেই মতই করি। ১৬-২০। ঋষি
বলিলেন,—অন্নপাক কর, দৈত্যোস্ত্র, আমার কিঞ্চিৎ
ভূষি হইবে মাত্র। ‘এবমম্র’ বলিয়া অমনি দৈত্য
বলিল,—অন্ন প্রস্তুত, এই আসন, উপবেশন করুন;
যথেষ্ট ভোজন করুন। দৈত্য এই কথা বলিলে ঋষি
কল্লাস্তকায়ক অঘোর মন্ত্র জপ করিয়া উত্তম আসনে
উপবেশন করিলেন। দৈত্য ইষল হাসিতে হাসিতে
পরিবেশন করিতে লাগিল। শতহস্তপরিমিত
অস্ত্রের রাশি হইল। ঋষি আনন্দিত হইয়া দুই
গ্রাসেই সাবাড় করিয়া দিলেন। এই সময় তাহার
ঠিক সাগরশোষণকালের মত রূপ হইয়াছিল।
তিনি সেই ‘ভোজ্যরূপ’ বাতাপিকে সম্পূর্ণরূপে

বুজ্জে ততঃ। কৃত্তবত্যানুরো জ্ঞানমকরোত্তম
ইবলঃ। ২৫। ততোহসৌ দত্তবানন্নমগন্ত্য
মহান্নমঃ। ততশ্চীচকার সৰ্গং স তদন্নং চ সদানবম্।
২৬। ইবলং ক্রোধদৃষ্ট্যা তু তন্মাত্রে মহা-
মুনিঃ। ততো হাহারবং কৃধা সৰ্গে দৈত্য-
ননংশিরে। ২৭। ততোহগন্ত্যো মহাতেজা
আহুয বিজপুঙ্গবান্। তৎস্থানক দদৌ তেভ্যো
দৈত্যানাং দ্রব্যপুত্রিতম্। ২৮। কৃধা হতা
ততো দেবি তজাগন্ত্যস্ত দানবৈঃ। তেন
কৃধাহরং নাম স্থানমাসৌদ্বিজয়নাম্। ২৯। তন্ত
পশ্চিমভাগে তু নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্। গজেশ্বর-
মিতি খ্যাতং গন্ধরা যৎপ্রতিষ্ঠিতম্। ৩০। বাতাপি-
তকপে পূৰ্ণমগন্ত্যেন মহান্ননা। দৈত্যসন্তকণোৎ-
পন্নসৰ্পপাতকগুহয়ে। সমাহিত্য মহাদেবি গন্ধা
পাতকনাশিনী। ৩১। ততো দেবি সমায়াতা গন্ধা
পাতকনাশিনী। তদ্ধিং চকার তন্ত্ৰেস্তজ স্থান-
মিতিভবৎ। ৩২। অগন্ত্যাত্মজমে রম্যে নৃণাং
পাপভয়াপহে। তত্র গজেশ্বরঃ দৃষ্ট্য অভক্ষ্যোদ্ভব-
পাতকাৎ। বুঢ়াতে নাত্র সন্দেহঃ জ্ঞানদান-
জপাদিনা। ৩৩।

ইতি জ্ঞানোক্তভূমতীমাহাত্ম্যোক্তাশ্রমগজেশ্বর-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চাশীত্যাধিকাবিশত-
তমোহধ্যায়ঃ। ২৮৫।

ভোজন করিলেন। ইবল এই সময় একবার
বাতাপিকে ডাকিয়া পুনরায় ঋষিকে অন্ন প্রদান
করেন। ঋষি ঐ অন্ন দানবের সহিত ভক্ষ
করিলেন। তাঁহার ক্রোধদৃষ্টিতে, ইবলও ভক্ষ
হইল। তখন দৈত্যগণ সকলে হাহাকার করিতে
করিতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এই সময়
ঋষি বিজগণকে আহ্বান করিয়া বিবিধ দ্রব্য
পূর্ণ দৈত্যদিগের ঐ স্থান তাঁহাদিগকে প্রদান করি-
লেন। হে দেবি! এই স্থানে দানবগণ অগন্ত্য
ঋষির কৃধা হরণ করিয়াছিল বলিয়া এই স্থানের
নাম হইয়াছে কৃধাহর। ইহার পশ্চিমে অনতিদূরে
বিখ্যাত গজেশ্বর আছেন। গন্ধা ইহার প্রতিষ্ঠা
করেন। পূর্বে বাতাপিতকপকালে তদগবান্ অগন্ত্য
অভক্ষ্যতকপজনিত পাপাপনোদনের জন্ত গন্ধা
দেবীকে আহ্বান করেন। তিনি আসিয়া তাঁহার
ভক্তি বিধান করত ঐ স্থানে অবস্থান করেন। ঐ
স্থান সমীপে ও পাপহর। এই স্থানে জ্ঞান

ষড়শীত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গজেশ্বরাদেবি বালার্ক
পাপনাশনম্। আগন্ত্যাত্মমতো দেবি উত্তরে
নাতিদূরতঃ। ১। বাল এব তু স্বাকর্ষতপন্তপে
পুরা শ্রিয়ে। তেন বালার্ক ইত্যেতন্মায় খ্যাতঃ
ধরাতলে। ২। তং দৃষ্ট্য রবিবারেণ ন কুণী জায়তে
নয়ঃ। বালানাং যোগজা পীড়া ন সমুদ্রাৎ
কদাচন। ৩।

ইতি জ্ঞানোক্তভূমতীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষড়শীত্যা-
ধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ। ২৮৬।

সপ্তাশীত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গজেশ্বরাদেবি অজ্ঞা-
পালেশ্বরীঃ শুভাম্। অগন্ত্যস্থানপূর্বেণ নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্। ১। রঘুবংশসমুদ্ভূতো হিজাপালো
নৃপোত্তমঃ। স তজ দেবীমারাদ্য পাপরোগ-

দান ও জপাদি করিয়া গজেশ্বর দর্শন করিলে অভক্ষ্য-
তকপজনিত পাপ হইতে মানব মুক্ত হয়। ২১—৩৩।
পঞ্চাশীত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৫।

ষড়শীত্যাধিকাবিশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অতঃপর মানব
পাপনাশন বালার্কসমীপে গমনকরিতে। এই স্থান
অগন্ত্যাত্মমের উত্তরে অনতিদূরে অবস্থিত। পূর্বে
বাল্যকালে অর্ক এখানে তপস্তা করিয়াছিলেন।
সেই জন্তই এই স্থান বালার্ক নামে খ্যাত হই-
য়াছে। এই স্থান দর্শন করিলে মানব কুণী হয়
না এবং বালকগণের কদাচ কোন পীড়া জন্মে
না। ১—৩।

ষড়শীত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮৬।

সপ্তাশীত্যাধিকাবিশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অতঃপর মানব
অজ্ঞাপালেশ্বরীসমীপে গমন করিতে। ইহা
অগন্ত্যাত্মমের পূর্বে অনতিদূরে অবস্থিত। রঘু-
বংশসমুদ্ভূত রাজা অজ্ঞাপাল উক্ত দেবীকে

বশকরীম্ ॥ ২ ॥ অজারূপাংচ যোগান্ বৈ চারয়ামাস
ভূমিপঃ । তত্র তাং হাপয়ামাস স্বনায়া পাপ-
নাশিনীম্ ॥ ৩ ॥ যন্তাং পুজয়তে ভক্ত্যা তৃতীয়ায়াঃ
বিধানতঃ । বলং বুদ্ধিঃ যশো বিদ্যাঃ সৌভাগ্যঃ
প্রাণুয়ামসঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে প্রভাসকেতুমাহাত্ম্যোহজ্ঞাপালেশ্বরী-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চাশীত্যাধিকাবিশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ২৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বালাদিত্য-
মিতি শ্রুতম্ । অগন্ত্যহানতঃ পূর্বে গব্যুতি-
ষিতয়েন তু ॥ ১ ॥ স্থানং সপাটিকা নাম তস্ত দক্ষি-
ণতঃ স্থিতম্ । গব্যুতিমাত্রং দেবেশি বালার্ক ইতি
বিজ্ঞতম্ ॥ ২ ॥ যত্র চারায়িতা বিদ্যা, বিশ্বামিত্রেণ
ধীমতা । সংস্থাপ্য লিঙ্গজিতয়ঃ প্রতিষ্ঠাপ্য তথা
রবিম্ ॥ ৩ ॥ বিদ্যায়াঃ সাধনং চক্রে সিদ্ধিঃ সূর্য্যাদ-
বাপ্তবান্ । বালাদিত্যোতি তেনাসৌ ততঃ খ্যাতিমগাৎ
প্রভুঃ ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি ভাক্করং পাপ-

পাপরোগক্ষয়করী দেবীর আরাধনা করিয়া অজা-
রূপী যোগদিগকে ঐ স্থানে চারণ করিতেন । তিনি
নিজ নামে ঐ দেবীকে ঐ স্থান স্থাপনে করিয়াছি-
লেন । যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক তৃতীয়া তিথিতে ঐ
দেবীর পূজা করে, সে বল, বুদ্ধি, যশ, বিদ্যা ও
সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে । ১—৪ ।

সপ্তাশীত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৭ ।

অষ্টাশীত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
বালাদিত্য সরিধান্নে গমন করিবে । অগন্ত্যহ্নমের
পূর্বে ক্রোশব্রহ্মের মধ্যে সপাটিকা নামক এক
স্থান আছে, তাহার দক্ষিণে চতুষ্কোশখুগ পরিমিত
যে স্থান, তাহাই বালাদিত্য-কেতু । ধীমান্ বিশ্বা-
মিত্রে লিঙ্গজয় সংস্থাপন এং রবিদেবের প্রতিষ্ঠা
করিয়া ঐ স্থানে বিদ্যার আরাধনা করিয়াছিলেন ।
তিনি বিদ্যাসাধনা করিয়া ঐ স্থানে সূর্য্য হইতে
সিদ্ধি লাভ করেন । এই জন্তই ঐ দেব বালা-
দিত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । হে দেবি !

তত্ত্বরম্ । ন দারিদ্ৰ্য্যম্ভাংঘোতি : ধাবজীবতি
মানবঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীহান্দে বালার্কমাহাত্ম্যাবর্ণনং অষ্টাশীত্যা-
ধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৮ ॥

একোনবত্যাদিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্ত্ৰৈব দক্ষিণে দেবি তন্মাদ্-
গব্যুতিমাত্রতঃ । পাতালগামিনী গন্ধা সংস্থিতা
পাপনাশিনী ॥ ১ ॥ বিশ্বামিত্রেণ চাহুতা স্নানার্থঃ
বরবর্ণিনি । তত্র স্নান্য মহাদেবি মুচ্যতে সৰ্গ-
পাতকৈঃ ॥ ২ ॥ তত্র গচ্ছেৎস্বয়ং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রেস্বয়ং
তথা । বাণেশ্বরক সশ্রেষ্ঠস্য সর্বান কামান-
বাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীহান্দে বালার্কমাহাত্ম্যো পাতালগচ্ছেৎস্বয়ং
মিত্রেস্বরবালেস্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নটমেকোনবত্য-
ধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৯ ॥

নবত্যাদিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কুবের-
স্থানমুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধিঃ পুত্রা দেবি কুবেরো ধনদো-

মানব ঐ পাপতত্ত্বর ভাক্করকে দর্শন করিয়া ধাবজী-
বন দারিদ্ৰ্য্য প্রাপ্ত হয় না । ১—৫ ।

অষ্টাশীত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৮ ।

উননবত্যাদিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! বালাদিত্যের
দক্ষিণে ক্রোশব্রহ্মের মধ্যে পাপনাশিনী গন্ধা
আছেন । বিশ্বামিত্রে স্নানার্থ ভাংকে আহ্বান
করিয়াছিলেন । উক্ত গন্ধায় স্নান করিয়া নর সৰ্গ-
পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ঐ স্থানে গচ্ছে-
ৎস্বয়ং, বিশ্বামিত্রেস্বয়ং, এবং বালেস্বরকে দর্শন করিলে
মানবগণের সর্বকাম সিদ্ধ হয় । ১—৩ ।

উননবত্যাদিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৯ ।

নবত্যাদিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর
মানব কুবেরস্থানে গমন করিবে ।

হতবৎ ১১ । ব্রাহ্মণশৌর্যরূপেণ তত্র স্থানেহবসৎ
 পুরা । স চ যে ভক্তিযোগেন পুরা বৈ ধনদঃ কৃতঃ ।
 ২ । দেব্যাবাচ । কথং স ব্রাহ্মণো কৃষা চৌররূপো
 নরাধমঃ । তস্মৈ কথয় দেবেশ ধনদঃ স যথাভবৎ ।
 ৩ । ঈশ্বর উবাচ । তস্মিন্নরশে মহাদেবি যদ্বন্তঃ
 চৌন্তমেহন্তরে । কথয়িষ্যামি তৎসৰ্বং শিবমাহাশ্বা-
 ন্ধচকব্ ৪ । কশ্চিদাসীদ্বিজো দেবি দেবশশ্ব্যেতি
 বিজ্ঞতঃ । প্রভাসকেতনিলয়ো স্তম্ভমত্যন্তটেহবসৎ ।
 ৫ । পুত্রকেতনকলত্রাদিবিষাণ্যপৈকরতঃ সদা । বিহা-
 য়াধ স গার্হস্থ্য ধনার্থং লোভমোহিতঃ । প্রচ্যায়
 মহীমেতাং সগ্রামনগরাস্তরাম্ ৬ । ভাৰ্য্যা তন্ত
 বিলোলাকী তন্ত গোহাধিনিগতা । স্বচ্ছন্দচারিণী
 নিত্যং নিত্যং চানন্দমোহিতা ৭ । তন্তাঃ কদাচিত্ত
 পুত্রস্ত শূদ্রাজ্ঞাতো বিধেৰ্শশুৎ । হৃষ্টাশ্বাতীব
 নিপুঞ্জো নান্না হুঃসহ ইত্যতঃ ৮ । সোহং কালেন
 মহতা নামকর্ষপ্রবর্তিতঃ । ব্যসনোপহতঃ পাপস্ত্যক্তো
 বদ্ধুলনৈন্তথা ৯ । পূজোপকরণং দ্রব্যং স
 কাশ্মণ্ডলিচ্ছিবালয়ে । বহু দোষামুণে দৃষ্টী হর্জু-
 কামোহবিশন্ততঃ ১০ । বাবদীপোর্ গতপ্রায়ো

স্থানে তপস্তা করিয়া ধনদ কুবের সিদ্ধ হইয়াছিলেন ।
 পূর্বে এক চৌর ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে বাস করতেন ।
 তিনিই আমার প্রতি ভক্তিপ্রভাবে ধনদ হন । দেবী
 বলিলেন,—হে দেব ! কিজন্ত তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া
 চৌর এবং ধনদ হইলেন বলুন ? ঈশ্বর বলিলেন,
 —দেবি । এই ঘটনার পূর্বে উভয় সরস্বত্রে যাচা
 ঘটয়াছিল, সেই শিবমাহাশ্বান্ধচক প্রবন্ধ আমি
 বলিতেছি । প্রভাসকেত্রে স্তম্ভমতীতীরে দেবশশ্বা
 নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি সর্বদা পুত্র-কেত-
 নকলত্রাদিবিষাণ্যে রত থাকিতেন । গার্হস্থ্য ধর্ম
 পরিত্যাগ করিয়া তিনি লোভবশত ধনার্থ সগ্রাম-
 নগরাস্তরায় এই মহীতে বিচরণ করিতেন । তিনি
 প্রোথিত হইলে তাঁহার বিশালাকী পত্নীও গৃহ
 হইতে নির্গত হইলেন । তিনি অনঙ্গমোহিতা
 হইয়া যথেষ্ট বিচরণ করিতে লাগিলেন । কালে
 দৈববশে শূদ্র হইতে তাঁহাতে এক পুত্র উৎপন্ন
 হইল । সে অত্যন্ত দুঃ ও উজ্জ্বলা হইল ।
 তাহার নাম হইল হুঃসহ । কালে সে নামান্বয়
 কর্ত্তে প্রবৃত্ত হইল । এই পাপ ব্যসনোপহত হইলে
 বদ্ধুগণ-তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন । একদা সে
 প্রদোষসময়ে পূজোপকরণ দ্রব্য অপহরণ
 করিয়া জন্ত কোন শিবালয়ে প্রবেশ করে ।

বর্ত্তিছেদোহতবৎ কিল । তাবন্তেন দশা দশা
 দ্রব্যাবেষণকারণাৎ ১১ । প্রবুদ্ধচৌখিত্তত
 দেবপূজাকরো নরঃ । কোহয়ং কোহয়মিতি প্রোক্তৈ-
 র্য্যাহরৎ পরিষ্রাব্যুধঃ ১২ । স চ প্রাণতন্নরষ্ট-
 শূদ্রজ্ঞচাপি মৃতবীঃ । বিনিন্দন্নানো জয় কর্ম
 চাপি স্তম্ভখিতঃ ১৩ । পুরপালৈর্হতোহবস্তাং
 মৃতঃ কালাদ্ভুতঃ সঃ । গাছারবিষয়ে রাজা খ্যাতো
 নান্না স্তম্ভখিতঃ ১৪ । গীতবাদ্যরতস্তত্র বেণ্ডাস্ত
 নিরতো ভৃশম্ । প্রজোপদ্রবকর্ম্মখঃ সর্বধর্ম্ম-
 বহিকৃতঃ ১৫ । কিস্কর্ত্তনয় সনৈবাসৌ লিঙ্গং
 রাজ্যক্রমাগতম্ । পুষ্পশগুপনৈবোদ্যাদি-
 ভিরমজ্জবৎ ১৬ । মুখ্যে চ সদা কালে
 দেবতায়তনেষু চ । দদ্যাৎ স বহুলান দীপান বর্ত্তি-
 ভিচ্চ সমুজ্জলান্ ১৭ । কদাচিত্তগ্ন্যাসক্তো
 বভ্রাম স চ বৌধ্যবান্ । প্রভাসকেত্নমাগত্য পূর্ব-
 সংস্কারভাবিতঃ ১৮ । পট্টৈরভিহতো যুদ্ধে
 স্তম্ভস্ত্যন্তটে শুভে । শিবপূজাবিধানেন বিধ-
 ত্যশেষপাতকঃ ১৯ । ততো বিজ্ঞবসন্তাসৌ
 পুত্রোহভুভুবি বিজ্ঞতঃ । যঃ স এব মহাতেজাঃ
 সর্বযজ্ঞাধিপো বলী ২০ । কুবের ইতি

মান্দরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, প্রদীপ গতপ্রায় ;
 বর্ত্তি শেষ হইয়াছে । তদদর্শনে সে দ্রব্যাবেষণের
 নিমিত্ত প্রদীপে দশা প্রদান করে ১—১১ । তখন
 দেবপূজার বিপ্র জাগিয়া উঠিলেন । তিনি তখন এক
 মুদ্রায় লইয়া “কে ও, কে ও” করিতে লাগিলেন ।
 তখন ঐ শূদ্রজাত ব্রাহ্মণ প্রাণতয়ে তথা হইতে
 পলায়ন করিল । সে হুঃখতভাবে আশ্রয়-কর্ম্মের
 নিন্দা করিতে লাগিল । কালে সে পুরপালগণ
 হইতে গচ্ছ প্রাপ্ত হইয়া গাছার দেশে স্তম্ভখিত
 নামে গীতবাদ্যরত বেণ্ডাসক্ত বখ্যাত প্রজাপীড়ক
 মূর্খ সর্বধর্ম্মবাহিকৃত রাজা হওয়া জয়গ্রহণ করিল ।
 কিন্তু সে জন্মে জন্মে কখন হুয়া মুখ্য দেবায়তনে
 পুষ্প, মালা, ধূপ, দীপ, গন্ধ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা
 লিঙ্গ আরাধনা করিতে বিরত হয় নাই । বর্ত্তি
 দ্বারা উজ্জল করিয়া সে দেবায়তনে বহু দীপ দান
 করিত । একদা সে যুগ্মদ্বারদ্বয়ে প্রভাসে গিয়া
 স্তম্ভমতীতটে শক্তহস্তে নিহত হয় । জীবনান্তে
 শিবপূজার কলে সমস্ত পাতক নাশ হওয়ায় সে
 পরজন্মে বিজ্ঞবার পুত্র কুবের হইয়া জয়গ্রহণ করে
 —করিয়া সে স্তম্ভমতীর পূর্বে কোবেরের পশ্চিমে
 সোমনাথ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠানন্তর যথাবিধি

ধর্মাস্ত্রাঙ্কতলীলসমমবিতঃ। লিঙ্গং প্রতিষ্ঠায়াস
স্তম্ভমত্যাচ পূর্বতঃ। ২১। কোবেরাংপশ্চিমে
ভাগে সোমনাথেতি বিজ্ঞতম্। সম্পূজ্য চ যথৈ-
শানং স্তম্ভমত্যাচটে শুভে। স্তোত্রোপায়েন
চাষ্টোবীজক্যা তং সর্বকামদম্। ২২। মূর্তিঃ
কাপি মহেশ্বরস্ত মহতী যজ্ঞস্ত মূলোদয়া তুহী তুঙ্গ-
কলাবতী চ শতশো ব্রহ্মাণ্ডকোটিলখা। ঘনানং ন
পিভামহো ন চ হরিব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থিতো জানাত্যন্ত-
সুরেষু কা চ গণনা সা সম্ভবতঃ বোহবতাং। ২৩।
নম্যাম্যহং দেবমজং পুরাণমুপেন্দ্রমিত্রাবররাজজুষ্টম্।
শশাঙ্কসুধ্যায়িসমাননেজং বৃষেন্দ্রচিহ্নং প্রলয়াদিহেতুম্।
২৪। সর্বেশ্বরৈকজিবলৈকবন্ধুং যোগাধিগম্য
জগতোহধিবাসম্। তং বিশ্বয়াধারমনন্তশক্তিং
জানোক্তব ধৈর্যগুণাধিকং। ২৫। পিনাকপাশাঙ্কশ-
শূলহস্তং কপর্দিনং মেঘসমানঘোষম্। সকালকণ্ঠঃ
ফটিকাভাসং নামামি শব্দুঃ ভুবনৈকনাথম্। ২৬।
কপালিনঃ মালিনমাদিদেবং জটায়ুঃ ভীমভুজ-
হারম্। প্রভাসিতারুণং সহস্রমূর্তিঃ সহস্রলীৰং পুরুষঃ
বিশিষ্টম্। ২৭। যদাকরঃ নির্গুণমপ্রমেয়ং সজ্যোতি-
রেকঃ প্রবদন্তি সন্তঃ। দুবঙ্গমং বেদ্যমনিদ্যাবন্দ্যং
সর্বেষু হৃৎসং পরমং পবিত্রম্। ২৮। তেজোনিভং
বালমৃগাঙ্কমোলিঃ নমামি রুদ্রং ক্ষুরহ্রদবজ্রম্।
কালেন্দনং কামদমস্তসদিশং ধর্মাসনস্থং প্রকৃতি-

পূজান্তে যে স্তোত্র পাঠ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ
কর;—মহাদেবের যে মহতী মূর্তি যজ্ঞের মূল-
উদয়রূপ, যাহা তুহী ও তুঙ্গকলাবতী, যাহা
শত শত ব্রহ্মাণ্ডকোটিলরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু যাহার
পরিমাণ জানেন না, অস্ত্র দেবতার কথা কি
বলিবে? সেই মূর্তি নিখিল জগৎ পালন করক।
দেব, অজ, পুরাণ, উপেন্দ্র, ইন্দ্রাবররাজজুষ্ট,
শশাঙ্কসুধ্যায়ি-সমাননেজ, বৃষেন্দ্রচিহ্ন, প্রলয়াদিহেতু,
সর্বেশ্বরৈকজিবলৈকবন্ধু যোগাধিগম্য, জগরিবাস,
বিশ্বয়াধার, অনন্তশক্তি, জানোক্তব ধৈর্যগুণ-
ধিক, পিনাকপাশাঙ্কশশূলহস্ত, কপর্দী, মেঘসমান-
ঘোষ, সকালকণ্ঠ, ফটিকাভাস, শব্দু, ভুবনৈকনাথ,
কপালী, মালী, আদিদেব, জটায়ু, ভীম, ভুজ-
হার, প্রভাসিতা, সহস্রমূর্তি, সহস্রলীৰ, পুরুষ,
বিশিষ্ট, অক্ষর, নির্গুণ, অপ্রমেয়, সজ্যোতি, এক,
দুয়ঙ্গম, বেদ্য, অনিদ্য, বন্দ্য, সর্বজন্য, পরম
পবিত্র, তেজোনিভ, বায়ু, মৃগাঙ্কমোলি, রুদ্র, ক্ষুর-
হ্রদবজ্র, কালেন্দন, কামদ, অস্ত্রসদ, ধর্মাসনস্থ, প্রকৃতি-

দ্বয়স্বম্। ২৯। অতীন্দ্রিয়ঃ বিশ্বভূজঃ জিতারিঃ
গুণজয়াতীতমজঃ নিরীহম্। তমোময়ং বেদময়ং
চিদংশং প্রজাপতীশং পুরুহুতমিত্রম্। অনাহ-
তৈকধ্বনিরূপমাদ্যং ধ্যায়ন্তি যং যোগবিদো
যতীন্দ্ৰাঃ। ৩০। সংসারপাশচ্ছিন্নং বিমুক্তং
পুনঃ পুনস্তাং প্রণম্যধি দেবম্। ৩১। নিরূপ-
মান্তঞ্চ বলপ্রভাবং ন চ স্বভাবং পরমস্ত পুংসঃ।
বিজ্ঞায়তে বিষ্ণুপিতামহাদ্যৈস্তং বামদেবং প্রণম্য-
চিন্ত্যম্। ৩২। শিবং সমারাধ্য তমগ্রমূর্তিঃ পপৌ
সমুদ্রং ভগবানগস্ত্যঃ। লেভে দিলীপোহপ্যখিলাশ্চ
কামান্তং বিশ্বযোনিং শরণং প্রপণ্য। ৩৩। দেবেশ্চ-
ন্দ্রোদ্ধর মামনাথং শস্তো রূপাকারিকঃ কিল হম্।
দুঃখার্ণবে ময়মুন্মেষ দীনং সমুদ্রয় ত্বং ভব
শক্তরোহসি। ৩৪। সম্পূজয়ন্তো দিবি দেবসত্ত্বা
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রা বিহরন্তি কামম্। তং স্তোমি নোমীহ
জপামি শরুং বন্দেহভিবন্দ্যং শরণং প্রপন্নঃ। ৩৫।
স্বৈবমীশং বিররাম যাবতাবৎস রুদ্রোহর্কসহস্র-
তেজাঃ। দদৌ চ তম্বে বরদোহঙ্কারিবরজয়ং
বৈশ্ববল্লভ দেবঃ। সধ্যঞ্চ দিকৃপালপদং চতুর্থং

প্রকৃতিদ্বয়, অতীন্দ্রিয় বিশ্বভূজ, জিতারি, গুণজয়া-
তীত, অজ, নিরীহ, তমোময়, বেদময়, চিদংশ,
প্রজাপতীশ, পুরুহুত, ইন্দ্র, অনাহতৈকধ্বনিরূপ
এবং আদ্যকে আমি নমস্কার করি। যোগবিৎ
যতীন্দ্রগণ তাঁহাকে ধ্যান করেন। আমি বিমুক্ত
হইয়া সংসারপাশচ্ছিন্ন সেই দেবকে প্রণাম করি।
ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু বাহার নিরূপম আস্য, বণ, প্রভাব,
ও স্বভাব জ্ঞাত নহেন, আমি সেই আচন্ত্য বাম-
দেবকে নমস্কার করি। ভগবান্ অগস্ত্য বাহার
আরাধনা করিয়া সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; দিলীপ
বাহার প্রসাদে আত্মলাভ করিয়াছিলেন;
আমি সেই বিশ্বযোনিকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইতেছি।
হে দেবেশ্চন্দ্র! শস্তো! তুমি পরমরূপকারিক, এ
অনাথকে উদ্ধার কর। হে তব! আপনি উন্মেষএবং
মঙ্গলময়, আমি দুঃখার্ণবে পতিত হইয়াছি, উদ্ধার
করুন। স্বর্গে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ
বাহার পূজা করিয়া অন্তিমভিত লাভ করত বিহার
করেন, আমি তাঁহাকে স্তব করিতেছি, নমস্কার
করিতেছি, জপ করিতেছি, বন্দনা করিতেছি এবং
শরণরূপে প্রাপ্ত হইতেছি। এইরূপে স্তব করিয়া
কুবের যেমন বিরত হইল, অমান সহস্রঅর্কতেজা
রুদ্র তাঁহাকে বরজয় প্রদান করিলেন। যথা—

ধনাধিপত্যক্ দিবৌকসাক্ ॥ ৩৬ ॥ যন্মাহত্ব যন্ম
সম্যক্ত্বমত্যাগতে শুভে । আরাধিতোহং বিধি-
বৎকৃৎস্মা মূর্তিঃ মহীময়ী ॥ ৩৭ ॥ তন্মাহত্বৈব নাহা
তৎস্থানং ধ্যাং ভবিষ্যতি । কুবেরনগরেত্যেবং
মম প্রীতিপ্রদায়কম্ ॥ ৩৮ ॥ যন্ম প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গ-
মন্মাহত্বানাচ্চ পশ্চিমে । উমানাথস্ত বিধিবৎ সোমনা-
থেতি তৎস্মৃতম্ ॥ ৩৯ ॥ ত্রিপঞ্চম্যাং বিধানেন
যন্তক পূজয়িষ্যতি । সপ্তপুরুষাবধির্ধাবন্তস্ত লক্ষ্মী-
র্ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

ইতি ত্রিকাল্মে কুবেরনগরোৎপত্তি-কুবেরস্থাপিত-
সোমনাথমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম নবত্যাধি-
শততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ২২০ ॥

একনবত্যাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্মাহত্বরভাগে তু স্থানং
কৌবেরসংজ্ঞকং । তদ্রাকালী মহাদেবি বাহিতার্থ-
প্রদায়িনী ॥ ১ ॥ দক্ষযজ্ঞস্ত বিধংসে বীরভজ-
সমধিতা । তদ্রাকালী মহাদেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥
২ ॥ চৈত্রে মাসি তৃতীয়ায়াং দেবীং ত্যাং যন্ত
পূজয়েৎ । নবকোটিং চামৃগু ভবিষ্যন্তি সুপু-

ষ্ঠাহার সহিত সখ্য, দিকপালপদ ॥ ৩ ॥ ধনাধি-
পত্ব । দেবদেব বলিলেন,—যে হেতু তুমি এই
স্থানে ন্যাক্ষমতীতে আমার মহীময়ী মূর্তি করিয়া
বিধিবৎ আরাধনা করিয়াছ, অতএব তোমার নামে
এইস্থান কুবেরনগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবে ।
এইস্থান আমার অতিশয় প্রীতিদায়ক হইবে । আর
এইস্থানের পশ্চিমে তুমি যে উমানাথের লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাহা সোমনাথ নামে প্রসি-
দ্ধ হইবে । যে জন ত্রিপঞ্চমীদিনে ঐ লিঙ্গ পূজা করে,
সপ্ত পুরুষ যাবৎ তাহার লক্ষ্মী লাভ হয় ॥ ১২—৪০ ॥

নবত্যাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২০ ॥

একনবত্যাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি । পূর্বে
কুবেরনগরের উত্তরে বাহিতার্থপ্রদায়িনী ত
কালী দেবী আছেন । দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার সময়
তদ্রাকালী বীরভজসহ মিলিত হইয়া দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ
করিয়াছিলেন । যে জন চৈত্রী তৃতীয়ায় তদ্রাকালী

জিতাঃ । সৌভাগ্যং বিজয়ং চৈব তন্ত লক্ষ্মীর্ভবি-
ষ্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি ত্রিকাল্মে তদ্রাকালীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
নবত্যাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২১ ॥

দ্বিনবত্যাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্মাহত্বরভাগে তু স্থানং
কৌবেরসংজ্ঞকং । তদ্রাকালী মহাদেবি তপঃ কৃৎস্না
সুহস্তরম্ ॥ ১ ॥ রবিং সংস্থাপয়ামাস তক্ত্যা
পরময়া যুতা । রবিবারেণ সপ্তম্যাং রক্তপুষ্পাঙ্ক-
লেপনৈঃ ॥ ২ ॥ যন্তং পূজয়েত তক্ত্যা কোটিযজ্ঞ-
কলং লভেৎ । ঘৃহ্যতে বাতপিত্তোথৈ রোগৈরন্তৈশ্চ
পুঙ্কলৈঃ ॥ ৩ ॥ অরন্তজৈব দাতব্যঃ সম্যগ্‌যাজ্ঞাকলে-
প্তুভিঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ত্রিকাল্মে তদ্রাকালীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিনবত্যাধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

দেবীর পূজাকরে, তাহার নব কোটি চামুণ্ডা পূজা
করিয়া কল হয় । অপিচ তাহার সৌভাগ্য, বিজয়,
এবং লক্ষ্মী লাভ হয় ॥ ১—৩ ॥

একনবত্যাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২১ ॥

দ্বিনবত্যাধিক বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—উক্ত স্থানের ॥ উত্তরে
তদ্রাকালী দেবী সুহস্তর তপস্তা করিয়া পরমোক্তি
সহকারে রবিরেবকে স্থাপন করেন । যে জন
রবিবার সপ্তমীতথিতে পুষ্পাঙ্কলেপন দ্বারা উক্ত
দেবীর পূজা করে, সে কোটি যজ্ঞ কল প্রাপ্ত
হয় । অপিচ সে বাতপিত্তোথ ও অস্তান্ত রোগ
সকল হইতে মুক্তি লাভ করে । সম্যক
যাজ্ঞাকলেপু ব্যক্তিগণ ঐ স্থানে অর পান
করবেন ॥ ১—৪ ॥

দ্বিনবত্যাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২২ ॥

ত্ৰিনবত্যধিকশিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তদ্ব্যবহাৰং স্থানৈৰ্ব্যত্যা-
বরবর্ণিনি । যয়ঃ স্থিতঃ কুবেরস্ত সৰ্গদারিত্র্য-
নাশনঃ । ১ । মকরাদিনিধানৈস্ত অষ্টাতিঃ পরি-
তৃষিতঃ । পঞ্চম্যাং পূজয়েত্তত্যাং গচ্ছপুশ্চিলে-
পনৈঃ । নিধানপ্রাপ্তিরতুলা নিৰ্দ্ধিয়া তন্ত জায়তে । ২ ।
ইতি ত্ৰিকান্দে কুবেরমাধ্যবর্ণনং নাম ত্ৰিনবত্যধিক-
শিশতমোহধ্যায়ঃ । ২০০ ।

চতুৰ্ণবত্যধিকশিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি কোবে-
র্যাং পূৰ্ণসংস্থিতম্ । গবৃতিপঞ্চকে দেবি পুৰুষঃ
নাম নামতঃ । যজ্ঞ সিন্ধো মহাদেবি কৈবৰ্ত্তো মৎস্ত-
ঘাতকঃ । ১ । দেব্যাচ । সবিস্তরং মম ক্রহি
কথং স সিজিমাং বৈ । কথং যঃ প্রসাদেন দেবদেব
মহেশ্বর । ২ । ঈশ্বর উবাচ । শৃণু স্বং যৎ-
পুত্রাবৃত্তং দেবি বারোচিষেহস্তরে । আসীৎ-
কশিদ্ভ্রাচারঃ কৈবৰ্ত্তো মৎস্তঘাতকঃ । ৩ ।

ত্ৰিনবত্যধিক শিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরবর্ণিনি ! পূৰ্ণোক্ত
বৈষ্ণব স্থানের নৈঋতকোণে সৰ্গদারিত্র্য-নাশন
কুবের বিদ্যমান । তিনি অষ্ট মকরাদি নিধানের
দ্বারা পরিশোভিত । যে জন পঞ্চমীতিথিতে গচ্ছ-
পুশ্চিলেপন দ্বারা তাঁহার পূজা করে, তাহার
নিৰ্দ্ধিয়ারে অতুল নিধানপ্রাপ্তি হয় । ১ । ২ ।

ত্ৰিনবত্যধিক শিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০০ ।

চতুৰ্ণবত্যধিক শিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অস্তপন্ন মানব
কোবের নগরের পূৰ্বে ক্রোশময়পঞ্চক মধ্যে
অবস্থিত পুৰুষ কেজ্রে গমন করিবে । হে দেবি ।
এই তীর্থে মৎস্তঘাতী কৈবৰ্ত্ত সিজি লাভ করিয়া-
ছিল । দেবী বলিলেন,—হে দেবদেব মহেশ্বর ।
আপনি কণ্য করিয়া বিদ্বতরূপে বহুদন, যেরূপে সে
সিজি লাভ করিল ? ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি । এ
বিস্ময়ের পুরাবৃত্ত প্রবণ কর,—বারোচিষ মন্ত্র
আমিকারকালে এক দুরাজর মৎস্তঘাতী কৈবৰ্ত্ত ছিল ।

স কদাচিত্তরূপাণঃ পুৰুষে কু জগাম বৈ ।
দদর্শ শাকরং বেষ্ম লতাপাদপসঙ্কলম্ । ৪ । স
মাধমাসে শীতার্ধঃ । ক্রিয়জালসমবিতঃ । প্রাসাদ-
মাকরোহাৰ্ত্তঃ স্বৰ্ঘ্যতাপজিয়ুক্ষমা । ৫ । ততঃ স
ক্রিয়জালং তচ্ছোষণায় রবেঃ কটৈঃ । প্রাসাদধ্বজ-
দণ্ডাগ্রে সস্ত্রাসারিতবাঃ স্তম্ভাঃ । ৬ । ততঃ প্রাসাদতো
দেবি জাভ্যাং সম্পতিতঃ ক্রমাৎ । স যুতঃ সহসা
দেবি তস্মিন্ কেচন শিবস্ত ৫ । ৭ । জালং তন্ত
প্রভুতেন জীর্ণ কালেন যন্তদা । ধ্বজা বজ্রা যজ্ঞো
জালৈঃ প্রাসাদে সা শুভেহন্তবৎ । ৮ । ততোহসৌ
ধ্বজমাধ্যাক্ষাতোহবস্তাঃ নরাধিপঃ । ঋতধ্বজেতি
বিখ্যাতঃ সৌদ্রাষ্ট্রবিষয়ে সুধীঃ । স হি কুরুজজ্ঞা-
গ্রেণ রথেন পর্যটয়হীম্ । ৯ । কামভোগাতি-
ভূতাত্মা রাজ্যং চক্রে প্রতাপবান্ । ততোহসৌ
ভবনে শতোদ্দিশৌ শোভাসমবিতাম্ । ধ্বজাং শুভ্রাং
বিচিত্রাঞ্চ নান্তংকিঞ্চিদপি প্রভুঃ । ১০ । ততো
জাতিশ্রয়ো রাজা প্রভাসকেতুমাগতঃ । দদর্শ
তদ্রায়তনং ধ্বজজালসমবিতম্ । ১১ । অজোগমস্ত
দেবস্ত পূৰ্ণমারাদিতস্ত ৫ । প্রাসাদঃ কারয়ামাস

একদা সেই পাপাত্মা করিতে করিতে পুৰুষে গমন
পূৰ্ণক লতাপাদপসঙ্কল শাকরভবন দর্শন করে ।
এক দিন মাধমাসে ক্রিয় জালসমবিত ধীবর অত্যন্ত
শীতার্ধ হইয়া স্বৰ্ঘ্যতাপ গ্রহণেচ্ছায় প্রাসাদে আরো-
হণ করিয়া ক্রিয় জালটী শুক করিবার জন্ত প্রাসাদ-
ধ্বজদণ্ডে প্রসারিত করিয়া দেয় এবং সে শীতে
অতিশয় কাতর হইয়া সহসা জাভ্যবশত প্রাসাদ
হইতে পতিত হয় ও পঞ্চ পায় । এইরূপে তাহার
শিবকেজ্রে যুত হয় । জালটী তার অনেক কালের
জীর্ণ ছিল । এই জাল প্রসারিত করায় তাহার
ধ্বজা দেওয়ার কার্য্য হইল । ইহারই কালে সে
অবনীতে নরাধিপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল । এই
ধীবর সৌদ্রাষ্ট্রে ঋতধ্বজ নামক রাজা হইয়াছিল ।
রাজা ঋতধ্বজ কুরিভধ্বজ রথে আরোহণপূৰ্ণক
মহৌ পর্যটন করিয়া বিবিধ কামভোগ উপভোগ
করত প্রতাপসহকারে রাজ্য করিতেছিলেন ।
একদা তিনি শম্ভুভবনে শোভাসমবিত শুভধ্বজা
প্রদান করেন । এতদ্ব্যতীত অস্ত আর কোম কর্ত্ত
করেন না । ইহাতে রাজা জাতিশ্রয় হইয়া একদা
প্রভাসে আইসিলেন এবং ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া
দেখিলেন যে, তাঁহার পূৰ্ণজন্মপ্রদত্ত ধ্বজা-জাল
প্রাসাদে অদ্যাপি ললিত রহিয়াছে । অতঃপর তিনি

শিবোপকরণানি চ । ১২ । নিত্যং পূজয়তে ভক্ত্যা
তল্লিঙ্গং পাপনাশনম্ । দশবর্ষসহস্রাণি রাজ্যং চক্রে
মহামনাঃ । ১৩ । তল্লিঙ্গস্ত প্রভাবেন ততঃ কাল-
দিবং গতঃ । তন্মাস্তজ প্রযত্নেন গম্বা লিঙ্গং প্রপূ-
জয়েৎ । ১৪ ॥ নাস্তা পশ্চিমতঃ কুণ্ডে পুঙ্করে পাপ-
ভঙ্করে । যত্র ব্রহ্মাহবজৎপূৰ্ণং যত্নৈর্কিপুলদক্ষিণৈঃ ।
১৫ ॥ সমাহুয় চ তীর্থানি পুঙ্করাস্তজ ভামিনি ।
ভামিন্ কুণ্ডে তু বিস্তৃত অজোগন্ধসমীপতঃ । প্রতি-
ষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গমজোগন্ধেতি নামতঃ । ১৬ ॥ ত্রিপুঙ্করে
মহাদেবি কুণ্ডে পাতকনাশনে । সৌবর্ণং কমলং তত্র
দদাদ্ ব্রহ্মপুঙ্কবে । ১৭ ॥ দেবং সম্পূজ্য বিধি-
বদগন্ধপুষ্পাকতাদিভিঃ । মূঢ়্যতে পাতকৈঃ সর্কৈঃ
সগুজম্যাজিতৈরপি । ১৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পুঙ্করমাহাত্ম্যে অজোগন্ধেশ্বর-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুর্নবত্যাধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৪ ॥

পঞ্চনবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্মাদৌশানদিগুণ্ডাগে ইন্দ্রহান-
মহুত্তমম্ । গব্যুতিপঞ্চমাশ্রেণ যত্র চন্দ্রসরঃ প্রিয়ে ।

ঈ পূর্করাধিত দেবের প্রাসাদ ও বিবিধ পূজারূপ
প্রদত্ত করাইয়া দিয়া ভক্তিপূর্বক ভীহার পূজা
করিতে থাকিলেন । এইরূপে লিঙ্গপ্রভাবে তিনি
দশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া কালে স্বর্গলাভ করি-
য়াছিলেন । অতএব মানবগণ এই পাপভঙ্কর পুঙ্কর-
কুণ্ডে স্নান করিয়া যত্নপূর্বক লিঙ্গপূজা করিবে ।
পূর্বে ব্রহ্মা পুঙ্কর হইতে তীর্থ আবাদন করিয়া
অজোগন্ধসমীপস্থ কুণ্ডে স্থাপন ও সেখানে অজো-
গন্ধ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া যত্র সম্পাদন
করিয়াছিলেন । হে দেবি ! মানব পাতকনাশন-
ত্রিপুঙ্করকুণ্ডে স্নান করিয়া ব্রাহ্মপুঙ্কবকে সুবর্ণ
কমল দান করিবে । এই স্থানে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা
বিধিবৎ দেবপূজা করিলে মানব সগুজম্যাজিত
সর্কপাতক হইতে মুক্ত হয় । ১—১৮ ॥

চতুর্নবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৪ ।

পঞ্চনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে দেবি ! পূর্কোক্ত স্থানের ঈশানকোণে অমুত্তম
ইন্দ্রহান এই স্থানের উত্তরে অনতি দূরে

১ । তন্মাহুত্তরদিগুণ্ডাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ।
যত্র চন্দ্রোদকং দেবি জয়াদারিদ্ৰ্যনাশনম্ । ২ ॥
চন্দ্রোদকুণ্ডা তদবুজিঃ কয়ন্তৎসঙ্কয়ে ভবেৎ । তস্মিন্
পাপযুগেহপ্যেবং কদাচিত্ সস্ত্যজ্যতে । ৩ ॥ তত্র
নাস্তা মহাদেবি যদি পাপসহস্রকম্ । কৃতং সোহত্র
সমায়ান্তি নাস্ত কার্য্যা বিচারণা । ৪ ॥ তত্রাহল্যা-
প্রসঙ্গোখমহাপাতকভীর্ণা । গোষ্ঠমোন্তবশাপেন
বিলক্যাকৃতচেতসা । ৫ ॥ ইশ্রেণ চ পুরা দেবি
ইষ্টং বিপুলদক্ষিণৈঃ । তত্র বর্ষসহস্রাণি সংস্থাপ্য
শিবমীশ্বরম্ । ইশ্রেণেরতি নাস্তা বৈ সর্কপাতক-
নাশনম্ । ৬ ॥ চন্দ্রতীর্থে নরঃ নাস্তা সন্তর্প্য পিতৃ-
দেবতাঃ । ইশ্রেণেরঞ্চ সম্পূজ্য মূঢ়্যতে নাস্ত
সংশয়ঃ । ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ইশ্রেণেরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চনবত্যাধিকদ্বিশততমো-
হধ্যায়ঃ । ২০৫ ॥

ষট্চত্বাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্মাদৌশানদিগুণ্ডাগে গব্যুতি-
সগুকেন চ । স্থানং দেবকুলং নাম দেবানাং যত্র
সকমঃ । ১ ॥ ঋণীনাং যত্র সিদ্ধানাং পুরা লিঙ্গে

দশ ক্রোশপরিমিত চন্দ্রসর বিরাজিত । ইহাতে
জয়াদারিদ্ৰ্যনাশন চন্দ্রোদক আছে । চন্দ্রের
বুজিতে ইহার বুজি এবং কয়ে কয় হয় । এই
পাপযুগে চন্দ্রোদকের জায় সরোবর আর দেখা
যায় না । সহস্র পাপ করিলেও এই স্থানে স্নান
করিয়া নব স্বর্গে গমন করে, অহালাপ্রসঙ্গজনিত
মহাপাতকভীর্ণ ও গোষ্ঠমশাপদমুচিত ইশ্র পূর্বে
এই স্থানে লিঙ্গ স্থাপন করিয়া, সহস্রবর্ষব্যাপী বিপুল
দক্ষিণ যত্র করিয়াছিলেন । এই জন্তই তদ্রূপ
লিঙ্গের নাম ইশ্রেণের । নর চন্দ্রতীর্থে স্নান, পিতৃ-
তর্পণ, ও ইশ্রেণেরের পূজা করিয়া নিঃসন্দেহ মুক্তি-
লাভ করে । ১—৭ ॥

পঞ্চনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৫ ॥

ষট্চত্বাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! পূর্কোক্ত স্থানে
অগ্নিকোণে, চতুর্দশ ক্রোশ মধ্যে দেবকুল
নামক স্থান ; পূর্বে শিবলিঙ্গ পতিত হইলে
এই স্থানে দেবতাদিগের এবং ঋষি-লিঙ্গ-

নিপাতিতে। যন্মাজ্জাতো মহাদেবি তন্মাদেবকুলঃ
স্মৃতম্ ॥ ২ ॥ তন্ত পশ্চিমদিগভাগে ঋষিতোয়া মহা-
নদী। ঋষীগণং বনভতা দেবি সৰ্গপাতকনাশিনী।
৩। তত্র স্নাত্বা নরঃ সম্যক পিতৃগণং নির্ৰূপে নরঃ।
সপ্তবর্ষাবৃত্তান্তেব পিতৃগণং তৃপ্তিমাবহেৎ ॥ ৪ ॥
অবর্ণঃ তত্র দেয়ন্ত অজিনং কবলং তথা। আবাচে
স্মাবান্তায়াং যৎ কিঞ্চিদীয়তে ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥ বর্জতে
যোড়শভগং যাবদায়াতি পূর্ণিমা ॥ ৬ ॥ অবর্ণঃ তত্র
দেয়ন্ত অজিনং কবলং তথা। মৃত্যতে পাতকৈঃ
সৰ্গৈঃ সপ্তজন্মকৃতৈরপি ॥ ৭ ॥

ইতি ঋগ্বেদে ঋষিতোয়ানদীমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ

নাম যগ্নবত্যধিকবিশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ২৯৬ ॥

সপ্তনবত্যধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ।

দেব্যাবাচ। দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণব-
তারক। সবিস্তরং তু মে ব্রহ্মি ঋষিতোয়ামহো-
দয়ম্ ॥ ১ ॥ ঋষিতোয়েতি তন্নাম কথং ধ্যাতং
ধরাতলে। কথং সা পুনরায়াতা দেবদাকবনে
ভূতে ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি

গণেশ সন্মিলন হয়। এই কারণেই এই স্থানের
নাম দেবকুল। ইহার পশ্চিমে ঋষিতোয়া নদী
মহানদী আছে। ইহা ঋষিবনভতা ও সৰ্ব-
পাতকনাশিনী। নরগণ যদি এখানে স্নান
করিয়া পিতৃগণের পিতৃ নির্ৰূপণ করে, তাহা
হইলে পিতৃগণ শতাবৃত্তবর্ষ তৃপ্তি লাভ করেন।
এখানে অবর্ণ, অজিন ও কবল দান করিতে হয়।
আবাচী অমাবস্তাতে যাহা কিছু এখানে দেওয়া যায়,
পূর্ণিমা যাবৎ তাহা যোড়শভগ বর্জিত হয়। এখানে
অজিন, কবল ও অবর্ণ প্রদত্ত হইলে সপ্তজন্মকৃত
পাপ হইতে মুক্তি হয়। ১—৭।

যগ্নবত্যধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯৬।

সপ্তনবত্যধিক বিশততম অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণব-
তারক! আপনি আমার নিকট ঋষিতোয়ার সম্বন্ধি
কীৰ্ত্তন করুন। তাহার ঋষিতে যা এই নাম ধরা-
তলে কিরূপে ধ্যাত হইল? এবং সে দেবদাক-

সাবধানা বচো যম। মাহাত্ম্যমুচিতোয়ায়াঃ সৰ্ব-
পাতকনাশনম্ ॥ ৩ ॥ দেবদাকবনে পুণ্য ঋষ-
স্তপসা যুতাঃ। নিবসন্তি বরাহোহে শতপোহথ
সহস্রশঃ ॥ ৪ ॥ তেষাং নিবসন্তাঃ তত্র বহুকালো
গতঃ প্রিয়ে। পুত্রপৌত্রৈঃ প্রবৃদ্ধান্তে দাককঃ ব্যাপ্য
সংস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ তে সৰ্গে চিত্তসামান্যঃ সমেত্য চ
পরম্পরম্। সরস্বতী মহাপুণ্য শিরস্তাধায় বাড়বম্ ॥
৬ ॥ প্রভাসং চিরকালেন কেত্রৈকেব গমিষ্যতি।
বাপীকৃপতভাগাদি মুক্তা সাগরগামিনীম্ ॥ ৭ ॥
নাহ্লাদং কুরুতে চেতঃ স্নানদানজপেষু চ। ব্রহ্মাণং
প্রার্থয়িষ্যামো গতা ব্রহ্মনিকেতনম্ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর
উবাচ। এবং নিমন্ত্য তে সৰ্গে ঋষয়স্তপসোজ্জ্বলাঃ।
গতান্তে ব্রহ্মলোকং তু দ্রষ্টুং দেবং পিতামহম্।
তুষ্টবুর্জিবিধৈঃ ঈস্তাত্রেব্রহ্মাণং কমলোত্তবম্ ॥ ৯ ॥
ঋষয় উচুঃ। নমঃ প্রণবরূপায় বিশ্বকর্ষে
নমোনমঃ। তথা বিশ্বস্ত রকিত্রে নমোহস্ত
পরমাত্মনে ॥ ১০ ॥ তথা তন্ত্রৈব সংহত্রে
নমো ব্রহ্মরূপিণে। পিতামহ নমস্তাত্যঃ সুরজ্যোত
নমোহস্ত তে ॥ ১১ ॥ চতুর্বক্র নমস্তাত্যঃ পদ্মযোনে
নমোহস্ত তে। বিরঞ্চয়ে নমস্তাত্যঃ বিধয়ে বেধসে

বনেই বা কিরূপে আসিল? ঈশ্বর কহিলেন,—হে
দেবি! আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতেছি,
অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ঋষিতোয়ার মাহাত্ম্য
সৰ্ব পাতকনাশন। শত শত সহস্র সহস্র ঋষি-
তপস্বী দেবদাকবনে বাস করিতেন। বাস করিতে
করিতে বহু দিন তাঁহাদের অতীত হইল; তাঁহা-
দের বহু পুত্রপৌত্র বর্জিত হওয়ায় তাঁহারা
দাকক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। একদা
তাঁহারা মিলিত হইয়া পরস্পর চিন্তা করেন
যে, দেবী সরস্বতী বাড়বকে মন্তকে আধান
করিয়া চিরকালের জন্ত প্রভাসে গমন করি-
বেন। সেই সাগরগামিনী ব্যতীত বাপীকৃপ-
তভাগাদিতে স্নান-দান-জপে আমাদের চিত্ত
প্রসন্ন হয় না। অতএব আমরা ব্রহ্মসদনে গিয়া
সরস্বতীর জন্ত ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা জানাইব।
ঈশ্বর কহিলেন,—তপোধন ঋষিগণ এইরূপ মন্ত্রণা
করিয়া পিতামহদর্শনেচ্ছার তদীয় লোকে গমন করি-
লেন এবং এই বলিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন,—
হে বিষ্ণুরূপ! প্রণবরূপ! তোমাকে নমস্কার।
তুমি বিশ্বরূপতা পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি
বিশ্বসংহতা সুরজ্যোত পিতামহ, তোমাকে নমস্কার।

নমঃ । ১২ । চিদানন্দ নমস্তাত্যঃ হিরণ্যগর্ভ তে
নমঃ । হংসবাহন তে নিত্যং পদ্মাসন নমোহস্ত
তে । ১৩ । এবং সংস্বতাং তেবাযুবাণামুর্জৈস্ত-
সাম্ । উবাচ পরমপ্রীতো ব্রহ্ম লোকপিতামহঃ ।
১৪ । আগত্য বৈ দ্বিজশ্রেষ্ঠা যুযাকং কৃতবানহম্ ।
স্তোত্রোপানেন দিব্যেন বৃণুধ্বং বরমুত্তমম্ । ১৫ ।
ঋষ উচুঃ । অভিব্যেকায় নো দেব নদী পাপপ্রণা-
শিনী । বিলোক্যতে সুরশ্রেষ্ঠ দেহি নো বর-
মুত্তমম্ । ১৬ । ঈশ্বর উবাচ । ইত্যুক্তস্তৈস্তদা
ব্রহ্ম মুনিস্তপসোচ্ছলৈঃ । বীক্ষ্যকক্ষে তদা
সর্ক্সা মুর্তিমত্যস্ত নিরগাঃ । ১৭ । গঙ্গা চ যমুনা
চৈব তথা দেবী সরস্বতী । চন্দ্রভাগা চ রেবা চ
সরযূগুপ্তী তথা । ১৮ । ভাপী চৈব বরারোহে
তথা গোদাবরী নদী । কাবেরী চন্দ্রপুত্রী চ শিপ্রা
চর্ম্মভতী তথা । ১৯ । সিদ্ধুচ দেবিকা চৈব নদাঃ
সর্ক্সে বরাননে । মুর্তিমত্যাঃ স্থিতাঃ সর্ক্সাঃ পবিত্রাঃ
পাপনাশিনী । ২০ । দৃষ্ট্বা পিতামহঃ সর্ক্সা গম্ভীরা
ধরণীং প্রতি । দেবদাকুবনে রম্যে প্রভাসক্ষেত্র
উত্তমে । কমণ্ডলৌ কৃতা দৃষ্টির্ববিশুদ্ধাঃ কমণ্ডলুঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । ধৃত্যঃ সর্ক্সা মহাপুণ্যা নদ্যাঃ ব্রহ্ম-
কমণ্ডলৌ । প্রবিষ্টাঃ পৃথিবীঃ স্তম্ভা ঋষীণামমুকম্পয়াঃ ।
২২ । প্রহিণেমি যদ্যেকাকং হস্তা কৃষ্যতি মে দ্বিজাঃ ।
তন্ম্যং সর্ক্সাঃ প্রমোক্ষ্যামি কমণ্ডলুতালয়াঃ । ২৩ ।
ঈশ্বর উবাচ । ততো ব্রহ্মা যমোচাধ তত্রহাস্ত
মহাপগাঃ । মুক্ষা ব্রহ্মা মুনীন্ সর্ক্সান্ প্রোবাচেনং
পুনঃপুনঃ । ২৪ । ঋষিভিঃ প্রাৰ্থ্যমানেন নদ্যা
মুক্তা ময়া যতঃ । তোরুপা মহাবেগা অভিব্যেকায়
সমুদ্রাঃ । ২৫ । ঋষিতোয়ৈতি নান্য সা ভবিষ্যতি
ধরাতলে । ঋষীণাং বরভা দেবী সর্ক্সপাতক-
নাশিনী । ২৬ । ঈশ্বর উবাচ । এবং দেবি সমা-
য়াতা দেবদাকুবনে নদী । ঋষিতোয়ৈতি বিখ্যাতা
পবিত্রা চ বরাননে । ২৭ । তুর্য্যদৃশুভিনির্ঘোষৈ-
র্বেদমঙ্গলনিঃস্বনৈঃ । সমুদ্রং প্রাপিতা দেবী ঋষিভি-
র্বেদমঙ্গলনিঃস্বনৈঃ । ২৮ । সর্ক্সত্র সুলভা দেবী ত্রিষু
স্থানেষু দৃশ্যতা । মহোদয়ে মহাতীর্থে মূলচণ্ডীশ-
সমিধৌ । ২৯ । সমুদ্রেণ সমেতা তু যত্র সা পূর্ক্স
বাহিনী । যত্রাৰ্ষিতোয়া লভ্যেত তত্র কিং যুগ্যতে
পরম্ । ৩০ । মহুয্যাস্তে সদা ধন্যাত্তোয়াং তু

হে চতুর্ভুজ । তুমি পদ্মযোনি, বিরিকি, বিধি, বেধা,
চিদানন্দ, হিরণ্যগর্ভ, হংসবাহন, ও পদ্মাসন,
তোমাকে নমস্কার । ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিলে
লোকপিতামহ পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ । আপনারা যথেষ্ট আগমন করিয়াছে-
নতঃ? আপনাদের কি উপকার করিব বলুন?
আপনাদের দিব্যস্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ
করুন । ঋষিগণ বলিলেন,—হে দেব । আমরা
যেন অভিব্যেকের নিমিত্ত পাপপ্রণাশিনী সরস্বতীকে
দেখিতে পাই, আপনি আমাদের এই বর প্রদান
করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—তপোজ্যোতিঃসম্পন্ন
ঋষিগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভগবান ব্রহ্মা
গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা, রেবা, সরযু, গুপ্তকী,
ভাপী, গোদাবরী, কাবেরী, চন্দ্রপুত্রী, শিপ্রা, চর্ম্ম-
ভতী, সিদ্ধু, ও দেবিকা প্রভৃতি মুর্তিমতী নদী ও
নদগণকে অবলোকন করিলেন । নদী সকলকে
ধর্ম্মীভে প্রভাসে রম্য দেবদাকুবনে যাইতে ক্রৈ-
ত্বক দেখিয়া কমণ্ডলু দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি-
লেন । দেখিলেন নদী সকল তাহাতে প্রবিষ্ট
রহিয়াছে । তিনি বলিলেন,—হে মহাপুণ্যা
নদীসকল । আমি তোমাদিগকে কমণ্ডলুতে
ধারণ করিয়াছি, তোমরাও ইহাতে প্রবিষ্ট

আছ । অধুনা তোমরা ঋষিগণের প্রতি কৃপা
করিয়া ধরাতলে গমন কর । তোমাদের মধ্যে
একজনকে যদি আমি ধরাতলে প্রেরণ করে,
তাহা হইলে অপরে কষ্ট হইতে পারে, এজন্য
আমার কমণ্ডলুবাসী তোমাদের সকলকেই আমি
পরিত্যাগ করিলাম । ১—২৩ । ঈশ্বর বলিলেন,—অন-
ন্তর ভগবান ব্রহ্মা মহানদী সকলকে মোচন করিয়া
ঋষিগণকে বলিলেন,—আপনাদের (ঋষিগণ)
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমি এই তোমরা নদী
অভিব্যেকের নিমিত্ত প্রেরণ করিলাম বলিয়া ধরা-
তলে ইহা ঋষিতোয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ।
এবং ঋষিবরভা ও সর্ক্সপাতকনাশিনী হইবে ।
ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । উক্ত নদী এইরূপে
দেবদাকুবনে আগমন করিয়া ঋষিতোয়া নামে
বিখ্যাত হইয়াছে । নদী আগমনকালে বেদ-
পারগ ঋষিগণ তুর্য্যদৃশুভিনির্ঘাৎ ও মঙ্গল নিশ্বন
করিতে করিতে তাঁহাকে সমুদ্র পাওয়াইয়াছেন ।
দেবী সরস্বতী সর্ক্সত্র সুলভা, কেবল অরোহণ্য মহা-
তীর্থ ও মূলচণ্ডীশ সমিধানে—এই স্থানজগ্রে দৃশ্যত ।
দেবী সরস্বতী যেখানে পূর্ক্সবাহিনী, সেই স্থানেই
সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে । ঋষিতোয়া
লব্ধ হইলে যামবেয় কি না লাভ হয়? যাহারা

শিবন্তি যে । অস্বীনি যজ লীয়ন্তে যগ্নাসাত্যন্তরেণ
তু । ৩১ । প্রাতঃকালে বহেপলকা সাযঞ্চ যমুনা
তথা । ৩২ । নদীসহস্রসংযুক্তা মধ্যাহ্নে তু
সরস্বতী । অপরাহ্নে বহেদ্রেবা সায়াহ্নে সূর্য্য-
পুজিকা । ৩৩ । এবং জানন্নরো যজ্ঞ তজ্জ-
ন্নানং বিচক্ষণঃ । আচরেষিধিনা জ্ঞানং স তস্তাঃ
কলতাগু ভবেৎ । ৩৪ । এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্ত-
ম্বিতোয়ামহোদয়ম্ । সৰ্ব্বপাপহরং নৃণাং সৰ্ব্বকাম-
কলপ্রদম্ । ১৫ ।

ইতি জ্ঞানান্দে ঋষিতোয়ামাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
নবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২২৭ ।

অষ্টনবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ঋষিতোয়াপশ্চিমে তু তজ্জ-
গব্যাত্মিযাজ্ঞতঃ । সঙ্গালেশ্বরনামাস্তি সৰ্ব্বপাতক-
নাশনঃ । ১ । গুপ্ততজ্জ প্রয়াগশ্চ দেবো বৈ মাধব-
স্তথা । জাহ্নবী যমুনা চৈব দেবৌ তজ্জ সরস্বতী ।
২ । অস্তানি তজ্জ তীর্থানি বহুনি চ বরাননে ।
নান্য দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা মুক্তঃ স্তাৎ সৰ্ব্বকিঞ্চিदैঃ । ৩ ।
পার্বত্যুবাচ । কথং ত্বং মহেশান সৰ্বদেবনমস্কৃত ।

ভূতাহার জল পান করিয়াছে, তাহার্য্য ধন্ত । যগ্নাসা-
ত্যন্তরে ঐ স্থানে অধিক্ষেপ করা উচিত । ঋষি-
তোয়ায় প্রাতঃকালে গঙ্গা, সাযংকালে যমুনা, মধ্যাহ্নে
সহস্রনদীযুক্তা সরস্বতী, অপরাহ্নে রেবা, ও সায়াহ্নে
সূর্য্যপুজিকা প্রবাহিত হয় । এইরূপ জানিয়া শুনিয়া
যে জন ঐ স্থানে স্নান ও স্নানচরণ করে, সে ঐ
স্থানে জ্ঞানোচরণের ফললাভ করিয়া থাকে । এই
আমি সংক্ষেপে নরগণের সৰ্ব্ব কামকলপ্রদ ও সৰ্ব্ব-
পাপহর ঋষিতোয়ামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । ১—১৫

সপ্তনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৭ ।

অষ্টনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঋষিতোয়ার পশ্চিমে ক্রোশ-
হয় পরিশ্রমণ মধ্যে সৰ্ব্বপাতকনাশন সঙ্গালেশ্বর
আছেন । এইখানে প্রয়াগ তীর্থ ও মাধব দেব
গুপ্তভাবে বিরাজিত । জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী,
ও অস্তান্ত বহু তীর্থ এই স্থানে বিরাজিত । এখানে
স্নান, দর্শন, পূজা করিলে সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্তলাভ

তীর্থরাজঃ প্রয়াগশ্চ কথং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ । ৪ ।
কথং গঙ্গা চ যমুনা তথা দেবী সরস্বতী । অস্তান্তপি
বহুস্তেব তীর্থানি বৃহত্তথৈব । ৫ । সমায়াতানি ভজ্জৈব
সঙ্গালেশ্বরসমীপে । সঙ্গালেশেতি কিং নাম হেতুয়ে
বদ কোতুকম্ । ৬ । ঈশ্বর উবাচ । পুরা বৈ
লিঙ্গপতনে সৰ্বদেবসমাগমে । সার্কজিতয়কোটানি
পুণ্যানি সুরভূন্দরি । ৭ । তীর্থানি তীর্থরাজোহয়ং
প্রয়াগঃ সমুপস্থিতঃ । আত্মানং গোপয়ামাস তীর্থ-
কোটিভিরাবৃতম্ । ৮ । ততস্তত্র সমায়াতা ব্রহ্ম-
বিষ্ণুপুৰোগম্যাঃ । বিবৃণাক্তীর্থরাজঃ তং নদৃশুর্দিব্য-
চক্ৰবা । ৯ । তীর্থকোটিভিরাকীর্ণঃ পবিত্রঃ পাপ-
নাশনম্ । লিঙ্গপতনং জ্ঞাত্বা মহাত্ম্যেধেন সংবৃত্তাঃ ।
১০ । স্থিতাঃ সৰ্ব্বে তদা দেবি ব্রহ্মাদ্যাঃ সূর্য-
সন্তমাঃ । ১১ । ১২ । এতন্নির্যেব কালে তু দেবো রুদ্রঃ
সনাতনঃ । নিরানন্দঃ সমায়াতো বাক্যমেতদ্বাচ
হ । ১২ । শৃণুধ্বং বচনং দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুৰোগম্যাঃ ।
ঋষিশাপারিপতিতঃ মম লিঙ্গমহুস্তমম্ । তস্মিন্নিহ
পূজয়ত সৰ্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে । ১৩ । এবমুক্তা মহাদেবো
দেশে তীর্ষ্ণি স্থিতঃ প্রিয়ে । জ্ঞানঞ্চ বৈকবং যোজঃ

হয় । পার্শ্বতী বলিলেন—হে সৰ্বদেবনমস্কৃত
মহেশ । কীদৃশ এই প্রয়াগ এবং সনাতন বিষ্ণু ?
তাহা আপনি বলুন । গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও
অস্তান্ত বহু তীর্থ, সঙ্গমেশ্বরসমীপে কিরূপে
আসিল এবং সঙ্গালেশ্বর এই নামই বা কিরূপে
হইল, বলিয়া কোতুক নিষারণ করুন । ঈশ্বর
কহিলেন,—পূর্বে আমার লিঙ্গ পতিত হইলে
বহু দেবসমাগম হয় এবং সার্ক জিকোটি
তীর্থ আসিয়া এখানে উপস্থিত হয় । এমন
কি কোটিতীর্থপরিবৃত্ত তীর্থরাজ প্রয়াগও এখানে
উপস্থিত হইয়া আত্মগোপন করেন । অনন্তর ব্রহ্ম-
বিষ্ণুপ্রমুখ বিবৃণগণ এখানে আগমন করিয়া দিব্য
চক্রে তাঁহার্য্য কোটিতীর্থপরিপূর্ণ পবিত্র পাপনাশন
এই তীর্থ রাজাকে দর্শন করেন এবং লিঙ্গপতন
ব্যাপার শ্রবণ করিয়া মহাত্ম্যে অবস্থান করিতে
থাকেন । এমন সময় সনাতন দেব রুদ্র মিরানন্দ-
ভাবে আগমন করিয়া বলিলেন—হে ব্রহ্মবিষ্ণু-
প্রমুখ দেবগণ ! তোমরা আমার বচন শ্রবণ কর ।
ঋষিদেগের সমীপে আমার অমুস্তম লিঙ্গ পতিত
হইয়াছে, তোমরা তাঁহার পূজা কর, অতীষ্ট লাভ
হইবে । এই কথা বলিয়া মহাদেব সেইখানে অব-
স্থান করিতে লাগিলেন । ঐ স্থানে বৈকব,

তত্র কুণ্ডত্রয়ং স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥ চতুর্থং ত্রিসঙ্গমাধ্যং ।
নদীনাম্ যত্র সঙ্গমঃ । গঙ্গায়াশ্চ সরস্বত্যাঃ সূর্য্য-
পুত্র্যাস্তথৈব চ ॥ ১৫ ॥ কোটিরেকা চ তীর্থানাং
ত্রয়কুণ্ডে ব্যবস্থিতা । তথা চ বৈষ্ণবে কুণ্ডে
কোটিরেকা প্রকীর্তিতা ॥ ১৬ ॥ সার্ককোটিশ্চ
সম্প্রোক্তা শিবকুণ্ডে প্রকীর্তিতা । পশ্চিমে ত্রয়-
কুণ্ডঞ্চ পূর্বে বৈ বৈষ্ণবং স্মৃতম্ ॥ ১৭ ॥ মধ্যভাগে
স্থিতং যচ্চ রুদ্রকুণ্ডং প্রকীর্তিতম্ । কুণ্ডমধ্যার্ধ-
নির্গতং যত্র গঙ্গা বরাননে ॥ ১৮ ॥ সূর্য্যপুত্র্যা
সমেতা চ ত্রিসঙ্গম উচ্যতে । অনয়োরন্তরে স্থলো
তত্র গুপ্তা সরস্বতী ॥ ১৯ ॥ এরু সন্নহিতৌ নিত্যং
প্রয়াগস্তীর্থনায়কঃ । অত্রাগত্য নরো যচ্চ মাঘ-
মাসে বরাননে ॥ ২০ ॥ স্নাত্যং প্রভাতসময়ে মকরশ্বে
রবৌ প্রিয়ে । কিঞ্চিদভ্যুদিতৈ স্তব্ধৌ শৃণু তন্ত চ
যৎকলম্ ॥ ২১ ॥ আদ্যো নৈকেন স্নানেন পাপং যন্ন-
নসা কৃতম্ । ব্যাপোহতি নরঃ সমাক্ ব্রহ্মযুক্তো
জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥ বাচিকং তু দ্বিতীয়েন কাশিকং
তু তৃতীয়কাং । সংসর্গজং চতুর্থেন রহস্যং পঞ্চমেন
তু ॥ ২৩ ॥ উপপাতকানি যঠেন স্নানে নৈব ব্যাপো-
হতি ॥ ২৪ ॥ অভিষেকেন কুণ্ডানাং সপ্তকৃদ্বো
বরাননে । মহাস্তি চৈব পাপানি কাল্যাণে

পুরুষৈঃ সদা ॥ ২৫ ॥ যঃ স্নাতি সকলং মাসং
প্রয়াগে গুপ্তসংক্রমে । ব্রহ্মাদিভির্ন তৎকৃত্য শক্যতে
কল্পকোটিভিঃ ॥ ২৬ ॥ যানি কানি চ তীর্থানি
প্রভাসে সন্তি ভামিনি । তেভ্যোহতিবল্লভং তীর্থং
সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২৭ ॥ এষাং সংরক্ষণার্থং যয়া
বৈ তত্র মাতরঃ । পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন নৈবেদ্যো-
র্কিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৮ ॥ কৃৎপক্ষে চতুর্দশাং
ব্রহ্মযুক্তেন চেতসা । তাসামহচর্য্যং দেবি ভূত-
প্রেতাস্চ কোটিভিঃ ॥ ২৯ ॥ তেষাং তদ্বিনিশায়
তা মাতৃশ্চ প্রপূজয়েৎ । অস্মিন্দীর্ঘে নরঃ স্নাত্বা
ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ৩০ ॥ যঃ কশ্চিৎকুরুতে
ব্রাহ্মং পিতৃহৃদিত্ত ভক্তিতঃ । উদ্ধরেচ্চ পিতৃর্কণ-
মাতৃর্কণং নরোত্তমঃ ॥ ৩১ ॥ বৃষভন্তজ দাতব্যঃ
সম্যগ্‌যাত্ৰাকলেপুভিঃ । এবং যঃ কুরুতে যাত্ৰাং
তন্ত কলমনস্তকম্ ॥ ৩২ ॥ এবং গুপ্তপ্রয়াগস্ত
মাহাত্ম্যং কথিতং তব । ব্রহ্মাভিনন্দ্য পুরুষঃ প্রাপু-
য়াচ্ছক্লবানম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি জীকালে গুপ্তপ্রয়াগমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্র-
নবত্যাগিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ও রোজ এই কুণ্ডত্রয় হইল । চতুর্থ কুণ্ডও হইয়া-
ছিল, নাম ত্রিসঙ্গম । গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতীর
সঙ্গম এখানে আছে । ত্রয়কুণ্ডে এককোটি, বৈষ্ণব-
কুণ্ডে এক কোটি ও শিবকুণ্ডে সার্ককোটি তীর্থ
বিরাজিত । পশ্চিমে ত্রয়কুণ্ড, পূর্বে বৈষ্ণবকুণ্ড
এবং মধ্যভাগে রুদ্রকুণ্ড বিদ্যমান আছে । এই
স্থানেই গঙ্গাদেবী কুণ্ডমধ্য হইতে নির্গত হইয়া
যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন । এতদ্বয়ের
অন্তরে স্থলভাবে সরস্বতী গুপ্ত আছেন । তীর্থনায়ক
প্রয়াগ এখানে নিত্য সন্নহিত । যে নর মাঘমাসে
মকরশ্ব রবিতে এখানে আগমন করিয়া প্রভাতে
সূর্য্য কিঞ্চিৎ উদিত হইলে স্নান করে, তাহার
যে কল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর । ব্রহ্মযুক্ত
জিতেন্দ্রিয় নর এখানে প্রথম স্নান হইতে
মুক্ত হয় এবং দ্বিতীয় স্নানে বাচিক পাপ
হইতে, তৃতীয় স্নানে কাশিক পাপ হইতে, চতুর্থ
স্নানে সংসর্গজ পাপ হইতে, পঞ্চম স্নানে গুপ্ত পাপ
হইতে ও ষষ্ঠ স্নানে উপপাতকাদি পাপ হইতে
অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে । সমস্ত কুণ্ডজলে
মাতৃবার্হাতিবিক্ত হইলে মানব মহাপাপ হইতে

বিশুদ্ধি লাভ করে । সম্পূর্ণ মাস যে এই গুপ্ত
প্রয়াগে স্নান করে, ব্রহ্মাদি দেবগণ কল্পকোটি
কালেও তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন না।
হে দেব ! প্রভাসে যত তীর্থ আছে, সেই সমুদয়
তীর্থ অপেক্ষা এই তীর্থ অধিক পাপনাশন । ইহার
রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত আমি সেখানে কৃৎপক্ষীয়
চতুর্দশীতে বিবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা সমস্ত মাতৃকা-
গণের পূজা করিয়া থাকি । তাহাদের অমুচররূপে
বহু ভূতপ্রেত আমি ঐ স্থানে প্রেরণ করিয়াছি ।
এই সকল ভূতের নিবারণের জন্ত মাতৃকাপূজা
করিতে হয় । মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্ম-
হত্যা হইতে অব্যাহতি লাভ করে । যে ব্যক্তি
এখানে পিতৃ উদ্দেশে ব্রাহ্ম করে, সে পিতৃ-
কুল ও মাতৃকুল উদ্ধার করিয়া থাকে । সম্যক্
যাত্ৰাকলেপু ব্যক্তিগণ এখানে বৃষভ দান
করিবে । যে এইভাবে যাত্ৰা করে, যাত্ৰা তাহার
অনন্তকলদায়ক হয় । এই আমি তোমার নিকট
গুপ্তপ্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ ও
অভিনন্দন করিয়া মানব শিবলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০
অষ্টনবত্যাগিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

নবনব্যত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্ত্ৰৈব দক্ষিণে ভাগে নাতি-
দূরে ব্যবস্থিতম্ । শম্বচক্রগদাধারী মাধবস্ত্রজ
সংস্থিতঃ ॥ ১ ॥ একাদশাংগে সিতে পক্ষে সোপবাসো
জিতেন্দ্রিয়ঃ । যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পান্ন-
লেপনৈঃ । স যাতি পরমং স্থানমপূনর্ভবদায়কম্ ॥
২ ॥ অত্র গাথা পুরা গীতা ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা
বিষ্ণুকৃণ্ডে নরঃ ব্রাহ্মা যো বৈ মাধবমর্চয়েৎ । স
যাস্ততি পরমং স্থানং যত্র দেবো हरिः स्वयम् ॥ ৩ ॥
এতন্তে সর্বমাধ্যাতং মাহাত্ম্যং বিষ্ণুদৈবতম্ । সর্ব-
কামপ্রদং নৃণাং সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ৪ ॥

ইতি জীকান্দে মাধবমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম নব-
নব্যত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯৯ ॥

ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্ত্ৰৈবোত্তরদিগ্ভাগে কিঞ্চি-
দ্বায়বাসংস্থিতম্ । সঙ্গালেশ্বরনামাস্তি সর্বপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ লিঙ্গস্তারাধনো-
দ্যতো । শক্ৰৈশ্চ মহাতেজা লিঙ্গং পূজিতবান

নবনব্যত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—পূর্বোক্ত স্থানের দক্ষিণে
অনতিদূরে এক তীর্থ আছে । শম্বচক্রগদাধারী
মাধব ঐ তীর্থে বিদ্যমান আছেন । সিতপক্ষীয়
একাদশীতে যে সোপবাস জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি—ভক্তি-
পূর্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তদ্রূপ দেব মাধবের
অর্চনা করে, সে আবৃত্তিরহিত পরম স্থানে গমন
করিয়া থাকে । পূর্বে বিধাতা এ বিষয়ে এক গাথা
কীর্তন করিয়াছেন যে, যে নর বিষ্ণুকৃণ্ডে স্নান
করিয়া মাধবের অর্চনা করে, সে যেখানে हरि
বিদ্যাজিত, সেই পরম লোকে গমন করিয়া থাকে ।
হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট সর্বকামদ
পাতকনাশন বিষ্ণুদৈবত মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ॥ ১-৪

নবনব্যত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯৯ ।

ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বোক্ত দেবের উত্তরে কিঞ্চিৎ
দায়ব্যাংশে সর্ব পাতকনাশন সঙ্গালেশ্বর লিঙ্গ

প্রিয়ে ॥ ২ ॥ বক্রণে ধনদর্শন্যে ধর্ম্মরাজোহথ
পাবকঃ । আদিত্যর্কমুভিশ্চৈব লোকপালৈঃ
সমস্থতঃ ॥ ৩ ॥ আরাধিতং মহালিঙ্গং সঙ্গালেশ্বর-
নামত্ ॥ পূজয়িত্বা তু তে সর্বৈ দৃষ্ট্বা মাহাত্ম্য-
মুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ উচুশ্চ সহসা দেবি পরমানন্দসংযুতা ।
দেবানাং নিবহৈর্হেম্যাং সমাগত্যা প্রতিলিখিতম্ ।
সঙ্গালেশ্বরনামাস্তা ভবিষ্যতি ধরাতলে ॥ ৫ ॥
সঙ্গালেশ্বরনামানং পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ । ন তেষাং
মথ্যে কশ্চিৎক্ষণং সন্তুবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ গোসহস্রস্ত
দন্তস্ত কুরুক্ষেত্রে চ যৎকলম্ । তৎকলং সমবা-
প্রোতি সঙ্গালেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৭ ॥ অমাবস্তাঞ্চ
সম্প্রাপ্য স্নানং কৃৎস্না বিধানতঃ । যঃ করোতি নরঃ
শ্রদ্ধাং পিতৃণাং রোষবর্জিতাং । পিতরস্তস্ত তৃপ্যন্তি
যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ৮ ॥ অর্দ্ধকোশঞ্চ তৎক্ষেত্রং
সমস্থাতং পরিমণ্ডলম্ । সর্বকামপ্রদং নৃণাং সর্বপাতক-
নাশনম্ ॥ ৯ ॥ অশ্বিনু ক্ষেত্রে মহাদেবি জীবা
উত্তমমধ্যমাঃ । কালেন নিধনং প্রাপ্তান্তেহপি
যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ১০ ॥ গৃহীতানশনং যে তু
প্রাণাঃস্তুত্ব্যন্তি মানবাঃ । নিশ্চয়ং তে মহাদেবি
লীয়েন্তে পরমেস্বরে ॥ ১১ ॥ গবা হতা হিজহতা যে
চ বৈ দংষ্ট্রিভির্হিতাঃ । আশ্বিনো ঘাতকা যে তু

আছেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শক্র, বক্রণ, ধনদ, ধর্ম্মরাজ,
পাবক, আদিত্য, বশু, লোকপাল, ইহার সকলেই
উক্ত মহালিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া আরাধনা করিয়া-
ছেন । অর্চনান্তে মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া আনন্দিত
হইয়া ঈশ্বারা বলিয়াছেন, দেবনিবহ সমাগত হইয়া
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া এই লিঙ্গ ধরাতলে
সঙ্গালেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন । যে সকল
মানব ইহার পূজা করিবে, তাহাদের বংশে কেহ
নির্ধন হইবে না । কুরুক্ষেত্রে সহস্র গো দান
করিলে যে কল হয়, সঙ্গালেশ্বর দর্শন যাজে সেই
কল লব্ধ হইবে । যে জন এখানে অমাবস্তায়
বিধিপূর্বক স্নান করিয়া শ্রদ্ধা করে, আভূতসংপ্রব
কাল পর্যন্ত তাহার পিতৃলোক তৃপ্তি অর্হুতব করে ।
এই ক্ষেত্রে চতুর্দিকের পরিমণ্ডল অর্দ্ধকোশ এবং
ইহা সর্বকামপ্রদ ও পাতকনাশন । উত্তমাবমধ্যম
জীবগণ এই ক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়া পরম গতি
লাভ করে । যাহারা অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া
এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা নিশ্চয় পরমে-
স্বরে লয় প্রাপ্ত হয় । এখানে বোড়শ শ্রদ্ধা বুঝাৎ-
সর্গ করিলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে গোহত্বে

সৰ্গদষ্টাংশে যে যুতাঃ । ১২ । শয্যায়াং বিগতপ্রাণা
যে চ শৌচবিবৰ্জিতাঃ । আশ্বিন্জীৰ্ণে মহাপুণ্যে
অপূৰ্ণভবদায়কে । ১৩ । দন্তৈঃ যোভাভিঃ ক্ষাট্টৈ-
র্ঘষোৎসর্গে কৃতৈ পুনঃ । বিধিবক্তোজিতৈর্কিল্বৈ-
র্ভবেমুক্তির্ন সংশয়ঃ । ১৪ । এবমুক্তা সুরাঃ সর্বে
গতবস্ত্রিবিষ্টপম্ । ১৫ । সন্ধ্যালেশ্বরমাহাত্ম্য
সংক্ষেপাৎকথিতং তব । কৃতং হরতি পাপানি
হুঃখশোকাঃস্তথৈব চ । ১৬ ।

ইতি জীকান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যো সন্ধ্যালেশ্বর-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩০০ ।

একাধিক ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমুদেবি সিদ্ধেশ্বর-
মমুত্তমম্ । তন্ত্বেব পূর্বদিগ্ভাগে নতিদূরে ব্যব-
হিতম্ । ১ । যদা দেবৈঃ সমেতাশু শিবলিঙ্গং
প্রতিষ্ঠিতম্ । সন্ধ্যালেশ্বরনামাচ্যং সর্বপাপহরং
শুভম্ । ২ । তদা সিদ্ধিগণাঃ সর্বে সমায়ায ব্র-
হ্মজম্ । স্থাপয়াক্রিয়ে লিঙ্গং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
৩ । তৎসিদ্ধেশ্বরনামাচ্যং মহাপাতকনাশনম্ ।
তুষ্টিবৃক্ষিবিধৈঃ স্তোত্রৈস্তপা সিদ্ধগণা শিবম্ । ৪ ।
তন্ত্বেবোত্তো মহাদেবো যাগ্যভাং বরমুত্তমম্ । নমস্তুভ্য
ভুতঃ সর্বে প্রোচুচ শশিশেখরম্ । ৫ । ইহাগত্য
নরো যন্ত স্নাত্বা চ বিধিপূর্বকম্ । অর্চয়েৎ সিদ্ধনাথক

বিজহত, দংষ্ট্রিত, আত্মঘাতক, সৰ্গদষ্ট, শয্যায়ত ও
শৌচবিবৰ্জিত যুত ব্যক্তিগণও মূর্তিলাভ করে, সংশয়
নাই । এই বলিয়া সুরগণ স্বর্গে গমন করিলেন
এই আমি সংক্ষেপে সন্ধ্যালেশ্বরমাহাত্ম্য কীর্তন
করিলাম । ইহা শ্রবণ করিলে পাপ ও শোক হুঃখ
বিনষ্ট হয় । ১—১৬ ।

ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০০ ।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
সিদ্ধেশ্বরসমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ
পূর্বোক্ত লিঙ্গের পূর্বে অনতিদূরে অবস্থিত । যখন
দেবগণ মিলিত হইয়া সন্ধ্যালেশ্বর নামক সর্বপাপহর
শুভ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সিদ্ধগণ ব্রহ্মজের
আরাধনা করিয়া সর্বসিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধেশ্বর নামক
লিঙ্গকে গান্ধারকরান এবং বিবিধ স্তোত্র হারা তাঁহার

জপেচ্চ শতক্রিয়ম্ । ৬ । অঘোরঃ বা জপে-
ন্নম্নঃ গায়ত্ৰ্যাকং মহেশ্বরম্ । যথাসাত্যস্তরেণৈব
জপেচ্চ মুনিসত্তমাঃ । অগ্নিমানিওপৈশ্বৰ্য্যং সংসিদ্ধিং
প্রাপ্নুয়াৎক্রবম্ । ৭ । ঈশ্বর উবাচ । এবং তবিষ্যতী-
ত্যাংক্য হস্তকানং গতৌ হরঃ । সিদ্ধেশ্বরং তু সম্পূজ্য
হঘোরক জগোরঃ । ৮ । অশ্বকৃষ্ণকপকে তু
চতুর্দশাং মহানিশি । দৈর্ঘ্যমালম্ব্য নির্ভীকঃ স
সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াত্তরঃ । ৯ । ইত্যেতৎকথিতং দেবি
মহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । সিদ্ধেশ্বরস্ত দেবস্ত সর্বকাম-
কলপ্রদম্ । ১০ ।

ইতি জীকান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকাধিক-
ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩০১ ।

দ্ব্যধিক ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমুদেবি গন্ধর্বেশ্বর-
মুত্তমম্ । তন্ত্বেবোত্তরদিগ্ভাগে ধনুর্বাং পঞ্চকে
স্থিতম্ । ১ । তৎ পৃষ্ট্বা চ মহাদেবি রূপবান্ জায়তে
নরঃ । গন্ধর্বেঃ স্থাপিতং লিঙ্গং স্নাত্বা সম্পূজয়েৎ-
সকুৎ । সর্বান কামান্বাপ্নোতি রক্তকণ্ঠশ্চ
জায়তে । ২ ।

ইতি জীকান্দে গন্ধর্বেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্ব্যধিক ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩০২ ।

স্তব করেন । তুষ্টি হইয়া শঙ্কর বর প্রার্থনা করিতে
বলেন । নমস্কারপূর্বক তাঁহার। বলেন,—হে দেব !
যেনর এখানে আসিয়া যথাবিধি স্নানান্তে লিঙ্গনাথের
পূজা এবং শতক্রিয় অঘোর মন্ত্র বা গায়ত্রী জপ
করিবে, তাহার। যেন সন্ধ্যাসময়েই অগ্নিমানিওপৈশ্বৰ্য্য
সহ সিদ্ধি লাভ করেন । ঈশ্বর, ‘এবং তবিষ্যতি’
বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন । যে জন অশ্বকৃষ্ণ
কপকে চতুর্দশীয় মহানিশাতে দৈর্ঘ্যাবলম্বন-
পূর্বক নির্ভীক হইয়া সিদ্ধেশ্বরের পূজা করিয়া
অঘোর মন্ত্র জপ করে, সে সিদ্ধি লাভ করিয়া
ধাকে । এই আমি সিদ্ধেশ্বর দেবের কামকলপ্রদ
পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । ১—১০ ।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩০১ ।

দ্ব্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! সিদ্ধেশ্বরের উত্তরে
পাঁচ ধনুর্মধ্যে গন্ধর্বেশ্বর দেব বিদ্যাজিত । তাঁহাকে
দর্শন করিলে নর রূপবান্ হয় । গন্ধর্বস্থাপিত

ত্ৰ্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছৈষাদেবি উত্তরে-
শ্বরমুত্তমম্ । যন্তমারাবয়েদেবঃ মহাপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ তন্ত্ৰৈব পশ্চিমে ভাগে ধনুবাং
ত্রিভয়ে স্থিতম্ । শেবাদিপ্রমুখৈর্নগৈর্গহতা তপসা
যুতৈঃ । সমারাব্য মহাদেবঃ স্থাপিতঃ লিঙ্গমুত্তমম্ ।
যন্তমারাবয়েদেবঃ সর্পৈরারাবিভঃ পুরা । ন বিবঃ
ক্রমতে দেহে তন্ত জন্মাবধি প্রিয়ে ॥ ৩ ॥ সর্পা
স্তস্ত প্রসীদন্তি ন কুহন্তি কদাচন । তস্মাৎসর্ব
প্রযত্নেন তল্লিঙ্গং পূজয়েমরঃ ॥ ৪ ॥ তত্র লিঙ্গান্ত-
নেকানি ঋষিভিঃ স্থাপিতানি তু । গঙ্গাতীরে
মহাপুণ্যে পশ্চিমে বরবর্ণিনি ॥ ৫ ॥ তানি দৃষ্ট্বা
পূজয়িত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । অশ্বমেধসহস্রম্
কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬ ॥

ইতি জীকান্দ উত্তরেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০৩ ॥

এই লিঙ্গ সপনান্তে একবারমাত্র পূজিত হইলে সর্ব-
কামপ্রাপ্ত ও রক্তকণ্ঠ হওয়া যায় ॥ ১—২ ॥

ত্ৰ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০২ ॥

ত্ৰ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! অতঃপর মানব
উত্তরেশ্বর দেবসমীপে গমন করিবে । ইহার
আরাধনা করিলে মহাপাতক নাশ হয় । পূর্বোক্ত
লিঙ্গের পশ্চিমে তিন ধনু মধ্যে এই লিঙ্গ অবস্থিত ।
তপোযুক্ত শেবপ্রমুখ মহামানবগণ আরাধনাপূর্বক
এই উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন । যে জন
সর্পারাবিত এই লিঙ্গের অর্জনা করে, যাব-
জীবন তাহার গাত্রে বিব প্রসর্গিত হয় না । অপিচ
সর্পগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়, দংশন করে না ।
অতএব নর সর্বপ্রযত্নে উক্ত লিঙ্গের পূজা করিবে ।
পশ্চিমে অত্রত্য মহাপুণ্য নদীতীরে ঋষিস্থাপিত
বহু লিঙ্গ আছে, এই সকল লিঙ্গকে দর্শন ও
ভীষ্মের পূজা করিলে মানব পাপমুক্ত ও সহস্র
অশ্বমেধকল্যাণকারী হয় ॥ ১—৬ ॥

ত্ৰ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০৩ ॥

চতুরধিক ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছৈষাদেবি গঙ্গাং
ত্রিপথগামিনীম্ । সংকালেশাদধৈশাজ্জাং ধনুবাং
সপ্তকে স্থিতাম্ ॥ ১ ॥ তন্ত্ৰাং ত্রিনেত্রী মংস্তাঃ
স্মৃতিত্যাভাসিকাস্কাঃ প্রিয়ে । কলৌ যুগেহপি
দৃষ্টান্তে সত্যংসত্যং ময়োদিতম্ ॥ ২ ॥ তন্ত্ৰাং
মাত্মা মহাদেবি মুচ্যতে পঞ্চপাতকৈঃ ॥ ৩ ॥ সূত
উবাচ । তন্ত তদ্বচনং ঋষা বিস্মিতা গিরিজা
সতী । উবাচ তং বিজ্ঞশ্রেষ্ঠাঃ প্রচলচ্চন্দ্রেশ্বরম্ ॥
৪ ॥ পার্বত্যাচ । কথং তত্র সমায়াতা গঙ্গা
ত্রিপথগামিনী । কথং ত্রিনেত্রীঃ সঞ্জাতা মংস্তা
আভাসিকাস্কাঃ শিবঃ ॥ ৫ ॥ এতদ্বিস্তরতো ক্রহি যদ্যহং
তে প্রিয়া বিভো ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি
প্রবক্ষ্যামি যদি পৃচ্ছসি মাং শুভে । আস্তিক্যঃ
শ্রদ্ধাধান্যচ ভবতীতি মতির্মম ॥ ৭ ॥ যদা শপ্তো
মহাদেবো হস্তানতিমিরাবুতৈঃ । ঋষিভিঃ কোপ-
যুক্তৈশ্চ কথিঃশ্চৎকারণান্তরে ॥ ৮ ॥ তদা তে
মুনয়ঃ সর্পৈঃ শযং জাত্বা মহেশ্বরম্ । নিরানন্দং
জগৎসর্বং দৃষ্ট্বা চাষ্টানমেব চ ॥ ৯ ॥ আরাধ্য

চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
মঙ্গলেশ্বরের ঈশানে সপ্ত ধনু ব্যবধানে অবস্থিত
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সমীপে গমন করিবে । এই
কলিতেও এখানে গঙ্গা-সলিলে ত্রিনেত্রী মংস্ত
দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহা কেহ মিথ্যা মনে
করিও না । এখানে নান করিলে সর্ব পাপ
মুক্ত হয় । সূত বলিলেন,—হরের এতাদৃশ
বাক্যে দেবী বিস্মিতা হইয়া ভীষ্মকে বলিলেন,
—হে দেব ! ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সেখানে কিরূপে
আগমন করিলেন ? আর মংস্তগণই বা ত্রিনেত্রী
হইল কিরূপে ? আমাকে যদি ভাল বাসেন,
তবে এই সকল বিস্তৃতভাবে বলুন । ঈশ্বর বলি-
লেন,—হে দেবি ! যদি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা
হইলে বলি শুন—ইহা শ্রবণ করিলে আমার প্রতি
আস্তিক্য ও ঐচ্ছা হয় । মহাদেব [আমি] যখন
কোন কারণ বশত অজ্ঞানতিমিরাবৃত ক্রুদ্ধ ঋষি-
কর্তৃক শপ্ত হন, তখন ভীষ্মা মহাদেবকে শপ্ত ও
তদ্বিস্তর সমস্ত জগৎ নিরানন্দ অবলোকন করিয়া
গজরূপধারী মহেশ্বর আরাধনা করত ভীষ্মকে

পরমেশানং দধত্যং গজরূপকম্ । উন্নতং স্থান-
মানীয় সানন্দং চক্রিরে দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥ ততঃ প্রভৃতি
সর্গে তে শিবদ্রোহকরং পরম্ । আত্মানং মেনিরে
নিত্যং প্রসন্নোহপি মনোহরে ॥ ১১ ॥ মহোদয়ান্নহা-
তীর্থং সর্বং আগত্য সত্বরম্ । তপন্তে পুণ্ড্রাঘোরং
সঙ্গালেম্বরসরিধৌ ॥ ১২ ॥ সঙ্গালেম্বরনামানং সর্গে
পূজ্য যথাবিধি । তৃণরক্তিস্তথা মক্ষিঃ কঙ্কপঃ
কথং এব চ ॥ ১৩ ॥ গোতমঃ কৌশিকশ্চৈব
কুশিকশ্চ মহাতপাঃ । শূকরোহথ ভরদ্বাজো
ভার্গবিশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১৪ ॥ জাতুকর্ণ্যো বসিষ্ঠশ্চ
সাবর্ণিশ্চ পরাশরঃ । শাণ্ডিল্যশ্চ পুলস্ত্যশ্চ বৎস-
শ্চৈব মহাতপাঃ ॥ ১৫ ॥ এতে চাত্মে চ বহবো
হসম্ভ্যাতা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সঙ্গালেম্বরমাসাদ্য
প্রভাতে পাপনাশনৈঃ । তপঃ কুরুন্তি সততঃ প্রতি-
ষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥ ততঃ কালেন মহতা চ
সর্গে মুনীপূজবাঃ । ধ্যানান্ধ্রিলোচনশ্চৈব অদৃষ্টে তু
মহেশ্বরে ॥ ১৮ ॥ ত্রিনেত্রমমুপ্রাপ্তান্তপোনীঠা-
স্তপোধনাঃ । পরম্পরং বীক্ষম্যান্ধ্রিনেত্রস্তাভি-
শঙ্কয়া ॥ ১৯ ॥ অবন্তি বিবিধৈঃ স্তোত্রৈশ্চ মানা
মহেশ্বরম্ । জাহ্নবা ধ্যানেন দেবস্ত ত্রিনেত্রমুপা-
গতাঃ ॥ ২০ ॥ চক্রকণ্ঠঃ তপন্তে তু পূজাং দেবস্ত
শূলিনঃ । তেবু বৈ তপ্যমানেষু রূপাবিরৌ মহে-
শ্বরঃ ॥ ২১ ॥ উবাচ ভানুনী সর্বান শৃণুধ্বং বর-

কোন এক উন্নত স্থানে লইয়া গিয়া আনন্দ প্রকাশ
করেন । মহেশ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেও
তাঁহারা আপনাদিগকে শিবদ্রোহী মনে করিয়া
রহাতীর্থ সঙ্গালেম্বরসরিধানে আগমন করিয়া তাঁহার
পূজাপূর্বক ঘোর তপস্তা করিতে থাকেন । এই-
রূপে তাঁহারা অর্থাৎ ভূত, অত্রি, মক্ষি, কঙ্কপ, কথ,
গোতম, কৌশিক, কুশিক, শূকর, ভরদ্বাজ, ভার্গবি,
জাতুকর্ণ, বসিষ্ঠ, সাবর্ণি, পরাশর, শাণ্ডিলা, পুলস্ত্য,
বৎস ও অজ্ঞাত অসংখ্য মহর্ষি পাপনাশন প্রভাসে
সঙ্গালেম্বরসমীপে মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরন্তর
তপস্তা করিতেন । একদা তাঁহারা ধ্যান করিয়াও
তাঁহার দর্শন না পাইয়া সকলেই ত্রিনেত্র হন ।
তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে শিব মনে করিয়া
বিবিধ স্তব দ্বারা ভক্তি করিতে থাকেন । তাহা পর
তাঁহারা দেবদেবের ধ্যান করিয়া তাঁহারা যে ত্রিনেত্র
হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া দেবদেবের
পূজাস্তে উগ্র তপস্তা করিতে থাকিলেন । তাঁহারা
এই প্রকার তপস্তা করিলে হর তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

মুত্তমম্ । প্রসন্নোহহং মুনিস্ৰেষ্ঠান্তপসা পূজয়াপি
চ ॥ ২২ ॥ ঋষয় উচুঃ । যদি প্রসন্নো দেবেশ বরং
নো দাতুমর্হসি । গঙ্গামানয় বেগেন হৃতিষেকায়
নো হয় ॥ ২৩ ॥ তস্তাঃ কৃতাভিবেকাশ্চ তব দ্রোহকরা
বয়ম্ । অজ্ঞানভাবাৎ পূতং যাস্তামঃ পৃথিবীতলে ॥
২৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । যুযং পবিত্রকরণাঃ পাবনানাঞ্চ
পাবনাঃ । গঙ্গাং চৈব নয়িষ্যামি যুযাকং চিত্ততুষ্টয়ে ।
২৫ ॥ পাবিত্র্যাস্তবতাং জাতঃ ত্রৈলোক্যে মুনিসন্তমঃ ।
এবমুক্তা ততঃ শত্ৰুর্ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ । সম্মার
ক্ষণমাত্রেণ গঙ্গাং মীনকুলারূতাং ॥ ২৬ ॥ স্মৃতমাত্রা
তদা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী । ভিষ্মা ভূমিতলঃ
প্রাপ্তী তত্র মীনকুলারূতা ॥ ২৭ ॥ ঋষিভিশ্চ যদা
দৃষ্টা গঙ্গা মীনযুতা শুভা । দৃষ্টমাত্রাভ্য তে মৎস্য-
ত্রিনেত্রমুপাগতাঃ ॥ ২৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ । যুযাকং
দর্শনাধিপ্ৰাশ্রিনেত্রমুপাগতাঃ । এতন্নিদর্শনং সর্বং
লোকানাঞ্চ প্রদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥ ঋষয় উচুঃ । অশ্বিন
কুণ্ডে মহাদেব মৎস্তানাং সন্ততিঃ সদা । ত্রিনেত্রা
বৎপ্রসাদেন ভূয়ংসর্বা যুগেযুগে ॥ ৩০ ॥ অশ্বিন
কুণ্ডে সমাগত্য নরঃ স্নানঃ করোতি যঃ । দদাতি

—হে মুনিস্ৰেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের পূজা ও
তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি; বরগ্রহণ কর । ১—২২। ঋষি-
গণ বলিলেন,—হে হর! আপনি যদি আমাদের
বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে আমাদের
অভিষেকের নিমিত্ত গঙ্গা আনয়ন করুন । গঙ্গা-
জলে অভিষিক্ত হইয়া ভবৎদ্রোহী পাপী আমরা
বিভক্তি লাভ করিব । ঈশ্বর কহিলেন,—তোমরা
পবিত্রকরক, পাবনেরও পাবন; তথাপি আমি
তোমাদের চিত্ততুষ্টির জন্ত গঙ্গা আনয়ন করিব ।
হে ঋষিগণ! পবিত্রতা বশতই আপনাদের
ত্রিনেত্র হইয়াছে, এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল
ধ্যানস্তিমিতলোচনে অবস্থান করিয়া মীন-
কুলারূতা গঙ্গাকে স্মরণ করিলেন । স্মৃত হইবা
মাত্র তিনি ধরণীতল ভেদ করিয়া ঐখানে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন । ঋষিগণ যখন তাঁহাকে দর্শন
করিলেন, তখন তত্রত্য মৎস্তগুলি দৃষ্টমাত্র ত্রিনেত্র
প্রাপ্ত হইল । ঈশ্বর বলিলেন,—হে ঋষিগণ!
আপনাদের দৃষ্টিমাত্র এই মৎস্তগণ ত্রিনেত্র হই-
য়াছে । এই সকল মৎস্ত সর্বলোকের দর্শনের জন্ত
ধাকিল । ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাদেব! এই
কুণ্ডে মৎস্তগণের সন্ততি সকল আপনার প্রভাবে
যুগে যুগে ত্রিনেত্র হইবে । যেন এই কুণ্ডে

হেম বিপ্রায় গাশ্চ বস্ত্রং তথা তিলান্ । ৩১ । অমা-
বাস্তাং বিশেষণ ত্রিনেত্রঃ স প্রজায়তাম্ । এবং
ভবিষ্যতীত্যাঙ্ক। হস্তর্কানং গতৌ হরঃ । ৩২ ।
ব্রাহ্মণাশ্চষ্টিসংযুক্তা গতাঃ সর্বে মহোদয়ম্ । ৩৩ ।
এতন্তে কথিতং দেবি গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্ । ঋতং
পাপপ্রশমনং সর্বকামকলপ্রদম্ । ৩৪ ।

—ইতি শ্রীকান্দে সঙ্গালেশ্বরসমীপবর্তিগঙ্গা-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুর্ধিকত্রিশত-
তমোহধ্যায়ঃ । ৩০৪ ।

পঞ্চাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্যহাদেবি তন্তাঃ
পূর্বেণ সংস্থিতম্ । নারদাদিত্যান্যানাম্ জরাদারিড্যা-
নাশনম্ । ১ । পশ্চিমে মূলচটীশাক্ষর্যাক শত-
ত্রেয়ে । আরাধ্য নারদো দেবি ভাস্করঃ বারিতক-
রম্ । জরানিধুংক্রদহস্ত তৎক্ষণাৎসমপদ্যত ।
২ । দেবুবাচ । কথং জরামুপ্রাপ্তো নারদো
মুনিপুংগবঃ । কথমাশ্রিতঃ সূর্য্য এতস্মৈ
বদ শঙ্কর । ৩ । ঈশ্বর উবাচ । যদা দ্বারবতীঃ

আসিয়া স্নান করিবে, এবং অমাবস্তায় এখানে হেম,
তিল, গো, বস্ত্র দান করিবে, সে ত্রিনেত্র হইবে ।
'এবং ভবিষ্যতি' বলিয়া হর তথা হইতে হস্তর্কান
করিলেন । ব্রাহ্মণগণ তই হইয়া মহোদয় তীর্থ প্রাপ্ত
হইলেন । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, এই কামকলপ্রদ
পাপপ্রণাশন বিষয় শ্রবণ করিলে ত ? ২৩—৩৪ ।

চতুর্ধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০৪ ।

পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
গঙ্গার পূর্বে সংস্থিত জরাদারিড্যানাশন নারদাদিত্য-
সমীপে গমন করিবে । মূলচটীশরের পশ্চিমে তিন
শত ঋক ব্যবধানে এই দেব অবস্থিত । দেবর্ষি-
নারদ বারিতকর ভাস্করের আরাধনা করিয়া তৎ-
ক্ষণাৎ জরানিধুংক্রদেহ হইয়াছিলেন । দেবী
বলিলেন,—মুনিপুংগব নারদ কিরূপে জরাপ্রাপ্ত
হইলেন ? কিজন্তই বা তিনি সূর্য্যারাদনা করি-
লেন ? ইহা আশা বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—

প্রাপ্তো নারদো মুনিপুংগবঃ । সর্বে দৃষ্টাক্ষরা তেন
বিকোঃ পুত্রা মহাবলাঃ । ৪ । তত্রাজ্জলমধ্যে
তু ক্রৌড়মানাঃ পরস্পরম্ । আরাস্তং নারদং দৃষ্টৌ
সর্বে বিনয়সংযুতাঃ । ৫ । নমস্চকুর্ব্বহাভ্যায় বিনা
সাধং দ্বরাধিতাঃ । অবিনীতস্ত তং দৃষ্টৌ কথমায়াস
নারদঃ । ৬ । শরীরমদমন্তোহসি যস্মাৎসাধ হরঃ
সুত । অচিরেণৈব কালেন শাপং প্রাপ্যসি দাক-
শ্ণম্ । ৭ । সাধ উবাচ । নমস্কারেণ কিং কার্য্য-
মুযীণাং চ জিতাশ্বনাম্ । আলীক্সাদেন তেবাং চ
তপোহানিঃ প্রজায়তে । ৮ । মুনীনাং যঃ শতাবো
হি স্মৃতি লেশো ন নারদ । বিদ্যাতে ব্রহ্মণঃ পুত্র
উচ্যতে কিমতঃ পরম্ । ৯ । ন কলত্রঃ ন তে পুত্র
ন চ পৌত্রপ্রপৌত্রকাঃ । ন গৃহং নৈব চ দ্বারং ন
হি গাবো ন বৎসকাঃ । ১০ । ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো
ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতঃ । অযুক্তং কুরুতে নিত্যং
কস্মাৎপ্রকৃতিদীপ্তীম্ । ১১ । যুক্তং বিনা ন তে সৌখ্যং
সৌখ্যং ন কলহং বিনা । যাদৃশতাদৃশো বাপি বাধা-
দোহপি সদা প্রিয়ঃ । ১২ । স্নানং সন্ধ্যা জপো
হোমস্তপস্কাঃ পিতৃদেবয়োঃ । নারদঃ কুরুতে চাত্ত-
দন্তংকুরুন্তি ব্রাহ্মণাঃ । ১৩ । কৌমারেণ তু গকিঠৌ

মুনিপুংগব নারদ যখন দ্বারবতী নগরীতে গমন
করেন, তখন তিনি তথায় গিয়া বিষ্ণুর পুত্র-
সকলকে পরস্পর রাজত্ববনে ক্রৌড়া করিতে
দেখিলেন । মুনিকে আসিতে দেখিয়া ঊর্ধ্বাঙ্গ সকলে
বিনীত ভাবে ঊর্ধ্বাঙ্গে প্রণাম করেন ; কিন্তু সাধ
তাঁহা করেন নাই ! মুনি ঊর্ধ্বাঙ্গে অবিনীত
দেখিয়া বলেন,—হে সাধ ! যেহেতু তুমি শরীর
মদে মত্ত হইয়াছ, অতএব তুমি অচিরকাল মধ্যে
দাক্ষিণ্য হুং প্রাপ্ত হইবে । সাধ বলিলেন, ঋষি ও
দ্বিজদিগকে নমস্কার করিয়া লাভ কি আছে ?
তাঁহাদের আলীক্সাদে তপোহানি হয় । মুনিদের
যাহা ভণ, তাঁহার লেশমাত্র আপনাতে নাই ;
অথবা আপনি ব্রহ্মপুত্র বলিয়া কথিত হন । আপ-
নার কলত্র, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, গৃহ, দ্বার গৌর
বাছুর এ সকল আপনার কিছুই নাই ; কেবল
আপনি ব্রহ্মার মানস পুত্র ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত ।
আপনি নিত্য অযুক্ত কর করেন । কিজন্ত আপ-
নার এরূপ প্রকৃতি । যুক্ত ও কলহ ব্যতিরেকে
আপনার সুখ হয় না । যে কোন প্রকার বাক্য-
বাদ আপনার প্রিয় ! স্নান সন্ধ্যা জপ হোম,
দেবপিতৃতপস, এ সকলে আপনি একরূপ করেন ।

যশস্বী শাপদ্রব্যসি। তস্মাৎস্বপি বিপ্রর্ষে জরা-
যুক্তো ভবিষ্যসি। ১৪। এবং শশ্বতদা দেবি
নারদো মুনিপুংগবঃ। একান্তে নির্যলে স্থানে কণ্ট-
কাশ্চিবিকর্জিতে। ১৫। কৃষ্ণাজিনপরিচ্ছন্নো হ্যপ-
বিষ্টো বরাসনে। ঋষিতোয়াতটে রম্যে প্রতিষ্ঠাপ্য
মহামুনিঃ। ১৬। সূর্য্যস্ত প্রতিমাং রম্যাং সর্ব-
দারিদ্র্যানাশিনীম্। তুষ্টাব বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ সদিত্যং
তিমিরাপহম্। ১৭। নমস্ত ঋক্শ্বরূপায় সাহাং
ধামগ তে নমঃ। জ্ঞানৈকরূপদেহায় নিধূততমসে
নমঃ। ১৮। শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপায় নিধূর্তায়ামলা-
ক্শনে। বরিতায় বরেন্যায় সর্বস্মৈ পরমাশ্রমে।
১৯। নমোহবিলজগদ্ব্যাপিস্বরূপানন্দমূর্তয়ে। সর্ব-
কারণভূতায় নিষ্ঠায়ৈ জ্ঞানচেতসাম্। ২০। নমঃ
সর্বস্বরূপায় প্রকাশালঙ্কারপণে। ভাস্করায় নমস্তাতং
তথা দিনকৃতে নমঃ। ২১। ঈশ্বর উবাচ। এবং
সংস্বেতস্তস্ত পুরতস্তস্ত চেতসা। প্রার্থস্বভুব
দেবেশি জগচ্ছবঃ সনাতনঃ। উবাচ পরমং শ্রীতো
নারদঃ মুনিপুংগবম্। ২২। সূর্য্য উবাচ। বরং
বরম্। বিপ্রর্ষে যন্তে মনসি বর্জতে। তুষ্টোহহং তব
দাস্যামি যদ্যপি ত্বাং সুদুর্লভম্। ২৩। নারদ
উবাচ। কুমারবৎসা যুক্তো জরায়ুক্তকলেবরঃ।
প্রসাদাৎ ত্বাং হিতে দেব যদি তুষ্টো দিবাকরম্। ২৪।

আর ব্রাহ্মণগণ অন্তরূপ করেন। কৌমার
গর্ভে গর্ভিত হইয়া আপনি আমাকে শাপ
দিলেন। অতএব হে বিপ্রর্ষে। আপনিও জরায়ুক্ত
হইবেন। হে দেবি। দেবর্ষি নারদ এইরূপে
শপ্ত হইয়া ঋষিতোয়াতটে নির্মল কৃষ্ণাজিন
পরিচ্ছিন্ন আসনে উপবেশনপূর্ব্বক বিবেচনা
করত তথায় সর্বদারিদ্র্যানাশিনী সূর্য্যপ্রতিমা
স্থাপনান্তে বিবিধ স্তোত্র দ্বারা আদিত্যের স্তব
করিতে লাগিলেন। হে সামসকলের ধামনু।
তুমি ঋক্শ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্ঞানৈক-
রূপদেহ, নিধূততমা, শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপ অমূর্ত্ত,
অমূল্য বরিত বরেন্য, সর্ব, পরমাশ্রম আশ্রয় জগ-
দ্ব্যাপিস্বরূপ, আনন্দমূর্ত্তি, সর্বকারণভূত জ্ঞান-
চেতসা, সর্বস্বরূপ, প্রকাশালঙ্কারপী, ভাস্কর ও দিন-
কৃত, তোমাকে নমস্কার। ঈশ্বর বলিলেন,—মুনি-
বর এই স্তব করিলে সূর্য্য তুষ্ট হইয়া বলিলেন,
বিপ্রর্ষে। অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুষ্ট হই-
য়াছি হৃদয় বর আমি তোমায় দিব। নারদ
বলিলেন,—হে দিবাকর। যদি তুষ্ট হইয়াছেন,

সপ্তম্যাং রবিবারেণ যন্তাং পশুতি মানবঃ। তন্ত
রোগভয়ং মাং প্রসাদান্তিমিরাপহম্। ২৫। ঈশ্বর
উবাচ। এবং ভবিষ্যতীতুং হস্তকানং গতো
রবিঃ। ইত্যেৎকথিতং দেবি মাহাশ্রমং সকলং
তব। নারদাদিত্যদেবস্ত সঙ্গপাতকনাশনম্। ২৬।
ইতি শ্রীহান্দে নারদাদিত্যমাহাশ্রমবর্ণনং নাম পঞ্চাশ-
দধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩০৫।

ষড়ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেৎসহাদেবি সাধা-
দিত্যমহুতমম্। তস্মাৎসুতরভাগে তু সঙ্গপাতক-
নাশনম্। ১। যত্র সাহস্রপশুপ্তা হ্যারাদ্য চ দিবা-
করম্। প্রাপ্তবান্ সুন্দরং দেহং সহস্রাং শু-
প্রসাদিতঃ। ২। যদা রোষেণ সংশপ্তঃ পিতা জাহ-
বতীশ্রুতঃ। আরাধয়ামাস তদা বিষ্ণুঃ কমললোচনম্।
৩। অহুগ্রহাৰ্থঃ শাপস্ত সাহো জাহবতীশ্রুতঃ।
প্রসন্নবদনো ভূষা বিষ্ণুঃ প্রোবাচ তং প্রাতি। ৪।
গচ্ছ প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে ব্রহ্মভাগমহুতমম্। ঋষি-

তবে আমার জরায়ুক্ত দেহ কুমারবয়সযুক্ত
হউক। যে মানব রবিবার সপ্তমীতে আপনাকে
দর্শন করে, হে তিমিরাপহ। আপনার প্রসাদে
তাঁহার রোগ যেন ভয় হয় না। ঈশ্বর বলিলেন,—
“এবং ভবিষ্যতি” বলিয়া রবি অন্তর্ধান করিলেন।
হে দেবি। এই আমি তোমার নিকট নারদাদিত্য
দেবের সঙ্গপাপনাশন মাহাশ্রম কীর্ত্তন করি-
লাম। ১—২৬।

পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০৫।

ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অতঃপর সাধা-
দিত্যসমীপে গমন করিবে। পূর্কোক্ত দেবের
উক্তরে এই সঙ্গপাতকনাশন দেব অবস্থিত। সাধ
এই স্থানে দিবাকরের আরাধনা করিয়া তাঁহার
প্রসাদে সুন্দর দেহ লাভ করিয়াছিলেন। সাধ
যখন ক্রুদ্ধ পিতা কর্ত্তক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন,
তখন তিনি শাপাহুগ্রহলাভের জন্য তাঁহার
আরাধনা করেন। ঐ সময় প্রসন্ন হইয়া তিনি
সাহের প্রতি বলেন,—তুমি প্রাভাসিকে অহুতম

তোয়াতটে রম্যে ব্রাহ্মণৈকপশোভিতে ৷ ৫ ৷
তত্রাহং স্বর্ধারুণে বরং দাতামি পুত্রক।
ইত্যুক্তঃ স তদা সাধো বিষ্ণুনা প্রভবিস্কন।
গতঃ প্রভাসিন্দ্রে ক্ষেত্রে রম্যে শিবপুরে
শিবে। তত্রাধ্যা পরং দেবং ভাস্করং বারি-
তস্করম্ ৷ ৭ ৷ প্রসাদয়ামাস তদা ঈশা স্তোত্রৈর-
নেকধা ৷ ৮ ৷ প্রত্যাচ রবিঃ সাধং প্রসন্নস্তে স্তবেন
বৈ। শীঘ্রং গচ্ছ নরশ্চেঠ ঋষিতোয়াতটে শুভে ৷
৯ ৷ ইত্যুক্তঃ স তদাগত্য ঋষিতোয়াতটে শুভম্।
সারদো যত্র ব্রহ্মবিশ্বপত্ন্যতি চৈব হি ৷ ১০ ৷ তত্র
গহা হরেঃ স্কন্ধকরতস্থানবাসিনঃ। আসন্ য়ে
ব্রাহ্মণান্তান স ইদং বচনমব্রবীৎ ৷ ১১ ৷ সাধ উবাচ।
এষ বৈ ব্রাহ্মণো ভাগঃ প্রভাসে ক্ষেত্রে উত্তমে। অত্র
বৈ ব্রাহ্মণা যে তু তে বৈ শ্রেষ্ঠাঃ স্মৃতা ভূবি ৷ ১২ ৷
ভবতাং বচনাধিপ্ৰাঃ স্বর্ধ্যামারাম্যাম্যহম্। মম বৈ
পূর্বমাদিষ্টং স্থানমেতচ্চ বিষ্ণুনা ৷ ১৩ ৷ বিপ্রা উচুঃ।
সিক্ষিতে ভবিষ্য সাধ আরাধ্য দিবাকরম্। ইত্যুক্তঃ
স তদা বিপ্রৈঃ প্রবিশ্টোদধ প্রভাকরম্ ৷ ১৪ ৷
নিত্যমারাম্যাম্যাস সাধো জাহবতীশ্রুতঃ। তপো-
তং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ কাকণিকো মহান ৷ ১৫ ৷ ইদং

বৈ চিন্তয়ামাস পুত্রবাৎসল্যসংযুতঃ। যথৈবধ্যপ্রদো
রুদ্রো যথা বিষ্ণুশ্চ মুক্তিদঃ ৷ ১৬ ৷ যজ্ঞৈরিত্যে হি
দেবেশ্রো যথা স্বর্গপ্রদঃ স্মৃতঃ। শুদ্ধিকর্ষু যথা
তোয়ং মুক্তিকাত্মসংযুতম্। দহনাত্মা যথা বহি-
রিত্তরহর্জী গণেশ্বরঃ ৷ ১৭ ৷ স্বচ্ছন্দভারতীদানে
যথা ব্রহ্মসুতা নৃণাম্। তথারোগ্যপ্রদাতা চ নাক্ষে-
দেবো দিবাকরঃ ৷ ১৮ ৷ অনেকধারাবিতোহপি-
স দেবো ভাস্করঃ শুচিঃ। ন দদাতি বরং যজু তয়ে
শাপস্ত কারণং ৷ ১৯ ৷ এবং সাক্ষিত্য ভগবান্
বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ। স্বর্ধ্যারুণঃ সমাধিত্য তস্ত
তুষ্ঠো জনাধিনঃ ৷ ২০ ৷ যোহপরনারায়ণাধ্যাত্তৈব
সরিধৌ স্থিতঃ। প্রত্যক্ষঃ স ততো বিষ্ণুঃ স্বর্ধ্যারুণী
দিবাকরঃ। উবাচ পরমশ্রীতো বরদঃ পুণ্যকর্মণাং ৷
২১ ৷ অলং ক্রেশেন তে সাধ কিমর্থং তপ্যসে
তপঃ। প্রসন্নোহং হরেঃ স্তনো বরং বরয়
সুভ্রত ৷ ২২ ৷ সাধ উবাচ। নির্মলস্বংপ্রসাদেন
কুঠমুক্তকলেবরঃ। ভবানি দেবদেবেশ প্রত-
ক্ষায়রভূষণ। আশ্রয় স্থানে স্থিতো রম্যে নিত্যং
সরিহিতৌ ভব ৷ ২৩ ৷ স্বর্ধ্য উবাচ। অধুনা
নির্মলো হেবভব সাধ ভবিষ্যতি। ইহাগত্য নরো

ব্রহ্মভাগে তথৈব গমন কর। এই স্থান ঋষিতোয়ার
ব্রাহ্মণশোভিত রম্য তটে অবস্থিত। আমি তথায়
স্বর্ধ্যারুণে তোমাকে বর প্রদান করিব। এইরূপ
কথিত হইয়া সাধ তথায় গমনপূর্বক চারি বৎসর
ভাস্করের আরাধনা করেন এবং অনেক প্রকার
স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রসাদিত করেন। তখন রবি
বলেন,—সাধ! তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি।
তুমি শীঘ্র ঋষিতোয়াতটে গমন কর। এইরূপ
অভিহিত হইয়া তিনি ঋষিতোয়াতটে—যেখানে
দেবর্ষি তপস্তা করিয়াছিলেন, যেখানে উন্নত-
স্থানবাসী ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন, সেই
স্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—
এই প্রভাস ক্ষেত্রের ব্রহ্মভাগ; এখানে যে সকল
ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ
ব্রাহ্মণ। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের বাক্যে আমি
স্বর্ধ্যারাদনা করিব। ভগবান্ বিষ্ণু আমায় এই
স্থানে তাঁহার আরাধনা করিতে বলিয়া দিয়াছেন।
বিপ্রগণ বলিলেন,—হে সাধ! তোমার সিক্ষি হইবে,
দিবাকরের আরাধনা কর। এইরূপ উক্ত হইয়া
সাধ তথায় প্রবেশ করত নিত্য প্রভাকরের
আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন সাধকে

তপোনিষ্ঠ দেখিয়া বিষ্ণু পুত্রবাৎসল্যে এইরূপ চিন্তা
করিলেন যে, রুদ্র যেমন ঐশ্বর্যপ্রদ—বিষ্ণু যেমন
মুক্তিপ্রদ—যজ্ঞেই দেবেশ্র যেমন স্বর্গপ্রদ—
মুক্তিকাত্মসংযুক্ত তোয় ও দহনাত্মা বহি যেমন
শুদ্ধিপ্রদ—গণেশ যেমন অবিত্রপ্রদ—এবং সরস্বতী
যেমন স্বচ্ছন্দভারতীপ্রদ—তেমনি দিবাকর আরোগ্য
প্রদ। ইনি ভিন্ন আর আরোগ্য দানে কেহই সমর্থ
নহেন ৷ ১৬-১৮ ৷ অনেকধা আরামিত হইয়াও যখন তিনি
সাধকে বর দিলেন না, তখন আমায়ই শাপ ইহার
কারণ বলিতে হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া
কমললোচন বিষ্ণু স্বর্ধ্যারুণ পরিশ্রমে করিয়া সাধের
প্রতি তুষ্ট হইলেন। যে অপর নারায়ণ তাঁহার সরি-
ধান ছিলেন, সেই স্বর্ধ্যারুণী বিষ্ণু প্রত্যক্ষ হইয়া
পরম শ্রীতিসহকারে সাধকে বলিলেন,—হে সাধ!
আর ক্রেশের প্রয়োজন নাই, কি জন্ত তপ করি-
তেছ? আমি প্রসন্ন হইয়াছি; বর গ্রহণ কর।
সাধ বলিল,—হে প্রমত্তাঙ্গাধরভূষণ! আমি আপ-
নার প্রসাদে নির্মল ও কুঠমুক্তকলেবর হইতে ইচ্ছা
করি। আপনি এই রম্যস্থানে নিত্য সরিহিত হউন।
স্বর্ধ্য বলিলেন,—সাধ! অধুনা তোমার নির্মলদেহ
হইবে। যে নর এখানে আসিয়া রবিবার সপ্তমীতে

যন্ত সপ্তম্যাং রবিবাসরে। উপবাসপরো কুহা
রাজো জাগরণে স্থিতঃ। ২৪। অষ্টাদশানি কুষ্ঠানি
পাপরোগান্তথৈব চ। কদাচিন্ন ভবিষ্যতি কুলে
তন্ত মহাশ্বনঃ। ২৫। কুহা স্নানং নরো যন্ত ভক্তি-
যুক্তো জিতেশ্রিয়ঃ। পূজয়েদ্রবিবারেণ সাধাদিত্যং
মহাপ্রভম্। স রোগহীনো ধনবান পুত্রবান জায়তে
নরঃ। ২৬। তন্তৈব পূর্ষদিগৃভাগে কিঞ্চিদীশান-
মাজিতম্। কুণ্ডঃ পাপহরং পুণ্যং স্বচ্ছোদপার-
পুৰিতম্। ২৭। তত্র স্নাত্বা চ বিধিবৎ সূর্য্যাক্ষাৎ
বিচক্ষণঃ। ভোজয়েদ্ ভাষ্যপানং যন্ত সাধাদিত্যং
প্রপূজয়েৎ। ২৮। স সৰ্বকামসমৃদ্ধা। সূর্য্যালোকে
মহীয়তে। ২৯।

ইতি জীকান্দে সাধাদিত্যমাহাশ্রাবণং নাম ষড়্বিক-
ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩৬।

সপ্তাদিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। সাধাদিত্যাক পূর্বেণ কিঞ্চি-
দায়েয়সংস্থিতঃ। অপন্নানায়ণো নাম যস্মান্নাস্তি
শরো জুবি। ১। স তু সাধস্ত দেবেশি সূর্য্যো
বিকৃৎসরূপবান। অপরাং মূর্তিমাশ্রয় বিকৃৎসরূপো

উপবাসপরায়ণ হইয়া রাত্রিতে জাগরণ করে, তাহার
কুলে কদাচ অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ বা অন্তান্ত পাপ-
রোগ হয় না। যে ভক্তিযুক্ত জিতেশ্রিয় নর
স্নানান্তে সাধাদিত্যের পূজা করে, সে রোগহীন,
ধনবান ও পুত্রবান হয়। সাধাদিত্যের পূর্বে
কিঞ্চিৎ কেশানে স্বচ্ছোদকপরিপূর্ণ পুণ্য পাপহর এক
কুণ্ড আছে, বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কুণ্ডে স্নান করিয়া
শ্রদ্ধা করিলেন। বাহ্যর এইস্থানে সাধাদিত্যের
পূজা করিয়া ভাষ্যপাণ্ডাজন করায়, তাহার সর্বকাম-
সমৃদ্ধা হইয়া সূর্য্যালোকে পূজিত হয়। ১২—২৯।

ষড়্বিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তাদিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন—হে দেবেশি! সাধাদিত্যের
পূর্বে কিঞ্চিৎ অগ্নিকোণে অপর নারায়ণ
নামক এক দেবতা আছেন। তাঁহা হইতে
শ্রেষ্ঠ দেবতা কখনে আর নাই। উনি
বিকৃৎসরূপান। সূর্য্য অপর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া

বরং দদৌ। ২। তেনাপরেতি নান্য বৈ খ্যাতে
বিকৃঃ পুরাতবৎ। কান্তনামলপক্ষে তু একাদশ্যাং
বিধানতঃ। ৩। পূজয়েৎ পুণ্ডরীকাকং তত্র সূর্য্য-
স্বরূপিণম্। যুক্তো ভবতি পাপেভ্যঃ সর্বকামৈঃ
সমৃধ্যতে। ৪।

ইতি জীকান্দেহপন্নানায়ণমাহাশ্রাবণং নাম
সপ্তাদিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩৭।

অষ্টাদিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মান্নারায়ণং পূর্বে কিঞ্চি-
দীশানসংস্থিতম্। মূলচণ্ডীশনাম তু বিখ্যাতং
ভুবনজয়ে। ১। যত্র লিঙ্গং পুরান্নাকং পাতিতং
অশ্রুতিঃ প্রিয়ে। ক্রোধরক্তেক্ষণৈর্দেব মূলচণ্ডী-
শতাং গতম্। ২। আদ্যং লিঙ্গোত্তমং দেবি ঋষি-
কোপান্নিপাতিতম্। যে কেচিদুদয়ন্তত্র দেব-
দাক্ষবনে স্থিতাঃ। ৩। কালান্তরে মহাদেবি অহং
তত্র সমাগতঃ। তেষাং জিজ্ঞাসয়া দেবি ততস্তে
য়োষিতা ভবন্। শপ্তত্ততোহহং দেবেশি চকুর্মে
লিঙ্গপাতনম্। ৪। দেবুবাচ। রোবোপহতসম্ভাবাঃ

সাধকে বরদান করিয়াছিলেন বলিয়া অপর নারায়ণ
নামে খ্যাত হইয়াছেন। কান্তন মাসের একদশীতে
এই তীর্থে বিধিপূর্বক সূর্য্যরূপী পুণ্ডরীকাক্ষের
পূজা করিতে হয়। যে করে, সে সর্বপাপযুক্ত
ও সর্বকামসমৃদ্ধ হয়। ১—৪।

সপ্তাদিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টাদিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন—নারায়ণ দেবের পূর্বে কিঞ্চিৎ
কেশানে মূলচণ্ডীশ নামে এক জিহুবনবিখ্যাত
দেব আছেন। হে প্রিয়ে! পূর্বে ক্রোধ-রক্তেক্ষণ
ঋষিগণ এই স্থানে আমার লিঙ্গ পাতিত করিয়া-
ছিলেন। সেই লিঙ্গই মূলচণ্ডীশতা প্রাপ্ত হইয়াছে।
এইই প্রথম লিঙ্গোত্তম। পূর্বে দেবদাক্ষবনে ঋষিগণ
বাস করিতেন। একদা আমি ঐ স্থানে গমন
করি। ঋষিগণ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া
কষ্ট হইয়া শাপ দিয়া আমার লিঙ্গ পাতন করেন।
দেবী বলিলেন,—এই বিজ্ঞাতিগণ রোবোপহতচিত্ত

কথমেতে দ্বিজাতঃ। সজ্জাতা এতদাখ্যাহি পয়ঃ
কৌতূহলঃ মম ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ডিগুরুপঃ
পুরা দেবি ভূবাহুং দাক্ষকে বনে। ঋষীণামাশ্রমে
পুণ্যে নগ্নো ভিক্ষাচরোহভবম্। ভিক্ষস্তমাশ্রমে
দৃষ্ট্বা তাঃ সৰ্বা ঋষিষোবিতঃ ॥ ৬ ॥ কামস্ত বশমা-
পন্নঃ প্রিয়মুৎসজ্জ্য সৰ্বতঃ। তমুর্দ্ধলিকমালোক্য
জটামুকুটধারিণম্ ॥ ৭ ॥ ভিক্ষন্তঃ তন্মদিদ্যাকং
ঋষকেতুমিবাশ্রমম্। বিক্ষোভিতাশ্চ নঃ সৰ্ষে দারা
এতেন ভিত্তিনা ॥ ৮ ॥ তন্মাজ্জাপক দাস্তাম ঋষযন্তে
তদাক্রবন্। ততঃ শাপোদকং গৃহ্য সজ্জায়াথ
তপোধনাঃ ॥ ৯ ॥ অস্ত লিকমবোধো যাতু দৃষ্টতে যৎ
সদোরতমম্। ইত্যুক্তে পতিতঃ লিকঃ তত্র দেব-
কুলে মম ॥ ১০ ॥ মূলচণ্ডীশনায় তু বিখ্যাতঃ ভুবন
জয়ে। তল্লিকং পতিতঃ দৃষ্ট্বা কোপোপহতচেতনঃ।
পুনর্হস্তং সমারক্য ভিত্তিনং তে তপোধনাঃ ॥ ১১ ॥
ঋষিকাশপণয়ঃ কেচিৎ কমণ্ডলুধরঃ পয়ে। গৃহীত্বা
পাণ্ডকাশাস্ত্রে তস্ত ধাবন্তি পৃষ্ঠতঃ ॥ ১২ ॥ ভিত্তি-
শাস্ত্রহিতো ভূয়। স্বাযুবাচ স্তমধ্যমাম্। যোষোপ-
হতচেতকান পশ্চৈতাংস্বঃ তপোধনান ॥ ১৩ ॥

হইলেন কেন? ইহা কহিয়া আমার কৌতূহল নিবা-
রণ করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! পূর্বে আমি
ডিগুরুপে দাক্ষবনে ঋষিগণের আশ্রমে নগ্নাবস্থায়
ভিক্ষাচরণ করিতাম। ঋষিপত্নীগণ আমাকে এব-
ধি অবলোকন করিয়া স্ব স্ব প্রিয়গণকে পরিত্যাগ-
পূর্বক কামের বশতাপন্ন হন। এই সময় ঋষিগণ
আমাকে জটামুকুটধারী তন্মদিদ্যাক দ্বিতীয় মকর-
ধ্বজের ভায় এবং উর্দ্ধলিক অবস্থায় ভিক্ষা করিতে
দেখিয়া বলেন,—এই ভিত্তি আমাদের পত্নীগণকে
বিক্ষোভিত করিতেছে, অতএব আমরা ইহাকে
শাপ দিব। এই বলিয়া তপোধনগণ শাপোদক
গ্রহণপূর্বক ধ্যানাস্ত্রে বলিলেন যে, ইহার যে লিক
সৰ্বদা উন্নত হইয়া রহিয়াছে, সেই লিকের অধঃপাত
হউক। ঋষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র
দেবকুলে আমার লিক পতিত হইল। ইহাই
মূলচণ্ডীশ নামে জিহুবনে বিখ্যাত। লিককে
পতিত দেখিয়াও ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ১২নম্বায়
ভিত্তিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ
কেহ ঋষিকা লইয়া, কেহ কেহ কমণ্ডলু ধারণ করিয়া,
কেহ কেহ বা পাণ্ডকা গ্রহণ করিয়া ভিত্তির পশ্চাৎ
ধাবিত হইলেন। তখন ভিত্তি (আমি) অস্তর্হিত
হইয়া তোমাকে বলিলেন,—দেখ এই তপোধনগণ

এতম্মাংকারণাদেবি তব বাক্যায়মানম্। ন
কতোহহুগ্রহন্তেষাং সরোবাণাং তপস্তিহানম্ ॥ ১৪ ॥
অজ্ঞান্তরে তে মুনয়ো হপশ্চস্তো হি ভিত্তিনম্।
নিরানন্দঃ গতঃ সৰ্ষে ভ্রূঃ দেবঃ পিতামহম্ ॥ ১৫ ॥
তং দৃষ্ট্বা বিবুধেশানং বিরিকিঃ বিগতজরম্। প্রণম্য
শিরসা সৰ্ষ ঋষয়ঃ প্রাহরঞ্জসা ॥ ১৬ ॥ ভগবন্
ডিগুরুপেণ কশ্চিদন্তি তপোধনঃ। বিশ্বৎস-
নায় দারাণাং প্রবিষ্টঃ কিস ভিক্ষিতুম্ ॥ ১৭ ॥
শণ্ডোহম্মাভিহু হর্ষন্তস্ত লিকঃ নিপাতিতম্।
তন্নিপতিতেহম্মাকং তথৈব পতিতানি চ ॥ ১৮ ॥
গতোহসৌ কারণান্তম্মাত্মলিকো পতিতে বয়ম্।
নিরানন্দাঃ স্থিতাঃ সৰ্ষ আচৈকৈঃ ক্রীড়িতাঃ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মোবাচ। অশোভনমিদং কাৰ্য্যঃ বুধ্যতিযৎ
কৃতং মহৎ। কল্পস্তাতিসূরুপস্ত সের্বা য়ে হস্ত-
মুদাতাঃ ॥ ২০ ॥ আশুরীঃ দানবীঃ দৈবীঃ যক্ষীঃ
কিন্নরীঃ তথা। বিদ্যাধরীক গন্ধৰ্ব্বীঃ নাগকম্ভাঃ
মনোরমাম্। এতা বরস্থিযন্ত্যক্কা বৃহদীয়াস্ত
তাস্মি ॥ ২১ ॥ আহ্লাদঃ কুরুতে সৰ্ষে নৈব
জানীত ঠৈভা দ্বিজাঃ। ঠৈলোকানায়িকাঃ সৰ্ষাঃ

ক্রোধাপহতচিত্ত হইয়া প্রহার করিতেছেন। এই
জন্তই ত আমি তোমার তদানীন্তন কথামত সেই
ক্রুদ্ধ ঋষিগণের প্রতি কৃপা করি নাই। অজ্ঞা-
ন্তরে উক্ত ঋষিগণ ভিত্তিকে দেখিতে না পাইয়া
নিরানন্দে পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রণাম-
পূর্বক তাঁহাকে বাগলেন,—হে ভগবন্! ডিগুরুপ-
ধারী এক তপস্বী আছে। সে আমাদের পত্নী-
গণকে বিশ্বস্ত করিবার জন্ত ভিক্ষা করিতে যায়।
তাঁহাকে আমরা শাপ দি। তাহাতে তাহার লিক
পতিত হয়। তাহার লিক পতিত হওয়ায় আমাদেরও
লিক তজপ পতিত হইয়াছে। লিক পতিত হইলে
ভিত্তি অস্তর্হীন করে। তদবধি লিকপতন জন্ত
আমরাও নিরানন্দ আছি। আপনি এই সকল ঘট-
নার কারণ বলিয়া দেন ॥ ১—১১ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন,—
ঋষিগণ! তোমরা ইহা মহৎ অশোভন কর্ম করি-
য়াছ; যে হেতু তোমরা অতি সুরূপ ক্রোধের প্রতি
ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত
হইয়াছ। অহং! তিনি আশুরী, দানবী, দেবী,
যক্ষী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, গন্ধৰ্ব্বী, নাগ-কম্ভা
প্রভৃতি মনোরমা রমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া
তোমাদের ব্রীকুলে আহ্লাদ করিতেছিলেন,
তোমরা ইহা বুঝিতে পার নাই! অতঃপাশ্চ তিনি

রূপাতিশয়সংযুতাম্ ॥ ২২ ॥ তাং ভ্যক্তা মূনিপত্নী-
নামহ্লাদাং কুরুতে কথম্ । তয়া কভ্রো হি বিজ্ঞপ্ত
ঋণাণাং কুর্ষজগ্রহম্ ॥ ২৩ ॥ তেন বাক্যেন পার্জিত্যা
জিজ্ঞাসার্থং কৃতং মনঃ । চতুর্দশবিধস্তাপি কৃত-
গ্রামস্ত যঃ প্রভুঃ ॥ ২৪ ॥ স শপ্তো ডিগুরুপত্ন
তবতিঃ করণেশ্বরঃ । তচ্ছাপাচ্ছপ্তমেবৈতৎ সমস্তং
তদুণ্যাপাদম্ । দেবতিথ্যামমুখ্যাণাং নিরানন্দ-
মিতি স্থিতম্ ॥ ২৫ ॥ শাপেনানেন তবতাং মহা-
দোষঃ প্রজায়তে । আরাধ্যং নাশ্বতা লিঙ্গমূরতিঃ
যাত্যধোগতম্ ॥ ২৬ ॥ এবমুক্তেহথ দেবেন বিপ্রা
উচুঃ পিতামহম্ । জটব্যাঃ কুজ সৌহৃদ্যভিঃ কথয়ত্ব
যথাস্থিতম্ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ । আস্তে গজ-
কল্পশেখরবেরাশ্রয়সংস্থিতঃ । তত্র গতা তমাসাদ্যা
ভোবধন্যং পিনাকিনম্ ॥ ২৮ ॥ গজক্লুপা বচস্তস্ত
সর্কে তে হস্তমানসঃ । গন্তঃ প্রবতাঃ সহসা কোটি-
সম্ব্যাক্তপোদনঃ ॥ ২৯ ॥ চিত্তয়ন্তঃ শুভং দেশং
জটুং তং গজক্লুপম্ । কুজং পিতামহাখ্যাতং কুবে-
রাশ্রয়বাসিনম্ ॥ ৩০ ॥ কুংকামকণ্ঠঃ কুশিতান্ গোমী
মস্তা তপোধনান্ । আদায় গোরসং তেষাং কাকুপ্যাৎ

সা পুরঃ স্থিতা ॥ ৩১ ॥ অসিতাঃ কুটীলাঃ স্নিগ্ধায়াঃ কু-
জগীমিব । বেষীঃ শিরসি বিভাণা গোমী গোরস-
সংযুতা ॥ ৩২ ॥ সা তানাহ মুনীন সর্বান যময়
পর্যাহতম্ । কপিখকলসদগ্ধং গোরসং ত্রয়কো-
পমম্ ॥ ৩৩ ॥ তরৈবযুক্তা বিপ্রাশ্চ আহস্তাঃ বিপুলে-
ক্ষণাম্ । স্নানাত সর্কে পাত্রায়ো গোরসং কু ব্রহ্ম-
হতম্ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ ক্রমা তথা দেব্যা স্নানার্থং
তীর্থযুক্তমম্ । তপ্তোদকেন সম্পূর্ণং কৃতং কুণ্ডং
মনোরমম্ ॥ ৩৫ ॥ তত্র তে সমুপ্তাঃ সধে বিমুক্তা
বিপুলাক্ষমাং । কৃতাহা গোরসস্তেব পানার্থং সমুপ-
স্থিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ পত্রৈর্দিবাকরতরোর্বিধায় পুটকান্
শুভান্ । উপবিষ্ট ক্রমাং সর্কে তে শিবস্তি অ
গোরসম্ ॥ ৩৭ ॥ গোরসেন হৃদা তেবামমৃতেনেব
পুরিতান্ । বৃদ্ধুক্তিতানাং পুটকান্মনীনাং তৃপ্তি-
কারণাং ॥ ৩৮ ॥ পুনঃ পুরয়তে গোমী পীত্বা তে
তৃপ্তিমাগতাঃ । কুত্বাশ্রমনিপুণ্ডাঃ পুনর্জাতা ইব
স্থিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ স্বহৃদিতৈস্ততো জাহা নেত্রং
গোপালিসংক্রিকা । অমুগ্রহার্থমস্মাকং গোমীয়ং
সমুপাগতা ॥ ৪০ ॥ প্রণম্য শিরসা সর্কে তামুচুস্তে

ত্রিলোক-নাথিকা সর্বরূপাতিশয়সংযুতা পার্জিতীকে
পরিত্যাগ করিয়া মূনিপত্নীকে আহ্লাদ করিতে-
ছিলেন । একদা দেবী ঋষিদিগকে অমুগ্রহ করি-
বার জন্ত কুজকে জানান । তাঁহার বাক্যেতেই
তিনি জিজ্ঞাসার্থ মনন করিয়াছিলেন । যিনি চতু-
র্দশ প্রকার কৃতগ্রামের প্রভু, সেই ডিগুরুপী
করণেশ্বরকে তোমরা শাপ দিয়াছ । তাঁহাকে শাপ
দেওয়ায় তদুণ্যধার দেব, তির্য্যক মমুখ্য সমুদয়
জগৎই অভিযুক্ত হইয়াছে । এরূপ শাপ দেওয়া
তোমাদের মহাদোষ হইয়াছে । অত্বে আরাধন
ব্যতিরেকে অধোগত লিঙ্গ আর উন্নত হইবে না ।
পিতামহ এই কথা বলিলে ঋষিগণ বলিলেন,—
তাঁহাকে আমরা কোথায় দেখিতে পাইব, তাহা
বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—তিনি গজক্লুপে কুবেরা-
শ্রমে আছেন । সেখানে গিয়া তোমরা তাঁহাকে
ভোষিত কর । এই কথা শুনিয়া তাঁহার্য কোটি
সংখ্যায় সংখ্যায় হইয়া সহস্রে সেই স্থানে গমন
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পরে তাঁহার্য সেখানে
উপস্থিত হইয়া পিতামহাখ্যাত গজক্লুপী কুবেরাশ্রম-
বাসী কুজকে দর্শন করিলেন । গোমী এই সময়
কপিগণকে কুংকামকণ্ঠ ও কুশিত মনে করিয়া
কর্ণাবলম্বনঃ গোরস প্রদান করিলেন । গোরস

প্রদান কালে দেবীর অসিতা কুটীলা স্নিগ্ধা আয়ত
কুজগীমিব ভ্রায় বেষী পৃষ্ঠে পতিত ছিল । দেবী
বলিলেন,—হে তপোধমগণ ! আমি এই কপিখ-
কলসদগ্ধ অমৃতোপম গোরস পরিত হইতে আহ-
রণ করিয়াছি ॥ ২০—৩৩ ॥ দেবী কর্তৃক এইরূপ কথিত
হইয়া ঋষিগণ বলিলেন,—আমরা স্নান করিয়া আপ-
নার আহুত এই গোরস পান করিব । তাহা শুনিয়া
দেবী উত্তমতীর্থ তত্রত্য কুণ্ড ও তাঁহাদের স্নানার্থ
উকোদকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন । স্নানে অপ-
গত-শ্রম হইয়া ঋষিগণ তাহাতে সন্তরণ দিতে
লাগিলেন । তারপর তাঁহার্য আহিকাদি কৰ্ম
সমাপনপূর্বক গোরস পানের নিমিত্ত উপস্থিত হই-
লেন । উপস্থিত হইয়া তাঁহার্য অর্কপত্রের পুটকে
করিয়া গোরস পান করিতে লাগিলেন । দেবী
গোমী অমৃতকর গোরস দ্বারা তাঁহাদের পুটক
পুনঃপুন পূরণ করিয়া দিতে লাগিলেন । তাঁহার্যও
পুনঃপুন পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন ।
এইরূপে গোরস পান করিয়া কুণ্ড বিগতক্রম
হইয়া তাঁহার্য পুনর্জাতবৎ প্রতিভাত হইলেন ।
অনন্তর কুণ্ড হইয়া তাঁহার্য বিবেচনা করিলেন যে,
গোরসদ্বারা গোপালী নহেন, আরাধিকাকে অমু-
গ্রহ করিবার জন্ত গোমীই উপস্থিত হইয়াছেন ।

সুখ্যম্যাম্ । উষ্মে কথয় কুত্রঃ প্রক্ষ্যামো কজ-
মেকদা ॥ ৪১ ॥ তথোক্তান্তে মহাত্মানন্তঃ পশুত
মহাগজম্ । গজতাপ সমাসাদ্য সফরন্তঃ মহা-
বনম্ ॥ ৪২ ॥ ভবত্তিৰ্ভিজতন্ত্যায়ঃ সংগ্রাহো হি
যথাসুখম্ । তে তত্চেনমাসাদ্য সমেত্যৈকজ ৫
বিজাঃ ॥ ৪৩ ॥ পবিত্রান্তঃ গজঃ ত্রিঃ ভাবিতেনা
স্তরাস্তনা । যত্রৈকজ হিতা বিপ্রান্তজ তীর্থং মহো-
দয়ম্ । সঙ্গমেবরসংজ্ঞস্ত পূৰ্ণঃ সৰ্বজ বিজ্ঞতম্ ॥ ৪৪ ॥
ততস্তম্মাং প্রবৃত্তান্তে ত্রিঃকামা মহাগজম্ । কুণ্ডিকাঃ
সম্প্রিত্যজ্য সন্নহাস্তানমাস্তনা ॥ ৪৫ ॥ যত্র তাঃ
কুণ্ডিকান্ত্যক্তান্ততীর্থঃ কুণ্ডিকান্নয়ম্ । সৰ্বপাপহরঃ
পুংসাং হৃষ্টাভূষ্টকলপ্রদম্ ॥ ৪৬ ॥ কুণ্ডেরস্তাশ্রমঃ
প্রাপ্য ততস্তে মুনিসন্তমঃ । নারিকেলবনীসংস্থঃ
দদৃশুস্তঃ দ্বিগং ভদ্রা ॥ ৪৭ ॥ করে গ্রহীতুমারকাঃ
শ্বকরৈরহুষ্টিমানসাঃ । গজস্তান্ করসংলগ্নান বিচিক্ষেপ
তপোধনান্ ॥ ৪৮ ॥ কাংশ্চিদঙ্গসমালগ্নান সমস্তাভি-
বৰ্জিতান্ । এবং স তৈঃ পুনঃ সৰ্বৈরর্শকৈরিব
৪ঃ ॥ ৪৯ ॥ ক্রীড়াং কয়োতি বিবিধাং বন-

সংস্থো হরদ্বিপঃ । তত্রণঃ সম্প্রিত্যজ্য কজো
য়োজগজাস্তকম্ ॥ ৫০ ॥ পুনরন্তঃকার্যসৌ ভিগি-
রুপঃ মনোরমম্ । জয়শব্দপ্রদোবেশঃ বেদমঙ্গল-
গীতকৈঃ ॥ ৫১ ॥ উন্নামিতঃ পুনঃস্থেন যত্র লিঙ্গং
মহোদয়ম্ । তদ্ব্যবহিতি প্রোক্তঃ স্থানঃ স্থানবর্তাং
বরম্ ॥ ৫২ ॥ গজরূপধরন্তজ স্থিতঃ স্থানে মহারথঃ ।
গণনাথশ্বরূপেণ চ্যবন্তো জগতি স্থিতঃ ॥ ৫৩ ॥
জিগুরুপধরো ভূষা রুদ্রঃ প্রাহ তপোধনান্ । যদ্বয়া
ভবতাং কার্যং কর্তব্যং তদাহোচ্যতাম্ ॥ ৫৪ ॥
এবমুক্তস্ত তৈরুত্তরঃ সৰ্বজ্ঞানক্রিয়াপটয়ঃ । সানন্দাঃ
প্রাণিনঃ সন্ত ত্বংপ্রসাদাৎ পুরা যথা ॥ ৫৫ ॥ কন্তব্যং
দেবদেবেশ কৃতং যম্মুচ্যমানসৈঃ । ত্বংপ্রসাদাৎ
স্থত্রেণান তত্বঃ সানুগ্রহো ভব ॥ ৫৬ ॥ এবমব্ধিতি
তেনোক্তান্তে স্নানার্থে বিগজয়াঃ । তন্নিগ্নাহুততি
লিঙ্গমৌজিরে মুনয়স্তথা । চক্রেস্তে মুনয়ঃ সৰ্বৈঃ স্ততিং
বিগতমৎসরাঃ ॥ ৫৭ ॥ কমম্ব দেবদেবেশ কুর্ক-
স্মাকমম্বগ্রহম্ । অস্মি স্নিগ্ধে লয়ঃ গচ্ছ মূলচৌশ-
সংজ্ঞকে । ত্রিকালং দেবদেবেশ গ্রাহ্য হুজ কলা

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা প্রণামপূৰ্ব্বক তাঁহাকে
বলিলেন,—হে দেবি উমে । আপনি বলুন, কোথায়
আমরা হরের সাক্ষাৎলাভ করিব ? ঋষিগণ
কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তিনি বলিলেন,—এ
দেখুন, আপনারা মহাগজ ; তিনি গজদ্ব প্রাপ্ত
হইয়া মহাবনে বিচরণ করিতেছেন । আপনারা
নিজ ভক্তি দ্বারা উঁহাকে গ্রহণ করুন । তাঁহারা
গৌরী মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া পবিত্রাস্তঃকরণে গজ
দেখিবার জন্ত সকলে একত্র মিলিত হই-
লেন । যেখানে ঋষিগণ মিলিত হইলেন ঐ
স্থানে এক তীর্থ হইল । এই তীর্থের নাম
সঙ্গমেবর । পূর্বে এইরূপে ঐ তীর্থ প্রসিদ্ধি
লাভ করিয়াছে । অতঃপর তাঁহারা কুণ্ডিকা পরি-
ত্যাগপূৰ্ব্বক আত্মা দ্বারা আত্মাকে সন্নহন করিয়া
গজ-দর্শন করিবার উপক্রম করিলেন । যেখানে
তাঁহারা কুণ্ডিকা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থান
কুণ্ডিকাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ঐ
তীর্থ মানবগণের সৰ্বপাপহর ও হৃষ্টাভূষ্টকলপ্রদ ।
ঋষিসত্ত্বগণ কুণ্ডেরস্তাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া নারিকেলবনে
গজ-দর্শন করিলেন । তাঁহারা হুট মানপে কর
দ্বারা গজের কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন । গজ
করসংলগ্ন ভয়বৰ্জিত ঋষিগণকে সৰ্বতোভাবে
নিক্ষেপ করিলেন । পরে ঋষিগণ মনকের দ্বারা

ঐ গজকে বেটন করিলেন । হরদ্বিপ যোজ-
গজাস্তক এইরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে
লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । গজ পুন-
রায় ভিগুরুপ ধারণ করিলেন । অনন্তর তিনি
ঋষিগণের জয়শব্দে ও বেদমঙ্গলগীতে যেখানে
মহোদ লিঙ্গ বিরাজিত, সেইখানে উপস্থিত
হইলেন । ঐ স্থান উন্নত বলিয়া কথিত এবং
স্থান সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । গজরূপধর হর
ঐ স্থানে গণনাথশ্বরূপে অবস্থান করিলেন । অন-
ন্তর ভিগুরুপে তিনি তপোধনগণকে বলিলেন,—
আমাকে আপনাদিগের যাহা করিতে হইবে,
তাহা এই স্থানে বলুন । এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া
সৰ্বজ্ঞানী ক্রিয়াপর ঋষিগণ বলিলেন,—আপনার
প্রসাদে প্রাণিগণ পূর্বের দ্বারা সানন্দ হউক ; হে
দেবদেবেশ । এই মূঢ়গণ যাহা করিয়াছে, তাহা
ক্ষমা করুন । আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের প্রতি
সানুগ্রহ যৌন । হর ‘এবমম্ব’ বাক্যে তাঁহাদিগকে
বিগতজর করিলেন । তাঁহারা তন্নিগ্নাহুত লিঙ্গ
লাভ করিলেন । অতঃপর তাঁহারা বিগতমৎসর
হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন । তাঁহারা
বলিলেন,—দেবদেবেশ ! আপনি আমাদের
ক্ষমা ও অনুগ্রহ করুন । আপনি এই মূলচৌশ
নামক লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হউন । হে দেবদেবেশ !

হয়। ৫৮। ঈশ্বর উবাচ। চণ্ডী তু প্রোচ্যতে
দেবী তত্ত্বা ঈশ্বরং স্মৃতঃ। তন্ত মূলং স্মৃতং
লিঙ্গং তদন্ত পতিতং যতঃ। ৫৯। তস্মাস্তমূল-
চণ্ডীশ ইতি খ্যাতিং গমিষ্যতি। বাশীকুপতড়াগানাং
শতৈশ্চ বিপুলৈরপি। ৬০। কৃতৈর্বজ্রায়তে পুণ্যং
তৎপুণ্যং লিঙ্গদর্শনাৎ। ত্র্যম্বকং সকলং দ্বা
যৎপুণ্যকলমাপুণ্যং। ৬১। তৎপুণ্যং লভতে দেবি
মূলচণ্ডীশদর্শনাৎ। তত্র দানানি দেয়ানি যোড়শৈব
নরোত্তমৈঃ। ৬২। এবং তত্ত্ববিভা সর্গং যদ্যয়োক্তং
বিজ্ঞোত্তমঃ। যাত দক্ষবনং বিপ্রাঃ সর্গে যুগং
তপোধনাঃ। ময়া সর্গে সমাদিষ্টা যাত দাক্ষবনং
বিজাঃ। ৬৩। ততশ্চ সম্প্রাপ্য মহত্তোমম সর্গে
প্রকৃষ্টা মুনয়ো মহোদয়ম্। গঙ্গা চ তদাক্ষবনং
মহেশ্বরী পুনশ্চ চেক্রঃ সূতপ ৎপাধনাঃ। ৬৪।
এতস্মাৎ কারণাদেবি মূলচণ্ডীশসংজ্ঞিতম্। লিঙ্গং
পাপহরং নৃপামর্কচক্রেণ ভূষিতম্। ৬৫। দোহনী
হৃদ্যদানেন মুনীনাং ভূষিতাঙ্গনাম্। শ্রমাপহারং
যদেবি ত্বা কৃতমহুত্তমম্। তত্তগোদকনাম্ বা
অকুৎ কুণ্ডং ধরাতলে। ৬৬। ঋষিতোয়াজলে
স্নাত্বা চণ্ডীশং যঃ প্রণময়েৎ। স প্রচণ্ডো ভবেদ্ধুমো
ভুবনানামধীশ্বরঃ। ৬৭। এতৎ সংক্ষেপতো দেবি

এই লিঙ্গে ত্রিকাল যাবৎ তোমার কলাগৃহীত
হইবে। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবী-চণ্ডী; তাঁহার
ঈশ আমি। আর মূল লিঙ্গ; সেই লিঙ্গ এখানে
পতিত হইয়াছে। অতএব অত্রত্য পতিত লিঙ্গ
মূলচণ্ডীশ নামে খ্যাতি লাভ করিবে। শত শত
বিপুল বাশী-কুপ-তড়াগ খনিজ হইলে যে পুণ্য
হয়, তত্রত্য লিঙ্গদর্শনে সেই পুণ্য হইয়া
থাকে। সমস্ত ত্র্যম্বক দানে যে কল হয়, মূল-
চণ্ডীশ দর্শনে সেইপুণ্য লভ হইয়া থাকে। মূল-
চণ্ডীশসমীপে নরোত্তমগণ যোড়শ দান বিতরণ
করিবেন। হে বিজ্ঞোত্তমগণ! এই আমি যাহা
বলিলাম; তাহাই হইবে। অধুনা তোমরা
আমার আদেশে দাক্ষবনে যাও। হে মহেশ্বরী!
অনন্তর বিজ্ঞোত্তমগণ আমার বাক্যে হুঁই হইয়া দাক্ষ-
বনে গমনপূর্বক পুনরায় তপস্বী করিতে লাগিলেন।
এই কারণে, নরগণের পাপহর অর্কচন্দ্রভূষিত লিঙ্গ
মূলচণ্ডীশসংজ্ঞক হইয়াছেন। হে দেবি! যে হেতু
তুমি দোহনীহৃদ্যদানে ভূষিতাঙ্গা মুনীগণের শ্রম-
পনোদন করিয়াছ, একারণ ধরাতলে তগোদক
নামক কুণ্ড হইবে। যে জন ঋষিতোয়া জলে স্নান

মাহাত্ম্য কীর্ত্তিতঃ তব। মূলচণ্ডীশদেবত শ্রুতং
পাতকনাশনম্। ৬৮।

ইতি শ্রীকান্দে মূলচণ্ডীশোৎপত্তিমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
ন.যাষ্টাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩০৮।

নবাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছ্যমহাদেবি বিনায়ক-
মহুত্তমম্। চতুর্ধুখতি বিখ্যাতং চণ্ডীশাহুত্তরে
স্থিতম্। ১। কিঞ্চিদৌশানদিগুতাগে ধ্বংসঞ্চ চতু-
ষ্টয়ে। তৎ প্রযত্নাচ্চ সম্পূজ্য সর্গবিষ্টৈঃ প্রমুচ্যতে।
২। গচ্ছপুন্পাদিভিত্ত্য তৈক্যৈর্ভোজ্যৈঃ সমো-
দকৈঃ। চতুর্ধুখং চতুর্ধ্যাঙ্গ সম্পূজ্য সিদ্ধিতাগু-
ভবেৎ। ৩।

ইতি শ্রীকান্দে চতুর্ধুখবিনায়কমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
নবাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩০৯।

করিয়া চণ্ডীশের পূজা করে, সে পৃথিবীতে প্রচণ্ড
রাজা হয়। হে দেবি! এই আমি তোমায় মূল-
চণ্ডীশদেবের মহাপাণনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি-
লাম। ৩৪—৬৮।

অষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০৮।

নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর অহু-
ত্তম বিনায়ক সমীপে গমন করিবে। ইনি চতুর্ধুখ
নামে বিখ্যাত এবং চণ্ডীশের উত্তরে কিঞ্চিৎ
ঈশানে চারি ধ্বংস মধ্যে অবস্থিত। সযত্নে এই
লিঙ্গের পূজা করিলে সর্গবিষি বিনষ্ট হয়। গচ্ছ-
পুন্পাদি এবং অমল উদক দ্বারা চতুর্ধ্যাঙ্গে চতুর্ধুখের
যে পূজা করে, সে সিদ্ধিলাভ করে। ১—৩।

নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০৯।

দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদ্বায়ব্যাধিগৃভাগে ধহুবাঃ
হিতয়ে হিতম্ । কলদেবরনামানং সৰ্বপাতকনাশ-
নম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ যুক্তঃ স্তাৎ সৰ্ব-
কিষিধৈঃ । সোমবারে অমাবান্তা তত্রৈব বহ-
পুণ্যদা । বিপ্রাণাঃ ভোজনং দেয়ং তত্র পুণ্য-
কলেপ্ততিঃ ॥ ২ ॥

ইতি জীকান্দে কলদেবর মহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১০ ॥

একাদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি গোপাল-
স্বামিনং হরিত্ব । চতুর্শাৎ পূর্বেদিগৃভাগে ধহুবাঃ
বিশন্তো হিতম্ ॥ ১ ॥ সৰ্বপাপোপশমনং দারি-
দ্র্যোঘবিনাশনম্ । তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ মাঘে মাসি
বিশেষতঃ । পূজাজাগরণং কৃৎবা তত্র গচ্ছেৎপরং
পদম্ ॥ ২ ॥

ইতি জীকান্দে গোপালস্বামিহরিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈ-
কাদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১১ ॥

দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পুরুষোক্ত দেবের বায়ুকোণে
হুই ধহু মধ্যে এক লিঙ্গ অবস্থিত । ইহাঁর নাম
কলদেবর ; ইনি সৰ্বপাতকনাশন । ইহাঁকে
দর্শন ও পূজা করিলে সৰ্বপাপমুক্তি হয় । ঐ
স্থানে সোমবার ও অমাবস্তা বহু পুণ্যদা ; কলেপ্ত
ব্যক্তি ঐ পুণ্যময় ক্ষেত্রে বিপ্রগণকে ভোজন দান
করিবেন । ১ । ২ ।

দশাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১০ ।

একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর নয়
গোপালস্বামী হরিসমীপে গমন করিবে । এই
লিঙ্গ চতুর্শলিকের পূর্বে বিংশতি ধহু ব্যবধানে
অবস্থিত এবং সৰ্ব পাপোপশমন ও দারিদ্র্যোঘ-
বিনাশন । বিশেষত মাঘমাসে এই লিঙ্গ দর্শন ও
ইহাঁর পূজা-জাগরণ করিলে মানব পরম পদে গমন
করে । ১ । ২ ।

একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১১ ।

দ্বাদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদ্বস্তুরদিগৃভাগে ধহুসমষ্টতিঃ
প্রিয়ে । বকুলস্বামিনং সূর্য্যং তং পঞ্চোৎখনাশনম্ ॥
১ ॥ রবিবারেণ সপ্তম্যাং কুর্ধ্যাজাগরণং নরঃ ।
সৰ্বান্ কামানবাগ্নোতি সূর্যালোকে মহীয়তে ॥ ২ ॥

ইতি জীকান্দে বকুলস্বামিসূর্য্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বাদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদ্বায়ব্যাধিগৃভাগে ধহু-
বোড়শতিঃ হিতঃ । উত্তরার্কং নাম বৈ সদ্যঃ
প্রত্যয়কারকঃ । মুচ্যতে সৰ্বরোগৈশ্চ কৃৎবা বৈ
নিঃসপ্তমীম্ ॥ ১ ॥

ইতি জীকান্দে উত্তরার্কমহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১৩ ॥

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর স্বানব
গোপালস্বামীর উত্তরে অষ্ট ধহু ব্যবধানে অবস্থিত
বকুলস্বামীর সমীপে গমন করিবে । এখানে রবি-
বার সপ্তমীতে জাগরণ করিতে হয় । এরূপ করিলে
সৰ্ব কাম লাভ করিয়া মানব সূর্যালোকে গমন
করিয়া থাকে । ১ । ২ ।

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১২ ।

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—বকুলস্বামীর বায়ুকোণে
বোড়শ ধহু ব্যবধানে উত্তরার্ক দেব অবস্থিত ।
তিনি সদ্যঃ প্রত্যয়কারক । এখানে নিঃসপ্তমী
করিয়া মানব সৰ্বরোগ হইতে মুক্তি লাভ করে । ১ । ২
ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৩ ।

চতুর্দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ দেবকুলানুগেয়াং গব্যত্যা তত্র সংস্থিতম্ । সমুদ্রত তটে রম্যম্বিতীর্থমম্ব-
তমম্ । ১ ॥ পাবাণাকৃতযজ্ঞত্বাং স্বয়মোহদ্যাপি
সংস্থিতাঃ । দৃষ্টন্তে মাহুবে দেবি সর্গপাতক-
নাশনাঃ । ২ ॥ তত্র জ্যৈষ্ঠে অমাবাস্ত্যঃ প্রাপ্যতে
নাথমৈবৈতৈঃ । পিতৃদানং বিশেষেণ নানং ব্রহ্মসম-
বিতৈঃ । ৩ ॥ স্ববিতোয়াসকমে তু নানং ব্রাহ্ম-
সুহৃদম্ । গোপ্রদানং প্রাশংসতি তত্র তে মুন-
পুঙ্গবাঃ । ভোজনং ব্রাহ্মণানাং তু বখাশক্ত্যা প্রদা-
পয়েৎ । ৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে স্ববিতীর্থসঙ্গমমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতু-
র্দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নদ্বাদেবি মরুদাধ্যাঃ
মহাপ্রভাম্ । তস্মাৎপশ্চিমদিশ্ভাগে ক্রোশার্দ্ধেন
ব্যবস্থিতাম্ । ১ ॥ মরুতঃ পুজিতাং দেবীং সর্গ-
কামকলপ্রদাম্ । মহানবম্যাং যত্নেন সপ্তম্যাং পূজয়ে-
ন্নরঃ । গন্ধপুষ্পাদিবিধিনা সর্গকামপ্রসিকয়েৎ । ২ ॥
ইতি শ্রীহান্দে মরুদাধ্যাদেবীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩১৫ ॥

চতুর্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর দেবকুলের অগ্নি-
কোণে ক্রোশবুগমধ্যে সমুদ্রতটে রম্য অ্বিতীর্থ অব-
স্থিত । এখানে পাবাণাকৃতি অ্বি সকল অদ্যাপি
দৃষ্ট হইয়া থাকেন । ইহার সর্গপাতকনাশন ।
এই স্থানে জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবাস্ত্য বিচক্ষণ ব্যক্তি-
গণ পিতৃদান ও দান করিবেন । স্ববিতোয়াসকমে
দান ব্রাহ্ম সুহৃদ । মুনপুঙ্গবগণ এখানে গোপ্র-
দানের প্রাশংসা করিয়া থাকেন । এই স্থানে
যথার্থক ভ্রামণকে ভোজন করাইতে হয় । ১—৪ ।

অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৪ ।

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মরুদেবি । অনন্তর নর
মহাপ্রভা/মরুদাধ্যা সমীপে যাইবে । পূর্বোক্ত

ষোড়শাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ দেবকুলানুগে পঞ্চগব্য-
তিমাত্রতঃ । শব্দরহানমধ্যে তু কেমাদিত্যেতি-
বিজ্ঞতঃ । ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি তথৈ-
কেমার্থসন্ধিতাক । সপ্তম্যাং রবিবারেণ পুজিতঃ
সর্গকামদঃ । ২ ॥ ইতি দেবকুলস্থানে কথিতা তীর্থ-
সংস্থিতিঃ । ৩ ॥
ইতি শ্রীহান্দে কেমাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষোড়শা-
ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩১৬ ॥

সপ্তদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নদ্বাদেবি দেবীং
কটকশোষিণীম্ । উত্তরেণ দেবকুলাদক্ষিণেনোর-
তাংস্থিতাম্ । ১ ॥ ততোঃপতিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু
হেমনাঃ প্রিয়ে । উন্নতাদক্ষিণে ভাগে যজ্ঞস্তে
বিজসন্তমাঃ । ২ ॥ ভৃগুরজির্গয়ীচিচ্চ তরবাজোহি

তীর্থের পশ্চিমে ক্রোশার্দ্ধের মধ্যে ইনি আছেন । এই
দেবী মরুদগণপুজিতা ও সর্গকামকলপ্রদা । নরগণ
গন্ধপুষ্পাদি বিধানে মহানবমী ও সপ্তমীতে ইহার
পূজা কারবে । ইধাতে সর্গকামসিদ্ধি হয় । ১—৩ ।

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৫ ।

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর দেবকুলের পূর্বে
পঞ্চগব্যতি ব্যবস্থানে শব্দরহানের মধ্যে কেমাদি-
তি নামে দেবতা আছেন । তাঁহাকে দর্শন
করিলে মানব সর্গকেমার্থ সিদ্ধিলাভী হয় । রবি-
বার সপ্তমীতে এই দেবতার পূজা করিলে তিনি
সর্গকামদ হন । এই আমি দেবকুল স্থানের
তীর্থসংস্থিতি বলিলাম । ১—৩ ।

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৬ ।

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অনন্তর নর
দেবী কটকশোষিণীসমীপে গমন করিকে । ইনি
দেবকুলের উত্তরে ও উন্নত স্থানের দক্ষিণে অব-
স্থিত । একমনে ইহার উপাস্তিবিবরণ প্ররণ কর

কঙ্কপঃ । কণ্ঠে যক্ষিণ্ণ সাবর্ণিষ্ঠাতুকর্ণ্যন্তেব চ ৷
৩ ৷ বৎসশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
মহর্ষমোহন্যিরা বিষ্ণুঃ শাতাতপশরাশরো ৷ ৪ ৷
শাণ্ডিল্যঃ কৌশিকশ্চৈব গোতমো গার্গ্য এব চ ৷
দালভ্যশ্চ শৌনকশ্চৈব শাকল্যো গালবস্তথা ৷ ৫ ৷
জাবালির্মুদগলশ্চৈব ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ । বিষ্ণা-
মিত্রঃ শতানন্দো জরুবিষাবস্তুস্তথা ৷ ৬ ৷ এতে
চাত্তে চ মুনয়ো যজ্ঞস্তে বিবিধৈর্বিধৈঃ । যজ্ঞবাটক
নিষ্ঠায় ঋষিতোষাতটে শুভে ৷ ৭ ৷ দেবগর্ভ-
নৃত্যৈশ্চ বেণুবীণানিনাদিতম্ । দেবধ্বনিতযো-
ষণে যজ্ঞহোম্যগ্নিহোত্রজৈঃ ৷ ৮ ৷ ধূপৈঃ সমাবৃত্তঃ
সর্বমাজ্যগন্ধিভিরর্চিতম্ । শোভিতঃ মুনিভির্দ্বিব্যে-
শ্চাত্তকৈর্দ্যৌর্ধ্বিজোক্তমৈঃ ৷ ৯ ৷ এবংবিধঃ প্রদেশঃ
তু দৃষ্টো দৈত্যৌ মহাবলাঃ সমুদ্রমধ্যাদাযাতা যজ্ঞবিধং-
সহেতবে ৷ ১০ ৷ মায়াবিনো মহাকায়াঃ জ্ঞানবর্ণা
মহোদয়াঃ । লব্ধশ্রদ্ধানাশাগ্রা রক্তাক্ষা রক্ত-
মূৰ্দ্ধজাঃ ৷ ১১ ৷ যজ্ঞঃ সমাগতাঃ সর্বে দৈত্য্যশ্চৈব
বরাননে । তান দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে যৌদ্ধরূপান
ভয়ঙ্করান্ ৷ ১২ ৷ কেচিৎপ্রপতিতা ভূমৌ তথাত্তেহয়ো
ক্ষতীকরাঃ । পত্নীশালাঃ সমাবিষ্টা হবির্দানং তথা
পরে ৷ ১৩ ৷ ঋত্বিজস্ত সদোমধ্যে স্থিতা বাচং-

বলিতেছি । একদা ভৃগু, অত্রি, মরীচি, তরঙ্গাজ,
কঙ্কপ, কথ, মন্ডি, সাবর্ণি, জাতুকর্ণ্য, বৎস, বশিষ্ঠ,
পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, যম, অস্মিরা, বিষ্ণু, শাতাতপ,
রাশর, শাণ্ডিল্য, কৌশিক, গোতম, গার্গ্য,
দালভ্য, শৌনক, শাকল্য, গালব, জাবালি,
মোদগল, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, বিষ্ণামিত্র, শতা-
নন্দ, জরু ও বিষাবস্তু প্রভৃতি অস্ত্রান্ত মুনি-
গণ ঋষিতোষাতটে যজ্ঞবাট নিষ্ঠাপ করিয়া যাগ
করেন । যজ্ঞ স্থানটী দেব গর্ভগণের নৃত্য ও
বেণু বীণানিনাদে মুগ্ধরিত, বেদধ্বনানাদিত,
যজ্ঞহোম্যগ্নিহোত্রজ আজগতী ধূমে পরিব্যাপ্ত ও
চাত্তকিলা মুনিগণ দ্বারা শোভিত । এই সময় মহা-
বল দৈত্যগণ যজ্ঞ বিধ্বস্ত করিবার জন্ত সমুদ্রমধ্য
হইতে যজ্ঞবাটে আসিয়া উপস্থিত হইল । এই
দৈত্য সকলেই মায়াবী, মহাকায়া জ্ঞানবর্ণ, মহোদর
লব্ধা লব্ধা জ্ঞ—শ্রদ্ধা—নাশাগ্র-বিশিষ্ট, রক্তাক্ষ, ও
রক্তমূৰ্দ্ধজ । যে বরাননে । দৈত্যগণ এইরূপে
যজ্ঞভূমিতে আসিয়া পড়িল । মুনিগণ তখন
ঐ যৌদ্ধরূপী ভয়ঙ্কর দৈত্যগণকে দর্শন করিয়া কেহ
বা ভয়ে ভূমিতলে পতিত হইলেন ; কেহ বা
জকৃৎসব লইয়াই পত্নীশালায় গিয়া প্রবেশ করি-

য়মান্তথা ৷ ১৪ ৷ এবং দেবি যদা যজ্ঞঃ মুনীনাঞ্চ
মহাস্থনাম্ । তদাধ্বর্যুর্দ্ব্যহোত্রজা ধৈর্যমালম্ব্য
সাদরঃ ৷ ১৫ ৷ অগ্নিহোত্রঃ হবিষ্যঞ্চ হবির্নিষ্ঠাত্ত
মন্ত্রবিৎ । সুসমিক্তঃ জুহাব্যগ্নিঃ রক্তসান্ নাপুহেতবে ৷
১৬ ৷ হতে হবিষি দেবেশি তৎক্ষণাদেব চোখিতা ।
শক্তিঃ শক্তিজিশূলাঢ্যা চর্যহস্তা মহোজ্জ্বলা ৷ ১৭ ৷
তয়া তে নিহতা দৈত্যয়া যজ্ঞবিধংসকারিণঃ । ততস্তাং
বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ধ্বনয়ন্তষ্টবুস্তদা ৷ ১৮ ৷ প্রসঙ্গা
ভূয়সী দেবী তানুযীন প্রত্যবাচ হ । বরং
বৃগুধ্বং মুনয়ো দাস্তামি বরমুত্তমম্ ৷ ১৯ ৷
ঋষয় উচুঃ । কৃতং বৈ সকলং কার্যং যজ্ঞা নো
রক্ষিতাশ্চয়া । যদি দেহো বরোহস্মাকং ত্বয়া
চানুরমর্দ্দিন ৷ ২০ ৷ অগ্নিন্ স্থানে সদা তিষ্ঠ
মুনীনাং হিতকামায়া । কণ্টকাঃ শোষিতা দৈত্য্যা-
স্তেন কণ্টকশোষণী । অন্যপ্রভৃতি নামাশ্চ তেন
দেবি সদা দ্বিহ ৷ ২১ ৷ ঈশ্বর উবাচ । এবং
ভবিষ্যতীভ্যাক্ষা সা দেব্যন্তর্হিতা তদা । অষ্টম্যাং
বানবম্যাং বা পুঞ্জবিষ্যতি মানবঃ ৷ ২২ ৷ রাক্ষ-

লেন ; কেহ বা হবির্দান গৃহে লুপ্তায়িত হইলেন ;
ঋত্বিকগণ সভামধ্যেই ছিলেন, কিন্তু কাহার মুখে
বাক্য স্নেহ নাই যে দেবি ! যখন মুনিগণের
এববিধ অবস্থা উপস্থিত হইল, তখন মন্ত্রবিৎ মহা-
তেজা অধ্বর্যু দৈত্যগণের বিনাশ সাধনের
নিমিত্ত অগ্নিহোত্রে সুসমিক্ত হবি হোম করি-
লেন । হে দেবি । বলিব কি, হবি হত হইবা-
মাত্র তৎক্ষণাৎ চর্যহস্তা মহোজ্জ্বলা শক্তিজিশূলাঢ্যা
শক্তি অগ্নিহোত্র হইতে উখিত হইলেন । ১—১৭ ।
তিনি ঐ যজ্ঞবিধংসকারী দৈত্যগণকে নিহত করি-
লেন । তখন মুনিগণ বাহিরে আসিয়া বিবিধ
স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে স্তুত করিতে লাগিলেন ।
শক্তি দেবী প্রসঙ্গা হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—
বর গ্রহণ কর । মুনিগণ ! আমি উত্তম বর
প্রদান করিব । ঋষিগণ বলিলেন,—হে দেবি ।
আপনি ত আমাদের সকল কার্যই করিলেন,—
যজ্ঞরক্ষা করিলেন, ইহার উপরান্ত যদি বর দিব
বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদের
হিতকামনায় এইখানে সর্বদা বাস করুন । আপনি
আমাদের কণ্টক দৈত্যগণকে শোষণ করিলেন
বলিয়া অন্য হইতে আপনার নাম হইল—কণ্টক-
শোষিণী । ঈশ্বর কহিলেন,—মুনিগণের বাক্যে
তথাক্ত বলিয়া দেবী সন্তুষ্ট হইলেন । অষ্টমী বা

সেভ্যঃ শিশাচেভ্যো তয়ঃ তন্ত ন জায়তে ।
প্রাপ্নুযাং পরমাং সিদ্ধিং মানবো নাজ সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

ইতি ঋক্সান্দে কণ্টকশোষণীমাহাঙ্ঘ্যবর্ণনং নাম
সপ্তদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

অষ্টাদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্তাশ্চ সর্ষদিগ্ভাগে নাতি-
দূরে ব্যবস্থিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি সর্ষপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মেশ্বরেতি নামাচ্যং ব্রাহ্মণৈশ্চ
প্রতিষ্ঠিতম্ । ঋষিতোয়াজলে স্নানো ভল্লিঙ্গং যঃ
প্রপূজয়েৎ । স ভবেদেববিদ্বিপ্রো জাড্যভাববিব-
জ্জিতঃ ॥ ২ ॥

ইতি ঋক্সান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাঙ্ঘ্যবর্ণনং নামাষ্ট্র-
দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোবিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরাহাদেবি হ্যরত-
স্থানমুত্তম । তস্মৈবোত্তরদিগ্ভাগ ঋষিতোয়াতটে

নবমীতে মানবগণ যদি এই দেবীর পূজা করে,
তবে তাহাদের শিশাচ ও ব্রাক্স হইতে কোন ভয়
না, অশিচ তাহারা পরম সিদ্ধি লাভ করে, ইহাতে
সংশয় নাই । ১৮—২০ ।

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ ॥

অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—কণ্টকশোষণী দেবীর পূর্বে
অনতিদূরে এক লিঙ্গ আছে। তিনি মহা-
প্রভাব, সর্ষপাতকনাশন ব্রহ্মেশ্বরভিধ এবং ব্রাহ্মণ-
গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । ঋষিতোয়াজলে স্নান
করিয়া যে জন উক্ত লিঙ্গের পূজা করে, সে জাড্য-
বজ্জিত বেদবিৎ বিশ্র হয় । ১১-২ ।

অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ॥

উনবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর নর
উন্নতস্থান, তীর্থগমন করিবে । উহা ব্রহ্মেশ্বরের
উত্তরে ঋষিতোয়াতটে অবস্থিত । দেবি !

ভূতে । ১ ॥ এতৎস্থানং মহাদেবি বিশ্লেভ্যঃ প্রাদদাং
বলাৎ । সর্ষসীমাসমায়ুক্তং চণ্ডীগণশ্রবকিতম্ ॥ ২ ॥
দেব্যাচ । কথমুন্নতনামাস্ত বভূব শ্রবসত্তম ।
কথং ত্বয়া বলাদন্তং কিয়ৎ সীমাসমবিতম্ ॥ ৩ ॥
এতৎ সর্ষং মমাত্যক্ সন্তক্ষেপার্নাতিবিস্তরাৎ ॥
৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথং
পাপপ্রণাশিনীম্ । যাং জ্ঞান মানবো দেবি মুচ্যতে
সর্ষপাতকৈঃ ॥ ৫ ॥ এতৎ সর্ষং পুরা প্রোক্তং
স্থানসঙ্কেতকারণম্ । তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ কুণ্ডে সৃষ্টি-
সংক্ষেপস্বচকৈঃ ॥ ৬ ॥ তথাপি তে প্রবক্ষ্যামি
সংক্ষেপাক্ষুণ্ণ পার্বতি ॥ ৭ ॥ উন্মায়িতং পুনস্তত্র
যত্র লিঙ্গং মহাদেয়ে । তদুন্নতমিতি প্রোক্তং স্থানং
স্থানবতাং বরম্ ॥ ৮ ॥ অথবা চোন্নতং স্থানং পূর্বং
প্রাভাসিকম্ বৈ । তদুন্নতমিতি প্রোক্তং স্থানং
স্থানবতাং বরম্ ॥ ৯ ॥ বিদ্যায়া তপসা চৈব যজ্ঞোৎ-
কৃষ্টা মহর্ষয়ঃ । তদুন্নতমিতি প্রোক্তং স্থানং স্থানবতাং
বরম্ ॥ ১০ ॥ যদা দেবকুলে বিপ্রা মূলচণ্ডীশ-
সংজ্ঞকম্ । প্রসাদ্য চ মহাদেবঃ পুনঃ প্রাপ্তা মহো-
দয়ম্ ॥ ১১ ॥ যদ্বিষয়সহস্রাণি তপন্তেপূর্বহর্ষয়ঃ ।
ধ্যায়মানা মহেশানমনাদিনিধনং পরম্ ॥ ১২ ॥ তেষু

চণ্ডীগণব্রজিত সীমানির্দিষ্ট এই স্থান আমি
বিশ্লগণকে দান করিয়াছিলাম । দেবী কহি-
লেন,—হে শ্রবসত্তম ! কিজন্ত এই স্থানের নাম
উন্নত হইল ? আপনি কেন ইহা দান করিয়া-
ছিলেন ? এবং ইহার সীমানির্দেশই বা কি
প্রকার ছিল ? এই সকল আপনি নাতি বিবৃতভাবে
বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি । শ্রবণ কর,
আমি তোমায় এই পাপনাশিনী কথা বলিতেছি ।
একথা শুনিয়া মানব সর্ষপাতক হইতে মুক্ত হয় ।
আমি পূর্বে এই সকল কথা তোমায় সৃষ্টি-
সংক্ষেপস্বচক তৃতীয় ব্রহ্মকুণ্ডে বলিয়াছিলাম ।
তথাপি সংক্ষেপে আবার বলিতেছি শ্রবণ কর । ১-৭ ॥
এই স্থানে আমার লিঙ্গ উন্মায়িত হইয়াছিল বলিয়া
এই স্থানশ্রেষ্ঠের নাম উন্নত হইয়াছে । আবার
এই স্থান পূর্বে প্রভাস কেন্দ্রের উন্নত দ্বার ছিল
বলিয়া এই উত্তম স্থানের নাম হইয়াছে—(উন্নত)
কিহা এই স্থানের মহর্ষিগণ বিদ্যা ও তপস্যায় উৎকৃষ্ট
বলিয়া এই প্রধান স্থানের নাম হইয়াছে উন্নত ।
একদা কোটিসংখ্যক বিপ্র ঋষিতোয়াতটে দেব-
কুলে বহুসংখ্যক বৎসর তপস্তা ও অনাদিনিধন

বৈ তপ্যমানেষু কোটিসংখ্যে পার্শ্বি । ধ্মি-
তোয়তটে রম্যে পবিত্রে পাপনাশনে । ভিক্ষুর্ভূত-
গতশ্চাৎ পুনস্ত্রৈব ভামিষি ॥ ১৩ ॥ ত্রিকাল
দর্শিত্ত্বং দোষরাগবিবর্জিতৈঃ । তপস্বিত্ত্বং
সর্বৈর্লোকতোহং বরাননে ॥ ১৪ ॥ দৃষ্টমাত্রস্তদা
বিশৈবিরয়াম মহেশ্বরঃ । ক যাপি বিদিতো দেব
ইত্য়াক্লয়যুধিজাঃ ॥ ১৫ ॥ যাবদায়ত্তি মুনয় ঈশে-
শেতিপ্রভাষকাঃ । ধাবমানাঃ স্বতপসা দ্যোতয়ন্তো
দিশো দশ ॥ ১৬ ॥ লিঙ্গমেব প্রপত্ত্বি ন পশ্বতি
মহেশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥ যে যে চ দৃষ্টং লিঙ্গং মূলচণ্ডীশ-
সংজ্ঞকম্ । তদা চ মুনয়ঃ সর্বৈ সন্দেহাঃ স্বর্গমাযযুঃ ॥
১৮ ॥ যদা ত্রিবিষ্টপং ব্যাপ্তং দৃষ্টং বৈ শতযজ্ঞনা ।
আয়ত্তি চ তথৈবান্তে মুনয়স্তপসোজ্জ্বলাঃ ॥ ১৯ ॥
এতদন্তর্যাসাদ্য সমাগত্য মহীতলে । লিঙ্গমা-
চ্ছাদয়ামাস বজ্রৈর্গৈব শতক্রতুঃ ॥ ২০ ॥ অষ্টাদশ-
সহস্রাণি মুনোনামুর্জ্বরেতসাম্ । হিতানি ন তু পশ্বতি
লিঙ্গমেতদন্তম্ ॥ ২১ ॥ শক্রস্ত সহসা দৃষ্টৌ
বজ্রৈর্গৈব সমধিতঃ । যাবদ্বদন্তি শাপস্তে তাবদ্রষ্টঃ
পূরন্দরঃ ॥ ২২ ॥ দৃষ্টৌ তান্ কোপসংযুক্তান্ ভগবাং-

হ্রিপূরাত্তকঃ । উবাচ সাংস্কর্য দেবো বাচা মধুরায়
মুনীন ॥ ২৩ ॥ কথং ধিরা বিজ্ঞেষ্ঠাঃ সন্না শান্তি-
পরায়ণাঃ । প্রসন্নবদনা কুর্বা জ্ঞাতাঃ বচনং মম ॥
২৪ ॥ ভবন্তির্জানসংযুক্তৈঃ স্বর্গা কিং মন্ততে বহ ।
যজ্ঞৈকে বসবঃ প্রোক্তা আদিত্য্যচ তথা পরে ॥
২৫ ॥ ক্রতুসংজ্ঞাস্থা চৈকে হৃদ্যমাবপি চাপরৌ ।
এতেষামধিপঃ কশ্চিদেক ইন্দ্রঃ প্রকৌর্ভিতঃ ॥ ২৬ ॥
স্বপুণ্যসংকয়ে প্রাপ্তে যস্মাদ্বিত্ত্বতে নরৈঃ । এবং
দুঃখসমায়ুক্তঃ স্বর্গো নৈবেষ্যতে বৃধৈঃ ॥ ২৭ ॥
এতস্মাৎ কারণাধিপ্রাঃ কুরুধাঃ বচনং মম । গুরীষাং
নগরং রম্যং নিবাসায় মহাপ্রভম্ ॥ ২৮ ॥ হৃদ্যস্তমি-
হোজ্যাপি দেবতাঃ সর্বদা যিজাঃ । ইজ্যস্তাং
বিবিধৈর্ধর্মগৈঃ ক্রিয়তাং পিতৃপূজনম্ ॥ ২৯ ॥
আতিথ্যং ক্রিয়তাং নিত্যং বেদাভ্যাসস্তথৈব
হি ॥ ৩০ ॥ এবং হি কুরুতাং নিত্যং বিনা
জ্ঞানস্ত সক্রতৈঃ । প্রসাদায়ম বিপ্রেস্তাঃ প্রাপ্তে
মুক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ স্বয়ম্ উচুঃ । অসমর্থ্যঃ
পরিত্রাণে জিতাহারান্তপোষিতাঃ । নগরেণেহ
কিং কুর্মাভব তক্তিমভীপ্সবঃ ॥ ৩২ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।

মহেশ মূলচণ্ডীশের ধ্যান করিয়া তাঁহাকে প্রসাদিত
করত মহৎ ঐশ্বর্য লাভ করিলে আমি ঐ স্থানে
ভিক্ষুরূপে উপস্থিত হই । তখন তাঁহার আমায়
তথাবিধ দর্শন করেন । দৃষ্টমাত্র আমি ঐ স্থানে
বিরাম লাভ করি । পরে আমি গমন করিতে
থাকিলে তাঁহার আমাকে জানিতে পারিয়া “কোথায়
যাইতেছেন দেব !” এই বলিয়া অনুগমন করেন ।
ক্রমশঃ তাঁহার স্বীয় তপঃপ্রভাবে দশ দিক্ উদ্-
ভাসিত করিয়া “ঈশ ! ঈশ !” করিতে করিতে
আমার পশ্চাৎ ধাবিত হন । এইরূপ ধাবন করিতে
করিতে তাঁহার আর আমাকে দেখিতে পাইলেন না,
অবশেষে কেবল লিঙ্গ দেখিতে পাইতে লাগিলেন ।
তাঁহার তাঁহার মূলচণ্ডীশসংজ্ঞক ঐ লিঙ্গ দর্শন
করিয়াছিলেন, তাঁহার সশরীরে স্বর্গে গমন করি-
লেন । তাহাতে স্বর্গের সমস্ত স্থান পরিব্যাপ্ত
হইল । শক্র দেখিলেন,—তপোজ্যোতিঃসম্পন্ন মুনি
সকল স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়াছেন । তদর্শনে তিনি
মহীতলে আগমনপূর্বক বজ্র দ্বারা লিঙ্গ আচ্ছাদিত
করিলেন । ঐ সময় অষ্টাদশ সহস্র মুনি লিঙ্গ
দেখিতে পাইলেন না ; অনতিদূরে শক্রকে বজ্র
ইন্দ্রে অবস্থান করিতে দেখিলেন । তাঁহাকে দেখিবা-
মাত্র তাঁহার ষেমন শাপ প্রদান করিলেন, অমনি

শক্র পলায়ন করিলেন । তখন আমি তাঁহাদিগকে
রূপিত দেখিয়া মধুর বাক্যে সাঙ্ঘনা দিতে লাগি-
লাম ; বলিলাম,—হে বিজগণ ! আপনারা সন্না
শান্তি-পরায়ণ প্রসন্নবদন হইয়া থিয় হইলেন
কেন ? আমার কথা শুনুন । আপনারা জানী
হইয়া স্বর্গকে কি এতই জ্যেষ্ঠ বস্ত বলিয়া মনে
করেন । স্বর্গে ত কেবল কয়েকটি বস্তু, গোটাকতক
আদিত্য,—কতিপয় ক্রত, হুঁী অশ্বিনীকুমার—আর
ইহাদেরই অধিপ একটি ইন্দ্র আছে মাত্র । পুণ্যকর
হইলে আর সেখানে ভিত্তিবার উপায় নাই ;
এরূপ দুঃখসঙ্কুল স্বর্গ পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখন ইচ্ছা
করেন না । অধুনা আমার বাক্য শ্রবণ করুন ।
আমি এক নগর দিতেছি, তাহাতে আপনারা বাস
করুন । আমার প্রসাদে নিত্য সেখানে অগ্নিহোত্রে
হোম করুন—দেবতাগণের পূজা করুন—বিবিধ
যজ্ঞ করুন—পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করুন সর্বদা আতিথ্য
করুন—বেদাভ্যাস করুন । এরূপ করিলে আমার
প্রসাদে জ্ঞান ব্যতিরেকে অস্ত্রে আপনাদের মুক্তি
লাভ হইবে ॥—৩১ ॥ স্বয়ং বলিলেন,—আমরা
নগর লইয়া কি করিব ? আমরা পালন করিতে
পারিব না ; আমরা জিতাহার ব্যক্তি । আমরা চাই
কেবল আপনাতে তক্তি । ঈশ্বর বলিলেন,—আপ-

ভবিষ্যতি সদা ভক্তিযুগ্মকং পরমেশ্বরে। গুহ্মীকং
নগরং রম্যং কুক্ষং রচনং মম ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুচ্চা
ভগবান্ দেব ঈশ্বরালিতলোচনঃ। সম্মার বিশ্বকর্মাণং
সর্গশিল্পবত্যাং বরম্ ॥ ৩৪ ॥ স্মৃতমাত্রে বিশ্বকর্মা
প্রাজলিশ্চত্রঃ স্থিতঃ। আজ্ঞাপয়তু মাং দেবো
বচনং করবাণি তে ॥ ৩৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। নগরং
ক্রিয়তাং বৃষ্টকিপ্রার্থং স্মরণং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুচ্চো
বিশ্বকর্মা স ভূমিং বাক্য সমস্ততঃ। উবাচ প্রণতো
ভূহা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩৭ ॥ পরীক্ষিতা ময়া
ভূমিনং যুক্তং নগরং দ্বিধং। অত্র দেবকুলং সাক্ষা-
ল্লিকস্ত পতনং তথা ॥ ৩৮ ॥ যতিভিক্ষাত্র বস্তব্যং
ন যুক্তং গৃহমেধিনাম্ ॥ ৩৯ ॥ ত্রিরাত্রঃ পঞ্চরাত্রং বা
সপ্তরাত্রং মহেশ্বর। পক্ষং মাসমুভূং বাপি হ্রদং
যাবদেব চ পুত্রদারবৃত্তস্তার্থে বস্তব্যং গৃহমে-
ধিভিঃ ॥ ৪০ ॥ বসভূক্তিং তু যথাসাদৃশ্যং তীর্থে
গৃহাধিপঃ। অবজ্ঞা জায়তে তস্ত মনশ্চাপল্যভাবতঃ।
তদা বর্ষাধিনস্ততি স্কলা গৃহমেধিনঃ ॥ ৪১ ॥ ইত্যুক্তঃ
স তদা দেবস্তেন বৈ বিশ্বকর্মাণা। পুনঃ প্রোবাচ
তং তস্ত প্রশস্ত বচনং শিবঃ ॥ ৪২ ॥ রোচতে
মে ন বাসোহত্র বিপ্রাণাং গৃহমেধিনাম্। যত্র

নাঙ্গের আমার প্রতি ভক্তি হইবে; নগর গ্রহণ
করুন; আমার কথা শুনুন। এই বলিয়া ভগবান্
(আমি) ঈশ্বরালিতলোচন হইয়া শিল্পক্ষেত্র বিশ্ব-
কর্মাণকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রে সে কৃত-
জলিপুটে দেবদেবের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল
এবং বলিল,—আদেশ করুন, আপনায় কি করিব ?
ঈশ্বর বলিলেন,—বিপ্রদিগের অন্ত নগর নির্মাণ
কর। এইরূপ উক্ত হইয়া সে ভূমি নিরীক্ষণ
করত প্রণামপূর্বক লোকশঙ্কর শঙ্করকে (আমাকে)
বলিল,—আমি পরীক্ষা করিলাম; এখানে নগর
কর্তব্য নহে। যে হেতু এখানে সাক্ষাৎ দেবকুল
বর্তমান এবং এখানে লিঙ্গ পতন হইয়াছে। যতি-
গণ এখানে বাস করিতে পারেন; গৃহমেধীদিগের
এখানে বাস করা কর্তব্য নহে। সপ্তরাত্র গৃহ-
মেধিগণ ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, সপ্তরাত্র, পক্ষ, মাস,
কল্প অয়ন কাল পর্যন্ত বাস করিবেন। যথাসের
অধিক কাল যদি তাঁহারা এ তীর্থে বাস করেন, তাহা
হইলে মনের চাপল্য বশতঃ তীর্থের প্রতি তাঁহাদের
অবজ্ঞা হইয়া থাকে। সুতরাং তখন তাঁহারা বর্ষভ্রষ্ট
হন। দেবদেব বিশ্বকর্মা কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া
পুনরায় ভূমিকে এক উত্তম বাক্য বলিলেন যে,

চোরামিতং লিঙ্গমুদিতোদ্যতটে শুভে। তত্র
নির্মাণয় বৃষ্টর্নগরং শিল্পিনাং বর ॥ ৪৩ ॥ তস্ত
ভবনং প্রভা বিশ্বকর্মা স্বরাধিতঃ। গম্য চকার
নগরং শিল্পিকোটিভিরাবৃত্তঃ ॥ ৪৪ ॥ উন্নতং নাম
যত্রোকে বিখ্যাতং সুরভূমি। ততো হৃষ্টমনা
ভূহা বিলোক্য-নগরং শিবঃ। আহুয় ব্রাহ্মণান্
সর্গাভ্যুবাচানতকঙ্করঃ ॥ ৪৫ ॥ ইদং স্থানং বরং রম্যং
নির্ম্মিতং বিশ্বকর্মাণা। গ্রামাণাঞ্চ সহস্রৈশ্চ প্রোক্তং
সর্গাসু দিকৃ চ ॥ ৪৬ ॥ নগরাং সর্গতঃ পুণ্যো দেশো
নগরঃ স্মৃতঃ। অষ্টযোজনবিস্তীর্ণ আশ্রমবাসত-
স্তথা ॥ ৪৭ ॥ নম্রো ভূহা হরো যত্র দেশো জাতো
যদৃচ্ছয়া। তং নগরমিত্যাহর্দিশং পুণ্যতমং জনাঃ ॥
৪৮ ॥ পূর্বে তু শাকরী চার্যা পশ্চিমে স্কন্ধমতাপি।
উত্তরে কনকনন্দা দক্ষিণে সাগরাবধিঃ। এতদন্তর-
মাসাদ্য দেশো নগরঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৯ ॥ অষ্টযোজন-
মানেন আশ্রমবাসতস্তথা। প্রোক্তোহয়ং সকলো
দেশ উন্নতেন সমং ময়া ॥ ৫০ ॥ গৃহতাং নগরশ্রেষ্ঠং
প্রসাদধ্বং যিজোক্তমাঃ। অত্র ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবি-

আমারও এখানে গৃহগ্রামী বিপ্রগণকে বাস করা-
ইতে ইচ্ছা হয় না। ঋষিতোয়াতটে যেখানে
আমার লিঙ্গ লক্ষিত হইয়াছিল, হে বৃষ্টঃ! সেই
স্থানে ভূমি আমার আশ্রম নির্মাণ কর। দেবদেবের
এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিশ্বকর্মা স্বরাধিত হইয়া
আসিয়া কোটিশিল্পী সমিভব্যভারে নগর প্রস্তুত
করিতে লাগিলেন। এই নগরই উন্নত নামে
বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর শিব বিশ্বকর্মা-
নির্ম্মিত নগর অবলোকন করিয়া আনন্দে
ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বিশ্বকর্মা
এই উত্তম স্থান নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার চতু-
দিকে সহস্র গ্রাম বিরাজিত। এই নগরের সমস্ত স্থান
পুণ্য নগর বলিয়া কীর্তিত। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার
আট যোজন। হর যদৃচ্ছাক্রমে এইস্থানে নগরবাহার
বিচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম
নগরঃ হইয়াছে। ইহার পূর্বে চার্যা, পশ্চিমে
স্কন্ধমতী, উত্তরে কনকনন্দা, এবং দক্ষিণে
সাগর। এই চতুর্দিকার সধ্যবর্তী স্থানের নাম
নগরঃ। ইহার আশ্রম ও বাস আট যোজন করিয়া।
আমি এই সমস্ত দেশকে উন্নত সমান বলিয়া কীর্তন
করি। ৩২-৫০। হে বিজয়সত্তমগণ! আপনারা এই
নগরশ্রেষ্ঠ গ্রহণ করিয়া প্রগর হউন; আপনাদের

যাতি ন সংশয়ঃ ৷ ৫১ ৷ ইত্যুক্তান্তে তদা সর্বে বিপ্রা
উচুর্ষহেশ্বরম্ ৷ ৫২ ৷ বিপ্রা উচুঃ । ঈশ্বরাজ্ঞা যুধা
কর্ত্ত্বন শক্যা পরমাত্মনঃ । তপোহরিহোজনিষ্ঠানাং
বেদাধ্যয়নশালিনাম্ ৷ ৫৩ ৷ অস্মাকং যুক্তিতা
কোহস্মি কলিকালে চ দাক্ষণে । কো দাতারোগ্যদঃ
কশ্চ কো বৈ মুক্তিং প্রদাস্ততি ৷ ৫৪ ৷ ঈশ্বর উবাচ ।
মহাকালধরূপেণ হৃদা তীর্থে মহোদয়ে । নাশয়ি-
ষ্যামি শক্জন বঃ সমাগারার্থিতোহহম্ ৷ ৫৫ ৷
উন্নতো বিস্মরাজস্ত বিস্মচ্ছেস্তা ভবিষ্যতি । গণ-
নাথধরূপোহয়ং ধননো নিধিনাং পতিঃ ৷ ৫৬ ৷
যুযত্যঃ দাস্ততি দ্রব্যং সমাগারার্থিতোহপি সঃ ।
আরোগ্যদায়কো নিত্যং হৃগাদিত্যো ভবিষ্যতি ৷
৫৭ ৷ মহোদয়ঃ মহানন্দদায়কঃ বো ভবিষ্যতি ।
সমাগারার্থিতো ব্রহ্মা সর্ধকার্যোযু সর্ধদা । সর্ধান
কামাশ্চ মুক্তিঞ্চ যুযত্যঃ সম্ভদাস্ততি ৷ ৫৮ ৷
বিপ্রা উচুঃ । যদি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি সর্ধাণি সুর-
সত্তম । সন্মালেশ্বরতীর্থে চ তথা দেবকুলে শিবে ৷
৫৯ ৷ কলাবপি মহারোজে কস্মাকং পাবনায় বৈ ।
স্মাতব্যং তহি গৃহীমো নাস্তথা চ মহেশ্বর ৷ ৬০ ৷
স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় দদৌ তেভ্যঃ পুরং বরম্ ।

ভুক্তি মুক্তি লাভ হইবে, সংশয় নাই । মহাদেব
কর্ত্ত্বক এইরূপ উক্ত হইয়া বিপ্রগণ তাঁহাকে
বলিলেন,—আমরা ঈশ্বরাজ্ঞা যুধা করিতে সক্ষম
নহি । এই দাক্ষণ কলিতে তপোহরিহোজনিষ্ঠ
বেদাধ্যয়নশালী আমাদের দেব ব্যতীত কে যক্ষক
হইবে ? কেই বা দান করিবে ? কেই বা আরোগ্য
প্রদান করিবে ? আর কেই মুক্তি বিতরণ করিবে ?
ঈশ্বর বলিলেন,—আমি মহাকাল ধরূপে মহোদয়
তীর্থে থাকিব এবং আরাধিত হইয়া আপনাদের
শক্ নাশ করিব । উন্নত বিস্মরাজ আপনাদের
বিস্মচ্ছেস্তা হইবেন । ইনিই গণনাথ ধরূপ এবং
নিধিপতি ধনদধরূপ । ইনি সম্যক্ আরাধিত
হইয়া আপনাদিগকে দ্রব্য দিবেন । হৃগাদিত্য এই
নগরে আপনাদিগকে আরোগ্য দান করিবেন ।
তিনি মহোদয় ও মহানন্দদায়ক হইবেন । ভগবান্
ব্রহ্মা সম্যক্ আরাধিত হইয়া আপনাদিগকে সর্ধকাম
ও মুক্তি দান করিবেন । বিপ্রগণ বলিলেন,—হে
মহেশ্বর । যদি ঘোর কলিকালেও আমাদের ভক্তির
জন্ত সন্মালেশ্বর, দেবকুল ও শিবতীর্থে তীর্থ-
সকল বিস্মজ করে, তাহা হইলে আমরা এইখানে
বাস করিব এবং এই নগর গ্রহণ করিব । দেবদেব

সত্ততোদৈঃ শশাঙ্কাতঃ প্রাসাদৈঃ পরিভূষিতম্ ।
নানাপ্রোমসম্যুক্তঃ সর্ধতঃ সীময়াষিতম্ ৷ ৬১ ৷ স্মৃত
উবাচ । এবং তেভ্যো হি নগরং দদ্বা দেবো
মহেশ্বরঃ । দদর্শ বিশ্বকর্ষ্মাণং প্রাজ্ঞানি পুরতঃ
স্মিতম্ ৷ ৬২ ৷ বিশ্বকর্ষ্মোবাচ । বিলোক্যাতাং
মহাদেব নগরং নগরোপমম্ । সৌবর্ণহলমাক্ষ
নির্ম্মিতং স্বংপ্রসাদতঃ ৷ ৬৩ ৷ বিশ্বকর্ষ্ম-
বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্দিপুয়ান্তকঃ । সমাকরোহ হলকং
সহ সর্ধৈর্ষহর্ষিতঃ ৷ ৬৪ ৷ নগরং বিলোকয়ামাস
রয়াং প্রাকারমণ্ডিতম্ । স্বয়মুভয়ং সর্ধে তজ্জ-
হ্মিপুরান্তকম্ । তাহুবাচ মহাদেবো বৃণক্ষং ব-
স্তুমম্ ৷ ৬৫ ৷ স্বয়ম উচুঃ । যদি তুষ্টো মহাদেব
হলকেশ্বরনামভূতঃ । অবলোকয়শ্চ নগরং সন্ম
তিষ্ঠ স্থলে হয় ৷ ৬৬ ৷ ইত্যুক্তান্তে তদা দেবঃ
হলকেশ্বরিনসদাষিতঃ । কুতে রত্নময়ং দেবি জ্যোতা-
য়াক হিরণ্যমম্ ৷ ৬৭ ৷ রৌপ্যক ষাপরে প্রোক্ষ-
ম্ হলমশ্রময়ঃ কলৌ । এবং তজ্জ স্মিতো দেবঃ হল-
কেশ্বরনামতঃ ৷ ৬৮ ৷ সন্ম পূজ্যো মহাদেব উন্নত-
স্থানবার্হিভিঃ । মাঘে মাসি চতুর্দশ্যাং বিশেষবস্ত্র

‘তথা’ বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিপ্রগণকে এই উত্তম
নগর প্রদান করিলেন । এই নগর শশাঙ্কাত
সাতটী প্রাসাদে শোভিত, নান্য প্রোমযুক্ত ও চকু-
দ্বিকে সীমায়ীশিত । স্মৃত বলিলেন,—হয় এইরূপে
নগর দান করিয়া সঃস্মিত বিশ্বকর্ষ্মাকে দেখিতে
পাইলেন । বিশ্বকর্ষ্মা বলিলেন,—হে দেবদেব । এই
নগরের মত নগর অবলোকন করুন । সৌবর্ণ
স্থানে আরোহণ করিয়া আপনায় প্রাসাদ নির্মাণ
করিয়াছি । বিশ্বকর্ষ্মায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর
বিপ্রগণের সহিত তথায় আরোহণ করিলেন । তথায়
ধাকিয়া তিনি নগরের শোভা দেখিতে লাগিলেন ।
অনন্তর ঋষগণ দেবদেবকে স্তব করিতে লাগি-
লেন । দেবদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন,—বর
গ্রহণ কর । তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব । যদি
তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি হলকেশ্বর
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করুন । আর নগর অবলোকন
করিয়া এই স্থানে সর্ধদা বাস করব । বিপ্রগণ
কর্ত্ত্বক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবদেব সেই স্থানে
বাস করিতে লাগিলেন । এইস্থান সত্যযুগে
রত্নময়, জ্যোতায় হিরণ্যময়, ষাপরে রৌপ্যময় এবং
কলিকালে পাব্যময় হয় । দেবদেব এইস্থানে
হলকেশ্বর নামে বাস করিতে লাগিলেন । উন্নত-

জাগরে ৷ ৩২ ৷ ইত্যোতং কথিতং দেবি হ্যরতত
মহোদয়ম্ ৷ অতঃ পাপহরং নৃণাং সৰ্গকামকল-
প্রদম্ ৷ ১০ ৷

ইতি ঐক্সান্দে উন্নতস্থানমাধ্যায়বর্ণনং নামৈকোন-
বিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ৩১৯ ৷

বিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাচ্চ পূৰ্ণদিগ্ভাগে ॥ কিঞ্চি-
দায়ৈয়সংস্থিতম্ ৷ লিঙ্গম্বয়ঃ মহাপুণ্যং বিশ্বকৰ্ম্ম-
প্রতিষ্ঠিতম্ ৷ ১ ৷ যদা বৈ নগরং কর্ত্ত্বং বৃষ্টা তত্র
সমাগতঃ । প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং নগরং কৃত্ত-
বাংস্ততঃ ৷ ২ ৷ কৃত্বা চ নগরং রম্যং লিঙ্গস্তাত্ত
প্রভাবতঃ । পুনঃ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং তেন বৈ বিশ্ব-
কৰ্ম্মণা ৷ ৩ ৷ কৰ্ম্মাদৌ কৰ্ম্মণস্তান্তে যাজ্ঞোষাধ-
গৃহাদিকে । লিঙ্গম্বয়ঃ পূজয়িত্বা সিদ্ধিমাগ্নোতি
তৎকথাং ৷ ৪ ৷ তস্মাৎ সৰ্গপ্রযত্নেন গচ্ছামৃতর-
সোদকৈঃ । নৈবেদ্যৈর্কিবিধৈর্দেবি লিঙ্গযুগ্মঃ
প্রপূজয়েৎ ৷ ৫ ৷

ইতি ঐক্সান্দে লিঙ্গম্বয়মাধ্যায়বর্ণনং নাম বিংশত্য-
ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ৩২০ ৷

স্থানবাসী জনগণ মাঘমাসের চতুর্দশীতে বিশেষতঃ
জাগরোৎসবে এই স্থানে মহাদেবের পূজা করেন ।
হে দেবি ! এই আমি উন্নতস্থানের মহোদয় কীৰ্ত্তন
করিলাম । ইহা নরগণের পাপহর ও সৰ্গ কাম-
কলপ্রদ ৷ ১০—১০ ৷

উন্নতস্থান্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৯ ৷

বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূৰ্ণোক্ত দেবতার পূৰ্ণে কিঞ্চিৎ
অগ্নিকোণে বিশ্বকৰ্ম্মপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গম্বয় বিরাজিত ।
বিশ্বকৰ্ম্ম এই স্থানে আগমন করিয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠান্তে
নগর নির্মাণ করেন । পরে লিঙ্গপ্রভাবে নগর
নির্মাণ করিয়া পুনরায় তিনি এই স্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন । যাজ্ঞোষাধগৃহাদি কৰ্ম্মের আদ্যন্তে লিঙ্গ-
ম্বয় পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । হে দেবি !
অতএব সকলে সৰ্গপ্রযত্নে গচ্ছামৃত রসোদক নৈবে-
দ্যাদি দ্বারা লিঙ্গম্বয়ের পূজা করিবে । ১—৫ ৷

বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২০ ৷

একবিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ তে কীৰ্ত্তয়িষ্যামি রংস্তং
স্থানমুত্তমম্ । সৰ্গপাপহরং নৃণামুন্নতস্থান-
বাসিনাম্ ৷ ১ ৷ ঋতদেবস্ত মাধ্যায়্যঃ অক্ষণো-
হব্যক্তজন্মনঃ । উন্নতস্থানসংস্থস্ত দেবস্ত বাল-
রূপিণঃ । যন্ত দর্শনমাজ্ঞেয়ং সৰ্গপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ৷
২ ৷ দেববাচ । বালরূপীতি যৎ প্রোক্তমুন্নতং
তৎকথং বদ । স্থানেষন্তেব সৰ্গজ বুদ্ধরূপী পিতা-
মহঃ ৷ ৩ ৷ কশ্মিন স্থানে স্থিতস্তত্র কিমর্থঃ তত্র বা
গতঃ । কথং স পূজ্যো বিপ্রৈশ্চৈত্ৰিধৌ কস্তাং
ক্রমাৎ ৷ ৪ ৷ ঈশ্বর উবাচ । ঋষিতোয়াপশ্চিমে
তু ঐশান্তাং স্থলেকেশ্বরাং । অক্ষণঃ পরমং স্থানং
অক্ষলোক ইবাপরঃ ৷ ৫ ৷ অক্ষা বিষ্ণুচ ক্রতুচ
পূজ্যাঃ প্রাভাসিকে সদা । অক্ষভাগে স্থিতৌ অক্ষা
ঋষিতোয়াতটে শুভে ৷ ৬ ৷ ক্রতুভাগেছরিতীর্থে
চ পূজ্যো ক্রতুঃ সনাতনঃ । গিরৌ রৈবতকে রম্যো
পূজ্যো দামোদরো হরিঃ ৷ ৭ ৷ সোমেন প্রার্থিতৌ
দেবৌ বালরূপী পিতামহঃ । আগতচ্চাষ্টবৎস্ত
হ্যন্নতে স্থান উত্তমৈ ৷ ৮ ৷ দৃষ্টৌ অক্ষা বিজান

একবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর তোমার
নিকট উন্নতস্থানবাসী নরগণের সৰ্গপাপহর রংস্ত
উত্তম স্থান এবং তত্ত্রাজ্য অব্যক্তজন্ম বালরূপী
অক্ষা—ঋষার দর্শনে সৰ্গপাপমুক্তি হয়, সেই
দেবের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । দেবী
বলিলেন,—হে দেব ! আপনি যে উন্নতস্থানস্থ
বালরূপীর কথা বলিলেন, তাহা কি প্রকার ? অতঃ
সৰ্গজ বুদ্ধরূপী পিতামহ, এই উন্নত স্থানের কোথায়
কিচ্ছন্ন গমন করেন ? ঋষার কোন স্থিতিতে
তিনি কিচ্ছন্ন বিপ্রৈশ্চরণের পূজ্য ? এই সকল
আপনি ক্রমশ বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—ঋষি-
তোয়ার পশ্চিমে ও স্থলেকেশ্বরের ঈশানে অপর
অক্ষ লোকের ভায় অক্ষার পরম স্থান বিদ্যমান ।
অক্ষা, বিষ্ণু ও ক্রতু ইহঁদের প্রভাসকেজে পূজনীয় ।
ঋষিতোয়ার শুভ তটে অক্ষভাগে অক্ষা অবস্থান
করেন । অগ্নিতীর্থে ক্রতুভাগে সনাতন ক্রতু পূজনীয়
হন । আর রৈবতক গিরিতে দামোদর হরি পূজ-
নীয় ৷ ১—৭ ৷ বালরূপী পিতামহ সোম কর্ত্তক প্রার্থিত
হইয়া অষ্টম বর্ষ বয়সে উত্তম স্থান উন্নত স্থানে

শ্রেষ্ঠাংস্তত্র স্থানে স্থিতো বিভুঃ ১১ । নাস্তি ব্রহ্ম-
সমো দেবো নাস্তি ব্রহ্মসমো গুরুঃ । নাস্তি ব্রহ্মসমঃ
জ্ঞানঃ নাস্তি ব্রহ্মসমঃ তপঃ ১০ । তাবদব্রহ্মমস্তি
সংসারে হুংখশোকভয়াধুতাঃ । ন ভবন্তি সুরজ্যোতৈ
যাবন্তজাঃ পিতামহে ১১ । সমাসক্তং যথা চিত্তং
জ্যোতীর্বিষয়গোচরে । যদ্যেবং ব্রহ্মণি জন্তং কো
ন যুচ্যেত বচনাৎ ১২ । পরমায়ুঃ স্মৃতো ব্রহ্মা
পর্যর্চ্য তন্ত বৈ গতম্ । উন্নতস্থানসংস্থত্ব বিতীয়
ভবিতাধনা ১৩ । যদাসাবরতে স্থানে ব্রহ্ম-
লোকাৎ পিতামহঃ । আগতশ্চাষ্টবর্ষং বালরূপী
ভদ্রোচ্যতে ১৪ । স্থনেষশ্চৈষু বিপ্রাণাঃ বৃদ্ধরূপী
পিতামহঃ । যুক্তং তদুন্নতস্থানং সদা চ ব্রহ্মণঃ
প্রিয়ম্ ১৫ । নাস্তা চ বিধিবৎপূর্বং ব্রহ্মকুণ্ডে
নরোত্তমঃ । পূজয়েৎপুস্তধুপাদৈর্জ্ঞানং বাল-
রূপিণম্ ১৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মমাহাত্ম্যবর্ণনং নাইমকবিশত্যা-
ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৩২১ ।

ষাণ্ডিন্যত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ভক্তো গচ্ছেক্ষত্রেণেব । তন্ত
দক্ষিণসংস্থিতম্ । হর্গাদিত্যোক্তি নামানং সর্গপাণ-
প্রণাশনম্ ১১ । যদা হুংখমহুপ্রাপ্তা হর্গা হুংখবিনা-
শিনী । সূর্যমারাদয়ামাস তদা । হুংখবিহুত্রে ১২ ।
ততঃ কালেন বহনা তস্তাত্তো দিবাকরঃ । উবাচ
মধুরং বাক্যং হর্গাং দেবো মহাপ্রভাম্ । বরং ব্রহ্ম
দেবেশি তপসা তুষ্টবানহম্ ১৩ । হুমৌবাচ । যদি
তুষ্টো দিবানাথ হুংখসজ্জং বিনাশয় ১৪ । সূর্য
উবাচ । অচিরেণৈব কালেন ভগবাৎপ্রিয়রাতকঃ ।
সম্প্রাপ্যত্যাভ্যুত্তমং লিঙ্গমুরতে স্থান উত্তম ১৫ ।
হর্গা দত্যোতি মে নাম ইহ দেবি ভবিষ্যতি ।
এবমুক্তা মহাদেবি তজ্জৈবান্তর্দধে রবিঃ । সপ্তম্যাং
রবিবারেণ হর্গাদিত্যং প্রপূজয়েৎ ১৬ । তন্ত
হুংখানি সর্গাপি কুঠানি বিবিধানি চ । বিলয়ং যাস্তি
দেবেশি হর্গাদিত্যপ্রপূজনাত্ ১৭ ।

ইতি শ্রীকান্দে হর্গাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষাণ্ডিন্যত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ১২২ ।

আগমন করেন । তিনি বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণকে অবলোকন
করিয়া এই স্থানে বাস করেন । ব্রহ্মার সমান
দেব—গুরু—জ্ঞান ও তপ নাই । সুরজ্যোত পিতা-
মহে যাবৎ ভক্তি না হয়, তাবৎ জীবকে হুংখ-শোক-
ভয়ে সংসারে ভ্রমণ করিতে হয় । জন্তুগণের চিত্ত
বিষয়গোচরে যেরূপ সমাসক্ত, এরূপ যদি ব্রহ্মাতে
হইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি বচনযুক্ত না হইত ?
ব্রহ্মাই পরমায়ুঃ বলিয়া কথিত । ঠাঁহার উন্নতস্থান
বাসে পর্যর্চ্য বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, অধুনা
এখানে ঠাঁহার দ্বিতীয় পর্যর্চ্য অতীত হইবে । তিনি
যখন এই উন্নত স্থানে আইসেন, তখন অষ্টবর্ষীয়
ছিলেন, তাই ঠাঁহাকে বালক বলা হয় । এই
ব্রহ্মাই অন্তস্থানে বিপ্রগণের বৃদ্ধ পিতামহ ।
উন্নতস্থান যে সর্গদা ব্রহ্মার প্রিয়, তাহা যুক্তই ।
হে নরোত্তম ! অগ্রে বিধিবৎ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান
করিয়া পুস্তধুপাদি দ্বারা বালরূপী ব্রহ্মার পূজা
করিবে । ১—১৬ ।

একবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২১ ।

ষাণ্ডিন্যত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
পূর্বোক্ত স্থানের দক্ষিণদিকে গমন করিবে । এই
স্থানে হর্গাদিত্য নামক সর্গপাণনাশন এক দেব
বিরাজিত । পূর্বে হুংখবিনাশিনী হর্গা দেবী এই
স্থানে হুংখতা হইয়া হুংখাপনোদনের জন্ত সূর্যমার-
ধনা করেন । অনন্তর বহুকাল পরে তুষ্ট হইয়া
দিবাকর ঠাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবেশি ! বর গ্রহণ
করুন, আমি আপনার তপস্রায় তুষ্ট হইয়াছি । দেবী
বলেন,—হে দিবানাথ । যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা
হইলে আমার হুংখ নাশ করুন । সূর্য বলেন,—
অচিরকাল মধ্যে গুণবান ত্রিপুরাস্তক উত্তম স্থান
উন্নত স্থানে লিঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন । আর হে দেবি !
এই স্থানে আমার নাম হইবে হর্গাদিত্য । হে মহা-
দেবি ! এই বলিয়া সূর্য অন্তস্থান করেন । রবিবার
সপ্তমীতে হর্গাদিত্যের পূজা করিলে সর্গহুংখ,
ও বিবিধ কুঠ বিলয় প্রাপ্ত হয় । ১—১৭ ।

ষাণ্ডিন্যত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২২ ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততোঃ পঞ্চেন্নহাদেবি তন্ত দক্ষি-
ণতঃ স্থিতম্ । কেমেষ্বরতি বিখ্যাতম্বিতোয়াতটে
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তৃতীযরেতিনায়াস্ত পূৰ্ব্বং চ পার-
কীৰ্ত্তিতম্ । কেমেশেতি কলৌ দেবি তন্ত নাম
প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ যুক্তঃ
হ্যং সৰ্বকিৰিষৈঃ ॥ ৩ ॥

ইতি জীকান্দে কেমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রয়ো-
বিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । উদ্ভাস্তরদিগুভাগে কিঞ্চি-
ৎপ্রদ্যামাহিতম্ । বিনায়কং প্রপঞ্চোচ্চ সৰ্বসিদ্ধি-
প্রদায়কম্ ॥ ১ ॥ যোহসৌ দেবি ময়া খ্যাতঃ সখা
মে ধনদঃ পুরা । গণনাথবরুণেণ নিধীনাং পরিপা-
লকঃ । লোকানাং সিদ্ধিদানার্থমগ্নিন্ স্থানে স্থিতঃ
প্রিয়ে ॥ ২ ॥ চতুর্থ্যাং ভোমবারেণ ভক্ত্যভোজ্যোঃ
সমোদকৈঃ । পূজয়েদ্বিধিবদেগি তন্ত ষিদ্ধিৰ্ভবেদ-
কবম্ ॥ ৩ ॥

ইতি জীকান্দে গণনাথমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুর্বিংশত্যা-
ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২৪ ॥

ত্রয়োবিংশত্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অনন্তর তুর্গা-
বিতোষরের দক্ষিণে স্থিত ঋষিতোয়ার উটগত
বিখ্যাত কেমেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে ।
পূর্বে এই লিঙ্গের নাম ছিল—তৃতীযর ; অধুনা
কলিতে ইনি কেমেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ । ইহাকে
দর্শন ও ইহার পূজা করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্তি
হয় ॥ ১—৩ ॥

ত্রয়োবিংশত্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২৩ ।

চতুর্বিংশত্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—কেমেশ্বরের উত্তরে কিঞ্চিৎ
বায়ুকোণে সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়ক বিনায়ক আছেন ;
নরগণ দর্শন করিবে । হে দেবি । যিনি গণনাথ-
রূপে নিধি-পরিপালক আমার সখারূপে বিখ্যাত ;
তিনি লোক সকলকে সিদ্ধিদান করিবার জন্য এই
স্থানে অবস্থিত । মঙ্গলবার চতুর্থীতে যে জন

পঞ্চবিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততোঃ গচ্ছেন্নহাদেবি বিনায়ক-
মমুত্তমম্ । ঋষিতোয়াতটে রম্যে সৰ্ববিঘ্ননিবারণম্ ॥
১ ॥ যোহসৌ দেবগণাধ্যক্ষঃ সাক্ষাচ্চ ত্রিপুরাস্তকঃ ।
গজরূপং সমাধিত্য হ্যরতে জগতি স্থিতঃ । প্রাভা-
সিকে মহাক্ষেত্রে গণানাং কোটিভির্ভূতঃ ॥ ২ ॥
তস্মাৎসৰ্বপ্রযত্নে যাত্রানিষ্কিয়হেতবে । আরাধ্যো
গণনাথচ পুন্দ্রপাদিভিঃ সদা ॥ ৩ ॥ চতুর্থ্যাং চ
চতুর্থ্যাং চ সর্কেনগরবাসিভিঃ । তদ্বিঘ্নহোৎসবঃ
কার্য্যো রাষ্ট্রক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥

ইতি জীকান্দে উন্নতশ্রমিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
বিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২৫ ॥

ষড়বিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততোঃ গচ্ছেন্নহাদেবি তন্তৈবো-
দ্ভরতঃ স্থিতম্ । মহাকালেশ্বরং দেবং সৰ্বরক্ষাকরং
পরম্ ॥ ১ ॥ অধিষ্ঠাতা পুরস্তান্ত ভৈরবো রুদ্র-

সমোদক ভক্ত্য ভোজ্য হারা ইহার পূজা করে,
তাহার সিদ্ধি নিশ্চিত । ১—৩ ॥

চতুর্বিংশত্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২৪ ।

পঞ্চবিংশত্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! অনন্তর তমুত্তম
বিনায়ক সমীপে গমন করিবে । এই সৰ্ববিঘ্ন-
নিবারণ লিঙ্গ ঋষিতোয়াতটে বিরাজিত । সাক্ষাৎ
ত্রিপুরাস্তকারী দেবগণাধ্যক্ষ গজরূপ ধারণ করিয়া
উন্নত জগৎ প্রভাস মহাক্ষেত্রে কোটিগণের সহিত
মিলিত আছেন, যাত্রানিষ্কিয় হেতু প্রতি চতুর্থীতে
এখানে নগরবাসী জন পুন্দ্র পাদি হারা তাঁহার
আরাধনা করিবেন । রাষ্ট্রক্ষেমার্থ ইহার মহোৎ-
সব করা কর্তব্য । ১—৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২৫ ।

ষড়বিংশত্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অতঃপর মানব
উন্নতশ্রমীর উত্তরে স্থিত সৰ্বরক্ষাকর মহাকালে-
শ্বর সমীপে গমন করিবে । এই তীর্থের অধিষ্ঠাতা

রূপধৃক্ । দর্শে চ পুর্ণিমায়াং মহাপূজাং প্রকারয়েৎ ।
২ । মহোদয়ে নরঃ স্নাত্বা মহাকালঃ প্রপঙতি ।
ধনম্ভ্যো জায়তে লোকে সপ্তজন্মসংস্করম্ ॥ ৩ ॥

ইতি জীকান্দে মহাকালমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষড়-
বিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো মহোদয়ঃ গচ্ছেতু স্নানাদী-
শানসংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ বিধিনা তজ যঃ স্নাতি তপ্যেৎ
পিতৃদেবতাঃ । প্রতিগ্রহকৃতাদোষায় ভয়ং তস্মৈ
বিদ্যতে ॥ ২ ॥ মহোদয়ঃ মহানন্দদায়কং চ দ্বিজ-
গ্নানাম্ । প্রতিগ্রহপ্রসক্তানাং বিষয়াসক্তচেতসাম্ ।
তেষামপি নদেন্মুক্তিং তেন খ্যাতং মহোদয়ম্ ॥ ৩ ॥
তস্মৈ বৈ রক্ষণার্থায় মহাকালস্ত চোত্তরে । নিযুক্তাশ্চ
মহাদেবি মাতরস্তত্র সংস্থিতাঃ । তস্মিন্ স্নাত্বা
নরঃ পূৰ্ণঃ মাতৃস্তাশ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥ এবং
দেবি মধ্যাধ্যাতং মহোদয়মহোদয়ম্ । সৰ্বপাপহরং
নৃণামভিবেকাচ্চ মুক্তিদম্ ॥ ৫ ॥ অৰ্দ্ধকোশে
চ তত্তীৰ্থং সমস্তাংপরিমণ্ডলম্ । এতদ্ব্যধ্যঃ মহাসারং
সদৈব মুনিবল্লভম্ ॥ ৬ ॥

ইতি জীকান্দে মহোদয়মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
বিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২৭ ॥

রূপরূপধারী ভৈরব । দর্শ পোর্ণমাসীতে অজ্রত্যা
ঐ দেবতার পূজা করিতে হয় । নর মহোদয়ে স্নান
করিয়া মহাকাল দর্শন করিবে । এরূপ করিলে
সপ্তসংস্কর জন্ম মানব ধনাঢ্য হয় । ১—৩ ।
ষড়বিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২৬ ।

সপ্তবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর নর পুরোক্ত লিঙ্গের
জ্ঞান কোণে অবস্থিত মহোদয় তীর্থে গমন করিবে ।
যে জন এই স্থানে বিধিপূষক স্নানান্তে পিতৃদেবতার
তর্পণ করে, প্রতিগ্রহজন্ত দোষ হইতে তাহার কোন
ভয় থাকে না । মহোদয় প্রতিগ্রহাসক্ত বিষয়াসক্ত-
চেতা দ্বিজাদিগের মহানন্দদায়ক এবং মুক্তি-
প্রাপক । হে মহাদেবি ! অজ্রত্যা লিঙ্গের রক্ষার
জন্ত আশ্রম মাতৃকাগণকে মহাকালের উত্তরে স্থাপন
করিয়াছি । নর এই তীর্থে স্নান করিয়া প্রথমে
মাতৃকাগণের পূজা করিবে । হে দেবি ! এই
আশ্রম অভিব্যেক নরগণের মুক্তিপ্রদ ও সৰ্বপাপহর

অষ্টবিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাৎস্বয়াদিগৃভাগে হিতং
পাপপ্রণাশনম্ । সঙ্গমেধরনামাচায্মযো যজ সঙ্গতাঃ ।
১ । তস্মৈব পূৰ্ণদিগৃভাগে কৃতিকা পাপনাশিনী ।
বড়বানলসংযুক্তা যজ্ঞায়াতা সরস্বতী ॥ ২ ॥ কৃতিক-
কায়ঃ নরঃ স্নাত্বা সঙ্গমেধরমর্চয়েৎ । তস্মৈ জন্ম-
সংস্রাবি লক্ষ্ম্যা পুত্রৈঃ প্রিয়ৈঃ সহ । অসঙ্গমং
মহাদেবি ন কদাচিত্ প্রজায়তে ॥ ৩ ॥ মুচ্যতে
পাতকৈঃ সর্বেষাং জন্মমরণান্তিকৈঃ ॥ ৪ ॥

ইতি জীকান্দে সঙ্গমেধরমহাত্ম্যাবর্ণনং নামা-
ষ্টাবিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২৮ ॥

উনত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথোত্তরে দেবকুলান্তর গবৃতি-
মাত্রতঃ । উত্তমস্থানমিতি চ প্রখ্যাতং ধরণীতলে ॥ ১ ॥

মহোদয় তীর্থের মহোদয় কীর্তন করিলাম । এই
তীর্থের পরিমণ্ডল অৰ্দ্ধকোশ । ইহার মধ্যস্থল
মহাসার ও মুনিসম্বৃত । ১—৬ ।
সপ্তবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২৭ ।

অষ্টবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! মহোদয়ের
ব্যয়ব্যাদিগৃভাগে পাপপ্রণাশন সঙ্গমেধর লিঙ্গ অব-
স্থিত । এই তীর্থে ঋষিগণ বাস করেন । ইহার
পূর্বে পাপনাশিনী এক কৃতিকা আছে । বড়বানল-
যুতা সরস্বতী এখানে মিলিতা হইয়াছেন । কৃতিকায়
স্নান করিয়া নরগণ সঙ্গমেধরের অর্চনা করিবে ।
এরূপ করিলে তাহার সংস্কর জন্ম লক্ষী এবং প্রিয়পুত্র-
গণের সাহিত কদাচিত্ অমিলন হয় না । অপিচ
আজন্মমরণকৃত সমস্ত পাপ হইতে সে মুক্তি লাভ
করে । ১—৪ ।

অষ্টাবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২৮ ।

উনত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । দেবকুলের
উত্তরে ছই কোশ মধ্যে ধরণীতলপ্রখ্যাত উত্তমস্থান ।

ততোত্তরে তু দিগ্‌ভাগে ধর্ম্মদানশাস্ত্রে । উন্নতো
বিদ্যরাজস্য সর্বপ্রত্যাশনঃ । ২ । চতুর্থাং
পুজিতঃ সম্যক্‌কুণ্ডৈঃ কলমোদকৈঃ । দদাতি
বাহিতান্‌ কামাংস্রৈলোক্যে বিজয়ী তবেৎ । ৩ ।

ইতি শ্রীহান্দে উন্নতবিনায়কমাহাত্ম্যবর্ণনং
নামৈকোদশত্ৰিংশদধিকত্রিশততমো-
হধ্যায়ঃ । ৩২১ ।

ত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাৎতদুন্নতস্থানাদুন্নত্রে যোজন-
জয়াৎ । তত্র তপ্তোদকস্বামী ততো যত্র হতঃ পুরা ।
১ । দৈত্যানামধিপো দেবি বিস্মনা প্রভবিস্মনা ।
কৃষা বর্ষশতং যুদ্ধং তলস্বামী ততোহভবৎ । ২ ।
তপ্তকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা তলস্বামিনমর্চয়েৎ । কৃষা
পিণ্ডপ্রদানম্‌ কোটিষাত্রাকলং লাভেৎ । ৩ ।

ইতি শ্রীহান্দে তলস্বামিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৩০ ।

আর ইহার উত্তরে দ্বাদশ ধর্ম্মমধ্যে সর্ববিদ্যবিনাশন
উন্নত বিদ্যরাজ বিদ্যাজিত । ইনি চতুর্ধীতে সর্গবিধ
সুগন্ধ কল-মোদকাদি দ্বারা পুজিত হইলে ব্যাঞ্ছিত
কাম এবং ত্রৈলোক্যবিজয় দান করেন । ১—৩ ।

উনত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২১ ।

ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । যোজনজয়পরি-
মিত উন্নত স্থানের উত্তরে তপ্তোদকস্বামী বিদ্যা-
জিত । এই স্থানে প্রভবিস্ম বিস্ম তলদৈত্যকে
নিহত করিয়াছিলেন । শত বর্ষ যুদ্ধ করিয়া এই
দৈত্য তলস্বামী হয় । নর তত্রত্য তপ্তকুণ্ডে স্নান
করিয়৷ তলস্বামীর অর্চনা করিবে । এখানে পিণ্ড-
দান করলে কোটিষাত্রা কল লাভ হয় । ১—৩ ।

ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩০ ।

একত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি কাল-
মেঘোত বিকৃতম্ । তস্মাস্তং পূর্বাদিগ্‌ভাগে ক্ষেত্রপং
লিকরূপিনম্ । ১ । অষ্টম্যাং বা চতুর্দশীতে পূজ্যো-
হসৌ বলিভিন্নদৈঃ । বাহিতার্থপ্রদঃ সম্যক্‌ স
কলৌ কল্পপাদপঃ । ২ ।

ইতি শ্রীহান্দে কালমেঘমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক-
ত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৩১ ।

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদক্ষিপদিগ্‌ভাগে ধর্ম্মবাং
পঞ্চাভঃ প্রিয়ে । তত্র তপ্তোদকুণ্ডানি সন্ত্যদ্যাপি
বরাননে । ১ । কুণ্ডতঃ পূর্বাদিগ্‌ভাগে ধর্ম্মবাং
পঞ্চবিংশতো । কক্ষিণী সংস্থিতা দেবী সর্বপাতক-
নাশিনী । ২ । স্নাত্বা তপ্তোদকে কুণ্ডে কোটিহত্যা-
বিনাশনে । ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবীঃ কক্ষিণীঃ কল্প-
দায়িনীম্ । সপ্ত জয়ানি নারীণাং গৃহভলৌ
ন জায়তে । ৩ ।

ইতি শ্রীহান্দে কক্ষিণীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততমো-
হধ্যায়ঃ । ৩৩২ ।

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর নর
প্রসিদ্ধ কালমেঘ সমীপে গমন করিবে । ইহার
পূর্বাদিগ্‌ভাগে এক লিকরূপী ক্ষেত্রপাল আছেন ।
অষ্টমী বা চতুর্দশীতে বলব ন নর ইহার পূজা করি-
বেন । এই ক্ষেত্রপাল কসির কল্পপাদপের দ্বায়
বাহিতার্থপ্রদ । ১।২ ।

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩১ ।

দ্বাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । কালমেঘের
দক্ষিণে পাঁচবর্ষ ব্যবসানে অদ্যাপি তপ্তোদকুণ্ড
আছে । এই কুণ্ডের পূর্বাদিগ্‌ভাগে পঞ্চবিংশতি
ধর্ম্মমধ্যে সর্বপাতকনাশিনী কক্ষিণী দেবী আছেন ।
কোটিহত্যাবিনাশন তপ্তোদক কুণ্ডে স্নান করিয়া

ত্রয়স্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । বলভদ্রাচ্চ পূর্বেণ হিতা
চাসৌ সরিষয়া । তুর্কাসেশ্বরনামেতি বললিঙ্গং
প্রতিষ্ঠিতম্ । ১ । সর্কপাশপ্রশমনং দৃষ্টং সর্কসুখা-
বহম্ । স্নাত্বা চান্ত ত্রয়াবাস্তাং পিণ্ডদানং দদাতি
যঃ । ২ । কল্পকোটিশতং সাগ্রং পিতৃণাং তৃপ্তি-
মাবহেৎ । তুর্কাসেশ্বরনামাত্মঃ তত্র পূজ্য বিধা-
নতঃ । ৩ । কোটিজ্ঞকলং প্রাপ্য সর্কান কামা-
নবাশ্রুয়াৎ । তত্র লিঙ্গান্তনেকানি ঋষিভিঃ স্থাপিতানি
তু । ৪ । দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা মুক্তঃ স্তাৎসর্ক-
কিষ্বিধৈঃ । ইত্যেতৎকথিতং দেবি ক্ষেত্রাদ্যন্তং
যথাক্রমম্ । ৫ । ভদ্রায়াঃ পশ্চিমাৎপূর্কং যথাস্থক্ৰম-
মাদিতঃ । ক্ষতং পাপোপশমনং কোটিযজ্ঞকল-
প্রদম্ । ৬ । অথ ক্ষেত্রস্ত পরিধিস্থানং মধুমতীতি
চ । তস্মান্নৈকাত্মদিগ্ভাগে স্থানং খণ্ডযচেতি চ ।
৭ । তত্র পিতৃশ্রয়ো দেবঃ সমুদ্রতটসরিধৌ ।
কৃপানাং সপ্তকং তত্র পিতৃণাং যত্র পাণয়ঃ । দৃষ্টান্তে-

কল্পদায়িনী কৃষ্ণা দেবীর পূজা করিতে হয় । একপ
করিলে সপ্তজন্ম পর্যন্ত নারীগণের গৃহভঙ্গ
হয় না । ১—৩ ।

ষাট্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩২ ।

ত্রয়স্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—বলভদ্রের পূর্বাদিগ্ভাগে
এক সরিষয়া আছে । তাহার ভীরে তুর্কাসাশ্বর
নামক বললিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত । এই লিঙ্গ সর্ক পাশ-
প্রশমন ও সর্কসুখাবহ । যে জন তত্রত্য নদীতে
স্নান করিয়া পিণ্ডদান করে, সে সপাদ কল্পকোটি-
শত কাল পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাকে ।
এখানে তুর্কাসেশ্বর নামক লিঙ্গের বিধিপূর্বক পূজা
করিলে কোটিযজ্ঞকল ও সর্ককাম লাভ হয় ।
এই তীর্থেক্ষেত্রে ঋষিগণ বহুলিঙ্গ স্থাপন করিয়া-
ছেন । এই সকল লিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন, অর্চন
করিলে সর্কপাশ-বিনষ্ট হয় । হে দেবি ! এই
আমি ভদ্রার পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত আদ্য
ক্ষেত্র সকল যথাক্রমে বর্ণন করিলাম । এই প্রবন্ধ
ক্ষত হইলে পাপোপশমন ও কোটিযজ্ঞকলপ্রদ হয় ।
এই ক্ষেত্রের পরিধি—মধুমতী নদী । এই স্থানের
নৈঋত কোণে খণ্ডযচ স্থান । এই স্থানে সমুদ্র-
তটে পিতৃশ্রয় দেব অবস্থিত । আর এই ক্ষেত্র-

হদ্যপি দেবেশি যত্র সর্কপিশর্কশি । ৮ । তত্র শ্রাদ্ধং
নরঃ কৃৎস্বা গয়াকোটিগুণং ফলম্ । লভতে নাত্র
সন্দেহঃ সোমায়াদি জায়তে । ৯ । তত্রৈব নাতি-
দূরে তু ভদ্রায়াঃ সঙ্গমঃ স্মৃতঃ । পশ্চিমাৎ সঙ্গমাৎ
পূর্কঃ সঙ্গমঃ সমুদাহৃতঃ । ১০ । যৎ পুণ্যং লভতে
দেবি পূর্বপশ্চিমসঙ্গমে । গঙ্গাসাগরমোত্তর ভদ্রা-
সঙ্গমে লভেৎ । ১১ ।

ইতি শ্রীহান্দে পিতৃশ্রয়ভদ্রামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়-
স্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৩৩ ।

চতুস্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ভগবন্ দেবদেবেশ সংসার-
পর্বতারক । পুচ্ছামি যামহং ভক্ত্যা কিঞ্চিৎ কৌতু-
হলাৎ পুনঃ । ১ । যস্মাৎ কথিতং দেবতলস্থামিমহো-
দয়ম্ । কিং তত্র কারণং দেব তলো যেন নিশা-
ভিতঃ । ২ । কোহসৌ তলঃ সমাখ্যাতঃ কিংবীৰ্য্যঃ
কিংপরায়ণঃ । কস্মাৎ স্থানাৎ সমুৎপন্নঃ কথং
জাতশ্চক্ৰমে বদ । ৩ । ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি

শ্রবসমীপেই সাতটা কূপ আছে । অদ্যাপি
এই কূপ সকলে পূর্বে পূর্বে পিতৃগণের হস্ত
দেখিতে পাওয়া যায় । নর সোমবতী অমাবস্তায়
এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া গয়াশ্রাদ্ধের কোটিগুণ
ফল লাভ করে, সন্দেহ নাই । এই স্থানের অনতি-
দূরে ভদ্রাসঙ্গম । এই সঙ্গম পূর্বপশ্চিমে অব-
স্থিত । এই পূর্বপশ্চিমসঙ্গমে স্নান করিলে যে
পুণ্যলাভ হয়, গঙ্গাসাগরসঙ্গমেও সেই পুণ্য লব্ধ
হইয়া থাকে । ১—১১ ।

ত্রয়স্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩৩ ।

চতুস্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ভগবন্ দেবদেবেশ
সংসারপর্বতারক ! আমি কৌতুহলাবৃত্ত হইয়া
আপনাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আপনি
যে তলস্থামীরমহোদয় কহিলেন, সেই তল যে
কারণে নিশাভিত হইল, সেই কারণ কি ? তল কে ?
তাহার বীৰ্য বা কার্য কিরূপ ? কোন স্থান হইতে
সমুৎপন্ন—আর কিজন্মই বা সমুৎপন্ন ?—আপনি
জাহা বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি । অবশ

প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পাপনাশনম্ । যন্ন কন্ত-
চিদাখ্যাতং তন্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৪ ॥ দেবা
অপি ন জানন্তি তলন্তোৎপত্তিকারণম্ । পূর্বে
কৃতযুগে দেবি গোবিন্দেতি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫ ॥
জ্যোতায়্য বাননঃ স্বামী ভূতীশ্বামী তৃতীয়কে । কলৌ
যুগে মহাদেবি তলস্বামী প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৬ ॥ তথা
তগ্ণোদকস্বামী তন্ত্র নামান্তরং প্রিয়ে । অধুনা
সম্ভবক্ষ্যামি তলোৎপত্তিঃ তব প্রিয়ে ॥ ৭ ॥ আসৌ-
মহেন্দ্রনামা চ দানবো যৌদ্ধরূপধৃক্ । কোটিবর্ধাণি
তেনৈব তপস্তপ্তং পুরা প্রিয়ে ॥ ৮ ॥ স তপোবল-
মাবিক্টো জিগ্যে দেবান্ স বাসবান্ । জিহ্বা দেবা-
ন্ততঃ সন্ধাঃস্ততঃ কালে সমাগতঃ ॥ ৯ ॥ যুদ্ধঃ স
প্রার্থয়ামাস যয়া সার্বং সুভীষণম্ । ততোহভব-
ন্নহাযুদ্ধং ব্রহ্মাণ্ডক্ষয়কারকম্ ॥ ১০ ॥ ততঃ কোপা-
ন্নহাযুদ্ধে মম দেহাধরাননে । জালা তত্র সমুৎপন্না
ভয়াঘো স তলোহভবৎ ॥ ১১ ॥ তেন দৃষ্টো মহেন্দ্রো-
হসৌ গর্জ্জন গিরিগুহাশ্রয়ঃ ॥ ১২ ॥ কথং গর্জ্জসি
হে মূঢ় যুদ্ধং কুরু যয়া সহ । ইত্যাভ্যুত তত্র দেবেশি
তেন যুদ্ধমবর্তত ॥ ১৩ ॥ তত্র প্রবর্তিতে যুদ্ধে তল-
মাহেন্দ্রয়োস্তয়োঃ ॥ ১৪ ॥ ক্রুদ্ধবীৰ্য্যন্ত যুদ্ধেন তল-
নোদারকর্মণা । মল্লযুদ্ধেন বলিনা মহেন্দ্রো বিনি-

কর—যাহা কখন কাহাকেও বলি নাই, তাহা
তোমাকে বলিতেছি; দেবতারাও তলের উৎ-
পত্তি-বিবরণ জানেন না। হে দেবি! পূর্বে
কৃতযুগে তল গোবিন্দ নামে—জ্যোতায়্য বানন নামে,
ষালব্রে ভূতীশ্বামী নামে এবং কালতে তলস্বামী নামে
প্রসিদ্ধ আছে। তলের নামান্তর তগ্ণোদকস্বামী।
অধুনা তাহার উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। মহেন্দ্র
নামে এক ঘোররূপী দানব ছিল। এই দানব
কোটি বৎসর তপ করিয়া তপঃফলে স বাসব দেব-
গণকে পরাজিত করে। দেবগণকে জয় করিয়া
পরে সে আমার নিকট আসিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করে।
তখন ব্রহ্মাণ্ডক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত
হয়। এই মহাযুদ্ধে কোপে আমার দেহ হইতে
এক জালা নিঃসৃত হয়, এই জালা হইতেই তলের
উৎপত্তি। এই তলকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াই
দৈত্য মহেন্দ্র গিরিগুহা আশ্রয় করিয়া গর্জ্জন করিতে
লাগিল। এই সময় তল বলিল,—“কথং গর্জ্জসি
রে মূঢ়! যুদ্ধং কুরু যয়া সহ।” তল এই কথা
বলিলে উভয়র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তল মল্ল-
যুদ্ধে দৈত্য মহেন্দ্রকে নিহত করিয়া ফেলি এবং

পাতিতঃ ॥ ১৬ ॥ ততস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং স
তলো গতঃ । গতপ্রাণং তদা জাহ্ন্বা হর্ষান্বত্যমধা-
করোৎ ॥ ১৬ ॥ তস্মিন্ সমুভয়ামানে তু সর্বং স্বাবর-
জন্মম্ । চক্শে তু বরারোহে প্রভাবান্ত
বীৰ্য্যতঃ ॥ ১৭ ॥ ততো ভারভরাক্রান্তা ধরণী তল-
পীড়িতা । অতীবভয়সন্ত্রস্তাঃ সদেবান্নরমাশ্রয়ঃ ॥
১৮ ॥ কুভিতা গিরয়ঃ সর্বৈ বিক্ৰতান্চ
মহার্ণবাঃ । তন্নবো নিধনং জঘূর্নদ্যো বাহাংশ
ততাজুঃ ॥ ১৯ ॥ গতপ্রভাবাঃ সূর্য্যাদ্যা জ্যোতীষি
ন বিরজিরে । জৈলোক্যঃ ব্যাকুলীভূতঃ তল-
নৃত্যপ্রভাবতঃ ॥ ২০ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্বৈ
শরণং ক্রুদ্ধমায়য়ুঃ । বৃন্তং যথাবৎ কথিতং ততো
ক্রজ উবাচ তান্ ॥ ২১ ॥ অবধ্যো মে তলো দেবাঃ
পুত্রহে হি প্রতিষ্ঠিতঃ । এবমুক্ষা স্বরীকেশং প্রভাস-
ক্ষেত্রবাসিনম্ ॥ ২২ ॥ ভূতীশ্বামীতিনামানঃ স্থিতঃ
হর্কাসসঃ পুরঃ । প্রভাসক্ষেত্রসামীপ্যে পূর্বভাগে
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৩ ॥ তগ্ণোদকুণ্ডসামীপ্যে তত্র গচ্ছত
ভোঃ সুরাঃ । কল্লেকল্লৈ তু তেনৈব বধ্যতেহসৌ
হি দানবঃ ॥ ২৪ ॥ এবমুক্তে তদা দেবাঃ প্রভাসং
ক্ষেত্রমাগতাঃ । তত্র তে বিবৃধা জঘূর্নু তগ্ণোদকা-

তাহাকে মৃত দেখিয়া বিস্মিত হইল। দৃষ্ট দৈত্য
মহেন্দ্র এইরূপে বিনষ্ট হইলে তল সহর্ষে নৃত্য
করিতে লাগিল। তাহার নৃত্যদর্শনে সচরাচর
ব্রহ্মাণ্ড কম্পাধিত হইল। ধরণী তলভয়ে পীড়িতা
হইলেন। সদেবান্নর মাশ্রয় অতীব ভয়সন্ত্রস্ত
হইল। ১৬-১৮ গিরি সকল চালিত, এবং মহার্নব উৎপে-
লিত হইয়া পড়িল। তকনিচয় এইরূপ উন্মূলিত হইল;
নদী সকল প্রবাহ পরিত্যাগ করিল; চন্দ্র সূর্য্য
নিশ্চল হইলেন; এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দীপ্তহীন
হইয়া গেলেন। তলনৃত্যপ্রভাবে এইরূপে সমস্ত
জৈলোক্যই ব্যাকুলীভূত হইয়া উঠিল। এই সময়
দেবগণ ক্রুদ্ধের শরণ লইয়া যথাবৎ সমস্ত বৃন্তান্ত
কহিলেন। ক্রজও তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দেব-
গণ! তল আমার অবধ্য; যেহেতু ইহাকে আমি
পুত্রহে করনা করিয়াছি। যেখানে—তগ্ণোদক
কুণ্ডসামীপ্যে ভূতীশ্বামী নামে প্রসিদ্ধ, হর্কাসার অগ্র-
ভাগে অবস্থিত এবং প্রভাসক্ষেত্রসামীপ্যে পূর্বভাগে
প্রতিষ্ঠিত স্বরীকেশ বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানে
তোমরা গমন কর। তিনিই কল্লৈ কল্লৈ দানবগণকে
বধ করিয়া থাকেন। ক্রজ এই কথা বলিলে দেবগণ
প্রভাসক্ষেত্রে যেখানে তগ্ণোদকবিধি বিরাজিত,

ধিগঃ ২৫ । দৃষ্টী নারায়ণঃ তত্র দেবাঃ শ্রদ্ধাসম-
 ধিতাঃ । তুষ্টিবুঃ পরয়া ভক্ত্যা দেবদেবং জনা-
 র্দ্দনম্ ২৬ । বৈকুণ্ঠ জাহি নো দেবাঃ স্তনেনো-
 চ্চাটিতা বয়ম্ । মহেন্দ্রকোষসমুত্তরজ্ঞেজোন্তবেন
 বৈ ২৭ । অশ্রাব্যী ক্রতুসামীপ্যে কার্ধ্যং সর্কে
 নিবেদিতম্ । ততঃ প্রস্থাপিতাঃ সর্কে ক্রেদ্রেণ পর-
 মেষ্ঠিনা । তব পার্শ্বে মহাদেব নমঃ দেব গতির্ভব ।
 ২৮ । ইতি শ্রদ্ধা বচন্তেবাং দেবদেবো জনার্দনঃ ।
 দানবস্ত বধার্থীয় দেবানাং রক্ষণায় চ । চক্রে যযুঃ
 মহাবাহুঃ প্রভাসসঙ্কেতবলভঃ ২৯ । সমাহুয় তদা
 দৈত্য্যঃ প্রভাসসঙ্কেতমধ্যতঃ । যুদ্ধং চক্রে ততো
 দেবি বিশ্বপ্রলয়কারকম্ ৩০ । ততস্ত দেবাঃ সর্কে
 চ স্বসৈন্তপরিবারিতাঃ । চকুর্ভুঙ্ক দৈত্যেন সুমহ-
 জোমহর্ষণম্ ৩১ । ততঃ পরীতসন্ধাশঃ দৃষ্টী দৈত্য্যঃ
 মহাবলম্ । উবাচ চপলাগাঙ্গো গরুড়কৃতবাহনঃ ।
 ৩২ । অহো দৈত্য্য মহাবাহো মল্লযুদ্ধং দদম্ম মে ।
 অহাহুয়ুগলং দৃষ্টী ন যুদ্ধে বাহুহিতং মম ৩৩ । নারী-
 য়বচঃ শ্রদ্ধা করমুদ্যম্য দানবঃ । অভ্যধাবস্তদা
 দৈত্য্যঃ কালান্তকসমপ্রভঃ ৩৪ । ততঃ প্রবর্তিতং
 যুদ্ধমন্তোস্তং জয়কাক্ষিকণোঃ । জজ্বাভ্যাং পাদ-

সেই স্থানে গমন করিলেন । সেখানে তাঁহার
 নারায়ণকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে এই
 বলিয়া শ্রব করিতে লাগিলেন যে, হে বৈকুণ্ঠ !
 এই দেবগণকে পরিজ্ঞাপ করুন, আমরা মহেন্দ্র-
 কোষ-সমুত্তরজ্ঞেজোন্তব তল কর্তৃক উচ্চাটিত
 হইয়াছি । আমরা ক্রতুসামীপে এ সংবাদ জ্ঞাপন
 করিয়াছিলাম । তিনি আমাদেরকে আপনার
 নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, ইদানীং আপনিই আমা-
 দেব গতি । দেবদেব জনার্দন দেবগণের এই
 কথা শ্রবণ করিয়া দানবদিগের বধ ও দেবগণের
 রক্ষা বিধানের জন্ত দৈত্যগণকে আহ্বান করত
 তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এই
 যুদ্ধ বিশ্বপ্রলয়কারী হইল । দেবগণ স্ব স্ব সৈন্তে
 পরিবারিত হইয়া দৈত্যদিগের সহিত লোমহর্ষণ
 যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । গরুড়বাহন যুদ্ধে পরীত-
 সন্ধাশ দৈত্যগণকে অবলোকন করিয়া চকিত হইয়া
 বলিলেন,—অহো দৈত্য্য মহাবাহো ! মল্লযুদ্ধ প্রদান
 কর, তোমার বাহুযুগল দেখিয়া আমার আর অস্ত
 যুদ্ধে বাসনা নাই । নারায়ণের এই কথা শুনিয়া
 মহাবল দৈত্য্য বাহু প্রসারিত করিয়া কালান্তক
 যমের আয় তাঁহার দিকে খাণ্ডিত হইল । তখন

বজ্রেন বাহুভ্যাং বাহুবল্লভনম্ ২৫ । কঠেন বজ্র-
 যন কর্ণমুদরণোদয়ং তথা । একস্মিন্নন্তরে দেবাঃ
 সভয়াঃ সহভূবিরে ২৬ । ততঃ পীড়াসমাক্রান্তো
 বিষ্ণুঃ সংশ্রতে হরম্ । তৎকর্ণাদাগতো ক্রতুঃ কিং
 কয়ামি মহাবল ৩৭ । বিকুণ্ঠবাচ । শ্রান্তোহহং
 দেবদেবেশ মল্লযুদ্ধেন শব্দর । তপোদকং কুরুত্বহ
 শ্রমনাশায় সাস্থ্যতম ৩৮ । ততস্তলং হনিষ্যামি
 কর্ণমাত্রেন ভৈরবম্ ৩৯ । ঈশ্বর উবাচ । স্মাদৌ
 কৃতযুগে কৃষ্ণ উময়া যৎকৃতং পুরা । স্বধীপাং শ্রম-
 নাশার্থং তপোদকং তত্র নিশ্চিতম্ ৪০ । তদৈত্য্য-
 পাপমাহাত্ম্যং পুনঃ শীতলতাং গতম্ । পুনস্তদু-
 ক্ততাং নীতং ততঃ কল্লান্তসংস্থিতো ৪১ । এব-
 মুক্তা তদা দেবাঃ বীক্ষাক্ষক্রে মহেশ্বরঃ । তৃতীয়-
 লোচনেনৈব আক্ৰম্যালোপশোভিনা ৪২ । তেন
 জালাসমূহেন ব্যাপ্তং কুণ্ডং চতুর্দিশম্ । তপোদ-
 কুণ্ডমভবন্তেন ধ্যাতঃ ধরাতলে ৪৩ । ততো
 নারায়ণেনৈব কালিতং গাজমুদমম্ । কালনাস্তস্ত
 দেবস্ত শ্রমো নাশমুপাগমৎ ৪৪ । ততস্তষ্টমনা

পরস্পর জয়কামুকত্বের তুমুল মল্লযুদ্ধ আরম্ভ
 হইল—কখন বা জজ্বায় জজ্বায়—কখন বা বাহুতে
 বাহুতে—কখন বা উরুতে উরুতে এবং কখন বা
 কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁহাদের যুদ্ধ হইতে লাগিল । এই
 সময় দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন । হরি নিতান্ত
 পীড়িত হইয়া হরকে স্মরণ করিলেন । তৎ-
 কণাৎ ক্রতু আগমন করিয়া বলিলেন,—কি করিতে
 হইবে মহাবল ? ১১—৩৭ । হরি বলিলেন,—আমি
 মল্লযুদ্ধে যারপর নাই শ্রান্ত হইয়াছি, শীঘ্র জল
 গরম কর । জলে স্নানচরণপূর্বক শ্রম নাশ
 করিয়া আমি ঐ ভয়ঙ্কর তলকে বিনষ্ট করিব ।
 ঈশ্বর বলিলেন,—হে কৃষ্ণ । পূর্বে কৃতযুগে
 স্বাধগণের শ্রমাপনয়নের জন্ত দেবী যে উষ্ণ-
 জলের কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন, সে কুণ্ডের
 জল অধুনা পাপ দৈত্য্যসংসর্গে শীতল হইয়া
 গিয়াছে । অতএব পুনরায় আমি ঐ জলকে
 উষ্ণ করিয়া তাহা কল্লান্তস্থায়ী করিতেছি । এই
 বলিয়া হর তৃতীয় নয়ন দ্বারা সেই তপোদকুণ্ড
 নিরীক্ষণ করিলেন । অমনি তাহা হইতে জালা-
 সমূহ নির্গত হইয়া কুণ্ডের চারিদিক ব্যাপিয়া
 ফেলিল । এই জন্ত ঐ কুণ্ডের নাম হইয়াছে
 তপোদকুণ্ড । অনন্তর নারায়ণ উষ্ণরূপে ঐ
 কুণ্ডজলে গাজকালন করিলেন । তাহাতে তাঁহার

দেবকীর্ণানাং দশকোটিকাঃ । স স্মৃশ্বা তজ্জ বিধিবৎ
কিপ্তা স্নাত্বা বরাননে ॥ ৪৫ ॥ ততশ্চক্রে মহামুখঃ
তলেনাভিতরনকরম্ । জঘান স তলং দৈত্যং মুষ্টি-
ঘাতেন মন্তকে ॥ ৪৬ ॥ তদ্বিন্ প্রবৃন্তে তুমুলে তু
যুদ্ধে চকম্পিরে ভূমিলমতলোকাঃ । বিজ্ঞতদেবা
ন দিশো বিরজুর্হাস্তকারাঃ তুমুর্জিহ্বা জগৎ ॥ ৪৭ ॥
নষ্টাশ্চ সিদ্ধা জগতোহস্ত শাস্তিং করোতু বৈ পাপ-
বিনাশনো হরিঃ । জাহীতি দেবেশি মহর্ষসজ্জা
ভূতানি ভীতানি তথা বদন্তি ॥ ৪৮ ॥ ততো বৈ
মল্লকেন পাতিতো ভূবি দানবঃ । কণ্ঠমাক্রম্য
পানেন খড়্গেন পরিপীড়িতঃ ॥ ৪৯ ॥ হস্তং চকার
দৈত্যোহধ বিকুনাক্রান্তকরঃ । তমাহ পুণ্ডরী-
কাক্ ক্রমেতচ্ছাস্তকারণম্ ॥ ৫০ ॥ বুদ্ধো হর্বমবা-
প্রোতি ক্ষয়ে ভবন্তি-ভুখিতঃ । ঈত্যোবা লোকিকী
গাথা তন্তে দৈত্য বিপর্যয়ঃ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তস্ত তদা
দৈত্যঃ প্রত্যুবাচ জনাধিনম্ । অরিতোমাদিত-
বৈজৈর্বোভ্যাসৈরনেকথা ॥ ৫২ ॥ নিত্যোপবাস-
নিয়মৈঃ শ্রানদানৈর্জপাদিতৈঃ । নির্মলৈর্বোগমুন্মৈশ্চ
প্রাপ্যতে যৎ পরং পদম্ ॥ ৫৩ ॥ তস্মাৎ কুণ্ডভাবেন
প্রাপ্তং বিরোধঃ পরং পদম্ । ইত্যুক্তে ভগবান

বিকূর্বরদানপরোহস্তরং ॥ ৫৪ ॥ উবাচ পরমং বাক্যং
তলং দৈত্যাদিনায়কম্ । বরং বরম্ দৈত্যোস্ত্র যন্তে
মনসি সংস্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥ ইতি বিকোর্বজঃ স্নাত্বা প্রার্থনা-
মাস দানবঃ । মমার্থা বর্ততে লোকে তথা কুরু
মহী র ॥ ৫৬ ॥ মার্গমাসে তু শুক্লাস্মাকোদভ্যাং
সমাধিতঃ । যদ্যৎ পশ্চতি ভাবেন তন্ত পাপং
বিনশ্তু ॥ ৫৭ ॥ এবং ভবিষ্যতীতু্যকা দেবো
হর্বমুপাগতঃ । নানাহুতয়ো নেতুঃ পুন্সবর্ষং পশ্যত
চ ॥ ৫৮ ॥ বিকোর্মুর্জি মহাতাগে লোকাঃ স্ফা বহু-
বিরে । ততো দেবগণাঃ সর্গে নৃত্যন্তি চ মুদাধিতাঃ ।
বদন্তি হর্বসংযুক্তা নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৫৯ ॥ এতদীর্ষং
মহাতীর্ষং সর্গপাপপ্রণাশনম্ । শ্রমাপনোদনং বিকো-
র্ভক্ষহত্যাশিশোধনম্ ॥ ৬০ ॥ হিতো নারায়ণস্তজ
ভৈরবস্তজ শরঃ । ক্ষেত্রপালশরণেণ কালমেবেতি
বিশ্রুতঃ ॥ ৬১ ॥ তস্ত যাজ্ঞাবিধিঃ বক্ষ্যে গম্বা তজ
‘উচিন্রঃ । অরৈষিকুং মহাদেবি তলস্বামীতি যঃ
শ্রুতঃ ॥ ৬২ ॥ কুয়াধিকুং মহাদেবি ইদং বিকুখচা
প্রিয়ে । সহস্রশীর্ষমস্ত্রেন তর্পণাদি প্রকারেণ ॥ ৬৩ ॥
এবং স্নাত্বা বিধানেন দবা চার্ঘ্যং জনাধিনে । সম্পূজ্য

শ্রমাপনোদন হইল । তিনি সন্তুষ্ট হইয়া দশ কোটি
তীর্ষ অন্ন করত ঐ কুণ্ডজলে ছাড়িয়া দিলেন;
দ্বিগুণ বিধিবৎ তাহাতে শ্রান করিয়া পুনরায় তলের
সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এই যুদ্ধে
তল মন্তকে মুষ্ট্যাঘাত প্রাপ্ত হইল । যুদ্ধদর্শে
ভূসমেত সমস্ত লোক কম্পিত হইল; দেবগণ
জ্বাশ পাইলেন; দিক্ সকল নিশ্চল হইল; জগৎ
মহাস্বকারে আবৃত হইয়া গেল; সিদ্ধগণ পলায়ন
করিলেন; এবং মহর্ষীগণ বলিতে লাগিলেন,—হে
পাপবিনাশন হরে! শাস্তি স্থাপন করুন, পরিজ্ঞাপ
করুন । নিখিল ভূতই ভীত হইয়া এই কথা
বলিতে লাগিল । অনন্তর মল্লযুদ্ধে দানব পরাস্ত
হইল । হরি পাদদ্বারা তাহার কণ্ঠ আক্রমণ করিয়া
খড়্গ দ্বারা তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ।
দৈত্য তাহাতে হাসিতে লাগিল । হরি তাহার
হাসি দেখিয়া বলিলেন,—তোমার হাসির কারণ
কি? লোক সম্পদে হুই আর বিপদে হুর্গত হয়;
কিন্তু তোমাকে তাহার বিপরীত দেখিতেছি । এই
রূপ উক্ত হইয়া দৈত্য বলিল,—লোক অরিতোমাদি,
বেদ্যাত্যাস, নিত্য উপবাস-নিয়ম-শ্রান-দান-জপাদি
ও নির্মল যোগ করিয়া বিকূর্বর পরম পদ লাভ করে,

আমি সেই পরম পদ কুণ্ডভাবে লাভ করিলাম ।
দৈত্য এই কথা বলিলে ভগবান বিকূর্ভাহাকে
বর দান করিতে উদ্যত হইলেন; বলিলেন,—
দৈত্যোস্ত্র । তোমার মনে যাচা আছে, তাহাই তুমি
বররূপে প্রার্থনা কর । দানব বলিল,—হে মহীধর!
যাহাতে আমার এই লোক নাম থাকে, আপনি
তাঁহা করুন । মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা একাদশীতে
সমাধিত হইয়া বে তোমাকে ভাবের সহিত দর্শন
করিবে, তাহার যেন পাপনাশ হয় । ‘তাঁহাই হইবে’
এই বলিয়া দেব আনন্দিত হইলেন । হুন্মুতি
নাদিত হইল, বিকুমন্তকে পুন্সবৃষ্টি পড়িল; সর্গ
লোক সুস্থ হইল; এবং দেবগণ হর্ব নৃত্য করিতে
লাগিলেন । তাঁহার আনন্দে বলিতে লাগিলেন,—
এই তীর্ষ মহাতীর্ষ; ২৮ সর্গপাপহর, বিকূর্বর শ্রম-
নোদন, এবং ব্রহ্মহত্যাশিশোধন ॥ ৬০—৬১ ॥ এ তীর্ষে
নারায়ণ বাস করেন এবং শরৎ এখানে ভৈরব ।
কালমেঘ এখানে ক্ষেত্রপালরূপে বিরাজিত । অধুনা
এই কালমেঘের স্নাত্যবিধি বলিতেছি । নর উচি-
তাবে ঐ স্থানে গমন করিয়া তলস্বামিধর-বিকূর্বর
‘অন্ন’, ‘ইদং-বিকূর্বর’ এই শব্দ দ্বারা তাঁহার ভব এবং
সহস্রশীর্ষ মস্ত্রে তাঁহাকে অন্ন করিবে ।
অন্তঃপর বিধিপুঙ্ক-তাঁহার ‘শ্রান’, তর্পণ ও অর্ঘ্য-

গণপূর্ণাঙ্ক বর্ষঃ পূর্ণাঙ্কলেনপটনঃ ৬৪ । যধু-
নেকুরসেনৈব কুক্ষ্মেন বিলেপয়েৎ । কর্পূরোশীর-
মিশ্রেণ যুগনাতিযুভেন চ ৬৫ । বর্ষেঃ সংবেষ্টয়েৎ
পচাদিদ্যারৈবেদ্যবৃন্তম্ । ধর্ম্মব্রবণসংযুক্তঃ কার্ধ্য-
জাগরণঃ ততঃ ৬৬ । যুভন্তজ দাতব্যং সুবর্ণং
বজ্রযুগ্মকম্ । বিপ্রায় বেদযুক্তায় শ্রোত্রিয়ায় প্রদাপ-
য়েৎ ৬৭ । উপবাসঃ ততঃ কুর্ধ্যাত্তদ্বিরহনি তামিনি ।
কল্পিণী চ প্রপণ্ডেত নমস্তুভ্য জনার্দনম্ ৬৮ ।
এবং কৃষা নরো ভক্ত্যা লভতে জন্মজং কলম্ ।
সর্কেষ্যমেব যজ্ঞানাম্ দানানাম্ লভতে কলম্ ৬৯ ।
তথা চ সর্বভীর্ণানাম্ ব্রতানাম্ লভতে কলম্ ।
উক্রেয়েত্ পিতৃর্ভগং মাতৃবর্ণং তথৈব চ ৭০ । জন্ম
প্রভৃতিপাপানাম্ নাশনংকৃতানাম্ ভবেৎ । ন হুংখক ন
দারিদ্ৰ্য্যং দুর্ভগবৎ ন জায়তে ৭১ । সপ্তজন্মান্তরং
যাবন্তলভামিপ্রদর্শনাৎ । সুবর্ণানাম্ সহস্রেণ ব্রাহ্মণে
বেদপারগে । দন্তেন যৎকলং দেবি তৎকুণ্ডে
মানতো লভেৎ ৭২ । এবং তলভামিচরিত্রমুস্তমং
জাতং পুরা সিদ্ধমহবিসম্ভেদৈঃ । জন্ম প্রভাবে
তলদেবসমিধৌ প্রাপ্নোতি সর্বং মনসা
যদীপিতম্ ৭৩ ।

ইতি শ্রীকাল্পে তলভামিমালাস্বাবর্ণনং নাম চতুর্দশ-
ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৩৪ ।

দানাদি কর্ম সম্পন্ন করিয়া গন্ধপুপাঙ্কলপন,
বজ্র, যধু, ইন্দুরস, কুক্ষ্ম, কর্পূর, উশীর, যুগনাতি
দ্বারা ভীহার পূজা করিয়া বজ্র দ্বারা আচ্ছাদন করত
নৈবেদ্য প্রদান করিবে । অনন্তর ধর্ম্মকথা শ্রবণ-
সংযুক্ত জাগরণ করিবে । শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে যুভত
ও সুবর্ণযুক্ত বজ্রযুগল দান করিবে । উপবাস
করিবে । জনার্দনকে নমস্কার করিয়া কল্পিণীকে
দর্শন করিবে । নর ভক্তিপূর্বক এইরূপ করিয়া
সর্ব যজ্ঞ, সর্ব দান, সর্ব তীর্থ, ও সর্ব ব্রতের কল
লাভ করিয়া থাকে । অপিচ সপ্তজন্ম যাবৎ তাহার
পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার, যাবজ্জীবন কৃত পাপবিনাশ
ও হুংখ দারিদ্ৰ্য্য, দুর্ভগবের অপায় হইয়া থাকে ।
তলভামীকে দর্শন করিলে এবং বেদপারায়ণ ব্রাহ্মণকে
সুবর্ণ দান করিলে যে কল হয়, অত্রত্যা কুণ্ডে মান
করিলেও সেই কল হইয়া থাকে । পুরে সিদ্ধ মর্ষধিগণ
এই উক্ত তলভামি-চরিত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন ।
ইহা তলদেবসমিধানে শ্রবণ করিলে উপিত লাভ
হয় । ৩১-৭৩ ।

চতুর্দশধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততঃ পশ্চিমভোগে গচ্ছের্য্যকু-
মতাস্তটে শুভে । দক্ষিণাং দিশমাক্ষিতা স্থিতং
তীর্থং মহাপ্রভম্ ১৪ । শম্বাবর্তমিতি খ্যাতং যজ্ঞ
চিহ্নাঙ্কিতা শিলা । স্বয়মুভা মহাদেবি রক্তগর্ভা
মুশোভনা ২২ । ছিরে অদ্যাপি তজ্জৈব সুরক্তং
সম্পদুত্ততে । বিকুক্ষেত্রঃ হি তৎপ্রোক্তঃ শম্বো
যয় হতঃ পুরা ৩৩ । বেদাপহারী দেবেশি বিকুনা
প্রভবিকুনা । কৃতং শম্বোদকং তীর্থং শম্বাকারং
তু দৃশ্যতে ৪৪ । তত্র স্মার্য্য নরো দেবি মুচ্যতে
ব্রহ্মহতায়্য । সপ্ত জন্মানি বিপ্রতঃ শূদ্রস্তাপি
প্রজায়তে ৫৫ । পূর্বে তজ্জৈব গয়া চ ততো
কল্পগয়াং ব্রজেৎ ৬৬ । গোদানং তত্র দেয়ং তু সমাগ্-
যাত্রাকলেপুভিঃ ৭৭ ।

ইতি শ্রীকাল্পে শম্বাবর্ততীর্থমালাস্বাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
ত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৩৫ ।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর নর
পূর্বোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে স্তম্ভমতীতটে গমন
করিবে । এই স্থানে দক্ষিণদিক আশ্রয় করিয়া
এক তীর্থ আছে । এই তীর্থ শম্বাবর্ত নামে খ্যাত ।
এখানে চিহ্নাঙ্কিতা এক শিলা বিদ্যমান । এই
শিলা স্বয়মুভা রক্তগর্ভা ও মুশোভনা । অদ্যাপি
ঐ শিলা ছির করিলে রক্ত দেখিতে পাওয়া যায় ।
এই স্থান বিকুক্ষেত্র বলিয়া কথিত । পূর্বে শম্ব
এই স্থানে 'প্রভবিকু' বিকু কর্তৃক নিহত হইয়া-
ছিল । এই জন্ত এই স্থান শম্বোদক তীর্থ
নামে খ্যাত হইয়াছে । এই তীর্থ শম্বাকার দৃষ্ট
হয় । এই তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে
মুক্তি হয় এবং শূদ্রের সপ্ত জন্ম যাবৎ বিপ্রতঃ হইয়া
থাকে । অগ্রে ঐ তীর্থে গমন করিয়া পরে কল্প-
গয়ায় গমন করিতে হয় । সম্যক যাত্রাকলেপু
ব্যক্তি এই স্থানে গোদান করিবেন । ১—৬ ।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩৫ ।

ষট্ ত্রিংশদধিক ত্রিংশতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি গোম্পদং
তীর্থযুক্তমম্ । যত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কুত্বা গয়াসপ্তগুণং
কলম্ । লভতে নান্ন সন্মুখো যদি শ্রদ্ধা দৃঢ়া
ভবেৎ ॥ ১ ॥ যত্র শ্রাদ্ধং পৃথুঃ কুত্বা পিতরং পাপ-
যোনিভঃ । উদ্ধার মহাদেবি বেনং নাম মহাপ্রভুম্ ॥
২ ॥ দেবুবাচ । কস্মিন স্থানে স্থিতঃ তীর্থযুক্তপিতৃশ্রুত
কৌদলী । কথং স বেনমাজো বা উদ্ধতঃ পাপ-
যোনিভঃ ॥ ৩ ॥ গয়াসপ্তগুণং পুণ্যং কথং তত্র
প্রজায়তে । শ্রাদ্ধস্ত কিং বিধানং তু কে মন্তান্তত্র
কে বিজ্ঞাঃ । এতন্মে কৌতুকং দেব যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥
৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইদং ব্রহ্মত্বং দেবেশি যদ্বয়া
পরিপূজিতম্ । অপ্রকাজমিদং তীর্থমস্মিন পাপযুগে
প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ তথাপি সম্প্রবক্ষ্যামি তব মেহাৎ
সুহৃৎশরিরি । ন পাপিনি ইদং ক্রয়ান্নৈব তর্করতায়
বৈ ॥ ৬ ॥ ন নাস্তিকায় দেবেশি ন সুবর্ণেতরায় চ ।
অস্তি দেবি মহাসিদ্ধা পুণ্যা শুদ্ধমতী নদী ॥ ৭ ॥
মধ্যাহ্নাৎ ময়ানীতা ক্ষেত্রস্তাশ্চ মহেশ্বরী ॥ সংস্থিতা
পাপশ্রবণী পর্ণাদিত্যাক দক্ষিণে ॥ ৮ ॥ নারায়ণ-
গৃহাৎ সোম্যো নাতিদূরে ব্যবাহৃত । তস্তা মধ্যে

ষট্ ত্রিংশদধিক ত্রিংশতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
গোম্পদ তীর্থে গমন করিবে । শ্রদ্ধাসহকারে এ
তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধতুল্য ফল লাভ হয়,
সন্দেহ নাই । পৃথু এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া স্বপিতা
বেশকে পাপযোনি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ।
দেবী বলিলেন,—হে দেব ! এই তীর্থে কোন্ স্থানে
ছিল,—ইহার উৎপত্তিবিবরণ কিরূপ—বেশরাজ
কিরূপে পাপযোনি হইতে উদ্ধৃত হইলেন—গয়ার
সপ্তগুণ পুণ্য এখানে কিরূপে হয়—এখানে শ্রাদ্ধের
বিধান কি প্রকার—মন্ত্র কি প্রকার এবং ব্রাহ্মণ কি
প্রকার ? ইহা বলিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ
করুন । ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবেশি ! এই
ব্রহ্মত্ব—যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে ইহা এ পাপযুগে
অপ্রকাজ ; তথাপি ব্রহ্মবশতঃ তোমাকে বলি-
তেছি । এই ব্রহ্মত্ব পাপী, তদ্বর, নাস্তিক, ও
শ্রেষ্ঠবর্ণেরকে বলিতে নাই । এখানে শুদ্ধমতী,
নদী আছে । আমি তাহাকে এই ক্ষেত্রের সীমা
নির্দেশের দ্বারা আনিয়াছি । এই নদী পর্ণাদিত্যের
দক্ষিণে এবং নারায়ণগৃহের অনতিদূরে বাসিত ।

মহাদেবি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশুদ্ধতম ॥ ১ ॥ গোম্পদং
নাম বিখ্যাতং কোটিপাপহরং নৃণাম্ । গোম্পদস্ত
সমীপে তু নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০ ॥ অনন্তো নাম
নাগেশ্বর স্বয়মুভো ধরাতলে । তস্ত তীর্থস্ত রক্ষার্থং
বিষ্ণুনা সন্নিয়োজিতঃ ॥ ১১ ॥ কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ
পুত্রান্নরকাদতিভীরবঃ । গন্তা যো গোম্পদে পুত্রঃ
স নন্তাতা ভবিষ্যতি । গোম্পদে চ সূতঃ দৃষ্টা
পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ ॥ ১২ ॥ পত্ন্যমপি জলং
স্পৃষ্ট্বা অম্বভ্যাং কিং ন দাস্ততি । অপি স্ত্র্যাং স
কুলেহস্মাকং যো নো দদ্যাচ্ছলজলিম্ । প্রভাস-
ক্ষেত্রমাসাদ্য গোম্পদে তীর্থ উত্তম ॥ ১৩ ॥ অপি
স্ত্র্যাং স কুলেহস্মাকং খড়্গমাংসেন যঃ সত্বৎ ॥ শ্রাদ্ধং
কুর্যাৎপ্রযত্নে কালশাকেন বা পুনঃ ॥ ১৪ ॥ অপি
স্ত্র্যাং স কুলেহস্মাকং গোম্পদে দত্তদৌপকঃ । আকল্প
কালিকা দৌপ্তিস্তেনাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
গোম্পদে চার্নদাতা যঃ পিতরস্তেন পুত্রিণঃ । দিন-
মেকমপি স্থিত্বা পুনস্ত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ১৬ ॥ পিণ্ডঃ
দদ্যাচ্ছ পিতৃদেবান্ননোহপি স্মর্যঃ নরঃ । পিণ্ডা-
কেহুদকেনাপি তেন মুচ্যেৎস্মরনেন ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্ম-
জ্ঞানেন কিং যোগৈর্গোত্রহে মরণেন কিম্ । কিং

ইহার মধ্যবর্তী স্থানে ত্রৈলোক্যবিশুদ্ধ কোটি পাপ-
হর গোম্পদ নামক বিখ্যাত তীর্থ বিরাজিত । এই
তীর্থের অনতিদূরে অনন্ত নামক নাগেশ্বর ভগবান
বিষ্ণু কর্তৃক তীর্থরক্ষার্থ নিয়োজিত হইয়াছেন ।
নরকভীরু পিতৃগণ এরূপ পুত্র বাহা করেন যে,
যাহারা গোম্পদ তীর্থে গমন করিয়া তাঁহাদের উদ্ধার
সাধন করিবে । গোম্পদে পুত্র দর্শন করিলে
পিতৃগণের আনন্দের আর অবধি থাকে না ।
তাঁহারা মনে করেন,—পুত্রগণ কি পাদ স্পর্শও
জলস্পর্শ করিয়া আমাদের কুলে এরূপ
না ? হায় (ঈশ্বরেচ্ছায়) আমাদের কুলে এরূপ
পুত্র জন্মগ্রহণ করে—যে প্রভাসক্ষেত্রে গোম্পদ
তীর্থে গমন করিয়া আমাদের কুলজল দেয়—
খড়্গমাংস বা কালশাক দ্বারা শ্রাদ্ধ প্রদান করে—
অথবা দৌপ দান করে । যে পুত্র গোম্পদ তীর্থে
অন্ন দান করে, সেই পুত্র দ্বারা পিতৃলোক পুত্রবান
হন । পুত্রগণ গোম্পদতীর্থে এক দিনমাত্র অবস্থান
করিলে সপ্তমকুল পর্যন্ত জ্ঞান করিয়া থাকে ।
যে নর এই তীর্থে পিতৃলোককে পিণ্ডাক, ইহুদ প্রভৃতি
দ্বারা পিণ্ড দান করে, সে মুক্তিকামী হইয়া থাকে ।
যে গোম্পদ তীর্থে গমন করে, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান,

কুক্কেজবাসেন গোম্পদং যদি গচ্ছতি । ১৮ ॥
সক্কত্তীর্ণাভিগমনং সক্রুৎপিণ্ডপ্রদানম্ । দুর্লভং
কিং পুনর্নিত্যমস্মিন্তীর্ণার্থে ব্যবহৃতম্ ॥ ১৯ ॥ অর্দ্ধ-
কোশস্ত তত্তীর্ণঃ তদধ্বাৎকৃত্ত দুর্লভম্ । তদ্ব্যয়ে আধ-
কৃৎপুণ্যং গয়াসমুত্তমং লভেৎ ॥ ২০ ॥ আধকৃৎপুণ্যে
যন্ত পিতৃণামনুগো হি সঃ । পদমধ্যে বিশেষেণ কুলা-
নাং শতমুদ্বরেৎ ॥ ২১ ॥ গৃহাচ্চলিতমাজস্ত গোম্পদে
গমনং প্রতি । স্বর্গারোহণসোপানং পিতৃণাস্ত
পদেপদে ॥ ২২ ॥ পায়সেনৈব মধুনা শকুনা পিষ্ট-
কেন চ । চকরা ততুলান্যৈর্বা পিণ্ডদানং বিধীয়তে ।
গোম্পদগে তু যঃ পিণ্ডাভ্যুপাশ্রয়প্রমাণতঃ । কন্দমূল-
ফলাদ্যৈর্বা দত্তা স্বর্গং নয়েৎ পিতৃন ॥ ২৪ ॥ গোম্পদে
পিণ্ডদানেন যৎকলং লভতে নরঃ । ন তচ্ছক্যাং ময়া
বক্তুঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ২৫ ॥ অথাতঃ সম্প্র-
বক্ষ্যামি সমাগ্ন্যাভ্যাবিধিং শুভম্ । যাভ্যাবিধানক-
তথা সম্যক্শ্রদ্ধাভিতা শূন ॥ ২৬ ॥ যদি তীর্ণং নরো
গচ্ছেক্সয়াশ্রদ্ধকলেপয়া । তথাবিধিবিধানেন যাভ্য-
কুর্ধ্যাষিচক্ৰণঃ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মচারী শুচির্ভূত্বা হস্ত-

পাদেষু সংযতঃ । শ্রদ্ধাবানান্তিকো ভাবী গচ্ছেক্সতীর্ণ-
ততঃ সুখীঃ ॥ ২৮ ॥ ন নাস্তিকস্ত সংসর্গং তস্মিন-
তীর্ণার্থে নরশ্চরেৎ । সর্বোপকরসংযুক্তঃ শ্রদ্ধার্থ-
দব্যাসংযুক্তঃ । গচ্ছেক্সতীর্ণঃ সাধুসঙ্গী গয়াঃ মনসি
মানয়ন ॥ ২৯ ॥ এবং যন্ত দ্বিজো গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহ-
বিবর্জিতঃ । পদেপদেহবশেষস্ত কলং প্রাপ্নোত্য-
সংশয়ম্ ॥ ৩০ ॥ তত্র স্নাত্বা শুভমত্যাং সিদ্ধয়ে
পিতৃমুদ্বরেৎ । স্নাত্বাধ তর্পণং কুর্ধ্যাদেবাদীনাম্
যথাবিধি ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মাদিত্যপর্ধ্যস্তা দেবর্ষিমহু-
মানবাঃ । তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহা-
দয়ঃ ॥ ৩২ ॥ এবং সন্তপ্য বিধিনা কুত্বা হোমাদিকং
নরঃ । শ্রদ্ধং সপিণ্ডকং কুর্ধ্যাৎস্বতজ্জোক্তবিধানতঃ ॥
৩৩ ॥ আমন্ত্র্য ব্রাহ্মণাস্তত্র শাস্ত্রজ্ঞান দোষবর্জিতান ।
এবং ক্রতোপচারৈশ্চ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৪ ॥
কবাবানলঃ সোমো যমশ্চৈব অর্ধ্যমা । অগ্নিষাত্তা
বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ । আগচ্ছন্ত মহা-
ভাগা যুস্মাতী রক্ষিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ মদীয়ঃ পিতরো
যে চ কুলে জাতাঃ সনাতন্যঃ । তেষাং পিণ্ডপ্রদা-
তাহমাগতৌহস্মিন পিতামহাঃ ॥ ৩৬ ॥ এবমুক্তা মহা-

যোগ, গোম্পদে মরণ ও কুক্কেজবাসেন প্রয়োজন
কি? গোম্পদ তীর্থে একবার মাত্র গমন ও এক-
বার মাত্র পিণ্ড প্রদান করিলেই যথেষ্ট; নিত্য এ
তীর্থে গমন করিলে আর কিঞ্চিৎ দুর্লভ হয়? এই
তীর্থে অর্দ্ধকোশপরিমিত; এই অর্দ্ধকোশের অর্দ্ধ
পরিমিত যে স্থান, তাহা দুর্লভ। এই স্থানে শ্রদ্ধা
করিয়া শ্রদ্ধকৃত্ত ব্যক্তি গয়া তুল্য কল লাভ করিয়া
ধাকে। গোম্পদ তীর্থে যে শ্রদ্ধা করে, সে নিশ্চিতই
পিতৃগণ পরিশোধ করে। গোম্পদ মধ্যে শ্রদ্ধা
প্রদত্ত হইলে শতকুল উদ্ধার হয়। গোম্পদ
উদ্দেশে গৃহ হইতে পাদক্ষেপ করিলেই ঐ এক এক
পাদক্ষেপ পিতৃলোকের স্বর্গারোহণ-সোপানস্বরূপ
হয়। পায়স, মধু, শকু, পিষ্টক, চক ও ততুলাদি
দ্বারা এই তীর্থে পিণ্ড দান করিতে হয়। যে জন
গোম্পদার তীর্থে কন্দ, মূল, ও ফলাদি দ্বারা শমীপত্র
প্রমাণ পিণ্ড প্রদান করে, সে আপনায় পিতৃগণকে
স্বর্গে উপনীত করিয়া ধাকে। নর গোম্পদে পিণ্ড
দান করিয়া যে কল লাভ করে, আমি শতকোটি
কল্প কালও তাহা বলিতে সক্ষম নহি। হে দেবি!
অতঃপর আমি সম্যক্ যাভ্যাবিধি বলিতেছি, শ্রদ্ধা-
সহকারে শ্রবণ কর। মানবগণ যদি গয়াশ্রদ্ধকলে-
চ্ছায় এই তীর্থে গমন করে, তাহা হইলে তদ্ব্যয়ী
নিয়মে গমন করিতে হয়। সুখী ব্যক্তি ব্রহ্মচারী,

শুচি, সংযতহস্তপাদ, শ্রদ্ধাবান, আন্তিক, ও ভক্তি-
মান হইয়া এই তীর্থে গমন করিবেন। এই তীর্থে
গমন করিয়া কেহ নাস্তিকসংসর্গ করিবে না। সর্ব
উপকরণ ও শ্রদ্ধার্থ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া 'গয়া যাই-
তেছি' মনে করিয়া সাধুসঙ্গে এই তীর্থে গমন
করিতে হয়। যে দ্বিজ প্রতিগ্রহ না করিয়া এই
ভাবে গোম্পদ তীর্থে গমন করে, পদে পদে তাহার
অবশেষ কললাভ হয়, উহাতে সংশয় নাই। ১-৩০।
সিদ্ধি ও পিতৃমুক্তির জন্য তত্রত্য শুভমত্যাতে গমন
করিয়া যথাবিধি দেবদিগের তর্পণ করিতে হয়।
“ব্রহ্মাদিত্যপর্ধ্যস্ত দেবর্ষি-মহু-মানব, এবং মাতৃ-
মাতামহাদি সর্বে পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করুন” এই
মন্ত্রে তর্পণ করিয়া বিধিপূর্বক হোমাদি সম্পাদনান্তে
শাস্ত্রোক্ত দোষবর্জিত ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করত
স্বতজ্জোক্ত বিধানেন নরগণ সপিণ্ডক শ্রদ্ধা করিবে।
পরে ক্রতোপচার হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে;
যথা—হে মহাভাগ কবাবাই অনল, সোম, যম,
অর্ধ্যমা, অগ্নিষাত্তা, বর্হিষদ ও সোমপা পিতৃদেবতা-
গণ। আপনায় আগমন করুন। আপনাদিগের
দ্বারা আমরা রক্ষিত হইতেছি। হে পিতামহগণ!
দ্বাভ্যায় আমরা পিতা, যাহারা কুইজাত এবং
দ্বাভ্যায় সগোত্র, তাহাদিগকে পিণ্ড প্রদানের জন্য

দেবি ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ পিতা পিতামহশ্চৈব
তথৈব প্রপিতামহঃ । মাতা পিতামহী চৈব তথৈব
প্রপিতামহী ॥ ৩৮ ॥ মাতামহঃ প্রমাতা চ তথা বৃদ্ধপ্রমা-
তৃকঃ । তেবাং পিতো ময়া দত্তো হৃদযায়ুপতিষ্ঠতাম্ ॥
৩৯ ॥ ঐ নমো তানবে তর্দ্রেহজ্যভোমসোমরুপিণে ।
এবং নমস্করিত্বা তু ইমাং স্ততিমধো পঠেৎ ॥ ৪০ ॥
তত্র গোপদসাম্যো চরণা নুশৃতেন চ । পিতৃণা-
মনাধীনাঞ্চ মন্ত্রেঃ পিতৃণ্যশ্চ নিক্ষেপেৎ ॥ ৪১ ॥
অশ্মৎকুলে মৃত্যু য়ে চ গতির্দেবাং ন বিদ্যতে ।
রোরবে চাক্ষতামিমে কালহুজে চ য়ে গত্যাঃ ।
তেষামুদ্রণার্থায় ইমং পিতৃং দদাম্যহম্ ॥ ৪২ ॥
অনেকযাতনাসংহাঃ প্রেতলোকেষু য়ে গত্যাঃ ।
তেষামুদ্রণার্থায় ইমং পিতৃং দদাম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥
পশুবোনিগতা য়ে চ য়ে চ কাটসরূপাঃ । অথবা
বৃকযোনিহান্তেভ্যাঃ পিতৃং দদাম্যহম্ ॥ ৪৪ ॥ অসংখ্য-
যাতনাসংহা য়ে নীতা যমশাসকৈঃ । তেষামুদ্রণার্থায়
ইমং পিতৃং দদাম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥ য়েহবান্ধবা বান্ধবা
য়ে য়েহজ্ঞাননি বান্ধবাঃ । তে সর্বে তৃপ্তিমায়াস্ত

আমি এখানে আগমন করিয়াছি । হে মহাদেবি !
উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া এই মন্ত্র পড়িবে যথা—
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী,
প্রপিতামহী ; মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ,
উদ্বীদিগকে আমি পিতৃ প্রদান করিতেছি, ইহা
অক্ষয় প্রাপ্ত হউক । পরে “ঐ নমো তানবে”—
ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার এবং অর্চনা করিয়া স্ততি পাঠ
করিবে । তথায় গোপদসাম্যে পশুগণ চক
ষায়া পিতৃ ও অনাধিগকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক
পিতৃদান করিবে । মন্ত্র যথা—যাহারা আমাদের
কুলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাদের গতি নাই,
যাহারা রোরব, অক্ষতামিত্র ও কালহুজ নরকে গমন
করিয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্ত আমি পিতৃ
প্রদান করিতেছি । বাহারা প্রেতলোকে লাভ করিয়া
অনেক যাতনা ভোগ করিতেছেন, তাহাদের
উদ্ধারের জন্ত পিতৃ প্রদান করিতেছি । বাহারা
পশু, কাট, সরীসৃপ ও বৃকযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন,
তাঁহাদিগকে আমি এই পিতৃ প্রদান করিতেছি ।
যাহারা বহুতগণ কর্তৃক নীত হইয়া অপার যাতনা
ভোগ করিতেছে, আমি তাহাদের উদ্ধারের
জন্ত এই পিতৃ দান করিতেছি । বাহারা অবাধব,
বান্ধব বা অন্ধ কণ্ঠের বান্ধব, তাহারা সকলে
আমার প্রদত্ত পিতৃ তৃপ্তি লাভ করুন । আমার

পিতৃনামেন সর্বদা ॥ ৪৬ ॥ য়ে কেচিৎ প্রেতরূপেণ
বর্ত্তন্তে পিতরো মম । তে সর্বে তৃপ্তিমায়াস্ত
পিতৃনামেন সর্বদা ॥ ৪৭ ॥ দিব্যাত্মিক-ভূমি-
পিতরো বান্ধবান্দয়ঃ । মৃত্যুশাস্ত্রাতা য়ে চ তেবাং
পিতৃগোহম্ মুক্তয়ে ॥ ৪৮ ॥ পিতৃবংশে মৃত্যু য়ে চ
মাতৃবংশে তথৈব চ । গুরুণ্ডরবন্ধুনাং য়ে চাত্তে
বান্ধবা মৃত্যাঃ ॥ ৪৯ ॥ য়ে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ
পুত্রপারবিবর্জিতাঃ । ক্রিয়ালোপগতা য়ে চ
জাত্যাক্ষাঃ পদবস্তৃকাঃ ॥ ৫০ ॥ বিরূপা আমগর্ভা
য়েহজাতা জাত্যাঃ কুলে মম । তেবাং পিতো ময়া
দত্তো হৃদযায়ুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ৫১ ॥ প্রেতবাং
পিতরো মুক্তা ভবন্ত মম শাশ্বতম্ । যৎকিঞ্চিদধু-
সমিধুং গোকারং স্তুতপায়সম্ ॥ ৫২ ॥ অক্ষয়-
মুপতিষ্ঠেৎস্মিন্শ্রীতীর্থে তু গোপদে । আধ্যায়
ণ্যবয়েন্তর পুরাণাচ্ছাখিলান্তপি ॥ ৫৩ ॥ ত্র্যম্বক-
রূজাণাং স্তবানি বিবিধানি চ । ঐন্দ্রোপিত্যসোমস্তুতানি
পাবমানীশ্চ শক্তিতঃ ॥ ৫৪ ॥ বৃহজ্জাতরং তদ্যজ্যো-
সাম সরোরবম্ । তথৈব শান্তিকাধ্যায়ঃ মধু-
ব্রাহ্মণমেব চ ॥ ৫৫ ॥ মণ্ডলং ব্রাহ্মণং তত্র স্ত্রীতিকায়া
চ যৎপুনাঃ । বিপ্রাণামানন্দশ্চৈব তৎসর্বং সমুদী-
রয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ এবং স্তম্ভমতীমধ্যো গোপদে তীর্থ
উত্তমে । দশা পিতৃণ্যশ্চ বিবিধং পুনর্দ্বারমিমং

পিতৃদেবভাগ—বাহারা প্রেতরূপে অবস্থান করি-
তেছেন, তাহারা আমার এই প্রদত্ত পিতৃ তৃপ্তি
লাভ করুন ॥ ৩১-৪৭ ॥ য়ে সকল পিতৃলোক ও বান্ধব
অসংস্কৃত অবস্থায় মৃত হইয়া দিব্যাত্মিক-ভূমি
হইয়াছেন, আমার এই প্রদত্ত পিতৃ তাহাদের
মুক্তির নিমিত্ত হউক । পিতৃকুল, মাতৃকুল, গুরু-
বন্ধু, বন্ধু, বান্ধব, অজাত ব্যক্তি, লুপ্তপিণ্ড, পুত্র-
দার-বর্জিত, লুপ্তক্রিয়, জাত্যাক্ষ, পদ, বিরূপ,
আমগর্ভ, জাতজাত-মৃত, ইহাদের উদ্ধারের জন্ত
আমি পিতৃ প্রদান করিতেছি, এই পিতৃ অক্ষয়
ধোক । পিতৃগণ প্রেতব্রহ্ম হৌন । এই গোপদ-
তীর্থে যাহা মধুমিধু, গোকার, স্তুত-পায়স, এ সকল
অক্ষয় হউক, এখানে আত্মাহুতান করিয়া আধ্যায়,
পুরাণ, ত্র্যম্বক-অর্ক রূপের স্তব, ঐন্দ্রসোমস্তুত,
পাবমানী স্তুত, বৃহজ্জাতর, জ্যোতিসাম, শান্তিকাধ্যায়,
মধু-ব্রাহ্মণ, মণ্ডলব্রাহ্মণ, এবং অজাত আত্মস্রীতি-
কারী ও ব্রাহ্মণস্রীতিকারী ত্বাদি পাঠ করিবে ।
স্তম্ভমতীমধ্যবর্তী গোপদ তীর্থে উক্ত প্রকারে
পিতৃদান করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় যথা—

পঠেৎ ৫৭ । সাক্ষিণঃ সন্ত মে দেবা ব্রহ্মাদ্যা
অবিপুলবাসাঃ । যযেদং তীর্থমাসাদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ
কৃত্য ৫৮ । আগতোহস্মি ইদং তীর্থং পিতৃকার্যে
নরোত্তমোঃ । ভবন্ত সাক্ষিণঃ সর্গে মুক্তচাহুয়-
জয়াৎ ৫৯ । এবং প্রদক্ষিণীকৃত্য গোপদং তীর্থ-
মুত্তমম্ । বিপ্রোভ্যো দক্ষিণাং দক্ষা নদ্যাং পিতৃ-
বিসর্জয়েৎ ৬০ । গোদানং তত্র দেয়ন্ত তদ্বৎ
কৃষ্ণাজিনং প্রিয়ে । অষ্টকানু চ বৃক্ষো চ গয়ায়াং
মৃতবাসরে ৬১ । অত্র মাতৃঃ পৃথক্ শ্রাদ্ধমন্তজ
পতিনা সহ । বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে কু মাতৃাদি গয়ায়াং পিতৃ-
পূর্বকম্ ৬২ । গয়াবনজৈব পুনঃ শ্রাদ্ধং কার্য্যং
নরোত্তমৈঃ । তস্মাদ্ভগ্নগয়া প্রোক্তা ইয়ং সা
বিষ্ণুনা স্বয়ম্ ৬৩ । গন্ধদানেন গচ্ছাশ্চিঃ সৌভাগ্যং
পুষ্পদানন্তঃ । ধূপদানেন রাজ্যাশ্চিদৌপদীপ-
প্রদানন্তঃ ৬৪ । ধ্বজদানাৎ পাপহানির্ঘাতাকৃদ্-
ব্রহ্মলোকভাক্ । শ্রাদ্ধপণ্ডপ্রদো লোকে বিষ্ণুর্নৈষ্যতি
বৈ পিতৃন ৬৫ । একং যো ভোজয়েন্তত্র ব্রাহ্মণং
শংসিতব্রতম্ । গোপ্রচারে মহাতীর্থে কোটির্ভবতি
ভোজিতা ৬৬ । ইতি সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তস্তত্র

হে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মহর্ষিগণ! আপনারা
কর্ণের সাক্ষী হউন; আমি এই তীর্থে পিতৃলোক-
দিগের নিষ্কৃতি বিধান করিলাম। পিতৃকার্যের
নিমিত্তই আমি তীর্থে আগমন করিয়াছি। আপ-
নারা সাক্ষী হউন, আমি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত
হইলাম। এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গোপদ
তীর্থে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়া
পিণ্ডসকল নদীজলে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই
তীর্থে অষ্টকায় বৃদ্ধিতে এবং গয়ায় মৃতবাসরে
গো ও কৃষ্ণাজিন দান করিবে। এ তীর্থে পৃথক-
রূপে আর অন্তজ পতির সহিত মাতার শ্রাদ্ধ
করিতে হয়। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে এখানে মাতৃাদি আর
গয়ায় পিতৃপূর্বক শ্রাদ্ধ হইবে। নরোত্তমগণ
গয়ায় ভায় এখানেও শ্রাদ্ধ করিবেন। সেই জন্তই
বিষ্ণু এই তীর্থকে ভগ্নগয়া বলিয়াছেন। এই
তীর্থে গন্ধদানে গন্ধ, পুষ্পদানে সৌভাগ্য, ধূপদানে
রাজ্য, দৌপদানে দৌণ্ডি, এবং ধ্বজদানে, ধর্ম লাভ
হইয়া থাকে। যাত্রাকারী ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।
শ্রাদ্ধপণ্ডপ্রদ ব্যক্তি পিতৃলোককে বিষ্ণুলোকে
প্রেরণ করে। এ তীর্থে যদি কেহ একটা ব্রাহ্মণ
ভোজন করান, তাহা হইলে গোপ্রচার মহাতীর্থে
ঈহার কোটি ব্রাহ্মণভোজন করানের কল হয়।

শ্রাদ্ধবিধিস্তব। অথ তে কথয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরা-
তনম্ ৬৭ । বেনস্ত রাজ্ঞশ্চরিতং পৃথোক্তব মহা-
অনঃ । যথা তত্রাতবমুক্তিস্তস্ত চণ্ডালযোনিভঃ ।
তৎসর্গং শৃণু দেবেশি সম্যক্ ব্রহ্মসমাধিতা ৬৮ ।
পিণ্ডনায়ন পাপায় নাশিষ্যায়াহিতায় চ । কধনীয়-
মিদং পুণ্যং নাত্রাতয় কথকন ৬৯ । স্বর্গাৎ যশস্ত-
মায়ুষ্যং ধন্তং বেদেন সম্মিতম্ । রহস্তম্ভবিত্তিঃ
প্রোক্তং শৃণুয়াদযোহনস্বয়কঃ ৭০ । যষ্টেন্নঃ জীবয়ে-
ন্নর্ভ্যাঃ পৃথোক্তৈস্তস্ত সন্তবম্ । ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃ-
ন স শোভেৎ কৃতাকৃত ৭১ । গোপ্তা ধর্মন্ত
রাজ্যাসৌ বতো চান্ধিসমপ্রভঃ । অজিবংশসমুৎপন্নো
হকো নাম প্রজাপতিঃ ৭২ । তস্ত পুত্রোহন্তববেদো
নাত্যর্থঃ ধার্ম্মিকস্তথা । জাতো মৃত্যুশ্চাত্যায় বৈ
সুনীধায়াঃ প্রজাপতিঃ ৭৩ । স মাতামহদোষেণ
তেন কালাশ্রকাননঃ । স ধর্ম্যং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা পাপ-
বুদ্ধিরজায়ত ৭৪ । স্থিতিমুখাপয়ামাস ধর্ম্মোপেতাং
সনাতনীম্ । বেদশাস্ত্রাণ্যতিক্রম্য ধর্ম্মশ্রিত্যতো-
হন্তবৎ ৭৫ । নিঃস্বাধ্যায়বহুকারাঃ প্রজান্তশ্চিন্
প্রশাসতি ৭৬ । ভিত্তিমং ঘোষয়ামাস স রাজা বিষয়ে
দৃশ্যকে ৭৬ । ন দাতব্যং ন যষ্টব্যং ময়ি রাজ্যং

৪৮-৬৬ এইত আমি সংক্ষেপে শ্রাদ্ধবিধি বলিলাম।
অনন্তর আমি বেণ ও পৃথু এতদুভয়ের পুরাতন
ইতিহাস বলিতেছি। বেণরাজা যেরূপে চণ্ডালযোনি
হইতে মুক্তি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ করুন। পিণ্ডন,
পাপ, অশিষ্য, অহিত ও অপ্রজ ব্যক্তির নিকট
ইহা কীর্ত্তনীয় নহে। এই ঋষিপ্রোক্ত, স্বর্গ্য,
যশস্ত, আয়ুষ্য, ধন্ত, বেদসম্মিত, রহস্তম্ভবির
অস্বা-
রহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি এই বৈব
পৃথুমাহাত্ম্য ব্রাহ্মণগণকে নমস্কারপূর্বক শ্রবণ
করায়, তাহাকে কখন কৃতাকৃত বিষয়ে শোক
করিতে হয় না। অজিবংশসমুৎপন্ন অজিসম-প্রভ
অঙ্গ ধর্ম্মের গোপ্তা ও রাজা ছিলেন। ঈহার
পুত্রের নাম বেন, বেন বেশি ধার্ম্মিক ছিলেন না।
ইনি মৃত্যুশ্চাত্য। সুনীধায় জয়প্রদান করেন।
মাতামহদোষে ইনি কালশ্রবণ হন। ইনি ধর্ম্মকে
পশ্চাতে রাখিয়া পাপবৃদ্ধি হন; ধর্ম্মোপেতা
সনাতনো স্থিতির উচ্ছেদ সাধন করেন। বেদ-
শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া ইনি অধর্ম্মশ্রিত হন।
ইহার শাসনকালে প্রজা নিঃস্বাধ্যায়বহুকার
হইল। এই রাজা স্বীয় রাজ্যে ভিত্তিমং বাদিত
করিয়া এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমায়

প্রশাসতি । আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রুরেয়ং বিনাশে
প্রত্যাশ্বিতে । ৭৭ । অহমীভ্যশ্চ পূজাশ্চ সর্বযজ্ঞে-
ষিজ্যোত্তমৈঃ । ময়ি যজ্ঞা বিধাতব্যা ময়ি হোতব্য-
মিত্যপি । ৭৮ । তমতিক্রান্তমধ্যাং প্রজাপীড়ন-
তংপরম্ । উচুর্ষহর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা মরীচিপ্রমুখাস্তদা ।
৭৯ । মাধর্ষ্যং বেন কাযৌষং নৈব ধর্ম্যঃ সনা-
তনঃ । অত্রৈবংশে প্রভৃতোহসি প্রজাপতির-
সংশয়ম্ । ৮০ । পালয়িত্বো প্রজাশ্চেতি পূর্ব-
তে সময়ঃ কৃতঃ । ভাংস্তথাবানিনঃ সর্বান
ব্রহ্মবীনব্রবীতলা । ৮১ । বেনঃ প্রচ্যত্ব হুর্ষুজিরিৎ
বচনকোবিনঃ । শ্রষ্টা ধর্ম্যস্ত কশ্চান্তঃ শ্রোতব্য-
কস্ত বা ময়া । ৮২ । বীর্ধ্যাক্রততপঃসত্যৈর্ঘ্যাস্তাঃ
কঃ সমো ভুবি । মদাশ্বানো ন নুনং মাং ব্যুৎ
জানীধ তদ্বতঃ । ৮৩ । প্রভবুঃ সর্বলোকানাং
ধর্ম্যাণাং চ বিশেষতঃ । ইখং দেহেন পৃথিবীং
ভাবেন যজ্ঞেন চ । ৮৪ । হজ্ঞেয়ং চ গ্রসেয়ং চ
নাজ কার্য্য বিচারণা । যদা ন শক্যতে স্তম্ভায়ন্ত-
শ্চৈব বিমোহিতঃ । ৮৫ । অহুনেভুং নৃপো বেন-
স্তজ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ । আধর্ষণেন ময়ৈব হস্তা তং তে
মহাবিলম্ । ৮৬ । ততোহস্ত বামবাহুং তে মমস্থ-

ভূশকোপিতাঃ । তস্মাক মধ্যমানাদৈ জজ্ঞে পূর্বমিতি
জ্ঞতিঃ । ৮৭ । হ্রবোহতিমাজঃ পুরুষঃ কৃষ্ণচাপি
তদা প্রিয়ে । স ভীতঃ প্রাজলিষ্টেব তদ্বিবান
সম্মুখে প্রিয়ে । ৮৮ । তমার্ভঃ বিহ্বলঃ দৃষ্টা নিষী-
দেত্যাক্রবন্ কিল । নিষাদো বংশকর্তা বৈ তেনাভুৎ
পৃথুবিক্রমঃ । ৮৯ । ধীবরানহজ্ঞচাপি বেনপাপ-
সমুত্তবান্ । যে চান্তে বিদ্যানিলয়াস্তথা বৈ তুহরাঃ
খসাঃ । ৯০ । অধর্ষে কৃচয়চাপি বর্ধিতা বেন-
পাপজাঃ । পুনর্ষহর্ষয়স্তেহ পাপিং বেনস্ত দক্ষিণম্ ।
৯১ । অরণিমিব সংরক্তা মমস্থজাতমস্তবঃ ।
পৃথুস্তম্মাং সমুৎপন্নঃ ক্রান্তলানসরিভঃ । ৯২ । পৃথোঃ
করতলাচাপি যস্মাক্রাতস্ততঃ পৃথুঃ । দীপ্যমানশ্চ
বপুষা সাকাদগ্নিরিব জলন । ৯৩ । ধহুঃরাজগবং
গৃহ শরাংশচাশীবিবোপমান । খড়্গাঃ চ রক্তাঃ
কবচাঃ চ মহাপ্রভম্ । ৯৪ । তস্মিন জাতেহুৎ ভুতানি
সম্প্রহৃষ্টানি সর্বশঃ । সম্ভূত্ব্যহাদেবি বেনশ্চ
ত্রিদিবঃ গতঃ । ৯৫ । ততো নদাঃ সমুজ্যন্ত
রত্নাশ্চানয় সর্বশঃ । অভিষেকায় তে সর্কে
রাজানমুপভস্থিরে । ৯৬ । পিতামহশ্চ ভগবানুভিষি-
সহামরৈঃ । স্বাবরাণি চ ভুতানি জজ্ঞমানি চ

শাসন কালে কেহ যেন দান যজ্ঞ করিও না ।
সর্ব যজ্ঞে বিজগণের আমিই ইজা, ও পূজ্য :
আমাতেই যজ্ঞ বিধাতব্য এবং আমাতেই হোতব্য ।
একদা এই অতিক্রান্তমধ্যাং প্রজাপীড়নতংপর
রাজাকে মরীচিপ্রমুখ মহর্বিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলি-
লেন,—হে বেন ! তুমি অধর্ম্য করিও না ; ইহা
সনাতন ধর্ম্য নহে । তুমি অত্রি বংশে জন্মিয়াছ ;
অতএব প্রজাপতি । প্রজাপালন করিব বলিয়া
পূর্বে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে । অনন্তর বচন-
কোবিদ বেন ব্রহ্মবিগণকে হাসিয়া বলিল,—
অপর আর কে ধর্ম্যের শ্রষ্টা আছে, কাহার
উপদেশই বা আমি শুনিব ? বীর্ধ্য, ক্রত, তপ
ও সত্যে ভুতলে আমার সমান কে আছে ?
তোমরা মদাশ্বক, আমাকে তদ্বতঃ জান
না । আমি সর্ব লোক বিশেষতঃ ধর্ম্যের
প্রভব । তাব দ্বারা আমি পৃথিবীকে হজ্ঞন, ও
ব্রহ্মবীন হুর্ষি দ্বারা তাহাকে গ্রাস করি, সন্দেহ
নাই । মহর্বিগণ যখন অহুনেভুং দ্বারা মদবিমোহিত
বেনকে ভতিত করিতে গরিলেন না, তখন ক্রুদ্ধ
হইয়া আধর্ষণ মন্ত্রক্রতাবে তাহাকে হস্ত্য করিলেন ।
ভারপর ভ্রাতৃত্ব হুপিহ হইয়া কাহারো কাহার বাম-

বাহু মন্বন করিতে লাগিলেন । মন্বনের কলে
তাহা হইতে হ্রস্ব, অতিমাত্র কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ
প্রাহর্ভূত হইল । প্রাহর্ভূত হইয়া সে ভয়ে মূনিগণের
সম্মুখে কৃতাজলিগুটে দণ্ডায়মান রহিল । ৬৭—৮৮ ।
ভীত দেখিয়া মূনিগণ তাহাকে নিবীদ, বলিলেন ।
এই করণেই সে পৃথুবিক্রম বংশকর্তা নিষাদ হইল ।
বেনপাপসমুত্তব বহু ধীবরকে সে সৃষ্টি করিল । এই
সময় বিদ্যাবনবাসী তুহর, খস, প্রভৃতি বহু অধ-
র্ম্মপরায়ণ বেনপাপজ জাতি তৎস্বর্ক বর্ধিত
হইয়াছিল । ইহা দর্শনে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুন-
রায় অরণিমন্বনের স্মায় বেণের দক্ষিণ পাণি
মন্বন করিতে থাকেন । মথিত কর হইতে তখন
অগ্নিসন্নিভ পৃথু উৎপন্ন হইলেন । পৃথু-করতল
হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম হইল—পৃথু ।
এই পৃথুর চক্ষু দীপ্তমান, সাক্ষাৎ অগ্নির স্মায়
জালাযুক্ত । ইহার হস্তে আজগব ধহু, আশী-
বিবোপম শর, ও রক্তাৰ্ধ খড়্গা । ইহার গাত্র
কবচবদ্ধ । পৃথু জন্মিলে ভুতগণ দ্রষ্ট হইল । (ভুত)
বেন ত্রিবিধায়ে গমন করিলেন । নদী ও সমুদ্র,
সকল রত্ন দ্বারা অভিষেকাৰ্হ রাজাসমীপে আগমন
করিতে লাগিল । ভগবান্ পিতামহ দেবতা, ঋষি ও

সর্ষশঃ ॥ ১৭ ॥ সমাগয়া তদা বৈশ্বমভঃ
ররাধিপম্ । সোহভিষিক্তো মহাতেজা দেবৈরদ্বি-
রসাদিতিঃ ॥ ১৮ ॥ অধিরাজো মহাভাগঃ পৃথুবৈশ্বঃ
প্রতাপবান্ । পিত্রান রঞ্জিতাশ্চ প্রজা বৈশ্বেন
রঞ্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥ ততো রাজ্ঞিঃ নামান্ত অহুরাগাদ-
জায়ত । আপত্তন্তুভিরে চান্ত সমুদ্রমভিষাস্ততঃ ॥
১০০ ॥ : পরিতাপ্যপি লীঘ্যন্তে ধ্বজতকোহপি
নাভবৎ । অকুটপচ্যা পৃথিবী সিধ্যস্ত্রানি চিন্তয়া ।
সর্বকামমুখা গাবঃ পুটকেপুটকে মধু ॥ ১০১ ॥
ভস্মিরেব তদা কালে পুনরুজ্জেষথ মাগধঃ ।
সামগেষু চ গায়ত্সু অগৃভাণ্ডৈবদেবিকাৎ ॥ ১০২ ॥
সামগেষু সমুপরন্তস্ত্রান্নগধ উচ্যতে । ঐশ্বেণ
হবিষা চাপি হবিঃ পুত্নঃ বৃহস্পতিঃ ॥ ১০৩ ॥ যদা
জুহাব চেন্দ্রায় ততস্ততো ব্যজায়ত । প্রমাদন্তত্র
সন্তাজে প্রায়শ্চিত্তঃ চ কর্মসু ॥ ১০৪ ॥ শেষহবোন
যৎপুত্নমভিভূতঃ গুরোহবিঃ । অধরোস্তরস্বারেণ
জজে তদ্বপবৈকৃতম্ ॥ ১০৫ ॥ যজ্ঞস্তাং সমভবৎ
জ্ঞান্যাঃ কত্রযোনিভঃ । ততঃ পূর্বেণ শাখ্যাতুল্য-
ধর্ম্মা প্রকৌর্ভিতাঃ ॥ ১০৬ ॥ মধ্যমো হেব

তদ্বপ্ত ধর্ম্মঃ কত্রোপজীবনম্ । যখন গাচরিতং
জঘন্তঞ্চ চিকিৎসিতম্ ॥ ১০৭ ॥ পুথোঃ কথং তো
তত্র সমাহুতো মর্থাধিতঃ । তাবুচুর্ম্মনয়ঃ সর্ষে
কৃত্যতামিতি পার্থিবঃ ॥ ১০৮ ॥ কশ্মভিশ্চাহরুপো
হি যতোহয়ঃ পৃথিবীপতিঃ । তানুচুত্বদা সর্কানুযীশ্চ
হৃতমাগধো ॥ ১০৯ ॥ আবাৎ দেবানুযীশ্চৈব
প্রীণয়াবঃ স্বকর্ম্মভিঃ । ন চান্ত বিঘো বৈ কর্ম্ম ন
তথা লক্ষণং বশঃ ॥ ১১০ ॥ স্তোত্রঃ যেনান্ত সন্তুর্ষো
রাজন্তেজস্বিনো হিহাঃ । ঋষিভিস্তো নিযুক্তো তু
ভবিষ্যো কৃত্যতামিতি ॥ ১১১ ॥ যানি কর্ম্মাণি কৃত-
বান্ পৃথুঃ পশ্চান্নহাবলঃ । তানি গীতানি বন্ধানি
জবন্তিঃ হৃতমাগধৈঃ ॥ ১১২ ॥ ততঃ জ্ঞতাধঃ
সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ । অনুপদেশং
হৃতায় মাগধান্নাধায় চ ॥ ১১৩ ॥ তদাদি পৃথিবী-
পালাঃ কৃত্যন্তে হৃতমাগধৈঃ । আশীর্বাদৈঃ প্রশংসন্তে
হৃতমাগধবন্দিতঃ ॥ ১১৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা পরমং প্রীতাঃ
প্রজা উচুর্ম্মহর্ষয়ঃ । এষ বো বৃন্তিদো বৈশ্বো
বিহিতোহথ নরা ধপঃ ॥ ১১৫ ॥ ততো বৈশ্বঃ মহা-
ভাগঃ প্রজাঃ সমভিত্ত্ববুঃ । যং নো বৃন্তিবিধাতেতি

স্বাবর অস্বাবর কৃতগণের সহিত বৈন্যসমীপে
উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করি-
লেন । তিনি দেবগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া
যেব্রুপ প্রজা রঞ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার
পিতা তদ্রূপ প্রজারঞ্জন ছিলেন না । অহুজ্ঞ-
হেতুশ তিনি ‘রাজা’ নাম গ্রহণ করিলেন । তিনি
সমুজ্জাতিয়ান করিলে জল সকল স্তম্ভিত হইয়া
থাকিত । তাঁহার শাসনে পরিত সকল লীণ ইহল ।
ধ্বজভঙ্গ হইত না । পৃথিবী অকুটপাচ্যা ছিলেন ।
চিন্তায় অন্নলাভ হইত । গাভী সকল কামমুখা
ছিল এবং পুটকে পুটকে মধু মিলিত । এই
সময় সমগগণ গান করিতে থাকিলে বৈশ্বদৈবিক
অগৃভাণ্ড হইতে মাগধ জন্মে । সামগ্ হইতে জাত
বলিয়া ভাহাদের নাম হয়—মগধ । আর যজ্ঞে
ঐশ্র হাব অস্ত্র হাবতে মিশ্রিত হয় । এই হবি
বৃহস্পতি ইন্দ্র-উদ্দেশে ধোম করেন । ভাহাতেই
প্রমাদ ও কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তের উৎপত্তি হয় । পরে
উক্ত হবি দ্বারা গুরুর হবি সংগঠিত হওয়ায় এবং
স্বরের অধরোস্তরব বশস্তঃ বর্ণবিকৃতি জন্মে ।
এই সময় জ্ঞান্যগীতে কত্রযোনি হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন
হয় । ইহা পূর্বেশাখ্যাবশস্তঃ তুল্যধর্ম্ম হইল

প্রকার যজ্ঞোৎপত্তি মধ্যম কাক্রমূলক ধর্ম্ম । এই
কত্রোপজীবী ধর্ম্ম জঘন্ত, কারণ ইহার অবলম্বন রথ,
নাগ ও অশ্চর্যা এবং চিকিৎসক । মহর্ষিগণ
পৃথুকথা কৌর্ভনের জন্ত এই স্থানে ঐ হৃতমাগধকে
আহ্বান করিলেন ; করিয়া ভাহাদিগকে বলিলেন,—
তোমরা রাজার গুণগান কর । হৃত মাগধ বলিল,—
আমরা স্বকর্ম্ম দ্বারা দেবতা ও ঋষিগণকে প্রীণিত
করিব ; এ রাজার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বশ, লক্ষণ কিছুই
আমরা অবগত নই ; সুতরাং কিরূপে ভূতি সজ্বিতে
পারে ? ঋষিগণ বলিলেন,—যদি তোমরা এই রাজার
অতীত কীর্ত্তি অবগত না থাক, তবে ভবিষ্যৎ
কীর্ত্তি-কলাপ দ্বারা ইহার গুণ গান কর ৮০—১১২ ।
তখন হৃতমাগধ রাজার ভবিষ্যৎ চরিত অবলম্বনে
গীত রচনা করিয়া তাঁহারে জব করিতে লাগিল ।
তিনি তুষ্ট হইয়া হৃতকে অনুপদেশ ও মাগধকে
মগধদেশ প্রদান করিলেন । এই সময় হইতেই
হৃত, মাগধ বন্দীগণ রাজাদেরে স্তব, আশীর্বাদ
ও প্রশংসা করিয়া আসিতেছে ! ঋষিগণ এই
সময় রাজাকে দৃষ্ট দেখিয়া প্রজামণ্ডলকে বলিয়া
দিলেন, ইহাকেই তোমাদের বৃন্তিবিধাতা
রাজা বরু হই ইহা শুনিয়া প্রজাগণ রাজার
নিকট গিয়া বলিলেন,—আপনি আমাদের বৃন্ত

মহর্ষিবচনান্তথা । ১১৬ । সোহভীহিতঃ প্রভাতিভ
প্রজাহতচিকীৰ্ষা । ধনুর্গৃহীত্বা বাণাংশ বনুধামাদিয়-
দলৌ । ১১৭ । ততো বৈশ্বভয়ভ্রতা গোৰ্ভূত্বা
প্রাভ্রবয়হী । তাং হেতুং পৃথুবাদায় ভ্রবতীমধ-
ধাবত । ১১৮ । সা লোকান ব্রহ্মলোকাদীন গতা
বৈশ্বভয়ান্তরা । দদর্শ চাপ্রভো বৈশ্বং কার্ণুকোদা-
তপাণিনম্ । ১১৯ । অলভিষিষিষেস্তৌতৈকদীপ্তভেজ-
সমবিতৈঃ । মহাযোগং মহাত্মানং দুর্দ্ধৰ্ঘমন্নৈরপি ।
১২০ । অলভন্তী তু সা ত্রাণং বৈশ্বমেবাভ্যপদ্যত ।
কৃতাজলিপুটা দেবী পূজ্যা লোকৈকপ্রভিঃ সদা ।
১২১ । উবাচ চৈনং নাধর্ম্যং জীবধং পরিপশ্বসি ।
কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজয়য়া বিনা । ১২২ ।
ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজয়য়েৎ ধার্ম্যভে জগৎ ।
মদৃতে তু বিনশ্বেয়ঃ প্রজাঃ পার্ধিব বিদ্ধি তৎ । ১২৩ ।
ম মাং নাহসি হন্তং বৈ শ্রেয়শ্চেৎ চিকীৰ্ষসি ।
প্রজানাম্ পৃথিবীপাল শূণ্বেদং বচো মম । ১২৪ ।
উপায়তঃ সমারজাঃ সর্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ । হত্বা
মাং স্বং ন শক্তো বৈ প্রজাঃ পালয়িতুং নৃপ । ১২৫ ।

বিধান করুন । রাজা প্রজাগণ কর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া তাহাদের হিতকামনায় শরাসন
গ্রহণ করিয়া বনুধামকে মর্দিত করিতে উদ্যত হই-
লেন । এই সময় পৃথিবী রাজতয়ে ভীত হইয়া
গোব্রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন । রাজাও
পশ্চাৎ ধাবন করিলেন । পৃথিবী পৃথিবী ছাড়িয়া
পলায়ন করত ব্রহ্মলোকাদি বিবিধ লোকে ভ্রমণ
করিয়া যখন কাহাকেও শরণরূপে প্রাপ্ত হইলেন না,
তখন তিনি অনভ্যোগ্য হইয়া রাজা পৃথুই শরণ-
পন্ন হইলেন ; দেখিলেন,—মহাযোগ মহাত্মা অমর-
দুর্দ্ধৰ্ঘ রাজা তখন দীপ্তভেজঃসমবিত প্রজ্বলিত
জীৱ বিশিষ্ট সকল যোজনাকরিয়া কার্ণুক উদ্যত
করিয়াছেন । রাজাকে এতদবস্থ দেখিয়া তিনি কৃত-
জলিপুটে বলিলেন,—রাজন ! ইহাকে অধর্ম্য বলিয়া
মনে হইতেছে না ? জীবধ করিতে উদ্যত হইয়াছ;
উহা দেখিতে পাইতেছ না ? হে রাজন ! তুমি আমা
ব্যতিরেকে কিরূপে প্রজা ধারণ করিবে ? দেখ,—
আমাকেই সর্ব লোক বাস করে ; আমিই জগৎ
ধারণ করিয়া থাকি ; আমা বিরহে প্রজাগণ জীবিত
থাকিতে পারে না, ইহা কি তুমি জান না ? হে
রাজন ! ধর্ম্য মঙ্গল চাও, তবে আমাকে নিহত
করিত না, আমার কথা শোন । উপায়তঃ সমারজ

অনুকূলা ভবিষ্যামি ত্যজ কোপং মহাত্ম্যতে । অর্ধ-
ধ্যাক্ত ত্রিযঃ প্রাহস্তির্ধ্যাগুযোনিগতা অপি । ১২৬ ।
একস্মিন্নধনং প্রাপ্তে পাপিষ্ঠে কুরকর্ম্মণি । বহুনাং
ভবতি কেমন্তত্র পুণ্যপ্রদো বধঃ । সত্যেবাং পৃথিবী-
পাল ধর্ম্যং মা ত্যক্তুমহসি । ১২৭ । এতঃবিধং তু
ভ্রাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহাবলঃ । ক্রোধং নিগূহ
ধর্ম্মাত্মা বনুধামদমব্রবীৎ । ১২৮ । একস্তার্থে
চ যো হস্তাদাত্তেনো বা পরস্ত বা । একং
বা পি বহুং বাপি কামতস্তাশ্চি পাভকম্ ।
১২৯ ॥ যস্মিন্ভ্যঃ নিধনং প্রাপ্তা এধস্তে বহবঃ
সুখম্ । তাস্মিন্ হতে চ ত্রয়ো হি পাতকং নাস্তি
ভস্তু বৈ । ১৩০ । সোহহং প্রজানিমিত্তং স্বাং হনি-
ষ্যামি বনুধরে । যদি মে বচনং নান্য করিষ্যসি
জগজ্জিতম্ । ১৩১ । স্বাং নিহত্যান্য বাশেন
মচ্ছাসনপরানুধীম্ । আত্মানং পৃথু কবেহ প্রজা
ধারণিত্যাম্বাহম্ । ১৩২ । সা স্বং বচনমাচ্ছারয়ম
ধর্ম্মভূতাং বরে । সজীবয় প্রজা নিত্যং শক্তা হসি
ন সংশয়ঃ । ১৩৩ । হৃহিত্বং হি মে গচ্ছ এব-

উপক্রম সকল সুসিদ্ধ হয় । হে নৃপ ! আমাকে
বধ করিয়া কোন প্রকারেই তুমি প্রজা পালন
করিতে পারিবে না । এখন এক কার্য্য কর, আমি
তোমার অনুকূলা হইব, তুমি কোপ পরিত্যাগ
কর । ত্রিধ্যাগুযোনি হইলেও স্ত্রী অবধ্য । এক
জন মাত্র পাপিষ্ঠ কুরকর্ম্ম ব্যক্তিকে বধ করিলে
যদি বহু ব্যক্তির মঙ্গল হয়, তাহা হইলে সেই
বধ পুণ্যপ্রদ । হে রাজন ! ইহাই হইল—ধর্ম্ম ;
অতএব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না । রাজা
বনুধার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ
পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—নিজের জন্তই যৌক,
আর পরের জন্তই যৌক—একের জন্ত যদি
এক বা বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তাহা হইলে
তাহা পাতক জানিবে । যে ব্যক্তি নিহত হইলে
বহু ব্যক্তির সুখ হয়, তাহাকে হত্যা করার পাপ
নাই । অতএব বনুধরে । যদি তুমি আমার জন-
হিতকর বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে আমি প্রজা-
গণকে সুখী করিবার জন্ত তোমাকে নিহত করিব ।
তুমি শাসনপরানুধী হইয়াছ ; অতএব আজ নিশ্চয়ই
তোমার বিনাশ সাধন করিয়া আমি প্রজাগণকে সুখী
এবং অত্যাধিক পোষিত করিব । ১৩০—১৩২ ।
এখনও তুমি আমার বাক্যে প্রজাগণকে জীবিত
কর ; করিয়া হৃহিত্বজ্ঞানজনক ; ইহাতে তোমার

মেষতঃসংস্কৃতম্ । নিবন্ধে তৎস্বার্থক প্রমুক্তং ঘোর-
দর্শনম্ । প্রভাবাচ ততো বৈভবমেবমুক্তা মহাসতী ।
১৩৪ । সর্গমেতদহং রাজন বিধান্মি ন সংশয়ঃ ।
বৎসন্ত মম সংস্কৃত করেরং যেন বৎসলা । ১৩৫ ।
সমাং চ কুরু সর্বত্র মাং ত্বং সর্বভূতাং বর । যথা
বিস্তম্যমানাঃ কীরং সর্বত্র তাবয়ে । ১৩৬ । কৈবর
উবাচ । তত উৎসারয়ামাস শিলাজালানি সর্বশঃ ।
ধ্বংকোট্যা ততো বৈভবন্তেন শৈলা বিবর্জিতাঃ ।
১৩৭ । যন্তরেষ্বভীতেষু চৈবমাসীদবুচ্ছরা । স্বতাভে-
নান্তবন্ততাঃ সমানি বিষমাপি চ । ১৩৮ । ন হি
পূর্ব্বানিসর্গে বৈ বিষমং পৃথিবীতলম্ । প্রবিভাগাঃ
পূরণাঞ্চ গ্রামাণাঞ্চাধ বিদ্যতে । ১৩৯ । ন শস্তানি
ন গোরক্ষং ন কুর্যিৎ বশিকৃপণঃ । ১৪০ । চাক্ষু-
স্তান্তরে পূর্ব্বমাসীদেতৎ পুরা কিল । বৈবস্বতে-
হস্তরে চাশ্বিনী সর্ব্বৈস্তৈস্তত্ত সন্তবঃ । সমত্বং যত্র
যত্রাসীদুভয়ে কশ্মিংশ্চিদেব হি । ১৪১ । তত্র
তত্র প্রজান্তা বৈ নিবসন্তি অ সর্ব্বদা । আহাঃ
কলমূলস্ত প্রজানামতবৎকিল । ১৪২ । কৃষ্ণেনৈব
তদা ভাসামিত্যেবমহগুপ্তম্ । বৈভবাংপ্রভৃতি
লোকেহশ্বিনী সর্ব্বৈস্তৈস্তত্ত সন্তবঃ । ১৪৩ । সঙ্কর-

য়িত্বা বৎসং তু চাক্ষুসং মন্থয়ীশ্বরম্ । পৃথুর্দোহ
শস্তানি বহন্তে পৃথিবীং ততঃ । ১৪৪ । শস্তানি
তেন হৃদ্য বৈভবেন্যং বনুচ্ছরা । মন্থং বৈ চাক্ষুসং
কৃদ্য বৎসং পাশ্রে চ ভূময়ে । ১৪৫ । তেনায়েন
তদা তা বৈ বর্জয়ন্তে সপা প্রজাঃ । ঋষিভিঃ ঋয়তে
চাপি পুনর্দুহ্য বনুচ্ছরা । ১৪৬ । বৎসঃ সোমস্কৃত-
স্তেবাং দোহ্য চাপি বৃহস্পতিঃ । পাত্রমাসনং হি চক্ষুঃপি
গায়ত্র্যাণীনি সর্ব্বশঃ । ১৪৭ । কীরমাসীতলা তেবাং
তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্ । পুনস্ততো দেবগণৈঃ পুর-
ন্দরপুরোগমৈঃ । ১৪৮ । সৌবর্ণঃ পাত্রমাদায়
হৃদয়েঃ ঋয়তে মহী । বৎসন্ত মঘবা চাসীদোহ্য চ
সবিতাতবৎ । ১৪৯ । কীরমুজ্জামধু প্রোক্তং
বর্জয়ন্তে তেন দেবতাঃ । পিতৃভিঃ ঋয়তে চাপি
পুনর্দুহ্য বনুচ্ছরা । ১৫০ । রাজতঃ পাত্রমাদায় ত্বা
অক্ষয্যাত্তয়ে । বৈবস্বতো যমদ্বাসীস্তেবাং বৎসঃ
প্রতাপবান্ । ১৫১ । অন্তরুশাতবদোহ্য পিতৃণাং
ভগবান্ প্রভুঃ । অনুরৈঃ ঋয়তে চাপি পুনর্দুহ্য
বনুচ্ছরা । ১৫২ । আয়সঃ পাত্রমাদায় বলমাধায়
সর্ব্বশঃ । বিরোচনস্ত প্রাহ্লাদিস্তেবাং বৎসঃ প্রতাপ-

মিলিত । বৈণ্য পৃথুর অধিকার কাল হইতে
পৃথিবী এরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছেন । পৃথু চাক্ষব
মন্থকে বৎস কল্পনা করিয়া বহন্তে পৃথিবীকে
দোহন করেন । তিনি চাক্ষব মন্থকে বৎস এবং
ভূমিকে পাত্র করিয়া শস্ত দোহন করিয়াছিলেন ।
তাহাতে অন্ন হয়, সেই অন্নে প্রজাগণ কৃষ্টিবিধান
করে । ঋত হওয়া যায় যে, ঋষিগণও পৃথিবীকে
দোহন করিয়াছিলেন । তাহার বৎস করিয়াছিলেন,
—সোমকে ; আর দোহ্য হইয়াছিলেন, —বৃহস্পতি ;
গায়ত্রী আদি হ্রদঃ সকল দোহন-পাত্র হইয়াছিল ;
আর কীর হইয়াছিল—শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপ তপঃ ।
পুরন্দরপ্রমুখ দেবগণ পুনরায় দোহন করিয়া
ছিলেন । উইহারা সূবর্ণপাত্রে করিয়া দোহন করিয়া-
ছিলেন শুনা যায় । উইহাদের বৎস হইয়াছিলেন—
মঘবা ; দোহ্য হইয়াছিলেন,—সবিতা ; আর কীর
হইয়াছিল—উজ্জামধু ; ইহাই দেবগণের জীবনো-
পায় । পিতৃগণও দোহন করিয়াছিলেন । ইহাদের
দোহন পাত্র—রাজত, কীর—ত্বা ও অক্ষয্য, বল-
বান্ বৎস—বৈবস্বত যম ; আর দোহ্য ছিলেন—
অন্থক । অনুরেয়াও হ্রদে নাই । শুনা যায়
তাহারাও দোহন করিয়াছিল । ইহাদের আয়স
পাত্র, বিরোচন বৎস, যিহুদ্য ও লোহা যার

যোগ্যতা আছে, সংশয় নাই । আর যদি অজ্ঞতা
কর, তাহা হইলে এই ঘোর বাণ তোমার বধের
নিমিত্ত প্রয়োগ করিলাম জানিবে । পৃথিবী বলি-
লেন,—রাজন ! আমি আপনার আদেশ মত
সমস্তই করিতেছি, আপনি বৎস নিয়োগ করুন ;
যাহাতে আমি ক্লান্ত হইতে পারি । আর এক
কার্য করুন, যাহাতে আমি সন্ম হই, আমার
কীর যাহাতে সর্ব্বত্র স্যাদিত হয়, আপনি তদ্বি-
ষয়ে মনোযোগী হউন । কৈবর বলিলেন,—অনন্তর
রাজা পৃথু ধ্বংকোটী দ্বারা শিলা সকল উৎসারিত
করিতে লাগিলেন । এই অজ্ঞই পর্ব্বত সকল
বর্জিত হইয়াছে । অতীত মঘবর সকলে
পৃথিবী উক্ত প্রকারই ছিলেন,—সত্যাবতঃ ভূমি
কোথাও সন্ম বা কোথাও বিষম ছিল । পূর্বে
বিষম পৃথিবীতলের পুর-গ্রাম প্রভৃতি কোন
রকম বিভাগ ছিল না ; শস্ত, গোরক্ষ, কৃষি,
বশিকৃপণ প্রভৃতিও দৃষ্ট হইত না । পূর্বে চাক্ষব
অন্থকের পৃথিবীর এইরূপ অবস্থা ছিল । অধুনা
বৈবস্বত অন্তরেও পূর্বে যেখানে যেখানে
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমভূমি ছিল, সেইখানে সেইখানেই
প্রজাগণ বাস করিত ; তাহাদের কুল কুল—স্বাধার

বান ॥ ১৫৩ ॥ অস্থিগৃহীত্বা দৈত্যানাং দোষা তু
দিতিনন্দনঃ । মায়াকীরঃ হৃদোহাসো দৈত্যানাং
তৃপ্তিকারকম্ ॥ ১৭৪ ॥ তেনৈতে মায়াদ্যাপি
সর্গে মায়াবদোৎসুরাঃ । বর্জয়ন্তি মহাবীৰ্য্যাস্ত-
দেভেবাং পরং বলম্ ॥ ১৫৫ ॥ নাগৈশ্চ ক্ষয়তে
হৃদা বৎসং কৃদা তু তক্ষকম্ । অলাবুপাভ্রমাণায় বিবঃ
কীরঃ তদা মহৎ ॥ ১৫৬ ॥ তেবাং বৈ বাসুকিদোষা
কাজ্জবেয়া মহাবশাঃ । নাগানাং বৈ মহাদেবি সর্গাণাং
চৈব সর্গশঃ ॥ ১৫৭ ॥ তেন বৈ বর্জয়ন্ত্যাগ্ৰা মহা-
কায়্য বিবোধণাঃ । তদাহারাস্তদাচারাস্তদ্বীৰ্য্যাস্তদপা-
ভয়াঃ ॥ ১৫৮ ॥ আমপাত্রে পুনহৃদা অস্তর্জানমিয়ং
মহী । বৎসং বৈজবণং কৃদা যক্ষপূজাস্তনুত্থা ॥
১৫৯ ॥ দোষা রজতনাগশ্চ চিত্তামণিযন্ত যঃ ।
যক্ষাধিপো মহাতেজা বশী জ্ঞানী মজ্ঞাতপাঃ ॥ ১৬০ ॥
তেন তে বর্জয়ন্তীতি যক্ষা বস্তুভিরজ্জিহ্বেতৈঃ ।
রাক্ষসৈশ্চ পিশাচৈশ্চ পুনহৃদা বসুন্ধরা ॥ ১৬১ ॥
ব্রহ্মোপেন্দ্রো দোষা বৈ তেযামাসৌ কুবেরতঃ ।
বৎসঃ সুমালী বলবান কীরঃ কধিরমেব চ ॥ ১৬২ ॥
কপালপাত্রে নিহৃদা অস্তর্জানং তু রাক্ষসৈঃ ॥ তেন
কীরেণ রক্ষাসি বর্জয়ন্ত্যহ সর্গশঃ ॥ ১৬৩ ॥ পদ্ম-
পাত্রেব বৈ হৃদা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণেঃ । বৎসং চৈত্র-
রথং কৃদা শুচিগন্ধারহী তদা ॥ ১৬৪ ॥ তেবাং

কীর হইয়াছিল । মায়াই ইহাদের তৃপ্তি-
কারক এবং পরম বল । ইহা ধারাই ইহারা
মায়াবিৎ হইয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিয়া থাকে ।
নাগগণও পৃথিবী লোহন করিয়াছিলেন শুনা
যায় । ইহাদের বৎস—তক্ষক, পাত্র অলাবু,
কীর—বিব ও দোষা বাসুকি হইয়াছিল । নাগ-
গণ বিব ধারাই জীবিত থাকে ; বিবই ইহাদের
আহার—আচার বীৰ্য্য ও আশ্রয় । যক্ষগণও
মহীকে দোহন করিয়াছিল । ইহারা আমপাত্রে
দোহন করে । ইহাদের দোষা রজত নাগ, বৎস
বৈজবণ এবং হৃদ অস্ত্রামণি হইয়াছিল । এই
উজ্জিত বসু ধারাই ইহারা বৃত্তিবিধান করে ।
রাক্ষস ও পিশাচগণও বসুধা দোহন করিয়াছিল ।
ইহাদের দোষা কুবের হইতে ব্রহ্মোপেন্দ্র পর্য্যন্ত,
বৎস সুমালী, কীর কধির, এবং পাত্র কপাল হইয়া-
ছিল । রাক্ষসগণ এই কীর কধির ধারাই বৃ-
বিধান করে । ইহারা অস্তর্জিত থাকিয়া দোহন
করিয়াছিল । গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ পদ্মপাত্রে
দোহন করিয়াছিল । ইহাদের বৎস—চৈত্ররথ,

বৎসো কচিৎসাসীদোষা পুরো যুনে শুভঃ । নৈলৈশ্চ
ক্ষয়তে দেবি পুনহৃদা বসুন্ধরা ॥ ১৬৫ ॥ তদোবধী-
মুর্তিমভী রজ্জানি বিবিধানি চ । বৎসস্ত হিমবা-
ন্তেবাং দোষা মেরুশ্রুৎগাগরিঃ ॥ ১৬৬ ॥ পাত্র শিলাময়ং
হাসাস্তেন শৈলাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ । ক্ষয়তে বৃক্ষবীকৃতিঃ
পুনহৃদা বসুন্ধরা ॥ ১৬৭ ॥ পালশঃ পাত্রমালায়
হিরণ্যপ্ররোহণম্ । দোষা তু পুষ্ণিতঃ শালঃ প্রকো-
বৎসো যশস্বিনি । সর্গকামহৃদা দোষা পৃথিবী ভূত-
ভাবিনী ॥ ১৬৮ ॥ সৈবা ধাত্তী বিধাত্তী চ ধরণী চ
বসুন্ধরা । হৃদা হিতার্থং লোকানাং পৃথুনা ইতি নঃ
জ্ঞতম্ ॥ ১৬৯ ॥ চরাচরস্ত লোকস্ত প্রতিষ্ঠা যোনি-
রেব চ । আসীদিয়ং সমুদ্রাস্তা মেদিনীতি পরি-
জ্ঞতা ॥ ১৭০ ॥ মধুকৈটভয়োঃ পূর্গং মেদোমাংস-
পরিপ্লুতা । বসুন্ ধারয়তে যস্মাদবসুধা তেন
কৌণ্ডিতা ॥ ১৭১ ॥ ততোহভ্যুপগমমুদ্রাক্তঃ পৃথো-
বৈজন্ত ধীমতঃ । হৃদিত্বমমুদ্রাপ্তা পৃথিবীভ্যুচ্যতে
ততঃ ॥ ১৭২ ॥ প্রথিতা প্রবিতক্তা চ শোভিতা চ
বসুন্ধরা । হৃদা হি যততো রাজা পত্তনাকরমালিনী ॥
১৭৩ ॥ এবংপ্রভাবো রাজাসীদৈশ্চ স নৃপসত্তমঃ ।
ততঃ স রজ্জয়ামাস ধর্মেণ পৃথিবীং তদা ॥ ১৭৪ ॥

দোষা—মূনির পুত্র কচি এবং কীর শুচিগন্ধ হইয়া-
ছিল । শৈলগণও বসুন্ধরা দোহন করে । ইহাদের
হৃদ বস্তু মুর্তিমভী ওষধি ও বিবিধ রত্ন, বৎস হিমবান,
দোষা মহাগরি মেরু এবং পাত্র শিলাময় হইয়াছিল ।
বৃক্ষবীকৃতি সকলও দোহন করিয়াছিল । ইহাদের
পাত্র পালশ, হৃদ বস্তু হিরণ্যপ্ররোহণ, দোষা
পুষ্ণিত শাল, এবং বৎস হইয়াছিল প্রকবৃক্ষ । হে
দেবি ! সর্গকামহৃদা, দোষা, ভূতভাবিনী, সেই
এই পৃথিবী ধাত্তী, বিধাত্তী ধরণী ও বসুন্ধরা ।
তিনিই লোকহিতার্থ রাজা পৃথু কর্তৃক হৃদমান
হইয়াছিলেন । তিনিই চরাচর লোকের প্রতিষ্ঠা ও
যোনি । পূর্বে এই সমুদ্রাস্তা পৃথিবী মধুকৈটভের
মেদোমাংসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা
নাম হইয়াছে মেদিনী ১৩৪-১৭০ । আর বসু ধারণ
করেন বলিয়া ‘বসুন্ধরা’ ইহার অপর নাম জানিবে ।
অপিচ বৈষ্যপুথুর হৃদিত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইনি পৃথিবী
নামে অভিহিত হইয়াছেন । ইনি রাজা পৃথু কর্তৃক
হৃদমান হইয়া প্রথিতা, প্রবিতক্তা, শোভিতা বসু-
শালিনী ও পত্তনাকরমালিনী হইয়াছেন । হে
দেবি ! রাজা পৃথু উক্ত প্রকার প্রভাবসম্পন্ন
ছিলেন । তিনি হৃদাঙ্গসারে পৃথিবী পালন করিত-

ততো রাজেতিশব্দোহথ পৃথিব্যাং যজ্ঞানদক্ষং ।
স রাজ্যং প্রাপ্য বৈশ্বস্ত চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ॥১৭৫॥
পিতা মম স্বর্গার্থিণে। যজ্ঞাত্মাচ্ছিত্তিকারকঃ । কস্মিন
স্থানে গতশ্যাসৌ জ্ঞেয়ঃ স্থানং কথং ময়া ॥১৭৬॥
কথং তস্মৈ জিহ্মা কার্য্যা হতস্ত ব্রাহ্মণৈঃ কিল । কথং
গতির্ভবেত্তস্মৈ যজ্ঞদানক্রিয়াবলাং ॥১৭৭॥ ইত্যেবং
চিন্তয়ানস্ত নারদোহত্যাঙ্গগাম হ । তন্ত্বেবমাসনং দত্ত্বা
প্রণিপত্য চ পৃষ্টবান্ ॥১৭৮॥ ভগবন্ সর্বলোকস্ত
জানাসি স্বং শুভাশুভম্ । পিতা মম দুরাচারো
দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥১৭৯॥ স্বকর্ণগা হতো বিপ্রৈঃ
পরলোকমবাপ্তবান্ । কস্মিন্স্থানে গতস্তাতঃ স্বজং
বা স্বর্গমেব চ ॥১৮০॥ ততোহব্রবীন্নারদস্ত জাহ্নবা
দিব্যেন চক্ষুযা । শৃণু রাজয়হাবাহো যত্র তিষ্ঠতি
তে পিতা ॥১৮১॥ অত্র দেশো মরুতাম্ জলদ্রুক্ষ-
বিবর্জিতঃ । তত্র দেশে মহারৌদ্রে জনকন্তে
নরোত্তম ॥১৮২॥ স্নেহমধ্যে সমুৎপন্নো যক্ষী
কুঠসমধিতঃ । উচ্ছিষ্টভোজী স্নেহান্নাং কুমিতিঃ
সংযুক্তো ব্রণৈঃ ॥১৮৩॥ তক্ষুযা বচনং তস্মৈ

নারদস্ত মহান্নম । হাহাকারং ততঃ কৃত্বা মুচ্ছিতো
নিপপাত হ ॥১৮৪॥ চিন্তয়ামাস হৃৎপার্শ্বঃ কথং
কার্য্যং ময়া ভবেৎ । ইত্যেবং চিন্তয়ানস্ত মতির্জাতা
মহান্নমঃ । পুঞ্জঃ স কথ্যতে লোকে শিত্রয়ং জ্যোতঃ
তু যঃ ॥ ১৮৫ ॥ স কথং তু ময়া তাতঃ পাণি-
মুক্তো ভবিষ্যতি । এবং সঙ্কিন্ত্য স ততো নারদঃ
পর্য্যপৃচ্ছত ॥১৮৬॥ ভগবন্ কথিতং সর্বং পিতৃশ্রম
বিচেষ্টি ন । কেন তস্মৈ ভবেমুক্তিঃ কৰ্ম্মণা বিজ-
সত্তম । ত্রৈলোক্যেনৈবোপাভির্বা তীর্থানাং যাত্রয়া
বদ ॥ ১৮৭ ॥ নারদ উবাচ । গচ্ছ রাজন্-
প্রধানানি তীর্থানি মনুজেশ্বর । পিতরঃ তেহু
চানীয় তস্মাদ্রাজন্ মরুতলাং ॥ ১৮৮ ॥ যত্র দেবঃ
সপ্রভাবাতীর্থানি বিমলানি চ । তত্র গচ্ছ
মহারাজ তীর্থযাত্রাং কুরু প্রভো ॥ ১৮৯ ॥ এবং
হবিতথং বিদ্ধি যোক্ষন্তে ভবিতা পিতুঃ । তক্ষুযা
বচনং রাজা নারদস্ত মহান্নমঃ । সচিবে ভারমাধায়
স্বরাজ্যস্ত জগাম হ ॥ ১৯০ ॥ স গতা মরুতুমিৎ তু
স্নেহমধ্যে দদর্শ হ । কুঠরোগেণ মহতা ক্ষয়েণ চ
সমাবৃতম্ ॥ ১৯১ ॥ গব্যুতিমাত্রং তত্রৈব শূন্তং
মানুসবর্জিতম্ । এবং দৃষ্ট্বা স রাজা তু সন্তপ্তো

ছিলেন। তাঁহার অধিকার কাল অবধি যজ্ঞন শুণ
হইতে পৃথিবীতে রাজা শব্দের প্রচলন হইয়াছে ।
রাজা বৈন্য একদা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করেন
যে, আমার পিতা বহু যজ্ঞের উচ্ছেদ সাধন করিয়া-
ছিলেন বলিয়া অধাৰ্ম্মিক ছিলেন । তিনি কোন
লোকে গমন করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না ।
ব্রাহ্মণগণ লইয়া কিরূপে আমি তাঁহার পুজা করিব ?
যজ্ঞদানক্রিয়াবলে কি প্রকারে তাঁহার গতি হইবে ?
তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি
নারদ তথায় সমাগত হইলেন । তাঁহাকে আসন
দান ও প্রণিপাতপুরঃসর পৃথু জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে ভগবন্ ! আপনিই সমস্ত জগতের
শুভাশুভ অবগত আছেন ; বলুন দেখি,—আমার
সেই দুরাচার দেবব্রাহ্মণনিন্দক স্বকর্ণদোষে বিপ্র-
শাপহত পরলোকগত তাত কোথায় আছেন ?
স্বপ্নে না স্বর্গে ? দেবর্ষি দিব্য চক্ষুতে দেখিয়া বলি-
লেন,—রাজন্ শ্রবণ করুন—আপনার পিতা যেখানে
আছেন । এই ভূতলে মরু নামে জলদ্রুক্ষ-বর্জিত
এক স্থান আছে । সেই অতি ভয়ঙ্কর স্থানে স্নেহ-
মধ্যে যক্ষা ও কুঠরোগগ্রস্ত হইয়া আপনার পিতা
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি স্নেহদাগের
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ক্রীড়ন ধারণ করিতেছেন ;
তাঁহার গায়ে কুমি হইয়াছে । দেবর্ষির এই বাক্য

শ্রবণ করত রাজা হাহাকার করিয়া পতিত ও
মুচ্ছিত হইলেন । অনন্তর মুচ্ছা তক্ষ হইলে
তিনি চিন্তা করিলেন,—হায় ! আমি কি করিব ?
যে ব্যক্তি স্বীয় পিতাকে উদ্ধার করিতে পারে,
তাহাকেই লোকে পুজা বলিয়া থাকে । কিরূপে
আমি তাতকে পাপ হইতে উদ্ধার করিব । এইরূপ
শেদ করিয়া তিনি পুনরায় দেবর্ষিকে বলিলেন,—
হে ভগবন্ ! আপনি আমার পিতৃদুস্তান্ত সমস্তই
বলিলেন, অধুনা ব্রত, দান, তপ, ও তীর্থযাত্রাদি
কি করিলে তাঁহার মুক্তি হয়, বলিয়া দেন । নারদ
বলিলেন,—বেথানে দেবগণ ও বিমল তীর্থ সকল
বিদ্যমান, আপনি আপনার পিতাকে মরুস্থল
হইতে আনয়ন করিয়া সেই উত্তম তীর্থক্ষেত্রে
লইয়া যাউন, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন ; আপ-
নার পিতার মুক্তি হইবে । রাজা দেবর্ষির এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া সচিবে রাজ্যভার ত্যক্ত করত
মরু প্রদেশে গমন করিলেন ; দেখিলেন,—পিতা
মহৎ কুঠ ও ক্রুরোগগ্রস্ত হইয়া স্নেহমধ্যে অব-
স্থান করিতেছেন । এই স্থান হুইকোশ পর্য্যন্ত জন-
মানবশূন্ত হইয়াছে । এইরূপ দর্শন করিয়া সন্তপ্তভাবে
তিনি তত্রত্য এক স্নেহক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে

বাক্যমব্রবীৎ । ১২২ । হে স্নেহ যোগিপুরুষঃ
স্বগৃহং চ নয়াযাহব । তজ্জাহমেনং নিকৃৎসং কৰোমি
যদি মজ্জত্ব । ১২২ । জাহবেতি সৰ্বে তে স্নেহাঃ
পুরুষঃ তং দয়াপন্ন । উচুঃ প্রণতসমীক্ষাঃ শীত্ৰং
নয় জগৎপতে । অস্বভাগ্যাবশাৰাধ স্বমেবাজ
সমাগতাঃ । ১২৪ । হৃগ্গোপহতা লোকাস্থয়া নাথ
সুখীকৃতাঃ । তত আনাত্য পুরুষান শিবিকাবাহনো-
চিতান্ । ১২৫ । ততঃ ক্রত্বা তু বচনং তস্ত রাজ্ঞো
দয়াবহব । প্রাপুস্তীৰ্থান্তনেকানি কেদারাদীনি
কোটিশঃ । ১২৬ । যজ্ঞযজ্ঞ স গচ্ছেত বৈন্যে
বেনেন সংযুতঃ । তজ্জ তত্ৰৈব তীৰ্থানাংক্রমঃ
ক্রমতে মহান্ । ১২৭ । হা দৈব রিপুয়ায়াতি অশ্রাকঃ
নাশহেতবে । অধুনা ক গমিষ্যাম ইতি চিন্তা পুনঃ
পুনঃ । ১২৮ । দর্শনেনাপি তত্ৰৈব হাহাকারঃ
বিধায় বৈ । পলায়ন্তে চ তীৰ্থানি দেবা নন্তস্তি
তৎক্ষণাৎ । ১২৯ । এবং বর্ষজয়ং রাজা তীৰ্থযাত্রাং
চকার বৈ । ন তন্ত মুক্তির্দদুশে ততঃ শোকমগাৎ
পন্ন । ২০০ । ততঃ প্রেরিত্য ভৃত্যাঃ কুরুক্ষেত্রে

স্নেহ । যদি তুমি অহুমোদন কর, তাহা হইলে
আমি এই কথ পুরুষকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া
যোগদান করি । স্নেহগণ জবণ করিবামাত্র
প্রণতভাবে বলিল,—আপনি যত শীঘ্র পারেন
এখান হইতে লইয়া যাউন ; আমাদের ভাগ্য-
ক্রমেই আপনি ইহাকে লইতে আসিয়াছেন ।
ইহার গাজগণকে লোক সকল মৃতপ্রায় হইয়াছিল,
আপনি তাহাদিগকে আজ সুখী করিলেন ।
অনন্তর রাজা শিবিকাবাহক আনাইয়া তাহা-
দিগকে বহন করিতে বলিলেন । তাহার
রাজার তাদৃশ দয়াবহ বাক্য জবণে কেদারাদি বহু
তীর্থে তাহাকে বহন করিতে লাগিল । তাদৃশ
বেনকে লইয়া রাজা যে যে তীর্থে গমন করিতে
লাগিলেন, সেই সেই তীর্থেই এইরূপে মহান্ হাহাকার
করিয়া উঠিতে লাগিল যে, হা দৈব ! কোথা হইতে
অদ্য আমাদের বিনাশের জন্ত শত্রু আসিয়া
উপস্থিত হইল । অধুনা আমরা কোথায় গমন
করি । তথাবিধ বেনকে দর্শন করিয়া তীর্থ সকল
এইরূপ হাহাকার করত পলায়ন করিতে লাগিল ;
দেবভাগ্য অদৃষ্ট হইতে থাকিলেন । রাজা পৃথু
তাদৃশ পিতাকে লইয়া এইরূপে বর্ষজয় যাবৎ তীর্থ-
যাত্রা করিলেন । কিন্তু তীহার পিতার মুক্তি
হইল না ; তদর্শনে তিনি যৎপরোনাস্তি শোকাবুল
হইলেন । অনন্তর তিনি পিতার পাপমুক্তি-

মহাপ্রভে । যদি বাপি পুনস্তত্র পাপমুক্তির্ভবেত্ততঃ ।
২০১ । গৃহীয়া শিবিকাং স্বহস্তে কুরুক্ষেত্রে গতাঃ
প্রিয়ে । তত্র নীচা স্বাপুতীর্থমবত্যাং চ তে গতাঃ ।
২০২ । ততঃ স রাজা মধ্যাহ্নে চিকীৰ্ণঃ স্নানমাদ-
য়াৎ । তত্ৰৈব তু পিতৃত্তয়ে তথা দানানি যোক্তব্য ।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তথা দিংসুঃ শ্রদ্ধাবান্ ভাবতৎপরাঃ ।
ততো বায়ুশাস্ত্রায়ক ইদং বচনমব্রবীৎ । ২০৪ ।
মা তাত সাহসং কুর্ধ্যাস্তীর্থং রক প্রযত্নতঃ । অয়ং
পাপেন ঘোরেন সমস্তাৎপরিবেষ্টিতঃ । ২০৫ । বেদ-
নিদ্যাসমাচারো ব্রহ্মহত্যাশতৈর্যুতঃ । সোহয়ং পাপো
হুয়াচ্যরস্তীর্থং নাশং নঘিয্যতি । ২০৬ । মা তীর্থং
নাশয় বিভো মহদেনো ভবিষ্যতি । এতদ্বায়োকৈঃ
ক্রত্বা হুংধেন মহতাদ্বিতঃ । উবাচ শোকসন্তপ্তঃ
পিতৃদুঃখেন হুংধিতঃ । ২০৭ । হা দৈবেতি চ চুক্ৰোশ
উদ্ধবাহঃ পুনঃপুনঃ । এব ঘোরেন পাপেন অতীব
পরিবেষ্টিতঃ । ২০৮ । যদনেনাপি তীর্থেন শুদ্ধঃ
কর্তুঃ ন শক্যতে । প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যেহং পিতৃ-
রথেন ন সংশয়ঃ । ২০৯ । এবং তস্ত বচঃ শ্রুত্বা
দয়াং কৃয়া মহীয়সীম্ । অন্তরিক্তভবাং বাচং
খেচরাঃ পুনরক্রবন্ । ২১০ । ভোভো রাজমুগধেষ্ঠ

সম্ভাবমায় পুনরায় শিবিকাবাহকগণকে কুরুক্ষেত্রে
উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন । তাহার তথায় উপ-
স্থিত হইয়া স্বাপুতীর্থে শিবিকা অবতারণিত করিল ।
১৭১—২০২ । রাজা পৃথু এই স্থানে স্নান করিয়া পিতৃ-
উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে যোক্তব্য বিতরণ করিবার
জন্ত অভিলাষ করিলে তখন এক আন্তরিক বায়ু
বলিল,—হে তাত ! এরূপ সাহস করিও না ;
তীর্থরক্ষা কর । এই ব্যক্তি ঘোর পাপে পরি-
বেষ্টিত হইয়াছে । দেখিতেছি, এই বেদনিদ্যাস-
পরাধন শতব্রহ্মহত্যাकारी পাপ তীর্থকে বিনাশে
উপনীত করিবে । হে তাত ! তীর্থনাশ করিও
না ; ইহাতে মহাপাপ হইবে । পিতৃদুঃখে হুংধিত
রাজা পৃথু বায়ুর এতাদৃশ বাক্য জবণ করিয়া
আরও অধিক হুংধনশোকে নিভাত কাতর হইয়া
উদ্ধে বাহ প্রসারণ করত এই বলিগা পুনঃপুনঃ
খেদ করিতে লাগিলেন যে, হা দৈব ! এই আমার
পিতা ঘোর পাপে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন, বহু যত্নেও
তীর্থসকল ইহাকে শুদ্ধ করিতে পারিতেছে না ।
অধুনা আমি পিতার মুক্তির জন্ত নিঃসন্দেহ
প্রায়শ্চিত্ত করিব । রাজা এইরূপে বিলাপ করিতে
থাকিলে পুনরায় এক খেচরী বায়ু উপস্থিত হইল

তাক্ষা শোকঃ বচঃ শৃণু। যেন তে জনক-
স্তাত্ত তবৎপাপকয়ে মহান্ ॥ ২১১ ॥ অস্তি
কেত্রং মহাসিদ্ধং প্রভাসমিতি বিজ্ঞতম্। সৰ্ব-
পাপপ্রশমনং মহাপাপকনাশনম্ ॥ ২১২ ॥ ব্রহ্মতত্ত্বং
হরিতত্ত্বং রুদ্রতত্ত্বং তৃতীয়কম্। তন্নিবেদ্য মহা-
কেত্রে প্রভাসে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ২১৩ ॥ শাক্তেয়ং
যদি বা চান্দ্রং সৌরং সারস্বতং তথা। আশ্বেয়ং
বাক্ষণং চাপি স্মৃতং কেত্রমুত্তমম্ ॥ ২১৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ডে
যানি তীর্থানি পুরা কেত্রানি ধানি তু। প্রভাস-
মগমিষ্যসি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥ ২১৫ ॥
অষ্টৌ কোটিসংহ্রাণি অষ্টৌ কোটিশতানি চ।
কেত্রং রক্ষতি তত্ত্বাঃ প্রভাসং শাক্তরা গণাঃ ॥
২১৬ ॥ ইদং সরস্বতী পুণ্য সৰ্বত্রয়েব হি বিদ্যতে।
পঞ্চশ্রোতাঃ প্রভাসে তু দুষ্প্রাপ্যা জিনশৈরপি ॥
২১৭ ॥ তস্তা যৎপঞ্চমং শ্রোতৰ্নাভুমত্যাত্তটানি চ।
তস্ত মধ্যস্থিতং তীর্থং গোম্পদেতি চ বিজ্ঞতম্ ॥
২১৮ ॥ তত্র প্রেতশিলা মধ্য প্রেতানাং মুক্তি-
দায়িকা। যত্র প্রেতাঃ পুরা মুক্তা অষ্টাবিংশতি-
কোটয়ঃ ॥ ২১৯ ॥ পাপিনাং মুক্তিদং তীর্থমাদ্যং
রুদ্রগয়া স্মৃত। তদগ্নিন গোম্পদং নাম কলৌ ধ্যাতং
ধরাতলে ॥ ২২০ ॥ যদা কীরোলমধুনান্নিসৃত

লোকমাতরঃ। তদা দেবৈঃ সমেতাভ আগত্যতীর্থ-
সন্নিধৌ ॥ ২২১ ॥ পদং তত্র নিমগ্নক নন্দ্যশশ-
শিলাতলে। শিলাং ধূম্রাঙ্কিতাং দৃষ্ট্বা জাহ্নবেশা-
ঙ্কিতাং তথা ॥ ২২২ ॥ বিস্মিতাঃ সৰ্বদেবা
বৈ পপ্রচ্ছুর্গাণক নন্দিনীম্। কিমেতদ্বৃকতে
দেবি পদং প্রেতশিলাতলে। কথং তু খেদঃ
সম্ভ্রাতশ্চান্নাকং স্বলনং কথম্ ॥ ২২৩ ॥ নন্দি-
হুয়াচ। ইদং মম পদং দেবাঃ শিলাসংস্থং
বিরাজতে। গগনজনকুমিহং চন্দ্রবিষমিবা-
পরম্ ॥ ২২৪ ॥ অন্যপ্রভৃতি ভো দেবা-
স্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। গোম্পদং নাম বিখ্যাতং
লোকে ধ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ২২৫ ॥ অত্রাগত্য
নরো যত্নান্নান্নাঙ্ক করিষ্যতি। গয়াসপ্তগুণং
তস্ত কলং দেবা ত্ববিষ্যতি ॥ ২২৬ ॥ ন বারোন
চ নক্ষত্রং ন কালস্তত্র কারণম্। যদেব দৃষ্টতে
তীর্থং তদা পঞ্চসংস্কৃতম্ ॥ ২২৭ ॥ অথবা পৰ্ক-
কাঙ্ক্ষা চেতানি মে শৃণু পার্কাতি। অয়নে বিষুবে
যুগ্মে সামান্তে চার্কসংক্রমে ॥ ২২৮ ॥ অমাবাস্তী-
কায়ঞ্চ কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ। আর্জ্যমহারোহিণী
দ্রব্যাক্ষাঙ্গনসঙ্গমে ॥ ২২৯ ॥ গজচ্ছায়াব্যতীপাতে
বৈধৃতে দ্বতচামরে। বৈশাখস্ত তৃতীয়ায়াং নবম্যাং

যে, তো তো রাজন! শোক পরিত্যাগ করিয়া
বীহাতে তোমার পিতার মুক্তি হইবে, শ্রবণ
কর,—প্রভাস নামে মহাপাতক-নাশন সৰ্ব-পাপ-
প্রশমন এক তীর্থ আছে। ব্রহ্মতত্ত্ব, হরিতত্ত্ব,
ও রুদ্রতত্ত্ব শঙ্করপ্রিয় প্রভাসে বিদ্যমান। এই
অমুত্তম কেত্র শাক্তেয়, চান্দ্র, সৌর, সারস্বত,
আশ্বেয় ও বাক্ষণ, বলিয়া কীর্তিত। ব্রহ্মাণ্ড
যত তীর্থ ও যত কেত্র আছে, তৎসমস্তই-
কলিযুগে প্রভাসে আগমন করে। অষ্ট কোটি
সংহ্রাণ এবং অষ্টকোটি শত শাক্তরগণ প্রভাস
কেত্র রক্ষা করিয়া থাকে। জিনশ-দুষ্প্রাপ্য পঞ্চ-
শ্রোতা সরস্বতী প্রভাসের সৰ্বত্রয়ে প্রবাহিত।
সরস্বতীর পঞ্চম শ্রোত ও ভূমতীর তট এতদূ-
তরের মধ্যে গোম্পদ-তীর্থ অবস্থিত। এই
গোম্পদ-তীর্থ মধ্যে প্রেতমুক্তিদায়িকা প্রেতশিলা
আছে। পূর্বে এই স্থানে অষ্টাবিংশতি কোটি
প্রেত মুক্তি লাভ করিয়াছিল। এই তীর্থ পানী-
নিগের মুক্তিদ, আদ্যতীর্থ ও রুদ্রগয়া। এই তীর্থ
কলিতে ধরাতলে গোম্পদ নামে ধ্যাত। যখন
কীরোলমধুনকালে লোকমাতৃকাগণ নিসৃত হন,

তখন দেবগণ মিলিত হইয়া এই তীর্থে আগমন
করেন; করিয়া তদন্তা শিলাতলে নন্দ্যাপন নিমগ্ন
এবং শিলাকে ধূম্রাঙ্কিত ও জাহ্নবেশাঙ্কিত দর্শন
করিয়া বিস্মিতভাবে নন্দিনী গাতীকে জিজ্ঞাসা
করেন যে, হে দেবি! একি প্রেতশিলাতলে চিহ্ন
কিসের? বিজ্ঞত আমাদের খেদ জন্মিতেছে এবং
স্বলনই বা হইতেছে কেন? নন্দিনী বলিল,—হে
দেবগণ! গগনজননে চন্দ্রবিষের ভায় শিলাতলে
আমার পদচিহ্ন বিরাজ করিতেছে। অন্য্যাবধি এই
পদচিহ্ন লোকে গোম্পদ বলিয়া ধ্যাতলাভ করিবে।
এই তীর্থে আগমন করিয়া যেনর স্নান ও আঙ্ক
করিবে, তাহার গয়াস পুণ্ড্রণ কল লাভ হইবে।
এ তীর্থে আগমন করিবার বার, নক্ষত্র, কাল
প্রভৃতি কোন বিশেষ নিয়ম নাই; যখনই এ
তীর্থ দেখা যায়, তখনই সহস্রপৰ্ক জানিবে।
তবে যদি পৰ্কাকাঙ্ক্ষা থাকে—হে দেবি! তাহা
হইলে শ্রবণ কর। অয়ন, বিষুব, যুগ্ম, সামান্ত
অৰ্কসংক্রমে, অমাবাস্তা, অষ্টক, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষ
আর্জ্য, মহা, রোহিণী, দ্রব্যাক্ষাঙ্গনসঙ্গ, গজচ্ছায়া,
ব্যতীপাত, বৈধৃতি, দ্বতচামর, বৈশাখী তৃতীয়া,

কার্তিকীকৃত্ত ২০০ ৥ পঞ্চদশাঙ্ক মাঘস্র নভস্রো চ
 ত্রয়োদশীম্ । যুগাদয়ঃ স্মৃতা হোতাশ্চন্দ্রিন্ কালে চ
 বা পুনঃ ২০১ ৥ মঘস্তরাণো কার্যাক্ষ তত্র শ্রাঙ্কঃ
 বিজ্ঞানতা । অশ্বযুক্তশ্রুতনবমী দ্বাদশী কার্তিকে
 তথা ২০২ ৥ তৃতীয়া চৈত্রমাসস্ত তথা ভাদ্রপদস্ত
 চ । কান্তনস্ত অমাবাস্তা পৌষশ্রুতাদশী তথা ২০৩ ৥
 আষাঢ়স্যপি দশমী মাঘমাসস্ত সপ্তমী ।
 আষাঢ়স্যপৌষী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা ২০৪ ৥
 কার্তিকী কান্তনী চৈব জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী তথা । মঘ-
 স্তরাদয়শ্চৈতা দন্তশ্রাঙ্ককরিকারিকাস্ত ২০৫ ৥ বৈশাখস্ত
 তৃতীয়ায়াঃ কৃষ্ণায়াঃ কান্তনস্ত চ । পঞ্চমী চৈত্র-
 মাসস্ত তন্তৈবাস্তা তথা পরা ২০৬ ৥ শুক্লত্রয়ো-
 দশী মাঘে কার্তিকীকৃত্ত সপ্তমী । নবমী মার্গশীর্ষস্ত
 সপ্তৈতাঃ কল্পকাদিমাসাঃ ২০৭ ৥ কল্পতপ্তির্ববেচ্ছাদ্ধে
 কল্পাদৌ তু কৃত্তে পুরা । ইত্যোবমুক্তা সা নন্দা
 দেবানাং প্রতি নন্দিনী । অশ্রুতানং জগামাশু
 দীপো বাতহতো যথা ২০৮ ৥ ইতীদং কৌতুকং
 দৃষ্ট্বা সর্বে দেবাঃ সবাঃসবাঃ । ব্রহ্মর্ষয়ো দেবর্ষয়ঃ
 শ্লোকং পৌরাণিকং জগুঃ ২০৯ ৥ অহো তীর্থস্ত
 মাহাশ্রয়ং নন্দাশ্রয়স্তপসো বলম্ । সক্রুদ্ধাক্রোশে
 নন্তেন গয়াসপ্তগুণং কলম্ ২১০ ৥ এবমুক্তা ততো দেবা-
 শ্চক্রুঃ শ্রাদ্ধাদিকং ক্রিয়াম্ । যথোক্তং কলমাপুস্তে

কার্তিকী নবমী, মাঘমাসের পূর্ণিমা ও ভাদ্রমাসের
 ত্রয়োদশী, এগুলি যুগাদি ইহাতে বা মঘস্তরাদিতে
 তথায় শ্রাঙ্ক কর্তব্য । অশ্বযুক্ত শ্রুতনবমী, কার্তিকী
 দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের অমাবাস্তা পৌষ
 মাসের একাদশী, আষাঢ়ী দশমী, মাঘমাসের
 সপ্তমী, আষাঢ়মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ়ী পূর্ণিমা
 এবং কার্তিকী কান্তনী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী, এই
 গুলি মঘস্তরাদি । এই সকল তিথি প্রদত্ত
 ত্রয়োদশ অক্ষরকারিকা । বৈশাখী তৃতীয়া, কান্তনী
 কৃষ্ণা তৃতীয়া, চৈত্রমাসের শুক্ল-কৃষ্ণা তৃতীয়া, মাঘী
 শুক্লা ত্রয়োদশী, কার্তিকী সপ্তমী ও মার্গশীর্ষের
 নবমী, এই সপ্ত তিথি কল্পাদি । কল্পাদিতে শ্রাঙ্ক
 কৃত্ত হইলে কল্পকাল পর্য্যন্ত তপ্তি হয় । হে দেবি !
 এই বলিয়া বাতহত দীপের স্তায় নন্দিনী অন্তর্হিত
 হইল । তদর্শনে সবাঃসব দেবগণ—ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি
 প্রভৃতি এইরূপ পৌরাণিক শ্লোক গান করিতে
 লাগিলেন যে, অহো তীর্থের কি মাহাশ্রয় ! অহো
 নন্দার কি শুশ্রূষাবল ! একবার মাত্র তথায় শ্রাঙ্ক
 প্রদান করিলে গয়ায় সপ্তগুণ কল লাভ হয় । এই
 বলিয়া দেবগণ তথায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতে লাগি-

নন্দিতা পূর্বভাবিতম্ ২১১ ৥ ইথং ভূমপি রাজেন্দ্র
 গচ্ছ নীত্রং হি গোম্পদম্ । তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃৎস্বা
 লম্প্যসে কলমাপিতম্ ২১২ ৥ অয়ং তে জনকো
 রাজন্ পাণিনাঃ প্রবরঃ স্মৃতঃ । নাট্যস্তৌর্ধ্বশৈতঃ
 শক্যঃ শ্রোদ্ধর্ভুঃ গোম্পাং বিনা ২১৩ ৥ তন্মাদ-
 ব্রজ মহারাজ মী কাষীকঃ বিলম্বনম্ । এবং শ্রদ্ধা
 তদা রাজা প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ ২১৪ ৥ তত্র
 স্থানস্থিতান্ বিপ্রাংস্তৌর্ধ্বমাহাশ্রয়কোবিদান্ । অগ্রে-
 কৃত্য মহারাজো যমৌ স্তম্ভময়ৌ নদীম্ ২১৫ ৥
 তৈ রাজো দর্শিতং তীর্থং পদং শ্রেতশিলাস্থিতম্ ।
 তদৃষ্ট্বা বিমলং তীর্থং বিশ্বগোৎকুললোচনং । চক্রে
 কুণ্ডানি বেদীশ্চ মণ্ডপান যজ্ঞসিদ্ধয়ে ২১৬ ৥ ততো
 যজ্ঞঃ সমারকো বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণঃ । প্রত্যক্ষং
 পিতরস্তত্র বভূবুর্জনপ্রভাঃ ২১৭ ৥ ততঃ শ্রদ্ধাং
 সমাহার্য শ্রাদ্ধৈর্ধর্মজৈর্বহোদয়ম্ । তে চাক্রবন্ বচ-
 স্তষ্টাঃ পিতরো রাজসন্তমম্ ২১৮ ৥ ধন্তোহসি
 রাজন্ পুণ্যোহসি বয়ং ধন্ততরাশ্রয়া । যদত্র তীর্থে
 শ্রাদ্ধেন উদ্ধতা ভবতা বয়ম্ ২১৯ ৥ এবমুক্তা
 ততঃ সর্বে বেনেন পিতরঃ সহ । বিমানবরসংস্থান

লেন এবং নন্দিনীকথিত কল লাভ করিতে
 থাকিলেন ২০২-২১১ ৥ হে রাজন্ ! অতএব আপনিও
 গোম্পদে গমন করুন । তথায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া
 ক্রিপিত কল লাভ করিবেন । গোম্পদ তীর্থ
 ব্যতীত অপর শত শত তীর্থও আপনার এই
 পাণিপ্রবর পিতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে
 না ; অতএব আপনি অবিলম্বে তথায় গমন করুন ।
 দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া রাজা প্রভাস-
 ক্ষেত্রে আগমন করিলেন । সেখানে উপস্থিত
 হইয়া তিনি তত্রত্য তীর্থমাহাশ্রয়জ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে
 আহ্বান করিয়া স্তম্ভমতীতীরে গমন করিলেন ।
 ব্রাহ্মণগণ তথায় তাঁহাকে শ্রেতশিলাস্থিত পদচিহ্ন
 দর্শন করাইলেন । রাজা তীর্থদর্শন করিয়া বিশ্বগো-
 ত্কুল লোচন হইলেন । তিনি কুণ্ড, বেদী প্রভৃতি
 নির্মাণ করিয়া যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত মণ্ডপ সকল করা-
 ইলেন অনন্তর বিধিবৎ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ আরম্ভ
 হইল । তাঁহার পিতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে দীপদেহে
 বিরাজ করিতে লাগিলেন । শ্রাঙ্ক, যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা
 সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণ রাজাকে বলিলেন,—হে
 রাজন্ ! ভূমি ধন্ত ও পুণ্য এবং আমরাও তোমার
 দ্বারা ধন্ততর হইলাম ; যে হেতু ভূমি শ্রাঙ্ক প্রদান
 করিয়া আমাদের উদ্ধার করিলে । বেগের

অযুস্তে জিদিবালয়ম্ ॥ ২৫০ ॥ গচ্ছন্বাচ বেনস্তঃ
রাজানং পুণ্ড্রবক্ষসম্ ॥ রাজন জন্মানি চহরি অজুবঃ
চাভজন্মানি ॥ ২৫১ ॥ কুঞ্জী পাপো হুরাগারচাণালো-
চ্ছিত্তভুক্ত তথা ॥ সোহহঃ পাপবিনিষ্টকো গচ্ছামি
জিদিবালয়ম্ ॥ ২৫২ ॥ তদগচ্ছ স্বঃ মহাভাগ রাজ্যঃ
ভুক্ত চিরায় চ ॥ কৃতং তে সকলঃ কার্যঃ পুত্রৈঃ
কিয়তে চ যৎ ॥ ২৫৩ ॥ এবং শ্রুত্বা তদা রাজা
মুহূদে জ্ঞাতিসংযুতঃ ॥ ব্রাহ্মণান হর্ষয়ামাস দানৈর্ভূ-
কাকনাতিভিঃ ॥ ২৫৪ ॥ ন তদন্তি জগত্শাস্ত্রস্তত্র
যম দদৌ নৃপঃ ॥ দৃষ্ট্বা প্রভাবঃ তীর্থস্ত প্রত্যকং
পিতৃদর্শনম্ ॥ ২৫৫ ॥ এবং রাজা স কুহা তু স্বকীয়ং
স্থানমায়যৌ ॥ ভুক্তা ভূমিঃ তু সকলাঃ প্রেতা স্বর্গঃ
সমাপ্তবান্ ॥ ২৫৬ ॥ এবংপ্রভাবঃ তৎক্ষেত্রং প্রভাসং
পাপনাশনম্ ॥ যস্মিন্নায়ান্তি তীর্থানি দেবান্তিষ্ঠতি
কোটিশঃ ॥ ২৫৭ ॥ প্রভাসঃ ক্ষেত্রমাসাদ্য যোহন্ত-
তীর্থং হি মার্গতে ॥ স করহং সমুৎসজ্য কুপ্তরেণ
সমালিহেৎ ॥ ২৫৮ ॥ অক্রবন্ পিতরশ্চৈন্যাং গাথাং
পৌরানিকীং প্রিয়ে ॥ গয়াং গন্ত্য ন শক্নোতি যদি
পুত্রঃ কথঞ্চন ॥ তদা যত্নেন গন্তব্যং গোম্পদং

তীর্থমুত্তমম্ ॥ ২৫৯ ॥ কলৈমূলৈঃ কলৈকপি
পিণ্যাকৈকদকেন বা ॥ অপি নঃ স কুলে ভূয়াৎ-
যোহত্র শ্রাক্ষঃ প্রদান্ততি ॥ ২৬০ ॥ তত্র স্নাত্বা
প্রযত্নেন ব্রাহ্মণান বেদবিস্তামান্ ॥ আমন্ত্র্য বিধি-
বদ্ধ্যক্কে ভোজয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥ পিণ্ডদানং তু কর্তব্যং
পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাং ॥ ২৬১ ॥ ন তিথির্ন চ
নকত্রঃ পক্ষমাসাদিকং ন হি ॥ সন্নিদা তত্র গন্তব্যং
শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা ॥ ২৬২ ॥ ন কালনিয়মস্তত্র
প্রমাণং দর্শনং যতঃ ॥ তত্রাক্ষয়তীয়ায়াং দুর্লভং
গমনং প্রিয়ে ॥ ২৬৩ ॥ কার্তিক্যাঃ মাঘসপ্তম্যাং
পদ্মকে বাথ পূর্ণিমাং ॥ ২৬৪ ॥ হিরণ্যদানং গোদানং
বস্ত্রং রূপ্যং যুতং তিলাঃ ॥ দাতব্যাস্তত্র যুক্তেন
পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাং ॥ ২৬৫ ॥ এবং তে কথিতং
দেবি তীর্থভূয়ঃ মন্ত্রদায়ম্ ॥ ন কথ্যং দৃষ্টবুদ্ধীনাং
পাপিনাং ক্রুরচেতসাম্ ॥ ২৬৬ ॥ শ্রদ্ধাযুক্তায় দাতব্যং
পিতৃভক্তিরতায় চ ॥ শ্রাদ্ধকালে বিশেষণে পঠেদ্
ভক্ত্যা পুরাণবিৎ ॥ ২৬৭ ॥ পিতৃণাং জায়তে তৃপ্তিস্তেন
দাদনবার্ষিকী ॥ শ্রোতব্যঃ প্রয়তৈর্নিত্যং নরৈর্নকভী-
কৃতিঃ ॥ প্রতিভব্যং সদা ভক্ত্যা বিপ্রাণাং ভূক্ততাং

সহিত পিতৃগণ এই বলিয়া বিমানারূঢ় হইয়া জিদিব-
ধামে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে বেন,
রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন! আমি চারি জন্ম
কুঞ্জী, পাপ, হুরাগার চণাল ও উচ্ছিত্তভুক্ত হইয়া
আসিতেছি; অন্য পাপনিষ্টক হইয়া স্বর্গলাভ
করিলাম। হে মহাভাগ! অধুনা গমন করিয়া চির
কালের জন্য রাজ্য ভোগ কর; তুমি পুত্রের
কার্য—সমস্তই করিয়াছ! এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
রাজা জ্ঞাতিগণের সহিত হুগু হইলেন এবং ব্রাহ্মণ-
গণকে ভূ-কাকনাতি দ্বারা ভোষিত করিলেন। তিনি
তথায় প্রত্যকভাবে পিতৃদর্শন করিয়া তীর্থপ্রভাব
বিশেষরূপ অবগত হইয়া সেখানে যাহা না দান
করিলেন, তাহা জগতে নাই। এইরূপ দানাদি
সম্পন্ন করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলেন;
হইয়া সকল ভূমি ভোগ করত অস্ত্রে স্বর্গলাভ করি-
লেন। হে দেবি! এবংপ্রভাব সেই ক্ষেত্র—যাহা
পাপনাশন প্রভাস। সেখানে তীর্থসমূহ আগমন
করিয়াছে; কোটি কোটি দেবতা তথায় বাস
করেন। প্রভাস ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি অস্ত
তীর্থ ইচ্ছা করে, তাহার অব্যক করহ না করিয়া
কূর্ণরহ করিয়া লেহন করা হয়। পিতৃগণ এক
গাথা গান করেন এই যে পুত্র যদি কোন প্রকারে

গয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে যতপূর্বক
গোম্পদ তীর্থে যাইবে। কন্দ, মূল, কল, পিণ্যাক,
ও ইক্ষুদ দ্বারা যে গোম্পদ আশ্রিয়া শ্রাদ্ধ করিবে,
এরূপ পুত্র আমাদের কুলে জন্ম গ্রহণ করুক।
পিতৃগণের তৃপ্তিনীচু ব্যক্তি সকলের গোম্পদতীর্থে
আসিয়া স্নানান্তে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণপূর্বক বিধিবৎ শ্রাদ্ধ
করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করানর পর পিণ্ড দান করা
কর্তব্য। তিথি, নকত্র, মাস প্রভৃতি কোন নিয়ম
নাই, শ্রদ্ধাসধকারে সর্বদাই এই তীর্থে গমন করা
যায়। এ তীর্থে কালনিয়ম নাই, যখন ইচ্ছা দেখি-
লেই হইল। তবে অক্ষয়তীয়ায় এ তীর্থে আগ-
মন দুর্লভ। পিতৃতৃপ্তীচু ব্যক্তি রবিবার কার্তিকী
পূর্ণিমা, মাঘী সপ্তমী, পদ্মক বা পূর্ণিমা এই তীর্থে
হিরণ্যদান, গোদান, বস্ত্র, রূপ্য, যুত, তিল প্রভৃতি
দান করিবেন। হে দেবি! এই আমি তোমাকে
তীর্থভূয়ঃ মহোদয়ের বিষয় বলিলাম। দৃষ্টবুদ্ধি,
পাপী ও ক্রুরচেতা ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা কথ্য
নহে। শ্রদ্ধাযুক্ত ও পিতৃভক্ত ব্যক্তিগণকেই ইহা
দিতে হয় এবং শ্রাদ্ধকালে পাঠ করা কর্তব্য।
ইহাতে পিতৃগণের দাদনবার্ষিকী তৃপ্তি হয়। নরক-
ভীত ব্যক্তিগণ প্রযতচিত্তে নিয়ত, ইহা শ্রবণ
করিবে। বিপ্রগণ ভোজন করিতে বলিলে তাহা-

পুং: ২৬৮। পানীয়ম্ভ্যাজ্জ তিলৈকিমিঞ্জঃ দদ্যাৎ
পিতৃভ্য: প্রয়তো যজুৰ্ভ্য:। জ্ঞানং কৃতং তেন
সমাসহস্রং ব্রহ্মতমেভ্যঃ পিতরো বদন্তি। ২৬৯। ইদং
ব্রহ্মতঃ ১০০ নিধানমিহ পিতৃণামতিব্রহ্মতক। ইদং
বেদেহ্যস্তান্ নিত্যমিদং মহাপাপহরক পুংসাম্। ২৭০।

ইতি জ্ঞানান্দে গোপদতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্শ্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩৬০।

সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি নারায়ণ-
গৃহং পরম্। গোপদাদিক্রিণে ভাগে সাগরস্ত তটে
শুভে। ১। স্তম্ভমত্যাঃ সমীপে তু সৰ্পপাতক-
নাশনে। তজ্জ কল্লাস্তরস্বায়ী ভয়ং তিষ্ঠতি কেশবঃ।
২। পিতৃণামুকরাধায় হস্মিন যোজে কলৌ যুগে।
যদা দৈত্যাবিনাশং স কুরুতে ভগবান্ হরিঃ। ৩।
বিজ্ঞানার্থং তদা তজ্জ গৃহে তিষ্ঠতি নিত্যশঃ। নারায়ণ-
গৃহং তেন বিখ্যাতং জগতীতলে। ৪। কৃতে জন-
কিনো নাম জ্যেষ্ঠায়ঃ মধুসূদনঃ। ষাপরে পুণ্ডরীকাক-
কলৌ নারায়ণঃ স্মৃতঃ। ৫। এবং চতুর্ভুগে প্রাপ্তে

দেয় সমুখে ইহা পাঠ করিতে হয়। প্রযত যজুয
পানীয়মুত্ পৰ্য্যন্ত তিলমিঞ্জিত করিয়া পিতৃগণকে
দিবে। এরূপ করিলে সহস্র বৎসর জ্ঞান করার
কল হয়। এ ব্রহ্ম পিতৃগণ বলিয়াছেন। এই ব্রহ্ম
ব্রহ্মের নিধান, পিতৃগণের অতিব্রহ্ম, নিত্য অমৃত-
ব্রহ্ম এবং মানবগণের মহাপাপহর। ২৪২—২৭০।

ষট্শ্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬০।

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি। অতঃপর
মানব নারায়ণ-গৃহে গমন করিবে। এই তীর্থ
গোপদ তীর্থের দক্ষিণে সারগতটে স্তম্ভমতী
সমীপে অবস্থিত। এই ঘোর কলিযুগে কল্লাস্ত-
স্বায়ী কেশব পিতৃগণের উদ্ধারার্থ এই স্থানে বাস
করেন। যখন তিনি দৈত্যাবিনাশ করেন, তখন
বিজ্ঞানার্থ এই স্থানে বাস করিতেন। এক্ষণ এই
স্থান পৃথিবীতে নারায়ণ-গৃহ নামে বিখ্যাত হই-
য়াছে। ভগবান্ হরি সত্যে জনকিন, জ্যেষ্ঠায়
মধুসূদন, ষাপরে পুণ্ডরীকাক এবং কলিতে নার-

পুনঃপুনরসিদ্ধম। কৃষ্ণা ধর্মব্যবস্থানং উৎস্থানং
প্রতিপদ্যতে। ৬। একাদশ্যাঃ নিরুহারো বস্তং
দেবং প্রপঙতি। স পঙতি ক্রবঃ স্থানং প্রেত্যানিত্যং
হরেঃ পদম্। ৭। তেন পীতানি বস্তানি দেহানি
ভিজপুদবে। স্তানং জ্ঞানং চ কৰ্ত্তব্যং সমাগ্ণযাজ্ঞা-
কলেপুত্তিঃ। ৮। ইতি তে কথিতং মহাপ্রভাবং
হরিসঙ্কেতনিকেনোক্তবম্। শৃণুতে বা প্রবর্তত
যঃ সুখী: পঠতে বা লভতে সুসঙ্গতিম্। ৯।

ইতি জ্ঞানান্দে নারায়ণগৃহমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩৭১।

অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি দেবিকা-
তটসংস্থিতম্। জালেবরতি বিখ্যাতং সুরাসুর-
নমস্কৃতম্। ১। যন্তরে চান্দ্রবে চ সস্ত্রাপ্তে
ষাপরে যুগে। নার্য জালেবরঃ লিঙ্গং দেবিকা-
তটসংস্থিতম্। ২। পূজ্যতে নাগকজ্ঞাভিন-
তং পঙতি মানবাঃ। মহাতেজোমণিময়ঃ চন্দ্রবিষ-
সমপ্রভম্। সুরগাক্তস্ত দেবস্ত ব্রহ্মহত্যা প্রপঙতি।
৩। দেব্যাবাচ। কথং জালেবরং নাম কস্মিন

য়ণ নামে অবতীর্ণ হইয়া যুগে যুগে পুনঃপুনঃ ধর্ম-
সংস্থাপন করত এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া যে ভীতাকে দর্শন করে,
তাহার ক্রবস্থান অবলোকন করা হয় এবং জীব-
নাশ্তে সে হরিলোক লাভ করে। এই তীর্থে যাজ্ঞা-
কলেপু ব্যক্তিদ্বিগের স্থান, জ্ঞান ও হরি উদ্দেশে
ব্রাহ্মণকে পীত বসন দান করা কৰ্ত্তব্য। ১—৯।

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭১।

অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অনন্তর মানব দেবি-
কাতটস্থিত সুরাসুরনমস্কৃত বিখ্যাত জালেবর লিঙ্গ
সমীপে গমন করিবে। চান্দ্র যন্তরে ষাপর যুগে
নাগকজ্ঞাগণ এই দেবিকাতটস্থিত জালেবর লিঙ্গের
পূজা করিত; মানবগণ এ লিঙ্গ দর্শন করিতে
পারিত না। এই মহাতেজোমণিময় চন্দ্রবিষময়প্রভ
লিঙ্গের সুরগে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়। দেবী বলি-
লেন,—হে প্রভো। জালেবর লিঙ্গকে প্রকার, ইহা

কালে বহুব তৎ ৪। সাধুভিঃ সহ সংবাসাৎ কে
ত্ণাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ। কে লোকাঃ কামি পুণ্যানি
তৎসৰ্গং শংস মে প্রভো ৫। কৈবর উবাচ।
অজৈবোদাহরতামিতিহাসঃ পুরাতনম্। নাভাগন্ত
চ সংবাদমাপত্ত্বতপোনিত্যে ৬। মহধিরাশ্রবান্
পূৰ্ব্বমাপত্ত্বো বিজাগ্রীঃ। উপাবসন্ সদায়ন্তো
বহুব ভগবান্ভদা ৭। নিত্যং ক্রোধক লোভক
মোহং দ্রোহং বিহৃজ্য সঃ। দেবিকাসরিভো মধ্যে
বিবেশ সলিলাশয়ে ৮। ক্লেবে প্রভাসিকে
রম্যে সম্যগ্ জ্ঞাত্ব শিবপ্রিয়ে। তজ্ঞাত . বসতঃ
কালঃ সমভীতো মহান্তদা ৯। পরেণ ধ্যান-
যোগেন হাপুভূতস্ত তিষ্ঠতঃ। ততঃ কদাচিদাগত্য
তং দেশং মৎস্তজীবিনঃ। ১০। প্রসার্য স্নুমহজ্জালং
সৰ্কে চাকরয়ন্ বলাৎ। অথ তৎ মহামৎস্তং নিষাদা
বলদর্পিতাঃ ১১। তস্মাদ্ভুতায়ামাত্মুঃ সলিলাদ-
ব্রহ্মনন্দনম্। তং দৃষ্ট্বা তপসা দীপ্তং কৈবর্তী ভয়-
বিহ্বলাঃ। শিরোভিঃ প্রশিপত্যোচ্চৈরিদং বচন-
মব্রবন্ ১২। নিষাদা উচুঃ। অজ্ঞানাৎ কৃত-
পাপানামস্মাকং কল্পমহঁসি। কিং বা কার্যং প্রিয়ং
তেহদ্য তদাজ্ঞাপয় সুহৃত ১৩। স মুনিস্তম্ভ-
কৃষ্টা মৎস্তানাং কদনং কৃতম্। কৃপয়া পরয়াবিষ্টো

দাশান্ প্রোবাচ হুধিতঃ ১৪। কেন মে স্নাহপায়ে
হি সৰ্কে বার্ধে বত স্থিতাঃ। জ্ঞানিনামপি যচ্চেতঃ
কেবলাহুহিতে রতম্ ১৫। জ্ঞানিনোহপি যদা
বার্ধমাস্থিত্য ধ্যানমাহিতাঃ। হুধার্ত্তনীহ সন্ধানি
ক যাস্তস্তি সুধঃ ততঃ ১৬। বোহাভবাহুতি
ভোক্তুং বৈ হুঃখোন্মেকান্ততো জনঃ। পাপাং পাপ-
তরং তং হি প্রবদন্তি মুমুক্শবঃ ১৭। কো হু মে
স্নাহপায়ে হি যেনাহং হুঃখিতাশ্রবান্। অস্তঃ-
প্রবিষ্টঃ সন্ধানাৎ ভবেদং সৰ্গহুঃখভুক্ ১৮।
যম্মাস্তি শুভং কিঞ্চিৎসদেনাহুগচ্ছতু। যৎকৃতং
হুঃখতঃ তৈশ্চ তদশেষমুপৈতু মাম্ ১৯। দৃষ্ট্বাভ্যান্
কৃপানি ব্যাক্তাননাধান্ যোগিপত্তথা। দয়া ন
জায়তে যন্ত স রক্ষ ইতি মে মতিঃ ২০। প্রাণ-
সংশয়মাপন্নান্ প্রাণিনো ভয়বিহ্বলান্। যো ন
রক্ষতি শক্ভোহপি স তৎপাপং সমমুতে ২১।
আহৰ্জনানামাস্তানাং সুধঃ যদুপজায়তে। তন্ত
স্বর্গোহপবর্গো বা কলাং নার্ষতি যোড়ীম্ ২২।
তস্মিন্নৈতানহং দীনান্ভ্যক্তা যীনান্ সুহুঃখিতান্।
পদমাজ্ঞতু, যাচ্চামি কিং পুনস্তিদশালয়ম্ ২৩।

কোন কালে হইয়াছিল, সাধুসমাগমের গুণ কি, লোক
কাহাকে বলে, এবং পুণ্যই বা কত প্রকার, এই
সমস্ত বলুন? কৈবর বলিলেন,—হে দেবি! তোমার
প্রশ্নবিষয়ে পুরাতন ইতিহাস—নাভাগ ও আপত্ত্ব
সংবাদ কীর্ত্তিত হয়। তদবধা—পূর্বে আপত্ত্ব
নামে এক বিজয়র ছিলেন। তিনি সৰ্গদাই সং-
কর্ষে নিরত থাকিতেন। ক্রোধ, লোভ, দ্রোহ,
মোহ এ সকল কিছুই তাঁহার ছিল না।
তিনি প্রভাসক্কেতকে শিবপ্রিয় জ্ঞানিয়া অজ্ঞাত্য
দেবিকাসরিভের সলিলাশয় মধ্যে বাস করিতেন।
তথায় ধ্যানযোগে হাপুভূত হইয়া বাস করিতে
থাকিলে তাহাতে তাঁহার বহুকাল অতীত হইয়া
যায়। অনন্তর একদা মৎস্তজীবগণ ঐ স্থানে
স্নুমহৎ জাল প্রসারিত করত জালে বৃহৎ মৎস্ত
পতিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহা বলপূর্বক আক-
র্ষণ করিতে থাকে। ক্রমে তাহারা ব্রহ্মনন্দনকে
জল হইতে উদ্ধারিত করিয়া দেখিয়া ভয়ে মস্তক
হারী প্রাণামপূর্বক বলিল,—হে দেব! অজ্ঞান
বশতঃ এই কৃতপাপ ব্যক্তিগণকে কমা করুন;
আর আমরা অপরাধ কি উপকার করিব, তাহা

বলুন। মুনি মৎস্তদিগের মহাহুঃখ কৈবর্তদিগের
প্রতি কৃপাপূর্বক বলিলেন,—কিসে আমার উপকার
হইবে? সকলেইত বার্ধে অবস্থিত। জ্ঞানিগণেরও
চিত্ত কেবল আহুহিতে রত। জ্ঞানিগণও যখন বার্ধ
আশ্রয় করিয়া ধ্যান অবলম্বন করেন, তখন আর
হুঃখার্ত্ত প্রাণিগণ সুধ কোথায় পাইবে? যেজন
একান্ত হুঃখভোগ করিতে বাঞ্ছা করে, 'সুমুহুগণ
তাহাকে পাপ হইতেও পাপতর বলিয়া থাকেন।
আমার উপায় কি হইবে? যেহেতু আমি হুঃখি-
তাস্রবান্। আমি সহগণের অস্তঃপ্রবিষ্ট সৰ্গহুঃখভুক্
হইব। আমার যাহা কিঞ্চৎ সুকৃত আছে, তাহা এই
ইহাগকে প্রাপ্ত হউক; আর তাহারা যে হুঃখিত
করিয়াছে, তাহা আমাতে উপগত হউক। অহু,
নিরীহ, বিকৃতাক, অনাধ ও যোগিগণের প্রতি
যাহার দয়া না হয়, সে রাক্ষস। যে প্রাণসংশয় অবস্থা
প্রাপ্ত ভয়বিহ্বল প্রাণীদিগকে - মর্ষ হইয়াও না
রক্ষা করে, সে তাহার পাপভাগী হইয়া থাকে।
কথিত আছে যে (উপকৃত) আর্জুন যে সুখ লাভ
করে, স্বর্গ বা অশবর্গও তাহার যোড়ী কলার
যোগ্য নহে। অতএব আমি এই সুহুঃখিত দীন
দীনগণকে ভ্যাগ করিয়া পদ মাজও যাইব না, তা

ঈশ্বর উবাচ । নিশম্যেতদুৎসর্গক্যাং দাশান্তে জাত-
সম্ভবাঃ । যথাস্থিত্ত তৎসৰ্গং নাতাগায়ন্তবেদয়ন ।
২৪ ॥ নাতাগোহপি ততঃ ক্ৰুৎ তং ত্রৈলোক্যমঙ্গনম্ ।
বরিতঃ প্রযথো ভজ সামাত্যঃ সপুৰোহিতঃ ॥ ২৫ ॥
স সম্যক্ পূজয়িত্বা তং দেবকল্পং মুনিং নৃপঃ ।
প্রোবাচ ভগবন্ ক্রহি কিং কৰোমি তবাজয়া ॥ ২৬ ॥
আপস্তম্ব উবাচ । অমেষ মহতাবিষ্টাঃ কৈবৰ্ত্তা হু-
জীবিনঃ । এম মূল্যং প্রযচ্ছতি যদযোগ্যং মন্তসে
নৃপ ॥ ২৭ ॥ নাতাগ উবাচ । সহস্রাণাং শতং মূল্যং
নিষাদেভ্যো দদাম্যহম্ । নিগ্রহাখ্যস্ত ভগবন্ যথাহ
ব্রহ্মনন্দনঃ ॥ ২৮ ॥ আপস্তম্ব উবাচ । নাহং শত-
সহস্রৈশ্চ নিয়ম্য পার্শ্বিবা অস্মা । সদৃশং দীযতাং
মূল্যমমাত্যৈঃ সহ চিন্তয় ॥ ২৯ ॥ নাতাগ উবাচ ।
কোটিঃ প্রদীয়তাং মূল্যং নিষাদেভ্যো বিজ্ঞোত্তম ।
যদ্যেতদপি তে মূল্যং ততো হুয়ঃ প্রদীয়তে ॥ ৩০ ॥
আপস্তম্ব উবাচ । নারঃ মূল্যং চ মে কোটিরধিকং
বাপি পার্শ্বিব । সদৃশং দীযতাং মূল্যং ব্রাহ্মণৈঃ সহ
চিন্তয় ॥ ৩১ ॥ নাতাগ উবাচ । অৰ্দ্ধরাজ্যং সমস্তং বা
নিষাদেভ্যঃ প্রদীয়তাম্ । এতমূল্যমহং মুন্তে কিং

বান্তমন্তসে বিজ ॥ ৩২ ॥ আপস্তম্ব উবাচ । অৰ্দ্ধ-
রাজ্যং সমস্তং বা নাহমর্হামি পার্শ্বিব । সদৃশং
দীযতাং মূল্যমুৎসর্গিভিঃ সহ চিন্তয় ॥ ৩৩ ॥ মহর্ষেস্তম্বঃ
ক্ৰুৎ নাতাগঃ স বিষাদবান্ । চিন্তাশাস হুৎখার্ত্তঃ
সামাত্যঃ সপুৰোহিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ কচ্চিদ্বিস্তজ
লোমশশ্চ মহাপতাঃ । নাতাগমহাবীয়া ভৈস্তোময়ি
ক্ৰামি তং মুনিম্ ॥ ৩৫ ॥ নাতাগ উবাচ । ক্রহি মূল্যং
মহাভাগ মুনেরস্ত মহাত্মনঃ । পরিত্রায়স্ব মামস্মাং
সজ্জাতিকুলবান্ধবম্ ॥ ৩৬ ॥ নির্দেহেস্তগবান্ কজ-
নৈলোক্যং সচরাচরম্ । কিং পুনস্মারহস্যং বীনমত্যস্ত-
বিষয়াস্বকম্ ॥ ৩৭ ॥ লোমশ উবাচ । অমীড়ো
হি মহারাজ জগৎপুত্রো বিজ্ঞোত্তমঃ । গাবশ্চ
দিব্যাস্তস্মাদগৌর্মূল্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥ ৩৮ ॥
তচ্ছূহা বচনং রাজা সামাত্যঃ সপুৰোহিতঃ । তর্ষণে
মহতাবিষ্টাঃ প্রোবাচেনং বচো মুনিম্ ॥ ৩৯ ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভগবন্ ক্রৌত এব ন সংশয়ঃ । এতদ-
যোগ্যতমং মূল্যং ভবতো মুনিসন্তম ॥ ৪০ ॥ আপ-
স্তম্ব উবাচ । উত্তিষ্ঠামোহ স্প্রদীতঃ সম্যক্ ক্রৌতো-

ত্রিশালয়ের কথা কি ? ঈশ্বর বলিলেন,—উক্ত-
প্রকার ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া জাতসম্ভব ধীবর-
গণ গিয়া নাগ সমীপে যথাস্থিতি নিবেদন করিল ।
তজ্জবণে নাতাগ অমাত্য ও পুরোহিতগণের
সহিত ব্রহ্মনন্দনের দর্শনমানসে ক্রতগতি ঐস্থানে
আগমন করিলেন । তিনি মুনিসমীপে উপস্থিত
হইয়া বলিলেন,—বলুন আপনার আজ্ঞায় আমি
কি করিব ? আপস্তম্ব বলিলেন,—এই হুৎখজীব-
কৈবর্ত্তগণ মহৎক্রম প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি ইহা-
দ্বিগুণে আমার যোগ্য মূল্য প্রদান করুন ।
নাতাগ বলিলেন—হে ব্রহ্মনন্দন ! আমি ইহা-
দ্বিগুণে আপনার মূল্যস্বরূপ লক্ষমুদ্রা প্রদান করি-
তেছি । আপস্তম্ব বলিলেন,—হে পার্শ্বিব ! শত-
সহস্র মুদ্রা আমার মূল্য নির্দেশ করা আপনার
উচিত হয় না ; সদৃশ মূল্য দেন ; আপনি একবার
অমাত্যগণের সহিত বিবেচনা করুন । নাতাগ
বলিলেন,—হে বিজ্ঞোত্তম ! ধীবরগণকে তবে
কোটিই দেওয়া যাউক, যদি ইহাই আপনার মূল্য
হয় । আপস্তম্ব বলিলেন,—নরাধিপ ! আমার
যোগ্য মূল্য কোটি বা তদধিক নহে, ব্রাহ্মণগণের
সহিত বিবেচনা করিয়া আপনি সদৃশ মূল্য প্রদান
করুন । নাতাগ বলিলেন,—তবে অৰ্দ্ধরাজ্য, না

হয় সমস্ত ধীবরগণকে দেওয়া যাউক, ইহাই আমি
আপনার মূল্য বলিয়া মনে করিতেছি ; আপনিই
বা অস্ত আর কি মনে করেন ? আপস্তম্ব বলি-
লেন,—হে পার্শ্বিব ! অৰ্দ্ধরাজ্য বা সমস্ত রাজ্য
আমার যোগ্য মূল্য নহে, তুমি ঋষিগণের সহিত
চিন্তা করিয়া সদৃশ মূল্য নিরূপণ কর । তজ্জবণে
নাতাগ বিষয় ও হুৎখিত হইয়া সামাত্যপুরোহিত
চিন্তা করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে লোমশ মুনি
ঐস্থানে আসিয়া বলিলেন,—“মঃ ঠেঃ ;” আমি
মুনিকে তোষিত করিতেছি । নাতাগ বলিলেন,—
মহাভাগ আপনি মূনের মূল্য বলিয়া দিয়া সজ্জাতি-
কুলবান্ধব আমার মুক্ত করুন । মুনি ক্রুদ্ধ হইলে
যখন সচরাচর ত্রৈলোক্য দক্ষ করিতে পারেন,
তখন আর অত্যন্ত বিষয়াসক্ত মাছুষ আমাকে দক্ষ
করিতে বিলম্ব কি ? লোমশ বলিলেন,—মহারাজ !
আপনি মাননীয় গণনীয় ব্যক্তি ; বিজ্ঞোত্তম জগৎ-
পুত্র ; আর গো সকলও দিব্য বস্তু ; অতএব এই
মূনের মূল্য একটা গোক আপনি প্রদান করুন । রাজা
সামাত্যপুরোহিত কষ্ট হইয়া আপস্তম্বকে বলিলেন,—
ভগবন্ । উঠুন, উঠুন, অধুনা আপনাকে নিঃসন্দেহ
ক্রয় করিয়াছি ; আপনার উপযুক্ত মূল্য নির্দাচন হই-
য়াছে । ১—৪০ ॥ আপস্তম্ব বলিলেন,—হে রাজন ! আমি

হস্মি পার্শ্বি। গোভ্যো মূল্যং ন পশ্যামি পবিত্রং ।
 পরমং ভূবি ॥ ৪১ ॥ গাবঃ প্রদক্ষিণীকার্থাঃ পূজ-
 নীয়াশ্চ নিত্যশঃ । মঙ্গলায়তনং দেব্যঃ সৃষ্টা হেতাঃ
 ঐশ্বর্যভূবা ॥ ৪২ ॥ অগ্ন্যাগারিণি বিপ্রাণাং দেবতায়ত-
 নানি চ । যদেগাময়েন শুধ্যন্তি কিছুতমধিকং ততঃ ॥
 ৪৩ ॥ গোমূত্রং গোময়ং কীরঃ দধি সর্পিভুথৈব
 চ । গবাং পঞ্চ পবিজাপি পুনন্তি সকলং জগৎ ॥
 ৪৪ ॥ গাবো মমাগ্রেতো নিত্যং গাবঃ পৃষ্ঠত এব
 চ । গাবো মে হৃদয়ে চৈব গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥
 ৪৫ ॥ এবং জপন্নয়ো মন্ত্রং ত্রিস্রজ্যং নিয়তঃ শুচিঃ ।
 মুচ্যতে সৰ্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪৬ ॥
 তৃণাহারপর্য গাবঃ কৰ্শব্য ভক্তিতেহবহম্ । অকুত্বা
 স্বয়মাহারং কুৰ্বন্ প্রাপ্নোতি দুর্গতিম্ ॥ ৪৭ ॥
 তুস্তেনায়মো হতাঃ সম্যক পিতরশ্চাপি তর্পিতাঃ ।
 দেবশ্চ পূজিতাস্তেন যো দদাতি গবারুকম্ ॥
 ৪৮ ॥ সৌরভেয়ী জগৎপূজ্যা দেবী বিষ্ণুপদে
 স্থিতা । সৰ্বমেব ময়া দত্তং প্রভীচ্ছত্ব সুতোষিতা ॥
 ৪৯ ॥ রক্ষণাঙ্গালপূত্রাণাং গবাং কণ্ডুয়নাস্থথা ।

কীর্ণাঙ্গরক্ষণাচ্চৈব নরঃ স্বর্গে যহীয়তে ॥ ৫০ ॥
 আদিগাবো হি মর্ত্যস্ত মধ্যে চান্তে প্রকীর্ণিতাঃ ।
 রক্ষন্তি তান্ত দেবানাং কীরাজ্যমমৃতং সদা ॥ ৫১ ॥
 তন্মাদ্গাবঃ প্রদাতব্যাঃ পূজনীয়াশ্চ নিত্যশঃ ।
 স্বর্গস্ত সঙ্গমা হেতাঃ সোপানমিব নির্মিতাঃ ॥ ৫২ ॥
 এতচ্ছ্রুত্বা নিষাদান্তে গবাং মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
 প্রণিপত্য মহাত্মানমাপস্তমমথাক্রবন্ ॥ ৫৩ ॥ নিষাদা
 উচুঃ । সন্তাষো দর্শনং স্পর্শঃ কীৰ্ত্তনং স্বরণং
 তথা । পাবনানি কিলৈতানি সাধুনামিতি চ
 শ্রুতম্ ॥ ৫৪ ॥ সন্তাষো দর্শনং চৈব সহস্রাভিঃ
 কৃতং স্বয়া । কুরুষাভুগ্রহঃ তন্মাদগৌরেবা প্রতি-
 গৃহ্যতাম্ ॥ ৫৫ ॥ আপস্তম্ব উবাচ । এতাং বঃ
 প্রতগৃহ্যামি গাং যুয়ং মুক্তকিষিবাঃ । নিষাদা গচ্ছত
 স্বর্গং সহ মৎস্তেজ্জলোদ্ধতৈঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রাণিনাং
 প্রীতিমুৎপাদ্য নির্মিতেনাপি কৰ্ম্মণা । নরকং যদি
 পশ্যামি বৎশ্রামি স্বর্গং এব তৎ ॥ ৫৭ ॥ যম্মা মুকুতং
 কিক্ষিমনোবাক্যকৰ্ম্মভিঃ । কৃতং স্তাস্তেন দুঃখার্ভাঃ
 সৰ্কোযান্ত শুভাং গতিম্ ॥ ৫৮ ॥ ততস্ততঃ প্রসাদেন

প্রীত হইয়াছি; অধুনা আমি ক্রীত হইলাম। গো
 সকল অমূল্য এবং জগতের পরমপবিত্র বস্তু। গো-
 সমূহকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তাহাদিগকে মান-
 বের নিত্যপূজা, মঙ্গলায়তন, এবং দেবতাস্বরূপ
 করিয়া ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিপ্রগণের
 অগ্ন্যাগার দেবায়তন প্রভৃতি যখন গোময় দ্বারা
 লিপ্ত হইয়া শুদ্ধি লাভ করে, তখন আর গো-
 সমূহের পাবনধ্বের পরিচয় দিতে হইবে না।
 গোময়, গোমূত্র, কীর, দধি, ও সর্পি, গোকর এই
 পাঁচটা বস্তু জগৎ পবিত্র করে। “গোক আমার
 অগ্রে নিত্য বর্তমান; গোক আমার পূর্বে সদা
 বিরাজিত; হৃদয়ে আমার গো অবস্থান করি-
 তেছে এবং গোমধ্যে সৰ্ব্বদা বাস কারধা আছে।”
 নর শুচিতাবে ত্রিস্রজ্যা এই মন্ত্র জপ করিলে
 সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে।
 মানব স্বয়ং আহার না করিয়া প্রতিদিন গোগণকে
 তৃণাহারে ভুট করিবে; যদি আহার করিয়া এই
 কার্য করে, তাহা হইলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যে
 ব্যক্তি গবারুক প্রদান করে, তাহার অগ্নিতে
 হোম করা হয়, পিতৃলোকদিগকে তর্পিত করা
 হয়, এবং দেবতাদিগের পূজা করা হয়। গবা-
 হিক দানের মন্ত্র যথা—হে সৌরভেয়ী! আপনি
 জগৎপূজ্যা, দেবী ও বিষ্ণুপদে স্থিতা; আপনি

আমার ঐদন্ত দ্রব্য সকল গ্রহণ করুন। নর
 বালবৎসা গাভীর রক্ষাবিধান করিলে, তাহার
 গাত্রকণ্ডন করিয়া দিলে এবং কীর্ণ ও আর্ধ অব-
 স্থায় তাহাকে পালন করিলে স্বর্গে পূজিত হয়।
 গো সকল স্বর্গসঙ্গমস্বরূপ ও স্বর্গের সোপান ভূল্য।
 ধীবরণ যুনি আপস্তম্বের এই সকল কথা শ্রবণ
 করিয়া প্রণামপূর্বক তাহাকে বালল,—সামুজনের
 দর্শন, স্পর্শন, কীৰ্ত্তন, স্বরণ ও ঔহাদের সহিত
 সন্তাষ এই সকলই পবিত্র। হে দেব! আপনি
 আমাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন;
 অতএব অমুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট হইতে
 এক গাভী গ্রহণ করুন। আপস্তম্ব বলিলেন,—
 আমি তোমাদের গো প্রতিগ্রহ করিতেছি;
 তোমরা বিগতপাপ হইয়া জলোদ্ধত মৎস্তের
 সহিত স্বর্গে গমন কর। নিম্নিত কৰ্ম্ম দ্বারাও
 প্রাণিগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া যদি নরকে
 বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে
 নরকে বাস বলা যায় না, সে স্বর্গবাসেরই
 ভূল্য হয়। আমি কায়মনোবাক্যে যাহা কিছু
 মুকুত অর্জন করিয়াছি, তাহা দ্বারা অতি
 ক্ষুদ্রী সকলেই স্বর্গগমন করুক। যুনি এই
 কথা বলিলে ধীবরণ মৎস্তগণের সহিত স্বর্গে
 গমন করিল। তাহা দিগকে স্বর্গে যাইতে

মহর্ষেভাবিতাক্ষনঃ । নিষাদান্তেন বাক্যেন সহ
মৎস্তজীবং গতাঃ ৫১ । তান্ দৃষ্টা ব্রজন্তঃ স্বর্ণ-
স মৎস্তান্নমৎস্তজীবিনঃ । সামাত্যভৃত্যো নৃপতি-
কিন্ময়াদিদমববীৎ ৬০ । সেব্যঃ শ্রেয়োহর্ষিভিঃ
সন্তঃ পুণ্যতীর্থে জলোপমাঃ । কণোপাসনমপ্যজ
ন যোবাং নিফলং ভবেৎ ৬১ । সন্তিঃ সহ সদাসীত
সন্তিঃ কুবীতঃ সংকথাৎ । সতাং ব্রতেন বস্তেত
নাসন্তিঃ কিকিলাচরেৎ ৬২ । সতাং সমাগমাদেতে
সমৎস্তা মৎস্তজীবিনঃ । জিবিষ্টপমুপ্রাপ্তা নরাঃ
পুণ্যকৃতো যথা ৬৩ । আপত্ত্বো মুনিস্তত্র লোমশ-
মহামনাঃ । বরৈস্তঃ বিবিধৈরিষ্টৈচ্ছন্দয়ামাসতুন পম্ ।
৬৪ । ততঃ স বরয়ামাস ধর্মবুদ্ধিঃ সুহৃদভাম্ ।
তথেষতি চোক্তা তৌ জীত্যা তং নৃপং বৈ শশংসতুঃ ।
৬৫ । অহো ধন্তোহসি রাজেন্দ্র যন্তে ধর্মপরা
মতিঃ । ধর্মঃ সুহৃদভঃ পুংসাঃ বিশেষণে মহী-
কিতাম্ ৬৬ । যদি রাজা মদাবিষ্টঃ স্বধর্মং ন
পরিত্যজেৎ । ততো জগতি কন্তশ্চাৎ পুমান-
ভ্যবিকো ভবেৎ ৬৭ । ধ্রুবঃ জয় সদা প্রোজা-
মোহন্তাপি সদা ধ্রুবঃ । মোহাদ্ধ্রুবশ্চ নরকো
রাজ্যঃ নিদন্ত্যন্তো বৃথাঃ ৬৮ । রাজ্যঃ হি

বহু বস্তন্তে নরা বিষয়লোলুপাঃ । মনীষিণশ্চ
পশুন্তি তদেব নরকোপমম্ ৬৯ । তন্মাজো-
দয়ধ্বংসী ন কর্তব্যো মদম্বরা । মদীচ্ছসি মদা-
রাজ শাশ্বতীঃ গতিমান্ননঃ ৭০ । ঈশ্বর উবাচ ।
ইত্যুকা তৌ মহাত্মানৌ জগৎকৃৎ স্বঃ স্বমাক্ষমম্ ।
নাভাগোহপি বরঃ লভা প্রবর্তঃ প্রাবিশৎ পুরম্ ।
৭১ । এতন্তে কথিতং দেবি প্রভাবঃ দেবি-
কোভবম্ । স্ববিণা স্থাপিতস্তাপি ভবো জালে-
বরস্তথা ৭২ । জালে নিপতিতো যস্মাদ্ভাশানা-
মুণিসন্তমঃ । জালেশ্বরেতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ
পৃথিবীতলে ৭৩ । তত্র স্নাত্ব মহাদেবি জালে-
শ্বরসমর্চনাৎ । আপত্ত্বশ্চ নাভাগো নিষাদা
মৎস্তজীবিনঃ ৭৪ । মৎস্তঃ সহ গতাঃ স্বর্ণং
দেবিকায়ঃ প্রভাবতঃ । চৈত্রশ্চৈব তু মাসস্ত শুক্ল-
পক্ষে ত্রয়োদশীম্ ৭৫ । দদ্যাৎ পিতৃং পিতৃত্যো
যন্তস্তান্তো নৈব বিদ্যতে । গোদানং তত্র দেয়ং তু
ব্রাহ্মণে বেদপারগে । শ্রোতব্যকৈব মাহাত্ম্যং
জটব্যো জালকেশ্বরঃ ৭৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে জালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্ট্রজিৎ ৭-
দধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৩৬৮ ।

দেখিয়া সামাত্য নাভাগ বিস্মিত হইয়া বলি-
লেন,—অকলাধী জনগণ পুণ্যতীর্থজলোপম সং
ব্যক্তির সেবা করিবে; কারণ, তাঁহাদের কণ-
কাল মাত্র উপাসনা করিলেও তাহা নিফল হয় না ।
সংব্যক্তির সহিত একত্রে উপবেশন, বাক্যলাপ
ও ব্রতচরণ করিবে; অসৎ ব্যক্তির সহিত
কোন কর্মই করিবে না । দেখ, এই মৎস্ত জীব-
গণ সংসদের গুণে পুণ্যবান ব্যক্তির ভায়
স্বর্গে গমন করিল । অনন্তর মুনি আপত্ত্ব ও
লোমশ ইহারা উভয়ে বিবিধ বর প্রদানে রাজা
নাভাগকে ভোষিত করিলেন । রাজা তাঁহাদের
নিকট ধর্মবুদ্ধি প্রার্থনা করিলেন । তাঁহারা
রাজবাক্যে ‘তথাস্থ’ বলিয়া বলিলেন,—হে
রাজেন্দ্র ! তুমি ধন্ত; যে হেতু তোমার ধর্ম-
পরায়ণা বুদ্ধি হইল; ধর্ম পুরুষ যাজ্ঞের বিশেষতঃ
রাজ্যকিণের সুদ্রভ । রাজা মদাবিষ্ট হইয়া
যদি স্বধর্ম পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে
জগতের কোন পুরুষ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে
পারে? রাজ্যকিণের জয় এবং এবং মোহও
ধ্রুব; এবং মোহ হইতে নরকও ধ্রুব, এই জন্ত
রাজ্যও নিদনীয় । বিষয়লোলুপ নরগণই রাজ্যকে

গোয়বের বস্ত্র মনে করে; কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহাকে
নরকোপম দেখেন । অতএব রাজান্ন যদি আপনি
শাশ্বতী গতি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে লোকদ্বয়-
ধ্বংসী মদ পরিত্যাগ করিবেন । ঈশ্বর কহিলেন,—
এই সকল কথা বলিয়া মুনিবরষয় স্ব স্ব আশ্রমে
গমন করিলেন । রাজা নাভাগও বর লাভ
করিয়া সর্ঘ্য মনে স্বগৃহে গমন করিলেন । হে
দেবি! এই ত তোমাকে দেবিকোভব নৃত্যন্ত
বলিলাম । স্ববি আপত্ত্ব এই জালেশ্বর নামক
শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । অবিসন্তম এই
স্থানে কৈবর্তগণের জালে পড়িয়াছিলেন বলিয়া
লিঙ্গেরও নাম হইয়াছে—জালেশ্বর । মহাদেবি!
এই তীর্থে স্নানান্তে জালেশ্বরের অর্চনা করিয়া
স্ববি আপত্ত্ব, রাজা নাভাগ এবং মৎস্তজীবী
বীবরগণ মৎস্তসকলের সহিত দেবিকাপ্রভাবে
স্বর্গগমন করিয়াছেন । চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতে
এখানে পিতৃ প্রদান করিলে তাহা অমল্য হয় ।
বেদপারগ ব্রাহ্মণকে এখানে গোদান করা উচিত ।
এই মাহাত্ম্য শ্রোতব্য এবং জালেশ্বর লিঙ্গ
জটব্য । ৪১—৭৬ ।

অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬৮ ।

একানচছারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি কুপং
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ । দেবিকাত্যন্তটে রম্যে হকার-
শৈব পৃথ্যতে ॥ ১ ॥ ততোহধস্তাং পুনর্ধাতি সলিলং
তত্র ভামিনি । তত্ণোম পুরা প্রোক্তো দেবিকা-
ন্তটমাহিতঃ ॥ ২ ॥ তপন্তেপে মহাদেব শিবভক্তি-
পরায়ণঃ । তন্ত্ৰৈবং তপ্যমানস্ত তস্মিন্ দেশে
বরাননে ॥ ৩ ॥ আজগাম যুগো বৃক্ষস্তং দেশমন্ধদু-
প্রিয়ে । স পশাত মহাগর্ভে অগাধে জল-
বজ্জিতে ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা কুপয়াবিস্তঃ স মুনির্দোমমা-
হিতঃ । হকারং কুরুতে তত্র ভূয়োভূয়ন্ত ভামিনি ।
৫ ॥ অথ হকারশব্দেন তন্ত গর্ভঃ প্রপূরিতঃ ।
ততো যুগো বানক্রান্তঃ কৃষ্ণেণ সলিলাং প্রিয়ে ॥ ৬ ॥
মাহুযং রূপমাজিত্য তযুযিং পর্যাপৃচ্ছত । বিস্ময়ং
পরমং গতা কাম্যদং কশ্মণঃ কলম্ ॥ ৭ ॥ যুগযে
পতিতশ্চাত্ত নরো ভূষা বিনির্গতঃ । সোহব্রবীতস্ত
মাহাশ্ব্যং সলিলস্ত দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮ ॥ অতোহং
নরতাং প্রাপ্তো নান্তদন্তীহ কারণম্ । ততস্তৎসলিলং
ভূয়ঃ প্রবিষ্টঃ ধরণীতলে ॥ - ॥ ততো হকৃতবান্ ভূয়ঃ
স শ্বাবঃ কোতুকাধিতঃ । আপূরিতঃ পুনঃ কুপঃ

উনচছারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর মানব
ত্রৈলোক্যবিশ্রুত কুপে গমন করিবে । এ কুপ
দেবিকাতটে অবস্থিত । ইহা হকার দ্বারা পূর্ণ হয় ।
ইহার অধোদেশে সলিল প্রবাহিত । পূর্বে তত্ণী
নামক এক শিবভক্ত দেবিকাতটে তপস্তা করি-
তেন । তিনি তপস্তা করিতে থাকিলে একদা
এক বৃক্ষাঙ্ক যুগ এই স্থানে আসিয়া এক অগাধ গর্ভমধ্যে
পতিত হয় । তদর্শনে এই মৌনী মুনি কথা না
কহিয়া বারবার হকার করিতে থাকেন । হকার
শব্দে গর্ভ পূরিত হয় ; যুগ ভাসিয়া উঠে । পরে
সে বিস্মিত হইয়া মাহুয মুর্ধিতে মুনিকে জিজ্ঞাসা
করে,—হে দেব ! আমি যুগ, এই গর্ভে পতিত
হইয়াছিলাম, মাহুয হইলাম কিরূপে ? দ্বিজোত্তম
ভক্ত্য সলিলের সমস্ত মাহাশ্ব্য কৌতুহ করিলেন ।
মাহুযরূপী যুগ বলিল, ও ! এই অজ্ঞই আমি নরহ
প্রাপ্ত হইয়াছি, অজ্ঞ আর কোন কারণ নাই । এই
বলিয়া পুনরায় সে সেই গর্ভে প্রবেশ করিল ।
অধিও আবাব হকার করিলেন । কুপও পূর্বের

সলিলেন পুরা যথা ॥ ১০ ॥ ততঃ স কৃতবান্ স্নানঃ
তথা চ পিতৃভগণম্ । মত্বা তীর্থবস্তং তত্র ততঃ
প্রাপ্তঃ পরাং গতিম্ ॥ ১১ ॥ অদ্যাপি হকৃতে
তস্মিন্ সলিলোচ্চঃ প্রবর্ততে । তত্র গতা নরো
ভক্ত্যা অপি পাপরতোহপি যঃ ॥ ১২ ॥ ন মাহুয্যং
পুনর্জন্ম প্রাপ্নোতি জগতীতলে । তত্র স্নাত্বা
ওচির্ভূত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ॥ ১৩ ॥ মৃত্যুতে
সর্বপাপেভ্যঃ পিতৃলোকে মহীয়তে । কুলানি
ভারয়েৎ সপ্ত অতীতানাগতানি চ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে হকারকুপমহাশ্ব্যবর্ণনং নামৈকোন-
চছারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৯ ॥

চছারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি তত্র
স্থানে তু সংস্থিতম্ । চণ্ডীশ্বরং মহালিঙ্গং সর্ব-
পাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র শুক্লচতুর্দিশ্যাং কার্ত্তিকে
মাগি ভামিনি । উপবাসপরো ভূষা যঃ করোতি প্রজা-
গরম্ । স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
ইতি শ্রীহান্দে চণ্ডীশ্বরমাহাশ্ব্যবর্ণনং নাম চছা-
রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪০ ॥

স্তায় জলপূর্ণ হইল । অনন্তর এই মাহুয এই স্থান
তীর্থ বুঝিয়া তথায় স্নান, পিতৃভগ্ন করিয়া
পরম গতি লাভ করিল । অদ্যাপি হকার করিলে
এ কুপ জলপূরিত হয় । মানব এই তীর্থে গমন
করিলে, পাপরত হইলেও মাহুযমোনি বা পুনর্জন্ম-
প্রাপ্ত হয় না । সেখানে স্নান করিয়া ওচি হইয়া যে
মানব শ্রাদ্ধ করে সে, সর্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ
করিয়া পিতৃলোকে পুজিত হয় এবং জাহার
অতীতানাগত সপ্ত কুল উদ্ধার পায় ॥ ১—১৪ ॥

উনচছারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩৯ ॥

চছারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর মানব
ভক্ত্য সর্বপাতকনাশন চণ্ডীশ্বর মহালিঙ্গ দর্শন
করিবে । এই তীর্থে কার্ত্তিকী শুক্লা চতুর্দশীতে
উপবাসপরায়ণ হইয়া যে জাগরণ করে, সে পরম
স্থান শিবলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

চছারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪০ ॥

একচারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । আশাপুরং ততো গচ্ছেদ্বি-
রাজমকল্যবম্ । শশিভূষণবায়বো সংস্থিতঃ বিয়-
নাশনম্ । আশাং পুরয়তে যস্মাস্তেনাশাপুরকঃ স্মৃতঃ ॥
১ ॥ যত্র রামেণ দেবেশি সীতয়া লক্ষণেন চ । সমারাদ্য
চ বিয়েশং প্রাপ্তং কামমতীপিতম্ ॥ ২ ॥ যত্র
চন্দ্রমসা দেবি সমারাদ্য গণাধিপম্ । লক্শং তদ্বা-
হিতং পূৰ্ণং সৰ্ব্বকুঠবিনাশনম্ ॥ ৩ ॥ চতুর্থাং গুরু-
পক্ষে চ মাসি ভাদ্রপদে তথা । তত্র সম্পূজ্য
দেবেশং মোদকৈর্ভোজয়েদ্ভিজ্জান্ ॥ ৪ ॥ বাহিতাং
লভতে সিদ্ধিঃ বিয়রাজপ্রসাদতঃ । ক্ষেত্রস্থাস্ত
মহাদেবি রক্ষার্থং তু ময়া পুরা ॥ ৫ ॥ ততো নিযুক্তো
দেবেশি যানিনাং বিয়নাশনঃ ॥ ৬ ॥
ইতি শ্রীকাল্ধ আশাপুরবিয়রাজমার্থাভ্যাবর্ণনং নামৈক-
চচারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪১ ॥

ষিচচারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ১০

ঈশ্বর উবাচ । তস্ত দাক্ষণ্যনৈখ্যতোনাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ । লিঙ্গং পাপহরং দেবি শ্রয়ং সোমপ্রতি-

একচচারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর মানব আশাপুরক
অকল্যব বিয়রাজসমীপে গমন করিবে । ইনি শশি-
ভূষণের বায়ুকোণে আছেন । বিয়নাশ করা ইহার
কার্য । আশাপূরণ করেন বলিয়া ইহার নাম
আশাপুরক । পূর্বে রাম, সীতা ও লক্ষণ এই
স্থানে ইহার আরাধনা করিয়া ঈপ্সিত লাভ করিয়া-
ছিলেন । চন্দ্রমাণ্ড ইহার আরাধনা করিয়া বাহিত
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ভাদ্রমাসের গুরু চতুর্থাতে
এই তীর্থেদেবের পূজা করিয়া মোদক দ্বারা ভ্রামণ
ভোজন করাইতে হয় । এরূপ করিলে বিয়রাজের
প্রসাদে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । হে মহাদেবি !
আমি এই ক্ষেত্রের রক্ষার্থ পূর্বে এই বিয়রাজকে
নিযুক্ত করিয়াছিলাম । ১—৬ ।

একচচারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪১

ষিচচারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । পূর্বোক্ত এক
তীর্থস্থানের দক্ষিণে নৈখ্যত্বকোণে অনতিদূরে

স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তত্রৈবামৃতকুণ্ডঃ তু কলাকুণ্ডঃ তু তৎ
স্মৃতম্ । তত্র স্নাত্বা তু চন্দ্রেণ যো নরঃ পূজয়ি-
যতি ॥ ২ ॥ স তু বর্ষসহস্রস্ত তপঃকলমবাধ্যতি ।
তত্রৈব সংস্থিতঃ দেবি তড়াগঃ চন্দ্রনির্মিতম্ ॥ ৩ ॥
ধনুঃষোড়শবিস্তারঃ চন্দ্রেণাং পূর্বপশ্চিমে । তৎ
পূৰ্ণং তে সমাখ্যাতঃ মুক্তিদানাদিপূর্বকম্ ॥ ৪ ॥
ইতি শ্রীকাল্ধে চন্দ্রেণরকলাকুণ্ডমাহাভ্যাবর্ণনং নাম
ষিচচারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪২ ॥

ষিচচারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কপিলেশ্বর-
মুতমম্ । শশিভূষণপূর্ণেণ কোটিতীর্থাক পশ্চিমে ॥
১ ॥ জরদগবেশাদক্ষিণে সমুদ্রোত্তরতন্তথা । এতৎ
কাপিলং ক্ষেত্রং নাপুণ্যঃ প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥ ২ ॥
কপিলেন পুরা দেবি যত্র তপ্তং তপো মহৎ ।
বর্ষাণামযুতং সাগ্ৰং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ সমা-
হুতা তত্র দেবী কপিলধারা মহানদী । সমুদ্রমধ্যে
সাদ্যপি পুণ্যবত্তিঃ প্রদৃষ্টতে ॥ ৪ ॥ তত্র স্নাত্বা মহা-

সোমপ্রতিষ্ঠিত পাপহর লিঙ্গ আছেন । ঐ স্থানে
অমৃতকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে । এই কুণ্ডের
নামান্তর কলাকুণ্ড । এই কুণ্ডে স্নান করিয়া যে নর
তত্রতা চন্দ্রেণরের পূজা করে, সে সহস্র বৎসরের
তপঃকল প্রাপ্ত হয় । আর এই ক্ষেত্রে চন্দ্রনির্মিত
এক তড়াগ আছে । এই তড়াগ ষোড়শ ধনু বিস্তৃত ।
ইহা চন্দ্রেণরের পশ্চিমে অবস্থিত । এই তড়াগের
পূর্বে তোমার এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডে স্নান
করিয়া দানাদি করিলে মুক্তি হয় । ১—৪ ।

ষিচচারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪২ ।

ষিচচারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর কপিলে-
শ্বর তীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থে শশিভূষণের
পূর্বে কোটিতীর্থের পশ্চিমে জরদগবেশের দক্ষিণে
এবং সমুদ্রের উত্তরে তটে অবস্থিত । এই স্থানকে
কাপিল ক্ষেত্র বলে । এই স্থান অপুণ্যবান ব্যক্তি-
গণের গম্য নহে । পূর্বে মহর্ষি কপিল এই স্থানে
সপাদ অযুতবর্ষ ব্যাপিয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
তপস্তা করিয়াছিলেন । মহানদী কপিলধারা ঐ

†

দেবী কপিলাবতীঃ বিশেষতঃ। কপিলাঃ দাপয়ে-
ত্ব গোত্রকোটিকলভাগতবেৎ ৫। সর্বেষাং চৈব
পাপাণাং প্রারম্ভিতমিদং স্মৃতম্। কপিলেশ্বরঃ তু
সম্পূজ্য কস্তাকোটিকলভাগতবেৎ ৬। দেব্যাচ।
আশ্রয়ঃ মম দেবেশ কপিলবতী মহেশ্বর।
বিধানং ত্রোতুমিচ্ছামি দানমন্ত্রাদিধর্মকম্ ৭।
ঈশ্বর উবাচ। জন্মজীবিতমধ্যে তু যদ্যেকা লভ্যতে
নরৈঃ। সংযোগযুক্তা সা বহী ভৎকিং দেবি ব্রবী-
মহ্যম্ ৮। প্রোষ্ঠপদ্যাসিতে পক্ষে বতীমজ্জা-
রকা যদি। ব্যতীপাভক রোহিণ্যাং সা বহী
কপিলা স্মৃতা ৯। তত্র কেত্রে নরঃ শ্রাব্য অথ-
বার্হস্মলে শুভে। যদা শুভ্রতিলৈশ্চৈব কপিলা-
সঙ্গমে শুভে ১০। কৃত্তবানজপঃ পশ্চাৎসূর্য্যা-
য়াধ্যং নিবেদয়েৎ। রক্তচন্দনতোয়েন করবীর-
বুতেন চ। কৃদার্থ্যপাত্রঃ শিরসি মন্ত্রোপায়েন দাপ-
য়েৎ ১১। নমস্ত্রৈলোক্যানাথায় উভাসিতজগদ্রয়
বেদরশ্মে নমস্ভ্যঃ গৃহপাধ্যং নমোহস্ত তে ১২।
সূর্য্যং প্রদক্ষিণীকৃত্য সম্পূজ্য কপিলেশ্বরম্। উপ-

স্থানে আবৃত্ত হয়। এই নদী অদ্যাপি সমুদ্রমধ্যে
আছে, পুণ্যবান ব্যক্তিগণ দেখিতে পান। বিশে-
ষত এই স্থানে কপিলাবতীতে স্নান করিয়া কপিলা-
দান করিলে কোটি গোদানের ফল হয়। এই
তীর্থ সর্ব পাপের প্রারম্ভস্তবৎ। কপিলেশ্বরের
পূজা করিলে কোটি কস্তাদানের ফল লাভ হয়।
দেবী বলিলেন,—হে মহেশ্বর; আমি কপিল-
বতীর কথা শুনিয়া আশ্রয় হইলাম; অধুনা দান
মন্ত্রাদির সহিত উহার আচরণপদ্ধতি শুনিতে
ইচ্ছা করি। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি! এই
যোগযুক্তা বহী জন্মের মধ্যে যদি একটি লাভ করা
যায় ত বস, আর তাহার কিছুই দরকার হয় না।
প্রোষ্ঠপদ্যাসিত পক্ষে বহী তিথিতে যদি অজারক
বার হয়, আর সেই দিন যদি রোহণীতে ব্যতীপাভ
ঘটে, তাহা হইলে কপিলা বহী হয়। এই দিন
উক্ত কেত্রে অর্কস্থলে অথবা কপিলাসঙ্গমে মুক্তিকা
ও শুক্ল তিল দিয়া স্নান করিয়া জপ সমাপনান্তে
সূর্য্যার্থ্য দান করিবে। রক্তচন্দন করবীর দ্বারা অর্ঘ্য
প্রদত্ত করিয়া তাহা মস্তকে করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে
প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা, “হে উভাসিত-
জগদ্রয়! তুমি ত্রৈলোক্যানাথ, তোমাকে নমস্কার।
হে বেদরশ্মে! তোমাকে নমস্কার; তুমি আমার
প্রাপ্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার।”

নিপে শুভেদেশে পুষ্পাক্তবিধুধিতে ১:৩। স্বাপয়ে-
দ্রবণঃ কুন্তঃ চন্দনোদকপূরিতম্। পঞ্চরত্নসমযুক্তং
দূর্ধ্বাপুষ্পাক্তাংবিতম্ ১৪। রক্তবস্ত্রগুচ্ছমং
ভাস্রপাত্রেণ সংযুক্তম্। রথো রক্তকলশৈব একচিহ্ন-
বিচিহ্নিতঃ ১৫। সৌবর্ণপলসংযুক্তাঃ মুক্তিঃ সূর্য্যস্ত
কারয়েৎ। কুন্তস্তোপরিসংস্পায়াগন্ধপুষ্পৈঃসমর্চয়েৎ
১৬। কপিলেশ্বরসারিণ্যো মণ্ডপে হোমসংস্কৃতে।
আদিত্যঃ পূজয়েদেবঃ নামতিঃ সৈবধোদিতৈঃ ১৭।
আদিত্য ভাস্কর রবে ভানো স্বয়ং দিবাকর।
প্রভাকর নমস্ভ্যঃ সংসারায়ামুদর ১৮। ভক্তি-
মুক্তিপ্রদো যস্মাত্ত্রাচ্ছাভিঃ প্রবচ্ছ নঃ ১৯।
নমো নমস্তে বরদ ঋক্সামযজুঃ পতে। নমো-
হস্ত বিশ্বরূপায় বিশ্বধামে নমোহস্ত তে ২০।
অমৃতং দেবি তে কীরঃ পবিত্রমিহ পুষ্টিদম্ স্ব-
প্রসাদাৎপ্রমুচ্যন্তে মনুজাঃ সর্বপাতকৈঃ ২১।
ব্রহ্মণোৎপাদিতে দেবি বহিঃকুণ্ডায়প্রভে। নমস্তে
কপিলে পুণ্যে সর্বদেবনমস্কৃতে ২২। সর্বদেব-
ময়ে দেবি সর্বতীর্থময়ে শুভে। দাতারঃ পূজ-
য়ানং মাং ব্রহ্মলোকঃ নয় স্বয়ম্ ২৩। এবং
সম্পূজ্য কপিলাঃ কুন্তস্থং দিবাকরম্। জাহ্নবে

তারপর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া কপিলেশ্বরের
পূজা করিবে। পরে পুষ্পাক্তশোভিত উপলিঙ্গ
স্থানে একটি নিখুঁত ঘট স্থাপন করিবে। ঘটটি
চন্দনোদকপূরিত পঞ্চরত্নসমযুক্ত, দূর্ধ্বা পুষ্পাক্তা-
বিত রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত, এবং ভাস্রপাত্রেযুক্ত হইবে।
এবং চিহ্নবিচিহ্নিত রক্তকলশিত রথ নিষ্কান করিবে।
আর সুবর্ণনির্মিত এক সূর্য্যপ্রতিমা কুণ্ডের উপরি-
ভাগে স্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া তাহার পূজা
করিবে। কপিলেশ্বরসারিণ্যে হোম-সংস্কৃত মণ্ডপে
নামোমন্ত্রপূর্ব্বক আদিত্যের পূজা করিবে। ১—১৮।
মন্ত্র যথা, হে আদিত্য, ভাস্কর, রবি, ভাস্র, দিবাকর,
প্রভাকর। তোমাকে নমস্কার, সংসার হইতে
আমাকে উদ্ধার কর। হে দেব। তুমি ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদ, অতএব আমাদিগকে শান্তি প্রদান কর।
হে ঋক্সামযজুঃপতে বরদ। তোমাকে নমস্কার
নমস্কার। হে বিশ্বরূপ, বিশ্বধাম! তোমাকে নমস্কার।
হে দেবি! কপিলে তোমার কীর লোক পবিত্র ও
পুষ্টিদ; তোমার প্রসাদে মনুষ্যগণ সর্বপাতক হইতে
মুক্তি লাভ করে। হে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মোৎপাদিতে
মহাভূতে, সর্বদেবনমস্কৃতে, পুণ্যে, সর্বদেবময়ি সর্ব-
তীর্থভূতে, দেবি কপিলে। তুমি আমাকে ব্রহ্মলোকে

বেদবিহুস উভয়ং প্রতিপাদয়েৎ । ২৪ । ব্যাসায়
স্বর্ঘ্যভক্তায় মন্ত্রেণানেন দাপয়েৎ । ২৫ । দিব্য-
মূর্ত্তিজগজ্জুর্ধ্বাদশাখা দিবাকরঃ । কপিলাসহিতো
দেবো মম যুক্তিং প্রবক্ষ্যতু । ২৬ । যশাখ্যঃ কপিলে
পুণ্য সর্বলোকস্ত পাবনী । প্রদত্তা সহ স্বেধ্যৈ মম
যুক্তিপ্রদা ভব । ২৭ । পলেন দক্ষিণা কার্ঘ্যা
ভদ্রকীর্তনং বা পুনঃ । শক্তিতে দক্ষিণায়ুক্তাঃ তাং
ধেহুং প্রতিপাদয়েৎ । ২৮ । যোহনেন বিধিনা
কুর্ঘ্যাৎ যজীঃ কপিলসংজ্ঞিতাম্ । সোহবমেধসংশ্রুত
কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ । ২৯ । যৎকলম্ সর্ব
ভীর্ষে সর্বদানেষু বৎকলম্ । তৎকলং সর্বমাপ্নোতি
যঃ যজীঃ কপিলাং চরেৎ । ৩০ । কপিলাকোটিসংস্রাপি
কপিলাকোটিশতানি চ । স্বর্ঘ্যপূর্ণি যদ্বদ্যা তৎকলং
কোটিশো ভবেৎ । ৩১ । কোটিগোয়ামংখ্যানি
বর্ধাপি বরবর্ধিনী । ভাবৎ স বসন্তে স্বর্ণে যঃ যজীঃ
কপিলাং চরেৎ । ৩২ । জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি
বৎপাপং পূর্নসংজ্ঞিতম্ । তৎসর্গঃ নাশমায়ান্তি
ইত্যাহ কপিলো মুনিঃ । ৩৩ ।
ইতি শ্রীহ্মাদে কপিলাযজীঃপ্রবধানমাহ্যাবর্ণনং নাম
জিহ্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৪০ ।

লইয়া চল। এইরূপে কপিলা ও কৃষ্ণ দিবাকরের
পূজা করিয়া এতদুভয়ই বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান
করিবে। স্বর্ঘ্যভক্ত ব্যাসকে এই মন্ত্রে দিবে;
যথা, হে দেব! তুমি দিব্যমূর্ত্তি, জনচক্ষু, দাদশাখা,
দিবাকর; তুমি কপিলার সহিত আমার যুক্তি প্রদান
কর। হে কপিলে! যেহেতু তুমি পুণ্য, অতএব
তুমি সর্বলোকপাবনী। তুমি প্রদত্তা হইয়া স্বর্ঘ্যের
সহিত আমার যুক্তিপ্রদা হও। পলমিত সুবর্ণ দ্বারা
দক্ষিণা দিবে; অথবা তাহার অর্দ্ধাঙ্গ দক্ষিণা দিবে।
যথার্থজ্ঞ দক্ষিণা দিয়া ধেনু দান করিবে। এই
বিধি অল্পসারে যে কপিলা যজী করে, সে সহস্র
অবমেধকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব ভীর্ষ ও
সর্বদানে যে কল, কপিলা যজীতে তৎসমস্ত কলই
পাওয়া যায়। স্বর্ঘ্যপূর্ণে একটি মাত্র কপিলা দান
করিলে কোটি সহস্র ও কোটিশত কপিলাদানের
কল হয়। যে জন কপিলা যজী ব্রত করে, সে
কোটি গো-রোমসংখ্যক বৎসর স্বর্ণে বাস করিয়া
থাকে। অপিচ তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞানত যাহা
কিছু পূর্নসংজ্ঞিত পাপ থাকে, তৎসমুদয়ই নাশ প্রাপ্ত
হয়, ইহা কপিলমুনি বলিয়াছেন। ১৮—৩৩।
জিহ্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪০।

চতুঃশচারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গজেন্দ্রবান্দেবি লিঙ্গং
পাপপ্রণাশনম্ । কপিলেশ্বরস্তৈশাভ্যামুত্তরেণ ব্যর-
হিতম্ । ১ । জরদগবেশ্বরং নাম জরদগবপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
ব্রহ্মহত্যাধিপাপনাশনং নাশনং নাজ সংশয়ঃ । ২ ।
তজ্জৈব সংস্থিতা দেবি দেবী অংগমতী নদী । তজ্জ
মাস্থা বিধানেন পিতৃদানস্ত দাপয়েৎ । ৩ । বর্ষ-
কোটিশতং সাগ্রং পিতৃণাং তৃপ্তিমাযয়েৎ । দুষভ-
ক্ত্য দাতব্যো ব্রাহ্মণে বেদপারগে । ৪ । ততস্ত
পুজয়েদেবং গজপুশৈর্জরদগবম্ । পঞ্চানুতরণে-
নৈব তথা গুণ্ডলুপুপনৈঃ । ৫ । ভূতদণ্ডনম্কারৈঃ
প্রদক্ষিণৈরহর্নিশম্ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তজ্জ ভক্ষ্য-
ভোজ্যৈঃ পুথ্যবিধৈঃ । একেন ভোজিতেনৈব কোটি-
র্ভবতি ভোজিতা । ৬ । কৃতে সিদ্ধোদকং নাম ততীর্ষং
পরির্কীৰ্ত্তিতম্ । জরদগবেশ্বরং তীর্ষং কলৌ তু পরি-
কীৰ্ত্ত্যতে । ৭ ।

ইতি শ্রীহ্মাদে জরদগবেশ্বরমাহ্যাবর্ণনং নাম চতু-
ঃশচারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৪৪ ।

চতুঃশচারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! আর এক অনন্তর
পাপপ্রণাশন লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। কপিলেশ্বরের
উত্তরে জ্ঞানকোণে এই লিঙ্গ আছেন। জরদগ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম জরদগবেশ্বর।
ইনি ব্রহ্মহত্যাধিপাপনাশন সংশয় নাই। হে দেবি!
এই লিঙ্গসমীপেই দেবী অংগমতী নদী আছেন।
ঐ নদীতে বিধিপুঙ্ক স্নান করিয়া পিতৃ দিলে সপাদ
শতকোটি বৎসর কাল পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়।
বেদপারগ ব্রাহ্মণকে এই স্থানে দুষভ দান করিতে
হয়। পরে গজপুপ, পঞ্চানুত, গুণ্ডল, ধূপ, ভূতি,
দণ্ডবৎ নমস্কার ও প্রদক্ষিণাদি দ্বারা জরদগবেশ্বরের
পূজা করিবে। অনন্তর বিবিধ ভোজভোজ্য দ্বারা
ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। একটী ব্রাহ্মণভোজন
করাইলে কোটি ব্রাহ্মণভোজনের কল হয়। সত্য-
যুগে এই তীর্ষ সিদ্ধোদক নামে পরির্কীৰ্ত্তিত ছিল;
কলিতে জরদগবেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ১—৭।
চতুঃশচারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪৪।

পঞ্চচারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি লিঙ্গং বৈ
হট্টকেশ্বরম্ । অরুণবাৎ পূর্বভাগে ধ্বজবাৎ যষ্টিভি-
জ্জিহ্বাঃ ১ । নান্য নলেশ্বরং দেবি স্থাপিতস্ত নলেন
বৈ । দময়ন্তীযুতেনৈব জ্ঞাত্য ক্ষেত্রং তদন্তমম্ ২ ।
তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি পূজয়িত্বা বিধানতঃ । কলিভি-
মুচ্যতে জন্তুদ্যুতে চ বিজয়ী তবেৎ ২ ।

ইতি শ্রীকাল্পে নলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চচা-
রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৪৫ ।

ষট্চারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্মানাদয়েয়দিগ্ভাগে স্থিতঃ
কর্কোটকো রবিঃ । পূর্বকল্পে মহাদেবি স্মৃতঃ কর্কো-
টকাবিত্তঃ ১ । তস্ত দর্শনমাত্রেণ শ্রীভাঃ স্মৃ-
তঃ সর্বদেবতাঃ । সপ্তম্যাং রবিবারেণ ধূপগন্ধা-
লেপনৈঃ । পূজয়েদ্যো বিধানেন মুচ্যতে সর্ব-
কিঞ্চিৎ ২ ।

ইতি শ্রীকাল্পে কর্কোটকার্কমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষট্-
চারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৪৬ ।

পঞ্চচারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর হট্টকে-
শ্বরসমীপে গমন করিবে । হট্টকেশ্বর অরুণবেশের
পূর্বে জিহ্বা ধ্বজ ব্যবধানে আছেন । নল রাজা
উত্তম স্থান জানিয়া দময়ন্তীর সহিত এই লিঙ্গ
স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উহা নলেশ্বর নামে
বিখ্যাত । এই লিঙ্গের দর্শন-পূজন করিয়া মানব
কলিমুক্ত ও দূরবিজয়ী হয় ১—২ ।

পঞ্চচারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৪৫ ।

ষট্চারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! পূর্বোক্ত লিঙ্গের
অগ্নিকোণে কর্কোটক রবি আছেন । পূর্বকল্পে
ইনি কর্কোটকাবিত্ত ছিলেন । ইহাকে দর্শন করিলে
সর্বদেবতা প্রসন্ন হন । রবিবার সপ্তমীতে ধূপ ও
গন্ধপুষ্পাঙ্কলেপন দ্বারা বিধিপূর্বক ইহার পূজা
করিলে সর্ব পাপ হইতে মুক্তি হয় ১—২ ।

ষট্চারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৪৬ ।

সপ্তচারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি লিঙ্গং
বৈ হট্টকেশ্বরম্ । নলেশ্বরং পূর্বভাগে শতধ্বজ-
বয়ে ১ । আগন্ত্যাম্রবনং নাম তত্র স্থানে তু
সংস্থিতম্ । চিত্তামণেস্ত পূর্বেণ ঈশানে জিহ্বতঃ ধ্বজঃ ।
তত্র পূর্বং তপস্তপ্তমগন্ত্যন মথাস্তনা ২ । দেব-
বাচ । কশ্মিন্ কালে মহাদেব সর্বঃ বিস্তরতো
বদ ৩ । ঈশ্বর উবাচ । পুরা দৈত্যগণা রৌদ্রা
বজ্রবৃক্ষাণি । কালকোয়া ইতি খ্যাতাঃ সৈলোক্যো-
চ্ছেদকারকাঃ ৪ । অথ তে নিহতাঃ সর্বৈ বিষ্ণুনা
প্রভবিষ্ণুনা । দৈত্যাস্তদননান্য তু প্রভাসক্ষেত্র-
বাসিনা ৫ । কৃত্বা ব্যাজস্ত রূপস্ত নান্য চক্রমুখীতি
চ । হতা বৈ তেন রূপেণ ততোহভূদৈত্যাস্তদনঃ ৬ ।
হতশেষাঃ সমুদ্রান্তে প্রবিষ্টা ভয়বিবিস্থলাঃ ।
ততস্তে মত্তয়ামাসুঃ পীড়ান্তে দেবতাঃ কথম্ ৭ ।
হস্তস্তাং ধর্ম্মিণো যেহন্ত বিদ্যান্তে ধরীতলে । তপ-
স্বাধ্যায়নিরতা যজ্ঞানরতাশ্চ যে ৮ । অথ তে
সমর্ষ্য কৃত্বা রাজৌ নিক্রম্য সাগরাৎ । নিক্রমু-

সপ্তচারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অন্তঃপর নর
হট্টকেশ্বর সমীপে যাইবে । এই লিঙ্গ নলেশ্বরের
পূর্বে দুইশত ধ্বজ অন্তরে অবস্থিত । এই স্থানে
অগন্ত্যর আম্রবন নামে এক স্থান আছে ।
তথায় এই লিঙ্গ বিদ্যমান, ঐ স্থান চিত্তা-
মণের পূর্বে ঈশানকোণে জিহ্বা ধ্বজ
ব্যাপিয়া আছে । মুনিবর অগন্ত্য এই স্থানে
পূর্বে তপস্তা করিয়াছিলেন । দেবী বলিলেন,—
মহাদেব । কোন্ কালে ইহা হইয়াছিল, বিস্তৃত
ভাবে বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—ওহে বরবর্শিনি !
পূর্বে কালকোয়া নামক দৈত্যগণ সৈলোক্যোচ্ছেদ-
কারক হইয়া উঠে । প্রভাসক্ষেত্রবাসী দৈত্যাস্তদন
প্রভবিষ্ণুবামু তাহাদিগকে নিহত করেন । তিনি
ঐ সকল দৈত্য বধকালে চক্রমুখী নামে ব্যাজরূপ
ধারণ করিয়াছিলেন । এই মূর্তিতেই দৈত্যগণ
নিহত হয় । তিনিও এই জন্তই দৈত্যাস্তদন নাম
পান । হতশেষ দৈত্যগণ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া
দেবতানপীড়নবিষয়ে মত্তা করে । তাহারা
স্থির করে যে, পৃথিবীতে যে যেখানে আছে,
তপঃসাধ্যায় নিরত, আর যজ্ঞানরত—দেব, আর
মার । এইরূপ প্রতিজ্ঞাকৃত হইয়া তাহারা রাজি-

জ্ঞাপসাত্ত্ব যজ্ঞদানরতান শ্রিয়ে ॥ ৯ ॥ প্রভাসে
তু মহাদেবি তত্র দ্বাদশযোজনে । বসিষ্ঠশ্রামে
তত্র মহর্ষীণাং মহাত্মনাম্ ॥ ১০ ॥ ভক্তিহানি সহস্রাণি
পঞ্চ সপ্ত চ তাপসান্ । শতান পঞ্চ রৈভ্যন্ত বিবা-
মিত্তস্ত যোড়শ ॥ ১১ ॥ চ্যবনস্ত চ সপ্তৈব জাবালৈর্ধি-
শতং মুনৈঃ । বালখিল্যশ্রমে পুণ্যে ষট্শতানি দ্বয়া-
শ্চিতিঃ ॥ ১২ ॥ যত্র কৃষ্ণিবৈদ্যন্তত্ৰ গন্ধা নিশা-
গমে । যজ্ঞদানসমায়ুক্তান্ ঋত্বিজো ভক্ষয়ন্তি চ ॥
১৩ ॥ ততো ভয়াকুলাঃ সর্ষে বহুবর্জগতীতলে ।
ন চ কশিষিজানান্তি দৈত্যানাং তু বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৪ ॥
রাজৌ নপত্তি মুনয়ঃ সুখশয্যাগতাস্তে তে । প্রভাতে
ত্বন্দরে তেবামহিসজ্বাশ্চ কেবলম্ ॥ ১৫ ॥ ততো
ধর্ম্মক্রিয়াক্ষাত্তা ভূতলে সর্ম্মমানবৈঃ । নিঃস্বাধ্যায়-
বহুচকারং ভূতলং সমপদ্যত ॥ ১৬ ॥ অথান্তে
তাপসা রাজৌ সংযুক্তাস্তে বৃত্তাঘ্রাঃ । অথোচ্চৈঃ
গতে ধর্ম্মে পীড়িতাঃ সর্ষিবৌকসঃ ॥ ১৭ ॥ কিমেত-
দিতি জল্পন্তো ব্রহ্মাণঃ শরণং গতাঃ । ভগবৎ-
স্তাপসাঃ সর্ষে তথা যে জ্ঞানশীলিনঃ ॥ ১৮ ॥ ভক্ষ্যন্তে
কেনাদ্রোজৌ মৃত্যুমিব প্রয়াস্তি চ । নষ্টধর্ম্মক্রিয়াঃ

কালে সাগর মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাপস-
গণকে নিহত করিতে থাকে। একদিন এই
দৈত্যদল দ্বাদশ যোজনব্যাপী বিরাট ক্ষেত্র প্রভাসে
উপস্থিত হইয়া বসিষ্ঠশ্রমে আন্দাজ পাঁচ সাত
হাজার, রৈভ্যশ্রমে পাঁচ শত, বালখিল্যশ্রমে বোল
জন, চ্যবনশ্রমে সাত জন, জাবালির অশ্রমে দুই
শত, এবং বালখিল্যাদির অশ্রমে ছয় শত যজ্ঞদান-
রত তাপস বিপ্রকে নিহত করিল। এই ভাবে যে
কোন স্থানে যজ্ঞ হয়, রাজিকালে সেই স্থানে গিয়া
হুট্টেরা যজ্ঞদান-সমায়ুক্ত ঋত্বিকগণকে ভক্ষণ করে।
তখন ধরাহল ভয়াকূল হইল। দৈত্যদিগের
ব্যাপার কেহ বুঝিতে পারে না। রাজিকালে মুনি-
গণ সুখশয্যায় শরন করিয়া নিজা যান, আর
প্রভাতে কেবল অস্থির রূপ দেখা যায়। এইরূপ
ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইলে মানবগণ ধর্ম্মক্রিয়া
পরিত্যাগ করিল। ভূতল নিঃস্বাধ্যায় ও নির্বহচ-
কার হইল। তাপসদিগের মধ্যে কেহ কেহ দলবদ্ধ
ও অস্ত্রযুক্ত হইয়া রাজি যাপন করিতে লাগিলেন।
এইরূপে ধরণীতলে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইলে দেবগণ
পীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। তাঁহাকে
বলিলেন,—হে ভগবান্ । তাপসগণ এবং জ্ঞানশীল
ব্যক্তিগণকে রাজিকালে কিসে ভক্ষণ করিতেছে ;

সর্ষে ভূতলে প্রপিতামহঃ ॥ ১৯ ॥ যো ধর্ম্মমাচরেন্দহি
স রাজৌ মৃত্যুমোচ চ ন স্বাধ্যায়বহুচকারং
সমন্তে ভূতলে বিতো ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মভাবাধায় সর্ষে
সন্দেহঃ পরমং গতাঃ । তেষাং তত্বচনং জ্ঞান-
ধাওয়া দেবঃ পিতামহঃ । অস্ববীং জিহ্বাশান সর্ষান
সন্দেহঃ পরমং গতান্ ॥ ২১ ॥ কালোয়া ইতি
বিখ্যাতা দানবা রোজকারিণঃ । তে সমুদ্রং সমা-
সাদ্য তাপসান্ ভক্ষয়ন্তি চ ॥ ২২ ॥ মৃত্যাকঞ্চ বিনা-
শায় তে ন শক্য নিবৃদ্ধিতুম্ । যতধ্বমেবাং নাশায়
নো চেয়াশো ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মধ্বং ভূতলে
লীভ্রমগন্তো যত্র তিষ্ঠতি । অতচর্য্যাত্ততো নিত্যং
প্রভাসে ক্ষেত্র উত্তমৈঃ ॥ ২৪ ॥ স শক্তঃ সাগরং
পাতুং মিত্রাবরুণসম্ভবঃ । প্রসাদ্যন্ত স মৃত্যুভিঃ
সমুদ্রং পিব সন্তম ॥ ২৫ ॥ ততস্তথা ভূতে
তেন ভে সর্ষে দানবাধমাঃ । বধ্যা মৃত্যাকং
ভবিষ্যন্তি এবঞ্চ জিহ্ববৈধরাঃ ॥ ২৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্ষে ব্রহ্মণা লোককারিণা । প্রভাসং
ক্ষেত্রমাসাদ্য অগস্ত্যঃ শরণং গতাঃ ॥ ২৭ ॥ দেবা
উচুঃ । রক্ষরক্ষ ষিঞ্জশ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যং সংশয়ং গতম্

তাঁহারা রাজিতে পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইতেছেন। হে
পিতামহ! ভূতলে সকলের ধর্ম্ম ও ক্রিয়া বিনষ্ট
হইয়াছে। অতএব যে জন ভূতলে দিবাভাগে
ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, সে রাজিতে মৃত্যুমুখে পতিত
হইতেছে। সমস্ত ভূতলের মধ্যে স্বাধ্যায় বা
বহুচকার কুজাপি নাই। ধর্ম্মভাবে আমরা সংশয়-
পর হইয়াছি। দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
ধ্যানান্তে পিতামহ বলিলেন,—কালকের নামক
প্রচণ্ড দৈত্যগণ সমুদ্রমধ্যে থাকিয়া তাপসগণকে
ভক্ষণ করিতেছে। তাঁহারা তোমাদিগকেও
বিনাশ করিবে, তোমরা স্বয়ং তাহাদিগকে
বিনষ্ট করিতে পারিবে না, অতএব তাঁহাদের
বধের জন্য সত্বর হও; নচেৎ নাশ প্রাপ্ত হইবে।
ভূতলে যেখানে মুনিবর অগস্ত্য ব্রহ্ম-
চর্য্যরত হইয়া বাস করিতেছেন, সেই প্রভাসক্ষেত্রে
তোমরা গমনকর। তিনি সাগর পান করিতে সমর্থ।
“সমুদ্র পান করুন” বলিয়া তোমরা তাঁহাকে
প্রসাদিত করিবে। তিনি সমুদ্র পান করিলে দৈত্য-
গণ তোমাদের বধ্য হইবে। ১—২৬। ঈশ্বর বলি-
লেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবগণ
প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করিয়া মুনিবর অগস্ত্যের
শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—ষিঞ্জ-
শ্রেষ্ঠ! রক্ষা করুন রক্ষা করুন; এই ত্রিলোক

কালকেইয়ে প্রতিধ্বজ্যঃ সমুদ্রঃ সমুপাশ্রিতৈঃ ॥ ২৮ ॥
তং শোষণং বিজ্ঞেষ্ঠে হিতার্থং ত্রিদিবৌকসাম্ । নাতঃ
শক্তঃ পুমান্ কশ্চিৎ কর্তৃমীদৃক্ক্রিয়াং বিভো ॥ ২৯ ॥
ঈশ্বর উবাচ । এবমুক্তঃ সুরগণৈরগস্ত্যো মুনি-
পুংসবঃ । জগাম ত্রিদেশৈঃ সার্কঃ সমুদ্রঃ প্রতি হর্ষিতঃ ॥
৩০ ॥ গীয়মানঃ গন্ধর্কৈঃ স্তূয়মানঃ কিমরৈঃ ।
শ্রাঘ্যমানঃ বিবুধৈর্লোক্যামেতদ্বাচ ॥ ৩১ ॥ এষ
ত্রৈলোক্যরক্ষার্থঃ শেষয়ামি মহার্ণবম্ । দ্রক্ষ্যধ্বং
কৌতুকং দেবাঃ সমীক্ষ্যকরৈর্হৃৎ ॥ ৩২ ॥ এবমুক্তা
বিজ্ঞেষ্ঠৌ হৃগস্ত্যো ভগবান্ মুনিঃ । গভ্রমকরোৎ
সর্বং সাগরং সরিতাং পতিম্ ॥ ৩৩ ॥ পীতে তত্র
মহাসিদ্ধাবগন্ত্যেন মহান্তনা । দানবা ভয়সস্ততা
ইতশ্চেতচ্চ বভ্রমুঃ ॥ ৩৪ ॥ বধ্যমানাঃ সুরৈস্তত্র শস্ট্রৈঃ
সুনিশিতৈস্তথা । কাস্তারমস্তে গচ্ছন্তঃ পলায়ন-
পরায়ণাঃ ॥ ৩৫ ॥ হস্তভূয়েষু দৈত্যেষু বিদার্য ধরণী-
তলম্ । পাতালং বিবিস্তসূত্রং কথিরেণ পরিপ্লুতাঃ ॥
৩৬ ॥ অথোচুস্তদশা হৃষ্টা অগস্ত্যং মুনিসন্তমম্ ।
সিদ্ধং নো বাহিতং সর্বং পূর্যতাং সাগরঃ পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
অগস্ত্য উবাচ । জীবাং তোয়ং ময়া দেবাস্তথৈবামেধা-
তাং গতম্ । উৎপৎসন্তি রঘুগাং হি কুলে নৃপতি-
সন্তমঃ ॥ ৩৮ ॥ ভগীরথেতি বিখ্যাতঃ সর্বশত্রুভৃতাং

সংশয়াপন্ন হইয়াছে । কালকেয়গণ সমস্ত বিধ্বস্ত
করিতেছে । দেবগণের হিতার্থ আপনি সমুদ্র
শোষণ করুন । এই কার্য সম্পন্ন করিতে অস্ত
কাহারও আর সামর্থ্য নাই । ঈশ্বর বলিলেন,—
এইরূপ অভিহিত হইয়া অগস্ত্য মুনি দেবগণের
সহিত সমুদ্রতটে গমন করিলেন । মুনিবর গন্ধর্ব-
গণ কর্তৃক গীয়মান, কিম্বরগণ কর্তৃক স্তূয়মান ও দেব
গণ কর্তৃক শ্রাঘ্যমান হইয়া বলিলেন,—এই আমি
ত্রৈলোক্য রক্ষার্থ সাগর শোষণ করিতেছি । হে
দেবগণ ! তোমরা দর্শন কর ; আমি এই সালসা-
কর সাগর পান করিতেছি । এই বলিয়া মুনিবর
সমগ্র সাগরকে গভ্রন করিলেন । তিনি সাগর
পান করিলে দৈত্যগণ তখন ভীত হইয়া ইতস্ততঃ
ধাবন করিতে লাগিল এবং সুরগণ কর্তৃক
প্রহৃত হইয়া তাহারা পলায়নপুষ্টক কাস্তারদেশে
যাইতে যাইতে রক্তাক্ত কলেবরে পাতালে
প্রবেশ করিল । দেবগণ তখন হৃষ্ট হইয়া মুনিবরকে
বলিতে লাগিলেন,—আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হই-
য়াছে । অধুনা আপনি সাগর পূর্ণ করুন । অগস্ত্য
বলিলেন,—হে দেবগণ ! আমি সাগরজল হজম
করিয়া কেলিয়াছি, অধুনা সে জল অমেধ্যতা (মলব)

বরঃ । স জ্ঞাতিকারণাদেব গঙ্গাং তত্রাশ্রিয়াতি ॥
৩৯ ॥ ব্রহ্মলোকং সরিদ্ধেষ্ঠাং তয়া পূর্ণো ভাব্যতি ।
এবমুক্তা সুরৈঃ সার্কঃ স্বস্থানং চাগমমুনিঃ ॥ ৪০ ॥
ততঃ স্বমাত্রমঃ প্রাপ্তং দেবা বাক্যমথাক্রবন্ । অনেন
কর্ণণা ব্রহ্মন্ পরিভূষ্টা বরং মুনে ॥ ৪১ ॥ কিং কুর্শ্যে
ক্রুহি তেহভীষ্টং যদ্যপি স্তাৎ সুহৃৎভম্ ॥ ৪২ ॥
অগস্ত্য উবাচ । যাবদ্ ব্রহ্মসহস্রাণি পঞ্চবিংশতি-
কোটয়ঃ । বৈমানিকো ভবিষ্যামি দক্ষিণাধ্ব-
মুর্দ্ধনি ॥ ৪৩ ॥ অত্রাগত্য নরো যঃ সমাশ্রমপদে
শুভে । হট্টকেশ্বরসান্নিধৌ প্রভাসক্ষেত্র উত্তমে ॥
৪৪ ॥ স্নানমাচরণেত সম্যক্ স যাতু পরমাং গতিম্ ।
পাতালাদবতীর্ণঃ তং লিঙ্গরূপং মহেশ্বরম্ ॥ ৪৫ ॥
ময়া তপঃপ্রভাবেন স্থাপিতং যঃ প্রপূজয়েৎ ।
দিনে দিনে ভবেত্তত্ত গোশতত্ত কলং ক্রবম্ ॥ ৪৬ ॥
লোপামুদ্রাসহায়ং মাং যো মর্ত্যঃ সস্ত্রপূজবেৎ ।
অর্ঘ্যং দদ্যাধ্বানেন কাশপুট্পৈঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রাপ্তে শরদি কালে চ স যাতু পরমাং গতিম্ ।
লোপামুদ্রাসহায়ং মাং হট্টকেশ্বরসংযুতম্ ॥ ৪৮ ॥
অয়নৈ চোত্তরে পূজ্য গোলাক্ষকলমাণুগাং । যঃ
শ্রাদ্ধং কুরুত চাত্র অয়নে চোত্তরে দ্বিজঃ । ভূয়াস্তত্ত

প্রাপ্ত হইয়াছে । রঘুবংশে শত্রুঘ্নাধিবর ভগীরথ
নামে এক নৃপতি জন্মবেন । তিনি জ্ঞাতিক উদ্ধারের
নিমিত্ত ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবেন ।
সেই গঙ্গা এই সাগরকে পরিপূর্ণ করিবেন । এই
বলিয়া মুনি সুরগণের সহিত স্বাক্ষমে প্রত্যাগত
হইলেন । ২৭—৪০ । তথায় দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন,
হে ব্রহ্মন ! আপনার এই কর্ম্মে আমরা যার পর
নাই তুষ্ট হইয়াছি ; অধুনা আপনার কোন্ সুহৃৎ
অভীষ্ট পূরণ করিব, তাহা বলুন । অগস্ত্য কহি-
লেন,—পঞ্চবিংশতি কোটি সন্ত্র ব্রহ্মের স্থিতিকাল
যাবৎ আমি দক্ষিণাশাশ্বতের বিমানে চড়িয়া বিচরণ
করিব । আর আমার এই আশ্রমে আসিয়া যাহারা
হট্টকেশ্বরসমীপে প্রভাসে স্নানচরণ করিবে, তাহারা
পরম গতি লাভ করিবে । যে জন আমার তপঃ-
প্রভাবস্থাপিত পাতাল হইতে উদ্ধৃত অজ্ঞাত্য লিঙ্গরূপী
মহেশ্বর পূজা করিবে, তাহাদের গোশত প্রদানের
কল লাভ হইবে । যাহারা শরৎকালে কাশ পুষ্প
দ্বারা, লোপামুদ্রার সহিত আমাকে অর্ঘ্য প্রদান
করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে ।
আর উত্তরায়ণে লোপামুদ্রার সহিত আমার পূজা
করিলে লক্ষ গো দানের কল পাইবে । যে দ্বিজ

কলং কৃৎসং গয়াশ্রাদ্ধস্ত সন্তমাঃ ৪৯২। ঈশ্বর উবাচ।
বাচমিত্যেব তে চোক্ষা সর্বে দেবাঃ সৰ্বাসবাঃ।
স্বহানন্ত গতাঃ সর্বে সংহৃষ্টমনস্তথা। ৫০। তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নে প্রাপ্তে শরদি মানবঃ। অগস্ত্য-
শ্রাদ্ধমে গয়া হাটকেশং প্রপূজয়েৎ। ৫১। অগস্ত্য-
শ্রবনামানং কল্পলিঙ্গং সুরপ্রিয়ম্। যষ্টৈতজ্জুগ্ম-
ভক্ত্যা স্বযেস্তন্ত বিচেষ্টিতম্। অহোরাত্রুতাং
পাপান্তংকণাদেবমুচ্যতে। ৫২।

ইতি শ্রীকান্দে হাটকেশ্বরমাংশাশ্রাবণং নাম ষট্-
চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩৪৬।

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি পশ্চিমে
নারদেশ্বরীম্। নারদেশ্বরসান্নিধৌ সৰ্বদোৰ্ভাগা-
নাশনৌম্। ১। যা নারী পূজয়েদ্দেবীং তৃতীয়ায়াং
সমাধিতা। তদ্বশ্যে ন দোৰ্ভাগ্যমুক্তা নারী
ভবিষ্যতি। ২।

ইতি শ্রীকান্দে নারদেশ্বরীমাংশাশ্রাবণং নাম সপ্ত-
চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৫৭৭

এখানে উত্তরায়ণে শ্রাদ্ধ করে, তাহার গয়াশ্রাদ্ধের
কল লাভ হয়। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবগণ মান-
বরের বাক্যে 'তথাস্থ' বলিয়া সর্বে স্বস্থানে প্রস্থান
করিলেন। অতএব মানব শরৎকালে অগস্ত্যশ্রমে
পুণ্ডরীককিয়া অগস্ত্যশ্রবনামা কল্পলিঙ্গ হাটকেশ্বরের
পূজা করিবে। যে জন ভক্তিপূরক এই অগস্ত্য
শ্রমবিচেষ্টিত শ্রবণ করে, সে অহোরাত্র-কৃত পাপ
হইতে তৎকণাৎ মুক্ত হয়। ৪৯২—৫২।
ষট্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪৬।

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অতঃপর নর
পুৰুষোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে নারদেশ্বর সন্নিধানে
সৰ্বদোৰ্ভাগ্যনাশিনী নারদেশ্বরী-সমীপে গমন
করিবে। যে নারী তৃতীয়াতে সমাধিত হইয়া এই
দেবীর পূজা করে, তাহার অশয়ে কদাচ দুৰ্ভগা নারী
জন্মে না। ১২।

সপ্ত চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪৭।

অষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি দেবীং
মহাবিকৃষণা। ভীমেশ্বরস্ত সান্নিধৌ সোমনা-
ধিতাং পুরা। ১। শ্রাবণে মাসি বিধিনা বা নারী
তাং প্রপূজয়েৎ। তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে সা দুঃখৈ-
র্মুচ্যতেহখিলৈঃ। ২।

ইতি শ্রীকান্দে মহাবিকৃষণাগৌরীমাংশাশ্রাবণং
নামাষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততমো-
হধ্যায়ঃ। ৩৪৮।

একোদশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বিশেষ-
দুর্গকটকম্। ভল্লভীর্থস্ত পূৰ্ণেণ যোগিনীচক্রদক্ষিণে।
১। আরাধিতোহসৌ ভীমেন সৰ্বকামপ্রদোহস্তবৎ।
কান্তনস্ত চতুর্থাং তু শুক্লপক্ষে বিধানতঃ। ২।
যন্তঃ পূজয়েত দেবং গন্ধপুষ্পৈঃ সমোদকৈঃ।
নির্ঝিয়ং জায়তে তস্ত বর্ষমেকং ন সংশয়ঃ। ৩।
ইতি শ্রীকান্দে দুর্গকটগণপতিমাংশাশ্রাবণং নামৈ-
কোদশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩৪৯।

অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অতঃপর নর
মহাবিকৃষণা দেবী সমীপে গমন করিবে। ইনি
ভীমেশ্বরসন্নিধানে অবস্থিত এবং সৌমকটক
আরাধিত।। যে নারী শ্রাবণ-মাসের শুক্লা তৃতী-
য়াতে ঈহাকে বিধিপূরক পূজা করে, সে সর্বদুঃখ
হইতে মুক্তলাভ করিয়া থাকে। ১—৩।

অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪৮।

উনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অনন্তর নর
দুর্গকটক বিশেষসমীপে গমন করিবে। এই-
স্থান ভল্লভীর্থের পূর্বে এবং যোগিনীচক্রের
দক্ষিণে অবস্থিত। এই সর্বকলপ্রদ দেবতা
ভীমকটক আরাধিত হইয়াছিলেন। যে জন
কান্তনমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে বিধিপূরক গন্ধ-পুষ্প
ও মোদক দ্বারা এই দেবের পূজা করে, এক বৎসর
তাহার নির্ঝিয় অতীত হয় সংশয় নাই। ১—৩।

উনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪৯।

পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তস্মাই
কৌরবেশ্বরীন্ । যত্র নায়া কুরুক্ষেত্রং তেন
সার্বাধিতা পুরা ১ । আর্যধিতাসৌ ভীমেন কৃষা
ক্ষেত্রং রক্ষণং । মহানবম্যাং যত্নেন যত্নাং পূজয়তে
নরঃ । তং পূজয়িত্ব কল্যাণী রক্ষতে নাদ্ৰ সংশয়ঃ ।
২ । ভোজনং তত্র দাতব্যং দম্পতীনাং ন সংশয়ঃ ।
দিব্যৈর্ভোজ্যৈঃ সুমিষ্টাটৈঃ সা ভূষ্যতি ততঃ সত্যং ৩ ।

ইতি শ্রীকাল্পে কৌরবেশ্বরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৫০ ।

নাগপার্শ্বতঃ । ততঃ সুপর্ণেলোভ্যং
সা বনুধাতলে ০ । ইলা তু কথ্যতে ভূমিঃ
সুপর্ণেন প্রতিষ্ঠিতা । ততঃ সুপর্ণেলোভ্যং নারী
পাতকনাশিনী ৪ । সুপর্ণকুণ্ডে তদ্রৈব নারী
তাং পূজয়েন্নরঃ । বিপ্রভ্যো ভোজনং দদ্যাদ্ভ্যুপ-
স্থিত্যতে নরঃ । জীবৎসং ভবেন্নরী আশ্রয়েচাপ্য-
লঙ্কতা ৫ ।

ইতি শ্রীকাল্পে সুপর্ণেলোভ্যাবর্ণনং নামৈক-
পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৫১ ।

ষিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ভক্ততীর্থ-
মহত্তমম্ । তস্তাচ্চ পশ্চিমে ভাগে যত্র বিষ্ণু-
শতভূজঃ ১ । যত্র ভাস্করঃ শরীরঃ তু বিষ্ণুনা
প্রতিবিম্বিতা । তস্মিন্মিত্রবনে রম্যো যোজনান্বিত-
বিষ্ণুতে ২ । যুগেযুগে মহাদেবি কল্পমন্তরাদিবু ।
তদ্রৈব সংহিত্তির্বিষ্ণোশাস্ত্রা চ রতির্ভবেৎ ৩ ।
ক্ষেত্রাণ্যাদিক্ষেত্রং তু বৈকবং ভবিষ্যদুবাঃ । তিষ্ঠঃ

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি সুপর্ণেলাং
চ ভৈরবীন্ । দুর্গকূটাদিক্শিত্তো বহুঃপঞ্চাশতা-
ন্তরে ১ । সুপর্ণেন পুরা দেবি পাতালাদমৃতং
হতম্ । গৃহীত্বা তত্র যুক্তং তু নাগানাং পশুতাং
কিল ২ । ততো দেব্যা তদা বৃদ্ধী রক্ষিতং

পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অন্তঃপর কৌরবে-
শ্বরীসমীপে গমন করিতে হয় । কুরু নামেই
কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধ । ইনি পূর্বে এই দেবীর
আরাধনা করিয়াছিলেন । ভীম ক্ষেত্র রক্ষা করিয়া
এই দেবীর আরাধনা করেন । যে নর মহানবমীতে
যত্নপূর্বক এই দেবীর পূজা করে, তাহাকে তিনি
পুত্রের ভায় রক্ষা করেন সংশয় নাই । এই তীর্থ-
ক্ষেত্রে মিষ্টাদি দিব্য ভোজন দ্বারা দম্পতি
ভোজন করাইলে এবং স্তব করিলে দেবী
প্রীত হন । ১—৩ ।

পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫০ ।

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
সুপর্ণেলা ভৈরবীসমীপে গমন করিবে । এইস্থান
দুর্গকূটের দক্ষিণে পঞ্চাশৎ ধনু অন্তরে অবস্থিত ।
সুপর্ণ পূর্বে পাতাল হইতে অমৃতহরণ করেন । তিনি
অমৃত হরণ করিয়া নাগগণ সমক্ষে রক্ষা করেন ।

তখন দেবী তাঁহাকে নাগপার্শ্বে উহা রক্ষা করিতে
দেখেন ; এইজন্ত দেবী সুপর্ণেলা নামে বনুধাতলে
খ্যাত হইয়াছেন । ইলা বলে ভূমিকে ; আর এই
ইলা সুপর্ণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এইজন্ত এই দেবী সুপ-
র্ণেলা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন ; ইনি পাতক-
নাশিনী । নর সুপর্ণকুণ্ডে গমন করিয়া ঐ দেবীর
পূজা করিবে এবং বিপ্রগণকে ভোজন দান করিবে ।
এরূপ করিলে মানব আপৎপ্রাপ্ত হইয়া মরে না ।
নারী পূজা করিলে পুত্রবতী হয় । ১—৫ ।

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫১ ।

ষিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
ভক্ততীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ সুপর্ণেলার
পশ্চিমে অবস্থিত । এখানে চতুর্ভুজ বিষ্ণু বির-
জিত । পূর্বে তিনি এইস্থানে কলেবর পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন । এই তীর্থক্ষেত্রে ক্রোশপরিমিত
রম্য মিত্রবনে ভগবান বিষ্ণু যুগে যুগে কল্প মন্ত-
রাদিতে অবস্থিত করেন ; তাঁহার আর অন্ত
কুজাশি রতি হয় না । পশ্চিমবরণ বলেন,—এই

কোট্যাংকোটীশ্চ তীর্থানাং প্রবরাণি চ । ৪ । দিবি
 ভুবাস্তরিক্ষে চ তানি তত্রৈব ভামিনি । তত্র
 যুষ্টিমভী গঙ্গা স্বয়মেব ব্যবহিতা । ৫ । বিষ্ণোঃ
 সংপ্রবনার্থায় প্রাণিনাং চ হিতায় বৈ । গঙ্গা গয়া
 কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ । ৬ । পুরীঃ দ্বার-
 বতীঃ ত্যক্তা অত্রৈব বসতে हरिः । তন্তৌর্জৈদৈহিকং
 দেবি প্রকরোমি যুগেযুগে । ৭ । নভস্তে দ্বাদশী-
 যোগে তত্র গঙ্গা স্বয়ং প্রিয়ে । করোমি তদ্বিধানেন
 তত্র ব্রাহ্মণপুত্রবৈঃ । ৮ । তত্র দশা তু দানানি
 বিবিধেষুপারগে । তত্রৈব দ্বাদশীযোগে স্নাত্বা চৈব
 বিধানতঃ । ৯ । সন্তর্প্য চ পিতৃন ভক্ত্যা মুচ্যতে
 সর্বপাতকৈঃ । তত্র বিষ্ণুং তু সম্পূজ্য কৃষা
 জাগরণং নিশি । ১০ । দীপাদিদানং কৃষা তু
 কৃতকৃত্যোহতিজায়তে । ১১ । অথ তস্ত প্রবক্ষ্যামি
 পুরাত্নমহং প্রিয়ে । 'সংহৃত্য' দানবান সর্সান
 বাহুদেবঃ প্রতাপবান । ১২ । দুর্যাসাস্থলিগুণেন
 পায়সেন পদন্তলে । বজ্রাঙ্কতদেহস্ত সর্বব্যাপী
 জনাধিনঃ । ১৩ । গঙ্গা তীরং সমুদ্রস্ত সমাপিহো
 বভূব হ । সর্বশ্রোতাংসি সংযম্য নিবেশ্যাস্তানমাশ্বনি ।
 ১৪ । এতদ্বিরন্তরে প্রাপ্তো বাণহস্তো ঈরাতিথঃ ।
 দাশপুত্রোহতিকঙ্কালো মৎস্তঘাতী চ পাপক্লবঃ । ১৫ ।

কেত্র আদি বৈকবকেত্র । সার্কজিকোটী উত্তম
 তীর্থ—যাহা স্বর্গে মর্ত্যে অন্তরিক্ষে বিরাজিত, তৎ-
 সমস্ত তীর্থেই এই তীর্থে আছে । ভগবান বিষ্ণুর
 অবগাহনের জন্ত এবং প্রাণিগণের হিতের নিমিত্ত
 এখানে গঙ্গা যুষ্টিমভী হইয়া স্বয়ং অবস্থান করেন ।
 গয়া, গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ, পুষ্কর এবং দ্বারবতী
 পুরী পরিত্যাগ করিয়া হরি এইখানেই বাস করেন ।
 হে দেবি ! যুগে যুগে আমি ঐ স্থানে গমন করিয়া
 ভাস্ত্রমাসের দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণগণের সাহিত্য বিবিধ
 দানাদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ঔর্জদৈহিক ক্রিয়া
 সমাধা করি । দ্বাদশীতে ঐ তীর্থে স্নানান্তে পিতৃ-
 গণের তর্পণ করিয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।
 তথায় বিষ্ণুপূজাতে জাগরণ ও দীপাদি দান করিলে
 মানব কৃতকৃত্য হয় । হে দেবি ! আমি এই তীর্থের
 এক পুরাত্ন বলিতেছি, শ্রবণ কর,—ভগবান
 বাহুদেব বাহুবগণকে সংহার করিয়া দুর্যাসা কর্তৃক
 পায়স দ্বারা অস্থলিপদ হইয়া বজ্রাঙ্কতদেহে
 শরীরদ্বারা সকল সংযত করত আত্মায় আত্মনিবেশ-
 পূর্বক সমুদ্রতীরে গিয়া সমাধিষ্ট হন । এমন সময়
 জয়া নামক এক মৎস্তঘাতী দাশপুত্র বাণহস্তে ঐ

তেন দৃষ্টান্ততো দুর্য্যাসিবাশ্বপদমুত্তমঃ । বিষ্ণোঃ পদং
 যুগং ময়া শরং তস্ত মুমোচ হ । ১৬ । ততোহসৌ
 পশ্চতে যাবদগঙ্গা তস্তা চ সন্নিবো । চতুর্দ্বারং
 মহাকায়ঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ । ১৭ । পুরুষঃ নীল-
 মেঘাভং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ । তং দৃষ্ট্বা তদ্বতীতস্ত
 বেগমানঃ কৃতাজলিঃ । অত্রবীর ময়া জাতস্বং বিভো
 দিব্যরূপধ্বক্ । ১৮ । অজ্ঞানাস্বং ময়া বিদ্ধস্বং পদাগ্রে
 সুরোত্তম । কস্তমহঁসি মে নাথ ন স্বং ক্রোধমু-
 হার্ষসি । ১৯ । বিষ্ণুরূপাচ । শাপস্তাত্তোহন্য মে তত্র
 শরপাতাৎ কৃতম্বা । তস্মাৎ মৎপ্রসাদেন স্বর্গং
 গচ্ছ মহাত্ম্যতে । ২০ । যে চাক্তে মামিহাগত্য
 ত্রক্ষ্যন্তি হিনরোত্তমাঃ । তে যাত্তন্তি পরং স্থানং
 যত্রাহং নিত্যসংস্থিতঃ । ২১ । ভগ্নোহস্বং যতো
 বিদ্ধস্বা পাদন্তলে শুভে । ভগ্নতীর্থমিতি খ্যাতং
 ততো হেতত্তবিষ্যতি । ২২ । হরিক্ষেত্রমিতি প্রোক্তং
 পূর্বং স্বায়জুবোহন্তরে । ২৩ । ঈশ্বর উবাচ । ইত্যা-
 ক্তান্তর্দধে বিষ্ণুলুঙ্ককোহপি দিবং গতঃ । বেহত্র
 স্নানং করিষ্যন্তি ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ । বিষ্ণুলোকং
 গমিষ্যন্তি জীত্যা তে মৎপ্রসাদতঃ । ২৪ । বেহত্র

স্থানে উপস্থিত হয় । তথায় সে দূর হইতে বিষ্ণুপদ
 অবলোকনপূর্বক যুগজমে তদ্বক্ষেপে বাণক্ষেপণ
 করে । বাণ মৌচন করিয়া সে নিকটে গিয়া দেখিল
 যে, তাহা যুগ নয়,—চতুর্দ্বার নীলমেঘাভ পুণ্ডরীক-
 নিভেক্ষণ শঙ্খচক্র-গদাধর মহাকায় পুরুষ । তদ-
 র্শনে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাজলিপুটে বলিল,—
 হে বিভো ! আমি আপনাকে দিব্যরূপধর পুরুষ
 বলিয়া বুঝিতে পারি নাই ; অজ্ঞানবশতঃ আপনার
 পদাগ্রে শর বিদ্ধ করিয়াছি, কমা করুন ; আমার
 প্রাতি ক্ষুদ্র হইবেন না । ১৬—১৯ বিষ্ণু বলিলেন,—হে
 ভজ ! তোমার শরঘাতে অন্য আমার শাপযুক্ত
 হইল । অতএব তুমি আমার প্রসাদে স্বর্গ গমন
 কর । যাহাও এখানে আসিয়া আমাকে দর্শন
 করিবে, তাহার পরম স্থান মদীয়লোকে গমন
 করিবে । তুমি এইস্থানে ভগ্নদ্বারা আমার পদ
 বিদ্ধ করিলে একান্ত এইস্থান ভগ্নতীর্থ নামে খ্যাত
 হইবে । পূর্বে স্বায়জুব অন্তরে এইস্থান হরি-
 ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিল । ঈশ্বর বলিলেন,—এই
 বলিয়া ভগবান বিষ্ণু অস্থিত হইলেন । লুঙ্ককও
 স্বর্গে গমন করিল । যাহারা এই তীর্থে স্নান করে,
 তাহার আমার প্রসাদে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ।

শ্রাদ্ধং করিষ্যতি পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ । তৃপ্তাঃ
তেষাং গমিষ্যতি পিতরশ্চৈব তর্পিতাঃ ॥২৫॥ তস্মাৎ
সর্বপ্রথমে প্রাপ্য ভুং ক্লেদমুত্তমম্ । দৃষ্টো দেব-
শ্চতুর্দ্বিহঃ স্নাত্বা তীর্থে তু তন্নকে ॥২৬॥ মন্ত্রি-
বলদর্পিতা মৎপ্রিয়ং ন নমন্তি যে । বানুদেবং ন তে
জ্ঞেয়া মন্ত্রকঃ পাপিনো হি তে ॥২৭॥ মন্ত্রোহপি
হি যো হুবা হুত্বক একাদশীদিনে । মল্লিকতাচর্চন-
কর্ষ্যং ন তেন পাপবুদ্দিনা ॥২৮॥ যা তিথির্দ্রিয়তা
বিকোঃ সা তিথির্নয় বন্নতা । ন তাং চোপোষয়েৎ-
যন্ত স পাপিষ্ঠতারাধিকঃ ॥২৯॥ তদ্বৎ স ঋদশী-
যোগে ভন্নতীর্থস্ত সন্নয়ো । যন্ত মাং পূজয়েত্কৃত্য
নারী বাপি নরোহপি বা । তন্ত জন্মসংস্রাপি
গৃহভঞ্জন জায়তে ॥৩০॥ ইত্যেৎকথিতং দেবি
মাংসাত্ম্যং পাপনাশনম্ । ভন্নতীর্থস্ত বিকোস্ত সর্ব-
পাতকনাশনম্ ॥৩১॥ তত্র বিকোস্ত সান্নিধ্যে
বায়বো কৃতমুত্তমম্ । ভন্নতীর্থং তু বিখ্যাতং যত্র
ভন্নহতো হরিঃ ॥৩২॥ তত্র দেয়ানি বাসাসি পদং
গাবো বিধানতঃ । দেয়ানি বিপ্রমুণ্ডোভ্যাঃ সম্যগ্-
যজ্ঞাকলেপুভিঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীহান্দে ভন্নতীর্থমহাশ্রাবণং নাম
দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫২ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি কর্দমাল-
মহুত্তমম্ । তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং সর্বপাতক-
নাশনম্ ॥১॥ তদ্বিরেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে
হাবরজ্জন্মে । চন্দ্রার্কতপনে নষ্টে জ্যোতিষি
প্রলয়ং গতে ॥২॥ রসাতলগতানুবীঃ হুত্বা
দেবো জনাৰ্দ্দনঃ । বারাহং রূপমাশ্রায় দংষ্ট্রা-
গ্রেণ বরাননে । উৎকীর্ণ্য ধরণীং মূর্ত্তা স্বহানে
সন্নাবেশরং ॥৩॥ উদ্ধৃত্য ভগবান্ বিকুর্বাণ্যমে-
তদ্ববাচ হ ॥৪॥ অত্র স্থানে স্থিতেনৈব ময়া স্বং
দেবি চোক্তা । মমাত্র নিয়তং বাসঃ সদৈবায়ং
ভবিষ্যতি ॥৫॥ যে পিতৃস্তপয়িষ্যতি কর্দমালে
বরাননে । আকল্পং তর্পিতাশ্তেন ভবিষ্যতি ন
সংশয়ঃ ॥৬॥ তত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যতি শাকৈর্মূলকলেন
বা । ভবিষ্যতি কৃত্তং শ্রাদ্ধং সর্বতীর্থেষু বৈ শুভে ॥
৩॥ অত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা যো মাং পততি
মানবঃ । অপি কীটপতঙ্গা যে নিধনং যাতি
মানবীঃ । তে মৃত্যুপ্রিদিবঃ যাতি স্মৃত্তেন বধা
বিজাঃ ॥৮॥ ততো বীপেযু জায়ন্তে ধনাঢ্যাস্তোত্তমে
কুল । দংষ্ট্রোত্তেনেন যন্তোয়ং নির্গতং তে শরীরতঃ ॥

এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক তর্পিত হন ।
অতএব সকলে এই তীর্থে আগমন করিয়া স্নান ও
চতুর্দ্বিহ দেবকে দর্শন করিবে । মন্ত্রিবল-
দর্পিত যে সকল ব্যক্তি এ তীর্থে আসিয়া আমার
প্রিয় বানুদেবকে নমস্কার না করিবে, তাহারা
আমার ভক্ত নহে—পাপী । আমার ভক্ত হইয়া
যে একাদশীতে ভোজন করে, সেই পাপবুদ্দি যেন
আমার লিঙ্গ পূজা না করে । কারণ—যে তিথি
বিকুপ্রিয়া, তাহা নিশ্চিতই মদ্বন্নতা ; তাহাতে যে
উপবাস না করে, সে পাপিষ্ঠতারাধিক । অতএব
ঋদশীতে নর বা নারী যে কেহ ভন্নতীর্থে আমার
পূজা করিলে তাহাদের সংস্র জন্মের মধ্যে গৃহভঙ্গ
হয় না । হে দেবি ! এই আমি তোমাকে ভন্ন-
তীর্থ ও বিকুর্বাণ্য বলিলাম । এই ক্লেদের
বায়ুকোণে বিকুর্বার্থানে উত্তম কুণ্ড বিখ্যাত ভন্ন-
তীর্থ বিরাজিত । এইখানে ভন্নহত হরি বিদ্যমান ।
সম্যক্ যজ্ঞাকলেপু ব্যক্তি এইখানে বিপ্রমুণ্ডগণকে
বধাঙ্কিষি বাস, ভবন, ও গো দান করিবে ॥২০—৩৩॥
দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫২ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
ত্রিলোকবিখ্যাত সর্বপাতকনাশন কর্দমাল তীর্থে
গমন করিবে । এক সময় জগৎ বোর একাধীকৃত
হইলে হাবর জন্ম সমস্ত পদার্থ, চন্দ্র, সূর্য্য ও
অপরায়ণ জ্যোতিষমণ্ডল সমস্তই বিনষ্ট হয় ।
পৃথিবী রসাতলে গমন করেন । ইহা দেখিয়া ভগবান্
জনাৰ্দ্দন বরাহশরীর ধারণ করিয়া মন্তক দ্বারা
ধরণীকে উৎকীর্ণপূর্ব্বক স্বহানে সন্নিবেশিত
করেন ; এবং বলেন,—হে দেবি ! যেহেতু আমি
এইস্থানে আপনাকে উদ্ধার করিলাম, অতএব
এখানে আমি নিয়ত বাস করিব । তাহারা এখানে
পিতৃলোককে তর্পিত করিবে, তাহাদের এই
তর্পণের কলে পিতৃগণের আকল্পকাল তৃপ্তি হইবে
সংশয় নাই । শাক, মূল, কলাদি দ্বারা এখানে
শ্রাদ্ধ করিলে তাহা সর্বতীর্থশ্রাদ্ধের কলদায়ক হয় ।
এখানে স্নান করিয়া আমাকে দর্শন করিলে এবং
কীট-পতঙ্গও এখানে নিধন প্রাপ্ত হইলে তাহাদের
স্বর্গে গতি হয় এবং স্বর্গান্তে ধনাঢ্যও উত্তমকুলে জন্ম
হইয়া থাকে । হে পৃথি ! দংষ্ট্রোত্তেন হেতু যে ভোয়

১০। তত্র স্নাত্বা নরো দেবি তিৰ্য্যাগৃহোনো ন
জায়তে ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি যথাকৃত-
মার্গব্যং তত্র বৈ পুত্রা । যুগযুগং স্নসমুত্তমঃ লুঙ্কটৈকঃ
পার্বসীকৃতম্ । প্রবিশ্টিঃ কৰ্ম্মমাণে তু সন্ধ্যো মাছু-
বতাং গতম্ ॥ ১১ ॥ অথ তে লুঙ্কটী দৃষ্টা বিশ্বগো-
মুদ্রলোচনাঃ । অপূচ্ছন্ত চ সন্তান্তারজ্ঞান বর
বধিনি ॥ ১২ ॥ যুগযুগমহাপ্রাণং কেন মার্গেণ
নির্গতম্ । অথোচুন্তে বয়ঃ প্রান্তা মাছুবঃ যুগ-
রুপিতা ॥ ১৩ ॥ এততীর্থপ্রভাবোহমং ন বিদ্যো
হুঙ্কটাকরণম্ । ততস্তে লুঙ্কটাত্মকা ধনুঃ স
শরানি চ । তত্র স্নাত্বা মহাত্মাগে মুক্তান্ত সৰ্গ-
পাতকৈকঃ ॥ ১৪ ॥ পার্শ্বত্যাগাচ । ভগবন্ বিস্তরং
ব্রহ্মি কৰ্ম্মমালমহেন্দ্রম্ । উৎপত্তিঃ চ বিধানং চ
কেদ্রসীমাদিকং ক্রমাৎ ॥ ১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু
দেবি বহুতং তু কৰ্ম্মমালসমুদয়ম্ । গুঢ়ং ব্রহ্মবিসৰ্গকং
ন দেহং কচ্ছতিষ্মা ॥ ১৬ ॥ পূৰ্ব্বমেকার্পণে ঘোরে
নষ্টে স্বাবরজকমে । চন্দ্রার্কপবনে নষ্টে জ্যোতিষি
প্রলয়কতে ॥ ১৭ ॥ একার্ণবঃ জগদিতঃ ব্রহ্মপুত্ৰ-
নশেবতঃ । তস্মিন্ বসুমতী যত্র পাতালতলমাগতা ।

তোমার শরীর হইতে নির্গত হইয়াছিল, সেই
অজ্ঞাত্য তোয়ে জান করিলে তিৰ্য্যাক্যোনিতে জন্ম
হয় না । ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! পূর্বে ঐ
স্থানে যে আশ্রয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা অবগ
কর,—এক যুগযুগ লুঙ্কট কৰ্ত্তক তাড়িত হইয়া উক্ত
কেদ্রে কৰ্ম্মমাণে প্রবেশ করে । প্রবিশ্টি মাছু
তাহারা মাছুব হইয়া যায় । লুঙ্কটগণ তখন তাহা-
দিগকে দেখিয়া হর্ষে জিজ্ঞাসা করে,—মহাশয়গণ !
এই স্থানে একদল যুগ প্রবেশ করিয়াছিল ;
তাহারা কোন দিকে গেল ? তাহারা বলিল,—
আমরাই এই স্থানে চুকিয়া তীর্থপ্রভাবে মাছুব
হইয়া গেলাম । এই কথা শুনিয়া লুঙ্কটগণ
স্বশর শরাসন পতিয়াগপূৰ্ব্বক ঐ স্থানে জান করিল
এবং জান করিবামাত্র তাহারাও সৰ্গপাতক হইতে
মুক্ত হইল । পার্বসী বলিলেন,—হে ভগবন্ ! কৰ্ম্ম-
মালভীর্ণের প্রভাব, উৎপত্তি, বিধান, ও কেদ্রসীমা
যথাক্রমে বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি !
ব্রহ্মবিসৰ্গক কৰ্ম্মমালভীর্ণের গুঢ় রহস্য অবগ কর ।
পূর্বে একার্ণব হইলে স্বাবর জলম, চন্দ্রার্কপবন,
ও জ্যোতিষমণ্ডল সমস্ত নষ্ট হয় । ব্রহ্ম এই
একার্ণব জগৎ অবলোকন করেন । তিনি বিশেষ-
ভাবে দেখিলেন যে, পৃথিবী ময় হইয়া পাতালে

১৮। ততো যজ্ঞবরাহোহসৌ কৃষা যজ্ঞময়ঃবপুঃ ।
উদধার মহীঃ কৃৎস্নাং দংষ্ট্রাপ্রাণ বহনিনে ॥ ১৯ ॥
বেদপাদো যুগদংষ্ট্রঃ ক্রতুদম্ভঃ স্রচ্চামুখঃ । অগ্নিজিহ্বো
দৰ্ভরোমা ব্রহ্মসীৰ্ঘ্য মহাতপাঃ ॥ ২০ ॥ অহোরাজ্ঞে-
কণপয়ো বেদাঙ্গক্ষতিভূষণঃ । আভ্যাসানঃ ক্রমাক্রমঃ
সামবোধষনো মহান্ ॥ ২১ ॥ প্রাণবংশকায়ো হ্যভি-
মান্ মাজ্জাদীক্যভিরাবৃত্তঃ । দক্ষিণাহ্রদয়ো যোগী
মহাসজ্জময়ো মহান্ ॥ ২২ ॥ উপাক্ষোষ্ঠকচকঃ
প্রবর্গ্যাবর্ন্তভূষণঃ । নানাছন্দোঃগতিপথো ব্রহ্মোক্ত-
ক্রমবিক্রমঃ ॥ ২৩ ॥ কৃষা যজ্ঞবরাহোহসাবুদধার
মহীঃ ততঃ । ততোহুতবতঃ পৃথীঃ দংষ্ট্রাপ্রাণ নির্গতঃ
বহিঃ ॥ ২৪ ॥ তস্মিন্ প্রাভাসকে কেদ্রে কৰ্ম্মমাল
বিলেপিতম্ । তদংষ্ট্রাপ্রাণ যতো দেবি কৰ্ম্মমালং
ততঃ স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥ রূপোক্তেদং মহাকুণ্ডং যত্র
দংষ্ট্রা স্নসংস্থিতা । তদংষ্ট্রোদ্বৃত্তং তোরং কোটি-
গুণাভিবেকবৎ ॥ ২৬ ॥ তত্র গব্যাত্মিকম্ বিক্ৰ-
কেদ্রং সনাতনম্ । দেশান্তরং গতং যে চ কণ্ডো-
ভেদে ভ্রিয়ন্তি বৈ । যাবৎ কলসংস্থানি বিকুলোকং
ব্রজন্তি তে ॥ ২৭ ॥ যত্র পঠেন্নরোদেবি কৰ্ম্মমাণে
তু শূকরম্ । কোটিংসাবুতো বাপি স প্রাপ্যতি
পরং গতিম্ ॥ ২৮ ॥ দশজয়কৃতঃ পাপং নষ্টে-

গমন করিয়াছে । তখন যজ্ঞবরাহ যজ্ঞময়মূর্তি
ধারণপূৰ্ব্বক দংষ্ট্রাপ্রাণা পৃথিবীকে উদ্ধার করি-
লেন । এই সময় তিনি বেদপাদ, যুগদংষ্ট্র, ক্রতুদম্ভ,
স্রচ্চামুখ, অগ্নিজিহ্ব, দৰ্ভরোমা, ব্রহ্মসীৰ্ঘ্য, মহাতপা,
অহোরাজ্ঞেকণপয়, বেদাঙ্গক্ষতিভূষণ, আভ্যাসান,
ক্রমাক্রম, মহাসামবোধষনযুত, প্রাণবংশকায়, হ্যভি-
মান, মাজ্জাদীক্যাবৃত্ত, দক্ষিণাহ্রদয়, যোগী, মহাসজ্জ-
ময়, উপাক্ষোষ্ঠকচক, প্রবর্গ্যাবর্ন্তভূষণ, নানাছন্দো-
গতিপথ ও ব্রহ্মোক্তক্রমবিক্রম হইয়াছিলেন ।
পৃথিবী-উদ্ধার কালে তাঁহার দংষ্ট্রাপ্রাণ নির্গত হইয়া-
তাহা প্রভাসক্ষেত্রে কৰ্ম্মমাল হইয়াছে । এই ক্ষতটী
তজ্ঞাত্য কেদ্রের নাম কৰ্ম্মমাল হইয়াছে । ১—২৫ ।
প্রভাসের যেখানে তাঁহার দংষ্ট্রা নির্গত হইয়াছিল,
ঐ স্থানে এক মহাকুণ্ড হয়, তাহার নাম দংষ্ট্রোদেব ।
তিনি দংষ্ট্রা দ্বারা দ্বারা কোটি গুণা প্রবাহবৎ
জল নিঃসারণ করেন, ঐ কোশলগুণবিশিষ্ট
স্থানকে বিকুলোক্ত কহে । দেশান্তরগত ব্যক্তি
যদি ঐ স্থানে মরে, তবে সৰ্ব্বত্র কলসে যাক্যমলে
বিকুলোকে বাস করে । হে দেবি ! যে ব্যক্তি
কৰ্ম্মমাণে শূকররূপী ভগবানকে দর্শন করে, সে

উদ্দর্শনাৎ প্রিয়ে। জয়াতিসংস্রব্ধং যৎকৃতং পাপ
সংস্রব্ধং ২২। কর্দ্দমালে তু বারাহং কুটী তরাশ-
য়েত্যতি। হেমকোটিসংস্রাণি গবাং কোটিশতানি
৫। ৩০। দ্বা যন্ততে পুণ্যং সঙ্ঘারামদর্শনাৎ।
কলৌ যুগে মহারোদ্রে প্রাণিনাং তয়াবহে। নাত্ত
জয়তে যুক্তিযুক্তা কেয়ং তু শৌকরম্ ৩১।
এতৎ সারত্তরং দেবি প্রাক্ষয়দেবতত্ত্বং। কর্দ্দ-
মালম্ মহাত্ম্যং সর্বপাঠকনাশনম্ ৩২।

ইতি শ্রীকান্দে কর্দ্দমালমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৩৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেয়হাদেবি দেবং
গুণেশ্বরং প্রিয়ে। তত্র পশ্চিমবায়বো যত্র
সোমোহকরোত্তপঃ ১। গুণো তুহা কুটরোগা-
লজয়াধোমুখঃ স্থিতঃ। দিব্যং বর্ষসংস্রং তু প্রভাস-
কেয় উত্তমো ২। ততঃ প্রত্যক্ষতাং যাতঃ সর্গ-
দেবপতিঃ শিবঃ। তুষ্ঠো বভূব চন্দ্রস্ত কয়নাশঃ
তথাকরোৎ ৩। কয়রোগাবিনিপুজন্ততোহভূয়-গ-

কোটি হিংসায়ুক্ত হইলেও পরম গতি প্রাপ্ত
হয়। অপিচ দেবদর্শনে তাহার দশজন্মকৃত
পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। সহস্র জন্মান্তরে যে
পাপ কৃত হয়, কর্দ্দমালে দেব বরাহকে দর্শনে
তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সহস্র কোটি হেম
ও শত কোটি গো দানে যে পুণ্য, একবার
মাত্র বরাহ দেবকে দর্শন করিলে তাহা প্রাপ্ত
হওয়া যায়। এই বরাহতীর্থ ব্যতীত কলিকালে
নরগণের অভ আর যুক্তিপ্রদ স্থান নাই। হে
দেবি। এই আমি কর্দ্দমালের সর্বপাঠকনাশন
মাহাত্ম্য তোমাকে বলিলাম ২৬—৩২।

ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অনন্তর নর দেব
বহু-সুবর্ণক সমীপে গমন করিবে। সোম কুটগ্রস্ত হইয়া
অজ্ঞায় অধোমুখে এই স্থানের পশ্চিমে বায়ু কোণে
বিদ্য। সহস্র বৎসর গোপনে তপস্তা করিয়াছিলেন।
তাহার এই তপস্তার শিব সাক্ষাৎকৃত হইয়া তাহার

লাহনঃ। প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং সুরাসুরনমস্কৃতম্।
৪। গুণভেদে তপো যস্মাত্তস্মাদগুণেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
সর্গকুটহরো দেবো দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি ৫।
সোমবারে বিশেষণ যন্তলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। তত্কা-
বয়েহপি দেবেশি কুঞ্জী কশ্চিদ জায়তে ৬।

ইতি শ্রীকান্দে গুণেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুঃ-
পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৩৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেয়হাদেবি দেবং বহু-
সুবর্ণকম্। হিরণ্যাপূর্বদিগুতাগে স্থানে বহুসুবর্ণকে।
। ধর্মপুঞ্জং বীজং কৃতো যজ্ঞঃ সূহকরঃ। নান্য
বহুসুবর্ণেতি স্থাপ্য লিঙ্গং মহাপ্রভম্ ২। সর্গ-
ক্রতুনাং কলদঃ নান্য সর্গেশ্বরং বিদুঃ। তজ্জৈব
সংস্থিতং লিঙ্গং পূর্ণং সারস্বতৈর্জলে ৩। নান্য
তত্র বরারোহে পিতৃদানং দদাতি যঃ। কুলকোটিং
সমুদ্ভূত্যা ক্রতুলোকে মরীযতে ৪। যন্তং পূজ-
য়তে তক্ত্যা গচ্ছপুণ্যোর্বাননতঃ। কোটিপুজাকল-
তস্ত তথৈত্যা হ সদাশিবঃ ৫।

ইতি শ্রীকান্দে বহুসুবর্ণেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৩৫৫।

কয়নাশ করেন। তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
এ স্থানে গুণভাবে তপস্তা করেন। এ জন্ত
লিঙ্গের নাম হয়—গুণেশ্বর। দর্শন-স্পর্শনে এই
লিঙ্গ সর্গকুটেশ্বর হন। যে সোমবারে এ লিঙ্গের
পূজা করে, তাহার বংশে কেহ কুঞ্জী হয় না ১—৬।
চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন—হে দেবি। অনন্তর নর দেব
বহু-সুবর্ণক সমীপে গমন করিবে। এই দেবস্থান
হিরণ্যার পূর্বে সুবর্ণময় স্থানে বিদ্যমান। ধর্মপুঞ্জ
এই স্থানে যজ্ঞকলদ বহুসুবর্ণাধ্য লিঙ্গ স্থাপন করিয়া
সুহকর করিয়াছিলেন। এই স্থানে ক্রতুতলদ
সারস্বত জলপূর্ণ সর্গেশ্বর নামক আর এক লিঙ্গ
আছেন। এই তীর্থে স্নানান্তে পিতৃদান করিলে
কোটি কুল উদ্ধার করিয়া ক্রতুলোকে পুজিত হওয়া

ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি শৃঙ্গেশ্বর-
মহত্তমম্ । শুকহানস্ত সান্নিধ্যে সৰ্গপাতকনাশ-
নম্ ॥ ১ ॥ স্নাত্ব তত্রৈব বিধিবজ্জেশং পূজয়েন্নরঃ ।
মুক্তঃ স্তাৎপাতকৈঃ সৰ্বৈঃ স্বাশুকো যথা পুরা ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শৃঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদৌশানদিগ্‌ভাগে তৎকোটি-
নগরং স্মৃতম্ । তস্ত দক্ষিণদিগ্‌ভাগে স্থিতং যোজন-
মাত্রকম্ । কোটীশ্বরং মহালিঙ্গং কোটিযজ্ঞকলপ্রদম্ ॥
১ ॥ স্নাত্ব তত্র বিধানেন যন্তলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ।
স মুক্তঃ পাতকৈঃ সৰ্বৈঃ কোটিযজ্ঞকলং লভেৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কোটীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত
পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৭ ॥

ষায় । ভক্তিপূৰ্ব্বক গঙ্গ-পুষ্প দিয়া এই লিঙ্গের পূজা
করিলে কোটি পূজাকল হয়, সদাশিব বলেন ১—৭।
পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১২৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে দেবি ! অনন্তর শুকহানসন্নিধানে সৰ্গ-
পাতকনাশন শৃঙ্গেশ্বরসমীপে গমন করিবে ।
এখানে বিধিবৎ স্নান করিয়া দেবপূজা করিলে নর
ঋষ্যশৃঙ্গের জায় সৰ্গপাতকমুক্ত হয় ১।২ ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৫৬।

সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন — হে দেবি । পূৰ্ব্বোক্ত স্থানের
কোটি নগর নামে এক নগর আছে ।
তাহার দক্ষিণে যোজনমধ্যে কোটি যজ্ঞকল
কোটীশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত । এখানে স্নানান্তে
লিঙ্গপূজা করিলে নর নিষাপ হইয়া কোটি যজ্ঞ-
কল লাভ করে ১।২।

সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৫৭

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি ভীৰ্ণ-
নায়গণতিধম্ । তন্তৈবেশানদিগ্‌ভাগে বাপী
শান্তিল্যাকীৰ্ত্তিতা ॥ ১ ॥ স্নাত্ব তত্রৈব বিধিবচ্ছাণ্ডিল্য-
যঃ প্রপূজয়েৎ । ঋষিপঞ্চম্যাং বিধিনা নারী চৈব
পতিব্রতা । স্তৃষ্টাস্তৃষ্টা বিমুচ্যেত রজোনোবতয়াদ্-
কবম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নায়গণতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্র-
পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৮ ॥

একোনবষ্টাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেব স্থানং
শৃঙ্গসরোহতিধম্ ॥ ১ ॥ শৃঙ্গারেশ্বরনামা চ তত্র দেব-
প্রতিষ্ঠিতঃ । শৃঙ্গারং বিধিবচ্চক্রে যত্র গোপীযুতো
হরিঃ ॥ ২ ॥ শৃঙ্গারেশ্বরনামা চ তেন পাপোষ-
নাশনঃ । পূজয়েদ্যো বিধানেন তত্র স্থানে স্থিতং
ভবম্ । দারিদ্র্যমুখসংযুক্তো ন স ভূয়ান্তবে
কচিৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শৃঙ্গারেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন
ষষ্টাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৯ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর নর
নায়গণতীর্থে গমন করিবে । এই ভীর্ণের ক্রীড়ানে
শান্তিল্যাকীৰ্ত্তিতা বাপী আছে । যে নর বা নারী
এখানে ঋষিপঞ্চমীদিনে স্নানান্তে শান্তিল্যের
পূজা করে, তাহার নিশ্চয়ই প্রতি স্পর্শে
রজোনোবতয় হইতে মুক্ত হয় ১—২ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৬০।

ঊনবষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
শৃঙ্গসরে গমন করিবে । এইখানে শৃঙ্গারেশ্বর
নামক দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন । শ্রীহার গোপী-
যুক্ত হইয়া এই স্থানে যথাবিধি পূজা করিয়া-
ছিলেন ; এই জন্তই তদ্রূপ লিঙ্গের নাম শৃঙ্গার-
েশ্বর । যে অদ্রব্য ভবদক পূজা করে, সে কখন
দারিদ্র্যমুক্ত হইয়া জন্মে না ১—৩ ।

ঊনবষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৬১।

ব্যক্তিাদিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি হিরণ্য-
তটসংস্থিতম্ । ঘটিকাংহানমিতি চ যত্র সিদ্ধঃ পুরা
ঋষিঃ । ১ । নাট্যকরা যুগপৎ ধ্যানযোগাঘরা-
ননে । তত্রৈব স্থাপিতঃ লিঙ্গঃ মার্কণ্ডেশ্বরনামতঃ ।
সর্বপাপোপশমনং দর্শনাৎ পূজনাদপি । ২ ।

ইতি শ্রীহান্দে মার্কণ্ডেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষষ্টি-
ধিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৬০ ।

একষষ্ঠ্যধিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি মণ্ডকেশ্বর-
মিত্যপি । মাণ্ডুকায়মনাম্ বা বৈ লিঙ্গং তত্র প্রতি-
ষ্ঠিতম্ । ১ । তত্র কোটিভূদো দেবি তথা কোটীশ্বরঃ
শিবঃ । তত্র মাতৃগণশ্চৈব হিতঃ কামকলপ্রদঃ
২ । স্নাত্বা কোটিভূদে তীর্থে তল্লিঙ্গং যঃ প্রপূজয়েৎ
মাতৃস্তুত্বৈব সম্পূজ্য হৃৎশোকাধিবৃঢ়াতে । ৩ ।
তস্মাৎ পূর্ণেণ দেবেশি যোজ্যনৈকেন নিশ্চলম্
জিতকূপেতি বিখ্যাতং সর্বপাতকনাশনম্ । সর্বেষাং
দেবি তীর্থানাং যন্তত্বেব ব্যবস্থিতিঃ । ৪ ।

ইতি শ্রীহান্দে কোটিভূদমণ্ডকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকষষ্ঠ্যধিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৬১ ।

ষষ্ঠ্যধিক্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর
হিরণ্যতটস্থিত ঘটিকা হানে গমন করিবে। এই
স্থানে যুগপৎ ধ্যানযোগে এক ঘটিকামধ্যে সিদ্ধি
লাভ করিয়া মার্কণ্ডেশ্বর নামক লিঙ্গ স্থাপন করেন।
ইহার দর্শনে পূজনে পাপনাশন হয়। ১।২।

ষষ্ঠ্যধিক্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬০ ।

একষষ্ঠ্যধিক্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর নর
মণ্ডকেশ্বর দর্শনে যাইবে। মাণ্ডুকায়ন নামক লিঙ্গ
এইখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই তীর্থে কোটি
ভূদ, কোটীশ্বর শিব ও কামকলপ্রদ মাতৃকাগণ
অবস্থিত। যে, তত্রত্য কোটিভূদে স্নান করিয়া
লিঙ্গ ও মাতৃকাপূজা করে, সে হৃৎ ও শোক
হইতে মুক্ত হয়। এই তীর্থের পূর্বে যোজন মধ্যে

দ্বিষষ্ঠ্যধিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি গোম্পদ-
স্তোত্রে স্থিতম্ । গবৃতিস্থিতম্নৈব বলায় ইতি
বিক্রমম্ । ১ । তত্রৈকাদশকল্পাণাং স্থানলিঙ্গাভ্যপি
প্রিয়ে । অজৈকপাদ্ অর্ঘ্যঃ সন্তীত্যাদীনি নামতঃ ।
পূজয়েন্তানি বিধিবদ্বৃঢ়াতে সর্বপাতকৈঃ । ২ ।

ইতি শ্রীহান্দে একাদশকল্পলিঙ্গমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম দ্বিষষ্ঠ্যধিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৬২ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি হিরণ্য-
তটসংস্থিতম্ । স্থানং তুণ্ডপুরং নাম যাজ্ঞাসৌ
ঘর্ঘরো হৃদঃ । ১ । তত্র কন্দেবরো দেবো যত্র
বন্ধা জটা ময়া । তত্র স্নাত্বা নরঃ সমাকৃ তং দেবং যঃ
প্রপূজয়েৎ । স যুক্তঃ পাতকৈর্ঘোটেইঃ প্রাপ্নুন্নাক্ষানং
শতম্ । ২ ।

ইতি শ্রীহান্দে হিরণ্যাতুণ্ডপুরঘর্ঘহৃদকন্দেবর-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রিষষ্ঠ্যধিক্রিশত-
তমোহধ্যায়ঃ । ৩৬৩ ।

সর্ব পাপনাশন 'জিতকূপ' আছে। এই কূপে
সাবতীয় তীর্থের অবস্থিতি। ১—৪।

একষষ্ঠ্যধিক্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬১ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর নর
গোম্পদের উত্তরে ক্রোশযুগ মধ্যে অবস্থিত 'বলায়'
তীর্থে গমন করিবে। এখানে একাদশ কল্পের
স্থানলিঙ্গ অজৈকপাদ্, অহিহর প্রভৃতি নামে
বিখ্যাত আছে। এই সকল লিঙ্গপূজায় সর্ব-
পাপ নষ্ট হয়। ১।২।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬২ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিক্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর
হিরণ্যাতটস্থ তুণ্ডপুর নামক স্থানে গমন করিবে।
এই স্থানে ঘর্ঘর নামক হৃদ আছে। তত্রত্য কন্দে-
বরসমীপে আমি জটা বাধিয়াছিলাম। এই স্থানে
স্নান করিয়া দেবপূজা করিলে মানব নিম্পাপ হইয়া
শিবশাসনলাভ করে। ১।২।

ত্রিষষ্ঠ্যধিক্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬৩ ।

চতুঃষষ্ঠ্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি সংবর্তেধর-
বৃত্তম্ । ইন্দ্রেণরাংপশ্চিমতঃ পূর্বতচ্চাক্ষরায় ১ ।
১ । তং দৃষ্ট্বা তু মহাদেবঃ স্নাত্বা পুষ্করিণীজলে ।
দর্শনামধমেধানাং কলমাপ্রোতি মানযঃ ২ ।

ইতি শ্রীকান্দে সংবর্তেধরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুঃষষ্ঠ্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৩৬৫ ।

পঞ্চষষ্ঠ্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি হিরণ্যা-
য়াশ্চ উত্তরে । সিদ্ধিহানানি দ্বিভ্যানি যত্র সিদ্ধা
মহর্ষয়ঃ ১ । তত্র লিঙ্গান্তনেকানি শক্যান্তে কথিতু-
নহি । সাগ্ৰাঃ শতং পুনস্তত্র লিঙ্গানাং প্রবরং
শ্রুতম্ ২ । বহুজিগ্যাষ তটে দেবি লিঙ্গান্তেকোন-
বিশক্তিঃ । তত্ত্বমত্যাগতটে দেবি সহস্রাংশিতাধিকম্ ৩ ।
প্রাধান্তেন বরারোহে পূর্বে স্বায়ম্ভুবোহন্তরে ।

চতুঃষষ্ঠ্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
সংবর্তেধরসমীপে গমন করিবে । এই স্থান
ইন্দ্রেণরের পশ্চিমে অকভাক্ষরের পূর্বে অবস্থিত ।
তত্রত্য পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া দেব পূজা করিলে
মানব দশ অধমেধ কল প্রাপ্ত হয় । ১২ ।

চতুঃষষ্ঠ্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬৪ ।

পঞ্চষষ্ঠ্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর নর
হিরণ্যার উত্তরাংশে দিবা সিদ্ধিহানে গমন করিবে ।
এই স্থান সিদ্ধমহর্ষিসেবিত । এখানে বর্ণনাভীত
বহু লিঙ্গ আছেন ; এই স্থানে সত্ত্বাশত প্রধান
লিঙ্গ বিরাজিত । তত্রত্য বাহুজীতটে একবিশতি
এবং তত্ত্বমতীতীরে দ্বিশতাধিক সহস্র লিঙ্গ
আছেন । পূর্বে স্বায়ম্ভুর অন্তরে ঐ সকল স্থানে ঐ

কপিলায়াস্তটে দেবি লিঙ্গানাং বহুসংখ্যমা ৪ ।
সরস্বত্যাং পুনস্তত্র লিঙ্গসংখ্যা ন বিদ্যতে । এবং
পঞ্চমুখা দেবি লিঙ্গমালা বিচুৰ্বিতা ৫ । প্রভাসে
কথিতা দেবি পঞ্চস্রোতাঃ সরস্বতী । বস্তাঃ প্রবাহৈঃ
সত্তিরং ক্লেদ্রং দ্বাদশযোজনম্ ৬ । তত্র বাণী-
কূপেষু যত্র তত্রোত্তরং জলম্ । সারস্বতং তু তজ-
জেষুং তে দত্তা যে পিবন্তি তৎ ৭ । যত্র তত্র নরঃ
স্নাত্বা সম্যক্ প্রজ্ঞাসমবিতঃ । সারস্বতস্নানকলং
লভতে নান্ন সংশয়ঃ ৮ । যৎপ্রোক্তং স্পর্শলিঙ্গ-
শ্রীসোমেশেতি বিকৃতম্ । প্রভাসক্লেদ্রলিঙ্গানাং
কলা তন্ত্ৰৈব শাকরী ৯ । যদ্বা তদ্বা পূজয়িত্বা লিঙ্গং
ক্লেদ্রস্ত মধ্যগম্ । শ্রীসোমেশমিতি জ্ঞাত্বা সোমেশ-
পূজিতো ভবেৎ ১০ ।

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্রাং সাংহি-
তাং শব্দমে প্রভাসপঞ্চদশে প্রথমে প্রভাসক্লেদ্র-
মাহাত্ম্যে প্রকীর্ণস্থানলিঙ্গমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চষষ্ঠ্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৩৬৫ ।

সমস্ত প্রধান লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় । কপিলাক্লেদ্রে
বহু সংখ্যক লিঙ্গ বিরাজিত । তত্রত্য সরস্বতীতে যে
কত লিঙ্গ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । এই প্রকার
পঞ্চমুখী লিঙ্গমালা ঐ তীর্থক্লেদ্রে সুশোভিত । সর-
স্বতীও ঐ স্থানে পঞ্চস্রোতা । তাহার প্রবাহে দ্বাদশ
যোজন উক্ত ক্লেদ্র পরিপ্লুত । তত্রত্য বাণী, কূপ
প্রকৃতি যে কোন স্থানের জল সারস্বতজল তুল্য ;
যে তাহা পান করে, সে ধত্ত । মানব এই ক্লেদ্রে
যেখানে-সেখানে স্নান করিয়া সারস্বতস্নান কল-
লাভ করে সংশয় নাই । শ্রীসোমেশ্বর নামক
যে স্পর্শলিঙ্গ আছেন,—প্রভাসক্লেদ্র লিঙ্গ সঙ্ক-
লের মধ্যে তাহারই শাকরী কলা আছে । সোমে-
শ্বর জানে এই ক্লেদ্রমধ্যস্থিত যে কোন লিঙ্গের
পূজা করিলে শ্রীসোমেশ্বর দেবই পূজিত হন । ১-১০ ।

পঞ্চষষ্ঠ্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬৫ ।

প্রভাসখণ্ডঃ ।

বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ তে সস্ত্রবক্ষ্যামি ক্ষেত্র-
গৰ্ভং মহোদয়ম্ । তবস্ত্রাপথমাহাত্ম্যং যত্র রৈবতকে
গিরিঃ । ১ । দামোদরং রৈবতকে ভবং বস্ত্রাপথে
তথা । এতদ্রৈতকং ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথমিত্তিস্মৃতম্ ।
২ । সুবর্ণরেখা যত্রস্থানদী পাতকনাশিনী । যত্র
সাক্ষাৎ স্থিতঃ কুরুক্ষেত্রো দামোদর ইতি স্মৃতঃ ।
৩ । যত্র স্থিতঃ মুগীকুণ্ডঃ মহাপাতকনাশনম্ ।
সকলক্লান্ধে কৃতে যত্র কল্লকোটীদৃশ্যকম্ । পিতৃণাং
জায়তে তৃপ্তিরপুনর্ভবকাক্ষিণী । ৪ । দেবীবাচ ॥
ভগবান্ বিস্তরাদব্রূহি দামোদরমহোদয়ম্ । ক্ষেত্র-
গৰ্ভস্তমাহাত্ম্যং কর্ণিকারূপসংস্থিতম্ । ৫ । ঈশ্বর
উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দারোদরহরিং প্রতি ।
ইতিহাসং পুরা খ্যাতমুচিত্তঃ কল্পবাসিভিঃ । ৬ ॥
গঙ্গাতীরে শুভে রম্যে পুণ্যে জনপদাকুলে ।

প্রথম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—একপে তোমার নিকট মহো-
দয় ক্ষেত্রগৰ্ভের কথা কহিতেছি । তাহাই
বস্ত্রাপথ, যথায় রৈবতকাকল বিরাজিত । সেই
বস্ত্রাপথ-মাহাত্ম্যই কৌর্ভনীর । রৈবতকে দামোদর
এবং বস্ত্রাপথে ভবদেব বিরাজমান । এই রৈবতক
ক্ষেত্রই বস্ত্রাপথ নামে বিখ্যাত । তথায় পাতক-
হারিণী সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত এবং সাক্ষাৎ
জীকুণ্ড তথায় দামোদর নামে বিস্তৃত । সেখানে
এক মুগীকুণ্ড আছে, তাহা মহাপাতকহর । তথায়
একবার মাত্র জ্বাক করিলেই পিতৃগণের কল্লকোটী
সমুদ্র যাবৎ অক্ষয়্য তৃপ্তি হয় । দেবী কহিলেন,—
ভগবন্ । দামোদরের মহোদয় এবং কর্ণিকারূপস্থ
ক্ষেত্র-গৰ্ভ-মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন ।
ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! শ্রবণ কর, দামোদর
হরি-বিষয়ে এক ইতিহাস বলিতেছি, ইহা
কল্পবাসী ঋষিগণ পূর্বে কৌর্ভন করিয়াছেন । জন-

ঋষিভিঃ সেবিতো নিত্যং স্বর্গমার্গপ্রদে ঐবম্ । ৭ ॥
তত্র জ্ঞানবিন্দো বিপ্রা যজন্তি বিবিধৈর্মথৈঃ । ঋষয়ঃ
সাক্ষ্যযোগেন দানেনৈনৈবেতরে জনাঃ । ৮ ॥ ব্রাহ্মণাঃ
কজ্জিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাঃ স্বর্গমভীষবঃ । সেবন্তে
তজ্জলং দিব্যং দেবানামপি দুর্লভম্ । ৯ ॥ তত্র
রাজা গজো নাম তুলী সর্বজনপ্রাধিপঃ । গঙ্গাজলাতি-
ষেকার্থং তাক্য রাজ্যং জগাম হ । ১০ ॥ তথ্য
তস্ত সতী সাধ্বী পুত্রিণী রূপসংযুতা । সাপায়াৎ সহ
তেনৈব ভর্তা বৈ ভর্তৃবৎসলা । ১১ ॥ সন্ততা
নাম নান্য চ দক্ষা দাক্ষ্যমী যথা । এবং নিবসতোস্তত্র
বর্ষণামযুক্তং গতম্ । ১২ ॥ আজগামি ঋষিত্তত্র
ভদ্রো নাম মহাযশাঃ । সহিতো বহুভির্বিপ্রৈর্জগ-
হোমপরায়ণৈঃ । ১৩ ॥ তাক্য সংসারমার্গং তু স্বর্গ-
মার্গজিগীষবঃ । গঙ্গানিষেবণং কৃত্বা ক্ষেত্রমিচ্ছাজ্জ-
মলম্ । ১৪ ॥ জলং দধা তু ভূতভ্যঃ পূজয়িত্বা

পদ-পরিব্যাণ্ড সুপবিজ্ঞ শুভ রম্য গঙ্গাতীর,—
নিত্য ঋষিগণ কর্তৃক নিষেবিত এবং নিশ্চিতই স্বর্গ-
মার্গপ্রদ । তথায় জ্ঞানী বিপ্রগণ ও সাংখ্যযোগী
ঋষিগণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং অজ্ঞ জন-
সাধারণ দানাদি কার্য করিয়া থাকেন ; গঙ্গার
দেবদুর্লভ দিব্য জল ব্রাহ্মণ, কজ্জিয়, বৈশ্ব, শূদ্র
চারি বর্ণই স্বর্গাভিলাষে সেবা করেন । তথায় গজ
নামে এক সর্বজনপ্রাধিপতি বলবান রাজা ছিলেন ।
তিনি একদা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাজলে
অভিষেকার্থ গমন করিলেন । তাঁহার পুত্রবতী সতী
সাধ্বী রূপবতী তথ্য—ভর্তৃবৎসলাবশে ভর্তার
অমুগামিনী হইলেন ; নাম—সন্ততা, দাক্ষ্যমী
জ্ঞায় সুদক্ষা । তাঁহার পতি-পত্নী এইরূপে গঙ্গাতীরে
আসিয়া অযুত বর্ষ বাস করিলেন । ১—১২ ॥ একদা
ভদ্রনামে এক মহাযশ ঋষি সেই গঙ্গাতীরে লগ্নাগত
হইলেন । তাঁহার সমুত্তিবি্যাহারে জগ-হোম-পরায়-
ণ বহু বিপ্র আগমন করিলেন । তাঁহারা সকলেই
সংসারভাগী ও স্বর্গ-মার্গজিগীষু । সেই ভদ্রকর্ণি-

জনর্দ্দনম্ । যাবদ্যন্তি নদীভীরু ঋষয়ো ভদ্রকাদয়ঃ ।
 তাবৎ পশুস্তি রাজানং গজং বরগজোপমম্ ॥ ১৫ ॥
 তেনৈব দৃষ্টা মনয়ো রাজা নিহতকল্যাণঃ । সপ্তর্ষয়ো
 যথা স্বর্গে সুররাজেন ধীমতা ॥ ১৬ ॥ তুম্বিং স চ
 সস্ত্রেণ্য পদানি দশ পঞ্চ চ । আগচ্ছত্ব পূজার্থা
 শ্রবন্তো মম মন্দিরম্ ॥ ১৭ ॥ পশুস্তি সজ্ঞতাং সর্বৈ মম
 ভাৰ্য্যাং যশস্বিনীম্ । তস্তাঃ পূজাং সমাদায় যো
 মার্গো মনসি স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ তং গচ্ছধ্বং মহাভাগাঃ
 পুণ্যাঃ পুণ্যমভীপ্সবঃ । এবমুক্তান্ত তে রাজা ঋষয়ঃ
 কোতুকাবিতাঃ । আজয়ুর্দ্বিধং শুভ্রঃ পুরন্দর-
 পুরোপমম্ ॥ ১৯ ॥ আসনানি বিচিহ্নাণি দধা তেষাং
 মনস্বিনী । সজ্ঞতা রাজরাজেন সাক্ষিমগ্নে ব্যবস্থিতা ॥
 ২০ ॥ কৃশা করপুটং রাজা ঋষীণাং পুণ্যকর্ণগাম্ ।
 বভাবে বচনং রাজা ভদ্রো ভদ্রঃ সুসজ্ঞতম্ ॥
 রাজোবাচ ॥ বসুধা বসুসম্পূর্ণা মণ্ডিতা নগরী পুরী ।
 পৰ্ব্বতৈশ্চ সমুদ্রৈশ্চ সন্নিবিষ্টৈশ্চ সরোবরৈঃ ॥ ২২ ॥
 গ্রামৈশ্চ তুণ্ডৈর্ধৌৰ্ঘোণৈকুলৈরাকুলীকৃতা । নররাজ-

ঋষি যখন গজাজল নিবেষণে আরম্ভ প্ৰাকাল-
 পূর্বক ভূতবর্গকে জলদান ও জনর্দ্দনকে পূজা
 করিয়া গজাভীর বাহিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন
 একস্থানে ভাঁহার গজরাজোপম রাজা গজকে
 দেখিতে পাইলেন । রাজার দৃষ্টিও সেই সকল
 নিকশ্ব ঋষিগণের প্রতি পতিত হইল ।—যেন ধীমান
 সুররাজ সপ্তর্ষিদিগকে দেখিতে লাগিলেন । রাজা
 ঋষির্দর্শন মাত্র দশ কি পঞ্চদশ পদ মাত্র প্রত্যুদ-
 গমনপূর্বক বলিলেন,—আপনারা পূজাপাদ ঋষি-
 মণ্ডলী—আমার মন্দিরে আগমন করুন এবং মদীয়
 ভাৰ্য্যা যশস্বিনী সজ্ঞতাকে দর্শন করুন । সজ্ঞতা
 আপনাদিগের পূজা করিবেন, ভাঁহার প্রদত্ত পূজা
 লইয়া—হে মহাভাগ পুত্ৰভি, পুণ্যাভিলাষী
 ঋষিগণ ! আপনারা যথেষ্ট পথে গমন করুন ।
 রাজা এই কথা কহিলে ঋষিগণ কোতুকাবিত হইয়া
 পুরন্দরপুরোপম সুন্দর রাজকীয় মন্দিরে আগ-
 মন করিলেন । মনস্বিনী সজ্ঞতা ভাঁহাদিগকে
 বিচিহ্ন আসন সকল প্রদানপূর্বক তর্ভা রাজাধি-
 রাজের সহিত ভাঁহাদিগের অগ্রে অবস্থান করিতে
 লাগিলেন । অনন্তর রাজা কৃতাজলি হইয়া
 পুণ্যকর্ণা ঋষিদিগের নিকট এই সুসজ্ঞত ভদ্র
 বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ভদ্র ! এই
 বসুধা বসুধা ; এই সুসজ্ঞিতা নগরী—শৈল,
 সঙ্কর, সরিৎ, সরোবর, গ্রাম, চতুশ্চাথ ও অশেষ

রশ্মরত্নৈর্গজরত্নৈস্ত সজ্জা ॥ ২৩ ॥ হস্ত্যজা ভোগ-
 ভোক্তৃণাং পরং জ্ঞানমজ্ঞানতাম্ । সংসারহত্র মহা-
 ঘোরৈ পুনরাবৃত্তিকারিণি ॥ ২৪ ॥ পতন্তি পুরুষা ভদ্র
 পত্নাণীব পুনঃপুনঃ । কুতেন যেন বিপ্রেন্দ্র স্বর্গং
 প্রাপ্নোতি নিশ্চলম্ । দানেন তপসা চৈব তত্ত্বমচক্ষু
 সুরত ॥ ২৫ ॥ ভদ্র উবাচ । তীর্থানি ত্রায়পুর্ণানি
 দেবাঃ পাষণমুগ্রয়াঃ । আশ্রয়ং যেন পশুস্তি তে ন
 পশুস্তি তৎপরম্ ॥ ২৬ ॥ সন্তি তীর্থান্তনেকানি
 পুণ্যাভায়তনানি চ । পুণ্যতোয়াঃ পবিত্রাশ্চ সন্নিভাঃ
 সাগরাশ্রবা । বহুপুণ্যপ্রণা পৃথী স্থানে স্থানে
 পদে পদে ॥ ২৭ ॥ যদ্যন্তি তব রাজেন্দ্র জ্ঞানং
 জ্ঞানবতাং বর । বিষ্ণুং জিষ্ণুং হৃষীকেশং
 শঙ্খিনং গদীনং তথা ॥ ২৮ ॥ চতুর্ভুজং মহা-
 বাহুং প্রভাসে দৈত্যহৃদনম্ । বারাহং বামনং
 চৈব নারসিংহং বলার্জুনম্ ॥ ২৯ ॥ রামং রামং চ
 রামং চ পুরুষোত্তমমেব চ । পুণ্ডরীকাক্ষং চৈব
 গদাপাণি তথৈব চ ॥ ৩০ ॥ রাঘবং শক্রদমনং
 গোবিন্দং বহুপুণ্যদম্ জয়ং চ ভূধরং চৈব দেব-
 দেবং জনর্দ্দনম্ ॥ ৩১ ॥ সুরোত্তমং জীৱহং চ হরিং
 যোগেশ্বরং তথা । কপিলেশং ভূতনাথং শ্বেতদ্বীপ-
 পতিং হরিম্ ॥ ৩২ ॥ বদধ্যাশ্রমবাসো চ নরনারায়ণো

গোকুলে পরিব্যাপ্তা ; নর, অশ্ব, গজ ও রত্নাদি
 দ্বারা সমাকুলিত ; পরমার্থ জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ভোগ-
 ভোগীদিগের ইহা হস্ত্যজ । এই মহাঘোর সংসার
 পুনরাবৃত্তিকর । এখানে পুরুষগণ গলিত পত্ন-
 পুঞ্জের দ্বায় পুনঃপুনঃ পতিত হয় । কিন্তু কিরূপ
 তপস্তা বা দান করিলে নর নিশ্চল স্বর্গ পাইতে
 পারে, হে সুরত ! তাহা আপনি সহর আশ্রয়
 বলুন । ৩-২৫ ভদ্র কাহলেন,—তীর্থসকল জলপূর্ণ ;
 দেবগণ পাষণ ও মৃত্তিকাবয় । এ অবস্থায় আশ্রয়
 পরম পদ যাওয়ার না দেখে, তাহার কিছুই দেখে
 না । বহুভাগ্য, বহুপুণ্য আয়তন, বহু পুণ্যতোয়া
 পবিত্র সন্নিভ-সাগর এমন কি, এই সমগ্র পৃথী
 স্থানে স্থানে পদে পদে বহু পুণ্যদায়িনী । হে জ্ঞানি-
 প্রবর রাজবর্ষ ! যদি তোমার জ্ঞান থাকে, তবে
 বিষ্ণু, জিষ্ণু, হৃষীকেশ, প্রভাসহ শঙ্খগদাধর চতু-
 র্ভুজ, দৈত্যহৃদন, বারাহ, বামন, নারসিংহ, বাল-
 ঈর্জুন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, পুরুষো-
 ত্তম, পুণ্ডরীকাক্ষ, গদাধর, রাঘব, ইন্দ্র-দমন, গোবিন্দ,
 বহুপুণ্যদ জয়, ভূধর, দেবদেব, জনর্দ্দন, সুরোত্তম
 জীৱহ, হরি, যোগেশ্বর, কপিলেশ, ভূতনাথ, শ্বেত-

তথা। পদ্মনাভঃ সুনাতঃ চ হয়গ্রীবঃ বিশাম্পতে ।
৩৩। দ্বিজনাথঃ ধরানাথঃ খড়্গপাণিঃ তথৈব চ ।
দামোদরঃ জলাবাসঃ সর্ষপাশহরঃ হরিম্ ॥ ৩৪ ॥
এভাস্তেব হি স্থানানি দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ।
গচ্ছতে যত্র তত্রৈব মুচ্যতে সর্ষপাতকৈঃ ॥ ৩৫ ॥
গঙ্গা চ যমুনা চৈব তথা দেবী সরস্বতী । দৃষত্বতী
গোমতী চ তাপী কাবেরিণী তথা ॥ ৩৬ ॥ নর্মদা
শর্মদা চৈব নদী গোদাবরী তথা । শতক্রচ্চ তথা
বিজ্যা পয়োকী বরদা তথা ॥ ৩৭ ॥ চর্ম্মতী চ
সরস্বতী চ চণ্ডাপহা । চন্দ্রভাগা বিপাশা চ
শোণশ্চৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥ এতাস্তাস্তাশ্চ বহবো
হিমবৎপ্রভবাঃ শুভাঃ । তানু প্রাতো নরঃ
স্বর্গং যতি পাতকবর্জিতঃ ॥ ৩৯ ॥ বনানি নন্দ-
নাদীনি পর্বতা মন্দরাদয়ঃ । নামোচ্চারণে যেষাং
হি পাপং যতি রসাতলে ॥ ৪০ ॥ গজ উবাচ ।
ভদ্রঃ হ ভাষিতং ভদ্র আখ্যানমমুতোপমম্ ।
পৃচ্ছামি সর্ষপশৃঙ্গ হামহং কিঞ্চিদেব হি ॥ ৪১ ॥
যস্মিন্নাসে দিনে যস্মিন্শতৌর্থে যস্মিন্ ক্রমান্বয়েঃ ।
অক্ষয়ং সেবাতে স্বর্গস্তন্মাতৃক পুরত ॥ ৪২ ॥
দ্বানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতार्চনম্ ।
অক্ষয়ো যেন বৈ স্বর্গস্তন্মে গদিতুমর্হসি ॥ ৪৩ ॥

দ্বীপাধিপ হরি, বদরিকপ্রমহ নর নারায়ণ, পদ্মনাভ,
সুনাত, হয়গ্রীব, দ্বিজনাথ, ধরানাথ, খড়্গপাণি,
জলাবাসী, দামোদর ও সর্ষপাশহর-হরি এই সকল
দেবদর্শন কর। এই সকল দেবধিষ্ঠিত স্থানই
দেবদেব চক্রপাণির সান্নিধ্যস্থল। যে ব্যক্তি এই
সমুদায় স্থানের যে কোন একটি স্থানে গমন করে,
তাহার সেই স্থানেই সর্ষপাতক হইতে মুক্তি হয়।
গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃষত্বতী, গোমতী, তাপী,
কাবেরিণী, শর্মদা নর্মদা, গোদাবরী, শতক্র, বিজ্যা,
পয়োকী, বরদা, চর্ম্মতী, সরস্ব, চণ্ডাপহারিণী
গণ্ডকী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা ও শোণ নদ, এই সকল
এবং অস্তান্ত হিমবৎসমুদ্রা বহু নদী বিদ্যমান।
এই সমুদায় নদীতে স্নাত নর পাপমুক্ত হয়। নন্দ-
নাদি বন এবং মন্দরাদি পর্বত অতি পুণ্যস্থান;
উল্লাসের নামোচ্চারণ মাজেই পাপতাপ রসাতলে
বিজল হইয়া যায়। গজ কহিলেন,—হে সুব্রত
ভদ্রথাম্ম! আপনি সূর্য্য বাতাই বলিয়াছেন; পরন্তু
এ সম্বন্ধে আখ্যান কীর্তন করুন। দ্বান, দান, জপ,
হোম, স্বাধ্যায় ও দেবার্চন, এই সমুদায়ের মধ্যে
যাহা যাহা অক্ষয় স্বর্গ হয়, তাহা আমার নিকট

ভদ্র উবাচ। শ্রদ্ধতাং রাজশার্ঙ্গুল কথং কথয়তো
মম। যাং ক্ষত্রা মুচ্যতে পাপান্নরো নরবরোত্তম ॥
৪৪ ॥ স্বর্ষীগাং কথিতং পূর্বং নারদেন মহাত্মনা ॥
৪৫ ॥ এবং পৃষ্ঠচ্চ তৈঃ সর্কৈর্নারদো মুনিসত্তমঃ ।
কথয়ামাস সংস্কৃতো মেঘতৃক্ষুভিনিবনৈঃ ॥ ৪৬ ॥ রম্যো
হিমবতঃ পৃষ্ঠে সমবাসে ময়া ক্ষতম্ । তদহং তব
বক্ষ্যামি শ্রোতুকাম নরবর্ত ॥ ৪৭ ॥ তৌর্থাস্তেব হি
সর্ষাপি পুনরাবর্তকানি তু। অক্ষয়ান্তে লোকাংস্ত-
তৌর্থাং কথয়ামি তে ॥ ৪৮ ॥ মার্গশীর্ষে কাঞ্চকুজ উবিষ্টা
রাজসত্তম। ন শোচতি নরো নারী স্বর্গং যতি
পরাবরম্ ॥ ৪৯ ॥ পৌষস্ত পৌর্ণমাসী যা যদি সা
ক্রিয়হেহর্কুদ। বর্ষাণামর্কুদং স্বর্গে মোদতে
পিতৃভিঃ সহ ॥ ৫০ ॥ মাঘ্যাসে যদি গয়াশ্রদ্ধং পিতৃণাং
যচ্ছতে নরঃ । জ্ঞান্যামাপ দেবানাং চতুর্ভঃ স প্রজা-
য়তে ॥ ৫১ ॥ কাঙ্কস্মাং হিমবৎপৃষ্ঠে বসন্তেকাং নিশাং
নরঃ । স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো জনাধিনঃ ॥
৫২ ॥ চৈত্র্যাসে শ্রদ্ধং প্রতাসে তু যে কুর্কন্তি মনো-
বির্গাঃ । ন তে মর্ত্যা তবন্তীহ কুলজৈঃ সহ

বনুন। ভদ্র বাগলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ! আমি বলি-
তেছি শ্রবণ করুন; ইহা শ্রবণে নর পাপ হইতে
মুক্ত হয়। নরবর! পূর্বে মহাত্মা নারদ ঋষিগণের
নিকট এই বিষয়ই বলিয়াছিলেন। ঋষিগণ সেই
মুনিপ্রবরকে এইরূপ প্রশ্নই করেন, তাহাতে সেই
নারদ সংস্কৃত হইয়া মেঘতৃক্ষুভিষনে যে কথা
কহিয়াছিলেন, রম্য হিমালয়পৃষ্ঠে ঋষিসমাজে আমি
তাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে নরবর্ত! এক্ষণে
তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাই তোমার নিকট
তাহাই আমি বলিতেছি ॥ ২৬-৪৭ ॥ প্রায় সমস্ত তৌর্থই
পুনরাবৃত্তিকর; পরন্তু যে তৌর্থ সেবার অক্ষয়
লোক লাভ হয়, তাহাই তোমায় বলিতেছি। হে
রাজশ্রেষ্ঠ! মার্গশীর্ষে কাঞ্চকুজ বাস করিয়া নর
বা নারী কদাচ শোক করে না; তাহার অক্ষয়
স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। পৌষ মাসের পুর্ণিমাভ্যু-
যদি অর্কুদক্ষেত্রে অঙ্কুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে
পিতৃগণসহ অর্কুদ বর্ষ বাৎস্ব স্বর্গবাসে বিহর করা
যায়। নর মাঘমাসে যদি গয়াশ্রদ্ধ করে তদ্রূপে
ব্রহ্মাদি দেবজন্মের মধ্যে সে চতুর্ধ দেব হইয়া
অবতীর্ণ হয়। নর কাঙ্কস্মের একরাত্রে যদি হিম-
বৎপৃষ্ঠে বাস করে, তবে সে জনাধিনাধিষ্ঠিত
পরম স্থানে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে সকল
মনীষা চৈত্রমাসে প্রভাসক্ষেত্রে শ্রদ্ধা করেন,

সন্ত্যমাঃ ॥ ৫৩ ॥ চতুর্ভুজ তু বৈশাখ্যাঃ যে কুর্কন্তি
জলপ্রিয়ে । তথাবস্ত্যাঃ নরঃ কশ্চিৎ স যাতি পরমাং
গতিম্ ॥ ৫৪ ॥ জ্যৈষ্ঠ্যাঃ জ্যৈষ্ঠক যুক্তায়াঃ শ্রাদ্ধং চ
ত্রিত্বপক্ষে । কুর্ধ্যুর্গুণানি তে ত্রীণি বসন্তি নাকসম্মানি ॥
৫৫ ॥ যো ব্রজেশবনে নদ্যাং দিনানি নব পঞ্চ চ ।
তিষ্ঠতে চ নরঃ স্বর্গং বৈকুণ্ঠমভিগচ্ছতি ॥ ৫৬ ॥
শ্রাবণস্ত তু মাসস্ত পূর্বায়াঃ পূর্বসাগরে । স্নানং
দানং জপং শ্রাদ্ধং নরঃ কুর্কর শোচতি ॥ ৫৭ ॥ তথা
ভাদ্রপদে ক্ষেত্রে প্রভাসে শশিভূষণম্ । পূজয়িত্বা
নরো লিঙ্গং দেবলিঙ্গী ভবেত্ততঃ ॥ ৫৮ ॥ আশ্বিনে
চন্দ্রভাগায়াঃ শ্রাদ্ধং স্নানং করোতি যঃ । স্বানং যুগ-
সহস্রাণাং কৃতং তেন ত্রিপিষ্টপে ॥ ৫৯ ॥ অষ্টাশ্বিনে
শতকুর্করো ধ্যায়ন্তি মুনিসন্ত্যমাঃ । বহ্নাহর্য কিমুক্তেন
গজাহং প্রবদামি তে ॥ ৬০ ॥ দামোদরসমং তীর্থং ন
ভুতং ন ভবিষ্যতি । মাসানাং কার্তিকঃ শ্রেষ্ঠঃ কার্তিকে
ভীষণপক্ষকম্ ॥ ৬১ ॥ তত্রাপি দ্বাদশী শ্রেষ্ঠা রাজন
দামোদরে জলে । কিমস্তৈবহতিভীতীধৈঃ কিং কৈত্রৈঃ
কিং মহাবনৈঃ । দামোদরে নরঃ স্নাত্বা সর্বপাইপঃ

ভাহারা স্ব স্ব কুলোৎপন্নদিগের সহিত অমর্ত্যপদ
প্রাপ্ত হন । যাহারা বৈশাখ মাসে চতুর্ভুজ জন-
প্রিয়ে তথা যে কেহ অবস্তীক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করে,
ভাহাদের সকলেরই পরম গতি হয় । জ্যৈষ্ঠ
মাসের জ্যৈষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত দিনে যাহারা ত্রিত্বপক্ষে
শ্রাদ্ধ করে, তাহারা যুগজয় যাবৎ স্বর্গবাসে বিহার
করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি কল্যাবন-পরিসরবাহনী
স্বমুখ হই সন্তোষ বাস করে, তাহার স্বর্গ এমন কি
বৈকুণ্ঠবাসও হইয়া থাকে । শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায়
যে নর পূর্বসাগরে স্নান, দান, জপ বা শ্রাদ্ধাদি
করে, তাহাকে আর শোক করিতে হয় না ।
ভাদ্র মাসে প্রভাসক্ষেত্রে শশিভূষণ লিঙ্গের পূজা
করিয়া নর দেবলিঙ্গী হয় । যে ব্যক্তি আশ্বিনে
চন্দ্রভাগায় স্নান ও শ্রাদ্ধ করে, সহস্র যুগ পর্যন্ত
তাহার স্বর্গবাস হয় । মুনিশ্রেষ্ঠগণ অষ্টাশ্বিন মাসে
চতুর্ভুজ দামোদরকে ধ্যান করিয়া থাকেন, হে
গজ ! এসবকে আর অধিক বলিব কি ?
দামোদরের সমান তীর্থ হয় নাই, হইবেও
না । হে রাজন ! মাসের মধ্যে কার্তিক মাস শ্রেষ্ঠ ;
তদ্ব্যতীত আবার ভীষণপক্ষ আরও উত্তম ।
এই ভীষণপক্ষের মধ্যেও আবার দামোদর-
জলে দ্বাদশী প্রশস্ত তিথি । অস্তবহ তীর্থ, ক্ষেত্র,
বা মহাবন দ্বারা প্রয়োজন কি ? নর দামোদরে

প্রমুচ্যতে ॥ ৬২ ॥ গজ উবাচ । ভদ্র ভদ্রঃ স্বামী
প্রোক্তং রসায়নমিবাশ্রয়ম্ । ভূয়োহহং শ্রোতুমি-
চ্ছামি তীর্থশাস্ত্র মহাকলম্ ॥ ৬৩ ॥ কে দেশাঃ কিং
প্রমাণস্ত কা নদী কে চ পর্বতাঃ । জনা বসন্তি কে
তত্র ঋষয়ঃ কে তপস্বিনঃ ॥ ৬৪ ॥ ভদ্র উবাচ ।
পৃথিবী বস্তুসম্পূর্ণ সাগরেণ তু বেষ্টিতা । মণ্ডিতা
নগরৈর্গ্রামৈঃ পুরৈঃ পরপুয়জয় ॥ ৬৫ ॥ বারাণসী
প্রভাসক সঙ্গমং সিতকৃষ্ণয়োঃ । এবং সারানি
তীর্থানি যস্মান্নুভূতহরণি চ ॥ ৬৬ ॥ দামোদরেতি
যে নুনং স্মরন্তো যত্র তত্র হি । তে বসন্তি হরের্গেহং
ন সরন্তি কদাচন ॥ ৬৭ ॥ সোমনাথস্ত সারিধ্য উদ-
য়ন্তো গিরির্বহান । তস্ত পশ্চিমভাগে তু রৈবতক
ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬৮ ॥ বাহিনী বহতে তত্র নদী কাঞ্চন-
শেখরাং । ধাতবস্ত্র তে রক্তাঃ শ্বেতা নীলাস্তথা-
সিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ পাষাণাঃ কুঞ্জরাকারশাস্ত্রে সৈরিত-
সিরিতাঃ । চণকাকৃতশাস্ত্রে অস্ত্রে গোদ্রকপ্রভাঃ ॥
৭০ ॥ বৃক্ষা বলাশ্চ শুশ্রূশ্চ সন্ত্যমাঃ সন্ত্যনেকশঃ ।

স্নান করিলেই সর্ব পাণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ।
গজ কহিলেন,—হে ঋষে ! ভদ্র ! দ্বিতীয় রস-
ায়নের স্তায় পরম শুভ কথাই আপনি বলিলেন ।
আমি পুনরায় এই তীর্থের মহাকল রত্নাস্ত্র শ্রবণ
করিতে ইচ্ছা করি । কোন দেশ ? কোন প্রমাণ ?
কোন নদী ? কোন কোন পর্বত এবং কোন কোন
ঋষি তপস্বী লোক তথায় বাস করেন ? ৬৮-৬৪ ॥ ভদ্র
কহিলেন,—হে পরপুয়জয় ! এক পুর-নগর-গ্রাম-
মণ্ডিত বস্তুপূর্ণ ভূমিভাগ আছে । বারাণসী, প্রভাস
ও গঙ্গাযমুনার সঙ্গম প্রভৃতি সারাংসার তীর্থও
তাহারই মাংগাঙ্ঘ্যে যুক্ত্যহর । সেই ভূভাগের
মধ্যেই দামোদর ; যাহারা যে কোন স্থানে ‘দামো-
দর’ এই নাম স্মরণ করে, নিশ্চয় তাহার হরির
আলয়ে বাস করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আর
কদাচ সংসারে পতিত হইতে হয় না । সোম-
নাথের সমীপে উদয়ন্ত নামে এক মহাগিরি আছে ।
তাহার পশ্চিম ভাগে প্রসিদ্ধ গিরি রৈবতক ।
তাহার কাকনশিখর হইতে একটী শ্রোতসিনী
প্রবহমাণা হইতেছে । তথায় শ্বেত, রক্ত, নীল ও
কৃষ্ণবর্ণের বাত সকল বিরাজমান । তাহার
কতকগুলি পাষাণ কুঞ্জরাকার, কতকগুলি কৃষ্ণ
বহিষাকার, কতকগুলি চণকাকার, এবং
কতকগুলি গোদ্রক-প্রমাণ । সেখানে বৃক্ষ,
বলী, শুদ্র, ও লতা প্রভান অনেক আছে । তাহার

পক্ষঃ তৎকালময়ঃ মূলঃ পুষ্পঃ কলঃ দলম্ ॥ ৭১ ॥
ন হি পশ্চতি পাশায়া মুক্তঃ পাপেন পশ্চতি ।
সেব্যতে স গিরির্নিভাঃ ধাতুবাদপট্টনৈঃ ॥ ৭২ ॥
ব্রাহ্মণৈঃ কজ্জিরৈর্গৈষ্ঠৈঃ শূদ্রৈঃ শূদ্রাঙ্গৈর্গৈষ্ঠৈঃ ।
পক্ষিপক্ষ্যৈঃ বহবঃ শিবাশিবগিরিতদা ॥ ৭৩ ॥ হংস-
সারসচক্রাবাঃ শুককোকিলবহিঃ ॥ যুগাশ্চ বানর-
শ্রোচ সিংহা ব্যাভ্রান্তথৈব চ ॥ ৭৪ ॥ তন্তুশিখ
প্রভাবেন ন হুষ্টান্তাচরন্ত তে । কালেন যত্নামায়ান্তি
পশুপক্ষিসরীসৃপাঃ ॥ ৭৫ ॥ সর্পে বিমানমাক্রুত
গচ্ছন্তি হরিমন্দিরম্ । বায়ুনা পাতিতঃ যত্র পত্র-
পুষ্পকলাদিকম্ ॥ ৭৬ ॥ তস্তা নদ্যা জলং স্পৃষ্টা
সমঃ বৈ মুক্তিমাশ্নতে । সা নদী পৃথিবী ভিষা
পাতালানাগতা নৃপ ॥ ৭৭ ॥ পূষঃ পরগরাজ
ভেন মার্গেণ চাগতঃ । স্নাতুঃ দামোদরে তীর্থে
জয়মৃত্যুপ্রযাতি ॥ ৭৮ ॥ স্বর্গাদাগতা চন্দ্রোহপি
বহুঃ স্বজাঃ স্পৃষ্টকলম্ । যক্ষরোগাধিনিপুঙ্কো গতঃ
স্বর্গং নিরাময়ঃ ॥ ৭৯ ॥ বলিনা চৈব দানানি দত্তা-
স্তাগতা কান্তিকৈ । হরিশ্চন্দ্রেণ বিধিনা নলেন
নহবেণ চ ॥ ৮০ ॥ নাভাগেনাধীবাটৈর্দ্যঃ কৃতঃ

কর্ম্ম সুহৃদরম্ । দত্তা দানান্ত্রৈকানি গজা গাবো
হয়া রথাঃ ॥ ৮১ ॥ অনড়ংকাঞ্চনং কুমিঃ রত্নানি
বিবিধানি চ । ছত্রাণি বিপ্রযুথোক্তো বানানি চৈব
বাসসৌ ॥ ৮২ ॥ অন্নানি রসমিচ্ছাণি দত্তা দামোদরা-
গ্রতঃ । গভাত্তে বিষ্ণুভূবনঃ নাগচ্ছন্তি মহীতলে ॥
৮৩ ॥ পত্রং পুষ্পং কলং তোয়ং তস্মিন্স্থার্থে দদাতি
যঃ । বিজানাং ভক্তিসংযুক্তঃ স গাতি জলশাধিনম্
॥ ৮৪ ॥ প্রস্তুতিং চাপি যো দদ্যাদ্মুষ্টিং বাধ কৃধারিনে ।
বিমানবরমাক্রুতঃ স সোমং প্রীতি গচ্ছন্তি ॥ ৮৫ ॥
দামোদরাগ্রতঃ কৃতা পর্ত্তানরসম্ভবান্ । পুজিতান্
কলপূর্ণেশ্চ দীপং দদ্যাৎ সর্বভিক্তম্ ॥ ৮৬ ॥ অবাণ্য
দুর্করং স্থানং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ । চতুরঙ্গুল-
মাত্রেহপি দত্তে দামোদরাগ্রতঃ ॥ ৮৭ ॥ দানে যুঃ সহ-
স্রাণি স্তর্গলোকে মহীয়তে । যা গচ্ছ হিমবৎপৃষ্ঠং
মলয়ং মা চ মন্দরম্ ॥ ৮৮ ॥ গচ্ছ রৈবতকং শৈলং
যত্র দামোদরঃ স্থিতঃ । কৃতা মাসোপবাসং তু বিজো
দামোদরাগ্রতঃ ॥ ৮৯ ॥ ন নিবর্ততি কালেন দামো-
দরপুরং ভ্রজেৎ । করোত্যানশনং যশ্চ নরো নার্যথবা

সমস্ত স্থানই কাঞ্চনময় এমন কি কল, মূল, পুষ্প
পত্রও কাঞ্চনময় । কিন্তু পাশায়া তাহা দেখিতে
পায় না ; পাশযুক্ত ব্যক্তিরই তাহা দর্শনগোচর হয় ।
ধাতুবাদ-পরায়ণ নরগণকর্তৃক নিত্যই এই গিরি
সেবিত । ভক্তির ব্রাহ্মণ, কজ্জির, বৈষ্ণব, শূদ্র ও
শূদ্রাঙ্গগণ উহার বহির্ভাগে অবস্থিত । তথায় শুভা-
শুভরাবী বহু পক্ষী আছে । হংস, সারস, চক্রবাক,
শুক, কোকিল, ময়ূর, যুগ, োচ বানর, সিংহ এবং
ব্যাগ্রগণ তথায় বাস করে । কিন্তু সেই তীর্থের
প্রভাষে তাহার্য হুষ্টাচার কিছুই করে না । পশু,
পক্ষী, যুগ ও সরীসৃপগণ সেখানে যথাকালেই
মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং সকলেই বিমানে চড়িয়া হরি-
মন্দিরে গমন করে । বায়ুপাতিত পত্র-পুষ্প-কলাদি
সকলেই তদ্রূপ নদীর জল স্পর্শ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত
হয় । যে নৃপ! এই নদী পৃথিবী ভেদ করিয়া
পাতাল হইতে উদ্ভিত হইয়াছে । পূর্বে পরগরাজ
জ্ঞান-মরণ-হর দামোদরতীর্থে গমন করিবার জন্ত
সেই পথেই আগমন করিয়াছিলেন । পূর্বে চন্দ্রমোও
এই স্থানে মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্ত স্বর্গ হইতে
আসিয়া বক্ষরোগ হইতে নিপুঙ্ক হন এবং নিরাময়
হইয়া স্বর্গে গমন করেন । কান্তিকমাসে বলিযজ্ঞ
আসিয়াও নানা দ্রব্য দান করিয়াছিলেন । হরিশ্চন্দ্রে,

নল, নহব, নাভাগ, ও অধরীবাট রাজর্ষিগণও
এ স্থানে সুহৃদর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন ।
তাঁহার্য গজ, গো, অশ্ব, রথ, বলীবর্দ্ধ, কাঞ্চন, কুমি,
বিবিধ রত্ন, ছত্র, যান, বস্ত্র এবং নানারসময় অন্ন
দামোদরের অগ্রে যথাবিধি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে
প্রদান করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন ; পুনরায়
আর মহীমণ্ডলে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই । ৬৬—৮০ । যে
ব্যক্তি ভক্তিবৃত্ত হইয়ঃ সেই তীর্থে পত্র, পুষ্প, কল,
জল ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, সে শেখরায়ী হরিকে
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি কৃধার্ত্ত ব্যক্তিকে
তথায় প্রস্থত বা মুষ্টিমাত্র অন্নও প্রদান করে, সে
বিমানবরে আরোহণ করিয়া চন্দ্রলোকে গমন
করিয়া থাকে । যে জন দামোদরের সমুখে অন্নচল
করিয়া কল পুষ্পাদি দ্বারা অর্চনাপূর্ব্বক
সর্বভিক্ত দীপ দান করে, সে হলভ স্থান প্রাপ্ত
হইয়া শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকে, অধিক কি,
দামোদরের অগ্রে চতুরঙ্গুল মাত্র দানক্রিয়া প্রদান
করিলেও নর সহস্র যুগ যাবৎ স্বর্গলোকে বিহার
করে । হিমাচলপৃষ্ঠে, মলয়ে মন্দরে গমন করিও
না ; রৈবতকাচলেই গমন কর । সেখানে সাক্ষাৎ
দামোদর বিদ্যাজ্ঞান । ব্রাহ্মণ দামোদরের অগ্রে
মাসোপবাস ভক্ত করিয়া দামোদরপুরে
প্রস্থান করে ; তাহাকে আর কোন কার্যই

পুনঃ। সৰ্বলোকানতিক্রম্য স হর্যেণেমাণুয়াং ॥
 বিয়ানি তজ্জ তিষ্ঠন্তি নিত্যং পঞ্চশতানি চ। ধর্ম-
 বিধংসকর্ষণি নরন্তজ্জ ন গচ্ছতি ॥১১॥ প্রহ্মায়-
 বনশৈলেনয়গদাচক্রাদিভিঃ সদা। শতলক্ষপ্রমানেণ
 সেব্যতে স গিরির্নহান্ ॥১২॥ ক্রৌড়ন্তি নার্যাস্তেবাং
 হ নিত্যং দামোদরাগ্রতঃ। অচন্দ্রবদনা গোধ্যঃ
 ভ্রামান্তেব সুমধ্যমাঃ ॥১৩॥ নিতহিস্তঃ সূকেশাচ্চ
 শুভ্রাঃ স্বায়তলোচনাঃ। অগস্তা ললিতান্তেব সূককাঃ
 সুপলোচনাঃ ॥১৪॥ শোভমানাঃ সূজজ্ঞাঃ সূপাদাঃ
 সূন্দরাকূলাঃ। রাজপুত্রো গিরৌ তস্মিন্ হসন্তি চ
 রম্যন্তি চ ॥১৫॥ কৌস্তুভঃ পাদযুগলে কুছুমঃ
 পীতকঙ্কুম্। ব্রাহ্মণীভ্যো দদন্তীহ স্পর্ধমানাঃ
 পৃথক পৃথক্ ॥১৬॥ ভক্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যং
 চোষ্যঞ্চ পিচ্ছলম্। তাবুলং পুষ্পংযুক্রং কার্ত্তিকে
 হরিবাসরে ॥১৭॥ দৃষ্টী তু রেবতীকুণ্ডঃ প্রদদ্যাৎ
 কলনুত্তমম্। পূজিতী স্বাক্ষিসম্পন্ন। সূতগা জায়তে
 সতী ॥১৮॥ এবং কৃষা তু সা রাজিনীরতে নিদ্রয়া
 বিনা। বেদঘোষৈঃ সুপুণ্যেণ ভারতখ্যানবাচনৈঃ ॥
 ১৯॥ হৃদয়েত্তলশব্দেণ তালশব্দৈঃ পুনঃপুনঃ।

সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। যে নর
 কিছা নারী তথায় অনশনব্রত করে, সে সর্ব লোক
 অতিক্রম করিয়া হরিঃ গৃহে উপনীত হয়। তাহার
 এক স্থানে ধর্মবিধংসকর পঞ্চশত বিয় নিত্য
 অবস্থান করে। নর সে স্থানে গমন করিবে না।
 প্রহ্মায়, বল, শৈলেনয়, গদা প্রভৃতি এক কোটি যাদব
 নিত্য ঐ মহাগিরির সেবা করেন। সেখানে
 দামোদরের সম্মুখে ভাঁহাদের রমণীগণ নিত্যই
 ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ঐ সকল রমণী চন্দ্রবদনা,
 গৌরাজী, নবযৌবনা, সুমধ্যমা, নিতম্ববতী,
 সূকেশা, শুভদেহা শুভ আয়তনয়না, শুভগণ্ডুল-
 মণ্ডিতা, ললিতা, সূককা, সূতনী, সূন্দরী, সূজজ্ঞা,
 সূপাদা, সূন্দরাকুলি ও রাজনন্দিনী। ঐ সকল
 যাদবরমণী নিত্যই সেই রৈবতকে আমোদপ্রমোদ
 করেন। উহার পরস্পর স্পর্ধাসহকারে ব্রাহ্মণ-
 বনিতাদিগকে কৌস্তুভ, কুছুম ও পীতকঙ্কু
 প্রদান করিয়া থাকেন। যে সতী রমণী কার্ত্তিক
 মাসের হরিবাসরে রেবতীকুণ্ডে দর্শন করিয়া তাবুল,
 পুষ্প ও উত্তম কল ব্রাহ্মণকে দান করে, সে
 পূজিতী, স্বাক্ষিসম্পন্ন ও সৌভাগ্যবতী হয়। হে
 রাজন! দামোদরের অগ্রে এইরূপ করিয়া
 সুপবিত্র বেদনির্ঘোষ, ভারতখ্যানবাচন, হৃত্যর,

দেশভাবাবিভাষণো) রামামণ্ডলমধ্যতঃ। হান্ত-
 নৃত্যসমায়ুক্তা রাজন দামোদরাগ্রতঃ ॥১০০॥ পঞ্চ-
 পায়ণকং হর্ম্যং যঃ করোতি শিবালয়ম্। পঞ্চবর্ষ-
 সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১০১॥ দশপায়ণ-
 সংযুক্তং কৃষা দামোদরাগ্রতঃ। দশবর্ষসহস্রাণি
 স্বর্গে ধন্যতী মন্যতি ॥১০২॥ শতপায়ণকং হর্ম্যং যঃ
 করোতি মহানুপ। মন্দিরং সুন্দরং শুভ্রং স যাতি
 হরিমন্দিরম্ ॥১০৩॥ কৃষা সাহস্রিকৈষ্ঠ্যং বহু-
 রূপসমর্ষিতম্। সর্ষালোকানতিক্রম্য পরং ব্রহ্মাধি-
 গচ্ছতি ॥১০৪॥ পঞ্চবর্ষধ্বজং দদ্যাদামোদর-
 গৃহোপরি। তন্তুপ্রমাণবর্ষাণি দিব্যানি স দিবং
 ব্রজেৎ ॥১০৫॥ তন্তু গব্যুতিমাত্রেন ক্ষেত্রং বজ্রা-
 পথং শুভম্। যদৃষ্টী সমপাপানি বিলীয়ন্তে বহুনি
 চ ॥১০৬॥ রাজন্তং পদমায়াতি যক্ষদ্বা ন নিব-
 র্ত্ততে। পুঞ্জিত্বা ভবং দেবং ভবসম্ভবশমনম্ ॥
 ১০৭॥ নরো নারী নৃপশ্রেষ্ঠ শিবলোকে মহীয়তে।
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং তন্তু ভজন্ত চ সূভারিতম্ ॥১০৮॥
 আগতঃ কার্ত্তিকীঃ কর্ত্তু দেবে দামোদরে ততঃ।

তলশব্দ ও তালশব্দ দ্বারা রাজি জাগরণ
 করিবে। রমণীগণ দেশভাষায় কথা কহিবে এবং
 বামামণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া হান্ত পরিহাস ও নৃত্য-
 কাণ্ড করিবে। যে ব্যক্তি পঞ্চপায়ণক হর্ম্য
 নির্মাণপূর্বক শিবালয় করিয়া দেয়, পঞ্চসহস্র বর্ষ
 স্বর্গলোকে তাহার বাস হয়। দামোদরাগ্রে শত
 পায়ণযুক্ত হর্ম্য নির্মাণ করিলে নর দশ সহস্র
 বর্ষ স্বর্গলোকে ক্রীড়া কৌতুক করে। যে শত
 পায়ণময় শুভ সূন্দর সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া
 দেয়, তাহার হরিমন্দিরে স্থান হয়। নর বহু রূপা-
 ধিত সাহস্রিক চৈষ্ঠ্য নির্মাণ করিয়া সর্ষালোক
 অতিক্রমপূর্বক পরম ব্রহ্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি
 দামোদরের মন্দিরোপরি পঞ্চবর্ষময় ধ্বজ নির্মাণ
 করিয়া দেয়, সে সেই ধ্বজপটের তন্তুদ্বয়াক
 দিয়া বর্ষ যাবৎ স্বর্গভোগ করে। দামোদরমন্দিরের
 দুই কোণ দূরে শুভ বজ্রাপথক্ষেত্র বিদ্যমান। উহা
 দর্শন করিলে সর্ষাপাণ-বিলয় প্রাপ্ত হয়। হে রাজন!
 তদর্শনে সেই ব্রহ্মদ লাভ করা যায়—যাহা পাইলে
 আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। হে
 নৃপবর! তথায় সংসারোৎপত্তিহর ভবদেবকে
 পূজা করিয়া অননারী সকলেই অজ্ঞে শিবলোকে
 বিহার করিয়া থাকে। গজ রাজা জয় স্বামির সেই
 সূভারিত বাক্য অবগণ করিয়া দামোদরকবের অগ্রে

ঋগ্বেদঃসামসংযুক্তৈরাক্ষরৈঃকবিস্তমৈঃ ॥ ১০৯ ॥
কজ্রিঃ , কজ্রথর্ষজ্রৈকৈকৌদ্দানপরাযণৈঃ । সহ
শ্রুজৈঃ সমায়াতন্ত্রিঃস্তৌর্থে গজো নৃপঃ ॥ ১১০ ॥
দধা দানাত্তনেকানি হত্বা হবির্ভাশনে । অগ্নি-
ষ্টোমাদিকান যজ্ঞান হ্রয়মেধাদিকান বহ্নন । চকার
বিধিবজ্রাজা গজন্তত্র সমা হতঃ ॥ ১১১ ॥ ততশ্চ ত্রব-
সন্তত্র তপঃ কর্তুং সহবিত্তিঃ । উর্দ্ধপাদীঃ স্থিতা বিপ্রাঃ
পীষা ধুমমেধাযুধাঃ । শুকপজ্ঞাশনান্চাত্রে অস্ত্রে
বৈ কলভোজনাঃ ॥ ১১২ ॥ মূলানি চাত্রে ভকন্তি
অস্ত্রে বার্থ্যশনা বিজ্ঞাঃ । আলোকন্তি শ্রমস্ত্রে চ
তথ্যস্ত্রে জলশায়িনঃ ॥ ১১৩ ॥ পকারিসাধকান্চাত্রে
শিলাচূর্ণন্ত ভককাঃ । জপন্ত চাত্রে সংশুকা গায়ত্রীঃ
বেদমাতরম্ । সাবিত্রীঃ মনসা চাত্রে দেবীমস্ত্রে
সরস্বতীম্ ॥ ১১৪ ॥ হুত্বানি হি পবিত্রাণি ব্রহ্মণা
নির্মিতানি চ । অস্ত্রে বসংস্তদা তত্র দাদশাক্ষর-
চিহ্নকাঃ ॥ ১১৫ ॥ আলোকা সর্গশাস্ত্রাণি বিচার্য চ

কার্ত্তিকী তীর্থক্রিয়া করিতে আসিলেন । নরপতি
গজের সমভিবাছারে ঋগ্বেদঃসামবেদী ব্রহ্মবিস্তম
বহু ব্রাহ্মণ, কজ্রথর্ষজ্র বহু কজ্রি, দানপরাযণ
বহু বৈশ্ত এবং অনেক শ্রুজ আগমন করিলেন ।
রাজা গজ তথায় আসিয়া বহু দান করিলেন,
হত্যাশনে হবিরাহতি দিলেন এবং অগ্নিষ্টোমাদি
ও হ্রয়মেধাদি বহুতর যজ্ঞ যথাবিধি সম্পাদন
করিলেন । অনন্তর তিনি ঋগিগণসহ সেই তীর্থ
ক্ষেত্রে তপস্তা করিতে লাগিলেন । তথায় কত
বিপ্র উর্দ্ধ পাদে, অনেকে অধোমুখে, কেহ কেহ
শুক পজ্ঞাশনে, কেহ কেহ কল ভোজনে, কেহ কেহ
মূলভকণে এবং অপর অনেক বিজ্ঞ বায়ু মাত্র
অশনে অবস্থান করিতেছেন । অনেক বিপ্র
আত্মদর্শনে ভ্রময় রহিয়াছেন । অস্ত্র কেহ কেহ
জল মধ্যে এবং কেহ কেহ বা পকারিমধ্যে থাকিয়া
তপস্তা করিতেছেন । অস্ত্র অনেক বিপ্র মাত্র
শিলাচূর্ণ ভক্ষণ করিয়া সাধনায় নিরত রহিয়াছেন
এবং অনেকে সুবিগুণ বেদমাতা গায়ত্রী
দেবীর উপাসনা করিতেছেন । অস্ত্র কেহ কেহ
সাবিত্রী দেবীকে এবং কেহ কেহ বা সরস্বতী
দেবীকে মনে মনে ধ্যান করিতেছেন । ব্রহ্মা যে
সকল পবিত্র স্তুত নির্মাণ করিয়াছেন, কেহ বা
সেই স্তোত্র স্তুত উচ্চারণ করিতেছেন । অস্ত্র
অনেকে দাদশাক্ষর ভগবদ্ভ্যেয় চিহ্নায় ভ্রময়-
তাবে অবস্থান করিতেছেন । দাদশাক্ষরচিহ্নক

পুনঃপুনঃ । ইদমেব ত্বনিম্পন্নঃ ধ্যেয়ো নারায়ণঃ
সদা ॥ ১১৬ ॥ আরাধিতং স্তুত্বম্পারে ভবে ভগবতো
বিনা । তথা নাত্তো মহাদেবাং পতন্তঃ যোহভি-
রকতি ॥ ১১৭ ॥ গতাগতা নিবর্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো
গ্রহাঃ । অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে দাদশাক্ষরচিহ্নকাঃ ॥
১১৮ ॥ যেহক্ষরা ঋষয়চাত্রে দেবলোকজিগীষবঃ ।
প্রাপ্তবন্তি ততঃ স্থানং দধুবীজকং তত্থা ॥ ১১৯ ॥
সক্লদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ । বহুঃ পরি-
করন্তেন মোক্ষায় গমনঃ প্রতি ॥ ১২০ ॥ একতস্ত্রং
তথা নক্ৰমযাচ্যমুবিচং তথা । এবমাদীনি চাত্তানি
কৃষা দামোদরাগ্রতঃ । কৃতকৃত্যা ভবভীহ যাবদ-
ভূতসংগ্রবম্ ॥ ১২১ ॥ স রাজা ঋষিত্তিঃ সার্ব্ব-
যাবন্তিষ্ঠতি ভজ্র বৈ । বিমানানাং সহস্রাণি তাব-
ন্তত্রাগতানি চ ॥ ১২২ ॥ গন্ধরীপ্সরসন্তত্র সিদ্ধচারণ-
কিন্নরাঃ । সর্গে বিমানমারুতাঃ শতশোহধ সহস্রশঃ ॥
১২৩ ॥ সর্গৈর্জ্ঞানপটৈঃ সার্ব্বঃ স রাজা ভাৰ্য্যা
সহ । গতৌ বিমানমারুটৌ যন্তং পদমনায়ম্ ॥

বিপ্রগণ সর্গশাস্ত্র সম্পর্শন করিয়া এবং পুনঃপুনঃ
বিচার্যালোচনা করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে,
নারায়ণ দেবই সর্গদা চিত্তনীয় । এই দুপার সংসারে
ভগবানের তথা মহাদেবের আরাধনা ব্যতীত অস্ত
কিছুই আর নাই । সেই মহাদেবই পতনোন্মুখ
মানবকে রক্ষা করিয়া থাকেন । চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ-
গণ তাঁহারই প্রেরণায় সতত গতায়ত করিতেছেন ।
দাদশাক্ষরচিহ্নক সাধকসম্প্রদায় যে পদ লাভ
করিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন
নাই । যে সকল ব্রহ্মচারী ঋষি স্বর্গলোকজিগীষু
হইয়া তথায় তপস্তা করিতেছেন, তাঁহারা তৎ-
প্রসাদে অপূনর্ভবকর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।
'হরি' এই দুইটী অক্ষর যে ব্যক্তি একবার মাত্র
উচ্চারণ করে, সে মোক্ষমার্গগমনে বহুপরিকর
হইয়াই আছে । নরগণ দামোদরের অস্ত্রে একা-
হার, নক্তাহার, অপ্রতিগ্রহ, উপবাস, এবং অজ্ঞাত
সংকার্য্য করিয়া প্রলয় পর্য্যন্ত কৃতকৃত্যা হইয়া
থাকে । রাজা গজ তপস্তান্ত্রে সেই স্থানে যখন
ঋগিগণসহ ব্রহ্ম করিতেছিলেন, তখন সহস্র
সহস্র বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল । বিমানারুত
শত শত সহস্র সহস্র গন্ধরী, অঙ্গরী, সিদ্ধ,
চারণ ও কিন্নরগণ আগমন করিলেন । তখন
ভাৰ্য্যাসহায় রাজা গজ সমস্ত জনপদবাসীর সহিত
বিমানারোহণপূর্ব্বক অনায়াস পদ প্রাপ্ত হইলেন ।

১২৪ ॥ য ইদং পঠতে নিত্যং পুণ্যমাপি মানবঃ ।
সৰ্গপাণবিনিমুক্তঃ পরঃ ব্রহ্মবিগচ্ছতি ॥ ১২৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্রায়াঃ সংহি-
তায়াং সপ্তমে প্রভাসপথে দ্বিতীয়ে বস্ত্রাপথ-
ক্ষেত্রমাহাশ্বো দামোদরমাহাশ্ব্যবর্ণনং
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বাহাদেবি ক্ষেত্রং
বস্ত্রাপথং পুনঃ । কং প্রভাসস্ত সৰ্গস্য ক্ষেত্রঃ
নাভিঃ শ্রিয়ং মম ॥ ১ ॥ যত্র সাক্ষাৎসো দেবঃ
সৃষ্টিসংহারকায়কঃ । পৃথিব্যাং স অধিষ্ঠাতা তদ্বা-
নামাদিমঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥ স স্বদত্তঃ স্থিতস্তত্র প্রভাসে
ভূতিলোভবঃ । ভবতীন্দ্র জগদ্ব্যস্মান্তস্মান্তব ইতি
স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥ যঃ সৰুৎ কুরুতে যজ্ঞাং ক্ষেত্রে বস্ত্রা-
পথে পুনঃ । বিগাহ্য তত্র তীর্থানি কৃতকৃত্যঃ স
জায়তে ॥ ৪ ॥ অথ দৃষ্ট্বা ভবং দেবং সৰুৎ পূজ্য বিধা-
নতঃ । কেন্দারযাজ্ঞাকলভাক স ভবেন্নম্নজোভয়ঃ ॥ ৫ ॥
চৈত্রমাসি ভবং দৃষ্ট্বা ন পুনর্জায়তে ভুবি । বৈশা-

ষে মানব নিত্য এই ব্রহ্মাস্ত পাঠ বা শ্রবণ করে,
সে সৰ্গপাণ হইতে মুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত
হয় ॥ ৮৪—১২৫ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ঐশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! যাহা প্রভাস
ক্ষেত্রের সৰ্গ্য এবং আমার শ্রিয় নাভিরূপ, সেই
বস্ত্রাপথক্ষেত্রে তৎপরে গমন করিবে । তথায়
সাক্ষাৎ সৃষ্টিসংহারকর্তা ভবদেব বিরাজিত । তিনি
পৃথিবীর আদি অধিষ্ঠাতা, ভবসমূহের আদিম,
প্রভু এবং স্বদত্ত । সেই ভূতিলোভ ভব প্রভাসক্ষেত্রে
অবস্থিত এবং জগৎ তাঁহা হইতে প্রোহুত
বলিয়া তিনি ভব নামে বিখ্যাত । যে ব্যক্তি এক
বার যজ্ঞ বস্ত্রাপথক্ষেত্রে যাজ্ঞ করে, ও তজ্জন্ম
তীর্থসমূহে অবগাহন করে, সে কৃতকৃত্য হইয়া
থাকে । তথায় ভবদেবকে দেখিয়া এবং একবার
যাজ্ঞ বিধিবত পূজা করিয়া মানব যেরূপ কেন্দার-
বাজার কলভঙ্গী হয় । চৈত্রমাসে ভবদেবকে
দেখিলে পুনর্জন্ম হয় না এবং বৈশাখ মাসে দর্শন

থামথবা সমাগু ভবং দৃষ্ট্বা বিমুক্ত্যতে ॥ ৬ ॥ বারান-
গস্তাং কুরুক্ষেত্রে নশ্বদায়াক্ষং বৎকলম্ । তৎ কলং
নিমিষাদিনে ভবং দৃষ্ট্বা দিনে দিনে ॥ ৭ ॥ দ্বর্জভ-
ন্তত্র বাসন্ত দ্বর্জভং ভবদর্শনম্ । প্রেতভ্যং নৈব
তস্তান্তি ন যাম্য নারকী ব্যথা ॥ ৮ ॥ যেষাং
ভবালয়ে প্রাণা গতা ইব বরবর্ণিনি । বস্ত্রানামপি
বস্ত্রান্তে দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ৯ ॥ বস্ত্রাপথে
মতির্যেষাং ভবে যেষাং মতিঃ স্থিরা । গোদানং
তত্র শংসতি জ্ঞান্ধানাক তোজনম্ । পিতৃদানক
তত্রৈব কল্লাস্তঃ ভূক্তিমাবহেৎ ॥ ১০ ॥ ইতি
সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাশ্ব্যং তে ভবোক্তবম্ ।
ক্ষতং পাশোপশমনং যজ্ঞাসুতকলপ্রদম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাশ্ব্যবর্ণনং
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বর উবাচ । অথ বস্ত্রাপথে ক্ষেত্রে সতি
তীর্থানি কোটিশঃ । তথাপি সারং তে বচি সৰ্গ-

করিলে নয় মুক্ত হইয়া থাকে । বারাগসীতে কুরু-
ক্ষেত্রে কিবা নশ্বদায়কে যে কল, দিনে দিনে
ভবদর্শনে নিমেষার্থ যাত্রেই সেই কল হয় ।
সেই ক্ষেত্রে বাস দ্বর্জভ ; এবং ভব দর্শনও দ্বর্জভ ।
যাহার ভবদর্শন ঘটে, তাহার আর প্রেতর বা
যাম্য নরকযন্ত্রণা ঘটে না । হে বরবর্ণিনি ! ভবা-
লয়ে যাহাদের প্রাণ নির্গত হয়, তাহার বস্ত্র
হইতেও বস্ত্র এবং দেবগণেরও দেবতা । যাহাদের
মতি বস্ত্রাপথে বা ভবদেবে স্থানিষ্ঠা, তাহারাও
পূর্বোক্তরূপ বস্ত্র ও দেবত-সম্পন্ন । বস্ত্রাপথ
ক্ষেত্রে গোদান, জ্ঞান্ধণতোজন ও পিতৃদান শংস-
নীয় । এই সকল কার্যে কল্লাস্ত পর্য্যন্ত ভূক্তি হইয়া
থাকে । এই আশি সংক্ষেপতঃ ভবোক্ত-মাহাশ্ব্য
কীৰ্ত্তন করিলাম । ইহা শুনিলে পাশশান্তি ও অমৃত
যজ্ঞের কলপ্রাপ্তি হয় ॥ ১—১১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

ঐশ্বর কহিলেন,—বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রে কোটি কোটি
তীর্থ আছে । তথাপি যাহা সৰ্গতীর্থমহোদয় সার-
তীর্থ, তাহাই তোমার নিকট বলিভেদে । দামো-

তীর্থমহোদয়ঃ ১। দামোদরে নদী প্রোক্তা স্বর্ণরেখতি
বা স্মৃতা। ব্রহ্মকুণ্ড তত্রৈব তথা ব্রহ্মেশ্বরঃ
স্মৃতঃ ২। কালমেঘশ্চ সম্প্রোক্তো ভবো দামোদরঃ
স্মৃতঃ। গব্যুতিষিতমৈনব কালিকা তত্র কীর্তিতা।
ইশ্বেশ্বরশ্চ তত্রৈব রৈবতঃ পরিতত্তথা। উজ্জয়ন্তশ্চ
তত্রৈব দেবঃ কৃত্তীশ্বরঃ স্মৃতঃ ৪। ভীমেশ্বরশ্চ
তত্রৈব ততঃ ক্ষেত্রঃ মহাপ্রভশ্চ। তৈলসারণিকং নাম
ক্ষেত্রায়ঃ হৈমমারকশ্চ ৫। পঞ্চগব্যুতিমাত্রঃ তু
তৎক্ষেত্রঃ সম্প্রকীর্তিতশ্চ। যুগীকুণ্ডঃ চ তত্রৈব
সর্বপাতকনাশনশ্চ ৬। এতদ্বরাপথঃ ক্ষেত্রঃ রত্ন-
ধাত্বোক্তধাকরশ্চ। কথিতং ভব দেবেশি পুনঃ
সংক্ষেপতো ময়া ৭।

ইতি জীকান্দে বরাহপঞ্চকেন্দ্রমাহাত্ম্যো প্রবরতীর্থানু-
কীর্তনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৩।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেয়মাদেবি দ্বারাবিল্লিতি
বিজ্ঞতশ্চ। যোজনস্তান্তরে দেবি পশ্চিমে মঙ্গল
স্থিতেঃ ১। দ্বরকো যত্র ভীমেন ভূক্ষা ত্যক্তঃ

দূরে যে নদী আছে, তাহা স্বর্ণরেখা নামে প্রসিদ্ধ।
তথায় ব্রহ্মকুণ্ড আছে, সেখানে ব্রহ্মেশ্বর শিব
বিখ্যাত। এতদ্বিত্ত কালমেঘ ভব ও দামোদর দেবও
বিরাজমান। ইহাদের চারিক্রোশ দূরে কালিকা
দেবীর অবস্থান কীর্তিত হইয়া থাকে। ইশ্বেশ্বর,
রৈবতকাজি, উজ্জয়ন্ত, কৃত্তীশ্বর ও ভীমেশ্বর দেবও
এ স্থানে অধিষ্ঠিত; সুতরাং এ ক্ষেত্র মহামহিমা-
বিত্ত। পূর্বে উহার নাম ছিল তৈলসারণিক, আর
ক্ষেত্রায়ুগের নাম হৈমমারক। এ ক্ষেত্র পঞ্চগব্যুতি-
মাত্র; সর্ব পাতকহর যুগীকুণ্ড এই স্থানেই অবস্থিত।
ইহাই বরাহপঞ্চ ক্ষেত্র; এ ক্ষেত্র রত্ন ও ধাতুসমূহের
আকর। হে দেবেশি! এই আমি সংক্ষেপে ইহা
বর্ণিলাম। ১—৭।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ৩।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর প্রসিদ্ধ
'হুস্তারিগ' ক্ষেত্রে গমন করিবে। এই স্থান মঙ্গল-
ক্ষেত্রের পশ্চিমে এক যোজন মধ্যে অবস্থিত।
জ্ঞেয়ে। পুরাকালে ভীমসেন দ্বরক ত্যাগ করিয়া

পুরা প্রিয়ে। তত্রৈব বিবরঃ দিব্যঃ মহাপাতাল-
মার্গদশ্চ ২। তন্ত কল্পঃ পুরা প্রোক্তঃ পাতালো-
ত্তরসংগ্রহে। তত্র লিঙ্গান্তনেকানি সিদ্ধস্থানানি
ষোড়শ ৩। সুবর্ণভাকরঃ পূরঃ তৎ স্থানমভবৎ
প্রিয়ে। তন্মিন স্থানে নরৈর্দেবি গন্তব্যঃ ভূতি-
লিপয়া ৪।

ইতি জীকান্দে দ্বারাবিল্লিগিরিস্থানমাহাত্ম্যাবর্ণনং

নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ৪।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেয়মাদেবি মঙ্গলাৎ
পশ্চিমে স্থিতশ্চ। গঙ্গাপ্রোতস্তথা লিঙ্গং সুরার্কং চ
বিশেষতঃ ১। তান গচ্ছেদ্বিধবদেবি যদি
যাত্রাকলেম্পূতা। স্নাত্বা পিণ্ডপ্রদানঞ্চ কুর্যাতত্র
যথার্থতঃ। ত্রাশ্বণেভ্যস্তথা দেয়মন্নং ত্বরি সদ-
ক্ষিণশ্চ ২। ইতি তে কথিতং ময়া প্রিয়ে কলি-
পাপোহবিনাশনং শুভশ্চ। নিখিলঃ তীর্থমহোদয়ো-
দয়ং পঠিতং সধ্বিনিহতি পাপসংহতিশ্চ ৩। ইদং
ন দেয়ং দুর্বৃত্তৈঃ স্তুতয়াং পাপনাশনশ্চ। স্রোতব্যং
বিধিনা তদন্তবিষয়োক্তবিধানতঃ ৪।

ইতি জীকান্দে গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ৫।

এই স্থানেই তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এইখানেই
এক পাতালগামী দিব্য বিবর আছে, পাতালোত্তর
সংগ্রহে তাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তেথায়
বহুলিঙ্গ ও ষোড়শটি সিদ্ধস্থান আছে। প্রিয়ে!
এই স্থানই পূর্বে সুবর্ণের আকর ছিল। হে দেবি!
নরগণ ভূতিলিপায় এ ক্ষেত্রে গমন করিবে। ১—৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ৪।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! মঙ্গল স্থানের
পশ্চিমে গঙ্গাপ্রোত ও সুরার্ক লিঙ্গদ্বয়পে গমন
করিবে। যাত্রাকলে অভিলাব থাকিলে উক্ত
স্থানসমূহে যাত্রাভেই হইবে। গিয়া নান, পিণ্ডদান,
ত্রাশ্বণাদিগকে, অন্ন ও ত্বরি দক্ষিণা প্রদান কর্তব্য।
প্রিয়ে। এই আমি তোমার নিকট কলিকন্যহর
নিখিল ত্রীর্থোদয় কীর্তন করিলাম; ইহা পার্শ্বে
পাপরাশি বিনষ্ট হয়। দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে ইহা প্রদান

যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি মঙ্গলাৎ পশ্চিমে ব্রজেৎ । তত্র সিদ্ধেশ্বরং পঞ্চোৎসর্গসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥ ১ ॥ তত্রৈব চক্রতীর্থস্তু তীর্থকোটিকলপ্রদম্ । লোকেশ্বরঃ স্বয়ম্ভুতঃ পূৰ্বমিস্তৈশ্চৈবৈতি চ ॥ ২ ॥ দৃষ্ট্বা তং বিধিবদেবিত্তো যক্ষবনং ব্রজেৎ । মঙ্গলাৎপশ্চিমে ভাগে যত্র দেবী ত্বয়ঃ স্থিতা ॥ ৩ ॥ যক্ষেশ্বরী মহাভাগা বাহিতার্থপ্রদায়িনী । তাং সম্পূজ্য বিধানেন ততো বস্ত্রাপথং পুনঃ ॥ ৪ ॥ গিরিং রৈবতকং গচ্ছা কুর্ধ্যাদ্ভায়াঃ বিধানতঃ । যুগীকুণ্ডা-দিতীর্থানি সন্তি তত্রৈব কোটিশঃ ॥ ৫ ॥ যজুর্জি-শিখরে দেবি সীমালিঙ্গং হি তৎস্মৃতম্ । দশকোটিক্ত তীর্থানি তত্র সন্তি বহুমানেন ॥ ৬ ॥ যত্র বৈ যাদবঃ সিদ্ধাঃ কলৌ য়ে বুদ্ধিরূপিণঃ । শতং সহস্রার্জুনকং লিঙ্গং তত্রৈব তিষ্ঠতি ॥ ৭ ॥ গজেন্দ্রস্তা পদং তত্র তত্রৈব রসকুপিকাঃ । সপ্ত কুণ্ডানি তত্রৈব রৈবভূতে পরিতোন্তমে ॥ ৮ ॥ অধিকা চ স্থিতা দেবী প্রহ্লাদঃ

করিতে নাই । ভবিষ্যোক্ত বিধানেন ইহা অবগত করাই কর্তব্য । ১—৪ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অধুনা মঙ্গল ক্ষেত্রের আরও পশ্চিমে যাত্রার কথা বলিতেছি । তথায় সিদ্ধিদায়ক সিদ্ধেশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হয় । সেইখানেই তীর্থকোটিকলপ্রদ চক্রতীর্থ; এবং স্বয়ম্ভু লোকেশ্বর দেব । ইহার পূর্বনাম ইন্দ্রেশ্বর, দেবি । ইহাকে যথাবিধি দর্শন করিয়া পরে যক্ষবনে গমন করিবে । মঙ্গল ক্ষেত্রের পশ্চিমদিকস্থিত উক্ত বনে সাক্ষাৎ যক্ষেশ্বরী দেবী অবস্থিতা । ইনি মহাভাগা ও ইষ্টার্থপ্রদা । ইহাকে পূজা করিয়া পুনরায় বস্ত্রাপথে যাইবে । বৈরতকাচলে গিয়া যথা-বিধি যাত্রা সমাপন করিবে । তথায় যুগীকুণ্ডাদি কোটি কোটি তীর্থ বিদ্যমান । দেবি । প্রসিদ্ধ সীমালিঙ্গ রৈবতকাচলেরই জুজি-শিখরে অবস্থিত । তথায় দশকোটি তীর্থ এবং যাদবগণ কলিকালে তথায় বুদ্ধিরূপী সিন্ধুদেহে বিরাজমান । এতদ্ব্যতীত শত সহস্রার্জুন লিঙ্গ, গজেন্দ্রের পদচিহ্ন, রস-কুপিকা, সপ্তকুণ্ড, অধিকাদেবী, প্রহ্লাদ, সাধ,

সাধ এব চ । লিঙ্গাকারে পরিতে তু তত্র তীর্থানি কোটিশঃ ॥ ১ ॥ যুগীকুণ্ডঞ্চ তত্রৈব কালমেঘশুভৈব চ । ক্ষেত্রপালশ্রুপেণ মহোদধিঃ স্বয়ঃ স্থিতঃ । দামোদরশ্চ তত্রৈব ভবো ব্রহ্মাণ্ডনায়কঃ ॥ ১০ ॥ পার্শ্বত্যাযাচ । ঋতানি তব তীর্থানি দেবেণ বদ-তস্তব । গচ্ছা সরস্বতী পুণ্যা যমনা চ মহানদী ॥ ১১ ॥ গোদাবরী গোমতী চ নদী তাপী চ নর্মদা । সরযুঃ স্বর্ণরেখা চ তমসা পাপনাশিনী ॥ ১২ ॥ নদ্যাঃ সমুদ্রসংযোগঃ সর্গাঃ পুণ্যাঃ ঋতা যয়া । মোক্ষ-রূপানি দিব্যানি দিব্যক্ষেত্রানি যানি চ ॥ ১৩ ॥ নগরো মুক্তিদায়িত্বস্তাঃ ঋতাস্বংপ্রসাদতঃ । ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিবাদীনাম্ স্বর্ধোন্মুবরণস্ত চ ॥ ১৪ ॥ দেবতানা-মুপাশঞ্চ সন্তি স্থানান্ত্রনেকশঃ । পরং দেবং ত্বয়া পুণ্যা প্রভাসঃ কথিতং মম ॥ ১৫ ॥ তস্মাদ্ যচ্চা-র্জকং প্রোক্তং ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথং ত্বয়া । শৃণুয়া চ যয়া পূর্বং ন পৃষ্টং কারণং তদা ॥ ১৬ ॥ ইদানীঞ্চ ঋতং সর্বং স্বহাং কারণং বদ । প্রভাবং প্রথমং ক্রহি ক্ষেত্রস্ত চ ভবস্ত চ ॥ ১৭ ॥ কস্মিন দেশে চ ততীর্থং শিবঃ কেনাত সংস্থিতঃ । স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ কজ্য কথং তত্র স্থিতঃ স্বয়ম্ । প্রভো মে মহদাশ্চর্য্যং

লিঙ্গাকার কোটি কোটি তীর্থ, যুগীকুণ্ড, ক্ষেত্রপালরূপে কালগিরিতটে মেঘদেব, সাক্ষাৎ মহোদধি, দামোদর ও ব্রহ্মাণ্ডনায়ক ভবদেব বিরাজিত । পার্শ্বতী কহিলেন,—হে দেবেশ ! আপনার মুখে বহু তীর্থ-বার্তা শ্রবণ করিয়াছি, পুণ্যানদী গচ্ছা, সরস্বতী, যমুনা, মহানদী, গোদাবরী, গোমতী, তাপী, নর্মদা, সরযু, স্বর্ণরেখা, তমসা, সমুদ্র-সম্মিলিত অস্ফাঙ্ক পাপহারিণী নদী ; দিব্য দিব্য মোক্ষারণ্য ও দিব্য ক্ষেত্র ; মুক্তি-দায়িনী নগরী সকল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্বর্ধা, চন্দ্র ও বরুণাদি দেব ও ঋষিগণের পুণ্যায়তনসমূহ—আপনার প্রসাদে বহুধা আমার ঋত হইয়াছে । পরন্তু দেব ! আপনি সকল প্রভাসক্ষেত্রেরই পবি-জ্ঞাতা আমার নিকট কীর্তন করিয়াছেন । এক্ষণে ঐ প্রভাস হইতেও বস্ত্রাপত্র ক্ষেত্রের পুণ্যাদিকা বলি-লেন । আমি এ কথা পূর্বে আপনার নিকট শুনিয়া তখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই । এক্ষণে অবহিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসিতেছি । প্রথমে আপনি ভবক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করুন, ঐ তীর্থ-ক্ষেত্র কোন্ দেশে ? কে ঐ স্থানে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ? ভগবান্ স্বয়ম্ভু কজ-কিরূপে কোথায় অবস্থিত হইলেন ? প্রভো ! এ বিষয়টা আমার

বর্ষতে তষদাধুনা ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বস্ত্রাপথস্ত
ক্ষেত্রস্ত প্রভাবং প্রথমং শৃণু । পশ্চাদ্ভবন্ত মাহাত্ম্য
শৃণু তৎ ৮ বরাননে ॥ ১৯ ॥ কান্তকুজে মহাক্ষেত্রে
রাজা ভোজ্যেতি বিজ্ঞাতঃ । পুরা পুণ্যযুগে ধর্ম্যঃ
প্রজা ধর্ম্মেণ শাসতি ॥ ২০ ॥ বিশালাক্ষো দীর্ঘবাহু-
র্বিদ্বান বাগ্মী প্রিয়ংবদঃ । সর্বলক্ষণসম্পূর্ণো বহু-
শর্চ্য-বিলোককঃ ॥ ২১ ॥ বনাৎ কদাচিদভ্যেত্য বন-
পালোহ্রবীদিদম্ । আশ্চর্য্যং ভ্রমতা দেব বনে দৃষ্টং
ময়াধুনা ॥ ২২ ॥ গিরৌ বিষমভূতগো বহুবৃক্ষসমা-
কুলে । যুগযুগতা নারী ময়া দৃষ্টা যুগাননা ॥ ২৩ ॥
যুগবৎ প্রবতে বালা সদা তত্রৈব দৃশ্যতে । ইতি
ক্ষণা বচো রাজা তুষ্টিভ্রমৈ ধনং দদৌ ॥ ২৪ ॥ চতুরং
তুরগং দিব্যং বাসসী স্বর্ণভূষণম্ । ইদানীমেব
যাত্তামি সেনাধ্যক্ষ স্তয়া সহ ॥ ২৫ ॥ অখানাং দশ-
সাহস্রং বাঙরাণাং ত্বনেকথা । পশুয়ো যাস্ত সর্বজ-
বেষ্টয়ন্ত গিরিং বরম্ ॥ ২৬ ॥ ন হস্তব্যো যুগঃ
কশ্চিচ্চক্ষীয়া হি সা যুগী । স্ত্রীবেষধারিণী নারী যুগী

নিকট বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে, এক্ষণে
উহা বলুন । ঈশ্বর করিলেন,—সুবদনে । প্রথমে
বস্ত্রাপথক্ষেত্রের পরে ভবদেবের মাহাত্ম্য গ্রবণ
কর । পূর্বে পুণ্যযুগে মহাক্ষেত্র কাল্যকুজে ভোজ
নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ধার্মিক রাজা ছিলেন ; তিনি
ধর্ম্মপ্রিয়তারে প্রজাপালন করিতেন । রাজা ভোজ—
বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, বিদ্বান, বাগ্মী, প্রিয়বদ, সর্ব-
লক্ষণলক্ষিত ও বহু আশ্চর্য্যদশী ছিলেন । একদা
বন হইতে ভীহার এক বনপাল আসিয়া বলিল,—
দেব । বহু বৃক্ষাধিত বিষম ভূমির গিরি প্রদেশে
বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সম্প্রতি
এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি । দেখিলাম,—
এক যুগাননা রমণী যুগযুগমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে
এবং যুগের ভ্রম উৎপত্তি হইতেছে । এই কথা
শুনিয়া রাজা তুষ্টি হইলেন । সংবাদদাতাকে যথেষ্ট
ধন দিলেন এবং চতুর, তুরঙ্গ, দিব্য বশনযুগল
ও বিবিধ স্বর্ণভূষণ প্রদান করিলেন । তিনি বলি-
লেন,—সেনাপতে । আমি এখন তোমার সহিত
ঐখানে যাইব । দশ সহস্র অশ্ব, বহু যুগবহন
বাঙরা এবং অসংখ্য পদাতি ঐ পবিত্রপ্রদেশে
গমন করুক । তাহার গিরা গিরিবরের সর্বস্থান
বেটন করুক ; কিন্তু কেহ যেন কোন যুগের প্রাণ-
নাশ করে না । কেন না, সেই যুগকে অবজ্ঞাই
রক্ষা করিতে হইবে । ভূতলে স্ত্রীবেষধারিণী যুগী

ভবতি ভূতলে ॥ ২৭ ॥ ক স্বাস্তি বরাকী সা
মহলৈঃ পরিদীড়িতা । শস্ত্রাস্ত্রবজ্রিতং সৈন্তং বন-
পালপদাভুগম্ ॥ ২৮ ॥ অহোরাত্রোৎসাহং বহ-
ব্যাধজনপ্রভঃ । অখাধিরূঢ়ো বলবান্ ভোজরাজো
যযৌ স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥ নিঃশব্দপদসকারঃ সংজ্ঞা-
সঙ্কেতভাষকঃ । গিরিং সমেষ্টয়ামাস বাঙরাভিঃ
স্বয়ং নৃপঃ ॥ ৩০ ॥ বনপালে ন সহিতো যুগযুগং
দদর্শ সঃ । সা যুগী যুগমধ্যস্থা নারীদেহা যুগে
যুগী । যুগবচ্ছেষ্টে বালা ধাবতে চ যুগৈঃ সহ ॥
অস্থগচ্ছান সমাভ্রায় সন্তস্তা যুগযুগপাঃ । ক্ষুদ্রা ভ্রান্ত-
ক্ষেপে তাম্বন সর্বে খাণ্ডি দিশো দশ ॥ ৩১ ॥
যুগবজ্রা তু যা নারী যুগৈঃ কতিপয়ৈঃ সহ । প্রবমানা
নিপতিতা বাঙরায়াঃ বিচেতনা ॥ ৩২ ॥ বলাধ্যক্ষেন
বিধূতা যুগৈঃ সহ শটননৃপাঃ । দদর্শ মহদাশ্চর্য্যং
ভোজরাজো জনৈর্নৃপৈঃ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ কোলাহলো
জাতঃ পরমানন্দনিধনঃ । যুগৈঃ সহ সমানিতে

এ বড় আশ্চর্য্য কথা । কিন্তু যাহাই হউক, মহাবল
দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই বরাকী কোথায়
যাইবে? অনন্তর সেই বনপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ভোজরাজের বহু সৈন্ত চলিল । কাহারও
হস্তে অস্ত্র শস্ত্র রহিল না । তাহার এক
অহোরাত্র মধ্যে সেই গিরিপ্রদেশে গিয়া উপস্থিত
হইল । বলবান্ ভোজরাজ স্বয়ং অখারোহণে চলি-
লেন । তিনি নিঃশব্দ পদসকারে গমন করিতে
লাগিলেন এবং সঙ্কেত দ্বারাই কথাবার্তা কহিতে
লাগিলেন । রাজা স্বয়ং উপস্থিত ধার্মিক গিরি-
প্রদেশ বাঙরা দ্বারা বেটন করাইলেন । ১—৩০ ।
অনন্তর সেই বনপালের সঙ্গে তদ্রূপ যুগযুগ অব-
লোকন করিলেন । দেখিলেন,—যুগমধ্যে সেই নারী-
রূপী যুগী আছে । তাহার মুখখানাই যুগের ভ্রম ;
অস্ত্র সজ্জা নারীতুল্য । সেই বালার যুগের ভ্রম
চেষ্টা এবং যুগের সহিত তাহার গতিবিধি । দেখি-
লেন,—যুগযুগপতিগণ অস্থগচ্ছ পাইয়া সন্তস্ত হুঙ্ক
ও ভ্রান্ত হইয়াছে । তাহার সেই ক্ষেপে নানাদিকে
ছুটছুটি করিতেছে । কিন্তু সেই যুগবদনা নারী
কতিপয় যুগসমভব্যাহারে ছুটিতে ছুটিতে বাঙরাদ
আসিয়া আবদ্ধ হইয়াছে ! অনন্তর বলাধ্যক্ষ কৃষ্ণ-
গণ সহ সেই নারীরূপী যুগীকে ধরিয়া কেবলিল ।
তখন ভোজরাজ অস্ত্রাঙ্ক লোকজন সহ সেই মহা-
শর্চ্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন । অনন্তর পরম
আনন্দ-কোলাহল হইল । রাজা যুগগণ সহ সেই

কান্তকুল্যঃ যুগীং নৃপঃ ২৫। দিব্যবজ্রসমাক্ষর্য
দিব্যাতরণভূমিতা। নরয নস্থিতা নারী প্রবিবেশ
যুগৈর্ভূতা। ৩৬। বাদির্জৈর্জগদ্বৈষৈশ্চ নীঘতে নৃপ
মিল্লরম্। জনৈর্জানপদৈর্দ্বার্যে দৃষ্টতে নৃপমন্দিরে
৩৭। নীঘমানা নাগটৈশ্চ মহদাশ্চর্য্যভাষকৈঃ
পুণ্যে মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে সা যুগী নৃপমন্দিরম্
৩৮। প্রতীহারেণ রাজেশ্ব বচসা বারিতো জনঃ
গতঃ সেনাপতিঃ সৈন্ত্য গৃহীত্বা স্বনিকेतনম্। ৩৯
রাজাপি স্বগৃহং প্রাপ্য স্নাত্বা সম্পূজ্য দেবতাঃ
ভাং যুগীং আপয়ামাস দিব্যগচ্ছাতুল্যলেনাম্। ৪০
কুত্বেনে বিলিঙাকীং দিব্যবস্ত্রাবগুণ্ডিতাম্
যথোচিতং যথাহানং দিব্যাতরণভূমিতাম্। ৪১
একান্তে নির্জনে রাজা বভাবে চাকুলোচনাম্
কাং কন্ত সূতা কেন কারণেন সূতং সহ। ৪২
জীর্ণাং শরীরং তে কস্মানুয়ুগীণাং বদনং কৃতঃ
ইজি সর্গং সমাচক্ষ পরং কোতুলং হি মে। ৪৩
এবং সা প্রোচ্যমানাপি ন বভাবে কথকন। মুকুবৎ
ন বিজানান্তি ন চ তুত্তেজু গুলোচনা। ৪৪। ন

যুগীকে কান্তকুল্যে লইয়া আসিলেন। ঐ যুগী
দ্বিষ্য বস্ত্রে সমাক্ষর, দিব্যাতরণে ভূষিত ও নরযানে
সমারূঢ় হইয়া যুগগণ সহ রাজ্যভবনে প্রবেশ করিল।
যুগীকে নৃপমন্দিরে লইয়া যাইবার কালে বহু বাদিজ
ও ব্রহ্মচর্য হইতে লাগিল। জনপদবাসীরা সেই
বৃক্ষ পৰিমধ্যে দেখিল এবং নাগরিকেরা সেই
আশ্চর্য্য কথা কহিতে কহিতে রাজ্যলয়ে সেই নারী-
যুগী দর্শন করিল। পুণ্য মুহূর্ত্তে যুগী নৃপমন্দিরে
প্রবেশ করিল। প্রতিহারী রাজাজায় জনসাধা-
রণকে প্রবেশে নিষেধ করিল। সেনাপতি স্বীয়
সৈন্তদল লইয়া নিজাবাসে প্রস্থান করিলেন। রাজা
অতর্কিতে উপস্থিত হইয়া স্নান ও দেবপূজাতে সেই
যুগীকে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে যুগী দিব্য
গন্ধ ও কুতুম্ব দ্বারা অঙ্গলিগু ও দিব্য বসনে অব-
লম্বিত হইল। অনন্তর রাজা একান্তে সেই দিব্য-
ভূষণভূষিতা চাকুলময় যুগীকে জিজ্ঞাসিলেন,—কে
তুমি? কাহার কন্যা? কেন তোমার যুগগণ সহ
পরিভ্রমণ? তোমার নারীর ভায় শরীর এবং
যুগীর ভায় বদন হইল কেন? আমার বড়ই
কৌতুক হইয়াছে, তুমি এ সকল রহস্য আমার
নিকট খুলিয়া বল। রাজা এইরূপে ভাষাকে
বলিলেন; কিন্তু সেই যুগী মুকের ভায় কোন
কথাই কহিল না। গুলোচনা যুগী কিছুই জানে

তুত্তেজু পৃথিবীপালো ন রাজ্যং বহু মন্ততে। ন
দারৈর্বদ্যতে কার্য্যং নারৈর্ন চ গজৈ রবেধঃ। ৪৫।
তদেব রাজ্যং তে দারান্তে গজাতকনং বহু।
প্রমদামদসংরক্তং যত্র সংক্রীড়তে মনঃ। ৪৬।
আহুয়াহ প্রতীহারং ভয়া সম্বোধিতো নৃপঃ। পুরো-
ধসং গুরুং বিপ্রানাচাধ্যান শ্রীতমানম্। ৪৭। দৈবজ্ঞানম্
মন্তজান ভিষজন্তাত্তিকান্তথা। ইতি সরোদিতো
রাজা প্রতিহারো যম্যো স্বয়ম্। ৪৮। আজগাধ স
বেগেন সমানীয় দ্বিজোক্তমান। রাজে বিজ্ঞাপনা-
মাস দেব বিপ্রাঃ সমাগতাঃ। ৪৯। প্রবেশয় গুরুং
হাঃস সম্প্রাপ্তান মন্তিতে রতান। ইতি সরোদিতো
রাজা তথা চক্রে চ বুদ্ধিমান। ৫০। অভ্যুখায়
নৃপঃ পূর্ব্বং নমস্কৃত্য প্রপূজ্য চ। আসনেষুপবিষ্টাং-
স্তান বভাবে কার্য্যতৎপরঃ। ৫১। ইদমাশ্চর্য্য-
মেবৈকং কথং শকাং নিবেদিতুম্। জানোত হি স্বয়ং
সর্ব্বৈ লোকভাঃ শাস্ত্রতোষপি বা। ৫২। কথমেবা
সমুৎপন্ন্য কন্তেদং কথং কলম্। অস্তাং কেন
প্রকারেণ বচনং মাভুযং ভবেৎ। ৫৩। স্বয়ং মহাব্য-

না; কিছুই ভোজন করেন না। এদিকে রাজাও
কিছুই ভোজন করিলেন না। রাজ্য ভাঁহার নিকট
ভাল লাগিতে লাগিল না। গজ, অশ্ব, দ্রোণ, পুত্র,
কিছুই ভাঁহার তৃপ্তকর হইতে লাগিল না। বস্তুতঃ
প্রমদা-মদাম্বরক্ত মন যথায় ক্রীড়া করে, জাহ্নবী
রাজ্য এবং তাহাই দ্রোণ, পুত্র ও গজাদি ধনরত্ন।
যাহাই হোক, সেই যুগীসম্বোধিত রাজা প্রজি-
হারীকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি নিত আমায় গুরু
পুরোধিত অস্ত্রাজ, আচার্য্যকর ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ, মন্তজ,
ভিষক ও তাত্তিকদিগকে ডাকিয়া আন। রাজ্যভার
প্রতিহারী গমন করিল এবং উক্ত দ্বিজোক্তগণকে
ডাকিয়া আনিল; আনিয়া রাজাকে বলিল,—রে
রাজন! ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছেন। রাজা
বলিলেন,—হাঃ! গুরুকে এবং অস্ত্রাজ মন্দির হিতে
রত ব্রাহ্মণগণকে ভবনমধ্যে প্রবেশ করাও। প্রজি-
হারী রাজা কর্তৃক এইরূপ অতিক্রান্ত হইয়া ভাঁহার
আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল। ৩১—৪০। নৃপ-পাজো-
খানপূর্ব্বক অগ্রে ভাঁহারের পূজা ও নমস্কার করিয়া
ভাঁহাদিগকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং
বলিলেন,—এই আশ্চর্য্যের কথা কিরূপে আপন-
দিগকে নিবেদন করিব? আপনাদিগে কি স্বপ্ন
লোকে বা শাস্ত্রে এরূপ দেখিয়াছেন? এই অকৃত
যুগী কিরূপে উৎপন্ন হইল? এ কোন্ কণ্ঠের

বদনা কথমেবা ভবিষ্যতি । সাবধাটিনধির্জৈর্জুঃ
সর্গঃ সন্ধিত্য চোচ্যতাম্ ॥ ৫৪ ॥ বিপ্রা উচুঃ ।
দেব সারথতো নাম কুরুক্ষেত্রে বিজোতমঃ । উর্জ-
রোতাঃ সরথত্যাং তপন্তপে জিতেশ্রিয়ঃ ॥ ৫৫ ॥
কথরিবার্ত্ত সর্গঃ তে ভেনাদিষ্টা যুগী স্বয়ম্ । ইতি
ক্ষমা বচো রাজা যথো সারথতঃ বিজম্ ॥ ৫৬ ॥
সরথতীজলে সাতং প্রভাতে ধ্যানতৎপরম্ । দৃষ্টা
প্রেক্ষণীকৃত্য সাষ্টাঙ্গং তং প্রণম্য চ । উপবিষ্টো
কৃষ্ণো ক্রমো প্রোজলিঃ সন্ধিতেশ্রিয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ মনুষ্য-
পদসংকারং ক্ষমা জ্ঞাত্য চ কারণম্ । সারথতো
বভাষেৎ তং নৃপং ভক্তিতৎপরম্ ॥ ৫৮ ॥ সারথত
উবাচ । ভোজরাজ শুভং ভেষজ জাতং তৎ
কারণং ময়া । যুগাননা বয়া নারী সমানোতা বনাৎ
কিল ॥ ৫৯ ॥ মহাদার্দ্র্যামেবৈতত্তব চেতসি
বর্ত্ততে । আদিষ্টা তু ময়া বালা সর্গঃ তে কথরি-
ষ্যতি ॥ ৬০ ॥ জানাম্যহং মহারাজ চরিত্রং জন্ম-
যাদৃশম্ । আশ্চর্য্যং সন্তবেজ্ঞোকে কথ্যমানং তয়া

স্বয়ম্ ॥ ৬১ ॥ ইত্যাদিষ্ট গতো বেগাজ্জেনাদিত্য-
বর্ত্তসা । অহোরাত্রযয়েনৈব সস্ত্রাণ্ডো নৃপমন্দিরম্ ।
৬২ ॥ প্রবিষ্ট চ যুগী দৃষ্টা যজ্ঞে যুগলোচনা ।
তয়া সারথতো জাতো ধর্ম্মজঃ সর্গবিদ্বিজঃ ॥ ৬৩ ॥
মৃত্যবাচ । এষ সর্গঃ হি জানাতি কারণং যজ্ঞ যাদৃ-
শম্ । বর্ত্তমানঃ ভবিষ্যৎ ভূতং যজুবনজয়ে ॥ ৬৪ ॥
এতেন মরণং জাতং মদীয়ং পূর্ব্বজন্মনি । বঙ্গাপথে
মহাক্ষেত্রে তপন্তপঃ ভবালয়ে ॥ ৬৫ ॥ বিশ্ব
কলুষং সর্গঃ জ্ঞানমুৎপাদ্য যত্নতঃ । জরায়ব-
নির্মুক্তঃ প্রত্যক্ষং দৃষ্টবান ভবম্ ॥ ৬৬ ॥ অস্ত
তুষ্টো ভবো দেবো জাতং তীর্থস্থ কারণম্ ।
আদিষ্টয়া ময়া বাচ্যং ভবেজ্জন্মনি কারণম্ ॥ ৬৭ ॥
ইতি চিন্তাপরা যাবত্তাবধিঃ সমাগতঃ । তশৈ
প্রণামপরয়া মুচ্ছিতা নিপপাত সা ॥ ৬৮ ॥ অথ
সারথতো জানাৎ জাতবান কারণং তৎ । আনয়ন্ত
বিজা বেগাৎ কলসং তেয়সজ্জতম্ ॥ ৬৯ ॥
সর্ব্বোষধীঃ পত্রবাংস্ত দ্রুমাঃ পুষ্পাণি চাক্তান ।

কলে একুপ হইল ? কিরূপে ইহার মানবের ন্যায়
বাক্য হইতে পারে ? এ কিরূপে মনুষ্যবদনা
হইবে ? আপনারা সকলে অবহিত হইয়া চিন্তা
করুন । বিপ্রগণ বলিলেন,—কুরুক্ষেত্রে সারথত
নামে এক উর্জরোতা জিতেশ্রিয় ব্রাহ্মণ আছেন ।
ইনি সরথতীতীরে তপস্তা করেন । তৎ কর্ত্তক
আদিষ্ট হইয়া এই যুগী সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবে,
এই কথা শুনিয়া রাজা সরথতীতীরে ঐ ব্রাহ্মণের
নিকট গমন করিলেন । সেখানে গিয়া দেখিলেন,
—ঐ তপস্বী ব্রাহ্মণ প্রভাতে সরথতীজলে স্নান
করিয়া ধ্যানতৎপর আছেন । তিনি তাঁহাকে
তথানিধি দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সহকারে, প্রদ-
ক্ষিপপূর্ব্বক কৃতাজলি হইয়া ভূমিতে উপবেশন
করিয়া রহিলেন । তখন ঐ তাপস ব্রাহ্মণ মনুষ্য-
পদসংকার বৃত্তিতে পারিয়া এবং সম্যক বৃত্তান্ত অব-
গত হইয়া ভক্তিতৎপর রাজাকে বলিলেন, হে
ভোজরাজ ! আপনার মঙ্গল হোক । আমি সমস্ত
বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি । আপনি বন মধ্য হইতে
এক যুগাননা নারী আনয়ন করিয়াছেন । ইহাকে
দেখিয়া আপনার চিত্তে মহাদার্দ্র্য উপস্থিত হইয়াছে ।
যাহা হোক, আমার আদেশে ঐ নারী সকলই আপ-
নাকে বলিবে । মহারাজ ! আমি উহার জন্ম
এবং চরিত্র সকলই জানি । ঐ বালা স্বয়ং যদি
বলে ; তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়ই হইবে ।

এইরূপ আদেশ করিয়া রাজার সহিত দূর্য্যাসনিত
রথে আরোহণপূর্ব্বক দুই অহোরাত্র মধ্যেই বেগে
রাজমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজত্ববনে
প্রবেশ করিয়া যথায় সেই যুগাননা রহিয়াছে, সেই
স্থানে গিয়া যুগীকে সন্দর্শন করিলেন । যুগী সেই
ধর্ম্মজ সর্ব্বজ সারথত বিজকে চিনিতে পারিল । যুগী
মনে মনে কহিল,—এই বিজ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান
সমস্ত কারণই অবগত আছেন । ত্রিভুবনের কোন
ঘটনাই ইহার অজ্ঞাত নাই । পূর্ব্ব জন্মে আমি
যে ভাবে মরিয়াছিলাম, তাহাও ইনি অবগত
আছেন । এই বিজ মহাক্ষেত্র বঙ্গাপথে ভবমন্দিরে
তপস্তা করিয়াছিলেন । তপস্যায় ইহার সর্ব্বপাপ
বিদূরিত হয় । ইনি পরম যত্নে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন
এবং জরায়ববর্জিত হইয়া ভবদেবকে প্রত্যক্ষ
করিয়াছিলেন । ইহার প্রতি ভবদেব তুষ্ট হইয়া-
ছিলেন । ইনি ঐ তীর্থের কারণ বিদিত আছেন ।
ইহার আদেশে আমি পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বলিতে বাধ্য
হইব । ৫১—৬৭ । যুগী এইরূপ চিন্তা করিতেছে,
এমন সময় ঐ সারথত বিপ্র যুগীসন্নিধানে পস্থিত
হইলেন । যুগী তাঁহাকে দেখিয়া যেমন মনকার
করিল, অমনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িল । জ্ঞানবান
সারথত বিপ্র তখন ঐ মুচ্ছার কারণ বৃত্তিতে পারি-
লেন । বলিলেন,—বিজগণ ! আপনারা সবার জলপূর্ব্ব
কলস সর্ব্বোষধি, পত্রবল, দ্রুমা, পুষ্প, অক্ষত,

ধূপ চ চন্দন চৈব গোময়ঃ মধুসর্পিষী । ৭০ । ইত্যং সপ্তমে স্থানে কলিঙ্গাধিপতেঃ পুতঃ । ৭১ ।
 ইত্যাদিষ্টৈষিভৈর্বেগাং সমানীতং নৃপাজয়া । যুতে পিতরি বালকঃ স্বভিষিক্তঃ সমজ্জিতঃ । অহং
 উপলিখ্য চ ভূভাগং স্বভিক্তং সরিবেত্ত চ । ৭১ । হি বজ্ররাজস্ত সজ্জাতা হৃহিতা কিল । ৮০ । পরিশীল
 তজ্জাগ্রিকার্বাঃ কৃষ্ণাধ দেবান কুন্তে নিধায় সঃ । যদা দেব পিতা দত্তা স্বয়ং নৃপ । যদাৎ পট্টমহিষী
 ইত্যং তস্যৈশ্চ বিজ্ঞাত দিকৃপালাং যথাক্রমম্ । কুন্তা যোবিষয়া যতঃ । ৮১ । যুবা জাতঃ ক্রমেণৈব
 হৃদায় স চক্ৰং কৃৎ প্রহৃপ্জামকায়য়ং । ৭২ । হিংস্রঃ ক্রুরো বভূব হ । ন বেদশাস্ত্রকুশলো ক্ষমা-
 ভোয়ঃ সুবর্ণপিত্তং কৃৎ কুন্তান স্বয়ং গুরুঃ । ধর্ম্যবিক্রিতঃ । ৮২ । লুকো মানী মহাক্রোধী
 অভিষেকঃ ততশ্চক্রে মুহূর্তে সার্বকামিকে । ৭৩ । সত্যচারবহিষ্টতঃ । ন দেবং ন গুরুং বিশ্রামো
 অভিষিক্তা তু সা তেন পুতা নানার্থবারিণা । জানাতি হৃদাশয়ঃ । ৮৬ । বিরক্তা হি প্রজাভ্যন্ত
 জাতা সচেতনা বালা সর্বং পশুতি চক্ষুযা । ৭৪ । ত্রাঙ্কণোচ্ছেদকায়কঃ । সমাসন্নৈর্নৃপৈস্ততঃ দেশঃ
 শূণ্যোতি সর্বং জানাতি চরিত্রং পূর্জয়নঃ । সর্বো বিলুপ্ততঃ । সৈন্তং সর্বং সমাদার মুদারোপ-
 বদরৌকলমাত্রং তু পুরোভাশঃ দদৌ গুরুঃ । ৭৫ । জগাম সঃ । ৮৪ । সত্বেবাহং গতা দেব যুক্তঃ জাতং
 তয়োপভুক্তং যত্নেন ততশ্চক্রে স মার্জ্জনম্ । নৃপৈঃ সহ । হারিতং সৈনিকৈস্ততঃ গতা নষ্টা
 মাছুবে বচনে কর্ণে দদৌ জ্ঞানং গুরুস্ততঃ । ৭৬ । দিশো দশ । ৮৫ । ত্যাক্তা ধর্ম্যঃ নিজং রাজা
 গুরুবে দক্ষিণা দত্তা ততঃ সা চ যুগ্মাননা । পলায়নপরোহভবৎ । গচ্ছমানস্ত নৃপতিঃ শক্তিঃ
 রাজায় সর্বং চ চরিত্রং পূর্জয়নঃ । ৭৭ । বজ্র-
 প্রচক্রে য বাল্যদয়দ্রুতঃ পূর্জয়নি । নমস্তুতা
 গুরুং পূর্বং ত্রাঙ্কণান কজিয়াস্তথা । ৭৮ । মুণ্ডাবন ।
 ন বিবাদম্বয়া কার্যো রাজান কৃৎ ময়োদিতম্ ।

ধূপ, চন্দন, গোময়, মধু ও স্তুত আনয়ন করুন।
 সারস্বতের আদেশে এবং রাজায় অহমোদনে
 বিজগণ সহর সমস্ত বস্ত্রই আনয়ন করিলেন।
 অনন্তর সারস্বত ভূভাগ উপলিখ্ত করিয়া স্বভিক-
 সরিয়েশ্বর অগ্নি স্থাপন, কুন্তে বেদনিধাপন, ইন্দ্র
 ও অজ্ঞাত দিকৃপালগণকে যথাক্রমে আবাহন এবং
 অগ্নিতে ধোম করিয়া চকৃপাকাতে প্রহৃপ্জা করি-
 লেন। তিনি স্বয়ং সুবর্ণপিত্তে জল রাখিয়া সর্ব-
 কামপ্রদ ও ত মুহূর্তে কুন্তজলে অভিষেক করা-
 ইতে লাগিলেন। যুগী অভিষিক্তা ও দ্বান পুতা
 হইয়া চেতনাবতী হইল। সেই বালা পরে চক্ৰ
 চাছিল সকলই দেখিল, সকলই শুনিল এবং স্বীয়
 পূর্জয়নবৃত্তান্ত সকলই শ্রবণ করিতে লাগিল।
 গুরু এইবার তাহাকে বদরৌকলপরিমিত পুরো-
 ভাশ প্রদান করিলেন। যুগী যতপূর্বক তাহা ভোজন
 করিয়া মুখ মার্জন করিল। অনন্তর গুরু তাহার
 কর্ণে মাছুবাকে জ্ঞানদান করিলেন। যুগা-
 ননা গুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়া নিজের পূর্জয়-
 চরিত সমস্তই ভোজরাজকে বলিতে আরম্ভ
 করিল। যুগী তাহার শৈশব হইতে সমস্ত পূর্জয়-
 ঘটনা বলিতে গিয়া প্রথমে গুরুদেবকে পরে অজ্ঞাত
 ত্রাঙ্কণ ও কজিয়বর্গকে নমস্কারপূরঃসর বলিল,—

রাজন! আপনি মহাক্র বারী শ্রবণ করিয়া
 বিবাদ করবেন না। শাপনার পূর্বতন সপ্তম
 জন্মে আপনি কলিঙ্গাধিপতির পুত্র হইয়াছিলেন।
 বাল্যকালেই আপনার পিতৃবিয়োগ হয়। মন্ত্রিগণ
 আপনাকে তখন পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।
 আমি তখন বজ্ররাজের হৃহিতা। দেব! পিতা
 আমাকে আপনার করে সম্ভ্রদান করেন। আমি
 বরহী বলিয়া আমাকে আপনি পট্টমহিষীর পদে
 প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ক্রমে যৌবনকাল
 আসিল। আপনি অত্যন্ত ক্রুর ও হিংস্রপ্রকৃতি
 হইলেন। বেদশাস্ত্রে আপনার পাণ্ডিত্য হইল
 না; দয়া-ধর্ম্য পরিত্যাগ করিলেন; সেই অবস্থায়
 আপনি লুক মানী, মহাক্রোধী, সত্যচারবহিষ্ট,
 হৃদাশয় এবং দেব, বিজ, ও গুরুগণের পূজা-সৎ-
 কারে অনভিক্ত হইলেন। ত্রাঙ্কণগণের উচ্ছেদ-
 সাধন করায় প্রজাগণ বিরক্ত হইল। সমাস
 নরপতিগণ কর্তৃক ভবদীয় সমস্ত দেশ লুপ্ত
 হইল। আপনি সৈন্তসজ্জা করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর
 হইলেন। হে দেব! আমিও তখন আপনার
 সহিত গমন করিলাম। বিপক্ষ নরপালগণের সহিত
 ঘোর যুদ্ধ হইল। আপনার সৈন্তগণ রণে পৃষ্ঠ
 প্রদর্শন করিয়া দশদিকে পলায়ন করিল। রাজা
 আপনি তৎকালে স্বীয় ধর্ম্যে জলাঞ্জলি দিয়া পলায়ন
 করিলেন। তখন পলাইয়াও নিজের পাইলেন
 না। পথে যাইতে যাইতে শক্য়গণ আপনাকে

লোকবিরোধকঃ। দেহং তন্তু গৃহীত্বায়ো প্রবিষ্টাং
নৃপোত্তম। ৮৭। মৃতশ্চৈবঃ গতির্নাস্তি নরকে
স বিপচ্যতে। মৃতঃ কান্তঃ সমাদায় ভার্ঘ্যায়ো
প্রবিশেন্দয়ি। ৮৮। সা তায়য়তি পাপিষ্ঠঃ
যাবদাভুতসংগ্রবম্। ইহ পাপকন্মং কৃষা পশ্যৎ
শ্বর্গে মহীয়তে। ৮৯। অতঃ স্বাক্ষণো জাতো
দেশে মালবকে নৃপ। তন্তুশ্চ তত্র ভার্ঘ্যাহঃ সঙ্কুতা
জান্ধী নৃপ। ৯০। ধনধান্তসমৃদ্ধোহভূতধা জীব-
ধনাধিকঃ। মৃতঃ পিতা মৃতা মাতা স চ ভ্রাতৃবিব-
জিতঃ। ৯১। ধনধান্তসমৃদ্ধোহপি লুকো ভ্রমতি
ভূতলে। অতীব কোপনো বিপ্রো বেদপাঠবিব-
জিতঃ। ৯২। স্নানসন্ধ্যাদিহৌনশ্চ মায়াবী যাচতে
জনম্। ভক্তিং করোমি পরমাং স চ ক্রুধ্যতি মাং
প্রতি। ৯৩। সন্তানং তন্তু বৈ নাস্তি ধনরক্ষাপরো

আক্রমণ করিল। আপনি আত্মসমর্পণ করিলেন।
তখাচ আপনি দুষ্টাশ্রা ও লোকবিরোধী বলিয়া
তাহারা আপনাকে হত্যা করিল। অনন্তর আপনার
মৃতদেহ গ্রহণ করিয়া—নৃপবর! আমিও হতাশনে
প্রবেশ করিলাম। ৬৮—৮৭। এই অবস্থায় যে রাজা
মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার নিশ্চয়ই সদগতি হয়
না; সে নরকেই পতিতে থাকে। কিন্তু ভার্ঘ্য যদি
মৃত পতিক লইয়া হতাশনে প্রবেশ করে, তবে সে
আশ্রয় তদীয় পাপিষ্ঠ পতির উদ্ধারের কারণ
হইয়া থাকে। ইহকালে তাহার পাপকন্ম হয়; অস্তে
তাহার শ্রগবিহার ঘটয়া থাকে। যা হোক, অতঃ-
পর ভোমার যে জন্ম হইল, তাহাতে ভ্রাম মালব-
দেশের এক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিলে। ৯০ নৃপ! ঐ
জন্মে আমিও সেই ব্রাহ্মণের ভায়া হইলাম।
ব্রাহ্মণ ধনে, ধাত্তে সমৃদ্ধ হইলেন। জীবনে এবং
ধনে তাহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা হইল। কিন্তু পিতা,
মাতা ভ্রাতা সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া
কালক্রমে মৃত্যুকবলিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বন্ধুহীন;
ধন-ধান্ত যথেষ্ট আছে, তখাচ লুকভাবে ভ্রমণে
তিনি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় সেই
বিপ্র অতি কোপনশ্রুত হইলেন। দেবপাঠ, স্নান,
সন্ধ্যা, কিছুই তিনি ধার ধারিলেন না মায়াবী হইয়া
লোকের কাছে কেবল অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগি-
লেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতে লাগি-
লাম। কিন্তু তিনি আমার প্রতি স্খাই ক্রোধী।
তাঁহার সন্তানদি ছিল না। তিনি অপুত্রক; তখাচ
ধনরক্ষার সর্বদাই তৎপর হইলেন। তাঁহার

হি সঃ। ন দদাতি ন চান্নাতি ন জুহোতি স রক্ষতি।
৯৪। ন তর্পণং তিলৈর্বিপ্রো বিদধাত্যতিলোভতঃ।
কার্তিকেহপি চ সন্ধ্যাপ্তে বিষ্ণুপূজাবিবর্জিতঃ। ৯৫।
দীপং দদাতি নো বিপ্রো মাসমেকং নিরন্তরম্। ন
ভুক্তো শাকপত্রং স একাহারো নিরন্তরম্। ৯৬।
মাসে নভস্তে সন্ধ্যাপ্তে প্রাপ্তে কৃষে নৃপোত্তম। ন
করোতি গৃহে শ্রাদ্ধং স্নানতর্পণবর্জিতঃ। ৯৭। ন
জান্নাতি দিনং পিত্র্যং পক্ষমেকং নিরন্তরম্। অস্ত্র
ভুক্তো বিপ্রোহসৌ ক্ষয়হেহপি সমাগতে। ৯৮।
মকরহেহপি সংক্রান্তো কৃশরায়ঃ দদাতি ন।
তিলান্ন সুবর্ণং তারং বা বস্ত্রং বা কলমেব চ।
শাকপত্রং স পুংশ্বান দদাতি তথেক্ষনম্। ৯৯।
গবঃ গবাহিকং নৈব কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি। ন
যাতি বিষ্ণুশরণং সন্ধ্যাপ্তে দক্ষিণায়নে। ১০০।
যেহুং দদাতি নো বিপ্রো গ্রহণে চন্দ্রহর্যায়োঃ।
১০১। একাশি দত্তা সুপয়স্বিনী সা সবল্লঘটা-
ভরণোপপন্ন। বৎসেন যুক্তা হি দদাতি দাজে মুক্তিং
কুলস্তান্ত করোতি বৃদ্ধি। ১০২। যাবন্তি যোমাপি
ভবন্তি তন্তাস্তাবন্তি বর্ষাণি মহীয়তে সঃ। ব্রাহ্মণের

অর্থ ছিল, কিন্তু কাহাকেও এক কপর্দক দিতেন
না; নিজেও ভোগ করিতেন না; বা দেবোৎকর্ষেও
দান করিতেন না; কেবল ধনরক্ষাতেই তিনি
তৎপর হইলেন। সেই বিপ্র অতিলোভী; তাই
তিলতর্পণও করিতেন না। এমন কি, কার্তিক
মাসেও তিনি বিষ্ণুপূজায় পরাশ্রুত ছিলেন। ঐ
মাসে প্রত্যহ দীপদান করিতে হয়; তাহাও তিনি
করিতেন না। তিনি শাক, পত্র আহার করিতেন,
একাহারে থাকিতেন। হে নৃপবর! শ্রাবণ মাসেও
তাঁহা দ্বারা স্নান তর্পণ বা শ্রাদ্ধ অস্বস্তিত হইত
না। তিনি পিতৃপক্ষ বা পিতৃশ্রাদ্ধতথি জানি-
তেন না; অমাবস্তাদিনেও তিনি অস্ত্রের বাড়ী
আগর করিতেন। মকরসংক্রান্তি দিনেও কৃষ-
রায়, তিল, সুবর্ণ, বস্ত্র, কল, শাকপত্র, পুংশ্ব, বা
ইছন তিনি দান করিতেন না; বা গোপ্রাসাদিও
তাঁহা দ্বারা প্রদত্ত হইত না। স্ত্রীরা কিরূপে
মুক্তি ঘটবে? ঐ বিপ্র দক্ষিণায়ন কালেও বিষ্ণু
শরণ গ্রহণ করিতেন না। এমন কি চন্দ্রহর্যের
গ্রহণকালেও যেহুদান করিতেন না। বস্ত্রতঃ বস্ত্র
ও ঘণ্টাভরণাবিত একটীও যদি সবৎসা সুপয়স্বিনী
গাতী প্রদত্ত হয়, তবে দাতার মুক্তি হয়; কুলমুক্তি
হয়। ঐ গাতীর পরীয়ে যত রোম, তত বর্ষ

সিদ্ধগণৈর্ভোহনৌ সন্তীততে সূর্যাসমানভেজাঃ ।
 ১০৩ । দেবালয়ঃ নো বিদ্যথাতি বাপীঃ কৃপং তড়াগঃ
 ন করোতি কুণ্ডম্ । পুণ্যং বিবাহঃ সূর্যনৈপকারঃ
 নানৌ সত্যং বা দ্বিজমন্দিরঞ্চ ৷ ১০৪ ৷ ধনং সদ্ধা
 কৃমিগতং করোতি ধর্মঃ ন জানাতি কুলম্ চাগৌ ।
 অহং হি তত্ত্বাহুগতা ভবামি কথং হি কাস্তং পরি-
 বঞ্চয়ামি ৷ ১০৫ ৷ এবং হি বর্তমানঃ স কালধর্ম-
 যুপেখিবান্ । ধনলোভায়য়া দেব মরণং পরিবর্জি-
 তম্ ৷ ১০৬ ৷ পঞ্চম্যা গোত্রিতিঃ সর্বং গৃহীতং
 ধনসঞ্চয়ম্ । কালেন মহতা দেব যুতাং দ্বিজ-
 মন্দিরে ৷ ১০৭ ৷ যেতসর্পঃ সমভবদেবে তস্মি-
 ন্নরোত্তম । তজ্জৈবাহং ব্রাহ্মণম্ সজাতা তনয়া নৃপ ৷ ১০৮ ৷
 বর্ষেছষ্টমে তু সস্ত্রাণ্ডে পরিণীতা দ্বিজম্ননা ।
 তস্মিন্বেব গৃহে সর্পো মদীয়ে বসতে নৃপ ৷ ১০৯ ৷
 ভাৰ্য্যা মমেতি সন্দেহো রাজৌ তর্ভা মহাহিনা ।
 যুতোহপি ব্রাহ্মণেঃ সর্পো লগ্ধৈর্কিনিপাতিতঃ ৷ ১১০ ৷
 বৈধব্যং মম দম্বা তু দ্বিজসর্পো যুতাবুভৌ ।

ব্রহ্মলোকে দাতা বিহার করিয়া থাকে; সিদ্ধগণ
 তাহাকে ঘিরিয়া থাকেন; সে সূর্য্যতুল্য তেজে
 স্বমহিমায় অবস্থান করিতে থাকে। সেই বিপ্র কিন্তু
 ঐরূপ দান কিছুই করিলেন না। দেবালয়, বাপী,
 কূপ, তড়াগ, বা কুণ্ড নির্মাণ কিবা পবিত্র বিবাহ
 দান, সজ্জনের উপকার, সাধু আশ্রয় দান বা দ্বিজ
 মন্দির নির্মাণ কিছুই তাঁহা দ্বারা করা হইল না।
 তিনি সর্বদা ধনসঞ্চয়ি ভূগর্ভে রাখিতে লাগিলেন;
 নিজের কুলধর্ম কিছুই জানিলেন না। আমিও
 তাঁহার অহুগতা হইলাম; স্বামীকে বঞ্চনা করি
 কিরূপে? এইরূপ অবস্থায় তিনি কালধর্মের
 বঞ্চন্য হইলেন। কিন্তু আমি ধনলোভে সহযুতা
 হইতে পারিলাম না। এই অবস্থায় জাতিগণ
 আমার সমক্ষেই আমাদের সঞ্চিত ধন গ্রহণ
 করিল। কালে আমিও যুতায়ুখে পতিত হইলাম।
 আমার পতি সেই দেশেই যেত সর্প হইয়া
 জন্মিলেন। আমিও সেই স্থানেই এক ব্রাহ্মণের
 তনয়া হইয়া জন্মিলাম। অষ্টমবর্ষে আমার এক
 দ্বিজপুত্র বিবাহ করিলেন। আমাদের বিবাহ-
 মন্দিরে সেই সর্প আশ্রয় লইয়াছিল। রাজিকালে
 সেই সর্প আমাকে “আমার ভাৰ্য্যা” বলিয়া আমার
 তর্ভাকে দংশন করিল। ব্রাহ্মণগণ লগ্ধাভাবে
 তাহাকে নিপাতিত করিলেন। আমার তর্ভা ও
 সর্প ইহার উভয়ে আমার বৈধব্য বিধান করিয়া

পিতা মাতা মহাশোকঃ কৃষা মে যুতিতঃ
 শিরঃ ৷ ১১১ ৷ বসনা যেতবস্ত্রং বিকৃতজি-
 পরায়ণা। মাসোপবাসনিরতা যানি তীর্থাভ্যনেকশঃ ৷
 ১১২ ৷ সর্পেণ মকরো জাতো গোদাবর্যাং
 শিবালয়ে। দেবঃ ভীমেধরঃ ত্রৈলোক্যং গতাং স্বজনৈঃ
 সহ ৷ ১১৩ ৷ যাবৎ স্নাতং প্রবিষ্টাং বৃতা সর্ব-
 জনৈরূপ। মকরেণ তদা কৃষ্টা ভার্য্যায়ঃ সম বসতা।
 গৃহীতা মকরেণাং নেতুমন্তর্জলে নৃপ ৷ ১১৪ ৷
 হাহাকারঃ সমভবজনৈঃ সূক্তঃ সমস্ততঃ। কৃতাধাতেন
 কেনাসৌ মকরম্ নিপাতিতঃ ৷ ১১৫ ৷ বয়বস্ত্র-
 যুতা চাহং যুতা কৃষ্টা জনৈরকিঃ। অগ্নিঃ দম্বা জলে
 ক্লেপ্তা ভস্ম লোকা গৃহান্ গতাঃ ৷ ১১৬ ৷ ব্রীষধা-
 ন্নুককো জাতো বয়সৌর্যপ্রভাবতঃ। মাছুবীং
 যোনিমাপন্নস্তাস্মিন্নেব মহাবনে ৷ ১১৭ ৷ অয়ের্জলাচ্চ
 সর্পাচ্চ গজাংসিংহাচ্চ বাদপি। ঝাঝিফোটিকায়া-
 ত্যুর্ধ্বাং তে নরকে গতাঃ ৷ ১১৮ ৷ আত্মহা
 ক্রণহা ত্রীহা ব্রহ্ময়ঃ কূটলাক্ষ্যদঃ। কস্তাবিক্রয়কর্তা
 চ মিথ্যাব্রতধরম্ যঃ ৷ ১১৯ ৷ বিক্রীণাতি ক্রতুঃ

যুতায়ুখে পতিত হইল। আমার পিতা-মাতা তখন
 অত্যন্ত শোক করিয়া আমার মস্তক মুগুন করিয়া
 দিলেন। আমি যেতবস্ত্র পরিধান করিয়া বিকৃতজি-
 পরায়ণা, মাসোপবাসনিরতা ও তীর্থাভ্যনেক হইলাম।
 সর্পও গোদাবরীতে মকর হইয়া জন্মিল। একদা
 আমি সজ্জনগণের সহিত ভীমেধর দর্শন করিতে
 গেলাম। তথায় গিয়া যেমন স্বজনগণের সহিত
 স্নান করিতে অবতরণ করিয়াছি, অমনি এক
 মকর আমাকে দর্শন করিয়া “এ আমার ভাৰ্য্যা
 বলতা” বলিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়া জলমধ্যে
 লইয়া গেল। এই সময় সকলেই হাহাকার করিয়া
 উঠিল; সকলেই সূক্ত হইল। জনৈক পুরুষ কৃতা-
 ধাতে মকরকে নিপাতিত করিল। জনগণ মকর-
 বদনগত যুতাবস্ত্র আমাকে জলমধ্যে হইতে ভীরে
 উত্থাপিত করিল—করিয়া, আমার অধিকার্য্য সমাপন
 পূর্বক ভস্ম নিক্ষেপ করত চলিয়া গেল। তীর্থ-
 প্রভাবে ঐ মকর মাছুবোনি প্রাপ্ত হইয়া ঐ বনা-
 বনে লুপ্ত হইয়া জন্মিল। ৮৮—১১৭। অগ্নি, জল,
 সর্প, গজ, সিংহ, ঘৃষ, খবত ও বিফোটিক, হইতে
 বাহারা যুত হয়, তাহারা নরকে গমন করে। আত্মহা,
 ক্রণহা, ব্রীষধী, ব্রহ্মযাতী, কূটলাক্ষ্যদ, কস্তাবিক্রয়ী,
 মিথ্যাব্রতধর, ক্রতুবিক্রয়ী, মদ্যপানী দ্বিজ, রাজ-

বৰ্ষ মন্যপঃ স্তাঙ্গিজন্ত যঃ । রাজজ্যোহী স্বৰ্ণচৌরী
অক্ষুস্তিবিলাপকঃ । ১১০ । গোগ্ৰস্ত নিক্কেপহরো
গ্ৰামসীমাহরন্ত যঃ । সৰ্কে তে নরকঃ যান্তি যা চ
স্ত্ৰী পতিবৰ্দ্ধকঃ । ১১১ । বনমৃত্যুপ্রভাবেণ জাতা
ক্ৰৌঞ্চী বনে নৃপ । গোদাবরীবনে ব্যাধো ভ্রমতে
মৃগমার্গকঃ । ১১২ । বনে ক্ৰৌঞ্চঃ স কামো মাং নৃপ
কামমুক্তিমুদাতঃ । দৃষ্টোহং ভ্রমতা তেন ব্যাধেনাকুৰ্য
কাৰুক্যম্ । ১১৩ । হন্তঃ ক্ৰৌঞ্চো মৃতো রাজান্ নষ্টা
স্থানাদহঃ ততঃ । গোদাবরীবনে তস্মিন্নেবং রূপং
দৰ্শনং তম্ । ১১৪ । অবিৰ্বাধঃ শশাপাধ দৃষ্টা কর্ষ
বিগৰ্হিতম্ । কামধৰ্ম্মমুকুৰাণং প্ৰিয়াসম্ভাষতৎপরম্ ।
ক্ৰৌঞ্চঃ স্বমবধৌৰ্দ্ধান্তস্মাৎসিংহো ভবিষ্যসি । ১১৫ ।
অযিস্তেন বিনীতেন স্থিত্য সন্তোষিতো নৃপ । অযি-
বদতি তন্ত্ৰাগ্ৰে ন মে মিথ্যা বচো ভবেৎ । ১১৬ ।
সিংহস্ত প্ৰসাধং তে কৰিষ্যে মুক্তিহেতবে ।
সুহৃদ্বৈদেশে ভবিতা সিংহো রৈবতকে গিরৌ । ১১৭ ॥
বন্যপথে মহাক্ষেত্রে মুক্তিষ্ঠে বিহিতা ক্ৰবা ।
ইত্যুক্ষা স অযিদেব গতৌ ভীমেবরং প্ৰতি ।

জ্যোহী, স্বৰ্ণচৌর, অক্ষুস্তিলোপী, গোগ্ৰ, নিক্কেপ-
হর, গ্ৰামসীমাহর, ইহারা সকলেই নরকে গমন
করে। পতিবৰ্দ্ধনাকারিণী স্ত্ৰীও নরকে গমন
করিয়া থাকে। হে নৃপ! আমি তীৰ্থপ্ৰভাবে
মকরমুখে মুক্ৰ্যাগ্ৰস্ত হইয়াও এই স্থানে ক্ৰৌঞ্চী হইয়া
জন্মিলাম। এই স্থানে গোদাবরীবনে মৃগাৰেষী ব্যাধ
সকল সৰ্গদাই বিচরণ করিয়া থাকে। এই বনে এক
ক্ৰৌঞ্চ ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যাবেলা আমাকে
দৰ্শন করিয়া আহ্লাদে কামনা করিতে উদ্যত
হইল। এক ব্যাধ এই সময় কাৰ্পূক আকৰ্ষণ করিয়া
ক্ৰৌঞ্চকে নিহত করিল। আমি তদদৰ্শনে তথা
হইতে পলায়ন করিলাম। ক্ৰৌঞ্চকে তথাভূতরূপে
নিহত করিতে দেখিয়া এক আঁখি ব্যাধকে এই
বলিয়া শাপ দিলেন যে, যেহেতু তুমি এই কাম-
ধৰ্ম্মোৎসুক, প্ৰিয়াসম্ভাষণতৎপর ক্ৰৌঞ্চকে বধ
করিয়া, অতএব তুমি সিংহ হইয়া জন্ম গ্ৰহণ
করিবি। এইরূপ শাপগ্ৰস্ত হইয়া ব্যাধ তখন
ঊষাকে বোধিত করিতে লাগিল। অযি বলি-
লেন,—আমার বাক্য অমুখ্য হইবার নহে;
তবে এই পৰ্য্যন্ত অমুগ্ৰহণ করিতেছি যে, তুমি
সুহৃদ্বৈদেশে রৈবতক গিরিতে সিংহ হইয়া জন্মিবি;
বন্যপথে মহাক্ষেত্রে তোর মুক্তি হইবে। এই বলিয়া
অযি ভীমেবর উদ্দেশে প্ৰস্থান করিলেন। ব্যাধ

দূৰ্বচঃশ্রবণাঘাতঃ ক্ৰমাৎ পঞ্চমাসাবধৌ । ১১৮ ।
ক্ৰৌঞ্চী ক্ৰৌঞ্চবিরোগেন গতা সা চ বনান্তরে ।
মৃত্যুদৈববশাজাতা মৃগী রৈবতকে গিরৌ । ১১৯ ।
মৃগযুগতা নিত্যং যোদ্ধতে মদবিহ্বলা । ব্যাধঃ
সিংহঃ সমভবদ্বিগ্নৈরন্তস্ত মহাবনে । ১২০ । কামাৰ্জী
ভ্রমতা দৃষ্টা মৃগী সিংহেন যত্নতঃ । তত্র সম্ভবতে
নিত্যং সিংহস্যপি মৃগী বনে । ১২১ । সিংহোহপি
দৈবযোগেন মমেষমিতি মন্ততে । পরং হিংস্রজাত-
বেন ভামাদাতুং প্ৰচক্ৰমে । ১২২ । চলন্ত মৃগজাতী-
নাঃ বিহিতং বেদসা স্বয়ম্ । পুনৰ্গতা মৃগী মূৰ্খং
ক্ৰীড়তে চাকুলোচনা । ১২৩ । ভবন্ত পশ্চিমে ভাগে
তত্র রৈবতকে গিরৌ । অস্থ্যাতঃ শনৈঃ সৌম্য
মৃগেন্দ্রো মৃগযুগপঃ । উৎপাত্ততঃ সিংহো মৃগ-
সম্ভন্ত মূৰ্খনি । ১২৪ । সিংহস্ত ন মৃগৈঃ কাৰ্য্যং
হরিণীং প্ৰতি পত্নতঃ । যত্র সা হরিণী যান্তি যথৌ
সিংহস্তথৈব ভাম্ । ১২৫ । যদা বেগং মৃগী চক্রে
সিংহঃ ক্ৰুদ্ধস্তদা বনে । সিংহোহপি বেগবান্ জাতৌ
মৃগীবোগাধিকোহন্তবৎ । ১২৬ । যদা সিংহেন সংক্ৰান্তা

কালে পঞ্চম প্ৰাপ্ত হইল। এদিকে ক্ৰৌঞ্চী (আমি)
তখন ক্ৰৌঞ্চবিরহে মৃত্যুগ্ৰস্তা হইয়া দৈববশে
বনান্তরে রৈবতক গিরিতে গিয়া মৃগী হইয়া জন্মিল।
সে মদবিহ্বল হইয়া নিত্য মৃগযুগমধ্যে গমন
করিতে লাগিল। এদিকে ব্যাধও মহাগিৰি বনে
সিংহ হইয়া জন্মগ্ৰহণ করিল। একদা মৃগী কামাৰ্জী
হইয়া বিচরণ করিতে করিতে এই সিংহের নয়নপথে
পতিত হইল। এই বনে সিংহ ও মৃগী উভয়েই
নিত্য ভ্রমণ করিতে লাগিল। একদিন দৈবযোগে
সিংহ “এ আমার” বলিয়া হিংস্র-স্বভাববশতঃ এই
মৃগীকে গ্ৰহণ করিতে উপক্ৰম করিল। কিন্তু
বিধাতা স্বয়ং মৃগজাতির চক্ৰলব্ধ বিধান করিয়াছেন,
এজন্ত মৃগী পুনরায় মৃগযুগমধ্যে প্ৰত্যাবৰ্ত্তন করিয়া
ক্ৰীড়া করিতে সমৰ্থ হইল। একদিন মৃগযুগপতি
ভবদেবের পশ্চিমদিকে (রৈবতকপৰ্ব্বতে) মল্ল মল্ল
বিচরণ করিতেছে, এমন সময় সিংহ এই মৃগযুগ
মন্তকে আপতিত হইল। কিন্তু সিংহের ত’ মৃগে
প্ৰয়োজন নাই, মৃগীর প্ৰতি দৃষ্টি; যেদিকে সেই
মৃগী গমন করিল, সিংহও সেইদিকে ধাবিত হইতে
লাগিল। যখন মৃগী বেগে গমন করিল, তখন
সিংহও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল; তাহার প্ৰবল বেগ
হইয়া উঠিল। বেগাধিক্যে সে মৃগী অপেক্ষাও
অধিক বেগবান হইল। এই অবস্থায় সিংহ যখন

দদৌ বাম্পাং যুগী তু সা। ভবন্ত্যাগ্রে নদীহোয়ে
পতিতা জলমূৰ্দ্ধনি। ১০৭। লম্বতে তু শরীরং মে
বেণৌ প্রোভঃ শিরো মম। সিংহঃ সঠৈব পতিতো
মৃতঃ পয়সি। মধ্যতঃ। ১০৮। স্বৰ্ণরেখাজলে দেব
বিশীর্ণঃ মম তদ্বপুঃ। ম তু বজ্রঃ নিপতিতঃ স্বকসার-
শিরসি স্থিতম্। ১০৯। এতচ্চরিত্রং যৎসৰ্বং দৃষ্টং
সারস্বতেন বৈ। ততীৰ্ষন্ত প্রভাবেন সিংহস্তং
লম্বজারিখাঃ। ১১০। ইদং হি সপ্তমং জন্ম সৰ্বপাপ-
ক্ষয়োদয়ম্। কান্তকূজে মহাদেশে রাজা ভোজ্যেতি
বিজ্ঞাতঃ। ১১১। অহং হি হরিশীর্গর্ভে জাতা
মাহুবরুশিণী। জাতং বজ্রং যুগীণাং মে যস্মান্ন
পতিতং জলে। ১১২।

ইতি জীকান্দে যুগাননাকথিতপ্রাকসপ্তজন্ম-
বৃত্তান্তবর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ। ৬।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ। কথং ত্বং হরিশীকরূপে জ্ঞাতা
মাহুবরুশিণী। কেন স্বধিক্তা বাল্যে কথং তে

যুগীকে আক্রমণ করিল, তখন যুগী এক বাম্প প্রদান
করিয়া ভবদেবের অগ্রে নদীজলে নিপতিত হইল।
আমিই সেই যুগী। তখন আমার দেহ লম্বিত
এবং শিরোদেশ বংশস্তম্বে আবদ্ধ হইল। সিংহও
আমার সহিত জলে পতিত হইয়া মৃত হইল। হে
দেব! স্বৰ্ণরেখাজলে আমার সেই দেহ বিশীর্ণ
হইল। কিন্তু মুখভাগ পতিত হইল না; তাহা
বংশস্তম্বে অগ্রেদেশে রহিয়া গেল। আমার এই
সকল ঘটনা সারস্বত বিপ্র প্রত্যক্ষ করিলেন।
সেই তীর্থে প্রভাবে তুমি সিংহ—বর্তমানে রাজা
হইয়াছ। এই সেই সপ্তম জন্মেই সৰ্ব পাপক্ষয়
সম্প্রতি হইল। পরে মহাদেশ কান্তকূজে তুমি ভোজ-
রাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছ। আমি হরিশীর গর্ভে
মাহুবরুশিণী হইয়া জন্মিয়াছি। আমার মুখমণ্ডল
যুগীর স্তায় হইয়াছে। কেননা, দেহের এই ভাগ
আমার সেই পুণ্যজলে পতিত হয় নাই। ১১৮-১১২।

যত অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন,—কিভাবে তুমি হরিশীকরূপে
মাহুবরুশিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে? বাল্যাবস্থায়

কণমৌদ্রশয়। ১। যুগীবাচ। শূণ্ণ দেব প্রবক্ষ্যামি
যদ্বন্তং কন্তকে বনে। স্ববিক্রদালকো নাম গঙ্গা-
কূলে মহাতপাঃ। ২। প্রভাতে মুক্তমুখস্তঃ গতো
দেব বনান্তরে। যুজাস্তে পতিতো ভূমৌ বীৰ্য্য-
বিন্দুধিজয়নঃ। ৩। যাবৎ স চলিতে বিপ্রঃ শৌচঃ
কৃত্বা প্রযত্নতঃ। তামবদুগী সমায়তা দৃষ্ট্বা পুন্স-
বনান্তরাৎ। ৪। চাপল্যাস্কন্ধিতঃ বীৰ্য্যঃ দৃষ্টঃ
ব্রহ্মধিগা স্বয়ম্। যস্মাদদ্রাশ্চি মে বীৰ্য্যং তস্মাদদ্রো
ভবিষ্যতি। ৫। মমরূপা ভববজ্রা নারী গর্ভে
ভবিষ্যতি। বর্দ্ধয়িষ্যন্তি দেবাস্তাং রসৈদিবৈঃ স্তুতাং
তব। ৬। কেনাপি দৈবযোগেন জ্ঞানং তস্তা
ভবিষ্যতি। এবমুদালকাদেব সজাতাহং যুগাননা।
প্রবিস্তায়া মৃতা পূৰ্বং ত্বয়া সাক্ষং নরাধিপ। ৭।
তস্মাজ্জাতং সতীত্বং মে সপ্তজয়নি বৈ প্রভো।
যস্মদা কুরুতা রাজ্যং পাপং বৈ সমুপার্জিতম্। ৮।
ক্ষত্রধর্ম্যং পরিত্যজ্য পলায়নপরে মৃতঃ। তদেনো

কে তোমায় লালন-পালন করিল? কিরূপে
তোমার এমন রূপ ঘটিল? যুগী কহিল—শুভন—
মহারাজ! কন্তকবনে যাহা ঘটয়াছিল বলিতেছি।
গঙ্গাতীরে উদালক নামে এক মহাতপা: স্ববি
ছিলেন। একদা প্রভাতে উঠিয়া তিনি মুক্ত পরি-
ত্যাগার্থ বনান্তরে গমন করেন। যুজাস্তে সেই
দ্বিজের বীৰ্য্যবিন্দু ভূতলে পতিত হয়। সেই বিপ্র
শৌচান্তে যেমন চলিয়া গেলেন, অমনি নিকটস্থ পুন্স-
বনের অন্তরাল হইতে এক যুগী আসিয়া চাপল্য-
বশে সেই বীৰ্য্যবিন্দু ভক্ষণ করিল। ব্রহ্মধি
উদালক এই ঘটনা দেখিলেন; বলিলেন,—
যুগী যখন আমার বীৰ্য্য ভক্ষণ করিয়াছে, তখন
উহার গর্ভ হইবে নিশ্চিতই। ঐ গর্ভে এক নারী
জন্মবে। সেই নারীর আমার অম্বরূপ অবয়ব
হইবে; মুখভাগ যুগীমুখের স্তায় হইবে। দেবী-
গণ দিব্য রস স্বাদ্য সেই নারীকে বর্দ্ধিত করিবেন।
কোন এক দৈব ঘটনায় সেই যুগীর জ্ঞানসঞ্চার
হইবে। এইরূপে সেই উদালক স্ববি হইতেই
আমি যুগাননা হইয়া জন্মিয়াছি। হে নরাধিপ।
তোমার সহিত একযোগে অগ্নিপ্রবেশে পূর্বে আমি
মরিয়াছিলাম। এই জন্ত সপ্ত জন্ম যাবৎ আমার
সতীত্ব অক্ষুর রহিয়াছে। হে প্রভো! তুমি রাজ্য
করিতে করিতে পূর্বে পাপার্জন করিয়াছিলে;
ক্ষত্রধর্ম্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়মান অবস্থায় যুজ্য-
মুখে নিপতিত হইয়াছিলে; তোমার সেই পাপ

হি ময়া নমঃ চিত্তায়ো নৃপসত্তম । ১১ । পতিং গৃহীত্ব
যা নারী যুতময়ো বিশেষ যদি । সা তারয়তি ভর্তার-
মাঙ্গল্যঃ চ কুলধরম্ । ১০ । গোত্রেষু দেশভেদে চ
সংগ্রামে সমুদয়ে যুতঃ । স সূর্য্যমণ্ডলঃ ভিষ্মা ব্রহ্ম-
লোকে মনুষ্যতে । ১১ । অনাশকঃ যো বিদধতি
মর্ন্ত্যো দিনে দিনে যজ্ঞসংস্থপূর্ণম্ । স যতি যানেন
গণাধিতেন বিধুয় পাশানি সুরৈঃ স পূজ্যতে । ১২ ।
গঙ্গাজলে প্রয়াগে বা কেদারে পুঙ্করে চ যে । বস্ত্রা-
পথে প্রভাসে চ যুতান্তে স্বর্গগামিনঃ । ১৩
যাহাবত্যাঃ কুরুক্ষেত্রে যোগাত্যাসেন যে যুতাঃ
হরিত্যাকরঃ যুত্যাঃ তেষাং তে স্বর্গগামিনঃ । ১৪
পুঙ্কয়িত্বা হরিং যে তু তুমো মর্ত্ততিলাৈঃ সহ
তিলাংচ পঞ্চলোহঃ চ দত্ত্বা যে তু পরশ্বিনীম্ । ১৫
যে যুতা রাজশার্দূল তে নরঃ স্বর্গগামিনঃ
উৎপাদ্য পুত্রান সংস্থাপ্য পিতৃপৈতামহে পদে । ১৬
নির্ম্মলা নিকলভা যে তে যুতাঃ স্বর্গগামিনঃ ।
ব্রতোপবাসনিরতাঃ সত্যচারণপরাধনাঃ । অহিংসা-
নিরতাঃ শাস্তান্তে নরঃ স্বর্গগামিনঃ । ১৭ ।

আমি চিত্তানলে নম করিয়াছিলাম । বস্ত্রতঃ যে
নারী যুতপতি সহ চিত্তানলে প্রবেশ করে, সে
তাহার ভর্তা, আত্মা, এবং পিতৃ ও পিতৃকুল উদ্ধার
করিয়া থাকে । গোত্রক্ষেপে, দেশভেদে বা সংগ্রামে
যে পুত্রপ্রদর্শন না করিয়া যুত্যাগ্ৰস্ত হয়, সে সূর্য্য-
মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে ।
এইরূপে যে মানব দিনে দিনে সৎসং যজ্ঞবৎ পুণ্য-
জনক অনাশক ব্রত আচরণ করে, সে নিখিল পাপ
প্রক্ষালিত করিয়া গণাধিত যানে স্বর্গগমন করে ।
স্বর্গে সুরগণ তাহার পূজা করিয়া থাকেন । গঙ্গা-
জলে, প্রয়াগে, কেদারে, পুঙ্করে, বস্ত্রাপথে,
প্রভাসে, যাহাবতীতে, এবং কুরুক্ষেত্রে, যাহারা
প্রাণত্যাগ করে, সেই সকল নর স্বর্গগামী হইয়া
থাকে । যাহারা যোগাত্যাস করিয়া দেহত্যাগ
করে, এবং ঋগ্বেদের মরণে 'হরি' এই অক্ষরধরই
সম্বল, স্বর্গই তাহার শেষ স্থান । যাহারা কুশ
ভিল ছায়া সংকল্প করিয়া বিষ্ণুপূজাতে তিল,
পঞ্চলোহ ও পদ্মশ্রনী দান করিয়া যুত্যাগ্ৰস্ত হয়,
হে রাজবর ! সেই সকল লোকই স্বর্গগামী
হইয়া থাকে । যাহারা পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক পুত্র-
দ্বিগুণে পিতৃপৈতামহপদে স্থাপনান্তে নির্ম্মল ও
নিকলভভাবে জীবন যাতন করিয়া যুত্যাগ্ৰস্ত হয়,
তাহারাই স্বর্গগামী হইয়া থাকে । যাহারা ব্রতোপ-

পাশবান্দো রণং ত্যক্ত্বা যুতো যস্মান্নরাধিপ ।
সপ্তযোনিযু তে জন্ম তস্মাচ্ছ্রীতং ময়া সহ । ১৮ ।
যাঃ বিনা মে পতিন্যা ভূয়ঃপথে যতিতঃ ময়া ।
তদান্তরিক্রে রাজেন্দ্রে বাণবাচাশ্রয়িত্বী । আনো
পাপকলঃ কুত্বা পশ্চাৎ স্বর্গং সমিষ্যসি । ১৯ ।
যদি বস্ত্রাপথে গয়া শিরঃ কণ্ঠিষ্মকৃতি । অশ্বমেধ-
জলে রাজমাহুযং স্নানুযং মম । ২০ । অহং
মাহুযবস্ত্রাশ্চি পাপচ্ছাদ্যাতুং মুখম্ । দৃষ্টতে
মুগবজ্রাতঃ তস্মাচ্ছ্রীতং বিমুঞ্চয় । ২১ । ইতি শ্রুত্বা
বচো রাজা সারস্বতমুদৈকমত । জনো বিবস্ত
সানন্দং সর্বং সত্যং মুগীবচঃ । ২২ । ইত্যুচ্চাহ
ষিজেস্রঃ স এবং কুরু নৃপোত্তম । এবং রাজা
সমাদিষ্টঃ প্রতীত্যায়ো যমো বনম্ । ২৩ ।
বস্ত্রাপথে মহাতীর্থে ভবঃ ত্রিঃ স্রাবিভঃ । স্বক্শার-
জালির্মহতী স্বর্ণরেখাজলোপরি । ২৪ । বর্ত্ততে
তচ্ছিরো যত্র বংশপ্রোতং মহাবনে । সারস্বতস্ত

বাস, সত্য, সত্যচারণ, ও অহিংসানিরত, শান্ত নর,
তাহারাই স্বর্গগামী হয় । ১৮—১৭ । হে নরাধিপ ! তুমি
ভয়ে ঐশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপবান্দগ্ৰস্ত হইয়া
যরিয়াছিলে, এই জন্ত আমার সহিত তোমার
সপ্তবিধ যোনিতে জন্ম হইয়াছে । মরণকালে
আমি প্রার্থনা করিয়াছিলাম—তোমা ব্যতীত
আমার যেন পত্যস্তর হয় না । রাজেন্দ্র !
তখন এইরূপ এক আকাশবাণী হইয়াছিল যে,
তুমি অগ্রে পাপকল ভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্বর্গমুখ
উপভোগ করিবে । হে রাজন ! যদি কেহ
বস্ত্রাপথে গিয়া স্বর্ণরেখার জলে আমার এই
মস্তক নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ইহা মাহুযের
মুখের দ্বার হইতে পারে । আমি মাহুযের দ্বার
কথা কহিতেছি বটে, কিন্তু আমার মুখ পাপচ্ছাদ্য
আবৃত্ত রহিয়াছে । আমার মুখখান মুগমুখের দ্বার
দেখা যাইতেছে । অতএব আর বিলম্ব করিবেন
না । ইহা স্বর্ণরেখার জলে পরিত্যক্ত হইবার
ব্যবস্থা করুন । রাজা এই কথা শুনিয়া সারস্বতের
মুখগানে তাকাইলেন । সারস্বত হাসিয়া সানন্দে
বলিলেন,—মুগের বাক্য সমস্তই সত্য । এই
বলিয়া ষিজেস্র রাজাকে বলিলেন,—নৃপবর ! আপনি
মুগীর কথামতই কার্য্য করুন । এই কথার পর
রাজা প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন । প্রতিহারী
ব্যগ্রভাবে মহাতীর্থ বস্ত্রাপথে ভবদেবের দর্শনার্থ
অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল । তথায় স্বর্ণরেখার

শিষ্যেণ কুশলেন নিবেদিতম্ । ২৫ ।
বহ্মাপথং পুণ্ড্রা তবজ্ঞাগ্রে মহানদী । জালে তজ্জ
শিরো দৃষ্টং তচ্চ ভোয়ে বিমোচিতম্ । ২৬ । স্নাত্বা
সম্পূজ্য তীর্থেশং প্রতীহারঃ সমভ্যাগাৎ । শিষ্যেণ
সহিতো বেগাজ্জিৎথেনাদিত্যবর্তসা । ২৭ । যদাগতঃ
প্রতীহারস্তদা সারস্বতেন সা । কৃত্য চাত্রায়ণেনৈব
যাদমেকং নিরন্তরম্ । ২৮ । সম্পূর্ণে তু ত্রতে তজ্জ
বিদ্যং বজ্রং শুলোচনম্ । শুলোভনং দীর্ঘকেশং দীর্ঘ-
কর্ণং ভক্তবিজয়ম্ । ২৯ । কবুত্রীযং পদ্মগন্ধং সর্বলক্ষণ-
সংযুতম্ । ত্রতাক্তে মুর্ছিতা বালা গতজ্ঞানা বভূব
সা । ৩০ । ন দেবী ন চ গন্ধর্বী নানুরী ন চ
কিন্নরী । যাদৃশী সা তদা জাতা তীর্থভাবেন
শুল্করী । ৩১ । পরিগীতা তু সা তেন ভোজ-
রাজেন শুল্করী । মৃগীমুখীতি বিখ্যাতা দেবী
সা কুব্জেন্দ্ররী । ৩২ । ন জানাতি পুনঃ কিঞ্চিদ্
বদন্তুঃ রাজমন্দিরে । কৃত্য সা পটমহিবী

জলোশরি মন্ত্রী স্বকায় শ্রেণী রহিয়াছে । -ঐ
মহাবনস্থ বংশান্ত্যস্তরেই মৃগীর মন্তক প্রোত ছিল ।
সারস্বতের কুশল নামক জনৈক শিষ্য বহ্মাপথের
মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন । তদনুসারে প্রতীহারী
তথায় গিয়া তত্রত্য ভবদেবের অগ্রে মহানদী
অর্ঘ্যেণা সন্দর্শন করিল । দেখিল,—নদীতীরস্থ
বংশজালে মৃগীর মন্তক আবদ্ধ আছে । তদর্শনে
সে তাল নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া মোচন করিয়া
দিল এবং তথায় স্নানান্তে তীর্থেরের
পূজা করিয়া সারস্বতশিষ্য কুশলের সহিত ভ্রমণ
রথারোহণে বেগে তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল ।
প্রতীহারী যখন কিরিচ্ছ আসিল, তখন সারস্বত
কিচ্ছ সেই মৃগাননা কস্তাকে একমাসনিপাদ্য
চাত্রাশ্রয়কার্যে নিযুক্ত করিলেন । ত্রত যখন সম্পূর্ণ
হইল, তখন সেই মৃগাননার বদনমণ্ডল অতি সুন্দর
হইল । উহা শুলোচন, শুলোভন, দীর্ঘকেশ, দীর্ঘ-
কর্ণ, শুল্করদন্ত, কবুত্রীয, পদ্মগন্ধ ও সর্বলক্ষণাক্রান্ত
হইল । ত্রতাবগানে সেই বালা অজ্ঞানাবস্থায়
মুর্ছিতা হইল । তখন তীর্থ প্রভাবে সেই বালা
এমনি শুল্করী হইয়া উঠিল যে, দেবী, গন্ধর্বী,
অনুরী, বা কোন কিন্নরীও সেরূপ শুল্করী ছিল
না । সেই শুল্করীকে ভোজরাজ বিবাহ করিলেন ।
রাজমহিবী মৃগীমুখী নামেই বিখ্যাতা হইলেন ।
কিন্তু রাজার কৃত্যভিবেকা মহিবী কুব্জেন্দ্ররী রাজ-
ত্বম্ এই যে সকল বৃত্তান্ত ঘটিল, তাহার কিছুই

ভোজরাজেন বীমতা । ৩৩ । ঈশ্বর উবাচ ।
দেশানাং প্রবরো দেশো গিরীপাং প্রবরো
গিরিঃ । ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং বনানামুত্তমং
বনম্ । ৩৪ । গঙ্গা সরস্বতী তাম্রী অর্ঘ্যেণা-
জলে স্থিতা । ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সূর্য্যশ্চ সর্ব
ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ । ৩৫ । নাগা যক্ষাশ্চ গন্ধর্বী
অস্মিন্ ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতাঃ । ব্রহ্মাণ্ডং নির্মিতং যেম
ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । ৩৬ । দেবা ব্রহ্মাদয়ো
জাভাঃ স তবোচ্ছ্র ব্যবস্থিতাঃ । শিবো ভবেতি
বিখ্যাতঃ স্বয়ং দেবপ্রিয়লোচনঃ । ৩৭ । বেবেতি
স্বপ্নবচনাত্তবানী চাজ সংস্থিতা । অতো যদ্বাচিকং
প্রোক্তং তীর্থং দেবি ময়া তব । ৩৮ । তস্মিন্ জলে
স্নানপরো নরো যদি সত্যং বিদ্যায়াকুরোতি
তপসম্ । শ্রাকং পিতৃণাঞ্চ নদান্তি দক্ষিণা ভবো-
ভবং পশুতি মুচ্যতে তবাৎ । ৩৯ । অথ যদি ভব-
পূজাং দিব্যপুষ্পৈঃ কুরোতি তদম্ শিবশিবোতি
স্তোত্রপাঠক গীতম্ । সুরবরগণবৃন্দৈঃ স্তুয়মানো
বিমাতৈঃ সুরবরশিবরূপো মানবো যাতি নাকম্ । ৪০ ।

ইতি শ্রীকান্দে অর্ঘ্যেণামাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ । ৭ ।

জানিলেন না । ক্রমে ভোজরাজ মৃগীমুখীকে
পটমহিবীর পদে বরণ করিলেন । ঈশ্বর কহি-
লেন,—এই বহ্মাপথক্ষেত্র দেশসকলের মধ্যে উত্তম
দেশ, গিরিসকলের মধ্যে উত্তম গিরি, ক্ষেত্র
সকলের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র, এবং বন সকলের মধ্যে
উত্তম বন । এখানে গঙ্গা, সরস্বতী, তাম্রী, অর্ঘ্যেণা-
জলে অবস্থিত । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্রাদিদেবতা,
নাগ, যক্ষ, ও গন্ধর্বগণ এই ক্ষেত্রে বিব্রাজিত ।
সচরাচর ত্রৈলোক্য যিনি নির্মাণ করিয়াছেন, এবং
ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐহা হইতে জাত, সেই ভবদেব
এই স্থানে বিদ্যমান আছেন । স্বয়ং দেব প্রিয়লোচন
শিব এখানে ভব বলিয়া বিখ্যাত । দেবকার্যে
নিযুক্ত স্বপ্নবচন হেতু দেবী তবানীও (তুমি)
এখানে অবস্থিত । হে দেবি । আমি এই তীর্থ
অপেক্ষা উৎম তীর্থের কথা আর তোমাকে
বলি নাই । নমস্কার যদি ঐ তীর্থ জলে স্নান করিয়া
সত্য্য, তপস, পিতৃশ্রদ্ধা ও তদুপলক্ষে দক্ষিণা দান
করিয়া ভবদেবকে দর্শন করে, তাহা হইলে সে
ভব-যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করে । অথবা যদি

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

ভোজরাজ উবাচ। প্রভো সারস্বত ময়া কথং
মাহাত্ম্যমুত্তমম্। বঙ্গাপথকেত্র গিরে রৈবতকন্ত
৫।১। বিশেষেণ স্বর্ণরেখাভবন্ত ৫ জলন্ত ৫
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি তীর্থোৎপত্তিঃ বদন্ত মে। ২
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং মধ্যে কোহং ব্যবস্থিতঃ
কেয়ং নদী স্বর্ণরেখা সর্গপাতকনাশিনী। ৩
কন্যাদব্রহ্মাদয়ো দেবা অশ্বিনীতীর্থে সমাগতাঃ
কথং নারায়ণো দেবঃ স্বরমেব সমাগতঃ। ৪
হেমালয়ঃ পরিত্যজ্য ভবানী গিরিমূর্ধনি। সংস্থিতা
কন্দমাংসে দেবৈরিত্র্যাদিত্তিঃ সহ। ৫। সারস্বত
উবাচ। শৃণু সর্গং মহারাজ কথয়িষ্যে সবিস্তরম্।
যেন বৈ কথ্যমানেন সর্গপাপক্ষয়ো ভবেৎ। ৬।
পুরা ব্রহ্মদিশস্তাস্তে জগদেতচ্চরাত্রয়ম্। সংসৃত্য
ভগবান্ রুদ্রো ব্রহ্মবিষ্ণুপুত্রতঃ। ৭। তাত্ত্ব তে
সকলাঃ রাজিমেকমুত্তিতবাস্রয়ঃ। তিষ্ঠন্তি রাজি-

কেহ এখানে দিব্য পুষ্প দ্বারা ভবপূজা করিয়া
পশ্চাৎ 'শিব শিব' বলিয়া স্তোত্র পাঠ গীত করে,
তাহা হইলে সে সুরবরণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া
সুরশ্রেষ্ঠ শিবরূপী হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া
 থাকে। ১৮—৪০।

শ্রুতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

ভোজরাজ কহিলেন,—ভগবন্ সারস্বত। বঙ্গা-
পথকেত্র, রৈবতকান্তল, এবং স্বর্ণরেখার জল এই
কয়েকটীর মাহাত্ম্য আমি বিশেষরূপেই শুনিয়াছি।
অধুনা তীর্থোৎপত্তি অবগত করিতে ইচ্ছা করি।
আপনি তাহা বলুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি
দেবগণের মধ্যে এখানে কোন দেব অবস্থিত।
কে এই নিখিল কলুষহারিণী স্বর্ণরেখা নদী?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রভৃতি দেবগণ কিজন্ত হেথায় সমাগত
হইয়াছেন? দেব নারায়ণ স্বয়ং এখানে আগমন
করিলেন কেন? আর দেবী ভবানী হিমালয় পরি-
ত্যাগ করিয়া কন্দকে লইয়া কেন এই গিরিশিখরে
ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ অবস্থান করিতেছেন? সারস্বত
কহিলেন,—শুধুন মহারাজ। সকল কথা সবিস্তরে
বলিতেছি।—যাহা বলিলে সর্গপাপক্ষয় সম্ভবিত্ত
হয়। পূর্বে ব্রহ্মদিবার অবসানে ভগবান্ রুদ্র

পর্যন্তে পুনর্ভিন্না ভবন্তি তেঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা
দেবা রজঃসবতমোময়া। সৃষ্টিঃ করোতি ভগবান্
ব্রহ্মা পালয়তে হরিঃ। ১। সর্গঃ সংহরতে রুদ্রো
জগৎ কালপ্রমাণতঃ। তেনাদৌ ভগবান্ সৃষ্টৌ
দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ। ১০। সর্গঃ সংকেপতঃ
কৃষ্ণা ব্রহ্মাণ্ডঃ সচরাত্রয়ম্। তিরা দেবারুদ্রো জ্যোতিঃ
সত্যলোকব্যবস্থিতাঃ। ১১। অয়ো ভূবঃ সর্গাশ্রিত্য
কৌতুকাবিষ্টচেতসঃ। কৈলাসং তে গিরিশিখরং
সমারুঢ়ঃ সুরৈর্বর্ততঃ। ১২। অহং জ্যোতৌ অহং
জ্যোতৌ বাদোহুদ্রব্রহ্মরুদ্রয়োঃ। তদা ক্রুদ্ধো
মহাদেবো ব্রহ্মাণং হস্তমুদ্যতঃ। ১৩। বিষ্ণুনা
বারিতো ব্রহ্মা ন তে বান্ধ যুজ্যতে। তদ্বৎ নাহং
যদা নেদং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাত্রয়ম্। ১৪। এক এব
তদা দেবো জলে শ্রুতে মহেশ্বরঃ। জাগর্তি ৫ যদা
দেবঃ শ্বেচ্ছয়া কৌতুকাত্ততঃ। ১৫। অনেন স্বং
কৃত্তঃ পূর্বমহং পশ্চাদ্ভয়া কৃত্তঃ। ব্রহ্মাণ্ডং কৃষ্ণ-
রূপেণ যুতমন্ত প্রসাদতঃ। ১৬। অহংপ্রবিত্তৌ

এই চরাত্রয় জগৎ সংহার করিয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-
সমভিব্যাহারে ত্রিমূর্তি এক হইয়া সেই ব্রাহ্মরাজি
অবস্থান করেন। পুনরায় রাজি প্রভাতে তাঁহার
পৃথক পৃথক হইয়া যান। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই দেব-
ত্রয় রজঃসব ও তমোময়। ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টি
করেন। হরি পালন করেন। এবং রুদ্র সকল
সংহার করেন। অনন্তর সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্
দক্ষ প্রজাপ্রতি সৃষ্ট হন। ঐ দেবত্রয় সংকেপে
চরাত্রয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তির তির রূপে সত্য-
লোকে অবস্থান করেন। পরে তাঁহার কৌতুক-
বিষ্টচিত্তে হুতলে আসিয়া সুরগণ সহ কৈলাশশৈলে
আরোহণ করেন। একদা ব্রহ্মা এবং রুদ্র উভ-
য়ের মধ্যে জ্যোত্ব লইয়া বিবাদ হয়। ব্রহ্মা বলেন,
আমি জ্যোত্ব, রুদ্র বলেন, আমি জ্যোত্ব। তখন
মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত
হন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বারণ করেন।—তিনি বলেন,
—আপনার বিবাদ করা উচিত হয় না। আমি তুমি
এমন কি এই চরাত্রয় ব্রহ্মাণ্ডের যখন অস্তিত্ব থাকে
না, তখন একমাত্র দেব মহেশ্বরই জলোপরি শয়ন
করিয়া থাকেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় কৌতুক-
ক্রমে জাগিয়া রহেন। এই দেব মহেশ্বর প্রথমে
তোমাকে সৃষ্টি করেন; পশ্চাৎ তোমা হইতে আমি
উৎপন্ন হই। ইহারই প্রসাদে আমি কৃষ্ণরূপে
পৃথিবী ধারণ করিয়াছি। ১—১৬। শব্দরেক প্রসাদেই

ব্রহ্মাও প্রসাদাচ্ছরত ৫। হৃষ্টিক্রিয়া কৃত্তা
সৰ্গা ময়ি রক্ষাং ব্যবস্থিতা ১৭। উদাসীন-
বদাসীনঃ সংসারংসারমীকতে। এক এব শিবো
দেবঃ সৰ্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ১৮। পিতামহঃ
সম্রাটঃ প্রসাদাচ্ছরত তে। প্রসাদমামাস হরঃ
ক্ষমা ব্রহ্মা বচো হরেঃ ১৯। অনাদিনিধনো
দেবো বহুশীৰ্ষো মহাত্মজঃ। ইত্যাদিবেদবচনৈ-
স্ততস্তোত্রো মহেশ্বরঃ। প্রাহ ব্রহ্মন বরং যন্তে নৃণীষ
মনসি হিতম্ ২০।

ইতি শ্রীকাল্পে ব্রহ্মকৃত্তরুদ্রপ্রসাদনবর্ণনং

নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ১৮।

নবমোহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। যদি হৃষ্টং মম। সৰ্গং ত্রৈলোক্যং
সম্রাটরম্। তদা যুক্তিমিমাং ত্যক্তা তব হৃষ্টো
মহাপুনা ১। পিতামহমহং স্তাত্ত্বা নীজং বিধী-
য়তাম্। ব্রহ্মণো বচনং ক্ষমা বিকুনা স প্রীমো
দিক্ ২। মল্লদাশ্চধ্যজনকে সম্প্রাপ্তো গিরি-
মূৰ্ধন। ন বিচারম্ব্যাকার্য্যঃ কৰ্ত্তব্যং ব্রহ্মভাবিতম্।

অমরা এই ব্রহ্মাও অল্পপ্রবিষ্ট হইয়াছি। তুমি
হৃষ্ট কর। আমার উপর সেই হৃষ্টির রক্ষাকার
স্বত্ব আছে। কিন্তু সৰ্বব্যাপী মহেশ্বর দেব শিব
উদাসীনের ভায় আসীন হইয়া ত্রিসংসারের সার
যাহা, তাহাই নিরীক্ষণ করেন। তোমার পিতা-
মহৎ শব্দের প্রসাদেই হইয়াছে। ব্রহ্মা হরির
এই কথা শুনিয়া হরের প্রসন্নতা উৎপাদন করি-
লেন। বলিলেন,—তুমি দেব অনাদিনিধন, বহু-
শীৰ্ষ ও বহুবাহ। ব্রহ্মোচ্চারিত ইত্যাদি বেদ-
বাক্য মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন!
তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ১৭—২০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—দেব। এই সম্রাটর ত্রৈলোক্য
বলি আমারই হৃষ্ট কর, তবে তুমি এই যুক্তি পরি-
ত্যাগ কর এবং আমারই হৃষ্ট জীবের অভ্যর্থিত
হও। আমার যাহাতে পিতামহোচিত মহৎ প্রতিষ্ঠিত
হইতে পারে, তাহাই তুমি শীঘ্র সম্পাদন কর
ব্রহ্মার স্বাক্য শুনিয়া বিষ্ণু মহাদেবকে সেই বাহা

৩। তথৈত্যাশ্বা শিবো দেবস্তত্রৈবাত্তরীয়ত।
ব্রহ্মা যথো মেকশৃঙ্গং মনসঃ শিরসি স্থিতম্ ৪।
তপন্তেশে প্রজানাতো বেদোচ্চারণতৎপরঃ। অধৰ্ষ-
বেদোচ্চারণং যাবচ্চক্রে পিতামহঃ ৫। মুখাজ্জঃ
সমতবজ্রোদ্রুপো তবাংশঃ। অৰ্দ্ধনারীমরবপু-
হ্প্রেক্ষ্যোহতিভয়করঃ ৬। বিভজ্যাত্মনামিত্যুত্যা
ব্রহ্মা চাত্তর্দধে ভয়াৎ। তথোক্তোহসৌ বিধা
ত্ৰীং পুরুষং তথাকরোৎ ৭। ৭। বিভেদ
পুরুষত্রয়ং দশধা ত্রৈলোক্য পুনঃ। একাদশৈতে
কথিতা কল্পাত্মিকবংশরাঃ ৮। কল্পা নামানি
সৰ্ব্বেষাং দেবকার্য্যে নিমোজিতাঃ। বিভজ্য
পুনরীশানী স্বাত্মনং শব্দরাশিতোঃ ৯। মহাদেব-
নিয়োগেন পিতামহমুপস্থিতা। তামাহ ভগবান্
ব্রহ্মা দক্ষত্বং হুহিতা ভব ১০। সাপি তস্ত নিয়ো-
গেন প্রাহুয়াসৌ প্রজাপতেঃ। নিরোগাদ্ ব্রহ্মণো
দক্ষো দদৌ কল্পায় তাম্ সতীম্ ১১। দাক্ষীং

জনক গিরিশিখরে সমুৎসাহিত করিলেন। বলি-
লেন,—দেব! আপনি বিচারণা করিবেন না।
ব্রহ্মবাক্য আপনার অবগুই পালনীয়। শিবদেব
‘তথাক্ষ’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অস্তিত্ব হইলেন।
ব্রহ্মা মেকশৃঙ্গে গমন করিলেন। তথায় গিয়া
প্রজানাত বেদোচ্চারণপুরুষের তথাক্ষ করিতে
লাগিলেন। তিনি বেদ পাঠ করিতে করিতে
যেমন অধৰ্ষ বেদ উচ্চারণ করিলেন, অমনি
ভীহার মুখ হইতে কদ্রুপী অীষণ কদ্র প্রা-
ভূত হইলেন। ভীহার দেহ অৰ্দ্ধনারী ও অৰ্দ্ধ
নরাকারে পরিণত হইল। তিনি অতি হুপ্রেক্ষ্য
ভয়করমূর্ত্তি হইলেন। ১—৬। অনন্তর “আত্মদেহ
বিভাগ কর” এই কথা কহিয়া ব্রহ্মা ভয়ে অস্তরী
করিলেন। সেই কথার পর শিব নিজেকে ত্রী-পুরুষ
রূপে বিধা বিভক্ত করিলেন। ভীহার পুরুষ
একাদশধা বিভক্ত হইল। এই একাদশ ভাগ
ত্রিকুবনাধিপ একাদশ কল্প নামে অভিহিত হইল।
তিনি ঐ সকল কল্পের নামকরণ করিয়া দেবকার্য্যে
নিয়োগ করিলেন। অনন্তর ভীহার ঐশীমূর্ত্তি
ভগবান্ শব্দ হইতে স্বীয় দেহ বিভাগ করিয়া
ভীহারই আদেশে পিতামহসমীপে উপস্থিত
হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ভীহাকে কহিলেন,—তুমি
দক্ষের হুহিতা হও। ব্রহ্মার নিয়োগে সেই কেশানী
দক্ষ প্রজাপতি হইতে প্রাভূত হইলেন। দক্ষ
ভীহার সেই কল্পকে কল্পের করে সম্পাদন কর-

কঁজোহপি জগাহ স্বকীয়মেব শূলভূং । অথ ব্রহ্ম
বভাবে তং সৃষ্টিং কুরু সতীপতে ॥ ১২ ॥ রুদ্র উবাচ ।
সৃষ্টিস্মান কর্তব্য্য কর্তব্য্য ভবতা স্বয়ম্ । পালনং
বিহুনা কার্য্যং সংহর্ত্তাহং ব্যাবহৃত্তং ॥ ১৩ ॥ স্বাপু-
বং সংস্থিতো যস্মাত্তস্মাৎ স্বাপূৰ্ত্তবাম্যহম্ ॥ ১৪ ॥
রজোরূপাঃ সত্ত্বরূপাঃ সৌন্দর্য্যপাশ্চ যেন্নরাঃ । সর্কে
তে ভবতা কার্য্য্য গুণত্রয়বিভাগতঃ ॥ ১৫ ॥ যদা
তে তামসৈঃ কার্য্যং তদা স্রোজ্জো ভব স্বয়ম্ । যদা
তে রাজসৈঃ কার্য্যং তদা স্বং রাজসো ভব ।
সাত্বিকেষু যদা কার্য্যং তদা স্বং সাত্বিকো ভব ॥
১৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইত্যাক্ষাপ্য চ ব্রহ্মাণং স্বয়ং
সৃষ্ট্যাদিকপুংসু । গৃহীত্বা তাং সতীং রুদ্রঃ কৈলাস-
মধিস্থিষ্ঠতি ॥ ১৭ ॥ দক্ষঃ কালেন মহতা হরস্তালয়-
মায়যৌ ॥ ১৮ ॥ অথ রুদ্রঃ সমুখায় কৃতবান
গৌরবং বহু । ততো যথোচিতাং পূজাং ন
দক্ষো বহু মন্ততে ॥ ১৯ ॥ তদা বৈ তমসাবিষ্টঃ
সৌম্বিকঃ ব্রাহ্মণঃ শুভঃ । পূজ্যমনর্থ্যামধিচ্ছন
জগাম কুপিতো গৃহম্ ॥ ২০ ॥ কদাচিত্তাং গৃহং

লেন । শূলপালি রুদ্র সেই দক্ষনন্দিনীর পাণিগ্রহণ
করিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—হে
সতীপতে । আপনি সৃষ্টিবিস্তার করুন । রুদ্র
কহিলেন,—আমি সৃষ্টি করিব না । সৃষ্টি তোমারই
নিজের কর্তব্য্য । বিহু পালন করিবেন । আমি
সর্বসংহারক হইয়া অবস্থান করিব । আমার
স্বাপুর জায় অবস্থান বলিয়া আমি স্বাপু নামে
অভিহিত হইব । গুণত্রয়ের বিভাগানুসারে সত্ত্ব
রজঃ ও তমোগুণময় নরগণকে তুমিই সৃষ্টি করবে ।
যখন তোমার তামস কার্য্য, তখন তুমি স্বয়ং রোদ্র,
যখন রাজস কার্য্য, তখন রাজস, আর যখন সাত্বিক
কার্য্য, তখন তুমি সাত্বিক হইবে । ঈশ্বর কহি-
লেন,—রুদ্র ব্রহ্মাকে সৃষ্টি প্রস্তুতি কার্য্যে এইরূপ
আদেশ দিয়া স্বয়ং সতীকে গ্রহণপূর্ব্বক কৈলাসে গিয়া
অবস্থান করিতে লাগিলেন । বহুকাল পরে দক্ষ
হরালয়ে আগমন করিলেন । অনন্তর হর গাজে-
খানপূর্ব্বক তাঁহার বহু সন্ধান করিলেন । কিন্তু
দক্ষ তাঁহার যথোচিত পূজা হইল বলিয়া মনে করি-
লেন না । তখন তাঁহার অন্তরে তমোভাবের
উদ্রেক হইল । ব্রহ্মনন্দন দক্ষ অনর্থ্য পূজা প্রাপ্তির
আশা করিয়াছিলেন, তাহা না হওয়ায় কুপিত
হইয়া গৃহে গমন করিলেন । একদা সতী
পিজালয়ে উপস্থিত হইলে দ্বর্কদি দক্ষ যোব-

প্রাপ্তাঃ সতীঃ দক্ষঃ সুহৃদ্বিহীনঃ । তত্রা সহ
বিনিন্দোনাঃ ভৎসয়ামাস বৈ কৃষা ॥ ২১ ॥ পঞ্চবজ্রেন
দশভূজো যুধে নেত্রয়্যাবিভক্তঃ । কপদীং পঞ্চ-
চস্ত্রোহসৌ তথাসৌ নীললোহিতঃ ॥ ২২ ॥ কপালী
শূলহস্তোহসৌ গজচন্দ্রাবলুষ্ঠিতঃ । নাস্ত্রা নাস্ত্রা ন
চ পিতা ন ভ্রাতা ন চ বাহুবঃ ॥ ২৩ ॥ সর্পাহিমস্তিভ-
গ্রীবজ্যক্ষা হেমবিকূষণম্ । ভিক্ষয়া ভোজনং বস্ত্র-
কথমন্নং প্রদাত্তি ॥ ২৪ ॥ কদাচিৎ পূর্ব্বতো যাতি
গচ্ছন যাতি স পশ্চিমে । দক্ষিণস্তাং বুধো যাতি স্বয়ং
যাতি স চোত্তরে ॥ ২৫ ॥ তির্ধ্যগূর্কমধো যাতি নৈব
যাতি ন তিষ্ঠতি । ইতি চিত্রং চরিত্রং তে ভূকূর্মান্ত
দৃশ্যতে ॥ ২৬ ॥ নির্ভুগঃ স গুণাভীতো নিঃশ্রেণো মুক-
বৎস্থিতঃ । সর্বজঃ সর্বগঃ সর্বঃ পঠ্যতে ভুবনজয়ে ॥
২৭ ॥ কদাচিৎসৈব জ্ঞানানি ন শৃণোতি ন পশ্যতি ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ রাক্ষসানাং দদাতি যঃ ॥ ২৮ ॥
ন চাস্ত চ পিতা কশ্চিদ চ ভ্রাতাভি কশ্চন । এক
এব বুধাক্টো নয়ো ভ্রমতি ভূতলে ॥ ২৯ ॥ ন গৃহং
ন ধনং গোত্রমনাদিনিধনোহব্যয়ঃ । হিরণ্যকর্ণি
চৈবাসৌ ক্রীড়তে ভুবনজয়ে ॥ ৩০ ॥ কদাচিৎ সত্য-

পরবশ হইয়া তদীয় ভর্ত্তার সহিত তাঁহাকে
যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন । বলিলেন,—তোমার স্বামী
পঞ্চবজ্র, দশভূজ, ত্রিনেত্র, কপালী, চস্ত্রপা-
ধারী, নীললোহিত, কপালপালি, শূলহস্ত ও গজ-
চন্দ্রাচ্ছাদিত । উহার মাতাপিতা, ভ্রাতা, বাহুব,
কিছুই নাই । স্বামী তোমার হেমকূষণ পরিত্যাগ
করিয়া গ্রীবাদেশে সর্পাঙ্ঘ্র কূষণ ধারণ করে ।
ভিক্ষায় বাহার ভোজন, সে কিরূপে তোকে অন্ন
দান করিবে ? সে কখন পূর্বে এবং কখন পশ্চিম
দিকে গমন করে । তাহার বুধ দক্ষিণ দিকে যায়,
আর সে নিজে উত্তর দিকে ছুটিতে থাকে । তোমার
স্বামী তির্ধ্যক উর্ক অথঃ সকল দিকেই যায় । আবার
কোথাও যায় না বা কোথাও অবস্থান করে না ।
এইরূপ বিচিত্রচরিত্র তোমার ভর্ত্তা ব্যতীত আর
কাহারও দেখা যায় না । সে নির্ভুগ, গুণাভীত;
নিঃশ্রেণ, মুকাবহ, সর্বজ, সর্বগ ও ভুবনজয়ে সর্ব
বলিয়া কীৰ্ত্তিত । সে কখন কিছু জানে না, শুনে
না বা দেখে না । দৈত্য, দানব, রাক্ষস, স্ক-
লেয়ই সে বরপ্রদ । তাহার না আছে পিতা, না
আছে ভ্রাতা ; সে একাকী নরাবস্থায় বুধাক্ট হইয়া
ভূতলে ভ্রমণ করে । তাহার গৃহ নাই, ধন নাই,
গোত্র নাই, আদি নাই, অন্ত নাই । সে হিরণ্যকর্ণি

লোকেহনো পাতালমধিষ্ঠতি । গিরিসান্নয় শেতে-
হসাবশিবোহপি শিবঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥ জীৰ্ণশূন্যানি
সন্ত্যজ্য সঙ্গ জন্মাবশুষ্ঠিতঃ । সৰ্বদেহি বচঃ সত্যং
কিৰুত্ব স প্রদান্ততি ॥ ৩২ ॥ বিক্ৰাং জামাতরং
বিক্রং যয়োঃ মেধঃ পরস্পরম্ । তন্ত স্বং বরভা
ভার্য্যাম চ প্রাণাধিকৃত্ব ॥ ৩৩ ॥ ন চ পিতৃভি তে
কার্য্যং ন মাতা ন সখী চ । কেবলং ভৰ্জুভক্তা
স্বং তস্মাপিগচ্ছ গৃহায়ম্ ॥ ৩৪ ॥ অস্তে জামাতরঃ
সৰ্বৈ ভৰ্জুভব পিমাঙ্কিনঃ । হমদৈবাত চান্মাকং
গৃহাপিগচ্ছ বরং প্রাপ্তি ॥ ৩৫ ॥ তন্ত তথাক্যামাকণ্য
সাদেবী শক্য়প্রিয়া । বিনিদ্য পিতরং দক্ষঃ ধ্যায়া
দেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৬ ॥ ষেতবজা জলে স্নাত্বা
দলপাশ্চান্মাক্ষনা । যাচিতস্ব শিবো ভৰ্জা পুনর্জন্মা-
স্তরে তথা ॥ ৩৭ ॥ পিতা মে হিমবানস্ত মেনোগর্ভে
ভবাম্যহম্ । অজ্ঞাতরে হিমবতা তপসা তোষিতো
হরঃ । প্রত্যক্ষং দর্শনং দত্তা হিমবন্তঃ বচোহব্রবীৎ ।

নহে । এই ত্রিভুবনই তাহার ক্রীড়াস্থলী । ‘সে
কখন সত্যলোকে, কখন পাতালে, এবং কখন
গিরিসান্নতে শয়ন করে এবং অশিব হইয়াও
শিব নামে বিখ্যাত হয় । সে জীৰ্ণশূন্য উত্তম
বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া সৰ্বদাই তস্মাবশুষ্ঠিত
ধাকে । তাহার ‘সৰ্বদ’ এই নামই সত্য বটে ;
কেন না, সে আর অস্ত্র কি প্রদান করিবে ? অত-
এব এ হেন জামাতাকেও দিক্ এবং কস্তাকেও
দিক্—যাহাদের এইরূপ পরস্পর মেধ ! তুই
আমার কস্তা, তাহার প্রিয়ভার্য্যা, আর সেও
তোর প্রাণাধিক পতি ; অতএব পিতা, মাতা ও
সখী প্রভৃতি দ্বারা তোর কোন প্রয়োজন নাই ।
তুই কেবল ভৰ্জুভক্তা । স্মৃত্যং আমার গৃহ
হইতে চলিয়া যা । তোর ভৰ্জা পিনাকী
অপেক্ষা আমার অস্ত্রান্ত অনেক উত্তম জামাতা
আছেন । তাই বলিতেছি, তুই অদ্যই আমা-
দের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোর পতির উদ্দেশে
প্রস্থান কর । শক্য়প্রিয়া সত্য দেবী দক্ষের সেই
বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে পিতার নিন্দা এবং
মহেশ্বরের ধ্যানাভিষেবতবস্ত্র পরিধানপূর্বক স্নান
করিয়া অগ্নি দ্বারা আত্মদেহ দগ্ধ করিলেন ।
দেহ দগ্ধ করিবার পূর্বে প্রার্থনা করিলেন,—
জন্মান্তরে শিবই যেন আমার ভৰ্জা হন । পিতা
আমার হিমবান হউন । আমি মেনার গর্ভে
উৎপন্ন হইব । অজ্ঞাতরে হিমালয়ের তপস্ভায়

৩৮ ॥ এষা দস্তা স্মৃতা তুভ্যং পরিণেয্যামি তাম-
হম্ । হেবানাং কার্ধ্যাসিদ্ধার্থং গিরিরাজো ভবি-
ষ্যসি ॥ ৩৯ ॥ আত্মমুক্তৌ প্রবিষ্টাঃ তাং জ্ঞাত্বা দেবো
মহেশ্বরঃ । শশাপ দক্ষং কুপিতঃ সমাগত্যাত্ম-
গৃহম্ ॥ ৪০ ॥ ত্যক্তা দেহমিমং জাম্ব্যং ক্ষত্রিয়াণাং
কুলে ভব । স্বায়ম্ভুবঃ সন্ত্যজ্য দক্ষ প্রাচেতসো
ভব ॥ ৪১ ॥ সন্ত্যং স্মৃত্যামুচ্যায়ং পুত্রমুৎপাদয়ি-
ষ্যসি । এবং শব্দা মহাদেবো যয়ো কৈলাসপর্ব-
তম্ ॥ ৪২ ॥ স্বায়ম্ভুবোহপি কালেন দক্ষঃ প্রাচে-
তসোহভবৎ । ভবানঃ স স্মৃতাং লভা গিরিভট্টো
হিমালয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ মেনাপি তাং স্মৃতাং লভা ধন্তং
মেধে গৃহাশ্রমম্ । তাং দৃষ্টী জায়মানাং চ শ্বেচ্ছয়েব
বরাননাম্ ॥ ৪৪ ॥ মেনা হিমবতঃ পত্নী প্রাহেদং
পৰ্বতেশ্বরম্ । পশু বালামিমাং রাজন রাজীবসদৃশান-
নাম্ ॥ ৪৫ ॥ হিতায় সৰ্বভূতানাং জাতাক তপসা
ভুতাম্ । সোহপি দৃষ্টী মহাদেবী তরুণাদিত্য-
সম্ভিতাম্ ॥ ৪৬ ॥ কপদিনীঃ চতুর্দ্বিজাঃ ত্রিনেত্রা-
মতিলালসাম্ । অষ্টহস্তাঃ বিশালাকীঃ চন্দ্রাবয়ম-
ভুষণাম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রথম্য শিরসা ভূমো তেজসা তু

শক্য় তুষ্টি হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া কহি-
লেন,—এই কস্তা তোমাকে আমি প্রদান করিলাম ;
দেবগণের কার্ধ্যাসিদ্ধার্থ পুনরায় আমিই ইহার
পাণিগ্রহণ করিব । তুমি গিরিরাজরূপে বিরাজ
করিবে । ১—৩৯ ॥ এদিকে মহেশ্বর সত্যকে আত্ম-
মুক্তিতে প্রবিষ্ট জানিয়া সকলোই দক্ষালয়ে আগমন-
পূর্বক দক্ষকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন
যে, তুমি জন্মান্তরিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়
কুলে উৎপন্ন হইবে । হে দক্ষ ! তুমি স্বায়ম্ভুব
পরিত্যাগ করিয়া প্রাচেতস হইবে এবং স্বীয়
স্মৃত্যর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাতে পুত্রোৎপাদন
করিবে । মহাদেব এইরূপ অভিশাপ দিয়া কৈলাস
শৈলে গমন করিলেন । কালক্রমে স্বায়ম্ভুব দক্ষও
প্রাচেতস হইলেন । এদিকে হিমালয় ভবানীকে
কস্তারূপে প্রাপ্ত হইয়া তুষ্টি হইলেন । তৎপত্নী মেন-
কাও তথাবিধ কস্তা লাভে গৃহাশ্রম ধন্ত বলিয়া মনে
করিলেন । বলিলেন—দেখ মহারাজ ! এই নলি-
নাভনয়না কস্তাকে দেখ, হিমালয় দেখিলেন,—
তাঁহার তপস্তার ফলে সৰ্বভূতের হিতেরনিমিত্ত স্বয়ং
মহাদেবী তাঁহার কস্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।
তাঁহার দেহকান্তি নবোদিত দিবাকরের ভায় ;
তিনি কপদিনী ; চতুর্দাননা, ত্রিনয়না, অমিতপ্রভা,

হুবিহ্ললঃ। ভীতঃ কৃতাজলিঃ স্তব্ধঃ প্রোবাচ পর-
মেষ্ঠরীম্। ৪৮। হিমবাহুবাচ। কা হুঃ দেবি
বিশালাক্ষি শংস মে সংশয়ো মহান্। ৪৯। দেব্য-
বাচ। মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং মহেশ্বরসমাজ্ঞয়াম্।
অনন্তামব্যয়ামেকাং মাং পশুতি মুমুক্শবঃ। ৫০।
দিব্যঃ দদামি তে চক্ষুঃ পশু মৈ রূপমৈশ্বর্যম্।
এতাবদ্বক্ষ্যে বিজ্ঞানং দদা হিমবতে স্বয়ম্। ৫১।
স্বর্ধ্যকোটিপ্রতীকাশং তেজোবিধং নিরাকুলম্।
জালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলশতোপমম্। ৫২।
দংষ্ট্রাকরালমুর্ধ্বং জটায়ুগলমণ্ডিতম্। প্রশান্তং
সৌম্যবদনমলস্তার্ধ্যসংযুতম্। ৫৩। চন্দ্রাবয়ব-
লম্পাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্। কিরীটিনং গদাহস্তং
নৃপুংসুরকণশোভিতম্। ৫৪। দিব্যামাল্যাঘরধরং
দিব্যাগন্ধাভূষণম্। শঙ্খচক্রধরং কাম্যং ত্রিনেত্রং
রুত্তিবাসসম্। ৫৫। অগুহ্যং চাণ্ডবাহুং বাহু-
মভ্যন্তরং পরম্। সর্বশক্তিময়ং শুভ্রং সর্বাঙ্গকার-
সংযুতম্। ৫৬। ব্রহ্মেশোপেন্দ্রযোগীশ্রেয়ন্দ্যমান-

অষ্টহস্তা, বিশালনেত্রা ও চন্দ্রাবয়বভূষণা। হিমালয়
কন্তার এ হেন রূপ দেখিয়া তাঁহার চেজে বিহ্বল
হইয়া ভীত ও স্তব্ধভাবে কৃতাজলিকরে ভূতলে
প্রণামপূর্বক সেই পরমেষ্ঠরীর স্তব করিতে
লাগিলেন। হিমাচল কহিলেন,—হে দেবি! বিশা-
লাক্ষি! কে তুমি? আমার নিকট প্রকাশ কর।
আমার বড়ই সংশয় হইয়াছে। দেবী কহিলেন,—
আমাকে মহেশ্বরাজ্ঞয়িনী পরমা শক্তি বলিয়া জামি-
বেন। আমি অধিতীয়া, অব্যয়া; মুমুক্শুগণ আমাকে
এইরূপেই অবলোকন করেন। আমি তোমায়
দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি। তুমি আমার ঐশ-
্বরিক রূপ অবলোকন কর। এই বলিয়া তিনি তখন
হিমাচলকে জ্ঞান দান করিলেন। হিমাচল তখন
সম্ভব্যাপী পরমেষ্ঠরকে অবলোকন করিলেন।
দেখিলেন;—তিনি কোটিস্বর্ধ্যপ্রতীকাশ, নিরাকুল
তেজোবিধ, সহস্র সহস্র জালামালায় পরিব্যাপ্ত,
শতশত কালানলোপম, দংষ্ট্রাকরাল, অট্টহাস্যবিত,
অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট, জটায়ুগলমণ্ডিত, প্রশান্ত,
সৌম্যবদন, অনন্তার্ধ্যসমবিত, চন্দ্রাবয়বচক্রিত,
চন্দ্রকোটিসমপ্রভ, কিরীটী, গদাহস্ত, নৃপুংসোভিত,
দিব্য মালাঘরধর, দিব্য-গন্ধাভূষণ, শঙ্খ-
চক্রধর, কাম্য, ত্রিনেত্র, রুত্তিবাসী, অগুহ্য,
আণ্ডবাহু, বাহু, অভ্যন্তর, পর, সর্বশক্তিময়,
শুভ্র, সর্বাঙ্গকারসংযুক্ত, ব্রহ্মেশোপেন্দ্রযোগীশ্রে-

পদাভূজম্। সর্বভঃপাণিপাদান্তঃ সর্বতোহক্ষি-
শিরোমুখম্। ৫৭। সর্বমাহুত্যা ভিষ্ঠন্তঃ দদর্শ
পরমেষ্ঠরম্। দৃষ্ট্বা নন্দীশ্বরং দেবং দেব্যামহেশ্বরং
পরম্ ৫৮। তয়েন চ সমাবিষ্টঃ স রাজা হৃষ্ট-
মানসঃ। আশ্চর্য্যধায় চান্দ্রানমোকারং সমুদ্রস্বরম্।
৫৯। নারায়ণসহশ্রেণ ভক্তাসৌ হিমবান গিরিঃ।
৬০। ভূয়ঃ প্রণম্য কৃতাজ্ঞা প্রোবাচেনং কৃতাজলিঃ।
যদেতদৈশ্বর্যং রূপং জাতস্তে পরমেষ্ঠরি। ৬১।
ভীতোহস্মি সাম্প্রতং দৃষ্ট্বা তবমুখং প্রদর্শয়।
এবমুক্তা চ সা দেবী তেন শৈলেন পার্বতী। ৬২।
সংহৃত্য দর্শয়ামাস স্বরূপমপরং পরম্। নীলোৎপল-
লপ্রধ্যাং নীলোৎপলমুগন্ধিকম্। ৬৩। ত্রিনেত্রং
ষিভূজং সৌম্যং নীলালকবিকৃষিতম্। রক্ত-
পাদাভূজতলং সুরক্তকরণবম্। ৬৪। ক্রীমদিশাল-
সহস্রং ললাটভিলোকোজ্জ্বলম্। ভূষিতং চাক্র-
সর্বাঙ্গং ভূষণৈরভিকোমলম্। ৬৫। দধানং
চোরসা মালাং বিশালাং হেমনির্মিতাম্। ঐবৎ শ্রিতং
সুবিদ্যোতং নৃপুংসুরাবশোভিতম্। ৬৬। প্রসন্ন-
বদনং দিব্যং চাক্রজমহিমাম্পদম্। তদীদৃশং সমা-
লোক্য স্বরূপং শৈলসত্তমঃ। ভয়ং সন্ত্যজ্য হৃষ্টাজ্ঞা

বন্দ্যমান-পদাভূজ, সর্বভঃপাণিপাদ, সর্বতোহক্ষি-
শিরোমুখ। তিনি হৃষ্টমানসে দেবীর সহিত
দেব নন্দীশ্বর মহেশ্বরকে এইরূপে সমস্ত ব্যাপ্ত
করিয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া ভীত অথচ হৃষ্ট
হইলেন। তখন তিনি আত্মাতে আত্মনিধান করিয়া
ওঙ্কার অম্বরূপপূর্বক অষ্টাদিক সহস্র নাম শ্লোকে
দ্বারা স্তব করিয়া প্রণামপূরঃসর কৃতাজলিপুটে বলি
লেন,—হে পরমেষ্ঠরি! যদিও তোমার এই ঐশ্বররূপ
জন্মিয়াছে, তথাপি সম্প্রতি তুমি আমার অন্ততত্ত্ব
প্রদর্শন করতাও, আমি ভীত হইয়াছি। শৈলরাজ
কর্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া দেবী তখন ঐরূপ
সংহার করত অম্বরূপ দর্শন করাইলেন। তাঁহার
সেই রূপ—নীলোৎপলদলমিত, নীলোৎপলমুগন্ধিত,
ত্রিনেত্র, ষিভূজ, সৌম্য, নীলালকমণ্ডিত, রক্তপদা-
ভূজ, সুরক্তকরণব, ক্রীমদিশাল, ললাটভিল কোজ্জ্বল,
ভূষণে ভূষিত, সুন্দরাল, অতি কোমল।
সেক্ষেপে বকে তিনি হেম-নির্মিত মালা ধারণ করিতে-
ছেন; ঐবৎ শ্রিতশোভার শোভিত হইয়াছেন;
সুন্দর বিষকলের ভাঁই ওঠ ধারণ করিয়াছেন;
নৃপুংসুভায়ে নিনাদিত হইতেছেন, এবং প্রসন্নবদনে
সুন্দর জয়গুণ ও দিব্য শোভার শোভিত হইয়াছেন।

বভাষে পরমেশ্বরীম্ ৬৭। হিমবাহুবাচ। অদ্য
মে সকলং জন্ম অদ্য। মে সকলাঃ ক্রিয়াঃ। যস্মৈ
সাক্ষাৎসমব্যক্তা প্রসঙ্গা দৃষ্টিগোচরা। ইদানীং
কিং ময়া কার্য্যং তস্মৈ জাহি মহেশ্বরী ৬৮।
মহেশ্চক্ৰুবাচ। শিবপূজা স্বয়া কার্য্যা ধ্যানেন তপসা
সদা। অহং তস্মৈ প্রদাতব্য্য কেনচিত্ কারণেন
বৈ ৬৯। যাদৃশস্ত ত্বয়া সৃষ্টো ধ্যেয়ো বৈ
তাদৃশশ্চয়া। এক এব শিবো দেবঃ সৰ্বাধারো
ধরাধরঃ ৭০। সারস্বত উবাচ। তপস্কৃতবান
কৃত্বঃ সমাগম্য হিমাচলম্। ততোমা পরমাং ভক্তিং
চকার শিবসরিধৌ ৭১। দেবকার্য্যেণ কেনাপি
দেবো বৈ জ্ঞাপিতঃ প্রভুঃ। উপযেমে হরো
দেবীমুমাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ৭২। স শপ্তঃ শত্ৰুনা
পূৰ্বে দক্ষঃ প্রাচেতসো নৃপঃ। বিনিহ্য পূৰ্ণবৈরেণ
গন্ধাধারেহজ্জকরিম্ ৭৩। দেবাচ্চ যজ্ঞভাগার্থ-
মাহ্বতা বিকুনা স্বয়ম্। সত্বেহ মুনিভিঃ সৰ্বৈরাগতা
মুনিপুংসবাঃ ৭৪। সৃষ্টী দেবকুলং কৃৎস্নং শক্রেণ
বিনাগতম্। দধীচো নাম বিশ্ববিঃ প্রাচেতসমধি-

ত্রবীৎ ৭৫। দধীচিক্ৰবাচ। ব্রহ্মাদ্যস্ত পিশাচাস্ত
যজ্ঞাজাহুবিধায়িনঃ। স হি বঃ সান্ততঃ ক্রমো
বিধিনা কিং ন পূজ্যতে ৭৬। দক্ষ উবাচ।
সৰ্বৈশ্বেষেহি যজ্ঞেযু ন ভাগঃ পরিকল্পিতঃ। ন ময়া
ভাৰ্য্যা সাক্ষং শক্লরন্তেতি নেবাতে ৭৭। বিহস্ত
দক্ষঃ কুপিতো বচঃ প্রাহ মহামুনিঃ। শৃণুতাং
সৰ্বদেবানাং সৰ্বজ্ঞানময়ঃ স্বয়ম্ ৭৮। যতঃ
প্রবৃত্তিক্ৰিষাচ্চা যচ্চাসৌ ভুবনেশ্বরঃ। ন হং
পূজয়সে ক্রদঃ দেবৈঃ সম্পূজ্যতে হয়ঃ ৭৯।
দক্ষ উবাচ। অশ্বিনালাধরো নরঃ সংহর্তা তামসো
হয়ঃ। বিষকঠঃ শূলহস্তঃ কপালী নাগবেষ্টিতঃ ৮০।
ঈশরো হি জগৎস্রষ্টা প্রভুর্দেহসৌ সনাতনঃ।
সবাস্তকোহসৌ ভগবানিচ্ছ্যতে সৰ্বকৰ্ম্মসু ৮১।
দধীচিক্ৰবাচ। কিং স্বয়া ভগবানেষ সহস্রাংস্তর্ক
দৃশ্যতে। সৰ্বলোকৈকসংহর্তা কালাচ্চা পরমেশ্বরঃ।
৮২। এষ ক্রমো মহাদেবঃ কপালী চাগ্রীহরঃ।
আদিত্যো ভগবান্ সূর্য্যো নীলদ্রীবো বিলোহিতঃ।
৮৩। দক্ষ উবাচ। য এতে স্বাদশাদিত্যা আগতা
যজ্ঞভাগিনঃ। সৰ্বৈ সূর্য্যা ইতি জ্ঞেয়া ন হন্তো

শৈলবর তাঁহার তথাবিধ স্বরূপ অবলোকন করিয়া
নির্ভয়ে হৃষ্টচিত্তে পরমেশ্বরীকে বলিলেন,—অদ্য
আমার জন্ম সকল; কার্য্য সকল; যেহেতু সাক্ষাৎ
অব্যাক্তরূপীকে প্রসঙ্গরূপে অদ্য আমি দৃষ্টিগোচর
করিলাম। হে মহেশ্বরী! এক্ষণে আমি কি করিব?
আদেশ করুন ৪০—৬৮। মহেশ্বরী কহিলেন,—তপস্তা
এবং ধ্যানযোগে সৰ্বদা তুমি শিবপূজা কর। অন-
ন্তর কোন কারণে তুমি আমার তাঁহারই করে সম্প্র-
দান করিবে। তুমি এই যে রূপ দেখিলে, এইরূপেই
তাঁহার ধ্যান করিবে। হে ধরাধর! এক সেই
শিবদেবই সৰ্বাধার জানিবে। সারস্বত কহিলেন,
—কৃত্ব হিমাচলে আসিয়া তপস্তা করিলেন।
উমাদেবী তৎসরিধানে পরম ভক্তি প্রদর্শন করিতে
লাগিলেন। অনন্তর কোন দেবকার্য্যের জন্ত
তাঁহার নিকট আবেদন করা হইল। প্রভু হর
ত্রিভুবনেশ্বরী উমাদেবীকে বিবাহ করিলেন। শক্লর
পূৰ্বে শাপে দক্ষ প্রজাপতি প্রাচেতস নৃপ হইয়া
পূৰ্ণবৈর বশস্তঃ ক্রমের নিষ্কাবাদ করত গন্ধাধারে
হরিদ্রীতিকর যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং বিকু
যজ্ঞভাগার্থ দেবগণকে আহ্বান করিলেন। সমস্ত
মুনি ও মুনিশ্রেষ্ঠগণ সেই যজ্ঞে সমাগত হইলেন।
বিশ্ববি দধীচি দেখিলেন,—শক্লর ব্যতীত সমস্ত
দেবসমাজই যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়াছেন। ভূদর্শনে

তিনি প্রচেতাকে বলিলেন,—ব্রহ্মাদি পিশাচাস্ত
সকলেই ঐহার আজাতহুবর্তী সেই দেব শক্লরকে
সম্প্রতি কেন বিধিপূরক পূজা করা হইতেছে না?
দক্ষ কহিল,—কোন যজ্ঞেই শক্লর ও শক্লরীর ভাগ
পরিকল্পিত হয় নাই এবং আমরাও তাহা ইচ্ছা
করি না। তখন মহামুনি দধীচি কুপিত হইয়া
সহস্র-আস্তে বলিলেন,—দক্ষ! তুমি সৰ্বদেব-
সমক্ষে শ্রবণ কর—সেই ক্রদ স্বয়ং সৰ্ব জ্ঞানময়,
তাঁহা হইতেই সমস্ত প্রাজুর্ভূত। তিনি বিধাতা এবং
তিনিই ভুবনেশ্বর। তুমি সেই ক্রদকে পূজা করি-
তেছ না; কিন্তু ঐ দেবগণ সকলেই তাঁহার পূজা
করেন। দক্ষ কহিলেন,—হর-অশ্বিনালাধর; নর,
তামস, সংহারকর্তা, বিষকঠ, শূলহস্ত, কপালধারী,
ও নাগবেষ্টিত; কিন্তু যিনি ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা, তিনি
সৰ্বপ্রভু সনাতন পুরুষ। তিনি সবাস্তক সাক্ষাৎ
ভগবান্। তাঁহাকে সৰ্ব কৰ্ম্মেই পূজা করা হইয়া
যাকে। দধীচি কহিলেন,—যিনি সৰ্বলোকের
একমাত্র কর্তা, কামাচ্চা, পরমেশ্বর, সেই ঐ সহ-
স্রাং ভগবান্কে তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না?
ইনি সৰ্বগ্রী, ক্রদ, কপালী, হর, মহাদেব, আদিত্য,
সূর্য্য, নীলদ্রীব, বিলোহিত ভগবান্, দক্ষ কহিলেন,
—এই যে সমাজসকল স্বাদশাদিত্য আসিয়াছেন করিয়া-

বিদ্যাতে রবিঃ । ৮৪ । এবমুক্তে তু নুনঃ সমায়াতা
নিষ্কবঃ । বাচমিত্যাক্রবন দক্ষং তত্ত সাহায্য-
কারিণঃ । ৮৫ । তপসাবিষ্টমনসো ন পত্ততি
ব্যধবজন্ম । সহস্রশোহং শতশো বহুশোহং য এব
হিঃ ৮৬ । ধোবান্ সর্কে ভাগার্ঘ্যগতা বাসবাদয়ঃ ।
নাশন্তন্ দেবমীশানযুতে নারায়ণঃ হরিম্ । ৮৭ ।
কৃত্যং ক্রোধপন্নং বৃষ্টা ব্রহ্মা ব্রহ্মাসনাশ্রয়ো ।
অভ্যর্হিতে ভগবতি দক্ষো নারায়ণঃ হরিম্ । ৮৮ ।
রক্ষকং জগতাং দেবাং জগাম শরণং স্বয়ম্ ।
প্রবর্তয়ামাস চ তং যজ্ঞং দক্ষোহং নির্ভয়ঃ । ৮৯ ।
রক্ষকো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শরণাগতরক্ষকঃ । পুনঃ
প্রাণাধারে দক্ষং দধীচো ভগবান্ব্রুণ । ৯০ ।
নির্ভয়ঃ বৃণু দক্ষ যং যজ্ঞভক্তো ভবিষ্যতি । অপূজ্য-
পূজ্যাদক্ষ পূজ্যস্ত চ বিবর্জনাং । ৯১ । নরঃ
পাপমবাপ্নোতি মহদ্ বৈ মাং সংশয়ঃ । অসত্যঃ
প্রগ্রোহা যজ্ঞ সত্যাকৈব বিমানতা । ৯২ । দণ্ডো
দেবকৃতস্তজ্জ সত্যঃ পত্ততি দক্ষিণঃ । এব-
মুক্তা স বিপ্রার্ধিঃ শশাপেশ্বরবিধিঃ । ৯৩ । যশ্মা-
বহিকৃতো দেবো ভবন্তিঃ পরমেশ্বরঃ । ভবিষ্যধ্বঃ

ছেন, ইহঁরা সকলেই সূর্য্য । তদিতর অন্ত কোন
দেব বলিয়াই জ্ঞেয় নহেন । দক্ষ এই কথা কহিলে
যজ্ঞদর্শনার্থ সমাগত মুনিগণ দক্ষের সাহায্যার্থ
সকলেই দক্ষবাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ।
ঊঁহার তপস্বী হইয়াও ব্যধবজকে দেখিলেন না ।
তিনিই যে শত সহস্রও তদপেক্ষা বহুরূপে বিরাজিত,
তাঁহাও ঊঁহার বুলিলেন না । ইন্দ্রাদি যে সকল
দেব যজ্ঞভাগার্থ আসিয়াছিলেন, ঊঁহাদের মধ্যে
একমাত্র নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই ঈশানকে
দেখিতে পাইলেন না । তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধকে ক্রুদ্ধ
দেখিয়া ব্রহ্মাসন হইতে পলায়ন করিলেন । ভগবান্
ব্রহ্মা অন্তর্ধান করিলে দক্ষ বিশ্বরক্ষক নারায়ণেরই
শরণাপন্ন হইলেন এবং ঊঁহারই রক্ষকতায়
নির্ভয়ে যজ্ঞারম্ভ করিলেন । শরণাগতরক্ষক বিষ্ণু
দক্ষের রক্ষক হইলেন । মহর্ষি দধীচি এই সময়
পুনরায় দক্ষকে নির্ভয়ে বলিলেন,—দক্ষ ! অবণ
কর, তোমার এই যজ্ঞভঙ্গ অবশ্যই হইবে । দেখ,
অপূজ্যের পূজনে এবং পূজ্যের অপমাননে
লোকে মহৎপাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই ।
আরও দেখ, যেখানে অসং লোকের সংস্কার
আর সং লোকের অব্যমাননা, সেখানে দেবকৃত
দাক্ষিণ দণ্ড সূত্র্যই পতিত হইয়া থাকে । সেই

ঈশীবাহাঃ সর্কেহপীশ্বরবিধিঃ । ৯৪ । মিথ্যা-
ব্রীতসমচারা মিথ্যাজ্ঞানপ্রভাবিণঃ । প্রাপ্তে
কমিযুগে ঘোরে কলিকৈঃ কিল পীড়িতাঃ । ৯৫ ।
যা তপোবলং ঘোরং গচ্ছধ্বং নরকং পুনঃ ।
ভবিষ্যতি হব্যৌকেশঃ স্বামী বোহপি পরাভূতঃ ।
৯৬ । সারস্বত উবাচ । এবমুক্তা স ব্রহ্মর্ষি-
রায় তপোনিধিঃ । জগাম মনসা কৃত্তমশেষাধ্ব-
নাশনম্ । ৯৭ । এতশ্চিরন্তরে দেবী মহাদেবঃ
মহেশ্বরম্ । গতা বিজ্ঞাপয়ামাস জাত্বা দক্ষমধ্বং
শিবা । ৯৮ । দেব্যুবাচ । দক্ষো যজ্ঞেন যজ্ঞতে
শিতা মে পূর্ব্বজয়নি । তেন যঃ দূষিতঃ পূর্ব্বমধ্বং
চাতীৰ হুংখিতা । বিনাশয়ত তং যজ্ঞং বরমেনং
বৃণোম্যহম্ । ৯৯ । সারস্বত উবাচ । এবং বিজ্ঞা-
পিতো দেব্যা দেকদেবো মহেশ্বরঃ । সসর্জঃ সহসা
কৃত্তং দক্ষযজ্ঞজিহ্বাসয়া । ১০০ । সহস্রশিরসঃ ক্রুরং
সহস্রাক্ষং মহাভূজম্ । সহস্রপাণিঃ হৃদ্বর্ষঃ যুগান্তা-
নলস্নিগ্ধম্ । ১০১ । দংষ্ট্রাকরালং হৃষ্ট্রেক্যং শব্দচক্র-
ধরী প্রভূম্ । দণ্ডহস্তঃ মহানাদঃ শার্ঙ্গিণঃ কুতি-

বিপ্রার্ধি এই বলিয়া ঈশ্বরদেবীদিগকে অভিসম্পাত
করিলেন যে, যে হেতু তোমরা পরমেশ্বরকে যজ্ঞ-
ভাগ হইতে বহিকৃত করিয়াছ, এই জন্ত ঘোর
কালকালে তোমরা বেদবাহু ঈশ্বরদেবী, মিথ্যাচার-
পরায়ণ, মিথ্যাজ্ঞানভাবী, ও কলিদোষসমূহে পীড়িত
হইবে । তোমরা ঘোর তপস্তা করিয়াও নরকে
যাইবে । প্রভু হব্যৌকেশও তোমাদের প্রতি পরাভূত
হইবেন । ৯৯—১০৬ । সারস্বত কহিলেন,—তপোনিধি
ব্রহ্মর্ষি এই কথা কাঁহিয়া বিরত হইলেন এবং অশেষ
যজ্ঞনাশন ক্রূর দেবকে মনে মনে ধ্যান করিলেন ।
ইত্যবসরে এদিকে দেবী শিবসীমন্তিনী দক্ষযজ্ঞের
সংবাদ অবগত হইয়া মহাদেব মহেশ্বরের নিকট
তাঁহা নিবেদন করিলেন । দেবী কহিলেন,—মম
পূর্ব্ব পিতা দক্ষ যজ্ঞ করিতেছেন, তৎকর্ত্ত্বক আপনি
দূষিত হইয়াছেন, তাই পূর্ব্ব হইতেই আমি অত্যন্ত
হুংখিত আছি । আমি বর চাহিতেছি ; আপনি
সেই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করুন । সারস্বত কহিলেন,
—দেবী এই কথা কহিলে দেবদেব মহেশ্বর দক্ষ-
যজ্ঞ-ধ্বংসের নিমিত্ত সহসা এক বীরতরোণ্য
ভীষণ ক্রুদ্ধকে সৃষ্টি করিলেন । ঐ ক্রূর
সহস্রশিরা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাণি, হৃদ্বর্ষ, যুগান্তা-
নলস্নিগ্ধ, দংষ্ট্রাকরাল, হৃষ্ট্রেক্য, শব্দ-চক্রধর,
দণ্ডহস্ত, শার্ঙ্গিপাণি, বিদূতিভূষিত, মহানাদ-

কৃষ্ণম্ । ১০২ । বীরভদ্র ইতি ধাতং দেবদেব-
সমধিতম্ । স জাতমাত্রে দেবেশমুপভবে কৃত-
জলিঃ । ১০৩ । ভবাহ নক্ষত্র মখং বিনাশয় শমন্ত
তে । বিনন্দ্য মাং স যজতে গন্ধাধারে গণেশ্বর ।
১০৪ । ততো বহুপ্রমুক্তেন সিংহেনেব চ লীলয়া ।
বীরভদ্রেণ নক্ষত্র নাশার্থঃ রোমি যোদ্ধতম্ । ১০৫ ।
রোমী সহস্রশো রুদ্রা বিস্ত্রান্তেন ধীমতা । রোমজা
ইতি বিখ্যাতাঃ স সাহায্যকারিণঃ । ১০৬ । শূল-
শক্তিগদাহস্তা দণ্ডোপলকরাস্থা । কালারিকুজ-
সন্ধাশা নাগযন্তো দিশো দশ । ১০৭ । সর্কে বু-
সমাক্রুতাঃ সভাধ্যাক্ষাতিভীষণাঃ । সমগ্রিত্য গণ-
শ্রেষ্ঠং যমূর্দক্ষমখং প্রতি । ১০৮ । দেবাক্রাসহস্রাঢ্য-
মপ্সরেগীতিনাদিতম্ । বীণাবেগুনিদাদাঢ্যং বেদ-
বাদ্যতিনাদিতম্ । ১০৯ । কৃষ্ণাঃ দক্ষঃ সমাসীনঃ
দেবৈব্রহ্মধিভিঃ সহ । উবাচ স বুবারুড়ো দক্ষঃ
বীরঃ স্মরন্বিব । ১১০ । বয়ং হুতুরাঃ সর্কে

শরভামিতভজসঃ । ভাগাধিলিপয়া প্রাপ্তা ভাগান
যজ্ঞ যমীপ্তভান । ১১১ । ভাগো ভবন্ত্যো দেবত
নামভ্যামিতি কথ্যতাম্ । ততো বয়ং বিনিশ্চিত্য
করিয়ামো যথোচিতম্ । ১১২ । এবমুক্তা গণেশেন
প্রজাপতিপুত্রঃসরাঃ । ১১৩ । দেবা উচুঃ । প্রমাণং
নো বিজানীধ "ভাগঃ যত্র ইতি কথম্" । ১১৪ ।
যত্র উচুঃ । সুরা যুযং তমোভূতান্তমোপহতচেতসঃ ।
যে নাধবস্ত রাজানং পূজয়েদ্বর্ষহেবরম্ । ঈশ্বরঃ
সর্বভূতানাং সর্বদেবভূতহরঃ । ১১৫ । গণ উবাচ ।
পূজ্যতে সর্বযজ্ঞেযু কথং দক্ষো ন পূজয়েৎ । ১১৬ ।
যত্রাঃ প্রমাণং ন কৃত্য যুযাতির্কলগর্ষিতঃ । যমাদ-
সহং তস্মাদ্রো নাশয়াম্যদ্য গর্ষিতম্ । ১১৭ । ইত্যুক্তা
যজ্ঞশালাঃ তাং দবোহবন গণপূজবঃ । গণেশ্বরাস্ত
সংজ্ঞা যুপাছুংপাট্য চিকিণুঃ । ১১৮ । প্রভোভারং
সহোভারমধ্বযুগ গণেশ্বরঃ । গৃহীত্বা ভীষণাঃ সর্কে
গন্ধাশ্রোতসি চিকিণুঃ । ১১৯ । বীরভদ্রোহপি
দীপ্তাত্মা বজ্রযুক্তঃ করং হরঃ । ব্যষ্টভয়দদীনাশ্চ

কারী, ও দেবদেবসহায় । ঈদৃশ বীরভদ্র প্রাহুর্ভূত
হইবামাত্র কৃতাজলিকরে দেবদেবসম্মুখে দণ্ডায়-
মান হইল । দেবদেব তাহাকে কহিলেন,—তুমি
দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ কর । হে গণেশ্বর ! সে আমার
নিন্দাবাদ করিয়া গন্ধাধারে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে ।
অনন্তর বন্ধনযুক্ত সিংহের ভায়ে বীরভদ্র লীলা-
ক্রমে দক্ষের বিনাশার্থ উদ্যত হইয়া স্বীয় দেহ
হইতে একগাছি রোম উৎপাটন করিলেন । সেই
রোম হইতে সহস্র সহস্র রুদ্র প্রাহুর্ভূত হইল ।
উহার রোম হইতে উৎপন্ন হইয়া যজ্ঞধ্বংসে বীর-
ভদ্রের সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া তখন রোমজ
আখ্যায় বিখ্যাত হয় । ঐ রোমোৎপন্ন রুদ্রগণ
শূল, শক্তি, গদা, দণ্ড ও উপলহস্ত ; এবং কালারি-
কুজ সদৃশ । উহাদের সিংহনাদে দশদিক নিনা-
দিত হইতে লাগিল । তাহারা সকলেই বুবারুড় ;
সকলেই সভাধ্যাক্ষ ; এবং সকলেই অতি ভয়ঙ্কর ।
ঐ রুদ্রগণ সকলেই গণনাথ বীরভদ্রের অধিনায়-
কভায় দক্ষযজ্ঞাভিমুখে ধাবিত হইল । তাহারা
দেখিল,—ঐ যজ্ঞে সহস্র সহস্র দেবাক্রনা আসিয়া-
ছেন ; অপ্সরাদিগের গীতবক্তারে যজ্ঞভূমি নিনা-
দিত হইতেছে ; স্থানে স্থানে বেগধ্বনি শুনা যাই-
তেছে ; এবং বেণুবীণা প্রভৃতির নিনাদে যজ্ঞস্থান
মুখরিত হইতেছে । দক্ষ দেখে ও অন্ধবিগণ
সহ উপবিষ্ট আছেন । তদর্শনে বুবারুড়, বীরভদ্র
হস্তপূর্বক দক্ষকে কহিলেন,—আমরা অমিতভজা

শব্দের যজ্ঞভাগ-লিপ্যায় সমাগত হইয়াছি । অত-
এব ইষ্টভাগ প্রদান কর । অপিচ আমাদিগকে
ভাগ প্রদান করিবে কিনা তাহাও বল । আমরা তাহা
বুঝিয়া যথোচিত কার্য সম্পাদন করিব । ১০—১১২ ।
গণাধিপ এই কথা বলিলে প্রজাপতি পুত্রসর দেবগণ
বলিলেন,—যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবে কিনা এ সম্বন্ধে
আমাদের মতগণই প্রমাণ । তাহাদের নিকটই
অবগত হও । মতগণ কহিলেন,—সুরগণ ।
তোমরা সকলেই তমোভিভূত ও তমোপ-
হতচিত্ত হইয়াছ ; কেননা তোমরা যজ্ঞের রাজা
মহেশ্বরকে পূজা করিতেছ না ? সর্বদেবময় হয়
সর্বভূতেরই ঈশ্বর । গণাধিপ কহিলেন,—সেই
ঈশ্বর সর্বযজ্ঞেই পূজিত হন । দক্ষ কেননা তাঁহার
পূজা করিবে ? তাঁহার অপূজ্যতা সম্বন্ধে মতগণকে
তোমরা প্রমাণ করিতে পারিলে না ? অতএব
তোমরা বলগর্ষিত হইয়াই হর্যাক্রমের অসহিষ্ণু
হইয়াছ । এইজন্য অদ্য আমি তোমাদের গর্ষ চূর্ণ
করিব । গণশ্রেষ্ঠ এই কথা কহিয়া তত্ততঃ যজ্ঞ-
শালা বিধ্বস্ত করিলেন । অস্তিত্ত গণেশ্বরগণ ক্রুদ্ধ
হইয়া যজ্ঞযুগ সকল উৎপাটনপূর্বক ইতস্ততঃ লিক্বেপ
করিল । ভীষণ গর্গাধ্যাক্ষগণ যজ্ঞের প্রভোভা,
হোতা ও অধ্বর্যুকে ধরিয়া গন্ধাগর্ভে কেলিয়া দিল ।
দীপ্তদেহ বীরভদ্র বজ্রপাণি ইশ্বরের এবং অস্তিত্ত
দেবগণের হস্ত ভাঙিত করিয়া দিলেন । করাগ্র

তথাস্তেবাং দিবৌকসাম্ ॥ ১২০ ॥ ভগনেত্রে তথোৎ-
পাট্য করাগ্রোণৈব লীলয়া । নিহত্য মুষ্টিনা দণ্ডে:
সস্তাষঞ্চ স্তপাতয়ৎ ॥ ১২১ ॥ তথ চন্দ্রমসং দেবং
পদাঙ্কুঠেন লীলয়া । ধৰ্ম্ময়ামাস বলবান্ অয়মানো
গণেশ্বরঃ ॥ ১২২ ॥ বহুহস্তদ্বয়ং ছিষ্মা জিহ্বায়ুৎ-
পাট্য লীলয়া । জঘান মুচ্ছি পাদেন • মুনৌনপি মুনী-
শ্বরান্ ॥ ১২৩ ॥ তথা বিষ্ণুঃ সগরুড়ং সমায়াতং
মহাবলঃ । বিব্যাধ নিশিতৈক্কাণৈঃ স্তম্ভদ্বিত্বা সুদৰ্শ-
নম্ ॥ ১২৪ ॥ ততঃ সহস্রশো ভদ্রঃ সসৰ্জ্জ গরুড়ান-
বহ্ন ॥ বৈনতেয়ানভ্যাধিকান্ গরুড়ং তে প্রহৃক্ষবুঃ ॥
১২৫ ॥ তান দৃষ্ট্বা গরুড়ো ধীমান্ পলায়নপরে-
হতবৎ । তৎস্থিতো মাধবো বেগাদযথা গোঃ
সিংহপীড়িতা ॥ ১২৬ ॥ অন্তর্হিতে বৈনতেয়ে বিকো
চ পদ্মসম্ভবঃ । আগত্য বারয়ামাস বীরভদ্রং শিব-
প্রিয়ম্ ॥ ১২৭ ॥ প্রসাদয়ামাস স তং গোঁরবাৎ
পরমেষ্ঠিনঃ । তেহৃদ্বজ্ঞং নৈব জানন্তি ক্রয়ঃ তত্রা-
গতং সুরাঃ ॥ ১২৮ ॥ স দেবো বিষ্ণুনা জাতো
ব্রহ্মণা চ দধীচিনা । তুষ্ঠাব ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষো
বিষ্ণুর্দিবৌকসঃ ॥ ১২৯ ॥ বিশেষাৎপার্বত্যীঃ দেবী-

মৌশরাদ্ধনরৌরীগীষ । স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দক্ষঃ প্রণম্য
চ কৃতাজ্জলঃ ॥ ১২০ ॥ ততো ভগবতৌ প্রাহ
প্রহসন্তৌ মহেশ্বরম্ । যমেব জগতঃ স্রষ্টা সংহর্তা
চৈব রক্ষকঃ ॥ ১২১ ॥ অমুগ্রাহো ভগবতা দক্ষ-
শচাপি দিবৌকসঃ । ততঃ প্রহৃত্ত ভগবান্ কর্ণদৌ
নীলগোহিতঃ । উবাচ প্রণতান্ দেবান্ দক্ষঃ প্রাচে-
তসং হরঃ ॥ ১২২ ॥ গচ্ছধ্বং দেবতাঃ সর্বাঃ
প্রসন্নো ভবতামহম্ । সম্পূজ্যঃ সর্ষঘজ্ঞেযু প্রথমং
দেবকর্ম্মণি ॥ ১২৩ ॥ য চাপি শূন্যমে দক্ষ বচনং
সর্ষয়ক্ষণম্ । ত্যক্তা লৌকৈক্যণ্যমেনাং মত্তস্তো
ভব যত্নতঃ ॥ ১২৪ ॥ তবিস্যসি গণেশানঃ কল্লাস্তে-
হহুগ্রহায়ম্ । তাবন্তিষ্ট মমাদেশাংস্বাধিকারেণ
নির্বৃত্তঃ । ইত্যাকাদর্শনং প্রাপ্তো দক্ষশ্রমিততেজসঃ ॥
১২৫ ॥ দধীচিন্যু শিবো দৃষ্টো বিজ্ঞপ্তঃ শাপ
মোচনে । কথং শাপং ময়া দত্তং তদ্রিযান্তি তবাজ্জয়া
॥ ১২৬ ॥ শিব উবাচ । তবিস্যন্তি জয়ীবাছাঃ সম্প্রাপ্তে
তু কলৌ যুগে । পঠিব্যন্তি চ যে বদাংস্তে বিপ্রাঃ

দ্বারা ভগের নেত্রদ্বয় উৎপাটনপূর্বক তাঁহাকে
মুষ্টি ও দণ্ড দ্বারা আহত করিয়া ছুপাতিত করিলেন ।
এইরূপে সেই বলবান গণেশ্বর হস্ত করিতে
করিতে চন্দ্রকেও পাদাঙ্কুঠে নিশীড়ন করিলেন ।
বহির হস্তদ্বয় ছেদনও জিহ্বা উৎপাটন করিয়া
তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন । তখন মুনী ও
মুনীশ্বরগণেরও ঐ অবস্থা ঘটিল । অনন্তর বিষ্ণু
গরুড়বাহনে আগমন করিলেন । মহাবল বীর-
ভদ্র নিশিত খরনিকরে তদীয় সুদৰ্শনকে স্তম্ভিত
করিয়া অবশেষে তাঁহাকেও বিদ্ধ করিলেন । অন-
ন্তর বীরভদ্র বৈনতেয় অপেক্ষাও অধিক বলবান
সহস্র সহস্র গরুড়কে স্রজন করিলেন । তাহার
উৎপন্ন হইয়া গরুড়ান্তিমুখে ধাবিত হইল । তদ-
র্শনে ধীমান্ গরুড় পলায়নপর হইলেন । তদু-
পরিস্থিত মাধবও সেই সঙ্গে গমন করিলেন ।
গরুড় ও বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে পদ্মজয়া আসিয়া
শিবপ্রিয় বীরভদ্রকে বারণ করিলেন । বীরভদ্র
পরমেষ্ঠীর গোঁরববশতঃ তাঁহাকে প্রসাদিত করি-
লেন । ক্রয় যে তথায় অদৃষ্টভাবে আসিয়াছেন
একথা সুরগণের মধ্যে কেহই জানিতে পেরি-
লেন না । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও দধীচি ইহারা
সেই শিবদেবকে বিদিত আছেন । অনন্তর

ভগবান্ ব্রহ্মা, ক্রয়ের স্তব করিতে লাগিলেন ।
এদিকে অমিততেজা দক্ষও বিষ্ণু ও অভ্যন্ত
দেবগণসহ স্তব করিতে লাগিলেন । বিশেষত
ঐশ্বর্যাদ্ধনরৌরীগী দেবী পার্বত্যীকে বিবিধ স্তোত্রে
স্তব করিয়া দক্ষ কৃতাজ্জলিকরে প্রণাম করিল ।
অনন্তর ভগবতৌ হস্ত করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন,
—তুমি দেব জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা ও জগৎসংহর্তা ।
তুমি অমুগ্রহ করিয়া দক্ষকে ও অভ্যন্ত দেবগণকে
মুক্ত কর । অনন্তর ভগবান্ কর্ণদৌ নীল-
গোহিত প্রণত দেবগণ এবং প্রাচেতস দক্ষকে
বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা গমন কর; আমি
তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । আমি দৈবকর্ম্মে
সর্ষঘজ্ঞে প্রথমে পূজিত হই । হে দক্ষ! তুমিও
আমার সর্ষয়ক্ষকর বাক্য শ্রবণ কর । তুমি এই
লৌকৈক্যণ্য পরিত্যাগ করিয়া আমার ভক্ত হও ;
কল্লাস্তে গাণপত্য লাভ করবে । আমার আদেশে
তুমি তাবৎকাল খরী অধিকার প্রতিপালন কর ।
ভগবান্ দেবদেব অমিততেজা দক্ষকে এই
কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে অতঃপর দধীচি
দেবদেবকে দর্শন করিয়া বিপ্রগণের শাপমোচ-
নের জন্ত বিজ্ঞাপন করিলে তিনি বলি-
লেন,—শির কহিলেন,—কর্ণিযুগ প্রাপ্ত হইলে
তাঁহার জয়ীবাছ হইবেন । তাঁহাদের মধ্যে

স্বৰ্গগামিনঃ ॥ ১৩৭ ॥ আগম্য বিষ্ণুরচিভাঃ পঠ্যন্তে
যৈ বিজাতিভিঃ । তেহপি স্বৰ্গং প্রয়াশ্চন্তি মৎপ্রসাদাৎ
সংশয়ঃ ॥ ১৩৮ ॥ কলিকালপ্রভাবেন যেষাং পার্শ্বা
ন বিদ্যতে । গৃহস্থধৰ্ম্মাচরণং কৰ্ত্তব্যং মম পূজনম্ ।
অবশ্ৰুত্ব ময়া কার্য্যং ত্বেবাং পাপবিমোচনম্ । ত্বিকাং
ভ্রমামি মধ্যাহ্নে অতীতে ভ্রমণ্ডিগীতঃ ॥ ১৪০ ॥
জটাজুটধরঃ শাস্তো ত্বিকাপাতকরো দ্বিজঃ । যো
দদাতি চ মে ত্বিকাং স্বৰ্গং যাতি স মানবঃ ॥ ১৪১ ॥
উপানহো বা ছত্রং বা কোপীনঃ বা কমণ্ডলুঃ । যো
দদাতি তপস্বিভ্যো নরো মুক্তঃ স পাতকৈঃ ।
দধীচৈঃ স বরান দদাতি বভাষে সহ বিষ্ণুনা ॥ ১৪২ ॥
কৃৎ উবাচ । যন্তে মিত্রং স মে মিত্রং যন্তে রিপুঃ স
মে রিপুঃ । যদ্বাং পূজয়তে বিষ্ণো স মাং পূজয়তে
ঋতম্ ॥ ১৪৩ ॥ যঃ ক্তোতি দ্বাঃ স মাং ক্তোতি
প্রিয়ো যন্তে স মে প্রিয়ঃ । অহং যত্র চ তত্র হং
নাস্তি ভেদঃ পরম্পরম্ ॥ ১৪৪ ॥ কৃৎ উবাচ ।
এবমেতৎ পরং দেব কৰ্ত্তব্যং যন্তধৈব তৎ । অৰ্জ-

ঈহারা বেদপাঠ করিবেন, তাঁহারা স্বৰ্গ গমন
করিবেন । ঈহারা বিষ্ণুরচিত আগম পাঠ করিবেন,
তাঁহারাও আমার প্রসাদে স্বৰ্গে গমন করিবেন
সংশয় নাই । যে সকল ব্রজ কলিকালপ্রভাবে
বেদপাঠ-বর্জিত হইবেন, তাঁহারা গৃহস্থ ধৰ্ম্মাচরণ
ও আমার পূজা করিবেন । এরূপ করিলে অবশ্রুত
আমি তাঁহাদের পাপ বিমোচন করিব । আমি
কলিতে ভ্রম-ভূষিত হইয়া জটাজুটধর শাস্ত দ্বিজ-
রূপে ত্বিকাপাত করে ধারণপূৰ্ব্বক মধ্যাহ্নে ও
সায়াহ্নে ত্বিকাটন করিব । যে মানব আমাকে
ত্বিকা প্রদান করিবে, সে অবশ্রুত স্বৰ্গে গমন
করিবে । যে নর তপস্বিগণকে ছত্র, উপানহ,
কোপীন ও কমণ্ডলু প্রদান করে, সে সৰ্ব পাতক
হইতে মুক্ত হয় । ভগবান্ হর মহাত্মা দধীচিকে
এইরূপ বর প্রদান করিয়া বিষ্ণুর সহিত আলাপ
করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন,—হে হরে !
যে তোমার মিত্র, সে আমার মিত্র ; যে তোমার
শত্রু, সে আমার শত্রু ; যে তোমার পূজা করে,
সে আমার পূজা করে ; যে তোমার স্তব করে,
সে আমার স্তব করে ; যে তোমার প্রিয়, সে
আমার প্রিয় ; তুমিও যেখানে, আমিও সেইখানে ;
তোমার ও আমার পরম্পরের কোন ভেদ নাই ।
কৃৎ বলিলেন,—হে দেব ! আপনি বাহ্য-বলিলেন,
তাহার পরম রহস্য, এরূপই বটে ; আমি পূর্বে যে

নারীনরবর্ষপূৰ্ব্বা দৃষ্টো ময়া পূজা ॥ ১৪৫ ॥ নেয়
নারী ময়া দৃষ্টো দৃষ্টে রূপং কিলান্বনঃ । শম্ভুচক্র-
গদাহস্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৪৬ ॥ ত্রিবৎসাকং
পীতবস্ত্রং কোমলভেন বিরাজিতম্ । দ্বিতীয়ার্দ্ধং ময়া
দৃষ্টং শূলহস্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ১৪৭ ॥ চন্দ্রাবয়বসংযুক্তং
জটাজুটকপালিনম্ । একীভাবং প্রপন্নোহহং যদা
পূৰ্ব্বং তথাধূনা । ন মাং গোবী প্রপঞ্চেত প্রপঞ্জামি
তথৈব চ ॥ ১৪৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ । আবয়োরন্তরং
নাস্তি চৈকরূপাবুভাবপি । যো জানাতি স জানাতি
সত্যলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৪৯ ॥ ইত্যাশ্বা স যযৌ
তত্র কৈলাসঃ পৰ্ব্বতোত্তমম্ । কৃকোহপি মন্দরং
প্রাপ্তো দেবকার্ষেণে কেনচিৎ ॥ ১৫০ ॥ অত্রান্তরে
দৈত্যরাজো মহাদেবপ্রসাদতঃ । হিরণ্যনেত্রতনয়ো
বাহতেহসৌ জগদ্রয়ম্ ॥ ১৫১ ॥ অমরত্বঃ হরঃ ক্রা
কামাচ্ছো নৈব পশ্চতি । হর্যাকধারিণীং দেবীং
দিব্যরূপাং শুলোচনাং ॥ ১৫২ ॥ যমেতি স
জানাতি যাচতে চ হরঃ প্রতি । হরোহপি কার্য্য-
ব্যসমন্ত্যাক্ষা কৈলাসপৰ্ব্বতম্ ॥ ১৫৩ ॥ মন্দরং সমু-
প্রাপ্তো দেবঃ ক্রুঃ জনাৰ্দনম্ । পরম্পরং সমা-

আপনার অৰ্জুনায়ীনররূপ দেখিয়াছি, ইহা সে
নারীরূপ নহে । ইহা আশ্বরূপই দেখিতেছি ; এরূপ
শম্ভুচক্রগদাহস্ত, বনমালা-বিভূষিত, ত্রিবৎসাক,
পীতবস্ত্র ও কোমলভবিরাজিত এবং এই দেহের
অপরাজ শূলহস্ত, ত্রিলোচন, চন্দ্রাবয়ব-সংযুক্ত ও
জটাজুটকপালী । হে হর ! আমরা উভয়ে একী-
ভাব প্রাপ্ত ; পূর্বেও যেমন, এখনও তেমনি । দেবী
গোবীও আমাকে দেখেন নাই ; আমিও তাঁহাকে
দেখি নাই ॥ ১১৩—১৪৮ ॥ ঈশ্বর কহিলেন,—আমা-
দের ভেদ নাই ; আমরা উভয়েই একরূপ । ইহা যে
জানে, সেই অভিজ্ঞ । তাহারই সত্যলোকে গমন
হইয়া থাকে । এই বলিয়া তিনি কৈলাস পৰ্ব্বতে
গমন করিলেন । কৃৎ কোন এক দেবকার্য্য উপ-
লক্ষে মন্দরাতলে উপনীত হইলেন । এই সময়
হিরণ্যনেত্রের তনয় দৈত্যরাজ অশ্বক মহাদেবের
প্রসাদে উদ্ধত হইয়া জিজগৎ উৎপীড়িত করিতে
লাগিল । অশ্বক হরের নিকট অমরত্ব বর লাভ
করিয়া কামাচ্ছভাবে তঁজাত্ত কিছুই দেখিতে লাগিল
না । সে হরের অৰ্জুনসদৃশী দিব্যরূপা দেবী
শুলোচনাকে আবার বসিরা জান করিল এবং হরের
নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিল । হর কার্য্যগতিকে
কৈলাস পৰ্ব্বত পরিভ্রমণ করিয়া মন্দরাতলে দেব
জনাৰ্দনের নিকট গাফাং করিবার নিমিত্ত

লোচ্যামুখদেবীঃ স মন্দরে । ১৫৪ । নারায়ণগৃহে
দেবী স্থিতা দেবীগণৈর্বৃত্তা । অজ্ঞাত্বৈর গোতম
গোবদায়লিনীকৃতঃ । ১৫৫ । পবিত্রীকরণায়াস্ত
ভিক্ষুরূপধরো হরঃ । গৌতমস্ত গৃহং প্রাপ্তো মন্দরং
চান্তকো গতঃ । ১৫৬ । যযাচে পার্বতীং তপ্তো যুদ্ধঃ
চক্রে স বিকুমা । হারিতঃ তু গণৈঃ সর্কেদেবীং
দৈভ্যো ন পশুতি । ১৫৭ । স্ত্রীরূপধারী কৃষ্ণোহসৌ
গৌরীং রক্ষতি মন্দিরে । গৌরীপাং তু শতং চক্রে
হরিভজ্ঞ স মায়য়া । ১৫৮ । বিকোদৈহসমুভূতা
দিব্যরূপা বরপ্রিয়ঃ । অঙ্ককো নৈব জানাতি কৈশা
গৌরীং পার্বতী । ১৫৯ । বিলম্বস্তত্র সত্তাতো
মোহিতো বিকুমায়য়া । তাবচ্ছিবঃ সমায়াতঃ কৃষা
গৌতমপাবনম । ১৬০ । ভিক্ষামাত্রেন চায়েন
গৌতমো নিম্নলীকৃতঃ । শোহঙ্ককেন তদা যুদ্ধং
চক্রে কজোহপি কোপিতঃ । ১৬১ । অমরোহসৌ
হরাজ্জাতঃ শূলে প্রোতঃ সূদাক্ষণে । শূলহস্ত ভূতিঃ

চক্রে তস্ত তুষ্টি মহেশ্বরঃ । ১৬২ । গণেশস্তঃ নদৌ
ভস্মে যাবদাভূতসমুদ্রম । স্বরূপায়াদেবীং কৃষ্ণ-
স্তস্মৈ নদৌ অয়ম্ । ১৬৩ । গৌরীরাগাঃ ত্রিঘণ্টাতা
ধরিজ্যাং তাম্ প্রেথিতাঃ । কৃষা নাশানি সর্কাসাং
লোকে পূজ্যা ভবিষ্যথ । ১৬৪ । এতা যে পূজয়ি-
যন্তি পূজয়িষ্যন্তি তে শিবাম্ । শিবাং যে পূজয়ি-
যন্তি তেহর্চয়ন্তে হরং হরিম্ । ১৬৫ । উমাং
সমাদায় যযৌ হরো গিরিঃ যুগং সমাক্রুৎ সুরাসুর-
র্চিতঃ । হরিম্ যমে যময়া সহাঙ্ককে হতে চ
দেবাঃ সুররাজমায়ুঃ । ১৬৬ । অক্শেপনারায়ণ-
পুণ্যচেতসাঃ শৃগতি চিহ্নঃ চরিতঃ মহাত্মনাম্ ।
যুচ্যন্তি পাটৈঃ কলিকালসত্তবৈধাত্তি নাকং গণ-
বৃন্দবন্দিভাঃ । ১৬৭ । এবং কালে বর্তমানে হরঃ
কৈলাসপর্বতে । সুরকোদানবদৈত্যৈশ্চ গৃহতেহস্মাদ্-
বরান বহুং । ১৬৮ । অশ্বদন্তবরো যৌজন্তারকাখ্যো
মহাসুরঃ । তেন সর্গং জগদ্বাপ্তং তস্ত নষ্টা সুরা
রণে । ১৬৯ । মহাদেবপুতেনাজৌ হস্তব্যোহসৌ

করিলেন। সেখানে তাঁহার পদস্পর্শ আলোচন
করিয়া উমা দেবীকে মন্দরাচলে আনয়ন করিলেন।
উমাদেবী দেবগণের সহিত নারায়ণগৃহে অবস্থান
করিতে লাগিলেন। এই সময় গোতম গোবদে
মলিনীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পবিত্র করিবার
নিমিত্ত হর ভিক্ষুরূপে তদীয় গৃহে গমন করিলেন।
অঙ্ককাসুরও মন্দরাচলে আসিয়া উপস্থিত হইল।
এবং সেই তুষ্ট দৈত্য পার্বতীকে প্রার্থনা করিল।
এই ব্যাপারে বিষ্ণুর সহিত তাহার যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে
প্রথমগণ পরাজিত হইল। কিন্তু দৈত্য অঙ্কক দেবী
পার্বতীকে দেখিতে পাইল না। কৃষ্ণ স্ত্রীরূপ ধারণ
করিয়া গৌরীকে স্বীয় মন্দিরে রক্ষা করিতে লাগি-
লেন। হরি মায়া করিয়া শত শত গৌরী সৃষ্টি করি-
লেন। বিষ্ণুর দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত
বরাক্রমাই দিব্যরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।
অঙ্কক বুঝিতে পারিল না যে, কে তাহাদের মধ্যে
পার্বতী বা গৌরী? সে বিষ্ণুর মায়ায় মোহিত
হওয়ায় তাহার সেখানে বহু বিলম্ব ঘটিল। ইতি
মধ্যে গৌতমকে পবিত্র করিয়া শিব তথায় সমাগত
হইলেন। ভিক্ষামাত্র অন্ন দ্বারা ই গৌতম নিম্নলী-
কৃত হইয়াছিলেন। অনন্তর অঙ্ককের সহিত ক্রুদ্ধ
কৃষ্ণ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। হরের সূদাক্ষণ শূলে অঙ্কক
বিদ্ধ হইল। কিন্তু হরের বরে অমর বলিয়া তাহার
প্রাণবিগোণ হইল না; সে সেই শূলহস্ত অবস্থায়

হরের শ্রুতি করিল। মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাহাকে
আভূতপ্রলয় গণায়িপত্য প্রদান করিলেন। অন-
ন্তর কৃষ্ণ স্বরূপা উমা দেবীকে হরের করে অর্পণ
করিলেন। অন্ত যে সকল গৌরীরাপিণী রমণী
উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা ভূতলে প্রেরিত হই-
লেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম করণ
করিয়া বলিয়া দিলেন,—ভুলোকে তোমরা পূজ্যা
হইবে। তিনি আরও বলিলেন,—ইহাদিগকে
যাহারা পূজা করিবে, তাহাদের দ্বারা শিবসৌমন্তি-
নীরই পূজা করা হইবে। যাহারা শিবকে পূজা
করিবে, তাহাদের হরিহরেরই অর্চনা করা হইবে।
অনন্তর সুরার্চিত হর উমা লইয়া কুষ্মারোহণে
কৈলাসে গেলেন। হরিও রমার সহিত রমণ করিতে
লাগিলেন এবং অঙ্কক নিহত হওয়ায় দেবগণ
ইন্দ্রসমীপে গমন করিলেন। অঙ্ক-বিষ্ণু-কৈলাস-
প্রমুখ পুণ্যাস্থা মহাত্মাদিগের এই বিচিত্র চরিত্র
যাহারা শ্রবণ করে, তাহারা কলিকালে সমস্ত পাপ
হইতে মুক্ত হয়। এবং গণবৃন্দ বন্দিত হইয়া স্বর্গ-
ধামে গমন করে। এইরূপ কালে হর কৈলাস
পর্বতে অবস্থিত আছেন। বহু রাক্ষস, দানব ও
দৈত্য তাঁহার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিতেছে।
ইতি মধ্যে ভয়ঙ্কর মহাসুর, তারক ব্রহ্মার নিকট
হইতে বর গ্রহণ করিল। লঙ্কবর তারক সমস্ত

সসঙ্কৃতম্। কার্তিকেশ্বরমুমাপুত্রঃ কজবীৰ্য্যসমুদ্ভবম্।
১৭০। দৈবৈরিত্রিপ্রাণিভিঃ সঠৈঃ সেনাধ্যক্ষোহভি-
ষেচিতঃ। তেনাপি দৈবযোগেন তারকাখ্যো
নিপাতিতঃ। ১৭১। কৈলাসশিখরাসীনো দেব-
দেবো জগদ্বাক্তরঃ। উময়া সহ সন্তুষ্টৌ নন্দি-
ভদ্রাদিভির্ভূতঃ। ১৭২। স্বন্দেন গজবক্রোণ
ধনাধ্যক্ষেণ সংযুতঃ। অথ হাসপন্নঃ দেবঃ শনৈঃ
প্রোবাচ তং শিবা। ১৭৩। কেন দেব প্রকারেণ
তোষ যাত্ততি শঙ্কর। মর্ত্যানাং কেন দানেন
তপসা নিয়মেন বা। ১৭৪। কেন বা কর্ণণা দেব
কেন মন্ত্ৰেণ বা পুনঃ। স্নানেন কেন দেবেশ কেন
ধূপেন তুষ্যসি। ১৭৫। পুষ্পেণ কেন মে নাথ কেন
পত্রেণ শঙ্কর। কয়া সন্তুষ্টো ভক্ত্যা সাহসেন চ
কেন বৈ। ১৭৬। নৈবেদ্যেন চ কেন হং কেন
হোমেন তুষ্যসি। কেন কষ্টেন বা দেব কেনাৰ্য্যেণ
মম প্রভো। ১৭৭। বোড়শৈতে ময়া প্রথাঃ পুষ্টা
মে নির্ণয়ং বদ। ১৭৮। শঙ্কর উবাচ। সাধু পুষ্টঃ
স্বয়া দেবি কথয়িষ্যে মম প্রিয়ম্। শিবপূজাপ্রকারো-

জগৎ অধিকার করিল। সুরগণ সমস্ত তাহার
নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। মহাদেব-
নন্দন কার্তিকেশ্বর ঐ অস্ত্রকে সংহার করিবেন
বলিয়া তাঁহাকে তখন উপাদান করা হইল।
ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই কজবীৰ্য্যসমুদ্ভূত উমানুতকে
সৈন্যপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। দৈবযোগে
কার্তিকেশ্বরের হস্তে তারকানুর নিপাতিত হইল।
অনন্তর একদা দেবদেব জগদ্বাক্তর উমার সহিত
কৈলাসশিখরে সমাসীন; নন্দী, ভৃগু, স্বন্দ,
গজানন ও কুবের তাঁহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট; দেব-
দেবের মুখে হাস্যরস পরিফুট; এতেন কালে
শিবা শনৈঃশনৈঃ শিব দেবকে বলিলেন—দেব!
শঙ্কর। কিরূপে আপনি মর্ত্যালোকে তুষ্ট হইয়া
থাকেন? কিরূপ দান, তপস্যা, নিয়ম, কর্ণ, মন্ত্ৰ,
স্নান ধূপ, পুষ্প বা পত্র দ্বারা আপনার পরিতোষ
হয়? হে শঙ্কর! কোন স্তবে স্তব করিলে আপনি
তুষ্ট হন? কিরূপ সাহসে, কীদৃশ নৈবেদ্যে
কিরূপ হোমে, কীদৃশ কুঞ্জে, এবং কিরূপ অৰ্ঘ্যে
আপনার পরিতোষ হয়? হে প্রভো! এই
বোড়শ প্রকার আমি করিলাম, আপনি নিশ্চিত উত্তর
প্রদান করুন। শঙ্কর বলিলেন,—হে দেবি! তুমি
সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তোমাকে বলিতেছি।
কজবাক্যসারে শিবপূজা কর্তব্য। হে দেবি!

হয়ঃ ক্রিয়তে বচসা গুরোঃ। ১৭৯। অভয়ঃ সৰ্ব-
জন্তুনাং দানঃ দেবি মম প্রিয়ম্। সত্যং তপঃ
সমাখ্যাতঃ পরদারবিবৰ্জনম্। ১৮০। প্রিয়ো মে
নিয়মো দেবি কর্ণ্য তজ্জোকরজনম্। মৃগোঃনমঃ
শিবায়েতি মন্ত্ৰোহয়মুররীকৃতঃ। ১৮১। সৰ্বপাপ-
বিনিশ্চুক্তো মম দেবি স ব্রহ্মতঃ। পাপত্যাগো
ভবেৎ স্নানং ধূপো মে গোগৃণলঃ প্রিয়ঃ। ১৮২।
ধতুরকশ্চ পুষ্পং মে বিব্রপত্রঃ মম প্রিয়ম্।
ভক্তিঃ শিবশিবায়েতি সাহসঃ রণকর্ষণঃ। ১৮৩।
ন বিভেতি নরো যত্ন তস্তাগ্রে সন্তবাম্যহম্।
হস্তকারো গবাং যত্ন নৈবেদ্যং মম ব্রহ্মতম্।
১৮৪। পূর্ণাহত্যা পরা প্রীতিজ্ঞায়তে মম
অন্দরি। শুদ্ধয়া ব্রহ্মতঃ কষ্টঃ যতীনাঞ্চ তপশ্চি-
নাম্। ১৮৫। স্বর্ঘ্যোদয়ে মহাদেবি মধ্যাহ্নেহস্তমেনে
তথা। অৰ্ঘ্যো যো দায়তে স্বর্ঘ্যে ব্রহ্মতোহসৌ মম
প্রিয়ে। ১৮৬। কিং দানৈঃ কিং তপোভির্বা কিং
যজ্ঞৈর্ভাববর্জিতৈঃ। দয়া সত্যং স্তৃণাক্ষেহং দন্ত-
পৈশুন্তবর্জিতম্। ভক্ত্যা যদীয়তে স্তোকং দেবি
তব্রহ্মতঃ মম। ১৮৭। এবং যাবৎকথয়তি জ্ঞান
স্বন্দান যথোদিতান। ভাবদ্রব্যাভিভিদ্ধৈবৈকীকৃন্তু
যযৌ স্বয়ম্। ১৮৮। বিযুক্তবাচ। নাহং পালয়িতুং

সর্ব জন্তুর অভয় দান, সত্য, তপ ও পরদার-
বর্জন এ সকল আমার অত্যন্ত প্রিয়। আর লোক-
রজন কর্ণ ও নিয়ম আমার অতিশয় প্রিয় জানিবে।
“ওঁ নমঃ শিবায়া” এই মন্ত্ৰ আমার অল্পমোদিত।
ইহা সৰ্বপাপমোচন, এবং আমার প্রিয়। পাপ-
কালন স্নানও ধূপ, শুগৃণল, ধতুরপুষ্প, বিব্রপত্র
শিব শিবার বলিয়া ভক্তি ও রণকর্ষণে সাহস এ সকল
আমার অতিশয় প্রিয়। যে নর নিভীক, তাহার
অগ্রে আমি উপস্থিত থাকি। গোস্বামিনী ভক্তি
এবং নৈবেদ্য এ সকল আমার ব্রহ্মতঃ। পূর্ণাহ-
তিতে আমার পরম প্রীতি হয়। যাত ও তপশ্চি-
গণের শুদ্ধয়া ও কষ্ট নিবারণ আমার অত্যন্ত
প্রিয়। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াঃ সময়ে যে স্বর্ঘ্যার্থ্য-
দান, তাহাও আমার অতিশয় প্রিয়। হে দেবি!
ভাববর্জিত দান, তপ ও বহু যজ্ঞের প্রয়োজন
কি? দয়া, সত্য, স্তৃণা, অস্ত্র এবং দন্তপৈশুন্ত-
বর্জিত ব্রহ্মমাত্র দানও আমার প্রিয়। ভগবান
দেবদেব যথোচিত প্রায় সকল বলিতেছেন, এমন
সময় স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ ঐ স্থানে
উপস্থিত হইলেন। ১৪৯—১৮৮। বিষ্ণু বলিলেন,—

শক্তং দদাসি বরান বহু। দৈত্যানাং দানবানীনাং
রাক্ষসানাং মহেশ্বরঃ ১৮১ ॥ বিকৃতিং যন্তি পশ্চাতে
কষ্টং বধ্য ভবন্তি মে। পত্রেণ পুষ্পমাত্রেণ ওঙ্কারেণ
শিবেন চ। মুক্তিং যন্তি নরো দেব ভবন্তি
করোতু কঃ ১২০ ॥ ইন্দ্রাদিহোপি যে দেবা
যজৈরাপ্যায়ন্তি তে। ন যজন্তি হি জা যজ্ঞান
ভিক্ষাদানেন ত্ব্যসি ১২১ ॥ ক্রতু উবাচ।
ইন্দ্রাদিভিন্ন মে কার্যং ব্রহ্মা মে কিং করিষ্যতি। যেন
কেন প্রকারেণ প্রজাঃ পাল্যস্বাধুনা ১২২ ॥
মদায়া প্রকৃতিষেক্ তাং কথং ত্যক্তুয়ংসহে।
স্বয়াং ব্রহ্মণ দেবৈর্করকর্মণি যোজিতঃ ১২৩ ॥
ইদানীমেব কিং নষ্টং মুক্তা দেবীং ভবাগ্রতঃ
ত্বয়া মূর্ত্তিঃ পরিত্যজ্য একাকী বিচরাম্যহম্ ১২৪ ॥
ইত্যুক্তা স শিবো দেবন্তজ্জৈবাস্তরধীয়ত।
গতে তস্মিন্ শিবো তত্র সংকোভঃ সুমহান-
ত্ব ১২৫ ॥ উমা প্রোবাচ চেন্দ্রাদীন ব্রহ্মবিষ্ণু
গণাংস্তথা। ইদানীং কিং ময়া কার্যং ভবন্তি
শিববর্জিতৈঃ ১২৬ ॥ অত্রান্তরে চ যে চাচ্ছে

দেবান্তত্র সমাগতাঃ। ঋষয়শ্চৈব সিদ্ধাশ্চ তথা
নারদপর্ষতো ১২৭ ॥ গঙ্গা সরস্বতী নন্দো নাগা
যক্ষাঃ সমাগতাঃ। ব্রহ্মাদিতঃ সমালোচ্য কথ-
মেতদ্বিষ্যতি ১২৮ ॥ বিষ্ণুর্কবাচ। সর্বেষ
গম্যতাং তত্র যত্র দেবো গন্তঃ শিবঃ। ব্রহ্মায়ানেন তে
যান্ত নরাঃ স্বর্গং শিবাভয়া ১২৯ ॥ সত্যলোকে নরা
যান্ত দেবা যান্ত ধরাতলম্। রক্ষোদানবদৈত্যানাং
বরান্ যচ্ছতু শক্লবঃ ১৩০ ॥ তেবাং বাহা ময়া
কার্য। যে চ স্ম্যর্কর্যালোপকাঃ। হৃষ্টে শিবো ময়া
কার্য। ব্যবস্থা স্বর্গগামিণাম্ ১৩১ ॥ জয়ীর্ধ্বং
পরিভ্যজ্য যেহন্তঃ ধর্ম্মমুপাসতে। তে নরা নরকং
যান্ত যাবলাতুতসংপ্রবন্ ১৩২ ॥ বলাদ্রুস্তঃ শিবো
জাতঃ প্রবিবেশ গিরেক্ষনম্। গিরীণাং মধ্যমাস্থায়
ত্যক্তা দিব্যো স বাসসী ১৩৩ ॥ গজাধিনং
পরিভ্যজ্য ত্যক্তা মূর্ত্তিঃ মহেশ্বরঃ। ভিক্ষা ভূমিতলং
দেবঃ স্বাপুরুষো বভূব সঃ ১৩৪ ॥ যস্মাৎ স্বয়ম্ভু-
র্ভবতি ভবন্তস্মাৎ স্বয়ং হরঃ। অত্রান্তরে সুরাঃ
স্বপ্নেন পশুন্তি মহেশ্বরম্। জ্ঞানাতীতং কলাতীতং

হে দেব! আমি পালন করিতে সক্ষম হইতেছি না;
আপনি দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণকে বর প্রদান
করিতেছেন; বরপ্রভাবে তাহারা বিকৃতি প্রাপ্ত
হইতেছে, পশ্চাৎ তাহাদিগকে বধ করিতে কষ্ট
পাইতে হইতেছে। কেহ বা একটীমাত্র পত্র বা
পুষ্পমাত্র প্রদান করিয়া, কেহ বা একবারমাত্র
ওঙ্কার কিবা শিবনাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তিলাভ
করিতেছে। এরূপ সুবিধা থাকিতে ভবন্তি
করিবে কে? ইন্দ্রাদি দেবতাগণই যজ্ঞঘারা
যাজন করিতেছেন; কিন্তু হিজগণ তাহা করিতে-
ছেন না। কারণ, আপনি ভিক্ষাদানমাত্রেই
তুষ্ট হন। ক্রতু বলিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণে
আমার প্রয়োজন কি? ব্রহ্মাই বা আমার
কি করিবেন? যে কোন প্রকারে তুমি অধুনা
প্রজা পালন কর। আমার স্বভাবই হইল এরূপ,
তাহা কিরূপে পরিত্যাগ করিব? তুমি ব্রহ্মা ও
দেবগণকর্তৃক আমি বর দেওয়ার কার্যে যোজিত
হইয়াছি। এখন আমার কি কৃতি হইয়াছে?
আমি তোমারই অগ্রে দেবীকে—আমার মূর্ত্তিকে
পরিভ্যাগ করিয়া একাকী বিচরণ করিব। শিব-
দেব এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।
তিনি চলিয়া গেলে ঐকটা মহাসংকোভ উপস্থিত
হইল। উমা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে

কহিলেন,—আমি শিব ব্যতীত তোমাদিগের দ্বারা
অধুনা কি করিব? অত্রান্তরে অস্তান্ত দেবগণ,
ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, নারদ ও পর্ষদ ঋষি, গঙ্গা ও সর-
স্বতী নদী, এবং নাগগণ ও যক্ষগণ সমাগত হই-
লেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ পরামর্শ করিতে
লাগিলেন,—একপে কিরূপে কার্যসাধন হইবে?
তন্মধ্যে বিষ্ণু বলিলেন,—যথায় শিবদেব গিয়াছেন,
সেইখানেই সকলে গমন কর। নরগণ স্বর্গায়া-
সেই শিবাভয়া স্বর্গগমন করুক। নরগণ সত্য-
লোকে যাক; দেবগণ ধরাতলে যাউন। শক্লব—
রাক্ষস, দানব ও দৈত্যাদিগকে বর দান করুন।
যাহারা ধর্ম্মলোপী হইবে, তাহাদিগকে আমিই বাধা
প্রদান করিব। শিব হৃষ্ট রহিলে স্বর্গগামীদিগের
বাঁহা আমিই করিব। জয়ীর্ধ্ব্য পরিভ্যাগ করিয়া
যাহারা ধর্ম্মান্তরের উপাসনা করে, আশ্রয় সেই
সকল লোকের নরকবাস হউক। এদিকে শিব যখন
অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন প্রবেশ; গিরিমধ্য আশ্রয়-
পূর্ব্বক দিব্য বসনযুগল পরিভ্যাগ, গজাধিন উদ্যো-
চন, এমন কি স্বীয় মূর্ত্তি পর্যন্ত পরিত্যাগ করি-
লেন, তখন তিনি ভূমিতল ভেদ করিয়া স্বাপুরুষে
অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্ভু বাহা হইতে
উৎপন্ন, ভবদেব হরও তাহা হইতেই স্বয়ং সন্তৃত
হইলেন। ইত্যবকাশে সুরগণ যখন জ্ঞানাতীত

দ্বিবাধ্যানবহিঃ হিতম্ ॥ ২০৫ ॥ যদা দেবা ব্যাকুলাঃ
সম্পত্তস্তি রবিবাধ্যনধ্বজঃ তোয়মূৰ্বী । নিজে স্থানে
বর্তমানা উমায়াঃ শশংসুর্ধ্বৈ দেবদেবঃ সুরাণাম্ ॥
২০৬ ॥ স্বর্গে ধরিত্র্যাঃ চরিতং তলেষু দেবেষু
মর্ত্যেষু সুরীশপেৰু । স্থলেষু সূক্ষ্মেষু যথা তথৈব
সত্যং হি বাচ্যং পদমশ্রদীয়ম্ ॥ ২০৭ ॥ ততো
দেবাঃ প্রচলিতাঃ কৃষ্ণা গোমরীঃ পুরঃসরম্ । নন্দি-
ভদ্রাদিভ্যঃ সৰ্বৈ দেবা ইন্দ্রাদিযজ্ঞধা ॥ ২০৮ ॥ স্বন্দেন
সহিতা দেবী সিংহারতা যযৌ স্বয়ম্ । অধিকৃষ্ণ
গুরুশ্চন্দ্ৰঃ যযৌ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ২০৯ ॥ হংসাধি-
রূঢ়ো ভগবান্ ব্রহ্মা যতি স পৃষ্ঠতঃ । ঐরাবতঃ
সমাকৃষ্ণ দেবরাজোহগমৎ স্বয়ম্ ॥ ২১০ ॥ গঙ্গা
সরস্বতী দেবী যমুনা চ মহানদী । দেবভাস্ত গতাঃ
সৰ্বৈ নাগা যক্ষাঃ সন্ধিরসরাঃ ॥ ২১১ ॥ গতাঃ সংক্ষে-
পতঃ সৰ্বৈ যজ্ঞ দেবো মহেশ্বরঃ । অধিকৃষ্ণ গিরেঃ
শূলমধা দেবী ব্যবহিতা ॥ ২১২ ॥ বিষ্ণুর্মুক্তা গন্ধ
শ্ৰুতঃ হিতো রৈবতকে গিরৌ । ভক্তিধ্বজে তদা
দেবী ভক্তগোষ্ঠং সূসংযতাঃ ॥ ২১৩ ॥ ঐরাবতপদ-
ক্রান্তো চোলা স পরীতঃ । ভিত্তা ভূমিতলং তত্র
নাগরাজাঃ সমাগতঃ ॥ ২১৪ ॥ গঙ্গাদ্যাঃ সৱিতঃ

দ্বিবাধ্যানবহিঃ কলাতীত মনোবহের অদর্শনে
ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন,
তখন হবি, বায়ু, অম্বর, জল ও পৃথী স্বপ্ন স্থানে
ধাকিয়া উমাদেবীকে ও দেবদেবগণকে দেবদেবের
সংবাদ প্রদান করিল; বলিল,—তিনি স্বর্গে, ভূতলে,
পাতালে, সুর নর ও সুরীশপে, স্থল স্থল সৰ্ব
পদার্থেই বিরাজমান; আমাদের এই বাকা
স্বার্থ। তখন গোমরীকে অগ্রবর্তিনী করিয়া দেবগণ
নন্দী ভদ্র প্রভৃতি প্রমথগণ ও ইন্দ্রাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ
প্রস্থান করিলেন। দেবী উমা স্বন্দের সহিত
সিংহারোহণে চলিলেন। তৎপশ্চাৎ গুরুড়ারোহণে
বিষ্ণু, হংসারোহণে ভগবান্ ব্রহ্মা, ঐরাবতারোহণে
দেবরাজ, এবং গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা, সমস্ত দেব,
সমস্ত নাগ, সমস্ত যক্ষ ও সমস্ত কিম্বর, এক কথায়
বলিতে কি সকলেই মনোবহাধিষ্ঠিত স্থানে প্রয়াণ
করিলেন। অর্থাৎ দেবী গিরিশুকে আরোহণপূর্বক
অবস্থিত হইলেন এবং বিষ্ণু গুরুড় পরিহারপূর্বক
রৈবতকাচলে অবস্থান করিলেন। তখন দেবী
শিবের ভব করিতে লাগিলেন; সূসংযত দেব-
গণস্বর্গগণ গান করিতে লাগিলেন; ঐরাবতের
পাদক্রমণে পর্বত কিছু মাত্র বিচলিত হইল না,

সর্গাশ্বেন যজ্ঞেণ চাগতাঃ । ব্রহ্মা বিষ্ণুর্ধ্বা দেবাঃ
ভক্তিং চক্রেঃ সমস্ততঃ ॥ ২১৫ ॥ দদর্শ রূপং ভগবান্
ভবো দেবশুভা হরঃ ॥ ২১৬ ॥ ততো হৃষ্টাঃ সুরাঃ
সৰ্বৈ অহা হৃষ্টা গণাস্ত তে । গম্যতাঃ দেব
কৈলাসং দেব্যোতি সম্প্রমোদিতঃ ॥ ২১৭ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । যদি হৃষ্টাঃ সুরাঃ সৰ্বৈ গঙ্গাদ্যাঃ সৱিত-
স্তথা । গিরৌ রৈবতকে বিষ্ণুশ্চ চাট্রৈব তিষ্ঠতু ॥
২১৮ ॥ সরস্বতী চ যমুনা রেবা চাশ্বিন্ ব্যবহিতাঃ ।
স্বর্ণরূপং জলং যস্মাৎ স্বর্ণরেখতি সা নদী ॥ ২১৯ ॥
বজ্রাপধমিতং ক্ষেত্রং ভবো দেবোহত্র তিষ্ঠতু ।
তীর্থমেতন্ময়া প্রোক্তং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ । অত্র
স্নাতো নরো নারীমুচ্যতে সর্গপাতকৈঃ ॥ ২২০ ॥
ইতি প্রোচ্য শিবো দেবঃ কলাং স্তম্ভং ভবে তদা ।
পশ্চতঃ সর্গদেবাণাম্ যযৌ কৈলাসপর্বতম্ ॥ ২২১ ॥
অর্ষেতি স্বন্দবদনাৎ কলাং স্তম্ভং গিরৌ তদা ।
দেবেন সহিতা দেবী সুরারূতা যযৌ স্বয়ম্ ॥ ২২২ ॥
নারায়ণো রৈবতকে গিরৌ রম্যো স্থিতঃ স্বয়ম্ ।
কল্পাদো চ যুগাদো চ স্থিতো বিষ্ণুঃ সদা গিরৌ ॥

ভূতল ভেদ করিয়া নাগরাজ আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন। গঙ্গাদি সৱিৎ সকল সেই রজ্জপথে আগ-
মন করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অম্ভাস্ত দেবগণ
চারিদিক্ হইতে ভবদেবের শ্রব করিতে লাগি-
লেন ॥ ২১০—২১৫ ॥ তখন ভগবান্ ভবদেব নিজ রূপ
প্রদর্শন করাইলেন। অনন্তর সুরগণ, অর্থাৎ দেবী,
ও প্রমথগণ সকলেই হৃষ্ট হইয়া কহিলেন—হেব!
আপনি কৈলাসে গমন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,
—যদি সুরগণ ও গঙ্গাদি সৱিৎ সকল হৃষ্ট হইয়া
ধাকেন, তবে তাঁহারা এবং স্বয়ং বিষ্ণু ও অর্থাৎ দেবী
এই রৈবতকাচলে অবস্থান করুন। সরস্বতী,
যমুনা ও রেবা এই নদীত্রেয় এখানে প্রবাহিত
হউক। উহারেয় জল স্বর্ণরূপ হওয়ায় উহার
একমাত্র স্বর্ণরেখা নদীরূপেই প্রবাহিত হইতে
ধাকুক। এই ক্ষেত্র বজ্রাপধ; এখানে ভবদেব
বিরাজ করুন, এই মহত্ব তীর্থ ভুক্তিমুক্তিদায়ক
হইল। এই তীর্থেস্থান করিয়া নরনারী নিম্নলি
পাতক হইতে মুক্ত হইবে। এই কথা কহিয়া শিব
ভবদেবে স্বীয় কলা বিভাসপূর্বক দেবগণের
সমক্ষেই কৈলাস শৈলে গমন করিলেন। উমা
দেবীও স্বন্দবদন হইতে বিনির্গত ‘অর্থাৎ’ এই
নায়াসক কলা সেই শৈলে বিভাস করিয়া দেবদেব
সহ সুরারোহণে গমন করিলেন। স্বয়ং নারায়ণ

২২৩। বহুয়াজ্জিতো দেবঃ কৃত্বা দৈত্যানিবর্ষণম্।
 রেমে রৈবতকে দেবো যাবদাভূতসম্প্রবম্ ॥ ২২৭ ॥
 নারসিংহেন রূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ। হত্বা তদা
 গতস্তত্র নারসিংহঃ মুমোচ হ ॥ ২২৫ ॥ মহাবরাহ-
 রূপেণ হিরণ্যাক্ষো নিপাতিতঃ। তদেব মুক্তা
 দেবেশঃ স্থিতো রৈবতকে গিরৌ ॥ ২২৬ ॥ স পৃথুঃ
 পার্শ্বিং কৃত্বা দেবকার্যেণ বৈ নৃপ। গিরৌ রৈবতকে
 দেব উবাস সুরপুজিতঃ ॥ ২২৭ ॥ অজাগত্য পৃথুঃ
 পূর্বে চক্রে দেবপ্রপূজনম্। জপমালা তদা কঠে
 পৃথুনা সন্নিবেশিতা দামোদরেতি দেবেশনাম
 চক্রে পৃথুঃ স্বয়ম্ ॥ ২২৮ ॥ বজ্রাপথে দেববরো ভবঃ
 স্থিতো দামোদরো রৈবতকে ব্যবস্থিতঃ। অর্ঘ্যেতি
 দেবী গিরিমুর্দ্ধি সংস্থিতা দেবাশ্চ সর্বে পরিতঃ
 প্রভিষ্ঠিতাঃ ॥ ২২৯ ॥ ক্ষেত্রাধিপাত্তীর্থবরস্ত রক্ষক।
 দেবেন মুক্তা ভবসন্নিধানতঃ। পশুন্তি যে দেববর-
 ভবাতিথে মুচ্যন্তি তে যান্তি দিবং নর্য ভুবঃ ॥ ২৩০ ॥
 বজ্রাপথস্ত ক্ষেত্রস্ত ভবস্ত চ ময়া তব। উৎপত্তিঃ
 কথিতা রাজন কিমন্তুচ্ছোভুমিচ্ছসি ॥ ২৩১ ॥ শৃণোতি

রম্য রৈবতকাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
 কি কল্পাদি, কি যুগাদি, সর্বদাই বিষ্ণু এই অচলে
 অবস্থিত। দেব বিষ্ণু দৈত্যসংহার করিয়া বহু
 যাজ্জি এই অচলে অবস্থানপূর্বক আপ্রাণ্য বিহার
 করিয়াছিলেন। হরি নরসিংহরূপে দৈত্য হিরণ্য-
 কশিপুকে নিহত করিয়া রৈবতকে আগমনপূর্বক
 নরসিংহরূপ পরিভ্যাগ করেন। দেবেশ বিষ্ণু
 মহাবরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিয়া বৈরতকে
 আসিয়া সেই রূপ পরিভ্যাগপূর্বক অবস্থিত হইয়া-
 ছিলেন। তিনি দেবকার্যার্থ পৃথুকে রাজা করিয়া
 রৈবতকে বাস করেন; সুরগণ সেইখানে তাঁহার
 পূজা করিয়াছিলেন। পৃথু রাজ এই রৈবতকে
 আসিয়া পূর্বে বিষ্ণুর পূজা করেন এবং কঠে
 জপমালা সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর
 দামোদর নাম পৃথু হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল।
 বজ্রাপথে ভবদেব এবং রৈবতকে দামোদর
 অবস্থিত হন। অর্থাৎ দেবী গিরিশিখরে বাস
 করেন। সমস্ত দেব তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থিত
 হন। দেবদেব নিজের নিকট হইতে বহু
 ক্ষেত্রাধিকে এই ষষ্ঠ তীর্থে রক্ষকরূপে নিযুক্ত
 করেন। যাহারা ভবাতিথের ঈশ্বরকে দর্শন
 করে, তাহার পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গধামে গমন
 করিয়া থাকে। হে রাজন! এই আমি বজ্রাপথ-

পঠিতে যশ্চ কথ্যং চেমাং সমস্ততঃ। সর্বপাপবিনি-
 মুক্তঃ স্বর্গলোকে মনীয়তে ॥ ২৩২ ॥ ব্রহ্মরশ্চ
 সুরাপশ্চ জগহা শুকতরুগঃ। স্বর্গরেখাজলে স্নাতো
 মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ২৩৩ ॥ যে চ কীটপতঙ্গান্যঃ
 স্বর্গরেখাজলে যুতাঃ। সর্বপাতকনিপুত্ৰান্তে প্রয়াতি
 সুরালয়ম্ ॥ ২৩৪ ॥ স্বর্গরেখাজলে স্নাত্বা সত্যং
 শ্রাদ্ধং করোতি যঃ। বজ্রাপথে ভবং পূজ্য ব্রহ্ম-
 লোকং স গচ্ছতি ॥ ২৩৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শ্রবোৎপত্তিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম
 নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ।

পার্কত্যাচ। * অহো তীর্থস্ত মাহাত্ম্যং গিরে
 বৈরতকস্ত চ। ভবস্ত দেবদেবস্ত তথা বজ্রাপথস্ত
 চ ॥ ১ ॥ গঙ্গা সরস্বতী চৈব গোমতী নর্মদা
 নদী। স্বর্গরেখাজলে সর্বাশ্বা ব্রহ্মা সবাসবঃ।
 ২। ব্রহ্মেশ-বিষ্ণুযুথানাং দেবানাং শতরশ্চ চ।
 বাসো বিরচিত-স্তত্র যাবদব্রহ্মদিনিং ভবেৎ ॥ ৩ ॥

ক্ষেত্র, ও ভবদেবের উৎপত্তিবর্ত্তা কহিলাম, এক্ষণে
 অস্ত্র আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? যে নর
 ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া
 স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে। ব্রহ্মর, সুরাপ,
 জগহা বা শুকতরুগ ব্যক্তি স্বর্গরেখাজলে স্নান
 করিলে সর্ব পাপ হইতেই মুক্ত হয়। কীট পত-
 ঙ্গাদি যে কোন প্রাণীই স্বর্গরেখাজলে প্রাণ পরি-
 ভ্যাগ করিয়া নিম্পাপ দেহে স্বর্গগমন করে। স্বর্গ-
 রেখার জলে স্নান করিয়া সত্য ও শ্রাদ্ধাচ্ছান
 করিলে এবং বজ্রাপথে ভবদেবের পূজা করিলে নর
 ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ২৩৬—২৩৫ ॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায়।

পার্কতী কহিলেন,—অহো! তীর্থভূত রৈবত-
 কাচলের, ভবদেবের, তথা বজ্রাপথক্ষেত্রের কি
 অপূর্ব মাহাত্ম্য! গঙ্গা, সরস্বতী, গোমতী ও নর্মদা
 সকলেই স্বর্গরেখাজলে বিরাজমান। ব্রহ্মা, ইন্দ্র,
 বিষ্ণু ও শতরশ্মিযুথ দেবগণ সকলেই তথায় ব্রহ্ম-
 দান পঞ্চাঙ্গ স্ব স্ব বাস বিরচন করিয়াছেন। হে

ক্ষেত্রভীষণপ্রভাবঞ্চ প্রসাদাত্তব শঙ্কর। ঋতং
সবিস্তরং সৰ্বমিদং স্বহৃদিতং ময়া ॥ ৪ ॥ মহেশ্বর
প্রভো ক্রাহি কিং চকার জনেশ্বরঃ । ভোজরাজো
মুগীঃ প্রাপ্য স চ সারস্বতো মুনিঃ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
তানু সৰ্বানু নারায়ু রূপোদাৰ্য্যগুণাধিকা । নিত্যং
প্রমুদিতা শাস্তা নিত্যং মঙ্গলকারিকা ॥ ৬ ॥ মাতা
স্বসা সখী পুত্রী স্ত্রীষু সৰ্বস্ববর্জিনী । পিতা ভ্রাতা
শুরুঃ পুত্রঃ পুরুষেষু তথা কৃতঃ ॥ ৭ ॥ এবং গুণবতী
ভাৰ্য্যা প্রাপ্য হৃষ্টো জনেশ্বরঃ । সারস্বতঃ মুনিঃ
স্বহৃদা রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ রাজোবাচ । ব্রহ্মা
বিষ্ণুহরঃ সূর্য্য ইন্দ্রোহগ্নির্মরুতাং গণঃ । ব্রহ্মচর্য্যেণ
তপসা অগ্ন্য সন্তোষিতাঃ প্রভো ॥ ৯ ॥ দৈবতং পরমং
মে ত্বং পিতামাতা শুরুঃ প্রভুঃ । যেন জন্মা-
ন্তরং সৰ্বং প্রত্যক্ষং কথিতং মম ॥ ১০ ॥ সুরাষ্ট্র-
দেশো বিখ্যাতো গিরী রৈবতকো মহান । ভবঃ
স্বয়ম্বর্ত্তগবান্ ক্বেত্রে বস্ত্রাপথে ঋতঃ ॥ ১১ ॥ উজ্জয়ন্ত-
গিরের্মুর্দ্ধি গোৱীন্দগণেশ্বরঃ । ভাবয়ন্তো ভবঃ

শঙ্কর । ভবংপ্রসাদে আমি ক্ষেত্রভীষণ প্রভাব
সকলই শুনিলাম, আপনিও বিস্তৃতরূপে সমস্ত
কথা আমার নিকট বলিয়াছেন। এক্ষণে হে
প্রভো! হে মহেশ্বর! সেই জনাধিপ ভোজরাজ
মুগীকে প্রাপ্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন এবং সেই
সারস্বত মুনিই বা কি বলিয়াছিলেন? তাহা আমার
নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—ভোজরাজের
অন্তঃপুরে তাঁহার স্ত্রী পত্নী ছিলেন, সেই মুগী নারী
তাঁহাদের সৰ্ব্বাপেক্ষা রূপে ওদাৰ্য্যে গুণাধিকা হই-
লেন। তিনি নিত্য হৃষ্ট, নিত্য শান্ত এবং
নিত্যই মঙ্গলকারিণী। মাতা স্বসা সখী, পুত্রী
প্রমুদিতা নারীজনে তিনি সৰ্বা সৰ্বস্ববর্জিনী; পিতা,
ভ্রাতা, শুরু ও পুত্রজনেও তাঁহার সেইরূপ ব্যবহার।
এ ছেন গুণবতী ভাৰ্য্যা প্রাপ্ত হইয়া জনাধিপ
হৃষ্ট হইলেন এবং সারস্বত মুনিকে স্তব করিয়া
কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্র,
অগ্নি ও মরুদগণকে আপনি ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্তাবলে
পরিতুষ্ট করিয়াছেন। আপনি সমস্ত জন্মান্তর-
বিরহণ আমার নিকট প্রত্যক্ষত পাব্যাক্ত করিয়া-
ছেন। আপনিই পিতা, মাতা, শুরু প্রভু পরম দেব।
বিখ্যাত সুরাষ্ট্রদেশ, মহাগিরি রৈবতক ও বস্ত্রাপথ-
ক্ষেত্রবিশিষ্ট ভগবান্ স্বয়ম্বর্ত্ত-ভবদেব, সকলের কথাই
আপনার মুখে শুনিলাম, উজ্জয়ন্ত গিরির শিখরে
গৌরী, ব্রহ্ম ও গণেশ্বরগণ দেবেদেবকে ধ্যান করিতে

সঙ্গে সংস্থিত। ব্রহ্মবাসরম্ ॥ ১২ ॥ বামনো নগরং
স্থাপ্য শিবঃ সিদ্ধেশ্বরং প্রতি । জিত্বা দৈত্যং বলিং
বদ্ধা স্বয়ং রৈবতকে স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥ ইত্যোতৎ সৰ্ব-
মাশ্চর্য্যং জীবন্তিৰ্যদি দৃষ্টতে । তীর্থযাত্রাবিধানেন
তবো বস্ত্রাপথে হরিঃ ॥ ১৪ ॥ ত্যক্তা রাজ্যং প্রিয়ানু
পুত্রান্ পত্যশ্বরথকুঞ্জরান্ । পুত্রং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য
গন্তব্যং নিশ্চিতং ময়া ॥ ১৫ ॥ ত্বংপ্রসাদাচ্ছ্রুতং সৰ্বং
গম্যতে যদি দৃষ্টতে । তীর্থযাত্রাবিধানেন তবো
বস্ত্রাপথে হরিঃ ॥ ১৬ ॥ সূর্য্যালোকঃ সোমলোক-
মিত্রলোকঃ হরঃ পুরম্ । ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য
যান্তেহহং শিবমন্দিরম্ ॥ ১৭ ॥ ঋহা হি বাক্যং
বাবিধং নরেন্দ্রোৎ প্রহৃষ্টরোমো স মুনির্কম্ভুব।
জিজ্ঞাসমানো হি নৃপস্ত সৰ্বং নিবারয়ামাস মুনির্ন-
রেন্দ্রম্ ॥ ১৭ ॥ সারস্বত উবাচ । গৃহেহপি দেবা
হরবিষ্ণুমুখ্যা জলানি দত্তা নৃপতে তিলাশ্চ । অনেক-
দৈশান্তরদর্শনাং মনোনিবাধ্যং নৃপতে শ্রুয়েতি ॥ ১৮ ॥
ইতি জীকান্দে সারস্বতমুনিকৃতোপদেশবর্ণনং নাম
দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিতে ব্রহ্মদিনাবধি বিরাজমান। বামনদেব সিদ্ধে-
শ্বর শিবের উদ্দেশে নগর স্থাপন করিয়া বলিকে
জয় ও বন্ধন পূরক স্বয়ং রৈবতকাচলে অবস্থিত।
এই সমস্তই আশ্চর্য্য? যদি জীবন সবে তীর্থযাত্রা
বিধিক্রমে বস্ত্রাপথস্থিত ভব ও হরিকে দর্শন
করা যায়, তবেই জীবনের সাফল্য। আমি নিশ্চয়
করিয়াছি, প্রিয় পুত্র, রাজ্য, পদাতি অশ্ব, রথ,
কুঞ্জর সকলই পারিত্যাগ করিয়া পুত্রের উপর
রাজ্য ভার অর্পণপূরক তীর্থযাত্রা করিবে।
ভবংপ্রসাদে সমস্তই শুনিয়াছি; এক্ষণে সেই
সকল স্থানে গমন করিবে। যদি তীর্থযাত্রাবিধি-
ক্রমে বস্ত্রাপথস্থিত ভব ও হরিকে দর্শন করিতে
পারি, তবে সূর্য্যালোক সোমলোক ইন্দ্রলোক এমন
কি ব্রহ্ম ও বিষ্ণুলোকও অতিক্রম করিয়া শিব-
মন্দিরে প্রয়াণ করিব। সারস্বত মুনি নরেন্দ্রের
মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হই-
লেন। পরন্তু রাজাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত উচ্চ
কার্য্যে নিবেশ করিলেন। সারস্বত কহিলেন,—
নরপতে? আপনার গৃহেই তো হরিরহরপ্রমুখ
দেবগণ রহিয়াছেন এবং জল, দত্ত, তিলা, এ সকলও
রহিয়াছে। অতএব অনেক দেশদর্শনোৎসুক মনকে
আপনি নিবারণ করুন ॥ ১৮ ॥

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । সারস্বতস্ত বিপ্রস্ত জ্ঞয়া ভোজ-
নুপো বচঃ । বিবর্ণবদনো ভূত্বা প্রগৃহ্যাজ্জি বচো-
হস্তবীং ১ । মূনে নৈবং স্মা বাচ্যং গন্তব্যং
নিশ্চিতং ময়া । নরাণাং পুণ্যদা যাত্রা কথয়ন্ত কথং
তবেৎ ২ । কিং গ্রাহ্যং কিঞ্চ মোক্তব্যং কিং
দেয়ং কিং ন দীয়তে । তীর্থোপবাসঃ স্নানঞ্চ সন্ধ্যা-
স্নানবিধিক্রমঃ । পূজা নিদ্রা জপো রাক্তো সর্বঃ
সংক্ষেপতো বদ ৩ । সারস্বত উবাচ । সুরাষ্ট্র-
দেশে গন্তব্যং তিরো রৈবতকে যদি । নৃপ যাত্রা-
বিধিং বক্ষ্যে স্বমেকাগ্রমনাঃ শৃণু ৪ । বৃহস্পতি-
বলঃ গৃহ্য সূর্য্যং সন্তর্প্য চোত্তমম্ । বায়তঃ পৃষ্ঠতঃ
সর্বং কৃত্বা সংশোধ্য বাসরম্ ৫ । চন্দ্রলয়ঃ
গ্রাহ্যজ্ঞাত্বা বলিষ্ঠাজ্জয়রাশিতঃ । শকুনঞ্চ শুভং লব্ধা
প্রস্থাতব্যং নৃপৈনৃপ ৬ । তীর্থে সদৈব গন্তব্যং
সর্বৈ মাসান্ত শোভনানঃ । তিথয়শ্চোত্তমানঃ সর্বাঃ
স্নানদানার্চনাদিষু ৭ । অষ্টম্যাক চতুর্দশাং
মাসান্তে পূর্ণিমাদিনে । সংক্রান্তৌ গ্রহণে কালা

একাদশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ভোজরাজ সারস্বত মূনির
বাক্য শুনিয়া বিবর্ণবদন হইলেন এবং তাঁহার
অজ্ঞা যুগল গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—মুনে । আপনি
এরূপ কথা কহিবেন না । আমি তীর্থযাত্রায় রুত-
নিশ্চয় হইয়াছি । অতএব নরগণের যাত্রা
কিরূপে শুভকরী হয়, তাহাই আপন বলুন ।
তীর্থে কি গ্রাহ্য, কি ত্যাজ্য, কি দেয়, কি অদেয়,
কিরূপ উপবাস, স্নান ও সন্ধ্যা, স্নানবিধিক্রম এবং
রাক্তিকালেই বা কি প্রকার পূজা, নিদ্রা বা জপ
কর্তব্য, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করুন । সারস্বত
কহিলেন,—নৃপ ! আপনি যদি সুরাষ্ট্র দেশস্থ
রৈবতকচালে গমন স্থির করিয়া থাকেন, তবে
আমি যাত্রাবিধি বুলিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ
করুন । নৃপগণ এ বিষয়ে বৃহস্পতি গ্রহের বল
গ্রহণ, সূর্য্যসন্তর্পণ, বায় ও পৃষ্ঠগত শুভাশুভ বিচার,
বাসরভক্তি, জয়রাশিহ বলিষ্ঠ গ্রহ হইতে চন্দ্রলয়
জ্ঞান এবং শুভ শকুন লাভপূর্ব্বক জ্ঞান করি-
বেন । তীর্থে সর্বদাই গমন করা যায়, তীর্থগমনে
সমস্ত মাসই প্রশস্ত । জীন দান ও অর্চনাদি-
ব্যাপারে সমস্ত তিথিই উত্তম । অষ্টমী, চতুর্দশী,

এতে প্রোক্তা ভবার্কনে ৮ । কৈলাসঃ পর্ব্বতঃ
ত্যক্তা দেবীঃ দেবাংস্ত সঙ্গতান্ । বৈশাখে পঞ্চ-
দশ্যাং তু ভূমিঃ তিষ্ঠা ভবোচ্ছবৎ ৯ । তদ্বি-
শ্রেব দিনে দেবী স্বর্গরেখা নদী তলাৎ । পদ্মানঃ
বাসুকিং প্রাপ্য সর্বপাপপ্রণাশিনী ১০ । ঐরাবত-
পদাক্রান্ত উজ্জয়ন্তো মহাগিরিঃ । সুরাব তোয়ং
বহুধা গজপাদোত্তবং শুচি ১১ । দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ
সর্বৈ গজাদ্যাঃ সরিতস্তথা । বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে
ভবভাবেন সঙ্গতাঃ ১২ । বস্ত্রাপথস্ত ক্ষেত্রস্ত
প্রমাণং শৃণু ভূপতে । হয়স্ত ত্যক্ততো ভূমৌ পতিতং
বস্ত্রভূষণম্ ১৩ । তাবদ্রাজ্যং স্মৃতং ক্ষেত্রং দেবৈ-
বস্ত্রাপথং কৃতম্ । উত্তরেণ নদী ভদ্রা পূর্ব্বস্তাং
যোজনদ্বয়ম্ ১৪ । দক্ষিণেন বলৈঃ স্নানমুজ্জয়ন্তো
নদীমহু । অপরস্তাং পরং নদ্যোঃ সঙ্গমঃ বামনাং
পুরাৎ ১৫ । এতবস্ত্রাপথং ক্ষেত্রং ভুক্তিমুক্তি-
প্রদায়কম্ । ক্ষেত্রস্ত বিস্তরো জ্যেয়ো যোজনানাং
চতুষ্টিম্ ১৬ । বৈশাখপঞ্চদশ্যাং তু ভবো ভাবেন
ভূপতে । পূজ্যতে শিবলোকে তু স্বীয়তে ব্রহ্ম-
বাসরম্ ১৭ । অতো বসন্তে সস্ত্রাপ্তে প্রমাণং

মাসান্ত, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এবং গ্রহণ এই সকল
কাল ভবার্কনে প্রশস্ত । ভবদেব বৈশাখের পঞ্চ-
দশী তিথিতে কৈলাসশৈল, সমস্ত দেব ও দেবীকে
পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতল ভেদ করিয়া প্রাকৃত্ত
হইয়াছিলেন, ঐ দিনেই নিখিলপাপনাশিনী স্বর্গ-
রেখা নদী ভূতল হইতে বাসুকির পদাঙ্কসরগ-
পূর্ব্বক উদ্ভূত হয় । মহাগিরি উজ্জয়ন্ত ঐরাবত-
পদে সযাক্রান্ত হইয়া গজপাদোত্তব পবিজ জল
বহুধা করণ করিয়াছিল । ব্রহ্মাদি দেবগণ ও
গজাদি সরিৎসকল মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথে ভবভাবে
সঙ্গত হইয়াছেন । হে ভূপতে ! এক্ষণে বস্ত্রাপথ-
ক্ষেত্রের প্রমাণ শ্রবণ করুন ; হয় স্বীয় বস্ত্র
ভূষণ পরিত্যাগ করিলে তাহা যেখানে পতিত
হইয়াছিল, তাবৎপরিমিত ক্ষেত্রই দেবগণ-কৃত
বস্ত্রাপথ ক্ষেত্র । উত্তরে ভদ্রা নদী ; পূর্বে
যোজনদ্বয় ; দক্ষিণে বলিহান উজ্জয়ন্ত, পশ্চিমে
বামনপুর হইতে উভয় নদীর সঙ্গম স্থান, এই
চতুঃসীমামধ্যবর্তী ক্ষেত্রই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বস্ত্রাপথ
ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রের বিস্তার সমষ্টিতে যোজন-
চতুষ্টি । হে ভূপতে ! বৈশাখ মাসের পঞ্চদশী
তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক ভবদেবের পূজা করিলে
ব্রহ্মদেব শিবলোকে বাস হয় । অতএব হে

ହୁକ୍ ଡୁପତେ । ନିଗୂଢ଼ ନିୟମାନ୍ ହୃଦା ଗୁଚିଃ ସ୍ନାତୋ
 ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ । ୧୮ । ଗଞ୍ଜବାଜିରଥାଂଶ୍ୟାକା ପଦାଭ୍ୟାଃ
 ଯାତି ଯୋ ନରଃ । ପୁମ୍ପକେଶ ବିମାନେନ ସ ଯାତି ଶିବ-
 ମନ୍ଦିରମ୍ । ୧୯ । ଏକତକ୍ତେନ ନକ୍ତେନ ତଥେବାସା-
 ଚିତ୍ତେନ ଚ । ଡିକାହାରେଣ ତୋରେନ କଳାହାରେଣ ବା
 ଯଦି । ୨୦ । ଓପବାସେନ ଚକ୍ରେଣ ଶାକାହାରେଣ ଯାତି
 ସଃ । ସ ଯାତି ସୁନ୍ଦରୀଶୁନ୍ଦେର୍ବୀଜ୍ୟାମାନୋ ଗର୍ବେନ୍ଦ୍ରିବି ।
 ୨୧ । ଯଲମ୍ଭାନଂ ବିନା ମାର୍ଗେ ପାଦାନ୍ତାନ୍ନବିବର୍ଜିତଃ ।
 ଯଲଧାରୀ କ୍ଷୀପତରୁର୍ଘଟିହତୋ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ । ୨୨ ।
 ଶିତାତପଞ୍ଜଳାକ୍ରିଷ୍ଟଃ ଶିବସ୍ମରଣତଂପରଃ । ଯଦି ଯାତି
 ନରୋ ଯାତି ସ ଡିକା ହୃଦ୍ୟମଂଶୁଳମ୍ । ୨୩ । ନରକ-
 ହ୍ୟନପି ପିତୃନ୍ନାତୁତଃ ପିତୃତୋ ନୁମ୍ । ଅକ୍ଷୟଂ ସମ୍ପଦ
 ସଂଶ୍ଳେଷ ନୟେଦେବଂ ଶିବାଳୟେ । ୨୪ । ଲୁର୍ଥନ ହୃଦ୍ୟୋ
 ଯଦା ଯାତି ଯୁଗଚର୍ଚ୍ଚାବତୀର୍ଣ୍ଣତଃ । ସଂପ୍ରମାଣହୃଦ୍ୟେର୍ବୀ
 ସନ୍ଧ୍ୟାଂ କୁର୍ବନ୍ନୟୋ ଯଦି । ୨୫ । ଅରପ୍ୟୋ ନିର୍ଜଳେ
 ହ୍ୟାନେ ଜଳାନ୍ତଃପରିମୁଦିତଃ । ଅରପ୍ୟଂ ଶବ୍ଦଂ କୃଦା
 ଯମୋ ନିଷ୍ଚଳଯାନ୍ତନଃ । ୨୬ । ସମ୍ପଦାପବତୀଂ ପୃଥ୍ବୀଂ ସମୁଦ୍ର-
 ବସନ୍ତାଂ ନୁମ୍ । ସ ଲକ୍ଷା ବହନ୍ତିଧିଜ୍ଞେର୍ବଦ୍ଧେ ଦକ୍ଷା ଚ

ଯେନିନୀମ୍ । ୨୭ । ସମ୍ପଦୋର୍ବୀଜ୍ୟାମାନୋ ଦିବ୍ୟାଦେହୋ
 ହରାକୃତିଃ । ନିରୀକ୍ଷା ଯେନିନୀଂ ଯନ୍ତଃ କୃତମଂଶୁଳ-
 ମଂଶୁଳମ୍ । ୨୮ । ଯୁଗନେନ୍ଦ୍ରାଭୁଜ୍ଞମ୍ପର୍ଶ୍ୟମ୍ପୀନପୟୋଧରଃ
 ଶୀତବାନ୍ୟାବିନୋଦେନ ସତ୍ୟାଲୋକଂ ଭ୍ରମେନ୍ନରଃ । ୨୯
 ବିଧାୟ ଭୁଜ୍ଞବେଗଂ ବା ପାଦୋ ବକ୍ତା ଧନେଃ ଧନେଃ
 ଯୋନେନ ଯାନ୍ତୁଷୋ ଯାନ୍ତାଂ ତ୍ୟାଜ୍ୟା ଯାତି ଶିବାଳୟେ । ୩୦
 ବ୍ରହ୍ମାଣୋ ବା ସୁରାପୋ ବା ସ୍ତେୟୀ ବା ଶୁକ୍ରତରୁଣଃ
 କୃତୟୋ ଯୁଗାତେ ପାଟେୟତୋ ଯୁକ୍ତିମବାପୁୟାଂ
 । ୩୧ । ଯାତରଂ ପିତରଂ ଦେଶଂ ଭ୍ରାତରଂ
 ସଞ୍ଜନବାହବାନ୍ । ଗ୍ରାମଂ ଭୂମିଂ ଗୃହଂ ତ୍ୟାଜ୍ୟା କୃଦା
 ଚେନ୍ଦ୍ରିୟସଂସୟମ୍ । ୩୨ । ଗୃହୀତା ଶିବସଂହାରଂ
 ନରୋ ଭ୍ରାତାୟି ହୃତଳେ । ଉଚ୍ଛ୍ଵିଃ ଶୀର୍ଷାନ୍ତେନକାନି
 ପୁମ୍ପାନ୍ତାୟତନାନି ଚ । ୩୩ । କନ୍ଦ୍ରିୟାନ୍ତୋର୍ବେ ଗୁଡ଼େ
 ହ୍ୟାନେ ହିସା ସଂସାରବନ୍ଧନମ୍ । ଅଭ୍ୟାସଂ ନିକ୍ଷିପ୍ୟା
 ନଦା ଶିବଶିବେତିତାବକଃ । ୩୪ । ଏକାନ୍ତେ ନିର୍ଜନେ
 ହ୍ୟାନେ ଶିବସ୍ମରଣତଂପରଃ । ଯଦି ଡିଷ୍ଠିତଂ ତଂ ଯାତି
 ନୟକର୍ତ୍ତୁଃ ନରାଧିପ । ୩୫ । ଆୟାନ୍ତି ଦେବତାଃ ସର୍ବେ
 ଚିହ୍ନଂ ତତ୍ତ୍ଵ ନିରୀକ୍ଷିତମ୍ । ବିମାନଶୁନ୍ଦେର୍ବେତବ୍ୟାଃ
 କଦାସୋ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ । ୩୬ । ଯଦା ତୁ ପଞ୍ଚହସ୍ତପୈତି

ନୁମ୍ । ବସନ୍ତକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆପଣି ନିୟମ-
 ନିଷ୍ଠ, ଗୁଚି, ସ୍ନାତ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେୟା ଶୀର୍ଷାନ୍ତା
 କରିବେନ । ଯେନର ଗଞ୍ଜ-ବାଜିରଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରିୟା
 ପାଦଚାରେ ଶୀର୍ଷାନ୍ତା କରେ, ସେ ପୁମ୍ପକ ବିମାନେ
 ଆରୋହଣପୂର୍ବକ ଶିବମନ୍ଦିରେ ପ୍ରସାନ୍ନ କରିୟା ଥାକେ ।
 ଏକତକ୍ତ, ନକ୍ତାହାର, ଅବାଚିତାହାର, ଡିକାହାର,
 ଜଳ ବା କଳଯାନ୍ତାହାର, ଅଥବା ଓପବାସ ଚକ୍ରେ
 ବା ଯାନ୍ତ ଶାକାହାର କରିୟା ଯେ ନର ଶୀର୍ଷାନ୍ତା
 କରେ, ସୁନ୍ଦରୀଶୁନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଥମଖଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତୃକ ବୀଜ୍ୟମାନ
 ହେୟା ସେନର ଶର୍ପେ ଗିରା ଥାକେ । ଦେହେର ଯଲ
 ପ୍ରକାଶନ କରେ ନାହିଁ, ପାଦଧାବନ କରେ ନାହିଁ, ଏ
 ହେନ ହୀନାନ୍ନ ଯଡ଼ିତେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଳାଚିତ ଶିତାତପ-
 ଞ୍ଜଳାକ୍ରିଷ୍ଟ ଜନ ଯଦି ଶିବସ୍ମରଣ କରିତେ କରିତେ
 ଗମନ କରେ, ତବେ ତାହାର ନରକହ ପିତୃଶତା-
 ମହାଦି-ସମ୍ପଦ ଓ ଯାନ୍ତାତାମହାଦି ସମ୍ପଦ ପୁରୁଷକେ ସେ
 ଶିବମନ୍ଦିରେ ଉପନୀତ କରେ ଏବଂ ସଂସାର ହୃଦ୍ୟମଂଶୁଳ ତେଜଃ
 କରିୟା ଶର୍ପେ ଗିରା ଥାକେ । ଯେ ଜନ ଅନନ୍ତମନେ
 ଏକଯାନ୍ତ ଶବ୍ଦକେ ଅରପ୍ୟା କରିୟା ଅରପ୍ୟା, ନିର୍ଜନ ବା
 ଜଳାନ୍ତରେ ପୀଡ଼ିତ ହେତେ ହେତେ, ଯୁଗଚର୍ଚ୍ଚାବତୀର୍ଣ୍ଣେ
 ଲୁଟିତେ ଲୁଟିତେ, ଓକ୍ତ ଶୀର୍ଷେ ଗମନ କରେ, ସେ
 ସମ୍ପଦାପବତୀ ସମୁଦ୍ରବସନ୍ତା ଯେନିନୀ ଲାଭ କରିୟା
 ବହ ଯନ୍ତ ସମ୍ପାଦନପୂର୍ବକ ତାହା ଲାଭ କରିୟା ଥାକେ ।

ଏବଂ ପଞ୍ଚାଂ ସେ ହରାକୃତି କୃତମଂଶୁଳମଂଶୁଳ ଦିବ୍ୟ
 ଦେହ ଲାଭ କରିୟା ସମ୍ପତଳ ବିମାନେ ଆରୋହଣ
 କରତ ପୁଷ୍ପିବୀ ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ସୁହମ୍ଭଲ ଗମନେ
 ସତ୍ୟ ଲୋକେ ଗମନ କରେ । ଏ ସମୟ ଯେତେ ଯୁଗନେନ୍ଦ୍ରା-
 ଦିଗେର ଭୁଜ୍ଞମ୍ପର୍ଶ ହେୟା ଶୀର୍ଷାନ୍ତେର ପୀନ ପୟୋଧର
 ସକଳ ତାହାର ଗାତ୍ରେ ଲଗ ହେ ଏବଂ ଶୀତବାନ୍ୟୋର
 ବିନୋଦଂ ଏ ସମୟ ହେୟା ଥାକେ । ୧—୨୨ । ଅଥବା
 ମାନବଯାନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ପାଦହରଣ କରତ କେବଳ
 ଭୁଜ୍ଞବେଗ ହାରାହି ଯୋନାବଳହନେ ଶିବାଳୟେ ଗମନ
 କରେ । ଏହି ଶୀର୍ଷାନ୍ତାବେ ବ୍ରହ୍ମର, ସୁରାପାୟୀ,
 ସ୍ତେୟୀ, ଶୁକ୍ରତରୁଣ ଓ କୃତରୁଣ ଶାପଯୁକ୍ତ ହେୟା
 ଯୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ । ଯାତା, ପିତା, ଦେଶ, ଭ୍ରାତା,
 ସଞ୍ଜନ, ବକ୍ତା, ଗ୍ରାମ, ଭୂମି, ଗୃହ, ତ୍ୟାଗ କରିୟା
 ହିନ୍ଦ୍ରିୟସଂସୟ କରତ ଶିବସଂହାର ଗ୍ରହଣପୂର୍ବକ ନର
 ହୃତଳେ ବହ ଶୀର୍ଷାନ୍ତନ ନର୍ଶନମାନେ ଉଦ୍ଧୃତ
 କରିୟା ଥାକେ । ହେ ନରାଧିପ । ଏହାପ ନର ସଂସାର-
 ବନ୍ଧନ ହିନ୍ଦ୍ରି କରିୟା ଅଭ୍ୟାସ ନିକ୍ଷିପା ପ୍ରଦାନ କରତ
 କୋନ ନିର୍ଜନ ହ୍ୟାନେ ଅବହାନପୂର୍ବକ ଶିବ ଶିବ
 ବଳିତେହେ, ତାହା ନର୍ଶନ ବିଶେଷତଃ ତାହାର ଚିହ୍ନ
 ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ତାହାକେ ନୟକାର କରିବାର ଉକ୍ତ
 ଦେବଗଣ ଆଗମନ କରିୟା ଥାକେନ । ତାହାର ଡାବେନ,
 —ଏହାପ ପୁରୁଷସମ୍ପଦକେ ବେବ ଆସନ୍ତା ବିମାନାକ୍ରିଷ୍ଟ

কালে কলেবরঃ স্বকৃতঃ নরৈশ্চ । নিরীক্ষ্যমাণঃ
সুসুন্দরীতিঃ স নীয়মানো মদবিহ্বলাতিঃ ॥ ৩৭ ॥
সুপ্রেমসুখ্যাগিধনেশকট্রেঃ সম্পূজ্যমানঃ শিবরূপ-
ধারী । সুরাদিলোকান প্রবিমুচ্য বেগাচ্ছিবালয়ে
তিষ্ঠতি ক্রতুভক্তঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীহাম্বে বস্ত্রাণখণ্ডাখ্যবিধানবর্ণনঃ

নামৈকাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।

সারং—উবাচ । গঙ্গোদকঃ মধুযুক্তে কুঙ্কমা-
শুকচন্দনম্ । গুগ্গুলঃ বিষপত্রাণি বকপুষ্পং চ যৌ
বহেৎ ॥ ১ ॥ পদচারী শুচিতহুর্ভারঃ স্বচ্ছো নিধায়
চ । তীর্থে স্নাত্ব শিবঃ বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং শঙ্করং
প্রিয়ম্ ॥ ২ ॥ দৃষ্ট্বা নিবেদয়েৎ যত্ন স মুক্তঃ সর্ব-
বন্ধনৈঃ । স নরো গণভ্যঃ যাতি যাবদাছুতসং-
বম্ ॥ ৩ ॥ কলত্রমিত্রপুত্রৈর্কা ভাতৃভিঃ স্বজনৈর্নরৈঃ ।
সহিতো বা নরৈর্যাতি তীর্থে দেবঃ বিচিন্ত্য চ ॥ ৪ ॥
দেবমুর্তিং শুভাং কৃৎবা রথস্থং স্প্রতিষ্ঠিতাম্ । চন্দনা-

ও নরস্বাসীন করিয়া লইয়া যাইব ?—যখন তাঁহার
কালে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, তখন লইয়া
যাইব । অস্ত্রে ঐরূপ শিবরূপধারী শিবভক্তগণ
সুপ্রেম, সুখ্যা, অগ্নি, ধনেশ, ও ক্রতু, কর্তৃ ২ পূজা-
মান হইতে হইতে মদবিহ্বল সুসুন্দরীগণ কর্তৃক
নিরীক্ষ্যমান হইয়া বেগে সুরলোক অতিক্রম করত
শিবলোকে নীত হয় । ৩০—৩৮ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

সারস্বত কহিলেন,—স্বচ্ছো ভাব লইয়া যে পুত-
গাজ ব্যক্তি গঙ্গোদক, মধু, হৃত, কুঙ্কম, অশুক,
চন্দন, গুগ্গুল, বিষপত্র ও বকপুষ্প বহন করে ;
এবং তীর্থভ্রমণ করিয়া পদব্রজে গিয়া শিব, বিষ্ণু,
ও ব্রহ্মাকে দর্শনপূর্বক ঐ সকল বস্তু নিবেদন করে,
তাঁহার সর্ববন্ধন হইতে মুক্তি হয় । সে গণেশ প্রাপ্ত
হইয়া আশ্রয় বাস করে । যে ব্যক্তি দেবস্মরণ
করিয়া কলত্র, মিত্র, পুত্র, ভ্রাতা ও স্বজনগণের
সহিত তীর্থযাত্রা করে, তাঁহারও পূর্ববৎ গণেশ-
প্রাপ্তি হয় । যেন রথোপরি চন্দনাকর-কুঙ্কমচর্চিত

শুককপূরৈরর্চিতাঃ কুঙ্কমেন চ ॥ ৫ ॥ পূজয়ন
বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপদীপাদিকৈশ্চ ॥ গীতনৃত্যঃ
সবাদিত্রৈহাত্যলীলভরনৈকবা ॥ ৬ ॥ ধরিত্রীঃ কাঞ্চনং
গাশ্চ জলারবনানি চ । ভূশেছনে শ্রিয়াং বাণীং
যচ্ছন যাতি নরো যদি ॥ ৭ ॥ দেবান্নান্যকরগ্রাহ-
গৃহীতো নন্দনং বনম্ । প্রাপ্য ভূভেক্ত শুভান
ভোগান যাবদাচরিত্যরকম্ ॥ ৮ ॥ তীর্থে সঞ্চারিতঃ
পুরুষো যোগৈঃ প্রাণান বিমুক্তি । অদৃষ্টা দৈবভঃ
তীর্থে দৃষ্টতীর্থকলঃ লভেৎ ॥ ৯ ॥ সংসারদোষান-
বিবিধান বিচিন্ত্য স্ত্রীপুত্রমিত্রেষাণি বন্ধমুক্তঃ । বিজয়া
বন্ধং পুরুষঃ প্রধাতৈঃ স সর্বতীর্থানি করোতি দেহম্ ॥
১০ ॥ আজয়জ্ঞস্মারসংকিতানি দৃষ্ট্বা স পাপানি
নরো নরেন্দ্র । তেজোময়ঃ সর্বগতঃ পুরাণঃ
ভবোক্তবঃ পশুতি মূঢ়ো নরঃ ॥ ১১ ॥ তীর্থে বিপ্র-
বচো গ্রাহ্যঃ স্নাত্বা সত্যার্চনাদিকম্ । দর্ভান্তিলা
হবিষ্যারঃ প্রয়োগাঃ শ্রদ্ধয়া কৃত্যঃ ॥ ১২ ॥ অগস্ত্যঃ
ভৃঙ্গরাজঞ্চ পুষ্পং শতদলং শুভম্ । কর্পূর্যাকর-
জীথং কুঙ্কমং তুলসীদলম্ ॥ ১৩ ॥ বিশ্বপ্রমাণ-

শুভ বিবিধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রদান-
পূর্বক নৃত্য, গীত, বাদিত্র, ও বহুবিধ হস্ত-লাভ সহ-
কারে তাঁহার পূজা করে, এবং ভূমি, কাঞ্চন, গো,
জল, অন্ন, বসন, তৃণ, ইছন, ও শ্রিয়বাণী প্রদান
করে, সে দেবান্নান্যগণের করণত্ব হইয়া নন্দনবনে
যায় এবং সেখানে আচরিত্যরক শুভভোগ
সকল উপভোগ করিতে থাকে । তীর্থযাত্রা করিয়া
যে নর দেবদর্শন হইবার পূর্বেই যোগাভ্যাস হইয়া
প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাঁহার তীর্থদর্শনজন্ত কলই
হইয়া থাকে । পুরুষ সংসারের অশেষ দোষ
আলোচনাপূর্বক স্ত্রী-পুত্র-মিত্রবর্গরূপ বন্ধন হইতে
মুক্ত হইয়া আপনাকে বদ্ধজ্ঞানে প্রধান
প্রধান ব্যক্তির সহিত সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়া
থাকে । ঈদৃশ নর আজয়-জ্ঞস্মার-সংকিত নিখিল
পাপ দগ্ধ করিয়া তেজোময় সর্বগত ভবোচ্ছেদী
পুরাণপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করে । এই
সাক্ষাৎকারেই তাঁহার সংসারমুক্তি ঘটে । তীর্থে
বিপ্রবাক্যই গ্রাহ্য ; তথায় স্নানান্তে সত্যার্চনাদি
করিতে হয় । শ্রদ্ধাসহকারে দর্ভ ও তিল, ধার্য
তীর্থকৃত্য নির্বাহান্তে হবিষ্যারে জীবন ধারণ করিতে
হয় ॥ ১—১২ অগস্ত্য, ভৃঙ্গরাজ, ও শতদলপুষ্প এবং
কর্পূর, অশুক, জীথ, কুঙ্কম, ও তুলসীদল তীর্থ-

পিণ্ডেযু দীপোদ্যোতিতকৃষিষু । তাড়ুলকল-
নৈবেদ্যাং তিলদর্ভোদকেন চ । ১৪ । তীর্থে
সঙ্কলিতং মর্ন্তোত্তদনন্তঃ প্রজায়তে । অয়নে বিযুবে
চৈব সংক্রান্তৌ গ্রহণেযু চ । ১৫ । মাসান্তেহপ-
রপক্ষে তু কয়াহে পিতৃমাতৃকে । গজচ্ছায়াং ত্রয়োদশ্যাং
ত্রয়ো প্রাপ্তৌ দ্বিজোত্তমঃ । ১৬ । গৃহে শ্রাদ্ধ-
প্রকুব্বোত পিতৃগাম্যযুক্তয়ে । গৃহাচ্ছ তত্ত্বং নদ্যাং
যা নদৌ যান্তি সাগরম্ । ১৭ । প্রভাসে পুঙ্করে
রাজন গজায়াং পিণ্ডভারকে । প্রয়াগে নৃপ গোমত্যাং
ভবদামোদরাত্তমঃ । ১৮ । নর্ম্মদাদিষু তীর্থেষু
কুর্ঘ্যাং শ্রাদ্ধং নরো যদি । সর্গপাপবিনিপুঙ্ক-
পিতরো যান্তি সপক্ষতিষু । ১৯ । সন্তানমুত্তমং
লঙ্কা ভুজা ভোগানমুত্তমান । দিব্যাং বিমানমাক্র-
প্রান্তে যান্তি সুরালয়ম্ । ২০ । জাতকশ্রাদ্ধাদিযজ্ঞেযু
বিবাহে যজ্ঞকর্ম্মণি । দেবপ্রতিষ্ঠাপ্রারম্ভে বুদ্ধিশ্রাদ্ধং
প্রকরায়ৈৎ । ২১ । তপ্যন্তি দেবতাঃ সর্বাঙ্ক-
প্যন্তি পিতরো নৃগাম্ । বুদ্ধিশ্রাদ্ধকৃতো গেহে

জায়তে সর্বমঙ্গলম্ । ২২ । কামঃ ক্রোধশ্চ
লোভশ্চ মোহো মদ্যাদাদয়ঃ । মায়া
মাৎসর্য্যপৈশুন্মমবिवেকো বিচারণা । ২৩ । অঙ্ক-
কারো যদৃচ্ছা চ চাপল্যং লোল্যাতা নৃপ । অত্যায়াস-
সোহপ্যানায়াসঃ প্রমাদো জোহসাহসম্ । ২৪ । আলস্য-
দীর্ঘস্থজ্ঞতাঃ পরদারোপসেবনম্ । অল্লাহারো নিরা-
হারঃ শোকশ্চৌর্ঘ্যং নৃপোত্তম । ২৫ । এতান্ দোষান্
গৃহে নিত্যং বর্জয়ন্ যদি বর্জতে । স নরো মত্তন-
ভুষেদেদন্ত নগরম্ । ২৬ । শ্রীমান্ বিদ্বান্
কুলীনোহসৌ স এব পুঙ্কবোত্তমঃ । সর্বতীর্থাতিবে-
কশ্চ নিত্যং তন্ত প্রজায়তে । ২৭ । তদা তীর্থকল-
সম্যাক্যজদোষস্ত জায়তে । স্নানং সন্ধ্যা জপো হোম-
পিতৃদেবযি-তর্পণম্ । শ্রাদ্ধং দেবস্ত পূজা চ ত্যক্ত-
দোষস্ত জায়তে । ২৮ । প্রয়াগে বা কুরুক্ষেত্রে সুর-
মত্যাং চ সাগরে । গয়াং বা কুরুপদে নরনারায়ণা-
শ্রমে । ২৯ । প্রভাসে পুঙ্করে কৃক্ষে গোমত্যাং
পিণ্ডভারকে । বজ্রাপথে গিরৌ পুণ্যে তথা দামোদরে
নৃপ । ৩০ । ভীমেবরে নর্ম্মদায়াং কান্দে রামেশ্বর-
দিষু । উজ্জয়িনীয়াং মহাকালে বারাণশ্যাং চ ভূর্ভুবঃ ।
৩১ । কালিন্দ্যাং মথুরায়াং চ স্কন্দযান্তি নরো যদি ।

ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় । তীর্থে গিয়া যাহার পিণ্ডদান
করিতে হইবে, সেই স্থান দীপ দ্বারা প্রদোতিত
করিয়া পরে বিশ্বপ্রমাণ পিণ্ড তথায় অর্পণ করিবে ।
তাড়ুল, কল, নৈবেদ্য, তিল ও দর্ভোদক তীর্থ
ক্ষেত্রে সঙ্কলনপূর্ব্বক প্রদেয় । মানবেয়া এইরূপ
তীর্থসেবায় অনন্ত কল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দ্বিজো-
ত্তম অয়নে, বিযুবে, সংক্রান্তিদিনে, গ্রহণ
উপলক্ষে, মাসান্তে, অপর পক্ষে, পিতৃমাতার
মৃত্যুহে, গজরচ্ছায়ায়, ত্রয়োদশীতে কিংবা শ্রাদ্ধযোগ্য
ত্রয়োপ্রাপ্তিদিনে পিতৃগণের ঋণমুক্তির নিমিত্ত
স্বপ্নে শ্রাদ্ধ করিবেন । সাগরগামিনী নদীতে
শ্রাদ্ধ করিলে গৃহ হইতে তত্ত্বং কল হয় । হে
রাজন! মানব যদি প্রভাসে, পুঙ্করে, গজাতীরে,
পিণ্ডভারকে, প্রয়াগে, গোমতীতীরে, ভব ও দামো-
দরের অগ্রে, কিংবা নর্ম্মদাদি তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তবে
তাহার সর্গপাপ হইতে মুক্তিত হয় এবং তাহার
পিতৃগণ সন্মতি লাভ করেন । এরূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তা
উত্তম সন্তান লাভ করিয়া বিবিধ উত্তম উত্তম ভোগ
উপভোগ করিয়া অস্ত্রে দিব্য বিমানারোহণে স্বর্গে
গমন করে । জাতকশ্রাদ্ধদিতে, যজ্ঞকর্ম্মে, বিবাহে
ও দেবপ্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে বুদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য । এই
রূপ শ্রাদ্ধে দেবগণ ও পিতৃগণ, পরিতুষ্ট হইয়া

থাকেন । বুদ্ধিশ্রাদ্ধকর্ত্তার গৃহে নিখিল মঙ্গলাগম
হয় । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ্য, মদ্যাদি,
মায়া, মাৎসর্য্য, পৈশুন্ম, অবিবেক, বিচারণা,
অহঙ্কার, যদৃচ্ছা চাপল্য, লোল্যাতা, অত্যায়াস,
অনায়াস, প্রমাদ, জোহ, সাহস, আলস্য,
দীর্ঘস্থজ্ঞতা, পরদারোপসেবা, অল্লাহার, নিরাহার,
শোক ও চৌর্ঘ্য, এই সকল দোষ বর্জন
করিয়া নর যদি গৃহাশ্রয়ে অবস্থান করে, তবে
নগরের, দেশের, এমন কি নিখিল পৃথিবীরই
সে ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকে । সে নর শ্রীমান,
বিদ্বান্, কুলীন ও পুঙ্কবোত্তম হয় । নিত্য তাহার
সর্বতীর্থাতিবেক হইয়া থাকে । তথাবিধ ত্যক্ত-
দোষ ব্যক্তিরই সম্যক্ তীর্থকল লাভ হয় । স্নান,
সন্ধ্যা, জপ, হোম, পিতৃ-দেব-ঋ-যি-তর্পণ, শ্রাদ্ধ,
এবং দেবপূজা তাহার সম্যক্ অমুষ্টিত হইয়া
থাকে । নর যদি প্রয়াগে, কুরুক্ষেত্রে, সুর-
মতীতে, সাগরে, গয়ায়, কুরুপদে, নরনারায়ণাশ্রমে,
প্রভাসে, পুঙ্করে, কুরুপদে, গোমতীতে, পুণ্য-
ভারকে, পুণ্যগিরিষু বজ্রাপথে, দামোদরে, ভীমে-
বরে, নর্ম্মদায়, কন্দতীর্থে, রামেশ্বরাদিতীর্থে,
উজ্জয়িনীতে, মহাকালপ্রান্তে, বারাণসীতে, যমুনা

সদোষো মুচ্যতে দোষবৈরকৃত্যাদিভিঃ কঠৈঃ । ৩২ ।
অপি কীটঃ পতকো বা শকো বা শুকরোহপি বা ।
খরোষ্ট্রকুঞ্জরা বাজিগুগসিংহসরীসৃপাঃ । ৩৩ । জ্ঞান-
তোহজ্ঞানতো রাজ্ঞস্তেবু স্থানেষু তে মৃত্যুতঃ । সৰ্ব-
তে পুণ্যকৰ্ম্মাণঃ স্বৰ্গং ভুক্তা সুখং বহু । ৩৪ । চতু-
ৰ্বর্ণেষু সৰ্ব্ব- জায়ন্তে কৰ্ম্মবন্ধনাং । কৰ্ম্মবন্ধ-
বিহারাণু মুক্তিং যান্তি নরাঃ পুনঃ । ৩৫ । মোদন্তে
তীৰ্থমরণাং স্বৰ্গভোগাবসানতঃ । সম্প্রাপ্য ভারতে
থণ্ডে কৰ্ম্মভূমিং মহোদয়ম্ । ৩৬ । অনেকাশ্চাৰ্য্য-
সংযুক্তং বহুপৰ্ব্বতমণ্ডিতম্ । গঙ্গাদ্যাঃ স্রিতঃ
সৰ্বাঃ সমুদ্রৈঃ সহ সজতাঃ । ৩৭ । পদেপদে বিধা-
নানি সন্তি তীৰ্থাভ্যুদয়কমঃ । যোবাং স্মরণ-
মাত্রেণ সৰ্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ । ৩৮ । পাতাল-
মাৰ্গা বহবঃ স্বৰ্গমার্গশ্চ দৃশ্যতে । গগনে
দৃশ্যতে সূর্য্যো হৃদয়ে দৃশ্যতে হরঃ । ৩৯ । ধ্যানেন
জ্ঞানযোগেন তপসা বচসা গুরোঃ । সত্যেন
সাহসেনৈব দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ম্ । ৪০ । বেদস্মৃতি-
পুৰাণৈশ্চ যে ন পশ্যন্তি হৃতলম্ । পাতাল-
স্বৰ্গলোকঃ চ বঞ্চিতান্তে নরা ইহ । ৪১ । যে
বিরজ্যন্তি ন স্ত্রীষু কামাসক্তা বিচেতসঃ । দেহোহন্তথা

বা মধুরায় একবার মাত্র ও যায় তবে সে ব্রহ্মহত্যা
দোষদূষ্ট হইলেও মুক্ত হইয়া থাকে । কীট, পতক,
শকো বা শুকর, কিম্বা খর উষ্ট্র, কুঞ্জর, অশ্ব, মৃগ
ও সরীসৃপগণও জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পুরোহিত
তীর্থস্থানসমূহে মৃত হইলে সকলেই পুণ্যাত্মা হইয়া
বহু স্বৰ্গস্থ ভোগ করে । তাহার কৰ্ম্মবন্ধনক্রমে
সকলেই চতুৰ্বর্ণমধ্যে জন্ম লয় এবং পরে কৰ্ম্ম
বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ।
তীর্থমরণের ফলে নরগণ স্বৰ্গভোগের পর এই
অনেক আশ্চর্য্যময় বহু শৈল-সম্মণ্ডিত মহাসমুদ্র-
শালী ভারত-থণ্ডে প্রাক্তর্ভূত হইয়া পরমানন্দে অব-
স্থান করে । ভারতের গঙ্গাদি স্রিং সকল
সমুদ্র সহ সম্মিলিত হইয়াছে । এখানে পদে পদে
প্রাক্তর্ভূত তীর্থ ও নিধান সকল বিদ্যমান । ঐ সমু-
দ্রয়ের স্মরণমাত্রেই সৰ্ব্ব পাপক্ষয় হয় । এখানে
বহু পাতালমার্গ ও বহু স্বৰ্গমার্গ লাক্ত হইয়া থাকে ।
গগনে সূর্য্য, এবং হৃদয়ে হর, ধ্যান, জ্ঞানযোগ,
তপস্যা, ও গুরুবাক্যে পরিদৃশ্যমান হন । সত্য, এবং
সাহস দ্বারা ই ভুবনত্রয় দৃষ্ট হইয়া থাকে । যে সকল
নর বেদ, স্মৃতি, পুৰাণবাক্যের উপদেশ পাইয়াও
হৃতল, পাতাল ও স্বৰ্গলোক দর্শন করে না, তাহার

বরদ্বীপামন্তথা তৈশ্চ চিহ্নিতম্ । ৪১ । জন্মভূমিষু
তে রক্তা জন্তন্তে জন্তবঃ পুনঃ । মুক্তিমাৰ্গাং
পুনর্ভ্রষ্টা জায়ন্তে পশুযোনিষু । ৪২ । ধনানি
সম্প্রাপ্য বরাটিকাং যে বিজাতিমুখ্যায় বিধায়
পূজাম্ । যচ্ছন্তি নো নিশ্চলচেতনাঃ যে নরাধমা
দৈবহতা মৃত্যুস্তে । ৪৩ । দেহং সুপুষ্টং বিজরং
চ যৌবনং লজ্জা ন গঙ্গাদিষু যান্তি যে নরাঃ ।
মাতা পিতা নো ন স্ত্রুতো ন বাক্তবো ভাৰ্য্যাশ্চ নো
হুহিতা ন বিদ্যাতে । ৪৪ । একম্ব যো যান্তি কথং
ন ক্রিচ্ছতে মূৰ্খো ন জানাতি ভবং মহেশ্বরম্ ।
স্নাত্বা ন পশ্যন্তি হরং মহেশ্বরং দৈবেন তে বৈ মুখিতা
নরাধমাঃ । ৪৫ ।

ইতি ত্রীকান্দে বদ্রাপথকেতুমাহাত্ম্যো যাজুর্বিধি-
বর্ণনং নাম ষাণ্মশোহধ্যায়ঃ । ১২ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

১ সারস্বত উবাচ । হিবা শুভাশুভং কৰ্ম্ম
মুক্তিমিচ্ছেচ্ছিবাং ততঃ । ইদং ন শক্যতে

একান্তই বঞ্চিত । যে সকল কামাসক্ত অজিতেন্দ্রিয়
লোক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, এবং স্ত্রীগণের
একরূপ দেহের অন্তথা চিন্তা করে সেই অল্পব্রত
নরগণ স্ব স্ব জন্মভূমিতে জন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।
তাঁহাদিগকে মুক্তিমাৰ্গ হইতে পতিত হইতে হয় ।
তাঁহারা পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । যাহারা
ধন ও বরাটিকা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চলচেতনে বিজ্ঞেষ্ঠ-
দিগের অর্চনা করিয়া তাঁহা দান না করে, সেই
সকল দৈবহত নরাধমেরা মৃত বলিয়াই অবধারিত ।
সুপুষ্ট জয়াবর্জিত দেহ এবং যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া
যে সকল নর গঙ্গাদি-তীর্থে গমন করে না, তাঁহা-
রাও দৈবহত মৃত বলিয়াই নিশ্চিত । যাহার সঙ্গ
মাতা, পিতা, স্ত্রুত, বন্ধু, ভাৰ্য্যা, স্ত্রী ও হুহিতা
নাই, যে একাকী তীর্থ গমন করে, সে কেননা ক্রেশ-
ভাগী হইবে ? বস্তুতঃ মূৰ্খজন মহেশ্বর ভবদেবকে
জানে না । যাহারা স্নানান্তে হর মহেশ্বরকে দর্শন
করে না, তাঁহারা নিশ্চিতই দৈবহত নরাধম । ১৩-৪৬।
ষাণ্মশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

সারস্বত কহিলেন,—নর শুভাশুভ কৰ্ম্ম ছেদন
করিয়া মঙ্গলকরী মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিবে । এই—

শুভং কার্যং ক্রমা নরৈঃ ॥ ১ ॥ উখানোখায়
 ভ্রাতব্যং পুজ্যো হরিহরৌ স্বয়ং । সত্যং বাচ্যং
 হিতং কার্যং দানং দেবং স্বশক্তিভ্যঃ ॥ ২ ॥ পরাপ-
 বাদভীরুভ্যঃ পরদারান্ বিবর্জয়েৎ । সুবর্ণভূমি-
 হরণব্রহ্মদেবস্ববর্জনম্ ॥ ৩ ॥ আশ্বপত্নীনয়েন্দ্রাণাং
 বালবৃদ্ধতপস্বিনাম্ । পিতৃমাতৃগুরুণাঞ্চ নাপ্রিয়ং মনসা
 বদেৎ ॥ ৪ ॥ দেশকালপরিত্যক্তাং পাত্ৰাপাত্রবিবে-
 চনম্ । ছায়া নৃণাং ন বক্তব্যং তক্রাশ্বীকনকাজি-
 কম্ ॥ ৫ ॥ ঔষধং শাকমর্ষিভ্যো দাতব্যং গৃহ-
 মেধিভিঃ । একাদশীপঞ্চদশীচতুর্দশীমৌ ৫ ॥ ৬ ॥
 অমাবস্ত্যাব্যতীপাতস্যংক্রান্তিগ্রহণে ৫ বৈয়তে পিতৃ-
 মাত্রোচ কন্যাহরিবসে ৫ ॥ ৭ ॥ যুগাদিমঘাদিদিনে
 গৃহে কার্যো মলোৎসবঃ । তীর্থে বা গমনং কার্যং
 গৃহাচ্ছতগুণং যতঃ ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং জয়ঃ কার্যো
 মদ্যং দ্যুতং বিবর্জয়েৎ । বিবাদং গমনং যুদ্ধং
 গৃহী যত্নেন বর্জয়েৎ ॥ ৯ ॥ স্নানং দানং জপো
 হোমো দেবপূজা বিজার্চনম্ । অক্ষয়ং জায়তে
 সর্বং বিধিবেচ্ছতবেৎ কৃতম্ ॥ ১০ ॥ একাপি গোঃ
 প্রোক্তব্য্য বস্ত্রালঙ্কারভূষণা । দোগ্ধ্রী সবৎসা

তরুণী বিজমুখায় করিতা ॥ ১১ ॥ সন্ত্যাপ্য ভারতং
 খণ্ডং মাহুযং জয়ং চোত্তমম্ । যন্তো দদাতি যো
 ধেহুং স নরঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ । ভিষা যাতি বিমানেন
 গম্যমানা গবাদিভিঃ ॥ ১২ ॥ সপ্ত জন্মানি পাপানি
 কৃষা পাপীহ চাধমঃ । একো দদাতি যো ধেহুং
 মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ১৩ ॥ যদা স নীয়তে
 বন্ধো যমমার্গেণ কিতরৈঃ । তদা নন্দা সমাগত্য
 স্বং পুত্রমিব পশ্নতি ॥ ১৪ ॥ বিজিত্য হরুতে নৈব
 তান দূতান দূরতঃ হিতান । গোপ্রদং তং সমা-
 দায় প্রয়াতি শিবমন্দিরম্ ॥ ১৫ ॥ যুবো ধর্ম ইতি
 প্রোক্তো যেন মৃতঃ স মুচ্যতে । গোষু মধ্যো
 পিতৃন সর্বান হরয়ুদ্ভিঃ বা হরিম্ ॥ ১৬ ॥ সূর্য্য-
 ব্রহ্মপুত্রং বাসো জায়তে ব্রহ্মবাসরে । দৃঢ়ং কহু-
 স্মিনং সত্যং যুবানং ভারসাধনম্ ॥ ১৭ ॥ হলকমং
 বলীবর্দং দধা বিপ্রায় পর্বম্ । তমাক্ষ নরো
 যাতি গোলোকং শিবসন্নিধৌ ॥ ১৮ ॥ অশ্বং সান্ত-
 রণং দধা খলীনেন চ সংযুতম্ । অশ্বরাজবলাৎ
 স্বর্গে মোদতে ব্রহ্মবাসরম্ ॥ ১৯ ॥ গজদানাদগ্নে-
 স্ত্রেণ নীয়তে নন্দনং বনম্ । পৃথিব্যাং সাগরাস্তায়া-

রূপ শুভকার্য যদি করিতে না পারে, তবে প্রতি-
 দিন শয্যা হইতে গাজোখান করিয়া স্নান করিবে;
 হরিহরের পূজা করিবে; সত্য বলিবে; হিত
 করিবে; স্বশক্তি অনুসারে দান করিবে; পরাপ-
 বাদভীরু হইবে; পরদার বর্জন করিবে; সুবর্ণ
 হরণ, ভূমি হরণ, ব্রহ্ম হরণ, ও দেবস্ব হরণ বর্জন
 করিবে; আশ্বপ, স্ত্রী, নয়েন্দ্র, বালক, বৃদ্ধ, তপস্বী,
 পিতা, মাতা, ও গুরু, মনে মনেও ইহাদিগকে
 অপ্রিয় বলিবে না; দেশকালজ হইবে; পাত্ৰাপাত্র
 বিবেচনা করিবে; মানবের ছায়া বলিবে না; গৃহ-
 মেধী ব্যক্তি অর্থী ব্যক্তিকে তক্র, অগ্নি, ইন্দ্রন,
 কাজিক, ঔষধ, ও শাক দান করিবে; একাদশী
 পঞ্চদশী, চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, ব্যতীপাত,
 সংক্রান্তি, গ্রহণ, বৈয়তি, পিতৃ-মাতৃ-তিথি, অক্ষয়া,
 যুগাদি ৬ মঘাদি দিনে গৃহে মলোৎসব করিবে;
 অথবা তীর্থে গমন করিবে; ইহাতে গৃহমলোৎসবের
 শতগুণ ফল হইবে; ইন্দ্রিয় জয় করিবে; মদ্য ও
 দ্যুত বর্জন করিবে; এবং গৃহী বিবাদ ও যুদ্ধযাত্রা
 যত্নে বর্জন করিবে। যে নর স্নান, দান, জপ,
 হোম, দেবপূজা, ও বিজার্চনা করে, যদি বিধিবৎ
 করা হয়, তবে তাহার এ সকল অক্ষয় হইয়া
 থাকে। বস্ত্রালঙ্কারভূষণা দোগ্ধ্রী, সবৎসা, তরুণী

একটি মাত্র গাভীও বিজমুখাকে দান করা
 উচিত। ভারতখণ্ডে যে মাহুয জয় লাভ করিয়া
 ধেহু দান করে, সে-ই একমাত্র ধন্ত; সে বিমানে
 আরোহণপূর্বক সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন
 করে। এই সময় গোগণ তাহার অহুসরণ করিয়া
 থাকে। অধম পাপী সপ্তজন্ম পাপ করিয়া
 যদি একটি মাত্র ধেহুদান করে, তাহা হইলে সে
 সর্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অস্ত্রে
 যমকিল্লর যখন তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়,
 তখন নন্দা আসিয়া তাহাকে নিজ পুত্রের ভায়
 দেখে এবং সে হৃদয় দ্বারা তাহাদিগকে অপ-
 সারিত করিয়া সেই গোদাতাকে শিবমন্দিরে লইয়া
 যায়। ১—১৫। গোগণের মধ্যে বৃষভ ধর্মরূপী; যে
 নর পিতৃগণ বা হরিহর উদ্দেশে ঐ বৃষ মোচন
 করে, সে মুক্ত হইয়া থাকে। তাহার ব্রহ্মদিন পর্যন্ত
 সূর্য্যব্রহ্মপুত্রের বাস হয়। যে নর পর্ব্বদিনে কহুদুর্জ,
 যুবা, ভারবাহী, হলচালনকম, দৃঢ়োত্তম বলীবর্দ—
 বিশেষ দান করে, সে তাহাতে আরোহণ করিয়াই
 গোলোকে ও শিবসন্নিধানে প্রয়াণ করিয়া থাকে।
 নর আন্তরণ, ও খলীনবৃত্ত অশ্ব দান করিয়া
 ব্রহ্মদিনাবধি স্বর্গে বিহার করে। গজদানের ফলে
 নর গজেন্দ্র কর্তৃক নন্দনবনে নীত হয় এবং সে

মেঘ রাজা ভবিষ্যতি । ২০ । গৃহঃ সোপস্করঃ
দশা বিপ্রায় গৃহমেধিনে । লভতে নন্দনে দিব্যঃ
বিমানঃ সার্বকামিকম্ । ২১ । জব্যাং পৃথিব্যাং
পরমং সুবর্ণং হব্যাস্তি দেবা যদি দীযতে ততঃ ।
সূর্যোহপি তস্মৈ কঠিনঃ বিমানঃ দদাতি ভাবদ্-
ভ্রমতেহত্র যাবৎ । ২২ । রৌদ্র্যঃ পিতৃগামতি-
বল্লভং তদ্বদা নরো নির্মলতামুপৈতি । সোমস্ত
লোকং লভতে স ভাবদুঃস্রবে নিবদ্ধা ঋষয়ো হি
যাবৎ । ২৩ । জীথগুপ্তপূরসমাকুলানি তাম্বুলরত্নাদি
কলানি দদা । পুষ্পাণি বহ্নাণি সুথেন যাতি সাকং
শশাঙ্কং দিবি দেবরূপৈঃ । ২৪ । তক্রোদকতৈল-
স্বতঃস্রবঃকুরসমধূনি যো দদ্যাৎ । ধর্জুরথগুজাক-
বাতামান জীরকৈঃ সাকম্ । ২৫ । দর্ভাকতমৃগোময়-
দূর্য্যাক্ষোপবীতানি । তিলচর্ম্মস্ব্যপিটকং দদা ধাত-
চিরং স্বর্গে । ২৬ । আত্মাহারাক্ততুর্ভাগং সিদ্ধারাদ্-
যদি দীযতে । হস্তকায়ঃ স তং দদা এবং যাতি ক্রবা-
লয়োঃ ২৭ । আত্মাহারপ্রমাণেন প্রত্যহং গোমূ দীযতে ।
গবাহিকং তানু দদা নরো যাতি সুরালয়ম্ । ২৮ ।
কণ্ডনোপেবগীচুল্লীমার্জ্জুনীতিষ্ঠ যৎকৃতম্ । পাণং গৃহী

কালয়তি দদন্তিকাং শ্বিনঃ প্রতি । ২৯ । প্রাসমাঞ্জ
ভবেত্তিকা সা নিত্যং যত্র দীযতে । তদ্ গৃহং
গৃহমস্তচ্চ ঋশানমিব দৃষ্টতে । ৩০ । কুস্তানি
সৌদকসিদ্ধারান্ হ্রত্বেপানং কমণ্ডলুযু । অঙ্গুরীয়ক-
বাসাংসি দদা যান্তি নরো দিবি । ৩১ । শান্তস্ত
যানং তৃষিতস্ত পানময়ং কুধার্কস্ত নরো নরেন্দ্রে ।
দদা বিমানেন সুরাঙ্গনাভিঃ সংযুযমানহ্রিদিবং স
যাতি । ৩২ । ভোজনং সততং দেয়ং যথা-
শক্ত্যা স্বতপ্তভূতম্ । তন্নয়্য হি যতঃ প্রাণা অতঃ
পুষ্যস্তি প্রাণিনঃ । ৩৩ । কুংপীড়া মহতী লোকে
হরঃ তত্তেজসং স্মৃতম্ । তেন সা শান্তিময়াতি
ততোহরং দেয়মুত্তমম্ । ৩৪ । অন্নং বস্ত্রং কলং
তোয়ঃ তক্রঃ শাকং স্বতঃ মধু । পত্রং পুষ্পং
তথোপানং কহ্মা যন্তিঃ কমণ্ডলুযু । ৩৫ । ছপায়ে
ব্রতং বিদ্যা অক্ষমালা সুরার্চনম্ । কস্তা
কুশোপবীতানি বীজৌষধগুহাণি চ । ৩৬ । শস্ত্রং
কেত্রং যজ্ঞপাত্রং যোগপটং চ পাতুকে । কৃষ্ণাজিনং
বুদ্ধিদানং ধর্ম্মাদেশকধানকম্ । ৩৭ । অধৈতৎ
সততং দেয়ং তেন শ্রেয়ো মহত্তবেৎ । সর্ব্বপাণ-

ব্যক্তি সাগরাস্তা বসুন্ধরার রাজা হইয়া থাকে ।
গৃহমেধী ত্রাণকে উপস্করসহ গৃহ দান করিয়া
নন্দন বনে সার্বকামিক দিব্যবিমান প্রাপ্ত হয় ।
পৃথিবীতে সুবর্ণই উত্তম জব্যা ; তাহা দান করিলে
দেবগণ হুটু হন এবং সূর্য্য সেই সুবর্ণদাতাকে
সুন্দর বিমান দান করিয়া থাকেন । রৌপ্য,
পিত্তগণের অতিপ্রিয় ; তাহা দান করিয়া
নর নির্মল হয় এবং ক্রবোপরি ঋষিসন্তকের
অবহিতিকাল পর্য্যন্ত সে চন্দ্রলোকে বিহার করে ।
জীথগু, কর্পূর, তাম্বুল, রত্ন, কল, পুষ্প, ও বস্ত্র
সকল দান করিয়া নর দেবরূপ সহ পরমসুখে
শশাঙ্কলোকে গমন করে । যে ব্যক্তি তক্র, উদক,
তৈল, স্বত, রুদ্র, ইক্ষুরস, ও মধু দান করে এবং
ধর্জুরথগু, জ্রাকা, বাতাম, জীরক, দর্ভ, অকত,
যুতিক, গোময়, দূর্য্যাক্ষোপবীত, তিল, যুগচর্ম্ম ও
স্ব্যপিটক দান করে, তাহার চির স্বর্গবাস হয় ।
নিজের আহার্য্য সিদ্ধারের চতুর্ভাগ প্রদত্ত
হইলে তাহাকে হস্তকায় বলে । নর ঐক্লপ
দানের কলে নিশ্চয়ই ক্রবালয়ে প্রয়াণ করিয়া
থাকে । প্রত্যহ গোদিগকে যে নিজের আহার-
প্রমাণ খাদ্য প্রদান করা হয়, তাহার নাম গবাহিক ।
এই গবাহিক দানে নর সুরালয়ে সবুশ নীত হইয়া

থাকে । কণ্ডনী, পোষণী, চুল্লী ও মার্জ্জুনী দ্বারা
গৃহী যে পাপ করে, প্রতিদিন ত্রিকালানে তাহাদের
সেই পাপ বিনষ্ট হয় । যথায় নিত্য প্রাসমাঞ্জ ত্রিকা
প্রদত্ত হয়, তাহাই গৃহ এবং তদ্ব্যতীত অভ্যস্ত
গৃহ ঋশানবৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । উদক ও
সিদ্ধারসম্বিত কুস্ত সকল এবং ছত্র, উপানং,
কমণ্ডলু, অঙ্গুরীয়ক ও বস্ত্র এই সকল দান করিয়া
নর স্বর্গে গমন করে । হে নরেন্দ্রে ! নর শান্ত
ব্যক্তিকে যান, তৃষিতকে পান এবং কুধার্ককে অন্ন
দান করিয়া বিমানারোহণে সুরাঙ্গনাগণে স্তত হইয়া
স্বর্গধামে গমন করে । প্রাণ অন্নময় এবং অন্ন
হইতেই প্রাণিগণের পোষণ হয় । এই জন্ত যথা-
শক্তি সতত স্বতপ্তভূত অন্ন দান করিবে । জগতে
কুংপীড়াই প্রবল পীড়া, অন্ন সেই পীড়ার তেজ-
স্বরূপ । অন্ন দ্বারা সেই পীড়ার উপশম হয় ।
অতএব উত্তম অন্ন সর্ব্বদা প্রদান করিবে । অন্ন,
বস্ত্র, কল, জল, তক্র, শাক, স্বত, মধু, পত্র,
পুষ্প, চর্ম্মপাত্রকা, কহ্মা, যন্তি, কমণ্ডলু, ছত্র, পাত্র,
ব্রত, বিদ্যা, অক্ষমালা, কস্তা, কুশ, যজ্ঞোপবীত,
বীজ, ঔষধ, গৃহ, শস্ত্র, কেত্র, যজ্ঞপাত্র, যোগপট,
কৃষ্ণাজিন, পাত্রকা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মাদেশ, এই সকল
সতত দান করিবে এবং সর্ব্বদা দেবার্চনা

কয়ং কৃত্বা দাতা য়াতি শিবালয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ শ্রাদ্ধে
গৃহস্থা ভোক্তব্যঃ কুলীনা বেদপারগাঃ । অক্রোধনাঃ
স্নানশীলাঃ স্বদেশাচারতৎপর্যঃ ॥ ৩৯ ॥ আমন্ত্র্য
পূর্বদিবসে নিরীহা অপি যে বিজ্ঞাঃ । অলো-
লুপা ব্যাবিহীন ন তু যে গ্রামযাজিনঃ ॥ ৪০ ॥
তেষাং পুয়ঃ প্রদাতব্যং পিণ্ডদানং বিধানতঃ ।
শ্রাদ্ধঃ শ্রদ্ধাবিহীনেন কৃতমপ্যকৃতং ভবেৎ ॥ ৪১ ॥
তস্মাদ্ভক্ষ্যাবিতৈঃ শ্রাদ্ধঃ কর্তব্যং ক্রোধবজ্জিতৈঃ ।
বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী পথিকতীর্থসেবকঃ ॥ ৪২ ॥
অতিথিবৈবদেবাস্তে স পূজ্যঃ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি । সৰ্বদা
যত্নঃ পূজ্যাঃ স্বশক্ত্যা গৃহমেধিভিঃ ॥ ৪৩ ॥ যাজ্ঞা-
বিধিমথো বক্ত্য সেতিহাসং নৃপোত্তম ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রাদ্ধে তীর্থযাজ্ঞবিধিবর্ণনে শ্রাদ্ধদানাদি-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

করিবে। ইহাতে মহাশ্রেয়সাধন হইবে। দার্ভা
ব্যক্তি সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবালয়ে গমন,
করিবে। শ্রাদ্ধে কুলীন, বেদপারগ, অক্রোধন,
স্নানশীল, স্বদেশাচারনিষ্ঠ, গৃহস্থ, ব্রাহ্মণদিগকে
ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে
হইলে বিজ্ঞগণকে এমন কি ঝাঁহারা নিরীহ, তাঁহা-
দিগকেও পূর্বদিন নিমন্ত্রণ করিতে হয়। ঝাঁহারা
অলোলুপ ও ব্যাবিহীত, তাঁহারাশ্রাদ্ধে
নিমন্ত্রণার্থ। কিন্তু গ্রামযাজীরা কদাচ নিমন্ত্রণযোগ্য
নহে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে বিধি-
পূর্বক পিণ্ডদান করিবে। অশ্রদ্ধায় শ্রাদ্ধ করলে
তাঁহা অকৃতমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। অতএব
শ্রদ্ধাযুক্ত ও ক্রোধবজ্জিত হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে।
বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, তীর্থসেবক পথিক ও বৈশ্ব-
দেবাস্তে সমাগত অতিথি শ্রাদ্ধকৰ্ম্মে পূজনীয়।
গৃহমেধিগণ স্বীয় শক্তি অনুসারে সৰ্বদা যত্নগণের
পূজা করিবে। হে নৃপোত্তম। অতঃপর সেতিহাস
যাজ্ঞবিধি কীৰ্ত্তন করিতেছি। ১৬—৪৪ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

সায়ম্বত উবাচ । বস্ত্রাপথে মহাশ্রেয়ঃ নগরে
বামনে পুরা । পুত্রশোকভিসম্প্রপ্তো বসিতো ভগ-
বানুখিঃ ॥ ১ ॥ আজগাম তপস্তপ্তঃ স্বর্ণরেখানদী-
তটে । ঈশানকোণে নগরায় স্বর্ণরেখানদীজলে ॥
২ ॥ স্নাত্বা ধ্যানা শিবং দেবং মনসাচিক্রমদৃশ্য ।
তদা ক্রুদ্ধঃ সমায়াতান্ত্রনেত্রো বুধবধজঃ । মহর্ষে
তব তুষ্টোহহং কিং করোমি বদস্ব তৎ ॥ ৩ ॥ বসিত
উবাচ । যদি তুষ্টো মহাদেব বরো দেহো মমাদুনা ।
তদা ভবতা হেয়ং যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৪ ॥
অত্র স্নানং করিষ্যন্ত যেন্নয়াঃ পাপকৰ্ম্মণিঃ । তেষাং
পাপকৰ্ম্মণো দেব কর্তব্যো ভবতা সদা ॥ ৫ ॥ নয়া যে
পাপকৰ্ম্মণঃ পুণ্যস্তি ত্রিলোচনম্ । তন্নরায়
দেবেশ বিমানৈঃ শিবমন্দিরম্ ॥ ৬ ॥ সায়ম্বত উবাচ ।
তথৈতৎস্বা হরো দেবস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত । হিরণ্য-
কশিপুং হস্তা নরসিংহো মহাবলঃ । ত্রৈলোক্যমিচ্ছায়

চতুর্দশ অধ্যায় ।

সায়ম্বত কহিলেন,—পুরাকালে মহাশ্রেয়ঃ বস্ত্রা-
পথে বামননগরে স্বর্ণরেখা নদীর তটে পুত্র-
শোক-সম্প্রপ্ত ভগবান্ বসিত ঋষি তপস্তপ্ত আগমন
করেন। বামননগরের ঈশানকোণে স্বর্ণরেখা
নদী অবস্থিত। তাহার জলে স্নান করিয়া ধ্যানা-
বলদ্বনে বসিত যখন মনে মনে শিবদেবকে চিন্তা
করিতে লাগিলেন, তখন ত্রিলোচন বুধবধজ ক্রুদ্ধ
আসিয়া বলিলেন,—মহর্ষে! আমি তোমার প্রতি
তুষ্ট হইয়াছি, কি বর দিব বল? বসিত কহি-
লেন,—মহাদেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
যদি আমাকে অধুনা বর দান করেন, তাহা
হইলে প্রার্থনা—আপনি আচন্দ্রতারক এই স্থানেই
অবস্থান করুন। এইখানে যে সকল পাপী
নর স্নান করিবে, আপনি সৰ্বদা তাহাদের পাপ-
ক্ষয় করিবেন। যে সকল পাপকৰ্ম্মী নর ত্রিলোচ-
নের পূজা করিবে, তাহাদিগকে আপনি বিমান-
যোগে শিবমন্দিরে লইয়া যাইবেন ॥ ১—৬ ॥ সায়ম্বত
কহিলেন,—হরদেব ‘তথা’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্ত-
হিত হইলেন। পূর্বে মহাবল নরসিংহ হিরণ্য-
কশিপুকে নিহত করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য প্রদান-
পূর্বক স্বয়ং কালক্রে লীন হইয়াছিলেন। হিরণ্য-
কশিপু বংশে বলি নামে এক অতিবদ্ধ বলবান্

দদৌ কালকৃত্তং স্বয়ং যযো ॥ ৭ ॥ তদবধে বলিজাতঃ
স চাতীব বলাধিকঃ । একাতপজাঃ পৃথিবীং বলি-
শ্চক্রে বলাধিকঃ । অরুষ্টপচ্যা, সূজলা ধরিজী
শস্তশালিনী ॥ ৮ ॥ গচ্ছবন্তি চ পুষ্পাণি রসবন্তি
কলানি চ । আকঙ্ককলিনো বৃক্ষাঃ পুটকে পুটকে
মধু ॥ ৯ ॥ চতুর্দেদা বিজাঃ সর্বে কজিয়া যুদ্ধ-
কোবিদাঃ । গোমু সেবাপরা বৈজাঃ শূদ্রাঃ শুজ্জবণে
রভাঃ ॥ ১০ ॥ সদাচার জনপদাঃ কৈতিব্যাবিবিবজ্জিতাঃ ।
হুষ্টপুষ্টজনঃ সর্বে সদানন্দাঃ সদোদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥
কুজমাণ্ডকলিগাঢ়াঃ সুবেবাঃ সাধুমণ্ডিতাঃ । দারিদ্ৰ্য-
হুংখমরগৈবিসুজ্জাশ্চিরজীবিনঃ ॥ ১২ ॥ দীপোদ্যোতিত-
ভূভাগা রাজ্যাবপি যথা দিনে । বিচরন্তি তথা মর্ত্যা
দেবা দেবালয়ে যথা ॥ ১৩ ॥ পৃথিব্যাং স্বর্গরূপায়াং
রাজ্যং চক্রেহংসুরো বলিঃ । নিত্যং বিবাহবাদিজৈ-
র্নাদিতং ভূপমদ্রিয়ম্ ॥ ১৪ ॥ ধরিজীং বৃদ্ধজে দৈতেয়ু
দেবরাজো যথা দিবি । দেবেস্তো বলিনা নিত্যং
যজ্ঞে সন্তোষিতস্তদা ॥ ১৫ ॥ দেবানাং দানবানাং চ
নাস্তি যুদ্ধঃ পরস্পরম্ । একএব মহীপালো যুদ্ধঃ নাস্তি
ধরাতলে ॥ ১৬ ॥ সপত্নককলির্দাম নাস্তি যুদ্ধঃ হরে

র্গজৈঃ । ন সর্পনকুলৈর্জিতাঃ ন বিভ্রলৈশ্চ যুবকৈঃ ॥
১৭ ॥ মৈত্রীভাবং গতং সর্বং জগৎ স্বাবরজ্ঞমম্ ।
জৈলোক্যভ্রমণং কৃষা নারদো নন্দনে বনে ॥ ১৮ ॥
গতো ন পশ্যতে যুদ্ধং জৈলোক্যে সচরাচরে ।
তাবস্ত্তোদরে পীড়া মহতী সমজারত ॥ ১৯ ॥ ন মে
স্নানাদিনা সর্বমন্তথা মম চেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥ তৎস্নানং
যজ যুধ্যন্তে গজা দন্তবিষট্টনৈঃ । সা সন্ধ্যা যজ নিহতাঃ
কবচৈর্ভূবিভূষিতা ॥ ২১ ॥ কুস্তভাতবিনির্ভিন্নগজ-
কুস্তোদবাসজা । ভূপাতি যজ ক্রব্যাদ্যতর্পণং তদ্রম
প্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥ গজশীর্ষেরগম্যাস্তে নিহতাঃ কজিয়া
রণে । স হোমো যজ হুয়ন্তে গজাধনরপুত্রবাঃ ॥ ২৩ ॥
শকাব্রো নারদস্তায় হোমস্তৈলোক্যাবিক্রতঃ । হির-
পাদশিরোরহন্তৈরজ্ঞরাজ্যবিলম্বিতৈঃ ॥ ২৪ ॥ বদর্চ্যতে
ভূমিতলং তয়ে নিত্যং সুরার্চনম্ । কিং দেবৈর্দ্রিবি
মে কার্যং কিং মহুর্ষৈর্ধরাতলে ॥ ২৫ ॥ পরগৈঃ কিং
হু পাভালে ন যুধ্যন্তে পরস্পরম্ । তথা করিষ্যে
দৈবৈশ্চাত্তপেত্রাচ্চ ধরাতলে ॥ ২৬ ॥ রসাতলং বলি-
ধাতু সত্যমন্ত বচো মম । জীবিতেনাপি রাজ্যো ন

অসুর জয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । বলাধিক
বলি পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হইয়াছিল ।
তাহার অধিকারকালে ধরিজী অরুষ্টপচ্যা, সূজলা,
ও শস্তশালিনী ; পুষ্পসকল গচ্ছশালী ; কলসকল
রসযুক্ত ; বৃক্ষ সকল স্বচ্ছপর্ধ্যস্ত কলধারী ; পুটকে
পুটকে মধু ; বিজগণ চতুর্দেদৌ ; কজিয়গণ যুদ্ধ-
কোবিদ ; বৈজগণ গো-সেবারত ; শূদ্রগণ জিবর্ণ-
শুজ্জবায় তৎপর ; জনপদ সকল সদাচারনিষ্ঠ ও
কৈতি-ব্যাবি-বজ্জিত ; জনগণ সর্বদা সানন্দ, উদ্যম-
শীল, হুষ্টপুষ্ট, কুজমাণ্ডকলিগাঢ়, সুবেশ, সুমাণ্ডত,
দারিদ্ৰ্যহুংখ-মরণবজ্জিত, ও চিরজীবী এবং ভূভাগ
সকল দিনের স্তায় রাজ্রিতেও দীপদ্যোতিত হইয়া-
ছিল । তখন মর্ত্যবাসীরা স্বর্গে স্বর্গবাসীদিগের স্তায়
ভূতলে বিচরণ করিত । অসুরবর বলি স্বর্গপিণী
পৃথিবীতে রাজ্য পালন করেন । রাজভবন নিত্যই
বিবাহবাদিজৈ নিনাদিত হইত । দেবরাজের স্বর্গ-
ভোগের স্তায় দৈত্যবর ধরিজী ভোগ করিতেন ।
বলি নিত্য নিত্য যজ্ঞ করিয়া দেবরাজের পরিতোষ
জন্মাইতেন । দেব-দানবদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ
ছিল না, ধরাতলে একই মহীপাল, কাজেই রাজার
রাজ্য যুদ্ধ বিগ্রহে ঘটিতে লাগিল না ; পরস্পর
বিরোধ রছিল না ; এমন কি, সিংহে গজ, সর্পে

নকুলে, বিভালে মুষিকে, বিরোধ ঘটিতে লাগিল
না । চরাচর সমস্ত জগৎই মৈত্রীভাব প্রাপ্ত হইল ।
এই সময় এক দিন মহর্ষি নারদ জৈলোক্য পরি-
ভ্রমণ করিয়া নন্দনবনে গেলেন ; কিন্তু চরাচর
জৈলোক্যে যুদ্ধবিগ্রহ না দেখিয়া ভীহার মহতী
উদরপীড়া উপস্থিত হইল । তিনি ভাবিলেন,—
স্নান, তর্পণ, জপ ও হোমাদি দ্বারা আমার প্রয়ো-
জন নাই । সমস্ত কার্যই বৃথা হইতেছে ।
যেখানে গজগণ দন্ত বিঘটন সহকারে যুদ্ধ করে,
তাহাই স্নান, যে কালে নিহত কবচসমূহে মহী
ভূষিতা হয়, সেই সন্ধ্যাই সন্ধ্যা ; কুস্তভাতবিদা-
রিত হিরদকুন্তিনিস্ত কথির দ্বারা ক্রব্যাদ্যগণের
তর্পণই আমার প্রিয়তর্পণ । গজশীর্ষ ও নিহত
কজিয়সকুল রণে যে গজাধ ও নরপুত্রবগণের
অনবরত পতন, তাহাই আমার হোম । শকাগ্নিতে
ঈদৃশ হোমই নারদের জৈলোক্যাবিক্রত
হোম । অজ্ঞজ্ঞিত হির পাদ, মন্তক, ও হস্ত
দ্বারা যে ভূমিতলের অর্চন, তাহাই আমার নিত্য
সুখার্চন । স্বর্গীয় দেব, মর্ত্যমানব এবং পাভালস্থ
পরগণ দ্বারা বা আমার প্রয়োজন কি ?—
যদি তাহারা পরস্পর না যুদ্ধ করে । অতএব
আমি ধরাতলে দেবেশ, উপেন্দ্র দ্বারা এমন কার্য

যদাদ্যমোদয়ঃ হরিশ্চ ২৭। ভেষজবিষ্যতি যতেন
তদেবোহসৌ ভবিষ্যতি। দেবেভ্যো বৃদ্ধা কৃত্বা
ভট্টরাজ্যো ভবিষ্যতি ২৮। যদা বস্ত্রাপথে গম্বা তবং
তাবেন পূজয়েৎ। সুরাধিপত্নী কৃত্বা ব্রহ্মহত্যাবিব-
ল্লিতঃ ২৯। অতেন বস্ত্রাপথো ন স খাতোদর-
বেদনঃ। নারদো দেবরাজস্ত সমীপং সহসা বর্ষে।
৩০। সিংহাসনং গম্যন্তু নন্দনে সাক্ষিতো হরিঃ।
আন্তে পরিত্যক্তো দেবৈর্দেবরাজো মহাবলঃ ৩১।
নিরীক্ষমাণো নৃত্যভীং রক্তাং তাং সুরভুন্দরীম্।
অস্মাকং নদুশে দেবো নারদঃ বিশ্বদাষিতঃ ৩২।
অহো বিকটো ভগবান্নারদো যদ্বি দৃষ্টতে। নৃত্যতে
কিং ন বা নৃত্যে গীয়তে কিং ন গীয়তে ৩৩।
বাদ্যতাং তালময়ৈঃ কিং যাবচ্চিহ্নাশ্রয়ো হরিঃ।
ঋষিঃ সন্মগন্তস্তাবজ্ঞানান্ধাক্ষণতঃপরঃ ৩৪।
সিংহাসনং পরিত্যজ্য সন্ধ্যায়াশ্রয়ঃ স্থিতঃ। আগন্তে-
নান্তিবাদ্যাদি বস্তাবে নারদঃ হরিঃ ৩৫। মহর্ষে

করাইব, ইহাতে বলি রসাতলে যাইবে। আমার
এই বাক্য সত্য হউক। ইন্দ্র, রাজ্য ও জীবন
দ্বারা যৎকালে দ্যামোদর হরির প্রীতি উৎপাদন
করিবেন, তখনই তাঁহার স্বপদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।
দেবেভ্যো বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া ভট্টরাজ্য হইবেন।
পরে যখন তিনি বস্ত্রাপথে গিয়া ভাবভরে ভবদেবের
পূজা করিবেন, তখনই তিনি ব্রহ্মহত্যামুক্ত হইয়া
পুনরায় সুরাধিপ হইবেন। এইরূপ যুদ্ধোত্তব
চিহ্নরূপ যন্ত্রের পুনঃপুনঃ জপে নারদের উদর-
স্ফীড়া শাস্ত হইল। নারদ সহসা দেবরাজসমীপে
গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—ইন্দ্র নন্দন-
বনে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, দেবরাজের
চতুর্দিকে অপরাপর দেব বিরাজ করিতেছেন।
সুরভুন্দরী রক্তা সেখানে নৃত্য করিতেছে।
ইত্যবসরে নারদকে অসিতে দেখিয়া দেবরাজ
বিশ্বদাষিত হইলেন; ভাবিলেন,—অহো! আমার
নিকট ভগবান নারদের আগমন, একান্তই বিকট।
দেখিতেছি, এমন নৃত্য হইতেছে, তথাপি ইনি
নাচিতেছেন না; এমন গান হইতেছে, তথাপি
গাহিতেছেন না; আর এমন জালমান সহকারে
বাদ্য হইতেছে; এদিকেও ইঁদার মনোযোগ নাই।
ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই সময় জলা-
ভ্যক্ষণ করিতে করিতে নারদ আসিয়া উপস্থিত
হইলেন।—২। ইন্দ্র সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া
তাঁহার আগ্রহে দাঁড়াইলেন এবং অভিবাচনাতে

বাগতঃ ভেষজ্য কৃত্যো বাগমাতে বহা। স্নানে
সম্ভার্কনে হোমে কুশলং ভব বিদ্যাতে ৩৬। ইতি
প্রোক্তো বিহত্যাথ বস্তাবে নারদো হরিশ্চ।
যদ্যেতজ্জায়তে মহং কিমসেন প্রয়োজনম্ ৩৭।
শ্রেয়সীকন্ত তে স্নানং নাহং পশ্যামি স্বপ্নতে।
যাবজ্জাত্যং বলন্তাববহা মে ন প্রয়োজনম্ ৩৮।
আদিত্যাঙ্গাঃ গ্রহাঃ সর্ষে কালমানেন যোজিতাঃ।
আহত্যা প্রাবিতা মেঘা বর্ষন্তি হাবিতা ভূবি ৩৯।
যোগাদিমরণং নাচি যমো ধর্ম্মেণ স্ফীড়িতঃ ৪০।
একাতপজ্ঞাং পৃথিবীং বৃদ্ধজে স নরাধিপঃ। জৈলোক্য
নাথেনি মহানুপেতি সংগ্রামবিদ্যা কুশলেনি নিত্যম্।
জৈলোক্যলক্ষ্মীকুচকাযুকেতি সংজুযতে চারণবন্দি-
বৃন্দৈঃ ৪১। অথেনি কুকেতি হর্যেতি ভূমাবিশ্রেতি
স্বর্ঘ্যেতি ধনাধিপেতি। দেবারিনাথেনি সুরাধিপেতি
জৈগীযতে চারণবন্দিবৃন্দৈঃ ৪২। যুদ্ধং বিনা
দৈত্যগণা হসন্তি মতাঃ প্রমত্তাঃ করিণো
নদন্তি। রথধিকৃতাঃ পুরুষা ভ্রমন্তি সেনাধিপা

বাগত প্রশ্ন করিয়া নারদকে বলিলেন,—মহর্ষে!
আপনার শুভাগমন ত? অন্য কোথা হইতে
আপনার আগমন হইল? স্নানে সম্ভার্কনে ও
হোমাদি ব্যাপারে আপনার কুশল ত? ইন্দ্র এই
কথা কহিলে নারদ হাসিয়া বলিলেন,—যদি আমার
সম্বন্ধে এমনই ব্যবহার চলিতে থাকে, তবে নারদ
দ্বারা প্রয়োজন কি? হে স্বপ্নতে! তুমি যে, দর্শক-
রূপে থাকিবে, তোমার এ অবস্থা আমি দেখিতে
চাহি না। অতএব যাবৎ বলির রাজ্য আছে,
তাবৎ আর তোমা দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই।
আদিত্যাদি দেবগণ সকলেই কালনিয়মে যোজিত
আছেন; আহুতিপ্রাবিত মেঘগণ দ্রষ্ট হইয়া
ভূতলে বর্ষণ করিতেছে; মর্ত্যে যোগাদি দ্বারা
মরণ নাই; যম ধর্ম্মপ্রভাবে নিগৃহীত হইয়াছেন;
নরাধিপ বলি মর্ত্যাধিপ হইয়া একচ্ছত্রা পৃথী ভোগ
করিতেছে; চারণ ও বন্দিবৃন্দ “হে জৈলোক্য-
নাথ! হে মহানুপ! হে সমরবিদ্যাকুশল!
হে জৈলোক্যলক্ষ্মীকুচ-কাযুক!” ইত্যাদি সন্মোদন
করিয়া নিত্য জপ করিতেছে। শুষ্ক ইহাই নহে,
চারণ ও বন্দিবৃন্দ ভূতলে সেই বলির স্নান,
কৃষ্ণ, হর, ইন্দ্র, স্বর্ঘ্য, ধনাধিপ, দেবারিনাথ, সুরা-
ধিপ, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা জয় বোঝা করি-
তেছে। যুদ্ধ ব্যতীত দৈত্যগণ হাসিতেছে;
প্রমত্ত মাতঙ্গগণ কুংসণ করিতেছে। পুরুষগণ

গৃহে রমন্তি । ৪৩ । যজ্ঞাগ্নিধূমেন
নভো বিরাজতে সুবর্ণরূপা পৃথিবী বিরাজতে ।
শৃঙ্গং তু বৈদৈর্ভুবনঞ্চ শোভতে দিক্যাং বলেদৈভ্য-
গণৈশ্চ শোভতে । ৪৪ । বলির্ন জানাতি সুরা-
ধিপাং ত্বাং সুরাশ্চ সর্ষে বলিযজ্ঞভোজিনঃ । অমেব
তেহরিং হৃদি চিন্তয় স্বয়ং যুক্তঃ তবৈবং কথিতং
ময়েতি । ৪৫ । রজ্ঞা ন রাজতে রজ্জে মেনকা ত্বাং
ন মন্ততে । তিলোত্তমাগ্নি মন্ততে বলিরাজ্যং
সুরেশ্বরম্ । ৪৬ । উরুশী চৈব তং যাতি শূকেশা
সহ ভাবতে । মঞ্জুঘোষা মুখং বক্রং কৃষা ত্বাং ন
নিরীকতে । ৪৭ । পুলোমা পুলকোত্তমং ন
করোতি বলিং বিনা । পৌলোমীপুরতো গম্বা
বলিং স্তোতি চ মহরা । ৪৮ । নারদঃ পর্বতশ্চৈব
হাহা হুহুশ্চ তুহুঃ । বলিরাজ্যং প্রশংসন্তি রুদ্র-
স্রাগ্রে ময়া জ্ঞাতম্ । ৪৯ । আজ্ঞাহতীভিঃ সন্তুষ্টা
ঋষয়ো ব্রহ্মসরসিনি । ব্রহ্মণোহস্রো প্রশংসন্তি তদেবং
কথিতং ময়া । ৫০ । বৃহস্পতির্দাদাচেষ্টে ন তদ্বাচ্যঃ

রথাবিরূঢ় হইয়া যজ্ঞতন্ত্র ভ্রমণ করিতেছে । সেনা-
পতিগণ গৃহে থাকিয়া স্ত্রী-সন্তোগ করিতেছে ।
যজ্ঞাগ্নিধূমে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইতেছে । পৃথিবী
সুবর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন । দেবশৃঙ্গ ভুবন
শোভিত হইতেছে । দৈত্যগণপূর্ণ বলির স্থান
শোভা পাইতেছে । বলি সুরাধিপকে জানিতেছে
না । কিন্তু সুরগণ সকলেই বলির যজ্ঞে ভোজন
করিতেছেন । অতএব তুমি তোমার সেই অগ্নির
বিষয় হৃদয়ে একবার নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ ।
কলতঃ আমি ইহা এক যৌক্তিক কথাই কহিলাম ।
আরও দেখ, রজ্ঞা তোমার রজ্জে অহরন্তর নহে,
মেনকা তোমায় মানে না ; তিলোত্তমা যে তিলো-
ত্তমা—সেও বলিরাজ্যকে সুরেশ্বর বলিয়া মনে
করে ; উরুশী তাহার নিকট যায় ; শূকেশা
তৎসহ কথা কয় ; মঞ্জুঘোষা মুখ বাকাইয়া
তোমার প্রতি তাকায়ও না ; পুলোমার বলি-
বিনা পুলকোত্তম হয় না ; পৌলোমী মহরগমনে
বলির নিকট গিয়া তাহাকেই স্তব করে । নারদ
পর্বত, হাহা, হুহু, ও তুহু ইহার—কন্দের নিকট
গমনলাম,—বলিরাজ্যেরই প্রশংসা করিতে
ছেন । ঋষিগণ আজ্ঞাহত ঋষা সন্তুষ্ট হইয়া
ব্রহ্মসরসনে ব্রহ্মার নিকটও ঐরূপ প্রশংসা
করিতেছেন । এই শর্যাস্ত আমি কহিলাম
কিন্তু বৃহস্পতি বাহা কহিয়াছেন, সে কথা

ময়া তব । ইন্দ্রাণী বলিনঃ মহা বলিং চিত্তেযু
পশ্চতি । ৫১ । অনেন বাক্যেন সুরাধিপশ্চ চচাল
কোপাবরিতস্তদানীম্ । গজোতি বজ্জেতি জগাদ
স্বতঃ সমানয়সিং কবচং রথঞ্চ । ৫২ । রথেন
স্বর্ঘ্যো মরুতো গজেন বুবেণ কন্ডো মহিবেণ সৌরিঃ ।
বাদ্যন্ত বাদ্যানি রশায় মেহস্য চণ্ডী গণেশাশ্বরিভাঃ
প্রযান্তি । ৫৩ । দৃষ্ট্বা সুরেন্দ্রং সংজুহ্বং বৃহ-
স্পতিকদারধীঃ । ঋষিমধ্যে গতৌ বিদ্বান্ বভাষে
সময়োচিতম্ । ৫৪ । সামাদ্যা নীতয়ঃ প্রোক্তাশ্চ-
তশ্চো মম্বনা পুরা । সামসাধ্যোযু কার্যেযু দণ্ডন্তেন
ন পাত্যভাম্ । ৫৫ । অতো হ্যপেন্দ্রমাহুয় মজ্জ-
য়ন্ত সুরোত্তমাঃ । তদধীনং জগৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং
সচরাচরম্ । ৫৬ । বিনষ্টেষু চ কার্যেযু তন্ত বাচ্যং
শুভাশুভম্ । স এব প্রথমঃ গচ্ছেৎ পৃথিব্যাং
স্বাধিসিক্ষয়ে । ৫৭ । তথেষি দেবৈর্বিষ্ণুশ্চৈব চক্রে
সুরেশ্বরঃ । মন্দরেহথ গিরৌ বিষ্ণুঃ সত্যলোকাৎ
সমাগতঃ । ৫৮ । ঋষন্তত্র তে যান্ত সমানেতুং
জনাঙ্গনম্ । ইত্যুক্তো নারদঃ স্বর্গাৎ স্নাত্ব প্রাপ্তঃ

তোমার নিকট আমি এখনও বলি নাই ; তিনি
বলিয়াছেন,—ইন্দ্রাণী বলিকেই মনোমত । ১৫—৫১ ।
বুঝিয়া চিত্তপটে সর্বদাই বলিকে দেখিতেছেন ।
এই বাক্যে সুরাধিপ বিচলিত হইলেন । তিনি
কোপপূর্ণ হইয়া সারথিকে কহিলেন,—কোথায়
আমার গজ—কোথায় আমার বজ ? নীচ আমার
রথ, কবচ ও অসি আনয়ন কর । আমার রথবাদ্য
সকল বাদিত হউক । রথে স্বর্ঘ্য, গজে মরুৎগণ,
বুবে রুদ্র এবং মহিবে ঘম আরোহণ করিয়া চলুন ।
এবং চণ্ডী ও গণেশগণ সত্ত্বর প্রয়াণ করুন । সুরে-
ন্দ্রকে সংজুহ্ব দেখিয়া ডাঁদারধী বৃহস্পতি ঋষিগণ
মধ্যে সময়োচিত বাক্যে বলিলেন,—পুরাকালে
মহু সামাদি চতুর্বিধ নীতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করি-
য়াছেন । সামসাধ্য কার্যে দণ্ড প্রয়োগ উচিত
নহে । অতএব উপেন্দ্রকে আস্থান করিয়া সুরেন্দ্র-
গণ মজ্জা করুন । এই চরাচর ত্রৈলোক্য তাঁহারই
অধীন । কর্ণা বিনষ্ট হইলে তাঁহার নিকট শুভাশুভ
বলা উচিত । পৃথিবীর স্বাধিসিক্ষির জন্ত তিনিই
অগ্রসর হইবেন । দেবগণ সকলেই এ কথায় অহু-
যোদন করিলেন । সুরেশ্বরও সেই মহা কার্য
করিলেন । অনন্তর বিষ্ণু সত্যলোক হইতে মন্দ-
রাড়ালে আসিলে, ঋষিগণ জনাঙ্গনকে আনয়ন
করিবার জন্ত গময় করুন । এই কথা শুনিয়া

স মন্দরে ৫১ ৥ গৌতমোহজির্ভরষাজো বিধা-
মিত্রোহধ কপ্তপঃ । জমদগ্নিরকসিষ্ঠ সস্ত্রাপ্তা হরি-
মন্দরে ৬০ ৥ গিরো গজাজলে স্নানঃ সন্ধ্যা
চক্রে স নারদঃ । যাবদাস্তে তদা হৃষ্টা বালখিল্য
মহর্ষয়ঃ ৬১ ৥ বিময়েনাভিবাধ্যাধ কথয়ামাস নারদঃ ।
ঋষয়ো মন্দরে প্রাপ্তা বিষ্ণুঃ নেতুঃ সুরালয়ে ৬২ ৥
ঋষয়ো দর্শনং কর্তুং ভবতামপি যুজ্যতে । তদৈ-
তৎখনং ঋষা হর্ষিত্যন্তে মহর্ষয়ঃ ৬৩ ৥ অক্লৃষ্ট-
পর্যমাজ্ঞাস্তাবামনান্ হরিমন্দরে । গতান্ গজা-
জলে স্নাতুং বালখিল্যান্ পুরো হরিঃ ৬৪ ৥ জহাস
বামনান্ সর্কান্ ভাবিকাধ্যবলাস্ততঃ । ব্রহ্মপুত্রা
বালখিল্যঃ সর্কে তে শংসিতব্রতঃ ৬৫ ৥ জলা-
ধিতাঃ কোধপরা উচ্চৈরুচুঃ পরম্পরম্ । কেনাপি
দেবকার্যেণ বামনোহমং ভবিষ্যহি ৬৬ ৥ ঋষি-
ভিক্ষিণানাং সর্কে প্রতিবোধ্য প্রসাদিতাঃ । ভাগ্য-
মোকঃ কলা বিকোর্ভবিষ্যতি তদ্যুতাম্ ৬৭ ৥
প্রভাসাদধিকং ক্ষেত্রং যদা বস্ত্রাপথং ভবেৎ । ভবি-
ষ্যতি তদা বুদ্ধিধ্বমণ্ডলব্যাপিনী । তথা বস্ত্রাপথং

নারদ স্বর্ণ হইতে মন্দরে স্নানার্থ গমন করিলেন ।
অনন্তর গৌতম, অজি, তরষাজ, বিধামিত্র, কপ্তপ,
জমদগ্নি, ৬০ বশিষ্ঠ, হরিমন্দরে সমাগত হইলেন ।
নারদ মন্দরচলে গজাজলে স্নান সন্ধ্যা করিয়া যৎ-
কালে উপবেশন করিলেন, তখন বালখিল্যমহর্ষিরা
হুট হইলেন । নারদ বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে
অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—ঋষিগণ বিষ্ণুকে লইয়া
যাইবার জন্য দেব স্থান মন্দরে আসিয়াছেন । অত-
এব তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করা আপনাদেরও
সঙ্গত । নারদের সেই বাক্য শুনিয়া বালখিল্য
ঋষিগণ হুট হইলেন এবং তাঁহারা গজাজলে স্নান
করিয়া আসিয়া পরে হরিমন্দরে গমন করিলেন ।
হরি তাঁহাদের পুরোভাগস্থ বালখিল্যদিগকে অক্লৃষ্ট-
পর্যমিমিত দেখিয়া হাস্ত করিলেন । ইহাতে
সেই সশিষ্টব্রত বালখিল্যগণ লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া
পরস্পর বলিলেন,—কোনএক দেবকার্য উপলক্ষে
ইহাঁকেও বামন হইতে হইবে । এই কথাই পর
ঋষিগণ এবং স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অনেক বুঝা-
ইয়া সুঝাইয়া প্রসাদিত করিলেন এবং বলি-
লেন,—বিষ্ণুর ভাগ্যে মোক্ষ হবে হইবে, তাহা
বলুন । তাঁহারা কহিলেন,—হে বিষ্ণো! যখন বস্ত্রা-
পথক্ষেত্র প্রভাস হইতে অধিক হইবে, তখন কব-
মণ্ডলব্যাপিনী উহার সন্নিবিষ্ট হইবে । কিন্তু তাহা হই-

ক্ষেত্র ভবিষ্যতি যাবধিকম্ ৬৮ ৥ দৃষ্টা সোমে-
শ্বরঃ দেবঃ দোষযুক্তো ভবিষ্যতি । অসাধ্য-
সাধনৌ শক্তির্ভবিষ্যতি স্থিরা তব ৬৯ ৥ বস্ত্রাপথে
সোমনাথঃ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি । ইন্দ্রোপেন্দ্রৌ
সমালিঙ্গ্যাধাসৌনৌ ভৌ বরাসনে ৭০ ৥ বিষ্ণু-
বাচ । কিং তে কার্যং দেবরাজ তদবস্ত্রং কয়োম্য-
হম্ ৭১ ৥ ইন্দ্র উবাচ । হিরণ্যকশিপোর্কশে
বলির্দৈত্যো মহাবলঃ । তেনেদং সকলং ব্যাপ্তং
দেবা যজ্ঞভূজঃ কৃত্যঃ ৭২ ৥ দেবলোকে ভূমি-
লোকে গতঃ সর্কোহপি কেশব । যাবনো বিকৃতিং
যাতি পূর্বেইবমরমুশ্মরন । ভট্টরাজ্যো বলিভাবৎ
পাতালমধিষ্ঠিতু ৭৩ ৥ সূর্য্যসোমাবধে কশি-
দ্রাজা ভবতু ভূতলে ৭৪ ৥ সারস্বত উবাচ ।
ইত্যেতৎখনং ঋষা স্বয়ং সঞ্চিন্ত্য চেতসা । তথা
করিস্যে তং প্রোচ্য মুনীন প্রাহ জনাৰ্দ্ধনঃ ৭৫ ৥
ঋষয়স্তত্র গচ্ছন্ত কারয়ন্ত মহামথম্ । অহং তত্রা-
গমিষ্যামি সাধয়িষ্যামি তং বলিম্ ৭৬ ৥ ইত্যুক্তা

লেও বস্ত্রাপথক্ষেত্র উহা হইতে মাত্র যবশরিমাণ
অধিক হইবে । তখন সোমেশ্বর দেবের দর্শনে দোষ-
যুক্তি ঘটিবে । তোমার অসাধ্য সাধনৌ স্থিরা শক্তি
হইবে । যে ব্যক্তি পশ্রাপথে সোমনাথকে দর্শন
করে, সেই প্রকৃত দেখা থাকে । অনন্তর ইন্দ্র
ও উপেন্দ্র পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বরাসনে
সমাসীন হইলেন ৭০—৭১ । তখন বিষ্ণু বলিলেন,—
দেবরাজ ! তোমার কি কার্য উপস্থিত বল ? আমি
অবশ্যই নিকাহ করিব । ইন্দ্র কহিলেন,—হিরণ্য-
কশিপুর বংশে বলি নামে এক মহাবল দৈত্য
জন্মিয়াছে । তাহা দ্বারা সকল জগৎ অধিকৃত এবং
দেবগণ সকলেই যজ্ঞভোজী হইয়াছেন । হে
কেশব ! সমগ্র ভূলোক দেবলোকে আসিয়াছে ;
কিন্তু পূর্বেইবমরমুশ্মরন করিয়া ঐ দৈত্য যে পর্যন্ত না
বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তাবৎ আপনি উহাকে রাজ্যভ্রষ্ট
করুন ; বলি পাতালে গিয়া বাস করুক । আর
এদিকে ভূতলে সূর্য বা চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা
হউন । সারস্বত কহিলেন,—ইন্দ্রের এই কথা
শুনিয়া জনাৰ্দ্ধন মনে মনে চিন্তা করিলেন, এবং
প্রকাণ্ডে বলিলেন,—আমি তাহাই করিব । এই
কথার পর তিনি ঋষিগণকে কহিলেন,—ঋষিগণ
বলির ভবনে গমন করুন, গিয়া এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ
করুন । পরে আমি সেখানে গমন করিব ; করিয়া
বলিকে পাতালে প্রেরণ করিব । এইরূপ অভি-

মুদয়ঃ সর্কে গতাঙ্কে যজ্ঞমণ্ডপে। ষাটশাহো
মহাযজ্ঞঃ প্রারকঃ সর্কদক্ষিণঃ। ৭৭। সুর্য্যট্রি-
দেশং বিখ্যাতং ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথং নৃপ। তন্ত
দক্ষিণদিগ্ভাগে বলঃ সিদ্ধঃ মহাপুরম্। ৭৮।
ক্ষেত্রাখিঃ সমারকো যজ্ঞঃ সর্কস্বদক্ষিণঃ। শুক্রে-
ণামজিতাঃ সর্কে মুদয়ো যজ্ঞকর্ষুণি। অতিদ্রষ্টো
বলির্বিজ্ঞে দদৌ দানাত্মনেকধা। ৭৯। স্বর্ণপাণ্ডেবু
সর্কেবু দীযতে ভোজনং বহু। অতিধির্ভ্রাক্ষণো
বিদ্যান সর্কেনোপি পূজ্যতে। দানাদয়তো ভবেৎ
পূর্ণো দানহীনো বৃথা ভবেৎ। ৮০। এতন্মিহেব
কালে তু বিস্ময়মনজাং গতঃ। মধ্যদেশে চতু-
র্বেদো ব্রাহ্মণস্তীর্থযাত্রিকঃ। মহোদয়ো ব্রহ্মভূজঃ
খঞ্জপাদো মহাশিরাঃ। ৮১। মহাহনুঃ স্থলজজ্যঃ
স্থলগ্রীবোহতিলাম্পটঃ। শ্বেতবস্ত্রো বন্ধশিখংছত্রো-
পানংকমণ্ডলুঃ। ৮২। ত্রুঃ তীর্থযাত্রিকানি
বভ্রাম মহীতলে। সুর্য্যট্রিদেশে সস্ত্রাপ্তঃ ক্ষেত্রে
বস্ত্রাপথে দ্বিজঃ। ৮৩। স্বর্ণরেখানদীতীরে চিত্তরামাস
বামনঃ। প্রথমং কিং ভবং দৃষ্ট্বা যামি সোমেশ্বরং
শিবম্। ৮৪। অথ সোমেশ্বরং পূজ্য পশ্চাদ্যাত্তামি

হিত হইয়া মুনিগণ বলিভবনে গমন করিলেন;
করিয়া তথায় ষাটশাহ-সাধ্য সর্কদক্ষিণ মহাযজ্ঞ
আরম্ভ করিলেন। হে নৃপ! সুর্য্যট্রি দেশে বস্ত্রাপথ
ক্ষেত্র বিখ্যাত। তাহারই দক্ষিণদিকে বলিরাজের
সিদ্ধ মহাপুরী। ক্ষেত্রের বহির্ভাগে সর্কস্বদক্ষিণ
যজ্ঞ আরম্ভ হইল। শুক্রচার্য্য যজ্ঞকার্য্যে মুনি-
গণকে আহ্বান করিলেন। বলি অতি দ্রুত
হইয়া অনেক প্রকার দানদ্রব্য দান করিতে
লাগিলেন। তিনি স্বর্ণপাণ্ডে করিয়া অর্থি-
দিগকে বহু ভোজন প্রদান করিতে লাগিলেন।
অতিধি ব্রাহ্মণ, বিদ্বান হইলে তাহাকে সর্কস্ব দিয়াও
পূজা করিতে হয়। দান হইতেই যজ্ঞের পূর্ণতা
এবং দানহীন যজ্ঞই বৃথা হইয়া থাকে। যাহা
হোক, এদিকে এমন সময় বিষ্ণু বামনরূপে আগ-
মন করিলেন। তাঁহার মধ্যদেশে চতুর্বেদ। তিনি
তীর্থযাত্রিক ব্রাহ্মণবেশে মহীতলে বহু তীর্থ দর্শনার্থ
ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে সুর্য্যট্রি দেশের
বস্ত্রাপথক্ষেত্রে উপস্থিত। তিনি মহোদয়, ব্রহ্মভূজ,
খঞ্জপাদ, মহামন্তক, মহাহনু, স্থলজজ্য, স্থলগ্রীব,
অতিলাম্পট, শ্বেতবস্ত্রধারী, বন্ধশিখ, এবং ছত্র,
উপানং ও কমণ্ডলুধারী। এ হেন বামন স্বর্ণরেখা-
নদীতীরে আসিয়া চিত্তা করিতে লাগিলেন,—

মন্দরম্। ইতি চিত্তাপরো ভূহা কৃত্যং সঞ্চিন্ত্য
চেতসা। অত্র স্থিতং সোমনাথং পূজয়িষ্যামি নিশ্চি-
তম্। ৮৫। বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে ভবং সোমেশ্বরং
যথা। পূজয়ন্তি জনা নিত্যং তথা কার্য্যং ময়া
ক্রবম্। ৮৬। দেশানামুত্তমো দেশো গিরীপামুত্তমো
গিরিঃ। ক্ষেত্রানামুত্তমং ক্ষেত্রং নদীনামুত্তমো সরিৎ।
৮৭। দিব্যং বনং বনানাং তু দেবানামুত্তমো ভবঃ।
যদা সোমেশ্বরো দেবো ভূমিং তিস্রা ভবিষ্যতি। ৮৮।
তদাত্মমণ্ডলে দিব্যং ক্ষেত্রেমেতদযবাধিকম্। চৈত্র-
শুক্লচতুর্দশীমায়সাধনতৎপরঃ। ৮৯। উর্দ্ধবাহুঃ
সূর্য্যকালে ভবং তাবৎ স পশ্চতি। মধ্যাহ্নিনঃ পরং
যাতে দিননাথে বিলম্বিতে। ৯০। অগ্নিতাপাক-
সন্তপ্তস্তাবৎপশ্চতি শব্দরম্। সোমনাথঃ শিবং
শাস্তং সর্কদেবনমশ্রুতম্। অর্ঘ্যেণ পুষ্পমিচ্ছৈণ জল-
মিচ্ছৈণ ভামিনি। ৯১। সারস্বত উবাচ। ভূমিং
তিস্রাথ দেবশঃ স্বয়ং সোমেশ্বরঃ স্থিতঃ। লিঙ্গরূপো
মহাদেবো যাষদাত্ত্রকবাসরম্। ৯২। সোমেশ্বর

আমি প্রথমে কি ভবদেবকে দেবিয়া পরে সোমে-
শ্বরসমীপে যাইব! অথবা অগ্রে সোমেশ্বরের
পূজা দিয়া পরে মন্দরাতলে গমন করিব? এইরূপ
চিত্তার পর তিনি মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন;
ভাবিলেন,—আমি অত্রত্য সোমেশ্বরেরই পূজা
করিব। জনগণ মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথে আসিয়া ভবদেব
ও সোমেশ্বরের যেরূপ পূজা করে, আমিও নিত্য
সেইরূপেই করিব নিশ্চিতই। ইহা সমস্ত দেশের
মধ্যে উত্তম দেশ—সমস্ত গিরিমধ্যে উত্তম গিরি
—সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র—সমস্ত নদী
মধ্যে উত্তম নদী—সমস্ত বনমধ্যে দিব্য বন এবং
সমস্ত দেবমধ্যে উত্তম ভবদেব। যে কালে সোমে-
শ্বর দেব ভূমিভেদ করিয়া উত্থিত হইবেন, তখন
আত্মমণ্ডলে এই দিব্য ক্ষেত্র যবাধিক পরিমাণে
অবস্থিত হইবে। চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দশী
তিথিতে সূর্য্যোদয়কালে অগ্নিসাধনতৎপর উর্দ্ধ-
বাহু বামন ভবদেবকে দর্শন করেন। আবার যখন
দিনকর মধ্য গগনে যান, বা অস্তাচলচূড়া অবলম্বন
করেন, তখন অগ্নিতাপসন্তপ্ত বামন পুষ্পজলমিষ্র
অর্ঘ্য লইয়া সর্কদেব-নমস্কৃত শাস্ত শিব সোমনাথ
শব্দরকে দর্শন করিতে থাকেন। সারস্বত কহিলেন,—
দেবদেব মহাদেব সোমেশ্বর, স্বয়ং ভূমি ভেদ করিয়া
ব্রহ্মনিবাসি লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছিলেন।
সেই সোমেশ্বর বামনকে সন্মোদন করিয়া কহি-

উবাচ। সিদ্ধং মৎপ্রসাদেন কার্যং সিদ্ধং ভবি-
 যতি। ইত্যুক্তো বামনো দেবঃ প্রত্যুবাচ মহেশ-
 রম্। ২০। বামন উবাচ। যদি তুষ্টো মহাদেব
 যদি দেহো বরো মম। তদাত্ত লিঙ্গে হাতবাম্
 দিব্যং পুরো মম। ২১। যত স্বায়ম্ভুবাং লিঙ্গং
 বামনে নগরে মম। পূজয়িষ্যতি ব্রহ্মরো গোম্বে
 বা বালহাতকঃ। ২২। গুরুদ্রোহী স্বর্গচোরে
 মুচ্যতে সর্বপাতকে। নির্দোষ পূজয়েৎ যত সত্বং
 সোমেশ্বরঃ হরম্। ২৩। যুক্তো বিমানমাক্রুহ দিব্য-
 ত্রীশরিবেষ্টিতঃ সংজ্ঞমানো দিক্‌পালৈর্হাতু স্বর্গে
 শিবালয়ে। ২৪। ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য কুজলোকে
 স গচ্ছতু। তথেষ্টুফা সোমনাথজৈবাস্তরধীয়ত।
 ২৫। প্রকাশ্য বামনো লিঙ্গং সোমনাথঃ স্বয়ম্ভুব।
 প্রাপ্তজ্ঞানো লঙ্কবুদ্ধির্ময়ো দ্রষ্টুঃ ভবঃ হরম্। ২৬।
 গঙ্গাদ্বারাঃ সন্নিহিতঃ সর্বাঃ স্বর্গরেখাজলে স্থিতাঃ।
 এতাঃ সোমেশ্বরোৎপত্তিঃ যে পৃথগ্ভি নরাঃ ত্রিযঃ।
 সর্বপাপকরস্তেষাং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। ১০০।

ইতি শ্রীকান্দে সোমেশ্বরোৎপত্তিবর্ণনং নাম
 চতুর্দশোধ্যায়ঃ। ১৪।

লেন,—ভূমি মৎপ্রসাদে সিদ্ধ হইলে; তোমার
 কর্ম সিদ্ধ হইবে। অনন্তর বামনদেব মহেশ্বরকে
 কহিলেন,—মহাদেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি
 আমার বর দান করেন, তবে আমার প্রার্থনা—
 আপনি এই লিঙ্গে অবস্থান করুন এবং ইহা
 আমার দিব্য পুরী হউক। যে ব্যক্তি আমার
 বামননগরে এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পূজা করিবে, সে
 ব্রহ্মর, গোম্বে, বালয়, গুরুদ্রোহী বা সুবর্ণচোর,
 যাহাই হোক, সর্বপাতক হইতে মুক্ত হইবে।
 যে নির্দোষ ব্যক্তি একবারও সোমেশ্বর হরের
 পূজা করিবে, সে মরণান্তে বিমানারোহণে দিব্যত্রী-
 পরিবেষ্টিত ও দিক্‌পালগণ কর্তৃক ভূত হইয়া
 স্বর্গে শিবালয়ে যাইবে। ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক
 অতিক্রম করিয়া কুজলোকে গমন করিবে। সোম-
 নাথ বামনের প্রার্থনায় 'তথাত্ত' বলিয়া অস্থিত
 হইলেন। এদিকে বামন স্বয়ম্ভু সোমনাথ লিঙ্গ
 অর্পণকৃত করিয়া, জামসুন্ধিলাভান্তে ভবদেবকে
 দেখিবার জন্ত গমন করিলেন। গঙ্গাদি সমস্ত
 নদীই স্বর্গরেখাজলে অবস্থিত। যে সকল নরনারী
 এই সোমেশ্বরের উৎপত্তি, স্বর্গ করে তাহাদের
 সর্বপাপকর হয়, এ বিষয়ে লঙ্কায় নাই। ১১—১০০।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ১১৪

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ।

সারথত উবাচ। অথাসৌ বামনো বিপ্রো
 লক্‌জানো ভবার্কনেন। অগাম তখনং রম্যং
 গিরে রৈবতকন্ত যৎ। ১। যত্র বৃক্ষা বহুবিধা
 দীর্ঘশাখাঃ কলাবিতাঃ। বটোহুহরবিষাশ্চ সর্জাজ্জুন-
 কদম্বকাঃ। ২। পালাশাখনিষাশ্চ ধবতী বাক্ষী-
 ক্রমাঃ। শমীকঙ্কোলনিষাশ্চ বীজপুরী চ দাড়িমঃ।
 ৩। বদরী নিম্বকঃ পুগঃ কদলী শলকী শিবা।
 তালহিস্তালশিরসা বীজকাবংশখাদিরাঃ। ৪। অজ-
 গাসনগাভুজা ইন্দ্রদীকোরবেন্দুনাঃ। ব্রহ্মবৃক্ষাঃ
 কুরুবকাঃ কয়লাঃ পুজ্জীবিনঃ। ৫। অকোলাঃ
 পরিভজাশ্চ কলহাঃ পনসান্তথা। উজ্জ্বলাশ্চ হরি-
 ত্রাশ্চ গন্ধভীবায়বা ক্রমাঃ। ৬। তেজুগুকাঃ শিরী-
 যাশ্চ ধর্জুরীকরবল্লিকাঃ। সেবালী শাম্বলী
 শালা মধুকান্ধ বিভীতকাঃ। ৭। হরীতক্যঃ
 কটাহাশ্চ কণ্ঠাষ্টা আটরুযকাঃ। বিকচ্ছবঃ কপিখাশ্চ
 রোহিণীবৈজকক্রমাঃ। ৮। মদনকলা নির্ভণ্ডী পাটলা
 নন্দিপাদপাঃ। লবঙ্গলালবল্যশ্চ সন্তান অশুভ্র-
 ক্রমাঃ। ৯। শ্রীখণ্ডকপূর্নগাঃ কল্পবৃক্ষা নগোত্তমাঃ।
 বামনেন তদা দৃষ্টাশ্চায়বৃক্ষাঃ স্মর্য্যজিতাঃ। ১০।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সারথত কহিলেন,—অনন্তর বিপ্র বামন লক্-
 জান হইয়া ভবার্কনার্থ রৈবতকাচলের রম্য বনে
 প্রবেশ করিলেন। তথায় দীর্ঘ দীর্ঘ শাখাবিশিষ্ট
 বহুবিধ ফলবান বৃক্ষ বিরাজমান। বট, উহু
 হর, বিষ, সর্জ, অর্জুন, কদম্ব, পালাশ, অশ্বখ,
 নিম্ব, ধব, অটবী, বারগী, শমী, কঙ্কোল, বিষ,
 বীজপুর, দাড়িম, বদরী, নিম্বক, পুগ, কদলী,
 শলকী, শিবা, তাল, হিস্তাল, বীজক, বংশ, খদির,
 অজগ, আসনগ, অভুজ, ইন্দ্রদী, কোরব, ইন্দ্রদ,
 ব্রহ্মবৃক্ষ, কুরুবক, কয়লা, পুজ্জীব, অকোলা,
 পরিভজ, কলহ, পনস, উজ্জল, হরিত্রা, গন্ধোভী,
 বায়ব, তেজুগু, শিরীষ, ধর্জুরী, করবালিক,
 সেবালী, শাম্বলী, শালা, মধুক, বিভীতক, হরিতকী,
 কটাহ, কণ্ঠাষ্ট, আটরুযক, বিকচ্ছ, কপিখ, রোহিণী,
 বৈজক, মদনকলা, নির্ভণ্ডী, পাটলা, নন্দিপাদ, লবঙ্গ,
 এলা, লবলী, সন্তান, অশুভ্র, শ্রীখণ্ড, কর্পূর, এবং
 সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পক্রম সকল ঐ বনে অবস্থান করি-
 ত্বাহে। বামন দেখিলেন,—সে বনে স্মর্য্যজিত

উদয়াত্তমনে যথাং ছায়া ন প্রতিহততে । তেবাঃ
দর্শনমাজ্ঞেপ সর্বপাপক্ষয়ে ভবেৎ ॥ ১১ ॥ যে জনাঃ
পুণ্যকর্মাণ্ডেবাং তে দৃষ্টিগোচরাঃ । এতান্ পশন্ত
যথৌ কৃষ্ণভক্তো রৈবতকঃ গিরিব ॥ ১২ ॥ যাব-
রিরীকতে তুচ্ছং শিখরং তস্ত মূর্ধনি । আশ্রবাং
দক্ষিণে বিশ্রো মহলোকভরুজয় ॥ ১৩ ॥ ধুমজলন-
মধ্যস্থান পুরুষান্ পঞ্চ পশ্চতি । কৃষ্ণান্ খেচরান্
রৌজান্ কৃষ্ণগুণবিভূষিতান্ ॥ ১৪ ॥ সারমেয়-
সমারুতান্ করিহতান্ সমে লান । খড়গখেকটহস্তাশ্চ
ডমরুডডামরুতান্ ॥ ১৫ ॥ সর্ঘরীচরণকঙ্কাসনাদিত-
পর্বতান্ । কেৎকারভানুরাকারান্ কাশকুক্ষিত-
মূর্ধজান্ ॥ ১৬ ॥ নরমাংসবাসারকবলব্যগ্র-
তালুকান্ । জনগনসমাজানভবভীত্রবিলোচনান্ ॥
১৭ ॥ পক্ষায়াসাদনাধ্যাত্মনিব্যচক্ষুঃপ্রভাবতঃ । দেবান্
পশ্চতি বিশেষ্যে জাতকর্ধ্যপরম্পরঃ ॥ ১৮ ॥
এতে ক্ষেত্রাধিপাঃ পঞ্চ মহাদেবেন নিষ্কৃতিভাঃ ।
মহাবলা রৈবতকে নিবসন্তি গিরৌ সদা ॥ ১৯ ॥
ষেচ্ছাচারারাম্যর্গ্যানবারয়ন্তি নগে তথা । হরিঃ হরঃ
নদীঃ দেবীঃ ন পশ্চন্তি গিরিঃ যথা ॥ ২০ ॥ দৃষ্টৌ
জয়া ভক্তিং চক্রে ধ্যাত্বা দেবং মহেশ্বরম্ । জয়ন্তি

বহু ছায়াবৃক্ষ বিদ্যমান ! স্বর্ধের উদয়ে বা অন্ত-
গমনে যে সকল বৃক্ষের ছায়া প্রতিহত হয় না !
উহাদের দর্শন মাজ্ঞেই সর্বপাপক্ষয় হয় । যাহারা
পুণ্যকর্ম্ম, তাহাদেরই এই সকল বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর
হয় । বামন এই সকল বৃক্ষ দেখিতে দেখিতে
রৈবতকাকালে উপনীত হইলেন । সেখানে গিয়া
যেমন তিনি তাহার তুচ্ছ শৃঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলেন,
অমনি এক ভীষণ আশ্রব্য ব্যাপার তাঁহার নেত্রা-
তিথি হইল । তিনি দেখিলেন,—তত্ত্বাত্ম্য ধুমজলন-
মধ্যে পাঁচজন পুরুষ অবস্থান করিতেছে । এই পুরুষ-
পঞ্চক কৃষ্ণাঙ্গ, খেচর, রৌজাশ্রব, কৃষ্ণগুণভূষণ,
সারমেয়সমারুত, করিকর-সমেধল, খড়গখেকটহস্ত,
ডমরুডডামরুত, সর্ঘরশব্দবৃত্ত চরণভাসে নাদিত-
পর্বত, কেৎকারভানুর, কাশবৎ কুক্ষিতমূর্ধজ,
নরমাংসবাসার তক্ষণে ব্যাগ্রতালুক, মহাব্যাগ্ধা-
জ্ঞাণে ভীত্রলোচন ও পক্ষায়াসাদনধূমে ব্যাণ্ডনেজ-
প্রভ । তিনি তাঁহাদের কার্য্যপরম্পরায় এইরূপ
জ্ঞাত হইলেন যে, ইহারা ক্ষেত্রাধিপ । মহাদেব
ইহাদিগকে নির্দ্বন্দ্ব করিয়াছেন । এই মহাবলগণ
সর্বদা এই রৈবতক গিরিতে বাস করিতেছে ।
অজহর্য হরি, হর, নদী, দেবী ও গিরি দর্শ-

দৃষ্টদৈত্যোদ্রবৃক্ষানাবিহিতং বপুঃ । বিভ্রতি ভ্রাতরৌ
যে তে পঞ্চেন্দ্রস-বিজয়াঃ ॥ ২১ ॥ ক্রতুব্রহ্ম-
ভবা দক্ষা দক্ষাধরবিনাশকাঃ । যাবলীঢ়াহতী-
নষ্টভীতবাড়বনশিতাঃ ॥ ২২ ॥ কুক্ষুমাগুরুপূর-
লিপ্তাঙ্গাঃ সুবিকৃষিতাঃ । মদিন্নামোদমস্তানুভ্য-
গীতকরাঃ সুরাঃ ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণভ্রাতৃবগ-
ভ্রাতৃসকরাঃ । মনোজবাঃ কামগমাঃ ক্ষেত্রপালা জয়ন্তি
তে ॥ ২৪ ॥ ইত্যাদিবচনাত্তুষ্টি বিজ্ঞান্যে স্বয়ংস্থিতাঃ ।
একপাদোহস্যবৃক্কো দ্বিতীয়ো গিরিদাক্ষণঃ ॥
২৫ ॥ তৃতীয়ো মেঘনাদ সিংহনাদচতুর্থকঃ ।
পঞ্চমঃ কালমেঘোহহং কুর্শ্বঃ কিং তে বদন্ত তৎ ॥
২৬ ॥ বিজ্ঞ উবাচ । যদি তুষ্টি ভবন্তো মে যদি
দেবো বয়ৌ ক্রবম্ । অহো আশ্রলয় যাবৎ স্থাতিব্যং
মৎপ্রতিষ্ঠিতৈঃ ॥ ২৭ ॥ একপাদো গিরিতটে
প্রহর্যং প্রথমং স্থিতঃ । বসন্তো বসন্তা তেন গিরৌ
চ গিরিদাক্ষণঃ ॥ ২৮ ॥ প্রতিষ্ঠিতঃ প্রসাদাধ্য বরদো-
হসৌ স্বয়ং স্থিতঃ । উজ্জয়ন্তগিরৈর্মুষ্কি মেঘনাদঃ
৩

নার্থ আগত যেচ্ছাচার মর্ত্যগণকে বারণ করাই
ইহাদের কার্য্য । বামন উহাদিগকে দেখিয়া,
পরিচয় জানিয়া, মহেশ্বরকে ধ্যান করিয়া, উহা-
দের স্তব করিতে লাগিলেন । বামন বলি-
লেন,—ইহারা তুষ্টি দৈত্যোদ্রদিগের বৃক্ষাশঙ্কিত
দেহ বারণ করিতেছেন, সেই ইন্দ্রসমবিক্রম
পঞ্চভ্রাতা জয়বৃত্ত হউন । ইহারা ক্রতুব্রহ্মভাব,
দক্ষ, দক্ষাধরহর, স্বদন্ত আহুতি অবলোকনের ভয়ে
ভীত বাড়বগণ-কর্তৃক বন্দিত, কুক্ষুমাগুরুপূর-
লিপ্তাঙ্গ, মদিন্নামোদমস্তানু, নৃত্য-গীতরত, ব্রহ্মাণ্ড-
ভ্রমণ-ভ্রাতৃ, স্বীয় গণ্ডে জঙ্গমগণের ত্রাসোৎপাদক,
মনোজব ও কামগামী ; সেই ক্ষেত্রপালপঞ্চক
জয়বৃত্ত হোন । এই সকল ভ্রতিবচনে তুষ্টি হইয়া
এ পুরুষপঞ্চক বামন বিশেষ সম্মুখে আসিয়া উপ-
স্থিত হইল । এবং বলিল,—আমরা পাঁচ জন ;
আমাদের নাম—একপাদ, গিরিদাক্ষণ, মেঘনাদ,
সিংহনাদ ও কামমেঘ । আমরা তোমার
কি করিব বল ? বামন বলিলেন,—আপনারা
যদি আমার উপর তুষ্টি হইয়া থাকেন, আর
যদি আমার নিশ্চয়ই বর দেয় বলিয়া মনে করেন,
তাহা হইলে বলি, অহো ! আপনারা মৎ-
প্রতিষ্ঠিত হইয়া আ-প্রলয় এইখানে অবস্থান
করুন । এই কথাই পর প্রথমেই একপাদাধ্য
ক্ষেত্রপাল সর্ঘে গিরিতটে অবস্থান করিলেন

যয়ং যযৌ ॥ ২২ ॥ ভবানীশঙ্করঃ রম্যঃ সিংহনাদ-
ভাবাবিশং । যয়ং বহুপথকেভ্যে ভবভাণ্ডে নিরু-
পিতঃ ॥ ৩০ ॥ স্বর্ণরেখানদীতীরে কালমেঘে মহা-
বলঃ । সর্বলোকোপকারার্থং তীর্থং সংস্থাপিতঃ
পুয়া ॥ ৩১ ॥ বায়নেন যয়ং গম্বা ক্ষেত্রপালাভ
পুঞ্জিতাঃ । পুয়া যুগাদৌ রাজেন্দ্র সর্বে দেবাঃ
সমাগতাঃ ॥ ৩২ ॥ সুরাষ্ট্রদেশে সম্ভাষাঃ পুণ্যে
রৈবতকে গিরৌ । রক্ষার্থং সর্বলোকানাং বার্থঃ
দেববৈরিধাম্ ॥ ৩৩ ॥ বিষ্ণোঃ কণ্ঠে তদা মুক্তা
জয়মালা সুরোত্তমৈঃ । দামোদরেতি বিখ্যাতঃ
দন্তং নামোত্তমং হরঃ ॥ ৩৪ ॥ তজাদৌ কার্তিকে
ভক্তে বাসরে বিষ্ণুবরভে । উপোষ্য সহিতৈ-
র্দেবভক্তীর্থং বিষ্ণুনা কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ সর্বতীর্থময়ী
পুণ্য স্বর্ণরেখা নদী হিতা । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুণ্যং
বিষ্ণুলোকপ্রদায়কম্ ॥ ৩৬ ॥ কালনং সর্বপাপানং
রোগদারিদ্ৰ্যনাশনম্ । দামোদরং রৈবতকে
পরমানন্দদায়কম্ ॥ ৩৭ ॥ যে পশুস্তি বিমানেন্তে
নীলন্তে বিষ্ণুশক্তিধরে । ন গৃহে কার্তিকঃ কার্যো

এইরূপে গিরিপ্রদেশে গিরিদারণ প্রতিষ্ঠিত হই-
লেন । যেখনাদ উজ্জয়ন্ত গিরিশিখরে রম্য ভবানী-
শঙ্করের সমীপে গমন করিগেল । সিংহনাদ স্বয়ং
বহুপথকেভ্যে উপস্থিত হইয়া ভবাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত
হইলেন । আর মহাবল কালমেঘ স্বর্ণরেখা নদী-
তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । বিপ্র বামন
এইরূপে সর্বলোকের উপকারার্থ তীর্থ প্রতিষ্ঠা
করেন এবং নিজেই গিয়া ঐ সকল ক্ষেত্র-
পালের পূজা করিয়াছিলেন । হে রাজেন্দ্র ! পূর্বে
যুগাদিকালে দেবগণ শঙ্করাশ ও সর্বলোকের
রক্ষানিমিত্ত সুরাষ্ট্রদেশের পবিত্র রৈবতকাণ্ডে
আগমন করেন । এখানে আসিয়া ঐহারা বিষ্ণুর
কণ্ঠে জয়মালা পরাইয়া দেন এবং তাঁহার 'দামো-
দর' এই উত্তম নাম প্রদান করেন । পূর্বে
বিষ্ণু কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশীতে উপ-
বাস করিয়া দেবগণ সহ এইখানে এই তীর্থ
নিষ্ঠাপন করিয়াছিলেন । এখানে সর্বতীর্থময়ী পুণ্য-
তোয়া স্বর্ণরেখা নদী অবস্থিত । বৈরতকে পরমা-
নন্দদায়ক দামোদর আছেন । তিনি ভুক্তিমুক্তি-
প্রদ, পবিত্র, বিষ্ণুলোকপ্রদ, সর্বপাপ ও রোগ-
দারিদ্ৰ্যনাশক । ইহারা তাঁহাকে দর্শন করে,
তাঁহারা বিমানযোগে বিষ্ণুশক্তিধরে নীত হইয়া
থাকে । কেহ গৃহে থাকিয়া কার্তিককৃত্য, বিশেষতঃ

বিশেষতীর্থপঞ্চকম্ ॥ ৩৮ ॥ পঞ্চকাদাদশী শ্রেষ্ঠা
কার্য্য দামোদরে জলে । প্রাতঃস্নানঃ প্রাক্তর্য্য
সম্ভাষে কার্তিকে জনৈঃ ॥ ৩৯ ॥ মাসোপবাসঃ
কর্তব্যো যতিভির্দ্রাক্ষারিতঃ । সত্যভিক্ষিৎবাহিনঃ
মুক্তিহানমতীপ্নুতিঃ ॥ ৪০ ॥ একতন্মেন নক্তেন
তথৈব্যাচিহ্নেতেন চ উপবাসেন কল্পেণ শাকাহারেণ
বা পুনঃ ॥ ৪১ ॥ সংসেব্যঃ কার্তিকে বিষ্ণুদীপ-
দানপট্টৈর্নরৈঃ । ব্রহ্মচর্য্যপট্টৈর্দ্ব্যনো নীয়েতে যদি
মানবৈঃ ॥ ৪২ ॥ তদা বিষ্ণুপুত্রে বাসঃ ক্রিয়তে
বিষ্ণুনা সহ । পঞ্চোপবাসাঃ কর্তব্যাঃ সম্ভাষে
তীর্থপঞ্চকে ॥ ৪৩ ॥ একাদশীঃ সমারভ্য পঞ্চমী
পূর্ণিমাদিনম্ । তদন্তঃ পঞ্চকং প্রোক্তং সর্ব-
পাপহরং নৃণাম্ ॥ ৪৪ ॥ সর্বেরামপি মাসানাং
পঞ্চকং কাক্তিকাদপি । একাদশী কার্তিককৃত্য পুণ্য
দামোদরে কৃত্য ॥ ৪৫ ॥ মিষ্টান্নং কার্তিকে দেহ্য
হিবিষ্যং সমুত্তমম্ । সুবর্ণং রক্ততং বস্ত্রং ত্রয়মন্ত্রং
কলানি চ ॥ ৪৬ ॥ মাসান্তে বিবিধং দেহ্যং গোষ্ঠিলাঃ
কুসুমানি চ । সমদানেষু যৎপুণ্যং সর্বতীর্থেষু
যৎকলম্ ॥ ৪৭ ॥ অশ্বমেধাদিভির্বিজ্ঞৈর্গয়ায়াং
পি শুদন্ত যৎ । তৎকলং জায়তে নৃণাং দৃষ্টে দামো-
দরে নৃপ ॥ ৪৮ ॥ একাদশ্যাং কৃত্যনো দেব-

তীর্থপঞ্চক করিবে না । ১—৩৮ । তীর্থপঞ্চক মধ্যে
ছাদশী শ্রেষ্ঠা তিথি । এই তিথিকৃত্য দামোদর জলে
কর্তব্য । কার্তিক মাস আসিলে জনগণ প্রাতঃস্নান
করিবে । যতি, ব্রহ্মচারী, ও মুমুক্শু এবং সাধবা
বিধবাগণ মাসোপবাস করিবেন । কার্তিকে দীপদান-
তৎপর নরগণ একতন্ম, নক্ত, অযাচিত, উপবাস,
কল্পু কিম্বা শাকাহারে থাকিয়া বিষ্ণুর সেবা করিবে ।
মানবেরা ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া যদি উক্ত মাস অতি-
বাহিত করে, তবে তাহাদের বিষ্ণুপুত্রে বাস হয়,
তাঁহারা বিষ্ণুর সহিত ক্রৌড়া করে । তীর্থপঞ্চকে
একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন উপবাস
করা কর্তব্য । এই তীর্থপঞ্চক নরগণের সর্বপাপ-
হর । সমস্ত মাস এমন কি, কার্তিকের তীর্থ-
পঞ্চক অপেক্ষাও দামোদরে অমুষ্ঠিতা কার্তিকী
একাদশী পুণ্যতম । কার্তিকে মিষ্টান্ন, হুতপ্লুত
হবিষ্য, সুবর্ণ, রক্তত, বস্ত্র, জল, অন্ন ও কল প্রদেয়;
মাসান্তে গো, ভিল, ও বিবিধ কুসুম ইত্যাদি
মানাবিধ দান কর্তব্য । হে নৃপ ! সর্ববিধ কানে
সর্ববিধ তীর্থে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ ও গয়ায় শিওকানে
যে কল, দামোদরদর্শনে নরগণের সেই কলই

পূজাপরোত্তরং । অথ পঞ্চমুত্তরেন ততস্তীর্থে-
দকেন ৫ । ৪৯ । কুন্তলাগুরুতীর্থকপুর্বোদকমিশ্রিতঃ ।
পূজয়িত্ব ততঃ পুণ্যৈঃ শতপত্রৈঃ স্নানকৃতঃ । ৫০ ।
মালতীকুন্তলৈঃ শুভৈর্বহিঃস্নানসৌদর্যৈঃ । বস্ত্র-
সংযোগপর্বতঃ ৫ দ্বা ধূপং প্রদুপয়েৎ । ৫১ । দীপং
দদ্যাদুত্তরেনৈব তৈলেনাপি স্নাতঃ স্নানং । নৈবেদ্য-
বিবিধং দেয়ং ফলং ভাঙ্গলমেব ৫ । ৫২ । প্রানাদ-
পূজা কর্তব্য ধ্বজসান্নাদিনা নৃপ । গোঃ সৎসংসা ততো
দেয়া সংসারার্ঘবতারিণী । ৫৩ । ততঃ প্রদক্ষিণাং
কৃৎবা গীতবাদিত্রিবিধনৈঃ । বেদপাঠপুরাণৈশ্চ ব্যাখ্যা-
দ্যব্যকথাদিভিঃ । ৫৪ । দেবাগ্রে জাগরঃ কার্যো
দীপো দেবোহস্তিত্বমিব । সপ্তধাতুসমঃ সপ্ত পঞ্চতা-
দীপসংযুতঃ । ৫৫ । কলতাঙ্গুলপকায়পুরিতাঃ পরি-
কল্পিতাঃ । বিধতিঃ শ্রোত্রিয়ৈঃ শ্রোত্রীক্ষণৈর্গ-
মেধিভিঃ । ৫৬ । স্ত্রীভিষ্চ নরশাঙ্গৈঃ শ্রোতব্যা-
বৈকব্যী কথ্য । এবং জাগরণং কার্যং রাগক্রোধ-
বিবর্জিতৈঃ । ৫৭ । কৃৎবা জাগরণং ব্রাহ্মবৃদ্ধি-
স্বর্ঘ্যমগ্লে । পূর্বং সন্ধ্যাং ততঃ স্নাত্ব কৃৎবা মধ্যাহ্ন-
মাচরেৎ । ৫৮ । দেবান পিতৃন মনুষ্যাংশ্চ সপ্তর্ষ্য-

হইয়া থাকে । একাদশীর দিন কৃত্তবান হইয়া
মানব দেবপূজায় তৎপর হইবে । পঞ্চমুত্তর, তীর্থো-
দক, এবং কুন্তল, অঙ্কুর, তীর্থ ও কপুর্বোদক
দ্বারা দেবতার স্নান করাইয়া স্নানকৃত শতপত্র,
শুভ শুভ মালতীপুষ্প ও তুলসীদল দ্বারা পূজা
করিবে । পূজাকাল বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, ধূপ, স্নাত-
প্রদীপ, স্নাতভাবে তৈলদীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, বিবিধ
ফল ও ভাঙ্গল দান করিবে । তৎপরে ধ্বজাদি
দ্বারা দেবপ্রানাদেয় পূজা করিবে । এই পূজার
পর সংসারার্ঘবতারিণী সৎসংসা দেখ দান করিবে ।
অনন্তর দক্ষিণ করিয়া গীত, বাদিত্র, বেদপাঠ,
পুরাণপ্রস্তাব, পুণ্যার্থান, ও দিব্য দিব্য কথাপ্রসঙ্গে
দেবাগ্রে জাগরণ করিবে । জাগরণকালে
দেবস্বানের সর্বত্র দীপ দান করিবে । অতঃপর
কলতাঙ্গুল-পকায়-পরিপুরিত দীপারিত সপ্ত ধাতু-
ময় পূর্বত প্রস্তুত করিয়া দেবস্বীভার্থ প্রদান
করিবে । এই কার্যের পর শ্রোত্রিয়, বিদ্বান, গৃহ-
যেথী, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীগণ বৈকব্যী কথ্য শ্রবণ
করিবে । রাগক্রোধবর্জিত হইয়া এইরূপে রাত্রি
জাগরণ করিতে হয় । জাগরণান্তে সূর্যোদয়ে
স্নানান্তে প্রাতঃসন্ধ্যা ৩০ পরে ক্রমে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা
এবং যথাবিধি দেব-পিতৃ ও মনুষ্যাগণের তর্পণ

বিধিপর্যন্ত । কৃৎবা ব্রাহ্মণ শিষ্ঠাং তু দদ্যাদানং
অশক্তিতঃ । ৫৯ । দেবং দামোদরং পূজ্য পুণ্ড্রপুণ্ড্র-
দিনা পুনঃ । নরসিংহং সুরং পূজ্য বৈনতেয়ং ৫
পূজয়েৎ । ৬০ । কৃৎবা জাগরণং ব্রাহ্মব্রাহ্ম মধু-
হৃদনম্ । ষাটশীতুজিমালা কার্যং পারণকং নরৈঃ ।
৬১ । ব্রাহ্মণান ভোজয়িত্ব ৫ সহিতঃ পুত্রবান্ধবৈঃ ।
বিকলাদ্রুপণানাং দেয়ময়ং অশক্তিতঃ । ৬২ ।
দামোদরে রৈবতকে স্বর্গরেখানদীজলে । একং স্নাত-
কৃত্যে যাত্রাং ততঃ পুণ্যকলং শৃণু । ৬৩ । ব্রাহ্মণ-
সুরাপত্র গ্রামসোমাবিলোপকঃ । রাজদ্রোহী শুক-
দ্রোণী মিথ্যাব্রতধরশ্চ যঃ ৬৪ । কুটসাক্যাদ্রোহ-
যশ্চ যশ্চ স্ত্রীসাপহারকঃ । বালস্বীঘাতকো বিপ্রঃ
সন্ধ্যাস্নানবিবর্জিতঃ । ৬৫ । দেবব্রহ্মবর্জী ৫ বেদ-
বিক্রয়কারকঃ । কৃত্তাবিক্রয়কর্তা ৫ দেবব্রাহ্মণ-
নিন্দকঃ । ৬৬ । বিধাসঘাতকো বিপ্রঃ শূদ্রান্দ্রোহ-
লুক্ককঃ । নায়কঃ পরদারগাং স্বয়ং দস্তাপহারকঃ ।
৬৭ । পরমৈধুনসেবী ৫ তথা বৈ সেতুভেদকঃ ।
পরিকীতায়ুতুলাতাং স্বয়ং যো নাভিগচ্ছতি ৬৮ ।
ব্রাহ্মণী বিধবা বাল্য ন ভবেচ্ছতধারিণী । মহা-
পাতকিনষ্টেচ্চ তথাস্তে বহবো নৃপ । ৬৯ । স্বর্গ-
রেখাজলে স্নাত্ব দৃষ্ট্য দামোদরং হরিশ্চ । রামো
জাগরণং কৃৎবা মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ । ৭০ । ন তু

করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে এবং ব্রাহ্মণের যথাশক্তি
দান করিবে । অনন্তর পুণ্ড্র-পুণ্ড্রাদি দ্বারা পুনর্বার
দেব দামোদরের পূজা করিয়া বৈনতেয়ের পূজা
করিবে । নরগণ রাজজাগরণান্তে মধুহৃদনকে
উৎখাপিত করিয়া ষাটশীতুজিমালা অর্পিত হইলে
ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পুত্র ও বান্ধবদিগের
সহিত পারণ করিবে । এই দিন বিকল, অন্ধ ও
দুঃখীদিগকে যথাশক্তি অন্ন দান করিতে হয় ।
দামোদরের রৈবতকে ও স্বর্গরেখার জলে এইরূপে
যে যাত্রা করে, তাহার পুণ্যকল শ্রবণ কর । ব্রাহ্মণ,
সুরাপ, গ্রামসোমাপহারী, রাজদ্রোহী, শুকদ্রোহী,
মিথ্যাব্রতী, কুটসাক্যাদ্রোহী, স্ত্রীসাপহারী, বালস্বী-
ঘাতী, সন্ধ্যাস্নানবিবর্জিত বিপ্র, দেব ব্রহ্মবর্জী, বেদ-
বিক্রয়ী, কৃত্তাবিক্রয়ী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, বিধাসঘাতী,
শূদ্রান্দ্রোহী, লোভী দ্বিজ, পারদারিক, স্বয়ং
দস্তাপহারী, পরমৈধুনসেবী, সেতুভেদী, ঋতুনাভা
নিজপত্নীপ্রত্যাখ্যায়ী এবং তপোজপহিত বিধবা
ব্রাহ্মণী—ইহারা এবং অস্নাত আরও বহু মহাপাতকী
স্বর্গরেখাজলে স্নান, দামোদর হরির দর্শন এবং

যে পাপকৰ্ম্মাণঃ সমায়াতাঃ প্রজাগরে । সংসারসাগরে
তীৰ্ণেগচ্ছতি ন হরেঃ পুৰুষ ॥ ৭১ ॥ যথা যথা যাতি
নরঃ প্রজাগরে তথা তথা বিষ্ণুপুত্রে বিচিন্ত্যতে ।
বাসঃ সুরৈৰ্বেক্ষবলোকহেতবে যদক্ষগীতধ্বনিমানিতে
গৃহে ॥ ৭২ ॥ গদাসিখস্মারিধরাস্ততুর্ভুজা দৈত্যেয়
দৰ্পাপহরুপধারিণঃ । প্রসীদমানাঃ সুরসুন্দরোভিতে
যান্তি ধং খেচরগাজসজাঃ ॥ ৭৩ ॥ বারাহকল্পে প্রথমঃ
বুগাসৌ দামোদরো রৈবতকে প্রসিদ্ধঃ । সৈমা নদী
যা সরিতাঃ বরিষ্ঠা সোহয়ং হরির্যো ভুবনস্ত কৰ্ত্তা ॥
৭৪ ॥ ইদং পুরাণং পঠতে শৃণোতি নরো বিমানৈ-
র্ষুধুহনালয়ে । দেবান্দনাদন্তভুজস্ততুর্ভুজঃ স
নীয়তে দেবগণৈরতিষ্ঠতঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে ক্রীদামোদরবাহাস্বাবর্ণনং নাম
পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ । অথাসৌ বামনো বিপ্রঃ প্রবিশ্টো
গহনে বনে । একাকৌ কিং চকাং কৌতুকং

রাজিজাগরণ করিয়া সৰ্পপাতক হইতে মুক্ত হয় ।
যে সকল পার্শ্বকৰ্ম্ম নর এই সংসার-সাগরোত্তারক
তীৰ্ণে হরির জাগরণে যোগদান না করে, তাহাদের
ভাগ্যে হরিপুত্রপ্রাপ্তি ঘটে না । নর যেমন যেমন
জাগরণ করিতে যায়, বিষ্ণুপুত্রে সুরগণ যদক্ষনি-
নাদিকগৃহে তাহাকে বাস করাইবার জন্ত তেমনি
তেমনি চিন্তিত হইয়া থাকেন । এই তীৰ্ণে জাগরণ-
কারী নরগণ গদা-অসি-শখ চক্রধারী, চতুর্ভুজ,
দৈত্যদৰ্পাপহ-রুপধারী হইয়া ও সুরসুন্দরীগণ কর্তৃক
উপসীদমান হইয়া স্বর্গপথে প্রয়াণ করিয়া থাকে ।
পূর্বে আদিযুগে বারাহকল্পে সরিষয়া নদী স্বর্ণ-
রেখা, আর এই ভুবনপতি দামোদর হরি রৈবতকে
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । যে নর এই পুরাণ পাঠ বা
শ্রবণ করে, সে দেবান্দনাদন্তভুজ, চতুর্ভুজ ও
সুরগণ কর্তৃক স্তত হইয়া বিমানযোগে মধুহনালয়ে
উপনীত হয় । ৩৯—৭৫ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

সারথ্যত কহিলেন,—অ-হর বিপ্র বামন রৈব-
তকচলে গিয়া স্বর্গরেখানদীতলে বিধিপূর্বক স্নান

তদনন্ত মে ॥ ১ ॥ সারথ্যত উবাচ । অথাসৌ
বামনো বিপ্রো গহা রৈবতকে গিরৌ । স্বর্গরেখা-
নদীতোয়ে স্নাত্বা বিধিপূর্বকম্ ॥ ২ ॥ স্নগন্ধপুষ্প-
ধূপাদিদ্যাদেবং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ । তত্বৌ তদগতো
রাজস্বৈকাকৌ নির্জনে বনে ॥ ৩ ॥ সর্গসম্মানসমুৎক্ষে-
পসীদ্যসমাকুলেঃ অনেকস্বরসমুৎক্ষে-
পনাদিতে ॥ ৪ ॥ কোকিলারাবরম্যে চ বনকু-
কুটঘোষিতে । খদ্যোতদ্যোতিতে তস্মিন বলী-
মুখবিধুনিতে ॥ ৫ ॥ কচিৎশাশ্বিনা শাস্ত্রে কচিৎ
পুষ্পিতপাদপে । গগনাসক্তবিটপে সূর্য্যতাপ-
বিবর্জিতে ॥ ৬ ॥ লুন্ধকাঘাতসম্ভক্তভ্রাস্তশূকর-
শব্দরে । সংহৃষ্টকজ্রিয়রাতস্থানদানবিচক্ষণে ॥ ৭ ॥
অনেকাশ্রম্যসম্পন্নঃ সন্মার মনসা হরিশ্চ ॥ তং
ভীতমিব বিভ্রায় নরসিংহঃ সমাযযৌ ॥ ৮ ॥ রক্ষা-
তস্ত বিপ্রস্ত বভাষে পুরতঃ স্থিতঃ । ন ভেতব্যং
যয়া বিপ্র বদ তে কিং কুরোম্যহম্ ॥ ৯ ॥
বিপ্র উবাচ । যদি তুষ্টো বরো দেয়ো নরসিংহ
ভৃগু মম । সদাঙ্গ রক্ষা কর্তব্য্য সর্বেষাং তীর্থবাসি-
নাম্ ॥ ১০ ॥ দেবভ্রাগ্রে সদা স্তেয়ঃ যাবদিত্যাস্ততু-
র্দিশ । এবমস্থিতি তং প্রোচ্য তথা চক্রে হরিস্তদা ॥

করিলেন এবং স্নগন্ধ পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা ভক্তি-
পূর্বক দামোদর দেবের অর্চনা করিয়া তথা হইতে
একাকৌ নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । এই
অরণ্য সর্গসম্মানসমুৎক্ষেপ, সীদ্যসমুৎক্ষেপ, বিবিধ স্বর-
সংযুট্ট, ময়ূরধ্বনিমানিত, কোকিল-কুজনরমণীয়,
বনকুকুটকুজিত, খদ্যোতদ্যোতিত, বলীমুখবিধুনিত,
কচিৎ উপশমিতবংশায়ি, কচিৎ পুষ্পিতপাদপ,
কচিৎ গগনাসক্তবিটপ ও সূর্য্যতাপবিবর্জিত ।
লুন্ধকগণের আঘাতে শূকর ও শব্দর-সমূহ তথায়
সর্গদা সম্ভক্ত ও ভ্রাস্ত অবস্থায় অবস্থিত । এই
অরণ্য সংহৃষ্ট কজ্রিয়গণকে সর্গদা স্থান দানে
বিচক্ষণ । তিনি তথায় অনেকাশ্রম্যময় হরিকে মনে
মনে স্মরণ করিলেন । নরসিংহ হরি তাহাকে ভীত
মনে করিয়া সহসা এই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং
তিনি তাহার রক্ষা সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া বলি-
লেন—হে বিপ্র ! তুমি করিও না ; বল, আমি
তোমার কি করিব ? বিপ্র বলিলেন,—হে নর-
সিংহ ! যদি তুষ্ট হইয়া আপনি আমাকে বর
দিব মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনি এই
স্থানে সর্গদা তীর্থবাসীদিগকে রক্ষা করিবেন
এবং চতুর্দিশ ইন্দ্রের অধিকারকালপর্যন্ত আপনি

১১। অতো দামোদরস্তাগ্রে নরসিংহঃ স পূজ্যতে।
বনং সৌম্যং কৃতং তেন তীর্থরক্ষাং করোতি সঃ।
ভূতপ্রেতাদিসংবাসো বনে তন্নির জায়তে। নর
সিংহপ্রভাবেন নষ্টং সিংহাদিভ্যঃ ভয়ম্ ॥ ১৩ ॥
কার্তিকে বাসরে বিষ্ণোর্দ্বাদশ্যঃ পারণে কৃতে।
দামোদরঃ নমস্কৃত্য তবং জ্যেষ্ঠং তন্তৌ যযৌ ॥ ১৪ ॥
চতুর্দশ্যং কৃতম্ভানো তবং সম্পূজ্য ভাবতঃ। তব
ভাবন্তবং পাপং ভস্মীভূতং ভবার্চনাং ॥ ১৫ ॥ স
কীর্ণপাপনিচয়ো জাতো দেবস্ত দর্শনাং। ভব-
স্তাগ্রে স্থিতং শান্তং তথা বহ্মপথস্ত চ ॥ ১৬ ॥ কাল-
মেঘঃ সমভ্যর্চ্য ভতো বহ্মপথং যযৌ। দেবঃ
সম্পূজ্য মন্ত্রেঃ স বেদোক্তবিধিপর্যকম্ ॥ ১৭ ॥
ধূপদীপাদিনৈবেদ্যৈঃ সর্বং চক্রে স বামনঃ। প্রদ-
ক্ষিণাশতং কুর্বা ভবস্তাগ্রে ব্যবস্থিতং ॥ ১৮ ॥ যাব
মিহীক্ষতে সর্বং তাবৎ পশুতি পরীতম্। উজ্জয়ন্তঃ
গিরিবরং মৈনাকস্ত সহোদরম্ ॥ ১৯ ॥ পুরাষ্ট্রদেশে
বিখ্যাতং যুগান্দো প্রথমং স্থিতম্। ভূধরং ভূধরযুক্তং
শিলাপাদপদম্ ৩৩তম্ ॥ ২০ ॥ তং দৃষ্ট্বা চিত্তগ্রামাস

হৃদ্বান্ ধর্ম্মান্ স বামনঃ। অন্নায়ানান্ শূন্যহান্
পুত্রলক্ষীপ্রদায়কান্ ॥ ২১ ॥ অবস্তাং ক্রিয়মাণেবু ধর্ম্ম
উপজায়তে। দৃষ্ট্বা নদীঃ সাগরগাং শাখা পাটপঃ
প্রযুচ্যতে ॥ ২২ ॥ গাং সম্পূজ্য ভ্রাক্ষণং নদ্যা সম্পূজ্য
গুরুদেবতাঃ। তপস্বিযং যতিং শান্তং শ্রোত্রিয়ং
ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ২৩ ॥ পিতরং মাতরং ভগ্নীং
তৎপতিং হৃহিতাং পতিম্। ভাগিনেয়মথ দৌহিত্র্যং
মিত্রসদ্বন্ধিবান্ধবান্। সন্তোজ্য পাতকৈঃ সর্কৈশ্চুচ্যন্তে
গৃহমেধিনঃ ॥ ২৪ ॥ রাজা গজাননকুলং সতীবৃধ-
মহীধরাঃ। আদর্শকীর্ত্ত্বাক্ষাৎ সত্যপ্রদাতা
তে ॥ ২৫ ॥ দৃষ্টমজ্ঞাঃ পুনস্তোভে যে নিত্যং সত্য-
বাদিনঃ। বেদধর্ম্মকথাং শ্রবণা ভুক্তিমুক্তিপ্রদাং
নয়ান্ ॥ ২৬ ॥ স্মৃতা হরিহরৌ গজাং কুর্বা তীরেণ
মার্জ্জনম্। গজা জাগরণে বিকোর্দবা দানক
শক্তিভঃ ॥ ২৭ ॥ ভাঙ্কলং কুসুমং দীপং নৈবেদ্যং
তুলসীদলম্। গীতং নৃত্যক বাদ্যক বিধায় সুর-
মন্দিরে ॥ ২৮ ॥ এতে হৃদ্বাঃ স্মৃতা ধর্ম্মাঃ ক্রিয়-
মাণা মহোদয়াঃ। অতো গিরীক্সঃ পশ্চামি সর্ব-
দেবালয়ঃ শুভম্ ॥ ২৯ ॥ তেষাং করতলে স্বর্গঃ

অত্র ভ্য দেবাগ্রে সর্বদা সন্নিহিত থাকিবেন। হরি
'এবমস্ত' বলিয়া তখন হইতে তাহাই করিলেন।
এই জন্ত দামোদরের অগ্রে নরসিংহ পূজিত হইয়া
থাকেন। তিনি বনপথ নিরাপদ করিয়া দেন এবং
স্বয়ং তাঁর রক্ষা করিতেছেন। এই হেতু ঐবনে
ভূত-প্রেতাদির বসবাস নাই। নরসিংহের প্রসাদে
সিংহাদি জন্ত ভয়ও নষ্ট হইয়াছে। কার্তিকমাসে
বৈকবতিখি দ্বাদশীতে পারগান্তে দামোদরকে নম-
স্কারপূর্বক বামন ভব দর্শনার্থে গমন করিলেন।
তিনি চতুর্দশীতে কৃতম্ভান হইয়া ভক্তিপূর্বক ভবের
পূজা করিলেন। সেই পূজার কালে ভবভাবো-
দ্ভূত পাপ তাঁহার ভস্মীভূত হইয়া গেল। দেব
দর্শনে তদায় পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। বহ্ম-
পথস্থ ভবের অগ্রে স্থিত শান্ত কালমেঘাখ্য ক্ষেত্র-
পালকে অর্চনা করিয়া পরে বামন বহ্মপথক্ষেত্রে
গমন করিলেন। বামন বেদোক্ত মন্ত্রে ধূপ, দীপ ও
নৈবেদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি সমস্ত কাৰ্য সম্পাদন
করিলেন এবং শতবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভবাগ্রে
অবস্থানপূর্বক যখন চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,
অমনি মৈনাক সহোদর উজ্জয়ন্ত গিরি তাঁহার দৃষ্টি-
গোচর হইল। উজ্জয়ন্ত পুরাষ্ট্রদেশের বিখ্যাত
ভূধরঃ, ইহা অজ্ঞাত বহু ভূধরায়ত, বহুশিলা ও

পাদপদম্ ৩৩ এবং যুগাদি হইতেই অবস্থিত ১—২০।
বামন উজ্জয়ন্ত দেখিয়া অন্নায়াসসাধ্য বহুল পুত্র-
লক্ষীপ্রদ হৃদ্ব ধর্ম্ম সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন,
ভাবিলেন, অবস্তা কর্তব্যের অল্পটানেই স্বধর্ম্ম-
রক্ষা হয়। সাগরগামিনী নদীর দর্শন এবং
তাহাতে স্নান করিলেই সর্বপাপ হইতে মুক্ত
হওয়া যায়। গোম্পর্শ, ভ্রাক্ষণাভিবাদন, ও গুরু-
দেবতার পূজা করিয়া তপস্বী, যতি, শান্ত
শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মচারী, পিতা, মাতা, ভগিনী, ভগিনী-
পতি, হৃহিতা, হৃহিতৃপতি, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, মিত্র,
সদ্বন্ধি, ও বান্ধবদিগকে ভোজন করাইয়া গৃহ-
মোদগণ সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। রাজা,
গজ, অব, নকুল, সতী, বৃষ, মহীধর, আদর্শ, কীর-
্ত্ত্বক, সর্বদা অন্নপ্রদায়ক ব্যক্তি এবং যাহারা নিত্য
নিত্য সত্যবাদী, এই সকলের দর্শন মাঝেই পুণ্য
হয়। ভুক্তিমুক্তিপ্রদা বেদধর্ম্মকথা শ্রবণ, হরিহর ও
গজা স্মরণ, গজাতীরমুক্তিকায় দেহমার্জ্জন, বিষ্ণুর
সম্মুখে জাগরণার্থ গমন এবং তাঁহাকে যথাশক্তি
ভাঙ্কল-কুসুম-দীপ-নৈবেদ্য ও তুলসীদল অর্পণ;
আর সুরমন্দিরে নৃত্য-গীত বাদ্য বিধান; এই
সমস্তই হৃদ্ব ধর্ম্ম; এই সকল ধর্ম্মের অল্পটানেই
মহাকল। অতএব আমি সর্ব দেবালয় ও শুভ

শিখরঃ যান্তি যে নরাঃ । ৩০ । ইতি জাহ্নবী সমা-
হৃতো বামনো গিরিমূৰ্ছনি । ঐরাবতপদাক্রান্ত্য
যন্ত ত্রোয়ঃ বিনিঃস্থতম্ । ৩১ । তন্তঃ শিখরমারুঢ়াং
ভবানীঃ কন্দমাতরম্ । জহুঃ স বামনো যাতি
শিখরে গগনান্বিতে । ৩২ । যথাযথা গিরিবরে
সমারোহতি মানবাঃ । তথা তথা বিযুচ্যন্তে পাতকৈঃ
সৰ্গদেহিনঃ । ৩৩ । ইতি কৃষ্ণা মতিং বিপ্রো
জগাম গিরিমূৰ্ছনি । তবতক্তো ভবানীঃ স দদর্শ
কন্দমাতরম্ । ৩৪ । অহেতি ভাবতে কন্দমাতো-
হন্ত্রে সৰ্গদেবতাঃ । পৃথিব্যাং মানবাঃ সৰ্গে
পাতালে সৰ্গপন্নগাঃ । ৩৫ । অতো হহেতি বিখ্যাতা
পূজ্যতে গিরিমূৰ্ছনি । সম্পূজ্য বিবিধৈৰ্ভূতৈঃ
কলৈর্লীনাবিধৈর্বিজঃ । ৩৬ । গগনাসক্তশিখরে
সংস্থিতঃ কোতুকাধিতঃ । একাকী শিখরে ভগ্নিমূৰ্ছ-
বাহর্য্যবাহিতঃ । ৩৭ । নিরীক্য মেদিনীঃ সৰ্বাঃ
সপৰ্বতসাগরায । আদ্যাঃ সনাতনং দেবং
ভাস্করং ত্রিগুণাত্মকম্ । ৩৮ । সৰ্বতেজোময়ঃ সৰ্গ-
দেবঃ দেবৈর্মমস্কৃতম্ । ভ্রমমাণঃ নিরাধারঃ কাল-

মানপ্রয়োজকম্ । ৩৯ । যাবৎ পশুতি তং বিপ্র-
স্তাবৎ পশুতি শঙ্করম্ । দিগদ্বয়ঃ ভবং দেবং
সমজাদশগুণীতম্ । ৪০ । বৃদ্ধরূপাকৃতিং দেবং
সৰ্বজ্ঞঃ তপত্বিতম্ । কৃশাঙ্গঃ জটিলঃ সৌম্যঃ
ব্যোমমার্গে দ্বয়ঃ স্থিতম্ । ৪১ । শ্রীশিব উবাচ ।
শুণু বামন তুষ্টোহহং দাত্তে তে বিবিধান্ বহান্ ।
ত্রৈলোক্যব্যাপিনী বুদ্ধিৰ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৪২ ।
প্রতিভাস্তিস্তি তে বেদা গীতনৃত্যাদিকক যৎ ।
অসাধ্যসাধনী শক্তিৰ্ভবিষ্যতি ত্বব হিরা । পরং
বহ্মাপথে গহ্না কুৰু তীর্থাবলোকনম্ । ৪৩ । বামন
উবাচ । বহ্মাপথে মহাদেব যানি তীর্থানি তানি
মে । বদ দেব বিশেষেণ যদ্যন্তি কৰুণা ময়ি ।
৪৪ । ক্রজ্জ উবাচ । বহ্মাপথস্ত বায়বো কোণে
দিব্যং সরোবরম্ । তন্ত পশ্চিমদিগ্ভাগে জালি-
গহনপন্নবা । ৪৫ । বিশ্ববৃক্ষময়ী মধ্যে লিঙ্গং
তজ্জান্তি মুখমম্ । যজ্ঞাসৌ লুক্ককঃ সিদ্ধো গতো
মম পুরে পুরা । ৪৬ । তন্ত দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা
বিনশ্চতি । ইত্যো বৈ বৃদ্ধহা যশ্মিন্ বিযুক্তো ব্রহ্ম-

গিরীশ দর্শন করিব। ঐ গিরীশ্বরের শিখরে
যাহারা যায়, স্বর্গ তাহাদেরই করায়ত্ত। এই
সকল অবগত হইয়া বামন গিরিশিখরে আরো-
হন করিলেন। ঐরাবতের পদাক্রমণে ঐ স্থানেই
জল নির্গত হইয়াছিল। অনন্তর বামন শিখরা-
রুঢ়া কন্দমাতা ভবানীকে দেগিবার জন্ত সেই
গগনচূড়ী গিরিশিখরে গমন করিলেন। মানবগণ
যেমন যেমন গিরিশিখরে উঠিতে থাকে, হেঃনি
তোমনি তাহাদের সৰ্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটায়
থাকে। তবতক্ত বামন এইরূপ মনে করিয়া
গিরিশিখরে আরোহণপূর্বক কন্দমাতা ভবানীকে
দর্শন করিলেন। কন্দদেব ভবানীকে অহা বলিয়া
সম্বোধন করিতেন; এই জন্ত অস্তান্ত দেবগণ,
পৃথিবীর মানবগণ এবং পাতালস্থ পন্নগগণও
তাঁহাকে অহা বলিতে লাগিলেন। তখন হইতে অহা
নামেই তিনি বিখ্যাত হইয়া গিরিশিখরে অর্চিত
হইতে লাগিলেন। বিপ্র বামন, উত্তম উত্তম
বিবিধ কল দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া গগনচূড়ী
গিরিশিখরে পুকোতুকে অবস্থান করিতে লাগি-
লেন। তিনি একাকী সেই গিরিশিখরে উর্দ্ধবাহ
হইয়া অবস্থানপূর্বক সশৈলসাগরা মেদিনীর
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর যেমন সেই
বামন আদ্য, সনাতন, ত্রিগুণাত্মক, সৰ্বতেজো-

ময়, সৰ্বদেবনমস্কৃত, কালমানপ্রয়োজক, ভ্রমমাণ,
নিরাধার ভাস্করের দিকে তাকাইলেন, অমনি শঙ্কর
তাঁহার সাক্ষাৎকৃত হইলেন দেখিলেন,—ভবদেব
দিগদ্বয় শঙ্কর ব্যোমমার্গে অবস্থান করিতেছেন।
তাঁহার চতুর্দিকে প্রস্তরাবগুঠন; তিনি বৃদ্ধরূপী;
সৰ্বজ্ঞ, সকলগুণভূষিত, কৃশাঙ্গ, জটিল, ও সৌম্য।
শিব সাক্ষাৎকৃত হইবামাত্র বামনকে বলিলেন,—
বামন! শ্রবণ কর, আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমায়
বিবিধ বর প্রদান করিব। তোমার ত্রৈলোক-
ব্যাপিনী বুদ্ধি হইবে; বেদ সকল তোমায় আয়ত্ত
হইবে; তুমি গীত-নৃত্যাদি ব্যাপারে দক্ষতা লাভ
করিবে; তোমার অসাধ্যসাধনী হিরা শক্তি
লাভ হইবে। পরন্তু তুমি বহ্মাপথে গিয়া তীর্থ দর্শন
কর। ২১—৪৩। বামন বলিলেন,—হে মহাদেব!
আমার প্রতি যদি আপনার কৰুণা থাকে,
তবে বহ্মাপথে যে সকল তীর্থ আছে, তাঁহা
আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। ক্রজ্জ
কহিলেন,—বহ্মাপথের বায়ুকোণে এক দিব্য
সরোবর আছে। তাঁহার পশ্চিম দিকে এক
বিশ্ববৃক্ষময়ী গহনপন্নবা জালি রহিয়াছে। ঐ
জালির অভ্যন্তরে আমার এক মুখ্য লিঙ্গ অব-
স্থিত। এক লুক্কক ঐ স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়া
আমার পুরে গিয়াছিল। সে লিঙ্গের দর্শনেই

হত্যা ৪৭। তম্বাহুস্তরদিগ্ভাগে ধনদেন প্রতি-
ষ্ঠিতম্। লিঙ্গং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং তত্র দেবী
ত্রিশূলিনী ৪৮। যন্তা দর্শনমাত্রেণ পুজ্যোহস্ত নল-
কুবরঃ। পাশাঙ্ঘ্রকহস্তোহুদ্দেবঃ চক্রে ত্রিশূলি-
নম্ ৪৯। ভবন্ত নৈখাত কোণে গণো হেরম-
সংজ্ঞিতঃ। যমেন কুর্তা লিঙ্গং প্রথমঞ্চ প্রতি-
ষ্ঠিতঃ ৫০। বিচিত্রঃ স্তম্ব মাহাত্ম্যং চিত্রগুণোহতি
বিস্তৃতঃ। ষ্টম্বী সমাভ্যে জুহুং দেবঃ তং যুগ্মং
পুরা ৫১। তেনাপি নির্মিতং লিঙ্গং তস্মিন্ ক্বেত্রে
দ্বিজোক্তম। চিত্রগুণেশ্বরঃ নাম বিখ্যাতঃ ভুবন
ত্রেয়ে ৫২। পশ্চিমে চকারোক্তৈঃ প্রজাপতি-
কদারবীঃ। কেশরাখ্যং তদা লিঙ্গং গিরৌ রৈব-
তকে স্থিতম্। প্রজাপতিঃ স্বয়ং তসৌ তত্র পর্ত-
সাম্বনি ৫৩। রুদ্র উবাচ। ইশ্বেশ্বরস্ত মাহাত্ম্যং
কথয়িষ্যে শৃণু তৎ। ঈশানকোণে বিখ্যাতঃ ভবন্ত
বিদিতঃ মম ৫৪। বামন উবাচ। কস্মাদিত্যঃ সমা-
যাতঃ কথং চক্রে হরঃ হরিঃ। কথং সবিস্তরামেতাং
কথয়স্ব মম প্রভো ৫৫। রুদ্র উবাচ। লুকক

পুরা সিন্ধুঃ শিবরাজিপ্রজাগরাৎ। শিবলোকৈক ভল
প্রাপ্তঃ বিমানঃ গবসংযুতম্ ৫৬। সর্বজগৎ সুর-
চিরঃ দিব্যক্লীণীতনাদিতম্। তদাক্ষ সমায়াতো
তুহুং তাং নগরীং হরৈঃ ৫৭। যন্তাং যুগ্মং সম-
ভবদগণানং যমকিকরৈঃ। আগচ্ছামঃ স্তং জ্ঞাত্বা
দেবরাজেন চিস্তিতম্ ৫৮। পুজ্যোহস্যঃ হরবৎ
সর্বেশ্চিহ্নগুণযমাদিতিঃ। ইত্যো গজং সমাক্ষ
মহিষেণ যমো বতঃ ৫৯। বিধায় লেখনী কৰ্ণে
চিত্রগুণো যমাজ্ঞা। ভতো হুতা গণাঃ সর্বে যে
নীতা ধরণীতলাৎ ৬০। নিজাপরাধসত্ত্বা গতাশ্চে
দক্ষিণামুখম্। আতিথ্যপূজা কর্তব্যা লুককে গৃহ-
মাগতে ৬১। অপূজিতে গতে হস্মিন্ হরৌ মাং
শপয়িষ্যতি। তস্মাৎ পূজাঃ করিষ্যামি যথা ভূযতি
শকরঃ ৬২। হৃদেব জুহুং সমাযাতঃ দদর্শাদ্রুতঃ
স্থিতম্। বিমানম্ হরাকারং সূর্য্যাকৌটিসমপ্রভম্।
৬৩। সংস্কর্যমানঃ চরিতৈঃ শিবরাজৈঃ শিবস্ত চ।
মাঘে মাসি চতুর্দশ্যাং কৃষ্ণায়াং জাগরে কৃতে ৬৪।

ত্রয়হত্যা বিনষ্ট হয়। বৃদ্ধহা ইন্দ্র এই স্থানেই
ত্রয়হত্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। উহার উত্তরে
ধনপ্রতিষ্ঠিত আমার এক ত্রিলোক-বিজ্ঞাত লিঙ্গ
আছে। দেবী ত্রিশূলিনী তথায় সরিহিতা।
ঈহার দর্শন মাত্রেই কুবেরনন্দন নলকুবর পাশ-
পাণি হয় এবং ত্রিশূলী মায়ে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করে। ভবের নৈখাত কোণে হেরম নামে এক
গণ আছেন। যম লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া
অগ্রে ঈশাকেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই গণ-
দেবতার বিচিত্র মাহাত্ম্য। তাহাতে চিত্রগুণও অতি
বিস্তৃত হইয়া ঈশাকে দর্শনপূরক স্বয়ং দেবকে
দেখিবার জন্ম আসিয়াছিলেন। হে দ্বিজোক্তম!
এ ক্বেত্রে চিত্রগুণ-নির্মিত এক লিঙ্গ আছে।
ঈহার নাম বিখ্যাত—চিত্রগুণেশ্বর। ক্বেত্রে
পশ্চিম দিকে উদারচেতা প্রজাপতি কেশর নামে
এক লিঙ্গ স্থাপন করেন। এই লিঙ্গ রৈবতাচলেই
অবস্থিত। প্রজাপতি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাতে নিজেও
ভক্ত্য গিরিসাহস্রেশে অবস্থান করেন। রুদ্র
বলিলেন,—একণে ইশ্বেশ্বরমাহাত্ম্য বলিতেছি,
শ্রবণ কর। ভবনামিষেয় মূর্তির ঈশান কোণে
এ লিঙ্গ অবস্থিত; ইহা আমার বিদিত। বামন
বলিলেন,—ইন্দ্র কেন আসিলেন? কি জন্ম হই-
লিঙ্গ নির্মাণ করিলেন? হে প্রভো! এ কথা

আমায় সবিস্তরে বলুন। রুদ্র বলিলেন,—পুরা-
কালে জৈনিক লুকক শিবরাজি-জাগরণে সিদ্ধি লাভ
করিয়াছিল। অনন্তর মদীয় গণাধিত লুককারুঢ়
বিমান শিবলোকে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই
বিমান সর্বগামী, সুরচির এবং স্বর্গীয় নারীর সঙ্গীত-
স্বভারে মুগ্ধরিত। লুকক সেই বিমানারোহণে
ইন্দ্রপুরী দেখিতে আসিল। তথায় যমকিকরদিগের
সহিত মদীয় গণদিগের যুদ্ধ হইল। লুকককে
আসিতে দেখিয়া দেবরাজ তাবিলেন,—এই ব্যক্তি
চিত্রগুণ ও যম প্রভৃতি সকলের নিকট হরবৎ পূজ-
নীয়। এই ভাবিয়া ইন্দ্র গজ ও যম মহিষারোহণ
করিলেন। যমাদেশে চিত্রগুণ কৰ্ণে লেখনী স্থাপন
করিল। অনন্তর ধরণীতল হইতে যে সকল গণ
লুকককে লইয়া গিয়াছিল, তাহারা আহৃত হইল
এবং নিজাপরাধে সত্ত্ব হইয়া দক্ষিণামুখে প্রস্থান
করিল। এদিকে “লুকক গৃহাগত হইলে আতিথ্য
সংকার কর্তব্য; যদি অপূজিত হইয়া চলিয়া যায়
তবে হর আমার অতিশপ্ত করিবেন; অতএব
শকরের পরিতোষের জন্ম লুককের পূজা আমি
করিব” এইরূপ স্থির করিয়া ইন্দ্র ঈহার দর্শনার্থ
সমাগত লুকককে অগ্রে বিমানোপরি অবস্থিত
দেখিলেন। লুকক তখন বিবিধ বাক্যে স্তম্ভ হইতে-
ছিল, তাহার আকৃতি হরের সদৃশ; উদ্যতে কোটি
সূর্য্যসম প্রভাজ্ঞা দেদীপ্যমান। ইন্দ্র ঈশাকে

তদেবং জায়তে সৰ্বং সুরেশ্বর ধরাতলে। এবং
দেবাজনা কাচিচাচক্ষতী পুরন্দরম্। নিবার্য হস্ত-
মদ্যমা গজেন্দ্র চাকলোচনা। ৬৫। কিং দানৈ-
র্কহ্তিভিক্তৈর্ভূতৈঃ কিং কিং সুরার্কনৈঃ। কিং
যোগৈঃ কিং তপোভিক্তি ব্রহ্মচর্যৈঃ সুরেশ্বর। ৬৬।
গয়ায়াং পিণ্ডদানেন প্রয়াগময়শেন কিম্। সোমে-
শ্বরে সরস্বত্যাং সোমপর্কণি কিং গঠৈঃ। ৬৭।
কুরুক্ষেত্রগঠৈঃ কিং স্রাজাহগ্রস্তে দিবাকরে।
তুলানুবর্ণনানেন বেদপাঠেন কিং ভবেৎ। ৬৮।
সৰ্পপাণকয়ো যেন বুঝেৎসর্গেণ তেন কিম্।
গোদানং কিং কন্নোত্যেব জলদানং তথৈব চ। ৬৯।
অয়নেন বিংশ চৈব সংক্রান্তো কৌদৃশং ফলম্। মাঘ-
মাসে চতুর্দশ্যাং যাদৃশং জাগরং কৃতম্। ৭০। যমঃ
সম্ভাষতে বাণ্যা মহিষোপরি সংহিতঃ। পশু কদ্রস্ত
মাহাশ্বাঃ চিত্রগুপ্ত বিচারয়। ৭১। অয়ং স লুক্কো
যেন হয়ঃ সম্পূজিতঃ পুরী। সুরাষ্ট্রদেশে বিখ্যাতঃ
তীর্থং বজ্রাপথঃ শূণ্। ৭২। উজ্জয়ন্তো গিরিস্তত্ তথা
রৈবতকো গিরিঃ। মহতী বর্ষতে জালিস্তয়োর্মধ্যে
ময়া কৃতম্। ৭৩। সুরায়ঃ বর্ষতে লিঙ্গং রাজৌ

৭

দেখিতেছেন, তখন কোন এক চাকলোচনা দেবা-
জনা বহির্গত হইয়া হস্ত উত্তোলনপূর্বক দেবেন্দ্রকে
বলিল,—মাঘমাসের কুরুচতুর্দশীতে এই ব্যক্তি
জাগরণ করিয়াছিল। হে সুরেশ্বর! শিবরাজি
জাগরণের কলেই ইহার এমন প্রভাব। অত-
এব বিবিধ দান, ব্রত, দেবার্চনা, যোগাহুষ্ঠান,
তপস্বা বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা কি হইবে? আর গায়ত্রী
পিণ্ডদান, প্রায়গে ময়ণ, সোমেশ্বরে সরস্বতীতে
সোমপর্কণে গমন, গ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা,
তুলানুবর্ণদান, বেদপাঠ, সৰ্প পাণকয়কর বুঝেৎ-
সর্গ, গোদান, জলদান, অয়ন বা বিষ্ণুপদী সংক্র-
মণেই বা কৌদৃশ ফল ফলবে?—যাদৃশ ফল
মাঘ মাসের চতুর্দশীতে জাগরণ করিলে হইয়া
ধাকে। অনন্তর মহিষারূঢ় যম চিত্রগুপ্তকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—চিত্রগুপ্ত! দেখ দেখ,
কত্রেয় মাহাশ্বা! একবার আলোচনা করিয়া দেখ,
এই লুক্ক, পূর্বে একবার যাত্র হরের পূজা করি-
য়াছিল। তাহাতেই উহার এইরূপ প্রভাব। সুরাষ্ট্র-
দেশের বিখ্যাত তীর্থ বজ্রাপথের কথা শ্রবণ কর,
তথায় উজ্জয়ন্ত ও রৈবতকাল বিরাজিত। গুহি-
য়াছি সেই গিরিশ্বরের মধ্যে মহতী জালি বিদ্যমান
আছে। সেই জালির অভ্যন্তরে এক সুরায় লিঙ্গ

চানেন পূজিতম্। রাজৌ জাগরণং কর্তুং যেন
কার্যেণ চাগতঃ। ৭৪। তদম্মাভিঃ কথং বাচ্যং
স্বয়ং জানন্তি তে সুরাঃ। বরাহানাং বরং ত্র্যষ্ট-
বরয়ন্তি পরস্পরম্। ইন্দ্রাবাসাং সমায়াতা নন্দনে
বেগবন্তরাঃ। ৭৫। বিরঞ্জনায়গণশঙ্করদ্বিবা
দেহেন চাগচ্ছতি কোহপি পুরুষঃ। পুরীং সুরে-
শাধিপতেশ্বিরীকিতুং ভর্ত্তা মমায়ঃ তব চান্তি কিং
পতিঃ। ৭৬। যুদ্ধবীণাপটহদ্বরভূতৈঃ প্রবো-
ধিতাভিঃ সুররাজমন্দিরে। দেবো হরোহয়ং ন
নরো হরাকৃতিদৃষ্টোহজনান্তিত্বং কিং কিমাবদোঃ।
৭৭। গায়ন্তি কাশ্চিৎসিহসন্তি কাশ্চিৎস্তুত্যন্তি কাশ্চিৎ
প্রপঠন্তি কাশ্চিৎ। বদন্তি কাশ্চিৎজয়শব্দসংযুতৈ-
র্কাকৈর্যনৈকৈর্গুরুসমিধানৈঃ। ৭৮। কাচিচ্ছিবঃ
স্তোতি শিবাঃ তথাস্তা পৃচ্ছত্যাথাস্তা কিম্ বিধ-
পত্নাৎ। কিং বোপবাসেন ফলং তবদেং নিজা-
ক্ষিয়েণাথ ফলং তবৈতৎ। ৭৯। তাসাং নানাবিধা
বাচঃ শ্রয়ন্তে নন্দনে বনে। ব্রহ্মলোকানিকা বার্তাঃ

আছেন। এই লুক্ক রাজি কাল তাঁহার পূজা
করিয়াছিল। এ ব্যক্তি যে কার্যের জন্য রাজি
জাগরণ করিতে আসিয়াছিল, তাহা আমি আর
কি বলিব! সুরগণ সকলেই তাহা বিদিত আছেন।
এক্ষণে বরাহনাগণ ইহাকে পতিরূপে পরস্পর
বরণ করিতে চাহিতেছে। ইহার ইন্দ্রায় হইতে
সত্তর নন্দনে আসিয়াছে; বলিতেছে,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু
ও শঙ্করের তুল্যকাস্তিদেহধারী হইয়া এই দেখ
কোন এক পুরুষ সুরপতির পুরী নিরীক্ষণ করি-
বার জন্য আগমন করিতেছে। এ পুরুষ আমারই
ভর্ত্তা; তোমার কি পতি আছে? সুরাধিনাগণ
সুররাজমন্দিরে যুদ্ধ, বাণা, ও পটহদ্বরে প্রবো-
ধিত হইয়া এইরূপে এই পুরুষকে দেখিতেছে;
আর বলিতেছে,—ইনিই সাক্ষাৎ হর; ইনি কখন
নরাকৃতি হয় নহেন। এই ভাবিয়া পরস্পর বলি-
তেছে, এপুরুষ কি তোমার হইবেন অথবা আমা-
দের উভয়ের হইবেন? কোন কোন সুরাধিনা
গান করিতেছে, কেহ কেহ হাসিতেছে; কেহ
কেহ নাচিতেছে; কেহ কেহ ভক্তি পাঠ করিতেছে
এবং কেহ কেহ গুরুসমীপে জয়শব্দবিত্ত বহু বাক্য
উচ্চারণ করিতেছে। কোন অজনা শিব-শিবায়
স্তব করিতেছে। অতঃ কোন ললনা সেই পুরুষকে
জিজ্ঞাসিতেছে, “তোমার এইরূপ ফল বিষপত্র,
উপবাসে, কিবা কেবল জাগরণেই কি হইয়াছে?”

কৃষ্ণা চ তদনন্তরম্ । ৮০ ॥ দেবেস্তো লুককং
কৃষ্ণে বতাবে কোতুকাভিতঃ । কশ্মিন দেশে গিরৌ
জালির্দিকং যত্রান্তি দর্শয় । ৮১ ॥ লুকক উবাচ ।
সুহৃদ্রদেশে বিখ্যাতো যশ্মিন দেশে সরস্বতী ।
বাড়বঃ শিরসা ধুয়া প্রবিষ্টা লবণোদধৌ । ৮২ ॥ যত্র
সা-গোমতী যাত্র যত্রান্তে গচ্ছমাননঃ । উজ্জয়ন্তো
গিরিবরো যত্র রৈবতকো গিরিঃ । ৮৩ ॥ তত্র
বস্ত্রাপথং ক্লেদঃ ভবন্ত্য ব্যবস্থিতঃ । তত্রান্তে
মুয়য়ং লিঙ্গং জালিমধ্যে সুরোত্তম । ৮৪ ॥ ইন্দ্র
উবাচ । সহিতস্তত্র গন্তব্যং পূজয়িত্বো ভবং
শ্রয় । জালিমধ্যে তথা লিঙ্গং দর্শয় ৮ লুকক ।
৮৫ ॥ পরদারাদিকং পাপং দৈত্যানাং তু বিরুন্তনে ।
বধে বৃদ্ধস্ত সজ্ঞাতং তৎসর্বং কালয়াম্যহম্ । ৮৬ ॥
ইত্যাশ্বা সহিতাঃ সর্গে সম্প্রাপ্তা গিরিমূর্ধনি । বাহ-
নানি চ তে ত্যক্তা প্রস্থিতাঃ পাদচারণাঃ । ৮৭ ॥
উজ্জয়ন্তগিরের্মূর্ধ্ণি গজরাজঃ সমাগতঃ । তদগ্রচরণং
তস্ত দদৌ মূর্ধনি কারণাং । ৮৮ ॥ তেনাক্রান্তো

এইরূপে সুরমুল্লরীগণের বিবিধ বাণী নন্দনে পরি-
ক্রান্ত হইতে লাগিল । দেবেস্ত্র ব্রহ্মলোকাদি বিষয়ক
সংবাদাদির জিজ্ঞাসার পর সকৌতুকে লুকককে
পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—বল, পুরুষ ! কোন্ দেশে,
কোন পর্বতে, লিঙ্গাধিষ্ঠিত জালি আছে ? উহা
আমায় দেখাইয়া দাও । লুকক বলিল,—বিখ্যাত
সুহৃদ্রদেশে যথায় মন্তকে বাড়বানল ধরিত্তা সরস্বতী
নদী লবণাক্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন, যথায় গোমতী
নদী, গচ্ছমানন গিরি, উজ্জয়ন্ত গিরি ও রৈবতবাক্রি
বিরাজিত, সেই দেশে বস্ত্রাপথ ক্লেদ ; সেই
ক্লেদে ভগবান্ ভবদেব অবস্থিত । হে সুরোত্তম !
এই ক্লেদে জালিমধ্যে এক মুয়য় লিঙ্গ বিরাজ করি-
তেছেন । ইন্দ্র কহিলেন,—লুকক আমায় দেখা-
ইয়া দাও, আমি সপরিবারে তথায় গিয়া ভবদেবের
পূজা করিব এবং ঐ জালিমধ্যস্থ লিঙ্গপূজাও
আমাকে করিতে হইবে । আমার পারদারাদিক পাপ
আছে ; এ ছাড়া দৈত্যগণের বধে বিশেষতঃ বৃদ্ধ-
হত্যায় আমার যে পাপ জন্মিয়াছে, আমি তাহা
কালন করিব । এই বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব
বাহন সমন্তিবাহারে গিরিশিখরে গমন করিলেন ।
সেখানে গিয়া বাহন সকল পরিত্যাগপূর্বক পাদ-
চায়েই বাইতে লাগিলেন । ইন্দ্রবাহন গজরাজ
উজ্জয়ন্ত গিরির মন্তকে উপস্থিত হইয়াছিল । সে
কোন কারণবশে তাহার পাদাঙ্গ ঐ গিরিশিখরে

গিরিবরস্তোয়ঃ স্তম্ভাঃ নির্মলম্ । গজপাদোভবং
বারি ভবিষ্যতি সঙ্গা হিরম্ । ৮৯ ॥ ইতি প্রোক্তঃ
সুরেন্দ্রেন লোকানাং হিতকাম্যয়া । সর্বৈ সমা-
গতাস্ত যত্র জালির্ব্যবস্থিতা । ৯০ ॥ সম্পূজ্য
বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্দ্বাদশমাসে চতুর্দশী । তস্তাং
জাগরণং কৃৎস্নাতো নির্মলো হরিঃ । ৯১ ॥ বস্ত্র-
পথে ভবং পূজ্য হরিং রৈবতকে গিরৌ । ইন্দ্রেণ
প্রতিষ্ঠাপ্য সম্প্রাপ্তঃ শ্মনিকেননম্ । ৯২ ॥ লুককো-
হপি বিমানেন সম্প্রাপ্তো হরিমন্দিরে । ইত্যাশ্বা স
ভবো দেবস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত । ৯৩ ॥ বামনোহপি
ততশ্চক্রে তত্র তীর্থাবগাহনম্ । যাদৃগুরুণঃ শিবো-
দৃষ্টঃ সূর্য্যবিধে দিগধরঃ । ৯৪ ॥ পদ্মাসনস্থিতঃ
সৌম্যস্তথা তং তত্র সংশ্রয় । প্রতিষ্ঠাপ্য মহামূর্তিঃ
পূজয়ামাস বাসরম্ । ৯৫ ॥ মনোহরভীষ্টার্থসিদ্ধার্থঃ
ততঃ সিদ্ধিমবাগবান্ । নেমিনাশ্ব শিবোত্তোভবং নাম
চক্রে স বামনঃ । ৯৬ ॥ ভবন্ত পশ্চিমে ভাগে
প্রত্যাসন্নৈ ধরাতলে । বামনো বসতি চক্রে তীর্থে
বস্ত্রাপথে তদা । ৯৭ ॥ অতো যবাধিকঃ প্রোক্তঃ

বিস্তৃত করিয়াছিল । তাহার পাদাঙ্গান্ত হইয়া
গিরিবর নির্মল জল ক্ষরণ করিতে লাগিল । এই
গজপাদোভব জল ভাবী কালের জন্ত সর্বদা স্থির
রহিল । স্বয়ং সুরেন্দ্র লোকহিতার্থ ঐ গজপাদো-
ভব সলিলের স্বায়ত্ব নির্দেশ করিয়াছিলেন । যাহা
হউক দেবগণ সকলেই সেই জালিহানে সমাগত
হইলেন । ইন্দ্র মাঘমাসের চতুর্দশীতিথিতে বিবিধ
পুষ্পে পূজা করিয়া রাজ্য জাগরণপূর্বক নিশাপ
হইলেন । তিনি বস্ত্রাপথে ভবদেবের এবং রৈবতকা-
চলে হরির অর্চনান্তে ইন্দ্রেণের প্রতিষ্ঠা করিয়া
শ্রতবনে প্রত্যাগমন করলেন । লুকক তখন
বিমানযোগে হরিমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল ।
ভবদেব বামনকে এই সকল কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ
অন্তর্দ্বার করলেন । বিপ্র বামনও তখন হইতে
তীর্থাবগাহনপূর্বক পদ্মাসনে সৌম্যভাবে অব-
স্থিত হইয়া, পূর্বে সূর্য্যবিধে শিবের যাদৃশ দিগ-
ধররূপ দেখিয়াছিলেন, সেইরূপেরই ধ্যান করিতে
লাগলেন । তিনি মনোভীষ্টসিদ্ধির জন্ত মহা-
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিদিন পূজা করিতে লাগি-
লেন । পূজাকালে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হইল । তিনি
তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তির নাম রাখিলেন,—নেমি-
নাথ । ৯১—৯৬ । বামন ভবদেবের পশ্চিমাধিকের

তীর্থ দেবৈঃ সর্বাসনৈঃ । ইত্রেণ কুরুতা দেবং
সমাগত্য ত্রিবাগতঃ ৷ ১৮ ৷ যবাধিকং প্রভাসাত্তু
তীর্থমেতত্ত্বাজয়া । অস্তেবাং বড়গুণং তীর্থং তবি-
যক্তি শিবায়া ৷ ১৯ ৷ ইত্যোত্তংকথিতং সর্বং
কিমন্তংপরিপৃচ্ছসি ৷ ১০০ ৷ রাজোবচ । শিব-
রাজিপ্রভাবোহয়মতুলঃ পরিকীর্তিতঃ । অজানতা
কৃতা তেন লুক্কেন পুরা কৃতম্ ৷ ১০১ ৷ ইদানীং বদ
কর্তব্যং কথমন্তৈর্জ্ঞানৈর্বিভো । কিং গ্রাহং কিং হু
মোক্তব্যং শিবরাজ্যায় বদস্ব মে ৷ ১০২ ৷ সারস্বত
উবাচ । সন্তাপ্য মাহুং জন্ম জ্ঞাবা দেবং
মহেশ্বরম্ । শিবরাজি সঙ্গা কার্ধ্যা ভুক্তিমুক্তি-
প্রদায়িনী ৷ ১০৩ ৷ ঈদৃশং জায়তে পুণ্যমেকস্মৈ
কৃতম্ নৃপ । যে কুরুতি সঙ্গা মর্ত্যাস্তেবাং পুণ্য-
মনন্তকম্ ৷ ১০৪ ৷ ষাটশাব্দং ব্রতমিদং কর্তব্যং
প্রতিবৎসরম্ । জীবিতং ফলং নৃণাং যদি কর্তুং ন
শক্যতে ৷ ১০৫ ৷ তদা ষাটশাব্দমষ্টমৈব্রতমেতৎ

সমিহিত ভুতগো ব্রহ্মপথ তীর্থে বাস করিতে লাগি-
লেন । অতএব সর্বাসন দেবগণ এই তীর্থে
প্রভাস হইতে যবাধিক বলিয়া নির্দেশ করেন ।
ইত্র স্বর্গ হইতে আসিয়া তবাগ্রে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন । তবানদেশে ব্রহ্মপথ তীর্থ প্রভাস হইতে
যবাধিক হয় । অত্ভাঙ্ক যে সকল তীর্থ আছে,
শিবায়া সেই সেই তীর্থ হইতে এ ক্ষেত্র বড়গুণ
অধিক হয় । এই আমি সমস্তই বলিলাম, অস্ত
আর আপনায় কি জিজ্ঞাস্ত আছে ? রাজা কহি-
লেন,—আপনি এই শিবরাজির অতুল প্রভাব
কীর্তন করিলেন,—আমার শুনা আছে, লুক্ক
উহা না জানিয়াই করিয়াছিল । হে বিভো !
একণে বলুন,—অত্ভাঙ্ক লোকে কিরূপে উহা
আচরণ করিবে ? আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন,
শিবরাজিতে কি ছেম, আর কি উপাদেশ ? সার-
স্বত কহিলেন,—মাহুংজন্ম লাভ করিয়া এবং
মহেশ্বরদেবের মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া তৎপ্রীতি-
জননী ভুক্তিমুক্তিদায়িনী শিবরাজি সকলেরই সঙ্গা
কর্তব্য । একবার মাত্র শিবরাজি করিলেই পুরোক্ত
রূপ পুণ্য প্রাপ্ত হয় । কিন্তু যে সকল মর্ত্য সর্বদা
এ ব্রতচরণ করে, তাহাদের কলমে অস্ত করা
যায় না । প্রত্যেক বৎসর ব্রতচরণ করিয়া
ষাটশাব্দ পর্যন্ত ইহা করিতে হয় । নরগণের
জীবন অগণনকর ; তাই যদি এই কার্যনি-
শাধ্য ব্রত ত্যাগ করিতে না পারে, তবে

সমাশ্র্যতে । ষাটমাসে চতুর্দশাং আরভ্য ক্রিয়তে
নৃপ ৷ ১০৬ ৷ প্রতিমাসং ততঃ কার্যং পৌষান্তে তু
সমাশ্র্যতে । বিব্রশ্চেজায়তে মধ্যৈ কথংকৈদ্য-
যোগতঃ ৷ ১০৭ ৷ ন ভাবেৎ ব্রতভঙ্গং পুনঃ কার্য-
মনন্তরম্ । ষাটশাব্দং এককর্তব্যম্ । কৃতা সংখ্যাং
বিশেষতঃ ৷ ১০৮ ৷ কৃতং ন নন্ততে লোকে গুণতঃ
বা যদি বাস্তবম্ । কৃতায়াং তু চতুর্দশাং কৃত-
পূর্বাঙ্গিকক্রিয়ঃ ৷ ১০৯ ৷ উপবাসনিমিত্তা গ্রাহো
নর্যাং শ্রানং বিধীয়তে । তদভাবে তড়াগানৌ
কার্যং শ্রানং স্বশক্তিতঃ ৷ ১০ ৷ তৈলাভ্যাকো-
ন কর্তব্যো ন কার্যং গমনং কতিং । তীর্থসেবা এক-
কর্তব্যম্ তস্মিন্চাগমনং গুণতঃ ৷ ১১১ ৷ শিবরাজিঃ সঙ্গা
কার্ধ্যা লিঙ্গে ষাটশাব্দে নরৈঃ । তদভাবে মহাপুণ্যে
লিঙ্গে বর্ষশতাধিকে ৷ ১১২ ৷ গিল্লো বনে
সমুজান্তে নর্যাং যচ্চ শিবালয়ে । তবৈ ষাটশাব্দং
লিঙ্গং স্বয়ং তত্রৈব সংস্থিতম্ ৷ ১১৩ ৷ বাসু-
লিঙ্গাদিকং লিঙ্গং পুজিতং কলদং স্মৃতম্ । দিবা
সম্পূজ্য যত্নেন পুষ্পধূপাদিনা নরঃ ৷ ১১৪ ৷
বর্জয়েন্নদ্রিয়াং দ্যুতং নর্যৈঃ নখনিকৃন্তনম্ । ব্রহ্মচর্যে-
পটৈঃ শাষ্টৈঃ কর্তব্যং সমুপোষণম্ ৷ ১১৫ ৷ রাজৌ

ষাটশ মাসেই এ ব্রতের সমাপ্তি করিবে । ষাট
মাসের চতুর্দশীতে আরভ্য করিয়া প্রতিমাসের
চতুর্দশীতে ব্রতচরণপূর্বক পৌষের অবসানে ইহার
সমাপন করিবে । যদি দৈবাৎ বিব্র ঘটে, তবে
ব্রতভঙ্গ হইবে না ; উহার পরে পুনরায় করিতে
হইবে । বিশেষরূপে সংখ্যা রাখিয়া ষাটশাব্দব্রতই
আচরণীয় । এইরূপ করিলে কৃতব্রত নষ্ট হয় না ।
নর পূর্বাঙ্গিক ক্রিয়া সমাপনাতে কৃচ্ছতুর্দশীতে
উপবাসী থাকিয়া নদীজলে শ্রান করিবে । নদীর
অভাবে তড়াগানিতে শ্রান কর্তব্য । এই দিন
তৈলাভ্যাক করিবে না ; কোথাও বাইবে না ; কেবল
তীর্থসেবা করিবে । নরগণ স্বয়ং লিঙ্গের সন্নীপেই
সর্বদা শিবরাজি করিবে । তদভাবে শতাধিক-
বর্ষীয় মহাপুণ্য লিঙ্গে পর্যন্তে—বনে—সমুজান্তে—
নদীতে বা শিবালয়ে এক ব্রত আচরণীয় । যে লিঙ্গ
স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া অবস্থিত, তাহারই নাম ষাটশাব্দ
লিঙ্গ । বাণলিঙ্গাদি সমস্ত লিঙ্গই পুজিত হইয়া কল-
প্রদ হয় । নর দিবাভাগে সমস্ত পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা
অর্চনা করিয়া এই দিন যদিও, দ্যুত, নারী ও নখ-
চ্ছেদ বর্জন করিবে । ব্রহ্মচর্যে নিরস্ত হইয়া শাষ্টভাবে
উপবাস করিতে হইবে । ১৭—১১৫ । রাজিকালে

দেবাপ্রভো গবঃ কর্তব্যঃ সপ্ত পক্ষগাঃ । পক্ষা-
কলভালপুষ্পাদিচর্চিতাঃ । ১১৬ । যুতেন
দীপঃ কর্তব্যঃ পাপনাশনহেতবে । যতো দীপস্ত
মাহাত্ম্যঃ বিজ্ঞেয়ঃ মুক্তিদায়কম্ । ১১৭ । দীপঃ
সদৈব কর্তব্যো গৃহে দেবালয়ে নরৈঃ । দিব
নিশি চ সন্ধ্যায়াঃ দীপঃ কার্য্যঃ স্বশক্তিতঃ । ১১৮ ।
কিকিছুদ্যোতমাংগৈঃ দেবাস্তস্যন্তি তুতলে ।
পিতৃণাং প্রথমঃ দীপঃ কর্তব্যঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি । ১১৯ ।
রাজৌ জাগরণং কার্য্যং যথা নিদ্রা ন জায়তে ।
শিবরাত্রিপ্রভাবোহয়ং শ্রোতব্যঃ শিবসন্নিধৌ । ১২০ ।
শিবস্ত চরিতঃ রাজৌ শ্রোতব্যঃ বহুবিস্তরম্ ।
গীতং নৃত্যং তথা বাদ্যং কর্তব্যং শিবসন্নিধৌ ।
১২১ । এবং সা নীয়তে রাত্রির্মুখ্যঃ জাগরণং
যতঃ । রাজৌ দেয়ানি দানানি শক্ত্যা বৈ তত্র
জাগরেৎ । ১২২ । পুনঃ স্নাত্বা প্রভাতে তু কর্তব্যং
শিবপূজনম্ । পূজনীয়াক্ষ যত্নো ভোজনান্দ্দান-
দিত্তিঃ । ১২৩ । তপস্বিনাং প্রভাতব্যঃ ভোজনং
গৃহমর্থাতিঃ । দ্বাদশাষ্টৌ চ চত্বারো ভোক্তব্য-
এক এব বা । ১২৪ । একোহপি ব্রহ্মচারী যো

ব্রহ্মবিচ্ছিবপূজকঃ । সহস্রাণাং সমো ভক্ত্যা গৃহে
সন্তোজিতো ভবেৎ । ১২৫ । অক্ষারলবণং পত্রে
ভোক্তব্যং বাগ্‌যতৈঃ স্বয়ম্ । পুত্রমিত্রকলত্রাণাং
দাতব্যং ভোজনং পুরঃ । ১২৬ । অমেন বিধি-
কার্য্য্য শিবরাত্রিঃ শিবব্রতৈঃ । দ্বাদশৈত্যা যদা
পূর্ণান্তিমপাত্ৰাণি বৈ তদা । ১২৭ । দ্বাদশৈব
প্রদেয়ানি শুকব্রাহ্মণজাতিভূঃ । ব্রতান্তে গোঃ প্রদা-
তব্য্য কৃষা বৎসবৃত্তা দৃঢ়া । ১২৮ । সব্রাহ্মণ-
দেয়া ঘণ্টান্তরণভূষিতা । অঙ্গুলীকবাসাংসি
চ্ছত্রোপানং কমণ্ডলুঃ । ১২৯ । গুরবে দক্ষিণা দেয়া
ব্রাহ্মণৈভ্যঃ স্বশক্তিতঃ । এবং কৃষা ততো দেয়ং
তপস্বিতোহথ ভোজনম্ । মিষ্টান্নং বিবিধং দক্ষা
কমাপ্য চ বিসর্জয়েৎ । ১৩০ । এবং যঃ কুরুতে
সত্যং তস্ত পাপং নু বিদ্যতে । সন্তানমুস্তমং লভা
ভুক্ত্য ভোগানমুস্তমান । ১৩১ । দিব্যং বিমান-
মাক্রুটো দিব্যস্ত্রীপরিবেষ্টিতঃ । গীতবাদ্যজনির্ঘোষৈ-
নীয়তে শিবমন্দিরে । ১৩২ । তদেতৎ কথিতং
পুণ্যকশিবরাত্রিরন্তং ময়া । কুতেন যেন লোকানাং
সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ । ১৩৩ ।

ইতি ব্রহ্মশিখর শিবরাত্রিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম

ষোড়শোহধ্যায়ঃ । ১৬ ।

দেবসমীপে গিয়া পক্ষা, কল, ভাঙ্গল ও পুষ্প-
ধূপাদি-চর্চিত সপ্ত পক্ষত প্রস্তুত করবে। পাপ-
নাশার্থে স্বত-প্রদীপ জালিয়া দিবে। কেননা,
দীপমাহাত্ম্য মুক্তিপ্রদ বলিদ্বাই বিজ্ঞেয়। নরগণ
গৃহে বা দেবালয়ে সর্বদাই দীপ দিবে। নিজের
শক্তি অঙ্গুলারে দিবসে, নিশায় বা সন্ধ্যায় দীপ
প্রদান করিবে। দীপ কিকিৎ প্রজ্জ্বলিত হইলেই
তুতলাগত দেবগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন। পিতৃ-
শ্রাদ্ধের দীপ প্রথমেই প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়।
যাহাতে নিদ্রা না আসে; এমন ভাবে রাত্রি-
জাগরণ করিতে হয়। রাজ জাগিয়া শিবসান্নদানে
শিবরাত্রির মাহাত্ম্য এবং বহু শিবচরিত অবগ
করিতে হয়। এইরূপে শিবসান্নদানে নৃত্য, গীত,
ও বাদ্য রাত্রিযোগে কর্তব্য। এইরূপে রাত্রিযাপন
করিতে হয়; কেননা এই ব্রতে জাগরণই মুখ্য-
কর্ম্ম। শক্তি অঙ্গুলারে সেই রাত্রিতে বিবিধ
দানীয় জব্য প্রদান করবে। অনন্তর প্রভাতে
স্নান করিয়া পুনরায় শিবপূজা করিবে। শিবপূজার
পুত্র ভোক্তব্যাদি দানাদি দ্বারা গৃহস্থগণ যতি ও
তপস্বীদিগের সৎকার করিবেন। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ,
চরিত বা এক জনকেও ক্ষতিভঃ ভোজন করাইবে।
শিবপূজক একজন ব্রহ্মচারীও তপস্বীক ভোজিত

হইলে সংস্র ব্রহ্মচারী ভোজনের কল হইয়া
থাকে। অনন্তর নিজে বাগ্‌যত হইয়া অক্ষারলবণ
ভোজন করিবে এবং পুত্র-মিত্র-কলত্রদিগকে
নিজের সম্মুখেই ভোজন করাইবে। শিবব্রত-
পরায়ণ ব্যক্তিগণ এইরূপ বিধি অঙ্গুলারেই শিব-
রাত্রি করিবেন। যখন দ্বাদশ ব্রত পূর্ণ হইবে;
তখন শুক, ব্রাহ্মণ ও জাতিদিগকে দ্বাদশটি তিল-
পাত্র প্রদান করিতে হইবে। ব্রতান্তে সব্রাহ্মণ
ঘণ্টান্তরণভূষিতা বসংসা কৃষা গাভী, অঙ্গুরীয়,
বস্ত্র, ছত্র, উপানহ, ও কমণ্ডলু প্রদান করিবে
এবং নিজের শক্তি অঙ্গুলারে শুক ও ব্রাহ্মণদিগকে
দক্ষিণা দিবে। এইরূপ করিয়া পরে তপস্বীদিগকে
ভোজ্য ও বিবিধ মিষ্টান্ন প্রদানপূর্বক কম্য গ্রহ-
ণান্তে বিদায় করিবে। এই ভাবে যে সম্যক
ভাবে ব্রতচরণ করে, তাহার আর পাপ থাকে না;
সে উত্তমসন্তান লাভ করিয়া ও উত্তম উত্তম ভোগ্য
বস্ত্র উপভোগ করিয়া দিব্য স্ত্রী-পরিবৃত্ত দিব্য
বিমান আরোহণপূর্বক গীত-বাদ্যাদি নির্ঘোষ সহ-
কারে শিবমন্দিরে নীত হইয়া থাকে। এই আখ্যি

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ । বিচিত্রমিদমাখ্যানং ত্বংপ্রসাদ-
চ্ছ্রুতং ময়া । দৃষ্ট্বানারায়ণং শপ্তং নারদো মন্দরে
গিরৌ ॥ ১ ॥ কিং চকার মুনীশ্রোত্ব তস্মৈ বিস্ত-
রতো মুনৈ । বদ সংসারসরণৌক্তমায়াপ্রসীড়িতম্ ।
কথামৃতজলৌঘেন বিতুষং কুরু মাং শ্রুতো ॥ ২ ॥
সারস্বত উবাচ । অথাসৌ নারদো দেবং জ্ঞাত্বা
শপ্তং হিজনন্য । ভৃগুণা চ তথা পুরুষং নাত্তথৈত-
ত্তবিষ্যতি ॥ ৩ ॥ তবিষ্যৎ যন্তং দেব বর্তমানং
বিচিন্ত্যতাম্ । অয়ঞ্চ বামনো কুত্বা বিম্বীকৃত্যতি
তাং পুরীষ ॥ ৪ ॥ নিগ্রহং স বলঃ পশ্চাৎ করিষ্যতি
মম প্রিয়ম্ । যুদ্ধং বিনা কথং হেয়ং বর্তমানং
মহোৎসবম্ ॥ ৫ ॥ দেবদানবযুদ্ধানি দৈত্যগন্ধৰ্ব-
রক্ষসাম্ । নিবাসিতানি সর্বাণি সন্ন্যস্থপতত্রিণাম্ ॥
৬ ॥ সাপত্নজঃ কলিনাস্তি মম ভাগ্যপরিষ্কয়ে ।
দেবেশো গুরুশ্চ পুরুষং বারিতঃ কিং কৰোম্যহম্ ॥

পুণ্য শিবরাজি বলিলাম, এই ব্রতাহুষ্ঠানে নর-
গণের নিখিল পাপ ক্ষয় হয় ১১৬—১৩৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

রাজা বলিলেন,—হে মুনৈ! আপনার প্রসাদে
আমি বিচিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলাম । মুনীশ্রেষ্ট
নারদ মন্দরগিরীতে নারায়ণকে শপ্ত দেখিয়া কি
করিয়াছিলেন? অধুনা আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে
আমায় বলুন । হে শ্রুতো! আমি সংসারসরণ-
জনিত মায়ায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি,
আপনি কথামৃত-বারিপ্রদানে আমায় বিতুষ করুন ।
সারস্বত বলিলেন,—ভগবান্ নারদ, বিষ্ণু দেবকে
চূড়াকর্ষক পুরুষাভিশপ্ত জ্ঞানিয়া ভাবিলেন,—এ শাপ
অত্যাধিক হইবার নহে । এই শাপবাণী এতদিন
তবিষ্যবাণী ছিল; কিন্তু অধুনা সেইকাল বর্তমান ।
ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপী হইয়া বলিরাজপুরে গমন
করিতেছেন । তিনি বলিকে নিগৃহীত করিবেন ।
ইহা আমারই প্রেয়স হইবে । অধুনা আমি
যুদ্ধ ব্যতিরেকে থাকি কি করিয়া? যুদ্ধাভাবে
বর্তমান সময় আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হই-
য়াছে । দেব-দানব যুদ্ধ ও দৈত্য-গন্ধৰ্ব-রাক্ষস
যুদ্ধ, কোন যুদ্ধই নাই; এমন কি, সন্ন্যস্থ-পতঙ্গী-

৭ । মাননীয়ো গুরুর্দেহয়মতস্তং ম শপাম্যহম্ ।
যুদ্ধার্থং তু ততো যত্নো ন সিধ্যতি কৰোমি কিম্ ॥ ৮ ॥
কেনাপি দৈবযোগেন পুরুষার্থো ন সিধ্যতি । তথাপি
যন্তঃ কর্তব্যঃ পুরুষার্থে বিপশ্চিতা । দৈবঃ পুরুষ-
কারণে বিনাপি কলতি কচিৎ ॥ ৯ ॥ বহুতঃ তদ্বচো
ব্যর্থং যতঃ সিদ্ধিঃ প্রযত্নতঃ । বলিং গম্বা তপিব্যামি
যথা যুদ্ধং করিষ্যতি ॥ ১০ ॥ ন শোব্যতি স চেছাক্যঃ
নিশ্চিতঃ তং শাপাম্যহম্ । ইত্যাঙ্ক স যথো
বেগান্নারদো বলিমন্দিরে ॥ নিমেঘান্তরমাজেপ
শিষ্যাত্যাং গগনে স্থিতঃ ॥ ১১ ॥ প্রাসাদে শৈল-
সঙ্কাশে সপ্তভোমে মহোজ্জ্বলে । তন্তোপরি সতা
দিব্যা নির্মিতা বিশ্বকর্ষণা ॥ ১২ ॥ তস্তাং সিংহাসনং
দিব্যং তত্রাসীনো বলিনুপ । দৈত্যৈঃ পরিবৃত্তঃ
সর্কৈঃ প্রোঢ়িতঃ কথাপটৈঃ ॥ ১৩ ॥ ঋষিভির্ভীষ্মপৈঃ
শাত্তৈস্তথৈবোদনসা স্বয়ম্ । পুত্রমিত্রকলত্রৈশ্চ
সংবৃত্তো দিব্যমন্দিরে ॥ ১৪ ॥ দেবান্নান্যকরগ্রোহ-
গৃহীতৈর্দ্বিবাচ্যামটৈঃ । সংবীজ্যামানো দৈত্যোন্তঃ

দিগেরও সপত্নজ কলহ নাই । এ সকল আমার
ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে । দেবেশও
পূর্বে গুরুকর্ষক যুদ্ধে নিবাসিত হইলেন; কি
করিব! বৃহস্পতি আমার মাননীয় গুরু; এজন্ত
শাপ দিতেও পারিলাম না । যুদ্ধার্থ যে যত্ন করিয়া-
ছিলাম, তাহা বিফল হইয়া গেল, করি কি! দৈব-
যোগে পুরুষকার সিদ্ধ না হইলেও বিপশ্চিতংগ
তদ্বিয়ে যত্ন করিবেন । কখন কখন পুরুষকার
ব্যতিরেকেও দৈব কলিত হয়;—এই যে কথা,
ইহা ব্যর্থ; যে হেতু সিদ্ধি প্রযত্ন হইতেই হয় ।
অতএব বলিকে গিয়া আমি বলিব—বাহাতে সে
যুদ্ধ করে । যদি আমার বাক্য পালন না করে,
নিশ্চয় শাপ দিব । এই কথা বলিয়া দেবর্ষি ক্রত-
গতি বলিমন্দিরে গমন করিলেন; নিমেঘ স্বরো
তিনি শিষ্যস্বয়ং সং গগনপথে সেখানে উপস্থিত
হইলেন—দেবিলেন,—মহোজ্জ্বল শৈলসঙ্কাশ সাপ্ত-
ভোম (সপ্ততল) প্রাসাদ; তদুপরি বিশ্বকর্ষ-
নির্মিত মহতী সতা; এ হেন সতায় দিব্য সিংহাসন,
তদুপরি বলিরাজ আসীন । দৈত্যগণ ভীষণ
চতুর্দিকে থাকিয়া প্রৌঢ়োক্তি সহকারে হস্তকর কথা
কহিতেছে । শাত্ত জঙ্ঘকিণ স্বয়ং উপমা, এবং
বলিরাজের পুত্র-মিত্র-কলত্র সকলেই তাঁহার চতু-
র্দিকে অবস্থিত । দেবদানাগণ তাঁহাকে বীজ্য করি-

কুয়মানঃ স চার্যনৈঃ ॥ ১৫ ॥ যাবদাস্তে মদোরস্তা
মজ্জয়ন্তি পরম্পরম্ । দৈত্যদানবমুখ্যা যে তে সর্বে
যুদ্ধকামিনঃ ॥ ১৬ ॥ উখারোথায় ভাবস্তে প্রগলভস্তে
সুতৈঃ সহ । অশ্বদৌর্যমিদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সাম্প্রতং
গতম্ ॥ ১৭ ॥ শুক্রবুদ্ধা বিনা যুদ্ধং প্রাপ্যতে কিং
মহোদয়ঃ । দৈত্যোস্ত্রো দেবরাজেন্নৈঃ ৫ কুরুতে
যদি ॥ ১৮ ॥ ঐরাবতঃ সদা মন্তঃ কথং নো যাচেত
বলঃ । চতুরঃ তুরগঃ কস্মারপাংগি দিবাকরঃ ॥ ১৯ ॥
যাবন্নাক্রম্যতে লুক্কো ধনাধ্যক্ষো রণাজিরে । তাব-
ন্নাপ্যতে বিস্তঃ যদা তৎসঞ্চিতঃ সুতৈঃ ॥ ২০ ॥ ন
দর্শয়তি রত্নানি জলরাশী রসাতলাৎ । যাবর মন্দরঃ
কিঞ্চিৎ বিমধুীমো বয়ং ৫ তম্ ॥ ২১ ॥ যথামৃতকলা-
শ্চন্দ্রাজ্যস্তে ক্রমশঃ সুতৈঃ । এবং ভাগং বলেঃ
কস্মার দদাতি জলাশ্বকঃ ॥ ২২ ॥ অধুনীশীতলো
বাতঃ পদ্মকিঞ্চৎবাসিতঃ । স্বর্গে বাতি শনৈর্ধনতথ
ন বলিমন্দিরে ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রচাপোদ্যতা মেঘা জলঃ
মুঞ্চন্তি ভূতলে । বলিখণ্ডেগোদ্ধাতাঃ স্বর্গং পুনস্তে
ভূতলাৎ ॥ ২৪ ॥ অশ্বদৌর্যে ধরাপৃষ্ঠে যমো

মারয়তে জনম্ । নৈবঃ স্বর্গে ন পাতালে পত্নাহো
কার্য্যাকারণম্ ॥ ২৫ ॥ আয়ুর্বৃন্তিঃ সূতান সৌখ্য-
মস্মাকং লিখতি অয়ম্ । ললাটে চিত্রগুণোহসৌ ন
দেবানাম্ তৎসমম্ ॥ ২৬ ॥ বর্ষীতাভ্যাপাঃ কালো
বর্জস্তে ভূবি সাম্প্রতম্ । ন স্বর্গে নৈব পাতালে
ভীতা ভূমৌ ভ্রমন্তি হি ॥ ২৭ ॥ একবীর্যোত্তবা
যুয়ং স্বদ্রীয়া দেবদানবাঃ । ভূমৌ স্থিতা বয়ং কস্মা-
দেবাঃ কেনোপরি কৃতাঃ ॥ ২৮ ॥ সমুদ্রে মধ্যমানে
তু দৈত্যোস্ত্রো বঞ্চিতাঃ সুতৈঃ । একতঃ সর্বদেবাশ্চ
বলিশ্চৈবৈকতঃ স্থিতাঃ ॥ ২৯ ॥ উৎপন্নেষু ৫ রত্নেষু
ভাগ্যং বৈ যন্ত যাদৃশম্ । গজাশ্বকল্পবৃক্ষাদ্যশ্চন্দ্র-
গোগপদন্তিনঃ ॥ ৩০ ॥ গৃহীত্বা হ্রয়তং দেবৈর্বসং
পানে নিয়োজিতাঃ । এতয়া ঘৃণিতা যুয়ং ন জানী-
ধাতিগমিতাঃ ॥ ৩১ ॥ পীতাবশেষং পীযুষং সত্য-
লোকে বৃহৎ সুতৈঃ । অহোহতিকুটিলো দেবাঃ
কস্মাক্ষেবঃ ন দীয়তে ॥ ৩২ ॥ সুরামৃতমিতি জ্ঞায়া
পীযুষাষকিতা বয়ম্ । তিলতৈলমেব মিষ্টং যৈর্ম
দৃষ্টং স্বতং কচিৎ ॥ ৩৩ ॥ বিষ্ণোর্জকচরিত্রাণাং

তেছে এবং চারগণ স্ততিপাঠে নিরত রহিয়াছে ।
সমরাকাজী সভাস্থ স্থা মুখ্য দৈত্য-দানবগণ পর-
স্পর মজ্জনা করিয়া একে একে উঠিয়া সুর-
গণের উদ্দেশে প্রগলভতা প্রকাশপূরক বলিতেছে,
যে, আমাদের এই সমস্ত ত্রৈলোক্য-রাজ্য সম্প্রতি
শুক্রবুদ্ধিতে গেল; বিনা যুদ্ধে আর কি আমরা সে
মহোদয় পুনরায় প্রাপ্ত হইব! দৈত্যোস্ত্র যদি দেব-
রাজকে স্নেহই করেন, তাহা হইলে তিনি সদামন্ত
ঐরাবত প্রার্থনা করেন না কেন? দিবাকরই বা
কেন চতুর তুরঙ্গ অর্পণ না করেন? কলতঃ বতদিন
না আমরা সেই লুক্ক ধনাধ্যক্ষকে রণাঙ্গনে আক্রমণ
করিতেছি, ততদিন সে দেব-সঞ্চিত বিস্ত আমা-
দিগকে প্রদান করিবে না। যাবৎ আমরা মন্দর
নিষ্কেপ করিয়া জলরাশিকে মগ্ন না করিতেছি,
তাবৎ সেও আমাদের রসাতল হইতে রত্ন সকল
দেখাইবে না। জলাশ্বা চন্দ্র সুরগণকে যেমন
অমৃত কলা প্রদান করেন, তজ্ঞ বলিকে কেন
ভাগ প্রদান করেন না? পদ্মকিঞ্চৎবাসিত
অধুনী-শীতল বাত, স্বর্গে যেমন মন্দ মন্দ প্রবাহিত
হয়, বলিমন্দিরে ত কৈ সেরূপ বহে না। মেঘনিচয়
ইন্দ্রচাপোদ্যত হইয়া ভূতলে বর্ষণ করে, কিন্তু বলি-
খণ্ডেগোদ্ধত হইয়া তাহারী ভূতল হইতে স্বর্গে পলা-
য়ন করিয়া থাকে। যম আমাদের ধরায় মাস্থয়

মারে; কিন্তু স্বর্গে বা পাতালে ঘেঁষিতে পারে না;
অহো কার্য্য-কারণ দেখ! চিত্রগুণ স্বয়ং আমাদের
ললাটে আয়ু, বৃন্তি, সম্ভান, সৌখ্য, লিখিয়া দেয়,
কিন্তু দেবতাদের এরূপ নহে। বর্ষা, শীত, আতপ
প্রভৃতি কাল সকল ইত্যন্তঃ ভ্রমণ করিতে করিতে
সম্প্রতি ভূতলে বাস করিতেছে, স্বর্গে বা পাতালে
তাহাদের অধিকার নাই। ১—২৭। দেব-দানব
আমরা সকলেই ত একবীর্যোত্তব; তবে আমরাই
বা কি জন্ত ভূতলে আর দেবতার কি জন্ত
স্বর্গে? সমুদ্রমগ্নে সুরগণ দৈত্যোস্ত্রকে বঞ্চিত
করিয়াছে;—একদিকে সর্বদেবতা; আর এক
দিকে বলি; রত্ন উৎপন্ন হইলে কি হয়, যার
যেমন ভাগ্য। গজ, অশ্ব, কল্পবৃক্ষ, চন্দ্র, গোসমূহ,
দন্তী ও অমৃত, এ সকল—আমাদিগকে সুরা-
পানে নিয়োজিত করিয়া দেবগণ গ্রহণ করিল।
আর আমরা সুরার ঘোরে মত্ত হইয়া কিছুই
জানিতে পারিলাম না। পীতাবশেষ পীযুষ সুর-
গণ সত্যলোকে ধারণ করিল। অহো অতি-
কুটিল দেবগণ কি হেতু আমাদের সুধাভাগ
প্রদান করিল না! অহো সুরাকে অমৃত মনে
করিয়া আমরা পীযুষ হইতে বঞ্চিত হইলাম।
তিলতৈলই আমাদের মিষ্ট হইল; স্বত কখন
দেখিতে পাইলাম না! বিষ্ণুর চক্র-চরিত্রের

সংখ্য কর্তৃ ন শক্যতে । তথাপি কথ্যতে
 হৃষ্টৈর্ভৈরবহৃষ্টিভূতম্ ॥ ৩৪ ॥ গোরাক্ষী স্কন্দরী স্কুল
 পীনোরতপয়োধরা । সুকেশা চন্দ্রবদনা কর্ণ-
 সজ্জবিলোচনা ॥ ৩৫ ॥ বলিজয়াক্ষিতা মধ্যে বালা
 মুষ্ঠ্যাংগি গৃহতে । স্থলারবিন্দচরণা লতেব ভূজ-
 ভূষিতা ॥ ৩৬ ॥ সা সর্গাতরগোপেতা সর্গলক্ষণ-
 সংযুতা । ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী সজ্জাতমুতমস্থনে
 ॥ ৩৭ ॥ অমৃতাহুতি পূর্ণং যন্ত সা তন্ত তদুবম্ ।
 ত্রৈলোক্যং বশগং তন্ত যন্ত সা চাকলোচনা ॥ ৩৮ ॥
 তয়া সমোহিতাঃ সর্গে দেবদানবরাক্ষসঃ । বিমুচ্য
 মন্থনং সর্গে ত্যাং প্রীতুং সুদুয্যতাঃ ॥ ৩৯ ॥ একা
 স্ত্রী বহুবো দেবা দানবা দৈত্যরাক্ষসঃ । বিবাদঃ
 স্তমহান্ জাতঃ কথমত্র তবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥ আগত্য
 বিকুনা সর্গে ভুজে ধুয়া নিবারিতাঃ । অস্তার্থে
 কিমহো বাক্যঃ ক্রিয়তে ভোঃ পরম্পরম্ ॥ ৪১ ॥
 অমৃতার্ধে সমারম্ভে মহিলার্ধে বিনশতি । সঙ্কেতং
 জ্ঞপ্য কৃষা বিকুনা চূড়িতা পুনঃ ॥ ৪২ ॥ দিব্যরূপ-
 ধরাঃ সখী বনমালা বিভূষিতাঃ । কোকভোদ্যোতিত-
 তনুঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ॥ ৪৩ ॥ তস্তা হস্তে শুভাঃ

ইয়তা করা হুঃসাধ্য ; তথাপি হৃষ্ট-ভূষ্ট দেবগণের
 অঙ্কুশিত বিষয় বলিতেছি । গোরাক্ষী, স্কন্দরী,
 স্কুল, পীনোরতপয়োধরা, সুকেশা, চন্দ্রবদনা,
 কর্ণানন্ত-বিলোচনা, ত্রিবলীযুতমধ্যা, মুষ্টিগ্রাহ-কটি,
 স্থলারবিন্দ-চরণা, লতাসদৃশ-ভূজা, সর্গাতরগৃহীতা,
 সর্গলক্ষণযুতা, ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী লক্ষ্মী অমৃত-
 মস্থনে উপগয়া হইলেন । তিনি অমৃত হইতে
 উদ্ধৃত হইয়া প্রথমে ঘাহার হইলেন, তাহারই
 তিনি । এই চাকলোচনা যাহার, এই ত্রৈলোক্যই
 তাহার বশবর্তী । তিনি দেব-দানব রাক্ষস সকলকে
 মোহিত করিয়াছিলেন । এই সময় সকলেই মন্থন
 করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল ।
 তবে মাত্র একটী স্ত্রী ; আর বহু দেব-দানব দৈত্য-
 রাক্ষস । কানেই মন্থন বিবাদ উপস্থিত হইল ।
 সকলের তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা ; এমন সময়
 বিষ্ণু আসিয়া সকলের হাতে ধরিয়া বিবাদ
 মিটাইয়া দিলেন । তিনি বলিলেন,—একটা
 স্ত্রীলোকের জন্ত ভোমরা পরস্পর বিবাদ করি-
 তেছ । হুঃ ভোমরা অমৃতার্ধ মন্থন আরম্ভ করিয়া
 তাহা মহিলার্ধ বিনষ্ট করিবে ? দৈত্যগণকে
 এই বলিয়া তিনি সঙ্কেত করিয়া দেবীকে একটা
 চূড়ন দিলেন ; দিয়া দিব্যরূপধারী সখী, বনমালা-

মালাঃ দয়া বিষ্ণুঃ পুরঃ স্থিতাঃ । উদ্ধৃতা বাহুঃ
 সর্গেবাঃ বভাষে বচনং হরিঃ ॥ ৪৪ ॥ কুর্কস্তু কুণ্ডলঃ
 সর্গে তিষ্ঠন্তু স্বয়মাসনে । বিলোকা যোচ্ছয়া লক্ষ্মী-
 সর্গমালাং প্রযচ্ছতু ॥ ৪৫ ॥ স্বঃবরবিভেদং যঃ
 করিষ্যত্যতিকলম্পটঃ । স বধাঃ সঙ্কীর্ণেঃ সর্গেঃ
 পরদ্রীলুকতো যথা ॥ ৪৬ ॥ পরদারকৃতং পাপং
 স্ত্রীবধা তন্ত জায়তাম্ । অস্তোহপি যঃ করো-
 ত্যাবমেবমন্ত্র তদুচ্যতাম্ ॥ ৪৭ ॥ সাধারণঃ হরিঃ
 জাহা তথৈতাক্ষা তথা কৃতম্ । দেবদানব-
 দৈত্যানাং গচ্ছকোরগরাক্ষসাম্ । মধ্যে যোহতি-
 মতো ভর্তা স তে সত্যং ভবেদिति ॥ ৪৮ ॥ তেনাদৌ
 মোহিতা পূর্ণঃ দৃষ্টিদানেন করিতা । আদ্যং সমো-
 হনং স্ত্রীণাং চক্রে দৃষ্টিনিরীক্ষণম্ ॥ ৪৯ ॥ এব-
 মেবেতি তৎকর্ণে হস্তং দধা যতুচ্যতে । দধাতি
 হৃদি যঃ নারী কামবাণপ্রপীড়িতা ॥ ৫০ ॥ তমেব
 বরয়েদত্র কশিরাস্তোব সংশয়ঃ । সজ্জাতে
 কলতে পূর্ণঃ হরিণা তং নিবর্তিতম্ ॥ ৫১ ॥ যদা
 গৃহীতা সর্গেঃ সা হরিং নৈব বিমুঞ্চতি । তমেব

বিভূষিত, কোকভোদ্যোতিততনু ও শঙ্খ-চক্র-
 গদাধর হইয়া তাঁহার হস্তে একটা মালা প্রদান
 করিয়া বাহ উদ্ধৃত করিয়া সকলকে বলিলেন,—
 সকলে কুণ্ডলাকারে আসনে উপবেশন কর ;
 লক্ষ্মী দেবী যোচ্ছয়া দেখিয়া-শুনিয়া বরমালা প্রদান
 করিবেন । যে ব্যক্তি অতি লম্পট হইয়া স্বয়ংর ভঙ্গ
 করে, সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে বধ করিতে
 হয়, আর তাহার পরদারকৃত ও স্ত্রীহত্যাভাজিত
 পাপ হইয়া থাকে । অজ্ঞাত যদি কেহ উক্ত
 প্রকার আচরণ করে, তাহা হইলে সে ‘এবমন্ত্র’
 বলুক । অতঃপর দেব, দানব, দৈত্য, গচ্ছক, উরগ,
 ও রাক্ষস সকলেই হরিকে সাধারণ (সার্বভৌম)
 বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গমোদন করিল । হরি
 লক্ষ্মীকে বলিলেন,—এই সকলের মধ্যে যে ভোমার
 অভিমত, সেই ভোমার ভর্তা হইবে, ইহা সত্য
 জানিবে । হরি পূর্বেই দৃষ্টিমাত্র আকর্ষণ করিয়া
 লক্ষ্মীকে মোহিত করিয়াছিলেন ; যে যেহু দৃষ্টি-
 নিরীক্ষণই রমণীগণের প্রথম সম্বোধন হয় । হরি
 লক্ষ্মীর কর্ণে হস্ত দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—
 এইরূপ এইরূপ করিবে । কামবাণপীড়িত হইয়া নারী,
 যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহাকেই বরণ করিয়া
 থাকে, সংশয় নাই । লক্ষ্মীস্বয়ংরের কলহ নিবারণ
 কারবার জন্ত হরি প্রস্তুত থাকিলেন । ক্রমে স্বয়ং

ভর্তা সাচেষ্টে মুখ মাং ব্রজ দূরতঃ । ৫২ । মুখা
দূরং ততো বিষ্ণুঃ প্রবিশ্তিঃ সুরমণ্ডলে । তদা সর্বে
চ মামুকা যথাহানং স্বয়ং গতাঃ । ৫৩ । আচষ্টে
বিজয়া পূর্বে সর্বান দেবান যথাক্রমম্ । সা চ নিরী-
কতে পশ্চাৎ বিচার্য বিমুক্ততি । ৫৪ । উদাসীনঃ
শিবঃ শাস্তো গৌরীকান্তস্থিলোচনঃ । নাস্তাং নিরী-
কতে নিত্যং ধ্যানাসক্তস্থিলোচনঃ । ৫৫ । পিতা-
মহোৎসবমিত্যুক্তং যদা সখা তদা তথা । নমস্কৃত্য
গতং দূরে কুহা মোনং ন পশ্চতি । ৫৬ ।
আদিভ্যাং পদ্মকং মুখং দহনং দহনাস্বকম্ ।
বাতি বাতো গতা দূরে বরুণো মে পিতা
যতঃ । ৫৭ । পৌলোমীবদনাসক্তো দেবেন্দ্রো মে ন
য়েচেতে । ৫৮ । বধবদ্ধকৃতচ্ছেদভেদদণ্ডবিকর্ষণম্ ।
কুর্ষর কুর্কতে সৌম্যং রূপং বৈবস্বতো যম । ৫৯ ।
দেবদানবগন্ধর্ষদৈত্যপন্নগরাক্ষসান । ৬০ । দৃষ্ট-
ত্বাশ্রোস্ততো যাতি দৃষ্টোহসৌ পুরুষোত্তমঃ ।
কর্ণাস্তলোচনভ্রাতৃবক্রং দৃষ্ট্যাবলোকা তম্ । ৬১
সৌভাগ্যাতিশয়ক্রান্তঃ রম্যং কামমনোহরম্ ।

সকলে লক্ষ্মীদেবীকে প্রণয়ন করিতে উদ্যত হইল,
তখন দেবী হরিকে মোচন করিলেন না। তিনি
বলিলেন,—আপনিই আমার ভর্তা; আপনি
আমাকে মোচন করিয়া দূরে লইয়া চলুন। অনন্তর
হরি তাঁহাকে লইয়া সুরমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।
এই সময় সকলেই লক্ষ্মীকে সন্তোষ করিয়া যথাস্থানে
গমন করিলেন। বিজয়া দেবগণের কথা পূর্বেই
যথাক্রমে বলিয়াছিলেন। দেবী দেবতাদের সকলকে
নিরীক্ষণ করিয়া বরণার্থ কি না বিবেচনায় পশ্চাৎ
ভাগ করিতে লাগিলেন। উদাসীন, শাস্ত, গৌরী-
কান্ত, ত্রিলোচন শিব ধ্যানমুগ্ধ অবস্থায় অস্ত্র কোন
রমণীকেই অবলোকন করেন না। স্তম্ভরাঃ তিনি
লক্ষ্মীকে দেখিলেন না। লক্ষ্মী দেবী পিতামহকে
দেখিয়া ‘ইনি পিতামহ’ বলিয়া নমস্কারপূর্বক সখ্য
সম্বন্ধ দূরে গমন করত মোন অবলম্বন করিলেন
তাঁহাকে দেখিলেন না। আদিভ্যাং, পদ্মক, দহনাস্বক
দহন ও বায়ু পরিহৃত হইলেন। বরুণকে পিতা
বলিয়া দূরে গেলেন। তিনি বলিলেন,—পৌলোমী-
বদনাসক্ত দেবেন্দ্র আমার কঠিকর নহে; বধ, বদ্ধ,
ছেদ, ভেদ, দণ্ড ও বিকর্ষণকারী বৈবস্বত যমও
কুর্কণ। অনন্তর তিনি দেব দানব, গন্ধর্ষ, দৈত্য,
পন্নগ ও রাক্ষসদিগকে দর্শন করিয়া অবশেষে
পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলেন। তিনি কর্ণাস্ত-
লোচন-ভ্রাতৃবদন, স্তম্ভর, রম্য, কাম-মনোহর

সজ্জাতপুলকোদ্ভেদশ্বেদবারিকণাঙ্কিতম্ । ৬২ । দেব
দানবদৈতে নৃকোদধনুর্নিরীক্ষিতম্ । রম্যং রম্য
বরং চক্রে দদৌ মালাং ততঃ স্বয়ম্ । ৬৩ । দৈত্যাঃ
পরস্পরং প্রোচুঃ প্রেক্ষ্য তৎ সুরগেষ্টিতম্ ।
বিভাগঃ পশ্চাদেবানাং স্বর্গে সর্বে স্বয়ং গতাঃ । ৬৪ ।
পাতালস্ত বলে যুয়ং মানবা ধরণীতলে । দেবাস্থিতু-
বনে যাস্ত ন বয়ং স্বর্গগামিণঃ । ৬৫ । মানবাঃ
কৃত্রিয়া রাজাঃ কুর্ষজ পৃথিবীতলে । পাতালস্ত
পরিত্যজ্য ধাতৌ যদি তু রক্যতে । ৬৬ । দৈত্য-
দানবজৈঃ কৈশিকস্রাক্ষৈস্তু শোভনম্ । অথ কিং
বহুনোক্তেন রাজা জিভুবনে বলিঃ । ৬৭ । সখি-
ভজ্যার্থ রত্নানি সমঃ রাজাঃ বিধীয়তাম্ । যাবদেবং
প্রগল্ভস্তে তাবৎ পশ্চন্তি নারদম্ । ৬৮ । গগনাং
সমুপায়ান্তঃ দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ । ব্রহ্মদণ্ডকরাসক্ত-
যুদ্ধপুস্তকধারণম্ । ৬৯ । কৃষ্ণাজিনধরঃ শাস্তঃ
ছত্রবীণাকমণ্ডলুন । মোজীশূণ্ধ্যাসক্তগ্রন্থধর-
মেখলম্ । ৭০ । ব্রহ্মরূপধরঃ শান্তঃ দিব্যরূপ-
ভূষিতম্ । গতকল্পকৃতগ্রন্থিহৃতমালাবলবিশিতম্ । ৭১ ।
বিরুদ্ধিরসংবাদো জয়াহকারগর্জিতৈঃ । সংকুর্কৈঃ

সজ্জাতপুলক, শ্বেদবারিকণাঙ্কিত এবং দেব, দানব ও
দৈত্যসমূহ কর্তৃক ক্রোধদৃষ্টিতে অবলোকিত।
এবং ৬২ রম্য পুরুষকে রম্য মালা প্রদান করিয়া বরণ
করিলেন। ৬৩—৬৩ দৈত্যগণ সুরগেষ্টিত অবলোকন
করিয়া বলিল,—দেবতাদের ভাগ করা দেখ একবার,
তাহারা স্বর্গ স্বর্গে গেল; আর তোমাদের জন্ত
পাতাল আর মানবদের জন্ত ভূতল। দেবগণ
জিভুবনের সর্বত্রই যাইতে পারে; কিন্তু আমরা
স্বর্গে যাইতে পারি না। কৃত্রিয় মানবগণ ভূতলে
রাজ্য করিতে থাকুক; কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ
যদি পাতাল পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী শাসন করিতে
ধাকে তো, সেটা ভাল হয় না! অধিক আর কি
বলিব? বলি জিভুবনের রাজা; অতএব তোমরা
রত্ন সকল সমভাগে বিভক্ত করিয়া রাজ্য কর।
দৈত্যগণ যেমন এইরূপ প্রগল্ভ প্রকাশ করিতেছে,
অমনি তথায় দেবধিনারদ গিয়া উপস্থিত হইলেন।
তিনি গগন হইতে দ্বিতীয় ভাস্করের স্তায় আগত
হইলেন। তিনি ব্রহ্মদণ্ডকরাসক্তযুদ্ধপুস্তকধারী;
কৃষ্ণাজিনধর; শাস্ত, ছত্র, বীণা, কমণ্ডলু, ও কৃষ্ণ-
জিন্দার, মোজীশূণ্ধ্যাসক্ত, গ্রন্থধর-মেখল; ব্রহ্ম-
রূপী, রূপাঙ্কভূষিত; গতকল্পকৃতগ্রন্থি হৃতমালা-
ধারী; এবং “অদ্য কোন জয়াহকারবর্জিত সংকুর্ক
ব্যক্তি কর্তৃক বিরুদ্ধিরসংবাদ কৃত হইতেছে”

ক্রিয়তে কোহ্য চিন্তাতৎপরমানসম্ । ৭২ ।
 আশান্তঃ নারদঃ দৃষ্টা বিস্মিতাঃ সমুপস্থিতাঃ । প্রভো
 প্রসাদঃ ক্রিয়তামাগন্তব্যং গৃহে মম । ৭৩ । যন্তো-
 হং কৃতপুণ্যোহং যন্ত মে ত্বং গৃহাগতঃ । ইত্যুক্তে
 বলিবা বিপ্রো বিবেশাসুরমন্দিরে । আসনং পাদ্য-
 মর্গাক্ষ দত্তা সম্পূজিতো বিজঃ । ৭৪ । প্রবিষ্টা সহিতাঃ
 সর্বে সংবিষ্টা দৈত্যদানবাঃ । শুক্রেণ সহিতো
 দৈত্যো বতাবে নারদঃ বলিঃ । ৭৫ । ইদং রাজ্য
 মিমেষদারাইমে পুত্রা অহং বলিঃ । ক্রুহি যেনাম
 তে কার্ধ্যং দানং মে প্রথমং ব্রতম্ । ৭৬ । নারদ
 উবাচ । তজ্জয়া তুষ্যন্তি যে বিপ্রান্তে বিপ্রা ভূমি-
 দেবতঃ । ন তু যে পুজিতাঃ শক্ত্যা পুনর্বাচন্তি
 তেহধমাঃ । ৭৭ । স্বয়ং পুজিতো হৃষ্টো ন বিতৈর্নে
 প্রয়োজনম্ । হৃষ্টোহং তব যাজ্ঞেন যজ্ঞেদানৈ-
 র্বিতৈস্তথা । ৭৮ । দেবৈঃ কৃতং বিশিষ্টং তে কিঞ্চিৎ
 পশ্যাম্যহং বলে । স্বয়া সম্পূজ্যমানোহপি দেব-
 রাজ্ঞেন তুষ্যতি । ৭৯ । ন কমন্তি সুরাঃ সর্বে
 তব রাজ্যং ধরাতলে । স্বর্গে মে তাপকো জাতো
 দেবানাং তব বিগ্রহে । ৮০ । সমগ্র প্রথমং বাতি

এইরূপ চিন্তাতৎপরমানস । এতাদৃশ দেবধিকে
 দেখিয়া দৈত্যগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া উপস্থিত
 হইল । বলি বলিল,—প্রভো ! প্রসাদ করুন ;
 আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন ; আমি ধন্ত ও
 কৃতপুণ্য । বলি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবধি
 দৈত্যমন্দিরে প্রবেশ করিলেন । আসন, পাদ্য,
 অর্ঘ্য, দিয়া বলি তাঁহার পূজা করিলেন । সকল
 দৈত্যই প্রবেশ করিয়া দেবধিসমীপে উপবিষ্ট
 হইল । শুক্রেণ সহিত বলি দেবধিকে বলিলেন,—
 এই রাজ্য, দার, পুত্র, ও আমি বলি, ইহার মধ্যে
 আপনাকে কি দিব, বলুন, কিসে আপনার কার্গ্য
 হইবে ? যে হেতু দানই আমার প্রধান ব্রত ।
 নারদ বলিলেন,—ভক্তিতে যাধরা তুষ্ট হন, সেই
 বিপ্রগণই ভূমিদেবতা । কিন্তু বাহারা শক্তিতে
 পুজিত হইয়া যাচঞা করে, তাহার অধম । তোমা
 কর্তৃক পুজিত হইয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি ; বিতে
 আমার প্রয়োজন নাই । আমি তোমার রাজ্য, যজ্ঞ,
 দান ও ব্রতে অহ্নাদিত হইলাম । কিন্তু আমি
 তোমার দেবকৃত বিশিষ্ট কিঞ্চিৎ দেখিলাম । তোমা
 কর্তৃক পুজিত হইয়াও দেবরাজ তুষ্ট হন না ।
 সুরগণ ধরাতলে তোমার রাজ্য সহিতে পারেন না ।
 দেবতাদিগের তোমার সহিত বিগ্রহ করিবার কথা

য সৈন্তং শক্রভৃগিষু । স কত্রিযো বিজয়তে ভক্ত
 রাজ্যঞ্চ বর্জতে । ৮১ । উচ্ছেদন্তব রাজ্যন্ত ভবি-
 য়তি ক্ষতং ময়া । এবং জ্ঞাত্বা যথায়ুক্তং তচ্ছীজং
 তু বিধীয়তাম্ । ৮২ । বলিউবাচ । যৈর্গুণৈঃ
 কুরুতে রাজ্যং রাজা তান বদ মে বিতো । দানং
 পাতে প্রলাভব্যং ময়া ত্বমপি তং বদ । ৮৩ । নারদ
 উবাচ । যদ্বিংশদংশসম্পন্নো রাজা রাজ্যং করোতি
 চ । স রাজ্যকলমাপ্নোতি শৃণু তৎকথ্যাম্যহম্ ।
 ৮৪ । চরৈর্দক্ষ্যালকটুকো মুখেৎ স্নেহম্নাতিকৈ ।
 অনুশংসকরৈর্দক্ষ্য চরৈঃ কামমুদ্রকতঃ । ৮৫ । প্রিয়ং
 ক্রয়দ্রুপণঃ শুরঃ স্তাদবিক্রয়নঃ । দাতা চায়ামবর্জঃ
 স্তাৎ প্রগলভঃ স্তাদনিষ্ঠরঃ । ৮৬ । সন্দর্শিত ন
 চানার্য্যান বিগৃহীয়ায় বজ্রভিঃ । নানাপৈশ্চর্য্যকোষো
 কুর্য্যাৎ কার্য্যমপীড়য়ন । ৮৭ । অর্থান ক্রয়য় চাপং
 গুণান ক্রয়য় চাক্ষনঃ । আদদ্যায় চ সাধুভ্যো
 নাসৎ পুরুষমাশ্রয়েৎ । ৮৮ । নাপরীক্ষ্য নয়েদগুং
 ন চ মজ্জং প্রকাশয়েৎ । বিহুজয়ে চ লুক্কেভ্যো
 বিধসেনাপকারিষু । ৮৯ । আশৈঃ স্তুগুণদায়ঃ

শ্রুতিতে পাওয়ায় স্বর্গ আমার সম্ভাপকর হইয়াছে ।
 যে জন প্রথমে সম্রাট হইয়া সমরে শত্রুসৈন্ত মধ্যে
 গমন করে, সেই কত্রিয় বিজয়জীযুক্ত হয় এবং
 তাহার রাজ্য বাড়ে । আমি শুনিলাম,—তোমার
 রাজ্য উচ্ছিন্ন হইবে । ইহা জানিয়া-শুনিয়া যাহা
 কর্তব্য তাহা কর । বলি বলিল,—হে বিতো !
 যে গুণে রাজারা রাজ্য করে, তাহা আপনি
 আমাকে বলুন । আর উপযুক্তপায়ে দান করার
 কথাও বলুন । ৬৪—৮৩ । নারদ বলিলেন,—যদ্বি-
 শংসিত গুণসংযুক্ত হইয়া রাজা রাজ্য করিবেন ।
 এরূপ করিলে তিনি রাজ্যকল প্রাপ্ত হন, বলি-
 তেছি জ্ঞাপন কর । রাজা অকটুক হইয়া ধর্ম্মাচরণ
 করবে ; অনান্তিকে স্নেহ পারিত্যাগ করবে ;
 অনুশংসভাবে অর্থাচরণ করবে ; অল্পকৃত হইয়া
 কামাচরণ করবে, অরূপণভাবে প্রিয় বলিবে,
 অবিক্রয়ত হইয়া শুর হইবে, আয়ামবর্জিত দাতা
 হইবে, অনিষ্ঠুর প্রগলভ হইবে, অনাধ্যের সহিত
 সন্ধি করিবে না ; বজ্র সহিত বিগ্রহ করিবে না ;
 বিবিধ আশুজনকে চার করিবে ; পীড়িত না
 করিয়া কার্য্য করিবে ; আপদে অর্থ বলিবে
 না ; আত্মগুণ খ্যাপন করিবে না ; সাধু হইতে
 প্রতিগ্রহ করিবে না ; অশংপুরুষ আশ্রয় করিবে
 না ; পরীক্ষা না করিয়া দত্ত দিবে না ; মরণ

স্রাজক্যাস্তো ধ্বনী নৃপঃ। স্রিঃ সেবেত নাত্যর্থঃ
স্রষ্টঃ ভূতীত নাহিতম্ ১০। অস্তেয়ঃ পূজয়েন্নাত্তান
শুকঃ সেবেদমায়য়া। অর্চ্যো দেবো ন দন্তেন
শ্রিয়মিচ্ছেদকুংসিতাম্ ১১। সেবেত প্রণয়ঃ কৃত্বা
দক্ষঃ স্রাদ্ধ কালবিৎ। সান্ত্বাক্যং সদা বাচ্যমমু-
গৃহ্নত চাক্ষিপেৎ ১২। প্রহরৈঃ চ বিপ্রায় হত্বা
শক্রঃ শেষধেৎ। ক্রোধঃ কুর্য্যার চাকস্মানমুহুঃ
স্রাদ্ধপকারিষু ১৩। এবং রাজ্যে চিরঃ শ্রেয়ঃ
যদি শ্রেয় ইহেচ্ছসি। তপঃস্বাধ্যায়দানানি তৌগ-
যাজ্ঞানি চ ১৪। যোগেনাস্ত্রপ্রবোধস্ত কালঃ
নাহি স্তি যোড়ীম্। স্রয়া সংসারবৈরাগ্যঃ কৰ্ত্তব্যঃ
বিপ্রপূজনম্ ১৫। যষ্টব্যঃ বিবিধৈর্বাঞ্জৈর্ধোয়ো
নারায়ণো চিরঃ। প্রসজেন সমায়াতো যাস্তো রৈব-
তকে গিরৌ ১৬। ভজাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্নদী
ত্রৈলোক্যপাবনী। ভজাস্তে চ শিবান্ধ্রকো বহু-
পুষ্পকলাধিতঃ। তত্র গাং কয়িষ্যামি ত্রতং
তদ্বিষ্ণুবলভম্ ১৭। বলিৰ্বাচ। কোহয়ঃ রৈব-
তকো নাম ত্রতং কিং বিষ্ণুবলভম্। শিবান্ধ্রকো

প্রকাশ করিবে না; লুক্ককে কুত্ৰাপি প্রেরণ
করিবে না; অপকারীকে বিশ্বাস করিবে না
অপ্তদ্বারা সুশুভ-দার হইবে; দয়াযুক্ত হইয়া রক্ষা
করিবে; অত্যন্ত হ্রসেবা করিবে না; অত্যন্ত
অধিক মিষ্ট খাইবে না; অস্তেয়ী হইয়া মান্য
পূজা করিবে; মায়াবর্জিত হইয়া শুকসেবা
করিবে; অদন্তে দেবর্চনা করিবে; অকুংসিতা
স্ত্রী ইচ্ছা করিবে; প্রণয়পূর্বক নিপুণভাবে সেবা
করিবে; সদা সান্ত্বাক্য বলিবে; অমুগ্ৰহ
করিয়া তিরস্কার করিবে না; বিপ্রকে প্রহার করিবে
না; শত্রু নিহত করিয়া শেষ রাখিবে না, অকস্মাৎ
ক্রোধ করিবে না এবং অপকারী ব্যক্তির সহিত
যুৎ ব্যবহার করিবে না। তুমি যদি শ্রেয় ইচ্ছা কর,
তবে এইভাবে চিরকাল রাজ্য পালন করিবে। তপঃ-
স্বাধ্যায় দান ও তীর্থযাত্রাশ্রম, এ সকল যোগদ্বারা
আস্ত্রপ্রবোধের যোড়ী কলারও যোগ্য নহে। তুমি
সংসার-বৈরাগ্য, বিপ্রপূজা, বিবিধ ধ্যান ও নারায়ণ-
ধ্যান করিবে। হে রাজন! আমি প্রসঙ্গাধীন এখানে
আসিয়াছি; রৈবতকাচলে গমন করিব। সেখানে
ভগবান্ বিষ্ণু, ত্রৈলোক্যপাবনী নদী, ও বহু পুষ্প-
কলাধিত শিবান্ধ্রক আছেন। তথায় উপস্থিত হইয়া
আমি বিষ্ণুবলভ ত্রত করিব। বলি বলিল,—
রৈবতক গিরি, বিষ্ণুবলভ ত্রত ও শিবান্ধ্রক কি?

কে প্রোক্তান্তঃ কথং কথয়স্ব মে। ১৮। নারদ
উবাচ। পুরা যুগাদৌ দৈত্যৈস্তে সপক্ষাঃ পৰ্বতাঃ
কৃতাঃ। সন্ধিস্তা ত্রক্ষা পশ্চাদচলাস্তে কৃতাঃ পুনঃ।
১৯। উৎপত্তি মহাকায়া নিপত্তি যদৃচ্ছয়া।
মেকমন্দরকৈলাসা বঙ্গা সংস্থিতাঃ স্থিরাঃ। ১০০।
বারিতান স্থিতা য়ে তু ত ইন্দ্রেণ স্থিরীকৃতাঃ।
মেরোদক্ষিণশৃঙ্গে তু কুয়দেতি স পৰ্বতঃ। ১০১।
দিব্যঃ সপক্ষঃ সৌবর্ণো দিবান্ধ্রকৈঃ সমাবৃতঃ।
তস্তোপরি পুরী দিব্যা বৈকবা বিষ্ণুনা কৃতা। ১০২।
তস্তা মধ্যে গৃহং দিব্যং যস্মিন্ লক্ষ্মীঃ সদা স্থিতা।
মেরোঃ শৃঙ্গে পুরী রম্যা গৃহং তত্র মনোরমম্।
১০৩। তত্রাস্তে স ভবো দেবো ভবানী যত্র
সংস্থিতা। সভা মাহেশ্বরী রম্যা সৌবর্ণী রত্ন-
মণ্ডিতা। ১০৪। তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবৈ-
র্ব্রহ্মাদিতীর্ভুতঃ। তস্তাং বিষ্ণুঃ সদা যাতি দেবং
দ্রষ্টুং মহেশ্বরম্। ১০৫। সৌবর্ণৈঃ কুমুদৈর্দেবদাসৌ
সৰ্বস্ব মণ্ডিতঃ। কুয়দেতি কৃতং নাম দেবৈস্তত্র
সঙ্গীতৈঃ। ১০৬। একদা ভগবান্ ক্রজো গিরৌ
তস্মিন্ সমাগমঃ। দ্রষ্টুং তচ্ছরৈ রম্যে ভাং পুরীং
বিষ্ণুপালিতাম্। ১০৭। গৃহাগতং হরং দৃষ্ট্বা হরিণা

হতা আপনি আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—
হে দৈত্যৈস্তে! পূর্বে যুগাদিতে পৰ্বত সকল
সপক্ষ ছিল। পশ্চাৎ ত্রক্ষা বিবেচনাপূর্বক ইন্দ্ৰ-
দিগকে অগ্নি করেন। ইন্দ্ৰা যদৃচ্ছায় উৎপত্তিত
ও নিপত্তিত হইত। মেক, মন্দর ও কৈলাস ইন্দ্ৰা
বাক্যে স্থির থাকিত কিন্তু অস্ত্র য়ে সকল পৰ্বত
বারিত হইয়াও স্থিরীকৃত হইল না, ইন্দ্র তাহা-
দিগকে স্থিরীকৃত করিয়াছেন। মেরু দক্ষিণ শৃঙ্গে
কুমুদ নামে এক পৰ্বত আছে। এই পৰ্বত দিব্য
সপক্ষ, সৌবর্ণ, ও দিব্যান্ধ্রকসমাবৃত। ইন্দ্ৰ
উপরি ভাগে বিষ্ণুকৃত বৈকবা পুরী আছে।
তাহার দিব্য গৃহ; সেই গৃহে লক্ষ্মী সৰ্বদা
বাস করেন। আর মেরুশৃঙ্গে এক রম্যা পুরী;
আছে, এ পুরীমধ্যেও এক মনোহর পুরী
এই গৃহে ভবভবানী বাস করিয়া থাকেন। ঐ
স্থানে এক মাহেশ্বরী সভা আছে। সভা সৌবর্ণী
ও রত্নমণ্ডিতা; সুতরাং রমণীয়। ব্রহ্মাদি দেব-
গণের সহিত ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানে অব-
স্থান করেন। তিনি দেবদর্শনমানসে সৰ্বদাই ঐ
স্থানে আগমন করেন। সৌবর্ণ কুমুদ হারা ঐ
স্থান সৰ্বজ মণ্ডিত; এ ভক্ত সমাগত দেবগণ ঐ
স্থানের নামকরণ করিয়াছেন—কুমুদ। একদা

স তু পুজিতঃ। লক্ষ্মী সম্পূজিতা গৌরী হবিতা
তত্র সংস্থিতা। ১০৮। একাসনোপবিষ্টো হো
মন্ত্রয়ন্তৌ পরম্পরম্। হরেন কারণং জাহ্নবা তৎ
সর্বং কথিতং হরেঃ। ১০৯। অয়েয়ং নগরী কার্ঘ্যা
মন্দরে পর্বতোত্তমে। প্রষ্টব্যঃ কারণং নাটমবশ্যং
তত্ত্ববিদ্যাতি। ১১০। হর এব বিজ্ঞানান্তি কারণং
কতমোহপি ন। এবং তথৈতি তো প্রোক্ষা সংস্থিতৌ
পর্বতোহপি সঃ। ১১১। তৎ দৃষ্ট্বা সঙ্গতং রুদ্রং
কুমুদঃ শয়মাযযৌ। ধন্তোহহং কৃতপুণ্যোহহং যন্ত
মে গৃহমাগতো। ১১২। দাত্যামুক্রো গিরিবরো
দদাব কিং বরং তব। ইত্যুক্তঃ পর্বতস্তাত্যঃ
বরং বরং স মুচ্যধীঃ। ১১৩। ভবিষ্যৎকার্ঘ্যাতেত-
ত্বান্তবিদ্যাতি ন তত্বা। যত্রাহং তত্র বস্তব্যং
ভবত্যামমং মে বরঃ। ১১৪। যৎসন্নিধৌ সমা-
গত্য হাতব্যং জ্ঞানবাসরম্। তথৈতাক্ষা সপত্নীকৌ
গতৌ হরিহরাবুভৌ। ১১৫। পকমো যো মমঃ
পূৰ্ণং রৈবতো নাম বিজ্ঞতঃ। তস্তোৎপত্তৌ তু
যদ্বন্তঃ কুমুদাঞ্চে শৃণু তৎ। ১১৬। ঋষিরাসী-

ভগবান্ ভব বিষ্ণু-পালিতা রম্যা পুরী দর্শন-
মানসে ঐ স্থানে আগমন করেন। হরি হরকে
গৃহগত দেখিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। আর
লক্ষ্মীদেবী হুটু হইয়া ভবানীর পূজা করিলেন।
হর-পার্বতী পুজিত হইয়া একাসনে উপবিষ্ট হইয়া
মংগা করিলে পরে দেবী হর হইতে কারণ অবগত
হইয়া হরিকে বলিলেন,—হরে! তুমি এই নগরী
পর্বতোত্তম মন্দরে করিবে। ইহার কারণ তুমি
আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ কি
আছে, না আছে, তাহা তুমি হরকে জিজ্ঞাসা
করিলে। হরি ও লক্ষ্মী তাঁহাদের বাক্যে ‘তথাক্ষ’
বলিয়া অবস্থিত হইলে শয় কুমুদ পর্বত রুদ্রদর্শন-
মানসে ঐ স্থানে আসিল এবং বলল,—আমি
যন্ত, ও কৃতপুণ্য; যে হেতু আপনারা আমার গৃহে
আগমন করিয়াছেন। পর্বতের বাক্য শ্রবণ
করিয়া হরি-হর বলিলেন,—তোমাকে কি বর দান
করিব? মুচ পর্বত বলিল,—আপনাদের ভবিষ্যৎ
কার্ঘ্য হেতু যেখানে আমি, সেইখানেই আপনারা
উভয়ে বাস করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। আর
আমার সন্নিধানে আসিয়া আপনারা জ্ঞানবাসর পর্য্যন্ত
বাস করুন। পর্বতবাক্যে ‘তথাক্ষ’ বলিয়া সপত্নীক
হরিহর প্রস্থান করিলেন। তে রাজান্। পূর্বে রৈবত
নামে যে পকম মম ছিলেন, কুমুদ-শিবে তৎসং উৎ-

সহাভাগ ঋতবাগিতি বিজ্ঞতঃ। তস্তাপুত্রস্ত পুত্রো-
হকৃত্তেবত্যন্তে মহাক্ষনঃ। ১১৭। স তস্ত বিধিবচ্ছ-
জাতকর্মাধিকাঃ ক্রিয়াঃ। তথোপনয়নাদ্যাদি স
চালীলোহভবদ্বয়ঃ। ১১৮। যতঃ প্রভৃতি জাতো-
হসৌ ততঃ প্রভৃত্যসার্বিঃ। দীর্ঘরোগপরাশর্য-
মবাপাতীব দুর্ধরম্। ১১৯। মাতা চাত্ত-পরাশর্য-
কুঠরোগাতিপীড়িতা। জগাম চিন্তাং স ঋষিঃ
কিমেতাদিতি হুংখিতঃ। ১২০। মূৰ্খম্মন্দধীঃ পুত্রো
হুংখং জনয়তে পিতুঃ। অমার্গগো বিশেষেণ দুঃখ-
দুঃখতরং হি ভৎ। ১২১। অপুত্রতা মম্ববাণাং
শ্রেয়সে ন কুপুত্রতা। সুহৃদাং কোপকারায় পিতৃণাং
নাপি তুণ্ডয়ে। ১২২। সুপুত্রো হৃদয়েহত্যোতি
মাতাপিত্রোর্দিনেদিনে। পিত্রোর্দুঃখায় বিগুণায় তস্ত
দুর্ভুতকর্মণঃ। ১২৩। ধন্তান্তে তনয়া য়ে স্ত্রাঃ সর্ব-
লোকান্তিসম্মতাঃ। পরোপকারিণঃ শান্তাঃ সাধু-
কর্মণ্যম্ববতাঃ। ১২৪। অনির্ভূতং নিরানন্দং
দুঃখশোকপরিপ্লুতম্। নরকায় ন স্বর্গায় কুপুত্রম্ব
হি জন্মিনঃ। ১২৫। করোতি সুহৃদাং দৈন্ত-
মহিতানাং তথা মুদম্। অকালে তু জরং পিত্রোঃ
কুপুত্রঃ কুরুতে কিল। ১২৬। নারদ উবাচ।

পতিবিরণ শ্রবণ কর। পূর্বে ঋতবাক্য নামে বিখ্যাত
এক অপুত্রক ঋষি ছিলেন। রেবতীর অস্ত্রে তাঁহার
এক পুত্র হয়। তিনি পুত্রের উপনয়নাদি বিবিধ
সংস্কার বিধিবৎ সম্পন্ন করেন। পুত্রটী কিন্তু দুর্নীল
হয়। যদবধি ঐ দুর্লক্ষণ সন্তান প্রসূত হইয়াছিল, তদ-
বধি ঋষি উৎকট রোগে পীড়িত হইয়াছিলেন। বাল-
কের মাতাও পুত্রকে প্রসব করিয়া অবধি কুঠরোগা-
ভিপীড়িত হন। ঋষি ‘এ কি হইল?’ বলিয়া চিন্তিত
ও হুংখিত থাকেন। তিনি ভাবেন,—মূৰ্খ মন্দধী
পুত্র সর্বদা পিতার দুঃখ জন্মাইয়া থাকে। আর
কুমার্গগামী পুত্র দুঃখ হইতেও দুঃখতর হয়।
অপুত্রতা মাছুবের বরং ভাল, তথাপি কুপুত্রতা
ভাল নহে। সে কখন সুহৃদের উপকার ও
পিতার ভুগি বিধান করে না। সুপুত্র দিন দিন
মাতার পিতার হৃদয় অধিকার করে। দুর্লক্ষ্য পুত্র
সর্বদা মাতা-পিতার দুঃখ জন্মায়। সংকর্মানয়ত,
শান্ত, পরোপকারী, সর্বলোকসম্মত পুত্রই বশ্য।
অনির্ভূত, নিরানন্দ, দুঃখশোকপরিপ্লুত কুপুত্র জন-
কের নরকের নিমিত্ত, স্বর্গের নিমিত্ত নহে। একরূপ
পুত্র সুহৃদের দৈন্ত, আর শত্রুর স্বর্ধ্ববিন করে।
কুপুত্র অকালে মাতা-পিতার জরা আনয়ন করিয়া

এঃ সোহত্যন্তুত্বৈস্ত পুত্রস্ত চরিতৈর্পুনিঃ ।
দক্ষমানমনোবুভির্বৃদ্ধগর্গমপৃচ্ছত ॥ ১২৭ ॥ ঋতবাণ্ড
বচ । সুব্রতেন পুত্রা বেদা অধীতা বিধিনা ময়া ।
সদাপ্য বিদ্যা বিধিবৎ কৃতো দারপরিগ্রহঃ ॥ ১২৮ ॥
সদায়েণ হি যাঃ কার্য্যঃ শ্রোতশ্রাদ্ধাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
তাঃ কৃতাস্ত বিধানেন কামং সমম্বকুধ্য চ ॥ ১২৯ ॥
পুত্রার্থং জনিতশ্চায়ং পুত্রায়ো বিচুতো মুনৈঃ ।
সোহয়ং কিম্বাদদোষণে মাতৃদোষেণ কিং মম ।
অশ্রদ্ধাধাবহো জাতো দোঃশীল্যবদ কোবিদ ॥
১৩০ ॥ গর্গ উবাচ । রেবত্যন্তে মুনীশ্চৈষ্ঠ জীতোহয়ং
ভনয়ন্তব । তেন বৃদ্ধেখায় তে দুই কালে যশ্বাদ-
জায়ত ॥ ১৩১ ॥ তবাপচারো লৈবাস্ত মাতুর্নাপি
কুলস্ত চ । অশ্রদ্ধোঃশীল্যেত্বয়ং রেবত্যন্ত
উপাগতম্ ॥ ১৩২ ॥ রেবতী অধিনোষ্মধ্যমাল্লেষা
মধ্যযন্তথা । জ্যেষ্ঠামূলকং যোঃ প্রোক্তং গণ্ডাঙ্কু
তু ভয়াবহম্ ॥ ১৩৩ ॥ গণ্ডায় তু যে জাতা
নরনারীতুরজমঃ । তিষ্ঠন্তি ন চিরং গেহে
তিষ্ঠন্তোহপি ভয়ঙ্করঃ । এবমুক্তোহথ গর্গেণ
চুক্ৰোধাতীব কোপেনঃ ॥ ১৩৪ ॥ ঋতবাণ্ডবাচ ।

দেয় ১০৭—১২৬। নারদ বলিলেন,—ঋষি ঋতবাক
পুত্রের দুই চরিত্রে দহমান হইয়া বৃদ্ধ গর্গকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে কোবিদ ! আমি পূর্বে বিধিপূর্বক
বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি । সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন
শেষ করিয়া অবশেষে যথাবিধি দারপরিগ্রহ করি-
য়াছি । সদায় যাচা করিতে হয়—শ্রোত-শ্রাদ্ধাদি
ক্রিয়া, তৎসমস্তই কামনিরোধ করিয়া বিধিপূর্বক
সম্পন্ন করিয়াছি । পুত্রাম-নরক হইতে মুক্তির জন্য
এক পুত্রও উৎপাদন করিয়াছি । সেই পুত্রটী
আমার কি আশ্বাদোষে—কি মাতার দোষে—অথবা
আমার দোষে দোঃশীল্যবশতঃ আমাদের এরূপ
দুঃখাবহ হইল, আপনি তাহা বলুন । গর্গ বলি-
লেন,—হে মুনীশ্চৈষ্ঠ ! তোমার পুত্র রেবতীর অন্তে
জন্মিয়াছে ; দুইকালজাত বলিয়াই পুত্র তোমার
দুঃখাবহ হইয়াছে । ইহাতে তোমার, তোমার পুত্রের,
পুত্রের মাতার বা ভুলের কোন দোষ নাই । এক-
কাজ রেবত্যন্তে জন্মই দোষ বলিয়া জানিচেন ।
রেবতী, অধিনী, মধ্য, অরেষা এবং জ্যেষ্ঠা ও মূল্য
নক্ষত্রের মধ্যস্থলকে গণ্ডাঙ্ক বলে । ইহা অতি
ভয়ঙ্কর । গণ্ডায় যে জন্মে,—নর-নারী তুরজম
যাহাই হোক, তাহার কীট চিরকাল গৃহে থাকে
না ; আর থাকিলেও অতি ভয়ঙ্কর হয় । গর্গ এই

যশ্বান্মৈকপুত্রস্ত রেবত্যন্তে সম্ভবঃ ॥ ১৩৫ ॥
রেবতী কিং ন জানাতি মাং বিপ্রঃ শাপয়িষ্যতি ।
জাজ্ঞ্যামান গগনান্তম্মাং পতন্তু রেবতী ॥ ১৩৬ ॥
নারদ উবাচ । তেনৈবং ব্যাহতে বাক্যে রেবত্যাকং
পপাত হ । পশুতঃ সর্গলোকস্ত বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ ॥
১৩৭ ॥ ঈশ্বরেচ্ছাপ্রভাবেন পতিতা গিরিমূর্ছনি ।
রেবত্যাকং নিপতিতং কুমুদাজ্যো সমস্ততঃ ॥ ১৩৮ ॥
সুরাষ্ট্রদেশে স প্রাপ্তঃ পতিতো কৃতলে শুভে ।
হিমাচলস্ত পুত্রো য উজ্জয়ন্তো গিরিস্থান ॥ ১৩৯ ॥
কুমুদেন সমং মৈত্রী কৃত্য পূর্বং পরম্পরম্ । যজ
দ্বং স্বাক্তসে স্বাতা ভজ্যামপি নিশ্চিতম্ ॥ ১৪০ ॥
ইতি কৃতা গৃহোদ্ধাথ গজাবারি সম্যমুনম্ । সারস্বতঃ
তথা পূণ্যং সিঞ্চিতুং তং সমাগতঃ ॥ ১৪১ ॥
আভূতসংগ্রহং জীবৎ সংস্থিতো তৌ পরম্পরম্ ।
কুমুদাশ্চিৎ তৎপাতাৎ খ্যাতো রৈবতকোহতং ॥
১৪২ ॥ অতীব রম্যঃ সর্গস্তাং পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ।
কুমুদাশ্চিৎ সৌবর্ণো রেবতীচ্যবনাং পুনঃ ॥ ১৪৩ ॥
পট্টজাতঃ সবাহেন জাতো বর্ণেন কৃপতে ।
মেকবর্ণঃ স মধ্যে তু সৌবর্ণঃ পর্কতোত্তমঃ ॥ ১৪৪ ॥
ততঃ সঙ্গনয়ামাস কস্তাং রৈবতকো গিরিঃ ।
রেবতীকান্তিসমুতাং রেবতীসদৃশাননাম্ ॥ ১৪৫ ॥

কথা বলিলে ঋতবাক অত্যন্ত কুপিত হইলেন ।
তিনি বলিলেন,—আমার পুত্রের রেবত্যন্তে জন্ম
হইল ! রেবতী জানে না যে, জাজ্ঞ্য শাপ দিবেন !
অতএব জাজ্ঞ্যামান অবস্থায় ঋত্বিগি রেবতী গগন
হইতে পতিত হউক । নারদ বলিলেন,—ঋতবাক
এই কথা বলিলে রেবতী নক্ষত্র পতিত হইল ।
জনগণ বিস্ময়াবিষ্টমানসে তাহা দর্শন করি । সে
সুরাষ্ট্র দেশে ঈশ্বরেচ্ছায় কুমুদগিরিমস্তকে পতিত
হইল । উজ্জয়ন্ত নামে হিমালয়ের এক পুত্র ছিল ।
কুমুদচলের সহিত তাহার মৈত্রী হয় । উজ্জয়ন্ত
কুমুদকে বলে,—তুমি যেখানে থাকিবে, আমিও
সেইখানে থাকিব । এই কথা বলিয়া উজ্জয়ন্ত
গিরি, বায়ু ও সারস্বত তোর লইয়া কুমুদকে অতি-
যুক্ত করিবার জন্য সমাগত হইল । কুমুদ ও
উজ্জয়ন্ত আপস্রয় একত্র থাকিল । রেবতীপাতে
কুমুদাশ্চিৎ রৈবতক নামে বিখ্যাত হইল । রৈবতক
সর্গাস্তমুন্দর, সৌবর্ণপতনে সুবর্ণবর্ণ ও বাহ্যে
পট্টজাত । এই সুবর্ণবর্ণ পর্কতোত্তম মধ্যে মেক-
বর্ণ । অতঃপর রৈবতকগিরি এক কস্তা উৎপাদন
করিল । কস্তা রেবতীসদৃশতা ও রেবতীসদৃশাননা

প্রমুচো নাম রাজর্ষিস্তেন দৃষ্টা বরাঙ্গনা । পিতৃবদ-
 রেবতী নাম কৃতঃ তস্তা নৃপোত্তম ॥ ১৪৬ ॥
 রেবতীতি চ বিখ্যাতা সা সর্বত্র বরাঙ্গনা ।
 সর্বতেজোময়ঃ স্থানং সর্বতীর্থজলাশ্রয়ম্ ॥ ১৪৭ ॥
 গঙ্গাজলপ্রবাহৈশ্চ সংযুক্তং যামুনৈশ্চযা । স্থিতঃ
 সারস্বতঃ তোয়ং তত্র গর্ভেষু তল্লয়ম্ ॥ ১৪৮ ॥
 বিখ্যাতং রেবতীকূণ্ডঃ যত্র জাতা চ রেবতী ।
 অরণ্যদর্শনাৎ স্থানাৎ সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১৪৯ ॥
 সা বালা বর্জিতা তেন প্রমুকেন মগাঙ্গনা । যৌবনং
 হু তয়া প্রাপ্তং তস্মিন রৈবতকে গিরৌ ॥ ১৫০ ॥
 তাং তু যৌবনসম্পন্ন্যঃ দৃষ্ট্বাথ প্রবচো মুনিঃ ।
 একান্তে চিন্তয়ামাস কোহস্তা ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৫১ ॥
 হুবা হুবা স পপ্রচ্ছ শুকং বহিঃ হিজোত্তমঃ ।
 প্রসাদঃ কুরু মে ক্রুহি কোহস্তা ভর্তা ভবিষ্যতি ॥
 ১৫২ ॥ অস্তোহস্তাঃ সদৃশঃ কোহপি বংশে শাস্তি
 করোমি কিম্ । বহ্নিকুণ্ডং সমুখায় প্রোক্তবান
 হব্যবাহনঃ ॥ ১৫৩ ॥ শৃণু মে বচনং বিপ্র যোহস্তা
 ভর্তা ভবিষ্যতি । প্রিয়ব্রতায়তনো মহাবল-
 পরাক্রমঃ ॥ ১৫৪ ॥ পুত্রো বিক্রমশীলস্ত কালিন্দী-

হইল। প্রমুচ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। একদা
 তিনি এই বরাঙ্গনাকে দেখিতে পান। তিনি
 পিতার জ্ঞায় ঐ কস্তার নাম রাপিলেন,—রেবতী।
 ঐ কস্তা রেবতী নামে বিখ্যাত হইল। রৈবতকে
 এক সর্বতেজোময় স্থান আছে। ঐ স্থান সর্বতীর্থ-
 জলাশ্রয় এবং গাঙ্গ, যামুন, ও সারস্বত তোয়-
 লবাহবুজ। এতদ্ব্যতীত গর্ভ সকলেও উক্ত
 তোয়ত্রয় বর্তমান। এই স্থানই রেবতীকূণ্ড নামে
 বিখ্যাত। এইখানে রেবতী জন্মিয়াছিল। এ
 তীর্থের অরণ, দর্শন ও অবগাহনে সর্ব পাপ ক্ষয়
 হয়। ঐ রৈবতক পর্তেই বালিকা রেবতী প্রমুকে
 কর্তৃক বর্জিতা হইয়া ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইল।
 তাহাকে বুঝত দেখিয়া মুনি একান্তে এইরূপ চিন্তা
 করিতেন যে কে ইহার ভর্তা হইবে? তিনি
 হোম সমাপন করিয়া শুক ও বহ্নিউদ্দেশে জিজ্ঞাসা
 করিতেন,—আপনার প্রসন্ন হইয়া বলিয়া দেন,
 —কে ইহার ভর্তা হইবে? ইহার সদৃশ বর
 বংশে কেহ নাই; করি কি? অনন্তর বহ্নিকুণ্ড
 হইতে হব্যবাহন প্রাক্কর্তৃত হইয়া বলিলেন,—হে
 বিপ্র! আমার বাক্য শ্রবণ কর; যে ইহার ভর্তা
 হইবে, বলিয়া দিতেছি। প্রিয় বরজাত মহাবল-
 পরাক্রম কালিন্দীজঠরোত্তব বিক্রমশীলের পুত্র

জঠরোত্তবঃ । হৃদ্যো নাম ভবিষ্য ভর্তা হস্ত
 মহীপতিঃ ॥ ১৫৫ ॥ অস্মান্তরে সমায়াতো হৃদ্যঃ
 সমহীপতিঃ । গিরৌ যুগবধাকাক্ষী মুনিং গেহে
 ন পশ্যতি । প্রিয়েহয়ি তাং ক গত এহি সত্যং
 ব্রবীহি মে ॥ ১৫৬ ॥ নারদ উবাচ । অগ্নিশালা-
 স্থিতে নৈব তচ্ছ্রুতং বচনং শ্রিয়ম্ । শ্রিয়েতামন্ত্রণ
 কোহয়ং করোতি মম বেষ্মনি ॥ ১৫৭ ॥ স দদর্শ
 মহাত্মানং রাজানং হৃদ্যম্ মুনিঃ । জহর্ষ হৃদ্যম্ দৃষ্টা
 মুনিঃ প্রাহ স গোতমম্ ॥ ১৫৮ ॥ শিষ্যং বিনয়
 সম্পন্নমধীং পাদ্যং সমানয় । একং ভাবদয়ং
 ভূপতিরকালাতৃপাগতঃ ॥ ১৫৯ ॥ জামাতা সাম্প্রতং
 রাজা যোগ্যাত্ত চ স্তুতা মম । ততঃ স চিন্তয়ামাস
 রাজা জামাতাকারণম্ ॥ ১৬০ ॥ যোনেন বিধিনা
 রাজা জগৃহেহর্ঘ্যং হিজাজয়া । তমাসনগতং বিপ্রো
 গৃহীতর্ঘ্যং মহামুনঃ ॥ ১৬১ ॥ প্রস্তুতং প্রাহ
 রাজেন্দ্রং নৃপতে কুশলং পুরে । কোশে বলে চ
 মিজে চ ভৃত্যামাত্যপ্রজানু চ । তথাস্মনি মহাবাহো
 যত্র সনং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৬২ ॥ পত্নী চ তে কুশ-

মহীপতি হৃদ্য ইহার ভর্তা হইবেন। হব্যবাহন
 এই কথা বলিবামাত্র মহীপতি হৃদ্য ঐ গিরিতে
 যুগবধাকাক্ষার ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
 তিনি দেখিলেন,—মুনি গৃহে নাই। তখন তিনি
 রেবতীকে সন্ধান করিয়া বলিলেন,—অগ্নি শ্রিয়ে!
 তোমার তাত কোথায়? এস তোমাকে একটা সত্য
 কথা বলি ১২৭-১৫৬। নারদ বলিলেন,—মুনি অগ্নি-
 শালা হইতে ‘প্রিয়ে’ সন্ধান শুনিতে পাইয়া মনে
 মনে ভাবিলেন,—কে এ আমার আশ্রমে ‘প্রিয়ে’
 সন্ধান করিল? অনন্তর তিনি রাজাকে দেখিতে
 পাইলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সর্বে তিনি
 স্বীয় বিনীত শিষ্য গোতমকে বলিলেন,—পাদ্য ও
 অর্ঘ্য আনয়ন কর। একে ত ইনি রাজা;
 তাহার উপর আবার বহুকাল পরে আগমন
 করিয়াছেন। অধুনা ইনি আমার জামাতা;
 আমার স্তুতাও ইহার যোগ্য। রাজা মুনিমুখে
 ‘জামাতা’ এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি
 মুনির আদেশে মৌনবলবনে অর্ঘ্য গ্রহণ করি-
 লেন। অতঃপর মুনি রাজাকে আসনাসীন ও
 গৃহীতর্ঘ্য দেখিয়া প্রস্তুত বিবর বলিলেন; বলি-
 লেন,—রাজন! রাজধানীর মঙ্গল? আপনার
 কোশ, বল, মিজে, ভৃত্য, অমাত্য, ও প্রজা,
 এ সকলের মঙ্গল? আপনি স্বয়ং কুশলে আছেন?

লিনী যাজ্ঞ স্থানে হি তিষ্ঠতি। অস্ত্রাসাং কুশলঃ ।
 জহি যাঃ সন্তি তব মন্দিরে ॥ ১৬৩ ॥ রাজোবাচ ।
 স্বংপ্রসাদাদকুশলং নাস্তি রাজ্যে কচিন্নম । জাত-
 কোতুহলোহম্যামি মম ভাৰ্য্যাজ্ঞ কা যুনে ॥ ১৬৪ ॥
 প্রমুখ উবাচ । রেবতী তে বরা ভাৰ্য্যা কিং ন
 বেংসি নৃপোত্তম । ত্রৈলোক্যশুদ্ধরী যা তু কথং
 সা বিস্মৃতা ভব ॥ ১৬৫ ॥ রাজোবাচ । শুলভ্রাঃ
 শান্তপাপাঞ্চ কাবেরীতন্মাং তথা । সুরাশ্বজাহ্ন-
 জাতাঞ্চ কদম্বাঞ্চ বরপ্রজাম্ ॥ ১৬৬ ॥ বিপাঠাঃ
 নন্দিনীকৈব বেঙ্গি ভাৰ্য্যাং গৃহে মম । তিষ্ঠন্তি নৈব
 জানামি ভাৰ্য্যা মে রেবতী কৃতঃ ॥ ১৬৭ ॥ ঋষি-
 বাচ । প্রিয়েতি সাম্প্রতং প্রোক্তা রেবতী সা প্রিয়া
 তব । তদন্তথা ন ভবিতা বচনং নৃপসত্তম ॥ ১৬৮ ॥
 রাজোবাচ । নাস্তি ভাবরূতো দোষঃ কস্মাতাং
 তদ্বচো মম । বিনির্গতং বচো বক্তারাহং জঙ্ঘন
 দ্বিজোত্তম ॥ ১৬৯ ॥ ঋষিবাচ । নাস্তি ভাবরূতো
 দোষঃ পরিবেঙ্গি কুরুষ তৎ । বহিনা কথিতম্
 মে জামাতাদ্য ভবিষ্যসি ॥ ১৭০ ॥ ইত্যাদিবচনৈ

রাজা ভাৰ্য্যাং যেনে স রেবতীম্ । ঋষিস্তথোদ্যতঃ
 কর্ণুঃ বিবাহং বিধিপূৰ্ব্বকম্ । উবাচ কস্তা পিতরং
 কিঞ্চিৎশ্রেয়সকরঃ পিতঃ ॥ ১৭১ ॥ যদি মে পতিনা
 তাত বিবাহং কর্ণুমিচ্ছসি । রেবত্যাং বিবাহং মে
 তৎকরোতু প্রসাদন্তঃ ॥ ১৭২ ॥ ঋষিবাচ । রেব-
 ত্যাং ন বৈ ভদ্রে চন্দ্রযোগে দিবি স্থিতম্ ।
 ঋক্ষাণ্যন্তান্তপি সন্তি সূক্তকৈবৈবাহিকানি চ ॥ ১৭৩ ॥
 কস্তোবাচ । তাত তেন বিনা কালো বিকলঃ প্রতি-
 ভাতি মে । বিবাহো বিকলে তাত মধিধায়াঃ কথং
 ভবেৎ ॥ ১৭৪ ॥ প্রমুখ উবাচ । ঋতবাগিতি বিখ্যাত-
 স্তপস্বী রেবতীঃ প্রতি । চকার কোপং ক্রুদ্ধেন
 তেনাকং তারপাতিতম্ ॥ ১৭৫ ॥ ময়া চাটম্ প্রতি-
 জ্ঞাতা ভাৰ্য্যোতি বিদিতং তব । ন চেচ্ছসি বিবাহং
 স্বং সঙ্কটং নঃ সমাগতম্ ॥ ১৭৬ ॥ কস্তোবাচ ।
 ঋতবাগেব স মুনিঃ কিমেতন্তপ্তবান স্বয়ম্ । ন ত্বয়া
 মম তাতেন ব্রহ্মবদ্ধোঃ স্মৃত্যমি কিম্ ॥ ১৭৭ ॥
 ঋষিবাচ । ব্রহ্মবদ্ধোঃ স্মৃতান স্বং তপস্বী নাস্তি
 মৈহধিকঃ । স্মৃতা বঞ্চ ময়া দেয়া নাস্তং কর্ণুং সমুৎ-

আপনাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত । যিনি এখানে রহিয়া-
 ছেন, এই পত্নী আপনার কুশলিনী ? আপনার ভব-
 নস্থ অন্তরায়ী সকলের মঙ্গল ত ? রাজা বলিলেন,
 হে যুনে ! আপনার প্রসাদে আমার অকুশল কখন
 নাই ; আমি একটা বিষয়ে জাতকোতুহল হইয়াছি ;
 এখানে আমার ভাৰ্য্যা কে ? প্রমুখ বলিলেন,—হে
 নৃপোত্তম ! রেবতী যে আপনার শ্রেষ্ঠা ভাৰ্য্যা ;
 আপনি কি তা জানেন না ?—তিনি ত্রৈলোক্য-
 শুদ্ধরী বলিয়া জগদ্বিপাঠ ; কিরূপে আপনি তাঁহাকে
 বিস্মৃত হইয়াছেন । রাজা বলিলেন—মদগৃহস্থিতা
 শান্ত-পাপা, কদম্বা, বরপ্রজা, বিপাঠা, নন্দিনী, কাবেরী-
 তনয়া, সুরাশ্বজাহ্নজাতা স্তম্ভজাকেই আমি ভাৰ্য্যা
 বলিয়া জানি ; কিন্তু জানিনা অত্রত্যা রেবতী আমার
 ভাৰ্য্যা হইল কিরূপে ? ঋষি বলিলেন,—হে রাজন !
 আপনি এখনই রেবতীকে প্রিয়া বলিয়া সন্মোদন
 করিলেন, স্মৃতরাং রেবতী আপনার প্রিয়া ; আপ-
 নার এ বাক্য আর অন্তথা হইবে না । রাজা
 বলিলেন,—হে যুনে ! ঐরূপ সন্মোদনে আমার
 ভাবরূত দোষ কিছুমাত্র নাই ; অতএব আপনি
 আমায় ক্ষমা করুন ; আমার মুখ দিয়া ঐরূপ কথা
 বাহির হইয়া গেল, আমি কিছুই জানি না । ১৫৭—
 ১৬৯ । ঋষি বলিলেন,—হে নৃপ ! আপনার ভাবরূত
 দোষ নাই, তাহা জানি ; কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে

হইবে। বহি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি
 অন্য আমার জামাতা হইবে । ঋষির এই কথা
 শুনিয়া রাজা রেবতীকে ভাৰ্য্যা বলিয়া মনে
 করিলেন । ঋষিও বিধিপূৰ্ব্বক বিবাহ দিতে
 উদ্যত হইলেন । কস্তা বলিল,—হে পিতা !
 শ্রবণ করুন,—আপনি যদি আমার বিবাহ দিতে
 ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অল্পগ্রহপূৰ্ব্বক রেবতী
 নক্ষত্রে আমার বিবাহ দেন । ঋষি বলিলেন,—
 হে ভদ্রে । এক্ষণে চন্দ্রযোগে রেবতী নক্ষত্র আর
 গগনে নাই ; অস্ত্র বৈবাহিক নক্ষত্র সকল
 আছে । কস্তা বলিল,—হে তাত ! তাহা ব্যতীত
 আমার কাল বিকল বলিয়া প্রতীত হইতেছে ।
 বিফল কালে মধিধা কামিনীর কিরূপে বিবাহ হইবে ?
 প্রমুখ বলিলেন,—ঋতবাক্ নামে প্রসিদ্ধ তপস্বী,
 রেবতীর প্রতি তিনি কোপ করিয়াছিলেন, তাহাতে
 রেবতী নক্ষত্র পতিত হয় । আমি এই রাজার
 হস্তে তোমাকে প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি-
 য়াছি, ইহা তুমি জান, জানিয়া শুনিয়াও যদি ইহার
 সহিত বিবাহ ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তো আমার
 মহান্ সঙ্কট উপস্থিত । কস্তা কহিল—ঋতবাক্ মুনিই
 কি তপস্বী করিয়াছেন ? আমার পিতা—আপনি
 করেন নাই ? তবে কি আমি ব্রহ্মবদ্ধুর স্মৃতা ?
 ঋষি বলিলেন,—পুত্রি ! তুমি ব্রহ্মবদ্ধুর স্মৃতা নহ ;

সহে। ১৭৮। কস্তোবাচ। তপস্বী যদি মে
তাতস্তৎ কিম্বক্ষ্মিৎ দিবি। সমারোপ্য বিবাহো
মে কস্মিন্ন ক্রিয়তে পুনঃ। ১৭৯। ঋষিকবাচ।
এবং ভবতু ভদ্রঃ তে ভদ্রে প্রীতিমতী ভব।
আরোপয়ামীন্মুয়ার্ণে রেবত্যাং কৃতং তব। ১৮০।
ততস্তপঃপ্রভাবেন রেবত্যাং মহামুনিঃ। ২৭
পূৰ্বং তথা চক্রে সোমযোগি দ্বিজোত্তমঃ। বিবাহঃ
হৃদিতুঃ কৃষা জামাতরমুবাচ হ। ১৮১। ঐদাহিকঃ
ক্রে ভূপাল কথ্যতাং কিং নদাম্যহম্। জল্লাপমপি
দাস্তামি বিদ্যাতে মে মনস্তপঃ। ১৮২। রাজো-
বাচ। মনোঃ স্বাদ্ভুবস্তাহুংপরঃ সন্ততো যুনে।
মন্তর্যধিপঃ পুত্রং হংপ্রসাদাদ্ভূপোম্যহম্। ১৮৩।
ঋষিকবাচ। ভবিষ্যতি মহীপালো মহাবলপর-
ক্রমঃ। রেবতী রেবতীকুণ্ডে স্নাতা পুত্রঃ জনি-
যতি। ১৮৪। এবং কৃষা গতো রাজা সা চ
পুত্রমজজনৎ। রেবতেতি কৃতং নাম বভূব স
মহনৃপঃ। ১৮৫। অমুন্য চ তদা প্রোক্তমশ্বিন
রৈবতকে গিরৌ। স্ত্রিয়ঃ স্নানং করিষ্যন্তি তাসাং

আমা হইতে ঋষ্ট তপস্বী আর নাই; তুমি আমার
সুহৃদ; আমি তোমায় প্রদান করিব; অস্ত কিছু
করিতে ইচ্ছা করে না। কস্তা বলিলেন,—তাত
যদি আমার তপস্বী, তবে ঋক এখানে কেন?
তিনি ঋককে গগনে সমারোপিত করিয়া আমার
বিবাহ দিতে পারিতেছেন না কেন? ঋষি বলি-
লেন—হে ভদ্রে! আমি তাহাই করিতেছি, তুমি
প্রীতিমতী হও। আমি তোমার জন্ত ঋককে
ইন্মুয়ার্ণে পূর্ববৎ আরোপিত করিতেছি। অনন্তর
যুনি তপঃপ্রভাবে রেবতী ঋককে সোমযুক্ত
করিলেন। তিনি হৃদিতার বিবাহ দিয়া জামাতাকে
বলিলেন,—হে ভূপাল! বল—তোমায় আমি
কি যোক্ত প্রদান করিব? জল্লাপ্য হইলেও তাহা
আমি তোমাকে দিব; যে যেতু আমার মহৎ তপ-
আছে। রাজা বলিলেন,—হে যুনে! আমি
স্বাদ্ভুব মন্তর্যধিপ উৎপন্ন; অতএব আমি আপ-
নার নিকট মন্তর্যধিপ পুত্র প্রার্থনা করি। ঋষি
বলিলেন—হে মহীপাল! তোমার মহাবলপর-
ক্রম পুত্র হইবে; রেবতী রেবতী-কুণ্ডে স্নান
করিয়া পুত্র প্রসব করিবে। রাজা এইরূপ বর লাভ
করিয়া গমন করিলেন; রেবতীও পুত্র প্রসব
করিল। পুত্রের নাম হইল—রৈবত। এই
রৈবত যুনি হইল। রৈবত বলিয়াছিল, এই গিরিতে

পুত্রা মহাবলাঃ। দীর্ঘায়ুযো ভবিষ্যন্তি হংখদারিদ্ৰ্য-
বর্জিতাঃ। ১৮৬। নারদ উবাচ। ইত্যুকে পূর্বতো
রাজদৌৰ্ণো ভূষা পাপাত সঃ। এতৌ তৌ সংশ্রুতৌ
দেবৌ সভাৰ্ণৌ হরিশঙ্করৌ। ১৮৭। স্মৃতমাত্মৌ তদা-
য়াতৌ তেন বন্ধৌ পুরা যতঃ। যজাহঃ ভদ্র স্বাতব্যঃ
ভবত্যাংমিতি নিশ্চিতম্। ১৮৮। অতো বিষ্ণুহরৌ
দেবৌ স্থিতৌ তৌ পূর্বতোত্তমে। গিরৌ রৈব-
তকে সন্ম্যে স্বর্ণরেখানদীজলে। আর্যধর্যক্লিঃ
দেবঃ রেবতী তাক সোহব্রবীৎ। ১৮৯। ভবতাকল-
যোগন্তে গগনে ব্রাহ্মণাক্ষয়। অস্তহৃদীম তুতৌহং
বরং মনসি বৎ স্থিতম্। ১৯০। রেবতুবাচ।
গিরৌ রৈবতকে দেব স্বাতব্যঃ ভবতা সদা। ময়া
স্নানং কৃতং যত্র ভদ্র স্নাত্যন্তি যে জনাঃ। ১৯১।
ভেবাঃ বিষ্ণুপুরে বাসো ভবন্তি বৃহৎ ময়া।
এবমন্ত ভদ্রা প্রোচ্য গিরৌ রৈবতকে স্থিতঃ।
দামোদরশতভূরীহঃ স্বয়ং ক্রমোহপি সংস্থিতঃ। ১৯২।
গন্ধাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সংস্থিতা বিষ্ণুনা সহ।
কীরোদে মধ্যমানে তু যদা বৃক্ষঃ সন্নিহিতঃ।
১৯৩। আমদে দেবদৈত্যানাং তেন সামর্দকৌ

যে সকল নারী স্নান করিবে, তাহারা মহাবল
পুত্রলাভ করিবে। আর এই পুত্রগণ দীর্ঘায়ু ও
হংখদারিদ্ৰ্যবর্জিত হইবে। ১৭০—১৮৬। নারদ
বলিলেন,—হে রাজন! এইরূপ উক্ত হইয়া রৈবত
পূর্বত দীর্ঘ হইয়া পতিত হইল। সভাৰ্ণ হরিশঙ্কর
এই পূর্বতে বাস করিলেন। পূর্বত ইহাদিগকে
স্বরণ করিলাম ইহারা আগমন করিলেন, যে
হেতু ইহারা পূর্বে পূর্বতের নিকট এইরূপ প্রতি-
শ্রুত ছিলেন যে, যেখানে এই পূর্বত থাকিবে, সেই
খানেই হরি-হর থাকিবেন। অতএব হরি-হর এই
পূর্বতে স্বর্ণরেখাসমীপে বাস করিলেন। রেবতী
এই স্থানে হরির আরোহণা কাণ্ডা তাঁহাকে বলি-
লেন,—ব্রাহ্মণাক্ষয় গগনে চন্দ্রযোগ হৌক। হরি
বলিলেন,—অস্ত বর—যাহা তোমার ইচ্ছা হয় গ্রহণ
কর, আমি তুষ্ট হইয়াছি। রেবতী বলিল,—
আপনি রৈবতক গিরিতে সর্দদা অরহান করুন।
আমি যেখানে স্নান করিয়াছি, সেই স্থানে যাহারা
স্নান করিবে, তাহাদের যেন বিষ্ণুপুরে গতি হয়।
রেবতীর বাক্যে ‘এবমন্ত’ বলিয়া ভগবান চতুর্ভূজ
দামোদর বিষ্ণু এবং স্বয়ং ক্রম এই স্থানে বাস
করিতে লাগিলেন। গন্ধাদি সরিৎ সকল এই স্থানে
হরির সন্নিহিত বাস করিতে লাগিলেন। কীরোদ-

শ্রুত। অগ্নি বৃক্ষে হিত। লক্ষ্মীঃ সদা পিতৃগৃহে
নৃপ। ১১৪। শিবা লক্ষ্মীঃ শ্রুতো বৃক্ষঃ সেবতে
সুরসন্তমৈঃ। দেবৈর্জগদ্বিভিঃ সর্বেষু কোহসৌ
বৈকবঃ শ্রুতঃ। ১১৫। সর্ষেঃ সন্ধিত্য যুক্তো-
হসৌ গিরৌ রৈবতকে পুরা। অস্ত বৃক্ষস্ত
যাজ্ঞাঃ যে করিষ্যন্তি হরৈর্দিনে। ১১৬। কান্তনে চ
সিচে পক্ষ একাদশ্যঃ নৃপোত্তম। তেবাং
পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি গুণাধিকাঃ। প্রান্তে
বিকুপুরে বাসো জায়তে নাক্ষত্রঃ। ১১৭। বলি-
কবাচ। কথমেতদ্ ব্রতং কার্যং বৈকবঃ বিষ্ণুব্রতম্।
রাজ্যো জাগরণং কার্য্যং বিধিনা কেন তদ্বদ। ১১৮।
নারদ উবাচ। কান্তনস্ত্র সিতে পক্ষ একাদশ্যমূপো-
ষিতঃ। স্নানান্ নদ্যাং তড়াগে বা বাপাং কূপে
গৃহেহপি বা। ১১৯। গহ্বা গিরৌ বনে বাপি যত্র
লা প্রাপ্যতে শিবা। পূজ্যা পুত্পৈঃ শুভে রাজ্যো
ভাৰ্য্যং জাগরণং নরৈঃ। ২০০। অষ্টাধিকশতৈঃ
কার্য্য্য কলৈস্তস্তাঃ প্রদক্ষিণা। প্রদক্ষিণীকৃত্য নগং
ভোক্তব্যং তু কলং নরৈঃ। ২০১। করকং জলপূর্ণং
তু কর্তব্যং পাত্ৰসংযুক্তম্। হবিষ্যারং তু কর্তব্যং
দীপঃ কার্য্যো বিধানতঃ। ২০২। এবং জাগরণং

কার্য্যং কথ্যব্রতং তৎপরৈঃ। সূচ্যন্তে দেহিনঃ পাণৈঃ
কলিজৈঃ কার্য্যসন্তবৈঃ। ২০৩। দেহান্তে তে নরঃ
সর্ষে পূজ্যন্তে হরিমন্দিরে। ২০৪। সারস্বত
উবাচ। ইহুকা নারদো দৈত্যঃ যযৌ রৈবতকং
গিরিম্। দৈত্যোস্ত্রো মত্ৰ্যামাস কিং কার্য্যং সাম্প্রতং
ময়া। ২০৫। নরোচতে সুরৈঃ সার্কিং বিগ্রহো য়ে
সুরোত্তমাঃ। ২০৬। মন্দির উচুঃ। নান্তি কমা
ভৃশং তেবাং কজিয়াণাং গৃহে সত্যম্। অশক্তমপি
মন্ত্ৰেণ স্বয়মায়ান্তি তে যতঃ। তস্মাৎ স্বয়ং প্রযা-
ন্ত্যামো দেবেস্ত্রঃ সহিতা বয়ম্। ২০৭। ইতি জ্ঞাত্বা
দদৌ চক্রাং প্রবমঃ সুরবিগ্রহে। গৃহীত্বা বাহিনীং
দৈত্যাঃ প্রস্থিতা মেকপর্ষতে। ২০৮। যত্র সা
নগরী রম্যা দেবরাজস্ত পুরতঃ। আগচ্ছমানং
তাং জ্ঞাত্বা বাহিনীং মেকপর্ষতে। ২০৯। দেব-
রাজসমাদেশাচ্ছলিতা দেববাহিনী। সুরমেরৈঃ
পূর্ষদিগৃতাগে যুদ্ধমাসৌ পরম্পরম্। ২১০। দেব-
সৈন্তং যদা সর্কং দৈত্যসৈন্তেন সংযুক্তম্। মহা-
গ্লানয়সাদৃশ্যং যুদ্ধং বৃত্তং তদা তয়োঃ। ২১১।
ঐরাবণং সমাকৃষ্ণ দেবরাজঃ সমাগতঃ। রথমাকৃষ্ণ
দৈত্যোস্ত্রো যুদ্ধায়াস্তে সমাগতাঃ। ২১২। দেবা

মহনসময়ে এক বৃক্ষ সমুৎখিত হয়। দৈব-দৈত্যের
আমর্দন জাত বলিয়া এই বৃক্ষের নাম আমর্দকৌ
পিতৃগৃহে থাকার মত লক্ষ্মী সদা এই বৃক্ষে বাস
করেন। এই বৃক্ষ শিবা-লক্ষ্মী বলিয়া কথিত।
ব্রতপ্রমুখ সুরগণ ইহার সেবা করেন। ইহাকে
বৈকব বৃক্ষও বলে। সকলে চিন্তা করিয়া এই
বৃক্ষকে রৈবতকে খোঁচন করেন। যাহারা কান্তনে
সিতৈকাদশীতে হরিবাসরে এই বৃক্ষের যাজ্ঞা
করে, তাহাদের গুণাধিক পুত্র পৌত্র হয়। আর
অন্তে তাহারা বিকুপুরে গমন সংশয় নাই। বলি
বলিলেন,—হে দেবর্ষে। এই বিষ্ণুব্রত ব্রত
এবং এতদ্ব্যপেক্ষে রাজ্যজাগরণ কিরূপে করিতে
হয় তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—কান্তনের
সিতপক্ষীয় একাদশীতে নদী তড়াগ বা বাপী
কূপ গৃহে স্নানান্তে গিরি বা বন যেখানে শিবকে
প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই স্থানে গিয়া শুভ পুস্প সকল
দ্বারা পূজা করত রাজ্যিতে জাগরণ করিবে।
অনন্তর অষ্টাধিক শত কল দ্বারা নগ প্রদক্ষিণ
করিয়া নর কল ভোজন করিবে; করক জলপূর্ণ
ও পাত্ৰ সংযুক্ত এবং বিবিধ পূর্ষক হরিষ্যার করিবে।
এই সময় দীপদান বিধেয়। অনন্তর করা স্বর্ণ

তৎপর ব্যক্তিগণ জাগরণ করিবে। এরূপ করিলে
দেহিগণ কার্য্যসম্ভব কলিজ পাণ হইতে মুক্তি লাভ
করে। দেহান্তে এই সকল নর হরিমন্দিরে পূজিত
হয়। ১৮৭—২০৪। সারস্বত বলিলেন,—এই সকল
কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ রৈবতকাচলে গমন
করিলেন। দৈত্যোস্ত্রও চিন্তা করিতে লাগিল যে,
সম্প্রতি আমার কি করা কর্তব্য? সুরগণের সহিত
বিগ্রহ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। মন্দিরগণ
বলিল,—কজিয় গৃহবাসিগণের কমা নাই; যেহেতু
তাহারা অশক্ত বৃত্তালে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়।
অতএব আমরা স্বয়ং দেবেস্ত্র অভিযুগ্মে প্রয়াণ
করিব। এইরূপ মন্ত্রণার পর প্রথমেই দৈত্যগণ
সমর-সূচক চক্রা নাগিত করিল। তাহারা সৈন্ত
লইয়া মেকপর্ষত উদ্দেশে প্রস্থিত হইল। পূর্বে
এই স্থানে দেবরাজের রম্যা নগরী ছিল। মেক-
পর্ষত দৈত্যসৈন্তাক্রান্ত হইয়াছে জানিতে পারায়
দেবরাজের আদেশে তদভিমুখে দেব সৈন্ত
চালিত হইল। ক্রমে যখন দেব-সৈন্ত দৈত্য-
সৈন্তের সন্নিহিত হইল, তখন সুরমের পূর্ষ-
দিকৃতাগে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যনে
হইল মহাগ্লানয়ের সূচনা হইতেছে। এই সময়

যজ্ঞভুক্তো যশ্চাস্ত্যশ্রয় যুদ্ধকাজিকণঃ। ঐরাবণো
বলিং দৃষ্ট্বা ন চণ্ডালাগ্রভো মূধে। ২১৩। সংগ্রামে
বিমুখো যাতি দিগ্গজৈঃ পরিবেষ্টিতঃ। অধ্বরে
বাত্তন যেন সজ্জঃ কৃতবান বলিঃ। ২১৪। স্তেন
বৈ স অরান সর্ধান বারঘামাস সংযুগে। বারিতা
বিমুখা যান্তি দেবরাজঃ করোতু কিম্। ২১৫।
কুলিশং ন কুরুতে কর্ণ্য ভুজমুক্তং ন গচ্ছতি।
২১৬। এবং বহুনি যুদ্ধানি নিবৃত্তানি তদা
ভয়োঃ। ন হস্তঃ শক্যতে যুদ্ধে দৈবৈর্দৈত্যা
মহাবলাঃ। ২১৭। বলাকাঙ্ক্ষাঃ স্থিতা দেব
শুরুণা তে প্রবোধিতাঃ। অমরা দেবতাঃ সর্গ
ইতি শুক্রেণ বারিতাঃ। ২১৮। অবতারং হরে-
জ্ঞৈরা পঞ্চমং বামনং স্থিতম্। অতিদ্রষ্টোহমরা-
বতাং রাজ্যং চক্রে অরেশ্বরঃ। ২১৯। 'ননর্জ যুদ্ধে
দৈত্যোক্তঃ স্বগৃহে যজতে অরান্। পাতালাভিসূতা
দৈত্য্য রাজ্যং কুর্যন্তি মানবাঃ। ২২০। তদা দেব-
গণাঃ সর্গে মন্তয়ন্তি অরৈঃ সহ। দৈত্যো লোকহৃদয়
শান্তি স্বর্গং শান্তি অরেশ্বরঃ। ২২১। কন্তব্যঃ তাবদে-
বান্ত বামনো রৈবতঃ গিরিম্। যাবদ্বাতি অরৈঃ

ঐরাবতারোহণে দেবরাজ আগমন করিলেন।
দৈত্যোক্ত ও অস্ত্রাশ্র যোদ্ধা তথ্যমানে আগমন
করিল। দেবগণ যজ্ঞভোজী বলিয়া বলাকাঙ্ক্ষী
নহেন। আর ঐরাবত বলিকে দেখিয়া যুদ্ধে অগ্রসর
হইতে পারিল না, সে দিগ্গজপরিবেষ্টিত হইলেও
সময়ে বিমুখ হইতে লাগিল। অধ্বরে যেখানে বলি
বাছাফোট করিতে লাগিল, সে দিক দিয়া কোন
দেববৈসন্তই বঁসিতে পারিল না; স্ততরাং বিমুখ
হইল; দেবরাজ কি করিবেন, তাঁহার কুলিশ কোন
কর্ণ করিল না; সে ভুজমুক্ত হইয়াও বেগে চলিত
হইল না। ক্রমশঃ বলি-বাসবের যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল;
কিন্তু দেবগণ দৈত্যগণকে নিহত করিতে পারিলেন
না। সেই সময় শুরু 'দেবগণ বলাকাঙ্ক্ষ' বলিয়া
ভীষ্মাদিগকে প্রবোধিত করিলেন; আর শুক্রার্ঘ্য
"দেবভাগ্য অমর" বলিয়া দৈত্যদিগকে যুদ্ধ হইতে
নিবৃত্ত করিলেন। হরির বামনরূপে অবতীর্ণ হওয়া
জানিতে পারিয়া অরেশ্বর অমরাবতীতে দৃষ্টান্ত-
করণে রাজ্য করিতে লাগিলেন। দৈত্যোক্ত যুদ্ধে
উল্লাস প্রকাশ করিয়া পরে স্বগৃহে অরগণকে যজন
করিতে লাগিল। দৈত্যগণ পাতালে গমন করিয়া
রাজ্য করিতে লাগিল। এই সময় দেবগণ পরস্পর
মরণ করিতে লাগিলেন যে, দৈত্যেরা লোকহৃদ

কার্য্য মোনং দৈত্যজিহৈতরপি। ২২২। যদাপ্রভৃতি
সজ্জাতো বামনো ধরণীতলে। তদাপ্রভৃতি দৈত্যান্য
চুর্নিমিত্তানি জজিরে। ২২৩। শিবা প্রবিষ্ট নগরে
মৌতি সা বিশ্বয়ং নিশি। ভ্রমন্তি নগরে কাকা
দিবারাজ্য বিরাবিণঃ। ২৪। সর্গাঃ সপন্তি গেহেষু
কুকা যোজ্রা বিবোধণাঃ। ককা গৃধ্রা বকা ভ্রান্তা
ভ্রমন্তি নগরোপরি। ২২৫। জায়ন্তে বিমুখা গর্ভাঃ স্ত্রীষু
গোষু মৃগীষু বা। স্ততঃ দৃষ্ট চ নৈবান্তি তিলে তৈলং
ন বিদ্যতে। ২১৬। জনৈর্জানপদো নিত্যং যুদ্ধতে
চ পরস্পরম্। কালী করালবদনা দীর্ঘকেশী বিলো-
চনা। ২২৭। অস্ত্রাতা রুদতী যাতি নগরে সা গৃহং
প্রতি। কোহয়ং ন জায়তে কন্যাস্তপস্বী ভদ্র-
শুষ্ঠিতঃ। ২২৮। যতিশ্চোনব্রতী নগঃ পুরো
যাতি গৃহে গৃহে। ভদ্রকুডামকঃ পশ্চাদুচ্চারঃ বিদ-
ধ্যতি চ। ২২৯। অকালে কুপিতা মেঘা জলং
মুঞ্চন্তি পুঙ্কলম্। করকৈঃ পুরিতা গর্ভা গর্জন্তি
গিরয়ো বহু। ২৩০। সমজায়ত ভূকম্পো দিগ্গদাহ-
চাপাজায়ত। মলিহা স্বগণঃ সর্গো মুখমুচেক্ষিধায়-

শাসন করিতেছে; আর অরেশ্বর কেবল স্বর্গ
শাসন করিতেছেন! বামন যাবৎ রৈবতকে গমন
না করিতেছেন, তাবৎ দৈত্যজিত—আমাদিগকে
মানাবলম্বনে থাকিতে হইবে। ২০৫—২২৩।
যদবধি ধরণীতলে বামন জন্মিয়াছেন, তদবধি
দৈত্যদিগের চুর্নিমিত্ত সকল দেখা দিয়াছে।
স্বত্রিকালে দৈত্যনগরে বিকটরূপে শিবা ডাকি-
তেছে; দিবারাজ বায়সকুল বিকটরূপে রব করি-
তেছে; গৃহসমূহে ককা, যোজ্রা—বিবোধণ সর্প
সকল দৃষ্ট হইতেছে; ককা, গৃধ্র, বকা, ভ্রান্ত হইয়া
ভ্রমণ করিতেছে; গো, স্ত্রী, ও মৃগীগণের গর্ভ
বিমুখ হইতেছে; নগর হইতে দ্রুত দ্রুত অস্ত্রাশ্র
হইয়াছে; তিলে তৈল দৃষ্ট হইতেছে না; জ্ঞান-
পদগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে; কালী করাল-
বদনা, দীর্ঘকেশী ও জিহোচনা হইয়া অস্ত্রাশ্রায়
নগরে গৃহে গৃহে রোদন করিতেছেন; কে এ,
কোথা হইতে আসিল, কিছুই জানা যাইতেছে না;
অথচ ভদ্রশুষ্ঠিত তপস্বী, যতি ও মৌনব্রতিগণ
নগাবস্থায় প্রতিগৃহে গমন করিতেছেন; ভীষ্ম-
দেব পশ্চাৎ 'ভদ্রকুডামক' হস্তার ঞ্জত হইতেছে;
অকালে কুপিত হইয়া মেঘনিচয় পুঙ্কল জল বর্ষণ
করিতেছে; করকপূরিত গিরিসমূহ গর্জন করি-
তেছে; কখন ভূকম্প বা কখন দিগদাহ হইতেছে,

চ। ২৩১। রৌতি রাজ্যে পুরে নিত্যং যুগং শকঃ
বিশদতে। বলিরাজ্যক্ষয়ো জাতো দিব্যি কেতু-
দ্বয়ো নিশি। ২৩২। আদিত্যমণ্ডলে বেধঃ কীলকৈ-
দৃষ্টতে কৃতঃ। কবচসঙ্কুলে ব্যোমি চন্দ্রমা ন
প্রকাশতে। ২৩৩। স জাতো রোহিণীবোধো যো
জাতো যুগব্যতায়ৈ। নক্ষত্রাণি দিবা লোকৈর্গণ্যন্তে
শুণবন্তরৈঃ। ২৩৪। বীজানাং ব্যত্যয়ো জন্তে
ভূমিত্রীগোমৃগীষু চ। অথ হ্রেবন্তি সহসা মদঃ
কুর্বন্তি নো গজাঃ। ২৩৫। মন্ত্রিণাং মন্ত্রিতো মন্ত্রো
ভিন্যতে রাজ্যসংক্ষেপে। যুতাহত্যাহতো বহি-
র্জলতি ন তদা দ্বিজৈঃ। ২৩৬। প্রচণ্ডঃ পবনো
বাতি বাত্যয়া ঘূর্ণিতক্রমঃ। ধ্বজা জলন্তি চৈত্যেযু
নভো ভবতি ধূসরম্। ২৩৭। এতে চান্তে চ
বহব উৎপাতা বলিনা গৃহে। সজ্জাতা বামনে
জাতে নারদাগমনাদহু। ২৩৮। অস্তচ্চ জায়তে
রৌজঃ যদিবা স্বপ্নদর্শনম্। সমরহন্তে যদা দৈত্যাঃ
পতিতা নিপতন্তি চ। ২৩৯। নিমিত্তানি স সৈন্তস্ত
দৃষ্টেইব ন প্রবর্ততে। সদা সন্তিষ্ঠতে গেহে রাজ্যং
চ কুরুতে বলিঃ। ২৪০। শরীরে ন স্মৃৎ তন্ত

গাজভঙ্গঃ শিরোবাধা। অরিতো ন স্মৃৎ শেতে
ন ভুঞ্জেক ন পিবত্যসৌ। ন ভুংকং জীর্ঘ্যতে
লোকঃ সর্বোহপি ব্যাকুলীকৃতঃ। ২৪১। বিপরীতঃ
জগদ্ধৃষ্টা বলিবাংকুলমানসঃ। মন্ত্রয়ামাস কিমিদং
ব্রাহ্মণৈঃ সহ দ্বুধিতঃ। ২৪২। শুক্রং গুরুং সমা-
নীয় সভায়াং সন্নিবেশ্য চ। পথচ্ছ কুশলং দৈত্যো
ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। বিপরীতমিদং সর্বং বর্ততে
তদ্বদস্ব মে। ২৪৩। নারদেন যত্নতঃ মে শুরো
সত্যং ভবিষ্যতি। উৎপাতশাস্তিকং ব্রাহ্মি ব্রাহ্মণৈঃ
সহিতো যম। ২৪৪। শুক্র উবাচ। উৎপাত-
শাস্তয়ে কার্যো যত্নঃ সর্বদক্ষিণঃ। ব্রাহ্মণৈঃ
কজ্রিয়ৈঃ সাক্ষিঃ স্বাদশাকো বিধীয়তাম্। ২৪৫।
ঋষয়ো ব্রাহ্মণা যে চ মুনয়ো ব্রহ্মচারিণঃ। আগচ্ছন্ত
মহাযজ্ঞে যে চ দুর্যহপি সংস্থিতাঃ। ২৪৬। নগ-
রাং পূর্বাঙ্গিগৃভাবে কর্তব্যো যজ্ঞমণ্ডপঃ। যন্ত
যন্তান্তিক্রুচিৎ দেয়ঃ দানঃ স্যাদ নৃপ। তথা করিষ্য
ইত্যুক্তা যজ্ঞার্থ তৎপরো হতবৎ। ২৪৭। আনাত্য
ব্রাহ্মণান্ সর্বান কুশলান্ যজ্ঞকর্মণি। গৃহীতা যজ্ঞ-
দীক্ষা তৈর্ধ্বজ্ঞে বৈ সর্বদক্ষিণে। ২৪৮। ব্রাহ্মণায়

রাত্রিকালে সারমেয় সমূহ মিলিত হইয়া উর্দ্ধমুখে
রব করিতেছে; অনবরত পেচক ডাকিতেছে;
কেতু উদিত হইতেছে; আদিত্যমণ্ডলে কীলকবেধ
দৃষ্ট হইতেছে; কবচসঙ্কুল ব্যোমমার্গে চন্দ্রমা
প্রকাশ পাইতেছে না; বাহা যুগক্ষেয়ে হয়, সেই
রোহিণীবেধ প্রকাশিত হইতেছে; লোক সকল
দিবাভাগে নক্ষত্র গণিতেছে; গো, ভূ, স্ত্রী, যুগী,
ইহাদের বীজব্যত্যয় ঘটিতেছে; অথ সহসা
হ্রেবন্তি হইতেছে, গজ মদ বিসর্জন করিতেছে না;
মন্ত্রিগণের মন্ত্রিত মন্ত্র রাজ্যসংক্ষেপে ভিন্ন হইতেছে;
যুতাহত্যাহত বহি প্রজলিত হইতেছে না; প্রচণ্ড
পবন বহিতেছে; বাত্যায় বৃক্ষ সকল চূর্ণিত হই-
তেছে; চৈত্যস্থান ধ্বজা জলিয়া উঠিতেছে;
এবং নভোমণ্ডল সর্বদা ধূসরবর্ণ হইয়াছে। এই
সকল ও অস্তান্ত আরও অনেক উৎপাত, বামন-
জন্মের পর নারদাগমনের পক্ষাৎ বলিগৃহে দৃষ্ট হই-
তেছে। জনগণ ভয়ঙ্কর দিবাথপ্ন দর্শন করিতেছে।
দৈত্যগণ যুদ্ধাৎ সমরল কালে পাতত হইতেছে।
বলি সৈন্যদের দুর্নিয়ন্ত অবলোকন করিয়া যুদ্ধ
প্রবৃত্তি অপনোদন করিতেছে। সে সর্বদা গৃহেই
অবস্থান করিয়া রাজকার্য্য করিতেছে। শরীরে

তাহার স্মৃৎ নাই; সর্বদাই গাজভঙ্গ, শিরোবাধা।
অরিত হইয়া সে শয়ন করিয়াও স্মৃৎ লাভ করিতে
পারিতেছে না; পান-ভোজনে স্মৃৎ নাই।
এরূপ ব্যাকুলীকৃত হইলে কেহই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ
করিতে পারে না। জগৎ বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিয়া
বলি ব্যাকুল হইয়া ‘একি হইল’ বলিয়া দ্বুধিত
ভাবে ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে। শুক্র
শুক্রকে আনয়ন করাইয়া সে, সত্যয় যত্নশল জিজ্ঞাসা
করিতেছে। বলিতেছে,—হে শুরো! সমস্তই
বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিতেছি, ইহার কারণ কি
বলুন? দেবর্ষি নারদ বাহা বলিয়া গিয়াছেন, শুরো!
তাহা নিশ্চয়ই সত্য হইবে! অধুনা আপনি ব্রাহ্মণ-
গণের সহিত এই উৎপাতশাস্তির কারণ বলুন।
শুক্র বলিলেন,—উৎপাত শাস্তির নিমিত্ত সর্বদ-
ক্ষিণ যজ্ঞ করিতে হয়। এইযজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কজ্রিয়-
দিগের সহিত স্বাদশাক করণীয়। ঋষি, ব্রাহ্মণ, মুনি,
ব্রহ্মচারী ও দূরত্বজনগণ, হইয়া সব এই মহাযজ্ঞে
আগমন করুন। নগরের পূর্বাঙ্গিকে যজ্ঞ মণ্ডপ
কর, যাহার বাহা অতিক্রুচি দান কর। অনন্তর
তাহাই করিব, বলিয়া বলি যজ্ঞার্থ তৎপর হইল।
সে যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণগণ আনয়ন করাইল। ব্রাহ্মণগণ
যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। বলি বলিল,—প্রাণী ব্রাহ্মণ-

ময়া দেহঃ সৰ্ব্বমিহ যাচিতে । শরীরগুণমিত্রাণি
দারান দাস্তামি যাচিতঃ । ২৪৯ । দাতব্যঃ সততঃ
দানং ব্রাহ্মণৈস্তো মহাধরে । বারিতেনাপি ন
হেতুঃ দাতব্যঃ নিশ্চিতঃ ময়া । যাচিতশ্চৈব দাস্তামি
তদা ব্যৰ্থো মমাম্বয়ঃ । ২৫০ । বিধায় যশসং দিব্যঃ
বহুযোজনবিস্তরম্ । তত্র দানানি দীয়ন্তে ভোজ-
নাচ্ছাদনানি চ । ২৫১ । সপ্তর্ষয়ঃ সমায়াতা গগনাক্ষরগী
ভলে । দিগ্ভিত্যঃ সমাগতাঃ সৰ্বে ব্রাহ্মণাঃ সন্তি
যে হুবি । ২৫২ । অজিগাম সন্ময়াতা বিগৃহ
বিবিধং বনু । নিবেদয়ন্তি তে রাজ্যে প্রারক্ষে যজ্ঞ-
কৰ্ম্মণি । ২৫৩ । আসমুজ্জ্বল সমায়াতা নটনম্বক
যাচকঃ । গীতবাদিজনির্বোধো বেদধ্বনিবিম্বিতঃ ।
২৫৪ । ত্রৈলোক্যং বধিরীচক্রে দেব দেহীতি
যাচিতম্ । মা দেহীতি বচো নান্তি ক্ৰোধ্যং দেহীতি
চৈব ন । ২৫৫ । অদম্ভ্যো যাচতে বন্ত তন্তমৈ তত্র
দীপ্তে । অক্ষণো হি ন সোৎপাদি যো হি ভং বহ
যাচতে । ২৫৬ । ভোজনানাচ্ছাদনার্থক ন গৃহ্ণন্তি
বিজাতয়ঃ । সুবর্ণরত্নরৌপ্যাণি তথাবরখকুঞ্জরান্ ।
২৫৭ । গৃহগোভূমিগ্রামাশ্চ ন গৃহ্ণন্তি বিজাতয়ঃ ।

গণকে আমি সৰ্ব্বদা দান করিব । পুত্র, মিত্র, দায়,
এমন কি স্বশরীরও আমি যাচিত হইয়া বিতরণ
করিতে কুণ্ঠিত হইব না । এই অধরে আমি
ব্রাহ্মণকে সতত দান করিতে বিরত থাকিব না ।
মিহিত হইলেও আমি দানে ক্ষান্ত হইব না, নিশ্চয়ই
দান করিব । যাচিত হইয়া দান না করিলে
যজ্ঞ ব্যর্থ হইবে । এই বলিয়া বলি বহুযোজনবিস্তৃত
যজ্ঞস্থান নির্মাণ করাইয়া বহু বন্ত ও ভোজনানাচ্ছা-
দন দান করিতে লাগিল । এমন কি সপ্তবিগণও
অজগম্যমানসে ধরাভূতলে আগমন করিলেন ।
নানা দিগ্ভিমুখ হইতে ভূতলস্থ ব্রাহ্মণ সমস্ত আগ-
মন করিতে লাগিলেন । অজিগম্য বিবিধ ধনসঙ্গে
আগমন করিয়া তাহা বলিকে নিবেদন করিতে
লাগিল । আসমুজ্জ্বল হইতে নটনম্বক-যাচক
সকল আগমন করিল । বেদধ্বনি-মিহিত-গীত
কবিত্রিনির্বোধ হইতে লাগিল । প্রার্থী 'দাতা দাতা'
শব্দে ত্রৈলোক্য পূর্ণ হইল । 'দিত্তা না' বা 'অদ-
দাতা' এমনকি বক্তৃতাও ছিল না । যে যা বাক্তা
করিয়াছিল, সে তাহাই পাইয়াছিল । এমন ব্রাহ্মণ
কেহ সৈবানে ছিল না—যে বহু প্রার্থনা করিয়াছিল ।
ভজ্য ব্রাহ্মণগণ ভোজনানাচ্ছাদন, সুবর্ণ-রত্ন-রৌপ্য,
বহু-বকুজ ও গৃহ-গো-ভূমি-গ্রাম, এসকল প্রার্থনা

বলিরাঞ্জন সন্তুষ্টঃ কিং কুরুন্তি ধনেন তে । ২৫৮ ।
এবং প্রবর্ততে যজ্ঞো মহান সৰ্ব্বমদক্ষিণঃ । ২৫৯ ।
নৃত্যন্তি গায়ন্তি পঠন্তি চাত্তে ভবন্তি যজ্ঞঃ বহুদান-
বৃত্তম্ । ব্রহ্মেশ্বরঃ কজগ্রহ-স্বর্ঘ্যচন্দ্রোঃ প্রসাদিতা আহতি-
ভিচ মত্রেঃ । ২৬০ । বালঃ প্রশংসন্তি ভক্তং তথাতে
হোতারমেকে পরিবারমেকে । প্রজাপতের্বাপি
সুরাধিপন্ত সমাপ্যতে চেন্দ্র যান্তি কবম্ । প্রধায়
রাজ্যং বিজপুত্রবেভ্যঃ সপুত্রমিত্রেঃ সহিতো রসা-
ভলম্ । ২৬১ । ইতীতি বাচঃ প্রবদন্তি বাঢ়বঃ
শৃণন্তি দৈত্য্যঃ কিমিদং বদন্তি । বলৈঃ পুরঃসারঃ
কথয়ন্তি সজতা বলিঃ প্রমুখঃ প্রদদন্তি বাচি-
তম্ । ২৬২ ।

ইতি জীকান্দে বলিযজ্ঞপ্রভাববর্ণনং নাম

সপ্তদশোছধ্যায়ঃ । ১৭ ।

অষ্টাদশোছধ্যায়ঃ ।

রাজ্যোবাচ । বস্ত্রাশবে মহাক্ষত্রে সম্প্রাপ্তো
বামনো যদা । তদাপ্রভৃতি কিং চক্রে তয়ে
বিস্তরতো বদ । ১ । সারস্বত উবাচ । বামনো

করেন নাই—কারণ,—বলিরাজ্যে ব্রাহ্মণগণের
কোন ধনেরই অভাব ছিল না । এইরূপে ঐ
সৰ্ব্বমদক্ষিণ যজ্ঞ প্রবর্তিত হইলে কেহ নৃত্য,
কেহ গীত, ও কেহ কেহ বহু দানবৃত্ত যজ্ঞের
শ্রব করিতে লাগিল । ব্রহ্মেশ্বর ও গ্রহ-স্বর্ঘ্য-
চন্দ্র, ইত্যাদি আহতি দ্বারা হুই হইয়া বলি, ভক্ত,
হোতা ও পরিবারগণের প্রশংসা করিতে লাগি-
লেন । প্রজাপতি ও সুরাধিপের বাক্য শুনিয়া
ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন,—যজ্ঞ সমাপ্ত
হইলে বলি ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত রাজ্য দান করিয়া
সপুত্রমিত্র রসাতলে গমন করিবেন । এই কথা
দৈত্যগণ শুনিয়া 'এ কি বলিতেছে' মনে করিয়া
তাহারা বলিসমীপে ঐ কথা বলিল । বলি তাহাতে
হুই হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিলষিত দান করি-
লেন । ২২৪—২৬২ ।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ।

রাজা বলিলেন,—বস্ত্রাশব বহাক্ষত্রে প্রাপ্ত হইয়া
বামন কি করিয়াছিলেন ? তাহা বিস্তৃতভাবে বলুন ।
সারস্বত বলিলেন,—বামন তথায় তথাক্কে বাল

বসতিঃ চক্রে ভবত্যাগ্রে নৃপোত্তম। স্বর্ণরেখা-
জলে স্নাত্বা তবং সম্পূজ্য ভাবতঃ ॥ ২ ॥
একান্তে নির্মলে স্থানে কণ্টকাধিবিকর্জিতৈঃ
কৃষ্ণাজিমপরিচ্ছন্ন উপবিষ্টো বরাসনে ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণা
পদ্মাসনং ধীরো নিম্বেলোহুত্বিজোত্তমঃ। বিধায়
কঙ্করাবদ্ধমুদ্রাসাবলোককঃ ॥ ৪ ॥ গৃহকৈত্রকল
জ্ঞানং চিন্ত্যঃ মুক্তা ধনস্ত চ। মায়াঞ্চ বৈকুণ্ঠী
ত্যাগ্য কৈন্তমৌনো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥ নিরাহারো
জিতক্রোধো মুক্তসংলারবন্ধনঃ। ভুজ্যো পদ্মাসনে
কৃষ্ণা কিঞ্চিদাশীতলোচনঃ। মনোহতিচকলং জ্ঞাত্বা
হিরঃ চক্রে হৃদি হিঙ্গঃ ॥ ৬ ॥ ক্রমেণাভ্যাসযোগেন
ভিন্নাশক্রে স চৈকতঃ। প্রাণাপানব্যানোদানসমানা-
খ্যাংশ মাক্তান ॥ ৭ ॥ এবং তং হৃদয়ে কৃষ্ণা
গৃহীত্বা সর্বসঙ্ঘিষু। আনীয় ব্রহ্মণঃ স্থানে দৃঢ়
ব্রহ্মণ্যযোজয়েৎ ॥ ৮ ॥ গৃহীত্বা পবনং বাহুং স্না
পুয়য়তে তদ্ব্যং। তদা স পুরকো জেয়ো রেচকং
তু বদাম্যহম্ ॥ ৯ ॥ যদা চাভ্যাস্তরো বায়ুর্দ্বাভে
যতি ক্রমাদ্রুপ। তদা স রেচকো জেয়ো স্তম্ভনাৎ
কৃত্তকো ভবেৎ ॥ ১০ ॥ পঞ্চবিংশতিতর্জানি যদা
জানন্তি যোগিনঃ। মূচ্যন্তে পাতকৈঃ সর্বৈঃ সপ্ত-

করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণরেখার জলে ভক্তিপূর্বক
স্নান ও বরপূজা করিয়া কণ্টকাধিবিকর্জিত কৃষ্ণাজিম-
পরিচ্ছন্ন নির্জন নির্মল স্থানে বরাসনে উপবিষ্ট
হইয়া পদ্মাসন করিয়া ধীর ও নিম্বেলভাবে অবস্থান
করিলেন। তিনি কঙ্করাবদ্ধ বিধান করিয়া ঋতু-
নাশা অবলোকন করিতে লাগিলেন। গৃহ-কৈত্র-
কলত্র, ধন, ও বৈকুণ্ঠী মায়া পরিহারপূর্বক তিনি
মৌনী, জিতেন্দ্রিয়, নিরাহার ও জিতক্রোধ হইয়া
সংসারবন্ধন মোচন করিলেন। তিনি ভুজ্যমূল
পদ্মাসনে রাখিয়া, লোচনদ্বয় দ্বিধা মীলিত করিলেন।
মনকে অতি চকল জানিয়া তিনি তাহা হৃদয়ে ধারণ
করিলেন। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান
বায়ুকে তিনি ব্রহ্মণঃ অভ্যাসযোগে এক হইতে
ভিন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ঐ বায়ুকে
দ্বন্দ্বের ধারণ ও সর্বসঙ্ঘিতে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মস্থানে
আনয়ন করত তাহাতে বোজন্য করিলেন। বাহু
বাহু গ্রহণ করিয়া যখন দেহ পূরণ করা যায়, তখন
তাহাকে 'পুরক' বলে। রেচক যথা—যখন আভ্যন্তর
বায়ু ব্রহ্মণ্য বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাকে
রেচক বলা যায়। আর বাহুতত্ত্বকে কৃত্তক বলে।
যোগী যখন পঞ্চবিংশতি তর্জ জানিতে পারেন,

জয়কুণ্ডেরপি ॥ ১১ ॥ রাজোবাচ। কাস্মি তদ্বানি
কো দেহী কিং জেয়ং যোগিনাং বদ। উৎপন্নজান-
সভাবো যোগযুক্তঃ কথং ভবেৎ ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর
উবাচ। প্রকৃতিশ্চ ততো বুদ্ধিরহঙ্কারস্ততোহভবৎ।
ভস্মাত্তপক্ষকং তস্মাদেবা প্রকৃতিরষ্টথা ॥ ১৩ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি চ। একাদশং
মনো বিদ্ধি মহাত্মানি পঞ্চ চ ॥ ১৪ ॥ গণঃ ষোড়-
শকঃ সাংখ্যো বিস্তরেণ প্রকীর্তিতঃ। চতুর্বিংশতি-
তদ্বানি পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ১৫ ॥ দেহীতি প্রোচ্যতে
দেহে স চাত্মানঞ্চ পশুতি। বিদ্যতি পরমাত্মানং বহুঃ
তং বিংশতেঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥ আসনাদিপ্রকারা য়ে তে
জেয়াঃ প্রথমং সঙ্গা। যদা দীপশিখাপ্রায় জ্যোতিঃ
পশুতি তে হৃদি ॥ ১৭ ॥ উৎপন্নজানসভাবা ভগ্ন্যন্তে
যোগিনো বৃদ্ধৈঃ পূর্বং জরাং জরয়তি যোগা
নশুতি দূরতঃ ॥ ১৮ ॥ সর্বপাপচয়ে কীণে পশ্যন্ত-
মৃত্যুং স বিদ্যতি। মৃত্যো লোকে নরো নাস্তি
যোগী জানাতি চেৎ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥ তদা দ্বারাণি
সংকল্প্য দশ প্রাণান্ স মুকতি। পুণ্যপাপক্ষয়ং

তখনই সপ্তজয়কৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।
রাজা বলিলেন,—তব্ব কতিবিধ? দেহী কে? যোগিগণের জেয় কি? উৎপন্নজানসভাব ও
যোগযুক্ত কিরূপে হয়? ঈশ্বর বলিলেন,—প্রথমতঃ
মূল প্রকৃতি, তাহা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার
এবং অহঙ্কার হইতে ভস্মাত্তপক্ষক; এই আট
প্রকার প্রকৃতি। আর বুদ্ধীন্দ্রিয় পাঁচ—কর্মেন্দ্রিয়
পাঁচ—মন ও পঞ্চমহাত্মত, এই সাংখ্যোক্ত ষোড়শ-
গণ,—সর্ব সমষ্টিতে (আট প্রকার প্রকৃতি, আর
এই ষোড়শগণ) চতুর্বিংশতি তর্জ; পুরুষ—
পঞ্চবিংশক। এই পঞ্চবিংশক পুরুষকেই দেহী
বলে। দেহী পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করে। এই
পরমাত্মাকেই বহুবিশেষক বলিয়া জানিবে। আস-
নাদি যোগায়ত্তান প্রথমাত্মতের। যোগিগণ যখন
হৃদয়ে দীপশিখাপ্রায় জ্যোতিঃ দর্শন করেন, তখন
তাহাদিগকে উৎপন্নজানসভাব যোগী বলা যায়। অগ্রে
যোগী জরাকেও জরিত করেন; রোগ, (তাহাকে
দেখিয়া) দূর হইতে পলায়ন করে; পরে সর্ব
পাপক্ষয়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। আর যোগী যদি স্বয়ং
একশ জান করেন যে, এ লোকে নর মৃত হয়
না, তাহা হইলে তিনি দশ ঋতু ব্রহ্ম করিয়া
প্রাণবায়ু মোচন করেন মাত্র। যোগি-প্রাণ তাঁহা-

কৃষা প্রাণা গচ্ছন্তি যোগিনাং । অনিমানিষ্ঠৈর্ধৰ্ম্যঃ
প্রাপ্নুবন্তি শিবালয়ে ॥ ২০ ॥ অনেন ধ্যানযোগেন
ভবং পশ্যতি মানবঃ । মনসা চিন্তিতং সৰ্বং সম্প্রাপ্তং
ভবদৰ্শনাৎ ॥ ২১ ॥ এবমান্তে যদা বিশ্রো বামনো
ভবসন্নিধৌ । গগনাদবতীর্ণঃ তং তদা পশ্যতি
নারদম্ ॥ ২২ ॥ বামন উবাচ । মহর্ষে কুশলং
তেহদ্য কস্মাদাগম্যতে ব্রহ্ম । প্রণমামি মহর্ষে ত্বাং
ত্রৈলোক্যে ত্বং জগৎক্ৰমে ॥ ২৩ ॥ নারদ উবাচ । স্বৰ্গ
লোকাদহং প্রাপ্তঃ কুশলং কিং ব্রবীমি তে ॥ ২৪ ॥
যাতায়াতৈর্দিনেশস্ত পূৰ্ব্বাং তে ব্রহ্মণো দিনম্ । দিনান্তে
জায়তে রাজী রাজ্ঞো নশ্তন্তি দেবতাঃ ॥ ২৫ ॥ কা
কথা যত্নলোকস্ত যে ত্রিযন্তে দিনেনদিনে । নভো
ধুমাকুলং জাতং দেবা বলিগৃহে গতাঃ ॥ ২৬ ॥ সপ্ত-
বর্ষো গতান্তত্র ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচারিণঃ । বৎসাহুত্বত্বকুল-
গতো নারদপৰ্ব্বতো ॥ ২৭ ॥ অপ্সরোগণগচ্ছরীঃ
সম্প্রাপ্তা বলিমন্দিরে । উৎপাতশাস্তিকো যজ্ঞঃ
ক্রিয়তে বলিনা স্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥ তত্ৰৈব গজমিচ্ছামি
দ্রষ্টুং যজ্ঞং বলগৃহে । সহস্রমেকং যজ্ঞানামেকোনং
বিদধে বলিঃ ॥ ২৯ ॥ দৈত্যানাং ভুবনং সৰ্বং

সম্পূর্ণেহস্মিন ভবিষ্যতি । অসারতিথয়ঃ কোহপি
প্রারম্ভো যজ্ঞকৰ্ম্মণি । বিজ্ঞাতিভ্যো যদা দেয়ং যেন
যদযাচ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৩০ ॥ বারিতেনাপি মে দেয়ং
সত্যমন্ত বচো মম । আত্মানমপি দারান্ত রাজ্যং
পুত্রান্ প্রিয়ান মম ॥ ৩১ ॥ প্রার্থিতেষু দাস্তামি ব্যৰ্থে
ভবতু মেহধ্বয়ঃ । অনেন বচো জাতা মহতী মে
শিরোব্যথা । প্রতিজ্ঞায় কথং যজ্ঞঃ সম্পূর্ণেহয়ং
ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ তদোপ্রায়ং ন পশ্যামি ভ্রমামি
ভুবনক্ৰমে । বিধ্বংসকারিণং জাত্বা ভবন্তঃ পশুপ-
ত্বিতঃ ॥ ৩৩ ॥ যথা ন পূৰ্ব্বাং যজ্ঞস্তথেনানীং বিধৌ
য়তাম্ ॥ ৩৪ ॥ বামন উবাচ । মহর্ষে শৃণু মে বাক্যঃ
কা শক্তিশ্চম বিদ্যাতে । কোহহং কস্মাৎ করিষ্যামি
যজ্ঞে দেবাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩৫ ॥ স্বয়মো ব্রাহ্মণাঃ
সৰ্ব্বে কথং ব্যৰ্থে ভবিষ্যতি । অপয়ং শৃণু মে
বাক্যং ব্রহ্মর্ষে ব্রহ্মগম্পতে ॥ ৩৬ ॥ ন কলত্রং ন তে
পুত্রাঃ কস্মাৎ প্রকৃতিরীদৃশী । যুদ্ধং বিনা ন তে
সৌখ্যং ন সৌখ্যং কলহং বিনা ॥ ৩৭ ॥ যাদৃশ-
স্তাদৃশো বাপি বাধাদোহপি সদা প্রিয়ঃ । স্নানং

দেয় পুণ্য-পাপক্ষয় কারয়া গমন করে । যোগি-
গণ শিবালয়ে অনিমানি ণৈর্ধৰ্ম্য প্রাপ্ত হন ।
এইরূপ ধ্যানযোগে মানব ভব দর্শন করে ।
আর ভবদর্শনের কলে তাহাদের অভিমত লাভ
হয় । বামন ভব-সন্নিধানে যখন এইরূপ ধ্যানস্থ
থাকেন, তখন তিনি নারদকে গগন হইতে
অবতরণ করিতে দেখেন; দেখিয়া বলিলেন,—
মহর্ষে! আপনার কুশল ত? আগমনকারণ
কি? প্রশ্নাম হই; আপনিই ত্রিজগতের ব্রহ্ম ।
নারদ বলিলেন,—স্বৰ্গলোক হইতে আমি আসি-
তেছি; কুশলের কথা আর কি বলিব! দেখ,
দিনেশের যাতায়াতে ব্রহ্মার দিন পূর্ণ হয়;
দিনান্তে রাজি আসে; আর রাজিতে দেবতারা
বিনষ্ট হন; এই হইল দেবতাদের কথা, তা
দিনে দিনে যাঁহারা যত্ন হয় এরূপ যত্নলোকের
কথা আর কি বলিব?—এ সংবাদ জান ।
নভোমণ্ডল ধুমাকুল হইয়াছে; দেবতা মহর্ষি,
ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, হোতা, হুহ, ত্বষ্ট্র, নারদ, পৰ্ব্বত,
অপ্সরা, গচ্ছরী, সমস্ত বলিগৃহে গমন করিয়া-
য়াছে; বলি উৎপাতশাস্তিক যজ্ঞ করিতেছে ।
আমিও যজ্ঞ দেখিতে সেইখানে 'বাইতে' ইচ্ছা
করিতেছি । বলি একটি-কম হাজার যজ্ঞ করিবে;

এই সকল যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সমস্ত পৃথিবী দৈত্য-
দের হইবে । যজ্ঞকৰ্ম্মে বলির এক অতিশয়ী
আরম্ভ এই যে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—যে যাহা
যাচঞ করিবে, বিজ্ঞাতিগণকে আমি তাহাই প্রদান
করিব; বারণ করিলেও আমি নিবৃত্ত হইব না,
বাক্য সত্য করিবই করিব । প্রার্থিত হইলে
আমি রাজ্য, দার, পুত্র, এমন কি নিজ আত্মা
পর্যন্তও যদি দান না করি, তাহা হইলে আমার
যজ্ঞ ব্যর্থ হইবে । বলির এই প্রতিজ্ঞাব্যাক্যেই
আমার মহতী শিরোব্যথা জন্মিয়াছে; প্রতিজ্ঞা
করিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবে কিরূপে? ৩২। এইজন্তই
আমি ভিত্তুবন ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু যজ্ঞভঙ্গের
কোন উপায় দেখিতেছি না । তুমিই একমাত্র
বিধ্বংসকারী জানে এখানে উপস্থিত হইয়াছ;
যাহাতে তাহার যজ্ঞ পূর্ণ না হয়, তাহা তুমি কর ।
বামন বলিলেন,—মহর্ষে! আমার বাক্য শ্রবণ
করুন; আমার সাধ্য কি, আমি কে । কিজন্ত
আমি যজ্ঞভঙ্গ করিব? যজ্ঞে দেব, ঋষি, ব্রাহ্মণগণ
সমাগত হইয়াছেন, কিরূপে তাহা ব্যর্থ হইবে!
অপর এক কথা বলি শুধুন,—আপনার পুত্র নাই;
কলত্র নাই; কিজন্ত আপনার এরূপ প্রকৃতি?—
যুদ্ধ ব্যতিরেকে আপনার সৌখ্য হয় না; কলহ
ব্যতিরেকে আপনার সৌখ্য হয় না । 'বাদৃশ

সদ্যা জপো গোমস্তপণং পিতৃদেবয়োঃ । ৩৮ ॥
নারদ কুচে চাত্তদন্তং কুর্ত্তি ব্রাহ্মণাঃ । মমাপি
কৌতুকং জাতং মহর্ষে বদ সত্বরম্ । ৩৯ ॥ নারদ
উবাচ । পাদ্যকল্পে ব্যতিক্রান্তে রাজ্যান্তে শূণ্য বামন ।
ব্রহ্মাণ্ডং বারিণা ব্যাপ্তমন্তং কিঞ্চিদ বিদ্যাতে । ৪০ ॥
অপ্পু শ্বেতে দেবদেবঃ স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ । স
ব্রহ্মা স শিবো নাস্তি ভেদন্তেযাং পরম্পরম্ । ৪১ ॥
যদা ভবন্তি তে ভিন্নান্তদা দেবত্রয়ঞ্চ তে । কর্ত্ত্বং
বারাহকল্পন্ত ভিন্না জাতাত্ময়ন্তদা । ৪২ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণু-
হরা দেবা রজঃসত্ত্বমোময়াঃ । সৃষ্টিং ব্রহ্মা করো-
ত্যেবং তাক পালয়তে হরিঃ । ৪৩ ॥ হরঃ সংসৃজতে
সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । এবং প্রবর্ত্ত্য দেবেশ
উপবিস্তা বরাসনে । কৈলাসশিখরে রম্যে মন্ত্রয়ন্ত
পরম্পরম্ । ৪৪ ॥ ত্রয়াণাং কো বরো দেবঃ কো
জ্যোতঃ কো গুণাধিকঃ । চতুর্থো নাস্তি যো বেত্তি
সহস্রা তে ত্রয়ঃ স্থিতাঃ । ৪৫ ॥ তেভ্যঃ সমুৎখিতং
জ্যোতিরেকীভূতং তদন্বরে । কালমানেন যুক্তং
তদ্ভ্রাম্যতে রবিমণ্ডলম্ । ৪৬ ॥ অহং জ্যোষ্ঠো অহং
জ্যোষ্ঠো বাদোহভূক্তব্রহ্মণোঃ । ষয়োঽর্ষিবদতোঃ

কোথাং সজাতোহহং যুধাং প্রভো । ৪৭ ॥
কথং দেব ন জানাসি যুক্তং ব্রহ্মণা তদা । দশাব-
তায়ান্তে রজঃ মৎস্তকূর্মাণ্যদয়ঃ পুরা । ৪৮ ॥ ক্রুদ্ধেণ
বারিতা গন্ধা কলহো বো ন যুজ্যতে । তথৈব কৃতবান্
বিষ্ণুরবতারান্ দশৈব তান্ । ৪৯ ॥ কল্পাদৌ ব্রহ্মণো
বক্ত্রাং সজাতোহহং দ্বিজোত্তম । কলহাজ্জয় মে
যস্মান্ত্রায়াং কলহঃ প্রিয়ঃ । ৫০ ॥ কল্পাদৌ সৃজতা
পূর্বং চিস্তিতং ব্রহ্মণা শ্বয়ম্ । বেদান্তিনা কথং সৃষ্টিঃ
কর্ত্তব্যাহো হরে ময়া । ৫১ ॥ নষ্টাবেদাশ্চ জানামি ক
বেদান্তে গতা ইতি । পৃথীমপি ন জানামি কিং
স্থানে কিমধো গতা । ৫২ ॥ গন্তুং ন বিদ্যাতে শক্তি-
জলমধ্যে মমাধুনা । অবতারণেশ্বরা কাথ্যং দশভিঃ
সৃষ্টিরক্ষণম্ । ৫৩ ॥ জলে জলচরো মৎস্তো মহা-
নদায়াং ভবিষ্যসি । আদায় বেদান বেগেন মম স্বং
দাতুমহঁসি । ৫৪ ॥ তথাচ কৃতবান্ দেবো মৎস্তরূপং
জলে মহৎ । বেদান্ সমানয়ামাস দদৌ চ ব্রহ্মণে
পুরা । কূর্মরূপং পুনঃ কৃতা মন্দরং ধারয়িষ্যসি । ৫৫ ॥
ইতুভক্তো ব্রহ্মণা বিষ্ণুলক্ষ্মীশ্চ বরাধিষ্যতি । পুরা
চিহ্নং চরিত্রং তে মধনে দৃষ্টবানহম্ । ৫৬ ॥ যদা

বাক্বাদেই সদা আপনি প্রিয় । শুনিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ—
সদ্যা—জপ—হোম—পিতৃদেবতার তর্পণ, এসকল
নারদ একরূপ করেন, আর ব্রাহ্মণগণ একরূপ
করেন । আমার এসকল শুনিতে কৌতুহল
জন্মিয়াছে, মহর্ষি ! আপনি সত্বর বলুন । নারদ
বলিলেন,—বামন ! শ্রবণ কর,—পাদ্য কল্প একীভূত
হইলে একদা ব্রাহ্ম রাজ্যান্তে ব্রহ্মাণ্ড বারি-পরিব্যাপ্ত
হয়; অতঃপর আর কিছুই থাকে না ! দেবদেব
জলে শয়ন করেন; তিনিই নারায়ণ, ব্রহ্মা
ও শিব । ইহাদের পরস্পরে ভেদ নাই ।
ইহারা যখন ভিন্ন হন, তখন উক্ত দেবতাত্রয়ই
হইয়া থাকেন । ইহারা তখন বরাহরূপ
করিবার জন্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হররূপে রজঃ-সত্ত্ব-তমো-
গুণোপেত হইয়া জন্মেন এবং ব্রহ্মা-সৃষ্টি, বিষ্ণু
পালন ও হর চরাচর ত্রৈলোক্য সংহার করেন ।
ইহারা এই প্রকারে সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করিয়া এক সময়
কৈলাসশিখরে রম্য বরাসনে উপবিস্তা থাকিয়া
পরস্পর মন্ত্রণা করিয়াছিলেন যে, ঠাহাদের তিন-
জনের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, জ্যোষ্ঠ এবং গুণাধিক,
ইহাদের চতুর্থ নাই । ইহারা উক্ত প্রকারে অবস্থিত
থাকিলে ইহাদের শরীর হইতে এক একীভূত
জ্যোতিঃ উদ্গত হইল । এই জ্যোতিঃ কালমানে

যুক্ত রবিমণ্ডল ভ্রামিত করিতে লাগিল । এমন
সময় হর-ব্রহ্মার মধ্যে “অহং জ্যোষ্ঠ অহং জ্যোষ্ঠ”
বাধ উপস্থিত হয় । বিবদমান ঠাহাদের মূখ হইতে
আমি উৎপন্ন হই । কেন তুমি কি জানিতে পারি-
তেছ না? পূর্বে ব্রহ্মা ক্রোধ করিবার জন্য
তোমাকে মৎস্ত-কূর্মাাদি অবতার হইতে বলিয়া-
ছিলেন । ক্রুদ্ধ গিয়া “আপনাদের কলহ শোভা
পায় না” বলিয়া কলহ নিবারণ করিয়া দিলেন । তুমি
দশাবতার হইলে । এইরূপে আমি কল্পাদিতে বন্ধ
বদন হইতে জন্মি । কলহ হইতে আমার জন্ম
বাল্য্য তাহা আমার একান্ত প্রিয় । কল্পাদিতে সৃষ্টি
করিতে করিতে ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া বলিলেন—হে
হরে! আমি বেদ-সাধাঘ্যে কিরূপে সৃষ্টি করিব? বেদ
সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহারা কোথায় চলিয়া
গিয়াছে, কিছুই জানি না । পৃথী স্বস্থানে আছে, কি
অধোগত হইয়াছে, বিদিত নহি; জলমধ্যে গমন
করিতেও আমার সামর্থ্য নাই; অতএব তুমিই
দশাবতার হইয়া সৃষ্টিরক্ষা কর । তুমি মহানদীতে
মৎস্ত হইয়া সবেগে বেদ গ্রহণপূর্বক আমাকে প্রদান
কর । (নারদ বলিলেন,—) তুমি ব্রহ্মার উক্ত বাক্যে
মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া বেদ আনয়নপূর্বক ঠাহাকে
প্রদান করিয়াছিলে । এইরূপে পুনরায় কূর্মরূপ পরি-

রসাতলঃ প্রাপ্তা পৃথিবী নৈব দৃষ্টতে। ব্রহ্মাণ্ডার্থে স্থানকৃতে ভজ সা নৈব দৃষ্টতে। ৫৭। বারাহ ক্রিয়তাঃ রূপং ব্রহ্মাণ্ড প্রেরিতঃ স্বয়ম্। মহাবরাহরূপঃ স কৃষ্ণা ভূমেরধো গতাঃ। ৫৮। উক্ত্যুতা চ তদা বিকৃ-
দংষ্ট্রাণ্যেণ বনুচ্ছরাম্। স মিনার যথাস্থানং মুক্তাং ব ধরণীভলাং। ৫৯। অবতারঃ তৃতীয়ঃ বৈ হর-
তাপি মনোহরম্। যেম সা পৃথিবী পৃথ্বী পর্য্যন্তৈঃ সহিতা বৃতা। ৬০। চতুর্থঃ নরসিংহঃ বৈ কথ্যামি
নুদাকরণম্। আদিত্যো অদিত্যে পুত্রা দিতেঃ পুত্রো মহাবলো। ৬১। হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো হিরণ্যাকো
মহাবলঃ। স্বর্গে দেবাস্তিঃ সর্বে পাতালে দৈত্য-
দানবাস্তিঃ। ৬২। হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো দৈত্যো রাজ্যং
রসাতলে। মনুপুত্রা ধরাপুতে স্থাপিতা দেবদানবৈঃ।
৬৩। ব্যবস্থানং তমতিক্রম্য হিরণ্যকশিপুর্বিজ।
রাজ্যং চক্রে ধরাপুতে অরেন্দ্রঃ স বিজিত্য চ। ৬৪।
সপ্তদ্বীপবর্তী পৃথ্বী গৃহীত্বা সামর্য্যবতীম্। গ্রহীত্ব-
কামো বৃহজে পুত্রগোত্রৈঃ কৃতাদরঃ। ৬৫। প্রহ্লাদ-
প্রমুখান পুত্রান স পীড়য়তি মন্দবীঃ। পুত্রেষু পার্শ্ব-
মানেবু প্রহ্লাদোহপি পপাঠ তৎ। ৬৬। যেন বৈ

এই করিয়া তুমি মন্দর ধারণ কর। এই সময় লক্ষ্মী তোমাকে বরণ করেন। পূর্বে সাগরমধনসময়ে আমি তোমার এইরূপ চিত্র চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলাম। যখন পৃথিবী রসাতল প্রাপ্ত হন; তাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; ব্রহ্মাণ্ডে স্থানান্তর হয়; তখন তুমি ব্রহ্মার আদেশে মহাবরাহরূপ ধারণ করিয়া ভূমির অধোভাগে যাইয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা তথা হইতে বনুচ্ছরাকে উদ্ধার কর। এই সময় তুমি মুক্তা ভক্ষণ করিয়াছিলে। ইহা তোমার হর-মনোহর তৃতীয় অবতার। এই অবতারেই তুমি সশৈল পৃথিবী ধারণ কর। চতুর্থ নরসিংহ অব-
তার। ইহা অতি নুদাকরণ। দেখ, আদিত্যগণ অদিতির পুত্র। দিতির পুত্র মহাবল হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক। এই কালে স্বর্গে দেবতা ও পাতালে দৈত্য দানবগণ বাস করিত। হিরণ্য-
কশিপু রসাতলে এই সময় রাজ্য করিত; আর মনুপুত্রগণ দেবদানব কর্তৃক স্থাপিত হইয়া ধরাপুতে রাজ্য করিতেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু অরেন্দ্রকে জয় করিয়া উক্ত ব্যবস্থা উপেক্ষা করত ধরাপুত অধিকার করিয়া লয়। তখন সে সপ্তদ্বীপবর্তী পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপনপূর্বক অমর্য্যবতী গ্রহণ করিতে প্রবাসী হয়। এই মন্দবী প্রহ্লাদপ্রমুখ পুত্রগণকে

পঠ্যমানেন জায়তে ভঙ্ক বৈদনা। ভুবনময়রাজ্যেন দৈত্যো দেবায় মনুজতে। ৬৭। তপসা জোষিতো ব্রহ্মা দদৌ তস্মৈ বরং প্রভুঃ। অমরত্বং স দেবেভ্যো মনুষ্যোভ্যঃ অরোত্তম। ৬৮। কশ্যাপনি ন বে ভূয়ান-
মরণং যদি চেতবেৎ। কিঞ্চিং সিংহো নরঃ কিঞ্চিদযো ভবেচ্ছরণীধরঃ। ৬৯। তস্মাৎ করকটৈর্ভিন্নো মরিত্যে ন ধরাতলে। এবং তবিষ্যতীভূত্বা গতৌ ব্রহ্মা চ
বিশ্রমম্। ৭০। কালেন গচ্ছতা ভক্ত সজ্জাতো বিগ্রহো মহান। দেবাস্তিঃ কিং মে করিষ্যতি বিকৃণা
কিং প্রযোজনম্। ৭১। যষ্টব্যোহহং সদা যজ্ঞে
রুদ্রঃ কিং মে করিষ্যতি। এবং হি বর্জমানস্ত
প্রহ্লাদঃ ত্রোতি তং হরিম্। ৭২। যেনান্ত
জায়তে মৃত্যুস্তমেব মরতে হরিম্। যদাসৌ বাধ্য-
মাণোহপি বিরোতি চ হরিং হরিম্। ৭৩। চতু-
র্ভুজঃ শম্ভগদাসিধারিণঃ পীতাহরঃ কোভলান্বিতঃ
সদা। অরামি বিকৃৎ জগদেকমায়কং দদাতি মুক্তিং
মৃত্যুতমায় এব যঃ। ৭৪। অনেন বচসা কৃকৌ

পীড়িত করিয়াছিল। তাহার পার্শ্বমান পুত্রগণের মধ্যে প্রহ্লাদ এইরূপ পড়া পড়িত—যাহাতে হিরণ্য-
কশিপু অস্তরে বেদনা হইত। ভুবনময় অধিকার করিয়া ঐ ষ্ট দৈত্য দেবগণকে মামিত না। ৬০-৬৭।
তাহার তপস্তায় তুষ্ট হইয়া ভগবান ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়াছিলেন। সে এইরূপ বর লইয়াছিল যে, আমার যেন অন্ন বা নর হইতে মরণ না হয়, যদি কোন রকমে মরণ লভ্য, তাহা হইলে আমাকে যে মারিবে, সে যেন কিঞ্চিং সিংহ—কিঞ্চিং নর এবং ধরণীধর হয়। এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক করকট দ্বারা ভিন্ন হইয়া যেন আমি মরি; কিন্তু ধরাতলে মারিলে হইবে না। দৈত্যের ইত্যাচার বরপ্রার্থনায় ব্রহ্মা ‘তথাস্থ’ বলিয়া পরে বিস্মিত হইলেন (পন্ডাইতে লাগিলেন)। অতঃপর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে এক মহাসমর উপস্থিত হইল। তখন দৈত্য বসিতে লাগিল,—দেবতারা আমার কি করিবে? বিকৃতে আমার প্রয়োজন কি? আমি সর্বদাই বজ্র করিব, রুদ্র আমার কি করিবে? হিরণ্যকশিপু যখন এরূপ অবস্থায় উপনীত হইল, তখন প্রহ্লাদ হরির স্তব করিতে লাগিলেন। বাহা দ্বারা এই ষ্ট দৈত্যের বধ হইবে, প্রহ্লাদ সেই ষ্টরকে মরণ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ—করিত হইয়াও যখন হরি হর করিতে লাগিলেন—এবং বলিতে লাগিলেন,—যিনি চতুর্ভুজ, শম্ভগদাসিধারী, পীতাহর,

দৈত্যো দৈত্যান দিদেশ হ। মারয়বন্ত তং দুষ্টং
গজসর্পজলারিতঃ। ৭৫। প্রহ্লাদ উবাচ। গজেহপি
বিফুর্জগেহপি বিফুর্জলেহপি বিফুর্জলনেহপি
বিফুঃ। অগ্নি হিতো দৈত্য মগ্নি হিতশ্চ বিফুঃ বিনা
দৈত্যগণেহপি নাশ্তি। ৭৬। যদা স মাধ্যমাপোহপি
মৃত্যুং প্রাপ্নোতি ন কচিৎ। হিরণ্যকশিপোর্বিধো
দহতে ক্রোধবাহিনা। তদা শিকম্বিতং পুত্রং মুখাগ্রে
সরিবেচ্চ। ৭৭। বচোভিঃ কঠিনৈঃ পুত্রঃ শ্বয়ং
হস্তং সমুদ্যতঃ। বিধ্বাং নারায়ণং ভৌমি মমারিং
ভৌমি চেৎ পুনঃ। ৭৮। পুন্দ্রলাবং লবিব্যামি
শিরস্তেহহং বরাসিনা। অহং বিফুরহং ব্রহ্মা কুজ
ইন্দ্রো বরং বদ। ৭৯। আত্মায় পিতরং মুক্তা
কমন্তং ভৌমি বালক। ৮০। যদা ন পঠতে বালঃ
স্তৌতি নো পিতরং স্বকম্। দণ্ডেনাহত্যা গুরুণা
প্রহ্লাদঃ প্রেরিতঃ পুনঃ। বদৈকং বচনং শিষ্য দেহি
মে গুরুদক্ষিণাম্। ৮১। যথা মে তুষ্যতে স্বামী

কৌশলসাহিত্য ও অগদেকনাথক এবং শ্রুতমাত্র-
মুক্তিপ্রদ, আমি সেই ক্রীতরিকে সর্বদা স্মরণ
করিব। প্রহ্লাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্য
হিরণ্যকশিপু যারপর নাই ক্ষুব্ধ হইয়া ঘাতক দৈত্য-
গণকে আদেশ দিলেন যে, এই দুষ্টকে লইয়া গিয়া
গজ, সর্প, জল বা অগ্নি দ্বারা যে কোন উপায়ে বধ
কর। প্রহ্লাদ বলিলেন,—পিতঃ! মাতকে,
ভুজঙ্গে—জলে, অনলে—আপনাতে আমাতে
অধিক কি দৈত্যগণেও বিফু আছেন। প্রহ্লাদ
ক্রমশঃ প্রবৃত্ত হইয়াও যখন প্রাণত্যাগ করিল না,
তখন ক্রোধানলে হিরণ্যকশিপু হৃদয় দগ্ধ
হইতে লাগিল। এই সময় সে শ্বয়ং শিক। দিব্য
জন্ত প্রহ্লাদকে সমুখে রাখিয়া কঠিন বাক্যল্য
দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল; বলিতে
লাগিল যে, রে দুষ্ট পুত্র! ধিক তোকে, তুই নার-
ায়ণের স্তব করিতেছিস, পুনরায় যদি তুই আমার
অগ্নি সেই নারায়ণের স্তব করিস, তাহা হইলে এই
তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা পুন্দ্রছেদনের স্থায় তোর শিরচ্ছেদ
করিব। রে বালক! আমিই বিফু—আমিই ব্রহ্মা
—এবং আমিই কুজেন্দ্র, আমাকে—তোমার পিতাকে
পরিত্যাগ করিয়া তুই অন্য কাহার স্তব করিতেছিস।
প্রহ্লাদ যখন কোন ক্রমেই পড়িল না; পিতার স্তব
করিল না, তখন গুরুদহাশয় দণ্ড দ্বারা তাড়িত করিয়া
বলিলেন,—শিষ্য! একটা (হরি ছাড়া কথা) বচন
বল; আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও; দেব, ভূমি হরি-

দদাতি বিপুলং ধনম্। ৮২। প্রহ্লাদ উবাচ। প্রহরশ্চ
প্রথমং মাং করিষ্যে বচনং শুরো। ভৌমি বিক্রমহং
যেনুজৈলোক্যং সচরাচরম্। ৮৩। কৃতং সস্বর্জিতং
শাস্তং স মে বিফুঃ প্রসীদতু। ব্রহ্মা বিফুরৈয়ো
বিফুরিত্রো বামুর্ধমোহনলঃ। ৮৪। প্রকৃত্যাদানি
তদ্বানি পুরুষং পঞ্চাংশকম্। পিতৃদেহে শুরোদেহে
মম দেহেহপি সংস্থিতঃ। ৮৫। এবং জানন কথং
ভৌমি স্মিয়মাণ নরাধমম্। ৮৬। গুরুকবাচ।
নরেষু কোহধমঃ শিষ্য জন্মাদিমরণেহধম। কথং
ন পিতরং ভৌমি স্মিয়মাণো হরিং হরিম্। ৮৭।
প্রহ্লাদ উবাচ। ভোজনে শ্বয়মে যানে অরে
নিজীবনে রণে। হরিরিত্যক্ষরং নাস্তি মরণেহসৌ
নরাধমঃ। ৮৮। ভয়ে রাজকূলে বুদ্ধে ব্যাধৌ
স্ত্রীসংগমে বনে। অশক্তৌ বাধ সন্ন্যাসে মরণে
ভূমিসংস্থিতাঃ। অরন্তি মাতরং মূর্খাঃ পিতরং চ
নরাধমাঃ। ৮৯। মাতা নাস্তি পিতা নাস্তি নাস্তি
মে স্বজনো জনঃ। হরিং বিনা ন কোহপ্যস্তি
যীহাক্তং তর্ষধীরতাম্। ৯০। ইত্যাদিবচনৈঃ

কথা বলিলে প্রভু ভুট্ট হইয়া আমায় বিপুল ধন
প্রদান করিবেন। প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে শুরো!
আপনি আমাকে প্রহার করুন; আমি আপনাকে
বচন বলিব; কিন্তু সে বচনে আমি বিফুরই
স্তব করিব। যিনি সচরাচর জৈলোক্যকে বির-
চিত সস্বর্জিত ও শাস্ত করেন, সেই বিফু আমার
প্রতি প্রসন্ন হউন। ব্রহ্মা, হর, ইন্দ্র, বায়ু, যম,
অনল, প্রকৃত্যাদি চতুর্কিংশতি ভব, পঞ্চাংশক পুরুষ
পিতৃ-গুরু ও মদীয় দেহ, এ সমস্তই বিফু, এবং এ
সকলেই বিফু অবস্থিত। ইহা জানিয়া আমি কি
জন্ত স্মিয়মাণ নরাধমের স্তব করিব? গুরুদহাশয়
বলিলেন,—হে জন্মাদিমরণেহধম শিষ্য! নর
সকলের মধ্যে অধম কে? ভূমি 'হরি হরি' বলিয়া
স্মিয়মাণ হইয়াও কেন পিতার স্তব করিতেছ না।
৮৪—৮৭। প্রহ্লাদ বলিলেন,—যাহার ভোজনে—
যানে—যানে—অরে—নিজীবনে—রণে—মরণে—
'হরি' এই শব্দ উচ্চারিত না হয়, সেই ব্যক্তিই
নরাধম। ভয়ে, রাজকূলে, বুদ্ধে, ব্যাধিতে,
স্ত্রীসংগমে, বনে, অশক্তিতে, সন্ন্যাসে, মরণে
এবং ভূমিসংস্থিতে যে জন মাতাকে স্মরণ
করে সে মূর্খ; আর যে পিতাকে স্মরণ করে, সে
নরাধম। হরি ব্যক্তিরকে আমার মাতা, পিতা,
স্বজন, জন, কেহই নাই। আপনার দ্বারা ইচ্ছা হয়,

কৃষ্ণো হস্তঃ দৈত্যঃ সমুখিতঃ । তদা মাতা
সমাগত্য পুত্রস্ত পুরতঃ স্থিতা ॥ ১১ ॥ ভ্রাতরঃ
স্বজনো ভগ্নী ভাষতে মা হরিং বদ । অহং
মাতা স্বস্যা চেয়ং ভ্রাতরঃ স্বজনো জনঃ । যথা
সংশ্লিষ্টৈর্বৎস স্বীয়তে বহবাসরম্ ॥ ১২ ॥ প্রহ্লাদ
উবাচ । মাতা মে কা স্বস্যা মে কা ভ্রাতরঃ কে
পিতা চ কঃ । স্বজনং শৃণু মে মাতঃ সহিতেঃ
স্বীয়তে সদা ॥ ১৩ ॥ যন্তাঃ পীতঃ ময়া মূত্রং
পুরীষমুদয়ে বহ । সা মাতা নরকোহস্মাকমগ্রে
বক্তুং ন শক্যতে ॥ ১৪ ॥ নির্মিতো ন দ্বিতীয়স্ত
নির্মিতো বিধকর্ম্মণা । স্বাদৃশস্ত পুমান্ কশ্চিদ-
যন্ত নো হৃদয়ে হরিঃ ॥ ১৫ ॥ দশমাসং ক্রবঃ
মস্তে মূত্রং পাস্ততি তর্পিতঃ । ভ্রাতরো ভ্রাতর্যঃ
সত্যং গর্ভেহপি সূত্রাঃ কথং যদি ॥ ১৬ ॥ যুধ্যতস্তান্
কথং মাতা বরাকী বারয়িষ্যতি । স্বজনো দৃশ্যতে
বৃদ্ধঃ পরেষু পণ্ডিতায়তে ॥ ১৭ ॥ কুটুম্বং ভগ্যতে
কস্মাদৃশস্ত নায়াতি যাতি চ । বন্ধনং চ কুটুম্বস্ত

তাহাই বিধান করুন । প্রহ্লাদের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া দৈত্য কৃষ্ণ হইয়া প্রহার করিতে
উপ্তিত হইল । এই সময় প্রহ্লাদের মাতা, ভ্রাতা,
স্বজন, ভগিনী, ইহারা সকলেই আসিয়া তাহার
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আর
'হরি' বলিও না । মাতা বলিলেন,—বৎস ! আমি
মাতা ; এই তোমার ভগিনী ; এই ভ্রাতা ও স্বজন-
গণ আমার সকলে যাহাতে তোমাকে লইয়া বহু দিন
বাস করিতে পারি, তাহা কর, ('হরি' আর বলিও
না) । প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে মাতঃ ! যাহাদের সহিত
সকল বাস করা যায় ; সেই মাতাই বা কে—
পিতাই বা কে—আর স্বস্যা, ভ্রাতা, স্বজনগণই বা
কে ? যাহার উপরে মলমূত্র উদ্রাস্য করিয়াছি, সেই
মাতাই আমাদের নরকের হেতু ; কিন্তু মা ! এ
কথা আপনার সম্মুখে বলিতে আমি সমর্থ নহি ।
আমার পিতা ব্যতীত এমন দ্বিতীয় পুরুষ বিধকর্ম্মা
(ব্রহ্মা), সৃষ্টি করেন নাই—যাহার হৃদয়ে হরি
বিরাজ করেন না । আমি মনে করি,—ভ্রাতা
ভ্রাতাই (অংশবীরী) বটে ; তাহা না হইলে জননী-
জঠরে দশমাস কাল মল-মূত্র তর্পিত হইবে কেন ?
মাতা কেন উক্ত বিবদমান ভ্রাতাদিগকে বারণ
করিয়া থাকেন । আর স্বজনগণকে প্রায়ই বৃদ্ধ
দেখা যায় ; পরের উপরই তাঁহারা পাণ্ডিত্য
দেখাইতে যজ্ঞপুত্র । যাহারা সন্ধে আসেন না,

জাহতে নরকায় নঃ ॥ ১৮ ॥ মাতা মে বিদ্যাতে
চাত্তা পিতাতো ভ্রাতরশ্চ যে । স্বস্যা স্বজনসম্বন্ধং
জ্ঞাত্বা মুক্তিমবাশুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ মাতা প্রকৃতিরস্মাকং
স্বস্যা বুদ্ধির্নিগদ্যতে । অহঙ্কারস্ততো জাতো যোহহ-
মিত্যস্বমীয়তে ॥ ১০০ ॥ তন্মাতাঃ সোদরাঃ পঞ্চ
যে গচ্ছন্তি সচৈব মে । এষা প্রকৃতিরস্মাকং বিকারঃ
স্বজনো মম ॥ ১০১ ॥ এতেষাং বাহকো যন্ত পুরুষঃ
পঞ্চাবংশকঃ । স মে পিতা শরীরেহস্মিন পরমাত্মা
হরিঃ স্থিতঃ ॥ ১০২ ॥ যদ্যসৌ চিন্ত্যতে চিন্তে
দৃশ্যতে হৃদয়ে হরিঃ । অগ্নিমা দিগ্গণৈর্গদ্যঃ পদং
তন্ত্বেব জাহতে ॥ ১০৩ ॥ ভবতী সত্যং রাজ্যং
তন্মৈ নিত্যং তুগৈঃ সমম্ । যত্র নো পূজ্যতে
বিষ্ণুর্ব্রহ্মা রুদ্রোহনিলোহনলঃ ॥ ১০৪ ॥ প্রত্যক্ষো
দৃশ্যতে যন্ত নিরালম্বো ভ্রমত্যসৌ । স এব ভগ-
বান্ বিষ্ণুর্গেহে গগনে স্থিতঃ ॥ ১০৫ ॥ ক্রবে
বন্ধা গ্রহাঃ সর্কে য এতেহপ্যুড়ং স্থিতাঃ । তে সর্কে
বিষ্ণুবচসা ন পতন্তি ধরাতলে ॥ ১০৬ ॥ কালে
বিনাশঃ সর্কেষাং তেনৈব বিহিতঃ স্বয়ম্ । ইতি
সঞ্চিন্ত্য মে নান্তি ভবন্ত্যো মরণান্তয়ম্ ॥ ১০৭ ॥ ইতি

তাহাদিগকে আর কুটুম্ব বলা যায় কিরূপে !
অপিচ কুটুম্বের বন্ধনই আমাদের নরক-নিদান ।
আমার অন্ত মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্বস্যা, স্বজন
আছে ; তাহাদিগকে জানিতে পারিলে মুক্তি
লাভ হয় । প্রকৃতি, আমার মাতা ; এবং বুদ্ধি
স্বস্যা । বুদ্ধি হইতেই অহঙ্কার—যাহা 'অহং' বলিয়া
ব্যবহৃত হয়, তাহা জন্মিয়াছে । পঞ্চ ভগ্না
আমার পঞ্চ সোদর ভ্রাতা ; ইহারা আমার অঙ্গ-
গমন করিয়া থাকে । প্রকৃতি-বিকৃতিই আমার
স্বজন । আর এই সকলের যিনি নিরূপক, তিনিই
পঞ্চাবংশক অর্থাৎ পুরুষ—আমার পিতা । তিনিই
শরীরে পরমাত্মা বা হরি । যে জন এই হরিকে
চিন্তে চিন্তা এবং হৃদয়ে ধ্যান করে, অগ্নিমা-
দিগ্গণৈর্গদ্য তাহার আশ্রয় হয় । পিতা : যে রাজ্যকে
আপনি বহুসম্মত বলিয়া মনে করিয়াছেন, যাহাতে
বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, অনিল, অনল, পুঞ্জিত হন না,
সেই রাজ্যকে আমি 'তুগ' বলিয়া মনে করি । যিনি
প্রত্যক্ষদৃশ্য ; যিনি নিরালম্ব অবস্থায় ভ্রমণ করেন,
সেই ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশেই গগনান্বিত ঐববদ্ধ
গ্রহ-নক্ষত্রগণ ধরাতলে পতিত হয় না । কালে
তিনিই সকলের বিনাশ রিধান করিয়াছেন ।
এজন আমি আপনাদের নিকট হইতে মরণ

তদ্বচনস্তাত্ত্ব পদা হবা। শিতাশ্রবীৎ। কুজাসৌ
হয়ি তং পূৰ্ণং পশ্চাৎ। হরিতাবিশম্ ॥ ১০৮ ॥
প্রহ্লাদ উবাচ। পৃথিব্যাধীনী ভূতানি তাত্ত্ব
ভগবান্ হরিঃ। স্থলে জলে কিং বহনা সৰ্গং বিষ্ণু-
ময়ং জগৎ ॥ ১০৯ ॥ তুণে কাঠে গৃহে ক্ষেত্রে জব্যে
দেহে স্থিতে হরিঃ। জায়তে জানযোগেন দৃষ্টতে
কিং হু চক্ষুঃ ॥ ১১০ ॥ ব্রহ্মালয়ে যাতি রসাতলে
অ ধরাতলেহসৌ ভ্রমতি ক্রমেন। আত্মাতি গচ্ছ
বিলম্বাতি সৰ্গং শূণ্যোতি জানাতি স চাক্ষ বিষ্ণুঃ।
ইত্যাভ্যাসঃ সহজাং মায়াং ত্যক্তা সিংহাসনোখিতঃ।
দৃঢ়ঃ পরিকরং বদ্ধা খড়্গং চাক্ষুয্য চোজ্জলম্ ॥ ১১২ ॥
হবা তং কলকাগ্রেণ বভাসে হুঃসং বচঃ। ইদানীং
শ্রয় রে বিষ্ণুং নো চেজ্জলিতকুণ্ডলম্। পতিযাতি
শিরো ভূমৌ কলং পকং যথা নগাৎ ॥ ১১৩ ॥ নো
চেদর্শয় তং বিষ্ণুমশ্যৎ স্তম্ভাধিনির্গতম্। প্রহ্লাদম্বু
ভয়ং ত্যক্তা চক্রে পদ্মাসনং ভূবি ॥ ২১৪ ॥ বিধায়
কঙ্করং নেতুমুচ্চৈঃ শ্বাসঃ নিরুধ্য চ। হৃদি ধাত্বা
হরিং দেবং মরণায়োন্মুখঃ স্থিতঃ ॥ ১১৫ ॥ প্রভো

ময়া তদা দৃষ্টমাক্ষর্যং গগনাকুবি। পুষ্পমালা স্থিতা
কঠে প্রহ্লাদস্ত স্বয়ং গতা ॥ ১১৬ ॥ গগনং ব্যাপ্যমানং
চ কিচ্ছিমেষং কৃতং জনৈঃ। ঝটিতি কট্যতি
স্তম্ভাচ্ছন্দেন ক্ষুভিতো জনঃ ॥ ১১৭ ॥ ধরণীঃ যাতি
পাতালং দ্যৌর্ধ্বা ভূমিং সমযাতি। পতিযাতি
শিরো ভূমৌ খড়্গঘাতাহতং হু কিম্ ॥ ১১৮ ॥
তাবৎ স্তম্ভাধিনির্গতঃ সিংহনাদো ভয়ঙ্করঃ।
ভূমৌ নিপতিতাঃ সৰ্গে দৈত্য্যঃ শব্দেন মুচ্ছিতাঃ ॥
১১৯ ॥ হিরণ্যকশিপোর্হস্তাৎ খড়্গাচর্য্য পপাত চ।
ন স জানাতি কিং কিং কিমেতদ্বিষ্ণুপুনঃপুনঃ ॥ ১২০ ॥
উখিতো বীকতে যাবস্তাবৎ পশ্চতি তং হরিম্।
অধো নরং ॥ স্থিতং সিংহমুপরিষ্টাধিভীষণম্ ॥ ১১ ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনং লেলিহানমিবাশ্রয়ম্। জাজ্বল্যমান-
বপুষং পুচ্ছাচ্ছোড়িতমস্তকম্ ॥ ১২২ ॥ মহাকর্প-
কৃতারাবং সশকমিব তোয়দম্। সমুজ্জ্বলিতকেশাশ্চ
হর্নিরীক্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ১২৩ ॥ নরসিংহমথো
দৃষ্টা নিপপাত পুনঃ কিতো। বিগৃহ কেশপাশে
তং ভ্রাময়ামাস চাশ্রয়ম্ ॥ ১২৪ ॥ ভ্রাময়িত্বা শতশৃণং

ভয় করি না। এই কথা শুনিয়া হিরণ্য-
কশিপু প্রহ্লাদকে পাদ দ্বারা প্রহার করিয়া
বলিলেন,—কোথায় তোর হাঁড় আছে বল; অগ্রে
তাঁহাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ (হরিভাবী) তাকে
বধ করিব। প্রহ্লাদ বলিলেন,—পৃথিব্যাধীন ভূত
সকল ভগবান্ হরি—জলে হরি—স্থলে হরি, অধিক
আর কি বলিব, “সৰ্গং হরিময়ং জগৎ।” তুণে—
কাঠে—গৃহে—ক্ষেত্রে—জব্যে—দেহে সৰ্ব্বত্রই হরি
বিরাজিত। জানযোগে ইহা জানা যায়, চক্ষুচক্ষু
দ্বারা দেখিবার নহে। কি ব্রহ্মালয়—কি রসাতল—
কি ধরাতল সৰ্ব্বত্র তিনি ভ্রমণ করেন। তিনি
গচ্ছ আত্মাণ করেন; এবং সমস্তই বিধান শ্রবণ ও
জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ এই সকল কথা
বলিলে হিরণ্যকশিপু এইবার সহজ মায়া পরিত্যাগ
পূৰ্ব্বক সিংহাসন হইতে উখিত ও বদ্ধপরিকর হইয়া
উজ্জল খড়্গ আকর্ষণ করিয়া তদ্বারা ভাঙিত করত
প্রহ্লাদকে এই নিরাকর্ণ বাক্য বলিল যে, “ইদানীং
শ্রয় রে বিষ্ণুঃ”; নচেৎ বৃক্ষ হইতে পক কল-
পতনের স্তায় তোর অলিতকুণ্ডল শির এখন ভূতলে
পতিত হইবে; কৈ দেখা, এই স্তম্ভ হইতে তোর
বিষ্ণু নির্গত হউক। প্রহ্লাদ নিভীকচিতে ভূতলে
পদ্মাসনাসীন হইয়া কুন্তক দ্বারা শ্বাস রোধ করত
হৃদয়ে হরিকে ধ্যান করিতে করিতে মরণোন্মুখ

হইলেন। (নারদ বলিলেন,) হে প্রভো! বামন!
এই সময় গগনে থাকিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার
অবলোকন করিয়াছিলাম। ঐ অবস্থায় এক পুষ্প-
মালা স্বয়ং প্রহ্লাদের কণ্ঠ অলঙ্কৃত করিল; জন-
গণের “কি হইল—কি হইল!” রবে গগনতল
ব্যাগু হইল। এই সময় ঝটিতি স্তম্ভ কট্যতি
হওয়ায় বিপুল শব্দে জনগণ ক্ষুভিত হইল। ধরণী
পাতালে গেলেন, না—সৰ্গ ধরাতলে আসিল। অথবা
খড়্গঘাতাহত মস্তক ভূতলে পতিত হইল? কিছুই
জানা গেল না! স্তম্ভ হইতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ
উখিত হইল। দৈত্যগণ ভূতলে পড়িয়া মুচ্ছা গেল।
হিরণ্যকশিপু হস্ত হইতে খড়্গা-চর্য্য ধসিয়া পড়িল।
কিন্তু হিরণ্যকশিপু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া
পুনঃপুনঃ কি—কি—এ, কি করিতে লাগিল। সে
যেমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, অমনি দেখিল—সম্মুখে
হরি। এ হরির অধোভাগ নর এবং উর্দ্ধভাগ
সিংহাকৃতি; করাল বদন; যেন অশ্রয়পথ লেলিহাস্ত
জাজ্বল্যমানবপু, পুচ্ছাচ্ছোড়িতমস্তক, মহাকর্পকৃত-
রাব, ঘনবৎ গর্জনকারী, সমুজ্জ্বলিতকেশাশ্চ ও সুরা-
সুরহর্নিরীক্য। দৈত্য এতাদৃশ নরসিংহবিগ্রহ
দর্শন কারয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এই সময় হরি
তাহার কেশপাশে ধারণ করিয়া অশ্রয়তলে তাঁহাকে
ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। ১২১—১২৪। এইরূপে

পৃথিবাং সমপোধয়ৎ । ন মমার স দৈত্যোস্ত্রো
ব্রহ্মণো বরকারণম্ ॥ ১২৫ ॥ গগনহৈমন্তা দেবৈ-
কটৈঃ স স্মারিতো হরিঃ । দৈত্যং জাহ্নুনি চানীয়
বকে । হট্টো নিরীক্য চ ॥ ১২৬ ॥ জয়জয়েতি
যক্ষাণাং সুরাণাং সোহবধায়য়ৎ । শব্দং কণে
ভূজো সজ্জো কৃষা ভৌ পক্ষলাহিতো ॥ ১২৭ ॥
বিত্তেদ বকে । দৈত্যস্ত বহুঘাতকিপাতিতম্ ।
নৈঃ কুন্দসমপ্রাথ্যৈরহিসজ্জাতকর্ষিতম্ ॥ ১২৮ ॥ ভিরে
বকসি দৈত্যস্তো মমার চ পপাত চ । তদা সর্ষ-
মভবত্ৰৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১২৯ ॥ মমাপি ভৃগুঃ
সজ্জাতা প্রলাদান্তব কেশব । যদা পুরজয়ে দণ্ডে
প্রসাদাচ্ছবন্ত চ ॥ ১৩০ ॥ হিরণ্যাকে পুনর্জ্জাতা
সা কালে বিনিপাতিতে । ইদানীং নান্তি মে ভৃগুঃ
কুজধামি করোমি কিম্ ॥ ২৩১ ॥ পৃথিবাং কজিয়াঃ
সন্তি ন বুধ্যন্তে পরস্পরম্ । দেবানাং দানবৈঃ সার্কঃ
নান্তি বুদ্ধঃ কথং প্রভো ॥ ১৩২ ॥ ইদানীং বলিনা
ব্যাগ্নং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । পঞ্চমো যোহব-
তারন্তে ন জানে কিং করিষ্যতি । বলিনিগ্রহকার্ণো-

বহু শতবার ভ্রামিত করিয়া তিনি তাহাকে ক্ষুভলে
শোথিত করিলেন । কিন্তু ব্রহ্মার বরে দৈত্য
মরিল না । ইহা দেখিয়া গগনস্থ দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে
হরিকে স্মরণ করাইয়া দিলেন । অতঃপর হরি
হট্ট হইয়া দৈত্যকে জাহ্নুর উপরিতাগে রক্ষা
করিয়া নিরীকণ করত সুরযক্ষগণকৃত “জয় জয়”
শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে পয়লাহিত কংযুগল
ব্যাপ্ত করিলেন । তিনি কুন্দকুন্দসমপ্রা-
নধর দ্বারা অহিসজ্জাত কর্ণণ করিয়া
দৈত্যের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন । দৈত্য বজ্রা-
ঘাতবৎ বেদনা অক্লান্ত করিল । এইরূপে
দৈত্যের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইলে সে মরিল এবং
পড়িয়া গেল । এই সময় সচরাচর ত্রৈলোক্য হট্ট
হইয়াছিল । যে বামন ! আপনার প্রসাদে ঐ
সময় আমারও ভৃগু হইয়াছিল । যখন শব্দ-
প্রসাদে ত্রিপুর দগ্ধ এবং হিরণ্যাক নিপাতিত হয়,
তখনও আমি পরিতৃপ্ত ছিলাম । ইদানীং কেবল
আমার ভৃগু নাই, কোথায় বা মাই, কি বা করি ?
পৃথিবীতে কজির আছে বটে, কিন্তু তাহারা পরস্পর
বুঝ করে না; দেবতাদিগেরও দানবদিগের
সহিত বুঝ নাই; বুঝ না হয়ই বা কেন ? ইদানীং
ত বলি-সচরাচর ত্রৈলোক্যই শাসন করিতেছে
আপনিই ত সত্যজি পঞ্চম অবতার, জানি না

হয় তদর্শয় জনাৰ্দ্ধন । ১৩৩ । সারস্বত উবাচ ।
তদেতৎ সকলং জ্ঞানং বতাবে দাশনো মুনিম্ ১৩৪ ।
বামন উবাচ । শূণু নারদ বদন্তঃ হিরণ্যকশিপো
হতে । দৈত্যরাজঃ কতো রাজা প্রলোদনোহতীব
বৈকবঃ ॥ ১৩৫ ॥ তেন রাজ্যং ধরাপুটে কৃতং
সংবৎসরান্ বহুনা । তস্মাপি কুর্বতো রাজ্যং
বিগ্রহো হি সূরৈঃ সমম্ ॥ ১৩৬ ॥ মো পত্ন্যাপি
দৈত্যানাং পূর্ববৈরমহুসরন । উৎপাদ্য পুত্রান্
স বহুন রাজ্যং চক্রে স পুঙ্কলম্ ॥ ১৩৭ ॥ বিরো-
চনাঘলিঙ্গাতো বাল এব যদাভবৎ । একান্তে স
হরিঃ জাহ্না তদা যোগেন কেনচিত্ ॥ ১৩৮ ॥
মুকা রাজ্যং প্রিয়ান পুত্রান গতোহসৌ গিরিসাঙ্ঘবু ।
কল্লান্তহায়িনঃ দেহং তন্ত চক্রে জনাৰ্দ্ধনঃ ॥ ১৩৯ ॥
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ বহুনাং রাজ্যকারণে ।
বিবানোহতীব সজ্জাতঃ কো নো রাজা ভবে-
দিতি ॥ ১৪০ ॥ নারদ উবাচ । হিরণ্যাকস্ত যে
পুত্রাঃ শোভান্ত বলবন্তরাঃ । বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ
সন্তি যে বলবন্তরাঃ ॥ ১৪১ ॥ যুষপর্ক্যপি বলবান্
রাজ্যার্থে সমুপাশ্রিতঃ । ইন্দ্রবিশ্বেশবরুণা বায়ুঃ
সূর্য্যোহনলো মমঃ ॥ ১৪২ ॥ দৈত্যেন সদৃশান

আপনি কি করিবেন ? এই ত বলিনিগ্রহের
সময়, দেখুন, যা করিতে হয় করুন । সারস্বত বলি-
লেন, এই সকল কথা শুনিয়া বামন দেবর্ষি নারদকে
বলিলেন,—হে নারদ ! শ্রবণ কর,—হিরণ্যকশিপু
হত হইলে যাহা ঘটয়াছিল । বৈকবচূড়ামণ
প্রলোদ এই সময় রাজা হন । তিনি বহু বৎসর
রাজত্ব করেন । তাঁহার রাজত্বকালে পূর্ববৈর
বশতঃ দৈত্যগণের দেবগণের সহিত কখন যুদ্ধ
সজ্জাতিত হয় নাই । প্রলোদ বহুপুত্র উৎপাদন
করিয়া সমগ্র রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন । বিরো-
চন হইতে বালি জন্মে । সে বাল্যকালেই কোন
যোগাভাবে হরিকে জানিতে পারিয়া রাজ্য
ও প্রিয়পুত্রগণকে পরিত্যাগপূর্বক গিরিসাঙ্ঘতে
গমন করে । জনাৰ্দ্ধন (আমি) তাহাকে কল্লান্ত-
হায়ী করেন । এই সময় কে রাজা হইবে ?
এই লইয়া দৈত্য-দানবের বিবাদ উপস্থিত হয় ।
১২৫—১৪০ । নারদ বলিলেন,—বিরোচন প্রভৃতি
হিরণ্যাকের যে সকল বলবান পুত্র পৌত্র
ছিল, তন্মধ্যে যুষপর্ক্যই রাজ্যার্থ সমুপাশ্রিত
হয় । ইন্দ্র, বিশ্বেশ, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, অনল,
অনল, মর, ইহারা কেহই বল-রূপ-কর্মাদিতে

সুখবিশেষকথাদিতিঃ। ঐদার্য্যাদিগণৈঃ কথ্য
সত্ত্বাঃ চাহুরাধিকঃ ১৭৩। শুক্রেণগাধ্যাণান্তে
মুখ্যতে চ পদ্যপদ্যঃ। অমৃতাহরণে পোষ্টাঃ যদা
দৈত্যঃ স্রবতি তৎ ১৭৪। পীতাবশেষমমৃতঃ
কামাদ্যচ্ছিত্তি দেবতাঃ। নাম্যাকিমিত্তি সন্নহ বুধ্যতে
চ পদ্যপদ্যঃ ১৭৫। কদাচিদপি মো যুদ্ধঃ বিজ্ঞাতি-
মুপগচ্ছতি। এককাম্যোদ্যাতা যস্মাৎকবো দৈত্য-
বানকঃ ১৭৬। পীতামৃতং সুরা জাতা অমরান্তে
জগচ্ছিত্তি। দেবদানবদৈত্যানাং গচ্ছকৌরগরক-
সান্। বিষ্ণুর্বাণবকো যুদ্ধে তদন্তং কারণং বদ।
১৭৭। বামন উবাচ। অনাদিনিধনঃ কৰ্ত্তা পাতা
হৰ্ত্তা জনাৰ্দ্দিনঃ। একেহং স শিবো দেবঃ স
চারু জ্ঞানসংজ্ঞিতঃ। একস্ত তু যদা কার্য্যং জায়তে
ভুবনে নৃপ ১৭৮। তন্ত দেহং সমাধিতা মৃত্যু-
কার্য্যং কুৰ্ব্বতি তে। ত্র্যামৃতং সকলং বিদ্যাঃ করদঃ
বরদো বভঃ। তস্মাচ্ছলাধিকো বিষ্ণুর্ন তথাস্তোহস্তি
কন্দম ১৭৯। পালন্যোদ্যাতো বিষ্ণুঃ কিমন্তেষ্টচর্য্য-
চকুভঃ। ইন্দ্রাদ্যাস্ত সুরাঃ সৰ্বে বিদ্যাধাণার-
কারিণঃ ১৮০। সৃষ্টঃ কৃষ্ণা ততো ত্র্যক্ষা দৈতাসে

সংস্থিতো হরঃ। ন শক্যতে সুরৈর্বিষ্ণুর্মিত্যন্তে
ভুবনজয়ে ১৮১। জগত্যাগ্নিঃ যদা কণ্ঠেইদ-
রীত্যেন বৰ্ত্ততে। ততোহ্লেদং সমাগত্য করে-
ত্যেব জনাৰ্দ্দিনঃ ১৮২। হ্রমেজয় মহাবাহো ন
মনো নারদাদয়ঃ। সৰ্গপাপহর্য্যং দিব্যাঃ ভাঃ
কথাঃ কথয়াম্যহম্ ১৮৩। পুরা বিবদতাঃ তেবাঃ
দৈত্যানাং রাজ্যহেতবে। প্রহ্লাদেন সমাগত্য
ব্যবস্থা বিজিতা স্বয়ম্ ১৮৪। সৰ্গলক্ষণসম্পন্নো
দীর্ঘায়ুর্বলবন্তরঃ। যজ্ঞশীলঃ সদানন্দো বহুপুত্রোহস্তি-
তুর্জয়ঃ ১৮৫। ন বুধ্যতে সুরৈঃ সাবং বিষ্ণু-
যো বেতি তুর্জয়ম্। সংগ্রামে মরণং নাস্তি যন্ত যঃ
সৰ্গদক্ষিণঃ ১৮৬। আত্মনো বচনং ব্যর্থং ন
করোতি কথকন। সৰ্গেযাং পুত্রপোঞাণাং মধ্যে
যো রাজতে শিঃ ১৮৭। অতিবিক্রম শুক্রেণ স
বো রাজা ভবেদিতি। শুক্রেণামিত্যুক্তা যদ্যে
যজ্ঞগতঃ পুনঃ ১৮৮। তথা চ কৃতবন্তস্তে সহিতা
দৈত্যদানবাঃ। বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ পুত্রাঃ পৌত্রাঃ
স্বয়ং গতঃ ১৮৯। প্রত্যেকঃ বৌকিতাঃ সৰ্গে
শুক্রেণ জ্ঞানপূর্বকম্। প্রহ্লাদেন গুণাঃ প্রোক্তা ন

ঐদার্য্যাদিগণে, ধৃতি ও সন্ততিতে ঐ অমুরাধিপের
সমকক্ষ ছিলেন না। অমুরগণ শুক্রাচার্য্যকে
আচার্য্য পাইয়া যুদ্ধ করিত। যখন তাহার অমৃত-
হরণে দেবগণের ধ্বংস আরম্ভ করিত; যখন
তাহাদের মনে হইত, কিজন্ত দেবগণ আমা
দিগকে পীতাবশেষ অমৃত প্রদান করে না, তখন
ই তাহার দেবগণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিত,
যুদ্ধের বিরাম থাকিত না; কারণ—বহু দৈত্য
হানিব যোদ্ধা ছিল। অমুরগণ অমৃত পান করিয়া
অমর ও জয়শীল হইয়াছেন। দেব, দানব, দৈত্য,
গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ইত্যাদের অপেক্ষা বিষ্ণু যুদ্ধে
বলবীৰ্য্য ছিলেন, ইহার কারণ কি বলুন। বামন
বলিলেন,—একমাত্র অনাদিনিধন কৰ্ত্তা পাতা
হৰ্ত্তা, জনাৰ্দ্দিনই শিব ও জ্ঞানসংজ্ঞিত। এই ভুবনে
যখন সেই বিষ্ণুর কার্য্য উপস্থিত হয়, তখন
ঐহার যেহ আশ্রয়ে ঐহাদের মৃত্যুকার্য্য সাধিত
হইয়া থাকে। সৰ্ব্বত্র ত্র্যক্ষাই বিষ্ণুর করদ;
যে কেহু তিনি সকলেরই বধন। এই হেতু তিনি
সকলকে, ঐহা অপেক্ষা বলবীৰ্য্য অস্ত্র আর
কেন্দ্রবিশিষ্ট বিষ্ণু পালনে উদ্যত আছেন;
কিন্তু আরও তঁহাকেই দেবের প্রয়োজন কি। ইন্দ্রাদি
দৈত্যগণ বিষ্ণুর করকারী। সুরা সম্পাদন

করিয়া ত্র্যক্ষা ও হয় কৈলাসে অবস্থিত। অমুরগণ
বিষ্ণুকে ভ্রামিত করিতে পারেন না। ঐহারাই
ত্রিভুবনে ভ্রামিত হইয়া থাকেন, জগতে যখন
কেহ বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়, তখন বিষ্ণু তথায়
উপস্থিত হইয়া তাহার উদ্বেগ সাধন করেন।
হে দেবর্ষি নারদ! আপনি নির্দিষ্ট মন স্থির করুন।
আমি সৰ্গ পাপহারিণী দিব্য কথা আপনার নিকট
কীৰ্ত্তন করিতেছি। রাজ্য লইয়া দৈত্যগণ বিবাদ
করিতে থাকিলে প্রহ্লাদ তাহার মীমাংসা করিয়া
দেন। প্রহ্লাদ বলেন যিনি সৰ্গলক্ষণসম্পন্ন, দীর্ঘায়ু,
বলবান, যজ্ঞশীল, সদানন্দ, বহুপুত্র ও অতিতুর্জয় যিনি
অমুরগণের সহিত যুদ্ধ করেন না, বিষ্ণু ইহার অবি-
দিত মনেন; সময়ে ইহার পরাজয় দেখা যায় না;
যিনি সৰ্গদক্ষিণ; কখন তিনি স্বীয় বাক্য ব্যর্থ করেন
না। যিনি জীসমর্ষিত হইয়া পুত্র পৌত্রগণের মধ্যে
বিভাজ করেন। শুক্রাচার্য্য কর্তৃক অভিবিক্ত হইয়া
তিনিই তোমাদের মধ্যে রাজা হইবেন। রাজানিরোচন
সময়ে দৈত্যগণ সকলেই ‘শুক্রেণবই আমাদের
মধ্যস্থ।’ এই বলিয়া বিরোচন প্রভৃতি পুত্র-পৌত্র
সমভিব্যাহারে শুক্রাচার্য্যসহীনে গমন করে।
১৮১—১৮৯। শুক্রাচার্য্য তাহাদের সকলকেই প্রসি-
দানপূর্বক দেখিয়া বলিলেন,—প্রহ্লাদবর্ণিত লক্ষণ

তে সন্তি বিরোচনে ১৬০। অস্ত্রোষামপি
দৈত্যানাং হৃষপক্ষীপি নৈদৃশঃ। যথা নিরীকিতাঃ
পুত্রা বলিপ্রভৃতয়ো যুনে। সর্দান সংবীক্য শুক্রেণ
বলো দৃষ্টা গুণান্তথা ১৬১। বলিদেহেহিকান
দৃষ্টা দৈত্যোভ্যো বিনিবেদিতাঃ। বলির্গুণাধিকো
দৈত্য্যঃ কথং কার্য্যং ভবেয়ম্ ১৬২। কেনাপি
দৈবযোগেন বলিরিত্রো ভবিষ্যতি। যাদৃশস্ত
পিতা লোকে তাদৃশস্ত সূতো ভবেৎ ১৬৩।
পৌত্রস্ত নিশ্চিতং তাদৃগ্ ভবতীতি ন চেৎ সূতঃ।
প্রহ্লাদস্ত মহাযোগী বৈষ্ণবো বিষ্ণুবল্লভঃ ১৬৪।
তস্মাদ্বিরোচনে কেচিদ্ধিরণ্যকশিপোর্গুণাঃ। জ্যেষ্ঠো
বিরোচনো রাজ্যে যদি চেৎ ক্রিয়তেহসুরাঃ। নর-
সিংহঃ সমাগত্য নিশ্চিতং মারয়িষ্যতি ১৬৫।
যুক্তং বিরোচনেনাপি রাজ্যং মরণভীরুণা। প্রহ্লা-
দস্ত গুণাঃ সর্কে বলিদেহে ব্যবহিতাঃ ১৬৬।
এবং তে সময়ং কৃদ্বা বলিঃ রাজ্যেহভ্যাবিষ্করন। যঃ
প্রহ্লাদঃ স বৈ বিষ্ণুর্ধো বিষ্ণুঃ স বলিঃ স্বয়ম্ ১৬৭।
অতো মিত্রীকৃতো দেবৈর্কিগ্রহৈস্ত বিধি-
জ্জিতঃ। একৌভাবং কৃতং সর্কং বলিরাজ্যে সুরা-

সুরৈঃ ১৬৮। তস্তাপি ভাবিতং কৃদ্বা দেবেশ্রো
মম মন্দিরে। সমাগতো বালখিল্যো শপ্তোহয়ং
বামনঃ কৃতঃ ১৬৯। প্রসাদ্য তে ময়া প্রোক্তাঃ
শাপমুক্তিপ্রদা মম। ভবিষ্যতীতি তৈরুক্তং বলি-
নিগ্রহণাদম্ ১৭০। তথাপি কোতুকং যুদ্ধে
বলির্যজ্ঞং করোতিশ্চ। দেবানাং নিগ্রহো নাস্তি
সর্কে যজ্ঞে সমাগতাঃ ১৭১। স মাং যজতি যজ্ঞেন
বধং তস্ত করোতু কঃ। অহং বামনো জাতো
নারদঃ কোতুকাবিতঃ ১৭২। বিপরীতমিদং
সর্কং বর্জতে মম চেতসি। তথাপি ক্রমযোগেণ
সর্কং ভব্যঃ করোম্যহম্ ১৭৩। নারদ উবাচ।
প্রসাদং কুরু দেবেশ যুদ্ধার্থং কোতুকং মম। একেন
ব্রাহ্মণেনাজো হস্তস্তে কত্রিয়া যদা। পিতা প্রোক্তক
মে পূর্কং তদা যুদ্ধং ভবিষ্যতি ১৭৪। ব্রাহ্মণোহসি
ভুবান্ জাতঃ কদা যুদ্ধং করিষ্যসি। বিহস্ত বামনো
ক্রতে সত্যং তব ভবিষ্যতি ১৭৫। জমদগ্নিসূতো
ভূদ্বা গুরুং কৃদ্বা মহেশ্বরম্। কার্ত্তবীর্ষ্যং বধিষ্যামি
বহতিঃ কত্রিয়ৈঃ সহ ১৭৬। সমস্তপক্ষে পঞ্চ

প্রাপ্ত। তাঁহার বাক্যে দেবেশ বালখিল্যগণের
সহিত আমার গৃহে গিয়াছিলেন। ঐ সময়ই
বালখিল্যেরা আমাকে শাপ দিয়া বামন করেন।
আমি প্রসাদিত করিয়া তাঁহাদিগকে বলি,—আমার
শাপ মোচন করুন। তাঁহারা বলেন,—বলিনিগ্রহের
পশ্চাৎ শাপমোচন হইবে। দেবর্ষে! আপনারই ত
যুদ্ধে কোতুক; বলি যজ্ঞ করিতেছে কিন্তু এযজ্ঞেও
দেবতাদের বিগ্রহ নাই, তাঁহারা সকলেই এ যজ্ঞে
সমাগত হইয়াছেন। বলি আমাকে যজ্ঞে যজ্ঞন
করিবে, তাহাকে বধ করে কে? তবে আমি বামন
হইয়াছি; আর তাহাতে আপনি কোতুকাবিত
হইয়াছেন। ইহাতেই আমার চিত্তে বিপরীত ভাব
আনয়ন করিতেছে। তথাপি আমি ক্রমশঃ সমস্তই
মঙ্গলময় করিব। নারদ বলিলেন,—হে দেবেশ।
প্রসন্ন হও, দেখ, যুদ্ধার্থ আমার মহৎ কোতুক জন্মি-
য়াছে। পূর্কে পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন যে,
যখন এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়া সময়ে বহু কত্রিয়
নিহত করিবে, তখন খুব যুদ্ধ হইবে; তা আপ-
নিহত ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছেন,—যুদ্ধ করিবেন কবে?
নারদের এই কথা শুনিয়া বামন হাসিয়া বলিলেন,
—কথা আপনার সত্যই হইবে। আমি জমদগ্নিসূত
হইয়া মহেশ্বরকে গুরু করিয়া যেহু কত্রিয়ের সহিত
কার্ত্তবীর্ষ্যকে বধ করিব ১৭০—১৭৬। সমস্তপক্ষে

সকল বিরোচনে নাই অস্ত্রান্ত দৈত্যগণের নাই,
হৃষপক্ষী ও দৈদৃশ গুণসম্পন্ন নহে। তিনি দৈত্য-
গণের সকলকেই বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া
বলিদেহে অধিক গুণ অবলোকন করত দৈত্যগণকে
বলিলেন,—হে দৈত্যগণ! বলিকেই আমি গুণাঢ্য
দেখিতেছি, তাকি করিব বল! দৈবযোগে বলি
ইন্দ্র হইবে। হইবেই না বা কেন? পিতা যেমন
পুত্রও সেইরূপই হইয়া থাকে। আর যদি কোন
গতিক পুত্র সেরূপ না হয়, তাহা হইলে পৌত্র
নিশ্চয়ই সেইরূপ হইবে। প্রহ্লাদ, মহাযোগী
বৈষ্ণব ও বিষ্ণুবল্লভ ছিলেন। বিরোচনে হিরণ্য-
কশিপুর গুণ কিছু কিছু আছে। অতএব হে
দৈত্যগণ! জ্যেষ্ঠ বিরোচনকে যদি রাজা করা
যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নরসিংহ আসিয়া উৎসাহ
মারিবে। মরণভীরু বিরোচন গুরুবাক্য শ্রবণ
করিয়া রাজা হওয়ার আশা পরিত্যাগ করিল।
তখন দৈত্যগণ প্রহ্লাদের গুণ বলিতে দেখিয়া
প্রতিজ্ঞাপূর্বক তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিল।
যে প্রহ্লাদ সেই বিষ্ণু; আর যে বিষ্ণু, সেই
বলি। বলির সহিত দেবগণের মিত্রতা আছে,
বিগ্রহ নাই। বলিরাজ্যে সুরাসুর একৌভাব

করিয়ে কথিরত্বদান। তত্রাহং তপস্বিয়ামি পিতৃনধ
পিতামহান। ১৭৭। পুণ্যক্ষেত্রং করিয়ামি
ভবাংস্ত্রাগমিষ্যতি। পরঞ্চ কোতুকং যুদ্ধে
ভবিষ্যতি তব শ্রিয়ম্। ১৭৮। ব্রাহ্মণেভ্যো
ঐকীয্যন্তি যদা কুং কজিয়াঃ পুনঃ। তদৈব
তান্ হনিষ্যামি পুনর্দাস্তামি মেদিনীম্। ১৮১।
জিঃসপ্তবারঃ দাস্তামি জিহ্বাজিহ্বা বসুন্ধরাম্। শত-
ভাসং করিয়ামি নির্কিরে যুদ্ধকর্ণণি। বিহরিষ্যামি
রম্যেব বনেষু গিরিসাঙ্ঘম্। ১৮০। লঙ্কায়্যং রাবণো
রাজ্যং করিষ্যতি মহাবলঃ। ত্রৈলোক্যকণ্টকং
নাম যদাগৌ ধারয়িষ্যতি। ১৮১। তদা দাশরথী
রামঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ। ভবিষ্যে ভ্রাতৃভিঃ সার্কং
গমিষ্যে যজ্ঞমণ্ডপে। ১৮২। তাড়কাং তাড়য়িষ্যহং
সুবাহুঃ যজ্ঞমন্দিরে। নীষা যজ্ঞাকমিষ্যামি সীতা-
য়ান্ত স্বয়ংবরে। ১৮৩। পরিণেয্যামি তাং সীতাং
ভটুক্য মাহেশ্বরং ধর্মুঃ। ত্যক্তা রাজ্যং গমিষ্যামি
বনে বধাংচতুর্দশ। ১৮৪। সীতাহরণজং ত্বং
প্রথমং মে ভবিষ্যতি। নাসাকর্ণবিহীনং তাং
করিয়ে রাকসীং বনে। ১৮৫। চতুর্দশসহ

পঞ্চ কথিরত্বদ হইবে এই হুদে আমি পিতৃপিতামহ-
গণের তর্পণ করিব। এই সকল কর্ম করিয়া
আমি এই স্থান পবিত্র করিব। তখন ঐ স্থানে
আপনার আগমন হইবে এবং যুদ্ধ দর্শনে আপ-
নার পরম কোতুক জন্মিবে। কত্রিয়গণ ঐ সময়
ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবী গ্রহণ করিবে,
আমিও তাহাদিগকে নিহত করিয়া পুনরায় তাহা-
দিগকে প্রদান করিব। এই ভাবে আমি জিঃসপ্ত-
বার জয় করিয়া করিয়া মহী ব্রাহ্মণসং করিব। অতঃ
পর আমি যুদ্ধে নির্কির হইয়া অন্তত্যাগ করিয়া রম্য-
বন ও গিরিসাঙ্ঘতে বিচরণ করিব। মহাবল রাবণ
এই সময় লঙ্কায় রাজ্য করিতে করিতে যখন
ত্রৈলোক্যকণ্টক নাম ধারণ করিবে, তখন আমি
কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন দাশরথি হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত
বিশ্বমিত্রযজ্ঞে গমন করিয়া তাড়কাকে তাড়িত করত
যজ্ঞাগার হইতে সুবাহুকে শমনসদনে পৌছাইয়া
দিয়া তথা হইতে সীতাস্বয়ংবরে গমন করিব। স্বয়ংবর-
সভায় উপস্থিত হইয়া আমি হরণম্ভ ভঙ্গ করত
সীতার পাণিগ্রহণ করিব। অতঃপর রাজ্য পরি-
ত্যাগ করিয়া চতুর্দশ বৎসরের জঙ্গ বনবাসী
হইব। এই সময় সীতাহরণজন্ত আমার প্রথম-
হুদে সজ্জিত হইবে। আমি রাকসী শূর্ণপাখার

আশি ত্রিশিরঃধরদূষণ। হহা হনিষ্যে মারীচং
রাকসং যুগরূপিনম্। ১৮৬। হুতদারো গমিষ্যামি
দক্ষা গৃধ্রং জটায়ুসম। সুগ্রীবেন সমং মৈত্রীং কৃষ্ণা
হস্তাধ বালিনম্। ১৮৭। সমুদ্রং বন্ধয়িষ্যামি নল-
প্রমুখবানরৈঃ। লঙ্কাং সংবেষ্টয়িষ্যামি মারয়িষ্যামি
রাকসান্। ১৮৮। কুন্তকর্ণং নিহত্যাঙ্গৌ মেঘনাৎ
ততো রণে। নিহত্যাং রাবণং রক্ষঃ পশুভ্যঃ সর্ব-
রক্ষসাম্। ১৮৯। বিভীষণায় দাস্তামি লঙ্কাং
দেববিনির্মিতাম্। অযোধ্যাং পুনরাগত্য কৃষ্ণা
রাজ্যমকণ্টকম্। ১৯০। কালদুর্কীসনোচ্চিত-
চরিত্রোণামরাবতীম্। যাহ্নেহহং ভ্রাতৃভিঃ সার্কং
রাজ্যং পুজে নিবেদ্য চ। ১৯১। ষাপরে সমুদ্র-
প্রাপ্তে কত্রিয়ৈর্দহতিশ্রুতী। ভারাক্রান্তা ন শকোতি
পাতালং গম্ভমুদাতী। ১৯২। মধুরায়্যং তদা কর্তা
কংসো রাজ্যং মহানুরঃ। শিশুপালজরাসন্ধৌ
কালনেমির্মহানুরঃ। পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ বাণো
রাজা মহানুরঃ। গজবাজিতুরগাঢ্যা বধ্যন্তে মে
তদা মুনৈঃ। ১৯৪। কলৌ স্বল্পোদকো মেঘা অল্প-
দুগ্ধাশ্চ ধেনবঃ। তুঙ্গে যুতঃ ন চৈবান্তি নাস্তি সত্যং
জনেষু চ। ১৯৫। চৌরৈরুপহতা লোকা ব্যাধিভিঃ

নাসাক (ছেদন করিয়া) ত্রিশিরা, ধরদূষণ প্রভৃতি
চতুর্দশ সহস্র নিশাচরকে নিহত করিয়া পরে যুগ-
রূপী মারীচকে নিহত করিব। অনন্তর জটায়ুর
অগ্নিসংকার সম্পন্ন করিয়া আমি সুগ্রীবের
সহিত মৈত্রী, বালিবধ, নলপ্রমুখ বানরগণ দ্বারা
সমুদ্র বন্ধন, ও পরে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা
বেষ্টন করত রাকসগণের নিধন সাধন করিব।
প্রথমত যুদ্ধে কুন্তকর্ণকে নিহত করিয়া মেঘনাৎবধ
ও পরে রাবণের বধসাধনপূর্বক সর্বরাকসসমক্ষে
বিভীষণকে দেবনির্মিতা লঙ্কা প্রদান করত অযো-
ধ্যায় প্রত্যাহৃত হইব এবং নিকটকে রাজ্য পালন
করিয়া পুজে রাজ্য স্তুত করত অবশেষে কাল-দুর্কী-
সার চিত্র-চরিত্রে ভ্রাতৃগণের সহিত অমরাবতীতে
উপনীত হইব। ১৭৭—১৯১। ষাপরে বহু কত্রিয়গণ
দ্বারা মহী ভারাক্রান্তা ও ভারবহনে অসমর্থ হইয়া
পাতালে গমন করিতে উদ্যত হইবে। এই সময়
কংস মধুরায় রাজ্য করিবে। আমি শিশুপাল,
জরাসন্ধ, কালনেমি, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব ও বাণ,
এই সকল গজবাজিতুরগাঢ় রাজাদিগকে
বধ করিব। কলিতে মেঘ স্বল্পোদক, ধেনু
অল্পদুগ্ধ, হুত যুতহীন, লোক সত্যবর্জিত,

পরিণীতিঃ । তাতারঃ নাতিগচ্ছতি । মুক্তাবস্থাং
গতা অপি । ১৯৬ । ক্ষুদ্রাঃ পশ্চিমবাহিনী নদ্যঃ
স্বয়ং কলিকাতা । একাদশীতঃ নাতি কৃষ্ণা যা চ
চতুর্দশী । ১৯৭ । ন জানাতি জনঃ কলিকাতাস্থমপি
যে গৃহে । দরিদ্রোপহতঃ সর্বঃ সন্ধ্যানানবিব-
জিতম্ । ভবিষ্যতি কলৌ সর্বঃ ন তৎপূর্বযুগজয়ে ।
১৯৮ । পিতরঃ মাতরঃ পুত্রস্তাক্ষা ভাৰ্যাঃ নিবে-
বতে । ন গুরুঃ স্বজনঃ কলিৎ কোংপি কং নাহু-
সেবতে । ১৯৯ । যথাযথা কলিকাতাপিতং কয়োতি
ধরণীতলে । তথাযথা জনঃ সর্বঃ একাকারো ভবি-
ষ্যতি । ২০০ । স্নেহৈকরূপহতঃ সর্বঃ সন্ধ্যানান-
বিবজিতম্ । কলিকাতাভিবিখ্যাতো ভাব্যো
ব্রাহ্মণো হুহু । ২০১ । স্নেহানাং ছেদনং কৃষ্ণা
যাক্ষবক্ষ্যপুত্রোহিতঃ । বহুবর্ণেন স্বজেন যক্ষ্যে
নিষ্কৃতিকারণাৎ । ২০২ । ভবিষ্যন্তাবতারা মে
যুদ্ধং তেষু ভবিষ্যতি । ইদানীং বলিনা যুদ্ধং
করিস্যন্তি ন দেবতাঃ । ২০৩ । স মাং যজ্ঞতি
দৈত্যৈশ্চো ন মে বধ্যো বলির্ভবেৎ । সর্বস্বদান-
নিয়মং কয়োতি স মহাধরে । ২০৪ । সারস্বত

উবাচ । ইত্যুক্তা নারদঃ হেবে। বিশ্বজ্ঞা ত-
থাগাং । ২০৫ । বালিকৃতং যজ্ঞং দেবকার্য্যসিদ্ধা-
কয়ে । ২০৬ । বামনো নগরঃ গঙ্গা বীক্ণমাচা
গৃহাদগৃহম্ । ব্রাহ্মণানাং গৃহং গঙ্গা ভোজনং স তু
যাচতে । ২০৭ । নিত্যং স্নানপরো বিপ্রো বেদা-
ধ্যয়নতৎপরঃ । বামনো লভতে তিক্ষাং ভোজনম্
বিজয়ম্বিরে । ২০৮ । চতুস্পথে যমো যু দেবতায়-
তনেযু চ । আস্তে পরিবৃত্তো লোকৈক্যলয়ম্ বিপুলম্
কটিম্ । ২০৯ । শিরো বিধূনতে স্থলং স্থলকঙ্কো মহা-
হুহুঃ । নৃত্যতে ভালমানেন গায়ত্ৰ্যতিমনোহরম্ ।
২১০ । বেদানবীতে চতুরো বামনো বিজয়সংগি ।
দৈত্যানাং ভরণাঃ সর্বে ব্রাহ্মণানাং কথৈব চ । ২১১ ।
বামনং পূর্ণ্যপালস্তে দিব্যরাজঃ মনোহরম্ । অথ তৈঃ
সকলৈনীতো বামনো যজ্ঞমগুপে । ২১২ । নিশ্চিতং
মৃতিকাস্থানং যাচিতেব্যো বলিহর । তদস্মাকং মহ-
চ্ছ্রয়ো দেশস্ত নগরস্ত চ । ২১৩ । বিজ্ঞো বামনঃ
সর্ষৈর্দৈত্যবিজয়কুমারকৈঃ । হুহু বামন বস্তব্যং
দৈত্যৈশ্চেন্নগরে সদা । ২১৪ । সারস্বত উবাচ ।

জগৎ চৌদ্রোপহতঃ ব্যাধিত, যোদ্ধা সহায়-
বিহীন, এবং নদীসমূহ ক্ষুদ্রা পশ্চিমবাহিনী ও
কার্তিক মাসে শুকা হইবে । একাদশীত ও কুরু-
চতুর্দশী থাকিবে না । জনগণ স্বীয় গৃহে কাহাকেও
বিজ্ঞাত দেখিতে পাইবে না । সকলেই দারিদ্র্য-
পহত ও সন্ধ্যানান-বিবজিত হইবে । এই সকল
ঘটনা কলিকাতাই ঘটিবে ; অপর যুগজয়ে ঘটিবে
না । পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া জনগণ
একমাত্র ভাৰ্য্যাসেবী হইবে । গুরু, স্বজন-ভেদ
থাকিবে না । কেহ কাহারও প্রতি সহানুভূতি
প্রদর্শন করিবে না । কলি যেমন যেমন ধরাতলে
প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, তেমনি তেমনি একাকার
হইবে । সমস্ত স্নেহোপহত হইবে । বিজ্ঞাত স্নান-
সন্ধ্যা করিবে না । এই সময় আমি 'কলি'
নামক ব্রাহ্মণ হইয়া অবতীর্ণ হইব । যাক্ষবক্ষ্য
আমায় পুরোহিত হইবেন । আমি যেক্ষগণকে
ছেদন করিব । অবশেষে আমি স্বীয় নিষ্কৃতির
জন্ত বহুবর্ণদাক্ষ্য যজ্ঞ করিব । এইরূপ আমার
বহু অবতার হইবে । এই সময় যুদ্ধও সমাপ্ত
হইবে । ইদানীং বলির সহিত দেবগণ যুদ্ধ করি-
বেন না । বলি আমার স্বজন করিবে ; অতরাং
সে আমার বধ্য হইবে না । সে মহাধরে সর্বস্ব

দান করিবে । ১৯২-২০৪ । সারস্বত বলিলেন,—বামন
দেব উক্ত বাক্য সকল বলিয়া নারদকে বিদায় দিয়া
দেবকার্য্যসিদ্ধার্থ বলযজ্ঞ দর্শনমানসে তথায়
গমন করিলেন । তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া
গৃহ হইতে গৃহস্থর দর্শন করিতে লাগিলেন ;
স্নান ও বেদাধ্যয়নপারগ হইয়া ভোজনার্থ ব্রাহ্মণ-
গৃহে প্রবেশ করিয়া ভোজন প্রার্থনা করিতে লাগি-
লেন । জনগণ চতুস্পথে ও দেবায়তনে তাঁহাকে
পরিবৃত্ত করিয়া দণ্ডয়মান হইলে, তিনি স্বীয় বিপুল
কটিদেশ দোলাইতে লাগিলেন । কখন বা স্থল
মস্তক কাঁপাইতে লাগিলেন । তাঁহার স্বর ও হুহু ও
অতিমহৎ ছিল । কখন কখন তিনি ভাল-মানযুক্ত
করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । কখন বা সুস্বরে
মনোহর গান গাহিতে লাগিলেন । কখন কখন
তিনি ব্রাহ্মণদিগের সভায় বেদপাঠ করিতে থাকি-
লেন । দৈত্যবালক ও ব্রাহ্মণগণ দিব্যরাজ
তাঁহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল । ক্রমশঃ
তাঁহার বামন দেবকে যজ্ঞমগুপে উপনীত করিল ।
তাঁহার বলিয়া দিল, তুমি বাসের জন্ত বলির নিকট
একটা মটিকা প্রার্থনা কর । তাঁহাতে আমার দেশ
ও নগরের মঙ্গল হইবে । দৈত্য-বিজয়-কুমারগণ
অনুরোধ করিল—বামন । নুতন এই দৈত্যৈশ্চেন্নগরে

প্রবিবেশ তথেষ্ট্রাক্ষা বামনো যজ্ঞমগুপে । ততঃ
কোলাহলো জাতো দ্বারৈর্দ্বারি কতো মহান ॥ ২১৪ ॥
ব্রাহ্মণৈর্কলিতঃ সাক্ষিঃ বেদোক্তারয়ন স্থিতঃ । ততো
বেদধ্বনির্জাতো মহান বৈ যজ্ঞমগুপে ॥ ২১৫ ॥
প্রবিশৌ প্রথমং দৈত্যো দৈত্যায় বিনিবেদিতঃ ।
জটীং সমাগতো দেব ব্রাহ্মণো বামনোহধ্বরে ॥ ২১৬ ॥
তবন্ত কোতুকাভাবদ্বারদেশে সমাবিশৎ । এক
এব যথায়তি বামনস্তব সরিষো ॥ ২১৭ ॥ নিরীহো
বামনো দেব যাবন্তজৈব কিঞ্চন । বেদানাং তু
ধ্বনিং কৃৎস্না চতুর্ণামেকবক্রতঃ ॥ ২১৮ ॥ বলিহস্তৌ
হুয়বীৰ্য্যক্যং দ্বাঃস্বমেনং প্রবেশয় । পূজয়িষ্যামি
বিপ্রেন্দ্রং দান্তে চান্ত যদৌপিতম্ ॥ ২১৯ ॥ অরামি
শ্রুতিবাক্যানি ঘনি প্রাহ গুরুধর্ম । কিঞ্চিদেদময়ঃ
পাত্ৰং কিঞ্চিৎ পাত্ৰং তপোময়ম্ ॥ ২২০ ॥ আগমি-
ষ্যতি যৎপাত্ৰং তৎপাত্ৰং তারয়িষ্যতি । যজ্ঞে প্রবর্ত-
মানে তু দাতব্যং দক্ষিণা ময়া ॥ ২২১ ॥ বামনো
ন বিচাৰ্য্যন্ত সত্যমন্ত বচো মম । ইতি ক্রহা গুরুঃ
গুরুঃ বারয়ামাস তং বলিম্ ॥ ২২২ ॥ গুরু উবাচ ।

দ্বারি পূজ্যা বিজাঃ সর্বে দীনাকরুণাদয়ঃ ।
বধিরা বামনাঃ কুজা যোগিণো যে তু নিহঁরাঃ ॥
২২৩ ॥ সুবর্ণরজতৈবৈশ্রবামনো দ্বার পূজ্যতাম্ ।
চতুর্ণান্ত বৃথা জন্ম বৃথা দানানি ঘোড়শ ॥ ২২৪ ॥
অপূজাণাং বৃথা জন্ম যে চ ধর্মবহিক্রতাঃ । পরপাকঞ্চ
যেহুস্তি পরদাররতাশ্চ যে ॥ ২২৫ ॥ অন্তায়োনাঙ্জিতং
বিস্তং ন দেয়ং শ্রেয় ইচ্ছতা । ব্যর্থমব্রাহ্মণে দান-
মাক্রুতপতিতে তথা ॥ ২২৬ ॥ সদ্ধ্যাহীনে দ্বিজেন নষ্টে
পতিতে তস্করে তথা । গুরোশ্চাত্তীতিজনকে পিতৃ-
মাতৃপরায়ুখে ॥ ২২৭ ॥ ব্রহ্মবদ্ধৌ চ যদন্তং যদন্তং
বৃথলীপতো । বেদবিক্রয়কে চৈব কৃত্যে গ্রামযাজকে ॥
২২৮ ॥ স্ত্রীনির্জীতে চ যদন্তং ব্যালগ্রাহে তথৈব চ ।
পরিবারেষু যদন্তং বৃথা দানানি ঘোড়শ ॥ ২২৯ ॥
সারস্ব চ উবাচ । অত্রান্তরে বলিক্রতে নৈবং ব্যাৎ
দ্বয়া গুরো । বেদানবীতে যঃ কশ্চিৎ স মে বিষ্ণুঃ
সমাগতঃ ॥ ২৩০ ॥ ন বলিহন্ত কন্তব্যঃ শোক্তিয়ে গৃহ-
মাগতে । অভ্যুত্থানেন বচসা পাদপ্রক্ষালনেন চ ॥
২৩১ ॥ যথাপূজ্যা প্রদাতব্যং ভোজনং গৃহমেধিনা ।
অপূজিতো যদা যতি বামনো মণ্ডপাধিহিঃ ॥ ২৩২ ॥

বাস কর, সারস্বত বলিলেন, অনন্তর বামন
যজ্ঞমগুপে প্রবেশ করিলেন । দ্বারে দ্বারশালগণ
কোলাহল করিতে লাগিল । বামন দেব
ব্রাহ্মণগণের সহিত বেদোচ্চারণ করিতে
লাগিলেন । ঐ সময় যজ্ঞমগুপে মহান বেদধ্বনি
জন্ম হইতে লাগিল । প্রথমে দুই দৈত্য গিয়া
দৈত্যোক্তসমূহে বলিল,—হে দেব ! এক
বামন ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছেন । তিনি দ্বার-
দেশে দণ্ডায়মান আছেন । ঐ নিরীহ বামন
যাগতে একাকী এখানে আসিতে পারেন, আপনি
তথাবিধ অদেশ প্রদান করুন । তিনি এক
মুখে চতুর্দধ্বনি করিতেছেন । দৈত্যোক্ত বলি
ঊর্ধ্বকৈ প্রবেশ করাইতে আদেশ দিলেন ।
তিনি বলিলেন,—অমি এই বিপ্রের পূজা করিয়া
অভিলষিত প্রদান করিব । আমার গুরুবাক্য
অরণ্য হইতেছে । তিনি বলিয়াছিলেন,—কিঞ্চিৎ
বেদময়, কিঞ্চিৎ তপোময় যে পাত্ৰ যজ্ঞে
আগমন করিবে, সেই পাত্ৰই ভোমাকে উদ্ধার
করিলে । যজ্ঞ আরম্ভ হইলেও আমি ‘বামন’
বলিয়া বিচার না করিয়াই ইহাকে দক্ষিণা প্রদান
করিব, প্রথমবার বাক্য সত্য হটক । দৈত্যো-
ক্তের এবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরু ততোচ্চাৰ্য্য

ঊর্ধ্বকৈ নিবেশ করিলেন ; বলিলেন,—দ্বারদেশে
দীনাক, রুপণ, বধির, বামন, কুজ, যোগী ও আতুর
ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেছেন ; তুমি, সুবর্ণ, রজত,
বহাদি দ্বারা ঊর্ধ্বদেশের পূজা কর । চারি প্রকার
জন্ম ও ঘোড়শ প্রকার দান বৃথা, তন্মধ্যে বৃথাজন্ম
যথা—অপূজের জন্ম বৃথা—ধর্মবহিক্রতের জন্ম বৃথা—
পরপাক যে ভোজন করে, তাহার জন্ম বৃথা—আর
পরদাররত ব্যক্তির জন্ম বৃথা । বৃথা দান যথা—
(শ্রেয় অভিলাষী ব্যক্তি অন্তায়োপার্জিত অর্থ দান
করিবে না । অব্রাহ্মণে দান বৃথা—আক্রুত-পতিতে
দান বৃথা—সদ্ধ্যাহীনে দান বৃথা—এইরূপ পতিতে—
তস্করে—গুরুর অতীতিজনকে—পিতৃ-মাতৃ-পরা-
য়ুখে—ব্রহ্ম-বদ্ধে—বৃথলীপতিতে—বেদবিক্রয়ীতে
—কৃত্যে—গ্রামযাজকে—স্ত্রীনির্জীতে—ব্যালগ্রাহে—
ও পরিবারে দান বৃথা হয় । ২০৫—২২৯ ।
সারস্বত বলিলেন,—অতঃপর বলি বলিলেন,—
গুরো ! এমন কথা বলিবেন না ; যে কেহ
বেদ অধ্যয়ন করে, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু ;
সেই বিষ্ণুই সমাগত হইয়াছেন । শোক্তিয়ে
গৃহাগত হইলে, অভ্যুত্থান, আগতপ্রণাম ও পাদ-
প্রক্ষালনজল দিবার বিলম্ব করিতে নাই । গৃহ-
মেধী ব্যক্তি যথাপূজ্য ঊর্ধ্বদেশকে ভোজন দান

তদায়ং কৰ্ণতাং যাতি যজ্ঞঃ সৰ্ব্বদক্ষিণঃ । অজ্ঞা-
স্তরে সমানীতো বামনো বলিসন্নিধৌ ॥ ২৩০ ॥
আমাস্তঃ দদৃশে দৈত্যো বামনং বিষ্ণুরূপিণম্ ।
জাজ্ঞামানঃ বপুষা পিঙ্গলঃ সূৰ্য্যাসন্নিভম্ ॥ ২৩১ ॥
উখায়াভিমুখঃ প্রাণান্নমন্ত্যগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ধন্তোহহং
যন্ত মে যজ্ঞে প্রাপ্তো বিষ্ণুসমো দ্বিজঃ ॥ ২৩২ ॥
বেদমধ্যে সমানীতো দদৌ ভাস্তাসং বলিঃ ।
পাদ্যমাচমনীয়ং চ দধার্যাং বিষ্টয়ং বলিঃ । জীৰ্ণ-
গন্ধপুষ্পাদিঃ পূজয়িত্বাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ২৩৩ ॥ মধুপৰ্কঃ
চ গাং তন্মৈ সহস্রং স নিবেদ্য চ । আজ্ঞাতে মধু-
পৰ্কে চ বামনেন ভূতঃ পরম্ ॥ ২৩৪ ॥ স্বাগতং বলিনা
প্রোক্তং স্বস্তীত্বাক্তং দ্বিজম্ভনা । অহমৰ্থী সমায়াতো
দীয়তাং বদ কিং বিত্তো ॥ ২৩৫ ॥ মেদিনীং দেহি মে
দৈত্য কিয়মাত্মাং দ্বিজোত্তম । বাসার্ণুঃ মম দৈত্যোক্ত
দীয়তাং মে ক্রমতঃ ॥ ২৩৬ ॥ বিধায় মঠিকাং
দিব্যাং শিব্যানধ্যাপয়ামাহ ॥ দত্তঃ ক্রমতঃ তৃত্যং
গৃহীতং বামনোহব্রবীৎ ॥ ২৩৭ ॥ মা দেহীত্যবদচ্ছক্ৰো

বিষ্ণুরেব সনাতনঃ । হৃষ্টো ভ্রাত্রে বলিঃ শুক্রং পাত্ৰং
স্তাৎ কিমতঃ পরম্ ॥ ২৩৮ ॥ সব্যং কৃষা বলির্দর্শন
সাক্তান দক্ষিণে করে ॥ প্রয়োগং ন শুক্রশক্রে ন
মুক্তি জলং করে ॥ ২৩৯ ॥ বিম্বিতা ঋষয়ঃ সৰ্ব্ব
হোতারো যে সভাসদঃ । ব্রাহ্মণো বটবো দৈত্যো
ভাৰ্য্যাপুত্রাশ্চ বাহুবাবুঃ ॥ ২৪০ ॥ দত্তং গৃহীতমিত্যুক্তে
কস্মাত্তেয়ং ন মুক্তি । বামনায় করে তেয়ং বিবে-
কায় প্রদীয়তে ॥ ২৪১ ॥ যদানং বচসা দত্তং কৰ্ম্মণা
নোপপাদ্যতে । বিধায় নরকে পূয়ে যজ্ঞমানঃ ন
নিকৃতিঃ ॥ ২৪২ ॥ উশনা প্রাহ দৈত্যোক্ত বামনো
হয়িরিত্যয়ম্ । কেনাপি দৈবযোগেন স্মাৎ জুষ্টং
সমুপাগতঃ ॥ ২৪৩ ॥ অগ্নিরং বা গ্নিরং বাপি ন জানে
কিং করিষ্যতি । বভাষে ভার্গবঃ যদ্যঃ জ্ঞাতাং বচনং
শ্রুয়ো ॥ ২৪৪ ॥ প্রোচ্যতে দানকালেষু যজ্ঞানৈ-
দ্বিজৈরপি । অহমস্মো দ্বিজো বিষ্ণুর্জ্যোতিষ্যাদিত্য-
দেবতা । তৎকথং ন মদ্য দেয়ং বিকাবে জীৱতা-
মিতি ॥ ২৪৫ ॥ ইত্যুক্তা স দদৌ তেয়ং বামনায়

করিবেন । বামন যদি অপূজিত হইয়া আমার
যজ্ঞমণ্ডপ হইতে নিক্ষেপ হন, তাহা হইলে আমার
এই সৰ্ব্বদক্ষিণ যজ্ঞ বার্থ হইবে । অনন্তর বামন
বলি সন্নিধানে আনীত হইলেন । বলি তাঁহাকে
বিষ্ণুরূপী, জাজ্ঞামানবপু, পিঙ্গলবর্ণ ও সূৰ্য্যাসন্নিভ
দর্শন করিলেন । এইরূপ দর্শন করিয়া বলি গাজো-
থান করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং
মনে করিলেন,—আমার যজ্ঞে যখন এই বিষ্ণুসম
দ্বিজ আগমন করিয়াছেন, তখন আমি ধন্ত ।
এইরূপ মনে করিয়া দৈত্যরাজ তাঁহাকে বেদমধ্যে
আনয়ন করিয়া আসন, পাদ্য, আচমনীয়, অৰ্ঘ্য,
বিষ্টয়, জীৰ্ণ, গন্ধপুষ্পাদি, মধুপৰ্ক ও গো প্রদান-
পূৰ্ব্বক পূজা করিলেন । বামন কর্তৃক মধুপৰ্ক
অজ্ঞাত হইল । বলি ‘স্বাগত’ প্রদত্ত করিলেন । দ্বিজ
‘স্বস্তি’ বলিলেন । তিনি আরও বলিলেন,—
আমি প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি; আমায় কি দান
করিবে বল ? আমাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভূমি
দান কর; বাসের নিমিত্ত আমার পাদক্রমতঃ-
পরিমিত ভূমি হইলেই হইবে । আমি ক্ষুদ্র মঠ
প্রভৃতি করিয়া তাহাতে শিব্যগণকে অধ্যাপন করিব ।
বামনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি বলিলেন,—
আমি আপনাকে পদক্রমতঃপরিমিত ভূমি দান করি-
লাম । এই কথা বলিবামাত্র বামন অর্মানি বলিয়া
উঠিলেন,—আমি গ্রহণ করিলাম । এই সময় শুক্রা-

চার্য বলিয়াছিলেন,—বলি, দান করিও না; ইনি
সনাতন বিষ্ণু । শুক্রাচার্যের কথায় বলি হুট্ট হইয়া
বলিলেন,—তাহা হইলে ইহা হইতে দানের উৎকৃষ্ট
পাত্র কে আছে ? এই বলিয়া বলি সব্যবিধানে
দক্ষিণহস্তে সাক্ত দর্ভ ধারণ করিলেন । কিন্তু
শুক্র শুক্রাচার্য মন্ত্রপ্রয়োগ না করায় উৎসর্গজল
মোচন করিতে পারিল না । এই সময় ঋষি,
হোতা, সভাসদ ব্রাহ্মণ, বটু, দৈত্য, ইহারা সকলেই
সদায়পুত্র-বান্ধব বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—
‘দত্তং’ ‘গৃহীতং’ এ সকল যখন বলা হইয়া গিয়াছে,
তখন বলি উৎসর্গজল মোচন করিতেছেন না
কেন ? জ্ঞানপূৰ্ব্বক বামনের হস্তে জল প্রদত্ত
হইয়াছে । বাক্যে দান করিয়া তাহা যদি কার্য্যে
পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে যজ্ঞমান পুণ্যময়
নরকে গমন করে, কদাচ নিকৃতি লাভ করিতে পারে
না ॥ ২৩০-২৪৫ ॥ শুক্রাচার্য বলিলেন,—হে দৈত্যোক্ত !
এই বামন—হয়ি; ইনি দৈবযোগে তোমার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইনি তোমার শ্রিয়
করিবেন, কি অশ্রিয় করিবেন, তাহা জানিতে
পারিতেছি না । বলি বলিলেন,—হে ভ্রাতা ! আমার
বাক্য শ্রবণ করুন । কথিত আছে যে, দানকালে
যজ্ঞমান,—ইন্দ্র, এবং দ্বিজ—বিষ্ণু এবং
ল্য হয় । অতএব আমি কি জন্ত এই
দ্বিজরূপী বিষ্ণুকে দান করিব না ? এই বলিয়া

করে বলিঃ। ততঃ কিমিদমিত্যুক্তা স্হিতৌ মণ্ড-
পাৰ্হিঃ। ২৪৯। মধ্যেহপি বামনো বিপ্রো বলি-
মাজো বকুব সঃ। দন্তহস্তোহনুশ্রেণেণ গ্রহীতঃ তু
পদত্ৰয়ঃ। ২৫০। যজমানদ্বিজো দ্বষ্টৌ দৃষ্টৌ যজ্ঞে
সুরাদিত্তিঃ। বরুধে বামনোহতীব কৃষা রূপং চতু-
র্ভুজঃ। ২৫১। নারদোহপি সমায়াতো। বভাষে কিং
কৃতং বলে। শিষ্যাভ্যাং সহিতৌ দ্বষ্টৌ নরীমর্তি
পুয়ঃ স্থিতঃ। ২৫২। গৃহাণ দক্ষিণাং দেব সত্ভার্যো
ভাষতে বলিঃ। অদ্য কিং ন ময়া প্রাপ্তং যদ-
গৃহীতি জনাৰ্দ্দিনঃ। ২৫৩। সার্কক্রমক্ষয়ং কৃষা
ধরণীং যাচতে ত্রয়ম্। যদন্তি তেন কর্তব্যঃ সন্তোষো
মধুহৃদনঃ। ২৫৪। বর্দ্ধমানঃ হরিঃ দৃষ্টৌ ভ্রাক্ষণা ঋষয়ঃ
সুরাঃ। তুইবুর্গগনে যান্তঃ ভগবন্তঃ জনাৰ্দ্দিনম্। ২৫৫।
দেবর্ষ্য উচুঃ। জয় দেব জয়ানন্ত জয় বিবেণ জয়া-
চ্যুত। জয় মৎস্ত নমস্তভ্যাং জয় কুর্ষ ধরাধর। ২৫৬।
বরাহায় নমস্তভ্যাং নরসিংহ নমো নমঃ। জমিদগ্ন্য
নমস্তভ্যাং জয় রাম সলক্ষণ। ২৫৭। জয় কৃক

জগন্নাথ জয় দেবকিনন্দন। নমামি বুদ্ধ কৃক
কন্ধিনঃ প্রণমাম্যহম্। ২৫৮। সারস্বত উবাচ।
নরীমর্তি তথা স্তৌতি নারদো গগনং গতঃ।
যোগিনঃ সনকাদ্যাযে অবন্তি চ জনাৰ্দ্দিনম্। ২৫৯।
অস্তরিক্ষে গতে কৃকে বর্দ্ধমানে বলেঃ পুরঃ। উর্দ্ধ-
বজ্রাঃ স্থিতাঃ সর্ষে নিরীক্ষন্তে দিবাকরম্। ২৬০।
দৃষ্টচ্ছত্রাকৃতিস্তাবৎ পশ্চাদুর্দ্ধং গতো হরিঃ। চূড়া-
মণিরিবাভাতি ভাস্করো হরিমন্তকে। ২৬১। দৈত্যৈ-
নিরীক্ষিতঃ স্যাম্গলগাটে তিলকায়তে। হরিঃ
সংবর্দ্ধতে যাবৎ কর্ণহসৌ কুণ্ডলায়তে। ২৬২।
বর্দ্ধমানস্ত চ হরেশ্বর্দয়ে কোষভায়তে। ইন্দ্রাদ্যা
দেবতা ক্রড়া বনবো গগনে স্থিতাঃ। ২৬৩। উর্দ্ধং
পূর্নর্ধত্র হরির্ন তত্র গগনং মতম্। বনমালা তদা
কণ্ঠে বাসবেন নিবৈশিতা। ২৬৪। পৃথিবী কম্পতে
সমা দিবিস্বং সূর্য্যমণ্ডলম্। কিং ভবিষ্যতি দৈত্যাস্তে
ভীতাঃ পশন্তি ভাস্করম্। ২৬৫। নাভৌ পদ্মায়তে
সূর্য্যঃ কটৌ চ রশনায়তে। এবং সংবর্দ্ধিতৌ বিষ্ণু-
র্জগৃহে চ পদদ্বয়ম্। ২৬৬। স্থানং নাস্তি তৃতীয়ন্ত

বামনের করে জল প্রদান করিলেন। অনন্তর
‘এ—কি’ বলিয়া বলি মণ্ডপবাহিরে অবস্থিত হই-
লেন। মধ্যে কেবল বামনদেব থাকিলেন। এই
সময় অনুরেক্ষ পদত্ৰয় ভূমি দান জন্ত হস্ত প্রসারিত
করিলেন। সুরগণ তখন যজমান ও দ্বিজকে
দৃষ্ট দেখিলেন। বামন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরিয়া যার-
পর নাই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এমন সময়
দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে আগমম করিয়া বলি-
লেন,—বলে! করিলে কি? এই বলিয়া তিনি
বলির সম্মুখে শিষ্যগণের সহিত নৃত্য আরম্ভ
করিয়া দিলেন এবং বামনকে বলিলেন,—হে দেব!
সত্ভার্য্য বলি বলিতেছে—দক্ষিণা গ্রহণ করুন;
অদ্য আমি কিনা প্রাপ্ত হইলাম; যে হেতু জনা-
র্দ্দিন প্রতিগ্রহ করিলেন। নারদ বলিলেন,—হে
বলে! বামনদেব সার্ক জিলাদক্রম করিয়া জিতুবন
প্রার্থনা করিতেছেন, যদি তোমার থাকে, তাহা
হইলে প্রদান করিয়া হরিকে তোমার সন্তুষ্ট করা
কর্তব্য। অতঃপর দেব, দ্বিজ, ঋষিগণ হরিকে
বর্দ্ধিত হইয়া গগনে যাইতে দেখিয়া স্তব করিতে
লাগিলেন। দেবর্ষিগণ বলিলেন,—জয় দেব।
জয় অনন্ত। জয় বিবেণ। জয়াচ্যুত। জয় মৎস্ত।
নমস্তভ্যাং; ধরাধর। নমোহস্ত তে। হে বরাহ।
ভূমি নরসিংহ, জমিদগ্ন্য, সলক্ষণ রাম, কৃক, জগ-

নাথ, দেবকীনন্দন, বুদ্ধ, কৃক, ও কন্ধি, তোমাকে
আমরা প্রণাম করি। সারস্বত বলিলেন,—নারদ
গগনগত হইয়া নৃত্য ও বিষ্ণু স্তব করিতে লাগি-
লেন। সনকাদি যোগিগণও জনাৰ্দ্দিনের স্তব
করিতে থাকিলেন। হরি, বলিসম্মিধানে বর্দ্ধিত
হইয়া ক্রমশ অস্তরিক্ষের দিকে উখিত হইতে
থাকিলে জনগণ উর্দ্ধবজ্র হইয়া দিবাকর দর্শন
করিতে লাগিল। প্রথমত হরি ছত্রাকৃতি দৃষ্ট
হইলেন। পরে তিনি যেমন যেমন অধিকতর
উর্দ্ধে উখিত হইতে লাগিলেন, তেমনি তেমনি
ভাস্করকে কখন তাঁহার চূড়ামণি, কখন লগাট-তিলক,
কখন কর্ণকুণ্ডল, এবং কখন বা কোষভমণির স্তায়
বোধ হইতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবতা—ক্ৰুদ্র, বসু
প্রভৃতি গগনাক্রমে অবস্থিত হইলেন। হরি এত উর্দ্ধে
উখিত হইলেন যে, সেখানে গগনেরও গতি নাই।
বাসব এই সময় তাঁহার গলে বনমালা পরাইয়া
দিলেন। পৃথিবী ও গগনস্থ সূর্য্যমণ্ডল কম্পিত
হইতে লাগিল। কি হইবে। বলিয়া দৈত্যগণ
দিবাকর দর্শন করিতে লাগিল। এবার তাহার
দিবাকরকে হরির নাভিপদ্ম ও রশনামণির স্তায়
দর্শন করিল। হরি এক্ষণ বর্দ্ধিত হইলেন যে,
তাঁহার পদমণ্ডল তিনিই ধারণ করিলেন (ব্রহ্মাণ্ড
ধারণে অক্ষম হইল)। তাঁহার বিরাট কলেবরে

ব্রহ্মাণ্ডং সকলং কৃতম্। অহর্দণ্ডো জগৎস্রষ্টা ব্রহ্ম-
দণ্ডায়তে তদা ॥ ২৬৭ ॥ দেবদানবগন্ধর্ব-মহুযো-
রগণমগণৈঃ। পূজ্যতে চরণো বিষ্ণোঃ সূর্যতে
চান্দ্রমীয়তে ॥ ২৬৮ ॥ ধর্ম্মাচ্ছা যতদণ্ডো হি
গন্ধর্বৈগীয়তে মুহঃ। জ্যোতিশ্চক্রাক্ষদণ্ডঃ কিং
হরিণা নির্মিতঃ স্বয়ম্ ॥ ২৬৯ ॥ জিহ্বদং ভুবনঃ
গঙ্গা ধ্বজদণ্ডোহমটৈঃ কৃতঃ। ত্রিবিক্রমাজি-
দণ্ডোহমং কীর্তিদণ্ডায়তে ব্রহ্মম্ ॥ ২৭০ ॥ বেগে-
নাকিণ্য হরিণা নীতো ব্রহ্মাণ্ডমন্তকে। পাদ-
স্বয়মন্তকং ভিষা বর্ধিগান্ততি বেগতঃ ॥ ২৭১ ॥
তাবদব্রহ্মাণ্ডবেগোহমং বিরাক্তিতি হি সংজ্ঞতঃ।
স সর্ববীজরূপো হি পরমাশ্রোত গদ্যতে ॥ ২৭২ ॥
তেনেনদং সকলং জাতং পাদস্ফোচনাদপি ॥ ২৭৩ ॥
ব্রহ্মাণ্ডভেদনং কৃত্বা ন গন্তব্যং বৈশ্বা ॥ ২৭৪ ॥
তেনৈব সহ ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাল চরণো হর্যেঃ। ব্রহ্মাণ্ডঃ
জর্জরং জাতং পাদস্ফোচনাদপি ॥ ২৭৫ ॥ ভিন্নে
ভগ্নিন্ সমায়াতং ব্রাহ্মণ্যং তোয়ং জগদ্রয়ে। বিষ্ণু-
পাদোত্তবা গঙ্গা মন্তকান্নিস্রুতা তদা ॥ ২৭৬ ॥
ত্রৈলোক্যপ্রাবিনী দেবী যা রুদ্রেণ স্বয়ং ধৃত।

ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়া গেল, তৃতীয় পাদের হুঁই রহিল
না। সেই অহর্দণ্ড জগৎস্রষ্টা তখন ব্রহ্মদণ্ডের
স্তায় প্রতিষ্ঠাত হইলেন। দেব-দানব-গন্ধর্ব-মানব-
উরগ-পন্নগ প্রভৃতির ঠাঁহার চরণের স্তব ও পূজা
করিতে লাগিলেন। ঠাঁহার অসুমান করিতে
লাগিলেন,—ইহা কি ধর্ম্মাচ্ছা যতদণ্ড অথবা স্বয়ঃ
হরি এই জ্যোতিশ্চক্রাক্ষদণ্ড নিশ্চয় করিয়াছেন
—অথচ ইহা ভুবনবিজয়ী অমরগণের গঙ্গারূপ
ধ্বজদণ্ড ?—না ইহা ত্রিবিক্রমের অভ্যু-
দণ্ড, ঠাঁহার কীর্তিদণ্ডের স্তায় প্রতিষ্ঠাত হইতেছে।
অতঃপর হরি স্বীয় পাদ বেগে আকিঞ্চ করিয়া
ব্রহ্মাণ্ড মন্তকে নীত করিলেন। ঐ পাদ তৎকণাৎ
ব্রহ্মাণ্ডমন্তকে ভেদ করিয়া সবেগে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে
গিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় হরি ‘বিরাট’
সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন। হারই সর্ববীজ-
স্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। তিনি ব্রহ্মাণ্ড
ভেদ করিয়া জাত বস্তু সকলকে “বাহিরে যাইতে
হইবে না” বলিয়া স্বীয় পাদাশ্রয়ে ব্যবস্থিত করিয়া-
ছিলেন। এই সময় ব্রহ্মাণ্ডের সহিত হরির চরণ
বিদ্যমান হয়। ঠাঁহার পাদাশ্রিতে ব্রহ্মাণ্ড জর্জরী-
কৃত ও ভিন্ন হয়। তাহার কলে ব্রাহ্মতোয় বিষ্ণু-
পাদোত্তবা গঙ্গা জিহ্বাবনে আগমন করেন। গঙ্গা-
দেবী ত্রৈলোক্যপ্রাবিনী, রুদ্র ইহাকে মন্তকে ধারণ

স্বধূনী পূজ্যতে স্বর্গে গদ্যতি গাং গতা সতী ॥
২৭৬ ॥ পাতালে সা যদা প্রাপ্তা খ্যাতা ত্রিপথসৈব
সা। যত্নাঃ স্রবণমাজ্ঞেণ সর্বপাপকরো ভবেৎ ॥
২৭৭ ॥ দর্শনাদিমমেষত সম্পূর্ণ কলং লভেৎ।
স্নানমাজ্ঞেণ নভেত সপ্তজন্মকৃতং পদম্ ॥ ২৭৮ ॥
স্নাত্বা সম্পূজয়েদ্যন্ত দেবৌ-হরিহরৌ নয়ঃ। ইন্দ্ৰ-
লোকমতিক্রম্য বিষ্ণুলোকে নহীয়তে ॥ ২৭৯ ॥ বিষ্ণু-
পাদোদকং পীত্বা স্নাত্বা তত্শানি সংযমী। উপোষ্য
দিবসং বিকোর্মুক্তিং গচ্ছতি দেহবান্ ॥ ২৮০ ॥
শুদ্ধতাবসবহা বিরক্তা জন্মভূমিবৃ। সংসারবন্ধনং
ছিদ্রা যান্তি তে পরম্যঃ গতিম্ ॥ ২৮১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বলিনিগ্রহবৃত্তান্তপর্বনং নামাষ্টা-
দশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোবিংশোঃধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ। গৃহীত্বা দক্ষিণাং দৈত্যায়ুহা-
বিষ্ণুজ্ঞানদিনঃ। চকার কিং মযাচক্ পয়ং কোতু-
হলং হি মে ॥ ১ ॥ সারস্বত উবাচ। এবং

করিয়াছেন। স্বর্গে ইনি ‘স্বধূনী’ বলিয়া পূজিতা
হন। ‘গাং গতা’ বলিয়া ইহার নাম গঙ্গা। ইনি
যখন পাতালে যান, তখন ইহার নাম হয়—
ত্রিপথগা। ইহার স্রবণমাজ্ঞেণ সর্বপাপ কয় হয়।
ইহাকে দর্শন করিলে সম্পূর্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের কল
পাওয়া যায়। আর ইহার জলে স্নান করিলে
সপ্তজন্মকৃত পাতক সদ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে
নর গঙ্গাজলে স্নান করিয়া দেব হরি-হরের পূজা
করে, সে ইন্দ্ৰলোক পার হইয়া গিয়া বিষ্ণুলোকে
পূজিত হয়। সংযমী ব্যক্তি বিষ্ণুপাদোদক পান
করিয়া তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া বিষ্ণু উদ্দেশে
উপবাস করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ-সব রতাব
জন্মভূমি-বিরক্ত ব্যক্তিগণ সংসার-বন্ধন ছিন্ন
করিয়া পরম গতি লাভ করে ॥ ২৮৬—২৮১ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায়ঃ।

রাজা বলিলেন,—মহাবিষ্ণু জ্ঞানদিন দৈত্যের
নিকট দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া তাঁর পর কি করিলেন ?
আমাকে বলুন, আমার শরম কোতুহল হইয়াছে।

ভূতঃ সুরৈর্দেবো গৃহীত্বা মেদিনীং হরিঃ । বলিং
নির্ধাসয়ামাস সম্পূর্ণে যজ্ঞকর্ম্মণি । যজ্ঞান্তে দক্ষিণাং
লক্ষ্য সম্পূর্ণোহভূদধাশ্ববঃ ॥ ২ ॥ ভগবান্‌প্যাসম্পূর্ণে
তৃতীয়ে তু ক্রমে বিভূঃ । সমভ্যোত্যা বলিং প্রাহ
ঈষৎপ্রক্ষুরিতাধরঃ ॥ ৩ ॥ ঋণে ভবতি দৈত্যৈশ্চ
বন্ধনং ঘোরদর্শনম্ । অং পুরয় পদং তয়ে
নোচেদ্বন্ধং প্রতীচ্ছ ভোঃ ॥ ৪ ॥ তমুরারিবচঃ ঋত্বা
পুরো ভূত্বা বলোঃ সূতম্ । বাণো বামনমাচরে
তদা তং বিশ্বরূপিনম্ ॥ ৫ ॥ কুত্বা মতীমল্লতরাং
বপুঃ কুত্বা তু বামনম্ । পদত্রয়ং যাচয়িত্বা বিশ্বরূপ-
মগাঃ কথম্ ॥ ৬ ॥ যদি তৃতীয়ং ক্রমণং যাচসে
জগদীশ্বর । পুনর্ধামনতাং যাহি বলিদাস্ততি
তৎপদম্ ॥ ৭ ॥ যাদৃশ্বিধায় বলিনা বামনাঘোদকং
কৃতম্ । ততাদৃশায় দাতব্যমথ কিং বিশ্বরূপিনে ॥
৮ ॥ ভবৎকৃতমিদং বিশ্বং বিশ্বাস্তনু বর্ত্ততে বলিঃ ।
ছদ্মনা নৈব গৃহস্তি সাধবো যে মহেশ্বর ॥ ৯ ॥
জগদেতজ্জগন্নাথ তাবকং যদি মন্তসে । জ্ঞাহা
বলিমমর্ধ্যাদঃ ভবন্ত্যস্তি পরাশ্রয়ম্ ॥ ১০ ॥ কর্ণপাশেন

সারস্বত বলিলেন,—হরি দেবগণ কর্ত্তক স্তুত হইয়া
মেদিনী গ্রহণ করত যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে বলিকে
নির্ধাসিত করিলেন । যজ্ঞান্তে দক্ষিণা লওয়ার
পর যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল । ভগবানের তৃতীয় পদক্রম
অসম্পূর্ণ হইলে তিনি বলির নিকট গিয়া ঈষৎ
প্রক্ষুরিতাঙ্করে বলিলেন,—হে দৈত্যৈশ্চ ! ঋণে
বন্ধন হয় ; সেই বন্ধন ঘোরদর্শন ; অতএব
তুমি আমার পদ পূরণ কর ; নচেৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হও ।
মুরারির এবাধিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিপুত্র
বাণ বলিল,—হে জগদীশ্বর ! তুমি মতীকে ছোট
করিয়া—নিজের বামন হইয়া—তিনি পদ মাত্র প্রার্থনা
করিয়া—এখন বিশ্বরূপ হইলে কেন ? যদি তৃতীয়
পদ চাও, তবে পুনরায় বামন হও ; বলি এখনই
তাঁহা তোমায় প্রদান করিবেন । তিনি উৎসর্গ-
কালে যাদৃশ বামনের হস্তে জল প্রদান করিয়া-
ছিলেন, তাদৃশ বামনকেই প্রদান করিবেন, বিশ্ব-
রূপকে প্রদান করিবেন কেন ? আরও এক
কথা এই যে, এই বিশ্ব ভবৎ-কৃত ; আর ইহাতেই
যখন বলি রহিয়াছে, তখন ছলপূরক গ্রহণ করাট
আপনার উচিত হয় নাই ; উহা সাধুজনোচিত ব্যব-
হার নহে । আপত্তি যদি এই জগৎ আপনারই মনে
করিয়াছেন, আর যদি বলিকে অমর্ধ্যাদা ও ভবন্ত্য-
স্তি-

নিকান্ত কেন বৈ বার্য্যতে ভবান্ । গোপালমন্তঃ
কুরুতে রক্ষণায় চ গোপতিঃ । সূতপং চারয়ন্
পূরো গোপঃ কিং কুরুতে তদা ॥ ১১ ॥ ইত্যেব-
মুক্তে তেনাথ বচনে বলিস্থলনা । প্রোবাচ
ভগবান্‌ বাক্যমাদি-কর্ত্তা জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ১২ ॥ যাদ্যুক্তানি
বচাঃসৌখঃ স্বয়া বালেন সাম্প্রতম্ । তেষাং স্বং
হেতুসংযুক্তং শুনু প্রত্যুত্তরং মম ॥ ১৩ ॥ পূর্ক-
মুক্তস্তব পিতা ময়া বাণ পদত্রয়ম্ । দৌহি ময়ং
প্রমাণেন তদেতৎ সানুষ্ঠিতম্ ॥ ১৪ ॥ কিং ন
বেত্তি প্রমাণং মে-বলিস্তব পিতা সূত । বলেরপি
হিতার্থীয় কহমেতৎ পদত্রয়ম্ ॥ ১৫ ॥ তস্মাদ্যত্রম
বালেয় ত্বংপিতাশু করে মহৎ । দন্তং তেনাস্ত
সুতলে কল্পং যাবদ্বসিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ গতে মনস্তরে
বাণ শ্রাদ্ধদেবস্তী সাম্প্রতম্ । সাবর্ণিকে স্বাগতে
চ বলিরিত্যো ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥ ইতি প্রোক্তা
বলিসুতং বাণঃ দেবস্ববিক্রমঃ । প্রোবাচ
বলিমভ্যোত্যা বচনং মধুরাক্ষরম্ ॥ ১৮ ॥
শ্রীভগবানুবাচ । অপূর্ণদক্ষিণে যাগে গচ্ছ
রাজয়হাতলম্ । সুতলং নাম পাতালং বস তত্র

পরাস্থপ ভাবিয়াছেন, তাহা হইলে গলায় দড়ী
বাধিয়া উইকে টানিয়া লইয়া যান, আপনাকে বারণ
করিতে কে আছে ! আমি ইচ্ছা করিলে বলিকে
গোপালবৎ করিতে পারেন, কারণ—গোপতি
ভিন্ন গোপালকের রক্ষাকর্ত্তা আর কেহই নাই ।
গোপাল গোত্র চরায় মাত্র, তাহার কোন ক্ষমতা
নাই ১—১১। বলিস্থ এইরূপ বচন বলিলে ভগ-
বান্‌ আদিকর্ত্তা জনাৰ্দ্দিন বলিলেন,—হে বালক !
সম্প্রতি তুমি যে সকল বাক্য বলিলে তাহার
হেতুযুক্ত প্রত্যুত্তর অধুনা আমার নিকট শ্রবণ কর ।
আমি তোমার পিতাকে পদত্রয়পরিমিত তুমিই
প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সেই জন্তই এইরূপ অমূল্য
করলাম । তোমার পিতা বলি কি আমার একরূপ
প্রমাণ অবগত নহে ? হে বালক ! আমি বলির
হিতের নিমিত্তই পদত্রয় করিয়াছি । বলি যে,
আমার হস্তে দানবারি প্রদান করিয়াছে, তাহার
কলে সে বহু কল্প যাবৎ পাতালে বাস করিবে ।
এই শ্রাদ্ধদেব মনস্তর অতীত হইলে সাবর্ণিক
মনস্তর আসিলে বলি ইন্দ্র হইবে । এই বলিয়া
ত্রিবিক্রম বলিসমীপে উপস্থিত হইয়া মধুরাক্ষয়ে
বলিলেন,—হে রাজন্ ! তোমার যাগ অপূর্ণদক্ষিণ
হইয়াছে, অতএব তুমি সুতল নামক পাতালে

নিরাময়ঃ ॥ ১৯ ॥ বলিকবাচ । সুহৃৎস্বয়ং মে নাথ
কথং চরণয়োস্তব । দর্শনং পূজনং ভোগো নিবসামি
যথাশ্রুতম্ ॥ ২০ ॥ ক্রীতগবানুবচ । দৈত্যোস্ত্র
হৃদয়ে নিত্যং তবকে নিবসাম্যহম্ । অতস্তে
দর্শনং প্রাপ্তঃ পুনঃ স্বাস্ত্রে তবাস্তিকম্ ॥ ২১ ॥
তথাস্থমৎসবং পুণ্যং বৃন্তে শক্রমহোৎসবে
দীপপ্রতিপন্নামসৌ তত্র ভাবী মহোৎসবঃ ॥ ২২ ॥
তত্র স্থাং নরশার্দ্দলা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ
পুষ্পদীপপ্রদানেন অর্চয়িষ্যন্তি যত্নতঃ ॥ ২৩ ॥
২৩ ॥ ততোৎসবঃ পুণ্যতমো ভবিষ্যতি ধরাতলে ।
তব নামাঙ্কিতো দৈত্য তেন 'হঃ বৎসরঃ সুখী ॥ ২৪ ॥
ভবিষ্যসি নরা যে তু দৃঢ়ভক্তিসহাযিতাঃ । স্বামর্চ-
য়ন্তি বিধিবত্তেহপি স্ম্যঃ শ্রুতভাগিনঃ ॥ ২৫ ॥ যথৈব
রাজ্যং ভবতস্ত সাস্ত্রতঃ তথৈব সী ভাব্যথ কোমু-
দীতি । ইত্যেবমুक्ता মধুমতিতীর্থং নিবাসয়িত্বা
সুতলং সভার্যকম্ ॥ ২৬ ॥ উক্যোঁ সমাদায় জগাম
তুর্ণং স শক্রসন্ধ্যামরসজ্জুষ্টিম্ । দদ্বা মঘোনে
মধুজিহ্রিবিষ্টপং কৃৎস্না তু দেবান্ মথভাগভোগিনঃ ॥
২৭ ॥ অন্তর্দধে বিষপতির্মহেশঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ বৈ
বশুধাধিপানাম্ ॥ ২৮ ॥ গৃহীত্বৈতি বলে রাজ্যং

মহুপুত্রে নিয়োজিতম্ ॥ দ্বীপান্তরে চ তে দৈত্যঃ
প্রেষিতাস্ত্যজ্ঞা স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥ পাতালনিলয়া বে কু
তে তত্রৈব নিবেশিতাঃ দেবানাং পরমো হর্ষঃ
সঞ্জাতো বলিনিগ্রহে ॥ ৩০ ॥ নিবাসায় পুনশ্চক্রে
বামনো বামনো মনঃ । তত্র ক্লেজে স্বনগরে বামনঃ
স স্থাবাস হ ॥ ৩১ ॥ সারস্বত উবাচ । প্রাদুর্ভাবস্তে
কথিতো নরেন্দ্র পুণ্যঃ শুচিকামনস্তাঘারী । স্মৃতে
যস্মিন সংক্রতে কীর্তিতে চ পাপং যাতাৎ সংকরং
পুণ্যমেতি ॥ ৩২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইতি সারস্বতবচঃ
জ্ঞা ভোজঃ স ভূপতিঃ । নমস্কৃত্য মুনিশ্রেষ্ঠং
পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥ ততো যথোক্তবিধিনা
স ভোজো নৃপসন্তমঃ । বস্ত্রাপথকেজযাত্রাং পরি-
বারজনৈঃ সহ । কৃৎস্না কৃতার্হতাং প্রাপ্তো জগামাস্তে
পরং পদম্ ॥ ৩৪ ॥ এতন্ময়া পুণ্যতমঃ প্রভাসক্লেজে
চ বস্ত্রাপথমীরিতং তে । জ্ঞা পঠি স্বা পরয়া
সমেতো ভক্ত্যা তু বিষ্ণোঃ পদমভ্যুপৈতি ॥
৩৫ ॥ যথা পাপানি ধ্বন্তে গন্ধাবারিবিগা-
হনাৎ । তথা পুণ্যগন্ধবাণাদুরিতানাং বিনাশনম্ ॥
৩৬ ॥ ইদং রহস্যং পরমং তবোক্তং ন বাচ্যমেত-
দ্রিভক্তিবর্জিতে । দ্বিজস্ত নিন্দানিরতেহতিপাপে

গমন করিয়া নিরাময়ে বাস কর । বলি বলিল,—
হে নাথ ! আমি পাতালে বাস করিলে কিরূপে আমি
আপনার চরণ দর্শন, ও পূজন এবং ভোগ করিয়া
যথাশ্রুতে বাস করিব ? ক্রীতগবানু বলিলেন,—হে
দৈত্যোস্ত্র ! আমি তোমার হৃদয়ে সর্বদাই বাস
করিব, তোমার নিকটেই আমি থাকিব ; সুতরাং
তোমার দর্শন আমি প্রাপ্ত হইব । দীপপ্রতিপৎ
নামে যে তিথি আছে, ঐ তিথিতে মহোৎ-
সব হইবে । এই মহোৎসবে নরশার্দ্দলগণ হৃষ্টান্তঃ-
করণে পুষ্পদীপপ্রদানে সেখানে তোমার পূজা
করিবেন । হে দৈত্য ! এই উৎসবে তুমি
সংবৎসর যাবৎ সুখী হইবে । যে সকল নর দৃঢ়-
ভক্তিসহকারে যথাবিধি তোমার অর্চনা করিবে,
তাহারা শ্রুতভাগী হইবে । সম্প্রতি তোমার যেমন
রাজ্য ছিল, ভবিষ্যতেও তজপ কোমুদী লাভ
করিবে । এই বলিয়া ভগবানুবিষ্ণু সভার্য বলিকে
সুতলে নির্কাসিত করিয়া পৃথিবী গ্রহণ করত সত্ত্ব
সুরসজ্জ-সেবিত সুরেন্দ্রসদনে গমন করিলেন ।
সেখানে গিয়া তিনি তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য প্রদান
করিয়া দেবগণকে যজ্ঞভাগভোজী করিয়া
বশুধাধিপগণের সম্বন্ধেই অতীত হইলেন । হরি

বলিরাজ্য গ্রহণ করিয়া মহুপুত্রে তাহা নিয়োজিত
করিলেন । তাঁহার আদেশে দৈত্যগণ দ্বীপান্তরে
প্রেরিত হইল । যে সকল দৈত্যের নিবাস পাতালে,
তাহারা সেই স্থানেই থাকিল । বলিনিগ্রহে দেবতারা
বারংবার নাই হই হইলেন । স্বর্বারুতি বামন বলি-
নগরে বাস করিবার জন্ত মনঃসংযোগ করিলেন ।
এমন কি, তিনি তথায় বাস করিলেন । সারস্বত
বলিলেন,—হে রাজন ! যাহা স্মৃত, ঋত ও কীর্তিত
হইলে পাপ যায় এবং পুণ্য হয়, আমি সেই পবিত্র
বামনোৎপত্তি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ।
ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! ঙ্গে ভূপতি মুনিবর
সারস্বতের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তি-
পূর্বক তাঁহাকে নমস্কার ও তাঁহার পূজা করিলেন ।
অনন্তর তিনি পরিবারগণের সহিত বস্ত্রাপথ ক্লেজে
যাত্রা করিলেন ; করিয়া অস্ত্রে পরমপদ প্রাপ্ত হই-
লেন । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট প্রভাস-
ক্লেজ বস্ত্রাপথকেজমাহাষ্য বলিলাম, ভক্তিপূর্বক
ইহা শ্রবণ ও পাঠ করিলে বিমুগ্ধ লাভ হয় ।
গন্ধাবারিগণের যেমন হরিত অপনীত হয়, তেমনি
পুণ্যগন্ধবর্ণেও হইয় থাকে । এই পরম রহস্য
বিষয় হরিভক্তিবর্জিত, দ্বিজনিন্দাকারী, অতিপাতক,

শ্রাব্যভক্তে কৃতপাপবুদ্ধৌ। ৩৭। ইদং পাদদ্বয়ো
নিয়তং মহাযাঃ কৃতভাবনঃ। তন্তু ভক্তিঃ শিবে
কৃষ্ণে নিশ্চলং জায়তে প্রবম্। ৩৮। যত্বেভ্য
সকলনাথান্ প্রাপ্নোতি পুরুষোত্তমঃ। পুরাণবাচিনে
দদ্যাৎগোভূষণবিভূষণম্। ৩৯। বিস্তাৰ্য্যঃ ন

কর্তব্যং কুর্স্বন দারিদ্র্যমাশ্রুয়াৎ। ত্রিঃকৃষ্ণা প্রার্থন
শৃণু সৰ্বান কামানবাস্তুয়াৎ। ৪০।

ইতি শ্রীকৃষ্ণে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাং সংহি-
তায়াম্ সপ্তমে অধ্যায়খণ্ডে দ্বিতীয়ে বস্ত্রাপথক্ষেত্র-
মাহাত্ম্যে বর্ণয়ে বামনকৃতবরপ্রদানবৃত্তান্ত-
বর্ণনপূৰ্ব্বকবস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য-সারস্বত
ভোজ সংবাদ সমাপ্তি পূঃসঃ বস্ত্রাপথ-
ক্ষেত্রমাহাত্ম্যসমাপ্তিবর্ণনং নামৈক
একোনিবংশতিতমো-
অধ্যায়ঃ। ১১।

শ্রদ্ধোহী ও পাপবুদ্ধি ব্যক্তিকে বলিতে নাই।
যে পুতচিত্ত ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, তাহার শিবে ও
কৃষ্ণে অচলা ভক্তি জন্মে। এবং ঐ ভক্তি দ্বারা
তাহার সকল অভিলষিতই লাভ হয়। পুরাণ-
পাঠককে গো, ভূমি ও সুবর্ণভূষণ দান করিতে হয়।

বিস্তাৰ্য্য করিতে নাই; করিলে দরিদ্র হইতে হয়,
যাহারা তিনবার করিয়া পুরাণ পাঠ ও অবগ
করে, তাহার সৰ্ব অন্নিয়িত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। ১২—৪০।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

সমাপ্তক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্

প্রভাসখণ্ডঃ ।

অৰ্বুদ-খণ্ডঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ । নমোহনন্তায় স্মৃত্যয় জ্ঞান-
গম্যায় বেধসে । শুদ্ধায় বিধুৰূপায় দেবদেবায়
শস্তবে ॥ ১ ॥ ঋষয় উচুঃ । কথিতো বংশবিস্তারো
ভবতা সোমস্বর্ধ্যয়োঃ । মনন্তরাণি সর্গাণি সৃষ্টিশ্চৈব
পৃথগ্বিধা ॥ ২ ॥ অথুনা শ্রোতুমিচ্ছামস্তীৰ্ণমাহাভ্যা-
মুত্তমম্ । কানি তীর্থানি পুণ্যানি ভূতলেহস্মিন
মহামতে ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ । নানাতীর্থানি
লোকেহস্মিন যেবাং সজ্জ্যা ন বিদ্যতে । তিস্রঃ
কোট্যোহর্ককোটিশ্চ তেবাং সজ্জ্যা কৃতা পুরা ॥ ৪ ॥
ক্লেদাণি সরিতশ্চৈব পমিতাশ্চ নদাস্তথা । ঋষীণাং
তপসো বীৰ্য্যান্নাহাভ্যাং পরমং গতাঃ ॥ ৫ ॥ তেবাং
মধ্যেঅৰ্বুদো নাম সর্গপাপহরোহনঘাঃ । অপর্যুঃ
কলিদোষণে বসিষ্ঠস্ত প্রভাবতঃ ॥ ৬ ॥ পুনস্তি
সর্গতীর্থানি স্নানদানাদিকর্থা । অৰ্বুদো দর্শনা-

প্রথম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—যিনি অনন্ত স্মৃতি জ্ঞানগম্য
শুদ্ধ বুদ্ধি বিধুৰূপী বিধাতা, সেই দেবদেব শত্ৰুকে
আমি নমস্কার করি । ঋষিগণ कहিলেন,—সূত !
তুমি সোম-স্বর্ধ্যবংশের বিস্তার, সমস্ত মনন্তর ও
বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি বর্ণন করিয়াছ, অথুনা আমরা
উত্তম তীর্থমাহাত্ম্যস্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি । হে
মহামতে ! এ ভূতলে কিয়ৎসংখ্যক পুণ্য তীর্থ
বিদ্যাজিত ? সূত कहিলেন,—এ লোকে নানা
তীর্থ বিদ্যমান ; সে সকল তীর্থের সংখ্যা হওয়া
অসম্ভব । তবে পুরাকালে উহাদের একটা সংখ্যা
নির্দেশ হইয়াছিল, সে সংখ্যা—সাক্ষিকোটটি । যত
কিছু ক্লেদ পর্যন্ত নদ ও নদী আছে, ঋষিগণের
তপোবীৰ্য্যে উহারা পরম মাহাত্ম্যাস্পদ হইয়াছে ।
উহাদের মধ্যে অৰ্বুদ নামে এক সর্গপাপহর
পর্যন্ত আছে । উহা বসিষ্ঠ ঋষির প্রভাবে কলি-
মল ঘারা পৃষ্ট হয় নাই । অস্তান্ত নিখিল

দেব সর্গপাপহরো নৃণাম্ ॥ ৭ ॥ ঋষয় উচুঃ । কি-
স্ত্রমাণোহৰ্বুদো নাম কস্মিন দেশে ব্যবস্থিতঃ । কথং
বসিষ্ঠমাহাত্ম্যায় প্রথিতো ধরণীতলে ॥ ৮ ॥ কানি
তীর্থানি মুখ্যানি হর্ষদে সন্তি পর্যন্তে । সর্গং
বিস্তরতো ক্রহি পরং কোতুহলং হিনঃ ॥ ৯ ॥
সূত উবাচ । অহং সম্প্রবক্ষ্যামি কথং পাপপ্রণা-
শিনীম্ । অৰ্বুদস্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠা মাহাত্ম্যঞ্চ যথা
শ্রুতম্ ॥ ১০ ॥ বসিষ্ঠো নাম দেবর্ষিঃ পিতামহসমুদ্ভবঃ ।
স পূর্ষং ভূতলং প্রাপ্তস্তপস্তপে স্নাদাক্রণম্ ॥ ১১ ॥
নিয়তো নিয়তাহারঃ সর্গভূতহিতৈ রতঃ । বর্ষা-
আকাশবাসী হেমন্তে সলিলাশয়ঃ ॥ ১২ ॥ পঞ্চায়িন্সাধকো
গ্রীষ্মে জপহোমপরায়ণঃ । তেনচিত্ত্বং কালেন তস্ত
ধেমুঃ পর্যবিনী । নন্দিনীতি সুবিস্থাতা সা বৈ
কামদুহা শুভা ॥ ১৩ ॥ সা বদাচিদ্রাপৃষ্ঠে ভ্রমমাণা
তৃণাশয়া । তাপিতা দাক্ষে শ্বেভে অগাধে তিমি-

তীর্থ স্নানদানাদির অল্পষ্ঠানে পবিজ্ঞতা বিধান
করে, অৰ্বুদ চল দর্শনমাত্রেই নরগণের সর্গপাপ
হরণ করিয়া থাকে । ১-৭ । ঋষিগণ कहিলেন—
অৰ্বুদাচলের প্রমাণ কি ? উহা কোন দেশে
অবস্থিত ? বসিষ্ঠের প্রভাবে কিরূপে ঐ গিরি
ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? অৰ্বুদাচলে কতিবিধ
প্রধান তীর্থ বিদ্যমান ? এ সকল বিস্তৃতরূপে
আমাদের নিকট বহুন । শুনিবার জন্য আমরা
বড়ই কোতুহলী হইয়াছি । সূত कहিলেন,—
আমি পাপ-শমনী কথার অবতারণা করিতেছি ।
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অৰ্বুদের মাহাত্ম্য আমার যেমন
শুনা আছে, সেইরূপই বলিতেছি । দেবর্ষি বসিষ্ঠ
পিতামহ হইতে উৎপন্ন । তিনি পুরাকালে ভূতলে
দাক্ষ তপস্তা করেন । নিয়ত, নিয়তাহার, ও
সর্গভূতহিতৈষী বসিষ্ঠ বর্ষায় আকাশবাসী, হেমন্তে
সলিলাশয়ী, এবং গ্রীষ্মে পঞ্চায়িন্সাধক হইয়া
জপহোমে নিরত ছিলেন । নন্দিনী নামে তাঁহার
এক পর্যবিনী কামদেহ ছিল । ঐ দেহু ধরাপৃষ্ঠে
ভ্রমণ করিতে করিতে একদা তৃণলোভে তিমিরগর্ভ

রাগতে ॥ ১৪ ॥ এতন্নিম্নেব কালে তু ভগবাঃস্তীক-
দীৰ্ঘিতিঃ । অন্তঃ গতৌ ন সম্প্রাপ্তা নন্দিনী
মুনিসন্তমঃ ॥ ১৫ ॥ তন্তাঃ কীরেণ নিত্যং স
সায়ঃপ্রাতঃবিজো মুনিঃ । করোতি হোমময়ৌ হি
অসমিক্কে জিতব্রতঃ ॥ ১৬ ॥ অথ চিন্তাপরো বিপ্রঃ
প্রাশ্চিন্তেভ্যাদ্ ঞ্চবম্ । বীকাঞ্চক্রে বনে তস্মিন
সমেষু বিষমেষু চ ॥ ১৭ ॥ স তচ্ছ্রমখাসাদ্য
ভৃন্তান্নাবমধাশৃণোৎ । তাঃ প্রোবাচ মুনিশ্রেষ্ঠঃ
কথং হং পতিতা শুভে ॥ ১৮ ॥ অহং হোমস্ত
চোৎসেগান্নিঃস্বতন্ত্যমবেক্ষিতুম্ । সারবীড়কমাণাঃ
বিপ্রর্ষে তৃণবাহুয়া ॥ ১৯ ॥ পতিতাত্ত্র বিভো জাহি
কৃচ্ছাদস্মাৎ সূহঃসহাৎ । তন্ত্যাস্তদ্বচনং স ঞ্চহা
স মুনর্ধানমাস্থিতঃ ॥ ২০ ॥ সরস্বতীঃ সমা-
দধৌ নদীং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ । সা ধাতা
মনসা তেন মুনিনা তত্র তৎক্ষণাৎ ॥ ২১ ॥ শব্দঃ
তৎ পূরয়ামাস সমস্তাধিমলৈর্জলৈঃ । পরিপূর্ণে
ততঃ শব্দে নিক্রান্তা নন্দিনী তদা ॥ ২২ ॥ সংহৃষ্টা
মুনিনা সার্কঃ যথাবাস্রমসম্মুগম্ ॥ ২৩ ॥ স দৃষ্টা

অগাধগর্ভে নিপতিত হয় । এদিকে ক্রমে ভগবান
উষ্ণরশ্মি অন্ত গমন করিলেন ; নন্দিনী তখন ও বন
হইতে প্রত্যাবর্তন করিল না । হে মুনিগণ ! জিত-
ব্রত বসিষ্ঠ মুনি নিত্য সায়ঃপ্রাতঃ নন্দিনীর দৃষ্টি
দ্বারা দীপ্ত অনলে হোম করিতেন । তাঁহার এদিন
হোম হইল না । তিনি প্রাশ্চিন্তভয়ে চিন্তিত হই-
লেন এবং সম-বিষম বনভূমির সর্গত পর্থাবেক্ষণ
করিতে লাগিলেন । ক্রমে বসিষ্ঠ সেই গর্ভপ্রান্তে
উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে ‘ভৃগু’ রব শ্রবণ করি-
লেন । তখন মুনিশ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
শুভে ! কিরূপে তুমি পতিত হইলে ? হোম-
কার্যের বিলম্ব হওয়ায় আমি উদ্বিগ্ন হইয়া তোমার
অল্পসঙ্কানে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছি ।
নন্দিনী কহিল,—বিপ্রর্ষে ! আমি তৃণাশন-বাসনায়
এদিকে আসিয়া হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছি । হে বিভো !
আমাকে এ দুঃসহ কৃচ্ছ হইতে পরিজ্ঞাপ করুন ।
নন্দিনীর সেই বাক্য শুনিয়া মুনি ধ্যানাবলম্বন করি-
লেন । ধ্যানে ত্রৈলোক্যপাবনী সরস্বতী নদীর
চিন্তা করিলেন । মুনি মানসে ধ্যান করিবামাত্র
তৎক্ষণাৎ সরস্বতী আসিয়া তদীয় বিমলজল দ্বারা
সেই গর্ভের চতুর্দিক পূর্ণ করিলেন । গর্ভ পরি-
পূর্ণ হইলে নন্দিনী তত্ক্ষণ হইতে নিক্রান্ত হইল
এবং হৃষ্ট হইয়া মুনির সহিত আশ্রমভিমুখে প্রস্থান

শব্রমধ্যঃ তং গন্তীরং চ মহামুনিঃ । চিন্তয়ামাস
মেধাবী শব্রশ্চৈব প্রপূরণে ॥ ২৪ ॥ তন্ত চিন্তয়তো
বিপ্রা বুদ্ধিরেষোদপদ্যত । আনীয় পর্কতং মুক্কা
শব্রমেতৎ প্রপূর্ণ্যতে । তস্মাপাচ্চাম্যং শীজং
হিমবতং নগোত্তমম্ ॥ ২৫ ॥ স এব পর্কতং চাত্র
প্রেষয়িষ্যতি ভূধরঃ । যেন স্ত্যং পরিপূর্ণং চ
শব্রমেতন্নগস্থানা ॥ ২৬ ॥ ততো জগাম স মুনি-
র্মিবসন্তং নগোত্তমম্ । দৃষ্টা বসিষ্ঠমাস্তং হিমবান্
হৃষ্টমানসঃ । অর্য্যপাদ্যাদিসংস্কারৈঃ সম্পূজ্য
ইনমববীৎ ॥ ২৭ ॥ স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ সফলং
মেহদ্য জীবিতম্ । যন্তবান মে গৃহে প্রাপ্তঃ পুজ্যঃ
সর্কদবোকসাম্ ॥ ২৮ ॥ ক্রতি কার্যং মুনিশ্রেষ্ঠ অপি
জীবিতমাস্মনঃ । নুনং তুভ্যং প্রদাস্তামি নিয়োগো
দীয়তাং মম ॥ ২৯ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । মমাশ্রমস্ত
সান্নিধ্যে শব্রমস্তি স্নদাকরণম্ । অগাধং নন্দিনী
তত্র পতিতা ধেহু কন্তয়া ॥ ৩০ ॥ যত্নাদাকর্ষিতা
তস্মাভ্যুঃ পতনজাভয়াৎ । তবাস্তিকমলুপ্রাপ্তো
নাশ্তো যোগ্যো মহৌপতিঃ ॥ ৩১ ॥ তস্মাৎ

করিল ॥—২৩। অনন্তর মহামুনি বসিষ্ঠ সেই গর্ভা-
ভ্যন্তরে গভীরতা দেখিয়া তাহার পরিপূরণবিষয়ে
চিন্তা করিতে লাগিলেন । চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার
এক বুদ্ধি জন্মিল । বিপ্রগণ ! তিনি স্থির করি-
লেন,—আমি একটা পর্কত আনিয়া এই গর্ভ-
মধ্যে নিক্ষেপপূর্বক ইহাকে পরিপূর্ণ করিব । অত-
এব সত্তর আমি নগোত্তম হিমালয়ে যাই । সেই
মহাত্মা হিমালয়ই যদ্বারা এই গর্ভ পূর্ণ হইতে
পারে, একপ পর্কত এখানে প্রেরণ করিবেন ।
এইরূপ স্থির করিয়া মুনিবর নগবর হিমালয়ে
গমন করিলেন । বসিষ্ঠকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্ট-
চিত্ত হিমাচল অর্য্যপাদ্যাদি সংস্কার দ্বারা অর্চনা
বরিয়া কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার শুভা-
গমন হোক, দেবপুজ্য ভবাদৃশ বাক্তি শুভাগমন
করিয়াছেন, ইহাতে অদ্য আমার জীবন সফল
হইল । মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার কি কার্য, তা বলুন ?
আপনি আদেশ করুন, আমি আপনাকে আমার
জীবন পর্য্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রদান করিব । বসিষ্ঠ কহি-
লেন,—আমার আশ্রমের সন্নিধানে একটা অগাধ
ভীষণ গর্ভ আছে । আমার উত্তমা ধেহু নন্দিনী
তাঁহাতে পতিত হইয়াছিল । আমি তাহাকে অতি
যত্নে উত্তোলন করিয়াছি । পাছে পুনরায় পতিত
হয়, সেই ভয়ে তোমার নিকট আসিয়াছি । তুমি

কচ্চিৎপ্রগল্বেতং তত্র প্রেষয় ভূধরম্ । যেন তৎপূৰ্ণ্যতে
 ঋতং ভূশং প্রেষয় তাদৃশম্ ॥ ৩২ ॥ হিমবান্ধবাচ ।
 কিস্ত্রমাণং মুনো ঋতং বিস্তারায়ামতো বদ । তৎ-
 প্রমাণং নগং কক্ষিৎ প্রেষয়ামি বিচিন্ত্য চ ॥ ৩৩ ॥
 বসিষ্ঠ উবাচ । বিসহস্রং তু দৈর্ঘ্যেণ বিস্তরেন
 ত্রিসহস্রকম্ । ন স খ্যা বিদ্যাতেহধস্তান্তস্ত পৰ্বত-
 সন্তম ॥ ৩৪ ॥ হিমবান্ধবাচ । কথং তেন প্রমাণেন
 সম্ভাতো বিবরো মহান্ । অতুং কোতুহলং তেন
 সৰ্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৩৫ ॥

ইতি জীহ্বাদে মহাপুরাণ একাংশীতিসাহস্রাঃ
 সংহিতায়াঃ সপ্তমে প্রভাসপাণ্ডে তৃতীয়ে-
 হর্ষবৃন্দপাণ্ডে বসিষ্ঠাশ্রমসমৌপবর্ত্তিবর-
 বৃন্তাস্তোপক্রমবর্ণনং নাম প্রথমো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োদধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ উবাচ । আসীৎ পূৰ্ণং মুনীর্নান্য গৌতমশ্চ
 মহান্তপাঃ । অহল্যা দয়িতা তস্ত ধর্মপত্নী যশ-
 শ্বিনী ॥ ১ ॥ শিষ্যানধ্যাপয়ামাস স মুনিঃ শতশস্তদা ।
 ঋতাধ্যয়নসম্পন্নান্ বিসসজ্জ ততো গৃহীন্ ॥ ২ ॥

ব্যতীত এ ভয় বিবরণের যোগ্য মহৌপতি আর
 কেহই নাই । অতএব বোন নগশ্রেষ্ঠকে তুমি তথায়
 প্রেরণ কর ; যাহা দ্বারা সেই গভীর গন্ত্ৰ পূর্ণ হইতে
 পারে । হিমাচল কহিলেন,—হে মুনো ! সেই গন্ত্ৰের
 বিস্তার-আয়াম কতপরিমাণ, বলুন ? আমি বিবেচনা
 করিয়া তদনুরূপ বোন পৰ্বত তথায় প্রেরণ করিব ।
 বসিষ্ঠ কহিলেন,—সেই গন্ত্ৰ দৈর্ঘ্যে এবং বিস্তারে
 যথাক্রমে দুই ও তিন সহস্র ; পরন্তু হে পৰ্বতবর !
 তাহার অধোভাগের পরিমাণ হয় না । হিমবান
 কহিলেন,—এত বড় প্রমাণবিশিষ্ট মহাগন্ত্ৰ কিরূপে
 উৎপন্ন হইল ? আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন ।
 উহা শুনিবার আমার বড়ই কোতুহল জন্মি-
 য়াছে । ২৪—৩৫ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বসিষ্ঠ কহিলেন,—পূর্বে গৌতম নামে এক
 মহান্তপা মুনি ছিলেন । যশশ্বিনী অহল্যা তাঁহার
 দয়িতা ধর্মপত্নী । মুনিবর শত শত শিষ্যকে
 অধ্যাপন করিতেন । পরে ঋতাধ্যয়নসম্পন্ন হইলে

তস্তাত্তোহপি চ যঃ শিষ্যো গুরুভক্তিপরায়ণঃ ।
 উত্তমো নাম মেধাবী ভবসন্তস্ত মন্দিরে ॥ ৩ ॥ ন
 তং বিসর্জয়ামাস জরয়াপি পরিপ্লুতম্ । উত্তমোহপি
 সুশিষ্যত্বান্নো বৈত্তি পলিতঃ শিরঃ ॥ ৪ ॥ জাত-
 কার্যসমায়ুক্তো বিদ্যাপারকতোহপি সঃ । কেন-
 চিৎকালেন কাষ্ঠার্থং স বহির্হর্যো ॥ ৫ ॥ প্রকৃতানি
 সমাদায় আশ্রমং পরমং গতাঃ । অথাসৌ ভক্তিপন্থয়
 ভূতলে কাষ্ঠসঞ্চয়ম্ ॥ ৬ ॥ কাষ্ঠলগ্নাঃ তদা শ্বেতাঃ
 জটামেকাং দদর্শ সঃ । স দৃষ্টা হৃৎখমাপন্নঃ কপণ-
 পধ্যচিন্তয় ॥ ৭ ॥ বিদ্বিতুমে জীবিতং নষ্টং কৃতঃ
 কার্য্যরতস্ত চ । কলজসংগ্রহং নৈব ময়া কৃতম-
 বুদ্ধিনা ॥ ৮ ॥ ভবিষ্যতি কুলচ্ছেদঃ শৈবিল্যায়ম
 হৃদ্যতেঃ । গুরুপত্ন্যা চ সঃদৃষ্ট উত্তমো হৃথিতস্তদা ॥
 ৯ ॥ তস্ত হৃৎখং তদা কিপ্রং গোতমায় নিবেদিতম্ ।
 গোতমেন তথেকৃত্যক্তা মুদবণ্যা স ভাষিতঃ ॥ ১০ ॥
 বৎস গচ্ছ গৃহং স্বঞ্চ অগ্নিহোত্রাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
 পালয়স্ব বিধানেন পত্ন্যা সহ ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

তাহাদিগকে তিনি গৃহে প্রেরণ করিহেন । উত্তম
 নামে এক গুরুভক্তিপরায়ণ মেধাবী শিষ্য তাঁহার
 গৃহে বাস করিত । উত্তম বৃদ্ধ হইলেও মুনিবর
 ভাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই । উত্তম জাত-
 কার্য্যসমায়ুক্ত ও বিদ্যাপারগত হইলেও সুশিষ্য
 ছিল বলিয়া নিজের পালিত মন্তক কখন তাহার
 দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই । একদা উত্তম কাষ্ঠ
 আহরণ বরিবার জন্ত বহিঃপ্রদেশে গমন
 করিয়া প্রভূত কাষ্ঠগ্রহণপূর্বক আশ্রমে পুনরাগমন
 করে । আশ্রমে আসিয়া সে কাষ্ঠের বোঝা
 ভূতলে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে সংলগ্ন
 একটা সুপক সাদা জটা দেখিতে পায় । পাকা জটা
 দেখিয়া সে হৃথিতভাবে এইরূপে চিন্তা করিতে
 থাকে যে, হায় হায় ! কোথায় কার্য্যরত থাকিয়া
 আমি জীবন যাপন করিলাম, আমাকে ধিক্ ! আমি
 অতি নির্ভুঙ্কি ; যে হেতু অদ্যাপি আমি কলজ
 সংগ্রহ করিলাম না । এই হৃদয়তরুই শৈথিল্যে
 কুলোচ্ছেদ হইল । উত্তমকে এই ভাবে পরিতাপ
 করিতে দেখিয়া তাহার গুরুপত্নী সম্বন্ধ ভগবান্
 গৌতমকে নিবেদন করিলেন । তিনি ঋতমাজ্ঞে
 ‘হা সত্যই ত’ এই বলিয়া মধুর বচনে তাহাকে
 বলিলেন,—অগ্নি বৎস ! অধুনা তুমি গৃহে গমন করিয়া
 পত্নীর সহিত বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া পালন
 কর, অন্তথা করিও না ॥ ১—১১ ॥ শুক কর্তৃক এই-

ইত্যুক্তো গুরুণা সোহপি প্রত্নাবাচ গুরুঃ প্রতি ।
দক্ষিণাং প্রার্থয় স্বামিনঃ দাস্তাম্যসংশয়ম্ ॥ ১২ ॥
গৌতম উবাচ । সেবা কৃতা স্বয়া বৎস মহতী মম
সৰ্বদা । তেনৈব পরিপূর্ণঃ জাতঃ মে নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ উত্তর উবাচ । কিঞ্চিদ্ গ্রাহ্যং স্বয়া
স্বামিন সন্তোষো জায়তে মম । স্বৎপ্রসাদানুশ্রেষ্ঠ
বিদ্যাপারজতোহস্ম্যহম্ ॥ ১৪ ॥ গৌতম উবাচ ।
ন গ্রাহ্যঞ্চ ময়া পুত্র সন্তুষ্টঃ সেবয়াস্ম্যহম্ । নেচ্ছাম্যহং
ধনং স্বস্তঃ সুখং গচ্ছ গৃহং প্রতি ॥ ১৫ ॥ ইত্যুক্তো
গুরুণা সোহপি মাতরং চাভ্যভাষত । কিঞ্চিদ্গ্রাহ্যং
ময়া মাতঃ সন্তোষো দীযতাং মম ॥ ১৬ ॥ গুরু-
পত্নাবাচ । সৌদাসং গচ্ছ পুত্র স্বং মমাজ্ঞাং কুরু
সদয়ম্ । মদয়ন্তী প্রিয়া তন্ত ধৰ্মপত্নী যশস্বিনী ॥
১৭ ॥ কুণ্ডলেস্থানয় কিঞ্চিৎ মদয়ন্ত্যাপ্ত পুত্রক ।
নো চ্ছেদ্যাপঃ প্রদাস্তামি পক্ষমেহি ন আগতঃ ॥
১৮ ॥ ইত্যুক্তো গুরুপত্ন্যা স প্রস্থিতঃ সদয়ং তদা ।
সৌদাসন্ত গৃহং প্রাপ ব্যাত্ৰাস্তঃ শুষ্ক দৃষ্টবান্ ॥ ১৯ ॥

রূপ অভিহিত হইয়া উত্তর তাঁহাকে বলিল,—
হে প্রভো! দক্ষিণা প্রার্থনা করুন, আমি নিশ্চয়ই
আপনাকে তাহা প্রদান করিব। গৌতম বলি-
লেন,—বৎস! তুমি সদা সৰ্বদা আমার মহতী সেবা
করিয়াছ, তাহাতেই তোমার গুরুদক্ষিণা পূর্ণ হইয়াছে,
কোন সংশয় নাই। উত্তর বলিল,—হে প্রভো!
কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে আমি সন্তুষ্ট হই; যে হেতু
আপন র প্রসাদে আমি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ
করিয়াছি। গৌতম বলিলেন,—পুত্র! আমি
তোমার নিকট ধন ইচ্ছা করি না, তোমার
সেবায় আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি
সুখে গৃহে গমন কর। গুরু এই কথা বলিলে
উত্তর তখন মাতার (গুরুপত্নী) নিকট গিয়া
বলিল,—অগ্নি মাতঃ! কিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন, আমি
ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইব। গুরুপত্নী বলিলেন,—
পুত্র! তুমি সৌদাস-সমীপে গমন কর। যশস্বিনী
মদয়ন্তী তাঁহার ধৰ্মপত্নী। তুমি তাঁহার কুণ্ডল-
যুগল আনয়ন করিয়া সদয় আমার প্রদান কর।
যদি তুমি অদ্য হইতে পঞ্চম দিনে আগমন করিতে
না পার, তাহা হইলে আমি তোমায় শাপ প্রদান
করিব। উত্তর গুরুপত্নী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত
হইয়া সৌদাসভবনে গমন করিলেন। সেখানে
উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে ব্যাত্ৰাস্ত দর্শন
করিলেন। সৌদাস তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলি-

দৃষ্ট্বা প্রাহ তদা বিপ্রঃ ভক্ষণার্থমুপস্থিতম্ । ভক্ষয়ি-
ষ্যামি বৈ বিপ্র স্বামহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ উত্তর
উবাচ । অবশ্যঃ ভক্ষয় স্বং মামেকং শূণ্ নরাদিষু ।
দেহি মে কুণ্ডলে তাত দত্তাহং শুরবে পুনঃ ।
আগমিষ্যামি ভক্ষয় মাং স্বং কার্য্যবিবজ্জিতম্ ॥ ২১ ॥
সৌদাস উবাচ । গচ্ছ স্বং মন্দিরে হুর্গে যজ্ঞান্তে
দয়িতা মম । তাং ত্বমানাদ্য যত্নেন জীবিতব্য-
ভয়াদ্বিজঃ ॥ ২২ ॥ যাচ্যতাং মম বাক্যেন সা তে
দাস্ততি কুণ্ডলে । স্বয়া চ নাত্থবা কার্য্যং যৎসত্যং
দ্বিজসন্তম ॥ ২৩ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । মদয়ন্ত্যাঃ
সমীপং তু গংহাবাচ দ্বিজোত্তমঃ । দেহি মে কুণ্ডলে
দেবি সৌদাসস্তাঃ সমাদিশৎ ॥ ২৪ ॥ মদয়ন্ত্যাবাচ ।
সন্দেহোহদ্যাপি মে বিপ্র কুণ্ডলে দ্বিজসন্তম ।
অভিজ্ঞানং ত্বমানীয় নৃপস্তা দ্বিজ দর্শয় ॥ ২৫ ॥
স গয়া স্বরিতং ভূপমভিজ্ঞানমঘাচত ॥ ২৬ ॥
সৌদাস উবাচ । যৈর্কিনা সুগহির্নাস্তি দুর্গতিং
যে নয়ন্তি বৈ । গত্রৈবং ক্রহি তাং সাক্ষীং মম

লেন,—বিপ্র! আপনি আমার ভক্ষণার্থ উপ-
স্থিত হইয়াছেন, আমি আপনাকে নিশ্চয় ভক্ষণ
করিব। উত্তর বলিলেন,—রাজন! আপনি
আমাকে ভক্ষণ করুন; তাহাতে আপত্তি নাই;
কিন্তু আমার এক নিবেদন শ্রবণ করুন। অধুনা
আপনি আমার আপনার পত্নীর কুণ্ডলযুগল দেন।
আমি গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্বক কার্য্যশেষ করিয়া
আগমন করিলে, আপনি আমায় ভক্ষণ করিবেন।
সৌদাস কহিলেন,—আমার হুর্গান্তরস্থ মন্দিরে
যথায় আমার দয়িতা আছেন, দেইখানে তুমি গমন
কর। হে দ্বিজ! জীবনভয়ে তুমি তাঁহার নিকট
উপস্থিত হইয়া আমার বাক্যানুসারে তাঁহার নিকট
প্রার্থনা কর। আমার পত্নী তাঁহার কুণ্ডলযুগল
অবশ্যই তোমায় দান করিবেন। কিন্তু দ্বিজবর!
যে সত্য করিয়াছ, তাহার অঙ্গথা করিও না।
বসিষ্ঠ কহিলেন,—দ্বিজবর মদয়ন্তীর সমীপে গিয়া
বলিলেন,—দেবি! রাজা সৌদাস আদেশ করিয়া-
ছেন, আপনায় কুণ্ডলযুগল আমায় প্রদান করুন।
মদয়ন্তী কহিলেন,—দ্বিজবর! এ ব্যাপারে আমার
সন্দেহ হইতেছে। অতএব রাজার কোন অভি-
জ্ঞান আনিয়া আমায় প্রদর্শন করুন। উত্তর
পুনরায় রাজার নিকট গিয়া অভিজ্ঞান চাহিলেন।
সৌদাস কহিলেন,—দ্বিজবর! আপনি গিয়া সেই
সাক্ষীকে এই কথা বলুন যে, তাহার ব্যতীত সুগতি

বাক্যং দ্বিজোত্তম। প্রদান্যতি ততো নুনং কুণ্ডলে
রত্নমণ্ডিতে ॥ ২৭ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। প্রত্যভিজ্ঞান-
মাদায় গতা তস্মৈ স্তবেদয়ং ॥ ২৮ ॥ ততোহসৌ
প্রদদৌ তস্মৈ গুহ্ৰ মে কুণ্ডলে দ্বিজ। উবাচ
যত্নমাস্থায় নীলচাঁঃ দ্বিজসত্তম ॥ ২৯ ॥ এতে চ
বাক্ততে নিত্যং তক্ষকে দ্বিজ কুণ্ডলে। স তথৈতি
সমাদায় বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। কোতুকাৎ পুনরা
গত্য রাজানং বাক্যমববীৎ ॥ ৩০ ॥ অভিজ্ঞানায়
ভূপ সম্প্রাপ্তে দৌগন্ধকুণ্ডলে। বাক্যার্থং ন বিজাত-
স্ততোহহং পুনরাগতঃ ॥ ৩১ ॥ কোতুকাহদ মে
রাজন্ স্বকার্যো চ যথাস্থিতম্। কৈবলিনা সুগতি-
র্নাস্তি দুর্গতিং কে নয়ন্তি চ ॥ ৩২ ॥ সৌদাস উবাচ।
আরাধিতা দ্বিজা বিপ্র ভবন্তি সুগতিপ্রদাঃ।
অসম্ভুতা দুর্গতিদাঃ সদ্যো মম যথা পুরা ॥ ৩৩ ॥
এতাবানম শাপোহয়ং বসিষ্ঠস্ত মহাশয়নঃ। তেনোক্তং
হ্যং যদা কশ্চিৎ প্রশ্নঃ বিখ্যাপয়িষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ তদা
দোষবিনির্মুক্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। হং প্রসাদা-

বিনির্মুক্তো হহং শাপাদ্বিজোত্তম। সাত্ত্বিকং ধাম
চাপন্নো গচ্ছ বিপ্র নমোহহং তে ॥ ৩৫ ॥ বসিষ্ঠ
উবাচ। উত্তমকেন নিম্মুক্তঃ সহস্রং পথমাশ্রিতঃ।
গচ্ছংচাতিফুৰাণিষ্টোহপশু দ্বন্দ্বফলানি সং ॥ ৩৬ ॥
ততঃ কৃষ্ণাজিনে বদ্ধা কুণ্ডলে স্তম্ভা ভূতলে।
আরুরোহ ফলাকাঙ্ক্ষী স মুনিঃ ক্ষুধয়াষিতঃ ॥ ৩৭ ॥
একস্মিন্বেব কালে তু তক্ষকঃ পন্নগোত্তমঃ। গৃহীয়া
কুণ্ডলে তুর্ণমগমদক্ষিণাযুগঃ ॥ ৩৮ ॥ অথোত্তমঃ
ফলাহারী অবতীৰ্য্য ধরাতলে। সৰ্ব্বতোহবেষযামাস
বেগেন মহতা বৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ স দৃষ্টা সম্মুখং প্রাপ্তং
সমীপং পন্নগোত্তমঃ। প্রবিবেশ বিলং রোজমল্ল-
কারেণ সংবৃতম্ ॥ ৪০ ॥ উত্তমোহপি বিলং প্রাপ্তঃ
প্রবিষ্ণু তমসা বৃতম্। দণ্ডকাঠঃ সমাদায় কুপিতো
হখনস্তদা ॥ ৪১ ॥ তং তথা দ্রুযিতং দৃষ্টা স ক্লেশং
গুরুকার্য্যিতঃ। বজ্রমারোপয়ামাস দণ্ডান্তে পাক-
শাসনঃ ॥ ৪২ ॥ ততো বিদারয়ামাস স শীজং ধরণী-
তলম্। প্রাবষ্টৈশ্চৈব পাতালং কুণ্ডলাং পরিভ্রমন্ ॥

নাই, এবং সাধারণ দুর্গতি ভোগ করাইয়া থাকেন।
এই কথা বলিলেই আমার সেই পত্নী আপনাকে
রত্নমণ্ডিতে কুণ্ডলযুগল প্রদান করিবে। বসিষ্ঠ
কহিলেন,—উত্তম সেই প্রত্যভিজ্ঞান লইয়া গিয়া
রাজপত্নীর নিকট নিবেদন করিলেন। অনন্তর
মদয়ন্তী তাঁহাকে কুণ্ডলযুগল প্রদান করিলেন;
বলিয়া দিলেন,—দ্বিজ! এই কুণ্ডল গ্রহণ করুন
এবং সমস্ত ইহাকে লইয়া যান। জানিবেন,—
এই দুইট কুণ্ডলের প্রতি তক্ষকু নিত্য সম্পূর্ণ।
অনন্তর উত্তম বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে সেই কুণ্ডল দুইটি
লইয়া পুনরায় কোতুক বশত রাজার নিকট আসিয়া
বলিলেন,—হে ভূপ! আপনার প্রদত্ত অভিজ্ঞানে
আমি দৌগন্ধ কুণ্ডলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু
আপনার বাক্যার্থ আমি বুঝি নাই; তাই
পুনরায় আসিয়াছি। অতএব রাজন! আমার নিকট
উহা ব্যক্ত করুন। আপনি বলুন,—কাহার বিনা
সুগতি হয় না এবং কাহারাই বা দুর্গতিভোগ
করাইয়া থাকে। সৌদাস কহিলেন,—দ্বিজগণের
আরাধনা করিলে, তাঁহারা সুগতিপ্রদ হইয়া
থাকেন। আর অসম্ভুত হইলে সদ্যই
দুর্গতি দান করেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমিই।
মহাত্মা বসিষ্ঠের আমার প্রতি এতাবয়বই অভি-
শাপ। তবে তিনি পরে বলিয়া দেন, কেহ যখন
তোমার নিকট আসিয়া প্রশ্ন খ্যাপন করিবে, তখন

তুমি নিশ্চয়ই দোষমুক্ত হইবে। যাহা হোক হে
দ্বিজবর! তোমার প্রসাদে এক্ষণে আমি শাপমুক্ত
হইলাম; সাত্ত্বিকধাম লাভ করিলাম। বিপ্র!
আপনি প্রশ্নন করুন! আপনাকে নমস্কার ১২-৩৫।
বসিষ্ঠ কহিলেন,—উত্তম তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া
সহস্র পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে
তাঁহার ক্ষুধার উদ্বেক হইল। তিনি সম্মুখে
পক্ষিবিধ ফল সকল দেখিতে পাইলেন। অনন্তর
কুণ্ডলযুগল কৃষ্ণাজিনে বাঁধিয়া ভূতলে স্থাপনপূর্বক
ক্ষুধার তাড়নায় ফলাকাঙ্ক্ষায় বিষবৃক্ষে আরোহণ
করিলেন। ইত্যবকাশে পন্নগবর তক্ষক তাঁহার
স্থাপিত কুণ্ডলযুগল গ্রহণ করিয়া সহস্র দক্ষিণাভি-
মুখে প্রশ্নন করিল। অনন্তর ফলাহারী উত্তম
বৃক্ষ হইতে নামিয়া ব্যস্তভাবে চারিদিক্ অবেষণ
করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সম্মুখাগত দেখিয়া
পন্নগবর তক্ষক এক অক্ষয়ময় ভয়ঙ্কর গর্ভে
প্রবেশ করিল। এ দিকে উত্তম সেই তমসা-
চ্ছন্ন গর্ভদেশ প্রাপ্ত হইয়া কুপিতভাবে দণ্ডকাঠ
দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন। পাকশাসন দেখি-
লেন,—উত্তম দ্রুযিত এবং গুরুকার্য্যার্থ সেইরূপ
ক্লেশ-প্রাপ্ত; তদর্শনে তাঁহার দণ্ডান্তে তিনি অীর
বজ্র আরোপ করিলেন। অনন্তর উত্তমের দণ্ড
দ্বারা শীজ ধরণীতল বিদারিত হইল। তিনি পাতালে
প্রবেশ করিয়া কুণ্ডলার্থ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে

৪৩ । সোহপঞ্জাধাজিনঃ তত্র সর্ষেতঃ গুণাধিতম্ ।
 তেনোক্তঃ স্পৃশ মে গুহঃ ততঃ কার্থ্যং ভবিষ্যতি ।
 ৪৪ । স চকার তথা শীঘ্রং ততো ধূমো ব্যজায়ত ।
 পাতালঃ তেন সর্ষত ব্যাপ্তঃ ভূধর বহিনা ॥ ৪৫ ॥
 ততশ্চ ব্যাকুলাঃ সর্ষে পরগাঃ সমুপাভবন্ । তক্ষকঃ
 পুরতঃ কুয়া সম্প্রাপ্তাঃ কুণ্ডলাগ্নিতাঃ । উত্তকায়
 ততো দৃশ্য প্রণিপত্য যযুর্গৃহম্ ॥ ৪৬ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ ।
 অখাৰতমুবাচেন্দ্রমহমগ্নির্দ্বিজোত্তম । যন্তয়্যারিতঃ
 পূর্বমুপাধ্যায়নিদেশতঃ ॥ ৪৭ ॥ জাহ্নবাং ত্রুখিতং
 প্রাপ্তমিহ প্রাপ্তঃ রূপাপরঃ । সর্ষথা ত্বক্ মে পৃষ্ঠং
 ভগবাহীভ্রমাকহ ॥ ৪৮ ॥ নয়ামি তত্র যত্নান্তে
 গুরুঃ সর্ষগুণালয়ঃ । আকুটন্তস্ত পৃষ্ঠে স প্রতয়ে-
 ছাশ্রমঃ প্রতি ॥ ৪৯ ॥ তৎক্ষণাৎ সমুদ্রপ্রাপ্তো
 গৌতমস্ত নিবেশনম্ । এতস্মিন্নেব কালে তু
 অহল্যা কৃতমগুনা ॥ ৫০ ॥ স্নাতা চাত্যোত্য ভর্তারং
 সাক্ষী বাক্যমুবাচ হ । উত্তকোহদ্য ন সম্প্রাপ্তঃ
 শাপং দাস্তাম্যহং ক্রবম্ ॥ ৫১ ॥ শিথিলো গুরু-

করিতে তথায় সর্ষেত গুণাধিত অখ দর্শন করি-
 লেন । সেই অখ কহিল,—দ্বিজ ! আমার গুহ
 স্পর্শ কর, তোমার কার্থ্যসিদ্ধি হইবে । উত্তক
 তাহাই করিলেন । তখন ধুমরাশি উৎপন্ন
 হইল ; দেখিতে দেখিতে সমগ্র পাতালতল
 বহিরাগত হইয়া গেল । তখন পরগগণ ভয়-
 ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ।
 অনন্তর পরগেয়া তক্ষককে অগ্রে লইয়া কুণ্ডল-
 হস্তে উত্তকের নিকট আসিল এবং তাঁহাকে কুণ্ডল
 দিয়া প্রণামান্তে গৃহাভিমুখে গমন করিল । বশিষ্ঠ
 কহিলেন,—অনন্তর সেই অখ কহিল,—দ্বিজবর !
 উপাধ্যায়ের নিদেশক্রমে পূর্বে আপনি যাহাকে
 আরাধনা করিয়াছিলেন, আমিই সেই অগ্নি আসি ।
 আপনাকে ক্রুখিত জানিয়া রূপাপূরক এই স্থানে
 উপস্থিত হইয়াছি । হে ভগবন্ ! আপনি শীঘ্র
 আমার পৃষ্ঠারোহণ করুন, আপনার সকলগুণালয়
 গুরু যেখানে অবস্থান করিতেছেন, আমি আপ-
 নাকে সেইখানেই লইয়া যাইব । তখন উত্তক
 অখপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ; অখ গৌতমাস্রমা-
 ভিমুখে ধাবিত হইল । কণকাল পরেই উত্তক তথায়
 উপনীত হইলেন । ইতিমধ্যে সাক্ষী অহল্যা
 স্নানান্তে স্নানজিত হইয়া ভর্তার নিকট আসিয়া
 বলিলেন,—দেখিতেছি, শিষ্য উত্তক গুরুর কার্যে
 অলস ; সে আজও আসিল না ; তাহাকে আমি

কৃত্যেযু স যদালঙ্কিতো ময় । তস্তা বাক্যাবসানে
 তু উত্তকঃ পর্য্যদুগ্ৰতঃ ॥ ৫২ ॥ প্রসন্নবদনো হৃষ্টঃ
 কুণ্ডলাভাং সমধিতঃ । প্রাণপত্য স তাং ভক্ত্যা
 কুণ্ডলে সন্মাবেদয়ৎ ॥ ৫৩ ॥ সা দৃষ্টা তৎক্ষণাৎ-
 সধৌ কণাভাং সংস্থবেশয়ৎ । স্বগৃহায় ততর্ক-
 মুত্তকঃ বিসসজ্জ হ ॥ ৫৪ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । এবং
 স বিবরো জাতস্তক্ষকোদত্তকারণাৎ । যথা মে
 চিন্তাতে নিতাং ধেবর্থঃ স্বল্পায়ণে ॥ ৫৫ ॥ তন্মাত্ৰং
 পূরয় ক্ষিপ্রং নাস্তঃ শক্যোহত্র কর্ণধি । শীঘ্রং
 কুরু নগশ্রেষ্ঠ মম কার্থ্যমসংশয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গৌতমশিষ্যোত্তকচরিত্রবর্ণনং নাম
 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । শ্রুত্বা হিমাচলো বাক্যং বসিষ্ঠস্ত
 মহাক্ষনঃ । চিন্ত্যমাস তৎকার্থ্যং বিবরস্ত প্রপূরণে ॥
 ১ ॥ চিরং বিচার্য তমৃষিমদমাহ নগোত্তমঃ ।

নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিব । গুরুপত্নীর বাক্য-
 বসান হইতে হইতেই উত্তক আসিয়া দেখা দিলেন ;
 দেখা গেল,—তিনি প্রসন্নবদন হৃষ্ট ও কুণ্ডলযুগলে
 অধিত । উত্তক আসিয়াই ভক্তিপূর্বক প্রণাম
 করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রদান করিলেন । সাক্ষী গুরু-
 পত্নী দেখবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা হস্তে লইয়া
 উভয়কর্ণে পরিলেন এবং উত্তককে স্বগৃহগমনে
 বিদায় দিলেন । বশিষ্ঠ কহিলেন,—তক্ষক ও
 উত্তক-দ্বিটিত ব্যাপারে এইরূপে সেই বিবর
 উৎপন্ন হইয়াছিল । ধেহুরক্ষার্থ তাহার পূরণের
 জন্যই আমি চিন্তা করিতেছি । অতএব হে
 ভূধরবর ! তুমিই তাহা পূরণ কর ; এ কার্যে আর
 কেহই সক্ষম নহে । হে নগশ্রেষ্ঠ ! তুমি শীঘ্র
 তোমার কার্থ্য সাধন কর ॥ ৩৬—৫৬ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—মহাত্মা বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া
 হিমাচল সেই বিবর-পূরণের বিষয় চিন্তা করিতে
 লাগিলেন । অনেককণ চিন্তা করিয়া নগরাজ
 ঋষিবরকে বলিলেন,—সেই স্থানের নগগণের বাই-

ক উপায়ো নগানাং বৈ তত্র গন্তুঃ বদন্ত মে ॥ ২ ॥
 পক্ষচ্ছেদস্ত শক্রেণ সর্ষেণাং চ পুরা কৃতঃ ।
 তস্মাদস্ত মুনিশ্রেষ্ঠ কার্যাস্ত পশু নিশ্চয়ম্ ॥ ৩ ॥
 বসিষ্ঠ উবাচ । অস্ব্যাপায়ো নগানাং তু তত্র নেতুং
 মহানগ । তবায়ং তনয়স্তত্র বিখ্যাতো নন্দিবর্কনঃ ॥
 তস্মার্কুদ ইতি খ্যাতো বয়স্যঃ পরমঃ প্রিয়ঃ । নাগঃ
 প্রাণভূতাং শ্রেষ্ঠঃ খেচরোহপি চ বোধ্যবান্ ॥ ৫ ॥
 স বা উর্দ্ধগতিঃ ক্ষিপ্রং ক্ষণান্নেষাত্যাসংশয়ঃ । লীলয়া
 সর্ষকৃত্যেব তং বিদিত্বাহমাগতঃ ॥ ৬ ॥ আদেশো
 দীয়তামস্তা হুংখঃ কর্তুং চ নার্সি । অবশ্যং যদি
 ভক্তোহসি তত্র প্রেষয় সহরম্ ॥ ৭ ॥ সূত উবাচ ।
 বসিষ্ঠস্ত বচঃ শ্রুত্বা হিমবান পুত্রবৎসলঃ । হুংখেন
 মহতাবিশ্চিন্তয়ামাস ভূবরঃ ॥ ৮ ॥ মৈনাকস্তনয়ো-
 হস্মাকং প্রবিষ্টঃ সাগরে ভয়াৎ ॥ জ্যেষ্ঠঃ তু সর্ষখা
 চাখ বসিষ্ঠো নেতুমাগতঃ । কিং কৃত্যমধুনাস্মাকং
 কথং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥ ইতঃ শাপভয়ং তীত্র-
 মিতো হুংখঃ পুত্রজম্ । বরং পুত্রবিয়োগোহস্ত
 ন শাপো বিজসন্তবঃ ॥ ১০ ॥ স এবং নিশ্চয়ঃ

বার উপায় কি আছে বলুন । জানেনই তো,
 পূর্বে ইঙ্গ সমস্ত পর্বতেরই পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিয়া-
 ছেন! অতএব মূনিবর! স্থির করুন, কিরূপে এ
 কার্য সমাধা হইতে পারে? বসিষ্ঠ কহিলেন,—
 নগরাজ! নগদিগকে তথায় লইয়া যাইবার এক
 উপায় আছে। তোমার তনয় বিখ্যাত নন্দিবর্কন;
 অর্কুদ নামে এক নাগ তাহার পরম প্রিয় বয়স্ক
 আছে। সে প্রাণধারদিগের শ্রেষ্ঠ, খেচর ও
 বোধ্যসম্পন্ন। সে উর্দ্ধগতি কর্তৃক বলদন করিয়া
 ক্ষণমধ্যেই নন্দিবর্কনকে সহজে তথায় লইয়া যাইতে
 পারিবে। আমি তাহাকে সর্ষকার্যে সক্ষম জানিয়াই
 এই স্থানে আসিয়াছি। অতএব পুত্রকে আদেশ
 দাও; ইহাতে হুংখ কর্তৃক ও না। যদি আমার
 ভক্ত হও, তবে অবশ্যই তাহাকে প্রেরণ কর।
 সূত কহিলেন,—বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া পুত্রবৎসল
 হিমবান্ মহাহুংখে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—
 পুত্র আমার মৈনাক ইঙ্গের ভয়ে সাগরে প্রবেশ
 করিয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বসিষ্ঠ মূনি সম্প্রতি
 লইতে আসিয়াছেন। অতএব অধুনা আমার
 কর্তব্য কি, কিরূপে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে।
 এদিকে তীত্র শাপভয়, ওদিকে তীত্র পুত্রবিয়োগ-
 হুংখ! বরং পুত্রবিয়োগ হউক, তথাচ যেন ব্রহ্ম-
 শাপ না হয়। হিমালয় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া

কৃত্বা নন্দিবর্কনমুক্তবান্ । গচ্ছ স্বং পুত্র মে বাক্যাদ
 বসিষ্ঠস্তাশ্রমং প্রতি ॥ ১১ ॥ তত্রাস্তি বিবরো
 রোদ্রস্তং প্রপূরয় সহবম্ । অর্কুদং নাগমালায়
 মিত্রং প্রাণভূতাং বরম্ ॥ ১২ ॥ নন্দিবর্কন উবাচ ।
 পাণীয়ান্ স বিভো দেশঃ ফলমূলৈর্ষিবর্জিতঃ ।
 পালাশৈঃ খাদিরৈরাঢ্যো ধবৈঃ শাল্মলিভিস্থখা ॥
 ১৩ ॥ সূনিষ্ঠুরৈর্নৃপভির্ভিন্নৈশ্চ বিবিধৈরপি ।
 নদ্যো বহন্তি নো তত্র হৃষ্টা লোকাশ্চ বাসিনঃ ।
 নাহৌহং পরিতশ্রেষ্ঠ তত্র গন্তুঃ কথঞ্চন ॥ ১৪ ॥
 অথোবচ বসিষ্ঠস্তং সস্ত্রং নন্দিবর্কনম্ । মা ভীঃ
 কার্য্যা হুয়া তত্র দেশে দোষ্ট্যাং কথঞ্চন ॥ ১৫ ॥
 তব মুক্তি সদা বামো মম তত্র ভবিষ্যতি । তীর্থানি
 সারতো দেবঃ পুণ্যাত্মায়তনানি চ ॥ ১৬ ॥ বৃক্ষাশ্চ
 বিবিধাকারঃ পত্রপুষ্পফলাবিতাঃ । সদা তত্র ভবি-
 ষ্যন্তি মৃগাশ্চ বিহগাঃ শুভাঃ ॥ ১৭ ॥ অহমেবানয়ি-
 ষ্যামি তবার্থে চ মহেশ্বরম্ । তদা স্মাস্তি বৈ তত্র
 সর্ষে দেবঃ স বাসবাঃ ॥ ১৮ ॥ সূত উবাচ ।
 বসিষ্ঠস্ত বাচঃ শ্রুত্বা সস্ত্রস্তো নন্দিবর্কনঃ । অর্কুদং
 নাগমালায় বাক্যমেতত্ত্ববাচ হ ॥ ১৯ ॥ তত্র যাবো-

পুত্র নন্দিবর্কনকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি আমার
 বাক্যে বসিষ্ঠাশ্রমে গমন কর। সেখানে এক
 ভীষণ বিবর আছে। তুমি তোমার মিত্র অর্কুদ
 নাগের সঙ্গে গিয়া তাহা পূরণ কর। নন্দিবর্কন
 কহিল—প্রভো! সে দেশ ফলমূলবর্জিত পাণিষ্ঠ
 দেশ! সেখানে পালাশ খাদ্যর ধব ও শাল্মলী
 বৃক্ষেরই প্রাচুর্য; নিষ্ঠুরপ্রকৃতি নরপশু ভিন্নগণেরই
 তথায় বাস। সে দেশে নদীপ্রবাহ নাই; হৃষ্ট
 লোক সকল সে দেশের অবিবাসী। অতএব
 হে পরিতবর! আমি সে দেশে যাইতে ইচ্ছা
 করি না। অনন্তর বসিষ্ঠ নন্দিবর্কনকে সস্ত্র
 দেখিয়া বলিলেন,—তুমি তথায় হৃষ্ট লোক হইতে
 ভয়ের আশঙ্কা করিও না; তোমার মস্তকে
 শ্রুং আমি বাস করিব। সেখানে তীর্থ, সারৎ,
 দেব ও পুণ্যায়তনসমূহের অধিষ্ঠান ইহীবে।
 বিবিধাকার বৃক্ষ সকল পত্র পুষ্প ও ফলাবিত হইবে।
 শুভ মৃগ ও বিহঙ্গেরা তথায় বাস করিবে। অধিক
 কি, আমি নিজেই তোমার জন্ত তথায় মহেশ্বরকে
 আনয়ন করিব; তখন সমস্ত বাসব দেব তোমার
 উপর অবস্থান করিবেন ১—১৮ সূত কহিলেন,—
 বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া নন্দিবর্কন হৃষ্ট হইল এবং
 অর্কুদ নাগের নিকট আসিয়া বলিল,—ওহে আমার

হৃদয় ভঙ্গং তে বয়স্তু বিনয়্যিহিত। এতৎ কার্যমহং
মস্ত্রে সাশ্রুতং দ্বিজসম্ভবম্ ॥ ২০ ॥ অৰ্কুদ উবাচ।
অহং তজ্জাগমিষ্যামি স্নেহান্তে পরিত্যজ্য। তত্রৈব
চ বলিষ্যামি হৃদয় সাক্ষিমসংশয়ম্ ॥ ২১ ॥ কিং ত্বহং
প্রণয়াদ্ভাতবক্ষ্যামি যতঃ শৃণু। প্রণয়ান্নাত্বা কার্যং
যদ্যহং তব সম্ভতঃ ॥ ২২ ॥ মন্ত্রীয়া খ্যাতিমায়াতু
নাস্তৎ কিঞ্চিদগুণোম্যহম্। ততঃ সোহপি প্রতি-
জ্ঞায় আকুচস্ত্য চোপরি। প্রণম্য পিতরৌ চৈব
প্রতস্থে মুনিনা সহ ॥ ২৩ ॥ দিব্যৈর্যক্ষৈঃ শুভৈঃ
পূর্ণৈর্দীনবীর্যসম্ভুলৈঃ। মধুরৈরহংগৈর্যুক্তো যুগৈঃ
সৌম্যৈঃ সমাষতঃ ॥ ২৪ ॥ মুক্তোহক্ষদেন তত্রৈব বিবরে
মুনিবাক্যতঃ। সমস্তস্ত্রানাসাগ্রং গতঃ পরিত্যক্তমঃ ॥
২৫ ॥ বিমুক্তো বিবরে তস্মিন্মধুরদেন মহান্মনা।
পরিপূর্ণে মহারৌদ্বে সন্তপ্তো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৬ ॥
অব্রবীচ্চাৰ্কুদং নাগং বয়ং বয়ং সুব্রত। পরিতুষ্টো-
হস্মি তে ভজ্য কৰ্ম্মণানেন পন্নগ ॥ ২৭ ॥ অৰ্কুদ
উবাচ। এষ এব বরোহস্মাকং যতঃ তুষ্টো মহা-

বিনয়ী বয়স্তু! চল আমরা বসিষ্ঠাশ্রমে যাই;
ইহা দ্বিজকার্য্য বলিয়াই আমি মনে করি। অৰ্কুদ
কহিল,—হে পরিতনন্দন! আমি তোমার স্নেহে
পড়িয়াই তথায় গমন করিব এবং তোমারই সহিত
সে স্থানে বাস করিব। কিন্তু ভ্রাতঃ! আমি
প্রণয়বশতঃ তোমায় একটা কথা বলিতেছি, শ্রবণ
কর। আমি যদি তোমার অভিমত হই,
তবে তুমি প্রণয়ক্রমে আমার এ বাক্য অস্তথা
করিবে না। কথা এই যে, আমরা যে দেশে
যাইব, তাহা যেন আমরা নামে বিখ্যাত হয়।
আর কিছুই চাহি না। অনন্তর নন্দিবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা
করিয়া তত্পরি আরোহণ করিল এবং পিতা-
মাতাকে প্রণামপূর্ব্বক দিব্য দিব্য বৃক্ষ, সুপূর্ণ
নদীনবীর্য, মধুরভাষী বিহঙ্গ ও নানা প্রিয়-
দর্শন যুগসমূহে সমাষিত হইয়া মুনিবরের সঙ্গে
সঙ্গে প্রস্থান করিল। অনন্তর অৰ্কুদ নাগ মুনির
বাক্যানুসারে ঐ নন্দিবর্দ্ধনকে তাঁহার আশ্রমস্থ
বিবরে পরিত্যাগ করিল। সে বিবরে নন্দিবর্দ্ধন
আ-নাসাগ্র নিমগ্ন হইল। মহাত্মা অৰ্কুদ নাগ সেই
বিবরে নন্দিবর্দ্ধনকে মোচন করিগে সেই মহাত্মকর
বিবর পরিপূর্ণ হইল। মুনিপুঙ্গব সন্তপ্ত হইয়া
অৰ্কুদকে বলিলেন,—সুব্রত! তুমি বর গ্রহণ কর।
তোমার এই কৰ্ম্মে আমি অরিতুষ্ট হইয়াছি। অৰ্কুদ
কহিল,—মহামুনে! আপনি তুষ্ট হইলেন, ইহাই

মুনে। অবশ্য যদি দাতব্যং তচ্ছৃণু দ্বিজোত্তম ॥
২৮ ॥ যচ্চৈতচ্ছ্বথরে হস্মিন্মিবীর্যং নিম্নলোদকম্।
নাগতীর্থমিতি খ্যাতিং ভূতলে যাতু সৰ্ব্বতঃ ॥ ২৯ ॥
অত্রৈবাহং বলিষ্যামি মিত্রস্নেহাৎ সদা মুনে। তত্র
স্নাহা দিবং যাতু মানবস্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ৩০ ॥ অপি
বক্ষ্য্য চ যা নারী স্নানমাত্রং সমাচরেৎ। সা স্তাৎ
পুত্রবতী বিপ্র সুখসৌভাগ্যসংযুতা ॥ ৩১ ॥ বসিষ্ঠ
উবাচ। যা বক্ষ্য্যাস্মিন জলে পূর্ণে স্নানমাত্রং করি-
ষ্যতি। সাপি পুত্রমবাপ্নোতি সৰ্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥
৩২ ॥ নভসঃ শুক্রপক্ষমাং কলৈঃ পূজাং করোতি
চ। আপ বর্ষশতা নারী সা ভবিষ্যতি পুত্রিণী ॥
৩৩ ॥ যেহত্র স্নানং করিষ্যন্তি হস্মিন্মতীর্থে চ
ভজিতঃ। যাত্যন্ত তে পরং স্থানং জরামরণবর্জি-
তম্ ॥ ৩৪ ॥ শ্রাদ্ধং চাত্র করিষ্যন্তি পক্ষমাং যে
সমাহিতাঃ। মাসে নভসি তীর্থস্থ ফলং তেষাং
ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ স্মৃত উবাচ। এবং দৃষ্ট্য বয়ং
তন্ত বসিষ্ঠো ভগবান্মুনিঃ। নন্দিবর্দ্ধনমভ্যোত্যা
বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৩৬ ॥ বরঞ্চ ব্রিয়তাং বৎস
পরিতুষ্টোহস্মি তেহনঘ। বিনয়াৎ সৌহৃদাৎ সৰ্বং

আমার হয়। তবে যদি আরও কিছু বর
আমায় অবশ্যই দিতে চাহেন, তবে শ্রবণ করুন।
হে দ্বিজোত্তম! ঐ যে গিরিশথরে এক নিম্নলোদক
নিবীর আছে, উহা যেন ভূতলে নাগতীর্থ নামে
বিখ্যাত হয়। হে মুনে! আমি মিত্রস্নেহে সদাই
এখানে বাস করিব। এখানে স্নান করিয়া মানব
যেন ভবৎপ্রসাধন স্বর্গে গমন করে। বক্ষ্যা-
নারীও যদি এখানে মাত্র স্নানোচরণ করে, তাহা
হইলেন সে যেন সুখ-সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া পুত্রবতী
হয়। বসিষ্ঠ বলিলেন,—যে বক্ষ্যা অত্রত্য পুণ্যজলে
স্নান করিবে, সে সৰ্ব্বলক্ষণলক্ষিত পুত্র প্রাপ্ত
হইবে। শতবর্ষব্যস্তা রমণীও যদি শ্রাবণ মাসের
শুক্রপক্ষমী তিথিতে ফল প্রদান করিয়া এই স্থানে
স্নান করে, তাহা হইলেও সে পুত্রবতী হইবে। যাহারা
ভক্তিপূর্ব্বক এখানে স্নান করিবে তাহারা জরামরণ
বর্জিত পরম স্থান গমন করিবে। যে সকল মানব
সমাহিত হইয়া এখানে শ্রাবণমাসীয় পক্ষমীতে
শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের তীর্থ-ফল লভ হইবে। স্মৃত
বলিলেন,—ভগবান্ বসিষ্ঠ তাহাকে উক্ত প্রকার
বর প্রদান করিয়া নন্দিবর্দ্ধন সমীপে গিয়া তাহাকে
বলিলেন,—বৎস! বর গ্রহণ কর, আমি পরিতুষ্ট
হইয়াছি। বিনয় এবং সৌহার্দ্য বশতঃ আমি

দাস্তামি যৎ সুহৃৎভম্ ॥ ৩৭ ॥ নন্দিবর্দ্ধন উবাচ ।
তবাস্ত বচনং সত্যং পুরৌক্তং মুনিসত্তম । সান্নিধ্যাং
জায়তামত্র অবশ্যং তব সর্বিদা ॥ ৩৮ ॥ যথাহমর্কুদে-
তেব্যং খ্যাতিং গচ্ছামি ভূতলে । প্রসাদাচ্চৈব তে
ভূয়াদেতয়ে মনসি স্থিতম্ ॥ ৩৯ ॥ সূত উবাচ ।
এবমব্ধি তং প্রোচ্য বসিষ্ঠে ভগবান্মুনিঃ । চক্রে
স্বমাত্মনঃ তত্র তস্ত বাকোন নোদিতঃ ॥ ৪০ ॥
পনসৈশ্চম্পটৈকরাট্রৈঃ প্রিয়ঙ্কুবিশ্বদাড়িমৈঃ । নানা-
পাক্ষিসমায়ুক্তো দেবগঙ্ধর্বসেবিতঃ ॥ ৪১ ॥ তস্মৈ
তত্র মুনিশ্রেষ্ঠে হরুদ্রভ্যা সমধিতঃ । গোমতী-
মানস্মাস তপসা মুনিসত্তমঃ ॥ ৪২ ॥ যস্তাং প্লাব-
দিব্যং যান্তি অতিপাপকৃতো নরাঃ । মাঘমাসে
বিশেষেণ মকরশ্বে দিবাকরে ॥ ৪৩ ॥ যেহত্র জ্ঞানং
করিষ্যন্তি তে যান্তি পুরাং গতিম্ ॥ ৪৪ ॥ মাঘমাসে
বিশেষেণ তিলদানং কৰোতি যঃ । তিলসংখ্যানি
বর্ষাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি মানবঃ ॥ ৪৫ ॥ বহুনা
কিমিহোক্তেন জ্ঞানমাত্রং সমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥ বসিষ্ঠস্ত
মুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে । অরুদ্রতী পূজনীয়া
পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিবরপূরণবর্ণনং নাম
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । স কুহা স্বাত্মনং তত্র বসিষ্ঠে
ভগবান্মুনিঃ । তত্র শতোর্নিবাসায় তপন্তেপে
সুদারুণম্ ॥ ১ ॥ স বভূব মুনিঃ সম্যক্ কলাহার-
সমধিতঃ । শীর্ণপর্ণাশনঃ পশ্চাদ্বে শতে সমপদ্যত ॥
জলাহারঃ পঞ্চশতবর্ষাণি স বভূব হ । বর্ষাণাং
বায়ুভক্ষোহভূততো দশশতানি চ ॥ ৩ ॥ পকায়ি-
সাধকো গ্রীষ্মে হেমন্তে সলিলাশরঃ । বর্ষা-
স্বাকশবাসী চ সহস্রং চ ততোহভবৎ ॥ ৪ ॥
ততশ্চট্টো মহাদেবস্তত্ত্বার্থেঃ সুমহাশ্বনঃ । ভিষা
তং পর্ষতং সদ্যন্তংপুরো লিঙ্গমুখিতম্ । তং
দৃষ্ট্বা বিশ্বয়াবিস্টো মুনিঃ স্তোত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ৫ ॥
নমঃ শিবায় শুদ্ধায় সর্বগায়ামৃতায় চ । কপদিনে

এখানে তিল দান করে, তিলসমসংখ্যক বৎসর
তাহার স্বর্গলোকে বাস হয় । অধিক কি বসিষ্ঠের
মুখ দর্শন করিয়া এই স্থানে যে জ্ঞান মাত্র আচরণ
করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না । বিশেষতঃ
এখানে পূজনীয়া অরুদ্রতীকে পূজা করা সকলেরই
কর্তব্য । ১২—৪৭ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

তোমাকে সমস্তই প্রদান করিব । নন্দিবর্দ্ধন
বলিল,—হে মুনিসত্তম ! আপনার বাক্য সত্য
হোক, এই স্থানে আপনি সন্নদা সান্নিধ্য করুন ।
আমি যাহাতে ভূতলে অর্কুদাণ্য লাভ করিতে
পারি, আপনার প্রসাদে তাহাই হোক । ইহাই
আমার মনোভীষ্ট । সূত কহিলেন,—ভগবান
বসিষ্ঠ মুনি তাহার কথায় ‘এবমস্তু’ বলিয়া তদীয়
বাক্যানুসারে তত্পরি ত্রিঈ আশ্রম নির্মাণ করি-
লেন । ঐ আশ্রম পনস, চম্পক, আম্র, প্রিয়ঙ্কু
বিশ্ব, ও দাড়িমাদি নানা বৃক্ষ ও নানাবিধ পক্ষিযুক্ত
হইয়া দেবগঙ্ধর্বগণে সেবিত হইতে লাগিল । মুনি-
শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ অরুদ্রতীর সহিত তথায় বাস করিতে
লাগিলেন । অনন্তর মুনিবর তথায় তপোবলে
গোমতীকে আনয়ন করিলেন । অতি পাপ-
কারী নরগণও ঐ গোমতীতে জ্ঞান করিয়া স্বর্গে
গমন করে । বিশেষত মাঘমাসে মকরশ্ব দিবাকরে
যাহারা ঐ গোমতীতে জ্ঞান করে, তাহাদের পরম
গতি হইয়া থাকে । বিশেষত মাঘমাসে যে ব্যক্তি

চতুর্থ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—ভগবান বসিষ্ঠ মুনি সেই স্থানে
স্বীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় শতরু অধি-
ষ্ঠানের জন্য সুদারুণ তপস্তা করিতে লাগিলেন ।
মুনিবর প্রথমে কলমুলাগারে তপস্তা করিয়া পশ্চাৎ
শীর্ণপর্ণাশনে দুইশত বৎসর তপস্তা করিলেন ।
জলাহারে তাহার পঞ্চশত বৎসর অতীত হইল ।
দশ শত বৎসর তিনি বায়ু ভোজনে তপস্তা
করিলেন । বসিষ্ঠ ঋষি গ্রীষ্মে পকায়ি-সাধক,
হেমন্তে জলশায়ী এবং বর্ষায় আকাশতলবাসী
হইয়া সহস্র বৎসর যাপন করিলেন । অন-
ন্তর মহাদেব সেই মহাশ্বা ঋষির প্রতি তুষ্ট
হইলেন । ঋষির অধিষ্ঠিত পর্ষত-ভদ্রেশ ভেদ
করিয়া তৎসমুখে সহর এক শিবলিঙ্গ প্রাচুর্য্য
হইল । তাহা দেখিয়া বিশ্বয়াপন্ন মুনি স্তোত্র
উচ্চারণ করিলেন ; যথা—যিনি শিব, শুদ্ধ,
সর্বগ, অমৃত, কপদী, ঠাণ্ডাকে আমি নমস্কার করি ।

নমস্ত্যাক্ষঃ নমস্ত্যাক্ষৈ ত্রিমূর্তয়ে । ৬ । নমঃ স্কুলায়
স্বাক্ষায় ব্যাপকায় মহাক্ষানে । নিষজ্ঞৈঃ নমস্ত্যাক্ষঃ
জিনেজ্ঞায় নমো নমঃ । ৭ । নমশ্চক্ৰলাধার নমো
দিগ্বসনায় চ । পিনাকপাণয়ে । তৃত্যমষ্টমূর্তে
নমোনমঃ । ৮ । নমস্তে জ্ঞানরূপায় জ্ঞানগম্যায়
তে নমঃ । নমস্তে জ্ঞানদেহায় সৰ্বজ্ঞানময়ায় চ ।
৯ । কাশীপতে নমস্ত্যাক্ষঃ গিরিশায় নমো নমঃ ।
জগৎকারণরূপায় মহাদেবায় তে নমঃ । ১০ ।
গৌরীকান্ত নমস্ত্যাক্ষঃ নমস্ত্যাক্ষঃ শিবাক্ষানে ।
ব্রহ্মবিশ্বরূপায় জিনেজ্ঞায় নমো নমঃ । ১১ ।
বিশ্বরূপায় শুদ্ধায় নমস্ত্যাক্ষঃ মহাক্ষানে । নমো বিশ্ব-
স্বরূপায় সৰ্বদেবময়ায় চ । ১২ । স্মৃত উবাচ ।
এতন্নিম্নেব কালে তু বাণ্ডবাচশরীরিণী । পরি-
তুষ্টোহস্মি তে ভদ্রং বরং বরয় সুরত । ১৩ । ইত্যুক্তা
পর্যন্তং তিস্রা তৎপুত্রো লিঙ্গমুখিতম্ । ১৪ ।
বসিষ্ঠ উবাচ । লিঙ্গেহস্মিন্তব সান্নিধ্যং সদা
ভবতু শকর । ময়া পূৰ্বং প্রতিজ্ঞাতং নগেন্দ্রেহ
মহাক্ষনঃ । সত্যং কুরু বচো মে হং যদি তুষ্টোহসি
শকর । ১৫ । শ্রীভগবানুবাচ । অদ্যপ্রভৃতি
লিঙ্গেহস্মিন্ সান্নিধ্যং মে ভবিষ্যতি । অথাক্যাদ্

দেব । তুমি ত্রিমূর্তিধারী, তোমার সেই মূর্তিভ্রমকে
আমার বারম্বার নমস্কার । হে দেব ! তুমি স্কুল,
স্বাক্ষ, ব্যাপক, মহাক্ষা, নিষজ্ঞ, এবং জিনেজ্ঞ,
তোমাকে আমার নমস্কার । হে চক্ৰলাধার ! তুমি
দিগ্বসন, ও পিনাকপাণি, তোমাকে নমস্কার । হে
জ্ঞানরূপ ! তুমি জ্ঞান, গম্য, জ্ঞানদেহ, সৰ্বজ্ঞ, অম-
ময়, তোমাকে নমস্কার । হে কাশীপতে ! তুমি
গিরিশ, জগৎকারণরূপ, মহাদেব, গৌরীকান্ত, ও
শিবাক্ষা তোমাকে নমস্কার । হে ব্রহ্মবিশ্বরূপ !
তুমি জিনেজ্ঞ, বিশ্বরূপ, শুদ্ধ, ও মহাক্ষা, তোমাকে
নমস্কার । তুমি বিশ্বস্বরূপ, সৰ্বদেবময়, তোমাকে
নমস্কার । স্মৃত বলিলেন,—এমন সময় এইরূপ
অশরীরিণী বাক্ উখিত হইল যে, হে সুরত ! আমি
তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর ।
এইরূপ অশরীরিণী বাণীর পর তাঁহার সম্মুখে
এক লিঙ্গ উখিত হইল । বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে
শকর ! এই লিঙ্গে আপনার সদা সান্নিধ্য হউক ।
আমি মহাক্ষা নগের নিকট পূৰ্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,
যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাহা সত্য করুন ।
ভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণবর ! তোমার বাক্যা-
নুসারে অদ্য হইতে এই লিঙ্গে আমার সান্নিধ্য

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সৰ্বং সত্যং ভবিষ্যতি । ১৬
স্তোত্রোণানেন যো মর্তো মাং স্তাবিষ্যতি ভক্তিতঃ
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্মাখিনি মুনিসন্তম । ১৭
মৎপ্রিয়াক্ষঃ তু শক্রেণ প্রেরিতা মুনিসন্তম
মন্দাকিনীতি বিখ্যাতা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী । ১৮
দেবস্তোত্রদিগ্ভাগে কুণ্ডঃ তিষ্ঠতি নিত্যশঃ
তস্তাং স্নাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ লিঙ্গং মে পশুতে তু যঃ
স যাতি পরমং স্থানং জরামরণবজ্জিতম্ । ১৯
অচলং ভেদয়িত্বা তু যস্মায়ে লিঙ্গমুপগতম্ ।
অচলেশ্বরনামৈব লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি । ২০ ।
অস্মা লিঙ্গম্ মহাক্ষায় কদাচিচ্চলিষ্যতি । সৰ্বথা
য ইদং লিঙ্গং প্রলয়াস্তে ন চালাতে । ২১ । স্মৃত
উবাচ । এতাবদুক্তা বচনং বিররাম মহেশ্বরঃ ।
বসিষ্ঠোহপি স্মৃষ্টীয়া গোতমাদ্যা মুনীশ্বরঃ । ২২ ।
শক্রাদয়স্ততো দেবাস্তীখাতায়তনানি চ । আনয়ামাস
ব্রহ্মর্ষিস্তপসা পরমতোত্তমৈ । ২৩ । ততশ্চেষ্টঃ
সুরশ্রেষ্ঠস্ততঃ বাসমথাকরোৎ । ২৪ ।

• ইতি শ্রীক্ষান্দেচলেশ্বরেণ্ডপতি বর্ণনং
নাম চতুর্থোধ্যায়ঃ । ৪ ।

হইবে । তোমার সমস্ত উক্তিই সত্য হইবে ।
তুমি যে স্তব করিলে, এই স্তবে যে মানব আমার
ভক্তি করিয়া আশ্রিনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী-
দিবসে স্তব করিবে, এবং আমার প্রিয়চরণাৎ ইন্দ্র
যে ত্রৈলোক্যপাবনী মন্দাকিনী নামী নদীকে প্রেরণ
করিয়াছেন, সেই মন্দাকিনীজলপূর্ণ শিবলিঙ্গের
উত্তরদিগ্ভাগে কুণ্ডে স্থান বরিয়া যে আমার লিঙ্গ
দর্শন করিবে, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ! তাহার জরামরণ-
বজ্জিত পরম পদ লাভ হইবে । অচল ভেদ
করিয়া আমার লিঙ্গ উখিত হইয়াছে ; অতএব
ইহা অচলেশ্বর নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবে ।
এই লিঙ্গের মহাক্ষোই ইহা কদাচ চালিত হইবে না ।
এমন কি প্রলয়াস্তেও এই লিঙ্গ কোনরূপে চালিত
হইবাব নহে । স্মৃত কহিলেন,—মহেশ্বর এইমাত্র
বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন । ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ তখন
হুগ্ন হইয়া তপোবলে গোতমাদি মুনীশ্রগণকে ইন্দ্রাদি
দেবগণকে, এবং সমস্ত তীর্থায়তনসমূহকে সেই
পর্যন্তে আনয়ন করিলেন । সুরশ্রেষ্ঠ তুষ্ট হইয়া
সেই স্থানে বাস স্থাপন করিলেন । ১—২৪ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

অথ উচুঃ। অৰ্জুদন্ত চ মাধাধ্যাং বিস্তরেণ
বলম্ নঃ। কোতুৰং সূত নো জাতং কথয়স্ব যথা
শুভম্ ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। পুতাসীচ্চ অধিশ্রেষ্ঠঃ
পুলস্ত্যো ভগবান্মুনিঃ। যযাতেচ্চ গৃহে যাতস্তং
নত্বা চাত্ৰবীৰ্য্যপঃ ॥ ২ ॥ যযাতিৰুবাচ। স্বাগতং তে
মুনিশ্রেষ্ঠ সফলং মেহদ্য জীবিতম্। কথয়স্ব
প্রসাধেন কথামৰ্জুদন্তসন্তবাম্ ॥ ৩ ॥ অৰ্জুদাত্যো
নগো নাম বিখ্যাতো যো ধরাতলে। তন্ত
যাত্ৰাক্রমং ব্রাহ্মি তৎফলং দ্বিজসন্তম্ ॥ ৪ ॥ সৰ্বং
বিস্তরতো ব্রাহ্মি তীৰ্থযাত্রাপরায়ণ। তস্মাদ্ভদ্র মুনিশ্রেষ্ঠ
যেন যাত্রাং করোম্যহম্ ॥ ৫ ॥ পুলস্ত্য উবাচ।
বহুধৰ্ম্মমধ্যে রাজস্বৰ্গদুঃ পক্ষতোস্তঃ। অশক্তো
বিস্তরাৎকুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৬ ॥ সংকেপাদেব
বক্ষ্যামি তীৰ্থধৰ্ম্মানি তে তথা। নাগতীৰ্থং তু
তজ্জাদ্যং সৰ্বকামপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৭ ॥ নারীগাং চ
বিশেষেণ পুত্ৰসৌভাগ্যদায়কম্। শূণ্ড রাজন
পুরাকৃতং যতোহত্যাস্ত্যৰ্য্যমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥ গৌতমী

পঞ্চম অধ্যায়।

অধিগণ কহিলেন,—সূত! আমাদের বড়
কোতুল হইয়াছে; তুমি অৰ্জুনের শুভ মাধাধ্যা
বিস্তররূপে বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—পূর্বে
পুলস্ত্য নামে এক ঋষিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি
একদা যযাতির গৃহে গমন করিলেন। রাজা যযাতি
প্রণামপূর্বক বালিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার
শুভাগমন ত? অদ্য আমার জীবন সকল হইল।
আপনি প্রসন্ন হইয়া অৰ্জুদন্ত কথা ব্যক্ত করুন।
অৰ্জুদ নামে ধরাতলে যে বিখ্যাত পক্ষত আছে,
উহার যাত্রাক্রম ও ফলজ্ঞতি বিষয় প্রকাশ করিয়া
বলুন। হে তীৰ্থযাত্রাপরায়ণ মুনিবর! আমি এই
তীৰ্থযাত্রা করিব। অতএব সমস্তই বিস্তররূপে
বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন! পক্ষতবর
অৰ্জুদ বহু ধৰ্ম্মময়; আমি শতবৎসরেও তাহার
বিস্তৃত বার্তা বর্ণন করিতে অক্ষম। অতএব
সংকেপ ক্রমেই তজ্জাত্য প্রধান প্রধান তথ্যসমূ-
হের বৃত্তান্ত বর্ণিতোছ। তথ্য প্রথমেই নরগণের
সৰ্বকামফলপ্রদ নাগতীৰ্থ; বিশেষতঃ উহা নারী-
গণের পুত্ৰসৌভাগ্যদায়ক! পূর্বে এখানে যে
আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, রাজন! অগ্রে তাহা

ব্রাহ্মণী নাম্নী সতী সাধ্বী পতিব্রতা। বালবৈধব্য-
সম্প্রাপ্তা তীৰ্থযাত্রাপরায়ণা ॥ ১ ॥ অৰ্জুদং সা চ
সম্প্রাপ্তা নাগতীৰ্থং বিবেশ হ। তস্মিন্ জলে নিমগ্না
সাপ্লাতুমভ্যায়যৌ পুরা ॥ ১০ ॥ নায়কা পুত্ৰসংযুক্তা
ততীৰ্থং সমুপাগতা। শুক্রবাং সা ততস্তান্ত্র্যাক্ষৈ
নানাবিধাং নৃপ ॥ ১১ ॥ সৰ্বোপকরনৈর্দর্ভৈঃ
সুমনোভঃ পৃথগিধৈঃ। অথ সা চিত্তঘামাস
গৌতমী পুত্ৰহৃথিতা ॥ ১২ ॥ ধন্তোহয়ং তনয়ো
হস্তাঃ শুক্রবাঃ কুরুতে সদা। পুত্ৰযুক্তা দ্বিধাং ধন্তা
ধিগহং পুত্ৰবজ্জিতা ॥ ১৩ ॥ অহং ভার্গৱী বিযুক্তা চ
পুত্ৰহীনী স্তুত্বাংখিতা। অথ সা নির্গতা তস্মাৎ
সলিলামুপসন্তম ॥ ১৪ ॥ বিনাপি ভর্তৃসংযোগাৎ
সদ্যো গর্ভবতী হভূৎ। সা গর্ভলক্ষণৈর্গুত্ৰা
মুজনত্রীড়য়াধিতা ॥ ১৫ ॥ চকার মরণে বৃদ্ধিং
জাগ্রামাস পাবকম্। এতস্মিন্নেব কালে তু
বাণ্ডবাচাশরীরীণী ॥ ১৬ ॥ বাণ্ডবাচ। নো জং
গৌতমি চিত্রায়ৌ প্রবেশং কর্তুমর্হসি। দোবো
নাস্তি তবাত্মার্থে তীৰ্থস্তু প্রভাবতঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রবণ করুন। গৌতমী নামে এক সতী সাধ্বী
পতিব্রতা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি বাল্যকালেই
বৈধব্যদশাগ্রস্ত হইয়া তীৰ্থযাত্রায় নিরন্ত হন।
ক্রমে অৰ্জুদাচলে ভিন নাগতীৰ্থে প্রবেশ করেন।
সেখানে গৌতমীজলময় হইয়া তীৰ্থগমন করিলেন।
এই সময় এক পুত্ৰবতী রমণী সেই তীৰ্থে স্নান
করিতে আসিলেন। গৌতমী দর্ভ, পুষ্প, ও
অন্তান্ত বিবিধ উপকরণ দ্বারা ঠাঁহার শুক্রবা করি-
লেন। অনন্তর পুত্ৰহৃথিতা গৌতমী চিত্রা
করিতে লাগিলেন,—ধন্ত এই রমণীর পুত্ৰ। ধন্ত
ইহার পুত্ৰবতী মাতা। এই পুত্ৰ ইহাকে কতই না
শুক্রবা করিতেছে! আহা! আমি পুত্ৰবজ্জিতা!
আমি সদা ধিক্কারেরই যোগ্যা। আমার ভার্ভা
নাই, পুত্ৰ নাই, আমি অতিবড় দুঃখিতা। এইরূপ
ভাবিতে ভাবিতে গৌতমী সেই তীৰ্থ সলিল হইতে
উখিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য ভর্তৃসঙ্গম
বাতীতই সদ্যঃ ঠাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। তিনি
গর্ভলক্ষণে লক্ষিতা ও সাধুজন হইতে লজ্জিতা
হইয়া দেহত্যাগার্থ অগ্নিপ্রজ্জালন করিলেন। ইত্য-
বসরে এক অশরীরীণী বাণী উখিত হইয়া কহিল,—
গৌতমি! তুমি চিত্তানলে প্রবেশ করিও না।
তোমার গর্ভ সঞ্চার বিষয়ে তোমার নিজের কোন

যো যথাহুতি চিত্তে চ জলমধ্যে স্থিতো নরঃ ।
 চিত্তিতং চ তদাপোতি নারী বা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥
 ত্বয়া তন্ত্ৰাঃ সূতং দৃষ্ট্বা পুত্রবাহ্না কৃত্তা হৃদি ।
 তব গৰ্ভগতো নুনং পুত্রঃ পুত্রি ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
 তস্মাদ্বিরম ভজং তে নিদোষাস পতিব্রতে ।
 বিররাম ততঃ সাক্ষী গোতমী ময়গম্বুপ ॥ ২০ ॥
 ঋত্বাকাশগতাং বাণীং দেবদূতেন ভাষিতাম্ ।
 দৃষ্ট্বা পতিং বিনা গৰ্ভং বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ২১ ॥
 অহো তীর্থপ্রভাবোহয়মপূৰ্ব্বঃ প্রতিভাতি মে ।
 যত্র সজ্জায়তে গৰ্ভঃ স্ত্রীণাং শুক্ররজো বিনা ॥
 ২২ ॥ নাহং কুত্রাপি যাত্ৰামি মুক্কেদং তীর্থমুত্তমম্ ।
 এবমুক্তা ততঃ সাক্ষী তদৈব ত্ববসং সদা ॥ ২৩ ॥
 পুত্রং বৈ জনয়ামাস সৰ্বলক্ষণলক্ষিতম্ । তত্র
 পার্থিবশাৰ্দুল কৃষ্ণপক্ষেহসিনস্ত চ ॥ ২৪ ॥ যঃ পুনঃ
 কুরুতে শ্রদ্ধং তন্তু বংশো ন নশ্তি । ন প্রেতো
 জায়তে রাজন্ বংশে তন্তু কদাচন ॥ ২৫ ॥ যঃ
 পুমান্ কামরহিতঃ স্নানঃ তত্র সমাচরেৎ । শ্রাদ্ধঞ্চ
 পার্থিবশ্চেষ্টে তন্তু লোকাঃ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥ যা স্ত্রী

দোষ নাই। তীর্থের প্রভাবেই এইরূপ ঘটনা
 ঘটিয়াছে। দেখ, যে নর বা নারী এই জলমধ্যে
 থাকিয়া মনে মনে যে কামনা করে, তাহার সে
 কামনা নিশ্চতই পূর্ণ হয়। তুমি পুত্রবতী রমণীর
 পুত্র দোষযা হৃদয়ে পুত্র বাহ্না কারিয়াছ, বৎসে!
 এজন্ত তোমার গৰ্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাই
 বলিতেছি তুমি ময়গ হহতে বিরত হও। হে
 পতিব্রতে! তুমি নিদোষা, তোমার মঙ্গল
 হোক। হে নূপ! সেই দেবদূতভাষিত
 আকাশবাণী শ্রবণ কারিয়া সাক্ষী গোতমী ময়গ
 হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং পতি ব্যতীত গৰ্ভ
 হইতে দোষযা এই বাক্য বলিলেন যে, অহো!
 তীর্থের এক অপূৰ্ব্ব প্রভাব! এখানে শুক্র ও রজঃ
 ব্যতীতই স্রাগণের গৰ্ভসঞ্চারণ হয়। অতএব আর
 আমি এতদূর পারত্যাগ করিয়া কুত্রাপি যাইব না।
 এই বলিয়া সেই সাক্ষী সেইখানেই বাস করিতে
 লাগিলেন। কালক্রমে তিনি একটা পুত্রপুস্তান
 প্রসব করিলেন। হে পার্থিববর! আশ্বিন মাসের
 কৃষ্ণপক্ষে যে নর এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তাহার
 বংশলোপ কখন হয় না এবং বংশের কেহই
 প্রেতযোনি লাভ করে না। যে পুরুষ নিকামভাবে
 তথায় স্নান ও শ্রাদ্ধস্তুতন করে, নৃপবর! তাহার
 জন্ত সনাতন লোক সকল সুনিশ্চিত। যে নারী এ

পুষ্পকলাস্তেব তীর্থে চান্দ্রিন্ বিসর্জয়েৎ । সা
 স্তাৎ পুত্রবতী যন্তা সৌভাগ্যাক্ষ প্রপদ্যতে ॥ ২৭ ॥
 নিকামা স্বর্গমাপ্নোতি দুষ্প্রাপ্যং ত্রিদশৈরাপ । তস্মাৎ
 সৰ্বপ্রযত্নেন যাত্ৰাং তন্তু সমাচরেৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীহান্দে নাগভীর্ণমাহাশ্রম্যবর্ণনং নাম
 পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেমুপশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠং
 তপসাং নিধিম্ । যং দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যক্ কৃতার্থস্ত
 মবাধুয়াৎ ॥ ১ ॥ তত্রাস্তি জনসম্পূর্ণং কুণ্ডং পাপ-
 হরং নৃণাম্ । তস্মিন্ কুণ্ডে নৃপশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠেন
 মহান্ননা ॥ ২ ॥ গোমতী চ সমানীতা তপসা
 নৃপসত্তম । তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ পাতকৈ-
 র্বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ ঋষিধাত্তেন যন্তত্র শ্রাদ্ধং নৃপ
 সমাচরেৎ । স পিতৃন্তারয়েৎ সৰ্বান পক্ষয়ো-
 রুভয়োরাপি ॥ ৪ ॥ অত্র গাথা পুরা গীতা নারদেন
 মহান্ননা । সাত্তা পুণ্যোদকে তত্র দৃষ্ট্বা তং মুনি-
 সত্তমম্ ॥ ৫ ॥ কিং গয়াশ্রাদ্ধদানেন কিমন্তৈর্দধ-

তীর্থে পুষ্প ফল বিসর্জন করে, সেই যন্তা নারী
 পুত্রবতী হইয়া থাকে। তাহার সৌভাগ্যপ্রাপ্তি
 হয়। যে নারী নিকামা হইয়া ঐরূপ আচরণ করে,
 তাহার দেবদুর্গত স্বর্গলাভ হয়। অতএব সৰ্ব-
 প্রযত্নে এই তীর্থযাত্রা সম্পাদন করিবে। ১—২৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর মানব তপো-
 নিধি বসিষ্ঠসমীপে গমন করিবে। তাঁহাকে দর্শন
 করিয়া মানব কৃতার্থ হইয়া থাকে। ঐস্থানে মানব-
 গণের পাপহর জলপূর্ণ এক কুণ্ড আছে। মহাত্মা
 বসিষ্ঠ ঐ স্থানে গোতমীকে আনয়ন করেন।
 নরগণ ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া পাতক হইতে মুক্তি-
 লাভ করে। যে জন উভয় পক্ষে ঋষিধাত্ত দ্বারা
 ঐ স্থানে পিতৃগণ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, সে
 পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া থাকে। পূর্বে মহাত্মা
 নারদ এই স্থান দৃষ্ট্বে এক গাথা কীর্ত্তন করিয়া-
 ছেন যে, এই স্থানে পুণ্যোদকে স্নানান্তে মুনিসত্তম
 বসিষ্ঠকে দর্শন করিলে, গয়াশ্রাদ্ধ বা অন্য যজ্ঞবিহীন-

বিস্তরৈঃ । বসিষ্ঠশ্রামঃ প্রাপ্য যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে
নরঃ । স পিতৃস্তারয়েৎ সর্কানাক্তানাং নৃপসন্তম ।
৬ । তত্রৈবাক্ষতী সাধ্বী বসিষ্ঠশ্রমোপতঃ ।
পূজনীয়া বিশেষণে সৰ্বকামপ্রদা নৃণাম্ ॥ ৭ ॥ বাল্যে
বয়সি যৎপাপঃ বার্কিকে যৌবনেহপি বা । বসিষ্ঠ-
দর্শনাৎ সদ্যো নরাণাং য়াতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৮ ॥ দীপং
প্রযচ্ছতে যন্ত বসিষ্ঠাগ্রে সমাহিতঃ । সুখসৌভাগ্যা-
সংযুক্তস্তেজস্বী জায়তে নরঃ ॥ ৯ ॥ উপবাসপর্যো
যন্ত তত্রৈকং রজনীং নয়ৎ ॥ স য়াতি পরমং স্থানং
যত্র সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥ ১০ ॥ ত্রিরাত্রি কুরুতে যন্ত
বসিষ্ঠাগ্রে সমাহিতঃ । স য়াতি চ মংলোৎকঃ জরামরণ-
বর্জিতঃ । যন্ত মাসোপবাসঃ চ বসিষ্ঠাগ্রে করোতি
চ । সোহপি মুক্তিমবাপ্নোতি ন য়াতি স ভবাবর্ণম্ ॥
১২ ॥ শ্রাবণশ্রুতিতে পক্ষে পৌর্ণমাসঃ সমাহিতঃ ।
ঋষিঃ তর্পয়তে যন্ত ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥
বসিষ্ঠশ্রমো যন্ত গায় ত্র্যম্বজং জপেৎ ॥ আজয়-
মরণাৎ পাপাং সদ্যো মুচ্যেত মানবঃ ॥ ১৪ ॥ বাম-
দেবং যজেক্ষত্ব যদি শ্রদ্ধাসমর্পিতঃ । অগ্নিষ্টোমকলঃ

রের প্রয়োজন কি ? যে নর বসিষ্ঠশ্রম প্রাপ্ত হইয়া
শ্রাদ্ধ প্রদান করে, সে আপনার সহিত পিতৃগণকে
উদ্ধার করিয়া থাকে । ঐ স্থানেই বসিষ্ঠাশ্রমে
সাধ্বী অরুদ্রতী অবস্থান করিতেছেন । তাঁহাকে
বিশেষরূপে পূজা করিতে হয় । তিনি নরগণের
সর্বকাম প্রদান করিয়া থাকেন । বাল্য, যৌবন,
বার্কিকো নরগণের যে পাপ সঞ্চিত হয়, বসিষ্ঠ-
দর্শনে সদ্যই তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে
নর সমাহিত হইয়া বসিষ্ঠাগ্রে প্রদীপ প্রদান করে,
সে সুখসৌভাগ্যযুক্ত তেজস্বী পুরুষ হইয়া থাকে ।
তথায় উপবাস করিয়া যে নর একরাত্রি যাপন করে,
তাহার পবিত্র সপ্তর্ষিগণাধিষ্ঠিত পরম স্থান লাভ
হয় । যে নর বসিষ্ঠাগ্রে ত্রিরাত্রি যাপন করে, সে
জরামরণবর্জিত হইয়া মংলোকে উপনীত হইয়া
থাকে । যে নর বসিষ্ঠাগ্রে মাসোপবাস করে, তাঁহার
মুক্তি হয়, তাহাকে আর ভাবণে পতিত হইতে
হয় না । যে ব্যক্তি শ্রাবণের শুক্লপক্ষে পূর্ণিমায় সমা-
হিত হইয়া বসিষ্ঠ ঋষির তর্পণ করে, তাহার ব্রহ্ম-
লোক লাভ হয় । বসিষ্ঠাগ্রে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী
জপ করিলে মানব জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত
আচরিত সর্বপাপ হইতেই সদ্য মুক্ত হয় । এই
স্থানে শ্রদ্ধাষিত হইয়া যদি নর বামদেবের অর্চনা
করে, তবে সদ্যই অগ্নিষ্টোমকল লাভ হয় । অত-

রাজন্ সত্যঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৫ ॥ তন্মাৎ
সর্গপ্রযত্নে জইবোহসৌ মহামুনিঃ । শুচিভিঃ
শ্রদ্ধা যুক্তান্তে যান্তস্তি পরং পদম্ ॥ ১৬ ॥ তন্মাৎ
সন্মাননা রাজন্ বামদেবঃ চ পূজয়েৎ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীহান্দে বসিষ্ঠাশ্রমমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছন্নপশ্চেষ্ট সুপুণ্য-
মচলেশ্বরম্ । যং দৃষ্ট্বা সিদ্ধিমাশ্রোতি নরঃ শ্রদ্ধা-
সমর্পিতঃ ॥ ১ ॥ তত্র কৃকচ্চতুর্দশাং যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে
নরঃ । আর্ষিনে কান্তনে বাপি স য়াতি পরমাং
গতিম্ ॥ ২ ॥ যন্ত পূজয়তে তক্ত্যা দক্ষিণাং দিশ-
মাস্থিতঃ । পুত্রেঃ পত্রেঃ কলৈশ্চৈব সোহশ্রমেধকলঃ
লভেৎ ॥ ৩ ॥ পঞ্চামৃতেন যন্তত্র তর্পণং কুরুতে
নরঃ । সোহপি দেবশ্রু সাধিধ্যাং শিবলোকম-
বাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥ প্রদক্ষিণান্তে যন্তশ্রু প্রণামং কুরুতে
নরঃ । নন্তস্তি সর্বপাপানি প্রদক্ষিণপদেপদে ॥ ৫ ॥
তত্রাশ্রম্যমভূৎ পূর্বং ততঃ শূনু মহামতে । যদা

এব সর্বপ্রযত্নে নরগণ শুচি ও শ্রদ্ধাষিত হইয়া মহা-
মুনি বসিষ্ঠকে তথায় সন্দর্শন করিবে । এইরূপ
করিলে পরমপদ লাভ হইবে । হে রাজন্ ! এইজন্তই
সর্ব-প্রাণে বামদেবের অর্চনা করিতে হয় । ১—১৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অতঃপর নর সুপুণ্য
অচলেশ্বরে গমন করিবে । শ্রদ্ধার সহিত ঐ
অচলেশ্বরের দর্শনে নর সিদ্ধিলাভ করে । ঐ
স্থানে আর্ষিনে ও কান্তনে কৃকচ্চতুর্দশাং যঃ
শ্রাদ্ধং কুরুতে, তাহার পরম গতি লাভ হয় । যে নর
ঐ পক্ষতের দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া তক্তিপূর্বক
পুত্রে পত্রে কল দ্বারা অর্চনা করে, তাহার অশ্রমে-
ধকল লাভ হয় । মানব যে পঞ্চামৃত দ্বারা ঐ স্থানে
তর্পণ করে, তাহার শিবলোক লাভ হইয়া থাকে ।
যে প্রদক্ষিণান্তে উহাকে প্রণাম করে, তাহার পদে
পদে সর্বপাপ নষ্ট হইয়া যায় । হে মহামতে ! ঐ
অচলেশ্বরে পূর্বে এক আশ্রম্য ঘটনা ঘটিয়াছিল,

পূর্বঃ স্রুতঃ স্বর্গে নারদাচ্চরুস্মিতো ॥ ৬ ॥ তত্র
পূর্বঃ শুকো নীড়ঃ রূক্ষে চৈবাকরোদ্ভিজঃ। গত-
গতেন নীড়স্ত কুরুতে তং প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৭ ॥ ন চ
ভক্ত্য। মহারাজ পক্ষিযোনি সমুদ্ভবঃ। অথাসৌ
যত্নমাপন্নঃ কালেন মহতা শুকঃ ॥ ৮ ॥ সঞ্জাতঃ
পার্শ্বিবে বংশে রাজা বেণুরিতি স্মৃতঃ। জাতিশ্রম্যে
মহারাজ সর্বশক্রনিরুন্তনঃ ॥ ৯ ॥ স তং স্মৃষ্য
প্রভাবং হি প্রদক্ষিণাসমুদ্ভবম্। অচলেশ্বরমাসাদ্য
প্রদক্ষিণামধাকরোৎ ॥ ১০ ॥ নক্তং দিনং মহারাজ
নাশ্রুৎ কিঞ্চিৎ করোতি সঃ। ন তথা তপসে
যন্তো ন নৈবেদ্যে কথঞ্চন ॥ ১১ ॥ ন পুষ্পে
ধূপদানে চ প্রদক্ষিণাপরঃ সদা। কেনচিৎকথ
কালেন মুনয়োহত্র সমাগতাঃ ॥ ১২ ॥ নারদঃ
শৌনকশ্চৈব হারীতো দেবলস্তথা। গালবঃ
কপিলো নন্দঃ সূহোত্রঃ কণ্ডপো নৃপ ॥ ১৩ ॥ এতে
চাত্রে চ বহুবো দেবব্রতপরায়ণাঃ। কেচিৎ স্নানং
কারয়ন্তি তস্ত লিঙ্গস্ত ভক্তিতঃ ॥ ১৪ ॥ অস্ত্রে চ
বিবিধাং পূজাং জপমন্ত্রে সমাহিতাঃ। একে নৃত্যন্তি
রাজেন্দ্র গায়ন্তি চ তথা পরে ॥ ১৫ ॥ বলিমন্ত্রে

শ্রবণ করুন। আমি ঐ ঘটনা স্বর্গে ইন্দ্র-সম্মিথানে
নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ঐ স্থানে পূর্বে
এক শুক অচলেশ্বরের প্রাসাদে নীড় নির্মাণ করিয়া-
ছিল। সে তাহার নীড়ে যাতায়াতকালে উৎ
প্রদক্ষিণ করিত। মহারাজ! এই পক্ষিযোনিজাত
জীব ভক্তিপূর্বক ঐ কার্য করত না; তথাচ দীর্ঘ
কাল পরে যত্ন হইলে ঐ শুক রাজবংশে রাজা
বেণু নামে জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ! সেই সর্ব-
শক্রসংহারী রাজার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ ছিল।
তিনি একদা অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণামাহাত্ম্য শ্রবণ
করিয়া তথায় আগমনপূর্বক তাহাকে প্রদক্ষিণ
করিলেন। হে রাজন! রাত্রি দিন তিনি ঐ অচলে-
শ্বরেরই প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, অস্ত্র কিছুই
করিলেন না। তপস্তায়, নৈবেদ্য নিবেদনে, কিম্বা
পুষ্পধূপাদি-দানে কোন কিছুতেই তাহার যত্ন দেখা
গেল না। তিনি কেবল সেই অচলেশ্বরের প্রদ-
ক্ষিণ-পরায়ণ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তথায়
নারদ, শৌনক, হারীত, দেবল, গালব, কপিল
নন্দ, সূহোত্র ও কণ্ডপ এবং অন্যান্য দেবব্রত-পর-
ায়ণ বহু মুনি সমাগত হইলেন। তাহারা আসিয়া
কেহ কেহ ভক্তিপূর্বক, শিবলিঙ্গের স্নান করাইতে
লাগিলেন। কেহ পূজা, এবং কেহ কেহ বা জপ-

প্রযুক্তি ভক্তিঃ কুর্যন্তি চাপরে। অধাশ্রিয়াঃ পরঃ
দৃষ্টা প্রদক্ষিণাপরং নৃপম্ ॥ ১৬ ॥ পরং কোতু-
কমাপন্ন। বাক্যমেতদধাক্রবন্। প্রদক্ষিণাসমুদ্ভুতঃ
কারণং জ্ঞাতুমিচ্ছবঃ ॥ ১৭ ॥ স্বয়ং উচুঃ। কশ্যপঃ
পার্শ্বিবেশ্রেষ্ঠ প্রদক্ষিণাপরঃ সদা। দেবস্তান্ত্র বিশে-
ষণে সত্যং নো বক্তুমর্হসি ॥ ১৮ ॥ ন দদাসি জনঃ
লিঙ্গে প্রভুতং স্মমনোহরম্। পুষ্পধূপাদিকঃ বাধ
স্তোত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১৯ ॥ সমধোহসি তথা
শ্রেষ্ঠাং দানানাং ত্বং মহোপতে। এতন্নঃ কোতু-
কং সর্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥ বেণুকবাচ। যদহং
সম্ভবক্ষ্যামি শ্রুতং বিজসন্তমাঃ। পূর্বদেহান্তরে
ব্রুতং সর্বং সত্যং বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥ প্রাসাদেহস্মি
পুরা পক্ষী শুকোহহং স্থিতবাস্তদা। কৃতবাংচ
তদা দেবং প্রদক্ষিণামহর্নিশম্ ॥ ২২ ॥ রূপয়াস্ত
প্রভাবাচ্চ জাতো জাতিশ্রম্যহম্। অধুনা পরয়া

কার্যে নিরত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! তাহাদের
মধ্যে অনেকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ
সঙ্গীতে তৎপর হইলেন। কেহ কেহ বলি প্রদান
করিলেন এবং অস্ত্র অনেকে ভক্তি করিতে
লাগিলেন। এই অবস্থায় তাহারা এই এক আশ্চর্য
ব্যাপার দেখিলেন যে, বেণু রাজা কেবল সেই
অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণই করিতেছেন, তথাভীত
আর কিছুই তিনি করিতেছেন না। তদ্বর্ণনে
তাহাদের পরম কোতূহল জন্মিল। তাহারা
প্রদক্ষিণা জন্ত কারণ জিজ্ঞাসার্থ রাজাকে কহি-
লেন,—নৃপবর! কিজন্ত আপনি সর্বদা এই
অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণা ব্যাপারে নিরত রহিয়াছেন?
সত্য করিয়া বলুন। আপনি লিঙ্গে জল দান
করিতেছেন না বা তত্‌পরি প্রচুর পুষ্পাদিও অর্পণ
করিতেছেন না; বিবিধ স্তোত্র মন্ত্র আপনা দ্বারা
উচ্চারিত হইতেছে না। আপনি অন্যান্য বহু দান
করিতেই সমর্থ। তথা তাহা করিতেছেন না।
ইহার কারণ কি? আমাদের কোতূহল হইয়াছে। এ
সকল কথা ব্যক্ত করুন ॥ ১—২০ ॥ বেণু বলিলেন,—
বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! আমি যাহা বলি, শ্রবণ করুন।
আমার কথিত বিষয় পূর্বদেহান্তরে ঘটিয়াছিল,
সুতরাং ইহা বিশেষরূপেই সত্য। পুরাকালে এই
প্রাসাদে আমি এক শুকপক্ষিরূপে অবস্থান করিতে-
ছিলাম। তখন আমি দ্বারা রাত্রিদিন এই অচলে-
শ্বর দেব প্রদক্ষিণীকৃত হইতেন। অনন্তর এই
দেবদেবের রূপায় আমার সেই কর্মপ্রভাবে আমি
১৬২গ

ভক্ত্যা যৎকরোমি প্রদক্ষিণাম্ ॥ ২৩ ॥ ন জানে
কিং কলং মেহদ্য দেবস্তাস্ত প্রসাদতঃ এত-
স্মাৎ কারণাচ্চাহঃ নাস্তৎ কিকিৎ করোতি ভোঃ ॥
২৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । বেণুবাক্যং ততঃ
শ্রদ্ধা মুনয়ঃ সংশিতব্রতঃ । বিস্ময়োৎফুল্লনয়নাঃ
সাধুসাধ্বিতি চাক্রবন ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণপরাঃ
সর্বৈ তত্র মহর্ষয়ঃ । বভূবুর্ধুনয়ঃ সর্বৈ শ্রদ্ধয়া
পরয়া যুতাঃ ॥ ২৬ ॥ সোহপি রাজা মহাতোগো
বেণুঃ শস্তোঃ প্রসাদতঃ । শান্তঃ স্থান- মাপন্নৈ
দুর্লভং ত্রিদশৈরপি ॥ ২৭ ॥

ইতি জীকান্দেহচলেশ্বর প্রভাবর্ণনমঃ

নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নপশেষ্ঠ ভদ্রকর্ণং
মহাহুদম্ । ত্রিনেত্রাভাঃ শিলা যত্র দৃষ্টান্তেহদ্যপি
ভূরিশঃ ॥ ১ ॥ তস্মৈব পশ্চিমে ভাগে লিঙ্গমাস্ত
পি নাকিনঃ । যং দৃষ্ট্বা মানবস্তত্র ত্রিনেত্রসদৃশো
ভবেৎ ॥ ২ ॥ ভদ্রকর্ণগণো নাম পুরাসীচ্ছিন্নরতঃ

জাতিশ্রয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । * তাই
অধুনা পরম ভক্তিব্যোগে ইহার প্রদক্ষিণা কার্য্যই
করিতেছি । দেবদেবের প্রসাদে আমার এই
কার্য্যের কল আরও যে কি হইবে, তাহা আমি
জানি না । হে ঋষিগণ ! জানিবেন,—এই কারণেই
আমি প্রদক্ষিণ ব্যতীত আর কিছুই করিতেছি না ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—বেণুরাজের বাক্য শুনিয়া
সংশিতব্রত মুনিগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত অচলেশ্বরের
প্রদক্ষিণ কার্য্যে নিরত হইলেন । সেই মহাভাগ্য-
ধর বেণু রাজা শত্ৰুর প্রসাদে পুরে নিত্যধাম প্রাপ্ত
হইলেন । এ ধাম দেবগণেরও দুর্লভ । ২১—২৭ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অতঃপর নয়
ভদ্রকর্ণ নামক মহাহুদে গমন করিবে । ঐ
স্থানে অদ্যপি ভূরি ভূরি ত্রিনেত্রাভ শিলা দৃষ্ট
হইয়া থাকে । ঐ মহাহুদের পশ্চিমভাগে মহা-
দেবের এক লিঙ্গ আছে । তদদর্শনে মানব ত্রিনেত্র-
সদৃশ হয় । পুরাকালে ভদ্রকর্ণ নামে শিবের এক

তেনাত্র স্থাপিতং লিঙ্গং হুদশ্চৈব বিনিশ্চিতং ॥ ৩ ॥
কেনচিৎকালেন সংগ্রামে দানবৈঃ সহ । যুযুধে
পুরতঃ শস্তোর্নানাগণসমধিতঃ ॥ ৪ ॥ নষ্টে স্বন্দে
হতে সৈন্তে বীরভদ্রে পরাজিতে । গতান্তে ভয়-
সস্তস্তা মহাকালে বিনির্জিত্তে ॥ ৫ ॥ বলবান্মুর্চিনাম
দানবো বলবতরঃ । গভ্গাচর্ম্মধরঃ শীঘ্রং মহেশ্বরমুপাভ্র-
বৎ ॥ ৬ ॥ ভদ্রকর্ণস্ত তং দৃষ্ট্বা দানবং তদনন্তরম্ । পতন্ত্য
সম্মুখস্তত্র তিষ্ঠতিষ্ঠোতি চাক্রবীৎ ॥ ৭ ॥ ছিষাসিম-
সিনা তস্ত চর্ম্ম চাপি মহাবলঃ । স্তনয়োঃস্তরং দৈত্যং
কোপাবিষ্টোহনন্তম ॥ ৮ ॥ অথাসৌ নিহতস্তেন
প্রবিশ্য বিপুলং তমঃ । নিপপাত মহীপৃষ্ঠে বায়ুভয়
ইব ক্রমঃ ॥ ৯ ॥ বধং প্রাপ্তস্ত দৈত্যোহসৌ নহা
হরমসৌ স্থিতঃ । সত্যো স্থিতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা ততস্তৌ
মহেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥ জীভগবান্নবাচ । তব বীৰ্য্যেণ
সন্তপ্তৌ ধর্ম্মেণ চ বিশেষতঃ । বরং বরয় ভদ্রং তে
নিত্যং যো হুদয়ে স্থিতঃ ॥ ১১ ॥ ভদ্রকর্ণ উবাচ ।
যন্ময়া স্থাপিতং লিঙ্গমর্কবুদে সুরসন্তম । অত্রাশ্র
তব সান্নিধ্যং হুদেহস্মিংশ্চ স্থিরো ভব ॥ ১২ ॥

প্রিয় প্রমথ ছিলেন । তিনি এই লিঙ্গ স্থাপন ও হুদ
নির্মাণ করেন । কোন সময়ে ভদ্রকর্ণ নানাগণ-
সৈন্তে অধিত হইয়া শত্রুর সমকে দানবগণ সহ যুদ্ধ
করিয়াছিলেন ! সেই যুদ্ধে স্বন্দ পলায়ন করেন ।
প্রমথসৈন্ত নিহত হয় । বীরভদ্র পরাজিত
হন এবং মহাকাল নির্জিত হইয়াছিলেন ।
এইরূপ পরাজয় ঘটনায় সকলেই ভয়ভ্রান্ত
হইয়া পলায়ন করেন । তখন বলবান্ নমুচি
দানব গভ্গাচর্ম্ম ধারণপূর্বক বেগে মহেশ্বর-
ভিমুখে ধাবিত হইল । ভদ্রকর্ণ তৎক্ষণে সেই
দামবকে আসিতে দেখিয়া 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বাণী উচ্চা-
রণ করিলেন এবং স্বীয় অসি দ্বারা তদীয় অসি-
চর্ম্ম ছেদন করিয়া সকোপে সেই দৈত্যের বক্ষস্থলে
আঘাত করিলেন । অনন্তর সেই আঘাতে নমুচি
দানব নিহত হইয়া ঘোর অঙ্ককার দর্শনপূর্বক বায়ু-
ভয় ক্রমের স্তায় মহীপৃষ্ঠে পতিত হইল । নমুচি
দৈত্য নিহত হইলে ভদ্রকর্ণ দেবদেবকে নমস্কার
করিয়া তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । ভদ্রকর্ণকে
সত্যনিষ্ঠ দেখিয়া মহেশ্বর তুষ্ট হইলেন এবং বলি-
লেন,—তোমার বীৰ্য্যে—বিশেষ ধর্ম্মজ্ঞানে আমি
সন্তুষ্ট হইয়াছি । তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ;
নিত্য তোমার মঙ্গল হোক । ভদ্রকর্ণ কহিলেন,—
হে সুরসন্তম ! ১—১১ । আমি অর্কবুদে আপনায় যে

শ্রীভগবান্নৃবাচ। মাঘমাসে চতুর্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে
সদা-মম। সান্নিধ্যক বিশেষণে হুদে লিঙ্গে ভবি-
ষ্যতি। ১৩। ভজকর্ণহুদে স্নান্না ত্রিনেত্রাং যঃ
সমাহিতঃ। ত্র্যক্ষতে স তু মে স্থানং শাস্তং
যান্ততি ধ্রুবম্। ১৪। তস্মাৎ সৰ্গপ্রযত্নেন স্নানং
তত্র সমাচরয়েৎ। পূজয়িত্বা চ তন্নিকং শিবলোকঃ
স গচ্ছতি। ১৫।

ইতি শ্রীকান্দে ভজকর্ণহুদে ত্রিনেত্রমাহাত্ম্যাবর্ণনং

নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ। ৮।

নবমোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থং
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। কেদারমিতি বিখ্যাতং সৰ্গ-
পাপহরং নৃপাম্। ১। যত্র মন্দাকিনী পুণ্যা সর-
স্বতী সমাগতা। তত্র স্নাতো নরো রাজন্যুচ্যতে
সৰ্গকিঞ্চিৎ। ২। শৃণু রাজন যথাকৃতমিতিহাসং
পুরাতনম্। ঋষিভির্ভূষা গীতমৰ্কুদে পরিতোক্তম্।
৩। অজপালো নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ। সপ্ত

লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, এটি লিঙ্গে আপনি সন্নিধান
করুন। আর এই হুদে আপনার স্থিতি হোক।
ভগবান্ কহিলেন,—মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী
তিথিতে আমি বিশেষরূপে এই লিঙ্গে হুদে সন্নি-
হিত হইব। যে ব্যক্তি ভদ্রকর্ণ হুদে স্নান করিয়া
সমাহিতভাবে ত্রিনেত্র লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার
শাস্ত স্থান লাভ হইয়া থাকে। অতএব সৰ্গ-
প্রযত্নে ঐ মহাহুদে স্নানচরণ করিবে। স্নানান্তে
সেই লিঙ্গ পূজা করিয়া তীর্থযাত্রী শিবলোকে প্রয়াণ
করিয়া থাকে। ১২—১৫।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর নর-
গণের নিখিলপাপহর ত্রিলোক-বিশ্রুত কেদার-
তীর্থে গমন করিবে। তথায় পুণ্যা মন্দাকিনী সর-
স্বতীর সহিত সমাগত হইয়াছেন। হে রাজন!
নর তথায় স্নান করিলে সৰ্গ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
থাকে। রাজন! পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করুন।
অৰ্কুদাচল সম্বন্ধে, ঋষিগণ উহা বহুধা গান
করিয়াছেন। পূর্বে সূর্য্যবংশে অজপাল নামে

দ্বীপবতীং পৃথ্বীং স পার্শ্ব নাত্র সংশয়ঃ। ৪। ন
হস্তিনো ন পাদাতান চান্দ্রাস্তস্ত ছুপতেঃ। ন
রথাস্ত মহারাজ ন কোশাস্ত তথাবিধাঃ। ৫। ন
গুহ্মাতি করং রাজন প্রজাতোষাধিকং নৃপ। রাজ্যং
স ঐদৃশং চক্রে সৰ্বলোকহিতে রতঃ। ৬। জাতাপ-
রাধো ভূপৃষ্ঠে জায়তে চেৎ কথঞ্চন। তং গম্বা
নিগ্রহং তস্ত চক্ৰঃ শস্ত্রাণি তৎকর্ণাৎ। ৭। এবমস্ত
নরেন্দ্রস্ত বর্তমানস্ত ভূতলে। সূতেন রমতে
লোকো রাজ্যে নিহতকর্ককে। ৮। কামঃ বর্ষতি
পর্জন্তঃ সস্তানি রসবন্তি চ। গাবঃ প্রভুতহৃদ্যাস্ত
বিদ্যমানো নরাধিপে। ৯। কেনাচম্বথ কালেন
বসিষ্ঠো ভগবান্ মুনিঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ন তস্ত
গেহমুপাগতঃ। ১০। তং দৃষ্ট্বা পূজয়ামাস শাস্ত্রদৃষ্টেন
বর্য়না। প্রত্যাখ্যানাভিবাভ্যামর্ঘ্যাদাদ্যাদিতস্তথা।
১১। এবং সম্পূজিতস্তেন ভক্ত্যা পরময়া নৃপ। সূখো-
পবিষ্টো বিপ্রাশ্চো বসিষ্ঠো মুনিস্তমঃ। রাজর্ষীণাং
কথাস্তক্রে দেবর্ষীণাং তথৈব চ। ১২। ততঃ কথাব-
সানে তু কশ্মিণশ্চেন্নৃপসত্তম। পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতস্তং

এক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ সপ্তদ্বীপ পৃথ্বী
পাল করিতেন। সেই নৃপতির হস্তী, অশ্ব,
পদাতি, রথ বা কোষাগার কিছুই ছিল না। তিনি
প্রজাগণের নিকট হইতে অধিক কর গ্রহণ করি-
তেন না। এইরূপে সেই রাজা সৰ্বলোকের
হিতৈষী হইয়া রাজ্য পরিচালন করিতেন। ভূতলে
যদি কেহ কোনরূপে অপরাধী হইত, তবে তৎকর্ণাৎ
তাঁহার শস্ত্র সকল গিয়া তাহার শাস্ত বিধান করিত।
এইরূপে ভূতলে সেই নরেন্দ্রের রাজ্যশাসনকালে
লোকসকল সুখে বাস করিত লাগিল। রাজার
রাজ্যে কোনই উপদ্রব উৎপাত রহিল না। পর্জন্ত
যথাকালে যথেষ্ট বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শস্ত্র
সকল রসবিশিষ্ট হইল এবং গো সকল
প্রভূত দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিল। একদা
ভগবান্ বসিষ্ঠ মুনি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সেই
রাজার গৃহে আগমন করিলেন। তাঁহাকে
দেখিয়া রাজা যথাবিধি প্রত্যাখ্যান, অভিবাदन,
অর্ঘ্য ও পাদ্যাদি প্রদানে পূজা করিলেন। মুনি-
শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ এইরূপে তৎকর্তৃক পরম ভক্তিযোগে
পূজিত হইয়া তদাঙ্গে সূখোপবিষ্ট হইলেন এবং
বিশ্রামান্তে রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণের বিবিধ চরিত-
বার্তা কীর্তন করিলেন। ১—১২। কথাবাসানে রাজা

মুনিঃ সংশিতব্রতম্ ১৩। অজপাল উবাচ। অতীত-
নাগতঃ বিশ্র বর্তমানঃ তথৈব চ। তৎ বেৎসি সকলঃ
ব্রহ্মস্তুপশ্চৰ্ধ্যাপ্রভাবতঃ ১৪। কোতুহলং হৃদি মে
জাতং বর্ততে মুনিপুত্রব। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মহাঃ
কথয়স্ব প্রসাদতঃ ১৫। বসিষ্ঠ উবাচ। ক্রিহি
পাৰ্শ্ববশাৰ্দ্ধিল যন্তে মনসি বর্ততে। কথয়িষ্যামি
তৎসৰ্গং যদ্যপি স্তাৎসুহৃৎতম্ ১৬। রাজোবাচ।
কেন কৰ্ম্মবিপাকেন মমৈতদ্রাজ্যমুত্তমম্। নিক-
টকং সঙ্গা ক্ষেমং সৰ্বকামসমধিতম্ ১৭। ন
দীনো ন চ ক্ৰোধো ব্যাধিগ্রস্তো ন কোহপি
চ। বিদ্যতে মম রাজ্যে চ ন দরিদ্রো মহামুনে ১৮।
নারায়ণঃ মম সাধী চ প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী।
মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা নিতাং মম হিতে রতা। অন্যথা
চিন্তিতং ব্রহ্ম সৰ্গং বিস্তরতো বদ ১৯। কিং
দানম্ প্রভাবেন ব্রতযাগস্ত বা মুনে। তপসা বা
মুনিশ্ৰেষ্ঠ ব্রতস্ত নিয়মস্ত চ ২০। জন্মান্তরকৃতং
পুণ্যং পয়ঃ কোতুহলং হি মে। কথয়স্ব প্রসাদেন
বিস্তরেণ দ্বিজোত্তম ২১। বসিষ্ঠ উবাচ। ষ্ণু
সৰ্গং মহাপাল বিস্তরেণ চ কথ্যতে। ন চ মন্ত্ৰা-

স্তয়া কার্যো ন চ ব্রীড়া মহামতে ২২। অস্ত-
দেহান্তরে রাজহৃদ্ভজাতিসমুত্তবঃ। শূদ্রজাতিরিয়ঃ
সাধী তব পত্নী হৃৎপুয়া ২৩। কেনচিৎপথ
কালেন হৃদিক্ষে সমুপাশ্রিতে। অরক্ষয়াম্মহাজ
সৰ্ব লোকঃ ক্ষুধাৰ্দ্ধিতঃ ২৪। ততঃ ভাৰ্য্যা
সাক্ষিমন্তদেশান্তরে গতঃ। সমাক্রহ চ কৃষ্ণেণ
কৰ্ম্মাশ্চিদগারিনিবায়ৈ ২৫। যদ্য দৃষ্টং মনোহারি
শুভং পঞ্চজকাননম্। তত্র প্রাত্মা পয়ঃ পীড়া পিতৃ-
দেবাঃ প্রতর্পিতাঃ ২৬। মনসা চিন্তিতং হেতুং
পদ্মাস্তাদয় কয়েম্যহম্। বিক্রয়ং যেন চাহারো
ভবেয়ম চ সঙ্গবা ২৭। ততঃ পদ্মানি ছুর্যাণ
গৃহীত্বা ভাৰ্য্যা সহ। গতৌ যত্র জনৌ ভূরি গতঃ
পাৰ্শ্ববসন্তম্ ২৮। ন কেহপি প্রাতঃগৃহান্ত লোকা
হৃদিক্ষেপীড়িতাঃ। ভ্রামতঃ চ সৰ্বত্র শ্রান্তো বৈরাগ্য-
মাগতঃ ২৯। ততো দিব্যবাসনে তু গুহামেকাং
সমাশ্রিতঃ। ভূমৌ পদ্মানি নিক্ষিপ্য ক্ষুধাবিষ্টঃ
প্রমুগুবান ৩০। এতাস্মিন্নেব কালে তু কণ
য়োন্তে সমাগতঃ। পঠিতাং দ্বিজমুখানাং ধ্বনি-
বেদপুৰাণয়োঃ ৩১। তৎ শ্রুত্বা সহসোখায়

অজপাল বিনীতভাবে সংশিতব্রত মুনিকে ত্রি। ঠাসি-
লেন,—ব্রহ্মণ! আপনি তপস্তার প্রভাবে তীত,
অনাগত ও বর্তমান বিষয় সকলই জানেন।
সুতরাং হে মুনিপুত্রব! আমার হৃদয়ে একটা বড়
কোতুহল হইয়াছে। আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।
অগ্রগ্ৰহপূর্বক সেই বিষয় বলুন। বসিষ্ঠ কহি-
লেন,—বলুন রাজন!—আপনার মন, যাহা উদ্ভিত
হইয়াছে, তাহা সুহৃৎ হইলে আমি সমস্তই
আপনাকে বলিব। রাজা অজপাল কহিলেন,—
মুনিবর! কোন কৰ্ম্মবিপাকে আমার এই নিকটক
সৰ্বকামসমৃদ্ধ মঙ্গলময় উত্তম রাজ্য হইয়াছে?
আমার এ রাজ্যে কেহ দীন, দুঃখী; রোগী বা
দরিদ্র নাই; ইহা কোন কন্মের ফল? আপন
এই আমার সাধী নারী প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী;
ইনি মচ্ছিত্তা; মদগতপ্রাণা; এবং নিত্যই মম
হিতব্রতে নিরতা। ইনি যাহা মনে মনে চিন্তা
করিয়াছেন, তাহাও আপনি বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত
করুন দ্বিজবর! কিরূপ দান, ব্রত, যজ্ঞ, তপস্তা বা
নিয়মপ্রভাবে জন্মান্তরকৃত পুণ্যফল ঘটে, তাহা
বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করিয়া বলুন। শুনিবার আমার
বড়ই কোতুহল হইয়াছে। বসিষ্ঠ কহিলেন,—
মহাপাল! শ্রবণ করুন—সমস্তই বিস্তৃতরূপে বলি-

তোছি। মহামতে! আপনি ইহা শ্রবণে মনে
কেনরূপ দৈন্ত বা লজ্জা করিবেন না। রাজন!
দেহান্তরে আপনি শূদ্রজাতীয় এবং আপনার এই
সাধী পত্নীও শূদ্রজাতীয়া ছিলেন। মহারাজ!
একদা ঘোর হৃদিক্ষে উপস্থিত হইলে অশ্রুভাবে
লোক সকল ক্ষুধাতুর হইয়া পড়ে। আপনি তখন
ভাৰ্য্যার সহিত দেশান্তরে গমন করেন এবং
অতিকষ্টে কোন গিরিনিবাসনিকটে আরোহণ
করিয়া এক মনোহর সুন্দর পঞ্চজবন দর্শন
করেন। তদর্শনে আপনি তথায় স্নানান্তে পিতৃ-
দেবগণের তর্পণ করিয়া তথাকার জলপানপূর্বক
মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি এই স্থান
হইতে পদ্ম লইয়া গিয়া বিক্রয় করিব। তাহাতেই
আমার আহার-সংস্থান হইবে। নৃপবর! অনন্তর
আপনি ভাৰ্য্যাসহযোগে তথা হইতে প্রভূত পদ্ম
তুলিয়া লইয়া বহু জনাধ্যুষিত নগরে গমন কর-
লেন। কিন্তু সৰ্বলোক হৃদিক্ষেপীড়িত; সুতরাং
কেহই আপনার সে পদ্ম গ্রহণ করিল না। আপনি
বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইলেন; আপনার
বৈরাগ্যোদয় হইল; আপনি দিব্যবাসনে এক গুহা-
গৃহ আশ্রয় করিয়া ক্ষুধাতুর অস্থায় গুহীয়া রহিলেন।
আপনার পদ্ম সকল ভূতলে নিক্ষিপ্ত রহিল। এই

জ্ঞান জাগরণ ততঃ। পদ্মাস্তাদায় তত্রৈব স্তার্থাঃ
শিবমন্দিরে ॥ ৩২ ॥ তত্র নাগবতী বেঙ্গা শিবরাত্রি-
পরায়ণা। কেশবঃ পরয়া ভক্ত্যা করোতি নিশি
জাগরম্ ॥ ৩৩ ॥ তস্তাঃ পার্শ্বে স্থিতা দাসী অয়া
পৃষ্ঠা নরেশ্বর। দেবস্ত পুরতো বালে কিমর্থঃ
রাত্রিজাগরম্ ॥ ৩৪ ॥ তয়োক্তঃ শিবরাত্র্যাং বৈ
বেঙ্গেয়ং বরবর্ণিনী। কুরুতে নাগবতী নাম রাত্রৌ
ভক্ত্যা চ জাগরম্ ॥ ৩৫ ॥ যঃ শ্রদ্ধাভক্তিসংযুক্তঃ
কুরুতে রাত্রিজাগরম্। পূজয়িত্ব মহাদেবঃ স
যাতি পরমং পদম্ ॥ ৩৬ ॥ কৃৎনোপবাসং পদ্মেষ্ণঃ
পূজয়েদ্ভাষকং নরঃ। স যাতি রুদ্রসালোক্যং
সেব্যমানোহম্পরোগণৈঃ ॥ ৩৭ ॥ সকামো লভতে
কামান্দেবৈরপি সুদুর্লভান্। স হং পদ্মানি মে
দেহি কাঞ্চনং চ পলত্রয়ম্। এতেষাং মূল্যমাদায়
প্রাণাধারং সমাচর ॥ ৩৮ ॥ ততস্ত্বং ভাৰ্য্যয়া
প্রোক্তো গৃহমাণে চ কাঞ্চনে। ন গ্রাহ্যং
মূল্যমেতেষাং অয়া নাথ কথঞ্চন ॥ ৩৯ ॥ উপবাসো

সময় বেদপুরাণপাঠক দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের বেদপুরাণ-
ধ্বনি আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তৎ
শ্রবণে আপনি সহসা উখিত হইয়া অল্পভবে নিশা-
জাগরণোৎসব বুঝিতে পারিয়া পদ্ম সকল গ্রহণ-
পূরক ভাৰ্য্যাসমভিব্যাহারে তথাকার এক শিব-
মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় কেশবকে জে
নাগবতী নামী কোন এক বারবিলাসিনী পরম
ভক্তিযোগে নিশাজাগরণ করিতেছিল। তাহার
পাশ্ববর্তিনী দাসীর নিকট আপনি গিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন। অগ্নি বালে! দেবতার সম্মুখে কি
জন্ত তোমরা রাত্রিজাগরণ করিতেছ? সেই দাসী
বলিল,—আমার এই স্বামিনী বরবর্ণিনী নাগবতী
এক জন বারবিলাসিনী; ইনি অদ্য শিবরাত্রিতে
ভক্তি করিয়া জাগরণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি
শ্রদ্ধা ও ভক্তিসংযুক্ত হইয়া মহাদেবের পূজা
করিয়া রাত্রি জাগরণ করে, সে পরম পদ
লাভ করিয়া থাকে। উপবাস করিয়া যে নর পদ্ম
দ্বারা ত্র্যম্বকের পূজা করে, সে অম্পরোগণ কর্তৃক
সেব্যমান হইয়া রুদ্রসালোক্য লাভ করে। সকাম
ব্যক্তি দেবজ্ঞান অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে।
অতএব তুমি পলত্রয় সুবর্ণ মূল্য গ্রহণ করিয়া পদ্ম-
গুলি আমায় দাও; আর ঐ মূল্যে প্রাণযাত্রা
নিৰ্বাহ কর। অনন্তর, তুমি পদ্মের মূল্য কাঞ্চন
গ্রহণ করিলে, তোমার ভাৰ্য্যা তোমায় বলিল,—

বলাজ্জাতো হুস্তাভাবাদুয়োৱপি। পদ্মেয়েতিহরঃ
পুজ্যো দ্বাভ্যামেবাদ্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৪০ ॥ ইদং অয়াদ্য
কর্তব্যং ত্যাজ্যমস্তাচ্চ কাঞ্চনম্। ভাৰ্য্যয়া বচনং
ঋত্বা তৈঃ পদ্মৈঃ পূজিতঃ শিবঃ ॥ ৪১ ॥ শ্রদ্ধয়া চ
সভাৰ্য্যোণ জাগরক শিবাগ্ৰতঃ। কৃতং অয়া মহারাজ
ভাৰ্য্যয়া শিবমন্দিরে ॥ ৪২ ॥ পুরাণশ্রবণং জাতং
তব পার্থিবসত্তম। শিবরাত্র্যাং মহারাজ পদ্মে
পূজিতঃ শিবঃ ॥ ৪৩ ॥ কেশবরাত্ৰ্যগ্ৰতো ভক্ত্যা
রাত্রৌ জাগরণং তথা। কৃতং অয়া মহারাজ একা-
গ্ৰেণ চ চেতসা ॥ ৪৪ ॥ ততঃ প্রভাতে সজ্জাতে
ভিক্ষাং কৃত্বা চ পারণা। কৃত্য অয়া মহারাজ শিবাগ্ৰে
সহ ভাৰ্য্যয়া ॥ ৪৫ ॥ ততঃ কালান্তরেণৈব কালধৰ্ম্মং
গতো ভবান্। ভাৰ্য্যোয়ক অয়া সাক্ষিঃ সম্প্রবিষ্টা
হতাশনম্ ॥ ৪৬ ॥ ততো জাতা মহারাজ দর্শণাধি-
পতেঃ স্তুতা। বৈদেহে নগরে রাজা জাতস্ত্বং
পার্থিবোত্তম ॥ ৪৭ ॥ অজপাল ইতি খ্যাতো নামা
চ ধরণীতলে। সন্নিহাং প্রাণিনাং স্বক বহ্নভো
নৃপসত্তম ॥ ৪৮ ॥ এতস্মাৎ কারণজ্জাতা ভাৰ্য্যোয়
প্রাণসম্মতা। ভূয়োহপি তব সজ্জাতা যস্মাং হং
পরিপূজুসি ॥ ৪৯ ॥ তস্ত দেবস্ত মাহাস্মাত্যং কেশবা-

স্বামিন্। এই পদ্ম সকলের মূল্য গ্রহণ করি-
বেন না। অস্ত্রাভাবে আমাদের উভয়েরই উপ-
বাস করা হইয়াছে; এই পদ্ম দ্বারা আমরা
উভয়ে হরের পূজা করিব। ইহাই আমাদের করা
কর্তব্য; আপনি পদ্মমূল্য কিরিয়া দেন।
ভাৰ্য্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি শিবপূজা
করিলে এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভাৰ্য্যার সহিত শিবাগ্ৰে
জাগরণ অহুষ্ঠান করিলে। তোমার পুরাণ শ্রবণ
সম্প্রতি হইল; হে পার্থিবসত্তম! এইরূপে
তোমার একাগ্রমানসে শিবরাত্রিতে পদ্মপুষ্পে শিব-
পূজা ও জাগরণ করা হইল। অনন্তর প্রভাতে
তুমি ভিক্ষা করিয়া ভাৰ্য্যাসহ শিবসমীপে পারণা
করিলে, কালান্তরে তোমার মরণ ঘটিল। তোমার
ভাৰ্য্যা তোমারই সহিত হতাশনে প্রবেশ করিল।
নৃপবর! অতঃপর তোমার সেই ভাৰ্য্যা দর্শণা-
ধিপতির কস্তা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; আর তুমি
বৈদেহনগরে রাজা হও। তারপর অজাপাল
নামে ধরণীতলে বিখ্যাত রাজা হইয়াছে। হে নৃপ-
বর! তুমি সকল প্রাণীরই বহ্নভ। আর তোমার
ভাৰ্য্যাও উক্ত কারণেই তোমার প্রাণপ্রিয়া হইয়া
পুণ্যরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি আর বাছা

রস্তু মহীপতে ! রাজ্যং তে স্নুখদং নৃণাং তথা
নিহতকণ্টকম্ ॥ ৫০ ॥ প্রাপ্তং ত্বয়া মহারাজ কেদা-
রস্তু প্রসাদতঃ । যেন ত্বং সৈন্তহীনোহপি পৃথিবীং
পরিয়ক্ষসি ॥ ৫১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । তস্তু তদ্বচনং
শ্রুত্বা স রাজা বিস্ময়াধিতঃ । গমনায় মতিং চক্রে
কেদারঃ প্রতি ভূমিপঃ ॥ ৫২ ॥ স গতা পর্বতে
রম্যে পূজয়িত্বা চ তং বিভূম্ । শিবরাত্রিপয়ঃ সমাগু-
বর্ষে বর্ষে বভূব হ ॥ ৫৩ ॥ পুত্রং রাজ্যে চ সংস্থাপ্য
ততোহর্ষদমধাগমৎ । প্রাপ্তো মুক্তিং ততো ভূয়ঃ
সভাধ্যন্তঃপ্রভাবতঃ ॥ ৫৪ ॥ এতন্তে সর্বমাখ্যাতঃ
কেদারস্তু মহীপতে । মাহাত্ম্যং শুভদং নৃণাং সর্ব-
পাপপ্রণাশনম্ ॥ ৫৫ ॥ মাঘকৃষ্ণনয়োর্বিধৌ কৃষ্ণ-
পক্ষে চতুর্দশী । শিবরাত্রিরিতি খ্যাতা তু তলে-
হস্মিন মহামতে ॥ ৫৬ ॥ তস্মাৎ তু সপথা রাজন
যাত্রাং তস্তু সমাচরেৎ । কেদারস্তু মহারাজ
প্রকুর্য্যৎ পূজনং নৃপ ॥ ৫৭ ॥ মাঘকৃষ্ণচতুর্দশীং যঃ
কুর্য্যাস্তত্র জাগরম্ । কৃতোপবাসো নৃপতে শিব-
লোকং স গচ্ছতি ॥ ৫৮ ॥ স্নাত্বা গঙ্গাসরস্বত্যোঃ
সঙ্গমে সর্বকামদে । যে প্রপশুন্তি কেদারং তে

যাস্তস্তি পরাং গতিম্ ॥ ৫৯ ॥ কুণ্ডে কেদারসংজ্ঞে
যঃ প্রপিবোষমলং জলম্ । সপ্ত পূর্বান্ সপ্ত পরান্
পুষ্কজাস্তারয়েন্তু সঃ ॥ ৬০ ॥ যশ্চৈতচ্ছৃণোতি
ভক্ত্যা পরময়া নৃপ । সোহপি পাপৈর্বিমুচ্যেত
কেদারস্তু প্রভাবতঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি ক্রীষ্ণাদে কেদারমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

যযাতিরুবাচ । কেদারঃ শ্রুত্বোক্তে ব্রহ্মন পর্বতে
চ হিমাচলে । গঙ্গা তস্মাৎনিজকান্তা প্রবিষ্টা
পূর্বসাগরম্ ॥ ১ ॥ তথা সরস্বতী দেবী চূত-
বৃক্ষাধিনিগতা । পশ্চিমং সাগরং প্রাপ্তা গৃহীত্বা
বভূবানলম্ ॥ ২ ॥ কথমত্র সমায়াতঃ কেদারশচাত্ত
কৌতুকম্ । সর্বং বিস্তরতো ক্রহি বিচিত্রং মম
ভূমুর ॥ ৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । সত্যমেতন্মহারাজ
যন্নোহত্র পরিপৃচ্ছসি । শৃণুস্বাবহিতো ভূত্বা যথা

আমায় জিজ্ঞাসিয়াছিলে, তৎসম্বন্ধে বলি, হে
মহীপতে ! দেবদেব কেদারের মাহাত্ম্যেই তোমার
এই প্রজাস্নুখকর নিকটক রাজ্য লক্ষ হইয়াছে ।
মহারাজ ! সেই কেদারের প্রসাদেই তুমি সৈন্ত-
হীন হইয়াও পৃথিবী পরিপালন করিতেছ । পুলস্ত্য
কহিলেন,—তাহার সেই বাক্য শুনিয়া রাজা
অজপাল বিস্ময়াগ্নয় হইলেন এবং কেদারাদিমুখে
যাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিলেন । তিনি সেই রম্য
পর্বতে গিয়া বিভূ মহাদেবের পূজা করিয়া বর্ষে বর্ষে
যথাবিধি শিবরাত্রিব্রত করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর রাজা অজপাল পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ
করিয়া স্বয়ং অর্বুদাচলে গমন করিলেন এবং
তৎপ্রভাবে ভাধ্যাসহ পুত্র তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হই-
লেন । হে মহীপতে ! এই আমি তোমায়
নিকট কেদারের শুভদ মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ।
হে মহামতে ! মাঘ বা ফাল্গুনের অভ্যন্তরে কৃষ্ণ-
পক্ষীয় চতুর্দশী শিবরাত্রি বলিয়া জগতে বিখ্যাত ।
হে রাজন ! সেই তিথিতে সর্বদা কেদার-যাত্রা
করিবে, কেদারের পূজা করিবে । মাঘমাসের
কৃষ্ণচতুর্দশীতে যেনর উপবাসী থাকিয়া ঐ স্থানে
রাত্রি জাগরণ করে, তাহার শিবালোকে গতি
হয় । গঙ্গা ও সরস্বতীর সর্বকামদ সঙ্গমে গ্নান

করিয়া যাহারা কেদার দর্শন করে, তাহাদের পমর
গতি লাভ হয় । কেদারসংজ্ঞক কুণ্ডের বিমল
জল যে ব্যক্তি পান করে, তাহার উদ্ধাৎ চতুর্দশ
পুরুষ উদ্ধার পাইয়া থাকে । এই কেদারমাহাত্ম্য
যে ব্যক্তি নিত্য উত্তম ভক্তিসহকারে শ্রবণ
করে, কেদারের প্রভাবে তাহারও পাপক্ষয় হইয়া
থাকে । ১৩—৬১ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দশম অধ্যায় ।

যযাতি কহিলেন, ব্রহ্মন ! আমায় শুনিয়াছি,
কেদার হিমালয় পর্বতে । সেইখান হইতে গঙ্গা
নিজান্ত হইয়া পূর্ব সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন ।
আর সরস্বতী দেবীও তত্রত্য চূত বৃক্ষ হইতে নি-
সৃত হইয়া বাডবানল গ্রহণপূর্বক পশ্চিম সাগরে
মিলিত হইয়াছে । এক্ষণে ইহাই বড় কৌতুক যে,
কেদার এখানে আসিলেন কিরূপে ? যাহা হউক,
হে ভূদেব ! আপনি এই সকল বিচিত্র কথা প্রকাশ
করিয়া বলুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—মহারাজ !
আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন, ইহা সত্য । এ সম্বন্ধে
যেদ্রুপ শুনিয়াছি ; যেদ্রুপে কেদারসমাগম ঘট-

জাতং ঋতং তু বৈ ॥ ৪ ॥ গন্ধাদ্যানি চ তীর্ণানি
কেদারাদ্যা দিবোকসঃ । ময়া সহ পুরা দেবাঃ
শক্রাদ্যা নৃপসন্তমাঃ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মাণং প্রতি রাজেন্দ্র
গতাঃ সর্বে মহর্ষয়ঃ । সর্বে তত্র কথাস্কন্ধুর্দম্মা
নানা পৃথক্পৃথক্ ॥ ৬ ॥ সমুদায়ে চ দেবানাং সর্ব-
ভীর্ধানি পার্ধিব । ক্ষেত্রাপ্যপঙ্কিতান্তেব বনায়ুপ
বনানি চ ॥ ৭ ॥ ততঃ কথাপ্রসঙ্গেন ইন্দ্রঃ প্রাহ
চতুর্ধৃগম্ । কোতুকেন সমায়ুক্তঃ পপ্রচ্ছ নৃপসন্তম ॥
৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ । ভগবন্ পুণ্যমাহাভ্যাং শ্রোতু-
মিচ্ছামি সাম্প্রতম্ । প্রমাণং চৈব সর্বেবাং কৃতা-
দীনাং পৃথগ্ধর্মম্ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মোবাচ । লক্ষং সপ্ত-
দশ প্রোক্তং যুগমানং সুরাধিপ । অষ্টাংশিতাভিঃ
সার্কং সহস্রৈঃ কৃতমুচ্যতে ॥ ১০ ॥ লক্ষদ্বাদশাভিঃ
প্রোক্তং যুগং ত্রেতাভিসংজ্ঞিতম্ । যধবতার্ষিকৈশ্চৈব
সহস্রৈঃ পরিমাণিতম্ ॥ ১১ ॥ লক্ষাণ্যষ্টৌ চতুষষ্টি-
সহস্রৈঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্ । ততো বৈ দ্বাপরং নাম
যুগং দেবপ্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১২ ॥ লক্ষৈশ্চতুর্ভির্কি-
থ্যাতো দ্বাত্রিংশতিঃ কলিস্তবা । সহস্রৈশ্চ সুরশ্রেষ্ঠ
যুগমানমিতীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৩ ॥ চতুস্পাদঃ কৃতৈ ধম্মাঃ
শুক্লবর্ণো জনাৰ্দ্দিনঃ । ন তুর্ভিষ্কং ন চ ব্যাধিস্তাম্মন
ভবতি বৈ কচিৎ ॥ ১৪ ॥ ক্রিয়তে চ তদা
ধর্মো নাকালে মরণং নৃণাম্ । লাঙ্গলেন বিনা

যাছে ; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । পুরে গন্ধাদি
নিখিল তীর্থ কেদারাদি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং
মৎসরভিব্যাহারী মহর্ষিগণ একদা ব্রহ্মার নিকট
গমন করিলেন । সেখানে গিয়া সকলেই বিবিধ
ধর্মকথা অবতারণা করিতে লাগিলেন । হে
পার্ধিব । সমস্ত তীর্থ, সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র, এবং সর্ব-
বিধ বন-উপবনেরই কথা সেই দেবসমাজে আলো-
চিত হইতে লাগিল । অনন্তর ইন্দ্র কোতুকবিষ্টি
হইয়া কথাপ্রসঙ্গে চতুর্ধৃগকে কহিলেন । ভগবন্
সম্প্রতি কোন পুণ্য মাহাভ্যা ও সত্যযুগাদির বিভিন্ন-
প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা করি । ব্রহ্মা কহিলেন,—
সুরাধিপ ! কথিত হইয়াছে, সত্যযুগের মান সপ্ত
দশ লক্ষ অষ্টাংশিত সহস্র বৎসর । ত্রেতাযুগের
মান দ্বাদশ লক্ষ যধবতি সহস্র বর্ষ । দেব কীৰ্ত্তিত
দ্বাপরযুগের মান অষ্টলক্ষ চতুষষ্টি সহস্র বৎসর ।
আর কলিযুগের মান চারিলক্ষ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র
বৎসর । সত্যযুগে ধর্ম চতুস্পাদ, জনাৰ্দ্দিন শুক্ল-
বর্ণ । এই যুগে তুর্ভিষ্ক বা ব্যাধি কখনই হয় না ।
লোক সকল ধর্মোচরণ করে । অকালমৃত্যুর অধি-

শস্ত্রং ভূরিকীরাস্চ ধেনবঃ ॥ ১৫ ॥ কামঃ ক্রোধো
ভয়ং লোভো মৎসরশ্চাত্মন্যতা । তাম্মিন্ যুগে
সহস্রাক্ষ ন ভবন্তি কদাচন ॥ ১৬ ॥ ততঃ ত্রেতাযুগে
জাতিস্থপাদো ধর্ম্য এব চ । চিরায়মো নরাস্তাম্মিন্
রক্তবর্ণো জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ১৭ ॥ তাম্মিন্ যজ্ঞাঃ প্রবর্তন্তে
প্রাণিনামষ্টদায়িনঃ । ন ক দ্বিপ্রবর্তিষ্চ তাম্মিন্
সজ্জায়তে নৃণাম্ ॥ ১৮ ॥ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ স্নানৈ-
দানৈঃ পৃথগ্ধর্মৈঃ । তথা যজ্ঞৈঃ ক্রপৌহৌমৈস্তজ্জ
রুতির্ভবেদ্রুণাম্ ॥ ১৯ ॥ ততঃ দ্বাপরং নাম তৃতীয়ং
যুগমুচ্যতে । দ্বিপাদো ধর্ম্যঃ সজ্জাতঃ পীতবর্ণো
জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ২০ ॥ কলাকাক্ষ্যপ্রবৃত্তান জপযজ্ঞ-
তপাংসি চ । সত্যানুতাষতো লোকো দ্বাপরে
সুরসন্তম ॥ ২১ ॥ তত্রাত্তোত্তং মহীপালা যুযু-
র্ধ্বমুধাতলে । অপূতাশ্চ দিবং যান্তি যজ্ঞৈরষ্টদা
জনাৰ্দ্দিনম্ ॥ ২২ ॥ ততঃ কলিযুগং ঘোরং চতুর্থং
তু প্রবর্ততে । একপাদো ভবেদ্রুগ্মঃ সন্ত্রস্তো
নিত্যপূজনে ॥ ২৩ ॥ কৃকবর্ণো ভবেদ্রিযুঃ
পাশাধিক্যং প্রবর্ততে । মায়্য চ মৎসরশ্চৈব কামঃ
ক্রোধস্তথা ভয়ম্ ॥ ২৪ ॥ অর্থলুকাস্তথা ভূপা
লোভমোহশতাবিতাঃ অন্নায়মো নরাস্তজ্জ অন্নশস্তা
চ মেদিনী ॥ ২৫ ॥ অন্নকীরাস্তথা গাবঃ সত্যহীন

কার না । পাঙ্গল কর্ণণ বিনাই ভূমি হইতে শস্ত্র
উৎপন্ন হয় । ধেনুগণ বহুদ্রব্য প্রদান করে । কাম,
ক্রোধ, ভয়, লোভ মাৎসর্য বা আত্মহতা এসকল এই
যুগে নাই । অনন্তর ত্রেতাযুগে ধর্ম্য দ্বিপাদ মাজ ;
নরগণ দীর্ঘায়ু জনাৰ্দ্দিন রক্তবর্ণ । এই যুগে
নরগণের অভ্যুদয় যজ্ঞ সকল প্রবর্তিত হয় ।
এখন নরগণের কামাদি প্রবর্তি হয় না । তপস্তা
ব্রহ্মচর্য্য, স্নান, দান, যজ্ঞ, জপ, ও হোমাদি দ্বারা
নরগণের রুতিবধান হয় । অনন্তর তৃতীয় দ্বাপর-
যুগ । এযুগে ধর্ম্য দ্বিপাদ জনাৰ্দ্দিন পীতবর্ণ । এযুগের
জপ, যজ্ঞ তপস্তা, সকল কলাকাক্ষ্য প্রবৃত্ত ;
লোক সকল সত্যানুত যুক্ত । এ যুগের মহীপাল-
গণ পরস্পর যুক্ত করেন । পরে অপূত হইয়া তাঁহারা
যজ্ঞ করিয়া জনাৰ্দ্দিনের অর্চনাপূর্বক স্বর্গারোহণ
করেন । ১—২১ । অনন্তর ঘোর কলিযুগ । এযুগে
একপাদ ধর্ম্য । ইনি নিত্য পূজনে সদাই সন্ত্রস্ত,
বিষ্ণু কৃকবর্ণ এবং পাশাধিক্য প্রবর্তমান । মায়্য,
মৎসর, কাম, ক্রোধ, ভয়, এ সকলের এযুগে পূর্ণ
প্রতিষ্ঠা । ভূপালগণ লোভ-মোহে অধিত হইয়া
অর্থলুক । এযুগে নরগণ অন্নায় ; মেদিনী অন্ন-

দ্বিজাতয়ঃ। তত্র মায়াবিনো লোকা জিহ্বোপস্থা-
পরায়ণাঃ ॥২৬॥ সত্যহীনাস্থা পাপা ভবিষ্যন্তি কলৌ
যুগে তত্র যোড়শমে বর্ষে নরাঃ পলিতকুন্তলাঃ ॥২৭॥
নার্যো দ্বাদশমে বর্ষে ভবিষ্যন্তি সুগর্ভিতাঃ। ভবি-
ষ্যতি ক্রমার্ঘসঙ্করশ্চ সুরাধিপ ॥ ২৮ ॥ একাকার্য
ভবিষ্যন্তি সর্ববর্ষাশ্রমাশ্চ বৈ। নাশঃ যান্তন্তি যজ্ঞাশ্চ
কুলধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ ২৯ ॥ বার্থানি তত্র তীর্থানি
য়েচ্ছন্ত্যনিন সর্গশঃ। ভবিষ্যন্তি সুরশ্রেষ্ঠ প্রভাব-
রহিতানি চ ॥ ৩০ ॥ এতচ্ছুরা ততো বাক্যং
ব্রহ্মণোহব্যক্তজয়নঃ। তত্র স্থিতানি তীর্থানি ব্রহ্মাণ-
মিদমব্রবন্ ॥ ৩১ ॥ তীর্থান্যুচঃ। কথং বয়ং
ভবিষ্যামঃ সম্প্রাপ্তে দাক্ষণে কলৌ। স্থানং নো
ক্রহি দেবেণ স্বাতব্যঞ্চ সदैব হি ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মো
বাচ। অর্কুদুঃ পর্বতশ্রেষ্ঠঃ কলিত্ত্ব ন বিদ্যতে।
অভিস্তত্র ৫ গন্তব্যং তীর্থৈরায়তনৈঃ সহ ॥ ৩৩ ॥
অপি কৃতা মহৎপাপমর্কুদুঃ প্রেক্ষতে তু যঃ। কলি-
দোষবিনিপুতঃ স যান্ততি পরাং গাংম ॥ ৩৪ ॥
পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তা চতুর্ভক্সো ব্রহ্মলোকঃ গন্তা
নূপ। ততঃ সর্বাণি তীর্থানি গতানি চ কলৌ যুগে ॥

শস্তা; গোগণ অল্পক্ষীয়া; এবং দ্বিজাতী সত্য-
হীন। কলিযুগে লোকসকল মায়াবী, জিহ্বা লোলা
ও উপহৃষপরায়ণ। কলিযুগে ক্রমে নরগণ সত্যহীন
ও পাপমগ্ন হইবে। যোড়শবর্ষে নরগণ পলিত-
কেশ হইবে। নারীগণ দ্বাদশবর্ষে গর্ভ ধারণ
করিবে। ক্রমে বর্ষসঙ্কর সকল উৎপন্ন হইবে।
সমস্ত বর্ণাশ্রম একাকার হইয়া যাইবে। যজ্ঞ সকল
ও সনাতন কুলধর্ম্য নষ্ট হইবে। তীর্থ সকল
য়েচ্ছন্ত্যনিন হইয়া ব্যর্থ হইবে। তাহাদের কোন
মাহাত্ম্য থাকিবে না। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার বাক্য
শ্রবণ করিয়া তত্রত্য তীর্থ সকল ব্রহ্মাকে
বলিলেন,—হে দেবেশ! দক্ষিণ কলিকাল উপস্থিত
হইলে, আমাদের কিরূপে গতি হু থাকিবে? অতএব
আমাদের অবস্থানের জন্ত আপনি কোন অকলি-
জুষ্ট স্থান নির্দেশ করিয়া দিন। ব্রহ্মা কহিলেন—
অর্কুদ পর্বতশ্রেষ্ঠ; তথায় কলির অধিকার নাই।
অতএব অস্তান্ত তীর্থ ও আয়তন সমস্তব্যাহারে
তোমরা সেইখানেই গমন কর। মহাপাপ
করিয়াও যে ব্যক্তি অর্কুদ অবলোকন করে, সে
কলিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়।
পুলস্ত্য কহিলেন,—চতুরানন এই কথা কহিয়া
ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অতঃপর সমস্ত তীর্থ

৩৫। ভূমাবর্ক দর্শনেন্দ্রে সংস্থিতানি কলেভয়াৎ।
গঙ্গা সরস্বতী চৈব যমুনা পুষ্করাণি চ ১৩৬। কুরুক্ষেত্রঃ
প্রভাসঞ্চ ব্রহ্মাবর্তঃ তথৈব চ। ত্রিশ্রঃ কোট্যো-
হর্দকোটিশ্চ যানি তীর্থানি ভূতলে ॥ ৩৭ ॥ তেষাং
বাসশ্চ সঙ্গাতঃ পূর্বতেহর্কুদুঃসংজ্ঞিকৈঃ। এবং তত্র
সমাপরা গঙ্গা চৈব সরস্বতী ॥ ৩৮ ॥ তত্র শাস্তা
নরাঃ সমাক্ পরং নির্বাণমাশুযুঃ। শ্রাদ্ধং কৃতা
মহারাজ স্বর্গে যান্তি চ পূর্বজাঃ ॥ ৩৯ ॥ শৃণু তত্র-
তবৎপূর্বং যদাশ্রম্যঃ মহামতে। স্বদিশ্বর্গকো নাম
সরস্বত্যাস্তটে স্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ তপন্তেপে স্মধর্ম্মাশ্রা
কামক্রোধবিবর্জিতঃ। তন্ত্বেবং বর্তমানস্ত স্মৃতমা-
সীৎকদাচন ॥ ৪১ ॥ পিতৃং প্রপতিতং তত্র তচ্চ
রক্তময়ং বভৌ। তদৃষ্টাতীব হৃষ্টঃ স মঙ্গলবিস্ত্রভুব
হ ॥ ৪২ ॥ সিদ্ধোহহমিতি বিজায় ততো নৃত্যং
চকার সঃ। তন্ত্বেবং বর্তমানস্ত জগৎস্বাবরজ-
মম ॥ ৪৩ ॥ তত্র সঙ্কোভমাপন্নঃ সাগরা অপি
চুক্ষুঃ। গৃহকৃত্যানি সন্ত্যজ্য সর্ষে বিশ্বময়গতাঃ
৪৪ ॥ তন্ত্বেবং নৃত্যমানস্ত সর্ষে লোকা নৃপোত্তম।
ননুহুঃ পার্শ্ববশ্রেষ্ঠ প্রভাবাস্তস্ত সন্মুনে ॥ ৪৫ ॥ ততো
দেবগণাঃ সর্ষে গাত্বা কামনিষুদনম্। যথায় নৃত্যতে

কলির ভয়ে ভূতলে অচলেন্দ্র অর্কুদে গিয়া অবস্থান
করিল। গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র,
প্রভাস ও সমগ্র তিন কোটি তীর্থই অর্কুদাচলে
বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তথায় গঙ্গা ও
সরস্বতী নদীর সমাগম ঘটয়াছে। শমপরায়ণ
নরগণ তথায় সমাক্ নির্বাণ লাভ করিয়া থাকে।
ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পূর্বজগণ স্বর্গে গমন করেন।
হে মহামতে! এক্ষণে শ্রবণ করুন, পূর্বে ঐ স্থানে
এক আশ্রম ঘটনা ঘটিয়াছিল। সরস্বতীর তটে
মঙ্গলক নামে এক ধর্ম্মাশ্রা ঋষি ছিলেন। তিনি
কাম ক্রোধ-বর্জিত হইয়া নিত্য তপস্তা করিতেন।
একদা তপস্তার সময় তাঁহার এক কবচু হইল।
তাহাতে পিতৃ পড়িল। পিতৃপাত্রে সেই স্থান
রক্তবর্ণ হইল। তদদর্শনে মঙ্গলক ঋষি ভাবি-
লেন,—আমি সিদ্ধ হইয়াছি। ভাবিয়া নৃত্য করিতে
লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যাবস্থায় চরাচর নিখিল
জগৎ ও সাগর সকল ক্ষুদ্র হইল। লোক সকল
স্ব স্ব গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বমতমানে সেই
মুনির প্রভাবে নৃত্য করিতে লাগিল ॥২২-৪৫॥ তখন
দেবগণ মদনারির নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—

নৈব তথা কুরু মহেশ্বর । ৪৬ । অথ ব্রাহ্মণরূপেণ
শত্ৰুনোক্তে দ্বিজোক্তমঃ । তথা ব্রাহ্মস্তুপশুপ্ত-
মধুনা নৃত্যতে কথম্ । ৪৭ । মঙ্গলক উবাচ ।
কিং ন পশুসি হে ব্রহ্মন রক্তং পিতৃঞ্চ মে
স্থিতম্ । সজ্জাতং সিদ্ধিমাপন্নো রক্তং পিতৃ-
যতো মম । ৪৮ । এতস্মাৎকারণাঙ্গিবাঙ্গি
নৃত্যং করোমাহম্ । এবমুক্তস্ততস্তেন দেবদেবো
মহেশ্বরঃ । ৪৯ । তর্জজ্ঞা তাড়য়ামাস অঙ্গুষ্ঠং
নুপসক্তম্ । ততোহঙ্গুষ্ঠাঙ্গিনিজ্জাতং ভস্ম বৈ বিস-
পাণ্ডুরম্ । ৫০ । ততো মঙ্গলকং প্রাহ পশু বিপ্র
করায়ম্ । শুভ্রং ভস্ম বিনিজ্জাতং পশু মে দ্বিজ
কৌতুকম্ । ৫১ । পুলস্ত্য উবাচ । তদ্বদ্বী
নিম্মিতো বিপ্র জাহ্না তং বৃষভধ্বজম্ । জাহ্নতা-
মবনিং গতা বাক্যমেতচ্চবাচ হ । ৫২ । মঙ্গলক উবাচ ।
নুনং ভবামহাদেবঃ সাক্ষাদ্গুপ্তঃ প্রসাদ মে । নিশ্চিত-
ং মহা জাত এতন্মে হৃদি বর্ততে । ৫৩ । নাত্সম্য-
প্রভাবশ্চ তথা যো মে প্রদর্শিতঃ । মাং গমুকর

দেবেশ রূপাং কৃত্বা মহেশ্বর । ৫৪ । শ্রীমহাদেব
উবাচ । সমাগ্ জাতোহস্মি বিপ্রেস্ত ত্বয়াহং নাত্র
সংশয়ঃ । বরং বরয় ভদ্রং তে নৃত্যাদিক্যং যতঃ
কৃতম্ । ৫৫ । মঙ্গলক উবাচ । যেহত্র স্নানং
প্রকুর্বন্তি সরস্বত্যাং সমাহিতাঃ । ত্বৎপ্রসাদাৎ
কথাং হেবাং রাজস্ব্যামেমধয়োঃ । ৫৬ । শ্রীমহাদেব
উবাচ । যেহত্র স্নানং করিষ্যন্তি সরস্বত্যাং
সমাহিতাঃ । তে যান্তন্তি পরং স্নানং জরামরণ-
বর্জিতম্ । ৫৭ । অত্র গঙ্গাসরস্বতোঃ সঙ্গমে
লোকবিশ্বতে । শ্রাদ্ধং কুর্বাদ্বিজশ্রেষ্ঠ তে যান্তন্তি
পরং গতিম্ । ৫৮ । সুবর্ণং যেহত্র দান্তন্তি
যথাশক্ত্যা দ্বিজোক্তমে । সন্ন্যাসপবিত্রশুকান্তে
যান্তন্তি পরং গতিম্ । ৫৯ । ইত্যুক্তান্তর্দধে
রাজন দেবদেবো মহেশ্বরঃ । ৬০ ।

ইতি শ্রীহাদে অবদ্যুচলে সপ্ততীর্থাগমন-
বর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ । ১০ ।

মহেশ্বর! মঙ্গলক যাহাতে নৃত্য না করে, আপনি
তাহার ব্যবস্থা করুন! অনন্তর মহাদেব ব্রাহ্মণ-
রূপে মঙ্গলকের নিকট আসিলেন, এবং
বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! আপনি তপস্যা
করিয়াছেন, অধুনা নৃত্য করিতেছেন কেন?
মঙ্গলক কহিলেন,—ব্রহ্মন! আপনি দেখিতে
পাইতেছেন না যে, আমার পিতৃ রক্তবর্ণ
হইয়াছে; সুতরাং নিশ্চয়ই আমি সিদ্ধি লাভ করি-
য়াছি। হে দ্বিজ! এই কারণেই হর্ষে আমি নৃত্য
করিতেছি। দ্বিজবর এই কথা কহিলে দেবদেব
মহেশ্বর তর্জনী দ্বারা স্ত্রী অঙ্গুষ্ঠ তাড়িত করি-
লেন। তাহাতে অঙ্গুষ্ঠ হইতে বিসবৎ পাণ্ডুরাভ
ভস্ম বিনির্গত হইল। অনন্তর তিনি মঙ্গলককে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বিপ্র! এই দেখ,
আমার অঙ্গুষ্ঠ হইতে শুভ্র-ভস্ম বহির্গত হইল।
দ্বিজ! এই কৌতুক ব্যাপার অবলোকন কর।
পুলস্ত্য কহিলেন,—তাহা দেখিয়া মঙ্গলক বিপ্র বিস্মিত
হইলেন এবং তাঁহাকে দেবদেব মহেশ্বর বলিয়া
বিদিত হইয়া ভূতলে জাহ্নযুগ পাতিয়া বলিলেন,—
দেব! দেখিতেছি আপনিই সাক্ষাৎ মহাদেব;
আমি আপনায় নিশ্চিতরূপেই বুঝিয়াছি, অতএব
যৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। দেব! আমি মনে মনে
জানিয়াছি, আপনি যে প্রভাব আমায় দেখাইলেন,
ইহা অস্ত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে। হে দেবেশ! হে

মহেশ্বর! আমার প্রতি রূপা করিয়া আমায় উদ্ধার
করুন। মহাদেব কহিলেন,—হে বিপ্রেস্ত! তুমি
আমায় শ্রাদ্ধ অবগত হইয়াছ, এ বিষয়ে সন্দেহ
নাই; তুমি অনেক নৃত্য করিয়াছ; তোমার মঙ্গল
হোক; এক্ষণে বর গ্রহণ কর। মঙ্গল কহিলেন,—
এই সরস্বতীতে সমাহিত হইয়া যাহারা স্নান করিবে,
ত্বৎপ্রসাদে তাহাদের যেন রাজস্ব্য ও অশ্বমেধ-
ফল লাভ হয়। মহাদেব কহিলেন,—যাহারা এই
সরস্বতীতে সমাহিত হইয়া স্নান করিবে, তাহারা
জরামরণরহিত পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। এখানে
গঙ্গা ও সরস্বতীর লোকবিখ্যাত সঙ্গমস্থলে যাহারা
শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের পরম গতি হইবে। হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখানে যাহার শ্রাদ্ধ অল্পসারে দ্বিজ-
বরকে সুবর্ণ দান করিবে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া
পরম গতি লাভ করিবে। হে রাজন! দেবদেব
মহেশ্বর এই কথা কহিয়া অস্ত্রদান করিলেন। ৪৬-৬০।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বপশ্চেষ্ট দেবঃ
কোটিধরং পরম্ । যং দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যক্ পরাং
সিদ্ধিমবাশুয়াং ॥ ১ ॥ শৃণু তত্রাতবৎ পূৰ্ণঃ
যদাশ্চর্য্যং মহীপতে । দক্ষিণস্তা মুনিবরাঃ কোটি-
সংখ্যাপ্রমাণতঃ ॥ ২ ॥ অতোহন্তঃ স্পর্দ্ধয়া সৰ্বে
হেলয়ার্কুদমাগতাঃ । অহং পূৰ্ব্বমহং পূৰ্ব্বং প্রপশ্যাম্য-
চলেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ আগমিষ্যতি যঃ পশ্চাদব্রাহ্মণঃ স্বা
ভবিষ্যতি । পাপীযান্ ভক্তিরহিতঃ শ্রদ্ধাহীনো
ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ ইত্যেতং স্পর্দ্ধমানাস্তে হেলয়ার্কুদ-
মাগতাঃ । ততঃ সৰ্বে যতাত্মানঃ সমাগ্রতপরায়ণাঃ ॥
৫ ॥ শাস্তান্তপশ্বিনঃ সৰ্বে বেদবিদ্যাশিষ্যদাঃ ।
তেষামৌহিতমাজ্জায় সম্যাক্ মানিনুদনঃ ॥ ৬ ॥ কৃপয়া
পরয়াবিষ্টো ভক্তিভাবান্নহেশ্বরঃ । কোটিং কৃদ্বা-
লিঙ্গানাং তস্মিন্ স্থানে বাবস্থিতঃ ॥ ৭ ॥ একস্মিন্নেব
কালে তু সৰ্বৈর্দৃষ্টো মহেশ্বরঃ । মুনিভিঃ নৃপশ্চেষ্ট
কোটিসংখ্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮ ॥ অথ তে মুনয়ঃ সৰ্বে
সমং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরম্ । বিস্ময়োৎফুল্লনয়নাঃ সাধুসাধ্বিতি

একাদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর
পরম দেব কোটিধর নিকটে গমন করিবে,—
ঐশ্বর্য্যকে দেখিলে মানব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
মহীপতে! তথায় পূৰ্ণ যে আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া
ছিল শ্রবণ করুন । একদা দক্ষিণদেশীয় কোটি
সংখ্যক, শ্ৰেষ্ঠ মুনি পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে ‘অহ-
মহামকা পূৰ্ব্বক অৰ্কুদাচলে আগমন করিলেন ।
সকলেই বলিলেন, আমি পূৰ্ণে গিয়া অচলেশ্বরকে
দর্শন করিব । যে বিপ্র পরে আসিবেন, তাঁহাকে
কুকুর হইতে হইবে এবং তিনি পাপিষ্ঠ, ভক্তি-
বর্জিত, ও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি প্রতিপন্ন হইবেন ।
এইরূপে স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহারা হেলায় সকলেই
অৰ্কুদাচলে যাত্রা করিলেন । এই মুনিগণ সকলেই
যতাত্মা, সম্যক্ ব্রতচারী, শাস্ত, তপস্বী, ও বেদ-
বিদ্যাশিষ্যদ । ভগবান্ কামারি তাঁহাদের
অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরম কৃপাবিষ্ট হইলেন
এবং তাঁহাদের ভক্তি-নিষ্ঠা হেতু আত্মলিঙ্গ কোটি-
সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান
করিলেন । এ উপেক্ষে সেই কোটিসংখ্যক ঋষি
যুগপৎ আসিয়া মহেশ্বরকে দর্শন করিলেন ।

চাক্রবন ॥ ৯ ॥ ভক্তিয়ুক্তা দ্বিজাঃ সৰ্বৈঃ স্ববৎস্তে
বৈদিকৈঃ স্তবৈঃ । তেষাং তুষ্টিশ্রুতঃ শঙ্করাক্য-
মেতদুবাচ হ ॥ ১০ ॥ জীমহাদেব উবাচ । তুষ্টিহং
মুনয়ঃ সৰ্বৈঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া হি বঃ । বরং বৈ ত্রিযতাং
লীভ্বং সৰ্বৈশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১ ॥ ঋষয় উচুঃ ।
এষ এব বরোহস্মাকং সৰ্বৈষাঃ হৃদি বর্ত্তিতঃ ।
যুগপদর্শনাদেব জায়তাং কলমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥
জীমহাদেব উবাচ । ন বুধ্যা দর্শনং মে স্মাৎশেষাদ-
ব্রাহ্মণস্ত চ । দর্শনং যে করিষ্যাস্ত তেষাঞ্চ তীর্থজং
কলম্ ॥ ১৩ ॥ মুনয় উচুঃ । অবজ্ঞাং যাদ দাতব্যো
বরোহস্মাকং মহেশ্বর । একং কোটিময়ং লিঙ্গং
ক্রিয়তাং বৃষভধ্বজ ॥ ১৪ ॥ যস্মিন্ দৃষ্টে কলঃ
নৃণাং জায়তে কোটিলিঙ্গজম্ । এবমেব বরো-
হস্মাকং দীয়তাং বৃষভধ্বজ ॥ ১৫ ॥ পুলস্ত্য
উবাচ । এবং সম্প্রার্থ্যমানানাঃ মুনীনাং
ভাবিতাত্মনাম্ । নির্ভিদ্য পরীতশ্চেষ্টং সহস্রা লিঙ্গ-
মুদগতম্ ॥ ১৬ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাণ্ডবাচা
শরীরিণী । কৃপয়া পরয়া সর্গাংস্তানুবীণ বসুধাধিপ ॥
১৭ ॥ বাণ্ডবাচ । কোটিধরাখ্যং মে লিঙ্গং লোকে

অনন্তর সেই সকল মুনি এককালে মহেশ্বরকে
সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে বায়ুদ্বার
সাধু সাধু বাক্য উচ্চারণ করিলেন । অতঃ-
পর দ্বিজগণ ভক্তিয়ুক্ত হইয়া বৈদিক স্তব দ্বারা
সকলেই তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ।
তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেব বলিলেন
—হে মুনিগণ! আমি তোমাদের শ্রদ্ধায় তুষ্ট
হইয়াছি, তোমরা সকলে পৃথক্ পৃথক্ বর গ্রহণ
কর ॥ ১—১১ ॥ ঋষিগণ বলিলেন,—ইহাই আমাদের
বর যে, আমরা সকলেই যুগপৎ আপনাকে দর্শন
করিলাম । জীমহাদেব বলিলেন,—আমার দর্শন ব্যর্থ
হইবার নহে; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের । যাহারা
আমায় দর্শন করে, তাহাদের তীর্থজ কল লাভ
হইয়া থাকে । মুনিগণ কহিলেন,—মহেশ্বর! যদি
আমাদিগকে অবজ্ঞাই বর দান করেন, তবে একটা
লিঙ্গকেই কোটিলিঙ্গময় করুন । সেই লিঙ্গ দর্শ-
নেই নরগণের যেন কোটিলিঙ্গদর্শনজন্ম কল
হয় । বৃষভধ্বজ! আমাদিগকে এইরূপই বর প্রদান
করুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—ভাবিতাত্মা মুনিগণ!
এইরূপ প্রার্থনা করিলে গিরিশ্চেষ্ট ভেদ করিয়া এক
লিঙ্গ প্রাকুর্ভূত হইল । এই সময় এক অশরীরিণী বাণী
পরম কৃপা সহকারে সমস্ত মুনিকে সন্তোষন করিয়া

খ্যাতিঃ গমিষ্যতি । মাংসকৃষ্ণচতুর্দশাং যশ্চেনং
পূজয়িষ্যতি ॥ ১৮ ॥ সর্গং কোটিগুণং তন্তু কলং
বিপ্রা ভবিষ্যতি । দাক্ষিণাত্যো নরো যন্তু শ্রাদ্ধ-
মন্ত্র করিষ্যতি ॥ ১৯ ॥ কলং কোটিগুণং তন্তু
গয়াশ্রাদ্ধসমং ভবেৎ । তস্মাদ্বিশেষতঃ পূজ্যং মম
লিঙ্গং চ মানবৈঃ ॥ ২০ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । এব-
মুক্তা তু সা বাণী বিররাম মহীপতে । ততন্তে মুনয়ঃ
সর্বৈ গন্ধধূপান্বলেপনৈঃ ॥ ২১ ॥ তল্লিঙ্গং পূজয়া-
মাসুঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া নৃপ । পূজয়িত্বা গতাঃ সিক্ধিং সর্বৈ
লিঙ্গপ্রসাদতঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীহাম্বে কোটীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকা-
দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বপশ্রেষ্ঠ রূপতীর্থ-
মন্ত্ৰস্তমম্ । সর্বপাপহরং নৃণাং রূপসৌভাগ্যদায়কম্ ॥
১ ॥ তত্র পূৰ্ণং বপূৰ্ণায়া লোকে খাতা বরাপ্সরাঃ ।
সিক্ধিং গতা মহারাজ যথা পূৰ্ণং নিগদ্যতে ॥ ২ ॥
পুরাসীৎ কাচিদাভীরৌ বিরূপা বিরুতাননা ।

কহিলেন,—আমার এই কোটীশ্বরাত্মা লিঙ্গ জগতে
বিখ্যাত হইবে । মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে ইহার
পূজা করিলে নর কোটিগুণ কল প্রাপ্ত হইবে ।
যে কোন দাক্ষিণাত্য নর অত্র স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে,
তাহার গয়াশ্রাদ্ধসম কোটিগুণ কল হইবে । অত-
এব মানবগণ আমার এই লিঙ্গ বিশেষরূপে পূজা
করিবে । পুলস্ত্য কহিলেন,—মহারাজ ! এই কথা
কহিয়া সেই বাণী বিরত হইল । অনন্তর মুনীগণ
পরম শ্রদ্ধা সহকারে গন্ধ, মালা ও অহলেপন দ্বারা
সেই লিঙ্গের পূজা করিলেন । পূজান্তে তাঁহার
লিঙ্গ-প্রসাদে সকলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন । ১২—২২
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অনন্তর অন্তম
রূপতীর্থে যাইবে । এই তীর্থ নরগণের পাপহর
এবং রূপ-সৌভাগ্য-দায়ক । পূৰ্ণে এই স্থানে বপু-
নারী বিখ্যাত বরাপ্সরা, সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল ।
মহারাজ ! এ সম্বন্ধে আত্মপুঙ্খিক ঘটনা বলিতেছি ।

লম্বোদরী চ কুগ্রীবা স্থলদন্তশিরোরুহা ॥ ৩ ॥ একদা
কলমাদাতুং ভ্রমমাণাহর্কুদাচলে । মাঘশুক্লতৃতীয়ায়াং
পতিতা গিরিনিব্বরে ॥ ৪ ॥ দিব্যমালাঘরধরা
দিব্যৈরঙ্গৈঃ সমৰিতা । পদ্মনেত্রা সুকেশান্তা সর্ব-
লক্ষণলক্ষিতা ॥ ৫ ॥ সা সঞ্জাতা মহারাজ তীর্থ-
স্থান প্রভাবতঃ । এতস্মিন্নেব কালে তু শক্রস্তত্র
সমাগতঃ ॥ ৬ ॥ ক্রৌড়ার্থঃ পরতঃপ্রেষ্ঠে তাং দদর্শ
শুভেক্ষণাম্ । ততঃ কামশরৈরিক্ধস্তাম্বাচ স্মর্য-
মাম্ ॥ ৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ । কা য়ং বদ বরারোহে
কিমর্থং স্মরিহাগতা । দেবী বা নাগকন্তা বা সিদ্ধা
বিদ্যাধরী তু বা ॥ ৮ ॥ মনো মেহপ্লবতঃ সূক্তস্থয়া
চ পদ্মনেত্রয়া । শক্ৰোহহং সর্বদেবেশো ভজ মাং
চাক্রহাসিনি ॥ ৯ ॥ নার্য্যবাচ । আভীরৌ ত্রিদশাধীশ
তথাহং বহুভর্তৃকা । কলার্থঃ তু সমায়াতা পতিতা
গিরিনিব্বরে ॥ ১০ ॥ স্নান্য রূপমিদং প্রাপ্তা সুরূপং
চ শুভং ময়া । দূর্লভস্বং হি দেবানাং কিং পুনশ্চর্য্য-
জয়নাম্ ॥ ১১ ॥ বশগান্তে সুরাঃ সর্বৈ মমি

পূরুসকালে বিরূপা, বিরুতাননা, লম্বোদরী, কুগ্রীবা,
ও স্থলদন্তশিরোরুহা কোন এক আভীরৌ ছিল ।
একদা এই আভীরৌকলাহরণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে
অর্কুদাচল গমন করিল । এই দিন মাঘমাসের
শুক্লতৃতীয়া তিথি । আভীরৌ চলিতে চলিতে তথা-
কার গিরিনিব্বরে পতিত হইল । অমনি তীর্থ-
প্রভাবে তাহার অপূর্ণ রূপ হইল । মহারাজ ! এই
আভীরৌ দিব্য-মালাঘরধারিণী, দিব্যাক্ষরাগ-
শালিনী, পদ্মনেত্রা, সুকেশান্তা, ও সর্ব লক্ষণে
লক্ষিতা হইল । ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র এই
পরতবরে ক্রৌড়ার্থ আগমন করিলেন এবং সেই
স্থলোচনাকে দেখিয়া তিনি কামশরে বিদ্ধ হইয়া
বলিলেন,—অয়ি বরারোহে ! বল—কে তুমি,
কেন হেথায় আসিয়াছ ? তুমি কি দেবী, দানবী,
নাগানন্দিনী, সিদ্ধাক্ষনা, বিদ্যাধরী ? অয়ি
সুন্দর ! পদ্মপলাশাক্ষি ! তুমি আমার মন হরণ
করিয়াছ । চাক্রহাসিনি ! সর্বদেবাধিপতি ইন্দ্র
আমি ; আমায় আসিয়া ভজনা কর । ১—৯ । নারী
কহিল,—হে ত্রিদশাধিপ । আভীরৌ আমি ;
আমার বহু ভর্তা, কলাহরণার্থ এখানে আসিয়া
এই গিরিনিব্বরে আমি নিপতিত হইয়াছি ।
এখানে স্নান করিবার পরই আমার এই শুভ
সুরূপপ্রাপ্ত হইয়াছে । তুমি দেব ।—দেবগণেরও
দূর্লভ ; মর্ত্যবাসীদিগের আর কথা কি ? সমস্ত

কিং ক্রিয়তে স্পৃহা । ভজ মাং ত্রিদশাধীশ
যথাকাম্যং সুরাধিপ ॥ ১২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তস্তথা শক্ৰঃ কাম্যমাস তাং তদা । নিবৃত্ত-
মদনো ভূত্বা তামুবাচ স্নুমধ্যমাম্ ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র
উবাচ । বরং বরয় কল্যাণি যন্তে মনসি
বর্ততে । বিনয়াস্তব তুষ্টোহহং দাস্তামি বর-
মুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ নাথুবাচ । মাঘশুক্রতৃতীয়ায়াং
নরো বা বনিতা তথা । স্নানং যঃ কুরুতে ভক্ত্য
ক্ৰীড়াঃ স্ন্যঃ সর্বাদেবতাঃ ॥ ১৫ ॥ সুরূপঃ জায়তাং
তেষাং দ্বর্গভং ত্রিদেশৈরপি । মাং নয় ত্বং সহস্রাক্ষ
সুরাবাসং সুরাধিপ ॥ ১৬ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমাহুতি তামুক্রা গৃহীত্বা তাং সুরাধিপঃ । বিমানেন
চ তন্না সার্কিং জগাম ত্রিদিবং প্রতি ॥ ১৭ ॥ বপুঃ
প্রাপ্তং তন্না যস্মান্তস্মাৎ পার্শ্ববসন্তম । নান্না বপু-
য়িত্তি খাতা সা বভূব বরাপ্সরাঃ ॥ ১৮ ॥ মাঘশুক্র-
তৃতীয়ায়াং দেবাস্তস্মিন্ জলাশয়ে । স্নানং সর্বে
প্রকুর্নুস্তি প্রভাতে ভক্তিসংযুতাঃ ॥ ১৯ ॥ তত্রাত্মা
দেবকন্তাস্তি সিদ্ধযজ্ঞানাস্তথা । যন্তত্র কুংকতে

সুরসমাজ আপনার বসীভূত, আমি হে জলনায়
আপনার আবার স্পৃহা কি? যাহা হোক সুরা-
ধীশ! আপনি আমায় যথেষ্ট ভজন করুন।
পুলস্ত্য কহিলেন,—আত্মীয়া এই কথা কহিলে
ইন্দ্র তাহার সহিত রমণ করিলেন। কামক্রিয়ার
অবসানে ইন্দ্র সেই স্নুমধ্যমাকে সঙ্গোধন করিয়া
কহিলেন,—অগ্নি কল্যাণি! তুমি এমনোভীষ্ট বর
প্রার্থনা কর। তোমার বিনয়ে আমি তুষ্ট হইয়াছি।
অতএব আমি তোমায় উত্তম বর প্রদান করিব।
নারী কহিল,—যেমন বা নারী মাঘমাসের শুক্র-
তৃতীয়ায় অত্রাত্মী তীথে স্নান করবে, তাহাদের
প্রতি সর্ব দেবতা প্রসন্ন হইবেন; অপিচ তাহা-
দের দেবদর্শন রূপ হইবে। হে সুরাধিপ! আপনি
আমায় সুরাবাসে লইয়া চলুন। পুলস্ত্য বলি-
লেন,—‘এবমহ’ বলিয়া সুরাধিপ সেই আত্মীকে
বিমানে আরোহণ করাইয়া তাহার সহিত ত্রিদিব-
ধাবে গমন করিলেন। হে পার্শ্ববসন্তম! আত্মীয়া
উত্তম বপু লাভ করিল বলিয়া বপুনারী বরাপ্সরা
রূপে পাতাল লাভ করিল। দেবগণ মাঘ মাসের শুক্র-
তৃতীয়ায় স্নান করিয়া থাকেন। দেবকন্তা
এবং সিদ্ধ ও যজ্ঞানারাও যদি উক্ত সময়ে এখানে

স্নানং তস্মিন্ কালে নরাধিপ ॥ ২০ ॥ রূপক লভতে
তাদৃগযাদৃগলকং তথা পুরা । সর্বে তত্র ভবিষ্যন্তি
সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ২১ ॥ তত্শ্চৈব পূর্কদিগ্ভাগে
বিলম্বন্তি স্তশোভনম্ । যজ্ঞাগত্য প্রকুর্নুস্তি স্নানং
পাতালকন্তকাঃ ॥ ২২ ॥ তত্র স্নাত্বা গৃহীত্বাপো
বিলে তস্মিন্ ব্রহ্মন্তি তাঃ । তত্র বৈনায়কে পীঠে
মহৎ পাবণজং জলম্ ॥ ২৩ ॥ তেনোদকেন সংযুক্তঃ
সিদ্ধো ভবতি মানবঃ । গৃহীত্বা তজ্জলং যত্র যত্র
যত্রান্তিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ স্বর্গে বা ভূতলে বাপি ন
কেনাপি প্রযুষাতে । তত্রাস্তি বিবরদ্বারে তিলকো
নাম পাদপঃ ॥ ২৫ ॥ তস্ত পুষ্পঃ ফলৈশ্চৈব
সর্বঃ কার্ঘ্যং প্রসিদ্ধাতি । ভক্ষণান্নাষণায়াপি
সিদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ২৬ ॥ তস্মিন্ বিলে
তু পাবাণাঃ সমস্তাচ্ছস্মিভাঃ । তেনো দকেন
সংস্পৃষ্টা ভবন্তি চ হিরণ্যগাঃ ॥ ২৭ ॥ বক্ষ্যা নারী
জলং তত্র যা পিবেতিলকাষিতম্ । অপি বর্ষ-
শতাব্দা চ সদো গর্ভবতী ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ ব্যাধি-
গ্রস্তোহপি যো মর্ভাঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
নীরোগো জায়তে সদো গ্রহগ্রস্তো বিমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥

স্নান করে, তাহা হইলে ঐ আত্মীর স্তায় ইহারাও
রূপলাভ করিয়া থাকে। সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগ-
গণ ঐ স্থানে রূপসম্পন্ন হইতে পারেন। উহারই
পূর্কদিকে এক স্তশোভন বিল আছে। পাতাল-
কন্তাগণ ঐ স্থানে আসিয়া স্নান করিয়া থাকেন।
তাহারা ঐখানে স্নানান্তে জল গ্রহণ করিয়া সেই
বিলেই পুনরায় প্রয়াণ করেন। তত্রাত্ম বৈনায়ক
পীঠে মহাপাণের নিয় দিয়া যে জল প্রস্তুত হয়,
তাহা স্পর্শ করিলে মানব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ
জল গ্রহণ করিয়া মানব স্বর্গে বা ভূতলে যে যে
স্থানেই গমন করুক, কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে
পারে না। তত্রাত্ম বিবরদ্বারে তিলক নামে এক
পাদপ আছে। তাহার পুষ্প ফল দ্বারা সর্ব
কার্ঘ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। উহা ভক্ষণে কিবা
ধারণে মানব সিদ্ধ হয়। ঐ বিলপথের চতুর্দিকে
শস্যসমিভ পাবাণরাজি বিরাজমান। পুরোক্ত
মহাপাণের জলে যখন সংস্পৃষ্ট হয়, তখন উহার
হিরণ্য হইয়া থাকে ১০—২৭। যে কোন বক্ষ্যানারী
তত্রাত্ম তিলকাষিতজল পান করিলে শতবর্ষব্যয়ক
হইলেও সদ্য গর্ভবতী হইয়া থাকে। ব্যাধিগ্রস্ত
বা গ্রহগ্রস্ত মানব তথায় স্নান করিলে সদ্য নীরোগ
ও গ্রহবিমুক্ত হইয়া থাকে। সেই উদকস্পর্শে

ভূতপ্রেতপিশাচানাং দোষঃ সদ্যঃ প্রণশ্চতি ।
 তেনোদকেন সম্পৃষ্টে সর্গঃ নশ্চতি তদুতম ॥ ৩০ ॥
 অপি কীটপতঙ্গা য়ে পিশাচাঃ পক্ষিণো মৃগাঃ ।
 তেনোদকেন য়ে সম্পৃষ্টাঃ সদো যাস্তান্তি সঙ্গতিম্ ॥
 ৩১ ॥ যযাতিকবাচ । অতাজুতমিদং ব্রহ্মন
 মাহাশ্বাঃ ভবতা মম । কথিতং রূপতীর্থস্থ ন ভূতঃ
 ন ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ কিমত্র কারণং ব্রহ্মন সর্গে-
 ভোহপ্যধিকং স্মৃতম্ । সর্গং বিস্তরতো ক্রহি
 পরং কৌতুহলং হি মে ॥ ৩৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
 ব্রহ্ম পূর্নং তপস্তপমদিত্যা নৃপসন্তম । ইন্দ্রে
 রাজাপরিত্রস্তে বলৌ ত্রৈলোক্যানায়কে । অবনীর্ণ-
 শ্চতুর্দ্বার্য্য-ত্যাং নৃপসন্তম ॥ ৩৪ ॥ তস্মিন জাতে
 মহাবিষ্ণুবিদিত্যা চানুরাস্তকে । গুপ্তয়া বিবরদ্বারে
 ভয়দানবসন্তবাং ॥ ৩৫ ॥ জাতমাত্রো হরিতস্মি-
 ন্স্থাপিতো নিব্বরে তয়া । তস্মাৎ পবিত্রতাং প্রাপ্তং
 তীর্থং নৃগমভীষ্টদম্ ॥ ৩৬ ॥ ন চান্তং কারণং
 রাজন্ সত্যমেবম্যেদিতম্ । মাঘশুকৃততীয়ায়াং
 তত্র জাতদ্বিবিধম্ ॥ ৩৭ ॥ তিলকঃ সর্গরূক্ষাণাঃ
 পুত্রবৎ পরিপালিতঃ । আদিত্যা সেবিতো নিতাং
 স্বহস্তেন জলৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৮ ॥ এতন্নে সক্ষমাখাতং

ভূত প্রেত ও পিশাচাদিজনিত দোষ, এমন কি সর্গ
 তদুতম বিনষ্ট হয়। কীট, পতঙ্গ, পিশাচ, পক্ষী বা
 মৃগগণও সেই উদকস্পর্শে সদ্যঃ সঙ্গতি লাভ
 করে। যযাতি কহিলেন,—ব্রহ্মন! আপনি রূপ-
 তীর্থের এ বড় অদ্ভুত মাহাত্ম্য কথাই আমার নিকট
 কীর্জন করিলেন। এরূপ তো কখন হয় নাই এবং
 হইবেও না। এই তীর্থের সর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা
 সম্বন্ধে কারণ কি?—বিস্তৃতরূপে বলুন, আমার
 বড়ই কৌতুহল হইয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—
 নৃপবর! পূর্বে ঐখানে অদ্বিতী তপস্যা করিয়া-
 ছিলেন। দৈত্যরাজ বলি যখন ত্রৈলোক্যের অদি-
 নায়ক এবং ইন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হন, তখন বিষ্ণু অদি-
 তির গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনুরাস্তকারী
 মহাবিষ্ণু জয়গ্রহণ করিলে অদ্বিতী দানবভয়ে
 গোপনে ঐ বিবরদ্বারে গিয়া তত্রত্য নিব্বরে
 হরিকে স্থাপন করেন। সেই জন্ত ঐ তীর্থ পবিত্র
 ও নরগণের অভীষ্টপ্রদ হইয়াছে। রাজন্।
 এ সম্বন্ধে আর কারণান্তর নাই। ইহা আমি
 সত্যই বলিলাম। মাঘমাসের শুক্লতীয়ার্দ্দিনে
 ত্রিবিধকম তথায় জয় গ্রহণ করেন। অদ্বিতী
 নিখিল তরুশ্রেষ্ঠ তিলকতরুকে পুত্রের স্যায় পালন

তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । তস্মাৎ সর্গপ্রযত্নেন নানং
 তত্র সমাচরেৎ । সর্গকামপ্রদং নৃগামিহ লোকে
 পরত্র চ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ত্রৈলোক্যে রূপতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
 দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেরূপশ্রেষ্ঠ তীর্থং
 ত্রৈলোক্যাবিশ্রুতম্ । অশ্বরীষস্ত রাজর্ষেইরাজ্যাত্য
 পাপনাশনম্ ॥ ১ ॥ যত্র স্বয়ং হৃষীকেশঃ কালে চ
 কলসংক্রমে । তস্ত্র বাক্যাদুত্তমার্থে স্বয়ং হি পরি-
 ত্রিষ্ঠতি ॥ ২ ॥ পুরাসীং পৃথিবীপালো হৃদয়ীষো
 যুগে কৃতে । হরিরাজাধ্যমাস তপস্তপে স্মৃদকরম্ ॥
 ৩ ॥ তস্মিন্স্থতীর্থে স রাজজেন্দ্রো মিতভক্ষো জিতে-
 শ্রিয়ঃ । সহস্রমেকং বর্ষণাং তত আসীৎ ফলাশনঃ ॥
 ৪ ॥ সহস্রে ধ্ব ততো রাজহ্বীর্ণপর্ণাশনোহভবৎ ।
 সহস্রে ধ্ব ততো ভূয়ো জলাহারো বভূব হ ॥ ৫ ॥
 সহস্রত্রিতয়ং রাজন বায়ুভক্ষো বভূব হ । চিত্তয়ন
 বৃশ্চরীকাক্ষং মানসে প্রজয়াধিতঃ ॥ ৬ ॥ দশ বর্ষ-

এবং তস্য স্বহস্তে শুভ সলিল দ্বারা সেচন করি-
 তেন। এই আমি আপনার নিকট সমস্ত তীর্থ-
 মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। অতএব সর্গপ্রযত্নে
 তথায় গিয়া মান করা কর্তব্য। তাহাতে নর-
 গণের ইহাপরকালে সর্গভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ২৮—৩৯।
 দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর ঐশান-
 দিকে রাজর্ষি অশ্বরীষয় ত্রৈলোক্যবখ্যাত পাপহর
 তীর্থে গমন করিবে। স্বয়ং হৃষীকেশ অশ্বরীষের
 বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া কলিঙ্গীলে ঐ তীর্থে অবস্থান
 করেন। কৃতযুগে অশ্বরীষ নামে এক পৃথীপাল
 ছিলেন। তিনি হরির আরাধনায় তদ্বৎ তপস্যা
 করেন। সেই রাজেন্দ্র মিতাহার, জিতেশ্রিয়, ও
 ফলাশী হইয়া এক সহস্র বর্ষ ঐ তীর্থে তপস্যা
 করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তিনি শীর্ণপর্ণাশনে
 দুই সহস্র, জলাহারে দুই সহস্র এবং বায়ু ভোজনে
 তিন সহস্র বর্ষ যাপন করেন। হৃষীকেশে ভীহার
 প্রগাঢ় ভাজ ছিল। তিনি মনে মনে কেবল

সংশ্রান্তে ততশ্চ নৃপসন্তম । তুতোষ ভগবান্
বিস্কৃতশ্রাসৌ দর্শনং দদৌ । ৭ ॥ কুত্বা দেবপতে
রূপমাক্ষৈর্যবতং গজম্ । অত্রবীধরদোহ্মীতি
অদ্বরীষং নরাধিপম্ । ৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ । বরং
বরয় ভদ্রং তে রাজন্ যমনসৌপ্পিতম্ । ত্বাং দৃষ্টা
ভক্তিসংযুক্তমাগতোহসমংশয়ম্ । ৯ ॥ অদ্বরীষ
উবাচ । মুক্তিং দাতুমশক্তোহসি ত্বঞ্চ বুদ্ধিনিবৃদন ।
তব প্রসাদাদ্বেবেশ ত্রৈলোক্যং মম বর্ততে । স্বাগতং
গচ্ছ দেবেশ ন বরো গোচতে মম । ১০ ॥ সমথা
দাস্ততে মহং বরং তুষ্টচতুর্ভুজঃ । তদাহং প্রতি-
গৃহ্ণামি গচ্ছ দেব নমোহস্ত্যুচে । ১১ ॥ ইন্দ্র উবাচ ।
বরং বরয় রাজর্ষে যন্তে মনসি বর্ততে । ব্রহ্মবিষ্ণু-
ত্ৰিনেত্রাণামহমীশো নৃপোত্তম । ১২ ॥ অন্তেষাং
চৈব দেবানাং ত্রৈলোক্যাস্থাপ্যং ধিবভুঃ । বরং
বরয় তস্মাৎ প্রসাদায়ৈ সুদুর্লভম্ । ১৩ ॥ প্রসন্নো
ময়ি রাজেন্দ্র প্রসন্নঃ সর্বদেবতাঃ । কুং মে বচনং
রাজন্ গৃহীতং বরমুত্তমম্ । ১৪ ॥ অদ্বরীষ উবাচ ।

রাজা ষং সর্বদেবানাং ত্রৈলোক্যাস্থ তথেষধঃ । সপ্ত
ঈপবতীরাজা অং বুদ্ধিনিবৃদন । ১৫ ॥ স্বরী-
কেশ সন্তকং বিদ্ধি মাং তাত নিশ্চয়ম্ । আগ-
তশ্চ স্বরীকেশো বরং দাস্তাত্যাসংশয়ম্ । ১৬ ॥
ইন্দ্র উবাচ । দদতো মম ভূপাল ন গৃহ্ণাসি বরং যদি ।
বজ্রং ত্বাং প্রেরয়িষ্যামি বায় কৃতানিচয়ঃ । ১৭ ॥
এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষঃ স্বক্ৰিণী পরিলেহিন । কুলিশঃ
ভ্রাময়ামাস গৃহীত্বা দক্ষিণে করে । ১৮ ॥ তন্ত্ৰৈবং
ভ্রাম্যমাণস্ত্র মথোৎপাতা বভূবিরে । ভক্তঃ পর্বত-
শৃঙ্গাণি বিশীর্ণানি সমস্ততঃ । ১৯ ॥ আবৃতং গগনং
মেঘৈর্বিধূষানৈর্নহাং তদা । ন কিঞ্চিদৃষ্টতে তত্র
সর্বং সন্তমসাবৃতম্ । ২০ ॥ এতদ্বিনেব কালে তু
স রাজা হরিবৎসলঃ । নিমগ্নো লোচনে স্বীয়ে
সমাধিস্থো বভূব হ । ২১ ॥ ততস্তষ্টো জগন্নাথঃ
সাক্ষাৎ প্রত্যকভাঃ গতঃ । ঐরাবতঃ স গরুড়
স্তৎক্ষণাৎ সমজায়ত । ২২ ॥ তদুবাচ স্বরীকেশো
মেঘগভীরয়া গিরা । ধ্যানস্থিতং নৃপশ্রেষ্ঠঃ শঙ্খ-
চক্রগদাধরঃ । ২৩ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । পরি-

পুণ্ডরীকাক্ষকেই চিন্তা করিতেন । অনন্তর দশ
সহস্র বৎসর অতীত হইলে ভগবান্
হইয়া ইন্দ্রের রূপ ধারণ ও ঐরাবতে ত
পূর্বক সেই রাজার সাক্ষাতে আবর্তিত ।
এবং বলিলেন,—আমি তোমায় বর দান
আসিয়াছি । রাজন্ ! তোমার মঙ্গল হোক
অতীষ্ট বর গ্রহণ কর । তোমাকে ভক্তিসং
দেখিয়াই আমি আগমন করিয়াছি
কহিলেন,—হে বুদ্ধবিনাশন, দেব ! আপনি
মুক্তি দানে সক্ষম নহেন । আপনার প্রসাদে
এই ত্রৈলোক্যও আমার আয়ত্তই আছে । অত-
এব আপনার ‘স্বাগত’ হইয়াছে, এক্ষণে গমন
করুন । আপনার নিকট বর গ্রহণ আমার অভি-
প্রেত নহে । চতুর্ভুজ কিংই তুষ্ট হইয়া আমার
ইষ্ট বর দান করিবেন । তখন আমি বর গ্রহণ
করিব । দেব ! তোমায় নমস্কার করি । তুমি
স্বস্থানে প্রস্থান কর । ইন্দ্র কহিলেন,—নৃপবর !
তোমার ইষ্ট বর আমারই নিকট প্রার্থনা কর ।
ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ, অস্তান্ত দেবগণ, এমন কি
এই ত্রৈলোক্যেরই আমি প্রভু । অতএব আমার
প্রসাদে তুমি সুদুর্লভ বর গ্রহণ কর । রাজেন্দ্র !
আমি প্রসন্ন হইলে সর্বদেবই প্রসন্ন হইবেন ।
অতএব রাজন্ ! আমার বাক্য পালন কর ;

বর গ্রহণ কর । ১—১৪ ॥ অদ্বরীষ কহিলেন,—
আপনি সর্বদেবের রাজা এবং এই ত্রৈলোক্যেরও
অধীশ্বর । আর আমিও সপ্ত ঈপবতী বসুমতীর
অধীশ্বর । এক্ষণে আমাকে স্বরীকেশের ভক্ত
বলিয়াই জানিবেন । স্বরীকেশ আসিবেন ; তিনিই
নিশ্চয় আমায় বর দান করিবেন । ইন্দ্র কহি-
লেন,—ভূপাল ! আমি বর দিতে প্রস্তুত থাকিলেও
তুমি যখন বর গ্রহণ করিতেছ না, তখন নিশ্চয়
জানিবে, তোমার বরের জন্ত আমি বজ্র প্রেরণ
করিব । সহস্রাক্ষ এই কথা কহিয়া স্বক্ৰিণী
পরিলেহন করিতে করিতে দক্ষিণকরে বজ্র লইয়া
এখা দুরীতে লাগিলেন । বজ্র ঘূর্ণিত হইতে
থাকিলে তখন মথোৎপাত সকল প্রাচুর্য হইল ।
পর্বতশৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল । বসুধা-
বিকম্পী মেঘ সকল গগনতল আবৃত করিল ।
তথায় আর কিছুই দৃষ্ট হইল না, সকল তমসচ্ছন্ন
হইয়া গেল । এই সময় বিষ্ণুবৎসল রাজা স্বীয় নয়ন-
দ্বয় নিম্নলিখিত করিয়া সমাধিস্থ হইলেন । তখন ভগ-
বান্ জগন্নাথ তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে স্বীয় মুক্তি
প্রকাশ করিলেন । ঐরাবত গজ তৎক্ষণাৎ
গরুড়রূপে পরিণত হইল । তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধর
স্বরীকেশ মেঘগভীর বাক্যে সেই ধ্যানস্থ নৃপশ্রেষ্ঠকে

তুট্টোহসি তে বৎসানন্তভক্ত জনেশ্বর। বয়ঃ
বয়ঃ ভক্তঃ তে যদ্যপি স্তাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ২৪ ॥
অদ্বয়ীষ উবাচ। যদি প্রসন্নো ভগবন যদি দেয়ো
বয়ো মম। সংসারাক্ষেপারণায় বরদো ভব মে
হরে ॥ ২৫ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। অখাহ ভগবান
বিষ্ণুঃ স্বরূপঃ জনাধিপম্। জ্ঞানযোগঃ সুবিস্তীর্ণ
সংসারক্ষয়কারণম্ ॥ ২৬ ॥ যস্মিন জ্ঞাতে নরঃ সদাঃ
সংসারামুগাতে নৃপ। জ্ঞাত্বা স নৃপতিঃ সম্যক্
প্রণম্যোবাচ কেশবম্ ॥ ২৭ ॥ অদ্বয়ীষ উবাচ
ভগবন যস্য প্রোক্তো যোগোহয়ং মম বিস্তরাৎ।
দুর্জয়েঃ স নৃপাঃ দেব বিশেষাচ্চ কলৌ যুগে ॥ ২৮ ॥
অপি চেৎ সুপ্রসন্নোহসি ক্রিয়াযোগং ব্রবীহি মে।
লোকানাং তারণার্থায় শঙ্খচক্রগদাধর ॥ ২৯ ॥
পুলস্ত্য উবাচ। ততস্তস্মৈ নরেন্দ্রায় ক্রিয়াযোগং
জনাধিনঃ। যথাযোগ্যঃ নৃপশ্রেষ্ঠ কথ্যমাস
কেশবঃ ॥ ৩০ ॥ তং শ্রুত্বা তুষ্টিহৃদয়োহদ্বয়ীষো বাক্যম্
ব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥ অদ্বয়ীষ উবাচ। যদি তুট্টোহসি
ভগবন রূপেণানেন মাধব। মমাত্মমে ত্বং দেবেশ
সদা সন্নিহিতো ভব ॥ ৩২ ॥ যতস্বং প্রতিমামে-

কামর্চয়ামি বিধানতঃ। পূজয়িষ্যন্তি লোকাষ্টাৎ
শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৩৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। তথোক্তো
মাধবেনাসৌ চকার হরিমন্দিরম্। প্রতিমাং পূজয়া-
মাস গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ কালেন
মহতী ভগবান বিষ্ণুমন্দিরে। তেনৈব বপুষা প্রাপ্তঃ
সমুদ্রঃ সহবান্ধবঃ ॥ ৩৫ ॥ অদ্যাপি ভগবান বিষ্ণুঃ
সত্যবাকোন ভূপতেঃ। সদা সন্নিহিতো বিষ্ণু-
স্তস্মিন্নবসরে কলৌ ॥ ৩৬ ॥ তদারভ্য মহারাজ
ক্রিয়াযোগো ধরাতলে। প্রবৃত্তঃ প্রতিমাকারঃ কালে
চ কলিসংক্রমে ॥ ৩৭ ॥ যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা
হৃষীকেশো নৃপার্কুদে। স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং
প্রসাদাচ্চ হরেনৃপ ॥ ৩৮ ॥ একাদশ্যাং মহারাজ
জাগরং যঃ সদা নৃপ। করিব্যতি নিরাহারো হৃষী-
কেশাগ্রতঃ স্থিতী স যাক্রতি পরং স্থানং দুর্লভং
ত্রিদেশৈরপি ॥ ৩৯ ॥ যৎ পুণ্যং কপিলাদানে
কার্তিক্যং জ্যৈষ্ঠপুঙ্করে। তৎফলং লভতে
মর্ত্যো হৃষীকেশস্ত দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥ শুক্রে বা
যস্মি বা কৃষ্ণে সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে। যঃ পশ্চতি
হৃষীকেশমবমেধকলং লভেৎ ॥ ৪১ ॥ তস্মাৎ

বলিলেন,—হে বৎস! অনন্তভক্ত জনাধিপতে।
তোমার প্রতি তুষ্টি হইয়াছি, অতি দুর্লভ হইলেও
তুমি সেই বর আমার নিকট প্রাপ্তনা করিয়া লও;
তোমার মঙ্গল হোক। অদ্বয়ীষ কহিলেন,—ভগ-
বন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমাকে বর দান
করা যদি আপনার অভিমত হয়, তবে হে হরে!
সংসারসাগরের পরপারে পৌঁছবার জন্ত আমার
প্রতি বরপ্রদ হোন। পুলস্ত্য কহিলেন—অনন্তর
ভগবান বিষ্ণু রাজর্ষি অদ্বয়ীষকে সংসারক্ষয়কর
সুবিম্বৃত জ্ঞানযোগ উপদেশ দিলেন। হে নৃপ! নর
উহা অবগত হইলে সদ্যই সংসারমুক্ত হইয়া থাকে।
নরপতি অদ্বয়ীষ উহা শ্রবণ করিয়া সম্যক্ প্রণামান্তে
কেশবকে কহিলেন,—ভগবন! আপনি এই যে,
বিস্তৃতরূপে যোগ ব্যাখ্যা করিলেন, উহা নরগণের
বিশেষতঃ কলিকালের লোকের দুর্জয়। যদি
আপনি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে হে শঙ্খচক্র-
গদাধর! লোকহিতার্থে কিঞ্চিৎ ক্রিয়াযোগ আমার
নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,
নৃপবর! অতঃপর কেশব সেই নরেন্দ্রের নিকট
যথাযোগ্য ক্রিয়াযোগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন।
তজ্জবনে অদ্বয়ীষ তুষ্টিহৃদয় হইয়া বলিলেন,—ভগ-
বন! যদি তুষ্টি হইয়া থাকেন, তবে আপনার

এইক্ষণে আপনি আমার আশ্রমে সদা সন্নিহিত
হউন; কেননা, আমি বিবিধপুষ্ক আপনার এক
প্রতিমা অর্চনা করিব। তাহার দৃষ্টান্তে লোক সকল
আপনার শঙ্খ-চক্র-গদাধররূপে পূজা করিবে।
১৫—৩৩নং পুলস্ত্য কহিলেন,—মাধব ‘তথাস্থ’
বলিলে অদ্বয়ীষ এক হরিমন্দির নির্মাণ করিয়া গন্ধ-
পুষ্পানুলেপন দ্বারা তন্মধ্যে হরিপ্রতিমা পূজা
করিতে লাগিলেন। অতঃপর কালক্রমে ভগবান
বিষ্ণু সেইরূপ দেখেই স্তুতবান্ধবগণসহ তথায় উপ-
স্থিত হইলেন এবং ভূপতির সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া
অদ্যাপি এই কলিকালেও নিত্যকাল ঐ স্থানে
সন্নিহিত রহিয়াছেন। মহারাজ! তখন হইতে
ধরাতলে প্রতিমাকার ক্রিয়াযোগ প্রবর্তিত
হইয়াছে। হে নৃপ! যে নর অর্কুণ্ডালে ভক্তি-
পুষ্ক হৃষীকেশের অর্চনা করে, হরির
প্রসাদে তাহার বিষ্ণুসালোক্য লাভ হয়। *মহা-
রাজ! ঐ স্থানে একাদশীর দিন উপবাসী
থাকিয়া যে নর হৃষীকেশাগ্রে রাজাজাগরণ করে,
তাহার দেবদুর্লভ পরম স্থান লাভ হয়। কার্তিকে
জ্যৈষ্ঠ পুঙ্করে কপিলাদানে যে পুণ্যকল হয়, হৃষী-
কেশদর্শনে এখানে সেই ফলই হইয়া থাকে।
শুক্রে বা কৃষ্ণপক্ষীয় হরিবাসরে হৃষীকেশদর্শনে

সর্বপ্রযত্নেন পূজয়েতু বিধানতঃ । যন্তত্র চতুরো
মানান্ সমাগ্ৰ্যরূপায়ণঃ । অভ্যর্চয়েচ্ছবীকেশং
ন স কুয়োহাভিজায়তে ॥ ৪২ ॥ একঃ সর্বাণি
তাঁধানি করোতি নৃপসন্তম । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং
চাতুর্শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৪৩ ॥ একো দানানি সর্বাণি
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং
চাতুর্শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৪৪ ॥ একঃ কন্তাসহস্রং
তু প্রদদ্যাক যথাবিধিঃ । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং
চাতুর্শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৪৫ ॥ স্বর্ঘ্যগ্রণ্ডে কুরুক্ষেত্রে
দদ্যাদানমমুত্তমম্ । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং চাতু-
র্শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৪৬ ॥ অগ্নিষ্টোদিতভির্ঘণ্ডৈর্জ-
ভ্যকঃ সদাক্ষণৈঃ । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং চাতু-
র্শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৪৭ ॥ একো হিমালয়ং গতা
ত্যজতি স্বকলেবরম্ । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং
চাতুর্শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৪৮ ॥ একস্ত ভৃগুপাতেন
ত্যজেদেহং স্মৃতির্থকৈঃ । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং
চাতুর্শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৪৯ ॥ একঃ প্রায়োপবেশেন
প্রাণান্ত্যজতি মানবঃ । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং
চাতুর্শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানং বদন্ত্যকঃ
কন্তা জ্ঞানবিশারদঃ । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং চাতু-
র্শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৫১ ॥ গয়াশ্রাদ্ধং করোত্যকঃ
পিতৃপক্ষে নৃপোত্তম । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং চাতু-
র্শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৫২ ॥ চান্দ্রায়ণসহস্রং করো-
ভ্যকঃ সমাহিতঃ । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং চাতু-

অশ্বমেধ ফললাভ হয় । অতএব সপ্তময়ে তাঁহার
পূজা করা কর্তব্য । যে তথায় গারিমাস সম্যক
ব্রতনিষ্ঠ হইয়া হবীকেশের অর্চনা করে, তাহাকে
আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । একজন সর্বতৌর্গ
সেবা করে, আর অন্ত্রজন যদি চাতুর্শ্রীক্শে থাকিয়া
হবীকেশ দর্শন করে, একজন ব্রাহ্মণকে সর্বদান
প্রদান করে, আর অন্য যদি চাতুর্শ্রীক্শ করিয়া
হবীকেশ দর্শন করে, তবে কল উভয়েরই সমান
হইয়া থাকে । এইরূপে কেহ যথাবিধি কন্তাসহস্র
দান, কেহ স্বর্ঘ্য গ্রহণে কুরুক্ষেত্রে উত্তম দান প্রদান,
কেহ সদাক্ষিণ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অমুষ্ঠান, কেহ
হিমালয়ে গিয়া তম্রত্যাগ, কেহ পুণ্যতীর্থে গিয়া
ভৃগুপাতে দেহপাত, কেহ প্রায়োপবেশেন প্রাণ-
পরিহার, কোম জ্ঞানবিশারদ অধ্যয়নান্তে ব্রহ্মজ্ঞান
ব্যাখ্যান, কেহ পিতৃপক্ষে গয়াশ্রাদ্ধবিধান, কেহ
সমাহতভাবে সহস্র চান্দ্রায়ণামুষ্ঠান, কেহ দ্বিহস্ত্রা

শ্রীক্শং সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ ব্রতং তপঃ সহস্রাদিমেকঃ
সম্যক চরেন্নর । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং চাতুর্শ্রীক্শং
সমাহিতঃ ॥ ৫৪ ॥ একস্ত চতুরো বেদান্ সম্যক
পঠতি ব্রাহ্মণঃ । পশুত্যাভ্যো হবীকেশং চাতুর্শ্রীক্শং
সমাহিতঃ ॥ ৫৫ ॥ বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণু সংক্ষে-
পশো নৃপ । একস্ত ভবেৎ সর্বমেকতো হরিদর্শ-
নম্ ॥ ৫৬ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন স্মাতব্যং হরি-
সন্নিধৌ । অম্বরীষস্ত রাজর্ষেঃ স্থানকে পাপনাশনে ॥
৫৭ ॥ একস্ত হবীকেশং একস্তঃ কর্ণিকেশ্বরঃ । তথো-
প্তীক্শা মৃত্যু য়ে চ মানবা নৃপসন্তম ॥ ৫৮ ॥ অপি কুত্শা
মহৎ পাপং গচ্ছন্তি হরিসন্নিধৌ । হবীকেশং সমা-
লোক্য সদ্যো মুক্তমবাগ্নুযাৎ ॥ ৫৯ ॥ পুণ্যমেকং
হবীকেশো যশ্চরোপয়তে নৃপ । সুখসৌভাগ্যসংযুক্ত
ইহ লোকে পরন্তু চ ॥ ৬০ ॥ হবীকেশস্ত যো ভক্তা
করিষ্যতাহুলেপনম্ । স যাতিতি পরং হানং জরা-
মরণবর্জিতম্ ॥ ৬১ ॥ সম্ভার্জুনং চ তস্তাগ্রে যঃ
করোতি সমাহিতঃ । যাবতো য়েণবস্ত্রং তাবদ্বর্ষ-
শতানি সঃ । মোদতে বিষ্ণুলোকে নাত্র কার্য্য
বিচারণা ॥ ৬২ ॥ কার্তিকে শুক্লপক্ষে চ একাদশ্যাঃ
নৃপোত্তম । দীপমারোপয়েদ্যশ্চ হবীকেশাগ্রতো

পর্বাশ্চ সম্যক ব্রত-তপস্তাচরণ এবং কেহ বা যদি
চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেন, আর অন্ত্রজন যদি
চাতুর্শ্রীক্শ করিয়া হবীকেশ দর্শন করেন, তবে
ফল সমানই হইয়া থাকে । রাজন্! অধিক
বলিও কি, সংক্ষেপে শ্রবণ করুন । একদিকে
সমস্ত ধর্মকার্য্য, আর অন্য দিকে মাত্র হরিদর্শন ;
অতএব সপ্তময়ে রাজর্ষি অম্বরীষের পাপের
স্থানে হরিসন্নিধানে অবস্থান করিবে । ৩০—৫৭ ।
একদিকে হবীকেশ, অন্য দিকে কর্ণিকেশ্বর, এই
উভয়ের মধ্যে যে মর্ত্ত্য প্রাণ পরিত্যাগ করিবে,
মহৎপাপ সঞ্চিত থাকিলেও হরিসন্নিধানে তাহার
গতি হইয়া থাকে ; হবীকেশ দর্শনে সদ্য পাপমুক্ত
হয় । রাজন্! হবীকেশোপরি যদি কেহ একটী
মাত্র পুষ্প প্রদান করে, তবে ইহ-পরকালে তাহার
সুখ-সৌভাগ্য হয় । যে জন ভক্তিভরে হবীকেশের
অমুলেপন করে, তাহার জরামরণ-বর্জিত পরম
পদলাভ হয় । যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া তদগ্রে
সম্ভার্জুন করে, ধুলিরেণুসংখ্যাহুপাতে তত শত
বর্ষ তাহার বিষ্ণুলোকে সুখবাস হইয়া থাকে ;
নিঃসন্দেহ । নৃপবর । কার্তিকের শুক্লপক্ষীয়
একাদশীদিনে যে ব্যক্তি হবীকেশের সমুখে দীপ

নৃপ ॥ ৩৬ ॥ যথাযথা প্রকাশেত পাপং জন্মান্তরা-
জ্জিতম্ । তথা তথা ব্রজেন্নাশং তস্ত কায়াদশেষতঃ ॥
৬৪ ॥ পঞ্চায়তেন যঃ পূজাং হৃষীকেশে করিষ্যতি ।
দগ্না ক্লয়েণ বা যন্ত ন স ভূয়োহতিজায়তে ॥ ৬২ ॥
তস্মাৎ সৰ্ব্ব প্রযত্নেন হৃষীকেশঃ সমৰ্চয়েৎ । সংসার-
বদ্ধতো রাজমুক্ত্যাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬৩ ॥ হৃষী-
কেশে বিশেষেণ কর্তব্যং পূজনং সদা ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে হৃষীকেশমাহাত্ম্যাবরনং নাম
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেরূপশ্রেষ্ঠ দেবঃ
সিন্ধেশ্বরং পরম্ । সিদ্ধিং প্রাণিনাং সম্যক্ সিদ্ধেন
স্থাপিতং পুরা ॥ ১ ॥ তত্র বিশ্বাবসুর্নাম সিদ্ধস্তেপে
মহাতপঃ । বহুবর্ষাণি স স্থাপ্য শিবং ভক্তিপরায়ণঃ ॥
২ ॥ জিতক্রোধো জিতমদো জিতসর্বৈশ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
তাবদ্বর্ষসহস্রান্তে ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ । তুতোয়
নৃপতেস্তস্ত স্বয়ং দর্শনমাবধৌ ॥ ৩ ॥ অববীক্তঃ
মহাদেবো বরদোহস্মীতি পার্থিব ॥ ৪ ॥ শ্রীভগবান্ন-

দান করে, জন্মান্তরাজ্জিত পাপ যেমন যেমন প্রকাশ
পায়, তাহার কলেবর হইতে অশেষরূপে তথা তথা
বিনষ্ট হইয়া যায় । পঞ্চায়ত, দধি, কিম্বা কীর দ্বারা
হৃষীকেশের পূজা করিলে, পুনরায় আর জন্ম গ্রহণ
করিতে হইবে না । অতএব সর্বথা হৃষীকেশের
অৰ্চনা করিবে; তাহাতে সংসারবদ্ধ হইতে
মানবের মুক্তি ঘটিবে । মানব হৃষীকেশকে সতত
বিশেষরূপেই পূজা করিবে । ৫৮—৬৬ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর সিদ্ধ-
স্থাপিত সিদ্ধিপ্রদ পরম দেব সিন্ধেশ্বর নিকটে
গমন করিবে । বিশ্বাবসু নামে এক ভক্ত সিদ্ধ
জিতক্রোধ, জিতমদ ও জিতৈশ্রিয় হইয়া ঐ স্থানে
শিবস্থাপন করিয়া বহু বর্ষ যাবৎ পরম তপস্বী
করিয়াছিলেন । ভগবান্ বৃষভধ্বজ সহস্র বর্ষান্তে
ছুষ্ট হইয়া নৃপতির সাক্ষাৎ হন এবং তাঁহাকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—পার্থিব! আমি মহা-

বাচ । বয়ঃ বরয় ভদ্রং তে যতে মনসি বর্ততে ।
দাতামি তে প্রসন্নোহং যদ্যপি স্থাৎসুদূর্গতম্ ॥ ৫ ॥
বিশ্বাবসুর্নৃবাচ । একলিঙ্গঃ সুরশ্রেষ্ঠ ধাত্মা মনসি
নিচ্চম্ । সধান্ কামানবাপ্নোতি প্রসাদাত্তব
শকর ॥ ৬ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । এবমস্মিতি স প্রোচ্য
তত্রৈবান্তরায়ত । সিদ্ধেশ্বরঃ ততো গতা সিদ্ধিং
যাতি সহস্রশঃ ॥ ৭ ॥ প্রভাবান্তস্ত লিঙ্গস্ত কামানি-
ষ্টানবাণুয়ুঃ । ততো ধর্ম্মক্রিয়াঃ সৰ্বা গতা নাশং
ধরাতলে ॥ ৮ ॥ ন কশ্চিদযজ্ঞতে যতৈর্জর্ন দানানি
প্রযচ্ছতি । সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদেন সিদ্ধিং যাতি নরা
ভূবি ॥ ৯ ॥ উচ্ছিন্নৈষু চ যজ্ঞে নৃপদানৈষু নৃপসত্তম ।
ইন্দ্রাদ্যগ্নিদশাঃ সৰ্বে পরং হুঃখমুপাগতাঃ ॥ ১০ ॥
জ্ঞাত্বা যজ্ঞবিঘাতঞ্চ তদ্বিঘাতায় বাসবঃ । বজ্রেনাচ্ছাদ-
য়ামাস যথা সিদ্ধির্গজায়তে ॥ ১১ ॥ তথাপি সন্নৈধৌ
তস্ত সিদ্ধেশ্বস্ত নৃপোত্তম । কর্ম্মণো জায়তে সিদ্ধিঃ
পাতকস্ত পরিক্রয়ঃ ॥ ১২ ॥ যন্ত মাঘচতুর্দশ্যঃ সোম-
বারে নৃপোত্তম । শুক্রায়াং বাথ কৃক্সায়াং স্পৃষ্ট্বা

দেব,—তোমার প্রতি বরদ হইয়াছি । তোমার
মনে ঐ বর প্রার্থনা কর । উৎসাহিত হইলেও
আমি প্রসন্ন হইয়া তাহা দান করিব । বিশ্বাবসু
বলিলেন,—হে শকর! হে সুরবর! এই লিঙ্গ মনে
মনে ইচ্ছারূপে ধ্যান করিয়া মানব ভবৎপ্রসাদে
সর্বকাম লাভ করুক । পুলস্ত্য কহিলেন,—মহা-
দেব ‘এবমস্মি’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন ।
তখন হইতে সিন্ধেশ্বরে গিয়া সহস্র সহস্র লোক
সিদ্ধি লাভ করিতে লাগিল এবং সেই লিঙ্গের
প্রসাদে ইষ্ট কাম সকল লাভ করিতে লাগিল, তখন
ধরাতলে ধর্ম্মক্রিয়া সকল লোপ পাইল । ১—৮ ।
কেহ কোন যজ্ঞ করে না, কেহ কাহাকে দান করে
না; সিন্ধেশ্বরের প্রসাদে নরগণ অনায়াসেই সিদ্ধি
লাভ করিতে লাগিল । নৃপবর! এইরূপে যখন দান
যজ্ঞ সকলই উৎসন্ন হইল, তখন ইন্দ্রাদি ত্রিদশগণ
পরম হুঃখিত হইলেন এবং যজ্ঞবিঘ্নের কারণ জানিতে
পারিয়া বাসব তাহা ব্যাহত করিবার জন্ত বজ্র দ্বারা
সিন্ধেশ্বর লিঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন ।
এই ব্যবস্থায় তখন হইতে আর অনায়াসে সিদ্ধি
ঘটিতে পারে না বটে, তথাপি সেই সিন্ধেশ্বর-
সন্নিহিত স্থানে কৃত কর্ম্ম সিদ্ধ হয় এবং পাতকপরি-
ক্ষয় হইয়া থাকে । নৃপবর! যে ব্যক্তি মাঘ মাসের
সোম বাসরে শুক্রা কিম্বা কৃক্সা চতুর্দশী তিথিতে ঐ

সিদ্ধো ভবেবরঃ ॥ ১৩ ॥ অদ্যাপি জায়তে সিদ্ধিঃ
সত্যমেতন্ময়োদিতম্ । তস্মাৎসিদ্ধেশ্বরঃ গচ্ছানন্না
যাস্ততি সঙ্গতিম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ শুক্রেবরঃ গচ্ছেচ্চক্রেণ
হাপিতঃ পুরা । যং দৃষ্ট্বা মানবঃ সদ্যঃ সৰূপাতৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ পুরা দেবৈর্নিক্কিতান্
নৃপসত্তম । চিন্তয়ামাস মেধাবী ভার্গবস্তান্ প্রতি
দ্বিজঃ ॥ ২ ॥ কথং দৈত্যাসু সুরান্ জিত্বা প্রাপ্যাস্তি চ
মহাযশঃ । আরাধ্য শঙ্করং সিদ্ধিং গচ্ছামি মন-
সেঙ্গিতম্ ॥ ৩ ॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা গতোহৰুদ-
মথ্যচলম্ । ভূমেষ্টিবরমাসাদ্য তপস্তপে স্মদাক্র-
ণম্ ॥ ৪ ॥ শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য ধূপগন্ধাভূষণৈঃ
অনিশং পূজয়ামাস শ্রকয়া পরমাবিভঃ ॥ ৫ ॥ ততো
বর্ষসংস্রাস্তে তুতোষ ভগবান্ শিবঃ । তস্মৈ সন্দর্শনং

স্থান স্পর্শ করে, তাহার সিদ্ধি অদ্যাপি হইয়া থাকে,
ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি । ততএব
নর সিদ্ধেশ্বরের সমীপে যাইবে ও তাঁহার কাম-
ক্ষার করিবে; ইহাতে তাহার সদগতি লাভ
হইবে । ১—১৪ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর শুক্রহাপিত শুক্রে-
শ্বরসমীপে গমন করিবে । মানব ঐ লিঙ্গ দর্শনে
সৰূপাপ হইতে মুক্ত হয় । নৃপবর ! পুরাকালে
ধীমান্ ভার্গব দৈত্যগণকে দেবগণ কর্তৃক বিনির্জিত
দেখিয়া তাহাদের জন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন—
কিভাবে দৈত্যগণ দেবগণকে জয় করিয়া মহাযশ
লাভ করিবে ? আমি শঙ্করের আরাধনা করিয়াই
মনোভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিব । এইরূপ নিশ্চয়
করিয়া শুক্র অৰুদাচলে গেলেন এবং তত্রত্য
ভূবিবর মধ্যে অবস্থান করিয়া দাক্ষণ তপস্তা
করিতে লাগিলেন । তিনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়া ধূপ গন্ধ ও অলুপেণ দ্বারা নিরন্তর পরম
অঙ্কাসহকারে পূজা করিতে লাগিলেন । অনন্তর

দক্ষা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৬ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ ।
পারিতুষ্টোহস্মি তে বিপ্র ভক্ত্যা ভব দ্বিজোত্তম ।
বরং বরয় ভদ্রং তে যদ্যপি স্মাত্মমুর্জিতম্ ॥ ৭ ॥
শুক্রে উবাচ । যদি তুষ্টো মহাদেব বিদ্যাং দেহি
মহেশ্বর । যয়া জীবন্তি সম্প্রাপ্তা মৃত্যুঃ সন্ধ্যোহপি
জন্তবঃ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । প্রদায় বৈ শিব-
স্তম্বে তাং বিদ্যাং নৃপসত্তম । অত্রবীচ পুনঃ
শুক্রে বরমস্তং ধীমত্ ॥ ৯ ॥ শুক্র উবাচ ।
এতৎকার্ত্তিকমাসস্ত শুক্লাষ্টম্যাং তু যঃ স্পৃশেৎ ।
ততো লিঙ্গং পূজয়েচ্চ যঃ পুমান্ শ্রদ্ধয়াধিতঃ ॥ ১০ ॥
অপমৃত্যুভয়ং তস্মৈ মা ভূত্বৈব প্রসাদতঃ । ইষ্টান্
কামান্বাপ্নোতু ইহ লোকে পরজন্ম ॥ ১১ ॥ পুলস্ত্য
উবাচ । এবমস্তি স প্রোচ্য তজ্জৈবাস্তরধীয়ত ।
শুক্রেহপি দানবান্ সন্ধ্যো হতান্ দেবৈরনেকশঃ ॥
১২ ॥ বিদ্যায়াম্চ প্রভাবেন জীবয়ামাস তামুনীং ।
তস্মাগ্রেহস্মিন্নগ্রাহকুণ্ডং নিখিলং পাপনাশনম্ ॥ ১৩ ॥
তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ পাতকৈশ্চ প্রমুচ্যতে ।
তত্র শ্রাদ্ধেন রাজেন্দ্র তুষ্টো যাস্তি পিতামহঃ ॥ ১৪ ॥

সংস্রবর্ষান্তে ভগবান্ শিব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন
দানপূর্বক বলিলেন,—বিপ্র ! তোমার ভক্তিযোগে
আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি; যতই দুর্লভ বর হউক,
প্রার্থনা কর, আমি তোমায় প্রদান করিব । শুক্র
কহিলেন,—দেব মহেশ্বর ! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
তবে আমার এমন বিদ্যা প্রদান করুন, যাহাতে
যুদ্ধ-মৃত প্রাণিগণও পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! শিব শুক্রকে তথ্যবিধ
বিদ্যা প্রদান করিয়া পুনর্জীবন অস্ত্র বর গ্রহণার্থ
শুক্রে বলিলেন । তখন শুক্র কহিলেন,—কার্ত্তিক
মাসের শুক্লাষ্টমীদিনে যে নর শ্রদ্ধাপূর্বক এই
লিঙ্গ স্পর্শ ও অর্চন করিবে, তৎপ্রসাদে তাহার
যেন অল্পমাত্রও মৃত্যুভয় থাকে না । সেই ইহ-পর-
লোকে ইষ্ট কাম সকল প্রাপ্ত হউক । ১—১১ । পুলস্ত্য
কহিলেন,—মহাদেব ‘এবমস্ত’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ
অন্তর্দান করিলেন । এদিকে লক্ষবিদ্য শুক্র
সময়ে দেবগণ কর্তৃক নিহত দানবগণকে সেই
বিদ্যাপ্রভাবে পুনর্জীবিত করিতে লাগিলেন ।
এখানে শুক্রেবরের সম্মুখে এক নির্মল মহাকুণ্ড
বিদ্যমান । নর তথায় স্নান করিলে পাতকজাল
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে
পিতামহগণ জল দ্বারা তর্পিত হইলেই পরম পরি-

তর্পিতাঃ সলিলেনৈব কিং পুনঃ পিণ্ডদানতঃ
তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং তজ্জ সমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শুক্রেণনরমাধ্যায়বর্ণনং নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

বোড়শোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নূপশ্রেষ্ঠ তীর্থং
পাপপ্রণাশনম্ । মণিকর্ণিকসংজ্ঞং তু সর্কলোকেষু
বিষ্ণুতম্ ॥ ১ ॥ যত্র সিদ্ধিঃ গতা রাজন বালখিল্য
মহর্ষয়ঃ । তৈস্তত্র নির্মিতং কুণ্ডং সুরম্যাং গিরি-
গহ্বরে ॥ ২ ॥ তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং মুনীনাং
ভাবিতাশ্চানাম্ । মহাশর্ঘ্যামভূতত্র তথঃ শৃণু নরা-
ধিপ ॥ ৩ ॥ কিরাতবনিতা কাচিন্নায়া চ মণিকর্ণিকা ।
অতিকৃষ্ণা বিরূপাক্ষী করলা ভীষণাকৃতিঃ ॥ ৪ ॥
তৃযার্দ্ধা তত্র সম্প্রাপ্তা মধ্যান্দিনগতে রবৌ । গ্রস্তে
চ রাহুণা সূর্যো প্রবিষ্টো সলিলে তু সা ॥ ৫ ॥ এত-
শ্মিন্নেব কালে তু দিব্যরূপবপুর্দ্বয় । মুনীনাং পশুতাং
চৈব বিনিক্ষিপ্তা স্তমধ্যমা ॥ ৬ ॥ অথ তস্তাঃ পতিঃ

ভূষ্ট হন, আর যদি পিণ্ডদান করা যায়, তবে যে
উদ্ধারের বিরূপ পরিতোষ ঘটে, তাহা আর বিশেষ
করিয়া বলিবে কি ! অতএব এই স্থানে সর্বদা জ্ঞান
করা কর্তব্য । ১২—১৫ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

বোড়শ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নূপবর ! অতঃপর নর
নিখিল লোকবিষ্ণুত পাপহর মণিকর্ণিক তীর্থে গমন
করিবে । বালখিল্য মহর্ষিগণ এই স্থানে সিদ্ধি লাভ
করিয়াছিলেন । এই তীর্থে গিরিগহ্বরে বালখিল্য-
বিনির্মিত এক রম্য কুণ্ড আছে । হে নরাদিধিপ !
তত্রস্থ ভাবিতাশ্চা বালখিল্য মুনিগণ সম্বন্ধে পূর্বে
এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলি শ্রবণ
করুন । একদা মণিকর্ণিকা নামী কোন এক অতি
কৃষ্ণা, করলাকৃতি ভীষণা বিরূপনয়না কিরাতবনিতা
মধ্যাহ্নে রাহুগ্রস্তদিবাকরে তৃযার্দ্ধ হইয়া এই তীর্থে
উপস্থিত হয় এবং তথাকার কুণ্ডজলে প্রবেশ
করে । অনন্তর মুনিগণের সমক্ষেই এই কিরাতী
দিব্য-রূপধারিণী সুন্দরী হইয়া কুণ্ডজল হইতে

প্রাপ্তস্তদবেষণতৎপরঃ । পপ্রচ্ছ তাং বরারোহাং
পত্ন্যা হুংথেন হুংখিতঃ ॥ ৭ ॥ যম ভাৰ্য্যাজ সম্প্রাপ্তা
যদি দৃষ্টা স্তমধ্যমে । শীঘ্রং বদ বরারোহে বাল-
কোহয়ং তত্ত্ববঃ ॥ ৮ ॥ তৃযার্দ্ধা চ কুণ্ডাবিষ্টৌ ক্রদতে
চ মুহূৰ্ণুহঃ । দৃষ্টা চেৎকথ্যতাং স্তম্ভকর্ষিনাং তাং
ময়িষ্যতি ॥ ৯ ॥ স্ত্রুবাচ । সাহং তে দয়িতা কাস্ত
তীর্থস্তাত্ত প্রভাবতঃ । দিব্যরূপমিদং প্রাপ্তা দেবৈ-
রপি স্তম্ভকভম্ ॥ ১০ ॥ অং চাপি সলিলে হুস্মিন্
কুরু জ্ঞানং বরাধিতঃ । প্রাপ্যাসি অং পরং রূপং
যথা প্রাপ্তং ময়ানঘ ॥ ১১ ॥ অথানৌ সহ পুত্রৈঃ
প্রবিষ্টস্তত্র নিকরৈঃ । বিমুক্তে ভাস্করে রাজন
বিরূপচাভবৎপুনঃ ॥ ১২ ॥ হুংথেন মৃত্যুমাপর-
স্তাস্মিন্নেব জলাশয়ে । অথ সা ভর্তৃশোকাক্রময়ণে
কৃতনিশ্চয়া ॥ ১৩ ॥ চিত্তিং কৃষা সমং তেন জ্বলয়ামাস
পাবকম্ । অথ তে মুনয়ো দৃষ্টৌ তথাশীলাং শুভা-
নাম্ ॥ ১৪ ॥ কৃপয়া পরয়াবিষ্টাস্তামুচুর্কিষ্ময়াধিতাঃ ।
সর্বৈ তস্তাশ্চ সন্দৃষ্টৌ সাহসক নৃপোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥
ঋষয় উচুঃ । দিব্যরূপং তয়া প্রাপ্তং দেবৈরপি

নিষ্করা হয় । এই সময় সেই কিরাতীর পতি
তাহা । অনুসন্ধানার্থ এই স্থানে আগমন করে এবং
পত্নীর হুংথেন হুংখিত হইয়া তাহারই নিকট জিজ্ঞাসা
করে যে, হে স্তমধ্যমে ! আমার ভাৰ্য্যা এই দিকে
আসিয়াছিল, যদি দেখিয়া থাক তো শীঘ্র বল, এই
তাহার বীলক তৃযার্দ্ধ ও কুণ্ড হইয়া মুহূৰ্ণুহঃ
ক্রন্দন কাশিতছে । সে বিনা এ বালকের প্রাণ
বাচিবে না । সেই নারী কহিল,—হে কাস্ত !
আমিই সেই তুমার কামিনী ; এই তীর্থের প্রভাবে
আমি অধুনা দেবভূক্ত দিব্যরূপ লাভ করিয়াছি । ১—
১০ । হে অনঘ ! তোমাকেও বলি, তুমিও এই তীর্থ-
সলিলে জ্ঞান কর ; তোমারও পরম রূপ লাভ
হইবে । এই কথার পর সেই কিরাত তাহার
পুত্র সহ তত্রস্তা নিকরৈঃ প্রবেশ করিল, কিন্তু
সূর্য্য তখন রাহুমুক্ত হইয়াছিলেন, তাই তখন সে
পূৰ্ব্বাপেক্ষা আরও কদাকার হইল । তজ্জ হুংথ-
ভরে কিরাত সেই জলমধ্যেই জীবন বিসর্জন
করিল । অনন্তর তাহার পত্নী মরণে কৃতনিশ্চয়
হইল ; চিতা রচনা করিল ; অগ্নি জ্বলিল ।
মুনিগণ সেই সুন্দরীকে তাদৃশ সাধুশীলা দেখিয়া
পরম কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং সকলেই তাহার
সেই সং সাহস দেখিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে
ভাবিনি ! তুমি দেবভূক্ত দিব্যরূপ লাভ করিয়াছ ;

সুত্বতম্ । কস্মাদেনং সুপাশানমমুগচ্ছসি ভামিনি ।
 ১৬ ॥ জুবাচ । পতিব্রহ্মং বিপ্রেক্ষ্যঃ সদা
 ভূত্পরায়ণা কিং রূপেণ কারয়ামি বিনা পত্যা
 নিজেন চ । ১৭ ॥ বিরূপো বা সুরূপো বা
 দরিত্রো বা ধনাধিপঃ । ক্রীণামেকঃ পতিভর্ত্তা গতি-
 র্জাতা জগদ্রয়ে । ১৮ ॥ বালকোহয়ং মুনিশ্রেষ্ঠা
 ভবচ্ছরণমাগতঃ । অহং কাহেন স যুক্তা প্রবিশামি
 হতাশনম্ । ১৯ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । অথ তে
 মুনয়ঃ সর্বে জ্ঞাতা তন্তাঃ স্মিন্চয়ম্ । রূপয়া
 পরয়াবিষ্টাঃ সংবীক্ষ্য চ পরম্পরম্ । ২০ ॥ ততো
 জীবাপয়ামাসুস্তংপতিং তে মুনীশ্বর্যঃ । সজপেণ
 সমাযুক্তঃ দিব্যালক্ষণলক্ষিতম্ । ২১ ॥ এতস্মিন্নেব
 কালে তু বিমানং মনসেপ্সিতম্ । দেবকন্তাসমাকৌণ-
 সদ্যস্তত্র সমাগতম্ । ২২ ॥ অথ তৌ দম্পত্যৌ তেযাং
 মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ । পুরতঃ প্রণিপত্যাথ
 প্রস্তুতো ত্রিবিধং প্রতি । ২৩ ॥ অথ তৈর্ভূনিভিঃ
 প্রোক্তা সানারী মণিকর্ণিকা । বরং বরয় কল্যাণি
 সর্বে তুষ্ঠা বয়ং তব । ২৪ ॥ পতিব্রহ্মত্বেন
 তুষ্ঠাঃ সত্যেন চ বিশেষতঃ । নাম্মাকং দর্শনং ব্যর্থং
 জায়তে চ কথকন । ২৫ ॥ মণিকর্ণিকোবাচ । যদি

এই পাপিষ্ঠের অমুসরণ করিতেছ কেন ? ইত্য-
 ক মিনী কহিল,—বিপ্রেক্ষণ । আমি পতিগ-
 প্রাণা ; পতিব্রহ্ম, পতির অভাবে এ সৌখ্য দিয়া
 আমি কি করিব ? পতি বিরূপ, সুরূপ, দরিত্র বা
 ধনাঢ্য যাহাই হউন, পাইই নারীর গতি । পতি
 ভিন্ন জিলোকে আর সত্যের গতি নাই । হে মুনি-
 বরগণ ! এই বালক আপনাদের পরিণয়পন্ন হইল ।
 আমি পতির সঙ্গে হতাশ্রমে প্রবেশ করি ।
 পুলস্ত্য কহিলেন,—মুনিগণ সেই নারীর দৃঢ় নিশ্চয়
 অবগত হইয়া পরম রূপাকুলিতে পরম্পর নিরীক্ষণ
 করত তাহার পতির প্রদান করিলেন । মুনি-
 গণের রূপায় কিরাভীপাতি এবার সুরূপ ও সুলক্ষণ-
 বিত হইল । ইত্যবকাশে সুরকন্তা-পরিবৃত্ত এক
 মনোজ্ঞ বিমান সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত
 হইল । কিরাতদম্পতি তখন ভাবিতাত্মা মুনি-
 গণের অগ্রে প্রণাম করিয়া বিমানারোহণে
 স্বর্গে প্রয়াণ করিল । অনন্তর মুনিগণ সেই
 কিরাতী মণিকর্ণিকাকে কহিলেন,—কল্যাণি !
 আমরা তোমার পতিব্রহ্মত্বে এবং সত্যে বড়ই
 তুষ্ঠ হইয়াছি ; তুমি বর গ্রহণ কর । দেখ,
 আমাদের দর্শন কখন ব্যর্থ হয় না । ম

মাঃ মুনয়ভ্যঃ প্রযচ্ছ্য রং মুশা ।
 মহালিঙ্গং মল্লার্য্য তন্তুবিষ্যতি । ২৬ ॥ এতদেব
 মমাতীষ্টং নান্তদন্তি প্রয়োজনম্ । সর্বেষাঞ্চ
 প্রসাদেন স্বর্গং গচ্ছামি সাম্প্রতম্ । ২৭ ॥ অমর
 উচুঃ । এবং ভবতু তে খ্যাতিস্তীর্থলিঙ্গে বরাননে ।
 তব নামাধিতং জাতং তীর্থং বৈ মণিকর্ণিকা । ২৮ ॥
 পুলস্ত্য উবাচ । তত্র সহ দিবঃ প্রাপ্তা পুত্রোণৈব
 সমধিতা । বালখিল্যাস্তপোনিষ্ঠা বিশেষান্তত্র
 সংস্থিতাঃ । ২৯ ॥ তত্র সূর্যাগ্রহে প্রাপ্তে স্নান-
 দানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । যঃ করোতি কলং তন্ত
 কুরুক্ষেত্রসমং ভবেৎ । ৩০ ॥ যঃ যঃ কামমতিধায়
 স্নানং তত্র করোতি যঃ । তং তং প্রাপ্নোতি রাজেন্দ্র
 সম্যগুদ্যানসমধিতঃ । ৩১ ॥ তস্ম্যৎসর্গপ্রযত্নেন স্নানং
 তত্র সমাচরেৎ । তীর্থে দানং যথাশক্ত্যা দেবর্ষি-
 পিতৃতর্পণম্ । ৩২ ॥

ইতি ক্রীকান্দে মণিচর্ণিকেশ্বরমাণ্ড্যাবর্ণনং নাম
 ষোড়শোহধ্যায়ঃ । ১৬ ॥

কহিল,—মুনিগণ যদি আমার প্রতি তুষ্ঠ হইয়া
 থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, আমার নামে
 এই স্থানে যেন এক মহালিঙ্গ প্রাপ্ত হইত হয় । ইহাই
 আমার অভীষ্ট, অল্প প্রয়োজন আমার নাই ।
 আমি আপনাদের সকলের প্রদানে সম্প্রতি স্বর্গে
 গমন করিতেছি । অমরগণ কহিলেন,—হে বরা-
 ননে ! তীর্থলিঙ্গে তোমার খ্যাতি হইবে ; এবং
 এই মণিকর্ণিকা তীর্থ তোমার নামে প্রসিদ্ধি
 লাভ করিবে । পুলস্ত্য কহিলেন,—কিরাতী ভর্ত্তা
 ও পুত্র সহ স্বর্গ লাভ করিল । তপস্বী বালখিল্যগণ
 তখন হইতে সেই স্থানেই বিশেষরূপে অবস্থান
 করিতে লাগিলেন । তথায় সূর্যাগ্রহণে স্নান-
 দানাদি ক্রিয়া অমুষ্ঠান করিলে কুরুক্ষেত্রে কৃত
 ক্রিয়ার সমান ফল হইবে । যে যে কামনা মনস্থ
 করিয়া যেনর তথায় স্নান করে, সম্যক্ ধ্যানে,
 সেই সেই ফলই তাহার হইয়া থাকে । অতএব
 সন্মত এই তীর্থে স্নান করিবে এবং যথাশক্তি
 দান ও দেবঋষিপিতৃতর্পণ করিবে । ১১—৩২ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । পশুতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সৰ্ব-
পাতকনাশনম্ । যত্র পূৰ্ণঃ তপস্তপ্তং পশুনা ব্রাহ্ম-
ণেন চ ॥ ১ ॥ পশুনাং দ্বিজঃ পূৰ্ণং চাবনস্তাষয়ে-
হভবৎ । অশক্ৰশ্চলিতুং ভূমৌ পশুভাবান্নপোক্তব ॥
২ ॥ গৃহকৃত্যানিযুক্তোহসাবেকদা বান্ধবৈনৃপ ।
পশুর্গজ্জং ন শকোহসৌ পরং হৃৎমবাপ্তবান্ ॥ ৩ ॥
অথাসৌ তৈঃ পরিত্যক্তো গর্হাৰ্কদম্বাচলম্ । একং
সরঃ সমাসাদ্য তপস্তপ্তে ন্দুদারুণম্ ॥ ৪ ॥ লিঙ্গং
সংস্থাপ্য তত্রৈব পূজয়ামাস তং বিভূম্ । গন্ধপুষ্পা-
দিনৈবেদ্যৈঃ সম্যক্ ব্রহ্মসমৰ্পিতঃ ॥ ৫ ॥ শিবভক্তি-
পন্নো জ্ঞাতো বায়ুভক্ষো বভূব হ । জপহোমরতো
নিত্যং পশুনাং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬ ॥ ততঃপ্তো
মহাদেবো ব্রাহ্মণঃ নৃপসন্তম । পশুঃ প্রতি মহারাজ
বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । পশ্কে
তুষ্ঠো মহাদেবো বরং বরয় শ্রুতত । তব দাস্যাম্যহং
সৰ্বং যদ্যপি স্তাৎশূহ্রভম্ ॥ ৮ ॥ পশুৰুবাচ । নামা
মে খ্যাতিমায়াতু তীর্থমেতৎশূরেধর । পশুভাবো-

সপ্তদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর নর পাপহর পশু-
তীর্থে যাইবে । পূৰ্ণে ঐ তীর্থে জনৈক পশু ব্রাহ্মণ
তপস্তা করিয়াছিলেন । পূৰ্ণে চাবনাষয়ে পশু
নামে এক দ্বিজ জয়গ্রহণ করেন । তিনি পশু
নিবন্ধন চলিতে পারিতেন না । হে নৃপ ! একদা
ঐ পশু দ্বিজ বান্ধবগণের সহিত গৃহকর্মে নিযুক্ত
হইয়া চলিতে না পারিয়া অত্যন্ত হুঃখিত হইলে
বান্ধবগণ তাঁহাকে লইয়া অৰ্কুদাচলে পরিত্যাগ
করিয়া আসিল । তিনি ঐ স্থানে পরিত্যক্ত হইয়া
তত্রত্য এক সরোবরতীরে দারুণ তপস্তা করিতে
ধাকেন । পরে তিনি ঐ স্থানে একলিঙ্গ স্থাপন
করিয়া গন্ধপুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মা-সহকারে
তাঁহার পূজা করেন । এইরূপে তিনি অত্যন্ত শিব-
ভক্তিপরায়ণ হইয়া বায়ুভক্ষণ ও নিত্য জপহোমে
কালতিপাত করেন । অনন্তর মহাদেব তাঁহার
প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—শ্রুত পশ্কে ! আমি
মহাদেব, তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, শূহ্রভ
হইলেও তোমাকে আমি সমস্ত বরই প্রদান করিব ।
পশু বলিলেন,—হে শূরেধর ! এই তীর্থ আমার
নামে খ্যাতি লাভ করুক ; আপনায় প্রসাদে

হইত যে যাতু প্রসাদান্তব শক্য ॥ ৯ ॥ তবাত
সততং চাত্র সান্নিধ্যং সহ ভাৰ্গব । এবমুক্তঃ স
তেনাথ বিপ্রঃ প্রতি বগোহরবীৎ ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । নামা তব দ্বিজশ্রেষ্ঠ তীর্থমেতদ্বিখ্যাত ।
খ্যাতিং তপঃপ্রভাবেন তীর্থং যাস্ততি সন্তম ॥ ১১ ॥
চৈত্রশক্ৰচতুর্দশাঃ সান্নিধ্যং মে ভবেত্তথা ॥ ১২ ॥
পুলস্ত্য উবাচ । স্নানমাত্রেন বিশোধসো দিব্যরূপ-
মবাপ হ । তত্র তস্মৈ মহাদেবো গোৰ্ঘ্যাসহ
মহেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ তস্মিন্ দিনে নৃপশ্রেষ্ঠ স্নানং তত্র
সমাচরেৎ । স পশুদ্বাদ্বিনির্মুক্তো দিব্যরূপমবা-
পুয্যৎ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পশুতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ যমতীর্থ-
মহুস্তমম্ । মোচক নরকেভ্যাক প্রাণিনাঃ পাপনাশ-
নম্ ১ ॥ পুরা চিত্রাঙ্গদো নাম রাজা পরমলোভবান্ ।
ন যো শূকৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং পার্শ্ববিস্তম ২ ॥

আমায় পশু বিনষ্ট হোক ; আর আপনি এই
স্থানে দেবীর সহিত সান্নিধ্য করুন । পশু বর্জক
এইরূপ অভিহিত হইয়া তিনি বলিলেন,—হে দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠ ! এই তীর্থ তোমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিবে এবং তোমার তপঃপ্রভাবে ইহা বিখ্যাত
হইবে । চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দশীতে আমি এই
তীর্থে সান্নিধ্য করিব । পুলস্ত্য বলিলেন,—ঐ
তীর্থে স্নানমাত্র বিপ্র দিব্যরূপ হইলেন । দেবদেব
মহাদেব দেবো গোরীর সহিত ঐ স্থানে অবস্থান
করিলেন । হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! যে জন উক্ত দিনে
এখানে স্নানচরণ করে, সে পশুদ্বাবমুক্ত হইয়া
দিব্যরূপ প্রাপ্ত হয় । ১—৩

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর নর
অহুস্তম যমতীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ নরক-
মোচক ও প্রাণিগণের পাপনাশক । পূর্বে চিত্রা-
ঙ্গদ নাম এক লোভবান্ রাজা ছিলেন । তিনি

অতীব নিষ্ঠুরো হৃষ্টো দেবভ্রাক্ষণশীড়কঃ। পরদার-
হরো নিত্যং পরবিত্তহরস্তথা ॥ ৩ ॥ সত্যশৌচ-
বিহীনম্ মায়ামৎসরসংযুক্তঃ। স কদাচিৎপ্ৰাণাসক্ত
আক্কেচোহর্বুদপর্ষতে ॥ ৪ ॥ অটনান্ স পরিব্রাজ্যঃ
ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলঃ। তেন তত্র হৃদঃ প্রাপ্তঃ
স্বচ্ছৌদকপ্রপূরিতঃ ॥ ৫ ॥ পদ্মিনীভিঃ সমাকীর্ণো
গ্রাহনক্রবাকুলঃ। নানাপক্ষিসমায়ুক্তো মনোহারী
সুবিস্তরঃ ॥ ৬ ॥ তুবর্তঃ সম্প্রবিষ্টঃ স তাম্বিরেব
জলাশয়ে। গ্রাহেণ তৎক্ষণাদ্ভয়া ভঙ্কিতো নৃপ-
সন্তমঃ ॥ ৭ ॥ তস্তার্থে নরকা যোদ্রা নির্মিতাশ্চ
যমেন চ। যমদূতৈস্ততঃ ক্ষিপ্তঃ স নীহা পাপ-
কৃত্যমঃ ॥ ৮ ॥ তস্তা স্পর্শেন তে সর্বৈ নরকস্থাঃ
সুখং গতঃ। তে দূতা ধর্ম্মরাজায় বৃত্তান্তং নরকো-
ত্তবম্। আচ্যুত্বাশ্মিষ্যাবিষ্টা নরকস্থানাং সুখোত্তবম্ ॥
তদা বৈবস্বতঃ প্রাহ ভূমাবস্ত্যর্কদাচলঃ। তত্র
মেহতিপ্রিয়ঃ তীর্থঃ যত্র তপং ময়া তপঃ ॥ ১০ ॥
তত্রাসৌ মৃত্যুমাশ্রয়ো ভাতাদদিত্বং কারণম্।
তৈরুক্তং সত্যমেতন্নি মৃতোহসাবর্কদাচলে। গ্রাহেণ
স যুতস্তত্র মৃত্যুং প্রাপ্তো নৃপাধমঃ ॥ ১১ ॥ যম

কিঞ্চিদ্ভিন্না পুণ্য করেন নাই। তিনি যেতীব
নিষ্ঠুর, হৃষ্ট। দেবভ্রাক্ষণ-শীড়ক, পরদারহর। নিত্য
পরম্পরাগারী, সত্য-শৌচ-বিহীন ও মায়া-মৎসর-
যুক্ত ছিলেন। একদা তিনি মৃগ-প্রসঙ্গে
অর্কদাচলে গমন করত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া
পরিব্রাজ্য ও ক্ষুৎপিপাসার্ত হইয়া স্বচ্ছ-ললপূরিত
এক হৃদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ হৃদ পদ্মিনীসম-
বিত্ত, গ্রাহনক্র-মৎসাকুল, নানাপক্ষিসমায়ুক্ত,
মনোহারী ও সুবিস্তর। রাবর্তুবর্ত হইয়া
জলপানার্থ ঐ হৃদে যেমন অবতরণ করিলেন,
—অমনি এক গ্রাহ তাঁহাকে ধরিয়া গ্রাস করিল।
এদিকে যমরাজ তাঁহার জন্ত নরক নির্মাণ
করিয়া রাখিলেন। যমদূতগণ তাঁহাকে লইয়া
গিয়া সেই নরকে প্রক্ষেপ করিল। তাঁহার
স্পর্শে নরকস্থ জীবগণ সুখী হইল। দূতগণ
বিস্মিত হইয়া এই বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে জানাইল।
ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—ভূতলে অর্কদ নামক এক
অচল কাছ। ঐ অচলে আমার এক প্রিয় তীর্থ
অবস্থিত। আমি তথায় তপস্তা করিয়াছিলাম।
বোধ হয় এই ব্যক্তি সেইখানে মৃত হইয়াছে, সেই
পুণ্যে একপ ঘটনা ঘটয়াছে। দূতগণ বলিল,—
আপনি যাঁহা বলিলেন,—তাহা সত্য। ঐ ব্যক্তি

উবাচ। মৃত্যুতামাশু তেনান্ন নানেষাক্ষাপয়ে জনাঃ।
যে মৃত্যু মম তীর্থে বৈ সর্বপাতকনাশন ॥ ১২ ॥
ততস্তৈঃ কিঙ্করৈশ্মুক্তো যমবাক্যান্নুপোত্তম। জিবি-
ষ্টপং মৃদা প্রাপ্তঃ সেব্যমানোহপ্সরোগর্গে ॥ ১৩ ॥
যত্র ভক্তিসমায়ুক্তঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ। স
যাতি পরমং স্থানং জরামরণবর্জিতম্ ॥ ১৪ ॥
তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ। চৈত্র-
শুক্লত্রয়োদশ্যাং যত্র সিদ্ধিঃ গতৌ সমঃ ॥ ১৫ ॥
তাম্বিরেব নরঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাকৃত্যং সমাচরেৎ।
আকল্পং পিতরস্তত্র স্বর্গে তিষ্ঠতি পার্থিব ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীহৃদে যমতীর্থমাহাশ্রাবণনং নাম
অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশ অধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেন্নপশ্চেষ্ট তীর্থং
পাপপ্রণাশনম্। বারাহস্ত হরিরেষ্টিং সদা বাসসুখ-
প্রদম্ ॥ ১ ॥ বারাহেণাবতারেণ পৃথ্বী তত্র সমুদ্ভূতা।

অর্কদাচলেই মরিয়াছে—এক গ্রাহ এই নৃপাধমকে
তত্রতা সরোবরে গ্রাস করিয়া মারিয়াছে। যম
বলিলেন,—তবে সহর ইহাকে পরিত্যাগ কর,
অপর আর কাহাকেও যেন—যাহারা আমার সর্ব-
পাতকনাশন সরোবরে স্নান করিয়াছে, তাহাদি-
গকে এখানে লইয়া আসিও না। অনন্তর যম-
বাক্যে দূতগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজা চিত্রা-
বদ স্বর্গে গমন করিয়া অপ্সরোগণ কর্তৃক সেবিত
হইতে লাগিলেন। যে জন ভক্তিসহকারে ঐ
সরোবরে স্নান করে, সে জরামরণবর্জিত পরম
স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে সর্ব-
প্রযত্নে তথায় স্নানচরণ করিবে। যম যথায় চৈত্র-
মাসের শুক্লত্রয়োদশীতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন,
মানব সে স্থানে অবজ্রাই শ্রদ্ধাচরণ করিবে। এই-
রূপ করিলে আকল্পকাল তদীয় পিতৃপুরুষেরা স্বর্গে
বাস করেন। ১—১৬।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনিবিংশ অধ্যায়

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর পাপহর
বারাহ তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ হরির
প্রিয় ও সতত বাস-সুখপ্রদ। পূর্বে বারাহাবতারে

হরিণোক্তা হিরা তিষ্ঠ ন ভেত্তব্যঃ কদাচন ॥ ২ ॥
 অহং চেতো গমিষ্যামি বৈকুণ্ঠে চ পুনঃ শুভে । বরঃ
 বরয় কল্যাণি যদ্ব্যদিত্তং সুদুষ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥
 পৃথিবীবাচ । যদি দেহো বরো মহাঃ শঙ্খচক্র-
 গদাধর । অনেন বপুষা তিষ্ঠ হস্মিন্স্তীর্থো সদা হরে ।
 ৪ ॥ হরিরুবাচ । ত্বনেন বপুষা দেবি পৰ্বতে-
 হৰ্ব্বৃদসংস্রকে । অহং স্থাস্তামি তে বাক্যাৎসদা
 লোকহিতৈ রতঃ ॥ ৫ ॥ মমাগ্রে যো হ্রদঃ পুণ্যঃ
 স্নানির্মলজগ্গরিষতঃ । মাম্যমাসে সিতৈ পক্ষ একাদশ্যাং
 সমাহিতঃ ॥ ৬ ॥ তত্র স্নানান্নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে
 ব্রহ্মহত্যায়া । তত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি মনুষ্যাঃ
 শ্রাদ্ধাধিতাঃ ॥ ৭ ॥ পিতৃণাং জায়তে তৃপ্তির্ধাবদা-
 ভূতসম্প্রবণম্ । তস্মাৎসৰ্বপ্রগতেন স্নানং তত্র সম-
 চরেৎ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যাকান্তদধে
 রাজন গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ । তস্মিন দিনে
 নৃপশ্রেষ্ঠ স্নাত্ব ব্রতঃ সমাচরেৎ ॥ ৯ ॥ তৰ্ণণঃ
 পিণ্ডদানং চ যঃ কুৰ্য্যাক্তিত্তংপরঃ । স যাতি
 বিষ্ণুশালোক্যং পূৰ্ব্বজৈঃ সহ পার্থিব ॥ ১০ ॥ তত্র
 দানং প্রশংসন্তি গদা ব্রাহ্মণসন্তমে । অস্মিন্স্তীর্থে

নৃপশ্রেষ্ঠ সোদানং চ কৰোতি যঃ ॥ ১১ ॥ রোম-
 সংখ্যানি বর্ষাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি মানবঃ । তস্মাৎ
 সর্বাঙ্গনা রাজন গোদানং চ সমাচরেৎ ॥ ১২ ॥
 একাদশ্যাং বিশেষণে কর্তব্যং স্নানমুত্তমম্ । দানং
 কুৰ্য্যাদ্ব্যথাশক্ত্যা স যাতি পরম্যং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বারাহতীর্থমাছাশ্রয়বর্ণনং
 নৈমিকোনবিশেষোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছত চন্দ্রেশং
 প্রভাসং নৃপসত্তম । প্রভা তত্র পুরা প্রাপ্তা চন্দ্রেশ
 সুমহাশ্বনা ॥ ১ ॥ দক্ষশ্চ কন্তকা রাজন সপ্তবিশ্ণু-
 সংখ্যায়া । উচ্যত চন্দ্রেশ তঃ সন্ধ্যাঃ অশ্বিনীপ্রমুখাঃ
 পুরা ॥ ২ ॥ তাসাং মধ্যে চ রোহিণী সহ রেমে
 স নিত্যদা । ত্যক্তাঃ সর্বাশ্চ চন্দ্রেশ দক্ষকন্তাঃ
 সুদুঃখিতাঃ গদা ধ্বপিতরং নত্বা প্রাহরশাবিলেখনাঃ ॥
 ৩ ॥ বয়ং ত্যক্তাঃ প্রজানাম নিদোষাঃ পতিনা ততঃ ।

ভগবান্ হরি পৃথিবীকে উদ্বার করিয়া বলিয়াছিলেন,
 —পৃথু! তুমি হিরা হইয়া থাক, ভয় করিও না।
 হে শুভে! আমি পুনরায় বৈকুণ্ঠে গমন করি-
 তেছি। হে কল্যাণি! তোমার যাহা সুদুর্লভ
 ইষ্ট বর হয়, প্রার্থনা কর। পৃথিবী কহিলেন,—হে
 শঙ্খচক্রগদাধর! যদি আমার বর দান করেন,
 তবে এই প্রার্থনা করি, আপনি এই-কলেবরেই এই
 তীর্থে অবস্থান করুন। হরি কহিলেন,—হে দেবি!
 আমি তোমার বাক্যানুসারে এই দেহেই অর্কবৃন্দা-
 চলে সতত লোকহিতৈষী হইয়া অবস্থান করিব।
 আমার অগ্রে এই যে স্নানির্মল জন্ময় পুণ্য হ্রদ
 আছে, মাঘমাসের শুক্ল পক্ষীয় একাদশীতে ইহাতে
 যেন ব্রজ করিয়া স্নান করিবে, তাহার ব্রহ্মহত্যা-
 পাপও নষ্ট হইবে। নরগণ এই স্থানে শ্রদ্ধাসত্কারে
 শ্রাদ্ধ করিলে আগ্রহ কাল তাহার পিতৃপুরুষ-
 গণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। অতএব সর্ব যত্নে
 তথায় স্নানচরণ করিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—
 রাজন! গরুড়ধ্বজ গোবিন্দ এই বলিয়া অঙ্কন
 করিলেন। তাঁহার নির্দিষ্ট দিনে যেন স্নানান্তে
 ব্রতচরণ করিবে, এবং পিতৃগণোদ্দেশে ভক্তিভাবে
 তর্পণ ও পিণ্ডদান করিবে, তদীয় পূর্বপুরুষগণ
 সহ তাহার নিজেরও বিষ্ণুশালোক্য লাভ হইবে।

ঐ স্থানে গিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করা এক প্রশস্ত
 কার্য। যেন এই তীর্থে গোদান করিবে,
 গাতীঃ রোমসংখ্যানুপাতে তত বর্ষ তাহার স্বর্গ-
 বাস হইবে। রাজন! এই জন্ত সর্বপ্রযত্নে
 ঐ তীর্থে গোদান করা কর্তব্য। বিশেষতঃ একা-
 দশী তিথিতে ঐ স্থানে স্নান অতীব পুণ্যকার্য।
 যেন বারহতীর্থে যথাশক্তি দান করে, তাহার
 পরম গতি লাভ হয়। ১—১৩।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—বর! অতঃপর নর
 চন্দ্রেশ প্রভাসতীর্থে যাইবে। মহাত্মা চন্দ্রেশ পুরা-
 কালে ঐ স্থানে প্রভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে
 রাজন! পূর্বে চন্দ্রেশা অশ্বিনীপ্রমুখ সপ্তবিশ্ণু-
 দক্ষকন্তার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে
 রোহিণীর সহিতই তাঁহার নিত্য কাল সুখবিহার
 হইত। অস্তান্ত দক্ষকন্তাগণ চন্দ্রেশ কর্তৃক পরি-
 ত্যক্ত হইয়া দুঃখের সহিত পিতার প্রাস্তে গমন-
 পূর্বক প্রণামান্তে অঙ্গপূর্ণনয়নে একদা পিতাকে
 বলিলেন,—প্রজাপতে! আমরা নিদোষ হই-

শরণং স্বামহুপ্রাপ্তাঃ কুংখেন মহতাবিতাঃ ॥ ৪ ॥
 গতির্ভব সুরশ্রেষ্ঠ সর্কেবাঃ স্বং হিতং কুরু । অস্মাক-
 মুপদৈশ্চেনং চন্দ্রং চ রোহিণীরতম্ ॥ ৫ ॥ পুলস্ত্য
 উবাচ । স তাসাং বচনং শ্রুত্বা গতৌ যত্র
 নিশাকরঃ । অত্রবীচ সমং পশু সর্কাসু তনয়ানু
 মে ॥ ৬ ॥ অথ ব্রীড়াসমায়ুক্চন্দ্রস্তঃ প্রত্যভাষত ।
 তব বাক্যং করিষ্যামি দক্ষ গচ্ছ নমোহস্তু তে ॥ ৭ ॥
 গতে দক্ষ ততো ভূম্ভচন্দ্রমা রোহিণীরতঃ । ত্যাক্তা
 চ কন্তকাঃ সর্কাঃ প্রজাপতিসমুত্তবাঃ ॥ ৮ ॥ অথ
 গতা পুনঃ সর্কা দক্ষমুচুঃ সুস্থিখিতাঃ । ন কৃতং
 তব বাক্যং বৈ চন্দ্রেণৈব দুঃস্বপ্না ॥ ৯ ॥ দৌর্ভাগ্য-
 কুংখসন্তপ্তা মরিষ্যাম ন সংশয়ঃ । অনেন
 জীবিতেনাপি মরণং নিশ্চয়ং ভবেৎ ॥ ১০ ॥
 পুলস্ত্য উবাচ । অথ রোহণীমায়ুক্তো দক্ষো
 গাহ্বারবৌদ্ধিধুঃ । মম বাক্যং ত্বয়া চন্দ্র যস্মাৎ
 পাপ কৃতং ন হি ॥ ১১ ॥ ক্য়মেবাসি তস্মাৎ
 যস্মাণা নাস্তি সংশয়ঃ । এবং দত্তা ততঃ শাপং গতৌ
 দক্ষঃ স্বমালয়ম্ ॥ ১২ ॥ যস্মাণা ব্যাপিতচন্দ্রঃ স্বয়ং

য়াও পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি । তাই
 অহিভুখে আপনায় শরণাপন্ন হইলাম । সুরবর !
 আমাদের উপায় বন্ধন । রোহিণীরত চন্দ্রকে
 আমাদের জন্ত উপদেশ দিয়া আমাদের অকুল
 করিয়া দেন । পুলস্ত্য ক'হলেন,—প্রজাপতি দক্ষ
 কন্তাগণের বাক্য শুনিয়া নিশাকরনিষ্ঠে গমন
 করিলেন এবং বলিলেন,—চন্দ্র ! আমি আমার
 সমস্ত কন্তার প্রতিই সমবাবহার করি । অনন্তর
 চন্দ্র লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—
 আপনায় বাক্য শিরোধার্য্য ; নমস্কার করি, আপনি
 যথাস্থানে গমন করুন । দক্ষ চলিয়া গেলে চন্দ্রমা
 পুনরপি রোহিণীরত হইলেন । দক্ষের অন্ত্য
 কন্তাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর সেই
 সকল কন্তা পুনরায় দ্বিঃ কুংখের সহিত দক্ষকে
 কহিল,—পিতৃদেব ! দুঃস্বপ্না চন্দ্র আপনায় বাক্য
 রক্ষা করিল না । অতএব কুংখদৌর্ভাগ্যসমুপ্ত
 —আমরা নিশ্চয়ই মরিব । আমাদের এই জীব-
 নই ত' নিশ্চয় মরণকৃত্য । পুলস্ত্য কহিলেন,—
 অনন্তর রোহণীক দক্ষ বিধুকে গিয়া বলিলেন,—
 চন্দ্র ! তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর নাই, এই
 পাপের ফলে তোমাকে অবশ্যই যস্মারোগে ক্য়-
 গ্রস্ত হইতে হইবে । দক্ষ এইরূপ শাপ প্রদান
 করিয়া নিজালায়ে প্রস্থান করিলেন । চন্দ্র যন্ত্রগ্রস্ত

যাতি দিনেদিনে । কীণো দ্যুতিবিহীনঃ চিত্তম্যামস
 চন্দ্রমাঃ ॥ ১৩ ॥ কিং কর্তব্যং ময়া তত্র হস্মিন
 শাপে সুদারুণে । অথ কিং পূজয়িষ্যামি সর্কাকাম-
 প্রদং শিবম্ ॥ ১৪ ॥ স এবং নিশ্চয়ং কুন্ধ্যা গতৌ-
 হর্ষদমখাচলম্ । তপন্তেপে জিতক্রোধো জপহোম-
 পরায়ণঃ ॥ ১৫ ॥ তুন্মৈ তুষ্টৌ মহাদেবো বর্ষণাম-
 যুতে গতে । অত্রবীদ্রদোহস্মীতি ততোহস্মৈ
 দর্শনং দদৌ ॥ ১৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বরং বরয়
 ভদ্রং তে যতে মনসি বর্ততে । তব দাস্তাম্যহং
 চন্দ্র যদ্যপি স্ত্যং সুদুঃখভম্ ॥ ১৭ ॥ চন্দ্র উবাচ ।
 ব্যাধিক্য়ং সুরশ্রেষ্ঠ কুরু মে ত্রিপুয়ান্তক । যস্মাণা
 ব্যাপিতো দেহো মমায়ং চ জগৎপতে ॥ ১৮ ॥
 ঈশ্বর উবাচ । দক্ষশাপেন তে চন্দ্র যস্মা কায়ে
 ব্যবস্থিতঃ । ন শক্তো হস্তথা কর্তুঃ শাপন্তস্ত
 মহাস্থানঃ ॥ ১৯ ॥ তস্মাৎ তস্ত তঃ সর্কাঃ কন্তকা
 মম বাক্যতঃ । নিশাকর সমং পশু তব ব্যাধি-
 র্গমিযাতি ॥ ২০ ॥ কৃক্ষে ক্য়শ্চ তে চন্দ্র শুক্রে
 বুদ্ধির্ভবিযাতি । বরং বরয় ভদ্রং তে অন্তমিষ্টং
 সুদুঃখভম্ ॥ ২১ ॥ চন্দ্র উবাচ । চন্দ্রগ্রহে নরো

হইয়া দিনে দিনে ক্য় পাইতে লাগিলেন । কীণ
 ও দ্যুতিবিহীন হইয়া চন্দ্রমা চিত্তা করিলেন,—এই
 সুদারুণ শাপের আমি কি করিব ? তবে কি আমি
 সর্কাকামপ্রদ শক্তরের আরাদনা করিব ? তাহাই
 করিব । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি অধিগুচলে
 গেলেন । সেখানে গিয়া জিতেশ্রিয় ও জপহোম-
 রত হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন । —১৪। অযুত
 বর্ষ অতীত হইলে মহাদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট
 হইলেন এবং চন্দ্রকে দর্শন দিয়া বলিলেন,—
 আমি বরদ ; বর দিতে আসিয়াছি ; তোমার
 মনোভীষ্ট বর গ্রহণ কর ; তুমি মঙ্গলভাজন হও ।
 চন্দ্র ! অতিবড় দুর্লভ হইলেও তোমাকে সে বর
 আমি প্রদান করিব । চন্দ্র কহিলেন,—হে ত্রিপু-
 রান্তকারিন্ ! সুরেশ্বর ! আমার ব্যাধিক্য় করুন ।
 জগৎপতে । যস্মায় আমার দেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে ।
 ঈশ্বর কহিলেন,—চন্দ্র ! দক্ষের শাপে তোমার
 দেহে যস্মা উপস্থিত হইয়াছে । সেই মহাক্ষার
 শাপ আমি অন্তথা করিতে পারি না । অতএব
 তুমি আমার বাক্য সমস্ত দক্ষকন্তার প্রতি সম-
 দর্শী হও । হে নিশাকর ! তাহাতে তোমার
 ব্যাধি নষ্ট হইবে । হে চন্দ্র ! কৃষ্ণকে তোমার
 ক্য় এবং শুক্লকে তোমার বুদ্ধি হইবে । যাহা

যেহেতু সোমবারে চ শকর। ভক্তা স্নানং
করোতোব স যাতু পরমাং গতিম্ ॥ ২২ ॥
পিণ্ডদানেন দেবেশ স্বর্গং গচ্ছন্ত পূর্বজাঃ।
প্রসাদান্তব দেবেশ তীর্থং ভবতু মুক্তিদম্ ॥ ২৩ ॥
ঈশ্বর উবাচ। ভবিষ্যন্তি নরোহত্রৈব বিপাপ্যানো
নিশাকর। যস্মাৎ প্রভা তথা প্রাপ্তা তীর্থেষ্মিন্ বিম-
লোদকে ॥ ২৪ ॥ প্রভাসতীর্থং বিখ্যাতং তস্মাদেত-
ত্তবিষ্যতি। যত্র সোমগ্রহে প্রাপ্তে সোমবারে
বিশেষতঃ ॥ ২৫ ॥ করিষ্যন্তি নরাঃ স্নানং তে
যান্তস্তি পরাং গতিম্। যেহত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি
পিণ্ডদানং তথা নরাঃ ॥ ২৬ ॥ গয়াশ্রাদ্ধসমং পুণ্যং
তেষাং চন্দ্র ভবিষ্যতি। তথা দানং প্রকর্তব্যং
সোম লোটকগ্রহে তব ॥ ২৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ।
এবমুক্তা বিরূপাক্ষস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত। চন্দ্রোহপি
বুভুজে সর্গাঃ পত্যাচ দক্ষসন্তাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চন্দ্রপ্রভাসতীর্থমাষ্টাধ্যায়নাম
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেদ্বপশ্চৈ পিণ্ডোদক-
মমুক্তমম্। তীর্থং যত্র তপস্তপ্তং পিণ্ডোদক-
দ্বিজাতিনা ॥ ১ ॥ পুরা পিণ্ডোদকো নাম ব্রাহ্মণো
হতুয়হামতে। মন্দপ্রজোহল্লমেধাবৌ সোপাধ্যায়েন
পাঠিতঃ ॥ ২ ॥ অশক্তোহধ্যায়নং কর্তুং জাভ্য-
ভাবান্মহোপতে। স বৈরাগ্যং পরং গতা সম্প্রাপ্তো
গিরিগঙ্ধরে ॥ ৩ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু তত্রৈব
চ সুরস্বতী। বাণাবিনোদস্যযুক্তা বিবিক্তে
তমুপস্থিতা ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণং িন্নং বৈরাগ্যেণ
সদাশ্রিতম্। কুপাবিষ্টা মহাদেবৌ বাক্যমেতদ্ব্যচ-
হ ॥ ৫ ॥ সুরস্বত্যাচ। কস্মাৎ খিদ্যাসে বিপ্র
বিরক্ত ইব ভাসতে। কস্মাৎ হব্যাসি হৃদা কস্মাদত্র
অমাগতঃ। বদ শীঘ্রং মহাভাগ তবাস্তিকৈ
বদাম্যহম্ ॥ ৬ ॥ পিণ্ডোদক উবাচ। অহং বৈরাগ্য-
মাপন্ন উপাধ্যায়তিরস্কৃতঃ। জ্ঞানহীনো মহাভাগে
যুতুঃ বাক্যমি সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥ ন মে সুরস্বতী
দেবী জিহ্বাগ্রে পরিবর্ততে। কারণং নাস্তদন্তীহ

একবিংশ অধ্যায়।

হৌক, তোমার অস্ত্র যাছ ইষ্ট বর আছে,
প্রার্থনা কর। চন্দ্র কহিলেন,—চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে
সোমবারে যে নর হেথাই স্নান করিবে, হে শকর!
তাহার পরম গতি লাভ হউক। হে দেবেশ!
এখানে পিণ্ডদানকর্তার পুণ্যপুরুষগণ স্বর্গে গমন
করুন। ভবৎপ্রসাদে এই তীর্থ মুক্তিপ্রায়ক
হউক। ঈশ্বর কহিলেন,—নিশাকর! এ স্থানে
নরগণ পাপহীন হইবে। এই স্থানের বিমলোদক-
তীর্থে তুমি প্রভা প্রাপ্ত হইয়াছ; এই জন্ম ইহা
প্রভাসতীর্থ নামে বিখ্যাত হইবে। চন্দ্রগ্রহণ
উপলক্ষে বিশেষতঃ সোমবারে নরগণ এই স্থানে
স্নান করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। যে সকল
নর এখানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে, তাহাদের
গয়াশ্রাদ্ধতুলা পুণ্যকল হইবে। হে চন্দ্র! চন্দ্র-
গ্রহণে এ তীর্থে দান করা একান্ত কর্তব্য। পুলস্ত্য
কহিলেন,—বিরূপাক্ষ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।
চন্দ্রও স্বীয় পত্নী দক্ষকন্তাগণকে সমভাবে ভোগ
করিতে লাগিলেন। ১৫—২৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নূপবর! অনন্তর নর
পিণ্ডোদকতীর্থে গমন করিবে। পুন্সে পিণ্ডোদক
নামক জনক ব্রাহ্মণ তথায় তপস্তা করিয়াছিলেন।
হে মহামতে! পুন্সে পিণ্ডোদক নামে এক মন্দ-
প্রজ্ঞ অল্লমেধাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার
উপাধ্যায় তীর্থে অধ্যায়ন করাইতেন। কিন্তু
জাভ্যবশতঃ তিনি অধ্যায়ন করিতে পারিতেন না।
ইহাতে তাহার বৈরাগ্যোদয় হয়। তিনি গিরিগঙ্ধ-
রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় বাণাবিনো-
দিনী সুরস্বতী দেবী সেই বিবিক্ত প্রদেশে উপ-
স্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে বৈরাগ্যযুক্ত ও খিন্ন
দর্শনে কুপা করিয়া কহিলেন,—বিপ্র! কেন তুমি
খেদ করিতেছ? তোমাকে বিরক্তের স্থায় লক্ষিত
হইতেছে। মনে তোমার আনন্দ নাই কেন?
কেনই বা তুমি এখানে আগমন করিয়াছ? তোমার
নিকট আমি উপবেশন করিলাম। তুমি সত্ত্বর এ
সকল বিষয় ব্যক্ত করি। পিণ্ডোদক কহিলেন,—
আমি উপাধ্যায়ের তিরস্কারে বৈরাগ্যযুক্ত হই-
য়াছি। হে মহাভাগে! আমার জ্ঞান নাই।
শুভরাং সম্প্রতি যুতাই আমার বাক্যনীয়। দেবী
সুরস্বতী আমার জিহ্বাগ্রে বাস করেন না। হে

মৃত্যোর্ধ্বম বরাননে । ৮ । দৃষ্টোহকস্মাৎচা চাহং
ততো যান্তামি চান্ততঃ । মরণং হি মম শ্রেয়ো
মুকতাবার জীবিতম্ । ৯ । সরস্বত্যাচ । অহং
সরস্বতী দেবী সদাশ্রিত্য বরপক্ৰিতে । নিশামুখে
জ্যোদগ্গাং করোমি বসতিং বিজ । তস্মাৎ
প্রার্থয় বরঃ যদভ্যর্থঃ সুত্বর্ণতম্ । ১০ । পিণ্ডোদক
উবাচ । প্রসাদান্তব বৈ বাণি সৰ্গজ্ঞঃ মমেপিতম্ ।
এতত্তীৰ্থস্ত মন্যন্তা খ্যাতিং যাতু শুচিস্মিতে । ১১ ।
সরস্বত্যাচ । অদ্যপ্রভৃতি সৰ্গজ্ঞো হ্যত্র লোকে
ভবিষ্যসি । নান্য তব তথা তীৰ্থমৈতৎখ্যাতিং
প্রযান্তি । ১২ । নিশামুখে জ্যোদগ্গাং যোহত্র
শ্রানং করিষ্যতি । ভবিষ্যতি স সৰ্গজ্ঞো যদ্যপি
স্বাংসুমন্দরীঃ । ১৩ । অত্র মে সততং বাসো
ভবিষ্যতি দ্বিজোত্তম । যস্মাত্তীৰ্থং সদা শ্রানঃ
কর্তব্যং সুসমাহিতৈঃ । ১৪ । এবমুক্ত ততো দেবী
তত্রৈবাস্তরধীয়ত । পিণ্ডোদকো হি সৰ্গজ্ঞো ভূত্বা
স্বগুণং যযৌ । ব্যাসাশ্রয়জ্ঞানান্ সৰ্গাস্তত্তীৰ্থস্ত সমা-
শ্রয়াৎ । ১৫ ।

ইতি শ্রীহৃদ-পিণ্ডোদকতীর্থমাধ্যায়বর্ণনং
নামৈকবিংশোধ্যায়ঃ । ২১ ।

ষাবিংশে অধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃপশ্চেষ্ট শ্রীমাতাঃ
দেববন্দিতাম্ । সৰ্গকামপ্রদাং নৃগামিহ লোকে পরজ
চ । ১ । যা চ সৰ্গময়ী শক্তিৰ্ঘ্যা ব্যাপ্তমিহ
জগৎ । সা তস্মিন্ পৰ্বতে সাক্ষাৎ স্বয়ং বাসমরো-
চয়ৎ । ২ । পুরা দেবযুগে রাজা কলিক্কা নাম
দানবঃ । জরামরণহীনোহসৌ দেবানাঞ্চ ভয়ঙ্করঃ ।
৩ । তেন সৰ্গমিহ ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
বলপ্রভাবতঃ স্বর্গো জিতস্তেন সুরাধিপঃ । ব্রহ্ম-
লোকমহুপ্রাপ্তো দেবৈঃ সৰ্গৈঃ সমাধতঃ । ৪ । তেন
দৈত্যেন সৰ্গেহপি ত্রাসিতাঃ সুরমানবাঃ কলিক্কা
নাম দৈত্যঃ স স্বয়মিক্কা বভূব হ । ৫ । বসবো
মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাঃ সুরাধিগণাঃ । তেন সৰ্গে
কৃত্য দৈত্যা যথাগেগাঃ নরাধিপ । ৬ । যজ্ঞভাগান্
স্বয়ং সৰ্গে বভূজুস্তে চ দানবাঃ । তপোহর্ষে চ
ততো দেবা গতাঃ সৰ্গেহর্ষুদাচলম্ । ৭ । অদ্যাপি

অন্তর্হিত হইলেন । পিণ্ডোদক সৰ্গজ্ঞ হইয়া স্বগৃহে
গিয়া সৰ্গলোকের বিশ্রামোৎপাদন করিলেন । ১০ - ১৫
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

ষাবিংশ অধ্যায় ।

বরাননে ! ইহা ব্যতীত আর আমার মৃত্যুর
কারণান্তর নাই । যাহা হোক, ঠাণ্ডা তুমি আমায়
দেখিয়া ফেলিয়াছ, অতএব এখানে হইতে আমি
অন্ত স্থানে যাইব । এই মুকভাব হইতে আমার
মরণই শ্রেয়স্কর । ১-৯ সরস্বতী কহিলেন,—হে বিজ !
আমি সরস্বতী দেবী ; জ্যোদগ্গীর প্রদোবে সৰ্গদাই
আমার এই পৰ্বতবরে অবস্থান । অতএব
তোমার যাহা দুর্লভ ইষ্টবর, আমার নিকট হইতে
প্রার্থনা করিয়া লও । পিণ্ডোদক কহিলেন,—হে
বাণি ! আপনার প্রসাদে সৰ্গজ্ঞ হই আমি
অভ্যাপ্ত । আপচ, হে শুচাস্মিতে ! এই
তীর্থস্থানও আমার নামে খ্যাতি-সম্পন্ন হউক ।
সরস্বতী কহিলেন,—অদ্য হইতে তুমি ভুলোকে
সৰ্গজ্ঞ হইবে । আর তোমারই নামানুসারে
এই তীর্থ প্রখ্যাত হইবে । জ্যোদগ্গীর প্রদোবে
যে নর এখানে শ্রান করিবে, সে অতিবড়
মন্দবুদ্ধি হইলেও সৰ্গজ্ঞ হইবে । হে দ্বিজবর !
এই স্থানে সৰ্গদা আমি বাস করিব । অতএব
সুসমাহিত হইয়া সকলেরই হেথায় শ্রান করা
কর্তব্য । দেবী এই সকল কহিয়া তৎক্ষণাৎ

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবব ! অনন্তর নর দেব-
বন্দিতা শ্রীমাতার প্রাপ্তে গমন করিবে । শ্রীমাতা
ইহপর্য্যন্ত নরগণের সৰ্গকামপ্রদা । যিনি সৰ্গ
ময়ী শক্তি, যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত,
সেই সাক্ষাৎ শ্রীমাতা দেবী আপনা হইতেই এই
অর্ধদুর্দাচলে বাস কল্পনা করিয়াছেন । পূর্বে দেব
কুলে কলিক্কা নামে এক দানবরাজ ছিল । ঐ দানব
জরামরণহীন হইয়া দেবগণের ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়া-
ছিল । এই চরাচর ত্রৈলোক্য তাহা দ্বারা ই আক্রান্ত
হইয়াছিল । সেই দানবরাজ স্বায় বল-প্রভাবে
স্বর্গ ও স্বর্গাধিপত্যকে পরাজয় করিয়াছিল । ইন্দ্র
তাহার ভয়ে সৰ্গদেবসমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন
করিয়াছিলেন । কলে সেই দৈত্যরাজ কর্তৃক সুর-
নর সকলেই বিজ্ঞাসিত হইয়াছিল । এইরূপে দৈত্য-
রাজ কলিক্কা নিজেই ইন্দ্র হইয়া বাসিল । বসু, মরুৎ,
সাধ্য, বিশ্বদেব, ও সুরাধিগণের পদে সে দৈত্য-
দিগকেই যোগ্যতানুসারে স্থাপন করিল । দানব-
গণ নিজেরাই যজ্ঞভাগ সকল ভোগ করিতে

দেবতাখ্যাতং ত্রৈলোক্যে খ্যাতিমাগতম্ । তত্র
ব্রতপর্য্যঃ সর্বৈ পত্রমূলকলাশিনঃ ॥ ৮ ॥ অব্যক্তাঃ
পরমাত্মাঙ্কায়ন্তস্তে চ সংস্থিতাঃ । পঞ্চাগ্নিসাধকাঃ
কেচিত্তত্র ব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৯ ॥ একাহারা নিরাহার্য্য
বায়ুভক্ষাস্তথা পরে । অস্ত্রে মাসোপবাসাশ্চ
চান্দ্রায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥ কৃচ্ছ্রসান্তপনে নিষ্ঠা
মহাপারাক্রিণঃ পরে । অশ্বভক্ষা বায়ুভক্ষাঃ কেন-
পাশ্চাশ্বপাঃ পরে ॥ ১১ ॥ জপহোমপর্য্যাস্ত্রে
ধ্যানাসক্তাস্তথা পরে । বলিনৈবেদ্যদানৈশ্চ
গন্ধধূপৈর্নরাধিপ ॥ ১২ ॥ পূজয়ন্তঃ পরাং শক্তিং
দেবীং স্বকর্ষ্যাহেতবে । এবং তেষাং ব্রতস্থানাং
তপসা ভাবিতাশ্চানাম্ । বিমুক্তিরভবদ্রাজন্ সর্বৈবাং
কর্ম্মবন্ধনাং ॥ ১৩ ॥ ততঃ পূর্ণে হ্রস্বস্তে বর্ষাণাং
নৃপসত্তম । দেবী প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তা কস্তকারূপ-
ধারিণী ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বং জাতা মহারাজ ধুমর্ম্মর্ভির্ভগাবহা ।
ততো জালা ততঃ কস্তা শুক্রবাসোহনুলেপনা । দৃষ্টা
তাং তুষ্টবৃন্দৈবাঃ কৃতাজ্জলিপূটাস্ততঃ ॥ ১৫ ॥ দেবা

লাগিল । অনন্তর দেবগণ নিকৃপায় হইয়া তপ-
স্বার্থ অর্কদূচলে গমন করিলেন । এইজন্ত
অদ্যাপি তত্রতা দেবখ্যাত ত্রৈলোক্যে খ্যাতিসম্পন্ন
হইয়া রহিয়াছে । যাহা হোক, দেবগণ তখন অত্যন্ত
ভয়ে সেই অর্কদূচলে অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থান
করিতে লাগিলেন । তাঁহার্য্য সকলেই পত্রমূল-
কলাহারে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন । কেহ
কেহ ব্রতনিরত হইয়া পঞ্চাগ্নিমাধো অবস্থানপূর্ব্বক
উপাসনা করিতে লাগিলেন । কেহ একাহার, কেহ
কেহ নিরাহার, কেহ বা বায়ুভক্ষ হইলেন ।
অনেকে মাসোপবাসী হইয়া চান্দ্রায়ণ করিতে
লাগিলেন । কেহ কেহ কৃচ্ছ্র সান্তপন করিলেন ।
অনেকে অশ্বভক্ষ, বায়ুভক্ষ, কেনপ ও উষ্মপ হইয়া
জপ-হোমে নিরত হইলেন । কেহ কেহ ধ্যানাসক্ত
হইয়া রহিলেন । এইরূপে দেবগণ নৈবেদ্য, গন্ধ,
ধূপ ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া স্বীয় কার্ধ্য-
সিদ্ধির জন্ত পরম শক্তির পূজা করিতে লাগিলেন ।
হে রাজন্ ! ভাবিতাশ্চা দেবগণ এইরূপে ব্রতস্থ
হইলে, রূপপ্রভাবে কর্ম্মবন্ধন হইতে তাঁহাদের
বিমুক্তি ঘটিল । সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে দেবী কস্তা-
রূপে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রার্জুত হইলেন । প্রথমে
তাঁহার ভয়ঙ্কর ধুমর্ম্মর্ভি প্রকট হইল । পরে জালা,
তাঁহার পর শুক্র-বসনানুলেপনা কস্তামূর্ত্তি প্রার্জুত
হইল । দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে স্তব

উচুঃ । নমোহং সর্ব্বগে দেবি নমস্তে সর্ব্বপূজিতে ।
নমস্তে কামগেহচিন্ত্যে নমস্তে ত্রিদশাশ্রয়ে ॥ ১৬ ॥
নমস্তে পরমা দেবি ব্রহ্মাযোনি নমো নমঃ । অর্দ্ধ-
মাত্রাক্ষরে চৈব তাত্ত্বাদীর্দ্ধে নামা নমঃ ॥ ১৭ ॥ নমস্তে
পদ্মপত্রাক্ষি বিশ্বমাতর্নমো নমঃ । নমস্তে বরদে দেবি
রজঃসম্বতমোময়ি ॥ ১৮ ॥ স্বস্বরূপস্থিতে দেব ত্বঞ্চ
সংসারলক্ষণম্ । ত্বং বুদ্ধিস্তং ধৃতিঃ ক্ষান্তিস্তং
স্বাহা স্বা স্ববা ক্ষমা ॥ ১৯ ॥ ত্বং বুদ্ধিস্তং গতিঃ কজী
শচী লক্ষ্মীশচ পার্ব্বতী । সাবিত্রী ত্বঞ্চ গায়ত্রী
অজ্যেয়া পাপনাশিনী ॥ ২০ ॥ যচ্চাস্তদত্র দেবেশি
ত্রৈলোক্যেহস্তীতি সংজ্ঞিতম্ । তদ্রূপং ভাবকং
দেবি পর্ব্বতেষু চ সংস্থিতম্ ॥ ২১ ॥ বহুনা চ যথা
কাষ্ঠং তন্তুনা চ যথা পটঃ । তথা ত্বয়া জগদ্ব্যাপ্তং
শুণ্ডা ত্বং সমতঃ স্থিতা ॥ ২২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবং স্ততা জগন্মাতা ভাব্যচ সুর্য্যোত্তমান । বরো
মে যাত্যতাং শীঘ্রমভীষ্টঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ২৩ ॥ কিমত্র
শুণ্ডভাবেন তিষ্ঠথ শত্রুমধাগাঃ । মন্ত্রজ্ঞানাং ভয়ং
নাস্তি ত্রৈলোকেহপি চবাচরে ॥ ২৪ ॥ দেবা উচুঃ ।
কলিঙ্গেন বয়ং দেবি নিরস্তাঃ সঙ্গরে মুতাঃ । তেন
ব্যাগুম্ভিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২৫ ॥ যজ্ঞ-

করিতো লাগিলেন ।—হে দেবি ! তুমি সর্ব্বগা,
তোমাতে নমস্কার । হে সর্ব্বপূজিতে ! তোমাকে
নমস্কার । দেবি ! তুমি কামগা, অচিন্ত্যা,
ত্রিদশালয়, পরমা দেবী, পদ্মযোনি, অর্দ্ধমাত্রাক্ষর্য্য,
তদর্দ্ধাক্ষি, পদ্মপত্রাক্ষী, বিশ্বমাতা, বরদা, রজঃ-
সম্বতমোময়ী, ও স্বস্বরূপস্থিতা, তোমাকে নম-
স্কার । তুমি সংসারলক্ষণা, বুদ্ধি, ধৃতি, ক্ষান্তি,
স্বাহা, স্ববা, বুদ্ধি, রতি, কজী, শচী, লক্ষ্মী, পার্ব্বতী,
সাবিত্রী, গায়ত্রী, অজ্যেয়া ও পাপনাশিনী । হে
দেবেশি ! ত্রৈলোক্যে যত সংজ্ঞা আছে তৎসমস্তই
আপনার রূপ এবং ঐক্য পরমতে বিরাজিত । বহু
যেমন কাষ্ঠ এবং তন্তু যেমন বস্ত্রকে ব্যাপ্ত করে,
হে দেবি ! তুমিও তেমনি শুণ্ডভাবে জগৎ ব্যাপ্ত
করিয়া অবস্থান করিতেছ । ১—২২ । পুলস্ত্য বল-
লেন,—জগন্মাতা এইরূপে স্তত হইয়া সুরগণকে
বলিলেন,—হে সুর্য্যোত্তমগণ ! তোমরা শীঘ্র অভীষ্ট
বর প্রার্থনা কর ; কি জন্ত তোমরা গোপনে গহ্বরে
অবস্থান করিতেছ ? এই চরাচর ত্রৈলোক্যে
আমার ভক্তগণের কুজ্ঞাপি ভয় নাই । দেবগণ
বলিলেন,—হে দেবি ! দৈত্য কলিঙ্গ আমাদিগকে
সমরে, নিরস্ত করিয়া এই সচরাচর ত্রৈলোক্য অধি-

ভাগে হুতোহ্মাকং দৈত্যানাং স প্রকল্পিতঃ। তেন
 স্বর্গঃ নমাক্রান্তঃ সুরাঃ সর্বে নিরাকৃতাঃ ॥ ২৬ ॥ হুত্বা
 দৈত্যানাং যথা ভুয়ঃ শক্রঃ স্বপদমাধুয়াৎ। তথা কুরু
 মহাভাগে বর এদোহ্মাদীপিতঃ ॥ ২৭ ॥ দেবু-
 বাচ। যথা যুয়ং ময়া সৃষ্টান্তথৈবায়াং মহাসুরঃ।
 বিশেষো নাস্তি মে কশ্চিৎপ্রভয়োঃ সুরসন্তমাঃ ॥ ২৮ ॥
 তস্মাত্তান্ বারয়িষ্যামি শক্রাদ্যাজ্জিদিবাংপুনঃ।
 এবমুক্তা বরারোহা প্রেষয়ামাস পার্শ্বব ॥ ২৯ ॥ দূতঃ
 কলিঙ্গদৈত্যায় তাজ্জং ত্রিদিবং জ্ঞাতম্। স গতা
 বাঙ্কলিঃ দৈত্যং সামপূরঃ বচোহরবীৎ ॥ ৩০ ॥ দূত
 উবাচ। যা সা সঙ্গগতা দেবী শক্তিরূপা শুচিস্মিতা।
 ক্রীমাতা জগতাং মাতা দেবৈরারাদিতা পরা।
 তেষাং তুষ্ठा চ দেবী স্বামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥
 স্বস্থানং গচ্ছ শীঘ্রং স্বং শক্রো যাতু ত্রিবিষ্টপম্।
 মহাকা্যাদানবশ্রেষ্ঠ দেবং ন ভবেত্তব ॥ ৩২ ॥
 পুলস্ত্য উবাচ। স দূতবচনং শ্রুত্বা দানবো মদ-
 গর্ষিতঃ ॥ ৩৩ ॥ অহং লোকেথরো মহা সগর্ষমিদ-
 মব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥ বাঙ্কলিকুবাচ। কা ক্রীমাত্তেতি

কার করিয়াছে। সে আমাদের যজ্ঞভাগাধিকারি
 লোপ করিয়া তাহা দৈত্যাদিগকে দিয়াছে। এবং
 আমাদের নিরাকৃত করিয়া সমস্ত স্বর্গরাজ্য অধি-
 কার করিয়া লইয়াছে। হে মহাভাগে! সমস্ত দৈত্য
 গণকে নিহত করিয়া শক্র যাহাতে পুনরায় স্বপদ
 লাভ করিতে পারেন, আপনি তাহা করুন, ইহাই
 আমাদের অভীষিত বর। দেবী কহিলেন,—
 আমি তোমাদিগকে যেমন সৃষ্টি করিয়াছি, তেমনি
 এই মহাসুরও আমার সৃষ্টি জীব। হে সুরগণ!
 এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই। অতএব
 হে শক্রাদি সুরগণ! ঐ সকল দৈত্যকে আমি স্বর্গ
 হইতে নিকালিত করিব। বরারোহা দেবী এই
 বলিয়া কলিঙ্গ-দৈত্যের নিকট এক দূত প্রেরণ করি-
 লেন; বলিয়া দিলেন,—দূত! তুমি শীঘ্র স্বর্গ পরি-
 ত্যাগ কর। দূত গিয়া নামপূরক দৈত্যের নিকট
 বলিল,—যিনি সর্বরূপিনী জগজ্জননী শক্তিরূপিনী
 ক্রীমাতা দেবী, দেবগণের আরাধনায় তিনি তুষ্ট হইয়া
 তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন,—তুমি আমার আদেশে
 শীঘ্র স্বর্গস্থান পরিত্যাগ কর। ইন্দ্র স্বীয় স্থান প্রাপ্ত
 হইল। হে দানবশ্রেষ্ঠ! তুমি দানবই; তোমার দেবত্ব
 কখনও হইবার নহে। পুলস্ত্য কহিলেন,—মদগর্ষিত
 দানব দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া নিজে লোকেথর
 জানে সগর্ষে বলিল,—কে সেই ক্রীমাতা? আর

কে দেবা নাম্মাং স্বর্গং ত্যজাম্যহম্। ন তাং
 জানামি তাংশ্চৈব গতা ক্রহিষ্যমাজ্জয়া ॥ ৩৫ ॥ ন
 ভবন্ত্যস্বহং স্বর্গং প্রযচ্ছামি কথঞ্চন। দূতোহবধ্যো
 ভবেজ্জামপি বৈরে সূদাক্ষণে। এতস্মাৎ
 কারণদন্ত ন ভাং প্রাণৈরিষযোজয়ে ॥ ৩৬ ॥ ক্রীমাতাং
 যদি মে দূত দর্শয়িষ্যসি চেত্ততঃ। অভীষ্টান্ সম্প্র-
 দাত্বামি সত্যমেব ব্রবীম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥ অহং ত্বয়া
 সমং তত্র যাশ্চে যত্র স্থিতা চ সা। নিগ্রহং চ করি-
 ষ্যামি বাক্যং মে সত্যাকারণম্ ॥ ৩৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ।
 এবমুক্তা মদোন্নতো দূতেন চ স দানবঃ। অর্কুদং
 প্রযযৌ তুং রোবেণ মহতা বৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ দৃষ্টা বাঙ্কলি-
 মায়ান্তঃ দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। বার্যমাণান্তদা
 দেব্যা পলায়নপরায়ণাঃ ॥ ৪০ ॥ ভয়েন মহতাবিষ্টা
 দিশো ভেজুঃ সমস্ততঃ। অথাসৌ বাঙ্কলিঃ প্রাপ্তঃ
 নৈশ্চেন মহতা বৃতঃ ॥ ৪১ ॥ ক্রীমাতা তিষ্ঠতে যত্র
 পরতেহর্কুদসংজ্ঞকে। দূতং চ প্রেষয়ামাস তথুবাচ
 নরাধিপ ॥ ৪২ ॥ বাঙ্কলিকুবাচ। গচ্ছ দূতবর
 ক্রহি ক্রীমাতাং চাক্ষুঃসঙ্গীম্। ভার্য্যা মে ভব
 সূত্রোণি অহং তে বশগঃ সদা ॥ ৪৩ ॥ ভবিষ্যতি
 হি মে রাজ্যঃ সর্বঃ বশগতঃ তব। অন্তথা

কাহারাই বা দেবতা? আমি স্বর্গ পরিত্যাগ করিব
 না। দূত! তুমি আমার আজ্ঞায় কিরিয়া গিয়া বল,—
 আমি দেব-দেবী জানি না। তাহাদিগকে আমি
 স্বর্গস্থান প্রদান করিব না। শক্রতা যতই প্রবল
 হোক, দূত রাজগণের অবধ্য; যে দূত! এই
 জন্তই তোকে আমি বধ করিলাম না। ১৫-৩৫। তুমি
 যদি ক্রীমাতা দেবীকে আমার দর্শন করাইতে পারিস,
 তাহা হইলে সত্যই বলিতেছি, আমি তোকে
 অভীষ্ট বর প্রদান করিব। সেই দেবী যেখানে
 আছে, আমি তোমার সহিত সেই স্থানে যাইব;
 যাইয়া তাহার নিগ্রহ বিধান করিব। এ কথা সত্যই
 বলিতেছি। পুলস্ত্য কহিলেন,—মদোন্নত দানব
 এই কথা কহিয়া দূত সহ মহারোষে অর্কুদাচলে
 গমন করিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ দানবের আগমন-
 দর্শনে দেবার নিষেধ সত্বেও মহাভয়ে দশদিকে
 পলায়ন করিল। দানব বাঙ্কলি মহাশৈল সমভি-
 ব্যাহারে ক্রীমাতার অধিষ্ঠিত অর্কুদপর্বতে উপ-
 স্থিত হইল। হে নরাধিপ! দানবরাজ তখন এক
 দূতকে বলিয়া পাঠাইল। বাঙ্কলি কহিল,—দূতবর!
 চাক্ষুঃসঙ্গী ক্রীমাতাদেবার নিকট গমন করিয়া বল
 যে, হে সূত্রোণি! তুমি আমার ভার্য্যা হও। আমি
 তোমার সর্বদাই বশীভূত থাকিব। আমার এই

ধৰ্ম্মিয়্যামি সৰ্বৈঃ সার্ব্বঃ সুরোত্তমৈঃ ॥ ৪৩ ॥
 কিমিচ্ছোন্নবীৰ্য্যেণ কিমৈচ্ছোচ বরাননে । সহস্রাক্ষো
 ন মে তুল্যো ন মে তুল্যো সুরানুরাঃ ॥ ৪৪ ॥
 পুলস্ত্য উবাচ । এতচ্ছ্রুত্বা ততো গন্ধা স দূতঃ
 সন্ন্যবেদয়ৎ । তস্ত সৰ্বং যথাবাক্যং তেনোক্তং চ
 মহীপতে ॥ ৪৫ ॥ ততঃ শ্রুত্বাশ্চিত্তং কৃত্বা চিত্তয়ামাস
 ভামিনী । জরামরণহীনোহয়ং দৈত্যৈস্তৈঃ শত্ৰুনা
 কৃতঃ ॥ ৪৬ ॥ কথমস্মা ময়া কার্য্যো নিগ্রহো
 দেবতাক্রতে । পুনশ্চৈত্বয়ং যাবৎ সা দেবী দানবং
 প্রাতি । তাবত্তত্রাগতঃ শাস্ত্রং স কামেন পরিপ্লুতঃ ॥
 অথ দৃষ্টিনিপাতেন সা দেবী দানবাধিপম্ ।
 ব্যনোকথন্ততস্তস্মা নিশ্চয়ঃ সম্ভূতঃ ॥ ৪৮ ॥
 ততো জহাস সা দেবী শনকৈনূপসত্তম । মুখাতস্তা-
 স্ততঃ সৈন্তং নিজ্জালন্তমতিভীষণম্ ॥ ৪৯ ॥ হস্তনো
 হযবর্ষাশ্চ পাদাতাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ । রথসাহস্রমাক্রুতা
 যোধাশ্চাপি সহস্রশঃ ॥ ৫০ ॥ তৈঃ সৈন্তং দানবেশস্ত
 সৰ্বং শত্রুর্নিপাতিতম্ । পশুতস্তস্মা দৈত্যস্ত
 নিশ্চলস্তানুরস্ত ৫ ॥ ৫১ ॥ হতে সৈন্তবলে

সমস্ত রাজ্যই তোমার বশীভূত হইবে । আর যদি
 এ প্রস্তাবে অমত কর, তবে সমস্ত দেবসহ তোমাকে
 বিশেষ লাঞ্ছনা প্রদান কারব । অন্নবর্ষীয় ইন্দ্র বা
 অন্তান্ত দেবগণ দ্বারা তোমার কোন্ সাহায্য
 হইবে ? হে বরাননে ! সহস্রাক্ষ আমার তুল্য
 নহে । এমন কি সমস্ত সুরানুরও আমার সমকক্ষ
 নহে । পুলস্ত্য কহিলেন,—দূত দানবের নিকট
 এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দেবীসমীপে গমন-
 পূর্ব্বক দানবোক্ত সমস্ত বাক্য তাহাকে নিবেদন
 করিল । দেবী তৎশ্রবণে হস্তপূর্ব্বক চিন্তা করি-
 লেন,—শত্ৰু এই দৈত্যবরকে জরামরণহীন করিয়া-
 ছেন । দেবগণের হিতার্থ আমি কিরূপে ইহার
 নিগ্রহ বিধান করি ? এই ভাবিয়া যেমন তিনি
 আবার চিন্তাবিষ্ট হইয়াছেন, অমনি কামার্ত্ত দানব
 ভীহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল । দেবী
 দানবাধিপের প্রতি যেমন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন,
 অমনি ভীহার কর্তব্য্য হস্ত হইল । অনন্তর দেবী
 ঈষৎ হাস্ত করিলেন । ভীহার মুখ হইতে ভীষণ
 সৈন্তদল নিজ্জালন্ত হইল । হস্তী, অশ্ব, পদাতি, ও
 নানাবিধ বহুসহস্র রথধিক্রুত সহস্র সহস্র যোদ্ধা
 তৎক্ষণাৎ প্রাক্কর্ভূত হইল । সেই সকল দেবার
 সৈন্ত, শত্ৰুপ্রহারে দানবসৈন্ত নিপাতিত করিল ।
 দৈত্যরাজ নিশ্চলভাবে নিজেই এই সৈন্তসংহার-

তস্মিন্মিত্তাদান্নিদিবোকসঃ । তামুচুর্বচনং দেবি
 দানবঃ হস্তমর্হসি । নাশ্মিন জীবতি নো রাজ্যং স্বর্গে
 দেব ভাবয়তি ॥ ৫২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । শ্রুত্বা
 তদ্বচনং তেযাং জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুবাজ্জম্ । পরন্তস্ত
 মহাপুঙ্গুং দত্ত্বা তৈস্তোপার স্বয়ম্ ॥ ৫৩ ॥ নিবিন্ধা
 সা জগন্মাতা শ্রীমাতা কামরূপণী । হিতায় জগতাং
 রাজন্নদ্যাপি বরপঞ্চতে । তত্রৈব বসতে
 সাক্ষাঘ্নাং কামপ্রদায়িনী ॥ ৫৪ ॥ এতস্মিন্নেব
 কালে তু সৰ্বৈ দেবাঃ সবাসবাঃ । তুষ্টিবৃত্তাং
 মহাশক্তিং তয়ঃস্বীং প্রার্থিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ প্রসন্না-
 ভূততো দেবী তেবাং তত্র নরাধিপ । স্বঃস্বঃ স্থানং
 সুরাঃ সৰ্বৈ পরিযাস্ত গত্যথাঃ । গন্ধা স্থানং
 স্বকং সৰ্বৈ পরিপাস্ত গত্যথাঃ ॥ ৫৬ ॥ বরং
 বরয় দেবেস্তে ক্রাই যন্তে মনোগতম্ । তৎসৰ্বং
 সম্প্রদাত্যামি তুষ্টিং ভক্তিতস্তব ॥ ৫৭ ॥ ইন্দ্র
 উবাচ । যদি তুষ্টিসি মে দেবি শাস্ত্রে
 ভক্তিবৎসলে । অত্রৈব স্থায়তাং তাবৎ স্বর্গে
 যত্নদহং বিভূঃ ॥ ৫৮ ॥ প্রশাস্মি রাজ্যং দেবেশি
 শাস্ত্রে ভক্তিবৎসলে । অজরশ্চামরশ্চৈব যতো

বাপা দর্শন করিল । তদীয় সৈন্তবল বিনষ্ট হইলে
 ইন্দ্রা দেবগণ দেবীকে বলিলেন,—দেবি! দানবকে
 বধ করুন । এই দানব জীবিত থাকিতে স্বর্গে
 আমাদের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিবে না ॥ ৫২-৫৩ ॥ পুলস্ত্য
 কহিলেন,—দেবগণের বাক্য শুনিয়া আর সেই
 দৈত্যকে মৃত্যুবজ্জিত জানিয়া দেবী দৈত্যবরের
 উপর পরস্পরের এক মহাপুঙ্গু নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে
 আচ্ছাদন করিলেন । হে রাজন্ ! সেই কাম-
 রূপণী জগন্মাতা শ্রীমাতা দেবী অদ্যাপি জগতের
 হিতের নিমিত্ত সেই বর পরন্তে বাস করিতেছেন ।
 ঐ দেবী নরগণের সাক্ষাৎ কামপ্রদায়িনীরূপেই
 তথায় অবস্থান করিলেন । ইত্যবসরে ইন্দ্রাদি
 সমস্ত দেব প্রহর্যতরে সেই ভয়হারী মহাশক্তির
 স্তব করিতে লাগিলেন । সন্তবে প্রসন্ন হইয়া দেবী
 সুরগণকে স্ব স্ব স্থান প্রদান করিয়া বলিলেন,—সুর-
 গণ ! তোমরা নিকৃপজবে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া
 স্ব স্ব অধিকার পালন কর । এই বলিয়া দেবী
 দেবেস্তের প্রতি বলিলেন,—দেবেস্ত ! ভবদীয়
 মনোগত বর প্রার্থনা করুন । আমি আপনায়
 ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া সমস্তই প্রদান কারব । ইন্দ্র
 কহিলেন,—হে ভক্তিবৎসলে ! সনাতনি দেবি !
 যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে স্বর্গে আমার

দৈত্যঃ সুরেশ্বরী ৫১ ॥ হরেন নিম্নিতঃ পূর্বঃ
যেন তিষ্ঠতি নিশ্চলঃ । প্রসাদান্তব লোকাশ্চ ত্রয়ঃ
সন্ত নিরাময়াঃ ৬০ ॥ অত্র ত্রাং পূজয়িষ্যামো
বয়ং সর্বৈ সমেত্য চ । চৈত্রশুকচতুর্দশাঃ দৃষ্ট্বা
ত্রাং যাস্তু সঙ্গতিম্ ৬১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তা সহস্রাঙ্কঃ সর্বদেবৈঃ সমরিতঃ । হৃষ্টস্ত্রিবিষ্টপং
প্রাপ্তো দেব্যাস্তস্তাঃ প্রভাবতঃ ৬২ ॥ সাপি
তত্র স্থিতা দেবী দেবানাঃ হিতকাময়া ৬৩ ॥
যন্তাং পশুতি চৈত্রশুকচতুর্দশাং সিতে নৃপ । স
যাতি পরমং স্থানং জয়ামরগবজ্জিতম্ ৬৪ ॥ কিং
ত্রৈনৈর্নিয়মৈরপি দানৈর্দত্তৈর্নরাধিপ । সর্বৈ
তদর্শনস্তাপি কলাং নার্ষ্তি বোড়শীম্ ৬৫ ॥
তত্রৈব পাত্ৰকে দিব্যে তয়া স্তম্ভে নরাধিপ । যন্তে
পশুতি ত্রয়োহসৌ সংসারং ন হি গুণ্ডতি । সমান্
কামানবাপ্রোতি ইহ লোকে পরত্র চ ৬৬ ॥
যযাতিকবাচ । কাশ্মিন কালে বিজগ্রেষ্ঠ দেব্য।

যতদিন প্রভু স্ব থাকিবে ততকাল আপনি ওই
স্থানেই অবস্থান করুন । হে সুরেশ্বরী ! দেবেশি !
আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গরাজ্য শাসন করিব ।
দেবদেব হর এই দৈত্যকে অজয়ামররূপে সৃষ্টি
করিয়াছিলেন । এক্ষণে এ যাহাতে নিশ্চলভাবে
অবস্থান করে, হে সুরেশ্বরী ! আপনি গাহাই
করুন । আপনার প্রসাদে লোকত্রয় নিরাময়
হোক । আমরা এইস্থানে আগমন করিয়া আপনার
পূজা করিব । চৈত্রশুকচতুর্দশী তিথিতে আপনার
দর্শনলাভ করিয়া লোক সকল সদগতি লাভ করুক ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—সহস্রাঙ্ক এই বয়ী সর্বদেব-
সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন ।
দেবী ত্রীমাতার প্রভাবেই তাঁহার পুনরায় স্বপদ-
প্রাপ্ত হইল । দেবগণের হিতকামনায় সেই
দেবীও ঐস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।
হে রাজন ! চৈত্রমাসের শুকচতুর্দশীতে যে নর
তাঁহাকে দর্শন করে, তাঁর জয়ামরগবজ্জিত পরম
পদলাভ হয় । কি ব্রত—কি নিয়ম—কি
দান—সেই দেবীদর্শনের বোড়শাংশেরও ঐ
সকল যোগ্য নহে । হে নরাধিপ ! ঐ
অর্কুদাচলেই দেবী স্বয়ং দুইটি দিব্য পাত্ৰকা
স্তম্ভ করিয়াছেন । যে তাহা দর্শন করে, তাহাকে
আর সংসার দর্শন করিতে হয় না ; ইহ-পরকালে
তাঁহার সর্বকাম লাভ হয় । যযাতি কহিলেন,—
বিজবর । দেবী কোন্ সময় কি কারণে ঐ স্থানে

বিস্তরতো মম ৬৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । তাং দেবীং
মানবাঃ সর্বৈ সংবীক্ষ্য নৃপসন্তম । প্রাপ্তবন্তি পরাং
সিদ্ধিং বিবিধাঃ ধর্ম্যকারিণঃ ৬৮ ॥ এতান্মন্থেব
কালে তু যজ্ঞদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । প্রনষ্টা ভূতলে
রাজ্যস্তীর্থযাত্রাত্তোক্তবাঃ ৬৯ ॥ শূন্যস্তে নরকাঃ
সর্বৈ সদভূবর্ষমস্তা য়ে । যজ্ঞভাগবিহীনাস্চ দেবাঃ
কষ্টমুপাগতাঃ ৭০ ॥ অথ সর্বৈ নৃপশ্রেষ্ঠ দেবাস্তত্র
সমাগতাঃ । উচুর্গর্ভার্কুদং তত্র ত্রীমাতাং পরমে-
শ্বরীম্ ৭১ ॥ দেবা উচুঃ । অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ সর্বাঃ
ক্রিয়া নষ্টাঃ সুরেশ্বরী । মর্ত্যালোকে বয়ং তেন
কর্ম্মণাতীব পীড়িতাঃ ৭২ ॥ দৃষ্ট্বা ত্রাং দেবি
পাপ্যানঃ সিদ্ধিং যান্তি সপুংজাঃ । তস্মাদযথা বয়ং
পুষ্টিং ব্রজামস্তে প্রসাদতঃ ৭৩ ॥ ন মিজ্জামতি
দৈত্যশ্চ বাঙ্কলিষ্মঃ তথা কুরু ৭৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
তেবাং তদ্বচনং শ্রদ্ধা দাক্ষিণ্য সুরিষং তদা । মুক্তা
ষে পাত্ৰকে তত্র কবা চান্দসমুত্তবে । দেবানুবাচ
রাজেন্দ্র সর্মান্তিমুপাগতান্ ৭৫ ॥ ত্রীদেব্যুবাচ ।
যুগ্মদ্বাকো ন ত্যক্তো হি ময়ায়ং পরতোত্তমঃ ।
যুক্তোহত্র পাত্ৰকে । কস্মাচ্চ কারণাদ্ ক্রহি সর্বং

পাত্ৰকায়ুগল বিস্তৃত করেন ? তাহা বিশেষরূপে
আমার নিকট বিবৃত করুন ৫৩—৬৭ । পুলস্ত্য কহি-
লেন,—ধর্ম্মিষ্ঠ-মানবগণ সেই দেবীকে সন্দর্শন করিয়া
ঐহিক পারলৌকিক বিবিধ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে
লাগিল । তখন যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া এবং তীর্থযাত্রা
ও ব্রতনিয়মাদি ভূতলে বিলুপ্ত হইল । যমের
নরকস্থান শূন্য হইয়া পড়িল । দেবগণ যজ্ঞভাগ-
বিহীন হইয়া একান্ত কষ্টদশায় উপনীত হইলেন ।
অনন্তর দেবগণ অর্কুদাচলে আসিয়া পরমেশ্বরী
ত্রীমাতা দেবার নিকট গমনপূর্বক বলিলেন,—হে
সুরেশ্বরী ! ভূতলে অগ্নিষ্টোমাদি ক্রিয়াকলাপ আর
হয় না ; তাহাতে আমরা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি ।
দেব ! পাপী মানবেরা আপনাকে দর্শন করি-
য়াই স্ব স্ব পুংসপুংসসহ সিদ্ধিলাভ করিতেছে ।
অতএব আপনার প্রসাদে আমরা যাহাতে পুষ্টিলাভ
করিতে পারি, আর দৈত্যবর বাঙ্কলিও যাহাতে
নিজ্জান্ত হইতে না পারে, আপনি তাহারই ব্যবস্থা
করুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবগণের বাক্য
শুনিয়া দেবী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন । চিন্তার পর
নিজের দুইটি পাশাণ-পাত্ৰকা ঐ স্থানে স্থাপন করিয়া
দৈন্তগ্রস্ত দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ ! আমি
তোমাদের কথাশুনারে বাঙ্কলি দানবের রক্ষার

বিশ্বস্তে পাত্ৰকে তস্য রক্ষার্থং বাক্যলৈঃ সুরাঃ । ৭৬ ।
মৎপাত্ৰকাভয়াক্রান্তো ন স দৈত্যঃ সুরোত্তমঃ ।
স্থানং প্রচলিতুঃ শক্ভঃ স্তম্ভিতঃ শ্রাদ্ধযথা ময়া । ৭৭ ।
এতচ্ছাস্ত্রং ময়া কৃত্বাং পাত্ৰকাং বিনির্মিতম্ ।
অধ্যাত্মকং হিতার্থায় প্রাণিনাং পৃথিবীতলে ॥ ৭৮ ॥
শাস্ত্রামর্গেণ চানেন ভক্ত্যা যঃ পাত্ৰকে যম । পূজ-
য়িষ্যতি সিদ্ধিঃ স্তাত্ত্বমদর্শনোত্তবা ॥ ৭৯ ॥ চৈত্র-
শুক্রচতুর্দশ্যামহমাত্রার্কবুদে সদা । অহোরাত্রং বর্ষ-
ষ্যামি সুশুপ্তা গিরিগঙ্ঘরে ॥ ৮০ ॥ পরিতোহয়ঃ
মমাতীষ্টো ন চ ত্যাকুং মনো দধে । তথাপি সম্পরি-
ত্যক্তো যুগ্মাকং হিতকাম্যায় ॥ ৮১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তা তু সা দেবী সমস্তাদেবকিররৈঃ । সূ-
য়মানা যযৌ স্বর্গং মুক্তা তে পাত্ৰকে শুভে ॥ ৮২ ॥
অদ্যাপি সিদ্ধিমায়াস্ত যোগিনো ধ্যানতৎপরঃ ।
তন্নিতান্তপতপ্রাণা যযা দেব্যাঃ প্রদর্শনাৎ ॥ ৮৩ ॥
এতন্তে সঙ্গমাখ্যাতং যন্মাং স্বং পার্শ্বচ্ছাস ।
শ্রীমাতাসম্ভবং পুণ্যং পাত্ৰকাভ্যাক ভূমিপ ॥ ৮৪ ॥

নিমিত্ত এখানে পাত্ৰকাযুগল বিশ্বস্ত করিয়া এই
পর্যন্ত বয়স হইতে অন্তর্দান করিলাম। আমার
পাত্ৰকাভরে অক্রান্ত হইয়া সেই দৈত্য এস্থান
হইতে কিঞ্চিন্নাত্র চ্যলত হইতে পারিবে না।
তাহাকে আমি এখানে স্তম্ভিত করিয়া রাখিলাম।
আমার পাত্ৰকানিমিত্ত প্রাণিহিতার্থ আমি এই অধ্যাত্ম
শাস্ত্র ভূতলে নির্মাণ করিলাম। এই শাস্ত্রমার্গানু-
সারে যে মানব ভক্তি করিয়া আমার এই পাত্ৰকা-
দ্বয় পূজা করিবে, তাহার মৎসন্দর্শনজনিত সিদ্ধিলাভ
হইবে। চৈত্রমাসের শুক্রচতুর্দশীদিনে আমি অর্কবুদা-
চলের গিরিগঙ্ঘরে অহোরাত্র গোপনে বাস করিব।
এই পর্যন্ত আমার বড়ই প্রিয়। ইহা ত্যাগ করিতে
আমার ইচ্ছা হয় না। তথাপি তোমাদের হিতার্থ
আমি ইহা পরিত্যাগ করিলাম। পুলস্ত্য কহি-
লেন,—সেই দেবী এই কথা কহিয়া শুভ পাত্ৰকাদ্বয়
স্থাপনপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন। সুর-কিরর-
গণ চতুর্দিক্ হইতে তাঁহার শব্দ করিতে লাগিলেন।
ধ্যানতৎপর যোগিগণ তারিষ্ঠ হইয়া অদ্যাপি তথায়
দেবদর্শনজন্ত সিদ্ধি লাভ করিতেছেন। হে
ভূপাল! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,
এই আমি সেই শ্রীমাতার পাত্ৰকাদ্বয়-ঘটিত পুণ্য
বৃত্তান্ত সকলই আপনাকে বালিলাম। যে নর ভক্তি-

বয়েতৎপঠতে ভক্ত্যা জ্ঞাযতে বাধ যো নরঃ ।
সর্বপাপৈর্ষহারাজ মৃত্যুতে জ্ঞানতৎপরঃ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শ্রীমাতামাহাশ্রাবণনং নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেষুপশ্চেষ্ট শুক্রতীর্থ-
মহুত্তমম্ । যৎখ্যাতিমগমৎপূর্বং সকাশাদাশবর্গতঃ ॥
১ ॥ পুরাসীজ্জকো নামা শমিলাক্ষো মহীপতে ।
নীলীমধ্যে তু বস্ত্রাণি প্রাক্ষণ্ডান মহীপতে ॥ ২ ॥
অথাসৌ ভরমাপনো জাত্বা বস্ত্রবিভ্রদনম্ ।
দেশান্তরং প্রাপ্ত্বিতোহসৌ স্বকুটুম্বসমাহৃতঃ ॥ ৩ ॥
অথ তস্তা সূতা রাজন দাশকস্তাসখী শুভা । হুঃখেন
মহতাবিষ্টা দাশান্তকমুপাজবৎ ॥ ৪ ॥ তন্তৈ নিবে-
দয়ামাস ভয়ং বস্ত্রসমুত্তবম্ । বিদেশচলনং চৈব
বাস্পগদগদা গিরা ॥ ৫ ॥ দাশকস্তাপি হুঃখেন
তস্তা হুঃখসমধিতা । অত্রবীক্সাপসংক্রিয়া নিশ্বসন্তীৎ
মুহুমুহুঃ ॥ ৬ ॥ দাশকস্তোবাচ । অভ্যুপায়ো
মহানত্ৰুবিহিতো মম শোভনে । এবং তেন কৃত-

পূর্বক ইহা পাঠ করে বা ইহার প্রশংসা করে—মহা-
রাজ! সে নর জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সর্বপাপ হইতে
মুক্ত হয় ॥ ৬৮—৮৫ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন—নৃপবর! অতঃপর অমুত্তম
শুক্রতীর্থে যাইবে। এই তীর্থ পূর্বে দাশবর্গের
নিকট হইতেই শুক্র খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে
মহীপতে! পূর্বে শমিলাক্ষ নামক এক রজক ছিল।
সে একলা ভ্রমক্রমে নীলীম মধ্যে বহু শুভ্রবস্ত্র
নিষ্কেপ করিয়াছিল। পরে তাদৃশ বস্ত্র-
বিভ্রদনা বুঝিয়া তাহার ভয় হয়। সে ভয়ে কুটুম্ব-
পরিজন সহ দেশান্তরে প্রস্থান করে। সেই রজক-
কের কস্তা এক দাশকস্তার সখী ছিল। রজক-
নন্দিনী এই ঘটনায় মহাহুঃখিত হইয়া সখী দাশকস্তার
নিকট গমনপূর্বক বস্ত্রসজ্জাত ভয় ও রজকের
বিদেশগমনাদি বাস্পগদগদ কণ্ঠে নিবেদন করিল।
দাশকস্তা তাহার হুঃখে হুঃখিতা হইয়া বাস্পপূর্ণমুখে

নৈব নির্ভয়ঃ তে চ তে পিতৃঃ ॥ ৭ ॥ অত্রাস্তি
নির্ব্যং শূকরবর্ষে বরবার্ণিনি । তত্র মে ভাতরশ্চৈব
তথাস্তে মৎসজীবিনঃ ॥ ৮ ॥ যচ্ছাস্তদাপি তত্রৈব
ক্ষিপ্যতে সলিলে শুভে । তৎসৰ্বং শুক্লতামেতি
পশু মে বপুরাদৃশম্ ॥ ৯ ॥ সৰ্ষেণামেব দাশানাং
তস্ত তৌয়স্ত মজ্জনাং । তানি বস্ত্রাণি তত্রৈব
ভাতন্তব সুমধ্যমে । জলে প্রক্ষালয়েৎ কপ্রঃ
প্রয়াস্তস্তি সুশুক্লতাম্ ॥ ১০ ॥ স্বয়ং ন ভয়ঃ কার্ধ্যং
গত্বা তাতং নিবারয় । প্রস্থিতং পরদেশায় নাত্র
কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ১১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । সা তস্তা
বচনং শ্রুয়া গত্বা সৰ্ষঃ স্তবেদয়ৎ । জনকায় পুত্রা
তুর্ণং ততোহসৌ তুষ্টিমাপ্তবান্ ॥ ১২ ॥ প্রাক্কথায়
তুর্ণং স নির্ব্যং তমুপাদ্রবৎ । ক্ষিপ্তমাত্রাণি রাজেন্দ্র
তানি বস্ত্রাণি তেন বৈ ॥ ১৩ ॥ তস্মিন্স্থোয়েহতি-
শুক্লং গতানি বহুলাং ততঃ । কাশ্মিনাপুশ্চ
পরমাং তথা দৃষ্ট্বাদ্বরাণ চ ॥ ১৪ ॥ অথাসৌ বিশ্বম্ভা-
বিত্তস্তানি চান্নায় সত্বরঃ । রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস

বারম্বার নিখাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল,—
হে শোভনে! এসম্বন্ধে আমার এত বিশেষ উপায়
জানা আছে। সেই উপায় আশ্রয় করিলেই আমার
পিতা নিশ্চয় নির্ভয় হইবে। হে বরবার্ণিনি এই
অৰ্জুনাচলে এক নির্ব্যর আছে। তাহাতে আমার
মৎসজীবী ভাতৃগণ অবস্থান করিতেছে। অধি
শুভে! ঐ নির্ব্যরনীয়ে যাহা কিছু নিক্ষেপ করা-
যায়, সমস্তই শুক্লবর্ণ হয়। ইহার দৃষ্টান্তরূপে
আমার দেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। মুখ আমি
নয়, সেই জলমজ্জনের কলে সমস্ত ধীবরবর্গেরই
দেহ ঈদৃশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে। তাই বলিতেছি, হে
সুমধ্যমে! তোমার পিতা যদি সেই সকল নীল-
রসরঞ্জিত বস্ত্র অত্রাশ্রয় নির্ব্যরপলে নিক্ষেপ করে,
তাহা হইলে সত্বরই সে সকল শুক্লবর্ণ হইবে। অত-
এব তুমি ভয় কারও না; পরদেশ প্রস্থত পিতাকে
নিবারণ কর। আমার কথায় সন্দেহ কারও না।
পুলস্ত্য কহিলেন,—রজকনান্দনী এই কথা শুনিয়া
সমস্ত বৃত্তান্ত গিয়া পিতার নিকট বিজ্ঞাপন করিল।
পিতা পরিতুষ্ট হইয়া প্রভাতে সত্বর সেই নির্ব্যরা-
ভিমুখে প্রস্থান করিল এবং সেই নির্ব্যরজলে
সেই সকল বস্ত্র নিক্ষেপ করিযামাত্র তৎক্ষণাৎ পূর্বা-
পেক্ষা অধিক শুক্ল হইল। রজক তাহার অঙ্গর
সকল পরম কাশ্মিনুজ হইল দেখিয়া বিশ্বম্ভাবিষ্ট
হইল এবং সেই সকল আনিয়া সত্বর রাজার

বৃত্তান্তকথ্য তদুত্তরম্ ॥ ১৫ ॥ ততো বিশ্বম্ভাপরঃ
স রাজা তত্র নির্ব্যরে । অস্তানি নীলীরজানি
বস্ত্রাণি চাক্ষিপজ্জলে ॥ ১৬ ॥ সৰ্ষাণি শুক্লতাং যাস্তি
বিশিষ্টানি তবাস্ত চ । জাহ্নবা ততঃ পরং তীর্থং
গ্নানং চক্রে যথাবিধি ॥ ১৭ ॥ ত্যক্তা রাজ্যং স
তত্রৈব তপস্তপে মহীপতিঃ । ততঃ সিদ্ধিঃ পরাং
প্রাপ্তস্তীর্থাত্মক প্রভাবতঃ ॥ ১৮ ॥ একাদশ্যাং
নরন্তত্র যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নৃপ । স কুলানি
সমুদ্রতা দশ যতি দিব্য ততঃ । স্নানেনৈব বিপা-
পহং তৎক্ষণাদেব জায়তে ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শুক্লতীর্থমাগাধ্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছন্নপশ্চতঃ শুভা-
মধ্যমনির্বাসিনা । দেবী কাত্যায়নী যত্র শুভদানব-
নাশিনী ॥ ১ ॥ শুভো নাম মহাদৈত্যঃ পুরাসীৎ
পৃথিবীতলে । তেন সৰ্ষং জগদ্ব্যাপ্তং জিত্বা দেবান্
রণাজিরে ॥ ২ ॥ স শঙ্করবরাদৈত্যো দেবদানব-

নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অনন্তর
রাজা বিশ্বম্ভাপর হইয়া সেই নির্ব্যরে অস্ত্রান্ত
নীলীরসরঞ্জিত বহুবস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন;
সমস্ত বস্ত্রই শুক্লবর্ণ ও পূর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হইল।
অনন্তর রাজা ঐ নির্ব্যরকে পরম তীর্থ জ্ঞান করিয়া
উহাতে স্নান করিলেন এবং রাজ্যোপহৃত্য ত্যাগ
করিয়া সেইখানেই গিয়া তপস্তা করিতে লাগি-
লেন। এই তীর্থের প্রভাবে তাহার পরম সিদ্ধি
লাভ হইল। হে নৃপ! যে নর একাদশীতে তথায়
শ্রাদ্ধ করে, সে তাহার দশকুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গে
গিয়া থাকে। এই নির্ব্যরজলে স্নান মাছেই নর
পাপহীন হয়। ১—১৯।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২৩।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর শুভামধ্য-
বাসিনী শুভদানবনাশিনী কাত্যায়নীর ক্ষেত্রে গমন
করিবে। পুরাকালে পৃথীবীতলে শুভ নামে এক মহা-
দৈত্য ছিল। তাহা দ্বারা এই সমগ্র জগৎ আক্রান্ত
হয়। রণাঙ্গনে দেবগণকে সে পরাজিত করে।

রক্ষসাম্। অবধ্যো যোষিতং যুক্তা সর্কেষাঃ
প্রাণিনাং ভুবি। ৩। ততো দেবগণাঃ সর্কে গতা-
র্কুদমখালম্। তপন্তেপূর্কধার্থায় শুভত জগতী-
পতে। দেবীমারাদয়ামার্কাকুরূপাং সুরেশ্বরীম্।
৪। অথ তেষাং প্রসঙ্গা সা দৃষ্টিগোচরমাগতা।
অত্রবোধরদাম্মীতি ক্রত কিং করবাণি চ। ৫।
দেবা উচুঃ। সর্কং নোহপহৃতং দেবি শুভেন
সুহৃদাশ্বনা। তং নিষুদয় কল্যাণি সোহবধ্যোহন্তৈঃ
সদা রণে। ৬। অয়া সংরক্ষিতা দেবি পুরা বাক-
লিতো বয়ম্। নাত্মান্মাকং গতিষ্ঠাতস্তাং যুক্তা
চাকহাসিনীম্। ৭। পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তা
সুরৈর্দেবী গতা শুভনিকেতনম্। আজুগাব রণে
ক্রুদ্বা ভর্ৎসয়িত্বা মুহুর্হুতঃ। ৮। স তয়া যাচিতে
যুদ্ধে জ্ঞাতা তাং যোষিতং নৃপ। অবজ্রায় ততো
দৈত্যঃ প্রেষয়ামাস দানবান্। ৯। জীবগ্রাধেণ
হুষ্টেয়ং গৃহতাং পরবশ্বনা। ক্রিয়তাং দাকৃণো
দণ্ডো মম বাক্যান্ন সংশয়ঃ। ১০। অথ তন্তু সমা-
দেশাদানবাস্তাং ততো ক্রতম্। গতা নির্ভর্ৎসয়া-

শুভদানব শকরের বরে একমাত্র প্রাব্যতীত দেব,
দানব, রাক্ষস ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীরই
অবধ্য হইয়াছিল। অনন্তর দেবগণ সকলেই অর্কু-
দাচলে গিয়া শুভাসুরের বধের নিমিত্ত তপস্বী
করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্যাকুরূপা, সুরেশ্বরী-
রই আরাধনা করিলেন। অনন্তর দেবগণের প্রতি
প্রসঙ্গ হইয়া দেবী সকলেরই দৃষ্টিপথাক্রমে হইলেন
এবং বলিলেন,—দেবগণ! আমি বর দিতে আসি-
য়াছি; প্রার্থনা কর, কি করিব? দেবগণ কহি-
লেন,—হে দেবি! হরাত্মা শুভ আমাদের সর্বস্ব
অপহরণ করিয়াছে। ঐ দৈত্য অস্ত্রের অবধ্য।
অতএব হে কল্যাণ! তুমি তাহাকে বধ কর। হে
দেবি! পুরাকালে বাকলিদৈত্য হইতে তুমি আমা-
দিগকে রক্ষা করিয়াছিলে! হে মাতঃ! তোমা হেন
প্রসঙ্গবদনা দেবী ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই।
পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবী সুরগণ কর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া শুভনিকেতনে গমনপূর্বক ক্রোধে
ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে রণে আহ্বান করিলেন।
দেবী যুদ্ধপ্রার্থনা করিলে দৈত্য জিজ্ঞাসিত জানিয়া
তাঁহাকে অবজ্ঞা করত দানবগণকে প্রেরণ কারল
এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল যে, তোমরা আমার
বাক্যে এই পক্ষ্যনাদিনী হুষ্টাকে জীবগ্রাধবৎ গ্রহণ
করিয়া ইহার দাকৃণ দণ্ড বিধান করিবে, ইহার

মানুর্কেষ্টমিত্বা দিশো দশ। ১১। ততোহবলোকনা-
দৈত্যান্তয়া তে ভস্মসাৎ কৃতঃ। ততঃ শুভঃ
প্রকৃপিতঃ স্বয়মেব সমাযযৌ। ১২। অরবীতিষ্ঠ-
তিষ্ঠেতি ঋতায়ুদ্যামা ভীষণঃ। সোহপি দেব্যা
মহারাজ তথা চৈবাবলোকিতঃ। ১৩। অভবন্তশ্ব-
সাৎ সদ্যাঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্। হতে তস্মিন্শুভো
দৈত্যাঃ শেষাঃ পার্থিবসহম। ভিষা রসাতলং জঘ্নুঃ
পাতালং ভয়স যুতাঃ। ১৪। ততো দেবগণাঃ সর্কে
তুষ্টবস্তাং সুরেশ্বরীম্। অত্রবংশ বরং ক্রহি যন্তে
মনসি বর্ত্ততে। ১৫। দেব্যা বাচ। তত্বেব পরন্তে
হাস্তে হর্কুদেহং সুরোত্তমাঃ। অভীষ্টঃ পরন্তো-
হস্মাকং স সদার্কুদসংক্রিতঃ। ১৬। দেবা উচুঃ।
তত্রস্থং ত্বাং সমালোক্য মর্ত্য্য যাতি জিবিষ্টপম্।
বিনা যজ্ঞেস্তথা দাতৈঃ স্বর্গঃ সঙ্কীর্ণতাং গতঃ।
নাত্মং কারণমন্তীহ নিষেধন্ত সুরেশ্বরী। ১৭।
দেব্যা বাচ। তত্রাহং বিজনে রম্যে গুহ্যমধ্যে সুরে-
শ্বরঃ। স্থাস্তামি বিরলাঃ কেচিদ্যাত্তান্ত প্রাণিনো

অন্তথা না হয়। অনন্তর দৈত্যোদ্দেশে দানব-
গণ ক্রতগতি দেবীসমীপে গমন করিয়া দশদিক্
বেষ্টন করত তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।
এই সময় দেবী কটাক্ষমাত্রে তাহাদিগকে ভস্ম
করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শুভ ক্রূপত হইয়া
স্বয়ং গমন করিল এবং সে ভীষণরূপ ধারণ
করত খড়্গ উদ্ভূত করিয়া “তিষ্ঠ, তিষ্ঠ” বলিতে
লাগিল। হে মহারাজ! শুভও সেই দেবী
কর্তৃক তথাক্রমে অবলোকিত হইয়া পাবকে
অগ্নির জ্বায় ভস্মসাৎ হইয়া গেল। হে পার্থিব-
সন্তম! শুভ নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্যগণ
ভয়ে রসাতল (ভূতল) ভেদ করিয়া পাতালে গমন
করিল। ১—১৪। তখন দেবগণ সেই সুরেশ্বরীর স্তব
করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—হে দেবি!
যাহা আপনার মনে আছে, বর গ্রহণ করুন। দেবী
বলিলেন,—হে সুরোত্তমগণ! আমি সেই পরন্ত
অর্কুদে থাকিব। ঐ পরন্ত আমার অত্যন্ত
অভিলষিত। দেবগণ বলিলেন,—হে দেবি!
মর্ত্য্যগণ তত্রত্য তোমাতে অবলোকন করিয়া
দান, যজ্ঞ, বাতিরেকে স্বর্গে গমন করিবে।
তাহাতে স্বর্গ সঙ্কীর্ণ হইবে। হে সুরেশ্বরী!
ইহার প্রাতঃবেদের আর কারণ থাকবে না।
দেবী বলিলেন,—হে সুরেশ্বরগণ! আমি সে
অচলে, বিজনে রম্য গুহ্যমধ্যে অবস্থান করিব,

মম । দৃষ্টিগোচরমার্গে হি গতা তং পরিতং প্রতি ।
১৮ । দেবা উচুঃ । যদোবং দেবি তেহভীষ্টমেবং
কুরু চত্ৰিন্তে । 'বয়ং স্বাং তত্র দ্রাক্ষ্যামঃ শুক্রা-
ষ্টম্যাং সদা ৷ ১৯ ৷ পুলস্ত্য উবাচ । এব-
মুক্তাঃ সুরা দেব্যা প্রহৃষ্টাঃ সিবং যযুঃ । সাপি দেবী
গিরৌ তত্র গতা চৈবার্কুদে নৃপ ৷ ২০ ৷ শুভামধ্যা
সমাসাদ্য নিত্যং জগদ্ধিতায় বৈ । বিবিঞ্জে স্তবসং
শ্রীতা হ্রলভা সুরমানবৈঃ ৷ ২১ ৷ যন্তাং পশুতি
রাজেন্দ্র শুক্রাষ্টম্যাং সমাহিতাঃ । অভীষ্টং স সদা
প্রোতি যদ্যপি স্তাং সুদুর্লভম্ ৷ ২২ ৷

ইতি শ্রীকান্দে কাহ্যায়নীমাহাশ্রাবণং নাম

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ৷ ২৪ ৷

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ পিণ্ডারকং গচ্ছেতীর্থং
পাপহরং নৃপ । যত্র পূর্বং তপস্তপ্তং মক্ষিমা ব্রাহ্মণেন
চ । সিদ্ধিং গতস্তথা রাজ্যেতীর্থশাস্ত্র প্রভাবতঃ ।
১ । পুরা মক্ষিরুর্ধ্বপ্রো নামমাত্রেণ ভূপতে ।

অল্প প্রাণীই মৎসরিন্যানে গমন করিবে । অনন্তর
দৃষ্টিগোচরপথে সেই পরিতে উপস্থিত হইয়া দৈব-
গণ কহিলেন,—হে দেবি ! যদি তোমার এক রূপই
অভীষ্ট হয় কর । আমরা তোমাকে তথায় শুক্রা-
ষ্টমীদিনে অবলোকন করিব । পুলস্ত্য কহিলেন,—
দেবী সুরগণকে 'তথাস্ত' বলিলে দেবগণ হৃষ্টান্তঃ-
করণে স্বর্গে গেলেন । সেই দেবী অর্কুদাচলে
গিয়া শুভামধ্য আশ্রয়পুঙ্ক জগতের ইহিতের নিমিত্ত
বিবিজ দেশে শ্রীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগি-
লেন । সুর ও মানবগণের পক্ষে দুর্লভ হইয়া
ব্রহ্মিলেন । হে রাজেন্দ্র ! শুক্রাষ্টমীদিনে যে নর
সমাহিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করে, অতি দুর্লভ
হইলেও তদভীষ্ট সর্বদা কু হইয়া থাকে । ১৫—২২।

চতুর্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর নর পিণ্ডারক
তীর্থে গমন করিবে । পূর্বে ঐ স্থানে মক্ষি নামক
ব্রাহ্মণ তপস্তা কল্পিরাছিলেন, এবং তীর্থের
প্রভাবে সিদ্ধি লাভ করেন । হে রাজন ! পূর্বে

মুখ্যে ব্রাহ্মণকৃত্যানামনভিজঃ স্মন্দধীঃ ৷ ২ ৷
অথাসৌ পরিত্যক্ত রম্যো লোকানাম্ নৃপসন্তম । মহিষী
রক্ষ্যামাস ততঃ পিণ্ডারকশ্রীণি ৷ ৩ ৷ কশ্চিৎস্ব
কালস্ত তেন বিতমুপার্জিতম্ । দূরাং কচ্ছ্রেণ চ
স্তোত্রং জগৃহে গোযুগং ততঃ ৷ ৪ ৷ ততস্তদময়া-
মাস গোযুগং নৃপসন্তম । অথ দৈববশাদ্রাজন দমিতং
তস্ত গোযুগম্ ৷ ৫ ৷ নিবন্ধমুষ্টমাসাদ্য গ্রীবাদেশে
বলাৎ স্থিতম্ । অথোষ্ট্রেশ্বরয়া রাজনুখিতাস্ততৎ-
পর ৷ ৬ ৷ গোযুগেন 'হি গ্রীবায়াঃ লক্ষ্ম্যানেন
ভূপতে । তদ্বৃষ্টা স্মহাশ্রব্যং বিনাশং গোযুগস্ত
তু ৷ ৭ ৷ মাক্ষরৈরাগ্যমাপন্নস্ত্যক্তা গ্রামং বনং
যযৌ । স গতা নিব'রং কক্ষির্দর্শিত নৃপসন্তম ৷ ৮ ৷
ত্রিকালং কুরুতে স্নানং গায়ত্রীজপমুত্তমম্ । তেনাসৌ
গতপাপোহভূদব্যাদশী চ ভূমিপ ৷ ৯ ৷ এতন্নিম্নেব
কালে তু তেন মার্গেণ শকরঃ । সহ গোষ্ঠ্যা বিনি-
ক্রান্তঃ ক্রীড়ার্থং রম্যপরিতে ৷ ১০ ৷ স দৃষ্টেঃ সহসা
তেন পিণ্ডারেক মহাস্তন । প্রণামকরোদ্রাজ্যস্ততস্তং
শকরোহব্রবীৎ ৷ ১১ ৷ ন বৃথা দর্শনং মে স্তাহরৌ
মে গৃহতাং দ্বিজ । যদভীষ্টং মহারাজ যদ্যপি স্তাৎ

মক্ষি নামে জনৈক নামমাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন । মক্ষি
ব্রাহ্মণকৃত্যে অনভিজ, মুখ্য ও একান্ত মন্দ-
বুদ্ধি । ঐ ব্রাহ্মণ গ্রামপিণ্ড নির্বাহের জন্য রম্য
অর্কুদাচলে লোকদলের মহিষী রক্ষা করিতেন ।
একদা উপাঞ্জন করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ দূর দেশ হইতে
অতিকষ্টে দুইটি গোক সংগ্রহ করিল এবং ধীরে
ধীরে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিল । অনন্তর
দৈববশতঃ তাহার ঐ শিক্ষিত এবং ব্রহ্মবদ্ধ গো-
যুগ এক উপবিষ্ট উষ্ট্রের গ্রীবাদেশে আটকাইয়া
গেল । হে রাজন ! উষ্ট্র সজ্ঞাসে উখিত হইয়া
সদর ধাবিত হইল । গোযুগ তাহার গ্রীবাদেশে
ঝুলিতে লাগিল । মক্ষি গোযুগের সেই মহাশ্রব্য-
জনক অন্তর্দান দর্শনে বৈরাগ্যাপন্ন হইয়া আশ্রম
পরিত্যাগপুঙ্ক অরণ্যপ্রায় গ্রহণ করিলেন । তিনি
অর্কুদাচলের কোন এক নিব'রে গিয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান
ও গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন । হে ভূপ !
তাৎহাতে তিনি নিম্পাপ ও দিব্যদশী হইলেন ।
একদা হর ক্রীড়ার্থ পার্কতীর সহিত ঐ পথে রম্য
পরিতে গমন করিতেছিলেন । পিণ্ডার মক্ষি ঐ সময়
তাহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিল । তখন
শকর তাঁহাকে বলিলেন,—হে দ্বিজ ! আমার দর্শন
বৃথা হইবার নয়, সুদুর্লভ হইলেও ভূমি অভীষ্ট বর

সুহৃৎভব ॥১২॥ পিণ্ডারক উবাচ। গণোহং
ভব দেবেশ ভবানি ত্রিপুরাস্তক। যথা তথা কুরু
বিভো নান্তয়ে হৃদি বর্ততে ॥১৩॥ এতৎপিণ্ডারকঃ
তীর্থঃ মম নাত্মা প্রসিদ্ধি ॥১৪॥ ভগবানুবাচ।
ভবিষ্যসি গণোহংস্বাকং দেহান্তে স্বং দ্বিজোত্তম।
এতৎপিণ্ডারকঃ নাম তীর্থমত্র ভবিষ্যতি ॥১৫॥ অহ-
মত্র মহাষ্টম্যাং নিবেক্ষ্যামি মহামতে। যে চ স্নানং
করিষ্যতি সস্ত্রাণ্ডে চাষ্টমীদিনে। তে যান্তস্তি পরং
স্নানং যত্রাহং নিত্যসংস্থিতঃ ॥১৬॥ পুলস্ত্য উবাচ।
এবমুক্তা মহাদেবস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত। মক্তিঃ পিণ্ডা-
রকস্তত্র তপস্তেপে দিবানিশম্ ॥১৭॥ ততঃ
কালেন মহতা ভাক্তা দেহং দিবং গতঃ। যত্রাস্তে
ভগবান কদ্রো গণস্তত্র বভূবহ ॥১৮॥ তস্মাৎ
সৰ্গপ্রযত্নেন স্নানং যত্নেণ চাচরৎ ॥১৯॥ রাজেন্দ্র
মহিমীদানমবধীষ্টম্যাং বিশেষতঃ। য ইচ্ছতি সদা-
ভীষ্টমিহ লোকে পরম চ ॥২০॥

ইতি ক্রীষ্ণাদে পিণ্ডারকতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেরূপশ্রেষ্ঠ তীর্থং
ত্রৈলোক্যবিশুদ্ধতম। তস্মিন্ কনখলং নাম পঞ্চতে
পাপনাশনে ॥১॥ শূণ্ তত্রাতবৎ পূৰ্ণং যদাশ্চর্য্যং
মহীপতে। পার্শ্বিঃ স্মৃতিৰ্নাম সস্ত্রাণ্ডোহর্ষদু-
পৰ্বতে ॥২॥ স্বর্ধ্যগ্রহে মহীপাল তীর্থং কনখলং গতঃ।
তেন বিপ্রাধর্ম্যানীতঃ সুবর্ণং জাত্যমেব হি ॥৩॥
প্রকৃতং পতিতং ভোয়ে প্রমাদান্তস্তা ভূপতেঃ। ন
লকং তেন ভূপাল অবেষণপরেণ চ ॥৪॥ ততঃ স্নাত্বা
গৃহং প্রাপ্তঃ পশ্চাত্তাপসমধিতঃ। ততঃ কালেন
মহতা স ভ্রমস্তত্র চাগতঃ ॥৫॥ স্নানার্থং ভাক্তরে
গ্রস্তে তত্র দেশমপশুত। চিন্তয়ামাস মেধাবী হস্মিন্
দেশে তদা মম ॥৬॥ সুবর্ণং পতিতং হস্তায় চ
লকং কথঞ্চন ॥৭॥ পুলস্ত্য উবাচ। এবং চিন্ত-
য়তস্তস্ত বাণবাচাশরীরীণী। নাত্মা নাশোহস্তি
রাজেন্দ্র ইহ লোকে পরম চ ॥৮॥ অত্র কোটি-
ত্ত্বং জাতঃ সুবর্ণং যৎপরাতনম্। পশ্চাত্তাপস্তয়া

ষড়্বিংশ অধ্যায়ঃ ।

গ্রহণ কর। পিণ্ডারক বলিল,—হে দেবেশ! আমি
যাক্ষাতে আপনার গণ হই, আপনি তাহা করুন, অন্য
আর কিছু আমার হৃদয়ে নাই। হে দেব! আর
এই তীর্থ আমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করুক।
ভগবানু বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! তুমি দেহান্তে
আমার গণ হইবে। আর এই স্থান পিণ্ডারক
তীর্থ নামে খ্যাত হইবে। হে মহামতে! আমি
এই স্থানে মহাষ্টমীদিনে অবস্থান করিব। যে জন
অষ্টমীতিথিতে এই স্থানে স্নান করিবে, সে পরম
স্থান—আমি যেখানে নিত্য বাস করি, সেই স্থানে
গমন করিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—এই কথা বলিয়া
মহাদেব তথায় অন্তর্হিত হইলেন। আর মক্তি
পিণ্ডারক এই স্থানে দিবানিশি তপস্তা করিতে
লাগিল। অনন্তর বহুকাল পরে সে দেহত্যাগ
করিয়া স্বর্গে গমন করিল। যেখানে ভগবানু কদ্র
বিরাজিত, মক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইল। নর-
গণ সৰ্বপ্রযত্নে শ্রদ্ধাপূর্বক এই স্থানে স্নানচরণ
করিবে; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ইহ পরলোকে
অভীষ্ট ইচ্ছা করে, তাহার অষ্টমীতিথিতে এই স্থানে
মহিমীদান করা কর্তব্য ॥১—০।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৫॥

পুলস্ত্য কহিলেন,—নূপবর! অনন্তর ঐ অচল-
স্থিত ত্রৈলোক্যবিশুদ্ধতম পাপহর কনখল তীর্থে গমন
কর। মহীপতে! ঐ তীর্থে এক আশ্চর্য্য
ঘটনা ঘটিয়াছিল, শ্রবণ করুন। পুরাকালে একদা
স্বর্ধ্যগ্রহ উপলক্ষে স্মৃতি নামক জনৈক রাজা
অর্ধদুর্দাগে কনখল তীর্থে আগমন করেন। তিনি
ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার জন্য উত্তমজাতীয়
সুবর্ণ আনিয়াছিলেন; কিন্তু প্রমাদবশতঃ তাহার
অধিকাংশ জলে পড়িয়া যায় ভূপতি স্মৃতি বহু
অবেষণ করিলেন, কিন্তু তাহা আর প্রাপ্ত হই-
লেন না। অনন্তর স্নানান্তে গৃহে আসিয়া তিনি
অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অনেক কাল পরে
ভূপতি আবার স্বর্ধ্যগ্রহ উপলক্ষে স্নানার্থ সেই
দেশে আগমন করেন। তাহার পুত্রের ঘটনা
স্মরণ ছিল, তাই তদেব দর্শনে তিনি তখন চিন্তা
করিতে লাগিলেন যে, এইখানেই আমার হস্ত
হইতে সুবর্ণ পতিত হইয়াছিল। আমি তাহা কোন
ক্রমেই আর লাভ করিতে পারি নাই। পুলস্ত্য
কহিলেন,—রাজার এইরূপ চিন্তাকালীন এক
আকাশবাণী হইল—রাজেন্দ্র! অত্র পতিত সুবর্ণ
ইহ-পরকালে নষ্ট হইবার নহে। এখানে পতিত
তোমার সেই সুবর্ণ কোটিত্ত্ব হইয়াছে। সুবর্ণ-

কুরি কৃতো যজ্ঞবানানশনে । ১১ ॥ তস্মাৎ সংখ্যা চ
সঞ্জাতা তথৈবাকল্পিতস্ত চ । যেহেতুঃ শ্রদ্ধাসমায়ুক্তাঃ
সুবর্ণনুপসত্তম । যজ্ঞাঙ্কঃ করিষ্যন্তি সুবর্ণঞ্চ
বিশেষতঃ । ১০ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদত্তস্তি সংখ্যা
তন্ত ন বিদ্যতে । অত্রাধেষয় দেশে ত্বং প্রাপ্যসে
নান্ন সংশয়ঃ । ১১ ॥ স শ্রদ্ধা ভারতীঃ তত্র
হাকাশাত্তথিতাঃ নৃপ । অধেষমাণোহস্মিন দেশে
সুবর্ণং তচ্চ লব্ধবান্ । ১২ ॥ শুভ্রঃ কোটিভুগঃ
প্রাজ্যঃ ততস্তৃষ্টিং সমাগতঃ । জাহ্নবা তীর্থপ্রভাবঃ
তং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ । প্রদদৌ চ দয়াযুক্ত
উদ্ভিষ্ট পিতৃদেবতা । ১৩ ॥ ততস্তস্ত প্রভাবেণ স
দানস্ত মহীপতিঃ । সঞ্জাতো ধনদো নাম যক্ষো
নানাদানপ্রদঃ । ১৪ ॥ তত্র যঃ কুরুতে শ্রদ্ধাং গ্রহে
স্বর্ঘ্যস্ত ভূমিপ । আকল্পং পিতরস্তস্ত তৃষ্টিং যাস্তি
সুতপিতাঃ । ১৫ ॥ স্নানেন স্বঘণ্টো দেবাত্তৃষ্টিং যাস্তি
মহোরগাঃ । নাশঃ সঞ্জায়তে সদ্যঃ পাপস্ত পৃথিবী-
পতে । ১৬ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র সমা-
চরয়েৎ । যথাসক্ত্যা তথা দানং শ্রদ্ধাঞ্চ নৃপ
সত্তম । ১৭ ॥

ইতি শ্রীহৃদয়ে কনকলতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ । ২৬ ॥

নাশে ভূমি অনেক পশ্চাত্তাপ করিয়াছে । এই
জন্ত উহা অসংখ্য হইলেও সংখ্যায় হইয়াছে ।
জানিবে,—যাহারা এখানে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সুবর্ণ
দ্বারা সমস্তে শ্রদ্ধা করে, অথবা ব্রাহ্মণদিগকে
কেবল মাত্র সুবর্ণ দান করে, তাহাদের কলের সংখ্যা
হয় না । যাহাই হউক, ভূমি এখানে তোমার
সেই নষ্ট সুবর্ণের সন্ধান কর । অবশ্যই প্রাপ্ত
হইবে । রাজা সেই আকাশতীর্থা ভারতী শ্রবণ
করিয়া সেই প্রদেশে অধেষণ করিতে লাগিলেন ।
ফলে নষ্ট সুবর্ণের কোটি অধিক সুবর্ণ প্রাপ্ত
হইলেন । রাজার তৃষ্টি হইল । তিনি তীর্থ-
মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে সদয়-
ভাবে পিতৃগণের তৃষ্টি উদ্দেশে সেই সুবর্ণ প্রদান
করিলেন । সেই দানের প্রভাবে ভূপতি স্মৃতি
নানাদানপ্রদ সাক্ষাৎ যক্ষরাজ ধনদ নামে অভিহিত
হইলেন । হে রাজন ! তথায় স্বর্ঘ্যগ্রহণে যে নর
শ্রদ্ধা করে, আগ্রলয় তাহার পিতৃগণের তৃষ্টি হয় ।
এখানে স্নান করিলে দেব, ঋষি, ও মহোরগগণ
ভূষ্ট হন ; সদ্য পাপ নাশ হয় । অতএব সর্বপ্রযত্নে

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছন্নপশ্চেষ্ট চক্রতীর্থ-
মন্তমম । যত্র চক্রং পুরা যুক্তং বিষ্ণুনা প্রভ-
বিষ্ণুনা । ১ ॥ নিহত্যা দানবান্ সংখ্যে কুরা স্নানং
সুনিব্বরে । বিষ্ণুঃ প্রাকালয়ন্তোয়ং তেন তন্মোধ্যতাং
গতম্ । ২ ॥ তত্র শ্রদ্ধাং যঃ কুর্যাচ্ছয়নে বোধনে
হরয়েঃ । আকল্পং পিতরস্তস্ত তৃষ্টিং যাস্তি নরা-
ধিপ । ৩ ॥

ইতি শ্রীহৃদয়ে চক্রতীর্থপ্রভাবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছন্নপশ্চেষ্ট সুপুণ্যঃ
মাহুযং ব্রহ্মম । যত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ মনুষ্যো
জায়তে সদা । ১ ॥ ন তির্ধ্যাক্ষমবাপ্নোতি কুহাপি
বহুপাতকম্ । তত্রার্চ্যমভূৎ পূৰ্ব্বং যন্তকুণ্ঠ নরা-

ঐ স্থানে স্নানচরণ ও যথাসক্তি শ্রদ্ধাদানাদি কার্য
করিবে । ১—১৭ ॥

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর
অনুত্তম চক্রতীর্থে গমন করিবে । প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু
এখানে পূৰ্বে চক্র ভ্যাগ করিয়াছিলেন । তিনি
যুদ্ধে দানবগণকে হত্যা করিয়া অত্রত্য তীর্থ-
সরোবরতোয়ে গাত্র প্রকালন করিয়াছিলেন, এ-
জন্ত তীর্থতোয় পবিত্র হইয়াছে । এখানে হরির-
শয়নে ও তাঁহার জাগরণে যাহারা শ্রদ্ধা করে, তাহা-
দের পিতৃলোক আকল্প তৃষ্টি লাভ করেন । ১—৩ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অনন্তর পবিত্র
মাহুযহ্রদে গমন করিবে । তথায় স্নান করিলে
নর সম্যক্ মনুষ্য হইয়া থাকে । মানব বহু পাতক
করিয়াও তথায় স্নান করিলে তির্ধ্যাক্ষোনি লাভ

ধিগ ২। যুগযুধমহুপ্রাপ্তং ব্যাধব্যাগুং সমস্ততঃ।
 তে যুগা ভয়সমস্তাঃ প্রবিষ্টা জলমধ্যতঃ ৩। সদ্যো
 মহুয্যভাং প্রাপ্তাঃ পূৰ্বজাতিশ্চরাস্তথা। এতশ্চিরেব
 কালে তু ব্যাধান্তে সমুপাগতাঃ ৪। চাপবাণধরাঃ
 সৰ্বে যথা বৈ যমকিকরাঃ। পপ্রচ্ছুত যুগান হুপ
 মাছুযস্বমুপাগতান্ ৫। যুগযুধমহুপ্রাপ্তমশ্বিন
 স্থানে জলাশয়ে। কেন মার্গেণ তদ্ যাতং বদধ্বং
 সহস্রং হি নঃ। বয়ং সৰ্বে পরিশ্রান্তাঃ ক্ষুভ্ৰুভ্যাক
 বিশেষতঃ ৬। মহুয্যা উচুঃ। বয়ং তে হরিণাঃ
 সৰ্বে মাছুযাঃ ভাবমাজ্জিতাঃ। তীর্থস্থান্ত প্রভাবেণ
 সত্যমেতদসংশয়ম্ ৭। পুলস্ত্য উবাচ। ততস্তে
 শবরাঃ সৰ্বে ত্যক্তা চাপানি পার্শ্বিব। কুহ্মা স্নানং
 জলে তশ্চিন্ সদ্যঃ সিদ্ধিং গতানুপ ৮। ততঃ
 শক্রস্ত তদ্বৃষ্টা তীর্থং পাপহরং নৃপ। পুরয়ামাস
 সৰ্বত্র পাংসুভিনৃপসন্তম ৯। অদ্যাপি মহুজ্ঞাস্তত্ত্ব
 বুধাষ্টম্যাং নরাধিপ। স্নানং যে প্রকরিস্যন্তি
 তিথ্যক্ঃ ন ব্রজন্তি তে ১০। পিতৃমেধ-
 ফলং কুংসং শ্রাদ্ধানাদবাপুযুঃ ১১।

ইতি ত্রীকান্দে মহুয্যতীর্থপ্রভাববর্ণনং
 নামাষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ২৮।

একোবিংশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেমুপশ্রেষ্ঠ কপি-
 লাভীর্থমুত্তমম্। যত্র স্নাতো নরঃ সমাশুচাতে
 সৰ্বকিৰ্বিষেঃ ১। পুরাভূমুপতীর্ণাম সুপ্রভঃ
 পরবীরহা। নিত্যক যুগয়াশীলো যুগাণামহিতে রতঃ ২।
 ন তথা স্ত্রীষু নো ভোগে নাশ্বয়ানে ন বারণে।
 তস্তাকুদমুহুরাগশ্চ যথা যুগবিমর্দনে ৩। স কদাচিন্-
 নুপশ্রেষ্ঠ যুগাসক্তোহৰ্কুদং গতঃ। অপশ্রুৎ সান্নদে-
 শে চ যুগীঃ শিশুসমাবৃত্তাম্ ৪। স্তনং ধয়ন্তীঃ সুব্রিহ্মাঃ
 শিশোঃ কীর্যমুহুরাগিণঃ। স হেন বিদ্ধা বাণেন
 সহসানতপর্কণা ৫। অথ সা পার্শ্বিবঃ দৃষ্টা
 প্রগৃহীতশরাসনম্। দ্বিতীয়ং যোজয়ানক যুগী বাণং
 সুনির্মলম্ ৬। ততঃ সা কোপসন্তপ্তা ভূপালং
 প্রত্যভাষত। নাহং ধর্ম্যঃ স্মৃতঃ কাত্রো যন্তয়াদ্য
 নিবেষিতঃ ৭। শয়ানো মৈথুনাসক্তঃ স্তনপো
 ব্যাধিপীড়িতঃ। ন চতুষ্টয়ো যুগো রাজন্ যুগী চ
 শিশুনা বৃত্তা ৮। তদন্য মরণং জাতং যম সৰ্ব-

করিস্য তিথ্যকযোনি লাভ করে না। ঐ তীর্থে
 শ্রাদ্ধদানে পিতৃমেধফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ১১—১১।
 অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

করেন না। নরাধিপ! তথায় এক আশ্চর্য ব্যাপার
 হইয়াছিল শ্রবণ করুন। একদা একদল যুগ চতুর্দিক্
 হইতে ব্যাধাক্রান্ত হইয়া ভয়সমস্ত ভাবে তত্রত্য
 জলমধ্যে প্রবেশ করে। প্রবিষ্ট হইবামাত্র সদ্যঃ
 তাহার পূৰ্বজাতিশ্চরাস্তর মহুয্যরূপে পরিণত হয়।
 ইত্যবসরে ব্যাধগণ সেই স্থানে আগমন করে।
 উহার সকলেই চাপবাণধর এবং দেখিতে সকলেই
 যেন যমকিকর। তাহার আসিয়া মহুয্যপ্রাপ্ত যুগ-
 দিগকেই জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে! এই স্থানের
 জলাশয়ে একদল যুগ আসিয়াছে, কোন্ পথে
 তাহার গেল, সহস্র বল। আমরা সকলেই পরি-
 শ্রান্ত; বিশেষতঃ ক্ষুভ্রুভ্যাক অত্যন্ত কাতর।
 সেই মহুয্যগণ কহিল,—আমরাই সেই সকল যুগ;
 সম্প্রতি এই তীর্থপ্রভাবে মহুয্য লাভ করিয়াছি।
 ইহা তোমাদিগকে সত্যই বলিলাম। পুলস্ত্য কহি-
 লেন,—অনন্তর সেই ব্যাধগণ শরাসন পরিত্যাগ-
 পূর্বক সেই জলে স্নান করিল এবং সদ্যই সিদ্ধি প্রাপ্ত
 হইল। অনন্তর ইন্দ্র সেই তীর্থের পাপহর্য দেখিয়া
 তাহাকে পাংসু দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। হে রাজন্!
 মহুয্যগণ অদ্যাপি বুধাষ্টমী দিনে ঐ স্থানে স্নান

উনত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

হে নরেশ্বর। অনন্তর নর কপিলাতীর্থে গমন
 করিবে। এখানে স্নান করিয়া নর সৰ্বপাপ হইতে
 মুক্ত হয়। পূর্বে সুপ্রভ নামে এক পরবীরহা
 রাজা ছিলেন। তিনি নিত্য যুগয়াশীল ও যুগগণের
 অহিতাচরণে রত থাকিতেন। এই রাজার যুগ-
 বিমর্দন বিষয়ে যেরূপ অমুহুরাগ ছিল, স্ত্রী, ভোগ,
 অশ্বযান বা বারণে সেরূপ অমুহুরাগ ছিল না।
 একদা তিনি যুগয়াসক্ত হইয়া অৰ্কুদাচলে গমন
 করেন। সেখানে গিয়া এক যুগীকে শিশুসমভি-
 ব্যাহারে সান্নদেশে বিচরণ করিতে দেখেন। তখন
 ঐ যুগী স্বীয় শিশুসন্তানকে স্তন্যপান করাইতেছিল।
 এই সময় নতপর্কণ এক বাণে তিনি তাহাকে বিদ্ধ
 করিলেন। বাণবিদ্ধা যুগী শরাসন রাজাকে পুন-
 রায় বাণ যোজনা করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,
 —হে রাজন্! তুমি যে ধর্ম্মাচরণ করিলে, ইহা কাত্র
 ধর্ম্ম নহে। কারণ—শয়ান, মৈথুনাসক্ত, স্তনপ ও
 ব্যাধিপীড়িত, যুগ এবং শিশুপাবিত্র যুগী—ইহারা
 হস্তব্য নহে। ১—৮। হে সৰ্বনৃপ! অদ্য তোমার

নৃপাধম। তব বাণং সমালস্য পুত্রস্ত চ যয়া
 বিনা। ১। যস্মাদহমধর্ষণে হতা ভূমিপতে যয়া।
 তস্মাদজৈব সানো ঙং রোদ্রো ব্যাভ্রো ভবিষ্যসি। ১০।
 পুলস্ত্য উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা স্মমহৎপাপং স নৃপো ভয়-
 সঙ্কলম্। তাং বৈ প্রসাদয়ামাস প্রাণশেষাং তদা মৃগীম্।
 ১১। অবিবেকানয়া ভদ্রে হতা ঙং নিম্বগেন চ।
 কুরু শাপবিমোক্ষং ঙং তস্মাদদীনস্ত সনমুগি। ১২।
 মৃগ্যবাচ। যদা তু কপিলাং নাম দ্রক্ষ্যসে ঙং পয়-
 স্ত্বিনীম্। ধেম্বং তয়া সমালাপাৎ প্রকৃতিং যান্তসে
 পুনঃ। ১৩। এবমুक्তা মৃগী রাজাগ্রতঃ প্রাণৈর্ক্যায়ুজ্যত।
 পীড়িতা শরঘাভেন পুত্রস্নেহাধিশেবতঃ। ১৪।
 অথাসৌ পার্থিবঃ সদ্যো রোদ্রাস্তঃ সমজায়ত।
 ব্যাভ্রো দংষ্ট্রাকরালশ্চ তৌক্লদন্তনখস্তথা। ভঙ্ক-
 যামাস তাং সেনামান্নায়াং ক্রোধমুচ্ছিতঃ। ১৫।
 ততস্তে সৈনিকা রাজন্ হতশেষাঃ স্তূত্বাঃ।
 স্বেদাং যযুক্তা যথা বস্তং জনে পুরে।
 ১৬। নিবেদয়ন্তো বৃহাস্তঃ চররেষু ত্রিকেষু চ।
 যথা বৈ ব্যাভ্রতাং প্রাপ্তঃ স রাজার্কুদপন্নতৈঃ।
 ১৭। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্ত পুত্রং ভূরিপরাক্রমম্।
 রাজ্যোহভিচেয়মানুর্নয়। ষাণ্ডাং মহৌজসম্।
 ১৮। কস্তচিদ্ধ কালস্ত তস্মিন সানো নৃপোত্তম।

বাণাঘাতে এই শিশুপুত্রের সহিত আমার ঙাণত্যাগ
 হইল। হে ভূমিপতে! যে হেতু তুমি আমার
 অধর্ম্পূর্বক বিনষ্ট করিলে, অতএব তুমিও এই
 সানুতে ভীষণ ব্যাভ্ররূপে পরিণত হইবে। পুলস্ত্য
 কহিলেন,—রাজা তখন মৃগীর এইরূপ দারুণ শাপ
 জবন করিয়া মৃতকরা মৃগীকে প্রসাদিত করিতে
 লাগিলেন। রাজা বাললেন,—যি ভদ্রে! আমি
 মুখতাবশে তোমায় নিহত করিয়াছি, অতএব তুমি
 আমার শাপ মোচন কর। মৃগী বলিল—হে
 নৃপ! তুমি যখন কাপুরুষে দেখিতে পাইবে,
 তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার শাপ-
 মোচন হইবে—তুমি প্রকৃতিস্থ হইবে। এই বলিয়া
 মৃগী নৃপসম্মুখে শরঘাত-যাতনায় পুত্রের সহিত
 জীবন বিসর্জন দিল। আর পার্থিব ভীষণানন
 করাল-তৌক্লদংষ্ট্র ব্যাভ্র হইয়া ক্রোধে নিজ
 সৈন্তদল ভঙ্ক করিয়া ফেলিল। অনন্তর হতাব-
 শিষ্ট সৈন্তগণ হুংখিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন-
 পূর্বক যথারূপে নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে
 (অমাত্যগণ) ভূরিপরাক্রম বিধাতা নামা রাজ-
 পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। একদা

তুযার্ভং গোকুলং প্রাপ্তং গোপগোপী-সমাকুলম্।
 ১৯। তত্রৈকা গোঃ পরিভ্রষ্টা স্বযুখাভ্রগৃহায়।
 কপিলেতি চ বিখ্যাতা স্বযুখাভ্রগামিনী। ২০।
 অচ্ছিন্নগ্রাতুণং যা তু সদা ভঙ্কয়তে নৃপ।
 অথ সা গহ্বরং প্রাপ্তা গিরেঃ শৃঙ্গং ভঙ্ক-
 করম্। ২১। তত্রাসাদ তাং ব্যাভ্রো দংষ্ট্রোৎকট-
 মুখাবহঃ। সা তং দৃষ্টবতী পাপং ত্রাসমাপ মৃগীব-
 হি। ২২। স্মরন্তী গোকূলে বদ্ধং স্নুতং কীর-
 পায়িনম্। হুংধেন রুদতীঃ তাং স দৃষ্টোবাচ মুগা-
 ধিপঃ। ২৩। ব্যাভ্র উবাচ। কিং বুধা কন্যাতে
 ধেনো মাং প্রাপা ন হি জীবিতম্। বিদ্যাতে কস্ত-
 চিৎপুং স্মরন্তীঃ দেবতাঃ ততঃ। ২৪। কপিলো-
 বাচ। স্বজীবিতভয়াভ্যাত্ত ন রোদিমি কথঞ্চন।
 পুত্রো মে বালকো গোষ্ঠাং কীরপায়ী প্রতীকতে।
 ২৫। নাদ্যাপি স তৃণান্ততি তেনাহং শোকবিক্রবা।
 রোদ্দি ব্যাভ্র স্তূতস্নেহাৎ সত্যো নান্মনমালভে। ২৬।
 পায়সিহা স্তূতং বালং দৃষ্টা দৃষ্টা জনং স্বকম্। পুনঃ
 প্রত্যাগমিষ্যামি যদি ঙং মস্তসে বিভো। ২৭।

সানুবাসকালে ঐ ব্যাভ্র অত্যন্ত তুযার্ভ হইয়া গোপ-
 গোপীসমাকুল গোকূলে উপস্থিত হইল। এই সময়
 তথায় স্বযুখাভ্রগামিনী এক কপিলা তৃণলালসায় দল-
 ভ্রষ্টা হয়। হে নৃপ! এই কপিলা সর্বদা অচ্ছিন্নগ্রাতুণ
 ভঙ্কণ করিত। দৈবাৎ সে বিচরণ করিতে করিতে
 এক ভঙ্কর শৃঙ্গ গিরিগুহায় আসিয়া উপস্থিত
 হইল। এই গহ্বরে দংষ্ট্রোৎকটমুখ ব্যাভ্র তাহাকে
 প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সেই পাপমূর্তি ব্যাভ্রকে
 দেখিয়া কপিলা মৃগীর স্তায় ত্রাসাঘিত হইল এবং
 মনে মনে গোকূলে বদ্ধ স্নায় স্তম্ভপায়ী বৎসকে
 স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে হুংধে সে কান্দিয়া
 ফেলিল। ১৯-২৩। তদর্শনে মুগাধিপ বলিল,—হেধেম্ব!
 বুধা কেন রোদন করিতেছ? আমার গ্রাসে পতিত
 হইয়া কোন অবোধ প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে
 পারে না। অতএব ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর।
 কপিলা কহিল,—ব্যাভ্র! আমি নিজের জীবন-
 ভয়ে রোদন করিতেছি না; আমার এক স্তম্ভ-
 পায়ী বালবৎস গোষ্ঠমধ্যে মৎপ্রতীক্ষায় রহিয়াছে;
 অদ্যাপি সে তৃণভঞ্জে অভ্যস্ত হয় নাই। তাই
 আমি শোকবিক্রব হইয়া স্তূতস্নেহে রোদন করি-
 তেছি। ব্যাভ্র! একথা আমি শপথ করিয়াই
 বলিতেছি যে, যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে
 আমি সেই বালবৎসকে হস্তপান করাইয়া বৎ

ব্যাভ্র উবাচ । গহা স্বমুতসান্নিধ্যাঃ দৃষ্টান্নীয়ক
গোকুলম্ । পুনরাগমনং যতেন চ তচ্ছুদ্ধমাহম্ ॥
২৮ ॥ ভয়ায়্য ভাষসে চৈব নাস্তি প্রাণমং ভয়ম্ ।
তস্মাপ্রাণভয়ান্ন অমাগমিষ্যসি ধেমুকে ॥ ২৯ ॥
কপিলোবাচ । শপথৈরাগমিষ্যামি সত্যমেতৎ
শৃণুয মে । প্রত্যয়ো যদি তে ভূমায়্য মুঞ্চ অং
মুগাধিপ ॥ ৩০ ॥ ব্যাভ্র উবাচ । ক্রাহি তাহুপখান
ভদ্রে সমাগচ্ছসি যৈঃ পুনঃ । ততোহহং প্রত্যয়ং
গহা মোচয়িষ্যামি বা ন বা ॥ ২১ ॥ কপিলোবাচ ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নং ব্রাহ্মণং বঞ্চয়েতু যঃ তেন পাপেন
লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৩২ ॥ গুরুদ্রোহ-
রতানাক যৎপাপং জায়তে নৃণাম্ । তেন পাপেন
লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৩৩ ॥ যৎপাপং
ব্রাহ্মণং হস্তা গাঞ্চ হস্তা প্রজায়তে । তেন পাপেন
লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৩৪ ॥ মিত্রদ্রোহে চ
যৎপাপং যৎপাপং গুরুবঞ্চকে । তেন পাপেন লিপ্যামি
যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ যো গাং স্পৃশতি পাদেন
ব্রাহ্মণং পাবকং তথা । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং
নাগমে পুনঃ ৥ ৩৬ ॥ কুপ্যন্নামিতভাগানাম যো ভক্ষং
কুরুতে নরঃ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং

স্বজনবর্গের সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করিয়া পুন-
রায় তোমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইব । ব্যাভ্র
বলিল,—তুমি তোমার বালবৎসর নিকট যাইবে;
গোকুলে আত্মীয়বর্গের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবে;
তারপর আমার নিকট কিরিয়া আসিবে; এ
কথায় আমি শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারিতেছি না ।
প্রাণসম ভয় নাই । তুমি সেই প্রাণভয়ে আমার
নিকট একরূপ বলতেছ । হে ধেমুকে ! আমার মনে
হয়,—তুমি প্রাণভয়েই আর আমার নিকট আসিবে
না । কপিলা কহিল,—আমি শপথ করিয়া বলি-
তেছি—আসিব । আমার সত্য শ্রবণ কর । যদি
তোমার ইচ্ছাতে প্রত্যয় হয়, মুগাধিপ ! তবে আমায়
ছাড়িয়া দিও । ব্যাভ্র বলিল,—হে ভদ্রে ! যে
সকল শপথ করিয়া তুমি আবার কিরিয়া আসিবে,
তাহা প্রকাশ করিয়া বল । তাহাতে আমার প্রত্যয়
হইলে তোমায় মোচন করিব কিনা বিবেচনা করিব ।
কপিলা কহিল,—অধীতবেদ ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা
করিলে যে পাপ হয়, আমি কিরিয়া না আসিলে
সেই পাপে লিপ্ত হইব । এইরূপে গুরুদ্রোহী
নরগণের, গোব্রাহ্মণঘাতীদিগের, মিত্রদ্রোহীদিগের,
পদদ্বারা গো—ব্রাহ্মণ—ও পাবকস্পর্শীদিগের, কুপ,

নাগমে পুনঃ ॥ ৩৭ ॥ কৃতঘ্নস্ত চ যৎপাপং সূচকস্ত চ
যন্তবেৎ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ॥ ৩৮ ॥ মদ্যমাসরতানাং চ যৎপাপং জায়তে
নৃণাম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ৥ ৩৯ ॥ রাজপৈশুন্তকর্তৃণাং যৎপাপং জায়তে
নৃণাম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ৥ ৪০ ॥ বেদবিক্রয়কর্তৃণাং যৎপাপং সম্প-
জায়তে । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ৥ ৪১ ॥ দীর্ঘমানং দ্বিজঘাতীনাং নিবারয়তি
যোহল্লধীঃ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ৥ ৪২ ॥ বিশ্বস্তঘাতকানাং চ যৎপাপং সমুদা-
বৃতম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ ৥
৪৩ ॥ দ্বিজদ্বৈষরতানাং হি যৎপাপং জায়তে
নৃণাম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ৥ ৪৪ ॥ পরবাদরতানাং চ পাপং যচ্চ হুয়া-
ন্মাম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ৥ ৪৫ ॥ রাহৌ যে পাপকর্ম্মাণো ভক্ষন্তি
দধিশক্তুকান্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং
নাগমে পুনঃ ৥ ৪৬ ॥ বৃন্তাকং মূলকং শ্বেতং রক্তং
যেহস্তি গুঞ্জনম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং
নাগমে পুনঃ ৥ ৪৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । স তস্তাঃ
শপথঃ শ্রদ্ধা বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ । প্রত্যয়ং চ তদা
গহা যন্তো বাক্যমথারবীৎ ॥ ৪৮ ॥ ব্যাভ্র উবাচ ।
গচ্ছ অং গোকুলে ভদ্রে পুনরাগমনং কুরু । ন
চৈতদবগন্তব্যং যদ্যহং বঞ্চিতো ময় ॥ ৪৯ ॥ কপিলে

আরাম ও তড়াগভঙ্গকারীদিগের, কৃতঘ্ন ও সূচক-
দিগের, রদ্যমাসরতদিগের, রাজপৈশুন্ত্যকারী-
দিগের এবং বেদবিক্রয়কারিগণের যে যে পাপ হয়,
যদি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তবে আমিও যেন সেই
সেই পাপে লিপ্ত হই । অপিচ যে অল্লবৃদ্ধি ব্যক্তি
ব্রাহ্মণকে দান করিতে নিষেধ করে, তাহার যে
পাপ, আমি না আসিলে সেই পাপে যেন পরিলিপ্ত
হই । যাহারা বিশ্বাসঘাতী, যাহারা দ্বিজদ্বৈষরত,
যাহারা পরদাররত, যে সকল পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মিকালে
দধিশক্তুভোজী এবং যাহারা শ্বেতবৃন্তাক—মূলক ও
রক্তগুঞ্জনভক্ষী, তাহাদের যে যে পাপ হয়, যদি
আমি পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তাহা হইলে
আমিও যেন সেই সেই পাপে লিপ্ত হই । পুলস্ত্য
কহিলেন,—ব্যাভ্র ধেমুকে সেই শপথ শুনিয়া
বিশ্বয়োৎফুল্ল-নয়নে বিশ্বাস করিয়া বলিল,—ভদ্রে !
তুমি গোকুলে যাও; পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিও ।

গচ্ছ পশু স্বঃ তনয়ঃ সূতবৎসলে। পায়সিহ্না স্তনং
পূর্ণমবজায় চ মুর্দ্ধনি ॥ ৫০ ॥ মাতরং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা
সখীঃ স্বজনবান্ধবান্। সত্যমেবাশ্রিতঃ কৃষা নাশ্বখা
কর্তুমর্হসি ॥ ৫১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। সান্নাত্তাতা
মুগেন্দ্রেশ্বর কপিলা পুত্রবৎসলা। অশ্রুপূর্ণমুখী দীন
প্রস্থিতা গোকুলং প্রতি ॥ ৫২ ॥ বেপমানা ভয়ো-
ধিয়া শোকসাগরমধ্যগা। করিণীব হি যোদ্রেণ
হরিণা সা বলীধরা। ততঃ স্বগোকুলং প্রাপ্তা রম্ভমাণা
মুহূৰ্দ্ধকঃ ॥ ৫৩ ॥ তস্তাঃ শব্দং ততঃ শ্রদ্ধা জ্ঞান
বৎসঃ স্মাতরম্। সমুখঃ প্রযযৌ তুর্ণমুর্দ্ধপুচ্ছঃ প্রহ-
ৰ্ষিতঃ ॥ ৫৪ ॥ অকালাগমনং তস্তা রোদ্রঃ ভক্তারবৎ
তথা। দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধা চ বৎসোহসৌ শঙ্কিতঃ পরি-
পূচ্ছতি ॥ ৫৫ ॥ বৎস উবাচ। ন তে পশ্যামি সৌম্যত্বঃ
দুর্শ্বনা ইব লক্ষ্যসে। কিমর্থমন্তকেলায়াং সমায়াতা
বদস্ব মে ॥ ৫৬ ॥ কপিলোবাচ। পিব পুত্র স্তনং
পশ্চাৎ কারণঞ্চাপি মে শুনু। আগতাহং তব স্নেহাৎ
কুরু তৃপ্তং যথেষ্পিতাম্ ॥ ৫৭ ॥ অপশ্চিমমিদং

তুমি একরূপ মনে করিও না যে, আমি ব্যাভ্রকে
বান্ধিত করিয়া আসিলাম। যাও কপিলে! যাও
সূতবৎসলে! গিয়া স্বীয় বালবৎসকে দেখিয়া
স্তম্ভপান করাইয়া মস্তকোদ্ধার লইয়া, এবং ভ্রাতা,
সখী ও স্বজনবন্ধুদিগের সহিত পশ্চাৎ
করিয়া পুনরায় আগমন কর। সত্যকে গ্রহণ
রাখিও। দেখিও ইহার যেন অন্তথা না হয়।
পুলস্ত্য কহিলেন,—মুগেন্দ্রের অল্পমোদনে সূত-
বৎসলা কপিলা দীনভাবে অশ্রুপূর্ণমুখে গোকুলাভ-
মুখে ধাবিত হইল। তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল।
ভর্যোধিয়া শোকসাগরের মধ্যগত কপিলা প্রবল
সিংহাক্রান্ত করিণীর জায় ভর্যোধিয়া হইল। সে
ক্রমে গোকুলে গিয়া মুহূর্ত্ত হাহাবর করিতে
লাগিল। তাহার সেই শব্দ শুনিয়া বালবৎস
মাতার আগমন বুঝিতে পারিয়া উর্দ্ধপুচ্ছে হৃষ্ট
বদনে তদভিমুখে ধাবিত হইল। বৎস মাতার
সেই অকাল আগমন দেখিয়া ও ভীষণ হাহাবর
শুনিয়া শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—মা! তোমার
আজ সৌম্যভাবে দেখিতেছি না; তোমাকে দুর্শ্বনার
জায় দেখা যাইতেছে। মা! কেন তুমি এমন অস-
ময়ে আসিলে, বল আমায়? কপিলা কহিল,—
বৎস! স্তম্ভ পান কর, পরে আমার আগমন-
কারণ শুনিবে। দেখ, তোমার প্রতি স্নেহবশতই
আমি আসিয়াছি; তব স্তনপানে যথেষ্ট তৃপ্তি

পুত্র দুর্লভঃ মাতৃদর্শনম্। ময়াদ্য পুত্র গন্তব্যং
শপথৈরাগতা যতঃ ॥ ৫৮ ॥ ব্যাভ্রস্ত কামরূপস্ত
দাতব্যঃ জীবিতং ময়া। তেনাহং শপথৈর্গুণ্ডা কারণা-
ন্তব পুত্রকঃ ॥ ৫৯ ॥ ময়াদ্য তত্র গন্তব্যং মৃগরাজ-
সমীপতঃ। বন্ধা চ শপথৈঃ পুত্র দাস্তামি চ কলে-
বরম্ ॥ ৬০ ॥ বৎস উবাচ। অহং তত্র গমিষ্যামি
যত্র স্বঃ গন্তুমিচ্ছসি। শ্লাঘ্যং হি মরণং মেহদ্য
ত্বয়া সহ ন সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥ একাকিনীপ মর্তব্যং
যস্মান্নয়া ত্বয়া বিনা। যদি মাং সহিতং তত্র ত্বয়া
ব্যাভ্রো বধিষ্যতি ॥ ৬২ ॥ যা গতিস্মাতৃভক্তানাং ধ্রু-
বা মে ভবিষ্যতি। তস্মাদবশ্যং যাস্তামি ত্বয়া সহ
ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ অথবা ত্রৈব তিষ্ঠি স্বঃ শপথঃ সন্ত
মে তব। তব স্থানে প্রয়াস্তামি মাতং যদি
মন্তসে ॥ ৬৪ ॥ জনস্তা বিপ্রযুক্তস্ত জীবিতং ন হি
মে প্রিয়ম্। নাস্তি মাতৃসমঃ কশ্চিদালানাং কীর-
জীবিনাম্ ॥ ৬৫ ॥ নাস্তি মাতৃসমো নাথো নাস্তি
মাতৃসমা গতিঃ। যে মাতৃনিরতাঃ পুত্রাস্তে যান্তি
পরমাং গতিম্ ॥ ৬৬ ॥ কপিলোবাচ। মমৈব বিহিতো

সাধন কর। বৎস! ইহার পর আর তোমার মাতৃ-
দর্শন ঘটিবে না। আমি শপথ করিয়া আসিয়াছি;
অদ্যই আবার আমাকে যাইতে হইবে। আমি
এক কামরূপী ব্যাভ্রের করে জীবন সমর্পণ করিয়া
আসিয়াছি। বৎস! তোমারই কারণে শপথ করিয়া
তাহার নিকট হইতে মুক্তি পাইয়াছি। আমাকে
অদ্যই আবার সেই মৃগরাজসমীপে যাইতে হইবে।
পুত্র! আমি শপথবদ্ধ হইয়াছি। ব্যাভ্রকে আমার
কলেবর দান করিতে হইবে ॥ ২৪—৬০ ॥ বৎস বলিল,
—মা! তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেখানে যাইব।
তোমার সহিত মরণ আমি শ্লাঘ্য বলিয়াই মনে
কর। বিশেষতঃ তুমি না থাকিলে একক অবস্থায়
আমাকে তো মরিতেই হইবে। যদি সেই ব্যাভ্র
তোমার সহিত আমাকেও বধ করে, তবে'ত মাতৃ-
ভক্তদিগের যে গতি, আমারও নিশ্চয় সেই গতি
হইবে। অতএব তোমার সহিত আমি অবশ্যই
যাইব। অন্তথা তুমি এই স্থানেই থাক, তুমি যে
সকল শপথ করিয়া আসিয়াছ, সেই সমস্ত আমারই
হোক। তোমার স্থানে—মা! যদি মত কর, তবে
আমিই যাই। আমি জননী-বযুক্ত হইয়া জীবনকে
প্রিয় জ্ঞান করি না। কীরজীবী বালকদিগের মাতৃ-
তুল্য রক্ষক নাই; মাতৃসম গতি নাই। বাহারা
মাতৃভক্ত পুত্র, তাহাদের প্রথম গতি লাভ হয়।

মৃত্যুঃ পুত্রক সাক্ষ্যকঃ । ন চরমভূতান্য
কৃত্যঃ সাক্ষ্যকৃত্যঃ । ৩৭ । অশক্তিমিহ পুত্র
মাতৃ সাক্ষ্যকৃত্যকঃ । পুত্রাবহিতো ভূতঃ পরিণাম-
সাক্ষ্যকৃত্যকঃ । ৩৮ । বনে চর সন্ন বৎস অশ্রমাদপরো
ভবঃ । প্রসাদাৎ সাক্ষ্যকৃত্যানি বিনষ্টানি ন সংশয়ঃ ।
ন চ লোকেন চর্য্যঃ বিবস্বৎ তুণ্যঃ কচিৎ ।
লোভাধিনাশো জ্ঞানমিহ লোকে পরমঃ চ । ১০ ।
সমুদ্রতীরে বৃক্ষঃ বিশেষে লোভমোহিতাঃ । লোভাচ্চ
কাব্যমুদ্রাঃ কুশলি ত্যাক্য এব সঃ । ১১ ।
লোভ্যঃ প্রমাদাদাশাৎ পুত্রবো বাধ্যতে ক্রিতিঃ ।
তদ্ব্যক্ৰেতো ন কর্তব্যো ন প্রমাদো ন বিবসেৎ । ১২ ।
আত্মা চ সত্যং পুত্র রক্ষিতব্যঃ প্রযত্নতঃ । সর্বোভ্যাঃ
শাপদেহ্যস্ত রেষেভ্যস্তদ্ব্যনিতাঃ । ১৩ । তির্ধ্যগুভ্যাঃ
পাপমোহিতাঃ সন্ন বিচরতা বনে । ন চ শোকস্তয়া
কাব্যঃ সর্বোভ্যাঃ মরণং প্রবন্ । ১৪ । অশ্রমকং
প্রতিবাচঃ চ পুত্র শোকবিনাশিনীম্ । যথা হি
পথিকঃ কচিচ্ছায়াধী বৃক্ষমাবহিতঃ । বিভ্রান্তস্ত
পুনর্গতি তত্ত্বস্তসমাগমঃ । ১৫ । পুলস্ত্য উবাচ ॥

কপিল কহিল,—বৎস । সম্প্রতি আমারই মৃত্যু
বিহিত হইয়াছে ; তোমার নহে । একের মৃত্যু
নির্দেশে অজ্ঞের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব । বাহা তোক,
পুত্র । তোমার মাতার এই শেষ উপদেশ অবহিত
হইয়া গ্রহণ কর । ইহাতে পরিণামে সুখ হইবে ।
বৎস । সন্ন বনে বিচরণ করিবে ; কখন অসতর্ক
হইবে না ; প্রমাদ বশতই সর্ব প্রাণী বিনষ্ট হইয়া
থাকে । তুমি লোভ বশতঃ কদাচ বিবস্ব হানস
ভূতের নিকটে বিচরণ করিবে না, ইহ-পরলোকে
লোক পড়িয়াই জীব বিনষ্ট হয় । জীবগণ লোভ-
মোহিত হইয়াই সমুদ্র, মহারণ্য ও বৃক্ষক্ষেত্রে প্রবেশ
করে । লোভবশতই লোকে অতি উগ্রকন্ম
করিয়া থাকে । অতএব সে লোভ সন্নদাই পরি-
ত্যাগ্য । দেখ, লোভ, প্রমাদ বা আশাস, এই
তিনটি বস্তুই লোকঅভিতুত হয় । অতএব লোভ,
প্রমাদ বা ক্রিয়াক কখনই কার্যবেনা । বৎস । বনে
বিচরণ করিবার সময় আত্মকে সতত সমস্ত শাপ,
রেখা, ভয়, তির্ধ্যক জাতি ও অশান্ত পাপবোঁসি
হইতে সন্নদ করিয়া করিবে । আমার মরণে তুমি
কেন করিও না । জানিবে,—সকলেরই মরণ
নিশ্চিত । আমার শোকব্যাপী প্রবোধ-
কর্তব্য কর । বৎস । একজন ছায়াধী পথিক
একজন প্রমাদী আশাস করিয়া বিচরিত্বাভেদ পথ

এবং সত্য্য তৎ বৎসমবজায় চ মূর্তনি । যদাঃ
বীর্বাঃ ততো জইং সমাগতাঃ । ১৬ । অশ্রবীত
তো বাক্যং পুত্রশোকেন দুঃখিতা । অশা পুত্রত
ম বাক্যমশক্তিমিহ কুটম্ । ১৭ । অনাথমবলং দীনং
কেনপং মম পুত্রকম্ । মাতৃশোকাত্তসুখং
সর্গান্তঃ পানয়িষ্যৎ । ১৮ । ভগিনীনাময়ং পুত্রঃ
সাম্প্রতং চ বিশেষতঃ । শাপনীয়ঃ পানিতব্যঃ
পোষ্যঃ পাল্যঃ সপুত্রবৎ । ১৯ । চরতঃ বিবসে
হানে চরতঃ পরগোকুলে । অকার্য্যে বৃ প্রবর্ত্তঃ
সখ্যা বারয়িষ্যৎ । ২০ । কমলঃ চ মহাতীর্থা
যাত্রেহং সত্যসংজ্ঞায়ৎ । যজাসৌ তিত্তে ব্যাত্রে
মুণ্ডাহং যেন সাম্প্রতম্ । ২১ । সর্গান্তা বচনং
প্রবৃত্তাঃ শোকসমখিতাঃ । বিবাসং পরমং গহা
বাক্যমুচুঃ স্তুত্বিতীঃ । ২২ । কপিলে নৈব গন্তব্যং
ন তে দোষো ভবিষ্যতি । প্রাণাত্যয়ে ন দোষো-
হস্তি সম্প্রায়্যে চ দাক্ষণে । ২৩ । অত্র গাথা পুরা গীতা
মুনিভির্ধর্মবাদিতিঃ । প্রাণাত্যয়ে সমুৎপন্নৈঃ শপথে

পুনবায় চলিয়া যায়, এ সংসারের দুঃখাপিপরম্পরায়
সমাগমও সেইরূপই । পুলস্ত্য কহিলেন,—কপিল
এই সকল কথা কহিয়া বৎসের মস্তকাত্মাণ করিয়া
পরে ৭য় মাতা ও সখীজন সহ সাক্ষ্য করিতে
গেল । অহাদের নিকট গিয়া পুত্রশোক-দুঃখিত
কপিল কহিল,—মাতৃগণ । আমার শেষ বাক্য
গ্রহণ কর । তোমরা আমার এই অমোঘ, অবল,
দীন, কেনপ, মাতৃশোকতত্ত্ব পুত্রকে পরিণাল
করও । এই পুত্র সম্প্রতি তোমাদেরই
নিজ পুত্রের ভাষা বিশেষরূপে মননীয়, পানীয়,
পোষণীয় ও পালনীয় । এ যদি বিষম হানে
বা পরের গোকুলে বিচরণ করে, বা অকার্য্যে
প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে হে সখীগণ । ইহাকে
তোমরা বারণ করিবে । হে ভাগ্যবতীগণ । আমার
কমা কর ; আমি সত্যবাক্যঃ ব্যাখ্যাধিত্ত হানে
মমন করিতেছি । সেই প্রাজ্ঞের নিকট হইতে
হাত পাইয়াই এখানে সম্প্রতি আসিয়াছিলাম ।
কপিলার আত্মীয় সখীবর্গ এই সংবাদ শুনিয়া
শোকাক্রান্ত হইল এবং পরম বিবাদ প্রাপ্ত হইয়া
অত্যন্ত দুঃখের সাহিত বলিল,—কপিলে । তুমি
যাইও না ; না গেলে তোমার কোনই দোষ হইবে
না । প্রাণাত্যয়ে বা দাক্ষণ সময়ে শপথত
দোষ নাই । এ সবকে ধর্মবাদী মুনিগণ পুরাকালে
এইরূপ গাথা কীর্তন করিয়াছেন । প্রাণাত্যয়ে

নাতি পাতকম্ । ৮৪ । কপিলোবাচ । প্রাণিনাং প্রাণ
রক্ষার্থং বদাম্যেযানুতঃ বচঃ । নান্দ্যর্থমুপযুজ্যামি
অন্নমপ্যনুতঃ কচিৎ । ৮৫ । অশ্বমেধসহস্রং তু
সত্যকং তুল্যমুত্তমম্ । অশ্বমেধসহস্রাদপি সত্যমেব
বিশিষ্যতে । ৮৬ । তস্মান্নানুতমাত্মানং করিষ্যে
জীবিতাশয়া । অজ্ঞাপন্নস্ত মামার্থ্যা যাত্তে যত্র
মুগাধিপঃ । ৮৭ । বয়স্তা উচুঃ । কপিলে ত্বং
নমস্কার্য্য সর্বেষরপি সুরাসুরৈঃ । যত্র পরমসত্যোন্ন
প্রাণান্ত্যজসি দৃষ্ট্যজান । ৮৮ । অবশ্যং ন চ তে
ভাবী-মৃত্যুঃ সত্যং কথঞ্চন । প্রমাণং যদি সত্য-
ং তত্র পশ্যঃ শিরোহস্ত তে । ৮৯ । পুলস্ত্য
উবাচ । এবমুক্তা চ কপিলা গতা যত্র মুগাধিপঃ ।
অথাসৌ কপিলাঃ দৃষ্ট্বা বিশ্বয়োৎসুকলোচনঃ ।
অত্রবীৎ প্রথিতঃ বাক্যং হর্ষগদগদ্য গিরা । ৯০ ।
ব্যাস উবাচ । আগত্য তব কল্যাণি কপিলে সত্য-
বাদিনি । ন হি সত্যবত্যাং কিঞ্চিদন্ততঃ বিদ্যাতে
কচিৎ । ৯১ । যযোক্তং কপিলে পূরং শপথৈ-
রগম্যায় চ । তেন মে কৌতুকঃ জাতঃ যাতাগচ্ছেৎ

ব্যাপারে শপথভঙ্গে পাতক নাই। কপিলা
কহিল,—প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার্থ আমি অনুত
বলিতে পারি; কিন্তু নিজের প্রাণরক্ষার্থ অল্প অল্প
অনুত বলিতে ইচ্ছা করি না। সহস্র অশ্বমেধ ও
একমাত্র সত্যকে তুলায় আরোপ করা হইয়াছিল।
কিন্তু সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই বিশিষ্ট হইয়া-
ছিল। অতএব আমি জীবনাশায় আত্মাকে অনুত-
লিষ্ট করিতে চাহি না। হে আধ্যাপন। আমার
আজ্ঞা করুন। আমি সেই মুগাধিপসমীপে যাই।
বয়স্তাগণ কহিল,—কপিলে! তুমি পরম সত্যের
জ্ঞাত হস্ত্যজ প্রাণ সকল পরিভ্রমণ করিতে প্রস্তুত
হইয়াছ; এজন্য সমস্ত সুরাসুরের নমস্কারাই।
যদি সত্য প্রমাণ হয়, তবে সত্যবশে তোমার মৃত্যু
কখনই কোনরূপে হইবে না। যাও তুমি তোমার
পথ মঙ্গলময় হউক। পুলস্ত্য কহিলেন,—বয়স্তা-
গণ এই কথা কহিলে, কপিলা মুগাধিপসমীপে
উপস্থিত হইল। কপিলাদর্শনে ব্যাসের লোচন
বিশ্বয়োৎসুক হইল। সে সাধর বাক্যে হর্ষগদগদ
ভাবে বলিল,—হে সত্যবাদিনি কল্যাণি কপিলে।
তোমার শুভাগমন হোক। সত্যশাসীদিগের
কোথাও কিছুই অজ্ঞাত নাই। কপিলে! তুমি
পূর্বে পুণ্ড্রপ্রদেশে হইবার শপথ করিয়াছিলে,
তাহাতে আমার এইরূপ কৌতুক হইয়াছিল যে,

পুনঃ বধম্ । ৯২ । তস্মান্নাগচ্ছ যত্র মুগা বদাসৌ
তন্নয়ন্তব । তিষ্ঠতে গোতুলে বদ্ধ কীরণারী
সুদুঃখিতঃ । ৯৩ । পুলস্ত্য উবাচ । এতদ্বিরেব
কালে তু স রাজা প্রকৃতিং গতঃ । মূগীশাশেন
নিমুক্তো দিব্যরূপবর্জিতঃ । ততোহত্রবীৎ প্রকৃষ্টাভা
কপিলাঃ সত্যবাদিনীম্ । ৯৪ । রাজোবাচ ।
প্রসাদান্তব মুক্তোহহং শাপাদম্মাৎ সুরাক্ষণং । কিং
তে প্রিয়ং কস্মৈমাদ্য ধেনুকে জাহি সহবম্ । ৯৫ ।
কপিলোবাচ । কৃতকৃত্য্যাপি রাজেন্দ্র যত্র মুক্তো-
হসি কিম্বিবাৎ । পিপাসা বাধতেহত্যর্থঃ সাম্প্রতিকং
জলমানয় । ৯৬ । নৈবানুতঃ বিজানীহি সত্যমেত-
ন্নয়োদিতম্ । ৯৭ । পুলস্ত্য উবাচ । অথাসৌ
পার্থিবো হস্তে চাপমাদায় সশ্বরম্ । সজ্যং কৃৎস্না
শরং গৃহ জঘান ধরণীতলম্ । ৯৮ । ততঃ সলিল-
মুত্তমো নির্মলং শীতলং শুভম্ । তত্র সা কপিলা
নাশা বিকৃষা সমপদ্যত । ৯৯ । এতদ্বিরন্তরে
ধর্মঃ স্বয়ং তত্র সমাগতঃ । অত্রবীৎ কপিলাঃ হৃষ্টো
বয়ং বরয় শোভনে । ১০০ । তব সত্যেন তুষ্টোহহং
নাতি তে সন্তুষ্টি কচিৎ । ত্রৈলোক্যে সকলে ধেনুর্ধ

আমার নিকট হইতে গিয়া কিরূপে আবার প্রত্যা-
বর্তন করিবে। যাহা হউক, তুমি আসিয়াছ, আমি
তোমায় একেবারেই ছাড়িয়া দিলাম; আবার
তোমার ভনয়ের নিকট কিরিয়া যাও। তোমার
কীরণারী শিশু বৎস গোতুলে আবদ্ধ হইয়া সবিশেষ
দুঃখিত আছে। ৯২—৯৩। পুলস্ত্য কহিলেন,—ইত্য-
বসরে রাজা প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মূগী-
শাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া দিব্যরূপ দেখে ধারণ
করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে সত্যবাদিনী কপিলাকে
কহিলেন—হে ধেনুকে! তোমার প্রসাদে সুরাক্ষণ
শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। তোমার কোন প্রিয়-
চরণ করিব বল? কপিলা কহিল,—রাজেন্দ্র!
আপনি শাপ হইতে মুক্ত হইলেন, ইহাতেই কৃত-
কৃত্য হইয়াছি। আমার বড় পিপাসা হইয়াছে,
আপনি কিঞ্চিৎ জলানয়ন করুন। আমার এই
পিপাসার কথা অসত্য নহে। সত্য সত্যই বলি-
য়াছি। পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সেই রাজা
হস্তে শব্দ শরাসন জ্যাকৃত করিয়া ধরণীতলে
নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সুরীতল খণ্ড জল
উৎপন্ন হইল। তখন সেই কপিলা তাহাতে পান
করিয়া বিকৃত হইল। ইত্যবকাশে
ধর্ম সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া
কপিলাকে বলিলেন,—শোভনে! বয়ঃক্রম হয়

উবিধাতি বৈ শুভে । ১০১ ॥ কপিলোবাচ ।
প্রসাদান্তব গচ্ছ্যস্ব সহ রাজ্য সগোকুলা । সুপ্রভেণ
পদং দিব্যং জরামরণবজ্জিতম্ ॥ ১০২ ॥ মরায়
যাতিমায়াতু পুণ্যমেতজ্জলাশয়ম্ । সর্বপাপহরং
নৃণাং সর্বকামপ্রদং তথা ॥ ১০৩ ॥ ধর্ম উবাচ ।
যেহত্র স্নানং করিষ্যতি সুপুণ্যে সলিলে শুভে ।
চতুর্দশাং বিশেষেণ তে যান্তি পরং গতিম্ ॥ ১০৪ ॥
তব নাম সুপুণ্যং হি তীর্থমেতত্ত্ববিষাতি । দশ-
মুদিশ্র মর্ত্যস্ত প্রাপ্যতে গোমহশ্রকম্ । স্নানান্ত
শুণং দানাং পুণ্যকৈব তথাকথম্ ॥ ১০৫ ॥ যেহত্র
শ্রদ্ধাং করিষ্যতি মানবাঃ সুসমাহিতাঃ । সক্ষদান
কলং তেবাং তুষ্টিমুক্তৌ মহাশ্বনাম্ ॥ ১০৬ ॥ অপি
কৌটপতলা য়ে তৃষার্তাঃ সলিলে শুভে । মজ্জয়িষ্যতি
যান্তি হেহপি স্নানং দিবোকসাম্ ॥ ১০৭ ॥ কিং
পুনর্ভক্তিমানুষ্যকো মানবাঃ সত্যবাদিনঃ । মনস্বিনো
মহাভাগাঃ শ্রদ্ধাবন্তো বিচক্ষণাঃ ॥ ১০৮ ॥ পুলস্ত্য
উবাচ । এতন্নিম্নেব কালে তু বিমানানি সহস্রশঃ ।
সমায়ান্তানি রাজেন্দ্র কপিলায়াঃ প্রভাবতঃ ॥ ১০৯ ॥
তান্ত্রাক্রহাধ কপিলা গোপগোকুলসঙ্কুলা । সুপ্রভেণ

সমায়ুক্তা তৎপদং পরমং গতা ॥ ১১০ ॥ ইত্যাৎ
সম্প্রযত্নেব তত্র স্নানং সমাচরেৎ । শ্রদ্ধাং যোজনমঃ
শক্ত্যা দানং পার্থিবসত্তম ॥ ১১১ ॥
ইতি শ্রীকান্দে কপিলাতীর্থমাধ্যাত্মাবর্ণনং নামৈকোন-
ত্রিশোধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রিশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছ্যৎ
পাবনং পরমং নৃণাম্ । তত্র বহিঃ পুরা নষ্টৌ লক্শণ
ত্রিদশৈরাপ ॥ ১ ॥ যথাতিথ্যবাচ । কিমর্থং ভগবন্
বহিঃ পুরা নষ্টৌ বিজ্ঞোক্তম্ । কথং তত্রৈব লক্শণ
কৌতুকং মে মহামুনে ॥ ২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । পুরা
বুদ্ভিনিরোহোহুদ্যাবদ্ধাদশবৎসরান্ । সংশয়ং পরমং
প্রাপ্তঃ সর্বৌ লোকঃ কুধাঙ্গিতঃ ॥ ৩ ॥ প্রায়ো
মতো মৃতপ্রায়ঃ শেবোহুদ্যবদ্ধরগীতলে । নষ্টৌ অরণ্যজা
গ্রাম্যাঃ পশবঃ পাক্ণিণৌ বৃগাঃ ॥ ৪ ॥ এবং কচ্ছ-
বত্ৰপ্রাপ্তে মর্ত্যালোকে নরাধিপ । বিশ্বামিজো
মুনিবরঃ সন্দেহঃ পরমং গতঃ ॥ ৫ ॥ অমোবাধর-

তোমার সত্যে আমি তুষ্ট হইয়াছি । এই ত্রৈলোক্যে
তোমার সদৃশী দেখি নাই, হইবেও না । কপিলা
কহিল,—প্রভো! আপনার প্রসাদে আমি সমস্ত
গোকুল ও এই রাজ্য সহিত জরামরণবজ্জিত দিব্য
পদ পাইব । এই পুণ্য জলাশয় আমার নামে
বিখ্যাত হউক । ইহা সর্বমানবের সর্ব কামপ্রদ
ও সর্ব পাপহর হোক । ধর্ম কহিলেন,—হে শুভে!
এই পুণ্য জলে যাহারা চতুর্দশীতে বিশেষরূপে
স্নান করিবে, তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হইবে ।
তোমার নামাঙ্কসারে এই সুপবিত্র তীর্থ বিখ্যাত
হইবে । মর্ত্য অমাবস্তাদিনে এখানে স্নানে
গোমহশ্রদানের পুণ্য লাভ করে । অত্র স্নানে
লক্ষণ পুণ্য হয় এবং দানে অক্ষয় পুণ্য হইয়া
থাকে । যে সকল মানব সমাহত হইয়া এইস্থানে
শ্রদ্ধা করে, তাহাদের সর্ব দানকল হয়; তুষ্টি-
মুক্ত লাভ হইয়া থাকে । কৌট হোক, পতঙ্গ
হোক, তৃষার্ত হইয়া এই শুভ সলিলে ময় হইলে
তাহারাও বর্ষে স্নান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বাহারা
ভুক্তিমুক্ত, সত্যবাদী, মশরী, মহাভাগ, শ্রদ্ধা-
বন্ত, বিচক্ষণ মানব, তাহারা এই সলিলাবগা-
হনে যে ফল লাভ করিবেন, সে সন্দেহ আর কথা
কি? পুলস্ত্য কহিলেন,—ইত্যবসরে কপিলার

প্রাণেব সহস্র সহস্র বিমান উপস্থিত হইল । গোপ-
গোকুল-সঙ্কুলা কপিলা সেই সকল বিমানারোহণে
পরম শেভায় সুশোভিত হইয়া পরম পদে উপনীত
হইলেন । অ—এব সম্প্রযত্নে ঐতীর্থে স্নান, যথা-
শক্তি শ্রদ্ধা ও দান করিবে ১০৪—১১১।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২২

ত্রিশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর পরম পাবন
তীর্থে যাইবে । এই তীর্থে ত্রিংশগণ পুরাকালে
নষ্ট অগ্নিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । যথাতি কহি-
লেন,—বিজবর । তদন্ত পুরাকালে অগ্নি নষ্ট
হইয়াছিলেন এবং কি পাই বা দেবগণ পুনরায়
তাঁহাকে ঐস্থানে লাভ করেন?—হে মহামুনে!
আমার বড়ই কৌতুহল হইয়াছে, ঐ সকল কথা
ব্যক্ত করুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—পুরাকালে একদা
ষাদশ বর্ষ পর্যন্ত অনাবৃষ্টি হয় । তাহাতে
সর্বলোক কুধার্ত হইয়া একান্ত প্রাণসঙ্কট
অবস্থায় উপনীত হয়, অনেকে মরিয়া যায়
এবং অবশিষ্ট অনেকে মৃতপ্রায় হইয়া তৃণে
অবস্থান করে । বজ্র ও গ্রীষ্ম পত পক্ষী ও বৃগ
সমস্তই মৃত্যুমুখে পতিত হয় । হে নরাধিপ । এই-

সাতাবাদ্বিশেষে ব্যাক্যত। অতঃপূর্ব দিবসে
প্রাপ্তঃ কৃষ্ণকামঃ পর্যটন দিশঃ ৬। ৫৩। অনিলয়ঃ
প্রাপ্তঃ কৃষ্ণবাসীভিত্তো ভূশনঃ। তত্রাপত্তমুত্তং
ধানং শুক্লং পার্শ্ববিস্তম ৭। তমাদায় গৃহং প্রাপ্তঃ
প্রাকাল্য সলিলেন তু। কৃষ্ণকামঃ পাণ্যমাস ততস্তং
পাবকেহুত্বোৎ ৮। অতঃপূর্ব ভক্ষণং জাত্বা হব্য-
বাহন্ততো নুপ। শক্রভোগ্যে মন্যং স্বং চক্রে-
হতীর মহীপতে ৯। নষ্টৌষধিরসে লোকে বৃক্ণ-
মেতদ্বি সান্ত্রভবঃ। যাদুগাণ্ডঃ হবিস্তাদুগয়িত্বকো
বিশিষ্যতে ১০। নাতক্যং ভক্ষয়িষ্যামি ত্যক্তিব্যে
ক্ৰিতমণ্ডলম্। যেন শক্রাদয়ো দেবা যান্তি কষ্ট-
তরায় দশা ১১। এবং সক্ষিত্য মনসা সকোপো
হব্যবাহনঃ। প্রনষ্টে সকলঃ হিষ্য মর্ত্যালোকঃ
চর্যচরম্ ১২। প্রনষ্টে সহস্রা বহীষিষ্টোমাদিকাঃ
ক্রিয়াঃ। প্রনষ্টা জনাঃ সর্বে বিশেষাৎ সংশয়ঃ
গতাঃ ১৩। ততো দেবগণাঃ সর্বে সন্দেহং পরমং
গতাঃ। যজ্ঞভাগবিহীনস্বায়ম্বং চক্ৰুস্ততো মিথঃ ১৪।

রূপে মর্ত্যবাসীরা কষ্টের চরমসীমায় উপনীত হইলে
মুনিবর বিশ্বমিত্রকেও প্রাণসংশয় দশায় উপনীত
হইতে হয়। অরোহণের রসের অভাবে তাঁহার দেহ
অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল। একদিন গণি কৃষ্ণকাম
হইয়া নানাদিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণ-
ভূষণ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এক ৫৩। অনিলয়ে
গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া এক বৃহৎ
শুক কুকুরসেহ দেখিতে পাইলেন। বিবাহিত্র
তাঁহাই গ্রহণ করিয়া সলিলদ্বারা প্রকালনপূর্বক
নিজাশ্রমে আসিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ হইয়া তিনি
সেই কুকুরমাস পাক করিয়া পাবকে আহুতি
প্রদান করিলেন। হে নুপ! দিকে হব্যবাহন
অতঃপূর্ব ভক্ষণ জানিতে পারিয়া ইন্দ্রের উপর
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—জগতে
ওষধিরস নাই; সুতরাং শান্তি ইহা উপযুক্তই
হইয়াছে। যাদুশ হবিস্তাদুগ হওয়া যায়, অগ্নির
ভক্ষ্য তাদুশই প্রাপ্ত হইতে, কিন্তু আমি অতঃপূর্ব
ভক্ষণ করিব না। তাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ কষ্টের
দশায় উপনীত হন, সে জন্য আমি ক্রিমাণ্ডল
পরিভ্রমণ করিব। ক্রুদ্ধ হব্যবাহন মনে মনে এই-
রূপ চিন্তা করিয়া চর্যচর মর্ত্যালোক পরিভ্রমণপূর্বক
অনন্ত হইলেন। বহি সহস্রা অভ্যর্জন করিলে
অগ্নিষ্টোমাদি নিখি ক্রিয়া নষ্ট হইল। জনগণের
কষ্টের আর অবশিষ্ট রহিল না। অনন্তর দেবগণ

১৪। ত্যক্তস্ত বহিনা মন্যন্তস্তো নানঃ স্ততঃ
নরাঃ। শেবনাশাশয়ঃ সর্বে রিনঃক্যারকঃ সংশয়ঃ।
১৫। তদ্বাদ্বেষ্যতাং বহিঃক্ৰিমাণ্ডলং সান্ত্রভবঃ।
যথা চরতি মর্ত্যে ৫। যথা নীতীর্কিবীরতায় ১৬।
পুলস্ত্য উবাচ। এবং তে নিশ্চয়ং কৃষ্ণা সর্বে দেবঃ
সবাসবাঃ। অবৈষম্যভাষিঃ তে সমজ্ঞাঃ ক্রি-
মণ্ডলে ১৭। ততস্তে পুরতো বৃক্ণে শুক্লং প্রাজ্ঞা
দিবোকসঃ। পশ্চাৎ ভক্ষয়া বহিঃক্ৰিমাণ্ডলং
প্রকথ্যতাম্ ১৮। শুক্লং উবাচ। যোহনঃ
বংশো মহানগ্রে প্রদম্বো বহিনঃক্ৰিমাণ্ডলঃ।
প্রনষ্টৌ হব্যবাহোহন্তে ময়া দৃষ্টৌ মহাত্মকিঃ ১৯।
শুকেনাবেদিতো বহিঃ শপ্তা তং মন্যমানভূতঃ।
গগনদাভাবি তে বাণী প্রোক্ষেদং প্রহিতো
ক্রতম্ ২০। প্রবিবেশ শমীগর্তমথং তরুসতমম্।
তত্রস্থো দ্বিপরাজা স কথিতো বিবৃদানু প্রতি ২১।
স তং প্রোবাচ তে জিহ্বা বিপরীতা ভবিষ্যতি।
ততো জলাশয়ং গতা পর্কতেহুত্বংসংজ্ঞকে ২২।

যজ্ঞভাগ-বিহীন হওয়ায় অত্যন্ত সন্দেহান হইয়া
পরস্পর মজ্ঞা করিতে লাগিলেন—বহি মর্ত্যালোক
ভ্রাগ করিয়াছেন, তাহাতে ভয়গণ নষ্ট হইয়াছে।
যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহাদের মরণ হইলে
আমাদেরও নিশ্চয় নাশ হইবে। অতএব বহি
সম্প্রতি কোথায় আছেন; তাহার অঙ্গসন্ধান করা
খাউক। তিনি তাহাতে পুনরায় মর্ত্যে বিচরণ করেন,
সেইরূপ নীতিই অবলম্বন করা হোক ১৫—১৬।
পুলস্ত্য কহিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপ নিশ্চয়
করিয়া ভূতলে সর্বত্র অগ্নির অঙ্গসন্ধান করিতে
লাগিলেন। বাইতে বাইতে শান্ত দেবগণ এক-
স্থানে শুককে সম্মুখে দেখিয়া স্বাক্ষর সহিত ভিজ্ঞা-
সিলেন,—শুক! তুমি যদি বহুকে দেখিয়া থাক
বল? শুক কহিল,—ঐ যে সম্মুখে মহাবংশ দে
বাইতেছে, উহা বহুসংযোগেই দৃষ্ট হইয়াছে
আমি দেখিয়াছি, মহাত্ম্যি হব্যবাহন উহার মর্মে
গিয়াই অদৃষ্ট হইয়াছেন। শুক এই সংবাদ
বলিলে বহি ক্রোধভরে তাহাকে “তোমার গলদ
বাণী হইবে।” এইরূপ অভিলাপ দিয়া সর্ব
প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তিনি শমীগর্তে
পাদপে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কোন এক
গজেন্দ্রে ঐ সংবাদ বিবৃৎপদের নিকট বসিয়া বসি
এই ক্রুদ্ধ বহি তাহাকে বলিলেন,—তোমার
বিপরীত হইল। অনন্তর বহি অঙ্গসন্ধান

প্রবিত্তো ভগবান্ বহির্বিধা দেবৈর্জলকাতঃ।
ভক্ত্যেব বহুদৈবং প্রকৃতং দেবকো হতাপনঃ।
২৩। সজাভো ভিত্তে বহির্বিধায় পরিত্যক্ত চ।
বজ্রাৎ জলকায় সর্কে ভুক্তভেদৈস্ত বারিণা। ২৪।
কঙ্কাদক্য বিনিক্রান্তস্যাত্মত্বায়াং নুদা। তন্ত্ৰায়া
বহুদৈব্য প্রবিত্তো হব্যাক্রান্তঃ ২৫। তব্রিয়াসি
বিজ্ঞানস্য সজ্জা তং দর্শনং নৃপঃ ২৬। ততো
দেবগণাঃ সর্কে নিজান্তাঃ সলিলাশ্রয়াঃ। সবেষ্টা
ভূত্বাঃ সর্কে ভবৈকেনোভবৈবনুপ। ২৭। দেবা
উত্ম। অমরে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক।
অয়া হীনঃ জগৎ সর্বং নাশং যাত্তি সধরন। ২৮।
অং নৃপং সর্বদেবানাং অয়ি লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তুলোকে চ অয়া ত্যক্তে বরং সর্কে সধাসবা।
বিনাশমেব যাত্তামন্তস্যাত্মং ত্রাতুমর্হসি। ২৯। অং
জ্ঞা অং মলাদেবত্বং বিজ্ঞাং দিবাকরঃ। অং
চন্দ্রক ধনদো মকরক সুরেশ্বরঃ। ৩০। ইন্দ্রাদ্যা
বিবুধাঃ সর্কে স্বদায়স্তা হতাপন। কিমর্থঃ ভগবদ্বর্ত্য

জলাশয়ে প্রবেশ করিলেন। এমন ভাবে প্রবিত্ত
হইলেন, দেবগণ তাঁহাকে আশ্রয় দেখিতে পাইলেন
না। কিন্তু সেই জলাশয়ই এক দর্দ্র দেবগণকে
হতাপনের বার্তা বলিয়া দিল। দর্দ্র কহিল,—এই
পর্বতনির্ব্বরে বহি অবস্থান করিতেছেন।
তাঁহার অবস্থানে সমস্ত জল প্রভঞ্জন হইয়াছে।
তাহাতে জলজন্তুগণ দগ্ধ হইয়াছে। ২৩। অরুণ।
আমি অতিকষ্টে সেই বৃত্ত্যমুখ হইতে অব্যাহতি
পাইয়া আসিয়াছি। ভক্ত্যেব বহি দর্দ্রকে “তুই
বিজ্ঞান হইবি।” এইরূপ অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক
সময়ে স্বানান্তরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর
দেবগণ সলিলাশ্রয় হইতে নিজান্ত হইয়া সকলে
সমবেতভাবে বেদান্তি যাত্রা তাঁহার স্তব করিতে
লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে অয়ে। তুমি
সর্বভূতের অন্তঃস্থ, তুমি বিনা সমস্ত জগৎই
স্বরূপ হইবে। তুমি দেবগণের মূখ, তোমা
কেই সর্বলোক প্রতিষ্ঠিত; তুমি যদি তুলোক পরি-
ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমরা ইন্দ্রাদি নিখিল
দেবই বিনষ্ট হইয়া যাইব। অতএব তুমি জ্ঞান
কর। যে হতাপন। জ্ঞা, বর, বিজ্ঞ, দিবাকর,
চন্দ্র, মকর, বাহু, ও সুরেশ্বর, সকলই তুমি।
ইন্দ্রাদি বিবুধগণ সকলেই তোমার আশ্রয়। অত-
এব ভগবান্। কি জন্য তুমি ভক্ত্য পরিত্যাগ করিয়া
জলাশয়ে অবস্থান করিতেছ। আমায় নির্দেশ;

ত্যাগ। অমর সংহিতঃ। কিমর্থঃ ভগবদ্বর্ত্যাননা-
গাংস্ত্রাতুমিচ্ছসি। ৩১। পুলস্ত্য উবাচ। বেষ্টিতো
ভগবান্ বহির্দৈবঃ ভূতিপরায়ণঃ। ভক্ত্যেব নিবর্ত-
স্তাথ ভট্টো বাক্যমববীৎ ৩২। কহিকবাচ।
অভক্যভক্যে শকো বামিচ্ছতি নিয়োজিত্ব।
ভেনৈব ন করোত্যেব গুটি মর্ন্তো সুরেশ্বরঃ ৩৩।
অতোহং ভূতলং ত্যক্তা প্রবিত্তো নিবর্তে বিহ।
প্রনষ্টাররসে লোকে ন চাহং স্বাত্মসংসর্গে ৩৪।
শক উবাচ। শৃণু যশ্চাময়া যোঃ কতো বৃষ্টেহতা-
শন। দেবাণির্ধাষ ধর্ম্মজঃ কজিগাণাং যশকরঃ।
৩৫। প্রতীপস্তংমুতঃ সাধুঃ সর্বলীলবতাং বরঃ।
দেবাণো চ গতে স্বয়ং জ্যেষ্ঠজাতরমপ্রজন্ম। সত্যক্য
জগৃহে রাজ্যং শান্তমুতংমুতোহবরঃ ৩৬। এত-
স্যাংকারণাজ্যোজ্যেষ্ঠতং বৃষ্টির্নিরাকৃতা। ভবাদেশান্ত
করিষ্যাম নিবর্ত্তং হতাপন। ৩৭। পুলস্ত্য
উবাচ। এবমুক্তা সহস্রাকঃ পুরুষাবর্ত্তান বনান।
ক্রতমাজ্ঞাপয়ামাস বৃষ্টার্থং জগতীতলে ৩৮। অথ
শক্ত্যুসমাদিতা বিদ্যাযন্তো বলাহকাঃ। গভীররাবিনঃ
সর্বং ভূতলং প্রচুরৈর্জলৈঃ। পুরমামুরত্যা

আমিগকেই বা কি জন্ত পরিত্যাগ করিতেছ?
৩১-৩১। পুলস্ত্য কহিলেন,—স্বনিরত দেবগণ কর্ত্তক
ভগবান্ বহির্দৈবঃ ভূতিপরায়ণঃ। ভক্ত্যেব নিবর্ত-
স্তাথ ভট্টো বাক্যমববীৎ ৩২। কহিকবাচ।
অভক্যভক্যে শকো বামিচ্ছতি নিয়োজিত্ব।
ভেনৈব ন করোত্যেব গুটি মর্ন্তো সুরেশ্বরঃ ৩৩।
অতোহং ভূতলং ত্যক্তা প্রবিত্তো নিবর্তে বিহ।
প্রনষ্টাররসে লোকে ন চাহং স্বাত্মসংসর্গে ৩৪।
শক উবাচ। শৃণু যশ্চাময়া যোঃ কতো বৃষ্টেহতা-
শন। দেবাণির্ধাষ ধর্ম্মজঃ কজিগাণাং যশকরঃ।
৩৫। প্রতীপস্তংমুতঃ সাধুঃ সর্বলীলবতাং বরঃ।
দেবাণো চ গতে স্বয়ং জ্যেষ্ঠজাতরমপ্রজন্ম। সত্যক্য
জগৃহে রাজ্যং শান্তমুতংমুতোহবরঃ ৩৬। এত-
স্যাংকারণাজ্যোজ্যেষ্ঠতং বৃষ্টির্নিরাকৃতা। ভবাদেশান্ত
করিষ্যাম নিবর্ত্তং হতাপন। ৩৭। পুলস্ত্য
উবাচ। এবমুক্তা সহস্রাকঃ পুরুষাবর্ত্তান বনান।
ক্রতমাজ্ঞাপয়ামাস বৃষ্টার্থং জগতীতলে ৩৮। অথ
শক্ত্যুসমাদিতা বিদ্যাযন্তো বলাহকাঃ। গভীররাবিনঃ
সর্বং ভূতলং প্রচুরৈর্জলৈঃ। পুরমামুরত্যা

হুতিযন্তো মহীপতে ৬৯। ততোহগমংগরাঃ
 ভূটিঃ ভগবান্ হব্যবাহনঃ। রোচয়ামাস কুপূঠে
 বসন্তি দেবকারণাং ৮০। দেবা উচুঃ। তবা
 দেশাৎ কৃত্য কুটীরভংকাধ্যঃ কতাপনঃ। যন্তে প্রিয়ঃ
 তদন্যাকঃ সুনন্দা হি নিবেদয় ৮১। অরিকবাচ।
 এতজলাশয়ং পুণ্যং মদ্রাজা তীর্থযুক্তম্। ধ্যাতিঃ
 যাতু ধরাপৃষ্ঠে মুদ্রাকঃ হি প্রসাদতঃ ৮২। দেবা
 উচুঃ। অগ্নিতীর্থমিহ লোকে প্রখ্যাতিঃ সম্প্রদা-
 ন্ততি। অত্র যাতো নরঃ সত্যগরিলোকে প্রযান্ততি।
 ৮৩। যজ্ঞান্ন দান্ততি নরতীর্থেহস্মিন্ স্নানমাধিতঃ।
 অগ্নিতীর্থমন্ত যজ্ঞস্ত কলং তন্ত ভবিষ্যতি ৮৪।
 পুলস্ত্য উবাচ। এবমুকা সুরাঃ সর্পে স্বং স্বং স্থানং
 যজ্ঞতঃ। বহুশ্চ ভগবান্ রাজকথাপূর্বমবৰ্ত্তত ৮৫।
 যন্তেতৎপঠ তে নিত্যং প্রাতরুখায় চোত্তমম্। অগ্নি-
 তীর্থস্ত মালাক্যং মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ৮৬।
 অহোরাত্রকৃত্যং পাপাং ন শূরয়পি কৃত্যতে ৮৭।

ইতি কীকাদেহরিভীৰ্মালাকাব্যবর্ণনং নাম
 ত্রিংশোধ্যায়ঃ ৩০।

একত্রিংশোধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। রক্তাহবকং বৈ গচ্ছেতীর্থং
 ত্রৈলোক্যবিক্রমকং। যত্র যাতো নরঃ সত্যযুগ্যতে
 ব্রহ্মহত্যা ১। পুয়াসীং পার্শ্বিণো নাম ইন্দ্রসেনো
 মহীপতিঃ। তস্তাসীং সুপ্রিয়া তীর্থ্যা সুনন্দা নাম
 ভামিনী। পতিব্রতা পতিপ্রাণা সদা পত্ন্যাঃ প্রিয়ে
 হিতা ২। কত্চাচবধ কালস্ত স রাজী পশয়িগ্রহঃ।
 -রদেশং গতো হস্তঃ শক্রসংজ্ঞাঃ দুয়াসদম্ ৩।
 তং নিহত্য ধনং ত্বার গৃহীষ্য প্রহিতো গৃহম্।
 ততোহগ্রে প্রেষয়ামাস স দূতং কৃত্রিমং নৃপ ৪।
 সুনন্দাঃ ক্রহি গম্বা স্বমিত্রসেনো হতো রণে।
 তদাকারস্ততো লক্ষ্যঃ পতিব্রত্যো মমাজ্ঞয়া ৫।
 যদি সা নিশ্চয়ং গচ্ছেন্নয়ণং প্রতি ভামিনী।
 তদা রক্ষ্যা প্রযত্নেন বাচ্যং হস্তাং মমোত্তমম্ ৬।
 এব-
 মুক্তো গতো দূতস্তৎক্ষণাদ্বপসন্তম। তন্তে নিবেদয়-
 মাস যজ্ঞতঃ তেন কুতুজা ৭। অথ তন্ত বচঃ শ্রুত্বা
 সুনন্দা চাক্রহাসিনী। গতপ্রাণা নৃপশ্রেষ্ঠ পতিপ্রাণা
 মহাসতী ৮। যস্মিন কালে যুতা সা তু সুনন্দা

একত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

কুতল পরিপুষিত করিল। অনন্তর ভগবান্
 হব্যবাহন পরম পরিভুষ্ট হইলেন। দেবগণের
 অহুরোধে তিনি পুনরায় কুতলে বাস করি-
 লেন। দেবগণ কহিলেন,—হতাপন! আপ-
 নার আদেশে বৃষ্টি করা হইল। আপনার প্রিয়
 অস্ত্র কি কাণ্ড আছে, জীয়ে প্রকাণ্ড করুন। অগ্নি
 কহিলেন,—তোমাদের প্রসাদে এই পুণ্য জলাশয়
 আমার নামে উত্তম তীর্থরূপে পরিণত হইয়া ধরা-
 পৃষ্ঠে প্রখ্যাতি লাভ করুক। দেবগণ কহিলেন,—
 জগতে এস্থান অগ্নিতীর্থ নামে প্রখ্যাত হইবে। এই
 স্থানে স্নান করিলে লোক অগ্নিলোকে যাইবে। যে
 নর এই ধীর্বে তিল দান করিবে, তাহার অগ্নিষ্টোম
 যজ্ঞের কল লাভ হবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—
 সুরগণ এই কথা কহিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করি-
 লেন। একিকে বহুও যথাপূর্ব অবস্থান করিতে
 লাগিলেন। যে নর প্রাতে উঠিয়া এই অগ্নিতীর্থ
 মালাক্য নিত্য পাঠ করে, তাহার সৰ্বপাপ হইতে
 মুক্তি হয়। নর ইহা অবশ্যে অহোরাত্রকৃত পাপ
 হইতে মুক্তিলাভ করে। ৩২—৪৭।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর নর ত্রৈলোক্য-
 বিজ্ঞত রক্তাহবক তীর্থে গমন করিবে; যথায় স্নান
 করিলে নর ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। পূর্বে
 ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পরম
 প্রেমসী তীর্থার নাম ছিল—সুনন্দা। সুনন্দা
 প্রতিব্রতা, পতিপ্রাণা, সৰ্বদা পতির প্রয়োচরণে রতা।
 একদা রাজা সৈন্তে দুর্জয় শক্রসমূহের উচ্ছেদ-
 সাধনার্থ দেশান্তরে গমন করিলেন এবং শক্রর
 নিধন সাধনাতে প্রভুত ধনরত্ন লইয়া নিজ গৃহাভি-
 মুখে প্রহিত হইলেন। রাজধানীপ্রবেশের পূর্বে
 রাজা একজন কৃত্রিম দূত প্রেরণ করিলেন ও বলিয়া
 দিলেন,—দূত! তুমি গিয়া সুনন্দার নিকট বল
 যে, রাজা ইন্দ্রসেন সময়ে নিহত হইয়াছেন। এই কথা
 বলিয়া তুমি পতিব্রত্যো কিরূপ আত্মা আছে, তাহা
 লক্ষ্য করিবে। যদি সেই ভামিনী মৎপতী মরণের
 জন্ত কৃতনিশ্চয় হয়, তবে তাহাকে
 করিয়া আমার এই পরিপালন্যায়ার ব্যক্ত করিবে।
 রাজার আদেশে দূত তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে গিয়া
 সুনন্দার নিকট গমন
 করিল। পতিব্রতা সুনন্দা কহিলেন—

শীলমণ্ডল। তখিন্ কালে নৃপঃ সৌমি পিতৃপাশে
সমামিতঃ ১৯। অৰ্ঘ্যপত্নীতীয়াং স জ্ঞান্য গাওত
চোপরি। তথা গুরুতরং কায়ঃ সালতঃ সমপদ্যত ২০।
তেজোহীনঃ সূর্যগতি বিবর্ণঃ নৃপসন্তম।
অথ প্রাপ্তো গৃহং রাজা ক্রমা ভাৰ্যাসমুদবৎ ২১।
বিনাশঃ ধ্বংসোকাভিঃ করুণঃ স্বর্গাদেবয়ং। স
জ্ঞান্য পাপমাত্মনঃ স্রীহৃত্যাসুবিদ্বিতম্ ২২।
ব্রাহ্মণানাং সমাদেশান্তথা যাত্ৰাপরোহভবৎ। কুহৌ-
র্ভৈবিকঃ ততঃ। লঘুমাংসপরিগ্রহঃ। বারানস্তাং
গতঃ পূৰ্ণঃ তত্র দানং দদৌ বহু ২৩। কপাল-
মোচনে তীৰ্থে সৰ্গপাপপ্রশমনে। ত্রিনেত্রো যজ
নিবৃত্তঃ পুরা বৈ ব্রাহ্মহত্যায়া ২৪। তস্ত
জ্ঞান্য দ্বিতীয়া সান নষ্টা তত্র কুপতে। ততঃ
কনখলঃ প্রাপ্তঃ সুপুণ্যঃ শুদ্ধিঃ নৃপায় ২৫।
তথৈব পুষ্করায়ণ্যঃ তন্মাদয়কটকম্। কু-
ক্ষেত্রঃ ততো রাজন্ প্রাপ্তোহসৌ নৃপসন্তমঃ ২৬।
প্রভাসং সোমতীৰ্থং ততঃ কুরুজাঙ্গলে।
একহংসং ততো রাজন্ পুণ্যপারিগ্রবঃ ততঃ ২৭।

সেই সংবাদ অবগত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি-
লেন। যৎকালে সেই চরিত্রবতী রাজমহিষী মৃত্যু-
গ্রস্ত হইলেন, রাজা ইন্দ্রসেনও তৎক্ষণেই সেই
পাশে লিপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি দেখিলেন,—
আর একটা ছায়া তাঁহার গায়েপরি পতিত হই-
য়াছে। তাঁহার কলেবর অলস, ভেজোহীন, দুর্গন্ধ-
বুজ ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। রাজা এই অবস্থায়
ভাৰ্য্যার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া গৃহে আসিলেন এবং
দুঃখশ্লোকে অভিভূত হইয়া করুণকণ্ঠে রোদন
করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন,—তাঁহার
স্রীহৃত্যাজ্ঞাপ পাশ হইয়াছে। বুঝিয়া তিনি ব্রাহ্মণ-
গণের আদেশে পাপক্ষালনার্থ তীর্থযাত্রায় উদ্যত
হইলেন। বাইবার পূর্বে তিনি তাঁহার পত্নীর
ঐক্যবৈক্য কার্য করিয়া গেলেন। পরে অন্নমাজ
পরিজন সমভিব্যাহারে বারানসীধামে উপস্থিত
হইয়া রাজা বহুল দান করিলেন। ঐ স্থানের
সৰ্গপাপমুক্ত কপালমোচন তীর্থে সাক্ষাৎ ত্রিনেত্র
ব্রাহ্মণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সেই তীর্থে
সিদ্ধ কুরুজির সেই দ্বিতীয় ছায়া নষ্ট হইল না। অন-
ন্তর কুরুজির সঙ্গিত করিয়া লঘুমাংসপরিগ্রহ তীর্থে
করিলেন। তথা হইতে পুষ্করায়ণ্য, ক্রান্ত
কটক, ততঃ কুরুক্ষেত্র, পরে
কুরুজীর্থে গমন ও তখনকার কুরুজাঙ্গলে, তখনকার

কুরুকোটিঃ বিরূপাক্ষঃ ততঃ পঞ্চনদঃ নৃপ। ঐ-
মাদৌনি তীর্থানি পুণ্যাত্মকতানি চ। পরিভ্রময়তী-
পাল পরিব্রাজ্যে নরাধিপঃ ১৮। ততো বর্ষসহ-
শ্রান্তে সম্রাটোহর্ষদ্বন্দ্বপর্যন্তে। তত্রাপস্তরপতি-
তীর্থাত্মকতানি চ ১৯। তপসিসজ্জান্ বিবিধান্
ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্। দদৌ দানানি বহুশো
ব্রাহ্মণেভ্যো যদুচ্ছয়া ২০। প্রাপ্তো রক্তাশ্ববদ্ধক-
তীৰ্থঃ তত্রৈব পর্যন্তে। তত্র স্রাজো বিনিক্রান্তো
যাবৎ পততি কুমিঃ ২১। তাবৎ দৃষ্টতে জ্ঞান্য
দ্বিতীয়া স্রাবধোভবা। লঘুমাংস সৰ্গপাপনি সম্রাটোনি
মহীপতেঃ ২২। বিগতভা প্রনষ্টা চ তেজোবৃদ্ধিঃ
পর্যন্তবৎ। ততো হৃষ্টমনা ভূষা দদৌ দানানি
কুরিণঃ। সূর্যমানচতুর্দিকৃ বন্দিভিঃ প্রস্রিতো গৃহম্ ২৩।
ততো রক্তাশ্ববদ্ধক সীমাতিক্রমণং নৃপ।
যাবৎ করোতি রাজেন্দ্র তাবদন্ত পুনস্তথা ২৪।
স জ্ঞান্য দৃষ্টতে দেবে দ্বিতীয়া নৃপসন্তম। স এব
গচ্ছো গায়েনু তেজোহানিশ্চ সা নৃপ ২৫। ততো
হুংখাভিসমুত্তো গত্যন্ত্রৈব তৎক্ষণাৎ। রক্তবহ-
মহুপ্রাপ্তো বিগাপা সৌহভবৎ পুনঃ ২৬।
স জ্ঞান্য তীর্থমাত্মন্যঃ পরং পার্শ্ববসন্তমঃ। তত্র

একহংস তীর্থে, পরে পুণ্য পারিগ্রব তীর্থে, তখনকার
কুরুকোটিতে, তৎপরে বিরূপাক্ষে, অনন্তর পঞ্চনদে
গমন করিলেন। এইরূপে মহীপাল বহু তীর্থ ও
পুণ্যায়তনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিব্রাজ হইলেন।
অনন্তর সহস্র বর্ষের পর তিনি অর্কুলাচল প্রাপ্ত
হইয়া সেখানে নষ্ট তীর্থ, আয়তন, তপসিসজ্জ ও
বিবিধ বেদপারগ ব্রাহ্মণ দর্শন করিলেন। অতঃপর
তিনি তত্রত্য রক্তাশ্ববদ্ধ তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া যদুচ্ছা-
ক্রেমে ব্রাহ্মণগণকে বহু বৎসর বদ্ধ বিতরণ করিলেন।
এই তীর্থে স্নান করিয়া নৃপ যেমন নিজগত হইলেন,
আর তাঁহার সেই স্রাবধোভবা দ্বিতীয়া ছায়া দেখিতে
পাইলেন না। তাঁহার গায়ে লঘুমাংস প্রাপ্ত হইল;
গায়ে আর দুর্গন্ধ রহিল না। তাঁহার বার পর
নাই তেজোবৃদ্ধি হইল। তখন তিনি চতুর্দিকে
বন্দিগণকর্তৃক সূর্যমান হইতে হইতে আনন্দে গৃহে
গমন করিলেন। হে নৃপ। ঐ রাজা যেমন
রক্তাশ্ববদ্ধ তীর্থের সীমা অতিক্রম করিলেন, অর্থাৎ
তাঁহার সেই ছায়া পুনরায় উপস্থিত হইল। সেই
গাজগন্ধ, সেই তেজোহানি, পুনরায় তাঁহার
আসিয়া জুটিল। তৎক্ষণে পুষ্করায়ণ্য তিনি তৎ-
ক্ষণাৎ সেই রক্তবদ্ধতীর্থে গমন করিয়া বিগতপাশ

দারুণি চাহিয়া চিত্তে কহা ততো নৃপ। নানং দ্বা
 বিজ্ঞেয়ঃ প্রথিতো দ্ব্যবসায়নং। ২৭। ততো
 বিমানমাক্ষং পরিত্যাগ্য কলেবরং। দিব্যাবলিগা-
 দরমঃ শিবলোকমুপাগমং। ২৮। শিবলোকমহু-
 প্রাপ্তঃ তস্মিন পার্শ্ববিস্তৃতমে। দেবদত্তা বাক্য-
 মিনকায়ঃ সুবিশ্রয়ং। ২৯। তীর্থত্যাগ্য পতং
 তীর্থিকং বৈ পাবনং পরম। ইন্দ্রসেনো যত
 পাপাতীর্থনদায়াহুত। ৩০। ততঃ প্রভৃতি ততীর্থ-
 খ্যাতক ধরণীতলে। রক্তানং প্রাপিনাং যস্মাদহ-
 বন্ধং করোতি যং। ৩১। রক্তাহবন্ধমিত্যেব
 তস্মাক্ষং কীর্ত্যতে কিতো। তত্র সতপ্য বৈ
 দেবান্ যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নৃপ। ৩২। তত্র সংক্রমণে
 তানোক্ত দ্বানং কুরুতে নরঃ। শ্রদ্ধা পরয়া যুক্তো
 যুচ্যতে ব্রহ্মভূতয়া। ৩৩। পিতৃকৈশ্বে গয়ায়াক
 শ্রাদ্ধং যঃ কুরুতে নরঃ। গয়ায়াকসমং শ্রাদ্ধং কলং
 ততঃ মৰ্হয়ঃ। ৩৪। চন্দ্রস্বৰূপরাগে বা গোদানং
 নৃপসত্তম। যঃ করোতি নরভূক্ত্য স কুলান সপ্ত
 তারকং। ৩৫।

ইতি শ্রীকান্দে রক্তাহবন্ধমাহাশ্রাবণং

নামৈকত্রিশোধ্যায়ঃ। ৩১।

হইলেন। তখন তিনি তীর্থের এতাদৃশ প্রভাব
 অবগত হইয়া কাঠ আহরণ করত চিত্তা নিম্নাঙ্গপূর্বক
 বিজ্ঞেয়গুণকে ধন দান করিয়া তথায় অগ্নিপ্রবেশ
 করিলেন। অনন্তর তিনি কলেবর পরিত্যাগপূর্বক
 দিব্যমালাধরবর হইয়া বিমানবরে আরোহণ করত
 শিবলোকে গমন করিলেন। তিনি শিবলোক
 প্রাপ্ত হইলে দেববিশিষ্ট সুবন্দরে বলি-
 লেন,—এই তীর্থ তীর্থক্ষেত্র এবং পরম পবিত্র;
 যেহেতু রাজা ইন্দ্রসেন এই তীর্থপ্রভাবে পাপমুক্ত
 হইয়াছেন। তদবধি এই তীর্থ ধরণীতলে প্রসিদ্ধ
 হইয়াছে। রক্ত প্রাণীদিগের অহবন্ধ করে বলিয়া
 এই তীর্থ রক্তাহবন্ধ নামে, কিত্তিতে খ্যাত হই-
 য়াছে। এই তীর্থে যোগপক্ষে তপিত করিয়া যে
 মানস শ্রাদ্ধ করে, এবং তাহ সংক্রমণে গ্রাস করে,
 সে ব্রহ্মভূত হইতে যুক্তিলাভ করিয়া থাকে।
 পিতৃকৈশ্বে গয়ায় শ্রাদ্ধ করে, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ
 করিলে তাহাদের স্তান কলই হয়, ইহা মরুগিণ
 বলেন। চন্দ্রস্বৰূপে যে যে নর এই তীর্থে গোদান
 করে, তাহার সপ্তমুখ উদ্বাহ হয়। ৩—৩৫।

একত্রিশোধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

চাওত্রিশোধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। মহাবিনায়ক। যদেবতম
 পার্শ্ববিস্তৃতম। যস্মিন যুগে নৃপাঃ সখ্যো নিমিত্তবৎ
 প্রজায়তে। ১। দ্ব্যবতিকরাট। কথং মহাবিনায়ক
 পূর্বং তত্র বিনায়কঃ। কস্মিন কালে বিজ্ঞেয়ঃ সপ্ত
 বিস্তরতো বহু। ২। পুলস্ত্য উবাচ। পুরো-
 বর্তনজং লেপং গৃহীত্ব নৃপ পার্শ্বতী। বিনোদ্য
 চকারাধ বালকঃ সুকুমারিকম্। ৩। লেপাকার-
 ছিহ্নোহীনং শেবালাদ্রবং নৃপ। বখোক্তং নির্দ-
 যিত্ব তং কলং বাক্যমধারবীৎ। ৪। লেপমান
 ভক্তস্তে শিরোবর্ধং কলং সত্তরম্। যেনাং পূজিতো
 মে স্তাদ্ভাতা তে পরমুজ্জয়ঃ। ৫। ততো গোদী-
 সমাদেশাঙ্গেশালকৌ নৃপোত্তম। মন্তঃ গজবরং
 দৃষ্টী শিরস্তস্ত সমানয়ং। ৬। তস্মিন্নিবেদ্যামান
 গাজে লেপসমুভবে। মহাকীং নিবেদ্য তানি পুত্র
 কন্যাদয়াদিতম্। ৭। ক্রবস্ত্যাশ্রাপি পার্শ্বত্যা যা
 মেতি চ মুহুৰ্ভুঃ। স্তম্ভে শিরসি তদাঙ্গো দৈব-
 যোগাররাধিপ। ৮। বশেবারাধকক গাজেল্যঃ

চাওত্রিশোধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপবর। অনন্তর নর
 মহাবিনায়ক তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ কর্ণমে
 নরগণের কোন অন্তরায় থাকে না। দ্ব্যবক্তি বলি-
 লেন,—হে বিজ্ঞেয়। পূর্বে কোন সময়ে কি
 প্রকারে বিনায়ক মহাব লাভ করিয়াছিলেন? পুলস্ত্য
 কহিলেন,—হে নৃপ। পূর্বে দেবী পার্শ্বতী উদ্বর্ত-
 নজাত লেপ লইয়া বিনোদ্য এক সুকুমার বালক
 নির্দ্রাণ করিতে থাকেন। লেপাভাবে ঐ বালকের
 মস্তক গঠিত হয় না। তখন তিনি সমস্ত অস্ত্রাদ্র অব-
 যব নির্দ্রাণ করিয়া কলকে বলিলেন,—বৎস কল।
 মস্তক নির্দ্রাণার্থ সীম লেপমান কর; ইহাতে এই
 আমার পুত্র—তোমার ভাতা পরমকৈর অজয়
 হইবে। অনন্তর গোদীর আদেশে কল লেপমান
 গেলেন, কিন্তু তাহা নাগাইয়া একমস্ত গজরাজকে
 তদীয় মস্তক আনয়ন করিলেন এবং আনিয়া তাহা
 বালকের লেপসমুভব সাজে বেদন করিতে আরম্ভ
 হইলেন। পার্শ্বতী সুবিশ্রয়ঃ পুত্র। এই পুত্র
 কলং মস্তক কিমপে যস্মিন সপ্তমুখ করিলে। এই
 বলিয়া দৈব যোগে দৈব যোগে দৈব যোগে
 করিতে থাকিলেন।

প্রযত্নে তং প্রপঞ্চেদ্বিনায়কম্ । য ইচ্ছেৎসকলান্
কামানিহ লোকে পরম ৮ । ২৭ । গৃহস্থো-
হপি ৮ যো ভক্ত্যা অরেকার্থ্য উপস্থিতে ।
অবিয়ং তস্ত তৎসৰ্বং সংস্কিমুপগচ্ছতি । ২৮ ।
প্রাতঃকথায় যো মৰ্ত্ত্যঃ অরেন্দেবং বিনায়কম্ । তস্ত
ভক্তিনজাতানি সিদ্ধিঃ কৃত্যানি যান্তি হি । ২৯ ।
বিবাহে কলহে যুদ্ধে প্রস্থানে কৃষিকৰ্ম্মণি । প্রবেশে
৮ অরেন্দেব ভক্তিপূৰ্ণং বিনায়কম্ । তস্ত তৎসিদ্ধিঃ
সৰ্বং প্রসাদান্তস্ত সিধ্যতি । ৩০ । মহাবৈনায়কীঃ
শান্তিঃ যঃ কৰোতি সমাহিতঃ । ন তং প্রেতা গ্ৰহা
রোগাঃ পীড়য়ন্তি বিনায়কাঃ । ৩১ । যযাতিরূবাচ ।
মহাবৈনায়কীঃ শান্তিঃ বদ মে মুনিসত্তম । কে মম্বাঃ
কিং বিধানক পয়ঃ কোতুহলঃ হি মে । ৩২ ।
পুলস্ত্য উবাচ । শুক্লপক্ষে শুভে বারে নক্ষত্রে
লোবর্জিতে । শ্রেষ্ঠচন্দ্রবলে শান্তিঃ গণেশস্ত
সমাচরয়েৎ । ৩৩ । পূৰ্বোক্তয়ে সমে দেশে কৃত্বা
বেদীক মণ্ডপম্ । মধ্যে চারদলঃ পদ্মঃ গৃহ সূত্রঃ
প্রয়োজয়েৎ । ৩৪ । ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ 'দিনু
সৰ্বানু ভূপতে । গণেশপূজিকাক্ষাণি মাতরশ্চ
বিশেষতঃ । ৩৫ । গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ যথোক্তৈরুপলি-

খিনি ইহপরকালে সৰ্ব কাম লাভ করিবার
করেন, তিনি সৰ্ব প্রযত্নে বিনায়ক দর্শন করিবেন ।
যে গৃহস্থ কোন কার্য উপলক্ষে ভক্তি করিয়া বিনা-
য়ক অরণ করে, তাহার সমস্ত কার্য নিষিদ্ধ হইয়া
সিদ্ধ হইয়া থাকে । যে মানব প্রাতে উঠিয়া বিনা-
য়ক অরণ করে, তাহার দৈনিক কৃত্য সকল সিদ্ধ
হয় । বিবাহে, কলহে, যুদ্ধে, প্রস্থানে, কৃষিকৰ্ম্মে,
কিবা গৃহপ্রবেশে যে নর ভক্তিপূৰ্ণক বিনায়ক
অরণ করে, বিনায়কের প্রসাদে তাহার সমস্ত
বাঞ্ছিত সিদ্ধ হয় । যে নর সমাহিত হইয়া মহা
বিনায়কী শান্তির অমৃতানু করে, প্রেতা, গ্ৰহ, রোগ,
বা বিনায়কগণ তাহার পীড়া জন্মাইতে পারে না
যযাতি কহিলেন,—যদি মহাবৈনায়কী শক্তি কি ?
তাছাড়া কি কি মন্ত্র এবং কিরূপ বিধি, তাহা
আমি নিকট বলুন অন্তে আমার বড়ই কোতু-
হল হইয়াছে । পুলস্ত্য কহিলেন,—শুক্লপক্ষ
শুভবারে শ্রেষ্ঠ চন্দ্রবল এবং নির্দোষ নক্ষত্রযুক্ত দিনে
মহাবৈনায়কী শক্তি করিবে । পূৰ্বোক্ত সবদেশে
একটী বেদী ও মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া বেদীমধ্যে
অষ্টদল পদ্ম নিপুঙ্কক সূত্র দ্বারা বেদী বেটন
করিবে । অপর গন্ধপুষ্পাদি উপহার দ্বারা

বিস্তারিতঃ । বেতবস্ত্রবৃগচ্ছরং কলসং জলপূরিতম্ ।
৩৬ তন্ত্ৰৈব পূৰ্ণকিত্তাগে সহিষণ্যঃ কলাষিতম্ ।
৩৭ । গণানাম্ হেতি মন্ত্রেণ সহস্রং চাষ্টসংযুতম্ ।
জপেত্তস্ত তথা চাক্রম্ পকাকাদ্বপসস্তম্ । ৩৮ ।
বিনায়কং সমুদিশ্য পুরঃ কুণ্ডে কৰাস্বকে । চতুরশ্বে
যোনিযুতে মেখলাভিক্ষিত্ববিতে । ৩৯ । মধুদূধাক-
তৈর্হোমৈগ্রহহোমাদনস্তরম্ । গণানাম্ হেতি
মন্ত্রেণ দশসাহস্রিকস্তথা । ৪০ । কার্যো বৈ পার্শ্বি-
শ্রেষ্ঠ কার্ধ্যোচোদমুখোদিতঃ । চতুর্ভিক্তত্বৈ
রাজন পীতবস্ত্রালপনৈঃ । ৪১ । পীতাব-
ধরৈশ্চৈব যুতহোমাজলীয়কৈঃ । ততো হোমাবসানে
তু যজ্ঞমানঃ নৃপোত্তম । ৪২ । যুগচন্দ্রোপরিষ্ক
মন্ত্রৈরেতির্জিহ্বানতঃ । নাপর্যেৎপ্রাচুখঃ শাস্তঃ
শুক্লবস্ত্রাবৰ্ণাতিতম্ । ৪৩ । ইমং মে গদে যমুনে
পঞ্চনদ্যাঃ স্পৃশ্যকরে । ক্রীত্বস্তসহিতং বিকোঃ পাব-
মানঃ বুধাকপিম্ । ৪৪ । সমাশুচ্চার্য বিয়ানাম্
ততো নাশং প্রদদ্যতে । গ্ৰহাঃ সৌম্যমামান্তি কৃত্বা
নশন্তি তৎক্ষণাৎ । ৪৫ । আধরো ব্যাধয়ো রোজা

সৰ্বদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে এবং গণেশ-
পুরঃসর মাতৃকাদিগকে বিশেষরূপে পূজা করিবে ।
উহার পূৰ্ণকিত্তাগে একটী জলপূর্ণ কলসস্থাপন
করিবে । এই কলস হিষণ্য ও কলাষিত এবং
বেতবস্ত্রবৃগে আচ্ছাদিত হইবে । তৎপরে 'গণানাম্
হ্য' ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিতে
হইবে । তারপর স্বীয় সমুখে একঃস্তমিত চতুরশ্র
কুণ্ড করিবে । এই কুণ্ডে যোনিযুক্ত ও মেখলাগুত
হইবে । অনন্তর মধু, দূধ ও অকৃত দ্বারা গ্ৰহ-
তোম করিয়া পরে 'গণানাম্ হ্য'—ইত্যাদি মন্ত্রে
বিনায়কোদ্দেশে দশ সহস্রবার হোম করিবে । এই
হোম উদ্ভূত হইয়া কারতে হইবে । কোমকার্যো
চারিজন চতুর ভ্রাতৃগণ নিযুক্ত হইবেন । উহাদের
পরিধানে পীতবস্ত্র থাকিবে । উহার অঙ্গে অমৃত
লেপন এবং করাজলিতে হোমাজলীয় ধারণ করি-
বেন । অনন্তর হোমাবসানে যুগচন্দ্রোপরিষ্কিত
যজ্ঞমানকে রক্ষমাণ যজ্ঞসমুৎ উচ্চারণ করিয়া নান
করাইতে হইবে । নানকালে যজ্ঞমান শুক্লবস্ত্রাব-
ৰ্ণাতিত, শাস্ত ও প্রাচুখ হইয়া অবস্থান করিবেন ।
নান মন্ত্র বচা—পূর্বম্ যে গদে যমুনে—ইত্যাদি
ক্রীত্বস্ত বিহুর পাবনীসূক্ত ও বুধাকপিসূক্ত
এই সকল সূচ্য উচ্চারণ করিলে বিয়দ্রুহের
নাশ হয়; এইগণ সৌম্যভাবে ধারণ করে, কৃত

হুইরোগা অরাদয়ঃ। প্রণত্বস্তি ক্রতঃ সর্বে তথোৎ-
পাতাঃ স্পদাশ্রয়ঃ। ৪৬। এতন্তে সর্মমাখাতঃ
যয়াং স্বং পরিপূচ্ছসি। বিনায়কস্ত মাহাশ্বাং মহত্বং
শান্তিকং তথা। ৪৭। যচ্চ কৈতয়তে সমাক্
চতুর্থাং স্পদমাহিতঃ। শূণোতি বা নৃপশ্চেষ্ঠ তস্তা-
বিত্তঃ সঙ্গা তবৎ। ৪৮। যং যং কামমতিধ্যায়ন-
যজ্ঞেচ্ছদং সমাহিতঃ। তন্তদাপোতি নৃনক গণ-
নাথপ্রসাদতঃ। ৪৯।

ইতি জীকান্দে বিনয়কমাহাশ্বাবর্ণনং নাম
ষাষ্টিংশোহধ্যায়ঃ। ৩১।

ত্রয়স্বিংশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ পার্বেষরং পঞ্চেদেবং
পাতকনাশনম্। যং দৃষ্টী মানবঃ সমাশ্রুগতে
সর্মপাতকৈঃ। ১। পাখানায়াভবৎসাধী দেবলস্ত
প্রিয়া সতী। তয়া পূর্বং তপস্তত্ত্বং তত্র স্থানে মহী-
পতে। ২। সা পূর্বমভবদ্বত্যা ঋষিপত্নী যশস্বিনী।
বৈরাগ্যং পরমং গতা ততশ্চৈবাক্ষুণ্ণং গতা। ৩।
বায়ুতক্ষা নিরাহারা সমচিত্তাসনে স্থিতা। ততো

গণ পলায়ন করে; আদি, ব্যাধি এবং হুই অরাদি
রোগ ও দাক্ষণ উৎপাত সকল অতিক্রান্ত প্রানষ্ট
হইয়া থাকে। রাজন! আপনি যে আমার নিকট
বিনায়কের মাহাশ্বা মহত্ব ও শান্তিকার্যের কথা
জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এই আমি সকলই কীর্জন করি-
লাম। যে নর সমাহিত হইয়া চতুর্থীদিনে ইহা
কীর্জন বা জবণ করে, তাহার সর্বাঙ্গ অবির হইয়া
থাকে। যে নর যে যে কামনা করিয়া ইহার পূজা
করে, গণনাথের প্রসাদে তাহার সেই সেই কামনা
পূর্ণ হয় নিশ্চয়ই। ২০—৪৯।

ষাষ্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্বিংশ অধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অতঃপর পাতকহর পার্বে-
ষর দেবের সমীপে গমন করিবে। মানব ইহার
দর্শনে সর্মপাশ্রয় হইতে মুক্ত হয়। পুরাকালে পার্বা-
নাথী সাক্ষী দেবলপত্নী এই স্থানে তপস্তা করিয়া
ছিলেন। এই যশস্বিনী ঋষিপত্নী পূর্বে বত্যা ছিলেন।
সেই ব্রহ্ম পরম বৈরাগ্য অধ্যয় করিয়া অর্কুণ্ণাতলে

বর্ষসহস্রান্তে ভক্ত্যা তস্তা মহীপতে। ৪। উভিত্য
ধরনীপৃষ্ঠং সহসা লিজমুখিতম্। এতন্নিয়মেব কালে
তু বাঙবাচাশরীরীণী। ৫। পূজয়েত্তমহাভাগে
শিবলিঙ্গং স্পদাবনম্। ব্রহ্মত্যা ধরনীপৃষ্ঠাঙ্গিঃস্বতং
কামদং মহৎ। ৬। যো যং কামমতিধ্যায়ন পূজ-
য়িষাতি মানবঃ। অস্তোহপি তদভিপ্রেতঃ প্রাপ্যতে
নাথ সংশয়ঃ। ৭। পার্বেষরার্থ্যমেতন্নি লোকে
খ্যাতিঃ গমিষাতি। এবমুক্তা ততো বাণী বিররাম
মহীপতে। ৮। ততঃ সা বিশ্বয়াবিত্তা পূজয়ামাস
তন্তদা। ততঃ পূজ্যতং প্রাপ্তং বিদ্যং বংশধরং তথা।
৯। ততঃ প্রভৃতি ভক্তিং বিখ্যাতে ধরনীতলে।
তত্রাস্তি নির্মলং তোয়ং গিরিগঞ্জরনিঃসৃতম্। ১০।
তত্র স্নানান্নরঃ সমাগ যন্তঃ পশ্চতি ভাবতঃ। ন স
পশ্চতি সংসারে দুঃখঃ সন্তানসন্তবম্। ১১। শুক্লপক্ষে
চতুর্দশ্যাং জাগরং তস্ত চাগ্রতঃ। যঃ করোতি
নিরাহারঃ স পুত্রং লভতে ক্রমম্। ১২। পিণ্ড-
নির্কপণং তত্র যঃ করোতি সমাহিতঃ। তস্ত
পুত্রতুমায়ান্তি পিতরন্তং প্রসাদতঃ। ১৩।

ইতি জীকান্দে পার্বেষরমাহাশ্বাবর্ণনং নাম
ষাষ্টিংশোহধ্যায়ঃ। ৩৩।

গমন করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি একাগ্র
মনে কথ বায়ু ভক্ষণে, কখন বা আহার বিহনে
আসনে অবস্থান করিয়া তপস্তা করেন। রাজন!
অনন্তর সহস্র বর্ষাবসানে তদীয় ভক্তির গুণে ধরা-
পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সহসা এক লিঙ্গ উখিত হয়। এই
সময় আকাশে এইরূপ এক অশরীরীণী বাণী উখিত
হইল যে, হে মহাভাগে! তুমি এই স্পদাবন শিব-
লিঙ্গ ভক্তি করিয়া পূজা কর। এই লিঙ্গ ধরনী-
তলে ভেদ করিয়া উখিত হইয়াছে। ইহা একটী
কামপ্রদ মহালিঙ্গ হইল। যে নর যে কামনায় এই
লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহার সে কামনা পূর্ণ
হইবে। জগতে এই লিঙ্গ পার্বেষর নামে প্রখ্যাতি
লাভ করিবে। এই বলিয়া বাণী বিরত হইল।
অনন্তর পার্বা বিশ্বয়াপর হইয়া সেই লিঙ্গের পূজা
করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার শত বংশধর
লব্ধ হইল। তখন হইতে এই লিঙ্গ ধরাতলে প্রসিদ্ধ
হইয়া উঠিল। তথায় গিরিগঞ্জরনিঃসৃত এক
নির্মল জলাশয় আছে। তাহাজে স্নান করিয়া যে
নর ভক্তিভাবে পার্বেষর লিঙ্গ দর্শন করে, এসং-
সারে সন্তানজনিত দুঃখ তাহাভে ভোগ করিতে
হয় না। শুক্লপক্ষীয় চতুর্দশীদিনে এই লিঙ্গাগ্রে যে

চতুস্ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । কৃষ্ণতীর্থে ততো গচ্ছৎকৃষ্ণত
দয়িতঃ সদা । যত্র সরিহিতো নিত্যং স্বয়ং বিষ্ণু-
শ্রমহীপতে ॥ ১ ॥ যযাতিরুবাচ । কৃষ্ণতীর্থে কথং
তত্র জাতং ব্রাহ্মণসত্তম । কশ্মিন কালে যুনে ক্রহি
সৰ্গং বিস্তরতো মম ॥ ২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
তন্নিরেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্বাবরজজন্মে । চৈত্র্য-
পবনে নষ্টে জ্যোতিষি প্রলয়ং গতে ॥ ৩ ॥ ততো
যুগসংক্রান্তে বিবৃদ্ধঃ কমলাসনঃ । একাকী চিন্তয়া-
মাস কথং সৃষ্টিৰ্ভবেদিতি ॥ ৪ ॥ ভ্রমংচাপি চতুর্ভুজো
যাবৎপজ্ঞাতী দূরতঃ । চতুর্ভুজং বিশালাকং পুরুষং
পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৫ ॥ তং চোবাচ চতুর্ভুজঃ কথং
কেন বিনিশ্চিতং । কিমধমিহ সংশ্রাণুঃ সৰ্গং বিস্ত-
রতো বদ ॥ ৬ ॥ তমুবাচাধ গোবিন্দঃ প্রহসন স্নানয়া
গিয়া ॥ ৭ ॥ অহমাদ্যাঃ পুমানেকো ময়া সৃষ্টো
তবানপ । প্রহ্মমিচ্ছামি ভূয়োহপি ভূতগ্রামঃ

নর নিরাহারে রাজি জাগরণ করে, তাহার নিশ্চয়ই
পুত্র লাভ হয় । যে মানব সমাহিতভাবে এই স্থানে
পিও নির্দীপণ করে, লিঙ্গপ্রসাদে তদীয় পিতৃগণ
তাহারই পুত্রস্ব অধীকার করিয়া থাকেন । ১-১৩ ।

ত্রয়সিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর জীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়
কৃষ্ণতীর্থে গমন করিবে । স্বয়ং সুবাবাহ বিষ্ণু ঐ
তীর্থে নিত্যসরিহিত । যযাতি কহিলেন,—ব্রাহ্মণ-
বর । কৃষ্ণতীর্থের উৎপত্তি হইল কিরূপে ? উহা
কোন কালে হইয়াছিল ? হে পুত্র ! এসকল আমার
নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—
ঘোর একার্ণবে স্বাবরজজন্ম জগৎ নষ্ট হইলে চন্দ্র,
অর্ক, পবন ও জ্যোতিষ এই অদ্ভুত হইলে যখন
সহস্র যুগান্তে পূর্ণ প্রলয় পঙ্খিত হইল, তখন কম-
লাসন বিবৃদ্ধ হইয়া বিরূপে সৃষ্টি হইবে, তদ্বিবয়ে
একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন । চতুরানন ত্রয়ণ
করিতে করিতে তৎকালে ঘুরে এক চতুর্ভুজ বিশাল-
নেত্র পুরুষ দেখিতে পাইলেন । তাঁহাকে দেখিয়াই
চতুরানন বলিলেন,—কে তুমি ? কাহার সৃষ্ট ?
কেন এখানে উপস্থিত ? এসকল বিশেষরূপে বল ?
তখন গোবিন্দ কহিলেন,—কৃষ্ণ বাক্যে ব্রহ্মাকে

চতুর্ভুজম্ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ তদন্যে
শ্রব কৃষ্ণো দেবঃ শিতাবহঃ অত্রবীৎ পুরুষঃ
বাক্যং ভৎসয়ৎ পুনঃপুনঃ ॥ ৯ ॥ সৃষ্টব্যং হি ময়া
মুচ প্রথমোহহমসংশয়ম্ । স্বাদৃশানাং সহস্রাণি
করিস্যেহহমসংশয়ম্ ॥ ১০ ॥ এবং বিবদমানৌ তৌ
মিথো রাজয়াম্যামৃতৌ । স্পর্ধয়া রোষভ্রাত্মাকৌ
যুযধাতে পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥ মুষ্টিভিঃ স্রি-
ভিতৈশ্চ ব নৈধেদৈর্ভীকির্কবৈশৈঃ । এবং বর্ষ-
সহস্রং তু তয়োৰ্যুদ্ধমবৰ্ণত ॥ ১২ ॥ ততো বর্ষ-
সহস্রান্তে তয়োর্মধ্যে নৃপোত্তম । প্রাহুর্ভূতং মহা-
লিঙ্গং দিব্যং তেজোময়ং শুভম্ ॥ ১৩ ॥ এতন্নিরবে
কালে তু বাণবাচাশ্রয়িণী । যুদ্ধাদব্রজ্যবর্জিতং
চ বিকো মমাজয়া ॥ ১৪ ॥ এতদ্বাহেবসং লিঙ্গং
যোহস্ত চাক্তে গাময্যতি । স জ্যোতঃ স বিষ্ণুঃ কস্তা
যুববোনাঞ্জ সংশ্লিঃ ॥ ১৫ ॥ অথোভাগং ব্রজস্যেক
একশ্চোদ্রং মমাজয়া । তচ্ছ্রুত্বা সহরৌ ব্রজা ব্যোমমার্গং
সমাব্রজিতঃ ॥ ১৬ ॥ বিদার্যা বহুধাঃ কৃকোহপ্যবস্তাৎ

বলিলেন,—আমিই একমাত্র আদ্যপুরুষ । তোমা-
কেও আমিই সৃষ্টি করিয়াছি । একগুণে পুনরপি চতু-
র্ভুজ ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । ১-৮ ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—তাঁহার সেইবাক্য শুনিয়া শিতা-
মহ দেব ক্রুদ্ধভাবে পুনঃপুন ভৎসনা করিয়া পুরুষ-
বাক্যে বলিলেন,—মুঢ় ! আমিই তোমার সৃষ্টি
করিয়াছি, আমিই নিশ্চয় আদি পুরুষ । আমি
ভবাদৃশ সহস্র সহস্র ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে সৰ্ব্ব ।
রাজন ! এইরূপে সেই মহাপ্রভ যথাপুরুষত্ব পর-
স্পর বিবদ করিতে লাগিলেন । রোষাবেশে তাঁহা-
দের নয়ন ভাববর্ণ হইল । তাঁহার স্পর্ধা করিয়া
অবশেষে মুষ্টি, বাহু, নখ, ও দস্তাধাতে এবং নানা
আকর্ষণ-বিকর্ষণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এইরূপে
সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের যুদ্ধ চলিল । সহস্র বর্ষের
পর হে নৃপবর ! তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এক
দিব্য তেজোময় মহালিঙ্গ প্রাহুর্ভূত হইল । সন্ধ্যা
সন্ধ্যা ঐ সময় এইরূপ আকাশবাণী উচ্চিত হইল—
হে ব্রহ্মন, হে বিষ্ণো ! আমার আদেশে তোমরা
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও । এই মাহেশ্বর লিঙ্গ, ইহার
অন্তে যে যাইতে পারিবে তোমাদের উভয়ের মধ্যে
সেই নিশ্চয় জ্যোতঃ ও অর্ক কস্তা হইবে, সংশয়
নাই । আমার আদেশে তোমাদের এক জন
অধোদিক এবং আর একজন উপরিক দিক গমন
কর । তৎপ্রবশে ব্রজা সহস্র কোমপদে ব্যবহৃত হই-

সদয়ঃ গতঃ। স তিষ্ঠা সপ্তপাতালানধো দাবৎ-
প্রযতি চ। তাবৎ কালান্নিক্রম্য দৃষ্টেস্তেন মণা-
কমা। ১৭। গন্তমিচ্ছন্তোহেতদ্বাদ্যাবধেগঃ
করোতি সঃ। তাবন্তস্মার্ত্তিভির্দেহঃ কৃকরঃ সম-
পদ্যত। ১৮। ততো মুচ্ছাভিসমুত্তো দহমানো-
হতুতরিনা। নিবর্ত্তা সহসা বিফুর্গৈলক্যং পরমং
গতঃ। ১৯। তচ্চলিকং সমাসাদ্য তজ্জা পূজা
কৃত্য ততঃ। বেদোক্তৈঃ পরমৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতিং
চক্রে মহীপতে। ২০। ত্রয়োপি বোমমার্গেণ
গতো হংসবিমানতঃ। দিব্যং বর্ষসংস্রঃ তু তস্যাস্তং
নাভ্যাপদ্যত। ২১। ততো বর্ষসংস্রাস্তে কেতকী
সৌহৃদ্যপাশত। আগ্রাস্তো বোমমার্গেণ তয়া
পৃষ্টচতুর্ধঃ। ২২। ক বহা গম্যে ত্র্যক্ষিরালম্বে
মহাপথি। শূন্তে তবঃ সমাচক্ষ পরং কোতুহলং
হি মে। ২৩। ত্র্যকোবাচ। মম স্পর্শা সমুৎপন্ন
বিফুরা সহ শোভনে লিঙ্গস্মাত্ত হি পর্যাস্তঃ যো
লভিষ্যতি চাবয়োঃ। ২৪। স জ্যায়ানিতরো হীনো

যেতহ্ৰুং পিনাকিনা। প্রস্থিহোহহঃ ততশ্চোক্ত-
মরোমার্গঃ গতো হরিঃ। ২৫। লজ্জা লিঙ্গস্ত পর্যাস্তং
যাস্মাং ক্রিতিমণ্ডলে। তস্ত তদ্বচনং ক্রমা তৎ
পুণ্যমভ্যভাষত। ২৬। বার্ষভমোহসি লোকেশ
নহ্যে লিঙ্গস্ত বিদ্যাতে। চতুর্ভুগসংস্রাণাঃ কোটিরেকা
পিতামহঃ। ২৭। লিঙ্গমূর্ধুঃ পতন্ত্যা যে কালো
জাণে মহাত্মতে। তথাপি ক্রিতিপৃষ্ঠঃ তু ম
প্রাপ্তাস্মি কথকন। ২৮। যাবৎবালেন হংসস্তে
যোজনং সম্প্রগচ্ছতি। তাবৎ কালেন গচ্ছামি
যোজনানামহংশতম্। ২৯। তস্মান্নিবর্তনং যুক্তং
মম বাক্যেন তে বিভো। দর্শয়িত্বা চ মাং বিবেক-
জ্ঞেষ্ঠং ব্রজ সাশ্রতম্। ৩০। ততো হৃষ্টমনা
ভূদ্বা গৃধোহা তাং চতুর্ধুঃ। পুনর্বর্ষসংস্রাস্তে
ভূমিপৃষ্ঠমুপাগতঃ। দর্শয়ামাস তাং বিবেকরেষা
লিঙ্গস্ত মূর্ধতঃ। ৩১। ময়ানীতা শুভা মালা লক-
শ্চাস্ত্য চতুর্ভুজ। দ্বয়া লকো ন বাসত্যঃ বদ মে
পুরুষোত্তম। ৩২। বিফুরবাচ। অনন্তস্তাপ্রমেয়স্ত
দেবদেবস্তা শূলিনঃ। নহং শক্তঃ পরং পারং গম্যং

লেন। আর কৃক বসুধা ভেদ করিয়া সদয় অধো-
দিকে প্রস্থান করিলেন। কৃক সপ্তপাতাল ভেদ
করিয়া যখন তাহার অধোদিকে গেলেন,
তখন তিনি কালান্নিক্রমকে দেখিতে পাইলেন।
মহাশয় কৃক তাহার দর্শনানন্তর যখন তাহা হইতেও
অধোদিকে যাইবার উদ্যোগী হইলেন, তখন সেই
কালান্নিক্রমের জালামালায় দগ্ধ হইয়া কৃকই প্রাপ্ত
হইলেন। অনন্তর সেই অপূর্বানলে দগ্ধ হইয়া
কৃক মুচ্ছাভিপন্ন হইলেন এবং মুচ্ছাস্তে অত্যন্ত
লজ্জিত হইয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক সেই লিঙ্গসমীপে
আগমনান্তে ভক্তির সহিত পূজা করিলেন; অপিচ
বেদোক্ত পরম স্তোত্রকে তাঁহার স্তব করিতে লাগি-
লেন। এদিকে ত্র্যক্ষ হংসবিমানে বোমপথে গিয়া-
ছিলেন। তিনি দিব্য সংস্রবৎসর পরিভ্রমণ করি-
য়াও সেই লিঙ্গের অন্তসীমা দেখিতে পাইলেন না।
সংস্রবৎসর অতীত হইলে তাহার সহিত কেত-
কীর সাক্ষাৎ হয় কেতকী বোমপথে আসিতে
ছিল। সে চতুরাননকে জিজ্ঞাসা করিল,—ব্রহ্মণ!
এই নিরালম্ব মহাপৃষ্ঠপথে কোথায় যাইতেছেন?
সত্য করিয়া বলুন? আমার বড়ই কোতুহল
জন্মিয়াছে। ত্র্যক্ষ বলিলেন,—সুন্দর! একলা
বিফুরসহিত আমার স্পর্শা হইয়াছিল। অনন্তর
পিনাকীর প্রত্যাদেশ হইল—তোমাদের মধ্যে যে
ব্যক্তি এই লিঙ্গের চরম সীমা প্রাপ্ত হইতে

পারিবে, সেই জ্যেষ্ঠ এবং ইতর ব্যক্তি তদপেক্ষা
হীন হইবে। অনন্তর আমি উক্তে আসিলাম, হরি
অধোদিকে গমন করিলেন। আমার অভিপ্রায়
এই যে, আমি লিঙ্গের চরম সীমা দেখিয়া পুনরায়
ক্রিতিমণ্ডলে গমন করিব। ত্র্যক্ষর বাক্য শুনিয়া
কেতকী কহিল,—হে লোকেশ! তোমার শ্রম ব্যর্থ
হইতেছে। এ লিঙ্গের অন্ত নাই। হে পিতামহ!
আমি এক কোটি সংস্র চতুর্ভুগ পর্যাস্ত কাল লিঙ্গের
মস্তক দিক হইতে আসিতেছি, তথাচ এখনও ক্রিতি-
পৃষ্ঠ প্রাপ্ত হই নাই। তোমার বাহন হংস যহ-
কালে এক যোজন অতিক্রম করে, আমি সেই
কালমধ্যে শত যোজন অতিক্রম করিয়া থাকি।
হাট বলিতেছি, হে বিভো! আমার বাক্যে
এই অসম্ভব কার্য হইত তোমার নিবর্তনই যুক্তি-
যুক্ত। তুমি আমাকে পাইয়া বিফুর হইতে জ্যেষ্ঠত্ব
লাভ দিবে। অতএব নিবর্তন কর। ২—৩। অন-
ন্তর চতুরানন হৃষ্ট মনে কেতকী লইয়া পুনরায় বর্ষ-
সংস্রান্তে ভূপৃষ্ঠে আগমন করিলেন এবং বিফুরকে
সেই কেতকী দেখাইয়া বলিলেন,—হে চতুর্ভুজ!
এই আমি লিঙ্গের মস্তক হইত সুন্দর মালা আনি-
য়ন করিয়াছি; লিঙ্গের অধো আমি পাইয়াছি।
তুমি লাভ করিয়াছ কি না—পুরুষোত্তম! সত্য
করিয়া বল। বিফুর বলিলেন,—অনন্ত অপ্রমেয়

ব্রহ্মন কথকন । ৩৩ । যদি ত্রয়াস্ত পূর্ণস্তো লক্ষা
ব্রহ্মন কথকন । তন্তে তুষ্টিং গতো নৃণাং দেবদেবো
মহেশ্বরঃ । ৩৪ । নান্নথা চাস্ত পৰ্য্যস্তো দৃশ্যতে কেন
চিৎ কচিৎ । তস্মাজ্যোতৌ ভবান্ শ্রেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো-
হহমসংযমঃ । ৩৫ । পুলস্ত্য উবাচ । এতন্নিম্নেব
কালে তু ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ । কোপং চক্রে মহা-
রাজ ব্রহ্মাণঃ প্রতি তৎকণৎ । ৩৬ । অথাহ
দর্শনং গম্য ধিক্গিব্যর্থপ্রজরক । মিথ্যা প্রজর-
মানেন কিমিদং সাহসং কৃতম্ । ৩৭ । যস্মান্নথা মুবা
প্রোক্তং মম পৰ্য্যস্তদর্শনাম্ । তস্মান্নাং সৰ্ব্বাবর্ণনাং
পূজার্থে ন ভবিষ্যসি । ৩৮ । যে চ ত্রাং
পূজয়িষ্যতি মানবা মোহসংযুতাঃ । তে কৃচ্ছ-
পরমং প্রাপ্য নাশং যাতস্তি কৃষ্ণশঃ । ৩৯ ।
কেতক্যা চ তথা প্রোক্তং যস্মান্নুস্মাৎ সুহৃদ্বয়া ।
অস্মা হি স্পর্শনাম্লোকঃ স্বপাকত্বং প্রযুক্তি । ৪০ ।
এবং শাপৌ তয়োর্দ্বা দেবঃ প্রোবাচ কেশবম্ ।
প্রসন্নবদনো হৃদ্যা তদা তুষ্টো মহেশ্বরঃ । ৪১ ।
ভগবান্নুবাচ । বাসুদেব মহাবাহো তুষ্টস্তেহং
মহামতে । সত্যসন্তাষণাদেব বরং বরয় সুব্রত ।
৪২ । ত্রীবাসুদেব উবাচ । এষ এব বরঃ প্রাযো

দেবদেব শূলপাণির পরপার আমি প্রাপ্ত হই
নাই । যদি তুমি ইহার শেষসীমা প্রাপ্ত হইয়া
থাক, তাহা হইলে দেবদেব মহেশ্বর তোমার
প্রতি নিশ্চয়ই তুষ্ট হইয়াছেন । অন্তথা ইহার
পর্য্যন্ত কেহই কদাচ দেখিতে সক্ষম নহে । অহ-
এব তুমিই জ্যেষ্ঠ, তুমিই শ্রেষ্ঠ ; আর আমিই
সৰ্ব্বথা কনিষ্ঠ । পুলস্ত্য কহিলেন,—হে মহারাজ !
এই সময় ভগবান্ বৃষভধ্বজ তৎকণাৎ ব্রহ্মার প্রতি
কোপ করিলেন এবং সাক্ষাৎ হইয়া বলি-
লেন,—হে মিথ্যাপ্রজরক ! তোককে ধিক্ ! তুমি
মিথ্যা বলিতে সাহস করিয়াছ । যেহেতু তুমি
আমার অঙ্ক দর্শন মিথ্যা বলিয়াছ । এই জন্ত
কোন বর্ণেরই তুমি পূজার্য হইবে না । যে সকল
মানব মোহবশে তোমার পূজা করিবে, তাহার
পরম কষ্ট পাইয়া সমুদ্রে বিনষ্ট হইবে । এই
অভিহুতা কেতকীও মিথ্যা কহিয়াছে । ইহার
স্পর্শনে লোক চণ্ডালও প্রাপ্ত হইবে । এইরূপে
তাহাদিগকে দ্বিবিধ শাস্ত প্রদান করিয়া দেবদেব
প্রসন্নবদনে কেশবের প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—
হে মহাবাহো ! বাসুদেব । আমি তোমার সত্যবাক্যে
তুষ্ট হইয়াছি । অতঃপর হে সুব্রত ! বর

যহং তুষ্টো মহেশ্বরঃ । ন চাপুণ্যবতাং দেব ত্বং
তুষ্টিমধিগচ্ছসি । অবশ্যং যদি মে দেহো বরো
দেবেশ্বর ত্বয়া । ৪৩ । লিঙ্গমেতদনন্তাধ্যং লঘুত্বাং
নয় মা চিরম্ । যেন সৃষ্টিৰ্ভবেল্লোকে ব্যাপ্তং বিশ্ব-
মনেন তু । ৪৪ । পুলস্ত্য উবাচ । তত্ত্বং সংক্ৰিপ্য
তল্লিঙ্গং লঘু কৃত্বা মহেশ্বরঃ । অরবীৎ কেশবং ত্বয়ঃ
শৃণু বাক্যমিদং হরে । ৪৫ । এতন্মধ্যাতমে দেশে
লিঙ্গং স্থাপয় মে হরে । পূজয় ত্বং বিধানেন পরমং
শ্রেয়ঃ প্রপৎস্তসে । ৪৬ । মম তেজোবিনির্দগ্ধঃ
কৃষ্ণত্বং হি যতো গতঃ । কৃষ্ণ এব ততো নাম লোকে
খ্যাতিং গমিষ্যতি । ৪৭ । কৃষ্ণকৃষ্ণেতি তে নাম
প্রাতরুখ্যায় মানবঃ । কীৰ্ত্তয়িষ্যতি যো ভক্ত্যা স
যতি পরমাং গতিম্ । ৪৮ । পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তা তমীশানন্তজৈবান্তরধীয়ত । বাসুদেবো-
হপি তল্লিঙ্গং গৃহীত্বানুপার্বতে । নির্বাণে স্থাপ-
য়ামাস স্পৃশ্যে বিমলোদকে । ৪৯ । কৃষ্ণতীর্থং
হতো জাতং নাম্না হি ধরণীতলে । শৃণু পার্থিব-
শার্দ্দূল তত্র স্নাতস্ত যৎকলম্ । ৫০ । স্নাত্বা কৃষ্ণত্বে
পুণ্যে তল্লিঙ্গং পশ্যতে ত্বয়ঃ । সৰ্ব্বতীর্থোত্তমং শ্রেয়ঃ

কর । ৩১-৪২ । বাসুদেব বলিলেন,—আপনি মহেশ্বর,
আমার প্রতি যে প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাই আমার
উত্তম বর । বস্তুতঃ অপুণ্যকারীদিগের প্রতি
আপনি কখনই তুষ্ট হন না । হে মহাদেব ! যদি
অবশ্যই আমার অন্তবর প্রদান করেন, তবে
আমার প্রার্থনা—আপনার এই অনন্ত অসীম
লিঙ্গকে অচিরে লঘু করুন । এই লিঙ্গ বিধ
ব্যাপিয়া রহিয়াছে । ইহার লঘুকরণে লোকসৃষ্টি
সাধিত হইবে । পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর মহে-
শ্বর সেই লিঙ্গ সংক্ৰিপ্ত করিয়া কেশবকে কহিলেন,—
হে হরে ! আমার বাক্য শ্রবণ কর । এই
মধ্যতম দেশে আমার এই লিঙ্গ স্থাপন
করিয়া তুমি বিধিপূর্বক পূজা কর । ইহাতে
তোমার পরম শ্রেয়ঃ, লাভ হইবে । আমার
ভেজ দ্বারা দগ্ধ হইয়া তুমি যখন কৃষ্ণও প্রাপ্ত
হইয়াছ, তখন লোকে তোমার 'কৃষ্ণ' নামই
প্রসিদ্ধ হইবে । যে নর প্রভাতে উঠিয়া 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ'
এই নাম ভক্তিতরে কীৰ্ত্তন করিবে, তাহার পরম
গতি লাভ হইবে । পুলস্ত্য কহিলেন,—কোন
এই বলিয়া তৎকণাৎ অঙ্কহিত হইলেন । বাসুদেব
তাহার সেই লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া অৰ্দ্ধলচলের বিমল
জলময় পুণ্য নির্বাণে স্থাপন করিলেন । তখন

স মৰ্ত্যো লভতেহধিলম্ ॥ ৫১ ॥ তথা চ সৰ্বদানানাং
নিকামঃ প্রাপ্তয়াৎকলম্ । সকামোহপি কলং চেষ্টেৎ
যদ্যপি জ্ঞানসুহৃৎভবম্ ॥ ৫২ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন
জ্ঞানিঃ তজ্জ সমাচরেৎ । য ইচ্ছেক্ষাশ্রুতং জ্ঞেয়ো নাত্র
কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ৫৩ ॥ একাদশ্যাঃ মহারাজ নিরা-
হারো জিতেশ্রিয়ঃ । যন্তত্র জাগরং কুৰ্ব্বা লিঙ্গজ্ঞানগ্রে
সুভক্তিতঃ ॥ ৫৪ ॥ প্রভাতে কুরুতে শ্রাদ্ধং যন্ত
জ্ঞানসমধিতঃ । পিতৃন সন্তারয়েৎ সৰ্বান পূৰ্বজৈঃ
সহ ধৰ্ম্মবিৎ ॥ ৫৫ ॥ তিলান কৃষ্ণায়রসন্তত্র ব্রাহ্মণে-
ভ্যো দদাতি যঃ । ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈঃ স মৰ্ত্যো
মুচ্যতে ক্রবম্ ॥ ৫৬ ॥ দৰ্শনাদেব রাজেন্দ্র কৃষ্ণতীর্থস্ত
মানবঃ । মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো নাত্র কার্ধ্যা
বিচারণা ॥ ৫৭ ॥

ইতি জ্ঞানান্দে কৃষ্ণতীর্থমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম
চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

হইতে ঐ তীর্থ ধরাতলে কৃষ্ণতীর্থ নামে খাত
হইল। নূপবর! এক্ষণে ঐ তীর্থজ্ঞানের কল শ্রবণ
করুন। পুণ্য কৃষ্ণইন্দ্রে জ্ঞান করিয়া যে নর ঐ
লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার সৰ্বতীর্থোদ্ভব অখিল
পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। নিকাম ব্যক্তি সৰ্ব-
দানকল এবং সকাম ব্যক্তি সুহৃৎভ ইষ্ট কলভ
প্রাপ্ত হয়। অতএব যেনর শাখত শুভ কামনা
করেন, তিনি সৰ্ব প্রযত্নে ঐ স্থানে জ্ঞান করিবেন।
মহারাজ! যে জিতেশ্রিয় উপবাসী নর একাদশীর
দিন ভক্তিতরে লিঙ্গাগ্রে জাগরণ করিয়া প্রভাতে
জ্ঞান সহিত শ্রাদ্ধ করে, সে তাহার পিতৃপিতা-
মহাদি সমস্ত পূৰ্বপুরুষের উদ্ধার সাধন করিয়া
থাকে। যে ধৰ্ম্মজ্ঞ নর ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে
কৃষ্ণতিল দান করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে
মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! মানব কৃষ্ণতীর্থের দর্শ-
নেই সৰ্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, এ কথা
নিঃসন্দেহ। ৪০—৫৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য । উবাচ ততো গচ্ছেষুপশ্রেষ্ঠ তীর্থঃ পাপ-
প্রণাশনম্ । মামুহুদমিতি খ্যাতং তস্মিন্ পরিতরোধসি
॥১॥ তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ জ্ঞানবান্ সুসমাধিতঃ ।
মুচ্যতে পাতকৈর্দোষৈঃ পূৰ্বজস্মকুটৈরপি ॥ ২ ॥
তন্ত পশ্চিমদিক্‌ভাগে লিঙ্গমস্তি মহৌপতে । সৰ্বকাম-
প্রদং নুগাং স্থাপিতং মুদগলেন তু ॥ ৩ ॥ স্নাত্বা
মামুহুদে পুণ্যে যন্তল্লিঙ্গঞ্চ পশ্চতি । গুরুপক্ষে
চতুর্দশ্যাঃ কাল্ধনে মাস মানবঃ । স প্রাপ্নোতি পরং
শ্রেয়ঃ সৰ্বতীর্থেষু ভগ্নভবম্ ॥ ৪ ॥ যন্তত্র কুরুতে
জ্ঞানং দক্ষিণাং মুক্তমাশ্রিতঃ । পিতৃশ্রুতং তু প্যস্তি
যাবদাভুতসম্ভবম্ ॥ ৫ ॥ তত্র দানং প্রশংসতি
নীবারাণাং ঐ ধৰ্ম্মঃ । শাকমুলাদিভিঃ শ্রাদ্ধং
পিতৃণাং তুষ্টিং নৃপ ॥ ৬ ॥ যযাতিকবাচ । মামুহুদ-
মিতি বিভো কথং নামাভবৎ পুরা । মুদগলজ্ঞানম্
ক্রহিমম সৰ্বং বিধানন্তঃ ॥ ৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
তত্রস্থত পুরা রাজমুদগলস্ত মহাত্মনঃ । বিমানং
বরমাদায় দেবদূতঃ সমাগতঃ ॥ ৮ ॥ সোহব্রবীদেব-
রাজাতং প্রোবতো যুনিশতম্ । তবান্যায়কুঠৈনং

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নূপবর! অনন্তর অৰ্কুদা-
দ্রির তটস্থিত পাপহর মামুহুদ তীর্থে গমন করিবে।
সম্যক্ জ্ঞানবিত সুসমাধিত নর তথায় জ্ঞান করিয়া
পূৰ্বজস্মকুট ঘোর পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া
থাকে। রাজন! উহার পশ্চিম দিকে মুদগল-
স্থাপিত সৰ্বকাম-প্রদ এক লিঙ্গ আছে। কাল্ধনে
মাসের গুরু চতুর্দশীতে মামুহুদে জ্ঞান করিয়া
যে নর সেই লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার সৰ্বতীর্থ-
হৃৎভ পরম মঙ্গল লাভ হয়। দক্ষিণা মুক্তি
আশ্রয় করিয়া যে নর তথায় শ্রাদ্ধ করে, আশ্র-
লয়, তাহার পিতৃপিতৃগণ পারিতৃপ্ত থাকেন।
মহর্ষিগণ ঐ তীর্থে নীবার দানের প্রশংসা করিয়া
থাকেন। হে নূপ! এ তীর্থে শাক, মূল ও কলাদি
শ্রাদ্ধ পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ। যযাতি কহিলেন,—
ভগবন! মুদগলজ্ঞান মামুহুদ নামে কিরূপে বিখ্যাত
হইল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।
১—৭। পুলস্ত্য কহিলেন,—জান! একদা মহাত্মা
মুদগল আশ্রমে আছেন, এমত সময়ে জনৈক দেবদূত
ঐ স্থানে আগমন করিল, আসিয়া বলিল,—
যুনিবর! দেবরাজ আমায় পূনর নিকট গঠা-

৩ বিমানং গম্যতাং দিবি । ৯ । মুদগল উবাচ ।
 স্বগস্ত যে গুণা দূত যে চ দোষাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 তায়ে বদ করিষ্যেহং শ্রদ্ধা বৈ যৎক্ষমং ভবেৎ ।
 ১০ । ক্রহি তান্ সকলান্ দূত বাগমিষ্যামাহং ততঃ ।
 ১১ । দেবদূত উবাচ । অলমেকেন দর্পেণ ক্রিয়তুং
 শক্রজয়িত্ব । পুণ্যৈঃ স্বকৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ সমাগচ্ছেরিদং
 ততঃ । ১২ । মুদগল উবাচ । অশ্রুতৈর্নৈ
 গচ্ছেহংমেতয়ে হৃদি নিশ্চিতম্ । করিষ্যেহং তপো
 ভূরি পূজয়িষ্যে মহেশ্বরম্ । ১৩ । দূত উবাচ । ন
 শক্তঃ স্বর্গদান বক্তুমপি বধশতৈরপি । সংক্ষেপাৎ
 কথয়িষ্যামি যদি তে নিশ্চয়ঃ পরঃ । ১৪ । নন্দনা-
 দীনি রম্যাণি তত্র দেববনানি চ । অনন্তসদৃশা
 ভোগাঃ সদা তৃপ্তিহিজোত্তম । ১৫ । বৃত্তুকা নৈব
 তথা চ নিজালস্তে ন চ প্রভোঃ বভাদাপ্রসো
 মুখ্যা গচ্ছন্নাচ্ছরাদয়ঃ । রম্যস্তি নরং তত্র গীতৈ-
 নু তৈরনেকশঃ । ১৬ । এবং চ বসতে তত্র জনাঃ
 স্বর্গে তপোধন । যাবৎ পুণ্যক্ষয়স্তাবৎ পশ্যাৎপাতম-
 বাপুয়াৎ । ১৭ । এক এব মূনে দোষঃ স্বর্গ্যুকে

প্রতিভাতি মে । স এব পতনাখ্যস্ত স্বর্গিণাং চ
 ভয়াবহঃ । ১৮ । ন পুণ্যং লভতে তত্র কৰ্ম্ম বিপ্র
 কথকন । কৰ্ম্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মণ ভোগভূমিঞ্চ সা-
 ম্যুতা । ১৯ । যদত্র ক্রিয়তে কৰ্ম্ম শুভং তত্রোপ-
 ভূজ্যতে । তথা দৃষ্টা বিমানস্থান ভূরিধর্ম্মানিসং-
 যুতান্ । ২০ । বহুতেজোবিতান্ স্বর্গে হস্তপুণ্যো
 দ্বিজোত্তম । পশ্যন্তাপূজকঃ খেন স্বর্গস্থো ক্রুধিতঃ
 সদা । ২১ । ন ময়া সুরূতঃ ভূরি কৃতঃ মর্ত্যো
 কথকন । ২২ । তথা চ পতমানাস্ত দৃষ্টা চাভান
 সহস্রণাঃ । আত্মনশ্চ মহদুখং জায়তে চ তদকৃতম্ ।
 ২৩ । এতন্তে সর্বমাখ্যাতং গুণদোষসমুদভম্ ।
 স্বর্গসংকেষ্ঠিতং ব্রহ্মণ কুরুষ যদভীষ্মিভম্ । ২৪ ।
 মুদগল উবাচ । পতনস্ত ভয়ং যত্র পুণ্যহানির্ন বর্ত্তম্ ।
 তেন স্বর্গেন যে দূত নৈব কাৰ্য্যং কথকন । ২৫ ।
 বাচাস্তয়া মমাদেশাদেবরাজঃ ক্ষুণ্টঃ বচঃ । ক্রমাতা-
 মপরাধো মে ন স্বর্গায় স্পৃহা-মম । ২৬ । তৎকর্ম্মাহং
 করিষ্যামি যেন নো পতনান্তয়ম্ । সাধয়িষ্যামি

ইয়া দিয়াছেন । এই বিমানে আরোহণ করিয়া
 আপনি স্বর্গে আগমন করুন । মুদগল কহিলেন,—
 দেবদূত ! স্বর্গের কি কি দোষ বা কি কি গুণ,
 তাহা আমায় বল, আমি শুনিয়া যোগ্য হয়
 করিব । তুমি ঐ সকল বলিলে, পরে আমি আগমন
 করিব । দেবদূত কহিল,—এরূপ গর্ব্বোত্তির
 প্রয়োজন নাই । ইহা যাহা বলিয়াছেন, আপনি
 তাহাই করুন । দ্বিজবর ! স্বীয় পুণ্যকলে আপনি
 এক্ষণে স্বর্গে আসুন । মুদগল কহিলেন,—আমি
 নিশ্চয় করিয়াছি, স্বর্গের গুণাও না শুনিয়া শুধায়
 যাইব না । আমি প্রভুত ভাস্তা করিব; মহে-
 স্বরের অর্চনা করিব । দূত কহিলেন,—আমি শত
 বর্ষও স্বর্গের গুণ বর্ণনে সক্ষম নহি । তথাচ
 যদি আপনার এরূপ নিশ্চয় হয়, তবে আমি
 সংক্ষেপে কিছু কিছু বর্ণনা করি । স্বর্গে নন্দনাদি
 রম্য রম্য দেববনাদি; অনন্তসদৃশ ভোগ
 এবং সর্বদাই তৃপ্তি বা সন্তোষ; সেখানে ক্রু-
 দ্বকা নাই; নিজালস্তা নাই; রত্নাদি প্রধান
 প্রধান অঙ্গুরা ও চন্দ্রাদি গচ্ছর্গগণ নৃত্যগীত
 দ্বারা নরগণের মনোহরণ করে । হে তপোধন !
 এইরূপে জনগণ স্বর্গে বাস করে । যখন তাঁহা-
 লের পুণ্যক্ষয় হইয়া যায়, তখন স্বর্গ হইতে পতন
 হইয়া থাকে । ইহা মূনে । স্বর্গে মাত্র একটা

দোষই প্রতিভাতি, সেই ভীষণ দোষ—স্বর্গ হইতে
 স্বর্গবাসীদিগের পতন ।—হে বিপ্র ! সেখানে কেহ
 কোনরূপ পুণ্যলাভ করিতে পারে না । আপনি
 যথায় আছেন, ইহা কৰ্ম্মভূমি; আর স্বর্গ হইল
 ভোগভূমি । এখানে যে কিছু শুভকর্ম্ম করা যায়,
 তাহার ফলভোগ স্বর্গে গিয়া হইয়া থাকে : স্বর্গস্থ
 অল্পপুণ্য লোক, বিমানস্থ বহু ধর্ম্মাভিষ্ঠা বহু
 হেজঃসম্পন্ন স্বর্গবাসীদিগকে দেখিয়া পশ্যন্তাপ
 হুখে সধা ক্রুধিত হয় এবং মনে মনে আলোচনা
 করে, আহা মর্ত্যে আমি ভূরি পুণ্য শক্য করি
 নাই । ৮—২২ । এইরূপে স্বর্গ হইতে পতনোন্মুখ
 অন্ত সহস্র সহস্র লোককে দেখিয়াও নিজের মহাদুঃখ
 উপস্থিত হয় । ইহাই স্বর্গের আশ্চর্য্য । ব্রহ্মণ !
 এই আমি স্বর্গের গুণদোষজড়িত সকল বৃত্তান্ত
 বলিলাম । আপনার যাহা অভিপ্রেতি হয়, করুন ।
 মুদগল কহিলেন,—যথায় পতনভয় আছে, পুণ্য-
 হানির সম্ভাবনা রহিয়াছে; অথচ পুণ্য-বৃদ্ধির উপায়
 নাই;—হে দূত ! এতেন স্বর্গে আহার প্রয়োজন
 নাই । তুমি আমার কথানুসারে দেবরাজকে
 স্পষ্টই বলিবে,—আমার অপরাধ তিনি মাফনা
 করুন; স্বর্গে আমার স্পৃহা নাই । আমি এমন কর্ম্ম
 করিব—যাহাতে আর পতনভয় না থাকে । আমি
 এমন সমস্ত লোক জয় করিব যে সকল স্থান হইতে

ভীষ্মোক্তান্বে সদা পাতবর্জিতাঃ । ২৭ । পুলস্ত্য
উবাচ । এববুদ্ধা নৃপশ্রেষ্ঠ মুগলঃ স্বর্গনিঃস্পৃহঃ ।
হিতস্তজ্জৈব নিরতঃ শিবধানপরাধনঃ । ২৮ । জ্ঞান
দূতৌহপি শক্রস্ত তস্ত বাক্যং স বিস্তরম্ । কথয়া-
মাস শক্রস্ত তং ভূয়ঃ সোহভ্যক্তাবচ । ২৯ । দেব-
দূতাপ্রমাণং চ বিমানং হি ত্রয়্য কৃতম্ । ন কৃতং
কেনচিৎপূর্বং ন করিষ্যতি কশ্চন । ৩০ । তস্মাত্তদ্ব
জ্ঞাতং গদ্যা বলাদানয় তং মুনিম্ । আনয়ন্তাত্থা
শাপং ভব দাস্তামাসঃশয়ম্ । ৩১ । পুলস্ত্য উবাচ ।
শক্রস্ত বচনং জ্ঞান দেবদূতো ভয়াবিতঃ । প্রসিদ্ধঃ
সহস্রং তত্র মুগলো বহু তিষ্ঠতি । ৩২ । মুগলোহপি
বিমানং পুনদৃষ্টা সমাগতম্ । মামুভূদে প্রবিজ্ঞাথ
বারয়ামাস তং তদা । ৩৩ । স তস্ত বচনে-
নৈব স্তম্ভিতো লিখিতো যথা । চলিতুং নৈব
শক্যোতি প্রভাবান্তস্ত সনমুনেঃ । ৩৪ ।
চিরকালগতং জ্ঞান দূতং তু ত্রিংশাদিধিঃ ।
স্বয়ং তজ্জাবযৌ কোপাদাক্রুদ্ধৈরাবণঃ গজম্ । ৩৫ ।
অথ দৃষ্টা তদা দূতং স্তম্ভিতং মুগলেন তু । বধার্থঃ
তুদাতস্তস্ত স বজ্রং ভ্রময়ন্তদা । ৩৬ । এত-
স্মিন্বেব কালে তু উৎপাতান্ত্র দারুণাঃ । অপ-

পতন ঘটবে না। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপ-
শ্রেষ্ঠ ! স্বর্গনিঃস্পৃহ মুগল এই বলিয়া শিবধান-পর-
ায়ণ হইয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন।
দূত মুগলের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্র-
সমীপে গিয়া নিবেদন করিলে তিনি তাহাকে পুন-
রায় বলিলেন,—হে দেবদূত ! তুমি বিমানকে অপ-
মাণ করিলে ; এরূপ কেহ কখন করে নাই এবং
করিবেও না। অতএব তুমি সহস্র গমন করিয়া
সেই মুনিকে লইয়া আইস ;—অস্তথা নিঃসন্দেহ
আমি তোমাকে শাপ দিব। পুলস্ত্য বলিলেন,—দেব
দূত শক্রবাক্যে ভীত হইয়া পুনরায় যেখানে মুগল
অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল।
মুগল তখন বিমানযোগে পুনরায় দেবদূতকে
আনিত দেখিয়া মামু ভূদে প্রবেশ করত তাহাকে
নিবারণ করিলেন। দেবদূত তখন তাহার বাক্যে
স্তম্ভিত হইয়া লিখিতের ভায় অবস্থান করিতে
লাগিল ; স্ত্রীলোক চলিবার সামর্থ্য ছিল না। এদিকে
ত্রিংশাদিধি দূতের বিলম্ব দেখিয়া কোপে স্বয়ং ঐরা-
বতাহোহবনে শুধায় আগমন করিলেন। ঐ স্থানে
উপস্থিত হইয়া তিনি দূতকে মুগল কর্তৃক স্তম্ভিত
দর্শন করত তাহার বিবরণ বজ্র প্রদান করিতে

সব্যং যুগান্তকৃৎ পশবঃ পক্ষিপন্ত যৈ ।
তান দৃষ্টা চিত্তয়ামাস মুগলো বিস্ময়াবিভঃ । ৩৭ ।
অথ দৃষ্টাধরগঃ বজ্রোদ্যতকরঃ হরিম্ ।
স্তম্ভয়ামাস তং সদ্যো দৃষ্টপাতেন মুগলঃ । ৩৮ ।
তত্র শক্রঃ স্তম্ভিতঃ চক্রে ভয়োগ্রসাহো নৃপোত্তম ।
যুধ মাং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যাস্তামি ত্রিংশালয়ম্ । ৩৯ ।
স্বর্গে বা যদি বা মর্ত্যে তিষ্ঠ ত্বং যেক্ষহ্য বিজ ।
ময়া কৃতঃ সমুদ্যোগো হিতার্থন্তে মূনে জয়ম্ । ৪০ ।
বরং বরয় তত্রঃ তে নিত্যং যো মনসি স্থিতঃ । তং তে
সর্বং প্রদাস্তামি যদাশি স্তাৎ সুহৃদভ্যম্ । ৪১ ।
মুগল উবাচ । এষ এব বরঃ প্রাণো যস্য দৃষ্টঃ
সুরেশ্বর । দর্শনং তে সহস্রাক্ষ স্প্রেমপি সুহৃদ-
ভ্যম্ । ৪২ । অবশ্যং যদি মে দেবো বরো বৃজ-
নিযদন । তৎপ্রদাদেন মে যোক্ষো জায়তাং
শীঘ্রমেব হি । ৪৩ । যা যু ভূগং সমাগত্য দূতঃ
প্রোক্তো ময়া যতঃ । ততো মামুভূদমিতি ধ্যাতিং
যাতু ধরাতলে । ৪৪ । তৌষেহেতং সহস্রাক্ষ সর্ব-
শাপপ্রণাশনম্ । অত্র প্রাণা দিবঃ যান্ত স্বং-

লাগিলেন। এই সময় ঐ স্থানে দারুণ উৎপাত
স্বয়ং দৃষ্ট হইতে লাগিল। পশুপাক্ষসমূহ অপসব্য
কর্তৃক লাগিল। এই সকল উৎপাত অবলোকন
করিয়া মুগল চিন্তাবিত হইলেন। ২৩-৩৭। অত্রান্তরে
তিনি ইন্দ্রকে অঘরে বজ্রোদ্যতকর দর্শন করিয়া দৃষ্টি
পাত করিয়াই তাঁহাকে স্তম্ভিত করিলেন। তখন শক্র
ভয়োগ্রসাহ হইয়া এই বলিয়া স্তম্ভিত করিতে লাগি-
লেন যে, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমাকে যোচন করুন,
আমি গৃহে গমন করি। স্বর্গে বা মর্ত্যে আপনার
যেখানে ইচ্ছা। আপনি সেইখানেই অবস্থান করুন।
হে মুনে ! আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই এরূপ
আচরণ করিয়াছিলাম। আপনি উত্তম বর প্রার্থনা
করুন ; যাহা আপনার মনে নিত্য বিরাজিত, তাহা
দ্রুত হইলেও আমি প্রদান করিব। মুগল বলি-
লেন,—হে সুরেশ্বর ! এই আমার প্রাণ বর যে,
আপনি আমার সাক্ষাৎ হইয়াছেন। আপনার
দর্শন স্প্রেম অগোচর। তবে যদি অবশ্যই আমার
বর দেখ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আপ-
নার প্রদানে যাহাতে আমি সহস্র যোদ্ধা লাভ হয়,
আপনি তাহা করুন। আর যেহেতু আমি এই ভূদে
প্রবেশ করিয়া দূতকে 'মামু' লম্বাছিলাম, অতএব
এই ভূদ ধরাতলে মামু-ভূদ নামে প্রসিদ্ধ লাভ
করক। অপিচ এই স্থান শাপপ্রণাশন তীর্থ-

প্রসাদাৎ সুরেশ্বর । ৪৫ । পিণ্ডদানং পরাং
 শ্রীতিঃ লভন্ত্যং পিতৃয়োহত্র হি । ৪৬ । ইন্দ্র উবাচ ।
 মামুহ্রণমিতি বাচং তীর্থমৈতদ্বিবাচি । বরিতঃ
 নার সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্বিজোক্তম্ । ৪৭ ॥
 অত্র যে কান্তনে মাসি পৌর্ণমাস্যং সমাহিতাঃ ।
 করিষ্যন্তি পুনঃ স্নানং তে যান্তস্তি পরাং গতিম্ ।
 পিণ্ডদানাদ্গয়াতুলাং লপ্যন্তে কলমুত্তমম্ । পুণ্য-
 দানকলং চাত্র সংখ্যাহীনঃ দ্বিজোক্তম্ । ৪৮ । পুলস্ত্য
 উবাচ । এবমুক্তা যযৌ স্বর্গঃ দূতমালায় বজ্রভূৎ ।
 মুগলোহর্ষণ পরং ব্রহ্ম চিত্তয়ন্থ হৃদিশঃ ততঃ । ৪৯ ॥
 শুক্রদ্যানপরো ভূত্বা মোক্ষং প্রাপ্তস্ততোহক্ষয়ম্ ।
 ৫০ ॥ অত্র গাথা পুরা গীতা নারদেন মহাশ্রুনা ।
 বহুবিশ্রমাবায়ে পরীতেহস্মিন্মহীপতে । ৫১ ॥ মামু-
 হ্রদে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তং মুগলেশ্বরম্ । ইহ
 ভূক্সাখিলাস কামনাশ্চে মুক্তিমবাপ্যতি । এতস্মাৎ
 কারণাদ্রাজস্বামুহ্রণমিতি স্মৃতম্ । ৫২ ॥ তন্তীর্থং
 সর্গভীর্ণানাং শ্রবণং লোকবিশ্রুতম্ । তস্মাৎসর্গ
 প্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরৎ । ৫৩ ॥ মোক্ষকামো
 বিশেষণ য ইচ্ছৎ পরমং পদম্ । চণ্ডিকাশ্রম-
 মাসাদ্য কি পুনঃ পরিতপ্যতে । ৫৪ ॥

ইতি জীকান্দে মামুহ্রদোৎপত্তিবর্ণনং ন
 পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ । ৩৫ ॥

রূপে পরিণত হউক । জনগণ এই তীর্থে স্নান
 করিয়া আপনার প্রসাদে স্বর্গলাভ করুক এবং
 পিতৃগণ পিণ্ডদান হেতু পরম শ্রীতি প্রাপ্ত হউন ।
 ইন্দ্র বলিলেন,—হে বিজোক্তম্ ! এই বরিত তীর্থ
 আমার প্রসাদে মামুহ্রদ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিবে
 সন্দেহ নাই । অধিকন্তু যে সকল মানব কান্তনী
 পৌর্ণমাসীতে এখানে স্নান করিবে, তাহার পরম
 গতি লাভ করিবে । এখানে পিণ্ডদানে গয়া তুল্য
 ফললাভ হইবে । হে বিজোক্তম্ ! অত্রত্য পবিত্র
 দানকল অসংখ্য বলিয়া জানিবেন । পুলস্ত্য কহি-
 লেন—এই বলিয়াই দূতকে লইয়া স্বর্গে গমন
 করিলেন । মুগলও অহর্ষণ নিখিল ব্রহ্ম-দ্যান-
 পরায়ণ হইয়া অকস্মৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন । হে
 মহীপতে ! পূর্বে নরবর্ষ নারদ বহু বিপ্র-সমাভাবে
 এই পরীতে এই গাথা গান করিয়াছিলেন যে, নর
 মামুহ্রদে স্নান করিয়া মুগলেশ্বরকে দর্শন করিলে ইহ-
 সন্দেহে অধিল । ভোগ করিয়া অশেষ মুক্তি প্রাপ্ত
 হয়, এই কার্য ইহাকে মামুহ্রদ বলে । এই
 তীর্থ সর্গভীর্ণমে এবং লোক-বিশ্রুত । অতএব

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

যযাতিরুবাচ । চণ্ডিকায়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথং তত্র-
 শ্রমোহভবৎ । কস্মিন কালে কলং তেন স্নিগ্ধমুহ্রেন
 ভবেদুগামম্ । ১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু রাজন
 প্রবক্ষ্যামি কথং পাপপ্রণাশিনীম্ । যাং স্নাত্বা
 মানবঃ সম্যক্ সর্গপাটৈঃ প্রমুচ্যতে । ২ ॥ পুরা
 দেবযুগে রাজস্বহিবো নাম দানবঃ । পিতামহবরাদৃশঃ
 সর্গদেবভয়ঙ্করঃ । ৩ ॥ তেন শক্রাদয়ো দেবা
 জিতাঃ সন্ধ্যা সহস্রশঃ । ভয়াস্তস্ত দিবং হিত্বা
 গতান্তে বৈ যথাশিশুম্ । ৪ ॥ ত্রৈলোক্যং স বশে
 কৃত্বা স্বয়মিন্দ্রো বভূব হ । ৫ ॥ আদিত্যা বসবো
 কৃত্বা নাসত্যো মরুতাং গগাঃ । কৃতান্তেন তথা
 দৈত্যো যথার্থঃ বলবন্তরাঃ । ৬ ॥ বহির্ভয়ং সমা-
 পরস্তাক্ষা দেবগণাস্তদা । দানবেভ্যো হবির্ভাগং
 দেবেভ্যো ন প্রযচ্ছতি । ৭ ॥ উদ্যোতাং কুরুতে

সর্গপ্রযত্নে এখানে স্নানচরণ করা কর্তব্য । মোক্ষ-
 কামী, বিশেষতঃ যে পরম পদ ইচ্ছা করে, সে
 অত্রত্য চণ্ডিকাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া কি আর কখন পরি-
 ত্যাজ্য করিয়া থাকে ? ৩৫-৩৬ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

যযাতি কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! মামুহ্রদে
 চণ্ডিকাশ্রম কি প্রকারে হইল এবং তথায় কোন
 সময় কি দর্শন করিলে মানবগণের কি ফল লাভ
 হয় ? আপনি তাহা বলুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—
 রাজন ! শ্রবণ করুন, সেই পাপ-প্রণাশিনী কথাই
 কহিতেছি, যাং স্নানিয়া মানব সর্গপাপ হইতে মুক্তি
 লাভ করে । হে রাজন ! পূর্বে দেবযুগে মহিষ
 নামে এক দানব ছিল । এই দানব পিতামহবরে
 উদ্ধৃত হইয়া সর্গদেব-ভয়ঙ্কর হয় । সে শক্রাদি
 সমস্ত দেবতাকে সমরে পরাজিত করে । দেবগণ
 তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া নানা দিকে
 যথেষ্ট পলাইয়া যান । দানব ত্রৈলোক্যকে দখলী-
 কৃত করিয়া স্বর্গই ইন্দ্র হয় ; হইয়া বলবান দৈত্য-
 বিগকে আদিত্য, বসু, কজ, অশ্বিনীকুমারের ও
 মরুতগণের পদ গ্রহণ করে । বহির্ভয়ং ভয়ে
 দেবতাদিগকে হবির্ভাগ প্রদান না করিয়া দৈত্য-
 দিগকেই প্রদান করিতে লাগিলেন । স্বর্গ তাহার

স্বৰ্গো যাদুককৃত্যভিসম্বতঃ । যজ্ঞভাগং বিনাপোষ
ভয়াৎপার্বিবসন্তম ॥ ৮ ॥ লোকপালাস্তথা সৰ্বে তন্ত
কৰ্ম্ম প্রচক্ৰিবে । দাসবৎ পার্বিবশ্চেৎ যজ্ঞভাগঃ
বিনাকৃতাতঃ ॥ ৯ ॥ কস্তচিৎ কালন্ত সৰ্বে দেবাস্থাঃ
সমেত্য তু পঞ্চকুর্বিনয়োপেতা বিপ্রশ্চেষ্ঠঃ বৃহ-
স্পতিম্ ॥ ১০ ॥ ভগবন কিং বয়ং কুৰ্ম্মঃ কুজ যামো
নিরাশ্রয়ঃ । তস্মাদ্ ক্রহি কধোপায়ং মহিষন্ত
হুয়াশ্বনঃ ॥ ১১ ॥ এবমুক্তো গুরুর্দেবৈৰ্যাদা কালঃ
চিরং নৃপ । ততস্তাত্ত্বিদশশন প্রাহ জীবয়স্বিব
তুপতেঃ ॥ ১২ ॥ বৃহস্পতিকবাচ । ব্রহ্মলকবরো
দৈত্যঃ পৌরবে চ ব্যবহিতঃ । অবধ্যঃ সৰ্বদেবানাং
মূৰ্দ্ধেকাং যোষিতঃ সুরাঃ । ব্রহ্মধ্বং সচিভাস্ত-
শ্মাদৰ্কবৎ পৰ্বতোত্তমম্ ॥ ১৩ ॥ তপোহৰ্ণং তজ্জ
সংসিদ্ধিৰ্জায়তামচিরাদি বঃ । শক্তিরূপাং পরাং
দেবীং চণ্ডিকাং কামরূপিনীম্ ॥ ১৪ ॥ আরাধয়-
ধ্বমেকাশ্চে যদা ব্যাপ্তমিদং জগৎ ॥ সা তুষ্টি বৈ
বধার্থং তু মহিষন্ত হুয়াশ্বনঃ ॥ ১৫ ॥ কস্মিয্যতি
সমুদযোগমবতারসমুদ্ভবম্ । তস্তা হন্তেন সোহবজ্ঞঃ
বধং প্রাপ্যতি হৃদ্বতিঃ ॥ ১৬ ॥ অহং বঃ কৌৰ্ণয়ি-
যামি শক্তিযং ময়মুত্তমম্ । পূজাবিধানসংযুক্তঃ

অভিমত তাপ বিতরণ করিতে লাগিলেন । লোক-
পালগণ যজ্ঞভাগ-বর্জিত হইয়া দাসবৎ তাহার
কৰ্ম্ম করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিয়ৎ কাল
অতীত হইলে একদা দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া
বিনীতভাবে বিপ্রশ্চেষ্ঠ বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে ভগবন! আমরা কি কি, নিরাশ্রয়
অবস্থায় যাই কোথায়? আপনি আমাদেরকে
হুয়াশ্বা মহিষের বধোপায় বলিয়া দেন । হে
তুপতে! অনন্তর দেবগণ বৃহস্পতি দেবগণ
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কিয়ৎকাল ধ্যানের পর
ঐহাদিগকে জীবিত করিয়াই যেন বলিলেন,—
হে দেবগণ! এই দৈত্য ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্ম
লাভ করিয়া বিশিষ্ট পৌরব লাভ করিয়াছে ।
সে এক রমণী ব্যতীত দেবভাগ্যের বধ্য নহে ।
অতএব তোমরা তপস্কার্য পৰ্বতোত্তম অৰ্কবৎ গমন
কর; অচিরে তোমাদের সিদ্ধিলাভ হইবে ।
সেখানে গিয়া শক্তিরূপিণী পরমা দেবী কামরূপিণী
চন্ডিকার আরাধনা কর । এই জগৎ ব্যাপিয়া
তিনিই বিজ্ঞান করিতেছেন । তিনি তুষ্টি হইলে
হুয়াশ্বা মহিষের বধসাধনার্থ অবতারোদ্যোগ
করবেন । ঐহার হস্তে সেই হৃদ্বত অবস্থাই বধ

ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ শুভম্ ॥ ১৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সৰ্বে হর্ষণে মহতাবিভাঃ । তেনৈব
সহিতা রাজান গতাঃ পৰ্বতমৰ্কবদম্ ॥ ১৮ ॥ তজ্জ
স্নাতান শুচীন সৰ্বান দৌক্যমাস গীপতিঃ । শক্তিয়ে
পরমৈর্ষজৈঃ সদ্যঃসিদ্ধিকরৈর্নৃপ ॥ ১৯ ॥ সার্কিয়াম-
জয়ঃ তজ্জ পরিবারসমবিতাঃ । বলিপূজোপহারৈশ্চ
গন্ধমালাগুণ্লেপনৈঃ ॥ ২০ ॥ মন্ত্রেণ বিবিধেনৈব
চাক্রস্তোত্রেণ ভক্তিতঃ । প্রার্থয়ন্তস্তথা নিত্যং দীপ-
জ্যোতিঃসমাহিতাঃ ॥ ২১ ॥ নিৰ্ম্মমা নিরঙ্কারা
গুরুভক্তিপরায়ণাঃ । অঙ্গস্তাসমামুত্তাঃ সমদর্শি-
ব-মাগতাঃ ॥ ২২ ॥ এবং সন্তিতমানানাং তেবাং
পার্বিবসন্তম । সপ্ত মাসা ব্যতিক্রান্ততন্তুষ্ঠা সুরে-
ষরী ॥ ২৩ ॥ দীপজ্যোতিঃসমাবেশান্তেবাং গাত্রেবু
পার্বিব । মন্ত্রেণ পশুপুতানাং পরং তেজো ব্যব-
হিত ॥ ২৪ ॥ দাদশার্ধপ্রভা জাতাঃ যগাসাভ্যাং-
স্তরেণ তে । অথ তাংস্তেজসা যুতান জ্ঞাত্বা জীবো
মহীপতে ॥ ২৫ ॥ মণ্ডলং চারয়ামাস সৰ্বসিদ্ধি-
প্রদায়কম্ । উপবেশ্ত ততঃ সৰ্বান সমস্তাঃশ্রিদশাল-

প্রাপ্ত হইবে ১—১৬ আমি তোমাদের নিকট ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদ উক্ত শক্তিময় ও পূজাবিধি কৌতুহল করি-
তেছি । পুলস্ত্য কহিলেন, বৃহস্পতি এই কথা কহিলে
সুরগণ ঐ হাবিষ্ট হইয়া ঐহারই সহিত অৰ্কবদা-
চলে গমন করিলেন । সেখানে ঐহার স্নান
করিলে, বৃহস্পতি সদ্যঃ সিদ্ধিকর পরম শক্তিময়ে
ঐহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন, দেবগণ দীক্ষিত
হইয়া প্রতিদিবসের সার্কিয়ামজয় সপরিবারে বলি,
পূজোপহার, গন্ধ, মালা ও অঙ্কলেপনাদি দ্বারা
বিবিধ মন্ত্রে মনোহর স্তোত্রে ভক্তির সহিত দেবীর
উপাসনা ও ঐহার নিকট প্রার্থনা জানাইতে
লাগিলেন । দেবগণ তৎকালে নিৰ্ম্মল, নিরঙ্কা-
র, নিত্যন্ত ভক্তিতৎপর, অঙ্গস্তাস-নিরত
সমদর্শী হইলেন এবং নিত্য নিত্য দেবীকে দীপ-
জ্যোতি দান করিতে লাগিলেন । এই অবস্থায়
ঐহাদের সপ্তমাস অতীত হইল । অনন্তর দেবী
সুরেশ্বরী তুষ্ট হইলেন । দেবগণ দীপজ্যোতি
প্রদান করিয়াছিলেন এবং সার্কিয়াম মন্ত্রপরিপূরিত
করয়াছিলেন, এইজন্য ঐহার গাত্রে পরম
তেজ বুদ্ধি পাইল । ঐহার বধ্য ভক্ত্যন্তরে দাদশা-
র্কের জ্ঞায় দেদীপ্যমান হইল । হে রাজন!
অনন্তর বৃহস্পতি ঐহাদিগকে জ্যোতুক জানিয়া
এক সৰ্বসিদ্ধিকর মণ্ডল বিরচনপূর্বক তদুপরি সমস্ত

য়ান্ ২৬। তেষাং শরীরগং তেজঃ শক্তিদৈবদ্বয়-
সত্তমৈঃ। আকৃষ্য ভগবান্যাস মণ্ডলে তত্র পার্শ্বি।
২৭। ততস্তেজোময়ী কন্ডা তত্র জাতা বরুণিণী।
শক্তিরূপা মহাকায়া দিব্যালকর্ণলক্ষিতা। ২৮।
ইন্দ্রভট্টৈঃ দদৌ বজ্রং বপাশঞ্চ জলেশ্বরঃ। শক্তিক
ভগবানগ্নিঃ সিংহযানঃ ধনাদিগঃ। ২৯। অস্তে
চৈব গণাঃ সৰ্গে নিজশস্ত্রাণি হৰ্ষিতাঃ। তস্তৈ
দধুপ্ৰগঠৈঃ ভক্তিং চকুঃ সমাহিতাঃ। ৩০। দেবা
উচুঃ। নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে কাঞ্চনপ্রভে।
নমস্তে পদ্মপত্র্যাক্ষি নমস্তে জগদম্বিকে। ৩১।
নমস্তে বিশ্বরূপে চ নমস্তে বিশ্বসংস্রুতে। যং মতিং
ধৃতিঃ কান্তিঞ্চ সুধা যং বিভাবরী। ৩২। কমা
শক্তিঃ প্রভাঃ স্বাহা সাবিজী কমলা সতী। স্বং গোম্ভী
স্বং মহামায়া চমুণ্ডা স্বং সরস্বতী। ৩৩। ভৈরবী
ভীষণাকারী চণ্ডমুণ্ডাসিধারিণী। ভূতপ্রিয়া মহাকায়া
ঘটালী বিক্রমোৎকটী। ৩৪। মদ্যমাংসপ্রিয়া
নিভ্যাঃ ভক্তজ্ঞানপরায়ণা। যয়া বাণ্ডুয়িং সৰং
জৈলোক্যং সদয়চরম্। ৩৫। পুলস্ত্য উবচ।
এবং ভক্তা হুয়ৈঃ সৰ্বৈস্ততো দেবী প্রহৰ্ষিতা।

স্বৰ্গবাসীদিগকে উপবেশন করাইলেন দেবগণের
শরীরগত তেজ শক্তিময় আকর্ষণ করিয়া পরে
ভিনি সেই মণ্ডলে স্থাপন করিলেন। অনন্তর এক
তেজোময়ী কন্ডা প্রাকৃত হইল। ঐ কন্ডা দিব্য-
লকর্ণলক্ষিতা, শক্তিরূপা ও মহাকলেবরী। ইন্দ্র
তাহাকে বজ্র দান করিলেন। পরে জলেশ্বর স্বীয়
পাশ, অগ্নি স্বশক্তি এবং ধনাদিগ সিংহবাহন প্রদান
করিলেন। এইরূপে অভ্যাস দেবগণ সর্বে স্ব স্ব
অস্ত্র-শস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়া পরে সমাহিতভাবে
স্বপ্ন করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—
হে দেবদেবেশি। হে কাঞ্চনপ্রভে। তোমাকে
নমস্কার নমস্কার। হে জগদম্বিকে। হে পদ্ম-
পত্র্যাক্ষি। তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে বিশ্ব-
রূপে। হে বিশ্বসংস্রুতে। তোমাকে নমস্কার
নমস্কার। হে দেবি। তুমি সতি, তুমি ধৃতি, তুমি
কান্তি, তুমি সুধা, এবং বিভাবরী। তুমি কমা,
শক্তি, প্রভা, স্বাহা, সাবিজী, কমলা, সতী, গোম্ভী,
মহাকায়া, চমুণ্ডা, সরস্বতী, ভৈরবী, ভীষণাকারী,
চণ্ডমুণ্ডাসিধারিণী, ভূতপ্রিয়া, মহাকায়া, ঘটালী,
বিক্রমোৎকটী, নিভ্যাঃ মদ্যমাংসপ্রিয়া ও ভক্তজ্ঞানপরা-
য়ণা। যেহেতুঃ তুমি সচরাচর নিখিল জৈলোক্য
ব্যাপ্ত করিয়া আদি পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবা দেব-

তানব্রবীধরং সৰ্বা গৃহুত্ব যম দেবতাঃ। ৩৬।
দেবা উচুঃ। দানবো মহিষো নাম পিতামহস্যরাশিভঃ।
অবযাঃ সৰ্বভূতানাং দেবানাঞ্চ তথা কৃতঃ। ৩৭।
মুক্তৈকা যোষিতঃ দেবি তদ্বাৎ বিনিশাচম্। ৩৮।
দেবাবাচ। গন্ধৰ্বং ত্রিদশাঃ সৰ্গে ঋষি স্থানানি
নিৰ্বৃত্তাঃ। ৩৯। অহং তং হৃদয়িষ্যামি সময়ে
পশ্যাপস্থিতে। এবমুক্তা গতাঃ সৰ্গে দেবাঃ স্থানানি
হৰ্ষিতাঃ। ৪০। দেবী তত্ৰৈব সংস্কৃতা হিতা
পর্যতয়োষসি। কহুতিষ্ব কালস্ত নারদো
ভগবান্ মুনিঃ। ৪১। তত্র দেবীক সংস্কৃতা
ভীৰ্বাভাশপরায়ণা। ত্রিবিষ্টপমহপ্রাণো মহিষো
যত্র তিষ্ঠতি। ৪২। তত্র দৃষ্টা মুনিং প্রাপ্তং প্রমথ্য
মহিষানুর। বিনয়েন সমাযুক্তো হত্যাখানমখা-
করোৎ। ৪৩। ততস্তং পূজয়ামাস মধুপর্কাদিবিষ্টরৈঃ।
সুখাসীনং সুবিশ্রান্তং জাজ্ঞা বাক্যমুবাচ হ। ৪৪।
কুতো ভবান্নিতঃ প্রাপ্তঃ কিমর্থং মুনিসন্তম। অমী
পুত্রাস্থখা রাজ্য্যঃ কলত্রাণি ধনানি চ। ৪৫। অহং
ভৃত্যসমায়ুক্তঃ কিমেনে দিজ্যোক্তম। সৰ্বঃ তেহহং

গণের স্তবে হুঁষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—
তোমরা বর গ্রহণ কর। ৩৬-৩৭। দেবগণ বলি-
লেন,—হে দেবি। মহিষ নামক দানব পিতামহের বরে
সৰ্বভূতের ও দেবগণের অবধ্য হইয়াছে। এক রমণী
ব্যতীত তাহাকে আর কেহই বধ করিতে সমর্থ নহে।
হে দেবি। অতএব আপনি তাহাকে নিপাতিত করুন।
দেবী বলিলেন,—দেবগণ। তোমরা স্বস্থানে গমন
কর; আমি সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে বধ
করিব। দেবীঃ বাক্যে দেবগণ হুঁষ্ট হইয়া স্বস্থানে
প্রস্থান করিলেন। দেবী হুঁষ্টান্তঃকরণে সেই অচল-
পাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা ভগ-
বান্ নারদ মুনি ভীৰ্বাভাশসঙ্গে অৰ্কলোকে গিয়া
তথায় দেবীকে অবস্থান করিতে দেখিয়া স্বর্ণে গমন
করিলেন। তথায় গিয়া তিনি দেখিলেন যে, স্বর্ণে
মহিষদানব অবস্থান করিতেছে। মহিষ মুনিকে
সমাগত দেখিয়া বিনীতভাবে অভ্যর্থন করত
মধুপর্কাদিবিষ্টর দ্বারা তাঁহার পূজা করিল।
পরে মুনি সুখাসীন হইলে প্রণামপূর্বক দানব
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মুনিসন্তম। আপনি
কোথা হইতে এখানে কি জন্ত আগমন করিলেন?
আমার এই রাজ্য, পুত্র, কলত্র, ধন, সত্য্য আমি, এ
সকলের কি দিয়া আপনার প্রয়োজন সাধন করিয়া?
আমি এই সমস্তই আত্মনাকে প্রদান

প্রাণাত্মমি ক্রমি যেন প্রয়োজনম্ ॥ ৪৬ ॥ নারদ
 উবাচ । অতিনন্দামি তে সৰ্বমেতবদ্যাপদ্যতে ।
 নিঃসূতা হি বয়ং নিত্যং মুনিধর্ম্যঃ সমাজিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
 কৌতুহলাদিহ প্রাপ্তচিরন্তনে দর্শনং গতঃ । মর্ত্য-
 লোকাৎ সমায়াতো যাত্তামি জ্ঞানং পদম্ ॥ ৪৮ ॥
 মহিষানুর উবাচ । কচিদ্বৃষ্টং বুধ্যা কিঞ্চদান্দর্ঘ্যঃ
 কৃতলে মূনে । দৈবং বা মাম্ভয়ং বাপি দানবা
 লন্তিতা বিভো ॥ ৪৯ ॥ নারদ উবাচ । অত্যান্দর্ঘ্যঃ
 ময়া দৃষ্টঃ লানবেশ ধরাতলে । যন্ন দৃষ্টঃ কচিৎ
 পুংসং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৫০ ॥ অন্তর্কর্ষদ
 ইতি ধাতঃ পরতো ধরণী তলে । সর্কটপুষ্টিত-
 র্বৈকৈঃ শোভিতঃ স্বর্ণসরিভঃ ॥ ৫১ ॥ বহুলৈশ্চন্দ্র-
 চাঁদ্রৈরশোভকৈঃ কর্ণিকারকৈঃ । শটলস্তালৈশ্চ
 খঙ্কুরৈর্বৈটর্জ্জাতকৈধবৈঃ ॥ ৫২ ॥ সরলৈঃ পনলৈঃ
 র্বৈকভিন্দুৈঃ করবীরকৈঃ । মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ
 মলয়ৈশ্চন্দ্রনৈস্তথা ॥ ৫৩ ॥ পুষ্পজাতিবিশেষৈশ্চ
 সুগন্ধৈরপ্যনেককৈঃ । পাটয়াঃ সরৈস্তথা লৌহৈ-
 শ্চোষ্যৈঃ কলবরৈর্দ্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥ ন স নৃকো ন সা বলী
 নৌষধী সা ধরাতলে । ন তত্র যা সুরজোষ্ঠ পরতে

বীকিতা ময়া ৫৫ । পক্ষিপে মধুরাণা-
 শকোরশিচিাতকাঃ । কোকিলা ধার্মাষ্ট্রাচ ত্রয়ঃ
 শেভপত্রকাঃ ৫৬ । যেযাঃ শব্দ সমাকর্ষ্য মুনয়ো-
 হপি সমাহিতাঃ । ক্ষেত্রে যান্তি ত্রিকালজাঃ
 কন্দর্পশরপীড়িতাঃ ৫৭ । নির্ধরাণি সুরমাণি
 নদ্যশ্চ বিমলোদকাঃ । পদ্মিনীশংসংযুতাঃ ত্রয়ঃ শত-
 সহস্রশঃ ৫৮ । পদ্মপত্রবিশালাকাঃ মধ্যাক্ষায়াঃ
 গুচিস্থিতাঃ । বিবেকিণে নরাস্তত্র শাস্ত্ররতগম-
 বিতাঃ ৫৯ । কিং চাত্ত বহনোক্তেন যৎকিঞ্চিৎ
 পরিতৈ । শ্বেনজাগ্রসংশ্রেয়া উভিজ্ঞানং জরায়ুজাঃ ।
 সর্বলোকোত্তরাস্তত্র দৃশ্যন্তে পরিতোত্তমে ৬০ ।
 দশযোজনবিস্তারো দ্বাভ্যাং সংহিতপৰিতঃ । উচ্চৈঃ
 পৰং চ স স্রীমাম্বস্তো স্বর্ণো ব্যজায়ত ৬১ ।
 তত্ত্বাং কোভূকর্ষবিস্তি ইতশ্চেতশ্চ বৌদ্ধয়ন । সর্বা-
 শর্ঘ্যময়ী নারীমপশুঃ লোকশুন্দরীম্ ৬২ । ন
 দেবী নাপি গন্ধৰ্বা নাসুৰী ন চ মানুষ্য । তাদৃগ্ৰূপা
 ময়া দৃষ্টা ন হস্তা চ বরাজনা ৬৩ । রতিঃ স্রীতি-
 কুমা লক্ষ্মীঃ সাবিত্রী চ সরস্বতী । তন্ত্ৰা রূপশ্চ

যাহাতে আপনায় আত্মোজ্জন সিক হয়, বলুন।
 নারদ বলিলেন,—হে মহিষ! আমি তোমার এ
 সমস্তই অল্পমোদন করিতেছি; ইহা তোমার উপ-
 যুক্তই বটে; কিন্তু দেখ, আমরা নিম্প্রহ ও মুনির্ধ্ব
 সমাধিত ব্যক্তি; তবে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমি
 বহুকালের পর তোমায় দেখিতে আসিয়াছি
 জানিবে। অধুনা আমি মর্ত্যালোক হইতে আসি-
 তেছি, ত্রকলোকে গমন করিব। মহিষানুর বালন,
 —হে মূনে! আপনি ভূতলে কোন দৈব বা মানুষ্য
 আশ্রয় দেখিয়াছেন কি? অথবা দানবেরা কি
 মিলিত হইয়াছে? নারদ কহিলেন,—দানবেশ! আমি
 ধরাতলে যে অত্যাশ্রয় দেখিয়াছি তাহা
 পূর্বে একবারও ত্রৈলোক্যে দেখি নাই। ধরণী-
 তলে অর্জুণ নামক এক বিখ্যাত পর্বত আছে।
 উহা সকল ঋতুর সকল কুসুমেরই সুশোভিত হইয়া
 স্বর্গের ভায় বিরাজ করিতেছে। ঐ পর্বতে বকুল,
 চম্পক, আম্র, অশোক, কর্ণিকার, সাল, তাল,
 ধর্ম্মর, বট, ভল্লাতক, ধব, সরল, পদম, তিলক,
 করবীর, মন্দার, পারিজাত, মলয় ও চন্দ্রনাভ বৃক্ষ
 বিরাজিত। এতদ্র নানাজাতীয় প্রচুর সুগন্ধ
 পুষ্পে ঐ পর্বত পরিপূর্ণ। সেখানে নরনারী লেহ,
 চেম্বানি পাক্য আছে। নানা জাতীয় উত্তম

উল্লং কল আছে। হে অনুরবর! ধরাতে
এম্ বুক বক্সী বা ঔষধি নাই, যল সেপানে আমি
দেখিনাই। সেপানে চকোর, চাতক, ময়র,
কোকিল, ধার্ডাষ্ট, বেষতপত্র ও ভয়র প্রভৃতি যে
সকল পক্ষী আছে, তাহাদের শব্দ শুনিলে সমাধিস্থ
মূনির মনও মুগ্ধ হয়। ঐহারা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি,
ঐহারাও কন্দর্পশরে শীড়ি হইয়া কুতিত
হইয়া থাকেন। সেখানে রমা রমা নিখার, বিমল
জলবাধিনী নানা নদী, এবং পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিত
শত সহস্র বৃক্ষ বিদ্যমান। তথায় যে সকল শত্রুত-
নিরত বিবেকী নর বাস করেন, ঐহারা সকলেই
পদ্মপত্র বিশালাক্ষ, মধ্যাকীর্ণ গুচিসমত।
অধিক কি, শ্বেদজ, উজ্জ, উত্তীজ ও জরাযুক্ত
প্রভৃতি যে কিছু পদার্থ পর্তে আমি দেখিলাম,
সে সমুদায়ই অলোকসাপেক্ষ। ঐ পর্তের বিস্তার
দশ যোজন। উহা উভয় পর্তের সম্মিলনে অব-
স্থিত। উহার উচ্চতা পঞ্চযোজন। ঐ জীমান্ অল-
বর যেন মর্ত্যধামের স্বর্ণ। ঐখানে আমি কৌতুকা-
বিত্ত হইয়া ইতস্তত দেখিতে দেখিতে একস্থানে
এক পরমা সুন্দরী সর্বাঙ্গধামিনী নারী দর্শন করিলাম।
না দেবী—না গন্ধর্বী—না মানুসী—না মাহুযী,
কাহাকেই আমি সেরূপ কুলালিনী দেখি নাই;

লেশেন নৈতাঙ্কল্যাঃ স্থিযোহখিলাঃ ॥ ৬৪ ॥ অহং
দৃষ্টা তথাক্রপাং নারীঃ কামেন পীড়িতাঃ । তদা
দানবশাঙ্গিল বৈক্রবাং পরমং গহঃ ॥ ৬৫ ॥ ততো
ধৈর্যমবষ্টেত্য ময়া মনসি চিন্তিতম্ । ন করিষ্যে
সমালাপং তয়া সহ চ কহিচিৎ ॥ ৬৬ ॥ যন্তা দর্শন-
মাত্রেণ কামো মে হৃদি বদ্ধিতঃ । তন্তাঃ সন্তাষণে-
নৈব কিং ভবিষ্যতি মে পুনঃ ॥ ৬৭ ॥ চিরকালং
তপস্তপ্তং ব্রহ্মচর্য্যেণ বৈ ময়া । নাশং যাস্ততি
তৎসৰ্বং বিষয়ের্নির্জিতম্ ৷ ৬৮ ॥ তস্মাদিচ্ছামি চাত্তত্র
যাবৎ বিকৃতির্ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥ নারী নাম তপোবিরংপূৰ্ণঃ
স্বষ্টং স্বয়মুবা । অর্গল স্বর্গমার্গস্ত সোপানং নরকস্ত
৷ ৬৯ ॥ তাবচ্ছ্রীয়াং তপঃ সত্যং তাবৎ শৈথিল্যং
কুলত্রপা । যাবৎ পশ্চতি নো নারীমেকান্তে চ
বিশেষতঃ ॥ ৭০ ॥ এতৎ সঙ্কিত্য বহুশা নিমীলা নয়নে
ততঃ । অপ্রজন্ম বরারোহাং চাত্ত তামহং সংস্থিতঃ ॥
৭১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা মহিষঃ
কামপীড়িতঃ । শ্রবণাদপি রাজেন্দ্র পুনঃ পপ্রচ্ছ

তং মুনিম্ ॥ ৭২ ॥ মহিষানুর উবাচ । কাসো
ব্রাহ্মণশাঙ্গিল তাদৃগুরুপা বরাক্রনা । যন্তাঃ সন্দর্শনা-
দেব ভবানেনং শ্রাবিতঃ ॥ ৭৩ ॥ দেবী বা মাহুযী
বাপি যক্ষিণী পরগী যুনে । কুমারী বা সত্যতা বা
ক্রহি সৰ্ব্বঃ সবিম্বরম্ ॥ ৭৪ ॥ নারদ উবাচ । ন
স পুত্রা ময়া কিকির জানামি তদধমম্ । এতস্মৈ
বর্ততে চিত্তে সা কুমারী যশস্বিনী ॥ ৭৫ ॥ অক-
মালাপরা বালা কমণ্ডলুসমবিভা । তপস্তপে গিরৌ
তত্র তেতুনা কেনচিচ্ছ্রুতা ॥ ৭৬ ॥ সোহহং যাস্তামি
দৈত্যেশ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ । নোৎসহে তৎ-
কথাং কতুঃ কামবাণভয়াভূতঃ ॥ ৭৭ ॥ এবমুকা
ততো রাজন ব্রহ্মলোকং গতৌ মুনিঃ । মহিষোহপি
শ্রাব্যবিশ্চরতঃ তন্তাঃ সমাদিশৎ ॥ ৭৮ ॥ গয়া
ভবান ক্রতং তত্র দৃষ্টা তাং বরাক্রনাম্ । কিমথং
স তপস্তপে কো বৈ তন্তাঃ পরিগ্রহঃ ॥ ৭৯ ॥
অথাসৌ মহিষাদেশাদহো গয়াব্দুগাচলম্ । দৃষ্টা
তাং পদ্মগর্ভাভাং জাহ্নবা সর্ববিচেষ্টিতম্ ॥ ৮০ ॥

বা সেরূপ বরাক্রনা কেহ আছে বলিয়াও আমি ভনি
নাই । রতি, স্ত্রীতি, উমা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, রত্নভী, প্রভৃতি
অখিলরমণীশিরোমণিই তাহার রূপলেশের সহিত
তুলনীয় হইবার নহেন । আমি সেইরূপ রূপবতী
নারীদর্শনে কামপীড়িত হইয়া—বলিব কি দান-
রাজ ! তখনই অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলাম ।
অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভাবিলাম,—এই
রমণীর সহিত কখনই আমি আলাপ করিব না ।
যাহার দর্শনমাত্রেই আমার হৃদয়ে কামোদেয়
হইল । তাহার সহিত সন্তাষণে না জানি আরও
আমার কি হইবে ? আমি চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যাবল-
ম্বনে তপস্তা করিয়াছি, যদি এখন বিধিবিজিত হই,
তবে আমার সেই সকল তপস্তাই নষ্ট হইবে ।
অতএব যেন না আমার বিকৃতি ঘটে, আমি অন্তঃ
যাই । স্বয়মু পু-
করিয়াছেন । নারী স্বর্গমার্গের অর্গল ; এবং
নরকের সোপান বলিয়াই কীর্তিত । পুরুষের
ধৈর্য্য, তপস্তা, সত্য, শৈথিল্য, কুল ও নীল তাবৎ
পর্বাঙ্কই থাকে, যাবৎ না তাহার চক্ষু সুলক্ষ্য নারী
নিপতিত হয় । এইরূপ বহু চিন্তা করিয়া আমি
নয়নময় নিমীলিত করি এবং সেই রমণীর সহিত
কোনরূপ আলাপ পরি না করিয়া বারবার এই-
খানেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম । পুলস্ত্য কহি-
লেন । রাজেন্দ্র ! তাদের কথা শুনিয়াই মহিষ

কামপীড়িত হইল এবং পুনরায় তাহার নিকট জিজ্ঞা-
সিল,—দ্বিজবর ! তথাবিধ রূপশালিনী বরবর্ধিনী
কোথায় দেখিলেন ?—যাহার সন্দর্শনে আপনার
স্তায় মর্হণিও শ্রাব্যবিত্ত হইয়াছিলেন । হে মুনে !
আপনি যাহাকে দেখিয়া আসিলেন, সে কি দেবী,
মাহুযী, যক্ষিণী বা পরগী ? তাহার বিবাহ হই-
য়াছে কি হয় নাই ; এই সকল আমার নিকট সবি-
স্তর বলুন ॥ ৭৭—৭৮ ॥ নারদ কহিলেন, আমি তাহার
নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই ; তাহার বংশ—
পরিচয় কিছুই আমার জানাও নাই ; তবে আমার
মনে হয়,—সেই যশস্বিনী এখনও কুমারী । সেই
বালা অকমালা ও কমণ্ডলুধারিণী হইয়া কোন
কারণবশে সেই ভূধরে তপস্তা করিতেছে । যাহা
হোক, হে দৈত্যবর ! আমি এক্ষণে সনাতন ব্রহ্ম-
লোকে যাই ; কামশরাসনের ভয়ে পীড়িত হইয়া
আমি আর সেই কামিনীঘটিত কথা কহিতে পারি-
তেছি না । হে রাজন ! নারদ মুনি এই কথা কহিয়া
ব্রহ্মলোকে গেলেন । মহিষও শ্রাব্যবিত্ত হইয়া
তৎক্ষণাৎ দেবীসমীপে এক দূত প্রেরণ করিল ।
বলিয়া দিল,—দূত । ক্রত সেই ললনার নিকট
গিয়া তাহাকে দেখিয়া পরে জানিবে যে, সে কিসের
জন্ত তপস্তা করে ? কে তাহার পাশপীড়ক ?
অনন্তর মহিষাদেশে দূত অর্কবৃন্দাচলে গিয়া সেই
কমলোদরসমভা ললনাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত

তম্বে নিবেদয়ামাস মহিষায় সৰ্বস্বয়ঃ। দৃষ্টো
দৈত্যবর স্ত্রী চ সৰ্বলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৮১ ॥ দেব-
ভেজোতবা কস্তা সাদ্যপি বরবর্ণিনী। স্বত্বধাণঃ
তপস্তপে কোমারব্রতমাপ্রীতা ॥ ৮২ ॥ এবং
তজ্জ ভবন্তী স্ম পুষ্টিঃ সৰ্বৈ তপস্বিনঃ। সত্য-
মেতম্ভাগভাগ কুরুষ যদনন্তরম্ ॥ ৮৩ ॥ তস্তা রূপঃ
বয়ঃ কান্তিৰ্বর্ণিতঃ নৈব শক্যতে। নাগাপঃ কুরুতে
বালা সা কেনাপি সমঃ বিভো ॥ ৮৪ ॥ পুলস্ত্য
উবাচ। তক্ষুহা মহিষো বাক্যঃ ভূয়ঃ কামিনীপী-
ড়িতঃ। দূতঃ সস্ত্রেণ যামাস দানবঞ্চ বিচক্ষণম্ ॥
৮৫ ॥ বিচক্ষণ ক্রতঃ গদা মদধে ভাং তপস্বিনীম্।
সামস্তেদপ্রদানেন দণ্ডেনাপি সমানয় ॥ ৮৬ ॥ অথাসৌ
প্রযযৌ নীভ্রঃ প্রণিপতা বিচক্ষণঃ। অৰ্কুদে পর্ত-
শ্চেঠে যত্র সা পরমেবরী। প্রণম্য বিনয়োপেতো
বাক্যমেতদুবাচ ভাম্ ॥ ৮৭ ॥ মহিষো নাম বিখ্যাত-
শ্চৈলোক্যাবিশিষ্টবলী। দম্বাঃ শস্যদুতঃ কামরূপ-

সমবিতঃ ॥ ৮৮ ॥ স হ্যং বাহুভি কল্যাণি ধৰ্ম্মপত্নীঃ
স্বধৰ্ম্মতঃ। তস্মাদবর ভদ্রঃ তে সৰ্বকামপ্রদঃ
পতিম্ ॥ ৮৯ ॥ যদি স্ত্যক্তব কান্তোহসৌ স্বক
তস্তা তথা প্রিয়া। তৎকৃতার্থং দ্বয়োরেব যৌবনং
নাত্ৰ স'শয় ॥ ৯০ ॥ এবমুক্তা ততঃস্তেন
দেবো বসনমরবীৎ। কিকিৎকোপসমায়ুজা মুক্তঃ
প্রক্ষুরিতাধরা ॥ ৯১ ॥ দেবুবাচ। অবয়াঃ সৰ্বথা
দূতঃ সমগ্র পৰিকীৰ্ত্তিতঃ। অবহানু ততো ন
হং সহসা ভস্মসাৎকৃতঃ ॥ ৯২ ॥ গদা ক্রীহ হুয়া-
চারং মহিষঃ দানবাবধম্। নাহং শক্যাস্মা পাপ
লব্ধঃ নাস্তেন কেনচিত্ ॥ ৯৩ ॥ ব্যর্থং তে সমুদ্-
যোগে এষ সৰ্বো ময়া কৃতঃ। তস্তাস্তদ্বনং ক্রতঃ
মহিষঃ স পুনৰ্যযৌ ॥ ৯৪ ॥ ভয়েন মহতাবিষ্টস্তস্তা
রূপেণ বিস্মিতী। সৰ্গঃ নিবেদয়ামাস মহিষায় বি-
ষ্টিতম্। তস্তাৎকব তথাল্পানস্পৃহক কংগরঃ ॥
৯৫ ॥ তক্ষুহা মহিষো রাজন্ কামবাণপ্রপীড়িতঃ।
সেনাপতিং সমাহুয় বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৯৬ ॥ অৰ্কুদে
পৰন্তে সেনাং কল্লঘষ সুতুর্গরাম্। হস্তাধক্লিভাং
ভীমাং রথপতিসমাকুলাম্ ॥ ৯৭ ॥ ততোহসৌ কল্লঘা-

কার্য্যাকার্য্য জানিয়া আসিয়া সৰ্বস্বয়ে মহিষের
নিকট নিবেদন করিল। দৈত্যবর! আমি সেই
সৰ্বলক্ষণলক্ষিতা স্মরণীকে দেখিয়াছি। সেই
বরবর্ণিনী দেবভেজোতবা; অদ্যপি তাহার কস্তা-
বস্থা। সে কোমারব্রত অবলম্বন করিয়া মহা-
রাজেরই বধের জন্য তপস্বী করিতেছে। আমি
তজ্জ ভগবান্‌গের নিকট সেই বরবর্ণিনীর কথা
জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাই জানিয়া আসিয়াছি। মহা-
রাজ! আমার এ সংবাদ সত্য। অনন্তর আপ-
নার যাচা কর্তব্য, করুন। তাহার যে রূপ রূপ,
বয়স, ও কান্তি দেখিলাম, তাহা বর্ণন কারবার
শক্তি আমার নাই। যে বিভো! সেই বালা
কাহারও সহিত আলাপ করে না। পুলস্ত্য কহি-
লেন,—মহিষ দূতের কথা শুনিয়া পুনরপি কাম-
পীড়িত হইল এবং বিচক্ষণা অপার এক জন
দূতকে সেই দেবীর নিকট প্রেরণ করিল। মহিষ
বলিয়া দিল,—ওহে বিচক্ষণ! তুমি ক্রত দূতরূপে
গিয়া আমার জন্য সেই তপস্বিনীকে সাম, দান,
স্তেন্দ্র বা দণ্ড প্রযোগে লইয়া আইস। আজ্যমাজ
বিচক্ষণ প্রণিপাতপূর্বক সেই পরন্তবর অৰ্কুদে
বধায় মহেশ্বরী ভগ্নতা করিতেছিলাম, সেই স্থানে
গমন করিল এবং সাবনয়ে তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া বলিল,—হে কল্যাণ! বিখ্যাত বলবান্
দম্বাংশোক্তব কামরূপী মহিষ এক্ষণে এই জৈলো-

কায় অধিপতি। তিনি আপনাকে ধৰ্ম্মাঙ্গসারে
ধৰ্ম্মপত্নীকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অত-
এই আপনি সেই দানবরাজকে পতিরূপে বরণ
করুন। যদি তিনি আপনার কান্ত; আর আপনি
তাহার কান্তা হন, তাহা হইলে আপনাদের উভ-
য়েরই যৌবন কৃতার্থ হইবে। দানবদূত বিচক্ষণ
এই কথা কহিলে কিকিৎ কোপে অসক্লং ক্ষুরিতা-
ধরা দেবী কহিলেন,—দূত সৰ্বথা অবধ্য, এ কথা
সৰ্বশাস্ত্রসম্মত; এই জন্য আমি তোমাকে সহসা
ভস্মসাৎ করিয়া দিলাম না। তুমি যাও; গিয়া সেই
হুয়াচার মহিষকে বল,—যে পাপ! তুমি বা
তোমার স্ত্রী অস্ত্র কেহ আমাকে পাইতে পারিবে
না। আমি তোমারই বধের জন্য সমস্ত উদ্যোগ
করিয়াছি। দেবী! এই কথা শুনিয়া মহিষদূত
মহাভয়াবষ্ট অথচ তদা রূপে বিস্মিত হইয়া মহি-
ষের নিকট গমন করিল এবং দেবীসম্বন্ধীয় সমস্ত
ঘটনাই মহিষকে নিবেদন করিল। আগচ, দেবী
যে, মহিষের স্ত্রায় ব্যক্তির; গহিত আলাপ করিতেও
অনিচ্ছুক, এ কথাও দূত পশ্চিৎ করিয়া কহিল।
রাজন্! কামবাণপীড়িত হব দূতের কথা শুনিয়া
তাহার সেনাপতিকে প্রণাম করিয়া বলিল,—
সেনাপতি। আমার হস্তাধরথপতিসমাকুল

মাস চতুরঙ্গাং বক্রধিনীম্ । পতাকাচ্ছত্রপল্লাং বাদি-
জারাবত্ববিজায ॥৯৮॥ ততো দ্বিংশতি সন্নতা দৃষ্টান্তে
হৃদিত্তিতা তটেঃ । ইতস্তেষ্টচ ধাবন্তঃ সপক্ষাঃ
পর্কতা ইব ॥৯৯॥ অর্ধাষ্টৈবাপ্যকন্মায় বাহুবোগাঃ
সুবর্জসঃ । অঙ্গত্রাণসমায়ুক্তাঃ শতশোহধ
সহস্রাশ্বাঃ ॥১০০॥ বিমানপ্রতিমাকার্য রথান্তেন
প্রকল্পিতাঃ । কিচ্চিনীজালদদ্যচাপতাকাভিরল-
কৃত্য ॥১০১॥ পত্তয়চ মহাকায় মহেষাসা মহা-
বলাঃ । অসিচর্মধরাক্ষাঙ্গে প্রাসপট্টপাণয়ঃ ॥১০২॥
লক্ষ্যমেকঃ মতঙ্গানাং রথানাং ত্রিগুণঃ ততঃ । অর্ধা
দশগুণা রাজরসজ্বাভাঃ পদাতয়ঃ ॥১০৩॥ তত-
শ্চাক্ষুর্নমাসাদ্য বেষ্টয়িত্বা স দূরতঃ । সম্মিতৈঃ সচিবৈঃ
সার্কৈঃ তদন্তিকমুপাজবৎ ॥১০৪॥ ধ্যানস্থ্যং বীকা
ভাং দেবীং কন্দর্পরশমীভিতঃ ॥ ততোহব্রতীংস
তাং বাক্যং বিনয়েন সমবিতঃ ॥১০৫॥ অহা
তবেদুশঃ রূপমহঃ প্রাপ্তো বরানমৈ । গাঙ্করোণ
বিবাহেন তন্মহিরয় মাং জ্ঞতম্ ॥১০৬॥ যষ্টি-
তর্ধ্যাসংস্রাণি মম সন্তি শুচিস্মিতে । কুত্বা য়াং

দর্শিতঃ কান্তঃ ভাসাং স্বঃ স্বামিনী জব ॥১০৭॥
অনর্হং তে তপো বালে ভুক্তক ভোগান্ন বধেন্দিকাম্ ।
ত্রৈলোক্যস্বামিনী কুত্বা ময়া সার্কমহর্ষিশম্ ॥১০৮॥
এবমুক্তাপি সা তেন নোক্তরং প্রত্যভাবতঃ ॥ ততঃ
কামসমাবিষ্টন্তদন্তিকমুপায়বৌ ॥১০৯॥ তন্তন্ত
লোলুপং দৃষ্ট্বা সা দেবী কোশসংযুতা । অশ্রুত্বাহনং
সিংহং সমাগাতঃ স সাক্ষহৎ ॥১১০॥ অহবীৎপুরুষং
বাক্যং গচ্ছগচ্ছতি চাসকৎ ॥ নো চেচ্ছাক
বদিস্যামি ত্বানহস্মিন দানবাহম ॥১১১॥ অথাসৌ
সচিবৈঃ সার্কৈঃ সমস্তাংপর্যবেষ্টয়ৎ ॥ প্রগ্রহাৰ্হন্ত ত্যাং
দেবীং কামবাণপ্রপীভিতঃ ॥১১২॥ ততো জহাস
স্যা দেবী সশব্দং পরমেবরী । তন্মাদহর্ষিণঃ সার্কঃ
নিজ্রাত্তাঃ পুরুষা ঘনাঃ ॥১১৩॥ অসুরজাঃ সশজ্ঞাচ
রোষেণ মহতম্বিতাঃ । ততস্তানব্রবীদেবী পাণো-
হয়ঃ বধ্যতামিতি ॥১১৪॥ ততস্তে সখিতাঃ সর্পে
মহিষঃ সূপাজবন্ । তিষ্ঠতিষ্ঠেতি জল্পন্তো মুক্কতো-
হস্তাণি ভূরিশঃ ॥১১৫॥ ততঃ সমতবদ্ যুদ্ধং
গগানাং দানবৈঃ সহ । ততস্তে সচিবাঃ সর্পে

জীবনবাহিনী অর্কুদপদাভিমুখে পরিচালন কর ।
আজ্ঞাযাত্র সেনাপতি চতুরঙ্গবাহিনী প্রস্তুত করিল ।
সেনাগণমধ্যে অনাথা ছত্রপতাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে
সুশোভিত হইল । মুহূর্ধ্ব বাদিজয় হৈতে
লাগিল । সুসজ্জিত মাতঙ্গোপরি ভটগণ অধি-
ষ্ঠিত হইল । সেই সকল মাতঙ্গ যখন ধাবিত
হইল, তখন পক্ষবান্ চলৎ পর্কতবৃন্দবৎ পরি-
লকিত হইল । শত শত সহস্র সহস্র বায়ুবেগী
ভেজয়ী অথ সকল অঙ্গত্রাণে অধিত হইল ।
কিচ্চিনীজালনাদিত পতাকাপরিশোভিত বিমান-
প্রতিম বহস্রাখক রথ প্রস্তুত হইল । মহাকায় মহে-
ষাস মহাবল পতি সকল ও অস্ত্রাঙ্গ প্রাশপট্টপাণি,
অসিচর্মধারী সৈন্য সকল প্রধাবিত হইল । এক
লক্ষ মাতঙ্গ, তিন লক্ষ রথ ও দশ লক্ষ অশ্ব, এবং
সংখ্যাতীত পদাভিষ্টেজ্ঞায়া অর্কুদপর্কত বেষ্টন-
পূর্কক দূরে অবস্থান করিল । মহিষ তাহার প্রিয়
সচিবগণ সহ একাকী দেবীর নিকট উপস্থিত
হইল । দূর হইতে দেবীকে ধ্যানস্থ দেখিয়াই
মহিষের কামপীড়া লাগিল । সে বিনীতভাবে
দেবীকে বলিল,—বরানমৈ । তোমার কদুশ
রূপের কথা শুনিয়া আমি এখানে উপস্থিত হই-
রাছি । তুমি পাত্র বিবাহে সত্বর আমাকে
বরণ কর ।

সহস্র ভাষা আছে । আমাকে তোমার কান্ত-
পদে বরণ করিয়া তুমি ত্রৈলোক্যের স্বামিনী হও ।
অগ্নি বলে ! তোমার তপস্তা শোভা পায় না ।
তুমি ত্রৈলোক্যস্বামিনী হইয়া আমার সহিত অগ্নে-
রাত্র যথেষ্ট ভোগ সকল উপভোগ কর ॥৭৫—১০৮॥
মহিষ এত কথা কহিল ! কিন্তু দেবী কোনই উত্তর
দিলেন না । অনন্তর কামাবিষ্ট হইয়া মহিষ
ভাঁহার আরও নিকটে গমন করিল । দেবী
তাহাকে লোলুপ দেখিয়া সত্বোপে স্বীয় বাহন সিংহকে
স্বরণ করিলেন । স্বরণ মাত্র সিংহ আসিল ;
তাহাতে তিনি আরোহণ করিলেন এবং অনুরকে
পুরুষবাক্যে বার বার বলিলেন,—গচ্ছ গচ্ছ, নচেৎ
যে দানবাহম ! এইখানেই তোকে বধ করিব ।
মহিষসুর তখন কামানলপীভিত, তাই দেবীকে
ধরিবার জন্ত সচিবগণ সহ ভাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন
করিল । তখন দেবী পরমেবরী সশব্দে হস্ত
করিলেন । সেই মহাহস্ত হইতে রাজ্যদিন ধোত-
পুরুষ নির্গত হইতে লাগিল । এই সকল পুরুষের
দেহ কঠিন ; উহার সুসজ্জিত, সশস্ত্র ও বধ্য-
রোষে অধিত । দেবী জাণদগকে বলিলেন,—
এই পাণ্ডিত্যকে বধ কর । অনন্তর
পুরুষ প্রকৃত অশ্র-শব্দ বধপুরুষ পতিত ।
বলিতে মহিষাভিমুখে ধাবিত হইল । অনন্তর

বৈবস্বতগুণঃ গতাঃ । ১১৬ । অধাসৌ মহিষো কষ্টঃ
সচিবৈর্কিনিপতিতৈঃ । স্বৈসন্তমান্যমাস তন্মিন-
পর্কতমোদধি । ১১৭ । রথপ্রবরমাক্রুহ সারথিঃ
সমভাবত । নয় মাং সারথে তুণ্যঃ যত্র সান্তে
ব্যবহিতা । ১১৮ । হৃদেনামন্য যাত্তামি পারং
রৌবত ইন্তরম্ । এবমুক্তান্ততে রাজন্ প্রেরয়া-
মাস সারথিঃ । ১১৯ । রথং তেনৈব মার্গেণ যত্র সা
তিষ্ঠতে ক্রবৎ । এতান্মৈব কালে তু তত্রোৎ-
পাত্যঃ সূদাক্ষণাঃ । ১২০ । বহবন্তেন মার্গেণ
যেনাসৌ প্রহিতো নৃপ । সমুখঃ প্রববৌ বাতো রক্ষঃ
কর্করসংযুতঃ । ১২১ । পপাত মহতী চোকা নিহত্য
রবিমণ্ডলম্ । অপসব্যঃ যুগাচ্চকুস্তস্ত মার্গে নৃপোত্তম ।
১২২ । উপবিষ্টান্তথা বাস্তা বহুমুখঃ প্রমুশ্রবুঃ ।
রথধ্বজে সমাবিষ্টৌ গৃধ্রঃ শব্দমধাকরোৎ । ১২৩ ।
স তান্ সন্ধাননাদৃতা মহোৎপাতান্ সূদাক্ষণান্ ।
প্রযবৌ সমুখস্তস্তা দেব্যাঃ কোপপরায়ণাঃ । ১২৪ ।
বিমুশ্রুচ্চ শরাস্রাদাঃ স্তিষ্ঠতিষ্ঠৈতি চ ক্রবন্ । ন
কশিকৃষ্টতে তত্র তেষাং মধ্যে নৃপোত্তম । ১২৫ ।
মহিষঃ রৌবসংযুক্তঃ যো বারয়তি সন্ধরে । তেন

হৃদা গণগণান কৃতং কথিরকর্দমম্ । ১২৬ । ততো
দেবী সমাসাদ্য প্রোক্তা গর্জেন পার্থিব । ন স্বয়ং
সন্ধরে ভীক নুনং কর্তুং মমোক্তিঃ । ১২৭ ।
ন চ বালিশি মে বীর্ধ্যা ন সৌভাগ্যা ন বা ধনম্ ।
ন করোষি হি তেন স্বঃ মম বাক্যং কথকন । ১২৮ ।
নুনং তত্বেন জানামি অবলিঙ্গাসি ভামিনি ।
কুরুবাদ্যাপি মে বাক্যং ভাধ্যা তব মম
প্রিয়া । ১২৯ । স্থিৎ স্বাং নোৎসহে হৃদং
পৌকিষে চ ব্যবহিতঃ । অসকুরিজিহ্বাঃ সন্তো
ময়া শক্রঃ স্ত্রীতৈঃ সহ । ১৩০ । জৈলোক্যো নান্তি
মন্তুলাঃ পুমান্ কশিচ্চ বালিশি । এবমুক্তা ততো
দেবী কোপেন মহাভাষিতা । ১৩১ । প্রগৃহ্য শশরং
চাপং বাক্যমেতদ্ব্যচ হ । নালাপো যুক্ত্যতে পাপ
কর্তুং সহ মম স্বয়া । ১৩২ । কুমার্যাঃ কামযুক্তেন
তথাপি শৃণুমে বচঃ । ন স্বয়া নিজ্জিতঃ শক্রঃ স্ববীর্ঘ্যেণ
রণজিরে । ১৩৩ । পিতামহবরং দেবা মন্তন্তে
দানবাময় । গৌরবাস্তস্ত তেন ত্র্যম্বকানঃ মন্তসে-
হর্ষিকম্ । ১৩৪ । মুকৈকাং কামিনীং পাপ স্বঃ
কৃতঃ পদ্মযোনিনা । অবধ্যঃ সর্বসন্ধানাং পুংসাং

সৈন্ত ও দানবসৈন্তে যুদ্ধ বাধিল । অলস্তর মুহূর্ত্ত
মধ্যেই মহিষের সচিবদল যমভবনে গমন করিল ।
সচিবগণের নিপাতনে মহিষ কষ্ট হইয়া স্বীয় বিপুল
বাহিনী সেই পর্কততটে আনয়ন করিল । অনস্তর
মহিষ এক শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণপূর্বক স্বীয় সার-
থিকে কহিল,—সারথে ! যেখানে সেই দেবী অব-
স্থিতা, আমাকে সেই স্থানে সহর লইয়া চল । অদ্য
আমি ইহাকে বধ করিয়া ক্রোধের অন্তসীমায় উপ-
নীত হইব । ত্রে রাজন্ ! মহিষ এই কথা কহিলে
সারথি সেই পথে সেই স্থানেই মহিষকে লইয়া গেল
ইত্যবকাশে মহিষের অভিযানপথে বহু দাক্ষণ উৎ-
পাত সকল প্রোতুর্ভূত হইল । কর্করযুত রক্ষ বায়ু
মহিষাভিমুখে আসিতে লাগিল । রবিমণ্ডল ভেদ
করিয়া মহতী উৎপত্তি হইল । মহিষের গমন-
পথে বামে বৃগদল যাইতে লাগিল । তাহার বামে
ধাকিয়া বন ও বহুমুখ পরিত্যাগ করিতে লাগিল ।
মহিষের রথধ্বজে বসিয়া গৃধ্র চীৎকার করিল ।
কিছু অধিবাসুর সেই সকল দাক্ষণ উৎপাত অগ্রাহ্য
করিয়া কুরুভাবৈ-দেবীর সমুখে যাইতে লাগিল ।
মহিষ শর বর্ষণ করিতে লাগিল । আর মুখে 'ভিত্তি
ভিত্তি' বধ করিতে থাকিল । নৃপবর । সেখানে
এমন কাহাকেও দেখা গেল না যে, সেই রৌব-কথা-

য়িত অনুরকে সমরে বারণ করিতে পারে । মহিষ
বহু সৈন্ত নিহত করিয়া সমরস্থল কথিরে কথিরে
কর্দমাক্ত করিল । ১০১—১০৩ । অনস্তর দেবীসমীপে
উপস্থিত হইয়া সগর্জে বলিল,—হে ভীক ! তোমার
সহিত যুদ্ধ করা আমার উচিত হয় না ; অগ্নি মুঢ়ে !
তুমি আমার বীর্ধ্য, সৌভাগ্য এবং ধনবস্তার বিষয়
কিছুই জান না । তাই আমার বাক্য রক্ষা করিতেছ
না । হে ভামিনি ! তুমি নিশ্চয়ই গর্জিতা হইয়াছ ;
আমি এখন বালি, আমার বাক্য রক্ষা কর ;
আমার প্রিয় ভাধ্যা হও । পুরুষ হইয়া জীজ্ঞাতি
তোমার বধ করিতে ইচ্ছা করি না । দেখ, আমি
ইন্দ্রকে সুরগণ সহ সমরে বহুবীর জয় করিয়াছি ।
অগ্নি মুখে ! জানিও,—৭ । রৈলোক্যো মৎসদৃশ বাজি
কেহই নাই । এইরূপে বহিত হইয়া দেবী অতি
কোপে শশর শরাসন গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিলেন
যে, রে পাপ ! কুমারীর প্রতি কামযুক্ত—তোমার
সহিত আমার আলাপ করা মুকিসম্মত নহে ;
তথাপি আমার বাক্য অবগত কর । তুমি কদাচ
শক্রকে স্ববীর্ঘ্যে নিজ্জিত করি নাই ; পিতামহ-
বরই তাঁহাকে জয় করার কারণ । পিতামহের
গৌরবে তুমি আপনাকে অধিক বলিয়া মনে করিয়া-
ছিস্ । রে পাপ ! ভগবান্ পদ্মযোনি তোকে

জাতি। ধরাতলে । ১০৫ । পিতামহবরঃ সোহত্র
জয়শীলোহসি দানব । যদি তে পোকবঃ চান্তি
তক্ষীত্রঃ সন্তাপনম্ । ১০৬ । এষা বানিমুভিত্তী-
কৈশর্যামি যমসাদনম্ । এবমুক্তা ততো দেবী শরা-
নমো মুমোচ হ । ১০৭ । চতুর্ভিঃচতুরো বাহাননয়-
যমসাদনম্ । সারথেষ্ট শিরঃ কামাচ্ছরেণৈ-
ফেন চাক্ষিপৎ । ১০৮ । ধ্বজং চিচ্ছেদ চৈকেন
ততোহিচ্ছেন হৃদি কতঃ । স গাজবিকো বাধিতো
ধ্বজযষ্টিঃ সমাশ্রিতঃ । ১০৯ । মুচ্ছয়া সহিতো রাজন
কিকিৎকালমধোমুখঃ । ততঃ সচেতনো হুঁহা মুমোচ
নিশিতাহরান । ১১০ । দেবী সখীসমায়ুক্তা সর্প-
দেশেষতাত্তয়ৎ । ততঃ ক্ষুরপ্রবাণেন ধ্বজস্ত-
বিধাকরোৎ । ১১১ । ছিন্নধ্বা ততো দৈত্যচর্য-
ধ্বজলমবধিতঃ । বিজ্যাব্য সহসা দেবীঃ তিষ্ঠতিষ্ঠি
চাত্রবীৎ । ১১২ । তস্ত চাপতন্তুর্গং ধ্বজং ভাভ্যাং
হুত্বস্তয়ৎ । শরভাভ্যামধ্বাণেন প্রহস্ত প্রাসমেব
চ । ১১৩ । বিশস্তো বিরথো রাজন স তদা দানবাবধমঃ

এক কামিনী বাতীত অস্ত্র সকলেরই অবস্থা করিয়া-
ছেন। সেই এই পিতামহবর কলিত হইবার
সময় উপস্থিত হইয়াছে। রে দানব! যদি তুমি
জয়শীল হস, তাহা হইলে শীঘ্র পোকব প্রদর্শন ক ।
এই আমি তীক্ষ্ণ শর প্রহারে তোকে শমনসদনে
প্রেরণ করিতেছি। এই বলিয়া দেবী অষ্টশর
মোচন করিলেন। তিনি চারিশরে তাহার চারি
বাহনকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন; এক শরে
সারথির মস্তক কাড় হইতে পৃথক্ করিয়া ক্ষেপণ
করিলেন; এক বাণে তাহার ধ্বজ কাটিলেন
এবং অপর এক বাণ তাহার হৃদয়ে বদ্ধ করিলেন।
এই সময় দানব ব্যাধিত হইয়া ধ্বজযষ্টি আশ্রয়
করিল এবং মুচ্ছাপন্ন হইয়া সে কিকিৎকাল অধো-
মুখে অবাস্থিত হইল। ক্ষণেক পরে চৈতন্ত লাভ
করিয়া সে শাণিত শর ফল মোচন করিল।
তখন সখীসমায়ুক্তা দেবী তাহার সর্বাঙ্গ ভাঙিত
করিলেন। তিনি ক্ষুরপ্রাভ্যাসে তাহার ধ্বজ বিধাঙিত
করিয়া কাটিয়া ফেলিলে । তখন ছিন্নধ্বা হইয়া
দৈত্য ধ্বজ হস্তে গ্রহণ করত সহসা দেবীকে বিজা-
বিত করিয়া থাক বলিয়া উঠিল। দানব
এই ভাবে আপত্তি করিলে দেবী হুঁহা শর
প্রহারে তাহার ধ্বজ সর্প বাণে হস্তপূর্বক প্রাস
হেদন করিলেন। রাজন! দানব তখন নিরস্ত
ও বিরথ হইয়া অনন্তর সে বিবিধ অস্ত্র

ততোহস্ত্রচ্ছরান কুপ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ । ১১৪ ।
ব্রহ্মাস্ত্রং মনসি ধ্যায়ন্তুং তন্তো মুমোচ সঃ ।
মুক্তেনাস্ত্রেণ তস্মৈ স্ব ধুমবর্ষিবাজায়ত । ১১৫ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু সত্রক্ষান্তে দিবৌকবঃ ।
পরং ভয়মহুপ্রাপ্তা দৃষ্টা তস্ত পরাক্রমম্ । ১১৬ ।
ততো দেবী কণঃ ধ্যাত্বা তদস্ত্রং পার্শ্ববোক্তম ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ'হনন্তুর্গং ততো ব্যং ব্যজায়ত । ১১৭ ।
ব্রহ্মাস্ত্রে বিকলে জাতে হ্যগ্নেয়ঃ দানবোক্তমঃ ।
প্রেষয়ামাস তাং ক্রুদ্ধো হৃদনদ্বারুণেন সা । ১১৮ ।
এবং নানাপ্রকারাণি তেন মুক্তানি সা
তদা। অস্ত্রাণি বিকলান্তেব চক্রে দেবী
সহস্রশঃ । ১১৯ । এবং নিঃশেষিতান্ত্রো-
হসৌ দানবো বলবন্তরঃ । চকর পরমাং মায়াং
দিত্যোরস্ত্রেঃ সুরেশ্বরী । ১২০ । ব্যাক্ষিপজ
মহাকাযং মহিষং পর্বতাকৃতিম্ । দীর্ঘতীক্ষ্ণবিষাণভ্যাং
যুক্তমঞ্জনসন্নিভম্ । ১২১ । সিংহকঙ্ক সা দেবী
ততস্তমধ্যরোহত । খড়্গেন ভীক্ষেন শিরো দেবী
তস্ত শুক্লতত । ১২২ । শূলেন ভেদয়ামাস পৃষ্ঠদেশে
সুরেশ্বরী । ততঃ কলেবরাত্মশ্মারিক্রম মহান
পুমান । ১২৩ । চর্যধ্বজধরো রোজস্তিষ্ঠতিষ্ঠতি
চাত্রবীৎ । তমপোবং গৃহীত্বা তৎকেশপাশে

স্বরূপপূর্বক মনে মনে ব্রহ্মাস্ত্র ধ্যান করত সহর
তাহা মোচন করিল। ব্রহ্মাস্ত্র মোচিত হইলে তাহা
হইতে ধুমবজী উপগত হইল। এই সময় ব্রহ্মাণি
দেবগণ তাহার পরাক্রম দর্শনে ভীত হইলেন।
দেবী তখন কণকাল ধ্যান করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দানব
মোচিত ব্রহ্মাস্ত্র আহত করিয়া তাহা ব্যর্থ করিলেন।
অনন্তর দানব ব্রহ্মাস্ত্র বিকল দেখিয়া আগ্নেয়াস্ত্র
প্রয়োগ করিল। দেবী তাহা বাকুণাশ্র দ্বারা প্রাভ-
হত করিলেন। দানব এইরূপে সহস্র সহস্র অস্ত্র
মোচন করিল; কিন্তু দেবী তৎসমুদয়ই বিকল
করিয়া ফেলিলেন। তখন ঐ বলবান্ দৈত্য
মহিষাকারে উৎকট মায়া প্রকটিত করিল। দেবীও
দেব্যাশ্র দ্বারা ঐ দীর্ঘ তীক্ষ্ণ বিষাণযুক্ত অজ্ঞানভ
মহাকায পর্বতাকৃতি মহিষকে বিকল করিলেন।
অনন্তর তিনি সিংহকঙ্কে আরোহণপূর্বক তীক্ষ্ণ
ধ্বজ প্রহারে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া শূল দ্বারা
তাহার পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন করিলেন। তখন ঐ রক্তবের
কলেবর হইতে এক মহান পুঙ্খ নিঃসৃত হইয়া
হইয়া ঐ ভীষণাকার পুঙ্খ ধূক্ ধাক্ করিতে
লাগিল। দেবী কেশ-গ্রহণপূর্বক ইলাকেশ বন্দন

দৈবৈশ্বরী ॥ ১৫৪ ॥ নিম্নিশেনাহনং প্রোচৈঃ স
৫ প্রাণৈব্যযুক্ত্যত । দানবঃ পার্শ্ববশ্রেষ্ঠ
পার্শ্ব সিংহবদারিতে ॥ ১৫৫ ॥ ততো জঘান
কুমোহপি দানবান সা কষাধিতা । হতশেষাৎ যে
দৈত্যা নির্ভিতা ধরণীতলম্ ॥ ১৫৬ ॥ প্রবিষ্টা
ভয়সঙ্কতাঃ পাতালং জীবিতৈর্বিণঃ । ততো দেব-
গণাঃ সর্বে বসবো মরুতোহরিণো ॥ ১৫৭ ॥
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যাঃ কৃত্বা গুহ্যককিন্নরাঃ ।
আদিত্যাঃ শক্রসংযুক্তাঃ সমেত্য পরমেশ্বরীম্ ॥
১৫৮ ॥ সমস্তাদিব্যপুষ্পৈশ্চ তাং দেবীং সমবা-
কিরন । অবতো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্মমস্তো ভক্তি-
তৎপর্য্যঃ ॥ ১৫৯ ॥ যুক্তং কৃতং মহেশানি যদ্রুতঃ
পাশকৃতমঃ । ত্রৈলোক্যং সকলং ধ্বস্তং পাপেনা-
নেন স্তম্ভয় ॥ ১৬০ ॥ ত্রয়া দন্তঃ পুনা রাজ্যং
বাসবস্ত ত্রিবিষ্টপে । ভস্মাঘরয় ভদ্রং তে বরং
যন্নানসৌপিতম্ । সর্বে দেবাঃ প্রসন্নাস্তে প্রদ-
স্তন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬১ ॥ দেব্যাবাচ । যদি দেবাঃ
প্রসন্না যে যদি দেবো বরো মম । আশ্রমোহজৈব
মে পুণ্যো জায়তাং খ্যাতিসংযুতঃ ॥ ১৬২ ॥
অশ্বিন্চাহং সদা দেব্যাঃ স্তাস্তামি বরপর্য্যতে ॥ ১৬৩ ॥

দ্বারা ভীষণ প্রহার করিলেন । সিংহও তাহার
পার্শ্বদেশ ছিন্ন করিল । অতঃপর ঐ দানব প্রাণ
বিসর্জন দিল । অনন্তর দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া অপর
দানবগণকে নিহত করিলেন । হতাবশিষ্ট দৈত্য-
গণ ভয়ে ধরণীতল পরিত্যাগ করিয়া জীবনাশায়
পাতালে প্রবেশ করিল । তদর্শনে বসু, মরুৎ,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেব, সাধ্য, ক্রতু, গুহ্যক,
কিন্নর ও আদিত্য প্রভৃত সবাসব দেবগণ দেবী-
সমীপে উপস্থিত হইয়া তখন তাঁহার চতুর্দিকে
পুষ্প বর্ষণ, বিবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব ও ভক্তিতৎ-
পর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন ।
বলিলেন,—হে মহেশানি ! তুমি এই পাপাত্মা
অনুরকে নিহত করিয়া উপযুক্ত কাৰ্য্যই করিয়াছ,
হে শুভে ! এই পাণিষ্ঠ সমস্ত ত্রৈলোক্য বিধ্বস্ত
করিয়াছিল । তুমিই এক্ষণে বাসবকে পুনরায়
রাজ্য সমর্পণ করিলে । অতএব তোমার মঙ্গল
হউক ; তুমি অভীষ্ট বর গ্রহণ কর, সমস্ত দেবই
তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দান করিবেন ।
দেবী কহিলেন,—যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন
হইয়াছেন ; আর আমাকে যদি বর দেওয়াই হয়,
তবে আমার ইচ্ছা এই যে, এখানে আমার একটা

বন্ধোবাচ । রূপেণানেন দৈবৈশি যেষ্টাং দ্রুত্যাতি
মানবাঃ । আশ্রমেহত্র মহাপুণ্যে তে যাত্তান্ত পরাং
গতিম্ ॥ ১৬৪ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানসমায়ুক্তান্তে ভবিষ্যন্তি
মানবাঃ ॥ ১৬৫ ॥ যস্মাকণ্ডঃ কৃতং কৰ্ম্ম ত্রয়া
দানবসুদনাং । তস্মাকং চণ্ডীনাং লোকে খ্যাতিং
গমিষ্যসি ॥ ১৬৬ ॥ তব নাম্না তথা খ্যাতি
আশ্রমোহয়ং ভবিষ্যতি ॥ ১৬৭ ॥ যেহত্র কৃষ্ণ-
চতুর্দশমাষিনে মাসি শোভনে । শিশুদানং
করিষ্যন্তি হ্নানং কুহা সমাহিতাঃ ॥ ১৬৮ ॥ গয়া-
শ্রাদ্ধকলং কৃৎস্নং তেবাং দেবি ভবিষ্যতি ।
অদর্শনাত্তথা মুক্তিঃ পাতকস্ত ভবিষ্যতি ॥ ১৬৯ ॥
কৃষ্ণ উবাচ । একমাত্রিঃ ভবিষ্যন্তি যেহত্র শ্রদ্ধা-
সমাহিতাঃ । উপবাসপরাস্তেবাং পাপং যাত্তান্তি
সংক্ষয়ম্ ॥ ১৭০ ॥ পুত্রহীনশ্চ যো মর্ত্যো নারী
বাপি সমাহিতা । তন্ননাঃ শিশুদানং বৈ তথা হ্নানং
করিষ্যন্তি । অপুত্রো লভতে শীঘ্রং সুপুত্রং নাজ
সংশয়ঃ ॥ ১৭১ ॥ ইন্দ্র উবাচ । ভট্টরাজ্যো নৃপো
যোহত্র হ্নানং দানং করিষ্যতি । সুস্বপ্নকক্ষয়ন্তশ্চ
রাজ্যাবান্তিভবিষ্যতি ॥ ১৭২ ॥ অগ্নিকুবাচ । অত্রা-
গাঃ শুচিঃ শ্রাদ্ধঃ যঃ করিষ্যতি মানবঃ । আশ্র-

পুণ্যাশ্রম প্রখ্যাত হউক, এই গিরিবরস্থিত আশ্রমে
আমি সর্বদা বাস করিব । ব্রহ্মা কহিলেন,—
দৈবৈশি ! এই মহাপুণ্য আশ্রমে এইরূপ রূপে
তোমাকে যাহারা দর্শন করিবে, তাহাদের পরম
গতি লাভ হইবে ; তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত হইবে,
তুমি দানববল বিধ্বস্ত করিয়া যে হেতু হেথায় এই
প্রচণ্ড কৰ্ম্ম কাঁচিয়াছ, এই জন্ত জগতে তোমার
চণ্ডিকা নাম প্রখ্যাত হইবে এবং এই আশ্রমও
তোমার নামেই খ্যাতি লাভ করিবে । হে
শোভনে ! যাহারা আশ্রমের কৃষ্ণচতুর্দশীদবসে
হ্নানান্তে সমাহিত হইয়, এখানে শিশু প্রদান করিবে,
তাহাদের গয়াশ্রাদ্ধের মান কল হইবে, তথা
তোমার দর্শনে পাতক হইতে মুক্তি হইবে । কৃষ্ণ
কহিলেন,—যাহারা উপবাসী থাকিয়া এক মাত্রিঃ
এখানে বাস করিবে, তাহাদের পাপক্ষয় হইবে,
অপুত্রক মানব মানবী সমস্ত হইয়া একাগ্রতার
সহিত এখানে শিশুদান হ্নান করিলে সুপুত্র
লাভ করিবে, সন্দেহ নাই । ইন্দ্র কহিলেন,—যে
ভট্টরাজ্য রাজা এখানে দান করিবে, তাহার
সর্ব শত্রুকক্ষ ও রাজ্য ভিত্তি হইবে । অগ্নি

বিতাহুসারেণ তন্ত যজ্ঞকলং ভবেৎ ॥ ১৭০ ॥
 যম উবাচ । অত্র স্নাত্ব তিলান যজ্ঞ ব্রাহ্মণেভ্যঃ
 প্রদাত্তি । অন্নমুভ্যভয়ং তন্ত ন কদাচিত্তবিষ্যতি ॥
 ১৭১ ॥ ব্রাহ্মস্যা উচুঃ । পিণ্ডদানং নরঃ যোহত্র
 করিষ্যতি তবান্বমে । প্রেতোখং ন ভয়ং তন্ত
 দেবি কাপি ভবিষ্যতি ॥ ১৭২ ॥ বরুণ উবাচ ।
 স্নানার্থং ব্রাহ্মণেভ্যো যোহত্র তোয়ং প্রদাত্তি ।
 বিমলম্ সদা ভাবি ইহ লোকে পরজ চ ॥ ১৭৩ ॥
 বায়ু উবাচ । বিলেপনানি শুভ্রাণি স্নানানি বিশেষ-
 যতঃ । যোহত্র দাত্তি বিপ্রেভ্যো নীরোগঃ স
 ভবিষ্যতি ॥ ১৭৪ ॥ ধনদ উবাচ । যোহত্র
 বিস্তং যথাসক্ত্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাত্তি । ন
 ভবিষ্যতি লোকে স বিস্তহীনঃ কথঞ্চন ।
 ঈশ্বর উবাচ । যোহত্র ব্রতপরো ভূত্বা চাতুর্দশাং
 বসিষ্যতি । ইহ লোকে পরে চৈব তন্ত ভাবি
 সদা সুখম্ ॥ ১৭৫ ॥ বসব উচুঃ । ত্রিরাত্রং যো
 নরঃ সম্যগুপবাসং করিষ্যতি । আত্মজন্মমরণাৎ
 পাপমুক্তঃ স চ ভবিষ্যতি ॥ ১৭৬ ॥ আদিত্য
 উবাচ । অত্রাশ্রমপদে পুণ্যে যে নরঃ ভক্তিসংযুতঃ ।
 ছত্রোপানং প্রদাত্তারস্তেভ্যঃ লোকাঃ সনাতনঃ ॥

কহিলেন,—যে মানব এখানে আসিয়া শুচিতাবে স্থায়
 বিতাহুসারে আত্মহুতান করিবে, তাহার যজ্ঞকল
 লাভ হইবে । যম কহিলেন,—এখানে স্নান করিয়া
 যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে তিলার্পণ করিবে, তাহার
 অপমৃত্যুভয় থাকিবে না । ব্রাহ্মসগণ কহিল,—
 তোমার আশ্রমে যে নর পিণ্ড দান করিবে তাহার
 কখনই প্রেতজন্ত ভয় হইবে না । বরুণ বলি-
 লেন,—এখানে যে নর ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্নানজল
 প্রদান করিবে, ইহ-পরকালে তাহার বৈমল্য লাভ
 হইবে । বায়ু বলিলেন,—যে নর এখানে বিলেপনকে
 শুভ্র সূর্য্যত বিলেপন সকল দান করিবে তাহার
 আরোগ্য লাভ হইবে । ধনদ কহিলেন,—যে
 ব্যক্তি এখানে ব্রাহ্মণদিগকে যথাসক্তি বিস্ত প্রদান
 করিবে, এ সংসারে সে কখনই বিস্ত-বিত্ত হইবে
 না । ঈশ্বর কহিলেন,—যে ব্যক্তি এখানে ব্রতস্থ
 হইয়া চারিদিক বস করিবে, ইহপরকালে তাহার
 অরিহিংস্র সুখ হইবে । বহুগণ বলিলেন,—যে
 নর এখানে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, আত্মজ-
 ন্মমরণাত পাপ মুক্ত তাহার হুত হইবে ।
 আদিত্য কহিলেন,—যে সকল নর ভক্তিসংযুক্ত হইয়া
 এই পবিত্র আশ্রমে ছত্রোপান প্রদান করিবে,

১৮১। অশিনাবুচুতঃ । মিষ্টারঃ শ্রদ্ধাযোপেতো ব্রাহ্মণায়
 প্রদাত্তি । যোহত্র তন্ত পরা প্রীতির্ভবিষ্যতি-
 বিনাশিনী ॥ ১৮২ ॥ ভীষানুচুঃ । অদ্যশ্রুতি
 সর্বেষাং ভীষানামিহ সংস্থিতঃ । ভবিষ্যতি
 বিশেষণ হাশ্রমে লোকবিজ্ঞতে ॥ ১৮৩ ॥ কৃকশকে
 চতুর্দশমাসিনে মাসি ভক্তিতঃ । উপবাসপরে
 ভূত্বা যোহত্র স্নানং করিষ্যতি । সর্বেষামেব
 ভীষানাং স কলং হি লাভিষ্যতি ॥ ১৮৪ ॥ গজক
 উচুঃ । গীতবাদ্যানি বশ্যত্র প্রকরিষ্যতি মানবঃ ।
 সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব রূপবান্ স ভবিষ্যতি ॥ ১৮৫ ॥
 ঋষয় উচুঃ । আশ্রমেহাশ্রমস্তিরাত্রং য উপবাসং
 করিষ্যতি । চাত্রায়ণসহস্রং কলং তন্ত ভবিষ্যতি ॥
 ১৮৬ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । এবং সর্বে বরান দত্ত্বা দেব্যা
 দেবা নৃপোত্তম । তদাত্মন্য দিবং জগদুদেবী তজ্জৈব
 সংস্থিতা ॥ ১৮৭ ॥ অথ মর্ত্যা দিবং জগদুদেবী
 দেবা তদাশ্রমে । অনায়াসেন সম্পূর্ণততো মর্ত্যোস্তি-
 বিষ্টপঃ ॥ ১৮৮ ॥ অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ সর্বাঃ ক্রিয়া
 নষ্টা ধরাতলে । ধর্ম্মক্রিয়ান্তথা চাত্মা যুকা
 দেব্যাঃ প্রপূজনম্ ॥ ১৮৯ ॥ ততো ভীষঃ

তাহাদের সনাতন লোক সকল লাভ হইবে ।
 অশিনীকুমারস্বয় বলিলেন,—যে নর শ্রদ্ধাযুক্ত
 হইয়া এখানে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টার প্রদান করিবে,
 তাহার অনপায়িনী পরমা প্রীতি হইবে । ভীষ
 সকল কহিল,—অদ্য হইতে এই লোকবিজ্ঞত
 আশ্রমে ভীষসমূহের বিশেষরূপেই অবস্থিতি
 হইবে ! আশ্বিন মাসের কৃকশকচতুর্দশী তিথিতে
 যে নর উপবাসী থাকিয়া ভক্তিসংযুক্ত এখানে
 স্নানচরণ করিবে, তাহার সর্ব ভীষকল লাভ
 হইবে । গজকগণ কহিলেন,—যে মানব এখানে
 গীতবাদ্য করবে, সপ্ত জন্ম পর্যন্ত তাহার নৌন্দর্য্য
 লাভ হইবে । ঋষগণ কহিলেন,—যে নর এই
 আশ্রমে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, তাহার সহস্র
 চাত্রায়ণকল লাভ হইবে ॥ ১৮২-১৮৬ ॥ পুলস্ত্য কহিলেন,
 —নৃপবর ! এইরূপে দেবগণ দেবীকে বর দান
 করিয়া তাঁহার আজায় স্বর্গে গেলেন । দেবী সেই
 স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর
 মর্ত্যগণ সেই আশ্রমবাসিনী দেবীকে দর্শন করিয়া
 স্বর্গে যাতে লাগিল । সর্ব মর্ত্যবাসীদিগের অনা-
 যাসেই আশ্রম হইয়া পড়িল । ধরাতলের অগ্নি-
 ষ্টোমাদি খাবতীর ক্রিয়া নষ্ট হইল । একমাত্র দেবী
 পূজা ব্যতীত অন্যত্র পূজা নাই ।

সহস্রাক্ষঃ সন্তত্যা গুরুণা সহ। অক্ষরায়
মাস বেগেন কামঃ ক্রোধঃ ভয়ঃ মদম্ ॥ ১১০ ॥
ব্যামোহঃ গৃহপুত্রোৎসাহঃ কামায়াসমবিতম্। গাভী
যুগং ক্রতুং মর্ত্যে স্বাত্মকামাররান্ শ্রিয়ঃ ॥ ১১১ ॥
চণ্ডিকাভ্যন্তরে পুণ্যে সেবধ্বং হি মমাজয়া।
বিশেষেণাশ্রিত্যে মাসি কৃষ্ণপক্ষে মন্ত্রাসরে ॥ ১১২ ॥
এবমুক্তস্ততঃ সর্বে কামাদ্যান্তে ক্রতুং যযুঃ।
মর্ত্যালোকে মহারাজ রক্ষাং চক্ষুশ্চ সর্বাশঃ ॥ ১১৩ ॥
এবং জাহ্নবা ক্রতুং গচ্ছত জা পার্শ্ববসন্তম। যদৌচ্ছসি
পরং ধ্বং ইহলোকে পরম চ ॥ ১১৪ ॥ যো যাতি
চণ্ডিকাং ত্রৈলোক্যং প্রতি পার্শ্বব। নৃত্যন্তি পিতর-
স্তস্ত গর্জন্তি চ পিতামহাঃ ॥ ১১৫ ॥ তারয়িষ্যাতি
নঃ সর্বান স পুত্রো য ইহাশ্রমে। চণ্ডিকায়ঃ
প্রগবাহ কুর্ধ্যাৎ শ্রাদ্ধং সমাহিতঃ ॥ ১১৬ ॥ একস্মা
লভাতে রাজ্যং স্বর্গং চৈব দ্বিতীয়য়া। তৃতীয়য়া
ভবেম্মোক্ষো যাজ্ঞয়া তত্র পার্শ্বব ॥ ১১৭ ॥ তস্মাৎ
সধপ্রযত্নেন যাত্নাং তত্র সমাচরয়েৎ। তর্কুদে
পর্বতশ্রেষ্ঠে সর্বতীর্থময়ে শুভে ॥ ১১৮ ॥ তত্র শ্লোকঃ
পুরা গীতো নারদেন মহর্গণা শ্রাদ্ধা তত্রাশ্রমে
পুণ্যে বহুবিপ্রসমাগমে ॥ ১১৯ ॥ পুনস্তোবাস্ত-

ইহাতে সহস্রাক্ষ ভীত হইয়া গুরুর সহিত মন্ত্রপাশে
সব্বর কাম, ক্রোধ, ভয়, মদ, ব্যামোহ, তৃষ্ণা ও
আয়াস প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমরা
অতি ক্রত মর্ত্যে যাও; তথাকার পুণ্য চণ্ডিকা-
ভ্যন্তরে যে সকল নরনারী আশ্রিত মাসের কৃষ্ণ-
পক্ষীয় অষ্টাবাসরে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহা-
দিগকে গিয়া আশ্রয় কর। ইন্দ্র এই কথা কহিলে
কামাদিগণ সব্বর মর্ত্যালোকে গমন করিল। মহা-
রাজ। তাহার মর্ত্যে আসিয়া এখনও সেই স্থান
সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। হে পার্শ্ববশ্রেষ্ঠ!
যদি ইহপরকালের মঙ্গল চাও, তবে ইহা জানিয়া
ক্রতু ভূমি দেই স্থানে গমন কর। হে পার্শ্বব!
যে জন চণ্ডিকাকে দর্শন করিবার জন্য অধিদেব
গমন করে, তাহার পিতৃগণ ও পিতামহগণ নর্ত্তন
ও গর্জন করেন যে, যে পুত্র উক্ত স্থানে চণ্ডিকা
শ্রমে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, তাহা হইতে
আমাদিগের উদ্ধার সাধন হইবে। চণ্ডিকাকে
একবার যাজ্ঞর রাজ্য, দ্বিতীয় যাজ্ঞর স্বর্গ, এবং
তৃতীয় যাজ্ঞর মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। তাই
বলিতেছি,—হে রাজন! নর সর্বপ্রকারে সেই
সর্বতীর্থময় শুভ অধিদেবকে যাজ্ঞর করিবে।

তীর্থান্নানদানৈরসংশয়ম্। অর্কদ্বন্দ্বলোকনাদেব
বিপাপা তত্র জায়তে ॥ ২০০ ॥ যঃ শৃণোতি সদা-
খ্যানমেতচ্ছ্রুতাসমবিতঃ। স শ্রীপোতি নরশ্রেষ্ঠ
কামান্ মনসি বাহিতান্ ॥ ২০১ ॥ যন্তেতত্ত্বিত্তে
গেহে লিখিতং পুস্তকং নৃপ। তত্কাপি বাহিতাঃ কামাঃ
সম্পদ্যন্তে দিনে দিনে ॥ ২০২ ॥ পঠতি শ্রদ্ধাযোপেতো
যো বা ভূমিপতে নরঃ। দোহপি যাজ্ঞকসং রাজন
লভতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ২০৩ ॥

ইতি শ্রীকালী চণ্ডিকাশ্রমোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম ষট্টিত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য ঐবাচ। নাগহ্রদং ততো গচ্ছেতীর্থং
পাপপ্রণাশনম্। যত্র নাগৈস্তপন্তস্তং রম্যে পবিত-
রোদসি ॥ ১ ॥ কক্ষপাৎ পুরা শ্রদ্ধা নাগাঃ সর্বে
ভয়াভুরাঃ। পপ্রচ্ছূর্ণগায়ত্রীজ্ঞানং শেখং প্রণতকঙ্করাঃ ॥
২ ॥ যাতৃশাপেন সন্তপ্তা বয়ং পরগসন্তম। কিং
কুন্মঃ ক চ গচ্ছামঃ শাপমোক্ষো ভবেৎ কথম্ ॥ ৩ ॥
শেখ উবাচ। প্রসাদিতা যয়া মাতা শাপমুক্তকৃতে

সেই পুত্রাশ্রমে স্নান করিয়া পুরাকালে মর্দ্বা নারদ
বহু বিপ্র-সমাজ এইরূপ শ্লোক কীর্তন করিয়াছিলেন
যে, অস্তান্ত তীর্থ স্নানদান দ্বারাই পবিত্রীকৃত করে,
কিন্তু অধিদেবের দর্শনমাত্রই লোক পবিত্র হয়।
যে নর শ্রদ্ধাসহকারে এই আখ্যান শ্রবণ করে,
তাহার সমস্ত বাহিত বস্ত লভ হয়। হে নৃপ! যাহার
গৃহে পুস্তকাকারে ইহা লিখিত থাকে, তাহারও
বাহিত সকল দিনে দিনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে
নর শ্রদ্ধাসহকারে ইহা পাঠ করে, সেই পুরুষোত্তম
ব্যক্তিই যাজ্ঞক লভ করিয়া থাকে ॥ ১৬৭—২০৩ ॥
ষট্টিত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্ত! পাপহর নাগহ্রদ
তীর্থে যাইবে। নাগগণ ঐ রম্য পবিত্রতটে
তপস্তা করিয়াছিল। পূর্বে নাগগণ কক্ষর অভি-
শাপ শ্রবণ করিয়া ভয়াভুরভাবে প্রণতকঙ্করে নাগ-
রাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, হে পরগ-বর!
আমরা যাতৃশাপে সন্তপ্ত হইছি; কি করিব?
কোথায় যাইব? কিরূপে আশ্রয় শাপমোক্ষ

পুরা ॥ তয়োক্তং যে তপোযুক্তা ধর্ম্মাচ্ছানঃ সুসং-
যতাঃ ॥ ৪ ॥ ন দহিষ্যতি তান্ বল্লির্ধজে পারিক্শিতস্ত
হি । তস্মাদ্ গদ্যাক্ষরং নাম পরিতঃ ধরণীতলে ॥ ৫ ॥
তত্র যুগং তপোযুক্তা ভবধ্বং সুসমাহিতাঃ । যজ্ঞাস্তে
স। স্বয়ং দেবী চণ্ডিকা কামরূপিণী ॥ ৬ ॥ যজ্ঞাঃ
সঙ্কীর্ণেনেনাপি নশ্বস্তি বিপদো ব্রহ্ম । আরাধয়ধ্ব-
মনিশাঃ তাং দেবীং মম বাক্যতঃ ॥ ৭ ॥ তস্তাঃ
প্রসঙ্গতঃ সর্বে ভবিষ্যৎ গতজরাঃ । এতমেবাত্র
পশ্যামি ছাপায়ং নাগসন্তানঃ । দৈবো বা মাহুযো
বাপি নাস্তো বো মুক্তিকারকঃ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তান্ততো নাগা নাগরাজেন পার্থিব । প্রণমা
তং ততো জম্বুবর্কসং পরিতঃ প্রতি ॥ ৯ ॥ তে ভিষ্মা
ধরণীপৃষ্ঠং পরিতো তদনন্তরম্ ॥ নিজমুখলমার্গেন
কুশা বভ্রঃ সুবিস্তরম্ ॥ ১০ ॥ ততো বৃত্তরতাঃ সর্বে
দেবীভক্তিপরায়ণাঃ । বসন্তি ভক্তিসংযুক্তাচণ্ডিকা-
জ্ঞানায় তে ॥ ১১ ॥ তদ্বাস্তত্র সদা হোমঃ কুরুন্তো
জ্ঞাপ্যমুক্তম্ । একাহারা নিরাহার্য বায়ুতক্তাস্থথা
পরে ॥ ১২ ॥ দন্তোলুখলিনঃ কেচিদশ্বকুটাস্থথা পরে ।
পক্ষ্যগ্নিসাধকাস্তে সদ্যঃপ্রক্ষালকাস্থথা ॥ ১৩ ॥

হইবে? তখন শেষ নাগ বলিলেন—আমি শাপ
মুক্তির নিমিত্ত পূর্বেই মাতাকে প্রসাদিত করিয়াছি।
তিনি বলিয়াছেন,—যাহারা সুসংযত, তপোযুক্ত,
ধর্ম্মাচ্ছান, জনমেজয়ের যজ্ঞে পাবক তাহাদিগকে দণ্ড
করিবেন না। অতএব তোমরা ধরণীতলে
অর্কদ্বাদলে যাও। সেখানে গিয়া সাবধানে তপস্বী
কর। তদায় স্বয়ং কামরূপিণী চণ্ডিকাদেবী আছেন।
তাহার নামসঙ্কীর্ণনেই বিপজ্জাল দূরীভূত হয়।
অতএব আমার বাক্যে তোমরা নিরন্তর সেই
দেবীর আরাধনা কর। তাহার প্রসাদে সকলেই
গতজর হইতে পারিবে। হে নাগগণ! আমি এই
একমাত্র উপায়ই দেখাইছি। ইহা ভিন্ন দৈব বা
মাহুয অস্ত্র কোন পথই তোমাদের মুক্তিকারক
নহে। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপ! নাগরাজ এই
কথা কহিলে নাগগণ তাহাকে প্রণাম করিয়া অর্কদ্বা-
ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাহার ধরণীপৃষ্ঠ
ভেদ করিয়া বিবর্ত বিবর্ত নির্দ্বাপনপূর্বক সেই
পথেই নির্গত হইল। তারপর চণ্ডিকার আরা
ধনার সমস্ত বৃত্তান্ত ও ভক্তিবৃত্ত হইয়া সেই-
খানে বাস করিতে লাগিল। তাহার সন্তত জপ-
হোমপরায়ণ হইল। কেহ কেহ একাহার, কেহ
কেহ নিরাহার, কেহ বায়ুতক্ত, কেহ দন্তোলুক,

গীতঃ বাদ্যঃ তথা চকুরন্তে দেব্যাঃ পুরস্তদা। অনন্ত-
শ্রদ্ধাযোপেতাঃ স্তান্ দৃষ্টা পরগোস্তমান ॥ ১৪ ॥ ততো
দেবী সুসন্তো বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥ ১৫ ॥ দেব্যাবাচ ।
পরিতুষ্ঠামি বো বৎসাঃ কিমর্থঃ তপ্যতে তপাঃ ।
বরয়ধ্বং বরং যজ্ঞো যঃ স্থিতো ভবতাং হৃদি ॥ ১৬ ॥
নাগা উচুঃ । মাতৃশাপেন সন্তপ্তা ধ্বং দেবি নিরা-
শ্রয়াঃ । নাগরাজসমাদেশোচ্ছরণং ত্বাং সমাগতাঃ ॥
১৭ ॥ সা ত্বং রক্ষ, ভয়াতশ্চাচ্ছাপবহিসমুত্তবাৎ ।
বধং মাত্ৰা পুরা শপ্তাঃ কশ্মিন্শিৎকারণান্তরে ।
পারিক্শিতস্ত যজ্ঞে বঃ পাবকো ভক্ষয়িষ্যতি ॥ ১৮ ॥
দেব্যাবাচ । যাবন্তস্ত ভবেদ্ব্যজ্ঞস্তাবদ্যুধঃ মমাস্তিকে ।
সম্ভিত বিনা ভীত্যা ভোগান ভুঙধ্বং সুপুংলান ॥
১৯ ॥ সমাপ্তে চ ক্রতো কুর্যো গত্যঃ স্বঃ
নিকেতনম্ । সুম্যভির্ভে দিতঃ যস্মাদেতৎ-
পরিতকন্দরম্ ॥ ২০ ॥ নাগহস্ত তন্তীর্গ-
মেতস্তাবি ধরাতলে। অত্র যঃ শ্রাবণে মাসি
পক্ষম্যাং ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২১ ॥ কারয়তি নয়ঃ
জ্ঞানং তস্ত নাহিকৃতং ভয়ম্ । ভবিষ্যতি পুনঃ
জ্ঞানো পিতৃন সন্তারয়িষ্যতি ॥ ২২ ॥ যে ভোগা

কেহ অশ্বকুর্দ, কেহ পক্ষ্যগ্নিসাধক, কেহ সদ্যঃ-
প্রক্ষালক এব. কেহ কেহ গীত-বাদ্য-নিরত হইয়া
রহিল। তখন দেবী চণ্ডিকা সেই অনন্তশ্রদ্ধাশীল
পরগপ্রবরদিগকে দেখিয়া সন্তো হইলেন এবং বলি-
লেন—বৎসগণ! কিজন্ত তোমরা তপস্বী করিতেছ,
আমি ভুট্ট হইয়াছি; মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।
১-১৬। নাগগণ কহিল,—দেবি! আমরা মাতৃশাপে
সন্তপ্ত হইয়া নিরাশ্রয় হইয়াছিলাম। পরে নাগরাজের
উপদেশে আপনার শরণ লইয়াছি; আপনি শাপা-
নলোখিত ভয় হইতে আমাদের রক্ষা
করুন। কোন কারণবশে মাতা আমাদের
এইরূপ অভিশাপ দিয়াছেন যে, জনমে-
জয়ের যজ্ঞে পাবক তোমাদিগকে দণ্ড করিবে।
দেবী কহিলেন—যতদিনে সেই যজ্ঞ না
আরম্ভ হয়, তাবৎ তোমরা নির্ভয়ে বিবিধ ভোগ
উপভোগপূর্বক আমার নিকটে অবস্থান কর।
অনন্তর সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়া গেলে পুনরায়
তোমরা নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিবে। তোমরা
এই পরিত-কন্দর ভেদ করিয়াছ বলিয়া ইহা নাগরাজ
তীর্থ নামে মর্ত্যে বিখ্যাত হইবে। এখানে যে
ব্যক্তি ভক্তিবৃত্ত হইয়া শ্রবণী পক্ষী ভূষিতে জ্ঞান
করিবে, তাহার অহিকৃত ভয় থাকিবে না। এখানে

কৃতলে খাতা যে দিবা যে চমাহুযাঃ। তান
সকান স নরো নিত্যং লভিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ২৩।
পুলস্ত্য উবাচ। ততো হুতা বহুবুভুত মুক্কা তদাকং
তয়ম্। দেব্যাঃ শরণ্যাপরাস্তবুভুত নগোত্তমে।
২৪। ততঃ কালেন মহতা সত্রে পারিকিত্ত চ।
নির্বৃত্তে তে তদা জঘুঃ সুনির্বৃত্তা রসাতলম্। ২৫।
দেব্যা চৈবাত্যমুজাতাঃ প্রপিত্য মুহুর্ষুহঃ। কুজ্জাৎ
পার্শ্বিশাঙ্গুল তত্তক্ত্যা নিশ্চলীকৃতাঃ। ২৬। অদ্যপি
কৃৎপকম্যাং জ্ঞাণে মাসি পার্শ্বি। সারিধ্যং তত্র
কুর্কাস্ত দেবীদর্শনলালসাঃ। ২৭। তস্মাৎ সর্ব-
প্রযত্নেন জ্ঞাৎ তত্র সমাচরেৎ। স্নানঞ্চ পার্শ্বিজ্ঞেষ্ঠ
য ইচ্ছেক্ষ্যেয় আশ্বনঃ। ২৮।

ইতি ক্রীড়াক্ষেপে নাগোত্তবতীর্থমাধ্যায়বর্ণনং নাম
সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ। ২৭।

অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। কুণ্ড শিবলিঙ্গাখ্যঃ ততো
গচ্ছ্যয়তীপতে। যত্র সা জাহুবী গুপ্তা তিষ্ঠতে
জ্ঞাক করিলে নয় পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন
করিবে। যে সকল দিবা ভোম ভোগ বিখ্যাত
আছে, এই দিন স্নানের কালে নয় এই সমস্ত ভোগই
নিশ্চয় লাভ করিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—অন-
ন্তর নাগগণ সেই দাক্ষণ শাপভয় হইতে মুক্ত হইয়া
হুত হইল এবং দেবীর শরণাপন্ন হইয়া নগবর
অর্কুদাচলে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর দীর্ঘ-
কাল পরে যখন জনমেজয়ের যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া
গেল, তখন তাহার সুনির্বৃত্তভাবে রসাতলে গমন
করিল। নাগগণ দেবীর ভক্তিতরে নিশ্চলীকৃত
হইয়াছিল; তাই যাইবার সময় মুহুর্ষুহঃ প্রণাম
করিয়া অতিকণ্ঠে দেবার অল্পজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিল।
অদ্যপি জ্ঞাণী কৃৎপকম্যাং পঞ্চমী তিথিতে সেই নাগগণ
দেবী-দর্শন-লালসায় তথায় সন্নিহিত হইয়া থাকে।
তাই বলিতেছি, হে রাজশ্রেষ্ঠ! যে নিজের
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে, সর্বপ্রযত্নে তাহার তথায় স্নান
ও জ্ঞাচ্চরণ করা কর্তব্য। ১৭—২৮।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন! অনন্তর শিব-
লিঙ্গাখ্য কুণ্ডে গমন করিবে। এই কুণ্ডে জাহুবী

কুপসত্তম। ১। ততঃ স্নাতো নয়ঃ স্যাক
সর্বতীর্থকলং লভেৎ। মুচ্যতে পাতকাৎ ২৭-
স্নাদাজয়মরণান্তিকাৎ। ২। যযাতিকবাচ। কিমর্থং
তত্র সা গুপ্তা জাহুবী তিষ্ঠতে বিভো। কস্মিনকালে
সমায়াত পয়ঃ কোতুহলং হি মে। ৩। পুলস্ত্য
উবাচ। যদা প্রসাদিতো দেবৈর্ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
অর্কুদেহস্মিন সদা হেমমণ্ডলেন দ্বয়া বিভো। ৪।
তত্র সংস্থাপিতে লিঙ্গে শ্বয়ং দেবেন শত্বনা।
যৎপাতিতং পুরা লিঙ্গং বালখিলৌর্ঘ্যধিষ্ঠিতং। ৫।
অতিকোপসমায়ুক্তৈঃ কংস্মিচ্চিৎ কারণান্তরে। তদা
দেবেন প্রাতিজ্ঞাতং সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্। ৬।
অচলে তু ময়াইব স্নাতব্যং নাত্র সংশয়ঃ। ততঃ
কালেন মহতা বসন্তস্তত্র তত্র চ। ৭। অচলেশ্বর-
রূপস্ত গঙ্গা চিত্তে ব্যজায়ত। কথং নিত্যং তয়া
সাক্ষিং ভবিষ্যতি সমাগমঃ। ৮। অথ জানাতি নো
গৌরী মানিনী পরমেশ্বরী। চৈতন্যং চিন্তয়ান স
বহুশো নৃপসত্তম। ৯। উপায়ঃ স্নমহক্যাহা
জাহুবীসঙ্গসম্ভবম্। তেনাদিষ্টা গণাঃ সর্বৈ নন্দি-
ভূজিপুরঃসরাঃ। ১০। অতিপ্রায়োহস্তি মে কশ্চ-
জলাশয়রতোত্তবঃ। ক্রিয়তামুত্তমং কুণ্ডমস্মিন

সদা গু ভাবে অবস্থিত। তথায় সমাক্ষেপে স্নান
করিলে 'নয় সর্বতীর্থকল লাভ করে; আজয়-
মরণান্তিক নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যযাতি
কহিলেন,—হে বিভো! এই স্থানে কিজন্ত দেবী
জাহুবী গুপ্ত আছেন, এবং কোন্ কালেই বা
তিনি এই স্থানে আগমন করেন, বলুন, আমার
পরম কোতুল জন্মিয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—
পূর্বে দেবগণ “হে দেব! আপনি এই
অর্কুদাচলে অচল হইয়া বাস করুন” এই বলিয়া
প্রশাদিত করিলে, শ্বয়ং দেব শত্ব এই স্থানে
লিঙ্গ সংস্থাপন করেন। কোন কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ
হইয়া বালখিল্যগণ ঐলিঙ্গ শত্বিত করিয়াছিলেন।
ত ন সর্বদেবসমীপে দে প্রাতিজ্ঞা করেন যে,
আমি এই অচলে নিশ্চয়ই বাস করিব। এই
বলিয়া তিনি দীর্ঘকাল বাস কালেন। পরে অচ-
লেশ্বরের চিত্তে গঙ্গার কথা মতে পড়িল। জ্ঞাণ-
লেন কিরূপে নিত্য আমার গঙ্গা সান্মলন ঘটবে।
অথচ আমার মানিনী গৌরী তা জানিতে পারি-
বেন না। সুতরাং শত্ব এইরূপ হই চিন্তার পর
জাহুবীসঙ্গ লাভের সমাক্ষ উপা করিয়া নন্দি-
ভূজিপ্রমুখ ঐয় গণকিগকে এইরূপ আদেশ করি-

পরিত্রয়োমি ॥ ১১ ॥ তত্রাহং জলমধ্যস্থঃ স্বাত্মমি
জলভঙ্গপরঃ ॥ তত্রাহা বরতঃ চকুর্ণাঃ কুণ্ড
মনেকশঃ ॥ ১২ ॥ অচ্ছোদকসমাকীর্ণঃ সুতীর্থঃ
সুস্থখবহুঃ ॥ ততো গোবীন্দমুখ্যং জাহ্নবী
সঙ্গমালসঃ ॥ ১৩ ॥ ব্রতব্যাঞ্জনং দেবেশো
বিবেশ তদনন্তরম্ ॥ চিত্তমাস তত্রাহো গঙ্গাং
ত্রৈলোক্যপাবিনীম্ ॥ ১৪ ॥ সা ধাতা তৎকণাস্তত্র
শিবেন সহ সঙ্গতা ॥ এবং স ভগবাংস্তত্র
জাহ্নবীং তত্রতে সঙ্গা ॥ ১৫ ॥ ব্রতব্যাঞ্জনেন
রাজেশ ন তু গোবী ব্যাননত ॥ কন্তুচিবধ
কালস্ত নারদো ॥ ভগবান্ মুনিঃ ॥ কৈবল্য-
জ্ঞানসম্পন্নস্তত্রায়তঃ পরিভ্রম ॥ ১৬ ॥ স তু দৃষ্টা
মহাদেবঃ জলস্থঃ ব্রতধারিণম্ ॥ কামজৈরাসদে-
বুক্তঃ তত্রাসৌ বিশ্বমণিভঃ ॥ ১৭ ॥ বক্রনৈজবিহা
রোহয়ঃ কিমন্ত ব্রতধারিণঃ ॥ ঈশ্বকামসম যুক্তস্ততো
ধ্যানস্থিতো মুনিঃ ॥ ১৮ ॥ অধাপশ্চক্যানদৃষ্টা গঙ্গা-
সক্তঃ মহেশ্বরম্ ॥ গোবী ॥ ভবেন সবাক্স ততো
বিশ্বকামগতঃ ॥ ১৯ ॥ তদা স কথয়ামাস সৰ্বং হরি-
বিশেষিতম্ ॥ ২০ ॥ ততো দেবী বরাযুক্তা যযৌ

লেন যে, আমার একটা জলবাস ব্রত কবি
ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব তোমরাই এই গীতিটে
এক উত্তম কুণ্ড নির্মাণ কর। আমি তন্নধ্যস্থ
জলাভ্যন্তরে অবস্থান করিব। তৎ শ্রবণে বহুগণ
সহর এক কুণ্ড প্রস্তুত করিল। ঐ কুণ্ড অচ্ছোদ-
কময় তীর্থ ও পরম সুখবহ। অনন্তর জাহ্নবীসঙ্গ-
সমুৎসুক দেবে গোবীর সম্মতি লইয়া ব্রতপ্যাঞ্জে
সেই কুণ্ডে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় থাকিয়া
ত্রৈলোক্যপাবিনী গঙ্গার ধ্যানে নিরত হইলেন।
গঙ্গা ধাত হইবা মাত্র তৎকণাৎ শিবে সঙ্গিত
আসিয়া মিলিত হইলেন। এইরূপে সেই ভা-
বান ব্রতব্যাঞ্জন সৰ্বদা জাহ্নবীর তর্জনা করিতে
লাগিলেন। পরন্তু গোবীরাও জানিতে পারিলেন
না। একদা কৈবল্যমুনি নারদমুনি ভ্রমণ
করিতে করিতে ঐ মনে আগমন করিলেন।
নারদ তখন সেই বল্লভ ব্রতধারী মহাদেবকে
কামচেষ্টায় অধিত দেখিয়া বিস্মিতভাবে চিন্তা করি-
লেন,—এইরূপ কি ব্রতধারীর বক্রনৈজবিহার?
কি ব্রতী স্বাক্তি এইরূপ কামসম্বন্ধিত হয়?
এই ভাবিকা তিনি প্রথম হইলেন এবং ধ্যান-
নেত্রে মনোমুগ্ধ হইলেন এবং গোবীর ভবে হুল
সক্ত দেখিয়া আরও বিস্ময়গর্ভ হইলেন। অনন্তর

ব্রত মহেশ্বরঃ ॥ আত্মাননয়মা বোধ্যমপমানা
মুখমুখঃ ॥ ২১ ॥ তাং দৃষ্টা কোপসংযুক্তা সমীকতা
মহেশ্বরীম্ ॥ উবাচ জাহ্নবী ভাতা জাহ্নবী দিব্যেন
চকুধা ॥ ২২ ॥ আবধোঃ সঙ্গমে দেবী নারদেন
নিবেদিতা ॥ সেরং কষ্টা সমাধাতি কুণ্ডব বননত-
রম্ ॥ ২৩ ॥ ঈমহাদেব উবাচ ॥ কন্তব্যং জাহ্নবি
শ্রেয়ঃ পুরো গবা মগাশ্চজাহ্নবী ॥ অত্যাধী বামনী
হেবা সারা চ বশবর্তিনী ॥ ২৪ ॥ তৎকণাচ্ছোভে
সাক্ষী তন্মাৎ সামশরা ভব ॥ মো চেচ্ছাপং মদা
সাক্ষী তব দান্ত্যাসংসারম্ ॥ ২৫ ॥ এবমুক্ত চ
করণে জাহ্নবী নৃপসত্তম ॥ কুণ্ডারিগতা সা গঙ্গা
সমুখং প্রযযৌ তদা ॥ ২৬ ॥ প্রতাদৃশবৌ সলজ্জা চ
কৃতার্ললিপুরুঃসরা ॥ প্রণম্য শিরসা চেয়ং ততঃ প্রাধ
শলকতা ॥ ২৭ ॥ পুরাঃ তব কান্তেন নিপতন্তী
নভস্তলাৎ ॥ যুতা দেব তবাপোতঘদিতঃ নৃপতেঃ
কৃতে ॥ ২৮ ॥ ভগীরথাভিধানস্ত ততঃ মেহো
ব্যবর্জিত ॥ আবধোন্তব ভাতা চ নাভুং কাপ

নারদ গোবীর নিকট সমস্ত হরচেষ্টিত বিবৃত করি-
লেন। দেবী তৎশ্রবণে বরাযুত হইয়া ক্রোধে
আত্মাননয়নে কাপতে কাপিতে মহেশ্বরের সমীপে
উপস্থিত হইলেন। জাহ্নবী গোবীকে কোপা-
ক্রান্ত দেখিয়া ভীতা হইলেন এবং দিব্যচক্ষে
সমস্ত ঘটনা জানিয়া মহেশকে বলিলেন,—দেব।
নারদ আমাদের সঙ্গমের কথা গোবীর নিকট
ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে কষ্ট হইয়া গোবী
এদিকে আসিতেছেন; অতএব এক্ষণে যাঁহা
কর্তব্য হয় করুন। মহাদেব কাহিলেন,—জাহ্নবী।
এক্ষণে নগনন্দিনীর সমুখে গিয়া মঙ্গল বিধান
করিতে হইবে; এই গোবী অতিবড় মানিনী; ইনি
সামপ্রয়োগেই বশবর্তিনী। এই সাক্ষী সামপ্রয়োগে
আচর্য্য শাস্ত হইয়া থাকেন। অতথা ইন আমাকে
ও তোমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করবেন। ১—২৪।
কুণ্ড এই কথা কাহলে জাহ্নবী কুণ্ডমধ্যে নর্গত হইয়া
তৎকালে গোবীর প্রতাদৃশগমন করিলেন এবং
লাজ্জিতভাবে কৃতার্ললিপুটে প্রণামপূর্বক গোবীকে
বাগিলেন,—হে দেবি। পূর্বে আমি যখন ভগীরথ
নৃপতির নিমিত্ত নভস্থল হইতে নিপাত্ত হই, তখন
তোমার তর্জাই আমার ধারণ করিয়াছিল।
একথা তোমারও অবদিত নহে। যাঁহা পৌর-
সেই হইতেই আমাদের পরস্পর পরস্পরের উপর
সেই সঙ্কট হয় কিন্তু তোমার ভবে আমাকে

সমাগমঃ ২২ । অধুনা তব বাক্যেন জানেহং
ন সুরেশ্বরী । সমাহৃত্যপি কল্পেণ কিং বা বাক্যদাতা
ভূতে ৩০ । ত্রৈলোক্যাত প্রভুরয়ং তদ্ব্যক্ত্য
কথকম্ । তস্মাদত্রৈব সম্প্রাপ্তা সত্যমেতদ্ব্যয়ো-
দিতম্ ৩১ । পুলস্ত্য উবাচ । তস্তাত্ত্বচনং
জ্ঞাত্ব ততো দেবী প্রহরিতা । প্রোবাচ মধুরং
বাক্যং সত্যমেতদ্ব্যয়োদিতম্ ৩২ । তস্মাদবরয় ভজঃ
তে বরং মন্তো যথেষ্পিতম্ । মুক্তকং পতিধর্ম্মে
মম কান্তং মহেশ্বরম্ ৩৩ । গঙ্গাবাচ । অপি
দৌর্ভাগ্যবৃদ্ধাঃ ভাৰ্য্যা জাতান্মি শূলিনঃ । তস্মা-
দেকং দিনং দেহি ক্রৌড়নার্থমনেন তু ৩৪ । চৈত্র-
শুক্রয়োদশ্যামহোরাত্রঃ সুরেশ্বরী । শিবকুণ্ডঃ
তথাস্থেতদগ্না যস্মাৎ সমাহৃতম্ ৩৫ । শিবগঙ্গা-
ভিধানঞ্চ তস্মাৎ কুণ্ডং ধরাতলে । খ্যাতিং যাতু
প্রসাদেন তব পরিতনন্দিনি ৩৬ । পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমব্ধিতি সা দেবী প্রোচ্য গঙ্গাং মহানদীম্ ।
ততো বিসর্জয়ামাস ভামালিন্ধ্যা মুহূৰ্ত্তঃ ৩৭ ।
গতায়ামথ গঙ্গায়ামধোবক্ত্রা সূলাজ্জতম্ ।
পাণৌ গৃহ যযৌ ক্রজং ভ্রমমাণা গৃহং প্রতি ।

সমাগম এতাবৎ কাল কখন ঘটে নাই । হে সুরে-
শ্বরী । অধুনা আমি জানি না—হয় তোমারই বাক্যে,
না হয় কল্পের আশ্রানে, কিবা যেচ্ছাক্রমেই কোন-
রূপে নিজেকে হইয়া ইহাকে ত্রৈলোক্যপতি জানে
এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । ইহা আমি
সত্যই বলিলাম । পুলস্ত্য কহিলেন,—গঙ্গার সেই
বাক্য শুনিয়া দেবী হুটু হইলেন এবং মধুর
বাক্যে বলিলেন,—তুমি এই সত্য কথা কহিয়াছ,
একজ্ঞ আমি হইতে উত্তম বর গ্রহণ কর । কিন্তু
আমার কান্ত মহেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার বর
প্রার্থনা করিও না । গঙ্গা কহিলেন,—আমি শূলপাণির
অভিবক্ত্র হুর্ভাগ্যশালিনী ভাৰ্য্যা হইয়াছি । অতএব
আমি প্রার্থনা করি, ইহার সহিত ক্রৌড়া করিবার
জন্ত একটি দিন আমায় প্রদান করুন । অপিচ
চৈত্রশুক্রয়োদশীর অহোরাত্র এই মৎসমাহৃত
শিবকুণ্ডই সেই ক্রৌড়স্থান হোক । ধরাতলে
তোমার প্রসাদে হে নগনন্দিনি ।—এই কুণ্ড যেন
শিবগঙ্গা নামে খ্যাতি লাভ করে । পুলস্ত্য কহি-
লেন,—দেবী গৌরী ‘তথাত্ত্ব’ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া
মহানদী গঙ্গাকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন-দানান্তে
বিদায় দিলেন । গঙ্গা গমন করিলে লজ্জায়
অসমর্থ হইয়া অস্বস্তিক্রমে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া

৩৮ । এবমেতৎ পুরাবৃত্তং তস্মিন কুণ্ডে
নরাধিপ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন চতুর্দশাং সমাহিতঃ ।
৩৯ । শুক্রায় চৈত্রমাসে তু স্নানং তব সমাচরৈৎ ।
সান্নিধ্যাদ্বেবদেবন্ত গঙ্গায়ান্চ নৃপোক্তম্ ৪০ ।
যত্র সংক্ৰামায়াতি সর্বং তত্রাত্ত্বং কৃতম্ । তত্র
যো যবতং নদ্যাদ্ ভ্রাম্ভণায় নৃপোক্তম্ । তত্রোম-
সম্ভায়া স্বর্গে স পূমান্ বসতি ধ্রুবম্ ৪১ ।
ইতি ত্রীকালৈ শিবগঙ্গাকুণ্ডোৎপত্তিমাহাভ্যাবর্ণনং
নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ৩৮ ।

একানচত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

যথাতিরূবাচ । যযা কীর্তিতং ব্রহ্মন পূর্বং
দেবৈঃ প্রসাদিতঃ । লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস হির-
রূপো মহেশ্বরঃ ১ । কস্মাত্তৎ পাতিতং লিঙ্গং বাস-
থিলোম্মগম্মভিঃ । কস্মাত্তত্রাচলো জাতো দেবদেবো
মহেশ্বরঃ ২ । এতন্মে কোতুৰং সর্বং যথাবদ্বক্তু-
মইশ । তস্মিন দৃষ্টে চ কিং পুণ্যং নয়াণাং তত্র
জায়তে ৩ । পুলস্ত্য উবাচ । মহেশ্বরস্ত

গৌরীগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । হে নরাধিপ !
সেই কুণ্ডে এইরূপই পুরাবৃত্ত ঘটয়াছিল । অতএব
সর্বপ্রযত্নে চৈত্রমাসের শুক্রা চতুর্দশীর দিন সমাহিত
হইয়া তথায় স্নানচরণ করিবে । ঐ দিন দেব-
দেবের এবং গঙ্গাদেবীর ঐ স্থানে সান্নিধ্য হয়, বলিয়া
এইরূপ স্নানাবধি নির্দিষ্ট । যথায় সমস্ত অশুভ
কর্মপ্রাপ্ত হয় সেই শিবগঙ্গাকুণ্ডে যে নর ভ্রাম্ভণকে
দ্রবত দান করে, নিশ্চয়ই তাহার সেই দ্রবরোমসম-
সংখ্যক বৎসর স্বর্গবাস হয় । ২৬—৪১ ।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

যথাতি বলিলেন,—হে জন । আপনি কীর্তন
করিয়াছেন যে, পূর্বে দেবগণ কুর্ভুক প্রসাদিত হইয়া
স্বরূপ মহেশ্বর লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছেন ; তা
কি জন্ত মহাত্মা বালাখল্যগণ লিঙ্গ পাতিত
করিলেন ? কি জন্তই বা তথ্য দেবদেব মহেশ্বর
অচল হইয়াছিলেন ? আমায় বক্তৃতা কোতুৰং
হইয়াছে, যথাবৎ বৃত্তান্ত বলুন । ঐ দেবদেবের
দর্শনে নরগণের কিরূপ পুণ্য তাহাও আপনি
ব্যাক্ত করিবেন । পুলস্ত্য বলিল,—নৃপধর

মহাশয়ঃ পুণ্য পার্শ্ববসন্তম। অত্র তে কীর্তিবিখ্যায়ি
পুণ্যকৃত্যঃ কথাস্তনম্ ॥ ৪ ॥ যদা পঞ্চমাপরা সত্যী
সত্যপুত্রকৃত্য। অপমানেন দক্ষত যজ্ঞে ন চ
নিমজ্জিতা ॥ ৫ ॥ তদা কামো দ্রুতঃ গৃহ পুণ্যচাপঃ
তমভ্যাগাৎ। কন্দর্পঃ সহসা দৃষ্টা সজ্জিতেষু
সুহৃদেষু ॥ ৬ ॥ আপত্যঃ ভয়াস্ততঃ প্রনষ্টদ্বিপুত্রা-
ন্তকঃ। স তদা ত্রয়মাশ্রিত ইতশ্চৈতচ্চ পার্শ্ব ॥ ৭ ॥
বালখিল্যাক্ষমঃ প্রাপ্তঃ পুণ্যঃ সঙ্কশোভিতম্। স তত্র
ভগবান্ভেষ্যঃ দারৈর্দৃষ্টঃ সুরূপবান্ ॥ ৮ ॥
দিখাসাঃ সুপ্রিয়ালপস্তুততাঃ কামমোহিতাঃ। ত্যাক্য
পুত্রগৃহাদ্যক সর্গান্তংপুত্রসংহিতাঃ। বহুবৃশা
নিশঃ রাজয়াঃ ভজ্যেতি চাক্রবন ॥ ৯ ॥ চকুরালিনঃ
কশিকচূষনক তথাপরাঃ। অস্তান্ততঃ হি লিঙ্গঃ
তৎপুণ্যন্তি চ মুরমুহঃ ॥ ১০ ॥ গী চাপি ভগবান্
শত্ৰুর্নাকামঃ পরমেস্বরঃ। ভগবাণ্ডিঃ সমাশ্রিত্য
সর্গপ্রাপ্তিষু বর্ততে ॥ ১১ ॥ স চাপি ভগবান্ শত্ৰু-
ভাঙ্গাঃ সরতি প্রোত্মনঃ। ভাস্তজ্ঞাত্যাক্ষমঃ তেবাং
দারান্ কামেন পীড়য়ন ॥ ১২ ॥ অথ তে মনসো

দৃষ্টা বিকৃতিঃ দারসত্ত্বান্। অজানন্তো মহাদেবঃ
কটাক্ষত মহাশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ নতুঃ শাপং সুসমুদ্রাঃ
কলত্রার্থে পরম্পর। পতন্ত্যাপ্তত্যাং লিঙ্গমেনতন্তে
পাপকৃতম্ ॥ ১৪ ॥ বিকৃতিঃ নো দারান্নজ্ঞাং
চাত্ত দর্শনাৎ। ততশ্চৈবাপতন্তিকঃ তৎকপান্তং
পুরবিষঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মবাক্যেণ রাজর্ষে চক্রেণ
বসুধা ততঃ। নীর্ণানি গিরিশৃঙ্গাণ চুত্বত্বর্ষকরালয়াঃ ॥
১৬ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্বে ভয়ভ্রতা নরাধিপ।
অকালে প্রলয়ঃ যদা ত্রৈলোক্যে পর্ষাবধিতম্ ॥ ১৭ ॥
ততঃ পিতামহঃ জঘাত্তমৈ সর্গঃ ভবেবয়ন। প্রলয়-
স্তেব চিকানি দৃষ্টান্তে পরমেস্বর ॥ ১৮ ॥ কিং
নিমিত্তং সুরশ্রেষ্ঠ ন জানীমো বয়ঃ প্রভো। তেবাং
তথচনং ব্রহ্মা চিরং ধ্যায়া পিতামহঃ ॥ ১৯ ॥
অত্রবীৎ পাতিতঃ লিঙ্গং বালখিল্যোঃ পিনাকিনঃ।
ভেনৈতে দাক্ষণোৎপাতাঃ সজাতা ভয়সূচকাঃ ॥
২০ ॥ তদ্বায়ুয়া সমাযুকাঃ সর্বে তত্র
দিবোকসঃ। ব্রহ্মন্ত যেন তন্ত্রকং স্থানে সংস্থাপয়ে-
চ্ছিবঃ ॥ ২১ ॥ যাবমো জায়তে লোকে প্রলয়ো-
হকালসম্ভবঃ। এবং সমস্তা তে সর্বে ততো-

মহেশ্বরের মহাশয় শ্রবণ করুন। আমি এ সব শুনে
আপনার নিকট এক পুরাকাহিনী কীর্তন করিগছি,
যৎকালে দক্ষযজ্ঞে অনিমজ্জিতা সত্যপুত্রকৃত্য সত্যী
পিতৃকৃত অবমাননায় পঞ্চম প্রাপ্ত হন, তখন
কাম পুণ্যচাপ গ্রহণ করিয়া সহস্র লিঙ্গাভিমুখে
ধাবিত হইরাছিল। দ্বিপুত্রায়ি দুর্জয় কন্দর্পকে
সহস্র শরাসনবস্ত্রে সহসা সমাগত দেখিয়া ভয়ে
পলায়ন করেন। তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে
করিতে ক্রমে পবিত্র বালখিল্যপ্রমে উপনীত হন।
অনন্তর ভক্তত্যা মুনিপত্নীরা সেই সুন্দর মুমিষ্টালাপী
ভগবানকে দিগম্বর দেখিয়া সকলেই কামমোহিত
হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই পুত্র-গৃহাদি পরিত্যাগ-
পূর্বক তাঁহার পশ্চাৎ বাইতে বাইতে ‘আমাকে
ভজনা করুন—আমাকে পূজা করুন,’ এইরূপ কথা
বারংবার বলিতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে অলি-
ঙ্গন এবং অপর কেহ কেহ চুষন দিলেন। অস্ত
অতিশয় মুনিপত্নী পুণ্যপুণ্য মহাদেবের লিঙ্গ স্পর্শ
করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান পরমেস্বর শত্ৰু
লিঙ্গায়, তিনি জাতি ব্যাপিরা সর্গ প্রাপ্তিদেহে
বিরাগজন্মান। তাই সেই ভগবান্ কামপরাধু
হইয়া মুনিপত্নীদিগে সন্তুষ্ট দিয়া ভ্রমণ করিতে
লাগিলেন। তাই সেই ভগবান্ কামপরাধু
পত্নীগণ কামপরাধু হইতে লাগিলেন। অনন্তর

মুনিগণ স্ব স্ব পত্নীদিগের বিকৃতি বুঝিয়া ক্রোধে
মহাদেবকে জানিতে না পারিয়াই এইরূপ অভিশাপ
প্রদান করিলেন যে, যে পাপকৃতম্। তুই লিঙ্গ
দেখাইয়া অজ্ঞান আমাদের পত্নীগণকে বিকৃতি
করিতেছিল; এই জন্ত তোর এই লিঙ্গ এখন
পতিত হোক। হে রাজর্ষে! ব্রহ্মবাক্যে দ্বিপু-
ত্রায়ির লিঙ্গ তৎকপাৎ পতিত হইল। লিঙ্গপতনে
বসুধা কম্পিত হইল। গিরিশৃঙ্গ সকল নীর্ণ হইয়া
গেল। সাগর সকল সংস্কৃত হইল ॥ ১১—১৬ ॥ অনন্তর
দেবগণ ভয়ভ্রত হইয়া অকালে প্রলয় মনে করিয়া
পিতামহসমীপে গমনপূর্বক নিবেদন করিলেন—
হে পরমেস্বর! প্রলয়ের চিহ্ন দেখা বাইতেছে;
কেন এইরূপ হইল, আমরা তাহা জানিতেছি না।
হে প্রভো! হে সুরশ্রেষ্ঠ! এ কি হইল!—বলুন?
তাঁহাদের সেই বাক্য শুনিয়া পিতামহ বহুক্ষণ ধ্যান-
পূর্বক বলিলেন,—বালখিল্যগণ পিনাকীর লিঙ্গ
পাতিত কারয়াছেন, তাহারই জন্ত এই সকল কীর্তন
দাক্ষণ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অতএব
শিব দ্বারা তে বীর লিঙ্গ বধাঘাতের স্থাপন করিলেন,
সেজন্ত সকল দেবতাই আমার দক্ষিণ চক্ষুকে
আমাদের হাইবার অগ্নেই যেন জগজ্জগৎ
আলিয়া উৎপত্তি না হয়, এইরূপ অভিশাপ

হর্ষমুখাযুঃ ২২। বালখিল্যাত্মমে যত্র তন্নিব-
নিপপাত হ। ভূতৈবিকিবিধৈঃ সৃষ্টৈর্দেবৈর্দেবৈ-
কিনয়্যাবিতাঃ ২৩। দেবা উচুঃ। নমস্তে
দেবদেবেশ ভক্তানাং চাতরকর। নমস্তে সর্ববাসায়
সর্ববজ্রময়ায় চ ২৪। সর্বেশ্বরায় দেবায় পরম-
জ্যোতিষে নমঃ। নমঃ সূর্যায় সূর্যায় জ্ঞানগম্যায়
বেধনে। ২৫। ত্র্যম্বকায় চ ভীমায় পিনাক-
বরণায়মে। অগ্নি সর্মমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা
ইব ২৬। সংসারে বিবৃথেষ্টে জগৎ স্বাবয়-
জ্ঞমম। ন তদন্ত ত্রিলোকেশ্বরিং সূর্যমপ
শকর। যদ্বদ্য ন প্রভো ব্যাপ্তং সৃষ্টিংসংহারকারণাৎ ২৭।
পৃথিবাদীনি ভূতানি ত্রয়া সৃষ্টানি কামতঃ।
যাত্তস্তি তানি কৃণোহপি তব কায়ে জগৎপতে ২৮।
প্রসাদ ভগবন্তাম্লিকমেতৎ সুরেশ্বর। স্থানে
স্থাপয় ভক্তং তে যাবদ ত্রাৎ প্রজাকরঃ ২৯।
ঐতগবানুবাচ। নিক্সিকারস্ত মল্লিকং বালখিল্যৈঃ
প্রপাতিতম। কথং ভূয়ঃ প্রগৃহ্যামি যাবচ্ছূর্নি
জায়তে ৩০। শক্তোহহং বালখিল্যানাং নিগ্রহঃ
ধর্মজ্ঞনা। কিন্তু মে ব্রাহ্মণা মাস্তাঃ পূজ্যাস

দেবগণ সকলেই অর্জুনাগে—যথায় বালখিল্যা-
ত্মমে শিবলিঙ্গ নিপতিত হইয়াছিল, সেইখানে
গমন করিলেন। তথায় গিয়া সকলেই বিনোদ-
ভাবে বৈদিক বিবিধ সূত্র উচ্চারণ করিয়া দেবদেবের
স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—
হে ভক্তগণের আতরকর দেবদেবেশ! আপনাকে
নমস্কার। হে সর্ববাস, আপনি সর্ববজ্রময়, সর্ব-
েশ্বর, দেব, পরমজ্যোতি, সূর্য, সূর্য, জ্ঞানগম্য, বেধা,
ত্র্যম্বক, ভীম, পু পিনাকবরণাশি, আপনাকে নম-
স্কার। এই সমস্ত জগৎ সূত্রে মণির ভায়
তোমাতে প্রীতি রহিয়াছে। হে বিবৃথেষ্ট! এই
স্বাবয় জ্ঞম জগতে এমন কোন সূত্র বস্তু নাই,
যাহা আপনি সৃষ্টিংসংহার কারণরূপে ব্যাপ্ত করেন
নাই। আপনি যেহেতু যে পৃথিবাদি ভূত সকল
সৃজন করিয়াছেন। হে জগৎপতে! ঐ সকল
ভূত আবার আপনাতে গমন করিয়া থাকে।
হে সুরেশ্বর। এই সমস্ত প্রজা কর হইতে না-
হইতে আপনি আপনার লিঙ্গ বহানে স্থাপন
করুন। ঐতগবান বলিলেন,—নিক্সিকার আমার
এই লিঙ্গ বালখিল্যগণ পাতিত করিয়াছেন; অতএব
ইহার ভক্তি না হইলে, পুনরায় কি প্রকারে গ্রহণ
করি। আর বালখিল্যগণের নিগ্রহ করিতে পারি

সুরসন্তমঃ ৩১। অচলঃ লিঙ্গমেতন্নি নৌচ্ছকু-
শক্যতে বিভো। এক এবাত্র নির্দিষ্ট উপায়ো
নপরঃ স্মৃতঃ ৩২। যদি মে স্বং পুত্রা লিঙ্গ-
পূজয়েথাঃ পিতামহ। ততো দেবগণাঃ সর্বে ততো
বিপ্রান্ততোহপরে ৩৩। ততো বৈ শান্তিমাগচ্ছ-
জগৎ স্বাবয়জ্ঞমম ৩৪। পুলস্ত্য উবাচ।
এবমুক্তঃ স ভগবান্ শক্রেণ নৃপোত্তম। ততঃ
পূজয়ামাস ব্রহ্মা পুর্নং সুভক্তিতঃ ৩৫। ব্রহ্মণো-
হনন্তরং বিকৃত্ততঃ শকৃত্ততোহপরে। বালখিল্যা-
দয়ো বিপ্রা মন্যেচ শতরুদ্রিয়ৈঃ ৩৬। ততস্তে
দারুণোৎপাতা উপশান্তাস্ত তৎক্ষণাৎ। অতবৎ
সুমুখো লোকো বৃন্তো গচ্ছবহো যুতঃ ৩৭।
অথোবাচ মহাদেবুঃ সর্গাঃস্তাঃপ্রদিশালয়ান্। সূর্যঃ
সুবরঃ সর্বে মন্তো যন্ননসীপ্তিতম ৩৮। দেবা
উচুঃ। তব লঙ্গস্ত সংস্পর্শাদপি পাশকতো নাঃ।
স্বর্গং যাত্তস্তি দেবেশ নাশং যাত্ততি কিমিব।
ব্রতদানানি সর্গাণাং তীর্থযাত্রাসুতানি চ ৩৯।
তস্মাৎপ্রজ্ঞেণ দেবেব্রতবৈতল্লিঙ্গমুত্তমম। ছাদয়িষ্যতি

বটে, কিন্তু হে সুরসন্তমগণ! ব্রাহ্মণগণ আমার
মান্য পুত্র। এই অচল লিঙ্গ আমি তুলিতে
পারিধ না; তবে এই লিঙ্গ উদ্ধারের একটী-
মাত্র উপায় আছে, অস্ত উপায় আর
আমি কিছুই দেখিতেছি না; সেই উপায় এই যে,
সর্গাগ্রে আপনি এই লিঙ্গের পূজা করুন। তার-
পর দেবগণ; অনন্তর ব্রাহ্মণগণ পূজা করুন,
করিলে তারপর এই সচরাচর জগৎ শান্তি লাভ
করিবে। ১৭ ৩৪। পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর। শকর
এই কথা কহিলে ব্রহ্মা ভক্তিপূর্বক তাঁহার পূজা
করিলেন। ব্রহ্মার পর বিষ্ণু, বিষ্ণুর পর ইন্দ্র,
ইন্দ্রের পর বালখিল্যাদি অস্তান্ত বিশ্বেশ্বর শতরু-
দ্রিয় মন্ত্রে শকরের পূজা করিলেন। তখন অবিগম্যে
সেই দারুণ উৎপাতসমুদ্রান্ত হইল। লোকের
চিত্ত প্রসন্ন হইল। গচ্ছবৎ যুত-মলভাবে বহিতে
লাগিল। অনন্তর মহাদেব সমস্ত ত্রিদেশবাসীকে
বলিলেন,—তোমরা সকলেই আমার নিকট অভীষ্ট
বর গ্রহণ কর। দেবগণ বলিলে,—আপনার লিঙ্গ-
সংস্পর্শে পাশকারী নরগণও বশ হইবে। কিমিব-
রাশি নাশ পাইবে। ব্রত, দান এবং নিধি তীর্থ-
যাত্রা লোপ পাইবে। আর হে প্রভো!
আপনার যদি অভিপ্রায় হয়, তবে দেবেশ্বর বীর
বজ্র ধরা এই উত্তম লিঙ্গ ছাদান করিয়া

সর্বত্র যদি স্বং মন্ত্রসে প্রভো ৪০। জীভগবান্নবাচ।
অভিপ্ৰায়ো মমাপ্যেব বর্ততে হৃদি পদ্মজ। এবং
করোতু দেবেশ্চ সর্বধর্মবিরুদ্ধয়ে ৪১। পুলস্ত্য
উবাচ। ততঃ সঙ্কাম্যামাস বজ্রেন ত্রিদশাধিপঃ।
তল্লিগং সর্বমর্ত্যানাং যথাদ্যন্তং ব্যজায়ত ৪২।
অদ্যাপি বজ্রসংস্পর্শান্তঃসান্নিধ্যং গতৌ নরঃ
আজন্মমরণং পাপান্মুচাতে নাত সংশয়ঃ ৪৩।
মাহাত্ম্যং কীর্তিতং যস্মাত্তল্লিগে শক্তবেণ তু।
বজ্রোচ্ছাদিতং চৈব শক্রেণৈব ধরাতলে ৪৪।
ততঃপ্রভৃতি লিঙ্গস্ত মর্ত্যে পূজা
ব্যজায়ত। পুরানীক্করঃ পূজা যথান্তে
ত্রিংশালয়াঃ ৪৫। এবমেতং পুরাবৃত্তমক্কুর্দে
পর্কশেতম্যে। লিঙ্গস্ত পতনাং পূজাং যস্মাং স্বং
পরিপূজসি ৪৬। কান্তনাস্তচতুর্দশাং নৈবেদ্যাং
নৃতনৈবদৈকঃ। যো দদাত্যচলেশায স ভূয়ো নেহ
জায়তে ৪৭। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্যন্ত ভক্ত্যা
ভূমিরবৈবধৈঃ। যবসম্প্রাণমাণানি যুগানি দিবি
মোহতে ৪৮। তত্র দানং প্রশংসতি শত্ৰুনাং
মুনিসন্তমাঃ। নৃতনানাং মহারাজ যঃ প্রোক্ষ

পুরারিণা ৪৯। কিং দানৈকিবিধৈর্দদিতৈঃ কিং
যজ্ঞৈশ্চ সুবিস্তরৈঃ। কিং ভৌথৈকিবিধৈর্হোমৈ-
স্তপোভিঃ কিঞ্চ কষ্টদৈঃ ৫০। কান্তনাস্তচতুর্দশাং
সুমতেঃপরস্নিধৌ। ধর্ম্যাণোতানি সর্গাণি কলাং
নার্হন্ত যোড়শীম্ ৫১। শৃণু রাজন পুরা বৃত্তং
তদ্বাখ্যং যতন্তমম্। কশ্চিৎ পাপসমাচারঃ কুণী
ক'মতম্মন্ববঃ ৫২। ভিক্ষার্থমাগতস্তত্র লোকৈ-
রস্তৈঃ সমধিতঃ। তেন ভিক্ষার্জিতং তত্র শত্ৰুনাং
কুড়ং নৃপ ৫৩। ততো রোগপারিক্ৰেণাভোজনং
ন চকার সঃ। দাঘাদিতৌ জলে তাম্বনু জাতৌ
ভক্তবিরজিতঃ। শত্ৰুন্ কুষোপধানে তান্ স চ
সুপ্তৌ নিশাগমে ৫৪। ততো নিদ্রাভিভূতস্ত সার-
মেয়ো জহাৱ চ। ভক্ষয়ামাস যুক্তোহস্তৈঃ সারমেয়ৈ-
ক্কুভুক্তিতঃ ৫৫। অথাসৌ বিষয়াভোজনং পঞ্চমং
সমুপস্থিতঃ ততো জাতিস্মরো জাতৌ বিদর্ভাধিপতে
গৃহে ৫৬। ভীমো নাম নৃপশ্রেষ্ঠ দময়ন্তীপিতা হি
যঃ। তং প্রভাবং হি বিজ্ঞায় শত্ৰুনাং তত্র পর্কতে ৫৭।
কান্তনাস্তচতুর্দশাং বর্ষে বর্ষে জগাম সঃ।
কুহা চৈবেপবাসঃ তু রাজৌ জাগরণং তথা ৫৮।

রাখিলেন। ভগবান্ কহিলেন,— ব্রহ্মণ! আমারও
মনোভিপ্রায় এইরূপই। অতএব সর্ব ধর্ম-বুদ্ধির
জন্ত দেবেশ্চ এইরূপই করুন। পুলস্ত্য কহি-
লেন,—অনন্তর ত্রিদশাধিপ বজ্রের দ্বারা এরূপভাবে
সেই লিঙ্গ ঢাকিয়া রাখিলেন যে, তাহাতে সমস্ত
মানবের তাহা অদৃষ্ট হইয়া গেল। নর অদ্যাপি
বজ্রসংস্পর্শনার্থ ঐ লিঙ্গসমীপে গিয়া আজন্মমরণান্ত
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। শত্ৰু সেই লিঙ্গ-
মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। ইহা তাঁহাকে বজ্র
দ্বারা বন্ধুধাতলে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। এই জন্ত
তদবধি মর্ত্যে লিঙ্গপূজা প্রবর্তিত হইল। অস্তান্ত
ত্রিদশগণের জ্ঞায় পূর্বে ঐ শত্ৰুলিঙ্গ পূজা হইয়া-
ছিল। পর্কতবর কন্বর্দে পুরাবৃত্ত এইরূপট
বর্ণিয়াছিল। তুমি কথার নিকট যাহা জিজ্ঞাসিয়া-
ছিলে, ঐ লিঙ্গপতনের পর তাবদ পূজা এই আমি
বলিলাম। যে নর কান্তনাস্তচতুর্দশী দিনে নৃতন
নর দ্বারা অচলেশাযক নৈবেদ্য দান করে, তাহাকে
জ্বর এ সংসারেশিষ্য লইতে হয় না। তদায় নব
নর দ্বারা ভক্তিগত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যব-
সংখ্যক কুণ্ড হুবাং মানব বর্গে বিহার করে।
যে ব্রহ্মব্রহ্মণ্য ঐ স্থানে নৃতন প্রস্তুত শত্ৰু
দান প্রস্তুত ঐ কথা মহারাজ! যঃ

ত্রিপুরারি বলিয়াছেন।— বিবিধ দান, বিপুল
যজ্ঞ, নানাতীর্থ, হোম, কিম্বা কুন্তসাধ্য তপস্তা দ্বারা
কি হইবে? ঐ সকল ধর্ম কান্তনাস্তচতুর্দশীদিনে
মহেশ্বর-দর্শন-জনিত কলের যোড়শবলার যোগ্য
নহে। রাজন্! ঐ স্থানঘটিত এক আশ্চর্যজনক
উত্তম বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। একদা অস্তান্ত লোকের
সহিত এক পাপাচার, কুশকায কুণী ব্যক্তি ভিক্ষার্থ
অচলেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়াছিল। ভিক্ষায় সে কুড়ব-
পরিমিত শত্ৰু সংগ্রহ করিল; কিন্তু রোগ-ক্রান্তি-
বশতঃ তাহার ঐ শত্ৰু ভোজন করা হইল না। সে
উদ্বার্ত হইয়া তত্রত্য জলে অভক্তিভাবে স্নান
করিল; স্নানান্তে শত্ৰুগুলি শিয়রে রাখিয়া নিশাগমে
ঘুমাইয়া পড়িল। কুণী নর নিদ্রাভিভূত হইলে
একটা কুকুর আসিয়া তাহার শত্ৰুগুলি হরণ
করিল এবং অস্ত আরও কতকগুলি কুকুর লই এক-
যোগে তাহা খাইয়া ফেলিল। ৩৫-৫২। রাজন্! অনন্তর
সেই কুণী নর পঞ্চম প্রাণ হইল এবং বিদর্ভাধি-
পতির গৃহে জাতিস্মর রাজা হইয়া কন্বগ্রহণ করিল।
এই রাজাই দময়ন্তীর পিতা সেই প্রসিদ্ধ ভীম।
রাজা ভীম জাতিস্মরতা নিবন্ধন শত্ৰু-স্মরণের
প্রভাব অবগত হইয়া প্রতিবৎসর কান্তনাস্ত-
চতুর্দশী দিনে অক্লান্তভাবে সিন্ধা উপবাস ও ভজিত্যগ-

অচলেশ্বরসান্নিদ্যো দদৌ শকুন্তলাং বহন ।
সহিরণ্যান্ বিজ্ঞান্ধ্যাং পশুপক্ষিযুগেব চ ॥ ৫০ ॥ অথ
তে মুনয়ঃ সর্বের্ণ গালবপ্রমুখা নৃপ । পপ্রচ্ছুঃ
কৌতুকাবিতাঃ শকুন্তানকুন্তে নৃপ ॥ ৫১ ॥ অথ
উচুঃ । হস্তাশ্বরধনানানাঃ শক্তিরস্তি তবাকুন্তা ।
কস্মাৎ শকুন্ত প্রমুখা হং নান্তদধর্মমিহেচ্ছসি ॥ ৫২ ॥
পুলস্ত্য উবাচ । অথাসৌ কথমাশাস পুন্মমেতৎ-
সমুত্তব ॥ শকুন্তানন্ত মহাশ্বাঃ মুনীনাং ভাবিতা-
জ্ঞান্য ॥ ৫৩ ॥ পূর্বে তন্ত্যা বিহীনস্ত শুনা বৈ
শক্তবো হতাঃ । তৎপ্রভাবাদিয়ঃ প্রাপ্তির্যম জাতা
বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥ ৫৪ ॥ সাস্ত্রং তন্ত্রিদন্তানাং কিং
জ্ঞানানামি নো কলম্ । এতস্মাৎকারণাদানাং
শকুন্তাঃ প্রকরোম্যাহম্ । তীর্থেহস্মিন ভক্তিসংযুক্তঃ
সত্যোন্মাদানমালভে ॥ ৫৫ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
তত্ত্বম্বে মুনয়ো হৃষ্টাঃ সাধুসাধিভি চাক্রবন্ । চকু-
শৈবায়শক্ত্যা তে শকুন্তাঃ দানমুত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥
এষ প্রভাবো রাজর্ষে শকুন্তানন্ত কৌন্তিতঃ । মধে-
শ্বরস্ত মাহাশ্বাং সত্যকাপি প্রকৌন্তিতম্ ॥ ৫৭ ॥

রণপূর্বক অচলেশ্বরসমীপে প্রচুর শকু দান করিতে
লাগিলেন । পশু-পক্ষি-কুগাদিগকে শকু দিয়া উত্তম
উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে শকুসহ হিরণ্য দান করিতে
লাগিলেন । অনন্তর তত্রত্য গালবাদি মুনিগণ
কৌতুকাবিত হইয়া শকুদান-রত রাজাকে জিজ্ঞাসি-
লেন,—রাজন ! হস্তা, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি প্রধান
প্রধান বস্তু দান করিবার আপনার যথেষ্ট শক্তি আছে,
অথচ আপনি শকু ব্যতীত আর কিছুই দান করিতে
সমুৎসুক নহেন ; কারণ কি ? পুলস্ত্য কহিলেন—
অনন্তর তিনি সেই সকল ভাবিতাশ্বা মুনিদিগকে
শকুদানের অশারমহিমা কৌন্তন করিলেন । বলি-
লেন,—পূর্বে আমি অভক্তিপূর্বক দান করিয়া
শিয়রে শকু রাখিয়া এখানে শুইয়াছিলাম, এক
কুকুর আসিয়া আমার সেই শকু হরণ করিয়াছিল ।
হে বিজয়রণ ! তদূশ শকুদানের প্রভাবেই
আমার এই রাজজয় ঘটিয়াছে । না জানি সস্ত্রাত
এই সকল ভক্তি-প্রদত্ত শকুর কলে ইহা অপেক্ষা
আরও কি উত্তম কল ঘটিবে । এই কারণেই
আমি এই তীর্থে আসিয়া ভক্তিমুক্ত হইয়া শকুদান
করিতেছি । পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর মুনিগণ
হই হইয়া তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া যথার্থ শকু
দান করিতে লাগিলেন । হে রাজর্ষে ! এই আমি
শকুদানের প্রভাব, মহেশ্বর-মাহাশ্বা ও সত্যক

যশৈশ্চুগ্নাভক্ত্যা কথ্যমানঃ বিজ্ঞানিনাং । অহো-
রাত্রকৃত্যং পাপামুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
ইতি ত্রীকান্দে শকুদানমাহাশ্বাবর্ণনং নামৈকোন-
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ কামেশ্বরঃ গচ্ছেত্তত্র
কামপ্রতিষ্ঠিতম্ । যস্মিন দৃষ্টে সদা মর্ত্যঃ সুরূপঃ
সুপ্রভো ভবেৎ ॥ ১ ॥ যযাতিকবাচ । যয়া প্রোক্তঃ
পুরা শব্দুঃ কামবাণভয়াং কিল বালখিল্যাত্রমং
প্রাপ্তো যত্র লিঙ্গং পপাত হ ॥ ২ ॥ স কথং পুজিত-
স্তেন শব্দুর্বে ক্ষৌতুকঃ মহৎ । বদ সর্বঃ বিজ-
শ্রেষ্ঠ কামেশ্বরনিবেশনম্ ॥ ৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
মুক্তলিঙ্গেশ্বরি দেবেশে ন স্মরন্তঃ মুমোচ হ ।
দর্শয়ন্মাত্মনো বাণং তস্মাসৌ পৃষ্ঠতঃ স্থিতঃ ॥ ৪ ॥
তুতো বারাগসীঃ প্রাপ্তস্তত্তয়াত্ৰিপুয়াস্তকঃ । তজাপি
চ তথা দৃষ্টা ধৃতচাপং মনোভবম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ
প্রয়াগমাপন্নঃ কেনারঞ্চ ততঃ পরম্ । নৈমিষং

কৌন্তন করিলাম । যে জন ইহা ভক্তিপূর্বক বিজ-
মুখে শ্রবণ করে, সে অহোরাত্র-কৃত পাপ হইতে
মুক্ত হয় সংশয় নাই । ৫৬—৫৭ ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর কামপ্রতিষ্ঠিত
কামেশ্বরসরিধানে গমন করিবে । মানব তাঁহাকে
দেখিলে নিত্য সুরূপ ও সুপ্রভ হইয়া থাকে ।
যযাতি কহিলেন,—মুনে ! আপনি প্রথমে বলিয়া-
ছেন, শব্দু কামবাণ- বালখিল্যাত্রমে উপস্থিত
হইলে তাঁহার লিঙ্গ পাপ হয় । কিন্তু সেই কামই
আবার শব্দুকে কিরূপে পূজা করিল ? এ আবার
বড়ই কৌতুক ; অতএব হে বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি
কামেশ্বরসারবেশ-বার্তা বিদ্য কলম । পুলস্ত্য
কাহলেন,—দেবেদেব মুক্ত হইলেও স্মর
তাঁহাকে ছাড়েন নাই । সে বাণ সজ্জন করিয়া
শব্দুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবস্থান করিতেছিল । ত্রিপু-
রারি কামতমে বারাগসীধাতে আসিতেন । এত-
নেও ধৃতধন্য মদনকে দর্শন করিয়া পরে প্রয়াগে

ভজকৰ্ণক জঙ্ঘমার্গে ত্ৰিপুৰকৰম্ । ৬ । গোকৰ্ণক
প্রভাসক পুশ্যক কুমিজাঙ্গলম্ । গন্ধাভাং গুমা-
লীৰং কালাতীষ্ঠং বটেধরম্ । ৭ । কিং বা তেন
বহুক্ষেণ তীৰ্থাভায়তনানি চ । অসংখ্যানি ততো
দেবঃ কামক দদৃশে তথা । ৮ । যত্র যত্র মহা
দেবস্তত্তয়ানুগ্ৰহ গচ্ছতি । তত্র তত্র পুনঃ কামং
প্রপত্ততি ধৃতায়ুধম্ । ৯ । কস্তচিৎকালস্ত
পুনঃ প্রাপ্তোহৰ্কুণ্ডং প্রাতি । তজাপস্ততথা কামমা-
কৰ্ণাবিতায়ুধম্ । আকুক্ষিতৈকপাদক স্থিরদৃষ্টিঃ
নুপোত্তম । ১০ । অবাসো ভগবাক্ষান্তঃ প্রিযা-
দুঃখসমবিতঃ । ক্রোধঃ চক্রে বিশেষেণ দৃষ্টো তঃ
পূরতঃ স্থিতম্ । ১১ । তস্ত কোপাভূতস্ত
তৃতীয়ায়নানুগ্ৰহ । নিশ্চক্ৰাম মহাজালা যযাসো
ভস্মগাং কৃতঃ । ১২ । সচাপঃ সশরো রাজঃ-
স্তম্ভিন্ পৰ্বতরোধসি । শকরো রোষপৰ্য্যস্তঃ
গৰা সৌখ্যবাপ্তবান্ । ১৩ । কৈলাসং পৰ্বত-
শ্ৰেষ্ঠং জগাম সুরপুঞ্জিতঃ । দৃষ্টে মনোভবে ভাৰ্য্যা
রতিরস্ত পতিব্রতা । ব্যালপংকরূপী দীনো পতি-
লোকপরিপ্লুতা । ১৪ । ততো দারূণ চাহত্যা চিতিং
কুৰ্বা নরাধিপ । আকরোহাগ্নিসদীপ্তাং চিতিং সা

গমন করিলেন । প্রয়াগ হইতে কেদারে, তথা
হইতে নৈমিষারণ্যে, তারপর ক্রমে ভজকর্ণে, জঙ্ঘ-
মার্গে, ত্ৰিপুৰকৰ্মে, গোকৰ্ণে, প্রভাসে, কুমি-জাঙ্গলে,
গন্ধাভায়ে, গয়ালীর্বে, বটেধরে, অধিক বলব কি,
এতদ্বার অন্তান্ত অসংখ্য তীর্থায়তনেই তিনি গমন
করিলেন । তিনি যেখানেই যান, কামকে দর্শন
করেন । মহারাজ ! এইরূপে মহাদেব যত্র যত্র
যাইতে লাগিলেন, তত্র তত্রই ধৃতায়ুৰ কামদেবকে
দেখিতে লাগিলেন । অনন্তর একদিন তিনি অৰ্কুণ্ড-
চলে আসিলেন । সেখানে গগাও হাংনি আকুক্ষিতৈক-
পাদ আকর্ণ আকুট-শর স্থিরলক্য কামকে দেখিতে
পাইলেন । এইবার সেক্ষ প্রয়াগ-প্রসঙ্গাভ শান্ত
শিব পুরোভাগে কাকোৰ্ণনে সাবেশব ক্রুদ্ধ হই-
লেন ; কোপে তাঁহার সৃতীয় নয়ন হইতে মহোজ্জ্বা
নিষ্ফলিত হইয়া সশরঃপ্রায় কামকে সেই পৰ্বত-
ভূটে ভস্মগাং করিয়া ফেলিল । তখন শক
রোষপারে উপনীত হইয়া স্তম্ভ হইলেন এবং
সুরপুঞ্জিত হইয়া পৰ্বতবর কৈলাসে গমন কা-
রিলেন । মনোভব যুগ হইলে আতশোক-পরিপ্লু-
পতিব্রতা রতি দীপে দেব কল্পকণ্ঠে বিলম্ব করিতে
লাগিলেন । পরাতে পটাহরণ করিয়া চিত্তা প্রস্তুত

পতিব্রতা । ক্রাবদাকাশগাং বাণীং শুভ্রাবট
যশসিনী । ১৫ । বাতবচ । মা পুঞ্জি স্তম্ভস-
কাৰ্য্যোপস্যাতিষ্ঠ স্তম্ভসি । ভূমঃ প্রাপ্যসি, ভূমঃ
কামং তুঠেন শকুন । ১৬ । সা ক্রাবা জঃ ক্রাবা
বাণীঃ সমুত্তমো স্তম্ভম্যমা । দেবমারাদ্যমাস
দিবানন্তমভ্যস্ততা । ব্রতৈর্দানৈর্জপৈর্হোমৈরুপ-
বসৈস্তথা পঠৈঃ । ১৭ । ততো বর্ষসংস্রাজে তুঠ-
স্তস্তা মহেশ্বরঃ । অরবীন্দ কল্যাণি বরঃ স্বরূপসি
স্থিতম্ । ১৮ । রতিরুবাচ । যদি তুঠোহসি মে
দেব ভগবন্মোকভাবনঃ । অক্ষতাক্ষঃ পুনঃ কামঃ
কান্তো মে জায়তাং পতিঃ । ১৯ । এবমুক্তে তরা
বাক্যে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিতঃ । ববা স্তম্ভো মল-
রাজ তৎক্ষণঃ স হর্ষিতঃ । ২০ । ইন্দুখটিময়ঃ চাপং
পুষ্পবাণসমবিতম্ । ভূজশ্রেণিময়া ঘোৰ্য্যা শোভিতং
সু মনোহরম্ । ২১ । ততো রতিসমাবৃত্তঃ প্রশংসত্য
মহেশ্বরম্ । অমুক্তান্ত তেনৈব স্বব্যাপারেহ-
ভাববৃত্ত । ২২ । স দৃষ্টো শিবমাহাশ্বাং শ্রদ্ধাং
কুৰ্বা নুপোত্তম । শিবং সংস্থাপয়ামাস পৰ্বতে-
হৰ্কুণ্ডসংজ্ঞিতে । ২৩ । যম্ভিন্ দৃষ্টে মথারাজ নারী

করত অতি দুঃখিতা রতি অগ্নিদীপ্ত চিত্তায় আরো-
হণ করিলেন । তখন এক আকাশবাণী তাঁহার
কর্ণগোচর হইল । ১—১৫ । বাণী বলিল,—বৎসে !
তুমি এরূপ সাহস করিও না ; তপস্তা কর ; শকু
তুঠ হইলে পুনরায় স্বীয় ভর্তা কামকে প্রাপ্ত
হইবে । রতি এই আকাশভারতী স্বপ্ন করিয়া
চিত্তা হইতে উত্থিত হইলেন । রাজাধীন
অতলিতভাবে ব্রত, দান, জপ, হোম, ও
উপবাস দ্বারা দেবদেবের আরাধনা করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর বর্ষসংস্রাজে মহেশ্বর তৎপ্রতি
তুঠ হইয়া বসিলেন,—কল্যাণ ! তুমি অতীত বর
প্রার্থনা কর । রতি বসিলেন,—হে দেব ! যদি
মৎপ্রতি তুঠ হইয়া থাকেন, তবে আমার লোক-
তাবন রমণীয়াত পাত কাম পুনরায় অক্ষতাক্ষ
হউন । রতির এইরূপ প্রার্থনামাত্র ঐশ্বর্যকল্যাণ
ঃক্ষণাৎ কাম উত্থিত হইলেন । মহারাজ ! কাম
স্তম্ভোত্থিত ব্যক্তির ভাব স্বীয় পুনরুন্নয়নেই সর্বদা
উত্থিত হইয়া ইন্দুখটিময় চাপ, পুষ্পবাণ ও ভূজ-
শ্রেণিময়ী ঘোৰী দ্বারা স্তম্ভোত্থিত হইতে লাগিলেন ।
অনন্তর তিনি অমুক্তান্তের মহেশ্বরকে প্রণাম
পূর্বক তাঁহার অমুক্তান্তের পূর্ববৎ স্বব্যাপার
হইলেন । অনন্তর কামদেব তথাবিধি বিলম্ব

যা যদি বানরঃ। সপ্তজয়াস্তরাণ্যে ন লৌকীয়া-
মকামুদাঃ ২৪। এবমেতন্নরা ধাতং বয়াং যং
পরিপূজসি। কামেশ্বরস্ত মহাশ্বাঃ কামদাহঃ
সম্বিত্তরঃ ২৫।

ইতি জিজ্ঞাসে কামেশ্বরমাহাশ্বাবরণং নাম /
চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ৪০।

একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বিশব্রত মার্কণ্ডেয়স্ত
চাশ্রমঃ । যত্র পূৰ্ণঃ তপস্তপ্তঃ মার্কণ্ডেন
মহাশ্বনাঃ ১। মুকণ্ডো ব্রাহ্মণো নাম পুরাসীচ্ছ-
সিতব্রতঃ । অশ্বে বয়সি সপ্তাত্তমস্ত পুত্রোহতি-
শুন্দরঃ ২। সৰ্গলক্ষণসম্পূর্ণঃ শান্তঃ স্বর্ঘ্যসমপ্রভঃ ।
কস্তচিবধ কালস্ত তস্তাশ্রমপদে নৃপ । আগতো
ব্রাহ্মণো জানী কশ্চিংসামুদ্রবিচ্ছূভঃ । ততোহসৌ
ক্রীড়মানস্ত বালকঃ পঞ্চবার্ষিকঃ ৪। আনাশাশ্র-
মশিখাগ্রাত্যাং চিরং চৈবাবলোকিতঃ । ততোহহসৎ
স সহস্রা তং মুকণ্ডো হলকয়ৎ ৫। অথাত্রবীজিরং

সন্দর্শন করিয়া ব্রাহ্মা সহকারে অর্দ্ধদ্বাদশে এক শিব
স্থাপন করিলেন । সেই শিবসন্দর্শনে নর কিছা
নারী সকলেই সপ্তজয়েও দৌর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না ।
আগনি যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এই আমি সেই
কামেশ্বরের মহাশ্বা ও সম্বিত্তর কামদাহ বর্ণন
করিলাম । ১৬—২৫।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—বৃশবর ! অনন্তর মার্কণ্ডেয়া-
শ্রমে যাইবে । তথায় মহাত্মা মার্কণ্ড পূর্বে তপস্তা
করিয়াছিলেন । পুরাকালে মুকণ্ড নামে জনৈক
সংশ্লিষ্টব্রত ব্রাহ্মণ ছিলেন । বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার
একদা পরম শূন্দর পুত্র হয় । পুত্রটী সৰ্গলক্ষণা-
কান্ড, শান্ত ও তেজে স্বর্ঘ্যসমিভ । একদা মুকণ্ডর
আশ্রমপদে জনৈক জানী সামুদ্রবিৎ ব্রাহ্মণ আগমন
করেন । তখন মুকণ্ডর পুত্রের বয়স পঞ্চম বর্ষ ;
বালক খেলা করিতেছিল । আগন্তক ব্রাহ্মণ
অবলোকন করিয়া বালকের আশ্রমমুক্ত নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলেন । মুকণ্ড ব্রাহ্মণের সেই হস্ত
স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—বিজবর ! আগনি অনেক-

বৃষ্টবরা পুত্রো যম বিজঃ । ততো হসিতবান্
ভুয় কিমিদং কারণং বদ ৬। অনন্তং সঃ মুকণ্ডেন
যাবৎ পুত্রো বিজ্ঞোভূতঃ । উপরে ধবশান্তে
যথাৎ সম্রাভেদয়ৎ ৭। তন্ত বালস্ত চিহ্নানি যানি
কায়ে বিজ্ঞোভূতঃ । অজরচাময়শ্চৈব তৈত্তবেৎ পুরুষঃ
কিল ৮। যথাসেনান্ত বালস্ত নুনং মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ।
এতন্ম্যৎ কারণাক্রান্তং ময়াকারি বিজ্ঞোভূতঃ । অনৃতং
নোভূতপূৰ্ণং মে বৈরিঘণি কদাচন ১০। পুলস্ত্য
উবাচ । এবমুকা তু স জানী উবিহা তত্র শরীরান্ ।
মুকণ্ডেনাত্মহুজাত ইষ্টঃ দেশং জগাম হ ১০।
মুকণ্ডোহপি মৃতঃ জীবা ততঃ কাণায়ং নৃপ ।
পঞ্চবার্ষিকমপ্যর্ভশ্চকারোপনয়নমিতম্ ১১। জ্ঞতা-
ধ্যয়নসম্পন্নঃ যং যুঃ পশ্যসি চাগ্রতঃ । জ্ঞাতবিদানং
কার্য্যং শ্রয়া পুত্রক নিত্যশঃ ১২। ততশ্চক্রে ব্রহ্ম-
চারী পিতৃসীকাং বিশেষতঃ ১৩। বাণং বৃদ্ধং
যুবানং চ যং যং পশুতি চক্ষুযা । নমস্করোতি তং
সর্বং ব্রাহ্মণং বিনয়ামিতঃ ১৪। কস্তচিবধ কালস্ত
তস্তাশ্রমসমীপতঃ । সপ্তবয়ঃ সমায়াতান্তীর্থযাত্রা-
পরায়ণাঃ ১৫। অথ তান সঙ্করং গদা বন্দয়ামাস

কণ্ডারিয়া আমার পুত্রের প্রতি তাকাইলেন ;
পরে হাসিলেন । ইহার কারণ কি বলুন । মুকণ্ড
বার বার এই কথা জিজ্ঞাসিলেন । অনন্তর অল্প-
রোধবশে আগন্তক ব্রাহ্মণ এই বালকবয়সক
যথাযথ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ; বলিলেন,—
এই বালকের দেহে যে সকল চিহ্ন আছে, তাহাতে
এ অজর অমর পুরুষ হইবে । কিন্তু যথাসে ইহার
নিশ্চিতই মৃত্যুযোগ ঘটবে । এই কারণেই আমি
হাসিয়াছি । বিজ্ঞোভূত ! জানিবেন,—আমি বৈরা-
জনেও কদাচ অনৃত বাক্য বলি নাই । ১০—১১। পুলস্ত্য
কহিলেন,—সেই আগন্তক জানী ব্রাহ্মণ এই বাল্য
সে রাজ্য সেখানে বাস করত পরদিন মুকণ্ডের
নিকট বিদায় লইয়া অভিশ্রমে গমন করিলেন ।
এদিকে মুকণ্ড পুত্রকে ক্রীড়া জানিয়া পঞ্চমবর্ষ বয়-
সেই তাহার উপনয়ন-সংস্কার করাইলেন ; বলিয়া
দিলেন,—বৎস ! তুমি সম্মুখে জ্ঞাতাধ্যয়নসম্পন্ন যে
যে ব্রাহ্মণকে দেখিবে, নিত্য নিত্য তাঁহাকে অভি-
বাদন করিবে । অনন্তর ব্রাহ্মণী বালক পিতার
বাক্য অশেষরূপে পালন করিতে লাগিলেন ।
তিনি বালক বৃদ্ধ, যুবক, যে কে, ব্রাহ্মণকেই সম্মুখে
দেখেন, বিনীতভাবে নমস্কার করেন । একদা
তীর্থযাত্রাপরায়ণ সপ্তবিগণ ব্রাহ্মণ আশ্রমসমীপে

পার্বি। বালঃ স বিনয়োপেতঃ সর্কাসৈশ্চ যথা-
ক্রমম্ ॥ ১৬ ॥ দীর্ঘায়ুর্ভব তৈরুত্থঃ স বাগ্ধাত্ত-
তংপরেঃ ॥ আহিতাস্ত যথাভীষ্টং দেশঃ বালঃ
বিসর্জ্য তম্ ॥ ১৭ ॥ তেষাং মধোহজিরা নাম দিব্য-
জ্ঞানসমধিতঃ ॥ তেনাবলোকিতো বালঃ স্মদৃষ্টা
পরন্তপ ॥ ১৮ ॥ অথ তানব্রবীৎ সর্কান্ মুনীন কিকিৎ
সবিস্ময়ঃ ॥ দীর্ঘায়ুর্ভব চ বালোহয়ং যুগ্মাভি সপ্ত-
কীর্তিতঃ ॥ ১৯ ॥ গমিষ্যতি কুমারোহয়ং নিধনঃ
পঞ্চমে দিনে ॥ তন্ন যুক্তং হি নো বাক্যমসত্যং
বিজসন্তমঃ ॥ ২০ ॥ যথাঃ চিরজীবী স্মাতথা
নীতিস্বীয়শাম্ ॥ অথ তে মুনয়ো ভীতা মিথা
বাক্যস্ত পার্বি ॥ ২১ ॥ বালকঃ তং সমাদায়
ব্রহ্মলোকঃ গতান্তথা ॥ তত্র দৃষ্টা চরিত্রঃ নমস্ক্রু-
পুনীশ্বরঃ ॥ ২২ ॥ তেষামনন্তরং তেন বালকে-
নাভিবাদিতঃ ॥ দীর্ঘায়ুর্ভব তেনাপি ব্রহ্মগোক্তঃ
স বালকঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ সপ্তর্ষিগো হৃষ্টাঃ স্ফটিতে
নৃপসন্তম ॥ স্মখাসীনান্ স বিশ্রাস্তানব্রবীমুনি-
পুঙ্গবান্ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ ॥ পরিপৃচ্ছত কিং

কার্য্যং কুতো বুয়মিহাগতাঃ ॥ ২৫ ॥ অথ উচুঃ ॥
ভীর্ঘাত্তা-সকেন ভ্রমমাণা মহীতলম্ ॥ অর্কুদ-
পরতঃ নাম তস্ত ভীর্ঘেবু বৈ গতাঃ ॥ ২৬ ॥ অধাগতা
জ্ঞতং দূরাখ্যলেনানেন বদিতাঃ ॥ দীর্ঘায়ুর্ভব
সন্দিষ্টস্তত্কারয়ম্নেকথা ॥ পঞ্চমে দিবসেহস্তাপি
মৃত্যুর্দেব ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ যথা বয়ং যদা সর্কিম-
সত্যা ন চতুর্ধ্ব ॥ ভবামোহস্ত কুতে দেব তথা
কিকিষীযিতাম্ ॥ ২৮ ॥ অথ ব্রহ্মা ব্রহ্মটোজা দৃষ্টা
তঃ মুনিদারকম্ ॥ মৎপ্রসাদাৎ বালো ভাবী
কল্যাণব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥ ততস্তে মুনয়ো হৃষ্টান্তমা-
দায় গৃহং প্রতি ॥ প্রহিতা ব্রহ্মলোকাত্ত নমস্কৃত্বা
চতুর্ধ্বম্ ॥ ৩০ ॥ অথ তস্ত পিতা তত্র যুক্তো
মুনিসন্তমঃ ॥ ততো ভার্য্যাসমায়ুক্তো বিলম্ব-
পুংখতঃ ॥ ৩১ ॥ হা পুত্রপুত্র ককণঃ কদিত্বা ধর্ম-
বৎসলঃ ॥ অনাব্রজা চ মাং কস্মাদীর্ঘং পশ্বানমাশ্রিতঃ ॥
৩২ ॥ অক্লান্তপি ক্রিয়াঃ কার্য্যঃ কথং মৃত্যুবশঃ
গতঃ ॥ সোহহং যদা বিনা পুত্রান জীবাম কঞ্চন ॥

আগমন করিলেন। বালক তাঁহাদিগকে দেখিয়া
সম্মত গিয়া বন্দন করিল। বিনীত বালক যথাক্রমে
সকল ঋষিকেই নমস্কার করিল। ঋষিগণ সন্তুষ্ট
হইয়া সকলেই বলিলেন,—বালক, দীর্ঘায়ু হও;
এই বলিয়া তাঁহার বালককে বিদায় দিয়া যথেষ্ট
দেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দিব্য-
জ্ঞানসম্পন্ন অজিরা ঋষি কৃত্যভিধান বালককে
স্বস্তভাবে দেখিয়াছিলেন। তিনি যাইতে যাইতে
অস্তান্ত ঋষিদিগকে সবিস্ময়ে বলিলেন,—তোমরা
সকলেই যাহাকে “দীর্ঘায়ুর্ভব” বলিয়া আশীর্বাদ
করিলে, ঐ বালক দীর্ঘায়ু নহে; বালক অদ্য হইতে
পঞ্চম দিনে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে। অতএব আমাদের
বাক্য অসত্য হইবে। ইহা শুনিয়া ত মুক্তযুক্ত নহে।
সুতরাং এই বালক যুক্তি চিরজীবী হয়, এরূপ
নীতি অবলম্বন করা। হে রাজন! অনন্তর
সপ্তর্ষিগণ ঋষি মিথ্যা হইবার ভয়ে সেই
বালককে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া
চতুরাননকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার
একে একে নমস্কার করিলে পর সেই বালকও
ব্রহ্মাকে নমস্কার করিল। ব্রহ্মাও তাহাকে
বলিলেন,—বৎস! দীর্ঘায়ুর্ভব। এইবার সপ্তর্ষি-
গণ হৃষ্ট হইলেন। ব্রহ্মা সেই সুযোগবিধি সুবিশাল
মুনিগণকে বলিল,—কি জন্ত তোমরা আগ-

মন করিয়াছ, কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমাদের
কার্য্য কি, জিজ্ঞাস্য কি? ঋষিগণ বলিলেন,—ভীর্ঘ-
যাত্রাপ্রসঙ্গে ভ্রমণে ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা
অর্কুদাচলস্থ ভীর্ঘসমূহে গিয়াছিলাম। সেখানে
যাইবামাত্র এই বালক আসিয়া দূর হইতে সম্মত
আমাদিগকে অভিবাদন করিল। আমরা একে
একে সকলেই ইহাকে ‘দীর্ঘায়ুর্ভব’ বলিয়া আশী-
র্বাদ করিলাম; কিন্তু শেষে বুঝলাম,—অদ্য হইতে
পঞ্চমদিনে ইহার মৃত্যু ঘটিবে। অতএব হে চতুর্ধ্ব!
যাহাতে আপনার বা আমাদের এই আশীর্বাদ
বাক্য অসত্য না হয়, আমরা যাহাতে মিথ্যাবাদী
না হই, হে দেব! আপনি তাহাই করুন ॥ ১০—২৮ ॥
অনন্ত রহস্যব্রহ্মা ব্রহ্মা সেই মুনিবালককে দেখিয়া বলি-
লেন,—মৎপ্রসাদে এই বালক কল্যাণব্রবীৎ হইবে।
তখন সপ্তর্ষিগণ হৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে নমস্কারান্তে
বালককে লইয়া ব্রহ্মলোক হইতে তাহার পূজা-
যথেষ্ট প্রস্থান করিলেন। এদিকে বালকের পিতা
যুক্ত এবং তাঁহার পত্নী, পুত্র না দেখিয়া অত্যন্ত
দুঃখভরে বিলাপ করিতেছিলেন। হা পুত্র! হা
পুত্র! এই বলিয়া ককণধরে রোদিন করিতে
করিতে বলিতেছিলেন,—পুত্র! তুমি আমার
কাছে না কিহা কেন দূরপথে গিয়াছ। তুমি তোমার
কণ্ঠব্য কার্য্য না করিয়াই কেন মৃত্যুব্রত
হইলে? বৎস! তোমার অভাবে আমি কিহু-

৩৩। এবং বিলপতন্তু বহুধা নৃপসত্তম। বাল-
শাস্ত্যাগতন্তু বহু দেশে পুরা বিতঃ ৩৪।
অথাসৌ প্রবধৌ বালঃ প্রকৃষ্টৈন'তুরানন। তং
দৃষ্ট্বা শপি তাতশ্চ সন্দ্রষ্টৌ বভূব হ ৩৫। পশ-
চ্ছাঙ্কঃ সমারোপ্য চিরাগমনকারণম্। ততঃ স
কথন্যামাস সৰ্গং মুনিবিচেষ্টিতম্। দর্শনং ব্রহ্মলোকস্ত
পদ্মঘোনৈকরং তথা ৩৬। বালক উবাচ।
অজরশ্চামরশ্চাহং কৃতস্তাত স্বয়মুবা। তস্মাৎসত্যং
মদধে তে ব্যোমসৌ মানসৌ অরঃ ৩৭। সোহহ-
মারামিষ্যামি দৈবৈব চতুরাননম্। কৃদ্বাশ্রমপদং
রম্যমৰ্কুদে পৰ্কৌত্তমে ৩৮। অমৃতস্রাবি-
তস্রাকং শ্রব্যা পুত্রস্ত স হিঙ্গঃ। মুকণ্ডো হর্ষসংযুক্তো
বাচমিত্যববীচ তম্ ৩৯। মার্কণ্ডেহপি ক্রতং
গত্বা রম্যমৰ্কুদপৰ্কতম্। তপন্তেপে সুবিস্তীর্ণঃ
ধ্যায়ন দেবঃ পিতামহম্ ৪০। তস্তাশ্রমপদে পুণ্যে
শ্রাবণে মাসি পার্শ্বিবি। পৌর্ণমাস্যঃ বিশেষণ যঃ
কুৰ্য্যাৎ পিতৃতর্পণম্। পিতৃমেধকলঃ তস্ত সকলং
স্তাদসংশয়ম্ ৪১। ঋষিযোগেন যন্তত্র তর্পয়েদ-
ব্রাহ্মণৌত্তমান। ব্রহ্মলোকং চিরং বাসন্তস্ত সঙ্গা-

তেই জীবন ধারণ করিব না। বালকের পিতা
এইভাবে বহু বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে
বালক পূর্বে যেখানে অবস্থিত ছিল, সেইখানেই
আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর বালক দৃষ্টান্তে
প্রস্থান করিলে তদীয় পিতা তাহাকে পথে দেখিয়া
দৃষ্ট হইলেন এবং অন্ধ পুত্রকে আরোপণ করিয়া
তাহার চিরগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন
বালক মুনিচেষ্টিত ব্রহ্মলোকে গমন ও পদ্মঘোনির
দর্শনাদি সমস্ত ব্রহ্মান্ত নিবেদন করিয়া কহিল,—
তাত! স্বয়ম্ আমার অজর অমর করিয়া দিয়া-
ছেন; অতএব তাঁহার বাক্য সত্য নিশ্চয়ই হইবে।
আমার জন্ত আপনার যে মনঃকষ্ট ছিল, তাহা
একণে অপগত হউক। আমি উত্তম অৰ্জুনচলে
আশ্রম প্রাপ্ত করিয়া চতুরাননকে আরাধনা করিব।
বিজ মুকণ্ড পুত্রের সেই শীঘ্রমিষ্যাদী বাক্য শ্রবণ
করিয়া সর্বে বলিলেন,—‘বাচম্’। তখন মার্কণ্ড
ক্রত অৰ্জুনশরীরে গিয়া পিতামহকে ধ্যান করিতে
করিতে সুবিস্তৃত পুস্তা করিলেন। হে পার্শ্বিবি!
তদীয় পুণ্যশ্রমে শ্রাবণে বিশেষতঃ শ্রাবণী পূর্ণিমায়
যে ব্যক্তি পিতৃতর্পণ করে, তাহার পিতৃমেধাহ-
র্ষ্যেন্নয় বাবতীয় ফল হইয়া থাকে। যে নর তদীয়
ঋষিযোগে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগের তর্পণ করে, তাহার

যতে নৃপ ৪২। যঃ স্নানঃ কুরুতে তত্র সম্যক-
শ্রদ্ধাসমবিতঃ। নারমৃত্যুভয়ঃ তস্ত কুলে কাপি
প্রজায়তে ৪৩।

ইতি শ্রীকান্দে মার্কণ্ডেয়াশ্রমপদোৎপত্তিবর্ণনং
নামৈকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ৪১।

বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেদ্বপশ্চৈষ্ঠ লিঙ্গং
পাপহরং পরম্। উদ্যালকেন মুনিনা স্থাপিতং
লোকবিশ্রুতম্ ১। তস্মিন্ স্পৃষ্টেহথ বা দৃষ্টে
পুজিতে চ বিশেষতঃ। সৰ্গরোগাবিনিষ্টো গার্হস্থ্যঃ
প্রাপ্নুয়ামরঃ ২। সপপাপবিনির্মুক্তঃ শিবলোকে
মহীয়তে ৩।

ইতি শ্রীকান্দ উদ্যালকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ৪২।

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেদ্বপশ্চৈষ্ঠ সিদ্ধলিঙ্গং
সুসিদ্ধম্। সিদ্ধিঞ্চ স্থাপিতং লিঙ্গং সৰ্গপাতক-
ব্রহ্মলোকে চিরবাস হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাচিত
হইয়া এই আশ্রমে স্নান করে, তদীয় কুলে কদাচ
অপমৃত্যু ভয় থাকে না। ২২—৪৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

বিচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর উদ্যা-
লক মুনি-প্রতিষ্ঠিত লোকবিশ্রুত পাপহর লিঙ্গসমীপে
গমন করিবে। তাঁহারীর্জনে, স্পর্শনে, বিশেষতঃ
পূজনে মানব সৰ্গরোগা হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম-
লাভ করে। এই ব্যক্তি স্নান হইতে মুক্ত হয়,
উহার শিবলোকে সুখবিহার হইয়া থাকে। ১—৩।

ষিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশ

পুলস্ত্য কহিলেন,—সিদ্ধলিঙ্গং স্থাপিতং
সুসিদ্ধিঞ্চ সৰ্গপাতকহরং লিঙ্গসমীপে গমন

নাশনম্ । ১ । তজ্জাতি শোভনং কৃতং সুনির্মল-
জলাবিতম্ । তজ্জ প্রাতো নরঃ সমাধুচাতে ব্রহ্ম-
হত্যায় । ২ । যং যং কামমতিব্যয়িত্বজ্ঞ প্রাতি নরো
নৃপ । অবজ্ঞঃ তমবাপ্নোতি নিষ্ঠাতে চ পরা
গতিম্ । ৩ ।

ইতি ক্রীড়ান্দে সিদ্ধেশ্বরমহিমবর্ণনং নাম
ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪০ ।

চতুঃছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেমুপশ্রেষ্ঠ গজতীর্থ-
মহত্তমম্ । বহু পূৰ্ণং তপস্তপ্তং দিগ্গগজৈর্ভাবি-
তাস্ততিঃ । ১ । ভূভারধরশৈলৈস্তৈরৈরাবগমুধৈ-
নৃপ । তজ্জ প্রাতো নরঃ সম্যগ্গজদানকলং
লভেৎ । ২ ।

ইতি ক্রীড়ান্দে গজতীর্থপ্রভাববর্ণনং নাম
চতুঃছারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৪ ।

করিবে । তথায় সুনির্মল জলাবিত এক
কৃত আছে । তথায় জান করিলে নর ব্রহ্মহত্যা
হইতে মুক্ত হয় । মানব যে যে কামনা করিয়া
জান করে, অবজ্ঞাই তাহার সেই সেই কামনা সিদ্ধ
হয় । সে ব্যক্তি অস্তে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । ১-৩ ।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ।

চতুঃছারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ । অনন্তর
গজতীর্থে গমন করিবে । পূৰ্ণ এইখানে ভূভার-
ধরগম্য ঐরাবণ-প্রমুখের ভাবিত্যাদি দিগ্গজ-
গণ তপস্তা করিয়াছে । এই তীর্থে জান
করিলে গজদানের কল লাভ হয় । ১২ ।

চতুঃছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪ ।

পঞ্চচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । দেবধাতং ততো গচ্ছেম্
সুপুণ্ডং তীর্থমুত্তমম্ । যৎখ্যাতির্বিবৃধ্যৈ সর্বে
শ্রয়মেব বাধীরতঃ । ১ । তত্র কং কুরুতে আক্ৰ-
মমাবাস্তাং বিশেষতঃ । কস্তাগতে রবৌ কাস্তান্ স
লভেৎ পরমং পদম্ । পিতৃন্ স ভায়রত্যেব
প্রাপ্তানপি সুহৃগতিম্ । ২ ।

ইতি ক্রীড়ান্দে ক্রীদেবধাতোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চচছারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৫ ।

ষট্চছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো ব্যাসেশ্বরং গচ্ছেম্যাসেন
স্থাপিতং হি যৎ । তং দৃষ্ট্বা জায়তে মর্ত্যো মেধাবী
মতিমান্ শুচিঃ । সপ্তজন্মাস্তরাণ্যেব ব্যাসত বচনং
যথা । ১ ।

ইতি ক্রীড়ান্দে ব্যাসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষট্চছারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৬ ।

পঞ্চচছারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সুপুণ্ড দেবধাতে
গমন করিবে । শ্রয়ং বিবৃথগণ এই তীর্থের খ্যাতি
বিধান করিয়াছেন । এই তীর্থে অমাবস্তায় বিশ-
বতঃ কস্তাগতদিবাকরে যে জন আক্ৰম করে, সে
পরমপদ লাভ করিয়া থাকে এবং সুহৃদ
পিতৃগণকেও উদ্ধার করিয়া থাকে । ১২ ।

পঞ্চচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫ ।

ষট্চছারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ব্যাস-স্থাপিত
ব্যাসেশ্বরে গমন করিবে । ব্যাসেশ্বরদর্শনে যানব
সপ্তজন্ম পর্যন্ত অবাধে মতিমান্ ও শুচি হয়, ইহা
ব্যাসের বচন । ১ ।

ষট্চছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বশশ্রেষ্ঠ সুপুং
গৌতমাত্মনাম্ । যত্র পূৰ্ণং তপস্তপ্তং গৌত-
মেন মহাত্মনাম্ । ১ । পুরাসীক্ষোক্তমো নাম মুনিঃ
পরমার্থিকঃ । স তজ্জায়াধায়মাস দেবদেব-
মহেশ্বরম্ । ২ । তজ্জায়াধায়মানস্ত নিৰ্ভীত্যা ধরণী-
তলম্ । সমুত্ততো মল্লিকঃ পরঃ মাহেশ্বরঃ নৃপ । ৩ ।
এতন্নিবেদ্য কালে তু বাজ্রবাচাশরীরিনী । পূজয়ে-
তম্মল্লিকঃ বহুজ্ঞা সমুপস্থিতম্ । বরং বরম
তজ্জং তে যন্তে মনসি বৰ্ত্ততে । ৪ । গৌতম
উবাচ । অজ্ঞানমগদে দেব ত্বয়া শব্দো অগত-
পতে । সন্না কার্য্যং হি সারিধ্যং যদি তুষ্টো
মম প্রভো । ৫ । যদ্যং পশ্চতি সন্তজ্যা ব্রহ্মলোকং
স গচ্ছতু । ৬ । আকাশবাণীবাচ । মাঘমাসে
চতুর্দশীয়া যোহত্র মাং বীক্ষয়িষ্যতি । কৃকায়ঃ
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স যান্ততি পরাঃ গতিম্ । ৭ । এবমুক্তা
ততো বাণী বিস্রমামহীপতে । তজ্জান্তি কুণ্ডমপরং
পবিত্রং জলপূরিতম্ । তত্র প্রাতো নরঃ সদাঃ কুলং
তারয়তেহখিলম্ । ৮ । যন্তত্র কুণ্ডে ব্রাহ্ম

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! অতঃপর
সুপুংগা গৌতমাত্মনে গমন করিবে । মহাত্মা
গৌতম পূৰ্বে এইখানে তপস্তা করিয়াছিলেন ।
পূৰ্বে গৌতম নামে এক পরম ধার্মিক মুনি ছিলেন ।
তিনি তপ্তিপূৰ্ব্বক দেবদেব মহেশ্বরের আরাধনা
করিতেন । মুনি তপ্তিপূৰ্ব্বক এইরূপ আরাধনা
করিতে থাকিলে ধরণীতল ভেদ করিয়া ঐ স্থানে
এক মহৎ মাহেশ্বর লিঙ্গ উৎখিত হন এবং এইরূপ এক
অশরীরিণী বাণীও ঐ সময় প্রাকুর্ভূত হয় যে, এই
মহৎলিঙ্গ পূজা কর; তোমার তপ্তিতে আমি উপ-
স্থিত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হোক; মোগত বর
প্রার্থনা কর । আকাশবাণী শুনিয়া গৌতম বলি-
লেন,—হে দেব । যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া-
ছেন, তবে এই অন্নমগদে সারিধ্য করুন । যে
আপনাকে দর্শন করিবে, সে যেন ব্রহ্মলোকে গমন
করে । আকাশবাণী বলিল,—মাঘমাসে কৃকায়ঃ
চতুর্দশীতে যে এখানে আমাকে দেখবে, সে পরম-
গতি লাভ করিবে । হে মহীপতে । এই বলিয়া
বাণী বিস্রম হইল । ঐ স্থানে এক পবিত্র জলপূর্ণ
কুণ্ড আছে । তত্র প্রাতঃসদা বীর অখিল

বিশোধাদিনুসংকরে । গয়ান্নাঙ্ককলং তন্ত সকল
জায়তে এবম্ । ১ । তত্র দ্বানং প্রাশংসতি তিলান্নাং
মুনিপুংগবাঃ । তিলসংখ্যানি বধাণি দানানং কর্ণে
বসেদ্বশ । ১০ । অৰ্ব্বদে গৌতমীযাজ্ঞা সিংহে
চ বৃহস্পতি । অমারাং সোমবারেণ দ্বিবড়গোদাবরী-
কসম্ । ১১ । বহুবর্ষদশ্রুণি ভাগীরথ্যবগাহনেন
সক্কদোদাবরীদানানং সিংহে চ বৃহস্পতি । ১২ ।

ইতি শ্রীহান্দে গোমায়ামতীর্থযাত্রাবর্ণনং নাম
সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ঃ । ৪৭ ।

অষ্টচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । কুলসত্তারণং গচ্ছেত্তত্র ভীৰ্-
মহুস্তমম্ । যত্র প্রাতো নরঃ সম্যকুলং তারয়তে-
হখিলম্ । ১ । দশ পূৰ্ণান্ তবিষ্যাংস্ত তথাভানং
নৃপোত্তম । উদ্ধরেজ্জুহুয়া যুক্তস্তত্র দানেন মানবঃ ।
আসীদপ্রভাতো নাম রাজা পূৰ্ণং স পাপকৃৎ । নাপি
দানং তথা জ্ঞানং ন ধ্যানং ন চ সংক্ৰিয়া । ২ ।
তন্নিহাসতি লোকানং নাসীৎ সৌধ্যং কদাচন ।
পরদায়কচির্নিত্যঃ মহাদণ্ডপরশ্চ সঃ । ৪ । ভায়তো-

কুল উদ্ধার করে । যে নর ঐ স্থানে বিশেষতঃ
ইন্দুক্লেত্রাঙ্ক করে, তাহার গয়ান্নাঙ্কের সম্পূর্ণ কল
লাভ হয় । মুনিপুংগবগণ এই স্থানে তিলদানের
প্রশংসা করিয়া থাকেন । যাংরা এখানে তিল
দান করে, তাংরা তিলসংখ্যক বৎসর স্বর্গলাভ
করিয়া থাকে । সিংহে বৃহস্পতিতে ও সোমবার
অমাবস্তায় অৰ্ব্বদে গৌতমী যাত্রা হয় । এই যাত্রা
করিলে দ্বিবড়গোদাবরীকল লাভ হয় । সিংহে
বৃহস্পতিতে একবারমাত্র গোদাবরীদান, বহুবর্ষ
বৎসর ভাগীরথী স্নানের সমান । ১—১২ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৭ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অতঃপর মানব কুলসত্ত-
রণে গমন করিবে । সেখানে অহুস্তম ভীৰ
আছে । এই ভীৰে অকপট ভ্রমণ করিয়া নর
দীর্ঘ পূৰ্ণ দশকুল ও ভাবযাত্রা পূৰ্ণ এবং নিজে-
কেও উদ্ধার করিয়া থাকে । পূৰ্ণ অপ্রভাত নামে
এক পাপী রাজা ছিল । তাহার শাসনকালে
লোকের দান, জ্ঞান, ধ্যান সেই ৩ সংক্ৰিয়া ছিল

হস্তারতো বাপি কয়োতি ধনসংগ্রহম্ । স স্বাক্ষরতি
লোকান্ত নির্দোষান্ পাপকৃত্যমঃ ॥ ৫ ॥ ততো
বার্দ্ধক্যাপন্নস্তথাপি ন শমঃ গতঃ । কস্তচিৎস্ব
কালস্ত পিতৃতিঃ প্রতিবোধিতঃ । তং প্রাপ্তং
সমাসাদ্য নারকেয়ৈঃ সূহৃৎবৈতৈঃ ॥ ৬ ॥ পিতর
উচুঃ । বয়ং শুদ্ধসমাচার্য নিতাং ধর্ম্মপরায়ণাঃ
দানযজ্ঞতপঃশীলাঃ স্বদারনিরতাস্থা ॥ ৭ ॥ স্বকর্ম্মভিঃ
কুলাদার দিব্যপ্রাপ্তা যথার্থতঃ । কুপুত্রং স্বাং সমাসাদ্য
নরকং সমুপস্থিতাঃ । তন্মাতৃহৃদ্র নঃ সর্বান কুমা
কিকিচ্ছভার্ত্তনম্ ॥ ৮ ॥ কর্ম্মভিত্ত্বং পাপাত্মন বয়ং
নরকমাস্রিতাঃ । নরকং দশ যান্তস্তি ভবিষ্যন্ত
তথা ভবান ॥ ৯ ॥ এবমুক্তং তে সর্বে পিতরস্ত
সুহৃৎস্থিতাঃ । যাতান্ত নরকং ভূয়ঃ প্রবন্ধঃ সোহপি
পার্বিষাঃ ॥ ১০ ॥ ততো দুঃখমহুপ্রাপ্তঃ পিতৃবাক্যপি
সংশ্রয়ন । করোদ প্রাকৃত্য যং ভাৰ্য্যা প্রভ্য-
ভাবত ॥ ১১ ॥ ইন্সুমত্যাচ । কিমর্থঃ রাজশাঙ্গ
স্বঃ রোদিষি মহাশয়ম্ । কথং তে কুশলং রাজ্যে
শরীরে বা পুরেৎস্ববা ॥ ১২ ॥ রাজোবাচ । য়া

দৃষ্টোহদ্য স্বপ্নাস্তে পিতা স্বপ্ন পিতামহঃ । অপষ্ঠঃ
দুঃখিতান্ দেবি ভাতামথাগ্রজান্ পিতৃন ॥ ১৩ ॥
উপালকোহস্মি তৈঃ সর্বেভুত্ব কর্ম্মভিরানুশৈঃ ।
দাক্ষে নরকে প্রাপ্তা অধর্ম্মাদিবিচেষ্টিতৈঃ ।
অথাস্তে দশ যান্তস্তি ভবিষ্যন্ত ভবানপি । তন্মাতৃ
কুমা শুভং কর্ম্ম দুর্গতেশ্চোদ্ধরষ্য নঃ ॥ ১৪ ॥ এব-
মুক্তঃ প্রবৃদ্ধাহং পিতাভববর্ণিনি । তেনাহঃ
দুঃখমাপন্নস্তদ্বাক্যং হৃদি সংশ্রয়ন ॥ ১৫ ॥ ইন্সু-
মত্যাচ । সত্যমেতন্নরাজ যজ্ঞোহসি পিতা-
মহৈঃ । ন ত্বয়া স্মৃকৃতং কর্ম্ম সংশ্রয়েহং কৃতং
পুরা ॥ ১৬ ॥ যথা স্পৃহ্যমাশাদ্য তরস্তি পিতরো
নৃপ । কুপুত্রেণ তথা যাস্তি নরকং নাত্র সংশয়ঃ ॥
১৭ ॥ স ত্বমাতৃয় বিপ্রেতান্ ধর্ম্মশাস্ত্রবিচক্ষণান্ ।
দৃষ্ট্বা ভান কুরু যজ্ঞেয়ঃ পিতৃণামাত্মন সহ ॥ ১৮ ॥
আনয়ামাস রাজানো ততো বিপ্রাননেকশঃ । বেদ-
বেদাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্রবিচক্ষণান্ । উবাচ বিনয়ো-
পেতো ভাৰ্য্যা সহিতো হিতান ॥ ২০ ॥ রাজোবাচ ।
কর্ম্মণা কেন পিতরো নিরয়স্থা হিজ্ঞোক্তয়াঃ । যাস্তি

না । রাজা মিত্য পরদারকটি ও মহানগরায়ণ
ছিল । এই রাজা ভায়-অভায় বিচার না কামাই
ধনসঞ্চয় করিত । এই পাপী নির্দোষ জিন-
গণকেও নিহত করিত । অনন্তর বার্কক্য প্রাপ্ত
হইলেও এই দুই রাজা শমণাবলম্বী হইল না ।
একদা তাহার নারকী পিতৃলোকগণ দুঃখিত হইয়া
প্রাপ্ত অবস্থায় তাহাকে উৎখাপিত করিল ; বলিল,
—অরে কুলাদার ! আমরা শুদ্ধাচার ; নিয়ত ধর্ম্ম-
শীল ; দান-যজ্ঞ-তপস্যানিরত ও স্বদারাসক্ত ছিলাম,
তাই স্ব স্ব কর্ম্মকলে আমরা যথাযোগ্য স্বর্গবাস প্রাপ্ত
হইয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি কুপুত্র, তোকে পাইয়া
আমরা নরকে নিপতিত হইয়াছি । অতএব কিঞ্চিৎ
শুভাচরণ করিয়া আমাদের উদ্ধার কর । ওরে
পাপাত্মন ! তোরই কর্ম্মের আমরা নরক প্রাপ্ত
হইয়াছি । তোর ভবিষ্যৎ দশ পুরুষ এবং তুই
নিজেও নরকে যাইবি । পিতৃগণ সকলেই এই
কথা কহিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত পুনরায় নরক-
ভিমুখে গমন করিলেন । এক্ষিকে ভাঁহাদের বংশ
এই রাজা প্রবৃদ্ধ হইল না । তিনি পিতৃবাক্য শ্রয়ণ
পূর্বক দুঃখিত হইয়া তাতে গাভোস্থানাং রোদন
করিতে লাগিলেন । রাজভাৰ্য্যা ইন্সুমতী পতি
পার্বিবকে বলিলেন, নৃপবর । কিজন্ত আপনি
উকৈঃওরে রোদন করিতেছেন ? আপনার রাজ্যের,

দেহের এবং নগরের কুশল ত ? রাজা কহিলেন,—
দেবি ! আমি অদ্য স্বপ্নাস্তে আমার পিতা, পিতামহ
ও মন্তান্ত উর্দ্ধকেন পুরুষদিগকে অত্যন্ত দুঃখিত
দেখিয়াছি । অপিচ ভাঁহাদের দ্বারা আমি যথেষ্ট
তিরঙ্কৃত হইয়াছি । আমার এই সকল অধর্ম্মভূট
কক্ষেষ্টায় ভাঁহারা দাক্ষ নরকে নিপতিত হইয়াছেন ।
ভাঁহারা বলিয়াছেন,—অধস্তন দশ পুরুষকে এবং ঐ
সঙ্গে আমাকেও নরকে যাইতে হইবে । এই কারণ
ভাঁহারা শেষে আমায় বলিয়া গেলেন তুমি শুভ কর্ম্ম
করিয়া আমাদের উদ্ধার করিয়া দিতে নিস্তার কর ।
পিতৃগণ এই কথা কহবার পর, আমি বরবর্ণিনি।—
আমি প্রবৃদ্ধ হইয়াছি এবং সেই পিতৃকৃতান্ত শ্রয়ণ
করিয়া অন্তরে অন্তরে দুঃখানুভব করিতেছি ।
১—১৬ । ইন্সুমতী কহিলেন,—মহারাজ ! পিতা-
মহগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই বটে । আমি
প্রথম হইতে শ্রয়ণ করিয়া দেখিতেছি, স্পৃহ্য পাইয়া
পিতৃগণ যাহাতে নিস্তার পাইতে পারেন, এমন
কোন শুভ কর্ম্মই আপন দ্বারা অদৃষ্ট হইয়াছে ।
সুতরাং কুপুত্র দ্বারা পিতৃগণের নরকনিবাস,—সে
তো নিশ্চিতই । অতএব এ হেন কুপুত্র তুমি ধর্ম্ম-
শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া পিতৃভিরোদ্ধারের
যাহা যজ্ঞলোপায় জিজ্ঞাসা কর । অনন্তর রাজা বহু
বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মশাস্ত্রবিচক্ষণ

কর্ণঃ সুপুত্রেন কারিতাঃ প্রোচাতাঃ স্মৃটম্ ॥ ২১ ॥
 ব্রাহ্মণ উচুঃ । পিতৃমেধেন রাজেন্দ্র কৃতেন বিধি-
 পূর্বকম্ । নিরয়স্থ দিবঃ যান্তি যদাপি স্ম্যঃ সুপা-
 গিলঃ ॥ ২২ ॥ রাজোবাচ । দৌক্যস্ত দ্বিজাঃ সর্বে
 তদধঃ মাং ধৃতবন্তম্ । যৎকিঞ্চিদত্র কর্তব্যং প্রোচা-
 তামধিলঃ তি তৎ ॥ ২৩ ॥ তদ্বোক্তান্তে নৃপেন্দ্রেন
 ব্রাহ্মণাঃ সচ্যবাদিনঃ । সমগ্রাঃ পার্শ্বিৎ প্রোচুর্বাৎসুক
 যজ্ঞকর্মণি ॥ ২৪ ॥ দৌক্য গ্রাহা নৃপশ্রেষ্ঠ পুরন্দর
 মাদিতঃ । কৃষা কার্যবিশুদ্ধার্থঃ ততঃ শ্রেয়স্করী
 ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ স ত্বং পাপসমাচারো বালাং
 প্রভৃতি পার্শ্বিৎ । অসম্ভ্যাঃ পাতকং তস্মাত্তীর্থযাত্রাং
 সমাচর ॥ ২৬ ॥ সর্বসীর্ষাভিভুক্তম্ যদা স্মা
 নৃপসন্তম । প্রায়শ্চিত্তেন যোগ্যঃ স্মান্ততো যজ্ঞস্ত
 নাস্তথা ॥ ২৭ ॥ প্রভাসাদৌন তীর্থানি যানি সন্তি
 ধরাভলে । গন্তব্যং তেহু সর্বেষু স্নানং কুরু
 সমাহিতঃ ॥ ২৮ ॥ মনসা গচ্ছ তুর্গাণি দদদান-
 মমুত্তমম্ । নশ্বেস্তেনাশুভং কিঞ্চিদপি ব্রহ্মবধো-

ভবম্ । যন্ন যাতি নৃণাং রাজ্যস্তীর্থানানি
 ভূবি ॥ ২৯ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । বিশ্রাণাঃ বচনং
 কৃষা স রাজা শ্রদ্ধয়াধিতঃ । তীর্থযাত্রাপরো কৃষা
 পরিব্রাজ্য মেদিনীম্ ॥ ৩০ ॥ নিয়তো নিয়তাচারো
 দদদানানি ভূরিণঃ । রাজো পুত্রঃ প্রতিষ্ঠাপ্য বনুং
 সত্যপরাক্রমম্ ॥ ৩১ ॥ কশ্চিৎকালস্ত তীর্থ-
 যাত্রাশ্রয়ন্ততঃ । যাতোহসৌ নৃপতৈশ্চ বর্কসু
 নিশ্চলোদকম্ ॥ ৩২ ॥ স স্নানমকরোত্তম শ্রদ্ধাপুতেন
 চেতসী । স্নাতমাত্রস্ত তস্তাথ তস্মৈব জলাশয়ে ।
 বিমুক্তাঃ পিতরো ভোদ্রারক্যং সুপ্রহর্ষিতাঃ ।
 ততো দিব্যবিমানস্থা দিব্যমালাধরাধিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
 তমুচুস্তারিতাঃ সর্বে বয়ং পুত্রঃ স্ময়ধুনী । তীর্থস্তান্ত
 প্রভাবেণ ভবিষ্যাৎ তথা দশ ॥ ৩৫ ॥ আশ্রাচ
 পার্শ্বিৎশ্রেষ্ঠ স্নানীচ্ছ জলতর্পণং । যস্মাৎ কুলং
 স্ময় পুত্র তীর্থেহাস্মান্তরিতঃ ততঃ ॥ ৩৬ ॥ কুল-
 সন্তারণং নাম তীর্থমেতদ্ব্যবহি । তস্মাৎকপি
 রাজেন্দ্র সহস্রাতিদিবঃ প্রতি । আগচ্ছানেন
 দ্বেহেন তীর্থস্তান্ত প্রভাবতঃ ॥ ৩৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।

করিলেন । এবং বিনীতভাবে ভার্যাসমভিবাংহায়ে
 তাঁহাদের নিকট পারলৌকিক হিতোপায় জিজ্ঞাসা
 করিলেন । রাজা কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ
 কোন্ কর্ম করিলে নিরয়স্থ পিতৃগণ সুপুত্র দ্বারা তারিত
 হইয়া স্বর্গগমন করেন, তাহা আপনারা প্রকাশ
 করিয়া বলুন ? ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—রাজেন্দ্র
 বিধিপূর্বক পিতৃমেধযজ্ঞের অল্পতান করিলে নিরয়স্থ
 পিতৃগণ স্বর্গধামে উপনীত হইয়া থাকেন । রাজ
 কহিলেন,—দ্বিজগণ ! আমি ঐ সকল করিতে ধৃত-
 ব্রত হইলাম, আমাকে দৌকিত করুন এবং এসম্বন্ধে
 যাহা কিছু কর্তব্য, যথাবৎ উপদেশ করুন । নৃপবর
 এই কথা কহিলে সচ্যবাদী ব্রাহ্মণগণ সকলেই যজ্ঞ-
 সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ।
 তাঁহারা বলিলেন,—নৃপবর ! অগ্রে কার্যতদ্বির
 জ্ঞ পুরন্দর করিতে হয়, তদনন্তর দৌক্য গ্রহণ
 বিধেয় । এইরূপ দৌক্যই শ্রেয়স্করী হইয়া থাকে ।
 কিন্তু হে পার্শ্বিৎ । আপনি বালা হইতেই পাপাচারী !
 আপনার অসংখ্য পাতক অল্পতীত হইয়াছে ; অত
 ঐ অগ্রে আপনি তীর্থযাত্রা করুন । যখন আপনি
 সর্বসীর্ষাভিভুক্ত হইবেন, তখনই যজ্ঞজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত-
 যোগ্য হইতে পারিবেন । অসংখ্য যজ্ঞহুতানের
 অধিকারী হইতে পারিবেন না । ধরাভলে প্রভা-
 সাদি যে কিছু তীর্থ আছে, সেই সেই তীর্থে গিয়া
 আপনাকে সমাহিত করিবে স্নান করিতে হইবে ।

আপনি উত্তম দানকার্য্য করিয়া দুর্গম তীর্থসমূহে
 যাত্রার সঙ্কল্প করুন । তীর্থনানাদি দ্বারা মর্ত্যে
 মানবগণের যে পাপ না অপনীত হয়, ঐরূপ সঙ্কল্প-
 হুতানেও সেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে ১৭-২৯।
 পুলস্ত্য কহিলেন,—বিশ্রগণের বাক্য শুনিয়া রাজা
 শ্রদ্ধাসহকারে তীর্থযাত্রাপরায়ণ হইলেন ; পৃথিবীর
 সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তিনি তাঁহার বহু
 নামক সত্যপরাক্রম পুত্রকে বরাজ্যে স্থাপন করিয়া
 নিয়ত ও নিয়তাহার হইয়া প্রভূত দান বরিতে লাগি-
 লেন । রাজা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ক্রমে একদা অর্কু-
 দাচলে গিয়া উপনীত হইলেন । তথাকার নির্ম-
 লোদকে শ্রদ্ধাপুত্রটিতে স্নান করিলেন । তজ্জল
 জলাশয়ে স্নান করিয়া ত্র্য তাঁহার পিতৃগণ ভীষণ
 নরক হইতে মুক্ত হইয়া প্রহর্ষিত হইলেন । তাঁহারা
 দিব্যবিমানে থাকিয়া । মালাধারে অধিত হইয়া
 রাজাকে বলিলেন,—পুত্রঃ অধুনা আমরা তোমা
 কর্তৃক তারিত হইলাম । এ তীর্থপ্রভাবে ভবিষ্য
 দশপুরুষ এবং তোমার উচ্চ হইবে । হে পুত্র !
 এই তীর্থজলে স্নান ও তর্পণ কলে বহুল সন্তা-
 রিত হইল বলিয়া এই তীর্থ সন্তারণ নামে অভি-
 হিত হইবে । হে রাজেন্দ্র ! ই বলিতেছি, তুমিও
 আমাদের সহিত এই সীর্ষা তীর্থযাত্রায় যবে

এবমুক্তঃ স রাজেন্দ্রো দিব্যকান্তিবপুস্তদা । তং
বিমানমধারুহং গতঃ স্বৰ্গক্ তেঃ সহ । ৩৮ । এষ
প্রজ্ঞাবো রাজর্ষে কুলসম্ভারগতঃ চ । ময়া তে বর্ণিতঃ
সম্যগ্ ভূয়ঃ কিং পরিপূজ্যসি । ৩৯ । যযাতিকবাচ ।
স কিপ্রভাবো রাজা স তথা পাপসমর্ষিণঃ । স্ব-
দেহেন গতঃ স্বৰ্গমেতয়ে কোহুকং মহৎ । ৪০ ।
পুলস্ত্য উবাচ । রাকাসোমব্যতীপাতঃ সমকালে
নৃপোত্তম । স স্নাতো যত্র তৃপালন্তয়হচ্ছ্রেয়সে
পরম্ । ৪১ ।

ইতি ক্রীকান্দে কুলসম্ভারগতীর্থমাহাশ্রাবণং নামাষ্ট-
চর্যারিঃশোধখ্যায়ঃ ॥৪৮॥

একোনপঞ্চাশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । রামতীর্থং ততো গচ্ছৎ
পুণ্যমুদিনিবেষিতম্ । তত্র স্নাতস্ত মর্ত্যাস্ত জায়তে
পাপসংকর । ১ । পিতৃগণ পরা তুষ্টিধাবদাতৃভ-
সংপ্রবন্ । পুরাসীভার্গবো যামঃ সর্ষশত্রুভূতং
বয়ঃ । ২ । তেন পূর্বং তপস্তপ্তং শত্রুণামিচ্ছতা

আইস । পুলস্ত্য কহিলেন,—পিতৃগণ এইরূপ
কহিলে দিব্যকান্তিকলেবর রাজবর বিমানে আরো-
হণ করিয়া তাহাদের সঁহিত স্বর্গধামে উপনীত হই-
লেন । হে রাজর্ষে ! কুলসম্ভারগতীর্থের এইরূপ
প্রভাব আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম । তুমি
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর । যযাতি কহিলেন,—
তথাবিধ পাপাত্মা রাজা সশরীরে স্বর্গে গেলেন ।
ইহা কাহার প্রভাব, শুনিতে আমার বড়ই কৌতুহল
হইয়াছে । পুলস্ত্য কহিলেন,—সোমব্যার পুর্নিমা
ও ব্যতীপাতযোগে সেই রাজা উক্ত তীর্থে স্নান
করিয়াছিলেন । এইরূপ যোগে স্নানই তাঁহার পরম
শ্রেয়স্কর হইয়াছিল । ৩০—৪৬ ।

অষ্টচর্যারিঃশাখা সমাপ্ত । ৪৮ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ঋষি-নিবেষিত পুণ্য
রামতীর্থে গমন করি । মানব তথায় স্নান করিলে
পাপকর হয় এবং পিতৃগণ পিতৃগণের পরা তুষ্টি
হইয়া থাকে । পুরাণে সর্ষশত্রুধর্মিষ্ঠে ভার্গব-
রাম শত্রুসংহারের পরে এই স্থানে তপস্তা করিয়া-
ছিলেন । তিনি তপস্তা করিতে গিয়া তপস্তার তুষ্টি

করয় । ততঃ পাণ্ডপতং নাম তপ্তাস্ত্রং পরমং
দদৌ । ৩৭ । তপস্তারো মহাদেবো গতে বর্ষশত-
ত্রেয়ে । অত্রবীচরদোহস্মীতি স বরে শত্রুসংকরম্ ।
৩৮ । ততঃ পাণ্ডপতং নাম তপ্তাস্ত্রং পরমং দদৌ ।
স্বরণেনাপি শত্রুণাং যত্র স্তম্ভাস্তে কক্লুঃ । ৩৯ ।
অত্রবীচরদোহস্মীতি স বরে শত্রুসংকরম্ ।
মহাবাগে শত্রু মে পরমং বচঃ । ৪০ । অস্ত্রোপায়েন
যুকন্তযজ্ঞেয়ঃ সর্ষদেহিনাম্ । ভবিষ্যসি ন সন্দেহো
মৎপ্রসাদাদতৃগুহর । ৪১ । এতজ্জলাশয়ং পুণ্যং
ত্রৈলোক্যে সচরাচরে । রামতীর্থমিতি খ্যাতং মহৎ-
প্রসাদান্ত্রবিখ্যতি । ৪২ । যেষত্র জ্ঞাৎ করিষ্যসি
পৌর্ণমাশ্রাং সমাহিতাঃ । সম্প্রাপ্তে কার্তিকে মাসি
কৃত্তিকাযোগসমুত্তে । ৪৩ । পিতৃমেষকলং তেষা-
মশেষঞ্চ ভাবয়তি । তথা শত্রুকরো রাজান বাস
স্বর্গেযু চাকরঃ । ৪৪ । পুলস্ত্য উবাচ । এবমুক্তা
মহাদেবস্ততশ্চান্দর্শনং গতঃ । রামে হ্যপ্যবুদয়ং
কল্পং পিতৃভূধেন ভূখিতঃ । ৪৫ । ত্রিসপ্ত তপর্ষা-
মাস পিতৃস্তত্র প্রধ্বিতঃ । জমদগ্নৌ যুতে তেন
প্রতিজ্ঞাতং মহাত্মন । ৪৬ । দৃষ্টা মাতুঃ কতান্তরে

হইয়া মহাদেব তাঁহাকে পাণ্ডপত নামক পরমাত্র
প্রদান করেন । তিনি সাক্ষাত হইয়া বলিয়াছিলেন,
আমি তোমার প্রতি বরপ্রদ হইয়াছি । তখন রাম
শত্রুসংহার বর প্রার্থনা করিলেন । তাহাতে মহা-
দেব তাঁহাকে এই পাণ্ডপত অস্ত্র প্রদান করিলেন ।
এই অস্ত্রের স্বরণ করিলেও শত্রুর কয় হইয়া
থাকে । সুবধজ অন্তর্ধানপূর্বক হস্ত করিয়া কহি-
লেন,—হে মহাত্মজ জামদগ্ন্য ! আমার উত্তম বাক্য
শ্রবণ কর । এই অস্ত্র ধারণ করিয়া আমার প্রসাদে
তুমি সর্ব দেহীরই অজেয় হইবে, সন্দেহ নাই । হে
তৃগুহর ! এই যে পুণ্য জলাশয় আছে, ইহা মৎ-
প্রসাদে সচরাচর ত্রৈলোক্যে রামতীর্থ নামে
বিখ্যাত হইবে । কৃত্তিকাযোগযুক্ত কার্তিকমাসে
পূর্ণিমা তিথিতে সমাহিত হইয়া যে জন এখানে
জ্ঞাৎ করিবে, তাহার অশেষ পিতৃমেষকল লাভ
হইবে । অপিচ তাহার শত্রুকর ও অকর স্বর্গ-
বাস ঘটিবে । পুলস্ত্য কহিলেন,—এই বলিয়া
মহাদেব এই স্থানে অভ্যর্জিত হইলেন । অনন্তর
রামও পিতৃভূধে ভূখিত হইয়া ত্রিসপ্তবার কল্প
সংহারপূর্বক সর্বত্র পিতৃভূধের তর্পণ করিলেন ।
শিতা জমদগ্নির নিহত হইলে মহাত্মা পরমহংস
আসিয়া মাতার আদে কতান্তরে

বিশ্রমঃ যজ্ঞকারিণ। শত্রুজাতানি বিপ্রাণাং সমাজে
সমুপরিভেৎ। ১৩। পিতা মে নিহতো যশাৎ
কত্রিহোপসো বিজঃ। অযুধ্যমান এবাধ তশাৎ
কৃষা ক্লিষ্ট বৈ। ১৪। কন্দ্রহীনাং পৃথীঃ
প্রদাশ্চ সলিলং পিতৃঃ। তৎসর্গং তন্ত সজ্জাতঃ
তীর্থহারাভ্যতো নৃপ। ১৫। তশাৎ সর্গপ্রযত্নে
শ্রদ্ধাঃ তত্র সমাচরেৎ। কত্রিহুৎ বিশেষেণ য
ইক্ষেত্বেতসংকরম্। ১৬।

ইতি জীহ্বান্দে রামতীর্থমাধ্যাবর্ণনং নামৈকোন-
পকাশোহধ্যায়ঃ। ৪১।

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। কোটিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ
সর্গপাতকনাশনম্। তীর্থানাং যত্র সজ্জাতা কোটিঃ
পাৰ্শ্বি বহেলা। ১। যদা ত্যাং কলিকালস্ত রোজো
রাজন যতীতলে। স্নেহকৃত্তা জনাঃ সর্গে তৎ-
শার্শাতীর্থবিপ্রবঃ। ২। তিশ্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটিন্
তীর্থানাং ভূমিবাসিনাম্। তেষাং কোটিস্ততোহবাৎ-
সীৎ পর্কতেহর্দ্ধদশংজকে। ৩। পুঙ্করে চ তথা
কোটিঃ কুরুক্ষেত্রে চ পাৰ্শ্বব। বারাগসামর্দ্ধকোটিঃ

ব্রাহ্মণসমাজের সম্মুখে এইরূপ প্রোক্ত হইলেন
হিলেন যে, কত্রিহুৎ আমার যজ্ঞাবধূত তাপস
পিতাকে যেহেতু নিহত করিয়াছে, অতএব আমি
জিসঙ্গবার এই পৃথিবীকে নিঃকত্রিহুৎ করিয়া পরে
পিতার তর্পণ করিব। হে নৃপ। তীর্থের মাধ্যে
ভাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা সকলই সম্পূর্ণ হইয়াছিল।
অতএব তথায় সর্গপ্রযত্নে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য।
বিশেষত যে কত্রিহুৎ শত্রুসংকর ইচ্ছা করেন,
ভাঁহার আত্মহত্যা একান্তই কর্তব্য। ১—১৬।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সর্গপাতকহর
কোটিতীর্থে গমন করিবে। হে পাৰ্শ্বব। তথায়
কোলাকলে কোটিসংখ্যক তীর্থ প্রকাশ পাইয়াছিল।
হে রাজন। যখন রোজ কলিকাল ধরাভালে প্রভাব
বিস্তার করে, জনগণ স্নেহকৃত্ত হইয়া, এবং ভাঁহার
সকল বিধৃত হইয়া যায়, তখন
কুরুক্ষেত্র সর্গ জিকোটি তীর্থের এককোটি তীর্থ

ভতী দেবৈঃ সবার্শবৈঃ। রাজনৈতানি রক্ষন্তি সর্গে
দেবাঃ সবার্শবঃ। ৪। যদা যদা ভরাটানি
স্নেহশার্শাৎ সমস্ততঃ। স্থানেযেতেষু তিষ্ঠন্তি
তীর্থহারাভ্যেবু সযরম্। ৫। কোটিতীর্থানি জ্যোৎস্নাৎ
তত্র জাতানি কৃতলে। অর্দ্ধকোটিন্ সমতানি সর্গ-
পাপহরানি চ। ৬। তশাৎ সর্গপ্রযত্নে স্নানং তত্র
সমাচরেৎ। কুরুক্ষেত্রে ত্রয়োদশাঃ নতন্তে চ বিশেষ-
যতঃ। ৭। তত্র স্নানাদিকং সর্গং জপধোমাদিকক-
রম্। সর্গঃ কোটিগুণঃ রাজঃস্তৎপ্রসাদাদিসংশ-
য়ম্। ৮।

ইতি জীহ্বান্দে কোটিতীর্থপ্রভাববর্ণনং নাম
পকাশোহধ্যায়ঃ। ৪০।

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছেৎপুঙ্করে চত্রে।
ভেদময়ুস্তমম্। তীর্থং পাপহরং নৃণাং নিশানাথেন
নির্ধিতম্। ১। প্রতিজাতং যদা রাজন এতৎ
চত্রেহুধ্যয়োঃ। রাহুণা কৃতবৈরেণ জিহ্নে শিরসি
বিফুনা। ২। তদা ভয়াবিত্তস্ত্রো যদা দৈত্যঃ

অর্কুদাচলে বাস করে, পুঙ্করে এবং কুরুক্ষেত্রে এক
এককোটি আর বারাগসীধামে অর্দ্ধকোটি তীর্থের
অধিষ্ঠান হয়। সবার্শব দেবগণ তীর্থহাজের স্তব
করিতে থাকেন এবং ভাঁহারাই এই সকল তীর্থ
রক্ষা করেন। যখন যখনই তীর্থসমূহ ভয়াপ্ত হয়,
তখন তখনই তাহার এই এক ক্ষেত্রে বাস করিয়া
থাকে। এইরূপে সর্গ জিকোটি পাপহর তীর্থ
ধরাভালে প্রোভূত হয়। অতএব সর্গপ্রযত্নে এই
তীর্থে স্নান করিবে। বিশেষতঃ জীবন মাসের
কুরু জয়োদশীতে এই স্থানে স্নান দান জপ ধোমাদি
সমস্ত কর্তব্য তীর্থমাধ্যমে কোটিগুণ হইয়া থাকে
সন্দেহ নাই। ১—৮।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য কহিলেন—নৃপবর অতঃপর নিশা-
নাথনির্ধিত পাপহর চত্রেভেদময়ুস্তমম্
হে রাজন। বিফু রাহুর ক্ষেপন করিলে
রাহু যখন চত্রেহুধ্যাকে গ্রাস কা
কৃত প্রতিজ্ঞা

বেদবানবহিকৃতে। একপাদে স্থিতে ধর্ম্মে বর্ণাশ্রম-
বিবজ্জিতে। ১৭। অশ্বিন যুগে বিলুপিতে হ্যযযো
বনচারণঃ। সমেত্যামজয়ন সর্ব্বৈ গর্গ্যচ্যবনভার্গবাঃ।
১৮। অসিতো দেবলো ধোম্যঃ ক্রতুরুদালকস্তথা।
এতে চান্তে চ বহবঃ পরম্পরমথাক্রবন্। ১৯।
পশুধ্বঃ মুনয়ঃ সর্ব্বৈ কলিবাণ্ডঃ দিগন্তরম্।
সমস্তাঃ পরিধাবন্তি দিস্যন্তি কীর্ষ্যতে প্রজা। ২০।
অধর্ম্মপরমৈঃ পুন্ডিঃ সত্যাক্ষবনিরাকৃতৈঃ। কথং
স ভগবান বিষ্ণুঃ সম্প্রাপ্যো মুনিসন্তমাঃ। ২১।
কো বা ভবাকৌ পতন্ত্যারয়িষ্যতি সঙ্গতান। ন
কলৌ সন্তবন্ত্যজিহুগো মধুহৃদনঃ। তংবিনা পুণ্ড্রী-
কাক্ষঃ কথং শ্রাম কলৌ যুগে। ২২। তেবাং চিন্তয়-
তামেবং ভূখিতানাং তপস্বিনাম্। উবাচ বচনং
ভজ্ঞ ঋষিরুদালকস্তথা। ২৩। উদালক উবাচ।
যাবন্ন কলিনোষণে লিপ্যামো মুনিসন্তমাঃ। অপাণা
ব্রহ্মসদনং গচ্ছামঃ পরিসঙ্গতাঃ। ২৪। পৃচ্ছামো
লোকধাতারং স্থিতং বিষ্ণু কলৌ যুগে। যদি বিষ্ণুঃ
কলৌ ন স্তাদ্ ক্রত্রেণ ব্রহ্মণা সহ। ২৫। তং বিনা
পুণ্ড্রীকাক্ষঃ তাক্ষ্যামঃ স্বঃ কলেবরম্। বিনা ভগ-
বতা লোকে কঃ স্থাশ্রিত কলৌ যুগে। ২৬। ক্রতুহা
বচনং তস্ত ঋষয়ঃ স শিতব্রতাঃ। সাধুসাধ্বিত তে
একপাদমাভ্রে স্থিত ও বর্ণাশ্রমবিবজ্জন হয়।
কলিযুগের এই অবস্থা দেখিয়া বনবাসী
গর্গ, চ্যবন, ভার্গব, অসিত, দেবল, ধোম্য, ক্রতু,
উদালক, ও অপরাপর অনেক ঋষি পরস্পর মিলিত
হইয়া কহলেন,—মুনিগণ! সকলেই দেখুন, দিগন্তর
কলিবাণ্ড হইয়াছে। ইতস্ততো ধাবমান দস্যুগণ
দ্বারা প্রজাবর্গ নিয়ত নিপীড়িত হইতেছে। অধর্ম্ম-
পরায়ণ জনগণ সত্যাক্ষব সাধনের অযোগ্য, সুতরাং
হে মুনিসন্তমগণ! ইহারা সেই ভগবান বিষ্ণুকে
পাইবে কিরূপে? এই ভবাক্ষিপতিত জনগণকে
কেই বা পরিভ্রাণ করিবে? মধুহৃদন জিহুগাশ্রয়ী,
সুতরাং কলিতে তদ্বিবতায়ের সম্ভাবনা নাই!
তবে সেই পুণ্ড্রীকাক্ষ ব্যতীত আরয়াই বা থাকিব
কিরূপে? গীহারা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে
তখন উদালক, ঋষি বলিতে লাগিলেন।
১৬—২৩। উদালক কহিলেন,—মুনিসন্তমগণ!
আমরা যাবৎ গণ্ডিকাক্ষ না হই, ওয়াবৎ আসুন
নিম্পাণ আমরা কিলে মলিচারণালোকে যাইয়া
বিষ্ণু কলিযুগে দেখিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করি;
যদি কলিযুগেও ব্রহ্ম সহ বিষ্ণু না থাকেন, তবে
আমরা সেই পুণ্ড্রীকাক্ষ ব্যতীত প্রাণত্যাগ করিব;

চোক্রা প্রস্থিতা ব্রহ্মণোহস্তিকম্। ২৭। কথয়ন্তঃ
কথং বিকোঃ স্বরূপমহুবর্ণনম্। তাপসাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বৈ
সংহৃষ্ট ব্রহ্মণোহস্তিকম্। ২৮। দদৃশুস্তে তদা দেব-
মাসৌ পরমাসনে। পিতামহঃ কৃতগণৈর্মুর্ত্ত্যামুর্ত্তৈ-
রুতং তথা। ২৯। দৃষ্ট্বা চতুর্মুখং দেবং দণ্ডবৎ প্রণতাঃ
কিতৌ। প্রণম্য দেবদেবং তু স্তোত্রোপে তুইব্রুত্বা।
৩০। ঋষয় উচুঃ। নমস্তে পদ্মসঙ্কত চতুর্ভুজাক্ষ্য-
বায়। নমস্তে সৃষ্টিকর্ত্তে তু পিতামহ নমোহস্ত তে।
৩১। এবং স্ততঃ সন্মুখিভিঃ পুঞ্জীভঃ কমলোত্তবঃ।
পাদ্যার্থোপাভিবন্দ্যতান পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্কবান্। ৩২।
ব্রহ্মোবাচ। কিমাগমনকৃত্যং বো ক্রত তথেন
পুত্রকাঃ। কুশলং বো মহাভাগাঃ পুত্রশিষ্যারিবজ্জুযু।
৩৩। ঋষয় উচুঃ। ভবৎপ্রসাদাৎ সকলং প্রাপ্তং
নমস্তপসঃ ফলম্। যন্তবন্তঃ প্রণশ্রামঃ সর্ব্বদেবভুজঃ
প্রভূম্। ৩৪। শ্রেষ্ঠতৎকারণং শস্তো এতে প্রাপ্তা-
স্তবাস্তিকম্। যুগতয়ে ব্যতিক্রান্তে কৃতাদিষ্যপর-
ন্তকে। ৩৫। প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরৈ ক বিষ্ণুঃ

কলিযুগে ভগবান ব্যতীত কে থাকিবে? ঋষিগণ
এই কথা শুনিয়া সাধু সাধু বলিয়া ব্রহ্মসমীপে যাত্রা
করিলেন। সেই তাপসগণ বিষ্ণুর স্বরূপগুণবর্ণ-
নাম্বক আলাপ করিতে করিতে হৃষ্টমনে ব্রহ্ম-
সদনে যাইয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন দেব
চতুরান পিতামহ মুর্ত্ত্যামুর্ত্ত ভূতগণে পরিবেষ্টিত
হইয়া পরমাসনে সমাসীন। তাঁহাকে দেখিয়া
সেই ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তে স্ততি
দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ২৪—৩০। ঋষি-
গণ কহিলেন,—হে পদ্মসম্বব, অক্ষয়, অবায়, চতুরা-
নন! আপনাকে নমস্কার। হে সৃষ্টিকর্ত্ত! আপ-
নাকে নমস্কার। হে পিতামহ! আপনাকে নমস্কার।
কমলোত্তব মুনীগণের এইরূপ স্ততিবাক্যে সন্তুষ্ট
হইয়া সেই মুনিপুঙ্কবগণকে পাদ্যার্থ দ্বারা সম্মা-
নিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।—ব্রহ্মা কহিলেন,—
বৎসগণ! তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি?
যথার্থ ব্যক্ত কর। হে মহাভাগগণ! তোমাদিগের
পুত্রাশ্রয় অগ্নি ও বজ্রবর্গের কুশল তো? ঋষিগণ
কহিলেন,—আমরা আপনার প্রসাদে সম্পূর্ণ তপ-
কল লাভ করিয়াছি, কারণ সর্ব্বদেবভুজ প্রভু আপ-
নাকে দেখিতে পাইতেছি, এই আমরা যে আপ-
নার নিকট আসিয়াছি, হে স্তবধিগণ! তাহার
কারণ শ্রবণ করুন। ত্য প্রকৃতি ধারণান্ত
যুগতয়ে স্ততি এবং ঘোর কলিযুগ উপস্থিত;

পৃথিবীতলে। যঃ দৃষ্ট্য পরমাং মুক্তিং যাত্লামো মুক্ত-
বন্ধনাঃ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। মৎস্তকৃষ্ণাদিক্রপৈশ্চ
ভগবান্ জায়তে ময়া। বিষ্ণোঃ পারমিক্যমুর্তিঃ
ন জানামি বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥ ৩৭ ॥ ঋষয় উচুঃ। যদি
যঃ ন বিজানাসি তাত বিষ্ণোরবাস্বিতম্। গয়া
প্রয়াগঃ তত্রৈব সন্ত্যাক্যামঃ কলেবরম্ ॥ ৩৮ ॥
ব্রহ্মোবাচ। যা বিযাদং ব্রহ্মধ্বং উপদেক্যামি
বোহিতম্। ইতো ব্রহ্মধ্বং পাতালং যদাস্তে
দৈত্যাসত্তমঃ ॥ ৩৯ ॥ তং গয়া পরিপূরুধ্বং প্রহ্লাদঃ
দৈত্যাসত্তমম্। স জ্ঞাততি হরেঃ স্থানং যথাং তথ্যেন
ভো বিজ্ঞাঃ ॥ ৪০ ॥ তচ্ছ্রুয়া বচনং তস্ত ব্রহ্মণঃ
পরমাত্মনঃ। প্রণিপত্য চ দেবেশঃ প্রস্তুতাস্তে
তপোধনঃ ॥ ৪১ ॥ জঘুঃ সংস্কটমনসঃ অবজ্ঞো
দৈত্যাসত্তমম্। ধন্তঃ স দৈত্যরাজোহয়ং যো
জনাতি জনার্দনম্ ॥ ৪২ ॥ ইতি সফিক্তয়ানাস্তে
প্রাপ্তা বৈ স্ততলং বিজ্ঞাঃ ॥ ৪৩ ॥ গয়া তে তস্ত
নগরং বিবিশুর্ভবনোত্তমম্। দূষাদেব স তান দৃষ্ট্য
বলির্বৈরোচনিস্তদা। প্রত্যাখ্যায়ৈকাক্ষে প্রহ্লাদেন
সমবিতঃ ॥ ৪৪ ॥ মধুপূরুধ্বং গাঐকৈব দদ্বা চার্য্যং

তথৈব চ। উবাচ প্রাজ্ঞলির্ভূবা প্রহুটেনান্তরাশ্রম।
৪৫ ॥ স্বাগতং বো মহাভাগাঃ সুবৃষ্টি রজনী মম।
ভবতো যৎপ্রপন্মামি ক্রত কিং করবাণি চ ॥ ৪৬ ॥
এবং হি দৈত্যরাজেন সংকৃতাস্তে বিজ্ঞোক্তমাঃ।
উচুঃ প্রহুটমনসো দানবেশ্বরুতঃ তদা ॥ ৪৭ ॥ ঋষয়
উচুঃ। কার্য্যার্থনম্ সম্প্রাপ্তাঃ প্রহ্লাদ হরিব্রজত।
তদস্মাকং মহাবাহো ভবাংস্রাতা ভবার্ণবাৎ ॥
৪৮ ॥ কথং দৈত্য যুগে অশ্বিন রোদ্রে বৈ কলি-
সংজকে। ভবিষ্যামো বিনা বিষ্ণু ভীতানামভয়-
প্রদম্ ॥ ৪৯ ॥ অশ্বিন যুগে হৃষর্ষেণ জিতো ধর্ম্মঃ
সনাতনঃ। অনুভেন জিতং সত্যং বিপ্রাশ্চ কুষলৈ-
জ্জিতাঃ ॥ ৫০ ॥ বিটৌজ্জিতা বেদমার্গাঃ স্রীতিশ্চ
পুরুষা জিতাঃ। ব্রাহ্মণাশ্চাপি বধান্তে শ্লেচ্ছরাজস্ত-
রূপিভাঃ ॥ ৫১ ॥ অশ্বিন বিলুলিতপ্রায়ে বর্ণাশ্রম-
বিবাজ্জতে। অবিনুশ্চ বেদমার্গে ক বিকৃর্ত্তগবা-
নিতি ॥ ৫২ ॥ বিনা জানাশ্বনা ধ্যানাশ্বনা চোশ্রয়-
নিগ্রহাৎ। প্রাপ্যতে ভগবান্ যত্র তদন্তঃ কথয়-
নঃ ॥ ৫২ ॥ দৈত্যরাজ ইমস্মাকং সুস্মার্য্যং প্রদর্শকঃ।

একপে ভূতলে বিষ্ণু কোথায়?—বাহাকে
দেখিয়া আমরা মুক্তবন্ধন হইব। ব্রহ্মা কহি-
লেন,—হে বিজ্ঞোক্তমগণ! ভগবান্ মৎস্ত কৃষ্ণাদি-
রূপে অবতার গ্রহণ করেন, ইহা আমি জানি;
কিন্তু সেই বিষ্ণুর কোনও পরম মূর্ত্তি কল্পিত
আছে কিনা, তাহা আমি জানি না। ঋষিগণ কহি-
লেন,—হে তাত! বিষ্ণুর স্থিতি সম্বন্ধে আপনি
যদি না জানেন, তবে যাই প্রয়াগে গিয়া কলেবর
পরিভ্রমণ করি। ব্রহ্মা কহিলেন,—তোমরা বিযা-
দিত হইও না, আমি হিত উপদেশ কহিতেছি;
এখান হইতে পাতালে, যেখানে দৈত্যাসত্তম প্রহ্লাদ
আছেন, তোমরা তথায় যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
কর, হে বিজ্ঞগণ! তিনি হরিস্থিতি বিষয়ে যথার্থ
সমস্তই জানেন ॥ ৩৬—৪০ ॥ পরমাত্মা ব্রহ্মার এই
কথা শুনিয়া সেই তপোধনগণ দেবেশকে প্রণাম-
পূরুধ্ব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা
পথে যাইতে যাইতে দৈত্যাসত্তম প্রহ্লাদের
কল্পিতে লাগিলেন যে, সেই দৈত্যরাজ ধন্ত! যিনি
জনার্দনের সন্ধান জানেন। সেই বিজ্ঞগণ এই
কথা ভাবিতে ভাবিতে স্ততলে যাইয়া বলিনগরে
বলিষ্ঠবনে প্রবিষ্ট হইলেন। বিরোচননন্দন বলি
তাঁহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়াই প্রহ্লাদের সহিত

প্রত্যাখ্যানপূরুধ্ব মধুপূরু গো অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহা-
দিগের অর্চনা করিলেন এবং প্রহুটচিহ্নে কহি-
লেন,—হে মহাভাগগণ! আপনাদিগের সুখে
আগমন হইয়াছে তো? আজি আমার সুপ্রভাত!
—কারণ আপনাদিগের দর্শন পাইলাম। বলুন, কি
করিব? সেই বিজ্ঞোক্তমগণ, দৈত্যরাজ কর্তৃক এই-
রূপে সংকৃত হইয়া প্রহুটমনে তখন সেই দানবেশ্ব-
রনন্দন প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪১—৪৭ ॥
ঋষিগণ কহিলেন,—হে হরিব্রজ মহাবাহো প্রহ্লাদ!
আমরা কোন কস্মীন্দেবে আসিয়াছি, অতএব
আপনি আমাদের ভবার্ণবজ্ঞাতা হউন। হে দৈত্য!
এই রোদ্র কলিযুগে ভীতভয়দ বিষ্ণু ব্যতীত আমরা
কিরূপে থাকিব? এ যুগে অধর্ম্ম দ্বারা সনাতনধর্ম্ম,
অনুত দ্বারা সত্য, বৃন্দগণ দ্বারা বিপ্রবর্ণ, বিটগণ
দ্বারা বেদমার্গ এবং নারীগণ দ্বারা পুরুষবর্ণ নির্জিত
হইয়াছে! শ্লেচ্ছরূপী রাজস্তগণ দ্বারা ব্রাহ্মণগণও
পীড়িত হইতেছেন। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিবাজ্জিত
ও বিকৃর্ত্তভাবাপন্ন যুগে বেদমার্গ লুপ্তপ্রায়
হইয়াছে। এ যুগে ভগবান্ বিষ্ণু কোথায় থাকি-
বেন?—বিনা জানে, বিনা জানে, ও ইন্দ্রিয়-
নিগ্রহ-বিহনে সেই ভীত জনকে পাওয়া যায়? সেই
কথা আমাদের জান। হে দৈত্যরাজ!

খিচিড়িভিন্ননেকখা। উক্তবঃ কথ্যমাস প্রচারঃ যক্ষ্মনন্দনম্ ॥ ১৫ ॥ যাত্রায়ামহাসম্প্রদায়ঃ দুর্গাসময় কল্পবৎ। স্থিতং তং গোমতীতীরে চক্রতীর্থসমী- পতঃ ॥ ১৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা সহসোখায় ভগবান্ কল্পিণী- গৃহম্। জগাম হৃষ্টমনসা বিশ্বশক্তিরাধোক্ষজঃ ॥ ১৬ ॥ আগত্যোবাচ বৈদভৌঃ সম্প্রদায়বিস্তমম্। তপো- নিধুতপাপায়মজিগুজো মহাতপাঃ ॥ ১৭ ॥ আতি- ধোনার্জিতো বিশ্রো দান্ততে চ মণেদয়ম্। গৃহিণী ন গৃহে যন্ত সংপাঙ্গাগমনঃ বুধা ॥ ১৮ ॥ তন্ত দেবা ন গুরুতি পিতরন্ত তথোদকম্। তদাগচ্ছত্ব গচ্ছামো নিমজ্জিতুমজিগম ॥ ১৯ ॥ তথেষ্টাঙ্ক্য তু সা দেবী রথমারুহয়ে সতী। রথমারুহ দেবেশো কল্পিণ্যা সহিতো हरिः। জগাম তত্র যত্রান্তে দুর্গাসা মুনিসত্তমঃ ॥ ২০ ॥ দৃষ্ট্বা জলন্তঃ তপসা কুলে নন্দ- নদীপতেঃ। কাপালিকস্ত পুরতঃ স্নানাতঃ বর- দ্বীকটৈঃ ॥ ২১ ॥ প্রণম্য ভগবান্ ভক্ত্যা পপ্রচ্ছানাময়ঃ ততঃ। পশ্চাদ্ধিত্তভনয়া কল্পিণী প্রণম্য তম্ ॥ ২২ ॥ দুর্গাসাশাপি ভৌদৃষ্টা দর্শনার্থমুপাগতো। পপ্রচ্ছ কুশলং তত্র স্বাগতেনাভিনন্দ্য চ ॥ ২৩ ॥ দুর্গাসা

উবাচ। কুশলং কৃষ্ণ সর্বত্র কুত্র বাসন্তবান্। কতি দারা ধনাপত্যমেতদ্বিস্তরতো বল ॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। সমুদ্রেণ প্রদত্তা মে ভূমির্ধাশ- যোজনা। তস্তাঃ নিবসতো ব্রহ্মন পুরী হেমময়ী মম ॥ ২৫ ॥ প্রাসাদান্তত্র সৌবর্ণা নবলক্ষাণি সখ্যা। তস্তাঃ বসামি সংহৃষ্টং প্রসাদাৎ সুনির্ভয়ঃ ॥ ২৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তন্ত বিশ্বয়াবিষ্টমাসঃ। প্রত্যাবাচ স দুর্গাসাঃ প্রহস্ত মধুহৃদনম্ ॥ ২৭ ॥ বসন্তি তাবকা যে চ তেষাং সংখ্যা বদন্ত ভোঃ। যাবত্যাশ্চ মহিষ্যাশ্চৈ পুত্রাঃ পরিজনান্তথা ॥ ২৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ব্রহ্মন বোড়শসাহস্রং ভাৰ্য্যাক্ষাৰ্ঠাধিকা মম। তাসাং মধ্যেহভীষ্টতয়া বিদর্ভাধিপতেঃ সূতা ॥ ২৯ ॥ একৈকস্তা দশ সূতাঃ কস্তা চৈকা তথা মুনে। যট- পঞ্চাশদ্বদানাং 'হু কোট্যঃ পরিজনো মম ॥ ৩০ ॥ শেখাঃ প্রকৃতয়ো ব্রহ্মাশ্চেষাং সংখ্যা ন বিদ্যাতে। তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়ামাস কিমেতদিত্তি বিশ্বিত্তঃ ॥ ৩১ ॥ অহোহনন্তবীৰ্য্যন্ত মায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতঃ। অনন্তা সর্গকর্তৃষে প্রবৃতিদৃষ্টতামিষম্ ॥ ৩২ ॥ দুর্গাসা উবাচ। স্বাগতং তে মহাবাহো ক্রহি কিং করবাণি-

একটি সংবাদ নিবেদন করিলেন যে, অকল্যষ দুর্গাসা ঋষি তীর্থযাত্রাক্রমে আসিয়া গোমতী- তীরে চক্রতীর্থসমীপে অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বশক্তি ভগবান্ অধোক্ষজ এই কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে সহসা গাত্ৰোত্থানপূর্বক কল্পিণীভবনে গমন করিলেন, এবং কল্পিণীকে কহিলেন যে, অত্রি- পুত্র তপোনিধুতকল্যষ মহাতপা ঋষিসত্তম দুর্গাসা আসিয়াছেন, সেই বিপ্র আতিথ্যবিধানে অর্জিত হইলে মহোদয় প্রদান করিবেন। যাত্রার গৃহে গৃহিণী নাই, তাহার ভবনে সংপাঙ্গের আগমনও বুধা; দেব পিতৃগণ তাহার জলগ্রহণ করেন না। অতএব আইস যাই, সেই অজিনন্দনকে নিমন্ত্রণ করি গিয়া। সতী কল্পিণীদেবী তাহাই হউক, বলিয়া রথারোহণ করিলেন। পরে দেবেশ हरिও রথারোহণে কল্পিণী সহ যাইয়া যথায় মুনিবর দুর্গাসা ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দুর্গাসা সাগরতীরে স্নানাত ও তপঃ প্রজলিত- কাপালিকের পুরোভাগে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভগ- বাণী কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম- পূর্বক অসময় প্রণয় করিলেন, তারপর বিদর্ভনন্দিনী কল্পিণীও তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। মুনিবর দুর্গাসাও দর্শনার্থ সমাগত কৃষ্ণ-কল্পিণীকে বিলোক-

নাঞ্চে স্বাগতাভিনন্দনপূর্বক কুশল প্রণয় করিলেন। ১২-২৩।—কৃষ্ণ! তোমার সর্বত্র কুশল তো? অধুনা তোমার নিবাস কোথায়? কয়টি পুত্র?—স্ত্রী, ধন, —এ সকল সবিস্তারে বল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,— সমুদ্র আমাকে দ্বাদশযোজন ভূমি দিয়াছেন; আমি ভয়মধ্যে বাস করি। ব্রহ্মন! আমার পুরী- স্বর্ণময়ী। তাহাতে নয় লক্ষ সৌবর্ণ প্রাসাদ আছে। আমি আপনার প্রসাদে তাহাতে সংহৃষ্টান্তরে সুনি- ভয়ে বাস করি। ইহা শুনিয়া মহাবী দুর্গাসা বিশ্বয়াবিষ্ট চিন্তে সহান্তে কহিলেন,—ওহে! তোমার ওখানে যে সমস্ত লোকজন, যতগুলি পুত্র-পরিজন আছে, তাহাদের কথা বল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ব্রহ্মন! আমার ভাৰ্য্যা অষ্টাধিক বোড়শ সহস্র; ভয়মধ্যে এই বিদর্ভাধিপ-নন্দিনীই প্রিয়সী। মুনে! এক এক ভাৰ্য্যার দশ দশটি পুত্র ও একএকটি করিয়া কস্তা। যটপঞ্চাশৎকোটি যত্বংশ আমার পরিজন। ব্রহ্মন! এতদ্ভিন্ন প্রজা লোকজন বা তাহার সংখ্যা কল্পা যাই না। ইহা শুনিয়া দুর্গা। বিশ্বিত্তমনে চিন্তা করিলেন। অহো! অনন্তা! ভগবান্ মায়াকে আশ্রয় করিয়া এই দেখ, সর্ব- এই ইহার সমস্ত প্রবৃত্তি। দুর্গাসা কহিলেন, হে মহাবাহো। তোমার স্বাগত বল তোমার কি

তে। দর্শনেন স্বদীয়েন জীতিমেতি চ যে মনঃ ।
৩০। জীকৃক উবাচ। যদি প্রসন্নো ভগবন্তদা-
গচ্ছব মে গৃহম্ । শিরসা ধার্য্য পাদাশু ওয়াস্তামি
পাবত্ৰতাম্ । ৩৪। হৃদ্বাসা উবাচ। অক্ষমাসার-
সর্বস্বং কিং বা নয়সি মাধব । নয় মাং যদি মদ্যাক্যং
করোষি সহ ভাৰ্য্যা । ৩৭। প্রহ্লাদ উবাচ। এব-
মব্ধিতি চোক্ষাস প্রস্থিতঃ স্বরথেন হি । তং দৃষ্ট্বা
প্রস্থিতং বিষ্ণুং প্রহস্তোবাচ ভর্ৎসয়ন্ । ৩৬। হৃদ্বাসা
উবাচ। হৃদ্বাসসং ন জানাসি মুকেমান হয়সত্তমান ।
স্বক ভাৰ্য্যা তথা চেয়ং বহতং স্বরথেন মাম্ । ৩৭।
জীকৃক উবাচ। ভগবন্ যথা প্রহরীষি বিপ্র কঠাশ্চ
তত্থা । ঐয়া কপালানু ব্রহ্মন্ পারিতোহহং সবা-
হবঃ । ৩৮। প্রহ্লাদ উবাচ। তৌ তথা ঋষি-
বণ্যোহসৌ যুজ্ঞাং দেবীং রথে স্কক। তথৈব
পুণ্ডরীকাকং যাহি যাতীত্যভাবত । ৩৯। তং দৃষ্ট্বা
দেবতাঃ সৰ্বা বহমানং রথং হরন্ । সাধুসাম্বতি
ভাবন্ত উচুঃ সৰ্গে পরম্পরম্ । ৪০। অহৌ ব্রহ্মণ্য-
দেবন্ত পরাং ভক্তিং প্রপণ্ডত । স্বহ্মে কৃদা ধ্বং
যো হি বহতে ভাৰ্য্যা সহ । ৪১। বিকৌর্য্যমাণঃ

করিব। তোমার দর্শনেই আমার মন
জীতিলাভ করিয়াছে। জীকৃক কহিলেন,—ভগবন্ !
যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আমার গৃহে আগমন
করুন, আপনার পাদাশু শিরে ধারণ করিয়া পাব-
ত্ৰতা লাভ করি। হৃদ্বাসা কহিলেন,—মাধব !
অক্ষমাই আমার সারসর্বস্ব। আমাকে কেন নিতে
চাও ? যদি ভাৰ্য্যার সহিত আমার বাক্য পালন
করিতে পার, তবে লইয়া চল । ২৪-৩৫। প্রহ্লাদ কহি-
লেন,—কৃক “তাহাই হইবে” বলিয়া স্বরথে গমনো-
দ্যত হইলেন; তাহা দেখিয়া হৃদ্বাসা সহান্তে ভর্ৎ-
সনা সহকারে কহিলেন,—হৃদ্বাসাকে জান না ?
এই সদবক্তালকে মোচন করিয়া দেও। তুমি ও
তোমার এই ভাৰ্য্যা—ভ্রষ্ট। তোমাদের এই রথে
করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চল। জীকৃক কহি-
লেন,—ভগবন্ ! যথা বলিবেন, আমি তাহাই
করিব। ব্রহ্মন্ ! কপালু আপনি আমাকে
সবাধবে পরিদ্রাণ করুন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—
ঋষিবর্গ্য হৃদ্বাসা “দেবী কাক্ষী ও কাকৃক-
রথে যোজন্য করি” বাও বাও। তে লাগি-
লেন। দেবগণ্য কে রথ-তে দেখিয়া
‘সাদু সাধু করিয়া’ পর বলিতে লাগিলেন,—অহো
ব্রহ্মণ্যদেবের পর ভক্তি দর্শন কর,—যিনি ভাৰ্য্যার

কুশুম্ভে: সুরসজ্জৈর্জনাধিনঃ । অগাদ স রথং গৃহ
সভার্যো দারকাং প্রতি । ৪২। উচ্চমানে রথে
তস্মিন্ কাক্ষী তৃষিত্যভবৎ । উবাচ কৃকঃ বৈবর্তী
শ্রমব্যাকুললোচন। ৪৩। শ্রান্তা ভায়পরিহ্রষ্টা
বহতী কোপনং দ্বিজম্ । পায়সিক্ষৌদ্রকং কান্ত নয়
মাং মন্দিরং স্বকম্ । ৪৪। তচ্ছবী বচনং তন্তাঃ
পাদাক্রান্তা ধরাতলাৎ আনয়ামাস তগবান
গজাং ত্রিপথগাং শুভাম্ । ৪৫। তদৃষ্ট্বা নিম্নলং
শীতং শ্লুগচ্ছং পাবনং তথা । গুণো পিপাসিতা
দেবী কাক্ষী জাহুবীজলম্ । ৪৬। পীতং তয়া
জলং দৃষ্ট্বা চকোপ ঋষসত্তমঃ । জজ্ঞাল জলপ্রথ্যঃ
শাপ পরমেধরাম্ । ৪৭। হৃদ্বাসা উবাচ। মাম-
পৃষ্ট্বা জলং যস্মাৎ পীতবতাসি কাক্ষণি । তস্মাৎ-
পানরতা নিত্যং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ । ৪৮।
অবিযুক্তা রথাদ যস্মায়ামপৃষ্ট্বা জলং ত্বয়া । পীতং
তস্মাচ্চ কৃকেন বিযুক্তা ত্বং ভবিষ্যসি । ৪৯।
প্রহ্লাদ উবাচ। এতাবত্কা বচনং ক্রোধসংরক্ত-
লোচনঃ । পরিত্যজ্য রথং বিপ্রো ভূমাবেবাবতি-

সহিত স্বহ্মে ধ্বং ধারণ করিয়া মুনিবরকে বহন
করিতেছেন। এই বলিয়া সুরগণ—সেই ভাৰ্য্যার
সহিত রথবহনপূর্বক দারকাভিমুখে প্রস্থিত জীকৃকো-
পরি কুশুম্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন। কিয়দূর রথ-
বহনের পর কাক্ষী তৃষিতা হইয়া পড়িলেন। সেই
কোপন ব্রাহ্মণের বহননিমিত্ত শ্রান্তা ও ভায়ার্তী
কাক্ষী শ্রমব্যাকুল-লোচনে কৃককে কহিলেন,—
কান্ত ! আমাকে একটু জল পান করাইয়া পরে
নিজ মন্দিরে লইয়া চল। ভগবান্ ইহা
শুনিয়া পাদক্রমণে ধরাতল হইতে ত্রিপথগা
শুভা গজাকে আনয়ন করিলেন। পিপাসিতা
কাক্ষী দেবী ইহা দেখিয়া সেই নিম্নল শীতল
শ্লুগচ্ছ পাবন জাহুবীজল পান করিলেন। তদ-
র্শনে ঋষিসত্তম হৃদ্বাসা কুপিত হইলেন; তিনি
বোপে প্রজ্বলিত হইয়া সেই পরমেধরাকে শাপ
দিলেন। হৃদ্বাসা কহিলেন,—কাক্ষণি ! যেহেতু
তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া জল পান করি-
ব। এজন্ত তুমি নিয়ত পানরত হইবে; সংশয়
নাই। আর তুমি রথ হইতে বিযুক্ত না হইয়াই
আমাকে না বলিয়া জল পান করিয়াছ এ নিমিত্ত কৃক-
সহ তোমার বিরোধ ঘটিবে। ৩৬-৪৯। প্রহ্লাদ
কহিলেন,—সেই বিপ্র, এই বলিয়া কোধসংরক্ত-
লোচনে রথ পরিহার করিয়া ভূমিতে অবতরণ

ঈতি । ৫০ । এবং শৃণু তদা দেবী রুরোদ্যতীব
বিললা । উবাচ কৃষ্ণঃ কথং স্বাস্তে বয়া
বিনা । ৫১ । ত্রীকৃষ্ণ উবাচ । আমাস্তে প্রাগ্ভ্যং
দেবি দিকালং ভবনং তব । যো মাং পশুতি
চাত্ত্বং স স্বামেব প্রপশুতি । ৫২ । মাং হি হৃদী
নরো যন্ত স্বাং ন পশুতি ভক্তিতঃ ।
যাজ্ঞাকলং তন্তু ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৫৩ ।
আবাস্ত চ প্রিয়ামেবং ভ্রাক্ষণং যত্নদনঃ । ততঃ
প্রসাদয়ামাস দুর্ধাসসমকল্মষম্ । ৫৪ । বাহো-
পবনমধ্যে তু পূজয়ামাস তং তথা । অবনিজ্জং স্বয়ং
পাদৌ বিপ্রপাদাবনেজনম্ । ধারয়ামাস শিরসা
জগতঃ পাবনো হরিঃ । ৫৫ । দম্বার্য্যং গাঞ্চ
বিপ্রায় মধুপৰ্কং স ভক্তিতঃ । বিধিবন্তোজয়ামাস
যদ্রুসেন দ্বিজোত্তমম্ । ৫৬ ।

ইতি ত্রীকাম্বে দুর্ধাসোদন্তকৃষ্ণীশাপবৃতা-
বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ২ ।

করিলেন । দেবী কৃষ্ণী তখন এইরূপ অভিশপ্তা
হইয়া বিললভাবে রোদন করিতে লাগিলেন । আর
সকল ভাবে করিলেন,—তোমাড়িনা থাকিব
কেমনে ? ত্রীকৃষ্ণ করিলেন,—দেবি ! আমি প্রত্যহ
দু-বেলা তোমার ভবনে আসিব । এখানে আমাকে
যে দেখিবে, সে তোমাকেও দেখিবে; যে মানব
আমাকে দেখিয়া তোমায় দর্শন নাকরিবে, নিশ্চয়ই
তাহার অর্দ্ধযাজ্ঞাকল লাভ হইবে । যত্নদন কৃষ্ণ
এইভাবে প্রিয়াকে আশ্বাসিত করিয়া পরে অকল্মষ
ভ্রাক্ষণ দুর্ধাসাকে প্রসাদিত করিলেন । তাঁহাকে
বহিরূপবনে যথায়োগ্য অর্চনা করিলেন । জগৎ-
পাবন হরি স্বয়ং সেই বিপ্রের পাদপ্রক্ষালন করিয়া
পাদোদক মন্তকে ধারণ করিলেন । ভক্তিপূর্বক
অর্ঘ্য মধুপৰ্ক-গো সেই বিপ্রকে নিবেদন করিলেন ।
অতঃপর ছয়রস দ্বারা সেই দ্বিজোত্তমকে যথাবিধি
ভাজন করাইলেন । ৫০—৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । অহো ব্রহ্মণ্যদেবন্ত কৃষ্ণস্তামিত
তেজসঃ । মহিমা যদযং নৈব মুখা চক্রে মুনৈর্ভটঃ
১ ॥ তেন চক্রে ন রেবং স সেতুপালো জনাৰ্দ্দনঃ
ভৃগোর্ধ্বচরণাঘাতং দধার হৃদি লাক্ষ্মণম্ । ২
সা তু দেবী কথং তেন প্রেয়সা বিপ্রযোজিতা
একাকিনী দ্বিতা তত্র কথ্যতামসুরেশ্বর । ৩
উৎকণ্ঠিতা অতি বয়ং শ্রোতুং দ্বারবতীং মুদা
ইদমাদৌ বৃভুৎসামশ্চিত্তখেদাপমুস্তয়ে ॥ ৪ ॥ প্রহ্লাদ
উবাচ । জ্ঞয়তামৃষয়ঃ সর্বে গদতো মম বিস্তরাৎ ।
যথা শাপোক্তবঃ কুংখং মুমোচ হরিবল্লভা । ৫ ॥ অথ
দুর্ধাসসঃ শাপমবাপ্যাকুন্তদং তদা । যাদবেল্লস্ত
গৃহিণী সহসা পৰ্য্যদেবয়ং । ৬ ॥ কল্মণ্যুবাচ ।
কল্যাণী বত বণীয়ং লৌকিকী সংবিভাব্যতে । কুপকে
চৈব সিদ্ধৌ চ প্রমাণান্নাধিকং জলম্ । ৭ ॥ যা
সাহং ভূরিভাগ্যা বৈ প্রাপ্য নাথং জগৎপতিম্ ।
ইদমেকাকিনী জাতা পৌলস্ত্যাদেবহেলনাৎ । ৮ ॥
ক কালালয়ঃ ক্রীমাননবদ্যন্তগো হরিঃ । অল্পপুণ্যা

তৃতীয় অধ্যায়

ঋষিগণ করিলেন,—অহো ! ব্রহ্মণ্যদেব অমিত-
তেজা কৃষ্ণের কি মহিমা ! যেহেতু ইনি কোনমতেই
মুনীবাচ্য মিথ্যা করেন নাই । যিনি হৃদয়ে ভৃ-
গুপদাঘাতচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, সেই জনাৰ্দ্দন ধর্ম্ম-
সেতুপালকুবলিয়াই জ্ঞান হন নাই । পরন্তু হে অসু-
রেশ্বর । সেই দেবী কৃষ্ণী প্রিয়জন বিযুক্ত হইয়া
একাকিনী কিরূপে তথায় অবস্থান করিলেন ? ইহা
আপনি বলুন । আমরা দ্বারবতীবৃতাষ্ট শ্রবণার্থ অত্যন্ত
উৎকণ্ঠিত হইয়াছি । কিন্তু প্রথমতঃ এতষিষ্যক মন-
স্তাপ নিবারণার্থ এই বৃতাষ্টই শ্রুতিতে অভিলাষ করি ।
প্রহ্লাদ করিলেন,—হে ঋষিগণ ! সেই হরিপ্রিয়া
যে রূপে শাপজ সন্তাপ দায় করিয়াছিলেন, আমি
তাৎসর্বিভাবে বলিতেছি, শাপনারা সকলে তাহা
শ্রবণ করুন । সেই যাদবেল্লগৃহিণী কল্মণী সহসা
দুর্ধাসা হইতে অকুন্তদ অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া
বিলাপ করিতে লাগিলেন । কাল্মণী কহলেন,—

হো । ‘কুপে বা সাগরে—কৌ স্বলেই প্রমাণা-
ল লাভ হয় না ।’ এই লৌকিক প্রবাদ
আছে, তাহা বলায়ই মন হয় । যেহেতু
আমি ভূরিভাগ্যবান বসি, জগৎপালক পতি
গাইয়াও শৌর্য্যরূপ দেবাবহেলনা মধুনা একাকিনী

ভামাঞ্চ শুভাঃ জাহবতীঃ তথা ॥ ৩০ ॥ মিঅবিন্দাঃ চ
কালিন্দীঃ ভদ্রাঃ নাগজিতীঃ তথা ॥ অষ্টমীঃ
লক্ষণাঃ তত্র পূজয়েৎ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥ ৩৪ ॥ এতাঃ
সম্পূজ্য বিধিবৎসম্পূর্ণ্য দধিপায়সৈঃ ॥ গীতবাদিত্র-
ঘোষণে দীপৈজাগরণেন চ ॥ ৩৫ ॥ পুত্রপৌত্র-
সমাধুক্তো ধনধান্যসমধিতঃ ॥ সৰ্বান কামানবাপ্নোতি
তন্ত্র বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ৩৬ ॥ কিং তন্ত্র বহুদানৈশ্চ
কিং ব্রতৈর্নির্ঘমৈশ্চ ॥ যেন দৃষ্টা জগন্মাতা কল্মষী
কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৩৭ ॥ কিং যজ্ঞৈর্বহুভিত্তিশ্চ সম্পূর্ণ-
বরদক্ষিণৈঃ ॥ যেন দৃষ্টা জগন্মাতা কল্মষী কৃষ্ণ-
বল্লভা ॥ ৩৮ ॥ তেন দত্তং হতং তেন জপ্তং
তেন সনাতনম্ ॥ যেন দৃষ্টা জগন্মাতা কল্মষী
কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৩৯ ॥ যেন তেন সম্প্রাপ্তাঃ সিদ্ধয়ো-
হস্তৌ ন সংশয়ঃ ॥ গহা দ্বারবতীঃ যেন দৃষ্টা কেশব-
বল্লভা ॥ ৪০ ॥ সকলঃ জীবিতঃ তন্ত্র সকলাশ্চ
মনোরথাঃ ॥ কলৌ কৃষ্ণপূরীঃ গহা দৃষ্টা মাধব-
বল্লভাম্ ॥ ৪১ ॥ দেবরাজেন কিং তন্ত্র ত-
মুক্তিপদেন চ ॥ ন দৃষ্টা চৈজগন্মাতা কল্মষী কৃষ্ণ-
বল্লভা ॥ ৪২ ॥ তন্ত্রাৎ সর্বপ্রযত্নেন কল্মষী কৃষ্ণ-
বল্লভা ॥ সদাচর্চনীয়্য মধুজৈর্জটিল্য্য সর্বকামদা ॥
৪৩ ॥ বিশেষতঃ পূজনীয়া নবরাত্রে সদাধিনে ॥
নবম্যাং তু নরৈর্দৈবৈশ্চ পূজিতা হরিবল্লভা ॥ ৪৪ ॥

পত্নী—কল্মষী, সত্যভামা, জাহবতী, মিঅবিন্দা,
কালিন্দী, ভদ্রা, নাগজিতী ও লক্ষণা এই সকল
কৃষ্ণপ্রিয় পূজা করিতে হয়। পূজায় দধি, পায়স
নিবেদন ও গীতবাদিত্রনির্ঘোষ ও রাত্রি জাগরণ
কর্তব্য। এইরূপ অর্চনার ফলে নর—পুত্র পৌত্র,
ধন ধান্ত, এমন কি নিখিল মনোভীষ্টই লাভ করিয়া
থাকে। তাহার প্রতি বিষ্ণু প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি
জগন্মাতা কৃষ্ণপ্রিয়া কল্মষীদেবীর দর্শন লাভ করি-
য়াছে, তাহার বহু দান, ব্রত, নিয়ম বা ভূরিদক্ষিণা-
ধিত প্রভূত বস্ত্র করিয়া ফল কি? কল্মষীদর্শন কাবীর
দান হোম জপ সকলই বার্থী হয়। প্রসিদ্ধ অষ্ট-
সিদ্ধিই তাহার হেলাক্রমে লভ হয়, একথা নিঃসং-
শয়। দ্বারাবতীতে গিয়া যে ব্যক্তি কৃষ্ণবল্লভাকে
দেখিয়াছে, তাহার জীবন কিবা মনোবঞ্চিত সকলই
সকল। যে ব্যক্তি কৃষ্ণবল্লভা জগন্মাতা কল্মষীকে
দেখে নাই, তাহার রাজ্য বা মুক্তিপদ দ্বারাই বা
কি কল সাধ্য হয়? অতএব সর্বপ্রযত্নে কৃষ্ণবল্লভা
কল্মষী দেবীকে সর্বদা অর্চনা করিবে এবং
সেই সর্বকামদা দেবীকে দর্শন করিবে। বিশে-
ষতঃ আশ্বিনমাসের নবরাত্রে তাহার পূজা অবশ্যই

অন্যগচ্ছাদিবৈশ্বৈ প্রভূতবলিত্ত্বয়া ॥ গীত-
বাদিত্রঘোষণে দীপজাগরণেন চ ॥ ত্রোবিভা ভীষক-
শূচ্য সন্ধান কামান প্রযচ্ছতি ॥ ৪৫ ॥ তথা দীপোৎ-
সবদিনে চতুর্দশ্যায় সমাহিতঃ ॥ পূজয়িত্বা যথাশাস্ত্র-
মৌপ্সিতং লভতে ফলম্ ॥ ৪৬ ॥ মাঘমাসে সিতা-
ষ্টম্যাং কন্দর্পজমনী, তু যৈঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৈর্দ্য-
রূপহারৈরনেকশঃ ॥ সকলঃ জীবিতঃ তেষাং
সকলাশ্চ মনোরথাঃ ॥ ৪৭ ॥ দ্বাদশ্যায় চৈত্র-
মাতে তু কৃষ্ণেন সহ কল্মষীম্ ॥ যে পশুন্তি নরা
দেবীং কল্ম্ষীং মধুমাঘবে ॥ কৃষ্ণেন সহ গচ্ছন্ত্য-
ধনস্তে মানবা ভূবি ॥ ৪৮ ॥ পুত্রপৌত্রসমাধুক্তা
ধনধান্যসমধিতাঃ ॥ জীবিতে ব্যাধিনির্মুক্তাঃ পদং
গচ্ছন্ত্যানাময়ম্ ॥ ৪৯ ॥ জ্যৈষ্ঠাষ্টম্যাং নরৈর্দৈবৈশ্চ
পূজিতা কৃষ্ণবল্লভা ॥ তেষাং মনোরথাবাপ্তিজায়তে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ তথা ভাদ্রপদে মাসি মাতুঃ
পূজা কৃত্য তু যৈঃ ॥ সর্বপাপবিনশ্চ ক্তা যান্তি বিষ্ণু-
পদে নরাঃ ॥ ৫১ ॥ কার্তিকে মাসি দ্বাদশ্যায় কল্ম্ষীং
কৃষ্ণসংসূতাম্ ॥ যে পশুন্তি নরাস্তেষাং ন ভয়ং
বিদাতে কচিৎ ॥ ৫২ ॥ যন্তেকত্র ত্রিতাং পশুদ্-

করিবে। যে সকল নর নবমীদিনে অন্ন, গন্ধ, বস্ত্র,
প্রভূতবলি, গীত-বাদিত্রনির্ঘোষ, দীপদান ও রাত্রি-
জাগরণ সহকারে হরিবল্লভার পূজা করে, সে পূজায়
ভীষকতৃপিতা ত্রোবিভা হইয়া সর্বকাম প্রদান করিয়া
থাকেন। নর চতুর্দশাতে দীপোৎসবদিনে সমাহিত
হইয়া যথাশাস্ত্র কৃষ্ণবল্লভার পূজা করিলে ঈশ্বিত
ফল লাভ করে। যাহারা মাঘমাসের শুক্লষ্টিমীতে
গন্ধ পুষ্পাদি বহুবিধ উপহার দ্বারা কামজমনীর পূজা
করে, তাহাদের জীবন ও মনোরথ সকলই সফল
হয়। চৈত্রমাসের দ্বাদশীদিনে যে সকল নর কৃষ্ণসহ
কল্ম্ষীকে দর্শন করে কিবা মধুমাঘমাসে কল্ম্ষীকে
কৃষ্ণসহ যাইতে দেখে, এ জগতে তাহারাই ধন, পুত্র-
পৌত্রাধিত ও ধনধান্যসম্পন্ন হয়; তাহাদের জীবন
ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া থাকে; তাহারা অনাময় পদ লাভ
করে। জ্যৈষ্ঠমাসের অষ্টমীতে যে সকল নর কৃষ্ণ-
বল্লভার অর্চনা করে, তাহাদের মনোরথ প্রাপ্তি হয়,
নিশ্চয়ই। ১১—৫০। যাহারা ভাদ্রমাসে ঐ জগন্মা-
তার পূজা করে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদে
প্রাণ করিয়া থাকে। কার্তিকমাসের দ্বাদশীদিনে
কৃষ্ণসঙ্গিনী কল্ম্ষীকে যাহারা দর্শন করে, তাহাদের
কখন কোন ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি একজীবন
কৃষ্ণকল্ম্ষীকে নিরীক্ষণ করে, তাহার জীবন সকল

কৃষ্ণীং কৃষ্ণসংযুতাম্ । সকলং জীবিতং তন্ত
হৃদয়া পুত্রসম্ভাভঃ । অক্ষয়ং ধনধান্তক কদা নৈব
দরিদ্রতা ॥ ৫৩ ॥ য এবং কৃষ্ণীং পশ্চৎ পূজয়েৎ
কৃষ্ণবল্লভাম্ । সৰূপাপবিনমুক্তো বিষ্ণুলোকং স
গচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥ যঃ শ্রায়াৎ সৰ্ব্বতীৰ্থেষু দানং শক্ত্যা
দদাতি যঃ । তন্ত পুণ্যকলধেব লোকে যজ্ঞায়তে
দ্বিজাঃ । কথিতং তদশেষেণ কলৌ কৃষ্ণস্ত
সংস্থিতো ॥ ৫৫ ॥ দ্বারাবতীং বিনা বিপ্রা যুক্তির্ন
প্রাপ্যতে কলৌ । পুরাণসংহিতামেতাং কৃতবান্
বলিবন্ধনঃ । দদৌ স তু প্রসাদেন পুণ্যমহং
দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৬ ॥ ইত্যে ৫ পুরা প্রোক্তং ইতি-
হাসো দ্বিজোত্তমাঃ । প্রহাসেন শ্রুতং বাদে মার্কণ্ডে
মহাশ্রুনা ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদে কৃষ্ণীপূজনমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । দ্বারকায়াং মহাত্ম্যমিত্যাহ
নিবোধ মে । কলৌ নিবসতে যত্র ক্রেশহা কৃষ্ণী-
পতিঃ ॥ ১ ॥ কলৌ কৃষ্ণস্ত মাহাত্ম্যং যে শৃণুস্তি পঠন্তি

হয় ; পুত্রসম্ভতি ও ধনধান্ত অক্ষয় হইয়া থাকে ;
কখনই দারিদ্রগ্রস্ত হয় না । যে জন এইরূপে কৃষ্ণ-
বল্লভা কৃষ্ণীণী পূজা করে, সে সৰূপাপ হইতে
বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে যায় । যে ব্যক্তি সৰ্ব্বতীৰ্থে
নান ও যথা শক্তি দান করে, তাহার যে পুণ্যকল
হয়, কালিতে কৃষ্ণাধিষ্ঠিত দ্বারকার সেবায় সেই কলই
অশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে । হে বিপ্রগণ ! কালিতে
দ্বারাবতী ব্যতীত যুক্তিপ্রাপ্তির আর স্থান নাই ।
এই পুরাণসংহিতা পূর্বে বিষ্ণু প্রণয়ন করিয়াছেন ।
পরে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে দান করেন । হে
দ্বিজোত্তমগণ ! এই দ্বারকা সম্বন্ধে পূর্বে মহাত্ম্য
মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রহাসের নিকট এক ইতিহাস বলিয়া-
ছিলেন । ৫১—৫৭ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইন্দ্রহাস ! কালিতে ক্রেশ-
হারী কৃষ্ণ যথায় বাস করেন, সেই দ্বারকার মাহাত্ম্য
আমার নিকট শ্রবণ কর । কালিতে যাহারা কৃষ্ণ-

৫ । ন তেবাং জায়তে বাসো যমলোকে যুগাষ্টকম্ ॥
২ । নিত্যং কৃষ্ণকথা যন্ত প্রাণাদপি গম্নীয়সী । ন তন্ত
দুঃখভং কিকাদিহ লোকে পরং নৃপ ॥ ৩ ॥ মনস্তর-
সহস্রৈশ্চ কালীবাসেন যৎকলম্ । তৎকলং দ্বারকা-
বাসে বসতাং পঞ্চভিদ্ধিনৈঃ ॥ ৪ ॥ কলৌ নিবসতে যন্ত
ঋপচো দ্বারকাঃ যদি । যতীনাং গতিমাপ্নোতি প্রাহ
ক্বেৎ প্রজাপতিঃ ॥ ৫ ॥ দ্বারকাং গন্তুকাং যঃ
প্রত্যহং কুরুতে নরঃ । কলমাপ্নোতি মনুজঃ কৃষ্ণ-
ক্ষেত্রসমুদ্ভবম্ ॥ ৬ ॥ সোমগ্রহে চ যৎ প্রোক্তং যৎ
কলং সোমনায়কে । দৃষ্ট্বা তৎকলমাপ্নোতি দ্বার-
বত্যাং জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ৭ ॥ পুরুষে কার্ত্তিকীঃ কৃষা যৎকলং
বর্ষকোটিভি । তৎকলং দ্বারকাবাসে দিনেনৈকেন
জায়তে ॥ ৮ ॥ দ্বারকায়াং দিনৈকেন দৃষ্টে দেবকি-
ন্দনেন । কলং কোটিগুণং জ্যেয়মত্র লক্ষশতো-
ভবম্ ॥ ৯ ॥ কলৌ নিবসতাং ভূপ ধন্যাস্তেবাং
মনোরথাঃ । কৃষ্ণস্ত দর্শনে নিত্যং দ্বারকাগমনে
তি ॥ ১০ ॥ একামপি দ্বাদশীং তু যঃ করোতি
নৃপোত্তমঃ । কৃষ্ণস্ত সন্নিধৌ ভূপ দ্বারকায়াঃ কলং
শু ॥ ১১ ॥ ধন্যাস্তে কৃতকৃত্যস্তে তে জনা
লোকপাবনাঃ । দৃষ্টং কৃষ্ণমুখং যৈশ্চ পাপকোট্য-

মাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করে, যুগাষ্টকমধ্যে তাহাদের
যমলোকে বাস হয় না । কৃষ্ণকথা নিত্যই তাহাদের
প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী, ইহলোকে তাহাদের কিছুই
দুঃখভং নহে । সহস্র মনস্তর কালীবাস করিলে যে
কল হয়, পাঁচদিনমাত্র দ্বারকাবাসেই সেই কল হইয়া
থাকে । কাগকালে ঋপচও যদি দ্বারকাবাস করে,
তাহা হইলে সে বাতদিগের গতি প্রাপ্ত হয়, ইহা
প্রজাপতি বলেন । যেন প্রত্যহ দ্বারকা গমনের
ইচ্ছা করে, সে কৃষ্ণক্ষেত্রযাত্রার কল লাভ করিয়া
থাকে । সোমগ্রহ এবং সোমনায়ক দর্শনে যে কল
উক্ত হইয়াছে, দ্বারাবতীও জনাৰ্দ্দন দর্শন করিলে
সেই কল লব্ধ হইয়া থাকে । পুরুষে কোটিবৎসর
কার্ত্তিকীরত করিয়া যে কল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক
দিন দ্বারকাবাসে সেই কল লাভ হইয়া থাকে ।
দ্বারকায় একদিন মাত্র দেবকীন্দনকে দর্শন করিলে
কোটিদিন দর্শনের কল পাওয়া যায় । কালিতে
দ্বারকাবাসীদিগের এবং দ্বারকাগমনকারীদিগের
কৃষ্ণদর্শনে মনোরথ ধন হয় । দ্বারকায় কৃষ্ণসন্নি-
ধানে যাহারা একটি মাত্র দ্বাদশী করে, হে ভূপ !
তাহাদের কলপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ কর । যাহারা
অযুত কোটি পাপহর কৃষ্ণমুখ সন্দর্শন করে,

যুতাপন্নম্ ৷ ১২ ৷ যৎকলঃ ত্রতসংযুক্তৈর্দ্ব্যাদিঃ
কৃকসংযুক্তৈঃ ৷ যত্বেদানৈর্দ্ব্যাদিঃ দ্ব্যাদিঃ তথৈ-
কয়া ৷ ১৩ ৷ কীর্ত্তনান প্রকৃষ্ণতি যে নরাঃ কৃষ্ণ-
মূর্খনি ৷ শতাবধৈর্জঃ পুণ্যঃ বিম্বুনা বিম্বুনা স্মৃতম্ ৷
১৪ ৷ দধি কীর্ত্তাদশগুণং স্মৃতং দত্তো দশোত্তরম্ ৷
স্বতাদশগুণং ক্ষোদ্রং ক্ষোদ্রাদশগুণোত্তরম্ ৷ ১৫ ৷
পুষ্পোদকঞ্চ রত্নোদং বর্দ্ধনঞ্চ দশোত্তরম্ ৷ মজ্জোদকঞ্চ
গন্ধোদং তথৈব নৃপসত্তম ৷ ১৬ ৷ ইকো রসেন
অপনং শতবাক্সিমণৈ সমম্ ৷ তথৈব তীর্থনীলং স
কলং যচ্ছতি কুম্ভম ৷ ১৭ ৷ কৃষ্ণঃ স্নানার্জগাত্রঞ্চ
বহুৈশ্চ পরিমার্জতি ৷ তস্তা লক্ষ্যাক্ষিতস্তাপি ভবেৎ
পাপপ্ত মার্জিতম্ ৷ ১৮ ৷ স্নাপয়িত্বা জগদ্বাৎ পুষ্প-
মালাবরোদনম্ ৷ কুরুতে প্রতিপুষ্পস্ত বর্ণনিকায়ুতঃ
কলম্ ৷ ১৯ ৷ স্নানকালে তু দেবতা শঙ্খাদীনাস্ত
বাদনম্ ৷ কুরুতে অক্ষলোকে তু বসন্তে অঙ্গবাস
রম্ ৷ ২০ ৷ স্নানকালে স কৃষ্ণস্তা পঠেদ্রামসহস্র-
কম্ ৷ প্রত্যক্ষরং লভেৎ প্রেষ্ঠঃ কপিলাগোপকাদ-
বম্ ৷ ২১ ৷ কলমেত্তরহীপাল গীতারাঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ৷

তাহারাই যত্ন, কতকৃত্য ও লোকপাবক।
কৃষ্ণপক্ষীয় তিথিসমুদে ত্রতনিয়ম বা প্রকৃত যজ্ঞ-
দানাদি করিলে যে ফল, দ্ব্যাদি একটা তিথিতেই
সেই ফল হইয়া থাকে। যে সকল নর কৃষ্ণমস্তকে
কীর্ত্তন করায়, তাহাদের প্রত্যেক বিম্বুতে দশাব-
ধৈর্জস্ত পুণ্য হইয়া থাকে। কীর্ত্তন হইতে
দধি দ্বারা স্নান, দশগুণ অধিক ফলদায়ক। এই-
রূপে দধি হইতে স্মৃত, স্মৃত হইতে মধু, মধু হইতে
পুষ্পোদক, তাহা হইতে রত্নোদক, রত্নোদক হইতে
মজ্জোদক এবং মজ্জোদক হইতে গন্ধোদক দ্বারা স্নান
উত্তরোত্তর দশদশগুণ অধিক ফলপ্রদ। ইক্ষুরসে
স্নান করাইলে শতাবধৈর্মমসফল, আর তীর্থনীল দ্বারা
স্নান করাইলেও সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে।
হে কুম্ভ! স্নানান্তে অর্জগাত্রীকৃষ্ণকে যে জন
বস্ত্র দ্বারা পরিমার্জন করে, তাহার পুণ্যাক্ষিত পাপ
মার্জিত হইয়া যায়। যে নর জগদ্বাৎক স্নান
করাইয়া পুষ্পমালা পরাইয়া দেয়, ঐ মালা প্রত্যেক
পুষ্পে তাহার বর্ণনিকায়ুত দানের ফল লাভ হয়।
কৃষ্ণ দেবের স্নানকালে যে নর শঙ্খাদি বাদন করে,
অক্ষলোকে অক্ষদানাবধি তাহার বাস হয়। স্নান-
কালে কৃষ্ণের সহস্র নাম পাঠ করিলে প্রত্যেক স্তবা-
করে শত কপিল দানের ফল লাভ হয়। হে মহা-
পাল! এই ফল গীতা পাঠে এবং গজেন্দ্রমোক্ষণ-

গজেন্দ্রমোক্ষণেইব স্তবরাজেন কীর্ত্তিতম্ ৷ ২২ ৷
স্তবৈশ্ব বিকৃতিরত্বেঃ পঠিতৈশ্চ নরাধিপ। জ্যৈ-
ষ্মাপ্রোতি দেবেশঃ সর্কান কামান্ প্রযচ্ছতি ৷ ২৩ ৷
কিং পুনর্ধ্বদপাঠস্ত স্নানকালে কুরোতি যঃ। তস্ত
যজ্ঞভতে পুণ্যং ন জাতং নরনায়ক ৷ ২৪ ৷ স্নান
কালে চ সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণস্তাগ্রে তু নর্ত্তনম্ ৷ গীতৈশ্চ
পুনস্তত্র স্তবনং বদনেন হি ৷ ২৫ ৷ স্নানকালে তু
কৃষ্ণস্ত জয়শব্দং কুরোতি যঃ। করতাল-
সমায়ুক্তঃ গীতনৃত্যং কুরোতি চ ৷ ২৬ ৷ তত্র চেষ্টাঃ
প্রকৃষ্ণাগো হসতে জগতেহপি বা। মুক্তং তেন
পরং মাতৃগোনিয়ন্ত্য নির্গমম্ ৷ ২৭ ৷ নোত্তান-
শায়ী ভবতি মাতুরক্কে নরেশ্বর। গুণান্ পঠতি
কৃষ্ণস্ত যঃ কালে স্নানকর্মণঃ ৷ ২৮ ৷ চন্দনাঙ্কু-
শি শ্রেণ কুঙ্কুমেণ সুগন্ধিনা। বিলেপয়তি যঃ কৃষ্ণঃ
কপূরমুগ্ধনাভিনা। বস্ত্রং তু ভবনে বিকোবসতে
পিতৃভিঃ সহ ৷ ২ ৷ প্রত্যেকং চন্দনাদীনামিস্ত-
দ্ব্য ন চান্তথা। নানাদেশসমুদ্ভূতৈঃ স্তবৈশ্চ
সুকোমলৈঃ ৷ ৩০ ৷ ধূপায়িত্বা সুগন্ধৈশ্চ যো ধূপ-
য়তি মানবঃ। মধস্তরাণি বসন্তে তৎসংখ্যানি হরে
গৃহে ৷ ৩১ ৷ স্বপক্যা দেবদেবেশং জুযে

স্তবরাজ পাঠেও কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন স্বাধি-
কৃত অস্ত্র যে সকল স্তব আছে, স্নানকালে তাহা
পাঠ করিলেও দেবেশ প্রসন্ন হইয়া সর্বকাম প্রদান
করিয়া থাকেন। স্নানকালে বেদপাঠ করিলে যে
ফল হয়, তাহা আর বলিব কি? তাহার যে পুণ্য
হয়, হে নরনায়ক! তাহা আমি জ্ঞাত নহি। কৃষ্ণের
স্নানকালে যে নর কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, গীত, স্তবপাঠ,
জয়শব্দ, করতাল গীত-নৃত্য-হাস্ত, ও বিবিধ
যন্ত্রচেষ্টাসহকারে জঘন্য করে, সে জননীযোনি-
বন্ধ-নির্গম হইতে ত্রিভিঃ লাভ করে; তাহাকে আর
মাতৃকোড়ে উত্তানশায়ী হইতে হয় না। যে নর
কৃষ্ণের স্নানকালে তদীয় গুণাবাদ কীর্ত্তন করে;
কপূর, মুগ্ধনাভি, চন্দন, অঙ্কুর, সুগন্ধি ও কুঙ্কুম
তদীয় গাত্রে লেপন করে, বস্ত্রকাল যাবৎ তদীয়
পিতৃগণ সহ তাহার বিকৃতভাবে বাস হয়। ১—২৯।
মহারাজ ইন্দ্রহায়! ঐ সকল চন্দনাদি স্নানজব্যের
প্রত্যেকটীতেই পুণ্যাক্ষিত ফল হইয়া থাকে। যে
মানব নানাদেশ-সমুদ্ভূত সুকোমল স্তবত্রীকৃষ্ণকে
দান করে, এবং সুগন্ধ জব্যে ধূপিত করে, অসংখ্য
মধস্তর কাল তাহার হরিগৃহে বাস হয়। যাহারা
স্বীয় সামর্থ্যানুসারে দেবদেবকে অল্পমম হেম ও

৫। হেমটৈজরতুলৈঃ শুভৈর্জগৎপিতৃঃ ৮। সুশোভনৈঃ ॥
৩২। তেবাং কলং মহারাজ কুদ্ভাশ বাসবাদয়ঃ ॥
৩৩। জানন্তি মুনয়ো নৈব বর্জয়িত্বা তু মাধবম্ ॥
যেহর্ষয়ন্তি জগন্নাথং কৃষ্ণং কলিমলাপহম্ ॥ কেতকী-
তুলসীপত্রৈঃ পুষ্পৈর্শালতিসক্তবৈঃ ॥ ৩৪ ॥ তদেদ-
শতবৈশাষ্ট্যৈর্ভূষিতঃ কুসুমৈর্নৃপ ॥ একৈকং নৃপ-
শাব্দীল রাজহৃদয়মং স্মৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ যে কুর্ষন্তি
নরঃ পূজাং স্বশক্ত্যা কল্লিগীপতেঃ ॥ ক্রৌড়ন্তি
বিষ্ণুলোকে তে মনস্তরুশতং নরঃ ॥ ৩৬ ॥ যঃ
পুনশ্চতুলসীপত্রৈঃ কোমলমঞ্জরীযুতৈঃ ॥ পূজয়েৎ ক্রিয়া
যন্ত কৃষ্ণং দেবকিনন্দনম্ ॥ ৩৭ ॥ যা গতিং যোগ-
যুক্তানাং যা গতিযোগশালিনাম্ ॥ যা গতির্দা-
নীলানাং যা গতিস্তীর্থসেবিনাম্ ॥ ৩৮ ॥
গতির্মাতৃভক্তানাং দাদশীঃ বেধবর্জিতাম্ ॥ কুর্ষতা
জাগরং বিকোন্ঠ্যতাং গায়তাং কলম্ ॥ ৩৯ ॥
বৈষ্ণবানাস্ত উক্তানাং যৎকলং বেদবাদিনাম্
পঠতাং বৈষ্ণবং শাস্ত্রং বৈষ্ণবানাস্ত যচ্ছতাম্ ॥ ৪০ ॥
তুলসীমালায় কৃষ্ণং পূজিতো কল্লিগীপতেঃ ॥ কল-
মেতন্নহীপাল যচ্ছতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ যথা
লক্ষ্মী প্রিয়া বিকোন্ঠলসী চ ততোহধিকা ॥ দ্বার-
কায়ং সমুৎপন্ন বিশেষণ কলাধিকা ॥ ৪২ ॥ যত্

তত্র স্থিতো বিষ্ণুশ্চলসীদলমালায় ॥ পূজিতে
দ্বারকাতুল্যাং পুণ্যং স যচ্ছতে কলৌ ॥ ৪৩ ॥ যো-
হর্ষয়েৎ কেতকীপত্রৈঃ কৃষ্ণং কলিমলাপহম্ ॥ পত্রে
পত্রেহমেষম্ভ কলং যচ্ছতি ভূভুজ ॥ ৪৪ ॥ যো-
হর্ষয়েন্নালতীপুষ্পৈঃ কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ॥ তেনাপ্তং
নাস্তি সন্দেহো যৎকলং তুর্লভং হরয়ে ॥ ৪৫ ॥
ঋতুকালোক্তবৈঃ পুষ্পৈর্ধোহর্ষয়েজ্জগদ্বীপতিম্ ॥
সকান্ কামানবাগ্নোতি তুর্লভান্ দেবমাস্তবৈঃ ॥ ৪৬ ॥
কৃষ্ণেনাপ্তকৃণা কৃষ্ণং ধূপয়ন্তি বলৌ যুগে ॥ সর্প-
রেণ রাজেন্দ্র কৃষ্ণতুল্যা ভবন্তি তে ॥ ৪৭ ॥ সাজোন
জগৎশলেনাপি সুগন্ধেন জনার্দনম্ ॥ ধূপয়িত্বা
নরো যাতি পদং ভূয়ঃ সদা শিবম্ ॥ ৪৮ ॥ যো
দদাতি মহীপাল কৃষ্ণস্তাং তু দৌপকম্ ॥ পাতকং
তু সমুৎসৃজ্য জ্যোতীকৃপং লভেৎ পদম্ ॥ ৪৯ ॥
দ্বারে কৃষ্ণস্ত যো নিত্যং দৌপমালাং কয়োতি হি ॥
শ্রবীপবতীরাজ্যং দৌপদৌপে কলং লভেৎ ॥
নৈবেদ্যানি মনোজানি কৃষ্ণায় বিনি-
দেয়েৎ ॥ কল্লাস্ত তৎপিভূনাং হি তৃপ্তির্ভবতি
শাশ্বতী ॥ ৫১ ॥ কলানি যচ্ছতে যো বৈ
সুখ্যানি নরেশ্বর জায়তে তন্ত কল্লাস্তে সর্প-
লাস্ত মনোরথাঃ ॥ ৫২ ॥ তাশ্চলস্ত তু সর্পবৎ

শুভ্রসুন্দর মণিমাগিক্যভূষণে ভূষিত করে, মহারাজ !
তাহাদের যে কল হয়, তাহা ইন্দ্রাদি দেবগণ, কুদ্ভ-
গণ এবং মুনিগণও জানেন না ; একমাত্র মাধবই
তাহা বিদিত আছেন। যাহারা কলিকল্মাষপহ
জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে তুলসীপত্র, কেতকী, মালতী,
এবং তদেদীয় অন্ত বহু পুষ্প দ্বারা অর্চনা করে,
তাহাদের প্রদত্ত এক একটা পুষ্পে রাজহৃদয়সম
কল লাভ হয়। যে সকল নর স্বীয় সামখ্যাসুসারে
কল্লিগীপতির পূজা করে, তাহারা শত মনস্তর কাল
বিষ্ণুলোকে ক্রৌড়া করিয়া থাকে। যে নর শ্রদ্ধায়
সহিত দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে কোমলমঞ্জরীযুত তুলসী-
পত্র দ্বারা পূজা করে, যোগী, যোগসেবী, দানশীল,
তীর্থসেবী, মাতৃভক্ত, বেধবর্জিত দাদশীতে
বিষ্ণুর সমক্ষে নৃত্যগীত ও জাগরণকারী, বেদ-
বাদী ভক্ত বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রপ্রদারীদিগের
যে যে কল হয়, তুলসীমালায় কল্লিগীসহ কৃষ্ণ
পূজিত হইয়াও তাহাকে সেই সেই কল প্রদান
করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয়া ; কিন্তু
তুলসী বিশেষতঃ দ্বারকোৎপন্ন তুলসী তাহার
ততোধিকা প্রিয়া ; সুতরাং উহা কলাধিকা। বিষ্ণু

যে যেখানেই থাকুন, কলিতে তুলসীমালায়
পূজিত হইয়া দ্বারকাবাস তুল্য কল প্রদান করেন।
যে নর কলিমলাপহ কৃষ্ণকে কেতকীপত্রদলরাজি
দ্বারা পূজা করে, কেতকীর প্রতি পত্রে তাহার অশ্ব-
মেধকলাবাণ্ড হয়। মালতীপুষ্পে ভূবনপতি
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে নিশ্চয়ই তুর্লভকল লভ
হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সকল ঋতুর সকল প্রকার
কুসুমদ্বারা কৃষ্ণার্চনা করে, দেবমাস্তবর্জিত কল
তাহার অধিগত হয়। কলিতে কৃষ্ণকে যাহারা
সর্পূর, অঙ্কুর দ্বারা ধূপিত করে, তাহারা কৃষ্ণতুল্য
হয়। সপ্তত সুগন্ধ গুণ্ডল দ্বারা জনার্দনকে ধূপিত
করিলে নর নিত্য মঙ্গলপদ লাভ করে। কৃষ্ণ-
সম্মুখে দৌপদান করিলে লোক পাতকমুক্ত হইয়া
জ্যোতিঃস্বরূপ পদ প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের দ্বার্ষ্ট্রে যে নর
নিত্য দৌপমালা প্রদান করে, প্রত্যেক দৌপে সপ্তদৌপ
বতী পৃথিবীজ্যকল লাভ হইয়া থাকে। ৩০—৪০।
কৃষ্ণকে মনোজ নৈবেদ্য সকল নিবেদন করিলে
কল্লাস্ত পদ্যাস্ত পিতৃগণের শাশ্বতী তৃপ্তি হয়। যে
নর হৃদয় কল সকল দান করে, কল্লাস্তাবধি তাহার
মনোরথ সকল হয়। যে জন্ম সর্পূর তাশ্চল

সপুং নরনায়ক। কৃষ্ণায় যচ্ছতে ধো বৈ পদ-
তস্তায়িদৈবতম্ । ৫০ । সনীরং কপূরোপেতং কুস্তং
কৃষ্ণাগ্ৰেণ স্তপেৎ । কল্পান্তে ন জলাপেক্ষাং কুর্ষতি
চ পিতামহাঃ । ৫১ । ব্যজ্ঞেননাথ বস্ত্রেণ সূতক্ৰ্যা
মাতরিশ্রনা। দেবদেবস্ত রাজেন্দ্র কুরুতে ঘর্ষ-
বারণম্ । ৫২ । তৎকুলে নাস্তি পাপিষ্ঠো ন চ
লৌকে দুঃখমস্ত চ । বায়ুলোকায়হীপাল ন পুন-
র্জিনাতে গতিঃ । ৫৩ । কৃষ্ণবেশ্মনি যঃ কুর্ধ্যাৎ
সধূপঃ পুশ্পমণ্ডপম্ । সপুশ্পকবিমানেন্দ্ৰ ক্রৌড়তে
কোটিভির্দ্বিবি । ৫৪ । চলকামরবাহেন কৃষ্ণং
যন্তোষয়েন্নরঃ । তন্তোস্তমাহং দেবেশ্চন্দ্রে
স্বধুধেন হি । ৫৫ । যঃ কুর্ধ্যাৎ কৃষ্ণভবনং কদলী
স্তম্ভশোভিতম্ । স বসত্যর্কলোকে তু যাবৎসতি
মেদিনী । ৫৬ । ধূপং চন্দনমালাং তু কুরুতে কৃষ্ণ-
সদ্বনি । দেবকস্তায়ুতৈর্গণৈঃ দেব্যোক্তে সুরনায়কৈঃ ।
৫৭ । ধ্বজমারোপয়েৎ যন্ত প্রাসাদোপরি ভক্তিঃ ।
তন্ত অক্ষপদে বাসঃ ক্রৌড়তে অক্ষা সহ । ৫৮ ।
প্রাক্ষণং বর্ণকোপেতং স্বস্তিকৈশ্চ সমধিতৈঃ । দেব-
দেবস্ত কুরুতে ক্রৌড়তে ভুবনজয়ে । ৫৯ ।
দদ্যাম্যগুপে পুশ্পপ্রকরং কজ্জলীপতেঃ । দেবো-
দ্যানেষু সর্বেষু ক্রৌড়তে নরনায়কৈঃ । ৬০ । প্রাসাদে

কৃষ্ণকে প্রদান করে, তাহার অগ্নিদৈবত পদ
লাভ হয়। সনীর কপূরোপেত কুস্ত কৃষ্ণাগ্রে
স্থাপন করিলে পিতামহগণ কল্পান্তেও জলা-
পেক্ষা করেন না। বস্ত্র ব্যজনবায়ু দ্বারা
ঐকৃষ্ণের ঘর্ষনিবারণ করিলে কুলে পাপিষ্ঠ জন্মে
না; যমলোকের ভয় থাকে না, এবং বায়ুলোকে
অপুনরারুহিগতি হয়। যে জন কৃষ্ণমন্দিরে সধূপ
পুশ্পমণ্ডপ করে, সে কোটি বৎসর ব্যাপিয়া পুশ্পক
বিমানযোগে স্বর্গবিহার করে। যে মানব চামর-
বাত দ্বারা ঐকৃষ্ণকে তোষিত করে, ঐকৃষ্ণ
স্বধু দ্বারা তাহার মস্তক চুষ করে। যে জন
কৃষ্ণভবন কদলীস্তম্ভশোভিত করে, সে যাবৎ মেদিনী,
অর্কলোকে বাস করে। যে জন কৃষ্ণমন্দিরে ধূপ ও
চন্দনমালা প্রদান করে, দেবকস্তায়ুত লক্ষ সুরনায়ক
তাহার সেবা করিয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রাসাদোপরি
ধ্বজারোপ করিলে অক্ষপদে বাস হয় এবং তাহার
সহিত ক্রৌড়া কল্পা যায়। স্বস্তিকোপেত বর্ণক দ্বারা
কৃষ্ণপ্রাক্ষণ চিহ্নিত করিলে জিজ্ঞাসবনে ক্রৌড়া করিতে
পায়া যায়। যে জন কজ্জলীপতির মণ্ডপে পুশ্পনিচয়
দান করে, সে নরনায়কগণের সহিত দেবোদ্যানে

দেবদেবস্ত চিত্রকর্ম্যং করোতি যঃ । বসতে কুরু-
লোকে তু যাবন্তিষ্ঠতি সাগরঃ । ৬১ । দদ্যাকল্পময়ং
যন্ত কৃষ্ণোপরি নরেশ্বরঃ । বসতে দ্বারকাং যাবৎ
সোমলোকে সতিষ্ঠতি । ৬২ । হ্রদং বহুশলাকং তু
কিজ্জলীবস্ত্রশ্চিষ্ঠিতম্ । দিব্যরত্নৈশ্চ সংযুক্তং হেমদণ্ড-
সমধিতম্ । ৬৩ । সমগয়তি কৃষ্ণায় চ্ছত্রং লক্ষ্যকুর্দৈ-
বীতম্ । অমরৈঃ সাহিতঃ সর্কৈঃ ক্রৌড়তে পিতৃভিঃ
সহ । ৬৪ । দদ্যাম্যবিমানং তু কৃষ্ণায় নরনায়ক ।
সংক্ৰতো ধনদেনৈব বসতে অক্ষবাসরম্ । ৬৫ ।
কুহ্মাণ্ডাদিকং ভূপ জলন্তং কৃষ্ণমুদিনি। আর্যভিকং
প্রকৃষ্ণাণো মোদতে কৃষ্ণসন্নিধৌ । ৬৬ । দৌশ্চ-
মস্ত্যং সর্কপূরং করোত্যাচার্যিকং নৃপ । কৃষ্ণস্ত বসতে
লৌকে সপ্তকল্পানি মানবঃ । ৬৭ । ধূম্রা শম্বোদকং
কৃষ্ণ ভ্রাময়েৎ কেশবোপরি । সন্নিধৌ বসতে বিষ্ণোঃ
পূর্ণাস্তং ক্ষীরসাগরে । ৬৮ । এবং কৃষ্ণা তু কৃষ্ণস্ত
পন্থঃ করোতি প্রদক্ষিণাম্ । পঠন্নামসহস্রং তু স্তবমস্তং
পঠেয়ম্ । সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং লভতে তু পদে পদে ।
৬৯ । কুর্ধ্যাদগুনমক্ষারমশ্বমেধায়ুতৈঃ সমম্ । কৃষ্ণং
সন্তোষয়েৎ যন্ত সুগীতৈর্ষট্টরৈঃ স্বরৈঃ । সামবেদকলং

ক্রৌড়া করিয়া থাকে। যে জন দেবদেবের প্রাসাদে
চিত্রকর্ম্য করে, সাগরসভাকাল পর্যন্ত তাহার
কুরুলোকে বাস হয়। ৬১—৬৪। কৃষ্ণোপরি চ্ছত্রোপ
প্রদান করিলে, দ্বারকার স্থিতিকাল পর্যন্ত সোম-
লোকে বসতি হয়। বহুশলাক কিজ্জলীবস্ত্রশ্চিষ্ঠিত-
দিব্যরত্নমণ্ডিত হেমদণ্ড ছত্র ঐকৃষ্ণকে অর্পণ
করিলে দেবর্ষিপুত্রগণের সহিত ক্রৌড়া করিতে
পায়া যায়। নর ঐকৃষ্ণকে বিমান দান করিলে
অক্ষবাসর পর্যন্ত ধনদ কর্তৃক সংকৃত হইয়া
বাস করে। পূজা করিয়া কৃষ্ণের মস্তকে
আর্যভিক করিলে কৃষ্ণসমীপে বিহার করিয়া
থাকে। সর্কপূর সুদৌশ্চ আর্যভিক করিলে সপ্ত-
কল্প পর্যন্ত মানব কৃষ্ণলোকে বাস করিয়া থাকে।
শম্বোদক লইয়া যে জন কৃষ্ণোপরি ভ্রমণ করায়,
কল্পান্ত পর্যন্ত ক্ষীরসাগরে বিম্বসমীপে তাহার বাস
হয়। এইরূপ করিয়া যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ
করে এবং তাহার সহস্র নাম বা অস্ত্র কোন স্তব
পাঠ করে, তাহার পদে পদে সপ্তদ্বীপবতী পৃথী-
দানের কল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে দণ্ড-
বৎ নমস্কার করে, তাহার অশ্বঃ অশ্বমেধসম
কললাভ হয়। সুগীত মধুর স্বরে কৃষ্ণের সন্তোষ

তন্ত জায়তে নাত্র সংশয়ঃ । ৭৩ । যো নৃত্যতি
প্রহটায়া ভাবৈবর্ষহ নৃত্তজিতঃ । স নির্দহতি পাপানি
মহন্তরকৃত্যতপি । ৭৪ । যঃ কৃষ্ণাগ্রে মহান্তক্ৰ্যা
কুৰ্যাৎ পুস্তকবাচনম্ । প্রত্যক্ষয়ঃ লভেৎ পুণ্যঃ
কপিলাশতদানজম্ । ৭৫ । ঋগুযজুঃসামতির্কাগতিঃ
কৃষ্ণং সন্তোষয়তি যে । কল্লাস্তং ব্রহ্মলোকে তু তে
বসন্তি বিজ্ঞাতমাঃ । ৭৬ । যোগশাস্ত্রাণি বেদান্তান
পুরাণং কৃষ্ণস্মরণো । পঠন্তি রবিবিধং তে ভিষা
যান্তি হরেদ্বয়ম্ । ৭৭ । গীতা নামসহস্রং তু স্তব-
রাজো বহুশ্রুতিঃ । গজেন্দ্রমোক্ষণং চৈব কৃষ্ণ-
ভাব ব্রজতম্ । ৭৮ । শ্রীমদ্ভাগবতং যন্ত তু তে
কৃষ্ণস্মরণো । কুলকোটিশতৈরুজ্জ্বলং ক্রৌঞ্চত
যোগিগতিঃ সদা । ৭৯ । যঃ পঠেজ্জমচরিতঃ ভারতং
ব্যাসভাবিতম্ । পুরাণানি মহীপাল প্রাক্তে
মুক্তিঃ ন সংশয়ঃ । ৮০ । হাদশীবাসয়ে
এবং কুর্ষন্তি যে নরাঃ । গীতাদ্যোঃ শতসাহস্রং
পুণ্যং যচ্ছতি কেশবঃ । ৮১ । জাগরে কোটি-
শুশ্রীতঃ পুণ্যং ভবতি ভূমিপ । বসতাং হারকা-
বাসাং প্রত্যহং লভতে কলম্ । ৮২ । গোমতী-

নীরপুতানাং কৃষ্ণবক্ত্রাবলোকিনাম্ । দর্শনাৎ
পাতকং তেষাং যাতি বর্ষশতাজ্জিতম্ । ৮৩ ।
যন্তক্রে মাহুযে লোকে গোমতীদধিবারণা ।
তর্পয়ন্তি পিতৃন দেবান গভা হারবতীঃ কলৌ ।
৮৪ । গল্লাহারে প্রয়াগে চ গল্লায়াং কুরুজাকলে ।
প্রভাসে শুক্লতীরে চ শ্রীহলে পুরুরেহপি চ । ৮৫ ।
স্নানেন পিণ্ডদানেন পিতৃণাং তর্পণে কৃন্তে ।
তৃপ্তির্ভবতি ভূপাল তথা গোমতিদর্শনাৎ । ৮৬ ।
যোজনৈবর্ষভিত্ত্যন্তন গোমতীত চ যো বদেৎ ।
চান্দ্রায়ণসংক্রান্ত কলমাপ্রোতি যত্নতঃ । ৮৭ । যন্তা
হারবতী লোকে বহতে যজ গোমতী । স্তবং তু
ভিত্তিতে যজ নিত্যং কল্পিব্রজতঃ । ৮৮ । ন
নাভা গোমতীতীরে কলৌ পাপেন মোহিতাঃ । ভবি-
যাতি কথং তেষাং পাপবদ্ধন্ত সংকয়ঃ । ৮৯ ।
নিশ্চিন্তা স্বর্গনিঃশ্রেণী কলৌ কৃষ্ণেন গোমতী ।
মনসঃ শ্রীতিজননী জন্তুনাং নরসন্তম । ৯০ ।
দৃষ্ট্বা স্বর্গসোপানং দৃষ্টতে গোমতীসমম্ । সুখদং
পুংসাং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্ । ৯১ ।
গোমতীনীরসংযুক্তো যজ গর্জ্জতি সাগরঃ । তত্র
গচ্ছেন্নরব্যাঘ্র কৃষ্ণভিষ্ঠতি যজ বৈ । ৯২ । যজ
চৈবাক্তিশিলা গোমতীদধিনিঃস্রতাঃ । যচ্ছতি

জন্মাইলে সামবেদ পাঠকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
যে নর হঠাৎকি কৃষ্ণপ্রান্তে নৃত্য করে, সে মহন্তর-
কৃত পাপ সকলও দম্ব করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি
মহান্তক্ৰিয়া করিয়া কৃষ্ণাগ্রে পুস্তকবাচন করে, পুস্ত-
কের প্রতি অক্ষরে তাহার শত কপিলাদানের
কল হয় । যাহারা ঋক যজু ও সাম বাক্যে কৃষ্ণের
সন্তোষ জন্মায়, কল্লাস্ত পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে তাহাদের
বাস হইয়া থাকে । যাহার কৃষ্ণসম্মুখে যোগশাস্ত্র,
বেদান্ত ও পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করে, রবিবিধ ভেদ
করিয়া তাহার হরিনিলয়ে উপনীত হইয়া থাকে ।
গীতা, সহস্রনাম, উত্তম স্তব, অমৃতস্মরণ ও গজেন্দ্র-
মোক্ষণবিবরণ এই সকল কৃষ্ণের পরম প্রিয় । যে
ব্যক্তি কৃষ্ণস্মরণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে, সে
তাহার শতকোটি কুলে অধিত হইয়া সতত যোগি-
গণ সহ ক্রৌড়া করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি রামায়ণ,
ব্যাসভাবিত মহাভারত ও অশ্বস্ত পুরাণ কৃষ্ণসমক্ষে
পাঠ করে, তাহার মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই ।
যে সকল নর হাদশী তিথিতে উল্লিখিত কার্যাবলীর
অনুষ্ঠান বা গীতাদি গ্রন্থ পাঠ করে, কেশব তাহাকে
শতসহস্রপুণ্য পুণ্যকল প্রদান করেন । তাহার
সমক্ষে জাগরণ করিলে কোটিপুণ্য পুণ্য লাভ হয় ।

হারকাবাসী গোমতীজলপুত কৃষ্ণমুখপ্রেক্ষাদিগের
দর্শন মাঝেই শতবর্ষাজিত পাপ নষ্ট হয় । যাহারা
হারাবতীতে, গিয়া গোমতীসাগরসম্মুখে, জল
হার্য পিতৃদেবগণকে তর্পণ করে, এই মহুয্যালোকে
তাহারাই-যন্ত । ৮৫—৮৮ । গল্লাহারে, প্রয়াগে, কুরু-
জাকলে, প্রভাসে, শুক্লতীরে, শ্রীহলে, পুরে, স্নান,
পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলেই পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি
হয়; এমন কি গোমতীর দর্শনেও এরূপ তৃপ্তি
ঘটে । যে ব্যক্তি বহু যোজন দূরে থাকিয়াও
গোমতী নাম উচ্চারণ করে, তাহার সহস্র চান্দ্রায়ণ-
কল লাভ হইয়া থাকে । জগতে হারাবতী যন্তা—
যথায় সেই গোমতী প্রবহমাণ, তথায় নিত্যই
কল্পিব্রজ অবস্থিত । কলিতে পাপমোহিত
ব্যক্তিগণই গোমতীতে স্নান করে না; সুতরাং
তাহাদের পাপবন্ধন মোচন হইবে কিরূপে? কৃষ্ণ
কলিতে গোমতীরূপ স্বর্গসোপান নির্মাণ করিয়া-
ছেন । এই গোমতী জন্তুগণের মনঃশ্রীতি জননী ।
গোমতীসম স্বর্গসোপান দেখা যায় না । ইহা
স্নানমাত্রে পাপিগণের সুখ-মোক্ষদ । সাগর
গোমতীনীরসংযুক্ত হইয়া যেখানে গর্জন করে,
যেখানে কৃষ্ণ বিরাজিত, মানব সেইখানে গমন

পূজিতা মোক্ষং তাং পুরীং কো ন সেবতে । ১৩ ।
 যজ্ঞ চক্রোদ্ধিতা যুৎস্না তিষ্ঠতে নির্মলা নৃপ । কলৌ
 পাপবিনাশার্থং তাং পুরীং কো ন সেবতে । ১৪ ।
 অপ্রদৃষ্টা পুরা লোকে দৈত্যদানবরক্ষসাম্ । শরণ্যা
 দেবতাঈনাং পুরীং তাং কো ন সেবতে । ১৫ ।
 ত্যজতে বাং কলৌ নৈব কৃষ্ণে দেবকিনন্দনঃ ।
 কর্ণগা মনসা বাচা তাং পুরীং কো ন সেবতে ।
 ১৬ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । শৃণু রাজন প্রবক্ষ্যামি
 কথং পাপপ্রণাশিনীম্ । বাং ঋত্বা মৃচ্যতে নুনঃ
 কুংসংসারবন্ধনাৎ । ১৭ । অবন্তৌবিষয়ে পূর্বে
 ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ । চন্দ্রশর্ম্মোতি বিখ্যাতঃ শিব
 ভক্তঃ সদা নৃপ । ১৮ । মনসা কর্ণগা বাচা নাহং
 ধ্যাতি সর্গাশিবাৎ । শৈবাদ্ভ্রতাদ্ভ্রতং নাত্তং
 করোতি চ নরাধিপ । ১৯ । নোপবাসং হরিদিনে
 কুরুতে ন ভ্রতং হরেঃ । বিনা চতুর্দশীং রাজেন্দ্র-
 দেবসমুত্তমম্ । ১০০ । যজ্ঞযন্ত্র শিবকেত্রঃ যজ্ঞ-
 তীর্থস্ত শাকরম্ । তত্র গচ্ছতি রাজেন্দ্রে ত্রৈলোক্য-
 নৈব গচ্ছতি । ১০১ । প্রতিবৎসং তু কুরু
 সোমনার্থস্ত দর্শনম্ । ন জগতি বিশেষেণ

করিবে । যেখানে গোমতা ও উদরি হইতে নিঃ-
 সৃত চক্রোদ্ধিত শিলা পূজিত হইয়া মোক্ষ প্রদান
 করে, কলিতে পাপবিনাশের নিমিত্ত যেখানে
 চক্রোদ্ধিত নির্মল যুৎস্না বিদ্যমান, পূর্বে যাহা দৈত্য-
 দানব রাক্ষসের অপ্রদৃষ্ট ও দেবতাদিগের শরণ্য
 ছিল, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কলিতে কায়মনোবাক্যে
 যাহা পরিত্যাগ করেন না, কে না তাদৃশ পুরীর
 সেবা করিবে ? মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন !
 যাহা শুনিবে কুংস ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি
 হয়, সেই পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করুন ; আমি
 বলিতেছি । পূর্বে অবন্তীনগরে চন্দ্রশর্ম্মা নামক
 এক বেদপাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি পরম শিব-
 ভক্ত ছিলেন ; সদাশিব বাস্তীত অস্ত্র কোন
 দেবতাকেই কায়মনোবাক্যে ভজনা করিতেন না
 শৈব ব্রত ভিন্ন অপর ব্রতও তৎকর্তৃক কদাচ
 অহস্তিত হইত না । একমাত্র শিবচতুর্দশীব্রত ব্যতি-
 রেকে তিনি হরিবাসরোপবাস, হরিব্রত বা অস্ত্র কোন
 দেবসম্বন্ধীয় ব্রত তিনি কদাপি করিতেন না ।
 যেখানে যেখানে শিবকেত্র, শিবতীর্থ আছে,
 সেই সেই স্থানেই তিনি গমন করিতেন । বৈকুণ্ঠ
 ক্বেত্রে কদাচ গমন করিতেন না । প্রতিবৎসরই
 তিনি সোমনাথদর্শনে যাইতেন ; কখন সোম-

সোমপর্ব নরেশ্বর । ১০২ । এবং প্রকুর্ত্ততন্ত্র
 বর্বাণি নবসপ্ততিঃ । গতানি কিল রাজেন্দ্রে
 সমভক্তিং প্রকুর্ত্ততঃ । ১০৩ । কদাচিৎ সোম-
 পর্বণ্যাগতে সোমপনায়কম্ । নানাদেশাশ্রমীপাল
 হসংখ্যাতাশ্চ মানবাঃ । ১০৪ । গতঃ কৃষ্ণপুরীঃ
 সর্কে দৃষ্টা সোমেশ্বরং প্রভুম্ । আহুতশ্চৈতন্ত্র-
 শর্ম্মা ন গতৌ হারকাং পুরীম্ । ১০৫ । শিবকেত্রে
 পরং তীর্থং নাহং মন্ত্রে জগত্রে । নাত্তদেবো ময়া
 জাত ঈশ্বরাদেবনায়কাৎ । ১০৬ । বিনাত্তে চন্দ্র-
 শর্ম্মা গতান্তে হারকাং পুরীম্ । ১০৭ । অস্ত্র-
 শর্ম্মা দিবসে রাজন গচ্ছতঃ স্বগৃহং প্রতি । চকুস্তে
 দর্শনং স্বপ্নে চন্দ্রশর্ম্মপিতামহাঃ । ১০৮ । প্রেতভূত
 মহাকায়াঃ স্তৃংক্ষামাশ্চৈব ভীষণাঃ । দৃষ্টা স্বপ্নং
 রাহারোদ্রং ভীতোহসৌ চ প্রকম্পিতঃ । ১০৯ ।
 চন্দ্রশর্ম্মোবাচ । কে যুৎসং বিকৃতাকার্য জন্তুনাং চ
 ভয়ানকাঃ । পৃথাসমুত্তবা জীবান দৃষ্টা ন ঋতা
 ময়া । ১১০ । প্রেতা উচুঃ । মা ভয়ং কুরু বিপ্রেস্ত
 তব পূর্বপিতামহাঃ । আগতাস্তৎসমীপে তু মহা-
 দুঃখেণ পীড়িতাঃ । ১১১ । চন্দ্রশর্ম্মোবাচ । ইষ্টং
 দত্তং তপস্তপ্তং ভবন্তিগুণপিতামহৈঃ । প্রেতদে

পর্ব অতিক্রম করিতেন না । রাজন ! এই রূপে
 তাঁহার নবসপ্ততি বৎসর অতীত হইলে কদাচিৎ
 সোমপর্ব আগত হওয়ায় নানা দেশ হইতে অসংখ্য
 মানব সোম সোমনাথে গমন করিয়া সোমেশ্বর দর্শ-
 নের পর কৃষ্ণপুরী হারকায় গমন করেন । তাহার
 গমনকালে সমভব্যাহারী চন্দ্রশর্ম্মাকে আহ্বান করিলে
 তিনি হারকায় গমন করিলেন না ; বলিলেন,—
 শিবকেত্র হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ এবং শিব হইতে শ্রেষ্ঠ
 দেবতা ত্রিজগতে আছে বলিয়া আমার মনে হয়
 না । চন্দ্রশর্ম্মা এই কথা বলিলে সন্নী জনগণ
 হারকাপুরীতে গমন করিল । এদিকে চন্দ্রশর্ম্মা গৃহে
 প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরদিন রাজ্যে প্রেতভূত মহাকায়
 স্তৃংক্ষাম অতি ভীষণ স্বায় পিতৃগণকে স্বপ্নে দর্শন
 করিলেন । তিনি এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া অত্যন্ত
 ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—কে তোমরা
 বিকৃতাকার জন্তুগণের ভয়প্রদ, পৃথিবীতে তোমাদের
 মত জীব আমি কখন দেখিও নাই, শুনিও
 নাই ? ৮৫—১১০ । প্রেতগণ বলিল,—হে বিপ্রেস্ত !
 ভয় পাইও না ; আমরা তোমার পূর্বপিতামহ ; মহা-
 দুঃখে পীড়িত হইয়া আমরা স্তৃংক্ষসমীপে আগমন
 করিয়াছি । চন্দ্রশর্ম্মা বলিলেন,—আপনারা আমার
 পিতামহ ; আপনারা দান, যজ্ঞ, তপস্তা এই সমুদয়ই

কারণং যৎ স্তান্তবতাঃ বিস্ময়ো মম ॥ ১১২ ॥
 প্রেতা উচুঃ । শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামঃ প্রেত্যেনৈক
 কারণম্ । বাসরং বাসুদেবস্ত সদা বিদ্ধং কৃতং
 পুত্রা ॥ ১১৩ ॥ প্রেতং তেন সম্প্রাপ্তম্ ঋতিঃ
 শৃণু পুত্রক । বিশেষণ কৃতং রাজৌ বিদ্ধং জাগরণং
 হরেঃ ॥ ১১৪ ॥ পতনং নরকে ঘোরে ভবিষ্যতি
 ন সংশয়ঃ । স্বয়া সহ ন সন্দেহো যাবদাত্ততসং-
 গ্রবম্ ॥ ১১৫ ॥ চল্লশশ্রোবাচ । হরিভক্তিবিহী-
 নানাং দ্বাদশীতবর্জিনাম্ । নাশং ন যাতি প্রেতং
 পূজতে: শঙ্করাदिभिः ॥ ১১৬ ॥ ন বা সন্তোষিতো
 দেবো ভক্ত্যা ত্রিপুরনাশনঃ । প্রদাত্তি নৈব
 নুনং প্রেতং ন গমিষ্যতি ॥ ১১৭ ॥ প্রেতা উচুঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তং বিনা পুত্র দ্বাদশীবেষদম্ভবম্ । আপন্ন
 গচ্ছতে নুনং প্রেতং নৈব গচ্ছতি ॥ ১১৮ ॥ প্রায়
 শ্চিত্তী সদা পুত্র পূজয়ানোহপি শঙ্করম্ । বিনা
 কেশবপূজাভিঃ পাপং ভজতি গোবধম্ ॥ ১১৯ ॥
 প্রথমং কেশবঃ পূজ্যঃ পশ্চাদ্ দেবো মহেশ্বরঃ । পূজ-
 নীয়াশ্চ ভক্ত্যা বৈ যাক্ষাত্তাঃ সন্তি দেবতাঃ ॥ ১২০ ॥
 মূলচ্ছাণাঃ প্রশাখাশ্চ ভবন্তি বতশস্ততঃ । বাসু-

দেবাং সমুদ্ভূতং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১২১ ॥ তস্মা-
 ন্নলং পরিত্যজ্য শাখাঃ নৈবার্চয়েদ্ বৃধঃ । বিশেষ-
 ণে জগন্নং ত্রৈলোক্যাধিপতিং হরিম্ ॥ ১২২ ॥
 তদ্দিনে যে প্রকুরন্তি সম্যগ্বেদেন শোভিতম্ ।
 সশল্যং তন্ন সন্দেহঃ প্রেতং যাতি তেন চ ॥
 ১২৩ ॥ হব্যং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কব্যং চ পিতরস্তথা ।
 পূজাং গৃহ্ণাতি নো সূর্য্যাস্তথা চৈব পিতামহাঃ ॥ ১২৪ ॥
 প্রেতাশ্চে যে প্রকুরন্তি সশল্যং বাসরং হরেঃ । পৌর্ণ-
 মাসীক্রে প্রাপ্তে রাকা সাগ্নিবিবর্জিতা ॥ ১২৫ ॥
 বিশেষণে তু বৈশাখী শ্রাদ্ধানীনাং প্রশস্ততে ।
 বৈশাখে তু তৃতীয়াঃ বৈ পূর্ব্ববিদ্ধাঃ করোতি যঃ ॥
 ১২৬ ॥ হব্যং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কব্যং চৈব পিতামহাঃ ।
 যত্র দেবা ন গৃহ্ণন্তি কথং তত্র পিতামহাঃ । তস্মাৎ
 কার্য্য্য তৃতীয়া ন পূর্ব্ববিদ্ধা বৃধৈর্নরৈঃ ॥ ১২৭ ॥
 কুর্ষতে যদি মোহায়া প্রেতং শাস্তং ততঃ ।
 নাপযাতি কৃতঃ পুণ্যোর্বহশস্তীর্থসেবনৈঃ ॥ ১২৮ ॥
 পৌর্ণমাসীক পিত্রোঃ সাংবৎসরং দিনম্ ।
 বিদ্ধাং প্রকুরাণো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ১২৯ ॥
 পৌর্ণমাসী চ সাগ্নিকৈঃ পূর্ব্বসংযুতা । সাগ্নি-

করিয়াছেন; আপনাদের প্রেতদের কারণ কি,
 আপনাদের প্রেতদ দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত
 হইয়াছি। প্রেতগণ বলিল,—অয়ি পুত্র! শ্রবণ
 কর,—প্রেতদের কারণ বলিতেছি। পুত্রক! আমরা
 পূর্বে সবেদ-হরিবাসর ব্রত করিয়াছি, তাহারই
 ফলে আমাদের এই প্রেতদ জানিবে। আর
 আমরা বিদ্ধদিনে হরিজাগর অমুষ্ঠান করিছি বলিয়া
 আত্মতসংগ্রবকাল তোমায় সহিত নরকে বাস
 করিতে হইবে, সংশয় নাই। চল্লশশ্রী কহিলেন,—
 দ্বাদশীতবর্জিত হরিভক্তিহীন লোকদিগের
 শঙ্করাদির পূজনেও কি প্রেতদ নষ্ট হয় না? ভক্তি
 দ্বারা সন্তোষিত হইয়া দেব ত্রিপুরনাশন কি গতি
 প্রদান করেন না? নিশ্চিতই কি এরূপ অমুষ্ঠানে
 প্রেতদযুক্তি হয় না? প্রেতগণ বলিল,—হে পুত্র!
 দ্বাদশীবেষদ জন্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত আপদ, অপগত
 বা প্রেতদ নষ্ট হয় না। প্রায়শ্চিত্তী ব্যক্তি সর্বদা
 শঙ্করের পূজা করিলেও কেশবপূজা ব্যতীত
 তাহাকে গোবধ জন্ত পাপভাগী হইতে হয়। অগ্রে
 বৈশবেদ, তৎপশ্চাৎ মহেশ্বরের এবং তদনন্তর
 অস্তান্ত দেবগণের পূজা করিতে হয়। মূল হই-
 তেই শাখা প্রশাখা বহুবা বিস্তৃত হইয়া থাকে;

বাসুদেবই মূল। তাঁহা হইতেই এই চরাচর জগৎ
 সমুদ্ভূত। অতএব মূল পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞ
 ব্যক্তি শাখার সেবা করিবেন না। বিশেষতঃ
 ত্রৈলোক্যাধিপতি হরিকে যাহারা হরিবাসরে বেষ-
 যুক্ত করে তাহাদের সেই কার্য্য শল্যসম্পন্ন হয়।
 তাহাতেই নিশ্চয় প্রেতদ ঘটয়া থাকে। যাহারা
 হরিবাসরপূর্ণ সশল্য করে, তাহাদের হব্য-কব্য
 দেব-পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। তাহাদের কৃত
 পূজাও সূর্য্য বা পিতামহ গ্রহণ করেন না; তাহারা
 প্রেত হইয়া থাকে। পূর্ণিমা উভয় দিনব্যাপিনী
 হইলে দ্বিতীয় দিবসীয়া পূর্ণিমা অগ্নিহোত্রিগণের
 বর্জনীয়া; বিশেষতঃ বৈশাখী পূর্ণিমা শ্রাদ্ধানি কার্য্যে
 প্রশস্ত। যে ব্যক্তি উক্ত বৈশাখী তৃতীয়া তিথিকে
 পূর্ব্ববিদ্ধা করে, দেব পিতৃগণ তাহার হব্য-কব্য
 গ্রহণ করেন না। যাহা দেবগণের গ্রাহ্য নহে,
 পিতামহগণ তাহাকে কিরূপে গ্রহণ করিবেন?
 অতএব বৃধগণ ঐ তৃতীয়াকে পূর্ব্ববিদ্ধ করিবেন
 না ॥ ১১১—১২৭ ॥ যদি মোহক্রমে করেন, তবে তাঁহা-
 দের নিত্য প্রেতদ ঘটয়া থাকে। বহু পুণ্য, বহু ভীষ
 সেবা করিলেও তাহাদের সে প্রেতদ ঘুচে না। দশমী,
 পূর্ণিমা ও পিতামাতার সাংবৎসরিক তিথি, এই সকল
 পূর্ব্ববিদ্ধ করিলে নরকপ্রাপ্তি হয়। দর্শ এবং

হৌনৈব কর্তব্য। পুনরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২০ ॥ কয়াহে
তু পুনঃ প্রোক্তা স্বকালব্যাপিনী তিথিঃ । আত্ম
তত্ত্ব প্রকর্তব্যং ত্রাসবদ্ধী ন কারণম্ ॥ ১০১ ॥
তত্ত্বোক্তং মনুনা পুত্র বেদান্তৈষ্ঠীয্যকারিভিঃ । তৎ
প্রমাণং প্রকর্তব্যং প্রেতবৎ ভবতোহস্তথা ॥ ১০২ ॥
এতৈঃ প্রকারৈঃ প্রেতবৎ প্রাণিনাং জায়তে ভূবি ।
নিরীক্ষ্য ধর্ম্মশাস্ত্রাণি কার্যং বিহিতমাশ্রয়ঃ ॥ ১০৩ ॥
প্রণম্য সোমনাথস্ত যাত্নাং কুহা ন গচ্ছতি । কৃষ্ণস্ত
দর্শনার্থায় তস্ত কিং জায়তে কলম্ ॥ ১০৪ ॥ কথ্যতে
পরমা মূর্ত্তিহরিরীশ্বরসংস্থিতা । বিভেদো নাত্ম
কর্তব্যো যথা শব্দস্তথা হরিঃ ॥ ১০৫ ॥ কৃষ্ণস্ত
সোমনাথস্ত নাস্তরং দৃষ্টতে কচিৎ । যাত্না জীসোম-
নাথস্ত সম্পূর্ণ কৃষ্ণদর্শনাৎ ॥ ১০৬ ॥ তস্মাদ্ভয়তঃ
পুত্র গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ । দৃষ্ট্বা সোমেবরং
দেবং গন্তব্যং হারকাং প্রতি ॥ ১০৭ ॥ প্রভাসে
সোমনাথস্ত লিঙ্গমধ্যে ব্যবস্থিতঃ । স্বয়ং তিষ্ঠতি
পুণ্যাত্মা ভোগঃ গৃহীতি কেশবঃ ॥ ১০৮ ॥ দৃষ্ট্বা
সোমেবরং দেবং হারকাং ন নরো গতঃ । পতন

পৌর্ণমাসী, এই দুই তিথি সাগ্নিকদিগের পক্ষে
পূর্ব্বযুতাই গ্রাহ্য। কিন্তু অগ্নিহীনগণের উহা কর্তব্য
নহে। এ কথা প্রজাপতি পুনঃপুন বলিয়াছেন।
কিন্তু কয়াহে স্বকালব্যাপিনী তিথিই উক্ত হইয়াছে।
ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। ইহাতে ত্রাসবদ্ধী কারণ
নহে। বৎস! স্বয়ং মনু এবং বেদান্ত ভাষ্যকার-
গণ এই কথাই বলিয়াছেন। ইহাই প্রমাণরূপে
গ্রহণ করা কর্তব্য; অন্তথা তোমারও প্রেতবৎ
নিশ্চিত। পুত্র! এই এই কারণেই প্রাণিগণের
প্রেতবৎ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র সকল
দেখিয়া শুনিয়া নিজের যাত্নাতে হিত হয়, তাহাই
করা কর্তব্য। সোমনাথকে প্রণাম করিয়া এবং তদু-
দ্দেশে যাত্না করিয়া যে জন পুত্র কৃষ্ণ দর্শনে যায়
না, তাহার কি কল হয়? সে সম্বন্ধে বলিতেছি।
হরির ও ঈশ্বরের একই পরমামূর্ত্তি। তাহাদের
বিভেদ করা কর্তব্য নহে। যথা হয়, তথা হরি।
কৃষ্ণ ও সোমনাথ, এ উভয়ের স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা
যায় না। সুতরাং কৃষ্ণদর্শনেই সোমনাথযাত্না
সুসম্পন্ন হয়। অতএব পুত্র! উভয় স্থানেই
যাওয়া কর্তব্য। সুরেশ্বরকে দেখিয়া পরে হারকায়
যাইতে হয়। পুণ্যাত্মা কেশব স্বয়ং সোমনাথ লিঙ্গ-
মধ্যে অবস্থিত হইয়া ভোগগ্রহণ করেন। সোমে-
বরকে দেখিয়া যে নর হারকায় না যায়, তাহার পিতৃ-

নরকে ঘোর শিকুণাং চ ভবিষ্যতি ॥ ১০৯ ॥ বিশেষ-
যেণ স্বয়া বৎস ন কৃতং দাদনীব্রতম্ । ব্রতং কৃতং
যদস্মাভিস্তং কৃতং বেধসংযুক্তম্ । নির্গমং যমলোকাদি
তদস্মাকং ন দৃষ্টতে ॥ ১১০ ॥ চন্দ্রশর্ম্মোবাচ । যদি
তাত ময়াজ্ঞানার কৃতং দাদনীব্রতম্ । কয়াহে কৃতং
সশল্যং তু ভবতিষ্ঠাদনীব্রতম্ ॥ ১১১ ॥ প্রেতা উচুঃ ।
কুবিপ্রৈশ্ব কুদৈবজৈঃ শুক্রমাধ্যবিমোহিতৈঃ । পার-
যাতাহেতুর্কৈশ্চ প্রেতযোনিমিমাং গতঃ ॥ ১১২ ॥
দন্তং তপ্তং হতং জপমস্মাকং বিকলং গতম্ ।
সম্প্রাণি প্রেতযোনিশ্চ সশল্যাদ্দাদনীব্রতম্ ॥ ১১৩ ॥
সশল্যং যে প্রকর্ত্তন্তি বাসরং কেশবপ্রিয়ম্ । তেহাং
পিতামহাঃ স্বর্গাৎ প্রেতবৎ যান্তি পূজক ॥ ১১৪ ॥
চন্দ্রশর্ম্মোবাচ । প্রেতবৎ নাশমায়াতি কথমেতৎ
পিতামহাঃ । কর্ম্মণা কেন তৎসর্ব্বং যচ্চাহং প্রকরোমি
হি ॥ ১১৫ ॥ প্রেতা উচুঃ । মা গয়াং মা প্রয়াগং চ
পুণ্যকরে কুরুজাঙ্গলে । অযোধ্যায়ামবস্ত্যং বা মথু-
য়ারাং ন চার্কুদে ॥ ১১৬ ॥ ন চান্ততীর্থলক্ষং তু বর্জ-
য়িত্বা তু গোমতীম্ । গঙ্গা সরস্বতী চৈব নর্ম্মদা নৈব
পুণ্ডরম্ ॥ ১১৭ ॥ যাদৃশঃ গোমতীতীরে কলৌ

গণের ঘোর নরকে পতন ঘটয়া থাকে। বিশেষতঃ
বৎস! তুমি দাদনীব্রত কর নাই, আমরা যে ব্রত
করিয়াছি, তাহা বেধসংযুক্ত করা হইয়াছে। এই
যমলোক হইতে আমাদের নির্গম দেখা যায় না।
চন্দ্রশর্ম্মা কহিলেন,—তাত! যদিও আমার অজ্ঞা-
নত দাদনীব্রত করা হয় নাই, কিন্তু আপনারা
ঐ ব্রত বেধযুক্তভাবে করিলেন কেন? প্রেতগণ
কহিল,—আমরা শুক্রমাধ্যমোহিত কুবেদজ কুবিপ্র-
গণ কর্তৃকই এই প্রেতযোনিতে পতিত হইয়াছি।
আমাদের দান, তপস্বী, হোম, জপ, সকলই বিকল
হইয়াছে। আমরা সবে দাদনীব্রত করিয়া এই
প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহারা হরির প্রিয়
বাসর বেধযুক্ত করে, তাহাদের পিতামহগণ স্বর্গবাস
হইতেও প্রেতবৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২৮—২৪৪।
চন্দ্রশর্ম্মা কহিলেন,—পিতামহগণ। কিরূপে কোন
কর্ম্মের কলে এই প্রেতবৎ নষ্ট হয়, তৎসমস্ত আমরা
নিকট বলুন? প্রেতগণ কহিল,—গয়া, প্রয়াগ,
পুণ্ডর, কুরুজাঙ্গল, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, অর্কুদ,
ও অন্তান্ত লক্ষ লক্ষ তীর্থ ইহাদের কোন কিছুই
প্রয়োজন নাই, একমাত্র গোমতীই প্রেতবনাশকম্।
গঙ্গা, সরস্বতী, নর্ম্মদা বা পুণ্ডরে যে প্রেতবৎ বিলয়
প্রাপ্ত হয় না, কলিতে একমাত্র গোমতীতীরেই তাহা

প্রতিস্থানশনম্ । গোমতীনীরদানে কৃষ্ণবক্ত-
বিলোকনাৎ ॥ ১৪৮ ॥ বিলয়ঃ যান্তি পাপানি জয়-
কোটিকৃতান্তপি । বৃথা সন্ন্যাসিনাঃ পুণ্যঃ বৃথা চ
বনবাসিনাম্ ॥ ১৪৯ ॥ সখ্যাত্যঃ বাসরঃ বিকোঃ
কুর্কন্তি যদি পুত্রক । তন্মাক্ষচ্চ মুখং পশ্য পূর্ণচন্দ্রসমঃ
মুখম্ ॥ ১৫০ ॥ কৃষ্ণস্ত দ্বারকাঃ গদা যথাস্থাকঃ
গতির্ভবেৎ । বিকলঃ তব সঙ্গাতা ন কৃতং যচ্-
পার্জিতম্ ॥ ১৫১ ॥ তদ্ব্যর্থঃ সকলঃ জাতঃ বিনা
কেশবপূজনাৎ । বিনা কেশবপূজায়াং শঙ্করো গম্য-
র্জিতঃ । তৎপুণ্যং বিকলঃ জাতঃ প্রেতযোনিঃ শমি-
য়াসি ॥ ১৫২ ॥ সম্পূর্ণঃ তব পুণ্যং চ দ্বারকা-কৃষ্ণ-
দর্শনাৎ । ভবিষ্যতি ন সন্দেহো গোমত্যাধি-
সন্নিধৌ ॥ ১৫৩ ॥ দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং দেবং কৃষ্ণং যদি
ন পশুতি । যাত্ৰাকলঃ ন চাপ্রোতি বদত্যেবঃ স্বয়ং
শিবঃ ॥ ১৫৪ ॥ দৃষ্টোহহং তৈর্ন সন্দেহো যৈঃ কৃতং
কৃষ্ণদর্শনম্ । একা মূর্তিন্ সন্দেহো মম কৃষ্ণস্ত
নান্তরম্ ॥ ১৫৫ ॥ দৃষ্ট্বা মাং দ্বারকাঃ গদা কর্তব্যং
কৃষ্ণদর্শনম্ । দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং তু মাং পশ্চাদ্ভ্যাস্ত্যেব
মহাকলম্ ॥ ১৫৬ ॥ কৃষ্ণদর্শনপুত্ৰায়া যো মাং পশুতি

মানবঃ । ন তন্ত পুনরাবুত্তির্মম লোকাচ্চ বৈকুণ্ঠাৎ ॥
১৫৭ ॥ ইত্যাহ দেবদেবেশঃ স্বয়ং সোমপতিঃ পুত্রা ।
বিশ্রাণাঃ ক্ষতমস্মাভির্দদতাঃ পুঙ্করে সতাম্ ॥ ১৫৭ ॥
তন্মাক্ষচ্চ প্রয়াগার্থং কুরু কৃষ্ণস্ত দর্শনম্ । অস্তথা
যান্তসে যোনিং পৈশাচীং পাপদায়িনীম্ ॥ ১৫৯ ॥
কৃতাপরাধোহপি যদা কুরুতে কৃষ্ণদর্শনম্ । মৃত্যুতে
নাত্র সন্দেহঃ পাপজয়কৃতাদপি ॥ ১৬০ ॥ পুজিতে
দেবদেবেশ কৃষ্ণে দেবকীনন্দনে । পুজিতা দেবতাঃ
সর্বা ব্রহ্মকৃতভগাদিকাঃ ॥ ১৬১ ॥ বিনা কৃষ্ণস্ত পূজাং
চ ক্রদাদ্যাগ্নিদিবোকসঃ । পুজিতা নৈব কুর্কন্তি
তুষ্টিং পুত্র পিতামহাঃ ॥ ১৬২ ॥ তন্মাদ্ভ্যাবতীং গদা
কৃষ্ণস্ত দর্শনং কুরু । প্রেতযোনিবিনষ্টক্কা যান্ত্রামঃ
পরমাং গতিম্ ॥ ১৬৩ ॥ গোমতীনীরধোতানি
যন্ত্রাঙ্গানি কলৌ যুগে । মূনিভির্ধোনিগমনং তন্ত
দৃষ্টং ন পুত্রক ॥ ১৬৪ ॥ তাড়িতাঃ পান্ডুগোত্র-
গোমতীনীরবীচয়ঃ । অগতীনাং প্রকুর্কন্তি গতিং
ব্রহ্মবানিনাম্ ॥ ১৬৫ ॥ যঃ পুনঃ কুরুতে ভ্রাজং
গোমত্যাধিসঙ্গমে । পিতৃণাং জায়তে ভূপিতৃবান-
ভূতসংপ্রবম্ ॥ ১৬৬ ॥ সঙ্গাগরবরায়াক সর্গতীর্থেষু

হইয়া থাকে । গোমতী-নীর দান আর কৃষ্ণবক্ত-
বিলোকন, এই দুই কার্যে কোটিজন্মকৃত পাপরাশিও
বিলয় প্রাপ্ত হয় । পুত্র ! যদি বিষ্ণুর বাসর সবেধ
করা হয়, তবে কি সন্ন্যাসী, কি বনবাসী, সকলে-
রই পুণ্যরাশি বৃথা হইয়া থাকে । অতএব বৎস !
যাও, দ্বারকায় যাও ; গিয়া কৃষ্ণের পূর্ণচন্দ্র-সম বদন-
মণ্ডল নিরীক্ষণ কর ; তাহাতেই আমাদের গতি
হইবে । বৎস ! তুমি যে পুণ্য উপার্জন করিয়াছ,
ঐকায়্য করিলে তাহা বৃথা হইবে না । আর যদি
কৃষ্ণার্চনা না কর, তবে তাহা বার্থ হইয়া যাইবে ।
তুমি যে শঙ্করার্চনা করিয়াছ, কেশব পূজা ব্যতীত
তোমার সেই অর্চনাপুণ্য বিফল হইবে ; অধিকন্তু
তুমি প্রেতযোনি লাভ করবে । দ্বারকায় কৃষ্ণ
দর্শনে ও গোমতীসাগরসঙ্গমের সেবনে তোমার
পুণ্য অসম্পূর্ণ হইবে নিশ্চয়ই । স্বয়ং শিব বলিয়-
ছেন,—যদি সোমেশ্বর দেবকে দেখিয়া লোকে কৃষ্ণ-
দর্শন না করে, তবে তাহার যাত্ৰাকল বিফল হইয়া
থাকে । যাহারা কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছে, তাহারাই
আমাকে দেখিয়াছে । আমার এবং কৃষ্ণের একই
মূর্তি ; ভেদ নাই । আমাকে দেখিয়া গিয়া দ্বার-
কায় কৃষ্ণ দর্শন করিতে হয় । আর কৃষ্ণকে
দেখিয়া আসিয়াও আমাকে দর্শন করিতে হয় ।

এইরূপ করিলেই মহাকল হইয়া থাকে । কৃষ্ণ
দর্শনপুত্র-চেতা মানব আমাকে দর্শন করিবে ।
এইরূপ করিলে তাহাকে আর বৈকুণ্ঠ লোক হইতে
প্রত্যাহৃত হইতে হইবে না । দেবদেব উমাপতি
স্বয়ং এই কথা কহিয়াছেন, পুঙ্করতীর্থে বিশ্রাগণ এই
কথার আলোচনা করিতেছিলেন । আমরা তাঁহাদের
মুখেই শুনিয়াছি ; অতএব বৎস ! যাহা হউক,
কৃষ্ণদর্শন করিবেই ; অস্তথা পাপদায়িনী পৈশাচী
যোনি প্রাপ্ত হইবে । কৃতাপরাধ ব্যক্তিও কৃষ্ণদর্শন
করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে । দেবদেবেশ
দেবকীনন্দন কৃষ্ণ পূজিত হইলে ব্রহ্ম-ক্রদাদি সকল
দেবতাই পূজিত । কৃষ্ণপূজা ব্যতিরেকে
ক্রদাদি দেবতা ও পিতামহগণ পূজিত হইয়া তুষ্টি
লাভ করেন না । অতএব দ্বারাবতীতে গিয়া কৃষ্ণ
দর্শন কর ; আমরা প্রেতযোনি হইতে মুক্তি লাভ
করিয়া পরম গতি লাভ করিব । কলিযুগে যাহার অঙ্গ
গোমতীনীরে ধৌত হয়, মূনিগণ তাহার যোনিগমন
দেখিতে পান না ॥ ১৪৪—১৬৪ ॥ পান্ডুগল দ্বারা
তাড়িত হইয়াও গোমতীনীরবীচি অগতির গতি
বিধান করে । গোমতীর উদধিসঙ্গমে যে শ্রদ্ধা করে,
তাহার পিতৃগণের আত্মসংপ্রবকাল তুষ্টি লাভ
হয় । সঙ্গাগর বরায়া তীর্থসকলে যে কল, দ্বার-

শ্রদ্ধ-পুরাণম্।

যৎকলম্। দিনেনৈকেন তৎপুণ্যং দ্বারকারু-
সন্নিধৌ। ১৬৭। যৎকলঃ ত্রিদৈর্দৃষ্টং সর্বতীর্থ-
সমুত্তমম্। তৎকলং লভতে সর্বং দ্বারকায়াঃ দিনে-
দিনে। ১৬৮। তীর্থকোটিনহস্তৈশ্চ কৃতৈঃ শ্রাদ্ধৈশ্চ
যৎকলম্। পিতৃণাং তৎকলঃ প্রোক্তঃ গোমতী-
তিলতর্পণাৎ। ১৬৯। যতীনাং ভোজনং যন্ত
যচ্ছতে কৃষ্ণমন্দিরে। সিক্বেদিক্বে ভবেৎপুণ্ড্রঃ
পিতৃণাং যুগলংখ্যায়। ১৭০। কৌশ্টীনাচ্ছাদনং চ্ছত্রাৎ
পাণ্ডকে চ কমণ্ডলুম্। দশা সন্ন্যাসিনাং যাতি সপ্ত
কল্পানি তৎকলম্। ১৭১। ধনাস্তে মানবাঃ পুত্র
বসন্তি স্থপচানয়ঃ। দ্বারকায়াং গতিঃ যান্তি বনভাঃ
ভজ যোগিনাম্। ১৭২। ত্রিকালং যে প্রপশ্যন্তি
বলনং প্রভাৎ হরৈঃ। ন তেষাং পুনরাবৃতিঃ কল্প-
কোটিশতৈরপি। ১৭৩। যা নারী বিধবা ভূষা
কুকেতে দ্বারকাশ্রয়ম্। কুলায়ুতসহস্রং নয়তে পরম-
পদম্। ১৭৪। পুত্রোপাধি কিং কার্যং ন গতে
দ্বারকাং যদি নারী গতা কু-
বসেৎ। ১৭৫। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপুরীঃ গতা যোচ্ছতি
তুলসীদৈলৈঃ। প্রাপ্তং জন্মকলং তেন তারিতাঃ

প্রতিমহাঃ। ১৭৬। তুলসীদলমালাস্ত কৃষ্ণোত্তীর্ণাস্ত
যো বহেৎ। পত্রেপত্রেহবমেধানাং দশানাং লভতে
কলম্। ১৭৭। তুলসীকাঠসমুত্তাং যো মালাঃ বহতে
নরঃ। কলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রভাৎ দ্বারকো-
ত্তমম্। ১৭৮। নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাঠ-
সমুত্তমম্। বহতে যো নরো ভক্ত্যা তন্ত নৈবান্তি
পাতকম্। সদা জীতমনাস্তস্ত কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ।
১৭৯। তুলসীকাঠসমুত্তাঃ শিরোবাহাদিত্বম্।
জায়ত যন্ত মন্ত্যস্ত তন্ত সৈহে সদা হরিঃ। ১৮০।
তুলসীমালায়া যন্ত ভূষিতঃ কথ্য চাচরেৎ। পিতৃণাং
দেবতানাক রুতং কোটিগুণং কলৌ। ১৮১।
তুলসীকাঠমালাস্ত প্রেতরাজস্ত দূতকাঃ। দৃষ্টা
দূরেণ নশ্যন্তি বাতোদ্ধতা যথালয়ঃ। ১৮২। জায়তে
তদগৃহে নৈব পাপসংক্রমণঃ কুতঃ। অস্তঃ পুরাণ-
মশ্রুতিঃ কথিতঃ ব্রহ্মবাদিভিঃ। ১৮৩। তস্মাৎমালা-
য়্যা ধার্যা তুলসীকাঠসমুত্তা। হরতে নাত্ৰ সন্দেহ
ঐহিকামৃতকঃ ভষম্। ১৮৪। তুলসীমালায়া যন্ত ভূষিতো
ভ্রমতে যদি। দুঃখং দুর্নিমিত্তকং ন ভয়ং শত্রুবাং
কিৎ। ১৮৫। কৃষ্ণা বৈ তীর্থসন্ন্যাসঃ যতোযো বিধবাঃ
শ্রিয়ঃ। জীবমুক্তাঃ কলৌ জেয়াঃ কুলকোটি-

কার কৃষ্ণসন্নিধানে গমন করিলে একদিনেই সেই
কল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবতাগণ সমুদয় তীর্থে
যে কল দর্শন করেন, প্রতিদিন দ্বারকায় সেই কল
লভ হয়। সহস্র কোটি তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে
যে কল হয়, গোমতীতে তিলতর্পণ করিলে পিতৃগণ
সেই কললাভ করেন। কৃষ্ণমন্দিরে যত্নদ্বিগকে
ভোজন দান করিলে তাঁহাদের গ্রাসসম-সংখ্যক
যুগ পিতৃগণ ভূগ্নলাভ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-
মন্দিরে কৌশ্টীন, আচ্ছাদন, চ্ছত্র, পাণ্ডকা, ও
কমণ্ডলু সন্ন্যাসীদিগকে দান করিলে মানব সপ্তকল্প
যাবৎ তাহার কলভোগ করিয়া থাকে। চণ্ডালগণও
যদি দ্বারকায় বাস করে, তাহা হইলে দ্বারকাবাস-
গণের যে কল লাভ হয়, সেই তাহার কলই প্রাপ্ত
হইয়া থাকে এবং ধন্য হয়। যে জন প্রভাৎ ত্রিকাল
হরির বলন দর্শন করে, কল্পকোট শত কালেও
তাহার পুনরাবৃতি হয় না। যে নারী বিধবা হইয়া
দ্বারকা আশ্রয় করে, সে স্বীয় সহস্র অযুত কুল
পরম পদে উন্নীত করে। তেমন পুত্রের প্রয়োজন
কি—যে দ্বারকায় গমন করিবে না? নারীও পুত্র-
শতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়—যদি সে দ্বারকায় গিয়া বাস
করে। কৃষ্ণপুরী দ্বারকায় যাইয়া যে তুলসীদল
দ্বারা কলার্চন করে, সে জন্মকল প্রাপ্ত হয় এবং

পিতামহগণকে উদ্ধার করে। যে জন কৃষ্ণোত্তীর্ণ
তুলসীমালা ধারণ করে, সে পত্রে পত্রে দশ অশ-
মেধের কল লাভ করিয়া থাকে। যে জন তুলসী-
কাঠের মালা ধারণ করে, মুন্সারি ভাষাকে প্রাত্য-
হিক দ্বারকাবাসোসম্ভব কল প্রদান করিয়া থাকেন।
তুলসীকাঠোত্তমা মালা বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া
ভক্তিপূর্বক যে ধারণ করে, তাহার পাতক থাকে
না; আধবস্ত্র আত্মক তাহার প্রতি সদা জীতমনা
থাকেন। যে জন তুলসীকাঠ দ্বারা মস্তক ও বাহ
প্রভাতর ভূষণ করে, হরি সর্বদা তাহার দেহে বাস
করেন। তুলসীমালায় ভূষিত হইয়া কন্যাচরণ
কালে পিতৃদেবতাগণোদ্দেশে রুত কথ্য কালতে
কোটিগুণ কলজনক হইয়া থাকে। যমদূতগণ
তুলসীকাঠমালা দর্শন করিয়া বাতোদ্ধূত আলির ভায়
দূর হইতে নাসপ্রাপ্ত হয়; মালাধারীর গৃহে কদাপি
পাপসংক্রমণ হয় না; ইহা আমরা পুরাণে শুনিয়াছি,
ব্রহ্মবাদীগণ বলিয়াছেন। ১৮৫—১৮৬। অতএব
তুমি তুলসীমালা ধারণ কর; উহা ঐহিক পারত্রিক
পাপ বিনাশ করিয়া থাকে। যে জন তুলসীমালা-
ভূষিত হইয়া ভ্রমণ করে, তাহার দুঃখ, দুর্নিমিত্ত ও
শত্রুভয় থাকে না। যাতিও বিধবা জীগণ দ্বা

সমষ্টিতাঃ ॥ ১৮৬ ॥ ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ
পাপমোহিতাঃ । নরকায় নিবর্তন্তে দম্বাঃ কোপা-
গ্নিনা হরেঃ ॥ ১৭৬ ॥ উন্নীলিনী বঞ্জুলিনী ত্রিম্পূশা
পক্ষবর্জিনী । স্বয়া পুত্র প্রকটব্য। জয়ন্তী বিজয়া
জয়া ॥ ১৮৮ ॥ পাপস্রী চাষ্টমী প্রোক্তা কৃষ্ণাতীব
বল্লভা । কৃত্য কলৌ যুগে পুত্র স্বারকা মোক্ষ-
দায়িনী ॥ ১৮৯ ॥

ইতি শ্রীকাম্বে স্বারকামাহাত্ম্যতুলসীধারণমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । পিতৃণাং প্রেতরূপাণাং
কৃৎন্য বাক্যং মহীপতে । চন্দ্রশর্মা বিজ্ঞেষ্ঠো স্বারকা
সমুপাগতঃ ॥ ১ ॥ কঙ্কণীসহিতঃ কৃষ্ণো যত্র তিষ্ঠতি
চাষহম্ । যত্র তিষ্ঠতি তীর্থানি তত্র যাতো
দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২ ॥ যত্র তিষ্ঠতি যজ্ঞাশ্চ যত্র
তিষ্ঠতি দেবতাঃ । যত্র তিষ্ঠতি ঋষয়ো মুনয়ো
যোগবিস্তমঃ ॥ ৩ ॥ যা পুরী সিদ্ধগন্ধরৈঃ
সেব্যতে কিন্নরৈর্নরৈঃ । অপ্সরোগণযকৈশ্চ

স্বারকা সর্বকামদা ॥ ৪ ॥ স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণী বহতে যত্র
গোমতী । সা পুরী মোক্ষদা নৃণাং দৃষ্টা বিপ্র-
বরেণ হি ॥ ৫ ॥ যন্তাঃ সীমাং প্রাবর্তন্ত ব্রহ্মহত্যা-
পাতকম্ । নশ্তি দর্শনাদেব তাং পুরীং কো
ন সেবতে ॥ ৬ ॥ গতা কৃষ্ণপুরীং দৃষ্টা গোমতীং
চৈব সাগরম্ । মন্ত্রে কৃতার্থমান্বানং জীবিতং
যৌবনং ধনম্ ॥ ৭ ॥ দৃষ্টা কৃষ্ণপুরীং রম্যাং কৃষ্ণ
মুখপঙ্কজম্ ধন্তোহহং কৃত্যকৃত্যোহহং সল্যগোহহং
ধরাতলে ॥ ৮ ॥ দৃষ্টা কৃষ্ণমুখং রম্যাং কঙ্কণীং স্বারকা-
পুরীম্ । তীর্থকোটিসংশ্রেষ্ঠ সেবিতৈঃ কিং প্রয়ো-
জনম্ ॥ ৯ ॥ পুণ্যৈর্লক্ষসংশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তা স্বারবতী শুভা ।
শুক্রা বৈশাখমাসে তু সম্প্রাপ্তা মধুসূদনী ॥ ১০ ॥
দাদশী ত্রিম্পূশা নাম পাপকোটিশতাপহা ॥ যন্তাঃ
সর্বৈ মনুষ্যাশ্চে বৈশাখে মধুসূদনী ॥ ১১ ॥ সম্প্রাপ্তা
ত্রিম্পূশা যৈশ্চ বৃষবারেণ সংযুতা । ন যজ্ঞে ন
বেদে ন তীর্থে কোটিসেবিতৈঃ । প্রাপ্যতে
নৈব স্বারকাম্যঃ যথা নৃণাম্ ॥ ১২ ॥ এব-
ং দ্বিজাশ্রমী গোমতীতীর্থেমাশ্রিতঃ উপস্পৃশ্য
স্বাস্থ্যায় শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১৩ ॥ কৃত্য মানং
যজ্ঞাশ্চ তু সন্তপ্য পিতৃদেবতাঃ । চক্রতীর্থাৎসমা-

তীর্থসন্ধ্যাস করে, তাহা হইলে এই কলিতে কুল
কোটিসমষ্টি হইলেও তাহাদিগকে জবীমুক্ত বলা
যায় । যে সকল হৈতুক পাপমোহিত ব্যক্তি মালা
ধারণ করে না, তাহার নরক হইতে নিবর্তিত হয়
না, অশিচ হরির কোপায়িতে দম্ব হয় । উন্নীলিনী,
বঞ্জুলিনী, ত্রিম্পূশা, পক্ষবর্জিনী, জয়ন্তী, বিজয়া,
জয়া ও পাপস্রী, হে পুত্র ! এই অষ্ট প্রকার দাদশী
তুমি করবে । ইহা কৃত হইয়া কৃষ্ণের অতীব
বল্লভ । কলিতে এই মালা কৃত হইলে স্বারকাসম
মোক্ষদায়িনী হয় । ১৮৬—১৮৯ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপতে ! প্রেত-
রূপী পিতামহগণের বাক্য গ্রহণপূর্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠ
চন্দ্রশর্মা স্বারকায় গমন করিলেন । যেখানে কঙ্ক-
ণীর সহিত কৃষ্ণ অজুদিন বাস করেন, যেখানে
তীর্থ সকল বিরাজিত, দ্বিজোত্তম চন্দ্রশর্মা সেখানে
গমন করিলেন । যেখানে যজ্ঞ, দেবতা, ঋষি,
ও মুনীগণ বাস করেন, সিদ্ধ-গন্ধর্ব-কিন্নর-নর-

অপ্সরো-যক্ষগণ যাহার সেবা করে, যাহা স্বর্গারোহণ-
নিঃশ্রেণী, গোমতী যেখানে প্রবহমান, নরগণের
মোক্ষদা সেই পুরী বিপ্রবর দর্শন করিলেন ।
যাহার সীমাপ্রবেশ এবং দর্শনমাত্র ব্রহ্মহত্যা-
পাতক নাশ হয়, কে না সেই পুরীর সেবা
করিবে ? নর কৃষ্ণপুরী স্বারকাতে আসিয়া
গোমতী ও সাগর দর্শনপূর্বক আপনার জীবন,
যৌবন ধন সাধক মনে করিলাম । রম্য কৃষ্ণ-
পুরী ও কৃষ্ণের মুখপঙ্কজ দর্শন করিয়া
আমি ধরাতলে যজ্ঞ, কৃতকৃত্য ও ভাগ্যবান ।
কৃষ্ণমুখ, কঙ্কণী ও স্বারকাপুরী দর্শন করিলে
সংশ্রুকেটি তীর্থসেবা প্রয়োজন কি ? সংশ্রু লক্ষ
পুণ্যফলে শুভা স্বারবতী প্রাপ্ত হইলাম । বৈশাখী
শুক্রা মধুসূদনী দাদশীকে ত্রিম্পূশা বলে । ইহা
পাপকোটিশতাপহা । যে সকল মানব বৈশাখমাসের
বৃষবারাদিকরণক ত্রিম্পূশা নারী শুক্রা মধুসূদনী
দাদশী প্রাপ্ত হয়, তাহার যজ্ঞ । স্বারকায় গমন
করিলে যে কল না পাওয়া যায়, তাহা যজ্ঞ, বেদ ও
কোটি তীর্থসেবনেও লাভ করা যায় না । ১—১২ ।
হে নৃপ ! এই বলিয়া দ্বিজসন্তম চন্দ্রশর্মা গোমতী-
তীর্থেজলস্পর্শকরিয়া যথাশাস্ত্রান ও পিতৃদেবতাদি-

দায় শৈলাংচক্রাঙ্কিতাঙ্কুভান। পুঞ্জিষ্ঠাঃ পুরুষসুভেন
যথোক্তবিধিনা নৃপ। ১৪। শিবপূজা কৃতা পশ্চাৎ-
সংস্রুত্যা পিতৃভাবিতম্। দ্বা পিণ্ডোদকং সম্যক
পিতৃণাং শিবপূর্বকম্। ১৫। বিলেপনঞ্চ বস্ত্রাণি
পুষ্পাণি ধূপদীপকৌ। নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি
কন্দমূলকলানি চ। ১৬। তাম্বুলঞ্চ সৰ্পূরং কুজা
নীরাঞ্জনাদিকম্। প্রদক্ষিণাং নমস্কারং স্ততিপূর্যঃ
পুনঃপুনঃ। ১৭। ক্রমাপয়িত্ব দেবেশঃ চক্রে
জাগরণং ততঃ। যামত্রেয়ে ব্যতীতে তু চন্দ্রশর্মা
হ্যবাচ হ। ১৮। আতুরস্ত চ দীনস্ত শৃণু কৃষ্ণ
বচো মম। সংসারভয়সম্রক্তং মাং হমুদয় কেশব।
১৯। স্বপ্নাদানুজ্ঞতক্তানাং ন দুঃখং পাপিনামপি।
কিং পুনঃ পাপহীনানাং দ্বাদশীসেবিনাং নৃপাম্। ২০।
দশমীবৈবজঃ পাপং কথিতং মম। পূর্বজৈঃ
হুতং নাশমায়াতু স্বপ্নপ্রসাদোজনাঙ্গিন। ২১। সবিদ্ধঃ
ভক্তিনং কৃষ্ণং যৎকৃতং জাগরং হরে। তৎপাশং
বিলয়ঃ যাতু যথা লবণমন্তসি। ২২। সুবিদ্ধঃ
বাসরং যদ্ব্যংকৃতং মম পিতামহৈ। প্রেতস্বঃ যে
সম্প্রাপ্তং মহাহুঃপ্রসাদকম্। ২৩। যথা প্রেত

তর্পণ সমাপন করিয়া চক্রতীর্থ হইতে চক্রাঙ্কিত ও
শিলা আনয়ন করত যথাবিধি পুরুষ সূক্ত দ্বারা পূজা
করিলেন। পশ্চাৎ তিনি পিতৃভাবিত স্মরণপূর্বক
শিবপূজা করিলেন। পূজান্তে তিনি যথাবিধি
পিতৃপিত্ত, বিলেপন, বস্ত্র, পুষ্প, ধূপ দীপ, নৈবেদ্য,
কন্দ-মূল-কল, তাম্বুল ও সৰ্পূর দান সমাপনপূর্বক
প্রদক্ষিণ, নমস্কার, পুনঃপুনঃ স্তবপাঠ ও ক্রম-
প্রার্থনা প্রভৃতি কৰ্ম্ম শেষ করিয়া জাগরণ অস্থান
করিলেন। এইরূপে পূজা সম্পন্ন করিয়া চন্দ্রশর্মা
ঈকৃষ্ণ উদ্দেশে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এই
দীন আতুর ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ কর। হে কেশব!
তুমি এই সংসারভয়সম্রক্ত আমাকে উদ্ধার কর।
হে হরে! তোমার পদাঙ্ক ভক্তগণ পাশী হইলেও
যখন দুঃখ পায় না, তখন পাপহীন দ্বাদশীত্রতাচারী
নরগণের কথা আর কি বলিব? আমার পূর্বজগণ
দশমীবিক্ত একাদশীজাত পাপের কথা কীষ্টন
করিয়াছেন। হে জনাঙ্গিন! তোমার প্রসাদে সেই
পাপ বিনষ্ট হউক। আমার পিতামহগণ তোমার
বাসর ও জাগর বিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের
যে পাপ হইয়াছে, জলে লবণের ভায় সেই পাপ
বিলয় প্রাপ্ত হউক। আমার পিতামহগণ তোমার
বাসর বিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া মহাহুঃপ্রসাদক

নির্ভুক্তা মম পূর্বপিতামহাঃ। মুক্তিং প্রধাতি দেবেশ
তথা কুরু জগৎপতে। ২৪। পুনরেন্ন যদ্বৈষ্ঠ
প্রসাদং কর্তুমর্হসি। অবিদ্যামোহিতেনাপি ন কৃতং
তব পূজনম্। ২৫। ময়া পাপেন দেবেশ শিবভক্তিঃ
সমাপ্তিতা। তব ভক্তিঃ কৃতা নৈব ন কৃতং তব
বাসরম্। ২৬। ন দৃষ্টো দ্বারকা কৃষ্ণ ন স্নাতো
গোমতীজলে। ন দৃষ্টং পাদপদ্মঞ্চ মদীয়ং মোক্ষ-
দায়কম্। ২৭। ন কৃতা দ্বারকায়াত্রা দৃষ্টা সোমেশ্বরঃ
প্রভূম্। বিকলং স্মৃতং স্নাতং যদ্বা সন্মুখার্জিতম্।
২৮। মৎপূর্বজৈস্ত কথিতং সর্বমেব সুরেশ্বর।
তৎপূর্ণ্যং মা বৃথা যাতু প্রসাদান্তব কেশব। ২৯।
দৃষ্টং তব বক্তৃকং ত্বর্জিতং ভুবনত্রেয়ে। তন্মুক্তি
ক্বেদীপুত্র পুরাণেষু স্মৃতং ময়া। ৩০। সাপ-
রাধান্ত যে কেচিচ্ছিপ্তপালপয়ঃ স্মৃতাঃ। স্বৎকরণ
হত্যাঃ কাপামুক্তিঃ প্রাপ্তা মহাবরাঃ। ৩১। অদ্য-
প্রভৃতি কর্তব্যং পূজনং প্রতাহকং তৎ। পলার্দে-
নাপি বিদ্ধঃ স্নাতোক্তব্যং বাসরে তব। ৩২। স্বৎ-
প্রিয়া চ ময়া কার্ধ্যা দ্বাদশী ত্রতসংযুতা। ভক্তি-

প্রেতস্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাগাতে তাঁহারা প্রেতস্ব-
মুক্ত হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হন, হে জগৎপতে! আপনি
তাঁহা করুন। ১৩—২৪। আর এককথা এই যে, আমি
অবিদ্যামোহিত হইয়া তোমার পূজা করি নাই,
এজন্য যে পাপ হইয়াছে, তাহা ভূমি ক্ষমা কর।
হে দেবেশ! আমি পাশী, কেবল শিবভক্তিই আশ্রয়
করিয়াছিলাম। তোমাতে ভক্তি বা তোমার বাসর-
সেবা আমার করা হয় নাই। কৃষ্ণ! আমি দ্বারকা
দেখি নাই, গোমতীজলে স্নান করি নাই, তোমার
মোক্ষদায়ক পাদপদ্মও আমার সাক্ষাৎকৃত হয় নাই।
আমি দ্বারকা স্নাতা করি নাই; কেবল সোমেশ্বর
দেবকেই দেখিয়াছি। আমার উপার্জিত সর্ব স্মৃত
বিকল হইয়াছে। মদীয় পূর্বজগণ এ বিষয় সকলই
বলিয়াছেন। হে কেশব! তবৎপ্রসাদে আমার
পূর্ব পুণ্য যেন বিকল না হয়, তোমার ত্বর্জিত বদন-
মণ্ডল আমি দেখিয়াছি। হে দেবকীন্দন!
জিহুবনে উহার উপমা নাই; একথা পুরাণগ্রন্থে
স্মৃত হইয়াছে। শিপ্তপালদি যে কেবল কৃতপরাধ
মহাবীর ছিল, তাহারা আপনাদি হস্তে নিহত হইয়া
মুক্তি পাইয়াছে। অতএব অন্য হইতে আমি
প্রত্যাহ আপনাদি পূজা করিব। ভবদীয় শ্রিয় বাসর
যদি পলার্দে দ্বারাও বিদ্ধ হয়, তথাচ সে দিন তোজন
করিব। আপনাদি শ্রিয় তিথি দ্বাদশীতে আমি

উগবতানাক কার্ধ্যা প্রাণক্কেনরপি ৩৩। নিত্যং
নামসংস্রুত পঠনীয়ং তব প্রিয়ম্। পূজা তু তুলসী-
পত্রৈর্মহা কার্ধ্যা সদৈব হি ৩৪। তুলসীকান্ঠসমুত-
মালা ধার্যা সদা ময়া। নৃত্যং গীতঞ্চ কর্তব্যং
সম্প্রাপ্তে জাগরে তব ৩৫। দ্বারকায়াং প্রকর্তব্যং
প্রত্যহং গমনং ময়া। স্বংকথাশ্রবণার্থঞ্চ নিত্যং
পুস্তকবাচনম্ ৩৬। নিত্যং পাদোদকং যুক্ত্বা ময়া
ধার্য্যং শ্রুতজিতঃ। নৈবেদ্যভক্ষণকৈব করিষ্যামি
শ্রুতজিতঃ ৩৭। নির্মালায় শিরসা ধার্য্যং বদীয়াং
সাদরে ময়া। তব দশা যদিষ্টস্ত ভক্ষণীয়ং সদা যুয়া।
৩৮। তথাতথা প্রকর্তব্যং যেন তুষ্টিভবেত্তব।
তথ্যমেতন্ময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীর্তিতম্ ৩৯।
ঐক্লব উবাচ। সাধু সাধু মহাভাগ চন্দ্রশর্মন দ্বিজো-
ত্তম। আগমিষ্যন্তি মজ্জোকে ত্বয়া সহ পিতামহাঃ।
৪০। পশু প্রেতহনিপুন্না মৎপ্রসাদাদ্বিজোত্তম।
আকাশে গরুড়ারূঢ়ান্তব পূরুপি তামহাঃ ৪১।
পিতামহা উচুঃ। স্বংপ্রসাদায় পুত্র মুক্তিং প্রাপ্তা
ন সংশয়ঃ। প্রেতযোনির্বিহনিপুন্নাঃ কৃষ্ণবক্তাবলো-
কনাং ৪২। ধস্তান্তে মাহুযে লোকে পুত্রপৌত্র-

প্রপৌত্রকাঃ। দৃষ্ট্বা ঐসোমনাথস্ত কৃষ্ণং পশ্যতি
দ্বারকাম্ ৪৩। ধস্তা চ বিধবা নারী কৃষ্ণ-
যাত্রাং করোতি যা। উদ্ধরিষ্যতি লোকেশ্বরিন্
কুলানাং নিরম্বাচ্ছতম্ ৪৪। স্বপচোহপি
করোত্যেবং যাত্রাঞ্চ হরিশঙ্করীম্। স যাতি
পরমাং মুক্তিং পিতৃভিঃ পরিবারিতা ৪৫। যঃ
পুনস্তীর্থসম্ভ্রাসং কৃত্বা হিষ্ঠতি তজ্জ বৈ। বিষ্ণু-
লোকান্নির্বৃত্তির্ন কল্পকোটিশতৈরপি ৪৬। বধি-
তান্তে ন সন্দেহো দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং প্রভূম্। দৃষ্টং
কৃষ্ণমুখং নৈব ন ভ্রাতা গোমতীজলে ৪৭। কিং
জলৈর্কল্হতিঃ পুণ্যেস্তীর্থকোটিসমুদ্ভবৈঃ। দৃষ্ট্বা
সোমেশ্বরং যন্ত দ্বারকাং নৈব গচ্ছতি। বিকুলন্তি
চ তং পাপং পিতরো দিবি সংস্থিতাঃ ৪৮। দৃষ্ট্বা
সোমেশ্বরং দেবং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা পুনঃ শিবম্। সোপর্শে
কথিতং পুণ্যং যাত্রাশতসমুদ্ভবম্ ৪৯। দৃষ্ট্বা সোমে-
শ্বরং দেবং কৃষ্ণং নৈব প্রপশ্যতি। মোহাদব্যর্থং গতং
সকলং সংসারকর্ম বৈ ৫০। আগত্য যঃ
প্রভাসে চ কৃষ্ণং পশ্যতি বৈ নরঃ। প্রভাসাযুত-

ব্রতচর্যা করিব। ভগবন্তর্জনদিগের প্রতি আমি
ধনে প্রাণে ভক্তি প্রদর্শন করিব। তোমার প্রিয়
নাম সহস্র আমার নিত্য পাঠ্য হইবে। আমি
তুলসীপত্র দ্বারা সর্বদা তোমার পূজা করিব।
তুলসীকান্ঠসমুত মালা আমার নিয়ত ধার্য্য হইবে।
স্বহৃদে দেশে জাগরণে আমি নৃত্যগীত করিব;
প্রত্যহ দ্বারকায় যাইব; তোমার কথা শ্রবণার্থ
নিত্য পুস্তকবাচন করিব। নিত্য আমি তোমার
পাদোদক ভক্তি করিয়া মস্তকে ধরিব। ভক্তি
করিয়া তোমার নৈবেদ্য খাইব। সাদরে তোমার
নির্মাল্য ধারণ করিব। আমি যে কিছু ইষ্ট
বস্তু, তোমাকে অগ্রে নিবেদন করিয়া পরে
তাহা ভোগ করিব। তোমার বাহাতে বাহাতে
তুষ্টি হয়, আমি সেই সেই কার্য্যই করিব। হে
কৃষ্ণ। এই তথ্য বাক্য তোমার নিকট বলিলাম।
কৃষ্ণ বলিলেন,—মহাভাগ চন্দ্রশর্মন। সাধু সাধু, হে
দ্বিজোত্তম। তোমার পিতা-পিতামহগণ তোমার
সহিত মদীয় লোকে আগমন করিবেন। এই দেখ,
দ্বিজবর। তোমার পূরুপিতামহগণ মৎপ্রসাদে
প্রেতবন্ধু হইয়া আকাশে গরুড়ারূঢ়ে অবস্থান
করিতেছেন। পিতামহগণ কহিলেন,—বৎস।
তোমার প্রসাদে স্বংকৃষ্ণবক্তাবলোকনের কলে

আমরা প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইয়াছি। জীব-
লোকে সেই সকল পুত্র-পৌত্র ও প্রপৌত্রগণই
ধস্ত—যাহারা ঐসোমনাথকে দর্শন করিয়া পরে
দ্বারকায় কৃষ্ণসন্দর্শন করে। ধস্ত সেই বিধবা নারী
—যে নারী কৃষ্ণযাত্রাকারিণী। এই নারী নিজের
শতকুল নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। যদি
স্বপচ ব্যক্তিও এইরূপে হরিশঙ্করী যাত্রা করে,
তবে পিতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাহারও পরম মুক্তি
হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তীর্থসম্ভ্রাস করিয়া সেই
স্থানেই থাকে, শতকল্পকোটিকালেও কৃষ্ণলোক
হইতে তাহার নিরুত্তি নাই। যাহারা বিধবা
স্বরেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া পরে কৃষ্ণবদন বিলো-
কন বা গোমতীস্থানে গিয়া, এ সংসারে নিশ্চয়ই
তাহারা বাক্ত। কোটি কোটি তীর্থ-সেবা-সম্ভ্রাস
পুণ্য বা প্রভূত পুণ্যজল দ্বারা কি হইবে? যে
সোমেশ্বর দেখিয়া দ্বারকায় গমন করে, তাহার পক্ষে
এ সকল কথা হইয়া থাকে। স্বর্গীয় পিতৃগণ তাহার
পাপচারকে বিহার দিয়া থাকেন। যাহারা সোমে-
শ্বরকে দেখিয়া কৃষ্ণ-দর্শনান্তে পুনরপি শিবসন্দর্শন
করে, গারুড়-মহাপুরাণে তাহাদের শতযাত্রাজনিত
পুণ্য-কলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সোমেশ্বর
দেখিয়া মোহক্রমে কৃষ্ণদর্শন না করিলে মানবের
সংসার-কর্ম ব্যর্থ হইয়া যায়। যে নর প্রভাসে

সম্মাং তু কলমাপ্রোক্তি যত্নতঃ ॥ ৫১ ॥ যস্মাৎ
সম্মাণি তীর্থানি সর্বে দেবাস্তথা মথাঃ । দ্বারকায়াং
সম্যাস্তি ত্রিকালং কৃষ্ণসান্নধৌ ॥ ৫২ ॥ তীর্থৈর্নানা-
বিধৈঃ পুত্র তৎ স্বানৈঃ কিং প্রয়োজনম্ । কলং
সমস্ততীর্থানাং দৃষ্ট্বা দ্বারবতীং লভেৎ ॥ ৫৩ ॥ হতে
কংসে জরাসন্ধে নরকে চ নিপাতিতে । উত্তারিতে
কুবো ভারে কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ । চক্রে দ্বারবতীং
রম্যাং সান্নধৌ যাগরস্ত চ ॥ ৫৪ ॥ স্থিতঃ প্রীতমনঃ
কৃষ্ণো লম্পাতে কামিনীমুখম্ ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মারিবাসু-
সুখ্যাশ্চ বাসবাদ্যা দিবোকসঃ । মর্ত্যা বিশ্রাশ্চ
রাজানঃ পাতালাং পন্নগেশ্বরঃ ॥ ৫৬ ॥ নদে
নদাশ্চ শৈলাশ্চ বনাশ্চাপবনানি চ । পুরগ্রামা অর-
ণ্যানি সাগরাশ্চ সন্ন্যাসি চ ॥ ৫৭ ॥ যক্ষাশ্চাসুর-
গন্ধৰ্বাঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরাস্তথা । রজাদ্যম্পরসশ্চৈব
প্রজাদাদ্যা দিতেঃ স্রুতাঃ । রক্ষা বিভীষণাদ্যাশ্চ
ধনদো যক্ষনায়কঃ ॥ ৫৮ ॥ ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা
সনকাদ্যাশ্চ যোগিনঃ । গ্রহা ঋক্ষাণি যোগাশ্চ
পরমবৈষ্ণবঃ ॥ ৫৯ ॥ যৎকাকৎ ত্রিভু লোকে
তিষ্ঠতে স্বপুঞ্জমম্ । ত্রীকুণ্ডসান্নধৌ নিত্যং প্রত্য-
তিষ্ঠতে সদা ॥ ৬০ ॥ ন ত্যজ্যস্ত পুরাং পুণ্যাং দ্বারকাং
কৃষ্ণসৌভাম্য । সা হৃদা সৌভা পুত্র সম্প্রভং

আসিয়া কৃষ্ণ দর্শন করে, তাহার অমৃত প্রভাস-
সেবার কল লাভ হয়। সমস্ত দেব, সমস্ত তীর্থ,
সমস্ত বজ্র, ত্রিসন্ধ্যা দ্বারকায়া কৃষ্ণপ্রাস্তে সমাগত
হয়। সুতরাং পুত্র। নানাবিধ তাৎসেবার আর
প্রয়োজন কি? দ্বারবতীদর্শনে সমস্ত তীর্থেরই কল
লাভ হইয়া থাকে। কংস, জরাসন্ধ ও নরক নিপা-
তিত হইলে পৃথিবীর যখন তার লাঘব হইয়াছিল,
তখন দেবকিনন্দন কৃষ্ণ সাগর-সান্নধানে রম্যা
দ্বারবতী পুরা নিৰ্ম্মাণ করেন। এইখানেই তিনি
প্রীতিচিন্তে 'অবাস্ত' হইয়া কামিনী-সজোগ-
মুখ লাভ করিতে থাকেন। তখন ব্রহ্মা, আর,
সুখ্য ও বাসবাদি দেবগণ, ব্রাহ্মগণ, রাজ-
সুপ পাতাল হইতে পন্নগেশ্বগণ, নিখিল নদ,
শৈল, বনোপবন, পুর, গ্রাম, অরণ্য, সাগর,
দ্বারাবতী, যক্ষ রক্ষাশুর গন্ধৰ্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর,
রজাদি অম্পরোগণ, প্রজাদাদি দিতিস্রুতগণ,
বিভীষণাদি রাক্ষসগণ যক্ষনায়ক ধনেশ্বর, মুনি, ঋষি,
সিদ্ধ, সনকাদি যোগী, গ্রহ, নক্ষত্র যোগ, পরম
বৈষ্ণব ঋষি, এমন কি, ত্রিলোকে যা কিছু চরাচর
যজ্ঞ সমস্তই তৎকালে কৃষ্ণসান্নধানে প্রতিনিয়ত

কৃষ্ণদর্শনাৎ । পিশাচযোনিবিন্দুজ্ঞা যাস্তামঃ পরমাং
গতিম্ ॥ ৬১ ॥ দ্বাদশীবোধজঃ পাপং দ্বারকায়াং
প্রভাবতঃ । নষ্টং পুত্র ন সন্দেহঃ সম্প্রাপ্তঃ পরমাং
পদম্ ॥ ৬২ ॥ দ্বাদশীবোধসমুত্তং যস্মাৎ পাপমর্জি-
তম্ । দর্শনাৎ ক্ষীণং ন জহ্যৎ দ্বাদশী
ব্রতম্ ॥ ৬৩ ॥ রক্তগীযঃ প্রযত্নেন বেধো দশমি-
সম্ভবঃ । নো চেৎ পুত্র ন সন্দেহঃ প্রেতযোনি-
মবাপ্সাদি ॥ ৬৪ ॥ ঐত্রেয়লোক্যসম্ভবঃ পাপং চেৎ
ভবতি কৃতলে । সশল্যঃ যে প্রকুর্যন্ত বাসরং
কৃষ্ণমুজ্জকম্ ॥ ৬৫ ॥ প্রাশ্চিত্তং ন ত্যাস্তি সশল্যং
বাসরং হরেঃ । যে কুর্বাণ্ড ন তে যান্তি মমন্তরশত-
দ্বিবম্ ॥ ৬৬ ॥ প্রেতবৎ হুঃসং পুত্র হুঃসহা যমযাতনা ।
তস্মাৎ পুত্র ন কর্তব্যং সশল্যং দ্বাদশীব্রতম্ ॥ ৬৭ ॥
কারয়ন্তি হি যে ব্রজাঃ কুটুগুপ্তাশ্চ হেতুকাঃ । প্রেত-
যোনাং প্রযান্তি পিতৃভিঃ সহ সস্রতঃ ॥ ৬৮ ॥ দ্বাদশী
দশমীবিদ্যা সন্তানপ্রবিনাশিনী । ধ্বংসিনী পুণ্য-
পুণ্যানাং কৃষ্ণভক্তিবিনাশিনী ॥ ৬৯ ॥ বস্তি তেহ

অবাস্ত হইতে লাগিল। কৃষ্ণসৌভিতা পুণ্য দ্বারকা
পুরা তাহারা আর তখন হইতে পারত্যাগ করে
নাই। বৎস! তুমি সম্প্রতি সেই দ্বারকার সেবা
করিয়াছ, কৃষ্ণদর্শন তোমার হইয়াছে, আমার
পিশাচযোনি হইতে নিম্মুক্ত হইয়া পরম পতি
পাইতে চলিয়াছ। পুত্র! দ্বাদশীবোধ জন্ম পাপ
দ্বারকার প্রভাবে নিশ্চয় নষ্ট হইয়াছে, তাই আমা-
দের পরমপদপ্রাপ্তি ঘটিল। দ্বাদশীবোধ জন্ম
যে পাপ তুমি অজ্ঞান করিয়াছ, তাহা কৃষ্ণদর্শনে
তোমার ক্ষীণ হইয়াছে। তুমি আর দ্বাদশীব্রত
পরিত্যাগ করিও না। দশমীজনিত বেধ তুমি
স্বয়ং রক্ষা করিও। এরূপ যদি না কর, তবে
নিশ্চয়ই প্রেতযোনি লাভ হইবে। তাহারা হরিবাসর
সবেধ করে, এই ঐত্রেয়লোক্যের নিখিল পাপই
তাহাদের হইয়া থাকে। ঐ পাপের আর
প্রায়শ্চিত্ত নাই। সবেধ হরিবাসর করিলে
শত মমন্তর পরেও তাহাদের স্বর্গলাভ হয় না।
পুত্র! প্রেতবৎ বড়ই হুঃসং। যমযাতনা আরও
হুঃসং, অতএব পুত্র! তুমি সবেধ দ্বাদশীব্রত
করিও না। যে লোক হেতুবাদী কুটুগুপ্ত অজ্ঞান
এরূপ ব্রত করিয়া হরিবাসর দেয়, পিতৃগণ সহ
তাহাদেরও প্রেতযোনিপ্রাপ্তি হয়। ২৫—৬৯ দশমী
বিদ্যা দ্বাদশী সন্তাননাশিনী, সপুণ্যধ্বংসিনী ও কৃষ্ণ

গমিষ্যামঃ প্রসাদাভিজ্ঞমণীপতঃ । • প্রাপ্তঃ বিষ্ণু-
পদং পুত্র অপুনর্ভবসংজ্ঞকম্ ॥ ৭০ ॥ ক্রীকৃৎ উবাচ ।
চন্দ্রশর্মন প্রসমোহঃ তব ভক্ত্যা দ্বিজোত্তম ।
শৈবভাবপ্রপ্নোহপি যন্তঃ জ্ঞাতোহসি বৈকবঃ ॥ ৭১ ॥
নবসংস্কারবর্ণি ন কৃতং বাসরঃ মম । সম্পূর্ণঃ মৎ-
প্রসাদেন তব জ্ঞাতঃ ন সংশয়ঃ ॥ ৭২ ॥ একেণৈবো-
পবাসেন ত্রিস্পৃশাসক্তবেন হি । দ্বারকায়াঃ প্রসাদেন
মহুর্দ্বালোকনেন হি ॥ ৭৩ ॥ অবিদ্যামোহিতে বৈ-
শিবভক্ত্যা মমার্চনম্ । ন কৃতং মৎ প্রসাদেন কৃতং
চৈব ভবিষ্যতি ॥ ৭৪ ॥ বৈশাখে যৈরহং দৃষ্টো
দ্বারকায়াঃ দ্বিজোত্তম । ত্রিস্পৃশাবাসরে চৈব বঙ্গলী-
বাসরে তথা ॥ ৭৫ ॥ উম্মৌলিনীদিনে প্রাপ্তে প্রাপ্তে
বা পক্ষবন্ধিনী । নৈমিষাং চাপরাধোহস্তি যদাপি
ব্রহ্মহত্যকাঃ ॥ ৭৬ ॥ জন্মপ্রভৃতি পুণ্যৈশ্চ প্রকৃ-
তাপি কুত্বুর । মৎপূরীদর্শনেনাপি ফলত
ভবেন্নরঃ ॥ ৭৭ ॥ দৃষ্টী সমস্ততীর্থানি প্রভাসাদীনী
ভূতলে । মৎপূরীদর্শনেনৈব দৃষ্টাশীত ভবেৎ
ফলম্ ॥ ৭৮ ॥ মাহাত্ম্যং দ্বারকায়াস্ত মন্দিরে যত্র তত্র

ভক্তিবিদ্যোপিনী । অবিদ্য কি বলিব ! কল্পিণী-
পতির প্রসাদে তোমার মঙ্গল হউক, আমরা
এক্ষণে চলিলাম । পুত্র আমরা অপুনর্ভবকর
বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছি । ক্রীকৃৎ কহিলেন,—
চন্দ্রশর্মন ! তুমি শৈবভাবাপন্ন হইয়াও যে বৈকব
হইয়াছ, ইহাতে তোমার ভক্তিবৈভাবে আমি প্রসন্ন
হইয়াছি । তুমি উনাশীতি বর্ষ যাবৎ হরিবাসর
কর নাই, এক্ষণে আমার প্রসাদে তোমার তাহা
পূর্ণ হইল । তুমি দ্বারকায় আসিয়া ত্রিস্পৃশা তিথিতে
একটা উপবাস করিয়াছ এবং আমার দৃষ্টিপাত
হইয়াছে, তাই দ্বারকার প্রসাদে তোমার অকৃত
পুণ্যকর্ম পূর্ণ হইল । তুমি অবিদ্যা ব্রহ্ম হইয়া শিবে
প্রগাঢ় ভক্তি বশতঃ এতদিন আমার অর্চনা কর
নাই, মৎপ্রসাদে তোমার ঐ অকৃত কর্ম কৃত
হইবে । দ্বিজবর ! যাহারা দ্বারকায় বৈশাখে ত্রি-
স্পৃশাদিনে বঙ্গলীবাসরে উম্মৌলিনীদিনে বা পক্ষ-
বন্ধিনীদিনে আমার দর্শন করে, তাহারা ব্রহ্মহাতী
হইলেও তাহাদের কোনই অপরাধ হয় না । যে
ভূত্বুর । আজন্ম যাহারা পুণ্যকার্য করিয়া আসি-
য়াছে, আমার এই পুরী দর্শন করিলেই তাহারা
সেই পুণ্যফলভাগী হইতে পারে । প্রভাসাদি
সমস্ত তীর্থ দেখিয়া আমার এই পুরী দর্শন ও
দর্শন করিলেই ফল হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি

বা । পঠেন্নম পুরীঃ পুণ্যাং লভতে মৎপ্রসাদতঃ ॥
৭৯ ॥ মৎপূরীঃ বসতঃ পুণ্যঃ ত্রিকালঃ মম দর্শনাৎ ।
তৎকালঃ সমবাপ্নোতি যন্তিৎ পঠতে কলৌ ॥
৮০ ॥ কলৌ কাশী চ মথুরা হুবন্তী চ দ্বিজোত্তম ।
অযোধ্যা চ তথা মায়া কাশী চৈব চ মৎ-
পুরী ॥ ৮১ ॥ শালগ্রামভবঃ চৈব বদরী চ তথো-
ত্তমা । কুরুক্ষেত্রঃ ভৃগুক্ষেত্রঃ পুষ্করঃ শুভসংজ্ঞ-
কম্ ॥ ৮২ ॥ প্রয়াগঞ্চ প্রভাসঞ্চ ক্ষেত্রং বৈ হট্টকে-
শ্বরম্ । গঙ্গাহারঃ শৌকরঞ্চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্ ॥
৮৩ ॥ নৈমিষঃ দণ্ডকারণ্যং তথা বৃন্দাবনং দ্বিজ ।
নৈমিবঃ চার্কুনাত্যঞ্চ সর্গাণ্যায়তনানি চ ॥ ৮৪ ॥
বনানি মাগধাদীনি পুষ্করানি দ্বিজোত্তম । শৈল-
রাজাদয়ঃ শৈলা হিমাদিপ্রবৃথা হি য়ে ॥ ৮৫ ॥
গঙ্গাদয়ঃ সরিতো ভূতলে সন্তি যানি বৈ । তীর্থানি
হি কালেষু সমানি দ্বারকাপুরঃ ॥ ৮৬ ॥ কলিনা
স্নাতং সধঃ বর্জয়িত্বা তু মৎপূরীম্ । বিপ্র বর্ষ-
ত্রয়োদশৈশ্চ মৎপুণ্যাং মম দর্শনেন ॥ ৮৭ ॥ তব
তীর্থহীদেব মৎপ্রসাদান্তবিষ্যতি । ত্রিস্পৃশাবাসরে
প্রাপ্তে বৈশাখে শুক্লপক্ষতঃ ॥ ৮৮ ॥ সঙ্গমে বুধ-
বাস্তি দিবা ভূমৌ মমাগ্নতঃ । দশমঃ দ্বারমাসাদ্য
তব প্রাপ্ত্য নিগম্যঃ । ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎ-

হরিবাসরে যত্র তত্র দ্বারকা মাহাত্ম্য পাঠ করে,
মৎপ্রসাদে এই পুণ্য পুরী তাহার লব্ধ হইয়া
থাকে । আমার পুরীতে বাস করিলে এবং
আমাকে ত্রিসন্ধ্যা দর্শন করিলে যে ফল হয়,
কলিতে যেইহা পাঠ করে, তাহারও সেই ফল হইয়া
থাকে । কলিতে কাশী, মথুরা অবন্তী, অযোধ্যা,
মায়া, কাশী, বৈকুণ্ঠপুরী, শালগ্রাম ক্ষেত্র, বদরী-
ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, ভৃগুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রয়াগ, প্রভাস,
হট্টকেশ্বর ক্ষেত্র, গঙ্গাহার শৌকরতীর্থ, গঙ্গা-
সাগরসঙ্গম, নৈমিষারণ্য, দণ্ডকারণ্য, বৃন্দাবন,
নৈমিব, চার্কুনাতল, সমস্ত আয়তন, মাগধাদি
নিবিলবন, হিমাদিপ্রবৃথ শৈলরাজগণ এবং গঙ্গাদি
ভূতলস্থ সরিৎ সকল, সমস্ত তীর্থই কৃতাদি
যুগত্রয়ে দ্বারকাপুরীর তুল্য । আমার পুরী বর্জন
করিয়া কলি সকলই গ্রাস করিয়াছে । বিপ্র !
শতবর্ষ বংক্রমে আমাকে দেখিয়া আমার
পুরে তোমার মন্থ হইবে । ঐ দিন আমার
প্রসাদে বৈশাখের শুক্লপক্ষের ত্রিস্পৃশা তিথি ও
বুধবার হইবে । ঐ দিন দিবাভাগে আমার
অগ্রে ব্রহ্মরজ দিয়া তোমার প্রাণনির্গম হইবে ।

প্রসাদেন ভুজুঃ । ৮৯ । স্বস্থানং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র
সর্বান কামানবাধ্যসি । মন্তকানাং যুগান্তেহপি
বিনাশো নোপপদ্যতে ॥ ৯০ ॥ মন্তকিং বহতাং
পুংসামিহ লোকে পরেহপি বা । নান্ততঃ বিদ্যাতে
কিঞ্চিৎ কুলকোটিং নয়েদিবম্ ॥ ৯১ ॥ মার্কণ্ডেয়
উবাচ । ততো বর্ষশতে প্রাপ্তে গম্মা দ্বারবতীঃ
পুরীম্ । প্রাণান্ কৃকোপদেশেন ত্যক্তা মোক্ষং
জগাম হ ॥ ৯২ ॥ ইন্দ্রস্য তদাখ্যাতঃ মহাত্মা
দ্বারকাভবম্ । পুনরেব প্রবক্ষ্যামি যন্তে মনসি
বন্তে ॥ ৯৩ ॥ শৃণুতাং পঠ্যতৈব মহাত্মা
দ্বারকাভবম্ । সর্গং কলমবাপ্রোতি কৃকেন কথি-
তঞ্চ যৎ ॥ ৯৪ ॥ বিস্তারয়ন্তি লোকেশ্বরি লিখিতং
যন্ত বৈশ্বানি । প্রত্যক্ষং দ্বারকাপুণ্যং প্রাপ্যতে
কৃকসম্ভবম্ ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীহৃদয়ে দ্বারকানগরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্রস্য উবাচ । কথয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ কিঞ্চিৎ
কৌতুহলং মম । পুণ্যং পবিজ্ঞং পাপহরং তীর্থং তু

হে বিপ্র! এক্ষণে ভূমি স্বস্থানে যাও । তোমার
সর্বকাম সিদ্ধ হইবে । জানিও,—মন্তকদিগের
যুগান্তেও বিনাশ নাই । মন্তকদিগের ইহ-পরকালে
অমঙ্গল কখন নাই । তাহাদের কোটি কুল স্বর্গে
লইয়া যায় । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর কৃকো-
পদেশে শতবর্ষ বয়ঃ চন্দ্রশর্মা দ্বারাবতী পুরীতে
গমন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষ লাভ
করিল । হে ইন্দ্রস্য! এই আমি তোমার নিকট
দ্বারকামাহাত্ম্য কহিলাম । তোমার অতিপ্রিয়ানুসারে
পুনরপি উহা আমি কহিব । কৃক কহিয়াছেন,—
দ্বারকার মাহাত্ম্য অবগে এবং ঐ নগরে সর্গ কলাবাঞ্ছিত
হয় । যে ব্যক্তি জগতে ইহা প্রচার করে, অথবা
যাহার গৃহে ইহা লিখিত থাকে, সে কৃকনির্ভীত
দ্বারকাবাসপুণ্য প্রত্যক্ষই প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৬—৯৮ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

ইন্দ্রস্য কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ । আমার কিঞ্চিৎ
কৌতুহল হইয়াছে, আপনি পুণ্য পবিজ্ঞ পাপহর

বদ বিস্তার ॥ ৯১ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । মথুরা
দ্বারকাযোধ্যা কলিকালে পুরীভবম্ । ধর্মার্থকামহঃ
ভূপ মোক্ষদঃ হরিবল্লভম্ ॥ ৯২ ॥ মথুরায়াং তু
কালিন্দী গোমতী কৃকসম্মিথো । অযোধ্যায়াং তু
সরযুধুক্তিদা সেবিতা সদা ॥ ৯৩ ॥ দ্বারবতীমযো-
ধ্যায়াং কৃকঃ রামঃ শুভপ্রদম্ । মথুরায়াং হরিঃ
বিষ্ণুঃ সূর্য্য মুক্তিমবাপুয্য ॥ ৯৪ ॥ ধাতা সা মথুরা
লোকে যত্র জাতো হরিঃ স্বয়ম্ । দ্বারকা সফলা
লোকে ক্রৌড়িতঃ যত্র বিষ্ণুনা ॥ ৯৫ ॥ ধাতানামপি সা
পুজ্যা অযোধ্যা সর্বকামদা । যা স্বয়ং রামদেবেন
পালিতা ধর্মবুদ্ধিনা ॥ ৯৬ ॥ যদদতি কলং কালী
সেবিতা কলসংখ্যায়া । কলৌ দদতি মথুরা বাসরে-
ণাপি তৎকলম্ ॥ ৯৭ ॥ মনন্তরসহস্রে তু প্রয়াগে যৎ
কলং ভবেৎ । নিমিষার্দ্ধেন বসতাং দ্বারকায়াং তু
তৎকলম্ ॥ ৯৮ ॥ প্রত্যসে চ কৃকক্ষেত্রে যৎকলং
তৎসরেঃ শতৈঃ । বসতাং নিমিষার্দ্ধেন হাযোধ্যায়াং
চ তদন্তবেৎ ॥ ৯৯ ॥ অযোধ্যাধিপতিং রামং মথু-
রায়াং তু কেশবম্ । দ্বারকাবাসিনং কৃকঃ কীর্তনং পি
তুল্যম্ ॥ ১০০ ॥ মথুরাকীর্তনেনাপি অবগাদ্বারকা-
পুরঃ । অযোধ্যাদর্শনেনাপি ত্রিগুণং চ পদং

তীর্থবিবরণ সবিস্তারে বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয় কহি-
লেন,—মথুরা, দ্বারকা ও অযোধ্যা কলিকালে এই
তিনটি পুরীই ধর্মার্থকামপ্রদ, মোক্ষদ ও হরিপ্রিয় ।
মথুরায় কালিন্দী, দ্বারকায় গোমতী, আর অযোধ্যায়
সরযু সেবিত হইয়া সদাই যুক্তিদায়িকা । দ্বারকা,
অযোধ্যা ও মথুরা এই পুরীত্রেয় যথাক্রমে কৃক,
রাম স্র, ও হরিকে অরণ করিয়া নর মুক্তি প্রাপ্ত
হয় । ধাতা সেই মথুরা—যথায় সেই সাক্ষাৎ হরি
প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন । দ্বারকাও সফলা—যথায়
বিষ্ণু ক্রৌড়া করিয়াছিলেন । আর সেই অযোধ্যা
পুজ্যা হইতেও পুজ্যা—যাহা সাক্ষাৎ ধর্মবুদ্ধি রাম-
চন্দ্র কর্তৃক পালিত হইয়াছিল । কলকালের সেবায়
কালী যে কল প্রদান করে, কলিতে একটিনায়ে দিনেই
মথুরা তাহা প্রদান করিয়া থাকেন । সহস্র মনন্তরে
প্রয়াগে যে কল লাভ হয়, দ্বারকায় নিমিষার্দ্ধ বাসেই
সেই কল হইয়া থাকে । প্রত্যসে এবং কৃকক্ষেত্রে
শতবর্ষ বাসে যে কল, অযোধ্যায় নিমিষার্দ্ধ বাসেই
সেই কল হয়, অযোধ্যাধিপতি রাম মথুরানার কেশব
এবং দ্বারকাবাসী শ্রীকৃক, ইহাদের নাম কীর্তনও
তুল্য বস্তু । মথুরার নাম কীর্তন, দ্বারকাপুরীর
নাম কীর্তন অবগ এবং অযোধ্যা পুরী দর্শন

অজ্ঞে ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণঃ স্বয়ম্ভুং দেবঃ শ্বারকা জিদিবো
পমা । অতঃ চাপাথবা দৃষ্টা কুরুতে জয়সম্ভবম্ ॥
১২ ॥ অতঃপ্রতিস্থিতা দৃষ্টা হযোধ্যা মথুরাপুরী
পাপং হরতি কলোথং দ্বারকা চ তৃতীয়কা ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণঃ বিষ্ণুঃ হরিঃ দেবঃ বিশ্বাস্তঃ চ কলৌ স্মৃতম্ ।
দ্বাদশাং জাগরে রাত্রাবশমেধায়ুতং কলম্ ॥ ১৪ ॥
বালকীড়নকং স্থানং যে স্মরন্তি দিনে দিনে । স্বর্ণ-
শৈলপদং নৃণাং জায়তে রাজসত্তম ॥ ১৫ ॥ ধৃত্যন্তে
মানবা লোকে কলিকালে নরোত্তম । প্রবনং সিদ্ধ-
তোয়েন গোমত্যং যৈনৈঃ কৃতম্ ॥ ১৬ ॥ পশ্চি-
মাশাং নরঃ স্রাস্তা কৃষা বৈ করসম্পূটম্ । দ্বারকাং
যে স্মরিস্যন্তি তেষাং কোটিভগ্নং কদম্ ॥ ১৭ ॥
মনসা চিন্তয়েদৃষো বৈ কলৌ দ্বারবতীং পুরীম্ ।
কপিলায়ুতপুণ্যং চ লভতে হেলয়া নরঃ ॥ ১৮ ॥
গঙ্গাসাগরজং পুণ্যং গঙ্গাদ্বারভবং তথা । কলৌ
দ্বারবতীং গঙ্গা প্রাপ্নোতি মহাভূষণ ॥ ১৯ ॥
কল্পস্রয়ো ভূপ মার্কণ্ডেয়ঃ স্মরণ্যাহম্ । সমান-
বাধিকা বাপি দ্বারবত্যা ন কাপি পুং ॥ ২০ ॥ ভূমি-
সসা সমো ধনো নাস্তি নাপ্যধিকো নৃপ । ভাসাবদ্যং

যেন কৃষ্ণা দ্বারকায়াং ধৃতো হরিঃ ॥ ২১ ॥ মা কাশীং
মা কুরুক্ষেত্রং প্রভাসং মা চ পুষ্করম্ । দ্বারকাং
গঙ্গা রাজর্ষে পশু কৃষ্ণমুখং শুভম্ ॥ ২২ ॥ অশ্বমেধ-
সহস্রং তু রাজস্বয়শতং কলৌ । পদে পদে চ লভতে
দ্বারকাং যাতি যো নরঃ ॥ ২৩ ॥ সকলং জীবিতং
তেনাং কলৌ নৃপবরোত্তম । যেষাং ন স্মরিতং চিন্তং
দ্বারকাং প্রতিগচ্ছতাম্ ॥ ২৪ ॥ মাতা চ পুত্রিণী
ভেন পিতা চৈব পিতামহাঃ । পিতৃদানং কৃতং যেন
গোমত্যো কৃষ্ণসম্মিধো ॥ ২৫ ॥ গোপীচন্দনমুদ্রাঃ
তু কৃষা ভ্রমতি কৃতলে । সোহপি দেশো ভবেৎ
পুতঃ কিং পুনর্যত্র সংস্থিতম্ ॥ ২৬ ॥ দ্বারকায়াং
সমুদ্ভূতাং তুলসীং কৃষ্ণসেবিতাম্ । নিত্যং বিভর্তি
শিরসা স ভবেৎ ত্রিদশাধিপঃ ॥ ২৭ ॥ দৈত্যারেভগ-
বতিথিচ বিজয়া নীর্যং চ গঙ্গোদ্ধবং নিত্যং কাশি-
পুরী তথৈব তুলসী ধাত্রীকলঃ বজ্রতম্ ॥ ২৮ ॥
শাস্ত্রং ভগবতং তথা চ দরিতং রামায়ণং দ্বারকা
মালতীসম্ভবং স্মরিতং গীতং কৃতং জাগ-
রম্ ॥ ২৯ ॥ গৃহে যন্ত সদা তিষ্ঠেদগোপীচন্দন-
ভূতা । দ্বারকা তিষ্ঠতে তত্র কৃষ্ণেন সহিতা কলৌ ॥

করিলে লোক পরম পদপ্রাপ্ত হয় । ত্রিদিবোপমা
দ্বারকা দৃষ্ট বা অতঃ হইলেও জয়সম্ভব করিয়া থাকে ।
অযোধ্যা, মথুরা ও দ্বারকা, এই তিন পুরীর বিবরণ
অতঃ, অভিলিখিত বা দৃষ্ট হইলে করসম্পূট পাপও
বিনাশ করিয়া থাকে । উক্ত পুরত্রয়ে কৃষ্ণ, বিষ্ণু
ও হরিদেব বিশ্বাস লাভ করিতেছেন । কলিতে
দ্বাদশী তিথিতে ইহাদের সমক্ষে রাজিঙ্গাগরণ
বরিলে অমৃত অশ্বমেধকল লাভ হয় । যাহারা
প্রতিদিন কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়াস্থান স্মরণ করে, হে
নৃপবর ! তাহাদের স্বর্ণশৈলপদে অবস্থিতি হয় ।
কলিকালে সেই সকল মানবই ধন্য,—যাহারা
গোমতীসিদ্ধসন্ধমে সন্তরণ করিয়াছে । যে সকল
নর গোমতীর পশ্চিম দিকে গিয়া স্নানপূর্বক যুক্ত-
করে দ্বারকা স্মরণ করে, তাহাদের কোটিভগ্ন কল
হয় । যে নর কলিতে মনে মনে দ্বারবতী পুরী
চিন্তা করে, অমৃত কপিলাদানের কল তাহার
অনন্যসেই লাভ হয় । গঙ্গাসাগরে বা গঙ্গাদ্বারে
যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, কলিতে দ্বারাবতীগমনে
মানবের সে পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । হে ভূপ !
আমি সন্ত কল্পস্র মার্কণ্ডেয় ; আমার যতদূর
স্মরণ হয়, তাহাতে দ্বারবতী পুরীর সমান
বা অধিক পুণ্যভূমিকা কোন পুরী আছে বলিয়া

মনে হয় না । হে নৃপ ! ভূমিাসা ঋষির সমান বা
ধন্য বা অধিক পুণ্যবান নাই ; কেননা, তিনি ভাব্য
প্রাঙ্ক রচনা করিয়া দ্বারকায় হরিকে আবদ্ধ রাখিয়া-
ছেন । রাজর্ষে ! কাশী, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, বা পুষ্কর
কোথাও যাউও না, একমাত্র দ্বারকায় যাও ।
সেখানে গিয়া শুভ কেশববাক্ত নিরীক্ষণ কর । ১—২২ ।
দ্বারকাযাত্রী নর কলিতে পদে পদে সহস্র অশ্বমেধ
ও শত রাজস্বয়-কল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে নর-
বরোত্তম ! কলিতে তাহাদের জীবনই সকল—
যাহাদের চিত্ত দ্বারকা গমনে পরাধুখ নহে । যে
কৃষ্ণসম্মিহিত গোমতীতীরে পিতৃ দান করে, সেই
পুত্র দ্বারাই মাতা পুত্রিণী এবং পিতা পুত্রবান হইয়া
থাকেন । নর গোপীচন্দনমুদ্রা ধারণ করিয়া যে
প্রদেশে ভ্রমণ করে, তাহা পুত হইয়া থাকে । পরন্তু
যথায় ঐ চন্দন আছে, তাহার পুণ্যবতার বিষয়ে
আর কি বলিব ? দ্বারকোৎপন্ন কৃষ্ণসেবিতা তুলসী
যে নর নিত্য নিত্য শিরে ধারণ করে, সে ইন্দ্রতুলা
হইয়া থাকে । ভগবতীথি বিজয়া, গঙ্গাজল, কাশীপুরী,
তুলসী ধাত্রীকল, ভাগবতশাস্ত্র, রামায়ণ, দ্বারকা,
মালতীপুষ্প, এবং গীত ও জাগরণ এই কয়েকটি
দৈত্যহৃদন হরির অতিপ্রিয় । যাহার গৃহে সর্বদা
গোপীচন্দনশক্তিকা আছে, কৃষ্ণসহিতা দ্বারকা ভাষায়

৩০। কৃত্যো বাধ গোয়োহপি হৈতুকঃ কৃৎসপা-
কৃৎ। গোপীচন্দনসম্পর্কো পুস্তো ভবতি তৎকণাৎ।
৩১। গোপীচন্দনখণ্ডে তু যো দদাতীহ বৈকবে।
কুলমেকোত্তরং তেন শতং তারিৎমেব বা। ৩২।
দ্বারকাসম্ভবা ভূপ তুলসী যন্ত মন্দিরে। তন্ত
বৈবস্বতো নিত্যং বিভেতি সহ কিস্করৈঃ। ৩৩।
দ্বারকাসম্ভবা যুৎস্না তুলসী কৃষ্ণকীর্তনম্। ক্রতুকোটি-
শতং পুণ্যং কথিতং ব্যাসমুচুনা। ৩৪। আলোভ্য
সর্বশাস্ত্রাণি পুরাণানি পুনঃপুনঃ। ময়া দৃষ্টা মহীপাল
ন দ্বারকাসমা পুরী। ৩৫। দ্বারকাগমনং যেন
কৃতং কৃষ্ণ কীর্তনম্। স্নাতং তীর্থসহশ্রেষ্ঠ
তেনেষ্টে ক্রতুকোটিভিঃ। ৩৬। ইন্দ্রিয়াণাং তু
দমনং কিং করিষ্যতি দেহিনাম্। সাত্ব্যমধ্যমং
চাপি দ্বারকাঃ গচ্ছতে ন চেষ। ৬৭। পশবন্তে ন
সন্দেহো গর্দভেন সমা জনাঃ। দৃষ্টং কৃষ্ণমুখং
যেহ গহা দ্বারাবতীঃ পুরীম্। ৩৮। কৃতকৃত্য
তে ধন্বা দাদশ্যং জাগরে হরেঃ। কৃষা জগি-
ভক্ত্যা নৃত্যমানা মুহুর্ধ্বঃ। ৩৯। কৃষ্ণালয়ং তু
গহা গোমত্যাং পিণ্ডপাতনম্। কয়োতি শক্তা

নিত্য-সরিহিতা। লোক কৃত্য, গোয়, হৈতুক,
বা নিখিল পাপকৃৎ হউক, গোপীচন্দন সম্পর্কে
তৎকণাৎ পুত হইয়া থাকে। যে নর বৈকব
ব্যক্তিকে গোপীচন্দনখণ্ড প্রদান করে, একাধিক
শতকুল তাহার তারিত হইয়া থাকে। যাহার গৃহে
দ্বারকাৎপর তুলসী আছে, দূতগণসহ যম তাহাকে
ভয় করিয়া থাকেন। দ্বারকার মৃত্তিকা, তুলসী
এবং তত্ত্ব জীকৃষ্ণের নাম কীর্তন শোটি-
ক্রতু জন্ত পুণ্যপ্রাপক। ব্যাসনন্দন স্বয়ং
শুক এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণাদি
নিখিল শাস্ত্র পুনঃপুনঃ আলোড়িত করিয়া
দেখা গিয়াছে যে, দ্বারকাসমা পুরী নাই। যে
ব্যক্তি দ্বারকা গমন ও কীর্তন করিয়াছে,
তাহার সহস্র সহস্র তীর্থের স্নান ও কোটি কোটি
ক্রতু করা হইয়াছে। দ্বারকায় যদি না যাওয়া হয়,
তবে দেহিগণের ইন্দ্রিয় দমনেই বা কি হইবে?
আর সাত্ব্যমধ্যমেনই বা কোন ফল হইবে?
যাহারা দ্বারকার গিয়া কৃষ্ণদর্শন দর্শন করে নাই,
তাহারা পশু, পশুর মধ্যেও গর্দভ কল্প। যাহারা
দাদশীতে হরির উদ্দেশে জাগরণ করে, তাহারাই
ধন্ব, কৃতকৃত্য। যাহারা ভক্তি করিয়া রাজিগ-
রণ, মুহুর্ধ্ব নর্জন, কৃষ্ণাগারগমন, গোমতীতীরে

দানঞ্চ মুক্তান্তস্ত পিতামহাঃ। ৪০। প্রেতস্বক
পিশাচস্ব ন ভবেত্তন্ত দেহিনঃ। জয়জয়নি
রাজেশ্ব যো গতো দ্বারকাং পুরীম্। ৪১।
অনশনে যৎপুণ্যং প্রয়াগে ত্যজতন্তমুখ্য দাদশী
নিমিষাদিনে তৎকলং কৃষ্ণসন্নিধৌ। ৪২। সূর্য্যগ্রহে
গবাং কোটিং দত্তা যৎকলমাপুয়াৎ। তৎকলং
কলিকালে তু দ্বারবত্যাং দিনেদিনে। ৪৩। কোটি-
ভারং সুবর্ণন্ত গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। দত্তা যৎকল-
মাপ্রোতি তৎকলং কৃষ্ণদর্শনে। ৪৪। দোলাসংস্থ
যে কৃষ্ণং পশুস্তি মধুমাধবে। তেবাং পুত্রাশ্চ
পৌত্রাশ্চ মাতামহাশ্চামহাঃ। ৪৫। স্বত্তরাদ্যাঃ
সত্তত্যাশ্চ পশবশ্চ নরোত্তম। ক্রৌড়স্তি বিষ্ণুনা
সাক্ষং যাবদাভূতসংপ্রবম্। ৪৬। যা কাচিন্দাদশী
ভূপ জায়তে কৃষ্ণসন্নিধৌ। পশ্যামি নাস্তরং কিঞ্চিৎ
কলিকালে বিশেষতঃ। ৪৭। কৃষ্ণস্ত সন্নিধৌ
নিত্যং বাসয়া দাদশীসমাঃ। যুগাদিভিঃ সমাঃ সর্গে
নিত্যং কৃষ্ণস্ত সন্নিধৌ। ৪৮। কলৌ দ্বারবতী
সেবায়া জাহ্নবা পুণ্যং বিশেষতঃ। ষট্‌পুর্ধ্যশ্চৈব
শুলভা হ্রলভা দ্বারকা কলৌ। ৪৯। স্মরণাৎকীর্ত-
নাদ্যস্মাভুক্তিনুক্তী সদা নৃণাম্। হ্রলভাসা তু শ্ববিণা

পিণ্ডপাতন ও যথার্থ দানকার্য্য করে, তাহাদের
পিতামহগণ মুক্ত হন। তাহাদের আর প্রেতস্ব বা
পিশাচস্ব কখন হয় না। যাহারা জনে জনে দ্বারকা-
পুরে গিয়া থাকে, অনশনে প্রয়াগে তত্ত্বত্যাগে যে
পুণ্য হয়, দাদশীতে কৃষ্ণসমীপে নিমিষাদিনে সেই
পুণ্য হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণে কোটি গোদানে
যে ফল পাওয়া যায়, কলিকালে দ্বারাবতীতে দিনে
দিনে সেই ফল হইয়া থাকে। ২০-৪৩। চন্দ্রসূর্য্য-
গ্রহণে কোটিভার সুবর্ণপ্রদানে যাদৃশ ফল লাভ
হয়, কৃষ্ণদর্শনে তাহাই হইয়া থাকে। মধুমাধব মাসে
যাহারা দোলাকূট ও কৃষ্ণদর্শন করে, তাহাদের
পুত্রপৌত্র, মাতামহ-পিতামহ, স্বত্তর-সদ্বতী, ভৃত্যা-
ভৃত্যা ও পশ্বাদি সকলেই আশ্রয় বিষ্ণুসহ
ক্রৌড়া করিয়া থাকে। হে ভূপ! কৃষ্ণসন্নিধানে
যে কোন দাদশীই উপস্থিত হউক, কলিকালে
আমিও তাহাদের ভেদ কিছুই দেখি না।
কৃষ্ণের সমীপে সমস্ত বাসরই দাদশীভূত, স্মরণ
যুগাদির সহিত নিত্যই উহার তুলনীয়। কলিতে
দ্বারকার বিশিষ্ট পবিত্রতার বিষয় অবগত হইয়া
তাহাকেই সেবা করিবে। সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর
মধ্যে ছয়টি পুরী শুলভা; কিন্তু দ্বারকা হ্রলভা।

রক্ষিতা স্তম্ভিতে পুরী ॥ ৫০ ॥ কলৌশল শক্যতে গন্তঃ
বিনা কৃষ্ণপ্রসাদতঃ । কৃষ্ণস্ত দর্শনং কর্তুং যাত্তি
কুজাদয়ঃসুরাঃ ॥ ৫১ ॥ ত্রিকালঃ জগতীনাথ
কঙ্কীগীদর্শনায় চ । সকলা ভারতী তস্য কৃষ্ণকৃষ্ণেতি
যা বদেৎ ॥ ৫২ ॥ দ্বারকাযাযিনিং দৃষ্ট্বা গায়ন্তি
দিবি সংস্থিতাঃ । নরকাংপিতরো মুক্তাঃ প্রচলন্তি
হসন্তি চ ॥ ৫৩ ॥ গোপ্যং যৎপাতকং পুংসাং
গোমতী তদ্যাপোহতি । স্মরণাৎকৌর্ভনদ্বাপি কিং
পুনঃ প্রবনে কৃতে ॥ ৫৪ ॥ কঙ্কীগীদহিতং দেবঃ
শঙ্খোদ্ধারে চ শঙ্খিনম্ । পিণ্ডাতকে চতুর্ভাং
দৃষ্ট্বাশ্চৈঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ কঙ্কীগী
দেবকৌপুত্রচক্রতীর্থক গোমতী । গোপীনাং চন্দনং
লোকে তুলসী দুর্লভা কলৌ ॥ ৫৬ ॥ দুর্লভাস্তে
সুভা জেয়া ধরগীপানশকাঃ । গয়াং গয়া তু চ
পিণ্ডং দ্বারকাং কৃষ্ণদর্শনম্ । করিষ্যন্তি কলে
প্রাপ্তে বঙ্গুলীসমুপোষণম্ ॥ ৫৭ ॥ সমং পুণ্যকলং
তেষাং বঙ্গুলী দ্বারকাসমা । যে নানা নাথিকাপি
কথিতঃ বিকুনা স্ময় ॥ ৫৮ ॥ বঙ্গুলী চাধিকা

ইহার নাম কৌর্ভনে স্মরণে নরগণের ভুক্তি-
যুক্তি হয় । দুর্লভা ঋষি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ঐ পুরী
অবস্থিত । কলিতে কৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত কেহই
তথায় গমনে সক্ষম নহে । কুজাদি সুরগণ কৃষ্ণ-
কঙ্কীগীদর্শনাথ নিত্য ত্রিসন্ধ্যা দ্বারকায় গমন করেন ।
যে নারী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, তাহারই বাক্য সকল
হইয়া থাকে । দ্বারকাযাত্রীকে দেখিয়া স্বর্গবাসীরা
সঙ্গীত আলাপ করেন ; পিতৃগণ নরক হইতে
মুক্ত হইয়া প্রচলিত ও হসিত হইয়া থাকেন । নর-
গণের যে কিছু গুপ্ত পাপ থাকুক, গোমতী তাহা
ক্ষালন করিয়া থাকে । গোমতী স্মরণে এবং কৌর্ভ-
নেই এরূপ করে ; কিন্তু উহাতে স্নানে সত্তরপে যে
কিছু পুণ্য, তাহা বলাই বাহুল্য । কঙ্কীগী-
দেব কঙ্কীগীপতিকে, শঙ্খোদ্ধারে শঙ্খীকে এবং
পিণ্ডাতকে । তুর্ভাহকে দেখিয়া অস্বাস্ত পুণ্য কার্য
করিয়া আর কি করিবে ? কঙ্কীগী, কঙ্কীগীপতি,
চক্রতীর্থ, গোমতী, গোপীচন্দন ও তুলসী এই
কয়টি বস্তু কলিকালে দুর্লভ । যাছারা গয়ায় গিয়া
পিণ্ডদান আর দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণদর্শন করে, সেই
সকল পৃথিবীপাবন পুত্র দুর্লভ বলিয়াই বিজ্ঞেয় ।
যাছারা কলিকালে বঙ্গুলীতে উপবাস করে,
তাছাদের পুণ্যকল দ্বারকাসেবার সমান ; কেননা
বঙ্গুলী দ্বারকারই তুল্য । অথ বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

রাজন্ শূণ্ বক্ষ্যামি কারণম্ । দ্বাদশ্চামুপবাসেন
দ্বাদশ্চাঃ পারগেন তু । প্রাপ্যতে হেলয়া চৈব
তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ৫৯ ॥ গৃহেষু বসতাং
তীর্থং গৃহেষু বসতাং তপঃ । গৃহেষু বসতাং মোক্ষো
বঙ্গুলীসমুপোষণাৎ ॥ ৬০ ॥ বঙ্গুলী দ্বারকা গঙ্গা
গয়া গোবিন্দকৌর্ভনম্ । গোমতী গোহুলং গীতা
দুর্লভং গোপীচন্দনম্ ॥ ৬১ ॥ এতচ্ছ্রোতি যো
ভক্ত্যা কুয়া মনসি কেশবম্ । অশ্বমেধসহস্রম্
কলমাপ্রোতি মানবঃ ॥ ৬২ ॥ শ্রোষ্যন্তি জাগরে যে
বৈ মাহাত্ম্যং কেশবম্ চ । সঙ্গপাপবিনির্মুক্তাঃ
পরং যাস্ত্যন্তি বৈকবম্ ॥ ৬৩ ॥ পঠিষ্যন্তি নরা
নিত্যং যে বৈ শ্রোষ্যন্তি ভক্তিরঃ । তুলাপুরুষ-
দানম্ কলং তে প্রাপ্নুবন্তি হি ॥ ৬৪ ॥ রক্ষজাগরণে
দানং যজ্ঞানমপি দীয়তে । সৰ্বং কোটিগুণং জেয়-
মিত্যাহঃ কবয়া নৃপ ॥ ৬৫ ॥ মানকূটঃ তুলাকূটঃ
কন্তাহয়গবাঃ ক্রমাৎ । তৎসৰ্বং বিলয়ং যাতি
জাগরে কৃতে ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গোপীচন্দনমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম -

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গুলী দ্বারকা হইতে কোন অংশেই হীন নহে,
বরং অধিক । হে রাজন্ ! অধুনা বঙ্গুলীর আধিক্য-
কারণ শ্রবণ করুন । একাদশীতে উপবাস, ও
দ্বাদশীতে পারণ করিয়া অনায়াসেই বিষ্ণুর পরম পদ
প্রাপ্ত হওয়া যায় । বঙ্গুলীতে উপবাস করিলে
তীর্থ, তপস্যা এবং তাহার কল মোক্ষ এই
সকল গৃহবাসেই হইয়া থাকে । বঙ্গুলী, দ্বারকা,
গঙ্গা, গয়া, গোবিন্দনাম কৌর্ভন, গোমতী, গোহুল,
গীতা ও গোপীচন্দন, এই কয়েকটি বস্তু দুর্লভ ।
যে মানব ভক্তিপূর্বক মনে মনে কেশব স্মরণ করিয়া
এই সকল শ্রবণ করে, সে সহস্রাশ্বমেধফল প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । জাগরণকালে যাছারা কেশব-
মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে সঙ্গপাপবিনির্মুক্ত হইয়া
বৈকবপদ প্রাপ্ত হয় । যে সকল মানব ইহা পাঠ
ও শ্রবণ করে, তাছারা তুলাপুরুষ দানের কল লাভ
করিয়া থাকে । কৃষ্ণসন্নিধানে যে অল্প মাত্র দান
করা যায়, তাহা কোটিগুণিত হইয়া থাকে, ইহা
কবিগণ বলেন । মানকূটে, তুলাকূটে এবং কন্তা-
অশ্ব-গো-বিক্রয়ে যে পাপ হয়, তৎসমস্তই দ্বাদশী-
জাগরণে বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৪৪—৬৬ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫ ।

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ক্রীমার্কেণ্ডে উবাচ । প্রহ্লাদং সর্বধর্মজ্ঞং বেদ-
শাস্ত্রার্থপারগম্ । বৈকবাগমতত্ত্বজ্ঞং ভগবন্তুক্তিতৎ-
পরম্ ॥ ১ ॥ সুধাসীনং মহাপ্রাজ্ঞমুদয়ো ভট্টমাগতাঃ ।
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ স্বধর্মপ্রতিপালকাঃ ॥ ২ ॥ ঋষয়
উচুঃ । বিনা জ্ঞানাদ্ বিনা ধ্যানাদ্ বিনা চৈশ্রিয়-
নিগ্রহাৎ । অনায়াসেন যেনৈতৎ প্রাপ্যতে পরমং
পদম্ ॥ ৩ ॥ সংক্ষেপাৎ কথয় মেহাদ্ দৃষ্টাদৃষ্টকলো-
দয়ম্ । ধর্ম্মান্ মনুজশার্দ্দল ব্রহ্মি সর্ধানশেষতঃ ॥
৪ ॥ ইত্যাক্রোহসৌ মহাভাগো নারায়ণপরায়ণঃ ।
কথয়ামাস সংক্ষেপাৎ সর্বলোকহিতোদ্যতঃ ॥ ৫ ॥
ক্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । জ্ঞয়তামভিধান্যাম শুভদ-
গুহ্যতরং মহৎ । যন্ত সংপ্রবণাদেব সর্বাণাপক্ষয়ো
ভবেৎ ॥ ৬ ॥ অষ্টাদশপুরাণানাং সারাৎসারতরক-
যৎ । তদহং কথয়িষ্যামি ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদম্ ॥ ৭ ॥
সুধাসীনং মহাদেবং জগতঃ কারণং পরমং
পশুহু যথুথো ভক্ত্যা সর্বলোকহিতোদ্যতঃ ॥ ৮ ॥
কন্দ উবাচ । ভগবন্ সর্বলোকানাং হৃৎসংসার-
ভেষজম্ । কথয় প্রসাদেন সুখোপায়ং বিশ্বজয়ে
২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । চতুর্বিধং যৎপাপং কোটি-

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

মার্কেণ্ডেয় কহিলেন,—একদা সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ
স্বধর্ম্মরক্ষক ঋষিগণ সর্বধর্ম্মজ্ঞ বেদশাস্ত্রার্থপারদশী
বৈকবাগমতত্ত্বজ্ঞ ভগবন্তুক্ত সুধাসীন মহাপ্রাজ্ঞ
প্রহ্লাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে মনুজবর ! জ্ঞান, ধ্যান, ইশ্রিয়-
নিগ্রহ ব্যতীত অনায়াসে যাঁহাতে পরম পদ প্রাপ্ত
হওয়া যায়, তুমি তাহা সংক্ষেপে স্নেহক্রমে আমাদের
নিকট ব্যক্ত কর । ঋষিগণের এই কথায় নারায়ণ-
পরায়ণ মহাভাগ প্রহ্লাদ সর্বলোকহিতে সমুদ্যত
হইয়া সংক্ষেপে কহিলেন,—ওহু ন আপনারা, আমি
স্তম্ভ-গুহ্যতর মহাবিশয় বলিতেছি । ইহা জবণ
মাঝেই পাপকর হয় । অষ্টাদশ পুরাণের যাহা
সারাৎসার, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, আমি এক্ষণে তাহাই
বলিতেছি । একদা নিখিল লোকহিতোদ্যত যজ্ঞ-
নম সুধাসীন জগৎকারণ মহাদেবকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হইয়া নিখিল
লোকের সংসারহৃৎ-ভেষজরূপ সুখমোকোপায়
বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—কলিতে কোটিজগার্জিত

জগার্জিতং কনৌ । জাগরে বৈকবঃ শাস্ত্র-
বাচয়িত্বা ব্যাপোহতি ॥ ১০ ॥ বৈকবস্ত তু শাস্ত্রস্ত
যো বক্তা জাগরে হরেঃ । মন্ত্রজ্ঞঃ তং বিজানীয়া-
দ্বিপন্নস্তথা ভবেৎ ॥ ১১ ॥ হরিজাগরণং কাব্যং
মন্ত্রজ্ঞেন বিজানতা । অন্তথা পাপিনো জ্ঞেয়া যে
দ্বিস্তি জনান্দনম্ ॥ ১২ ॥ জাগরং যে চ কুর্কন্তি
গায়ন্তি হরিবাসরে । অগ্নিষ্টোমকলং তেষাং নিমিষা-
র্কেন যথুথ ॥ ১৩ ॥ জাগরে পশুতাং বিকোর্ম্মধঃ রাজ্ঞৌ
মুহুর্ভুজঃ । যেষাং হৃষ্যন্তি রোমশি রাজ্ঞৌ জাগরণে
হরেঃ । কুলানি দ্বিবি তাবন্তি বসন্তি হরিসন্নিধৌ ॥
১৪ ॥ যমস্ত পথি নিপুজা জনাঃ পাপশতৈর্বৃত্তাঃ । গীত-
শাস্ত্রবিনোদেন হাদশীজাগরাধিতাঃ ॥ ১৫ ॥ সুপ্রভাতা
নিশা তেষাং ধন্তাঃ শূকৃতিনো নরাঃ । প্রাণাত্যয়েন
মহন্তি যৈঃ কৃতং জাগরং হরেঃ ১৬ ॥ পুজিগন্তে
রা লোকে ধনিঃ খ্যাতপৌরুষাঃ । যেষাং বংশে-
বোঃ পুত্রাঃ কুর্কন্তি হরিজাগরম্ ॥ ১৭ ॥ ইষ্টং
মথৈঃ কৃতং দানং দন্তং পিতৃং গয়াশিরে । স্নাতং
নিত্যং প্রয়াগে তু যৈঃ কৃতং জাগরং হরেঃ ১৮ ॥
দয়িতা বিকৃতকান্ত নিত্যং মম যজ্ঞানন । কুর্কন্তি
বাসরং বিকোর্ম্মশ্রাজাগরণং হিতম্ ॥ ১৯ ॥ জব

চতুর্বিধ পাপই কৃৎসমক্ষে জাগরণে ও বৈকব
শাস্ত্রের বাচনে বিনষ্ট হইয়া থাকে । হরির জাগরণ-
কালে যে ব্যক্তি বৈকবশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, তাহাকে
আমার ভক্ত বলিয়া জানিবে । বিজ্ঞ মন্ত্রজ্ঞ হরি-
জাগরণ করিবে; অন্তথা তাহার জনান্দনহেবা পাপী
বলিয়াই অবধারিত হইবে । যাহারা হরিবাসরে
রাজিাজাগরণ ও গীত সাধন করে, নিমিষার্কে
মধ্যেই তাহাদের অগ্নিষ্টোমকল লাভ হয় । যাহারা হরি-
বাসরে জাগরণ করিয়া মুহুর্ভুজ বিকুবদন দর্শন করে
এবং হরির জাগরণে রোমরাজি যাহাদের হৃষ্ট হয়,
তাহারা ঐ রোমসমসংখ্য বর্ষ যাবৎ স্বর্গে হরি-
সমীপে বাস করে । শত পাপাবৃত জনগণও
হাদশীজাগরণে সদ্ধীতশাস্ত্র-বিনোদনে যদি যমপথে
উপনীত হয়, তবে তাহাদের সেই নিশা সুপ্রভাত
হয় এবং সেই সকল শূকৃতভাজন নরই বধ হইয়া
থাকে । যাহাদের বংশোদ্ভব পুরুগণ হরিবাসরে
জাগরণ করে, তাহারাই পুত্রবান, তাহারাই ধনী,
এবং তাহারাই প্রখ্যাতপৌরুষ । যাহারা হরিজাগ-
রণ করিয়াছে, যজ্ঞ, দান, গয়াশিরে পিতৃর্পণ, এবং
নিত্য প্রয়াগপ্রান্ন, সকলই তাহাদের করা হইয়াছে
হে যজ্ঞানন ! বিকৃতকান্ত নিত্য আমার দ্বিধ

হর্ষং ন চাপ্নোতি জাগরণং ন করোতি যঃ । প্রকটী-
করোতি তন্নুনং জনন্তা দুর্হিচেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥
সম্প্রাপ্য বাসরং বিকোর্ণ যেষাং জাগরো হরেঃ ।
ব্যর্থং গতং চ তৎপুণ্য তেষাং বর্ষণতোদ্রবম্ ॥ ২১ ॥
পুত্রো বা পুত্রপুত্রো বা দৌহিত্যে দুহিতাপি বা ।
কারয়তি কুলেহস্মাকং কলো জাগরণং হরেঃ ॥ ২২ ॥
পাত্যমানাঃ প্রজল্পন্তি পিতরো যমকিঙ্করৈঃ ।
মুক্তির্ভবিষ্যত্যস্মাকং নরকাজাগরণে কৃতে ॥ ২৩ ॥
নাস্তথা জায়তেহস্মাকং মুক্তির্জগদ্রশমিতেরপি । বিনা
জাগরণেনৈব নরলোকাৎ কথঞ্চন । তস্মাজাগরণং
কার্যং পিতৃণাং হিতমিচ্ছতা ॥ ২৪ ॥ ভক্তি-
ভাগবতানাং চ গোবিন্দস্তাপি কৌর্তনম্ । ন
দেহগ্রহণং তস্মাৎ পুনর্লোকে ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
জাগরণং কুরুতে যন্ত সঙ্গমে বিজয়াদিনে ।
পুনর্দেহপ্রজননং দম্বং তেনাস্থানাং স্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥
ত্রিশৃণুশ্রবাসরং যেন কৃতং জাগরণাধিতম্ ।
কেশবস্ত শরীরে তু স লোনে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥
উগ্রালীনৌ কৃত্য যেন রাজ্যে জাগরণাধিতা ।
প্রভবন্তি ন পাণানি স্থল স্মৃণি তন্ত তু ॥ ২৮ ॥
সতালবাদ্যসংযুক্তং সঙ্গীতং জাগরণং হরেঃ । যঃ

কারয়তি দেবস্ত ছাদস্তাং দানসংযুতম্ ॥ ২৯ ॥ তন্ত
পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি মহাভাগবতস্ত চি । তিলপ্রস্থসহস্রং
তু সহস্রাণ্যং দ্বিজাতয়ে । দধা যৎকলমাপ্নোতি
অয়নে রবিসংক্রমে ॥ ৩০ ॥ হেমভারশতং নিত্যং
সবৎসং কপিলায়ুতম্ । প্রেক্ষণীয়প্রদানেন তৎকলং
প্রাপ্তুয়াৎ কলৌ ॥ ৩১ ॥ যঃ পুনর্দাসরে পুত্র
দৈব্যাণ্যং বিকৃতৈঃ স্তবৈঃ । তোষয়েৎ পদ্মানাভং বৈ
নৈদিকৈক্লিষ্টসাম্যভিঃ ॥ ৩২ ॥ ঋগুযজুঃসামসভুতৈকৈক-
বৈশ্বেষ পুত্রক । সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈঃ স্তোত্রৈরষ্টৈশ্চ
বিবিধৈস্তথা ॥ ৩৩ ॥ জীতিঃ করোতি দেবেশো
ছাদস্তাং জাগরণে স্থিতঃ । শৃণু পুণ্যং সমাসেন
যদনীতং ত্রক্ষণা যম ॥ ৩৪ ॥ ত্রিঃসপ্তকুণ্ডো ধরণীঃ
ত্রিগুণীকৃত্য সগুণা । দধা যৎ কলমাপ্নোতি তৎ
কলং প্রাপ্তুয়ান্নরঃ ॥ ৩৫ ॥ গবাং শতসহস্রেশ সবৎ
সেনাপি যৎ কলম্ । তৎ কলং প্রাপ্তুয়ান্নর্যঃ
স্তোত্রৈর্যন্তোষয়েৎক্লিষ্টম্ ॥ ৩৬ ॥ বৈদিকী দশগুণা
শ্রীমেনৈকেন জাগরে । এতৎ কলাহুসারেণ
যাং জাগরণং হরেঃ ॥ ৩৭ ॥ যঃ পুনঃ পঠতে
ঋজৌ গীতাং নামসহস্রকম্ । ছাদস্তাং পুরতো
কার্কস্কবানাং সমীপতঃ ॥ ৩৮ ॥ পুণ্যং ভাগ-
বতং স্বান্দপুরাণং দয়িতং হরেঃ । মাধ্বং বালচরিতং

কেননা তাহার হরিবাসরে জাগরণ করিয়া থাকে ।
যে ব্যক্তি হরিবাসরে না হুঁট হয় কিবা তাহাতে না
জাগরণ করে, সে তাহার জননীর দুর্ঘ্যবহারই
প্রকটিত করিয়া থাকে । হরিবাসর প্রাপ্ত হইয়া যে
সকল নর বিষ্ণুর সমক্ষে জাগরণ না করে, তাহাদের
শতবর্ষোদ্রব পুণ্যও বিফল হইয়া যায় । পিতৃগণ যম-
কিঙ্করগণ কর্তৃক পাত্যমান হইয়া এইরূপ জরনা
করিতে থাকেন যে, পুত্র পৌত্র দৌহিত্র দুহিতা, যে
কেহ আমাদের কুলে অবশুই হরিবাসরে জাগরণ
করিবে । আমাদের তাহাতে নরক হইতে মুক্তি
ঘটিবে । অস্তথা শতযন্ত্র দ্বারাও আমাদের মুক্তি
হইবে না । অতএব পিতৃহিতেস্তু নর অবশুই
জাগরণ করিবে । ভাগবতগণের প্রতি ভক্তি
এবং গোবিন্দনাম কৌর্তন করিলে সংসারে আর
দেহ গ্রহণ করিতে হয় না । গোমতীসাগরসঙ্গমে
যে জন ছাদীনীদিনে জাগরণ করে, সে তদ্বারা
আপনিই পুনর্দেহপ্রয়োহ দম্ব করিয়া থাকে ।
ত্রিশৃণুশ্রবণে যে নর জাগরণ করে, কেশবশরীরে
তাহার লয় হইয়া থাকে । যে নর উগ্রালীনৌ তিথিতে
রাজিঙ্গাগরণ করে, তাহার স্থল স্থল কোমরশ
পাশই হয় না । হরিজাগরণে যে নর ভালবাদ্য

সহকারে সঙ্গীত করে, দান করে, সেই মহাভাগবত
ব্যক্তির পুণ্যকথা কহিতেছি । রবিসংক্রান্তিতে
আক্ষাংক সহস্রাণ্য সহস্র তিলপ্রস্থ, শত হেমভার ও
সবৎসা অযুত কপিল দান কার্যে যে কল হয়,
হরিজাগরণে হরিবদনে দৃষ্টিপাত করিয়াও সেই কল-
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি হরিবাসরে দিব্য
বা ঋষিকৃত স্তব অথবা বৈদিক বিষ্ণুসাম দ্বারা পদ্ম-
নাভের পরিতোষ জন্মায় কিবা ঋক্ যজুঃ ও সামময়
বৈকব স্তবে অথবা সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অন্তান্ত
বিবিধ স্তোত্রে ছাদীনীজাগরণে দেবদেবেশের জীতি
উৎপাদন করে, ত্রক্ষণা তদীয় পুণ্যকল সংক্ষেপে
অবণ কর । ত্রিষষ্টিবার ধরনীধানে যে কল হয়, ঐ
নর তাদৃশ কলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । শত সহস্র
সবৎসা গাতী দানে যে কল, স্তোত্র দ্বারা হরিতোষণ-
কারী ব্যক্তির সেই কলই লাভ হয় । এক প্রহর
মাত্র হরিজাগরণে বৈদিকী দশগুণা জীতি হইয়া
থাকে । এইরূপ কলাহুসারে নরের হরিজাগরণ
কর্তব্য । যে ব্যক্তি ছাদীনীর স্তোত্রে কেশবকে
পূজা করিয়া বিষ্ণু বা বৈকবগণের সমক্ষে গীতা,
বিষ্ণুসাহস্রনাম, পবিজ ভাগবত, হরিপ্রিয় কলপুরাণ,

গোপীনাং চরিতং তথা ॥ ৩৯ ॥ এতান পঠতি রাজো
যঃ পূজয়িত্বা তু কেশবম্ । ন বেদ্যাং ফলং বৎস
যদি জ্ঞান্তি কেশবঃ ॥ ৪০ ॥ দীপং প্রজ্জাল-
য়েজ্যাকৌ যঃ স্তবেহরিজাগরে । ন চাক্ষং গচ্ছতে
তন্ত পুণ্যং কল্পশতৈরপি ॥ ৪১ ॥ মঞ্জরীসহিতৈঃ
পটৈঃ স্তবসী সজ্জবৈরিম্ । জাগরে পূজয়েন্তু ক্রা-
নাস্তি তন্ত পুনর্ভবঃ ॥ ৪২ ॥ স্নানং বিলেপনং পূজা
ধূপঃ দীপকং সংস্তবম্ । নৈবেদ্যঞ্চ সত্যভুলং জাগরে
দন্তমক্ষয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ ধাতুমিচ্ছতি বহুভুক্ত যো মাং
ভক্তিপরায়ণঃ । স করোতু মহাভক্ত্যা দাদিষ্ঠাং
জাগরঃ হরৈঃ ॥ ৪৪ ॥ বাসরে বাসুদেবস্ত সর্বে
দেবাঃ সবাঃ । দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি যে প্রকুর্কন্তি
জাগরম্ ॥ ৪৫ ॥ জাগরে বাসুদেবস্ত মহাভারত-
কীর্তনম্ । যে কুর্কন্তি গতিং যান্তি যোগিনাং তে ন
সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ চরিতং রামদেবস্ত যে বধং রাবণস্ত
চ । পঠন্তি জাগরে বিকোন্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥
৪৭ ॥ অধীত্য চতুরো বেদান কুর্বা চৈবৈকম্
হরৈঃ । স্নানং চ সর্গীতীর্থৈব জাগরে তৎফলং
হরৈঃ ॥ ৪৮ ॥ রামনামশতৈর্ভক্ত সন্যাসৈরবারণৈঃ
লক্ষণাশ্চবরাণাং তু তৎফলং জাগরে হরৈঃ ॥ ৪৯ ॥

তদীয় মধুর বালচরিত ও গোপীচরিত পাঠ করে,
তাহার যে কত ফল, বৎস! তাহা আমি জানি না।
স্বয়ং কেশব সে ফল জানিতে পারেন। যে নর হরি-
জাগরণে স্তব পাঠ করিতে করিতে রাজিতে
প্রদীপ জালিয়া দেয়, শতকল্পেও তাহার পুণ্যবসান
হয় না। যে নর তুলসীর মঞ্জরীসহিত পত্র দ্বারা
হরিজাগরণে হরির পূজা করে, তাহার পুনরুৎপত্তি
নাই। স্নান, বিলেপন, পূজা, ধূপ, দীপ, স্তব,
নৈবেদ্য, ও তাহুল, এই সকল হরিজাগরণে প্রযুক্ত
হইয়া অক্ষয় হয়। হে বড়ানন! যে ভক্তিভংগ
ব্যক্তি আমার ধ্যান করিতে ইচ্ছা করে, সে বিশেষ
ভক্তিসহকারে দ্বাদশীতে হরিজাগরণ করুক। বাসু-
দেবের বাসরে সবাংসব দেবগণ জাগরণকারীদিগের
দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। বাসুদেবের
জাগরণে যাহারা মহাভারত কীর্তন করে, তাহারা
নিশ্চয়ই যোগিপলভ্য গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
বিষ্ণুর জাগরণে যাহারা রামদেবের চরিত রাবণবধ
পাঠ করে, তাহাদের পরমগতি হয়। চতুরৈদ
অধ্যয়ন, হরিপূজন ও সর্গীতীর্থ স্নান করিলে যে
ফল হরিবাসরে জাগরণে সেই ফল হইয়া থাকে।
অযুত বধ, সহস্র বর বারণ ও লক্ষ অবদানে

ধাতুশৈলসহস্রৈশ তুলাপুরুষকোটিভিঃ । যৎ ফলং
মুনিভিঃ প্রোক্তং তৎফলং জাগরে হরৈঃ ॥ ৫০ ॥ কস্তা-
কোটপ্রদানকং স্বর্ণভারশতং তথা । দত্তং রত্নায়ুতশতং
যৈঃ ক্রতো জাগরো হরৈঃ ॥ ৫১ ॥ অষ্টাদশপুরাণৈশ্চ
পঠিতৈর্ভয়ং ফলং ভবেৎ । তৎফলং শতসাহস্রং ক্রতে
জাগরণে হরৈঃ ॥ ৫২ ॥ যদ্যপি পঠিতাং শাস্ত্রং যৎ
ফলং হি দ্বিজয়নাম্ । অধিকং ফলমাপ্নোতি
কুর্করণো জাগরঃ হরৈঃ ॥ ৫৩ ॥ হৃদিকে চানন্দা-
তুণ্যং পুংসাং ভবতি যৎফলম্ । সন্ন্যাসিনাং স-
শ্রেষ্ঠং যৎ ফলং ভোজিতৈঃ কলৌ । ফলং তৎ
সম্বাপ্নোতি কুর্কতাং জাগরঃ হরৈঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে দ্বাদশীজাগরণমাহাশ্রাবণং নাম
ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । হিহা দ্বাদশীজাগরণে ক্রতুসম্য-
ক্স্থাপহে পুণ্যদে রমাং ভাগবতং শৃণোতি পুরুষঃ
কুর্বা হরৈঃ পূজনম্ । পুণ্যং বাজিমথস্ত কোটি-
গুণিতং সম্প্রাপ্য ভক্তোত্তমহিহা পাশসমুহ-

যে ফল, হরিজাগরণে সেই ফল হয়। সহস্র ধাতু-
শৈল, ও কোটি তুলাপুরুষ দানে যে ফল অর্পণ
করে, মুনিগণ বলিয়াছেন, হরিজাগরণে তাহাদের
সেই ফল হইয়া থাকে। যাহারা হরিজাগরণ করি
যাচ্ছে, তাহাদের কেটি কস্তা, শত স্বর্ণভার ও
অযুত শত রত্নদান করাই হইয়াছে। অষ্টাদশ
পুরাণ পাঠে যে ফল, হরিজাগরণে তাহার শত-
সহস্রগুণিত ফল হইয়া থাকে। যদ্যপি শাস্ত্র পাঠে
দ্বিজাতিগণের যে ফল হরিজাগরণে ভদ্রপেচ্ছা
অধিক ফল। হৃদিকে অনন্দদানে এবং সহস্র
সন্ন্যাসী ভোজনে যে ফল, হরিজাগরণ করিয়া
নর তত্তুল্য ফলই পাইয়া থাকে। ১—৫৪।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দ্বাদশীজাগরণ যজ্ঞতুল্য স্থা-
পহ ও পুণ্যপ্রদ। এই জাগরণ করিয়া যে নর
রমা ভাগবত শ্রবণ ও হরিপূজন করে, অধমের
যজ্ঞের কোটিগুণ পুণ্য তাহার হয়। তাহা শ্রবণ

পকনিচয়ঃ প্রাপ্তোতি কৃষ্ণালয়ম্ ১১ ॥ হত্যাপাপ-
সম্বন্ধকোটি-নিচয়ৈর্গুরুনাট্যকোটিভি স্তেয়ে-লক্ষণে
ওঁর্বর্জনকরৈঃ সংবেষ্টিতো যদাপি । অত্র ভাগবতঃ
ছিন্নস্তি সকলং কৃষ্ণা হরৈর্জাগরঃ মুক্তিঃ যাতি নরেন্দ্র
নির্মলবপুর্ভিঃ । রবেশ্বরগুণম্ ২ ॥ একাদশী
ছাদশিসম্প্রবিষ্টা কৃষ্ণা নভস্তে অবগেন সুক্ণা ।
বিশেষতঃ সৌমসুভেন সঙ্গমে করোতি মুক্তিঃ
প্রপিতামহানাম্ ৩ ॥ যদীয়তে ছাদশিবাসরে
ভূতে বিষ্ণুঃ সমুদিতঃ তথা পিতৃণাম্ । পর্যাপ্ত-
মিষ্টৈঃ কৃত্তীর্থদানৈর্ভক্ত্যা প্রদত্তঃ খলু মেকত্বলাম্ ৪ ॥
মহানদীং প্রাপ্য দিনং চ বিকোন্তোয়াহলিঃ
যন্ত পিতৃন দদাতি । শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং
যচ্ছন্তি কামান পিতরঃ সূতপ্তাঃ ৫ ॥ শরণাগতানাং
পরিপালনেন হস্তপ্রদানেন শৃগুধ পুত্র । ঋণপ্রদানেন
দ্বিজদেবতানাং তেষু কলং জাগরণেন বিকোঃ ৬ ॥
যঃ স্বর্ণধেনুঃ মধুনীরধেনুঃ কৃষ্ণাজিনঃ রোপ্যাসুবর্ণ
মেক । ব্রহ্মাণ্ডদানং প্রদদাতি যাতি স বৈ কলঃ
জাগরণেন বিকোঃ ৭ ॥ সত্যেন শৌচেন দমেন
যৎকলঃ কামাদদাদানবলেন সগুণ । দশাধমেধ-

সহৃদকিণৈশ্চ হেযাঃ কলং জাগরণেন বিকোঃ ৮ ॥
আনেন যৎপ্রাপ্য নদীঃ বরিষ্ঠাঃ যৎ পিতৃদানেন পিতৃ-
গয়াম্য । যচ্ছদমানাৎ কুরুজাঙ্গলে চ তৎশ্রাৎ কলং
জাগরণেন বিকোঃ ৯ ॥ হত্যাযুতানাং যদি সঙ্কিতানি
স্তেয়ানি কৃষ্ণান্ত তথামিতানি । নিহন্ত্যনেকানি পুত্রা-
কৃতানি ত্রিজাগরে যে প্রপাতি গীতম্ ১০ ॥ মার্গঃ
ন তে সৌরপুরস্তা দূতান বনান্তরং যগুধ কিঞ্চি-
দন্তঃ ১১ ॥ স্বপ্নে ন পশন্তি চ তে মনুষ্যাঃ যেষাং গতা
জাগরণেন নিদ্রা ১২ ॥ কাষায়বস্ত্রেণ জটাভরৈশ্চ
পূর্ত্যগ্নিহোত্রৈঃ কিমু চান্তমস্ত্রৈঃ । ধর্ম্মার্থকামবর-
মোক্ষকরীক ভজ্যমেকাং ভজন্ত কলিকালবিনাশিনীং
চ ১৩ ॥ ইত্যুক্তপূর্বঃ কিল নারদেন শ্রেয়োহর্থবুদ্ধ্যা
বিনতাসুতায় । কৃষ্ণাৎ পরং নান্তদিত্যস্তি দৈবঃ
ব্রতঃ তদহঃ পরমং ন কিঞ্চিৎ ১৪ ॥ ভোভোঃ
সুখাঃ শৃণুত নারদ ইতাবোচভোভোঃ পগেন্দ্রধ্বি-
সিদ্ধমুনীশ্চসুজবাঃ । উৎকিণ্য বাহুযথ ভক্তজনেন
সুখং নৈকাদশীভূতসমঃ ব্রতমস্তি কিঞ্চিৎ ১৫ ॥
পক্ষীশ্চ পাপপুরুষা ন হরিঃ ভজন্তি তত্তত্তিশাস্ত্র-
নিরতা ন কলৌ ভবন্তি । কুর্বন্তি মুঢ়মনসো দশমী-

বর সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণালয়
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । নর যদি কোটি হত্যা, কোটি
ওঁর্বর্জনগমন, লক্ষ স্তেয় ও লক্ষ গুরুবধ জন্ত
পাপসমূহে পতিবৈষ্টিত হয়, তথাচ হরিজাগরণ
করিয়া ভাগবতপ্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সে বিমল দেহে
বন্ধন ছেদনপূর্বক রবিমণ্ডল ভেদ করিয়া মুক্তি
প্রাপ্ত হয় । শ্রবণে বিশেষতঃ শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত
বৃধবারে ছাদশীবিদ্যা একাদশী করিয়া নর তাহার
প্রপিতামহগণের মুক্তি বিধান করে । শুভ ছাদশী-
দিনে বিষ্ণু বা পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু ভক্তি-
পূর্বক প্রদত্ত হয়, তাহা যজ্ঞ ও তীর্থদানের তুল্য
হয় । ঐ দান মেকদানত্বা হইয়া থাকে । যেনর
মহানদী প্রাপ্ত হইয়া হরিবাসরে পিতৃগণোদ্দেশে
জলাধলি দান ও শ্রাদ্ধ বিধান করে । তাহার
পিতৃগণ সহস্র বৎসর সূতপ্ত থাকিয়া তাহাকে
সকল মহাতীর্থ প্রদান করেন । শরণাগত ঋণ
অন্নদান, ও দ্বিজদেবত সম্বন্ধে ঋণদান, এই সকল
ব্যাপারে যে কল হয়, একমাত্র হরিজাগরণে তাহা
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি স্বর্ণধেনু, মধু ও নীরধেনু
এবং কৃষ্ণাজিন, রোপ্য বা সুবর্ণময় মেক ও ব্রহ্মাণ্ড
দান করে, তাহার যেক্ষণ কল, একমাত্র হরিজাগ-
রণেই সেই কল । সত্য, শৌচ, কমা, দয়া ও দানবশে

যে কল হয় এবং বহু দক্ষিণাবিত অশ্বমেধ যজ্ঞের
যেক্ষণ কল, হরিজাগরণে তথাবিধ কলই হয় । প্রানার্থ
বরিষ্ঠনদীপ্রাপ্তি, গয়ায় পিতৃ পিতৃদান ও কুরুজাঙ্গলে
হেম দানে যে কল হয়, বিষ্ণুজাগরণে সেই কলই
হইয়া থাকে । যদি হত্যাযুক্তরূপ পাপ সঙ্কিত
থাকে, এবং পুরাকৃত স্তেয়াদি অস্বাভাব্য পাপ অর্জিত
থাকে, তবে একমাত্র হরিজাগরণে সগীত করিলেই
সে সকলের বিনাশ হয় । হরিজাগরণে যাহাদের
নিদ্রা অপগত হইয়াছে, তাহারা স্বপ্নেও কদাচ যম-
মার্গ, যমদূত, বনান্তর ও অস্ত্র কোন প্রকার অম-
ঙ্গলা দৃশ্য দর্শন করে না । কাষায় বস্ত্র, জটা-
ভার, পূর্ত্যগ্নি হোত্র ও মন্ত্রাদির প্রয়োজন কি ?
—কলিকালবিনাশিনী ধর্ম্মার্থবরমোক্ষকরী একমাত্র
ভজ্য ভজনা কর । পূর্বে দেবার্ঘ্য নারদ শ্রেয়ো-
বুদ্ধিতে বৈনতেয়কে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন ।
কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং হরিবাসর হইতে
উত্তম ব্রত আর নাই । ভো ভো ধগেন্দ্র-ধ্বি-
সিদ্ধমুনীশ্চ-সুজবা ! ভক্ত নারদ বাহু প্রসারিত
করিয়া কি বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন । তিনি বলি-
য়াছেন,—একাদশীভূত সদৃশ ব্রত আর নাই ;
কলিতে পাপপুরুষগণ হরিভজনা করিবেন না ; কেহ
হরিভক্তি-শাস্ত্রনিরত হইবে না ; এবং সকলে মুখ

বিমিষামেকাদশীঃ শুভদিনঞ্চ পরিত্যজতি । ১৫ ।
আৰ্ত্তঃ সদা চৈব সদা চ যোগী পাণ্ডি সদা চৈব সদা
চ হৃদ্বী । সদা কুলসৌখ্যং সদা চ নারকী বিজ্ঞঃ
মুখ্যৈরদিনমাখণ্ডেভু যঃ । ১৬ ।

ইতি শ্রীমদ্বৈকানাথসংহিতায় সর্বভোগবোধন্য-
বর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৭ ।

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । কৃষা জাগরণং বিমোক্ষধা-
ভায়ং নরেশ্বর । পিতৃন যচ্ছতি পুণ্যঞ্চ ততঃ কিং
কুরুতে যমঃ । ১ । ভুক্তো বা যদি বাভুক্তঃ স্বচ্ছো
বাঞ্চছ এব বা । বিমুক্তিঃ কথিতা তত্র হরি-
জাগরণানুগাম্য । ২ । অন্নাতো বা নরঃ স্নাতো
জাগরে সমুপস্থিতে । সর্বভোগসমুত্তো জেয়ন্তং দৃষ্ট্বা
দিবমাত্রজ্ঞেয়ঃ । ৩ । স্বপচা জাগরণং কৃষা পদং
নির্মাণমাগতাঃ । কিং পুনরুপসমুত্তাঃ সদাচার
পরাস্তথা । ৪ । যুবতীনাং মাকর্য যথা নিজা
জায়তে । জাগরে চৈব মেব স্নাতং কথানাঞ্চ কীর্তনে
৫ । ব্রহ্মহত্যা পুরাপানং স্তেয়ং গুরুজননাশমঃ ।

দশমৌষধি একাদশী করিয়া শুভ দিন পরি-
ত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি বিজ্ঞ হরিদিন আশ্রয়
করে, সে সদা আৰ্ত্ত, সদা যোগী, সদা পাণ্ডি, সদা
হৃদ্বী, সদা কুলস, এবং সদা নারকী হয়। —১৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপ! যথাবিধি হরি-
জাগরণ করিয়া নয় পিতৃগণকে পুণ্যকল অর্জন
করিলে যম আর কি করিতে পারে? ভুক্ত অভুক্ত
ভুচি অশুচি শ্রেয়স অবস্থাতেই হউক, হরিজাগরণ-
কারী নরগণের মুক্তি অবশ্যই বিহিত। নয় স্নাত বা
অস্নাত হউক, হরিজাগরণে সে সর্বভোগস্নাত
বলিয়াই বিজ্ঞেয়। তাদৃশ জনকে দর্শন করিয়াও
লোক স্বর্গগামী হয়। স্বপচগণও হরিজাগরণ করিয়া
নির্মাণপদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাহ্যের উত্তম
বর্ণজাত সদাচারনিষ্ঠ, ভীতাদের মুক্তি সম্বন্ধে আর
কথা কি? যুবতীর কঠোরতা অবশ্যে যেমন নিজা
হয় না, হরিজাগরণে হরিকথা কীর্তনেও নিজায়

উৎকলনং মনোগোপং শোধয়েদ্বিকৃৎজাগরণঃ । ৬ ।
বিমুক্তিঃ কামুকভোক্তা কিং পুনরীকৃতাঃ হরিমুঃ ৭ ।
বাচিকং মানসং পাপং করণৈর্দুর্গপাঞ্জিতম্ । অস্ত্রে-
নির্মিবমাত্রাণে ব্যাপোহতি ন সংশয়ঃ । ৮ । গোষ্ঠ্যাং
সমাগতা যে তু ভেষাং পাপং কৃতঃ স্মৃতম্ । মাতৃপুজা
গম্যাত্মকঃ স্তুতীর্থগমনং তথা । জাগরণং নৃপাং
রাজন গমানি কবয়ো বিজ্ঞঃ । ৯ । জননীপূজনং কৃপ
হৃদমেধাযুক্তৈঃ সমম্ । পূর্ণং বর্ষশতং কৃপ কৃপাশ্রে-
ণোদ্ধৃতং জলম্ । ১০ । পিবন পাণ্ডে বিজ্ঞঃ সম্যকভীর্থে
পুঙ্করসংজ্ঞিতে । জাগরন্তেব চৈতানি কলাঃ
নাহন্তি যোড়শীম্ । ১১ । কৃষা কাকুনসম্পূর্ণাং
বসুধাং বসুধাধিপ । দধা যৎকলমাপোতি তৎ-
কলং হরিজাগরে । ১২ । নিকুন্তনং কর্ম-
ণঞ্চ হাখনা হুতং কৃতম্ । ব্যাপোহতি ন সন্দেহো
যন জাগরণং কৃতম্ । ১৩ । সংক্ষেপতঃ প্রবক্ষ্যামি
পুনরেব মহাপতে । জাগরে পদ্মনাভস্ত যৎকলং
কবয়ো বিজ্ঞঃ । ১৪ । রবৈর্কর্মমদং ভিষা স যোগী
হরিজাগরে । প্রয়াতি পরমং স্থানং যোগিগম্য
নিরঞ্জনম্ । সাধ্যাযোগৈঃ সূত্ৰং তেন প্রাপ্যতে যৎ
পদং হরেঃ । ১৫ । নদ্যা নদা যথা যান্তি সাগরে

তেমনি অভিভূত হইতে হয় না। ব্রহ্মহত্যা, পুরা-
পান, স্তেয়, গুরুজননাশন বা মানস পাপ—তাবৎ
পাপই হরিজাগরে বিনষ্ট হয়। হরিজাগরে কামু-
কেরও মুক্তি আছে, হরিদর্শনকারীদের আর
কথা কি? বাচিক, মানসিক ও কর্মকৃত নিখিল
পাপই এই কার্যে ব্যাহত হয়। জাগরণগোষ্ঠিতে
যাহারা সম্মিলিত হয়, তাহাদের আর পাপ কোথায়?
মাতৃপুজা, গম্যাত্মক ও সাধু তীর্থনিবেশন, এ সকলই
হরিজাগরের সমান। ইহাই বৃষগণের অভিমত।
হে কৃপ! অযুত অশ্বমেধসম্য জননীপুজা, আর
পুঙ্কর তীর্থে পূর্ণশতবর্ষ কাল কৃপাশ্রেষ্ঠ জলপান
এই দুই কার্যও হরিজাগরের যোড়শাংশের সমান
নহে। হে বসুধাধিপ! কাকুনপূর্ণ বসুধা দানে
যে কল, হরিজাগরেও সেই কল লাভ হয়। যে
হরিজাগরণ করে, তাহার কর্মবদ্ধ ছেদন ও আশ্র-
কৃত হুত নাশ নিশ্চয়ই হয়। পদ্মনাভের জাগরণে
পণ্ডিতগণ যে কল নির্দেশ করেন, আমি পুনরপি
সংক্ষেপে তাহা কহিতেছি। হরিজাগরণকারী যোগী
রবিবিষ ভেদ করিয়া যোগিগম্য নিরঞ্জন পদ প্রাপ্ত
হইয়া থাকে। এপদ সাধ্যাযোগগণও অতিক্রম্য লাভ
করিয়া থাকেন। ১১। নিখিল নদনদী যেমন সাগরে

সংস্থিতিঃ ক্রমাৎ । এবং জাগরণস্যসকলং তৎপদে
যান্তি সংস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥ মেঘমন্দরমানানি কুহা
পাপানি বা নরঃ । হরিজাগরণে তানি ব্যাপোহতি
ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ রাজ্যং স্বর্গং তথা মোক্ষং
যচ্ছান্তদীপিতং নৃণাম্ । দদাতি ভগবান্ কৃষ্ণঃ
স্বগীতৈজ্জাগরে স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ জাগরণেইব
পাপানাং স্বপচানাং মহীপতে । তৎপদং কবিত্তিঃ
প্রোক্তং কিং পুনশ্চ বিজয়নাম্ ॥ ১৯ ॥ অপখ্যান-
বিহীনস্ত গায়কস্তাপি ভূপতে । কর্ণভ্রষ্টস্ত চ প্রোক্তো
মোক্ষস্ত হরিজাগরে ॥ ২০ ॥ তস্মাস্তি ত্রিষু লোকেষু
পুণ্যং পুণ্যবতাং নৃণাম্ । যত্নে সাধয়তে ভূপ
জাগরে সংব্যবস্থিতঃ ॥ ২১ ॥ ত্বয়া পুনরিদং কার্য্যং
স্বর্ভব্যো গুরুভ্রমজঃ । একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং
কর্তব্যং জাগরং সদা ॥ ২২ ॥ জাগরে বর্তমানস্ত
স্বপচস্ত গতির্ভবেৎ । কিং পুনর্বারজাতীনাং
বৈষ্ণবানাং মহীপতে ॥ ২৩ ॥ যে তু জাগরণে
নিদ্রাং ন যাতি নৃপপুংস্ব । ন তেষাং জননী যাতি
খেদঃ গর্ভাবধারণাৎ ॥ ২৪ ॥ তস্মাজ্জাগরণং কার্য্যং
মাতৃজ্জরবজ্জিভিঃ । ভীতৈর্মোক্ষপটৈর্মমর্ভৈঃ সুখ-
চেষ্টাবাহকৃভৈঃ ॥ ২৫ ॥ যস্ত জাগরণং রাগো
কুর্ধ্যাস্তক্রিসমবিতঃ । নিমিষে নিমিষে রাজস্রব-

মেঘকলং লভেৎ ॥ ২৬ ॥ শয়নোথাপনাত্যাগ
সমং পুণ্যমুদাহৃতম্ । বিশেষো নাস্তি ভূপাল
বিষ্ণুনা কথিতং পুরা ॥ ২৭ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া
বৈশ্ভাঃ স্থিতাঃ শূদ্রাশ্চ জাগরে । পক্ষিণঃ কৃমি-
কীটাশ্চ জনৈকে চৈব জন্তবঃ । তে গতাঃ
পরমং স্থানং যোগিগম্য নিরঞ্জনম্ ॥ ২৮ ॥ যানি
কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাগম্যানি চ । কৃষ্ণজাগরণে
তানি কথং যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥ একতঃ ক্রতবঃ
সকলৈ সর্বতীর্থসমবিতাঃ । একতো দেবদেবস্ত
জাগরঃ কৃষ্ণবলভঃ । ন সমং হৃদিকঃ প্রোক্তঃ কবিত্তিঃ
কৃষ্ণজাগরঃ ॥ ৩০ ॥ সূর্য্যশক্রাদয়ো দেবা ব্রহ্মকৃদ-
দয়ো গণাঃ । নিত্যমেব সমায়াতি জাগরে
কৃষ্ণবলভে ॥ ৩১ ॥ গঙ্গা সরস্বতী রেবা যমুনা চ
শতত্বরা । চলভাগা বিতস্তা চ নদাঃ সর্বাশ্চ তত্র
বৈ ॥ ৩২ ॥ সরাসি চ ত্রুণাশ্চৈব সমুদ্রাঃ কুংস্রণো
প । একাদশ্যাং নৃপশ্রেষ্ঠ গচ্ছন্তি হরিজাগরে ।
স্পৃহীয়াস্ত দেবেভ্যো যে নরঃ কৃষ্ণজাগরে ।
গীতং প্রকুর্নুস্তি বীণাবাদ্যং তথৈব চ ॥ ৩৪ ॥
বাপাধ্যবাতক্ত্যা ওচির্বাপাধ্যবাত্তিঃ । কৃষ্ণ
জাগরণং বিকোর্মুচ্যতে পাপকোটিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

গিয়া স্থিতি লাভ করে, হরিজাগরণ করিয়া নরগণও
তেমনি হরিপদে প্রতিষ্ঠা পাইয়া থাকে । নর মেঘ-
মন্দরপরিমিত পাপাচরণ করিলেও হরিজাগরণ-
প্রভাবে তাহা সে নষ্ট করিতে পারে । রাজ্য, স্বর্গ,
মোক্ষ বা অন্য যাহা কিছু কৈশিক-ভগবান্ কৃষ্ণ
স্বকোর্ত্ত কীর্ত্তনে ও স্বজাগরণে স্থিত জনগণকে
সমস্তই অর্পণ করেন । হরিজাগরণ করিলে পাপিষ্ঠ
স্বপচণেরও হরিপদপ্রাপ্ত হয়, বিজয়াদিগের
আর কথা কি? অপখ্যানহীন গীততৎপর কর্ণ-
ভ্রষ্ট ব্যক্তিরও হরিজাগরণে মোক্ষপ্রাপ্তি বিহিত
হইয়াছে । হে ভূপ! হরিজাগরণে নর যে পুণ্য
সুকর করে, ত্রিভুবনে পুণ্যকারীদের এমন পুণ্য
কিছুই নাই । অতএব এই কার্য্যটী তোমার অবশ্য
কর্তব্য । তুমি গুরুভ্রমজকে স্মরণ করিবে, একা-
দশীতে ভোজন করিবে না; রাজ্যজাগরণ করিবে,
জাগরণ করিয়া স্বপচও মুগতি লাভ করে; বর্ণজাতি
বৈষ্ণবগণের আর কথা কি? হরিজাগরে যাহারা
নিদ্রিত না হয়, তাহাদের জননী গর্ভধারণ জন্ত
খেদ কখনই অনুভব করে না, অতএব মাতৃ-
জরবজ্জী ভীত যুমুসু মর্ভাগণ ঐহিক সুখচেষ্টায়

পতাশ্রয় হইয়া হরিজাগরণ করিবে । যে জন ভক্তি-
যুক্ত হইয়া হরিবাসরে রাজ্য জাগরণ করে, তাহার
নিমেষে নিমেষে অর্থমেঘকল হয় । হে ভূপাল!
বিষ্ণু বলিয়াছেন,—শয়নে উৎপাদনে সমান পুণ্যই
নির্দিষ্ট; বিশেষত্ব কিছুই নাই । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য, শূদ্র—কৃমি-কীট-পতঙ্গাদি যাবতীয় জন্তু, হরি-
বাসরে জাগরন্ত হইয়া সকলেই যোগিগম্য পরম
নিরঞ্জন পদপ্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মহত্যা সম যে কিছু গুরু-
তরপাপ—সকলই হরিজাগরে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
এক দিকে সর্বতীর্থময় সর্বকৃষ্ণ, অপর দিকে
কৃষ্ণপ্রিয় জাগরণ, সুধীগণ তুলনা করিয়া
বলিয়াছেন,—হরিজাগরণই সমধিক ॥ ১৬—৩০ ॥ ব্রহ্মা
কৃষ্ণ সূর্য্য শক্রাদি দেবগণ নিত্যই হরিপ্রিয়
জাগরণে যোগদান করিয়া থাকেন । গঙ্গা সর-
স্বতী, রেবা, যমুনা, শতত্বরা, চলভাগা ও
বিতস্তা প্রভৃতি নদীগণ এবং সমগ্র ব্রহ্ম, সরোবর,
ও সমুদ্রগণ একাদশীতে হরিজাগরণে সমাগত হয় ।
যে সকল নর হরিজাগরণে নৃত্য গীত ও বীণা-
বাদনাদি করে, তাহারা দেবগণ হইতেও অধিক
পূজনীয় । ভক্তিতে বা অভক্তিতে, ওচি বা অওচি
ভাবে নর হরিজাগরণ করিলেও কোটি কোটি

পাদয়োঃ পাংসুকণিকা যাবত্তিষ্ঠতি ভূতলে তাব-
 দ্বর্ষসহস্রাণি জাগরী বসতে দিবি । ৩৬ ।
 গৃহং প্রগন্তব্যং জাগরে মাধবস্ত ৫ । কলৌ মল-
 বিনাশায় দ্বাদশদ্বাদশী ৫ । ৩৭ । সুবহুশ্চপি
 পাপানি কুহা জাগরণং হরেঃ । নিদ্রিহেয়ৈক-
 তুল্যানি যুগকোটিশতাশ্চপি । ৩৮ । উন্নীলিনী
 মহীপাল ঘৈঃ কুতা শ্রীতিসংযুতৈঃ । কলৌ জাগ-
 রণোপেতা কলং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ৫২ । স্থিতৌ
 যুগসংস্থং তু পাদেনৈকেন ভূতলে । কাষ্ঠাক
 জাহুবীভীরে তৎকলং লভতে নরঃ । ৪০ ।
 ভবেদুগসহস্রক বিনাহারেন যৎকলম্ । উন্নী-
 লিনীঃ সমাসাদ্য কলং জাগরণে হরেঃ । ৪১ ।
 দ্রুপ্তাপ্যং বৈষ্ণবং স্থানং মথকোটিশতৈঃ কুতৈঃ ।
 হেলয়া প্রাপ্যতে নুনং দ্বাদশ্চ জাগরে কুতে । ৪২ ॥
 ন কুর্বন্তি ত্রতং বিকোজাগরণে সমাধিতম্ । পরমং
 পারদার্থ্যঞ্চ পাপং তান্ প্রাতি গচ্ছতি । ৪৩ ॥
 একেনৈবোপবাসেন ভাবহীনাস্ত মানবাঃ ।
 খিলপাপান্তে প্রয়াস্তি স্বর্গকাননম্ ॥ ৪৪ ॥ যঃ
 ভাগবতং শাস্ত্রং যত্র জাগরণং হরেঃ । শালগ্রাম
 শিলা যত্র তত্র গচ্ছেদ্ধরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ ন পূর্

পাবনাঃ সপ্ত কলৌ দেববচো নহি । যাদৃশঃ বাসরঃ
 বিকোঃ পাবনং জাগরাধিতম্ ॥ ৪৬ ॥ সন্ধ্যাপ্তে
 বাসরে বিকোর্ধে ন কুর্বন্তি জাগরম্ । মজ্জন্তি
 নরকে ঘোরে নরা নার্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ক্রীষ্ণান্দে দ্বাদশীজাগরণমাহাশ্রাবণং
 নামাষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । অধ্যাক্ষত প্রবক্ষ্যামি শুভাদু-
 গ্ধতরং মহৎ । দ্বারকায়াঃ পরং পুণ্যং মাহাত্ম্যং
 হ্যন্তমোত্তমম্ ॥ ১ ॥ ইতিহাসং পুরাবৃত্তং
 বর্ণয়িষ্যে মনোহরম্ । তীর্থক্ষেত্রাদিদেবানামুবাণাং
 সংশয়াপহম্ ॥ ২ ॥ সৌভাগ্যমতুলং দৃষ্ট্বা সিংহরাশিগতে
 ভ্রমো । গোদাবরায়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠা নারদো ভগবৎ-
 প্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ গৌতমশ্রাভতো দৃষ্ট্বা ত্রৈলোক্য-
 সম্ভবান বৈ । তীর্থানি সারতঃ সৰ্বা বিশ্বয়ং পরমং
 গতাঃ ॥ ৪ ॥ তত্র কাশী কুরুক্ষেত্রমযোধ্যা মথুরাপুরী ।
 মায়া কাঞ্চী হবন্তী চ অরণ্যাত্মাশ্রমৈঃ সহ ॥ ৫ ॥

পাপ হইতে মুক্ত হয় । হরিজাগরণে ভূতলে নৃত্য
 কালে যতসংখ্যক পাংসুকণিকা পাদলয় থাকে,
 জাগরণকারী ততসংখ্যক বর্ষ্য স্বর্গে বাস করে ;
 অতএব কলিমল-কালনার্থ দ্বাদশ দ্বাদশী তিথিতে
 জাগরণের নিমিত্ত মাধবমন্দিরে গমন করিবে ।
 নর হরিজাগরণ করিলে যুগকোটিশতসংখ্যক
 মেকতুল্য বহু পাপও দহ্য করিতে পারে । হে ভূপ !
 যাহারা শ্রীতিপূর্বক উন্নীলিনী দ্বাদশীতে রাত্রি
 জাগরণ করে, তাহাদের যেরূপ ফল হয় বলিতেছি
 শ্রবণ করুন । কাশীতে জাহুবীতীরে যুগসংস্থ
 যাবৎ একপদে অবস্থিত রহিলে যে ফল হয়, উক্ত
 জাগরণকারী নর সেই ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 যুগসংস্থ উপবাস করিলে যে ফল হয়, উন্নীলিনী
 তিথিতে হরিজাগরণে সেই ফল হইয়া থাকে ।
 কোটিশত যোগদ্ব্যুতানে যে পুণ্য ফল লাভ হয়,
 একমাত্র দ্বাদশীতে জাগরণেই সেই ফল হইয়া
 থাকে । যে ব্যক্তি জাগরাধিত বিমুগ্ধত করেন না,
 পরম হরণ ও পরদায়পাপ তাহাতে গিয়া আশ্রয়
 করে । ভাবহীন-মানবেরা একটীমাত্র উপবাস
 দ্বারা ই নিখিল পাপ দহ্য করিয়া স্বর্গোদ্যানে গমন
 করিয়া থাকে । যে যেখানে ভাগবত শাস্ত্র হরি-

জাগরণ, ও শালগ্রাম শিলা বর্তমান, হরি সেই
 সেই স্থানেই স্বয়ং গমন করেন । জাগরাধিত
 বিমুগ্ধবাসর যাদৃশ পবিত্র, প্রসিদ্ধ সপ্ত পুরী ও বেদ-
 বচনও কলিতে তাদৃশ পবিত্র নহে । হরিবাসর
 উপাস্ত হইলে যাহারা জাগরণ না করে, সেই সকল
 নরনারী ঘোর নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে । ৩১—৪৭ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! শুভ
 হইতেও শুভতর পুণ্য অতুল্য দ্বারকামাহাত্ম্য
 এবং মনোহর পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস আমি বর্ণন
 করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন । একদা দেবর্ষি
 নারদ তীর্থক্ষেত্রাদি-দেব-ঋষিগণের সংশয়াপহ
 অতুল সৌভাগ্য অবলোকন করেন এবং গুরু
 সিংহরাশি গমনকালে তিনি গোদাবরীতীরস্থ
 গৌতমশ্রমের উভয়পার্শ্বস্থ ত্রৈলোক্যসম্ভব তীর্থ-
 সমূহ ও সন্নিবসিত সকল দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত
 হন । কাশী, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, মথুরাপুরী,
 মায়া, কাঞ্চী, অবন্তী, আশ্রমের সহিত অরণ্যানী,

হরিক্ষেত্রঃ গয়া মিশ্রক্ষেত্রক পুরুষোত্তমম্ । প্রভাসা
দৌনি পুণ্যানি মুক্তিক্ষেত্রাণ্যশেষতঃ ॥ ৬ ॥ জাহুবী
যমুনা রেবা তত্র পুণ্যা সরস্বতী । সরযুগুপ্তী
তাপী পয়োকৌ সরিতাং বরা ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণা ভীমরথী
পুণ্যা কাবের্যাধ্যাঃ সরস্বরাঃ । স্বর্গে মর্ত্যে চ
পাতালে বর্তমানাঃ সত্যার্থকাঃ ॥ ৮ ॥ স্থিতা গোদা-
বরীতীরে সিংহরাশিঃ গতে শুক্লো । তথা চ
পুরুষাদৌনি সপ্তসিন্ধুসরাঃ সি চ ॥ ৯ ॥ মেরুদি-
পর্বতাঃ পুণ্যা দর্শনাং পাপনাশনাঃ । তীর্থরাজঃ
প্রয়াগশ্চ সর্বতীর্থসমবিতঃ ॥ ১০ ॥ বেদোপবেদাঃ
শাস্ত্রাণি পুরাণানি চ সৰ্বশাঃ । সিদ্ধা মুনিগণাঃ সর্বে
দেবধিপিতৃদেবতাঃ ॥ ১১ ॥ চন্দ্রাদিত্যৌ সুরগণাঃ
সিংহে চ বৃহস্পতিঃ । স্থিতা গোদাবরীতীরে
বর্ষমেকং প্রহর্ষিতাঃ ॥ ১২ ॥ যানি কানি চ পুণ্যানি
তীর্থক্ষেত্রানি সন্তি বৈ । ত্রৈলোক্যে তানি সর্বাণি
গোতম্যা বীক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥ ১৩ ॥ দেবর্ষিনারদস্ত
মুনিভির্মুদিতোহবসৎ । সিংহস্থান্তে চ সর্বাণি
স্বস্থানগময় বৈ ॥ ১৪ ॥ আমন্ত্র্য গোতমীং দেবীং
স্থিতানি পুরতন্ততঃ । সর্বেষাং শ্রুত্বাং বিপ্রা
গোতমী খিন্নমানস । তপ্তা তুর্জনসংসর্গান্নারদং
দুঃখিতাত্রবীৎ ॥ ১৫ ॥ গৌতম্যাবাচ । পশুতানি

হরিক্ষেত্র গয়া, মিশ্রক্ষেত্র পুরুষোত্তম, প্রভাসাদি
পুণ্য মুক্তিক্ষেত্র, জাহুবী, যমুনা, রেবা, পুণ্যা সর-
স্বতী, সরযু, গুপ্তী, তাপী, সরস্বরা, পয়োকৌ,
কৃষ্ণা, ভীমরথী ও কাবেরী, এই সকল পুণ্যা নদী ও
তীর্থ গুরু সিংহরাশিগমনে গোদাবরী তীরে
অবস্থান করে। পুরুষাদি সপ্ত সিন্ধু ও সরোবর,
মেরুপ্রভৃতি দুর্গমমায়ে পাপনাশী পর্বতসকল,
সর্বতীর্থসমবিত তীর্থরাজ প্রয়াগ, বেদ-উপবেদ-
পুরাণশাস্ত্র, সিদ্ধ মুনিগণ, সমস্ত দেবর্ষি পিতৃদেবতা
ও চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি সুরগণ সিংহ বৃহস্পতিতে
বর্ষকাল যাবৎ গোদাবরীতে সহর্ষে বাস করেন।
যাবতীয় পুণ্য তীর্থক্ষেত্র ত্রৈলোক্যে আছে তৎ-
সমুদায় তীর্থক্ষেত্র উক্তস্থানে দর্শন করিয়া দেবর্ষি
নারদ সহর্ষে তত্রত্য মুনিগণের সহিত তথায় বাস
করিতে লাগিলেন। আগত তীর্থ সকল সিংহ-
রাশির অন্তে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তনের ক্ষমত তত্রত্য
গৌতমকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তদগ্রে দণ্ডায়মান থাকে।
হে বিপ্রগণ! এক সময় গৌতমী সর্বসমক্ষে
পরিভ্রমণের সহিত খিন্ন মানসে দুঃখ প্রকাশ করিয়া
নারদকে বলিয়াছিলেন যে, হে নারদ! এই দেখুন

শুভীর্ধানি গঙ্গাদ্যাঃ সারিতোহমলাঃ । সাগরা গিরয়ঃ
পুণ্যা গয়াত্রিতয়মেব চ ॥ ১৬ ॥ ক্ষেত্রানি মোক্ষদা-
ন্তক ত্রৈলোক্যজানি নারদ । দেবাশ্চ পিতৃঃ
সিদ্ধা ঋষয়ো মানবাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥ তীর্থরাজঃ প্রয়া-
গশ্চ সর্বতীর্থসমবিতঃ । এতেষামেব সর্বেষাং
মৎসংসর্গান্নারদমুনে । বিমুক্তানাং প্রকাশেন রাজতে
ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৮ ॥ প্রয়াস্তি তানি সর্বাণি স্ব স্ব
স্থানং প্রতি প্রভো । অধুনাহং পরিশ্রান্তা দহমানা
বহর্নিশম্ ॥ ১৯ ॥ তুর্জনানাং অসুস্পর্কাদ্ভুশং
পাপান্ননাং প্রভো । সৌভাগ্যমধুনা প্রাপ্তং সৎ-
সংসর্গেণ নারদ ॥ ২০ ॥ প্রয়াস্ত্যেতানি সর্বাণি
স্বস্থানং মুদিতানি চ ॥ ২১ ॥ এতানি মৎপ্রসাদেন
পুণ্যানি কথিতানি চ । কথয় শ্রমশাস্ত্যর্থং কথিতা
কিং কয়োমহম্ ॥ ২২ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । গোদা-
বর্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্নারদো দ্বিজাঃ । কণং
ধ্যাহ্বাতু দুঃখার্হঃ প্রাহ সংশয়মানসঃ ॥ ২৩ ॥ নারদ
। অহো অত্যভূতং হেতদগৌতম্য ব্যসনং
হে । পশুত্বসংশয়ঃ দেবাস্তীর্থক্ষেত্রসরস্বরাঃ ॥
২৪ ॥ সংপুণ্যানিচয়ো যস্তাঃ যুযাকং সমভূদ্রবম্ ।
শ্রুত্বাঃ পাপাশ্লিষ্মনঃ কথং স্থাদিতি চিন্ত্যহম্ ॥ ২৫ ॥

সমস্ত সুতীর্থ, গঙ্গাদি মুনির্মূল সরিৎ সকল, পবিত্র
সাগর, গিরি, গয়াত্রয়, মোক্ষদায়ক ক্ষেত্রসমূহ,
দেব, পিতৃ, সিদ্ধ, ঋষি, মানবাদি, এবং সর্ব
তীর্থাবিত তীর্থরাজ প্রয়াগ এই সকল আমারই
সংসর্গে বিমুক্ত হইয়াছে। তাই এই ভুবনত্রয়
ইহাদের অভিব্যক্তনায় বিরাজ করিতেছে। হে
প্রভো! এই সমুদয় সুতীর্থাগিই স্ব স্ব স্থানে প্রয়াগ
করিয়া থাকে। অধুনা আমিই পরিশ্রান্ত হইয়াছি
এবং পাপিষ্ঠ তুর্জনদিগের সংসর্গে দিব্যরাজ দহ
হইতেছি। হে নারদ! এক্ষণে সংসংসর্গে আমার
সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে। পুরুষোত্তম সমস্ত তীর্থাগিই
মুদিত হইয়া স্ব স্থানে প্রয়াগ করিতেছে। ১—২১।
ইহারা আমারই প্রসাদে পুণ্য বলিয়া পরিগণিত
হইয়াছিল। এক্ষণে বলুন, দুঃখিতা আমি খেদ-
শাস্তির নিমিত্ত কি করিব? প্রহ্লাদ কহিলেন,—
দ্বিজগণ! ভগবান্নারদ গোদাবরীর বাক্য শুনিয়া
কিঞ্চিৎ ধ্যানান্তে দুঃখের সহিত বলিলেন,—অহো
গৌতমীর এই মতঃ ব্যসন বড়ই অভূত। অতএব
দেবগণ! হে তীর্থক্ষেত্র ও সরিৎসকল! আপনারা
দেখুন, আপনাদের স্বধায় সম্যক পুণ্যরাশি সমু-
দিত হইয়াছে। তাহার পাপাশ্লিষ্মন কিরূপে

ঐ প্রহ্লাদ উবাচ । তদা চিন্তয়তাং তেষাং সর্বেষাং
ভাবিতাশ্চান্যম্ । গৌতমো ভগবান্জ্ঞাত সমায়াতো
মুনীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥ দৃষ্ট্বা তম্বয়ো দেবা যথোচিত-
মপূজয়ন । জাহ্নবী যমুনা পুণ্যা নর্মদা চ সর-
স্বতী ॥ ২৭ ॥ অস্তান্ত সর্বাঃ সরিত্তৈল্লোক্যামহ-
বর্জিতাঃ । বারাগনী কুরুক্ষেত্রপ্রমুখাণ্যাম্রমৈঃ
সহ । যুগপত্তানি সর্গানি সম্পূজ্য মুনিস্তবন ॥
২৮ ॥ স্বংপ্রসাদেন বৈ জ্ঞাতাঃ সমাক্কুত্বা
মহামুনে । যদানীতা স্বয়া গঙ্গা গৌতমী
ভূতলং প্রতি ॥ ২৯ ॥ কৃতার্থা মানবাঃ সর্বে সর্ব-
পাপবিবর্জিতাঃ । কিং তু দুর্জনেসম্পর্কাস্তস্তুপ্তা
গৌতমী ভূশম্ ॥ ৩০ ॥ কথং পাটপর্ষিনির্গুজা
পরমানন্দসংপ্লুতা । সুপ্রভা জায়তে দেবী তদগৌ-
তম বিচিন্ত্যতাং ॥ ৩১ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । এবমুক্তো
মুনিস্তৈস্ত চিন্তাকুলিতমানসঃ । নারদস্ত মুখং বীক্ষ্য
প্রহসন গৌতমোহববীৎ ॥ ৩২ ॥ গৌতম উবাচ ।
সর্বেষাং ক্ষেত্রভীর্ণানাং মহাশতবিনাশিনী । গৌত-
মীয়াং মহাভাগা অস্তান্তাপঃ ক শাম্যতি ॥ ৩৩ ॥
নাস্তি লোকত্রয়ে ভীর্ণঃ স্নাতুং সিংহগতে শুভৌ ॥

হইতে পারে? সে বিষয়ে চিন্তা করুন।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—তখন দেবাদি ভাবিতাঙ্গগণ
সকলেই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্
গৌতম ভাষ্য সমাগত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া
দেব ও ঋষিগণ সকলেই যথোচিত পূজা করিলেন।
জাহ্নবী, যমুনা, নর্মদা, সরস্বতী, জৈলোক্যাহবর্জিতী
অস্তান্ত সরিৎ সকল, বারাগনী, কুরুক্ষেত্র, পুণ্য
আশ্রমনিচয় এবং সমুদয় যুগপত্তন ইহঁরা সকলেই
এই মুনিস্বরকে পূজা করিয়া কহিলেন,—হে মহা-
মুনে! আপনি যখন গৌতমী গঙ্গাকে ভূতলে
অনায়ন করিয়াছেন, তখন ভবংপ্রসাদাৎ সকলেই
আমরা সম্যক পরিজ্ঞাত ও বিভূত হইয়াছি; মনব-
গণ কৃতার্থ হইয়াছে; সকলেই সর্ব পাপ হইতে
নিষ্কৃতি পাইয়াছে; কিন্তু অধুনা দুর্জনেসম্পর্কে
গৌতমী অন্ত্যস্ত সন্তপ্ত হইতেছেন। কিরূপে ইনি
পাপমুক্ত হইয়া পরমানন্দপরিপ্লুত সুপ্রভাষিত
হইতে পারেন, সে বিষয় আপনি চিন্তা করুন।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—ভীষণ এই কথা কহিলে মূনি
বর গৌতম চিন্তাকুলচিত্তে নারদের মুখের দিকে
ভাকিইয়া হস্তপূর্বক বলিলেন,—এই মহাভাগা
গৌতমীই নিখিল ক্ষেত্রভীর্ণের নিখিল অন্তত-
নাশিনী; পরন্তু ইহার আবার তাপশাস্তি হইবে

যদি নাযাতি গৌতমীয়াং ক্ষেত্রং চাপি বিভূতয়ে।
কাশীপ্রয়াগমুখ্যানি রাজস্তু যৎপ্রসাদতঃ ॥ ৩৪ ॥
বদন্ত মুনয়ঃ সর্বে ক্ষেত্রভীর্ণসমাশ্রিতাঃ । শুক-
বিচার্য যৎকার্য্যং ময়াশ্চিন জ্ঞাতসত্তটে ॥ ৩৫ ॥ প্রহ্লাদ
উবাচ । ইত্যুত্কা মুনয়ঃ সর্বে নোচুঃ কিঞ্চিদিমো-
হিতাঃ । তত্রোপায়ত্বিজ্ঞায় গৌতমীঃ গৌতমো-
হববীৎ ॥ ৩৬ ॥ গৌতম উবাচ । আনীতাসি
ময়া দেবি তপসারাদ্য শতরম্ । বদিব্যক্তি
স চোপায়িত্যুত্কাচিন্তয়ন্তদা ॥ ৩৭ ॥ গৌতমঃ
শ্রুয়া ভক্ত্যা গঙ্গামৌলিমখণ্ডীঃ । তদা-
ভ্রমহদাশ্রম্য শৃণু স্বযয়েহমলাঃ ॥ ৩৮ ॥ ধ্যায়-
মানে মহাদেবে গৌতমেন মহামুনা । অকস্মাদন্তব-
বাণী হর্ষয়ন্তী জগদ্রম্য ॥ ৩৯ ॥ নাদয়ন্তী দিশঃ সর্বা
শ্রবজ্জবনং বিজ্ঞাঃ । অরূপলক্ষণাকারা বিবাদ-
মুনী শুভা ॥ ৪০ ॥ দিব্যাবাণ্যুবাচ । অহো বত
শাস্তর্য্যং সর্বেষাং সুবদে শুভে । প্রসঙ্গেহত্র
মহাক্ষেত্রে ময়া জ্ঞার্থণবে বুধাঃ ॥ ৪১ ॥ অহো হে
গৌতমার্চাধ্য স্বযয়ো নারদাদয়ঃ । শৃণু ভীর্ণ-

কোথায়? জিজ্ঞাবনেও এমন কোন ভীর্ণ বা ক্ষেত্র
নাই, যাহা সিংহরাশিগত গুরুতে আশ্রয়িত হইয়া
মানার্থ গৌতমীতে না আইসে। এই গৌতমীর
প্রসাদেই কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভীর্ণ
বিরাজমান। আমি এই গৌতমীর সন্তাপ ব্যাপারে
বড়ই সন্তোষ পড়িয়াছি, অতএব হে ক্ষেত্রভীর্ণবাসী
মুনিগণ! কিরূপে ইহার শুদ্ধিসাধন হইতে পারে,
ইহার বিচার করিয়া বলুন? প্রহ্লাদ কহিলেন,—
মুনিগণকে এই কথা কহিলে ভীষণা মোহকসে
কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন গৌতম এক
উপায় অবধারণ করিয়া গৌতমীকে বলিলেন,—
দেবি! আমি তপস্শ্রায় শতরম্ আরাধনা করিয়া
তোমায় আনয়ন করিয়াছিলাম, সেই শতরম্
তোমার উপায় বলিয়া দিবে। এই বলিয়া মুনি-
গৌতম অস্ত্র ও ভক্তি সহকারে একাগ্রমনে সঙ্গ-
ধরকে চিন্তা করিলেন। হে নিষ্কলুষ ঋষিগণ!
শ্রবণ করুন, তখন এক মহাশ্রম্য ব্যাপার হইল।
মহাম্মা গৌতম মহাদেবকে ধ্যান করিতেছেন, ইত্য-
বসরে অকস্মাৎ জিজ্ঞাবনহবিণী এক আকাশবাণী
সমস্ত দিক্ নিরদিষ্ট করিয়া আবির্ভূত হইল। উহা
অরূপলক্ষণাকারা, বিবাদশমী ও শুভা। ঐ দিব্য
বাণী বলিল,—অহো কি আশ্চর্যের বিষয়। এই
সর্বসুখপ্রদ মহাক্ষেত্রে বুধগণ জ্ঞার্থণবে পতিত হই-

কেজাপি কুপয়া সংবাদ্যাহম্ ॥ ৪২ ॥ পশ্চিমস্ত সমু-
দ্রস্ত তীরমাগিত্য বর্ত্ততে । অস্মাক্ দিশি বায়বাঃ
হারকাক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥ যত্রোক্তে গোমতী পুণ্য
সাগরেণ সমবিতা । পশ্চিমাতিমুখো যত্র মহাবিক্:
সদা স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥ অনেকপাপরাশীনাশুগ্রাণামপি
সৰ্গদা । দাহস্থানং সমাখ্যাতমিচ্ছনানাং বধানলঃ ॥
৪৫ ॥ দেববিশ্বক্ৰহো যত্র দম্ভা পাতকমদুতম্ ।
লোকত্রয়বধাজাতং বিরাজন্তেহৰ্কং সদা ॥ ৪৬ ॥
তদ্ গম্যতাং মহাভাগা গোমতীমঘদাহিকাম্ । গোদা-
বরো পুরস্কৃত্য কেজতীর্থসমবিতাম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রাপ্য
হারবতীং পুণ্যং মৎপ্রসাদা দ্বিজোত্তমাঃ । প্রভাবা-
দ্বারকায়াচ সত্যাবির্ভাবযাতি ॥ ৪৮ ॥ প্রহ্লাদ
উবাচ । ইত্যুক্তে সতি তে সৰ্বে হর্ষেণিভরমানসঃ ।
ঋত্বা সৰ্বোত্তমং কেজঃ জগজ্জুহুর্হরিনামতিঃ ॥ ৪৯ ॥
জিতঃ ভো জিতমস্মাভির্ভক্তা যন্ততমা বয়ম্
দৈবাদপগতো মোহো জাতঃ । তৌখোত্তমোত্তমম্
৫০ ॥ তদা সৰ্বাণি তীর্থানি কেজারণা-
শ্রমৈঃ সহ । বারাগসীপ্রয়াগাদিসরাংসি সিদ্ধবো
নগাঃ ॥ ৫১ ॥ গয়া চ দেবখাতানি পিতরো

দেবমানবাঃ । ঋত্বা প্রবৃদ্ধিতা বাচং প্রোচুর্জয়-
জয়েতি চ ॥ ৫২ ॥ অহো সৰ্বোত্তমং কেজঃ
সৰ্বেবাং নোহঘনাশনম্ । রাজানং তীর্থরাজানং
হারকাং শিরসা হুযঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ ।
ঋত্বা সৰ্বোত্তমং কেজঃ তীর্থং সৰ্বোত্তমোত্তমম্ ।
দেবোত্তমোত্তমং দেবং ঈকৃষ্ণং ক্রেশনাশনম্ ॥ ৫৪ ॥
উৎকঠা হতবস্তেবাং তীর্থাদীনাং হুহুত্তমা ।
প্রোচুর্জয়োত্তমো বাচং সৰ্বাণি যুগপন্তদা ॥ ৫৫ ॥
ঋষিতীর্থদেবা উচুঃ । কদা ত্রক্যামহে পুণ্যং
হারকাং কৃকপালিতাম্ । ঈকৃষ্ণদেবমূর্তিঃ চ
কৃকবক্রঃ সুশোভিতম্ ॥ ৫৬ ॥ কদা হু গোমতী-
জানমস্মাকং তু ভবিষ্যতি । চক্রতীর্থে কদা স্নাত্বা
কৃকদেবস্ত মন্দিরম্ । ত্রক্যামঃ স্নমহাপুণ্যং মুক্তি-
হারমপাবৃতম্ ॥ ৫৭ ॥ হ্রলভো হারকাবাসো হ্রলভঃ
কৃকদর্শনম্ । তন্নভং গোমতীজানং কৃকদর্শনং
বিজাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি ঈকাদশে তীর্থানাং বাহুকাগমনোৎসোকাৎ
নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

লেন । হে গোতমাচার্য্য, ও নারদাদি ঋষিগণ !
শ্রবণ করুন, আমি কুপাপূর্বক তীর্থক্ষেত্রের বিষয়
বলিতেছি । এই স্থানের বায়ুক্ষেপে পশ্চিম-সমু-
দ্রের তীরে উত্তম হারকাক্ষেত্র বিদ্যমান । এই
স্থানে পুণ্য গোমতী সাগরের সহিত মিলিতা
আছেন এবং মহাবিক্ এখানে সৰ্গদা পশ্চিমা-
তিমুখে বাস করেন । ইচ্ছনবৎস অনল এই স্থান
উগ্র পাপরাশির দাহস্থান । দেববিশ্বক্জোহিরাও
এই স্থানে লোকত্রয়বধজনিত অদুত পাতক
দম্ব করিয়া সৰ্গদা অর্কবৎ বিরাজ করে ।
হে মহাভাগগণ ! অতএব আপনারা আমার
প্রসাদে কেজতীর্থ সমবিত গোদাবরীকে ॥ ৪২ ॥
লইয়া পুণ্য গোমতীতে যাউন, তত্রত্য পুণ্য হারকা
প্রাপ্ত হইলে উহার প্রভাবে সত্যাবির্ভাব
হইবে । প্রহ্লাদ বলিলেন,—উত্তম তীর্থের বিষয়
অবগত হইয়া বিজগণ আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম
কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা বলিতে
লাগিলেন,—আমরা উৎকর্ষ প্রাপ্ত ও ধন্ত হইলাম,
দৈবকশতই আমাদের মোহ অপগত হইল, আমরা
উত্তম তীর্থ জ্ঞানিতে পারিলাম । তখন সৰ্ব তীর্থ,
কেজ, অরুণ্য, অজ্রম, বারাগসী, প্রয়াগ, সরোবর,
সিদ্ধ, নগ, গয়া, দেবখাত সকল, শিদ্ধ, দেব, ও

মানবগণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহর্ষভরে জয়জয়-
কার করিয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—অহো ! হারকা
আমাদের সকলেরই সর্গপাশহর, সৰ্বোত্তম তীর্থ,
আমরা মন্তক হারা এই তীর্থরাজকে নমস্কার করি ।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—সৰ্বোত্তমোত্তম তীর্থক্ষেত্র ও
সর্ব দেবোত্তম ক্রেশনহর ঈকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া
এ তীর্থদির অত্যন্ত উৎকঠা হইল । তাঁহারা
পরস্পর সকলেই এক সঙ্গে বলিলেন,—কবে
আমরা সেই কৃকপালিতা পুণ্যহারকা, সুন্দর ঈকৃষ্ণ-
মূর্তি ও ঈকৃকবদন নিরীক্ষণ করিব ? কবে আমা-
দের গোমতীজান সুসম্পন্ন হইবে ? কবে আমরা
চক্রতীর্থে স্নান করি যাহা অপাবৃত ব্রজহারবক্রপ,
সেই মহাপুণ্য কৃকমন্দির দেখিব ? হে বিজগণ !
হারকাবাস হ্রলভ ; কৃকদর্শন হ্রলভ এবং গোমতী-
জান ও কৃকদর্শন আরও হ্রলভ । ২২—৫৮ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রজ্ঞান উবাচ । তদা তেষাং স্মৃতির্ধীনাং
 ক্ষেত্রাণামভবদুঃ । গন্ত্যঃ স্বারবতীং পুণ্যং
 সর্বেষামপি সর্গশঃ ॥ ১ ॥ স্বারকাগমনে দৃষ্টা তথা
 নারদগৌতমৌ । মহোৎসবো মহাস্তত্র ভবিষ্যতি
 মনোহরঃ ॥ ২ ॥ তীর্থীনাং কৃষ্ণযাত্রায়াং গন্তব্য-
 মিত্যবোচতঃ । অথ তে দ্বাষে দেবাঃ সর্ব-
 তীর্থসমধিতাঃ ॥ ৩ ॥ গৌতমীঃ তু পুরস্কৃত্য
 যযুর্দ্বারবতীং যদা । তদা সর্গাণি তীর্থানি
 ক্ষেত্রাণ্যনি কুংস্রশঃ । স্বারকাগমনং চকুঃ
 সানন্দা ঋষয়ঃ সুরাঃ ॥ ৪ ॥ শ্রদ্ধা পরয়া ভক্ত্যা
 কৃষ্ণদর্শনলালাসাঃ । বীণানিনাদতন্ত্রজং নারদং
 পথি তেহক্ৰবন্ ॥ ৫ ॥ ঋষয় উচুঃ । রাশয়ঃ পুণ্য-
 পুঞ্জানাং কৃতা বৈ তপসাং তথা । যজ্ঞদানব্রতানাং
 চ তীর্থীনাং মহতাং ভুবি ॥ ৬ ॥ সম্প্রাপ্তস্তৎ
 প্রসাদোহয়ং যজ্ঞক্যামঃ কুশস্থলীম্ । পৃচ্ছ
 হৃদনা স্বাং বৈ যোগিনাং পরমং শুকম্ ॥ ৭ ॥
 স্বারকায়াস্ত যাত্রায়াং কো বিধিঃ সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ
 নিয়মঃ কোহত্র কর্তব্যো বর্জनीয়ঃ চ কিং মুনৈ ॥ ৮ ॥
 শ্রোতব্যাং কীর্ত্তিতব্যাক্ষর্যব্যাং কি চ বৈ পথি

ত্রিংশ অধ্যায় ।

প্রজ্ঞান কহিলেন,—তৎকালে সেই স্মৃতির্ধী-
 ক্ষেত্রাণির পুণ্য স্বারকাগমনে একান্ত ঐশ্বর্য্য
 হইল । নারদ ও গৌতম সমস্ত তীর্থ ক্ষেত্রাদির
 স্বারকাগমনে তথাবিধ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিলেন,
 —অহো ! তীর্থসমূহের কৃষ্ণযাত্রায় মনোহর মহোৎ-
 সব হইবে ; আমরাও তথায় গমন করিব । অন-
 তর ঋষিগণ ও সর্গতীর্থধিত দেবগণ গৌতমীকে
 অগ্রবর্তিনী করিয়া স্বারবতী পুরীতে প্রমোদভরে
 প্রায়ণ করিলেন । সর্বতীর্থ, সার্বক্ষেত্র, সার্বায়
 ও সমস্ত দেবঋষি কৃষ্ণদর্শনলালাসায় পরম শ্রদ্ধা ও
 ভক্তি সহকারে সানন্দে স্বারকায়া যাইতে যাইতে
 পথিমধ্যে বীণাবাদন তন্ত্রজ নারদকে কহিলেন,—
 আমরা প্রভুত পুণ্যপুঞ্জ, প্রচুর তপস্যা, ও বহু দান-
 যজ্ঞ ব্রত তীর্থ-সেবাদি করিয়াছি । নিশ্চয় তাহারই
 ফলকাল অদ্য উপস্থিত । যেহেতু অদ্য আমরা
 কুশস্থলী দর্শন করিব । আপনি যোগিগণের পরম
 শুক ; তাই আপনার নিকট অধুনা স্বারকায়াবিধি
 জিজ্ঞাসা করিতেছি । এই যাত্রায় কোন নিয়ম পালন,
 এবং কি বা বর্জন করিতে হয় ? পথিমধ্যে কি

উৎসবান্ত্র কে প্রোক্তা স্বারকায়াস্ত তৎপথি ॥ ১ ॥
 একৈকশ্চ মহাত্মাগ ভক্তানন্দবিবর্জনম্ । এতৎ
 সর্গং মহাত্মাগ কৃপয়া সম্প্রকীৰ্ত্ত্যাম্ ॥ ১০ ॥
 জীনারদ উবাচ । কৃতাত্মজন্ত পুর্বেহ্যঃ সম্পূজ্য
 শ্রদ্ধয়া হরিম্ । ভোজয়েৎকৈবান্ বিপ্রান্ স্বশক্ত্যা
 সম্প্রহৰিতঃ ॥ ১১ ॥ অল্পজ্ঞাতো মহাবিক্ষোঃ
 প্রসাদমুপযুক্ত্য বৈ । শয়ীত ভুবি স্মৃতিতো
 স্বারকাঃ কৃষ্ণমানসঃ ॥ ১২ ॥ ধোভূতে তু শুচিঃ
 স্নাতঃ সম্পূজ্য জগদীশ্বরম্ । প্রদক্ষিণং নমস্কৃত্য
 মহাবিক্ষোরহুজ্ঞয়া । স দৃষ্ট্য কুলবৃদ্ধাংশ্চ ব্রাহ্মণান্
 বৈষ্ণবান্ প্রিয়ান্ ॥ ১৩ ॥ ততস্ত তদল্পজ্ঞাতো গীত-
 বাদিত্রসংস্তবৈঃ । যাত্রারম্ভং প্রকুব্বীত স্বারকায়াং
 প্রহৰিতঃ ॥ ১৪ ॥ স্বারকাং গচ্ছমানস্ত শাস্তো দান্তঃ
 শুচিঃ সদা । ব্রহ্মচর্য্যমধ্যঃশয্যাং কুরীত নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥
 ১৫ ॥ সহস্রনামপঠনং পুরাণপঠনং তথা । কর্তব্যং
 সিকৃপং চিত্তং সতাং শুক্লবর্ণং তথা ॥ ১৬ ॥ অন্নদান-
 দিকং সর্গং বিভবে সতি মানবঃ । অপি শ্লগ্নঃ
 স্বশক্ত্যা বৈ কৃতঃ কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ পথি
 কৃষ্ণস্ত যো ভক্ত্যা গ্রাসমেকং প্রযচ্ছতি । স্বীপাশ্চ

শ্রোতব্য, কি কীর্ত্তিতব্য এবং কিই বা অর্ন্তব্য,
 স্বারকা যাইবার পথে কি কি উৎসবই বা করিতে
 হয়, হে মহাত্মাগ ! ভক্তজনের আনন্দবিবর্জনাৎ রূপা
 করিয়া একাদিক্রমে ঐ সমস্তই যথাযথ কীর্ত্তন করুন,
 নারদ কহিলেন,—স্বারকাযাত্রী নর পূর্কদিন কৃতাত-
 ম্য হইয়া জজ্ঞার সহিত হরিপূজা করিয়া হৃষ্টচিত্তে
 যথাশক্তি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে ।
 পরে মহাবিষ্ণুর অল্পজ্ঞা গ্রহণ, ও প্রসাদ ভোজন
 করিয়া স্বারকা ও কৃষ্ণগতমনে শ্রীতভাবে ভূতলে
 শয়ন করবে । পরদিন প্রভাতে স্নানান্তে শুচি হইয়া
 জগদীশ্বরের অর্চনা, প্রদক্ষিণ ও নমস্কারান্তে মহা-
 বিষ্ণুর অল্পজ্ঞা লইবে ; কুলবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে
 জিজ্ঞাসা করিবে ; অনন্তর তাহাদের অল্পমোদন-
 ক্রমে গীত বাদিত্র সহকারে সহর্ষে স্বারকাযাত্রা
 করিবে । স্বারকাযাত্রী শাস্ত, দান্ত ও সদা শুচি
 হইবে । জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যঃশয্যা
 আশ্রয় করিবে ; সহস্রনাম পাঠ, পুরাণ পাঠ,
 মনকে দয়াযুক্ত ও সাধুসজ্জনের সেবা করিবে ।
 বিভব থাকিলে মানব এই সময় অন্নদানাদি করিবে ।
 এসময় একাধ্য অন্ন মাড় করিলেও কোটিগুণ হইয়া
 থাকে । কৃষ্ণদর্শন-যাত্রার পথে যে জন ভক্তিপূর্ব্বক

তেন দত্তা ভূঃ পুণ্যস্থানো ন বিদ্যাতে ॥ ১৮ ॥ কিং
পূনর্দ্বারকাঙ্ক্ষে কৃষ্ণ ৫ সমাপতঃ । কলাবৈক-
সিক্বে ৫ রাজস্বয়মুতং ফলম্ ॥ ১৯ ॥ গয়াশ্রাদ্ধ-
সংক্রান্তি কৃতানি শতসংখ্যায়াঃ । অন্নদানং কৃতং
যৈষ্য দ্বারকাপথি মানবৈঃ ॥ ২০ ॥ ঔষধং চান্ন-
পানীয়ং পাত্ৰকে কঞ্চলং তথা । গ্রাসান্ন্যপানহো চৈব
বিস্তং ৫ বিভবে সতি । বর্জ্যেৎ সঙ্করং বিধান
বুধালাপান্তথৈ ৫ ॥ ২১ ॥ পরনিন্দাং ৫
পৈশুভ্যং পরস্ত পয়িবন্ধনম্ । পরাম্ভং পরপাকঞ্চ
সতি বিস্তে ত্যজ্জুঘঃ ॥ ২২ ॥ ন দোষো হীন-
বিস্তস্ত তাবদ্যাজপরিগ্রহে । শ্রোতব্যা সংকথা
বিফোর্মাসকৌর্ভনামুতম্ ॥ ২৩ ॥ দ্বারকাপথি গচ্ছ-
স্তিরস্তোথঃ ভক্তিবর্দ্ধনম্ । জপ্তব্যং বৈদিকং জাপ্যং
স্তোত্রমাগমিকং তথা ॥ ২৪ ॥ যাত্রায়াং যৎ ফলং
প্রোক্তং ত্রীকৃষ্ণ ৫ বৈ কলৌ । ন শকাৎ
বক্তুং বদনৈর্ভুগসম্বায়া ॥ ২৫ ॥ ইতোতৎ কথিতং
সকলং যৎ পুত্রং তু দ্বিজোত্তমাঃ । যতক্ষং তৎ
প্রযত্নেং বিষ্ণুপ্রাপ্তৌ ৫ সত্ত্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥ ত্রীপ্রহ্লাদ
উবাচ । এবং তে নারদেনোক্তা মুনয়ো হৃষ্টমানসঃ ।

চক্রেস্তে সহিতাঃ সর্বের কৃষ্ণদেবস্ত তৎ পথি ॥ ২৭ ॥
কেচিচ্ছুশ্চিৎ কং বিফোঃ সংকথা লোকবিজ্ঞতাঃ ।
যাসাং সংশ্রবণাদেব ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ২৮ ॥
কৌর্ভ্যমানানি নামানি মহাপুণ্যপ্রদানি বৈ । পাব-
নানি সপা লোকে কলৌ বিপ্রা বিশেষতঃ ॥ ২৯ ॥
পুরাণসংহিতা দিব্যা মুনিভিঃ পরিকীর্ষিতাঃ ।
প্রকাশয়ন্তি যা বিফোর্মহিমানং স্মৃঙ্গলম্ ॥ ৩০ ॥
সদৃশাঃ কশ্মবীর্ঘ্যাণি কৃতানি বিষ্ণুনা পুবা ।
লীলাবতারমপেক্ষ শৃংস্ত পরমা মুদা ॥ ৩১ ॥ অপরে
বাসুদেবস্ত চরিতানি স্মৃঙ্গলাঃ । বদন্তি পরমা
ভক্ত্যা সানন্দাঃ সাক্ষলোচনাঃ ॥ ৩২ ॥ অস্তে
স্মরন্তি দেবেশমনাদিনিধনং বিভুম্ । কেচিচ্ছপন্তি
মুনয়ঃ স্তোত্রাণি পরমা মুদা ॥ ৩৩ ॥ কেচিৎ শত-
নামানি জপন্তি মুনয়ঃ পথি । অস্তে সহস্রনামানি
লক্ষনাম তথাপরে ॥ ৩৪ ॥ কেচিল্লৌকিকগীতানি হরি-
নামানি হর্ষতাঃ । উৎসবৈশ্চ ব্রজস্ত্যস্তে পতাকা-
ভূষিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ গীতবাদিত্রযোষণ করতালশব্দেন
নাস্তি ধন্তমস্তম্মালিযু লোকেষু কশ্চন ॥ ৩৬ ॥
শনিং যন্ত সঞ্জাতং বৈষ্ণবানামুত্তমম্ । তথৈব
ব্রুবী পুণ্যা যমুনা ৫ সরস্বতী ॥ ৩৭ ॥ রেবাধ্যাঃ

কৃষ্ণোদ্দেশে এক গ্রাস মাত্রিও অন্ন প্রদান করে,
তাহার পুণ্যের সীমা থাকে না; তৎকর্তৃক সমগ্র-
দ্বীপরাজিতা বসুধাদানই করা হয়। পরন্তু দ্বারকা-
ক্ষেত্রে কৃষ্ণের অগ্রে এক এক সিক্বেই যে অমৃত
রাজস্বফল হইবে, সে সম্বন্ধে আর কথা কি? যে
সকল মানব দ্বারকাক্ষেত্রে যাইবার পথে অন্ন
দান করে, তাহাদের শতসংখ্যাসংখ্যক গয়াশ্রাদ্ধই
করা হয়। ঔষধ অন্ন পানীয়, পাত্ৰকা, কঞ্চল,
বস্ত্র, উপাশ, বিভবসম্বন্ধে ভিত্তপরিগ্রহ, অন্তচিসহ
সম্পর্ক, বুধালাপ, পরনিন্দা, পৈশুভ্য, পরপরিবন্ধনা,
পরাম্ভ, ও পরপাক এই সকল তাখযাত্রীর বর্জ্যীয়।
কিন্তু হীনবিত্ত ব্যক্তি যদি যথোচিত মাত্র বিত্ত পার-
গ্রহ করে, তবে তাগতে দোষ হইবে না। দ্বার-
কার পথে যাইতে যাইতে সংকথা শুনিবে; বিষ্ণুর
নামায়ুস পান করিবে; পরম্পর-যাত্রাতে ভক্তি-
বুদ্ধি হয়, সেই জন্ত বৈদিক জাপ্য জপ করিবে;
আগমসম্বন্ধে স্তোত্র পড়িবে। কলিতে ত্রীকৃষ্ণো-
দ্দেশে যাত্রা করিলে যে ফল হয়, যুগকাল ব্যাপিয়া
মুখে মুখে বলিয়াও তাহা শেষ কারিতে পারি না।
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসিয়া-
ছিলেন, এই তাহা সমস্তই কহিলাম। অতএব আপ-
নারা বিকুলাভাষণ প্রবর্ত করুন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—

নারদ এই কথা কহিলে ঋষিগণ হৃষ্টমনে সকলে
মিলিয়া কৃষ্ণ দর্শনে যাইবার পথে বিধিমত কাধ্য
করিতে লাগিলেন। যাহা দ্বার ভগবানকে হৃদ্যসনে
উপবেশন করান যায়, তাহারা কেহ কেহ বিষ্ণুর
সেই সেই লোকাবজ্ঞত কথা শুনিতে লাগিলেন;
সর্বদা বিশেষতঃ কলিকালে যে সকল নাম মহাপুণ্য-
প্রদ, ও পবিত্র, যাহা বিষ্ণুর অপার মাহাত্ম্যপ্রকাশক
মুনিজনকৌর্ভিত দিব্য দিব্য পুরাণ সংহিতা, বিষ্ণুর
সদৃশাবলী ও তদীয় লীলাবতার রূপের বিভিন্ন কশ্ম-
সামর্থ্য, কেহ কেহ পরম প্রমোদভরে তাহা শ্রবণ
করিতে লাগিলেন, অপর অনেকে সানন্দে সাক্ষ-
লোচনে বাসুদেবচরিতাবলী বর্ণন করিতে লাগিলেন;
এইরূপে কেহ সেই সানাদিনিধন দেবেশের স্মরণ,
কেহ কেহ পরম ত্রীত সহকারে কৃষ্ণনাম জপ, কেহ
স্তোত্রপাঠ, কেহ কৃষ্ণের শতনাম জপ, কেহ সহস্র
নাম, ও কেহ লক্ষ নাম, কেহ কেহ হৃষ্ট হইয়া
লৌকিক গীত হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন।
অন্তে পতাকাদি ধারণ করিয়া গীতবাদিত্র-
যোষণ ও করতাল-রবে উৎসব করিতে
করিতে যাইতে লাগিলেন। অল্পসম বৈষ্ণবদিগের
সহিত যাত্রার সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহার দ্বায় ধন্তম
ব্যক্তি ত্রিলোকে কোথাও নাই। তখন দ্বারকা

সরিতঃ সর্গাঃ প্রচক্ষুগীতমর্ন্তনম্ । প্রয়াগাদীনি
তীর্থানি সাগরাঃ পর্যন্তোত্তমাঃ । ৩৮ । বারাগসী
কুরুক্ষেত্রং পুণ্যাস্তম্ভানি কুংস্রশঃ । ত্রৈলোক্যে
যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি দেবনায়কাঃ । চক্ষুগীতঞ্চ
নৃত্যঞ্চ দ্বারকাশ্চ সংপদি ॥ ৩৯ ॥ একৈক্যম্-
পদে দন্তে দ্বারকাপথি গচ্ছতাম্ । পুণ্যং ক্রতু-
সহস্রাণাং তৎপাদয়জস্বায়া ॥ ৪০ ॥ অথ তে
মুনয়ঃ সর্বে তীর্থক্ষেত্রাদিসংযুতাঃ । শ্রীমৎকৃষ্ণালয়ঃ
দূরান্দদৃশ্বর্নারদাদয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে দ্বারকাং প্রতিগোদাবর্যাদিতীর্থক্ষেত্র-
দেব-মহর্ষিগমনোৎসবযাত্রাবর্ণনং নাম
ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । দিবং নবপ্রভায় ধাতুং ভূতানাম্
নাশয়ন সধা । জনয়ন পরমানন্দং ভক্তানি
ভয়পহঃ ॥ ১ ॥ পতাকাভির্ধ্বজস্বাভির্দ্বারকাজয়
বর্ধনঃ । দিব্যপুণ্যপ্রকাশেন রাজতে গিরিরাড়িব
২ ॥ দৃষ্টালয়ং তদা বিবেকশুদ্ধায়ুধবিভূষিতম্ ॥

যাইবার পথে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রেবাদি সরিৎ
সকল, প্রয়াগাদি তীর্থরাশি, সমস্ত সাগর, শৈল,
বারাগসী, কুরুক্ষেত্র, অস্তান্ত পুণ্যতীর্থ, এমন কি,
ত্রৈলোক্যে যত কিছু পুণ্যক্ষেত্র আছে, সকলেই
নৃত্য-গীত করিতে লাগিল । দ্বারকার পথে যাইতে
যাইতে এক একটা পদাবক্ষেপেই পাদয়জঃসংখ্যার
অল্পপাতে সহস্র সহস্র ক্রতুকল লাভ হয় । যাহা
হউক, সেই নারদাদি মুনিগণ তখন ঐরূপে তীর্থ-
ক্ষেত্রাদির সহিত যাইতে যাইতে দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণ-
মন্দির দেখিতে পাইলেন । ১—৪১ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—যাহা স্বীয় দিব্য প্রভায়
সমস্ত ভূতদেবের তমোরাশি নাশ করে, ভক্তদেবের
ভয় হরণ করিয়া হৃদয়ে পরমানন্দ উৎপাদন করে,
ধ্বজদণ্ডস্থিত পতাকাপ্রকর দ্বারা যাহা সেই দ্বার-
কার জয় ঘোষণা করে, এবং দিব্য পুণ্যপ্রকর্ষে
গিরিরাড়ের ভায় বিরাজ করিতেছে, সেই

বিভিন্ন পাত্ৰকে স্ফুটঃ দণ্ডবৎপতিতা ছবি ॥ ৩ ॥
ভূমিসংলুপ্তনং তেযাঃ তীর্থানামধুতং মহৎ । অত-
বহিপ্রশংসিতাঃ ক্ষেত্রাদীনাম্ সর্গশঃ ॥ ৪ ॥ বারাগসী
কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো জাহবী তথা । যমুনা নর্ম্মলা
পুণ্যা পুণ্যা প্রাচী সরস্বতী ॥ ৫ ॥ গোদাবরী মহা-
পুণ্যা গয়া তিস্রস্তম্ভলাঃ । শালগ্রামঃ মহাক্ষেত্রং
পুণ্যা চক্রনদী শুভা ॥ ৬ ॥ পয়োদ্বী তপতী কৃষ্ণা
কাবের্যাদ্যাঃ সুপুণ্যদাঃ । পুরুষাদীনি তীর্থানি
সাগরাঃ পর্যন্তোত্তমাঃ ॥ ৭ ॥ অযোধ্যা মথুরা মায়া
অবন্ত্যাদ্যাশ্চ মুক্তিদাঃ । শ্রীরক্তাধ্যমনন্তঞ্চ প্রভাসঞ্চ
বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥ পুরুষোত্তমঃ মহাক্ষেত্রমরণ্যাস্তা-
দয়ঃ শুভাঃ । ত্রৈলোক্যে বর্তমানানি সর্বতীর্থানি
সর্গশঃ ॥ ৯ ॥ দৃষ্টা কৃষ্ণালয়ং পুণ্যং মুহূর্হুঃ প্রহ-
বিতাঃ । জয়শব্দৈর্নয়ঃশব্দৈর্গজস্তো হরিনামভিঃ ॥
১০ ॥ আনন্দাঙ্গাণি মুকুটঃ প্রেমণা গগদদয়া গিরা ।
স্ববস্তি মুনয়ঃ সর্বে তীর্থাদীনি চ সর্গশঃ ॥ ১১ ॥
অথ সংস্রবতাং তেযামস্তোস্তং মুদিতাম্ভনাম্ । বীক্য
বক্ত্রাণি সর্বেষাং মহর্ষির্নারদোহত্রবীৎ ॥ ১২ ॥
শ্রীনারদ উবাচ । রাশয়ঃ পুণ্যপুজানাং কৃতা

বিবিধ আয়ুর্ভূষিত শ্রীকৃষ্ণমন্দির দর্শন করিয়া
তৎকালে সকলেই পাত্ৰকা ও ছত্রাদি পরি-
ত্যাগপূর্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ।
তীর্থ ও ক্ষেত্রসমূহের ভুলুপ্তনঃ—সে এক বড়ই
অদ্ভুত ব্যাপার হইল । বারাগসী, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ,
জাহবী, যমুনা, নর্ম্মলা, প্রাচীসরস্বতী, গোদাবরী,
মহাপুণ্যা ত্রিগয়া, শালগ্রাম মহাক্ষেত্র, শুভপুণ্য চক্র-
নদী, পয়োদ্বী, তপতী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্য-
দায়িনী নদী ; পুরুষাদি তীর্থ, সাগর সমূহ, শেঠ
পদতসকল, অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, অবন্তী প্রভৃতি
মোক্ষ প্রদা পুরী, শ্রীরক্তাধ্যমনন্ত, বিশেষতঃ
প্রভাস, পুরুষোত্তমাদি মহাক্ষেত্র, পুণ্য অরণ্য
সকল এমন কি ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় তীর্থই তৎ-
কালে সেই পবিত্র কৃষ্ণমন্দির মুহূর্হুঃ দেখিয়া দেখিয়া
জয়ধ্বনি, নমস্কারধ্বনি ও হরিশ্রবণ করিতে
করিতে আনন্দাঙ্গপ্রাবিতনেজে প্রেমে গগদ
বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন । মুনিগণ ও
তীর্থগণ সকলেই একযোগে স্তবায়ত্ত করি-
লেন । ১—১১ । তাঁহারা মুদিতমনে স্তব করিতে
থাকিলে তাঁহাদের বক্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া মহর্ষি
নারদ কহিলেন,—তোমরা নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র জন্মে

স্থানভিক্রম্য। তজ্জয়নাং সহশ্রৈশ্চ। যদৃষ্টঃ কৃষ্ণ-
মন্দিরম্ । ১৩ । দর্শনং কৃষ্ণদেবস্ত দ্বারকা-
গমনে মতিঃ । দৃঢ়ভক্তিঃ সর্বাধিকারীভ্যস্ত তপসঃ
কলম্ । ১৪ । যন্তা বৈ পূর্জ্যাস্তেবাং বংশজাঃ
কৃষ্ণদর্শনম্ । সোৎসবা দ্বারকাং যান্তি পশুন্তি
চ হরিপ্রিয়াম্ । ১৫ । ধৃত্যেযং গোতমী
গঙ্গা গোতিমোহয়ঃ মহাতপাঃ । যৎপ্রসাদেন
সর্কেষাং কল্যাণং সমুপস্থিতম্ । ১৬ । যজ্ঞাধায়ন-
দানানাং তপোব্রতসমাধিনাম্ । সম্ভ্রান্তং কল-
মস্মাভির্ঘৃষ্যতিঃ সর্বতীর্থকাঃ । ১৭ । যুগং সর্গাণি
তীর্থানি কেত্রাণি চৈব কৃৎস্নাঃ । কৃষ্ণাজ্ঞা সর্ব-
কালং তিষ্ঠেৎ সর্বদৈবতৈঃ । ১৮ । বসন্তি যেহত্র
হে যন্তা একাহমপি পাবনাঃ । পশুন্তু স্তুমহাভাগা
গোদাবরীয়া জাহ্নবী । ১৯ । ইয়ং শোভতে পুণ্যা
দ্বারকা কৃষ্ণবল্লভা । প্রপশুন্তু মহাভাগান্তথা বারা-
ণসী শুভাম্ । ২০ । কেত্রাণি কুরুমুখ্যাণি পশুন্তু
দ্বারকাং প্রভোঃ । তাদৃশী মথুরা কালী মায়াযোধ্যা
চ রাজতে । ২১ । অবন্তী ন চ কাঞ্চী চ কেত্রঞ্চ পুরু-

পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য অর্জুন করিয়াছিলেন। তাহারই
বলে অদ্য তোমাদের কৃষ্ণমন্দির দৃষ্টি-গোচর হইল।
কৃষ্ণ দর্শন, দ্বারকাযাত্রায় মন, আর মহাবিক্রম
প্রাপ্ত দৃঢ় ভক্তি, এই তিনটি অল্প তপস্যার কল
নহে। যাহারা উৎসাহ সহকারে দ্বারকায় যায়,
কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াকে দর্শন করে, তাহাদের পূর্ক
পূর্বগণও ধন্ত। যন্তা এই গোতমী গঙ্গা; আর
ধন্ত এই মহাতপা গোতম, — যাহার প্রসাদে তোমা-
দের সকলেরই এ কল্যাণাভ্যুদয় হইল! আমরা
যজ্ঞ, ঋষ্যযন, দান, তপস্যা, ব্রত, সমাধি
অবলম্বন করিয়া যে কল পাইয়াছি; হে সর্বতীর্থ!
অদ্য তোমরাও সেই কলই প্রাপ্ত হইলে। অত-
এব তোমার যত তীর্থ কেত্র আছে, সকলেই
কৃষ্ণাজ্ঞায় সর্কদা সর্কদেব সহ এই স্থানে অবস্থান
কর। এখানে যাহারা একদিনও বাস করে,
তাহারাও ধন্ত এবং পবিত্র হইয়া থাকে। হে
মহাভাগগণ! এই দেখ, হেথাই গোদাবরী এবং
জাহ্নবী আছেন, ঐ কৃষ্ণবল্লভা পাবনী দ্বারকা
কেমন শোভা পাইতেছেন। আর এ দিকে
দেখ, শুভতা বারাণসী, কুরুক্ষেত্রপ্রমুখ সমস্ত কেত্র
বিদ্যমান। দেখ, এখানে মথুরা, কালী, মায়া-
পুরী ও অযোধ্যা সকলেই বিরাজ করি-
তেছেন। এই দ্বারকায় কেত্র যে ভাবে প্রকাশ

যোক্তমম্ । সূর্যোপরাগকালেনপি কুরুক্ষেত্রং ন
রাজতে । ২২ । ঐদৃশং ন গয়াতীর্থং যাদৃগেতৎ
প্রকাশতে । ২৩ । গ্রহনকত্রতারাগং যথা সূর্যো
বিরাজতে । সক্ষেত্রতীর্থরাজানাং দ্বারকার্কো
বিরাজতে । ২৪ । প্রহ্লাদ উবাচ । নিশম্য
নারদেনোক্তং প্রহৃষ্টাশ্চ তথা দ্বিজাঃ । কেত্রাণি
সর্বতীর্থানি পুরঙ্কতা চ গোতমম্ । ২৫ । বিধায়
গোতমীং তত্র প্রযযুর্হেতোঃপ্রতঃ । প্রহৃষ্টা
গোতমী তত্র প্রণম্য স্মরিতা যযৌ । ২৬ । গীত-
বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ পতাকাভিঃ সমন্ততঃ । প্রযযু-
স্তোত্রপাঠৈশ্চ সর্কৈ তে দ্বারকাজয়ে । ২৭ । স
তীর্থান্ত্রতঃ কৃষ্ণা মধ্যে কৃষ্ণা তু শোভনম্ । প্রয়াগং
তীর্থরাজং চ প্রহৃষ্টং কেত্রদর্শনম্ । ২৮ । ততঃ
পশ্চাৎ সরিৎস্রানং চকার ঋষিসন্তমঃ । জাহ্নবী
গোতমী রেবা যমুনা প্রাকসরস্বতী । ২৯ । সর-
স্বতী গওকী তাপী পয়োকী যমুনা তথা । কৃষ্ণা ভীমরথী
মিলাকাবেরী চাঘনাশিনী । ৩০ । মল্লকিনী মহা-
পুণ্যা পুণ্যা ভোগবতী নদী । ব্রজস্তি যুগপৎ সর্কাঃ
পশুন্তো দ্বারকাং পুরীম্ । ৩১ । ততস্তে সাগরাঃ
সংক্লেবৈস্তীর্থৈঃ সমাধিতাঃ । ততঃ পশ্চাদরণ্যান্তা-
শ্রমৈঃ পুন্যৈর্ভূতানি চ । ৩২ । ততস্ত পর্বতা রম্যা
মেরাদ্যাশ্চ সুশোভনাঃ । নৃত্যন্তো গায়মানাশ্চ

পাইতেছে, অবন্তী, কাঞ্চী, পুরুষোত্তম কেত্র,
সূর্যগ্রহণকালীন কুরুক্ষেত্র অথবা গয়া কেত্রও
তাদৃশ প্রকাশমান নহে। গ্রহ, নকত্র, তারাদিগের
মধ্যে সূর্য যেমন বিরাজমান, সমস্ত সূর্য সূর্য তীর্থ-
রাজের মধ্যে তেমন দ্বারকা-সূর্য বিভাসমান।
প্রহ্লাদ কহিলেন, — নারদোক্তি শ্রবণ করিয়া
সর্ব ঋষি ও সমস্ত তীর্থকেত্র গোতমকে অগ্র-
বন্তী করিয়া গোতমীকে লইয়া চলিলেন।
গোতমী প্রণামপূর্বক সহর্ষে অগ্রে অগ্রে ঘাইতে
লাগিলেন। তখন সকলেই পতাকা-পরিবৃত হইয়া
নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে স্তোত্র পাঠ করিতে
করিতে দ্বারকাজয়ে প্রবেশ করিলেন। ঋষিব্রবর
অগ্রে তীর্থসমূহকেও মধ্যে তীর্থরাজ প্রয়াগকে
রাখিয়া পশ্চাতে ঋষ সরিৎ জ্ঞান করিলেন।
জাহ্নবী, গোতমী রেবা যমুনা, প্রাচী সরস্বতী,
সরস্ব, গওকী, তাপী, পয়োকী, যমুনা, কৃষ্ণা ভীমরথী,
গঙ্গা, অঘনাশিনী কাবেরী, মহাপুণ্যা মল্লকিনী, পুণ্যা
ভোগবতী নদী, স্ব স্ব তীর্থের সহিত সপ্ত সাগর
পুণ্যায়মসমূহের সহিত অরণ্যাম, মেরু প্রভৃতি

স্তবান্যস্ত মহর্ষিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ ততশ্চ ঋষয়ো দেবাঃ
সমস্তাঙ্কইমানসঃ । গায়ন্তো নৃত্যমানাশ্চ গর্জন্তো
হরিনামভিঃ ॥ ৩৪ ॥ বাদিত্বাননৈকরূপৈর্জগদৈঃ
প্রহরিতাঃ । প্রাপ্তান্তে গোমতীতীরং সন্নিব্রজসম-
বিতাঃ । ববন্দিরে মহাপুণ্যঃ সর্বো চে হৃষ্টমানসঃ ॥
৩৫ ॥ শ্রীনারদ উবাচ । হে ভাগীরথি হে রেবে
যমুনে শৃণু গৌতমি । শ্রেষ্ঠা শ্রীগোমতীদেবী
বিখ্যাতা ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৬ ॥ যন্তাঃ সুরুজ্জলগ্রানঃ
স্পর্শিতে ব্রহ্মবিদ্যায়া । তেন বৈ গোমতী সৈব সন্নি-
তৌত্তমোত্তমা । ব্রহ্মজ্ঞানেন মুচ্যন্তে প্রয়াগমরণেন
বা । স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং মুচ্যতে পুণ্যজৈঃ সহ ॥ ৩৭ ॥
প্রহ্লাদ উবাচ । নিশ্চয়ং তানি তীর্থানি মাহাত্ম্য-
মহদভূতম্ । গোমত্যাঃ শ্রদ্ধয়া শ্রদ্ধা উৎসবেঃ প্রভে-
দযুঃ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ কেত্রাণি তীর্থানি সন্নিব্র-
জাগারাদয়ঃ । দদুশুর্দ্বারকাং রম্যামাগতাং দ্বার-
মণ্ডপে ॥ ৩৯ ॥ হিঃ সিংহাসনে দিব্যো মণি-
কাঞ্চনভূষিতৈঃ । সুন্দর্য গুরুবর্ণাঞ্চ কুজাদিত্যসু-
প্রভাম্ ॥ ৪০ ॥ দিব্যবস্ত্রাং সুগন্ধাঢ্যং রত্নভর-
ভূষিতাম্ । কিরীটকুণ্ডলদীব্যৈঃ শোভিতা-
কঙ্কণাদিভিঃ ৪১ ॥ বরদাভয়হস্তাঞ্চ শঙ্খচ-
ন্দ্রাদ্যুধাম্ । শ্রেষ্ঠা তপত্রিশোভাঢ্যং চামরব্যজনা-

পঞ্চত, ঋষি ও দেবতা, ইহারা সকলে সন্নিব্রজ সমন্বিত
হইয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য জয়শব্দ, হরিনাম ও স্তব
করিতে করিতে সহস্রে গোমতীতীরে উপস্থিত
হইয়া তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন । নারদ
বলিলেন,—হে ভাগীরথি! হে রেবে! হে যমুনে!
হে গৌতমি! আপনারা শ্রবণ করুন । আপনাদের
মধ্যে গৌতমীদেবীই শ্রেষ্ঠা এবং জিভুবনে
বিখ্যাতা । গৌতমীদেবীর সুরুজ্জলগ্রান ব্রহ্মবিদ্যায়
সহিত স্পর্শ করে । এই জন্তই ইনি সর্ব
তৌত্তমোত্তমা । ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয়, প্রয়াগমরণে
পুণ্যজসহ মুক্তি হয়, কিন্তু গোমতীতে স্নানমাত্রেই
মুক্তি হইয়া থাকে । প্রহ্লাদ বলিলেন,—কেত্র-
তীর্থ-সন্নিব্রজ-সাগর, ইহারা মহদভূত দ্বারকামাহাত্ম্য
শ্রবণ করিয়া যাইতে যাইতে অগ্রে শ্রদ্ধা সহকারে
গোমতীতে স্নান করিয়া দূর হইতে দ্বারকা দর্শন
করত ক্রমে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন ; দেখি-
লেন,—দ্বারকা মণিকাঞ্চনখচিত দিব্য সিংহাসনে
উপবিষ্ট রহিয়াছেন । তিনি সুন্দরী, গুরুবর্ণা
কুজাদিত্যসুপ্রভা, দিব্যবস্ত্রা, সুগন্ধাঢ্য, রত্নভরণ-
ভূষিতা, কিরীট-কুণ্ডল-কঙ্কণ শোভিতা, বরদাভয়হস্তা

দিতঃ ॥ ৪২ ॥ সংস্তুবৈঃ স্তূয়মানাঞ্চ গীতবাদ্যাদি-
হবিতাম্ । মহাসিংহাসনস্থান্ দৃষ্ট্বা দ্বারবতীং পুরীম্ ।
প্রণম্যুর্গগপং সর্বো সর্বাণি চ স্তুতকৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
ইতি শ্রীহান্দে মুক্তিমতীদ্বারবতীদর্শনবর্ণনং নামৈক-
ত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । নারদশ্রুতৌ গয়া প্রণম্যাথ
হরিপ্রিয়াম্ । উবাচ ললিতাং বাচঃ হর্ষয়ম্ দ্বারকাং
পুরীম্ ॥ ১ ॥ শ্রীনারদ উবাচ । পশু পশু মহা-
ভাগে সর্বো প্রাপ্তাঃ সুশোভনে । তীর্থক্ষেত্রাণি
দেবাশ্চ পাময়ন্তে বরং বরং ॥ ২ ॥ পশুং পুরতঃ
প্রাপ্তং প্রয়াগং তীর্থকৈঃ সহ । দ্বারকে তব পাদাজে
লুপ্তে শব্দবাহুতম্ ॥ ৩ ॥ উদয় পুঙ্করং তীর্থ-
মতি শ্রদ্ধয়া শুভে । ইয়ন্ত গৌতমী পুণ্য সর্ব-
তীর্থসমামুদ্রা ॥ ৪ ॥ সিংহস্থে চ শুভৌ ভদ্রে সম্প্রাপ্তা
সৌভাগ্যং মহৎ কিন্তু হৃজনসংসর্গাদক্কা পাপায়িন
ভূষম্ ॥ ৫ ॥ তত্রোপায়মভিজায় ঋষীণাং শৃণুতাং
তদা । শ্রদ্ধা কর্ণে মহচ্ছদং সম্প্রাপ্তেয়ং তবাস্তি-

শঙ্খক্ষেত্র-গদাযুধা, শ্রেষ্ঠতপত্রশোভিতা, বরচামর-
বীজিতা, স্তূয়মানা, গীতবাদ্যাদিহর্ষিতা ও মহা-
সিংহাসনস্থা । তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সকলেই এবমুদ্রা
দ্বারকাকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম
করিলেন । ১২—৪৩ ।

একত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—দেবর্ষি নারদ দ্বারকায়
গমন করিয়া অগ্রে দ্বারপ্রিয়াকে নমস্কার করত পরে
দ্বারকাকে হর্ষিত করিয়া ললিত বাক্যে বলিতে
লাগিলেন । নারদ বলিলেন,—দেখ দেখ, হে
মহাভাগে দ্বারকে! তীর্থ, ক্ষেত্র, দেব, ঋষি ইহারা
সকলেই আগমন করিয়াছেন । এই সম্মুখে দেখ,
তীর্থগণের সহিত প্রয়াগ প্রাপ্ত হইয়া তোমার
পাদাজে লুপ্ত হইতেছেন । হে শুভে! এ দিকে
দেখ, পুঙ্কর তোমাকে নমস্কার করিতেছেন । ঐ
দেখ, সর্বতীর্থসমামুদ্রা পুণ্য গৌতমী সিংহস্থ গুরুতে
মহাস্তুভগত প্রাপ্ত হইয়াছেন ; কিন্তু হইল কি হয়,
হৃজনসংসর্গে ইনি পাপায়িতে যারপর নাই দক্ষা ;

কম্ ৬। নমস্করোতি দেবি স্বাং হারকে গোতমী
ওতা। পঞ্চ পঞ্চ মহাপুণ্য ইয়ং ভাগীরথী ওতা।
৭। নমস্করোতি তে পাদৌ সংক্ৰষ্টা চ পুনঃপুনঃ।
পঞ্চমাং নর্মদাং রম্যাং প্রণতাং তব পাদয়োঃ। ৮।
যমুনা চন্দ্রভাগেয়মিষং প্রাচীনসরস্বতী। সরযূগুপ্তী
প্রাণা গোমতী পূর্ববাহিনী। ৯। শোণঃ সিদ্ধু-
নদী চৈতা অস্ত্রান্ত সরিতাং বরাঃ। কৃষ্ণা ভীম
রথী পুণ্য কাবেয়ীক্যাঃ সরিষরাঃ। ১০। সীতা
চন্দ্রদী ভদ্রা নমস্তোভ্যুঃ পদাবুজম্। হারকে তা
মহাপুণ্যাঃ সপ্তবীপোস্তবাঃ পরাঃ। ১১। মন্দাকিনী
মহাপুণ্যা ভোগবত্যা দিসংযুতা। পঞ্চাশ্চর্য্যমিদং
ভদ্রে বারানসী বিমুক্তিদা। ১২। ভক্ত্যা তে চ
পদান্তোজং শিরস্ত্রাধায় বর্ততে। কুরুক্ষেত্রঃ মহা-
পুণ্যঃ নমতি স্বামহর্নিশম্। ১৩। হারকে মথুরাং
পঞ্চ প্রণতাং তব পাদয়োঃ। অযোধ্যাবন্তিকা
মায়াক্তা নমস্তি পদাবুজম্। ১৪। কাঞ্চী গয়া বিশালা
চ বিরজা লুপ্তিত কিতৌ। শালগ্রামং মহাক্ষেত্রং
পতিতং তব পাদয়োঃ। বিরাজতে প্রভাসক

ছোতা ঋষিগণের নিকট হইতে সুস্পষ্ট বাক্যে
শাস্তির উপায় শ্রবণ করিয়া হুইন স্বংসমীপে আগমন
করিয়াছেন। হে দেবি হারকে। গোতমী
তোমাকে নমস্কার করিতেছেন। দেখ দেখ, এ
দিকে এই মঙ্গলময়ী মহাপুণ্য ভাগীরথী হর্ষের
সহিত তোমার পদযুগলে পুনঃপুন নমস্কার করি-
তেছেন। এদিকে এই দেখ, নর্মদা স্বংপাদপতিতা ;
এ দিকে যমুনা, চন্দ্রভাগা, প্রাচীন সরস্বতী, সরযু,
গুপ্তী, গোমতী, শোণ, সিদ্ধুনদী, অস্ত্রান্ত সরিষরা
কৃষ্ণা, ভীমরথী, কাবেয়ী, সীতা, চন্দ্রনদী ও
ভদ্রা প্রভৃতি নদী তোমার চরণকমলে নমস্কার
করিতেছে। হারকে! এ দিকে দেখ, মহাপুণ্য সপ্ত-
বীপোস্তবা নদী এবং মহাপুণ্য ভোগবতী মন্দাকিনী
প্রভৃতি বিরাজমান। এই এ দিকে এক আশ্চর্য্য
দেখ, বিরাটদায়িনী বারানসী ভক্তিপূর্বক তোমার
চরণসরোজ মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।
এই মহাপুণ্য কুরুক্ষেত্র তোমাকে অনবরত
প্রণাম করিতেছে। হারকে! দেখ দেখ, মথুরা
তোমায় প্রণত হইয়াছে। অযোধ্যা, অবন্তী মায়া
তোমার পদাবুজে প্রণতা। কাঞ্চী, গয়া, বিশালা,
তোমারই প্রান্তে ভুলগীতা। মহাক্ষেত্র শালগ্রাম
তোমার পাদঘরে পতিত। অশিচ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র
ও প্রভাসক্ষেত্র তোমার পদে বিরাজিত। হে

ক্ষেত্র পুরুষোত্তমম্। ১৫। ভার্গবাদীনী চান্তানি
সর্বক্ষেত্রানি সুন্দরি। হারকে প্রণমস্তি স্বাং
ভক্তোখায় পুনঃপুনঃ। ১৬। পঞ্চোমান সাগরান
সপ্ত পতিতাংস্তব পাদয়োঃ। পঞ্চারণ্যানি
সর্বাণি নৈমিষং প্রণতং পুরঃ। ১৭। ধনুক্ষ
চ দশারণাং দণ্ডকারণ্যমর্কুণম্। নারায়ণাশ্রমং
পঞ্চ হারকে প্রণতং তথা। ১৮। অয়ং যেক্ষত
কৈলাসো মন্দরাদ্যাঃ সহস্রশঃ। হিমাদ্রিচ্ছিদ্ধাশৈলশ্চ
শ্রীশৈলাদ্যাঃ প্রহর্ষিতাঃ। এতে দ্ব্যধিগণাঃ সর্বে
নমস্তিস্থ পুনঃপুনঃ। ১৯। গঙ্গাদ্যাঃ সাগরাঃ শৈলা
নৃত্যন্তি পুরতন্তব। ঋষিদেবগণাঃ সর্বে সর্বে
গর্জন্তি নামভিঃ। ২০। প্রহ্লাদ উবাচ। ইত্যেবং
বদন্তস্ত্ব হারকা হৃষ্টমানসা। নৃত্যন্তো মুদিতান বীক্যা
সর্গান প্রেয়াভিনন্দ্য চ। উবাচ ললিতাং বাচঃ
গোতমীং স্পৃহা পাণিনি। ২১। ভাগীরথীপ্রয়াগা-
দীন ক্ষেত্রাদীনধ সর্বশঃ। হারকা মধুরালাপে
মুগ্ধমানন্দযুক্তদা। ২২। অশাশ্বত্যাশ্রমভূতত্র সর্গানন্দ-
ধবর্জনম্। অথ ভাবন্তদাকাশে গীতবাদ্যজয়ধ্বনাঃ।
। গর্জ্জগানি সুপুণ্যানি হরিশব্দৈঃ পৃথক
ধক্। অপশ্রুত্ব বৈ তদা সর্বে ব্রহ্মাদ্যা দেবনায়কাঃ।

সুন্দরি হারকে। ভার্গবাদি অস্ত্রান্ত যে সকল ক্ষেত্র
আছে, তাহার পুনঃপুনঃ উক্তি হইয়া তোমাকেই
প্রণাম করিতেছে। এই দেখ, সপ্ত সাগর, নৈমি-
ষাদি নিখিল অরণ্য, ধনুক্ষ, দশারণ্য, দণ্ডকার্ণা,
অর্কুণ, ও নারায়ণাশ্রম তোমারই পদতলে প্রণাম
করিতেছে। আর ঐ দেখ, যেক কৈলাস, হিমাদ্রি
বিজ্যা, মন্দরাদি সহস্র পর্বত এবং নিখিল ঋষি-
মণ্ডলী প্রহর্ষভরে পুনঃপুন তোমায় নমস্কার করি-
তেছেন। গঙ্গাদি সরিৎ সকল, সাগরগণ ও শৈল-
গণ তোমার অগ্রে নৃত্য করিতেছেন। দেব ও
ঋষিগণ সকলেই তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া গর্জন
করিতেছেন। ১—২০। প্রহ্লাদ কহিলেন,—নারদ
এই কথা কহিলে হারকা সহর্ষে সেই সকল নৃত্য-
পরায়ণ তীর্থ প্রভৃতিকে দেখিয়া প্রেমভরে অভিন-
ন্দিত করত পাণি দ্বারা গোতমীকে স্পর্শ করিয়া
ললিত বাক্যে সম্ভাষণ করিল। এইরূপে
ভাগীরথী ও প্রয়াগ প্রভৃতিকেও মধুরালাপে অভি-
নন্দিত করিল। তখন এক সর্বজনানন্দজনক
আশ্চর্য্য বাপার সংঘটিত হইল। আকাশে গীত,
বাদ্য জয়ধ্বনি, পবিত্র গর্জন ও মুহূর্ত্তে হরিনাম-
ধ্বনি হইতে থাকিল। ব্রহ্মাদি দেবনেতৃগণ সেই

ক্রৌড়ন্তি গোমতীনীরে তীরে চ কৃকসন্নিবো ॥ ১১ ॥
সপ্তদ্বীপেষু যাঃ সন্তি যথাক্তা বৈ সরিষরাঃ । সাগরাস্ত
তথা সপ্ত পশ্চিমায়াং দিশি স্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ ক্রৌড়ন্তি
চক্রতীর্থে বৈ তীর্থেষু শতকোটিভিঃ । পশ্যন্তি চ
মুখঃ কৃকং পশ্চিমাভিমুখং সদা ॥ ১৩ ॥ বিদিশাসু চ
সর্বাসু তীর্থসংখ্যা ন বিদ্যতে । পুঙ্করাদীনি
তীর্থানি বিশালা বিরজা গয়া ॥ ১৪ ॥ শতৈককোটিভি-
স্তীর্থৈর্গোমত্যা দধিসঙ্গমে । বর্জস্তে কৃকসেবায়াং
সোৎসবানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥ বারাগসী পুরৈ-
শাস্ত্রামবন্তী পূর্বদিকস্থিতা । আয়েয়াং দিশি কাঞ্চী
চ দক্ষিণে মথুরা স্থিতা ॥ ১৬ ॥ নৈঋত্যাঞ্চ তথা
মায়া অযোধ্যা পশ্চিমে স্থিতা । বায়বাস্ত কুরুক্ষেত্রং
হরিক্ষেত্রং তথোত্তরে ॥ ১৭ ॥ শিবক্ষেত্রঞ্চ
ঐশাস্ত্রামৈশ্র্য্যঞ্চ পুরুষোত্তমঃ । আয়েয়াঞ্চ ভৃগু-
ক্ষেত্রং প্রভাসং দক্ষিণাশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥ অীরঙ্গং
নৈঋতে ভাগে লোহদণ্ডং তু পশ্চিমে । নারসিংহানি
বায়ব্যা কোকাযুগং তথোত্তরে ॥ ১৯ ॥ কামাখ্যা-
রেণুকাদীনি শাক্তৈর্যানি চ সর্বশঃ । ক্ষেত্ররাজানি
সর্বানি যথাস্থানে বসন্তি হি ॥ ২০ ॥ উত্তরে চৈব
সৌরাণি গাণপত্যানি কৃৎসনশঃ । ক্ষেত্রাণ্যুত্তরত
সন্তি ককিণ্যাঃ সন্নিবো দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ ধেনুকং

সহ দ্বারকার দক্ষিণদিকে অবস্থানপূর্বক গোমতীর
নীরে তীরে কৃকসমীপে ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন ।
সপ্তদ্বীপের প্রধান প্রধান সরিৎ ও সপ্ত সাগর
পশ্চিম দিকে থাকিয়া শত কোটি তীর্থ সহ চক্রতীর্থে
ক্রৌড়া করিতে লাগিল আর পশ্চিমাভিমুখে
ক্রৌড়ককে সর্বদা দর্শন করিতে লাগিল । দ্বারকার
বিদিক্‌সমূহে যে সকল তীর্থ অবস্থিত হইল,
তাহার আর সংখ্যা হয় না । হে দ্বিজসন্তমগণ !
পুঙ্করাদি তীর্থ সকল, বিশালা, বিরজা, ও গয়া,
ইথারা অন্ত শতৈককোটি তীর্থের সহিত কৃকসেবার
জন্ত গোমতীসাগরসঙ্গমে সোৎসাহে অবস্থান করিল।
ঈশান দিকে বারাগসী পুরী, পূর্বদিকে অবন্তী,
অগ্রিকোণে কাঞ্চী, দক্ষিণে মথুরা, নৈঋতে মায়া,
পশ্চিমে অযোধ্যা, বায়ুকোণে কুরুক্ষেত্র এবং উত্তরে
হরিক্ষেত্র অবস্থিত হইল। এতদ্ভিন্ন ঈশানকোণে
শিবক্ষেত্র, পূর্বদিকে পুরুষোত্তম, অগ্রিকোণে ভৃগু-
ক্ষেত্র দক্ষিণে প্রভাস, নৈঋতে অীরঙ্গ, পশ্চিমে
লোহদণ্ড, বায়ব্যা নারসিংহ, এবং উত্তরে কোকা-
যুগ; এতদ্ভিন্ন কামাখ্যা রেণুকাদি বহু শাক্ত-
তীর্থ ও ক্ষেত্রাদি তথায় যথায় স্থানে বাস

নৈমিষারণ্যং দণ্ডকং সৈন্ধবং তথা । দপারণ্যমর্কবৃন্দক
নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ২২ ॥ যথাদিশঃ বসন্তি অ-
দ্বারকায়াঃ সমস্ততঃ । মেরুদ্বীপাঃ পর্বতাঃ সৌম্যে
দ্বারকাসেবনোৎসুকাঃ ॥ ২৩ ॥ কৈলাসাদ্যাশ্চ
ঐশাস্ত্রামৈশ্র্য্যং হিমাবদাদয়ঃ । অীশৈলাদ্যাশ্চ
আয়েয়াং সিংহাদ্র্যাদ্যা যমে তথা ॥ ২৪ ॥ নৈঋত্যাং
বামমার্গাদ্যা মহেন্দ্রঋষভাদয়ঃ । অস্ত্রে চ পুণ্য-
শৈলাশ্চ সলোকালোকমানসাঃ । দ্বারকাং পরিতঃ
সন্তি পর্য্যাপাসন্তি প্রভাহম্ ॥ ২৫ ॥ এবং ব্রহ্মাদয়ো
দেবা ঋষয়ঃ সনকাদয়ঃ । ক্ষেত্রতীর্থাদিভির্ভুক্তা
অন্তঃ পুণ্যতমৈস্তথা ॥ ২৬ ॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া ভক্ত্যা
কন্তারাদিশিহিতে গুরো । আয়াস্তি দ্বারকাং হস্তৈঃ
ব্রাহ্মাদ্যাশ্চ প্রহার্ষিতাঃ ॥ ২৭ ॥
ইতি অীশ্বান্দে দ্বারকায়াং সর্বতীর্থক্ষেত্রাদিকৃতনিবাস-
বর্ণনং নাম ত্রয়স্বিংশোহধ্যায় ॥ ৩০ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অীপ্রহ্লাদ উবাচ । এবমদ্ভুতমাধাত্ম্যং দ্বার-
কায়া যুনীষরাঃ । সর্বেষাং ক্ষেত্রতীর্থানাং মহাপাপ-

করিতে লাগিল । হে দ্বিজগণ ! উত্তরে ককিণী
সন্ন্যাসানে সমুদয় সৌর ও গাণপত্য ক্ষেত্র
ব্রাজ্য করিতে লাগিল । ধেনুক, নৈমিষারণ্য,
দণ্ডক, সৈন্ধব, দপারণ্য, অর্কবৃন্দ, ও নরনারা-
য়ণাশ্রম, এই স্থান সকল দ্বারকার চতুর্দিকে নির্দিষ্ট
স্থানে অবস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত উত্তরে মেরু আদি
পর্বত, ঐশানে কৈলাসাদি, পূর্বে হিমালয়াদি, অগ্নি-
কোনে অীকৈলাশাদি দক্ষিণে সিংহাদি, নৈঋতে বাম-
মার্গাদি, মহেন্দ্র ঋষভাদি এবং অপরা লোকালোক
মানসাদি পুণ্যশৈল সকল চতুর্দিকে থাকিয়া প্রভাহ
তাহার উপাসনা করিতে লাগিল । এইরূপে ব্রহ্মাদি
দেবতা, সনকাদি ঋষি ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণ
ক্ষেত্র তীর্থাদি ও অন্তান্ত পুণ্য স্থানের সহিত গুরু
কন্তারাদিশিগমনকালে পরম ভক্তিব্রতী সহকারে
হস্তান্তঃকরণে দ্বারকা দর্শনে আগমন করিয়া-
ছিলেন । ১—২৭ ।

ত্রয়স্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে যুনীষরগণ ! দ্বারকার
এই অদ্ভুত মাধাত্ম্য কীকর্তৃ করিলাম । এই

বিদারকম্ ॥ ১ ॥ বর্ণনামাশ্রমাণক পতিতানাং বিশেষ
বতঃ । মহাপাপহরঃ প্রোক্তঃ মহাপুণ্যবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ২ ॥
অত্যাশ্রপাপরাশীনাং দাহস্থানং যথা স্মৃতম্ । দারকা-
গমনং বিশ্রা কিং পুনর্দারকাহুতিঃ ॥ ৩ ॥ বিশেষেণ
তু বিশ্রোক্তাঃ কস্তারানিশ্বিতে শুরো । ব্রহ্মাদয়োহপি
দৃষ্টান্তে যত্র তীর্থৈশ্চ সংযুতাঃ ॥ ৪ ॥ প্রতিবর্ষং প্রকু-
র্কন্তি দারকাগমনং নরাঃ তেষাং গাদরজঃ স্পৃষ্টা
দিবাং যান্তি চ পাপিনঃ ॥ ৫ ॥ গোমতীনীরপুতানাং
কৃষ্ণবজ্রাবলোকিনাম্ । দর্শনাৎ পাতকং তেষাং
যাতি জন্মশতজ্জিতম্ ॥ ৬ ॥ ইতিহাসেন পুরোক্তং
শ্রুত্যাঃ স্মিনপুস্তকাঃ । দিলীপবসিষ্ঠসংবাদে
পরমাশ্রয়বিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৭ ॥ কাষ্ঠাং তু বজ্রলেপো হি
ক্ষেত্র একত্র নশ্রুতি । যাতুর্দর্শনতঃ শ্রদ্ধা দিলীপো
বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ দিলীপ উবাচ । বজ্রলেপশ্চ
কাষ্ঠাং তু ঘোরো যত্র বিনশ্রুতি । কৃষ্ণশোহম্ব
মহাপুণ্যঃ প্রাপ্যঃ যত্র তদন্তি কিম্ ॥ ৯ ॥ ন
প্ররোহস্তি পাপানি যস্মিন ক্ষেত্রে হিজোন্তম্ ।
তৎ ক্ষেত্রং কথ্যতাং পুণ্যং যত্র পাপং প্রগজ্জতি ॥ ১০ ॥
বসিষ্ঠ উবাচ । আসীৎ কাষ্ঠাং পুরা কশ্চিদ্ভিদগুী

মোক্ধশ্রমবিৎ । জপন দশাধমেধে তু গায়ত্রীঃ চ
সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥ তত্র কাচিং সমায়াতা যুবতী
গজগামিনী । তীরে সংস্থাপ্য বাতাসি গজায়াঃ
শ্রমশান্তয়ে । প্রবিষ্টা চ জলে নয়া জলক্ৰীড়াং
চকার হ ॥ ১২ ॥ নয়াং তাং ক্রীড়তীঃ বাক্য
যতিশ্রমদনপুরিতঃ । দৈবাভিভূতশ্রিতো মার্গাৎ সহসা
চ বিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥ মনসা কামদাম্যাস সাপি
ভং তরুণং যতিম্ । তয়োশ্চ সজ্জিতস্তত্র সজ্জাতা
পাপকর্ম্মণোঃ ॥ ১৪ ॥ তয়া বিমোহিতঃ সদা-
স্তামেবাহুসসার সঃ । তৎক্রীড়্যৈ চার্ক্যামাস
ধনমন্তায়তন্তয়া ॥ ১৫ ॥ বারানস্তাং হি ন ত্যক্ত-
শঙালস্ত প্রতিগ্রহঃ । নানহীনঃ সদা পাপী রাজ্ঞৌ
চৌর্যেণ বর্ততে ॥ ১৬ ॥ কস্মিন্শিচ্চ সময়ে পাপী
মাংসাধী তু বনং গতঃ । দর্শ্য প্রমদাং তত্র মাতঙ্গীং
মদিরেক্ষণাম্ ॥ ১৭ ॥ তস্তাঃ প্রথমতাক্ষণ্যং দৃষ্টা
গর্বেণ পাপানু । বনেহু নিবর্তনে তত্র মাতঙ্গী-
সক্সমেয়িবান্ ॥ ১৮ ॥ তয়া সহস্রপানাদি কৃতবান
পাপমোহিতঃ । অশ্রান্তি সুরয়া পকং গোমাসং

দারকামাহাত্ম্য সমুদয় ক্ষেত্র, তীর্থ, বর্ণ, আশ্রম,
বিশেষত পতিতদিগের মহাপাপবিদারক, মহাপাপ
হর ও মহাপুণ্যবিবৰ্দ্ধন । হে বিপ্রগণ! দারকা-
গমন যখন অত্যাশ্রপাপরাশির দাহকর, তখন
দারকাবাসের কথা আর কি বলিব? বিশে-
ষতঃ শুকর কস্তারানিশ্বিত কালে ব্রহ্মাদি
দেবগণও তীর্থসমূহের সহিত দারকায় দৃষ্ট হইয়া
ধাকেন । যাহারা প্রতিবর্ষ দারকাগমন করে,
তাহাদের পদরজঃ স্পর্শ করিয়া পাপিগণ স্বর্গে গমন
করিয়া থাকে । গোমতীনীরপুত ও কৃষ্ণবজ্রাব-
লোকদিগের দর্শনমায়ে পাতকিগণের জন্মশতা-
জ্জিত পাতক বিনষ্ট হয় । হে স্বাধিপুস্তবগণ! এই
দারকামাহাত্ম্য বিষয়ে পুরো দিলীপবসিষ্ঠ-সংবাদে
ইতিহাসে যে পরমাশ্রয়জনক প্রবক্তৃত্ত আছে,
অধুনা আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন । একদা
রাজর্ষি দিলীপ কোন এক তীর্থযাত্রীর মুখে শ্রবণ
করেন যে, কাশীতে যে বজ্রলেপ (পুণ্যক্ষেত্রে ক্রিয়-
মাণ পাপ) তাহা একটী ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয় । এই কথা
শ্রুতিয়া তিনি বলিলেন,—কাশীজাত যোয় বজ্রলেপ
যে মহাপুণ্য তীর্থে বিনষ্ট হয়, সেই অবশ্য গম্ভব্য
তীর্থ কোথায় এবং তাহার নাম কি? যেখানে
পাপ-প্ররোহ নাইও পাপ নাশ পায় সেই পুণ্য-

ক্ষেত্র কোথায় তাহা বলুন? বসিষ্ঠ বলিলেন,—
পুরো কাশীতে এক ত্রিদগুী মোক্ধশ্রমবিৎ ছিলেন ।
এক সময় তিনি দশাধমেধ ঘাটে গায়ত্রীজপে সমাহিত
ধাকেন । ঐ সময় এক গজগামিনী যুবতী স্নানার্থ
তথায় আগমন করেন । ঘাটে উপস্থিত হইয়া
তিনি তীরে বজ্র রাখিয়া দিয়া শ্রমাপনোদনের জন্ত
গজায় অবতারণপূর্বক নয়াবহাতেই জলক্ৰীড়া
করিতে থাকেন । যতি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া
মদনপুরিত হন এবং দৈবাৎ মুগ্ধ হইয়া তিনি মার্গ-
জট হইয়া পড়েন । তিনি মনে মনে যুবতীকে
কামনা করেন, যুবতীও তাঁহাকে তরুণ দেখিয়া
অভিলাষ জানান । স্মৃতরাং সেখানে তাঁহাদের
উভয়ের পাপ কমে সজ্জতি হয় । অতঃপর যতি
ঐ কামিনীর অহুসরণ করিলেন; করিয়া তাহার
ক্ৰীতি উৎপাদনের জন্ত অস্তায়রূপে ধনোপার্জন
করিতে লাগিলেন । এমন কি, তিনি দারাপসীতে
ধাকিয়াও চতালের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে
হুষ্ঠিত হইলেন না । ক্রমে তিনি স্নান-সন্ধ্যা-
বিহীন হইয়া রাত্রিতে চুরি করিতে আরম্ভ করি-
লেন । ১—১৬ । একদা এই পাতকী মাংসাধী হইয়া
বন গমন করিল । বনে গিয়াও সে এক মাতঙ্গী
মদিরেক্ষণকে দেখিতে পাইল । মাতঙ্গীর রূপ-
গর্ভের সহিত প্রথম তাক্ষণ্য অবলোকন করিয়া

পাপলম্পটঃ ॥ ১৯ ॥ তদগৃহে নিধনং প্রাপ্তঃ
পাপাত্মা সৰ্বভক্ষকঃ । বারাগসীপ্রভাবেণ ন
প্রাপ্তো নরকং তদা ॥ ২০ ॥ কিং তু তত্র কৃতং
পাপং বজ্রলেপং সুদারুণম্ । শূদ্রীসম্পর্কপাপেন
জাতোহসৌ কুর্যোনিস্ব ॥ ২১ ॥ বৃকো ব্যাঘ্রোরগঃ
খানঃ শৃগালঃ শূকরোহভবৎ । দ্রুতভাং যাতনাম্
প্রাপ্তঃ শমলেশং ন বিদতি ॥ ২২ ॥ এবং জন্ম-
সহস্রৈশ্চ ন তত্ত পাপকৰ্ম্মণঃ । মাতঙ্গ্যাস্তদজং
পাপং ব্যনস্তত যুগায়তে ॥ ২৩ ॥ ততোহসৌ
সপ্তমে জাতঃ শশকশ্চৈব জয়নি । ততোহসৌ
রাক্ষসো জাতঃ পাপাত্মা সৰ্বভক্ষকঃ ॥ ২৪ ॥
প্রাণিনো ভক্ষয়ন্ত সৰ্বান সপ্রাপ্তো বিদ্যাপর্যন্তে ।
অশ্বাদনন্তরং ভাব্যং ককলাসত্মভূতম্ ॥ ২৫ ॥
শূদ্রীসজজপাপেন ভাব্যং চ কুমিযোনিয়া ।
মাতঙ্গীসজ্জমে প্রোক্তং কলং হতিভূতপিতম্ ॥ ২৬ ॥
যুগায়তসহস্রৈশ্চ ভোক্তামাণং সুদারুণম্ ।
অত্যাশ্চর্যমভূতজ দিলীপ জয়তাং মহৎ ॥ ২৭ ॥
আলোকিতঃ চ বিদ্যাভ্রো সর্বেষাং বিশ্বাস্পদম্
দৃষ্ট্বা হারাবতীং কচিং ককবজ্রং সুশোভনম্ ॥ ২৮ ॥

সে নির্জনে তাহার সজ প্রাপ্ত হইল ; পাপমোহিত
হইয়া তাহার সহিত অন্ন-পানাদি ব্যবহার করিতে
লাগিল । এমন কি, ঐ পাপ-লম্পট সুরা-পক
গোমাংসও মাতঙ্গীর সহিত ভোজন করিল ।
অনন্তর ঐ সৰ্বভক্ষক পাপাত্মা নিধন প্রাপ্ত হইল ।
কিন্তু বারাগসীপ্রভাবে নরকে গমন করিল না
বটে ; কিন্তু বারাগসী কৃত পাপ সুদারুণ বজ্রলেপ
হইল । শূদ্রীসম্পর্কপাপে ঐ পাপ, বৃক, ব্যাঘ্র,
উরগ, সারমেয়, শৃগাল, শূকর, প্রভৃতি কুর যোনিতে
জন্মিয়া দারুণ যাতনা ভোগ করিতে লাগিল ;
কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিল না ।
বস্ত্রতঃ সহস্র জন্মেও তাহার মাতঙ্গীসজ্জ জনিত পাপ
বিনষ্ট হইবার নহে । সে সপ্তম জন্মে শশক হইয়া
জন্ম গ্রহণ করিল । অনন্তর সৰ্বভক্ষী পাপাত্মা
রাক্ষস হইল । সেই অবস্থায় প্রাণিগণকে ভক্ষণ
করিতে করিতে ক্রমে সে বিদ্যা পর্যন্তে আসিল ।
এই জন্মের পর তাহাকে ককলাসহ প্রাপ্ত হইতে
হইবে । শূদ্রীসজপাপে কুমিযোনিপ্রাপ্তি ঘটিবে ।
মাতঙ্গী-সজ্জের কল অতীব ভূতপিত । উহা
অযুতযুগসংখ্য ভোগ করিতে হয় । যে দিলীপ ।
তখন এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হইয়াছিল, এবং
কর । বিদ্যাচলে সকলের বিশ্বাসবৎ ঘটনা দেখা

গোমতীদ্বীপপুত্রে বিদ্যাং প্রাপ্তঃ স পার্থকঃ ।
মাজাঃ কৃষ্ণপ্রসাদস্ত স্বদে কৃষ্ণা গ্রহবিভিঃ ॥ ২৯ ॥
প্রমত্তান্ স্বগৃহং তত্র দর্শয় পথি রাক্ষসম্ । ক্রতঃ
চ কুরকৰ্ম্মাণং দৃষ্ট্বা ভক্তিতমাগতম্ ॥ ৩০ ॥ তত্র
দর্শনমাত্রেণ বজ্রলেপঃ সুদারুণঃ । বারাগসী-
সমুদ্ভূতো ভাস্মসাদভবৎ কণাৎ ॥ ৩১ ॥ জন্মকোটি-
শতেনাপি যো ন শক্যো ব্যপোহিতুম্ । তৎপাপ-
পর্যতাযুক্তঃ কৃষ্ণপাথিকদর্শনাৎ ॥ ৩২ ॥ দম্বেহধ
কুরভাবে তু ঘনমুক্তো যথা শলী । রেজে পুণ্য-
প্রকাশেন কৃষ্ণপাথিকদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥ ততোহভি-
মুখমভ্যুত্যা হারকাপথিকং মুদা । ননাম শ্রদ্ধয়া
ভুমৌ তদদর্শনমহোৎসবঃ ॥ ৩৪ ॥ নত্বাধ বিস্মিতঃ
প্রাহ অহোহন্য তব দর্শনাৎ । গতৌ ঘোরতমৌ
ভাবঃ প্রাপ্তা সংসিদ্ধিকৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ কস্মাৎসমাগতো
ভজ প্রভাবঃ কীদৃশস্তব । বজ্রলেপস্ত কাশ্যাং বৈ
দক্ষন্তে দর্শনাদহ ॥ ৩৬ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । ইত্যেবং
রাক্ষসেনোক্তং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্ত পার্থকঃ । বিশ্বাস-
পরমাপন্নঃ প্রাহ তং হর্ষমানসঃ ॥ ৩৭ ॥ পার্থক উবাচ ।

গিয়াছিল । জনৈক পাত্ৰ হারাবতী ও কৃষ্ণবদন
দেখিয়া গোমতীজলে পুত হইয়া একদা বিদ্যাচলে
উপস্থিত হইল । তাহার স্বদে কৃষ্ণপ্রসাদের
মাজা ; সে সহর্ষে স্বগৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে
বিদ্যাচলের পথে সেই রাক্ষসকে দেখিতে পাইল ।
কুরকৰ্ম্মা রাক্ষস দেখিবামাত্র সত্তর সেই পার্থকে
ভক্ষণ করিতে আসিল । হারকা-প্রভাভাগত পথি-
কের দর্শনমাত্রেই রাক্ষসের বারাগসীসমুদ্ভূত
সুদারুণ বজ্রলেপ ভাস্মসাৎ হইয়া গেল । শত
কোটি জন্মেও যাহা বিধ্বস্ত করা যায় না, রাক্ষস
সেই পাপ-পর্যন্ত হইতে কৃষ্ণপাথিকদর্শনে মুক্ত হইল ।
তাহার কুরভাবে দম্বে হইয়া গেল । কৃষ্ণপাথিক
দর্শনজনিত পুণ্যপ্রকাশে সে ঘনমুক্ত শলীর স্তায়
বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৩৭—৩৯ ॥ অনন্তর হারকা-
পার্থকের সমুদে আসিয়া ঐ রাক্ষস শ্রদ্ধাসহকারে
প্রণাম করিল এবং প্রণামান্তে সবিষ্ময়ে বলিল,—
অহো ! অদ্য তোমার দর্শনে আমার দারুণ ভাব
গিয়াছে ; আমি উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি ।
মহাশয় ! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?
আপনার প্রভাব কীদৃশ ? কালীকে যে বজ্রলেপ
হইয়াছিল তাহা আপনার দর্শনমাত্রেই নষ্ট হইল ।
বসিষ্ঠ কহিলেন,—কৃষ্ণপাথিক রাক্ষসের ঐ সকল
উক্তি শ্রবণ করিয়া সবিষ্ময়ে সহর্ষে কহিল,—

জীমদারবতীঃ দৃষ্টা হগতোহম্যত্র রাবস। বজ্র-
লেপহরোহম্যাকং প্রভাবঃ কৃষ্ণদর্শনাৎ। ৩৮।
গোমত্যাং যঃ সক্রৎ স্নাত্বা পশ্যেৎ কৃষ্ণমুখাধুজম্।
সর্বারুদ্ররভে পাপাদপি ত্রৈলোক্যদাহকাৎ। ৩৯।
বসিষ্ঠ উবাচ। ইত্যুত্তো রাবসো হৃষ্টঃ শুদ্ধাত্মা
ভক্তিসংযুতঃ। নবা প্রদক্ষিণং কৃষা সম্প্রাপ্তো
দ্বারকাং তদা। ৪০। গোমত্যাং স তত্বং ত্যক্ত্বা
প্রাপ্তোহসৌ বৈষ্ণবং পদম্। কৃষ্ণমানঃ সুরেশানৈ-
র্গদ্বর্জৈঃ পুষ্পরুষ্টিভিঃ। ৪১। ইখং মহাপ্রভাবো
হি দ্বারকায়াঃ প্রকীর্তিতঃ। ন প্ররোহন্তি পাপানি
যন্তাঃ পান্থিকদর্শনাৎ। দ্বারকায়াঃ তু কিং বাচ্যং
ন প্ররোহন্তি পাতকম্। ৪২। ইত্যুত্তং কথিতং
ব্রাহ্মণ যৎ পৃষ্ঠোহহং ত্য়ানম্। সর্বক্ষেত্রোত্তমং
ক্ষেত্রং বজ্রলেপবিনাশনম্। ৪৩। প্রহ্লাদ উবাচ।
বসিষ্ঠেনোদিতং শ্রুত্বা দিলীপো হৃষ্টমানসঃ। দ্বারকাং
ক্ষেত্ররাজং তং স্নাত্বা চ বিশ্বম্ যযৌ। ৪৪। যযৌ
দ্বারবতীঃ হৃষ্টো দেবদেবস্ত সাদরম্। কৃষ্ণং দৃষ্টা
পর্যং সিদ্ধিঃ সম্প্রাপ্তো দেব মন্দিরে। ৪৫।

ইতি জীকান্দে দিলীপকৃতদ্বারকাযাত্রাবর্ণনং
নাম চতুস্ত্রিংশোধ্যায়ঃ। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। অহো ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং সমস্তা-
দশযোজনম্। দিবিষ্ঠা যত্র পশুন্তি সর্গানেনব চতু-
র্ভুজান্। ১। অহো ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং দৃষ্টা নিত্যং
চতুর্ভুজান্। দ্বারকাবাসিনঃ সর্গারমস্তন্তি দিবৌকসঃ।
২। অহো ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং সর্গশাস্ত্রেণ বিজ্ঞতম্।
অহো ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং শৃণুত্ব স্বয়মোহমলাঃ। ৩।
মুক্তিঃ বেচ্ছন্তি যত্রস্থাঃ কৃষ্ণসেবোৎসুকাঃ সদা।
যত্র ত্যাগৈশ্চব পাবাণা যত্র কাপি বিমুক্তিদাঃ। ৪।
অপি কৌটপতঙ্গাদ্যাঃ পশুবোহথ সন্ন্যস্থপাঃ।
বিমুক্তাঃ পাপিনঃ সর্বৈ দ্বারকায়াঃ প্রসাদিতাঃ। কিং
পুনর্মানবা নিত্যং দ্বারকায়াং বসন্তি যে। ৫। যা
গতিঃ সর্বজঙ্ঘনাং দ্বারকাপুরবাসিনাম্। সা গতি-
হর্ষভা নুনঃ মুনীনামুর্জরিতসাম্। ৬। সর্বৈষু
ক্ষেত্রভৌর্থেষু বসতাং বর্ষকোটিভিঃ। তৎকলং
নিমিষাক্ষেন দ্বারকায়াং দিনে দিনে। ৭। দ্বারকায়াং

জানিয়া সবিস্ময়ে সহর্ষে সেই দ্বারাবতীতেই গমন
করলেন। সেখানে গিয়া হরিমন্দিরে হরিদর্শনে
তিনি পুরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ৩৪—৪৫।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

রাবস! আমি জীমতী দ্বারাবতী দেখিয়া আগমন
করিতেছি। কৃষ্ণ দর্শনে আমাদের বজ্রলেপহর
প্রভাব হইয়াছে। গোমতীতে স্নান করিয়া যে
ব্যক্তি কৃষ্ণমুখাধুজ দর্শন করে, ত্রৈলোক্যদাহ
পাপ হইতেও সে সর্গজনোদ্ধারে সক্ষম হয়।
বসিষ্ঠ কহিলেন,—কৃষ্ণপান্থিক এই কথা কহিলে
রাবস হৃষ্ট শুদ্ধচিত্ত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণপান্থি-
কের নমস্কার ও প্রদক্ষিণান্তে তৎকালে দ্বারকায়
আগমন করিল। পরে দ্বারকাহ গোমতীতে
প্রাণপরিত্যাগপূর্বক সে বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হইল।
সুরেশগণ ও গদ্বর্জগণ পুষ্পবর্ষণ পুরঃসর তাঁহার
স্তব করিতে লাগিলেন। দ্বারকার এই প্রকারই
মহাপ্রভাব। যাহা হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিকের
দর্শনেও পাপপ্ররোহ জন্মে না, সেই দ্বারকায় যে
পাপপ্ররোহ একান্তই অসম্ভব, এ কথা বলাই
বাছল্য। হে ব্রাহ্মণ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসিয়া-
ছিলেন, এই আমি সেই বজ্রলেপ নাশন সর্ব-
ক্ষেত্রোত্তম ক্ষেত্ররাজা কহিলাম। প্রহ্লাদ কহি-
লেন,—বসিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিয়া দিলীপ প্রহ্লাদ
হইলেন। এবং দ্বারকাকেই ক্ষেত্ররাজ বলিয়া

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—অহো! চতুর্দিকে দশ-
যোজন বিস্তৃত এই ক্ষেত্রের কি মাহাত্ম্য, স্বর্গবাসীরা
এই ক্ষেত্রস্থ সকলকেই চতুর্ভুজ অবলোকন করেন।
অহো ক্ষেত্রমাহাত্ম্য! সুরবৌকালয় দেবগণ দ্বারকা-
বাসিগণকে চতুর্ভুজ অবলোকন করিয়া নিত্য প্রণাম
করেন। অহো! দ্বারকাক্ষেত্রমাহাত্ম্য সর্গশাস্ত্র-
বিজ্ঞত। অহো! মমল স্বাধিকুল দ্বারকাক্ষেত্র!
মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন;—সত্য কৃষ্ণসেবায় সন্তুঃসুক
দ্বারকাবাসীরা মুক্তি কামনা করেন। এই ক্ষেত্রের
পাবাণনিচয় যে স্থানেই থাকুক না কেন, সর্গজই
মুক্তিদান করে। অস্ত্রেয়, কথা কি কহিব? তজ্জাত্য
কোট, পতঙ্গ, পশু, সন্ন্যস্থপ এবং সর্গবিধ পাপীও
দ্বারকাপ্রসাদে বিমুক্ত হয়। নিত্য দ্বারকাবাসী
মানবগণের ত' কথাই নাই। দ্বারকাপুরবাসী
জীবসাধারণের যেসকল গতি হয়, উর্দ্ধরেতা মুনীগণে-
রও সে গতি হর্ষভ, ইহা নিশ্চিত। কোটিবর্ষ
অখিল ক্ষেত্র ও তীর্থ বাসে যে কল হয়, নিমিষাধি

স্থিতাঃ সর্ষে নয়া নার্যাস্ততুর্জাঃ। দ্বারকাবাসিনঃ
সর্ষান যঃ পশ্যেৎ কলুষাপহান। সত্যং সত্যং বিজ-
শ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণান্তাপ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৮ ॥ দ্বারকাবাসিনো
যে বৈ নিন্দন্তি পুরুষাধমাঃ। কৃষ্ণেন্নেহবিহীনাস্তে
পতন্তি দুঃখসাগরে ॥ ৯ ॥ জয়ন্তেন তুশং জন্তাঃ
শূলাগ্রোরোপিতাশ্চিরম্। কৰ্ণিতান্তাভিতাস্তে বৈ
মুচ্ছিতাঃ পুনরুখিতাঃ ॥ ১০ ॥ জাহ্নবাহি জয়ন্ত ভু-
বদন্তো হি ভয়াতুরাঃ। অরন্তঃ পূৰ্বপাপং তে
জয়ন্তেন প্রভাতিতঃ ॥ ১১ ॥ জয়ন্ত উবাচ। কিং কৃতং
মন্দভাগ্যৈকো যৎপাপঞ্চ শূদারুণম্। সর্ষং পুণ্য-
কলঃ লব্ধা দ্বারকাবাসযুগ্মম্ ॥ ১২ ॥ দ্বারকাবাসিনাঃ
নিন্দা মহাপাপাধিকা এবম্। ন নিবর্তেত তৎপাপং
সা জেয়া পরমেশ্বরী ॥ ১৩ ॥ অতঃ কৃষ্ণজয়া
সর্ষান পাশিনো দণ্ডায়াম্যহম্। বৈকবানাক নিন্দায়াঃ
কলঃ ভুক্তা শূদারুণম্ ॥ ১৪ ॥ ততস্ত দ্বারকায়াঞ্চ
পুণ্যং জয় ভবিষ্যতি। কৃষ্ণঃ প্রভোষ্য সংসিকি-
ৰ্ভবিষ্যত শূদ্রজাতা ॥ ১৫ ॥ তস্মাস্তদুজ্যাতাঃ পাপাঃ

জাতঃ বৈকবনিন্দনাৎ। তদ্রাত্যানাং প্রভুর্নৈব যম
ঈষ্টে মহেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ। তস্মা-
দ্বারবতীং গতা সংসেবো দেবনায়কঃ ॥ ১৭ ॥
গোমতীতীরমাশ্রিত্য দ্বারকায়াং প্রযচ্ছতি। যত্ন
কিঞ্চিদনং বিপ্রাঃ জরতাং তৎকলৌদয়ম্ ॥ ১৮ ॥
হেমতারঙ্গশ্রেষ্ঠ রবিবারে রবিগ্রহে। কুরুক্ষেত্রে
যদাপ্রোতি গজাধরধনানতঃ ॥ ১৯ ॥ সহস্রভণিতং
তস্মাৎ সত্যং সত্যং মনোদিতম্। হেমমার্কার্জমানেন
দ্বারকাদানযোগতঃ ॥ ২০ ॥ পত্রাণাং চৈব পুষ্পাণাং
নৈবেদ্যসিক্ধসম্মায়া। কৃষ্ণদেবস্ত পূজায়ামনন্তং
ভবতি বিজ্ঞাঃ ॥ ২১ ॥ অরদানং তু যঃ কুৰ্যাদ্বার-
কায়াং তু তৎকলম্। নৈব শক্যোমহং বক্তুং ত্রাণ
শেষমহেশ্বরো ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণঃ কজ্রিয়ো বৈশ্বঃ
শূদ্রো বাপ্যথ বাস্ত্যজঃ। নারী বা দ্বারকায়াং বৈ
ভক্ত্যা বাসং করোতি বৈ ॥ ২৩ ॥ কুলকোটিঃ
সমভূত্য বিকুললোকে মহীয়তে। সত্যং সত্যং বিজ-
শ্রেষ্ঠা নানুতং যম ভাষিতম্ ॥ ২৪ ॥ দ্বারকাবাসিনঃ দৃষ্ট্বা
দৃষ্ট্বা চৈব বিশেষতঃ। মহাপাপবিনিষ্টকৃতঃ স্বর্গলোকে

দ্বারকাবাসে। প্রতিদিন সেই পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে।
দ্বারকাবাসী নরনারী সকলেই চতুর্ভুজ, যে মানব
সেই পাপাপহ দ্বারকার নরনারী সন্দর্শন করে,
হে বিজসন্তমগণ! আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া
কহিতেছি, তাহার কৃষ্ণের অতীব প্রিয় হইয়া
থাকে। যে সকল পামর পুরুষ দ্বারকাবাসীর নিন্দা
করে, তাহার কৃষ্ণেন্নেহবিহীন হইয়া দুঃখসাগরে
পতিত হয়। ক্ষেত্রপাল জয়ন্ত তাহাদিগকে ত্রাসিত
ও শূলাগ্রে আরোপিত করেন, তাহার জয়ন্ত কর্তৃক
কর্ষিত ও ভাঙিত হইয়া মুচ্ছিত হয়; মোহাপগমে
পুনরায় উদ্ভূত হইয়া বলে—জয়ন্ত। আমাদিগকে
রক্ষা কর, রক্ষা কর। জয়ন্ত-স্বীড়িত সেই সকল
পাপী পুরুষকৃত পাপ অরপ করিয়া অত্যন্ত ভয়াতুর
হয়। তখন জয়ন্ত বলেন,—তুর্ভাগ্যগণ! অখিল
পুণ্যের কলঙ্করূপ অমৃতম দ্বারকাবাস লাভ করিয়া
দ্বারকাবাসীর নিন্দা করত কেন তোমরা শূদারুণ
পাপার্জন করিয়াছ! দ্বারকাবাসীর নিন্দার মহাপাপ
হইতেও অধিক পাপ হয়, ইহা নিশ্চিত; আর সে
পাপের নিবৃত্তি নাই। অতএব আমি কৃষ্ণজায়
দণ্ড দিয়া থাকি। দ্বারকাবাসীর নিন্দা পাপীদিগের
জন্মকরও হয়, কেননা নিন্দুক পাপীগণ বৈকবনিন্দার
শূদারুণ কল ভোগ করিয়া পরে দ্বারকায়ই পুণ্যজয়
লাভ করে এবং বিকুল সন্তোষ সাধন করিয়া পরে

শূদ্রলভ-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অতএব
বৈকবনিন্দায় তোমাদের যে পাপ হইয়াছে, সম্প্রতি
তাহা ভোগ কর। দ্বারকায় যমেরও প্রভু
নাই, মহেশ্বরও এখানে পূজা পান না। ১—১৬।
প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে বিজগণ! অতএব দ্বারকায়
গমন করিয়া দেবনায়ক দ্বারকেশ্বরের সম্যক সেবা
করুন। গোমতীর তীরে বসিয়া দ্বারকায় যে কিছু
ধনদান করা যায়, আপনারা তাহার কল অবগ
করুন। রবিবারযুক্ত সূর্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে সহস্র
ভার সুবর্ণ, গজ, অশ্ব ও রথদানে যে পুণ্য-
প্রাপ্তি হয়, আমি সত্যসত্যই বলিতেছি,—দ্বারকায়
মার্কি সুবর্ণদানে তাহার সহস্রভণিত পুণ্যলাভ হইয়া
থাকে। হে বিজগণ! পত্র, পুষ্প ও গ্রাসমাজ
নৈবেদ্যদানে দ্বারকেশ্ব কৃষ্ণের পূজায় অনন্ত কল
হয়। দ্বারকায় অরদান করিলে যে কল হয়, আমি
তাহা বলিতে সমর্থ নহি। আমি কেন ব্রাহ্ম, শেব
ও মহেশ্বরও বলিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ, কজ্রিয়,
বৈশ্ব, শূদ্র এমন কি অন্ত্যজ কিংবা নারীও দ্বারকায়
ভক্তিভরে বাস করিয়া কোটিকুল উদ্ধার করত
বিকুললোকে পূজিত হয়। হে বিজসন্তমগণ! আমি
ইহা সত্যসত্য বলিলাম, আমার বাক্য মিথ্যা নহে।
দ্বারকাদর্শন বিশেষতঃ স্পর্শ করিয়া মানবগণ মহা-
পবিত্র হইয়া স্বর্গলোকে বাস করে। দ্বারকা

বসন্তিতে ২৫। পাংশবো দ্বারকায়া বৈ বায়না
সমুদীরিতাঃ। পাপিনাং মুক্তিদাঃ প্রোক্তাঃ কিং
পুনর্দ্বারকাভূবি ২৬। প্রহ্লাদ উবাচ। অয়তাং
বিজ্ঞশর্দূলা মহামোহবিনাশনম্। দ্বারকায়াং মহাত্ম্যং
গোমতীকৃষ্ণস্নিগ্ধো ২৭। কুশাবর্ত্তাৎ সমারতা
যাবৎ সাগরাবধি। যন্তাং তিথৌ সমায়াতি সিংহে
দেবপুরোহিতঃ ২৮। তন্তাং হি গোমতীমানং
ষিষড়্গোদাবরীকলম্। অবগাহিতা প্রযত্নেন
সিংহাস্তে গোতমী সত্২২। গোদাবর্যাং ভবেৎ
পুণ্যং বসতো বর্ষসম্বায়া। তৎকলং সমবাশ্রোতি
গোমতীসেনাদিত্তাঃ ৩০। গোমত্যাং অক্কা
মানং পূর্ণে সিংহস্থিতে শুভ্রো। সহস্রতপিত্তং তৎ
স্মাদ্ধারবতাং দিনেদিনে ৩১। গচ্ছগচ্ছ মহাভাগ
দ্বারকামিতি যো বদেৎ। তস্মাবলোকনাদেব
মুচ্যতে সর্গপাতকৈঃ ৩২। দ্বারকেতি চ যো
ক্ৰদুয়াঁরকাভিমুখো নরঃ। কুপয়া কৃষ্ণদেবস্ত মুক্তিঃ
ভাগী ভবেৎকবম্ ৩৩। দ্বারকাঃ গোমতীঃ পুণ্যং
কৃষ্ণীঃ কৃষ্ণমেব চ। অরন্তি যেষ্বহং তন্ম
দ্বারকাকলভাগিনঃ ৩৪। সহস্রযোজনস্থানাং যেযাং

ভূমি স্পর্শের ত কথাই নাই, দ্বারকাভূমির বায়ু-
চালিত ধূলিজাল ও পাণীদিগের মুক্তিও কথিত হই-
য়াছে। প্রহ্লাদ বলিলেন,—বিজ্ঞশর্দূলাগণ! মহা-
মোহবিনাশন দ্বারকায়াত্ম্য অবগত করুন। কুশা-
বর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরতীর পর্যন্ত গোমতী
ও কৃষ্ণস্নিগ্ধ স্থান দ্বারকা; যে তিথিতে বৃহস্পতি
সিংহরাশিতে উপনীত হন, তৎকালে গোমতীমান
ষাটবার গোদাবরীমান অপেক্ষা অধিক
ফলদ হইয়া থাকে। গোতমী ভাদ্র মাসের
শেষদিবসে যজ্ঞপূর্বক একবার গোমতীমান
করিয়াছিলেন। হে বিজ্ঞগণ! মানব গোমতী
সেবার এক বর্ষ গোদাবরীবাসের পুণ্য লাভ করে।
সিংহরাশিতে বৃহস্পতির সম্পূর্ণ বাসকালে অক্কা
সহকারে গোমতীতে স্নান করিলে যে ফল, দ্বারকায়
এক একদিনে তাহার সহস্রতপিতপুণ্য প্রাপ্তি
ঘটে। হে মহাভাগ! দ্বারকায় গমন কর গমন
কর, যেন এইরূপ বলে, তাহার দর্শনেই মানব
সর্গপাপ হইতে মুক্ত হয়। দ্বারকাভিমুখী মানব
‘দ্বারকা’ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণের কুপায়
নিশ্চিত মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। যাহারা প্রতিদিন
ভক্তপূর্বক দ্বারকা, গোমতী, পুণ্য কৃষ্ণী এবং
কৃষ্ণকে অরুণ করে, তাহার দ্বারকাকলভাগী হয়।

স্মাদিত্তি মানসম্। দ্বারবত্যাং গমিষ্যামো ভ্রুক্যামো
দ্বারকেশ্বরম্। সর্গপাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে ধন্তান্তো
লোকপাবনাঃ ৩৫। কিং বাচ্যং দ্বারকায়াত্ম্যং যে প্রকু-
রন্তি মানবাঃ। কিং পুনর্দ্বারকানাথঃ কৃষ্ণঃ পশুন্তি যে
নরাঃ ৩৬। মিত্রকৃষ্ণরক্ষা গোয়ঃ পরদারাপ-
হারকঃ। মাতৃহা পিতৃহা চৈব ব্রহ্মহাপহরন্তথা ৩৭।
এতে চাস্তে চ পাপিষ্ঠা মহাপাপযুতাঃ যে।
সর্গপাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে কৃষ্ণদেবস্ত দর্শনাৎ ৩৮। কিং
বেদৈঃ অক্কা হীনৈর্বাধ্যানৈরপি কুংসলঃ। হেম-
ভারসহস্রৈঃ কিং কৃষ্ণক্ষেত্রে রবিগ্রহৈঃ ৩৯।
গজাশ্বররথদানৈঃ কিং কিং মন্দিরপ্রতিষ্ঠয়া। তেবাং
পূজাদিনা সমাগিষ্টাপূজাদিভিঃ কিম্ ৪০।
রাজস্ব্যামেধাদিঃ সর্গযজ্ঞৈঃ কিং ভবেৎ।
সেবনৈঃ ক্ষেত্রভৌথানাং তপোভির্বিবিধৈশ্চ কিম্ ৪১।
কিং যোক্ষসাধনৈঃ ক্রেতৃধ্যানযোগসমাধিভিঃ।
দ্বারকেশ্বরকৃষ্ণস্ত দর্শনং যন্ত প্রাপ্যতে ৪২।
মহাত্ম্যং দ্বারকায়াং অথবা যঃশ্রুণোতি চ। বিশেষণ
তু বৈশাখ্যং জয়ন্তদশৈব জাগরে ৪৩। মাঘাঙ্ক
কান্তনে চৈত্রে জ্যৈষ্ঠে চৈব বিশেষতঃ। অদ্যাপি
দ্বারকা পুণ্য কলাবপি বিশেষতঃ ৪৪। যন্তাং
সজং প্রপাং কুহা প্রাসাদং মঞ্চমেব চ। যতীনাং

যদি সহস্র যোজন দূরস্থ মানবগণের মনে হয় যে,
দ্বারবতীতে গমন ও দ্বারকেশ্বরকে দর্শন করিব,
তবে তাহার অখিল কলুষযুক্ত, ধন্ত ও লোক-
পাবন। ১৭-৩৫। যাহারা দ্বারকা যাত্রা করে কিংবা
দ্বারকানাথ কৃষ্ণকে দর্শন করে, তাহাদের আর
কথা কি? মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহ, গোঘাতী, পর-রক্ষণী-
হর্তা, মাতৃহা, পিতৃহা, ব্রহ্মহাপহারী এ সকল ও
অস্তান্ত মহাপাপযুক্ত মানবেরাও কৃষ্ণদেবের দর্শনে
সর্গপাপ হইবে মুক্ত হয়। অক্কা না থাকিলে মান-
বের অখিল বেদ বেদব্যাখ্যা, কৃষ্ণক্ষেত্রে সূর্য্য-
গ্রহণে সহস্রভার স্বর্গদান, গজ অশ্ব ও রথদান,
মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরাদির অর্চনা, ইষ্টাপূর্ত্ত,
রাজস্ব্য বাজিমোহাদি নিখিল যজ্ঞ, অখিল ক্ষেত্র-
ভৌথের সেবা, বিবিধ তপস্তা এবং যোক্ষসাধন
ক্রেতৃকর ধ্যান যোগ ও সমাধি নিফল হয়, কিন্তু
অক্কা থাকুক আর নাই থাকুক, কোনরূপে দ্বারকা-
দর্শন ঘটিলেই মানব চরিতার্থ হয়। অথবা
যে ব্যক্তি দ্বারকার মহাত্ম্য অবগত করে, বিশেষতঃ
বৈশাখ মাঘ কান্তনু কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে জয়ন্তীতে
রজনী-জাগরণ করে, তাহারও পূর্বোক্ত আকাঙ্ক্ষা

শরণং কৃৎস্না ভীরে মণ্ডমেব চ ॥ ৪৫ ॥ বাপীকুপ-
তভাগনাং জৌর্ণোদ্ধারমথাপি বা । মূর্ত্তিঃ বিকোঃ
প্রতিষ্ঠাপ্য দহা বা ভোগসাধনম্ ॥ ৪৬ ॥ ক্ষয়ঃ
তৎকলং বিপ্রাঃ সর্বোৎকৃষ্টং বদাম্যহম্ । সাম্প্রাণ্য
বাহিতান্ কামান্ কৃৎস্নগ্রহভাজনম্ ॥ ৪৭ ॥ তেজো-
ময়েষু লোকেষু ভূক্তা ভোগানহুক্রমাৎ । প্রাপ্তোতি
বিষ্ণুলোকং বৈ নরো দেবনমস্কৃতম্ ॥ ৪৮ ॥ স্থাপ-
য়েদ্ধারকায়াং বৈ মূর্ত্তিং দাক্ষিণাময়ীম্ । ত্রৈলোক্যঃ
স্থাপিতঃ তেন বিকোঃ সায়ুজ্যভামিমাৎ ॥ ৪৯ ॥
প্রয়োহো নান্তি পাপস্ত পুণ্যস্ত বুদ্ধিকৃতম্ । দ্বায়া
কায়াং কথং জাতং বৈলক্ষণ্যমিদং প্রভো ।
কেদ্রেভ্যঃ সর্বতীর্থেভ্য আশ্চর্য্যং কথয়ন্তি তে ॥ ৫০ ॥

ইতি জীকান্দে দ্বারকানামমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

নিম্প্রয়োজন । এই কলিকালে অদ্যাপি পবিত্র
দ্বারকা বিদ্যমান । এই দ্বারকায় সত্র, প্রপা,
প্রাসাদ, মঞ্চ ও সন্ন্যাসিগণের মঠ নির্মাণ; তীর-
ভূমিতে মণ্ডপ বাপী কুপ ও তভাগ প্রতিষ্ঠা; জর্ণো-
দ্ধার, বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন এবং ভোগসাধন দ্রবদান
করিলে যে সর্বোত্তম পুণ্য ফললাভ হয়, বিজসন্তম-
গণ! তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । এইরূপ
করিলে নর অভীষ্ট কামনা লাভ করিয়া কৃষ্ণের
অহুগ্রহভাজন হয়, যথাক্রমে তেজোময় লোকে
বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া দেবনমস্কৃত বিষ্ণু-
লোকে গমন করে । যে মানব দাক্ষিণ্য বা শিলাময়ী
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, তাহার ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত করা
এবং সে বিষ্ণুসাজ্জ্বা লাভ করে । এই দ্বারকায়
পাপ অক্লুরিত হয় না, পরন্তু পুণ্যের অহুত্তম বুদ্ধি
হইয়া থাকে । প্রহ্লাদের বাক্যে বলি জিত্রাস-
লেন,—প্রভো! সর্বতীর্থে ও কেদ্রেভ্যঃ দ্বারকা-
কেদ্রেবাসী মানবগণ এই কেদ্রেয় আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য
কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, বলুন—কিভাবে দ্বারকায়
এইরূপ বৈলক্ষণ্য জায়িল ৩৩৬ ৫০ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

হৃত উবাচ । প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা হিতস্তত্র
সভাস্থলে । পঞ্চচ্ছাত্যুৎসুকমনা বলিস্তৎকেদ্রে-
বৈভবম্ ॥ ১ ॥ প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা ভক্তিভাব-
পূরস্কৃতম্ । অভিনন্দ্য চ তং প্রেষণা প্রবক্তৃপু-
ত্রকমে ॥ ২ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । একৈকস্মিন
পদে দন্তে পুরীঃ দ্বারবতীঃ প্রতি । পুণ্যং ক্রতু-
সহস্রাণাং কলং ভবতি দেহিনাম্ ॥ ৩ ॥ যেহপিচ্ছন্তি
মনোরুত্যা গমনং দ্বারকাং প্রতি । তেষাং প্রলীয়তে
পাপং পূর্বজমাত্মজিতম্ ॥ ৪ ॥ অত্যাশ্রয়্যাপি
পাপানি ভাবন্তিভক্তি বিগ্রহে । যাবন্নগচ্ছতে জন্তুঃকলৌ
দ্বারবতীঃ প্রতি ॥ ৫ ॥ লোভেনাপ্যপারোধেন
দন্তেন কপটেন বা । চক্রতীর্থে তু যো গচ্ছের পুনর্বি-
শতে ভূবি ॥ ৬ ॥ হীনবর্ণোহপি পাপাত্মা মৃতঃ
কৃষ্ণপুরীং প্রতি । কলিকালকৃতৈর্দোষৈরভ্যুগ্রৈ-
রপি মানবঃ । ভক্ত্যা কৃষ্ণমুখং দৃষ্ট্বা ন লিপ্যতি
কলাচন ॥ ৭ ॥ তাবদ্বিরাজতে কাশী হবন্তী মধুরা
পুরী । যাবন্ন পশ্যতে জন্তুঃ পুরীঃ কৃষ্ণেন পালি-

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

হৃত কহিলেন,—প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া
অতীব উৎসুকমনা বলি সভাস্থলে উপবেশনপূর্বক
দ্বারকাক্ষেত্র বিদ্রুত স্বপ্নে প্রস্থ করিলেন । তখন
প্রহ্লাদও বলির বাক্যে ভক্তিভাবপূরস্কৃত হইয়া
প্রেমভরে বলিকে অভিনন্দন করত বলিতে আরম্ভ
করিলেন । প্রহ্লাদ বলিলেন,—এই দ্বারবতীর
এক এক স্থানে এক একটা পুরী নিশ্চিত হইলে দেখি
গণের সহস্র যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয় । যাহারা মনের
আবেগ বশতঃ দ্বারকাপুরীর প্রতি প্রস্তুত হয়,
তাহাদের অমৃত জন্মজিত পাপ বিলীন হইয়া যায়;
কলির জীবগণ যে পর্যন্ত দ্বারকাযাত্রা না করে,
তাবৎকালই তাহাদের দেহে অত্যাশ্রয় পাপ বিদ্যমান
থাকে । লোভ, উপরোধ, দন্ত বা কপট্য বশতঃ
যে মানব চক্রতীর্থে গমন করে, তাহারও পুনরায়
সংসার প্রবর্ত্তি হইতে হয় না । দ্বারকাযাত্রাপ্রভাবে
হীনবর্ণ পাপাত্মা মানবও মরিয়া কৃষ্ণপুরী গমন করে ।
মানব ভক্তিপূর্বক দ্বারকে কৃষ্ণের মুখাবলোকন
করিয়া কলাচ অত্যাশ্রয় কলিদোষে লিপ্ত হয় না ।
জীব যে পর্যন্ত কৃষ্ণপালিত দ্বারবতী পুরী অব-
লোকন না করে, তাবৎকালই কাশী, হবন্তী ও

তাম্ । ৮ । যেহাং কৃকালয়ে প্রাণা গতা দানব-
নায়ক । ন তেবাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশৈতরপি ।
৯ । দুর্লভো দ্বারকাবাসো দুর্লভঃ কৃকলদর্শনম্ ।
দুর্লভঃ গোমতীস্নানঃ কল্পীগীর্দর্শনঃ কলৌ । ১০ ।
নিত্যং কৃকপুৰীং রম্যাং যে স্মরন্তি গৃহে স্থিতাঃ ।
ন তেবাং পাতকং কিঞ্চিদেহমাত্রিত্য তিষ্ঠতি । ১১ ।
কেশবার্চ্য গৃহে যন্ত ন তিষ্ঠতি মহীপতে । তন্ত্রাস্র-
ন চ ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্ । ১২ । নোফলং
বিজ্ঞানজ্ঞে বৈ ন নীতং হতাশনে । বৈকবানাম্
ন পাপদমেকাদশ্যপদ্বাসিনাম্ । ১৩ । নাস্তি-
নাস্তি মহাভাগাঃ কলিকালসমং যুগম্ । স্মরণাৎ
কীর্তনারিঞ্চোঃ প্রাপ্যতে পদমব্যয়ম্ । ১৪ । সত্য-
ভামাপতির্বিজ্ঞ যত্র পুণ্যা চ গোমতী । নরা মুক্তিং
প্রদ্যন্ততি তত্র স্নাত্বা কলৌ যুগে । ১৫ । মাধবে
শূরপক্ষে তু জিম্পুশাং দ্বাদশীং যদি । লভতে
দ্বারকায়াস্ত নাস্তি ধন্ততরন্ততঃ । ১৬ । জিম্পুশাং
দ্বাদশীং প্রাপ্য গতা কৃকপুৰীং নরঃ । যঃ কয়োতি
হরৈর্ভক্ত্যা সৌখ্যমেধকলং লভেৎ । ১৭ ।
নন্দানান্ত জয়ায়াং বৈ ভদ্রা চৈব ভবেদ্যদি । উপ-

বাসাচ্চনে গীতে তুর্লভা কৃকসন্নিধৌ । ১৮ ।
উদয়েকাদশী স্নাত্বা অন্তে চৈব জ্যোদশী । সম্পূর্ণা
দ্বাদশী মধ্যে জিম্পুশা চ হরৈঃ প্রিয়া । ১৯ । একেন
চোপবাসেন উপবাসাযুতং ফলম্ । জাগরে শত-
গাহশ্রং নৃত্যে কোটিগুণং কলৌ । ২০ । তৎকলং
লভতে মর্ত্যো দ্বারকায়াং দিনেদিনে । গৃহেষু
বসতামেতৎকিং পুনঃ কৃকসন্নিধৌ । ২১ । বাহ্যন-
কায়জৈর্দেহৈর্বিহতা যে পাপবুদ্ধয়ঃ । দ্বারবত্যাং
বিমুচ্যন্তে দৃষ্টা কৃকযুগং শুভম্ । ২২ । দৈত্যেশ্বর
নরাঃ শ্রাব্য দ্বারবত্যাং গতাশ্চ যে । ২৩ । তুর্লভা-
নৌহ তীর্থানি তুর্লভা পরতোত্তমাঃ । তুর্লভা
বৈকবা লোকে দ্বারকাবসতিঃ কলৌ । ২৪ । গবাং
কোটিসহস্রাণি রত্নকোটিশতানি চ । দধা স্বকল-
মাপ্রোতি তৎকলং কৃকসন্নিধৌ । ২৫ । যন্তাঃ সীমাং
প্রবিশন্ত ব্রহ্মহত্যাदिপাতকম্ । নন্ততে দর্শনাদেব
তাং পুরীং কো ন সেবতে । ২৬ । চক্রাঙ্কিতা
শিলা যত্র গোমত্যাধিসন্মম । যচ্ছতে পুজিতা

জয়া জ্যোদশী, এতদ্বাথে ভদ্রা দ্বাদশীর যোগ
হইলে অর্থাৎ একাদশী দ্বাদশী ও জ্যোদশী এই
তিথিযুগে ত্রাহস্পর্শ ঘটিলে কৃকসন্নিধানে উপবাস,
পূজা ও গীত সুদলভ । ১—১৮ । একাদশী স্নাত্ব ও
অন্তে জ্যোদশী এবং এই তিথিযুগের মধ্যে দ্বাদশী
পূর্ণা হইলে যে ত্রাহস্পর্শ হয়, ইহা হারর একান্ত প্রিয় ।
এইরূপ ত্রাহস্পর্শে এক উপবাসে অযুত উপবাসের
ফল হয় । জাগরণে তাহার শতগুণ এবং নৃত্যে
কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে । আর এই
যে পুণ্য কীৰ্ত্তিত হইল, কলির মানব দ্বারকা প্রাতি-
দিন ইহার সমান পুণ্য প্রাপ্ত হয় । গৃহে থাকি-
য়াও মানব পুঙ্খোক্ত ত্রাহস্পর্শদিনে উপবাসাদিতে
এইরূপ পুণ্য প্রাপ্ত হয়, কৃকসন্নিধানের আর কথা
কি ? যে সকল পাপমতি মানব বাক্য, মন ও
কায়জ কৰ্ম্মদোষে ক্রান্ত, দ্বারকেশ কৃষ্ণের মুখাব-
লোকনে তাহার বিমুক্ত হয় । হে দানবরাজ !
যাহারা দ্বারাবতী গমন করে, তাহার শ্রাব্য ।
এই কালকালে জিলোকে উত্তম তীর্থ, পরত,
বৈকব ও দ্বারকাবাস দুর্লভ । সহস্রকোটি গো ও
শতকোটি রত্ন দান করিয়া যে পুণ্য হয়, দ্বারকেশ
কৃকসন্নিধানেও সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে । যাহারা
সীমাপথে উপনৌত হইয়া দর্শনমাতে ব্রহ্মহত্যাदिপাতক
বিনষ্ট হয়, কে এমন পুরীর সেবা না করে ? যেখানে
গোমতী-সাগরসঙ্গমের চক্রাঙ্কিত শিলা পুজিত

মধুরাপুরীর প্রভাব । হে দানবনায়ক ! যাহাদের
কৃকভবনে প্রাণবিরোগ হয়, কোটি কল্পকালেও
তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না । দ্বারকেশ কৃকদর্শন,
গোমতীস্নান ও কল্পীগীর্দর্শন কলিতে এই কয়েকটি
দুর্লভ । যাহারা গৃহে থাকিয়াও রম্য দ্বারকাপুরী
সতত স্মরণ করে, তাহাদের দেহে কিছুমাত্র পাপ
আশ্রয় করে না । হে মহীপতে ! যাহার গৃহে
কেশবমূর্তি নাই, তাহার অন্ন অভক্ষ্য কথিত হই-
য়াছে, কদাচ তাহার অন্ন ভোজন কর্তব্য নহে ।
শশধরে যেরূপ উচ্চতা নাই, হতাশনে যজ্ঞ শীততা
থাকে না, একাদশীতে উপবাসী বৈকবগণের দেহেও
তজ্ঞপ পাপ থাকিতে পারে না । হে মহাভাগগণ !
কলির তুল্য যুগ নাই, কেননা একালে বিষ্ণুর
স্মরণ ও কীর্ত্তনে অব্যয়পদ প্রতি ঘটে । যেখানে
সত্যভামাপতি কৃক ও পুণ্যা গোমতী বিদ্যমান,
কলিযুগে মানবগণ সেখানে স্নান করিয়া মুক্তিলাভ
করে । মধুরাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ত্রাহস্পর্শ ঘটিলে যে
মানব দ্বারকায় আগমন করে, তাহা হইতে ধন্ততর
আর কেহই নাই । যে নর ত্রাহস্পর্শযুক্ত দ্বাদশীতে
আগমনপূর্বক ভক্তিভরে হরির দর্শন করে, তাহার
জগৎমেধ-কললাভ হয় । নন্দাধিধি একাদশী এবং

মোক্শং তাং পুরীং কো ন সেবতে ॥ ২৭ ॥ সিংহেহ
চ গুরৌ বিপ্রা গোদাবর্যাং তু যৎকলম্ । তৎকলং
স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং কৃকসন্নিধৌ ॥ ২৮ ॥ দ্বারকা-
বহ্নিতং ভোয়ং যথাং পিবতে নরঃ । তন্ত
চক্রাঙ্কিতো দেহো ভবতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥
মহন্তরসহস্রাণি কাশীবাসেন যৎকলম্ । তৎকলং
দ্বারকাদ্বারক বসতঃ পঞ্চভিদ্দিনৈঃ ॥ ৩০ ॥ তাব-
ন্মতপ্রজা নারী দুর্ভগা দৈতাপুঙ্গব । যাবন্ন পশ্যতে
ভক্ত্যা কলৌ কৃকপ্রিয়াং পুরীম্ ॥ ৩১ ॥ কঙ্কণীং
সত্যভামাঞ্চ দেবীং জাহবতীং তথা । মিত্র-
বিন্দাঞ্চ কালিন্দীং ভদ্রাং নায়জিতীং তথা ॥ ৩২ ॥
সম্পূজ্য লক্ষণাং তত্র বৈকুণ্ঠীঃ কৃকবল্লভাঃ । এতাঃ
সম্পূজ্য বিধিবচ্ছ্রেষ্ঠপুত্রাশ্চ লভ্যতে ॥ ৩৩ ॥ তাব-
ন্তবভয়ঃ পুংসাং গৃহভঙ্গ্যচ মূর্থতা । যাবন্ন পশ্যতে
ভক্ত্যা কলৌ কৃকপুরীং নরঃ ॥ ৩৪ ॥ ন সর্বত্র
মহাপুণ্যং সঙ্গমে সরিতাশ্রিতে । জাহ্নবীসঙ্গমা-
মুক্তির্গোমতীনীরসঙ্গমাৎ । সম্পর্কে গোমতীনীর-
পুতোহহং কৃকসন্নিধৌ ॥ ৩৫ ॥ গোমতীনীরসম্পৃক্তঃ
যে মাং পশ্যন্তি মানবাঃ । ন তেষাং পুনরারুতি-

রিত্যাহ সরিতাং পুতিঃ ॥ ৩৬ ॥ দ্বারকাং গচ্ছমানস্ত
বিপত্তিচ্চ ভবেদ্বদী । ন তন্ত পুনরারুতিঃ কল্প-
কোটিশতৈরপি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দ্বারকাদর্শনগোমতীসরিংস্নানবিধি-
মাহাস্বায়ং নাম ষট্টিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । কৃককৃক্বেতি কৃক্বেতি স্বপচো
জাগরণবিধি । অপেক্ষণি । কলৌ নিত্যং কৃকরূপী
তবেদ্বি সঃ ॥ ১ ॥ কৃককৃক্বেতি কৃক্বেতি কলৌ
বদত্যাহর্নিশম্ । নিত্যং যজ্ঞাযুতং পুণ্যং তীর্থকোটি-
সমুদ্ভবম্ ॥ ২ ॥ সম্পূর্ণকাদশী ভূবা দ্বাদশ্যং বর্দ্ধতে
যদি । উন্নীলিনীতি বিখ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥
৩ ॥ বঙ্গুলীবাসরে যে বৈ রাত্রৌ কুরুন্তি জাগরম্ ।
যজ্ঞাযুতায়ুতং পুণ্যং মুহূর্ত্তাঙ্কেন চাপ্যতে ॥ ৪ ॥
সম্পূর্ণ দ্বাদশী ভূবা বর্দ্ধতে চাপরে দিনে । ত্রয়ো-
দশ্যং মুনীশ্রেষ্ঠা বঙ্গলী হর্লভা কলৌ ॥ ৫ ॥ উন্নীলিনী-
মহাপ্রাপ্য যে প্রকুরুন্তি জাগরম্ । নিমিষাঙ্কেন

হইলে মোক্ষ দান করে, সেই দ্বারকাপুরীর কে না
সেবা করে? হে বিপ্রগণ! বৃহস্পতির সিংহ
রাশিতে অবস্থানকালে গোদাবরীর যে কল,
মানব কৃকসন্নিহিত গোমতীস্নানেই তাহার তুল্য-
কল লাভ করে। যে নর দ্বারকায় বাস করিয়া
যথাং যাবৎ গোমতীনীর পান করে, তাহার
দেহ চক্রাঙ্কিত হয়, সংশয় নাই। সহস্র মন-
ন্তর কাশীবাসে যে কল, দ্বারকায় পাঁচদিন
বাসেই মানবের সেই কল হয়। হে দানব-পুঙ্গব।
এ কলিকালে নারী যে পর্যন্ত ভক্তিসহকারে
দ্বারকাপুরী দর্শন না করে, তাবৎকালই মৃতবৎসা
ও দুর্ভগা হয়। নারী কঙ্কণী, সত্যভামা দেবী
জাহবতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, ভদ্রা, নায়জিতী ও
লক্ষণা এই সকল কৃকপ্রিয়াগণকে যথাবিধি পূজা
করিয়া উত্তম তনয় লাভ করে। কলির লোকগণ
যাবৎ ভক্তিপূর্ব্বক কৃকপুরী দর্শন না করে, তাবৎ
কালই তাহাদের ভবভয় ও গৃহভঙ্গ্য সংঘটিত হইয়া
 থাকে। সকল স্থলেই যে সাগরসঙ্গম মহাপুণ্য,
তাহা নহে, কিন্তু গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ও গোমতী-
সাগরসঙ্গম এই সঙ্গমদ্বয়ই মুক্তিপ্রদ। সরিৎপতি
কহিয়াছেন,—আমি কৃকসন্নিধানে গোমতীর
সহিত মিলিত হইয়া পুত হইয়াছি, যে সকল মানব

গোমতী-নীর সরিহিত স্নামাকে অবলোকন করে,
তাহাদের পুনরারুতি হয় না। দ্বারকায় গমন
করিতে পঞ্চমধ্যে করিতে মানবের মৃত্যু হইলে
কোটিকল্প-কালেও তাহাদের সংসার-প্রবিষ্ট হইতে
হয় না। ১১—৩৭।

ষট্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্ৰিংশ অধ্যায় ।

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—কলির চণ্ডালও ‘কৃক কৃক
কৃক’—নিত্য এইরূপ জপ করিয়া রজনী জাগরণ
করত নিশ্চিতই কৃকরূপী হয়। কলিকালে যে
লোক অহর্নিশ কৃক কৃক কৃক নিঃস্বর এইরূপ কীর্তন
করে, তাহার অযুতযজ্ঞ ও কোটিতীর্থ-সমুদ্ভব পুণ্য
লাভ হয়। যদি একাদশী পূর্ণা হইয়া দ্বাদশী দিবসে
কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়, তবে তাহা উন্নীলিনী নামে
বিখ্যাত ও ঐ তিথি সরিতিখির উত্তম বলিয়া
কথিত হইয়া থাকে। যে সকল মানব বঙ্গুলীবাসরে
রাত্রি-জাগরণ করে, অর্দ্ধমুহূর্ত্তে তাহাদের অযুত-
যজ্ঞের পুণ্য জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বদিন দ্বাদশী পূর্ণা
হইয়া যদি পরতিথি ত্রয়োদশীর দিবস বর্দ্ধিত হয়,
হে মুনিসত্তমগণ! তাহাকে বঙ্গুলী বলে, এই বঙ্গুলী

তৎপুণ্যং গবাঃ কোটিকলপ্রদম্ ৬ ॥ সম্পূর্ণক-
দশী ভূষা প্রত্যহং বর্জিত যদি। দর্শন পৌর-
মাসী চ পক্ষবৃদ্ধিস্থোচ্যতে ৭ ॥ পক্ষবৃদ্ধিকরীঃ
প্রাপ্য যে প্রকুর্ষন্তি জাগরম্। নিমিষান্ধার্মাভ্রেন
গবাঃ কোটিকলপ্রদম্ ৮ ॥ অপ্রলোদ উবাচ।
চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্য মুচ্যতে সর্গকিষিধৈঃ। স যতি
পরমং স্থানং দাহপ্রলয়বর্জিতম্ ৯ ॥ চক্রং প্রকা-
লিতং যত্র কৃষ্ণেণ স্বয়মেব হি। তেন বৈ চক্রতীর্থং
হি পুণ্যং চ পরমং হুঃ। ভবন্তি তত্র পাষণা-
শ্চক্রাঙ্কা মুক্তিদায়কাঃ ১০ ॥ তত্রৈব যদি লভ্যন্তে
চক্রৈর্দাদশভিঃ সহ। দাদশাশ্বা স বিজ্ঞেঘো মোক্ষদঃ
পরিকীর্তিতঃ ১১ ॥ একচক্রেণ পাষণো দ্বারবত্যাং
সুশোভনঃ। সুদর্শনভিধেয়োহসৌ মোক্ষক-
কলদায়কঃ ১২ ॥ লক্ষ্মীনারায়ণৌ দ্বৌ তৌ ভুক্তি-
মুক্তিকলপ্রদৌ। ত্রিভিঃশ্চবাচ্যতঃ দেবং সন্দেহ-
পদদায়কম্ ১৩ ॥ ভূতিদৌ বিরহস্তা চ চতুশ্চক্রে।
জনাধিনঃ। পঞ্চভির্নাসুদেবস্ত জন্মমৃত্যুভয়াপহঃ ১৪ ॥
প্রহ্লাদঃ ষড়্ভিরেবাসৌ লক্ষ্মাঃ কান্তিঃ দদাতি

কলিকালে তুর্লভ। যাহার উন্নীলিনী লাভ করিয়া
জাগরণ করে, নিমেষার্থে তাহাদের কোটিগোদান-
পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে। একাদশী সম্পূর্ণ হইয়া যদি পর
পর তিথি প্রতিদিন বর্জিত হয়, তবে পরবর্তী অমা-
বস্তা কিংবা পূর্ণিমাকে পক্ষবৃদ্ধি কহে। এই পক্ষ
বৃদ্ধিকরী তিথি লাভ করিয়া যাহার জাগরণ করে,
নিমেষার্থের অন্ধকালমাঝে তাহাদের কোটি
গোদানের পুণ্যফল লাভ হয়। প্রহ্লাদ বলিলেন,
—নর চক্রতীর্থে স্নান করিয়া সর্গপাতক হইতে মুক্ত
হয় এবং সে দাহ ও প্রলয়বর্জিত পরমস্থানে গমন
করিয়া থাকে। স্বয়ং কৃষ্ণ এখানে চক্র প্রক্ষালিত
করিয়াছিলেন, এজন্য এই পুণ্য চক্রতীর্থ হরির
পরমস্থান বলিয়া কথিত হয়। এস্থানের প্রস্তরনিচয়
চক্রচিহ্নিত ও মুক্তিদায়ক। অত্রত্য দ্বাদশচক্র-
চিহ্নিত প্রস্তর দ্বাদশাশ্বা বলিয়া জানিবে; আর এই
রূপ চক্র মোক্ষদ বলিয়া কীর্তিত হয়। দ্বারবতীর
একচক্রাধিত পাষণের নাম—সুদর্শন, এই সুশো-
ভন সুদর্শনই একমাত্র মোক্ষকলদাতা। লক্ষ্মী-
নারায়ণ শিলা ভুক্তিমুক্তি-ফলপ্রদ। ত্রিচক্রযুক্ত
শিলা অচ্যুত, এই শিলা সর্গদা ইন্দ্রপদ-প্রদ।
চতুশ্চক্র-শিলা জনাধিন, জনাধিন তপ্তিদ ও বিরহ-
হস্তা। পঞ্চচক্রযুক্ত বাসুদেব, এই বাসুদেব-শিলা
জগৎ-মরণ-ভয়নাশন। ষট্চক্রযুক্তকে প্রহ্লাদ কহে,

চ। সপ্তভির্ললদেবস্ত গোত্রকীর্ত্তিবর্জিনঃ ১৫ ॥
বাহ্নিতঃ চাষ্ট্ৰভির্ভক্ত্যা দদাতি পুরুষোত্তমঃ। সর্গং
দদারববাহো তুর্লভো যঃ সুরোত্তমৈঃ ১৬ ॥ রাজ্য-
প্রদো দশভিঃ দশাবতার এব চ। একাদশভিরৈ-
শ্বর্যমৈনিকঃ প্রযচ্ছতি ১৭ ॥ নির্বাণং দ্বাদশাশ্বা
তু চক্রৈর্দাদশভিঃ স্মৃতম্। অত উর্ধ্বমনস্তোহসৌ
দৌগামোক্ষপ্রদায়কঃ ১৮ ॥ যে কেচিৎপ্রতাপাষণাঃ
কৃষ্ণচক্রেণ মুদ্রিতাঃ। তেষাং স্পর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে
সর্গকিষিধৈঃ ১৯ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং মনো-
বাক্যকর্মজম্। তৎসর্গং বিলয়ং যতি চক্রাঙ্কিত-
প্রপূজনাৎ ২০ ॥ স্নেহদেহে শুভে বাপি চক্রাঙ্কো
যত্র তিষ্ঠতি। যোজনানি দশ যঃ চ মম ক্ষেত্রং চ
সুন্দরি ২১ ॥ মৃত্যুকালে চ সস্ত্রাণ্ডে হৃদয়ে যত্র
ধারণেৎ। চক্রাঙ্কং পাপদলনং স যতি পরমং
গতিম্ ২২ ॥ গোমতীসঙ্গমে দ্বাভ্য ভূততীর্থে
তথৈব চ। ন মাতৃর্গমতে কুঙ্কো যদ্যপি স্নাতং স
পাতকী ২৩ ॥ তামসং রাজসং বাপি যৎকৃতং
বিষ্ণুপূজনম্। তৎসারিকত্বমভোতি নিয়গাঙ্কো
যথার্থেব ২৪ ॥

ইতি শ্রীলক্ষ্মণে চক্রচিহ্নাঙ্কিতপাষণমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ৩৭ ॥

এই প্রহ্লাদ লক্ষী ও কান্তিপ্রদ। সপ্তচক্রযুক্ত শিলা
বলদেব, এই শিলা গোত্র ও কীর্ত্তিবর্জিন ১১-১৫। অষ্ট-
চক্রযুক্ত শিলার নাম পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম অতি-
লবিত ফলদ। নববাহু বিশিষ্ট শিলা অখিল-ফলদ,
ইহা সুরসত্তমগণেরও তুর্লভ। দশচক্রযুক্তের
নাম দশাবতার, এই শিলা রাজ্যপ্রদ। একাদশ
চক্রাধিত আনন্দক ঐশ্বর্যপ্রদ, আর দ্বাদশচক্রযুক্ত
দ্বাদশাশ্বা নির্বাণ-দায়ক। ইহার উপর আর একরূপ
চক্র আছে, নাম—অনন্ত; এই অনন্ত সৌখ্য-মোক্ষ-
প্রদ। আরকাং কৃষ্ণচক্র-মুদ্রিত যে সকল পাষণ
বিদ্যমান, তাহাদের স্পর্শমাঝে মানব সর্গপাপমুক্ত
হয়। অত্রত্য চক্রাঙ্কিত শিলার পূজাতে ব্রহ্মহত্যাদি
মন বাক্য ও কার্যকৃত সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সুন্দরি!
সুশোভন স্নেহদেহেও চক্রচিহ্নিত শিলা থাকিলে
তাহার দ্বাদশ যোজন আমার ক্ষেত্র। মৃত্যুকালে
যে মানব আমার চক্রচিহ্নিত পাপদলন শিলা হৃদয়ে
ধারণ করে, তাহার পরমগতি লাভ হয়। গোমতী-
সঙ্গম ও ভূততীর্থে স্নান করিয়া মানব পাতকী হই-
লেও মাতৃজরায় জন্মগ্রহণ করে না। নর তামস বা
রাজস যে ভাবেই বিষ্ণু পূজা করুক না কেন,

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশ্রদ্ধাদ উবাচ । দ্বারকায়াং যদাশ্রয়ং শৃণু
পৌত্র ময়োদিতম্ । শ্রুত্বো গগনশ্চাপি যুক্তিঃ
কৃষ্ণভবেদ্ব কবম্ ॥ ১ ॥ পুত্রেন লোকান জয়তি পৌত্রে-
ণানন্ত্যমমুতে । অথ পুত্রস্ত পৌত্রেন নাকমেবাধি-
রোহতি ॥ ২ ॥ যত্র পুত্রঃ শুচিদক্ষঃ পুত্রো বসি
ধার্মিকঃ । বিষ্ণুভক্তিঃ চ কুরুতে তং পুত্রঃ কবয়ো
বিদুঃ ॥ ৩ ॥ হেমশৃঙ্গঃ রোপ্যথুয়ং সবৎসঃ কাংস্ত-
দোহনম্ । সবৎসঃ কপিলানাং তু সহস্রং চ দিনে
দিনে ॥ ৪ ॥ দশা যৎ কলমাপ্নোতি ব্রাহ্মণে বেদ-
পারগে । তৎকলং স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং মধুভি
দিনে ॥ ৫ ॥ যত্র হু ভোজয়েদ্বিপ্রঃ দ্বারকায়াং সংস্থি-
তম্ । স্তুতিকৈ ভো বিজগেষ্ঠাঃ কলং লক্ষণং
তবেৎ ॥ ৬ ॥ কলং লক্ষণং প্রোক্তং তুর্ভিকৈ
কৃষ্ণসন্নিধৌ । এবং ধর্ম্মানুসারেন দদ্যাদ্ভিক্কাঃ তু
ভিক্ষুকে ॥ ৭ ॥ অপি নঃ স কুলে কচ্ছতিবিষ্যতি

নিয়গা-নীরের সাগরসঙ্গমের তায় তাহা সাধ্বিকতা
প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬—২৪ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রীশ্রদ্ধাদ বলিলেন,—হে পৌত্র বলো! দ্বারকা-
মাধাশ্রয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ইহার
বক্তা শ্রোতা উভয়েরই কৃষ্ণ হইতে নিশ্চিত মুক্ত
লাভ হয় । পুত্র দ্বারা লোকজয় ও প্রৌত্র দ্বারা
আনন্দ্যপ্রাপ্তি হয়; আর পুত্রের পৌত্র অর্থাৎ
প্রপৌত্র কর্তৃক স্বর্গলোকে আরোহণ করা যায় ।
যাহার পুত্র শুচি দক্ষ ও যৌবনে ধার্মিক হয় এবং
বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করে, করিয়া তাহাকেই পুত্র
বলিয়া বিদিত হন । প্রতিদিব বেদপারগ বিদকে
শ্রবণ, রোপ্যথুর, কাংস্তদোহন, সবৎস সবৎস সহস্র
কপিলা গোদানে যে কল লাভ হয়, বিষ্ণুবাসর
একাদশীদিনে গোমতীতে স্নানমাত্রে সেই কল লাভ
হইয়া থাকে । হে বিজসত্তমগণ! স্তুতিকৈ দ্বারকা-
বাসী একটা বিপ্রকে ভোজন করাইলে লক্ষণ
পুণ্য অর্জিত হয় আর তুর্ভিকদিনে ভোজনদানে
পুর্কোক্ত পুণ্যের লক্ষণ হইয়া থাকে । এইরূপে
ধর্ম্মে অহুপ্রাপিত হইয়া দ্বারকায় ভিক্ষুকে ভিক্ষা
দান করিবে । অহো! আমাদের কুলে কি একপ

নরোত্তমঃ । যো যতীনাং কলো প্রাপ্তে পিতৃহৃদি
দাস্ততি ॥ ৮ ॥ দ্বারকায়াং বিশেষণ সংকৃতা
কৃষ্ণসন্নিধৌ । অন্নদানং যতীনাং তু কৌশীনাচ্ছা-
দনানি চ ॥ ৯ ॥ নান্দনঃ ক্রৌভিঃ ষিষ্টৈর্নাস্তি তীর্থৈঃ
প্রয়োজনম্ । যত্র বা তত্র বা কার্যং যতীনাং
ক্রীণনং সদা ॥ ১০ ॥ ঋণচাদয়েহপি তে ধন্যঃ
গতা দ্বারকাং পুরীম্ । প্রাপ্য ভাগবতান যে বৈ
পিতৃহৃদি পুত্রকাঃ ॥ ১১ ॥ ভক্ত্যা সম্পূজয়িষ্যন্তি
বহ্নৈর্দানৈশ্চ তুর্ভিঃ ॥ ১২ ॥ গয়াপিণ্ডেন নান্দ্যকং
তৃপ্তির্ভবতি তাদৃশী । যাদৃশী বিষ্ণুভক্তানাং সৎ-
কারেণোপজায়তে ॥ ১৩ ॥ বৈশাখে যে করিষ্যন্তি
দ্বাদশীং কৃষ্ণসন্নিধৌ । কৃষ্ণং সম্পূজয়ন্ত্যশ্চ রাজৌ
কুর্কাস্ত জাগরম্ ॥ ১৪ ॥ মাধাশ্রয়ং পঠীয়ন্ত দ্বারকা-
সম্ভবং শুভম্ । কৃষ্ণস্ত বালচরিতং বালকৃষ্ণাদি-
দর্শনম্ ॥ ১৫ ॥ ক্রীড়নং গোবুলশ্রেণ ক্রীড়া গোপী-
জনস্ত চ । কৃষ্ণাবতারকর্ণাণি শ্রোতব্যানি পুনঃ
পুনঃ ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণশৃঙ্গীঃ রোপ্যথুরীঃ মুক্তালাকুল-
ভূষিতাম্ । সবৎসাং ব্রাহ্মণে দশা হোমার্থং চাহিতা-
য়য়ে ॥ ১৭ ॥ নিমিষস্পর্শনাশেন কলং কৃষ্ণস্ত

নরোত্তম কেহ জন্মিবে যে, কলিযুগে পিতৃগণের
উদ্দেশে বিশেষতঃ দ্বারকায় কৃষ্ণ-সন্নিধানে সৎক্রিয়া
করিয়া যতিগণকে অন্নদান করিবে । যে ব্যক্তি
যতিগণের উদ্দেশে অন্ন, কোপীন ও আচ্ছাদন
দান করে, তাহার আত্মোদ্ধারের জন্য অল্পতম যত্র
ও তীর্থসেবার প্রয়োজন হয় না । অতএব যত্র তত্র
যতিগণের সতত তৃপ্তিসাধন করিবে । ঋণচাদি
নীচ জাতিও দ্বারকাগমন করিয়া যত্ন হয় । পুত্র-
গণ ভগবদ্-ভক্তসমূহের সংসর্গ লাভ করিয়া পিতৃ-
গণের উদ্দেশে দ্বারকায় ভক্তিসহকারে বহু বহু দ্বারী
পূজা ও ভগবদ্ভক্তগণের সংস্কার করিলে তাঁহা
দের যে তৃপ্তি হয়, গয়াপিণ্ডদানেও তাঁহারা তাদৃশ
তৃপ্ত হন না । ইহা দ্বারা কৃষ্ণ-সন্নিধানে বৈশাখ
মাসের দ্বাদশীকৃত্য করে, তাহাদিগকে কৃষ্ণপূজা
করিয়া রজনী জাগরণ করিতে হয়; এতদ্বিত্ত
দ্বারকাষটি শুভাবহ কৃষ্ণ-মাধাশ্রয় পাঠ, কৃষ্ণের
বালচরিত, বালকৃষ্ণাদি দর্শন, গোবুলের ও গোপী-
দিগের ক্রীড়া এবং পুনঃপুনঃ কৃষ্ণাবতারের কার্যজ্ঞাত
হরণ কর্তব্য ॥ ১—১৬ ॥ অনন্তর শ্রবণী রোপ্যথুরী
সবৎসা দেখর লাঙ্গল মুক্তালায় বিষ্ণুভিত্ত করিয়া
ব্রাহ্মণকে প্রদান করত আর্হিত্যরিতে হোম করিবে ।

জাগরে। যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং কোটিজন্মস্থ
মানবঃ। কুরুস্ত জাগরে রাজো দহতে নাত্র
সংশয়ঃ। ১৮। পঠেভাগবতং রাজো পুরাণং দয়িতং
হয়েঃ। যাবৎ স্বর্গকৃতালোকো যাবচ্চকুরুতা
নিশা। ১৯। যাবৎ সসাগরা পৃথী যাবচ্চ কুল-
পঙ্কতাঃ। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে নাস্তথা মম
ভাবিতম্। ২০। আশ্বেটিয়ন্তি পিতরঃ প্রহর্ষন্তি
পিতামহাঃ। এবং তং স্বসুভং দৃষ্ট্বা শ্রবানং কুরু-
সম্ভবম্। ২১। দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং যত্র নো
জাগরে পঠেৎ। তনুল্লেকসদৃশং স্থানমপবিজ্ঞং
পরিভ্রাজেৎ। ২২। শালগ্রামশিলা মৈব যত্র
ভাগবতা ন হি। ত্যজেন্তীর্ণং মহাপুণ্যং পুণ্যমা-
য়তনং ত্যজেৎ। ২৩। ত্যজেদ্ গৃহং তথারণ্যং
যত্র ন দ্বাদশীভ্রতম্। ২৪। সুদেশোহপি ভবে
সিন্ধো যত্র নো বৈকুণ্ঠা ভ্রতম্। কুদেশোহপি
ভবেৎ পুণ্যো যত্র ভাগবতাঃ কলৌ। ২৫।
সকীর্ণযোনয়ঃ পুত্রাযে তক্তা মধুসূদনে। স্নেচ্ছ-
তুল্যা কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনাধিনে। ২৬।

হরি-বাসরে দ্বাদশীর নিম্নমাত্র অংশ স্পৃষ্ট হই-
লেই জাগরণে সমধিক ফল হইবে। মানব কোটি
কোটি জন্মে যে কিছু পাপ করে, কুরু জাগর-
রাজিতে তাহা ভস্ম হয়, সংশয় নাই। জাগর-
রাজিতে হরিপ্রিয় ভাগবত-পুরাণ পাঠ করিবে।
স্বর্গ যতকাল লোক সকল আলোকিত করেন,
শশধর যতদিন নিশার বিকাশ করেন, সসাগরা
ধরিত্রী ও সমুদ্রকূলাচল যতদিন বিদ্যমান থাকে,
এইরূপ করিলে মানব ততকাল স্বর্গলোকে বাস
করে, ইহা আমার বাক্য, অতএব অস্তথা হইবার
নহে। পিতৃ-পিতামহগণ ও তনয়কে কুরু
বিষয়ক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে দেখিয়া হৃষ্টাক্তকরণে
আশ্বালন করেন। যে জাগরণে দ্বারকামাহাত্ম্য
পঠিত হয় না, সে স্থান স্নেচ্ছদেশবৎ অপবিজ্ঞ ও
পরিভ্রাজ্য। যেখানে শালগ্রাম শিলা বা বিষ্ণুভক্ত
নাই, সেইস্থান মহা পুণ্যতীর্থ বা পুত্র-আয়তন হই-
লেও পরিভ্রাণ করিবে। যেখানে বৈকুণ্ঠগণ-
কর্তৃক দ্বাদশীভ্রত অমুষ্ঠিত হয় না, পবিত্রদেশ হই-
লেও তাহা নিন্দনীয় এবং শুষ্ক অরণ্য হইলেও পরি-
ভ্রাজ্য। বলিকালে যে স্থানে ভাগবতগণ বাস
করেন, কুদেশ হইলেও তাহা পবিত্র; যাহারা মধু-
সূদন বিষ্ণুর ভক্ত, সকীর্ণযোনি হইলেও তাহার
পুত্র; আর যাহারা জনাধিনের ভক্ত নহে, কুলীন

রথারূঢ় প্রকৃষ্মন্তি যে কুরুঃ মধুমাধবে। মুক্তিং
প্রদাশ্চি তে সর্গে কুলকোটীসমবিতাঃ। ২৭।
দেবকীনন্দনস্তার্থে রথং কারাপয়ন্তি যে। কল্লান্তং
বিষ্ণুলোকে তে বসান্ত পিতৃভিঃ সহ। ২৮।
দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং শ্রাবয়েদ্যঃ কলৌ নৃণাম্।
ভাবমুৎপাদয়েদ্যো বৈ লভেৎ ক্রতুশতং ফলম্। ২৯।
যো নার্কয়তি পাপিষ্ঠো দেবমন্ত্রজ গচ্ছতি।
কোটিজন্মার্জিতং পুণ্যং হরতে কল্লিগীপতিঃ। ৩০।
শম্বোদ্ধারসমুদ্ভূতাঃ নিত্যং দেহে বিভর্তি হি।
মুক্তকাং দৈতারাঞ্জেস্ত পুণ্ড্র বক্ষ্যামি যৎকলম্।
৩১। যো দদাতি যতীনাং চ বৈকুণ্ঠানাং প্রযচ্ছতি।
স্বর্গভারশতং পুণ্ড্রং নিত্যং প্রাপ্নোতি মানবঃ। ৩২।
গৃহে যন্ত সদা হিষ্টেচ্ছম্বোদ্ধারক মুক্তিকা। নিত্য
ক্রিয়ারূঢ়ং পুণ্যং লভেৎ কোটিগুণং বলে। ৩৩।
যন্ত পুণ্ড্রং ললাটে তু গোপীচন্দনসংলভকম্।
ন জহাতি গুণং তন্ত লক্ষ্মীঃ কুরুপ্রিয়া দ্বিজাঃ। ৩৪।
ন গ্রহো বাধতে তন্ত নোরগো ন চ রাক্ষসঃ।
শিশাচ ন চ কুয়াণ্ডা ন চ প্রেতা ন জন্তকা। ৩৫।
নাগিষ্ঠোরভ্যং হস্ত দয়ীণং চৈব বন্ধনম্।

হট্টলেও তাহার স্নেচ্ছতুল্য। ১৭-২৬। যে সকল মানব
মধুমাধে মানবকে রথে আরোপিত করে, তাহার
কোটিফল সহ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যাহারা
দেবকীনন্দনের জন্ত রথ নির্মাণ করায় তাহার
পিতৃগণ সহ কল্লকাল বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া
থাকে। কলিযুগে যে ব্যক্তি দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ
করায় এবং যে মানব কুরুমাহাত্ম্যে ভক্তিতাবের
উদ্দীপনা করে, তাহার শত যজ্ঞের ফললাভ হয়।
যে পাণিষ্ঠ নর দ্বারকেশের পূজা না করিয়া অস্ত্র
গমন করে, কল্লিগীপতি তাহার কোটিজন্মের পুণ্য
হরণ করেন। হে দৈত্যপতে! যে মানব নিত্য
দেহে শম্বোদ্ধারসমুদ্ভূত মুক্তিকা ধারণ করে,
তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। মানব যতী ও বৈকুণ্ঠ-
গণকে শতভার স্বর্গ ও শম্ব দান করিয়া যে পুণ্য
প্রাপ্ত হয় শম্বোদ্ধারমুক্তিকাধারী মানবও সেই
পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার গৃহে সতত
শম্বোদ্ধারমুক্তিকা বিদ্যমান, তাহার নিত্যক্রিমায়
কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয়। হে দ্বিজগণ! যাহার
ললাটে গোপীচন্দনের পুণ্ড্র (কোঁটা) বিরাজিত,
বিষ্ণুপ্রিয়া রমা তাহার গৃহ পরভ্রাণ করেন না।
গ্রহ, উরগ, রাক্ষস, শিশাচ, কুয়াণ্ডা, প্রেত ও
জন্তকগণ তাহাকে পীড়িত করে না; তাহার অগ্নি

বিদ্যাহুতভয়ং চৈব ন চোৎপাতসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৬ ॥
 নারিষ্টং নাপশকুনং দুর্নিমিত্তাদিকং চ যৎ । সংকৃতে
 বিষ্ণুভক্তে চ শালগ্রামশিলার্কচেনে ॥ ৩৭ ॥ পীতে
 পাদোদকে বিপ্রা নৈবেদ্যাস্থাপি ভক্ত্যে ।
 তুলসীসন্নিধৌ বিষ্ণোর্শিলাবাসরে কৃতে ॥ ৩৮ ॥
 পুত্রা দেবেন কথিতং শৃণু পারং বদাম্যহম্ ।
 প্রি়া ভাগবতা যোবাং তেবাং দাসোহস্ম্যহং সদা ॥
 ৩৯ ॥ বিহায় মথুরাং কালীমবস্থীং সন্নপাপহাম্ ।
 মায়াং কাকীমবোধ্যাং চ সম্প্রাপ্তে চ কলৌ যুগে ॥
 ৪০ ॥ বসাম্যহং দ্বারকায়াং সর্বসেনাসমাহৃতঃ ।
 তীর্থব্রতৈর্হুজ্জদানৈ রুদ্রাদ্যোপুনিচারৈঃ ॥ ৪১ ॥
 ব্রহ্মত্যাগেন ভক্ত্যা বা যন্তোষয়িতুমিচ্ছতি । গাত্রা
 দ্বারবতীং রম্যাং দ্রষ্টব্যোহহং কলৌ যুগে ॥ ৪২ ॥
 ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি ময়া শুকানি ভূরিণঃ ।
 বিষ্ণুস্তানি চ গোমত্যাং চক্রতীর্থেহতিপাবনে ॥ ৪৩ ॥
 দিনেনৈকেন গোমত্যাং চক্রতীর্থে কলৌ যুগে ।
 ত্রৈলোক্যসমুদৈবতীর্থে স্নাতো ভবতি মাংসঃ ॥ ৪৪ ॥
 কোটিপাপবিনিপুঙ্ক্তো মৎসমং বসতে নরঃ । মম
 লোকে ন সন্দেহঃ কুলকোটিসমধিতঃ ॥ ৪৫ ॥

ও তক্ষরভয়, দরী, বন্ধন, বিহাং ও উৎপাতাদ
 উৎপাতভীতি বা অরিষ্ট ও অন্ততম্ভক শকুন
 প্রভৃতি দুর্নিমিত্তও সংঘটিত হয় না। হে বিপ্র-
 গণ! বিষ্ণুর বিলয়াবসরে তুলসীসন্নিধানে বৈকব-
 গণের সংকার, শালগ্রাম শিলার পূজা, বিষ্ণু-
 পাদোদক ও নৈবেদ্য ভক্ত্যেও মানবের পুরোক্ত
 উপদ্রব বিদূরিত হয়। পূর্বে দেব বিষ্ণু এ সকল
 বিষয়ে যে পাত্র নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কীর্তন
 করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—বিষ্ণুভক্তগণ যাহা-
 দের প্রিয়, আমি সর্বদা তাহাদের দাস; আমি সর্ব-
 পাপহারিণী মথুরা, কালী, অবস্থী, ময়া, কাকী ও
 অবোধ্যা পরিত্যাগপূর্বক সধ্বনাসমাহৃত হইয়া
 তীর্থ যজ্ঞ দান ত্রুত এবং মূনিচারীগণ সহ কলিযুগে
 দ্বারকায় বাস করি। কলিযুগে যে মানব ব্রহ্মপুত্রক
 দান বা ভক্তি দ্বারা আমার সন্তোষসাধনে অভি-
 ল্যবী, সে রম্য দ্বারকায় গমন করিয়া আমাকে দর্শন
 করিবে। জিলোকে যে সকল বিপুল তীর্থ বিদ্যমান,
 আমি সে সমুদায় অতি পাবন চক্রতীর্থে ও গোম-
 তীতে বিষ্ণু করিয়াছি। কলিকালে যে মানব
 একদিন চক্রতীর্থে ও গোমতীতে স্নান করে, তাহার
 জিলোকের অখিল তীর্থে স্নানজনিত পুণ্য হয়।
 পরন্তু নর কোটি কোটি পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া

নাপরাধকৃষ্টঃ পাপিলিপ্তঃ স্নাত্বৎকটৈঃ কৃষ্টঃ ।
 শতজন্মায়ুতানীহ লক্ষ্মীং চ্যবতে গৃহাং ॥ ৪৬ ॥

ইতি ত্রীকান্দে গোমতীতীরগতদ্বারকাচক্রতীর্থয়ো-
 জ্জাগরাদিমাহাশ্রাবণং নামাষ্ট্রিংশো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বরিংশোদধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী
 পাপনাশিনী । উন্নীলিনী বঙ্গলী চ ত্রিম্পলা
 পক্ষবর্দ্ধিনী ॥ ১ ॥ পুণ্যং সর্বপুণ্যানাং তে লভন্তে
 দিনেদিনে । পকারঃ যে প্রকৃপন্তি হবিদ্ধান্ত-
 সমুদ্ভবম্ ॥ ২ ॥ জাগরে পদ্মনাভস্ত দ্রুতেনৈব
 স্পৃশ্যচিহ্নম্ । বর্জিতসমায়ুক্তং দীপং ব্রহ্মসমধিতম্ ॥
 ৩ ॥ যঃ কুর্যাজাগরে বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাগ্রতঃ ।
 শালগ্রামশিলাগ্রে তু যে প্রকৃপন্তি জাগরম্ ॥ ৪ ॥
 কুর্যন্তি নৃত্যবাদ্যে চ লোকানাং পুণ্যায় চ ।
 সজ্জাদয়ন্তি কুসুমৈঃ শালগ্রামশিলাং চ যে ॥ ৫ ॥
 চক্রাঙ্কিতাং বিশেষেণ প্রতিমাং বৈকবীং বলে ।
 চন্দনং চ স্ককপূরং কৃকাকুসুমধিতম্ ॥ ৬ ॥ যুক্তং

কোটিকুল সহ নিঃসন্দেহ আমার লোকে বাস করে ।
 সে উৎকট পাপ করিয়াও অপরাধে লিপ্ত হয় না
 এবং শতযুত জন্ম পর্যন্ত লক্ষ্মী তাহার গৃহ পরি-
 ত্যাগ করেন না ॥ ২৭—৪৬ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচত্বরিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী,
 পাপনাশিনী উন্নীলিনী, বঙ্গলী, ত্রিম্পলা ও পক্ষ-
 বর্দ্ধিনী এই কয়েকটা হরিপ্রীতিকরী পুণ্য তিথি;
 যাহারা এই সকল পুণ্য তিথিতে দ্রুত দ্বারা তুল
 পাক করিয়া আদ্য করে, তাহাদের সর্বপুণ্য
 অবশেষ পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। যাহারা পদ্মনাভ করির
 জাগরবাসরে দ্রুত দ্বারা স্পৃশ্য অর প্রদান করিয়া
 বর্জিতযুক্ত দ্রুতসমধিত দীপদান ও শিলাঙ্গী
 শালগ্রামসমীপে জাগরণ করে, লোকরক্তনের
 জন্ত নৃত্য ও বাদ্য করে, কুসুমমুহ দ্বারা শাল-
 গ্রাম শিলা আবৃত করে এবং হে বলে! যে ব্যক্তি
 চক্রাঙ্কিত বৈকবী প্রতিমাকে কৃকাকুসুমধিত

মৃগমদেনাপি যঃ করোতি বিলেপনম্ । দ্বাদশ্যং
দেবদেবস্ত রাভৌ জাগরণে সদা ॥ ৭ ॥ তস্ত পুণ্যং
প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ চ বোধপ্রতঃ । তৎ কলং
কোটিতীর্থে তু উজ্জয়িত্যঃ মহালয়ে ॥ ৮ ॥ বারানস্তাঃ
কুরুক্ষেত্রে মথুরায়াং ত্রিপুরকরে । অযোধ্যায়াং
প্রয়াগে চ তীর্থে সাগরসঙ্গমে ॥ ৯ ॥ সর্বপুণ্যে
তীর্থেষু দেবতায়তনেষু চ । কঠৈর্ভজ্যযুক্তৈস্তত্
ব্রতদানৈশ্চ পুঙ্কলৈঃ ॥ ১০ ॥ বেদৈরধীতৈর্বাং
পুণ্যং পুরাণৈশ্চাবগাহিতৈঃ । তপোভিক্ষারিতৈঃ
পুণ্যং সমাগাগ্রমপালনৈঃ ॥ ১১ ॥ যৎ কলং মূনিভিঃ
প্রোক্তং বেদব্যাসেন পুত্রক । তৎ কলং জাগরে
বিষ্ণোঃ পক্ষযোঃ শুক্লকৃষ্ণযোঃ ॥ ১২ ॥ হৈমবতীয়া পুরা
প্রোক্তং কৈলাসে শূলপাণিনা । নারদায় পুরা
প্রোক্তং ব্রহ্মণা মৎসমীপতঃ ॥ ১৩ ॥ অকুণেন
বজ্রহস্তায় কথিতং পৃচ্ছতে পুরা । দ্বাদশীজাগর-
শ্লোক্তং কলং বিপ্রা ময়া চ বঃ । তৎকুরুষ্বঃ ত্রিভা
যুগং জাগরং বিষ্ণুবাগরে ॥ ১৪ ॥ স্মৃত উবাচ । ইত্যু-
ক্তাং ব্রাহ্মণান প্রাহ বলিং পৌত্রং স্বকং ততঃ । ত্বমপি
শ্রদ্ধয়া পৌত্র কুরু জাগরণং হরেঃ ॥ ১৫ ॥ দ্বারকা
মনসা ধাতা পাপং বর্ষণতাষিতম্ । কীর্তনান্নচ-

জয়োখং দহতে নান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ পাপং জগ্ন-
সহস্রোখং পদমাত্রেণ গচ্ছতাম্ । দ্বারকা হরতে
নুনং মুক্তিঃ কুরুষ্বা দর্শনাৎ ॥ ১৭ ॥ ন শক্যোতি যদা
গন্ত্যঃ দ্বারকায় চৈব মানবঃ । মাহাত্ম্যং পঠনীয়ং তু
দ্বারকাসম্ভবং গৃহে ॥ ১৮ ॥ দাতব্যং বৈষ্ণবানাম্ তু
শ্রোতব্যং ভক্তিভাবতঃ । দ্বাদশ্যঞ্চ বিশেষেণ
পঠনীয়ং তু জাগরে ॥ ১৯ ॥ দ্বারকাসম্ভবং পুণ্যং
স সন্তোষপ্রাপ্তি মানবঃ । প্রসাদাচ্ছাস্ত্রদেবস্ত সত্যং
সত্যঞ্চ ভাষিতম্ ॥ ২০ ॥ গৃহে সন্তিষ্ঠতে নিত্যং মথুরা
দ্বারকা তথা । অবন্তী চ তথা মায়া প্রয়াগং কুরু-
জান্দলম্ ॥ ২১ ॥ ত্রিপুরকং নৈমিষঞ্চ গঙ্গাদ্বারঞ্চ
শোকরম্ । চন্দ্রেশ্বরঞ্চ কেদারং তথা কুন্ডমহালয়ম্ ॥
২২ ॥ বস্ত্রাপখং মহাদেবং মহাকালং তথৈব চ ।
ভূতেশ্বরং ভদ্রগাত্রং সোমনাথমুমাণতিম্ ॥ ২৩ ॥
কোটিলিঙ্গং ত্রিনেত্রঞ্চ দেবং ভৃগুবনেচরম্ ।
দৌপেশ্বরং মহানাদং দেবং চৈবাচলেশ্বরম্ ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা গৃহে তিষ্ঠন্তি সর্বদা । পিতরো
নাগগন্ধরী মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ২৫ ॥ তীর্থানি যানি
কানি স্মারয়মেবাদয়ো মথাঃ । কুরুজয়াষ্টমীং
পৌত্র যঃ করোতি বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥ যথা

কঙ্করীমিশ্রিত সপুত্র চন্দন দ্বারা বিলেপন
করিয়া দ্বাদশীদিনে দেবদেবসমীপে রজনী জাগর
করে, তাহার পুণ্যকল সংক্ষেপে তোমার নিকট
বর্ণন করিতেছি । কোটিতীর্থ, উজ্জয়িনী, মহালয়,
বারানসী, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, ত্রিপুরকর, অযোধ্যা,
প্রয়াগ এবং সাগরসঙ্গম প্রভৃতি অখিল পুণ্যতীর্থ
ও দেবায়তনে যে পুণ্য ; অমৃত যজ্ঞ, বিপুল দান,
ব্রত, সমগ্র বেদাধ্যয়ন ও পুণ্য পূরণ শ্রবণ,
তপশ্চরণ ও আশ্রমপালনে মূনিগণনির্দিষ্ট যে পুণ্য
বেদব্যাস পৃথক পৃথক বর্ণন করিয়াছেন, শুক্ল ও
কুরুপক্ষের হরিজাগরে সেই পুণ্যপ্রাপ্তি হইয়া
থাকে । হে বিপ্রগণ ! পুরাকালে কৈলাসে হৈমবতীর
প্রশ্নে শূলপাণি এ বিষয়ে যে রূপ বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মা
আমার সমীপে নারদের নিকট যে রূপ কীর্তন
করেন, বজ্রপাণি দেবরাজের জিহ্বাসায অকুণ
ভাঁহার নিকট যে রূপ বর্ণন করেন, দ্বাদশীজাগরণের
কল অবিকল আমি আপনাদের নিকট তজ্জপই
কীর্তন করিলাম । অতএব হে বিপ্রগণ ! আপ-
নারাও বিষ্ণুবাগরে রজনীজাগরণ করুন । স্মৃত
কহিলেন,—প্রজ্ঞাদ বিপ্রগণকে এইরূপ কহিয়াই
পুনরায় পৌত্র বলিকে বলিলেন হে পৌত্র ! তুমিও

ব্রহ্মপূর্বক হরির জাগরণ কর । মনে মনে দ্বারকা
ধানে শতবর্ষসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয় । এইরূপ দ্বার-
কার কীর্তনে নিঃসংশয় শতজন্মান্বিত পাপ দগ্ধ হইয়া
থাকে ১—১৬ পদমাত্র গমনে দ্বারকা সহস্রজন্মসঞ্চিত
পাপ হরণ করেন ; আর কুরুদর্শনে নিঃসন্দেহ মানব
মুক্তি পাইয়া থাকে । মানব যখন দ্বারকাগমনে অসমর্থ,
তখন গৃহে বসিয়া দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ, বৈষ্ণবগণকে
দান এবং ভক্তিপূর্বক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে ।
বিশেষতঃ দ্বাদশীদিনে জাগরণ ও কুরুমাহাত্ম্য
অবশ্য পাঠ করিবে । আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া
কহিতেছি, এইরূপ করিলে মানব বাস্তুদেবধনাদে
দ্বারকাসম্ভব পুণ্য লাভ হইবে । মথুরা, দ্বারকা,
অবন্তী, মায়া, প্রয়াগ, কুরুজান্দল, ত্রিপুরকর, নৈমি-
ষারণ্য, গঙ্গাদ্বার, শোকর, চন্দ্রেশ্বর, কেদার, কুন্ড-
মহালয়, বস্ত্রাপখ, মহাদেব, মহাকাল, ভূতেশ্বর,
ভদ্রগাত্র, সোমনাথ, উমাণতি, কোটিলিঙ্গ,
ত্রিনেত্র, ভৃগুবনেচর, দৌপেশ্বর, মহানাদ, অচলেশ্বর
ও ব্রহ্মাদি দেবগণ, সর্বদা দ্বারকাস্মরণকারীর
গৃহে নিত্য অবস্থান করেন । বিশেষতঃ
হে পৌত্র ! যে মানব কুরু জয়াষ্টমীদিনে
উপবাস ও জাগরণ করে, তাহার গৃহে পিতৃগণ,

ভাগবতং শাস্ত্রং তথা ভাগবতো নরঃ। উভয়ো-
রন্তরঃ নাস্তি হরহর্যোক্তদেব চ। ২০। নীলী-
ক্ষেত্রং তু যো যান্তি মূলকং ভক্ষয়েত্তু যঃ।
নৈবাস্তি নরকোদ্ধারঃ কল্লকোটিশতরূপ। ২৮।
নীলীকর্ণ তু যঃ কুর্ধ্যাদ্ ভ্রামণো, লোভমো-
হিতঃ। নাপ্রোতি স্কৃতং কিঞ্চিৎ কুর্ধ্যাদ্ রসবিক্র-
য়ম্। ২৯। প্রসীদতি ন বিবাহ্য বৈফল্যে চাপমা-
নিত্যে। অশ্বখং ছেদয়েদ্যো বৈ একৈকশ্বিন্দুচ
পূর্ণিণি। ৩০। মনস্তরপি তাবন্তি যোরবে বসতি
ভবেৎ। অরিষ্টকাঠৈর্দৈত্যোক্তে কার্ধ্যাঃ যঃ কুরুতে
কচিৎ। ন পুজামর্দাদানঞ্চ তন্ত গুণ্যচি ভাক্ষয়ঃ
৩১। ছেদাপকন্ত চার্কে তু ছেদকন্ত চ দৈত্যজ
শতঃ জন্মানি দারিদ্ৰ্য্যং জায়তে চ সরোগত। ৩২
রোপয়েৎ পালয়েদ্যো বৈ স্বর্ঘ্যরূক্ষং নরোত্তমঃ
সপ্তকল্পং বসেৎ সোহত্র সমীপে ভাক্ষয়ন্ত হি। ৩৩
রোপিষ্টৈর্দৈবরূক্ষৈশ্চ যৎফলং লক্ষকোট্যিতি
স্তপ্রোধরূক্ষেণৈকেন রোপিভেন ফলং হি তৎ
৩৪। ধাতীক্ৰমেহপ্যেবমেব ফলং ভবতি রোপিতে
তুলসীরোপণে চৈব অধিকঃ চাপি সূত্রত। অমরত্বঞ্চ

নাগ গন্ধর্ব্ব মুনি সিদ্ধ ও চারণগণ, অখিল
তীর্থ এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞনিবহও নিত্য
প্রতিষ্ঠিত। হয় ও হরি এই উভয়ের যে রূপ ভেদ
নাই, ভাগবত ও ভগবদ্ভক্তেরও তজ্ঞপ কোন
পার্থক্য নাই। যে মানব নীলক্ষেত্রে গমন ও মূলক
(শালগোম) ভক্ষণ করে, কোটি কল্পকালেও
তাহার নরকযুক্তি হয় না। যে দ্বিজ লোভে
মোহিত হইয়া নীলীকর্ণ কিংবা রস বিক্রয় করে,
সে কদাচ স্কৃতলোভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি
বৈফল্যের অবমাননা করে, বিবাহ্য বিষ্ণু তাহার
প্রতি প্রসন্ন হন না। মানব এক এক পরে অশ্বখ
তরু ছেদন করিয়া তত মনস্তরূপে রোরবে বাস
করে। হে দানবরাজ! যে মানব অরিষ্ট কাঠ দ্বারা
কার্য্য করে, ভাক্ষর তাহার প্রদত্ত অর্ঘ্য পূজাদি
গ্রহণ করেন না। হে দৈত্যভনয়! অর্কবারে কাঠ-
ছেদন ছেদাহুমন্তা ও ছেদক শতজন্ম দরিত্র
ও রোগযুক্ত হয়। যে নরোত্তম অর্করূক্ষ রোপণ ও
পালন করেন, সপ্তকল্পকাল তাহার স্বর্ঘ্যসমীপে
বাস হয়। লক্ষকোটি দৈবতরু-রোপণে যে পুণ্য-
একটি স্তপ্রোধরূক্ষ রোপণে যানবের সেই পুণ্য-
প্রাপ্তি হয়। ধাতীক্ৰম রোপণেও পূর্ণোক্ত পুণ্য
হইয়া থাকে। হে সূত্রত! তুলসীতরুরোপণে

তে যান্তি নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা। ৩৫। দ্বারকাং
কলিকালে তু প্রাতরুখায় কীর্তয়েৎ। স সর্বপাপ-
নির্মুক্তঃ স্বর্গং যান্তি ন সংশয়ঃ। ৩৬। রোহিণী-
সহিতা যেন দ্বাদশী সন্মপোবিত। মহাপাতকসংযুক্তঃ
কল্লাস্তে নাকমানুয়াৎ। ৩৭। বাসরঃ কো বিনা
স্বর্ঘ্যং বিনা সোমেন কা নিশা। বিনা বৃক্ষেণ কো
গ্রামো দ্বাদশী কিং ব্রতং বিনা। ৩৮। গৃহঞ্চ নরকং
তন্ত্র যমদণ্ডং দ্বিতীয়কম্। ন যত্র পঠিতে নিত্যং
বিষ্ণোর্নামসম্প্রদায়কম্। ৩৯। নরকঞ্চ ভবেজন্ত
দ্বিতীয়ং যমশাসনম্। নৈব ভাগবতং যত্র পুরাণং
সীয়েতে কলৌ। অন্ধকূপেষ্ণু কিপ্যন্তে জলিতেষু
হত্যাশনে। ৪০। দ্বিযন্তি যে ভাগবতং ন কুরুন্তি
দিনং হরঃ। যমদূতৈশ্চ নীয়েন্তে তথা ক্রমো
ভবন্তি তে। ৪১। বাচ্যমানঃ ন শৃণ্বন্তি হরে-
শ্চরিতমুত্তমম্। করপট্টেচ্চ পীড়ান্তে স্তুতীত্বে-
র্ঘ্যমশাসনাৎ। ৪২। নিন্দাং কুরুন্তি যে পাপা
বৈফল্যানাং মহান্ধনাম্। তেষাং নিরয়পাতন্ত
যাবদাভূতসমুদ্রবম্। ৪৩। গোকেটিতীর্থাধিকঃ

ইহা হইতে অধিক ফল হয়। তুলসীরোপণকার্ত্তা
অমরত্ব প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে বিচরণা কর্তব্য নহে।
কলিকালে যে নর প্রাতরুখান করিয়া দ্বারকা
কীর্তন করে, সে সর্বপাপবিমুক্ত হয় এবং নিঃসংশয়
স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যে মানব রোহিণীযুক্ত
দ্বাদশীতে উপবাস করে, মহাপাতকযুক্ত হইলেও
কল্লাস্তে দেবলোকে তাহার গতি হয়। যেমন
স্বর্ঘ্যহীন দিবস দিবস নহে, শশধরশূন্য নিশা নিশা
নহে, বৃক্ষবিহীন গ্রাম গ্রাম নহে, তেমনি দ্বাদশীভ্রত-
হীন ব্রত ব্রত বলিয়াই গণ্য হয় না। ১২৭—৩৮। যাহার
গৃহে দ্বাদশীভ্রত অশুভিত হয় না সে গৃহ দ্বিতীয় যম-
দণ্ডের দ্বারা নরক বলিয়া গণ্য। যে গৃহে নিত্য
বিষ্ণুর সহস্র নাম পঠিত হয় না তাহা যেন যম-
শাসন নরকবৎ প্রাতিভাত হয়। কলিকালে যে
গৃহে ভাগবত পুরাণ পঠিত হয় না, সেই গৃহবাসীরা
অন্ধকূপ ও প্রজ্বলিত হত্যাশনে নিক্ষিপ্ত হয়। যাহারা
ভাগবতের শ্রবণ করে ও হরিবাসর করে না,
তাহারা যমদূত কর্তৃক নীত হয় এবং ক্রমিতলে
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা বাচ্যমান অমুত্তম
হরিচরিত শ্রবণ করে না, তাহারা যমশাসনে ভীত
করশত্রু দ্বারা পীড়িত হয়। যে সকল পাপব্রতি
মহান্ধা দৈবতরুগণের নিন্দা করে, কল্পকাল পর্যন্ত
তাহাদের নরকে পড়ন হয়। গোমতীদ্বানং গো-

জ্ঞানং তত্রাধিকং ভবেৎ । যে পশ্যন্তি মহাপুণ্যঃ
গোপীচন্দনমুক্তিকাম্ । গঙ্গামানকলং তেষাং
জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ বৈষ্ণবানাং প্রযচ্ছন্তি
গোপীচন্দনমুক্তিকাম্ । যেষাং ললাটে তিলকং
গোপীচন্দনসম্ভবম্ ॥ ৪৫ ॥ গোপীচন্দনপুষ্পেণ
দ্বাদশাং জাগরে কুতে । বিষ্ণোর্নামসংস্রজ্য পাঠেন
মুক্তিমাণুয়াৎ ॥ ৪৬ ॥ যে নিত্যং প্রাতরুখায়
বৈষ্ণবানাং তু কীর্তনম্ । গোমতীস্মরণং কুৰ্য্যঃ
কৃকতুল্যান সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ যে নিত্যং প্রাতরুখায়
দ্বারকেতি বদন্তি চ । তীর্থকোটিভবং পুণ্যং
লভন্তে চ দিনেদিনে ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দ্বাদশীত্রতাদিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
কোনচদ্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চদ্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । স্নানমাক্তিপত্রৈশ্চ শ্রীপতিঃ
যোহর্চয়েত বৈ । সপ্তলোকানবুপ্রাপ্য সপ্ত-
দ্বীপাধিপো ভবেৎ ॥ ১ ॥ মাকান্তরূপপত্রৈশ্চ যো-
হর্চয়েত সদা হরিশ্চ । পুণ্যং ভবতি তন্তেহ

কোটিতীর্থ হইতেও ঋষ্ট, যাহার মহাপুণ্য গোপী-
চন্দন মুক্তিকা দর্শন ও বৈষ্ণবগণকে দান করে,
তাঁহাদের গঙ্গাস্নানের ফল হয়, সংশয় নাই । যাহার
ললাটে গোপীচন্দনকৃত তিলক বিরাজিত, যে
দ্বাদশীদিনে জগরণ ও গোপীচন্দনকৃত তিলক
ধারণ এবং বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করে, তাহার
মুক্তিলাভ হয় । যাহার প্রাতরুখান করিয়া নিত্য
বৈষ্ণবগণের নামকীর্তন ও গোমতীস্নান করে,
তাহার কৃকতুল্য, সংশয় নাই । যে সকল মানব
প্রাতে গাজোখান করিয়া নিত্য দ্বারকানাম উচ্চারণ
করে, প্রাতর্দান তাহাদের কোটি তীর্থসমুদ্রত
পুণ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৩৯—৪৮ ।

উনচদ্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চদ্বারিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—যে মানব কৃষ্ণনামাক্তি
কৃষ্ণ তুলসী দ্বারা শ্রীপতির পূজা করে, সপ্তলোক-
প্রাপ্তির পর সে সপ্তদ্বীপের অধিপ হয় । কলি-
কালে যে মানব তুলসীপত্র দ্বারা সতত হরির অর্চনা

বাক্সিমেধাযুক্তং কলো ॥ ২ ॥ লক্ষ্মীং সরস্বতীং দেবীং
সাবিত্রীং চণ্ডিকাং তথা । পূজয়িত্বা দিবং যতি
পত্রৈঃ শ্রীমুক্সসম্ভবৈঃ ॥ ৩ ॥ তুলস্যা অধিকং প্রোক্তং
দলং শ্রীমুক্সসম্ভবম্ । তস্মান্নিত্যং প্রযত্নেন পূজনীয়ঃ
সদাচ্যুতঃ ॥ ৪ ॥ দ্বাদশাং রবিবারেণ শ্রীমুক্সমর্চয়ন্তি
যে । ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈর্ন লিপ্যন্তে কুণ্ডৈরপি ॥
৫ ॥ যথা করিপদেহস্তান প্রবিশন্তি পদানি চ ।
তথা সর্বাণি পুণ্যানি প্রবিশ্ণান হরৈর্দিনে ॥ ৬ ॥
অত্রবেগৈব দেহেন প্রতিফলগবিনাশনা । কথং
নোপাসতে জন্তুর্দাদনীঃ জাগরয়িতাম্ ॥ ৭ ॥
অতীতান পুরুষান সপ্ত ভবিষ্যাংস্ত চতুর্দশ ।
নরকাতারয়েৎ সর্বাঙ্গোকান কথং কীর্তন্যৎ ॥
ন তে জীবন্তি লোকেহস্মিন যত্রতত্র স্থিতা নরাঃ ॥
৮ ॥ দ্বারকায়াং চ সম্প্রাপ্তাজিষ্ম লোকেষু বন্দিতাঃ ।
দ্বারকায়াং প্রকুর্ষন্তি যতীনাং ভোজনং স্থিতম্ ।
গ্রাসেগ্রাসে মথন্ত তে লভন্তে কলং নরাঃ ॥
৯ ॥ যতীনাং যে প্রযচ্ছন্তি কৌশীনাকাদিকম্ ।
বসতাং দ্বারকামধ্যে যথাশক্ত্যা তু ভোজনম্ ।
শৃণু পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি সমাসেন হি দৈত্যজ ॥ ১০ ॥

করে, তাহার অমৃত বাক্সিমেধের পুণ্যলাভ হয় ।
মানব শ্রীমুক্সপত্র-দ্বারা লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী
এবং দেবী চণ্ডিকার পূজা করিয়া স্বর্গে গমন করে ।
বিষদল তুলসী হইতেও ঋষ্ট কথিত হয়, অতএব
মানব সর্বপ্রযত্নে বিষদল দ্বারা অচ্যুতের নিত্য
অর্চনা করিবে । যাহার রবিবারযুক্ত দ্বাদশীতে
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাপে
কদাচ লিপ্ত হয় না । করীর পদচিহ্নে যেমন অস্ত্রাস্ত
জীবগণের পদচিহ্ন প্রবিশ্ট হয়, তদ্রূপ অখিল
পুণ্য হরিবাসরে প্রবেশ করিয়া থাকে । এ দেহ
অনিশ্চিত, প্রকৃষ্টকণেই ইহার বিনাশ সম্ভবপর ;
অতএব জীব কেমন দ্বাদশীতে জাগরণরূপ উপাসনা
করে না ? মানব কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া অতীত
সপ্ত ও ভাবী চতুর্দশ পুরুষ নরক হইতে উদ্ধার
করে । জীবগণ যে স্থানেই বাস করুক না কেন,
ইহলোকে সর্বত্রই তাহার বিনাশশীল ; কিন্তু দ্বারকা-
গমনে নরগণ ত্রিলোকবন্দিত হয় । যে সকল মানব
দ্বারকায় যতিগণকে ভোজনদান করে, গ্রাসে গ্রাসে
তাহার শতযজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে । ১—১০ ।
দ্বারকাবাসী যতিগণকে যথাশক্তি কৌশীন ও আচ্ছা-
দনাদি দান করিলে যে পুণ্য হয়, হে দৈত্যজ

কোটিভিক্ষেববিষভিগ্নায়াঃ পিতৃবৎসলৈঃ। ভোজি-
তৈৰ্ধং সমাপোতি তৎকলং দৈত্যনায়ক ॥ ১১ ॥
একস্মিন ভোজিতে পোত্ৰ ভিক্ষুকে কলমৌদশম্।
দাতব্যঃ ভিক্ষুকে চারঃ কুৰ্ঘ্যাধৈ চান্ধবিক্রমম্ ॥
১২ ॥ ধন্তাস্তে যতয়ঃ সৰ্গে যে বসন্তি কলৌ
যুগে। কৃষ্ণমাজিত্য দৈত্যোক্তে দ্বারকায়াং দিনে-
দিনে ॥ ১৩ ॥ প্রাণিনো যে যুতাঃ কেচিদ্বারকাং
কৃষ্ণসন্নিধৌ। পাপিনস্তৎ পদং যাস্তি ভিত্ত্বা
সুধ্যস্ত মণ্ডলম্ ॥ ১৪ ॥ দ্বারকাচক্রতীর্থে যে
নিবসন্তি নরোত্তম্যঃ। তেষাং নিবাসিতাঃ সৰ্গে
যমেন যমকিষ্ণয়ঃ ॥ ১৫ ॥ স্নাত্তাঃ পশুস্তি গোমত্যাঃ
কৃষ্ণং কলিমলাপহম্। ন তেষাং বিষয়ে যুগং ন
চান্ধবিসরে তু তে ॥ ১৬ ॥ অপি কীটঃ পতঙ্গো বা
বৃক্ষা বা যে তদাশ্রিতাঃ। যাস্তি তে কৃষ্ণপদনং
সংসারে ন পুনর্হি তে ॥ ১৭ ॥ কিং পুনর্দ্বিজবর্ঘ্যাশ্চ
ক্ৰিয়্যাশ্চ বিশেষতঃ। ত্রিবর্ণপূজাসংযুক্তাঃ শূদ্রাস্তত্র
নিবাসিনঃ ॥ ১৮ ॥ গীতাং পঠন্তি কৃষ্ণাশ্চ কার্ত্তিকং
সকলং দ্বিজাঃ। একভক্তেন নক্তেন তুধৈবাযা-
চিতেন চ ॥ ১৯ ॥ ত্রিরাত্রোপাশি কুচ্ছেন তথা

চান্ধায়ণেন চ। ১। যাবকৈস্তপ্তকুচ্ছাদ্যৈঃ পক্ষমাস-
মুপোষণৈঃ ॥ ২০ ॥ ক্ষয়ন্তি চ যে মাসং কার্ত্তিকং
ব্রতচারিণঃ। স্নাত্তা বৈ গোমতীনৌরে তথা বৈ
কল্মষীভূদে ॥ ২১ ॥ শম্ভুচক্রগদাহস্তাঃ কৃষ্ণরূপা
ভবন্তি তে। উপোষ্যেকাদশাং শুদ্ধাঃ দশমীসঙ্ক-
বজ্জিতাঃ ॥ ২২ ॥ শ্রাদ্ধং কুর্যন্ত দ্বাদশ্যাঃ চক্রতীর্থে
চ নির্মলেন্দ্রাঃ শ্রাদ্ধগান্ ভোজয়িত্বা চ মধুপায়সসর্পিষা ॥
২৩ ॥ সন্তর্প্যাবিধিবৎকৃত্য শক্ত্যা দত্ত্বা তু দক্ষি-
ণাম্। গোভূহিরণ্যবাসাংসি তৎফলকং ফলানি চ ॥
২৪ ॥ উপানহৌ চ্ছত্রমুখং জলপূর্ণা ঘটাস্তথা।
পকায়সংযুতাঃ শুভ্রাঃ সকলা দক্ষিণাধিতাঃ ॥ ২৫ ॥
এবং যঃ কুরুতে সম্যক কৃষ্ণযুদ্ধিষ্ঠা কার্ত্তিকে। মার্ক-
ণ্ডেয়-সমা শ্রীতিঃ পিতৃণাং জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৬ ॥ কৃষ্ণা
ত্রিদশৈঃ সার্কিঃ তুষ্টিভবতি চাক্ষুশা ॥ ২৭ ॥ যে
কার্ত্তিকে পুণ্যতমা মহাযান্তিষ্ঠান্ত মাসং ব্রতদান-
যুক্তাঃ। রথাক্রতীর্থে কৃতপূতগাত্রাস্তে যাস্তি পুণ্যং
পদমব্যয়ক ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চক্রতীর্থস্থানদানশ্রাদ্ধাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম চত্বারিংশতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

সংক্ষেপে তোমার নিকটে সে পুণ্য বর্ণন করিতেছি,
শ্রবণ কর। যে দৈত্যনায়ক! গয়ায় কোটি কোটি
বেদবিৎ পিতৃবৎসল দ্বিজকে ভোজনাদি দানে যে
কল, দ্বারকায় একটীমাত্র যতি ভিক্ষুককে ভোজন
করাইলে সেই কল হয়। অতএব হে পোত্ৰ!
আশ্ববিক্রম করিয়াও দ্বারকায় ভিক্ষুককে অন্নদান
করিবে। হে দানবেন্দ্র! কলিকালের যে সকল
যতি কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া সন্তত দ্বারকায় বাস
করেন, তাঁহারা ধন্ত। যে সকল পাপী দ্বারকায় কৃষ্ণ-
সন্নিধানে তহুত্যাগ করে, তাহারা সুধ্যমণ্ডল ভেদ
করিয়া কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নরোত্তম-
গণ দ্বারকার চক্রতীর্থে বাস করিয়া, যমকিষ্ণরগণকে
তাঁহাদের নিকটে গমন করিতে নিষেধ করিয়া
থাকেন। তিনি আরও বলেন,—যাহারা গোমতী
স্থানান্তে কলিমলাপহ কৃষ্ণকে অবলোকন করে,
কিষ্ণরগণ। তাহারা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত,
তোমরা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিও না। দ্বিজ-
বর্ঘ্য, ক্রিয়, বৈশ্য ও ত্রিবর্ণসেবক শূদ্রের ত' কথাই
নাই, দ্বারকাস্থিত বীট, পতঙ্গ ও বৃক্ষগণও কৃষ্ণ-
সদনে গমন করে, কদাচ তাহাদের পুনরায় সংসারে
আগমন হয় না। দ্বারকাবাসী দ্বিজগণ কার্ত্তিকমাসে
কৃষ্ণ সম্মুখে গীতা পাঠ করিবেন, একভক্ত ও নক্সা-

হারী হইবেন,—অযাচিত অন্নাদি দ্বারা জীবন
যাপন করিবেন এবং ত্রিরাত্র, কুচ্ছ, চান্ধায়ণ, যাবক-
ভোজন, তপ্তকুচ্ছ ও পক্ষমাস উপবাস করিবেন। যে
সকল ব্রহ্মচারী এইরূপে সমস্ত কার্ত্তিকমাস অতি-
বাহিত করেন এবং নিত্য গোমতী নৌরে ও কল্মষী-
ভূদে স্নান করেন, তাঁহারা শম্ভু-চক্র-গদা-পদাহস্ত
কৃষ্ণরূপী হইয়া থাকেন। দশমীসম্পর্কশূন্য শুদ্ধ
একাদশীতে উপবাস করিয়া মানবগণ নির্মল চক্র-
তীর্থে শ্রাদ্ধ করিবে, মধু পায়স ও শুভদ্বারা দ্বিজগণকে
ভোজন করাইবে, ভক্তিপূর্বক যথাসক্তি পিতৃ-
দেবগণের তর্পণ ও দক্ষিণা দান করিবে। গো,
ছ, হিরণ্য, বস্ত্র, তাবুল, কল, পাটকা, ছত্র, জলপূর্ণ
ঘট ও ফলদক্ষিণাধিত শুভ পকায় দান করিবে।
যে মানব কৃষ্ণ-উদ্দেশে সমস্ত কার্ত্তিকমাস এইরূপ
করে, তদীয় পিতৃগণের তত্ত্বল্য প্রীতি জন্মে
এবং ত্রিদশগণের সহিত কৃষ্ণের একত্র তৃপ্তি হয়।
যে সকল পুতচেতা মানব সমগ্র কার্ত্তিকমাস রথাক্র-
তীর্থে ব্রতদানযুক্ত হয়, তাহারা বিত্তদেহ লাভ
করিয়া অব্যয় পুণ্যলোকে গমন করিয়া থাকে।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০। ১৭—২৮।

একচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । ধৃত্যন্ত নরলোকান্তে গোমত্যাং
তু কৃতোদকঃ । পূজয়িষ্যন্তি যে কৃৎস্নং কেতকী-
তুলসীদলৈঃ ॥ ১ ॥ ন তেষাং সন্তবোহস্তীহ ঘোর-
সংসারগচ্ছরে । তেষাং যুত্যাঃ পুনর্নাস্তি ধমরত্ব-
হি তে গতাঃ ॥ ২ ॥ অন্তত্ব বৈ যতীনাং কোটীনাং
যৎকলং ভবেৎ । দ্বারকায়াম্ চৈকেন ভোজিতেন
ততোহধিকম্ ॥ ৩ ॥ অতীতং বর্তমানঞ্চ ভবিষ্যদ-
যচ্চ পাতকম্ । নির্দোহেনাস্তি সন্দেহো দ্বারকা-
মনসা স্মৃতা ॥ ৪ ॥ জ্ঞাত্বা কঃ যুগে ঘোরে হাশ-
কৃতমচেতনম্ । দ্বারকাং যে ন মুঞ্চন্তি কৃতার্থান্তে
নরোত্তমাঃ ॥ ৫ ॥ যতানাং যত্র জন্তুনাং শ্বেতদ্বীপে
স্থিতিঃ সদা ॥ ৬ ॥ অগ্নিষাক্তা বর্হিষদ আজ্যাপাঃ
সোমপাশ্চ য়ে । একবিংশতিঃ পিতৃগণা দ্বারকায়াম্
বসন্তি তে ॥ ৭ ॥ পুঙ্করাদানি তীর্থানি গঙ্গাদিয়াঃ
সরিতস্তথা । কুরুক্ষেত্রাদিক্ষেত্রানি কাশ্মীরান্যাব-
রাণি চ ॥ ৮ ॥ গয়াদিপিতৃতীর্থানি প্রভাসাদ্যানি
যানি চ । স্থানানি যানি পুণ্যানি গ্রামাশ্চ নিবসন্তি
বৈ ॥ ৯ ॥ কাশ্মীরিপুর্যো যা নিত্যং নিবসন্তি
কলৌ যুগে । নিত্যং কৃৎস্না সদনে পাপি-

একচত্রারিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—যাহারা গোমতীজলে উদক-
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কেতকীকুসুম ও তুলসীদল
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করে, তাহারা ধন্য ; কেননা,
ঘোর সংসার-সাগরে তাহাদিগকে আর জয়গ্রহণ
করিতে হয় না, যত্নর হস্ত হইতে তাহারা পরিত্রাণ
পায় এবং অমরত্ব লাভ করে । অন্ততীর্থে কোটি-
সংখ্যক যতি ভোজন করাইলে যে ফল, দ্বারকায়
একটীমাত্র ভোজন করাইলে ততোধিক ফল হইয়া
থাকে । মনে মনেও দ্বারকা তীর্থ স্মরণ করিলে
কৃত ভবিষ্যৎ বর্তমান পাপ ভস্মীভূত হয় ; ইহাতে
কোন সন্দেহ নাই । ‘কলিকালে জীবজন্তু জ্ঞান-
শূন্য হইয়া হাশাকার করিবে ।’ ইহা জানিয়া যাহারা
দ্বারকাবাস পরিত্যাগ করে না, তাহারা ই কৃতার্থ
শ্রেষ্ঠ নর । দ্বারকায় যত-প্রাণীদিগের সর্বদা শ্বেত-
দ্বীপে বাস হয়, অগ্নিষাক্ত, বর্হিষদ, আজ্যপ, সোমপ
প্রভৃতি একবিংশতি পিতৃপুরুষ সেই দ্বারকা তীর্থেই
অবস্থান করেন । পুঙ্করাদি তীর্থ, গঙ্গাদি সরিৎ,
কুরুক্ষেত্রাদি ক্ষেত্র, কাশী প্রভৃতি উত্তর, গয়াদি
পিতৃতীর্থ, এবং প্রভাসাদি যে সকল তীর্থ ও গ্রাম

নাং মুক্তিদে সদা ॥ ১০ ॥ বৈশাখশুক্রবাদন্তাং
প্রবোধিতাঃ বিশেষতঃ । বৈশাখ্যং দৈত্যশাঙ্গিল
কল্পাদিষু যুগাদিষু ॥ ১১ ॥ চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে
মহাদিষু ন সংশয়ঃ । ব্যতীপাতেষু সংক্রান্তৌ
বৈদ্রুতো দৈত্যনাযক ॥ ১২ ॥ তিলোদকং চ যদন্তং
তৎস্থলে পিতৃভক্তিভঃ । তৎসর্গমক্ষয়ং প্রোক্তং
গোমত্যাং স্নানপুঙ্কম্ ॥ ১৩ ॥ যেহত্র শ্রাদ্ধং
প্রকুর্য্যন্ত পিণ্ডদানপুরঃসরম্ । তেনামাত্রাক্ষয়া তপ্তিঃ
পিতৃগামুপজায়তে ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গোমতীস্নানকল্পমুজ্জনযতিভোজন-
দানশ্রাদ্ধাদিসংকলণবর্ণনং নামৈক-
চত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । বুধোৎসর্গং করিষ্যন্তি
বৈশাখ্যং চৈব কার্ত্তিকে । দ্বারকায়াম্ পিশাচহং
মুকা যান্তি পিতামহাঃ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং
শ্বেতং গুরুজনগমঃ । এবংবিধানি পাপানি কৃতা
চৈব গুরুণ্যপি ॥ ২ ॥ স্নানমাত্রেন গোমত্যাং
শ্রীকৃষ্ণ চ দর্শনাৎ । বিলয়ঃ যান্তি দৈত্যোজ

আছে, এ সময়দয় কলিযুগে সর্বদাই মুক্তিদায়ক
কুরুক্ষেত্র দ্বারকায় বাস করিয়া থাকে । বৈশাখী
শুক্রা দ্বাদশী, প্রবোধিনী, বৈশাখী পূর্ণিমা, কল্পাদি,
যুগাদি, চন্দ্রসূর্যগ্রহণ মহাদি, ব্যতীপাত, সংক্রান্তি
ও বৈদ্রুততে, পিতৃভক্তিবশতঃ গোমতীতে স্নান
করিয়া দ্বারকায় যাত্রা প্রদত্ত হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া
থাকে । যাহারা পিণ্ডদানপুরঃসর দ্বারকাতীর্থে
শ্রাদ্ধবিধান করে, তাহাদের পিতৃগণের অক্ষয়
তৃপ্তি হয় ।—

একচত্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১ ।

দ্বিচত্রারিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—যাহারা বৈশাখী পূর্ণিমায়
ও কার্ত্তিকমাসে দ্বারকায় বুধোৎসর্গ করে, তাহাদের
পিতামহগণ পিশাচহংমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া
থাকেন । ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, শ্বেত, গুরুজনা-
গমন প্রভৃতি কোটিকল্পকৃত গুরুতর পাপ সকলও
গোমতীতে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনমাত্রে বিলয়প্রাপ্ত

কল্পকোটিকৃতান্তপি । ৩ । কল্পীঃ যে প্রপত্তি
ভক্তযুক্তাঃ বলো নরাঃ । পুরীঃ প্রদক্ষিণাং কৃতা
জপ্তা নামসহস্রকম্ । ৪ । প্রদক্ষিণীকৃতং সৰ্গং
ব্রহ্মাণ্ডং নাত্র সংশয়ঃ । মহাদানৈশ্চ চান্ত্রৈ যৎকলঃ
পারিকীর্তিতম্ । দ্বারকায়াং তু কল্পিণ্যাং দৃষ্টায়াং
জায়তে তদা । ৫ । দ্বাদশীবাসরে প্রাপ্তে মাহাত্ম্যং
দ্বারকাভবম্ । পঠতে সন্নিধৌ বিষ্ণোঃ শৃণু বক্ষ্যামি
তৎফলম্ । ৬ । সৰ্বৈষু চৈব লোকেষু কামচারী
বিরাজতে । পদ্মবর্ণেন যানেন কিকিণীজালমালিনা
৭ । দিব্যবেতাযযুক্তেন কামগেন যথাসুখম্ ।
আভূতসম্পদং যাবৎ ক্রীড়তেহম্পরসাং গঠৈঃ । ৮ ।
কৃতকৃত্যম্ ভবতি কল্পকোটিসমৰিতঃ । যথা
নিশ্চখনাদগ্নিঃ সৰ্বকর্ষেযু দৃশ্যতে । তথা চ দৃশ্যতে
যশো দ্বাদশীসেবনায়সে । ৯ । অতঃ পরং
প্রবক্ষ্যামি পিতৃভিঃ পরিকীর্তিতম্ । অপি স্ত্রাং স
কুলেহস্মাকং গোমত্যাঃ অরুণা নয়ঃ । স্নাত্বা সম্পূজ্য
কৃৎ ৫ শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যাৎ সপিণ্ডকম্ । ১০ । অপি
স্ত্রাং স কুলেহস্মাকং গোমভূদধিসঙ্গমে । স্নাত্বা
পত্ততি যঃ কৃৎসনস্মাকং তারণায় বৈ । ১১ । অপি
স্ত্রাং স কুলেহস্মাকং যঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণাননাং ।

দ্বারকামাহাত্ম্যমিহঃ পুত্রয়িষ্যতি ভক্তিতঃ । ১২ ।
ভবিষ্যত্তি কুলেহস্মাকং যো গচ্ছেদ্বারকাং পুরীম্ ।
সস্ত্রাপ্য দ্বাদশীং শুভাং যঃ করিষ্যতি জাগরম্ ।
১৩ । ভবিষ্যতি কুলেহস্মাকং পুত্রো বা হুহিতা তথা ।
অবশ্যমসহস্রং তু কৃৎসনস্ত্রৈ পঠিষ্যতি । ১৪ ।
অপি স্ত্রাং স কুলেহস্মাকং ভবিষ্যতি ধৃতব্রতঃ ।
গোপীচন্দনদানেন যন্তোষয়তি বৈকবান । ১৫ ।
অপি স্ত্রাং স কুলেহস্মাকং বৈকবানাং তু সন্নিধৌ ।
দ্বারকায়ান্ত মাহাত্ম্যং পঠিষ্যতি জিতেশ্বরঃ । ১৬ ।
ভবিষ্যতি কুলেহস্মাকং মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্ ।
লিখিত্বা কৃৎসনতুষ্টিং অগৃহে দ্বারয়িষ্যতি । ১৭ ।
অৰ্ণদানং চ গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ ।
যাবজ্জীবং ভবেদন্তং যনেদ ধারিতং কলৌ
। ১৮ । তন্তুকৃৎ মহাকৃৎ মাসোপোষণমেব
চ । যাবজ্জীবং কৃতং তেন যেনেদং প্রাবিতং
কলৌ । ১৯ । প্রায়শ্চিত্তানি চার্ণানি পাপানাং
নাশনায় বৈ । দ্বারকায়ান্ত মাহাত্ম্যং যেন বিস্তারিতং
কলৌ । ২০ । ভাবতিষ্ঠতি পুরুষে ব্রহ্মহত্যাদিকানি
চ । যাবদ্র লিখতে জন্তুগ্রাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্ ।

হয় । কলিযুগে যাঁহারা ভক্তপূরক দ্বারকাপুরী
প্রদক্ষিণ ও বিষ্ণুর সহস্র নাম জপ করিয়া কল্পী-
দেবীকে দর্শন করে, নিঃসংশয় তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ড
প্রদক্ষিণ করা হয় । অন্ততঃ মহাদানে যে কল,
দ্বারকায় কল্পীদর্শনে সেই কল হইয়া থাকে ।
দ্বাদশীবাসরে বিষ্ণুসমীপে দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ
করিলে যে কল হয়, বলিতেছি অবগণ কর । বিষ্ণু-
সমীপে দ্বারকামাহাত্ম্যপাঠকারী ব্যক্তি পদ্মবর্ণ
কিকিণীজালমালী দিব্য বেতাযযুক্ত কামগামী বিমান
কামচারী হইয়া যথাসুখে বিচরণ করে; আগ্রলয়
কাল অম্পরোগণের সহিত ক্রীড়ায়, এবং কোটি-
কল্পকাল কৃতকৃত্য থাকে । মন্থন করিলে যেমন সকল
কাঠেই অগ্নি দেখা যায়, তদ্রূপ দ্বাদশীসেবনে নর
ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে । অতঃপর পিতৃগণের বিলাপ-
বাক্য বলিতেছি । পিতৃগণ বলেন—হায়! একপুত্র
কি আমাদের কুলে জন্মিবে,—যে ব্রহ্মাসংকারে
গোমতীতে গিয়া স্নান ও কৃৎসন করিয়া সপিণ্ডক
শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে! একপুত্র সন্তান কি আমাদের
হইবে,—যে গোমভূদধিসঙ্গমে স্নান করিয়া কৃৎসন
দর্শন করিবে! যে পুত্র ব্রাহ্মণপ্রসূতঃ দ্বারকা-
মাহাত্ম্য অবগণ করিয়া দেবপূজা করিবে, এমন

পুত্রকি আমাদের বংশে হইবে! একপুত্র আমা-
দের কুলে হয়—যে দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়া
স্নানান্তে দ্বাদশীতে জাগরণ করিতে পারে । যে স্তব
করিতে করিতে ক্রীকৃকের অগ্রে সহস্র নাম পাঠ
করিবে, একপুত্র বা হুহিতা আমাদের কুলে
কি হইবে? হায়! একপুত্র আমাদের বংশে
কবে জন্মিবে,—যে ধৃতব্রত হইয়া গোপীচন্দন
দানে বৈকবগণকে ভোবিত করিবে? আমাদের
অবশ্যে একপুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়—যে জিতেশ্বর
হইয়া বৈকবসকাশে দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ করিবে ।
একপুত্র আমাদের জন্মে—যে কৃৎসনস্ত্রি জন্ত
দ্বারকামাহাত্ম্য পুস্তকাকারে লিখিয়া গৃহে রাখিয়া
দেয় । যেজন কলিতে দ্বারকামাহাত্ম্য লিখিয়া
গৃহে রাখিয়া দেয়, তাহার যাবজ্জীবন অর্ণদান,
গোদান ও ভূমিদান করা হয় । ১—১৮ । যে জন
দ্বারকামাহাত্ম্য অবগণ করায়, তাহার যাবজ্জীবন তন্তু-
কৃৎ, মহাকৃৎ ও মাসোপবাস করা হয় । কলিতে
যে জন দ্বারকামাহাত্ম্য ধ্যানন করে, পাপনাশের
জন্ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত করার কার্য্য হয় । যাবৎ
দ্বারকামাহাত্ম্য লিখিয়া রাখা না হয়, তাবৎ
পুরুষে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ অবস্থান করে । যে জন
দ্বারকামাহাত্ম্য গৃহে লিখিয়া রাখিয়াছে, তাহার সর্ব-

২১। দানৈঃ সর্বেষাং কিং তস্মৈ সপ্ততীর্থবগাহনৈঃ।
 সারকামাহাত্ম্যং যেনেদং লিখিতং গৃহে। ২০।
 সর্বগ্রন্থপ্রশমনং সর্বকর্মপ্রসাধনম্। চতুর্গর্গপ্রদং
 নিত্যং হরিভক্তিবিবর্ধনম্। ২০। ন চাধিভবতে
 নুনং ধ্যাম্য তস্মৈ ভয়ং নহি। মাহাত্ম্যং পঠতে যত্র
 সারকায়ঃ সমুত্তমম্। ২৪। লিখিতং তিষ্ঠতে যত্র
 গৃহে ততীর্থমেব চ। বলাঙ্কুগৃহ মাহাত্ম্যং সার-
 কায়ঃ সমুত্তমম্। ২৫। ত্রিধিমন্ত্রক্রিয়ানীনাং পূজাঃ
 গুণাতি কেশবঃ। মাহাত্ম্যং তিষ্ঠতে নিত্যং লিখিতং
 যত্র বৈশ্বানি। ন তস্মাগঃ সত্রেণৈব কুর্তৈর্গিপ্যতি
 মানবঃ। ২৬। যঃ পঠেচ্ছৃণুতে বাপি মাহাত্ম্যং
 সারকাত্তমম্। ন ভবেদুত্তমৈকল্যং ধর্ম্মবৈকল্য-
 মেব চ। ২৭। যঃ স্মরেৎ প্রাতঃকথায় মাহাত্ম্যং
 সারকাত্তমম্। স্বাদীনানঞ্চ সর্বাণাং যচ্ছোভ্যঃ লভতে
 ফলম্। ২৮। ত্রিদেশৈঃ পূজ্যতে নিত্যং বন্দ্যতে
 সিদ্ধচারিণৈঃ। মাহাত্ম্যং পঠতে যো বৈ সারকায়ঃ
 সমুত্তমম্। ২৯। সারকা বসতে যত্র তত্র বিষ্ণুঃ সনা-
 তনঃ। তত্র তীর্থানি সবাপি সর্বে দেবাস্তে সবার্ণবাস্তে।
 যজ্ঞা বেদাশ্চ ঋষয়স্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। ৩০।
 শক্তো হি সারকাং গচ্ছতঃ মানবো ন হি পুত্রক। কুরু-
 দর্শনজং পুণ্যং মাহাত্ম্যং পঠতো ভবেৎ। ৩১। সত্যং
 শৌচং স্নাতং বিস্ত্রং স্নানীলং চ ক্ষমাজ্জবম্। সর্বং

দান ও তীর্থবগাহনে প্রয়োজন কি? এই সারকা-
 মাহাত্ম্য সর্ব গ্রন্থপ্রশমন, সর্বকর্মপ্রসাধন, চতুর্গর্গ-
 কারণ এবং হরিভক্তিবিবর্ধন। যেখানে সারকা-
 মাহাত্ম্য পাঠিত হয়, সেখানে ব্যাধিভয় ও যমভয়
 থাকে না। যে গৃহে সারকামাহাত্ম্য লিখিত থাকে,
 সেই গৃহ তীর্থস্বরূপ। নিশ্চিতরূপে সকলের সারকা-
 মাহাত্ম্য শ্রবণ করা উচিত। যাহার গৃহে সারকা-
 মাহাত্ম্য লিখিত আছে, কেশব তাহার ত্রিধিমন্ত্রক্রিয়া-
 নীনা পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সারকামাহাত্ম্য
 পাঠ ও শ্রবণ করে, সে সহস্র পাপ করিলেও ঐ
 পাপে লিপ্ত হয় না। যে প্রাতঃকালে উঠিয়া সারকা-
 মাহাত্ম্য স্মরণ করে, কদাচ তাহার ভূতবৈকল্য ও
 ধর্ম্মবৈকল্য হয় না। যে সারকামাহাত্ম্য পাঠ করে,
 সে সর্ববাদশীল ফল প্রাপ্ত হয়—ত্রিদেশপূজিত হয়,
 এবং সিদ্ধাচারগণের নিত্য বন্দনীয় হয়। যেখানে
 সারকার অবস্থান, সেখানে সনাতন বিষ্ণু, সর্বতীর্থ,
 সবার্ণব সর্ব দেবতা, যজ্ঞ, বেদ, ঋষি এবং সচরাচর
 সমস্ত ত্রৈলোক্যই অবস্থিত করে। কুরুদর্শনজনিত
 পুণ্য ও সারকামাহাত্ম্য শ্রবণ ব্যক্তিরেকে কোন

চ নিষ্ফলং তস্মৈ মাহাত্ম্যং ন শৃণোতি যঃ। ৩২।
 যথাসে চ ভবেৎ পুত্রো লক্ষ্মীশ্চৈব বিবর্ধতে। তস্মৈ
 যঃ শৃণুতে তত্কা মাহাত্ম্যং সারকাত্তমম্। ৩৩।
 ইতি স্মৃত্যনুসারে যথোৎসর্গাদিক্রিয়াকরণসারকামাহাত্ম্য-
 শ্রবণাদিকলবর্ণনং নাম দ্বিচছারিংশোধ্যায়ঃ। ৪২।

ত্রিচছারিংশোধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। সাবিত্রী চ ভবানী চ তুর্গা
 চৈব সন্নয়তাম। যোহর্চয়েতুলসীপত্রৈঃ সর্বকাম-
 সমধিতঃ। ১। গৃহীত্ব তুলসীপত্রং তত্কা বিষ্ণুং
 সমর্চয়েৎ। অর্চিতং তেন সকলং সন্দেবানুর-
 মাজ্জবম্। ২। চতুর্দশাঃ মহেশানং পৌর্ণমাসাঃ
 পিতামহম্। যোহর্চয়ন্তি চ সপ্তম্যাং তুলস্যা চ গণা-
 ধিপম্। ৩। শম্বোদকং তীর্থবরাধরিষ্ঠং পাদো-
 দকং তীর্থবরাধরিষ্ঠম্। নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটী-
 তুলাং নির্খাল্যাশেষং ব্রতদানতুলাম্। ৪। মুকুন্দা-
 শনশেষং তু যো জুহুতি দিনে দিনে। কিক্বে
 সিক্বে ভবেৎ পুণ্যং চান্দ্রায়ণশাধিকম্। ৫।
 নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিজং বিশেষতঃ পাদ-

মানবই সারকাগমনে সক্ষম হয় না। সত্য, শৌচ,
 স্নাত, বিস্ত্র, উত্তম শীল, ক্ষমা ও আর্জব,—যে
 সারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করে না, তাহার ঐ সমস্তই
 বুঝ। যে ব্যক্তি যথাসময় সারকামাহাত্ম্য শ্রবণ
 করে, তাহার পুত্র ও লক্ষ্মী লাভ হয়। ১২—৩৩।

দ্বিচছারিংশোধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচছারিংশোধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ কহিলেন।—যে জন তুলসীদল দ্বারা
 সাবিত্রী, ভবানী, তুর্গা ও সন্নয়তীর অর্চনা করে,
 সে সর্বকামসম্পন্ন হয়। তুলসীপত্র গ্রহণপূর্বক
 তন্ত্রের সহিত বিষ্ণুপূজা করিলে সন্দেবানুর-
 ম সকলেরই অর্চনা করা হয়। তুলসীদল দ্বারা
 চতুর্দশীতে মহেশের, পৌর্ণমাসীতে পিতামহের
 এবং সপ্তমীতে গণাধিপের পূজা করিলেও ঐ
 ফলই লাভ হয়। শম্বোদক তীর্থবর হই-
 তেও বরিষ্ঠ, পাদোদকও তথাবিধ, নৈবেদ্য
 শেষ কোটিক্রতুতুলা এবং নির্খাল্যাশেষ ব্রত-
 দানতুলা হয়। যে জন প্রতিদিন মুকুন্দাশন-
 শেষ ভোজন করে, গ্রীষ্মে গ্রীষ্মে তাহার শত চান্দ্রা-

জলেন বিষ্ণোঃ। যোহুশ্রাতি মিভ্যং পুরুষো
মুদারোঃ প্রাপ্নোতি যজ্ঞযুতকোটি পুণ্যম্।
৩। যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষঃ দদাতি
ভক্ত্য পিতৃদেবতানাম্। তেনৈব শিশুঃ স্তুতিলৈ-
কিমিথ্যাদাকল্পকোটিং পিতরঃ স্তুত্বাঃ। ৭।
স্নানার্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টাবাদ্যঃ কয়োতি যঃ।
পুরতো বাসুদেবস্ত গবাং কোটিকলং লভেৎ। ৮।
সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্ত সদা প্রিয়া। বাদনান্ন-
ভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিকলং নরঃ। ৯। বাদিত্রাণা-
মভাবে তু পূজাকালে চ সর্বদা। ঘণ্টাবাদ্যঃ
নরৈঃ কার্য্যঃ সর্ববাদ্যময়ী যতঃ। ১০। তুলসী-
কাঠসমুৎতঃ চন্দনং যচ্ছতে হরয়েঃ। নির্দেহং পাক-
সর্বং পূর্বজন্মশতার্জিতম্। ১১। দদাতি পিতৃ-
পিতৃণ্যং তুলসীকাঠচন্দনম্। পিতৃণাং জায়তে
তুষ্টির্গয়াশ্রদ্ধেন বৈ তথা। ১২। সর্বেষামেব
দেবানাং তুলসীকাঠচন্দনম্। পিতৃণাঞ্চ বিশেষেণ
সদাভ্যুতঃ হরয়েঃ কলৌ। ১৩। হরয়ভাগবতা ভূত্বা
তুলসীকাঠচন্দনম্। নার্য্যস্তি সদা বিকোর্ন তে
ভাগবতাঃ কলৌ। ১৪। শরীরং দহতে যন্ত
তুলসীকাঠবহিনা। নীয়মানো যমেনাপি বিষ্ণু-
লোকঃ স গচ্ছতি। ১৫। যদ্যেকং তুলসীকাঠমধো

ঋণাধিক পুণ্য হইয়া থাকে। মুরারির নৈবেদ্য-
শেষ, তুলসী ও তাঁহার পাদোদক মিশ্রিত করিয়া
খাইলে অমৃতকোটি যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়।
যে জন শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষ মিশ্রিত ভিল-
যুক্ত পিণ্ড পিতৃগণকে দান করে, তাহার এই
দাননিমিত্ত পিতৃগণ কোটিকল্প কাল তৃপ্ত হন।
স্নানার্চন-ক্রিয়াকালে বাসুদেবের অগ্রে ঘণ্টা বাদন
করিলে গোেকোটি দান ফল লাভ হয়। গার্গ্যবাদ্যময়ী
ঘণ্টা কেশবের সর্বদাই প্রিয়া; ইহঁদের বাদনে নর
কোটিকল্প লাভ করে। নরপুংস্বস্ত্র বাদ্যের
অভাবে পূজাকালে সর্বদা ঘণ্টা বাদন করিবে,—
যেহেতু ঘণ্টা সর্ববাদ্যময়ী। হরিকে তুলসীকাঠ-
সমুৎত চন্দন দান করিলে পূর্ব শত জন্মার্জিত পাপ
বিনষ্ট হয়। পিতৃপিতৃ তুলসীকাঠসমুৎত চন্দন
দিলে পিতৃগণের গদ্যশ্রাদ্ধসম তৃপ্তি হয়। কলিতে
সকল দেবতারই তুলসীকাঠসমুৎত চন্দন ঈপ্সিত;
বিশেষতঃ পিতৃগণের ও ঈহরির। কলিতে
হরিভুক্ত হইয়া যে জন তুলসীকাঠচন্দন হরিকে
অর্পণ লা করে, তাহাকে ভাগবত বলা যায় না।
তুলসীকাঠবহিতে তাহার দেহ দাহ করা হয়,

কাঠস্ত যন্ত হি। দাহকালে ভবেযুক্তঃ পাপকোটি-
শতাবুতঃ। ১৬। দহমানঃ নরঃ দৃষ্টা তুলসী-
কাঠবহিনা। জন্মকোটিনহশ্চৈত তৌষিতৈর্জ্ঞান-
দিনঃ। ১৭। দহমানঃ নরঃ সর্বে তুলসীকাঠবহিনা।
বিমানস্বাঃ সুরগণাঃ ক্షিপতি কুসুমাজলীন। ১৮।
নৃত্যন্তোহম্পরসো দৃষ্টা গীতং গায়ন্তি সুন্দরম্।
জলতে যত্র দৈত্যোস্ত্র তুলসীকাঠপাবকঃ। ১৯।
কুরুতে বীক্ষণং বিষ্ণুঃ সমুদ্রঃ সহ শঙ্কুনা। ২০।
গৃহীত্বা তং করে শৌরিঃ পুরুষঃ স্ময়গ্রহঃ। মার্জ্যতে
তস্ত্র পাপানি পশ্চাত্য জিহিবৌকসাম্। মহোৎসবং
চ কুত্বা তু জয়শব্দপুরঃসরম্। ২১। স্তুত উবাচ।
প্রহ্লাদেনোদিতঃ শ্রদ্ধা মাহাত্ম্যঃ দ্বারকাতবম্।
প্রহর্য্য ঋষয়ঃসর্বে তথা দৈত্যেষোরো বলিঃ। ২২। ততঃ
সর্বেহভিনন্দোনাং প্রহ্লাদং দৈত্যপুঙ্গবম্। উদযুক্তা
দ্বারকাং গতা দ্রষ্টুং কৃষ্ণমুখাপুঙ্গবম্। ২৩। ততস্তে
বলিনা সাক্ষিঃ মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। আগত্য
দ্বারকাং স্রাজ্য গোমত্যাঃ বিধিপুঙ্গবম্। ২৪। কৃষ্ণঃ
দৃষ্টা সমভ্যর্চ্য কুত্বা যাত্রাং যথাবিধি। দত্তা দানানি
বহুশঃ কৃতকৃত্যাস্ততোহভবন। ২৫। জগুঃ স্রীযানি

তাহাকে যম লইয়া গেলেও সে বিষ্ণুলোকে যায়।
যদি কাহার দাহ কালে অস্ত্রাস্ত্র কাঠ সকলের মধ্যে
একটীমাত্র তুলসীকাঠ থাকে, তাহা হইলে সে কোটি-
শতাবুত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১—১৬। তুলসীকাঠ-
বহিতে দহ হইতে দেখিয়া জনাধিন তাহার প্রতি
সহস্রকোটি জন্ম তুষ্টি থাকেন। তুলসীকাঠ-
বহিতে দহমান ব্যক্তির প্রতি বিমানস্ব সুরগণ
কুসুমাজলি ছেপণ করেন; আর অম্পরোগণ
আনন্দে নাচে ও সুন্দরে গীত গায়। যেখানে
তুলসীকাঠপাবক প্রজলিত হয়, বিষ্ণু সমুদ্র হইয়া
শঙ্কুর সহিত ঐ স্থান নিরীক্ষণ করেন। দহমান
পুরুষের কর গ্রহণ করিয়া অগ্রে সাধু দেবসমক্ষে
তান তাহার পাপ মার্জনা করেন। তদুদ্দেশে জয়শব্দ
পূর্বক মহোৎসব হয়। স্তুত বলিলেন,—প্রহ্লাদো-
দিত দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ এবং
দৈত্যরাজ বলি সকলেই দৃষ্ট হইলেন। অতঃপর
ঋষিগণ দৈত্যপুঙ্গব প্রহ্লাদকে অভিনন্দিত করিয়া
দ্বারকায় ঈকুকের বহন-কমল দর্শনমানসে বলির
সহিত তথায় গমন করিলেন এবং তত্ত্ব্য গোমতীতে
স্নানোচরণপূর্বক ঈকুকের দর্শন, অর্চন, যাত্রা-
সমাপন করত বহু দেয় দান করিয়া কৃতকৃত্য হই-

দ্বানানি বলিঃ পাতালমাঘবো । প্রহ্লাদঃ চ প্রণম্যাস্তু
মেনে নৃস্যা কৃতার্থতাম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি জীহ্বান্দে বালনাসহস্রজগৎকৃতদ্বারকাযাত্রা-
বিধিবর্ণনং নাম ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ । এতৎ পুরাণমখিলং পুরা স্বন্দেন
ভাষিতম্ । ভৃগবে ব্রহ্মপুত্রায় তস্মাজ্জ্ঞেভে তথা-
ঙ্গিরাঃ ॥ ১ ॥ ততশ্চ চ্যবনঃ প্রাপ ঋচীকশ্চ
ভতো মুনিঃ । এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং সর্বেষু
ভুবনেষুপি ॥ ২ ॥ স্বান্দং পুরাণমেতচ্চ
কুমারেন পুরোক্তম্ । যঃ শৃণোতি সত্যং
মধ্যে নরঃ পাপাঘ্নিচ্যতে ॥ ৬ ॥ ইদং পুরাণমায়ুযাং
চতুর্ধ্বংসপ্রদম্ । নিশ্চিতং যথাথেনেহ নিয়তং
সুমহাশ্রুনা ॥ ৪ ॥ এবমেতৎ সমাখ্যাতমাখ্যানং
ভজমশ্ব বঃ ॥ ৫ ॥ মণ্ডিতং সপ্তভিঃ খণ্ডৈঃ স্বান্দং
যঃ শৃণুয়ন্নরঃ । ন তস্ত পুণ্যসম্মানং কর্তুং শক্যোত
কেনচিৎ ॥ ৬ ॥ য ইদং ধর্ম্মমাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণায়
প্রযচ্ছতি । স্বর্গলোকে বসেন্তাবদ্যাবদক্ষর-

লেন । দৈত্যরাজ বলিও এদিকে প্রহ্লাদকে প্রণাম
করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করত স্বীয়
পাতালে প্রস্থান করিলেন । ১৭—২৩ ।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

চতুশ্চছারিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বাল্মিলেন,—পূর্বে স্বন্দ এই সমগ্র পুরাণ
ব্রহ্মপুত্র ভৃগুকে বলেন । তারপর ভৃগু হইতে
অঙ্গিরা, অঙ্গিরা হইতে চ্যবন, এবং তাঁহা হইতে
ঋচীক প্রাপ্ত হন । এইরূপ পরম্পরাক্রমে এই
সমগ্র পুরাণ জিহ্ববন ব্যাপ্ত করিয়াছে । এই স্বন্দ-
পুরাণ পূর্বে কুমার উদ্ধার করিয়াছিলেন । যে
ইহা শ্রবণ করে, সে পাপমুক্ত হয় । এই পুরাণ
আয়ুয্য ও চতুর্ধ্বংসপ্রদ । মহাশয় যথাধর্ম্ম নিয়ত-
ভাবে ইহা শ্রবণ করিয়াছেন । এই আখ্যান আপ-
নাদের নিকট আমি কীর্তন করিলাম, আপনাদের
মঙ্গল হউক । সপ্তখণ্ড-মণ্ডিত এই স্বন্দপুরাণ যে
নর শ্রবণ করে, কেহই তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা
করিতে পারে না । এই ধর্ম্মমাহাত্ম্য কে ব্রাহ্মণকে
প্রদান করে, সে পুরাণাক্ষর-সমসংখ্যক কাল স্বর্গ-

সংখ্যায় ॥ ৭ ॥ যথা হি বর্ষতো ধারা যথ্য বা দিব
তারকাঃ । গন্ধায়াং সিকতা যত্নত্বৎ সংখ্যা ন
বিদ্যতে ॥ ৮ ॥ যো নরঃ শৃণুযাত্তজ্ঞা দিনানি চ
কিয়ন্তি বৈ । সর্বার্থসিদ্ধৌ ভবতি য এতৎ পঠতে নরঃ
॥ ৯ ॥ পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ ধনাধী লভতে ধনম্ ।
লভতে পতিকামা যা পতিং কস্তা মনোরমম্ ॥ ১০ ॥
সমাগমং লভতে চ বান্ধবান্ প্রবাসিতিঃ । স্বান্দং
পুরাণং স্বন্বা তু পুমানাপ্রোতি বাহিতম্ ॥ ১১ ॥ শৃণুতঃ
পঠতশ্চৈব সর্ষকামপ্রদঃ নৃণাম্ ॥ ১২ ॥ পুণ্যং স্বন্বা
পুরাণং বৈ দৌর্য্যায়ুশ্চ বিদতি । মহীং বিজয়তে রাজা
শত্রুশ্চাপ্যধিষ্ঠিত ॥ ১৩ ॥ বেদবিজ্ঞ ভবেদ্বিপ্রঃ
কজিয়ো রাজ্যমাপ্নুয়াৎ । ধনং ধাত্তং তথা বৈশ্বতঃ
শূদ্রঃ স্ত্রুণম্বাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥ অধ্যায়মেকং শৃণুয়া-
ল্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা । যঃ শ্লোকপাণঃ শৃণুয়া-
দ্বিস্ললোকং স গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ স্বন্বা পুরাণমেতচ্চ
বাচকং যন্ত পুজয়েৎ । তেন ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্র-
শ্চৈব প্রপূজিতঃ ॥ ১৬ ॥ একমপ্যাকরং যন্ত শুকঃ

লোকে বাস করিয়া থাকে । যেমন বর্ষাকালে
বৃষ্টিধারা—গগনে তারকা—ও গন্ধায় সিকতার
সংখ্যা করা যায় না, তজ্ঞপ এই পুরাণাক্ষরের
ইয়ত্তা করাও দুঃসাধ্য । যে নর ভক্তিপূর্বক কতি-
পয় দিন মাত্রও এই পুরাণ পাঠ করে, তাহার
সর্বার্থসিদ্ধি হয় । মানব পুত্রার্থী হইয়া এই পুরাণ
পাঠ করিলে পুত্র এবং ধনাধী হইয়া পাঠ করিলে ধন
প্রাপ্ত হয় । কস্তা পতিকামনা করিয়া যদি এই পুরাণ
পাঠ করে, তাহা হইলে সে মনোমত পতি লাভ
করে । বান্ধব, বন্ধুসমাগমবাসনায় ইহা পাঠ করিলে
প্রবাসী বান্ধব সহিত তাহার মিলন হয় । এমন কি
এই স্বন্দপু্রাণ শ্রবণ বা পাঠ করিয়া মানব সকল
বাঞ্ছিতই লভিয়া থাকে ॥ ১—১১ ॥ যে ইহা শ্রবণ
বা পাঠ করে, তাহার সমস্ত ইহা সর্ষকামপ্রদ হয় ।
এই পুণ্য পুরাণ শ্রবণ করিলে দৌর্য্য লাভ হয় ।
রাজা শত্রু জয় করিয়া মহী অধিকার করেন,—বিপ্র
বেদবিৎ হন,—কজিয় রাজ্য পান,—বৈশ্ব ধনধান্তের
অধিকারী হন এবং শূদ্র স্ত্রুণ লাভ করে । এই
পুরাণের এক অধ্যায়ও শ্রবণ করিতে হয় ; অধিক
আর কি বলিব ?—ইহার একটা সম্পূর্ণ শ্লোক—
শ্লোকার্দ্ধ—বা তদর্দ্ধ অর্থাৎ শ্লোকের চতুর্থাংশও
পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব বিষ্ণুলোকে জন্ম
করিয়া থাকে । এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া পাঠকের
পূজা করিতে হয়, করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র পূজিত

শিষ্যো নিবেদয়েৎ । পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্রূপাং বন্দ্য৷
 হনুগী ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ অতঃ সম্পূজনীয়ঞ্চ ব্যাসঃ
 শাস্ত্রোপদেশকঃ । গোত্ৰহিরণ্যবশ্চান্যৈর্ভোজনৈঃ
 সার্ককামিকৈঃ ॥ ১৮ ॥ য এবং ভক্তিসুভক্ত্য ঋত্বা
 শাস্ত্রমহুতমম্ব । পূজয়েৎপদেষ্টায়ঃ স শৈবঃ
 পদমাণ্ডয়াৎ ॥ ১৯ ॥ পুরাণশ্রবণাদেব অনেক-
 ভবসঙ্কিতম্ব । পাপং প্রশময়াম্যসি সর্বতীর্থকলঃ
 ভবেৎ ॥ ২০ ॥ অমৃতেনোদরস্থেন ত্রিশস্তে
 সর্বদেবতাঃ । কণ্ঠস্থিতবিবেণাগি যো জীবতি
 স পাতু বঃ ॥ ২১ ॥ ব্যাস উবাচ । ইত্যাঙ্কো-
 পরতে সূত্রে শৌনকাদিমহর্ষয়ঃ । সম্পূজ্য
 বিধিবৎ সূতঃ প্রশস্তাধাত্যনন্দয়ন ॥ ২২ ॥ ঋষয়
 উচুঃ । কথিতো ভবতা সর্গঃ প্রতिसর্বস্তথৈব চ ।
 বংশাস্তবংশচরিতং পুরাণানামমুক্রমঃ ॥ ২৩ ॥
 মনস্তরপ্রমাণং চ ব্রহ্মাণ্ডস্ত চ বিস্তরঃ । জ্যোতি-

শ্চক্রস্বরূপং চ যথাবৎসুবর্ণিতম্ব ॥ ২৪ ॥ ধাতাঃ স্ব
 কৃতকৃত্যাঃ স্ব বয়ং তব মুখাভুজাৎ । ক্লান্ধঃ
 মহাপুরাণঃ হি ঋত্বা সূতাতিহার্যতাঃ ॥ ৩৫ ॥ বয়ঃ
 মহর্ষয়ো বিপ্রাঃ প্রদ্যোহন্য ভবাশিষ্যঃ । ব্যাসশিষ্য
 মহাপ্রাজ্ঞ চিরং জীব সুখী ভব ॥ ২৬ ॥ ইতি দ্বা-
 শিষ্যস্তস্মৈ দদ্বা বাসো বিভূষণম্ব । বিস্তুজ্য লোমশং
 সূতং যজ্ঞকর্ণাণ্যধাচরন ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাং সংহি-
 তায়্যঃ সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে চতুর্থে দ্বারকামাহাত্ম্যে
 কান্দমহাপুরাণশ্রবণপঠনপুস্তকপ্রদানপৌরাণিক-
 ব্যাসপূজনমাহাত্ম্যাবর্ণনপূর্বকং সমস্ত-
 কান্দ-মহা পুরাণগ্রন্থ-সমাপ্ত্যপ-
 সংহারসূতসংকারবৃত্তান্তাবর্ণনং
 নাম চতুচ্চত্বারিংশো-
 দ্বধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

হইয়া থাকেন । দেখ, গুরু একাক্ষরমাত্রও যাহা
 শিষ্যকে দান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য
 নাই, যাহা দিয়া তাহা হইতে আনু্য লাভ করিতে
 পারা যায় । অতএব গো, ভূ, হিরণ্য, বস্ত্রাদি, ও
 সার্ককামিক ভোজনাদি দ্বারা শাস্ত্রোপদেশক ব্যাসের
 পূজা করা কর্তব্য । যে জন এইরূপ ভক্তিসহ-
 কারে এই অমুতম শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া উপদেষ্টার
 পূজা করে, সে শৈবপদ লাভ করিয়া থাকে । পুরাণ
 শ্রবণ করিলে অনেকজনসঙ্কিত পাপরাশি বিনষ্ট
 হয়, অধিকন্তু সর্বতীর্থকল লাভ হইয়া থাকে ।
 অমৃত, উদরস্থ থাকিতেও সকল দেবতাই মরেন,
 কিন্তু বিষ কণ্ঠস্থ থাকিতেও যিনি জীবিত রহি-
 য়াছেন, তিনি ভোমাদিগকে পালন করুন, ব্যাস
 বলিলেন,—এই সকল কথা বলিয়া গান্ধারী
 হইলে মহর্ষিগণ যথাবিধি পূজা ও স্তব
 তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন । তাঁহা বলিলেন,—

হে সূত ! আপনি সর্গ, প্রতिसর্গ, বংশাস্ত-
 বংশচরিত পুরাণামুক্রম, মনস্তর-প্রমাণ, ব্রহ্মাণ্ড-
 বিস্তৃতি, ও জ্যোতিশ্চক্র, প্রভৃতি যথাযথ কীর্তন
 করিলেন । আমরা আপনার মুখ-পঙ্কজবিনির্গত
 কন্দপুরাণ শ্রবণ করিয়া ধন্ত, কৃতকৃত্য ও যার-পর-
 নাই আনন্দিত হইলাম । আমরা—মহর্ষি—ব্রাহ্মণ,
 আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করি,—হে মহাপ্রাজ্ঞ
 ব্যাসশিষ্য ! “চিরং জীব” — “সুখী ভব” । এই-
 রূপ আশীর্বাদ প্রদান করিয়া মহর্ষিগণ ব্যাস-
 শিষ্য সূতকে বসন-ভূষণ প্রদানে বিসর্জন দিয়া
 যজ্ঞাস্থতান করিতে লাগিলেন । ১২—২৭ ।

চতুচ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪ ।

